সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৬৷০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৭ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ১৮ ই এপ্রেল। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের সুদীর্ঘকাল অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকার করিতেছেন।

শূল বেদনা, বাতের বেদনা, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে থাকিয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেন্ট ঔষধের মূল্য ১, টাকা। শিশুর ৷৷০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৬৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার ও নানাবিধ শাস্ত্রসম্মত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত সুবর্ণ প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উক্ত সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্বতা-দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও গোড়াযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ৷৶০

সুরসুন্দরী বটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০

মহিলাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জ্বর অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, কাস, অরুচি প্রভৃতি দৌর্ব্বল্য মূর্চ্ছা কাশি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৶০

উপস্থিত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

দলিল [illegible]।

আহিরিমপুরের অন্তর্গত ১২৮৩ সালের লিখিত অর্দ্ধ আনা ষ্ট্যাম্পের ৪১ টাকার একখানি খত। মলঙ্গাঘাটের বৃন্দাবন পাত্রের বিং ৪৮১ নং মোকদ্দমার আইন অনুসারে ডিক্রী প্রাপ্ত ও টাকার একখানি খত এবং শ্রীরামপুরের ও পুরের চিঠির নকল চিঠি ইহা আমাকে দিতে পারিবেন তাহাকে ২ টাকা পুরস্কার দিব। আর এই খত কোনরূপে রেজেষ্টরী হস্তগত হইলে তাঁহা আদালতে অগ্রাহ্য হইবে এবং তাহাতে আমি বাধ্য হইব না। আমি শীঘ্র ইহার নকল লইব।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

আহিরিমপুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গোপালতত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে দেব সেবা, পুরাণ এক প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ কি, মধুসংহিতা, নারদের নীর, জলধারা, সন্ন্যাসী প্রভৃতি, রামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা গোপালপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

কলিকাতা পুলিসের কার্য্যপ্রণালী।

মহাশয়! কলিকাতা পুলিসের কার্য্য-প্রণালীতে সকলেই সন্তুষ্ট। অতএব আমরা বলিতে পারি যে প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্র কলিকাতার পুলিসের সংস্কার সম্বন্ধে বহুদিনাবধি চিৎকার করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, কেহই এ বিষয়ে মনোযোগ করেন না। এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবের পুলিস সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাত করিতেছি।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৬॥০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৭ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ১৮ ই এপ্রেল। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩॥০, অগ্রিম ... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং বাসে থাকিয়া চিকিৎসা-বিভাগে গত ২৫ বৎসরের সুপরীক্ষিত ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব কার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকার করিতেছেন।

জল কোষর, বাগে কোষর, ও মূত্রশিলা (পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে থাকিয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১, টাকা। শিশুর ॥০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৯৬ নং চৌকপুরি মৃজাপুর, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার এবং নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত সুলভ মূল্যে প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া প্রদান করিয়া থাকেন।

কেশরঞ্জন তৈল।

ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর করিয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ৷৵০

স্ত্রীসুখদায়ী বটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর অতিরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

মহিলাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অতিসার উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রভৃতির দৌর্ব্বল্য শূন্য প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরিউক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ঔষধালয় অধ্যক্ষ, কলিকাতা।

দলিল [illegible]।

আড়িয়দহের তপীরণ চন্দ্রের ১২৮৩ সালের লিখিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের ৪১ টাকার একখানি খত। মলাতর হাটের বৃন্দাবন পাত্রের বিং ৪৮৩ নং মোকদ্দমায় ... আইন অনুসারে ডিক্রী প্রাপ্ত ৬ টাকার একখানি, খত এবং শ্রীরামপুরের ও আড়িয়দহের চিঠির নকল ছিঁড়ি যিনি আমাকে দিতে পারিবেন তাহাকে ২ টাকা পুরস্কার দিব। আর এই খত কোনরূপে অপহৃত হইলে তাঁহা আদালত অগ্রাহ্য হইবে এবং তাহাতে আমি বাধ্য হইব না। আমি শীঘ্র ইহার নকল লইব।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়
আড়িয়দহ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গোত্রতত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সেবী পুরুষ এক প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ কি, মধুলোভিকা, ভূস্তরসমূহের শোণিতসংলগ্ন জীব, জালবাসা, সংসারী অবস্থার প্রতি, বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই অক্টেভো ফর্মার ৮ পৃষ্ঠা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ চোরবাগান ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট পত্রিকা প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

কলিকাতা পুলিসের কার্য্যপ্রণালী।

মহাশয়! কলিকাতা পুলিসের কার্য্য-প্রণালীতে সকলেই অসন্তুষ্ট। অধিক আমরা বলিতে পারি যে প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্র কলিকাতার পুলিসের সংস্কার সম্বন্ধে বহুদিনাবধি চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, কেহই এ বিষয়ে কর্ণপাত করেন না। এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবের পুলিস সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাত করিতেছি।

[illegible] মনোযোগী হইয়া একবার আমাদের প্রার্থনা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

প্রথম, এক ব্যক্তির হস্তে দুটী গুরুতর পদের ভার থাকা উচিত কি না? কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী সমস্ত সংবাদ পত্র, সমস্ত কলিকাতাবাসী একবাক্যে বহুদিনাবধি বলিতেছেন, এক ব্যক্তির হস্তে পুলিস কমিশনরের এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের কার্য্যভার থাকা উচিত নয়। কারণ, যে মহোদয় এই দুটী কার্য্য করেন, তাঁহাকে না হয় কেবল জাষ্টিস্‌দের চেয়ার [illegible] হয়, না হয় একজন পোর্ট কমিশনর হইতে হয়। এক ব্যক্তি তিনটী প্রধান প্রধান কার্য্য কিরূপে সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারেন? পোর্ট কমিশনরের কার্য্য যদিও তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, কিন্তু কলিকাতা রাজধানীর মিউনিসিপালিটির সভাপতির কার্য্য করিয়া আবার পুলিস কমিশনরের কার্য্য তাঁহা দ্বারা কি প্রকারে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? এক ব্যক্তি হয় পুলিস কমিশনর থাকুন, না হয় মিউনিসিপালিটির [illegible] হউন। এই দুই কর্ম্মের একটীতে তিনি [illegible] হয়। তাহা হইলে সকল কার্য্য [illegible] সম্পন্ন হইতে পারে। আর যদি কেহ [illegible] ও দুইজন দক্ষ সহকারী ছটী [illegible] আছেন কি না, আমরা তাহা স্বীকার করি এমন কি আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, [illegible] সমস্ত ভার বর্ত্তমান ডেপুটী কমিশনরের উপর [illegible] হয় এবং, একজন এসিষ্টেণ্টকে [illegible] সহকারী করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত পুলিসের [illegible] সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। আর [illegible] সমস্ত কার্য্য হইতে পারে, তবে আবার একজনের [illegible] অতিরিক্ত [illegible] হাজার টাকা দিবার আবশ্যক কি? সরকারের হস্তে ঐ কার্য্যভার [illegible] হইলে এই টাকা গুলি প্রজাদিগের বাঁচিয়া [illegible] নাই।

[illegible] চরিত্র সম্বন্ধে কেহ অনুসন্ধান করেন কি না তাহা আমরা অদ্যাপি [illegible] না। তাহারা কিরূপ চতুর [illegible] কি না? প্রজা পীড়ন করে কি না? [illegible] কমিশনরের অনুসন্ধান করা উচিত। কারণ, নিম্নশ্রেণীর পাহারাওয়ালা, ও [illegible] গবর্ণমেণ্টের চাপরাস ও টুপী প্রাপ্ত [illegible] আপনাকে [illegible] অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী জ্ঞান করে এবং [illegible]দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। দুষ্ট, গাঁজাখোর, নিম্নশ্রেণীর পুলিস, [illegible] দরিদ্রদিগের উপর ইহাদিগের আধিপত্য এবং অত্যাচার অধিক হয়। কিন্তু ইহার নিবারণকর্ত্তা কেহই নাই।

গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম আছে, রজনীতে তোপের পর কোন আবকারী দোকানে মদ কি অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এ নিয়মটী পালিত হইতেছে কি না, কেহই তাহার অনুসন্ধান করেন না। নয়টার পর মদের এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের দোকানের সম্মুখের দ্বার বন্ধ হয় বটে, কিন্তু গুপ্ত দ্বার দিয়া সমস্ত রজনী যে অসংখ্য মদের পিপা এবং অসংখ্য মাদকের ডিপা বিক্রীত হয়, আমাদিগের পুলিস কমিশনর তাহার সন্ধান রাখেন কি না? হাড়কাটার গলিতে এবং অপর অপর জায়গায় বেশ্যালয়ে রজনীতে যে প্রত্যেক ঘরে এক একটী শুঁড়ির দোকান হয়, সে সংবাদ পুলিস কমিশনরের নিকট পৌঁছে কি না? দুষ্ট বেশ্যারা (যাহারা চোঁক আইন হওয়াতে তপস্বিনী হইয়াছে) যে, রজনীতে কাপড় ঢাকা দিয়া মদের বোতল পার করে, পথের পাহারাওয়ালারা তাহা কি দেখিতে পায় না? কিম্বা তাহারা যে এই সব ব্যবসা করে, তাহা জানে না? মদের ব্যবসায়ে প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা আয় হয়। যত মদ বিক্রয় হয়, গবর্ণমেণ্টের ততই লাভ, সেই জন্য কি গবর্ণমেণ্ট একটা প্রকাশ্য দম রাখা গোচ আইন করিয়া অন্তরে অন্তরে রজনীতে মদ বিক্রয়ের প্রশ্রয় দিতেছেন? তাহা যদি না হইবে, তবে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না কেন? পল্লীর ইনস্পেক্টর, দারগা, জমাদার এবং পাহারাওয়ালারা কি এ বিষয় জ্ঞাত নহে? আমাদিগের কমিশনর যদ্যপি এক দিন ছদ্মবেশে (বাঙ্গালী সাজিয়া) একজন [illegible] বাঙ্গালী বাবু সঙ্গে লইয়া মদের দোকানে এবং হাড়কাটা গলির কোন কোন বেশ্যালয়ে, রজনী দুই প্রহরের পর মদ কিনিতে যান, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি প্রত্যেক দোকান এবং হাড়কাটা গলির প্রত্যেক বেশ্যালয়ে এক এক বোতল মদ কিনিতে পাইবেন।

প্রজাদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট একটী আইন করিয়াছেন। ঐ আইনটীর জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা বৎসর বৎসর ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু উহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ নাই। কেবলমাত্র প্রজাকে সাংঘাতিক পীড়া হইতে বাঁচাইবার জন্য এই আইনটী প্রচার করা হইয়াছে। এ আইনের নাম চোঁক আইন। এই আইনের সমস্ত কার্য্যের ভার পুলিসের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ আইন প্রচার হওয়াতে যে কত দুষ্ট ও অসচ্চরিত্র লোকের অন্ন বস্ত্রের উপায় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। এমন কতকগুলি বেশ্যা আছে, যাহারা প্রায় সকলেই পীড়িত হয়; কিন্তু তাহারা কমিশনরের কাছে [illegible] কাটাইয়া বলে যে "আমি আর দুষ্টা পেশা করিব না। আমি এই ব্যক্তির নিকট হইয়া আছি।" এই কথা শুনিয়া ইহার তাদৃশ তদন্ত না করিয়া যে অব্যাহতি দেওয়া হয় এটী আমাদের বড় দুঃখের বিষয়। এমন অনেক বেশ্যা আছে, যাহারা চোঁক আইনে নাম কাটাইয়া সাবেক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীর ভাড়াটে হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সাবেক পেশা আরম্ভ করে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে পল্লীতে এই সব ঘটনা হইতেছে, পল্লীর পুলিস কর্ম্মচারিগণ এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না রাখিয়া, যাহারা নির্দ্দোষ তাহাদের উপরেই পীড়ন করে। যে সকল বেশ্যাকে আমাদের পুলিস কমিশনর এই আইন হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, যদ্যপি তিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তিনি অনেককেই পুনর্ব্বার পরীক্ষার স্থলে আনাইবেন কিন্তু কেন যে, এ সব অনুসন্ধান হয় না বলিতে পারি না।

গবর্ণমেণ্ট ডিটেক্টিভ পুলিস স্থাপন করিয়াছেন কেন? কলিকাতার ভিতরে ভিতরে যে সকল অত্যাচারাদি ঘটিতেছে, সেগুলির নিবারণের জন্য কি না? তাহা যদি হয়, তবে উক্ত পুলিস কর্ম্মচারিগণ এপর্য্যন্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কয়জন গুপ্ত অত্যাচারী ধরিয়াছেন? যে সকল ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে, গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন, সেই গুলির অনুসন্ধান করাই উহাদের কার্য্য হইয়াছে। বিনা দোষে ভদ্র পথিকদিগকে অপমান করা এবং বেশ্যাদিগকে ইস্তাহার দেওয়া ভিন্ন গুপ্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উহাদের কার্য্য নহে। কলিকাতার মধ্যে, রজনী[illegible] কথা দূরে থাকুক, দিনের বেলা যে, ডিম [illegible] ভাঙ্গা [illegible] ওয়ালা, টাকা ওয়ালা প্রভৃতি যে, অনেক কাণ্ড করিতেছে, উক্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগের কয়জনকে ধরিয়াছেন? বড়বাজার প্রভৃতি স্থানসমূহে প্রত্যহ ঐ প্রকার জুয়াচুরী হয়, উক্ত কর্ম্মচারীরা তাহা [illegible] তাহার নিবারণ করে না কেন? এই যে সে দিবস [illegible] হইতে পনর হাজার টাকার চোরা নোট আসিয়া কলিকাতায় পাচার হইল, উক্ত পুলিস তাহা অনুসন্ধান করিল? এক্ষণে আমরা ভরসা করি আসলি ইডেন সাহেব এই সমস্ত বিষয়ের তদন্ত ইহার প্রতিকার করিবেন।

৩০ এ চৈত্র—১২৮৭। শ্রী হ।

"হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা।"

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

বিগত ১৮ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে উক্ত

শীর্ষকযুক্ত আমার যে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদচ্ছলে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। সে পত্র খানি পাঠ করিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কেন যে দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিব না, তবে তাঁহার পত্র সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পশ্চাতে বলিতেছি।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন "অথবতী বাবুর প্রথম আপত্তি এই, যখন হিন্দুসমাজে অনেক সুরেন্দ্রনাথ বাবুটের ন্যায় গোপনে দুষ্কর্ম করিয়াও বিনা আড়ম্বরে, বিনা গোলযোগে ও বিনা আন্দোলনে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার বিবেচনায় হিন্দুসমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া আন্দোলন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।" পাঠকদিগের মধ্যে যিনি আমার পূর্ব্ব পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন, আমি এরূপ আপত্তি করি নাই "গোপনে দুষ্কর্ম" এ শব্দ গুলির প্রয়োগও করি নাই। বিহারি বাবু যদি আমার সে পত্র খানি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু তিনি যদি তাঁহার নিজের সুবিধার জন্য আমি যে কথা বলি নাই, সে কথা আমারই কথা এরূপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাহস করিয়া থাকেন, তবে তাহা বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, এখানে তাহা পুনরায় লিখিতেছি—"তাহা এই "আর কত জনে এই প্রকাশ্য ভাবে সুরাপানাদি করিয়া থাকেন। এখনই আমরা শত শত বিখ্যাত লোকের নাম বলিতে পারি, যাঁহাদের বাবুচিকৃত প্রস্তুত অন্ন না হইলে তৃপ্তি লাভ হয় না; এবং প্রমাণ করিতে পারি যে, সমাজপতি ও প্রতিযোগী মহাশয়েরা তাহা অন্তরে দেখিয়াও দেখেন না" "এবং তদ্বিষয়ে একটী কথাও বলেন না।" বিহারি বাবু এক "গোপনে দুষ্কর্ম" লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা যখন তাহা মুখেই বলি নাই, তখন তাঁহার সে সকল কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

"গোপনে দুষ্কর্ম" উপলক্ষে বিহারি বাবু এ কথাও লিখিয়া ফেলিয়াছেন যে, অনেক ব্রাহ্ম গোপনে চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন; কিন্তু কেশব বাবু প্রকাশ্যভাবে চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়াতে এত আন্দোলন হইয়াছিল। আমি বিহারি বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে বিষয় বিশেষরূপে অবগত নহেন, সে বিষয় সম্বন্ধে যেন হঠাৎ একটা কথা বলিয়া না ফেলেন। কতকগুলি প্রচলিত হিন্দু মতে কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, বলিবার এবং কেহ যেন ১৮ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের ও ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকার বিবাহ না দেন, তিনি অন্যকে এতদ্বিষয় এরূপ উপদেশ দিয়াও এবং এই কারণেই উঁহাদের ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের জন্য সিভিল ম্যারেজ এ নামক যে ও আইনটী হইয়াছে, তাহার একটী ধারাতে উক্ত বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াও তিনি তাঁহার ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়াই সেই ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, প্রকাশ্যভাবে বিবাহ দিবার জন্য নহে। বিহারী বাবু জানিবেন যে, কুমারীদিগের ১৪ বৎসর বয়সের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলে ব্রাহ্ম কখনই পতিত হন না।

বিহারি বাবু লিখিয়াছেন, সুরাপায়ীর সংখ্যা এখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন তাহাদিগকে দমন করিবার কোন উপায় নাই। এ অবস্থায় সুরাপানের সহিত যবনান্নের তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু লোক সংখ্যার কম বেশীতে কিছু আসে যায় না। এই প্রশ্নের মীমাংসা করাই সঙ্গত যে, সুরাপান করাতে যাহা, অভক্ষ্য ভক্ষণ করাতে তাহাই কি না? সুরাপান প্রভৃতি অন্ন জল আহার পান করিলে যদি পতিত না থাকে, তবে সুরাপানে কি [illegible] সম্ভাবনা কি না? যদি সম্ভাবনা না থাকে, তবে সুরাপায়ী হিন্দু এবং [illegible] অন্যান্য হিন্দুদের অন্যান্য সকল হিন্দুর আচার নাই স্বীকার করিতে হইবে কি না? আমাদের কাছে যদি স্বীকার করাই উচিত হয়, তবে তাহাদের মুখে "অমুক বিলাত গিয়াছিল [illegible] করা" "অমুক ব্রাহ্মণ হইয়াছে" (১) প্রভৃতি অন্যান্য উচ্চারণ করিয়াছে অতএব তাহাকে সমাজচ্যুত কর" এ সকল কথা কি শোভা পায়? [illegible] তাহা আবার কারা [illegible]

(১) [illegible]

তার আবার আক্ষেপিয়ান কেন? অন্যকে উপদেশ করিবার প্রমাণ পাওয়া কেন?

বিহারি বাবু এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, মনু সমাজের ব্রাহ্মণদিগের জন্যই যখন যাজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কলিযুগের জন্য নহে সুতরাং এখনকার ব্রাহ্মণেরা যজন যাজনাদি না করিলে, পতিত হন না। কিন্তু বিহারি বাবু জানিবেন যে, মনুসংহিতা সকল কালেই অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ অনেকটা মনুর বিধি ও নিষেধানুসারে চলিয়া থাকেন। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যেখানে বিরোধ, সে স্থলে মনুর মতই যে অবলম্বনীয় তাহার প্রমাণ এই,

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

"মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব তিনি প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।" কিন্তু যদি

[illegible]

"[illegible]" [illegible]

"[illegible]"

"[illegible] করিলে, [illegible]"

[illegible]

(২) [illegible]

এক টীকায় কথা হইয়া থাকে, সে হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব রক্ষা হইল কৈ? হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া অখাদ্য ভক্ষণ করিলে যদি অপরাধী হইতে হয়, তবে সেই হিন্দুশাস্ত্রের বিধি অমান্য করিয়া যাঁহারা বিধবা বিবাহ প্রভৃতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন, তাঁহারা কেন না অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন? বিশেষতঃ পাঠকেরা দেখুন, হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্ট আকারে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র বা সংহিতা) অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে লোকাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।—যথা,

স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥

অতএব "যজন যাজন প্রভৃতি কেবল সত্যযুগের ব্রাহ্মণদিগের জন্য" এ কথা বলিয়া বিহারি বাবু কিছুতেই পার পাইতেছেন না। বিশেষতঃ তাঁহার ইহাও জানা উচিত যে, কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতায় যজন যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম বৃত্তি বলিয়া যে নির্দিষ্ট হয় নাই এমনও নহে, প্রত্যুত তাহা স্পষ্টরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে;

"ষট্‌কর্ম্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ।"

ব্রাহ্মণ (যজন, যাজন অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই) ষট্‌কর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া শূদ্র দ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইবেন।

"কালক্রমে আচার ব্যবহারাদি কিছু পরিবর্ত্তিত হইলে মানুষ কখনই পতিত বা পরিত্যক্ত হইতে পারে না।" এ কথাগুলি লিখিবার পূর্ব্বে আমার পূর্ব্ব পত্রখানি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখা বিহারী বাবুর একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কারণ, তাঁহার একথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি একথার উত্তর দিয়া রাখিয়াছি। এ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ করা উচিত ছিল, না হয়, আমার লিখিত উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত ছিল; নতুবা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, পুনরায় সে প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বিড়ম্বিত সময় নষ্ট, কাগজ নষ্ট, কলম নষ্ট, মস্তিষ্ক নষ্ট এবং সেই সঙ্গে পাঠকদিগের সহিষ্ণুতা নষ্ট করা কেন?

"কালক্রমে বিপ্লব-স্রোতের অনুকূলে ভাসিতে হয়, প্রতিকূল দিকে উজান বাহিতে চেষ্টা করিও না।" বিহারি বাবু বলিয়াছেন আমাদিগের ইহাই মত। একথা আংশিক সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। যে সময় যেরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক, সে সময় সেরূপ পরিবর্ত্তনের প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই যে আমার অভিপ্রায়, আমার পূর্ব্ব পত্রখানি যিনি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি তাহাই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ তাহার একাধিক স্থানে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা লইয়া বিহারি বাবুর সঙ্গে বাদানুবাদ করা বৃথা।

বর্ত্তমান সময়োপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য আমি হিন্দু মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিহারি বাবু বলিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রে সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই সুতরাং নূতন শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। আমিও স্বীকার করি হিন্দু-শাস্ত্রে সকলই আছে, ভালরও চূড়ান্ত আছে মন্দেরও চূড়ান্ত আছে। সকলই আছে সত্য, তথাপি ইহার দ্বারা নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজন অসিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, প্রচলিত নিয়ম রহিত করিতে এবং পুরাতন বর্জ্জিত নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করিতে হইলে অবশ্যই নূতন বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মনে কর, এখন হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু ইহা বৈদিক এককালে প্রচলিত ছিল এবং যদিও হিন্দু-শাস্ত্রে ইহার বিধি ছিল, তথাপি ইহা এখন হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রচলিত করিতে হইলে নূতন বিধির অর্থাৎ "অদ্য হইতে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিবেন, তাঁহাদের সে বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে" অথবা "অদ্য হইতে যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র ও প্রাচীন আচার ব্যবহারানুসারে বিধবা বিবাহ করিবেন, হিন্দু-সমাজ তাঁহাদের সে বিবাহকে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিবেন।" এই প্রকার নূতন ব্যবস্থা পত্রের একান্ত প্রয়োজন। নূতন শাস্ত্রের চারি হাতও নাই, পাঁচ পাও নাই, এই প্রকার কতকগুলি নূতন বিধি বা ব্যবস্থাপত্রের সমষ্টিকেই নূতন শাস্ত্র বলা সঙ্গত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে সকলই থাকিলেও নূতন হিন্দু শাস্ত্র প্রণয়নের কেন যে প্রয়োজন, তাহা কি বিহারি বাবু এখন বুঝিতে পারিলেন?

উপসংহারে আমি পুনরায় বলিতেছি "এখন কালক্রমে বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত স্রোতোগামী হইবেন, তাঁহারাই যে কেবল অপমানিত ও অপদস্থ হইবেন এরূপ নহে, তাঁহাদের হস্তে হিন্দুসমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।" এক্ষণে হিন্দুদিগকে বিনীত অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এখনকার উপযোগী এক খানি নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের নিজের এবং হিন্দুসমাজের মহোপকার সাধন করুন।

যমুনিয়া শ্রীভগবতীচরণ দে
১০ ই এপ্রেল ১৮৮১।

সোমপ্রকাশ

৭ ই বৈশাখ সোমবার

দেশীয় বিচারপতি ও পাইওনিয়র।

আমরা এলাহাবাদের পাইওনিয়র নামক সমাচার পত্রের একটী গুরুতর ভ্রম দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। পাইওনিয়র সময়ে সময়ে এক একটী বিষয়ে এমন এক একটী অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে একজন ভারতদ্বেষী বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সম্প্রতি তিনি এদেশীয় বিচারপতিদিগের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাহার প্রতি বর্ণে বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচিত বিষয়টী নিতান্ত সামান্য নহে বলিয়া আমরা তাহাতে উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এদেশীয় বিচারপতিরা সামান্য বেতন পান বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কেবল যে ঘৃণা করিয়াছেন এমন নহে; অশিক্ষিত ও আইনানভিজ্ঞ বলিয়া গালি দিতেও ত্রুটি করেন নাই। দেশীয় লোকেরা অল্প বেতনে ঐ সকল গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার মনে এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে এবং সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার মত সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "চাঁদের গায়ে থুথু দিলে সেই থুথু আপনার গায়ে পড়িয়া থাকে।" আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম, পাইওনিয়রের সম্পাদকের মন, এদেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ণ বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এদেশীয় বিচারপতিদিগের বেতনের অল্পতার উল্লেখ করিয়া ঘৃণা প্রদর্শন বা গালি দিতে গেলে সেই ঘৃণা ও গালি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পাইওনিয়র সম্পাদকের সদৃশ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টই বলিয়া থাকেন। অতএব সে গালি পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের আপনার উপর বর্ষণ করা হইতেছে। এদেশীয় বিচারপতিদিগকে অল্প বেতন ও ইউরোপীয় বিচারপতিদিগকে যে অধিক বেতন দেওয়া হয় সে দোষ কার? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরই কি সে দোষ নয়? তবে পাইওনিয়র এই কথা বলিবেন, এদেশীয়েরা সেই অল্প বেতনে চাকুরি স্বীকার করেন কেন? স্বীকার না করিয়াই বা কি করেন। বাল্যকাল অবধি লেখাপড়ার চর্চা করিয়াছেন, অন্য কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই, সুতরাং যাহাকে লেখাপড়ার অনুশীলন সম্বন্ধ আছে, তাহা

সেই প্রবৃত্তি জন্মিয়া উঠে। কিন্তু তাহাকে প্রবৃত্ত হইয়া দেখেন, ইউরোপীয়ের প্রতি দাসবৎ আচা-রের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আত্মদোষে তাঁহাদের প্রতি বক্রদৃষ্টি হইয়াছেন। কি করেন, নিরুপায় হইয়া সেই স্বত্ব যেমনই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে মনের মধ্যে এক আশা এই, ক্রমে উন্নতির মুখ দেখিতে পাই-বেন। ফলতঃ পাইওনিয়র তাঁহাদের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের শিক্ষার অভাব ও আত্মসম্মানের অভাব যে অনুমান করিয়াছেন, সেটী তাঁহার নিতান্ত ভ্রান্তি।

তাঁহার এ সংস্কার শিক্ষিত লোকের সংস্কারের ন্যায় নহে। ইহা অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকদিগের স্বাভাবিক কুসংস্কারের ন্যায় মাত্র। অধিক বেতন পাইলেই যে অধিক শিক্ষিত হয়, এ কথার কোন অর্থ নাই। অধুনা দেশীয় বিচারপতিগণ যেরূপ প্রব-ন্ধকারের ও আইন অনুসারে সুশৃঙ্খলে বিচারকার্য নির্বাহ করিতেছেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাদিগের প্রতি ও বিচারকার্যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও নিরপেক্ষতা দর্শনে প্রীত হইয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট উত্তরোত্তর তাঁহাদিগকে বিচারসংক্রান্ত বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করিতেছেন। দেশীয়দিগের বিচার কার্যে এখন যেরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজ ও হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হইতেছেন। এদেশীয় কভেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ ও সবর্ডিনেট জজ প্রভৃতি যেরূপ কার্য করিতেছেন, তাহাতে এখানকার হাইকোর্ট, গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারি পর্যন্ত সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেছেন, কেবল আমরা পাইওনিয়রকে সন্তুষ্ট দেখিতে পাই না। এদেশীয়দিগের সকল বিষয়ে ঈর্ষা, দ্বেষ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট অবশেষে ইহাদিগকে বাছোর একবারে উচ্চতর কার্যে নিযুক্ত করিতে অগ্রসর কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইঁহারা যদি শিক্ষিত ও আত্মসম্মানী না হইতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ ঘটনা ঘটিত না এবং ষ্টেট সেক্রেটারিও ক্রমে অধিক পরিমাণে এদেশীয়দিগকে বহুকার্যে উচ্চ পদ দান করিবার প্রস্তাব করিতেন না।

আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, সকলেই প্রায় একবাক্যে দেশীয় বিচারপতিদিগের সুশিক্ষার ও আইনজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, দেশীয় বিচারপতিরা সাধারণতঃ সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ ও কার্যদক্ষ। তবে ভ্রম-প্রমাদ সকলেরই আছে। কদাচিৎ কোন ব্যক্তির ভ্রম-প্রমাদ দর্শন করিয়া পাইওনিয়রসম্পাদকের যদি উল্লিখিত ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়া থাকে, সেটী নিতান্ত হওয়ের বিষয়। ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের কি ভ্রম প্রমাদ ঘটে না? তবে হাইকোর্টে জেলার জজ-দিগের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হয় কেন? আপীলে জজদিগের রায় যে রদ হইয়া যায়, তাহারই বা কারণ কি? সম্প্রতি আমাদিগের জাহানাবাদে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, পাইওনিয়র দেখুন জজ কেমন সুন্দর বিচার করিয়াছেন। মকদ্দমাটী এই, বন্ধকি জমীর খাজনা পাইবার প্রার্থনায় নালীশ করা হয়। প্রজার সহিত মৌখানী বন্দোবস্ত। প্রজা পাট্টা লইয়া এই কবুলতি দিয়াছে, জমী যদি মাপে বেশী হয়, নিরিখ হারে বেশী খাজনা দিবে। এটী কণ্ট্রাক্ট স্থল। কণ্ট্রাক্ট স্থলে নোটীশ দিবার প্রয়োজন নাই, ইহার স্পষ্ট নজীর আছে, কিন্তু জজ সে নজীর না পাইয়া মকদ্দমায় এই ডিক্রী করিলেন যে নোটীশ দেওয়া হয় নাই। অতএব এ মকদ্দমা চলিতে পারে না। দেখুন কেমন সাফ বিচার। অতএব অধিকবেতনভোগী ইউরোপীয় বিচারপতির ভ্রম-প্রমাদ ঘটে না, আর অল্প বেতনভোগী বিচার-পতিরই ভ্রম-প্রমাদ ঘটে, এ সিদ্ধান্তের পর অপ-সিদ্ধান্ত আর নাই। ফলতঃ পাইওনিয়রের এটী একটী ছল মাত্র। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি এদেশীয়-দিগকে উচ্চ পদ দান করিবার যে প্রস্তাব করিয়া-ছেন, সেটী যাহাতে কার্যে পরিণত না হয়, পাইও-নিয়রের সেই চেষ্টাই উল্লিখিত প্রকার লেখার প্রধান কারণ।

[illegible]

[illegible]

সর রিচার্ড টেম্পল ভারতবর্ষে অনেক কাল ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও তাহার পর বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইয়াছিলেন। অত-এব যাঁহারা বিশেষ না জানেন, তাঁহাদের মনে যদি এই সিদ্ধান্ত হয় "সর রিচার্ড যখন এত দিন ভারতে ছিলেন, তখন ভারতের বিষয়ে তাঁহার বি-শেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তিনি ভারতের সম্বন্ধে যে কথা বলেন, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটি-বার সম্ভাবনা নাই" তাহা আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এই কারণে লোকে আদর পূর্বক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য বিনির্গত হয়, তাহা সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। লোকে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রচুর সুখ ও মনের আনন্দ অনুভব করুন, তাহাতে আমা-দের আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার বাক্যে বহু দেশের লোকের যে ক্ষতি করিয়াছে, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত সংস্কার নিবারণ উচিত। লেপ্টেনাণ্টদিগের ও ভারতের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিতে পারে। অতএব উহার প্রতিবাদ করা এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমরা [illegible] করিতেছি।

সম্প্রতি মেয়ার্স পার্কের টাউনহলে মাঞ্চে-[illegible]ষ্টারের চেম্বর অব কমর্সের একটী সভা হইয়াছিল। সেই সভায় সর রিচার্ড টেম্পল একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে অনেক প্রধান লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর রিচার্ড ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ লইয়াই অধিকাংশ বক্তৃতা করেন। অতএব উহা যে সভাস্থদের সবিশেষ রুচিকর হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা দেখিতেছি, তাঁহার প্রত্যেক বাক্যই পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি সকল প্রথমেই ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র ব্যবসায়ের কথা তুলিয়া বলেন "বস্ত্র যে বিলাতীয় প্রয়োজনীয়, একথা বলি-বার প্রয়োজন নাই। অতএব ভারতবাসিদিগের অনুরাগ সম্বন্ধে যে কোন বক্তব্য থাকিতে পারে, তাহা সম্বন্ধে ম্যাঞ্চেষ্টারের [illegible] সরকারী সভাপতি এই মাত্র করিলেন, এ সাধা-রণের কখন কখন আত্মবিবেচনাশক্তি প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি উহাকে প্রতি-নিধি, জনবিশ্রুতি ও সম্পদের উপকারক বলিয়া নির্দেশ করিতে চান। কারণ, তাঁহার মতে পৃথিবীর মধ্যে তাঁহাদের (ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকগণের) প্রধান বস্ত্র ক্রেতা, তথাপি তাহারা ভারতবাসি-দিগের সহিত ব্যবসায় করিয়া যে লাভ করেন, তিনি (সর রিচার্ড টেম্পল) বলিতেছেন, ভারতবাসীরা ও ব্যবসায়ে [illegible]

এই বাক্যটি সর রিচার্ডের বক্তৃতার [illegible] বিবেচনা করিবার আবশ্যক উচিত হয় [illegible] আবশ্যক যে উচিত হইবে, তাহা [illegible] বিষয় নহে। [illegible] তাহাদের সাধ্য কথার বিষয় নয়। অতএব [illegible] ম্যাঞ্চেষ্টারের [illegible]

[illegible] ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ ভারতবর্ষের [illegible] এ কথাও বলিয়াছেন। [illegible] পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের [illegible] সর রিচার্ড [illegible] আরও বলিয়া ঘোষণা করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের [illegible] মনোরঞ্জন করিয়াছেন। আমরা [illegible]

একটী নূতন লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন। [illegible] উপকার প্রয়োগ করা হয়, সেখানে বিপরীত অর্থ বুঝাইয়া থাকে। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির অতিশয় অপকার করিয়াছিল। অপকৃত ব্যক্তি অপকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

" উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে
সুজনতা প্রথিতা ভবতা পরং।
বিদধদীদৃশমেব সদা সখে
সুখিতমাস্ব ততঃ শরদাং শতং।

এস্থলে তুমি যে আমার বহু উপকার করিয়াছ, সে বিষয়ে আর কি বলিব। তোমার সৌজন্য সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। তুমি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া শত শত বৎসর সুখিত হইয়া থাক।

মাকেঞ্জির বলিকাম [illegible] ভারতের যে উপকার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এইরূপ উপকার। লক্ষণলক্ষণা বলে যে উপকার নয়, অপকার। মাকেঞ্জি সুলভ মূল্যে বস্ত্র যোগাইতেছেন, অদূরদর্শী ভারতবাসীরা আহ্লাদে সেই বস্ত্র পরিধান করিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের কি কি অপকার হইতেছে, তাহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রথমতঃ বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে ভারতের যে এক বস্ত্র বয়ন কার্য্য ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহা বিলুপ্ত হওয়াতে ভারতের [illegible] অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। একটিমাত্র বঙ্গদেশের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা আমরা চক্ষের উপরে দেখিতে পাইতেছি [illegible] উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামেই প্রায় তন্তুবায়, তুলা ও [illegible] বাস ছিল। তাহারা বস্ত্র বয়ন করিয়া গ্রামের অনেকের ও নগরের বস্ত্রাভাব অভাব দূর করিত। গ্রামে ও অন্যান্য [illegible] হইত। ঐ উভয় কার্য্যে বহু লোক যে [illegible] তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাতী বস্ত্র এতদ্দেশে প্রবেশ করিয়া ঐ দুটী কার্য্যের লোপ করিয়াছে। তাহাতে এতদ্দেশের যে কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, স্ত্রীলোকেরা সুতা কাটিয়া ও বস্ত্র বয়ন করিত, উহা [illegible] বিলক্ষণ সাহায্য [illegible] বিলক্ষণ [illegible]। কিন্তু বিলাতী কাপড় উহাদিগকে [illegible] করিয়াছে। এক্ষণে আর তাহাদের সম্পত্তি নাই। ধন বৃদ্ধি নাই। আহারাদি [illegible] বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। সর্ব্বত্রই [illegible] মাতৃস্বরূপ সম্পত্তিহীন হইলেক প্রায় [illegible] দেখা যায়। এটী প্রাকৃতিক নিয়ম। সম্পদের না থাকিলে শরীরের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে না। স্বাস্থ্য অর্দ্ধ মাত্রা নিতান্ত শরীর নাশের এবং তন্মূলক বংশলোপের প্রধান কারণ। বঙ্গদেশে বিলাতী বস্ত্রের আগমন নিবন্ধন কেবল যে তন্তুবায় দল ধ্বংস পাইয়াছে, তাহা নয়, তুলোৎপাদনকারী কৃষকদিগেরও মহা ক্ষতি হইয়াছে।

যখন বস্ত্র বয়ন কার্য্য ও তুলোৎপাদন কার্য্য এই দেশেই ছিল, তখন উহাতে যে অর্থ ব্যয় হইত, এদেশের লোকেরাই সেই অর্থ বাস্তব ফল ভোগী হইত। তাহাতে দেশের যে কত মঙ্গল হইত বলা যায় না। কিন্তু সেই অর্থ এখন মাকেঞ্জির দুহিতাদের গ্রাস করিতেছে, কিছুই আর অবশিষ্ট

দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে দেশের লোক অলস হইয়া যাইতেছে। আলস্য কেবল যে মনের শক্তির প্রতিবন্ধক তাহা নয়, শরীর নাশেরও প্রধান কারণ।

তৃতীয়তঃ, অদূরদর্শী লোকেরা মনে করে, বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে তাহাদের বস্ত্র সস্তা হইয়াছে। বাস্তবিক যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন, এ সম্বন্ধে কিছুই সস্তা হয় নাই। পূর্ব্বে এক যোড়া দেশী কাপড়ে যত দিন যাইত, সেই সময়ে এখন তিন জোড়া বিলাতী কাপড় লাগে।

চতুর্থতঃ, মাকেঞ্জির পক্ষে অনিষ্ট—স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। অনেক রোগেই শাটী ও সুতার কাপড় ব্যবহার করা হয়। বিলাতী বস্ত্র [illegible] বিশুদ্ধ সেইটি তাহার প্রধান কারণ। বহু [illegible] রোগ বিশারদ, যাঁহারা [illegible] আছেন, বাঙ্গালার সাহিত্য তাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

অতঃপর সর রিচার্ড বলেন "সকলেই [illegible] থাকিবেন, আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন তাঁহারা আপনাদিগকে 'বিজ্ঞ' বলিয়া থাকেন। সর রিচার্ড সিবিলিয়ানদের অর্থ করিয়া দিয়াছেন, আর এক [illegible] তিনি কেবল এক দিক দর্শন করেন, অন্য দিক দেখেন না, তিনি 'সিভিলিয়ান'।" কিন্তু তাঁহাদের প্রতি যে তাঁহারা অন্ধকার ও আলোকময় উভয় দিক তুল্যরূপে দর্শন করে [illegible] এই দুই তিন বৎসর সিবিলিয়ানদিগের পক্ষে অতি উত্তম সময় গিয়াছে। কারণ, ঐ দুই তিন বৎসর ভারতবর্ষ 'অনুপম বিপদ ভোগ' করিয়াছে। যেমন রক্তের সম্বন্ধ সাম্প্রতিক [illegible] শরীর পক্ষে অথবা বর্ষাকাল যেমন ভেকের পক্ষে সেইরূপ ঐ দুই তিন বৎসর সিবিলিয়ানদিগের পক্ষে হইয়াছে। এই জন্য লোকেরা (যাঁহাদিগকে তিনি নিন্দা করিবার ইচ্ছা করেন না, কারণ তাঁহারা আমাদিগকে সাবধানতার শিক্ষা দিয়াছেন) আমাদিগকে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরোত্তর দরিদ্র হইতেছে। ভারত ভূমিতে প্রজা সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতেছে যে তাহারা অনাহারে থাকা রক্ষা পাইতেছে না। তাঁহারা এ কথাও বলিয়া থাকেন, যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ভারতের অপকারই করিতেছে, উপকার করিতেছে না। কিন্তু যদি কেহ এই মতের পরীক্ষা করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন যে সকল ভারতবর্ষীয় সময়ে সময়ে সন্ত্রাস দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদের হইতেই উক্ত মতের আবিষ্কার হয়। যে সকল হিন্দু ও মুসলমান দয়া করিয়া আমাদের দেশে আসিয়া আমাদিগকে ঐরূপ মত জানান, আমি তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। কিন্তু এটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষের সমুদয় দেশে দীর্ঘ কাল যুদ্ধ ও রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়াছে, তথাকার লোকেরা স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের ধন গোপন করিতে ইচ্ছা করেন এবং আপনাদিগকে শাসনকর্ত্তার নিকটে দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। মনের এই গতি পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে। অতএব যদিও এক্ষণকার লোকে উত্তমরূপে জানে, শাসনকর্ত্তার হইতে কোন ক্ষতির শঙ্কা নাই এবং যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করে, সে নির্ব্বিঘ্নে তাহা স্বয়ং ভোগ করিতে পারে, তথাপি উহাদিগের ভাব এখনও অনেকের মনে আছে।"

এ স্থলেও পাঠক দেখুন সার রিচার্ড টেম্পলের কেমন ভ্রমাত্মক সংস্কার। মুসলমান অধিকার কালে পুলিসের আমকপ বন্দোবস্ত ছিল না, দস্যু ও তস্করেরা ইচ্ছা করিলেই ধনীর ধন চৌর্য্য ও লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। সময়ে সময়ে বিবেকহীন, অদূরদর্শী, স্বার্থপর শাসনকর্ত্তারাও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির ধন বলপূর্ব্বক আহরণ করিত। সুতরাং সেই ভয়ে লোকেরা কিছু অর্থ সঞ্চিত হইলে সেই অর্থ ঘরের দেওয়ালের মধ্যে ও দেবালয়ের মধ্যে বা উঠানের মধ্যে পুতিয়া রাখিত। ইংরাজদিগের প্রথম অধিকার কালেও পুলিসের অসুরূপ অবস্থায় অনেকে ঐরূপ আচরণ করিত। সার রিচার্ড সেই গল্প শুনিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার ধারণা আছে, লোকে অদ্যাপি সেইরূপ করে; কিন্তু আমরা বড় চমৎকৃত হইতেছি যে সার রিচার্ড টেম্পল এতকাল ভারতবর্ষে কাটাইয়া গেলেন; কিন্তু প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলেন না। আজ কাল এমনি কাল হইয়া উঠিয়াছে যে অর্থ মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখা দূরে থাকুক, কেহ আর সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। দশ টাকার সঞ্চিত হইলেই লোকে হয় ভূমি ক্রয় করে নতুবা ব্যবসায়ে খাটায়, নতুবা দেয়। যাহারা ঝঞ্ঝাট পোহাইতে না চায়, তাহারা

সেবিং ব্যাঙ্ক দিয়া জমা দিয়া আছেন। তাহাতেই তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয়েরা ২........ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিয়াছেন।

সার রিচার্ড টেম্পল এইরূপে ভারতের সম-শালীতা সপ্রমাণ করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছেন উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মনুষ্য মরায়াই তাঁহার সে চেষ্টাকে বিফল করিয়া দিতেছে। ভারত যদি ধনী হইত তাহা হইলে কখন দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটিত না, ভারত যে ধনী নয় ইহাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ভারতে ২......... কোটী লোকের বাস। সার রিচার্ড টেম্পল কি মনে করেন যে ভারতের ২......... কোটী লোকে কি ঐ .... টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিয়াছে? ভারত যে দরিদ্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের উন্নতের মন্দ হইতেছে একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বিশেষ করিয়া না বলাতেই সার রিচার্ড টেম্পল ভ্রম পাইয়াছেন, কিন্তু ঐ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের বাক্য সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের যেমন বিদ্যা শিক্ষাদি বিষয়ে মঙ্গল হইতেছে তেমনি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্ন সংস্থান বিষয়ে এবং আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়া এরূপ অমঙ্গল হইতেছে।

সার রিচার্ড টেম্পলের অধিকাংশ বাক্যে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে। সে সমুদায়ের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন ও বিচার করিতে গেলে একবারের সোমপ্রকাশে স্থান সমাবেশ হওয়া সম্ভাবিত নয়। এই নিমিত্ত আমরা এ বিষয়ে বিরত হইলাম। তবে সার রিচার্ড টেম্পল, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক হওয়াতে উভয় দেশের যে মঙ্গল ঘটনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যত্র প্রেরিত না হইয়া ভারতে থাকিলে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের বুদ্ধ-বৃদ্ধি বিশাল নয়। ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর যে কিছু উন্নতি হইয়াছে এই বাণিজ্য প্রভাবই তাহার কারণ। যে দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই যদি তাহা থাকিত হয় অন্যত্র প্রেরিত না হইলে দ্রব্য নিতান্ত সুলভ হইয়া পড়ে; আর সুলভ হইলে উৎপাদনে লোকের যত্ন হয় না সুতরাং বাণিজ্যের অবনতি হইয়া উঠে। বাণিজ্যের অবনতি হইতেই দেশের সবিশেষ শ্রীহানি হইয়া পড়ে।

এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি উক্ত আইনটী রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলকে যে পত্র লিখেন, গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং তাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আগামী শীতকালে উহা রহিত করা হইবে। ইংরেজী সমাচার মধ্যে এই সংবাদটী পাঠ করাতে আমাদের মনে যুগপৎ নানা ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রথম ভাব এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী সৃষ্টিক্রিয়ার বিপরীত হইতেছে; সৃষ্টির নিয়ম এই, প্রথমে বীজ বপন করা হইল, অনেক দিন পরে তাহার অঙ্কুরোদয় হইল, ক্রমে উহা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে লাগিল; দশ বার বৎসরের ন্যূনে উহা আর ফলকর বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে বৃক্ষের উন্নতি হইতে এত দিন লাগে তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ছেদন করা যায়। যদি দুই জন কাষ্ঠ-ওয়ালাকে অথবা তিন জন করাতীকে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে কাজ শেষ করিতে পারে। পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে পান, যে কোন পদার্থ হউক, তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইতে অত দীর্ঘ কাল লাগে; কিন্তু তাহার বিনাশ নিমেষ মধ্যে সাধিত হয়। এক অস্ত্রাঘাতে মনুষ্যের প্রাণ সংহার করা যায়; কিন্তু মানুষ, মানুষ হইতে কত কাল লাগে এবং তাহার মানুষ হইতে সর্ব্বাবয়ব অবধি কত অবস্থা ভেদ হয়। আমরা সকল পদার্থেরই এইরূপ সৃষ্টি ও বিনাশ প্রক্রিয়া দেখিতে পাই, কিন্তু আমাদের রাজপুরুষদিগের প্রণীত ঐ আইনটী অদ্ভুত। উহার উৎপত্তি বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য এক দিনে সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিনাশ কার্য্যটী সম্পাদন করিতে এক বৎসর লাগিতেছে!

দ্বিতীয়, গ্রীষ্মকালে রহিত না করিয়া শীতকালে রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিবার কারণ কি? যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, এ সময়ে যদি রহিত করা হয়, তাহা হইলে সম্পাদকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া রাজবিদ্রোহের চেষ্টা করিবেন, রাজপুরুষেরা কি এরূপ আশঙ্কা করেন? রাজপুরুষেরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন, এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদক হইতে সে প্রকার অবসর দেখা যাইতেছে না। বাস্তবিক মধ্যে বিদ্রোহোদ্দীপন করিয়া তাঁহাদের কোন লাভ দেখা যায় না। তাঁহা হইবার যোগ্য এমন তাঁহাদের পুরুষ পৌরুষাদি নাই। আর, শীতকালের পর পুনরায় কি গ্রীষ্মকাল আসিবে না।

তৃতীয়, তিন বৎসর হইতে চলিল আজও কি পরীক্ষা করা হয় নাই? এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা বিদ্রোহোদ্দীপক অথবা রাজপুরুষদিগের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদক; রাজপুরুষেরা আজও কি তাহা জানিতে পারেন নাই? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এদেশীয়দিগের লেখনী-মুখ-নির্গত প্রতি বাদ [illegible] শব্দের ন্যায় তাঁহাদের অন্তরকে বিদ্ধ করে।

চতুর্থ, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন অসন্দিগ্ধ হইয়া যে, কার্য্য করিতে পারেন একজন্যে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। তাঁহার নিজের মনে আগামী শীতকাল পর্য্যন্ত যে পরীক্ষা করা হইবে আমাদের এরূপ বোধ হইতেছে না। আমাদের বিশ্বাস বোধ হইতেছে এটী তাঁহার পারিষদিকদিগের অযোগ্য মন্ত্রণার ফল। আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি যে, লর্ড রিপন স্বয়ং [illegible] হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।

[illegible] জমিদার ও প্রজা।

[illegible] প্রজা ও জমীদারে যেরূপ গোলযোগ হইতেছে, মাইমনসিংহের বিদ্রোহোন্মুখ প্রজার কথায় যে [illegible] করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ গোলযোগের নিবৃত্তি [illegible] না হয় [illegible] উৎকণ্ঠাজনক স্থানে স্থানে দাঙ্গা করিয়া প্রজারা হতাহত হইতেছে [illegible] এবং একটী নব উৎপাত প্রবেশ করিতেছে। [illegible] যে, তাঁহারা জমীদারের পক্ষে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছেন; যাহাতে উপস্থিত গোলযোগের নিষ্পত্তি না হইতেছে, অথচ জমীদারদিগকে প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিবার অবসর দেওয়া উচিত হয় নাই। যে কারণে না দিয়া যদি উপস্থিত প্রজাদের আমাদের কোন ব্যবস্থা করা হইত এবং ঐ ব্যবস্থা করিয়া যদি বিদ্রোহোন্মুখ প্রজা সমূহের আইন করা হইত তাহা হইলে এত গোলযোগ ঘটিত না। জমীদারের অত্যাচারের দমন করিয়া দেওয়া হইল, পরিকে প্রজার হাত পা বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল, এটী সঙ্গত নাই অন্যায় হইয়াছে। তাহাতেই গোলযোগের শান্তি হইতেছে না, তাহারাই স্থানে স্থানে দাঙ্গা হইয়া হতাহত হইতেছে। প্রজারা নিরীহ কি জমীদারী?

খাজনা বিল নামক যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে তাহাও মঙ্গলদায়ক নহে। তাহা যদি বিধিবদ্ধ হয়, প্রজা ও বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যে প্রকার সমাচার পাওয়া যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তুষ্ট হইবার বিলক্ষণ কারণ আছে। কতক কতক বা অল্প সম্পন্ন কার্য্য কাহারই মনঃপ্রীতিকর হয় না। উল্লিখিত খাজনা বিল নামক আইনের পাণ্ডুলেখ্য বাদ দিয়া [illegible] সময় বৎসরের নিমিত্ত একটী [illegible] নির্দ্দিষ্ট করিয়া উক্ত বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেছে। সময় বৎসর কাল নিয়ম করাই মহা ভ্রমের কার্য্য হইতেছে। এই সময় বৎসরের পরে বিবাদানল

পুনরায় [illegible] ছিলেন, পুনরায় [illegible] ও [illegible] করিবেন; পুনরায় গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়ে মোকদ্দমার নূতন আয়োজন করিতে হইল, ১২ বৎসর কাল নিয়ম [illegible] নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে [illegible] [illegible] সময়ে [illegible] [illegible] করিতে হইবে।

অতএব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছি [illegible] [illegible] চিরকালের [illegible] [illegible] শান্তি হইতে [illegible]।

[illegible]

[illegible] করিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আইন [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] প্রস্তুত করিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] কর্ম্মচারীকে [illegible] [illegible] একজনের উপর [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] করিলেন।

কিন্তু কাহারো নিকট হইতে তিনি তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ জানিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ জানিবার জন্য এক আবেদন করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কি পরিতাপের বিষয়, যে ডাক্তার এতকাল [illegible] সহিত কাজ করিয়া আসিয়াছেন তিনি কি জন্য যে কর্ম্মচ্যুত হইলেন ক্রমাগত একজনি লোকের নিকট আবেদন করিয়াও তাহা জানিতে পারিলেন না, অপরাধ দেখাইয়া দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলে আমাদিগের আর কোন ক্ষোভের কারণ থাকিত না।

তাহারা যদি বাস্তবিক দোষী হইতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার নিজের দোষ বুঝিয়া নিশ্চয় নিরস্ত হইয়া থাকিতেন, কখনই কারণ জানিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের [illegible] দিতেন না। আর যে ব্যক্তি এতদিন প্রশংসিত ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহার যদি কোন বিষয়ে কিছু সামান্য দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে [illegible] প্রথম বারেই কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবে না। ১৮৭২ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই রেজোলিউশন করেন যে, যখন কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে কোন বিশেষ অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করা আবশ্যক হইবে, তখন তাহাকে তাঁহার সেই দোষের বিষয় জ্ঞাত করিতে হইবে। তিনি যদি তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারেন [illegible], অন্যথা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত

হইতে হইবে। কেন? আইনকানুন কি কেবল দরিদ্রদিগের জন্য? [illegible] আইনের বিপরীত অপরাধী হইলেই দণ্ডনীয় হইবে, আর উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা আইনের বিরুদ্ধ কাজই কেন করুন না [illegible] [illegible] বিশেষ শাসনকর্ত্তা [illegible] [illegible] কার্য্য করিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংশোধন করিতে। [illegible] উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের দোষ না থাকে সময়ে সময়ে এরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে; অতএব আমরা আশা করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই অন্যায় কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আফিস সমূহের ১৮৭৯।৮০ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এক পোষ্ট কার্ড ও ডাকঘরে মণি-অর্ডার আদানপ্রদান প্রচলিত হওয়াতে বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের বেশ আয় হইতেছে এবং লোকেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দের [illegible] মাসে পোষ্টকার্ড ও ১৮৮০ অব্দের ১লা জানুয়ারি মণি-অর্ডার প্রথম প্রচলিত হয়। নূতন মণি-অর্ডার [illegible] ৩ মাস পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থ পুরাতন মণি-অর্ডার চলিয়াছিল। ঐ তিন মাসের প্রতি মাসে গড়ে ৭৪৩৭২৭ টাকা মূল্যের ২৮৮০৫ মণি-অর্ডার হইয়াছিল। ইহার কমিশন স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের মাসিক ৬৮২৩ টাকা আয় হইয়াছে। মার্চ্চ মাস হইতে নূতন মণি অর্ডারের কার্য্য আরম্ভ হয়। গড়ে মাসিক ৩১১০০৩৪ টাকার ২৮৩১৭ মণি-অর্ডারে গবর্ণমেণ্টের ৩৭৮৩০ টাকা আয় হয়। ১৮৭৮ অব্দে বিমা করিবার নিয়ম প্রচলিত হয়। ১৮৭৯।৮০ অব্দে সমুদায়ে ১১৭৬২২১১ টাকা বিমা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১০৭৭৯০ টাকা প্রাপ্ত হন। [illegible] নামক কাগজ [illegible] হওয়াতে বিমাকরা [illegible] মধ্য হইতে কিছু ক্ষতি হয়, চুরিহরণ ও অন্যান্য কারণে গবর্ণমেণ্টকে ১৫১৪০ টাকা ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। পোষ্টকার্ড প্রচলিত হওয়া অবধি ৯ মাসের মধ্যে ১ কোটী ৭৪০ লক্ষ পোষ্টকার্ড খরচ হইয়াছে। এই বৎসর আরো ৫ লক্ষ টাকা আয় [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে [illegible] সালে ১৫২৫৫৪ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। পোষ্ট আফিসের অন্য যে সকল কাজ হয় তাহার আয় ছাড়া গবর্ণমেণ্টের কেবল গত বর্ষে পোষ্ট আফিস হইতেই ১৭২৩৩২ টাকা লাভ হইয়াছে।

কয়েদীরা আণ্ডামানে গিয়া যেরূপে কালক্ষেপ করে তাহা শুনিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। এক ব্যক্তি পোর্ট ব্লেয়ার দর্শন করিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন, কয়েদীরা প্রায় কলিকাতার জেনিরেটিং জেল হইতেই গমন করিয়া থাকে। যেদিন লোকের শুভ কর্ম্মে বাহির হওয়া শুভকর এমন এক দিন দেখিয়া ইহাদিগকে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিয়া জাহাজে তোলা হয় এবং জীবন রক্ষার উপযোগী কিছু কিছু আহার দেওয়া [illegible] তাহাদিগকে খাঁচায় পুরিয়া রাখা হয়। তাহারা পৌঁছিলে প্রহরীরা আসিয়া কয়েদীদিগকে সেই পদ-হস্তারোধক শৃঙ্খল বন্ধনের সহিত এক একটী ছোট কাঠগড়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই সকল কাঠগড়া এত ছোট যে উঠিতে গেলে মাথায় কড়ি লাগে এবং ইহার চতুঃপার্শ্বেই ভয়ানক বন পাহাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। দুই চারি দিন পরে কয়েদীদিগকে বাহির করিয়া প্রাতে কাজ করিতে লইয়া যায় এবং সন্ধ্যার পরে আনিয়া কাঠগড়ায় রাখা হয়। ইহাদিগকে পাথর ভাঙ্গিতে ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি করিতে হয়, মধ্যে একবার কেবল আহারের অবসর পায় মাত্র। ইহাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে কর্ম্ম করিতে হয়। কয়েদীর [illegible] প্রায় দেখা হওয়া ভার। ৬ মাস এইরূপে কাজ করিলে পর অপেক্ষাকৃত [illegible] শৃঙ্খল মোচন করিয়া লঘু শৃঙ্খল এবং কিছু লঘু কর্ম্ম করিতে

দেওয়া হয়। তৎপরে আর ছয় মাস পরে সে শৃঙ্খল মোচন করিয়া আর লঘু শৃঙ্খল দেওয়া হয়, এইরূপে ৮ বৎসরের পর তাহাকে এক কালে শৃঙ্খলমুক্ত করা হয়। তৎপরে তাহাদিগকে ৩। ৪। ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। অবশেষে তাহারা বনে গিয়া কাঠুরিয়ার কাজ করিয়া থাকে। অনেকদিন এই অবস্থায় কালক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া অধিকাংশ কয়েদীই [illegible] প্রভৃতি [illegible] এবং অনেকে মরিয়াও যায়। যাহারা বাঁচে তাহারাও আর স্বচ্ছন্দে কাজ করিতে পারে না। তৎপরে [illegible] লইয়া [illegible] স্ত্রীলোকে কয়েদীকে বিবাহ করিয়া থাকে। তাহার পর তাহারা এক একখানি সামান্য কুটীরে বাস করিয়া অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিতে থাকে।

[illegible]

আফগানিস্থানের সংবাদ।

মীয়ানমীর হইতে ২৩ নম্বর দেশীয় পদাতি, রাইফল ব্রাইগেড ও ২৬ নম্বর দেশীয় পদাতি সৈন্য দলকে [illegible] কোয়েটা যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহারা তথা হইতে [illegible] সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে। আবার সৈন্য [illegible] আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমীরের প্রতিনিধি [illegible] পদ প্রদান করিয়াছেন।

[illegible]

কিলাট হইতে কোন সংবাদ আইসে নাই। [illegible]

[illegible]

বিবিধসংবাদ।

[illegible] দেশের টাইমস প্রভৃতি সংবাদপত্র বলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে পাঁচ কোটি টাকা আফগান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছেন তাহা কেবল বদান্যতার কার্য্য। আফগান যুদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষেরই দেওয়া উচিত। তবে কেবল ভারতের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশেরা এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ইংলণ্ড কোনরূপে বাধ্য নন। যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল দয়া করিয়া। ধন্য ইংলণ্ডের বদান্যতা।

কলিকাতা পুলিস [illegible] ইনস্পেক্টরদিগের স্ত্রী পুরুষে বিবাদ ও ব্যভিচারের মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে কোন বিশেষ কর্ম্মবিধান দ্বারা ইহার প্রতিবিধান করা একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা যে কেবল [illegible] সমাজের কলঙ্ক এমন নহে পুলিস মাজিষ্ট্রেটের সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে। এমন দিনই নাই যে দিন এরূপ দুই অথবা ততোধিক অভিযোগ পুলিস কোর্টে উপস্থিত না হয়।

বিচারকালে জাতিগত বৈষম্য অনুসারে দণ্ডের [illegible] তারতম্য করিয়া থাকে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম গোরার বিচার [illegible] হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দণ্ডবিধি আইনে যেরূপ লেখা থাকুক না কেন, জজ ইচ্ছা করিলে তাহার অন্যথা করিতে পারেন। দুইজন গোরা শীকার করিতে যায়। তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কোন কৃষকের ছাগপুত্র লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। গুলির আঘাতে একটী ছাগ বধ ও কয়েকটী আহত [illegible] কৃষক আপত্তি করে। গোরা আর রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কৃষককে গুলি করে কৃষকের ও সেই আঘাতে মৃত্যু হয়। বিচারে গোরার দোষ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় এবং জুরিরা একবাক্যে তাহাকে হত্যা অপরাধে অপরাধী বলেন। এইরূপ দোষে দোষী হইলে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ফাঁসী হইয়া থাকে। ফাঁসী যে ভাল দণ্ড এমন আমাদের বাসনা নহে। কিন্তু যদি দেশীয় কোন ব্যক্তি এইরূপ দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অবশ্যই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে। কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না জষ্টিস [illegible] দয়া করিয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার যাবজ্জীবন [illegible] দণ্ডের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এখন কি আমরা বলিতে পারি না যে জাতিগত বৈষম্য বশতঃ এরূপ বিসদৃশ বিচার হইয়াছে?

প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ সচিব প্রিন্স বিস্মার্কের দ্বিতীয় পুত্র নাকি রাজপরিবারের কোন মহিলার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। রমণীর স্বামী বিবাহ ভঙ্গের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পলায়িতা মহিলার বয়স তাঁহার প্রণয়ী অপেক্ষা অনেক অধিক এবং তাঁহার একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা গৃহে আছেন। জর্ম্মাণ রাজসভার সকল রমণী অপেক্ষা ইনি অধিক রূপবতী ছিলেন এবং এই জন্যই মন্ত্রিকুমার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "গত ১ লা বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময়ে শান্তিপুর হিতকরী সভার তৃতীয় বার্ষিক সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ ভদ্রলোক ও রাণাঘাটের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ দত্ত, স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু হরিনাথ সেন এবং হরিপুরের শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।"

কোন বিলাতী সংবাদপত্রে দেখা গেল নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক জেমস গর্ডন বেনেট সাহেব আমাদিগের রাজকুমারী বিয়াট্রিসের পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন। সম্পাদকের এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন?

এম, টিল নামক পারস্য দেশের এক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার কার্য্য করিবার উপযোগী এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

[illegible] মিরর বলেন, "আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম বিগত অষ্টমী স্নানের দিবস পুলিস সব ইনস্পেক্টর বাবু প্যারীলাল গুহ মাণিকচন্দ্র গুহ নামক স্কুলের একটী ছাত্রের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। মাণিক অষ্টমীর স্নান করিয়া খেয়া নৌকায় পার হইয়া আসিতেছিল, সেই নৌকায় প্যারী বাবু পরপারে পার হইতেছিলেন। মাণিক প্যারী বাবুর পার্শ্বে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। প্যারীবাবু তাহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন কিন্তু সেই খেয়া নৌকা লোকে এরূপ পরিপূর্ণ ছিল যে, মাণিক চেষ্টা করিয়াও সরিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। ইহাতেই প্যারী বাবু একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মাণিকের হাত ধরিয়া এক ধাক্কা দিলেন মাণিক বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া শেষে হাত ছাড়াইয়া লইল। প্যারী বাবু ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ বেহারাদিগকে মাণিককে প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা ইহাতে প্রথমে অস্বীকার করিল কিন্তু শেষে প্যারীবাবুর তাড়নায় ভীত হইয়া একজন বেহারা তাহার হাতের লাঠি দ্বারা মাণিককে প্রহার করিল, আর একজন তাহাকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মাণিক সাঁতার জানিত সে নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু প্যারী বাবু তাহাকে উঠিতে দিলেন না। অবশেষে বহু কষ্টে দ্বিতীয় নৌকা পাইয়া মাণিক তীরে উত্তীর্ণ হইল।

শুনিলাম মাণিক [illegible] মুখোপাধ্যায়ের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আমরা ভরসা করি আমাদের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই মকদ্দমার বিচার করেন।"

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শিক্ষা বিভাগের গতবর্ষের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্কুল সমূহে [illegible] ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে এ বৎসর ছাত্রের সংখ্যা [illegible] জন কমিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যয়ও [illegible] টাকা হ্রাস হইয়াছে।

রুশ সম্রাটের মৃত্যু নিবন্ধন যে গোলযোগ হয় তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। কিন্তু রুশ সংবাদপত্র সম্পাদকেরা আজিও নিরস্ত হন নাই। রুশের নিহিলিষ্টদিগের মধ্যে ইউরোপের অনেক ব্যক্তির যোগ আছে, সম্পাদকেরা বলিতেছেন ঐ সকল বিদেশে সাহায্য করিলে [illegible] অসুবিধা, তাহা হইলে বাস্তবিক ইউরোপীয় শান্তি বিশেষ মধ্যে থাকার আশা রক্ষা করা কঠিন হইবে। আজ কাল ইউরোপের সকল জাতির প্রায় এক নায়ক তন্ত্র দোষী হইয়াছে। যে দিন এই উদ্দেশে বিলাতের মাননীয় [illegible] উদ্যোগ হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়াতে তাহা ঘটে নাই। রুশের নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পারিস, জেনিভা ও লণ্ডনের সোসিয়ালিষ্ট দলের বিশেষ সংস্রব আছে। তাহাদিগের উদ্যোগেই নিহিলিষ্টেরা উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে। রুশ সম্পাদকেরা নিহিলিষ্টদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এখন উহাদের যেরূপ বলপুষ্টি হইয়াছে তাহাতে উহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করা বড় কঠিন ব্যাপার। আর উচ্ছেদ করিতে গেলেও রাষ্ট্রবিপ্লবেরই সমধিক সম্ভাবনা। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ স্থলে এক-নায়কতন্ত্র প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

ঢাকাপ্রকাশ নামক সংবাদপত্র বলেন, মৈমনসিংহ জেলায় একটী ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এক জন বৈষ্ণব প্রকৃতি নামক পল্লীর নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। তত্রত্য অধিবাসীগণ তাহাকে দেখিয়া [illegible] বলিয়া মনে করে এবং তাহাদিগের ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেয়। ঠাকুর এই সংবাদে বৈষ্ণবের নিকট আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। এবং তাহাকে একজন [illegible] বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। [illegible] ঠাকুর এই কথা শুনিয়া প্রায় দুই শত পদাতিক এবং [illegible] সংগ্রহ করিয়া [illegible] ঠাকুরকে গিয়া আক্রমণ করেন। [illegible] ঠাকুরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না [illegible] উভয় পক্ষে একটী সামান্য যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রায় [illegible] জন হত ও [illegible] জন আহত হইয়াছে।

আমেরিকার ফেনিয়ানেরা [illegible] সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

লণ্ডনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রের পেট্রিসবর্গ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বোয়ারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অতি অল্প দিনের জন্য সন্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] লোক সংখ্যা প্রায় [illegible] কর্মচারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। উহারা উমতাতার ও আরো-[illegible] প্রায় এক শত লোককে বধ করিয়াছে। কাপ্তেন [illegible], কাপ্তেন [illegible] করিয়াছেন। তাহাদিগের [illegible] উপলক্ষে [illegible] করিবার নিমিত্ত [illegible] লইয়া গিয়াছেন।

আমেরিকার লোকদিগের সাহায্যার্থে কোচিনের [illegible] লোক চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জজ ষ্ট্রেচি সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে [illegible] পদ খালি হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টে যেমন একজন দেশীয় জজ আছেন সেইরূপ এই অবসরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক জন দেশীয় জজ নিযুক্ত করিলে কি ভাল হয় না?

এ সম্বন্ধে [illegible] দৈনিক [illegible] নামক যে একখানি [illegible] বেঙ্গলগেজেটের [illegible] নানা প্রকার প্রতারণা করিয়া [illegible] সাহেবের বিচারে [illegible] কারাবাস [illegible] হইয়াছে। [illegible] লর্ড উইলিয়ম [illegible] জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কালিঘাট হইতে কতকগুলি ব্যক্তি "কালিঘাট পত্রিকা" নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতে সমস্ত করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে যে সকল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কার্য্য করিতেছেন আগামী ১৫ ই মে বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে তাঁহাদিগের সাম্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

লাহোরের মুন্সেফ লালা বলবান সিংহের স্ত্রী স্নানের সময় আপনার অলঙ্কার খুলিয়া স্নান করিতেছিলেন এমন সময়ে একটী দস্যু অকস্মাৎ আসিয়া তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া যাবতীয় অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। অপহৃত অলঙ্কারের মূল্য প্রায় চারি সহস্র টাকা হইবে। পুলিশ এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

৬ ই এপ্রেল বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে [illegible] আহত হইয়াছিল। [illegible] বন্ধ হইয়া গিয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন অনিষ্ট হয় নাই।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব [illegible] করিয়াছেন। বোধ হয় আগামী মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

জোরের মহারাজ একজন যথার্থ শিক্ষিত লোক। এই কারণে তিনি বাঙ্গালার [illegible] শিল্প সভার অনারেরি মেম্বর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] সাত বৎসর বয়স্ক একটী কন্যা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যমহাশয়েরা লিখিয়াছেন [illegible] বাবু [illegible] এখানে আসিয়া যে কয়েকটী মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। [illegible] বাবু যে এক জন [illegible] কাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

[illegible] আগুন লাগিলে মানুষ স্থির থাকিয়া তামাসা দেখিতে পারে না। সকলেই [illegible] দিয়া পড়িয়া তাহার নির্ব্বাণ চেষ্টা পাইয়া থাকে, তবে যে সময়ে নিকটে জল প্রভৃতি না থাকে এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করা অসাধ্য হইয়া পড়ে সেই সময়েই লোকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। এজন্য সর্ব্বত্রই গবর্ণমেণ্টের দমকল প্রভৃতির দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার নিয়ম আছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আইন করিয়া মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্মচারীদিগের উপর এই ক্ষমতা দিতেছেন তাঁহারা অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য লোকদিগকে লইয়া যাইতে পারিবেন। যিনি না যাইবেন আইন অনুসারে তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে। আমরা এই আইনের কিরূপ কার্য্য হইবে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পুলিশ কর্মচারীদিগের হস্তে এই ক্ষমতা থাকিলে অত্যাচারের সীমা থাকিবে না। ইহাদিগের নিকট ভদ্রলোকের মান মর্য্যাদা থাকিবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের বোধ হয় এই আইনের [illegible] বড় বড় রাজা মহারাজা ও [illegible] পাইবেন না। গবর্ণমেণ্ট এরূপ আইন না করিয়া স্থানীয় পুলিশের সাহায্যের বিশেষ ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের উচিত।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন [illegible] নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তিগণ প্রতি মাসে বিনা মূল্যে [illegible] করিয়া লবণ প্রাপ্ত হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও যদি প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন তাহা হইলে অনেক দরিদ্র ব্যক্তির বিশেষ উপকার হয়।

অনেক ইংরাজ ইংলণ্ড ছাড়িয়া বিদেশে যাইলে পর স্বদেশের কথা বিস্মৃত হন, এইজন্য প্রায় [illegible] ইংলণ্ডীয় যুবতী পতির অন্বেষণ করিতে করিতে [illegible] তন্মধ্যে একজন তাহার স্বামীর সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে [illegible] হইয়া যে পত্র ভারতবর্ষে আসিবে তাহার জন্য ইংলণ্ডে ২(॥০) পেনী মূল্যের টিকিট হইয়াছে।

নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপে [illegible] দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এ বৎসর ২৪ এ মার্চ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ২০০০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আফিস সমূহের ডাইরেক্টার জেনেরেল হগিস সাহেব আগামী মাসের শেষে কর্মত্যাগ করিবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অযোধ্যা ও পঞ্জাবে যে লোক সংখ্যা গৃহীত হয় তাহাতে স্থির হইয়াছে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২৭০০০০০ অযোধ্যায় ১১৪০০০০০ ও পঞ্জাবে ২২৫৪০৭৯৭ লোক আছে।

মাদ্রাজের জে, ডি, মার্গোলিক সাহেব যে দুই জন দেশীয়কে গুলি করিয়া হত ও আহত করেন, তিনি মাজিষ্ট্রেট [illegible] কর্তৃক সমাদৃত হইয়া [illegible] সহিত [illegible] বসিয়া [illegible] আবদুল রজাক তাঁহাকে [illegible] কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা এক খানি অনুষ্ঠানপত্র দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, চিকিৎসক নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। আগামী আষাঢ় মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য মাশুল সমেত ৬ টাকা। অনুষ্ঠান পত্র দেখিয়া জানিতে পারিলাম পত্র খানির উদ্দেশ্য মহৎ এবং এদেশের সুশিক্ষিত প্রায় সমুদায় [illegible] ইহার লেখক হইবেন, [illegible] এ প্রকার আড়ম্বর দেখিয়াছি, [illegible] কাহিনীর অচিরেই [illegible] দেখা যাইতেছে না। উদ্দেশ্য গুলি এই:

১। [illegible] চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক [illegible] প্রকাশিত করা।

২। [illegible] চিকিৎসা [illegible] দ্বারা [illegible] সাহায্য করা।

৩। [illegible] আমাদিগের দেশীয়দিগের [illegible] আছে [illegible] মনোযোগী হয়েন সেই বিষয়ে চেষ্টা করা।

৪। আমাদের দেশে যে সকল [illegible] আছে [illegible] অনেকেই [illegible] আমাদিগের উদ্দেশ্য [illegible] আমাদিগের দেশীয় [illegible] চেষ্টা করা।

৫। [illegible] সহজ [illegible] করা।

৬। [illegible] চিকিৎসা ও বিজ্ঞানে [illegible] পত্রিকা [illegible] দেশীয় ডাক্তারদিগের [illegible] অনুবাদ করা।

৭। [illegible] আয়ুর্বেদীয় [illegible] চিকিৎসার [illegible] প্রকাশিত করা।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম [illegible] রায় বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট [illegible] ফেলো [illegible]।

আর, এক [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন [illegible] আসিষ্টেণ্ট [illegible] পদে [illegible] টাকা [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] রেলওয়ে [illegible] যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে [illegible] অফিসের কর্ম্মচারীগণের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য কতকগুলি টেলিগ্রাফের কর্ম্মচারী [illegible] সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি উহার কোন প্রতীকার চেষ্টা না করাতে [illegible] নিরুদ্যম হইয়াছেন।

[illegible] একটী আশ্চর্য্য অদ্ভুত কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই [illegible] এক এক [illegible] উঠিয়া আহার [illegible] রাখিতে [illegible] গ্রহণ করিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা [illegible] সকল [illegible] পারা যায়।

[illegible] প্রাতঃকাল বেলা ৪ টার সময় [illegible] ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

স্বাধীন বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে [illegible] [illegible] যে সভা আছে, [illegible] [illegible] সভা হইয়াছিল।

[illegible] নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার [illegible] সন্তান বৃদ্ধি করিবার জন্য এই সভা হইয়াছেন।

বিলাতে [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] পারে নাই।

যে সকল চিকিৎসক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা যেমন বাহিরে চিকিৎসা করিতে পারিবেন না সেইরূপ [illegible] চিকিৎসা বিষয়ে কাহাকে কোন পরামর্শ দিতে না পারেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন একটী নিয়ম করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

[illegible] নূতন সম্রাট [illegible] চেষ্টা করিতেছে, উহারা [illegible] এই কারণে [illegible] প্রকাশ করিতেছে। [illegible] [illegible] আছে।

উত্তরোপীয় সমাচার।

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] সভা [illegible] [illegible] উপস্থিত হইবেন।

[illegible] [illegible] অংশীদার [illegible] অংশ [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] সাধারণের অভিযোগ [illegible] [illegible] বহু প্রকার [illegible]।

[illegible] [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের [illegible] হইয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] মিত্র [illegible] বদলী হইলেন ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] মুর্শিদাবাদ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন ।

[illegible] ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনাণ্ট [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] আদালতের জজ হওয়াতে [illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর [illegible] কার্য্যের অবশিষ্ট মকদ্দমার কার্য্য করিবেন ।

মুর্শিদাবাদের ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ [illegible] সাহেব [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হওয়াতে ঢাকার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ [illegible] সাহেব নদীয়ায় বদলী হইলেন ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন [illegible] অনুসারে [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] চৌধুরী ১৮৭০ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] কলিকাতায় [illegible] পুর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] মৌলবী [illegible] মাস [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ ।

[illegible] বাবু [illegible] প্রাপ্ত [illegible]

সংবাদদাতার পত্র ।

ঢাকা ।

৮ ই এপ্রেল ১৮৮১ ।

গত ২ রা এপ্রেল রাত্রিতে ঢাকলক্ষ থানার অধীন [illegible] নিবাসী প্রেমচাঁদ শেখ নামক এক যুবক স্বীয় [illegible] পরম [illegible] আওয়ল নাম্নী পত্নীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহাকে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা বধ করাতে ঢাকলক্ষের [illegible] বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসামীকে রাণাঘাটের ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করেন । আসামী স্বীয় দোষ স্বীকার করে । সে বলে "আমি আমার স্ত্রীকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইতে চাই, তাহাতে আমার শ্বশুরবাটীর লোকে বিরক্ত হয়, আমি আমার স্ত্রীর পাছে পর্য্যন্ত ধরিয়াছিলাম, এবং বলিয়াছিলাম যে চল আমার বাটী চল । আমি আরও শুনিয়াছিলাম যে আমার স্ত্রীর চরিত্র বড় মন্দ হইয়াছে ।" যাহা হউক, এখানকার সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া, মুখে, গলদেশে, তলপেটে, হস্তে, এবং স্তনে গুরুতর আঘাত দেখিয়াছিলেন । রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু তাহাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া বিচারার্থ সেসন সোপর্দ্দ করিয়াছেন ।

ম [illegible] কুটীর মকদ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে । [illegible] সাহেব ঐ মকদ্দমায় হারিয়া গিয়াছেন ; বাবু কালিদাস মল্লিক জয় লাভ করিয়াছেন । আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে এই মকদ্দমার কথা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম । সাহেবেরা অবিবেচিত করিয়া এ মকদ্দমা রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর নিকট হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আবার তাঁহারাই দরখাস্ত করিয়া এই মকদ্দমা পুনরায় রাণাঘাটের নিরপেক্ষ সমদর্শী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ লইয়া আইসেন । সাহেবেরা যে মুখে মন্দ বলিয়াছিলেন, সেই মুখেই আবার ভাল বলিলেন ।

জামালপুর ।

ব্রাহ্ম মিশনারি শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] গুপ্ত [illegible] মধ্যে একদিন যুবক ব্রাহ্মসমাজে "নববিধান" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । কেশব বাবু এবং তাঁহার সম্প্রদায়স্থ প্রচারকগণের দৈনন্দিন রুচির পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদিগকে অবাক হইতে হইতেছে ।

[illegible] ভলণ্টিয়ার দলের শিক্ষা কার্য্য পরিদর্শন জন্য সেনাপতি ম্যাকডোনেল সাহেব এলাহাবাদ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন । গত সপ্তাহে পরিদর্শন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে । নির্দ্ধারিত দিবস প্রাতে [illegible] টার সময় বংশী বাজাইয়া সৈনাগণকে সাজ পোষাক করিতে বলা হয় এবং সাড়ে সাতটার সময় সকলকে ডাকিয়া একত্রিত করা হয় । [illegible] সময় বন্দুক ছুঁড়িবার পরীক্ষা করা হইয়াছিল । এই উপলক্ষে ঐ দিনে এলাহাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে ভলণ্টিয়ার সৈনোরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন । সমস্ত সৈনাকে এ, বি, সি এবং [illegible] শ্রেণী নামক চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় । লেফ্টেনাণ্ট [illegible], [illegible] ও ক্যাপ্টেন [illegible] সাহেব এক এক শ্রেণীর অধিনায়কের কার্য্য করেন । ঐ দিন অপরাহ্নে প্যারেড হইয়াছিল । তাহাতে অপরাহ্ন [illegible] ঘটিকার সময় বংশী দ্বারা সৈনাগণকে সাজ পোষাক করিতে এবং চারিটার সময় ময়দানে যাইয়া একত্রিত হইতে বলা হয় । বৈকালের প্যারেডে মার্চ্চ, ফেয়ার, উপবেশন এবং বন্দুক উত্তোলন প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল । ভলণ্টিয়ার দল শাদা পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন এবং ইংলিশমেণ্ট [illegible] সাহেব সৈনাগণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি দেখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

শুনা যাইতেছে মধ্যে এক ব্যক্তি পুত্রের সহিত জামালপুর পাহাড়ের উপরে কাষ্ঠ আহরণ করিতে যায়, পুত্র বাঘ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে ।

এক্ষণে এখানে অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে বরফ প্রস্তুত করিবার কল চালনা আরম্ভ হইয়াছে । এ বৎসর [illegible] গত বৎসরের অপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন দেখিতেছি । কারণ, গত বৎসরে তিনি দুই তিন হাজার পরিমাণ মূল্য [illegible] ছিলেন, এ বৎসর চারি হাজার মূল্য [illegible] দেখা দিয়াছেন । এ বৎসর এখানে আমও যথেষ্ট জন্মিয়াছে ।

কিছু দিন হইল মুঙ্গেরের হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া দলবদ্ধ হইয়া নামসংকীর্ত্তনের ন্যায় গাজার রাস্তায় গান করিয়া বেড়াইয়াছিল । ঐ দিন উপলক্ষে রাস্তার শোভা মন্দ হয় নাই ।

মধ্যে এখানকার [illegible] বাবুর সহিত একটী যুবার [illegible] বিবাদ হওয়াতে বাবুজন তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করেন । মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হয় । সম্প্রতি বিচারে ২০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে । এই মকদ্দমা উপলক্ষে উভয় পক্ষের যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে । অনেকে যুবককে নিরপরাধ ও আশ্রয়বিহীন দেখিয়া অনেকে টাকার দ্বারা অর্থ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া মকদ্দমাটী চালাইয়া দেখিবার জন্যও প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন । বাবু [illegible] অসৎ কার্য্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই এবং আমরা [illegible] দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি ; কিন্তু এখানে অনেক ভদ্র লোক আছেন, আমাদের বিবেচনায় সকলে সমবেত হইয়া আদালতের আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহাতে মিটমাট হয় তৎপক্ষে যত্ন করিলেই ভাল হইত । এ বিষয়ের জন্য আদালতে যাওয়া এবং অনর্থক কতকগুলি অর্থ [illegible] দেওয়া বড়ই দুঃখের বিষয় । আমরা সংবাদপত্রে দেখিতে পাই দেশের ভিতরে কোন কারণে লোকের এক পক্ষ [illegible] সকলে [illegible] না ;

অথচ মারামারি ও দলাদলিতে যথেষ্ট টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে দেশীয় আপক বাঙ্গালি জামালপুরে আসিয়া জুটিতেছে, ইহাও নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক জ্যাক্‌সন্ বন্ধু নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ সভা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাকে, অথচ কার্য্যে পরিণত করিতে দেখা যায় না। মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত নাই অথচ এই মুন্সেফিটির মকদ্দমায় ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে উকীল আনিবার জন্য অনায়াসেই সংগ্রহ হইল। লোকে বাড়ির মত দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, টাকা ও [illegible] দ্বারা; দ্বিতীয়, শারীরবলদ্বারে আবেদন দ্বারা। এখানে প্রথম প্রকারের মত কিনার কোন দান পাওয়া হইয়াছিল কি না, আমরা বিশেষ অবগত নহি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মত আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। [illegible] ডাক্তার মহম্মদ ও সিভিল সার্জন [illegible] মধ্যে মধ্যে একপ মকদ্দমা মামলা হওয়া নিবারণ প্রয়োজন [illegible] উভয়ের নিকট প্রার্থনা করি, এ বিষয়ে তিনি যেমন উদ্যোগী হইতেন, তিনি দীর্ঘজীবী হউন এবং তাহার সহকারিতা সভা ও কাছারী ডেভেলপ করতঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকুন।

পাবনা।

পাবনায় কলাউটার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রতিদিন পাঁচ সাতটির অধিক মনুষ্যের মরণ সংবাদ। চারিদিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে। [illegible] অনিবার্য্যে অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যায়। শৃগাল কুক্কুর ও শকুনের চীৎকারে বোধ হয় যেন শমন [illegible] পরিত্যাগ করিয়া পাবনাবাসিদিগকে অকালে নাশ করিতে বসিয়াছে। বিদেশী কেহ এ স্থানে আসিলেই মনে করিবেন পাবনা এখন শ্মশান। কোন স্কুল বন্ধ হইয়াছে, অধিকাংশ লোকই বাড়ী গিয়াছে। জমিদার অর্থাৎ [illegible] হইতে [illegible] লোকেদের জন্য ৫০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। [illegible] তাহা বাস্তবিক অধিকাংশ কার্য্যে [illegible] সাহেব বাহাদুরের নিকট আমাদিগের দুই একটী প্রার্থনা। 'পাবনা চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু বিনা অর্থ সাহায্যে কিছুই করিতে পারেন না। অবস্থাপন্ন দরিদ্র [illegible] করিয়া' [illegible] [illegible] পাবনাবাসীর [illegible] একজন সাহায্য করিয়াছেন। [illegible] টাকা কিছু গ্রহণ করেন না। [illegible] তাহার [illegible] পান (ঔষধ) সুবিধা উঠাইয়া দিতে [illegible]। যে এইরূপ রুগ্ন ব্যক্তিকে কোন প্রকারে ঔষধ দিয়া না দিলে এবার পাবনার নিস্তার নাই। [illegible]

মহাজনের বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা। আমাদের বোধ হয় কলাউটার প্রধান কারণ ইচ্ছামতী নদীর জলশূন্যতা এবং অপরিষ্কার পুষ্করিণী। এখানে অপরিষ্কার পুষ্করিণী এত অধিক যে তাহা সংখ্যা করা যায় না। আদালত পুষ্করিণীকে [illegible] হাত দূরে জুবিলীতে এক পুকুর আছে। তাহার নিকট দিয়া যাইতে হইলে প্রায়ই বসনদ্বারা নাসিকা আচ্ছাদিত করিতে হয়। এই সকলের জন্য উহা পাবনাবাসিদিগকে প্রতি বৎসরই আলোড়ন করে। আমরা অনেকবার চীৎকার করিয়াছি, তাহাতে কোন ফল হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগের ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন না। ঐ দুইটী অভাব শীঘ্র দূরীভূত না হইলে পাবনাবাসীর আর কোনকালে রোগ হইতে মুক্ত হইবার আশা নাই।

পাবনায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুইজন [illegible] কুম্ভকারের দোকানে আগুন লাগিয়া [illegible] বাজারের পূর্ব্বদিকস্থ অনেক খানি গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে। প্রায় ৫০০। প্রায় ২৭১৮টী পাকা বাটী অগ্নিয়া গিয়াছে। পাবনায় প্রতি বৎসরই এইরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইয়া থাকে, এ দেখিয়াও লোকের চৈতন্য হয় না। সাবধান হইলে অগ্নিভয় নিবারণ হয়। গত বৎসর সহরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কেহ খড় দিয়া ঘর ছাইতে পারিবে না, অতঃপর টিনের বা খোলার ঘর করিতে হইবে। উহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে চাহি না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সবিনয় অনুরোধ এই, এবার তিনি উক্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন। পাবনায় এবার এরূপ দুর্দ্দিনের কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। তবে পাবনায় বেশ পানা ও জল অভাবই যে প্রধান কারণ তাহা। আর কোন সন্দেহ নাই। পাবনাবাসী ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হউন।

আমরা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম যে পাবনায় এক [illegible] উপলক্ষে বাবুদিগের অর্থানুকুল্যে মহাসমারোহে বারোয়ারী পূজার আয়োজন করিয়াছেন। যে অর্থ অনর্থক বৃথাকার্য্যে ব্যয় হইবে তাহা যদি পীড়িত লোকদিগের সাহায্যে দেওয়া হয় তাহা হইলে কত লোকের জীবন রক্ষা হইয়া দেশের মঙ্গল হয়। মজুমদার মহাশয়েরা কি বিবেচনায় [illegible] অর্থের শ্রাদ্ধ করিবার নিমিত্ত কেন এরূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে [illegible] না। আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদিগের এখন উহা হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়।

পাবনায় ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। রাস্তার ধূলা এত গরম হইয়াছে যে তাহার উপর দিয়া যাতায়াত অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পবন বাতাস সেই সমুদায় উত্তপ্ত ধূলা উড়াইয়া পাবনাবাসিদিগকে বিষম কষ্ট দিতেছে। সড়কগুলি জল দিয়া ভিজাইয়া দিলে অনেক উপকার হয়। সাহেবদিগের বিহার প্রদেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। অন্যদের মা, বাপ নাই! আকাশে মেঘ নাই—দুরে এক বিন্দু বারিও পতিত হয় না। কৃষকগণ হাহাকার করিতেছে ও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। শস্যাদির অবস্থা তত ভাল নহে। এবার পাবনাবাসিদিগের উপর সকল সঙ্কটই দেবতার কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে।

মফস্বলে বিশেষতঃ পাবনায় সুশিক্ষিত ধাত্রী নাই। এজন্য এখানে প্রসূতিগণকে নানারূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা রাজধানীতে থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ মফস্বলে আগমন করেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও যথেষ্ট লাভ এবং মফস্বলবাসিদিগেরও কষ্ট দূরীভূত হয়। ভরসা করি আমাদের পরামর্শে তাঁহারা যোগ দান করিয়া বাধিত করিবেন।

পাবনার অধীন [illegible] একজন মুসলমান এবারে বিলাতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা ভরসা করি অন্যান্য মুসলমান চেষ্টা ও পরিশ্রমপূর্ব্বক নানারূপ উন্নতি লাভ করিয়া তাঁহাদের স্বজাতির ও পাবনার মুখোজ্জ্বল করিবেন।

[illegible] নাইট সাহেবের সাহায্যার্থে সকল স্থানের ছাত্রগণই একপ্রকার সভা করিয়া যথাসাধ্য অর্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। পাবনার ছাত্রগণের এই মহৎ কার্য্যে উদাসীন্য দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁদের পূর্ব্বের ন্যায় একতা ও সৎকার্য্যের নিমিত্ত উৎসাহ নাই। ইহাঁদের মধ্যে অনেকগুলি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। নাটক প্রভৃতি অসার আমোদে ইহাঁরা অমূল্য সময় নষ্ট করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। আপনাদের নিজের নিজের দোষ দেখিয়া যদি সংশোধনের চেষ্টা করেন তবেই মঙ্গল। নতুবা, হেডমাষ্টার বাবু এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আবার আগুন লাগিয়া পাবনার পারভু রাধানগর গ্রাম ভস্মী[illegible] হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

*আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইবা দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা; ৴৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে হুকা ধরে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আয়ত্তস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে *হার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩, টাকা, ডাকমাশুল ৶১৹ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্তপরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারদ নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

সরলেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও স্পেন্সেস হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটি স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, অপবিত্রচিন্তা, মানসিক বিকার, বহুবিধ চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য মাদুলি সমেত ৫ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৫৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফঃস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়ীদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৫৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার অম্লরোগ, অজীর্ণ, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, পুরাতন অতিসার, এবং [illegible] অম্ল বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক প্রতিদিন এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের [illegible] মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই [illegible] নাম নিম্নে লিখিত হইল। [illegible] এই [illegible] ঔষধের সহিত [illegible] নিয়ম পত্র [illegible] আনার টিকেট পাঠাইলে [illegible]।

এক শিশির মূল্য [illegible] টাকা। মাশুল [illegible] আনা।

[illegible] মহৌষধ। চন্দনাসব।

[illegible] বলকারক মহৌষধ নিয়ম [illegible] সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন [illegible] প্রমেহ এবং [illegible] অম্ল প্রস্রাব [illegible] রক্ত [illegible] শোণিত স্রাব ও [illegible] নিঃসরণ এবং প্রস্রাবের সময় পীড়ার জ্বালা হওয়া ও তজ্জন্য [illegible] শারীরিক দৌর্ব্বল্য, [illegible] প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সত্বর কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ [illegible] কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ [illegible] চিকিৎসকগণ ইহার [illegible] প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য [illegible] টাকা। মাশুল [illegible] আনা।

[illegible]

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ [illegible] শ্বেত প্রদর, [illegible] ও বাধক বেদনা, [illegible] অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত [illegible] এবং গর্ভ-রোগ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও [illegible] প্রভৃতি রোগ সমূহ এই [illegible] সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক [illegible] মূল্য [illegible] টাকা। মাশুল [illegible] আনা।

[illegible] কষায়।

([illegible] মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ [illegible] জ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, [illegible] জ্বর, মেদবৃদ্ধির জ্বর, বিশেষতঃ জ্বরাধিক্য শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। মাশুল [illegible] আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ [illegible] বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই [illegible] ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, [illegible] বিক্ষিপ্ততা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, [illegible] নূতন ও পুরাতন [illegible] রোগ সমূহ এককালীন নির্মূলিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র [illegible] টাকা বিক্রি হয়। [illegible] মূল্য [illegible] টাকা। মাশুল [illegible] আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] বসু, এল এম এস

" " [illegible] মিত্র, " " "

বাবু [illegible] বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু [illegible] বসু ডাক্তার এল, এম,

মেঃ [illegible] দে অনরেরী মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু [illegible] গোস্বামী, [illegible] সম্পাদক।

বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের [illegible] ১৬১ নং বাটী।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এফ, ই, [illegible]—[illegible]	১০
শ্রীযুক্ত মহারাজ [illegible] সিংহ—[illegible]	১০
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র রায়—[illegible]	১০
শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]	১০
" " [illegible] ঘোষ—[illegible]	[illegible]
" " গোপালচন্দ্র [illegible]—[illegible]	[illegible]
" " [illegible] মুখোপাধ্যায়—[illegible]	[illegible]
" " [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible]	[illegible]
" " [illegible] চৌধুরী—[illegible]	[illegible]
" " [illegible] সান্যাল—[illegible]	[illegible]
" " [illegible] মুখোপাধ্যায়—[illegible]	[illegible]
" " [illegible] মহাশয়—[illegible]	[illegible]
" " [illegible] ভট্টাচার্য্য—[illegible]	
" " [illegible] বসু—[illegible]	
" " নবকিশোর ঘোষ—[illegible]	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক [illegible] টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] নামে নোট, হুণ্ডি, [illegible] চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাকে যেরূপ সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। [illegible] আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি [illegible] আনা তাহার পর [illegible] এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] ডাক হইতে [illegible] যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ । "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ২৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৪ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ২৫ এ এপ্রেল। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী (মোক্তারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট হোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২।০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবেক। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবেক, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—১৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১ | শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল ১৮৮১। | শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে অকালে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চিক্কণ হেতুকি বৃদ্ধি করে। অধিক শরীর মাথা এবং মাথা গরম, মাথা ধরা ও মাথা ঘোরা ইত্যাদি রোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ।০ আনা।

টুথ পাউডার (দন্তমঞ্জন)—দন্ত নড়া, দন্তগোড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ এতদ্ভিন্ন পত্রাদি ঔষধের সকলই পাওয়া যায়

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।

৩ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর কলিকাতা।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

"বঙ্গোপন্যাস।"

বঙ্গোপন্যাস নামক একখানি অত্যাশ্চর্য্য নবন্যাস "হরিদাসের গুপ্তকথা" প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত হইয়া প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইয়া অনুমান ২৫।২৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রতি খণ্ডের অগ্রিম /১০ আনা ডাক মাশুল গ্রহণ করিব; মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ সত্বর ডাক মাশুলাদি পাঠাইবেন। একেবারে ৬টি খণ্ডের অতিরিক্ত মাশুলাদি গ্রহণ করিব না।

কলিকাতা, ... ১৩০ নং ...

প্রকাশক শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র

বঙ্গভাষার বিষয়ে।

মহাশয়! অধুনা বঙ্গভাষার যথার্থ উন্নতির সময়। দেশীয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের আন্তরিক প্রযত্নে ও উৎসাহসহকারে ইহার কলেবর এক্ষণে বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এ সময় যাঁহারা প্রবর্ত্তিত কঠোর নিয়ম নিবন্ধন যদ্যপি সেই উন্নতির

পরিবর্ত্তন হয়, তদপেক্ষা আমাদের আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদিগের পরমহিতৈষী; আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সে সমস্তই তাঁহাদিগের প্রসাদে ঘটিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারাই আবার আমাদিগের উন্নতির প্রতিরোধকস্বরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা সামান্য দুঃখের ও লজ্জার বিষয় নহে।

অস্মদ্দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বিদ্যানুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন না। কেবল মধ্যবর্ত্তী লোকের পক্ষেই উহা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহ চিন্তায় নিয়ত ব্যতিব্যস্ত। তাহারা জীবিকা লাভের উপায়ান্তর অভাবে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পশ্চাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে; সুতরাং যে বিদ্যা জীবিকা লাভের অনুপযোগী, তদ্বিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি কি অনুরাগ জন্মিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবনীয়। বর্ত্তমান [illegible] নিয়মানুসারে [illegible] কোন প্রকার [illegible] ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার পথ যেরূপ অবরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, [illegible] এ অব[illegible] আর [illegible] মধ্যে প্রকাশ করিবার [illegible] মহাত্মাদিগের আজীবন সঞ্চিত [illegible] দৈনন্দিন [illegible] বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর [illegible] পরীক্ষা [illegible] বঙ্গভাষায় গৃহীত হইত। [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] ও মুখ্যবিভাগী পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তাহার [illegible] একমাত্র মুখ্যবিভাগী পরীক্ষায় [illegible] দিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আগামী কালে এই নিয়ম [illegible] সন্দেহ।

এই নিয়ম [illegible] পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্গভাষার মূল্যের যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এক্ষণে মুখ্যবিভাগী পরীক্ষায় এই ভাষার [illegible] হইলে ইহা একেবারে মূল্যবিহীন হইয়া পড়িবে। বঙ্গভাষা উক্ত কঠোর নিয়ম [illegible] দ্বারা [illegible] যে আমাদিগের [illegible] অনিষ্ট সাধন [illegible] তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে পাঠকগণ [illegible] পারস্য-ভাষার পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখিলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবেন যে, [illegible] ব্যক্তিকে মহামূল্য সামগ্রীর অবহেলা [illegible] হইয়া পড়ে।

মাতৃভাষা আমাদিগের মনুষ্যত্বের মনোরঞ্জন ও পরমগৌরবের ধন। ইহার বিচিত্র-কাব্য মাধুরী ব্যতিরেকে আমাদিগের স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধনের সামগ্রী আর নাই; প্রাচীন আর্য্যগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ এই ভাষায় বর্ণিত হওয়াতে তৎপাঠে আমাদিগের দৈহিক ও মানসিক জড়তা সকল অপনীত হইয়া পবিত্র স্ফূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে; অন্তঃকরণ অতীব আনন্দ ও উৎসাহ-রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। মাতৃভাষা আমাদিগের দেহের শোণিত ও মস্তকের মজ্জা স্বরূপ। লোকের শোণিত, ও মজ্জা বিশুষ্ক হইলে দিন দিন যে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এ কথা সুব্যক্ত। প্রাণের সহিত দেহের ন্যায় মাতৃভাষার সহিত আমাদিগের উন্নতি ও অধোগতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একের অভাবে অন্যের নিষ্ফলতা অনিবার্য্য। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি যথার্থই দেশীয় ভাষার গৌরব রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিরীহ বাঙ্গালির উপর যে নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

বাঙ্গালা যে অতি সরল ও বিশুদ্ধ ভাষা, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই ভাষা শিক্ষা করা ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও অপেক্ষাকৃত সহজ। নিম্ন-শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের আদ্যোপান্ত [illegible] ও ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি উক্ত ভাষায় অতি সুশৃঙ্খলরূপেই সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দ্বারা কোন প্রকার অসুবিধার কারণ নাই। অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] ও মুখ্যবিভাগী উভয় বাঙ্গালা [illegible] প্রাদেশিকতার [illegible] করা [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] বঙ্গভাষার [illegible] নিয়ম আছে, [illegible] একটী উচ্চ শিক্ষার নিয়ম করিলে বঙ্গভাষার উন্নতি ও [illegible] বঙ্গবাসিগণের [illegible] পারে।

যশোহর। সন ১২৮৮— ১১ ই বৈশাখ। } শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্ম সরকার।

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! নিম্নলিখিত আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক নামক এক খানি নূতন পুস্তকের সহিত প্রাচীন গীতাদি শাস্ত্রের বিরোধ হইল কি না, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ হইতেছে। অতএব পাঠক মহোদয়গণ বিচারপূর্ব্বক সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, এই আশয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

কূটস্থং শুদ্ধচৈতন্যং নিরুপাধিকমক্ষরং।
তদেব ব্রহ্ম চৈতন্যং তৎ স্যাৎ সৃষ্টিচিকীর্ষকং॥
১০ম শ্লোক॥

সোপাধি পরমং ব্রহ্ম জাতং তচ্চৈকপাদতঃ।
বিদ্যাবিদ্যাদিভেদেন উপাধিদ্বিবিধোবুধৈঃ॥
১১ শ „॥

তদা বিদ্যাগতং ব্রহ্ম কূটস্থং জীববীজকং।
পরমাত্মা দ্বিবিধং তৎ জায়তে সৎ নিয়ন্ত্রকং॥
২৪ শ „॥

অর্থ।

"যিনি ক্ষর ও উভয় রহিত, উপাধিবিহীন ও কূটস্থ চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম চৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম, সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়॥ ১০॥ সেই সংপূর্ণতম পরব্রহ্মের চতুর্থাংশ উপাধিযুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম, অর্থাৎ পরমাত্মা হইয়াছেন; ইত্যাদি ১১॥ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক জীবের বীজ সেই কূটস্থ পরব্রহ্ম পূর্ব্বোক্ত মায়া দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া পরমাত্মা হন। ২৪॥"

ভগবদ্গীতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
১৬ শ শ্লোক।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭ শ "

অর্থ।

ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছেন; তন্মধ্যে সমস্ত ভূত-পদার্থকে ক্ষর আর কূটস্থ চৈতন্যকে অক্ষর বলা যায়। ১৬। যিনি উত্তম পুরুষ, তিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন হয়েন, তাঁহার নাম পরমাত্মা; ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে। ১৭।

এক্ষণে আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের সহিত গীতার বিরোধ হইল কি না?

অপিচ।

পঞ্চদশী ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ং।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ন্তথাবস্থাচতুষ্টয়ং॥ ১ম শ্লোক
যথা ধৌতোঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতোরঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্য্যামি সূত্রাণি বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে॥ ২য় "
কূটস্থোব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্ব্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা॥ ১৮ শ „

।

জগতের স্থিতিক্রম করিতেছেন। যেমন চিদ্-ঘটতে চারিটী অবস্থা দৃষ্ট হয়। ১৪

যেমন ঘট ঘটিত আকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা এবং বিরাট এই চারিটী অবস্থা বিবেচিত হয়। ২৪"

তন্মধ্যে ঐ চিৎ অবস্থা চারি প্রকার। যথা, কূটস্থ চৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্য জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বর চৈতন্য।

শারীরিক	দৃষ্টান্ত
কূটস্থ চৈতন্য	ঘটাকাশ
ব্রহ্ম চৈতন্য	মহাকাশ
জীব চৈতন্য	জলাকাশ
ঈশ্বর চৈতন্য	মেঘাকাশ

উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা কূটস্থ চৈতন্য হইতে ব্রহ্ম চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতীত হয় কি না? পরমাত্মার কত অংশের অংশ কূটস্থ চৈতন্য, তাহা বক্তব্য নহে; কেবল পরমাত্মাতে আরোপিত অবস্থা চতুষ্টয়ের চতুর্থাংশ চিতের চতুর্থাংশ কূটস্থ চৈতন্য, এই মাত্র বক্তব্য। এমন যদি হইল, তবে আত্মানাত্ম-বিবেক-গ্রন্থকে কূটস্থ চৈতন্যের চতুর্থাংশ পরমাত্মা এইরূপ লিখিত হইল কেন? ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

জিজ্ঞাসু।
শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য।
শান্তিপুর।

বোপদেবের প্রমাদ।

মহাশয়! মুগ্ধবোধরচয়িতা বোপদেব বহুদর্শন-বিরহিত হইয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থমধ্যে যে এক প্রাতিপদিক বিধান করিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইতেছে। যথা,

পাদদন্তমুখনিশাসৃতনাসাশসমাস্যনাসিকোদক-হৃদয়াসৃক্যকৃৎশকৃদোর্ষ্ণোরঃ পদ, দৎ, মুখন, নিশ্‌মাসাসন, যূ, নস্‌, মাস্, হৃৎ, উদন, যকন, শকন, দোষন, যোষন্‌ঃ শসাদিশৌ।

এতাদেতেও ক্রমাৎ অর্থো শসাদৌ শৌচ পরে।

"আসন" শব্দের পরিবর্ত্তে "আস্য" শব্দের নির্দ্দেশ করা উচিত। গ্রন্থকর্ত্তার ঐরূপ প্রমাদের কারণ এই যে মহামহোপাধ্যায় পাণিনি এস্থলে আদেশ মাত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের আশ্রয়ভূত প্রাতিপদিকের উল্লেখ করেন নাই।

যথাঃ—

পদ্ দন্নোমাস হৃন্নিশসন্‌যূষন্‌দোষন্‌যকঞ্ছকন্নুদঞ্চাসঃ শসপ্রভৃতিষু।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকর্ত্তা উক্ত পাণিনিসূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ তাহা প্রচারিত হইতেছে।

পাদ দন্ত নাসিকামাসহৃদয়নিশাসৃক্যূষদোষ যকৃৎশকৃৎ উদক আস্য এষাং পদাদয়আদেশাঃ স্যুঃ শসাদৌ বা।

দ্ব্যচ্‌ আসনশব্দস্য আসন্নাদেশঃ ইতি কাশিকায়াম্‌ উক্তং তৎ প্রামাদিকম্‌।

এ স্থলে কাশিকাপ্রণেতা স্পষ্টাক্ষরে "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন্‌" আদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—আস্যান্যেকদেশান্তরিঃ শসাদৌ।

প্রক্রিয়াকৌমুদীপ্রণেতাও "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন্‌" আদেশ বিধান করিয়াছেন। যথাঃ—

বা শসাদিবাস্যাদেঃ।

সংক্ষিপ্তসারকর্ত্তা "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন্‌" আদেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু লিপিকর প্রমাদবশতঃ উহার কথঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্য হইয়াছে। যথাঃ—

বা শসাদিষাস্যদেঃ। আস আসন্ যখন "আস্য" ও "আস" এই উভয়ের বিলক্ষণ অবয়ব সৌসাদৃশ্য পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে, তখন উঁহারা যে "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন্‌" আদেশ বিধান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বোপদেবের উক্তরূপ মীমাংসা অন্যান্য বৈয়াকরণের বাক্যার প্রতিবিম্বস্বরূপ। অতএব ঐ মীমাংসা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আর "আস্য" শব্দ স্থানে যে "আসন্‌" আদেশ হয়, তদ্বিষয়ে বেদশাস্ত্রও অনুকূল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যথাঃ—

আলোতুকস্য বর্ত্তিকাস্মীতে ঈং মহে বৃষাদি তার্থ বৃত্তিপ্রদে স্বকর্মাদিঃ পর্ত্তিকামম্বরশমাদিঃ মহায়বৃঞ্চসংবাদাচে। তথাহি বাত্মুক্তমস্যাদি মত্রে মুখে ইত্যর্থ বিজ্ঞায়ং। এবমন্যেষাং শাস্ত্রহৃদি স্থানি বোধ্যম্‌।

যখন এই সমস্ত শাস্ত্রে "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন্‌" আদেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ "আসন্‌" আদেশ যে "আস্য" শব্দমূলক তদ্বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না।

কলিকাতা
সংস্কৃত কালেজ
৭ ই এপ্রেল-৮১

শ্রীব্রজবিহারিলাল সরস্বতী
অধ্যাপক।

সোমপ্রকাশ

১৪ ই বৈশাখ সোমবার।

কাহার দোষে আফ্‌গানস্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে?

আমরা বরাবর দেখিয়া আসিলাম ও আজও দেখিতেছি আফিকাস্থ জুলু, বোয়ার ও বাসুতো প্রভৃতি জাতিদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্রমাগত যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিয়াছে ও চলিতেছে তাহার সম্পূর্ণ শান্তি হইতেছে না, তাহার কারণ কি? জুলু প্রভৃতির অসভ্যতাই কি উহার কারণ? না ইংরাজদিগের ইহাতে কোন দোষ আছে? যেটী উহার প্রকৃত কারণ বলিয়া আমাদিগের মনে প্রতীয়মান হইতেছে, আজ আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই কারণটীর উদ্ভাবন তত কঠিন নহে। কতকগুলি ইংরাজের চরিত্র কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া পাঠ ও মনন করিলেই ঐ কারণটী সহজে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। কতকগুলি ইংরাজের অনুপম মহানুভাবতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও দুর্ব্বলের প্রতি দয়া আছে। কিন্তু সকল ইংরাজের সে মহত্ত্ব ও সে সকল গুণ নাই। ইংরাজ-জাতি-সাধারণের যে একটী সঞ্চিত ভাব আছে, তাহা প্রায় সকল ইংরাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা অভ্যাস করিয়া বিনয়নম্রতা উদারতা, ধৈর্য্য ও নিরুপম ক্ষমা-গুণের শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজে এই সৌন্দর্য্যের গুণ দৃষ্ট হয় না। ইংরাজদিগের গর্ব্বিত হইবার অনেকগুলি কারণ আছে। তাঁহারা আপনাদিগের বল, বুদ্ধি, বিক্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় অন্য অন্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর দেখিতে পান। যাহাদিগের এই স্বাভাবিক গর্ব্ব আছে, তাহাদিগের নিজের অপেক্ষা ঐ সকল বিষয়ে হীনবল ব্যক্তিদিগের সংস্পর্শ ঘটিলে বিষম অনর্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লৌহনির্ম্মিত পাত্রের সহিত মৃৎপাত্রের পরস্পর সংঘর্ষ হইলে মৃৎপাত্রই আহত হইয়া থাকে। অতএব প্রবল ইংরাজদিগের সহিত হীনবলদিগের সংস্পর্শ ঘটিলে যে ঐরূপ ঘটনা ঘটিবে তাহা বিচিত্র নহে। কেবল ইহাও হইবার বিশেষ কারণ এই, ইংরাজদিগের মনে যেমন আপনাদিগকে বড় বলিয়া অভিমান আছে, যে সকল ব্যক্তির সহিত উঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহারা সভ্য হউক আর অসভ্য হউক তাহাদের মনেও সেইরূপ আপনাদিগকে বড় বলিয়া অভিমান আছে। উভয় অভিমানে যত পরস্পর আঘাত লাগিতে থাকে, ততই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত

[illegible] করিবার কোন [illegible] শুদ্ধ উচিত [illegible] ব্যক্তির [illegible] মঙ্গলে উঁহারা নিজ মঙ্গলার্থ [illegible] রেখেছেন। [illegible] উচিত হইতেছে না। কিন্তু [illegible] দিগের সাধ্য মর্যাদা [illegible] ব্রটিশ দিগের মঙ্গল [illegible] দিগের সহিত সমভাবে [illegible] বিবাদ-[illegible] ইংরাজেরই [illegible] হইয়াছেন। [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] দেখিলে [illegible] অনুমান [illegible] শাসনকর্তার [illegible] দোষ [illegible] থাকে। [illegible] কোন প্রকারের নাম [illegible] শাসনকর্তা [illegible] তাহা হইলে কি আমরা এই [illegible] পাইতাম? তাঁহাদিগের শাসন [illegible] প্রভৃতি অথবা আমরা [illegible] শাসন প্রণালীর উচিত [illegible] নহেন, তাঁহারা [illegible] লোক। [illegible] কেবল [illegible] হইয়াছে। তাঁহারা কোশল করিয়া লোককে [illegible] পারেন না, [illegible] কোন [illegible] করিবার [illegible] চেষ্টা [illegible] না করিলে [illegible] আপনাকে [illegible] প্রকার [illegible] এই প্রকার লোকের [illegible] দিগের [illegible] ইংরাজ [illegible] প্রকাশ [illegible] এই [illegible] কেন, [illegible] করিবার নাই [illegible] অধিক [illegible] শাসনকর্তা [illegible] ইংরাজদিগের [illegible] লাভ করিয়া [illegible]

[illegible] দিয়া গিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম। আমাকান [illegible] পর তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "ইউরোপীয় বিশেষতঃ ব্রিটিশ চরিত্র কাহাকাহারও জন্ম নিরতিশয় [illegible] কর, তাহা কোন রূপ মহাশয় [illegible] নহেন। যে সকল ব্রিটিশ প্রজা (ইঁহারা কোম্পানির ভৃত্য নহে) [illegible] এখন ও প্রভুত্ব করিতেছিল, তাহাদিগের চরিত্র ও তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তথাপি ইঁহারা উপনিবেশী নহে। কোম্পানির অনুমতি ব্যতিরেকে এই সকল লোক ভারতবর্ষে আসিতে পারিত না। কোম্পানি মনে করিলে ইঁহাদিগকে দূরীভূত করিতে পারিতেন। তথাপি ইঁহারা [illegible] ও অত্যাচারের [illegible] করিয়াছে, এ সকল লোককে কিছু আদি-[illegible] অথবা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার [illegible] প্রেরণ করিবার কথা হই-[illegible] না, উহার বিশুদ্ধ লোকের নাম আছে এবং [illegible] অজ্ঞাত নহে। আমিও ব্রিটিশ জাতির [illegible] এই সকল ইঁহারা [illegible] অত্যাচার করিবে। তাহাদিগের [illegible] বিশু [illegible] আছে [illegible] করিবে। অতএব আইনে ইঁহাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না। ইঁহাদিগের দোষে লোকের ব্রিটিশ জাতির উপর অশ্রদ্ধা জন্মিবে। [illegible] হইলে আমরা উপনিবেশ করিতে [illegible] প্রতি [illegible]। আমরা [illegible] কেন, আইন ও [illegible] শাসিত না হইলে আমরা [illegible] করিয়া থাকি। আমাদিগের [illegible] ইউরোপের মধ্যে আর নাই।"

আমরা [illegible] প্রকৃত [illegible] পরিচয় [illegible] করিতেছে। [illegible] লোকদিগের দ্বারা [illegible] অত্যাচার [illegible] করিয়াছে। [illegible] শাসন [illegible] করিতেছে, [illegible] ব্রিটিশ [illegible] নাই। [illegible] এই [illegible] শক্তি বিশেষ দৃষ্টি [illegible] হইবে।

[illegible]

[illegible] যেমন [illegible] দুই [illegible] বিচারেই [illegible] দেখিয়া [illegible] করিয়া দৃঢ় ও [illegible] হইয়া পড়ে। [illegible] জমিদার ও প্রজার

বিবাদ বড় অল্প দিনের নহে। এই বিবাদ বহু দিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া এখন ভয়ানক আকারে পরি-[illegible] হইয়াছে। রাজপুরুষগণ অঙ্কুরাবস্থাতেই ইহার বিনাশ চেষ্টা করিলে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই বিশেষ মঙ্গল লাভ হইত। তাহা না করিয়া এখন বিবাদের দমনার্থ কঠোর আইন [illegible] শত শত লোককে কারাবদ্ধ হইতে হইতেছে। ইংলণ্ড [illegible] দেশ, তথায় প্রজা ও জমীদার উভয়ই [illegible] প্রজা ও জমীদারের ন্যায় অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নহে। অতএব তথায় এরূপ [illegible] সংঘটিত হওয়া আর [illegible] বিষয় নহে, [illegible] এই [illegible] একটি [illegible] শরীরের একটি অঙ্গ [illegible] যেমন একটি [illegible] বিকল বা [illegible] করিলে [illegible] শরীর [illegible] নির্বাহিত হয় না, [illegible] দিগের [illegible] সেই [illegible] [illegible] হওয়া উচিত এবং এ অবস্থায় [illegible] যে চেষ্টা [illegible] আবশ্যক; [illegible] নিমিত্ত [illegible] ইহার [illegible] এবং [illegible] আপোষ [illegible] নিমিত্ত [illegible] দিগের বিরুদ্ধ।

আমাদিগের [illegible] ন্যায় [illegible] নহে, তাহারা [illegible] দুর্বল, [illegible] সাধারণ [illegible] কিছু [illegible] আছে, [illegible] করিতে পারে এবং [illegible] কোন প্রকার অত্যাচার করিলে বিশেষ [illegible] তাহার নিবারণ চেষ্টা করিয়া থাকে। [illegible] দুর্ভাগ্য [illegible] অবস্থা [illegible] বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, সহজে উহাদের [illegible] সম্ভাবনা অল্প। আমরা উহাদের বিবাদের অল্প দিনের [illegible] একটী প্রমাণ প্রদর্শন [illegible]।

১৮৬৬ অব্দে [illegible] জমীদার একটী নূতন জমীদারী ক্রয় করেন। পূর্বতন জমীদার অতিশয় [illegible] দয়ালু স্বভাব ছিলেন। প্রজাগণ [illegible] খাজনা বাকী [illegible] তিনি [illegible] জমীদারী বিক্রয় করেন [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থা [illegible] তিনি [illegible] [illegible] পারেন নাই। [illegible] প্রজাদিগকে বলিলেন "তোমরা নূতন [illegible] লইবে।" [illegible] প্রত্যেক বৎসর নূতন [illegible] হইবে। কেহ কোন ভূমির কোন

প্রকার উন্নতি সাধন করিলে, যদি আমি সেই ভূমি হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করি, তিনি ক্ষতিপূরণ পাইবেন না। এবং ২১ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দিলে ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অনেক কৃষকের পুরুষানুক্রমে ঐস্থানে বাস ছিল, তাহারা জন্মা-সনের মায়ায় এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল। অমনি দুই জন সেপাহী ও কয়েকজন পুলিশপ্রহরী লইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজাকে উঠিয়া যাইবার সংবাদ দিতে গেলেন। গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র লোকে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। যে বাটীতে গেলেন, সেই বাটী শূন্য দেখিলেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা যেমন ডয়ার নামক এক কৃষকের বাটীর নিকটস্থ হইয়াছেন, অমনি কয়েকটী বন্দুকের আওয়াজ হইল। দুই ব্যক্তি হত হইল অমনি নিজেও গুরুতর আহত হইলেন।" জমির এই অত্যাচার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পাঠক কি মনে করেন, বঙ্গদেশীয় জমীদারেরা ইহাঁদিগের অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী? বঙ্গদেশের জমীদারদিগের পূর্ব্বে যত অত্যাচার থাকুক, এখন তাঁহাদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে। এখন তাঁহাদিগের অত্যাচার প্রায়ই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। যাহাদিগের যে কিছু আছে, তাহা আয়র্লণ্ডের জমীদারদিগের অত্যাচারের শতাংশের একাংশও নহে।

আয়র্লণ্ডের জমীদারেরা কোন জমীতে প্রজার কোন প্রকার স্বত্ব স্বীকার ও স্বত্ব দানে অনিচ্ছুক। ইহাঁরা যত ইচ্ছা কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান, প্রজারা তাহাতে সম্মত না হইলে তাহা-দিগকে উঠাইয়া দেন। এই সকল অত্যাচার নিবন্ধন প্রজারা বিরক্ত হইয়া এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহা-চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে এত ক্ষীণ, তথাপি তাহারাও নীলকরদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নীলকুঠি দাহ ও কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। অতএব আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা যে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, তাহারা অধিকতর সাহসী বলবান অধ্যবসায়সম্পন্ন ও একতাবদ্ধ। এই সকল কারণে তাহারা জমীদারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে ক্ষান্ত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ দিকে আইন কানুন করিয়া জমীদারেরই অত্যাচারেরই পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন; কিন্তু প্রজার পক্ষে যে হিত চেষ্টা হইতেছে তাহা নাম মাত্র। ল্যাণ্ড-বিল নামক যে এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে, তাহা বিধিবদ্ধ হইবে কি না, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ। বিধিবদ্ধ হইলেও তাহা কতদূর ফলোপধায়ী হইবে, তাহা এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

জমীদারেরা প্রজার সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া "পাগলার সাঁকো নাড়িয়া দেওয়ার ন্যায়" প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং সময়ে সময়ে আবার তাঁহাদিগকে প্রজা-দিগের দৌরাত্ম্যও সহ্য করিতে হইতেছে। প্রজার সহিত যাবৎ জমীদারের একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইতেছে, তাবৎ এ অত্যাচারের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। যাঁহারা ভূমির কর নির্দ্ধারণকে বিষয়ের মূল্যের হ্রাস কল্পনা করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগের সে আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। আর অতঃপরে আমরা বলি, যে সকল দ্রব্যের উপস্বত্ব ও লাভের বিশেষ ন্যূনাতিরেক না হয়, কিরূপে তাহার ক্রয় বিক্রয় হইতেছে? জমী-দারেরা অগত্যাই স্বীকার করেন, জমীদারী ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় স্বরূপ। যেমন লোকে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাও সেই প্রকার জমীদারী ক্রয় করেন। যখন টাকা বিনিয়োজিত করাই উদ্দেশ্য, তখন কৃষকের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে যে সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবে তাহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ ত বৃদ্ধি হয় না, তথাপি ইহা লোকে ক্রয় করে কেন? জমী-দারীর আয় স্থির হইলেও যে এই প্রকার লোকে ক্রয় করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? বরং এখন অনেকে মকদ্দমার ভয়ে জমীদারী ক্রয় করেন না। স্থিরতর আয় ও সুখের বন্দোবস্ত থাকিলে সে ভয় থাকিবে না।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ডের জমীদার ও প্রজার উপস্থিত বিরোধ নিবন্ধন আমাদের একটী ভ্রম ভঞ্জন হইয়া গেল। কেবল আমাদিগের নয় অনে-কেরই ভ্রম ভঞ্জন হইবে। আয়র্লণ্ডের জমীদারগণের অধিকাংশই ইংলণ্ডের লোক। অনেকে প্রশংসা করিয়া বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ডের জমীদারেরা বঙ্গ-দেশীয় জমীদারদিগের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান বুদ্ধি-মান ও সুবিবেচক। তাঁহারা অধিকতর উন্নত সভ্য সমাজে থাকেন, তাঁহাদের এরূপ গুণ থাকা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ও জন্মিয়া ছিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সে প্রত্যয় ভ্রমাত্মক। ইংলণ্ডের জমীদারেরা এই গোলযোগের সময়ে যখন প্রজাদিগকে জোত বরখাস্ত করিয়া উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তখন আর তাঁহাদিগের সুবিবেচনা কি? তাঁহারা যদি এখন প্রজাদিগকে বাস্তুভূমি হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল খাজনা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সুবিবেচনা প্রকাশ পাইত, এত গোলযোগও হইত না। তাঁহাদিগের সুবিবেচনা নাই বলিয়াই গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। তাঁহাদিগের ঐ অবিবেচনা নিব-ন্ধন গবর্ণমেণ্টকে বিদ্রোহ দমনের জন্য নিষ্ঠুর আইন করিতে হইয়াছে। এখনও যদি তাঁহারা সামঞ্জস্য করিয়া বিবাদের মীমাংসা করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সুবিবেচনা প্রকাশ পায়।

আর্ল বিকন্সফিল্ডের মৃত্যু।

১৯ এ এপ্রেল ইংলণ্ডের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রপাত হইয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব ও আর্ল বিক-ন্সফিল্ড এই দুই ব্যক্তি কিছু সপ্তাহ পূর্ব্বে দীপ্যমান নক্ষত্রের ন্যায় ইংলণ্ডকে আলোক দান করিতে ছিলেন, তাহার একটী নির্ব্বাণ হইল। ইউরোপখণ্ডে প্রিন্স বিস্মার্ক, গর্চ্চাকফ প্রভৃতি যে কয়জন রাজ-নীতিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আর্ল বিকন্সফিল্ড তাঁহাদের অন্যতর। তিনি যে একজন প্রতিভাশালী অধ্যবসায়সম্পন্ন ক্ষমতাবান লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য ও উন্নত পদ লাভ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। যাহাকে প্রকৃত ইংরাজ বলে, তিনি তাহা নহেন, তিনি জাতিতে য়িহুদী। তিনি য়িহুদীর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অসাধারণ ক্ষম-তার পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে চির দ্বন্দ্ব। যে স্থানে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ থাকে, সেস্থানে সরস্বতী যান না; আবার যে স্থানে সরস্বতীর কৃপা হয়, সেখানে লক্ষ্মীর করুণাদৃষ্টি থাকে না। কিন্তু আর্ল বিকন্সফিল্ডে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ে পরস্পর সপত্নীভাব পরিত্যাগ করিয়া সখীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিজ্ঞতা গুণে যেমন লক্ষ্মীর বরপাত্র হইয়াছিলেন, তেমনি অবসর বেলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া সরস্বতীরও কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন; তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ তাঁহার যৌবন কাল অবধি প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনেকের লক্ষ্য ও মনোরথ দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু আর্ল বিকন্সফিল্ডের মনোরথের গতি সেরূপ হয় নাই। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রমাণ এই, তিনি ইংরাজ জাতির অধিকাংশের মনের গতি বিলক্ষণ বুঝিতে ছিলেন। বুঝিয়াই সেই মতে অধিকাংশের [illegible] সেই দলের মনোমত কার্য্য করিয়া [illegible] অগ্রণী হইয়া উঠেন [illegible]

অবস্থান্তর প্রাপ্তি হওয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, ইহা সত্ত জ্ঞান থাকেন। সৎ উপায়ে বা অসৎ উপায়ে কোন উপায়ে রাজ্য বৃদ্ধি করা, প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল তাঁহারা সে গণনা করেন [illegible] বিকন্স-ফিল্ড ঐরূপ আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর [illegible] বৃদ্ধি করিলেন [illegible] বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, উপরে [illegible] ছিল। সেই নিমিত্তই তিনি [illegible] ইংরাজের [illegible] তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডেশ্বরী অতিশয় [illegible] করিয়াছেন। তিনি বলেন আমি [illegible] তাঁহার এরূপ [illegible] হিতৈষী অমাত্য [illegible] ছিলেন।

আমরা [illegible] উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ন্যায় [illegible] যে বিলক্ষণ ছিল, এই কার্য্য দ্বারা [illegible] তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী [illegible] উপাধি করিয়া দেন। [illegible] দ্বিতীয় [illegible] তাঁহার [illegible] প্রিয় [illegible] নীত হয়। [illegible] তিনি যে, [illegible] অবস্থানে ছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, [illegible] ইংরাজ সে [illegible] অনেক [illegible] অতিবাদ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রাচীন [illegible] পারিবারিক রাজনীতি [illegible] অনেক তাঁহার আপনাদিগের অশান্ত ছিল বলিতে কিন্তু তাঁহার [illegible] প্রতি [illegible] ছিল। তিনি [illegible] কথায় [illegible] করিতেন, [illegible] না করিয়া [illegible] অন্যান্য [illegible] অনুষ্ঠান করিতেন [illegible]

[illegible]

এইরূপ দলাদলি ঘটিয়াছিল, তাহাতে রোমের মঙ্গল হয় নাই।

ইহাঁর আদিনাম বেঞ্জামিন ডিসরেলি। ইনি প্রাচ্যদেশীয় বংশ [illegible] আইজাক ডিসরেলির পুত্র। ইনি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের [illegible] ডিসেম্বর লণ্ডন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই ইহাঁর গ্রন্থ লিখিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ইনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাসাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইনি তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। ঐ সময়ে [illegible] নামক স্থানের জন্য ইনি পার্লিয়ামেন্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৩৭ অব্দে [illegible] মেডষ্টোন নামক স্থানের সভ্য হন। তৎপরে [illegible] অব্দে [illegible] নামক স্থানের প্রতিনিধি হইয়া ঐ সভার সভ্য হইয়াছিলেন। [illegible] অব্দে ইনি বাকিংহামের প্রতিনিধি হইয়া পার্লিমেন্টের সভাপদ গ্রহণ করিয়া জীবদ্দশা তাহাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সার রবার্ট পীল যখন ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী, ইনি তখন তাঁহার অপক্ষে অনুগত ছিলেন। তাহার পর যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্ত হইয়া [illegible] বাণিজ্যের স্বাধীনতা দান বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা হয়, সেই সময়ে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ঐ সময়ে রক্ষণশীল দলের অধিনেতা লর্ড [illegible] প্রতিপত্তি রক্ষাতে ডিসরেলি তৎপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হন। [illegible] মহাসভাতে ইনি দলপতিদের অন্যতম পদ গ্রহণ করেন। [illegible] অব্দের [illegible] মাসে যখন তিনি পদত্যাগ করেন, সেই সময়ে তিনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু বৎসরেরই শেষেই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। [illegible] অব্দের [illegible] মাসে আয়র্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিষয়ে [illegible] হওয়াতে [illegible] পদত্যাগ করেন। [illegible] ডিসরেলিকে ঐ পদে মনোনীত করেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণে অসম্মত হন। তখন গ্লাডষ্টোন আবার নূতন মন্ত্রিসভার কারণ নিজে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পার্লিমেন্ট সভায় [illegible] হইলে গ্লাডষ্টোন সাহেব [illegible] অন্যান্য সভাসদদের নিকট মত [illegible] ১৮৭৪ অব্দের [illegible] ফেব্রুয়ারি [illegible] নির্বাচন হয়, ইহাতে [illegible] ও [illegible] মতের [illegible] হয়, গ্লাডষ্টোন সাহেবের [illegible] পদত্যাগ করেন। ডিসরেলি তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া ছয় বৎসর মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৭৬

অব্দের ১৬ ই আগষ্ট তিনি আর্ল অব বিকন্স-ফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ সময় হইতে ১৮৭৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রীত্ব ও কাউন্সিল সভার সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। বার্লিনে যে কনগ্রেস সভা হয়, তিনি ও মার্কুইস সালিসবরি তাহাতে প্রেরিত প্রতিনিধির কার্য্য করাতে লোকে তাঁহার এই নীতির নানা প্রকার দোষ ধরিয়াছিলেন। মার্কুইস সালিসবরির অনুরোধে তিনি ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দের জুলাই মাসে বার্লিনে কনগ্রেস সভার শেষ অধিবেশন হয়। এই সভায় যে সন্ধিপত্র হয়, রাজদূতেরা তাহাতে স্বাক্ষর করেন। ১৬ ই লর্ড বিকন্সফিল্ড ও সালিসবরি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। সকল লোকেই বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনাদি করিয়াছিল। ২২ এ জুলাই রাজ্ঞী তাঁহাকে "অর্ডার অব দি গার্টর" উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধি দানের কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার উল্লিখিত উপাধি দিবার কথা হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। বার্লিনের সন্ধিপত্রের বিষয়ে পার্লিমেন্ট যে নীতি অবলম্বন করেন, এবং [illegible] সহিত যুদ্ধের যেরূপ সন্ধি হইয়া সাইপ্রস দ্বীপ গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে পার্লিমেন্ট সভায় বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল। মার্কুইস হার্টিংটন প্রভৃতি অনেকে পার্লিমেন্টের এই নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। চারি দিন বাদানুবাদের পর ১৮৭৮ অব্দের [illegible] আগষ্ট [illegible] অধিকাংশ [illegible] প্রকাশ করেন। এই ঘটনার পরেই আর্ল বিকন্সফিল্ড ও মার্কুইস সালিসবরি লণ্ডন নগরের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন এবং মাননীয় হইলে উভয়কে একটী রৌপ্য পেটিকা দেন। লর্ড বিকন্সফিল্ড অসাধারণ [illegible] অবিকৃত [illegible] আনন্দ [illegible] অসাধারণ [illegible] শেষ [illegible] রাজনৈতিক [illegible] ছিলেন [illegible]

[illegible]

উপন্যাস এবং [illegible] প্রণয়ন করেন। ইনি ১৮৩৩ অব্দে [illegible]

নিবাসী যুক্ত জন ইভান্সের একমাত্র বিধবা কন্যা মেরি আন লাবক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী ১৮৬৮ অব্দের ২৮ এ নবেম্বর ভাইকাউন্টেস বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭২ অব্দের ১৫ ই ডিসেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ডিসরেলির মন্ত্রিত্বকালে কাবুল যুদ্ধ, অস্ত্র সংক্রান্ত আইন, ভূগর্ভজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক রহিত, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন সৃষ্ট হইয়াছে।

রুশের নিহিলিষ্ট দল ও প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী।

সমাচার পত্র পাঠে জানিতে পারা গেল, রুশের বর্ত্তমান সম্রাট এক দিবস শয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার বালিশের নিকটে এক খানি পত্র পড়িয়া আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে বর্ত্তমান সম্রাট যদি রুশ রাজ্য মধ্যে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না করেন তাঁহারও তাঁহার পিতার মত দশা ঘটিবে।

এই পত্র খানি দ্বারা নিহিলিষ্ট দল যে কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রুশের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহিলিষ্ট দলের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়শীলতা দর্শন করিয়া স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বদা ঐ দলের উচ্ছেদ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, প্রত্যুত ঐ দলের হস্তে পতিত হইয়া আপনি উচ্ছিন্ন হইলেন। তৃতীয় আলেকজান্ডার যদি সত্বর স্বরাজ্যে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না করেন, তাঁহাকে যে তাঁহার পিতার গতি লাভ করিতে হইবে না এ কথা বলা যাইতে পারে না। রুশ সম্রাটেরা ইউরোপ খণ্ডে আপনাদিগের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাইতেছেন। প্রজারাও আর একনায়ক-তন্ত্র ভাল বাসিতেছে না। তাহারা এই চেষ্টায় স্বয়ং বলি হইতেছে, সম্রাটকেও বলি প্রদান করিতেছে; তথাপি সম্রাট যে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। রুশকে যে লোকে অর্দ্ধ সভ্য বলে এটী কি সেই অর্দ্ধ সভ্যতার ফল?

পাঠক এখন এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বিচার করুন, ভারতে সহজে ও অল্প দিনে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? রুশ রাজ্য রুশ সম্রাটের নিজ রাজ্য, তাঁহার প্রজাগণও তাঁহার স্বদেশীয়, স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদিগের সহিত সম্রাটের স্বাভাবিক সমদুঃখ-সুখতা আছে, সেই স্থলেই যখন রক্তারক্তি কাণ্ড করিয়া সম্রাটের হস্ত হইতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ছিনাইয়া লইতে হইতেছে, তখন ভারতে যে ঐ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী সহজে ও অল্প দিনে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহার কি সম্ভাবনা আছে? যাঁহারা সে আশা করেন তাঁহাদের দুরাশা মাত্র। ভারতে ও রুশে অনেক অন্তর; ভারত বিজিত দেশ, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, কোন দেশে কখন বিজিতদিগের মনোমত কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয় নাই, জেতৃগণ স্বমতপ্রধানে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা সভ্য বলিয়া ভারতবাসিদিগকে বালকবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রবোধার্থ অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দুই এক জনকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও মিউনিসিপাল কমিশনর করিয়া থাকেন। জেতৃগণ যে, সকল স্বত্ব ও উচ্চ পদগুলি আপনাদিগের করগত করিয়া রাখেন এটী চিরপ্রসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। ভারতবাসিরা সর্ব্বদা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা সকল কার্য্যেই পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আইন করিতে গেলেন, ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত এক প্রকার আইন হইল, ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত অন্য প্রকার হইল। রাজপদ বিতরণ করিতে গেলেন, বাছা বাছা ভাল পদগুলি ইউরোপীয়দিগকে দেওয়া হইল, আর কাঁচা কষ্টকর পদগুলি এদেশীয়দিগকে বিতরণ করা হইল; ভারতবাসিদিগের এ আক্ষেপ বৃথা। জেতৃগণ বিজিতদিগের প্রতি স্বভাবতই এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তবে ভারতবাসিদিগের আক্ষেপ করিবার একটী কারণ ঘটিয়াছে। কতকগুলি উদারপ্রকৃতি গ্রন্থকারের উপদেশ, ও বাইবেলের উপদেশ এবং সময়ে সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর কৃত সকল প্রজার প্রতি সম ব্যবহারের মহোদার ঘোষণাই মাথা খাইয়াছে। সেই সকল দেখিয়াই ভারতবাসিরা মনে করেন, ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়ের সহিত তুল্য ব্যবহার করিবেন কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ঘটনা হয় সুতরাং আশা ভঙ্গ হইলে মনের মধ্যে যে প্রকার ক্ষোভ, রোষ ও দুঃখের উদয় হয় ভারতবাসিদিগের মনেও তাহা উদয় হইয়া থাকে কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভুল। রাজপুরুষদিগের বিষম ভুল এই যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে সম ব্যবহারের ঘোষণা করিয়া থাকেন। যে বাক্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহার ঘোষণা করা কেন? ঐ ঘোষণাই যত অনর্থের মূল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার অন্তঃপাতী অত্রত্য নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছে মেদিনী তাহার এই নিম্নলিখিত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বগড়ী পরগণার প্রজাবর্গ। পরগণার পত্তনি জমিদার [illegible] এণ্ড কোং কর্ম্মচারিগণ, বিশেষতঃ মিঃ এম বিচাটস্, ও মিঃ ক্রাফুলেন সাহেব কর্তৃক অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ও পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া হুজুর বরাবর নিম্নলিখিত কয়েকটী অত্যাচার জ্ঞাত করিতেছি। প্রার্থনা করি হুজুর, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অধীনগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে আজ্ঞা হয়।

১। আমরা খাজনা দিতে গেলে টাকা না লইয়া বাকী খাজনার মাস মাস কিস্তি করিয়া নালিশ করতঃ খরচায় জেরবার করিতেছেন। এক আনা দুই আনা প্রভৃতি যে সকল সামান্য জমা আছে তাহারও মাস কিস্তিতে নালিশ করিতেছেন।

২। গোচারণ ভূমি হইতে গো মহিষাদি বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া লইয়া খোঁয়াড়ে দিতেছেন। এবং সুবিধা পাইলে খোঁয়াড় হইতেও লইয়া যাইতে ত্রুটি করেন না।

৩। আমাদের পাট্টাই জঙ্গল ও জমির উপর দুপালি, ৩। ৪ শত কুলি দ্বারা কাটাইয়া নষ্ট করিতেছেন। ইহার কারণ এই যে, এইরূপে প্রজাদের সমস্ত জঙ্গল নষ্ট হইলে উক্ত পত্তনিদারদের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিতে প্রজারা বাধ্য হইবে এবং কাজেই বশ্যতা স্বীকার করিবে।

৪। গরিব প্রজাদের মুরগী, ছাগ ও ছাগল বিনা মূল্যে অথবা অল্প মূল্যে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।

৫। যে সকল পুষ্করিণী ও বাঁধের জলে আমাদের পুরুষানুক্রমে আবাদ হইয়া আসিতেছে তাহা কাটাইয়া দিয়া আর বাঁধিতে দেন না। সুতরাং আমাদের জমী পতিত ও শস্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

৬। ফৌজদারীতে অথবা দেওয়ানীতে মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে কষ্ট দিতেছেন।

৭। আমাদের বহু প্রজা সকলকে বিনা বেতনে অথবা অল্প মূল্যে [illegible] অনুপযুক্ত বেতনে নীল চাষ করাইয়া কষ্ট দিতেছেন এবং [illegible] হইতে সার গোবর আদি বলপূর্ব্বক উঠাইয়া নীল করিতেছেন।

৮। জমাই জমীর [illegible] ও পাট্টাই জমিতে [illegible] করিতে [illegible] করিতেছেন এবং না দিলে আবদ্ধ রাখিয়া আবার [illegible] দিতেছেন।

৯। পত্তনিদার [illegible] হালের জমীতে ঘোড়া [illegible] আমাদের আবাদের ও ফসলের অনেক ক্ষতি করিতেছেন।

১০। যদি কোন লোক ফৌজদারীতে অথবা দেওয়ানীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে [illegible] প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাইয়া অথবা ঘুস দিয়া বশ করেন কিম্বা মকদ্দমার [illegible] [illegible] [illegible] লইয়া জমিদারী [illegible] [illegible] করেন ও মকদ্দমা নাই করেন।

উপরিউক্ত [illegible] এই যে, বিনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ বৃদ্ধি [illegible] [illegible] করেন।

১১। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মফস্বলে আইসেন তখন [illegible] [illegible] [illegible] সহিত এক [illegible] [illegible] তিনি ইতিপূর্ব্বে এক [illegible] [illegible] [illegible] যে কোন মকদ্দমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] পুস্তক।

[illegible] [illegible] [illegible] রামমোহন রায়ের জীবন আমাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] যাহা কিছু বলা যায় তাহাই তৃপ্তিকর হয়। নন্দ বাবু রামমোহন রায়ের অতি নিকট সম্পর্কীয় লোক। স্বর্গীয় রাজার জীবন চরিত [illegible] অনেক বিষয় তাঁহার বিশেষরূপ জানিবার সম্ভাবনা। কিন্তু নন্দ বাবু যে সমস্ত গল্প রচনা করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই [illegible] জানা আছে। [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] রামমোহন রায়ের যশের কিছু বিশেষ বৃদ্ধি হইবে না। আমাদিগের দেশে মহৎ লোকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নন্দ বাবু যদি স্বর্গীয় [illegible] একখানি [illegible] জীবনী লিখিতেন তাহা হইলে আমরা অধিকতর সন্তোষ লাভ করিতাম।

অপূর্ব্ব ভারত উদ্ধার। ভবানীপুর এডুকেশন গেজেট যন্ত্রে শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৬৮ সাল। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। তিনি নিলিপ্ত হউন না কেন, বঙ্গ-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নাটকাকারে প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। আজ কাল এদেশে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] কেবল আড়ম্বর দেখাইয়া থাকেন, কাজে কিছুই হয় না। যাহা হউক গ্রন্থকার স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে [illegible] [illegible] [illegible] অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

রাম। [illegible] নাই, চাল নাই, [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible]

শ্যাম। কেন ইংরাজি কাগজের চুরী বা অবজ্ঞা, আর [illegible] গালাগালি দিয়ে খবরের কাগজ [illegible]।

রাম। [illegible] কাগজে কাজ হচ্চে কি না, [illegible] [illegible] দেখছে। [illegible] [illegible] হয়েছে কি না তা [illegible] স্পষ্ট দেখা যাচ্চে।

শ্যাম। ইংরাজ এবার [illegible] দিয়ে মরে থাকবে। [illegible] মধ্যে বাঙ্গালী [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible]।

রাম। [illegible] বাঙ্গালির [illegible] জন্ম। আমাদের [illegible] অনেক ইংরাজেও [illegible] করে পড়ে, [illegible] করে। আর আমাদের [illegible] যে [illegible], তাদেরই হিত হয়। এতেই যথার্থ কাজ হয়।

শ্যাম। কাজ ছাই হয়; কথা কেবল—লোকের [illegible] [illegible] [illegible]। আর কে বা খবরের কাগজ পড়ে? কাজ হচ্চে—[illegible] উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখা।

সচিত্র শিশুবোধ। শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। সন ১২৬৮ সাল। এখানি নূতন পুস্তক নহে। ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের শিক্ষার্থে বর্ণমালা, সংযুক্ত বর্ণ, বানান, ফলা, গদ্য ও পদ্যপাঠ, জীবজন্তু, চাণক্যনীতি, ব্যাকরণ, ভূগোল, অঙ্ক, [illegible] ও [illegible] এবং সরল শিক্ষার উপযুক্ত ইংরাজী সম্বলিত। একখানি পুস্তকের মধ্যে এত বিষয় সন্নিবেশিত হওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে কিনা অল্প ব্যয়ে বালকেরা নানা বিষয়ে শিক্ষোপযোগী বিষয় একখানি পুস্তকে পাইবে। মধ্যে মধ্যে পশু পক্ষীর চিত্র নিবিষ্ট হওয়াতে পুস্তকখানি বালকদিগের [illegible] হইয়াছে। মুদ্রণকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে উহা বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে কি না। যে যে বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সঙ্কলন-কর্ত্তার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৮ ই [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ২৮ এ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৮ এ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৮ এ [illegible]। ইটালীর [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

[illegible] ১৮ এ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় ২৫০০০ হাজার লোক একত্র হইয়াছিল।

লণ্ডন ১০ ই এপ্রেল। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী লর্ড [illegible] বিকন্সফিল্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি তাঁহার একজন প্রিয়বন্ধু ও সদুপদেষ্টা হারাইলেন। রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই লর্ড বিকন্সফিল্ডের মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই শোকচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রকাশ্যভাবে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

সার ফ্রেডরিক রবার্টস ইংলণ্ডে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

প্যারিস ১৩ ই এপ্রেল। এক মুদ্রা প্রচলন বিষয়ক সভা বসিয়াছে। ফ্রান্স, রুসিয়া, জার্ম্মানি, ইউনাইটেড ষ্টেট, বেলজিয়ম, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, স্পেন, পোর্টুগাল, সুইডন, হল্যাণ্ড, [illegible] ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাজপ্রতিনিধিরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল। আর্ল বিকন্সফিল্ড উইলে পাঁচজনের উপর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার সমর্পণ করেন, তাঁহারা আত্মীয়দের ইচ্ছানুরূপ স্থানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা উইল অনুসারে তাঁহাকে [illegible] নামক স্থানে তাঁহার মৃত পত্নীর পার্শ্বে গোর দিবার নিশ্চয় করিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৩ ই এপ্রেল। [illegible] বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই এপ্রেল। লর্ড বিকন্সফিল্ডের [illegible] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন [illegible] আদেশ দিয়াছেন। [illegible]

সমস্ত [illegible] হইয়া সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন [illegible] আইনের [illegible] না করিলে তাঁহারা [illegible] সম্মত হইবেন না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই এপ্রেল। [illegible]

[illegible]

[illegible]

বিবিধসংবাদ।

অদ্য হাইকোর্টে [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] আর থাকে না। আগামী ১৮৮২ কিছুদিন এই কলেজে ১ ম ও ২ য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক পড়ান হইবে কিন্তু ৩ য় ও ৪ র্থ শ্রেণীতে তাহা হইবে না।

ইংরাজদিগের টেলিফোন কোম্পানির এজেণ্ট [illegible] সাহেব কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন এই কয়েক স্থানে টেলিফোন বসাইয়া পর পর সংযোগ করিবার একচেটে ক্ষমতা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কতকগুলি রসায়নবিৎ পণ্ডিত একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার বিশেষ গুণ এই, অতিশয় ক্লান্তি বোধ হইলে উহা সেবন দ্বারা শরীর সবল ও কষ্টক্ষম হইয়া উঠে। অথচ মদিরাদির ন্যায় ইহা সেবনে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না।

উড়িষ্যায় গত ঝড় ও নিরাদিগের মধ্যে বিরোধ হওয়াতে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ নিরাদিগের অনেকগুলি পল্লী একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, অধিক নিরারাও পক্ষ সমস্ত প্রতি পরিবারকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছে।

টাইম্‌স পত্রিকা বলেন বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা প্রতিকৃতি তুলিবার চেষ্টা হইতেছে।

১১ ই এপ্রেল তারিখে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে হাওড়া পুলের নিকট পাহাড়ের কতিপয় অংশ খসিয়া পড়িয়াছে এবং তন্নিমিত্ত উক্ত দিবস তথায় রেলওয়ের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে সার রাবর্ট পীল বিনা লাইসেন্সে দুইটী কুকুর রাখিয়াছিলেন। পুলিশ তাঁহার নামে অভিযোগ করেন। বিচারে এই প্রমাণ হয় যে পুলিশের অনুসন্ধানের দুই ঘণ্টা পরে রাবর্ট সাহেব লাইসেন্স করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিচারস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হন নাই কিম্বা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া বিচারপতি তাঁহার ২৫ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

পানামা যোজক দিয়া খাল খনন আরম্ভ হইয়াছে। ডিলেসেপস সাহেব বলেন ১৮৮৮ অব্দে উক্ত খাল দিয়া জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিবে।

কতকগুলি দেশীয় যুবক একত্রিত হইয়া কলিকাতায় একটী সাবান কোম্পানি স্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট নিয়মাদি উহাদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দিয়াছে।

সাঁওতালেরা বিদ্রোহাচরণ করাতে তাহাদিগের উপর এই দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

রুশ সম্রাটের মৃত্যুর পঞ্চদশ দিবস পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল ক্রমে তাহা প্রকাশ হইতেছে। তদ্দ্বারা সম্রাট যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকিতেন সেই গৃহের বাম্পঘরের নিকট প্রতিদিন একটী করিয়া মৃত পারাবত লক্ষিত হইত। সম্রাট ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন এক দুরন্ত পক্ষী তথায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখিয়া সম্রাটের হৃদয় কম্পিত হইল। একদিকে আবার নেপোলিয়নের একটী প্রতিকৃতিচিহ্নিত ধূমকেতু দেখিলেন, অপরদিকে সাম্রাজ্ঞী যোসেফাইনের স্বপ্ন দেখিলেন। পরিবর্ত্তকালে সম্রাট তাঁহার প্রতিকৃতিরূপে যে অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অঙ্গুলিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। সম্রাট এ সংবাদ শ্রবণে আতঙ্ক বোধ করিলেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট নিয়মিত জলের কল বসাইবার আদেশ দিয়াছেন।

১৮৭২ অব্দ হইতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও অযোধ্যায় পুরুষসংখ্যা ৮৭১০০০, ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৪২৫০০০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

কোচবিহারের মহারাজ রাজকীয় ভৌগলিক ও [illegible] সভার একজন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার জেনারেল আসেম্ব্লি কলেজের উন্নতিকল্পে ৬০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে খোলা হইবে। কোম্পানির নিকট ইহার কাগজপত্র হইয়াছে।

২৪ পরগণার মিউনিসিপাল হেড ক্লার্ক দেবীমাধব রায় টিটাগড়ে একদিন ডাকিয়া ও কাহাকে টাকা লইয়া পলায়ন করে সম্প্রতি ধৃত হইয়া বিচারার্থ আনীত হয়। ২৪ পরগণার সেসন জজ বিবারলি সাহেবের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর কারাবাস ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে তাহাকে আর দুই বৎসর কারাবাস করিতে হইবে।

[illegible] আবকারি বিভাগের একজন [illegible] পীর কর্ম্মচারীর স্ত্রী যোগেশ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে [illegible] বিবাহ দেওয়া দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট কাল আইনে এই নিয়ম করিয়াছেন, আদালতের রেজিষ্টারি [illegible] টাকা পর্য্যন্তের শুল্ক দিবেন। তদতিরিক্ত হইলে আরোপ শুল্ক দিবেন না।

ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত করিবার নিয়মে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে প্রস্তাব হয় [illegible] করিয়া [illegible] আমরা সংবাদে তাহা [illegible] বলেন, যে সকল ব্যক্তিকে অথবা [illegible] ভিন্ন অন্য [illegible] নিযুক্ত করা হইয়াছে, ছোট আদালতের জজের পদ শূন্য হইলে [illegible] তাহারা অধিকার [illegible] গবর্ণমেণ্টের তাহাতে [illegible] করা [illegible] যদি এই [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে লোক না [illegible] তখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ [illegible] প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্ষিপ্ত কুকুর অথবা [illegible] রোগীর প্রায় জলাতঙ্ক হয় এবং [illegible] সংশয় হইয়া থাকে। [illegible] ইহার [illegible] আবিষ্কার [illegible] কিছুই করিতে পারেন নাই। [illegible]

ডাক্তার পিবসন কলেজে ওকালতী করিয়াছেন। তিনি এই রোগাক্রান্ত এক ইউরোপীয় রমণীকে আরোগ্য করিয়াছেন। রোগাক্রান্তা যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া লোককে কামড়াইবার চেষ্টা পাইতেছিল ডাক্তার সেই সময়ে তাহার একখানি হস্ত হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া দেন। তৎপরে চা আফিং ও পিপারমেণ্ট প্রভৃতি একৈক ক্রমে অতি-কষ্টে খাওয়াইয়া দেন। তাহাতে কিছু উপশম হইয়া পুনর্বার প্রবল পীড়া হয়। আবার রক্তমোক্ষণ ও অহিফেন খাওয়াইয়া দিবার পরে রোগী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট কালেজ ৭ জুন ১৭ই মে গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে বন্ধ হইবে।

৫ই বৈশাখ শুক্রবার যে ঝড় ও বৃষ্টি হয় তাহাতে গঙ্গার নৌসেতুস্থ পাহারাওলার থাকিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ উড়িয়া যায়। মধ্যমানস্থ ৩৪ খানি নৌকা পতিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ভারত বর্ষীয় রেলওয়ের এক খানি খালী গাড়ি ঝড়ে স্থান-চ্যুত হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনজন লোক খিদিরপুরের পুল পার হইয়া যাইতেছিল। বজ্রাঘাতে তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ দিন পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের একাউণ্টেণ্ট বাবু কালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলী নদীতে নৌকা ডুবি হওয়াতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার পুলিসের একটী কনষ্টেবলের কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বিগত ১৭ ই এপ্রেল যে সময়ে ঝড় হয় তাহাতে গ্রাণ্ট লেনের একটী গৃহের দরজার অনেক খানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া রাস্তার উপর পড়িয়া যায়। একজন উড়িয়া কুলি ঐ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিল, এমন সময়ে ঐ কনষ্টেবল তাহাকে কাষ্ঠগুলি উঠাইয়া লইতে বলে। উড়িয়া পুলিসের ভয়ে উহা উঠাইয়া লইল এবং তাহার কথানুসারে থানায় গমন করিল। পরে কনষ্টেবল থানায় গিয়া বলিল ঐ ব্যক্তি কাষ্ঠ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল সে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। উড়িয়া ইহা দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং প্রকৃত ঘটনা পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বলিল। বিচারে উড়িয়ার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হওয়াতে সে অব্যাহতি পাইয়াছে এবং পাহারাওয়ালার ছয় বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আফগান যুদ্ধের সেনাপতি স্যার ফ্রেডারিক রবার্টস যে দিন দেশে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং ওয়েলস সকলেই তাঁহাকে স্বদেশীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন তিনি উপরিউক্ত কোন দেশেরই নহেন। তিনি কানপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে তাঁহার পিতা মিঃটেলের নিকট কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

২২ এ মার্চ রুশ রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষের কন্যা সোফি পিওফস কি রুশ সম্রাটের হত্যাকার্য্যেই বিশিষ্টরূপ সংলিপ্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সেণ্টপিটার্সবর্গে গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্রাটকে যে যে স্থানে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহার সকলগুলিতেই তাঁহার সাহায্য ছিল। তিনি ধৃত হইয়া এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া স্বদোষ স্বীকার করিয়াছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত আস্তোর নামক স্থানে একাদিক্রমে ৩৬ বার ভূমিকম্প হওয়াতে একটী গির্জা অনুমান ২০০ বাটী পতিত এবং অনেকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঐরূপ আবার ইটালির অন্তর্গত কয়েক স্থানে ১৫ বার উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইয়াছিল।

সিমলায় যে রোমান কাথলিক গির্জাটী আছে এক্ষণে উহা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্যবহার করিবেন বলিয়া কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লর্ড রিপন আর একটী ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক জন ভ্রমণকারী জাপানের এক খানি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তত্রত্য কয়েকটী দ্বীপে গন্ধক, কয়লা ও লৌহ-খনী আছে। এই সকল দ্বীপে বসন্তকালের অন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা অনেক সময়ে নিজের দোষ গোপন করিবার অভিপ্রায়ে অধস্তন কর্ম্মচারীর উপর সেই দোষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সকল সময়ে এ সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান ও বিচার হয় না এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা বিনা দোষে নানা প্রকার অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া শেষে কষ্টে কারাগারে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু যদি অধস্তন কর্ম্মচারী স্বাধীনপ্রকৃত লোক হয়েন এবং যাঁহারা তাঁহার দোষ অনুসন্ধান ও বিচার করেন তাঁহারা অপক্ষপাতী হন তাহা হইলে যে কেবল নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণ নিস্তার পান এমন নহে, যথার্থ দোষী ব্যক্তির ও নির্য্যাতন হয়। সম্প্রতি বোম্বাই নগরে যে দুইটী সামরিক বিচার হয় তাহাতে এই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিগত বৎসরের জুলাই মাসে কান্দাহারের নিকট মেওয়ান্দ নামক স্থানে ইংরাজেরা সেনাপতিগণের দোষে আফগানদিগের নিকট পরাজিত হন ও বিস্তর সৈন্য হত ও আহত হয়। বিশেষ জেনারল বরোজের দোষেই যে এই ঘটনা হয় অনেকেই সেই সময়ে তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মেজর কুরী ও কর্ণেল ম্যালকলমসনকে দোষী বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সামরিক বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয়। পূর্ব্বে কুরী নির্দ্দোষী প্রমাণিত হন; এক্ষণে আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে কর্ণেল ম্যালকলমসনও সম্মানের সহিত অব্যাহতি পাইয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি বাস্তবিক কাহার দোষে এই দুর্ঘটনা হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কি সন্ধান করিবেন?

১৮৭৭ অব্দে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়েরা সম্রাটকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে ১৯৮ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। উহাদিগের মধ্যে ৮২ জন ভদ্র-সমাজভুক্ত ১৯ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ৮ জন সৈন্যবিভাগীয় কর্ম্মচারী ৩৩ জন ধর্ম্ম যাজক ১১ জন বণিক ২৬ জন ব্যবসায়ী এবং ১৭ জন চাষা লোক ছিল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এচ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়; এম,সি নন্দি, কে, এচ, মিত্র।

আমেরিকায় ইউরোপীয় ও আমেরিকানদিগের মধ্যে বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত ২১ এ এপ্রেল আম্বালার প্রুভিডেন্স-সংক্রান্ত মকদ্দমার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। প্রধান আসামী বিকেট সাহেব দোষ স্বীকার করাতে তাঁহার এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। অপর দুই জন সহকারী আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ করা হয় গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় উকীল তাহা উঠাইয়া লইয়াছেন।

মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোকেরা তত সহজে মিষ্টার " স্কোয়ার " উপাধি লইতে এখন আর তত সহজে পারিবেন না। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় ও ইষ্টইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারী ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের পদমর্য্যাদা অনুসারে " মিষ্টার, স্কোয়ার " প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত হইবে। নিয়ম হইয়াছে যাঁহাদিগের মাসিক বেতন দুই শত টাকার কম নহে, মুসলমান হইলে তাঁহারা নামের পূর্ব্বে এম, আর, আর; ও নামের শেষে সাহেব বাহাদুর এবং অন্য জাতি হইলে শুক অথবা আয়গার এই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা দুই শত টাকার কম ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পান মুসলমান হইলে সাহেব এবং অন্য জাতি হইলে এম, আর, আর

উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। রেজীষ্টারদিগের মধ্যে যাঁহারা বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারাই ইচ্ছা করিলে কেবল ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রুশিয়ার সংবাদপত্রে দেখা গেল আর্খাঞ্জেল নামক স্থানে একটী সম্প্রদায় হইয়াছে। তাহাদের মত এই, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতির অনুষ্ঠান একটী অবিবাহিত অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ভারতের কুমারীপূজা বুঝি শেষে ইউরোপে প্রবিষ্ট হয়।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "গত ১৪ ই ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হইলাম যে, রাঙ্গামাটির সিভিল মেডিকেল অফিসর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানাথ সাহা বুদাই (কবি) ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গঙ্গানাথ বাবু যেরূপ উপযুক্ত লোক, তাহাতে তিনি যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি যখন উক্ত স্থানে কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম তখন উক্ত মহোদয়ের অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহারে সাতিশয় বাধিত হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক কমিশনর বিমস্ সাহেব উক্ত স্থলে অবস্থান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হন এবং তাঁহার বেতন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। গঙ্গানাথ বাবুর কার্য্যে উচ্চ শ্রেণী আবার বুদাই ... দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের মধ্যে ইনিই প্রথমে বুদাই ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে যতই এরূপ গুণবান ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন ততই আমাদিগের সৌভাগ্য।"

সুধাকর নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইল। একাদশবর্ষ আকারে এখানি মুসলমানদিগের দ্বারা প্রচারিত হইতেছে। সহযোগীর উন্নতি প্রার্থনীয়।

একজন উড়িয়া লিখিয়াছেন পুরুষোত্তমে অতিশয় কন্যা বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে। এখানকার লোকে অতি উচ্চ মূল্যে বালিকা বিক্রয় করিয়া থাকে। যে অধিক টাকা দিতে পারে সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করে। অনেক হীন জাতীয় অধিক মূল্যে উচ্চ জাতির কন্যা ক্রয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া পাণি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় শিল্পকারদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কলিকাতায় একটী প্রদর্শনী খুলিতেছেন। এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য উপস্থিত করিতে পারিবেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। আগামী ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে এই প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে। প্রদর্শনীর কার্য্যের নিমিত্ত একটী সভার উপর ভার হইয়াছে।

... ... মহাস্থলে মাতৃবিদ্যায় পারদর্শী স্ত্রীলোক পাওয়া বড় দুষ্কর। কলিকাতার মেডিকাল কলেজের ডাক্তার চার্লস এই বিষয়ে প্রস্তাব করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হইয়া উচ্চ সংখ্যা ছয় জন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় স্ত্রী-লোককে এককালে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি দিয়া কলেজে পড়াইবার আদেশ দিয়াছেন। ছয় জন ছাত্রীদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের সিবিল সার্জ্জনেরা চারি জনকে এবং প্রধান সেনাপতি দুই জনকে মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন। পাঠ শেষ হইলে চারি জন সিবিল বিভাগে ও দুই জন সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতে পারিবেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের অন্তঃপাতী ... নামক স্থানে আইরিশদের ... একটী সভা হইয়াছিল। ... সাহেবের স্ত্রী এই সভায় বক্তৃতা করিয়া ছিলেন।

গোয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের উপর একটী বড় দয়ার কার্য্য করিয়াছেন। গোয়াতে রৌদ্রের এখন অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের ... গ্রীষ্মের দুই মাস প্রতিদিন অল্প একবেলা ... কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত প্রকার নিয়ম করেন তাহা হইলেও ... উপকার হয়। আমাদিগের দেশে ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত খাটিবার রীতি ছিল না। সকাল বৈকাল খাটিবার নিয়ম ছিল। দুই প্রহরের সময়ে লোকে বিশ্রাম করিত। আজিও এই নিয়ম অনেকেরই ভিতর প্রচলিত আছে। এই কারণে তাহাদের শরীর ... দেশীয় চাকুরেদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল ... [illegible]।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

... রেজিষ্টারী আফিস।

... [illegible]

[illegible] ... স্থানের ... কর্ম্মচারী ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

... সংবাদ প্রাপ্তি।

... [illegible]

[illegible]

... [illegible]

বিলাতি সংবাদ ... [illegible]।

১৬ ই বৈশাখ ১২৮৮।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... [illegible] পত্র।

... মহাশয়।

[illegible]

কয়েক বৎসর যে প্রণালীতে সং যাত্রা করিয়াছিল, এখানকার কাঁসারীরা তাহার কিঞ্চিৎ অনুকরণ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল কীর্তন সংকীর্তন করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে যে সকল গান করিয়াছিল, তৎসমস্তের অধিকাংশই অশ্লীল ও অশ্রাব্য। অতএব আমাদের মতে ঐ সকল সং ও সঙ্গীত যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

কৃষ্ণনগরের বারদোলের অনুকরণে মদনগোপাল পাড়ায় কয়েক বৎসর হইতে তের দোল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবার ঐ তের দোল উপলক্ষে মদন গোপাল গোস্বামীরা যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন, উপার্জ্জনায় তদ্রূপ ফল ফলে নাই। কিন্তু আশার অধিক ফল লাভ হইয়াছে। মদন গোপাল গোস্বামীদের দেখাদেখি আতাবুনে গোস্বামীরা আবার কলেশ্বরের আখড়ায় ৮ শ্যাম-সুন্দরের চৌদ্দ দোল আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এই উভয়বিধ দোলে বৈষ্ণবদিগের উপাসনা করিয়া বিত্ত সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ধন্য আমোদ প্রিয়তা!

এখানকার গঙ্গার ঘাটে বাঁশ ও শাল কাঠের চালান এমনি আমদানী হইয়াছে যে, তন্নিবন্ধন স্নানার্থীদিগের স্নানের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অতএব হিতকারী সভার সভ্যেরা লোকের ঐরূপ স্নানের কষ্ট নিবারণ করণাভিপ্রায়ে কালনাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুকে উক্ত বাবসায়িক জানাইয়াছেন।

এখানকার মিউনিসিপাল ইংরাজি স্কুলের শিক্ষকদিগের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, এজন্য তাঁহাদের বেতন কমাইবার বিষয়ে প্রস্তাব করা হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর অধীনে থাকিয়া যদি শিক্ষকদিগের অন্নকষ্ট নিবারিত না হয়, তবে তাঁহাদিগের স্থানান্তরে কর্ম্মানুসন্ধান করাই উচিত।

আমরা সে দিন কোন কার্য্যোপলক্ষে কবিপুরে গমন করিয়াছিলাম। সেখানকার রাস্তা ঘাটের অবস্থা দর্শনে বোধ হইল যে, ঐ গ্রামের পথ-কর প্রদান না করাই উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেরূপ প্রকৃতির লোক, পথ-কর যথাকালে প্রদান না করিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহাকেই না বলে "খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার?"

এখানকার মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুদের কি সুখ! পুন মাস ৫ রামনগরের সরকারী রাস্তার উপর বাড়ুয়ীদের পয়ঃপ্রণালী দেখিয়া অনেকের মনে ঐ এক উপস্থিত হয় যে, কিন্তু উহাও বিবেচনা করা উচিত যে, নূতন গাড়ী প্রস্তুত করিতে কমিশনর তাঁহার বাবুর বিস্তর টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; এজন্য তিনি সরকারী রাস্তার মধ্যদেশ দিয়া পাকা পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা আছে যে, শীঘ্রই ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। অতএব পথিকেরা আর কিছু দিন ঐ পয়ঃপ্রণালীর দুর্গন্ধের আঘ্রাণ লউন, ইহাতে পীড়া হয়,তাহা হইলে গাঙ্গুলী বাবুর উপাস্য দেবতা ডাক্তার বাবু বিনা দক্ষিণায় পীড়িত ব্যক্তির পীড়া উপশম করিয়া দিবেন। পীড়িতা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম ও বন্দোবস্ত।

কবিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া কয়েক বৎসর হইল স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহার পত্নী ও পুত্র কিছুই নাই পিতাও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পরমারাধ্যা জননী জীবিতা আছেন। এজন্য মাতৃভক্তি পরায়ণ বিপিন বিহারি বাবু মধ্যে মধ্যে কবিপুরে আগমন করিয়া থাকেন ও স্থানান্তরে বাসা করিয়া থাকিয়া জন্মভূমি দর্শন করেন, এতন্নিবন্ধন পরশ্রীকাতর কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার পিতৃব্য পুত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে "একঘরে" করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে কৈলাস মনের দুঃখে শান্তিপুর সমাজের শরণাপন্ন হইয়াছেন। এই উপলক্ষে কর্ম্মীদার শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে দুই দিন দুইটী সামাজিক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রথম সভার ফল আশানুরূপ হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় সভায় অনেক তর্কবিতর্কের পর ভক্তবৎসল গোস্বামী মহাশয়েরা কৈলাসকে গ্রহণ করিতে সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখানকার চৈতন্য, লক্ষ্মী ও বল্লভী ঠাকুরেরা সংস্রব দোষ বলিয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় কৈলাস চন্দ্রকে সংস্রব দোষে দূষিত বলিয়া উপেক্ষা করা অনুচিত, কারণ আজ কাল সমাজে কৈলাস অপেক্ষা সহস্র দোষে দূষিত এমন অনেক মহাত্মা আছেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ সমাজ স্বার্থানুরোধে অদ্যাপি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ যে হিন্দু-সমাজে প্রকাশ্যভাবে বিলাতি বিস্কুট প্রভৃতি চলিতেছে, সেখানে আবার জাতাভিমান কি? "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।"

জামালপুর।

গত শনিবার প্রাতে ৭॥ টার সময় অত্রস্থ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০। ৬০ টাকা মূল্যের উত্তম উত্তম পুস্তক খরিদ হইয়া আসিয়াছিল। এই শুভ কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রত্যেক আফিসের বাঙ্গালী বাবুদিগকে, সাহেবদিগকে এবং স্কুলের বাবুদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে কয়েকটী ইংরাজ ও ১০।১৫ টি বাঙ্গালী ব্যতীত কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহামান্য এক্‌ট্রিন্ লোক-মহিত স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এলেন ক্লোক্ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বালকদিগকে উৎসাহ-বর্দ্ধন বাক্য দ্বারা পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে স্কুলের বাবুদের আশায় আমরা কতদূর প্রত্যাশা করিতে পারি না; কিন্তু এখানে অনূ্যন ৩। ৪ শত বাঙ্গালী আছেন, তন্মধ্যে এক শত আন্দাজ উপস্থিত হইয়া বালকগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবেন এরূপ আশা আমাদের হইয়াছিল। আর তাহা হইলে ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বরগণ যথেষ্ট আপ্যায়িত হইতেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি, শুভ কার্য্যে নিমন্ত্রণ করিলেও লোকে যোগ দান করেন না, কিন্তু অহিত কার্য্যে বিনা আহ্বানেও পদধূলি দিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ আমরা হাতে হাতে দিতেছি। ইতিপূর্ব্বে যে মারপিটের মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল, তবে কাহারো বা বেশী কাহারো বা কম, নচেৎ এক হাতে তালি বাজে না। সেই মকদ্দমার সময় জামালপুর ষ্টেশনে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল, যে চলাচলের পথ ছিল না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম,রেলওয়ে কোম্পানি মেকানিক্স ইনিষ্টিটিউটের জন্য যে গৃহটী প্রদান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে উত্তমরূপ মেরামত ও সাজসজ্জার বসিয়া পাঠোপযোগী করা হইতেছে। কিন্তু আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার পুস্তকালয়ে আর নূতন পুস্তক কই? যে সমস্ত পুস্তক তাঁহার যত্নে এবং মৃত অন্নদা প্রসাদ রায় বাহাদুরের সাহায্যে আসিয়াছিল, তাহা ত পাঠকগণের এক প্রকার পাঠ করা সমাপ্ত হইতে চলিল। এই সময়ে আবার কতকগুলি নূতন পুস্তক না আসিলে পাঠকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য আমরা স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহার সুচতুর অধ্যবসায়, যত্ন এবং পরিশ্রমের গুণে পুস্তকালয়টী যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট আমাদের আর বেশী প্রার্থনা করাও অনুচিত, কিন্তু আমরা এখানকার সাধারণের নিকট কিছু কিছু প্রার্থনা করিতে পারি কি না? যখন এক মারপিটের মকদ্দমায় দেখিয়াছি "হাত ঝাড়লে পর্ব্বত" তখন বাবুরা কি সাধারণের হিতার্থে কিছু কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন?

স্কুলের বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু ভোলানাথ হালদার মহাশয়ের যত্নে গত রবিবারে উক্ত

স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে। ঐ দিন এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক বিদ্যালয় গৃহে উপস্থিত হইয়া বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

[illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের সহযোগী "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্র সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]

[illegible]

কিন্তু দিন হইল [illegible] [illegible]

চন্দননগর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অদ্য সেই [illegible]

[illegible]

চেষ্টার বন্ধ দিয়া আমাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

আমলাপুর।

একণে গবর্ণমেণ্টের কৃপায় যেখানে সেখানে মদের ভাঁটী হওয়ায় মদ্য-স্রোতে দেশ প্লাবিত হইতে চলিল। কত লোক যে সেই স্রোতের অনুকূলগামী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে প্রবল এককালি বাতে হাবুডুবু খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শীরৈপেচী একটী পল্লিগ্রাম। অন্য স্থানের কথায় আবশ্যক নাই। পাঠক দেখুন, শুদ্ধ এই স্থানেই কত মদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। গত বৎসর যে ব্যক্তি এখানকার ভাঁটী জমা লইয়াছিল, তাহাকে প্রতিদিন গবর্ণমেণ্টকে ১৫ টাকার হিসাবে বা বৎসরে ৫৪৭৫ টাকা কর দিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মহিষা ও আবগারি কার্য্যের মূল্য, ভৃত্যদিগের বেতন এবং অন্যান্য খরচ ছিল। সে সময়ে ৮০ সিক্কা ওজনের আন্দাজ তিন পোয়া বোতলের মদ্য /১০ দুই পয়সা করিয়া বিক্রীত হয়। এই হিসাবে মদ্য বিক্রয় করিয়া সে প্রথম কয়েক মাস বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু শেষে লাভ না হওয়ায় সে ছাড়িয়া দেয় ও গবর্ণমেণ্ট অন্য ব্যক্তিকে তাহা জমা করিয়া দিয়াছেন। একণে দেখুন, কত মদ বিক্রীত হইয়াছিল! এ বৎসর আবার /০ আনা করিয়া বোতল!! তাই বলি, যদি কেহ অল্প পয়সায় অধঃপাতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই দিকে আসুন! বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, ইহার উপর আবার সময়ে সময়ে তাড়ির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; আর আহিফেন গঞ্জিকাদি ত বারমেসো চির বিরাজমান!

এইস্থলে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি এক সময়ে তাহার কোন কুটুম্বের বাড়ী যাইলে কুটুম্ব রাত্রিকালে গৃহের মধ্যে মশারি টাঙ্গাইয়া তাহাকে শয়ন করিতে বলিল। সে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু একে দারুণ নিদাঘকাল, তাহে বায়ুরোগ গ্রস্ত; তাহাতে আবার গৃহের মধ্যে মশারির ভিতর শয়ন! তাহার নিদ্রা হইবে কেন? মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল! তখন সে এপাশ ওপাশ করিয়া বলিতে লাগিল "একে সংসার বন্ধন, তায় গৃহ-বন্ধন, তায় মশারির বন্ধন, তাহাতে আবার পাগলের মন, এত বন্ধনেও কি পাগলের প্রাণ বাঁচিতে পারে? এই বলিয়া পাগল [illegible] করিয়া এক লম্ফে গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িল। আমাদের অবস্থাও ঠিক পাগলের ন্যায় হইয়াছে। করে করে বন্ধনে বন্ধনে কণ্ঠাগত প্রাণ! ইহার উপর পল্লীতে পল্লীতে ভাঁটী হইয়া যদি কিছুকাল এইরূপে মদের প্রাদুর্ভাব থাকে, তবে আমাদের প্রাণান্ত হইবে। পাগল লাফ দিয়া বাহির হইল, আমরা বান্ধবেরতার হাত এড়াইতে কেন পারি না? পাগলেরও জ্ঞান হইয়াছিল, আমাদের কি জ্ঞান নাই?

গত ২১ এ চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দিন দিন এখানকার দুর্গাপুরস্থ বাঙ্গালিটোলার বাঙ্গালি বাবুদিগের বাৎসরিক বারইয়ারি-কার্য্য বৃদ্ধদিগের মধ্যে মহাসমারোহে সমাধা হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধ বৃদ্ধদিগের মধ্যে বলিলাম, তাহার কারণ—বারইয়ারীতে সেকালের প্রিয় কালীয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছিল। তাহা বৃদ্ধদিগেরই প্রিয়, "ও হ—হরিবোল!" যুবাদিগের মত প্রিয় হইবে কেন? আমরা গত বৎসরও বলিয়াছিলাম, এবৎসরও বলিতেছি, যদি বৎসরান্তে কিঞ্চিৎ আমোদ উপভোগ করিবার জন্যই প্রায় ৯০০। ১০০০ টাকা ব্যয় করা আবশ্যক হয়, তবে এমন একটী দল আনিলে ভাল হয়, যাহা সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। যাহা হউক, মহিষমর্দ্দিনী প্রতিমার একটী সাঁওতালী সাজান, একটী মেমী বাবু সাজান! ও অন্যান্য আর কয়েকটী মৃন্ময়-প্রতিমূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। তন্মধ্যে কাঁকরা ঢকের অন্ধ উন্মাদ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল। যেন ঠিক জীবিত মনুষ্য। কেবল চৈতন্য থাকিলেই হইত! এই প্রতিমূর্ত্তি নবদ্বীপের পুতুল কারিকরেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। নবদ্বীপে এক সময়ে অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সব প্রস্তুত হইত। একণে উৎসাহের অভাবে ভারতের যেমন অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায় গুলি ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, এ ব্যবসায়েরও সেইরূপ হইয়াছে। এই বারইয়ারি পূজায় প্রতিমাবিসর্জ্জনের দিবস অনেকগুলি কাঙ্গালি ভোজন করান হইয়াছিল।

বঙ্গদেশেই ঋতুরাজ বসন্তের যত আধিপত্য! এখানে বোধ হয়, পাছে সাঁওতাল পরগণায় আধিপত্য স্থাপন করিতে আসিলে অসভ্য সাঁওতালদিগের দ্বারা অবমানিত হন, এই ভয়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে এখানে আসিতে পারেন না! শীতান্ত হইলেই গ্রীষ্মকে এতদ্দেশে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। এখন দারুণ নিদাঘ কাল। সূর্য্যদেব যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। পবনদেবতা, ভগবান্ মরীচিমালীর সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কোথায় লুকাইয়া বুঝি সাহসী হইতেছেন না। যাহা হউক আর কিছু দিন এরূপ যদি তিনি প্রখরতেজে প্রকাশমান হন, তবে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইবে। তবে সুখের বিষয়, রবি যেরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র সেরূপ উগ্রভাব ধারণ করেন নাই। বোধ করি এখানকার যম মহাশয়ের খাতাখানি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন!! ফলকথা, আর কাল রৌদ্র যেরূপ ভয়ানক, অধিবাসিদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার তাহাতে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও সাধারণতঃ স্বাস্থ্য উত্তম বলিতে হইবে। বাজার দরও মন্দ নহে। পূর্ব্ববৎ সমভাবেই আছে।

যে জীবন জীবনরক্ষার একটী প্রধান পদার্থ, এই দারুণ নিদাঘ সময়ে সেই জীবন অভাবে আমাদের বাসস্থান নদীয়া জেলার অধীন রাণাঘাট সবডিভিজনের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামের অধিবাসীরা যেরূপ জীবন্মৃতবৎ হইয়া পিপাসা শান্তির জন্য কতবার গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য লোকের নিকট ক্রন্দন করিয়া নিরাশ হইয়া একণে যেমন চাতক পক্ষিপুঞ্জ "জলদে জলদে" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ গোমড়া ও অন্যান্য বহুতর স্থানের বহুতর অধিবাসীও "জল, জল" করিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসময়ে, গত ৩০ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে আমাদের সুযোগ্য মাননীয় জনৈক গোমড়ার সংবাদদাতা মহাশয়ের গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী সুখজনক প্রার্থনা পাঠ করিয়া আমরা দুঃখের উপরেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সে প্রার্থনা কি, তাহা বলিতে গেলে পাঠকেরা আমাদিগকে নিন্দাসূচক বলিয়া স্থির করিবেন। কিন্তু কি করিব, ন্যায়ের অনুরোধে সে ভয় পরিত্যাগ করিতে হইল।

তিনি বলিয়াছেন 'আজ কাল গোমড়ায় 'এক ফোঁটা জল' নাই। অধিবাসিদিগের বড়ই কষ্ট উপস্থিত। গ্রামের দক্ষিণভাগে 'হিজলীবাগান' নামে একটী পুষ্করিণী আছে কিন্তু যাহারা ঐ পুষ্করিণী জমা লইয়াছে, তাহারা বাগানে কাহাকেও যাইতে দেয় না বলিয়া দক্ষিণ পাড়ার সমস্ত অধিবাসী, উপায় করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছিল। আমরা ভরসা করি, জেলার মাজিষ্ট্রেট এই দুঃস্থ প্রজাদিগের কষ্টে মনোযোগ প্রদান করিবেন" উপায় শেষ করিলেন। আমাদের ন্যায় লোকের উপায় করা এই পর্য্যন্ত! তাহাতেও ক্ষতি নাই। সংবাদ পত্রে একথা প্রকাশিত হইলেও মাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইতে পারে। কিন্তু তিনি তাহার পরই গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহাতে গোমড়ায় পোষ্টাফিসে একটী টেলিফোন বসে, তাহার প্রার্থনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, টেলিফোনে কি পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিগণের পিপাসা শান্তি করিতে পারিবে? যদি না পারে, তবে সে চেষ্টা এখন কেন? অগ্রে টেলিফোন পোষ্টাফিস সমূহে বসিতে আরম্ভ করুক, তখন সে চেষ্টা করিলে হইবে। এখন যখন গ্রামের লোকেরা জলের উপায় করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে, তখন অগ্রে জলের উপায় দেখিলে কি

জল হয় না ? চেষ্টা করিয়াও যদি অসাধ্য হয়, তবে দোষ কি ? এই স্থলে আমাদিগকেও গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে হইতেছে, যে যে স্থানে জলকষ্ট হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যদি অন্ততঃ ২ । ৩ বৎসরের জন্য বিনা সুদে কিছু কিছু টাকা কর্জ্জ দেন, তাহা হইলে অনেকেই আপাততঃ সেই অর্থে পুষ্করিণী কাটাইয়া পরে সময় মত দেনা পরিশোধ করিতে পারে । প্রজার হিতার্থ গবর্ণমেণ্টের এরূপ করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৮ সাল পড় হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম ও বিবরণ বিশেষ করিয়া পাঠকগণের অবগত করিয়া দেওয়া যাইতেছে । যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন ।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে । সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয় ।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা ।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন ।

ঠিকানা ।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম বারে প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ করা ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না ।

কলিকাতার এজেণ্ট ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন । অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন ।

আর, লায়েল কোম্পানি ।

ঘড়িওয়ালা অলঙ্কার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৪ নং রাধাবাজার, কলিকাতা ।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়ীদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি । যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় । অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই । তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি ; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই ।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন ।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৪ নং রাধাবাজার

কলিকাতা ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা ।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কতিপয় উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন ।

কুন্তলবৃষ্য তৈল ।

ইহা ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয় ।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ৶০

সুরসুন্দরী বটিকা ।

ইহার সেবনে মেহ ও রক্তপ্রদর হইতে বাধক ও বোগবদ্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয় ।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব ।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি দোষজন্য মূর্চ্ছা হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয় ।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৶০

উপরিউক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন ।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয় । পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায় ।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ।

সম্প্রতি কলিকাতা মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট ১৩১ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার সাহায্যে বহুদিন বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ স্বাস্থ্যবিধান, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া কঠিন আরোগ্য ও সাধ্য ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন ।

জল কোষ্ঠ, মাংস কোষ্ঠ, ও ভগন্দর (বা নাসুরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে গমন করেন ।

তাঁহার [illegible] আবিষ্কৃত ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১ টাকা । শিশুর ঔষধ ।০ আট আনা । কলাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয় ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা ।

এই সপ্তাহে তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে গোপীতত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাচুর্য্য হইবার কারণ কি, মধুসংহিতা, ভূশাসনের সোপান, পাশ্চাত্য ভীম, ভালবাসা, সংসারী ডাক্তার পরিবারদেব, সাংখ্যদর্শন, এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে । [illegible] আটপেজি ফর্ম্মার ৮ পৃষ্ঠা ক্রম

কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কাগজ প্রেরিত হয় না

যিনি এক দিবসে অদ্বৈতবর্ণিত জীবাত্মা পরমাত্মা বিষয় দর্শন পূর্ব্বক এই মূল্য জগতের আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ দিয়া পত্র জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্পাউণ্ডার
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, পরীক্ষিত প্রমাণাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৫০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট পাইবা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি দেশীয় ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া শত-সহস্র রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর বহু দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও অক্ষম হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও সুস্থ করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গর্মী, বাত, বাধী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

সরবেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পশ্চিম ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়—আমগ্রাম ৭
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ—পালাকুণ্ড ৭
" " গোঁসাইচরণ মণ্ডল—কটক ৭
" " ক্ষেত্রনাথ সরকার—কবকদ বালী ৭
" " মহানন্দ দাস—কামারপুকুর ৭
" " পীতাম্বর মাইতি—কোলা ৭
" " হরকুমার মজুমদার—মালদহ ৭
" " কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গমস্তা কুস্তকি ৩॥০
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতা জোড়াসাঁকো ১০
" " বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ডাউনহিল ১০
শ্রীযুক্ত কুমার দেবীপ্রসাদ রায়—পোড়া ১০
শ্রীযুক্ত সেখ আহু বিশ্বাস—গোহাটী ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, রসীদ চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপনাদি দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরের অন্তর্গত চাঙ্গড়িপোতা কোদালিয়া প্রভৃতি গ্রামে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ — "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" — ১৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২১ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ২ রা মে। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৬৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

কুক এণ্ড মরে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিশ-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত কলা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডেন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে অথবা আমেরিকার অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

গোল্ড হণ্টিং ইংলিশ ওয়াচ
মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণের) মাপ [illegible] আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে যে স্থানে [illegible] ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

[illegible]। নিকেল এবং নিকেল নির্ম্মিত। মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চশমা ও [illegible] বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪৪০ ও তদুর্দ্ধ মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বারোমিটার, থার্ম্মমিটার প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

কুক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৩০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এই জন্য লোকেরা এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

কুক এণ্ড মরে ৬। ১ বেণ্টিংক ষ্ট্রীট—কলিকাতা

হিন্দু-দর্শন।

অল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬০ আনা, মফস্বলে ৬।০ মাশুল সমেত ১।০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্রে এক [illegible] ৫ খণ্ড গ্রহণ করিলে [illegible] মাত্র বিশেষ সুবিধা।

হিন্দুদর্শন কার্য্যালয়
৬৬ নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। | শ্রীকালীচরণ পাল
হিন্দুদর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতায় বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৩ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রায় ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার বলে জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রবল উৎকট ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিতেছেন।

জ্বর, কোষবৃদ্ধি, বাত, [illegible] (বা [illegible]) পীড়িত অন্য চিকিৎসা [illegible] গৃহে বসিয়া করেন

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর [illegible] পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১ টাকা; শিশুর ঔষধ ।০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়
১৬৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক [illegible] শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ টাকা মাশুল ।৵০

[illegible] বটিকা।

ইহা [illegible] সেবনে [illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১ টাকা মাশুল ।০

মকরধ্বজ।

ইহার দ্বারা [illegible] অগ্নিমান্দ্য [illegible] শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৬ টাকা মাশুল ।০

উপরিউক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে তিনি আজ্ঞাকারীর নামে মূল্যসহ পত্র [illegible] করিবেন।

বর্দ্ধমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এবং [illegible]

[illegible] নিয়ুক্ত [illegible] বিনা মাসুলে প্রেরিত হয়। পত্র [illegible] বাহির তাহা আমরা প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত
[illegible] রাজাখানা, কলিকাতা

[illegible] মহাশয়দিগের [illegible] প্রতি [illegible] প্রেমচন্দ্র [illegible] বাটী [illegible] [illegible] দিতে ইচ্ছা। [illegible] আমার নিকট বিশেষ অবগত হইতে [illegible]

শ্রীমী [illegible]

[illegible] ঐ বর্ষিতে [illegible]

বিনা মাসুলে [illegible]

[illegible]

[illegible] "কবিকল্পতরু [illegible]" [illegible] করত প্রচার করিয়া [illegible] এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইয়া [illegible] সমাপ্ত হইলে, আমরা উহার মূল্য গ্রহণ না করিয়া কেবল [illegible] ডাক মাশুল

[illegible] হইতে [illegible] মুদ্রিতছে

[illegible] ডাক মাশুলাদি পাঠাই।

[illegible] দুই খণ্ডের অগ্রিম ডাকমাশুল [illegible] করিবেন না।

কলিকাতা [illegible] ১১০ নং [illegible]

[illegible] শ্রী[illegible] সরকার।

প্রেরিতপত্র

কৃষিশিক্ষা।

[illegible] সম্পাদক মহাশয়! আমি আমি একটী [illegible] প্রেরণ করিয়া আপনার বিজ্ঞ পাঠক [illegible] উপস্থিত হইতেছি, অথবা [illegible] আমাদিগের মাননীয় [illegible] মহাশয় [illegible] মহামান্য [illegible]

[illegible] পুস্তকের [illegible]

[illegible] গবর্নমেন্ট শ্রীযুক্ত সার [illegible]

[illegible] শ্রেণীর [illegible]

[illegible] জিলার মাজিষ্ট্রেট [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible]

ডেপুটী [illegible] ইনস্পেক্টরগণে।

সাহায্যে প্রাইমারি এডুকেশন দিয়া আসিতেছেন। পাঠশালার ছাত্র ও শিক্ষকগণের উৎসাহ বৰ্দ্ধনাৰ্থ প্রত্যেই অর্থ [illegible] করা হইয়া থাকে। বৎসরে দুইবার অথবা একবার ছাত্রদিগকে নগদ অর্থ কিম্বা পুরস্কার পুস্তক সকল পারিতোষিক দান করা হয়।

[illegible] পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্র কৃষক [illegible] ছাত্রদিগকে অন্যবিধ পুস্তক দানাপেক্ষা [illegible] পুস্তক পারিতোষিক দিলে কিছু উপকারের সম্ভাবনা আছে বিবেচনায় সম্প্রতি নদীয়ার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত টেলর সাহেব [illegible] [illegible] বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষি-শিক্ষা" নামক পুস্তকের ১৫০ খণ্ড প্রাইমারি ফণ্ড [illegible] ক্রয় করিয়া, পারিতোষিক দানার্থ প্রত্যেক [illegible] বিদ্যার্থীর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই ঘটনাতে আমাদিগের দুইটী সন্তোষের কারণ আছে।

প্রথম:—নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা সাধনার্থ নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ মনোযোগ।

দ্বিতীয়:—একখানি উৎকৃষ্ট ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা পুস্তকের আদর [illegible] সহায়তা করিয়া একজন নবীন গ্রন্থকারকে উৎসাহ দেওয়া।

আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত "কৃষি-শিক্ষা" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি; কৃষি বিষয়ে ঐ পুস্তকের ন্যায় [illegible] পাঠোপযোগী ও সরল [illegible] অপেক্ষাকৃত আর নাই। বিশেষত: ঐ পুস্তকখানি স্কুল ও পাঠশালার ছাত্রগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। এই বিষয়ক [illegible] বৈজ্ঞানিক যুক্তি দীকাকারে পুস্তক মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। উহার সমস্ত অংশই সারবান বিশেষত: "সার" "লাঙ্গল" বিষয়ক অধ্যায়ের সংগত ও [illegible] প্রণালী অনুপম। এই জন্য নদীয়ার [illegible] সাহেবের দৃষ্টি ঐ [illegible] অমরা এক সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা ঐ প্রয়োজনীয় পুস্তকখানির [illegible] নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও নদীয়ার [illegible] বর্তমান ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় যাবতীয় জিলার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরের মনোযোগ প্রার্থনা করি।

এক্ষণে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও নিম্ন বাঙ্গালার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট কতকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বৎসর বৎসর [illegible] ইনস্পেক্টরগণ সেই সকল বিষয়ে ২।৩ খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বাছিয়া প্রত্যেক স্কুলে এক এক

তালিকা পাঠাইয়া দেন। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ সেই তালিকার লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ে যে কোন একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া বৎসরের শেষে পরীক্ষা দিয়া থাকে। ইনস্পেক্টরগণ গবর্নমেন্ট নির্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের পুস্তক নির্বাচন করিতে পারেন না। বোধ হয় এই কারণেই "কৃষি শিক্ষা" সদৃশ উৎকৃষ্ট ও বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক উক্তবিধ তালিকায় দৃষ্ট হয় না।

আমাদিগের বর্তমান লেপ্টেনান্ট গবর্নর মহামতি সার, এসলি ইডেন বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা এই যে তিনি একবার মধ্য ও নিম্ন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ করেন। ১২ হইতে ১৪ বৎসরের বালকগণকে এত উচ্চ বিষয় ও এত অধিক পুস্তক পাঠ করান হয় যে, তাহাকে এক প্রকার অত্যাচার বলিলেও আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। যাহা এন্ট্রান্স ও ফার্ষ্ট আর্টের পরীক্ষার্থিদিগকে পড়িতে হয় না, তাহা উক্ত দ্বিবিধ বালকগণকে পড়িতে হয়। আমাদের বিবেচনায় মধ্য ও নিম্ন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থিদিগের মৌলিক বিজ্ঞান পাঠ করার কোন ফল নাই; অতএব বিজ্ঞান একেবারে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে স্বাস্থ্যরক্ষা ও কৃষিশিক্ষা এই দুই খানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ করান উচিত। ভারত গবর্নমেন্টের স্বাস্থ্যরক্ষা পাঠের আদেশ, [illegible] অদ্যাপি [illegible] অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনী দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা নিয়ম সকল শিক্ষা করা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য, শরীর রক্ষার প্রধান উপাদান [illegible] উৎপাদন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন শিক্ষা করাও তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। এই [illegible] বিষয় শিখাইতে হইলে কৃষিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরা সাহসের অনুরোধে বলিতে পারি কালীময় বাবুর "কৃষি-শিক্ষা" তাদৃশ শিক্ষা দানের সম্পূর্ণ উপযোগী।

আমরা যে উপরিউক্ত দ্বিবিধ পরীক্ষার বিষয় সকল হইতে বিজ্ঞান উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলাম, তাহার আরও একটী বিশেষ হেতু আছে। সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগের উপরিতন কর্তৃপক্ষগণ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় এবং মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয় এই উভয় বিদ্যালয়কে মিশাইয়া দিতে [illegible] বাঙ্গালা, বারাসত, যশোহর, প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ মিশ্রিত বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐরূপ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী, মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী স্বরূপ। ছাত্রগণ ঐ শ্রেণী হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেয়। পরে উপরিতন চারি শ্রেণীতে পড়িয়া চারি বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পর এবং

ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষার [illegible] মধ্যে তাহাদিগকে [illegible] বিজ্ঞান [illegible] কোন পুস্তক [illegible] হয় না। [illegible] বিষয় সকল [illegible] বলিবার অথ্রে বাঙ্গালা [illegible] শিক্ষা দেওয়া হয়। [illegible] শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব বাঙ্গালা [illegible] পরীক্ষার বিজ্ঞান রাখার কোন প্রয়োজন নাই।

বাঙ্গালা [illegible] পরীক্ষা [illegible] যেমন বিজ্ঞান উঠাইয়া দেওয়া [illegible] স্থানে [illegible] ও কৃষিবিদ্যা [illegible] কিছু [illegible] দিলে ভাল হয়। [illegible] বালকদের বিজ্ঞানের উচ্চ ও কঠিনতর [illegible] শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা বরং [illegible] প্রাথমিক হয় এবং কিরূপে ফল, মূল, শাক সবজি [illegible] নানাবিধ শস্য উৎপন্ন [illegible] তাহা শিখাইলে একটু উপকার আছে।

উপসংহারে [illegible] যে যদিও আমি বিজ্ঞান [illegible] করিলাম, তথাপি বালকদিগের [illegible] শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করি। কেননা বিজ্ঞানের [illegible] যে দুই জাতীয় পুস্তক [illegible] বিজ্ঞানের মূলসূত্র [illegible] যোগ্য [illegible] হইবে।

[illegible]

২১ এ [illegible] শ্রীঅমৃতলাল [illegible] ঘোষ

[illegible] আমি [illegible] বিদ্যা- শিলাম। [illegible] অনেক [illegible] এবং [illegible] অনেক [illegible] কারণ, [illegible] আছেন। [illegible] একটী [illegible] বিদেশ [illegible] মহারাজ [illegible] জন্য [illegible] একটী [illegible] চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন। [illegible] কোন উপায় [illegible] অনেকেই অকালে [illegible] হইত। এক্ষণে [illegible] পীড়িত [illegible] ঔষধ ও পথ্য পায়, মহারাজ মহারাজা [illegible] ব্যবস্থা [illegible] অতুল কীর্ত্তি [illegible] করিয়া [illegible] ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। যদিও এক্ষণে উঁহার বয়স [illegible] বৎসর মাত্র, কিন্তু [illegible]

দেখা [illegible] উঁহার [illegible] তাঁহাকে [illegible] বিশেষ [illegible] হইবেন [illegible] হয় না। উপসংহারে [illegible] প্রজাদের [illegible] ধন্যবাদ দিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

কষ্টৈক দর্শক

পঞ্জিকাকারদের কি আস্পর্দ্ধা হয়!

[illegible] দিন সম্বন্ধে জ্যোতিঃ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,

"যদি বিষ্টিব্যতীপাতৌ দিনক্ষয়োহত্র [illegible]।
[illegible] যোগোঽপি [illegible] তথৈবহি॥"

বিষ্টি করণ ও ব্যতীপাত এবং পাপ যোগ প্রভৃতি যে সকল মন্দ যোগ তাহা শুভের অশুভকর বিনাশের নায় অমৃত যোগ দ্বারা নষ্ট হয়। অমৃত যোগ আবার তিন প্রকার, [illegible] নক্ষত্রামৃত ও বার তিথির নক্ষত্র যোগে অমৃত যোগ। বাঙ্গলা [illegible] এস্থলে ঐ সমস্ত বচন লিখিত হইল না।

পাঠক! অদ্য আমরা [illegible] পঞ্জিকা একত্র করিয়া দেখিলাম, কোন পঞ্জিকাকারেই উপরিউক্ত বচনের অনুবর্ত্তী হইয়া [illegible] দিন লিখিতে সাহসী হন নাই। [illegible] দেখিলাম, অমৃত যোগ; [illegible] বিষ্টি ও ব্যতীপাত কিম্বা পাপ যোগ, [illegible] এইরূপ লিখিত আছে। [illegible] অমৃত যোগ [illegible] এইরূপ লিখিতও দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] পঞ্জিকায় কেবল অমৃত যোগে [illegible] অমৃত [illegible] তাহার বিষ্টি [illegible] প্রভৃতি সমস্তই [illegible] ভাল, [illegible] ইহাতে।

আমরা [illegible] অমৃত যোগের বচন [illegible] দেখিলাম, অমাবস্যা, [illegible] চতুর্থী নবমী ও চতুর্দ্দশী প্রভৃতি [illegible] নিষিদ্ধ [illegible] হইয়াছে। আর যথা, আপনারা [illegible] নক্ষত্রে [illegible] করিলে [illegible] জ্যোতিষে কথিত হইয়াছে, [illegible] নক্ষত্র যোগে [illegible] উক্ত বচনের বিষ্টি ও ব্যতীপাত যোগের [illegible] "দিনক্ষয়োহত্র" [illegible] যোগ, [illegible] যে সমস্ত মন্দ যোগ, তাহাই বুঝিতে হইবে, তাহাতেও আর সন্দেহ নাই।

এমন অবস্থায় অমৃত যোগ সত্ত্বেও যে পঞ্জিকা [illegible] রিক্তা, [illegible] তিথি, পাপ যোগ, অমাবস্যা, [illegible] সকল [illegible] দেখিয়া [illegible] মত [illegible] পঞ্জিকাকারেরা [illegible] কি যোগ- [illegible] শাস্ত্রানুসারে [illegible] স্বীকার করেন না? [illegible] অন্য কিছু শাস্ত্র আছে।

[illegible] দিন সম্বন্ধে পঞ্জিকাকারদের [illegible] শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বীকার, কিন্তু বিবাহের দিন [illegible] তাঁহাদের অতীব সাহস দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি, বিবাহের দিন উপলক্ষে শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন।

অমাবস্যায় বিবাহঃ [illegible]
[illegible] বিবাহে [illegible]
[illegible] যদি বিবাহ [illegible]।
[illegible] বিবাহ [illegible] পঞ্জিকাকারেরা [illegible]।

অমাবস্যা এবং রিক্তা [illegible] যে ব্যক্তি বিবাহ করে, শীঘ্রই তাহার [illegible]; কিন্তু [illegible] বিবাহিতা কন্যা [illegible] বন্ধ্যা বা [illegible] হয়েন।

পাঠক দেখিবেন, এক্ষণে পঞ্জিকাকারেরা বিবাহের দিন যে কোন [illegible] বিশেষ বিধির [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] পঞ্জিকাতে অনায়াসে বিবাহের দিন [illegible], এবং [illegible] আমাদের দেশে [illegible] বিবাহ ও [illegible] আমরা [illegible] হইল না কিছু [illegible]।

শ্রীগোপীকৃষ্ণ সেন গুপ্ত
[illegible]।

সোমপ্রকাশ

২১ এ বৈশাখ সোমবার।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা।

[illegible] থাকিলে, [illegible] যেমন সেই মূল দিয়া নির্গত হইয়া যায়, শরীর মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পায় না; যেমন শরীর মধ্যে কোন প্রকার [illegible] থাকিলে [illegible] ভোজন করে, সেই [illegible] তাহা নির্গত হইয়া যায়, শরীরের পুষ্টিসাধন করে না; সেইরূপ [illegible]

[illegible] এই [illegible] কিন্তু [illegible] বাজেট [illegible] বৎসর [illegible] সামরিক [illegible] ব্যয় [illegible] কোটি টাকার [illegible] হইয়াছে। [illegible] নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সৈনিক ব্যয়।

১৮৭৮।৭৯	[illegible]
১৮৭৯।৮০	[illegible]
১৮৮০।৮১	[illegible]
১৮৮১।৮২	[illegible]

আমরা ১৮৮০।৮১ অব্দে [illegible] কোটি টাকা দেখিতে পাইতেছি [illegible] হইবার কারণ কি? [illegible] অব্দে আফগান যুদ্ধ হয়, তাহার খরচ [illegible] অব্দে [illegible] কোটি টাকা সৈনিক-ব্যয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, [illegible] এক্ষণে আফগান যুদ্ধের অবসান হইয়াছে, [illegible] কোটি টাকা ব্যয় [illegible] কিন্তু এ বার এমন কমিতেছে না [illegible] সৈনিক ব্যয় [illegible] কারণ [illegible] শান্তি [illegible] অবলম্বন [illegible] আছে। [illegible] অনায়াসে [illegible] থাকিতে পারে। [illegible] যে এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই, [illegible] আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের [illegible] সম্প্রতি বিলাত [illegible] নিকট [illegible] করিয়া আছেন, তাই [illegible] করিতে পারিতেছেন না? [illegible] সমস্তই [illegible] আবেদনকারিদের [illegible] নহে [illegible] সম্পাদিত হয় নাই। তিনি [illegible] সাদৃশ্য [illegible] কার্য্য [illegible] নির্দিষ্ট ধন মধ্যে দেবতা তাঁহাকে [illegible] করিতেছে। তিনি যে আশু ভারতের [illegible] করিবেন, তাহার অবসর নাই। তাঁহার [illegible] তিনি সেনাপতি অবেলাকে [illegible] পারিতেছেন না। [illegible] যে [illegible] এরূপ নয়, ইহাকে [illegible] তাঁহাকে [illegible] পিপীলিকা সকল যেমন মিষ্ট দ্রব্যের অগ্রে [illegible] আসিয়া বসে, তাহাকে নিবারণ [illegible] দেয় না, [illegible] সেইরূপ মন্ত্র

মন্ত্র [illegible] গ্রহণ [illegible] চালাইয়া থাকিয়া ছেন, তাঁহাকে নিষেধ [illegible] দিতেছেন না। এ অবস্থায় [illegible] আক্রমণার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য [illegible] সেনাপতি পাঠাইয়া দিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। যদি কদাচিৎ সে সম্ভাবনা [illegible] এখন ১৮ কোটী টাকা সৈনিক ব্যয় [illegible] যে কয়েক বিষয় [illegible] সৈন্য বৃদ্ধি [illegible]

[illegible] দেশের উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ [illegible] কাজী [illegible] কত তর্ক বিতর্ক হইল, [illegible] হইল না। অধুনা সৈনিক [illegible] অধিকার যুদ্ধের [illegible] হইয়া আছে, [illegible] অধুনাতন [illegible] সম্পাদন করা না হইতেছে, তাবৎ [illegible] সম্ভাবনা নাই। [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমরা [illegible] কোটি টাকা বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে। এত বৃদ্ধি হইতেছে, [illegible] বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করেন নাই। এ বাহুটী যে অন্যায়, [illegible] অধুনা [illegible] স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতি[illegible] হইল না। [illegible] দূরে থাকুক, বরং [illegible] যেতেছে।

[illegible]

এ দেশীয়দিগের চাকরী [illegible] এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে [illegible] উহাকে একটী রোগের স্বরূপ বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা অবসর ও সুযোগ [illegible] সদুপদেশ দানরূপ ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতীকার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। সে দিন কর্ণেল উইলসন সাহেব কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকালে এ দেশীয়দিগের [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] বলিলেন বিদ্যা-শিক্ষা [illegible] চাকরীর নিমিত্ত নয়। [illegible] সাহেবও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান [illegible] ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এ দেশীয়দিগকে ঐরূপ উপদেশ দেওয়া ইউরোপীয়েরা নূতন মনে করেন বটে, কিন্তু এদেশে এরূপ উপদেশ নূতন নয়। এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা বিদ্যাশিক্ষা এবং [illegible] "বিদ্যা" [illegible] আছে। জ্ঞান লাভই সকল শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন যেরূপ কাল দিন পড়িয়াছে তাহাতে সে উদ্দেশ্য বিপরীতভাব অবলম্বন করিয়াছে।

একজন কবি লিখিয়াছেন "বিদ্যা [illegible] অর্থকরী" [illegible] সকলেই [illegible] দেখে। বর্ত্তমানের স্থলে প্রবল হইলে জ্ঞান-শিক্ষার্থ বিদ্যা-শিক্ষা এ দেশে থাকে না। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে আমার বিদ্যা-শিক্ষা এ উপদেশ ফলোপধায়ী হয় না। তবে যাঁহাদের স্বার্থ অর্জ্জন স্পৃহা বলবতী তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ যদি কথঞ্চিৎ ফলোপধায়ক হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখা পড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখা পড়া শিখিয়া কৃতী হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি প্রবল হইবে, এ চেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের অন্তঃকরণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকটেই বল, চাকুরীর মত সম্মানের এমন আর কিছুই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা তত প্রবণ-সুখকর ও নয়ন তৃপ্তিকর নহে। সাহেবের সহিত দুটী কথা কহিলে, সাহেব ভাল বলিলে [illegible] শব্দ করে এবং তিনি সেই গল্প যাঁহাদিগের নিকট করেন তাঁহারাও তাহা শুনিয়া [illegible] করিয়া থাকেন। তিনি বড় চাকুরী করেন, [illegible] মোটা বেতন পান [illegible] সমাজে [illegible] সম্মান, অন্যেরা উঁহাকে সাদর অথবা [illegible] বাণিজ্য ব্যবসায় [illegible] উপার্জ্জন [illegible] তাঁহার তত সম্মান নহে। তিনি বড় [illegible] মোটা বেতন পান [illegible] বড়-চাকুরের [illegible] মনে করিয়া [illegible] থাকেন। আত্মীয় স্বজনেরাও আপনাদিগের ও সম্পর্কীয়কে বড় চাকুরে মনে করিয়া আনন্দপূর্ব্বক [illegible] থাকেন, [illegible] আপন আপন পুত্রকে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন, অধিক কি সে সমাজ তাঁহার মতে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহার সমাজে ও ঘরে বাহিরে সকল স্থানেই সম্মানের একশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সম্মান করেন তাঁহারা ভাবেন না যে চাকুরেকে কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ১০ টাকা বেতনের চাকরেও চাকর, আর এক শত টাকা বেতনের চাকরও চাকর, সকলকেই প্রভুর মন যোগাইয়া চলিতে হয়, তবে প্রভেদ এই, বড় চাকুরে চেয়ারে বসিয়া টানা পাখার বাতাস খাইতে পান আর ছোট চাকুরে না হয় সপে বসিয়া খর্ষাক্ত-কলেবরে প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু বড়

চাকুরেকে যে ছোট চাকুরের অপেক্ষা কত অধিক [illegible] হয়, কত গুরুতর কার্য্য করিতে হয়, কত নিম্নপদ কর্ম্মচারীর কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে হয় [illegible] কেহ দেখেন না । কত কষ্টে কত শ্রমে, কত খোসামুদিতে ও কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যে এক চাকরে হওয়া যায় লোকে যদি সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিত তাহা হইলে নিশ্চয় উহার অধিক-কারিতা বুঝিয়া পাঠকগণকে এ [illegible] করিতে স্বীকার করিত না । ইহাতে শোভা হানি, শরীর হানি, মান হানি সকল প্রকার হানি আছে । শাস্ত্রের কালের তুল্য পাপ আর নাই বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু সেই শাস্ত্র সমাজে প্রচলিত থাকাতেও উহা এক্ষণে প্রকাশ না হইয়া বরং আদরেরই হইয়াছে ।

চাকুরীর মান বেশী থাকাতে মানুষ সেই লোভে অন্য কোন স্বাধীন ক্রিয়াশীল ও আয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছাও করে না । অনেকেই এক্ষণে ক্রমে ঐ প্রকার কার্য্যে ও ব্যবসায় হইতেছে । প্রকৃতপক্ষে চাকুরীর এমন [illegible] দুরবস্থা [illegible] অপেক্ষা সামান্য দ্রব্য দোকান করিয়া দিনাতিপাত করা ভাল । আমাদিগের সমাজে অলস অপদার্থ ও অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক বলিয়াই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, আর শিক্ষিত অশিক্ষিত না অল্প শিক্ষিত [illegible] সকলেই ইংরাজদিগের পদ-সেবনে প্রবৃত্ত । এমন [illegible] কম লোকের [illegible], [illegible] লোক [illegible] শিক্ষিত সম্প্রদায় [illegible] এই [illegible] লোকের [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই কারণে [illegible] । [illegible] এমন চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে । কম অপেক্ষা [illegible] অধিক [illegible] মূল্য বাড়িয়াছে, [illegible] যাইতেছে ।

[illegible] কেমন [illegible] আপনার অধীন কার্য্য করিয়া [illegible] সাহেবের [illegible] হইবে, [illegible] দিবেন, [illegible] ক্ষতি [illegible] যুক্তির [illegible], [illegible] জানিতে [illegible] যুক্তি জানিবেন তথাপি তাঁহার স্বীকার কিন্তু সাহেব না হইলে একা কোন ব্যবসায় করিতে সাহস করিবে না । ইহাঁরা [illegible] প্রথমে বিস্তর কল্পনা করিয়াই এরূপ করিয়া থাকেন । লেখা-পড়া শিখিয়া [illegible] চাকুরীর জন্য [illegible] না থাকাতেই তাঁহারা সকল সুবিধা সত্ত্বেও থাকিয়া প্রকৃত কিছু করিতে পারেন না । মানুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না, থাকিলেও অনেক অসৎ প্রবৃত্তি জন্মে, এই কারণে [illegible] ব্যক্তিরাও স্ব স্ব পুত্রকে চাকুরীরূপ অবলম্বন প্রদানে [illegible] দিয়া থাকেন ।

আর এক কথা আমাদিগের দেশে কৃষ-কিরা লোকের সংখ্যা কম, আর [illegible] বিষয় লোক [illegible] না । সুতরাং কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেও তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভের প্রত্যাশা থাকে না, সুতরাং যে [illegible] লোকে [illegible] বাণিজ্য ব্যবসায়ে অথবা [illegible] প্রবৃত্ত হইতে পারে না । এক্ষণে [illegible] হইলেও এখনও আমাদিগের সমাজ অন্ধকারে আছে । কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইলে অথবা দুই চারিটা ইংরাজী কহিতে [illegible] উন্নতি ও [illegible] হইতে পারে না, যাবৎ লোকের মন [illegible] দেশের উন্নতি [illegible] করিতে [illegible] উচ্চশ্রেণীদিগকে [illegible] প্রকৃতরূপে শিক্ষাদান করিতে হইবে, তাহারা [illegible] শিক্ষিত হইবে [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] দেখিয়া সকলকে স্ব স্ব [illegible] একটী নিয়ম করিতে চেষ্টা [illegible] এইটী নিয়ম [illegible] দেশীয় সাহেবের [illegible] করিলে [illegible] চেষ্টা করিলে সকল প্রকারে দেশের উন্নতি হইবে, লোক সাহসিক [illegible] এবং [illegible] বিষয় [illegible] বিশেষ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে ।

[illegible]

আমাদের [illegible] রাজপ্রতিনিধি লর্ড [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible]

[illegible] বিধি বিধান করা হইবে । [illegible] পাপদের জাল হইতে মুক্ত [illegible] ব্যক্তির [illegible]

মধ্য-[illegible] সাহেব এই [illegible]

[illegible] হিন্দু-মুসলমানেরা হিন্দু- [illegible] পুরোহিত প্রতিপালন [illegible] আর কি আছে ?

[illegible] একজন মুসলমান [illegible] পরস্ব হরণ করিয়া অবধি পুরোহিত [illegible] তিনি যেমন দৈনিক [illegible] অনুসরণ বায় করিয়া [illegible] বিদ্যার লোক [illegible] প্রতিপালন [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] আমাদিগের [illegible] হইতে [illegible] প্রদান [illegible] হইয়াছিলেন [illegible] অদ্য [illegible] হিন্দু [illegible] মুসলমান [illegible] প্রকাশ পাইতেছে [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] সরকারী [illegible] বিদ্যার [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] পুরোহিতেরা [illegible] এখনও যে প্রকার [illegible] ।"

[illegible] হিন্দু মুসলমান [illegible] পুরোহিত প্রতিপালন করা কি [illegible] অধিবাসিগণ [illegible] নিকট হইতে অর্থ [illegible] প্রটেষ্টাণ্ট পুরোহিত [illegible] অধিবাসীরা অন্ত [illegible] একবার [illegible] করিয়া [illegible] নিযুক্ত করিয়াছিলেন [illegible]

একটীর পরে একটী প্রস্তাব মুসলমানেরা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিল [illegible] কেবল ঐ সকল গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য [illegible]। তাঁহার মতে যেমন শাসন ও বিচার কার্য্যের নিমিত্ত বেতন ভোগী কর্মচারী রাখা হয় সেইরূপ পুরোহিত নিয়োগ করিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, আয়র্লণ্ডের অধিবাসী লোক কাথলিক হইলেও তথায় [illegible] প্রটেষ্টাণ্ট হইয়াছেন [illegible] আয়র্লণ্ডের [illegible] জন্য প্রটেষ্টাণ্ট [illegible] আবশ্যক। [illegible] কাথলিকদিগের [illegible] অন্যায় নয়; তিনি আবার এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কাথলিক প্রজাগণ যদি আপনা [illegible] কোন কথা বলে, আর গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন যে [illegible] তাহা [illegible] ভবিষ্যতে [illegible] প্রকার আপত্তি [illegible] বিশেষ [illegible] সেই প্রাচীন [illegible] আর [illegible] করিয়া [illegible] তিনি আবার [illegible] প্রস্তাব [illegible] কাথলিকসম্প্রদায়ের নিকট [illegible] মতে [illegible] যে সকল প্রটেষ্টাণ্ট [illegible] সরকারী [illegible] কোন [illegible] আবশ্যক [illegible] তিনি [illegible] [illegible] প্রতিপালনের [illegible] স্বীকার করিয়াছিলেন [illegible] কিন্তু [illegible] প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় [illegible] একটী স্বতন্ত্র কাথলিক বিশ্ববিদ্যা [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] করিল। [illegible] এই আন্দোলন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, কাথলিকদিগের [illegible] প্রটেষ্টাণ্ট পুরোহিত প্রতিপালন [illegible] অন্যায় [illegible] হইতে [illegible] কি [illegible] কি [illegible] স্বীকার করিয়াছিলেন।

আয়র্লণ্ডের [illegible] লোকে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছিল, ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সকল প্রস্তাব [illegible] বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদিগের [illegible] অপেক্ষা [illegible] আয়র্লণ্ডের [illegible] কাথলিক [illegible] কিন্তু [illegible] প্রটেষ্টাণ্ট [illegible] আয়র্লণ্ডের [illegible] সহিত [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] সহিত [illegible] অন্তর [illegible] হিন্দুরা [illegible] পূজা করেন, মুসলমানদিগের চক্ষে এটী [illegible] বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মদিগের [illegible] নাই। যখন কাথলিক-প্রধান আয়র্লণ্ডে সরকারী বেতনভোগী পুরোহিত রাখা অন্যায় বলিয়া প্রতি-

পন্ন হইয়াছে তখন হিন্দু মুসলমান-প্রধান ভারতবর্ষের অর্থে খ্রীষ্টপুরোহিত প্রতিপালন করা যে কত দূর অন্যায় তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে লার্ড [illegible] মহোদয় নানাপ্রকার আপত্তি করিয়াছিল [illegible] এবং প্রকারান্তরে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ [illegible] অপমান করা হয় ভাবিয়া [illegible] বিষয় বিদ্যা রক্ষার্থ আইন বিধিবদ্ধ করিতে দেন নাই, তিনি যে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা খৃষ্ট পুরোহিত প্রতিপালন এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] ব্যবস্থাটীর উন্মূলন করিলেন না এটী আমাদিগের অতিশয় দুঃখ ক্ষোভ ও আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে। ফলতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সদৃশ উদার গবর্ণমেণ্টের অধীনে এই অন্যায় ব্যবস্থাটী বলবৎ থাকা কোন ক্রমে বিধেয় হইতেছে না।

[illegible]

[illegible] কলিকাতা [illegible] অনেকগুলি প্রধান লোক ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible] নিকটে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি আবেদন করিয়াছেন। তিনি ১৮৬৪ অব্দে শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্রের [illegible] সেই আবেদনকারিগণের [illegible] [illegible] প্রধান প্রধান লোক [illegible] ছিলেন। আবেদনকারিদিগের প্রধান বক্তব্য এই ১৮৬৫ অব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্রে ভারতবাসিদিগের বিদ্যা-শিক্ষার্থ যে [illegible] নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার [illegible] হয় নাই।

আবেদনকারিরা বলেন, ১৮৬৫ অব্দে সমুদায়ে [illegible] টী কালেজ ছিল, সম্প্রতি ১৮৮০ পর্য্যন্ত [illegible] টী কালেজ হইয়াছে। উহার মধ্যে [illegible] টী কেবল গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যয়ে সম্পাদিত হইতেছে; আর, [illegible] টী কালেজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল কালেজের সাহায্য বাবদে গবর্ণমেণ্টের সামান্য মাত্র ব্যয় হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিজের বিদ্যালয়ে [illegible] টাকার অধিক অধিক ব্যয় হইয়া থাকে; উহাতে কেবল [illegible] ৬০০০ উপাধিধারির শিক্ষানাম হইয়া থাকে। যে শিক্ষাদানের ফল এই, তাঁহারা সামান্যরূপ রাজপদে নিয়োজিত হইয়া থাকেন। ঐ ব্যয় আমাদের ধনাগার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর বিদ্যাশিক্ষার্থে যে ব্যয় দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার তুল্য। ভারতের দরিদ্র প্রজাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার্থে বর্ষে বর্ষে ধনাগার হইতে যে ব্যয়

দেওয়া হয়, হিসাব করিয়া দেখিলে স্কুল গমনযোগ্য বয়স্ক বালকের শেষি ছুই [illegible] মাত্র পড়ে, আর সমুদায় লোক গণনা করিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি ব্যক্তিতে এক ফার্দিং মাত্র পড়িয়া থাকে। ইত্যাদি।"

আবেদনপত্র খানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, উচ্চশ্রেণীর উচ্চ-শিক্ষায় উপেক্ষা করিয়া নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হন, আবেদনকারিদিগের এই অভিপ্রায়। আবেদনকারিরা একথা স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই বটে; কিন্তু লর্ড স্টানলি যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। লর্ড স্টানলি বলেন—

উক্ত ভারতের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সম্বন্ধে লর্ড [illegible] ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আমাকে যে কথা বলিলেন, আমি অতিশয় মনোযোগের সহিত আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়াছি। লর্ড [illegible] ও শ্রীযুত [illegible] সাহেবের বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তনের [illegible] উক্ত বিষয় নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার উত্তেজনা করিবার যে প্রস্তাব করেন নাই, তাহা শুনিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদ লাভ করিয়াছি। কারণ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় লোকের নিকটে এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা তাহাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধের বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমার এই অনুভব হইতেছে, আবেদক ব্যক্তিরা যদি এ প্রকার কোন প্রস্তাবের কথা বলিতেন, তাহাতে ভারতবর্ষের লোকের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ [illegible] সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ বিষয়ে [illegible] অতিশয় আপত্তি উপস্থিত হইত। অতএব আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, আবেদক ভদ্রলোকেরা যাহাতে ভারতবর্ষের লোকের সাংসারিক [illegible] লাভ হয় (বিদ্যাশিক্ষা বিস্তার হয়) এমত ভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক এই সম্বন্ধে যে [illegible] ভারতের [illegible] অন্য [illegible] মধ্যে [illegible] আমি [illegible] এ বিষয়ে [illegible] আমি [illegible] অপেক্ষা [illegible] এ বিষয়ের আলোচনায় [illegible] কিন্তু যে [illegible] আমার পর [illegible] এ বিষয়ে আমার বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। [illegible] পরিশ্রম [illegible] যে, আমাদিগের পর [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত অন্য [illegible] বিষয়ে আমার [illegible] ছিলাম যে এ বিষয়ে সম্যক্‌রূপে মনোযোগ দিবার অবসর পাই নাই। যাহা হউক এক্ষণে এটী আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, যে এ বিষয়টী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে এবং উহার উপযুক্ত পরামর্শদাতাদিগের [illegible] উপস্থিত করা হয়। এক্ষণে ভারতবর্ষে উচ্চ পদস্থ এরূপ অনেক লোক আছেন যে তাঁহাদিগের মত একান্ত আদর ও গ্রাহ্য যোগ্য। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি, বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগে ঐ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অতএব তিনি ভারতবর্ষের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে ঐ অভিজ্ঞতার পরিচয় দানে যে সমর্থ হইবেন এ বিষয়ে সংশয় নাই। [illegible] সাহেব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভারতে যাইবার পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের বিশেষতঃ স্কটলণ্ডের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। [illegible] কেমন ভাবে [illegible] বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি [illegible] ছিলেন, সেই কারণে তিনি [illegible] অন্যান্য অপেক্ষা বিদ্যা-শিক্ষা [illegible] আছে, [illegible] অবগত আছেন। [illegible] আমার [illegible] হইতে আপনারা [illegible] কথা বলিলেন, ভারতবর্ষে উহার বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইবে। আর আমার এখানের অনেক বন্ধু ব্যক্তির সাহায্য লাভের সম্ভাবনা আছে, উঁহার মধ্যে অনেকেই বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। এক্ষণে আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকাতে আমি এক্ষণে আপনাদের কেবল কয়েকটী বিষয়ের উত্তর করিতেছি।

১৮৫৪ অব্দের শিক্ষাসংক্রান্ত [illegible] ভারতবর্ষের শিক্ষা-প্রণালীর ভিত্তি স্বরূপ। আমার বিশ্বাস এবং তদবধি ক্রমাগত ভারতবর্ষে যে সকল গবর্ণমেণ্ট হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলভাবে এবিষয়ে মনো নিবেশ করিয়াছেন। এরূপ হইলেও [illegible] হইয়াছে আমার যে অভিপ্রায় করিয়া, যে শিক্ষা সংক্রান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর আধুনিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবর্ষবাসিদিগের উচ্চ শিক্ষার [illegible] হইবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে [illegible] শিক্ষা [illegible] অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহার উচ্চ শিক্ষারই পক্ষপাতী। কেবল যে [illegible] উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে ভারতবাসীরা পক্ষপাতী, তাহা নয়, মধ্য শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর [illegible] ঐ উচ্চ-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি এ কথা বলিতেছি না, ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত [illegible] যে যে যুক্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা দৃঢ়তররূপে অবলম্বিত হইবে না। কিন্তু আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে যে কোন [illegible] করিব, আমাদিগকে অতি সাবধান হইয়া সে [illegible] করিতে হইবে। কারণ, পাছে ঐ [illegible] ভারতবাসিদিগের শিক্ষানুরাগের [illegible] করা হয়। ইত্যাদি।

আমরা লর্ড স্টানলির [illegible] [illegible] [illegible] করিলাম। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষা [illegible] আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার [illegible] হইয়া এটী [illegible] আমাদিগের আশঙ্কা হইল। আমরা [illegible] উচ্চশিক্ষা [illegible] করিবার চেষ্টা [illegible] [illegible]। কিন্তু আমরা [illegible] নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে দিন [illegible] উচ্চ-শিক্ষা হ্রাস করিবেন, সেই দিন [illegible] অধঃপাত বলা আবশ্যক হইবে। এতদিন ইংলণ্ড রাজ-পুরুষেরা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতকে যে উন্নত করিয়া তুলিলেন ঐ দিনেই তাহার অবসান হইবে। [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] নিম্ন শ্রেণীর [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অর্থ [illegible] আমরা [illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] আছে। [illegible] কিছু কিছু [illegible] উত্তম সম্বন্ধ করিতে পারেন না।

[illegible] শিক্ষা এমনি আশ্চর্য্য। [illegible] হয়েছে আছে " Little learning [illegible]

[illegible] দান করিয়া দিলাম [illegible]।

[illegible] কৌতুককর গল্প প্রসিদ্ধ আছে, একদা [illegible] এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া [illegible] কেমন সে পাঁঠা কাটিতে পারে? সে উত্তর করিল, [illegible]।"

আমরা [illegible] কার্য্য [illegible] হইলে [illegible] পারে, কিন্তু পাঁঠা কাটা [illegible] বিনা শিক্ষায় পাঁঠা কাটার [illegible] [illegible] ধারণা হয়।

আমরা মেদিনী [illegible] হইতে [illegible] বিবরণী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোম্পানির [illegible] কোম্পানির [illegible] দেখা [illegible]

[illegible] মেদিনীপুর জেলার একটি [illegible] দোষ [illegible] প্রতিপন্ন হইয়াছে, এরূপ মকদ্দমার [illegible] সেই পরগণে [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] নিষ্পত্তি [illegible] করে নাই।

[illegible] মকদ্দমা সম্বন্ধে [illegible] প্রমাণিত [illegible] [illegible] ক্ষমতা [illegible] মকদ্দমা [illegible] কালেক্টর [illegible] মকদ্দমা [illegible] মকদ্দমা [illegible] কালেক্টর সাহেব [illegible]

[illegible] এই মকদ্দমা [illegible] কালেক্টর [illegible] মকদ্দমা [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] মকদ্দমার নিষ্পত্তি [illegible] মকদ্দমার নিষ্পত্তি [illegible] [illegible]

একদা [illegible] এরূপ নিয়ম [illegible] সাহেবকে জিজ্ঞাসা [illegible] কেন হয়। সে বলে [illegible] কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ [illegible] [illegible] সে বলিতে পারে [illegible] সে তাহাকেও বলে নাই।

[illegible] এইরূপ অবস্থা [illegible] [illegible] অভিযোগকারীর পক্ষে [illegible] সাক্ষী [illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] সাক্ষীদের [illegible] সাক্ষ্য [illegible] সাক্ষীদের [illegible] [illegible] সাহেব [illegible] [illegible]

[illegible] কার্য্য [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] কিন্তু আমাদের [illegible] [illegible]

[illegible] কালেক্টর [illegible] আমাদের [illegible] নিকট [illegible] [illegible] মকদ্দমা [illegible] [illegible] মকদ্দমা [illegible] [illegible] মকদ্দমা [illegible]

[illegible] মকদ্দমা [illegible] আমার [illegible] কিন্তু কাজের [illegible]

সেই সমস্ত মকদ্দমার বিচার নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি। সংক্ষেপতঃ কৃষ্ণচন্দ্র কোম্পানি যে সমস্ত মকদ্দমার সংশ্লিষ্ট আছেন তাহাদের কিছু কাজের জন্য আমি [illegible] নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি।"

কালেক্টর সাহেব কি বলেন, তাহা লিখিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে অগ্রে দুই একটি কথা লিখিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা [illegible] হইতে মুক্তি [illegible] সাহেবের নিকট [illegible] করিবার জন্য আসামীর পক্ষ হইতে কতকগুলি [illegible] হইয়াছিল। মকদ্দমা [illegible] হইয়াছিল। এরূপ মকদ্দমায় আসামীর বিশ্রাম নাই, কিন্তু [illegible] মকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া [illegible] সাহেব মকদ্দমার [illegible] [illegible] আইন অনুসারে তিনি সম্প্রতি [illegible] করিতে পারেন না। অতএব তিনি এই [illegible] আমাদের প্রতি [illegible] করিতে [illegible] সাহেবকে [illegible] [illegible] সাহেব [illegible] মকদ্দমার [illegible] [illegible] আসামী [illegible] কালেক্টর [illegible] সাক্ষী [illegible] [illegible]

[illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] মকদ্দমা [illegible] মকদ্দমা [illegible] মকদ্দমা [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] মকদ্দমা [illegible] মকদ্দমা [illegible] [illegible]

[illegible] প্রয়োজন [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট এই মকদ্দমার বিচার সম্বন্ধে [illegible] তাঁহার [illegible]

হয় হইতে এই ব্যবস্থা উঠাইয়া আমাকে আমাদের বিবেচনায় সাধারণের সমক্ষে তাহার অবহেলা করা হইয়াছে। [illegible] সব সাহেবদিগের সমস্ত ব্যবস্থা বন্ধ. বিচার করিবার আদেশ [illegible] সন্দেহ উত্থিত হইতে পারে। [illegible] "মেকেমেল" [illegible] প্রকাশ উঠাইলেন। [illegible] ব্যবস্থাপকদিগের প্রার্থনায় আলোচনা করিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ হুকুম জারি করাতে [illegible] কিছু ক্ষতি করা হইয়াছে।

যাহা হউক সুখের বিষয় এই যে আপীল করাতে আমাদের [illegible] ভিন্ন ব্যক্তিকে আমার প্রতি দিয়াছেন। [illegible] আমরা তাঁহার সমস্ত অনুমোদনপূর্বক পাঠকগণের গোচর না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন "[illegible]" "[illegible] সাধারণের বিশেষ কোন আলোচনা নাই, অথচ [illegible]" [illegible]

পুস্তক সমালোচনা।

[illegible] প্রণীত ও প্রকাশিত। বরিশাল [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত। সকাব্দ ১৮০৩। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "[illegible] অধুনা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, [illegible] বহিষ্কৃত হইয়া শারীরিক মানসিক উন্নতি লাভ [illegible] স্বীকার করিতেছেন, [illegible] আমার ইচ্ছা হয় যে এই [illegible] লিখিয়া সাধারণ সমাজে নিবেদন করি।" [illegible] কাশীপুর বরিশাল জেলার একটী ছোট গ্রাম। [illegible] সংক্ষিপ্ত বিবরণ [illegible] করিয়াছেন [illegible] দর্শন করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। এই বিবরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভাষা দুই এক স্থান ব্যতীত অধিকাংশ স্থলে সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। [illegible] সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ না করিয়া [illegible] যদি [illegible] আচরণ ব্যবহার নিরপেক্ষভাবে বর্ণন করিতেন তাহা হইলে বড় সুখের হইত। যাহা হউক গ্রন্থকার বাবুর উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, আমরা আশা করি ক্রমশঃ তিনি সমস্ত বরিশালের বিবরণ লিখিয়া সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

কারক-প্রকরণ। শ্রীচন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রী গোপালচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত। ১৮৮১। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের সাহায্যের সহজে কারকে বোধাধিকার জন্য সেই উদ্দেশে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুগ্ধবোধের কারক প্রকরণ অবলম্বন করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কারকে সহজে জ্ঞান জন্মায় এমন কোন সহজ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পাওয়া দুষ্কর। মুগ্ধবোধাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া কারক শিক্ষা করা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। চন্দ্রমোহন বাবু যে উদ্দেশে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন অনেক পরিমাণে তাহাতে তিনি সফল প্রযত্ন হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয় আমাদিগের বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের দোষে গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। [illegible] সংশোধন করিত। [illegible] আশা করি দ্বিতীয় বার মুদ্রণকালে এই ত্রুটী দোষের প্রতি বিশেষ [illegible] রাখিবেন। আর তাহা হইলে আমরা আনন্দচিত্তে বলিতে পারি এই গ্রন্থখানি [illegible] বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক রূপে পরিগণিত হয় সে বিষয়ে [illegible] অনুরোধ করিতে পারিব।

[illegible] কলিকাতা, [illegible] মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য [illegible] আনা মাত্র। [illegible] গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমাদিগের বোধ হইল [illegible] গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম। তাঁহার [illegible] আমরা পুস্তকের [illegible] পাঠ করিয়া [illegible] নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। যতদূর দেখিলাম তাহাতে বলিতে পারি চেষ্টা করিলে কবিতা লেখায় গ্রন্থকারের বিশেষ ক্ষমতা জন্মিবে। আমরা গ্রন্থের দুই স্থান হইতে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; এতদ্বারা পাঠক দেখিতে পাইবেন গ্রন্থকার স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন:—

পাষাণ-প্রতিমা।

"কি সুন্দর গড়িয়াছ প্রতিমা [illegible]:
পাষাণে কোমল প্রাণ [illegible] বিধাতার;
পরিয়া বসন সাদা, চিকুর এলায়ে [illegible]
সিঁথিতে সিঁদুর রাগ রমণীর নাই.
নহে আঁখি প্রফুল্লিত, নহে [illegible]
আয়ত নয়ন দুটী—আধ ঢাকা আঁখি!
মাঝে মুখে যেন আছে কলঙ্ক পরশে শাপে.
যেন কত কণ্ঠক উচ্চ মরিমরি,
অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি—বিষাদ মাখান স্ফূর্ত্তি—
মলিন শোকাশ্রু রাশি একাধারে ধরি!"

শিশু।

অকালে কেনরে শিশু লইলি বিদায়!
কয় দিন ভবে বল,
রহিলি এ কেমন,
কবির কুটীরে আসি জনম লইলি,
হাসিলি তাদের সুখে, শেষে কাঁদায়ে দিলি!
পীড়িত সন্তানে যেন প্রসূতী ব্যাকুল,
দুগ্ধ পিয়ন মত
কাঁদিলি কাঁদালি কত—
রহিলি আপন মনে আনন্দে বিভোর,
কে জানে অন্তরে কাল প্রবেশিছে তোর।
শয়ন বদনে তোর সৌকুমার্য নড়ে,
[illegible] তারে
[illegible] কাল
[illegible] অনল ঢালিল,
[illegible] আনন্দে তোর যে হাসি লুকাল!
[illegible] অনল, তত্ত্ব করিল অনল,
[illegible] নাই বৃক্ষ শক্তি
কে করে মরণে ভক্তি!
অন্তরে শ্মশান শোকে পীড়িত পিতার,
কোন্ বাসনা কি তাঁহারি না হল নিধন!

এ সপ্তাহে চারুবার্ত্তা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইল। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর হইতে এখানি ও [illegible] আকারে প্রচারিত হইতেছে। লেখা মন্দ হয় নাই। সংযোগীর উন্নতি প্রার্থনীয়।

মাঘ মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন—লেখা [illegible] নাই।

ময়মনসিংহের ভারতমিহির যন্ত্র [illegible] সঙ্গীতশাস্ত্র-সংগ্রহ প্রকাশিত [illegible] পুরাণ নামক [illegible] হইল। এ [illegible] হইবে না।

[illegible]

[illegible] পাঠশালাদের [illegible] মাসিক মূল্য [illegible] [illegible] ১২৮৮ সালের পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম ।

[illegible] নামক চিকিৎসা বিষয়ক [illegible] একখানি মাসিকপত্র আমাদিগের [illegible] হইয়াছে ।

[illegible] সালের ৮ ম ভাদ্রের প্রথম খণ্ড পঞ্চানন্দ— সম্পাদক কি রাজনীতিক কি সামাজিক সকল প্রস্তাবই বিশেষ রসিকতার সহিত লিখিতেছেন ।

[illegible] মাসের গৃহীত মহিলা—লেখা [illegible] মন্দ হইতেছে না ।

[illegible] পাঠালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় [illegible] বিবরণ । ১৮৭৯ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঠালয়ের [illegible] হয়, উহার পুর্ব্বেও উদ্যোগী [illegible] এ সকল বিষয়ের অনুশীলন হইতেছিল । অনেক [illegible] অতিক্রম করিয়া ইহা এক্ষণপর্য্যন্ত [illegible] করিয়াছে ।

চন্দ্রিকা—এখানি [illegible] মাসিকপত্র উত্তরপাড়া হইতে [illegible] হইয়া থাকে । তিনি ভাষায় [illegible] লিখিত । আমরা ইহার দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি ।

হিন্দু [illegible] মাসিক পত্র ও সমালোচন । ১২৮৭ সালের আশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । লেখা মন্দ হইতেছে না, সমধিক চেষ্টা করিলে এখানি শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারিবে ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

[illegible] ১৪ এ এপ্রেল । [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৮ এ এপ্রেল । [illegible] মন্ত্রী [illegible] আয়ারলণ্ডের [illegible] সাধারণ [illegible] লোকের [illegible] এবং [illegible] ঘটনা এখন বিস্তার [illegible] [illegible] দৃষ্টি [illegible] উপক্রম হইয়াছে । [illegible] তাহারা [illegible] ভ্রমণ [illegible] উক্ত হইয়াছে । [illegible]

[illegible] ১৪ এ এপ্রেল । [illegible] সরকারী [illegible] তাহাকে দণ্ড [illegible] যাইতেছে । তাহাদিগের [illegible] হয় [illegible] কঠোর শাস্তির অনুষ্ঠানবিধানে সম্প্রতি [illegible] ব্যয় [illegible] ।

[illegible] অপরাপর [illegible] তাহার [illegible] বন্দোবস্ত [illegible] করিতেছে ।

[illegible] আরম্ভ [illegible] একটী [illegible] কর্ম্ম [illegible] কিছুদিন আবশ্যক [illegible] কালের শাসনের [illegible] ।

[illegible] [illegible] করিয়াছেন ।

[illegible] পাঠে [illegible] কার্য্যের [illegible] [illegible] লিখিয়াছেন ।

আফগানের সর্দ্দার । কান্দাহারের [illegible] কাবুল [illegible] তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] প্রায় ১৪ দিনের মধ্যে তাহারা বিশেষ অভিজ্ঞান লাভ করিবেন । সম্রাট উভয়ের [illegible] সাহায্যকারীদিগকে প্রচুর [illegible] [illegible] পারদর্শিতা লাভ করিয়া মাসপুরাণ হইয়া ছিল । [illegible] অলৌকিক আলোকিত কীর্ত্তির [illegible] করিয়াছেন । [illegible] অতি গৌরবের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ হয় । [illegible] পদ্মা ভঙ্গ হইয়াছিল । [illegible] বিদায় [illegible] সম্পর্কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ফিরাকে ।

[illegible] এ এপ্রেল । অন্যায় রূপে [illegible] ভবিষ্যতে [illegible] আরম্ভ করিতে পারে নাই ।

[illegible] এ এপ্রেল । আফগানিস্তানে [illegible] [illegible] হইয়াছে, বিদ্রোহ দমনার্থ ও [illegible] নূতন সরকারী সৈন্য [illegible] পতিত হইয়াছে ।

[illegible] এ এপ্রেল । [illegible] নামক স্থানে [illegible] বিকৃতদিগের সমাপ্তি হইয়াছে । [illegible] [illegible] [illegible] ও তাহার [illegible] [illegible] হাইকোর্ট [illegible] নিযুক্ত হিলেন ।

[illegible] সম্প্রতি [illegible] এখানে দুর্গ [illegible] [illegible] ।

[illegible] অধিকার লাভ [illegible] [illegible] [illegible] চেষ্টা [illegible] ।

[illegible] কাপ্তানদের [illegible] [illegible] ।

[illegible] হইতে [illegible] অশ্বারোহী [illegible] অকারণ [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকার করিয়াছে ।

[illegible] এ এপ্রেল । [illegible] সমস্ত [illegible] না [illegible] [illegible] গ্রহণ করেন নাই । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইয়াছে । [illegible]

[illegible] এ এপ্রেল । [illegible] [illegible] [illegible] সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন [illegible] [illegible] আদেশের ফেল [illegible] হইয়াছে । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] করিয়াছেন ।

বিবিধসংবাদ ।

[illegible] ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় ডাকা[illegible]তের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে ।

গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের অন্তর্গত টোকিয়ো নামক স্থানে গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে তথায় ৪১০ জনের বিবাহ হয় তাহার মধ্যে ৩৬০ জন স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছে ।

সম্প্রতি কলিকাতার ৬টী জন [illegible] গোরার ও এক জন পুলিস কর্ম্মচারী [illegible] সম্বরণ করিয়াছেন ।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানির বৃদ্ধি ক্রমে লোকসান হয় । এই কয়েক দিনের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে ৩। ৪ টী ঘোটক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । উক্ত কোম্পানি এক্ষণে ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংলণ্ড হইতে ট্রামওয়ের এঞ্জিন আনিবার চেষ্টায় আছেন । এই এঞ্জিন হইতে রেলওয়ে এঞ্জিনের ন্যায় শব্দ বা ধূম উত্থিত হয় না । এবং আবশ্যক মত থামান ও ছাড়া যাইতে পারে ।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের আটর্ণি ও উকীলদিগের মধ্যে বিরোধ হইয়াছে । তথাকার হাইকোর্টের আটর্ণিগণ জজ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন উকীলেরা যেন এক্ষণ হইতে অরিজিনাল বিভাগে ওকালতী করিতে না পারেন । কারণ উহারা আটর্ণিদিগের দক্ষিণা অপেক্ষা কম [illegible] কি [illegible] মক্কেলগণ তাহাদিগের কাছেই উপস্থিত হয় । এই জন্য আটর্ণিগণ বিরোধী হইয়াছেন ।

পল্লীগ্রামে ময়নাচর [illegible] কুল নামক এক প্রকার ফুলের গাছ আছে । বালকেরা সচরাচর ইহার ফল লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে । এই ফলের [illegible] অতি বিষাক্ত । সম্প্রতি [illegible] এক [illegible] স্ত্রী স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া এই ফল খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক ব্যক্তি [illegible] পুত্র এক [illegible] [illegible] উৎসুক হইয়া সংবাদপত্রে উহা প্রকাশ করিয়াছেন ।

কলিকাতার কতকগুলি লোক [illegible] [illegible] করিবার চেষ্টা পাইতেছেন । [illegible] বিলাত হইতে এক জন শিক্ষক [illegible] আনাইবেন ।

সে দিন কয়েক জন ইংরাজ নাবিক বোম্বাইয়ে মদ খাইয়া এক খানি নৌকার তিন জন মাঁঝি ও মাঝিকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল । অতি কষ্টে তাহারা বাঁচিয়াছে কিন্তু বিচারে প্রত্যেকের ৩০ টাকা করিয়া মাত্র অর্থ দণ্ড হইয়াছে ।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ

		১০০।৶০ হইতে ১০০৸০
৪।০	১৮৭০ (১৮৮৪)	১০৩৸০
৪৷০	১৮৭১ (১৮৮৬)	১০৩৸০
৪।০	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	১০৩।৵০ ৢ ১০৩৸৵০
৪৷০	১৮৭৯ (১৮৯৯)	
	১৮৬৭ (১৮৮২)	১০১

মনে মনে ভারত উষ্ণ বাইতে বলিয়াছে, যদের যেন সহ্য করা সামান্য শাকাহারভোজী দেশীয়দিগের সাধ্য নহে। বিশেষতঃ ভারত গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান। অথচ উহার কুকক্ষে পড়িয়া কি ধনী কি দরিদ্র প্রায় সকলেই এমন বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন যে মনে তাঁহাদিগকে খাইতে বসিয়াছে। একে দেশীয়দিগের যেরূপ শরীর তাহাতে যমরাজকে নিশ্চই তাঁহাদে খাতার নূতন পাত বাড়াইতে হইতেছে, তাহাতে আবার গবর্ণমেণ্টের যোলা আঁটীর যোগ হইয়া অন্যথায় ভবনীলক্ষণ যোগের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও এ সকল দেখিয়াও দেখেন না বরং চেষ্টা করিয়া আইন কাটাইয়া সোণা ফল আনার ন্যায় বিলাতি মদ আনাইয়া সোণায় সোহাগা দিতেছেন। যাহা হউক এ সময়ে ইহার কোন প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলাম যে, পার্লামেণ্ট ভারতবাসিদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বিগত ২৫ এ এপ্রেল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে বেলা ৩টার সময় একটী সভাধিবেশন হয়। এই সভায় ভূদেবচন্দ্র সেনশর্ম্মা নামে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালককে সমস্যা পূরণ করিতে দেওয়া হইয়া ছিল। বয়সানুরূপের ন্যায় বালক অতি কঠিন সমস্যা সকল পূরণ করাতে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। শেষে তাহাকে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ৩০ টাকা মূল্যের একটী সোণা পদক, নগদ ২০ টাকা ও কয়েক খানি সংস্কৃত পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল আইনে উপনগরবাসিদিগকে জলদান ও পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে পেন্সন দিবার যে নিয়ম করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল মিউনিসিপাল করদাতাগণ তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক ইংরাজের সহিত ভারতবাসিদিগের যাহাতে সৌহার্দ্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য ১৮৮০ অব্দের ১০ এ ফেব্রুয়ারি বিলাতে নর্থব্রুক ক্লব নামে এক ক্লব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উত্তরোত্তর এই ক্লবের উন্নতি সাধন হইতেছে, তত্রত্য অধিকাংশ দেশীয় লোকই উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং একজন দেশীয় লোকও উহার সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। লর্ড নর্থব্রুক নিজ শাসনকালে ভারতে যদি ঐরূপ ক্লবের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন তাহা হইলে তদ্দ্বারা আরও বেশী উপকারের সম্ভাবনা ছিল। বিলাতের লোকে দেশীয়দিগকে প[illegible]ত জাতি বলিয়া বড় ঘৃণা করেন না তাঁহারা তাহাদিগের সহিত সরলভাবে ব্যবহার অভিন্নভাবে সম সুখ দুঃখতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগের সে ভাব থাকে না তাঁহারা অবিপরীতভাব প্রকাশ করিতে থাকেন ও অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেন। তাই বলি ঐরূপ ক্লব ইংলণ্ডে না হইয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা।

বঙ্গের অমূল্য রত্ন ও কলিকাতা হাইকোর্টের মৃত জজ দ্বারকানাথ মিত্র অনেক দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, যতদিন ভারতবাসী তাঁহার দ্বারা উপকার লাভ করিয়াছিলেন ততদিন তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছিলেন কিন্তু যেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন অমনি ভারতবাসিরা সব ভুলিয়া গেলেন। ইংলণ্ডবাসিরা এই সকল বিষয়ে ভারতবাসিদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত দ্বারকানাথের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য ভারতবাসিদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। সত্য,ভারতবর্ষীয়ের নিকট গুণী ব্যক্তির পুরস্কার নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে যে সকল বন্দুক ও কামান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ১৭ ই এপ্রেল কান্দাহারে পৌঁছিয়াছে।

ষ্টেট্সমান বলেন এক জন সিবিল সার্জ্জন পুরী বাঙ্গালার দাতব্য চিকিৎসালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। সিবিল সার্জ্জন সাহেবের তথায় উপস্থিতির পর তথাকার মুন্সেফের পীড়া হয় এবং তিনি সার্জ্জন সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান কিন্তু সার্জ্জন সাহেব তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিতে বলেন। তদুত্তরে মুন্সেফ বাবু বলিয়া পাঠান যে, আমি অতি দুর্ব্বল এমন কি শয্যা হইতে উত্থান করাও আমার পক্ষে কঠিন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই,সার্জ্জন সাহেব তাঁহার কথায় উপেক্ষা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

সিবিল এবং মিলিটারি গেজেট বলেন প্রায় পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল কাসিতে কৃত্রিম মেঘ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ক্রীড়ারম্ভের পূর্ব্বে গগনমণ্ডল নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় আচ্ছন্ন করা হয়। তৎপরে ঐ মেঘের উপর কখন ঈষৎ লোহিত কখন বা শ্বেত কখন নিবিড় নীলাভ বিদ্যুৎ দেখা দিতে লাগিল। যখন শ্বেতবর্ণের বিদ্যুৎ দেখা দেয় তখন চারিদিক দিবসের ন্যায় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, আবার যখন উহা অন্তর্হিত হয় তখন চারিদিক অমানিশার ঘোর তামসে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই কৌতুক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রদর্শিত হইলেও কৃত্রিম অন্ধকারের কিছু হ্রাস হয় নাই। তৎপরে ঘোর কটিকা উত্থিত হয় এবং তাহার মধ্যে নানা বর্ণের বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। যাহা হউক ইহার পর প্রকৃত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া এই আশ্চর্য্য ক্রীড়া ভঙ্গ করিয়া দেয়।

প্যারিস হইতে সংবাদ আসিয়াছে সুলতান মিশরের জেনারেলকে পদচ্যুত করিয়া ফরাসী পক্ষ মন্ত্রীর অনুমোদিত এক ব্যক্তিকে তৎপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। মিশরে ইংরাজ প্রভুত্বলোপ করিবার জন্য সুলতান এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহা হউক ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

চিকাগো নিবাসী ডাক্তার ব্যাণ্টনের অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি টাকা দিয়া দুইটী ভ্রাতার সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদিগের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ছেদন করিতে পারিবেন এবং তৎপরে জ্যেষ্ঠের পাঁচটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া কনিষ্ঠের হস্তে এবং কনিষ্ঠের পাঁচটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া জ্যেষ্ঠের হস্তে সংলগ্ন করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ অঙ্গুলি একপ্রকারে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে যে তাহারা তাহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেবল ডবলিউ, এফ, ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ২৫ এ জুন হইতে তিন মাস কাল বিদায় গ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্মদেশের বিচার সংক্রান্ত বিভাগের কমিশনর এই নিয়ম করিয়াছেন, কবিয়াতে তত্রত্য আদালত সমূহের উকীলদিগকে ইংরাজী ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

চীনেরা কামান নির্ম্মাণের বিষয়ে বড়ই মনোযোগী হইয়াছে। উহারা ৩ মণ ৩০ সের বারুদ বোঝাই হইতে পারে এমন একটী বৃহৎ কামান প্রস্তুত করিয়াছে।

আমেরিকার মাস্কেটা ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট, ইণ্ডিয়ানদিগের লোক সংখ্যা জানিবার জন্য তাহারা নূতন একরূপ টীকা প্রদান করিয়াছে। তাহারা লেখা পড়া জানে না, সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সমস্ত কার্য্য চালাইয়া থাকে। তাহাদিগের দেশের লোক সংখ্যা হয়, প্রায় সমস্ত একখানি কাগজের উপর অঙ্গুলি দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছে। তৎপরে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ করিবার জন্য রেখাগুলি সরল ও বক্র করা হয়

ছাড়ে। [illegible] কৰ্ম্মচারী [illegible] চেষ্টা [illegible] করা হইয়াছে।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি একটি [illegible] পদে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা [illegible] অধিকাধীন [illegible] মিউনিসিপালিটীর [illegible] কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে।

এবার [illegible] মেলাস্থলে যে সকল [illegible] লোক [illegible] ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ [illegible] ছিল। ইহারা [illegible] স্থান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ [illegible] করিয়া আসিয়াছে এবং [illegible] আসিয়া ক্রিশ্চান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে আর স্বদেশ গমনে ইচ্ছুক নহে। চন্দ্র নামক স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত তাহারা সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে।

একজন ইউরোপীয় [illegible] প্রথম শ্রেণীর টিকিট লইয়া [illegible] গাড়িতে গমন করাতে [illegible] কোম্পানির একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে [illegible] ধৃত করিয়া পুলিসে সমর্পণ করিয়াছিলেন। [illegible] মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ [illegible] বিচার হয়; বিচারে তাহার দোষ প্রমাণ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক আনা দণ্ড করিয়াছেন। আহা এত গুরু দণ্ড!

[illegible] জেলখানার মাটির কাজ করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্য্যের ভার কতিপয় কণ্ট্রাক্টরের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে [illegible] জমি সমুদয় মাটী ফেলা হইবে এবং নিম্নভূমি [illegible] মাটীর কাজ আরম্ভ হইবে।

[illegible] ইংরাজদিগের [illegible] শিক্ষার যে বিধানের আছে [illegible] তাহাতে সম্যক শিক্ষা করিয়া থাকেন। [illegible] কোন [illegible] দৈহিক [illegible] করিয়া [illegible] এমন কি তিনি [illegible] না উঠিলে [illegible] কিন্তু রাজকুমার [illegible] তিনি ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হন না।

[illegible] শৈশবে লোকে [illegible] হইয়া [illegible] জানা যাই[illegible] হইয়া [illegible]

[illegible] বিলাতের মর্ণিং পোষ্ট [illegible] অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব [illegible] দিয়াছেন। মর্ণিং পোষ্ট বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিসে প্রতি বর্ষে ইংলণ্ড হইতে ৪৫ জন করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়া আসিয়া থাকেন, এক্ষণে ইহার সংখ্যা হ্রাস করিয়া ৩০ জন করিবার কল্পনা হইতেছে।

ভজিনগরের ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জীবন সিং কি কেম্ব্রিজ কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ধনী লোকের ধন প্রায় সৎকার্য্যে ব্যয় হয় না। স্বদেশের উপকারার্থ তাঁহারা এক পয়সা দিতে কষ্টবোধ করেন কিন্তু মকদ্দমা মামলার সময়ে অজস্র টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন, সম্প্রতি এক ব্যক্তি পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী মকদ্দমার জন্য এক হাজার টাকা ফি দিয়া ব্যারিষ্টার ডবলু কাষ্টান সাহেবকে লইয়া গিয়াছেন।

৩রা মে মঙ্গলবার হাইকোর্টে দায়রা বসিবে। জষ্টিস উইলসন উহাতে বিচার করিবেন। এই দায়রায় ৬ জন আসামীর বিচার হইবে।

আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রেই হিন্দু ও মুসলমানে বড় বিবাদ চলিতেছে। সে দিন ভাগলপুরে এই উপলক্ষে মহা গোলযোগ হইয়া গেল। অন্যান্য অনেক স্থানে সামান্য কারণে বিবাদের সূত্রপাত হইয়া স্থানীয় বিচারপতিদিগের দ্বারা তাহার মীমাংসা হইয়া গেল। [illegible] এই ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু [illegible] এই উভয় সম্প্রদায়ে যেরূপ গুরুতর বিবাদ [illegible] কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] না করিলে শেষে শোচনীয় ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। [illegible] হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর [illegible] মুসলমানেরা হিন্দুর নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় অথবা হিন্দুরা মুসলমানের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করে না। মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য প্রকাশ্য বাজারে গোমাংস বিক্রয় করিতে আরম্ভ করাতে [illegible] নীচ জাতীয় হিন্দুরা আবার শূকর মাংস বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। [illegible] কমিশনর হিন্দুদিগের শূকর মাংস বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া মুসলমানদিগের গোমাংস বিক্রয় বাহাল রাখিয়াছেন। [illegible] কমিশনরের উহার নিবারণে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য, বিবাদ বাড়াইতে [illegible] কর্ত্তব্য নহে।

কলিকাতায় বেথুন স্কুলের অধ্যাপিকা [illegible] শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্ত হইতেছে, বেথুন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি এত শীঘ্র শীঘ্র অধ্যাপিকা পরিবর্ত্ত করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত স্ত্রীলোক উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন পদ অনুসারে মিষ্টার ও স্কোয়ার উপাধি ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছেন, বঙ্গদেশে ঐরূপ পদ অনুসারে নামের পূর্ব্বে বাবু শব্দ ব্যবহার করিবার একটী নিয়ম করিলে ভাল হয়। পূর্ব্বে বিশেষ সম্মানার্হ ব্যক্তিরাই বাবু উপাধি পাইতেন, এখন সেই সকল মাননীয় ব্যক্তি হইতে অতি সামান্য লোক পর্য্যন্ত বাবু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আমরা জানি একবার কোন জমীদারের গমস্তা আমাদিগের নিকট তাঁহার প্রভুর নাম বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন আমাদিগের বাবু কলিকাতার বাবু নহেন। কলিকাতায় সংখ্যা বেশী বলিয়া বাবু শব্দের গৌরব বিশেষ নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহার একটী বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে আজ কাল বাবু উপাধি লইবার যত ধুমধাম বোধ হয় এত থাকে না।

বিলাতের মর্ণিং পোষ্ট নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট মৃত লর্ড বিকন্সফিল্ডের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এ অনুমান করিয়াছিলাম।

রুষদিগের একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বায়ুর উপর দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের মুখপত্র স্বরূপ "ফ্রেইহেট" নামে যে সংবাদপত্র লণ্ডন নগরে প্রকাশিত হয় তাহাতে ভূতপূর্ব্ব রুষ সম্রাটের হত্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল সার উইলফ্রিড লসন পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাহা পাঠ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার কিয়দংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিলাম;—

জয়লাভ হইয়াছে, জয়লাভ হইয়াছে! রুষ সম্রাট আর জীবিত নাই। রুষিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবকারীদিগের মধ্যে [illegible] নামে কোন যুবক (সম্মানের সহিত আমরা তাঁহার নাম উচ্চারণ করি,) একটী [illegible] গোলা অত্যাচারী সম্রাটের শকটের নিম্নে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহাতে অত্যাচারী সম্রাটের কোন অনিষ্ট হয় নাই। [illegible] অপর একটী গোলা আবার নিক্ষেপ করা হয়। উহা [illegible] অত্যাচারীর পদদ্বয়ে পতিত হয়। [illegible] তাহার পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন ও কুক্ষিদেশ বিদারিত হইয়াছে। তিনি অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া [illegible] জীবনের চিহ্নমাত্র [illegible] পরে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন" ইত্যাদি। সামান্য সংবাদ পত্রে [illegible] ঐরূপ বিদ্রোহোত্তেজক সমাচার প্রচারিত হয়। যাহা হউক ফ্রেইহেট সংবাদপত্রের সম্পাদক এই নিমিত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ চৌধুরী, এম, সি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী ও, সি, মল্লিক ও বাবু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ বিলাত হইতে পৌঁছিয়াছেন।

জুলেরা যেরূপ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল আমরা তদ্দর্শনে বাস্তবিক শঙ্কিত হইয়াছিলাম, জয়পুরের রাণী ব্যাপারের নায়ক স্থানে বিপক্ষ সৈন্যাধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টও সৈন্য দ্বারা সাহায্যদানে উদ্যত ছিলেন কিন্তু আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বিনা রক্তপাতে ঐ জাতিদিগের সহিত যে গোলযোগের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকারে বিবাহের উপর টাক্স করিলেন। আমাদিগের দেশে বিবাহকালে যেমন যাত্রা নাচ হয় বিলাতেও সেইরূপ অঙ্গুরীয়ক পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে, যাবৎ স্ত্রী পুরুষে প্রণয় থাকে তাবৎ অঙ্গুরীয়কও অঙ্গুলিতে থাকে, তাহার অন্যথা হইলে বিবাহ নামঞ্জুর হইয়া যায়। এই কারণে লোকে অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ করিতে পারে না, এবং টাক্স হইতেও মুক্ত হইতে পারে না। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি অঙ্গুরীয়ক প্রতি ৮।০ টাকা টাক্স ধরিয়াছেন। গত বর্ষে এই টাক্সে গবর্ণমেণ্টের ...... টাকা আয় হইয়াছে।

ইংরাজ সৈন্যেরা কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এ সময়ে সীমান্তদেশবাসী অসভ্য জাতিদিগের উৎপাতের সহিত বিদ্রোহানলে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। ঐ জাতি তাহার অনুষ্ঠান ও করিয়াছিল, ইংরাজ সেনাপতিগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলে তাহারা বিনা আপত্তিতে আসিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। আমীর আবদুল রহমানের প্রতি অনুরাগী প্রেম বলিয়া বোধ হইতেছে, তবে কান্দাহার সম্বন্ধে বাহির হইলে তদ্দেশবাসী অসভ্যজাতিরা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা এখন বুঝা কঠিন।

সার উইলিয়ম হার্কোর্ট যে বিল বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন। আয়লণ্ডে যে অস্ত্র সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বিলাতের অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সার উইলিয়ম হার্কোর্ট ঐ আইনের পাণ্ডুলিপি করাতে ম্যাঞ্চেষ্টরের এক ব্যক্তি তাহার প্রাণসংহারের অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট বারুদপূর্ণ একটী সিন্দুক ডাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি যদি সতর্ক না হইয়া হঠাৎ খুলিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তিনি উহা প্রাপ্তিমাত্রে সন্দিহান হইয়া পুলিসকে খুলিতে বলেন, তাহারা সাবধান হইয়া খুলিয়া তাহার মধ্যে এক গুলি পাইল। তাহাতে লিখিত রহিয়াছে অস্ত্র সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ করিবার পাণ্ডুলিপি করা নিবন্ধন আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইবে এই তাহার নমুনা দেখান হইল, ইহার পর প্রাণসংহারের আরও অনেক চেষ্টা হইবে।

শুনা যায় মহম্মদ সিদ্দি নামে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের জনৈক প্রজার সহিত পারস্যবাসী, এক ব্যক্তির কোন কারণে বিবাদ হয়। পারস্য জনরল জেনেরলের একজন লোক এই জন্য তাহাকে কেন্দ্রার রাস্তা হইতে তাঁহার নিকট ধৃত করিয়া লইয়া গেলে তিনি নিজ সম্মুখে তাহাকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দেন। এই ঘটনা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি পারস্যের সাহকে উহা জানাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জনরল জেনেরলের দোষ প্রমাণ হওয়াতে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ দূত তাঁহার অপকর্ম্ম করাতে তাঁহাকেও ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। এবং তাহার পীঁড়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক হাজার টাকা জনরলের নিকট হইতে দেওয়াইয়াছেন।

আমেরিকার বন্দরের অভিমুখে একখানি জাহাজ যাইবার সময়ে হঠাৎ একটী ঝটিকা উত্থিত হওয়াতে কয়েকজন ইটালিয়, অষ্ট্রীয় ও গ্রীক নাবিক জলমগ্ন হইয়াছে।

শুনা গেল গবর্ণমেণ্ট ঘোষ বরদাসেন মিত্রের এক একখানি প্রতিকৃতি সদর ও মফঃস্বলের প্রত্যেক থানাতে রাখিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

আজ কাল কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী হইতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে এবার চাউলের বাজার আরও সস্তা হইবে।

ব্যারিষ্টার জি, এচ, পি, ইভান্স এর্প জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য পদে নিয়োজিত হইলেন।

[illegible] পরগণার অন্তর্গত গোলাবাড়ী নামক স্থানে কয়েকজন যুবক একত্র হইয়া একখানি প্রকাণ্ড ঘুড়ি নির্ম্মাণ করিয়া উড়াইতে থাকে। [illegible] বর্ষীয় একটী বালক কৌতুহল হইয়া ঘুড়ির লাঙ্গুল ধরিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। ঘুড়িখানি অধিক উর্দ্ধে উঠিলে বালকটী ভীত ও অধীর হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া আহত হইয়াছে। বালক এক্ষণে চিকিৎসাধীনে আছে।

কলিকাতা জেনেরল আসেম্বলির বাবু রামনাথ ভট্টাচার্য্য ও প্রেসিডেন্সি কালেজের বাবু চণ্ডীচরণ সেন নূতন নিয়মানুসারে ভারতবর্ষ হইতেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনেকে লাল ও কাল প্রভৃতি রঙের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন এক্ষণে সুবর্ণ আর নামে এক নূতন রঙের আবিষ্কার হইয়াছে। কুসুম নামক স্থানে উহার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে।

উত্তরপাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। বাবু দুর্গাচরণ লাহা আগামী বর্ষে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কাবুল যুদ্ধে যে সকল উষ্ট্র মারা গিয়াছে গবর্ণমেণ্টকে বোধ হয় তজ্জন্য বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কেন না কেবল এক মণ্টগোমারি নামক স্থানের লোকদিগকে উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে। এখনও অন্যান্য স্থানের বাকী আছে।

শুনা গেল মার্কোরের কাগজের কলে ওজরা মুঞ্জা নামক এক প্রকার ঘাসে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। মেকড়া ও ছেঁড়া চটেই ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

১৮৭০ অব্দে ইটালির উত্তর অংশে ৮৩টী শব দাহ হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি উক্ত প্রথা তথায় ক্রমশই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মিলানের যাবতীয় লোক শবদাহ আরম্ভ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মজঃফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দমোহন দে [illegible] বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন বাবু যোগীন্দ্রনাথ [illegible] উপর [illegible] কার্য্য ভার অর্পিত হইল।

[illegible] জিলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসনাথ [illegible] জঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] ঘোষ রাজসাহী ও [illegible] কমিশনরের পার্সনেল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

জিলার সাব ডিবিজন অফিসর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] জি, এল, জন কিছু দিনের জন্য মিদনাপুরে বদলী হইলেন।

[illegible] পরগণার অস্থায়ী [illegible] সহকারী কমিশনর এস, এম, ঘোষ ডেপুটীর কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ছুটিতে [illegible] কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

জিলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] নাথ [illegible] বদলী হইলেন।

এচ, এম টার্নার; সি, এ ক্রীষ্ঠান; জি পরুল্ডে; এ ফ্লড মহাকাই, ই আর, হেনরী; জি.ই, ম্যানেজ; সি.এম ডগলু এই বার আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম ও এস, এ, ডি ফিলিপস; এম.সি.টেল; আর কার্সটেয়ার্স; জি.নর্টন; এ.ই.ষ্টানে; এচ, জোন্স, সি, জে, এফ, ই, প্যাজিটার দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত জেলা বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সারদাপ্রসাদ সরকার ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু শ্যামাচরণ মিত্র তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গণেশচন্দ্র মিত্র মুন্সিগঞ্জে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী কমিশনরের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করাতে কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামকৃষ্ণ দাস পুরীতে বদলী হইলেন।

মুর্শিদাবাদের নিজামত সেক্রেটারী মেজর এচ, ডেলিস সাহেব ১০ ই মার্চ মাসের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ ই দিন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদিগকে যে অতিরিক্ত বিদায়পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল হইল।

বাঙ্গালার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার লয়েল সাহেব ঐ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ফরিদপুরের সহকারী কমিশনর মিষ্টর এল আবুর্তনট ঐ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বসুর প্রথম মুন্সেফ বাবু নিত্যানন্দ সরকার ৯ ই দিন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আংশিক বিদায়পত্র বাতিল হইয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের মুন্সেফ বাবু ... ও মজুমদার বিদায় লইয়া জামালপুরে ... কার্য্যভার গ্রহণ করাতে তিনি ... মুন্সেফ জামালপুরের ... মুন্সেফের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

লোহাগড়া।

৪ ঠা বৈশাখ ১২৮৮।

এখানকার আমাদের ... নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ঠাকুরের সোসাইটির শ্রীমানদেরা ... মহাশয়কে আমরা বরাবর যে পরামর্শ দিয়া আসিতেছিলাম, বর্তমান তাঁহারা "জগদানন্দ আশ্রম" অনুসারে কার্য্য করাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম প্রীত লাভ করিলাম। প্রত্যেক পতিত জমির পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে, নিবিড় জঙ্গলে গ্রাম সকল ও জঙ্গল করিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণেও বাঙ্গালিগের ঐ সকল ভূমি আবাদ করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়া ... সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহাঁর একরূপ উদ্ভাব দেখিয়া আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে ইনি একজন প্রজারঞ্জক হই-

বেন; ও ইহাঁর কার্য্য অন্যান্যের আদর্শস্থলীয় হইবে।

অত্রস্থ পোষ্ট আফিসে একজন নূতন পোষ্ট-মাষ্টার আসিয়াছেন। ইনি এক নূতন প্রকৃতির লোক। নিজে বিভাগীয় কার্য্য কিছুমাত্র করেন না। স্থানীয় কোন ব্যক্তির অনুগ্রহে কার্য্য চালাইয়া থাকেন। আবার সংবাদপত্র কার্য্য অথবা টিকিট ক্রয় করিতে গেলে লোককে তাড়াইয়া আইসেন। অথচ টিকিট পোষ্টকার্ড ইত্যাদি বিক্রয়ের কোন নূতন বন্দোবস্তও করেন নাই; এবং সময়ে উহা পাওয়াও যায় না। এই সকল কারণে সাধারণে ইহাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ইহাঁর কার্য্য ও চরিত্র সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

বিগত ১৪ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে আমাদের পরম মাননীয় লোহাগড়া সহযোগী শ্রীযুক্ত কালনা-পুরের সংবাদদাতা মহাশয় আমার লিখিত সোমড়ার "কলকাই" ও "পোষ্ট আফিসে টেলিফোন" সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই এবং প্রতিবাদের আবশ্যকও নাই। তবে বন্ধু-ভাবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সাধারণের হিতানিষ্ট ও সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একজাতীয় ২। ৩ বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তাব করিতে বাধাই বা কি, দোষই বা কি? "কলকাই" সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদের সহিত "টেলিফোন" পরিচ্ছেদের কোন সম্বন্ধ নাই। এবং একের আবির্ভাবে অপরের কোন উপকার বা অপকার নাই। তবে উক্তরূপ প্রস্তাব কি প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক বা স্বার্থবিগর্হিত হইল?

বীরভূম।

... ও সাঁওতাল পরগণার জিলাদিগের ... এখানকার ... অদ্যাপি ... করিতে পারে নাই; ... এখানেও যদি ঐ সকল স্থানের ন্যায় ... ও অন্যান্য কার্য্যাদি ... হইবে, যদি উহা প্রকৃত হয় তবে ঐ সমাজ ... সি, সি, রায় মহাশয় যে অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা আর দুটি কার্য্যের প্রতি তাঁহার কটাক্ষপাত হইলে আমরা সুখী হইব, একটী সহরের পল্লীসমূহে ... ও অপরটী কাছারীর পশ্চিমপার্শ্বের পানীয়-জলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা তাহা পরিষ্কার রাখা; এই দুইটী কার্য্যে উক্ত মহাত্মাকে লিপ্ত দেখিলে আমরা পার পর নাই সুখী হইব ও আমরা যাহা কিছু ঐ কারণে কর প্রদান করি তাহাও সার্থক বোধ করিব।

আজকাল এখানে বড়ই রৌদ্রের উত্তাপ; বেলা ৯ টার পর আর ঘরের বাহির হওয়া যায় না। বৃষ্টি প্রার্থনাকাল উপস্থিত। অদ্যাপি বৃষ্টি ভাল হয় নাই কৃষিকার্য্যও এখন আরম্ভ হয় নাই কিন্তু সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর এখন না হইলে নানা দিকে বিপদ।

যশোহর।

সবডিভিজন ঝিনাইদহের এলাকাধীন আউট পোষ্ট কোটচাঁদপুর ও তদন্তর্গত মহেশপুর, এলাঙ্গী, চৌগাছা, ... প্রভৃতি স্থানে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যশোহর সদর স্টেশনেও উক্ত রোগের সূত্রপাত হইয়াছে।

এতদঞ্চলের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এক্ষণে একবার আশানুরূপ বৃষ্টি হইলে কৃষকেরা নানা বপন করিতে আরম্ভ করিবে। বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিজীবিদিগের অতিশয় ক্ষতি হইতেছে।

এ বৎসর কোটচাঁদপুর চিনি ও গুড়ের কারবারে বিশেষ সুবিধা হইবে এমন বোধ হয় না। কেশবপুর, ঝিকরগাছা, ... প্রভৃতি স্থানেও বড় সুবিধা নাই। ... কেশবপুরের ... কোটচাঁদপুরের ... সকলই ... অনেক কারখানা খুলিতে পারেন নাই। ... বর্তমান ... কোটচাঁদপুরের ... ঝিনাইদহের ...

যশোহর সদর ... আমাদের ... বাবু ... "... নামক একটি ... ছাত্রদিগের নীতি ও ... সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে।

এ বিভাগে ... কার্য্য ... স্থানে ... আরম্ভ হইয়াছে। ... কেবল, ... মিউনিসিপালিটি অনেক উপকার ... এই সময় ... বৃষ্টি ... হইলেই অধিকাংশ স্থানে বিসূচিকা রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

এদিকে ভাল বালাম চাউল ৩৸৵৶৹ দরে বিক্রয় হইতেছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৮ সাল হইতে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, দয়া করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনবার প্রতি পংক্তি ১০ আনা, তাহার পর ১০ আনা; ১০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কর্ম্মচারি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৪ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসাদারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৪ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাথিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে" আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু [illegible] স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একেবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও দুর্ব্বল হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন পারদ, বাত, ব্যাধি অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বটকৃষ্ট কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটিকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, জ্ঞানবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যোগশাস্ত্র, বেদগণের মধ্যে কে প্রধান, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ কি, মন্ত্রসংহিতা, ভূগোলের পৌরাণিক-সংস্কারক ভীম, ভালবাসা, সংসারী ভারতের প্রতি বক্তব্য, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোদপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারো নিকট এ গ্রন্থ প্রেরিত হয় না।

যিনি এক দিবসে অনায়াসে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

মনীষা অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক না কেন এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারেরা এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৮১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সর্ব্বোবিজ্ঞাত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত ঔষধালয়মধ্যে মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রদাহ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা অস্থির ন্যায় ক্ষোদ হওয়া ও তৎসংক্রান্ত যাবৎ রোগ শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সমূহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টরজঃ ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেদঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ অনুযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু দ্রব্য-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, শুক্রক্ষয় নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, ধর্ম্মসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ | "প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং" | ২৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৮এ বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ৯ ই মে। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিজ্ঞাপনী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয়ত তাঁহার কর্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস-স্থানের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন।

অংশদারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ডিরেক্টরগণ আর্টিকল্‌স অব্‌ এসোসিয়েশনের ৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক অংশে এক টাকা করিয়া তৃতীয় "কল" করিয়াছেন। উক্ত টাকা আগামী জুন মাসের ১৫ ই তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে দেয়।

বেঙ্গলব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড
৭ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৬ এ এপ্রেল ১৮৮১।

ডিরেক্টরগণের অনুমত্যনুসারে
শ্রীভুবনমোহন দাস
সম্পাদক।

খিদিরপুরের রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ৭৬ নং দোতালা দোমহলা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আকাঙ্ক্ষা হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১১ ই এপ্রেল ১৮৮১। | শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ক্রনিক আমাশয় ও প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কাশ রোগ, হাঁপ রোগ, ও মূর্চ্ছা (বা শাবরী রোগ) প্রভৃতির অব্যর্থ চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর ডাক্তারের পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। শিশুর ঔষধ ৷৷০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

প্রেরিতপত্র

"হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুগণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আবশ্যকতা।"

বিগত ১৬ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে আমি বাবু অমরচন্দ্র দে মহাশয়ের লিখিত উপরি উক্ত শীর্ষক-যুক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, ২৫ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে সেই প্রতিবাদের প্রতিবাদ-পত্রের ভূমিকায় লেখক বাবু লিখিয়াছেন " [illegible] বাবু। প্রতিবাদ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কেননা যে [illegible] তাহা বলিতে পারি না। তবে তাঁহার [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে।" [illegible] পাঠ করিয়া আমিও তাঁহার ন্যায় দুঃখিত হইয়াছি, কেন না [illegible] তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার পত্রে দুঃখের কারণোল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র [illegible] হইতাম না এবং আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করিতাম এবং যথাসাধ্য তাঁহার দুঃখের কারণের অপনোদনে যত্ন করিতে ত্রুটি করিতাম না। কিন্তু তিনি যখন নিজ হইতেই উপায়সকল অন্বেষণ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে দুঃখের অবশেষ বিলীন করিতে সুদক্ষ হন নাই, তখন আর বৃথা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কি করিব? তাঁহার পত্র সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে,

অবশ্যই আদরের [illegible] করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

[illegible] বাবু [illegible] বলিয়াছেন " এক [illegible] বাবু অনেক কথাই বলিয়াছেন, অথচ আমি এ [illegible] নাম গ্রহণ করি নাই।" [illegible] বাবু [illegible] [illegible] কোন [illegible] করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রথম [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আমাকে কখনই [illegible] বাবুর [illegible] [illegible] কথা বলিতে পারিবেন না। [illegible], এ কথা লইয়া আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না। [illegible] তাঁহারই পত্রে এ ভাব অনেকাংশে প্রকাশ হইয়াছে কি না দেখিবেন।

" সুরাপানের সহিত সর্পমাংসের [illegible] তুলনা হইতে পারে না " আমার এই কথায় [illegible] বাবু যে লিখিয়াছেন " যদি মুসলমান [illegible] অত্র সভা আচার পান করিলে [illegible] না থাকে, তবে [illegible] [illegible] ও তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] হইবেন ? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সুরাপান এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধী বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে, কিন্তু [illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible]। আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিতীয় [illegible] অবলম্বন করি [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন একটী নিয়ম অতিক্রম করিলে অপরাধী হইবেন, [illegible]। কর্ত্তব্য বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুরাপায়ীদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] লইয়া আন্দোলন করিতে [illegible] [illegible]। এক্ষণও [illegible] [illegible] ধর্ম্ম প্রকার [illegible] তাঁহাদের সে আন্দোলন [illegible]-বিরুদ্ধ হয় নাই।

এক্ষণে এ [illegible] [illegible] সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাজ-[illegible] ব্যতিক্রম করিয়া দণ্ডনীয়। কিন্তু আবার বলিতে হইল, পাপেরও তারতম্য দেখা কর্ত্তব্য। মনে করুন, সুরাপান হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। আমি যদি ঔষধার্থে নাইয়া সেই সুরাপান করি, তবে আমি সমাজে বা ধর্ম্মে যত পরিমাণে দণ্ডনীয় হইব, যদি [illegible] [illegible] প্রকাশ্যে সেই সুরা আবার [illegible] পান করি, তবে কি সেই পরিমাণে দণ্ডনীয় হইব ? [illegible] এ [illegible] অনেক [illegible] অবশ্যই আছে। [illegible] মুসলমানের অন্ন যদি আমি [illegible] [illegible] গ্রহণ করি, তবে তাহার দণ্ড অবশ্যই [illegible] [illegible] অপেক্ষা অধিক হইবে ও হইয়াও থাকে। হিন্দু-সমাজের এত [illegible] অবস্থা [illegible] হইয়াছে, তথাপিও বলুন দেখি, কয়জন লোক সমাজের সম্মুখে হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়াও [illegible] অন্ন [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন ? আর সেরূপ করিলে এখনও [illegible] পারেন কি না ? সমাজের কাহারও [illegible] টাল কাটিয়া দিবার ক্ষমতা নাই। আমি যদি [illegible] করিয়াও সমাজে থাকিতে ইচ্ছা করি, তবেই সমাজ আমার উপর আধিপত্য [illegible] পারে। [illegible] সমাজ বিচ্ছিন্ন হইলে আধিপত্য [illegible], [illegible] বা কে ? এখানে [illegible] পারেন, সুরাপায়ীরা সমাজে থাকিয়াও কেন [illegible] হয় [illegible] এ কথার উত্তর প্রথম পত্রে দিয়াছি। তাই [illegible] সুরাপানের সহিত সর্পমাংসের তুলনা হইতে পারে না, আর তুলনা করায় [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] দিয়া অন্যান্য [illegible] করে, [illegible] [illegible] পারে, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] সমাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] একতার করিতে [illegible] হন। [illegible] [illegible] [illegible] নহে। [illegible] বলুন, হিন্দু সমাজ মাত্রেই তাহা [illegible] বলিয়া স্বীকার করিবেন। যদি হিন্দুসমাজের কোন [illegible] না থাকিত, তবে শুদ্ধ " হিন্দু " নামটী লইয়া কি ফল হইবে ? সে নাম বিলুপ্ত হওয়াই ভাল। আর [illegible] শুদ্ধ হিন্দু সমাজ কেন সকল সমাজই [illegible] হইয়াছে ? কেন না সকল সমাজেই [illegible] ব্যক্তি আছে। এ অবস্থায় যদি [illegible] বাবুর মতে প্রায় সকল হিন্দু-সমাজ [illegible] অনাচারে [illegible] হন, তবে এখন হইতে উহাদিগকে অন্যের দিয়া [illegible] অবলম্বন করিতে হয়, [illegible] উপায়ান্তর নাই। [illegible] স্পর্শ-[illegible] [illegible] হইবার সম্ভাবনা, শাস্ত্রের ইহা আছে। তবে কি [illegible] পরিত্যাজ্য ?

হিন্দু শাস্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে মনুই যে প্রধান, এ কথা [illegible] বাবু প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া না লিখিলেও আমি, আমি কেন হিন্দু সন্তান মাত্রেই স্বীকার করিব ও করিবেন। এই মনুর স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি ছয়টি বৃত্তির উল্লেখ থাকিলেও আমি যে বলিয়াছিলাম " কালক্রমে আচার ব্যবহারাদি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলে মানুষ কখনই পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে না ; আর যুগভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যেরও নিয়ম আছে।" ইহা তাঁহার ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই ও এই কথা তিনি সোমপ্রকাশের কতক পত্র নষ্ট করিলেও বুঝিতে [illegible] নাই ! ক্রোধ না হউক অধিক দূর যাইতে হইবে না, তিনি কলি-যুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা পরাশরের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই এ কথার প্রমাণ পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পরাশর কলি যুগে দেখিলেন, শুদ্ধ যজন যাজনাদি দ্বারা আর ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইতেছে, তাই তিনি ব্রাহ্মণদিগকে " ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ " বলিয়া শূদ্রদ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইবার আর একটী উপদেশ ও ব্যবস্থা দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, মনুর সময়ে যে যজন যাজনাদি ছিল, কলিযুগে কৃষিবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় কি মনুর শাস্ত্রের সহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের মনু নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির সহিত কলিযুগের বৃত্তির কিছু প্রভেদ হইল না ? এক্ষণকার ব্রাহ্মণেরা কৃষিকর্ম্ম করাইতে পারিবেন বলিয়াই কি মনু আসিয়া বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণগণ ! আমি তোমাদিগকে যজন যাজনাদি ছয়টী বৃত্তির কথা বলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তোমরা কৃষিকর্ম্ম করাও বলিয়া পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইলে !! মনুর এ উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে তিনি কখনই

" বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্ম্মণাং।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাং॥
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥
তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

১।৮৪।৮৫।৮৬

অর্থাৎ মনুষ্যের বেদোক্ত আয়ু, কর্ম্মের ফল ও ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ দিবার বা অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতা যুগানুক্রমে ফলিয়া থাকে। সত্যযুগে ধর্ম্ম এক প্রকার, ত্রেতায় আর এক প্রকার, দ্বাপরে অন্য প্রকার, কলিতে আর এক প্রকার, যুগহ্রাসানুরূপ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য হয়। সত্যযুগে তপস্যা প্রধান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, ও কলিতে দান।

এ প্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেন না। ধর্ম্ম, যুগের ফল নহে। সৎকার্য্য হইতেই ধর্ম্মলাভ হয়। অতএব যখন যুগভেদে

অর্থোপার্জনের জন্য জ্ঞান, বল, ধন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের উন্নতি করিয়াছে, তখন বহুল সভ্য-সুখের নিমিত্ত যখন সামাজিকাচারের কতক কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। [illegible] জাতিরই বলা বিশেষ উচিত নহে।

এই স্থলে ভগবতী বাবু হিন্দু-বিধবা-বিবাহকে পরাশরমতে বিধেয় নিশ্চয় বলিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা আছে। তবে এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য, দেশাচারের উপেক্ষণীয় নহে। মনু দেশাচারকেও বলবৎ বলিয়াছেন। এ মতে বিধবা-বিবাহ যেমন দেশাচারবিরুদ্ধ—দেশাচার বিরুদ্ধ না হউক; বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। তবে বলিতে পারি, যে সকল স্ত্রীলোক [illegible] ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দমনে অসমর্থা হইয়া গোপনে অবৈধাচারিণী হয় বা ব্যভিচারিণী হয়, তাহারা বিবাহ করুক। কেন না ব্যভিচারিণী হওয়া অপেক্ষা একটী স্বামী লইয়া কালযাপন করা অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।

কালকৃত-বিপ্রকর্ষোক্ত সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা প্রথম পত্রে বলিয়াছি। ভগবতী বাবু এ পত্রে লিখিয়াছেন, [illegible] তাঁহার মত পুষ্পাদে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি করিয়া থাকেন, তবে পাঠকেরা উভয় পত্র একত্র করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন, কোনটি [illegible] হইয়াছে ও প্রোক্ত দেখিবেনই আমাকে [illegible], না—পরিণাম চিন্তা করিয়া পরে বলিবার [illegible] ভাল কহিবা।

[illegible] অবশ্য অনাদি নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ভগবতীবাবুর ইহা সিদ্ধান্ত ইহা ও অর্থবোধ এবং উভয়ই তাঁহার দোষ যুক্তি। তিনি লিখিয়াছেন "নূতন হিন্দু শাস্ত্রের চাবি [illegible] নাই [illegible] নাই [illegible]।" আমরা বলি নূতন হিন্দুশাস্ত্রের না থাকুক, পুরাণের চাবি [illegible] আছে। যদি না থাকে, তবে বহুবাদিগণ কোন একটী নূতন পদার্থের নাম দিলে [illegible] তাহা প্রকাশ করিতে কেন [illegible]? ভগবতী বাবু 'নূতন' শব্দের অর্থ ভাল করিয়া অবগত করিতে পারেন নাই বলিয়া [illegible] কথা বলিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, একটী পাত্র যদি তাহার মধ্য অংশগুলি পরিবর্ত্তন করা যায়, ও তাহা দেখিয়া তাহাকে দুই একটী অংশ যোজনা করা যায়, অথচ তাহার মূল পূর্ব্ববৎ থাকে, তবে তাহাকে কি নূতন পাত্র বলে? এ [illegible] শাস্ত্রের [illegible] কথার নূতন। তাহাকে নূতন শাস্ত্র না বলিয়া সংস্কৃত—শাস্ত্র বলিলে কি ভাল হয় না? মনে করুন, অমুক একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিলে কি উহাকে অর্থ হয়, যে তিনি তাঁহার পুরাতন গৃহের কড়ি [illegible] খুলিয়া দিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়াছেন? নূতন শব্দ ভাবার্থ নহে। [illegible] আমরা নূতন [illegible] [illegible], [illegible] নূতন [illegible]। [illegible] অপরকে [illegible] বা [illegible] [illegible] কথা বলে। [illegible] যদি [illegible] হিন্দুদিগের নিকট নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের উপদেশ না করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের সংস্কার করিতে বলিতেন, তবে এক দিন মুসলমান হইত এবং তাহা হইলে আমাকেও [illegible] তাঁহার সহিত অনর্থক লেখনী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত না! এক্ষণে তিনি কতক তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন!!

ভাগলপুর
১০ই বৈশাখ। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সন্দেহ নিরসন।

গত ১৭ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে একটী সন্দেহ নামক প্রস্তাব লেখক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আর্য্য-সমাজ যথোচিত প্রশংসা করিবেন সন্দেহ নাই, কেন না তাঁহার উপস্থিত প্রস্তাবগুলিকে সোমপ্রকাশে আর্য্যশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইবার আশা বলবতী হইতেছে। এই প্রস্তাবগুলির উত্তরদানে লেখক শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ও আদর করিবেন, অতএব আমরাও উৎসাহ প্রকাশে তৎপর হইলাম। প্রস্তাবনা "আর্য্যসমাজবিবেক" নামক [illegible] করিয়া ভগবদ্গীতা ও সপ্তশতীর সহিত তাহার অনৈক্যের আশঙ্কা করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় বাহার এক অংশে আশঙ্কার মূল। আর্য্য-মত [illegible] [illegible] [illegible] অর্থের সহিত নিয়ে লিখিত হইল, পাঠক ও লেখক উভয়েই দেখিবেন, সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা আছে কি না;

[illegible]
[illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] তিনি উপাধিবিহীন [illegible], এমন [illegible] পুরুষ পর পর [illegible] পরে [illegible] [illegible] হইবে তথা,—

[illegible]।
[illegible]।

সেই নিরুপাধিক নিরঞ্জন অচল অক্ষর চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়। যখন ইচ্ছা হয় তখন তাঁহার পাদদেশ-উপবেশনস্থান "কূট" হইতে পরমব্রহ্ম নামক উপাধি (মায়া) প্রকাশ [illegible] পান। অতএব ব্রহ্মচৈতন্যের ইচ্ছায় মায়া মট্টেশ্বর্য্য হইয়া ছিল [illegible] ব্রহ্মচৈতন্য [illegible] করেন তাহা [illegible] শ্লোকে কহিতেছেন যথা,

[illegible] ব্রহ্ম [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] নিরঞ্জন [illegible] [illegible] বিধবা [illegible]—সেই কূটস্থি বিনা বিদ্যা অবিদ্যা দ্বারা কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য এখন প্রাতিবিম্বযুক্ত হয়েন। ঘটে ঘটাকাশের ন্যায় প্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই এখন আপনাকে চতুষ্পাদপূর্ণ অবলোকন করেন। এই চারি প্রকার চৈতন্য সপ্তশতীকার পুরুষরূপে দৃষ্টান্তের সহিত বর্ণন করিয়াছেন। অতএব এক ব্রহ্মচৈতন্য মহাকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপি নিরবয়ব অক্ষর অনন্ত এবং নিরুপাধিক, দ্বিতীয় কূটস্থরূপে, ঘটাকাশের ন্যায় কূটস্থ সোপাধিক চৈতন্য। তৃতীয় বিদ্যোপাধিবিশিষ্ট মেঘাকাশ সদৃশ ঈশ্বর চৈতন্য এবং চতুর্থ অবিদ্যোপাধিবিশিষ্ট জলাকাশ তুল্য জীবচৈতন্য হয়েন। [illegible] প্রতিবিম্ব [illegible] চৈতন্য এক পুরুষ; ঘটাকাশ [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] চৈতন্য প্রতিবিম্ব ঈশ্বর চৈতন্য দ্বিতীয় পুরুষ; আর উপাধিবিহীন ঘটাকাশস্থানীয় [illegible] [illegible] তৃতীয় পুরুষ। এই পুরুষত্রয় উপলক্ষে ভগবদ্গীতার যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাকে সোপাধিক ও নিরুপাধিক উপলক্ষে বুঝিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] পুরুষ [illegible] [illegible] বা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তিনি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যথা। —

"[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]"

[illegible], [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] করিবেন কেন?

[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে, [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল না।

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শক্তিহীন [illegible] না [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] হয়েন। সেই শক্তি তাহার [illegible] [illegible] [illegible] চতুষ্পাদে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ক্রিয়া [illegible] হইলেন [illegible] সমাজের [illegible] [illegible] হইলে [illegible] কেবল [illegible]

[illegible]

এ সময়ে [illegible] সমাজেরও [illegible] বিদ্যাসাগর মহাশয় [illegible] প্রভৃতির [illegible]

অতএব [illegible] সকলের [illegible] যোগ্যতম [illegible] সমাজের পত্রিকায় [illegible] উচিত।

সকল [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] মনে পড়ে, [illegible] সেই অনন্ত [illegible] স্বরূপে তিনি [illegible] করিয়া আপনাকে অবতীর্ণ করেন। [illegible] অতএব [illegible] [illegible] নাই। [illegible]

শ্রীকেশবলাল [illegible]

কেশব বাবুর "নববিধান।"

[illegible] কেশব [illegible] বাবুর [illegible] বিশ্বাস [illegible] করিয়াছিল! [illegible] তিনি [illegible] এই [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] প্রতিজ্ঞা [illegible] [illegible] ব্রাহ্মধর্ম [illegible] [illegible] হইত [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিবার উদ্দেশে [illegible] কার্য্যপ্রণালী [illegible] করেন। [illegible] সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর [illegible] প্রভৃতি [illegible] ছিল, তাহা [illegible] ভক্তিভাবের সহিত [illegible]। কিন্তু তিনি [illegible] বিধান বা নিজধর্ম্ম [illegible] লোক [illegible] এক [illegible] "স্বর্গ প্রেরিত" [illegible] যেমন যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকেরা [illegible] আপনাদের আব-[illegible] লোকদিগকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই রূপ কেশব বাবু, এই উনবিংশ শতাব্দীর লোকদিগকে "নববিধান" প্রভৃতি কুহকজাল দ্বারা আবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন—ছল প্রতিপত্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য, জনসাধারণের নিকট [illegible]

[illegible] করা আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া [illegible], ও আপনার সমস্ত কার্য্যকে [illegible] অর্থাৎ আপনার সকল [illegible] [illegible] বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য তিনি [illegible] পাইতেছেন—[illegible] নিকট হিন্দু, খ্রীষ্টানের নিকট খ্রীষ্টান এবং মুসলমানের নিকট মুসলমানের [illegible] মত কথা বলিতেছেন ও কার্য্য করিতেছেন। [illegible] [illegible] লোকেই তাঁহাকে আপনার [illegible] সকলেই তাঁহাকে [illegible] [illegible] মহাপুরুষ বলেন, মান্য করেন। কিন্তু [illegible] একটী নিশ্চয় কথা যে, যিনি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পান, তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আমরা দেখিতেছি কেশব বাবুর পক্ষে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সম্প্রতি [illegible] [illegible] কালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকট সম্পাদকের নামে প্রাপ্ত একটী পুস্তক [illegible] [illegible] করিবে। [illegible] ইহা উচিত [illegible]

[illegible] এক প্রকার [illegible] [illegible] এক প্রকার [illegible] তাঁহাকে আর ব্রাহ্মদিগের [illegible] করিতে হয় না, [illegible] তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের আর কোন [illegible] নাই। ইহা [illegible] পারিবে [illegible] তাঁহার কার্য্যবিশেষকে ব্রাহ্মসমাজানুমোদিত কার্য্য বলিয়া আর কেহ বিশ্বাস করেন না। তাহা হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের [illegible] অনেক [illegible] [illegible] হইয়া যায়। [illegible] [illegible] বিষয়ের আলোচনা করা আমাদের [illegible] উদ্দেশ্য নহে। কেশব বাবু যাহাকে "নববিধান" (১) বলিয়া [illegible] করিতেছেন, লোক [illegible] প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা বাস্তবিকই নববিধান কি না একটী প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রদর্শন করাই এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব এক্ষণে অন্য কথা পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইতেছে।

কেশব বাবু এবং তাঁহার অনুগত লোকেরা বলেন যে, সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পূজিত দেবতা [illegible] নামে বন্দনা করা, সমস্ত জাতির ধর্ম্মগ্রন্থকে পুষ্প চন্দন প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্মান করা এবং সমস্ত দেশী ও বিদেশী মহাপুরুষদিগের আরাধনা করা নববিধানের প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ [illegible] কোন সম্প্রদায়ই অন্যান্য সম্প্রদায়ের [illegible], সম্প্রদায়দিগকে এবং মহাপুরুষদিগকে [illegible] অগ্রগামি হয়েন নাই কিন্তু এক্ষণে নববিধানানুসারে কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরেরা দেবো, মায়া, কালী, দুর্গা, রক্ষাকালী, শীতলা, আল্লা [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] এবং ঈশা, মুষা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির অর্চ্চনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের নামে সম্মান রচনা করিয়া [illegible] দিয়া পূজা করিতেছেন! কিন্তু এই বিধান উপরের বিধান হইক বা নাই হউক, ইহা যে নববিধান নহে তাহার প্রমাণার্থ আমরা [illegible] সম্প্রদায়ের বিবরণ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, যে নববিধান লইয়া কেশব বাবু এত আড়ম্বর করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই নববিধান নহে, অনেক দিন হইল যে বিধানানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে পাঠকেরা তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করুন।

"[illegible] [illegible] [illegible] স্বীকার না করিয়া [illegible] একটী শাখা স্থাপন করেন। [illegible] [illegible] ও [illegible] মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ীরা রামবল্লভ নামে এক ব্যক্তিকে আপনাদের প্রবর্ত্তক ও শিব স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রতি বৎসর শিব চতুর্দ্দশীর দিবসে [illegible] [illegible] ঐ প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে একটী উৎসব করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] সমান জ্ঞান ও [illegible] দেবতাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন। অতএব ঐ উৎসবকালে [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] পঠিত হয়। যে [illegible] "[illegible] [illegible]" নামে একটী বেদী আছে, [illegible] সকল [illegible] লোকেই একত্রিত হইয়া সকল [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] দিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] ও [illegible] এক এক [illegible] এবং এক একজন [illegible] [illegible] জন্য [illegible] সামগ্রী [illegible] করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে সকলকে সমান জ্ঞান করা, সকলের নিকট নম্রতা স্বীকার করা ও পরস্পর [illegible] [illegible] [illegible]। * * *

ইহাদিগের মত অতিশয় [illegible] সঙ্কীর্ণ।

(১) [illegible] মহাত্মার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক্ষণে কেশব বাবুর [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] [illegible]।

" কালীকৃষ্ণ শশু খোলা, কোন লাজে নাই বাধা, বাঙ্গীর বিবাহ দিলা, তাহে নাহি উহা দেও। মন কালী কালী শশু খোলা বলেছেন । "

পাঠকেরা জানিবেন ব্রহ্মদর্শন, বৈরাগ্যসাধন, ব্রহ্মকে মাতা বলিয়া সম্বোধন, বহুদর্শিতা প্রভৃতি যাহাদিগকে কেশব বাবু এক একটী " নববিধান " বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কেহই নববিধান নহে, সকলেই পুরাতন বিধান, পূর্ব্বে এবং এক্ষণ কালের সকলই অসাধারণ লোক দ্বারা সাধিত হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। পাঠকেরা তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন বলিয়া তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় বিরত হইলাম। তবে কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরেরা নববিধানের দোহাই দিয়া যে সকল অদ্ভুত ও হাস্যজনক কার্য্য করিতেছেন, পাঠককে তাহার কতকগুলি বিবরণ দিব। তাহা প্রথমে কেশব বাবুর দলের পত্রিকা ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয় এবং পরে তাহা হইতে তত্ত্বকৌমুদী উদ্ধৃত করিয়া দেন। উদ্ধৃত হইতেছে।

নিশান পূজা।

" সায়ংকালে আরতির সময় একটী নূতন ব্যাপার সম্পাদিত হয়। সম্মুখে নববিধান অঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত হয় এবং তাহার নিম্নে বেদ, ললিত বিস্তার, বাইবেল, কোরাণ রক্ষিত হয়। [illegible] এই পতাকার চারিদিকে দণ্ডায়মান হন এবং হস্তে আলোক লইয়া আরতি ও চামর ব্যজন করেন। দৃশ্যটী অতি চমৎকার ও গম্ভীর হইয়াছিল। " * * *

কমলকুটীরের প্রাঙ্গণে জনগণ উপস্থিত হইলে আচার্য্যের উপর [illegible] পুষ্পবৃষ্টি ও গোলাপজল বর্ষণ করেন। সেখানে অনেকক্ষণ গান ও নৃত্য করেন। " * * *

সাধুর এক মাস অনশন।

" গত সংক্রান্তি হইতে তিন দিনের জন্য সাধু [illegible] কৌপীনের ব্রত অবলম্বিত হইয়াছে।

আচার্য্যের কৌপীন ধারণ এবং ভেক গ্রহণ।

" ৩১ এ চৈত্র মহোৎসবের দিন পূর্ণিমা ও শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়। তৎপূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে আচার্য্য মহাশয় (কেশব বাবু) মস্তক মুণ্ডন করেন। উৎসবের দিন প্রাতে প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র ভ্রাতৃগণের পদ প্রক্ষালন ও উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পা মুছাইয়া দেন। * * * তৎপরে আচার্য্য মহাশয় গৈরিক বস্ত্রের আলখাল্লা পরিয়া বেদীর আসন গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাদেশ কপোত অবতীর্ণ হউক বলিয়া উদ্বোধন ও যথারীতি আরাধনা ও ধ্যান করেন। আরাধনা প্রার্থনার পর [illegible] কৌপীন আনয়নে সংযত এবং ভিক্ষার ঝুলি [illegible] হস্তে ধারণ করেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র [illegible] হইতে তাঁহাকে [illegible] দেন, পরে উপাধ্যায় নববিধানের গৈরিক [illegible] আচার্য্য মহাশয়ের গলায় পরাইয়া দিলেন এবং আচার্য্য মহাশয় উপাধ্যায়ের ও ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ও ভাই অমৃতলাল বসুর ও ভাই অঘোরনাথ গুপ্তের ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গলে [illegible] দান করেন। * * * উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয় শুভ্র ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। তদবধি তিনি ভিক্ষাতে জীবনধারণ করিতেছেন। "

নূপুর পায়ে নৃত্য।

" উৎসবের শেষের রাত্রিতে সকলে পায়ে নূপুর [illegible] করিয়া গান ও নৃত্য করেন। ইহা এবার নূতনের সমাবেশ হইয়াছিল। বালক, যুবা বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করেন। "

খ্রীষ্টের হস্তে মনুষ্যের বিচার।

" পাপীদিগকে লজ্জা দিবার অনুকল্প করিবেন বলিয়া ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র সন্তান যীশুকে স্বর্গের প্রধান স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। কে কত বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ঐ স্থানে বিচারিত হইবে। পাষণ্ড, অবিশ্বাসী, ব্যভিচারী, ও সংসারাসক্ত কপটাচারীদিগের বিচার করিবার জন্য মহাপ্রভু ঈশা জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র আসনে আরূঢ় হইয়া [illegible] পুণ্যের মুকুট পরিধান করতঃ দক্ষিণহস্তে [illegible] দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় বিচারের বসিয়া আছেন। "

[illegible]।

নববিধানের সাতটী মূল মতের মধ্যে " [illegible] " একটী। " আত্মা আত্মা (অর্থাৎ ঈশ্বর) বলিতেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমার গবর্ণমেণ্ট। [illegible] তাহার জন্য [illegible] ভিক্টোরিয়াকে আমি নিয়োগ করিয়াছি। "

নববিধানের কেশব বাবুই মহা বিষ্ণু।

" আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আচার্য্য মহাশয় ইচ্ছা (নব) বিধানের একটি অংশ, তাহার অংশ এমন কি মহা বিষ্ণু। তিনিই ঈশ্বরের [illegible] ও বল প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন উহার সহিত একীভূত। তাঁহার উপদেশ ও মত সমুদয়েই আমরা সেই বিধান বলিয়া গ্রহণ করি। অতএব আমরা এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারি না, ইনি মোশা, ইনি বুদ্ধ [illegible], এবং ইনিই ব্রহ্ম সমাজের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট প্রচারক। "

পাঠক! অদ্য আমরা নববিধানীদিগের কেশব বাবুর এই সাধের বিবরণ শেষ হইল। এ স্থলে বলিয়া রাখা [illegible] কেশব বাবু [illegible] তাঁহার। যেমন এক নববিধান সৃষ্টি করিয়া [illegible] ও মুসলমানদিগের এমন কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] গ্রহণ করিবার জন্য, আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত করিবার [illegible] কৌশল জাল বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু এটি উনবিংশ শতাব্দী, সুতরাং আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি তিনি কিছুতেই তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন না। আরও দেখিতেছি যে, তিনি শীঘ্রই [illegible] নামে একটী পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া তুলিবেন। আমাদের দুঃখ এই, তিনি যাহা কিছু করিতেছেন তাহাতে [illegible] আছে; কিন্তু চক্ষু, কর্ণ, [illegible] মন ও আত্মা থাকিতেই [illegible] লোকে [illegible] কেন যে তিনি [illegible] করিতেছেন তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। [illegible] আমাদের এক একবার মনে হয় কেশব বাবু [illegible] অনেকগুলি " চিহ্ন " লোককে প্রদান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নানা খেলা খেলিতেছেন। তিনি নানা খেলাই খেলুন আর যাহা বলুন আমাদের আপত্তি নাই, [illegible] কিন্তু আমরা করযোড়ে তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা [illegible] নামে যে সকল খেলা [illegible] যে সকল খেলা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় [illegible] গ্রহণ করুন, [illegible] আর [illegible] কেশব বাবুকে [illegible] অনুরোধ করিতেছি।

[illegible]
২৮ এ বৈশাখ ১২৬৮ । শ্রী[illegible] দে।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ বৈশাখ সোমবার।

[illegible]

আমরা দেখিতেছি, [illegible] ভাষা লিখিবার [illegible] অন্যান্য মহাদেশের [illegible] স্থায়ী হওয়া উচিত।

[illegible] আছে [illegible] এই কথা, যদি [illegible] বিভিন্ন দেশ [illegible] কবি- [illegible] বিদ্যার্থিদিগের [illegible] লোকের [illegible] তুলিবে। বর্ত্তমানে একটী [illegible] হইতেছে। এই কথা কহিতে [illegible] ইংরাজী লোক অক্ষরে মুদ্রিত ও [illegible] এটা একটী অদ্ভুত কথা [illegible] সকলের এবং কবিগণ সম্বন্ধে [illegible] কিন্তু আমাদের মতামত লোককে [illegible] কথা আমরা বলি।

[illegible] মুদ্রিত বিজ্ঞাপন [illegible] অশিক্ষিত [illegible] আমরা তাহাদের [illegible] আমরা দেখিতেছি, আমাদের [illegible] কবিগণ বলেন। [illegible] শিক্ষিত [illegible] বর্ত্তমান [illegible] লোক অক্ষরে শ্রেণীর [illegible] ইহা শতকরা [illegible] করা [illegible] সংক্রান্ত [illegible] মুসলমান [illegible] কবিতে পারিবে।

আমাদের [illegible] পাকা লোক [illegible] কিন্তু [illegible] একটী [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] প্রাচীন [illegible] কবিবে [illegible] কিন্তু লোক [illegible] অক্ষরে [illegible] বিনি শ্রেণীর অক্ষরে [illegible]

অথবা শ্রেণীর অক্ষরে শিক্ষিত পুস্তকাদি প্রকাশ পাঠ করিবেন, তিনি উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। একপ কঠোর নিয়ম না করিলে আর [illegible] লোক অক্ষর প্রচলিত করিবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] কি এই কঠোর অথচ আইনের [illegible] করিবেন? যদি [illegible] না হন, তাহা হইলে লোক অক্ষরে শিক্ষিত শ্রেণীর আচার [illegible] পুস্তকগুলি [illegible] অক্ষর ও [illegible] আমাদের [illegible] নাই। পক্ষান্তরে, যদি কিছু [illegible] করা হয়, আমাদের [illegible] দেশ [illegible] সেই হেতু বিভিন্ন [illegible] হইতে [illegible] না থাকে, সে আইন সাধারণের [illegible] হয় না। [illegible] লাইবেরি [illegible] কারণ এই, [illegible] কিন্তু সম্ভব নাই [illegible] নাই।

[illegible] লোক অক্ষর [illegible] কাবিবে। [illegible] প্রচলিত করিবে। সেটী [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] লোক [illegible] অক্ষর [illegible] সেই [illegible] লোক [illegible] এই অক্ষর দেশমধ্যে [illegible] করিবে [illegible] নাই। লোক অক্ষর [illegible] সুবিধা [illegible] সুবিধা [illegible] সুবিধা সামান্য [illegible] শিক্ষার [illegible] স্বীকার করিতে পারেন, [illegible] অক্ষর [illegible] স্বীকার করিতে পারিবেন না [illegible] এই এক নিয়ম [illegible] কিরূপ যুক্তিসঙ্গত [illegible] পারিতেছি না।

[illegible] সম্ভাবনা আছে কি না?

এই কথাটী [illegible] আন্দোলন দেখিয়া আমরা কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। ১১ ই মার্চ্চ এথিনিয়ম নামক স্থানের লাইব্রেরীতে [illegible] সোসাইটী সভার একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে এই কথা উত্থাপিত হয় "অন্যান্য প্রাচীন জাতিদিগের যে রূপের দশা ঘটিয়াছে, ইংলণ্ডের সে দশা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না?" এই কথা লইয়া দুটী দল হয়। এক দল বলেন, অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় ইংলণ্ডের অধঃদশা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; আর এক দল বলেন যে সম্ভাবনা নাই। সভাপতি [illegible] ভাবে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, [illegible] লোকের [illegible] কালে এই ভাবে একটী কল্পনা করিয়াছিলেন যে [illegible] মনুষ্যের ন্যায় [illegible] হয়। কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন সকল জাতির অবস্থার [illegible] করিয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রাচীনকালের [illegible] জাতিই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। যদি আমরা প্রাচীন জাতিদিগের উন্নতি বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের বিষয় আলোচনা করি, তাহা হইলে [illegible] যে সম্পূর্ণ [illegible] তাহা প্রমাণ হয় না।

বক্তা [illegible] গ্রীস, রোম, চালডিয়া, মিসিরা, আসিরিয়া, বাবিলন, মেসপোটামিয়া, [illegible] আলোচনার উল্লেখ করিয়া শেষে এই বলিয়া [illegible] করিলেন যে ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ অতি প্রাচীন, [illegible] দেশের [illegible] হয় নাই, [illegible] জীবন মনুষ্য জীবনের ন্যায় বৃদ্ধি [illegible] প্রাপ্ত [illegible] করিয়াছে।

[illegible] বক্তা [illegible] আপত্তি [illegible] করিয়াছেন। তিনি বলেন, [illegible] শারীরিক [illegible] উঠে। [illegible] এবং [illegible] বক্তা আরো [illegible] উল্লেখ করেন যে, প্রাচীন জাতিরা [illegible] এক উৎসবের [illegible] হইয়া [illegible] পক্ষান্তরে, তিনি বলেন, [illegible] শারীরিক [illegible] হয় না, পরাক্রমশালী [illegible] আধ্যাত্মিক [illegible] করিয়া তুলিতেছে। [illegible] সরকারে উদারভাবে [illegible] করিয়া দিয়াছে। [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible] হইতেছে। প্রাচীনেরা যে বিধি ব্যবস্থা করিতেন, [illegible] লোকের উপরে তাহা খাটিত, কিন্তু অধুনা যে বিধি ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার সহিত বিস্তর লোকের সম্পর্ক

ঘটিয়েছে। প্রাচীনকালে কোন কোন রাজ্যে রাজশক্তির বিলোপ হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন অধিকাংশ লোকের জীবন, স্বাধীনতা, স্বত্ব ও ভোগ-সুখের সমধিক সম্মাননা করা হইয়া থাকে। গ্রেটব্রিটেন যে উন্নতিলাভ করিয়াছে, প্রাচীন জাতি সকলের সঙ্গে উন্নতির সহিত তাহার বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই উন্নতি প্রকৃত সৌভাগ্যশালিতার দ্বারা সুশোভিত এবং প্রকৃত দক্ষতার জনিত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বেশ-বিভূষিত। এই উন্নতি কেবল একমাত্র ইংলণ্ডের বিধি ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানে লক্ষিত হইতেছে এরূপ নহে, এই সাম্রাজ্যের অধিকৃত জিব্রালটার,মাল্‌টা, এডেন, সিলোন, ভারতবর্ষ, হংকং, সেরুয়াক, ভান ডিমেন্স ল্যাণ্ড, নিউ জিলাণ্ড, টাসমেনিয়া,নেটাল,কেপ কলোনী এবং নিউফাউণ্ড ল্যাণ্ড এই সকল স্থানেই লক্ষিত হইবে। বক্তা এইরূপ করিয়া উপসংহারে বলিলেন:—

ইতিহাস প্রাচীন জাতিদিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত দ্বারা পরিপূরিত বটে: কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদিগের এই উপদ্বীপ মধ্যে ধর্ম, প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী, জুরি দ্বারা বিচার, বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক মহত্ত্ব, বক্ষঃস্থল ও বাহুবল থাকিবে, তাবৎ ইংলণ্ড প্রাচীন জাতিদিগের ন্যায় বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইবে না।

অন্যদিকে কাপ্তেন কলচাম্‌স নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক পত্রে যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি ইংলণ্ডের সাংগ্রামিক দৌর্ব্বল্যের বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের সর্ব্বদাই সংগ্রামে নীতি অতি শোচনীয়। মধ্য আসিয়ায় যে মহাসংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে ইংলণ্ডের একজনও মিত্রলাভের সম্ভাবনা নাই। এক তুরস্ক মিত্র আছেন, কিন্তু তিনি অন্তঃসার শূন্য। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য ইউরোপীয় রাজগণের কোন প্রকার স্বার্থ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সংগ্রামকালে অন্য কোন রাজার সাহায্য লাভের আশা করা বিফল। অনন্তর তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্ত-পরিভ্রষ্ট হইলে ইংলণ্ডের প্রভুশক্তির হ্রাস হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ইংলণ্ডকে আত্মরক্ষার্থ আপনার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার আত্মরক্ষার সুবিধা নাই। কাপ্তেন সাহেব এই হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন:—

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইংলণ্ডে অভিজাত-তন্ত্রই প্রধান। ইহা সমুদায় শ্রেণীর স্বত্বের তুলাদণ্ড রক্ষার অন্তরায়। যাঁহারা ধনিশ্রেণী তাঁহারা মনে করেন, অর্থ সাহায্য দান ভিন্ন রাজ্যের প্রতি তাঁহাদের অপর কর্ত্তব্য নাই। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যেই আসক্ত, তাহারা যুদ্ধকার্য্যকে আপনা দেশের উন্নতিপথের কণ্টক বিবেচনা করেন। অন্য অন্য রাজ্যে মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই সৈনিককার্য্য করে, কিন্তু ইংলণ্ডে সে রীতি নাই। তাহার পর যে শ্রেণী আছে, তাহাদের কোন সম্পত্তি নাই। ১৮৭৭ অব্দে গণনা করিয়া দেখা হইয়াছিল, ১৮০০০০০০ লোক অতি কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, আর ১৫০০০০০ লোক অতি দরিদ্র। তাহাদিগকে সাহায্য দান করা আবশ্যক হয়। প্রস্তাব-লেখকের অভিপ্রায় এই, এই নিকৃষ্ট শ্রেণীই যুদ্ধ-কালের প্রধান অবলম্বন। এই শ্রেণী কেবল অর্থ বিষয়ে নয়, ধর্মনীতি ও শারীরিক বল বিষয়েও দরিদ্র। কাপ্তেন কলচাম্‌স এইরূপে ইংলণ্ডের সাংগ্রামিক দৌর্ব্বল্য গণনা করিয়াছেন।

এখন পাঠক। চমৎকার দেখুন, এক দল ইংলণ্ডের অনন্তকাল স্থায়িতার আশা করিতেছেন; আর এক দল এখনই উহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে,এই গণনা করিতেছেন। যাহা হউক, আমরা এই প্রস্তাব দুটি পাঠ করিয়া বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। যাঁহারা ইংলণ্ডের অনন্তকাল স্থায়িতার আশা করিতেছেন, তাঁহারা অতি সাহসী সন্দেহ নাই। যাহা কখন হয় নাই, হবে না, তাই হবে বলিয়া তাঁহারা উল্লাসিত আছেন। তাঁহারা প্রকৃতির গতি যথারীতি দর্শন করেন নাই। কাল সুস্থির নয়। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লইয়া সদা ব্যতিব্যস্ত। তিনি কাহাকে,ভাঙ্গিতেছেন, কাহাকে গড়িতেছেন। একের চির উন্নতি দর্শন তাঁহার সহ্য হয় না। বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে একটী বচন এই।

অনাদিনিধনঃ কালোকালঃ সর্ব্বগঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং সকালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কালের আদি নাই অন্ত নাই, তিনি অতি ভয়াবহ, সকলকে আকর্ষণ করেন। সর্ব্বভূতের লয় করেন বলিয়া তাঁহার নাম কাল।

বিষ্ণুপুরাণে আছে:—

যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন নীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥

যাঁহারা এই জগতে ক্ষমতাশালী, সৃষ্টিসংহার করিতে পারেন, তাঁহারাও কালে লয়প্রাপ্ত হন, যে হেতু কাল বলবত্তর।

এই সকল বচনের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইংলণ্ডের কখন অবনতি হইবে না, এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় না। আমরা ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারিতেছি, যে সকল ব্যক্তি বা জাতির অন্য হইতে পরাভব বা বিনাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল না,তাহারা গৃহবিচ্ছেদে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দুর্য্যোধন ও যদুবংশ তাহার প্রধান প্রমাণ। বিলাসসুখভোগ ও গৃহবিচ্ছেদের প্রশ্রয় হইবে, তাহা ত কেহ মনে করে নাই। গৃহ-বিচ্ছেদই যদুবংশেই উহা নিহত হইল। তদন্তর জিতে প্রভাবশালী রোমকে যে উচ্ছন্ন করিবে,কাল ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু সেই রোমকদিগেরও গৃহবিচ্ছেদে ক্ষয় আরম্ভ হয়। কাল ইংলণ্ডেও সেই গৃহ-বিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছেন। কন্সরভেটিভ ও লিবরাল দ দলাদলিই সেই বীজ। এখনই আমরা ঐ উভয় দলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইতেছি। এ বিদ্বেষ যখন নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিবে, ন্যায় সীমা অতিক্রম করিবে, সেই সময়েই ইংলণ্ড উৎসন্ন যাইবে। যদি বল, ইংলণ্ডের লোকেরা ক্রমেই অতিশয় বিদ্বান হইতেছেন, তাঁহাদের জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, তাঁহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিতেছেন, তবে কেন তাঁহারা আপনাদের বিনাশপথ আপনারা প্রস্তুত করিবেন? আমরা বলি বিধাতা এরূপ সৃষ্টি নয়, তিনি মানুষের মনকে এরূপে সৃষ্টি করেন নাই যে বিদ্যাশিক্ষা মানুষের স্বাভাবিক দোষের উন্মূলন করিতে পারে। যখন স্বার্থ-বিপর্য্যয় ঘটিবে, তখন বুদ্ধিও বিপরীত হইবে। পাঠক এখনই দেখুন, ইংলণ্ড সকল সময়ে ন্যায়পথে চলিতে পারেন না। এখনও ন্যায়ের দিকে যেকিছু দৃষ্টি আছে, যখন পরস্পরের স্বার্থ ঘোরতর প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন আর তাহা থাকিবে না, সকলে অন্ধ হইয়া যাইবে।

যে সভায় ইংরেজী সভার সভাপতি জন ব্রাইট উচ্চতাকে প্রাচীন জাতি সকলের উচ্ছেদ-কারণ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেটী যথার্থিক নয়। রোম ও গ্রীসে জলবায়ুর উষ্ণতা ছিল না। জলবায়ুর উষ্ণতা যদি বাস্তবিক বিনাশের কারণ হইত, তাহা হইলে যে যে উষ্ণপ্রধান দেশ প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মূলেই উন্নতি হইত না। আর বক্তা স্বমত সমর্থনার্থ ভারত ও চীনদেশের যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইতেছে না। ভারতের কি সেই প্রাচীন উন্নত অবস্থা আছে? উহা কি ক্রমে অধঃপাত হয় নাই? ইংলণ্ড এখন যে অবস্থায় আছে উহা যদি ভারতের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের না থাকাই কি শ্রেয় নয়? চীনদেশেরও প্রায় এই ভারতের দশা।

[illegible]

যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থানেই আমোদ উঠিয়াছে। [illegible] লোকের স্বার্থ, স্বত্ব, স্বাধীনতা ও [illegible] দূরতর নষ্ট করিয়াছে এবং অন্যায় ও পক্ষপাতিতা-

[illegible] প্রজাগণের বিপক্ষে ... [illegible] করিয়াছে। রাজা, রাজ- [illegible] যে [illegible] তাহা বুঝিতে পারেন না। [illegible] রাজভক্তি ও অনুরক্ত-হৃদয় [illegible] কখন বুঝেন না। [illegible] প্রজাগণ সর্ব্বদাই [illegible] ছিল। কিন্তু [illegible] [illegible] নিহিলিষ্টদিগের বলবীর্য্য উত্তরোত্তর [illegible] অধিক, সুতরাং তাহারা প্রজা- [illegible] আপনাদিগের স্বত্ব, স্বাধীনতা ও অধি- [illegible] একবারে বিশেষ ব্যাপৃত হইয়াছে। [illegible] সমাজ ও রাজবিপ্লব করিতে কঠিন, [illegible] করিতে কঠিন, কিন্তু একটী সমুচিত [illegible] না। সভ্যদেশের লোকে [illegible] [illegible] তত বলবীর্য্যশালী নয়; সুতরাং তাহাদের বিবেচনা ও সাবধানতা অধিক, তাহারা [illegible] পদের পথিক হইয়া স্বাতন্ত্র্য সাধনের পারিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়

দেখাইবার জন্য, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত নানা কৌশলের খেলা খেলিতেছেন! তাঁহারা যে চাকুরী খেলিয়া চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন, উহা কখন চাপা থাকে না। উহা একদিক দিয়া ফাটিয়া বাহির হয়। ক্রমে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে।

রুষসম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার স্বদেশে নিহিলিষ্ট দলের উচ্ছেদের চেষ্টা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, শেষে আপনি তাহাদের কোপে পড়িয়া হত হইলেন। নিহিলিষ্ট দলের কার্য্যসম্পাদক কমিটী সম্প্রতি বর্ত্তমান সম্রাট তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে সম্বোধন করিয়া এক ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কাজটী কেমন ভয়ানক এবং নিহিলিষ্ট দল যে কেমন ভয়ানক তাহাও পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঘোষণাটী এই:—

"মহারাজ! চাটুকারদিগের বাক্যে প্রতারিত হইবেন না। রাজহত্যা রুষিয়ায় প্রসিদ্ধ। ছটী কথা আছে এক অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব, [illegible] বিনাশ দ্বারা উহাকে নিবারণ করিবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রজার ইচ্ছায় সম্মতি দান [illegible] উহার নিবারণ হই- তেছে না। অতএব আপনি দেশের স্বার্থ রক্ষার [illegible] হউন, যথা সৈন্য দ্বারা নিবারণ করুন [illegible] দেশ নষ্ট [illegible] ভয়ঙ্কর [illegible] তাহা দূর করুন। কার্য্যসম্পাদক কমিটী মহারাজকে এই [illegible] দ্বিতীয় উপায় অব- লম্বন করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যখন প্রজাগণ [illegible] যোদ্ধাদিগের কার্য্য করিতে বিরত হইবে এবং প্রজাদিগের স্বত্বরক্ষা বিষয়ে আপনার হিতাহিত বিবেচনায় যে উপদেশ [illegible] বিষয় যখন চিন্তা করিবেন তখন আপনি নিহিলিষ্টদিগকে বিদায় দিতে পারিবেন। উহারা গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করিতেছে। আপনি আপনার শরীর রক্ষি সৈন্যদিগকে বিদায় দিতে এবং ফাঁসীকাষ্ঠ দগ্ধ করিতে পারিবেন। তখন কার্য্য- সম্পাদক কমিটী আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবে এবং কমিটীর যে সকল সৈন্য সংগৃহীত আছে তাহাদিগকে বিদায় দিবেন ও জাতীয় উন্নতি ও দেশের মঙ্গলের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। তখন আর অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকিবে না। অত্যাচার করা আপনার কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর অপ্রীতিকর। তবে অত্যাচার ঘটিয়া উঠে। অতএব এক শতাব্দীর শাসন-দোষে যে অবিশ্বাস ও আমাদিগের মনে যে সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া আপনার মতানুবর্ত্তী হইব তখন যে শক্তিতে জাতীয় চেষ্টা উৎপাদন করিয়াছে আপনি তাহার প্রতিনিধি এ কথা আমরা বিস্মৃত হইব। আমরা আপনাকে বিনয়সহকারে জানাইতেছি যে, আপনার মনে যে বিরুদ্ধভাব ও বিদ্বেষ ভাব আছে, তাহা আপনার প্রকৃত কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত যেন না করে। আমাদের পক্ষেও ক্রোধের যথার্থ ও মহৎ কারণ আছে। আপনি আপনার পিতাকে হারাইয়াছেন কিন্তু আমরা আমা- দিগের পিতা, ভাই স্ত্রী সন্তান বন্ধু ও সম্পত্তি হারাইয়াছি। যখন রুষিয়ার মঙ্গল লইয়া কথা, তখন আমাদিগের মনে যে বিদ্বেষ ভাব আছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতেছি এবং আমরাও এই আশা করি যে আপনিও তাহা পরি- ত্যাগ করিবেন। আমরা নতির কোন নূতন সর- তের কথা কহিতেছি না। ইতিহাসে বিপ্লব সময়ে যে সরতের কথা পাঠ করা যায় আমরা কেবল তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমাদিগের মতে সে সরত দুটী—(১) রাজনীতি সম্বন্ধে যাহারা পূর্ব্বে অপরাধী হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি সাধারণে ক্ষমা প্রদর্শন, কারণ তাহারা বাস্তবিক দোষী নয়, তাহারা কেবল স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া ছিল।—(২) রাজ্যে যে সকল আইন আছে, জাতীয় ইচ্ছানুসারে তাহার সংস্কার করিবার নিমিত্ত রুষিয় প্রজাগণের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করা আমরা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি যে, প্রজাদিগের ইচ্ছানুসারে নিম্নলিখিত রীতিতে নির্ব্বাচন ক্রিয়া দ্বারা প্রধান প্রভুশক্তি স্থাপন করেন—(১) প্রজা সংখ্যার অনুসারে কাহাকেও বাদ না দিয়া সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার প্রজাগণের প্রতিনিধি নিয়োগ করা (২) যাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে তাহাদিগের উপরে নির্ব্বাচনের কোন প্রকার সীমা ও বাধা নির্দ্দেশ না করা। গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত স্বত্বগুলি প্রজাদিগকে প্রদান করিবেন। মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; বক্তৃতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; এবং প্রকাশ্য সভা করিবার সম্পূর্ণ স্বত্ব; এই গুলি রুষি- য়াকে নির্ব্বিবাদে উন্নতপথে লইয়া যাইবার উপায়। অতএব আমরা মাতৃভূমির এবং সমুদায় পৃথিবীর সমক্ষে শপথ পূর্ব্বক এই ঘোষণা করিয়া দিতেছি যে আমাদিগের দল সম্মান পূর্ব্বক জাতীয় সভার মীমাংসার অধীনতা স্বীকার করিবে, যদি ঐ জাতীয় সভা উল্লিখিত নিয়মানুসারে সমাহূত হয়। আমরা এ কথাও বলিতেছি এই প্রজা-প্রধান পার্লি- য়েণ্ট সভা দ্বারা যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার রুদ্ধে কোন নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া দোষী হইব না। অতএব মহারাজ এ বিষয়ের মীমাংসা করুন, আপনার সম্মুখে এই দুটী পথ উপস্থিত। ইহার অন্যতর যে পথ অবলম্বন করা আপনার ইচ্ছা হয় করুন। তবে আমরা কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে রুষিয়ার মঙ্গল হয় আপনার হিতাহিত বোধ ও বিবেচনা তাহাতেই নিয়োগে আপনাকে সমর্থ করিবে। সেটী মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য ও আপনার পদের সেটী অনুরূপ তাহা করিবেন।"

কলিকাতা ছোট আদালতের ১৮৮০ অব্দের কার্য্য বিবরণ।

অন্যায় নিবারণের জন্য আইন ও আদালত। এই আইন আদালত যত কঠোর হইতেছে, বঙ্গদেশে মকদ্দমার সংখ্যাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। এই ঘটনা নিবন্ধন বাস্তবিক আমরা শঙ্কিত হই- য়াছি। দেশে অত্যাচারের স্রোত ক্রমে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ইহা দেখিয়া স্বদেশের হিতৈ- চিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেই যুগপৎ দুঃখ ও চিন্তিত হইতে- ছেন। এই মকদ্দমার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে লোকের মনে যে আশা ও নিরাশা জন্মিবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। আদালতে বর্ষে বর্ষে যে মকদ্দমা উপস্থিত হয় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় তাহার অর্দ্ধেক লোক অত্যাচরিত হইয়া ও অর্থ কুচ্ছ্রতা, আদালতের কষ্ট ও অনর্থক অর্থব্যয় নিবন্ধন মকদ্দমা করে না। ফলত মকদ্দমার আধিক্যই দেশের অবনতির অন্যতর একটী কারণ।

১৮৮০ অব্দে কলিকাতা ছোট আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বিগতবর্ষে এই সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

১৮৭৮-৭৯ অব্দে ৩৭৩৬৩ ও ১৮৭৯ অব্দে ৩৭১ ৯ মকদ্দমা উপস্থিত হয় কিন্তু বিগত বর্ষে ৩৫৩০৪ মকদ্দমা রুজু হইয়াছিল সুতরাং এ হিসাবে বিগত বর্ষে তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১১৯৫ মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এক দিকে যেমন সংখ্যাতে হ্রাস হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি অধিক দাবির মকদ্দমা বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পাঁচ শত হইতে হাজার টাকা দাবির ৩৭ টী মকদ্দমা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যে সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, তৎসমুদায়ের দাবী ১২৩০ টাকা মাত্র ছিল। তদ্ভিন্ন দশ টাকা দাবীর ১০২৭ ও দশ হইতে ৫০ টাকা দাবির ৯৪৩ মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে যে সমস্ত মকদ্দমা রুজু হয় তৎসমুদয়ের দাবী ১৮১৯৯১৪ টাকা ছিল কিন্তু বিগত বর্ষে উহার সংখ্যা হ্রাস হইয়া ১৭৭০০৩৬ টাকা হইয়াছে।

১৮৭৯ অব্দের ১৪৮৪ নম্বর মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে বাকী ছিল। উহা সমেত ১৮৮০ সালে ৩৬৭৮৮ নম্বর মকদ্দমা বিচারার্থ থাকে। উহার মধ্যে ৩৫৮০০ নম্বরের ঐ বর্ষেই বিচার হয়, অবশিষ্ট ১২৮৮ বর্ত্তমান বর্ষে নিষ্পত্তি হইবার জন্য আছে।

১৮৮০ অব্দে যে সকল মকদ্দমা হয় তাহার অধিকাংশই স্থাবরাদি ক্রয় বিক্রয় ঘটিত। উক্ত বর্ষে এই মকদ্দমার সংখ্যা ১৩৮১৪ ও তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১৪৪৮১ এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরে ১৪৫১০ ছিল। ৫৭৯৫ লিখিত চুক্তির মকদ্দমা, ৯৮০৩ বেতন ও কাজ কর্ম্মের দরুণ প্রাপ্য টাকার মকদ্দমা, ৩২৭১ বাচনিক চুক্তির মকদ্দমা, ৩৭২৭ মকদ্দমা রেণ্ট বন্ড নিয়মানুযায়ী নহে, ১৯২ রেণ্ট বন্ড নিয়মানুযায়ী। উহার মধ্যে ৬ টী মানহানি ক্রোক ও ২৪৬ ক্রোক খরচাদের নালিশ ১২৯৯ অভিযুক্তদের, ৮৩ টী জাহাজের মাল বোঝাই ঘটিত, ৩৬৬ দেনা পাওনা সংক্রান্ত, ১৮৩৬ মকদ্দমা যাহার বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হয় নাই। ১৮৭৪ অব্দের লিমিটেশ আক্ট অনুসারে কার্য্য হওয়াতে বিগত বর্ষে ১১৩১৬ কোর্ট মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন ৭৯ বর্ষে ও তৎ তৎ পূর্ব্ব বর্ষে যে সকল মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহাতে বাদীর অধিক পরিমাণে জয় হইয়াছে। ১৮৭৮-৭৯ অব্দে বাদীর অনুকূলে সংখ্যা ৮১৩৬ ১৮৭৯ অব্দে ৮১৭৪ ও ১৮৮০ অব্দে ৮০৭৮ মকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছে।

বিগত তিন বৎসরে যত মকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিলাম। যথা,—

যেরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে	১৮৭৮	১৮৭৯	১৮৮০
বিচারে বাদীর অনুকূলে	৮১৬২		
বাদীর অনুকূলে একতরফা ডিক্রী	৮১০৯	৬৯	৬৪
মধ্যস্থতা দ্বারা মীমাংসা	১৬৭০	৩৪	৩০৬
বিচারের পূর্ব্বে অগ্রাহ্য	২০২৬	২৩১৭	২৩৪৪
বিচারের পরে অগ্রাহ্য	১৪২১	১০০৮	১৩০৩
বাদীর দোষে অগ্রাহ্য	৩৩৪৮	৩০২৪	৩৯৮৩
মোট	৩৭৪২		
	বাদীর অনুকূলে ৬৮০১	বাদীর প্রতিকূলে ৬৮৭৯	বাদীর অনুকূলে ৬৮৭৭

এই সকল মকদ্দমার জন্য প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের ২১৭৪৩২ টাকা আয় ও বিচারপতিদিগের বেতন প্রভৃতিতে ১৬৪৫৩০ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৭৮-৭৯ অব্দে যে সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় খরচ বাদে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ৮১১০৩ টাকা ১৮৭৯ অব্দে ৭১৩১৩ এবং বিগত বর্ষে ৭১২০৩ টাকা আয় হইয়াছে।

উপরি উল্লিখিত হিসাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, ১৮৭৮। ৭৯ অব্দ অপেক্ষা ৭৯ ও ৮০ অব্দে মকদ্দমা সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে সুতরাং উহার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়েরও কথঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এই হ্রাস বৃদ্ধি যেরূপ তাহাতে আমাদিগের আশঙ্কার কারণ নাই—প্রত্যুত আনন্দেরই কারণ অধিক। কারণ অল্প দাবির মকদ্দমার সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে অথচ গবর্ণমেণ্টের তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাও অধিক নহে।

তাঁহারা বলিয়াছেন ছোট আদালতের সীমা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে মকদ্দমা বৃদ্ধির যেরূপ সম্ভাবনা আছে তাহাতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্বতন্ত্র একটী আদালত পুনঃ প্রস্তুত করা আবশ্যক হইবে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিম্ন-শ্রেণীস্থ এক্‌জিকিউটিব কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে একটী নূতন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সব ডেপুটী ও কানুনগোরাই এই শ্রেণীর লোক। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব এই পদের সৃষ্টি করেন। বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এক্ষণে উহার সংশোধন মাত্র করিতেছেন। তিনি যে নিয়ম করিতেছেন তাহাতে এই ছই শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা জেলার বন্দোবস্তে না হইয়া কমিশনর দিগের বিভাগীয় বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইবেন। কমিশনরেরা জেলার প্রয়োজনানুসারে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। কোন জেলায় কার্য্যের ভীড় পড়িলে যে স্থানে কাজ কম থাকিবে কমিশনর সে স্থান হইতে তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে পাঠাইতে পারিবেন।

সব ডেপুটী কালেক্টার ও কানুনগোরা পূর্ব্বে যেমন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতেন অতঃপর ফৌজদারী মকদ্দমার তত অধিক পরিমাণে বিচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা বিভাগীয় কমিশনরের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না।

জেলার ট্রেজারির ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে নিয়মিত কার্য্য করিতে হইবে। সব ডেপুটীদিগের দ্বারা কাজ করাইতে পারিবেন না। সব ডেপুটী কালেক্টারেরা কোন সময়ে ট্রেজারির কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হইবেন না। এই সকল কারণে সব ডেপুটী কালেক্টারদিগের কার্য্যও অনেক কমিয়া যাইতেছে সুতরাং সেই কারণে তাঁহাদিগের সংখ্যারও হ্রাস করা হইতেছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্থির করিয়াছেন ভবিষ্যতে ৭৫ টাকা বেতনের ২৭ ও ৫০ টাকা বেতনের ৫০ জন কানুনগো রাখিবেন এবং ২৫ টাকা বেতনের কানুনগো শ্রেণী একেকালে উঠাইয়া দিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে নিম্ন লিখিতরূপ কানুনগো ও সব ডেপুটী রাখিবেন যথা—

বিভাগ সব ডেঃ এখন রহিয়াছেন কানুনগো এখন রহিয়াছেন

	পরে থাকিবেন		পরে থাকিবেন	
বর্দ্ধমান	১১	১১	১০	১৪
প্রেসিডেন্সি	১৪	১৩	১৩	১১
রাজসাহী	৭	৭	৩	৮
ঢাকা	৯	৭	১০	১১
চট্টগ্রাম	৪	২	৪	৬
পাটনা	১১	১৩	১৩	১৩
ভাগলপুর	১০	১০	৮	১১
উড়িষ্যা	৪	৩	২	২
ছোটনাগপুর	২	৮	২	২
মোট	৭১	৭২	৬৭	৭৩

নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কানুনগো ও সব ডেপুটীর সংখ্যা কমাইলে মাসিক ১২৮৭৫ টাকা

ব্যয় হইবে। এখন এই খাতে [illegible] টাকা আছে। অপরাধী কয়েদীর সংখ্যা যখন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে তখন বেশ বুঝা যাইতেছে এই সকল কার্য্যে অধিকতর লোক নিযুক্ত করাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য।

অনেক সময় স্ত্রীলোকদিগকে অন্দর মহল হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিবার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে সমস্ত হিন্দু-সমাজের মধ্যে হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট এ বিষয় সংক্রান্ত অভিপ্রায় চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। দেখা যাউক তিনি এ বিষয়ে কিরূপ বিচার করেন। একটী বড় দুঃখের বিষয় এই যে, জেলার জন্য যে সকল স্ত্রীলোককে ধৃত করা হয় তাহাদিগকে সমান [illegible] রাখা হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক দেওয়ানী বা ফৌজদারী জন্য [illegible] জেলখানায় আবদ্ধ থাকে, তাহাদিগের প্রকৃতি অতি নীচ, এবং চরিত্র ও দুষ্ট, তাহাদিগকে এই নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের কাজ করান হয় কিন্তু [illegible] যদি কোন ভদ্র মহিলা ধৃত হন তাহা হইলে তাঁহাকে কি ঐরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করা ও তাহাদিগের সহিত তাঁহাদিগকে হাড় ভাঙ্গা কাজ করান সভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২০ এ এপ্রেল। [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] অনুরোধ করা হইয়াছে।

[illegible] নিযুক্ত হইয়া [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা মে। [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] অত্যন্ত [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সম্মত হইয়াছে।

[illegible] উপস্থিত হইয়াছে।

আলজিরীয়া [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] জিলা [illegible] দক্ষিণ [illegible] ভূমি [illegible]

[illegible] আইনের পাণ্ডুলেখ্য যেরূপে করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ষ্টাফোর্ড সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে ভূমি বিষয়ক বিবাদের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

আলজিরীয়া ১৮ই মে। ফরাসী সৈন্যেরা [illegible] নামক বন্দর অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা মে। [illegible] বলিয়াছেন, গ্রীসের সহিত তুরস্কের সীমা-সংক্রান্ত গোলযোগের যেরূপে মীমাংসা হইবার প্রস্তাব হইতেছে গ্রীস তাহাতে সম্মত হইয়া এক পত্র প্রদান করিয়াছেন।

কমন্স সভায় আয়র্লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য পঠিত হইয়া এক দিবস হইয়া গিয়াছে। লর্ড একো ঐ পাণ্ডুলেখ্য অগ্রাহ্য করিবার জন্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। [illegible] তাঁহার পোষকতা করিবেন।

[illegible] তাঁহাকে জ্ঞানবান ও উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া [illegible] পার্লিমেণ্ট কর্ত্তৃক ভিন্ন [illegible] আইনের পাণ্ডুলেখ্য সভায় সমর্পণ করিয়াছেন।

[illegible] আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা করাতে ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মে। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট [illegible] নামক স্থানে বক্তৃতাকালে গবর্ণমেণ্টের [illegible] নিন্দা করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের চিফ সেক্রেটারি [illegible] ধৃত করিতে আদেশ দেওয়াতে রক্ষণশীলেরা কমন্স সভায় তাঁহাকে নিন্দা করিবার জন্য মত গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

এথেন্স ৬ ই মে। তুরস্ক গ্রীসকে সীমাপ্রদেশের যে যে স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন সেই সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য গ্রীস আপনার সৈন্যদিগকে যাইতে আদেশ দিয়াছেন।

[illegible] নামক [illegible] এক [illegible] কর্ম্মচারী ও ১১০ জন অন্যান্য লোক হত হইয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই মে। [illegible] হইয়াছে। [illegible] অনুকূলে মত প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] ৬ ই মে। [illegible] জন্য [illegible] হইয়াছিলেন।

বিবিধসংবাদ।

[illegible] পক্ষ হইতে [illegible] উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

পাটনা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট জরিপ করিবার আদেশ দিয়াছেন। গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর উপর সেতু প্রস্তুত করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়রগণ স্থান নির্ণয় করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছেন।

মাদ্রাজের একজন ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট সস্ত্রীক হইয়া স্ত্রীলোকের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করাতেও তিনি তাহা না শুনিয়া গমন করেন, শেষে নিজের বে-আইনি কার্য্যের জন্য নিজে নিজের ৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

আলীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট লেক সাহেব সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে, পুলিশ তাঁহার নিকট বিচারের জন্য যে সকল মকদ্দমা পাঠাইবেন সে সকল মকদ্দমায় আসামী উকীল মোক্তার নিযুক্ত করিলে তিনি তাঁহাদিগকে মকদ্দমার তদ্বির করিতে দিবেন না। এই কারণে উকীল মোক্তারেরা একত্র হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন।

ক্যাম্বেল সাহেব সিংহাসনচ্যুত গুইকবারের(?) প্রতি [illegible] সাহেবের কুব্যবহারের কথা গবর্ণর জেনারেলের গোচর করাতে তিনি ইহার প্রতীকার করিবেন বলিয়াছেন।

সিমলায় গবর্ণমেণ্ট আপীসের দরিদ্র কেরাণীরা যাহাতে গাড়ীভাড়া পান তজ্জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল তাহা না শুনিয়া এই নিয়ম করিয়াছেন যে চারি শত টাকার অধিক বেতনের কর্ম্মচারীরা সিমলা গমনের ব্যয় [illegible] টাকা ও যাঁহারা চারি শত টাকার কম বেতন পান তাঁহারা [illegible] টাকা পাইবেন। পরিবারাদি লইয়া যাইবার ব্যয় পাইবেন না।

এইরূপ শুনা যাইতেছে বিলাতের কতকগুলি লোক বিদ্রোহোত্তেজনার উদ্দেশে কাগজ ছাপাইয়া বাঁশের চোঙের মধ্যে দিয়া নানা স্থানে সেই সকল কাগজ প্রেরণ করিতেছে।

কলিকাতা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া কোম্পানিকে দিতেছেন। ৯৯ বৎসর মেয়াদ থাকিবে। এই ৯৯ বৎসর গত হইলে পর উক্ত রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের হইবে। আর যে মূল ধনে সেই কোম্পানি এই রেলওয়ে করিবেন গবর্ণমেণ্ট ৩০ অথবা ৫০ বৎসরের পরে যদি তাহার [illegible] ১০০ টাকা অধিক দিয়া ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কোম্পানিকে উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

কুমেশে(?) এক ব্যক্তি সীসের অক্ষরের ন্যায় কাঁচের অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা দ্বারা পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। ইহা বেশ শক্ত।

কলিকাতা টাউনহলে মৃত রামগোপাল ঘোষের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কোন প্রকার সমারোহ হয় নাই।

রুশের বর্ত্তমান সম্রাটকেও হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইতেছে। সেদিন নিকোলাই কিয়ালবিস নামক এক ব্যক্তি সম্রাটকে বধ করিবার জন্য বোমা প্রস্তুত করিয়াছিল, নিহিলিষ্টদের আর এক ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম গোঁপ ও দাড়ি প্রস্তুত করিয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতে ছিল কিন্তু উভয়ে উভয়েই ধৃত হইয়া স্ব স্ব দোষ স্বীকার করিয়াছে। নিহিলিষ্টেরা যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে তদভিপ্রায়ে চতুর্দ্দিকে প্রহরী ও কসাক সৈন্যগণ নিয়োজিত রহিয়াছে। নিহিলিষ্টেরা যাহাতে সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদ দ্বারা বাটী নষ্ট করিতে না পারে ইঞ্জিনিয়রগণ তাহার উপায় করিতেছেন। রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বসান হইতেছে। সেণ্টপিটার্সবর্গের চতুর্দ্দিক এখন এরূপে রক্ষা করা হইতেছে যে তথায় কি নিহিলিষ্ট কি অপর ভদ্রলোক কেহই প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। তথাপি সম্রাটের বালিসের নিম্নে ও কামরার ভিতরে এই মর্ম্মের পত্র পাওয়া গিয়াছে যে তাঁহার [illegible] নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের হস্তে [illegible] তিনি [illegible] প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না করেন তাহা হইলে তিনি [illegible] জন্য [illegible] চেষ্টা করিলে এবং [illegible] মধ্যে [illegible] তাঁহাকে হত্যা করা হ[illegible]।

[illegible] চিঠি পত্র [illegible] ও [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়া [illegible]।

[illegible] নামক [illegible] ২২৫০০০ টাকা দাম [illegible]।

আমাদের চন্দননগরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "এখানকার [illegible] সাহেবের মৃত্যুকালে [illegible] সাহায্যার্থে যে [illegible] এক [illegible] টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, [illegible] এপর্য্যন্ত [illegible] কথা ছিল, সম্প্রতি [illegible] অধিবাসীদের অনুমত্যনুসারে উক্ত টাকা [illegible] "[illegible]" অর্থাৎ এখানকার [illegible] সমাজের [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে যাহা আয় হইবে, তাহা ছাত্রদিগের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে।

গত ১৪ ই বৈশাখ [illegible] ঘোষ নামক এক যুবক সুরাপান করিয়া [illegible] এক ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রবেশ করিয়া গোলমাল করাতে বিচারে এক মাস কারাবাস হইয়াছে। এব্যক্তি প্রথম অপরাধী সেই কারণ দণ্ড লঘুতর হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রে চুচুড়ার শ্রী [illegible] ও কেদারনাথ দাস উভয়ে এখানকার [illegible] বাজারের এক বেশ্যালয়ে সুরাপান করিয়া মারপিট করাতে, বিচারে প্রত্যেকের দুই মাস মেয়াদ ও বত্রিশ টাকা জরিমানা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আর কিছু না হউক সুরাপান করিতে উত্তম শিক্ষা হইয়াছে!!! [illegible] সাহেব বাহাদুর এক নূতন [illegible] তিন জনেই [illegible] হইয়া [illegible] আপিল করিয়াছে, দেখা যাউক সেখানে কি হয়।

এত দিনের পর এখানকার হাঁসপাতাল মেরামত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদর্থে গবর্ণমেণ্ট [illegible] হাজার টাকা দিয়াছেন। এবিষয়ে এখানকার প্রসিদ্ধ ও [illegible] ডাক্তার [illegible] সাহেবই প্রধান উদ্যোগী। ইঁহারই যত্নে নূতন হাঁসপাতালের নিমিত্ত বাটী প্রস্তুত হয়, এবং এই মহাত্মাই উদ্যোগী হইয়া উহার মেরামত করিতেছেন।

অদ্যাপি বৃষ্টি না হওয়াতে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে, প্রাতঃকালে ৮ টার পর ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। শীতলা কাহাকেও ছাড়ে নাই। [illegible] বেশী টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা শমন সদনের অতিথি হইতেছে!

রুশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত নিহিলিষ্ট হইয়াছে। অতি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরাও অভিপ্রেত সাধনের জন্য [illegible] পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এই দলের কর্মীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছে। সে দিন সোফি পিরোভস্কি নামক এক সম্ভ্রান্ত রমণী রুশ-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে [illegible] উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া [illegible] সেই সময়ে তিনি তাঁহার [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] উক্ত প্রকার ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা জেলিয়াবফ নামক এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার পত্নীর ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। [illegible]

ডাইরেক্টর অব [illegible] সেক্রেটারির সহকারী বাবু [illegible] ঘোষ [illegible] সংক্রান্ত আইনের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন বিষয়ে বিশেষ [illegible] করেন [illegible] গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে [illegible] শত টাকা পুরস্কার দানের আদেশ দিয়াছেন।

চিলি নামক স্থানের ভূমিকম্পে ৮ হাজার লোক হত ও ১০ হাজার লোক আহত হইয়াছে।

চিলি নামক স্থানে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় তাহাতে পাঁচ হাজার লোক হত হইয়াছে এবং ৬০ হাজার লোকের গৃহাদি কিছুই নাই, সমস্ত পড়িয়া গিয়াছে। এই সকল লোকের সাহায্যার্থ বিলাতের ম্যানসন হাউসে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ১০০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের জন্য তিন আনা ও এক আনা মূল্যের ডাক টিকিট মুদ্রিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিন আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা ইউনাইটেড ষ্টেট ছাড়া ইউরোপের সকল স্থানেই পত্র প্রেরণ করা যাইবে। এক আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা ইউনাইটেড ষ্টেটে সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রেরিত এবং সাড়ে চারি আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ করা যাইবে। অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট নীল রঙ না দিয়া সবুজ রঙ, দুই আনা মূল্যের টিকিট [illegible] বর্ণের পরিবর্ত্তে সবুজ বর্ণের হইবে।

আমাদের দিনাজপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৪ ঠা বৈশাখ অত্রত্য মুন্সেফি আদালতের সুযোগ্য সেরেস্তাদার মধুসূদন চৌধুরী ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত সেরেস্তাদারের ন্যায় সৎস্বভাব বিশিষ্ট মনুষ্য যে আবার কখন দেখিব এমন বোধ হয় না।

কয়েক দিন হইল পুলিশের মকদ্দমায় জীবনকৃষ্ণ নামক কোন এক কাঁকিনা জমীদার বাবুর ১০০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ এই মকদ্দমাতেই পাবনার জজ সাহেবের বিচারে দুই ব্যক্তি দ্বীপান্তরিত ও কয়েকজনের ৭ বৎসর কারাবাস হইয়াছে।

বোর্ডের [illegible] দিনাজপুরের সব আসিষ্টাণ্ট [illegible] অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত [illegible] জেনেরল সাহেব ঐ পদটী উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এটী বড় দুঃখের কথা। ইহাতে দিনাজপুরের বড় ক্ষতি হইবে। [illegible] আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] আমাদের প্রতি অনুগ্রহ [illegible] উঠিয়া না যায় [illegible] বিবেচিত করিবেন।

বৃষ্টি ভাল হইতেছে না [illegible] কাল আর [illegible] বৃষ্টি না হইলেই [illegible] সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

[illegible] তারকেশ্বর [illegible] দুই লক্ষ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

[illegible] লিখিয়া-

[illegible] "[illegible]" নামক প্রস্তাবের [illegible] লেখক [illegible] লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

[illegible] কোম্পানির [illegible] এবং [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] যাত্রী [illegible] প্রাপ্ত [illegible]।

[illegible] একজন [illegible] লোকের উপর জুলুম করিয়া [illegible] নিমিত্তে [illegible] এই অপমান [illegible] কিছু দিন [illegible] প্রকার করেন। [illegible] টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। [illegible] লিখিয়াছেন।

লোক সংখ্যা গণনা [illegible] কাশী ও উহার [illegible] জন লোক আছে। [illegible] জন লোক গণনা করা হইয়াছিল।

মাদ্রেশ, বরহমপুর, [illegible] ডিপার্টমেণ্টের অধীনস্থ স্থান [illegible] কালে থাকেন [illegible] টিকিট গ্রহণ করিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়াছিলেন কিন্তু [illegible] হয় নাই। অধিকাংশ [illegible] লোক বাস [illegible]।

[illegible] নামক এক ব্যক্তি [illegible] করিয়াছেন [illegible] পারে।

[illegible] অধিক [illegible] আছে। [illegible] ১৮৮০ অব্দে [illegible] বিদ্যা [illegible]। ১৮৮০ অব্দে ৬৬৯৯৩৭ [illegible]।

কলিকাতার [illegible]

[illegible] একখানি পত্র পাইয়া সেই পত্রের অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প তুলিয়া প্রত্যুত্তর [illegible] ডাকে প্রেরণ করে। পোষ্ট আপিসের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ অর্পণ করেন। গত শুক্রবার শিয়ালদহের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

[illegible] পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল [illegible] সাহেব অস্থায়ী ভাবে বিয়াছেন এবং [illegible] সাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। একজন ভারতবাসী একটী প্রদেশের ডাক বিভাগের পরিদর্শক স্বরূপ কার্য্য করিবেন ইহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের একটী বাঙ্গালী বালককে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গলাধাক্কা দেন। সেই অবধি বাঙ্গালী বালকেরা একত্র হইয়া কালেজে আসা বন্ধ করিয়াছে। [illegible] বালকদিগের প্রতি যেরূপ [illegible] সহিত কর্ত্তৃপক্ষ সেরূপ ব্যবহার না করিলে তাহারা নাকি আর আসিবে না। আমরা অনেক দিন অবধি বাঙ্গালী বালকদের প্রতি [illegible] কুচ্ছ তাচ্ছিল্য [illegible] আসিতেছি। গবর্ণমেণ্ট [illegible] এই সকল [illegible] অনুসন্ধানার্থ [illegible] কিন্তু [illegible] ইউরোপীয় [illegible] হইতেছেন? আশা করি [illegible] দৃষ্টি রাখিবেন।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের একটী সদনুষ্ঠান [illegible] সংক্রামক রোগাক্রান্ত [illegible] একটা চিকিৎসালয় [illegible] হইবে। পুলিশ কমিশনর ও ডেপুটী কমিশনর [illegible] করিবেন। [illegible] থানার ইনস্পেক্টরদের উপর এই [illegible] থাকিবে। যে সকল লোক [illegible] সংক্রামক রোগ হইবে, তাহাকে [illegible] ডাক্তারকে [illegible] প্রেরণ করা হইবে। ইহাদিগের জন্য প্রতিদিন যে ব্যয় হইবে থানার [illegible] তাহাকে দিতে হইবে। চিকিৎসায় আরোগ্য না হইয়া মরিয়া যাইলে মৃত দেহ থানায় পুড়িবার জন্য [illegible] অতিরিক্ত ব্যয় দিতে হইবে।

২৩এ [illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] নামক স্থানে [illegible] এক সপ্তাহের মধ্যে ৪৮৩ জন লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

আগামী ১২ ই সেপ্টেম্বর বার্লিনে অর্থিওট্টো কনগ্রেস সভার অধিবেশন হইবে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানি চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত এই চুক্তি করিয়াছেন যে, তাঁহারা সাংহাই হইতে টীনসিন পর্য্যন্ত তারের লাইন টেলিগ্রাফের তার ও [illegible] ১১ টী ষ্টেশন নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

লোক সংখ্যা গণনার সময় বঙ্গদেশে [illegible] ৬৯৭৫৩৭৬৩ হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩৩০০০০০০ জন পুরুষ ও অবশিষ্ট স্ত্রীলোক। পূর্ব্বের গণনা অপেক্ষা ৬০২৪০০৭ বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইংলণ্ডের লোকের পরিমিত মদিরা সেবন বিষয়ের ব্যবস্থাবলম্ব চলিতেছে। বিয়ার, স্পিরিট প্রভৃতি মদ্য [illegible] অব্দ অপেক্ষা ১৮৮০ অব্দে প্রায় ৬ কোটী টাকার আমদানী কমিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা নামক ষ্টীমারের প্রধান অফিসার [illegible] সাহেব কয়েক জন দেশীয় মজুরকে [illegible] করিবার চেষ্টা করাতে বিচারার্থ [illegible] মাজিষ্ট্রেটের নিকট সমর্পিত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের একজন সওদাগরের বাটীতে একটী বিধবাবিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম [illegible], বয়স ৩০ বৎসর। পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যা। নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি প্রথম বিধবা হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের মতানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা গিয়াছে।

আমেরিকার [illegible] নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

রুষ সম্রাটের [illegible] দিন পূর্ব্বে [illegible] সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই হত্যাকারীরা একণে একটী বাক্সের মধ্যে বারুদ [illegible] সম্রাটের নামে বাক্সের উপর লিখিয়া প্রেরণ করে যে ঐ বাক্সটী উদ্ঘাটন করিলেই আহ্লাদ হইবে। কিন্তু সম্রাট বুঝিতে পারিয়া সেটী খুলেন নাই।

আমাদের রাণাঘাটের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "এখানে একটী মহৎ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়াছে। রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রামচরণ বসু, মাননীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বসু ও প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মার যত্ন ও উদ্যোগে এখানে "রাণাঘাট ইউনিয়ন" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।"

পাখা টানার চারিটি কল ইংলণ্ড হইতে আনীত হইয়াছে। উহা এক্ষণে কলিকাতা দুর্গের জেলকাউন্সিলে আছে। এক একটী বড় কলে ৬ খানি পাখা চলিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে বড় কলগুলিই ভাল। ছোটগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

পারস্যের শাহ নূতন রুশ সম্রাটের সম্মানার্থ ২০ হাজার টাকা মূল্যের একখানি অসি ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং বহু মূল্যের একটী অঙ্গুরীয়ক সেন্ট-পিটার্সবর্গে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন।

পৃথিবীতে এমন স্থানই অল্প যেখানে বাঙ্গালীর সমাগম নাই। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতেও ইহাদিগের দুই এক জনকে দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি তথায় ভ্রমণ করিতে গিয়া ৩ জন বাঙ্গালীকে দেখিয়াছেন। ইহাদিগের এক জনের নিবাস দক্ষিণ সাহাবাজপুরে অপর দুই জনের কলিকাতায়। ইহারা অন্যূন ৩০ বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় থাকিয়া মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। তথায় ইহাদিগের আর কোন অবলম্বন নাই, কেবল ফলমূলাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

অমৃতসরে একজন হিন্দু এক মুসলমানের সহিত বিবাদ করিয়া মুসলমানের নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও শাসন বিভাগ।

[illegible] এপ্রেল ১৮৮১। [illegible] অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible], [illegible] ও [illegible] নিজের কার্য্য ব্যতীত উক্ত ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] এপ্রেল। চট্টগ্রামের [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] ভূমির বন্দোবস্ত কার্য্য [illegible] ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] এপ্রেল। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর [illegible] সাহেব কিছু দিনের জন্য [illegible] হইলেন কিন্তু অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উনি [illegible] ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. ডি. ডি. [illegible] সাহেব [illegible] বদলী হইলেন এবং [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৯ এ এপ্রেল। ঢাকার প্রতিনিধি [illegible] ও সেসন জজ আর. এফ. [illegible] ২১ এ এপ্রেল হইতে [illegible] কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অতিরিক্ত [illegible] হইয়াছে।

[illegible] প্রতিনিধি [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবার [illegible] আদেশ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] এপ্রেল। [illegible] অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ ও ১৮৮১ অব্দের [illegible] অনুসারে [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ ও ১৮৮১ অব্দের [illegible] অনুসারে [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মে। [illegible] অন্তর্গত [illegible] সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি. কে. [illegible] সাহেব [illegible] বদলী হইলেন এবং [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ. ডি. [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে. জে. [illegible] বদলী হইলেন [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ অব্দের [illegible] অনুসারে [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] তিনি [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] মুন্সেফ হইলেন কিন্তু [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] কার্য্য [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible]

মফস্বলের পত্র।

হুগলী।

[illegible] এপ্রেল ১৮৮১।

হুগলীর কোর্টের স্থান [illegible] করিবার উচিত। সেখানকার আপিসের বাটীর মাত্র [illegible] হইয়াছে। গত বৎসর হুগলীর সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারি চুঁচুড়ায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তোমার অধিবাসিদিগের ও হুগলী নিবাসিদিগের যত্নে এবং তথাকার কমিশনর শ্রীযুক্ত আর্চি সাহেবের [illegible] [illegible] ভারতের সেক্রেটারী [illegible] হুগলীতে কাছারি থাকিবে এইরূপ অনুমতি প্রেরণ করিয়াছেন। কালেক্টর সাহেবের ইচ্ছা ছিল চুঁচুড়ায় কাছারি উঠিয়া যায়। কারণ, এখানকার কোষাগার ভাল ছিল না। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া উহা নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। হুগলীর [illegible] বিচার ও সাধারণ লোকের কোন অসুবিধা রহিল না।

[illegible] সাহেব এখন [illegible] কার্য্য করেন, উক্ত গবর্ণমেণ্টের [illegible] কয়েকটী প্রস্তাব করিয়া যান, [illegible] একটি [illegible] মুন্সেফকে [illegible] করা হয় যে, তাঁহারা আপন আপন [illegible] গ্রামে গ্রামে যাইয়া [illegible] সকলের [illegible] করেন। তাহা হইলে [illegible] বাঙ্গালা-ভাবে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই। আর একটী প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক জেলায় [illegible] ফৌজদারী [illegible] [illegible] নিযুক্ত [illegible] অপর ব্যক্তি [illegible] বিচার করিবেন। [illegible] এ বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] এক জন শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব লিখিয়াছেন [illegible]

প্রথার উত্তম বটে কিন্তু একবারে কেবল [illegible] বিষয়ক বিচারে নিযুক্ত হওয়া উচিত অর্থাৎ অল্প-স্থানের বিচারে অঙ্ক করা উচিৎ। [illegible] করিয়া ঐরূপ বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিলে যেমন বাকী মোকদ্দমা শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবে, তেমনি মুন্সেফেরা কষ্ট ভোগ [illegible] পারিবেন। আমাদিগের এই মতের [illegible] সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত। [illegible] বিশ্বাস যে [illegible] সাহেবের প্রথম প্রস্তাবটীর কার্য্যে পরিণত হয়। অল্প খরচের ভয়ে ভীত হওয়া গবর্ণমেণ্টের ভাল দেখায় না। কেননা বিচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা [illegible] একটী প্রধান ধর্ম্ম।

গত ১৩ই বৈশাখের পর এখানে অদ্যাবধি বৃষ্টি হয় নাই। [illegible] প্রভৃতি মহাত্মা সময়ে [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]। [illegible] উদয় হইয়া [illegible] নিম্ন সংসার [illegible] পারিবে। [illegible] নিশ্চিন্ত [illegible] যায়।

এখানকার কলেজ ও অন্যান্য স্কুল সমস্ত আগামী ১৯ই মে বন্ধ হইবে [illegible]. [illegible] কি ? [illegible] না হইলে আর বিশ্রাম [illegible]। বালকগুলি [illegible] উপর [illegible] করিতেছে। [illegible] সাময়িক পরীক্ষা [illegible] হইবে, সুতরাং [illegible] [illegible] করিতেছে। ইহাদের অভিভাবকেরাই [illegible] নাই।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, [illegible] মুসলমান মণ্ডলী আপনাদের বালকদিগকে [illegible] পড়াইবার জন্য [illegible] স্থলে [illegible] করিতে [illegible] করেন; কিন্তু দুই টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিতে অক্ষম। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের [illegible] বেজিমেণ্টের [illegible] হইতে উক্ত বিদ্যালয়ে কিছু [illegible] নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়

[illegible] মৌলবীর বেতন ও বালকদিগের [illegible] [illegible] সমুদায় [illegible] পারে। [illegible] এখান হইতে [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষতঃ এই [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] উপায়ান্তর। আমরা [illegible] যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

[illegible]পুর।

([illegible])

আমাদের মিউনিসিপালিটির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আম [illegible] [illegible] হুকুম ও নিয়ম হইয়া থাকে। কয়েক দিন হইল, প্রত্যহ গাড়ীর লাইসেন্স [illegible] আদায় না করিয়া উহাদের দিবার বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু উহা আইনের অনুমোদিত নয় বলিয়া কমিশনর বাবুরা অগত্যা ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার একটি নূতন খেয়াল উঠিয়াছে যে, [illegible] প্রকারের [illegible] কর আদায় করিবার জন্য টাক্স সরকারেরা একবার মাত্র প্রত্যেক [illegible] যাইবে। ইহাতে যদি টাক্স আদায় হয়, উত্তম; নতুবা ঐ প্রকার প্রতিকূলে পর্য্যায়ক্রমে নোটিশ ও সমন জারি হইবে এবং যত খরচা টাক্স আদায় হইয়া যাইবে। কমিশনর বাবুদের এই হুকুমটী যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে নির্দ্ধন প্রজাপুঞ্জের যে কতদূর অনিষ্ট হইবে; তাহা ভবিষ্যতেই নিশ্চিত। এস্থলে বলা উচিত যে, ইতিপূর্ব্বে টাক্স আদায় করিবার জন্য যে কয়েকজন সরকার নিয়োজিত ছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ছাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, তবে কেন ইহারা প্রজার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া টাক্স আদায় করিবে না ? এখানকার অধিকাংশ প্রজা শ্রমজীবী ও অনেকে দিনমজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এমন অবস্থায় টাক্স আদায় করিবার ঐরূপ কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা বিবেচনা-বুদ্ধির অনুমোদিত কি না তাহা চেয়ারম্যান বাবু বিবেচনা করিবেন। আমাদের মতে পূর্ব্বের নিয়ম বজায় রাখাই কর্ত্তব্য।

এবার শহর গাড়ীর রেজিষ্টরী কার্য্যভার নূতন কমিশনর বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] বাবু কাজের লোক বটেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ প্রায় সমস্ত লোকের [illegible] [illegible], [illegible] ঐ কার্য্যে বিস্তর বিঘ্ন ও পীড়াপীড়ি হইবার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে জনরব উঠিয়াছে যে, পূর্ব্বে এক টাকার [illegible] গাড়ীর [illegible] [illegible] [illegible] টিকিট পাইত, এক্ষণে [illegible] এক টাকা এক আনা দিয়া টিকিট লইতে হইতেছে; [illegible] অতিরিক্ত এক আনা দিবার জন্য যদি কেহ [illegible] করে, তাহা হইলে টিকিট [illegible] [illegible] [illegible] যে, ঐ এক আনা, টিকিট [illegible] [illegible] দিবার [illegible]। যাহাদের গাড়ীতে টিকিট [illegible] দিতে না হয়, তাহাদিগকেও উক্ত এক টাকা এক আনা দিয়া এক এক খানি টিকিট ও [illegible] "[illegible]" লইতে হয়। [illegible] [illegible] [illegible] চেয়ারম্যান বাবু কি ঐ অতিরিক্ত এক আনা [illegible] উঠাইয়া দিবেন ?

এবার এখানে চন্দন যাত্রা [illegible] আশানুরূপ সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এই

[illegible] পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আমোদই অধিক. [illegible] যে যে স্থানে চন্দন যাত্রা হয়, সেই সেই স্থানে নারী সমাগমই অধিক। [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] দলে দলে চন্দন যাত্রা দেখিয়া থাকেন, এজন্য কখন কখন বিষময় ফল ফলিত হয়। উপায়ান্তরে এবৎসর এতস্থানে [illegible] ঐরূপ ফল ফলিত হয় নাই। [illegible] [illegible] কথা স্বতন্ত্র।

কালনা।

এবৎসর লোক সংখ্যার এদেশে এবার [illegible] মাত্র হইয়াছে, পূর্ব্বের গণনায় এখানে [illegible] [illegible] লোকের বসতি ছিল। [illegible] বৎসরের মধ্যেই এরূপ শোচনীয়রূপে লোক [illegible] হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর ইহার একটী প্রধান-তম কারণ। ম্যালেরিয়া যে সকল কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এখানে তাহার কোনটীর অপ্রতুল নাই, যে সময়ে এ প্রদেশে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হয় নাই, তৎকালে প্রত্যেকে আপনার অধিকার মধ্যের পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করাইত; তাহাতে গ্রামের জল বাহির হইয়া পড়িত। মিউনিসিপালিটীর প্রতিষ্ঠাবধি লোকে আর পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করে না; সমস্ত পয়ঃপ্রণালী [illegible] [illegible] [illegible] গিয়াছে। যেখানকার জল সেই খানেই থাকিতেছে, সুতরাং ম্যালেরিয়ার বেশ উৎপন্ন হইতে থাকিয়াছে।

এখানকার [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] উৎপাত নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এখানে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] দেখা দিয়াছে।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর অবস্থা [illegible] [illegible]। এদেশে [illegible] এবার [illegible] লোকের [illegible] (ইহার মধ্যে [illegible], [illegible] ও [illegible] বিধবা [illegible] [illegible] আছে) কিন্তু মিউনিসিপালিটী [illegible] [illegible] টাকা টেক্স আদায় করেন। [illegible] প্রতি [illegible] এক টাকাকে বেশী !!! অপারগ লোক [illegible] [illegible] [illegible] জুলুম করিয়া টেক্স আদায় করা হয়।

[illegible] এদেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেব [illegible] হইতেছে, [illegible] [illegible] [illegible] অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে, তাহা [illegible] [illegible] [illegible]। গবর্ণমেণ্টের কি প্রকারে অপেক্ষা অধিক বড় হইল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা [illegible] যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের [illegible] লিখিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেন্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ [illegible] ও ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৪ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়ীদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার [illegible] তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৪ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, [illegible] প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৮০ নং [illegible] ও ৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, [illegible] আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও [illegible] স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া অসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের [illegible] ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একেবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, শিরঃশূল ও বেদনা, [illegible], কাণ ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একেবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

মরচেন্ট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

[illegible] ও উইলসন
[illegible] ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটিকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভয়, কম্প, হৃৎকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বুদ্ধির চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য [illegible] টাকা।

[illegible] প্রধান
[illegible] পুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গোপীচন্দ্র, দেবদেবের অর্চনা আহ্বান, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবদেবী পূজার এক পাঠকের হইবার কারণ কি, মদ্যশাস্ত্রিতা, ভগবানের গোপিকাশাপোদ্ধারক লীলা, ভালবাসা, সংসারী ভাবুকের প্রতি বাক্যদেব, সংশোধন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোদপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

যিনি এক দিবসে জলদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কথকার
শ্রীরামপুর।

হিন্দু-দর্শন।

অল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, মফঃস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৹। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক যোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা।

হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় ৬৯ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট পটোলডাঙ্গা কলিকাতা। } শ্রীকালীচরণ পাল হিন্দুদর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরীক্ষিত।

কেশ রঞ্জিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুষ্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফঃস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধচূর্ণ)—দন্ত নড়া, রক্তপড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়
১৯৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কতৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০

অশোকসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর অতিরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

মদিরাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি বায়ু দৌর্ব্বল্য স্ফীতি কাশি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—কাশীমবাজার		১০
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি—বহরমপুর		৬
" "	শরৎচন্দ্র বসু—ইটালী	৫।০
" "	ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কাকড়	৭
" "	ভুবনলাল সান্ন্যাল—কুচবিহার	৫
" "	যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—চাকলা	৭
" "	ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—শিবপুর	৫
" "	প্যারিমোহন মিত্র—বাঁশবেড়ে	৭
" "	শ্রীনাথ অধিকারী—বাজিতপুর	৭
" "	প্যারিমোহন মিত্র—বিরামপুর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সকলপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা অতঃপর এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ২৭ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ১৬ ই মে। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৮ সাল পড়িয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রদানের সময় এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নাম প্রমাদে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংযুক্ত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই দেওয়া কর্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিভাগে গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১, টাকা। শিশুর ঔষধ ৷৷০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

সিমিলপুরের রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা বৈঠকখানা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৭ নং বাটী সিমিলপুর।

বাক্ এণ্ড মরে।

৪৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং নিকেল কেসমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

গোল্ড হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণত) মাঝ কেও আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্তটা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে লোকে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। সিল্ভর এবং নিকেল নির্ম্মিত। মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চশমা ও নিউটন প্রভৃতি বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৫৷০ ও তদতিরিক্ত মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ১০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বারোমিটার, বার্ড বক্স প্রভৃতি সাইন্টিফিক বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত মেরামত হইয়া থাকে।

হিন্দু-দর্শন।

অল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

নিয়মিত ক্রমান্বয়ে হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, মফঃস্বলে ডাক মাশুল সমেত ১৷৷০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। নমুনা এক খণ্ডের জন্য পত্র লিখিলে ডাক মাশুল দিতে হইবে।

হিন্দু-দর্শন কার্য্যালয়
২২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা। } শ্রীকার্ত্তিকেয় দাস।
হিন্দু-দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

[illegible] এবং মধ্যে [illegible] এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা [illegible]।

[illegible] চিৎপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

[illegible] শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমানা-[illegible] বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত [illegible] সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৮ নং [illegible] বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ [illegible] ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং [illegible] উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

[illegible] ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও [illegible] হয় এবং মস্তক [illegible] শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক শীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল [illegible]

প্রদরান্তকী বটিকা।

[illegible] সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর [illegible] বাধক [illegible] প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল।০

বলিনারস।

[illegible] দ্বারা শুক্রক্ষয় জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, [illegible] শিরোরোগ দৌর্ব্বল্য স্মৃতি হানি প্রভৃতি [illegible] হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য [illegible] ডাকমাশুল [illegible]

[illegible] ব্যবস্থাদি লইবার আবশ্যক হইবে নিম্ন [illegible] নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible] পত্রিকা সহিত এই ঔষধালয়ের [illegible] বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র [illegible] স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
[illegible] বালাখানা, কলিকাতা।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসাদারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া দ্রব্য পাঠাইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, কম্প শব্দাদিকম্প, জ্ঞানবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোঃ [illegible]—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অবয়বদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

রোগীদিগের প্রতি পুনর্বাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত ও বেদনা, অঙ্গ চুলকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ ক্ষত ও ঘা প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, বাত, বাগী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরুডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কি সাহস !!!

সম্পাদক মহাশয় ! বিগত ১৪ বৈশাখ সোমবারের সোমপ্রকাশ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম পত্রিকার এক পার্শ্বে বোপদেবের প্রমাদ বলিয়া একটী সম্বাদ লিখিত হইয়াছে। দেখিবামাত্র চমৎকৃত ও স্তম্ভপ্রায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে মুদ্রিতনয়নে অবস্থান করিলাম। পরে আর ও বিষয় পড়িতে বা শুনিতে না হয় এই বিবেচনায় তদ্দিনের পত্রিকা পাঠে বিরত হইলাম। কারণ যখন সামান্য লোকেরও অপবাদ ভদ্রলোকের শ্রোতব্য নহে তখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী শিরোরত্ন শ্রীমান বোপদেব গোস্বামীর অপবাদ কখনই কর্ণগোচর করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে

"অলোক সামান্য মচিন্ত্য হেতুকং,
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং।"

অর্থাৎ মূঢ়মতি লোকেরা মহাত্মাদিগের অলৌকিক ও দুর্ব্বোধচরিত্র বুঝিতে না পারিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে।

পরম্পরায় শুনিলাম সংস্কৃত কালেজে একজন অভিনব পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি না কি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ, সেই মহাত্মাই বলেন যে, বোপদেব আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ করিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদীতে যখন আস্য শব্দ স্থানে আসন আদেশের বিধি আছে এবং বেদেরও কোন কোন স্থানে উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে তখন আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশের বিধি কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতই অধিক প্রামাণিক ও বোপদেবের মত অপ্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান আছে।

সম্পাদক মহাশয় ! বাদীর উক্ত আবিষ্করণ নূতন নহে, উহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার লিখিয়া গিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বপ্রণীত বাচস্পত্য অভিধানে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি, মদীয় পণ্ডিত সংঘ অর্থাৎ সংস্কৃত চিন্তামণিতে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তর্ক করিয়া বলিয়াছেন আসন শব্দের স্থানে আসন্ আদেশ হয়, জয়াদিত্য ও বোপদেবের মত। এবং আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ হয় সিদ্ধান্তকৌমুদীর মত, তবে তাঁহারা বাদীর ন্যায় সহসা কোন মতের উপর দোষারোপ করিয়া বাহাদুরী করেন নাই, উভয়কেই মান্য করিয়া গিয়াছেন।

বাদী বলেন বোপদেবের এই মীমাংসা জয়াদিত্যের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ইহাতে বক্তব্য এই যে, জয়াদিত্যের কাশিকা বৃত্তিতে আসন শব্দের স্থানে আসন্ আদেশ বিধান আছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদী টীকাকার মনোরমাকার সিদ্ধান্ত কৌমুদী বৃত্তে "অস্যোদ্বক্তা" এই সূত্র উদ্ধার করিয়া উহা প্রামাণিক বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু বিবেচনা করুন জয়াদিত্য সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত অপেক্ষা কত প্রাচীন ও কত মান্য। স্মার্ত চূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্বে এবং নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে জয়াদিত্যের মত প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, কোন গ্রন্থে ভট্টোজিদীক্ষিতের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। অতএব ভট্টোজিদীক্ষিত অপেক্ষা জয়াদিত্য যে অধিক প্রামাণিক ও মান্য তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং জয়াদিত্যের মতানুসারী বোপদেবও অধিক প্রামাণিক বলিতে হইবে। আর বাদী কাহারও অপেক্ষায় দোহাই দিয়া বলেন যে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ অভিষ্ট হয়। তাহা তাঁহার নিজেরই বিশেষ প্রমাদ বলিতে হইবে, কারণ কাহারও অথবা তাঁহার পরিশিষ্ট কিম্বা পত্রিকা প্রভৃতি কোন স্থানেই এইরূপ সূত্র দৃষ্ট হয় না। পরন্তু শরৎ ইত্যাদি পৃথক শব্দ স্বীকৃত হইয়াছে। আর বাদী বলেন "সংক্ষিপ্তসার কর্ত্তা আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ করিয়াছেন তবে যে তাঁর গ্রন্থে "আস আসন্" এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে তাহার কারণ এই, যকারটী লিপিকর প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে।" যদি তাঁহার এরূপ কথা সঙ্গত হয় তাহা হইলে আমরা এস্থলে কি এরূপ বলিতে পারি না যে নকারটী লিপিকর প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে? ফলতঃ বক্তব্য এই যে, বোপদেব প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সার সার অংশ সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে ব্যুৎপত্তি মাত্র লাভের জন্য মুগ্ধবোধ রচনা করেন, তিনি যদি স্বগ্রন্থে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ নিষেধ করিয়া আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ বিধান করিতেন, বা সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে আস্য শব্দ স্থানে আসন আদেশ করিয়া আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ নিষেধ করিতেন তাহা হইলে যথার্থ প্রমাদ বা ভ্রম বলা যাইত। ফলতঃ কোন ব্যাকরণ কর্ত্তাই সমগ্র সাধন করিতে পারেন নাই এবং চেষ্টাও করেন নাই। কথিত আছে

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।"

অর্থাৎ বেদব্যাস সমুদ্র তুল্য মাহেশ ব্যাকরণ হইতে যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন পাণিনিরূপ গোষ্পদে কি তাহার সেই সমুদায়ই আছে? অতএব কিয়দংশে অভাব পাণিনি প্রভৃতি সকল ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয়, তবে বোপদেব গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত অধিক অভাব দৃষ্ট হয় এই মাত্র বিশেষ। এস্থলে আমরা এইরূপ মীমাংসা করিতেছি যে যখন সর্ব্বাপেক্ষা মহামান্য ও প্রাচীন জয়াদিত্য কৃত গ্রন্থ কাশিকাতে এবং বোপদেব কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ দৃষ্ট হইতেছে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে, সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণে আস শব্দ স্থানে আসন্ বিহিত হইয়াছে, তখন এই সকল মহামহোপাধ্যায়ের কাহারও ভ্রম বলা যাইতে পারে না, কারণ বেদে ব্যুৎপত্তি লভ্য শব্দেরই ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। রূঢ় শব্দের প্রয়োগ অতি বিরল। ফলতঃ অস ধাতু হইতে যেমন মুখবাচক আস্য এই শব্দটী সিদ্ধ হইতেছে সেইরূপ আঙ্ পূর্ব্বক অস ধাতু হইতে আসন ও আস এই উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং ব্যুৎপত্তি দ্বারা মুখও বুঝায়।

অতএব মহাশয় আবহমান কাল পর্য্যন্ত কত শত মহামহোপাধ্যায় যাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন কখন কোন দোষ কীর্ত্তন করেন নাই, যাঁহার রচনায় একটী মাত্র বর্ণ নিরর্থক বা পুনরুক্ত নাই, যাঁহার গ্রন্থপরিপাটীর অনুবাদও দোষ করিবার নিমিত্ত কত শত ফাঁকিকা করা হয় কিন্তু কোন মতে তাহার বিন্দুবিসর্গও কমাইতে পারা যায় না, যাঁহার রচনা চাতুর্য্য দর্শনে সুধীগণ মোহিত ও বিস্মিত হন আজ তাঁহার প্রমাদ! তাঁহার প্রমাদ! তাঁহার প্রমাদ! একথা বলিতে বাদীর জিহ্বা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। বাদী বলেন "বোপদেব বহু স্থলে বিরক্তি হইয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থমধ্যে যে এক প্রাতিপদিক বিনাশ করিয়াছেন" এই লেখার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে যে, বাদী বোপদেব অপেক্ষা বহুদর্শনবান, কি আশ্চর্য্য !

কোহন্যোহ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারো।
বীরো ন যস্য ভগবান ভৃগুনন্দনোঽপি॥
পাতালমূলভুবনানি চ যশ্চ বিশ্বানি
পুণ্যানি লোকচরিতানি চ যো ন বেদ॥
অপ্যশ্রমণকারী বিকারী স চ বোধিতঃ।
গত্বা সকলমার্গেন শঙ্করী জ্ঞানসাগরে॥

যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় ! আমরা বাদীর এই প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতেছি না, কারণ উহা প্রতিবাদ্য নহে। বরং উপেক্ষারই বিষয়। তবে আপনি আপনার জগৎ বিখ্যাত পত্রিকার যে এরূপ বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন উহাই আমাদের ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয়।

কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ
সোমপ্রকাশ পাঠকস্য।

চিত্রগুপ্তের ভুল।

আপনার গত ৩১ সংখ্যার সোমপ্রকাশ পত্রের প্রেরিত পত্রে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম, এক জন অপরিচিত পণ্ডিত আত্মপরিচয়প্রখ্যাপনার্থ অথবা গবর্ণমেণ্টের পারিতোষিক হইবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনার্থ মাঁচা হাতে তো পারেন, সুতি তো পারিতে এই বড় অগ্রকারের ভুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ মধুসূদন-বিশারদের প্রাচীনতর মহাত্মা বোপদেবের ভুল ধরিলেন, কালি পুরা-পাদ মহাত্মা শ্রীধরস্বামীর ভুল বাহির করিলেন আরো, (আরো কত হবে) এতদিন এতদ্দেশে এমন পণ্ডিত জন্মেন নাই যে ঐ সকল ভুল দেখেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি আমি বোধ করি তা নয়, শ্রীধরস্বামীর ভুল নয় বোপদেবেরও ভুল নয়, অন্য কাহারও ভুল নয় এটি চিত্রগুপ্তেরই ভুল।

আমি ঐ সমস্ত পত্র পড়িতেছি আর ভাবিতেছি যদি আজও এতদ্দেশের সংস্কৃত বিদ্যার বিলোপ হয় নাই, দেশে দেশে বিদ্যাবিনোদী পণ্ডিত-গণ বিরাজিত আছেন, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়ও অপ্রতুল নয়, অবশ্য কোন না কোন মহাত্মা উক্ত ভ্রমদর্শীর ভ্রম প্রদর্শন করিবেন। তা ঠিক, তবে "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" এটি কি ভাব, না ভারত চন্দ্রের রচিত গ্রন্থের কোন পংক্তি স্মরণ করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী মৌনী রহিয়াছেন। যাহা হউক, আমার শরীরে আর সহ্য হইতেছে না। যেহেতু

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।"

যে মহাত্মার নিন্দা করে, সেই যে পাপী হয় তাহা নহে, যে সে পাপ-কথা শ্রবণ করে, সেও পাপ-ভাগী হয়। অতএব উক্ত ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরকের ভ্রম প্রদর্শনে আমি অগ্রসর হইলাম। আমার এই কতিপয় পংক্তি সাদরে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীধরস্বামী যেরূপ ভাবার্থ করেন ভগবান্ সাক্ষাৎ পাঠাঃ; অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।১৮ শ্লোকের সাক্ষাৎ এই পদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—সচ্চিদেন সন্মমুখিত্তবান্, ন উপাদানত্বং বিনাপি অব্যক্তি সচ্চেদা অতএব স্বয়ং প্রভু; ব্রাহ্মণ ভাষ্যাদিষু চাত্রৰ সমস্ত ভাবের মাঙ্গলিক ভবতি ভেত্তার শ্রিতি পালকঃ। ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরক এই ব্যাখ্যা ভুল ধরিয়াছেন যে পাণিনি ব্যাকরণানুসারে সাক্ষাৎ এই পদটি সিদ্ধ হইতে পারে; যথা নাদিৎ সুখাৎ ইত্যাদি, সংপত্রতায় ন উপাদানত্বং বিনাপি অবাধিতি সাক্ষাত্যো ৩।১৮। সম্পাদক মহাশয়! দেখুন এবং আপনার পাঠকগণ বিবেচনা করুন যদিও সাৎ এই পদটী কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল কিন্তু এই পদ দ্বারা কি পরমাত্মা বুঝায়? সাৎ ধাতুর অর্থ সুখ, সাত কিপ দ্বারা জনক অর্থাৎ সুখজনক এতাবন্মাত্র বুঝাইতে পারে। অমরকোষেও লিখিত হইয়াছে "শর্ম্মসাতসুখানি।" সুখজনক শব্দটী কি পরমাত্মার নাম, কোন্ কোষে আছে? পরন্তু স্বামী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহা দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝায়। যথা,—সম্যকেন সন্মমুখি ভগবান্ লাভাত ভগবদ্গীতায় ওঁ তৎ সদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ তথা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরক পদ সাধিতে পটু কিন্তু অর্থের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। আর যদিও কথঞ্চিৎ পদটী সাধিয়া দিয়াছেন, শ্রীধরস্বামীর কি ভুল বাহির হইল? তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে ব্যাখ্যা কি অসঙ্গত হইয়াছে? তবে মিথ্যা আস্ফালন করিয়া শ্রীধরস্বামীর ভ্রম দর্শা কতদূর সঙ্গত!

তাঁহার প্রেরিত পত্রে আরো একটী বিষম প্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে যথা—পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি এই পুরুষ সুক্ত-মন্ত্রের মধ্যে যে পাদ শব্দটী আছে স্বামী বলেন উটী এক বচনান্ত, পত্রপ্রেরক বলেন স্বামীর ভ্রম উটী বহুবচনান্ত সুপাংসুলুগিতি পাণিনি সূত্রানুসারে সিদ্ধঃ, তাহার এইরূপ উদাহরণ দেন যথা ঋতবঃ সন্তু পন্থাঃ; এবং বলেন পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি আর ঋতবঃ সন্তু পন্থাঃ এই উদাহরণ দ্বয়ের কিছুই প্রভেদ নাই।

প্রভেদ নাই কি, স্বর্গ মর্ত্ত্য যতদূর প্রভেদ তা আছে। ঋতবঃ সন্তু পন্থাঃ এই স্থানে ঋতবঃ এই পদটী বিশেষণ ও বহুবচনান্ত সন্তু ক্রিয়াটীও বহুবচনান্ত। পন্থাঃ এপদটী বিশেষ্য এক বচনান্ত, এই স্থানে ঋতবঃ এই বিশেষণের সহ এই ক্রিয়ার এবং পন্থা এই এক বচনের উপপত্তি হয় না বলিয়া পন্থা এই এক বচনান্ত পদটী সুপাং সুলুক্ এই সূত্রানুসারে বহু-বচনান্ত স্বীকার করিতে হয়। পাদোহস্যবিশ্বাভূতানি এই মন্ত্রে যে পাদশব্দ আছে এটী বিশেষণ, ইহার অর্থ অংশ। বিশ্বাভূতানি এটী বিশেষ্য ইহার অর্থ সমস্ত ভূত, যেমন বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ও পুরু-ষবৌ মাত্রিবলৌ বিশেষ্যৌ ইত্যাদি স্থলে এক বচন বহুবচনে অন্বয় হইতেছে, উক্ত স্থলে ও সেইরূপ। সুপাং সুলুক বলিবার প্রয়োজন কি? আর তাহার স্থলও নয়। অতএব তার্কিককুলচূড়ামণি মহাম-হোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদে আমাদিগের অনুকূলে বিশেষ্য বিশেষণ বচন-গত যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—যত্র বিশেষ্যবাচকপদোত্তরবিভক্ত্যা পর্য্যা বিবক্ষসংখ্যাবিরুদ্ধসংখ্যায়াঃ অবিবক্ষিতত্বং তত্র বিশেষ্যবিশেষণপদয়োঃ সমানবচনত্বমিতি নিয়মঃ অতএব পুরুষৌ মাত্রিবলৌ বিশেষ্যৌ ইত্যাদৌ বিষ্ণু বিশিষ্টয়োঃ পুরুষৌ মাত্রিবদ্বয়োর্বিশেষণ তথা বিবক্ষিতত্বং তথা [illegible] বিবক্ষিতত্বং। বেদাঃ প্রমাণমিত্যত্র বিশেষ্যপদোত্তরবিভক্ত্যা বহুত্ববিবক্ষিতং একত্বং বিবক্ষিতমিতি। অতএব ভ্রমদর্শী [illegible] বিশেষণ জ্ঞান থাকিলে তখন বলিতেন না যে পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি এ পাদের বচন নহে নিজপাদের বক্তৃত্ব তাঁহাতে আরোপিত করিয়া থাকিবেন।

ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, শ্রীধরস্বামী যদি পাণিনি পড়িতেন, তাহা হইলে কখনই এমন ভ্রমা-ত্মক মীমাংসা করিতেন না। উঃ কি গর্ব্ব! পণ্ডিতের এত উৎপাত, আমরা এই নূতন দেখিলাম। আমরা ইহাও পরম্পরা শুনিতে পাই সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন, ঐ পণ্ডিত নাকি নিজ ছাত্রদিগের নিকটে কহিয়া থাকেন, আমি কবিত্ব জানিলে মল্লিনাথ মাঘ ভারবির টীকা করিতেন না।" বেশ, যা হউক, তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল বিলক্ষণ ফলিয়াছে। অতঃপর সত্যং শুভং [illegible]।"

শ্রীভবানীকান্ত শর্ম্মা
কলিকাতা জোড়াসাঁকো।

মহাশয়! আপনার গত ২১ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশ পাঠে অবগত হইলাম যে, উলুবেড়ের দার্শক ডাক্তার মহাত্মা শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র মিত্রি উপায় সাহেবের অনুমোদক একটী দাতব্য চিকিৎ-সালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এজন্য তিনি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! মহাত্মা মাধবচন্দ্র মিত্রকে যে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে হইবে তিনি উপায় একরূপ কোন কার্য্যই করেন না। শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট মাজি-ষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের উত্তেজনায় ৮ গিরিবারের পাওনাদের কয়েক দিবস ২০।২৫ টাকাতে একজন ডাক্তার রাখা হয় মাত্র এবং বৈশাখ মাসের ১ লা তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়, এইরূপ বরাবরই হইয়া আসিতেছে। তিনি স্থায়িরূপে তথায় ডাক্তার কিম্বা ডাক্তারখানা সংস্থাপন করেন না, এজন্য কিরূপে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে? বরং শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আমাদের একান্ত ধন্যবাদের পাত্র।

আরও প্রায় এক বৎসর অতীত হইল উক্ত মহাত্মা মহোদয় তারকেশ্বরে সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী মাইনর স্কুল সংস্থাপনার্থ তথায় একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাহার কার্য্য আরম্ভ হইল না। শুনিলাম গত চৈত্র মাসের গাজ-নের সময় উক্ত গৃহটী ভাড়া দেওয়ায় ২০।২৫ টাকা আদায় হইয়াছে। এক্ষণে বৎসর বৎসর কিছু কিছু হইয়া যখন ৫০০।৬০০ টাকা হইবে তখন

খুলের কার্য্য অচল হইবে। তাহার যে কষ্ট হইবে ইহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সাধারণের মঙ্গলজনক কোন কার্য্যেই তাঁহার আস্থা নাই। কেবল যে কোন উপায়ে হউক অর্থ উপার্জ্জন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত নহি। তবে [illegible] রের সমাচারে অবগত হলেন এক্ষণেই তিনি মুক্ত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

বাঙ্গালী পাঠক সমাজ।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি "বাঙ্গালী পাঠক সমাজ" এই শিরোনামের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিতে পারেন; এইজন্য অগ্রে আমাদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে হইল। যাঁহারা ইংরাজী সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ইহার অন্যতম ভাষায় সুশিক্ষিত, উক্ত সংজ্ঞায় তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং এই প্রবন্ধ মধ্যে শুদ্ধ সমাজ শব্দে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ বুঝাইবে।

ব্যক্তিগত সাধারণ অবস্থার সহিত সমাজ বা সম্প্রদায়ের সাধারণ অবস্থার অধিক বিভিন্নতা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন স্রোত যে নিয়মে প্রবাহিত হয়, সমাজ বা সম্প্রদায়ের গতিও তদ্রূপ। শিশুর মনে সহজেই বিচার-শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। আমরা [illegible] পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখিলাম তখন পুস্তকের [illegible] অপরের বাক্য [illegible] দেখিতাম, [illegible] শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থা। পরে মনে [illegible] অর্থাৎ [illegible] এইটি দ্বিতীয় অবস্থা।

আবার এই অবস্থার একটী অবান্তর আছে;— অন্ধভাবে অপরের মতানুবর্ত্তী না হইয়া অপরে কি [illegible] কি মত ব্যক্ত করেন, তাহাতে কেহ তাঁহাদের অপেক্ষা করা। [illegible] অপেক্ষা উচ্চ ভাব [illegible] উদ্ভুত। [illegible] বিচার করা শিক্ষার্থীর তৃতীয় অবস্থা।

বাঙ্গালী পাঠক সমাজ সম্বন্ধেও প্রায় এই সকল অবস্থা উক্ত হইতে পারে। [illegible] ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিশেষ এই—কোন ব্যক্তি এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপস্থিত হইলে তাঁহাতে আর প্রথম অবস্থার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না; অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই প্রবৃত্তি ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিয়াছেন, তিনি আর অন্ধভাবে পরমতানুবর্ত্তী হন না। কিন্তু পাঠক সমাজের মধ্যে তিনরূপেরই সকল অবস্থার লোক বিদ্যমান থাকে। সমাজস্থ সমস্ত লোকের মন ও ক্ষমতা একবারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি যে নিয়মে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন, সমাজ ঠিক সে নিয়মে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না। অতএব সমাজ মধ্যে যে অবস্থার লোক সংখ্যা অধিক, সমাজকে সেই অবস্থাপন্ন বলিতে হইবে। এক্ষণে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ কোন্ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, এখন তাহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারিবে।

যথাস্থানে অবস্থা সম্বন্ধে আর একটী কথার উল্লেখ করা হয় নাই। অনেকে কয়েকটী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নির্দিষ্ট লেখকদের গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না এবং বর্ত্তমান কালে [illegible] এ বিষয়ে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইহাঁরা সমাজের দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন। বর্ত্তমান কালে সমাজ মধ্যে এইরূপ পাঠকের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং বর্ত্তমান পাঠক সমাজকে দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন বলা যাইতে পারে। তাহা বলিয়া যে [illegible] উন্নত অবস্থার পাঠক মোটে নাই, এমত নহে; তবে এরূপ পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প। এইরূপ পাঠকই আমাদের আদরের সামগ্রী এবং সমাজ মধ্যে এইরূপ পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই প্রার্থনীয়।

যে [illegible] এইরূপ পাঠক দ্বারাই পাঠক সমাজের [illegible] হইতে পারে। [illegible] পাঠক [illegible] করেন। [illegible] থাকে, কিন্তু এইরূপ পাঠক [illegible] বিষয়ে দুটী বাধা আছে। আমাদিগের উৎকৃষ্ট বিষয় শিক্ষার বিরাগ এবং দেশ সাহিত্যের অভাব। আজ কাল যে শ্রেণীর পাঠক সংখ্যা অধিক, তাহারা এই দ্বিবিধ রোগেই দূষিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্রে প্রায় কেহই ভাল পুস্তক পাঠ করেন না। [illegible] আছে, সাহিত্যের [illegible] সম্পন্ন নহে। [illegible] কেবল [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] আমরা তাহা বলিতেছি না। [illegible] অপূর্ব্ব কিছু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের পাঠক সমাজের সে বোধের নিদর্শন মাত্র নাই।

উৎকৃষ্ট নাটক ও নবেলের মধ্যেও যেগুলি একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়িতে হয়, সে গুলি উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থ চিন্তাসহকারে পাঠ করিতে হইলেই তাহাকে একটু ক্লেশ হয়। সে ক্লেশ টুকু স্বীকারেও অনেকে অসম্মত। আমরা যাহা [illegible] করিতে পারি, কিন্তু ইহা পুস্তক [illegible] স্পর্শ করিতে পারি না। [illegible] সকল দুঃখের মূল, [illegible] আমাদের [illegible] না। [illegible] বর্ত্তমান পাঠক-সমাজ যে কঠিন বিষয়ের পুস্তকাদি পাঠ করেন না এবং নাটক নবেলের মধ্যেও "[illegible]" পুস্তক [illegible] অপর গুলি পাঠ করিয়া থাকেন, তাহার [illegible] দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অদ্য আমরা এক খানি মাত্র পুস্তক সম্বন্ধে [illegible] করিয়া [illegible] এ প্রস্তাব শেষ করিব।

"ছিন্নমস্তা"—সামাজিক উপন্যাস। [illegible] মূল্য এক টাকা, গ্রন্থকর্ত্তার আলয় এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদের যে যে বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে সংক্ষেপে [illegible] প্রকাশ করা হইলো।

এই পুস্তক খানি সাধারণের সমক্ষে [illegible] করিবার আমার দুটি উদ্দেশ্য আছে। [illegible] এক খানি উৎকৃষ্ট [illegible] পুস্তক পাঠ করিতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করা। [illegible] পাঠক সমাজ যে সকল আখ্যায়িকা [illegible] স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, [illegible] এক খানি [illegible] "ছিন্নমস্তা" কোন [illegible] বিশেষের অনুবাদ বা অনুকরণ নহে। ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক। [illegible] শিক্ষা ও [illegible] বাল্মীকি ও [illegible] কালিদাস, [illegible] মহর্ষি [illegible] উপকরণ [illegible] পুস্তক বলিয়া আছেন কিন্তু [illegible] "ছিন্নমস্তা" [illegible] সমাজের "[illegible]" [illegible] "ছিন্নমস্তা" [illegible] তবে পাঠক সাধারণের [illegible] কখানা [illegible] করিয়া দিলাম।

একজন বলিয়াছেন,—"ছিন্নমস্তা একটী নূতন আখ্যায়িকা। ইহাতে [illegible]

প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসখানির [illegible] বিজ্ঞ [illegible] অন্তর্জগতের [illegible] কিরূপে অল্প [illegible] সংশোধিত হয়, [illegible] ঘটিলে [illegible] হয়, পত্নী [illegible] হইলে [illegible] শক্তি হইতে কিরূপে [illegible] হইতেছে—উপন্যাস [illegible] হয়, বাহিরে শিক্ষার [illegible] অবস্থার মধ্যে কিরূপ দুইটির [illegible] ইত্যাদি বিষয়গুলি "ছিন্নমস্তা" পুস্তক [illegible] হইয়াছে।" "ছিন্নমস্তা" [illegible] প্রকৃতি [illegible] চিত্র [illegible] হইয়াছে, একটী [illegible] হয় না। [illegible] সোপানে—সোপানে হইতে অধোগমনের [illegible] হইতে হয় অর্থ আনিতে অর্থের শেষ করিয়াছে। যে নায়ক নায়িকার যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ [illegible] তাহার অনুরূপ প্রকৃতি চিত্রিত করিয়াছে।"

এক জন বলিয়াছেন, "ছিন্নমস্তার গ্রন্থকার স্বদে-[illegible] রীতি ব্যবহার চিত্র চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ [illegible] তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি যে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার কৃতকার্য্যতার হেতু [illegible] শক্তি এবং [illegible] তাঁহার [illegible] পাইবে।"

আমাদের [illegible] শিরোভূষণস্বরূপ কোন [illegible] বলিয়াছেন,—"নায়ক নায়িকার মৃত্যু ঘটনায় যেন পুস্তক উপসংহার করিলে কাব্যে [illegible] দোষ না হইলেও [illegible] কিঞ্চিৎ বিশেষ শক্তির লক্ষণ। [illegible] নায়ক নায়িকার মৃত্যু ঘটনার [illegible] করিতে সক্ষম [illegible] বাঙ্গালা ভাষার অতি অল্প পরি-[illegible]। ছিন্নমস্তার রচয়িতা [illegible] এরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।"

[illegible] প্রণেতা সুবিখ্যাত গ্রন্থকার [illegible] নায়িকা কপালিনী [illegible] কপালিনী সাক্ষাৎ [illegible] এবং সমপ্রকার সৌন্দর্য্যের [illegible] উন্মাদিনী। এই [illegible] সমাজে হইয়া থাকিবে প্রশংসা করেন কামনা পরিশুদ্ধ পুস্তক [illegible] স্বর্গীয় হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করিয়াছিলেন এবং পবিত্র সমক্ষে শান্তির ভূমিকা [illegible] প্রকৃত অন্তর্নিবিষ্ট পতিপ্রেমের [illegible] ছিলেন, তাহা প্রকৃত যেরূপভাবে [illegible] হইয়াছে। এই বর্ণনা অকৃত্রিম [illegible] এবং অর্থ-গাম্ভীর্য্যে ও ভাব-মাধুর্য্যে [illegible]। ছিন্নমস্তার নায়ক যোগেশ বাবু সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নায়কের সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত। [illegible] এক দিকে এই এক প্রকার সৌন্দর্য্য ও অপর দিকে নরকের ভয়ঙ্কর [illegible] বিস্তার করিয়া রচনা-কৌশলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। যদি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে, যোগেশ বাবু ও মালিনীর চিত্রে নেত্রপাত কর; আর যদি নরকের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে অভিরুচি হয়, সুধাময়ী, রামশঙ্কর, হরিমতি ও স্বরূপচন্দের চিত্রে নয়নার্পণ কর।"

আর এক জন সুযোগ্য পত্রিকা সম্পাদক বলিয়াছেন, "ছিন্নমস্তা অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। লেখক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার মনুষ্য চরিত্র জ্ঞানের [illegible] না করি। এই পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপ উক্তি আছে, যাহা পাঠ করিয়া লেখককে [illegible] না মনে করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার বর্ণনা-শক্তি ও অসামান্য।"

আমার মতে এই পুস্তক সম্বন্ধে [illegible] যাহা বলিয়াছেন তাহার অত্যুক্তি করেন না [illegible] ইহার অনুকূলে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি [illegible] হইয়া না থাকে, সকলেই এরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদিগকে পাঠের অপূর্ব্ব ফললাভে সমর্থ হন, ইহাই আমার নিতান্ত বাসনা।

আর এক কথা, যাঁহারা দেশ স্বাধীন করিতে ব্যস্ত, স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহাদিগের নিজের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচার-শক্তি না থাকা বড় লজ্জার বিষয়। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি বঙ্গভাষাকে [illegible] ও বাক্য যোজনার সবিশেষ পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া যে আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন না, বা করিতেছেন না, আজিকার দিনে এরূপ সংস্কার থাকা অন্যায়। বঙ্কিমবাবু এতদূর বিদেশীয় [illegible] সংস্কারের অন্তর্গত বিষয় সকলে নূতন বেশ ও অলঙ্কার প্রদানে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, অনেক স্থলে অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষার শরীরে একটী নূতন সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন না বা করিতেছেন না, আজিকার দিনে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ সংস্কার অন্যায়। আমরা একদিন কলিকাতার দোকানে কোন পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠকের কথোপকথন শুনিয়া অবাক হইয়াছি।

এ পুস্তক খানি কাহার? বঙ্কিম বাবুর, তবে ও খানা অবশ্যই ভাল হইবে। ঐ খানি কাহার? অমুকের, তবে কিছু নহে। এখানি কাহার? রমেশ বাবুর। [illegible]—তবে ভাল হইতে পারে। এ পুস্তক খানি কাহার? হরিদাস ঘোষের। হরিদাস ঘোষ আবার কে? ও বই কি ভাল হবে।

যে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ আপনাদিগকে সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের পসার ও পদমর্য্যাদানুসারে গ্রন্থের সমালোচন প্রণালী প্রচলিত থাকা কি লজ্জার বিষয় নহে?

[illegible]
১১ মে ১৮৬১ খৃঃ } শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

[illegible]।

সভ্যতার অভ্যুদয় সহকারে মানুষের বুদ্ধি যত মার্জিত হইতেছে ততই আহার ও বসন-ভূষণ ব্যবহারের বৃদ্ধি হইতেছে, এ দেশে অসভ্য কালের লোকেরা বড় ভাল ছিলেন। যে সকল বিষয় তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সরলভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার ছিল, যতদূর সাধ্য পরাজিত জাতিকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া একান্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় রাখিতে পারিলে গৌরব হয়। তাঁহারা সেই গৌরব প্রকাশে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, স্পার্টার হেলট রোমের [illegible] ও ভারতবর্ষের শূদ্র ইহারাই উদাহরণ স্থল। বলবীর্য্য সাহসে নিকৃষ্ট বলিয়াই তাহাদিগের এ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। যে কোন অংশেই হউক যে ব্যক্তি দুর্ব্বল সে প্রবলের পায়ে, অসদ্ব্যবহারের পাত্র নয়, অসভ্যকালের লোকদিগের এ জ্ঞান ছিল না। এক্ষণে সভ্যকালে সে জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু ব্যবহার জ্ঞানানুরূপ হইতেছে না। অনেকে মুখে বলিয়া থাকেন জিত ও জেতা বলিয়া ভেদ না রাখিয়া পদ ও মান প্রভৃতি তুল্যরূপে বিতরণ করা উচিত। কিন্তু কার্য্যকালে উপস্থিত

হইবেন সে কথা [illegible] না, [illegible] আবশ্যক প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধিক কথা কি, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভার প্রস্তাবের প্রতিজ্ঞা করিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞাকে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহারা মুখে বলেন এদেশীয়দিগকে [illegible] সহিত তুল্যরূপে সম্মান করা হইবে, এবং সকলের আইন সকল কি হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরাজ কি ইহুদী সকল জাতিকে তুল্যরূপে পালন করা হইবে। বস্তুতঃ তাহার কিছুই হইতেছে না। [illegible] উচ্চ পদগুলি প্রায় ইংরাজদিগের একচেটিয়া হইয়া আছে। এদেশীয়েরা যে দুই একটী পদ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন তাহা এরূপে দেওয়া হইতেছে যে লোকের বোধ হয়, এদেশীয়দিগকে প্রবোধ দেওয়া হইতেছে মাত্র। [illegible]

[illegible]

বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে। দীর্ঘকাল সমুদ্রে বাস নিবন্ধন নাবিকদিগের সহজেই পীড়া জন্মিয়া থাকে। ঐ পীড়া এমন একটী যে, দেহে একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে ব্যাধি-মুক্ত করিয়া ফেলে। কলিকাতাবাসীদিগের এখন যেরূপ দৈহিক অবস্থা তাহাতে এই পীড়া যাহাতে তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার কোন সুব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আমরা তাহাতে অধিকতর পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইতাম। কলিকাতাবাসীদিগের অনবধানতা-দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক ডেঙ্গু ও ব্লাক প্রভৃতি যে দুই একটী জ্বর প্রবেশ করিতে পাইয়াছিল ভারতবাসীগণ অদ্যাপি তাহার ফল ভোগ করিতেছেন, সুতরাং এরূপ অবস্থায় হেল্‌থ আপীসরের পদের উপযোগিতা সম্যক্ অনুভব করা কঠিন নহে।

কলিকাতার হেল্‌থ আফিসরের গত বর্ষের কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী যে কেমন সন্তোষজনক পাঠক তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের সহিত তুলনা করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা নিম্নে তাহার একটী হিসাব দিলাম; যথা:—

যে সকল জাহাজ পরিদর্শন করা হয় তাহার সংখ্যা।

	আগত জাহাজ	অবিগত জাহাজ	মোট	মৃত্যু	হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থে আগত লোকের সংখ্যা।
১৮৭৮	৪২৪	৩৩৮	৭৬২		৩১১১
১৮৭৯	৪৯১	৪১৫	৯০৬	৬১	২১১৬
১৮৮০	৬৪৭	৬৫৮	১৩০৫	৪১	২০০৪

চিকিৎসার্থ আগত লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে

	১৮৮০।		১৮৭৯।		১৮৭৮।	
	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু।
ওলাউঠা।	২১	১৭	৬১	২৫	৪৫	২১
অতিসার	১০৯	০	১২৯		১১২	
উদরাময়	১৩১	১	১০৪		১৭১	
জ্বর	১	১	৪		৭	
ম্যালেরিয়া জ্বর	১২৭	১	৭০৪		৯১১	
সামান্য জ্বর	২০৭	০	০			
যকৃৎ পীড়া	১৮	০	১৯			
বসন্ত	৫	১	১৪		১	
জরা নিবন্ধন মৃত্যু।	২২	৯	৩		৪২	১০
অন্যান্য পীড়া	১৩০৮	৩০	১০৬৩		১৮৭১	২৭
মোট	২০০৪	৪১	২১১৬	৬১	৩১১২	

এই হিসাব দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সুচিকিৎসার দ্বারা ও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্নে উত্তরোত্তর অধিক রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের যদি এরূপ বন্দোবস্ত না থাকিত তাহা হইলে চিকিৎসার অভাবে কত লোক যে প্রাণত্যাগ করিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, এবং ইংরাজ জাতির উদ্যোগ না থাকিলে তাহারও এত বিস্তার ও বৃদ্ধি হইত না।

হেল্‌থ আপীসর তাঁহার কার্য্যে কেমন তৎপর পাঠক তাহার একটী প্রমাণ দেখুন। গত বর্ষে হংকং হইতে একখানি জাহাজ কতকগুলি যাত্রী লইয়া বন্দরে উপনীত হইলে তাহাতে চারিজন লোককে বসন্ত রোগাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, পাছে অন্য লোকে এই রোগে আক্রান্ত হয় এই আশঙ্কায় তিনি জাহাজস্থ সমস্ত যাত্রীকেই অবিলম্বে টীকা দিয়া ছাড়িয়া দেন। এই সকল কারণেই ১৮৮০ অব্দে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ঐরূপ মালদ্বীপ হইতে একখানি জাহাজ আইসে তাহাতে একজন বসন্তরোগী ছিল, ডাক্তার পরীক্ষা করিতে গিয়া এই ঘটনা দেখিতে পান ও তাহার চিকিৎসা করেন কিন্তু পূর্ব্বে সাবধান হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইতে পারে নাই। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে উৎসুক হইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বসন্তের চিহ্ন বিশিষ্ট এমন কোন লোক জাহাজে আসিলে অথবা হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া যাইলে বিচারপতি তাহাদিগকে দণ্ড দিতে পারিবেন।

তিনি পীড়িত ব্যক্তিদিগের আহারাদিরও নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং যাহাতে সমুদ্রগামী লোক কদর্য্য সামগ্রী ভক্ষণ করিতে না পারে সেদিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। যদি কোন জাতির জাহাজ নির্ম্মাণের দোষ থাকে অর্থাৎ যে জাহাজে ভালরূপ বাতাস যাতায়াত করিতে না পারে তাহাতে লোকের পীড়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইঁহারা সেই সকল দোষ সংশোধনের জন্য তদ্দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা জানাইতেও ত্রুটী করেন না। এবং যে যে স্থানের মিউনিসিপালিটী নদীজলে বিষ্ঠাদি ফেলেন অতঃপর যাহাতে তাঁহারা আর তাহা না করেন তজ্জন্য নিবারণও করা হইয়াছে। জাহাজের আরোহীরা যাহাতে বিশুদ্ধ পানীয় উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য স্বতন্ত্র জলও রক্ষিত হইবে। ইত্যাদি নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের চেষ্টা করা হইতেছে।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম হেল্‌থ আপীসর আর কতকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট এরূপ একটী আইন করেন যে তদ্দ্বারা রোগীরা হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য হয়, জাহাজ পরিষ্কার করা আবশ্যক বোধ হইলে অধিকারী নিজ ব্যয়ে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেন, এই সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তিনি যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন কাউন্সিল সভায় তাহা বিবেচিত হইবে। হেল্‌থ আপীসরের এই সকল কার্য্য দেখিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। হেল্‌থ আপীসরের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ দেখা যাইতেছে, পক্ষান্তরে তাহাতে প্রজারও মঙ্গল লাভ হইতেছে। এরূপ স্থলে প্রজারা শোণিত শুষ্ক করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা দিয়া থাকে তাহা হইতে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নাম করিয়া সমস্ত ব্যয় গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে, এবং ইহা বিশুদ্ধ যুক্তিরও অননুমোদিত।

অকারণ প্রজার বিরাগ উৎপাদন।

মুলতানের হিন্দুগণ পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রবার্ট ইজার্টনের নিকটে যে একখানি আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহার হেতুবাদগুলি পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চমৎকৃত হইলাম। রাজপুরুষেরা যদি বিনা পক্ষপাতে কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করেন তাহা হইলে অকারণ প্রজার বিরাগ উৎপাদন হয় না।

আবেদনকারীরা কহিতেছেন মুসলমানেরা হিন্দুদিগের বসতির মধ্যে গোমাংস রন্ধন করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রার্থনা এই যে সেরূপ না হয়। ঐ মাংস বিক্রয়ই বিবাদের কারণ। আমরা হিন্দুদিগের প্রার্থনা মধ্যে কোন অসঙ্গত বাক্য দেখিতেছি না। যাহারা বাস্তবিক হিন্দু তাহারা কোন ক্রমে গো-হত্যা দর্শন ও গো-হত্যাসূচক গোমাংসাদি বিক্রয় দর্শন করিতে পারে না। বোধ হয় কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন সহ্য হয় না। যদি কোন ইংরাজ ধর্ম্মালয়ের (চর্চ্চ) পার্শ্বে কেহ হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা ও কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম করে খৃষ্টধর্ম্মোপাসকেরা কি তাহা কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারেন? তাঁহারা কি সে অনুষ্ঠান হইতে দেন? কখনই নয়। মুসলমানেরা তাহাদিগের মসজিদের পার্শ্বে ঐরূপ হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত অথবা তাহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ শূকরমাংস বিক্রয় হইতে দেখিয়া কখন কি নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে পারে? বরং তাহারা হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া দেয় না? তজ্জন্য নিত্যই বিষম বিবাদ বিসম্বাদ করিতে থাকে।

অতএব মুলতানের হিন্দুরা তাহাদিগের পল্লী মধ্যে গোমাংস বিক্রয় দর্শন করিয়া যে অসুখী হইবে আর তাহারা যে সেই মাংস বিক্রয় নিষেধ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইবে তাহা অস্বাভাবিক নহে। রাজপুরুষেরা হিন্দু পল্লী পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যদি ঐ মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন, সকল আপদের শান্তি হইয়া যায়। আর ঐ ব্যবস্থা করিলে মুসলমানদিগেরও অভীষ্ট মাংস লাভের ব্যাঘাত হয় না এবং হিন্দুদিগেরও হৃদয়ে পরিতোষ জন্মে। রাজপুরুষেরা কেন যে ইহার ব্যবস্থা করেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যেখানে ধর্ম্ম ও জাতিগত দ্বেষ চিরপ্রকট হইয়া চলিয়া আসিয়াছে সেখানে এক জাতির কেহ বজায় রহিলেও আর এক জাতির মনোমধ্যে তার ব্যাঘাত জন্মিলে একের ক্ষোভ ও অপরের [illegible] নাই মনক্ষোভ জন্মে এটীও রাজপুরুষদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আর একটী বিশেষ কথা এই, মুলতান ও তাহার উপনগরে সমুদায়ে ৫৭০০০ লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৪২৭৫০ হিন্দু ও অবশিষ্ট মুসলমান। উভয়ের বৈলক্ষণ্য করিয়া দেখিলে, মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দু তিন গুণ অধিক। এত লোকের ধর্ম্মসংস্কারে আঘাত করিয়া চতুর্থাংশ লোকের সন্তোষসাধন চেষ্টা পাওয়াই বা কিরূপ রাজধর্ম্ম? আর যদি হিন্দুদিগের বাসের পূর্ব্বাবধি মুসলমানদিগের ঐ মাংস বিক্রয়ের রীতি থাকিত তাহা হইলে একদিন কথা ছিল। আবেদনপত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে তাহাও নহে। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে সদ্ভাবে ঐ কার্য্য হইতে বিনিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও পাইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে রাজপুরুষেরা স্বতন্ত্র স্থানে মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া বিবাদের যে শান্তি করিয়া দিতেছেন না এটী আশ্চর্য্যের বিষয়। আবেদনকারীরা আবেদনপত্র মধ্যে যে যে বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১৮৫৩ অব্দে পঞ্জাবের বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন যে অনুমতি করেন মুলতান নগর মধ্যে গো মাংস বিক্রয় তাহার বিরুদ্ধ।

ঐ বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন যে সমস্ত আদেশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের অনুকূলে কোন অনুমতি ছিলনা।

নগর মধ্যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে; হ্রাস হইতেছে না। এটী হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংস্কারের একান্ত বিরুদ্ধ।

সদর রাস্তার ধারেই গো-মাংস বিক্রয়ের দোকান সকল মনোনীত করা হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকেই হিন্দুদিগের বাটী ও দোকান। তাহাদিগের নাসিকার অগ্রেই ঐ পাক করা মাংস বিক্রীত হইয়া থাকে। এটী হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাবের একান্ত বিরোধী।

গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের সমুদায় নগরেই গো-মাংস বিক্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন। ঐ নিষেধের মধ্যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের কোন বিধি দেওয়া হয় নাই।

কতকগুলি মুসলমান এই কথা বলেন যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের দোকান বহু কালাবধি আছে। বাস্তবিক তাহা নয়। তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাহাদিগের উপর। পক্ষান্তরে আবেদনকারীরা এই প্রমাণ করিতে পারে যে ঐরূপ দোকান কখন ছিল না। যাহারা ঐ প্রকার দোকান করিবার চেষ্টা পাইয়াছে তাহারা দণ্ডিত হইয়াছে। এরূপ পাঁচ ছয়টী মকদ্দমার কাগজ পত্র ডেপুটী কমিশনরের আপীলের রেকর্ডে আছে।

পঞ্জাব বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন গো-মাংস বিক্রয়ের যে অবধি নিষেধ করিয়াছেন তদবধি গবর্ণমেণ্ট মুলতান নগর মধ্যে গো-মাংস বিক্রয়ের কোন আইন বা আদেশ করেন নাই। ইত্যাদি—

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা মে। [illegible] সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট শাসন সম্বন্ধে নিয়মের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

[illegible] ৩ রা মে। [illegible] চলিয়া [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] আছে।

[illegible] মন্ত্রিসম্প্রদায় [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩ রা মে। [illegible] পীড়িত হইয়াছেন।

প্যারিস ৩ রা মে। [illegible] প্রতিনিধিবর্গ [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা মে। [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] কোন বিশেষ সংবাদ পায় নাই। [illegible] তাঁহার পুত্রের [illegible] পত্র লিখিয়াছেন। [illegible] গবর্ণমেণ্টকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনের ব্রিটিশ মন্ত্রী [illegible] ইংরাজ যুদ্ধের [illegible] করিবেন।

লণ্ডন ৫ ই মে। [illegible] টাকা [illegible] টাকা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ৫ ই মে। [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ৫ ই মে। [illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইয়াছে।

[illegible] প্রধান মন্ত্রী এবং এটর্ণি জেনেরালের প্রতিনিধি হইয়া [illegible] উপনিবেশিক [illegible] হইবেন।

[illegible] এখনও চলিয়াছে।

প্যারিস ৬ ই মে। [illegible] ফরাসী সেনা [illegible] টিউনিসের [illegible] অগ্রসর হইতেছে।

[illegible] টিউনিসের [illegible] ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই মে। [illegible]

[illegible]

[illegible] ৫ ই মে। [illegible] ফরাসী [illegible]

[illegible]

[illegible] ফরাসী সেনা [illegible] করিয়াছে।

[illegible]

লণ্ডন ১২ ই মে। [illegible]

[illegible]

বিবিধসংবাদ।

[illegible]

[illegible] কবিবার অভি-প্রায়ে গবর্ণমেণ্ট [illegible] সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

[illegible] আমাদিগের নিকট এক খানি সাধারণ আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। [illegible] লিখিত হইয়াছে আমেরিকার [illegible] কোম্পানি খুলনা [illegible] করিয়া অতি [illegible] করিতেছেন বলিয়া সম্বাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন [illegible] বিজ্ঞাপন [illegible]

[illegible] মকদ্দমা [illegible] । [illegible] আমিরী [illegible] বলিয়াছেন। [illegible] এই কথা শুনিয়া [illegible]

[illegible] হাইকোর্টের [illegible] আদালত সম্বন্ধে এই নিয়ম [illegible] তিন মাস কোন মকদ্দমা [illegible] পাইবেন না। [illegible] [illegible] ফরিয়া বলিলেন তবে গবর্ণমেণ্ট [illegible] দিলেন। [illegible] নিয়মানুসারে [illegible] পাইবেন না।

[illegible] করিবেন।

[illegible]

[illegible] একটী [illegible] সমাধান করিবে [illegible] পাইতে হইবে। [illegible] ব্যক্তি কিছুকাল মদ্যপান না করিয়া ছিল। [illegible] একদিন হঠাৎ মদ্যপানে [illegible] লোকে [illegible] অপরাধে [illegible] বিচারপতি [illegible] প্রশংসা করিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমাদের [illegible] কমিশনর উপস্থাপিত [illegible] প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে সুবিধা হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

[illegible] কোর্টের [illegible] নামক এককন কেরাণী তাহার স্ত্রীর নিকট মদ খাইবার পয়সা চাহিয়া না

[illegible] অতীব [illegible] তাহাকে [illegible] করিয়া [illegible] কিন্তু [illegible] তাহার [illegible] নাই। [illegible] বিচারাধীন।

বিলাতে এক দল স্ত্রীলোক মিলিয়া একটী স্বাধীন [illegible] করিবার উদ্দেশে একটী কোম্পানি খুলি [illegible]।

[illegible] এক জন ইউরোপীয় সৈনিক মদ্য পান করিয়া এক জন [illegible] প্রাণ সংহার করিয়াছে।

বিলাতের [illegible] কবিবার [illegible] নিবাসী [illegible] নামক দুই ব্যক্তি [illegible] । [illegible] বলিয়াছেন [illegible] করিবার অভিপ্রায়েই [illegible] গোলমাল করিয়াছিলেন।

[illegible] প্রদেশে [illegible] সম্প্রতি [illegible] করা [illegible] লোক [illegible] করিয়াছে [illegible] প্রাণ [illegible] করিয়াছিল। [illegible] একটী [illegible] করিয়াছে।

[illegible]

[illegible] কোম্পানি [illegible] করিতে [illegible] সুবিধার [illegible] পারে। [illegible]

[illegible] উপাধির নিকট [illegible]

[illegible] একটী পুস্তক চুরি করিবার চেষ্টা [illegible] অভি-প্রায়, পুস্ত চুরি [illegible] করিতে স্বীকার করিলে [illegible] স্বীকার না করিলে [illegible] তাহাকে বধ করিবার ভয় প্রদর্শন করা হইত।

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে নিউটন নামক গ্রহকে আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব। ইহা এখন প্রতি সেকেণ্ডে দুই শত মাইল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমশঃ যত ইহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে ততই ইহার গতি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এবং অবশেষে যখন ইহা ঘণ্টায় ২০,০০০০০০ মাইল করিয়া ভ্রমণ করিবে তখন ইহার আকর্ষণশক্তি এরূপ প্রবল হইয়া উঠিবে যে উক্ত গ্রহ তাহার গমন পথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ এক বিশৃঙ্খলা বশতঃ সূর্য্যের উত্তাপ এরূপ প্রখর হইবে যে কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না।

অষ্ট্রিয়ার সেনাদলের একজন কর্ম্মচারী বলেন "যেমন ঝটিকা বৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতি যেরূপ আবশ্যক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এক একবার যুদ্ধ করাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়।"

বিগত ৮ ই মে রাত্রি তিন ঘটিকার সময়ে গৌহাটী এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গেও ইহার প্রকোপ দেখা গিয়াছিল।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের ৭৭ নম্বর সেনাদলের তিন জন সৈনিক এক দিবস বৈকালে শীকারে বহির্গত হয়, কিছু পরে একটী বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। তৎপরে ব্রহ্মদেশবাসী কতিপয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল এক ব্যক্তি শয়ান রহিয়াছে ও সৈনিকত্রয় তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। অবশেষে অনুসন্ধানে জানা গেল হত ব্যক্তির নিকট পঞ্চাশ টাকা থাকাতে সৈনিকত্রয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উহাকে খুন করে।

ষ্টোকস সাহেব ফৌজদারী আইনের সংশোধন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহার ৮৬৬ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটগণ কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার উপর তিন মাস কারাবাসের অপেক্ষা কঠিন শাস্তি দান করিতে পারিবেন না, কিন্তু উক্ত বিষয়ের ৩০ ও ৩১ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটগণ এতদ্দেশীয় প্রজাদিগকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড দিতে পারিবেন। পাণ্ডুলেখ্যের ৪৪৩ ধারায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, সেসন আদালত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে এক বৎসরের অধিক মেয়াদ দিতে পারিবেন না কিন্তু উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের ৩০ ও ৩১ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে সেসন আদালত এতদ্দেশীয় প্রজাগণকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ ও মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত যাবতীয় শাস্তি দণ্ড দিতে পারিবেন। আপীলের বিষয়ে ৪১৭ ধারায় ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কোন ইউরোপীয়ের যদি এক দিন অথবা এক ঘণ্টা মেয়াদ হয় বা এক পয়সাও জরিমানা হয় তাহা হইলে সে আপীল করিতে পারিবে কিন্তু এতদ্দেশীয়ের দুই মাস মেয়াদ ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা বা বেত্রাঘাত হইলে তাহার আপীল চলিবে না।

রুশের বর্ত্তমান সম্রাট দুষ্ট ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের একটী উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি দ্বীপান্তরিত ব্যক্তিদিগের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যিনি তিন বৎসর সচ্চরিত্রতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবেন তিনি তিন বৎসর পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যেমন কার্য্যের যোগ্য হইবেন তেমনি সরকারী কার্য্য করিতে পারিবেন।

কার্য্য বাহুল্য নিবন্ধন পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মোগলসরাই ষ্টেশন হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আর একটী রেলওয়ে খোলা হইতেছে।

যে সকল কল কব্জা ও কড়ার সাহায্যে চলে সর্ব্বদা তাহার পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু অনেক স্থলে নয় মাস ছয় মাসেও তাহা ঘটে না বলিয়া সময়ে সময়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নাকি এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়রদিগের দ্বারা নিয়মিত সময়ে ঐ সকল কলের তত্ত্বাবধান করাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার এলবার্ট স্কুল কালেজরূপে পরিণত হইল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল ইহাতে ফার্ষ্ট আর্ট পর্য্যন্ত পড়াইবার আদেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগকে যাহাতে উচ্চ শিক্ষা দান না করেন আজকাল কতকগুলি অদূরদর্শী ইংরাজ তজ্জন্য যেরূপ চীৎকার করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। তাহা হইলে যাহাতে দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের অধিক মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয় কোনরূপে তাহার উপায় হওয়াই ভাল হয়।

হুগলী হইতে একব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির তথাকার ষ্টেশনের বুকিংক্লার্ক বাবু নীলমণি চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক শিষ্টাচারী নিরহঙ্কার ও স্বীয় কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ লোক। নীলমণি বাবু সর্ব্বসাধারণ আরোহী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ আরোহীদিগের প্রতি বিশেষ সদয়। যাহাতে সকলে বিনা ক্লেশে টিকিট পায় ও কেহ কোন প্রকার অত্যাচারগ্রস্ত না হয় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি ব্যবসায়ী লোক। তাঁহারা নীলমণি বাবুর সদৃশ যত উপযুক্ত নিরহঙ্কার ও সচ্চরিত্র লোক রাখিবেন ততই ব্যবসায়ে লাভবান হইবেন। আমরা নীলমণি বাবুকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদে অধিরোহিত দেখিতে ভাল বাসি।

নিম্ন লিখিত পুস্তক ও মাসিক পত্র গুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা—হৃদয় কুসুম, বালক আচির ৭ম সম্ভার, পুষ্পমালা, মদিরা, কল্পতরু, দেবনাথ চরিতম্, পরাশর সংহিতা, হারীত সংহিতা, যোগেশ কাব্য, রামায়ণ ও মহাভারত, ঐ মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন ও উচিত বান্ধব। আগামী সপ্তাহে আমরা উহার কতকগুলির সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

নিম্ন লিখিত জেলা সমূহে নিম্নোক্তরূপ জনসংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথাঃ—বাঁকুড়া ১০৪১৭৫২, বীরভূম ৭৯৪৪১১, হুগলী ১০০৭৭৫৪, হাবড়া ৬৩৫০০২০, ২৪ পরগণা ২২১৮৬২৮, নদীয়া ২০২২৫৯৪, যশোহর ২২১০৮৩৮, মুরশিদাবাদ ১২ ৮২৫, দিনাজপুর ১৫১২৩২৮, রাজসাহী ১৩৩৩২৩৭, রঙ্গপুর ২১৬৯৬৯৯, বগুড়া ৭৩৩৪৫৮, পাবনা ১৩১২৯৩৭, দার্জ্জিলিং ১৫৫০৭৮, জলপাইগুড়ি ৫৭০২১০, কুচবিহার ৬০০০৫৭, ঢাকা ২১১৯৬৫১, ফরিদপুর ১৬৩১৮০৩, বাখরগঞ্জ ১৮৬৪১৮৩ ময়মনসিংহ ৩০৫১৯৬৬ চট্টগ্রাম ১১২০৩০৭, ত্রিপুরা ১৫১৯১৭৫, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ১০১৫৯৭ পাটনা ১৭৫৬৮৫৬, গয়া ২০৫৭৮৮০, সাহাবাদ ১৯৬০৭৪৫, দ্বারভাঙ্গা ২৫৬৩১৭৪ সারণ ২২৬১২১১, চম্পারণ ১৭০৬৬১৯, মুঙ্গের ১৯৬৪৫১৭ ভাগলপুর ১৯৬৬০৭৮, পূর্ণিয়া ১৮৮০৭১১, মালদহ ৭১১৪৮৭ সাঁওতাল পরগণা ১৫৬৭৮৬১, কটক ১৭০১৬৫৮, পুরী ৮৮৮৪৭৯, বালেশ্বর ৯৪৫২৮০ হাজারিবাগ ১০৪৭৮৮৬ লোহারডাগা ৪৫৩১৭৮ মানভূম ১০৫৮২২৮, বর্দ্ধমান ১১৯১০০১ মেদিনীপুর ২৫১৭৮০২, নওয়াখালী ৮২০৭৭২, ত্রিপুরা পাহাড় ৯৫৬৩৭, উড়িষ্যার করদমহল সমূহে ১৬১৮৭৪৭, ছোটনাগপুরের মহল সমূহ ৬৩১৫৮৫।

আমাদিগের এখানে গত শুক্রবার হইতে বিলক্ষণ বৃষ্টি বর্ষণ হইতেছে। আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন।

আমরা কলিকাতা গেজেটে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু জগদীশনাথ রায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। জগদীশ বাবু অনেক দিন নাকি যোগ্যতা সহকারে পুলিশ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ।

১০২।৶ হইতে ১০২৸৶

৪।০	১৮৭০ (১৮৮৪)	১০৩
৪॥০	১৮৭১ (১৮৮৬)	১০৪॥৵ " ১০৫৶
৫।০	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	} ১১১০ „ ১১২০
৪॥০	১৮৭৯ (১৮৯৩)	
৫	১৮৬৭ (১৮৮২)	১০১।০

বিজ্ঞানবলে [illegible] করিয়া [illegible] বৃদ্ধি করিতেছে। আজকাল আমেরিকার পশ্চিমের অন্যান্য দেশে [illegible] অপেক্ষা বিজ্ঞানের চর্চা অধিক [illegible] বা সম্প্রদায় [illegible] অনুষ্ঠান করিয়া [illegible] বিজ্ঞান [illegible] প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি [illegible] বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত [illegible] এবং [illegible] কাষ্ঠাদি প্রস্তুত করিবার [illegible] তাহা [illegible] পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন [illegible] টীকা এবং বিলাতের [illegible] সেরূপ লয় না, [illegible] টীকা লইলে [illegible] হয় বলিয়া [illegible] ও আমেরিকার [illegible] স্ত্রীলোকেরা [illegible] টীকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

[illegible] ঠাকুর [illegible] ও [illegible] অধ্যাপকদিগকে এক একটী পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

[illegible] বিলাত [illegible] তাহাদের মধ্যে আছে [illegible] ২০ ও ২০ [illegible] বয়সের মধ্যে [illegible] লক্ষ বিধবা আছে।

বিলাতে [illegible] বিদ্যা শিক্ষা দিবার [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে [illegible] লোক [illegible] করিতে [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছে।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] ভুলিয়া আছেন [illegible]

আমাদের [illegible] পরীক্ষা [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] ঊর্দ্ধ [illegible] কিন্তু উহা [illegible] করিতে না। [illegible] করিয়া [illegible] আর্কিমিডিস [illegible] ইংরাজি [illegible] করিলে দেশীয় [illegible] দিগকে [illegible] করিতে পারেন [illegible] অথবা কীর্ত্তি স্থাপন করুন। [illegible] জনসাধারণই করুন

[illegible] একজন [illegible] অনভিজ্ঞদর্শী লোকের হাতে প্রাদেশ শাসনের ভার পড়িলে উহা আবার নষ্টীভূত করিয়া দেখা দিবে।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একটী বালক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত [illegible] পুত্র [illegible] বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি [illegible] মেডিক্যাল কালেজে অধ্যয়ন করিবেন।

[illegible] সমাচারে দেখা গেল বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টারের ২০০ টাকা তহবিল কম হওয়ায় তাঁহার ও [illegible] একজন কেরাণীর নামে অভিযোগ হয়। পোষ্ট মাষ্টার একজন সাহেব, যিনি কোন [illegible] হইলেন কিন্তু কেরাণী বাবু একজন [illegible] লোক, তাঁহার [illegible] মেয়াদ হইল। কিন্তু কিন পরে পোষ্টাল [illegible] একজন বাবু [illegible] বাঙ্গালী [illegible] হিসাব পরীক্ষা করিতে আসেন। তাহাতে প্রকাশ হইল যে ২০০ টাকা তহবিল কম হওয়া আদৌ মিথ্যাকথা। তহবিল কমে নাই। একটী হিসাব [illegible] করিতে ভুল হওয়ায় [illegible] ২০০ টাকা বেশী দাঁড়াইয়াছিল। এদিকে আট নয় মাস [illegible] কেরাণীর মেয়াদ হইয়াছে।

[illegible] উপর বিরক্ত হইয়া [illegible] সহিত মিত্রতা করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান [illegible] পত্র লিখিয়াছেন। সাহেব একজন বিশ্বাসী লোক [illegible] ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। [illegible] সকল লোক আছে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, [illegible] শিক্ষা দিবার তাহাদিগের কোন [illegible] করিতেছে কি না, তিনি সেই সকলের [illegible] দিবেন।

[illegible] বাড়িতেছে। [illegible] কন্যাদিগকে [illegible] দিতেছে।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] প্রথা [illegible] কিন্তু নূতন নিয়মানুসারে তাহা [illegible] হইবে না। [illegible] হইলে [illegible] লিখিয়া দিতে হইবে।

[illegible] মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত বিবাদ করিয়া গোমাংস বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলিয়াছে কিন্তু উহাদিগের [illegible] মকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে [illegible] হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছে।

অন্তঃপুরচারিণীদিগকে [illegible] নিমিত্ত মুক্ত করিবার যে আইন হইয়াছে তাহার সংশোধন প্রার্থনায় [illegible] হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতি [illegible] একত্র হইয়া [illegible] নিকট আবেদন করিবার কল্পনা করিয়াছে।

[illegible] হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন [illegible] মুসলমানদিগের [illegible] আহ্বানক্রমে [illegible] একটী সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় গোবধ নিবারণ সম্বন্ধে তিনি একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী সকলের মনোরঞ্জক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার যুক্তি ও উপদেশানুসারে স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর গোবধ নিবারণ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। আর কেহ যাহাতে মুসলমানের নিকট গরু বিক্রয় করিতে না পারে তাঁহারা তাহারও চেষ্টা করিবেন। যদি কেহ বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত করিবেন। তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে গোয়ালারা মুসলমানদিগের নিকট বেশীভাগ গোরু বিক্রয় করে অতএব তাহাদিগকে বিশেষ সাবধান করিবেন তাহারা তাহা না শুনিলে তাহাদিগকেও সমাজচ্যুত করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] মে ১৮৮১। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন।

বাবু [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] জন্য [illegible] করিলেন।

[illegible] মে। [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] হইতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের [illegible] করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] তারিখ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

[illegible] জজ [illegible] হইতে প্রথম শ্রেণীর [illegible] ও সেসন জজের [illegible] করিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] মে। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] গবর্ণমেণ্ট

সরকারী বিদ্যালয় জন্য তৃতীয় সংগ্রহার্থ ১৮৭০-অব্দের ৭ম আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকা বিভাগের ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভোলানাথ দাস ময়মনসিংহে কার্য্য করিবেন।

এস, ভি, কুক কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং অন্য আদেশ হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৯ ই মে রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর রবসাহেব সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিভাগ প্রাপ্ত বর্দ্ধমানের কমিশনর আর, এল, মাঙ্গলস ১৮ ই হইতে তৎপদে নিযোজিত হইলেন কিন্তু যাবৎ তিনি প্রত্যাগত না হইতেছেনতাবৎ বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি জে, ওয়েষ্ট্ রেবিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি মেম্বরের কার্য্য করিবেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর এফ, বি, পিকক ১৮ ই তারিখ হইতে কার্য্য করিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি কমিশনর এফ, এচ, পিলো ১৮ ই তারিখ হইতে কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, সি, ষ্টিভেন্স ১৮ ই হইতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর পোর্ট ১৮ ই হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এম ডি ১৮ ই হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন এবং ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রাজসাহীর দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, জি, সার্প প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এস, সি, অনেষ্ট ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১০ ই মে। কিছু দিনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি হইল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মধুপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণী। মুঙ্গেরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চৌবীশপরগণার পার্শ্বনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু রাজগোপাল রায় পঞ্চম শ্রেণী। মালদহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের, মজঃফরপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শাক্কালাল, ও কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় নদীয়ার অন্তর্গত সদরগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,ময়মনসিংহের কেনি বিভাগ ডিবিজনের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শারদাপ্রসাদ সরকার, সারণের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আকবর হোসেন, চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালিদাস চৌধুরী ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

সারণের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, পি, ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য ও রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, সি, কুইন সাহেবের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর ফর্নিস ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সারণের অন্তর্গত বেতিয়ার ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, বি, টেলর ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই মে। হাজারিবাগের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এচ, কামিন ১৮৮০ অব্দের ৩ আইনের ৪ ধারা অনুসারে হাজারিবাগের প্রথম শ্রেণীর কাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই মে। বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ সারণের মুন্সেফ হইলেন এবং সদরের সেওয়ানে থাকিবেন।

১০ ই মে। বাবু জগদীশনাথ রায় ১৮৭৭ অব্দের ৪ আইনের ৮ ধারা অনুসারে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা বর্দ্ধমানে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সাবজজের উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আররিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জের মুন্সেফ সাহ মহম্মদ হোসেন তিরহুতে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং তাজপুরে থাকিবেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু সদরের আররিয়ায় থাকিবেন।

মতিহারি সবডিবিজনের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, বি, হারিস লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের জষ্টিস অব পীস হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বুদবুদের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার বসু ফরিদপুরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় মাদারিপুরেই থাকিবেন। এই আদেশ নিবন্ধন ইহার উপর ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জে যাইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের মুন্সেফ বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের সহকারী কমিশনরের ক্ষমতা কক্স বাজারের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত হইল।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

(১২ ই মে, ১৮৮১।

নদীয়া বিভাগের পোষ্ট আফিস সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ গোষাল মহাশয় কর্ত্তৃক এখানকার পোষ্ট আফিসটী পরিদর্শিত হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ বাবু পরিদর্শন কার্য্য পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, অত্রত্য পোষ্ট আফিসের কার্য্য-প্রণালী প্রত্যাশানুরূপ বিশুদ্ধ বটে। সব পোষ্টমাষ্টর বাবু রামচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ক্লার্ক যজ্ঞেশ্বর রায় পোষ্টালবিভাগের বহুদর্শী ও পরিশ্রমশীল কর্ম্মচারী, এজন্য ইঁহাদের কার্য্যে প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের চরিত্র এমনি পবিত্রতাধারণ যে, স্থানীয় প্রায় যাবতীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি রামচরণ ও যজ্ঞেশ্বরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা কোন প্রামাণিক ব্যক্তির বাচনিক পরিজ্ঞাত হইলাম যে আগামী জুলাই মাসের প্রারম্ভে পোষ্টআফিস সমূহে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইবে। মণিঅর্ডার প্রবর্ত্তিত করিয়া পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছেন, এক্ষণে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ তাঁহারা বদ্ধ পরিকর। বস্তুতঃ পোষ্ট আফিস সমূহে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ উহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই বিলক্ষণ স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। নগর, উপনগর ও গ্রামের পোষ্ট আফিসে যে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, তাহাতে স্থানীয় লোকেরা অন্ততঃ প্রতিদিন চারি আনা জমা দিতে পারিবেন ও সুদ শতকরা সাড়েচারি টাকার হিসাবে পাইবেন। এই প্রস্তাবটী যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করা হয়, ততই মঙ্গল। তবে এই প্রথাটী প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে পোষ্ট আফিস সমূহের কর্ম্মচারীর সংখ্যা কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে ও এই সঙ্গে পোষ্টমাষ্টর ডেপুটী পোষ্টমাষ্টর সব পোষ্টমাষ্টর ও ক্লার্কদের বেতনও কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত।

এক্ষণে গ্রীষ্মকাল ভীমের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছেন এবং সূর্য্যদেবও যেন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এতন্নিবন্ধন স্থানীয় প্রায় যাবতীয় সরোবর ও কুপাদি পরিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এক গঙ্গাই এখন আমাদের অনন্যগতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকলের ভাগ্যে ভাগীরথীর পবিত্র জীবন লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, সাধারণ লোকের জীবন রক্ষার্থ আমাদের মিউনিসিপালিটীর হাতে কোন একটী সরোবর খনন করা হউক। এই হিতকর কার্য্যে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিবার জন্য আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান যে টাকাগুলি স্বতন্ত্র জমা রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সে কি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে?

পবিত্র ভাগীরথী সলিলে প্রতিদিন স্নান করা আমাদের আশৈশব পরিচিত সংস্কার। এজন্য এখানকার সমস্ত নরনারী ও বালক বালিকা প্রায় প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের অধিকাংশ কুলকামিনীগণ অত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া থাকেন, এবং স্নানান্তে এমনি সূক্ষ্ম বসন পরিধান

করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন যে তৎক্ষণাৎ সহসা উকিলবাবুদের দল বিচলিত হইয়া উঠে। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ঐ কুৎসিত প্রথাটী উঠাইয়া দিবার জন্য বিস্তর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণকার কর্ত্তাবেত্তা-পুরুষেরা যদি ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের কথা কি লিখিব, আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যরূপ চিরক্রীত গোলাম, এক্ষণ বিলাতীর মন যোগাইবার জন্য আমরাই পুত্র কন্যা ও অট্টালিকার পরাইয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকি অন্য পরে কা কথা।

আমালপুর।

মধ্যে এখানে অত্যন্ত গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়িয়াছিল। দুই প্রহরের পর ঘরের বাহির হইবার যো ছিল না। আমরা যেন দগ্ধ নগরের মধ্যে বাস করিয়া দগ্ধ হইতেছিলাম। গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ বাজারে পাড়ায় ওলাউঠা রোগ আসিয়া দেখা দিয়া অনেকগুলি লোককে গ্রহণ করিয়াছে। কয়েক দিন পর্য্যন্ত ঐদিকে যাইতে সাহস হইত না; প্রত্যেক গৃহস্থ গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ধূনা ও গন্ধক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পার্শ্বে বসিয়া পুত্রশোকে এমন বিলাপ ও বক্ষে করাঘাত করিত যে দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। পরে গত সপ্তাহে যৎসামান্য বৃষ্টি হওয়ায় আজ কাল গ্রীষ্ম কিছু কম বোধ হইতেছে এবং রোগের প্রাদুর্ভাবও একটু যেন কমিয়াছে; ফলতঃ উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন বৃষ্টি না হইলে সাধারণের কোন বিশেষ উপকার হইতেছে না। সম্প্রতি আবার বৈরাপাড়ায় অসময়ে বসন্ত রোগ আসিয়া দেখা দিতেছে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন ফিরিঙ্গি তাহার স্ত্রীকে প্রহার করায় স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করে এবং বিচারে ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। এই ঘটনার পর স্বামী স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করেন এবং খেতে পরতে দেন না। স্ত্রী পুনরায় স্বামীর নামে খোরাক পোষাকের দাবিতে নালিশ করায় মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ২৫ টাকার হিসাবে মাসোহারা দিবার হুকুম হইয়াছে। শুনিতেছি স্বামী স্ত্রীকে ডাইভোর্স করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে।

এখানকার ২।৩ টী ব্রাহ্ম, বাঙ্গালি সন্তানেরা ঘনের মিলিনিকে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপাইত ফল, ৮৫ নৌকায় পা দিলে এরূপ পদ স্খলিত হইয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমালপুরের বাজারের সন্নিকটস্থ বেশ্যা পল্লির মধ্যে যে একটী মদের ভাঁটী আছে, সম্প্রতি তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত যুবকের ঐদিকে দৃষ্টিআকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। শুনিতেছি তাঁহারা ভাঁটিটী উঠাইয়া দিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ উঠিয়া যাইবার দরখাস্ত করিয়াছেন বলিতে পারি না। যদি একেবারে উঠাইয়া দিবার দরখাস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। আর যদি ঐস্থান হইতে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার দরখাস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে উভয় স্থানেই ভাঁটী আছে। বর্ত্তমান স্থান বাজারের নিকট, বেশ্যা-পল্লির মধ্যে এবং সদর রাস্তার ধারে। লোকে সদাসর্ব্বদা বাজারে যাওয়ায় অনেক ভদ্র সন্তান দিবসে মদ্যপান করিতে পারে না; কিন্তু যদি অন্য স্থানে ভাঁটী উঠিয়া যায় সকাল সন্ধ্যা দিন দুপুরে মদ পান করিয়া বেশ উৎসন্ন দিবে। আমাদের মতে ভাঁটী ঐ স্থানে থাকে তাহাতে ক্ষতি নাই তবে যাহাতে দুর্গন্ধ বাহির না হয় এবং রাস্তার ধারে মৌতের খোলা বাক্স না ফেলে তাহার প্রতিবিধান করা উচিত।

মুঙ্গেরে মধ্যে একদল পার্শী আসিয়া থিয়েটারে কৌতুক বহ নাটকের অভিনয় করিয়াছিল। অভিনয় কার্য্য নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

গত শনিবারে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ রায় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় "কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" এতদ্বিষয়িনী একটী প্রাচীন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নাস্তিক মতাবলম্বী ছিলেন, ক্রমে তাঁহার সাধু চেষ্টার দ্বারা ও ঈশ্বরের কৃপায় অন্যান্য ধর্ম্ম মত বিচার করিয়া অবশেষে বেদ বোধিত আর্য্যধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ তাহা তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি তাহাই উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ ও সাধুতাব অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার বক্তৃতার শেষ হইলে আমাদিগের মান্যবর শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে ধন্যবাদপ্রদান পূর্ব্বক এতদ্বক্তৃতার ও শাস্ত্রের অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ স্থলে একটী অনতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

একপত্রের সংবাদদাতা বা পত্র প্রেরক যদি কিছু অন্যায় লেখেন ভদ্র-রীতিতে সেই পত্রেই দেখাইয়া দেওয়া উচিত। অপর পত্রের সম্পাদকের ঐরূপ পত্র নিজ পত্রে স্থান দান করা উচিত নহে। কারণ অপর সংবাদদাতার সে পত্র দেখিতে না পাওয়ার সম্ভাবনা। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম বর্ত্তমান সঞ্জীবনী সম্পাদক ঐরূপ একখানি পত্র নিজ পত্রে স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহার সংবাদদাতা যদি আমাদের লিখিত বিষয় অবিকল সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া দোষ গুণ দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলেও অনেকটা সুখের হইত।

কালনা।

এখানে ভয়ানক জলকষ্ট হইয়াছে; পান করিবার মত জল প্রায় কোন পুষ্করিণীতেই নাই। সমস্ত জীব জন্তুই পানীয় জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। একে এই নিদাঘকালের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড বিশ্বসংসারকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছে, তাহাতে আবার পানীয় জলের অভাবে ভীষণ যন্ত্রণা। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট যদি কৃপাদৃষ্টি করেন তবেই মঙ্গল।

এখানে দিনের চোরের দৌরাত্ম্য লোককে শশব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, সে দিন ডেপুটী বাবুর বাটীতে সিঁদ কাটিয়া, সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত চোরের কোন সন্ধান হয় নাই। এক্ষণও পুলিসের সতর্ক হওয়া উচিত।

চকের লোকদিগের সহিত বাগদীপাড়ার লোকদিগের দলাদলি হইয়া সঙ বাহির হইতেছে। ধুমধাম ও মহা আড়ম্বরের সহিত উক্ত তামাসা সম্পন্ন হইতেছে; সে দিন চকের লোকেরা এক প্রকান্ড জলের গাড়ী বাহির করিয়াছিল; তাহাতে অনেক দর্শকের রেলওয়ে গাড়ী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল; ইহাতে উহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা ও বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল।

যশোহর।

কোটচাঁদপুর, ২১এ বৈশাখ ১৮০৩।

আজ কাল এ প্রদেশে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ নিবন্ধন অত্যন্ত গরম হইয়াছে। অদ্যাপি এ দিকে আশানুরূপ বারি বর্ষণ না হওয়ায় বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব তিরোহিত হয় নাই।

এবৎসর এতদঞ্চলে যে প্রকার আম্রের মুকুল হইয়াছিল, সেরূপ আম্র জন্মে নাই। অধিকাংশ স্থানের লোকের মুকুল দেখাই সার হইয়াছে। কাঁটালের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলা যায়। স্থানে স্থানে কৃষকেরা ধান্য বপন করিতেছে। কোন কোন স্থানে ধান্যের চারাও বাহির হইয়াছে।

আউট পোষ্ট কোটচাঁদপুর হইতে বলুহরের মধ্য দিয়া কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত একটী ফেয়ারওয়ে রাস্তা হইলে ২০।২৫ খানি গ্রামের অধিবাসীর যাতায়াতের সুবিধা হইতে পারে। ঐ রাস্তা সম্বন্ধে গত বৎসর সংবাদপত্রে কয়েক ছত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের কথায় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাতও করেন নাই, ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এ দিকে বর্ষাকাল

আবশ্যক প্রায়। এই সময় জিলাহদের বর্ত্তমান সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ জিয়ার সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে একটু কৃপা কটাক্ষপাত করিলেই প্রাগুক্ত রাস্তাটী প্রস্তুত হয়। একবার বর্ষাকালে ঐ পথে হাকিমদিগের পদব্রজে গমন সাধারণের একান্ত প্রার্থনীয়।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উপযুক্ত ভাবে অভাবে কোটচাঁদপুরের বিদ্যালয়ের হীনাবস্থা হইয়াছে। ২।১টী ছাত্র ভাল বটে। উক্ত স্কুলের মাষ্টার ও পণ্ডিতগণ সুশিক্ষিত শ্রমশীল বটেন কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা ও যত্নে কি লাভ হইবে। উক্ত স্কুলে গবর্ণমেণ্ট ১৫ টাকা সাহায্য দেন। শুনা যাইতেছে ঐ সাহায্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমরা এ সংবাদে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। কোটচাঁদপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার বাবু কান্তিমণি দত্ত মহোদয়ের অতি যত্নে এই বিদ্যালয়টী হয়। অবলীয়া স্কুলের অবস্থা সন্তোষ দায়ক।

কোটচাঁদপুর পোষ্ট আফিসের কিশোরী ডাক পিয়নের অনবধানতা বশত মাজকদহ অমৃদিয়া প্রভৃতি গ্রামবাসীদিগের ডাকের পত্রাদি পাইতে কিছু বিলম্ব হইতেছে। এই সকল কারণে প্রাগুক্ত গ্রামস্থবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক নূতন একটী ডাকঘর স্থাপনে মনোযোগী হইয়া যথাযুক্ত করিয়াছেন। কোটচাঁদপুরের বর্ত্তমান পোষ্ট মাষ্টার আমাদের বন্ধুবর বাবু প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সাদুনয় অনুরোধ তিনি পিয়নকে একটু শাসন করিয়া দিলে সে কার্য্যে শৈথিল্য করিতে পারিবে না এবং সাধারণে রীতিমত পত্র পাইবে।

আমরা সংবাদ পত্র বিশেষে অবগত হইলাম যে, যশোহর রেলওয়ে আপাততঃ কলিকাতা হইতে ৮ ক্রোশ ব্যবধান বারাসত পর্য্যন্ত খোলা হইবে। পরে বনগ্রাম হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত যাইবে। এ সম্বন্ধে গত ৩০ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে গোবরডাঙ্গার একজন পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাতে অনুমোদন করি। যশোহরবাসীদিগের কি চিরকষ্টই থাকিয়া গেল! ইডেন সাহেবের কি দয়া হইবে না?

বাণীপুর—৯ ই মে।

সে দিন সিয়াড়শোল রাজবাটীর একটী হস্তী ক্ষেপিয়া উঠে ও মাহুতের প্রাণ সংহার করে। এই ক্ষিপ্ততা এত প্রবল হয় যে কয়েক দিন এ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অতি সশঙ্কচিত্তে থাকিতে হয়। এই দুর্দ্দান্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া আমাদের দয়া-প্রবণ-চিত্ত মহারাণী মহোদয়া হস্তীটীর বধ সাধনে কৃতসংকল্প হন। এমন কি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ২।৩ বার গুলি নিক্ষেপ করেন। এমন সময়ে বর্দ্ধমান হইতে অপর এক জন মাহুত আসিয়া কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক হস্তীকে ধৃত করে। এখনও এটী ক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তবে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইয়াছে বলিয়া লোকের আর কোন আশঙ্কা দেখা যায় না।

আমরা প্রায়ই আমাদের মাজিষ্ট্রেট কাম্পার্নি সাহেবের প্রশংসা শুনিতে পাই। বস্তুতঃ তিনি এক জন নম্র প্রকৃতি সদাশয় লোক। কি দেশীয়, কি ইউরোপীয়, সকলেরই প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি অমায়িক। এরূপ বিচারপতি বিচারাসনে যত আসীন থাকিবেন ততই আমাদের মঙ্গল ততই আমাদের আনন্দের বিষয়। তবে কাম্পার্নি সাহেবের নিকট আমাদের অনেকগুলি বলিবার কথা আছে। আশা করি তিনি সে গুলি বিবেচনাধীনে লইবেন।

১। সর্ব্ব সমাজে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তন।

২। এই গ্রীষ্মের সময়ে এখানকার অধিবাসীদের বড় জলকষ্ট হয়। এই ক্লেশের প্রতিবিধান।

৩। মলমূত্র ত্যাগের জন্য পাইখানা নির্ম্মাণ।

৪। এখান হইতে সিয়াড়শোলের দি ... যে রাস্তাটী গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে আরও কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ।

৫। বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

শুনিলাম, আগামী সপ্তাহে এখানকার বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরিত হইবে। বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য এ বিতরণের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের আশঙ্কা এই অনেক ভদ্র লোক উত্তাপ নিবন্ধন বিতরণ সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমরা সম্পাদক অভয় বাবুকে অনুরোধ করি তিনি এ কার্য্যটী অন্য সময়ে সুনির্ব্বাহিত করেন।

শুনিলাম, সিয়াড়শোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সম্প্রতি বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। এটী অতি উত্তম কার্য হইয়াছে। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন আশা ভরসা নাই। তাঁহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহাদের কোনরূপ উন্নতির কথা শুনিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। তাল জিজ্ঞাসা করি, আর ২।৩ টী শিক্ষক আমাদের মহারাণী মহোদয়ার এরূপ কৃপায় বঞ্চিত হইলেন কেন?

এটী কয়লা ব্যবসায়-প্রধান স্থান। কিন্তু এবার কয়লা ব্যবসায়ীদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। কয়লা বিক্রয় নাই বলিলেই হয়। এইরূপ মন্দাভাব আর কিছু দিন থাকিলে এখানকার অনেকগুলি কুঠির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তবে সুখের বিষয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অতি সুলভ। লোকের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। এরূপ সু বৎসর আমরা বহুদিন দেখি নাই। কিন্তু এবারে এত উত্তাপ কেন? আর পঞ্চবাণেরই বা এত অকৃপা কেন? উত্তাপ দিন দিন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি ... ৵/০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু শীতানাথ দত্ত ও ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু ... চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ...

স্থানের কলিকাতার এজেন্ট হয়েন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়পূর্ব্বক জানান যাইতেছে, যাঁহারা সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার সুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রোগ-তত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাচুর্য্যের কারণ কি, মধুমক্ষিকা, দুগ্ধপালনের শোণিত-পানোদ্যত জীব, ভালবাসা, সংবাদী ভারতের পরিবারদের, সংবাদপত্র, এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মায় ৮ ফর্ম্মা কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক কতিপয় এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ২৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুপরীক্ষিত মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংযোগে জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও শুক্র ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব নালী অতিশয় জ্বালা যোগে হওয়া ও তৎসংযোগে মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ।০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত সেবন করাইলে জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, অনিয়মিত ঋতু ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, কাসশ্বাসযুক্ত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেদগত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ উপযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই নব নব প্রণালীর ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিহ্বলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাসরোগ, অজীর্ণ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন নির্ম্মূলিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ৩ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অনুকূলকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং রাজেন্দ্রনাথ দে অনেরী ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যানন্দ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সমস্ত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাৎ চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। দশ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ লইতে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কমলাক্ষ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ১১ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ২৩ এ মে। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৮ সাল আরম্ভ হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডার করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি টাকা দেন, হয় ত তাঁহার কর্মচারী মনিঅর্ডার করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডার আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডারের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার মুখের ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, জুতা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষপাঁচড়া, চিড়িয়া, কড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাঁচড়ার ঘা, অঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৭ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট ১৬২ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় [illegible] বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া [illegible] ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে আরোগ্য করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

ধাত কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

উঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেন্ট ঔষধের মূল্য ১ টাকা। শিশুর ঔষধ ৷৷০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা কোঠা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই বৈশাখ ১২৮৮। } শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৪ নং বাটী খিদিরপুর।

হিন্দু দর্শন।

ধর্ম্ম নীতি সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] আনা, মফস্বলে [illegible]। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। [illegible] বিশেষ জানিবেন।

হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় ২৬ নং [illegible] ষ্ট্রীট [illegible] কলিকাতা। } শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র পাল। হিন্দুদর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরীক্ষিত।

কেশ সংবর্দ্ধিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে মাথার কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলউঠা, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং [illegible] কোমল হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ধরা,

মাথা আলো ও [illegible] ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

[illegible] বক্ষঃস্থলে প্যাকিং খরচ [illegible] আনা।

[illegible] — নব পুষ্প, রক্ত পড়া এবং [illegible] ইত্যাদি বায়ুরোগের মহৌষধ। নিদ্রা [illegible] অতি সুন্দর ভক্ষণ করিয়া [illegible] দূর [illegible] চিকিৎসা করে। মূল্য [illegible] টাকা আনা [illegible]

[illegible] প্রশংসা পত্রাদি বিবরণ সমেত পাওয়া [illegible]

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন কল্প ডাক্তার।
[illegible] চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা।

শেষ পত্র। (১)

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা কি প্রকারে অপরের কথার প্রতিবাদ করিতে হয় ও কি প্রকার রীতিতে অপরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা বিশেষরূপ অবগত নহেন, অতএব স্বভাবগুণেই হউক, অথবা কোন কারণেই হউক তাঁহারা কোন কথা শুনিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং প্রতিপক্ষকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ন্যায় গালি বর্ষণ করিয়া জয় লাভের আশা করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের মধ্যে ভাগলপুরের পত্র প্রেরক শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়কে একজন জানিয়া গতবারে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের কারণটী স্পষ্ট করিয়া লিখিলে মনোবিরক্ত হইবে ও বিহারী বাবুকে সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ করা হইবে ভাবিয়া আমরা কেবল ইঙ্গিতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম। বিহারী বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাদিগকে এক প্রকার অজ্ঞ লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, দুঃখের কারণটী স্পষ্ট করিয়া বলিলে তিনি তাহার অপনোদনে যত্নবান হইতেন।

---

(১) [illegible] বাবু [illegible] এ বিষয়ে আর লিখিবেন না। আমরা [illegible] অনুরোধ করিতেছি, তিনি এ বিষয়ে আর [illegible] পত্র আর প্রকাশ [illegible] করিবেন না। সং

তাঁহার এ কথাটী বড় ভাল কথাই হইয়াছে এবং সেই জন্য আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের দুঃখের কারণটী এবারে স্পষ্ট করিয়া উপরে বলিলাম। দেখা যাউক তিনি তাহার অপনোদনের চেষ্টা করেন অথবা অধিকতর গালি বর্ষণ করেন। স্থল-বিশেষের কাল-বিশেষ সময় বিশেষে যে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়, সময় বিশেষে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে হয় এবং সময় বিশেষে একেবারেই যে গোপন রাখিতে হয় তাহা বোধ হয় বিহারী বাবু অবগত নহেন; যদি অবগত থাকিতেন তাহা হইলে আমাদিগকে অজ্ঞের সহিত তুলনা করিতেন না।

আমরাই প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের উদারতা প্রদর্শন করি। প্রমাণ করিয়া দিই যে, হিন্দুধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে, ইহা কোন পুস্তক বিশেষে অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশে অথবা সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতির মধ্যে আবদ্ধ নহে। প্রমাণ করিয়া দিই যে, কালের মাহাত্ম্য ও সমাজের অবস্থানুসারে যখন যেরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রয়োজন, যেরূপ উপাস্য দেবতা ও উপাসনা প্রণালীর প্রয়োজন এবং যখন যেরূপ আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা তখনই তদনুরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে, তদনুরূপ উপাসনা-প্রণালী ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিধি ব্যবস্থা করিয়া নিজ নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছে। আমরা সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী একখানি নূতন হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত হিন্দু সন্তানদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কারণ, যাহারা নিরাকার ব্রহ্ম, নিরাকার খোদা, নিরাকার কৃষ্ণ'ভারী অথবা [illegible] যাহারা থাকিতেছে আর সকলেই [illegible] স্বীকার করিবেন, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সকল এই ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুসন্তানদিগের কিছুতেই উপযোগী নহে। অতএব আমাদের কথার প্রতিবাদ করিতে হইলে হিন্দুধর্ম্ম যে উদার ধর্ম্ম নহে, এবং সময়োপযোগী নূতন হিন্দু-শাস্ত্র হিন্দুধর্ম্ম কখনই যে প্রসব করে নাই সুতরাং এখনও নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন করা কখনই যে সম্ভব নহে ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিহারী বাবু এই দুইটী বিষয়ের কোনটীতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাক, বোধ হইতেছে এই দুইটী প্রধান বিষয়ের প্রতিবাদ করা তিনি মূলে আবশ্যকই বিবেচনা করেন নাই, অথচ আমাদের পত্রের প্রতিবাদচ্ছলে তিনি আজ কএক সপ্তাহ হইতে আমাদের সহিত বৃথা বাক্যযুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন!! হয়ত তিনি আমাদের মুখে "হিন্দু-ধর্ম্মের উদারতার" কথা শুনিয়া আহ্লাদে অটখানা হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের জয়জয়কার ভাবিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা স্বীকার করিলেই হিন্দু শাস্ত্রের একাধিপত্য ও অনুশাসন বিলোপ হইয়া যাইবে, আবশ্যক হইলে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র সকল ত্যাগ করিতে হইবে, ভিন্ন জাতির সহিত আদান প্রদান ও পানাহার করিতে হইবে, তেত্রিশ কোটী দেবতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এক দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, বিহারী বাবু এখনও অবধারণ করেন নাই। সেই জন্যই তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন অথচ নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রাসঙ্গিক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে হিন্দু-শাস্ত্র মধ্যে সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই সুতরাং নূতন শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনই নাই; কিন্তু সে কথা আর চলে না দেখিয়া এবারে তিনি সে সুর ত্যাগ করিয়া নূতন সুর ধরিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, আমাদের অভিপ্রেত শাস্ত্রকে নূতন শাস্ত্র না বলিয়া সংগ্রহ-শাস্ত্র বলিলেই সঙ্গত হইত। পাঠক! এ সময়ে আপনাদের কি "সেই আক্কেল" কথা মনে পড়িতেছে না?

যাহা হউক আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রথমে বেদ তাহার পর স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি প্রণীত হইয়াছিল কিন্তু তা বলিয়া কে কোথায় স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতিকে সংগ্রহ বেদ বলিয়া থাকেন? যখন তাহারা প্রথম প্রচারিত হয় তখন সকলেই কি তাহাদিগকে নূতন শাস্ত্র বলিতেন না? আমাদের অনুরোধে বিহারী বাবুর যুক্তিটী হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পাঠকেরা বর্ণপরিচয় পুস্তককে একবার বেদ মনে করুন। চিরউন্নতিশীল বালকের পক্ষে চিরকাল বর্ণপরিচয়ে আবদ্ধ থাকা কখনই সম্ভব নহে। বেদ যখন সমাজের অনুপযোগী হইয়াছিল তখন স্মৃতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বর্ণপরিচয় যখন বালকদিগের অনুপযোগী হয় তখন বোধোদয় প্রভৃতি অন্যান্য নূতন গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। এই বর্ণপরিচয়ে যাহা আছে তাহার কিয়দংশ বোধোদয় প্রভৃতি সেই প্রকৃতির সমস্ত গ্রন্থে আছে, কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং অপর কিয়দংশ নূতন সংযোজিত করা হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া আজপর্য্যন্ত যত গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে তাহাদিগকে নূতন গ্রন্থ না বলিয়া সংগ্রহ বর্ণমালা বলা কি সঙ্গত হয়? যদি না হয় তবে স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রণীত হইবে তাহাদিগকে নূতন গ্রন্থ না বলিয়া সংগ্রহ বর্ণমালা বলা কি সঙ্গত হয়? যদি

না হয় তবে স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রণীত হইবে তাহাদিগকে নূতন শাস্ত্র না বলিয়া বেদের সংস্করণ অথবা সংস্কৃত বেদ বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? পাঠক দেখুন।

"কঙ্কালভৈরবং চাপি যামলং বামদেবকং।
এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি চ।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥"

শিব দেবীকে কহিতেছেন "কঙ্কালভৈরব যামল বাম ও এইরূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র (তন্ত্র) সকল ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত আমি সৃষ্টি করিয়াছি।" তন্মধ্যে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের কোন কোন অংশ সঙ্কলিত এবং সেই সঙ্গে কোন কোন নূতন বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি শিব বলিয়াছেন তিনি তন্ত্র শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার একথা বলায় কোন দোষ হয় নাই। বেদভাষ্যকার বিহারী বাবু শিবের উক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে কি প্রস্তুত আছেন? যদি না থাকেন তবে সৃষ্টি অর্থে নূতন উৎপত্তি বলিবেন কি না? অথচ বেদ প্রভৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় সকল তন্ত্রে গৃহীত হইলেও তাহাকে যখন নূতন শাস্ত্র বলিতে কোন বাধা নাই তখন ভবিষ্যতে যে কোন শাস্ত্র সঙ্কলিত ও সংরচিত হইবে তাহাকে কেন না নূতন শাস্ত্র বলা যাইবে?" এখানে শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন তিনি তন্ত্রশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বিহারী বাবু এই সৃষ্টি অর্থে কি সংস্করণ বলিবেন? সৃষ্টি শব্দের দ্বারা নূতন উৎপত্তি তাৎপর্য কি তাহা নহে? বেদ পুরাণ স্মৃতি থাকিতেও যখন তন্ত্রশাস্ত্র নূতন সৃষ্ট হইতে পারিয়াছিল, তখন বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি থাকিতেও এখনকার উপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র কেন না প্রণীত হইতে পারিবে?

বিহারী বাবু নিজ অভিপ্রায়সমর্থনার্থ এখানেও সেই পুরাণ কথা লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মগণের সহিত ধর্মত্যাগীদের কখনই তুলনা হইতে পারে না। অথচ তাঁহার মতে ধর্মত্যাগী অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা অধিকতর অপরাধী। কিন্তু আমরা যে লিখিয়াছিলাম হিন্দুসমাজ ধর্মত্যাগীকে কখনই গুরুতর অপরাধী জ্ঞান করেন না, তাহা যদি করিতেন তবে তাঁহারা ব্রাহ্ম ও নাস্তিকদিগকে অনায়াসে সমাজচ্যুত করিতেন। আশ্চর্য এই, বিহারী বাবু এ কথার কোন উত্তরই দেন নাই, অথচ তাঁহার নিজের উক্ত বাক্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছেন। যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় তাঁহার পত্রের সর্বস্থানেই এই প্রকার অসংলগ্ন বা অনর্থক বাক্য পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, তিনি এক্ষণে সময়ের উপযোগিতা অনুসারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। বলিয়াছেন কলিকালে মনু অনুসারে চলা অসম্ভব বলিয়া পরাশর কলিকালের উপযোগী বিধি দিয়াছেন। যদি এরূপ হইল তবে শাস্ত্র বিশেষের অনুশাসন চিরকাল যে সমানভাবে থাকিবে না তাহা সপ্রমাণ হইতে আর অবশিষ্ট কি রহিল? সংক্ষেপে কথায় ইহা বলিলেই কি যথেষ্ট হয় না যে, যতদিন সমাজ যে শাস্ত্রকে আপনাদের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততদিন তাহা সম্মানিত হইবে। আর যখন যাহাকে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করিবেন তখন তাহা দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। অর্থাৎ মানুষ যত দিন যে শাস্ত্রকে আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের অনুমোদনীয় বলিয়া জানিবে, তত দিন তদনুসারে চলিবে, আর তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। একথা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের আদেশ অপেক্ষা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের আদেশই অধিকতর পালনীয়। আমরা সেই জন্যই বরাবর ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে, শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া আর চীৎকার করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রের একাধিপত্য করিবার কাল তিরোহিত হইয়াছে, এবে যাহারা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ গোঁড়া, শাস্ত্রের নাম শুনিলে যাহারা ভাবে গদগদ হইয়া উঠে, শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহারা একপদ অগ্রসর হইতে পারে না, তাহাদের এখনকার উপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করা কর্তব্য। এই শাস্ত্রকে তুমি নূতনই বল, পুরাতনই বল, সংস্কৃতই বল, আর যাহা ইচ্ছা তাহাই বল তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই।

বিহারী বাবু অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন আমরা এবারে তাহার কোন উত্তর দিব না (অন্যান্য বারে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট)। কারণ বৃথা বিতণ্ডা লইয়া [illegible]। তবে এখানে একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। ইতিপূর্বে বিহারী বাবু লিখিয়াছিলেন "ভগবতী বাবুর যখন [illegible] এবং যখন হিন্দুসমাজে অনেকে [illegible] মধ্যে গোপনে উক্ত কার্য্য বিনা আড়ম্বরে বিনা গোলযোগে ও বিনা আন্দোলনে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন তখন * * * । সমাজ সুধীগণকে লইয়া আন্দোলন করিয়া তাহা [illegible] করেন নাই।" আমরা এ কথার প্রতিবাদ করি। বলি যে, আমরা এরূপ কথা কখনই বলি নাই। বিহারী বাবু আমাদের এ প্রতিবাদের উত্তরে এবারে লিখিয়াছেন "সত্য বটে, ভগবতী বাবু গোপনে উচ্ছৃঙ্খল, এই শব্দদ্বয় স্পষ্টভাবে কোন স্থানে ব্যবহার করেন নাই কিন্তু তিনি তাঁহার প্রথম যুক্তিটির সমুদয় অংশ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি কখনই আমাকে ভগবতী বাবুর ন্যায় এ সম্বন্ধে অন্য কথা বলিতে পারিবেন না।" বিহারী বাবু আমাদের কোন পত্রাংশটিকে লক্ষ্য করিয়া "প্রথম যুক্তি" বলিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের পত্রের যে অংশে "গোপনে" ও "প্রকাশ্যভাবে" অথবা তদ্রূপ আছে তাহা আমরা পশ্চাতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই সপ্রমাণ হইবে যে আমরা যাহা বলি নাই বিহারী বাবু তাহা আমাদের কথা বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। হয় তিনি তাঁহার এই অপরাধটী স্বীকার করিবেন, নতুবা আমাদের পত্রের অন্যান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথা বলিয়া তিনি পূর্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। পাঠক! এ বিষয়ে ইহাই আমাদের শেষ পত্র বলিয়া জানিবেন। এক্ষণে আমরা পূর্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অবলোকন করুন।

"আমরা উপরে বলিয়াছি যে, এখন অনেক কৃতবিদ্য যুবক ও সমাজের প্রধান লোক মদ্যপানাদি করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াও যখন হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছেন, তখন যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়া পরে হিন্দুসমাজে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, কে কোথায় গোপনে কি করিয়া হিন্দু সমাজে রহিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন, বা প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য ভক্ষণ করিবেন, তাঁহাকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা আমরা বলিতে চাহি, এত যে গোপনে নহে, আজ কাল অনেকেই প্রকাশ্যভাবে মদ্যপানাদি করিয়া থাকেন। অনেকেই আমরা শত শত বিশ্বস্ত লোকের নাম করিতে পারি [illegible] অন্ন না হইলে [illegible] এবং প্রমাণ করিতে পারি যে, [illegible] সমাজের তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও [illegible] একটী বাক্য ব্যয় করেন না। "কথা আর নাই কেন? না, [illegible] বলিয়া" যেখানে হোটেলাদি নাই সেখানকার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যেখানে হোটেলাদি আছে সেখানের স্কুলের ছাত্র বালক হইতে আর প্রাচীন [illegible] পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই হোটেলের কোন না কোন দ্রব্য খাইয়া কি আপনি আপন উদর পবিত্র করেন না? সমাজপতিগণকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সত্য করিয়া বলুন দেখি, তাঁহারা কি

ইহা জানেন না যে ... তাঁহারা নিশ্চয় আছেন ... এবং তাঁহার ন্যায় ... সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা পাওয়া কেন ।

শ্রীভগবতীচরণ দে

সুরেন্দ্র বরাটের বর্ত্তমান অবস্থা ।

সুরেন্দ্র বরাটকে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে ও শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিস্তর বাদ প্রতিবাদ করিয়াছেন। অপর কতক ব্যক্তিও এ বিষয়ে কয়েকটী প্রস্তাব লেখেন। আমরা তাঁহাদের বিবাদ-সূত্র আর কোন কীর্ত্তন ইচ্ছা করি না। সুরেন্দ্র এক্ষণে সমাজে কিরূপ অবস্থায় আছেন, এই বিষয় জানিবার নিমিত্ত অনেকে উৎসুক হইয়াছেন, অনেকেই আমাদিগকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অতএব আমরা সুরেন্দ্রের সমাজ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান অবস্থা ও অপর দুই একটী প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

উদয়পুরে অম্বিকা কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকিশোর কবিরাজ মহাশয়ের কন্যার সহিত সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে সুরেন্দ্রের গ্রামবাসী কয়েকজন বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত অপর কোন বৈদ্য সমাজের উপস্থিত হন নাই। এমন কি উক্ত রাজকিশোর কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর কবিরাজ মহাশয়ও সভায় হইতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা, মাতুল, ভাগিনেয়, ও আত্মীয় স্বজন কেহই এই বিবাহে উপস্থিত হয়েন নাই। এই ঘটনা উপলক্ষে রাজকিশোর কবিরাজের কুল পুরোহিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করায় কালনার পরপার হইতে টিকা ব্রাহ্মণ আনাইয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ঐ পৌরোহিত্য সম্পাদক ব্রাহ্মণটী এক্ষণে সমাজে পতিত হইয়া আছেন। আর অতি অল্প দিন হইল অম্বিকা কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন কার্য্য মহাসমারোহে নির্ব্বাহিত হয়। এই ব্যাপারে রাজকিশোর কবিরাজের নিমন্ত্রণ হয় নাই এবং এই উপনয়ন উপলক্ষে উপস্থিত ব্রাহ্মণ বৈদ্য সর্ব্বসাধারণে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, যত দিন সমাজ রাজকিশোর কবিরাজকে বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে না পারিবেন তাবৎ কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্য তাঁহার বাটীতে কোন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে গমন করিবেন না।

উপরি উক্ত দুইটী কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন সুরেন্দ্র সম্বন্ধে সমাজের কিরূপ অভিপ্রায়। সুরেন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান হন নাই। পাদরী সাহেব কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে রুদ্ধ করিয়া খ্রীষ্টান করেন তিনি এইরূপ প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং এইরূপ কথা বলাতেই নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার জাতিনাশ বা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য কোন পাপ সংঘটিত হয় নাই এই মর্ম্মে একখানি ব্যবস্থাপত্র দান করেন। সুরেন্দ্র যদি যথার্থই ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান না হইয়া থাকেন ও অখাদ্য ভক্ষণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার কোন পাপ সংঘটিত হয় নাই ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সুরেন্দ্রের এ কথায় কেহ বিশ্বাস করিতেছেন না। সুরেন্দ্র যে ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান হয় নাই ইহার দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেই সমাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন।

আমাদিগের বিবেচনায় আদালতের দ্বারা এ বিষয় প্রমাণীকৃত করিলে ভাল হয়, আদালতের বিচারে যদি এমন প্রমাণ হয় যে সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাকে খ্রীষ্টান করিয়াছেন তাহা হইলে সমাজ নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ হইলে সুরেন্দ্র বাবু, রাজকিশোর কবিরাজ ও তৎসংসর্গকারী অন্যান্য ব্যক্তিও বিশুদ্ধ বলিয়া সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

অম্বিকা কালনা } বিনয়াবনতস্য
১১ ই বৈশাখ ১২৮৮। } কস্যচিৎ কালনা নিবাসিনঃ

সোমপ্রকাশ

১১ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় সভ্য।

সভার শোভা সম্পাদনার্থ বা এতদ্দেশীয়দিগকে তোষ দিবার নিমিত্ত অথবা ইউরোপীয় রাজগণের নিকটে আপনাদিগের উদার ভাবের পরিচয় দিবার জন্য, কি জন্য যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় সভ্য নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এতদ্দেশীয় সভ্য নিয়োগ দ্বারা কি যে ইষ্টলাভ হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। এতদ্দেশীয় সভ্য যদি রাজার চাটুকার হন তাহা হইলে তিনি রাজার মতেই মত দিয়া যান। আর যদি স্বাধীনভাবে কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রবল তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় প্রবল ব্যক্তিদিগের মতে তাঁহার মত লীন হইয়া যায়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিয়ম এই, বহু ব্যক্তির মতেই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব যে স্থলে অধিকাংশ লোক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ, সেখানে একমাত্র এতদ্দেশীয় যদি স্বাধীন ভাবে তাঁহাদিগের মতের বিপরীত কথা বলেন, সে কথা কোন কাজের হয় না। ফলতঃ এখন ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় সভ্য নিয়োগের যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি এতদ্দেশীয় সভ্য নিয়োগ দ্বারা কোন ইষ্টফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে মফস্বলের বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে উপযুক্ত লোক আনিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয়দিগের ন্যায় বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ইউরোপীয়েরাও সভায় প্রবেশ করুন। ১৮৭১ অব্দে ক্রে অব ইণ্ডিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন "ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা হইতে এক এক জন উপযুক্ত লোক আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

ঐ অব্দে বঙ্গদেশের বণিক সম্প্রদায় লর্ড সভায় এক আবেদন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের তিনটী বিষয়ের প্রার্থনা থাকে। প্রথম, রাজস্ব ও শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ ব্যবস্থাপক সভায় দেশবাসীদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রতিনিধি গ্রহণ। দ্বিতীয়, গবর্ণর জেনেরলের সিমলা বাসের প্রতিবাদ। তৃতীয়, রাজকীয় কমিশন নিয়োগ। তদানীন্তন সেক্রেটারি লর্ড সালিসবারি ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় প্রতিনিধি গ্রহণ সম্বন্ধে বলেন "আমি জানি কতকগুলি ভারতবর্ষীয় রাজা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন। সাধারণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়া তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ চেষ্টা করিলে ভাল হইতে পারে বটে কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি এরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে সর্ব্বাংশে বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইবে। তৎপরে এই একটী অনিষ্ট হইবে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ঐ অল্পসংখ্যক প্রতিনিধির ক্ষমতাধীন হইয়া থাকিতে হইবে, এই সকল লোক ক্ষমতাবান সন্দেহ নাই। ইহাঁদিগের মধ্যে এরূপ ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয়ও থাকিবেন, যাঁহারা কাহারও প্রতিনিধি নহেন। তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের অনেক প্রভেদ থাকিবে। এক্ষণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত অন্য অন্য জাতির নিকটে দায়ী। বর্ত্তমান প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে আর সেরূপ দায়ী থাকিতে হইবে না। অন্য কেবল তন্নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।"

লর্ড সালিসবরি বুঝা যায়, আপ বিস্তার ও ব্যক্তিদি-

কর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বণিক সম্প্রদায়ের প্রার্থনার যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সে উপেক্ষা আর দেখা যায় না। ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয় উপযুক্ত প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ইহার অর্থ কি? তাঁহারা আসিয়া কেবল গোল করিবেন, সালিসবারি কি এই অর্থ করেন? যে সভার সমুদায় কার্য্য সুনিয়ম দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেখানে প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? যদি সে গোলযোগ ঘটে তাহা হইলে ত কোন সভারই কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হয় না। অপর, সালিসবারি যে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে ইংলণ্ডের যে দায়িত্ব আছে, তাহা আর থাকিবে না। ইহারই বা অর্থ কি? আমরা অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি, যে লর্ড সালিসবারি এরূপ অকিঞ্চিৎকর বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন। প্রতিনিধি গ্রহণে দায়িত্ব যাইবার সম্ভাবনা কি? যদি যথার্থ কাজ করা হয় আর তাহাকে দায়িত্ব বলে, সেরূপ বা তাহাকে ক্ষতি কি?

ফল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা সংকোচ করিয়া এবং এদেশীয়দিগকে রাজনীতিক্ষেত্রে রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিবার উপযুক্ত হইতে দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর তাহার বাধা দেওয়া ও অনেকাংশে [illegible] গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

[illegible]

সম্প্রতি কলিকাতায় কোন [illegible] স্ত্রীলোক দেনার জন্য আদালতের আদেশ অনুসারে কারারুদ্ধ হন। এ সমাচার [illegible] পাঠকগণের অগোচর নহে। সমাজ ও স্ত্রীলোকের [illegible] এদেশের শাস্ত্র ও ব্যবহারের একান্ত বিরুদ্ধ। এটী যেন নূতন বলিয়া সকলের মনে আঘাত লাগিয়াছে। এই কারণেই ইহা লইয়া কলিকাতার অনেকগুলি [illegible]। হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের যে অংশে স্ত্রীলোকদিগের আদালতে সাক্ষ্য দিবার এবং ঋণের জন্য অভিযুক্ত হইবার এবং তাহাদের ঋণের জন্য কারাবাস দণ্ডের বিধান আছে, তাহার সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। সামাজিকমতেই স্ত্রীলোকের বাহিরে সমাজ রক্ষা করা যাইতে পারে। তাহাদের মর্যাদার কিছুমাত্র হানি না হয়, ইহা এদেশের বড় বাসনা। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ বিষয়ের কোন একটী বিধান করিতে হইলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া আইন বিধিবদ্ধ করা উচিত। স্ত্রীলোকের স্বত্ব, স্ত্রীলোকের অধিকার, স্ত্রীলোকের সমস্ত [illegible] বিবেচনা করিয়া আইন করা [illegible]। কেহ কেহ কহিতেছেন যে, যদি দেনার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে জেলে দেওয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের স্ত্রীলোকদিগের [illegible] অধিকার হ্রাস করা আবশ্যক; নতুবা স্ত্রীলোক দেনা করিতে পারিবে অথচ মহাজন তাহার নিকট হইতে দেনার টাকা আদায় করিবার জন্য তাহাকে জেলে দিতে পারিবে না, এরূপ হইলে অনেক স্ত্রীলোক [illegible] বিষয় বন্ধক ও দেনাদায়ী করিয়া মহাজনের [illegible] উড়াইয়া দিবে; সুতরাং অগ্রে স্ত্রীলোকের দেনা করিবার ক্ষমতা হ্রাস করা আবশ্যক। তাহা হইলে স্ত্রীলোক দেনা করিতে না পারিলে তাহাদিগকে দেনার জন্য জেলে যাইতে হইবে না। এই [illegible] আমাদের বিবেচনায় [illegible] হইতেছে।

দেনা ও চুক্তি করিবার অধিকার বিষয়াধিকারের সহগামী। মনে কর কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি কন্যা ও দৌহিত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে [illegible] বিষয়াধিকারিণী হইলেন। [illegible] রক্ষণাবেক্ষণ, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়, বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মচারী নিয়োগ সমুদায়ই ঐ বিধবাকে করিতে হইল। মনে কর কোন বৎসর বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ তাঁহার অধিকারে [illegible] কিছুমাত্র আদায় হইল না। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব নিরূপিত দিনে না দিলে জমিদারী বিক্রয় হইবে। [illegible] উপায় নাই। এখন [illegible] দেনা করিবার অধিকার না থাকে, তবে [illegible] উপায় কি? [illegible] চুক্তি করিবার অধিকার না থাকে, তবে [illegible] তাহার জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ [illegible] কর্মচারী নিয়োগ করিবে? [illegible] না থাকে, তবে কে [illegible] স্বীকার করিবে?

অতএব ইহাই প্রতীয়মান [illegible] চুক্তি করিবার ক্ষমতা [illegible] হইলে তাহাকে বিষয়াধিকার [illegible] করিতে হয়। স্ত্রীলোককে [illegible] বঞ্চিত করা হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র বিরোধী। স্ত্রীলোক বিষয়াধিকারী হইতে [illegible] হইলে হিন্দু উত্তরাধিকারের নিয়ম একেবারে বিপর্যস্ত করিতে হয়। স্ত্রীলোকের অধিকারচ্যুতে যে সকল উত্তরাধিকারী হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রানুসারে বিষয় পাইতে পারে, তাহাদিগেরও [illegible] হইতে একেবারে উড়াইয়া দিতে হয়।

[illegible] আইন অনুসারে স্ত্রীলোকের অবস্থা [illegible]। অবিবাহিতা রমণী বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে, এবং দেনা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বিবাহিতার অবস্থা ইহার বিপরীত। সে বিষয়াধিকারিণী হয় না, সুতরাং চুক্তি ও দেনা করিবার ক্ষমতা থাকে না। এমন কি বিবাহের পূর্বে তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি থাকুক না কেন, সমস্তই তাহার স্বামীর অধিকারে আইসে। আইন অনুসারে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বামীতে বিলীন হয়। তাহার দেনা [illegible] স্বামীর দেনা [illegible] থাকে। আমাদের দেশের [illegible] প্রকার। [illegible] নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে হিন্দু স্বামী তাহার স্ত্রীর [illegible] করিতে পারে না। [illegible] এক্ষণে [illegible] আদালতে উপস্থিত হওয়া অবমাননা বিষয় মনে করে না, কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রীলোক আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হইলে তাহার অবমাননার পরিসীমা থাকে না। অতএব [illegible] আইন [illegible] বিষয় এদেশের উপযোগী নহে।

[illegible] এমন বলিতে পারেন যে [illegible] আবদ্ধ [illegible] করিতে পারিবেন, তাহাকে [illegible] দেনা [illegible] হইলে [illegible] স্ত্রীলোকের সম্পত্তি [illegible] জন্য কর্মচারী নিয়োগের [illegible] করিতে পারিবে না [illegible] উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না? [illegible] স্ত্রীলোক [illegible] আদালতের [illegible] হইলে [illegible] স্ত্রীলোক [illegible] সম্পত্তি [illegible] করিবে, তাহার দেনা কিরূপে আদায় হইবে?

এ দেশের হিন্দু মুসলমানের স্ত্রীলোকের [illegible] দেওয়ানী জেলে [illegible] এ নিয়ম [illegible] এই [illegible] দেনার [illegible]

অন্যায়রূপে [illegible] কোন সম্পত্তি গোপন করে [illegible] বাহির ভয়ে তাহার সম্পত্তি [illegible] ক্রোক [illegible] শোধ করিবার জন্য বাধ্য [illegible]। এইরূপ স্থানে তাহার সম্পত্তি হইতে দেনা [illegible] উপায় নাই, সে অনায়াসে ইন্সলবেন্সির [illegible] জেল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। [illegible] দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের একটি দোষ [illegible], সেই দোষের সংশোধন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে [illegible] যে ভাবে আছে, তাহাতে ডিক্রীদার দেনদারের [illegible] সম্পত্তি থাকিলেও সম্পত্তি ক্রোক না [illegible] দেনদারকে অনায়াসে গেপ্তার করাইতে পারে। আদালতের বিচারের জন্য বিশেষতঃ ছোটো[illegible] সহজ প্রকার করা এই আইনের সেই অংশ [illegible] পরিবর্ত্তিত করা উচিত যে ডিক্রীদার [illegible] আদালতে দেনদারের সম্পত্তি আগে ক্রোক করিবার প্রার্থনা না করিয়া তাহাকে অগ্রে জেলে দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবে না। [illegible] ডিক্রীদার দেনদারকে জেলে দিবার [illegible] অন্যায়রূপে দেনদারকে এই ভাবে [illegible] যে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা [illegible] বাহির হইবে, [illegible] যে কারণ দর্শাইতে না পারিলে দেনদার [illegible] জেলে দেওয়ানি পরোয়ানা [illegible] কি [illegible] অন্যায় [illegible] সম্ভাবনা নাই। কেন না, যদি দেনদারের প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পত্তি না থাকে তাহা হইলে [illegible] যে জেল হইতে [illegible] ডিক্রীদারকে [illegible] তাহার সম্পত্তি গোপন করে, [illegible] স্ত্রীলোকই হউক আর পুরুষই হউক, [illegible] তাহার জেল [illegible]।

[illegible] জেলার জন্য স্ত্রীলোকের গেপ্তার ও [illegible] জেল হওয়া উচিত কিনা, ইহা লইয়া [illegible] অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া [illegible]। [illegible] দেবীর মকদ্দমায় [illegible] প্রকাশ করেন যে, [illegible] মহিলা [illegible] কিন্তু [illegible] হইতে এই [illegible] যে [illegible] জন্য [illegible] করিবার [illegible]। কিন্তু গেপ্তারি পরোয়ানা [illegible] আদালতের দেখা উচিত যে [illegible] টাকা আদায় করিবার জন্য [illegible] অবলম্বন করিয়াছে কি না, এবং তাহাতে [illegible] টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল কি না। [illegible] হইলে আদালত সেই টাকা আদায়ের জন্য গেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিতে পারিবেন।

আমরা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের যে কয়েকটা ত্রুটি দেখাইয়া দিলাম তাহা সংশোধিত হইলে বোধ হয় সাধারণের [illegible] হইতে পারে। ফলতঃ যাহাতে বিচারপ্রার্থীদের সহজ রক্ষা হয় তজ্জন্য কলিকাতার মুসলমান ও হিন্দুগণ একযোগ হইয়া গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে একটা সুব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই, সম্পত্তি সত্ত্বে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেনা শোধ না করিলে স্ত্রীলোকদিগকে কারারুদ্ধ করিতে না পারেন। আইনের এই অংশটী বিশেষ করিয়া বিশদ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

[illegible] আইনের সংশোধন।

অন্যের রাজ্য জয় করা বরং সহজ, কিন্তু বিজিত রাজ্য আয়ত্ত করা, এবং তাহার লোকবর্গকে বশীভূত [illegible] ও অনুরক্ত করিয়া রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম। যত দিন রাজা ও প্রজার স্বার্থ একীভূত না হয়, যত দিন রাজা প্রজার ভক্তির উপর এবং প্রজা রাজার ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজাবৎসলতার উপর নির্ভর না করে, তত দিন রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় না। [illegible] ও সেনাদলের ভয়প্রদর্শন ও [illegible] পরাজিত জাতির মনে ভয় উৎপাদন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য মৌখিক শান্তি স্থাপন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজার মনে যে রাজভক্তি প্রেম ও বিশ্বাস উৎপাদন [illegible] করে, তাহা কে বোধ করিতে পারে? প্রজার রাজভক্তিই রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি, রাজার ন্যায়পরতা ও সৌহার্দ্দ রাজ্য রক্ষার অবলম্বন, এবং তাহাদিগের স্বার্থ এক করিতে পারিলে [illegible] দৃঢ় ও [illegible] হয়।

[illegible] ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। [illegible] খৃষ্টাব্দে [illegible] উইলিয়ম ইংলণ্ড পরাজয় করেন, কিন্তু শত বৎসরেও ইংলণ্ডের লোকে [illegible] অনুরাগী হয় নাই। যত দিন নর্ম্মানেরা [illegible] স্বতন্ত্র ও অধীন জাতি মনে করিত ও [illegible] তাহাদিগকে উৎপীড়ন ও পদদলিত করিত, তত দিন জাতি বৈরানল প্রজ্বলিত ছিল। পরে যখন উভয় জাতি এক স্বার্থের অনুগামী হইল, যখন বিদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন হইতেই উভয় জাতি মিশিয়া গিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ জাতিতে পরিণত হইল।

অতএব যাহাতে জেতৃ ও বিজিত জাতির স্বার্থের ঐক্য হয়; যাহাতে উভয়ের সহানুভূতি প্রবল হয়; যাহাতে তাহারা পরস্পর স্নেহ-বন্ধনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া, ও তাহার পোষকতায় আইন করা রাজার কর্ত্তব্য। ইহাই সুশাসনের মূল নিয়ম। যে রাজা তাঁহার রাজ্যকে রাজ-ভক্তির বলে বলীয়ান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার উচিত যে যাহাতে তাঁহার স্বজাতীয় প্রজা ও বিজিত ভিন্নজাতীয় প্রজা পরস্পর স্নেহ ও সখ্যে বদ্ধ হয় ও পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে সহানুভূতি প্রকাশ করে, এবং উভয় জাতি মিলিত হইয়া রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধনে ব্রতী হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যত্নবান হন। আমরা এ কথা বলি না যে, আমাদের শাসনকর্ত্তারা ইহা বুঝেন না। যাহাতে উভয় জাতির একরূপ সখ্য হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা [illegible] যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সিবিল সর্ব্বিস [illegible] সাধারণ প্রতিযোগিতা প্রবেশ করিবার নিয়ম করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও প্রাদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয়দিগকে প্রবেশ করিতে দিয়া, এবং উপযুক্ত দেশীয়কে উচ্চ পদস্থ করিয়া তাঁহারা জাতিদ্বয়ের [illegible] উৎপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মধ্যে মধ্যে আমাদের শাসনকর্ত্তাদের মনে স্বজাতিপক্ষপাতিতা প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে বিপথে চালিত করে। অদ্য একটী উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে। সম্প্রতি ষ্টোকস্ সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফৌজদারি কার্য্যবিধির সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, ব্যবস্থাপকের স্বজাতিপক্ষপাতিতা যেন উদ্দীপ্ত হইয়া আছে। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনটী অসম্পূর্ণ ও বহু দোষের আকর। ইহাতে মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে যেরূপ অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে একজন উচ্চপদস্থ মাজিষ্ট্রেট অনায়াসে নিরপরাধ ব্যক্তির অবমাননার একশেষ করিতে পারেন। মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটদিগের এরূপ অনেক অত্যাচারের কথা অনেকবার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। একজন এতদ্দেশীয়ের প্রতি কোন মাজিষ্ট্রেট অন্যায়পূর্ব্বক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দান করিলে তাহার প্রতিবিধানের উপায় এই আইনে নাই। প্রায় ছয় বৎসর অতীত হইল এলাহাবাদ হাইকোর্ট এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত ষ্টোকস্ সাহেবের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৪৬ ধারায় আছে:—

যদি কোন ব্যক্তি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে বে-আইনীরূপে কারাগারে রুদ্ধ করে, তাহা হইলে সেই ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা অথবা তাহার স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তি,—যে হাইকোর্টে উক্ত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার [illegible] কোন অপরাধের বিচার করিবার অধিকার আছে এবং যে হাই-কোর্টে উক্ত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা তাহার অপরাধের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিত—তাহাকে সেই হাইকোর্টের আদেশের অপেক্ষায় ঐ আদালতের সমক্ষে আনয়ন করিবার জন্য উক্ত হাইকোর্টে দরখাস্ত করিতে পারিবে।"

যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধ করিলেও দণ্ড হইবার সম্ভাবনা অল্প, যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত কি ব্যবস্থাপক সভা, কি আদালত সতত ব্যগ্র, যাহার বে-আইনীমতে দণ্ড হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলে অযুক্তি হয় না, তাহা দের জন্য স্বজাতিহিতাকাঙ্ক্ষী ষ্টোকস্ সাহেব আবার এই ধারাটির রচনা করিলেন। ১৮৭২ অব্দের ১০ আইনের ৮১ ধারায় ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বে-আইনী দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার যে বিধান আছে, তাহা কি ষ্টোকস্ সাহেব যথেষ্ট বিবেচনা করেন না? তাঁর এই নূতন ধারাটি করিয়াছেন [illegible] ক্ষতি নাই; কিন্তু দেশী লোকের জন্য তিনি সেরূপ কি করিলেন? ইউরোপীয়-দিগের জন্য এই ধারাটির [illegible] আবশ্যকতা নাই। কিন্তু দেশীদিগের জন্য ঐরূপ একটী বিধান [illegible] নিতান্ত আবশ্যক, তাহাদের জন্য তিনি কিছুই করিলেন না। আমরা দেখিতেছি যে [illegible] এদেশীয়েরা [illegible] পড়িলেও তাহাদের উদ্ধার কোন উপায় নাই, উপায় হইবার কোন লক্ষণও দেখা যায় না। এই কি ইংরাজের সমদর্শী সুসভ্য শাসনপদ্ধতি? এই কি ইংরাজের ন্যায়ানুবর্ত্তিতা? এই কি ইংরাজের পক্ষপাতশূন্যতা?

ভারতবর্ষে নানা জাতির বাস। কোথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভেদ দূরীকৃত করিয়া একবিধ আইন হইবে, তাহা না হইয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছি [illegible], ইংরাজের ও ইউরোপীয়দের জন্য এক আইন ও আমাদের জন্য অন্য আইনের সৃষ্টি হইতেছে। উচিত [illegible] কার্য্যবিধি সংশোধনার্থে ষ্টোকস্ সাহেবের প্রণীত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তাহার নিদর্শন স্বরূপ। জাতিভেদে অনুসারে বিচার প্রণালীর ভেদ করা শাসনপ্রণালীর মূল নিয়ম বিরুদ্ধ। কোথায় আমাদের কর্তৃপক্ষীয়েরা যাহাতে ইউরোপীয় ও এদেশীয়দিগের পরস্পর জাতি-বৈরানল নির্ব্বাপিত করিয়া পরস্পরের সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিবেন, না, যাহাতে সেই জাতি-বৈরানল সমধিকরূপে প্রজ্বলিত হইয়া পরস্পরের বিচ্ছেদ করিয়া দেয়, তাহারই জন্য বহু অযৌক্তিক আইন বিধিবদ্ধ করিতেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে [illegible] শাসনপ্রণালীর মূল নিয়ম [illegible], [illegible] রাজনীতিজ্ঞেরা তদ্বিষয়ে সবিশেষ [illegible] দিলেন। তৎকালে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি [illegible] সাহেব বলিয়াছিলেন "আইন এবং শাসনের নিয়ম সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়কে সমান পদবীতে রাখা কর্ত্তব্য। আর যদি ইউরোপীয়দিগকে ভারতবাসিদিগের সহিত সমান পদবীতে রাখা না হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগকে সহজে ভারতবর্ষে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া উচিত যে, যাহাতে উভয় জাতি মিলিত হইয়া যায় ও অবশেষে এক জাতিতে পরিণত হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা করেন।" তৎকালে গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটারী বলিয়াছিলেন "ইউরোপীয়দিগকে যদি ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভারতবাসিদিগের সহিত এক আইনে নিবদ্ধ করা উচিত।" উক্ত বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সম্পাদক মেকলে সাহেব বলিয়াছিলেন "বহুবিস্তৃত লোক সংখ্যার মধ্যে যদি কয়েকজনমাত্র ইউরোপীয় কোন বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, আর অধিকাংশ লোকে যদি তাহা না পায়, তাহা হইলে আমি তাহাকে স্বাধীনতা ও সুবিচার বলি না, [illegible] অত্যাচার [illegible] সকল [illegible]

শাসনপ্রণালীর যে মূল নিয়মের [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ [illegible] দিয়াছিলেন, এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষেরা [illegible] বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহার পর [illegible] ও সভ্য [illegible] আর কি আছে? [illegible] বিশেষ [illegible] সাহেবের আর একটী [illegible] স্মরণ রাখা উচিত। [illegible] তাহাদের সহিত সকল [illegible] অনুগামী করিয়া ইউরোপীয়দিগের [illegible] উচিত। [illegible] দিগের প্রতি [illegible] সমাধা [illegible]

শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্র-গণের প্রতি তত্রস্থ প্রিন্সিপেলের ব্যবহার বিষয়ে যে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহার প্রকৃত কারণটী কি তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্দেশীয়ের প্রতি প্রিন্সিপেলের বিদ্বেষই ইহার প্রধান কারণ। তাঁহার সংস্কার এই, এদেশে ভদ্র লোক নাই। যে সকল ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে গিয়াছে তাহারা মুটে মজুরের মধ্যে। মুটে মজুরেরা যেমন সাহেবদের নিকট অপরিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে প্রিন্সিপেল তাহাদিগকে সেইরূপ থাকিতে বলেন এবং মুটে মজুরের প্রতি অভদ্র ইউরোপীয়েরা যেরূপ ব্যবহার করে অর্থাৎ লাথি জুতা ঘুসি প্রভৃতি মারিয়া তাহাদিগের প্রাণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের প্রিন্সিপেল সাহেবও ছাত্রদিগের প্রতি সেইরূপ অসম্মানজনক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে চান। তাঁহার যদি এরূপ বিদ্বেষ না থাকিত তাহা হইলে তিনি শিবচন্দ্র [illegible] অপরাধের সহজ উপায়ে দণ্ড দিয়া তাহার সমাধান করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার মন এদেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষবিষে [illegible] থাকাতে সেটী ঘটিয়া উঠে নাই। শিবচন্দ্র [illegible] [illegible] অপর বিদ্যালয় একটী কলেজ [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible], অপমানজনক [illegible] বহু দৃষ্টান্ত আছে। সকল নীতি-শাস্ত্রকার ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা লঘু অপরাধে লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

প্রিন্সিপেল সাহেবের মনে যদি বিদ্বেষ না থাকিত এবং তিনি যদি এদেশীয় ভদ্র লোক-দিগকে মুটে মজুর জ্ঞান না করিতেন তাহা হইলে তিনি [illegible] অথবা ঐ [illegible] এ বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] এদেশীয়দিগের [illegible] [illegible] বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে শিবচন্দ্র [illegible] [illegible] এটী নিতান্ত [illegible] প্রিন্সিপেল সাহেবের ঐ [illegible] ইউরোপীয় [illegible] ঐরূপ অপরাধকে অপরাধের বিচার [illegible] না। কিন্তু এদেশীয় লোকেরা [illegible], ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক ঐরূপ [illegible] অপরাধের বিচার [illegible] আমরা [illegible] দেখিতে ও শুনিতে পাই, যদি কোন শিক্ষক

ক্রোধাদির একান্ত বশীভূত হইয়া প্রায় এরূপ কোন [illegible] ব্যবহার করেন তখনি বিষম গোলযোগ ঘটিয়া উঠে। এদেশের নীতি-শাস্ত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন;—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্র বদাচরেৎ॥

পুত্রকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লালন করিবে। তাহার পর দশ বৎসরকাল পুত্র অবাধ্য হইলে তাড়না করিবে। ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলে তাড়নার সময় অতীত হইয়া যায়। ষোড়শ বর্ষে প্রবেশ হইলে তাহার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

এই বচনানুসারে ষোড়শ বর্ষের পর কেহ আর পুত্রকে তাড়না করে না। এ দেশের ব্যবহারও এরূপ। এখন তাড়না করিলে পুত্রেরাও পিতার অবাধ্য হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আমাদের দেশে পুত্রের এ ভাবে বিশেষ কথা নাই। অতএব সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রেরা উল্লিখিত রূঢ়ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া যে বিদ্রোহী হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহারা যে বিদ্রোহী হইয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে উত্তম মধ্যম দেয় নাই এটী সাহেবের ভাগ্য এবং ছাত্রদিগের শিক্ষা। ছাত্রদিগকে সুশাসনে রাখিবার অনেক উৎকৃষ্ট উপায় আছে। উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার কিছুই জানেন না। [illegible] এদেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাহা করিতে চান না। ডিরেক্টার ক্রফট সাহেব যে আদেশ দিয়াছেন সেটীও অত্যন্ত [illegible] হইয়াছে। তিনি যদি ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া যে যে কারণে ঐ কাণ্ডটী ঘটিয়াছে তাহার [illegible] করিতেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিতেছি তিনি ঐরূপ আদেশ দিতেন না এবং তাঁহার আজ্ঞাপত্র লইয়াও এত আন্দোলন হইত না।

তাহাদিগের অসন্তুষ্ট হইবার আর একটী [illegible] আছে। এ দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "[illegible]" [illegible] কারণ, আমার [illegible] তাহার উপর আবার [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুযোগ তাড়না ও অবমাননা। [illegible] শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম [illegible] নিযুক্ত দশজন এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেই [illegible] প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কোন পক্ষে অবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পার্টওনিয়র ও ইংলিশম্যানে এই বিষয় লইয়া এ দেশীয়দিগকে অনেক উপহাস করিয়াছেন। পার্টওনিয়র [illegible] কিছু অধিক মাত্রা পরিহাস করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ন্যায় এ দেশীয়দিগের চিরশত্রু। অতএব তাঁহারা যে এরূপ করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বোধ হয় সম্পাদকেরা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে [illegible] তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তজ্জন্য বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা পুরুষ পরম্পরা চলিয়া আসিয়া পার্টওনিয়র ও ইংলিশম্যান প্রভৃতিতে সংক্রামিত হইয়াছে, তাই তাঁহারা এ দেশীয়ের প্রতি সেই ঝাল ঝাড়িতেছেন। যাহা হউক তাঁহাদিগের ঐ ব্যবহার দ্বারা একটী বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। বোধ হয় তাঁহাদিগের রুচি-সম্পন্ন কতকগুলি ইংরাজ এ দেশে আছেন। তাঁহারা এ দেশীয়দিগের গালি ভাল বাসেন। তাঁহাদিগের হইতেই জাতিবৈর নির্ব্বাপিত হইতেছে না। অতিশয় দুঃখের বিষয় তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এ দেশীয়েরাও ইউরোপীয়ের প্রতি গালি বর্ষণে বিমুখ হন না। উভয়ের এরূপ সংগ্রাম জন্য লোকদিগের কেবল যে সময়ের [illegible] এরূপ নয় এই ব্যবহার হইতে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। উভয় জাতি যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও সদ্ভাব সম্পন্ন হন তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই বড় মঙ্গল হইতে পারে। এক জন কবি লিখিয়াছেন, "[illegible]" কার্য্য সিদ্ধি পরস্পর সাহায্য [illegible] ঘটিয়া থাকে।

অতএব উভয় জাতি পরস্পর বিরোধীভাব পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সখ্যাবদ্ধ হইয়া যদি কোন কার্য্য করেন অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে।

এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের সৌহার্দ্দ।

এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের অকপট সৌহার্দ্দ জন্মে সকল [illegible] ব্যক্তি মাত্রেরই এই ইচ্ছা। [illegible] আপাতত ও অনৈকান্তিক নহে। উভয়ের অকৃত্রিম মিত্রতা না হইলেও এদেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। কিন্তু এ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে। সেগুলির অপনয়ন সহজ নয়। সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের কেহ বা এদেশীয়ের প্রতি কেহ বা ইউরোপীয়ের প্রতি দোষারোপ করেন। কিন্তু কেহই প্রায় স্পষ্টরূপে প্রকৃত কারণ গুলির উল্লেখ করেন না। কেহ কেহ বলেন উভয়ের ধর্ম্ম ও আচারগত বৈলক্ষণ্য দূরীকৃত না হইলে মৈত্রী জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা এ যুক্তিকে সারবতী বলিয়া বিবেচনা করি না। উভয়ের ধর্ম্ম ও আচারগত একতা হইলে যদি পরস্পরের অন্তঃকরণের একতা হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে মধ্যে মধ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখা যাইত না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর বিবাদমত্ত বলিয়া পরস্পরকে চিরবৈরি বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কি? উভয়ের কি ধর্ম্ম ও আচারগত ঐক্য নাই? ভারতবর্ষের যে সকল লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত কি ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির একতা হয় নাই? তবে কেন এদেশের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রাহী ব্যক্তিরা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগকে সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া সমুচিত ব্যবহার করেন না?

এটী প্রকৃত কারণ নয়। বাস্তবিক কারণ এই, উভয় জাতির পরস্পর যে জাত্যভিমান আছে তাহাই পরস্পরের অকপট প্রণয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি স্বভাবত গর্ব্বিত তাহাতে আবার তাঁহাদিগের মনে জয় গর্ব্ব ও প্রাধান্য গর্ব্ব আছে। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের অনেকে এদেশের লোককে মানুষ বলিয়া গণনা করেন না। পক্ষান্তরে এদেশে যে সমস্ত ব্যক্তির আভিজাত্য বিষয়ে বিশেষ আস্থা আছে তাঁহারা আপনাদিগকেই সর্ব্ব জাতি শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয়দিগকে অস্পৃশ্য ও অনাচারী বলিয়া বিবেচনা করেন। আর যাঁহাদিগের এ সংস্কার পরিবর্ত্ত হইয়াছে তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের অশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে উৎসুক হন না, এরূপ স্থলে উভয়ের যথার্থ প্রণয় হইবার সম্ভাবনা কি? উভয় পক্ষে অমায়িক ব্যবহার না হইলে পরস্পরের অকপট মিলন হওয়া সম্ভাবিত নহে।

পুস্তক সমালোচনা।

যোগেশ কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ৮৪ নং বাগবাজার কলিকাতা প্রেসে যুক্তি কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮৭ সাল।

ঈশান বাবু আমাদিগের নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি "চিত্তমুকুর ও বাসন্তী" নামক দুই খানি খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় কবিসমাজে কথঞ্চিৎ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দুই গ্রন্থে তিনি নানা বিষয়ে বিবিধ প্রকার ছন্দোবন্ধ দ্বারা কবিতা রচনা করেন। কিন্তু কথিত কাব্যে তিনি কেবল মাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যেমন কবি গুরু মিল্টন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া

অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমাদেশের অক্ষয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রণয়ন করিয়া কেবল যে অনন্ত যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন এমন নহে, ইহা দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মিত্রাক্ষর বাণীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচিত হইলে উহা অনেক সময়ে অধিকতর মধুর ও প্রাঞ্জল হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি মহাত্মা মাইকেলের ছন্দের অনুকরণ করিতে গিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সফল প্রযত্ন হন নাই। কিন্তু আজ ঈশান বাবুকে সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

"যোগেশ" পুরাতন লাটিন ও গ্রীক ভাষার কবিতার অনুকরণে লিখিত। ঐ দুই ভাষার কবিতার প্রধান গুণ এই কাব্য-গ্রন্থে প্রথমে মূল ঘটনার অবতারণা হয় না। আখ্যায়িকার মূল বৃত্তান্ত গুলি কোন প্রধান নায়কের মুখ দ্বারা বলাইয়া লওয়া হয়। যদি এককালে মূল ঘটনাটী বলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পাঠকের কৌতূহল একবারে নষ্ট প্রায় হইয়া যায়। অতএব যাহাতে পাঠকগণের কৌতূহল ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হয় এই উদ্দেশে গ্রীক লাটিন কবিরা এই কৌশল অবলম্বিত হয়। তৎপরে মিল্টন প্রভৃতি কবিগণ উহার অনুকরণ করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হন। আমাদেশের রঘুবংশ প্রভৃতি পুরাতন আর্য্য কবিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদিতেও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তই তাঁহার প্রণীত "মেঘনাদ বধ কাব্যে" এই প্রণালী অবলম্বন করেন।

যোগেশ খণ্ড-কাব্য নহে। ইহা একখানি করুণরস প্রধান নীতিকাব্য। যে সমস্ত গুণ থাকিলে প্রকৃত কবি বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় যোগেশে তাহার অনেকগুলি দৃষ্ট হয়। ঈশান বাবু তাঁহার কাব্যে যে সতীর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব মধুর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"কেন নিষ্ঠ মন্দাকিনী আদেশে আমার।
তাঁর বিনা অপরাধ?—আমি অভাগিনী।
আমার অদৃষ্টে বিধি না লিখিল সুখ।
নহিলে—দেখ পতি—ত্বরিতে দেখ
কেন হইবেন বাম অভাগিনী প্রতি।
অথবা আমারি কোন ছিল অপরাধ।
কি পাপ না জানেশের জানিল অতীত।
কিছুই নাথের মম না ছিল অজানী।
কত মিষ্ট কথা শুনি, কেমন যতন,
মৃদু মন্দ গতি বিনা, কি মধুর মন।
নিমেষের তরে নাহি ভুলিনু কখন,
একটী কঠোর কথা নাথেশের মুখে।
দাস দাসী প্রতিবাসী আত্মীয়জন
সকলেই জানেশের অতিব সুজন।
এই হতভাগ্য ছাড়ি! প্রাণেশ আমার
তাঁর বিনা অপরাধী বড় নাহি এখন।"

আমরা যোগেশ কাব্যের যেমন অনেক গুলি গুণের উল্লেখ করিলাম, সেইরূপ আবার কতকগুলি দোষও দেখিতে পাইলাম। যোগেশের সকল চিত্রগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। যে যে বিষয়ে প্রণয়ের গন্ধ আছে সেই গুলি ঈশান বাবুর লেখনী হইতে সুন্দর ও সুরুচি হইয়া বাহির হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট চিত্রগুলি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল। সেই চিত্রগুলি দ্বারা আমাদিগের মনে স্থায়ীভাব অঙ্কিত হইল না। সেই সমস্ত চিত্রের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু চিত্রকরের বর্ত্তিকার দোষে কোথায়ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। ইহার প্রমাণার্থ নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন দুই স্থান হইতে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, উহা পাঠ করিলে বীরমূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে পারে কি না।

তখন অমনি ক্রুদ্ধ আত্মা অন্তরে,
যদি অদৃষ্টের বশ উঠিতেছে পড়ে।
নিদারুণ আশিষ যদি অশ্র হয়ে ...
[illegible]
মুহূর্ত্তেক যোগেশের আত্মমনে ভাবিয়া
তেজস্বিনী উত্তমাধে ভুলিয়া অমনি
নিরখিয়া উচ্চস্বরে নিম্নে যোগেশ
কহিলা আবার—"তবে তুমি অন্তরায়
... [illegible]
সতীর সদনে আজ্ঞা করিলা তখন
"অস্থুল মঞ্জরী বুকে নদী অর্পিলে
আমোদের তুমি সদা করিলে উদয়।
কিন্তু মুহূর্ত্তে ... [illegible]
আজি ... যোগেশ ... [illegible]
দেখ অবতার ... [illegible]
সহকারের মূল ... [illegible]
লুকাইতে অন্তরে অন্তরে যেমন
এ দেশ সতীর ভাষা পড়িল উথলে,
তেই জল নিবারণে মুহূর্ত্তেক আর
... [illegible]
এইতে উহার সনে—সতী মুহ্যমান।
"অর্জুনে!" অমনি ... [illegible]
যোগেশ অর্পিল ... [illegible]
... [illegible]
অন্তরেতে যোগেশ দেখাইতে করিয়া নয়ন।
যোগেশ আসেশ ... [illegible]
"প্রাণেশ! প্রাণেশ!" বলি কাতর বচনে
... [illegible]
যোগেশ ... [illegible]
সেই তুমি ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

সামবেদ সংহিতা। কৌথুমী শাখা। ১ ম সংখ্যা। শ্রীমৎ-সায়ণাচার্য্য বিরচিত ভাষ্য সহিত। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্য দ্বারা অনুবাদিত ও সত্য-যন্ত্রে মুদ্রিত।

সামশ্রমী সমাজে নূতন পরিচিত নহেন। বেদ বিষয়ে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইনি পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ, সামবেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ৭ খানি ও আবশ্যক সায়ণ ভাষ্যের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সংহিতা গ্রন্থ সায়ণ ভাষ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ একবার প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু উহার বঙ্গানুবাদ না থাকাতে সামশ্রমী মহাশয় এক্ষণে তাহা করিয়া সাধারণ পাঠকের পাঠের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদ সরল হইয়াছে।

পরাশর সংহিতা। মহর্ষি পরাশর প্রণীত। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ সমেত শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

কলির ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতা। এখন যেরূপ সময় উপস্থিত, সকলেরই এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তবে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন না। এই কারণে কেদার বাবু জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের বঙ্গানুবাদ সমেত মুদ্রিত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। অনুবাদ সরল হইয়াছে।

দেবনাথ চরিত। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর উৎসাহে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীদামোদর চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত ও কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইহা এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থের প্রচার বিরল বলিয়া এ খানি হস্তগত হইবামাত্র আমরা যত্নের সহিত উহার আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। গ্রন্থকার সাতক্ষীরা নিবাসী মৃত জমীদার বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরীর গুণ ব্যাখ্যা উপলক্ষে সামাজিক লোকদিগের বিশেষতঃ জমীদার প্রভৃতি ধনী লোকদিগের

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

বিবিধসংবাদ।

[illegible]

[illegible] আলীপুরের প্রথম [illegible] আমাদের কোন উকীলকে [illegible] বলাতে উকীলেরা [illegible] নিকট আবেদন [illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে [illegible] কি নাকি এর কাজের কৈফিয়ত চাহিয়াছেন।

ইংরাজেরা কান্দাহার হইতে চলিয়া আসাতে আয়ুব খাঁ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছেন। তিনি আমীরের বিপক্ষ প্রজাদিগকে পর্য্যন্ত বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছেন এবং চতুর্দিকেই প্রায় বিদ্রোহোত্তেজক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কাবুল [illegible] নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সৈন্যগণ শীঘ্রই কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিবে।

১৭ ই মে মঙ্গলবার নেপালের মহারাজ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমাদিগের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন যিনি ভূমি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ করিতেছেন তিনি নিজেই একজন জমীদার। তাঁহার [illegible] [illegible] ১০০০ [illegible] ২০০০০ [illegible] ১১০০০ [illegible] ২০০০০ একার ভূমি আছে।

আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে বলেন লণ্ডনে [illegible] একেবারে [illegible] করিয়া থাকে। এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য [illegible] সভা হইয়াছিল সে সভাটী ভঙ্গ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসকেরা [illegible] চিকিৎসা ও [illegible] চিকিৎসা বিষয়ক [illegible] গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ প্রচার করেন চিকিৎসকেরা তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছিলেন।

[illegible] হইতে আগামী বর্ষে গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা আয় হইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। উহার মধ্যে [illegible] টাকা আর [illegible] আয় হইবে।

[illegible] সাহেবের [illegible] পত্রের [illegible] আছেন।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

[illegible] প্রথা [illegible] নিয়ম হইল। [illegible] কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু বার বার ঐ বিষয়ে [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া পাপ ঘুচাইয়াছেন।

[illegible] অব্দে [illegible] পুস্তক ও পত্রিকা [illegible] তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল। যথা—

বাঙ্গালাতে ৬৬০; উৎকল ভাষার ৮২৪ পুস্তক প্রচা-

মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট প্রাইস সাহেবের নিকট নীলকরদিগের এক্ষেত্রে যে মকদ্দমা হয় সে মকদ্দমায় তিনি নীলকর ওয়াটসন কোম্পানির সপক্ষে ও ভিন্ন ব্যক্তির বিপক্ষে যে অন্যায় বিচার করেন সংবাদপত্রে সেই বিষয় আন্দোলিত হওয়াতে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর তাহার কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং সম্প্রতি সরকারের প্রজাগণ নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করে তজ্জন্য প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ফিডিয়ান সাহেব তাহারও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

চৌরঙ্গীর রাস্তা প্রশস্ত করিবার জন্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কলিকাতার পুলিস কমিশনরকে ৬০ হাজার টাকা পুরাতন ফাটক আইনের ফণ্ডের নামে কাগজপত্র লিখিয়া মিউনিসিপালিটিকে দিতে অনুমতি দিয়াছেন।

[illegible] সাহেব [illegible] নামক এক জন সাহেব [illegible] নামক পল্লীর এক বৈদ্যের নিকট হইতে সর্প দংশনের উত্তম ঔষধ শিক্ষা করিয়াছেন ইহা এক প্রকার গাছের মূল। ইহার উপকারিতা দর্শনে বৈদ্যকে ১৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

অযোধ্যার তালুকদারেরা সম্প্রতি যে কৃষি প্রদর্শনী করেন, তাহাতে অনেকে কৃষিজাত ভাল ভাল দ্রব্য উপস্থিত করিয়াছিল। দ্রব্যাধিকারীদিগকে পুরস্কার প্রদান নিমিত্ত তাঁহাদিগের ১২০০৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর তাঁহাদিগের এই সৎ উদ্দেশ্য দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং ৩ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

[illegible] যে নানা প্রকার চক্রান্ত হইতেছে [illegible] [illegible] যা কি তাহার প্রধান উদ্যোগী [illegible] উদ্দেশ হইয়া পড়িয়াছে। এই সব সন্ধানে [illegible] নাই।

[illegible] নামক গ্রামের [illegible] নামক এক রমণী ২২ [illegible] হইতে ৮৭ দিন উপবাস করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। [illegible] অনেক [illegible] দেখাইয়াছেন।

বিলাতীয় সংখ্যা অনুসারে দেশের যেমন উন্নতি ও অবনতি স্থির করা যায়, এমন আর কিছুতেই যায় না। আমরা ইউরোপের মধ্যে এখন ইংলণ্ডকেই অধিকতর সভ্যতম বলিয়া থাকি, কিন্তু [illegible] এক ব্যক্তি হিসাব করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ড অধিকতর শস্য ভোজী। তিনি বলেন কর্ষিত কাজের মধ্যে ১৩৪, সুইডেনের ১৩০, [illegible] ও ইউনাইটেড ষ্টেটের ১২৭, বেলজিয়মের ১২৩, ইংলণ্ডের ১০, হলাণ্ডের ৯১, অষ্ট্রিয়ার ৮৩ ইটালীর ৭০, স্পেনের ৬০ ও রুশিয়ার ১৫ জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বিকন্সফিল্ডের মৃত্যু হওয়াতে গ্লাডষ্টোনেরই মন্ত্রিত্বকাল এখন গণনীয় হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনের ৬ বৎসর ২ মাস মন্ত্রীর কার্য্য করা হইল। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ৮ ব্যক্তি কেবল গ্লাডষ্টোনের অপেক্ষা অধিক দিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। যথা—লর্ড অডল্ফিন ৯, স্যার রবার্ট ওয়ালপোল ২১, লর্ড নর্থ ১২, লর্ড লিভারপুল ১২, লর্ড সালিসবেরি ৬ বৎসর ৫ মাস, লর্ড পামার্ষ্টন ৯ বৎসর ৪ মাস এবং লর্ড বিকন্সফিল্ড ৭ বৎসর। লর্ড লিভারপুল ভিন্ন গ্লাডষ্টোনের ন্যায় দীর্ঘকাল কেহই ক্রমশ সভায় সভাপদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই। গ্লাডষ্টোন ৫০ বৎসর ক্রমশ সভায় সভ্যের কার্য্য করিয়া এখনও উহাকে দলাধিপতির কার্য্য করিতেছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর আদম সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। ৬ জন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত মৃত গবেশ [illegible] স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ যাহাতে অনূ্যন ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে। উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এই টাকার অৰ্দ্ধেক লইয়া তাঁহার নামে বৃত্তি স্থাপন করিবেন ও অপর অৰ্দ্ধেক লইয়া তাঁহার স্মরণার্থ একটী কারখানা খুলিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ইউরোপের রাজগণের পরস্পর [illegible] যাহাতে [illegible] লোক থাকিতে না পারে, রুশের বর্ত্তমান সম্রাট তদভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সভা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

রেঙ্গুনের ধনী লোকেরা একত্র হইয়া [illegible] এক সভা করিয়াছেন। একটী বৃহৎ পুস্তকালয় ও [illegible] সাহিত্য প্রভৃতি সকল মুদ্রিত করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। [illegible] টাকা মূলধন [illegible] অংশে বিভক্ত হইয়াছে। [illegible] অৰ্দ্ধ [illegible] বিদ্যোৎসাহী [illegible] হওয়ায় অধিকাংশ আগেই ক্রয় করিয়াছেন।

বোম্বায়ের বরফ কোম্পানি নিত্য অনূ্যন [illegible] মণ বরফ প্রস্তুত করিতেছেন। শীঘ্রই তাঁহারা [illegible] মণ অতিরিক্ত বরফ প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু কলিকাতায় বরফের যেরূপ কষ্ট, তাহাতে এখানেও শীঘ্র ঐরূপ কোম্পানি হইলে ভাল হয়।

লর্ড বিকন্সফিল্ড কেবল যে নিজের বুদ্ধিবলে ও দৈবক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহার অদৃষ্ট ও এমন সুপ্রসন্ন ছিল যে ১৮৬২ অব্দে [illegible] নামক একটী বিধবা ইহুদী রমণী তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারী করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বিকন্সফিল্ড তাঁহার কথা তামাসা মনে করিয়া পরিহাসচ্ছলেতাহাতে অনুমোদন করেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই বিকন্সফিল্ডের পার্লামেণ্ট সভায় [illegible] হইবার [illegible] রমণী ১০০০০০ টাকার একখানি চেক প্রেরণ করেন। বিকন্সফিল্ড তখন বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে তিনি [illegible] আসিয়া তাঁহাকে একখানি উইল দেখান। তাহাতে এই সর্ত্ত থাকে: তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, কিন্তু বলে যাই তাঁহাদিগের [illegible] পুরুষকে উইকোম্ব নামক স্থানে তাঁহার বাটীতে [illegible] সমাহিত করিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। এই ঘটনার ৯ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে বিকন্সফিল্ড উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন এবং নগদ ৩০০০০০ টাকা ও বিস্তর জহরত প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সাহেবের পুত্রেরা পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারা সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষও নাকি দেখিয়া যাইবেন।

[illegible] নামক একখানি সংবাদপত্রে বলেন [illegible] নামক স্থানে গত ছয় বৎসর অবধি একটী স্ত্রীলোক গাছে বাস করিতেছে।

[illegible] কাবুলে অস্ত্র প্রস্তুত করিবার কারখানা সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাহারা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।

[illegible] আগামী [illegible] মাসে [illegible] [illegible] সাহেব পদত্যাগ করিবেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ [illegible] সাহেব [illegible] অভিষিক্ত হইবেন।

[illegible] নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার [illegible] আয়োজন করিতেছেন। [illegible] এখনও [illegible] নাই, ইহার মধ্যেই এই। [illegible] [illegible] এই প্রতিজ্ঞা করেন, [illegible] গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আবেদনানুসারে [illegible] অধিকার করিবেন এমন [illegible] তাঁহারা [illegible] সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন।

রেঙ্গুনের নিকটস্থ এক বনে এক জন সাহেব [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] এরূপে জেরবার করিয়াছে যে তাঁহাকে এখন আর চিনা যায় না। [illegible] [illegible] এক ব্যক্তির উপর সন্দেহ করিতেছেন।

মিত হইয়াছে। [illegible] খানি নূতন, [illegible] পুনর্মুদ্রিত। [illegible] পুস্তক [illegible] মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে [illegible] নূতন, [illegible] অনুবাদ ও [illegible] পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ। বঙ্গদেশে [illegible] অব্দে ইহার সংখ্যা [illegible] ছিল। ইহার মধ্যে [illegible] নূতন গ্রন্থ [illegible] পুনর্মুদ্রিত এবং [illegible] অনুবাদ। ইহার মধ্যে বালকদিগের পাঠ্য [illegible]। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বাঙ্গালা [illegible] ও অবশিষ্ট ইংরাজী [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে [illegible] পুনর্মুদ্রিত। [illegible] খানি পুস্তক [illegible] খানি পুস্তিকা। [illegible] হইতে [illegible] খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] নিকট আবেদন করিয়াছেন।

[illegible] বিধবা ব্রাহ্মণী [illegible] আদেশ [illegible] জানান কিন্তু বিধবা [illegible]

[illegible] একটি [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছিল।

[illegible] ইহার [illegible] টাকা [illegible] করিয়াছে।

[illegible] হয় নাই। [illegible] খানি [illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ হইয়া [illegible] এই দুর্ঘটনায় [illegible] জনের জীবন নাশ হইয়াছে।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ [illegible] সাহেবের [illegible] আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পুনরায় এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধানার্থে [illegible] মনোনীত হইয়াছেন। [illegible] নির্দিষ্ট করিবার [illegible] আলোচনা করিতেছেন। [illegible] মনোনীত হইয়াছেন।

এ বৎসর [illegible] আমদানি হইয়াছে। এবং [illegible]

[illegible] যে সভা হইয়াছিল [illegible] "আমরা ট্রান্সভালের সাধারণ অধিবাসী ; [illegible] সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা আমাদিগের [illegible] আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ [illegible] আমাদিগের [illegible] আমাদিগের মাতৃভূমি [illegible] আমরা [illegible] আমাদিগের [illegible] আমরা আমাদিগের [illegible] করিব। [illegible]"

[illegible] টাকা [illegible] আছে।

[illegible] এক খানি সংবাদপত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন [illegible] একটী স্ত্রীলোকের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে। আমরা যে স্ত্রীলোকটীর কথা [illegible] সময়ে উক্ত সাহেব [illegible]

একটী খামার [illegible]। স্ত্রীলোকটী এই বিষয়ে আপত্তি করাতে সাহেব তাহাকে প্রথমে অতিশয় প্রহার করে এবং অবশেষে তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক একটী [illegible] দিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং সেই অবস্থাতে পুনরায় প্রহার করে। স্ত্রীলোকটী অচৈতন্য অবস্থায় চিকিৎসালয়ে নীত হইয়াছে। সাহেব একণে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছে।

একটী ইংরাজ রমণী [illegible] লিখিয়াছেন যে [illegible] ইংরাজ বিবাহ বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী। প্রতি সপ্তাহে ফরাসি ইটালিয়ান এবং [illegible]দিগের মধ্যে বিবাহ হইতেছে কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে বিবাহ হয় না কেন? ইহা তাঁহার মতে নিতান্ত অন্যায়। [illegible] একটী বিবাহ করা উচিত। [illegible] নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে অবিবাহিতদিগের উপর [illegible] হইলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হইবে আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলে এরূপ কোন বন্দোবস্ত করা হয় যাহা দ্বারা [illegible] তাহারা বিবাহ করে।

[illegible] অব্দের [illegible] ইউনাইটেড ষ্টেট [illegible] আমেরিকায় [illegible], [illegible], অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরিতে [illegible] অষ্ট্রেলিয়ায় [illegible], [illegible] ইণ্ডিয়ায় [illegible], [illegible] খোলা হইয়াছে।

লোকসংখ্যায় [illegible] হইয়াছে আমাদের [illegible] লোক আছে। [illegible] অব্দে যে লোক সংখ্যা হয়, তাহাতে [illegible] লোক আছে বলিয়া স্থির হয়। একণে উপরি উক্ত জনসংখ্যার মধ্যে কোন্ প্রদেশে কত লোক বাস করিতেছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল। যথা—

	১৮৭১	১৮৮১
হুগলি	১১,৭১,[illegible]	১৭,১১,[illegible]
কাছাড়	২,০৫,০২৭	[illegible]
গোয়ালপাড়া	৪,৪৭,৬৮৩	৪,৬৭,[illegible]
কামরূপ	৫,৬০,[illegible]	৪,৯৩,[illegible]
দরং	২,৩৬,[illegible]	২,৩৬,[illegible]
নওগাঁ	২,৫৬,[illegible]	২,৫৩,[illegible]
শিবসাগর	২,৯৬,[illegible]	২,২৯,[illegible]
লখিমপুর	১,২১,[illegible]	[illegible]
গারোপাহাড়	১,০১,[illegible]	৮০,[illegible]
খাসি এবং		
জয়ন্তী পাহাড়	১,৪৪,১৩০	১,৪৪,৮৬০

বর্ণ নামক স্থানের প্রোফেসর মোরেল বলেন গত ২৬ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ১১ ই মার্চ পর্য্যন্ত ইউরোপের নিম্নলিখিত স্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। যথাঃ—২৬ এ ফেব্রুয়ারি আগ্রাম ও চকেরিয়ে, ২১ এ চেম্বেরিতে ২৮ এ ভিভিসবর্গ, অষ্ট্রীয়া, অন্তার্ণন ও ক্লাগেন, ৭ ই মার্চ সুইটজারলণ্ডের অন্তর্গত চার্ট ফেলাইন, আর ও অন্যা উপত্যকায় গ্রেট সেণ্ট বার্ণার্ড, ফেরেজা, লিমান হ্রদের নিকটস্থ দেশ সমূহে, জাড, সিট চাটেল, বারণ, বানেল, জুরিচ আপেন্‌জেল, টেসিন ও মধ্য সুইটজারলণ্ডে।

আমেরিকার অন্তর্গত মিচিগান নামক স্থানে এই নিয়ম আছে, টাকা দিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে হয়। স্ত্রীলোক টাকা দিয়া এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন কিন্তু পুরুষের টাকা না দিলে পারেন না।

গত ৩১ এ মার্চ হইতে ভারতবর্ষে ৫৮ টী তুলার কলের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ টী বঙ্গদেশে ৪৪ টী বোম্বাইয়ে ৩ টী মান্দ্রাজে ২ টী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, ১ টী মধ্য-ভারতবর্ষে, ১ টী মধ্য-প্রদেশে ও ১ টী হাইদ্রাবাদে।

১৬ ই মে নৈনিতালে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

গত সোমবারে ঢাকায় অল্প ভূমিকম্প হইয়াছিল।

রুশীয় কোম্পানি [illegible] সাগরে ২৪ টী দ্বীপ [illegible] বিক্রয়ের জন্য ফেরাইবের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজের নোটের টাকা বোম্বায়ে পাওয়া যাইবে না।

রুশ-গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্যের দশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকদিগের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। উহার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহারা বিদেশে যাইতে পারে না।

[illegible] পাহাড়ি দ্বারা পোষাকের জন্য অধুনা যে সকল বস্ত্র [illegible] হইয়াছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার সংখ্যা কমাইতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ঐরূপ রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত বিভাগের ছোট মোটা কার্য্যের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা পান তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

[illegible] নামক এক ব্যক্তি নিহিলিষ্ট বলিয়া ধৃত হইয়া বিচারার্থ কারারুদ্ধ হওয়াতে রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহাকে ও তদন্যান্যদিগকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত সম্রাটকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। এদিকে হেফম্যান নামক নিহিলিষ্ট রমণী ও তদন্যদিগের সম্রাট ফাঁসিতে প্রাণদণ্ড না করিয়া নির্বাসন দণ্ড দান করেন তন্নিমিত্তে এডিনবর্গের ডচেস তাঁহার নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটে এখন ৭২৭ টী কাগজের কল আছে। এই সকল কল হইতে দৈনিক ৫৫ হাজার মোন কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

গুজরাটী স্ত্রীলোকেরা অধুনা কি বিদ্যাশিক্ষা কি সাহস সকল বিষয়েই বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহারা বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত এই সকল কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি গুজরাটী একটী স্ত্রীলোক বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যদি যথার্থ দেশের উপকার সাধনোদ্দেশে বিদ্যা উপার্জ্জন করা অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে বালকদিগকে অতীত কালের বীরোপাখ্যান ও বালিকাদিগকে, হিন্দু ও রাজপুত সরলা মহিলাদিগের, সাধুতা সাহসিকতা, প্রভৃতি গুণের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

রুশেরা মধ্য আসিয়ায় যুদ্ধের বিরাম দেওয়াতে ৭ ই এপ্রেল মার্ভ নামক স্থানে একটী সভা হয়। এই সভায় দুই শত সর্দ্দার একত্র হইয়া এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন অতঃপর তাঁহারা কি রুশিয়া কি পারস্য কোন রাজ্যেই ডাকাইতি করিবেন না।

নাগা পর্ব্বতের চীফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব আদেশ করিয়াছেন তত্রস্থ গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদিগকে নাগাদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। যিনি লোটা ও আঙ্গামী এই উভয় ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন কমিশনর তাঁহাকে পুরস্কার দিবেন, এবং ঐ ভাষায় যাঁহারা বিশেষ পারদর্শীতা দেখাইতে পারিবেন তাঁহারাও পুরস্কৃত হইবেন। নাগাদের আইন, আচার ব্যবহার, কুসংস্কার, অদ্ভুত উপাখ্যান, পরম্পরাগত কথা, ও শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে যিনি যাহা লিখিতে পারিবেন কমিশনর বিনা ব্যয়ে তাঁহার সেই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দিবেন।

ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন উঠিয়া গেল। উহার তত্ত্বাবধায়ক নিরূপিত বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। বালকেরা ১৪ ই শনিবারে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছেন। ঐ দিবস দ্রব্যাদি [illegible] করা হইয়াছে। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের নাবালক পুত্রগণ অতঃপর প্রাদেশিক কালেক্টরদিগের অধীনে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবে।

গত মঙ্গলবারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার কলিকাতা অঞ্চলে যে ঝড় হয় তাহাতে অনেক বৃক্ষ ভগ্ন অট্টালিকা পতিত ও গঙ্গায় নৌকা এবং আরোহী জলমগ্ন হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মেট্রোপলিটান ও হিন্দুস্কুলের [illegible] বালকের মধ্যে মারামারির বিচার হইতেছে। গত ৪ ঠা এপ্রেল বেলা ৪ টার সময়ে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের তারকচন্দ্র দত্ত নামে একটী বালক ছুটীর পরে হিন্দুস্কুল হইতে তাহার ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হয়। যোগেন্দ্র এই সময়ে বাহিরে আসিলে রামনাথ বসু নামক একটী বালক তাহাকে বড়ই অবমানিত করিয়াছে। এই উপলক্ষে রামনাথের সহিত তাহাদিগের মারামারি হয়। রামনাথ শেষে যোগেন্দ্রকে ছুরির আঘাত করিয়াছে। উভয় বালকের কর্তৃপক্ষই উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি দিয়া এই বিচারের মকদ্দমা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] মে। [illegible] হরিশপুরের সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

সব ডেপুটি কালেক্টর [illegible] কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯ ই মে। বাবু রাধামোহন দাস কিছু দিনের জন্য [illegible] বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটি কমিশনর [illegible] ডেপুটি কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

১০ ই মে। [illegible]

[illegible] ডেপুটি কালেক্টর [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটি কালেক্টর [illegible] কার্য্য করিবেন।

১১ ই মে। [illegible] দ্বিতীয় [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটি কমিশনর [illegible] ১৯ ই হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটি কমিশনরের [illegible] করিবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] সব ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১০ই মে। ... অস্থায়ী মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি মাজি-ষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী আব্দুল ... মুন্সীগঞ্জের ... দেড় মাসের ... বিদায় ... কালেক্টার ... পদে নিযুক্ত হইলেন।

... ডেপুটি কালেক্টার ... পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ... ডেপুটি কালেক্টার ... মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

... ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু ... দ্বিতীয় শ্রেণীর ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ই মে। বাবু ... মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল. ... মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বাবু ... বন্দ্যোপাধ্যায় ... মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু ... বি. এল. ... মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু ... বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল. ... মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

দার্জিলিং। বিদ্যালয় প্রদেশ।

আজ কাল এপ্রদেশে কিছু কিছু গ্রীষ্মানুভব হইতেছে। এখানে ৩। ৪ মাস গ্রীষ্ম থাকে, অবশিষ্ট সমস্ত বৎসরই প্রায় শীতের প্রাবল্য দেখা যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানে তেমন লু চলে না এবং মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় বায়ুমণ্ডল নিতান্ত উত্তপ্ত হইতে পায় না। এখান হইতে ... পাহাড় নিকট, তথায় প্রায় মেঘমণ্ডল ও বিদ্যুৎ আলোক ... থাকে। ... লোকদিগকে ... থাকিতে হয় না। ঐ সকল পাহাড় ... অনেক ... দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ... নিজ্জনস্থান ... "... স্থান, ... জলবায়ু।" ... অবস্থিত ... আছে। ... কোন কোন ... সন্তুষ্ট ... করিয়া থাকে।

... আমাদের ... সময় হইতে ... পরিচিত লাভ করিয়াছে। এখানে আপাততঃ আট দশটী ... আছে। এদেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার হিন্দুমুসলমান মিশ্রিত। ভাষা না বিশুদ্ধ হিন্দী, না ... না ... ঘর সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। ইহারা

অভ্যাগতদিগকে ... পূজাদি করে না, পাড়ায় পাড়ায় এক একটী ... আছে, তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে ... সমাগম হইয়া থাকে। ... প্রভৃতি গ্রন্থাদির পঠন পাঠন হয়। ... এরূপ সংস্কার যে ... ব্যক্তিগণের মনঃসংযোগ হয় না, তাঁহারা যদি একবার ... ব্রহ্ম পুরুষদের ... শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। ... একদিন ... পারেন নাই, ... উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাব প্রদেশে ... হইয়াছে। ... নীতির মধ্যে ... এমন আর কেহই পারিয়াছেন না।

১। দার্জিলিং হিতকরী সভা।

এত দিনের পর এখানে একটী সদনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলাম। "হিতকরী সভা" নামে অল্পদিন হইল এখানে একটী ... সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। উহাতে অনেক ভদ্র লোক যোগ দিয়াছেন। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৩০ জন বঙ্গবাসী উহার সভা-শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে অধ্যক্ষদিগের বিশেষ উৎসাহ বৰ্দ্ধন হইয়াছে। এ স্থান দার্জিলিংএর ... সম্পাদক কোন অনুষ্ঠান ছিল না। ... কোন কোন ... লোকের উদ্যোগে ... একটী ... হইল। এ সভাটী চারি ভাগে বিভক্ত। ১ম শারীরিক বিভাগ, ২য় সামাজিক বিভাগ, ৩য় সাহিত্য বিভাগ ৪র্থ নৈতিক বিভাগ। শারীরিক উন্নতিসাধন করা, শারীরিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য। ... বাস করিয়া ... বাঙ্গালীর ... শরীর পরিপুষ্ট হয়, ... শারীরিক ... বলবীর্য্য নাশ না হয়, ... উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া অপরাপর ... কার্য্যভার বহন করা যাইতে পারে ও সভা ... অবলম্বিত হবে। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক বিভাগ দ্বারা এতদ্দেশ প্রবাসীদের সহিত মৈত্রীভাব বৰ্দ্ধন করা, বাঙ্গালীমাত্রেই যাহাতে পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, এই বিভাগ তদুপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত করিবেন। পূর্ব্বে এখানে এমন বিশৃঙ্খলভাব ছিল যে একজন অপরিচিত বাঙ্গালী আসিলে

তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সঙ্গে প্রীতিবদনে কেহ কথা কহিতেন না। বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে এরূপ বিজাতীয়ভাব বোধ হয় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এ ভাব এখানে বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অতিথিশালাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরুপায় প্রবাসী ভদ্র লোকদিগের যথাসাধ্য সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা এ বিভাগের কার্য্য হইবে।

তৃতীয়তঃ সাহিত্য বিভাগ হইতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থাদির পঠন পাঠন দেশীয় সংবাদ পত্রাদি সম্পাদক ও বঙ্গভাষা লেখক উত্তম উত্তম গ্রন্থকারদিগকে ... উৎসাহ দেওয়া এ বিভাগের প্রধান ব্রত। এতদ্ভিন্ন যাহাতে এখানে একটী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া বঙ্গীয় বালক বালিকাদিগকে রীতিমত শ্রেণীবদ্ধভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তদুপায় অবলম্বিত হইবে। এখানকার বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের ভাষা ও আচার ব্যবহার দেখিলে শুনিলে হাস্য হয়, তাহারা না বাঙ্গালী, না পশ্চারী। কিন্তু দিন পরে ইহাদের প্রকৃতি এক বিমিশ্রভাব ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। আমাদের নিকট কোন প্রবাসী বলিলেই ভাল লাগে। তদ্ভিন্ন আর কোন রীতিনীতি অনুকরণীয় নহে। এই সব ছেলেরা যে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারে এমন নয়, অধিক উহাদের পিতা-মাতা ... বঙ্গীয় ভদ্রকুলজাতগণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পত্রাদি লিখিতে অক্ষম। এই দোষ সংশোধন মানসে প্রতি সপ্তাহে এই সভায় এক এক অধিবেশন হইয়া নানা সদুপায় আলোচিত ও অবধারিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ নৈতিক বিভাগ হইতে বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষাদান করা বিশেষ সামাজিক পাপনিচয় নিবারিত করা মুখ্য উদ্দেশ্য। বঙ্গীয় যুবকদের দুষ্ট বৃত্তি দমন করা, বিশুদ্ধভাবে সংস্কারিত করা, মুখ্য খেলা ইত্যাদি নিবারণ ... দুর্নীতিমুক্ত আমোদ ও প্রমোদের প্রতি সুখ উদ্দীপন করা এই বিভাগের কার্য্য। এতদ্বিধ বিবিধ শুভকার্য্য হস্তে লইয়া হিত-করী সভা আবির্ভূত হইয়াছেন। যদি স্থানীয় কয় মহোদয়দের উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, যদি দেশ হিতৈষিতার উপর সভ্যদের একান্ত বিশ্বাস ও আস্থা থাকে, যদি কার্য্যসম্পাদক সভায় আলস্য ও ঔদাস্য প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া না ফেলে, যদি বাঙ্গালী জাতিসুলভ দলাদলি ও বিদ্বেষ পরায়ণতা দেখা না দেয়, তাহা হইলে এই স্থান শীঘ্র উন্নত ও সুসংস্কৃত হইয়া উঠিবে, ইহার নিদর্শন এখনই লক্ষিত হইতেছে, ঈশ্বর সভ্যদিগকে উৎসাহ দান করুন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-কুমার চক্রবর্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম একবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি, রামায়ণ ও মহাভারত, দেবগণের মর্ত্তে আগমন; হিন্দুদিগের বহির্বাণিজ্য, মনুসংহিতা, বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (যোবাবি) আপিসঃ—১০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট বোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিশন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২।০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও বাসস্থান সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একেবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একেবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হউক না কেন ইহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাঘী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারদ (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

ষ্টরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুগৃহীত।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
[illegible] বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ পরীক্ষিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কতিপয় উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশপতন ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও কোমলযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক শীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৵

[illegible] বটিকা।

ইহার সেবনে শোণিত ও শুক্রশোধন হইয়া ধাতুক্ষয় ও যোনিদোষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মূত্ররোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

[illegible]।

ইহার দ্বারা সূতিকা জ্বর অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি রোগ দূর হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১০ ডাকমাশুল ।৵

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মফস্বল হইতে লিখিলেই পাঠান হইবেক।

বর্দ্ধমান রাজের পত্রিকা সহিত এই ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপত্রিকা দিন, মূল্য বিনা বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
চোরবাগান বালাখানা, কলিকাতা।

আর, লায়েল কোম্পানি।

বহুবিধ দ্রব্যের সওদাগর ও এজেন্ট ১৩ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা মফস্বলের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসাদারদিগকে, সকল শ্রেণীর সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল প্রকার দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটিকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, জ্ঞানবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অবয়বপণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগতকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া এই স্থানে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে প্রেরিত পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	চণ্ডীচরণ দে—রামকোলা	১০
" "	গৌরহরি নন্দিদাস—চট্টগ্রাম	১০
" "	শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পাথরঘাটা	১।০
" "	বরদাকান্ত সরকার—ঢাকা	৭
" "	অক্ষয়কুমার দাস—ঐ	৭
" "	মনোমোহন মুখোপাধ্যায়—চাপড়া	৫
" "	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—পাকাটিকুরি	৭
" "	মধুসূদন সরকার—ভোলা	৭
" "	গিরিশচন্দ্র রায়—গোয়ালন্দ	৭
শ্রীযুক্ত বাবু	হরিদাস ভট্টাচার্য্য—কলসা	৭
" "	নীলকমল সিংহ—কাকিনীয়া	৭
" "	হরিশরাজ চট্টোপাধ্যায় মালডাঙ্গা	৭
" "	চন্দ্রনাথ মজুমদার—চাটমহর	৭
" "	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর	৫
" "	আনন্দগোপাল গুপ্ত—পাবনা	৭
" "	ভুবনমোহন চৌধুরী—মানিকগঞ্জ	৭
" "	সোণারাম দাস—তেজপুর	৭
" "	চন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী—এবইবাদ	৭
	সেক্রেটারি মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরি মেদনীপুর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বহুমূল্য চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কার্য্যালয় যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

// সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। “প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং”। ২৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ৩০ এ মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, পোড়াপাঁচড়া, ক্রিমিয়া, ছুলিয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পুঁজ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাঁচড়ার ঘা, অঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাটের ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ত্বরিত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন। প্রসব সহজরূপে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আমেরিকা প্রণালীর এণ্ড কোং সন্ধান করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

শিবপুরের রামকমল মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ২৬ নং দোতালা দোমহলা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আকাঙ্ক্ষা হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল ১৮৮১। — শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঠনঠনিয়ে ২৫ নং বাটী শিবপুর।

হিন্দু দর্শন।

শ্রুতি স্মৃতি দর্শনাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮০ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৷০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। এজেন্ট এক মোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা।

হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় ৬৬ নং মুক্তাপুর ষ্ট্রীট পটোলডাঙ্গা কলিকাতা। — শ্রীকালীচরণ শর্ম্মা। হিন্দু দর্শন সম্পাদক।

[illegible] মতে।

[illegible] ইংলিস ওয়াচ

[illegible] এবং [illegible] কেসমেন্ট [illegible] এই দুই প্রকার [illegible] প্রকার ঘড়ি আছে [illegible] অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক [illegible] চালাবার জন্য সকল ইংরাজ [illegible] লিখিত। ইহারাই কেসে আমে- [illegible] অথবা [illegible] কল যেমন থাকে তাঁহা [illegible]।

গোল্ড হান্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, ([illegible]) ম্যাক কেস আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা হিসাবে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৪ টাকা। যে যে স্থানে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রৌপ্য এনোমাকস। নিকেল এবং নিকেল নির্ম্মিত। মূল্য ১৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম গড়নের যুক্ত চসমা ও নিউটোন [illegible] নির্ম্মিত আর্ট লিকার্ডের মূল্য [illegible] ও অংশোধিক মূল্যে।

সমস্ত মধ্বিত্ত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

জ্ঞাতব্য।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, [illegible] প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত মেরামত করা হয়।

[illegible] এই [illegible] বৎসর এই সম্বন্ধে কার্য্য করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। [illegible] লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবেক।

[illegible] নং [illegible] স্ট্রীট—কলিকাতা।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] শ্রীযুক্ত বনমালিলাল [illegible] লিখিত " [illegible] প্রবাদ " [illegible] যে উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইল না, তাহার কারণ এই, অপর এক জন [illegible] পূর্ব্বেই ঐ বিষয়ের উত্তর দান করিয়াছেন। এক বিষয়ে বহুসংখ্যক পত্র প্রকাশিত হইলে পাঠকগণের বিরক্তি জন্মিতে পারে।

প্রেরিতপত্র।

বিরুদ্ধানানাশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥

মহাশয়! জ্যোতিঃশাস্ত্র যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাতে কাহারও বিমতি নাই। ইহাতে মূর্ত্তিমান চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই নিমিত্ত অন্যান্য শাস্ত্র নিষ্ফল এবং উক্ত শাস্ত্র সফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, উহা সংস্কারাভাবে ও প্রকৃত উপদেশাভাবে দিন দিন হীনপ্রভ হইতেছে। অজ্ঞতা নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। শাস্ত্রের মহিমাও লুপ্তপ্রায় হইল। গত বর্ষে এক একাদশী লইয়া এক গোলযোগ বাঁধিল, নানা মুনির নানা মত হওয়াতে প্রকৃত নির্ণয় কিছুই হইল না। আবার এ বৎসর প্রথম হইতেই এক প্রশ্ন লইয়া হুলস্থূল পড়িয়াছে। এবার আর বিগত একাদশীর মত চক্ষুঃস্ফুট অশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নিষ্প্রমাণ স্বকপোলকল্পিতমাত্র বাক্য প্রয়োগ করিলে চলিবে না। আগামী অমাবস্যাতে দেশীয় পঞ্জিকাতে সূর্য্যগ্রহণ লিখিত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম অদ্যাপি আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। পঞ্জিকাকারেরা প্রায় প্রতি বর্ষে ঐরূপ এক একটা লিখিয়া থাকেন। আবার মধ্যে ২ হউক, না না হউক। উপস্থিত প্রকরণে কি প্রকারে অশুদ্ধ হয় ভাল জিজ্ঞাসা করি, পঞ্জিকাকারদিগের ইহাতে ফল কি? যদি শুদ্ধ বলিয়া যদি নির্দ্দেশ করেন তবে ফলে অনৈক্য হয় কেন? এস্থলে [illegible] কবির বাক্যটি একবার তাঁহাদিগের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না?

তুলোদণ্ডাদি [illegible] ভিত্তেন শব।
[illegible] প্রাকতে [illegible] ॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের অপরাধ (মোহিনীরূপধারী ভগবানের অমৃত দানকালে দেবপংক্তিতে উপবিষ্ট সুধাপিপাসু রাহুকেতুকে নির্দ্দেশরূপ) তুল্য হইলেও সূর্য্যগ্রহকে বহুকাল পরে রাহু একবার গ্রাস করেন, কিন্তু চন্দ্রগ্রহকে অতি শীঘ্র গ্রাস করেন, ইহা কেবল মুহুর্ত্ত গুণের একমাত্র পরিচয় স্থল। কবিবাক্য অত্যুক্ত নহে, প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। দুই চারি বৎসরে এক সূর্য্যগ্রহণ লাভ করা দুষ্কর; কিন্তু বর্ষে দুইটি করিয়া চন্দ্রগ্রহণের ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, আমরা কিছু কবিযুক্তির পক্ষপাতী হইতে চাহি না। রাহু মাসে মাসে উদর পূর্ত্তি করিয়া গ্রাস করুন না কেন ফলে সেটী নিশ্চয় করিয়া পঞ্জিতে প্রকাশ করিলে বড় সুখের বিষয় হয়; নচেৎ সম্ভাবনা মাত্র দেখিয়া গ্রহণ লিখিলে সহসা অপ্রতিভ হইতে হয়। যদি বলেন অনিশ্চিত কিসে জানিলেন তাহাতে নিবেদন এই যে ঈশ্বরেচ্ছায় উঁহাদিগের প্রকাশিত বিষয় নিশ্চিতই হউক পরন্তু পরিণাম বিবেচনা করিলে অবশ্যই অশুদ্ধবৎ হইতে হইবে। অপর লিখিয়াছেন যে স্থিত্যারম্ভাৎ দর্শনে সন্দেহ, স্তম্ভিতে থাকবা এই এতৎপ্রদেশের ত কথাই নাই তৎপ্রদেশের কুত্রাপি গ্রহণস্পর্শেরও শঙ্কা নাই বলিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে, স্থিতিকালের অল্পত্ব ও বাহুল্যত সুদূর পরাহত। ইহা যদি প্রকৃত হয় তবেইত শাস্ত্রের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয়, নচেৎ আমাদিগেরই একটী অকূল বিষম প্রমাদ দুরীভূত হইবে। কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠে দেখা যাউক।

শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্মা } বারাণসী শক ১৮০৩
শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণোঃ } ৫ ই জ্যৈষ্ঠ।

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! আমি আমার ছাত্রদিগের নিকট বেদান্ত শাস্ত্রের যে ভাব ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাব, আর্য্যধর্ম্মবিবেক নামক এক খানি নূতন পুস্তকে পাঠ করিয়া আমার ছাত্রদিগের এবং অন্যান্য লোকের মনে সন্দেহ হইতেছে। যদি কেহ তাহার মীমাংসা করিয়া দেন, এই অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ক একটী প্রস্তাব মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি। উহা সংশোধন পূর্ব্বক যথাবিধানে সোমপ্রকাশে মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা হয়।

গত ১৮ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে সন্দেহ নিরসন শিরোভূষণ প্রস্তাব পাঠে অবগত হইলাম যে, "কূট সংহিত শব্দে প্রশ্নকর্ত্তা কূটস্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াই অনর্থ করিয়াছেন।"

প্রত্যুত্তর। কূট সংহিত শব্দে কূটস্থ এই অর্থ আমি কল্পনা করিয়া লিখি নাই। আর্য্যধর্ম্মবিবেকের ৩৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা লিখিত হইল, পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন। "দিনি অন্ধ ও উদয় রহিত উপাধি বিহীন ও কূটস্থ চৈতন্য, কিনিং তত্ত্ব চৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম; শ্রুতি করিতে তাঁহাকেই উক্ত হয়। ১৩।" এবং উক্ত গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় ১৪ শ শ্লোকে কূটস্থ শব্দ প্রয়োগ আছে যথা, "কূটস্থমোহনেকধা। ঐ শ্লোকের নিম্নে বঙ্গানুবাদ যথা এক কূটস্থ আত্মা এই প্রকারে বহু হইয়াছেন। ১৪।" ইহাতে স্থির হইল আর্য্যধর্ম্মবিবেকে কূটস্থ শব্দ পরব্রহ্মবাচক হইলেন। অতএব কূটস্থের শাস্ত্রীয় অর্থ কি, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক।

পঞ্চদশী।

৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।

কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে॥ ২২ শ্লোক

অর্থ।

"পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য অন্নময় কোষরূপ স্থূলশরীর এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য প্রাণময়াদি-কোষত্রয়রূপ যে লিঙ্গশরীর, তদুভয়াবচ্ছিন্ন সর্ব্বাধারভূত চৈতন্যকে কূটের ন্যায় নির্ব্বিকারে অবস্থান হেতু কূটস্থ শব্দে কহা যায়॥ ২২॥"

এতাবতা স্থির হইল যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্যকে কূটস্থ বলা যায়। আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে কূটস্থ শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে; আর পঞ্চদশীতে কূটস্থ শব্দে দেহ সীমাবদ্ধ চৈতন্যকে বুঝাইতেছে; অতএব পঞ্চদশীর সহিত আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের বিরোধ উপস্থিত হইল কি না?

সন্দেহ-নিরসন-প্রস্তাবে আর্য্যধর্ম্মবিবেকে পরমাত্মার চতুর্থ পাদ উল্লেখ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ঘোষাল মহাশয় অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার অর্থ, কি জন্য এত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানি না। উপরি উক্ত প্রশ্ন আমার নহে, আমার প্রশ্নের ভাব তদ্রূপ নহে। আমার প্রশ্নের ভাব এই যে, পরমাত্মাকে কোন বস্তুর চতুর্থাংশ বলা বিধেয় নহে; আর্য্যধর্ম্মবিবেকে পরমাত্মাকে চতুর্থাংশ বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন কেন? পরমাত্মা কোন বস্তুর চতুর্থাংশ নহেন, প্রমাণ যথা,—

পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ।

অথর্ব্ব বেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদ্।

ভগবান্ উবাচ। ভগবান্ মুনি কহিয়াছিলেন। কঃ পরাত্মা। পরমাত্মা কে?

ব্রহ্মোবাচ। দেশাদেঃ পরমাত্ অতীতঃ পরমাত্মা।

অস্যার্থঃ। "দেশাদি যাবতীয় মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা।" মায়িক বস্তুর সীমা থাকে। পরমাত্মা মায়িক বস্তু নহেন, সুতরাং সীমা নাই। কূটস্থ চৈতন্যের সীমা দেহ, ইহা পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে। সসীম বস্তুর অংশ অসীম বস্তু হয় হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন যদি হইল, তবে আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে কূটস্থ চৈতন্যের চতুর্থাংশ পরমাত্মা হন, এইরূপ লিখিত হইল কেন? আমার একটী সন্দেহ ও এই মাত্র জিজ্ঞাস্য।

জিজ্ঞাসু

শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য।

শান্তিপুর।

সোমপ্রকাশ

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

সোনারপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে ষ্টেট রেলওয়ে হইতেছে তাহাতে [illegible]

অনিষ্টের শঙ্কা।

সোনারপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে ষ্টেট রেলওয়েটী হইতেছে, তাহা আমাদের বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতার নিজ পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। রেলওয়ে হইতে বিস্তর উপকার লাভ। আমরা যে উহার দরুন উপকার লাভ ভাগী হইব, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। কিন্তু প্রস্তাবিত রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য দেখিয়া আপাততঃ আমাদের মনে একটী অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। বর্ষাকালে আমাদের গ্রামের সমুদয় জল ও আমাদের গ্রামের পশ্চিমাংশবর্ত্তী হরিনাভির এবং আমাদের গ্রামের দক্ষিণাংশবর্ত্তী কোদালিয়া গ্রামের কিয়দংশের জল আমাদের গ্রামের দক্ষিণাংশ হইয়া পূর্ব্ব দিয়া বরাবর মাঠে পড়িয়া খালে গিয়া পড়ে। আমরা স্বয়ং তদারক করিয়া দেখিলাম, উক্ত রেলওয়ে হওয়াতে ঐ পথটী বন্ধ হইয়া যাইতেছে। উহাই হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা ও কোদালিয়া গ্রামের উত্তর অংশের মিউনিসিপাল জলপথ। এক্ষণে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা জল নির্গমের যে দুটী পথ রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা, আমরা উপরে যে তিনটী গ্রামের জলপথের কথা বলিলাম, তাহার জল নিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দুটী পুল করা হইয়াছে, তাহা আমাদের গ্রামের বহুদূরবর্ত্তী। তাহাতে কোন পুলের দ্বারাই উক্ত জলপথের জল যাইবার যো নাই। জলের নিম্ন দিকেই গতি, উচ্চ দিকে গতি নয়। উক্ত জলপথের দক্ষিণ ও উত্তর উভয়দিকেই উক্ত জলপথ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। পূর্ব্বদিকই নিম্ন। সেই নিম্ন পূর্ব্বাংশ দিয়া যদি একটী সমান জলপথ না হয়, গ্রামের যে কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গ্রামের জল বৌরিয়া নির্গত হইয়া যদি মাঠে গিয়া পড়িতে না পারে, গ্রামে জল বাধিবে। উহা ম্যালেরিয়ার আকর স্থান হইয়া উঠিবে। রেলওয়ের প্রতিবন্ধকতা হেতু গ্রামে জল বসিলে যে সাংক্রামিক জ্বর জন্মে, এটী মৃত বাবু দিগম্বর মিত্রের অনুমানকল্পিত নয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সচরাচর বর্ষাকালে পল্লীগ্রাম মাত্রে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, ইহার কারণ কি? কারণ ঐ সময়ে সর্ব্বদা বৃষ্টি হওয়াতে ঘর বাড়ী পথ ঘাট সর্ব্বদা ভিজা থাকে। আর্দ্র পথে গমনাগমন ও আর্দ্র গৃহে শয়নাদি করাতে পীড়া জন্মে, গ্রামের জল বহির্গত হইতে না পারিলে যে ঐ পীড়ার বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? অতএব আমাদের গ্রামবাসিদিগের প্রার্থনা এই, যে স্থান দিয়া আমাদের তিন গ্রামের জল বাহির হইয়া পূর্ব্ব মাঠে গিয়া পড়ে, রেলরাস্তা হওয়াতে যে জলপথের মুখ বন্ধ হইয়াছে, সেই স্থানে একটী পুল করিয়া দেওয়া হয়। পুল না হইলে আমরা যে যে অনিষ্টের গণনা করিলাম, বাস্তবিক সে গুলি ঘটিবে কি না, ক্ষমতাশালী একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী আসিয়া যদি তদন্ত করিয়া যান, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন। একটী ছোট রকম পুল করিলেই চলিতে পারিবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ ব্যয় হইবে। সে ব্যয় স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি সে ব্যয় স্বীকার না করেন, একটী গ্রাম উৎসন্ন হইবে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের অর্থ অপেক্ষা প্রজার স্বাস্থ্য যে অধিকতর আদরণীয়, তাহা বলা বাহুল্য।

হরিনাভি ও চাঙ্গড়িপোতা গ্রামবাসিদিগের আর একটী প্রার্থনীয় এই, মাঠের যে স্থান দিয়া রেলরাস্তা যাইতেছে, তাহার উভয় পার্শ্বেই গ্রামের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের উপযোগী ক্ষেত্র আছে। তাহারা এতদিন নির্দ্দিষ্ট দুটী পথ দিয়া হাল গরু লইয়া চাস আবাদ করিতেছিল। এখন রেলরাস্তা হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথ দুটী যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের কৃষিকার্য্যের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে। কৃষকেরা স্বয়ং হাল গরু লইয়া কৃষিকার্য্য করে। ধান্য কাটিলে পর অগ্র কাল মধ্যে আপনারা মাথায় করিয়া ধান্যের বোঝা গৃহে আনয়ন করে। তাহাদিগকে দূরপথ দিয়া যদি বোঝা আনিতে হয় এবং হাল গরু লইয়া চাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব তাহারা যে পথ দিয়া বরাবর হাল গরু লইয়া যাইতেছে ও বোঝা আনিতেছে, সে দুই পথ বন্ধ না হয়। আমাদের অনুরোধ এই, এ বিষয়টীর অনুসন্ধান করিয়া একটী সুব্যবস্থা করা হউক।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ও খৃষ্ট মিশনরিগণ।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী একটী নূতন গোল তুলিয়াছেন। এতৎ সংক্রান্ত মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের যে কয়টী পুষ্করিণী আছে, খ্রীষ্ট-মিশনরিরা বরাবর তাহার পাড়ে বেড়ায়ে মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া থাকেন। কলিকাতার পুলিস-কমিশনর তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ের নিষেধ করিয়া দেন। মিশনরিরা তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া বরাবর যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, সেইরূপ

করিতেছেন। আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, এই দেশের লইয়া মিউনিসিপালে সভায় ঘোর আন্দোলন ও তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে।

[illegible] উচিত, যদি ইহার সহিত [illegible] সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে [illegible] ব্যবসায়ী, বা জলতত্ত্বজ্ঞ অথবা [illegible] উচিত। মিশনরিরা যুক্তিরূপ [illegible] প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন, তাহা দুর্ভেদ্য। তাঁহারা ভাবিতেছেন, পুলিস কমিশনর সকল জলজ্ঞান বিস্তার করুন, [illegible] তাহা নিরাস করিতে পারিবেন না। মিশনরিদিগের যুক্তি এই, তাঁহারা বরাবর ঐ সকল পুষ্করিণীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। অতএব উঁহাদের স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে। আজ তাঁহারা পুলিস কমিশনরের কথায় সে স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুলিস কমিশনর বলেন, মিশনরিরা পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করাতে তথায় বহু জনতা হয়, তাহাতে পুষ্করিণীর অনিষ্ট হয় এবং সাধারণের বিরক্তি জন্মে।

আমরা দেখিতেছি, মিউনিসিপাল কমিশনরেরা যে ঘোর আড়ম্বর করিতেছেন, যুক্তিধারা বর্ষণ করিতেছেন এবং তর্ক বিতর্কের স্রোত উচ্ছলিত করিতেছেন, সে গুলি তাঁহাদিগের ভিত্তি বিনা নির্ম্মাণ হইতেছে। বন্যার প্রথম বেগে বালির বাঁধ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, এক ফোঁটার আঘাতে বিড়ম্বিতার খেলা যেমন ভূতলশায়ী হইয়া ছিল, মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের তর্ক বিতর্ক তেমনি এক আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গগনে বিলীন হইবে। একটী বাক্য বা একটী আইনের শব্দ অর্থের উপরে এবিষয়ের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। সে বাক্যটি এই, মিশনরিরা উক্ত পুষ্করিণী সকলের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা বাস্তবিক অনিষ্টকর কি না? তদ্দ্বারা সাধারণের অসুবিধা ও অসন্তোষ জন্মে কি না? ইহার মিমাংসা হইলেই ঐ গোলযোগের মীমাংসা হইয়া যাইবে। মিশনরিদিগের [illegible] ধর্ম্ম-প্রচারে অনিষ্ট হইতেছে, যদি ইহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে মিশনরিরা সহস্র বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিলেও উক্ত পুষ্করিণীসকলে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারে স্বত্ব জন্মিবে না। অতএব মিশনরিদিগের সে স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা বিফল। আর, [illegible] কিরূপ ব্যবহার হয় এবং [illegible] এ বিষয়ের কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে, মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের এ সকল অনুসন্ধান [illegible] যখন এবিষয়ের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখন শীঘ্র ইহার একটী স্পষ্ট মীমাংসা হইবে। অতএব আমরা আর এবিষয়ে অধিক বাক্য-ব্যয় না করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আলীপুর জেলখানার চরিত্রসংশোধক বিদ্যালয়।

দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য দুর্বৃত্তদিগকে দণ্ডবিধান করা যেমন আবশ্যক, যাহাতে তাহারা বিনীত পরিশ্রমী ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা রাজ্যের কর্তৃপক্ষীয়দিগের তেমনি উচিত। কেবল দণ্ডের ভয় দেখাইলে দুর্বৃত্তকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা যায় না, কিন্তু যদি তাহার সেই দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা জন্মে, যদি দুষ্কর্ম্মে রত না হইয়া সে সদুপায়ে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আপনা আপনিই দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। মনুষ্য-সমাজের যেরূপ নিয়ম ও শাসনপ্রণালী, তাহাতে কেহ আমোদ ও গৌরব করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে যায় না। অভাবই প্রবৃত্তির নেতা—অভাবই দুর্বৃত্তকে চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, ও ডাকাইতি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে প্রেরণ করে; সুতরাং অভাব দূর হইলে দুর্বৃত্তের দুষ্প্রবৃত্তির হ্রাস হয়। যাহাতে সেই অভাব মোচন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা সভ্য শাসন-প্রণালীর কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে আপাততঃ পরীক্ষার জন্য আলীপুরের জেলখানায় একটী চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে অল্পবয়স্ক কয়েদীরা সামান্য লেখাপড়া ও জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী শিল্পের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গত ১৮ ই মেয় কলিকাতা গেজেটে ঐ বিদ্যালয়ের ১৮৮০ অব্দের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ঐ কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। শিল্প বিদ্যার শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে উপযুক্ত বালক কয়েদীরা সচ্চরিত্র থাকিয়া সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের হিতৈষী গবর্ণমেন্ট সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগী।

শিল্পবিদ্যা শিক্ষায় ও চরিত্র সংশোধনে উৎসাহী ও যত্নশীল করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে চরিত্রের মাধুর্য্য ও শ্রমশীলতা প্রদর্শন করিলে কয়েদী বালকেরা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে শ্রমশীল ও সচ্চরিত্র বালকগণ কিছু কিছু অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। ঐ অর্থের অর্দ্ধেক তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত যে কোন সদভিপ্রায়ে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে, বাকী অর্দ্ধেক সেবিংস ব্যাঙ্কে তাহাদের জন্য গচ্ছিত থাকিবে; যখন তাহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে তখন তাহারা একেবারে ব্যাঙ্কের সুদ সহিত ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় এই বোধ হয় যে, তাহারা ঐ টাকা মূল ধন করিয়া পরিণামে অভ্যস্ত শিল্প বিদ্যার সাহায্যে অনায়াসে সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

আলীপুরের চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ে কয়েদী বালকদিগকে কামার, ছুতার, টিনের মিস্ত্রী, পুস্তক বাঁধাই ও বেতের কেদারা, খাট প্রভৃতি প্রস্তুত করণ কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধিক তাহারা বাগিচা প্রস্তুত ও মেরামত করণ কার্য্যও করিয়া থাকে।

এই বিদ্যালয় হইতে এখনই অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। ১৮৭৯।১৮৮০ অব্দে ছয়টী কয়েদী বালক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করে। তন্মধ্যে এক জন এক্ষণে ১৫ টাকা বেতনে সূত্রধরের কার্য্য করিতেছে। চারি জন সচ্চরিত্র থাকিয়া কর্ম্মকার্য্য করিতেছে। কেবল এক জনের চরিত্র অদ্যাপি সংশোধিত হয় নাই। সে পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্কর্ম্মে রত হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ে আঠার বৎসরের অধিকবয়স্ক ছাত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। আমরা এই নিয়মের পক্ষপাতী নহি এবং এই নিয়মটী যে ভাল নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়া উক্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কমিটির বিবেচনার্থ অর্পণ করিয়াছেন। এই সময়ে আমাদের একটী প্রস্তাব করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে বোধ হয় দেশ হইতে বিশেষ শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রস্তাবটী এই যে, যেমন কয়েদী বালকদিগের চরিত্রসংশোধনার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত করা হইয়াছে, তদ্রূপ অন্যান্য কয়েদীর চরিত্র সংশোধনের ঐরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে বালকের হৃদয় যেমন কোমল, অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হৃদয় তেমন কোমল নহে; বালকেরা যেমন সহজে সদুপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তেমন অধিকবয়স্ক লোকে পারে না। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম হইতে বালকদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করা যেমন সহজ, দুষ্কর্ম্মে যাহারা রত, অথচ যাহাদের দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে; এইরূপ লোককে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা তত সহজ নহে। অতএব অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে দুষ্কর্ম্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। এজন্য জেলখানায় কেবল বালক অপরাধীদিগের জন্য চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয় চাই, অধিক বয়স্কদিগের জন্য চরিত্র সংশোধন করিবার বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা নাই। এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে অভাবে প্রবৃত্তি

নেতা—অভাব চোরকে চৌর্য্য কর্ম্মে, প্রবঞ্চককে প্রবঞ্চনা কার্য্যে, ও ডাকাইতকে ডাকাইতি কর্ম্মে প্রেরণ করে। অভাব না থাকিলে চোর চুরি করিত না, প্রবঞ্চক কাহাকেও বঞ্চনা করিত না। কে কোথায় দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে ঐশ্বর্য্যশালী, সদুপায়ক্ষম ব্যক্তি চুরি বা তদ্রূপ অন্য কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনুষ্য সমাজের শাসন-ভয়ে মনুষ্য দুষ্কর্ম্ম করিতে সাহসী হয় না। লোক সমাজে ঘৃণা ও নিন্দার ভয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টা পায়। পুরাকালে স্পার্টানদিগের মধ্যে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এখন তাহা কোন সভ্য-সমাজে আদৃত হয় না। চুরী করিয়া যশোলাভ করা কোন সমাজের রীতি নাই। বিশেষ দুষ্কর্ম্ম করিলে মনে যে আত্মগ্লানি ও সমাজের শাসন-ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহার যন্ত্রণা ভয়ানক। চোর চুরী করিয়া প্রচুর ধন পাইলেও সে সদুপায়ক্ষম ও উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির ন্যায় সুখী হইতে পারে না। তাহার প্রথম ভয় লোকনিন্দার, দ্বিতীয় ভয় জন-সমাজের দণ্ডের, তৃতীয় ভয় রাজদণ্ডের। এই সমুদায় ভয়কে তুচ্ছ করিয়া সে চুরি করে কেন? তাহার কারণ তাহার অভাব। তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজন আছে, তাহাদের প্রতিপালন করা চাই। তাহার উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই অথচ তাহার অর্থ চাই, ভিক্ষা করিলে কেহ তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিক্ষা দিতে চাহে না। ঈদৃশ অবস্থায় পড়িয়া বুদ্ধি-দোষে সে চৌর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সাধারণতঃ মনুষ্য এইরূপ কারণেই চোর হয়। এতদ্ভিন্ন চৌর্য্য প্রবৃত্তির যে অন্য কারণ নাই, এ কথা আমরা বলি না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে অভাবই চৌর্য্য প্রবৃত্তির প্রধান কারণ এবং নীতি-শিক্ষার অভাব তাহার সহায়।

চুরী করিয়া দণ্ডভোগ করিলে চোর যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেই শিক্ষা নীতিশিক্ষার স্থান লাভ করে। সহজে তাহার মন আর দুষ্কর্ম্মের দিকে ধাবিত হয় না। তখন যদি সে সদুপায়ে উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আর দুষ্কর্ম্ম করিবে কেন? তখন দুষ্কর্ম্ম করিতে তাহার আন্তরিক ঘৃণা ও পূর্ব্বাপেক্ষা মনে দ্বিগুণতর ভয়ের উদ্রেক হইবে। নিতান্ত অভাব না হইলে সে পুনরায় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। মনে কর এক জন চোর প্রথমবার চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডতঃ কারাবদ্ধ হইল, কারাগারের কষ্টভোগ করিয়া কিছুকাল পরে গৃহে ফিরিয়া আসিল। গৃহে তাহার সকল অভাব বর্ত্তমান, স্ত্রী পুত্র সকলেই অভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে। মনে কর সে জেলখানা হইতে ছুতার, বা কামার বা অন্য কোন কারিকরের কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্ম দেয় এমন লোক নাই, নিজে যে নিজের শিল্প কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এমন মূল ধন নাই। তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চৌর্য্য কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হয় ও এইরূপে ক্রমে স্বভাব চরিত্র দূষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বালক কয়েদীদিগের ন্যায় যদি তাহাদের কারখানার মূলধনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়া অন্যান্য নিরীহ প্রজাদিগের ন্যায় সাধুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে।

আমরা যে কথা বলিলাম, ইহা অমূলক বা স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহার প্রমাণ অনেক। সাধুভাবে উপার্জ্জনক্ষম যে সকল লোক বুদ্ধি-দোষে কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছে, আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে তাহারা কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। তাহাদের হৃদয়ে এক্ষণে দুষ্প্রবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, যেমন পরীক্ষার্থ আলীপুরের জেলে বালকদিগের জন্য চরিত্রসংশোধক বিদ্যালয়ের স্থাপনা করা হইয়াছে, তদ্রূপ অধিকবয়স্ক কয়েদীদিগের জন্য ঐরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালক কয়েদীরা সপ্তাহে সপ্তাহে যেমন কিছু কিছু পাইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকেও কিছু কিছু সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে দেওয়া হয়। সেই অর্থের ত্রিচতুর্থাংশ সেভিংব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে। এবং যখন তাহারা জেল হইতে বহির্গত হইবে, তখন ঐ টাকা কারখানার মূল ধনের জন্য তাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে।

আমরা আরও অবগত হইলাম যে আলীপুরের জেলখানায় চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ের শুভ ফল দর্শন করিয়া আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেহারে অঞ্চলে ঐরূপ একটী চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগী আছেন। এই সময়ে উল্লিখিত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

ধনাঢ্য ব্যক্তি আর উদাসীন কেন ?

একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। খাল খনন করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। কর্ম্ম চাই, বেকার থাকিয়া অন্নের সংস্থান হয় না—গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। বাঙ্গালীরা বহুবাক্য লিখিতে বড় মূর্ত্তিমান বীরপুরুষ। তোমার যেখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবার অধিকার আছে, সাহায্য লও—ক্ষতি নাই। কিন্তু, সকল কাজেই যদি গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা কর তবে কস্মিন্ কালে তোমার অবস্থার উন্নতি হইবে না। চিরকাল তোমাকে 'দা অন্ন দাও অন্ন' করিয়া বেড়াইতে হইবে। তুমি আপনার উপায় আপনি দেখ—পরমেশ্বর সাহায্য করিবেন।

আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগের মনোযোগ থাকিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ইতর জাতিদিগের অবস্থা এত দিন অনেক উন্নত হইত। কিন্তু, দেশের উন্নতি সাধনের দিকে আজও তাঁহাদের কটাক্ষপাত হয় নাই। আমরা তাই অনুরোধ করি, ধনাঢ্য জমিদারেরা এই বেলা সতর্ক হউন। এ দেশে শিল্প কর্ম্ম না চালাইলে অচিরে ভারতবর্ষ লয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা ভারতবর্ষের ধনসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার এই কয়েকটী উপায় দেখিতেছি। কাপড়, ছাতি, কাগজ, কলম, কালী, দেশলাই প্রভৃতি যে কয়েকটী দ্রব্য আমাদের সর্ব্বদা প্রয়োজনে লাগে, জমিদারেরা একটী কোম্পানি করিয়া এখানে ঐ সকল দ্রব্যের কারখানা খুলুন। জমিদারেরা অধিক টাকা দিয়া এই মহৎ কাজে ব্রতী হইলে তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভের প্রত্যাশা। মধ্যবিত্ত লোকেরাও নিজ নিজ অবস্থানুসারে এক একটী ছোট ছোট অংশ লইতে পারিবেন। তাহাতে তাঁহাদেরও ঘরে কিছু কিছু অর্থ আগমন করিবে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল কারখানার কাজ চালাইবার নিমিত্ত অসংখ্য লোকের আবশ্যক—কত দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িবে। এখন কাজ কর্ম্মের সুযোগ না হওয়ায় কত লোক আলস্যের দাস হইয়া আছেন। শুইয়া, ঘুমাইয়া, হাসিয়া, খেলিয়া, ঘণ্টা গুণিতে গুণিতে দিন যাপন করেন।

[illegible] কলিকাতায় এবং স্থানে স্থানে এক একটী চটের কারখানা বসায় কত দীন হীন নিরুপায় লোকের অন্ন বস্ত্রের উপায় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যদি এই কল গুলি আজ উঠিয়া যায়, তবে কত লোককে যে উপবাসী থাকিতে হয় তাহার হিসাব নাই। গত বৎসর বাজারে পাট একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছিল; তাহাতে চটের কলে অনেক দিন কাজ চলে নাই। কাজেই মজুরদিগের কাজ অনেক দিন বন্ধ থাকে,—চারি দিকে হাহাকার শব্দ পড়িয়া গেল। পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, স্ত্রী পুরুষ, বালক যুবা সকলে ভিক্ষা করিতে লাগিল।

আমাদের দেশে শিল্পকর্ম্ম না থাকায় সমাজের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে। শিল্পকর্ম্মের কারখানা খুলিলে দিন দিন সকলে বেশ উন্নতি করিতে পারি

দেন; [illegible] দিগের বিলক্ষণ উৎসাহ [illegible] কারখানার [illegible] হইতেছে। বিলাতি কাপড় [illegible] লোক। আমরা [illegible] কাপড়ের অনেক [illegible] পরিলে শীঘ্র ছিঁড় [illegible] উৎপন্ন হয়, ম্যাঞ্চেষ্টার [illegible]। ভাল করিয়া কার-খানা [illegible] পারিলে আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতি-যোগী [illegible] করিতে পারিব। জমিদারেরা [illegible] একটী কাপড়ের কলের কারখানা খুলুন। [illegible] প্রথমত দশ লক্ষ টাকা হইলেই কার্য্য চলিবে। [illegible] মূল্য ৫০ টাকা করিলে অনেক মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর লোক ঐ কোম্পানিতে টাকা দিতে পারিবেন। এবং [illegible] পর্য্যবসান হইতে [illegible] একজনের বল বুদ্ধি ও সাহস বাড়িবে এবং আর একটী কারখানা খুলিতে তাহাদের উৎসাহ [illegible] না। [illegible] পশ্চিম প্রদেশের বাণিজ্য ও [illegible] বিভাগের [illegible] অধ্যক্ষ [illegible] বক্ সাহেব ভারতবাসিদিগের এক জন পরম বন্ধু। [illegible] উৎসাহে পশ্চিমাঞ্চলে নানা প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সাহেবেরা জামা ও পেণ্টুলান করাইতে ঐ সকল কাপড় ক্রয় করিতে-ছেন। আমরা দেখিয়াছি, সেমন কাপড় বিলাত হইতে আমদানি হয় না। বিলাতি কাপড় অপেক্ষা [illegible] কাপড়ের মূল্য দুই চারি পয়সা বেশী পড়ে বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি বোধ হয় না। বিলাতী [illegible] শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, দেশীয় কাপড় [illegible] অতি [illegible]। [illegible] দেশের কাপড় [illegible] আমা-দের [illegible] যে, বাঙ্গালায় কাপড়ের কারখানা খুলিলে কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা [illegible] জমিদারদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সত্বর এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

[illegible] দিগের নিকট আমাদের আর একটী [illegible]। [illegible] শিল্প কর্ম শিখিবার [illegible] বিলাতে [illegible]। এ ভিন্ন, দেশের প্রকৃত উন্নতির [illegible] না। সম্প্রতি ষ্টিম্ এঞ্জিনের কল, [illegible] নির্ম্মাণ, লোহা গালাই ও ঢালাই এবং [illegible] শিখিবার জন্য প্রতি বিলাতে [illegible] পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। [illegible], অধ্যবসায়শীল, এবং [illegible] তাঁহা-দের সাধারণে মাতা [illegible] কোন রূপ [illegible] থাকিবে না। এবং প্রত্যুত্তরে

তাঁহারা চিরকাল বালকত্বই থাকিতে অভ্যস্ত হইবেন। ঘরে বসে পড়িয়া থাকিলে কেবল উমেদারি দ্বারা নষ্ট হইবে; কাজের কথা—কিছুই ফলিবে না। ঘরে টাকা থাকিলে কায়মনোবাক্যে শ্রম করিলে কার্য্যক্ষম করিতে পারিবেন। তাড়াতাড়ি দেশে আসিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে—এ ইচ্ছা মনের মধ্যে বলবতী থাকিবে না। এই সকল ছাত্র যখন শিল্প কর্ম্মে দক্ষ হইয়া স্বদেশে আসিবেন, স্বদেশে ষ্টিম্ এঞ্জিনাদি নানা প্রকার কল নির্ম্মাণ করিবেন, সেই দিন বঙ্গের আমাদের দুঃখ ঘুচিবে। ভারতবর্ষ লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

পাঠক! আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি না। বঙ্গলক্ষ্মী প্রতিদিন [illegible] বলিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই উপায় স্থির করিয়াছি। আপনারাও ভাবিয়া দেখুন, ভারতের উন্নতির এই প্রশস্ত উপায়, সাহস করিয়া এ কার্য্যে লাগিতে পারিলে পরিণামে অবশ্যই উপাদেয় ফল ফলিবে। তবে এখন হইতে যদি কেহ [illegible] লোকসানের গণনা করেন, তবে উন্নতির দ্বারে যে কণ্টক পড়িয়া আছে, তাই থাকিবে। [illegible] হবে, অদ্য হবে, কাল হবে, পরশু হবে; এক হইতে শতগুণ হইয়া কাহাকেও আর পাশ ফিরিতে দিবে না। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীশ্রী; কৃষিকার্য্য ও শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য লইয়াই বাণিজ্য; তবে শিল্প কার্য্যের উন্নতি করিলে কেন না লক্ষ্মীশ্রী হইবে? অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথম উদ্যমে কিছু কিছু ক্ষতি হইতে পারে। একটী নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে একেবারেই কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। কিন্তু তাই বলিয়া কার্য্যে ক্ষান্ত দিবার পূর্ব্বেই সন্দেহে [illegible] উচিত নয়। সেটা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। আমরা সাহস দিতেছি, ধনাঢ্য জমিদারেরা উদ্যোগী হউন, এই সদ্ব্যাপারের অমৃত-ময় ফল অবশ্যই তাঁহারা উপভোগ করিবেন।

এখন কথা হইতেছে—জমিদারেরা এত ব্যয় করিবেন তাহার পুরস্কার কি? ছাত্রদের ইউরোপে পাঠাইয়া শিল্প শিক্ষা দিতে অল্প ব্যয় নয়; সে টাকা কোথা হইতে শোধ হইবে? হাতে হাতে এ টাকা শোধের উপায় নাই। তাই আমরা বলি, একার্য্যের জন্য একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড খোলা হউক। তাহাতে দেশীয় রাজগণ ও ধনবান্ জমিদারেরা অধিক টাকা চাঁদা দিউন। এক দিনের নৃত্য ও ভোজে যাঁহারা পঞ্চাশ হাজার টাকা আমোদের নিমিত্ত ব্যয় করেন, তাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবশ্যই প্রচুর অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আপন আপন অবস্থানুসারে কিছু কিছু চাঁদা দিবেন। আপাততঃ এই কার্য্যের নিমিত্ত বিশ লক্ষ টাকা তুলিতে পারিলে অক্লেশে আমরা সফলমনোরথ হইব। ঐ টাকার সুদে বৎসর বৎসর অনেক গুলি যুবক বিলাতে যাইতে পারিবে। কিন্তু শিল্প শিখিবার জন্য প্রতিবৎসর বিলাতে ছাত্র পাঠাইবার কিছুই আবশ্যক নাই। কতকগুলি উৎসাহশীল যুবাপুরুষ কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে আসিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তখন ঐ মূলধন বিশ লক্ষ টাকায় বৃহৎ কারখানা খুলিলে ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত আলোকিত করিবে। পূর্ব্বে যাঁহারা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন নিজ নিজ দত্ত টাকার পরিমাণানুসারে লাভের অংশ পাইতে থাকিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে কাহারও মূলধন নষ্ট হইল না, কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না, অথচ একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইল এবং পরিণামে সকলেই লাভের ভাগী হইলেন। এ ভিন্ন আরও দেখ, কারখানার কাজের সঙ্গে শিল্প শিখিবার জন্য একটী বিদ্যালয় খুলিলে ক্রমে এদেশের অনেকেই বিখ্যাত শিল্পী হইতে পারিবেন।

এই প্রকাণ্ড ব্যাপার সাধিত হইলে আর কিছুই চাই না; দেশহিতৈষণা, উৎসাহ ও ভরসা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। আমরা সাহস দিতেছি, অনুরোধ করিতেছি, ভারতবাসিগণ আর নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না, দৃশ্য আর অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। উদ্যোগী হউন, স্বদেশের উন্নতি করিতে যত্নবান্ হউন।

হারকিউলিস [illegible] ও ভারতবর্ষের [illegible]।

গল্প আছে যে অতি প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে হারকিউলিস নামে এক মহাবীর ছিলেন। রাজা ইউরিষ্টিউসের আদেশে তিনি অনেক গুলি অলৌকিক কার্য্য করেন। তন্মধ্যে অগিয়াস নামে কোন রাজার গোশালা পরিষ্কার করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এরূপ শুনা যায় যে অগিয়াসের গোশালায় তিন সহস্র ষাঁড় থাকিত, এবং তথায় বহুকাল হইতে তাহাদের পুরীষ সঞ্চিত হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগ একরূপ অগিয়াসের গোশালার ন্যায় হইয়া আছে। কত লেড, কত ম্যালেট, কত টেম্পল, কত হীচি পার হইয়া গেলেন তথাপি তাহারা এই গোশালা পরিষ্কার করিতে পারিলেন না। সামান্য লোকের কার্য্য নয় বিবেচনা করিয়া আমাদের কর্তৃপক্ষ অধিপতিরা এই গোশালা পরিষ্কারের জন্য এবার এক জন বীরপুরুষকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার নাম মেজর বেরিং। ইনি আমাদের অনুমোদন রাজস্বসচিব। ইনি এ কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তদ্বিষয়ে আমরা সন্দিহান হইতেছি।

বহুশা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে গেলে দেখা যায় যে, আমাদের রাজস্ব বিভাগে যত গোলযোগ এত গোলযোগ আর কুত্রাপি নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই গোলযোগের সৃষ্টি, এবং যত দিন অতীত হইতেছে এই গোলযোগ ততই বর্দ্ধিত-কলেবর হইতেছে। কত বার ইহার সংস্কারের চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহা প্রান্তরের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় কোন ফলপ্রদ হইল না।

সম্প্রতি হাইণ্ডম্যান সাহেব এক খানি ইংরাজী পত্রিকাতে ভারতবর্ষের রাজস্ব বিভাগের গোলযোগের কথার উল্লেখ করিয়া ইংরাজ-সাধারণকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কথায় ইংরাজ-সাধারণ যে উপেক্ষা করেন এক্ষণে আর সে উপেক্ষা শোভা পায় না। রুষবিভীষিকা অপেক্ষা আর একটী বৃহৎ বিভীষিকা ভারত সাম্রাজ্যকে বিমোহিত করিতেছে—সেটী রাজস্ব বিভাগের ভয়ানক বিশৃঙ্খলা।

এ দেশের আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী, সুতরাং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে মধ্যে মধ্যে বিস্তর টাকা ঋণ করিতে হয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে কি গৃহস্থ, কি ব্যবসায়ী, কি রাজা সকলকেই দেউলিয়া হইতে হয়। এক্ষণে ঋণজাল ভারতবর্ষকে এতদূর অভিভূত করিয়াছে যে এই সময় হইতে তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় না করিলে অনতিবিলম্বে ভারত সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া হইতে হইবে। ভারতবর্ষের ব্যয় কমাইবার জন্য অনেক বার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু কোন বারই তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। এই জন্য হাইণ্ডম্যান সাহেব বলেন পার্লিয়ামেণ্ট সভার এতদ্বিষয়ে মনোযোগ না হইলে এ দেশকে রক্ষা করা ভার হইবে। তিনি আরও বলেন যে, যদি লিবারেল সম্প্রদায় এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনেক কার্য্য করিতে পারেন: এক্ষণে বিশেষ মনোযোগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, ও নির্ভীকতার সহিত যাবতীয় বিভাগের ব্যয় কমাইতে না পারিলে এ দেশকে অধঃক্রম হইতে রক্ষা করা যাইতে পারিবে না—প্রায় সকল বিভাগেই ব্যয় সংক্ষেপের উপায় আছে। সৈনিক ও্রাক বিভাগে কিছু ব্যয় লাঘব করা হইয়াছে কিন্তু এখনও উহার ব্যয় আরও কমান যাইতে পারে। সৈনিক বিভাগে ভারতবর্ষের আয়ের প্রায় অৰ্দ্ধেক ব্যয়িত হইয়া যায়। বিশ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট যত কোম্পানীর কাগজ বাহির করিয়াছেন, তাহার সুদ দিতে দিতে বিস্তর আয়ের হ্রাস হয়। আবার আয় ব্যয়ের অসামঞ্জস্য বশতঃ আর কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত থাকে না সুতরাং যুদ্ধ অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের ঋণ বাড়িতে থাকে।

ভারতভূমির উৎপাদিকা শক্তিও দিন দিন হ্রাস হইতেছে অথচ লোকদিগের আয়ের কিছুই বৃদ্ধি হইতেছে না, বরং তাহাদের ব্যয় দিন দিন বাড়িতেছে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া হাইণ্ডম্যান সাহেব এদেশের বিলাতী বন্দোবস্তের উপর অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে এখনই ইংরাজী রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ইংরাজী চাল চলন বাড়িতেছে, তাহাতে দেশ দরিদ্র হইয়া ইংরাজেরাই লাভবান্ হইতেছেন। হাইণ্ডম্যান সাহেব বলেন যে দেশীয়দিগের শাসনাধীনে থাকিলে দেশের এরূপ দশা ঘটিত না। এজন্য তিনি এদেশের শাসনভার এতদ্দেশীয়দিগের হস্তে রাখিবার পক্ষপাতী, অন্ততঃ তাঁহার মতে প্রদেশ বিশেষে তাহার নিয়োগ করিলে দেশের বিশেষ উপকার হয়। প্রবন্ধের শেষভাগে হাইণ্ডম্যান সাহেব লিখিয়াছেন "এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেবল একটী মাত্র শুভলক্ষণ লক্ষিত হয়। মহীশূর রাজ্য পঞ্চাশৎ বৎসর কাল বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। উহা সম্প্রতি দেশীয় রাজার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অন্যত্র সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলে আরও ভাল হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষ শাসনাধীনে রাখিয়া মহীশূর বিশৃঙ্খলাময় হইয়াছিল, সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ঐ প্রদেশ দেশীয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ঐরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের সংস্কারের একমাত্র উপায় দেশীয় শাসনপ্রণালীর পুনঃ প্রয়োগ।"

যাহা হউক মহীশূর দেশীয় রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের যেরূপ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন ঐরূপ বেরার প্রভৃতি যে যে রাজ্যগুলি দেশীয়দের হস্ত হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশীয়দের হস্তে পুনরায় সমর্পিত হয় তাহা হইলে হাইণ্ডম্যান সাহেব যে মঙ্গলের আশা করিতেছেন তাহা সফলবর্তী হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভারতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

বিধবা-বিবাহ দেওয়া উচিত কি না।

আমাদের একজন বহুমানিত লেখক নিম্নলিখিত কৌতুককর প্রস্তাবটী পাঠাইয়াছেন, এই জন্যই সেটী গৃহীত হইল। প্রস্তাব লেখকের মত এই, ভারতে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বিষম অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। প্রজা বৃদ্ধি হইলে অধিকতর অন্ন-কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। বিধবা বিবাহ দিলে প্রজা বৃদ্ধি হইবে। যদি বিধবা বিবাহ না হয়, প্রজা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অন্নকষ্ট বৃদ্ধিরও আশঙ্কা নাই। প্রস্তাবলেখক স্বমত সমর্থনার্থ প্রমাণও দিয়াছেন, ইউরোপখণ্ডে অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রী বিবাহ করেন না। আমরা লেখকের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণের অংশই প্রস্তাবটীর কৌতুককর এই বিশেষত্বী বিবেচনা। এস্থলে লেখককে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।

১। প্রজা সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা পুরুষজাতির উপর দিয়া না হইয়া কেবল কতকগুলি দুর্ব্বল বিধবার উপর দিয়া হওয়াই উচিত কি না?

২। ইউরোপে কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষে যে অবিবাহিত অবস্থায় থাকেন, কেহ কি বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ঐ দশা ঘটায়? না তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন? পক্ষান্তরে ভারতীয় বিধবারা ইচ্ছা করিয়া অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে চান কি না? যদি তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে না চান, তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঐ অবস্থায় রাখা উচিত কি না?

৩। বিধবাদিগের উপর দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহার না করিয়া প্রজা-সংখ্যা হ্রাসের জন্য যে নৈসর্গিক সহজ উপায় আছে, সামাজিক লোকেরা একমতাবলম্বী হইয়া যদি সেই উপায় গুলি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কি ভাল হয় না? বাল্য বিবাহ বহুবিবাহ, বৃদ্ধ বিবাহের, নিষেধ কি সেই সহজ উপায় নয়?

৪। ভারতীয় সামাজিক লোকেরা যদি ঐ সহজ উপায় গুলি অবলম্বন করিতে শক্ত না হন, তাহা হইলে বিধি নিয়মানুসারে যেমন জন্ম হইতেছে হউক, অবশেষে পুত্র কন্যাদির আহার সংস্থান করিতে না পারিলে নৈসর্গিক নিয়মেই তাহারা বিনষ্ট হইবে। বিধবাদিগের উপর কষ্টদায়ী হওয়া অপেক্ষা সেটী কি ভাল নয়?

৫। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই, পক্ষিরা প্রতিকালে যে বৃক্ষে বাস করে, প্রাতঃকালে তাহারা তথা হইতে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশে আহার অন্বেষণ করিতে যায়। ইহারা কিছু যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বহু সন্তানের জন্মদাতা ভারতবাসীরা সমুদ্রে গিয়া কি স্ব স্ব সন্তানগণের অন্ন সংস্থান করিতে পারেন না? যদি না পারেন, আপনাদের দোষে আপনারা মারা যাইবেন। বিধবার উপরে কষ্টদায়ী অপেক্ষা সেটা কি ভাল নয়?

যে উপলক্ষে এই প্রশ্ন গুলি করিলাম, সে প্রস্তাবটী এই—

"বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় হউক আর না হউক, আমাদের সে কথায় প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে বিধবা-কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া মঙ্গলকর কি না, তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি। বিধবাদিগের উৎপন্ন-

দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে নিতান্ত উৎসুক। আবার কেবল বৈধব্য যন্ত্রণা নয়, উহাতে আনুষঙ্গিক অনেক দোষ আছে। ভারতবর্ষে ... ... এ প্রকার বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ... নেমন অন্য দেশে ... সংখ্যা নাই। সকল

দেশহিতৈষী সুসভ্য লোকেরই মনে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা প্রশংসনীয় বটে, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিধবা বিবাহের সঙ্গে একটী গুরুতর দোষ ঘটিবে তাহা এখনও কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা কি? সকলে কি সকলের দিনপাত করিতে পারিতেছেন? দিন দিন অন্নবস্ত্রের কষ্ট অসহনীয় হইতেছে। প্রজা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবিকা ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। রাজনৈতিক শাস্ত্রে বলে—লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এবং জীবিকা দুষ্প্রাপ্য হইলে, অন্য স্থানে গিয়া উপনিবেশ করা, বিবাহ বন্ধ করা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের লোকের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, অন্য দেশে গিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। সময়ে সময়ে কেবল কুলিরাই বাসের জন্য দেশ দেশান্তরে গিয়া থাকে। কিন্তু যেরূপ কঠিন সময় পড়িয়াছে, কুলিরা ভদ্রসন্তানেরও জন্মভূমি পরিত্যাগ না করিলে আর চলিবে না। বাণিজ্যের কথা—তাহাতে বুদ্ধিমানের দোষ নাই। তবে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইয়াছে নতুবা দেশ ... উৎসন্ন যাইবে। আমরা এই বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা করি। পাঠক তদ্দৃষ্টে দেশীয় বণিকদের অবস্থা সবিশেষ জানিতে পারি-বেন। এখন আর একটী কথা, বিবাহ নিবারণ—ভারতবর্ষের পক্ষে ... সহজ নয়। বিবাহ স্বদেশীয়দিগের জীবনের যেন প্রধান উদ্দেশ্য। যাহার বিবাহ হইল না, তার কিছুই হইল না। তাহার মনুষ্যজন্ম মিথ্যা, তার সংসার ধর্ম্ম আর কেন? ঘরে অন্ন নাই, লজ্জা নিবারণ হওয়ার সম্বল নাই,—তবু বিবাহ করা চাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, উদরান্ন সংগ্রহ করিয়া ... শত টাকা হাতে আসিল অমনি কন্যাকর্ত্তার অর্চনা হইল, কন্যার বাপ ... বালিকাটিকে সুখ সৌভাগ্যক্রমে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত আপনার ঘরে আনি... ... কালের দিন যায় না, এখন আবার ... ... দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্তান সন্ততি হইল। বাপ মা কোথা হইতে তাদের প্রতিপালন করিবে তার কোন উপায় নাই। এরূপ বিবাহ আমাদের কিছুতেই অনুমোদনীয় নহে। পাঠক! বোধ করি এমন অনেক দেখি-

য়াছেন—কোন বংশজ ব্রাহ্মণের ১৫ বিঘা জমি আছে। ব্রাহ্মণের অনেক বয়স হইল, অর্থের যোগাড় নাই, বিবাহ হয় না বংশও থাকে না। তাহেতেই কি করেন পনর বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করি-লেন। নব দম্পতির এখন সুখের দশা কি?—দিন-পাত হয় না। তাই বলিতেছি, আমাদের দেশের দিন দিন যেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, তাহাতে বিবাহ যত নিবারণ হয় ততই ভাল। উপবাসী থাকিবার জন্য কুলতিলক বংশধর রাখিয়া গেলে কি হইবে?

নূতন একটী ব্যবহার সমাজ মধ্যে প্রচলিত করা সহজ নয়; আবার যে ব্যবহার সমাজ মধ্যে অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে একেবারে তাহা উঠাইয়া দেওয়াও সহজ নয়। বিধবাবিবাহ আমাদের দেশে অনেক দিন রহিত হইয়াছে অতএব আমাদের ইচ্ছা আর উহা সমাজে প্রচলিত করিয়া কাজ নাই। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্রের নিমিত্তই ভার্য্যা গ্রহণ; কিন্তু আমরা প্রজাবৃদ্ধি চাই না। অন্নের জন্য চারিদিকে যেরূপ হাহাকার পড়িয়াছে, তাহাতে আর প্রজাবৃদ্ধি হইলে রক্ষা নাই। পথে বাহির হইলে—কেবল দরিদ্রের হাহাকার, কঙ্কালের বাহুর কি প্রসারণ দেখা যাইতেছে, তাহাই দৃষ্টি গোচর হইবে; এক্ষণে তাহাদের দুঃখভার বাড়াইয়া ফল কি? বিলাতে অনেক পুরাপুরুষ বিবাহ করেন না। মহিলাদিগের মধ্যে অনেকেই অবিবা-হিত। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা এখনও এত উন্নত হয় নাই যে কোন ব্যক্তি একেবারে বিবাহ বন্ধ করিবে। স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই, পুরুষেরও জীবনের সাধ আহ্লাদ বিবাহ। অবিবাহিত ব্যক্তির সংসারে মন নাই—সকল বিষয়েই উদাসীনা। ফলতঃ বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এটী আমাদের প্রধান দোষ। স্বদেশের প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ না থাকাই ইহার কারণ। যখন এ ভাব মনে উদয় হইবে যে, স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য সকলে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন; যখন স্বদেশকে আপনার সংসার ও স্বজাতিকে আপনার পরিবারবর্গ জ্ঞান করিবেন তখন অবিবাহিত ব্যক্তির সাংসারিক কার্য্যে মনো-যোগ হইবে। আমরা জানি মনুষ্যের মন উন্নত হইলে বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা অবিবাহিত ব্যক্তি দেশের অধিক হিতসাধন করেন। তাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল কামনায় অম্লান বদনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। বিবাহিত বিষয়ী লোক তত সহজে স্বার্থশূন্য হইতে পারেন না। কারণ স্ত্রীপুত্রের স্নেহে তাঁহাদিগকে বদ্ধ থাকিতে হয়। মানুষ যতই কেন বীরপুরুষ হউন না, মায়াপাশ ছিন্ন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন

কথা। আমি মরিলে স্ত্রীপুত্রের দশা কি হইবে? মনে মনে অবশ্যই একবার এ বিচার উদয় হইবে। অবিবাহিত ব্যক্তির পশ্চাতে আকর্ষণ করিবার কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বদা আপনার স্বর্দ্ধার ফিরিতে থাকেন। তাঁহার তিতিক্ষা ও সাহস অপ্রমেয়। সে কারণে তিনি উৎকট কার্য্য করিতে ভীত হন না। এদেশে যাহাতে অবিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সমাজ সংস্কারকদিগের তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে প্রজা বৃদ্ধির ভাগ অল্প হইবে এবং যাঁহারা অবিবাহিত থাকিবেন অনেক কালে তাঁহারা পুরুষত্ব দেখাইতে পারিবেন।

বিধবা বিবাহ রহিত থাকায় এক পক্ষে দেশের যে কত মঙ্গল হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশে স্বজাতির গৃহে যতগুলি পতিহীনা কন্যা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের যদি গড়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা ধরিয়া লওয়া যায়, তবে লোক সংখ্যা আরও যে কত বৃদ্ধি হয় তাহা বলা যায় না। পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে দেশের কি দুর্দ্দশা না ঘটিত!

দুর্ভিক্ষ ও পীড়া লোক সংখ্যা কমাইবার স্বাভাবিক উপায়। আমাদের দেশে কয়েকবার দুর্ভিক্ষ হইয়া মানুষের সংখ্যা যত যে কমিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। নানা জাতীয় পীড়াও ভারতকে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে। লোকসংখ্যা কমাইবার এই গুলি স্বাভাবিক নিয়ম; লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এই দুই উপায় অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু এই দুইটীর চিত্র বড় ভয়ঙ্কর ও শোচনীয়। এই কারণে অবিবাহিত থাকিয়া প্রজাবৃদ্ধির পথ রোধ করাই কর্ত্তব্য। অনূঢ়া কন্যার একেবারে বিবাহ বন্ধরাখা সুসাধ্য নয়। সে দিন এখনও আসে নাই। তবে বিধবাদিগের বিবাহ যেমন রহিত আছে সেইরূপ থাকিলে দেশহিতৈষীদিগকে কিছুই নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে না। অতএব যাঁহারা বিধবা বিবাহের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র হন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—বিধবাদিগের বিবাহ দিয়া কতকগুলি নিরুপায় দরিদ্র সন্তানে আর যেন হিন্দু সমাজ পরিপূর্ণ না করেন।

শ্রীযুক্ত ব্রাডলা সাহেব এবং শ্রীমতী বিসেণ্ট প্রজাবৃদ্ধি নিবারণের যে উপায় দেখাইয়াছিলেন তাহা অশ্লীলতা দোষে দূষিত, এজন্য আমরা তাহা সাধারণকে জ্ঞাত করিতে পারিলাম না। ব্রাডলা সাহেবের পুস্তকে অশ্লীল দোষ থাকায় তিনি রাজদ্বারে দণ্ডাই হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের চক্ষে তাঁহাকে নির্দ্দোষী বোধ হয়। সেরূপ অশ্লীলতা দোষ দোষের মধ্যে পরিগণিত হইলে কোন চিকিৎসার পুস্তক লোকের পাঠ্য হইতে পারে না।

আমাদের এই প্রস্তাবে হতভাগিনী বিধবারা কত যে ক্ষুব্ধ হইবেন বলিতে পারি না। যে সকল সমাজসংস্কারক মহোদয়, লোকের মন হইতে কুসংস্কার দূরীকৃত করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী আমরা এই প্রস্তাব লিখিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইব সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি প্রজাবৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারেন, করুন, বিধবা বিবাহে আমরা মত দিতে পারি। নতুবা কোটি কোটি দরিদ্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে তাহা অপেক্ষা আর বৈধব্য-যন্ত্রণা আমাদের কষ্টকর বোধহয় না। বিধবাদের দেখিয়া আমরা এ কথার সারবত্তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। একাদশীর উপবাসে গ্রীষ্মের দিন যখন তৃষ্ণায় কণ্ঠ ফাটিতে থাকে, ক্ষুধায় আঁত শুকাইতে থাকে তখন পতিবিরহ-কষ্ট মনে থাকে না। জঠরজ্বালার মত আর কেশকর কিছুই নাই। অতএব প্রজা-বৃদ্ধি নিবারণের অনুরোধে যদি আমাদিগকে বিধবা বিবাহের বিরোধী হইতে হয়—তবে হইলাম। পতিহীনা বালিকারা সতীসাবিত্রী হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করুন তাঁদের কাছে আমরা চিরদিনের জন্য অপরাধী থাকিলাম, কি করিব !"

মহম্মদ হায়দ খাঁকে লইয়া আজ কাল চতুর্দ্দিকে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছে। তিনি ১৫ বৎসরকাল বিশ্বস্তভাবে গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে গবর্ণমেণ্ট প্রীত হইয়া ইহাঁর উপর অতি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া কাবুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে সেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাঁহার প্রতিকূল হইয়াছেন, মহম্মদ হায়দ এক্ষণে একজন [illegible] বিশ্বাসঘাতক ও বাক্ষস প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি হাজতে উপস্থিত। পেশোয়ারের সেসন জজের নিকট তাঁহার বিচার হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাঁহাকে এই বলিয়া ধরিয়াছেন, ইয়াকুব খাঁ বিদ্রোহী, তাঁহারই চক্রে তিনি ক্যাভাগনারীর হত্যাকারী প্রমাণিত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইহার আনুষঙ্গিক আর কয়েকটী গুরুতর দোষ তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি বলেন গবর্ণমেণ্টের উপদেশই এই ঘটনার মূল।

আপাততঃ এ বিষয়ে কোন প্রকার মতব্য প্রকাশ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। যখন বিচার হইতেছে তখন অবশ্যই গুপ্ত ঘটনা ও রহস্যগুলির ক্রমে ক্রমে উদ্ভেদ হইবে। কিন্তু বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেলীনিউজ যে কথা বলিয়াছেন যদি তাহা প্রকৃত হয় তাহা হইলে তাঁহার বিষয়ে ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা অল্প। হায়দ খাঁ এই বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে "আমার পক্ষ সমর্থনার্থে কোন কৌন্সলী নিয়োগ করিতে আমি অনুমত হই নাই। কিম্বা আমার বিপক্ষে যে সকল কথা বলা হইতেছে তাহার চুম্বক তুলিয়া লইবার জন্য কাহারও সহায়তা লইতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। উপসংহারে তিনি ইহাও বলিয়াছেন " আজ আমি যে দোষে দোষী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, কোন ইউরোপীয়ের প্রতি সেই দোষ আরোপিত হইলে তাহা ঘৃণা সহকারে উপেক্ষিত হইত।"

পুস্তক সমালোচনা।

পুষ্পমালা। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ২য় সংস্করণ। ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। পুষ্পমালা কবিতা গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী এক জন সুকবি। সুতরাং তাঁহার লেখার পারিপাট্য, ও ভাবমধুরতা প্রভৃতি গুণের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। এ গ্রন্থে নানা বিষয়ের নানা প্রকার উপদেশ পূর্ণ কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে যে যে কবিতায় কিছু কিছু দোষ ছিল শিবনাথ শাস্ত্রী সে গুলি পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থানে ভাল ভাল সরস কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে যে যে বিষয়ের উপর কবিতা লিখিয়াছেন সেই সেই কবিতার ভাব ও রস রক্ষায় তিনি কত দূর সমর্থ হইয়াছেন পাঠক নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যথা—

অরুণ উঠিল জাগিল অবনী ;
জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী।
[illegible] জননী ! উঠিয়া জননী।
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি।
[illegible] কোলাহলে [illegible],
[illegible] শিশু [illegible]।
তিন কোটি শিশু চারিদিকে [illegible]
[illegible] বিদেশে। কি আছে [illegible]।
ঘোর কোলাহলে [illegible],
আর ঘুমাওনা জাগরে জননি।
[illegible] যে বাল্মীকি। [illegible]।
[illegible]
এই যে [illegible] [illegible],
[illegible] বীর [illegible]।
আজো [illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
উঠগো জাগিয়ে ! [illegible] নাহি
আর [illegible] প্রকাশ।

রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। রবীন্দ্র বাবু এক জন সুলেখক, তাঁহার কবিতা ও নাটক লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। বাস্তবিক তিনি সমাজ ও প্রকৃতির এক জন সুন্দর চিত্রকর। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয় যেমন আনন্দে নৃত্য করিয়াছে রুদ্রচণ্ড পাঠে সেরূপ হয় নাই। ইহার অধিকাংশ কবিতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ঘটনা গুলির বর্ণনা প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমেই হইয়াছে, কিন্তু কবিতা গুলির স্থানে স্থানে কিছু কিছু নীরস হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থে দুই স্থান হইতে দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই গ্রন্থের নায়িকা অমিয়ার সহিত চাঁদ কবির প্রণয় সঞ্চার হয়। কিন্তু অমিয়ার পিতা রুদ্রচণ্ড তাহার প্রতিবাদী হইয়া অমিয়াকে যে কথা বলিয়াছিলেন এবং অমিয়া তাহার যেরূপ উত্তর দান করেন তাহা এই,—

রুদ্রচণ্ড।—
[illegible]
[illegible]।
অমিয়া।—
[illegible]
[illegible],
[illegible] আমি
[illegible],
[illegible]।
[illegible],
[illegible],
[illegible]
[illegible] বিদায় ;
[illegible]
[illegible] ভুলে।
[illegible]
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] আপনার ভাই।
—
[illegible] আপনার ভাই।
[illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible] আপনার ভাই—
[illegible]
এই যে ছুরিকা [illegible]
[illegible]।

রুদ্রচণ্ড। [illegible]।
[illegible]
[illegible]।

[illegible] ভাসি যায় ।
[illegible] মাঝে একেলা পড়িয়া,
[illegible] কেহ নাই আর,
[illegible] পশ্চাতে ।
[illegible] ফুটিয়া অমনি
এক বিন্দু নিশিরের কণা।
কেহ না, কেহ না।
[illegible] নিশির ঢালি দিবে
[illegible] আনিবিধে
[illegible] অশ্রু ঢালিবে যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ২৪ এ মে। [illegible] সম্মুখে [illegible] নামক স্থানে [illegible] সহিত [illegible] সৈন্যদিগের [illegible] যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। [illegible] অভিপ্রায় [illegible] কিন্তু [illegible] প্রতিবন্ধকতাচরণ [illegible] অবশেষে [illegible] এবং [illegible] অধিকার করিয়াছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] উপনীত হইয়াছেন।

তুরস্কের ভৌমস্থ দূত মুর্সাস বে কুরুপুক্ত মুসলমান আবদুল আজিজের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও দূত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ মে। লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে প্রস্তাবে পার্লামেন্ট সার [illegible] ও সার [illegible] আফগানিস্থানের যুদ্ধে কার্য্য করাতে প্রত্যেককে ১২৫০০০ টাকা করিয়া পাইবেন। জেনেরল [illegible] ২০০০০০ টাকা দেওয়া হইবে একপ যে কোন কথা হইয়াছিল একথা লর্ড হার্টিংটন অস্বীকার করিয়াছেন।

[illegible] সম্পাদক [illegible] দূত হইয়াছেন।

[illegible] উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ মে। অদ্য রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব ও সার [illegible] কমন্স হাউসে মৃত আরম সাহেবের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।

[illegible] গ্রীসের সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। [illegible] সম্পাদকের সম্বন্ধে [illegible] দোষী [illegible] কিন্তু অনুগ্রহ [illegible] বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছেন। [illegible] দেওয়া হয় নাই।

[illegible] অতিরিক্ত [illegible] ২০০ লোক জলমগ্ন হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ মে। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য বিষয়ক [illegible] চলিতেছে।

[illegible] সম্পাদকের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] হইয়াছে। [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ২৮ এ মে। [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] ইংলণ্ডে যে বাস করিয়া থাকে অর্থাৎ ভারতের [illegible] নিমিত্ত [illegible] যে সকল [illegible] আছেন তাঁহাদিগের বেতন ও [illegible] যে সকল সৈন্য আছে তাহাদিগের বেতনাদিতে বর্ত্তমান বর্ষে ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে [illegible] টাকা দিতে হবে। ইহার মধ্যে [illegible] টাকা প্রেরিত হইয়াছে। কেবল ইহাতেই নিষ্কৃতি নাই, যে টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে তাহার বাটা [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] খরচ আছে।

এক ব্যক্তি বলিয়াছেন ভূমধ্যসাগর হইতে শীঘ্রই একটী [illegible] কাটিয়া সাহারা মরুভূমিতে যাইবে, এবং সেই খাল হইতে উক্ত মরুভূমি [illegible] আকারে পরিণত হইবে, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী দ্বীপ থাকিবে মাত্র। ট্রান্স সাহারান রেলওয়ে নামে ইহার উপর দিয়া যে রেলওয়ে হইবার কথা হয় এই কারণে তাহা এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। [illegible] নামক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত তিনি ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন আপাততঃ সে ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তবে বহুকাল পরে তথায় আর্দ্র বায়ু চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবে। গ্রীষ্ম এমন বৃদ্ধি হইবে যে মরুভূমি মধ্য হইতে মনুষ্যের তীব্র ক্রন্দনের ন্যায় এক প্রকার শব্দ হইয়া পরে তাহা থামিয়া যাইবে, তিনি বলিয়াছেন বালির পরমাণুর সহিত সৌর তাপের সংযোগে এই ঘটনা ঘটিবে। সেই সময়ে তথায় প্রাণীমাত্রেই যাইতে পারিবেন না, এবং যাহারা থাকিবে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিবে।

বাল্টিমোরের নিকটস্থ গ্রীনমাউণ্টে একটী বড় শোকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জন ওলিভার নামক তথায় একজন বড় জমীদার আছেন। তাঁহার এক-রূপযৌবনসম্পন্না কন্যা ছিল। সেই কন্যার সহিত একটী যুবকের প্রণয় হয়। যুবকটী তাহার পিতা জন ওলিভারের বড়ই বিদ্বেষী। কিন্তু কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইলে ওলিভার তাহাতে প্রতিবাদী হন। তখন কন্যা অনন্যগতি হইয়া পিতার অজ্ঞাতে ছদ্মবেশে প্রণয়ীর সহিত পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, ওলিভার তাহা জানিতে পারিয়া স্বয় [illegible] এবং চাকরদিগকে এই আদেশ দেন রাত্রিতে কোন ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহারা যেন তাহাকে গুলি করে। এইরূপে দুই চারি দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন যুবতী ছদ্মবেশে যেমন পলাইয়া যাইবে অমনি প্রহরীরা গুলি করে, যুবতী সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পিতা অতিশয় শোকার্ত্ত হন এবং অবশেষে সেই স্থানে তাহার একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ করিয়া দিয়াছেন। যুবকের অত্যন্ত [illegible] হইয়াছেন।

পারস্যদেশে এক নূতন প্রকার রোগ দেখা দিয়াছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রথমে জ্বর ভাব হয় তৎপরে শরীরের স্থানে স্থানে কাল কাল দাগ দেখা দেয়। কণ্ঠ গলের গাঁইট ও ফুলিয়া উঠে, তৎপরে মৃত্যু হয়।

আলীপুরের প্রথম সুবর্ডিনেট জজ জনৈক উকীলের অন্যায় জেরাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে যে গালি দেন জজ তাহার কৈফিয়ৎ চাওয়াতে তিনি উকীলদিগের নিকট নাকি স্বদোষ স্বীকার করিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মান্দ্রাজের গবর্ণর পি, ডবলু আডাম সাহেব গত ২৬ এ উৎকামণ্ডে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ইয়াকুব খাঁর চরিত্রের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের একটী স্বতন্ত্র অধিবেশন হইবে। যে অপরাধের সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার কিরূপ অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং সাক্ষিরাই বা কিরূপ বলিয়াছে তদ্বিষয়ক কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের সভার কয়েক জন সভ্য ইয়াকুব খাঁর বিষয়ে যাহাতে আর উচ্চ বাচ্য না হয় তদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কৃষ্ণনগরে অতিশয় সংক্রামক জ্বরের প্রকোপ কমে নাই। অনেক ভদ্র লোক প্রাণের দায়ে না কি স্থান ত্যাগ করিতেছেন।

রুশ-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডর মৃত্যুকালে তাঁহার পরিজনবর্গকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

মান্দ্রাজের একজন ফিরিঙ্গী বালক মহীর কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছে। আশা মন্দ নহে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সহকারী রেজিষ্ট্রার বাবু নবীনচন্দ্র রায় লাহোর ওরিয়েণ্টাল কালেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহম্মদ লতিফ। রহমান নামক এক জন মুসলমান লাহোরের চিফ কোর্টের আইন পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হওয়াতে তথাকার আইন শিক্ষার উৎসাহ বৰ্দ্ধক সভা তাঁহাকে এক খানি উৎকৃষ্ট প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন। বাবু কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] তিনজন এবার আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কয়েক দিবস হইল, ভৈরব পাল নামক একজন লোহা-কাঠের দোকানের চাবী ভাঙ্গিয়া চোরেরা অনুমান চারি শত টাকার দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ এ চুরির অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কিছু কিনারা হয় নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম এখানকার কয়েক জন উদ্যোগী ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগাদি শিক্ষা দিবার জন্য এখানে একটী বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশে ১৮৭৯।৮০ অব্দে কেবল অহিফেন হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭০০০০০০ টাকা আয় হইয়াছে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীর আবদুর রহমানের সাহায্যার্থ তিন শত বন্দুক ও নানাপ্রকার যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। আয়ুব খাঁ যুদ্ধের ঘোরতর আয়োজন করিতেছেন। বাল্কবাসিরা ভাঙ্গিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছে। আয়ুব ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কান্দাহারবাসী দিগকে লিখিয়াছেন আমি নাস্তিক ও বিধর্ম্মীদিগের প্রতিনিধি আবদুল রহমানকে শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতেছি অবশ্য করি তোমরাও ইহাতে যোগ দান করিয়া দেশের কলঙ্ক অপনোদন করিবে।

লাহোরস্থ হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আফ্তাব সংবাদপত্রের সম্পাদক মুন্সি নাজির আলীর যত্নে তাহার মীমাংসার সম্ভাবনা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানেরা তাঁহাদিগের দেশীয় ভাষায় পুস্তক ছাপাইয়া পরস্পরের ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করাতে এই বিবাদ গুরুতররূপে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল কিন্তু নাজির আলীর বিশেষ যত্নে লাহোরস্থ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকে বড় বড় পণ্ডিত ও মৌলবীগণ একত্র হইয়া একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ীরা পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মের নিন্দাসূচক যে সকল বাক্য লিখিয়াছেন সেগুলি তাহাদিগের পুস্তক হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়া পরস্পরের মিলন করিয়া দিবেন।

ইংলণ্ডে গত লোক সংখ্যা গণনাকালে দেখা হইয়াছে বিলাতে যত স্ত্রীলোক আছে তাহাদিগের মধ্যে ২২৬০০০ গৃহকর্ম্ম ১৮০০০ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ৫১০০ দর্জ্জীর কার্য্য ৪৫০০ কৃত্রিম ফুল প্রস্তুত ৫৮০০০ স্ত্রীলোকদিগের টুপি ও পোষাক প্রস্তুত ২১৮০০ দর্জ্জির কার্য্য ২৬৮০০ কামিজ প্রভৃতি প্রস্তুত ৪৮০০ জুতা প্রস্তুত ১০৮০০ সেলাইয়ের কলে কাজ করে একত্রিশ ৪৪০০০ বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

বাগবাটী হইতে এক জন একটী কৌতুকজনক সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। একদা এক স্কুলে বিচার হয়। অধ্যাপক ছাত্রের নিকটে পরাস্ত হন। অধ্যাপক সেই ক্রোধে অপর এক ছাত্রকে পরাজয়কারী ছাত্রকে জুতা মারিতে বলেন। সে বিলক্ষণরূপে উত্তম মধ্যম দেয়। প্রহৃত ছাত্র মাজিষ্ট্রেট আদালতে নালিশ করাতে অধ্যাপকের এক মাস কারাবাস ও তিশ টাকা জরিমানা হয়। শেষে অধ্যাপক অভিযোগকারী ছাত্রের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে কারাবাস রহিত হইয়া কেবল অর্থদণ্ড হইয়াছে। আরো [illegible] আছে!

নিম্নলিখিত পুস্তক ও মাসিক পত্রগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা:—১২৮৮ সালের ১ ম কাণ্ডের ২ য় খণ্ড পঞ্চানন। ৮৭ সালের চৈত্র ও ৮৮ সালের বৈশাখ মাসের আর্য্যদর্শন। বৈশাখ মাসের [illegible] মহিলা। কালীনারায়ণ সান্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত [illegible]। ১২৮৭ সালের পৌষ মাসের আলাপন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন পুরাণ সংগ্রহ।

রিউটার কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উইলিয়ম সাহেব কোম্পানির তরফ হইতে শিমলায় আসিয়াছেন। উক্ত কোম্পানি গবর্ণমেণ্টের বিনা ব্যয়ে ষ্টেট-কমিশনের সমস্ত কার্য্য করিতে অভিলাষী। তাঁহারা এক পক্ষে যেমন ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে সংবাদ দিবেন অন্যপক্ষে তেমনি ভারতবর্ষের সংবাদও ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে দিবেন।

জেনেরল [illegible] জন গবর্ণমেণ্টের অধীনে অদ্য উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ভারতবর্ষের উপর অতি বিশেষ দয়া আছে। ভারতবর্ষের বিষয়ে তাঁহার যত জানা আছে, অন্য যার কাহার কোন লোকেরই তেমন জানা নাই। একদা তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষীয় রাজ্যশাসন-কার্য্যের বিষয়ে সম্রাটের নিকটে এরূপ এক পত্র লিখিয়া ছিলেন যে সম্রাট তদ্দর্শনে তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন করিবার জন্য রাজধানীতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার এসলি ইডেনের ১৮৮২ অব্দের [illegible] মে কর্ম্মকাল নিঃশেষিত হইবে। তিনি আর কিছু কাল ঐ পদে যাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন তদভিপ্রায়ে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে কেহ কেহ আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। বরং ইডেন সাহেব তাঁহার নিজ ও এদেশের কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে যে ৬ মাস শিমলায় আর্মি কমিশনের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে সেই উচ্চ পদের কার্য্য করিতে দিতে চাহেন নাই।

লণ্ডনে একটী কোম্পানি খুলিয়াছেন। গোয়ার রেলওয়ে করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার জামিন থাকিবেন এবং বর্ষে বর্ষে এর নিমিত্ত পোর্তুগাল গবর্ণমেণ্টকে চারি লক্ষ টাকা দিবেন।

ফরিদপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—মানিকদহ নিবাসী জমীদার বাবু বিপিনবিহারি রায় অত্রত্য মিডল স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে মাসিক ২ টাকা হারে একটী বৃত্তি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে ছাত্র অতিশয় দরিদ্র এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বিদ্যানুরাগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই ছাত্রই উল্লিখিত বৃত্তিটী প্রাপ্ত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অত্রত্য জিলা স্কুলের দশ জন [illegible]

জনক ঔষধের প্রতীত নিশ্চিত মূল করিতে উক্ত চুরির নিরূপণের উদ্দেশে অনুসন্ধানার্থ তাঁহাদের পরিশ্রম ও পুরস্কার বিধান করিবার স্থির করিয়া বিভা-গের ইন্স্পেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন।

আজ কাল এখানে বড় ওলাউঠা উপস্থিত হইয়াছে। ভাল জলের অভাবে অনেকে বাধ্য হইয়া অপরিষ্কৃত জল পান করিতেছে। আমাদের বিল-ক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে দূষিত জল পান ও দূষিত জলে স্নান করিয়া পাছে লোকে অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জল-প্রণালী দ্বারা গঙ্গা হইতে জল আনাইবার জন্য আমাদের দয়ালুহৃদয় বর্দ্ধমান মাজিষ্ট্রেট সাহেব যতোধিক বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে-ছেন। এখন যত শীঘ্র জল আসিয়া পৌঁছে ততই মঙ্গলের বিষয়।

বুদ্ধ গয়ায় অনুসন্ধান করিতে করিতে সম্প্রতি বৌদ্ধদিগের যে সমস্ত কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ২৫ এ মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকা-শিত হইয়াছে। পাটনা বিভাগের কমিশনর হালিডে সাহেব গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থ তৎসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল যে বোধিদ্রুমের তিন দিকে যে প্রাচীর ছিল তাহা অবিকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেকগুলি স্তম্ভ, তুপের ভগ্নাবশেষ এবং ঐ প্রাচীরের তিনটী দ্বার দৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধের পদাঙ্কের মন্দির বহিষ্কৃত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে কয়েকটী স্তূপ ঐ প্রাচীরের কোণে থাকিবার কথা লিখিয়াছেন তন্মধ্যে দুটী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রাচীরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে যে দুইটী মন্দির ছিল, তাহার একটীতে বুদ্ধের উচ্চ মোহ মূর্ত্তি ও অপরটীতে বুদ্ধের পিতলের প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহাও বাহির হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে অবলোকিতেশ্বরের যে দুইটি মন্দির ছিল ঐ মন্দির, একটী মারস্তূপ ও একটি প্রস্তরস্তূপ বাহির হইয়াছে। প্রথম বোধিদ্রুম যেখানে ছিল সেই স্থান ও তৎপরে যে যে স্থানে ঐ বৃক্ষ রোপিত হয় তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিস্তর প্রতিমূর্ত্তি ও খোদিত ফলক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি আবিষ্ক্রিয়া কার্য্য নির্ব্বাহে চলিতেছে। এই সকল আবিষ্ক্রিয়া যতই হইবে ততই ভারতবর্ষের ইতিহাস উন্নতি লাভ করিবে।

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠা-ইয়াছেন—কাঁথির অধীন আচিনাপত গ্রামের উত্তরাংশ নিবাসী তারকনাথ দত্ত নামক জনৈক মেদিনীপুর কলেক্টরীর বরখাস্ত আমিন গত মার্চ মাসের ২০ টাকার ২ খানি নোট প্রস্তুত করিয়া ১ খানি নোট বালি-ঘাইর বাজারে নিমুর দোকানে কাপড় লইয়া মূল্য দেয়। নিমু তাহা প্রাণকৃষ্ণ মাইতির হস্তে দেয়। প্রাণকৃষ্ণ তাহা তৌজিমত খাতায় জমা করে। বালিঘাইর অন্যতর মহাজন বা তালুক-দার মদনমোহন ভুঞা বিগত ১২ ই ফাল্গুনের লাটের টাকা পাঠাইবার জন্য প্রাণকৃষ্ণের দোকান হইতে কয়েকখানি নোট আনে। তাহার মধ্যে উক্ত নম্বরের নোটখানিও থাকে। মদনের কর্ম্ম-চারী রাধাকৃষ্ণ দাস উক্ত ২০ টাকার নোটখানি সহ ১০ টাকার নোট ও নগদ ৩ টাকা মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চৌধুরী রেভিনিউ এজেণ্টের নিকট ১১ ই ফাল্গুনে লোক দ্বারা পাঠায়। কালী বাবু ১১ ই তারিখের বাকিতে নোট আদি বুঝিয়া লই-লইবার সময়ে ২০ টাকার নোটখানি অন্যান্য নোট হইতে কিছু বিভিন্ন বোধ করিয়া নিকটস্থ কয়েকজন ভদ্রলোককে দেখিতে দেন, সকলেই নোট দেখিয়া সন্দেহ করেন এবং পরদিন ট্রেজারিতে দেখাইবার কথা হয়।

কালী বাবু ১৩ ই ফাল্গুনে শেষ কাছারিতে নোটখানি প্রকৃত বটে কিনা জানিবার জন্য ট্রেজ-রির মোহরিকে দেখান। নোট-মোহরি তাহা "জাল নোট" বোধে খাজাঞ্চীকে দেয়। খাজাঞ্চি তৎক্ষণাৎ উক্ত নোট ট্রেজারির আফিসরের নিকট অর্পণ করেন। তিনি কালী বাবুকে ডাকাইয়া কোথা হইতে নোট পাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন, অবশেষে কালেক্টার তাঁহার ১০০ টাকার মুচলকা ও ১০০০ টাকার জামিন লইয়া ঐ হাকে ছাড়িয়া দেন। তদারক আরম্ভ হইলে ভারক গোয়েন্দা হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে একেবারে দেয় যে মধু মাইতি উক্ত জাল নোট প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার বাটিতে বেশ্যার বাটিতে জাল নোট এবং তাহার নিজ বাটিতে সরঞ্জাম রহিয়াছে। ইহা বলা আবশ্যক যে, তারক সংগুপ্ত ভাবে কৌশল ক্রমে উভয় স্থলেই জাল নোট ও সরঞ্জাম রাখিয়া আইসে কাঁথির সব ডেপুটী এবং দীনবন্ধু বাবু তিনজনে তার-কের একেবারে মতে মধুর বেশ্যালয়ে গিয়া একটী বাক্সের মধ্যে উক্ত নম্বরের ২০ টাকার ১ খানি নোট এবং সরঞ্জাম তাহার বাটিতে পাইয়া তাহাকে ধৃত করেন। তৎপরে গোয়েন্দা তারকনাথ সহ মধু ও তাহার বেশ্যা এবং আসামি মেদিনীপুরে প্রেরিত হয়।

এদিকে পুনরায় ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সুযোগ্য ডিটেক্টিভ ইনেস্পেক্টর বাবু কালীপ্রসাদ দাসের প্রতি তদন্তের আদেশ দেন তিনি বালিঘাইতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে দীনবন্ধু বাবুর প্রেরিত গোয়েন্দা ও আসামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। কালীপ্রসাদ বাবু তাহাদিগকে বালিঘাইতে ফিরাইয়া লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল যে, গোয়েন্দা তারকই নিমুর দোকানে আসিয়া কাপড় কিনে এবং মূল্যের বদলে ২০ টাকার নোট দেয়। অতএব ইন্স-পেক্টর সমুদয় অবগত হইয়া গোয়েন্দা তারককে জালকারী অনুমান করিয়া আসামী গোয়েন্দা সহিত কাঁথিতে যান। সিপাই তারকের ঘর খানাতল্লাসী করায় ক্যাশবাক্সের মধ্যে অদ্ধ অঙ্কিত ৫ টাকার কয়েক-খানি নোট এবং রং ও সরঞ্জাম প্রাপ্ত হন। কাঁথি-তেই তাঁদের মূল মুখ হওয়ায় মেদিনীপুর হইতে মকদ্দমা উঠিয়া গিয়া তথায় বিচার হয়। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ, মদন, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি তারকের নিকট হইতে কথিত নোট পাওয়া ও পরস্পর ব্যবহার করার সাক্ষ্য দেয়। বিশেষরূপ প্রমাণ হওয়ায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মধু প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া তারককে সেসন সোপর্দ্দ করেন। ২৫ এ এপ্রেল জাল নোট প্রস্তুত করা প্রমাণ না হইয়া তাহা ব্যবহারের অপরাধে তারকের কঠিন পরি-শ্রমের সহিত ৭ বৎসর কারাবাসের আদেশ হই-য়াছে। তারকের বুদ্ধির প্রশংসা আছে, সে নোটে জলের দাগ দিতে পারে নাই নতুবা অঙ্ক, অক্ষর, রং সমুদয়ই প্রস্তুত করিয়াছিল।

আলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে একদা ব্যাণ্ডের বাদ্য হয়। অনেক ইংরাজ তথায় সমবেত হন। কতকগুলি দেশীয় ভদ্র লোকও উহা শুনিতে যান, সেই সঙ্গে দুই চারি জন ইতর লোকও গিয়াছিল কিন্তু সাহেবেরা এতদর্শনে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার জন্য কনষ্টেবলদিগকে আদেশ দেন। তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে সুতরাং আদেশ পাইবামাত্র তাহারা মনের সাধে কটু প্রভৃতি বলিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছিল।

বস্ত্র ধৌত করিবার একটী অতি সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন অর্দ্ধ-সের সাবানে অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র ধৌত করিলে উহা অতি পরিষ্কার ও শুভ্র হয়। এবং তাহাতে পরিশ্রম কম হইয়া থাকে। শুদ্ধ সাবান দিয়া ধৌত করিতে যে পরিমাণ সাবান লাগে সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহার অর্দ্ধেকেই কার্য্য হয়।

বিশপ্ মেট্রিয়ট বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতর অধ্যাপক ব্যানেট সাহেবের সহিত বালক দিগের বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিস কোর্টে এবং ছোট আদালতে গবর্ণমেণ্টের কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিনা মকদ্দমা করিবেন। এইরূপ একটী জনরব উঠে ইংলিসম্যান তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে।

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদিনীপুরের বিনার প্রথম শ্রেণী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীননাথ ঘোষ এক্ষণে বদলী হইলেন।

বাঙ্গালপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেব এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মুঙ্গের প্রধান ভাগলপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

গাজীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

হুগলীর বিনার প্রথম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল করীম বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধামাধব বসু ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

চৌহাটের চেঞ্চেরমেণ্ট এসিষ্টাণ্ট কার্নিঙ্গহাম সাহেব বিদায় লাভ করিলেন। তিনি ১৮৮১ অব্দের ৩০ এ নবেম্বরের মধ্যে যে দিন ইচ্ছা সেই দিনে ছুটী লইতে পারিবেন।

কালনার প্রধান মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাচরণ দাস ডেপুটী কালেক্টর কার্য্যের জন্য ... অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

মুর্শিদাবাদ বিনার প্রধান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় বদলী হইলেন।

পাটনার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ... সাহেব ... বদলী হইলেন।

মৌলবী ওবায়েদ আলী কিছু দিনের জন্য ... সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। কিন্তু তিনি ... থাকিবেন।

জী, এম, কার্টার বিজ্ঞাপনের ... পাটনার ৪ র্থ শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। কিন্তু তিনি ... থাকিবেন।

... সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ... পুরিয়ায় বদলী হইলেন।

পুর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর ... বদলী হইলেন।

... মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... সাহেব ... কার্য্যের জন্য ... প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু ... নাথ রায় ত্রিপুরার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন কিন্তু ... থাকিবেন।

বাবু ... গোস্বামী ... কিন্তু আর ... থাকিবেন।

... ১৮৭৮ অব্দের ... ও আর ... কার্য্যের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বেলডুবা—১৯ এ মে ১৮৮১।

এ প্রদেশে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ... দিবস বৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবী অতি অল্প পরিমাণে শীতল হইয়াছে। ... প্রাথর্য্য নাই। এই বৃষ্টি কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। এখন গ্রীষ্ম হইয়াছিল তথাপি এ বৎসর বালেশ্বর নগরে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, এটী সুখের বিষয়। কেবল ... রোগ আক্রান্ত হইয়া ... জন মারা পড়িয়াছে।

... ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু ভোলানাথ দাস অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

মোগলবন্দীর (বালেশ্বর, কটক এবং পুরীর) নিম্নলিখিত মতে লোক গণনা হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দের গণনার সহিত এবৎসরের (অর্থাৎ ১৮৮১ অব্দের) গণনার নিম্নলিখিত মতে বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে।

	১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গণনা	১৮৮১ অব্দের গণনা
বালেশ্বর	৭৭০২৩৯ জন	৯৪৫৩০৬ জন
কটক	১৪৯৪৭৮৪ "	১৭,৩৮,০৩৮ "
পুরী	৭৬৯৬৭৪ "	৮৮৪৭৯৪ "

বাজার শাহানন্দ দেব আফিসাপ্রাঙ্গণ হইতে ... অবশ্য ও ... প্রভৃতি চুরী গিয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ... রাজা ... ক্রেয়র কার্য্য করিতেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

শুনা যাইতেছে যে কটকের বর্ত্তমান ... সাহেবের ৬ মাসের ছুটী লইবেন ... মাজিষ্ট্রেট ... সাহেব তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন ... প্রতি মাসে প্রায় ৪০০ শত টাকার বেশী মদ বিক্রয় হয়।

—:o:—

সিরাজগঞ্জ।

১২৮৮। ১২ ই জ্যৈষ্ঠ।

আজ কাল সিরাজগঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়াছে।

সিরাজগঞ্জের মুন্সেফের সেরেস্তাদারের মৃত্যু-সংবাদ আমরা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করাইয়াছি। গত মঙ্গলবার ঐ পদে ... মুন্সেফের সেরেস্তাদার বাবু ... নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবু এখনও এখানে আসিয়া পৌঁছেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পর্য্যন্ত এই আদালতের ডিক্রিজারির মহরের বাবু ... চৌধুরী একটিং সেরেস্তাদার হইয়াছেন।

এবার সিরাজগঞ্জের মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স পূর্ব্ব হইতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অতএব মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে টাকাগুলি কেবল সিরাজগঞ্জের উন্নতি বিষয়ে ব্যয় করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

অল্পদিন হইল সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ... সাহেবের নিকট একটী নূতন রকমের মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। একব্যক্তি কাহার নিকটে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া ক্রমে ঐ মহাজনকে অনেক টাকার প্রায় ... পরিমাণে সুদ দিয়াছে, তথাপি মহাজন তাহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করে নাই, সর্ব্বদাই টাকার জন্য তাড়না করিয়া বেড়ায়। একদিন মহাজন টাকার জন্য তাহাকে কতকগুলি গালি দেওয়াতে সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ... দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া গুরুতররূপে জখম করিয়া ফেলে। বিচারে দেনদার আসামী দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার এক দিনের মাত্র ফাটক হইয়াছিল। হতভাগ্য মহাজন প্রায় ১৪। ১৫ দিন অবধি সরকারী ডাক্তারখানায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া এক্ষণে বাড়ী গমন করিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। আমাদের বোধ হয় কলিকাতা ব্যতীত বঙ্গদেশের আর কোন স্থানে যে এত পাট চাল ও তৈল প্রভৃতির আমদানী হয় না, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এমন অবস্থায় এখানে টেলিগ্রাম ও রেলওয়ে হইলে এখানকার মহাজনদের বাণিজ্য সম্বন্ধে এবং স্থানীয় জন ও সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। আর এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কাজের সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ... বিষয়ে এখানকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ... সাহেব মহোদয়কে আমরা বিশেষ উদ্যোগী দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কি কারণে যে তাঁহার সে উদ্যোগ সফল হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এক্ষণে উক্ত বিষয়ে আমাদের ... শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অবশ্যই ...

করিয়া অভিযোগের [illegible] প্রদানে আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন।

চন্দননগর।

এখানকার মিউনিসিপাল কমিটির অধ্যক্ষ মঁসি এ সি দি ফুয়েল সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

১ম। বারবারীর সমুদ্রের রাস্তার অংশের কি দেশীয় কি ইউরোপীয় কেহই বিনা অনুমতিতে কুকুর লইয়া যাইতে পারিবে না।

২য়। দেশীয় বড় বড় পাকীগণকে কোন ইউরোপীয় উচ্চ রাস্তাপিত লোকের ট্রেন লইয়া নগরাভ্যন্তরে বসিয়া দেশীয় লোকের বাড়িতে চলাচলের ব্যাঘাত হয়, এমনভাবে থাকিতে পারিবে না।

৩য়। দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে অংশের সম্মান অতি সাবধানে করিয়া অবগাহনাদি করিতে হইবে। সম্পূর্ণ পরিধান করিয়া কেহই স্নানার্থ আসিতে পারিবে না, এবং স্নানান্তে এমন কি সলিল হইতে উঠিবার পূর্বে গাত্র উত্তমরূপে আবৃত করিয়া উঠিতে হইবে।

৪র্থ। বারবারীর সমুদ্রের রাস্তার অংশের কেহই বেগে গাড়ী চালাইতে পারিবে না এবং উক্ত রাস্তায় বালকদিগের ঘুড় ঘুড় গাড়ি লইয়া কেহই বেড়াইতে পারিবেন না।

এখানকার প্রসিদ্ধ ধনাধিকারী মঁসি এ ফুয়েল সাহেব অতুল ব্যয়ে একটী দেবালয় নির্মাণ করিয়াছেন, উহার আভ্যন্তরিক শোভা বর্ণনা করা অসাধ্য। দেবালয়ের সাজসজ্জা অতি বিচিত্র। নানা স্থান হইতে আনিয়া [illegible] চিত্রকর্মে নির্মিত হইয়াছে এবং চিত্রের নির্মিত [illegible] টাকা ব্যয় করিয়া দিয়াছেন।

গোঁদলপাড়ায় একটী সদর রাস্তা নির্মিত হইবে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব [illegible] একটী রাস্তা আছে। সেটি অতি [illegible] স্থান দিয়া যাওয়া যাইতে, সেই স্থানে অনেকগুলি লোক বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। যদিও রাস্তাটী নির্মিত হইলে সাধারণের [illegible] হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে [illegible] জন্য সহজে ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন। [illegible] যদি তাঁহারা স্থান ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বলপূর্বক উঠাইয়া দিবেন। এই রাস্তা নির্মাণ জন্য ৮০ হাজার টাকা [illegible] দিয়াছেন।

এই সপ্তাহে অনেক বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্ম যেমন তেমনি আছে।

জামালপুর।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহে ২।৩ দিন এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল বৃষ্টি হইলে শীতল হইবে এবং ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব কমিবে; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি ঠিক বিপরীত। বৃষ্টি হওয়ার ওলাউঠা আরও ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং হিন্দুস্থানীদিগের সহিত ২।১ বাঙ্গালীকেও গ্রাস করিতে বসিয়াছে। লোকে দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইতেছেন।

প্রত্যেক রেলওয়ের বাঙ্গালী বাবুদিগের এক এক খানি সাময়িক পাশ আছে। তাঁহারা তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে যুবতী ও বর্ষীয়সী রমণীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাকেন। এখানে ঐরূপ কোন পাশ না থাকায় হরিসভা, আর্য্যসভা, ব্রাহ্মসমাজ ও যুবকের আর্য্যসভা প্রভৃতি কতকগুলি সভার অধ্যক্ষেরা স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া এজেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম মহামান্য এজেণ্ট বাহাদুর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর সাময়িক পাশ দিবার হুকুম দিয়াছেন।

মধ্যে এখানে ৫।৬ হাত লম্বা একটী মনুষ্য আসিয়াছিল। পথগামী মনুষ্যেরা আশ্চর্য্য হইয়া দলে দলে তাহাকে দেখিতে যায়। উহাকে যে ব্যক্তি অবশেষে দুর্দ্দিনে এক পয়সার হিসাবে দর্শনী লইয়া তবে দেখা দিয়াছিল। শুনিতেছি এই প্রকারে সে [illegible] সংগ্রহ করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। উদর পূর্ণ করিতে চাহিলে একটা না একটা উপায় করিয়া লয়।

ভিক্ষুকেরা [illegible] দেশের লোক জামাইষষ্ঠীর জন্য এখানকার [illegible] সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়াও গিয়াছেন।

[illegible] গ্রীষ্মের ছুটী এখানকার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়াছে। কেবল [illegible] মহলে কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল সময়েই সমান [illegible]।

জামালপুরে পূর্ব্বে [illegible] কোন উপদ্রব ছিল না; কিন্তু আমরা [illegible] হইতে দেখিতেছি ওলাউঠা এবং বসন্ত এই দুইটী সমান ভাবে বিলক্ষণ প্রকোপের সহিত দেখা দিতেছে। রেলওয়ে কোম্পানীর এখানে যে কয়েকজন নেটিভ ডাক্তার আছেন, তাহারা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার বিশেষতঃ [illegible] কার্য্য থাকায় কাহারও শক্ত পীড়া হইলে অধিকক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পারেন না। শক্ত পীড়া হইলেই লোকের মনে জীবন-নাশের আশঙ্কা হইয়া থাকে। এবং অনেকে মুঙ্গের হইতে উপেন্দ্র বাবুকে আনিতে যান। কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করায় প্রাতে ডাকিতে যাইলে সন্ধ্যাকালে আসিতে পারেন। তাঁহাকে আনিতে ৮।১০ টাকা ব্যয় হয়, এজন্য অল্প বেতনের কেরানীরা আনিতে পারেন না; এ অবস্থায় রেলওয়ে কোম্পানী যদি এখানে একজন সুদক্ষ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাখেন সাধারণের বিশেষ উপকার করা হয়। আমরা শুনিতেছি সার্জ্জন [illegible] সাহেব সাহেবগঞ্জে বদলী হইবেন। তিনি এখানে মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, ঐ পদে যদি একজন সুযোগ্য এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করেন সাধারণের মহোপকার সাধন করা হয়।

আজ কাল প্রায়ই কাগজগুলির বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইয়া থাকে অমুক স্থানের অমুক শিক্ষকের পদ খালি আছে। বেতন এত টাকা অমুক পাশ চাই। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়।" কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ হইলে কেন ভাল হয়, আমরা সন্দিগ্ধচিত্তে কয়েকটী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ২।১ জন কহিলেন "বোধ হয় সেই গ্রামে পূজারি ব্রাহ্মণের অপ্রতুল থাকায় অধ্যক্ষ সর্ব্ব সাকাল পূজা করাইয়া লইবার জন্য ঐরূপ চাহিতেছেন।" আবার ২।১ জন কহিলেন "তাহা নহে অধ্যক্ষের কন্যার বিবাহে বৃদ্ধি ঘটাইয়া লইবার জন্য ঐরূপ চাহিয়া থাকেন।" যাহা হউক, সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকগণের মধ্যে কেহ ইহার প্রকৃত অর্থ করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। আমরা [illegible] না হওয়ায় আবেদন করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত আছি।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-

কুমারী চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ ৮৫ ও ৮৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি, রামায়ণ ও মহাভারত, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের বহির্জ্যোতিষ, মনুসংহিতা, বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। তিনাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হৃৎকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাক মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৬৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং একজন উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৵০

জ্বরগুপ্তরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও [illegible] প্রদর বাধক ও [illegible] প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০

[illegible]

ইহার দ্বারা [illegible] ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, জ্বর, [illegible] [illegible] [illegible] পরাক্রম ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য [illegible] ডাকমাশুল [illegible]

উপরিউক্ত ঔষধের যাহার আবশ্যক [illegible] স্বাক্ষরকারীর নামে [illegible] [illegible] হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা [illegible] এই ঔষধালয়ের [illegible] মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। [illegible] জানাইলে সত্বর প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

জোড়াসাঁকো বালাখানা, কলিকাতা।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

[illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরব্যাপী নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া [illegible] সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার [illegible] সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, শীতপিত্ত ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অদ্ভুত আরকের মর্দ্দন করিলে অবশ্যই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার [illegible] সাহেবের রক্তপরিষ্কারক আরক।

এই ঔষধ [illegible] সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার [illegible] একবারে [illegible] নির্দ্দোষ হইবে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] পুনর্ব্বার [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ইহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], বাত, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই [illegible] [illegible] সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য [illegible] ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

[illegible] কোম্পানির ঔষধালয়।

[illegible] [illegible] উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম [illegible] দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং

[illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে জনসমাজে কীর্ত্তাম্বর [illegible] [illegible] অর্পিণ পূর্ব্বক এই কৃপা [illegible] আত্মোৎসর্গ [illegible] অবনত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান [illegible] [illegible]

চাহেন তাঁহারা ... পত্র দ্বারা জানাইলে বিনামূল্যে ... প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি।

... নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১২৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতা এবং মফঃস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়ী, ... বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগের এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগের ... সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। ... পত্র দ্বারা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই ... প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে ... প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ বিষয়ে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১২৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

নবীন অম্ললেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকল প্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লশূল, পরিণামশূল, ... যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক না কেন এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। ... এই তালিকাপত্র ... ঔষধ সেবনের নিয়ম ... ৴০ আনার টিকিট পাঠাইলেই ... পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ... টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মেহবিজয় মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত ... মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে ... নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ... প্রস্রাবের ... জ্বালা, ... শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা ধাতুর ন্যায় ঘোলা জলবৎ ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভিণী জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত দোষাদি নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেকচরিক জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি তোলকের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইক্ষণ ... বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই এক মহৌষধ ... ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বাত, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিকলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ একেকালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুলাল বসু, এল এম এস
" " কেদারমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরের চাঙ্গড়িপোতা নবযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

// comment
সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং " ৩০ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৮ সাল । ২৫ এ জ্যৈষ্ঠ । ইং ১৮৮১ । ৬ ই জুন । | অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রদানের নিয়ম, এ নিয়মটি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে । যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন ।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য ।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে । যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল । অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না ।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয় । কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না ; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না । অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন ।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন ।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন । তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায় ।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্যানেজ্র আচার্য্য এণ্ড কোং অনুবাদ করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন । প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র ।

প্রেরিতপত্র ।

ওয়ার্ড বিদ্যালয় ।

ধনী জমীদারদের নাবালক সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ওয়ার্ড বিদ্যালয় ছিল । বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বালকেরা সেই স্থানে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন । গবর্ণমেণ্ট এখন সেই বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলেন । আমরা এই কার্য্যটীর কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না ।

সত্য বটে ওয়ার্ডে থাকিয়া এ পর্য্যন্ত কোন বালক ভালরূপ লেখাপড়া শিখেন নাই । বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অতুল বিষয়ের স্বামী হইবেন ; সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কিছুই ভাবিতে হইবে না, এই ভরসায় জমিদারের সন্তানেরা লেখাপড়ায় মনো নিবেশ করেন না । বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় বড় জোর তাঁহারা আপন আপন নামটী চটী চটী করিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন ।

সাধারণতঃ জমীদারের সন্তানেরা যে কৃতবিদ্য হইবেন, আমাদের সে আশা নাই । শিশুকালে লালন পালনের সময় তাঁহাদিগকে যেরূপ আদর দেওয়া হয়, ননীর পুত্তলীর মত যেরূপ যত্নে রাখা হয়, তাহাতে উত্তরকালে যে তাঁহারা বিদ্যালাভের জন্য কঠোর শ্রম করিবেন, ইহা কখন সম্ভবিতে পারে না । আমরা অধিক চাই না—তাঁহাদের চরিত্র পবিত্র হউক, তাঁহারা আপনাদের বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে শিখুন । কচুটীন জমীদার সন্তানেরা এখন সতীতে শিক্ষা পাবেন, সেটী বড় ভয়ানক সময় । একদিকে যৌবন কাল, প্রচুর, হাতে অতুল ঐশ্বর্য্য, অবিবেকতা—হাতে মাথার উপর কর্ত্তা নাই, নিজেই সর্ব্বে সর্ব্বা । চারি দিকে পারিষদেরা এক এক জন সাহেবরা । যৌবনকালে যে সকল দোষ ঘটিতে পারে, এবং তাহা সকলই আসিয়া পড়ে । সুরা ও বেশ্যাতে মান সম্ভ্রম আয়ু ধনসম্পত্তি সকল গুলির মূলে কুঠারাঘাত করে । এইরূপে আমরা কত বড় বড় ঘর মাটী হইতে দেখিলাম । সে কারণ আমরা অনুরোধ করি গবর্ণমেণ্ট নাবালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগী হউন । জেলার কালেক্টরদের হাতে এই ভার সমর্পণ করিলে ভালরূপ ফলের প্রত্যাশা নাই । কালেক্টরদিগকে আপন কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহাদের

অবসরকালে [illegible] এমন বক্তো-[illegible] অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি [illegible] তাঁদের সঙ্গে [illegible] —তিনি প্রিয়বক্তা, [illegible]. শিক্ষার গুরু। [illegible] আরও [illegible] অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে উপ-[illegible] উপকার দর্শিবে (১)। [illegible] ক্রিকেট খেলা, [illegible] শিক্ষা হইলেই ভাল হয় (২)। [illegible] মধ্যে এমন কতকগুলি [illegible] তাহাদের ইংরাজি ও [illegible] জন্মে (৩)। [illegible] —তাহাতেই যেন সুরাপান ও [illegible] বিশেষ অধিক থাকে (৪)। [illegible] ও জমিদারী সেরেস্তার [illegible] মধ্যে তাঁহাদের [illegible] সঙ্গে বাস করিবেন। [illegible] জন্য বেড়াইতে যাইবেন, [illegible] তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবেন। বালকদিগকে এইরূপ যত্নে রাখিলে তাহারা [illegible] সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন। ফলতঃ ওয়ার্ড বিদ্যালয়ের যে প্রকার [illegible] ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাই রাখুন। [illegible] সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন করুন। ওয়ার্ডে থাকিয়া নাবালকেরা [illegible] শিখিতেছিল, কালেক্টরের অধীনে [illegible] তাহা হইবে না। সেখানে [illegible] আপন আপন বাসায় থাকিবেন, তাহাকে [illegible] করিবেন না। স্ত্রী লোকেরা আসিয়া আদর [illegible] দাসী ও দাসীরা একটী কথায় [illegible] পারিবেন না, এবং বলিতে পারিবেন [illegible] কে? কালেক্টর কখন [illegible]— [illegible] আর কি হইবে? [illegible] ওয়ার্ড বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়া কোন মতেই [illegible]।

কেহ কেহ বলেন—"ঐ বিদ্যালয় কোথায় [illegible] করা উচিত?" এ কথা লইয়া এত গণ্ডগোল কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। যদি বিদ্যালয় [illegible] অভিপ্রায় হয়, তবে স্থান মনোনীত করা কঠিন কথা নয়। এ বিষয়ে আমরা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতের অনুমোদন করি। একটী সহরের মধ্যেই [illegible] বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা উচিত। প্রথমতঃ বিদ্যার্থীদের [illegible] সন্ধান। তাঁহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য [illegible], আবার বাড়ির নানা উত্তম উত্তম [illegible] সকল যেমন [illegible] অন্যত্র সেরূপ নয়। [illegible] সহরে নানা দেশের লোক, নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিলে মানুষের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। অতএব আমরা দেখিতেছি, কলিকাতা সহর এই বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত স্থান। আর কাল স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর দুর্নাম আর কাহারও মুখে শুনা যায় না। এ ভিন্ন কলিকাতায় কত প্রকার লোকের গতিবিধি হয়; টাঁকশালাদি কল, ও অন্যান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। মানুষের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় কলিকাতায় থাকিয়া শিখিতে পারা যায়। আবার বিদ্যালয়ের সমস্ত কমিশনরদের সহবাসে দুরবর্ত্তী স্থানের বালকেরা অনেক নূতন নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবেন। ফলতঃ কলিকাতা সহরে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত করা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় তাহাতে আর কিছুমাত্র [illegible] নাই। পল্লীগ্রামে উহা সংস্থাপন করিলে কোন প্রকার হিতের সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে আমরা বলিতে পারি, শীতকালে ছাত্রেরা তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক গুরুর সঙ্গে পল্লীগ্রামে এক এক স্থানে গিয়া শিকার করিতে পারেন। তাহাতে অনেক উপকার আছে। সহরের ভিতর বসিয়া দিন কাটাইতে বড় বিরক্তিজনক বোধ হয়। তাহাতে দেহ ও মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে হরিত বনলতা-পরিবৃত পল্লীগ্রামের শোভা দেখিলে নিস্তেজ মনোবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। ওয়ার্ড বিদ্যালয় থাকিলে এই সকল কার্য্যগুলি যেমন সুচারুরূপে নির্বাহ হবে, বালকেরা যেখানে সেখানে কালেক্টরের অধীনে থাকিলে সেরূপ হবে না। অতএব ওয়ার্ড বিদ্যালয়ের উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া ভাল কর্ম্ম করেন নাই। আমরা অবশ্য স্বীকার করি, ওয়ার্ডে অল্পসংখ্যক বালকের জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু সে আপত্তি কাজের নয়। এক একটী ধনী জমিদারের হাতে কত লক্ষ প্রজার ধন সম্ভ্রম ও ধন সম্পত্তি রহিয়াছে। নিরক্ষর অপরিণামদর্শি জমিদারের হাতে সেই সকল প্রজাগুলির সর্ব্বনাশ হইবে ও অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আবার জমিদারের আমলারা এক একটী সুস্থ কুম্ভীর। প্রভুর ভাগ্যে যা ঘটুক তাহাতে দৃকপাত নাই, নিজের লাভের জন্যই ব্যস্ত। জমিদারীর মধ্যে গোল বাঁধাইয়া তাহারা কেবল মনিবকে ডুবাইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি ওস্তাদীর দোষে কত সম্ভ্রান্ত জমিদারকে কলঙ্কের ভাগী হইতে হইয়াছে, এবং কত লোকের তালুক মুলুক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ যে সকল বালকের হাতে এত প্রজার ভার সমর্পিত হইবে, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয়কুণ্ঠ হইলে চলিবে না। সুশিক্ষা পাইলে তবে তাঁহারা মিতব্যয়ী ও সচ্চরিত্র হইবেন। শিক্ষা না পাইলে কুসঙ্গের প্রভাবে এক বেলায় উড়াইয়া দিবেন। এজন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট ভ্রম সংশোধন করুন। ওয়ার্ডের আসবাব নিলামে সব বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, এখন আবার বিদ্যালয় বজায় রাখিলে অনেক ক্ষতি হইবে বটে, কিন্তু সে ক্ষতি ধর্ত্তব্য নহে। জমিদারদিগের সন্তানেরা সুশিক্ষা না পাইলে যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাই অধিক ক্ষতিজনক। অতএব বাঙ্গালা দেশের যাঁহারা শিরঃস্থানে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ করা বিধেয় নয়।

শ্রীরঃ—

পশ্চিম প্রদেশ মিরটের নৌচন্দী মেলা এবং ফিসর সাহেব মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর।

বহুকালাবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মিরট নামক স্থানে এপ্রেল মাসে অত্রত্য বনাঢ্য জন সমূহের যত্নে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহার নাম নৌচন্দী মেলা। নবচণ্ডী পূজা উপলক্ষে এই মেলার সৃষ্টি হয়। নবশব্দের অপভ্রংশ নৌ, ও চণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ চন্দী, এইরূপ উচ্চারিত হইয়া ঐ মেলা নৌচন্দী নামে বিখ্যাত।—

পুরাকালে মন্ত্রের গৌরব দেবপূজা এবং উপাসনার সমনুষ্ঠান ও সৎপ্রণালী অতি পবিত্রতার সহিত নিয়মবদ্ধ ছিল। এই মেলার সৃষ্টিকালে মিরটের পুরঅধিবাসিগণ যে পবিত্রতার সহিত এই উৎসব করিতেন, তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু এসময়ে তাহার আলোচনা বিফল, কালের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইদানীন্তনকালে ঐ মেলায় যেরূপ লোকরব দেখা যায়, তাহাতে ইহাকে দেবার্চ্চনা কিম্বা দেশের উপকারের কোন কার্য্য বলিয়া গণ্য করা দুষ্কর হইয়াছে; প্রত্যুত, ইহা দুষ্কর্ম্মের একটী প্রশ্রয় স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।—

মিরটস্থ ধনী ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা এই মেলার উৎসাহদাতা। তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ সহকারে মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব ডেরা তাম্বু ইত্যাদি বহুমূল্য সুসজ্জিত করিয়া ক্রমাগত কয়েক দিবস আমোদ প্রমোদ অর্থাৎ বাই নাচ ইত্যাদি বিলাসে মুগ্ধভাবে মগ্ন থাকেন এবং সেই সমস্ত ক্রীড়াকে স্ব স্ব গৌরবের কারণ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। মেলাটী যে কেবল তাঁহাদেরই

বিলাস স্থান হইয়াছে এমন নহে, তাঁহাকে মিরাটের নর্ত্তকী প্রভৃতির বিলাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে সৎকার্য্যের কোন অনুষ্ঠান নাই, আমোদ প্রমোদ করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত কার্য্য।—

আমাদিগের রাজপুরুষেরা এই মেলায় শান্তি রক্ষা ব্যতীত কখন অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না; কিন্তু মিরাটের বর্ত্তমান কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট মেঃ ফিসর সাহেব এই মেলাটিকে দেশহিতৈষী জন্য মেলা করিবার মানসে ইহার সমীপবর্ত্তী একটী উদ্যানে প্রদর্শন কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে ক্রমশঃ প্রদর্শন কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে অল্পকাল মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যজাত দ্রব্যাদি আনীত হইয়া কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়ের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে।—

ফিসর সাহেব এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি এবার বোলন্দ সহরের কৃষিপ্রদর্শনী মেলাতে উপস্থিত ছিলেন। তথাকার মেলায় সৌষ্ঠব ও কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখিয়া মিরাটের মেলার সংস্কারার্থ বোলন্দ সহরকে আদর্শ করিয়া নোচন্দী মেলাতে নানা স্থান হইতে অশ্ব, গাভী, বলদ, মহিষ প্রভৃতি উপকারী জন্তু সকল আনয়ন করেন এবং কৃষক ও বণিকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন মানসে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়াছিলেন। মিরাটের যুবক সম্প্রদায় দীর্ঘকালাবধি এই মেলাটিকে তাঁহাদের বিলাস ক্ষেত্র জানিয়া রাখিয়াছিলেন। এজন্য প্রথমতঃ তাঁহাদের নৃত্য গীতাদি আমোদজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ফিসর সাহেব কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। কারণ, তাহা হইলে দেশীয় জনের প্রাণ ব্যথিত হইতে পারে। তিনি এই সংকল্প করিয়া মেলার সমীপবর্ত্তী উদ্যানে প্রদর্শন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সাধারণের আমোদের উপায় জন্য তথায় নৃত্য গীতাদির নিমিত্ত একটী স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল।—

বর্ত্তমান বৎসরের ঐ মেলার সময় উদ্যানের মধ্যে একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।—

শুনা গেল মিরাটের কতিপয় ধনী ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে ফিসর সাহেব কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকটী আনীত ও বর্জ্জিত হয়। তাহার আত্মীয় স্বর্গ লোক নিন্দাভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে মিরাটের কমিশনর সাহেবের প্রতি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আদেশ হইয়াছে। কমিশনর সাহেব মিরাটে উপস্থিত হইয়া ইহার তদন্ত করিতেছেন। শুনা গেল ঐ ধনী ব্যক্তিগণ ফিসর সাহেবের বিরুদ্ধে অগ্রগামী হইয়া তাঁহাদের পরিচিতা নর্ত্তকীদিগের দ্বারা ঐ বিষয় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এক্ষণ আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়, দেখা যাউক অনুসন্ধানে কি হয়।—

অনুগত—

শ্রী:—

সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটী জিজ্ঞাসা।

বিগত ১১ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে লিখিত ভগবতী বাবুর "শেষপত্র" (১) পাঠ করিয়া তাহাতে তাঁহার দৈর্ঘ্যশীলতা, তাঁহার পত্র সমূহের একটি রূপ লিখন চাতুর্য্য, তাঁহার প্রস্তাবের সারবত্তা আর আমার পত্রের সারহীনতা সহজেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি! এ সম্বন্ধে এই বক্তব্য থাকিলেও তদিচ্ছায় সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, আর আমার কোন বক্তব্য নাই। তবে সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটী জিজ্ঞাস্য আছে, তিনি কি আর "এতৎসংক্রান্ত পত্র আর প্রকাশিত করিবেন না"? ইহার কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া শেষ মত অবধারিত হইয়াছে? না, এক বিষয় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিলে পাছে পাঠকবর্গ বিরক্ত হন, এই বিবেচনা করিয়া আর পত্র প্রকাশ করিবেন না? যদি এই শেষ যুক্তিটিই সত্য হয়, তবে তাঁহাকে একটী কথা বলিতে হইল, যখন জয়পুর প্রদেশ সংক্রান্ত পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা তিনি অবগত আছেন, তখন কেন ভ্রমপূর্ণ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অবাধে প্রকাশ করিয়াছেন? যদি বলেন, ভগবতী বাবুর পত্র অন্যায় ও যুক্তিতে পরিপূর্ণ, আর তোমার পত্রই ভ্রমপূর্ণ, তবে তাঁহাকে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইল। সেটী এই,—

ভগবতী বাবু প্রথম পত্রে লিখিয়াছেন "যে সকল হিন্দু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচার ব্যবহারের অতিক্রম করিয়া থাকেন, তাঁহারাও জাতিনষ্ট! কিন্তু এবার শেষ পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন "* * যদি এরূপ হইল, তবে শাস্ত্র বিশেষের অনুশাসন যে চিরকাল সমান ভাবে থাকিবে না, তাহা মঞ্জনাশ হইতে আর কি অবশিষ্ট রহিল?" যদি অবশিষ্ট না রহিল, তবে হিন্দু-সন্তানগণ কেন পতিত হন? এই কি মূল বিষয়ের ঐক্য রক্ষা হইয়াছে?

ভাগলপুর
তারিখ ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

(১) [illegible] পাঠ করিয়াছিলাম, এবং উহাতে সন্দেহ আছে [illegible]

সোমপ্রকাশ

২৫ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদিগের শিক্ষাগুরু।

গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় এক স্কুলটী উঠাইয়া দেওয়াতে অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। আমরাও এতৎসংক্রান্ত একটী প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতায় ফিমেল স্কুলের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এতদিন পরীক্ষার পরও যাহার বাঞ্ছানুরূপ ফল দৃষ্ট হইল না, তাহা রাখিয়া অনর্থক অর্থের শ্রাদ্ধ করা কি বিবেচক লোকের কর্ত্তব্য? অন্য উপায় চেষ্টা দেখা উচিত। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব সুবিবেচনাই করিয়াছেন। তবে আমাদের বক্তব্য এই, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার সম্পাদেরা যেখানে পারিবে শিক্ষা করুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহাদের কোন প্রকার অসৎ সংসর্গ না ঘটে, আর তাহারা অনর্থক কালক্ষেপ না করে, ইহার ব্যবস্থাসমস্ত সচ্চরিত্র উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সেই শিক্ষক বিদ্যালয়ের সময় ভিন্ন অন্য সকল সময়ে ছাত্রীর ন্যায় বালিকাদিগের অধ্যাপনা করিবেন। কালেক্টর সাহেবেরা আবার সেই সেই শিক্ষকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যদি এইরূপ ব্যবস্থা হয়, কালেক্টর সাহেবেরা মনোযোগী হন, আমরার উপর নির্ভর না হয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। নিজ নিজ পরিবারের নিকটে কালেক্টর সাহেবের এইরূপ তত্ত্বাবধানে থাকিলে এই একটী মহোপকার লাভ হইবে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকারা নীচ মনের মুখ দেখিতে পাইবে না। মফঃস্বলের অনেক স্থানে অদ্যাপি মিশনারী আছে। সেখানে মিশনারী, সেই খানেই ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি। অতএব আমাদের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ করিতেছি, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের মনোযোগ এই কথাটী যেন স্মরণ থাকে।

[illegible] কর্তৃপক্ষ ও [illegible] কর্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ [illegible] শেষ হইয়া আসিল। সত্বরে বর্ষা সমাগম [illegible] এই সময়ে বঙ্গদেশের সমুদায় [illegible] ভাবে আসিতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ভীষণ আকারে দেখা দিবে। সর্বত্র জ্বর বিকার [illegible] পীড়ার ভয়ানক [illegible] করিয়া [illegible] আতিশয্য করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] প্রণালী বাহির [illegible] বাঙ্গালা [illegible] দেশ, যাহাতে [illegible] কৈষ্ঠ, মধ্যে মধ্যে চুচিঁড়া, [illegible] ম্যালেরিয়ার আগমনে বাঙ্গালীদিগের [illegible], বর্দ্ধমান, ও জীর্ণকলেবর করিয়া [illegible] ও বাঙ্গালী চঞ্চল, [illegible] তুলিতেছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ [illegible] লইয়া নিশ্চিত [illegible] অনেক বৎসর ধরিয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে [illegible] নানা লোকে ইহার নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আজি বিংশতি বৎসরের অধিক হইতে গেল এই ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, [illegible] এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে জলে উদ্ভিদাদি পচিয়া তাহা হইতে যে বাষ্প নির্গত হয়, ঐ বাষ্পের সহিত ম্যালেরিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং ঐ বাষ্প জল অথবা বায়ুর সহযোগে বহুদূর বিস্তৃত হয়, ম্যালেরিয়া বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই রোগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ষার সহিত ইহার বিশেষ যোগ। বর্ষাগমে প্রত্যেক গ্রামে প্রায় সকলের বাটীতে, উদ্যানে ও পতিত ভূমিতে নানা প্রকার উদ্ভিদ আপনা আপনি উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] সকল উদ্ভিদ কখনও কাহারও ব্যবহারে আইসে না। [illegible] যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে ছেদন অথবা উন্মূলন করে না, উহা সর্ব্বত্র জঙ্গলের ন্যায় হইয়া থাকে। বর্ষার সমাগমে ঐ সমুদয় উদ্ভিদ জলে পচিতে থাকে এবং তাহা হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই রোগ [illegible] ম্যালেরিয়ার নিদান। [illegible] প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যায় যে সুপ্রণালী [illegible] প্রণালী নাই। যাহা আছে সেগুলি নিতান্ত [illegible] ও তাহাদের অধিক সকল স্থানের যোগ না থাকাতে বর্ষার জল কোন গ্রাম হইতে সম্পূর্ণরূপে নিকাশ না [illegible] স্থানে স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সঞ্চিত জলে উদ্ভিদ ও অন্যান্য পদার্থ পচে। কখন কখন তাহা হইতে যে দূষিত [illegible] উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐরূপ স্থানসমূহে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ঐরূপ জল থাকে; এবং যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয় তাবৎ কেহই এই জল নিকাশের কোন উপায় করে না। প্রায় সকলেই জানে যে এই দূষিত ও এই দূষিত জল রোগের আকর, কিন্তু এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এমনই ঔদাস্য যে তাহা নিবারণের জন্য কেহই মনোযোগ দেয় না।

[illegible] সর্ব্বস্থানব্যাপী ও পরস্পর [illegible] জল নিকাশের প্রণালী থাকা যে রোগ দূরীকরণের একটি প্রধান উপায় তাহা বোধ হয় কাহাকেও বোঝাইয়া দিতে হইবে না। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা যেরূপ স্থান ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তখন পল্লীগ্রামের লোক পীড়ার ভয়ে কলিকাতায় আসিতে ভীত হইত। এক্ষণে জল নিকাশের প্রণালীর উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইয়া সে ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া কলিকাতায় আর দেখা যায় না। এমন কি বোধ হয় সমুদয় বঙ্গদেশের মধ্যে এক্ষণে কলিকাতার মত স্বাস্থ্যকর স্থান আর কুত্রাপি নাই। ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে রোগে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বহু দিনের রোগী কলিকাতায় আসিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছে, দেখা যায়। ইংলণ্ডে যে যে গ্রাম ও নগর এইরূপ অস্বাস্থ্যকর ছিল, ডাক্তার টেনর বলেন যে তথায় রীতিমত জল নিকাশের প্রণালীর বন্দোবস্ত হওয়াতে সেই সকল নগর ও গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

এক্ষণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের উচিত যে তাঁহারা এই সময়ে এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন। যাহাতে প্রজাবর্গের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অবশ্য কর্তব্য। যেমন গমনাগমনের জন্য রাস্তার প্রয়োজন, যেমন চৌর্য্যাদি ভয় নিবারণের ও শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসের প্রয়োজন, প্রজাবর্গের যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় তৎপক্ষে উপায় অবলম্বন করাও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে মফস্বলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরগণ এতদ্বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী। যে কার্য্য সহজে হয়—যাহার জন্য বিশেষ শ্রমের, এমন কার্য্যে তাঁহাদের অমনোযোগ কেন বলা যায় না। ট্যাক্স টাকা আদায় করিতে তাঁহারা যেরূপ যত্নবান, এইরূপ যত্ন যদি তাঁহারা সকল বিষয়ে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রজাবর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারেন। যাঁহারা মিউনিসিপাল কমিশনর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দের ভার তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলুন যে তাঁহারা কিরূপে সেই ভার বহন করিতেছেন। যদি প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া সেই অর্থ তাহাদের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সুশাসন বলে না—তাহার নাম অত্যাচার।

জল নিকাশের প্রণালী প্রশস্ত, পরিষ্কার, ও সম্বৎসর রাখা যেমন আবশ্যক, প্রজাবর্গের ভূমির উপর যে সমস্ত স্থানের মালিকর দখল আছে, সেই স্থান যাহাতে নিঃশেষিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাও তদ্রূপ আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সমস্ত উদ্ভিদ পচিয়া তাহা হইতে যে অস্বাস্থ্যকর বাষ্প উঠে, তাহার সহিত ম্যালেরিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাহাতে সেই উদ্ভিদগুলি কাহারও ভূমির উপর না থাকে, তদ্বিষয়ে প্রজাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করাও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের উচিত। তদ্ভিন্ন যাহাতে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাটী, উদ্যান, এবং পতিত ভূমির উপর জল না দাঁড়ায় তদ্বিষয়ে যত্ন করাও তাঁহাদের কর্তব্য। মিউনিসিপাল আইনে ইহার পরিষ্কার বিধান আছে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না কেন, তাহা আমরা কমিশনরদিগকে জিজ্ঞাসা করি।

ম্যালেরিয়া-পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার জন্য গবর্ণমেণ্ট আবশ্যকমত স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন। তথায় আসিলে রোগীরা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়। এই সকল চিকিৎসালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, স্থানীয় চাঁদা ও কোন কোন স্থানে মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে চলে। ইহা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু যদ্দ্বারা গ্রাম হইতে রোগ উন্মূলিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয় হয়, তাহার চতুর্থাংশ ব্যয় করিলে গ্রামগুলি স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কি দেশবাসী, কি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কি মিউনিসিপাল কমিশনর কেহই এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ করেন না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এমনা তিনি অর্থ সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে আমরা

রাজপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করিতেছি যে উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন বৃষ্টি হইলে, তিনি এক দিন কোদালিয়া, চাঙ্গড়িপোতা, মালঞ্চ প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের জল নির্গমের পথগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া যান। তাহা হইলেই তিনি জানিতে পারিবেন, মফস্বলের গ্রামগুলির জল নির্গমার্থ মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কিরূপ। পল্লীগ্রামের লোকে বর্ষাকালে যে কি কারণে পীড়িত হয়, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিবেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোমপ্রকাশের পাঠক মাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একজন সিবিলিয়ান। ইনি সম্প্রতি উক্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে সুরাটের জিলার জজের পদে নিযুক্ত হইয়া তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য গমন করেন। সুরাটে উপস্থিত হইয়া তিনি অবগত হইলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সুরাটে বদলি করিবার আদেশের পরিবর্ত্তন করিয়া তথায় ম্যাককাবসন নামক অন্যতর সিবিলিয়ানকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে কারওয়ার নামক স্থানে জিলার জজের কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন। বেঙ্গলিপত্র একজন পত্রপ্রেরকের নিকট অবগত হইয়াছেন যে সত্যেন্দ্র বাবু এই অদ্ভুতপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার তথ্য জানিবার জন্য উক্ত ম্যাককাবসন সাহেবের নিকট তারে সংবাদ পাঠান। তদুত্তরে ইহার সত্যতা অবগত হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টে এই ভাবে টেলিগ্রাম করেন যে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে তাঁহাকে সাতিশয় অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। এ নিমিত্ত তিনি এই অসঙ্গত আদেশ পুনর্ব্বার বিবেচনা ও সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারি তাঁহার নিকট এই বলিয়া সংবাদ দেন যে "তাঁহার যে অসুবিধা হইতেছে তাহা অবগত হইয়া গবর্ণর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সুবিধার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহর পরিবর্ত্ত সঙ্গত বোধ করিতেছেন না।"

বোম্বাইয়ের উপকূলে সুরাট একটী প্রধান বন্দর। তথায় বিস্তর লোকের বাস ও অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় লোক বাণিজ্য কর্ম্ম করে। সুতরাং সেখানকার আদালতে নানাপ্রকার বিস্তর মকদ্দমা হয়। এজন্য সুরাটের জিলার জজকে বিস্তর কার্য্য করিতে হয়। একজন জজে সমুদায় কর্ম্ম সমাধা করিতে পারেন না। তথায় এক জন ইংরাজ সহকারী জজ আছেন। এই স্থলে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতে পারিলে জজের বিশেষ প্রতিপত্তি ও উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। এ নিমিত্ত সত্যেন্দ্র বাবুকে সুরাটের জজের পদে স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা অবগত হইয়া আমরা বঙ্গগৌরবোন্নতি আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহাকে কারওয়ারে বদলী করা হইল শুনিয়া আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কারওয়ার অতি সামান্য জেলা, স্থানটিও জঘন্য। তথায় জজের কার্য্য অতি অল্প, এক জন জেলার জজ থাকিলেই যথেষ্ট হয়। সেখানে কার্য্য করিয়া যশোলাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন বেঙ্গলির পত্রপ্রেরক যে কথা বলেন, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সত্যেন্দ্র বাবুর প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ষোল সতর বৎসর যশের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে এরূপে অবমানিত করিয়া বদলি করিবার কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ এক জন খ্যাতনামা জজকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বদলী করিয়া সেখানে কার্য্য আরম্ভ করিতে না করিতে তাঁহাকে বিনাপরাধে নিকৃষ্টতর স্থানে প্রেরণ করা কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেক্রেটারি যে সাধারণের সুবিধার কথা বলিয়াছেন সেই সুবিধাটী কি? আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

তবে এই বোধ হয় এক জন এডিশনাল জজ আছেন, তিনি ইউরোপীয়। তিনি ইউরোপীয় হইয়া এ দেশীয় জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীনে কর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না। সত্যেন্দ্র বাবুকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার সুবিধা হয়। সেই সুবিধাকেই কি সাধারণের সুবিধা বলিয়া সেক্রেটারি উল্লেখ করিয়াছেন?

রেলওয়ের বৃদ্ধি।

রাণাঘাট হইতে যশোহর পর্য্যন্ত যে নূতন রেলওয়ে হইবে, তাহার নির্ম্মাণের ভার জগৎ বিখ্যাত ধনশালী রথচাইল্ডদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এই কাজে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্য করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যে এই রেলওয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিবেন। তদ্ভিন্ন যে পর্য্যন্ত না রাস্তা প্রস্তুত হয়, সে পর্য্যন্ত রথচাইল্ডেরা পথ নির্ম্মাণাদির নিমিত্ত যে টাকা ব্যয় করিবেন, তাহার সুদ পাইবেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এইরূপ বিস্তর রাস্তার আবশ্যকতা আছে। এদেশে রেলওয়ে হওয়াতে যে কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না।

ইউরোপীয়দিগের হাতে এই সকল কার্য্যভার সমর্পিত থাকিলে ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়ে, অথচ লাভ অল্প হয়। দেশীয় লোক সাহস করিয়া এ কাজে হস্তক্ষেপ করিলে অল্প ব্যয়ে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এবং অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে। ত্রিশ বৎসর হইল ভারতবর্ষে প্রথম রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই দিন হইতে রেলওয়ের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া আসিতেছে এবং ভারতবাসীরা ইহার সমুদায় অবস্থা ভালরূপ জানিতে পারিয়াছেন। রাস্তা নির্ম্মাণের লেবলিং আদি কাজ যাহা সাহেব ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়, সে সকল কর্ম্ম এখন দেশীয় লোক দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। তবে অন্যান্য কঠিন বিষয়ে সুদক্ষ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ কাজ রথচাইল্ডের হস্তগত হইল কেন? বাঙ্গালা দেশেও ত অনেক ধনকুবের আছেন, তাঁহাদের কি এ কাজে সাহস কুলাইল না? কিন্তু, বাঙ্গালা দেশের ধনাঢ্য লোকেরা বাবুকুঠই বা কই? শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনে বিবাহে ও যজ্ঞোপবীতে যাঁহারা চক্ষু মুদিয়া অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহারা ত কৃপণ নন। ফল কথা, এ সকল কাজে তাঁহাদের রুচি নাই; সুতরাং এ সকল কাজে তাঁহাদের চমক হয় না। আমরা অনুরোধ করি, কতকগুলি উদ্যোগী ধনী লোক একবার এ প্রকার কাজে হস্তক্ষেপ করুন, তবে তাঁহাদের হইতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

আমাদের দেশে এখনও দুই তিনটী রেলওয়ের নিতান্ত আবশ্যক। একটী কলিকাতা হইতে উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত। অপরটী গোয়ালন্দ, ঢাকা ও আসাম পর্য্যন্ত। এই দুইটী রাস্তার মধ্যেই অনেকগুলি বড় বড় নদী পড়িবে। সুতরাং এক একটী রেলওয়েতে বোধ করি দুই কোটি টাকার কম খরচ হইবে না। যাহা হউক, তাহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই। দেশীয় লোকেরা গবর্ণমেণ্টে ইহার প্রস্তাব করিয়া অনায়াসে ঐ রেলওয়ে নির্ম্মাণের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। অধিক ব্যয় হইবে, তাহাতে শঙ্কা কি? ঐ টাকা এককালে খরচ করিতে হইতেছে না। রাস্তা কতকদূর নির্ম্মিত হইলে ক্রমে আয় হইতে থাকিবে, তখন ঐ উপস্বত্ব হইতে অবশিষ্ট রাস্তা সমাপ্ত করিলে চলিবে।

সম্প্রতি এখান হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ের নিতান্ত প্রয়োজন দেখা যায়। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী জগন্নাথ দর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্রে

[illegible] একটি বৎসর বৎসর প্রায় [illegible] হইতে পারিবে। [illegible] যাত্রীর সংখ্যা যে [illegible] নাই। যখন রেলওয়ে ছিল [illegible] কাশী, গয়া, প্রয়াগ, [illegible] কিন্তু, এখন পশ্চিমের তীর্থস্থানগুলি [illegible] পুণ্যধামকে মাতৃভূমি বঙ্গদেশ [illegible]। শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে চলিলে [illegible] সংখ্যা সাত আট গুণ বৃদ্ধি হইবে, [illegible] নাই। তদ্ব্যতীত বাণিজ্যেরও অনেক [illegible]। কলিকাতা হইতে উড়িষ্যা [illegible] সুবিধা থাকিলে ১২৮৫ [illegible] লোক অনাহারে প্রাণ [illegible] না।

[illegible] বৎসর [illegible] উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রেলওয়ে নিম্মাণ করিবার [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু, [illegible] পরিণত হইল না। কারণ [illegible] টাকশাল কমিশনর শ্রীযুক্ত [illegible] বলিয়াছিলেন যে ইষ্টকোষ্ট [illegible] করা হইবে। অতএব [illegible] নাই। সেই খাল আরম্ভ হইয়াছে, [illegible] ঐ খাল মান্দ্রাজের [illegible] কোম্পানি [illegible] ছিলেন; কিন্তু, ঐ কোম্পানি [illegible] পড়িয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের [illegible] কোটি টাকা [illegible] লাগিয়াছে; [illegible] করিলে [illegible] যে শীঘ্র [illegible] নাই। বিশেষতঃ, রেলওয়ে [illegible] লোকের যে প্রকার উপকার হইবে, খালে [illegible] না। সে কারণ আমরা গবর্ণমেণ্টকে [illegible] রেলওয়ে নিম্মাণের কল্পনাই [illegible]। আমাদের দেশীয় লোকেরও অনুরোধ [illegible] এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন।

[illegible] উন্নতির জন্য [illegible] বিস্তর অনুরোধ করিয়াছি। [illegible] তাঁহাদিগকে বার বার অনুরোধ [illegible] একটী একটী বড় বড় কাজ [illegible] অভ্যাস করুন। উত্তর [illegible] এ বিষয়ে আমাদের [illegible] করিয়াছেন। এদেশের শিল্প [illegible] উন্নতি [illegible] মুন্সি নিওল কিশোর [illegible] প্রথমে [illegible] লোক ছিলেন। [illegible] নয় [illegible] এখন পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] অদ্বিতীয় [illegible]। ভারতবর্ষে [illegible] কলিকাতা [illegible] নাই। [illegible] বিস্তৃত [illegible] দেশে

প্রবেশ হয় না। সেই ছাপাখানার মুদ্রিত কাগজ ও পুস্তকাদি কাবুল, ইরাণ, আরব, তুর্ক, বোখারা প্রভৃতি নানা দেশে নীত হয়। মুন্সি নিওল কিশোর কেবল যে স্বীয় উন্নতির জন্য ব্যগ্র আছেন এমন নয়, যাহাতে স্বদেশের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়েও তিনি বিলক্ষণ যত্নবান। যাহাতে এদেশে কল আনীত হয় ও বড় বড় কারখানা বসে, তন্নিমিত্ত তিনি বিস্তর যত্ন করিয়াছেন। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই—তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। লোকের মনে তিনি এমন ধীরে ধীরে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন যে, অনায়াসেই লক্ষ্ণৌ একটী কাগজের কলের নিমিত্ত টাকা দিল। এখন ঐ কলে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা জমিয়াছে।

অনেকে বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিসে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ত দেখিতে পাই না। বক্তৃতা করিলে, তর্ক করিয়া বেড়াইলে ও চাকরীর জন্য উমেদারী করিলে যদি শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়, তবে বাঙ্গালিরা বড় লোক বটেন। কিন্তু, এ সকল গৌরব লক্ষণ নয়। আমাদের দেশ-হিতৈষীরাও বেশ বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালিদের মত অপদার্থ লোক আর ভারতে নাই। যাঁহাদের কিছু অর্থ আছে, ক্ষমতা আছে,—কিসে তাঁহারা রাজদ্বারে প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, সেই জন্যই ব্যস্ত। স্বদেশের উন্নতি সাধনের পক্ষে কিছুই মনোযোগ নাই। আমরা এই সম্প্রদায় ধনবান ব্যক্তিদিগকে অনেক অনুরোধ করিয়াছি, এখনও বলিতেছি [illegible] তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। দেশের উন্নতির চেষ্টা করুন। উড়িষ্যা-অঞ্চলে জমিদারদিগের অনেক অধিকার আছে। ঐ অঞ্চলে রেলওয়ে খুলিলে তাঁহাদের সম্পূর্ণ লাভের সম্ভাবনা। বর্দ্ধমানাধিপতি [illegible] বিশেষ অনুরোধ। অতএব এই শুভকার্য্যে তিনি অগ্রে হস্তক্ষেপ করিয়া সকলের আদর্শ হউন।

——০০——

ইউরোপে নূতন গোলযোগের সম্ভাবনা।

[illegible] বর্ষ [illegible] যুদ্ধে [illegible] এক প্রকার [illegible] করিয়া দিয়াছে। আবার সে দিন [illegible] যুদ্ধ [illegible] লোকের প্রাণ নষ্ট করিল; [illegible] আজও [illegible] মিটিয়া যায় নাই; [illegible] কবির [illegible] নির্বাণ [illegible] না। সম্প্রতি ইউরোপে আবার নূতন গোলযোগ উপস্থিত হয়। আফ্রিকার উত্তরাংশে স্থিত টিউনিস নামক প্রদেশ লইয়া এই গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে।

আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম ভাগে আলজিরিয়া ও টিউনিস নামে দুইটী প্রদেশ আছে। আলজিরিয়া ফরাসীদের অধিকার ভুক্ত। টিউনিসে স্বাধীন রাজা নাই। তথাকার শাসন কর্ত্তাকে বে বলে। তিনি তুরস্ক সুলতানের অধীন। সুলতান যখন যেমন অনুমতি করেন, তিনি অনেক স্থলে তদাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু, বস্তুতঃ সুলতানের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন না।

কিছু দিন হইল, টিউনিসের লোকেরা আলজিরিয়াতে অনেক উপদ্রব করে। ফরাসীরা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বে-কে বিস্তর ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু, কেবল তিরস্কার করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিলেন না;—টিউনিসের শাসনকর্ত্তার প্রতি এই অনুমতি করিলেন "উত্তরকালে তোমাকে আমাদের আদেশ মত কার্য্য করিতে হইবে।" [illegible] তাহারই জয়। বে এখন ফরাসীদের কথায় দ্বিরুক্তি করিবেন, তেমন ক্ষমতা কোথায়? সুতরাং অম্লান বদনে সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইল। এদিকে তুরস্কের সুলতান ভাবিলেন, এ কি বিপদ! বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই নাই, কথার ছলে ফরাসীরা যে টিউনিসটী কাড়িয়া লন! কিন্তু, বাহুবলও নাই, ধন বলও নাই—ফরাসীদিগকে জোর করিয়া দুটো কথা বলিবেন, তেমন ক্ষমতাও নাই। যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে অগ্নিতে পতঙ্গের মত পড়িতে হইবে। কাজেই তিনি অধিক গোলযোগ না করিয়া টিউনিসের শাসন কর্ত্তাকেই সাবধান করিলেন। এ পক্ষে ফরাসীরা আবার যাহাতে বে-কে হস্তগত করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। এই ত এক গোলের কথা।

এখানে ইটালির লোকেরা আবার পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। তাঁহারা ফরাসী-সেনা-নায়ক [illegible] ভূমধ্যসাগর আক্রম করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে ফরাসীরা সহসা টিউনিসের নিকট না আসিতে পারেন, এমন উপায় করিবার জন্য ইটালিয়েরা স্বদেশীয় মন্ত্রিসভাকে বিস্তর অনুরোধ করেন। মন্ত্রীরা দেখিলেন ফরাসীদিগকে কিছুতেই আটিতে পারা যাইবে না। সে কারণ তাঁহারা ভয়ে আপন আপন পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন নূতন মন্ত্রিসভার নিকট [illegible] হইতেছে। বীরবর গারিবল্ডিও এ সময়ে সচিন্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের একাজে কোন ভয়ের কারণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার দিবা রাত্রি স্বস্তি নাই—কোথাও কিছু নড়িলে চড়িলে ইংলণ্ড অমনি বিভীষিকা দেখেন। এই নূতন গোলযোগে তিনি আপনার বিলাসমন্দিরে থাকিয়া এখন কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ইউরোপে অন্যান্য সম্রাটেরা আপন আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন।

আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, টিউনিসে যদি সমরানল প্রজ্বলিত হয়, তবে ইউরোপে আবার একটী বৃহৎ পর্ব্ব ঘটিয়া যাইবে। রুসিয়া ও তুরস্ক লইয়া ত এই অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কেবল এই খানে যবনিকা পতন হইবে না। আবার ইহার একটী জাতি রঙ্গভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা দেখিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কথায় কথায় যুদ্ধ। মানুষ বলিয়া হৃদয়ে মমতার লেশ নাই; মাটীর পুতুলের ন্যায় সুখ-দুঃখ-ভাগী জীবিত-দেহ লইয়া খেলা! ইউরোপে অন্যান্য শাস্ত্রের যেমন সবিশেষ অনুশীলন হইতেছে, যুদ্ধশাস্ত্রের সেইরূপ অনুশীলন থাকিলে যুদ্ধবিদ্যা এত দিন পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত। থাকুক,—ভারত, এইরূপ নিদ্রিত অবস্থায় থাকুক, নিন্দা কি আছে? বলুক লোকে ভীরু, ক্ষতি কি? এরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা দূর হইতে বিদায় দি।

টোল পাঠশালার গুরুমহাশয়দের অপরাধ কি?

অনেক ইংরাজদের চক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা এক একটী নরকের এক একটী বিষবৃক্ষ। গুরুমহাশয়দের প্রতি তাঁহাদের এত বিষদৃষ্টি কেন? আছে—তার অনেক কারণ আছে। গুরুমহাশয়গুলো অসভ্য অভদ্র মূর্খ। শিষ্টাচারিতা জানে না, বেতে বরে ছোট ছোট ছেলেগুলোর কেবল পরকাল খাইয়া দেয়। একটী পড়া লিখিতে আসিল না, অমনি গুরুমহাশয় তাহাকে ধরে আনিবার জন্য পাঁচ সাত জন ষণ্ডামার্ক ছেলে পাঠাইলেন। তাহারা যোদ্ধার মত পলায়িত ছেলেটীকে ধরে কুস্তাকুস্তি করিয়া পাঠশালায় আনিয়া দিল। অমনি প্রাচীন রোমকদের ন্যায়, [illegible] মহোদয়দের ন্যায় ছেলেকে গুরুমহাশয় বেত্রাঘাত [illegible] করিতে লাগিলেন,—তাহাদের আর্ত্তনাদ [illegible] লাগিল,—পড়া ওদের কাছির। গুরুমহাশয় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হস্তে হস্তে যখন করিতে লাগিলেন, তখন সেই শিশুর কোমল দেহ [illegible] ন্যায় বেত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। এই ত ছেলেদিগকে শিক্ষাদান—পাঠশালার ভিতর পশিলে আতঙ্কের নিমিত্ত কাঁপিতে থাকে। এরূপ গুরুমহাশয়দের প্রতি ভক্তি না হয়? কোমলমতি শিশুরা ছেলেবেলা হইতে কর্ক্কশ, নিষ্ঠুর, শিষ্টাচার শিখিবে,—ভয় পায়, কুসুম কোমল [illegible]। এপ্রকার অভদ্র শাসনে ছাত্রদিগের মনে বিকার জন্মে, গুরুর প্রতি আর তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না। এই জন্য বাধ্য আছে যে, সংস্কৃত শিক্ষা দিলে যাহা আপনাদের সন্তানদিগকে নীতিশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। শিশুদিগের উন্নতকালের আশা ভরসা সদ্গুরুর শিষ্টাচারিতাতেই নাস্ত আছে। গুরু যদি ভাল হন, শিষ্যেও ভাল হইবে; গুরু যদি উদ্ধত ও নিষ্ঠুর হন, শিষ্যও উদ্ধত ও নিষ্ঠুর হইবে। আমরা হিন্দুদের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইংরাজেরা কবি লিখিয়াছেন—

> Seek you to train your favourite boy;
> Each caution, every care employ:
> And, ere you venture to confide,
> Let his preceptor's heart be tried
> Weigh well his manners, life and scope;
> On these depend thy future hope

তত্ত্ববিদ্যায় একটী সার কথা আছে—লোকের অসভ্যাবস্থায় যে প্রকার আচার ব্যবহার ছিল, মনুষ্য আবার সভ্য হইলে সেই সব আচার ব্যবহার ফিরিয়া আসিবে। এ সকল কথার এক কথা,—আমরা এ কথায় পূজা করি। তত্ত্বজ্ঞানীরা ঠিক বলিয়াছেন। পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, সুসভ্য আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে সেই স্বেচ্ছাচারিতাভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কাহারও অধিকার ছিল না। এই পৃথিবীতে সাধারণ ভাবে সকলেরই সমান অধিকার আছে। এ পৃথিবী আমার, এ পৃথিবী তোমার বিশ্বস্রষ্টা কাহাকেও এমন স্বত্বাধিকার দেন নাই। সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার। সভ্য ম্লেচ্ছদেশে সাধারণ সম্প্রদায়িকদের (Communists) মতে এখন সেই মত প্রচার হইতেছে। আবার দেখিতেছি, এক সময় পাঠশালায় অসভ্য গুরুমহাশয়দের উৎপীড়ন [illegible] ছিল, আজ সভ্য শিক্ষক সম্প্রদায়ে সেই অত্যাচার আসিয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা ইংরাজ বাঙ্গালি সকল সভ্য শিক্ষকের কথাই বলিতেছি—আগে শিক্ষকেরা যোগ্য [illegible] একজন ছাত্র [illegible], [illegible] এই প্রকার পরিবর্ত্তনই [illegible] নূতন সৃষ্টি উঠিয়া থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষকদের [illegible] কোন [illegible] শিষ্টতা ও আর কিছু বাকি না থাকিল, তাঁহাদের [illegible] পরিণত হয়, [illegible] তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিত, তবে তাহারা বিদ্যালয়ে আসিবে কেন? আমাদের জ্ঞান হইবে, তাদের [illegible] উপদেশ পাইয়া সুশীল হইবে, এই উদ্দেশে বিদ্যালয়ে আসা। বিদ্যালয়—উৎপীড়নের স্থল নয়, পুলিসের কোতয়ালী নয়—দণ্ডবিধান পাইবার স্থান, তবে এই বাধ্য কেন? আজকালকার শাসন প্রণালী পেনালকোডের মতানুসারে চলিতেছে। কেহ কোন অপরাধ করিলে পেনালকোডের পাতি পাতি করিয়া খুঁজে কোন একটী ধারার সঙ্গে সেই অপরাধ মিলাইতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, অবাধ্য বালকের প্রতি উৎপীড়ন করিবার উপদেশ পেনালকোডের কোন্ ধারায় আছে?

আমরা এ কথা বলিতাম না, শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁহাদের যদি এক দিনের,বা এক বেলার সম্বন্ধ হইত, তবে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতাম। কিন্তু তা নয়,—শিক্ষকদের সঙ্গে তাহাদিগের দীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিশেষ শিক্ষকদের ব্যবহারে বালকদের উন্নতকালের আশা ভরসা। এমন স্থলে বালকদের হইয়া দুটো কথা না বলিলে নয়। আমরা যোর এক্ষণে সাহেবের দুর্ব্বিষহ [illegible] পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিতেছি। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে [illegible] প্রবেশীয় ছাত্র পড়িত, কাহারও প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করেন নাই। বালকদের প্রধান অপরাধের কারণ [illegible]। তাহাদিগকে পড়াইবার নিমিত্ত যে প্রকার যত্ন লওয়া হইয়াছিল, তাহা অতি অল্প। বালকেরা আপনার [illegible] কথা জানাইলে, ঘোর এক্ষণে সাহেব বলিলেন—তোমাদের [illegible] আছে ও ত রাজনৈতিক। [illegible] দ্বিতীয় কষ্টের কারণ—পাইখানা। [illegible] আবার আছাদন নাই। বর্ষাকালে এক [illegible] জল দাঁড়ায়। [illegible] ছাত্রে, [illegible] স্ত্রীপুরুষ সকলেই [illegible] পাইখানা—[illegible] বালকদের [illegible]। [illegible] অত্যন্ত কষ্ট হয়। বালকেরা [illegible] জানাইল, [illegible] করিতে চাহিল, সাহেব মত দিলেন না। চতুর্থ অপরাধ [illegible] বালকদিগকে [illegible] প্রয়োগ করিলেন। [illegible] বালকেরা [illegible] সাহেবের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] এই অধিকার [illegible] দিলেন। [illegible]—মানুষের মনে অসন্তোষ আছে, [illegible] সকলে [illegible]। [illegible] অনন্যোপায় হইয়া শিক্ষার্থিগণের জন্য [illegible] সাহেবের কাছে [illegible]—[illegible], [illegible] বালকদের [illegible] প্রতীত হইল, [illegible] সাহেব দেখিলেন না, [illegible] বালকদের মাথা [illegible]। [illegible] যেরূপ নিষ্ঠুর [illegible] বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল।

সে দিন স্বয়ং ডিরেক্টর, [illegible] সাহেব, [illegible]

ছাত্র উহাদের [illegible], বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় ও [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের [illegible] দিয়াছিলেন। এ [illegible] করিবে না, তাহা আমরা [illegible] হইবার [illegible] অবলম্বনকারী কোন ছাত্র উপস্থিত ছিল না। [illegible] ইহা অনুমান করা যাইতে [illegible] বাদী প্রতিবাদী উভয় উপস্থিত না থাকিলে যে বিচার হয়, সে কেমন বিচার? এখন দেখা যাইতেছে, যে সকল ছাত্র [illegible] তাহারা না কি গবর্ণমেণ্টে [illegible] না। ক্রফট্ সাহেব ডিরেক্টর ও [illegible] সাহেব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর [illegible] যদি [illegible] সকল কাজ করিয়া যান, [illegible] এ [illegible] থাকিবার আর স্থান নাই। আমরা [illegible] করি, [illegible] কোন [illegible] ছাত্রদিগকে বধ করিয়া উহাদের [illegible] নাই। ক্রফট্ সাহেব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়া ছাত্রদিগকে ডাকাইয়া আনুন, [illegible] করিয়া দিউন [illegible] কোন পক্ষের [illegible] হইবে না। [illegible] সুস্থির করুন। বিবাদ ভঞ্জন করিয়া [illegible] কাজ। যাহাতে চারি দিক রক্ষা হয়, [illegible] করুন। অতএব [illegible] নাই। — [illegible] আর কঠিন হুকুম দিবেন না, আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন।

কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত [illegible] ১৮৮১ সালের পুলিসের কার্য্যপ্রণালী [illegible] রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস দেখা যাইতেছে। [illegible] বিধির বিধান অনুসারে অপরাধ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়;— প্রথমতঃ যে সকল অপরাধের জন্য মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত পুলিস অপরাধীকে ধৃত করিতে পারে তাহার নাম ঐ আইনের নাম [illegible] পুলিস গ্রাহ্য অপরাধ; যথা, হত্যা, চোরী, ডাকাইতি, [illegible] দ্বিতীয় যে সকল অপরাধের জন্য মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত পুলিস অপরাধীকে ধৃত করিতে পারে না, তাহার নাম পুলিসের [illegible] অযোগ্য অপরাধ। যথা [illegible], প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি। ১৮৭৯ অব্দে পুলিস গ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা ৫৫৫৭, ১৮৮০ অব্দে ঐ সকল অপরাধের সংখ্যা ৪৬০৭, এবং ১৮৮১ অব্দে পুলিস [illegible] অযোগ্য অপরাধের সংখ্যা [illegible], ১৮৮০ অব্দে ঐ সকল অপরাধের সংখ্যা ২২৬৮। উক্তবিধ অপ[illegible]

সেরই সংখ্যা ১৮৮১ অব্দ হইতে ক্রমশই হ্রাস হইতেছে। ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানে [illegible] কাণ্ড হয়, ১৮৮০ অব্দে ১০টী হইয়া গিয়াছে। [illegible] মধ্যে ৬টী কলিকাতায়, অবশিষ্ট চারিটী [illegible] বাহিরে ঘটে। কলিকাতায় যে ছয়টী [illegible] হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি হত্যাকারী বিচারালয়ে দণ্ডিত হইয়াছে। অন্য তিনটির অপরাধী অদ্যাপি ধৃত হয় নাই। যে সকল লোক হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে তন্মধ্যে এক জন ম্যানিলা-নিবাসী তিনটী স্ত্রী ও একটি পুরুষকে এক কালে হত্যা করে। অপর একজন হত্যাকারী একটী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীকে, মধ্যাহ্নকালে সদর রাস্তার উপরে উপর্য্যুপরি ৩৭ ছুরির আঘাতে বিনাশ করে। তৃতীয় হত্যাকারী এক জন ইউরোপীয়, তাহার নাম মেয়ার্স। এই হতভাগ্য এক জন প্রাচীন লোককে বধ করিয়া হাইকোর্টে আনীত ও দণ্ডিত হয়।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর পুলিসের কার্য্য-পটুতার বিষয় প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাদের যত্ন ও মনোযোগে চৌর্য্য অনেক হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানে দোকানে দ্রব্যাদি যেরূপ অরক্ষিত থাকে, তাহাতে পুলিসের বিশেষ মনোযোগ না থাকিলে চৌর্য্যের সংখ্যা সমধিক বৰ্দ্ধিত

[illegible] ৭১ জন আত্ম হত্যা করিয়াছে তাহার মধ্যে ২৭ জন পুরুষ ও অবশিষ্ট ৪০ জন স্ত্রী। ১১ জন লোক [illegible], ৮৫ জন জলে ডুবিয়া, ২৬ জন [illegible] হইতে পতিত হইয়া, এবং ১৮ জন গাড়ি চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। ১৪ জন ইউরোপীয় নাবিক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। এ বৎসর কলিকাতায় [illegible]টী এবং বাহিরে ১১টী [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] অনুমান ২০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি [illegible] হইয়া গিয়াছে।

[illegible] গত বৎসর হইতে [illegible] দিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে তথাপি অত্যল্প মাত্র বাঙ্গালী পুলিস পদবীতে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে কলিকাতায় দেশীয় প্রহরীর সংখ্যা ১,৬৬৯ জন তন্মধ্যে ৯১৮ জন বাঙ্গালী, অবশিষ্ট সমস্তই হিন্দুস্থানী। যে কয়েকজন বাঙ্গালা প্রহরী আছে তাহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশ [illegible]। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা উড়িয়া যে এই অঞ্চলের লোক অধিক পরিমাণে প্রহরী দলে প্রবেশ করে।

এ বৎসর কলিকাতায় পুলিসকর্ম্মচারিদিগের বেতন ও অন্যান্য বিষয়ে ৪,২৮,৪৭২ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ২,১৪,০৫১ টাকা কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও ১,৩৯,৫৫৫ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকার মধ্যে ৩১,৩৫৫ টাকা জরিমানায় আদায় হইয়াছে। কলিকাতার পাশ্ববর্ত্তী স্থানে ১,৫০,১১৯ টাকা পুলিসের জন্য ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে ৭৭,৫২০ টাকা মিউনিসিপালিটী এবং অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। এবৎসর এই সকল স্থানে ৫,৩৭৯ টাকা জরিমানা হইতে আদায় হইয়াছে।

১৮৮১ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা সপ্তাহে তিন দিন করিয়া নিয়মিত রূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের যত্ন ও কার্য্য প্রণালী দেখিয়া কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] হিন্দু ও মুসলমানে যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি সদাশয় হিন্দু ও মুসলমান এই বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া বিগত ৯ ই চৈত্র শনিবার [illegible] বাটীতে উভয় জাতির একটী সভা করেন। এই সভায় বিস্তর হিন্দু ও মুসলমানের আগমন হইয়াছিল। পণ্ডিত [illegible] গোস্বামী হিন্দুদিগের পক্ষে এবং মৌলবী মহম্মদ আলী মুসলমানদিগের পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনন্তর [illegible] সম্পাদক পণ্ডিত [illegible] এই আন্দোলনের [illegible] হইতেছে [illegible] বর্গকে তিনি [illegible] দেন। তদনন্তর [illegible] সম্পাদক [illegible] ঐ বিষয় অধিক [illegible] হিন্দুদিগের উপর মুসলমানদিগের [illegible] বিদ্বেষের [illegible] করেন। এই সভাতে মৌলবী মহম্মদ [illegible] বলেন যে তিনি [illegible] বৎসর মুসলমান ধর্ম্ম [illegible] এবং [illegible] যাহাতে মুসলমান [illegible] অন্যান্য ধর্ম্ম আক্রমণ করিবার কোন উপদেশ তিনি দেখেন নাই। অতএব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিন্দাবাদ করা ঈশ্বরের আদেশের বিরোধী। এই বাক্যে সভাস্থ সকলেই অনুমোদন করেন।

[illegible] পুস্তক [illegible] করিবার জন্য এই সভা বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। যে সমস্ত পুস্তকে অন্য ধর্ম্মের নিন্দা আছে, [illegible] ও যাহাতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অন্তরে ক্ষোভ উদ্দীপ্ত হইতে পারে তাহা [illegible] সংশোধন করিবার জন্য সভা একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটি যে গ্রন্থকে এই সকল দোষে দূষিত বিবেচনা করিবেন, সেই সমুদায় গ্রন্থ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত অথবা বর্জ্জিত করিবার জন্য কমিটি তাহার গ্রন্থকারকে বলিবেন; গ্রন্থকারেরা তাহাতে অসম্মত হইলে

কমিটী উহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন। এই সভা অনুপালন সভা নামে অভিহিত হইয়াছে।

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল আজিজের হত্যা ঘটিত অনুসন্ধানে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিলাতি ষ্ট্যাণ্ডার্ড সংবাদপত্রের কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ পত্রপ্রেরক বলেন :—

মামুদ দামাদের অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলা তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারে নীতিবিশিষ্ট(?) হইয়া প্রতিশোধ বাসনায় এই হত্যাকাণ্ডের সমুদায় বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছে। এই মহিলা প্রকাশ করেন যে মৃত সুলতানের প্রাণবধের জন্য একটী ষড়যন্ত্র হয়। তন্মধ্যে আবদি পাসা, রামাস পাসা, নৌরী পাসা, আরমার গবর্ণর মিদাত পাসা, এবং মুক্ত মামুদ জমদি(?) পাসা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ফাহি(?) মেন্সাজে(?) আবদুল আজিজের এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য এই দুরাত্মাই নিযুক্ত হয়। একদা রাত্রিকালে এই দুরাত্মা অন্য তিন জন বলবান লোকের সমভিব্যাহারে সুলতানের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মুখ ও পাকস্থলী(?) চাপিয়া ধরিয়া উপর্য্যুপরি কয়েক অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ সাধন করে। [illegible] একাকী [illegible] সুলতানের [illegible] শরীর অবলোকন করিয়া, যেন কিছুই জানে না, এই ভাবে [illegible] ও চীৎকার করিতে লাগিল। আবদুল মাজেদ তাহার ক্রন্দন দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দোষী [illegible] মনে মনে ভাবিল যে সুলতান মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন। চিকিৎসকেরা যখন আবদুল আজিজের মৃত দেহ পরীক্ষা করেন তখন তাঁহাদিগকে [illegible] মুখ এবং [illegible] শরীরের [illegible] অস্ত্রাঘাত দেখিতে দেওয়া হয় নাই। [illegible] তাঁহারা আত্মহত্যা স্থির করেন। একণে হত্যাকারীরা তাহাদের অপরাধ সবিস্তারে স্বীকার করিয়াছে। কেবল মামুদ দামাদ তাঁহার অপরাধ স্বীকার করেন নাই। প্রমাণ হইয়াছে [illegible] একবার [illegible] ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। মুসলমান [illegible] এরূপ ঘটনা অদ্ভুত নহে।

আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে যে সমস্ত বাতুলালয় আছে তাহার ১৮৮০ অব্দের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। একণে এ প্রদেশে দেশীয়দিগের জন্য কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, কটক ও বহরমপুরে এক একটি করিয়া পাঁচটী এবং ইউরোপীয় দিগের জন্য ভবানীপুরে একটি এই ছয়টি বাতুলালয় আছে। ১৮৮০ অব্দের প্রারম্ভে বাতুলালয়ে ৮৮৮ জন বাতুল ছিল। অন্যান্য বর্ষে এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক থাকিত। ন্যূনতার কারণ এই যে ১৮৭৬ অব্দে গবর্ণমেণ্ট শান্ত প্রকৃতি পুরাতন বাতুলদিগকে এবং যাহাদের জেলায় অধিক উন্নত ব্যক্তিদিগকে বাতুলালয়ে রাখিতে নিষেধ করেন। তদবধি অনেক বাতুলের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। ১৮৮০ সালে ২১৬ জন গৃহীত হয়, ১১৫ জন মুক্তি লাভ করে ও ১০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৭৯ অব্দে শতকরা ৩১.৭৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছিল কিন্তু এ বৎসর ৮.২৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে মাত্র। বাতুলালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তার পেইন বলেন যে একণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর [illegible] বাতুল গৃহীত হইয়া থাকে, [illegible] বাতুলদিগকে আর গ্রহণ করা যায় না ইহাই ন্যূনতার কারণ।

যে সকল বাতুল অন্যান্য রোগে পীড়িত হয়, তাহাদিগকে চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ১৮৭৯ অব্দে ৪৪০ জন এইরূপ রোগগ্রস্ত হয়, কিন্তু এবৎসর তদপেক্ষা ২০১ জন অধিক পীড়িত হইয়াছিল। ডাক্তার পেইন রোগ বৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

এবৎসর বাতুলালয়ে ৮২,৫১১ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫৭৪ টাকা বাতুলদিগের আত্মীয়েরা দিয়াছেন এবং ৭৯৮৭ টাকা বাতুলদিগের পরিশ্রমে আসিয়াছে(?)। অবশিষ্ট ৭২,৯৫০ টাকা গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

ইডেন সাহেব স্বয়ং বাতুলালয় পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছেন যে বাতুলদিগকে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সহিত চিকিৎসা করা হইয়া থাকে।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে বাতুলদিগের উত্তম রূপে চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু আমরা তাহার অনুরূপ ফল দেখিতে পাই না। কারণ যে পরিমাণে বাতুল বাতুলালয়ে প্রবেশ করে, সে পরিমাণে তাহাদিগকে রোগমুক্ত হইয়া বাতুলালয় হইতে বহির্গত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় সমাচার।

আথেন্স ২০ এ মে। এম. [illegible]

[illegible]

সেণ্টপিটর্সবর্গ, ২৮ এ মে। [illegible]

লণ্ডন ২৮ এ মে। [illegible]

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] সাহেব পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স্ সভা হইতে [illegible] তিনি [illegible] বাটীর [illegible] এক [illegible] পত্র লিখিয়াছেন।

" [illegible]

গাঁট, [illegible] আপত্তি করেন না। আমির [illegible] করিবার [illegible] বলপূর্ব্বক [illegible] করিবার কোন [illegible] আদালত ও এরূপ [illegible] সমর্থ নহে। [illegible] ঐ বাটী হইতে [illegible] প্রকাশ্যভাবে [illegible] অভিযোগ করিয়াছি [illegible] প্রতিবাদ [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

সিমলা হইতে সংবাদ [illegible] যে মহারাজ [illegible] প্রকাশ [illegible] অমূলক।

কোয়েটা হইতে [illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে [illegible] আয়ুব খাঁর অধীনে একণে [illegible] দুই দল কান্দাহারী [illegible] আছে। [illegible] তিনি যুদ্ধ করিতে [illegible] করিবার [illegible]।

[illegible]

কলেজ [illegible] আইনের বিরুদ্ধে [illegible] প্রকাশ করিয়াছে।

[illegible] মোকদ্দমায় [illegible] করিবেন না [illegible] মোকদ্দমায় [illegible] করিবেন না।

[illegible] অতিশয় হৃষ্টি [illegible]।

[illegible] সার্টিফিকেট [illegible] প্রকাশিত হইবে।

আমরা [illegible] আনন্দিত ও [illegible] অভাব [illegible] হইয়াছেন।

আমেরিকার এক খানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে লর্ড বিকন্সফিল্ড তাঁহার স্বজাতিবর্গের বিস্মৃতির সমাবেশ করিবেন না। তিনি [illegible] অতিশয় মর্য্যাদা করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসিতেন।

গ্রীকদিগের সীমাসংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেলে গোশেন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপল পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর ডাফরিন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপলে [illegible] করিবেন।

এরূপ প্রবাদ যে গ্লাডষ্টোন সাহেব লর্ডস সভার মেম্বরের পদে আরোহণ করিবেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। বোধ হয় তিনি লর্ড হাউয়ার্ডেনের উপাধি পাইবেন।

সম্প্রতি জর্ম্মণ দেশে বার্লিন হইতে [illegible] পর্য্যন্ত তাড়িত রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। আলীপুরে পশুশালার বাগানে তাড়িত রেলওয়ের পরীক্ষা চলিতেছিল। আমাদের দেশে একটী তাড়িত রেলওয়ে খোলা হয় না কেন?

কাপ্তেন [illegible] পর তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আলজিরিয়া হইতে [illegible] যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে আরবেরা একণে একটী [illegible] করিয়াছে, ও [illegible] হইয়াছে। এবং [illegible] করিয়াছে।

ডফরিন কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করিলে পর [illegible] সাহেব সেণ্টপিটার্সবর্গে দূতের কার্য্য করিবেন।

বিলাত [illegible] তাঁহার পক্ষে [illegible] নহে, এজন্য তিনি সিমলায় যাইতেছেন। [illegible] শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

[illegible] ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না [illegible] এবং [illegible] বিবাদে নিষ্পত্তির জন্য [illegible] অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible] হইতে একজন পরিব্রাজক [illegible] বলিয়াছেন যে সেখানকার লোকেরা [illegible] সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়াছেন এবং বোয়ারেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে।

শুনা যায় যে দক্ষিণ রুশিয়াতে য়িহুদিদের উপর অতিশয় অত্যাচার করা হইতেছে। য়িহুদিদের কোন কোন গ্রাম আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য গ্রামের লুট পাট করা হইতেছে। য়িহুদীরা অতিশয় ভীত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া দেশে [illegible] নিহিলিষ্টদিগের একদল ধরা পড়িয়াছে। অনেক নিহিলিষ্ট গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বারাকপুর হইতে একজন চিকিৎসক বেঙ্গলীপত্রে লিখিয়াছেন যে বারাকপুরের সন্নিকট চন্দনপুকুরের এক জনের স্ত্রী প্রতিবার অন্তঃসত্ত্বা হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে ও তাহার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হয়। এজন্য সে একজন তথাকার হাতুড়িয়ার নিকট এরূপ কোন ঔষধ চাহে যাহাতে তাহার স্ত্রী আর অন্তঃসত্ত্বা না হয়। তদনুসারে ঐ হাতুড়িয়া তাহাকে পাঁচ প্রকার বৃক্ষের পাঁচটী শিকড় দেয়। তন্মধ্যে তিনটি অতি বিষাক্ত। এই ঔষধ সেবন করিয়া তাহার স্ত্রী অচৈতন্য হইয়া পড়ে। অনন্তর অন্য চিকিৎসক [illegible] চিকিৎসা করিয়া এই স্ত্রীলোকটীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। হাতুড়িয়ারা দেশের বিস্তর অনিষ্ট করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের মধ্যে এক স্থানের গবর্ণমেণ্টের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে হইলে অনেক বাটা দিতে হয়। একদা টাইমস অফ ইণ্ডিয়া বলেন যে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য একবিধ নোট করা উচিত। তাহা হইলে এক স্থানের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে দিয়া তাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি ইটালির রাজা একটা বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। লণ্ডনের ডেলিনিউসের এক জন সংবাদদাতা বলেন যে তথাকার [illegible] হত্যা করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। দুই জন লোক ঐ ভীষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পুলিশ উহার সংবাদ পাইয়া সেই দুই জনের অনুসন্ধান করিতেছেন।

সম্প্রতি লাহোরের দুর্গের মালখানা হইতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। মালখানার নিকটে একটী ক্ষুদ্র সরাই আছে। গত শনিবার ঐ সরাইতে কয়েকটি মুখ কাটা টাকার তোড়া পাওয়া যায়। বোধ হইতেছে যে ৩৫,০০০ টাকা চুরি গিয়াছে। মালখানার রক্ষার জন্য তথায় একজন সৈনিক প্রহরী থাকে, তাহাকেই সন্দেহ করিয়া অবরুদ্ধ করা হইয়াছে।

[illegible] তথায় বিপ্লব ঘটিয়াছে।

৫ ই মে সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] ও কাম্পিয়ান সমুদ্রের নিকটস্থ সীমা নিরূপ

করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। এক্ষণে রুসিয়া ও পারস্য উভয় রাজ্য হইতেই কমিশনর নিযুক্ত হইতেছেন। এ দিকে পারস্য দূত খাতিনা নামক নগরে উপনীত হইয়া রুসরাজকে একখানি হীরক মণ্ডিত বাঁট দেওয়া তরবারি ও চারি লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের একটী অঙ্গুরীয়ক উপঢৌকন দিয়াছেন।

চীন দেশে চন্দ্র উপাসক একদল লোক আছে। তাহারা বৎসরের মধ্যে তৃতীয় চন্দ্রোদয়ের দিবসে পাহাড়ের উপর উঠিয়া চন্দ্রের আরাধনা করে ও অতি সমারোহের সহিত নৃত্য গীতাদি করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করে।

অনেকে ঈগল পক্ষিকে দীর্ঘায়ুর পক্ষি বলিয়া জানেন। কিন্তু উহা যে কেমন দীর্ঘায়ু তাহার একটী সংবাদ দিতেছি। লাপলাণ্ডে একটী ঈগল ধৃত হয়। পক্ষিটী দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট। ১৭৯২ অব্দে আণ্ডারসন নামক এক ব্যক্তি এই পক্ষিকে ধৃত করিয়া দিনামার ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া ক্ষুদ্র একটী টিন বাক্সের মধ্যে পুরিয়া উহার গলদেশে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেন। সম্প্রতি (১৮৮০) অব্দে এই পক্ষিটী গুলি দ্বারা হত হইয়াছে। যদি এইরূপে বিনষ্ট না হইত তাহা হইলে আরো দীর্ঘকাল জীবিত থাকিত সন্দেহ নাই।

হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্সি প্রাসাদটী কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসের আদর্শে নির্ম্মিত এবং ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের প্রাসাদের গৃহ সজ্জা লইয়া সুসজ্জিত। এই ইন্দ্রপুরীতেও হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্টের বাস করিয়া মন সন্তুষ্ট নয়।

লাহোরের কোন মুসলমান জমীদারের স্ত্রী বিষ ভক্ষণ করাইয়া সমস্ত পরিবারকে শমনসদনে প্রেরণ করিবার আয়োজন করে। শেষে স্বামী রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু সন্তানেরা ভাগ্যক্রমে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এই অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ঐ মুসলমান কুলকামিনী অপর একটী প্রতিবাসী হিন্দু জমীদারের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়। এই জমীদার যুবক প্রণয়-মদে মত্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। দুষ্টা রমণী প্রণয়ের বিঘ্ন দেখিয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়া উক্তরূপ কার্য্য দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পরিবারদিগকে বিষ পান করায়। কিন্তু সন্তানদিগকে কি অভিপ্রায়ে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করে তাহা বুঝা সহজ নহে।

বেল নামক একজন বহুদর্শী পণ্ডিত জাপানের প্রাচীন ইতিহাস লিখিয়া এই উল্লেখ করিয়াছেন জাপান বাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করে বটে কিন্তু তাহারা কপিলের শিষ্য বলিয়া প্রতীত হয়। সাংখ্যকার যেরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বীকার করেন জাপান বাসিরাও বৃক্ষকে পুরুষ ও শিলা খণ্ডকে প্রকৃতি বলিয়া পূজা করে। ইহার ইতিবৃত্তে জাপানের কয়েকটী বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে খ্রীষ্টের জন্মের ৬৬০ পূর্ব্বে জিম্মুতেন্নো নামে একজন বীর পুরুষ জাপান রাজ্য স্থাপন করেন ঐ রাজা ১২৭ বৎসর জীবিত থাকেন। ইহার উত্তরাধিকারিগণ শত বৎসরের নীচে পরলোক গমন করেন নাই। কেবল পঞ্চম শতাব্দী হইতে রাজগণের আয়ুঃক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এডিনবর্গ হইতে পোর্টবেলোর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় কলের দ্বারা ট্রামওয়ে শকট চালিত হইতেছে।

২৮ এ মে শনিবার উত্তর আমেরিকায় সূর্য্য-গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সুইডেন, নরোয়ে, এবং রুশিয়ার কতক অংশে গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল।

সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লি রেলওয়ে অমৃতসর হইতে চারি মাইলের মধ্যে দিবা ৯ ঘটিকার সময় একখানি গাড়ির ধুর ভাঙ্গিয়া চারি জন হত ও ২০ জন আহত হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জন্ম দিবস উপলক্ষে আমাদিগের রাজ প্রতিনিধি সিমলায় অতি সমারোহের সহিত একটী ভোজ দিয়াছেন। এই ভোজে পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সেনাপতি ও কয়েকজন সিবিলিয়ান ও সৈনিক কর্ম্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

২৪ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বৃষ্টি ও শস্যের সংবাদে অবগত হওয়া গেল দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, মহীশূর, হায়দরাবাদ, আসাম, ও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, রাজপুতানা ও পঞ্জাবের কতক অংশে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যপ্রদেশে সামান্যরূপ। মধ্য ভারতবর্ষ, বেরার, ও বোম্বাইয়ের উত্তর ও মধ্য বিভাগে অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। [illegible] ও সমস্ত রোগের প্রকোপ ক্রমে হ্রাস হইতেছে এবং সাধারণের স্বাস্থ্য সন্তোষকর। কৃষি ও শস্যের অবস্থা উত্তম।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজের ভারতবর্ষীয়দের উপর আন্তরিক স্নেহ আছে। ইনি ভারতবাসীদিগের জন্য কয়েকটী উপঢৌকন [illegible] সহায় প্রেরণ করিয়াছেন।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবসে [illegible] বিনষ্ট হইয়াছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি [illegible] পরিত্যাগ করিবেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় যে কেবল রাজপ্রতিনিধি পরিত্যাগ করিতেছেন তাহা নহে, কাবুল যুদ্ধ [illegible] অনাদর কারণে। লর্ড ডফরিন রাজ প্রতিনিধির আসন গ্রহণ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা। লর্ড রিপন যদি ভোগ কাল পূর্ণ করিয়া নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতের অনেক মঙ্গল সাধিত হইত।

ডিলারো নামক এক জন ফরাসী ডাক্তার গাত্রে বেদনা নিবারণের একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পীড়িত ব্যক্তির গাত্রে একটী জামা পরাইয়া রাখা হয়। উহাতে তড়িৎ প্রয়োগ করিয়া ডিলারো সাহেব রোগীর গাত্রে বেদনা শান্ত করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসা প্রণালী নূতন নহে। প্রায় দুই বৎসর হইল যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ কলিকাতার অন্তঃপাতী মুক্তাপুরে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া [illegible] প্রণালীতে রোগীদিগকে রোগ নির্ম্মুক্ত করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি [illegible] একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন এবং রোগীকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রোগের প্রতিকার করিতেছেন।

অমৃতসরের নিকটে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। ইহাতে ১৭ জন হত ১৮ জন আহত ও অবশিষ্ট ৮০ জন সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কোলাপুরের মহারাজের উন্মাদ রোগ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে তিন মাইল দূরস্থ হইয়া [illegible] কিন্তু এখনো শারীরিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর [illegible] দেশীয়দিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটী কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন মানস করিয়াছেন। এই কালেজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে [illegible] টাকা ব্যয় পড়িবে। উহাতে এক সাহেব [illegible] বিদ্যালয়ের ও চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ থাকিবেন। ছাত্রদিগকে প্রবেশকালে একটী পরীক্ষা দিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তিন বৎসর করিয়া পড়িতে হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাবুলের রেলওয়ের [illegible] [illegible] একজন চীন দেশীয় [illegible] এক দিবস দুই প্রহরের [illegible] দিবা এরূপ সময়ে [illegible] আছেন। [illegible] এরূপ পীড়িত হইল যে [illegible] সমস্ত করিলে। এই [illegible] বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে।

[illegible] চারি [illegible]

২০০০ টাকা কলিকাতাবাসী এক স্ত্রীলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ য়টী ১০০০ টাকা শাহাজাহানপুরের এক জন সাহেব। ৩ য়টী বহরমপুরের এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা। ৪ র্থটী রেঙ্গুনের কোন ব্যক্তি পাইয়াছেন।

ফরাসীদিগের সহিত ইটালীয়দিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া পাথোনিয়র অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পাথোনিয়র বলেন, যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত ইটালিয়দিগের যুদ্ধ বাধে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া বিশেষ উদ্যোগ করিবেন। ইউরোপের দক্ষিণাংশের এই দুই প্রধান লাটীন জাতি মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে জর্ম্মণি স্বচ্ছন্দে অবস্থা সংস্থাপন করিতে পারিবে। তুরস্ক খণ্ড খণ্ড হইতে চলিল, এই অবসরে অষ্ট্রীয়া ইজিয়ান সমুদ্রতীরে সালোনিকার নিকট সমুদ্র পর্য্যন্ত একটু পথ চাহিবেন এবং জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়াকে সাহায্য করিবেন। ফ্রান্সের সহিত ইটালির যে যুদ্ধ হইবে না বলা অসম্ভব। উভয় জাতির বিস্তর সৈন্য আছে, উভয় জাতিই সেনাবল পরীক্ষার জন্য উদ্যোগী। এক্ষণে ইটালি নব রাজনীতির বলে বলিষ্ঠ হইয়াছেন। গ্যারিবল্ডির রণ-উৎসাহে ইটালির চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ফরাসী ও ইটালী প্রথম ও তৃতীয় নেপোলিয়নের কীর্ত্তি পুনরায় দেখিতে পাইবেন।

আইরিস ল্যাণ্ডলীগে লিপ্ত থাকাতে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মেম্বর ডিলন সাহেব ধৃত হওয়াতে তাঁহার সহযোগী আইরিস মেম্বরেরা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী ও ল্যাণ্ডলর্ডদিগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

সম্প্রতি খোকান্দ পুনর্ব্বার গোলযোগ করিবার উপক্রম করাতে তথাকার গবর্ণমেণ্ট সাহেবের একজন সেনাপতিকে ধৃত করিয়াছেন। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে রুসীয়দিগের অশ্বারোহী সৈনিক দলে ছিল।

আয়র্লণ্ডের গোলযোগের জন্য এ বৎসর ১০৫০০০ আইরিস প্রজা আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে দেশ বিদেশে গমন করিয়া বসবাস করিয়াছে।

পণ্ডিতবর ক্লেমিনিউটের একজন পত্রপ্রেরক কুক্কুর দংশনজনিত ক্ষিপ্ততার একটী ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। যথা—

চাউল ধুইবেলা, নারিকেলের শস্য এককোলা মিশিয়া ছই তোলা, ৫ ডিমি এক তোলা চূর্ণ করিয়া এক তোলা দুগ্ধের সঙ্গে তাহাতে মাখিলে যদি ক্ষিপ্তত্ব শান্তি হয় তাহা হইলে রোগীকে ভক্ষণ করিবার জন্য নারিকেলের জল দিবে। কুক্কুরাদি দংশনের পাঁচ ছয় দিন পরে ইহা সেবন করিলে ক্ষিপ্ততা হয় না।

হডলষ্টন সাহেব এক্ষণে মান্দ্রাজের প্রতিনিধি গবর্ণর হইয়া কার্য্য করিবেন। ইনি ব্যবস্থাপক সভারও কার্য্য করিবেন। অপর সভ্য কার মাইকেল সাহেব এক্ষণে বিদ্রোহ দমন কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ভিজিগাপত্তনে গিয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে এক্ষণে ৬৯,৭৫০,৪৫৩ লোকের বাস, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৩৫,৫৪৩,৮৭৪, বেহারের লোক সংখ্যা ২২,৮২৭,১১২, উড়িষ্যার লোক সংখ্যা ৫,৩৮৭,০৯৬, এবং ছোট নাগপুরের লোক সংখ্যা ৪,৯১৪,১২১।

বেহারের শিল্প বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে। দুর্ব্যবহার এবং অমনোযোগিতা নিবন্ধন ঐ বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। এক্ষণে ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। পাটনা নগরবাসী নবাব লুৎফ আলি খাঁ তজ্জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র এবং স্থানীয় কমিশনর সাহেব তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

পাথোনিয়র অবগত হইয়াছেন যে টর্কোমানেরা হিরাট উপত্যকা লুট করিতেছে।

রুসিয়ার ভাব গতিক দেখিয়া জাপানের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছেন। জাপানের উপকূলে নাগাসকী নামে একটী বন্দর আছে। কিয়ৎকাল হইল নাগাসকীর নিকট ইমাসা নামক দ্বীপে রুসিয়েরা বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে জাপান গবর্ণমেণ্টের নিকট সামান্য আবাস গৃহ ও গুদামঘর নির্ম্মাণার্থে স্থানের প্রার্থনা করেন। সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া রুশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে স্থায়ী গৃহ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা গুদামঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। জাপানেরা ইহাতে বিরক্ত ও শঙ্কান্বিত হইয়া রুশিয়দিগকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন, তাহাতে রুশিয়েরা অসম্মত হইয়াছে। অল্প ব্যয় সামান্য অর্থ ব্যয় ও দুর্গনির্ম্মাণ কৌশল প্রয়োগ করিলে এই স্থানটী প্রবলতর হইয়া জাপান রাজ্যের অনেক অনিষ্ট করিতে পারিবে। ঘোর যুদ্ধ বুঝি হয়!

মেটাংশে একটী চমৎকার ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এক জন সৈন্য অতিশয় মদ্যপান করিয়া অচৈতন্য হওয়াতে তাহাকে মৃত মনে করিয়া তাহার মৃত দেহ পরীক্ষার্থ করোনারদিগের নিকট প্রেরিত হয়। করোনারেরা তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া "অতিশয় মদ্যপানে মৃত্যু হইয়াছে" এইরূপ মত প্রকাশ করেন। অবশেষে তাহার সহচরেরা তাহাকে মৃতের সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গোর দিতে লইয়া যায়। পথিমধ্যে সিন্দুকের ভিতর হইতে চীৎকার শব্দ শুনিয়া শববাহকেরা সিন্দুক খুলিয়া দেখে সে জীবিত রহিয়াছে।

ইজাক নামে এক জন রুসীয় সৈনিককে ১৮৭৭ অব্দে মধ্য আসিয়া নিবাসী টেকেরা ধৃত করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য রুসীয়েরা বিশেষ মনোযোগ করে নাই। ডেলিনিউজের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন যে ইজাককে একটী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া একটী সামান্য গৃহের দ্বারের সম্মুখে একটী খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখা হয়। কি রাত্রি কি দিন, কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়ে সকল কালে তাহাকে অনাবৃত পড়িয়া থাকিতে হয়। একদা এক জন টর্কোমান তামাসা দেখিবার জন্য তাহার গাত্রে এক খানি জলন্ত অঙ্গার চাপিয়া ধরে। এই হতভাগ্যের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা পক্ষি ভক্ষণ করে। এই মৎস্য সুইজর্লণ্ড জর্ম্মণি ও ইউরোপের কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী মৎস্য এক মণ ওজনে হয়। হংসাদি জলচর পক্ষিসকল উক্ত মৎস্যদিগের এক প্রকার আহারীয় বস্তু।

মৃত বিকন্সফিল্ডের অর্দ্ধ মূর্ত্তি ইংলণ্ডেশ্বরীর আজ্ঞা ক্রমে সম্প্রতি অঙ্কিত হইলে রয়াল আকাডেমির প্রদর্শনী সভাতে স্থাপিত হইবে।

রেজেষ্টারি পত্র ও বিলাতে পত্রাদি পাঠাইবার সুবিধা করিবার জন্য ।৵০ আনার টিকিট মুদ্রিত হয় প্রস্তুত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ১৯৬৪ খানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। কেবল লণ্ডনেই ৩৭৯। অন্যান্য নগরে ১০৮৭ খানি; অয়েলসে ৮৮; স্কটলণ্ডে ১৮৯, আয়র্লণ্ডে ১৫৫, ব্রিটন দ্বীপে ও অন্যান্য দ্বীপে ২০১১৮৬ খানি সংবাদপত্রের মধ্যে ১৯৩ খানি দৈনিক ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। ওয়েলসে ৪ খানি; স্কটলণ্ডে ২১ খানি; আয়র্লণ্ডে ১৮ এবং চ্যানেল দ্বীপে ২ খানি প্রতিদিন প্রচারিত হয়।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডা নামক স্থানে আমাদিগের এক জন গ্রাহক একটী পত্নীর এক আশ্চর্য্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুইটী শিশুর বক্ষঃস্থল ও উদর একত্র সংলগ্ন, কিঞ্চিৎ ক্ষীণ, দুইটী মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পদ এবং পুরুষ চিহ্ন দুইটী আছে। বোধ হয় বিধাতা যমজ সন্তান সৃজন করিতেছিলেন, একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছে।

গত বর্ষে কেবল এক টেলিগ্রাফ বিভাগে ৩৩৪৪৪৬ টাকা আয় এবং ২৮০২২২২ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

নেপালরাজের মৃত্যুতে যে বালক এক্ষণে নেপালের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, তিনি জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র।

পার্লিয়ামেণ্টের লার্ড সভাতে যখন কাবুল যুদ্ধের সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় তৎকালে লার্ড লীটন সেনাপতি সার ফ্রেডরিক রোবর্টসকে সাহসী বন্ধু ও সহযোগী বলিয়া অভিবাদন করেন এবং ভারতবর্ষীয় সৈন্য সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগের বিপৎকালে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যৎকালে সেনাপতি ষ্টেবর্ট তাঁহার সহযোগী ছিলেন, তৎকালে লীটন তাঁহার এই সকল গুণ দেখিতে পান নাই, এবং তাঁহার অকারণ তিরস্কার করিয়াছিলেন।

পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভায় ইয়াকুব খাঁর সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ডের অনেকের মনে এই বিশ্বাস যে ইয়াকুব খাঁ মেজর কাভাগ্নারির হত্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। পূর্ব্বে এই বিষয় আলোচিত হইলে কাবুল যুদ্ধে এ দেশের অর্থের শ্রাদ্ধ হইত না।

সম্প্রতি বালীর পুলের নিকট হাঙ্গরের মত একটী মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ হাত ও প্রস্থ প্রায় আড়াই হাত। হাঙ্গরের অপেক্ষা উহার মুখ দীর্ঘ এবং তাহার বর্ণ কদাকার [illegible]।

[illegible] লোকদিগের গোরস্থানের বড় অসুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে যে গোরস্থান আছে তাহাতে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার আর স্থান নাই। এজন্য ঐ স্থানবাসীরা তাহাদের মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত চেয়ারম্যান হাণ্টেল সাহেবের নিকট আবেদন করে কিন্তু তিনি ও বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২১ এ মে নদীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ. বি, টেলর ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগে গোপীনাথ [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১০ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, বিস্‌ফিল্ড [illegible] বদলী হইবেন পূর্ব্বে পুলনার ভার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

পুলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কমলনাথ ঘোষ কিছু দিনের জন্য পুলনার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৬ এ মে। বাসবপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, সি, প্রাইস, ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ মে। সাহাবাদের অন্তর্গত [illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ই হ্যারিস ১৮৭০ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে [illegible] কৃষী সংক্রান্ত কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মজঃফরপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে [illegible] সুবিধার্থে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] ১৮৭০ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে [illegible] কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩০ এ মে। উড়িষ্যার সহকারী কমিশনর ও কটকের কমর মহলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু [illegible] ঘোষ [illegible] মহলের ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩১ এ মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] ২১ এ তারিখে আপন কার্য্যে [illegible] তাঁহার অবকাশের অতিরিক্ত সময় বলিয়া গণ্য হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৩ এ মে। [illegible] বাবু [illegible] মিত্র ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগের ছোট আদালতের জজ ও সব্‌ডিবিজনের জজের কার্য্য করিবেন।

৩০ এ মে। উড়িষ্যার কমিশনরের সহকারী ও কটকের কমর মহলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং [illegible] ফৌজদারী আইনের [illegible] ও ২৬৬ ধারা অনুসারে [illegible] বিচার করিবেন। [illegible] মহলের [illegible] করিবেন।

বাবু [illegible] এম, এ বি, এল [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন [illegible] ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত [illegible] থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

ভাগলপুর।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ।

অদ্যাপিও এক দিবসের জন্য সুপ্রচুররূপ বারি বর্ষণ না হওয়াতে এই পবিত্র স্থান অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। বেলা ৪ দণ্ডের পর গৃহের বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নকালে গৃহের বাহির হইয়া দেখিলে বোধ হয় যেন দিগ্‌দাহ হইয়া চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য এককালে দারুণ মূর্ত্তিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির দগ্ধপ্রাণ আরও দগ্ধ করিতেছেন! পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, মহৎ যদিও রুষ্ট হন, তাঁহার ক্রোধবেগ সহ্য করা তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু মহতের বলে বলীয়ান্ নীচের প্রকোপ কখন সহ্য করা যাইতে পারে না! তাহা প্রাণান্তকর হইয়া থাকে। এ কথার অর্থ এক্ষণে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। মহৎরূপ সহস্রদেবাদিদেব দিবাকরের প্রচণ্ড কিরণাবলী বরং কথঞ্চিৎ সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকরোত্তপ্ত নীচ বালুকারাশির উষ্ণতা আর সহ্য করা যায় না। মৃত্তিকায় পাদক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন পদ দগ্ধ হইয়া গেল। পদ দগ্ধ হউক তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই, কেন না সাহাদের অন্ন দিবানিশি চিন্তানলে জ্বলিতেছে, বাহিরের [illegible] উত্তাপে তাহাদের কি [illegible] অনবরত [illegible] করিতেছে, [illegible] [illegible]-বিষ-সম্পাতে কি হইয়া থাকে? তবে ক্ষোভের বিষয় এই, এক-দণ্ডে দরিদ্রের মুখের দিকে [illegible] দৃষ্টিপাত করিতে কি কেহ নাই? [illegible] সকলেই দরিদ্রের উপর অত্যাচার [illegible] পারিলে কি গৌরব বোধ করিয়া থাকেন? [illegible]-শোষণ, তাঁহার [illegible] কি [illegible] মনুষ্য-হৃদয়ের ন্যায়? দরিদ্রের সামান্য দুঃখ দেখিলেও কি তাঁহাদের চক্ষু উঠিয়া থাকে? [illegible] অত্যাচার [illegible] পরিপুষ্ট পুত্রকন্যাকে [illegible] করিতেছে, তৈ [illegible] তাঁহার কি করিতেছেন? তাঁহার পুত্রের নিকট যাইবারও ক্ষমতা নাই। [illegible] ক্ষমতা কি অভাগা দরিদ্রের কুটীরের উপর [illegible] কষ্টক, একথা লিখিয়া আর কি ফলোদয় হইবে? যিনি ধনী, যিনি মহৎ, তিনি হয় ত একথা প্রলাপ বিজৃম্ভিত বলিয়া উপেক্ষা করিবেন! [illegible] একথা এই স্থানেই শেষ করিতে হইল। অনাভাবে এক্ষণে [illegible] উঠিয়াছে। শীঘ্র জল না হইলে আর রক্ষা নাই! কত সহস্র মানুষ পাগল হইয়া যাইবে! কয়েক দিবস গত হইল, এই বৎসরের মধ্যে এক দিন রাত্রে অত্যন্ত ঘোর ঘনঘটা হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] চপলা রমণীর ন্যায় [illegible] মেঘের কোলে থাকিয়া চঞ্চলভাবে ঘন ঘন [illegible] রোষ-কষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; মেঘও মহাগর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে দৃষ্টি, সে মহাগর্জ্জন বা আড়ম্বর, যামিনীতে দম্পতীকলহের ন্যায় দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া বজ্রাহত লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইয়া গিয়াছে!—ন্যায় পবন মধ্যস্থ হইয়া [illegible] কলহ মিটাইয়া দিয়াছেন! [illegible] মেঘ দৈত্য পুরুষের ন্যায় অনা অভিমানিনী [illegible]

অন্তরঙ্গতার্থে পবিত্র বৈদিক প্রথা দেখাইবার ছলে সাধারণ (?) বিষ অল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সে সামান্য অপরাধে বিয়োগ-বিধুরা উত্তপ্ত-অশ্রু বর্ষিণীর হৃদয় সুশীতল হইবে কেন? বরং সংযুক্ত-সংযোগ-সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় আরও বিগুণ-বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে! ভগবান্ সুপ্রসন্ন না হইলে ভগিনীর শোক যাবে!

এই নিদারুণ গ্রীষ্ম সময়ে অগ্নির রাগে লাগিয়াছেন। না লাগিবেন কেন, মনুষ্যের যখন কপাল পুড়িতে আরম্ভ হয়, তখন বিপদ একটী পুচ্ছ ভিন্ন পাশে অলক্ষ্যভাবে আসিয়া শেষে বহুতর নূতন নূতন বিপদকে আনয়ন করিয়া থাকে। গত দুই মাসের মধ্যে কত পল্লী যে অগ্নিসাৎ হইয়া গেল তাহার ঠিক নাই। পীরপৈঁতিতে ও বাব আনা আন্দাজ গৃহ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে। অনেকে পাকিয়া থাক, দুষ্ট লোকেরাও নাকি আবার অনেক স্থানে গৃহে আগুন দিয়া থাকে। সে দিন পীরপৈঁতির একজন গোয়ালা দত্ত হইয়া এখানকার বিচারালয়ে এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারক, উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

আবার শীতলাও দেখা দিয়াছেন! সুলতানগঞ্জ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত বসন্ত হইতেছে। কলাউঠাও চুপ করিয়া নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে অনেক স্থানকে বেহুঁস করিয়া এখন সহরের দিকে আসিয়া উঁকি মারিতেছেন! তবে সুখের বিষয় সহরে প্রাদুর্ভাব অধিক হয় নাই। বোধ হয় শেষ ভাগে অধিক আছে।

এখানকার কালেক্টরিতে অধিকাংশ সময় নোটের টাকা না পাওয়ায় মহাজনদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। কত কষ্ট করিয়া শতকরা ।৶০ ।০ আনা বাট্টা দিয়া তবে বাজারে নোট ভাঙ্গাইতে হইতেছে। নোটে যে লিখিত আছে "I promise to pay the bearer on demand the sum of Rs—" জিজ্ঞাসা করি, এ প্রতিজ্ঞা কে পালন করিবেন? কেন অকারণ প্রজাদিগের শতকরা ।৶০ ।০ আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়? আশা করি, অতঃপর গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া যেন প্রজাদিগের অকারণ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

আজকাল বাজারে মৎস্য উত্তম।

শান্তিপুর।

আবগারী মহলের এক ঠিকাদার দৈবলোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি এখানে কয়েকটী মদের খোলা ভাঁটী খুলিয়া মাতালদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। তিন পোয়া মদের মূল্য আট আনা অর্থাৎ টাকায় ছয় পোয়া মদ বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু কালনা ও নবদ্বীপে টাকায় চারি বোতল মদ পাওয়া যায়। যদিও এখানে অপেক্ষা কৃত উচ্চ মূল্যে মদ বিক্রয় হইতেছে, তথাপি প্রতিদিন ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন কখন হ্রাস দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে মদের বাজার গবর্ণমেণ্ট বাদে রাখিয়া নরম করিয়া তুলিয়াছিলেন, একদা বিস্তর মদ্যপায়ীকে মদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে খোলা ভাঁটীর কল্যাণে ইতরজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা আবার মদ ধরিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুলে, বেহারা ও দুলো প্রভৃতি শ্রমজীবী লোকে মদ ছাড়িয়া দিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, এক্ষণে শৌণ্ডিকেরা তৎসমস্ত মদের বিনিময়ে শোষণ করিয়া লইতেছে। এই ত গেল শ্রমজীবী লোকের কথা, কিন্তু ভদ্র মদ্যপায়ীর কথা স্বতন্ত্র। সত্যের অনুরোধে ও ভদ্রলোক মাতালের চিত্তকামনায় এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজ কাল ভদ্র-মাতালের জ্বালায় ও অত্যাচারে লোক এমনি উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, মদের খোলা ভাঁটী উঠিয়া না যাইলে কিছুতেই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। সে দিন একটী যুবা মদ্যপান করিয়া ভাগীরথী গর্ভে সন্তরণ করিতেছিল, নেশার ঝোঁকে অকস্মাৎ হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অদ্যাপি তাহার মৃত দেহ পাওয়া গেল না। ইহাকেই না বলে মদ্যপানের অবশ্যম্ভাবী ফল?

আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম যে, অনেক নিকারি পুড় এখানকার পুলিসের হাজত-ঘরে অকস্মাৎ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ ঘটনার সময় হাজতঘরে প্রহরী ছিল, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি অপরাধে তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করেন। সম্প্রতি ডেপুটী বাবুর বিচারে উক্ত অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে প্রহরিক গকৌ গোপাল সেখের তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ইহাকেই না বলে "উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে?"

এখানকার ভাগীরথীর স্নানের ঘাটে গরুর গাড়ী ও শাল কাঠের এমনি আমদানী রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে যে, তন্নিবন্ধন স্নানার্থীদিগের বিস্তর কষ্ট ও বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে উহার প্রতিকারার্থ আন্দোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু কাঙ্গালের কথা বাসী না হইলে মিষ্ট লাগে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সম্প্রতি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গঙ্গা স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গরুর গাড়ীর তলে পড়িয়া হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, ঐ স্ত্রীলোকটী মিউনিসিপাল কেড্ কনষ্টেবল সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়ের জননী।

কয়েক দিন হইল, অত্রত্য বড় বাজারের কোন দোকানীর ঘরের চাবী ভাঙ্গিয়া চোর বহু সম্পদ লইয়া গিয়াছে। পুলিস ঐ চুরির অনুসন্ধান পাইয়া চোরকে ধৃত করিয়াছে।

রাণাঘাট।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গারাম পোদ্দার এখানকার নূতন সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে রাণাঘাট সব ডিবিজনের কাননগু ছিলেন। ইঁহার কার্য্য প্রণালী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা এক তারিখের সোমপ্রকাশে রাণাঘাট সব ডিবিজনের পুলিসের পক্ষোদ্ধারে করিবার প্রস্তাব করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইয়াছিলাম। আমাদিগের সেই লেখা দেখিয়াই হউক অথবা তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হউক এ সব ডিবিজনের পুলিসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। রাণাঘাট থানার সব ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে মেহেরপুর সব ডিবিজনের অধীন করিমপুর থানায় বদলি করা হইয়াছে এবং তাঁহার পদে শরৎচন্দ্র সরকার সব ইন্‌স্পেক্টার হইয়া আসিয়াছেন। ইনি স্বীয় কার্য্যে কতদূর যোগ্য, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় পাই নাই। শরৎ বাবু রাধাবল্লভতলার লালগোপাল পালের কাপড়ের দোকানের সেই চুরির কিনারা করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বাহবা লন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর মা বাপ নাই বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। পালপাড়ার গলির বর্ত্তমান অবস্থাই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এই রাস্তা দিয়া বহুসংখ্যক লোকে গমনাগমন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ নিকটস্থ মিউনিসিপালিটীর পুষ্করিণীতে যাইতে হইলে এই রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। অনেক ভদ্রলোকের পরিবারগণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করে ও ঐ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বর্ষাকালে পালপাড়ার কর্দ্দম বিশিষ্ট ঐ পথ দিয়া যাইতে হইলে সর্ব্বসাধারণের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হয় তাহা লিখিতে কাষ্ঠময়ী লেখনীও বিদীর্ণা হইয়া যায়।

এই রাস্তার ধারে মিউনিসিপালিটীর পুষ্করিণীর নিকট

যে একটী সেতু আছে তাহার দুই মুখের জমী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লোকের আরও অনিষ্ট হইতেছে। আমরা ভরসা করি বারাঘাট মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান মহোদয় এই রাস্তাটী একবার স্বচক্ষে দেখিয়া ঐ রাস্তাটী পাকা করিয়া দিয়া ও সেতুর মুখের জমী ভালরূপ বাঁধাইয়া দিয়া সাধারণ ট্যাক্স দাতা প্রজাগণের অশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হউন।

সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গ আপনাদিগকে "বারাঘাট ইউনিয়ন নামে একটী নূতন ক্লাবের কথা জানাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের এই ক্লাবের উন্নতি সাধনার্থ উলা বীরনগরের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন মুখোপাধ্যায় ২০ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩০ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ৫০ টাকা ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১০০ এক শত টাকা প্রদান করিয়া আমাদিগের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। অন্নদা বাবু বিলক্ষণ উৎসাহী লোক। আমাদিগের কালেজের কৃতবিদ্যগণ একবার কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই প্রায় অনেকেরই পুস্তকের সহিত সম্পর্ক থাকে না। অন্নদা বাবু যদিও বৎসর-বৎসর হইয়াছেন; কিন্তু প্রতিদিন সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। পাঠকগণ! আমাদিগের এই যুব জমীদার উদার, সোমপ্রকাশ নববিভাকর, প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং ভারতী আর্য্যদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্র গ্রহণ ও নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া থাকেন, এটী সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে? মফস্বলের অন্যান্য জমীদারগণ বৃথা আমোদে কাল হরণ না করিয়া অন্নদা বাবুর অনুকরণ করেন, ইহাই আমাদিগের নিম্নকারিণের সংকালে অনুরোধ।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার মুদ্রণকার্য্য হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু গৌরনাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৯৬ নং জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতে সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কতিপয় উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৵০

সুখপ্রসবকারী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও বোধবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।০

অগ্নিবর্দ্ধক।

ইহার দ্বারা অগ্নিমান্দ্য জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি রোগ ও পৌষ্টিকতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
জোড়াসাঁকো বালাখানা, কলিকাতা।

হিন্দু-দর্শন।

ধর্ম্ম মূলোর সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

নিয়ত মাসমাস করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩০ আনা, মফস্বলে ডাক মাশুল সমেত ১৷০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক জেলাকে ৫ খণ্ড লইলে ডাক মাশুল বিশেষ সুবিধা।

হিন্দু দর্শন কার্য্যালয় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট পটোলডাঙ্গা কলিকাতা।	শ্রীকালীচরণ পাল। হিন্দু দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

শিবিরপুরের রামকমল মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমে ২৬ নং গোলপাতা জোড়ার পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিবেক বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। শ্রীগৌরীনাথ চট্টোপাধ্যায়
সন। শিবপুরের ২৪ নং বাটী শিবিরপুর

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে ঠাকুর, হিন্দুসমাজের সংশোধনীয় অবস্থার কারণ কি, ব্রাহ্মণের ও ১২

দেবতাদের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের বক্তিপাদিকা, মনুসংহিতা বামাদের, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী চিত্র সন্নিবেশিত আছে। সিয়াটি আটপেজি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। মনিঅর্ডর করিতে হইলে সোণাপুর ডাকঘরে সোম প্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কাগজ প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীর একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, সর, হস্ত পদাদিকম্প, কর্ণবিকৌনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাক মাং ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অবলম্বনে জীবাণুর প্রতি-বিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই মূল্য কর্ম্মকে আত্ম-দেহরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে যেটি পং খাম পাঠাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ

শ্রীরামপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি ।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৪ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা মফস্বলবাসীদের সুবিধার জন্য কলি-কাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়ির-দিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক দিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক দিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মাল প্রাপ্ত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই; তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৪ নং রাধাবাজার

কলিকাতা।

তৈ ।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধচূর্ণ)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর সুবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।

৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর

কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া	১০
" " শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী—বেড়বল্লভপুর	৩॥
" " বঙ্কিমচন্দ্র বসু—বেহড়া	৭
" " কান্তিচন্দ্র সমাজ—সোণাবেড়ে	৭
" " কুঞ্জকিশোর রায়—পলুয়া বসন্তপুর	৭
" " চন্দ্রশেখর সান্যাল—কুলবাড়িয়া	৭
" " অন্নদাচন্দ্র দাস	৭
" " মহেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল—মেদিনীপুর	৭
" " আনন্দমোহন দাস—কলবা	৫
" " বিহারিলাল মিত্র—মজামপুর	৭
" " প্যারিমোহন চাকি—সুবর্ণখালী	৭
" " শ্রীমন্তলাল চট্টোপাধ্যায়—বগুড়া	৭
শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় বাকতাজ্ঞাগ্রাম	৭
" " রামদয়াল নন্দী—চট্টগ্রাম	৭॥০
" " কৃষ্ণকুমার বসু—কালিগঞ্জ	৭
" " সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—ভবানীপুর	৫॥০
" " শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি	৭॥০
নাঁখিলাল শ্রীশ্রীরামনারায়ণ সিংহদেব বাহাদুর কাশীপুর	১০
সি, সি, ক্যামপার্ব—রাণীগঞ্জ	১০
বামুনা বিভিংক্রবের সেক্রেটরি—বর্দ্ধমান	৭
ফয়েজেন্নেসা চৌধুরাণী—লাকসাম	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বেয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ লইতে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা গ্রামস্থ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং"। ৩১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৩২ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ১৩ ই জুন। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম। এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাঁহারা আমাদের নিয়ম জন না [illegible] তাহা করিয়া এককালে আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—তিনি গ্রাহক এক, তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা মাশুল সমেত বা বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরকে কর্ম্মচারির ভ্রমপ্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের বিনীত অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেই লেখা করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সম্বন্ধে সকলেই [illegible] থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক তাঁহার নিকট ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ ফার্ম্মেসি [illegible] ঐ নামে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ ৯ম পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত অন্বয় ও আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৮০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ৮/০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৬ টাকা ও ডাক মাশুল ৸০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৸০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১৸০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা। আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দং।

ব্যাক এণ্ড সন্সে।

২৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং [illegible] লিভার [illegible] সহিত। হন্টিং অথবা খোলা এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। [illegible] আছে সচরাচর অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল [illegible] হইতে [illegible]।

গোল্ড হন্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং [illegible] কেসে, (সাধারণ) ক্রিস্টাল আবরণের।

রেলওয়ে গার্ডস ক্যাসেল ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল [illegible] অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। [illegible] ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

[illegible] এবং নিকেল নির্ম্মিত। মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম শক্তকোলা [illegible] বিশিষ্ট আট দিনের [illegible] মূল্য [illegible]

[illegible] এক বেল মূল্য ১০ টাকা।

[illegible]

[illegible], বাক্স, বার্ড বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] যত্নের সহিত প্রস্তুত [illegible]।

[illegible] বৎসর এই [illegible] করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ [illegible] লোকের এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা [illegible]।

[illegible] ১। ১ বেন্টিংক ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

আমাদের জীবিকার্থ কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

আজ কাল অনেকের মুখে এই ধুয়া হইয়াছে—“আর চাকরীর চেষ্টায় কাজ নাই সকলে এক একটি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন কর।” চাকরীর প্রতি লোকের [illegible] আছে। এক [illegible] বলিলে [illegible] করিলে [illegible] চাকরী [illegible] [illegible] এক [illegible] একটি বড় [illegible] একটী কাজ [illegible] [illegible] স্বাধীনতার [illegible] কিছুই নাই। এই সকল দেখিয়া চাকরীতে সকলের [illegible] সকলে [illegible] কাজ নাই। আমাদের [illegible] সকলে [illegible] উপার্জন করিলে [illegible]।

[illegible] কথা [illegible], তাহা [illegible] সহজ [illegible] সম্পর্কে আমাদের [illegible] সংশোধন করা চাই। [illegible] জিজ্ঞাসা করিবেন [illegible] কি দোষ সংশো- [illegible] ছোট হইক [illegible] আমরা এক একটী স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলে [illegible] করিবে না। [illegible] সকলকে [illegible] চাই—স্বাধীনব্যবসা [illegible] অধিক সম্মান করা চাই। আমি ভদ্র সন্তান, একটী মুদি খানার দোকান করিয়াছি, তৈল লবণ বিক্রয় করি—তোমার বাটীতে গেলে তুমি বলিবে—“দোকানীটে আসিয়াছে ঐ খানে বসুক।” কতক তোমার চেয়ে আমি পণ্ডিত, সচ্চরিত্র; এক দোকানের দোষে তুমি আমার আদর করিলে না। আমি ভদ্র সন্তান, দোকানের দায়ে যদি সকলের নিকট উপেক্ষিত হই, তবে সে পাপ-দোকানে রাখিতে কি আর ইচ্ছা করে? কাজেই, কাল দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিব, দোকান তুলিয়া দিব। তখন আমাকে এর দুয়ার ওর দুয়ার ফিরিব, প্রকারান্তরে ভিক্ষা করিব, আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইব—তাকে তোমরা আমার আদর করিবে, কিন্তু দোকান করিয়াছিলাম সেই কলঙ্কে সমাজে মুখ দেখানো দায় হইয়াছিল। পাঠক দেখুন ইহাতে লোকে কিরূপে স্বাধীন বৃত্তির চেষ্টা করিবে? আমরা একথা বলি না যে, পদমর্য্যাদা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া চাই,—উচ্চ নীচ পদানুসারে লোকের উপযুক্ত সম্মান করুন, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিদের বিশেষ একটু সম্মান করুন নতুবা সামাজিক উন্নতির আশা নাই। এখানে আমরা পাঠকদিগকে একটী কৌতুককর গল্প উপহার দিতেছি—

আমাদের একজন কৃতবিদ্য যুবা কোন সওদাগর সাহেবের নিকট কর্ম্মের উমেদারীতে গিয়াছিলেন। তিনি বড় দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু দশ জনের কৃপায় কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। সাহেবকে নিজের দুঃখের কথা সব জানাইলে, সাহেব বলিলেন—“আচ্ছা, সম্প্রতি আমার বাড়ে তুমি সরকারীর কাজ কর, দুই মাস পরে তোমাকে এক শত টাকা বেতনের চাকরী করিয়া দিব।” যুবা বলিলেন—“না সাহেব, সরকারীর কাজ করিতে আমার লজ্জা করিবে, আমি তাহা পারিব না।” সাহেব কিঞ্চিৎ কাল পরে চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—তাই তো, তবে কি করি! এখন আমার কাছে কর্ম্ম খালি নাই। ভাল [illegible] করেই পড়িয়াছ এই পঁচিশ টাকা তোমাকে দিতেছি; তুমি লও তবু অনেক উপকারে লাগিবে।” [illegible] আহ্লাদে সেই টাকা লইতে গেলেন। সাহেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“কি আশ্চর্য্য! সরকারীগিরি করিতে তোমার লজ্জা হইল, ভিক্ষা লইতে লজ্জা হইল না?” বাস্তবিক, লোকের অবস্থা অনেকেই এইরূপ হইয়াছে।

এখন পাঠক দেখুন, এ রোগের ঔষধ কি? আমরা উপরে যাহা বলিলাম—স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগকে উপযুক্ত সম্মান করা চাই, তাহাই কি এই রোগের নিবারণের উপায় নয়? যদি আমরা সে সকল ব্যক্তিকে উৎসাহ দিব, অধিক সম্মান করিব; তবে তাঁহারা ছোট ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। মানুষের অবস্থার সঙ্গে সমাজের অবস্থাও অনেক ফিরিয়া আসে, কিন্তু তাহাতে লোকের সহানুভূতি চাই। এখন কলিকাতা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভদ্র সন্তানদের জুতার দোকান, মদের দোকান, দর্জির দোকান দেখা যায়। এ সাইন্‌বোর্ডে লেখা লিখিত আছে—“চ্যাটার্জি এণ্ড কোং ক্যমেকারস্।” এ সাইন বোর্ডে লিখিত আছে—“মজুমদার এণ্ড কোং টেলরস্।” আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যদি এই সকল ভদ্রসন্তান জুতার, মদের, দর্জির দোকান করিতেন, তবে গ্রামের ভিতর তাঁদের বাস করা ভার হইত। ধোবা, নাপিত, পুরোহিত বন্ধ করা হইত; কেহ তাঁদের জল গ্রহণ করিত না।

কলিকাতার মেডিক্যাল কালেজ যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, সে এক ভয়ঙ্কর দিন গিয়াছে। সে সে কালের মড়া ছুঁইতে হয়, কাটিতে হয়, মুদ্দার ফরাসের কাজ! সমাজের লোক একেবারে চমকিয়া উঠিল। মেডিক্যাল কালেজে ভর্ত্তি হইলে জাতি রক্ষা থাকা দায়—ভর্ত্তি হইয়া কত লোক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এখন সেই কালেজে আর্য্য শিরোমণির পিতা কুলপতির বংশধরেরা [illegible] পোস্ট মার্টম বাবচ্ছেদ করিয়া দিতেছেন—আধিক [illegible] সেখানে [illegible] হইয়াছে কি না? একবারে যে কালের প্রতি লোকের [illegible] ছিল, আর এক সময় সেই কালের [illegible] আদর। সকলই মানুষের প্রবৃত্তির যোগ,—আর লোক সমাজের। যা একবার হইয়াছে, যা বরাবর হইয়া আসিতেছে তার একটু অন্যথা হইবার যো নাই। ইহাতে লোকের অবস্থা উন্নত হইবে কি, বরং দিন দিন অধঃপাতে যায়। কোন একটী নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার শুভাশুভ ফল ধরিয়া বিচার করা চাই, নচেৎ অবস্থার উন্নতি হয় না।

এখন সকলেই যদি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করেন, কয় জন কাটিয়া উঠিতে পারিবেন? বোধ করি, লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এক জন। বাকি নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই জনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারের চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিন্তু, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলিয়া সমাজে যদ্যপি তাঁহারা আদর না পান, তবে সে সকল কাজে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। সে কারণ, স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার সঙ্গে আমাদের মনের অবস্থাও ফিরাইতে হইয়াছে।

শ্রীঃ—

প্রশ্ন।

সম্পাদক মহাশয়! প্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদক শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বনপর্ব্ব

অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহার ১৩০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—

" রাজা কহিলেন, যে বজ্রধর বজ্রবৎ ন্যায় সংযুক্ত ও শোনপক্ষীর ন্যায় পতনশীল দেবগণের মধ্যে কে তাহাদের গর্ভাধান করেন এবং তাহারাই বা কি প্রসব করে?

অষ্টাবক্র কহিলেন মহারাজ! ঐ দুই পদার্থ যেন আপনার শত্রুগৃহেও না থাকে। অনিল-সারথি-মেঘ তাহাদের জন্মদাতা এবং তাহারাও মেঘ প্রসব করিয়া থাকে।"

অষ্টাবক্র যে দুই পদার্থের কথা রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া বলিতেছেন; কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যুক্তিযুক্ত বাক্যে সে দুটী পদার্থ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অতএব আপনার সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশে উল্লিখিত বিবরটী প্রকাশ করিতেছি, ভরসা করি আপনার বিজ্ঞ পাঠকগণের মধ্যে যে কেহ উত্তর নির্ণয় করিবেন, তিনি আগামী বারের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।—

১১ ই জ্যৈষ্ঠ } উত্তর প্রদান কর মহাশয়
১২৮৮। } মোহনপুর গড়।

ছিন্নমস্তা

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "বাঙ্গালা পাঠক সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদিগের ছিন্নমস্তা পড়িবার সাধ হয়। ছিন্নমস্তা একখানি বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহা আমরা জানিতাম না, সে ভ্রম আপনার পত্রপ্রেরক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া দূর করিয়াছেন। তিনি যে বঙ্গীয় পাঠকদিগের "চটকা" ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, সেই কারণে তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ছিন্নমস্তা আদ্যোপান্ত অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় আশানুরূপ ফল পাইলাম না। সে দোষ গ্রন্থকারের নহে, সমালোচকদিগের নহে, পত্রপ্রেরক মহাশয়ের নহে, সে দোষ আমাদিগের অদৃষ্টের। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা আমাদিগের কপালে নাই, তা গ্রন্থকার কি করিবেন? তিনি ত অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রম অনেক যত্ন সহকারে ছিন্নমস্তা প্রণয়ন করিয়াছেন, তবু যে আমাদিগের নিতান্ত ভাল লাগিল না, সে দোষ আমাদিগের ভিন্ন আবার কাহার? আমাদিগের অনেক দিনের আর একটী সাধ ছিল, আপনার পত্রপ্রেরকের পত্র পাঠে মনে করিয়াছিলাম বুঝি এত দিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সাধও মিটিল না। মনে করিয়াছিলাম বুঝি এত দিনের পরে বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়ে আসন গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু কৈ তাত ও তো হইল না? "বঙ্কিম বাবু বহুতর বিদেশীয় অপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের অন্তর্গত বিষয় সকল নূতন বেশ ও অলঙ্কার প্রদানে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন" মাত্র আর ছিন্নমস্তা লেখক একখানি অকৃত্রিম আদি স্বাধীন চিন্তা পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্য সৃজন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যসমাজ উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছেন। যোর কর পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই মত, পত্রপ্রেরক মহাশয় কেন একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন না যে বঙ্কিম বাবু কেবল অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র আর তাঁহার কোন গুণ নাই যদি কিছু থাকে তবে অনুবাদটী উত্তম হইয়াছে। আইভানহোর অনুবাদ দুর্গেশনন্দিনী বড় মন্দ নহে কিন্তু মূল গ্রন্থ ছিন্নমস্তার কাছে লাগে না। পত্রপ্রেরক মহাশয় কি সেক্ষপীয়রকে জগতের কবি বলিয়া স্বীকার করেন? যদি সেক্ষপীয়রের কবিত্ব অস্বীকার করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে বঙ্কিম বাবুর কবিত্বে দোষারোপ করিয়া যেন কাপুরুষের পরিচয় না দেন। সেক্ষপীয়রের এণ্টনি ক্লিওপেট্রা প্লুটার্কের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া রচিত। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় জুলিয়স সিজারের অনেকগুলি ছত্র জনৈক অপ্রসিদ্ধ পুরাকালীন কবির সহিত কথায় কথায় মিলিয়া থাকে এবং প্রসিদ্ধ হামলেট অপ্রসিদ্ধ ডেনিস ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।

একণে ও সব কথা যাক্, আসুন ছিন্নমস্তা পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলাম তাহারই আলোচনা করি। বাস্তবিক ছিন্নমস্তার যে সকল গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে সে সকল উহাতে আছে কি না আসুন বিচার করা যাউক। কপালিনী কবির অপূর্ব সৃষ্টি! এই বাক্যটীর সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কপালিনীর ৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, আর তিনি ষোড়শবর্ষীয়া, দরিদ্রের কন্যা, কপালিনী অতুল বিষয়াপন্ন সর্ব্বগুণান্বিত দেবেশ বাবুর স্ত্রী হইয়া মাঝে মাঝে পতিসহবাস সম্ভোগ করিয়াও পতিপ্রেম বুঝিতে পারিল না। দেবেশ বাবু অনেক কাকুতি মিনতি করাতেও কপালিনীর মন ভিজিল না, তাহা যে ভিজিবে না তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রণয় স্বাভাবিক, কখন কাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। ধন, মান, পদ, ঐশ্বর্য্য প্রণয়িনীর মন কখনও ভুলাইতে পারে না। কিন্তু হৃদয় কখনও নিরবচ্ছিন্ন প্রণয়শূন্য থাকিতে পারে না, একজনের প্রণয়ে আসক্ত না হয়—অন্যের প্রেমে হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম—কারণ আশা না করা—অনৈসর্গিক—কপালিনী অন্য কাহারো প্রেমে মুগ্ধা—সেই কারণেই দেবেশ বাবুর অত যত্ন—অত বিনয় নিষ্ফল হইয়াছিল। পুস্তকের ১২৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমাদিগের এই বিশ্বাস অবিচলিত ছিল—শুধু আমাদিগের কেন গ্রন্থকারেরও ছিল। তার পর ১২৯ পৃষ্ঠায় তিনি আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন—কপালিনী অসতী নহেন। যে কপালিনীর হৃদয় এক দিনের জন্যও পতির প্রতি অনুচিত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হয় নাই—হঠাৎ এক সংকের মুখে—প্রায়শ্চিত্ত করিলে পতি সন্দর্শন লাভ হইবে—শুনিয়াই তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—আর কপালিনী অমনি গৃহত্যাগিনী হইলেন। আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম কপালিনীর পতিপ্রতি বিরাগের কারণ কি? দেবেশ বাবু আশ্রিতা চঞ্চলিনী "রাঙ্গা বৌকে" গহনা দিয়াছিলেন আর "রাঙ্গা বৌ" ছোট বৌকে (কপালিনীকে ভাল বাসে) বলিতেছিল—এমন সময়ে কপালিনী "ভাল বাসি" কথাটী শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়া তাহার নায়কের প্রতি বিরাগ জন্মিল। গৃহ ত্যাগ করিয়া কপালিনী যোগিনী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন। শেষে ছদ্মবেশধারী দেবেশ বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মুর্খাকতাদের গৃহে ঘটিকা দুই সঙ্কুল—অমানিশায় তাহাদিগের পরিচয় হইল। কপালিনী নিজ দোষ স্বীকার করিলেন—দেবেশকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—এবং অবশেষে "তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ কণ্ঠে আঘাত করিলেন। কপালিনীর মৃত্যু হইল। কপালিনীর চরিত্রে যদি কোন মাধুর্য্য থাকে, তাহা গ্রন্থের শেষভাগে ১৮০-১৮৫ পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলবর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। শেষভাগ পাঠ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

কপালিনী সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মনে কি ছিল তাহা আমরা ১৮০-১৮৫ পৃষ্ঠা মাত্রই পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। সংক্ষেপতঃ, কপালিনীর চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয় নাই। গ্রন্থকারের যাহা মনে ছিল তাহা মনে রহিয়া গিয়াছে—পাঠকবর্গ তাহা জানিতে পারেন নাই। কপালিনী মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভাগ্যবশতঃ এই কয়টী কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহাই আমরা জানিতে পারিলাম—যে কপালিনী বাস্তবিক দেবেশ বাবুকে—ভাল বাসিতেন—দুষ্ট বুদ্ধি তাহার স্কন্ধে চাপিয়াছিল বলিয়া তাহার ভাল বাসা প্রকাশিত হয় নাই।

সোমপ্রকাশ

৩২ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

কলিকাতার প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার।

কয়েকদিবস হইতে এই আন্দোলন চলিতেছে যে কলিকাতার পুলিশ কমিশনর খ্রীষ্ট মিশনরিদিগকে প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে না দিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন কি না? আমরা মুঙ্গেরে রামলীলার সময়ে মিশনরিদিগের যেরূপ বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় কলিকাতার পুলিশ কমিশনর প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্ম প্রচার নিষেধের আদেশ দিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, মিশনরিদিগের ধর্ম্ম-প্রচার-কালীন বক্তৃতা [illegible] ও পরধর্ম্মোপাসকদিগের আরাধ্য দেবতার নিন্দাবাদেই পর্য্যবসিত হয়। প্রকাশ্য স্থানে সকালে ও বৈকালে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ বা কোন ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ভুক্ত, কেহ বা অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত। তাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, তাহার সেই ধর্ম্মের ও উপাস্য দেবতার নিন্দাবাদ শুনিলে তাহার হৃদয়ে যে অতিশয় আঘাত লাগে [illegible] সন্দেহ নাই। তাহাতে কি শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা [illegible]। সম্প্রতি [illegible] নিবন্ধন যে দিন হিন্দুদিগের ও মুসলমানের যে মারামারি হইয়া গিয়াছে, তাহা [illegible]। যদি কোন ধর্ম্ম প্রচারক [illegible] উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে [illegible] নিন্দা না করিয়া আপন ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহারা সেই ধর্ম্মের দিকে সাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহার ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট উপদেশ [illegible] করিয়া শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে অধিকাংশ খ্রীষ্ট মিশনরি তাহা না করিয়া পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মের ও আরাধ্য দেবতার [illegible] বর্ণন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া থাকেন। [illegible] এই ঘটে যে ধর্ম্মপ্রচারকের বক্তৃতায় মনোরঞ্জন হওয়া দূরে থাকুক, শ্রোতৃগণ বক্তার উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। এমন কি সময়ে সময়ে [illegible] বক্তৃতার ফল মারামারি ও দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হয়।

পুলিসের প্রধান কার্য্য, সমাজের শান্তি রক্ষা করা। সেই শান্তি রক্ষার্থ তাঁহারা বিহিত উপায় অবলম্বন করিলে, এবং সেই উপায় নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায় ও অসঙ্গত না হইলে তাহার প্রতিবাদ করা অন্যায়। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া মিশনরিদিগের পক্ষের তর্ক উত্থাপন করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যান বলেন যে প্রকাশ্য স্থানগুলি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের নিজের সম্পত্তি নহে, কিন্তু তাঁহারা করদাতাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া তাহার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদিগের অধিকার আছে। তাঁহারা সাধারণের ট্রষ্টীর ন্যায় এই সকল সম্পত্তির স্বামী। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের এই বাক্যে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। কিন্তু তাহা হইতে তিনি যে তর্ক পরম্পরার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। ষ্টেটসম্যান বলেন যখন প্রকাশ্য স্থানগুলি সাধারণের সম্পত্তি হইল, তখন মিশনরিগণ সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না কেন? আমরা আমাদের সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট মিশনরিরা খ্রীষ্টীয় ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের প্রতিনিধি কিরূপে হইলেন? খ্রীষ্ট মিশনরিরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করেন ও তাঁহাদের হৃদয়ে বেদনা দেন বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতিনিধি? যিনি এইরূপ কার্য্য করিবেন, তিনিই প্রতিনিধি; এই কি প্রতিনিধি শব্দের অর্থ? এতদ্ভিন্ন ষ্টেটস্‌ম্যান প্রকাশ্য স্থান সমূহে মিশনরিদিগের বক্তৃতা করিবার স্বত্বাধিকারের কথা লইয়া অনেক বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সে স্বত্বটী কি? হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিন্দা করাই কি সেই স্বত্ব? যাবৎ যদি একটী নিন্দিত কার্য্য করিলেও তাহাতে স্বত্ব জন্মে, তাহা হইলে চোরেরাও বলিতে পারে যে তাহারা পুরুষানুক্রমে চুরী করিয়া আসিতেছে, অতএব চুরী কার্য্যে তাহারও স্বত্ব জন্মিয়াছে। আমরা কোন দেশে কোন আদালতে, কোন আইনের গ্রন্থে এ প্রকার স্বত্বের কথা শুনিও নাই, দেখিও নাই।

পর ধর্ম্মের নিন্দা করিলে পেনাল কোডের ২৯৮ ধারায় তাহার দণ্ডের বিধি আছে বটে; কিন্তু আদালতের ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিবার ভয়ে কেহই আদালতের আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হয় না। এই সকল কারণে আমাদের এই ব্যবস্থা বিধান কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে যে, কি খ্রীষ্ট মিশনরি কি ব্রাহ্ম মিশনরি, কি হিন্দু ও কি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক কেহই পর ধর্ম্ম দ্বেষ ও নিন্দাপূর্ণ ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রকাশ্য স্থানে স্থান প্রাপ্ত না হন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

হুইট্‌লি ষ্টোকস্ সাহেব আমাদিগকে আইনের বলে ধর্ম্মনীতির অনুশীলনে বাধ্য করিতে উৎসুক হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে চলিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনটী সংশোধন করিয়া তাহার স্থলে নূতন একটী আইন করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে উহার একটী ধারার প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম। এক্ষণে উহার ৫২ ধারা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। ৫২ ধারায় এইরূপ লিখিত আছে যে:—

"প্রেসিডেন্সি সহরের মধ্যে অথবা বাহিরে মনুষ্য-জীবন অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিনাশকর অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত সাহায্যার্থী ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিস কর্ম্মচারীকে সাহায্য করিতে সকল ব্যক্তিই বাধ্য।"

আপাততঃ এই ধারাটী পাঠ করিলে হঠাৎ এই প্রতীতি হয় যে ষ্টোকস্ সাহেব গৃহদাহ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া একটী অভূতপূর্ব্ব মহৎ কল্যাণ সাধন করিলেন। এই ধারাটী পাঠ করিয়া কাহার মনে এই ভাবের উদয় না হয় যে কি সহরে, কি বাহিরে, কোন স্থানে গৃহদাহ হইলে তথাকার লোকে অনুৎসাহ দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন? কাহারও মৃত্যু হউক, বা সম্পত্তি বিনষ্ট হউক, কেহই সেই অগ্নি নির্ব্বাণে উন্মুখ ও যত্নবান হন না, কেবল স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারীরা এই বিপদে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার বাসনায় ব্যগ্র ও তৎপর হইয়া থাকেন; আর এরূপ বোধও হয়, যেন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস কর্ম্মচারী উপস্থিত দর্শকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে এই হিতকর কার্য্যে সহায়তা করেন না। বাস্তবিক কি এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে কলিকাতার মধ্যে অথবা তাহার সন্নিহিত কোন স্থানে কোন গৃহে অগ্নি লাগিলে অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য পুলিসের লোক আসিবার পূর্ব্বেই তৎপার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য অগ্রসর হয়, এবং কখন কখন তাহারা নিজেই নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। মফস্বলে কাহারও গৃহে অগ্নি লাগিলে পুলিস সাহায্যার্থ আগমন করেন, ইহা আমরা চক্ষে দেখি নাই। গৃহস্বামী ও তাঁহার প্রতিবাসিরাই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। রাজসাহী, ময়মনসিংহ রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পর্ণকুটীরই অধিক। সেখানে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে অগ্নির ভয়ানক উপদ্রব হয়। আমরা সেইখানে দেখিয়াছি, গ্রামস্থ লোকেরাই

অগ্নি নির্ব্বাণে তৎপর হয়, বরং পুলিসের লোকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে।

অতএব এ সম্বন্ধে এ বিধানটীর আবশ্যকতা কি? তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রত্যুত, এই বিধানের দ্বারা দেশের হিত না হইয়া বরং দেশের অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ছোটলাট সাহেবের হৃদয় অতি কোমল ও দয়ালু সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারীরা যে তাঁহার ধাতুতে নির্ম্মিত নন, বোধ হয় সেটী তিনি জানেন না। মফস্বলের কোন কোন পুলিস আমলা জেলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা চালনা করেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, এক জন পল্লীগ্রামের লোক কোন জেলার জজ সাহেবের বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া জজ সাহেবকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল "সাহেব তুমি দারোগা হও।" মনে কর মফস্বলের কোন গ্রামে কাহারো ঘরে অগ্নি লাগিয়াছে, পুলিস কর্ম্মচারী তাহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অবশেষে জোরে সকলকেই অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, দর্শকদিগের মধ্যে যাহারা রুগ্ন ও অন্ধ, তাহারা সাহায্য করিতে পারিল না। পুলিস তাহাদিগের উপরে জুলুম আরম্ভ করিলেন। এই সামান্য সূত্র লইয়া কত যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা বলা যায় না।

স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস।

প্রথম প্রস্তাব।

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর গত হইল, এদেশে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ভরি স্বর্ণ যে মূল্যে পাওয়া যাইত, এখন ক্রয় করিতে গেলে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয়। তখন যে গিনির দর সাড়ে দশ টাকা ছিল, এক্ষণে সেই গিনির দর প্রায় সাড়ে বার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ইউরোপের বাজারে রৌপ্যের মূল্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হওয়াতে রৌপ্যের সহিত স্বর্ণের যে মূল্যের সম্বন্ধ ছিল, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; সুতরাং এই উভয় ধাতুর বিনিময়কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক রৌপ্য না দিলে স্বর্ণ পাওয়া যায় না।

অতএব রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইল কেন অগ্রে তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। পদার্থমাত্রেরই মূল্যের এক নিয়ম এই যে—যে পরিমাণে যে পদার্থ বাজারে পাওয়া যায়, তদনুসারে তাহার মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে পদার্থ অধিক পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অল্প, এবং যে পদার্থ অল্প পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অধিক। মূল্যের তারতম্যের আর একটি নিয়ম আছে। সেটি এই যে, পদার্থমাত্রেরই মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস পদার্থের প্রয়োজনানুসারে হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের যত অধিক প্রয়োজন, তাহার মূল্য তত অধিক, এবং যে পদার্থের যত অল্প প্রয়োজন, তাহার মূল্যও তত অল্প। এখন দেখা যাউক, স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে মূল্যের এই নিয়ম-প্রয়োগ সঙ্গত হইতে পারে কি না? মনে কর এক দেশে রৌপ্য-মুদ্রা ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা চলিত নাই। সেই রৌপ্য মুদ্রার নাম টাকা। সুতরাং সেই দেশবাসীদিগকে সেই রৌপ্য মুদ্রা অর্থাৎ টাকার দ্বারাই সমুদায় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইবে। কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি মণিমুক্তা, কি স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি যে কোন পদার্থ মনুষ্যের ব্যবহারে লাগে, তৎসমুদায় সেই দেশবাসীদিগকে সেই রৌপ্য মুদ্রা, অর্থাৎ টাকা দিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং টাকাই তাহাদের ক্রয় বিক্রয়ের অর্থাৎ বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন। মনে কর সেই দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হইতেছে এবং অধিক পরিমাণে বাজারে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক স্বর্ণ-ব্যবসায়ী স্বর্ণ বিক্রয়ের জন্য উৎসুক হইয়াছে। কিন্তু তদ্দেশবাসিগণ স্বর্ণ ক্রয় করিবার জন্য তত ব্যগ্র নহে। এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের মূল্যের হ্রাস হইবেই হইবে। যদি পূর্ব্বে সেই দেশে ষোল টাকা দিয়া এক ভরি স্বর্ণ পাওয়া যাইত, বাজারে স্বর্ণ বাহুল্য হইলে তদপেক্ষা ন্যূন মূল্যে অর্থাৎ অল্প টাকায় সেই এক ভরি স্বর্ণ ক্রয় করা যাইতে পারিবে। আবার যদি সেই দেশে অল্প পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং বাজারে যদি অধিক পরিমাণে স্বর্ণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইবে; অর্থাৎ ষোল টাকা অপেক্ষা অধিক টাকা দিয়া এক ভরি স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন, যে দেশে স্বর্ণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সেই দেশে স্বর্ণের মূল্যের নিঃসংশয় হ্রাস হইবে, পক্ষান্তরে যদি স্বর্ণের অধিক প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল্যের বৃদ্ধি হইবে, অর্থাৎ তাহার বিনিময়ে অধিক টাকা লাগিবে। আমরা স্বর্ণের সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, রৌপ্যের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটিতে পারে। অর্থাৎ যে দেশে এক মাত্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত, সে দেশে রৌপ্যের আধিক্য অথবা অমদানী হইলে রৌপ্য অল্প অথবা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে পদার্থমাত্রেরই সুলভতা ও দুর্লভতা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহার মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

এক্ষণে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস কেন হইল, তাহার নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উপরি উক্ত উভয় কারণই ইহার মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমেরিকার খনি হইতে রৌপ্য উদ্ধৃত হইতেছে। জর্ম্মণি উহার চল্লিশ কোটী টাকার রৌপ্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। এজন্য ইউরোপীয় বাজারে অধিক পরিমাণে রৌপ্যের আমদানী হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে স্বর্ণ একণে আদান প্রদানের একমাত্র মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রাই ঐ সকল দেশে বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন। তদ্দেশবাসীরা রৌপ্য-মুদ্রা এক প্রকার দেশ হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডে জনসমাজে রৌপ্য সাধারণতঃ ব্যবহার করিবার আর একটী প্রধান অন্তরায় আছে। ইংলণ্ডে রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজন-পাত্রাদি ব্যবহার করিতে হইলে ব্যবহারকারীকে প্রত্যেক ঔন্স (প্রায় অর্দ্ধতোলা) রৌপ্যের জন্য আঠার পেনি (প্রায় চৌদ্দ আনা) করিয়া ট্যাক্স দিতে হয়; এজন্য ইংলণ্ডের প্রজারা সাধারণতঃ রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজনপাত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে না। সুতরাং ইউরোপে যদিও রৌপ্যের আকার সুলভ, তথাপি তাহার গ্রাহক অধিক নাই। এই কারণেই উহার মূল্য এত অধিক হ্রাস হইয়াছে। এদিকে ভারতবর্ষ, ইউনাইটেড ষ্টেটস্, ক্যানেডা প্রভৃতি কয়েকটী দেশ ভিন্ন সমুদয় সভ্য দেশে স্বর্ণ মুদ্রাই চলিত। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে যদিও রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলিত আছে, তথাপি স্বর্ণ-মুদ্রা বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন হওয়াতে ঐ সকল দেশে ও ঐ সকল সমাজে স্বর্ণের অধিকতর আদর হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এদেশে অলঙ্কারের জন্য প্রতিবৎসর বিস্তর স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বের ন্যায় কোন বিশেষ জনপদের তত প্রাচুর্য্য নাই। এই সমুদায় কারণ বশতঃ স্বর্ণের মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে ও রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ অবধি এই গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের যে সম্বন্ধ ছিল, যদিও মধ্যে মধ্যে তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন হইত, তথাপি সাধারণে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার পরস্পর সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইউরোপীয় দেশ সমূহ স্বর্ণ-মুদ্রাকে পদার্থের মূল্য স্থির করিবার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া দণ্ডায়মান করাইয়াছেন, তাবৎ এই গোলযোগ চলিতেছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের তারতম্য হওয়াতে ভারতবর্ষকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। এদেশে স্বর্ণ মুদ্রা নাই। মোহর বলিয়া একটি শব্দ কেবল দেশীয়দিগের মুখে ও পাটীগণিতের প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কার্য্যে তাহার বাহুল্য প্রচার নাই। রৌপ্যই এদেশে

বিনিময়ের অংশ খুলিয়া রাখা ক্ষতির একমাত্র অবলম্বন। ইংলণ্ডে আমাদের গবর্ণমেণ্টের একটী আফিস আছে, ইউরোপে ভারতবর্ষের নামে কতকগুলি দেনার ধার্য্য হইয়া থাকে। এই সকল আফিসের কর্ম্মচারী ও সৈনিকপুরুষদিগের বেতন বিলাতী স্বর্ণমুদ্রায় দিতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশের টাকা বিলাতের পৌণ্ডের তুলনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্য হওয়াতে আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা বিনিময়ের জন্য দিতে হইতেছে। ১৮৭৬ অব্দের ২ রা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়াতে বিনিময়ের জন্য ভারতবর্ষীকে প্রতিবৎসর প্রতিবৎসর আড়াই কোটি টাকা অনর্থক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষের যে কেবল এইমাত্র ক্ষতি, তাহা নহে, উহাতে ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ী সমাজও ভারতবর্ষের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভবান হইতেছেন। কেবল এই দেশেরই ক্ষতি হইতেছে এমত নহে, যেখানে যেখানে রৌপ্যমুদ্রা বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন, তাহাদের সকলকেই এই ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। একণে ভারতবর্ষ ভিন্ন ইউনাইটেড ষ্টেটস্, ক্যানেডা প্রভৃতি দেশেরও এইরূপ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বণিক্ সম্প্রদায় এরূপ স্বার্থপর যে মনুষ্য সমাজের এই মহান্ অনিষ্ট দূরীকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নিষেধ করিতেছেন। অর্থাৎ মানবজাতির এই অনিষ্ট দূর করিবার জন্য যুরোপে যে বৈঠক সভা বসিয়াছে, লণ্ডনের বণিক্ সভা, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে যোগ না দেন, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন!

যে সকল অনিষ্টের বিষয় উক্ত হইল, তৎসমুদায় নিবারণের জন্য তিন চারি মাস হইতে প্রায় ইউরোপীয় সমুদায় রাজ্য উদ্যোগ করিতেছেন। তন্মধ্যে ফ্রান্স ও আমেরিকা বিশেষ উদ্যোগী। প্রায় তিন মাস হইল, তাঁহারা ফরাসী দেশে বৈঠকের সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় রাজাদিগের নিকট এই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইটালি, স্পেন, পোর্টুগাল, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, গ্রীস, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং সুইজর্লণ্ড এই সভাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। লজ্জায় পড়িয়া ইংলণ্ড ও ভারত অগত্যা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রতিনিধিদিগকে এই সভায় কোন মত প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বৈঠকের সভা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। তিনি রুশ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন "এই সভাতে যাইবার একটী বাধা জন্মিয়াছে। নিমন্ত্রণ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন ধাতুদ্বয়ের প্রচার করিতেই হইবে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার প্রচার করিবার উপায় অবধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে তথায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আমরা এ সিদ্ধান্তে অনুমোদন করিতে পারি না এবং ধাতুদ্বয়ের মুদ্রা প্রচার করিতেও সম্মত নহি। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমার বন্ধুবর হার্টিংটন সাহেব ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং কমন্স সভার সভ্যেরা জানিবেন যে আমরা সে বিষয়ে উদাসীন হইব না।"

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যে কৌশল করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদনে অসম্মত হইয়াছেন, তাহা প্রশংসা নহে। মুদ্রার বাজারে যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, সভ্যতম জাতি সমূহের সাধারণ সভা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। সকল দেশেই বাণিজ্যের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতএব বাণিজ্যের অনুরোধে এক দেশের সহিত অন্য দেশের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে অবিসম্বাদিত ভাবে পরিগৃহীত না হইলে বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে দেশের রাজনীতিজ্ঞেরা বলেন, জনসাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দই শাসনপ্রণালীর প্রধান নিয়ম—সে দেশে স্বার্থপরতা ও অনুদারভাব স্থান পায় কেন? একণে আলোচ্য বিষয় এই যে মুদ্রার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে কোন্ ধাতু ব্যবহার করা উচিত? একমাত্র ধাতু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? কি দুইটিই ব্যবহার করা বিধেয়? আর কি উপায়ে বা তাহাদের মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে?

মনুষ্য সমাজের যেরূপ কার্য্যপ্রণালী, দেনা পাওনার যেরূপ নিয়ম, ব্যবসায়ের যেরূপ রীতি, তদনুসারে সকল সমাজেরই অল্প মূল্য ও অধিক মূল্যের মুদ্রা আবশ্যক। একরূপ দ্বিবিধ মুদ্রা আবশ্যক হইলে, অল্প ও অধিক মূল্যের দুই ধাতুই চাই। সম্প্রতি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের সভাপতি যে দুটি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার একটি প্রস্তাব এই যে আপাততঃ রৌপ্যমুদ্রা উঠাইয়া দিয়া কেবল স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত করা উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যদি কেবল অধিক মূল্যের ধাতু দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অতিশয় ক্ষুদ্র করিলেও যেখানে অতি অল্পমাত্র অর্থের প্রয়োজন, সেখানে কোন ক্রমে কার্য্য চলিতে পারে না। মনে কর আমাকে এক পয়সা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে, একণ স্থলে স্বর্ণ নিতান্ত ক্ষুদ্র না করিলে এক পয়সা হইতে পারে না। কিন্তু মুদ্রা নিতান্ত ক্ষুদ্র করিলে বিস্তর অসুবিধা ঘটে। অতএব যখন দ্বিবিধ মুদ্রা আবশ্যক, তখন সহজেই এই তর্ক উপস্থিত হয় যে কি উপায়ে ঐ সকল মুদ্রা এককালে ব্যবহার করা যায়? একজন্য সচরাচর এই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে যে, যে যে ধাতুতে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের পরস্পর একটী সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। যাহাকে মোহর বলে, তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রার (টাকার) এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেওয়া উচিত যে ষোল টাকা হইলে তাহাতে একটী মোহর পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ একটী মোহরও যে দ্রব্য, ষোলটী টাকাও সেই দ্রব্য। যদি আমাকে কোন দ্রব্যের জন্য এক মোহর মূল্য দিতে হয়, তাহা হইলে আমি একটী মোহর দিলেও দিতে পারি, আর ষোলটী টাকা দিলেও দিতে পারি, আমার এইরূপ স্বাধীনতা থাকা বিধেয় হয়। বোধ হয় যে সময়ে রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়, তখন উভয়ের মূল্য সম্বন্ধে এক প্রকার স্থিরতা ছিল। যদি এই সম্পর্ক চিরকাল একরূপ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কখন কোন গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু একণে সেই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটাতে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস এবং স্বর্ণের মূল্যের বৃদ্ধি হওয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সম্পর্ক বিষয়ে এক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

যখন ইহা স্থির হইল যে মুদ্রার জন্য দ্বিবিধ ধাতুরই প্রয়োজন, তখন এই উভয় মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধে একটী হার নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই হার চিরকাল সমভাবে থাকে, তাহারও উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। ঐ হারটী এরূপ হওয়া উচিত যে বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্য সস্তা হইলেও সেই সুলভতা নিবন্ধন মুদ্রার মূল্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে না এবং সকল দেশেই ঐ এক নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই তুল্যভাবে প্রচলিত হইবে।

এ স্থলে আর একটী তর্কের মীমাংসা করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্সের সভাপতি দ্বিবিধ ধাতুর মুদ্রা সম্বন্ধে যে দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বেই, তাহার একটীর উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার অপর মন্তব্য এই যে যখন রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে, তখন রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণ-

মুদ্রার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য রৌপ্যমুদ্রায় এখনকার অপেক্ষা অধিকতর রৌপ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে এক্ষণে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু রৌপ্যের এরূপ অল্প মূল্য চিরকাল থাকিবে কি না? আমরা ইতিপূর্ব্বেই রৌপ্যের মূল্য হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে এক্ষণে আমেরিকায় অধিক পরিমাণে রৌপ্য উৎপন্ন হইতেছে, জর্ম্মণি বিস্তর রৌপ্য বাজারে ছাড়িয়াছেন, এবং ইউরোপের অনেক রাজ্যে রৌপ্য ব্যবহার নাই। এইগুলি রৌপ্যের মূল্যের হ্রাসের কারণ। অতএব রৌপ্য এক্ষণে যে পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, চিরকাল আর যদি সেই পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, যদি জর্ম্মণির রৌপ্যের ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়, যদি ইউরোপীয় সমাজে রৌপ্যের ব্যবহার সমধিক প্রচলিত হয়, তাহা হইলে আবার রৌপ্যের মূল্যের বৃদ্ধি হইবে। তখন অধিক পরিমিত রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রাগুলির মূল্যেরও বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা তাহা অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় দেশান্তরে প্রেরণ করিবে। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এক্ষণে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, পরিণামে সেই গোলযোগই ঘটিয়া উঠিবে। এই কারণে রৌপ্যমুদ্রায় এক্ষণকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রৌপ্য দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

হাতুড়ে চিকিৎসক।

যে সকল ডাক্তার মেডিকাল কালেজে কিম্বা মেডিকাল স্কুলে রীতিমত চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হন নাই এবং যে সকল বৈদ্য সদ্গুরুর নিকট উপদেশ পান নাই অথচ তাঁহারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এখানে তাঁহাদিগকেই আমরা হাতুড়ে চিকিৎসক বলিতেছি, সুতরাং বঙ্গদেশে এলোপেথী আসিয়াছিল, তৎপ্রসাদে অনেকেই ডাক্তার ও বৈদ্য হইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তার ও বৈদ্য ছড়াছড়ি যাইতেছে। পেটে কালির অক্ষর নাই, ঔষধের নাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তবু পল্লীতে পল্লীতে ফিরিয়া তাহারা বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করে।

হাতুড়ে চিকিৎসা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রে ঘোর আন্দোলন হইয়া থাকে। বাস্তবিক, প্রাণ লইয়া খেলা, এ সহজ কথা নহে। আমরা বলি, অশিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা কমিলেই ভাল। কিন্তু, এ বিষয়ে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। বঙ্গদেশের প্রায় সকল পল্লীগ্রামের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। যে গ্রামগুলি সহরের নিকটবর্ত্তী কিম্বা যেখানে ধনাঢ্য জমীদার আছেন, সেই স্থানে ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার ও সদ্বৈদ্য পাওয়া যায় কিন্তু যেমন পল্লী কতগুলি আছে? সহর হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে যাও, এমন সব পল্লী দেখিবে যেখানে ডাক্তার বৈদ্যের কথা কি—বেণে মসলার দোকান নাই। ধনী লোক না থাকিলে গ্রামের শ্রী হয় না। পল্লীতে ধনী লোক নাই, কেবল কতকগুলি সামান্য গৃহস্থ লোকের বাস, কষ্টে সৃষ্টে তাহারা দিনযাপন করে, সম্বৎসরে এক পয়সাও সঞ্চিত থাকে না।

পল্লীতে কাহারও পীড়া হইলে যদি অর্থবল থাকে, তবেই লোকে দূর হইতে ভাল ডাক্তার কিম্বা বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। যে স্থানে একবার ডাক্তার আনিলে ভিজিট গাড়ী কিম্বা পাল্কীর ভাড়া এবং ঔষধের মূল্যে ১০। ১৫ টাকা খরচ পড়ে। এমন চারি পাঁচ বার ডাক্তার আনিতে হইলে গৃহস্থের পুঁজি উজাড় হইয়া যায়। ডাক্তারি চিকিৎসার দায় সহজ নয়। ছকাতে টাকা ছাড়িতে পারিলে তবে ডাক্তারের মন উঠে, আবার সব রোগ দেশের ঔষধের দাম কিছুতে শোধ যায় না—জলের সঙ্গে দুবিন্দু টিঞ্চার মিশ্রিত করিলেই কেউ টাকা দাম। যাঁহাদের অর্থের সংস্থান আছে তাঁহাদের সব শোভা পায়; কিন্তু দরিদ্র লোকের উপায় কি? যাহারা দিন আনে দিন খায়, তাহারা চিকিৎসার ব্যয় কোথা হইতে আনিবে? ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা কহিলেই টাকা; রোগীর জল দেখিলেই টাকা, দারোগার ও টাকার দরকার হয়।

ডাক্তারদের কথা ত এই গেল। যদি আজ কবিরাজকে ডাক, তিনি চক্ষু মুদিয়া নাড়ী টিপিলেন, নিদানের দুই একটা বচন আবৃত্তি করিলেন, রোগের মীমাংসা হইল। কিন্তু দক্ষিণা লইয়া শেষ তৈল ঘৃতাদির জেগুলার টাকার এক ফর্দ দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, কয় জনে এমন চিকিৎসা করাইতে পারে? দুই মনুষ্যের কথা কি?—পল্লীতে অচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অনেক অসঙ্গতিপন্নের অবস্থায় কুলায় না।

অসুখ হইলে কেহ না যায় যায়?—কার ইচ্ছা নয় যে ভাল হয়ে থাকিব, ভাল খাব ভাল পরিব? কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে লোকে কার ঘরে দিন দিবে? পীড়া হইলে সকলেই ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু, ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হইলে অনেক টাকা পড়ে, সহায়হীন লোকে তাহা দিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই যার যেমন ক্ষমতা সে সেইরূপ চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করায়। ইহাতে আমরা দেখিতেছি, হাতুড়ে চিকিৎসকদের দ্বারা সাধারণ লোকের বিস্তর উপকার হয়। আজ যদি হাতুড়ে চিকিৎসকদের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, কাঙ্গাল দরিদ্র লোকেরা এক বিন্দু ঔষধ পাইবে না।

হাতুড়ে চিকিৎসকদের প্রতি আমাদের যে একটা বিষম ঘৃণা আছে, সকলের সে ঘৃণা রাখা উচিত নয়। অনেকে নিজ শ্রম ও বুদ্ধিবলে চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন নিপুণ হইয়াছেন যে অনেক সময় তাঁহাদের গুণপনা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই। অনেক ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকও তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারেন না। সে যাহা হউক আমাদের মত এই, বঙ্গদেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে এখানে সকল শ্রেণীর চিকিৎসক চাই। কেবল বহু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা থাকিলে সাধারণ লোকের কষ্টের সীমা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট একটী কাজ করুন—প্রতি জেলার সিবিল সার্জ্জনদের প্রতি এই ভার অর্পণ করুন, তাঁহারা যেন সময়ে সময়ে হাতুড়ে চিকিৎসকদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবে। থানার কর্ম্মচারীরা আপন আপন অধীনস্থ গ্রামে যতগুলি হাতুড়ে চিকিৎসক আছে, তাহাদের নাম ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। ডাক্তার সাহেব সেই চিকিৎসকদের পরীক্ষার দিন স্থির করিবেন। প্রত্যেক চিকিৎসক দুই টাকা ফি দিয়া পরীক্ষা দিবে। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে ডাক্তার সাহেব তাহাদিগকে এক এক খানি প্রশংসাপত্র দিবেন। পরীক্ষার পরে আবার যদি কোন নূতন ব্যক্তি চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সিবিল সার্জ্জনের নিকট দরখাস্ত করিবেন। ডাক্তার সাহেব সেই দরখাস্ত দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট ফি লইয়া আবেদনকারীকে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিবেন। আমাদের বিবেচনা হইতেছে, এই উপায় অবলম্বন করিলে দরিদ্র লোকের কিছুই অসুবিধা ঘটিবে না। তাহারা অল্প ব্যয়ে এখন যেমন চিকিৎসা করাইতেছে, তখনও সেইরূপ করাইতে পারিবে। অথচ কতকগুলি নিরেট মূর্খ চিকিৎসকের হাত হইতে সকলে অব্যাহতি পাইবে।

আমরা দেখিতেছি কেবল মেডিকাল কালেজ হইতে চিকিৎসকের অভাব দূরীভূত হয় না। যাহারা মেডিকাল কালেজে পড়িয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অনেক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের পারিশ্রমিক দিয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন না। [illegible] স্থানে যেমন মেডিকাল স্কুল [illegible] হইয়াছে, বঙ্গদেশে সেইরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভাল হয়। এই সম্বন্ধে আমাদের আর একটী

কথা আছে। … প্রভৃতি বিষয় … তাঁহারা আমাদের দেশীয় লোকের … উপেক্ষা করিয়াছেন বটে; কিন্তু … সাহায্য না পাইলে কোন কাজের … হয় না। এখানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পুনঃ অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। … এ দেশের জল ও বায়ুর অনুকূল … এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। দেশীয় চিকিৎসা আবার পুনর্জীবিত হইতেছে, … ক্রমে ক্রমে লোকেরও বেশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিতেছে। এখন কিসে বৈদ্য শাস্ত্রের ভালরূপ অনুশীলন হইতে পারে, সে পথ সকলে অনুসন্ধান করুন। আমরা এখানে বৈদ্য মহাশয়দিগকেও দুটী কথা বলি। যদি দোষের কথা হয়, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। জানি, সব ব্যবসায়েই প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু আপনাদের ব্যবসায়ে তার যেন কিছু বেশী বেশী বোধ হয়। একে ত দেশীয় চিকিৎসার এই দুরবস্থা তাহাতে যদি আবার … ঔষধ ব্যবহার করা হয় তবে ত … নাম কেহ কখনও শুনিবে না। অতএব আমাদের প্রার্থনা সরলভাবে স্বল্প মূল্যে আপনারা ব্যবসায় করুন, দেখিবেন … আপনাদের … ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত … থাকে তাহার পথ দেখুন।

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অকারণ ব্যয় বৃদ্ধি
ও প্রজার অযথা কষ্ট বৃদ্ধি

আমরা আজ রাজপুর মিউনিসিপালিটীর একটী অনাবশ্যক ব্যয় বৃদ্ধি ও তন্মূলক প্রজার কষ্ট বৃদ্ধির বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচর করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বে টেক্সের সরকার করদাতাদিগের বাটীতে গিয়া টেক্স আদায় করিত। এক্ষণে সরকার টেক্সের জন্য আর করদাতাদিগের বাটীতে যায় না, টেক্সের বিল প্রস্তুত হইলে তাহারা যে দিন ইচ্ছা এক এক খানি নোটিশ করদাতাদিগের বাটীতে দিয়া আইসে। এখন একটী আফিস হইয়াছে। করদাতাদিগকে সেই আফিসে গিয়া টেক্স দিয়া আসিতে হয়। ইহাতে করদাতাদিগের নিতান্ত অসুবিধা হইতেছে। রাজপুর মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ গ্রামের অধিকাংশ লোকই চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, সুতরাং তাহাদের অনেককেই কলিকাতায় থাকিতে হয়। রবিবার অথবা অন্য ছুটীর দিবস ভিন্ন তাহারা বাটীতে থাকিতে পারে না। কিন্তু টেক্সের সরকার যে দিন ইচ্ছা নোটিশ দিয়া যায়। যদি কাহাকেও দেখিতে না পায়, তবে দরজার উপরেই হউক, আর কবাটের কোন প্রতিবেশীর নিকটেই হউক, যেখানে ইচ্ছা সেই খানে টেক্সের নোটিশ ফেলিয়া দিয়া আইসে। এইরূপে অনেক করদাতা, টেক্সের বিল বাহির হইয়াছে কি না,জানিতেও পারেন না। অতঃপর তাঁহাদিগকে অকারণে ওয়ারেণ্টের খরচার দায়ী হইতে হয়। কমিশনরদিগের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করা উচিত। যদি করদাতা কোন স্ত্রীলোক হয়, আর তাহার যদি কোন পুরুষ অভিভাবক না থাকে,তাহা হইলেও তাহাকে সেই আফিসে গিয়া টেক্স দিতে হইবে, নতুবা তাহার ঘটী, বাটী, ভোজন পাত্র নিলাম হইয়া যাইবে। আর একটী অসুবিধা এই যে যাঁহাদিগের উপরে টেক্স গ্রহণ করিবার ভার আছে, তাঁহারা রবিবার ভিন্ন অন্য দিবসে বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত টেক্স গ্রহণ করিয়া থাকেন। রবিবার অথবা অন্য দিন দশটার পূর্ব্বে বা চারিটার পরে গেলে তাঁহারা টেক্স গ্রহণ করেন না,ইহাও নিতান্ত অসুবিধার কারণ। যদি টেক্সের টাকা এইরূপে আদায় করা হয়, তবে মাসে মাসে অনর্থক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়া, একজন সরকার, একজন দারোগা, ও একজন কেরাণী রাখিবার আবশ্যকতা কি? কেবল কেরাণী ও একজন গোমস্তা হইলেই স্বচ্ছন্দরূপে কার্য্য চলে এবং তাহাতে মাসে কুড়ি টাকা ব্যয় করিলেই যথেষ্ট হয়। এদিকে শুনিতে পাই, অর্থের অভাবে গ্রামের কিছুই উন্নতি, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি কিছুই হইতেছে না অথচ বর্ষে বর্ষে পাঁচশত টাকা বৃথা ব্যয় হইতেছে। এইরূপে কি করদাতাদিগের কষ্টার্জ্জিত ও কষ্টে প্রদত্ত টাকার অপব্যয় করা উচিত? কোনালিয়া ও চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের রাস্তা অতি জঘন্য। তাহার সংস্কারের জন্য তিন বৎসরের ভিতর কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। কোনালিয়ার বেলেঘাটা-লেন নামক রাস্তার মধ্যস্থলে … একটী প্রকাণ্ড খানা প্রায় পাঁচ বৎসর সমান ভাবে রহিয়াছে। তাহাতে একটী পুল নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয় নাই। রাস্তার ধারে ও উপরে যে জঙ্গল হইয়া আছে, তাহা পরিষ্কার করা হয় না। জলনির্গমের জন্য নর্দ্দামা পরিষ্কার রাখা হয় না,অথচ করদাতাদিগকে টেক্সের জন্য পীড়ন করা হয়। এইরূপে কতকাল রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ প্রজাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবেন?

কাবুল।

সকলেই অনুমান করিতেছেন আগামী জুলাই মাসে কাবুলে আবার যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিবে। স্বাধীনতাপ্রিয় কাবুলিদের বৈরপ্রকৃতি এখনও শিরায় শিরায় নৃত্য করিতেছে। আয়ুব খাঁ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। কান্দাহার পাইবার জন্য তিনি প্রাণপণে সংগ্রাম করিবেন। এদিকে আবার আয়ুব খাঁর সহচরেরা কাবুলে নূতন গোলযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের এই বিশ্বাস যে, আবদুল রহমন শীঘ্রই জিত কিম্বা পদচ্যুত হইবেন। তাজেকদিগের প্রতি গোঁড়া কাবুলিদের স্বভাব বিজাতীয় ঘৃণা আছে। যতদিন কাবুলে … থাকিবে তত দিন সেখানে … নাই—ভাবের চিন্তা জাগিতেই থাকিবে।

এখন কথা হইতেছে, জুলাই মাসে কান্দাহার ও কাবুলে নূতন গোলযোগ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আয়ুব খাঁ শীঘ্রই আবদুল রহমনকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা পাইবেন। যদি যথার্থ ই এই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তবে আবদুল রহমনের কি দশা ঘটিবে? কাবুলিরা কখনই তাঁহার প্রতি অনুকূলাচরণ করিবে না। ইংরাজ পক্ষীয় লোক তাহাদের চক্ষের বিষ—কাবুলিরা প্রায় সকলেই আয়ুব খাঁর পক্ষপাতী হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্ত্তা বিপদগ্রস্ত হইলে আবার কি সেই পুরাতন ব্যাপার ঘুরিয়া আসিবে?—ভারত হইতে আবার সৈন্যসামন্ত পাঠাইতে হইবে নাকি? ভারতবর্ষ খাস তহবিল—দশ জনের কাছে একদিন বেশ মান ছিল, অক্ষয় ভাণ্ডার যেন কত টাকাতেই পরিপূর্ণ—বাহিরে এইরূপ জাঁকজমক ছিল, কিন্তু এখন সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খাস তহবিলের ঢাকা খোলা পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে দেউলিয়া হইতে বসিয়াছেন এইবার সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কোন ছার রাজকার্য্যের কথা!—মিতব্যয়ী না হইলে সাগর শুকাইয়া যায়। নানা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর যুদ্ধেও অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে। এক কান্দাহার যুদ্ধে ভারতের অনেক টাকা গলিয়া গেল। আবারও যদি আবদুল রহমনকে যদি যুদ্ধের উপকরণ, এবং পরিশেষে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হয়,তাহা হইলেভারতের আর এক কড়ারও ক্ষমতা থাকিবে না। বিকন্সফিল্ডের নিয়োজিত লার্ড লিটন যেরূপ স্বেচ্ছাচারী লোক ছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল সে প্রকৃতির লোক নন। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিলে তিনি কি করিবেন বলা যায় না। স্বদেশের গৌরব ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি যে মাতিয়া উঠিবেন না, তাহার সম্ভাবনা কি? কিন্তু আমরা প্রার্থনা করিতেছি, এবার যেন ভারতকে ব্যয়ভার হইতে একেবারে মুক্তি দেওয়া হয়। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন ভারতের প্রতি যেরূপ মমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে আর অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই, আমরা এমন আশা করিতে পারি।

এই ত এক কথা গেল। এখন জিজ্ঞাসা করি, শ্রীমান্ বিশন সাহেবের মত কি?—তিনি কি আর কাবুল যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চান? কাবুলিরা সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবার লোক নয়, কয়েকবারের যুদ্ধে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। কাবুলে ইংরাজদিগের নির্বিঘ্নে স্থাপিত হইবে না তাহাও সকলে জানিতে পারিয়াছেন; অতএব বৈজ্ঞানিক সীমাপ্রদেশ রক্ষার আশয়ার এত হুলস্থূল করা উচিত নয়। আমরা বলি, আর কাবুলের যুদ্ধসংস্রবে থাকিয়া কাজ নাই।

পুস্তক সমালোচনা।

আমরা দুই সপ্তাহ যাবৎ হালিসহর পত্রিকা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা দুই ফর্ম্মার আকারে প্রকাশিত হইতেছে, সহযোগীর দীর্ঘ জীবন ও বিস্তৃত প্রচার প্রার্থনীয়।

সাবন আর কংস সম্বাদ। শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। পুস্তকখানি তিনি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে যে কয়েকটী কবিতা লিখিত হইয়াছে তাহা সরল হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সৎ। কারণ ইহা বিক্রীত হইয়া যে মূল্য উঠিবে তাহা দরিদ্র অন্ধ, খঞ্জ ও আতুর দিগকেই প্রদত্ত হইবে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া নূতন কিছু শিখিবার না থাকিলেও ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই এক এক খানি ক্রয় করা উচিত।

ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির চতুর্থ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। সারস্বত সমিতি যেরূপ উৎসাহের সহিত দেশের উপকারার্থ কার্য্য করিতেছেন আমরা এরূপ অতি অল্প সমিতিরই দেখিতে পাই, এরূপ সমিতি দেশের সর্ব্বত্রই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সমিতি যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরই পরস্পর মনোমালিন্য দূর হইয়া সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সমিতিতে অনেকে বিগত বর্ষে নানা প্রকার শিল্প, চিত্র, উদ্ভিজ্জ, ও ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রভৃতি প্রদর্শন করাতে সমিতি তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পুরস্কার দান করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম অনেক সদ্ লোক এই মঙ্গলকর কার্য্যে যোগ দান করিয়া সমিতিকে দীর্ঘজীবী করিবার হেতুভূত হইয়াছেন।

মদিরা। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র কর্তৃক প্রণীত কলিকাতা কাসাপুকুর লেন সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা ভুবনেশ্বর বাবুর লেখা পুস্তক পাঠ করিয়াছি, তিনি যে একজন বহুজ্ঞ ও বিজ্ঞ সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার কৃত মদিরা খানিও অপূর্ব্ব বস্তু, মদিরার প্রত্যেক ছত্রেই তাঁহার অনুসন্ধিৎসা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রথম মদিরার উৎপত্তি, মনুষ্য কর্তৃক যেরূপ উক্ত বস্তুর সংগ্রহ এবং ভিন্ন সমাজে বিস্তৃতি, ২য় মদিরার প্রকার ভেদ, ৩য় মদিরার উপাদান, ৪র্থ মদিরার বিকার, ৫ম মদিরার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকায় উহা মদকর হয় তাহার রাসায়নিক তত্ত্ব এবং মদিরা বিশেষে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ, ৬ষ্ঠ মনুষ্য দেহে মদিরার প্রভাব, ৭ম সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মদিরার প্রয়োজনীয়তা, ৮ম সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে মদিরার ফল এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উহার যে মীমাংসা করিয়াছেন আমরা তৎপাঠে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

১। ব্যাকরণ সংগ্রহ। অরিএণ্টাল সেমিনারির পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্রনাথ তর্করত্ন সংকলিত ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট করযন্ত্রে মুদ্রিত। আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সবিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। ব্যাকরণ, সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রবেশের দ্বার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ একান্ত দুর্ঘট। অতএব ব্যাকরণ যত সুপ্রণালীতে রচিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। হেমচন্দ্রনাথ তর্করত্ন যে ব্যাকরণ খানির সংগ্রহ করিয়াছেন, এখানিতে আমরা বহু গুণ দর্শন করিলাম। সংস্কৃত সূত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানি দীর্ঘ হয় নাই, অথচ ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রায় সকল কথাই আছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ৩১ এ মে। পার্লেমেণ্টে আয়ারলণ্ড সম্বন্ধে যে [illegible] আইন [illegible], আয়ার্লণ্ডীয় সভ্যেরা তাহার পাঠ [illegible] [illegible] এমন সভা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। [illegible] ১৯০ জন পার্লেমেণ্টের পক্ষে আর ৪২ জন বিপক্ষে [illegible]।

[illegible] শীতরের কথা অগ্রাহ্য করাতে [illegible]।

[illegible] বলেন, আয়ারের পার্লেমেণ্ট পদ এখনও কাহাকে [illegible] হয় নাই।

লণ্ডন ৫ ই জুন। ৯ ই জুন পুনর্ব্বার সমস্ত এক্য বসিবে।

আয়ার্লণ্ডের বিদ্রোহিরা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। লর্ড [illegible] আরো সৈন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। [illegible] মাত্র সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল আফিসর ছুটী লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ সৈন্য দলে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৫ ই জুন। আটোমান গবর্ণমেণ্ট ২২এ মে [illegible] নামক সাম্রাজ্যের প্রধান [illegible] স্বাক্ষর করিয়া [illegible] প্রদান করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র [illegible] হস্তান্তর করিয়া দিবার নিমিত্ত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজ্যগণের দূতেরা তুরস্কের [illegible] উত্তেজিত করিতেছেন।

আর্ম্মিয়াস ৪ ই জুন। আলজিরিয়ার অন্তঃপাতী [illegible] [illegible] [illegible] নামক ইউরোপীয় [illegible] [illegible] জন লোককে [illegible] করা করিয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই জুন। আয়ার্লণ্ডের অন্তঃপাতী [illegible] [illegible] সম্প্রদায় স্ত্রীলোকদিগের একটী সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মিস পার্ণেল একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি পুরুষদের লোকদিগকে [illegible] দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

ইহার পর [illegible] হইতে সংবাদ পাইয়াছেন [illegible] [illegible] করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই জুন। [illegible] নামক স্থানে আয়ার্লণ্ডের সম্প্রদায়ের যে সভা হয়, তাহাতে পার্ণেল সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট [illegible] লোকসমাজ করিবার [illegible] [illegible] প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি বিবাদ [illegible] না হয়, [illegible] যদি কোন অনর্থ ঘটে, তিনি তাহার দায়ী নহেন।

আয়ার্লণ্ড হইতে [illegible] এই সম্বাদ আসিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সরকারী আজ্ঞার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি কোন [illegible] দেয়, পুলিস কর্ম্মচারীরা তাহার [illegible] করিবে।

পুলিস [illegible] সভা করিতে দেয় নাই। [illegible] [illegible] করিয়া দিয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৯ ই জুন। চৌকি পুরুষের অভিযোগকারীদের যে প্রতিনিধিগণ [illegible] আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তন্মধ্যে [illegible] [illegible] অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

[illegible] ১৯ ই জুন। [illegible] আতঙ্ক হইয়াছে।

[illegible] [illegible] যে প্রার্থনা করেন, তাহাতে যে অশান্তির [illegible] [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ১ ই জুন। [illegible] "ইভিয়াস কোষ্ট্ রিভেন" [illegible] [illegible] বিষয়ে যে কমিটি [illegible] [illegible] অনুমান করেন দুই তিন কোটি টাকা ব্যয় হইবে। [illegible] [illegible] বিস্তারণ প্রবাল সম্ভাবনা আছে।

[illegible] ৮ ই জুন। [illegible] সংবাদ এই, [illegible] এই নামে যে [illegible], তাহার জন্য অধিকাংশ লোককে বন্দীকৃত করা হইয়াছে।

[illegible] নামক স্থানে [illegible] সম্প্রদায়ের সভা [illegible] যে সভা হইয়াছিল, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

[illegible] নামক স্থানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া [illegible]।

[illegible] পুলিস অনেককে বন্দী করিয়াছিল, কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছে। [illegible] [illegible] ধরিয়া লইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে অগ্রসর হইতেছে।

[illegible] সাহেব গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া গতকল্য অধিবেশনে একটী [illegible] করিয়াছেন।

কার্লসরুহ [illegible] নামক [illegible] [illegible] করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন [illegible] সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত আছে, [illegible]।

[illegible] বাস্তব সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে [illegible] অথচ ব্যবহার করিয়াছেন [illegible] বাজার যাইতেছিল, তাহাকে বিশেষ [illegible]

[illegible] সমাট্ বঙ্গদেশের রাজকার্য্য [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সাজা হইয়া গিয়াছে। [illegible] পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল। [illegible] অধিক হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারীদিগের অনেকে [illegible]

[illegible] সভার পুরস্কারবিতরণ হইয়াছে। [illegible] এই প্রস্তাব করিয়াছেন [illegible] বিষয়ক যে সন্ধি হইয়াছে [illegible] উভয়ের [illegible]

[illegible] অধিক ষ্টেশন [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] বন্ধ হইয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র।

কালনা ২১ এ জ্যৈষ্ঠ।

জামাইষষ্ঠীর দিবস অস্ত হইয়া অদ্য প্রায় এক সপ্তাহকাল হইল আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের মুখ আর দেখিতে পাওয়া যায় না; অনবরত বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পতিত হইতেছে, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। মধ্যে ২। ১ দিন প্রবল পবনও জারি হইয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে [illegible] কেহই গৃহের বাহির হইতে পারে নাই; অনেক লোকের গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। অত্রত্য [illegible] অনেক প্রজাদের বিস্তর স্থানে একটী ভাঙ্গা চালাখানা পড়িয়াছিল; কিন্তু কাহারো জখম হয় নাই। এই অধিক বৃষ্টিতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। [illegible] এই বৃষ্টিনিবন্ধন [illegible] কৃষকেরা অতিশয় [illegible] হইয়াছে। তাহারা বলে এবার আমরা প্রাণে [illegible] কেমন [illegible] বা পারিনা [illegible] চাষাদের অত্যন্ত [illegible] হইয়াছে; [illegible] অন্ধকারে বাহিরে [illegible] ঠাকুরের [illegible] অধিকাংশই [illegible] কেহ [illegible] বর্ত্তমান [illegible] চাষাদিগের যে কি হইবে [illegible]

[illegible] নানা দেশ হইতে [illegible] স্নান করিতে আসিয়াছিল। [illegible] ঘাট, মাঠ, ও রাস্তায় স্থান ছিল না। বৃষ্টি [illegible] ও কীচ অতিশয় কর্দ্দমময় হইয়া [illegible] অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। কত লোক পদস্খলিত হইয়া তাহার উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সব পর্ব্বোপলক্ষে যাত্রীদিগের এবং দেশীয় লোকের যে কত কষ্ট হয়, তাহা বলা যায় না; কিন্তু এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়া যদি গঙ্গার ঘাটটী বাবিল দিয়া বাঁধাইয়া দেন, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে কষ্টের লাঘব হইতে পারে। একদিকে এই ত গেল যাত্রীদের কষ্ট, আবার অপর দিকে মাতালদের কেমনই আমোদ। একে মদ সস্তা তাতে আবার পর্ব্ব, তাদের মাহেন্দ্র যোগ দেখে কে? চারি আনা করিয়া মদের বোতল কোয়ার্টে মদ্যপান করিয়া রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি করারই বা ছটা দেখে কে? শুদ্ধ যে বয়স্করাই ইহা পান করিয়া থাকে তাহা নয়, ৬। ৭ বৎসর এবং ১০। ১২ বৎসরের বালকেরাও ইহা পান করিয়া থাকে। গত কল্য পূর্ব্বোক্ত ১২। ১৩ বৎসরে বালক মদ্যপান করিয়া রাস্তায় টলিতে টলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহাদের অভিভাবকেরা দেখিতে পাইয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল হায়! কোম্পানি বাহাদুর মদ সস্তা করিয়া আমাদের মাথা খাইলেন দেশকে উচ্ছন্ন করাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায়!! সুবিচারক ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এরূপ অভিসন্ধি কখনই উচিত নয়।" বাস্তবিক, মদ সস্তা হওয়াতে দেশের যে কতপ্রকার অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা বলা যায় না। দিন দিন দেশে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যদি দেশের কুলশ্রেষ্ঠ সকল মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল, তবে দেশের উন্নতির আশা কোথায়? অত্রত্য নিযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহোদয় দেশের প্রকৃত মঙ্গলের বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন; যাহাতে মাতালের সংখ্যা কমিয়া যায়, তদ্বিষয়ে অতিশয় সতর্ক আছেন কিন্তু কিছুই ফলোদয় হইতেছে না।

এখানকার কতকগুলি রাস্তা মেরামত করিবার আদেশ হইয়াছে। তন্মধ্যে গাড়ুলডাঙ্গা ও মুসীপাড়া এই দুইটী রাস্তা কতকমাত্র সার হইয়াছে। গাড়ুলডাঙ্গার রাস্তার স্থানে স্থানে মাটি দেওয়া হইয়াছে। বৃষ্টি পতিত হওয়াতে তাহা কর্দ্দমময় হইয়া লোকের যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা করিয়াছে। এক পক্ষেরও অধিক হইতে চলিল, উহাতে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। যাহা হউক, উক্ত রাস্তা কয়েকটী শীঘ্র মেরামত করিতে শ্রীযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয় মনোযোগ করেন, এই সানুরোধ প্রার্থনা রহিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মহারাণী মহোদয়া এখানকার দরিদ্রদিগের টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট তালিকাও প্রেরণ করা হইয়াছে। মহোদয়া কুমার বাহাদুরের রাজ্যাভিষেকার্থ আগামী বর্ষা অবসানে যাত্রা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন কয়েক দিবস হইল, সূত্রাগড় নিবাসী শ্রীঅভয়াচরণ সাহার শাঁখের হাটের দোকানে একটী চুরি হয়। ঐ দোকান খানি নূতন হাট পুলিস আউটপোষ্টের অনতিদূরে সংরক্ষিত ও পুলিস পদাতিকদিগের নৈশ নিদ্রার বিশ্রাম ভবন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত দোকানের অবরুদ্ধ দ্বারের ঈশকল খুলিয়া গভীর রজনীযোগে চোর তন্মধ্যে প্রবেশ করে এবং নগদ ৩০।৵০, একটী ট্যাকঘড়ি, একখানি ছুরি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চুরি করিয়া অদর্শন হয়। পর দিবস অভয়াচরণ সাহার একজন ভৃত্য ঐ চুরীর সংবাদ পুলিসে দেয়, কিন্তু কে চুরি করিয়াছে তাহা বলিতে পারে না। অনন্তর পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রীতিমত স্থানীয় তদন্ত করে, কিন্তু অপহৃত দ্রব্যাদি ও চোরের কিছুই অনুসন্ধান পায় না। নূতন হাট পুলিস আউটপোষ্টের অপরিণামদর্শী হেড কনষ্টেবল গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজকুমার ভট্টাচার্য্য নামক একজন নিরীহ ব্রাহ্মণসন্তানের গৃহে খানা তল্লাসী করে, কিন্তু সেখানে অপহৃত মাল কিছুই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি মতিগঞ্জ আউটপোষ্টের হেড কনষ্টেবল ভুবন খ্রীষ্টানের যত্নে ও অনুসন্ধানে হেড কনষ্টেবল [illegible] কতকগুলি অপহৃত মাল সহিত চোরকে ধৃত করিয়াছে ও সে স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক অপহৃত নগদ ১৬ টাকা ও ট্যাক ঘড়িটী বাহির করিয়া দিয়াছে। ঐ চোরের নাম জগন্নাথ সিং। এ ব্যক্তি নূতন হাট পুলিসের অন্যতম মিউনিসিপাল কনষ্টেবল। ইহার সঙ্গে আর একজন কনষ্টেবল ধরা পড়িয়াছে, তাহার নাম গিরিধারী সিং। এ ব্যক্তিও উক্ত আউটপোষ্টের একজন কনষ্টেবল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একবারে চোর জগন্নাথ সিং শান্তি রক্ষকদের মধ্যে মত আরও কয়েকজন কনষ্টেবলকে সঙ্গী করিয়া লইতেছে।

উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, যে রক্ষক, সেই ভক্ষক না হইলে শান্তিপুর চলে না। কারণ এখানকার ইণ্ডিয়ানিগের অধিকাংশ কনষ্টেবল দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিয়া নিতান্ত বিলাসপ্রিয় ও বেশ্যাখোর হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং চুরি না করিলে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে আশা রাখিয়া তাহাদের কিরূপে চলিতে পারে?

নীলকরেরা প্রজার উপরে যে আজও অত্যাচার করিতে সমর্থ হয়, ইহা আমাদিগের অল্প ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় নহে। যে সময়ে নীলদর্পণ রচিত হয়, যে সময়ে লং সাহেব কারারুদ্ধ হন, সেই সময়ে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবও ইহাদিগের অত্যাচার নিবারণের বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নীলকরদিগের অত্যাচারের অপনোদন করিবার অধুনা ক্ষমতা ছিল না, এখন সে ক্ষমতা হইয়াছে এবং তিনি উহাদিগের আভ্যন্তরিক বিষয় সমূহ বিশেষ অবগত আছেন, তথাপি যে কেন উহার প্রতীকার হইতেছে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই নীলকরদিগের কুহকে পড়িয়াই মোজফ্ফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পক্ষপাত বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মোসলিম ন্যায় পরায়ণ গবর্ণমেণ্টের যে অন্যান্য উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীরা স্বজাতি পক্ষপাতিতা দোষে দূষিত হইতে পারেন না, আমাদিগের এমন সংস্কার নাই। যাহা হউক, আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করি, তিনি যেন নীলকরদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, অন্যথা তাঁহার কলঙ্ক রটিবার সম্ভাবনা। যে কারণে আমরা এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই, বেহিনা পত্রে লিখিত হইয়াছে:—

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কমলপটি নামক গুড়উইন কোম্পানির একজন লোক এই বলিয়া নালিশ করে যে, সে ফরিয়াদী [illegible] টাকা [illegible] গুড়উইন কোম্পানির কর্ম্মচারী [illegible] সাহেবের নিকট [illegible] করে। উক্ত অঞ্চলের পাঁচগাছি [illegible] তখন [illegible] বৃক্ষ [illegible] সে সময় [illegible] নামক একটী [illegible] গোমস্তা [illegible] সাহেবের [illegible] বলিয়া বাধ্য হইয়া যায়। [illegible] সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত গোমস্তা [illegible] সাহেব তাহাকে নিকটে আসাইয়া এখন প্রকার [illegible] জিজ্ঞাসা করে, সে এখন উক্ত বৃক্ষ সকল কেমন কাটিয়াছে? তাহাতে সকল উক্ত [illegible] কথা গোমস্তাকে বলে। গোমস্তা তাহার [illegible] না জানিয়া তাহার সঙ্গে উক্ত পেয়াদা ও বাদীর [illegible] যোগাযোগ দিয়া পাথরপাড়ার কুঠীতে চালান দেয়। তৎকালে এক প্রহর আন্দাজ বেলা ছিল। যখন সে পাথরপাড়ার কুঠীতে উপস্থিত হয়, তৎকালে তথায় পরাণ, মহেশ [illegible] নবীন, দুর্গাচরণ ও উপায় সাহা উপস্থিত ছিল। গোমস্তা সাহেব ইহার পূর্ব্বেই উক্ত কুঠীতে পৌঁছিয়াছিলেন। একণে কমলপটি তথায় পৌঁছিলে সাহেব কহিলেন তুমি আমাদের জঙ্গলে বৃক্ষ কাটিয়াছ এই অপরাধে তোমার ১০০ টাকা জরিমানা করা হইল, তুমি টাকা না দিলে যাইতে পাইবে না এবং টাকা আদায় করিবার জন্য তাহার উপর দুই জন পেয়াদা মোতায়েন করা হইল। এক জন বরকন্দাজের নাম ধারণ সিংহ, অন্যের নাম অজ্ঞাত। ঐ পেয়াদা দুই জন তাহাকে সাহেবের আদেশ মতে বালথানার কুঠীতে লইয়া যায়, এবং অনাহারে কষ্ট দেয়। তখন পর্য্যন্ত সে কিছুমাত্র আহার করে নাই। তখন বেলা এক পড়ি অবশিষ্ট আছে। শ্রীনিবাস সাউ নামক তাহার নিকট আত্মীয় সংবাদ পাইয়া তাহাকে খালাস করিবার জন্য আইসে এবং গোমস্তাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে। না ছাড়ায় উক্ত শ্রীনিবাস ২।০ চৈত্র তারিখে টাকা আদায়ের কড়ারে জামিন নামা লিখিয়া দিয়া ফরিয়াদিকে খালাস করিয়া লইয়া যায়। ২ রা চৈত্র টাকা লইয়া বাদী ও শ্রীনিবাস ও দুর্গাচরণ সে টাকা সহ গোবিন্দপুরের কুঠীতে যায়। সাহেব তথায় না থাকায় সকলে ফিরিয়া আইসে, টাকা দেওয়া হয় নাই। পর দিন সকালে গিয়া টাকা দাখিল করে এবং বলে সে গরিব লোক তাহার খুব দায় হইয়াছে, অতএব সে সমস্ত টাকা দিতে পারিবে না, কিছু ছাড়িয়া দিতে এবং সাহেবের পায়ে পড়ে। সাহেব রাগান্বিত হইয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করাতে সে উঠিয়া পলায়। পরে সাহেব কুঠীর সরবরাহকারককে টাকা লইতে আদেশ করেন। ফল পাওনার কাছারিতে গিয়া একশত টাকা দেওয়া হয়। সেখানে মহিম সাহেবের ঘোড়া লইয়া বসিয়াছিল, টাকা দিবার পরেই সাহেব বাহিরে গেলেন। পরে বাদীর ঘরের [illegible] জন্য আদেশ হওয়ায় কুসুম সিংহ ও অপর একজন বাদীকে পাঁচ টাকা দেওয়া হয়। যখন টাকা দেওয়া হয়, তখন বড় মুখোপাধ্যায় মোহরীর শ্রীনবীন দাস, ও দুর্গাচরণ সেখ উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার পর সে পুলিসে নালিশ করে নাই। কারণ, সাহেবের সঙ্গে নালিশ করিলে কিছু হয় না, [illegible] যে [illegible] তাহার পর [illegible] দেয়। তাহাকে [illegible] হইতে [illegible] নানা প্রকার শাসন করে। কিছু দিন পরে পুলিস ইন্সপেক্টর বাবু [illegible] নিকট সে এই নালিশ করিয়াছে।

এই মকদ্দমায় বাদী পক্ষের সাক্ষী অনেকে ও আসামীর এক, [illegible] লওয়া হইয়াছে। আসামী বাদির এই সমস্ত মূল কথাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন যে তিনি বাদীর [illegible] জরিমানার স্বরূপ লয়েন নাই, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লইয়া কোম্পানির খাতে জমা করিয়াছেন।

ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত দৈত্য দানা, দেখি শেখি, এখনও মানুষ খাইয়া বেড়াইতেছে। ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে লোকের মন হইতে কুসংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বোম্বাই নগরে কাল থিওসফিষ্ট সভা স্থাপিত হওয়াতে বুঝি ভূত প্রেত আবার বা মঞ্জুরিত হয়,—উহু তাহের আবার পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সে দিন সিমলাতে আড়াম বড়ভাহি বড় বড় লোকেরও চক্ষুতে ধূলি দিয়াছেন। আর থিওসফিষ্টে মধ্যে মধ্যে কত যে অলিখুরী গল্প বাহির হয়, পড়িবার সময় হেসে হেসে আর বাঁচি না। আজ কেহ সাজীর এক্কিনকে ছুঁতে পাইল,—এক্কিন আপনা হইতেই বড় বড় করিয়া ছুটিল। আজ এ বাক্সখানাকে ছুঁতে পাইল, কাল ও কোষাখানাকে ছুঁতে পাইল এরূপ কত গল্প সত্য বলিয়া প্রকাশিত হয়। ফলতঃ থিওসফিষ্ট সভা দেশের ঘোর অনিষ্টকর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ডাইন ডাইন করিয়া বোম্বাই অঞ্চলে একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। নাশিক জেলার অন্তর্গত দেশগ্রামে দুজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ছিল। একজনের নাম গুরাণী। তাহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর। আর একজনের নাম চিম্বী। ইহারা দুই জনে সহোদরা এবং জাতিতে ভীল। সকলেই তাহাদিগকে ডাইন বলিয়া জানিত। গত ৪ ঠা ডিসেম্বরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল যে, তোমরা যা অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য। গুরাণী ও চিম্বী নিশ্চিত ডাইন।" একে চায় আরে পায়—এই কথা শুনিয়া সকলে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। গুরাণী ও চিম্বীকে একটী আম্র গাছে বাঁধিয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিল। এই মারপিটে অনেক জন পুলিস কর্ম্মচারীও লিপ্ত ছিল। গুরাণী বুড়া মারের ধমক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে।

গুরাণীর হত্যায় তিন জন সাক্ষাৎ অপরাধী ছিল। তন্মধ্যে একজন পুলিসের কনষ্টেবল। সে গুরাণীকে গাছে ঝুলাইয়া অনেক মারপিট করে। একজন পুলিসের প্যাটেল। সে মারপিটে বড় উদ্যোগী ছিল। বাকি আর একজন কিল ঘুসি জুতা মারিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নাসিক সেসন জজ এইন সাহেবের কাছে ইহার বিচার হয়। বিচারে তাহারা দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে পুলিস কর্ম্মচারী দুই জনের দশ বৎসর, অপর ব্যক্তির পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হয়। পরে অপরাধীরা হাইকোর্টে আপীল করে। হাই কোর্টের জজ ওয়েষ্ট এবং পিন্হি সাহেব পুলিস কর্ম্মচারী দুই জনকে দশ বৎসর এবং অপর ব্যক্তিকে পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

সহরের পক্ষে এ সংবাদটী নূতন, কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকেরা এরূপ অত্যাচার কাণ্ড সময়ে সময়ে দেখিতে পায়। একের কুসংস্কারে অন্যের সর্ব্বনাশ, এ সামান্য বিপদ নয়! লোকের বিশ্বাসকেও ধন্য [illegible] একজন মানুষ মরিলে আর এক জনকে [illegible] ফেলে! এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হইতে পারে? অন্যের কথা কি!—কোন কোন স্থলে গ্রামের ভদ্র লোকদিগকেও এই সকল কাজে লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অজ্ঞ লোকের বিশেষ বিদ্যালোচনা না হইলে ইহার প্রতীকার হইবে না।

আমরা কলিকাতা এলবার্ট গবর্ণমেণ্ট [illegible] কুল পাঠশালা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত [illegible]

ছাত্রি " কিছু দিন পূর্ব্বে " সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদে " মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজের সহিত উহার অধ্যাপকের বিরোধ সম্বন্ধে কতিপয় পংক্তি লিখিত হইয়াছিল। সেকালে এই বিরোধের বিষয় পাঠ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের বিবেচনাধীন থাকায় ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয় ঐ বিষয় অধ্যাপকের অনুকূলে মীমাংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজের দোষে বিদ্যালয়ের অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষতি হওয়ায় কর্তৃপক্ষ সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক এবং ছাত্রগণের অভিভাবকদিগের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজকে অবসৃত করিয়া একটি নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজ সংগঠন করেন। ডাইরেক্টার মহোদয় ইন্স্পেক্টার মহাশয়কে এই নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, পাঠকগণ পূর্ব্বে যেমন বিরোধের সংবাদ পাইয়াছিলেন, আগামী সপ্তাহে যেন সেই বিরোধের নিষ্পত্তির সংবাদও পান। এই বিদ্যালয় বঙ্গদেশস্থ সমুদয় বাঙ্গালাপাঠশালার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং এইরূপ বিরোধ ঘটনাটীও বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং পাঠকগণকে উহার নিষ্পত্তির সংবাদ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। "

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল কোন ব্যক্তি কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নামে দেনার জন্য দেওয়ানি আদালতে ডিক্রি করিয়া তাহার বেতন আটক করিতে পারিতেন। শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর কোন ব্যক্তি ডিক্রী করিয়া ৪০ টাকার কম বেতনের কর্ম্মচারীর বেতন আটক করিতে পারিবেন না, তবে ৪০ টাকার উপরি বেতনের কর্ম্মচারীর বেতনের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ইংরেজের অনুরোধে প্রতি রবিবারে গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর কার্য্যালয় হইতে সামান্য কর্ম্মচারিগণের কোনরূপ সাহায্য হয় না। কিন্তু পোষ্টআফিস এই দিবস বন্ধ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। এই প্রণালী স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে আছে এবং একবারে প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে জিজ্ঞাসার যেরূপ আদর, তাহাতে রবিবারে পোষ্টআফিস বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তাহা হইলে ভারতবর্ষেও উক্ত নিয়ম হইতে পারে। সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস ডাকঘর বন্ধ থাকিলে তাহাদের অনেক মঙ্গল হয়।

যে ডাক্তার খাঁ পদ পাইয়াছেন ও গবর্ণমেণ্টের কথার অবাধ্য হইয়াছেন বলিয়া হাজতবদ্ধ পড়িয়াছিল, সেই ডাক্তার খাঁ বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি পুনর্ব্বার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি তাঁহার প্রতি এই অলীক দোষের আরোপ করিয়াছিলেন, তাঁহার কি দণ্ড হইল? একজন নির্দ্দোষ সম্ভ্রান্ত লোককে মজাইবার চেষ্টা পাওয়া কি সামান্য অপরাধ? আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি লোকের চেষ্টা এই, দেশীয় লোকে উচ্চ পদ না পায়, তাই তাহারা তাহাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার ছলানুসন্ধান করিয়া থাকে।

কেম্ব্রিজ নিবাসী সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক গ্রিমার সাহেব ১৮৮৪ অব্দে প্রবলে ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হইবার ভয় দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ঐ বৎসর দীর্ঘকাল ব্যাপী শীতের প্রাদুর্ভাব, ঘন ঘন ভীষণ ভূমিকম্প, ঘোরতর ঝঞ্জাবাত, সুবর্ণচক্রে পরিবর্ত্তন, বহুদেশ ব্যাপী জলপ্লাবন, আগ্নেয় পর্ব্বতের ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইবে। বোধ হইতে যেন পৃথিবীধ্বংস করিবার জন্যই প্রকৃত সংযোগ প্রস্তুত হইয়াছে। নদীর জল অপেয় হইবে এবং মৃত্যু উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে ধাবমান হইয়া মধ্য এবং প্রাচ্য ইউরোপ পর্য্যন্ত জীবন আকারে সংহরণ করিবে। ইংলণ্ডেও বাধ বাজার আছে।

জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে বিচারকের ইংলণ্ডের নিবাসীগণ মফস্বলেও প্রবেশ করিয়াছে। কার্ডিউ সাহেব ভবিষ্যতে উচ্চতর আদালতে দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের বেতন সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।

১৮৮১ অব্দের ২১ মের পর যে সমস্ত নিয়মপত্র বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা নিম্নের লিখিত নিয়মানুসারে বেতন পাইবেন:—

চিহ্নিত সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগকে পূর্ব্বে যে শতকরা চারি টাকা করিয়া তাঁহাদের পেন্সনের জন্য দিতে হইত, তাহা আর তাঁহাদিগকে দিতে হইবে না।

যদি বিচারপতি দেশীয় না হন, অথবা দেশীয় হইয়াও যদি তিনি চিহ্নিত সিবিলিয়ান হন, তাহা হইলে তিনি ৩৭৫০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

যদি বিচারপতি দেশীয় হন, এবং যদি তিনি চিহ্নিত সিবিলিয়ান না হন, তাহা হইলে তিনি ২৫০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন, অর্থাৎ ইউরোপীয় অথবা সিবিলিয়ান জজ যে বেতন পাইবেন তাহার তৃতীয় অংশের দুই অংশ পাইবেন।

এক্ষণে ছুটী দিবার ও পেন্সন দিবার যে নিয়ম আছে, দেশীয় বিচারপতিদিগের সম্বন্ধে সে নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইবে। অতএব ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারির সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক হইবে। ২১ এ মার্চের পর যে সমস্ত দেশীয় বিচারপতি উচ্চতম আদালতে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে পেন্সন ও ছুটী সম্বন্ধে এক্ষণে যে নিয়ম আছে, তাঁহারা তাহার অংশভাগী হইবেন না।

ছুটী ও পেন্সনের নিয়ম প্রস্তুত করা হইতেছে। ২১ এ মার্চের পর যে যে ব্যক্তি দেশীয় বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইতি মধ্যে তাঁহারা যদি অবকাশের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে। যদি ষ্টেটসেক্রেটারি অনুগ্রহ করিয়া ইংরেজ ও দেশীয় উভয়ের বেতন সমান করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষোভের কারণ থাকিত না। এতদ্দেশীয়েরা সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইলেও ইংরেজের সমান বেতন পাইবেন না, এবং ইংরেজ সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট হইলেও এতদ্দেশীয়ের অপেক্ষা অধিক বেতন পাইবেন। এই কি উদার রাজনীতি?

ডাইরেক্টর টমসন (যিনি সম্প্রতি কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি) ডাউনগর ও বাকরগঞ্জের মধ্যে দেশহিতে ও একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সেতুটী নির্ম্মাণ করিতে ১১৭০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন রাজকুমার কালেজে ইহার অনেক দান আছে। ইহার বদান্যতা এক্ষণে এতদ্দেশবাসীর বক্ষের উচ্চ হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের জজ পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ৩৫ বৎসর দক্ষতার সহিত নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিতেছেন। ইনি এক জন কার্য্যদক্ষ ও উপযুক্ত বিচারপতি ছিলেন। বিদায় গ্রহণ সময়ে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় জাতি সন্তোষের সহিত অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞাপন সভার খুব আবশ্যক। একজন ঐ সভার সভ্যেরা ৩০ টাকার মূল্যের কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যে একটী বাটী ক্রয় করিয়াছেন।

আমরা অতি দুঃখের সহিত পাঠকগণকে অবগত করাইতেছি, ৩ রা জুন শুক্রবার বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাম্পাদানি নামক স্থানে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইঁহার বদান্যতা অতি প্রশস্ত ছিল এবং কলিকাতা ক্রীয় সভার একজন কার্য্যদক্ষ সভ্য ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন ইহক-লাবার কালেজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আজমীরের মেও কালেজের জন্য যে ৩২২,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা আজমীর ধনাগারে সঞ্চিত রহিয়াছে।

পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। লাহোরের কয়েকজন পঞ্জাবি ব্রাহ্ম যুবক পৈতা পোড়াইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন সিঙ্গাপুরে চীনদিগের মধ্যে এই জনরব উঠিয়াছে, বিগত ৩১ এ মার্চ খোয়াখো নামক স্থানে দিবা ১১ টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সূর্য্য চতুষ্টয় দেখা দিয়াছিল।

একজন সিপাহী লাহোর কেল্লা হইতে কতকগুলি টাকা অপহরণ করিয়া গুলি খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অনুসন্ধানে ২৭০০ টাকা নিকটবর্ত্তী উদ্যানে জঙ্গলে ও খাল ধারে এবং সেলের নিকটে পাওয়া গিয়াছে। অনেক প্রহরিকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

ব্রিটীশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া নামক স্থানে রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য ৬০০ চীন কুলি নিযুক্ত হইয়াছে।

আমেরিকার এক খানি সংবাদ পত্র বলেন যে জারের মৃত্যু হওয়ার পর আমাদের রাজ্ঞীর রক্ষার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি যখন তিনি বাষ্পীয় শকটে উইণ্ডসর হইতে লণ্ডনে আসিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার গাড়ির অগ্রে এক খানি খালি গাড়ি গমন করিয়াছিল এবং উইণ্ডসর হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত সমুদয় পথে প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল।

সুইডেনের একজন কাউণ্ট ও অপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জাল করা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি রাজা ও রাজ্ঞীর নাম পর্য্যন্ত জাল করিতে সাহসী হইয়াছিল।

হামবার্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ক্যাথেরাইন মার্শাল নামে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালিকা [illegible] মাস হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল জলপান করিয়া জীবিত আছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে এক স্থানের গবর্ণমেণ্টের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে হইলে অনেক বাঁটা দিতে হয়, এজন্য টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন যে "সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য একবিধ নোট করা উচিত, তাহা হইলে এক স্থানের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে গিয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।" গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি লাহোরের দুর্গস্থ ধনাগারে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ধনাগারের নিকটে একটী ক্ষুদ্র নর্দ্দামা আছে। গত শনিবার ঐ নর্দ্দমায় কয়েকটী মুখকাটা তোড়া পাওয়া যায়। বোধ হইতেছে যে ৩৫,০০০ টাকা চুরি গিয়াছে। ধনাগার রক্ষার জন্য তথায় একজন সৈনিক প্রহরী ছিল। তাহাকেই সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ইটন কলেজে এক্ষণে ৯৯৯ জন ধনী লোকের পুত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একজন দেশীয় রাজপুত্র আছেন।

ভারতবর্ষের অহিফেন ব্যবসায় লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার কমন্স বাটীতে মহা তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ২৯ এ এপ্রেল পীস সাহেব এই অহিফেন ব্যবসায়ের দোষ দিয়া বলিয়াছেন যে এই গর্হিত ব্যবসায় বন্ধ করিলে আয়ের যে ক্ষতি হইবে অন্য প্রকারে ভারতবর্ষের কিছু আয় বৃদ্ধি ও কিছু ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পূরণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কমন্স সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে আবশ্যক মত সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত আছেন। ১৮৭৬ অব্দের ১৩ ই সেপ্টেম্বর চীন-রাজের সহিত আমাদিগের দূত সার টমাস ওয়েড যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, এবং যে সন্ধিতে আমাদের মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট সম্মতি দেন তাহার তৃতীয় ধারার তৃতীয় দফা অনুসারে বিনা ওজরে কার্য্য করা উচিত।

বঙ্গদেশীয় টেলিগ্রাফ আফিসে অনেক জন এ দেশী লোক সিগন্যালরের কার্য্য করিবেন বলিয়া তাঁহাদের কর্ত্তাদের নিকট আবেদন করাতে বঙ্গদেশের টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই কয়েকটী নিয়মানুসারে কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন, তাঁহারা কর্ম্ম পাইবেন। সৈনিক সিগন্যালরদিগের বেতনের যেরূপ বন্দোবস্ত আছে ইহাদিগেরও সেইরূপ হইবে। আপাততঃ ইহাদিগকে কম কিছু দিনের জন্য দেওয়া হইবে। পেন্সন অথবা বেতন বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্ত থাকিবে না। যে স্থানে টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী একাকী টেলিগ্রাফের কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে না অথচ যেখানে অপর একজন সাহেবী কর্ম্মচারীর আবশ্যকতা নাই, সেই স্থানেই স্থানীয় কর্ম্মচারীরা টেলিগ্রাফে কার্য্য করিবেন।

জয়পুরের মহারাজ রামসিংহ পরলোক গমন করাতে রাজনীতির নানা পরিবর্ত্ত হয়। এই পরিবর্ত্তনে রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে কিছু উপশমিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সাহেব কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। সম্প্রতি বাঁকুড়ার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মারিস সাহেব যেরূপ অসদ্ব্যবহার করেন, তৎপাঠে আমাদিগের বোধ হইতেছে, এ প্রকার উদ্ধত কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ দণ্ড না দিলে ইহারা ইংরাজ রাজত্বকে ক্রমে [illegible] করিয়া তুলিবে। আমরা শুনিলাম একদা ম্যাজিষ্ট্রেট মফস্বল পরিদর্শনার্থ গমন করেন, তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশ বাবুর উপর তাঁহার কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া যান এবং *তাঁহার অধীনস্থ আপীসগুলি যথারীতি পরিদর্শন করিতে বলেন। রমেশ বাবু যথারীতি সকল আপীস পরিদর্শন করিয়া অবশেষে পুলিস সব ইন্সপেক্টরের আপীস পরিদর্শন করিতে যান। সব ইন্সপেক্টর এই কথা ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মারিস সাহেবকে লেখেন। অনন্তর তিনি লিখিলেন তিনি যেন কদাচ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে আপীস পরিদর্শন করিতে না দেন। কিন্তু এই আদেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রমেশ বাবু আপীস পরিদর্শন কার্য্য প্রায় এক প্রকার শেষ করিয়াছিলেন অবশিষ্ট যাহা ছিল পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই আদেশ তাঁহাকে দেখাইতে তিনি সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিয়া যান। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট মফস্বল হইতে প্রত্যাগমন করিলে রমেশ বাবু এই বিষয়ে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একরূপ অন্যায় আদেশ দিবার বিষয়ে কৈফিয়ৎ চান। তদুত্তরে তিনি অতি অভদ্রভাবে এই কথা বলিয়াছেন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পুলিস সব ইন্সপেক্টারের আপীস পরিদর্শন করিবার কোন অধিকার নাই। অতএব তাঁহার এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। ম্যাজিষ্ট্রেট আণ্ডার্সন সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই কথায় অবমানিত হওয়া এই বিষয় কমিশনরের গোচর করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে মৌনাবলম্বন করিয়া বিচারার্থ কাগজপত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দেখা যাউক, এখন বিচারের কিরূপ ফল হয়।

কুমার মহেন্দ্রনারায়ণ [illegible] এবং আমাতুল্লা মহম্মদ ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অতঃপর মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে মিঃ রিড [illegible] থাকিবেন না।

ঢাকা আর্কে [illegible] অনেক সুবর্ণবণিকের দোষ আছে, কিন্তু…

এখন সাধারণের এরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে যে বোম্বাইয়ের মিন্ট মাষ্টার ঐ বিষয়ে তথাকার গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বালকগণের অনেকেই শৈশবাবস্থায় বিদ্যালয়কে অথবা পাঠশালাকে যমালয় বলিয়া জ্ঞান করে। সম্প্রতি কলিকাতা মাণিকতলার একটী দশম বর্ষীয় বালক বিদ্যালয়ে যাইবার ভয়ে পিতা মাতার তাড়নায় গৃহের একটী সিন্দুকের ভিতর লুকায়। অনন্তর সিন্দুকের ঢাকুনি চাপিয়া যায়। ভিতর হইতে ঢাকুনি উত্তোলন করিতে না পারাতে দিবা দশ ঘটিকা হইতে বৈকাল সাড় ঘটিকা পর্য্যন্ত ঐরূপ ছিল। অনুসন্ধানের পর বালকটীকে সিন্দুকের মধ্য হইতে মুমূর্ষু অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছেন। পণ্ডিতে যাহা কখন হয় নাই, ন্যায়রত্ন হইতে তাহা হইল। ন্যায়রত্ন ভাগ্যবান্ পুরুষ সন্দেহ নাই।

বিশেষ টেলিগ্রামে দেখা গেল মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদ যে কাহাকে দেওয়া হইবে এখনও তাহা স্থির হয় নাই। তবে কেহ কেহ বলিতেছেন, উক্ত পদ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন করা হইবে এবং উক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ কোন যোগ্য ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ানের উপর ন্যস্ত হইবে।

ভারতবর্ষে যেমন কেহ কাহার বিষয় লইলে নিরূপিত মেয়াদের মধ্যে সে ব্যক্তি যদ্যপি নালিশ না করে, তাহা হইলে তাহার যেমন আপত্তি তামাদি হইয়া যায়, চীনে সেরূপ যায় না। তথায় অত্যাচারিত ব্যক্তির নালিশের মেয়াদ ৭০ বৎসর।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় লর্ড বা বিকন্সফিল্ডের কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাবে সকলেই অনুমোদন করিয়াছেন এবং কমন্স বাটীর ৩৮০ জন ইহাতে অনুমোদন করেন, কেবল ৫৪ জন ইহাতে মত দেন নাই।

বোম্বাই গেজেট সংবাদ পাইয়াছেন যে অতঃপর মান্দ্রাজে আর গবর্ণর থাকিবেন না। বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজ একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে থাকিবে। আমরা অনেক দিন অবধি মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে এক একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রাখিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি।

২৮ সে মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের ৩৮,৬০৫ টাকা আয় হয়। গত বৎসর এই সময়ে ৪৮,২৪৬ টাকা আয় হইয়াছিল।

আইরিশ ল্যাণ্ডবিলে ১,৫০০ সংশোধন ও নূতন ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পালমাল গেজেট বলেন স্থানীয় ভূমিসংক্রান্ত আদালতের শাসন-প্রণালী ও বাকী খাজনার নিয়ম, এবং কৃষকদিগের বাসগৃহ সম্বন্ধে যে সমুদায় ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

আমেরিকাতেও কলিকাতার ন্যায় বটতলা আছে। একজন আমেরিকার পুস্তকপ্রকাশক বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকট একণে সহস্রাধিক গ্রন্থের পুস্তক আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিন খানিও মুদ্রাঙ্কিত করিবার যোগ্য নহে।

সম্প্রতি বরদারাজ্যে মুশানশঙ্ক নামে একটী ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে। এই ডাকাইত কেলা সুরাট ও পুনার তালুকে বিস্তর ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল।

রেঙ্গুনে টেলিফোন যন্ত্রের দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। ষ্টাওয়েল কোম্পানির চাউলের কল হইতে দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত টেলিফোনে সুন্দর রূপে কার্য্য চলিতেছে।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সে লোকের হস্তে বিষ বিক্রয়ের ক্ষমতা দিবেন না।

একজন কুম্ভকার মালসির কোন একটী পাহাড় খনন করিতে করিতে দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাকার রাজা এই সংবাদ শ্রবণে সৈনিক প্রেরণ করিয়া উহার নিকট হইতে অর্থ আনয়ন করিয়াছেন। দরিদ্র কুম্ভকার ১০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে!

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আব্দুল কাদের যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই আর বিতলষ্টন যশোহর সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজমোহন রায় পুরীকালেক্টরের রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ২৮ পরগণা, নদীয়া ও যশোহরের কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। যথাঃ—

এচ, এ, ডি ফিলিপ্স্ ১৮৮১ অব্দের ২৭ এ এপ্রেল; এফ, সি, টৌনস ৩ ই মে; জি, ডবলু ডুহিগ ১৪ ই মে; জি, নটন ১৪ ই মে হইতে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কিছু দিনের জন্য ৫ ম শ্রেণী ভুক্ত হইলেন। যথাঃ—

আর, এচ, এগার্টন ২৭ এ এপ্রেল; জি, সি, এলেন ৩ ই মে এচ, সি, পিটার্সন ৩ ই মে; সি, আর মারিয়ট ২৪ এ মে হইতে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাকিশোর সেন কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। ইহাঁর উপর একণে যে কার্য্যের ভার আছে তৎসঙ্গে নদীয়ার সাবডিভিজন উহাদের কার্য্য ও করিতে হইবে।

বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী কিছু দিনের জন্য ৫ ম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। ইহাঁর উপর একণে যে কার্য্যের ভার আছে তৎসঙ্গে যশোহরের সাবডিভিজন উহাদের কার্য্য করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক কিছু দিনের জন্য ৫ ম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ. জে, জি ক্যাম্বেল (ইনি ছুটী লইয়াছেন) রাজসাহীর সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ইনি ছুটী লইয়াছেন) কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ ঘোষ ১ লা মে হইতে নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হুগলীর শ্রীরামপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্যারীমোহন রায় কিছু দিনের জন্য ঐ ষ্টেশনের সব ডিভিজন হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত নীলফামারীর মুন্সেফ বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল (ইনি ছুটী লইয়াছেন) বাকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু মদনলাল দে, বি, এল দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্নীতলার মুন্সেফ হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বি, ডি ঘোষাল মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা

যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, আবশ্যক সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১২৯ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ শাস্ত্রসম্মত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও গোছাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০

সুতসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর রজোরোধ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

মলিনাশব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জ্বর অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য অর্শাদি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

হিন্দু-দর্শন।

স্বল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৵০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক যোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা।

হিন্দু-দর্শন কার্য্যালয়
৭৭ নং মুক্তাপুর ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা।
শ্রীকালীচরণ পাল।
হিন্দু-দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা জোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল
১৮৮১।
শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেবযানের মর্ত্ত্যে আগমন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের আয় ব্যয়, মনুসংহিতা, বক্তিয়ারের জামাই বিষয়ে, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়, শব্দিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভয়, কম্প পদাদিকম্প, জ্ঞানবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

—:০:—

যিনি এক দিবসে জলদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই মূল্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

—০—

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৪ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়িগণকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহাদের যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রেরিত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই পর্য্যন্ত

পারি যে, আমরা এই কার্য্যে অনেক দিন হইতে করিতেছি ; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৭৪ নং রাধাবাজার

কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমাজীর্ণ, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক নিশ্চয় এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুমূত্রনাশক মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং হস্তপদাদির জ্বর দাহাদি জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় শুক্র নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা শর্করা যাওয়া রোগ হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশ কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাদের প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তার ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার অত্যুৎকৃষ্ট ফলদর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

ছাগাদ্য ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত মস্তিষ্ক স্নায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া স্নায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ হস্ত পদাদির কম্পন, গেঁটে বাত, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও বাধক বেদনা, বহুমূত্র, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত-স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

গোপবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ ৮ই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

৮ই সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	৩,
প্যাকিং খরচা	৶০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই ঘৃত বহু-প্রস্তুত ঘৃত পথ্য নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিক্ষিপ্ততা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অগ্নিমান্দ্য, নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন নির্মূলিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দয়ালাল বসু, এল এম এস
" " মোহিনীমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতলাল বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেঃ দেবেন্দ্রনাথ দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যানন্দ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ ঝা—রাজগাঁ	৭
" " ব্রজনাথ দাস—বালেশ্বর	৭
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এলাহাবাদ	৭
" " চন্দ্রকমল লাহিড়ি—কুচবিহার	৭
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য—মুক্তাগাছা	১০
" " কেদারনাথ দত্ত—চোরবাগান	১০
" " দুর্গাচরণ সাহা—কলিকাতা	১০
" " পরেশনাথ আচার্য্য—বড়বাজার	৫
" " হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী—বারুইপুর	৭
" " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—নোয়াখালী	৭
" " হরিলাল সরকার—রাজমহল	১০
" " জানকীবল্লভ সেন—কাছুয়া গোটেলা	১০
" " কিশোরচন্দ্র গুপ্ত—মদনগঞ্জ	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ৩২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৭ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ২০ এ জুন। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম. এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পরিজ্ঞাপন স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের বিলম্ব না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করেন, তাঁহাদের অনেকের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিল। যথা—যিনি কাগজ লন, তাঁহার নামে মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনিঅর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু ... ক্রফ-দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

এতদ্দ্বারা ঠিকাদারগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে লোহারডগা জেলার অন্তর্গত রাঁচি এবং পুরুলিয়া রাস্তার পুল এবং সাঁকো নির্ম্মাণ এবং মাটী ভরাট ইত্যাদি নিম্নলিখিত কার্য্য সকলের আগামী ইং ১৪ ই জুলাই ১৮৮১ সাল বেলা দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্যরূপে টেণ্ডার গ্রহণ দ্বারা বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা ঐ সকল কার্য্যের ঠিকা লইতে বাসনা করেন তাঁহারা পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৪ নং ফর্ম অনুসারে আবেদন করিবেন। কার্য্য বিলি হইবার দিবস যে সকল ঠিকাদার উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের সম্মুখে টেণ্ডার খোলা যাইবে।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আফিসে বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত আবেদন করিলে সবিশেষ দেখিতে ও জানিতে পারিবেন।

উপস্থিতির জন্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে টেণ্ডার গ্রহণ করা যাইবে না। ন্যূন টাকায় টেণ্ডার পাইলেই নিম্ন স্বাক্ষরকারী সেই টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

		নির্দ্ধারিত ব্যয় আনুমানিক ব্যয়
১।	১৯ নং হইতে ২২ নং পর্য্যন্ত রামগড়ো ঘাট সমীপস্থ ৪ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	২৫৭০
২।	চামগাড়ী নদীর সমীপস্থ ২১ নং হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত ৭ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	
৩।	ঝুগরা নদীর সমীপস্থ ২৮ নং হইতে ৩৪ নং পর্য্যন্ত ৯টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	৫১৫৫
৪।	জোনা নদীর নিকটে ৩ নং হইতে ৩০ নং পর্য্যন্ত ৬ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট	৪১০৪
৫।	ডিগলী নদীর উপর পুল নির্ম্মাণে	৩৭০৭
৬।	জোনা নদীর উপর পুল নির্ম্মাণে	৫৩০৭
৭।	৪১ নং হইতে ৫১ নং পর্য্যন্ত ১১ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ এবং ২১ ও ২২ মাইলে মাটী বিছাই	১৫০৫

হাজারিবাগ ১০ ই জুন ১৮৮১। | জে, ডবলু, ও-নাশ সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হাজারিবাগ ডিবিজন।

শ্রীযুক্ত ভবপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কারের প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৴১০ হিসাবে।

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাকে মাশুল ৭॥০ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর দাস।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ২১৪ নং।

প্রেরিতপত্র

[illegible] সমীপেষু।

[illegible] আপনি ১৯ এ বৈশাখের [illegible] সম্বন্ধে পত্রখানি প্রকাশ [illegible], আমা [illegible] তাহাই যথেষ্ট হইবে আর [illegible] সন্দেহকর্তা ভট্টাচার্য্য [illegible] শমদমাদি সাধন সম্পন্ন অধিকারী, শাস্ত্র [illegible] কিন্তু গত ১৮ ই জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় " একটী সন্দেহ " ভঞ্জনে আমার [illegible] এককালে অগ্রাহ্য করিতে [illegible] পারিবেন [illegible] আবশ্যক, [illegible] পুনরায় লেখনী ধারণ করিতে হইল, [illegible] সোমপ্রকাশের অঙ্গ পূর্ণ [illegible]

সন্দেহকর্তা এবার লিখিয়াছেন আত্মানাত্ম বিবেকের আভাষে গ্রন্থকর্তা " স্বয়ং " লিখিয়াছেন, ইহা অসম্ভব, কেন না ঐ এতখানি পুস্তক আমি দেখি নাই এবং গ্রন্থকর্তার [illegible] যদিও [illegible] সেখানি যে সত্য [illegible] অনুরূপ কাহা বুঝিতে অক্ষম নই। [illegible] যে অর্থ লাগা [illegible] যাছেন বরং তাহাই [illegible] নাই, তাই লিখিয়াছিলাম— " গ্রন্থকর্তা [illegible] বলিয়াই অনর্থ করিয়াছেন। " [illegible] অনুবাদের [illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয় [illegible] করিবেন) ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি [illegible] মূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থের জন্য আমার উপর কেন বিরক্ত করিবেন? " স্বয়ং বাক্তি ভ্রম "—বলিয়া ব্যাকুল হইলেন? এমন ব্যাকুল ও অগ্নিশর্ম্মা [illegible] সম্মুখস্থ [illegible] (আকাশ প্রমাণে [illegible]) [illegible] কোথায় [illegible] বলিলেন? আপনার মতেই এক ব্রাহ্মণের [illegible] [illegible] করিতে বলিলেন! [illegible] স্মরণ করিয়া দিলাম তথাপি [illegible] আক্ষেপ!! আপনি লিখিয়াছেন, " [illegible] প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন [illegible] "— কিন্তু আমি যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম [illegible] আপনার সন্দেহ ভঞ্জনের উদ্দেশে, তাহা কি [illegible] স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়েন? আপনার [illegible] পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া এ কথা লিখিলে আমার এত বিস্ময় ও দুঃখ হইত না। আপনি যে পরমাত্মার লক্ষণ লিখিয়াছেন, আমি কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম? স্বীকার করুন, বিচার প্রসঙ্গে যে যে আনুষঙ্গিক প্রমাণ ও ভাব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মীমাংসাকে দৃঢ় করে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে কখন অবজ্ঞা করিতে সাহসী হয়েন না। যে প্রমাণগুলি লেখা হইয়াছিল সকলে কি আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না? সে গুলি কি আপনার সন্দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না? কিন্তু মহাশয় যদি [illegible] আপনার সন্দেহ [illegible] " বলিয়া [illegible] করিবেন! আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন গুলি এই স্থলে লিখিয়া পুনরায় উত্তর দিলাম, দেখিবেন আত্মানাত্ম বিবেকের মূলগ্রন্থকার অর্থের সহিত পঞ্চদশী কি কোন বেদান্ত-শাস্ত্রের অনৈক্য নাই। আপনি অবোধ ছাত্রদিগের নিকটে বেদান্ত শাস্ত্রের যে ভাব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, আত্মানাত্ম বিবেকের ভাব বাস্তবিক তাহার বিপরীত নহে। কেবল তাহার প্রতি আস্থা করাতে যে ভাব-বৈপরীত্য জন্মিয়াছে, মূলে দৃষ্টি রাখিলে তাহা নিশ্চয় সংশোধিত হইবে। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদার্থ প্রকাশ করিয়া যাহাদগকে উপদেশ দিতেছেন, তাই বলিয়া কি তাঁহার কৃত অর্থ পণ্ডিতমণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইবে? আমার ভুল থাকে শোধন করুন, নিশ্চয়ই মূল গ্রন্থকর্তার দোষ বলিয়া এ দোষ চাপান কেন?

১। আত্মানাত্ম বিবেকে নাইবু শব্দ পরব্রহ্ম বাচক?

[illegible] যথা – আপনার কৃত প্রথম শ্লোকার্থ—

কূটস্থাদিক (অচল) নিরুপাধিক ও অক্ষর যে চৈতন্য [illegible]) ব্রহ্মচৈতন্য,—তাঁহারই সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়। এখানে কূটস্থ শব্দ নাই,— " নিরুপাধিক " বিশেষণ দ্বারা এ শ্লোকার্থে কেবল " ব্রহ্মচৈতন্যই " বোধ্য। তাঁহারই ইচ্ছা হয়। [illegible] " [illegible] " [illegible] সোপাধিক চৈতন্য, পঞ্চদশীতে তাহাই [illegible], যথা দ্বিতীয় শ্লোকার্থ—

সোপাধি পরমং ব্রহ্ম। ইচ্ছা (উপাধি) যুক্ত পরব্রহ্ম। [illegible] চৈতন্যের এক দেশ হইতে যা [illegible] বিদ্যা ও অবিদ্যাখ্য দ্বিবিধ উপাধি উৎপন্ন, [illegible]। এখানে সোপাধিক চৈতন্যকে " পরব্রহ্ম " বলিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যার সাক্ষী বর্ণন করিলেন মাত্র, পঞ্চদশীকারও ইহাকে স্থূল সূক্ষ্ম তুইৎ ক্ষুদ্র শরীরব্যাপী ঘটাকাশ বলিয়াছেন। পরে তৃতীয় শ্লোকার্থ যথা—

" তথা বিদ্যাতে ব্রহ্ম কূটস্থং বীজ বীজকং
পরমাত্মা বিম্বিতং তৎ জায়তে সৎ [illegible]। "

সেই ইচ্ছাশক্তি [illegible] বিদ্যা অবিদ্যাখ্য (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) উপাধিদ্বয়কে বীজের বীজ এই কূটস্থ সাক্ষী ব্রহ্মচৈতন্য বিদ্যাকারে প্রতিবিম্বিত করেন। এখানে জ্ঞান শক্তিযুক্ত বিদ্যোপাধিবিশিষ্ট যে কূটস্থ চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাই পরমাত্মা নামে এই " সৎ " প্রকাশ জগৎ সৃজনকর্তা পালনকর্তা ও সংহর্ত্তা উক্তি দ্বারা হইয়াছে। ইনি মেঘাকাশ স্বামী, ব্যাপক চৈতন্য কেবল সৎ এবং গীতোক্ত " উত্তম পুরুষ " পরমেশ্বর। দ্বিতীয় অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত [illegible] বিক্ষেপশক্তিযুক্ত ঘটাকাশ সমাবর্তী জলাকাশ স্বামী, অর্থ [illegible] প্রকাশ-চৈতন্য তাহাই জীবচৈতন্য। তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য কেবলমাত্র এক উপাধি শূন্য অখণ্ড ও অচল, আর বিদ্যা অবিদ্যা উপাধির সাক্ষী যে এক অক্ষর চৈতন্য তিনিই কূটস্থচৈতন্য, যাঁহাকে " প্রকৃতিস্থ পুরুষ " বলিয়া সাংখ্য-শাস্ত্রে বর্ণন করেন। সুতরাং তাঁহাকে ব্রহ্মচৈতন্য বলিতে হানি না থাকিলেও আত্মানাত্ম বিবেককার তাহা বলেন নাই। কারণ তিনি সোপাধিক আর ব্রহ্মচৈতন্য নিরুপাধিক হয়েন। অতএব সোপাধিক কূটস্থচৈতন্য জীবাত্মা পরমাত্মা। অবিদ্যায় জীবাত্মা আর বিদ্যায় পরমাত্মা পরমেশ্বর। কূট শব্দে ইচ্ছাময়ী মায়া যিনি বিশ্বসংসারের বীজ, আর কূটস্থচৈতন্য শব্দে বীজের বীজ অক্ষর হয়েন। যাহা অবিদ্যা স্থূলপ্রাণসংশোধক, কূটস্থ আত্মা চৈতন্যরূপে অক্ষর। স্থূল সূক্ষ্ম শরীর সাক্ষী বলিয়া পঞ্চদশীকার যাঁহাকে কূটস্থ বর্ণন করিয়াছেন, আত্মানাত্মবিবেকে তাঁহাকেই বিদ্যা অবিদ্যা সাক্ষী সোপাধিক চৈতন্য বলিতেছেন, তবে আবার কূটস্থকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন বলিয়া গণ্ডগোল কেন? অতএব প্রথম শ্লোকের কূটস্থাদিক পদে " কূটস্থ " অর্থ না করিয়া কূটবৎ স্থির অচল-চৈতন্যই ব্রহ্ম-চৈতন্য; এমন অর্থ করিলে দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত " পরব্রহ্ম " শব্দের সহিত তৃতীয় শ্লোকের " কূটস্থ " প্রকৃতিস্থ অর্থের অন্বয় গ্রহণ করিলে বিরোধ কোথায় বলিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।—

২। পরমাত্মার চতুর্থ পাদ উল্লেখ করিলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। গায়ত্রী বিদ্যা পাঠ করিলেই ভ্রম যাইবেক।

৩। আত্মানাত্ম বিবেকে পরমাত্মাকে চতুর্থাংশ বলিয়া গ্রন্থকর্তা উল্লেখ করিয়াছেন কেন? পরমাত্মা কোন বস্তুর চতুর্থাংশ নহেন।

উত্তর। পরমাত্মা অন্য কোন ভিন্ন বস্তুর চতুর্থাংশ এ অতি অযোগ্য কথা। পরমাত্মা ভিন্ন বস্তুান্তরের অভাব বা জড়ত্ব প্রসিদ্ধ। ইহার অভাবে

তিনি ত্রিপাদ একাংশে অনির্দ্দেশ্য, ইহাও উদয় তিনি চতুর্থ পদে "পূর্ণ" নির্দ্দিষ্ট হয়েন। অতএব ইচ্ছা উপাধিই তাঁহার স্বীয় চতুর্থাংশ, নচেৎ ইচ্ছা স্বয়ং পরমাত্মা হইবে। যদি ইচ্ছা স্বয়ং পূর্ণ না হয় তবে তাঁহার অংশ বলিয়া কল্পিত হইল। কত অংশ ? না একাংশ অর্থাৎ জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়া [illegible] এই পাদচতুষ্টয়ের এক পাদ মাত্র। ইহাই [illegible] ইহাই মায়া ইহাই প্রকৃতি। ইতি—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল। কানপুর।

জব্বলপুরবাসিদিগের একটী কুপ্রথা।

এপ্রদেশস্থ হিন্দুস্থানীদের মধ্যে প্রচলিত একটী কুপ্রথা, অদ্য পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—পঞ্জাব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশে দৃষ্ট হয় কি না, নিশ্চিত বলিতে পারি না—আশা করি কোন পাঠক মহাশয় আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন—

বিবাহ কার্য্য উপস্থিত হইলে এক পক্ষ ধরিয়া প্রতিদিন রাত্রিকালে বাড়ীতে গীত বাদ্য হইয়া থাকে। পল্লীস্থ কামিনীরাই গায়িকা;—গীতের বিষয়,—বর বা কন্যার আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করিয়া অশ্লীল গালি [illegible]—উহা এতদূর কদর্য্য, যে পার্শ্বস্থ ভদ্র নিবাসীরা, সে সময়, অন্তঃপুর মধ্যে বা স্বজন সমীপে বসিতে পারেন না—[illegible] হউক, উহা স্বভাবে [illegible] আপনার মধ্যে হইয়া থাকে। অতএব অধিক দূষ্য না হইতে পারে, কিন্তু [illegible] অপর [illegible] উল্লেখযোগ্য [illegible] [illegible]

পাঠক! হিন্দুস্থানীদের [illegible] শুনিয়া থাকেন, [illegible] এই কামিনীকণ্ঠের [illegible] [illegible] আভাস পাইতে পার—[illegible] [illegible] এমন কি [illegible] অশ্লীলভাষী নহে—আবার এই [illegible] কেবল নীচ[illegible]দের মধ্যে নিবদ্ধ এরূপ নহে—[illegible] কায়স্থ, শেঠ, বণিক, [illegible] সম্প্রদায়েই দেখা যায়—ইহা হিন্দুস্থানীদের বড় [illegible] কথা—অধিকন্তু [illegible] ভদ্র লোকদের বিষম বিরক্তিকর। মনে করুন, পিতা পুত্র পথে যাইতে যাইতে কয়েকটী অপরিচিতা রমণী কর্ত্তৃক যদি ঐরূপ অশ্লীলভাবে সম্ভাষিত হন—তাঁহারা কি লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া যান না? ধন্য অজ্ঞান!! স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। সেই লজ্জার মাথায় হাত বুলাইয়া কুলবধূরা কি না অপরিচিত বিজাতীয় পুরুষদিগকে সাধারণ রাজপথে একমাত্র অজ্ঞতা-প্রণোদিত হইয়া কদর্য্য অশ্লীল ভাষায় সম্বোধন করে! এরূপ নির্লজ্জতা কি না [illegible] আচারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে? আমাদের বাসন কোথায় যাবে!!

[illegible] হিন্দুস্থানীদের উচিত, সত্বর এই ঘৃণ্য লজ্জাকর আচারের উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান হন। তাঁহারা অচিরে এবিষয়ে মনোযোগ না করিলে অগত্যা বিদেশীয় ভদ্র লোকদিগকে ইহার নিবারণোপায় দেখিতে হইবে। কাহারও ঘরোয়া ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ করা ভাল দেখায় না, তজ্জন্যই আমাদের অনুরোধ।

৮ ই মে ১৮৮১ } শ্রীহরিমোহন রায়—
জব্বলপুর—মধ্য প্রদেশ

রাউলপিণ্ডি হিতকারিণী সভা।

বিগত ১১ ই জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে আপনার [illegible] সংবাদদাতা রাউলপিণ্ডি-হিতকরী সভা সংক্রান্ত যে কিছু লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম ও [illegible] এখানকার সমাগত ভদ্র লোকদিগকে অপর [illegible] না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু গত শনিবারে এ সভার [illegible] মহাশয়ের বাটীতে "হিতকারিণী সভার" যে এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার কার্য্য বিবরণ আপনাকে [illegible] না করিয়ে [illegible] [illegible]

সম্পাদক মহাশয় [illegible] শুনিয়া [illegible] এই সভার [illegible] [illegible] বিশেষ অনুরোধে [illegible] কিন্তু বাবু [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] "হিতকরী" সভার [illegible] বিশেষ অনুরোধ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পাইয়াছি [illegible] সম্পাদক [illegible] উদ্দেশ্য [illegible]

সম্পাদক [illegible] কারণে [illegible] "[illegible]" করিয়া সম্বোধন যাইতে যাইতে সভার [illegible] করিয়া বলিলেন, ইহা যখন হিতকারিণী সভা তখন [illegible] বলা বাহুল্য। [illegible] ইহাদের [illegible] এ সহরে [illegible] গাঁজার আড্ডা, গুলির আড্ডা, মদের দোকান, বেশ্যালয় ও জুয়াখেলার [illegible] হইয়া, [illegible] এবং [illegible] যৌবন। এক্ষণে অনুরোধ [illegible] এই [illegible] আনিয়া [illegible] আমরা [illegible] করিতে পারি, [illegible] সকলকে [illegible] হইতে হইবে। (করতালি) [illegible] বলিলেন আমি এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আপনারা জানেন, এ সহরে হিতকরী সভা আমাদের [illegible] করিয়াছে, আমাদের [illegible] ও জুয়াখেলার বিরুদ্ধে [illegible] আবেদন করিতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই সভার উদ্দেশ্য সাধন করা [illegible] অবশ্য [illegible] ([illegible]) [illegible] বাবু [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]

([illegible] করতালি)

[illegible] সোমপ্রকাশের [illegible] [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] সোমপ্রকাশ সম্পাদক [illegible]

বাঁশদ্রুম [illegible] সাহায্যার্থে [illegible] নাই, আর [illegible]। আমরা আঁকিলা আঁকিয়া [illegible] কিছু টিলি না। [illegible] পারেন, তবে মঙ্গল [illegible]

[illegible] করতালি।)

[illegible] সভাপতি পদে উঠিলেন এবং [illegible]। কিন্তু সব শুনা গেল না, [illegible] যে আমরাও দেখিল [illegible] আমাদের হিতকারীদের মধ্যে [illegible] আছি। না [illegible] আমরা [illegible]। আর আমা আমাদিগকে [illegible] সে দিন দেখিয়া হিতকরী সভায় অধ্যাপকের [illegible] আমরা [illegible] লোককে দেখিলাম। ঋষিপুত্রের [illegible] অনাবিল পুলিশ নিযুক্ত হইত [illegible] তাঁহার প্রতিবাদ সানুবাদ [illegible] সাহায্যে বলিলেন।

[illegible] শ্রীমান বাবুবিলাস চক্রবর্তী উঠিলেন, এবং [illegible] যাইতে বলিলেন, আমাদের [illegible] অধিকার নাই। বাঙ্গলা কি একটী [illegible] মধ্যে [illegible]? আমি [illegible] জানিতে চাই না, তবে [illegible] শিখিয়াছি, আমি সেই সম্বন্ধে কিছু বলি শুনুন। আমাদের বন্ধু [illegible] কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় [illegible] করিতেছেন, [illegible] এবং আমাদিগকে এতদ্দেশে করিবার যোগ্য দেখিতেছেন। আমরা [illegible] পুলিশ মা বাপ ভুলিয়া [illegible] এখানে এমন [illegible] অভিভূত ছিলাম, তাহারা আমাদের [illegible] আনিয়া দিবে, তাহাদের যেন সর্বনাশ হয়। আমরা যদি এই [illegible] থাকেন, আর আমরা যদি তাঁহাদের [illegible] হই, তবে আমাদের [illegible] যদি কিছু [illegible] থাকে, [illegible] অধঃপাতে অবশ্য পাঠাইবে।

(ধন্যবাদ)

[illegible] অভ্যর্থনা উঠিয়া বলিলেন, সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহোদয়গণ! আপনাদের সকল কথা শুনিলাম। আমি আপনাদের [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনাদের [illegible] অবশ্য কর্তব্য। আমি [illegible] দুঃখিত হইলাম যে হিতকরী সভা [illegible] "[illegible]" প্রচার করিবার জন্য [illegible] ডেপুটী কমিশনর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন, [illegible] অত্যাচার! আমরা তীব্র [illegible] করিয়া, [illegible] সমাজে মস্তক [illegible] দেখিয়া [illegible] কি? আমরা সুখে থাকি, এটি এদের সহ্য হয় না? যারা পরহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহারা সমূলে উন্মূলিত হউক। (ধন্যবাদ)

পরে সভাপতি মহাশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এ সব উত্তম সঙ্কল্প, আপনাদিগকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এক অনুরোধ এই যে এসভার কার্যবিবরণ যেন সোমপ্রকাশের সম্পাদক জানিতে না পারেন। তাঁহাকে এ পাড়া ছাড়া করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের সব গুপ্তিতর্ক প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাঁহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যে আর না আমাদের "[illegible]" কোন কথা সোমপ্রকাশে ছাপা হয়। (করতালি ও ধন্যবাদ)

সম্পাদক

শ্রীবিশ্বম্ভর পূর্ণ দেবশর্মণঃ।

সোমপ্রকাশ

৭ ই আষাঢ় সোমবার।

✓ [illegible] স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ইডেন সাহেবের কর্তব্য।

যে সময়ে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব পড়িয়া যায়, সে সময়ে অনেকেই উহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার বাবু দিগম্বর মিত্র এই স্থির করেন যে, পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হইলেই দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এটী নূতন কথা নয়। অনেক প্রাচীন চিকিৎসক [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বরের এই কারণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ম্যালেরিয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে [illegible] যে একটী প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ কথা লইয়া অনেকবার অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত কখন কোন উপায় করেন নাই। পরে গত বৎসর স্যর আস্লি ইডেন বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারিদিগকে স্ব স্ব শাসনাধীন স্থান সকলের জল নির্গমের পথ পরিষ্কৃত করিতে অনুমতি দেন। তিনি এই আদেশ দেন, যে, যে যে স্থানের নালা সকল রুদ্ধ হইয়া আছে, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সত্বর যেন স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ও রোডসেস কমিটীকে তাহা জ্ঞাত করেন। গবর্ণমেণ্ট, কর্ম্মচারিদের স্কন্ধে এই ভার অর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু কাজের সময়ে আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। দেশীয় লোকের জীবন রক্ষা বিষয়ে সাহেবেরা উদাসীনতা প্রকাশ করুন, তাহাতে ক্ষোভ নাই। কারণ, এ এক প্রকার চলিত ব্যবহার হইয়া গিয়াছে—আর বড় গায়ে লাগে না। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের হুকুম অমান্য করা হইল, এ অতি আশ্চর্য্য কথা! ছোট লাট সাহেবের স্বভাব শরীর,—বঙ্গদেশ উৎসন্ন গেলেও তিনি এক দিনে এক সভায় তড়িঘড়ী এ হুকুম কার্য্যে পরিণত করা তত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; কাজেই তিনি মিষ্ট কথায় সকলকে বলিলেন যে,—"ভবিষ্যতে তোমরা এ বিষয়টিতে অধিক মনোযোগ দিবে।" ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা ইডেন্ সাহেবের যেরূপ কার্য্য-রেখা অঙ্কিত করিয়া আসিতে ছিলাম, আমাদের বড়ই আশা হইয়াছিল যে, ইহাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশ দ্বিতীয় স্বর্গধাম হইবে। দেখিতেছি, সে আশা বা ফলবতী না হয়! বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে একটী চিরস্মরণীয় কাজ করিয়া গেলে ভাল হইত। আমরা অনুরোধ করি, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত ইডেন্ সাহেব ভালরূপ মনোযোগী হউন; আজ কাল জ্বরের প্রাদুর্ভাব কিছু কম পড়িয়াছে বটে, কিন্তু দেশ হইতে ম্যালেরিয়া এখনও তিরোহিত হয় নাই। একবার দেশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে অনেক দিন সেখানে বিষের তেজ থাকিয়া যায়। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যেমন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি রোগের সম্বন্ধ আছে, ম্যালেরিয়ার সঙ্গেও তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়।

ডাক্তারদের মাক্লাব জ্বরের লক্ষণ ঠিক করিয়াছেন, যে সংক্রামক পীড়া সমুদায় একটী নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ানুসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে ও যায়। সুইডেনে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সকল পীড়ার প্রাদুর্ভাবের একটী তালিকা রাখা হইয়াছে। তদ্দর্শনে জানা যায় যে, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা প্রায় ৪ বৎসর অন্তর; বসন্ত ৩। ৫ বৎসর অন্তর, হাম ৭ বৎসর অন্তর; আরক্ত জ্বর ১৮। ২০ বৎসর অন্তর ঘুরিয়া আইসে। আমাদের দেশেও দেখা যায়, যে যে স্থান একবার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হইয়াছিল, ৩। ৪ বৎসর অন্তর সেই সেই স্থানে ফের জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয়। অনেকে অনুমান করেন, বিশেষ কোন উপায় দ্বারা দূরীভূত না হইলে এক স্থানে একটী রোগের কারণ শত বৎসর থাকিতে পারে। এই অনুমান সত্য হউক আর না হউক, বঙ্গদেশের অবস্থা শীঘ্র সংশোধন করিতে হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, রোগ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা কারণে বাঙ্গালিদিগকে যেন মৃত্যুবিষে আসিয়া ঘিরিয়াছে—আর কিছুতেই ভয় নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ

মনোযোগী হইতে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি। যে যে স্থান দিয়া রেলের রাস্তা গিয়াছে, তাহার অনেক স্থলেই জল নিকাশের পথ নাই। আবার কোন কোন স্থানে ঐ পয়ঃপ্রণালী এরূপ দূরে দূরে আছে যে, মধ্যবর্ত্তী গ্রাম গুলির জল একেবারে বাহির হইতে পায় না। এই সকল স্থলে সুবিধা মত জল নিকাশের পথ করিয়া দেওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন রেলওয়ের দুই পার্শ্বের নালায় বিস্তর জল সঞ্চিত থাকে; উহা কোন দিক দিয়া নির্গত হইতে পায় না। গ্রীষ্মকালে উহাতে তৃণ লতা গুল্মাদি জন্মে, বর্ষাকালের জলে সেই সকল পচিয়া শরৎকালে তাহার দুর্গন্ধ নানা প্রকার মারাত্মক পীড়ার কারণ হইয়া উঠে। রেলওয়ে কোম্পানি হয় সেই নালাগুলি ভরাট করিয়া দিউন কিম্বা তাহার পার্শ্বে আরও জমি লইয়া এক একটী বড় পুষ্করিণী খনন করুন, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা নিতান্ত মন্দ। গবর্ণমেণ্ট তার জন্য কি করিবেন? যে যে গ্রামে মিউনিসিপাল কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তত্তৎ স্থলে স্বাস্থ্যরক্ষার যে কোন সুবিধা হইয়াছে, এমন বিবেচনা হয় না। তবে সেই সকল গ্রামের কোন কোন রাস্তার উপর নালা ডোবা নাই, ইহাই দেখা যায়; নতুবা জল [illegible] ফিরবেই শুষ্ক হয়—নালা দিয়া নির্গত হয় না। এ দোষ কমিসনরদিগের নয়। তাঁহাদের হাত কি? অধিক টাকা তুলিলে প্রজা পীড়ন হয়, অল্প টাকা তুলিলে ভাল করিয়া কাজ হয় না। যাহাতে পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল পরিষ্কৃত ও জল নিকাশের পথ খোলসা করা হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার বন্দোবস্ত করুন। আমরা ইহার এই উপায় দেখিতেছি—রোডসেসের টাকা সকলে [illegible] করিয়া অর্পণ করা হয়; কিন্তু সেই টাকা দিয়া সকল গ্রামের লোক কোন উপকারের মুখ দেখিতে পায় না। আমরা বলি, যেখানে মিউনিসিপাল কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে খাল খনন কাটিবার জন্য মিউনিসিপাল কমিসনরদিগকে যেন বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়। যে সকল স্থানে মিউনিসিপাল কার্য্য নাই, সেখানে রোডসেস ফণ্ড হইতে প্রধান পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার করিয়া দেওয়া হউক। আর গ্রামস্থ লোকদের প্রতি এই আদেশ জারী হউক যে তাঁহারা আপন আপন অধিকারের জমি ও রাস্তা ঘাট যেন পরিষ্কার রাখেন। ছোট ছোট গাছের ঝোপের অন্তরালে [illegible] থাকে। সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পায় না, বায়ু খেলিতে পায় না, সুতরাং সেই সকল [illegible] রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। আর এক কথা—অনেক পল্লীতে এমন সব পচা একেলে পুষ্করিণী আছে যে, কাছে গেলে বোধ হয় ম্যালেরিয়া যেন সেখানে আপনার চিরস্থায়ী আধিপত্য স্থাপিয়া বসিয়াছে। তাহার জল স্পর্শ করিলে বরং মৃত্তিকা দ্বারা মর্দ্দন না করিলে সে দুর্গন্ধ দূর হয় না। দুর্গন্ধে উহা লোকেরই সহজ যন্ত্রণা মনে পড়ে। এই সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার না করিলে, মানুষ কেন?—জন্তু পশুও বাঁচিতে পারে না। অনেক স্থলে পল্লীবাসীরা সেই জলে স্নান ও অন্ন ব্যঞ্জন পাক করেন তাহাতে রোগকে ডাকিয়া আনা হয়। পল্লীগ্রামের সকল মজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা সহজ নয়। কত কত, তাহার মালিকের অন্ন জোটে না, পুষ্করিণী খনন কোথা হইতে হয়? বোধ করি এমন স্থলে পুকুর বিক্রয় করাই উচিত। কিন্তু পুকুরের আয়তন বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া চাই, নচেৎ অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আর এক উপায় আছে—গবর্ণমেণ্ট রোড সেসাদি কোন ফণ্ড হইতে পুকুরের মালিককে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। সেই টাকায় পঙ্কোদ্ধার করিয়া যে আয় হইবে, তাহাতে বাৎসরিক কিস্তি দ্বারা ঋণ শোধ হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই মহৎ কাজে গবর্ণমেণ্ট একবার ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করুন। নগরের মধ্যে বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করায় আমরা দেশের বেশী উন্নতি দেখিতেছি না।

[illegible]

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি ও রৌপ্যের মূল্য হ্রাস, তাহার কারণ ও স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ ছিল তাহার ব্যতিক্রম, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার, বিনিময়ের নিয়ম, ও তজ্জনিত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের ক্ষতি ইত্যাদি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়াছি। ইউরোপের সভার অধিবেশন, তাহার উদ্দেশ্য, তাহাতে কোন কোন জাতি যোগ দিয়াছে, এবং কে কে কি কহেন, এবং এই সভায় যোগ দেন নাই, তাহাও ঐ প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে এই ধাতুদ্বয় ও তন্নির্ম্মিত মুদ্রার সম্বন্ধে যে দুটী বিবেচ্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার প্রথমটীর এক প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। সেটী এই,—

যদি মুদ্রার জন্য দুটি ধাতুই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহাদের মূল্যের (অর্থাৎ উভয়বিধ ধাতুদ্বয়ের এবং তন্নির্ম্মিত মুদ্রাদ্বয়ের মধ্যে) সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে?

পূর্ব্ব প্রস্তাবে মুদ্রাকার্য্যের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুরই আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ের পুনর্ব্বার আলোচনা ও উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি উপায়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য এই ধাতুদ্বয়ের মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা চাই। অর্থাৎ এক তোলা স্বর্ণের জন্য কত তোলা রৌপ্য আবশ্যক, এক তোলা স্বর্ণের একটী মোহরের জন্য এক তোলা রূপের কত টাকা চাই। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা গোলযোগ থাকুক, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্য ঠিক করিয়া দিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত সাতিশয় ভ্রমাত্মক। কেন না সকল দেশে এক প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হইবার রীতি নাই। যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন রহিল, তখন যে দেশে কেবল স্বর্ণ মুদ্রাই প্রচলিত, সে দেশের মুদ্রার সহিত রৌপ্যদেশের রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় কালে যে দেশে কেবল রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার আছে তাহাকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পক্ষান্তরে যাহারা কেবল স্বর্ণ মুদ্রাই ব্যবহার করে, তাহারা কেবল বিশেষ লাভবান হইবে। তবে কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, ধাতুদ্বয়ের মূল্যের এক্ষণে যে গোলযোগ আছে তাহাই থাকুক, কিন্তু যখন [illegible] সভা করা হইয়াছে, তখন সকল [illegible] ব্যক্তি একত্র হইয়া ইহাই স্থির করুন যে, সকল দেশে এক [illegible] স্বর্ণের এবং রৌপ্যের মূল্য ব্যবহার করা হউক, তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি স্বর্ণের মূল্য অধিক এবং রৌপ্যের মূল্য কম থাকে, যদি এই উভয়বিধ ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার পরস্পর মূল্যের সম্বন্ধ এরূপ নিয়ম মত স্থির হয় অর্থাৎ যদি ষোল টাকায় এক মোহর পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোকে আর রৌপ্য ব্যবহার করিবে না, এমন কি স্বর্ণ-মুদ্রার লোপ হইয়া যাইবে। যদি এক তোলা স্বর্ণের মূল্য কুড়ি টাকা হয়, অথচ যদি এক মোহরের মূল্য ষোল টাকা স্থির করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যাহার নিকট যত মোহর থাকিবে সে তাহা গলাইয়া [illegible] করিয়া লইবে। [illegible] স্বর্ণের মূল্য কুড়ি টাকা [illegible] মোহরের মূল্য ষোল টাকা মাত্র। সুতরাং [illegible] চারি টাকা লাভ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য [illegible] পরিশ্রমের জন্য কে এই লাভ পরিত্যাগ করিবে? স্বর্ণ মুদ্রার এই দশা হইবে যে সকল [illegible] গলাইয়া [illegible] লাভের চেষ্টা করিবে, [illegible] অধিক মূল্যে স্বর্ণ [illegible]

[illegible] করিবার এরূপ নিয়ম [illegible] আর একটী [illegible] অপেক্ষা এক রতি [illegible] মুদ্রার বদলে [illegible] করিবে । তাহা হইলে [illegible] ব্যক্তি যত [illegible] নিয়মের [illegible] স্বর্ণমুদ্রা দিয়া [illegible] এক আনিয়া স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইবে । [illegible] প্রতিকারের জন্য [illegible] তাহা হইলে সেই [illegible] তাহার প্রতিকার করিতে না । [illegible] অপেক্ষা [illegible] হইতে থাকিবে । এই বাধা নিবৃত্তি [illegible] এই উপায় দেওয়া যাইতেছে । [illegible] কোন দেশে স্বর্ণের মূল্য অধিক হই [illegible] হ্রাস হইয়াছে ; যদি এক [illegible] এক তোলা স্বর্ণ পাওয়া [illegible] নিয়োগ [illegible] সেই স্থানে [illegible] একটী [illegible] যাইতেছে । [illegible] সেই দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত [illegible] আনীত হইবে, সেই মুহূর্তেই সেই [illegible] স্বর্ণমুদ্রা [illegible] ক্রয় করিয়া [illegible] দেখিবে এবং স্বর্ণ মুদ্রার [illegible] আবশ্যক [illegible] স্বর্ণ কুড়ি টাকা [illegible] উপযুক্তির [illegible] অনিবার্য্য [illegible] স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পর মূল্যের [illegible] স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার [illegible] এই উভয় ধাতুর মূল্য [illegible] রাখিতে [illegible]

[illegible] উভয় ধাতুর পরস্পর সম্বন্ধে মূল্যের [illegible] হইতে পারে, তাহার [illegible] এই বিষয়ের আলোচনায় [illegible] স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের [illegible] পরস্পরের মূল্যের [illegible] কেবল যে এক্ষণে [illegible] আবশ্যক । তাহা [illegible] অনুমান দূর করিবার [illegible] আমরা পুরা [illegible] স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি ও রৌপ্যের [illegible]

[illegible] এক তোলা অকৃত্রিম স্বর্ণের মূল্য কুড়ি টাকা অথবা কুড়ি তোলা রৌপ্য । [illegible] স্বর্ণমুদ্রা সোমপ্রকাশে [illegible] উল্লিখিত [illegible] এক তোলার মূল্য [illegible] টাকা না [illegible] তোলা রৌপ্য । পুরা [illegible] স্বর্ণের মূল্য [illegible] টাকা ছিল এবং [illegible] প্রস্তুত হইত, তাহার মূল্য ১৬ টাকা । [illegible] মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ নির্দেশ করিয়াছি । আমরা বলিয়াছি যে [illegible] অধিক পরিমাণে রৌপ্যের আমদানি [illegible] রৌপ্যের [illegible] আমরা এক্ষণে বলিয়াছি [illegible] স্বর্ণের অধিকতর প্রয়োজন ও ব্যবহার [illegible] স্বর্ণের মূল্য [illegible] অধিক [illegible] রৌপ্যের মূল্য [illegible] নিবেদন [illegible] উভয় [illegible] মূল্য [illegible] সম্বন্ধ [illegible] পুরা [illegible] উভয় [illegible]

[illegible] বিষয়ের [illegible] বিস্তৃত [illegible] করিয়াছি । [illegible] সাধারণের [illegible]

[illegible] পরিমাণ [illegible] করিয়াছি । অতএব এক্ষণে [illegible] আলোচনা [illegible] রৌপ্য মুদ্রা [illegible] মূল্য প্রস্তুত করা [illegible] প্রবৃত্ত [illegible] রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের [illegible] ছিল [illegible] স্বর্ণ মুদ্রা [illegible] স্বর্ণমুদ্রা [illegible] ছিল তৎকালে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত ছিল, [illegible] স্বর্ণমুদ্রা [illegible] হইত, রোমে [illegible] সময়ে রোমকেরা

স্বর্ণমুদ্রা [illegible] প্রদান [illegible] মহাবীর আলেকজাণ্ডারের নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত [illegible] করিয়াছিল, কিন্তু তখন স্বর্ণের সহিত রৌপ্যমুদ্রার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানা দুষ্কর । [illegible] ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্বর্ণ মুদ্রার সহিত রৌপ্যমুদ্রার যে সম্পর্ক ছিল, তাহার উল্লেখিত সময় ইতিহাসের অগোচর । কিন্তু আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি বহুকাল হইতে এই উভয় মুদ্রার যে সম্পর্ক [illegible] ছিল সেই সম্পর্ক ১৮৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল । ১৮৭৩ অব্দের পর যখন আমেরিকার খনি হইতে [illegible] রৌপ্য উত্থিত হইতে লাগিল, যখন [illegible] রৌপ্যের [illegible] রৌপ্যমুদ্রা উঠাইয়া দেওয়া হইল, [illegible] রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে । অতএব রৌপ্যের মূল্যের বৃদ্ধি, এবং স্বর্ণের মূল্যের হ্রাস করিবার উপায় স্থির না করিলে মুদ্রা [illegible] উভয় ধাতুর যে সম্পর্ক ছিল তাহা পুনরায় স্থাপন করিতে পারা যাইবে না । যদি [illegible] অধিক পরিমাণে রৌপ্য উত্থিত হইতে [illegible] রৌপ্যের [illegible] বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু তাহা হইলে রৌপ্য [illegible] পরিশ্রমের [illegible] করা হয় । তাহার [illegible] উপায়ের উপর অন্যায়রূপে [illegible] করা হয়, সুতরাং তাহা [illegible] হইতে পারে না । [illegible] রৌপ্য [illegible] তাহা হইলে [illegible] সাধারণের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় । অতএব [illegible] উপায়ের কোনটিই অবলম্বিত হইতে পারে না । কিন্তু রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার একমাত্র এক উপায় আছে যে রৌপ্য অধিক পরিমাণে সমাজে ব্যবহার করাইবার চেষ্টা করা উচিত । অর্থাৎ মুদ্রা [illegible] রৌপ্য [illegible] রৌপ্য যাহাতে সমাজ মধ্যে অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত হয় তাহা করিলে রৌপ্যের মূল্য কালে কালেই বৃদ্ধি হইবে । অতএব সমাজ মধ্যে রৌপ্য ব্যবহারের যে সকল অন্তরায় আছে, তাহা রহিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য । [illegible] রৌপ্য [illegible] উপর যে [illegible] আছে তাহা [illegible] উঠাইয়া দিন । তাহা হইলে অধিক পরিমাণে রৌপ্য [illegible] ব্যবহার প্রচলিত হইবে । পক্ষান্তরে যাহাতে অধিক পরিমাণে স্বর্ণের ব্যবহার না থাকে তাহারও উপায় বিধান করা আবশ্যক । ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, তাহদ্বারাই [illegible] নাই । যাহাতে এক্ষণে

স্বর্ণ ব্যবহার হ্রাস হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা হউক। অর্থাৎ ইংলণ্ডের রৌপ্যপাত্রের যেরূপ টেক্স আছে তাহা স্বর্ণালঙ্কারের উপর ধার্য্য করা হউক, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্বর্ণকার ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীর উপর একটী টেক্স ধার্য্য করা হউক। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে অলঙ্কারের আকারে স্বর্ণ ব্যবহারের হ্রাস হইয়া আসিবে। তাহা হইলে যখন রৌপ্যের ব্যবহার বাড়িবে, যখন রৌপ্যের গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যের দর অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে, এবং যখন স্বর্ণের ব্যবহার হ্রাস হইবে, যখন স্বর্ণের গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস হইবে তখন স্বর্ণের মূল্যও হ্রাস হইবে। এইরূপ নীতি অবলম্বন করা হইলে পূর্ব্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে সম্পর্ক ছিল ভবিষ্যতে সেই সম্পর্ক পুনরায় রক্ষা হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি ইউরোপীয় বাজারে ক্রয় করিবার রীতি ও এতদ্দেশীয় [illegible] অর্থের অপব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, প্রায় তৎসমুদয় ভারতবর্ষের বাজারেই পাওয়া যায়। যাহার যে দ্রব্যের আবশ্যক সে সেই দ্রব্য দেশে ক্রয় করিলে অল্প ব্যয়ে হয়। ভিন্ন দেশ হইতে দ্রব্যাদি আনীত হইলে নানা কারণে অধিক ব্যয় লাগে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিয়াও যেন বুঝেন না। গবর্ণমেণ্টের রীতিই এই যে তাঁহাদের যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তখন তাঁহারা বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস দ্বারা সেই দ্রব্য বিলাত হইতে ক্রয় করাইয়া এদেশে আনয়ন করেন। বিলাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে প্রতি বৎসর দুই কোটী আড়াই কোটী টাকা দিতে হয়। তদ্ভিন্ন জাহাজ ভাড়া, দ্রব্য বিনিময়ের জন্য অধিক অর্থ ব্যয়, প্রভৃতি বিস্তর টাকা অনর্থক নষ্ট হয়। যখন সৈনিকদিগের বস্ত্রের আবশ্যক, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে লিখিলেন, তিনি তাঁহার নিজের লোক দিয়া তাহা ক্রয় করাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কলা কয়েক গাঁইট কাগজের আবশ্যক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটারিকে লিখিলেন, তিনি তাহা পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ কলম, ছুরি, প্রভৃতি যে কোন সামান্য ও অধিক মূল্যের দ্রব্যের আবশ্যক হয় ষ্টেটসেক্রেটারি তাহা ভারতবর্ষে পাঠান। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিলাতের বাজারে ক্রয় করাতে যারপরনাই ক্ষতি দেখিয়া পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল মহামতি লার্ড নর্থব্রুক তাঁহার অধিকার কালে ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ভারতবর্ষেই ক্রীত হইবে। ১৮৭৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় বাজার হইতে কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ দেন। ১৮৮০ অব্দে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে ইউরোপীয় দ্রব্য এতদ্দেশীয় বাজারে পাওয়া যাইবে তাহা এদেশেই ক্রয় করা হইবে। এবং যদি দেশীয় দ্রব্যে ইউরোপীয় দ্রব্যের কার্য্য চলে তাহা হইলে দেশীয় দ্রব্যই গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারির জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি নর্থব্রুক সাহেবের ভ্রাতা আমাদের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে, দেশীয় বাজার হইতে গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য ক্রয় করা হইবে।

গত মে মাসে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় বাজার হইতে কাগজ কলম ইত্যাদি দ্রব্য ক্রয় করিতে আদেশ দেওয়া হয় তাহা রহিত করা হইয়াছে কি না? এবং যদি রহিত করা হইয়া থাকে তাহার কারণ কি? তদুত্তরে হার্টিংটন সাহেব এই কথা বলেন যে ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে আদেশ দেওয়া হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্য, ও তথাকার বাজারে যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা ভাল ও সুলভ হইলে সেই স্থান হইতে ক্রয় করা হইবে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এমন কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, যাহা ইংলণ্ডে ক্রয় করা উচিত তাহার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আফিসে জানাইবেন, ইংলণ্ড হইতে তাহা প্রেরিত হইবে। এতদ্দেশকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৮৮০ অব্দের মে মাসে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই।

ষ্টেট সেক্রেটারির এই কথানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহাদের যে কোন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা দেশীয় বাজার হইতে ক্রয় করা যাইবে। তবে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না তাহা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে আনয়ন করা হইবে। তবে যখন ইউরোপীয় [illegible] এদেশে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে, যখন বিলাত হইতে আনয়ন করিতে বিলম্ব হইবে এবং যেখানে ইউরোপ হইতে আনীত হইলে দ্রব্যাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা সেই স্থানে ইউরোপীয় দ্রব্য এতদ্দেশীয় বাজারে ক্রয় করা হইবে।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশের কোন কোন দোকানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে এই কথার যাথার্থ্য অবগত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয় জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আদেশ প্রদান করিবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারির কথায় যে গোলযোগ ছিল, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞায় পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞাটী কার্য্যে পরিণত হইলে দুটী শুভ ফল উৎপন্ন হইবে। এতদ্দ্বারা দেশের বৃথা অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস হইবে, এবং দেশীয়দিগের শিল্পকার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহ জন্মিবে। দেশীয় শিল্পের শেষ হইয়া আসিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিলাতী কাপড় সস্তা হইয়া তন্তুবায় ও যুগীদিগের আর অন্ন হয় না। এদেশে আর পূর্ব্বের মত ছুরি, কাঁচি, ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় না। এখন সকল দ্রব্যই বিলাত হইতে আসিতেছে। ইহাই দেশের ভাবী দারিদ্র্যের প্রধান লক্ষণ। শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। দেশান্তর হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আনয়ন করিয়া দেশকে বড় করা যায় না। শিল্পজাত দ্রব্যই দেশের ধন, সেই ধনের হ্রাস হওয়া উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন।

ভারতবাসী এই তোমাদের উন্নতির একটী অবসর। গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে শিল্পকার্য্যে উৎসাহ দিতেছেন। এখন তোমরা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া শিল্পের উন্নতি-সাধন করিয়া দেশের উন্নতি-সাধনে যত্নবান হও। কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়া বেড়াইও না। চাকুরির প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। তোমরা বিদ্বান হও, আর বুদ্ধিমানই হও, গবর্ণমেণ্ট কয়জনকে চাকুরী দিতে পারেন? গবর্ণমেণ্ট কখন বিশ কোটি ভারতবাসীকে চাকুরি দিতে পারেন না। যদি কেবল চাকুরীর প্রত্যাশায় থাক, তাহা হইলে তোমাদিগকে অন্নহীন হইতে হইবে। তোমাদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি আর কিছুকাল ভারতবর্ষের বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদিগের অভাবের পরিসীমা থাকিবে না। তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র, লিখিবার ও পড়িবার কাগজের কালি, দেশের বাতি, কলম কাটিবার ছুরী বিলাত হইতে আসিতেছে। প্রদীপ জ্বালিবার জন্য তোমাদিগের দেশলাই চাই, কাপড় [illegible] জন্য [illegible] চাই, পুস্তক ও সংবাদ পত্র [illegible] জন্য কাগজ চাই, অধিকাংশই বিলাত [illegible] তোমরা। [illegible] সমাজ, তোমাদিগের [illegible]

চেষ্টা না, এই … … … দূর করিতে চেষ্টা কর। … … পারিবে তোমরা মনুষ্য নামের … …। গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে উৎসাহ … …। তোমরা এই উৎসাহ-বাক্যে … … না। তোমাদের লজ্জা না দিবা … …। তোমরা আলস্য পরিত্যাগ কর, … অনেক দিন ঘুমাইয়াছ, নিদ্রা পরিত্যাগ … কার্য্যে যত্নশীল হও, দেশের অবনতি ও … কর। তোমাদের দেশে উপকরণ যেরূপ … … দেশে পরিশ্রমের মূল্য যেরূপ অল্প, … শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিলে, তোমরা … অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে, অন্য কোন … জাতি পারিবে না। … দেশের পাট লইয়া … তোমাদিগকে পরিধেয় দিতেছে। তোমাদের দেশের … লইয়া … প্রস্তুত করিতেছে, তোমাদের দেশের ইক্ষুরস ও চাউল লইয়া ইংলণ্ড তোমাদিগকে কাগজ যোগাইতেছে; অথচ তোমরাই নির্জীব হইয়া আছ। দেখ দিন দিন তোমাদিগেরই দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। অতঃপর তোমরা অনাহারে মরিবে, অতএব … উত্থান কর, জাগরূক হও।

জেনেরল রবার্টসের অনুচিত প্রার্থনা।

১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাসে যখন … যে ভয়ানক যুদ্ধ হয় তাহাতে যেমন অনেককে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কোন কোন লোককে লাভবান হইতে দেখা গিয়াছিল সেইরূপ কাবুলরূপ গগনে যুদ্ধরূপ ধূম উঠিলে আমরা অধিকাংশ লোকের ক্ষতি ও কতিপয় সৈনিক পুরুষের এবং সেনাপতি রবার্টসের বিশেষ লাভ দেখিতে পাইতেছি। ইনি কাবুল যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিলাতে গিয়া যুদ্ধের বীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ উপাধি তাঁহার বংশাবলী ভোগ করিতে পারিবে। এবং বার্ষিক দশ হাজার টাকা বৃত্তি অথবা এককালীন ১,২০,০০০ টাকা দিবার কথা হইতেছে। শুনা যাইতেছে ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট নহেন। … যুদ্ধে … উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া যেমন … টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জেনেরল রবার্টস … পুরস্কার প্রার্থনা করেন। আর যদি … না … তিনি যে ২০০০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন সে বিষয়ে তাঁহার এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। অতঃপর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে … যুদ্ধের … বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ সেনাপতির পদে বরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি শুনিলেন তিনি হয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা বৃত্তি পাইবেন, না হয় ১২০০০০ টাকা এককালীন প্রাপ্ত হইবেন। এই টাকা ভারতের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত হইবে। ইণ্ডিয়া আপীস তাঁহাকে ইহাই দিতে সম্মত হইয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক দিবার সম্ভাবনা নাই।

এ দেশের লোকের সংস্কার এই যিনি যাঁহার দ্বারা উপকৃত হন তিনি উঁহার পুত্র জন্মের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি লর্ড লিটন উঁহার পুত্র জন্মের বন্ধু ছিলেন। তিনি সেই বন্ধুতা সম্পাদনার্থ এবং ভারতের ও কাবুলের শান্তি স্থাপনার্থ ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেনেরল রবার্টসের ভারতের প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশাও আছে। লর্ড লিটন আফগানস্থানের যুদ্ধ যে কেবল তাঁহাদের যশ, মান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য হইয়াছিল, তাহা এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, আমরা উপরে যে সকল কথা বলিলাম তাহার কারণ এই, ২৩ এ মে পার্লেমেণ্ট সভায় উঁহার পুরস্কারের বিষয় লইয়া মহা বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ইহাই স্থির হইয়াছে যে উক্ত টাকা ভারতের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। আফগান কর্ত্তৃক আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষার জন্য কাবুল যুদ্ধ। জেনেরল রবার্টস সেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, অতএব উঁহার এ পুরস্কার পাওনা অসঙ্গত নহে। কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির সাহায্যে বিশেষ লাভবান হয়েন, তাহা হইলে লাভভাগী সাহায্যকারীকে পুরস্কার দিয়া থাকেন। কাবুল যুদ্ধে জেনারেল রবার্টস জয়ী হওয়াতে ভারতের কি লাভ হইল, কাবুল যেমন স্বাধীন ছিল তেমনিই রহিল, সীমা প্রদেশ যেখানে ছিল সেই খানেই রহিল কেবল আপনাদিগের একজন মনোমত লোককে আমীর করিবার জন্য অনেক অর্থ ব্যয়িত হইল। আমীর যেরূপ … তাহাকে উঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য আর যে কত টাকা দিতে হইবে, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। এতদ্ভিন্ন সেই আমীরই যে চিরকাল উঁহাদিগের শরণাগত থাকিবেন, সুযোগ পাইলে তিনি যে স্বাধীন হইবার চেষ্টা পাইবেন না তাহারই বা বিশ্বাস কি? যখন কাবুল যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া ভারতের সর্ব্ব প্রকারে ক্ষতি হইল, তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পুরস্কারের প্রার্থনা কি? যদিই ইংলণ্ড জেনারেল রবার্টসকে সেই পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন, তবে তাহা ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে দিউন। আর যদি অনন্যভাবাপন্ন ভারতকে পীড়ন করিয়া জেনেরল রবার্টসকে এই টাকা দেওয়ান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করা হইবে।

রুশ রাজ তৃতীয় আলেক্জাণ্ডর নিহিলিষ্টদিগের ভয়ে স্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি কেবল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার বিপুল রাজ্য, মান সম্ভ্রম, সংখ্যাতীত সুশিক্ষিত ও বলদর্পিত সৈন্য প্রভৃতি তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না।

প্রকৃত কথা এই সৈনিক বল রাজার বল নহে, প্রজার রাজভক্তিই রাজার বল। নিহিলিষ্টেরা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের ন্যায় রাজ্যমধ্যে প্রজাতন্ত্র প্রার্থনা করে। তাহারা মুখে যাহাই বলুক তাহারা কেবল অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা চাহে। প্রজার সুখই রাজার সুখ; প্রজার সুখান্বেষণ করা রাজার কর্ত্তব্য; প্রজারা সুখী হইলে, তাহারা রাজকার্য্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনা করিতে পাইলে, তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষিত হইলে, তাহারা রাজার অনুগত ও রাজভক্ত হয়; তাহাতে রাজারও মঙ্গল, প্রজারও মঙ্গল। আমরা রুশরাজের অবস্থা ও মনের বিকার আলোচনা করিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি। আপনি যদি প্রজাদিগকে একটু স্বাধীনতা দেন, তাহাদিগকে রাজকার্য্যে উপদেশ দিবার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার ক্ষমতা দেন, তুমিও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হইবে, প্রজারাও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হইবে। রাজ্য মধ্যে একনায়কত্ব ভাল নহে। … সুই নেপোলিয়ন তাহা দেখিয়াছেন ও … ফল ভোগ করিয়াছেন। এখনও পথ আছে, এই বেলা সেই পথ গ্রহণ কর। নতুবা কপালে তোমার নিস্তার নাই।

১৫ ই জুনের কলিকাতা গেজেটে ১৮৮০ অব্দের মেডিকাল ইনষ্টিটিউশন সমূহের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। এই বৎসরের পীড়া ও মৃত্যু সংখ্যা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অনেক ন্যূন। ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ অব্দে … ওলাউঠা রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবৎসর ঐ রোগে তাহার অপেক্ষা … লোকের মৃত্যু সংখ্যা দেখা যায়। এবং ১৮৮০ অব্দে এই রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এ বৎসর তদপেক্ষা … ভাগ ন্যূন। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে উদরাময় রক্তআমাশয়, ও জ্বররোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অল্প দেখা যায়। গত আট বৎসরে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত ও মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এই:—

অব্দ	চিকিৎসিতের সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা।
১৮৭৩	১৭৪৩৮	২৫৫৪
১৮৭৪	১৯৪৩০	৩০৩৭
১৮৭৫	২২০৫২	৩৭৮১
১৮৭৬	২১০৮৭	৩০৭৬
১৮৭৭	২০৩৭৭	৩০৭২
১৮৭৮	২৭৩০৮	৪৫৩৮
১৮৭৯	২২১৩৭	৩৭০২
১৮৮০	২১০৭২	

অর্থাৎ প্রত্যেক শতকের হিসাবে।

		অব্দে মৃত্যু সংখ্যা।
১৮৭৩	...	[illegible]
১৮৭৪	...	[illegible]
১৮৭৫	...	[illegible]
১৮৭৬	...	[illegible]
১৮৭৭	...	[illegible]
১৮৭৮	...	[illegible]
১৮৭৯	...	[illegible]
১৮৮০	...	[illegible]

প্রায় তিন বৎসর হইতে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালের ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে। তাহাতে যে রোগিদিগের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হইয়াছে এই কথা বিবরণ পাঠ করিয়া তাহা বোধ হয় না। কেননা ১৮৭৯ অব্দে হাঁসপাতালে যত লোকের চিকিৎসা হইয়াছিল এবার তদপেক্ষা অনেক অধিক লোকের চিকিৎসা করা হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কোর্টস সাহেব বলেন যে এক্ষণে রোগিদিগের পথ্য ও সেবার বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট রূপ হইয়াছে।

যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে প্রায় তত্তৎস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তথাকার মিউনিসিপালিটীর সম্বন্ধে যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার বিচার করিবার জন্য সেই সেই স্থানে কয়েকজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন। এই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার তথাকার মিউনিসিপালিটীর কমিশনর, অথবা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কোন কর্মচারী। মিউনিসিপাল কমিশনরেরা কোন নিয়ম করিলে, সেই নিয়মের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কার্য্য করে, অথবা মিউনিসিপালিটীর সম্পত্তি যদি কেহ অবৈধরূপে বলপূর্ব্বক অধিকার করে তাহা হইলে এই সকল অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে তাহার অন্যায়াচরণের জন্য দণ্ড দিয়া থাকেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত নামে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একজন কর্ম্মচারী ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট উক্ত নামক এক জন সাহেবকে লাইসেন্স না লওয়া অপরাধে দণ্ডিত করেন। অতঃপর উক্ত সাহেব হাইকোর্টে আপীল করেন এবং হাইকোর্ট এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে উমেশ বাবু মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কর্মচারী বলিয়া মকদ্দমার সহিত তাঁহার স্বার্থ ও সংস্রব থাকায় তাঁহার উক্ত মকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার ছিল না। এই বিচারে উহার মীমাংসিত হইয়াছে যে, কোন মিউনিসিপাল কমিশনর, মিউনিসিপালিটী সম্পর্কীয় কোন মকদ্দমার বিচার করিবার যোগ্য নহেন।

ইংলণ্ডের কুইনস্বেঞ্চ নামক প্রধানতম আদালতে এতদ্বিষয়ের [illegible] মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। [illegible] মকদ্দমায় এই স্থির হইয়াছে যে মিউনিসিপালিটী সম্পর্কীয় মকদ্দমায় কোন মিউনিসিপাল কমিশনর বিচারপতির কোন কার্য্য করিবার অধিকারী নহেন। এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে ও এই ছুই নজীর অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও ম্যাকলিন সাহেব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের নীলকরদিগের এক একটী অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি। ব্রিটিশ শাসনে যে এরূপ অত্যাচার হয়, একথা আমাদিগের আদৌ সংস্কার ছিল না, কিন্তু মেদিনী [illegible] দেখাইয়া দিতেছেন।

[illegible]

তাহার পর [illegible] পূর্ব [illegible] মহাশয়ের নিকট বিচার প্রার্থনা করা [illegible] আসিয়াছেন, [illegible]

টাকা না দিলে তাহার মুক্তি নাই। এই কথা শুনিয়া [illegible] পুত্র [illegible] করিতে করিতে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মণের পুত্র চলিয়া গেলে সে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এবং সমস্তদিন ও রাত্রি অনাহারে থাকিয়া তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিলে তাহারা [illegible] তাহাকে আবার [illegible] গুদামঘরে আবদ্ধ করিয়া দেয়। তাহাতে লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার গুদামে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, এবং কতক্ষণ পরে গোমস্তা আসিয়া [illegible] দিতে না, এই কথা বলিয়া নালিশের প্রতি [illegible] ইহাতে লক্ষ্মীকান্ত তাহাকে [illegible] কিন্তু টাকা আদায় করিতে পারে না। [illegible] আবার তাহাকে প্রহার করিতে [illegible] টাকা আদায় হয় না।

[illegible] আছেন ৫০, টাকা [illegible] ৫০, টাকার কমে ছাড়িবে না, [illegible] ১০, টাকা কবুল করিয়া [illegible] দেয়। লক্ষ্মণ মুক্ত হইলে [illegible] নালিশ করে, সে [illegible] করিয়া [illegible] মুক্ত হয়।

আমরা কলিকাতার পুলিসের একটী অত্যাচারের কথা পাঠকদিগকে জানাইতেছি। গত ২৮ এ এপ্রেল বিহারি নামে এক ব্যক্তি কেনিংক বাজার পুলিসে এই বলিয়া নালিশ করে যে তাহার পুত্র কুসুম তাহার পত্নী হরিদাসীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিসে এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত হইলে এইরূপ রীতি ও আইন আছে যে পুলিশ তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু কেনিংক বাজার পুলিসের ইন্স্পেক্টর তাহা না করিয়া বেহারি ও তাহার প্রজার সমভিব্যাহারে একেবারে কুসুমের বাড়িতে যান এবং তাহার কন্যাকে আনিয়া দিতে বলেন। অতঃপর বলপূর্ব্বক তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার কন্যার অনুসন্ধান করা হয়, তৎপরে নিকটস্থ কোন উদ্যানে হরিদাসীকে পাইয়া তাহাকে ও তাহার মাতাকে থানায় আনয়ন করা হয়। থানায় কুসুমকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করা হইয়াছিল, ও হরিদাসীকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে তাহার অসম্মতি ও আপত্তি সত্ত্বে তাহার স্বামীর হস্তে অর্পণ করা হয়। বিহারি তাহার পত্নীকে আপনার বাটীতে লইয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। অনন্তর যখন তাহার মাতা পুলিসের নামে অনধিকার প্রবেশ ও অন্যায় [illegible] নালিশ করে তখন হরিদাসী সাক্ষ্য দিতে আসিয়া [illegible] প্রদান করিয়াছে। কলিকাতার পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট আমির আলি সাহেবের নিকট [illegible] মকদ্দমার বিচার হয়। বিচারকালে [illegible] এই [illegible]

ব্যবহারের [illegible] আরোপ করিয়া পুলিষ কর্ম্ম-চারীদিগের [illegible] করিয়াছেন

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ই জুন। [illegible] ফেনিয়ানেরা [illegible] [illegible] [illegible] বিস্ফোরক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] আয়ারল্যাণ্ডের [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া, [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] তুরুস্কের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের নিয়মে [illegible] [illegible]।

দক্ষিণ আমেরিকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

আয়ারল্যাণ্ডে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] কথা ছিল, তাহা হইতে [illegible] [illegible]।

লণ্ডন ১২ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] সাহায্যার্থ আর [illegible] [illegible] হইয়াছে।

মিঃ গ্লাডষ্টোন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি বলিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] ফেনিয়ানেরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফেনিয়ানেরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোকের উপর [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১২ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুসন্ধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৩ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৩ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আর [illegible] [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] এই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল।

[illegible] ১৪ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

[illegible] ১৫ ই জুন। করাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরাজয় করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৫ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৫ ই জুন। [illegible] না।

[illegible] [illegible] ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible] ১৬ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৬ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফেনিয়ানেরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন

বিবিধসংবাদ।

সুরাপান নিবারণের জন্য আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট এক নিয়ম করিয়াছেন, যে অতঃপর কেহ বিনা লাইসেন্সে প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করিতে পারিবে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই টাকা মদ্য পানে পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার্থ ব্যয়িত হইবে।

দুর্গা পূজার ছুটীর বিষয় লইয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্ক বড়ই গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যান্য পর্ব্বোৎসব উপলক্ষে কর্ম্মচারীদিগকে ছুটী দিতে সম্মত নহেন, কহেন আপীসে ছুটী দিবার রীতি নাই, কর্ম্মচারীরা ছুটীর কয়েক দিন কাজ করিয়া অতিরিক্ত বেতন পাইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্ক আফ্যান্তের বাকি নহেন! যাহা হউক যদি সত্য সত্যই ডিরেক্টরেরা এই অন্যায় নিয়ম করেন তাহা হইলে প্রকারান্তরে হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর তাঁহাদিগের হস্তক্ষেপ করা হয়। আজ ব্যাঙ্কে এই নিয়ম হইল, কাল এই দেখা দেখি আর একজন সাহেব তাঁহার আপীসে এই নিয়ম করিবেন, এইরূপে ক্রমে দুর্গোৎসবের ছুটী উঠিয়া যাইবে, বাস্তবিক ইহার অপেক্ষা অন্যায় কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। এত স্বার্থপর হওয়া উচিত নহে। চিরন্তন প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া ডিরেক্টারদিগের নিতান্ত অন্যায়।

বরিশালের একটী হিন্দু রমণী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। এই বার অনেকে [illegible] হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই রেজলিউসন করিয়াছেন যে, লোকে আগামী ১লা জুলাই হইতে এক টাকায় ৬টী শব্দ টেলিগ্রাফ করিতে পারিবে। তৎপরে যত শব্দ হইবে প্রত্যেক শব্দে দুই আনা করিয়া লাগিবে।

সিমেন সাহেব বার্লিনে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ট্রাম-ওয়ে চালাইতেছেন; একণে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত ট্রাম-ওয়ে গমনাগমন করিতেছে। ইহার যেরূপ গতি তাহাতে ঘণ্টায় ১৮ মাইল করিয়া গমন করিতে পারে।

কোম্পানির কাগজের দর।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০৩॥০ হইতে ১০৩।৵০

৪৷০	১৮৭০ (১৮৬৫)	১০৪৷০		
৪৷০	১৮৭৯ (১৮৬৯)	১০৬৷০	''	১০৬।৵০
৪৷০	১৮৭৮-৭৯ (১৮৭০)	১১১।৵০		
৪৷০	১৮৭ (১৮৭০)			
৫	১৮৭৭ (১৮৮২)	১০২।০		

নিউজিল্যাণ্ডের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] নামক [illegible] নিকটবর্ত্তী একটী রেলওয়ের উপর দিয়া অজস্র শুয়াপোকা যাইয়া এক শস্যক্ষেত্রে গমন করিতেছিল। সেই সময়ে একখানি ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহারা চক্রের মধ্যে [illegible] [illegible] শকটের গতি রোধ হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেল, ঐ সকল পোকা চক্র মধ্যে পড়াতে তৈলের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হওয়াতে ট্রেণের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে চালকেরা চক্রে বালি দিয়া ট্রেণ চালায়।

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible] [illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সম্প্রতি রেঙ্গুনে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

রুশিয়ার সম্রাট এই মাসে বর্লিন নগরে যাইবেন এবং তথায় বসন্ত ঋতু পর্য্যন্ত বাস করিয়া বিয়েনা নগরে গমন করিবেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ আদেশ দিয়াছেন যে আগামী ১৮৮২ অব্দের পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক এবং নৈষধের চতুর্দ্দশ এবং দ্বাবিংশ সর্গ অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং আরবী ভাষায় ছাত্রদিগকে কোরাণের সপ্তম, দশম, অষ্টাদশ, ষট্‌ত্রিংশ এবং উনচত্বারিংশ অধ্যায় ও রাইট সাহেব কৃত আরবী ব্যাকরণ পড়িতে হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত অল্পপরিসর রেলওয়ে খুলিবার জন্য কতকগুলি দেশীয় ভদ্র লোক ধনী ও জমিদার সাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর সাড়ে বার ক্রোশ। পাঁচ লক্ষ টাকায় সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কেবল দেশীয়দিগের দ্বারা এই রেলওয়ের সমুদায় কার্য্য চালান প্রস্তাবকারিদিগের অভিপ্রায়। ধনী ও জমিদারদিগের এই একটি সুখ্যাতি লাভের অবসর।

ফরাসীদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইংলণ্ড যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, সর চার্লস ডিল্‌ক তাহার সভাপতি হইয়াছেন।

গ্রেসেন সাহেব টাকা দিতে সম্মত হওয়াতে চীন ডাকাইতেরা স্ক্রীন সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

উপকূলে বোয়ারদিগের সহিত কাফ্রিদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে।

কুস্তুন্তুনিয়ার সুলতান আবদুল আজিজের মৃত্যু হত্যা কর্ত্তৃক হইয়াছে কি না এবিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, সম্প্রতি একটি বিচার হইয়া মিদাৎ পাশাকে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

ফ্রান্সদেশের প্যারিস নগরে সম্প্রতি একটী বিদ্রোহ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে লুইস মাইকেল নামে এক ফরাসী রমণী গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ দিয়া এক খানি লোহিত রঙ্গের পুষ্পমালা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করে যে সে সর্ব্বতোভাবে বিদ্রোহের পক্ষপাতী। সে আরও বলিয়াছে যে শীঘ্রই ফ্রান্সদেশে একটি বিষম বিপ্লব ঘটিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়া হইতে দশ সহস্র করাবিন ও বিশ লক্ষ কার্টরিজ ক্রয় করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে এই গবর্ণমেণ্ট ১৫,০০০ বন্দুক ও আটটী কামান ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালোর স্পেক্টেটর বলেন যে কোলারের স্বর্ণ খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। যাহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী কোন কর্ম্ম নাই তাহারা অনেকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমিরের রাজ্যমধ্যে সেনাদিগের কি দশা আছে। তাহারা নিয়োগপত্রে বলিলেই যেন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। রহিমমান খাঁ অবগত হওয়া গেল যে বলিয়া কাবুলের নূতন আমীর আবদুর রহমানের রাজ্যের চারিদিকেই গোলযোগ, বলিয়া তাঁহার সিংহাসন একণে সামান্য বাধ্যবাধে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা, তথাপি তিনি কাবুলের রাজ সভাকে আমোদে লিপ্ত হইয়া কতবা কার্য্যে অমনোযোগ দিতেছেন। এদিকে তাঁহার প্রতিযোগী আয়ুব খাঁ যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন করিবার নিশ্চিন্ত হইতেছেন না। এক্ষণে যে সকল সর্দ্দার আমীরের অধীনে আছেন, আয়ুব তাঁহাদিগকে আপনার দিকে আনিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আবদুল্লা খাঁ প্রকাশ্য ভাবে আয়ুবের সহিত যোগ দিয়াছেন। আয়ুবও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, তিনি আমীর হইলে পর তাঁহাকে একটী প্রধান কর্ম্ম দিবেন। অনেকে মনে করিতেছেন যে, সর্দ্দার হাবিবুল খাঁ ও সর্দ্দার আমানুল্লা খাঁ আমীরের বিপক্ষ হইয়াছেন। অন্যান্য সর্দ্দারের মধ্যে কেহ আয়ুবের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তন্মধ্যে হাবিব খাঁ ও সাদু খাঁ প্রকাশ্য ভাবে আয়ুব খাঁর পক্ষে যোগ দিয়া কিছুদিন যাবৎ কাটাইতেছেন।

ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের পুত্র কুমার মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিলাতে গিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, তিনি সেখানে শিক্ষা লাভ করিয়া এ দেশে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে পোর্টবন্দরের রাজকুমারও একজন উদ্যোগ হইতেছেন। দেশী রাজাদের ছেলেরা বিলাতে আসিলে পর অনেকের প্রতি গোলযোগের কি সম্ভাবনা হয়।

ষ্টেটসম্যান পত্রে অবগত হওয়া গেল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বাঁকিপুর ষ্টেশন হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হইবে। শুনা যায় যে, যদি গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে তাঁহার ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, কিন্তু যদি কোন কোম্পানী এই কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহা হইলে ১২ লক্ষ টাকায় সমুদায় কার্য্য সমাধা হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় রেলওয়ের কার্য্য কোম্পানি অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। এইজন্যই গবর্ণমেণ্টের টাকার শ্রাদ্ধ হয়।

৺৩১ চৈত্র হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতকগুলি ব্রাহ্ম নববিধান মতে নূতন প্রকারের ব্যাপ্টিজম করিয়াছেন। শ্রী কেশব চন্দ্র সেন এবং তাঁহার দলবল সহিত তাঁহার বাসবাটী কমল কুটীরের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহন পূর্ব্বক বাইবেলের মথি গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ ও তাঁহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া স্নান করেন। অনন্তর তাঁহার অনুচর-দিগের অবগাহন ও স্নান হইলে পর তিনি তাহাদের মস্তকের উপর জল ছিটাইয়া দিয়া সংস্কার কার্য্য সমাধা করেন। গত রবিবার ইহার পূর্ব্বে তিনি যে দিন নিজ বাটীর উপাসনালয়ে নূতন রকমের একটী হোম করিয়াছিলেন। উপাসনার সময় একটী অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতে কাষ্ঠ ও ঘৃত দ্বারা আহুতি দেওয়া হইয়াছিল। কাষ্ঠগুলিকে মন্ত্রের পাপরূপ অশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া পবিত্র অগ্নিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এইরূপ হোম করিতে পারিলে লোকের আত্মা ঈশ্বরের পুণ্যাগ্নি দ্বারা এবং মনের পাপ সমূহ সকল অসাধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়।

লাহোর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় বড় ডাকাইতের ভয় হইয়াছে। এমন কি ডাকাইতেরা দিবা ভাগে অনেক পথিককে লুট করিয়াছে।

ষ্টেটসম্যান পত্রিকা ... দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ... ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ... দেশের সাহেব অধি-বেশনে ... কোন সংশ্রব না থাকে, এইরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা ষ্টেটসম্যান পত্রে অবগত হইলাম যে আগামী ১লা আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মহারাষ্ট্র প্রদেশের কতকগুলি দেশীয় কর্ম্মচারীর অন্যায় আবগারি বন্দোবস্তের দোষ অস্বীকার করিতেছেন। যদি সত্য হয় এদেশীয় প্রজারা ঋণ দায় গ্রস্ত হইতেছে, এখন দেশীয় রাজাদের রাজা হইবার আর বাকী থাকে কেন? গবর্ণমেণ্ট আব-কারির ব্যবস্থায় কি দৃষ্টিপাত করিবেন?

৺ অযোধ্যার ভারতবর্ষীয়দিগের মুখ্য বিদ্যালয় জন্য সরকার বাহাদুরের পুনর্ব্বার এক সহস্র মুদ্রা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর পাঁচ শত টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এই সম্পাদক সুবিখ্যাত বর্ত্তমান ... হইবে।

লাহোরের উকিলদিগের ... গবর্ণমেণ্ট ... করিয়াছে।

[illegible] সম্বাদ [illegible] খাঁ [illegible] আবশ্যক [illegible] তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু [illegible] তিনি আবদ্ধ থাকাকালে কোন অনিষ্ট [illegible] গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে [illegible] তাঁহার কাবুল গমন নিষিদ্ধ রহিল। [illegible] তিনি [illegible] থাকিতে পারিবেন। [illegible] মহাত্মাদের সম্পর্কীয় আর অনেক ব্যক্তি [illegible] আছেন। ইহারা যত শীঘ্র প্রবেশ করিতে [illegible] ততই দেশের মঙ্গল, তাহা হইলে [illegible] দেশের অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

[illegible] লোকেরা কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত [illegible] সভা করিয়া [illegible] কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া থাকেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি দেখা-ইতে পারিলে এই সভা কৃষককে পুরস্কার প্রদান করেন। আমাদের দেশেও এই রীতি যাহাতে [illegible] প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বম্বে গেজেট নামে বোম্বাইয়ের এক খানি সংবাদ পত্রে পারসী বালিকাদিগের ইংরাজী শিক্ষার নিতান্ত আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একটি প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। [illegible] লেখক বলেন যে পূর্ব্বে যখন পারসীরা লেখা পড়া জানিত না, তখন তাহাদিগের বনিতাদিগেরও লেখা পড়া শিখিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এক্ষণে পারসী যুবকেরা রীতিমত লেখা পড়া শিখিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে পারসী বালিকারা যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তথায় ইংরাজীর চালান উচিত।

শিবপুর [illegible] [illegible] নিজের মধ্যে [illegible] আমাদের [illegible] প্রার্থনা করিয়াছে, [illegible] কালেজে [illegible] অবশিষ্ট [illegible] কাজ করিতেছে।

[illegible] নামে [illegible] এক জন ডাক্তার [illegible] কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে অধিক [illegible] পরিত্যাগ করিলে ও [illegible] থাকিলে [illegible] অধিক [illegible] বিলোড়িত [illegible] চক্ষি [illegible] অধিক [illegible] উত্তাপ ও [illegible] [illegible] যোগ থাকিলে [illegible] দর্শন [illegible] না। তিনি [illegible] উক্ত [illegible] কোন [illegible]।

সম্প্রতি [illegible] একটি [illegible] স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছে। [illegible] একটি [illegible] কতকগুলি বিদ্রোহের কাগজ পত্র, এবং কয়েকটা [illegible] পাওয়া গিয়াছে। তাহার বাটীতে একটী গুপ্ত সভা হয়, তাহার সভ্যেরাও ধৃত হইয়াছে।

[illegible] নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মিত্র কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অধীনে [illegible] ইন্সপে-ক্টরের পদের প্রার্থী হইয়াছেন, ইনি কলিকাতার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর।

বোম্বাই গেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন যে [illegible] ধনাগার হইতে দুই লক্ষ টাকা চুরী গিয়াছে।

বহরমপুর ও হৈদরাবাদে বসন্ত রোগে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইতেছে। দুই স্থানেই [illegible] কোন হ্রাস পায় নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible] ও [illegible] বিভাগ।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বাবু [illegible] হইবেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ডেপুটী [illegible]

[illegible]

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] ডেপুটী [illegible] প্রতিনিধি হইবেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible]

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible]

[illegible]

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible]

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] বাবু [illegible]

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible]

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] বাবু [illegible] হইলেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] (ইনি ছুটী লইয়াছেন) ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে বদলী হইবেন।

শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ অব্দের ২ আইন অনুসারে [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible] সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ কমিশনরের অধীনে কার্য্য করিবেন।

[illegible] ও [illegible] প্রথম [illegible] ও [illegible] প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] নিযুক্ত হইবেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেব [illegible] অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible] বদলী হইবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] প্রতিনিধি [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, এল, [illegible] অনুসারে [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রথম [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]

শিক্ষা সংক্রান্ত।

[illegible]

[illegible]

[illegible] পত্র।

[illegible]।

[illegible] এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] প্রখর সূর্য্যতাপে [illegible] [illegible] পান করিয়া লইয়াছে। আরো [illegible] দিন বৃষ্টি না হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবেক না। [illegible] এক জন লোককে [illegible] আক্রমণ করিয়াছে।

মুঙ্গেরের কালেক্টরির [illegible] মুঙ্গেরের [illegible] [illegible] কর্ণেল [illegible] অনেক দিন গবর্ণমেণ্টকে [illegible] [illegible] অধিক লাভ [illegible] সম্প্রতি এই সংবাদ মুঙ্গেরের কালেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত [illegible] দিনের

কর্ম্মচারিদ্বয়কে পদচ্যুত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। লোভই তাঁহাদের মাথা খাইয়াছে। "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট" এ কথাটী স্মরণ রাখিতে পারিলে খাজাঞ্চি মহাশয় কখনই তিন পুরুষের খাজাঞ্চি পদ হইতে এবং ডেপুটিবাবু(?) মহাশয় ২৮ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া শেষে অপমানের সহিত পদচ্যুত হইতেন না।

ঢাকা যুবক সভার একটী সভা ঐ সভায় "বিধবা বিবাহ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সভ্যদিগের এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। প্রবন্ধ লেখক বলেন "বিধবাদিগকে কষ্ট দেওয়ার পাপে ভারত ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সত্য; কিন্তু তা বলিয়া নিরাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। অতএব এস আমরা সকলে একমত হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আপাততঃ এ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম করা উচিত হইতেছে। যথাঃ—(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পত্র দ্বারা এ বিষয়ের পরামর্শ জানিতে হইবে। (২) এক খানি পুস্তক বাহির করিয়া কত লোক এই সৎকার্য্যের পক্ষপাতী তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লইতে হইবে। (৩) এক খানি অন্য পুস্তক বাহির হইবে, তাহাতে অঙ্গীকার পত্র এই লেখা থাকিবে—যদি কেহ বিধবা কন্যা কিম্বা ভগ্নীর বিবাহ দেন, সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও আমরা তাঁহাকে প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিব না। একত্রে বসিয়া তাঁহার সহিত পান ভোজনাদি করিব।" প্রস্তাব লেখকের প্রস্তাবে অপরাপর যুবকগণ সাহস করিয়া অনুমোদন করিতে পারেন নাই। আমরা এ সম্বন্ধে এই কথা বলি—এক বিবাহ দিলে এ কথা বলা অপেক্ষা অগ্রে আমাদের কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ দিব, এই কথা বলিলে ভাল হইত না? আমাদিগের পুরাতন শ্রীযুক্ত বেচারাম বাবু এ সময়ে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। তিনি ছেলে গুলো রোদে রোদে টো টো করে বেড়ায় দেখিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ দিবার জন্য এই সভাটী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

মুঙ্গেরের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী গাভি আছে। ৬ সের করিয়া দুগ্ধ দিতে দিতে মধ্যে এক কালে দুগ্ধ দেওয়া রহিত করে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন, গোরুটী নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতেছে। আমাদের একটী বন্ধু কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কঠোর দেবার মত গোরুর পালানটী জাল দিয়া ঘিরিয়া রাখায় এক্ষণে ৭।৮ সের করিয়া দুগ্ধ পাইতেছেন। পালানটী অতি বৃহৎ হওয়ায় গোরু নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

দশহরা পর্ব্বটী বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মুঙ্গের কষ্টহারিণী ঘাট এই উপলক্ষে অতি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিস্তর বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষ গঙ্গা স্নানে আসিয়াছিল। এখানে স্ত্রী পুরুষের পৃথক পৃথক স্নানের ঘাট না থাকায় দেখিতে অতি কদর্য্য দেখায়। ভরসা করি স্থানীয় মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ের কোন সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। ঐ পর্ব্বোপলক্ষে জামালপুরের আর্য্য সভার ৯০।৫০ জন সংগীত নিপুণ সভ্য পতাকা ও তুরি ভেরী, ডঙ্কা সহ হরি নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা স্নানে আসিয়া লোকের মনে ভক্তি এবং আনন্দের উৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গা পূজার উৎসবের সহিত তাঁহাদের হরিনাম সংকীর্ত্তনের উৎসব একত্র হইয়া ভাগীরথী কূল অপূর্ব্ব এবং অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছিল। স্নানান্তে সভ্যগণ আর্য্য সভায় অবস্থিতি করিয়া অপরাহ্নে সমবেত হইয়া পুনরায় হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া জামালপুরে প্রত্যাগমন করেন।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে অত্রস্থ সভা সমূহের প্রার্থনানুসারে পূজ্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একজন মহোদয় বক্তা বা উপদেষ্টাগণের গমনাগমনের সুবিধার্থ হাবড়া হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত পাশ (বিনা ব্যয়ে গমনাগমনের পাস) দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া এখানকার যুবকমণ্ডলী উৎসাহ সহকারে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বাগ্মী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি গত বৃহস্পতিবারে এখানে আগমন করিলে অত্র নিকটস্থ ইনিষ্টিটিউটে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। সাহেব ও বাঙ্গালীতে প্রায় ৪০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন(?) মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে যুবকমণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকুমার রায় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, কার্য্য বিবরণে শ্রোতৃবর্গের আনন্দদায়ী কোন বিশেষ উন্নতিকর সমাচার শ্রুত হইলাম না; সভাস্থলে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরাজি রীতিতে ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া সাহেব, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সকলেই যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রত্যেক হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে, সকল দেশে সকল সময়ে যুবা পুরুষই উন্নতির জন্য উত্তেজিত হইয়া পরিশেষে পূর্ণকাম হইয়াছেন। তৎপরে সর্ব্ব সাধারণের নৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন যে বালকগণের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখের মূলে পিতা মাতা ও শিক্ষকের একমাত্র অধিকার; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পিতা মাতা বালকের বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন ও পুস্তকাদি দিয়াই নিশ্চিন্ত; সে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কি না তাহারই প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ্য থাকে; কিন্তু তাহার চরিত্র ভাল হইল কি না, তাহার দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি থাকে না। শিক্ষকগণও প্রায় বালকগণের সাধু জীবনের জন্য চেষ্টা করেন না। এই দুই কর্তৃপক্ষের দোষে আমাদের নৈতিক জীবন বিষম বিপদে উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর সামাজিক উন্নতির কথা তুলিয়া স্ত্রীগণের অবরুদ্ধ ভাবে অবস্থানের ও বাল্য বিবাহই সামাজিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া বর্ণন করিলেন। পরিশেষে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য এইরূপ পরামর্শ দিলেন যে স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপন করা ও সকল সভাকে সম্মিলিত হইয়া দেশীয় অভাব জ্ঞাপন করা এবং স্বত্ব ও অধিকারের প্রার্থনা করা গবর্ণমেণ্টকে দৃঢ় রাখিতে যথোচিত উদ্যোগ করা আবশ্যক। বক্তৃতাটির মধ্যে সামাজিক উন্নতির অন্তরায় সকল অন্তঃপুরাবরোধ পদ্ধতির যেরূপ সমালোচনা ও দৃষ্টান্তাদি প্রদর্শন ও বিলাতীয় বিবিদিগের সৎসাহসের যেরূপ অতিরিক্ত প্রশংসাদি করা হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ঐ অংশটুকু পরিত্যাগ করিলে বক্তৃতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভা ভঙ্গ কালে পাদরি [illegible] ও একটী বালক সুরেন্দ্র বাবুর গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরদিন সায়াহ্নে স্থানীয় বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে "দেশীয়গণের হস্তে মিউনিসিপালিটীর স্বাধীন ভাবে কার্য্যভার প্রদান" সম্বন্ধে একটী উৎসাহকর বক্তৃতা করেন। সভার তত্ত্বাবধানের জন্য এক কমিটী হইয়াছে। বাবু অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয় এই কমিটির সম্পাদক হইলেন। কমিটী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট বেঙ্গল মিউনিসিপাল এক্টের ১৭ ধারানুসারে একখানি আবেদন পত্র পাঠাইবেন ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জামালপুরেও বক্তৃতাতে এইরূপ এক সভা করিয়া সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার গত ... সন্ধ্যাকালে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

[illegible] অনুষ্ঠিত [illegible] সভার [illegible] লিখিত করিয়া [illegible], অতএব [illegible] এতদ্বিষয়ের উদ্দেশ্য ছিল। [illegible] পুনর্বার [illegible] হইয়াছেন। এপ্রকার আশ্চর্য্যের [illegible] বিবরণ প্রকাশ [illegible] আনিবার অধিকার নাই। [illegible] বাক্য কাহারা পরিবর্ত্তন করিবে [illegible] উদ্দেশ্য। [illegible] অভিপ্রায় [illegible]।

[illegible]।

[illegible] এখানকার [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] এক জন [illegible] করিয়াছে, আমার [illegible] একেবারে [illegible] করিয়া [illegible] বিষয় [illegible] ব্যক্তি [illegible] কহিলেন [illegible] অপর [illegible]।

এখানকার প্রতিষ্ঠিত [illegible] বাবু [illegible] চৌধুরী [illegible] করিতে [illegible] পারিয়াছেন। এই [illegible] পুস্তকে বিদ্যালয়ে [illegible], এবং [illegible] শিক্ষা [illegible] দিয়া থাকেন। [illegible] বিষয় [illegible] করেন। এবং [illegible] করিয়া [illegible] নিয়াছেন। [illegible] আনিয়া পৌঁছিয়াছে। [illegible]।

[illegible] এক জন [illegible] কহিয়া [illegible] অপরাধে [illegible] আসিয়াছে [illegible]।

[illegible] এখানকার [illegible] লোকের [illegible] করিয়াছিল [illegible] হয় নাই, [illegible] পুলিসের [illegible] হয় নাই।

[illegible] ও তাল [illegible] অত্যন্ত [illegible] প্রভৃতি [illegible] হওয়ায় [illegible], এবং আমাদের কামিনী [illegible]।

[illegible]—১৯ শে জুন ১৮৮১।

[illegible] সেই [illegible] ডেপুটী [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] ডেপুটী [illegible] গোস্বামী এবং [illegible] প্রমাণ [illegible] কৃত্রিম [illegible] কোন [illegible] কৃত্রিম [illegible] নিকটে [illegible] ডেপুটী [illegible] পরিশ্রম [illegible] কারাবাসের এবং [illegible] টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ [illegible]। অর্থদণ্ডের টাকা না দিতে পারিলে [illegible] আরও [illegible] কঠিন পরিশ্রম [illegible] হইবে। [illegible] কঠিন পরিশ্রম [illegible] আদেশ [illegible]।

এই [illegible] নামে [illegible] ব্যক্তির নামে [illegible] সাহেবের নিকট [illegible] উপস্থিত ছিল। [illegible] কঠিন পরিশ্রম [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে। এই [illegible] বিষয়! [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ডেপুটী [illegible] হয়। আমরা [illegible] প্রতি [illegible] করিবেন। [illegible] পুলিসের [illegible] ইন্স্পেক্টর জেনেরল [illegible] গবর্ণমেণ্টে [illegible] আমাদিগের [illegible] নিকট [illegible]।

শান্তিপুর।

সম্প্রতি এখানকার কয়েকজন [illegible] পরামর্শে ও [illegible] অনুরোধে এক খানি ইংরাজী আবেদন পত্র প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়াছে এবং স্থানীয় লোকের নাম স্বাক্ষরার্থ উহা দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। ঐ আবেদন পত্রের উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের মিউনিসিপাল ইংলিশ স্কুলটী গবর্ণমেণ্টকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয় ও গবর্ণমেণ্ট উহার [illegible] পরিগ্রহ [illegible] বিদ্যালয়টীর উৎকর্ষ সম্পাদন করেন এবং উহা মিউনিসিপালিটীর [illegible] না থাকিয়া ক্রমে [illegible] হউক। এ উত্তম কথা বটে, কারণ আজ কাল মিউনিসিপাল স্কুলটী [illegible] ব্যক্তিদিগের নিতান্ত [illegible] দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্কুলটী গবর্ণমেণ্টের [illegible] ছিল কিন্তু ঐ সময়ে [illegible] অথবা [illegible] আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুল সংস্থাপিত হয়। [illegible] উভয় স্কুলের [illegible] কাজেই [illegible] পারিয়াছিল, কিন্তু পুরাতন বিদ্যালয়ের [illegible] নিষ্পন্ন হয় নাই। অনন্তর [illegible] নূতন স্কুলটী [illegible] এবং নদীয়া জেলার [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] মিউনিসিপালিটী [illegible] করেন। সেই অবধি এই [illegible] মিউনিসিপালিটী উক্ত বিদ্যালয়ের [illegible] বার্ষিক অনুমান [illegible] টাকা [illegible] এবং উহার [illegible] উন্নত হইতেছে। তবে বিগত বৎসর [illegible] কয়েকটী ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল, [illegible] একটী মাত্র [illegible]। [illegible] পরীক্ষার [illegible] করিয়াছে, উহা [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] এই [illegible] আবেদনকারী [illegible] এবং [illegible] সাহেবের নিকট [illegible] করিয়াছেন, তাহারা উহা [illegible] দেন, তাহা [illegible] নিশ্চিত। [illegible] মিউনিসিপাল ইংলিশ স্কুলটী গবর্ণমেণ্টে [illegible] অধিবাসীদিগের [illegible] ইচ্ছা। কিন্তু [illegible] ইচ্ছা বিপরীত।

কয়েক দিন হইল, [illegible] নিবাসী বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়ের গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা অনুমান [illegible] টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। স্থানীয় পুলিস চোরের অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি কিছুই কিনারা করিতে পারে নাই। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এখানকার পুলিসের শীঘ্র প্রতীকার হয়, নতুবা পুনঃ পুনঃ চুরি বিষয়ক কিনারা হইবে না।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা, ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা সংস্কৃতযন্ত্র সংসৃষ্ট পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৭ এ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

পরীক্ষিত

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৶০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধচূর্ণ)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীঅভিরামচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
১ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর
কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী।

(জোহারি) আপিস—৭০ নং বাটী ডবিরোহের ষ্ট্রীট কোমলকুড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা অপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি সতর্কতাপূর্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রলিখকেরা নাম ও ধামসকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রলোক—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

২৭এ এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত একাধারে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, গরুড় পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৫।৶০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বস্থ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ত্বরিত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অণ্ড কোরণ্ড, বাসে কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে গিয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সকল করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, উদরী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অনেক ব্যক্তির জন্য কোট প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, স্বপ্ন, বেতাল ও ডাক্তারের আত্মবাদ, মধুসংহিতা, মহীশূরের রাজাই বিবাহ, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সংস্রব সম্পর্ক হয়, লজিকা, সংবাদপত্র, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফরমার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদের মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তকঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৵০

সুধাসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও যোনিশূল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা [illegible] অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, জ্বর, যকৃৎ, প্রমেহ, দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মাশুলে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা কোঠা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১১ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলির ২৪ নং বাটী খিদিরপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটিকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্তপদাদিকম্প, জ্ঞানবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাপল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাক মাশুল ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অন্যূন চারিঘণ্টার পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই মুদ্রা যন্ত্রকে আয়ত্তরূপে অভ্যস্ত করিয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে লেফাফা পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর—জয়দেবপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়—কলিকাতা ১০
" " রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব—দিনাজপুর ১০
" " কৈলাসচন্দ্র রায়—কালিঘাট ১০
" " নন্দলাল দত্ত—বহুবাজার ১০
" " রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ১০
" " মনোমোহন দে—বকুলপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ পাল—কমলাচক ৭
" " কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার—শ্রীরামপুর ৭
" " রামকিশোর দাস—কলাগাছিয়া ৭
" " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—নিশ্চিন্তপুর ৭
" " গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকীপুর ৭
" " অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়—মৌ ৮।০
" " বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক—মঙ্গলগ্রাম ৭
" " ব্রজনাথ রায়—কমলপুর ৫।০
" " দ্বারকানাথ দত্ত—ভবানীপুর ৫।০
" " অন্নদাপ্রসাদ দে চৌধুরী—শ্রীরামপুর ৫
" [illegible]—খোয়াজা বাগিচা ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সকলকে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প মানের অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা নবগ্রাম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " । ৩৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ১৪ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ২৭ এ জুন। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৮ সাল শুরু হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রদানের নিয়ম, এ নিয়মটী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য কৃপা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি গ্রাহক নন, তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডারের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের কষ্ট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশে পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশ গর্ভ মহাগ্রন্থটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কতিপয় সাধু ভাষানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একেবারে গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মানিকতলা নবাবী ওস্তাগরের লেন ১১ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীগিরিশচন্দ্র সরকার।

হাজারিবাগ ডিবিজনের অতিরিক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ, কিছু দিনের নিমিত্ত পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের দুইজন অপর সবর্ডিনেটের প্রয়োজন আছে। ইংরাজি সন ১৮৭৯ সালে যে সকল কর্ম্মচারী সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন পাইতেছেন তাঁহাদিগেরই আবেদন গ্রহণ করা যাইবে। পেন্সন লইবার কালে যে বেতন পাইতেন উপস্থিত বেতনের পেন্সন লইয়া তাহাই পাইবেন।

কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের নকল সহ এবং পূর্ব্বকর্ম্মের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন করিবেন।

হাজারিবাগ। ১৬ ই জুন ১৮৮১। } জে, ডবলু, জনসন, সি. ই. এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হাজারিবাগ ডিবিজন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিবিজনের অধীন কাঁকড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী শিবসুন্দরী দেবীর সন ১২৮৪ সালের ১ লা মাঘ তারিখের আমার নামীয় লিখিয়া দেওয়া মৌরসি রেজিষ্টরি কবুলিয়ৎ আমার কর্ম্মচারী ঐ কাঁকড়া নিবাসী ৺ দীননাথ রায় চক্রবর্ত্তীর নিকট বাকি খাজনার নালিশের জন্য রাখা হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসে তাঁহার মৃত্যুর পরে পাওয়া যাইতেছে না। যদি কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া ব্যবহার করেন তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে।

সন ১২৮৮। তাং ৭ ই আষাঢ়।

শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী সাং [illegible]।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে এক্ষণে ও সাধারণের অভিমত ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অভিপ্রেত গ্রাহক সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য মধ্যস্থ ও ভারতের বিজ্ঞাপনে এবং

[illegible] হইতে [illegible]

[illegible] } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র [illegible]

[illegible] } [illegible] কাব্য কাব্যমালা।

[illegible] এবং [illegible]

[illegible] লইয়া [illegible] এবং [illegible] [illegible] পাওয়া যায়।

প্রেরিতপত্র।

"পাশ করা ছেলে।"

[illegible] বাবুর [illegible] সাহেব [illegible] বিবাহ [illegible] [illegible] [illegible] বিবাহ করিতে [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছিলেন, "[illegible] [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] করিয়া [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] হইয়াছে ! বি, এ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বি, এ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপাধি [illegible] [illegible] "এই কথা শুনিয়া [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাজের [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] বিবাহ [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইতে [illegible]

"(কৌলীন্য) প্রথা [illegible] [illegible]

সমাজের [illegible] কালের [illegible] বুঝিতে পারিয়া যাহাতে এই প্রথা অচিরাৎ সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তদ্বিষয়ে এক দিকে যদিও বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন সত্য, কিন্তু অন্য দিকে অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগের দ্বারাই যে কৌলীন্য প্রথার ন্যায় অনিষ্টকারক আর একটী প্রথা (পাশ করা ছেলে ভিন্ন বিবাহ হয় না) সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না! যেরূপ ভাব লক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কিয়ৎকাল পরে অল্প শিক্ষিত "অবোধ" ব্যক্তির বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে। অনেক পিতা মাতা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া প্রচুর অর্থ দিতে না পারিয়া পূর্ব্বকার রাজপুতদিগের ন্যায় সূতিকাগারেই স্বীয় স্বীয় কন্যাকে হনন নষ্ট করিতে বাধ্য হইবেন। না হয় তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে রাখিয়া দিতে হইবে। বঙ্গের সন্তানগণ অনেকে অনেক দিন হইতে বিবাহজালে জীবনের হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আবার পাশ করা ছেলের অনুগ্রহে দিন দিন তাহাদের দলপুষ্টি হইতে চলিল!

[illegible] বিষয়, যাঁহারা মুখে "একতা" "[illegible]" "[illegible] বিবাহ" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া [illegible], [illegible] দেশহিতৈষিতার [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অনেকে [illegible] পরিপূর্ণ! [illegible] বিবাহ [illegible] বাবু [illegible] ন্যায় [illegible] [illegible], এই শ্রেণীর সভা সকল [illegible], এবং [illegible] [illegible] শেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন [illegible] এরূপ ভাব বিদ্যমান, সে দেশের একতা, সে দেশের উন্নতি কোথায়? অথবা [illegible] বাঙ্গালার অধঃপতন হইল।

[illegible] [illegible] কুলীনদিগকে [illegible] করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা যে কি, তাহা একবারও পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখেন না। অর্থ লইয়া কন্যার বিবাহ দিলে যদি কন্যা বিক্রয় করা হয়, তবে যে সকল কুলীন অধিক টাকা লইয়া স্বীয় স্বীয় উচ্চাংশ পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন, তাহাকে কি পুত্র বিক্রয় করা বলে না? তাহাতে কি পাতিত্য দোষ স্পর্শে না? ইহাই কি সভ্যতা, প্রকৃতির ও ন্যায়পরতার পরিচায়ক স্বরূপ, বলা!! অল্প কথা বিবাহ আর কাল সুখের না হইয়া [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। দরিদ্রের আর মান সম্ভ্রম থাকে না। দরিদ্র, ধনী লোকের আদর্শে ও প্রতিযোগিতায় পড়িয়া অধঃপাতে গেল!!

যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সমাজ হইতে এই কুপ্রথা উঠিয়া যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। এখন যেখানে সেখানে এমনকি সামান্য সভা হইতে উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক, সাপ্তাহিক পত্রে বা পুস্তকাদিতে যতই ইহার অনিষ্টকারিতার বিষয় আলোচিত হইবে, ততই উপকারের সম্ভাবনা। এই বিষয় দৃশ্যকাব্য নাটকাকারে লিখিত হইয়া সাধারণ রঙ্গভূমিতে অভিনেতৃগণের দ্বারা রঙ্গ তঙ্গের সহিত অভিনীত হইলে, আরও অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রায় এই সম্বন্ধে বোধ হয় এই উদ্দেশে "পাশ করা ছেলে নাটক" নামক একখানি নাটক ১২৮৩ সালে প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং কিছু দিন গত হইল, অনুগ্রহ আমাদিগকে তাহার একখানি উপহার দিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটক খানি যদিও ক্ষুদ্রাবয়ব সম্পন্ন কিন্তু ঘটনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। "পাশ করা ছেলে" বঙ্গদেশ [illegible] উপযুক্ত যষ্টিক বা [illegible] স্বরূপ। আমরা তাঁহার প্রণীত নাটক খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। পাঠক! তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ খানি অবসর ক্রমে পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যতা অনেকাংশে অবগত হইতে পারিবেন।

যদি উচ্চ শিক্ষা পাইয়া, পাশ করিয়া মনের উন্নতি সাধন করিতে না পারিয়া, কেবল দারুণ স্বার্থে হৃদয় কলুষিত করিতে সচেষ্ট হই; তবে সে উচ্চ শিক্ষার কি ফলোদয়? তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চ শিক্ষাই নহে। যাহা হউক আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, গোল্ডস্মিথ তাঁহার প্রণীত "Vicar of Wakefield" এ যাহা ও [illegible] মধ্যে যে বলিয়াছেন, "Unequal combinations are always disadvantageous to the weaker side" অর্থাৎ অসাদৃশ্য মিলন দুর্বলের পক্ষে অসুবিধা বা অনিষ্টজনক; দুর্গাচরণ বাবু ও তাঁহার নাটকে ইহার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর দেখাদেখি বিবাহে অধিক ব্যয় করিতে গিয়া এক্ষণে মহা রোগে পতিত হইয়াছেন। এ রোগের এখনও প্রতিকার আছে; কিন্তু চিকিৎসা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। একবারে প্রাণে মারা যাইবেন। ফল, আর বিলম্ব নাই। প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।

ভাগলপুর
তারিখ ১ লা আষাঢ় } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সংস্কৃত কালেজের উপাধি পরীক্ষা।

তিন বৎসর হইল সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে সংস্কৃত কালেজে উপাধি

পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে ; ইহার দ্বারা যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চার আদর ও গৌরব অনেক বাড়িয়াছে তাহা যিনি বৈশাখ মাসের প্রথম সোমবার সংস্কৃত কালেজে গিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। যে দিন অবধি মুসলমানগণ হিন্দু-রাজাদিগের প্রতাপ ও বিভব কালের করাল-গ্রাসে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দিন অবধিই দেব-ভাষার আলোচনার হ্রাস হইয়া আসিতেছে,—সেই দিন অবধিই উৎসাহের অভাবে চতুষ্পাঠী গুলিতে অনেক তর্কালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়রত্নের অন্ন প্রাপ্তে অসমর্থ ন্যায়বাগীশ সকল দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে কালের সর্ব-সভা প্রভৃতিতে যে সকল বিচার [illegible], তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার জন্য সকলকেই কিছু কিছু শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু যে অবধি সে সকলের লোপ হইয়াছে, সেই অবধিই তুচ্ছ দীর্ঘ জ্ঞান শূন্য বিদ্যাদিগ্গজদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি টোলে অধুনাতন সময়ের যাঁহারা প্রধান পণ্ডিত, তাঁহাদের অনেকে, যে মুগ্ধবোধের জন্য সংস্কৃতানভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা চিরবিখ্যাত, তাহাতেই নিতান্ত অনিপুণ। তাঁহারা যে কোন প্রকারে প্রতিবাদীকে ঠকাইয়া জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া পড়েন ও শাস্ত্রার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হয়েন। কিন্তু পুরাণপাঠ মহাশয়ের উদ্যোগে [illegible] দিনের পর দেশের এই একটি অভাব মোচন হইয়াছে। এই পরীক্ষার্থ আসিয়া সকল পণ্ডিতেরা [illegible] বিচারের বিষয় বুঝিয়া পরীক্ষা দিতে পারেন। ইহাতে সকল শাস্ত্রেরই পরীক্ষা লওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার লোক অতি বিরল। অধুনা ঐ সকল বিষয়ের পরীক্ষার্থী প্রায় উপস্থিত হয় না। গত বৎসর পুরাণপাঠ [illegible] সাংখ্য ও বেদান্তে পরীক্ষার্থী [illegible]। [illegible] সাংখ্য ও যোগ [illegible] করিতে পারেন নাই। অধুনা পুরাণপাঠ মহাশয়ের মত বহুশাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক স্বয়ং [illegible] দর্শনাদি শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া [illegible] উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার শুভফলও ফলিয়াছে। এ বৎসর সংস্কৃত কালেজের বি, এ, উপাধিধারী শ্রীরাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি সাংখ্য ও যোগ পড়াইয়াছিলেন। তিনি এ বৎসর [illegible] পরীক্ষায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে [illegible] অধ্যাপনা বিষয়ে যে কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

আর একটী কথা এই এখন প্রায় অধিকাংশ ইংরাজি অনুশীলনকারী যুবক সংস্কৃত দর্শনাদিতে এরূপ বিদ্বেষভাব দেখান যে, তাঁহাদিগের কথা শুনিলে বোধ হয় সংস্কৃত দর্শন কেবল উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ের কিছু পড়িয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে এরূপ বিশ্বাস কিরূপ ভ্রম। যদিও আমরা আধুনিক দর্শনের সমক্ষে বলিলে যে কথা উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে সর্বপ্রথম হইব, তথাপি ইহার অনুমতিতে বলি, সংস্কৃত দর্শনেও অনেক চিন্তার কথা আছে এবং ইহার পাঠে নিশ্চয়ই পাঠকের মনোবৃত্তি সবিশেষ পরিচালিত হইয়া সবল হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ছাত্রকে এই পুরাতন দর্শন পাঠে মনোনিবেশ করাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাঁহাকে চতুর্দ্দশ সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শী করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমাদিগের দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। বি, এ, উপাধিধারী কেহ যে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের টোলের ছাত্রদিগের সহিত একত্র সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিবে এরূপ আশা করিতে আমরা কখনও সাহস করি নাই। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কেবল একটী বি,এ, কে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় উৎসাহিত করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার শিক্ষা দানের গুণে ছাত্রটী পরীক্ষায় নবদ্বীপের নামের ছাত্রদিগের অপেক্ষাও অনেক উচ্চ হইয়াছেন। ভরসা করি ন্যায়রত্ন মহাশয় বৎসর বৎসর এরূপ শিক্ষা দিয়া দেশের উপকার করিবেন।

আমরা ভরসা করি রাজেন্দ্রবাবু কেবল সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন না। যাহাতে দেশে ইহার চর্চা থাকে—যাহাতে ইহাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক [illegible] পাশ্চাত্য নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] প্রচারিত করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহার চেষ্টা [illegible] উচিত। তাঁহার মত যাঁহারা আধুনিক ও প্রাচীন দিগ্দর্শন এই উভয় শাস্ত্রেই নিপুণ, তাঁহারাই এই কার্য্যে সমর্থ এবং দর্শন সকল হইতে নিগূঢ় [illegible] আবিষ্কার করা তাঁহার মত লোকেরই কর্ম। যদি তাঁহার মত কৃত-বিদ্য যুবকেরা এই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়া দেশের উপকার করিতে দৃঢ়ব্রত হয়েন, তাহা হইলে দুরাশা বঙ্গদেশ এককালে পৃথিবীর মধ্যে দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে এবং হেয় বাঙ্গালি জাতি জগতে অতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রেভারেণ্ড ডাক্তার কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণাকে ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মণ্ডলী যেরূপ সম্মান করিতেছেন, যদি এইরূপ গবেষণায় কৃত-বিদ্য যুবকেরা মস্তিষ্ক ব্যয় করেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ যে সাধারণ সমাজে মাননীয় হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও অনেকে বলেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে এখন বিজ্ঞানের অনুশীলন যেরূপ প্রবল তাহাতে এরূপ গবেষণার সম্মান অধিক নহে, তথাপি তাঁহাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে এরূপ তত্ত্বান্বেষণে মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের কত উপকার হয়। ইতিহাসের বংশের পূর্বে মনুষ্যের মনের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, সমাজ কিরূপে গঠিত হইত, ও নীতি বৃত্তি মনুষ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইত, তাহা জানা যে বিজ্ঞানোপাসীদিগের বিশেষ আবশ্যক তাহা বিজ্ঞানবেত্তা মাত্রেই জানেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থাবলি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন এরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানে [illegible] কত উপকারী। অতএব পুনরায় বলি যে রাজেন্দ্রবাবুর মত চিন্তাশীল যুবকের উপর দেশের লোকের অনেক আশা রহিয়াছে, তাহা যেন তাঁহারা না বিস্মৃত হন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যত পুরাণপাঠের কলিকাতা [illegible] পুরস্কার পাইয়াছেন [illegible] উল্লিখিত হইয়াছি। [illegible] পরীক্ষার্থীদিগের অধিক পুরস্কার দেওয়া [illegible]। এবং রাজেন্দ্রবাবু পরীক্ষায় যেরূপ উচ্চ হইয়াছেন, [illegible] অধিক পুরস্কার পাইবার আশা ছিল। কিন্তু [illegible] অপেক্ষা তাঁহার নিকৃষ্ট ছাত্রেরা অধিক পুরস্কার পাইয়াছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

কলিকাতা।

হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির উপায়।

এক্ষণে চারিদিকে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় লইয়া চারি দিকে হুলস্থূল পড়িতেছে। ব্রাহ্মগণ ও বিদ্যালয়ের ছেলেদিগের দল স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত করা চাই, এই বলিয়া চীৎকার ও আন্দোলনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিসে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে কেহই কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না। কেহ মনে করিতেছেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা [illegible] নহে

এক্ষণে [illegible] প্রচলিত করিতে [illegible] করিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] নহে, এক্ষণে তিনি অবল- [illegible] জন্য যত্ন করিতেছেন। [illegible] যে মন্দ বলি না, আমরা [illegible] বলি যে, উহা হিন্দু স্ত্রীলোক- [illegible] নির্বাহ করিবার প্রকৃত উপায় নহে।

[illegible] দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা [illegible] শোচনীয়। এদেশে মধ্যবিত্ত লোকের [illegible] অধিক। তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, [illegible] তাঁহাদিগের অন্ন, পোষণ, পরি- [illegible] প্রতিপালন, পুত্র কন্যার লেখা পড়া, [illegible] প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় কার্য্যেই [illegible] হইয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর হিন্দু- দিগের মধ্যে বিপত্তি নাই। এক্ষণে [illegible] বারা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহা [illegible] আর কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকে না। পূর্ব্বে [illegible] লোকে দশ পনর টাকার চাকরি করিয়া বেশ [illegible], পরিবার [illegible] নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিত। এক্ষণে কেহ মাসে এক শত টাকা উপা- র্জ্জন করিলেও অনেকে অন্নের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এক্ষণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছুই সঞ্চয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible] মধ্যবিত্ত লোকদিগের অবস্থা। [illegible] উপার্জ্জনক্ষম [illegible] পারিবেন [illegible] ও অন্যান্য অংশ [illegible] উপস্থিত হয়। আমাদের [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়া [illegible] পরলোক হইলে বিধবারা [illegible] করে। স্বাবলম্বন [illegible] করেন না। এবং তাহা- [illegible] করিবার ক্ষমতাও নাই। সুতরাং [illegible] হিন্দু পরিবারে উপায় এই হয়, তাঁহারা [illegible] অন্যের অন্নগ্রাস- জীবিনী [illegible] অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট- তর জীবনোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। [illegible] উহাদিগের [illegible] নাই।

ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি আছে। এক কালে যাহার অন্নপ্রত্যাশে চারি দিকের লোক যাত্রা হইত, যাহার সাহায্য পাইয়া কত দীন দুঃখী ও অনাথ মুক্ত কণ্ঠে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিত আজ তাহারই পত্নী অন্ন বস্ত্রের জন্য পরের দ্বারে কাঙ্গালিনী অথবা দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাহাতে এরূপ অবস্থা না ঘটে তাহার উপায় অবলম্বন করা আমাদিগের সমাজসংস্কারকদিগের প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য। কেহ বলিতে পারেন যে পত্নী ও অন্যান্য পরিবার বর্গের এই শোচনীয় অবস্থা মোচন করি- বার জন্য প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহা- দিগের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন। এ উপায় অতি উত্তম। কিন্তু এক্ষণে যে সময় উপ- স্থিত হইয়াছে তাহাতে উপার্জ্জকদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কথা দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগের উপা- র্জ্জিত ধনে সমাক ব্যয় সঙ্কুলন হয় না। সঞ্চিত ধন থাকিলেও তদ্দ্বারা বিধবা পত্নীদিগের বিশেষ উপ- কার হইবার সম্ভাবনা অল্প। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনবান স্বামী পরলোক গমন করিলে পর তাঁহাদিগের পত্নী ও অল্প বয়স্ক সন্তান বিষয়াধিকারী হইলে, বিষয় আদের তত্ত্বাবধানে ও তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে তত্ত তাহারা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ মনোযোগী হন না, মনুষ্য লোকের অবস্থা [illegible] উপায়ে তাহা অপহরণ করেন। কর্ম্ম- [illegible] ও সচ্চরিত্র লোক যে একেবারে নাই আমরা একথা বলি না কিন্তু যদি এইরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে হিন্দু রমণী ও তাহার শিশু সন্তান সম্বন্ধে উপায় কি? তাহার উপায় কেবল এই যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া।

হিন্দু রমণীদিগের যে অবস্থা, ইংরাজ রমণী- দিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল, পাঠক তাহা স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিধবার বিবাহ হয়। ইংরাজ সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিধবার ত কথাই নাই, কুমারীদিগের বিবাহ হওয়াই ভার। তবে যে বিধবার কিছু ধন আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। ধনলোভে অনেক ইংরাজ যুবক বিধবা- বিবাহ করে। ইংরাজ রমণীরা স্বাবলম্বন কাহাকে বলে তাহা জানেন না। সত্য, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহার সীমা অতি অল্প। সাধারণতঃ তাঁহাদিগের সামান্য দুই পাঁচ খানি পুস্তক পাঠ করিবার ও সামান্য দুই এক খানি পত্র লিখিবার ক্ষমতা হয় মাত্র, তদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য শিক্ষা পুরুষ জাতির মন ভুলাইবার উপকরণ সংগ্রহ করা। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুতে আমাদের রমণীরা যেরূপ অসহায় হন, ইংরাজ রমণীরাও প্রায় তদ্রূপ অসহায় হইয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে আমেরিকার ইংরাজ রমণীরা তাঁহা- দের অপেক্ষা অনেক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাবলম্বন কাহাকে বলে, আমেরিকার শিক্ষিত রমণীরাই কেবল তাহা জানেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজে উপার্জ্জনক্ষম। সুতরাং কেবল তাঁহাদিগকেই পরকার্য্যোপজীবী হইতে হয় না।

কিন্তু আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, যে প্রকার রীতিনীতি, যেরূপ লোকাচার, তাহাতে হঠাৎ আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমেরিকার রমণী- দিগের ন্যায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" আমাদের সমাজসংস্কারকদিগকে শাস্ত্রের বাক্য লঙ্ঘন করিতে আমরা পরামর্শ দিই না। তবে শাস্ত্রার্থ রক্ষার রাখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াই আমাদিগের অভিমত। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় তাহাই চেষ্টা করা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এখনকার মত সমাজের মধ্যে এমন বিপ্লব ঘটে নাই, তখন আমাদের মধ্যবিত্ত লোকের রমণীরা গৃহে থাকিয়া সামান্য শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তখন যেরূপ সমাজের অবস্থা ছিল, দ্রব্যাদি যেরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত, সামান্য ব্যয়ে যেরূপে অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে রমণীদিগের সেই সামান্য উপার্জ্জনেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, সেরূপ সামান্য উপার্জ্জনে আর চলে না। এমন এখনকার রমণীরা সেই সকল সামান্য শিল্প-কার্য্যে আর মনোযোগ দেন না। অতএব এক্ষণে হিন্দু রমণীদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া চাই, যাহাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উপযুক্ত হওয়া চাই। সমাজসংস্কারকেরা যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমাজের বিশেষতঃ হিন্দু রমণীদিগের অসাধারণ যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিই যে, কি বিদ্যাশিক্ষা কি অন্য প্রকার শিক্ষা দান বিষয়ে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করি- বার উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারা স্বাবলম্বনক্ষম হইয়া পরিণামে নিজে সুখী হইতে পারেন, এবং স্বামী ও পুত্র কন্যাদিগকে সুখী করিতে পারেন।

ঞীঃ—

সোমপ্রকাশ

১৪ ই আষাঢ় সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায়।

চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে অহিফেন ব্যবসায় আছে, তাহা রহিত করা উচিত কি না, এই প্রসঙ্গ লইয়া সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। দুই দিকে দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এক দলের অধিনায়ক পীস সাহেব, অন্য দলের লর্ড হার্টিংটন ও ফসেট সাহেব। পীস সাহেব ও তাঁহার সহচরগণের উক্তি এই যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। এই উভয় দল যে তর্ক পরম্পরা যোজনা করিয়া বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার স্থূল বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

পীস সাহেব বলেন, অহিফেন ব্যবসায় ধর্ম্মনীতির একান্ত বিরুদ্ধ। চীন দেশের লোকে অহিফেন সেবন করিয়া জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই অহিফেন যোগাইয়া লাভ করিবেন, ইহা আর ধর্ম্ম ও [illegible] বিরুদ্ধ; ধর্ম্মপরায়ণ খ্রীষ্টীয় জাতির এ কার্য্যে লিপ্ত থাকা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইহার উত্তরে হার্টিংটন সাহেব বলেন, অহিফেন সেবনে মনুষ্যদেহ যে জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ইহা প্রমাণ করা পীস সাহেবের ও তাঁহার সহচরগণের কর্ত্তব্য। তাহা যদি প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে অহিফেন ব্যবসায় কিরূপে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ হইল? বরং ডাক্তারেরা বলেন যে অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। আমরাও দেখিতেছি, চীনেরা অহিফেন সেবন করে বটে, কিন্তু তাহারা দুর্ব্বল ও [illegible] নহে। [illegible] বলেন, অহিফেন সেবন করাতে চীনদেশীয়দিগের উপকার হইতেছে। বিশেষ এক জন ইংলণ্ডীয় [illegible] চীনদেশে বাস [illegible] ইংরাজেরা যেমন নিত্য সুরাপান করে, তেমনি নিত্য অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। কিন্তু মদ্যপানে ইংরাজদিগের যাদৃশ অনিষ্ট হয়, অহিফেন সেবনে চীনদিগের সেরূপ অনিষ্ট হয় না। ১৮৭১ অব্দের পার্লিয়ামেণ্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে [illegible] সাহেব বলিয়াছিলেন, অপরিমিতরূপে এই মাদক সেবন করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু চীনদেশে যে পরিমাণে অহিফেনের আমদানী হয়, তাহাতে তথাকার প্রজারা এই দ্রব্য অপরিমিতরূপে সেবন করিতে পায় না। [illegible] সাহেব ও কহিয়াছিলেন অহিফেন অল্প মাত্রায় সেবন করিলে তাহাতে বল বৃদ্ধি ও অবসন্নতার নিবারণ হয়। অতএব হঠাৎ অহিফেন ব্যবসায় রহিত করিলে চীনদিগের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। চীনদেশের সাঙ্ঘাই নগরে [illegible] নামে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এক জন প্রতিনিধি আছেন। তিনি এক জন চিকিৎসক। তিনি বলেন অহিফেন সেবনে জ্বর ও রক্ত আমাশয় নিবারণ করে। চীনদেশে যখন এই দুটী রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তখন তথাকার লোকের অহিফেন সেবন যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। উক্ত সাহেব এ কথাও বলেন যে, চীনদেশে অহিফেনের মূল্য এত অধিক যে, অপরিমিতরূপে সেবন করিতে হইলে এক জনের এক এক বর্ষে পাঁচশত ডলার ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তথাকার লোকে সাধারণতঃ বর্ষে বর্ষে পঞ্চাশৎ ডলারের অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। অতএব তাহাদিগের অপরিমিত অহিফেন সেবন করিবার সম্ভাবনা কি?

এই প্রস্তাবে বাক্যের উপসংহার করিয়া আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটরি বলিয়াছিলেন অহিফেন সেবন যে একেবারেই অনিষ্টকর তাহা কিছুতেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু চীনদেশে যে অহিফেন [illegible] হয়, তাহা ভারতবর্ষীয় অহিফেন নহে। ভারতবর্ষীয় অহিফেনের [illegible] মূল্য [illegible] সাধারণ লোকের [illegible] কেবল ধনাঢ্যলোকেরাই সেবন করে। [illegible] চীন দেশের সহিত সন্ধি [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] ভারতবর্ষীয় অহিফেন [illegible] এই রূপ [illegible] করা যায়, [illegible] আমাদের অহিফেনের ব্যবসায় ধর্ম্মনীতি [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] কি [illegible] অহিফেনের [illegible] করিতেছি; কিন্তু তাহা বলিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible]?

[illegible] চীন দেশের [illegible] বলেন, তাহা [illegible] কি চীন দেশে [illegible] অহিফেন সেবন বন্ধ [illegible] তথাকার [illegible] লোকে এদেশের অহিফেনের মূল্যের আধিক্যবশতঃ সচরাচর সেবন করিতে পারে না; তাহারা স্বদেশজাত অহিফেন [illegible] পারস্য, তুরস্ক, ও আমেরিকার অহিফেন ক্রয় করিয়া থাকে। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট মনে করিলে চীন দেশের সহিত অহিফেন ব্যবসায় রহিত করিতে পারেন, কিন্তু পারস্য, তুরস্ক ও আমেরিকার অহিফেন ব্যবসায়ের কিরূপে নিবারণ করিবেন? যদি চীনদেশবাসীদিগকে অহিফেন সেবন হইতে বিরত করিতে পারা যায়; এবং ইংলণ্ডে ইউরোপে ও ভারতবর্ষে মদ্য সেবন রহিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে একটী অক্ষয় কীর্ত্তি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যখন সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় রহিত করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বিপদগ্রস্ত ও ভারতবাসীদিগকে অধিকতর করভারে পীড়িত করিবার প্রয়োজন কি?

পীস সাহেব ও তাঁহার সহচরগণ আর একটী যে আপত্তি করেন তাহা এই:—

অহিফেনের ব্যবসায় হইতে কোন্ বর্ষে যে কিরূপ আয় হয়, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব যে আয় স্থির নহে তাহা অবলম্বন করিয়া কোন রাজ্যের শাসন-প্রণালীর বন্দোবস্ত করা ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত নহে।

প্রায় সকল গবর্ণমেণ্টের এই রীতি আছে, নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আগামী বর্ষের আয় ব্যয়ের অনুমান করা হয়। তদনুসারে অনুমিত আয়ের অল্পতা বা অনুমিত ব্যয়ের আধিক্য হইলে আয় বৃদ্ধি করিবার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। অহিফেনের আয়ের অস্থিরতা নিবন্ধন নূতন বর্ষের আরম্ভে [illegible] আয় স্থির করা [illegible] এই অস্থিরতার প্রধান কারণ এই, [illegible] অহিফেনের পরিমাণ ও চীনদেশের বাজার দর। যে বৎসর যে পরিমাণে ভারতবর্ষে অহিফেন উৎপন্ন হয়, সে বৎসর সেই পরিমাণে আয় হইয়া থাকে, এবং [illegible] দেশের বাজারে যে বৎসর যেরূপ দর উঠে তদনুসারে [illegible] ও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অহিফেনের আয় স্থির করা সাধ্যায়ত্ত নহে। [illegible]

[illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, অহিফেনের মূল্যবৃদ্ধি আর বর্দ্ধিত বর্ষে বর্ষে ভারতক্ষ [illegible] থাকা আয় হয়, অহিফেনের আয় [illegible] দশ বৎসরের আয় গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, প্রতি বৎসর সাড়ে ছয় [illegible] তাহার ন্যূন অহিফেনে আয় হয় না।

[illegible] মহাশয়ের পক্ষে যে সকল বাক্য ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে অহিফেনের ব্যবসায় উঠাইয়া দিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিপদ [illegible] অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে ভারত-

হই একেবারে বহিষ্কৃত হইয়া যাইবে। অহিফেনের ব্যবসায় [illegible] যে ক্ষতি হইবে, সে ক্ষতি পূরণ করা [illegible] লাইসেন্স-করের ও লবণের [illegible] কিছু আয় হইতে পারে [illegible] ভারতবর্ষবাসীদিগের সাধিকার [illegible]।

[illegible] ব্যবসায় লইয়া এ আন্দোলন চলি- [illegible] নূতন নহে। ১৮০৮ অব্দে উহার প্রথম [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে [illegible] ব্যবসায়ে রাজস্বের যেরূপ প্রশস্ত আয় আর [illegible] আর কিছুই নাই। ১৮৩২ অব্দে সর রবার্ট [illegible] এবং মিনত সাহেব ভারতবর্ষীয় [illegible]মেন্টের নিকট এই ব্যবসায় বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে [illegible] ব্যবসায়ীদিগকে [illegible] অধিকার দিয়া তাহার উপর কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে [illegible] এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, [illegible] চীনদেশীয় [illegible] দেশীয় অহিফেনের [illegible] আর আহার করে [illegible] চীনদিগের বিশ্বাস এই, এ দেশীয় অহিফেন অকৃত্রিম, এবং অহিফেন উৎপাদনে এদেশীয়দিগের বিশেষ নিপুণতা ও পারদর্শিতা আছে। অতএব নিযুক্তের আকারের ও অবয়বের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইলে চীন দেশের [illegible]দিগের মনে অহিফেনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ হবে। [illegible] এরূপ স্থলে ব্যবসায়ীদিগের হস্তে যদি অহিফেন অর্পিত হয়, তাহা হইলে বিক্রয়ের অনেক [illegible] হইবে।" শুল্ক [illegible] ও অহিফেনের [illegible] করিয়া বোর্ড [illegible] অহিফেনের মূল্য এরূপ পরিবর্ত্তনশীল যে ১৮৫৩ ও ১৮৫৫ অব্দে [illegible] মূল্য [illegible] ছিল, কিন্তু [illegible] ১৮০০ টাকায় অধিক হয় [illegible]।

[illegible]বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় লইয়া [illegible] যেরূপ [illegible] চলিতেছে এবং [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] যেরূপ [illegible] লোকের [illegible] আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। [illegible] পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, [illegible] অহিফেন সেবন করিলেই লোকে অকর্মণ্য [illegible] হইয়া যায় না, অতএব অহি- ফেন ব্যবসায় [illegible] বিরুদ্ধ নয়। এটী বাস্তবিক কথা কি না [illegible] আমরা সচরাচর যেরূপ দেখিতে পাই তাহাতে [illegible] সাহেবের এ বাক্যটি প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া [illegible] হইতেছে। [illegible] অপলাপ করা [illegible] আমরা এ দেশে দেখিতে পাই যাহারা অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করে তাহারা প্রায়ই কাজের বাহির হইয়া যায়। তাহাদিগের শারীরিক চেষ্টা, মানসিক বল, ও বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবনে এদেশে যে ক্রিয়া হয়, চীনদেশে যে সে ক্রিয়া হয় না ইহা প্রামাণিক নহে। যদি অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলেও বল বুদ্ধির বিপর্য্যয় না ঘটিত তাহা হইলে চীন গবর্ণমেণ্ট চীনদিগের অহিফেন সেবন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন না। অহিফেন বিষ। অধিক মাত্রায় উহা সেবন করিলে যে অধিক অনিষ্ট হইবে না, ইহা সম্ভাবিত নহে। উহাতে অধিক অনিষ্ট হয়, যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তখন এ ব্যবসায় যে ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ নয়, ইহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অহিফেন সেবন করাইয়া লোকের বল বুদ্ধি বিপর্য্যয়াদি ঘটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা আর পুরাকার ঠগীদিগের বিষ ভক্ষণ করাইয়া মনুষ্যের প্রাণ বধ পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করায় বড় ইতর বিশেষ নাই। অতএব যদি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তবে এক কথা এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের আয় একটী প্রধান আয়, এ আয় সামান্য নহে। এ আয় পরিত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্টের কিরূপে কাজ চলিবে, উহার নিমিত্ত কর্ত্তাই করিবে? এটী আর এক বিষম সমস্যা দেখিতেছি। এ আয় পরিত্যাগ করিয়া যদি প্রজাদিগের উপরে কর স্থাপন করিয়া ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা পাওয়া যায় তাহাতে সফল মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই, বাণিজ্যের অর্দ্ধোন্নতাবস্থায় লোক কর দিতে পারে না বলিয়া এখনি চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার উত্থিত হইবে। ভারতবাসীদিগের উপর নূতন কর করিয়া যে ৭।৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যায় তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তাহা করিতে গেলে ভারতবাসীরা [illegible] ন্যায় খোঁ খোঁ করে আমাদিগের মুমূর্ষু দশা জানাইতে থাকিবে। ইনকম টাক্সের প্রস্তাব করিলে ইউরোপীয় ধনীরা মধুচক্র [illegible] ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে থাকিবে। সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব কর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখনই চমকিয়া উঠিবেন। রুসের অলীক ভয় তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য জাগরূক হইয়া আছে। যদি বল মাদক দ্রব্যের মাশুল বৃদ্ধি করা হউক, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের প্রকোপ বিক্ষুভিত পর্য্যন্তের ঘোর গর্জ্জন সংযুক্ত ঝড় বৃষ্টির ন্যায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে টলটলায়মান করিয়া তুলিবে। যে দিকে যাও সেই দিকেই বিষম কণ্টক। কিন্তু অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগে আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতির আশঙ্কা করিতেছি তাহা যদি পরিপূরিত হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই দণ্ডেই অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণের আমরা এই উপায় মনে করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সৈন্য সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমাইয়া দিন। তাঁহাদের এক রুশ ভিন্ন আর কোন শত্রু হইতেই আশঙ্কা নাই। রুশের ভারতবর্ষের প্রতি হাজার লোভ থাকুক তাহারা অন্তত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যে আক্রমণ করিতে পারিবে সে সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চৌকি তুর্কীমান প্রভৃতি মুসলমান গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সারহীন নয়। রুশেরা মনে করিলেই যে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া লইবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ এখন তাহাদিগের গৃহবিচ্ছেদ প্রবল। অতএব এখন যদি ভারতবর্ষের সৈন্য কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই যদি কোন আকস্মিক বিপদপাত উপস্থিত হয়, তাহার প্রতীকার করা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুঃসাধ্য নয়।

এখন সাগর নদ নদী রেল তার প্রভৃতি সকলই ব্রিটিশ জাতির অনুকূল। ব্রিটিশ জাতি মনে করিলে এখন অল্পমধ্যে সুচিন্তিত প্রেরণ করিতে পারেন। অতএব যদি আকস্মিক বিপদপাত হয়, তাঁহারা অল্পমধ্যে তাহার প্রতীকারের উপায় করিয়া লইতে পারিবেন, সে জন্য ভাবনা নাই। সে জন্য যদি ভাবনা না রহিল, তাহা হইলে অধিকতর সৈন্য রাখিয়া, অধিকতর ব্যয়গ্রস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এ ব্যয় কমিয়া গেলে অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ নিবন্ধন ক্ষতি পূরণের অনেক আনুকূল্য হইবে, তদ্ভিন্ন যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নূতন লোন খুলিয়া পরিপূর্ণ করিয়া লইলেই হইবে। গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় যেমন ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ও গর্হিত লোন খোলা সেরূপ ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ও গর্হিত নয়।

ইউরোপ মধ্যে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে যেরূপ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি লোন খুলিয়া তাহার কিছু কিছু গ্রহণ করেন, ধনীদিগের তাহাতে কিছুই আসিবে যাইবে না, সমুদ্রের দুই এক কলসী জল তুলিয়া লইলে সমুদ্র তাহাতে ক্ষীণ হয় না।

দেশীয় শিল্প এবং শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষের নূতন কাপড়ের কল।

একণে এদেশে যে যে শিল্পে বিশেষ লাভ আছে, তৎসমুদায়ই প্রায় ইউরোপীয়দিগের হস্তগত। নীল

চা, পাটের কল, কাপড়ের কল, রেশমের কল প্রায় সমুদায়েরই অধিকারী কোন না কোন ইউরোপীয়। ইউরোপীয়েরা বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ; তাঁহারা যে দিকে লাভ দেখেন, সেই দিকেই অগ্রসর হন। যখন তাহা অতি পুরাতন হয় যখন তাহাতে যে লাভ অগ্রে হইত, ক্রমে তাহা হ্রাস পাইতে থাকে, যখন ইউরোপেরা তাহা ছাড়িয়া অন্য কোন লাভের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখনই দেশীয়েরা তাহাতে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এক্ষণে এদেশীয়েরা কোন কোন নূতন লাভের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়েও ইউরোপীয় দিগেরই উন্নতি ও প্রাদুর্ভাবই অধিক। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, দেশীয়েরা বস্তুতঃ আমাদের দেশ দ্রব্যে আমরা লাভবান হইতে পারি না, কিন্তু অপর লোকে প্রভূত উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়।

নীল ভারতবর্ষে যেমন উৎকৃষ্টরূপ উৎপন্ন হয়, এমন আর কুত্রাপি হয় না। ভারতবর্ষ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকার অধিক মূল্যের নীল বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষের চা চীনদেশের চা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, ইউরোপের বাজারেও ইহার দর অধিক। ক্রমাগত তিন চারি বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, প্রায় প্রতি বৎসর তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি টাকার চা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইতেছে। নীল ও চা এ দুই দ্রব্যের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ আছে, এবং এ উভয় কার্য্যে ইউরোপীয়দিগেরই অধিকার অধিক। কাগজ তুলা পাট ও কাপড়ের কল এবং লোহার কারখানা সমুদয়ই ইংরাজদিগের আয়ত্ত। রেশমের কুঠি রেশমের কারবার যদিও এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় এদেশে একচেটিয়া নাই, তথাপি ইহাতে এদেশের কোন ব্যক্তি অদ্যাপি হস্তক্ষেপ করিতেছে না। বাস্তবিকই আমাদিগের উদাসীনতা আমাদের দারিদ্র্যদশার মূল। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, এই সকল ব্যবসায়ে ইউরোপীয়েরা যথেষ্ট লাভ করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ নাই। ফলতঃ কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি অন্য বিষয় যাহাতে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদায়ই ইউরোপীয়েরা হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। কেবল চাকুরী করাই আমাদের লেখা পড়া শিক্ষার মহৎ লক্ষ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ উপাধিধারী অবধি নিকৃষ্টতর শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির সকলেরই চাকুরী দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন দেশীয়দিগের আর কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বা উৎসাহ দেখা যায় না। ইহার কারণ শিক্ষিত দলের অর্থ উৎসাহ উদ্যোগিতা এবং প্রতিযোগিতার অভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মধ্যবিত্ত লোকের ভাগই অধিক; তাঁহাদিগের তাদৃশ অর্থ সংগ্রহ নাই যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এক্ষণে ব্যবসায় ও শিল্প কর্ম্মের যেরূপ কার্য্য প্রণালী দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অল্প মূল ধন হইলে চলে না। এক্ষণে শারীরিক শ্রমসাধ্য অনেক কার্য্য বাষ্পীয় কল দ্বারা অল্প ব্যয়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়াতে বাষ্পীয় কলের আবশ্যকতা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাষ্পীয় কল সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় পড়ে, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা তাহা দিতে অক্ষম। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি আছে, যদি ক্ষতি হয় এই ভাবিয়া তাহা তাঁহারা ব্যবসায়ে খাটাইতে সাহসী হন না। এদিকে আমাদের সমাজে প্রতিযোগিতার নিতান্ত অসদ্ভাব। এদেশে যে সকল ধনশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারাও অর্থনাশের আশঙ্কায় নিজে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এ সকল বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্যদান করেন না। এদেশের ধনী লোকেরা অর্থ হইতে যে অর্থাগম হয়, তাহা ভালরূপে বুঝেন না। বঙ্গদেশের লোক অপেক্ষা বোম্বাই অঞ্চলের লোকের বরং অনেক সাহস ও বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়ে এ অঞ্চলের লোকের অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর দক্ষ ও সাহসী হইয়াছেন। উৎসাহের সহিত শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দেশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমরা শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের উদাসীনতা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

প্রায় দশ বৎসর হইল যশোহর নিবাসী [illegible] বাবু সীতানাথ ঘোষ একটী কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। বিলাতী কল অপেক্ষা এই কলটী অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এদেশের তাঁতীরা [illegible] প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করে, সীতানাথ বাবুর কলেও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট কাপড় অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলের অবয়ব অতি এত সহজ উপায়ে ও প্রণালীতে নির্ম্মিত যে অনায়াসে এদেশের কর্ম্মকার ও সূত্রধরেরা তাহা প্রস্তুত করিতে পারে। একটী বিলাতী কলে যত ব্যয় পড়ে, তদপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এই কলটী নির্ম্মিত হইতে পারে, অথচ বিলাতী কলে যেরূপ কার্য্য হয় ইহাতে তাহার ন্যূন হয় না। কিন্তু প্রায় দশ বৎসর হইল সীতানাথ বাবু এই কলটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দশ বৎসরের মধ্যে কত স্থানে ও কত লোককে ইহা প্রদর্শিত করিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন লোকই ইহার ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিলেন না। ব্যবহার করা দূরে থাকুক কেহই ইহাতে উৎসাহও দিলেন না। ইউরোপে অথবা বোম্বাই অঞ্চলে হইলে এই কলের কত যে আদর ও ইহার সৃষ্টিকর্ত্তার কত যে সম্মান ও অর্থ লাভ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, এদেশে এই কলটী উত্তমরূপ চলিতে পারে। এবং যিনি প্রথমতঃ এই কল চালাইবেন তিনি নিশ্চয়ই প্রভূত ধনশালী হইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন, সীতানাথ বাবু আরও একটী উৎকৃষ্ট কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলটী ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাতলার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির যে চাউলের কল আছে, তদপেক্ষা এই কল অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহা আবার অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে যেমন উৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত হইতে পারে, আমাদের দেশীয় ঢেঁকিতে তদ্রূপ হয় না। এই কলটী প্রস্তুত করিতে ও চালাইতে আপাততঃ দুই সহস্র মুদ্রার অধিক ব্যয় পড়ে না। কাপড়ের কল চালাইতেও বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিক অর্থের আবশ্যকতা নাই। অতএব ধনি সম্প্রদায় ও শিক্ষিত সমাজের নিকট আমাদিগের অনুরোধ এই যে তাঁহারা সীতানাথ বাবুর এই কল দুইটী পর্য্যালোচনা করুন এবং যদি তাহা যথার্থ কার্য্যকর বলিয়া বোধ হইলে তাহা চালাইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

পরিশেষে সীতানাথ বাবুকে আমরা এই কথা বলি, যদি তাঁহার উৎসাহ পাইতে কাল বিলম্ব হয়, তিনি যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী পুরুষ না হইলে কখনই এদেশের উন্নতি হইবে না। এখন কেহ বুঝিতে চেষ্টা করুন আর নাই করুন পরিণামে তাঁহার নির্ম্মিত কলের এদেশে যে আদর হইবে, তদ্দ্বারা দেশের যে উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

[illegible]

সামান্য [illegible] হইতে যে কত গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হয়, কত শোচনীয় কাণ্ডের ঘটনা হয়, তাহা অনেকে [illegible] হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিবপুরের ইঞ্জিনিয়রিং কালেজে প্রোফেসার সাহেবের সহিত ছাত্রদিগের যে বিবাদবহ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহা কেবল শিবপুরেই শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের দোষে প্রজ্বলিত হইয়া নির্ব্বাণ হয় নাই, দার্জিলিঙ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রজ্বলিত হইয়াছে। ডাইরেক্টার ক্রফট সাহেবের শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের বিবাদ ঘটিত ব্যাপারে যে লেপ্টেনান্ট

[illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহামান্য [illegible] এ স্কুলের কমি-[illegible] অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সহকারে ঐ মন্তব্য পাঠ করিয়া [illegible]। টনি সাহেব ইউরোপীয় ও [illegible] বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলে সন্দেহ নাই [illegible] মহাশয়েরা ও মহামহিমশালিনী [illegible] কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন উপস্থিত বিষয়ে [illegible] করিতে পারেন নাই। তাঁহার [illegible] কোন [illegible] কুপিত হইয়া [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible]। [illegible] আমরা [illegible] কোন-[illegible] লক্ষিত হইয়াছে। তিনি [illegible] অনুমান [illegible]। তিনি [illegible] কি কাজ করিয়া [illegible] আমরা তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন [illegible] তাঁহার অন্তঃকরণ দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যদি [illegible] কোন [illegible] তাঁহার [illegible] কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে এই মাত্র। অতিরিক্ত তিনি কিরূপে [illegible] হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা তাঁহার কোলের দুটী বহিঃ দেখিতে পাইতেছি। প্রথম, [illegible] পরস্পর যোগ করিয়া শিক্ষার্থীগণ কোরেকার্ট সাহেবের নামে অভি-যোগ করে। ইহাতে ছাত্রদিগের কেবল যে অবাধ্যতা ও [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ নয়, ছাত্রেরা যদি এরূপ দলবদ্ধ হইয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায় এবং শিক্ষা কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। কেবল এই মাত্র [illegible] নয়, ব্যক্তিবিশেষের অপমানকে সাধারণ অপমান জ্ঞান করিয়া দলবদ্ধ হওয়া অতি অন্যায় [illegible] হইয়াছে। অতএব এবিষয়ে লেপ্টেনান্ট [illegible] হওয়া সম্ভাবিত।

[illegible] কোলের কারণ এই, লেপ্টেনান্ট গবর্ণ[illegible] ধারণা হইয়াছে, এদেশীয় কোন কোন [illegible] সম্পাদক বালকদিগকে উত্তেজিত না করিলে [illegible] কখনই এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না; [illegible] কোন কোন বয়োবৃদ্ধের পরা-মর্শে [illegible] ঐ কার্য্য করিয়াছে, একথা লেপ্টেনান্ট [illegible] করিয়াছেন। অপর, লেপ্টেনান্ট [illegible], কোরেকার্ট সাহেব অতি দয়ালু হৃদয়, [illegible] তাঁহার [illegible] দেখিয়াই [illegible] নিযুক্ত করি-য়াছেন। অতএব তাঁহার এ বিষয়ে কোন দোষ আছে লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহা [illegible] করেন না, বালকদিগের অভিযোগ অলীক বলিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

এখন এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে। বালকেরা যে স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করে, শিক্ষা কার্য্যের ব্যাঘাত করে, এবং অবাধ্য ও অসংযত হইয়া শিক্ষকের নামে গোলযোগ করে এগুলি অতি দোষের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, শিক্ষক যদি ধৈর্য্যশালী শান্ত প্রকৃতি ও ছাত্রবৎসল না হইয়া ব্যাঘ্রবৎ প্রচণ্ড স্বভাব হন, এবং সকল ছাত্রের প্রতি পর্য্যায়ক্রমে দুর্ব্ব্যবহার করেন, ছাত্রেরা কি সদুপায়ে তাহার প্রতীকারচেষ্টা পাইবে না? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কোরেকার্ট যদি শান্ত প্রকৃতি ও ছাত্রবৎসল হইতেন কখনই তাঁহার নামে অভিযোগ হইত না। আর ও সব শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের নামে অভিযোগ হইল না কেন? অতএব কোরেকার্ট সাহেবের দোষ আছে—তিনি ছাত্রগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না। মানুষের জ্ঞান শক্তি ও বয়স থাকিলেই যে সে ধীর স্বভাব হয় না ইহা প্রকৃতির নিয়মানুগত নহে। কোরেকার্ট সাহেবের এরূপ বিচিত্র স্বভাব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেহ কাতর হইয়া তাঁহাকে বিপদ জানাইলে তাঁহার মন দয়ার্দ্র হয়। তাহার বিপদ উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি যে সময় বিশেষে কার্য্য বিশেষে প্রচণ্ড ভাব প্রদর্শন করেন না তাঁহার ঐ সদয় কার্য্য দেখিয়া যে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব ছাত্রেরা যে অভিযোগ করিয়াছে, তাহার মূলে কিছুই নাই লেপ্টে-নান্ট গবর্ণরের ন্যায় আমাদিগের মনে সে সংস্কার জন্মিতেছে না। বরং কিছু আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে, তখন ছাত্রেরা তাহার প্রতীকার চেষ্টা পাইয়া কিরূপে দোষী হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে যদি তাহারা আবেদন পত্রে অশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষের হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যদি আবেদন পত্রে অশিষ্টতা না করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে দূষিতে পারি না " ঘোড়া বাড়া বড়ো-রুচি " বিনীতভাবে গুরুতর দোষ বলা কর্ত্তব্য।

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বুঝিয়াছেন, ছাত্রেরা বালকতা প্রযুক্ত শীলচন্দ্রের অপমানকে সাধারণের অপমান জ্ঞান করিয়া অনুচিত কার্য্য করিয়াছে। এস্থলেও আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। বাঙ্গালি বালকদিগের কি এরূপ স্বভাব ও অভ্যাস হইয়াছে যে একের অপমানকে অপরে নিজের অপমান বোধ করে? যদি তাহা হইত, বাঙ্গালা-দেশের এত দুর্দ্দশা হইবে কেন? বাঙ্গালিদিগের একতা কোথায়? যে একতা বরং মুসলমানদিগের আছে? যাহার গোলা একটা কামানে আওয়াজ হইয়া গেলে কি পার্শ্বস্থ অপর কামানের আওয়াজ হয়? পার্শ্বস্থ কামানগুলি যদি বারুদ পূর্ণ থাকে এবং আগুন দিবার স্থান গুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়, তাহা হইলেই সকল কামানে এককালে আওয়াজ হইয়া উঠে। এস্থলেও সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, ছাত্র-দিগের মন কোরাকর্টে দুর্ব্ব্যবহারজন্য বারুদে পূর্ণ হইয়াছিল, শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ীর পূর্ব্ব প্রমুখিত মনে কোরাকর্টের দুর্ব্ব্যবহারজন্য অগ্নি লাগিবামাত্র পর-স্পর সংলগ্ন ছাত্রদিগের মন এককালে জ্বলিয়া উঠে। ডিরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব লিখিয়াছেন পূর্ব্বে ছাত্র-দিগের অবাধ্যতার বহুবিধ ঘটনা হইয়া গিয়াছে, এ কথা অযথার্থ নয়। আমরা নিজেও অনেকগুলি ঘটনা দেখিয়াছি, তবে আমরা তাহার একটী কথা বলি। আমাদের সংস্কার যে স্থলে যে ঘটনা ঘটি-য়াছে তাহার মূলে শিক্ষকের দুর্ব্ব্যবহার আছে। এক-বার হিন্দু-স্কুলের এক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের উপরে ছাত্রগণ এমনি কুপিত হইয়াছিল যে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মধ্যে দীক্ষিত করিবার পরামর্শ করিয়া স্কুলের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। শেষে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষককে পুলিসের সাহায্য লইয়া গৃহে গমন করিতে হয়। ঐ সুপরি-ণ্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের দুর্ব্ব্যবহার কেবল যে ছাত্রগণেই নিয়ত ছিল তাহা নয়, তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকেরাও তাঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছিলেন। একজন শিক্ষক তাঁহার অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; তিনি ওকালতী পরীক্ষা দিয়া একজন প্রধান উকীল হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার যোড়াসাঁকোয় বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছে। তিনি সেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের দুর্ব্ব্যবহারের সাক্ষী স্বরূপ আলিপুরে বিরাজ করিতেছেন। সুপা-রিণ্টেণ্ডেণ্ট হউন আর শিক্ষকই হউন যাহার উপরে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয় তাঁহার বিনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাদৃশ ব্যক্তি উগ্রস্বভাব হইলে বহুল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তির অধীনস্থ ব্যক্তিরা অগত্যা অবাধ্য হইয়া উঠে, শেষে আবার তাহারাই দোষী হইয়া পড়ে। উপস্থিত উগ্রস্বভাব ব্যক্তির দোষ প্রায়ই সপ্রমাণ হয় না।

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর স্থির করিয়াছেন বাহিরের লোকে কুপরামর্শ দেওয়াতে এবং দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা উত্তেজনা করাতে ছাত্রেরা উদ্দাম হইয়াছিল। কুপরামর্শ দিয়া থাকে তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু দেশীয় সমাচার পত্র সম্পা-দকেরা বালকদিগকে উত্তেজিত করিয়া অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন প্রকার লিখেন নাই তাহা আমরা বেশ বলিতে পারি।

"দুর্ব্বলাত্তোরিবাস্মাকং দোষসম্পত্তয়ে গুণঃ"

একজন কবি কহিয়াছিলেন দুষ্ট ধাতুর গুণের ন্যায় আমাদিগের গুণ দোষের নিমিত্ত হইয়াছে।

সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা গুণ মনে করিয়া যে কাজ করেন আমাদিগের মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের বিবেচনায় তাহা দোষ হইয়া পড়ে। এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এই মনে করিয়া প্রস্তাব লিখিলেন যে এবিষয় কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে দোষী ব্যক্তির দোষ সংশোধন হইবে। কিন্তু তাহা দোষে বিপরীত ঘটনা হইয়া উঠিল, মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা জাতি বৈরী পর্য্যবসিত করিলেন। ফলতঃ এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ইউরোপীয় চরিত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করেন আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সেটী ভাল বাসেন না। সুতরাং এ দেশীয় সমাচার পত্রে সেই বিচার দর্শন করিলে তাঁহার মনে আঘাত লাগে, কোপ জন্মে।

ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদিগকে উৎকৃষ্ট বাস স্থান এবং এদেশীয় ছাত্রদিগকে নিকৃষ্ট বাসস্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এদেশীয় সমাচার পত্রে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল সেই কলঙ্কের উন্মোচনের নিমিত্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় লইয়া আন্দোলন করা বিফল। আমরা যখন চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি ইউরোপীয়ের ও এদেশীয়ের সকল বিষয়েই প্রায় ইতর বিশেষ করা হইতেছে, তখন এক স্থানের অপক্ষপাতিতা প্রতিপাদন চেষ্টায় ইষ্ট লাভ কি? অন্য কথা কি কলিকাতা কোর্ট আদালতে আগে ইউরোপীয়ের মকদ্দমা না হইলে এদেশীয়ের মকদ্দমা হয় না।

যাহা হউক উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ক্রাফোর্ড সাহেবের বা ছাত্রগণের দোষ থাকুক বা না থাকুক ছাত্রগণের দণ্ড অন্যায় হউক আর ন্যায় হউক, দণ্ড গুরু হউক আর লঘু হউক, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন ইহাই আমাদের পরম পরিতোষের বিষয়।

ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর রীতি এই যে তথাকার যে সকল পুরুষের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি আছে তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স বাটীতে প্রেরণ করিবার জন্য সভ্য মনোনীত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। কিয়দ্দিবস হইল হিউ মেসন নামে একজন ইংরাজ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি শালিনী স্ত্রীলোকদিগকেও এই অধিকার দেওয়া হয়। তদনুসারে সম্প্রতি বিলাতের একটী হোটেলে ইংরাজ মহিলাদিগের এক সভা হয়। ফসেট সাহেবের পত্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দিবার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি দর্শান হইয়া থাকে তাহার খণ্ডন করিলেন। অনন্তর কোন মহিলা এই প্রস্তাব করেন যে "এই সভার অভিপ্রায় এই যে এদেশের পুরুষ দিগের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার যেমন অধিকার আছে স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য" অবশেষে এই সভা পার্লিয়ামেণ্টে এতদ্বিষয়ে আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লাহোরের ট্রিবিউন নামক সংবাদ পত্রে শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় রুষ ও ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার তুলনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নিশিকান্ত বাবু বহুদিন রুষদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিনি বলেন যে, রুষ গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরিক রাজনীতি তিনি বিশেষ রূপে অবগত আছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষ অধিকার ভুক্ত করা রুষদিগের ও তথাকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত প্রধানতম কর্ম্মচারীদিগের নিতান্ত ইচ্ছা। রুশিয়ার রাজ্যশাসন কৌশল মাকিয়াবেলির মতানুযায়ী। রুষদিগের মন্ত্রীদিগের মতই এই যে, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাহা রাজনীতিজ্ঞদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করে না বরং তাহাতে কেবল তাঁহাদের মনোগত ভাব গোপন করে। তিনি আরও বলেন যে রুষরাজ সহস্র চেষ্টা করিলেও, যতদিন দেশীয়দিগের রাজভক্তি অচল থাকিবে, তত দিন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কিছুই করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয়দিগের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কেহই ইংরাজরাজের উপর ভক্তিহীন নহে। তবে কোলাপুরে যে কয়েকজন বিদ্রোহী দেখা দিয়াছিল তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। ইংলণ্ড প্রজা-স্বাধীনতার জন্মস্থান, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য মধ্যে স্বাধীনতা পরিবর্দ্ধিতকলেবর হইয়াছে। রুষ দেশে ঠিক তাহার বিপরীত, এমন কি রুষ সাম্রাজ্যকে স্বাধীনতার শ্মশান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে যে যে উচ্চ শোণিত ব্যক্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট তাহাদিগের শাসনের জন্য নিশিকান্ত বাবু গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে তাহাদিগকে পাঁচ ছয় মাসের জন্য রুশিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রেরণ করা উচিত। কেন না তথাকার রাজনীতি, ও শাসন প্রণালী পরিদর্শন করিলেই তাহাদের চৈতন্য হইবে। রুশিয়ার বিচার প্রণালী, প্রজাদিগকে যথেচ্ছাক্রমে অত্যুগ্র করিবার রীতি, নিশীথ সময়ে যখন লোকে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায় তখন গবর্ণমেণ্টের লোকের দ্বারা তাহাদিগের গ্রেপ্তার ও অবরোধ, কারাবাসের নিয়ম, নিরপরাধ ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রথা, প্রভৃতি ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা অবগত হইলে তাহারা ইংরাজদিগের রাজ্য শাসনের উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। উক্ত পত্রে নিশিকান্ত বাবু দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে সোমপ্রকাশ রহিত হওয়ার বিষয় লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

মহম্মদ মহসীনের জীবন চরিত্র। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র কর্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। ক্ষুদ্র সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত। মহম্মদ মহসীন একজন প্রসিদ্ধ দাতা ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ও দান দ্বারা অনেকে অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার দানকলাপ দর্শনে অনেকেই তাঁহার জীবনচরিত জানিতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু প্রমথনাথ বাবু ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই কৌতুহল চরিতার্থ করিয়াছেন। অনুবাদ অতি সরল হইয়াছে।

শ্মশানে মিলন শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্তৃক বিরচিত। [illegible] নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বসুযন্ত্রে মুদ্রিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রদিগের শ্মশানে মিলন এখানি পদ্যে লিখিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের যেরূপ করুণারস প্রধান তাহাতে উহা পদ্যে বা গদ্যে যেরূপে লেখা হউক না কেন উহার পাঠে যে পাঠকের মন আর্দ্র ও চিত্ত দ্রবিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুরেশ বাবু ইহাতে নূতন কিছুই করেন নাই, গল্প যাহা আছে পদ্যে তাহাই রাখিয়াছেন, কবিতাগুলি সরল হইয়াছে।

সাগর সঙ্গমে। উর্ম্মিলা প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি কবিতা গ্রন্থ। কবিতাগুলি যেমন সরল তেমনি ভাবপূর্ণ, ও মনোহর, আমরা ইহার প্রত্যেক পংক্তি পাঠে প্রীত ও সুখী হইয়াছি। আমরা স্বয়ংই কেবল ইহার মধুর রসাস্বাদন করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না, পাঠকগণকেও তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিলাম। বিজয়ের মালিনীর উপর অনুরাগ সঞ্চার হয় মালিনীর মাতা মহামায়া আপনার ন্যায় কেবল মালিনীকে লইয়া সাগরকূলে নির্জ্জন কুটীরে বাস করিলেন; বিজয় ও তাহাদিগের মধ্যে কিছুকাল অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময়ে অনেক স্ত্রীলোক মহামায়ার সম্মুখে বিজয়ের নামে নানা প্রকার মিথ্যা দোষ দর্শন করাতে মহামায়া বিরক্ত হইয়া মালিনী

তাহার কণ্ঠে সমর্পণ করিবেন অভিপ্রায় করিলে এবং নিজ হস্তে লেখিয়া বলেন—

[illegible] বিজয় [illegible] দেখ [illegible]
[illegible] মধুর মোহ,
[illegible] হৃদয়,
[illegible] মুক্তামাল [illegible]

[illegible]—ভাইবে মুখ [illegible],
[illegible] তোমায় তুমি [illegible],
কে জানে কামিনী কত [illegible] প্রাণ,
[illegible] কি তাঁর, কিছু না জানে।

দুঃখে [illegible] নয়, পড়ে না পলক,
[illegible] না [illegible], নড়ে না [illegible],
[illegible] শুধুই [illegible] প্রাণ,
[illegible] আপন [illegible]।

[illegible] মাধুরীর ফুল,
[illegible] আছে,
[illegible] আঁখিয়া, [illegible] আঁচল,
[illegible] বাহির [illegible]।

[illegible] সঙ্গে [illegible],
[illegible] মরণ [illegible],
অধীর [illegible], কামিনী [illegible]
[illegible]।

* * *

[illegible] নিজ [illegible],
[illegible] নয়নে [illegible],
আবার— [illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] প্রেম [illegible],
[illegible] অমৃত [illegible],
[illegible]
[illegible] লহরী বয়।

[illegible] আনন্দের [illegible],
[illegible] বচন [illegible],
[illegible]
[illegible] আপন [illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible] কামিনী [illegible],
[illegible] পায়ে [illegible]।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ জুন। গবর্ণমেণ্ট কোর্ট বেঞ্চের মুলক প্রজাদিগের একত্র হওয়ার অধিকার নিষেধ করাতে আয়ল্যাণ্ডের গোলযোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ ১৮ ই জুন। এখানে এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে, যে ইংলণ্ডেশ্বরীর মনার্ক নামক জাহাজ ফাটিয়া গিয়াছে। লেফ্টেনাণ্ট [illegible] ও জাহাজের আর কয়েকজন আহত হইয়াছে।

[illegible] ১৮ ই জুন। [illegible] জিলার আলজিরিয় বিদ্রোহীদিগের সহিত ফরাসী সেনাদলের তিনটী যুদ্ধ হয়, বিদ্রোহীরা পরাভূত হইয়াছে। ১২০ জন হত ও অনেকে বন্দীকৃত হইয়াছে। ফরাসীদিগের ৩০ জন মাত্র হতাহত হইয়াছে।

[illegible] ১৮ ই জুন। এখানকার ইটালীয় প্রজাদিগের কয়েকজন মাত্র [illegible] হইতে যে সকল ফরাসী সৈন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহাদিগকে ঠাট্টা করাতে কতকগুলি লোক কুপিত হইয়া [illegible] যে ইটালীয় চিহ্ন ছিল তাহা [illegible] করিবার চেষ্টা করে। [illegible] তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। [illegible] বিরোধীভাব প্রকাশ করাতে [illegible] সভা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। আয়র্ল্যাণ্ডীয় ল্যাণ্ডলিগ [illegible] বিষয় প্রকরণ এবং [illegible] কমিটির অনুমোদিত হইয়াছে।

[illegible] ১৯ এ জুন। [illegible] ফরাসী [illegible] ইটালীয় ও ফরাসী [illegible] সংগ্রাম করিয়া [illegible] কতকগুলি [illegible] লোক হতাহত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুন। [illegible] এক খানি পত্র প্রচার করিয়া লোকদিগকে [illegible] করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible] মন্ত্রী [illegible] বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট [illegible] গবর্ণমেণ্টকে [illegible] কাহারও প্রতি ত্রুটি [illegible] পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া [illegible] এ সংবাদ [illegible] হইয়াছে তাহা যথার্থ।

লণ্ডন ২১ এ জুন। আয়র্ল্যাণ্ডীয় ল্যাণ্ডলিগ [illegible] তৃতীয় প্রকরণ কমিটির অনুমোদিত হইয়াছে। [illegible] সংশোধন করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] সংশোধন [illegible] করিয়াছেন, [illegible] সপ্তাহের মধ্যে [illegible] পরিণত হইবে।

[illegible] ২০ এ জুন। [illegible] সকল ব্যক্তি গোলযোগে লিপ্ত ছিল তাহাদিগের [illegible] লোককে বন্দী করা হইয়াছে।

[illegible] ২০ এ জুন। [illegible] বিষয়ক [illegible] আন্দোলন চলিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২১ এ জুন। [illegible] ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের পত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমি ইংলণ্ডের সহিত [illegible] যে [illegible] লণ্ডনে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছিল।

[illegible] ২১ এ জুন। এম, [illegible] ও অন্য [illegible] সভাস্থ [illegible] আক্রমণ করাতে [illegible] অপমান করাতে সন্দীকৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ জুন। আয়র্ল্যাণ্ডের লোক সংখ্যা করাতে দেখা হইয়াছে ২৫০০০০ লোক কমিয়া গিয়াছে।

রোম ২২ এ জুন। [illegible], টিউনিস্ ও মোরোক্কোর [illegible] প্রতি বিশেষ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

[illegible] ২২ এ জুন। [illegible] নামক অর্দ্ধ সরকারি পত্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন টেকি তুর্কোমান প্রতিনিধিদিগের সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইতেছে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে তাহা মিথ্যা।

সোফিয়া ২২ এ জুন। এখানকার রাজনীতি সংক্রান্ত দল [illegible] ও অন্য [illegible] অধিনায়ক-দলের বন্দীকরণ বিষয়ের প্রতিবাদ করাতে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] সহিত [illegible] আলোচনা চলিতেছে।

[illegible] ২২ এ জুন। [illegible] এক দল [illegible] ত্রিপলি [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। [illegible] যে প্রার্থনা করে [illegible] অসম্মত হইয়াছেন।

সোফিয়া ২৩ এ জুন। তিন জন [illegible] প্রতিনিধি [illegible] হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। লার্ড [illegible] সংশোধন করিয়াছেন [illegible] প্রস্তাব [illegible] দেশের [illegible] হইয়াছে [illegible] অনুমোদন করে। [illegible] অস্বীকার করিয়াছেন।

বিবিধসংবাদ।

[illegible] মহারাজ বাহাদুর [illegible] একটী মূল্যবান [illegible] লইয়া আসাতে গবর্ণমেণ্ট তাহা চুরী বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়াছেন, [illegible] মহারাজের সাহায্যার্থ ১০০০০০ টাকা চাঁদা তুলিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের নিম্ন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যথা—[illegible] ও [illegible] ইনার টেম্পল, [illegible] মিডেল টেম্পল, [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] এম, এ, বারিষ্টার মিডেল টেম্পল হইতে [illegible] রোমান ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। [illegible] প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

ঢাকার [illegible] মুখোপাধ্যায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটির [illegible] পরীক্ষায় [illegible] করিয়া [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] মহম্মদ এ, এল, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মহম্মদ ইসমাইল খাঁ অস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শিতা দেখাইতে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কালেজ হইতে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] মহম্মদ মিডেল টেম্পলে গিয়াছেন, এম, কে, [illegible] আইনের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনার টেম্পলে গমন করিয়াছেন।

আমাদিগের কানপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "তুগার নামক একজন সাহেব সওদাগর, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্যের জুতার ঠিকা লইয়াছেন। এখানকার গঙ্গার ধারের গোরস্থিত ঘাটের নিকট একটী বৃহৎ বাটী প্রস্তুত করিতেছে। ঐ বাটীতেই জুতার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে এবং চামড়াও প্রস্তুত হইবে। এই কার্য্যটির দ্বারা অনেক লোক প্রতিপালিত হইবে সত্য, কিন্তু বোধ হয় ইহা কানপুরবাসীদিগের পক্ষে একটি বিশেষ অস্বাস্থ্যকর কার্য্য হইবে, ইহাতে অতি স্থির উন্নতির কোন প্রত্যাশা নাই। যে স্থানে এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে, সেই দিক হইতে গঙ্গার জল প্রবাহ সকল বহিয়া আসিয়া সমুদয় ঘাট হইয়া চলিয়া যাইবে, ঐ কারখানা হইতে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট চামড়া পচা জল গঙ্গায় পড়িলে সকল ঘাটের জল অস্বাস্থ্যকর হইয়া যাইবে এবং সেই সেই ঘাটে স্নান করিলে ও জল পান করিলে লোক যে নিশ্চয় পীড়িত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ কানপুর একেবারে স্বাস্থ্য শূন্য হইয়া যাইবে। এক ইউরোপীয় লোকানের স্বার্থে যে শত শত লোকের জীবন নাশক কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রদান করিবেন, এমন বোধ হয় না। যাহা হউক, যাহাতে ঐ স্থানে চামড়ার কার্য্য না হইয়া স্থানান্তরে হয় সে বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।"

শুনা যাইতেছে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট আমীর আলী শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। উঁহার স্থলে [illegible] অভিষিক্ত হইবেন। [illegible] অদ্ভুত নহে।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] লোকানের ঘর [illegible] করিতে [illegible] সম্মত নহেন। [illegible] সাহেব আসাম গবর্ণমেণ্ট [illegible] আরোহীদিগের পানের নিমিত্ত [illegible] আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকার অনেক স্ত্রীলোক [illegible] কার্য্য করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের নিকট আবেদন করিয়াছেন। [illegible] একটী আদালতের বড় উকীল।

আটলাণ্টিক [illegible] সাগরের উপকূলে [illegible] ক্রোশ দক্ষিণে একটী প্রস্রবণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার জল [illegible] মিষ্ট। [illegible] সমস্ত নহে।

বিলাতে নিরামিষ ভোজী সভা আছে। অল্প দিন হইল এই সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে, এই সভা সাপ্তাহিক ১২ টী ভোজন গৃহে নিত্য তিন হাজার লোক নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদিগের শরীর মাংসাশীদিগের অপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট ও পরিশ্রমশীল।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল [illegible] একজন পত্র প্রেরক বলেন, চাউল ২ তোলা, নারিকেলের শস্য ১ তোলা মসিনা ২ তোলা ও চিনী ১ তোলা চূর্ণ করিয়া ১ তোলা মুক্তার ঘসে মাখিবে; যদি গাঢ় হয়, তবে তরল করিবার জন্য নারিকেলের জল দিয়া ক্ষিপ্ত কুকুর অথবা শৃগাল দষ্ট ব্যক্তিকে [illegible] দিনের মধ্যে খাওয়াইলে তাহার আর জলাতঙ্ক হইবে না। যাহা হউক পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মেদিনীপুরের নীলকর [illegible] কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমাদিগের কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে। [illegible] আমরা [illegible] গোমস্তা মহেন্দ্রনাথ মাইতির অত্যাচারের কথা প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু এবার আমরা শুনিলাম, [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব [illegible] অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ পাওয়াতে [illegible] ও মহেন্দ্রকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনর [illegible] দশ প্রহার বন্ধ করিয়া দিলে [illegible] কথা না শুনিয়া বক্তৃতাদি করাতে কমিশনর তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে পুলিশ কোর্টে অভিযোগ করেন, [illegible] সাহেব তাহা ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন। কমিশনর [illegible] অনুজ্ঞা অনুসারে [illegible] কাজ করেন নাই বলিয়া [illegible] সাহেবদিগেরই জয় হইয়াছে। [illegible] হাইকোর্টে আপীল করেন।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] হইতে [illegible] কর্ম্মচারিদিগকে [illegible] করিবার জন্য [illegible] একটি [illegible] স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। [illegible] অনুমতি প্রদান করেন।

[illegible] শাসক হইয়া [illegible] যাইতে না পারে [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে আদেশ দিয়াছেন।

[illegible] সেক্রেটারি [illegible] বৈদেশিক কার্য্যে ১২ লক্ষ টাকা মাসিক বেতনে একজন [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অতিরিক্ত [illegible] সময়ে [illegible] না [illegible] একটু মিতব্যয়ী হইয়া চলিলেই ভাল হয়।

নদীয়ার জমীদার বাবু বিশ্বনাথ পাল চৌধুরী জল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি তথায় কোন বাবসায়ী ভদ্রলোকের অধীনে এক দিন শিক্ষানবীশ ছিলেন। এক্ষণে অতি উত্তম কার্য্যাদি শিক্ষার্থ ম্যাঞ্চেষ্টরের কারখানায় প্রবেশ করিবেন। এটী শুভ সংবাদ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় প্রবেশের নিয়মের মত কোন কঠোর নিয়ম প্রচলিত না হইলেই মঙ্গল।

পোর্টুগীজদিগের ভারতবর্ষীয় উপনিবেশের অন্তর্গত [illegible] নামক গ্রামে এক আদর্শ গবর্ণর আছেন। সম্প্রতি তাঁহার এক [illegible] কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একদা উক্ত গবর্ণর রাত্রি ৮ টার সময়ে [illegible] এক ধনী বণিকের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, স্ত্রীলোকটী ব্যস্ত হইয়া চীৎকার করিতে, উহাতে নিকটস্থ প্রতিবেশীরা তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়, এবং গবর্ণরকে উত্তম মধ্যম দেয়। গবর্ণর আলয় আগত হইয়া শেষে [illegible] দৌড়িয়া পলান, এবং অনেক সেনাদিগকে সঙ্গে লইয়া বণিকের বাটী ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করেন। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার সে আদেশ রক্ষা হয় নাই, গোয়ার গবর্ণর জেনেরালের নিকট এবিষয়ে অবিলম্বে টেলিগ্রাফ করা হয়, লিসবনে এই খবর যাওয়াতে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ উক্তৈর গবর্ণরকে কর্ম্মে চ্যুত করিয়া একজন নূতন লোককে গবর্ণর করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। পাছে [illegible] গবর্ণর কোন গোলযোগ করেন, এই আশঙ্কায় নূতন গবর্ণরের সহিত সৈন্য সামন্ত আসিয়াছে।

[illegible] খাঁ আফ্রিদি [illegible] পাইয়াছেন? সম্প্রতি উঁহার দক্ষিণের বিচার হইতেছে, অনেক মুসলমানেরা উঁহার এই দুর্গতি দর্শনে ইংরাজদিগের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। এবং কলিকাতার বড় বড় মুসলমানেরাও এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

[illegible] হইতে

		[illegible]
[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]
[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]
[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]
[illegible]	[illegible] ([illegible])	
[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]

[illegible] বিমল [illegible] গবর্ণর [illegible] অভিযোগ করিয়া যখন [illegible] সেই সময় [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ অবগত ক্রমে সংশোধন করিবেন বলিয়া একরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া ভারতবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার হস্তের উপর সেই উচ্চ শিক্ষার অবনতি চেষ্টা দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন ও চমকিত হইতেছি। শুনা যাইতেছে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের বৃত্তিদান প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং কালেজের ছাত্রগণের বেতনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহাই কি প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষা দান বন্ধ করিবার চেষ্টা নহে?

রুশ সেনাপতি স্কবেলেবের নাকি পক্ষাঘাতে দক্ষিণ অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে। তিনি বাঁচিয়া আছেন কিন্তু আর কথা বার্ত্তা কহিতে পারেন না।

আমরা বিগত দুই সপ্তাহ অবধি ভারত নায়ক নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হইতেছি। এখানি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম বারের অপেক্ষা দ্বিতীয় বারের কাগজের লেখা মন্দ হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের যেরূপ বিরল প্রচার এবং তদ্দেশস্থ বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা শিক্ষায় যেরূপ বীতশ্রদ্ধ তদ্দর্শনে আমরা চমকিত হইয়া থাকি। [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। সংবাদপত্রের দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার মেকেঞ্জি সাহেব বোটানিকাল গার্ডেনে একটী কৃষিসংক্রান্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া উদ্বোধন করিয়াছেন। এখানে ছাত্রদিগের জন্য নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে, বালকেরা চারি বৎসর পড়া শুনা করিতে পারিলে মাসিক ৮ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করিতে পারিবে।

[illegible] উপবিভাগের [illegible] আবার দেখিয়া উঠিয়াছে। [illegible] নানা স্থান হইতে অতিরিক্ত পুলিশ সৈন্য প্রেরণ [illegible] হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বেতন দিয়া বাসা চালাইবার জন্য কৃষি [illegible] তাহাদিগের অবসরের [illegible] করিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর [illegible] জজদিগকে দৈনিক বিভাগেই উচ্চ [illegible] করা হইবে।

আঞ্জুমান ই পঞ্জাব সভার সভাপতি ডাক্তার লিটনারের উপর নাকি সভার সকল সভ্যই অতি বিরক্ত। লিটনার [illegible] উচ্চ পদ হইতে অব[illegible] সভার [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ডাক্তার লিটনারের তদ্দেশস্থ বালকদিগের উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করাই অভিপ্রেত। তিনি তদ্দেশবাসী বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে যে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন সে সমস্তই ছাত্রদিগের অনিষ্টকারক। সভ্যেরা তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া এক্ষণে তাঁহাকে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন।

[illegible] যে পাখাটানা কল হইয়াছে তাহাতে মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে এরূপ অনুমিত হইয়াছে। অনেক গুলি পাখাটানা কুলির অন্ন মারা গেল।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১১৩৪ জন হিন্দু ও ৩৬৩ জন মুসলমান কলিকাতা হইতে উপনিবেশে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ১৯৬৩ জন পুরুষ ও ৭৩৬ জন স্ত্রীলোক।

পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভা গোরুর ফুঁকা দেওয়া প্রণালী একেবারে উঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে একটী আইন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে রেজিষ্টারি চিঠির মাশুল কমাইয়া দুই আনা করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন, অতঃপর প্রথম শ্রেণীর জজ আদালতের নাজিরের মাসিক দেড় শত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জজ আদালতের নাজিরের মাসিক এক শত টাকার ন্যূন বেতন পাইবেন।

[illegible] বালকদিগের নিমিত্ত লৌহ ঘটিত এক প্রকার বিস্কুট প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা খাইতে দিলে বালকদিগের পীড়ার অনেক উপশম হইয়া থাকে। [illegible] ১ সের ময়দা ১ ছটাক মাখন, ২ চামচ সোডা কিঞ্চিৎ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে পরিমাণ মত চিনি ও দুগ্ধ দিতে হইবে, এবং তৎপরে ২ ঘণ্টা তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া ১২ খণ্ড বিস্কুট করিয়া অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিতে হইবে। প্রতি বিস্কুটে ১০ [illegible] করিয়া যাহাতে লৌহ থাকে, এরূপ পরিমাণে লৌহ প্রদান করা আবশ্যক।

[illegible] এক ব্যক্তি সকল রোগের [illegible] আবিষ্কার করিয়াছেন। [illegible] ১ সের, চিরেতা [illegible] ছটাক [illegible] উত্তম [illegible] করিলে [illegible] হইবে, এই ক্বাথ প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

[illegible] সিন্ধুর উপর রাজ্যের অপর লোক কি, তাঁহার মহিষী পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট নহেন। সে দিন তাঁহার মহিষী তাঁহার প্রাণ সংহারের উদ্দেশে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন এবং তাঁহার ভোজনের জন্য প্রেরণ করেন, রাজা স্বয়ং না খাইয়া তাহার কিয়দংশ তাঁহার [illegible] নিমিত্ত প্রেরণ করেন, তিনি তাহা ভোজন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান রুষ সম্রাট মরিবেন তথাপি নিজ স্বত্ব রাখিতে ত্রুটি করিবেন না! সম্প্রতি তিনি নাকি বলিয়াছেন "আমি যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে আর ৪। ৫ সপ্তাহ জীবিত থাকা আমার পক্ষে কঠিন।" বাস্তবিক নিহিলিষ্টদিগের হস্ত হইতে তাঁহার পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট তথাপি তিনি রাজ্যে প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবেন না। এ প্রতিজ্ঞাও মন্দ নয়।

[illegible] সৈন্য অথবা কোন কর্ম্মচারী যাহাতে কোন সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতার কার্য্য করিতে না পারেন তন্নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট জজ বেভারিজ সাহেবের নিকট বাঁকিপুরের একটী খুন সংক্রান্ত মকদ্দমায় জনৈক উকীল আদালতের অন্যান্য উকীলকে চুরি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি নাকি বলিয়াছেন [illegible] উকীলেরা চুরির কার্য্যে [illegible]।

[illegible] বিভাগে যে [illegible] খোলা হইয়াছে তাহাতে অনুমান ৮০০০০ টাকার চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। শুনা গেল [illegible], [illegible] ও বেতিয়ার মহারাজেরা প্রত্যেকে ২০ হাজার ও [illegible] ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিরেই ও গবর্ণমেণ্ট কর সংক্রান্ত আইনের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। দেশের উপকারার্থে [illegible] অর্থ ব্যয় একরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না।

আমাদের শান্তিপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন কয়েক দিবস হইল এখানকার কতকগুলি অন্তঃপুরবাসিনী ভদ্র লোক [illegible] উপলক্ষে [illegible] গমন করিয়াছিলেন। সেখানে [illegible] সমাপন পূর্ব্বক তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন কালে কিছুকাল [illegible] বিশ্রাম করেন, কিন্তু তাঁহাদের পরিবারেরা ঐ স্থান হইতে সকলকে নানাবিধ খাদ্য পরিতোষ [illegible] করিতে প্রত্যাবর্ত্তী হয়েন। পথিমধ্যে (বাইচ-তলার নিকট) অকস্মাৎ "ঐ বাঘ, ঐ বাঘ" ইত্যাকার একটী কোলাহল উঠিল। তচ্ছ্রবণে উক্ত স্ত্রীলোকেরা প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করেন।

এই সুযোগে কোলাহলকারী কয়েক জন বদমায়েস নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারা অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তবে জনশ্রুতি এই যে, দুষ্কৃতেরা দুরভিসন্ধি সাধিত করিতে না পারিয়া কোন কোন স্ত্রীলোককে চুম্বন, আলিঙ্গন ও কন্ঠমালাদি [illegible] করিয়া পলাইয়া যায়। যে স্থানে এই লোমহর্ষণ ব্যাপারটী সংঘটিত হয়, তাহার অনতিদূরে গোপাল পাল নামক এক ব্যক্তির দোকান থাকাতে স্ত্রীলোকগুলির সতীত্ব-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছে। কারণ গোপাল রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিয়া লগুড় সহিত তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অসহায় অবলাগুলিকে দোকানে আনিয়া আশ্রয় দিয়া সময়োচিত শুশ্রূষা করে। অনন্তর তাঁহাদের অভিভাবকেরা উক্ত পালের দোকানে আসিয়া বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" ভাবিয়া আপন আপন পরিবারকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং লোকাপবাদ ভয়ে ঐ ঘটনা সংগোপন পূর্ব্বক সমাজে আত্মগৌরব রক্ষা করিলেন। এস্থলে সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিত [illegible] আমাদের বক্তব্য এই যে, যে সকল ভদ্রপুরুষ আপন আপন মহিলাকে [illegible] বিভূষিত করিয়া পথে ছাড়িয়া দিয়া [illegible] ও প্রতিদিন [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] পাঠাইয়া দেন, [illegible] উপার্জ্জক [illegible] [illegible] করিবারে জন্য [illegible] সতর্ক হয়েন, নতুবা তাঁহাদের [illegible] এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। [illegible] [illegible] [illegible] একাকিনী অসহায় কুলকামিনীদের পথে ঘাটে ছাড়িয়া দেওয়া কি বিবেকবুদ্ধির অনুমোদিত ?

এখানকার এক বাজারের সন্নিকটস্থ কোন [illegible] হাতের চাবী [illegible] করিয়াছে। যে সকল টাকা ও গহনা ছিল [illegible] চুরি করিয়া লয়। [illegible] [illegible], [illegible] ডেপুটী বাবুর বিচারে [illegible] মধ্যে এক জনের ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও [illegible] টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানা দিতে না পারিলে [illegible] তাহাকে আর [illegible] মাস [illegible] বাস করিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] কেরাণী [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আসল চোরের কিছুই হইল না।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] [illegible] হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন " [illegible] [illegible] [illegible] তৈরার [illegible] এরূপ [illegible] নাই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস দিবা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় [illegible] [illegible]

[illegible] করিয়া এই গ্রামে ও ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ৩টী ঘোলা গ্রামের ২টী বজ্রাঘাত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই, তাহাতে মনুষ্যের প্রাণ হানি হয় নাই কেবল ৩টী গরু ও একটী ঘোড়া মারা পড়িয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নয়োগ।

[illegible] ও [illegible] বিভাগ।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] করিলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] জেলার [illegible] ও [illegible] [illegible] করিলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] করিলেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সহকারী [illegible] [illegible] [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] ডেপুটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ডেপুটী [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] সহকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] সহকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছুটী লইলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুসারে [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন।

বিচার [illegible] বিভাগ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ডেপুটী [illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুসারে [illegible] [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিচার করিতে পারিবেন।

নাম	মুনসফী	জেলা
বাবু [illegible] রায়	[illegible]	[illegible]
" [illegible] রায়	[illegible]	ঐ
[illegible]	[illegible]	[illegible]
" [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
" [illegible]	[illegible]	ঐ
" [illegible]	[illegible]	[illegible]
" [illegible]	[illegible]	ঐ
" [illegible]	[illegible]	[illegible]
" [illegible]	[illegible]	[illegible]
" [illegible]	[illegible]	[illegible]
" [illegible]	[illegible]	ঐ
" [illegible]	[illegible]	ঐ

সংবাদদাতার পত্র।

সোমপ্রকাশের [illegible] সংবাদদাতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসে, এরূপ [illegible] [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সাহেবের [illegible] করি। বাবুকেই [illegible] নামে বলিয়া থাকি।

এখানকার [illegible] অতি দুরবস্থায় ঘুরিয়াছে। [illegible] ১ম শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার বেতন ৩৫ টাকা ছিল। ঐ কর্ম্মের জন্য [illegible] আবেদন পত্র আসিয়াছে। [illegible] উহার জন্য প্রার্থী আছেন। [illegible] থাকার বড়ই দুর্দ্দশা। আমাদের বিবেচনায় এখানকার কর্তৃপক্ষেরা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছাত্রদিগকে কর্ম্ম দিতে সম্মত নহেন। [illegible] বিদ্যালয়ে কয়েকজন মুসলমান ছাত্র আছে, তাহাদিগকে আরবী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অথচ স্কুলে কোন মৌলবী নাই। [illegible] উক্ত ভাষাদ্বয়ে অভিজ্ঞ [illegible] একজন কোন মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইবে। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম [illegible] স্কুলের [illegible] উপযুক্ত [illegible] শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে। [illegible] নিম্ন শ্রেণী শিক্ষকদিগের কিঞ্চিৎ [illegible] হইতেছে, আবার [illegible] হইলেও [illegible] হয়।

[illegible] পুলিশ সাহেব [illegible] আপন অধীন কর্ম্ম [illegible] করিতেছেন। [illegible] সুচারুরূপে [illegible] হইবে, এবং [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible]

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

[illegible] নানাপ্রকার [illegible] হইতেছে। সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে [illegible] সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম [illegible] পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; [illegible] আর [illegible] হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা [illegible] পুস্তকালয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] বাবু [illegible] কলেজ ষ্ট্রীট [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের [illegible] এজেণ্ট হইলেন, স্বীকার করিয়া [illegible] গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে [illegible] সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম [illegible] অসুবিধা ও কলিকাতা [illegible] হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত [illegible] টাকা দিয়া [illegible] নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুগৃহীত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] নানাবিধ [illegible] ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রস্তুত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

[illegible] কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও [illegible] হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ টাকামাশুল ৵০

সুবর্ণসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে [illegible] বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১ টাকামাশুল ।০

মলিনাশন।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি [illegible] শোথ অর্শাদি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর [illegible] ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য [illegible] টাকামাশুল ৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি [illegible] আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে [illegible] লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। [illegible] দ্বারা জানাইলে [illegible] প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

[illegible] কলিকাতা।

নবীন আবিষ্কৃত।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার [illegible] আমরক্ত, গ্রহণী, অজীর্ণতা, [illegible] সংযুক্ত অর্শ [illegible] যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই [illegible] পরীক্ষা করিয়া যে সকল [illegible] তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে [illegible] করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারদের নাম [illegible] লিখিত হইল। [illegible] সহিত বিতরণ করা যায়। [illegible] পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, [illegible] আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত [illegible] মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং [illegible] জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত [illegible] শুক্র ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দাহ [illegible] হওয়া ও [illegible] শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সত্বর কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-

কেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাস্থ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, ঋতুকালে ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং ঋতুদোষে জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৷৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু ও অম্লশূল, কাশানি, মেহ, দৃষ্টিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাময়, ক্রিমিরোগ, এবং এই সকল রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

দুই সপ্তাহের সেবনের মূল্য ২৲

প্যাকিং খরচা ৷৴০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু মূল্য ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অন্তরের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অজীর্ণ ও পুরাতন মধুমেহাদি রোগ সমূহ এককালীন নিবৃত্তি হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৭ টাকা প্যাকিং ৷৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুলাল বসু, এল এম এস

" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে কবেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসভার সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৮০ নং বাটী।

এতদ্দ্বারা ঠিকাদারগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে লোহারডাগা জেলার অন্তর্গত রাঁচি এবং পুরুলিয়া রাস্তার পুল এবং সাঁকো নির্ম্মাণ এবং মাটী ভরাট ইত্যাদি নিম্নলিখিত কার্য্য সকলের আগামী ইং ১৪ ই জুলাই ১৮৮১ সাল বেলা দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্যরূপে টেণ্ডার গ্রহণ দ্বারা কার্য্য বিলি করা যাইবে।

যাঁহারা ঐ সকল কার্য্যের ঠিকা লইতে বাসনা করেন তাঁহারা পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৯ এম নম্বর ফরমে আবেদন করিবেন। কার্য্য বিলি হইবার দিবস যে সকল ঠিকাদার উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের সম্মুখে টেণ্ডার খোলা যাইবে।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আফিসে বেলা ১০টা ঘটিকা হইতে ৪টা ঘটিকা পর্য্যন্ত আবেদন করিলে সবিশেষ দেখিতে ও জানিতে পারিবেন।

উপরিউক্ত ফরম ভিন্ন অন্য কোন ফরমে টেণ্ডার গ্রহণ করা যাইবে না। ন্যূন টাকার টেণ্ডার পাইলেই নিম্ন স্বাক্ষরকারী সেই টেণ্ডার মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন।

		নিষ্কারিত ব্যয় আনুমানিক ব্যয়।
১।	১৯ নং হইতে ২২ নং পর্য্যন্ত রামগড়ের ঘাট সমীপস্থ ৪ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	২৫৭০৲
২।	ডামঘাটি নদীর সমীপস্থ ২৩ নং হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত ৩ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	১৩৩৭৲
৩।	রূপসা নদীর সমীপস্থ ২৯ নং হইতে ৩৩ নং পর্য্যন্ত ৫টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	৫১৬৫
৪।	কোমা নদীর নিকটে ৭ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত ৬টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট	৫২০৭
৫।	তিনটী নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	৩১০০
৬।	কোমা নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	
৭।	৪১ নং হইতে ৫১ নং পর্য্যন্ত ১১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ এবং ১৬ ও ১৭ মাইলে মাটী ভরাট	

রাঁচি বিভাগ } কে, ডবলু, এসসন সি, ই,

১০ ই জুন ১৮৮১। } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র রাঁচি বিভাগ ডিবিজন।

কুক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার মেকানিজম সহিত। হণ্টিং অথবা ওপন ফেস এই দুটী প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেও আকারের।

রেলওয়ে গাড়ন কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রোমিং জনোগ্রাফন। পিত্তল এবং নিকেল কেস মূল্য ১৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চশমা ও নিউট্রাল সংমিশ্রিত আটি সোনার মূল্য ৬৷০ ও তদতিরিক্ত মূল্যে।

সংবাদ সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বারোমিটার, বার্ড বক্স প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কুক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কার্য করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ তাঁহারা দেখাইতেছেন।

কুক এণ্ড মরে ৯।১০ ডেলহৌসি স্কোয়ার—কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বেনেটোলা ষ্ট্রীট ১৬৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের অধিকপূর্ব্বের ন্যায় নূতন ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব [illegible] করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

[illegible] রোগ, মানস রোগ, ও মূর্চ্ছা (বা [illegible] রোগ) প্রভৃতির জন্য চিকিৎসা রোগীর গৃহে গিয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সমূহ করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত [illegible], শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ডাক্তার এণ্ড কোং সম্মান করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible], দেবগণের মর্ত্তে আগমন, স্বর্গ, রোগ ও ভাবের আয় ব্যয়, মধুসংহিতা, [illegible] কামাই নিবার, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়, কবিতা, সংবাদাদি, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ বেলেপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত একাধারে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ২০॥০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। শ্রী রূপের উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ১৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, গর্গ পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১৸০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহ।

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাক মাশুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৪ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৴০ হিসাবে।

——:•:——

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা কোঠাবাড়ী পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। — শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় — ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদি কম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

——:•:——

যিনি এক দিবসে অন্তরদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মতত্ত্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এইচ, বিশ্বাসিক ঘোষাব—বাঁকিপুর	১২
" বাবু বসন্তকুমার সেন জমীদার—বাগনা	১০
" " জীবনকৃষ্ণ বসাক—রামপুরবোয়ালিয়া	১০
" " তারিণীচরণ চৌধুরী জমীদার—বগুড়া	১০
" " লালবিহারী সাহা—রাজগঞ্জ	৭
" " রামধন বসু—পটাসুড়ী	৭
" " যদুগোপাল রায়—মেটলি	৭
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—ডাইপাটগ্রাম	৭
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খোলা	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৩৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২১ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ৪ ঠা জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৮ সাল শুরু হইয়াছে, নূতন বৎসর উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রদানের নিয়ম, এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, তদ্ভিন্ন তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া রাখা ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশে পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশপূর্ণ মহাগ্রন্থটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি ক্ষুদ্রশক্তি হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একেবারে গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মাণিকতলা মধ্যস্থ [illegible] লেন ১১ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত ভারত মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয়, যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছিন্নমস্তা (সামাজিক উপন্যাস)	১৲
কুলশিক্ষা	॥০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ৩৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানার্জ্জির লাইব্রেরিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৩ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৪ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব কার্য্য নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, বাত কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে গিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র

বার্ষিক [illegible] ঐ বাকি [illegible] টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ

২১ এ আষাঢ় সোমবার।

[illegible]

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল যে, শিবপুরে গবর্ণমেন্টের কৃষিক্ষেত্রের [illegible] পুনঃ স্থাপিত হইবে, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, সি, বক সাহেব এখানকার অধ্যক্ষ হইবেন। [illegible] এত সাহেব সম্প্রতি ভারতবর্ষের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটরি হইয়াছেন; তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] এইরূপ জনরব আছে।

গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ সংস্থাপিত হওয়াতে নানা বিষয়ে হিত সাধন হইতেছে। আজ নূতন [illegible], বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি [illegible] কৃষিকার্য্যের অবস্থার উন্নতি সাধনে [illegible]। নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় উদ্ভিদ আনিয়া এদেশে রোপণ করিলেন: [illegible] আলু, [illegible] মনুষ্যের [illegible] অনেক সামগ্রী। উহা এখন কি [illegible] সকলেরই [illegible] সামগ্রী হইয়াছে, এক দিন ঐ সকল দ্রব্যের নামও কেহ জানিতেন না। [illegible] কিছুদিন রোপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এদেশের উপযোগী হইল না। [illegible] আলুর মত আর এক প্রকার [illegible] আবিষ্কৃত হইয়াছে, [illegible] ভারতবর্ষের এ উদ্ভিদ [illegible] দেশীয় লোকের [illegible] নাই। দেশীয় [illegible] এ সকল দেখাইয়া আসে না।

কানপুর, সাহারণপুর, লাক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেন্টের যে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র আছে, তৎসমুদায়ে নানা প্রকার বিদেশীয় বীজ ও বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বক ডুনব এবং বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেই সকল আদর্শ ক্ষেত্রে যে প্রকার শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ কিছু দিন থাকিলে ভারতবর্ষের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। দেশে যত নূতন নূতন দ্রব্য জন্মিবে, দেশীয় লোকের ততই আয়-বৃদ্ধি হইবে, বাণিজ্য বাড়িবে। অতএব স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করি। শিবপুরেও এইরূপ একটী কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতেছে। তথায় উত্তর পশ্চিম বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে বি ডুনব সাহেব অধ্যক্ষ হইবেন। ডুনব সাহেব যেরূপ অধ্যবসায়শালী বুদ্ধিমান ও শ্রমশীল, তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে যে আমাদের কৃষিবিভাগের উন্নতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবপুরে আদর্শ ক্ষেত্র স্থাপিত হইলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষের আসিষ্টান্ট শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী অধ্যক্ষ হইবেন। ত্রৈলোক্য বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যেরূপ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি যে, তদপেক্ষা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অযোধ্যা বিভাগে শিল্প ও বাণিজ্যোপযোগী কর্ম্মের বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন হইতেছে। ঐ দেশেই গত প্রাচীন রাজধানী। ভাল ভাল বস্ত্রের কাজ, কাপড়ের কাজ ঐ দেশেই অধিক। পূর্ব্বে এই সকল কাজে বিশ্বকর্ম্মার মত এক এক জন কারিকর ছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেশীয় বাণিজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এই সকল কারিকরের সংখ্যাও অল্প হইয়া আসিল। এমন কি [illegible] অনেক অনুসন্ধান করিয়া [illegible] এই বিষয়ে নিপুণ এক জন বৃদ্ধ লোক [illegible]। তাঁহার কর্ম্ম নৈপুণ্য দেখিলে [illegible] সামান্য [illegible] কাজ নয়, [illegible]। ত্রৈলোক্য বাবু এখন উদ্যোগী হইয়া [illegible] দেশীয় কাপড়ের কাজ [illegible]। আমাদের পরমাত্মীয় [illegible] বাবু হরলাল মুখোপাধ্যায় [illegible] কাণপুরে কাপড়ের একটি কারখানা খুলিয়াছেন। বিলাতী কাপড়ের ন্যায় কৌশলে ঐ কাপড় বোনা হইতেছে। কাপড় গুলি অতি চমৎকার। তাহাতে পেণ্টুলেন, জামা, কোট, চাদর, শীতের চাদর প্রস্তুত হইতেছে। সাহেবেরা সেই সকল কাপড় ব্যবহার করিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, যিনি একবার তাহার গুণ বুঝিয়াছেন, তিনি আর বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করেন না। সাহেবেরা ও অন্যান্য ভদ্র লোকে হরলাল বাবুকে যে সকল প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তদর্শনে আমরা অতি আহ্লাদিত হইলাম। হরলাল বাবুর উৎসাহ ও কৌশল দেখিয়া শ্রীযুক্ত বক ডুনার ও রাইট সাহেব তাঁহাকে বিস্তর অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, এবং নিয়তই তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। হরলাল বাবু কলিকাতায় ঐ সকল কাপড় অল্প অল্প আনিতেছেন, কিন্তু এদেশে এখনও তাদৃশ প্রচলিত হয় নাই। যাহা হউক, কাপড় দেখিয়া আমাদের এমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এক দিন বিলাতি কাপড়ের আর আমদানি করিতে হইবে না। বিলাতি কাপড় অপেক্ষা এই কাপড়ের মূল্য প্রত্যেক গজে কেবল দুই চারি পয়সা অধিক। কিন্তু এই কাপড় অধিকতর কোমল, মসৃণ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই ব্যবহার করা যায়। যদিও এ কাজে এখনও বিশেষ লাভ হয় নাই, কিন্তু উত্তরকালে ইহা যে বিলক্ষণ অর্থকর হইয়া উঠিবে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সকলি অর্থের খেলা। অল্প পুঁজিতে কোন ব্যবসায় খুলিলে তাহাতে অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু সামান্য কাজেরও বিস্তীর্ণ কারখানা খুলিলে অধিক লাভ হয়। এখানে এক পয়সায় এক এক বাক্স দেশলাই বিক্রীত হয়। উহাতে কতগুলি কাজ রহিয়াছে! উহার কাজের সঙ্গে মূল্যের তুলনা করিলে দেশলাইয়ের মূল্য নাই বলিলেই চলে। কি কারণে দেশলাই এত সস্তা? বিলাতে উহার কারখানা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, আবার উহার এক একটী কর্ম্ম এক একটী বিভাগে বিভক্ত, সেই জন্য অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বোধ করি আল্পিন নির্ম্মাণের প্রণালী সকলেই জ্ঞাত আছেন, আল্পিন নির্ম্মাণের কারখানায় কেহ তার প্রস্তুত করিতেছে, কেহ তার সোজা করিতেছে, কেহ তার কাটিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি তারের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ করিতেছে, পঞ্চম টুপি পরাইবার নিমিত্ত মাথা ঘসিতেছে, টুপিটী আবার দুই তিনটী পৃথক পৃথক বিভাগে নির্ম্মিত হয়। তৎপরে, আর একজন স্বতন্ত্র তারে টুপি লাগায়, আর একজন আল্পিনে রং করিতে থাকে। আল্পিন প্রস্তুত হইলে কেহ কাগজে বিঁধিয়া সাজাইতে থাকে। এইরূপে আল্পিন নির্ম্মাণ কাজ আঠারটী বিভাগে বিভক্ত। ছোট ছোট কারখানাতে দশ জন লোকেও এই কাজ করিয়া থাকে। এইরূপে দশ জন কারিকর প্রত্যহ ৪৮ হাজার আল্পিন নির্ম্মাণ করিতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি চারি হাজার আট শত আল্পিন প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু, একজন লোক যদি সকল কাজ করিয়া লইত, তবে সমস্ত দিনে ১০। ১৫ টী আল্পিনও প্রস্তুত হওয়া কঠিন হইত। দেশলাই নির্ম্মাণেও এক এক জন কারিকরকে এক একটী কাজ করিয়া দিতে হয়, এই নিমিত্ত অধিক

দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিল্প কার্য্যের একটি নিগূঢ় সন্ধান। বিস্তীর্ণ কারখানায় এক একটী কাজ ভাগ করিয়া লইলে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং দ্রব্যের মূল্যও সস্তা হইয়া থাকে। এই কাপড়ের ব্যবসায়ও সেইরূপ। যদি বিস্তীর্ণ কারখানায় এক একটী কাজ এক একটী বিভাগে বাঁটিয়া দেওয়া হয়, তবে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা কিছু অসাধ্য সাধন নহে। দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মনোযোগী হইলেই এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল সে দিকে কাহারও দৃষ্টিপাত নাই। কৃতবিদ্য যুবারা বড় বড় কল্পনা করিবেন; 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইবেন,—কাজের কথায় কাহারও মনোযোগ নাই। যেন স্বাধীন ভাবে নিজের জীবনযাত্রা [illegible] করিতে পারিবেন না, তবে 'স্বাধীনতা' বলিয়া গোল করিলে কি হইবে। উহার অপেক্ষা যদি তাঁহারা ধনী লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন, ধনী লোকদিগকে এই সকল কাজে উৎসাহ দিতেন, তাহা হইলে [illegible]। আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি আজ কাল [illegible] করিয়া যুবকগণ [illegible] চীৎকার করিয়া বেড়াইবেন, কিছুতে তাঁহাদের মমতা হইবে না।

[illegible]

শকটাদি কেমন সামগ্রী, [illegible] করিয়া তাহাকে [illegible] করিয়া [illegible] রেলওয়ের [illegible] বড় [illegible] আমাদের [illegible] আছেন, [illegible] কথা বলি না [illegible] রেলওয়েতে [illegible] নাই। [illegible] আমরা [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] একজন [illegible] আছেন। [illegible] আসিয়াছেন, [illegible] আসিয়াছেন, [illegible] আসিয়াছেন, [illegible] আসিতেছেন, ধনী আসিয়াছেন; ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের আদর [illegible] কাহাদের কাছে যে সকলে আসিয়াছেন? [illegible] করিতে হয়। [illegible] থাকিতে হয়। যাঁহারা কর্ম্মচারী, হয় তো বিদ্যালয়ে [illegible] পড়িতেছেন, হয় তো কাহার বাসায় থাকিয়া কিছু কিছু শিখিতেছেন। [illegible] পর পাঁচ বৎসর উমেদারী করিয়াছেন, [illegible] কেহই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—[illegible] গাড়ী যাবে কখন? [illegible] বলিতেছে,—"[illegible] আমার এই মালটা ওজন দিতে হবে।" এই অর্থে অহঙ্কারে চক্ষে দেখিতে পান না।

নিরক্ষর ইতর লোকদের সময়ে সময়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে কি পর্য্যন্ত যে দুরবস্থা হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। টিকিট পাইতে পায় নাই, আর মাশুল দিবে না, গার্ড সাহেব আসিয়া ঘুসি ধাক্কা চপেটাঘাত দিয়া [illegible] [illegible] করিতে থাকেন,—[illegible] মাশুল [illegible] মিটে না। [illegible] লিখিত থাকে—"দশ জন বসিবে", কিন্তু সেটী কথা মাত্র, গণনা করিলে [illegible] অধিক হইয়া পড়ে। টাকা দিয়া এই এক কষ্টভোগ।

আবার অজ্ঞ লোকেরা সময় দেখিতে জানে না, কোন্ শ্রেণীর গাড়ী তাহাও পড়িতে পারে না, দৌড়াদৌড়ি করিয়া একবার এ গাড়ীতে [illegible] যায়, একবার ও গাড়ীতে উঠিতে যায়। [illegible] ছাড়িবার সময় [illegible], গার্ড সাহেব [illegible] একটা গাড়ীতে ঢুকিয়া দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] যায়। মনের কষ্ট নিয়া এই আর এক যন্ত্রণা।

[illegible] ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। এইরূপ এক একটী [illegible] [illegible]।

[illegible] ষ্টেশনে [illegible] গাড়ী ছাড়িবার [illegible] আসিয়া [illegible] তাহার টিকিট [illegible] করে না, [illegible] করিয়া যে গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। [illegible] [illegible] জিজ্ঞাসা করিবেন—তুমি টিকিট [illegible] "না" [illegible] দিতে হয়। [illegible] যাত্রীক [illegible] ইত্যাদি [illegible] [illegible] অন্যায় অত্যাচার অনেক স্থানেই [illegible] থাকে। রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণকে [illegible] তাহার কোন প্রতিবিধান করে না। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে একটী কঠিন নিয়ম না করিলে দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকদের কষ্ট মোচনের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কেবল [illegible] জারি করা হইলেই যে যথোচিত ফল দর্শিবে, এমন বিবেচনা হয় না। রেল এখন গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইল। আমরা অনুরোধ করি, রেলওয়ে কর্ম্মচারীর অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হউক। কোন আরোহী রেলওয়ে কর্ম্মচারী দ্বারা উৎপীড়িত বা অপমানিত হইলে তিনি পত্র দ্বারা উক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত করিবেন। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] পাইলে সেই সকল অত্যাচার নিবারণের উপায় করিবেন। যে সকল রেলওয়ে এখনও গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয় নাই, তৎসমুদয়ের প্রতিও তিনি আপনার ক্ষমতা চালাইতে পারিবেন।

রেলওয়ের পুলিস উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে আমরা অনুমোদন করি। রেলওয়ে পুলিস হইতে বিশেষ উপকার হয় না, কেবল [illegible] টাকা অন্যান্য কাজে লাগাইলে কোম্পানির ও আরোহীদিগের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। এক জায়গায় [illegible] আমরা [illegible] একটা উপকার দেখা [illegible] বিভাগের কাজ [illegible] [illegible], কিন্তু এক্ষণে টিকিটের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে [illegible] কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় নাই। [illegible] সংবাদ দিতেছেন, টিকিট [illegible] টিকিট দিতে থাকেন; ইহাতে কেবল কর্ম্মচারীদিগের কষ্ট [illegible], এমন নয়—আরোহীদিগের [illegible] অসুবিধা হইয়া থাকে। [illegible] যে টাকা বাঁচিবে, [illegible] পৃথক [illegible] [illegible] টিকিটের [illegible] অনেক সুবিধা। [illegible] একটী [illegible] কর্ম্মচারী [illegible] [illegible] আবার একটী [illegible] কর্ম্মচারী থাকিলে [illegible] সুখ [illegible] দিতে পারেন না।

[illegible]

আজ কাল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফদের বিচার [illegible]। তাঁহাদের [illegible] সন্তুষ্ট। কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের [illegible] [illegible] হইতেছেন। কিন্তু [illegible] আমাদের কিছু অসন্তুষ্ট হইবার কারণ আছে। [illegible] কাছে [illegible] করা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারে [illegible] [illegible] অবস্থা [illegible] তাহা জানিলে কি হইবে? [illegible] নিষ্পত্তি। [illegible]

[illegible] একটী কর্ম্মচারী, যদি এমন [illegible] হন, তবে কতিপয় বিচার-[illegible] মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা [illegible] তাঁহাকে চিন্তি-[illegible] তিনি চাপ করিয়া রাখে [illegible] আমার ভিতর [illegible] হইল। [illegible] মকদ্দমা [illegible] অনেক [illegible]

[illegible] আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী প্রস্তাব [illegible] আমাদের প্রস্তাব [illegible] এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, ঐ সকল [illegible] অনেক কমিয়া [illegible] এক একটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] প্রবর্ত্তিত হইলে কি হয়? [illegible] একটী পঞ্চায়ত [illegible] ঐ সকল [illegible] লোকের [illegible] পঞ্চায়ত নিষ্পত্তি [illegible] করিবে। পঞ্চায়তগণ কোন ব্যবসায়ী, কি এমন লোক হইবেন না যাঁহা-দের মামলাদের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ [illegible] আছে। কারণ, তাহা হইলে পীড়ন হইবার সম্ভাবনা।

[illegible] একটী পঞ্চা-য়ত [illegible] তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিলে ভাল হয়। [illegible] মকদ্দমার [illegible] পঞ্চায়তের [illegible] পঞ্চায়তের নিকট [illegible] মকদ্দমাকারিগণ [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible]

[illegible] পঞ্চায়ত [illegible] মালিশ [illegible] সকলই [illegible] বাদী প্রতিবাদী [illegible] মালিশ [illegible] বিষয়ক [illegible] সহজ নয়। বাদী প্রতি-বাদী উভয়কেই [illegible] হইবে। সর-কার পক্ষের ভয় নাই, [illegible] সাক্ষী আসিয়া বলিল, "আমি তখন সরকারি [illegible] হইতে ছিলাম [illegible] দেখিতে পাইলাম।" এমন [illegible] অনেক কমিয়া আসিবে।

যে যে স্থানে লেখাপড়াজানা বিচারশক্তি আছেন, সে স্থানে তো আরও সুবিধা। তাঁহাদিগকে পঞ্চা-য়ত মধ্যে গ্রহণ করিলে কাজের বিলক্ষণ সুশৃঙ্খলা হইবে। পুলিসের যাবতীয় [illegible] এই পঞ্চায়তের [illegible] করা হইলে সাধারণের আরও উপকার হইতে পারিবে। এক এক স্থানে পুলিস যথা সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। অপরাধীর নিষ্কৃতি-[illegible] সাধারণ লোকের অর্থ যায়, অন্যায় অত্যাচার পুলিসের হাত দিয়া অনেক স্থানে ঘটে। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন স্থানে পুলিস [illegible] মালিক, যাহা খেয়ালে আসে তাই করিয়া বসেন। ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের কিছু [illegible] দরিদ্রের প্রাণটা যায়। পঞ্চায়তের দ্বারা গ্রামের সকল রক্ষা পরি-দর্শন করাইলে এবং পুলিসের উপর পঞ্চায়তের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলে এই সকল অত্যাচার আর ঘটিতে পাইবে না।

এখন কথা হইতেছে সকল স্থানে বিচারক্ষম উপযোগী লোক পাওয়া যাইবে কি না? সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এদেশের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে সকল স্থানে বিবেচক লোক সুলভ হইতে পারে। ইহার ভিতর আরও একটী কথা আছে। যাঁহাদের হাতে বিচারের ভার সমর্পিত হইবে, তাঁহারা সামান্য বিষয়ী লোক হইলে চলিবে না। [illegible] প্রভৃতি উৎকোচ—[illegible] সেই লোক যাঁহারা [illegible] করিতে পারিবেন এমন লোক চাই। কিন্তু আমরা বলিতে পারি এক্ষণে সম্ভ্রান্ত লোকের অসদ্ভাব নাই। [illegible], অধিবাসী [illegible] সম্ভ্রান্তের [illegible]। [illegible] যদি সব [illegible], ও [illegible] এখন রহিবে না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, সম্প্রতি যে যে স্থানে উপযোগী লোক পাওয়া যাইবে, সেখানে এই পঞ্চা-য়ত বিচার প্রথা একবার প্রবর্ত্তিত করিয়া দেখুন। বোধ হইতেছে অল্পদিনে দেশে শান্তি আসিয়া বিরাজ করিবে। মিথ্যা মকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাইবে।

এক এক স্থানে এই প্রথা প্রচলিত হইলে যেখানে সুশিক্ষিত লোক নাই, সেখানেও ক্রমে প্রজারা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবে। এই উপায় দ্বারা কেবল যে সুবিচার হইবে, এমন নয়, বাদী প্রতি-বাদী উভয়ের ব্যয়ভারও অনেক লাঘব হইবে। [illegible], নানা খরচে, উকীল মোক্তারে লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। আদালত তো কেবল ছুতার, কথায় কথায় টাকা। একটী কিছু লিখাইতে হইবে, —দাও। নকল করাইতে হইবে—দাও। জবান করাইতে হইবে—দাও,—মুখে কেবল—" দাও দাও"। ইহাতে দরিদ্রের কি প্রাণ বাঁচে? পঞ্চা-য়ত বিচার প্রথা প্রচলিত হইলে এই সকল বাজে খরচ আর লাগিবে না।

প্রথমে ছোট ছোট মকদ্দমা পঞ্চায়তের হাতে দিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু দিন দেখুন। যদি ফল সন্তোষ-জনক হয়, ক্রমে অপেক্ষাকৃত আরও ভারী ভারী মকদ্দমা তখন তাঁহাদের হাতে নির্ভয়ে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

রণপোত।

সম্প্রতি ডেটোবেল নামে ইংরাজদের একখানি রণতরি দৈবাৎ উড়িয়া যাওয়ায় প্রায় দেড় শত আরোহীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কি কারণে সেই আকস্মিক বিপদ ঘটিল, তাহার কিছুই এপর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহার গোলা ও বারুদের কামরায় আগুন লাগিয়াছিল। আবার কতকগুলি লোক অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে চিলি ও পেরুযুদ্ধে যে সকল টর্পিডো [illegible] করিয়া রাখা হইয়াছিল, বোধ হয় এই জাহাজখানি তাহার কোন টর উপর দিয়া পড়ে, তাহাতে টর্পিডোতে আগুন লাগিয়া জাহাজ খানিকে নষ্ট করিয়াছে। টর্পিডো, রণতরির যে কি ভয়ানক শত্রু—বোধ করি পাঠক-দের তাহা অবিদিত নাই। ইহা এক প্রকার অদ্ভুত কল। [illegible] কার্পাসে পরিপূর্ণ থাকে। কোন ভারী দ্রব্যের সংঘর্ষণে উহাতে নিমিষমধ্যে আগুন লাগে। তখন তাহার [illegible] নিকট-বর্ত্তী সমস্ত জাহাজাদি উড়িয়া যায়। যুদ্ধের সময় যে দিকে শত্রুদিগের জাহাজ যাতায়াত করিবে এমন সম্ভাবনা থাকে, সেই সেই দিকে জলের ভিতর টর্পিডো চুবাইয়া রাখিতে হয়। পরে দৈবাৎ যদি শত্রুদিগের জাহাজ তাহার উপরে আইসে তবে তুমুল অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া রণতরীকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দেয়। এখন আবার কৌশল ক্রমে শত্রুদের জাহাজে টর্পিডো বাঁধিয়া দিয়া [illegible] আগুন লাগাইয়া দেয়।

টর্পিডো যন্ত্রের সৃষ্টি বহু অধিক দিন হয় নাই। কিন্তু অল্প কাল মধ্যে ইহার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই ইহা রণপোতের একটী ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। এখন বহু প্রকার টর্পিডো আছে, তন্মধ্যে হোয়াইটহেড্ নামক টর্পিডোই সর্ব্বপ্রধান। তাহার নিকট জাহাজ রক্ষা করিবার উপায় আর [illegible] নাই। গত রুশ তুরকের যুদ্ধেই টর্পিডো যন্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, টর্পিডো যন্ত্রের যদি সমধিক উন্নতি হয়, তবে ইংলণ্ডেশ্বরীর মহাবিপদের কথা। সমুদ্রেই ইংরাজদের বল—ইংলণ্ডেশ্বরী আজ পর্য্যন্ত সপ্ত সমুদ্রের অধীশ্বরী হইয়া আছেন। জলযুদ্ধে

ইংরাজদের প্রতিযোগী নাই বলিলেই হয়। উঁহা-দের রণতরির ভয়ে পৃথিবীর সকল জাতিকে শঙ্কিত হইয়া চলিতে হয়। আজ কাল রণতরি, কামান ও যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজনের যে প্রকার উন্নতি হই-য়াছে, টর্পিডোর যেমন উন্নতি হইলে ইংরাজদের বিক্রমের অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা।

টর্পিডোর সাংঘাতিক হস্ত হইতে নিস্তার পাই-বার নিমিত্ত অনেকে অনেক উপায় ভাবিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, যুদ্ধকালে জাহাজের চারি দিকে প্রখর তাড়িত আলোক রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষীয়েরা আসিয়া জাহাজে টর্পিডো বাঁধিতে পারিবে না। কেহ কেহ বলেন, জাহাজে এমন একটী কল সংযোগ করিয়া রাখিতে হইবে, যে জাহাজ চলিবার সময় যেন ঐ কল দ্বারা জল বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাহা হইলে লুক্কায়িত টর্পিডো অনায়াসে সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার কোন উপায়ই ভাল বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, সত্বর ইহার একটী উপায় আবিষ্কৃত না হইলে সামু-দ্রিক যোদ্ধাদের দারুণ ভাবনার বিষয় সন্দেহ নাই।

অন্যান্য জাতির জন্য আমাদের তত ভাবনা হয় না। সম্বন্ধ না থাকিলে সহসা কাহারও নিমিত্ত ভাবনা সম্ভবে না। আমরা ইংরাজদের জন্যই ভাবি-তেছি। ইঁহাদের সমুদ্র বল আজ নূতন নয়। প্রায় সহস্র বৎসর হইল এই জাতি জাহাজ নির্মাণ করিতে পারিয়াছেন। যদি রণতরি টর্পিডোর কাছে পরাজয় মানে, তবে এই হাজার বৎসরের শ্রমের ফল একে-বারে মাটি হইয়া গেল। বাণিজ্য ভিন্ন জাহাজ আর অন্য কোন কাজে লাগিবে না।

দিন দিন ইউরোপের যে প্রকার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে এমন বোধ হয়, একবার সকল জাতিকে জড়াইয়া তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহেই সকলের প্রবৃত্তি দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ড লইয়া কাহারও প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারত সাম্রাজ্য সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আড়চক্ষী লোচন করেন না এমন জাতিই নাই, তবে ইংলণ্ডের প্রবল বিক্রমে সহসা কিছু করিবার যো নাই, নচেৎ তাহাদেরও সুস্থির থাকিতে দিত না।

রুশই ইংরাজদের প্রধান ভয়ের কারণ হইয়াছে। কাবুলের আমিরের সঙ্গে রুশের মিলকদের মন্ত্রণা গেল, এখনও ভিতরে ভিতরে কি চলিতেছে, তাহা বলা যায় না। পারস্যরাজ আবার এখন রুশের মহা অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। সে দিন নব নৃপতির অভিষেকে অভিনন্দনের জন্য বহুমূল্য উপ-ঢৌকন পারস্য হইতে রুশে প্রেরিত হইয়াছে। এখন পারস্যরাজ রুশের পরামর্শ লইয়াই কার্য্য করেন। পারস্যে অনেক রুশ কর্ম্মচারীও আছেন। ইহাতে কি অনুমান হয়? রুশ সম্রাট কি পারস্য-রাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করি-বেন, তাহার কি কোন পরামর্শ চলিতেছে? আমা-দের সেটা তাহা বোধ হয় না। রুশের রাজ্য বিল-ক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে পারিলে রুশের পরম মঙ্গল। বিশেষতঃ রুশের যেরূপ গৃহ-বিচ্ছেদ তাহাতে শান্তি হইলে সম্রাট বাঁচেন, পর-রাজ্য আক্রমণ করিবার এ সময় নয়।

যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি এক দিন না এক দিন ভারত লইয়া টানাটানি পড়িবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ রুশপক্ষ বরং শত্রুদিগের ভারত প্রবে-শের আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি উত্তর পশ্চিমের সীমা প্রদেশ স্বভাবতই উত্তম রক্ষিত আছে। হিন্দুরাজাদের সময়ে ঐ প্রদেশ দিয়াই ভারতবর্ষে বহু শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অনুকালে সৈন্য লইয়া কেহই ঐ স্থান রক্ষা করেন নাই। নৃপতিগণ আপন আপন সুখে নিরত থাকিতেন, শত্রুগণ যখন আক্রমণ করিল তখন চৈতন্য হইল।

ভারত তিন দিকে সাগর-প্রাকারে বেষ্টিত, অপরাপর নদীজালে সমাচ্ছন্ন—সমুদ্রবল যাঁহার অধিক তিনিই ভারতের অধীশ্বর। ইংরাজদের সমুদ্রবল যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, ভারতে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। এখন যাহাতে টর্পিডোর বল ব্যর্থ হয়, তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

বম্বে অ্যাডবর্টাইজারের একটী পত্র হইতে

অনুবাদিত।

আমরা দেখিতেছি, ইউরোপের অশুভ ও অশান্তিদিগের ভাব ধারণ করিয়াছে। সময়ে সময়ে নানা প্রকার রোগ চিহ্ন প্রকাশিত হইতেছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু কুপিত ও দূষিত হইলে উদরাময় হইয়া যেমন নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়, অদ্য ইউরোপেরও সেইরূপ দুর্দশাদের বিরাম নাই। সম্প্রতি আবার ফ্রান্স ও ইটালীতে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতেই আমরা এ উপসর্গটি দিলাম। গত ১৮ই ও ১১ এ জুন মার্সে-লিস নগরে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাই ইউরোপের উদরিক্ত রোগ বিকারের পরি-চয় দিতেছে। অধিবাসীদিগের পরস্পর বৈর ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ইটালীয়দিগের বিরুদ্ধ প্রবল স্রোত আনন্দে যেন নৃত্য করিতেছে। শীঘ্রই যে এই উভয় বলবান্ জাতি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বড় সন্দেহ হইতেছে না।

সকলেই অবগত আছেন যে ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইটালীর দক্ষিণ অংশ ও টিউনিস এ উভয়ের সম্মুখ ভাগে ভূমধ্য সাগর। যেখানে এখন টিউনিস নগর প্রতিষ্ঠিত আছে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ স্থলে মহাসমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগর ছিল। তখন রোম রাজ্যের অভিনব অভ্যুত্থান। তখন রোমকেরা আল্প পর্ব্বতের দক্ষিণ সীমা হইতে ভূমধ্য সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া বলদর্পে দর্পিত হইয়াছিল। তখন সমুদায় ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে গ্রীস ভিন্ন এমন কোন দেশ ছিল না যে কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি রাজনীতির অভিজ্ঞতা, কি যুদ্ধ বিদ্যা কোন বিষয়ে রোম রাজ্যের সমকক্ষ হইতে পারে। তখন ইটালীর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে আফ্রি-কার উপকূলে কেবল একমাত্র মহাসমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগরীকে ঐশ্বর্য্যে ও সভ্যতায় রোম অপেক্ষা সমধিক উন্নত পদারূঢ় দেখিয়া রোমকেরা শাস্তি-শূন্য জিগীষাপরবশ হয়। কার্থেজ তখন ভূমধ্য সাগরমধ্যস্থ দ্বীপসমূহে ও ঐ সাগরের উপকূলে নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল। এমন কি ইটালীর ক্রোড়ে সিসিলি দ্বীপে অনেকগুলি সমৃদ্ধি-শালী নগরী কার্থেজীয়দিগের অধিকৃত ছিল। বল-দর্পিত রোম ঈর্ষ্যাকষায়িতলোচনে কার্থেজের অভ্যু-দয় দর্শন করিয়া প্রসিদ্ধ পিউনিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রোমকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে হয় তাঁহারা কার্থেজ নগরীর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবেন, নতুবা নিজেই একেবারে নিঃস্ব নিঃশেষ হইবেন; কার্থেজীয়েরাও সেরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়। পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কোন ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই।

এক্ষণে ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করাতে ইটালীয়দিগের মনের ভাব প্রায় তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। টিউনিস ও ইটালীতে অতি অল্পমাত্র ব্যবধান। ফরাসীরা বলদর্পিত ও মহাবল, বলীয়ান। ইটালীর রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনুমান করিতে-ছেন যে একে ত এই প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসী জাতি তাহাদের দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিতি করিতেছে, আবার যদি তাহারা তাহাদের দক্ষিণে সমাক অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ফরাসীদিগের ভয়ে ইটালীয়দিগকে সর্ব্বদাই অভিভূত থাকিতে হইবে। কখন কোন্ সামান্য কারণে পরস্পরে বিবাদ ঘটে, তাহার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। ঠিক এইরূপ আশঙ্কা নিবন্ধন গত ভুবন ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয় যুদ্ধের ভীষণ অভিনয় হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে স্পেনরাজের পরলোক হইলে প্রুসিয় সম্রাট তাঁহার আত্মীয় জর্ম্মনীয় প্রিন্স হোহেনজোল-রণকে স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করেন। ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহাতে

[illegible] আমরা কহিলাম তাহা [illegible] ইহাই উক্ত যুদ্ধের কারণ। [illegible] পূর্ব্বে ফরাসী দেশে [illegible] ছিল, এখন আর [illegible]দিগের সে অবস্থা [illegible] ফরাসী অষ্ট্রিয়দিগের [illegible] [illegible] পুরুষানুক্রমে শাসিত [illegible], ভীনিসাদেশ, [illegible] অধিকৃত হইয়াছে। [illegible] অধীন করিয়া রাখার ইচ্ছুক আর [illegible] অধীন হয়, আর তাহার স্থানে [illegible] কিছুই [illegible] অধিকার [illegible] লাভ [illegible] করিয়া তুলেন, [illegible] ইটালীয়দিগের অধিকার সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল। [illegible] শেষ ভাগে মহাবীর নেপোলিয়ন ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সেনার অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থ যখন ইটালীর [illegible] হইয়াছিলেন, যখন [illegible] পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহাবিক্রমশালী অষ্ট্রিয় সেনার উপর বারংবার জয় লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শৌর্য্য বুদ্ধি ও [illegible] দেখিয়া ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের [illegible] অধিনায়কেরা সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন অগত্যা [illegible] হইয়া ইটালীয়দিগকে অষ্ট্রিয়াধীনের লৌহশৃঙ্খল [illegible] [illegible] অধীনতা [illegible] [illegible] লোক [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবিধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংস্রবের [illegible] [illegible] [illegible] ইটালী- [illegible] যে কিরূপ [illegible] হই- য়াছে, [illegible] ও যুদ্ধের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। ঐ নগরে ইটালিয়দিগের একটী [illegible] সভা আছে। ঐ সভাগৃহে ইটালীয় জাতির চিত্রস্বরূপ একখানি চিত্র আছে। গত ১৮ ই জুন কয়েক জন ফরাসী সৈন্য ঐ জয়পতাকাটীর সম্মুখস্থিত রাস্তা দিয়া টিউরিন হইতে [illegible] আসিতেছিল। উক্ত [illegible] সভা তাহাদিগকে উপহাস করে। [illegible] স্বভাব এই যে তাহারা সহজেই সামান্য কারণে কুপিত হইয়া উঠে। এজন্য কেহ কেহ শারদের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া থাকেন। [illegible] যেমন [illegible] উত্তাপ লাগিলেই [illegible] স্থির না থাকিয়া সহজেই স্ফীত হইয়া উচ্চ উঠিতে থাকে, তদ্রূপ ফরাসীজাতি সামান্য অবমাননাও সহ্য করিতে না পারিয়া কুপিত হয়। সৈনিকদিগকে উপহাস করাতে [illegible]দিগের লোকেরা ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া [illegible] প্রবেশপূর্ব্বক উক্ত [illegible]খানি দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। অনন্তর ঐ সভাস্থ ইটালীয়েরা যুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ১৯ এ জুন [illegible] দিন নগরে ফরাসী [illegible] ইটালীয় লোকদিগের [illegible] সংগ্রাম হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই কতকগুলি লোক হতাহত হইয়াছে।

ফরাসী-ইটালীয় যুদ্ধের এই সূত্রপাত। এই যুদ্ধের ফল কি হইবে, তাহা এক্ষণে বলা [illegible] পারে না, এবং আমরা [illegible] বিষয়ের [illegible] [illegible] করিতে ইচ্ছা করি না। [illegible] এই যুদ্ধ [illegible] কিরূপ [illegible] [illegible] পারেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এই যুদ্ধে [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] কিছুই দেখা যায় না। [illegible] লোক [illegible] করিবেন বোধ হইতেছে। [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible]। কিন্তু [illegible] কথা স্বতন্ত্র। [illegible] তাঁহাদিগের এমন একটু স্থান নাই যে তথা হইতে [illegible] বাণিজ্য [illegible] [illegible]। এখন [illegible] একটী প্রধান বল [illegible], রুশ, স্পেন, ফরাসী সকল দেশের [illegible] বলবৎ [illegible] আছে। [illegible] উপকূল [illegible] বিস্তৃত নহে বলিয়া অষ্ট্রীয়ারাজ [illegible] করিতে পারিতেছেন না। যখন ভেনিস তাঁহার অধিকৃত ছিল, তখন আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপকূলস্থিত ট্রিয়েষ্ট নগরী তাঁহার বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল, কিন্তু যে অবধি ইটালী তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়াছে, তদবধি তিনি সমুদ্রের উপকূল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে সমুদ্রের উপকূল পাইয়া রাজ্য বিস্তার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং তিনি এই যুদ্ধে যে নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবেন, এমন বোধ হয় না। বোধ হয় [illegible] তাঁহার সহায়তা করিতে পারেন। অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের সহিত জর্ম্মণির স্বার্থ সম্মিলিত। জর্ম্মণিরও দক্ষিণদিকে সমুদ্র তটে কিছু স্থান লাভ আবশ্যক হইয়াছে। তবে বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী বিসমার্ক [illegible]। ইনি সন্ধিকালে ইংলণ্ড যেরূপে সাইপ্রস প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। পরিণাম যে কিরূপ দাঁড়ায়, এখন স্থির করিয়া বলা কঠিন।

কাবুলের [illegible]।

বিধাতা কি কাবুলকে [illegible] অরাজকতা [illegible] পতিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন? বোধ হয় বিধাতাই লার্ড লিটনকে [illegible] কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি [illegible] কুমন্ত্রণায় যুদ্ধ করিয়া আফগানিস্থানে ঘোর অরাজকতা প্রচলিত করিলেন। অনেক লোক সেই অনলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন বটে; কিন্তু এরূপ পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন যে, তাহারা অদ্যাপিই জীবিত আছে, তাহারাও অনুতাপ করিবে। ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদের পৌত্র ও কাবুলের [illegible] আমীর [illegible] ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাদিগের মনোমত এক ব্যক্তিকে আমীরী পদে [illegible] করিলেন। আবদুল রহমান সেই মনোনীত ব্যক্তি। তাঁহার [illegible] কোন অসাধারণ গুণ নাই যে, আফগানিস্থানে [illegible] অমীরকে [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] থাকিতে পারে। আফগানিস্থানবাসীরা বাহ্যে অসভ্য [illegible], তাহার [illegible] নহে, কেবল তাহারা প্রকৃত রাজ্যাধিকারীর প্রতি [illegible] নহে। আবদুল রহমান প্রকৃত রাজ্যাধিকারী নন বলিয়া আফগানবাসীরা তাঁহার অনুগত ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নহে। তবে যে কাবুলিগণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, সে কেবল ব্রিটিশ জাতির ভয়ে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাবুল ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সে ভয় দূরগত হইয়াছে। তাহারা এখন [illegible] আয়ুবের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রকৃত রাজার [illegible] সাহায্য করা পাপকার্য্য বলিয়া তাহাদিগের ধারণা আছে। এই জন্য তাহারা আয়ুবের সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হইতেছে না। [illegible] ক্রমে ক্রমে আয়ুবের সৈন্য ও অনুচর হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ ঘটিতেছে, একটী বৃহৎ সংগ্রাম বাঁধিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজেরা মধ্য-

মন্ত্রী হইয়া যদি একটী সৎ মীমাংসা করিয়া না দেন, এবং আবদুল রহমান ও আয়ুবকে পরস্পর বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে দেন, আমরা কাবুলের যে দারুণ পরিণামের আশঙ্কা করিতেছি, তাহাই ঘটিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা বিলাতে যান, তাঁহাদের হইতে দেশের লাভ কি ?

এই বহু-লোক-পূর্ণ ভারতবর্ষে অনেক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কাজেই পরস্পরের সহানুভূতি নাই বলিলেই চলে। কোথা হইতে সহানুভূতি থাকিবে? যেখানে এক সাম্প্রদায়িক লোকে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী, সেখানে ঘৃণা বিনা মমতার উদ্রেক হয় না। ধর্মসম্বন্ধে মত ও বিশ্বাসে বল, সামাজিকতায় বল, আচার ব্যবহারে বল, সকলি বিভিন্ন। এ সমস্ত বিভিন্ন হইলে মতের একতা থাকে না; মতের একতা না থাকিলে পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। সুতরাং মনে মনে বৈরভাবের সঞ্চার হয়। তুমি পরম বৈষ্ণব,—হরিনামের অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া জপমালা ও ঝুলি লইয়া হরিনাম করিতেছ, আমি শাক্ত—পাঁচ পাত্র মদ্যপান করিয়াছি তোমাকে দেখিয়া বলিলাম—কি বাবাজি! ঝুলি-জপমালা নিয়ে কি হচ্চে? তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলে। আমি শিষ্টাচারী ও ভদ্র হইলেও তোমাকে একটুকু ব্যঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে, কেন না তুমি আমার পথের পথিক নও।

আবার আমি তোমাকে যদি কিছু না বলি, তবে অনেক স্থলে আমার সঙ্গে তুমি লোকলৌকিকতা ও আত্মীয়তা করিতে পারিবে না। আমার বাটীতে সমারোহের দুর্গোৎসব হইবে, আমি তোমাকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিলাম। তুমি বৈষ্ণব—কাহাকে বিনাশে বল, আমার নিমন্ত্রণ তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার গৃহে অধিষ্ঠান করিলে বলিদান দেখিতে হইবে, ছাগরক্ত সম্মুখে পড়িবে। কাজেই আমার বাটীতে তোমার আসা হইল না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার দর্পণে মুখ দেখা; আমার বাটীতে তুমি আসিলে না, তোমার বাটীতে আমি যাইব কেন? অতএব তোমাতে আমাতে বন্ধুতা থাকিল না।

আমার ও তোমার মত ও বিশ্বাস যদিও এক; কিন্তু তুমি ভারী কুলীন, আমি বংশজ। তোমার সন্তানের সঙ্গে আমার কন্যাটীর বিবাহ দিয়া পাকা রকম কুটুম্বিতা বাঁধিব, সে পথ রহিল না। যদিও এই বৈবাহিক সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের বিলক্ষণ আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু সমাজের ভয়ে কিছুই করিতে পারিলাম না। এইরূপ অনৈক্যের মতভেদের প্রভৃতি নানা কারণে সমাজ মধ্যে আমরা অনেক কাষ করিতে পারি না, সে জন্য সময়ে সময়ে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হয়। সেই জন্যই এই অসীম ভারতবর্ষ এত হীনবল, নচেৎ কোন্ দেশ ইহার সমকক্ষ হইতে পারে? ভারতবর্ষে সুশিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মত ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তিরোহিত না হইলে দেশের যথার্থ উন্নতির প্রত্যাশা করা বৃথা। পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দু মুসলমানে কতবার তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সে-গুলি তো এখনকার সময়োচিত কাজ হয় নাই। বর্ব্বরতার দিন চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সজীব দেবতারা অনেক সরে পড়িয়াছেন, আর কেন? এখন অন্য কোন বৈদেশিকের আক্রমণ হয়। যাহাতে দেশের সুখশ্রী উজ্জ্বল হয়, তাহার চেষ্টা দেখ।

আমাদিগের ছ দিনে দুচিবার নয়—কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য এক হলে বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব না থাকে, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

আর একটী মঙ্গলকর কাজ আছে,—বড় অন্যায্য নয়, সাধন করিতে পারিলে দেশের ভাবী মঙ্গলের বীজ রোপণ করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলবাসিদের সঙ্গে বাঙ্গালিদের বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইলে বড় সুখের কারণ হয়। হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মর্ম্মগ্রহে সমর্থ নহেন; অতএব ইংরাজি কাগজের সম্পাদকেরা এ কথা লইয়া স্বীয় স্বীয় কাগজে আন্দোলন করিলে হিন্দুস্থানীদিগকে আমাদের মত জ্ঞাত করা হইবে, এবং তাহাতে তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশে এ কথার উচিতানুচিত সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন। আমরা আজ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম, হিন্দুস্থানীদিগকে তাহা বিদিত করিবার জন্য দেশবন্ধী, বিহার, হিন্দুপেট্রিয়ট আদির সম্পাদকগণ যত্নবান হউন।

অজ্ঞ লোকের সম্প্রদায়ে কুনিয়ম প্রচলিত করা সহজ কাষ নহে; তাহাতে অনেকটুকু ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু অজ্ঞ লোকের কথা বলিব কি!—কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগেরও মনের প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইতেছি। বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা বিলাতে যান, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁদের কেবল সাহেবি রকমটুকু থাকে—আর আর সকলি এক বারিধির মধ্যে বিসর্জ্জিত হয়। বিলাতে পৌঁছিতে বিলম্ব সয় না, তাহাতে পা দিলেই বাঙ্গালা পরিধান ফিরিল। বিলাতে উপস্থিত হইলে আর উপায় কি?—আহা, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে আর যেন সে মানুষ নয়—রোমান অক্ষরে তখন চাল চলন হইতে থাকে। ভাষা—বাঙ্গালা, কিন্তু রোমান বর্ণে লিখিত; ভিতরে—বাঙ্গালী, কিন্তু ইংরাজি বেশে সমাজে পরিচিত। এঁরা দেশীয় লোকের দারুণ শত্রু। খাঁটি সাহেবেরাও বরং ভারতবর্ষবাসিদিগকে যেন মমতা করেন, কিন্তু ইহাঁদের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই। যাঁহাদের মানুষ, যাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া এত বড় হইলেন, দুদিন বিলাতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে নিগার্ বলেন। যৌবন কালের শোণিতের উষ্ণতাই উহার কারণ। বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়া নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলিকে মার্জ্জনা করা যায় না। কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা কোথা দেশের অবস্থা ফিরিবে, না, তাঁহারা সমাজের দারুণ শত্রু হইতে লাগিলেন। সে দিন দাক্ষিণাত্যে জনৈক বিলাতফেরত যুবক আপনার পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চারুশীলা কুলবধূর অপরাধ কি?—তিনি স্বামীর সঙ্গে গো-মাংস ও শূকর-মাংস খাইতে অনিচ্ছু। এ অপরাধ সভ্য পুরুষের প্রাণে সহ্য হয় নাই। আমরা বলি,—যদি উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম ফল একেবারে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে তেমন বিদ্যাশিক্ষাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া এই অজ্ঞতাপূর্ণ ভারতবর্ষেই তাঁহারা থাকুন, আর উন্নতিতে কাষ নাই। ইহাতে কেবল বিলাতফেরত যুবকদিগকে দোষী করিতে পারি না। আমাদের সমাজেরও সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতা আছে। সাহেব বাবুরা আসিয়া তাম্, মটন, চাম্চে খাঁটী লইয়া বসে গেলেন,—সমাজের প্রতি ঔদাসীন্য, বিরাগ, আর তাঁহাকে অপমান বলিতে আন্তরিক ঘৃণা, হিন্দুদের তাঁহাদের চান না—সব কুলজ। আবার হিন্দুসমাজও তেমনি,—বিলাত গিয়াছিলে, তবু আমাদা মামলা দোষ দিয়াছে, তাদের জল অস্পৃশ্য,—প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে স্থান পাইবে। কেহ প্রায়শ্চিত্ত করেন না, হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার তাঁহারা মানেন না, কাজেই সমাজে স্থান পান না। ইহাতে হিন্দু সমাজ দিন দিন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সুযোগ্য পাত্রগুলি ক্রমে ক্রমে সমাজের বহিভূত হইতে চলিলেন, তখন সমাজের আশা কোথা? সম্প্রতি ইহার প্রতিবিধান যদি না করা হয়, তবে আর কেহ যেন সন্তানদিগকে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব না করেন।

হিন্দু-সমাজ দিন দিন সাত নকল ফকিরি কাঁথা হইয়া পড়িতেছে। কোন বিষয়ে দুই জন মানুষ এক মতের পাইবে না। চির প্রসিদ্ধ একটা কথা ছিল—“ আপরুচি খানা, পররুচি পিন্‌না ”। কালে সকল কাজেরই উক্তী ব্যবহার হইতেছে, এ প্রবাদ

বাকাও উলটিয়া গিয়াছে। এখন, আপকাচি পিঁজনা পছন্দ আসে। মুখে ভাল লাগে না, তবু সাহেবের মত পেঁয়াজ খুব বিকট করিয়া বোটিটোট মালমশলা রকমের মত চাঁপ ছাঁপ করিয়া গিলিতে হইবে। এ সকলটি খানা নয় তো কি বলিব? [illegible] দেখ, পাঁচ জনের চক্ষে থাকা ভাল না। [illegible] জেমন কাপড় পরা হইবে না। নিজের [illegible] মত বানাইয়া লইতে হইবে। কাহারও বোতামের গলায় গলাবাঁধা, জুতায় বাঁকের পুটি, এক-[illegible] বাঙ্গালীকে কোন স্থানে রাখিয়া দেখ, দুই জনের একদিন উভয় এক রকম পাইবে না। পরিচ্ছদ দেখিয়া অন্য জাতিকে চিনিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীকে চিনিবার যো নাই। ভিন্ন মত ভিন্ন রুচি ভিন্ন প্রবৃত্তি এই সমস্ত বিভিন্নতার কারণ।

ইঁহারা সমাজ-সংস্কারক, দেশের উন্নতিসাধনে তৎপর—এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় হইতে একতা বন্ধ-নের চেষ্টা করুন। ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া একেবারে বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের আয় ব্যয় বিবরণ।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে আমাদের লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের ১৮৭৯-৮০, ১৮৮০-৮১ অব্দের আয় ব্যয়ের বিবরণ এবং উহার সহিত ১৮৮১-৮২ অব্দের ভাবী আয় ব্যয়ের আনুমানিক বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৯-৮০ অব্দে ব্যয়ের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে ৪,৩১,১৭,৮৮১ টাকা ছিল, তন্মধ্যে ৩,৮০,১২,৮৩১ টাকা ব্যয় হয় ও ৫০,০৫,০৫০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। ঐ বৎসর যেরূপ আয় হইবে, অনুমান করা গিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আয় হইয়াছিল। যদিও ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টরি হইতে আয়ের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় তথাপি শুল্ক, রেলওয়ে, পূর্ত্তকার্য্য ও মফস্বলের স্থানীয় আয় অধিক হওয়াতে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই।

১৮৮০-৮১ অব্দের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট যে আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অনুমোদন করিলে পর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ২৯এ জুনের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব বর্ষের আয় হইতে এ বৎসর ৫১,০৭,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন লাইসেন্স ট্যাক্স, অন্যান্য কর, লবণ, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্টরি, আইন ও আদালত, পুলিশ, শিক্ষা, চিকিৎসা, মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে, পূর্ত্তকার্য্য ও অন্যান্য বিভাগ হইতে সমুদায়ে ৩,৫৩,৩ ,০০০ টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ও স্থানীয় আয় হইতে ৫১,০৪,০০০ টাকা পাওয়া যাইবে। সমুদায়ে ১৮৮০-৮১ অব্দে ৪,৫৫,৫৯,০০০ টাকা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের আয় এবং ব্যয়ও সমুদায়ে ৩,৯৬,৪৩,০০০ টাকা; সুতরাং এই বৎসর ৫০,০১,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পারে।

১৮৮১-৮২ অব্দে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণ এই :—

	আয়।
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৪৯,০১,০০০
আবকারি	১০,০০,০০০
ট্যাক্স	৩,৪০,০০০
স্থানীয় কর	৩৫,৯২,০০০
শুল্ক	৭৪০০০
লবণের শুল্ক	১,৩৫,০০০
ষ্ট্যাম্প	১,১৮,০০,০০০
রেজেষ্টরি বিভাগ	১০,৪০,০০০
অন্যান্য সামান্য আয়	১,৬৫,০০০
আইন ও আদালত	১৮,০০,০০০
পুলিশ বিভাগ	৪,৬৫,০০০
সামুদ্রিক বিভাগ	১২,০০,০০০
শিক্ষা বিভাগ	৫,১২,০০০
চিকিৎসা বিভাগ	১,৬৫,০০০
মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ প্রভৃতি	১,০৫,০০০
সুদ	১৫,০০০
অন্যান্য বিবিধ আয়	৬,৫৫,০০০
রেলওয়ে	১১,১৮,০০০
জল সেচন ও নৌবিভাগ	১৮,৭৩,০০০
অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্য	৬,৭০,০০০
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের দেয়	৩৮,১০,০০০
স্থানীয় আয়	৪০০
সমুদায়ে	৪,০৫,৭১,০০০ টাকা

	ব্যয়।
সুদ	৩৭,৬৯,০০০
যে টাকা প্রত্যার্পণ করিতে হইবে	৬,৪৯,০০০
রাজস্ব বিভাগ	২৭,০০,০০০
আবকারি	২,৭০,০০০
ট্যাক্স	১,০০,০০০
শুল্ক	৭,০০,০০০
লবণ বিভাগ	২২,০০০
ষ্ট্যাম্প	৪,০৪,০০০
রেজিষ্টরী বিভাগ	৬,৩৫,০০০
শাসন বিভাগ	১৪,৭৮,০০০
অন্যান্য সামান্য ব্যয়	২,৮৬,০০০
আইন ও আদালত	৯১,২১,০০০
পুলিশ	৪১,০০,০০০
সামুদ্রিক বিভাগ	১২,১৭,০০০
শিক্ষা বিভাগ	২৬,৯০,০০০
ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যয়	৯,০০০
চিকিৎসা বিভাগ	১১,২৫,০০০
মুদ্রাযন্ত্র,কাগজ ইত্যাদি	৮,৬৪,০০০
বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে দান	২০০০
বিবিধ ব্যয়	৩,০২,০০০
রেলওয়ে	২৬,৫০,০০০
জল সেচন ও নৌবিভাগ	৪০,০০,০০০
পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ	৬৭,৯৩,০০০
স্থানীয় টাকা	১,৯৫,০০০
সমষ্টি	৪,৫০,২৫,০০০

এই আয় এবং এই ব্যয়ের হিসাব দাখিলে অনুমান হয় যে আগামী বর্ষে ১,৪৫,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে।

১৮৭১ অব্দের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে ছিল। স্থানীয় আয় ব্যয়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়া সুবিধাজনক বিবেচনায় ঐ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তদনুরূপ কার্য্যের সূত্রপাত করেন। অনন্তর ১৮৭৭ অব্দে উহার রীতিমত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভাবি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে, এই বিবেচনায় ১৮৭৭ অব্দে তাৎকালিক রাজস্বমন্ত্রী সর জন ষ্ট্রাচি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টকে নিজ ভার বহনে সমর্থ বুঝিয়া বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের ভার অর্পণ করেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আপীস সমূহের প্রতিনিধি ডাইরেক্টার জেনেরল আমাদিগের নিকট একখানি বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তৎপাঠে জানিতে পারিলাম, আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে গবর্ণমেন্ট পত্রাদি রেজিষ্টরি করিবার ফি চারি আনার পরিবর্ত্তে দুই আনা গ্রহণ করিবেন। এই ফি দিয়া রেজিষ্টরি করিয়া লোকে ভারতবর্ষের মধ্যে এবং তদ্ভিন্ন বিদেশেও পুস্তক, পত্রিকা, চিঠি, পোষ্ট-কার্ড প্রভৃতি প্রেরণ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ গবর্ণমেন্ট ডাক বিভাগের ক্রমে যেরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহাতে লোকের যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে এ কথা বলা বাহুল্য। যদিও এ বিভাগ হইতে বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেন্টের বিস্তর টাকা লাভ হইতেছে তথাপি লোকের সুবিধার সহিত তুলনা করিলে উহার মূল্য নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। আমরা এই বিভাগ ভিন্ন অন্য বিভাগের আশুন উন্নতি অথবা সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাই না। পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগে আমরা বর্ষে বর্ষে যে টাকা দিয়া থাকি, এবং পূর্ত্তকার্য্যের জন্য গবর্ণমেন্ট যেরূপ পীড়ন করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন, যদি আমরা তাহার এক চতুর্থাংশ উপকার লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের রক্তউঠা ধনের সার্থকতা জানিতে পারিতাম, কিন্তু উপকারের পরিবর্ত্তে আমরা সেই অর্থে ব্যক্তি বিশেষের উদর পূর্ণ হইতে দেখিতে পাই। একটী প্রবাদ আছে "আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ

চিরকাল" আমাদের ঠিক সেই দশার ঘটিয়াছে। বিজ্ঞিমিলিপাশিটী আছে তাহার কার্য্য নাই। লোক সেস দেওয়া আছে কিন্তু প্রয়োজন মত পথ নাই। এইরূপ নানা বিশৃঙ্খলা। ডাক বিভাগের জন্য আমাদিগকে একটী পয়সার করস্বরূপ দিতে হয় সত্য, কিন্তু উহার কার্য্য শৃঙ্খলা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। আর যে যে কার্য্যের জন্য আমাদিগের কষ্টার্জ্জিত ধন আমাদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া আদায় করা হয়, সেই সেই কার্য্যের উন্নতি নাই, দেখিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়া থাকি। ইহা আবার এক প্রকারের মন্দ, প্রথমতঃ অর্থের অপব্যয়, দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে সকল রাজপুরুষ আছেন, ঐ ব্যক্তিদের অধিকাংশের দৌরাত্ম্য সময়ে সময়ে এরূপ অসহনীয় হয় যে তাহাতে লোকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে। ঐ সকল বিভাগে গবর্ণমেণ্টের তীব্র কটাক্ষপাত যে বিশেষ প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে ভুক্তভোগিমাত্রেই অবগত আছেন।

১৮৮১। ৮২ সালে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আগামী ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শন হইবে।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত প্রদর্শনের ব্যবস্থা ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কমিটীর প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত এচ, টি, প্রিন্সেপ সাহেব ও সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এচ, এচ, লক্ সাহেব; ইঁহাদের মধ্যে একজন ব্যক্তির নামে প্রদর্শন সংক্রান্ত সমুদয় পত্রাদি পাঠান যাইতে পারিবে।

৩। অধুনা যেরূপ সঙ্কল্প করা গিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে প্রস্তুত নিম্নলিখিত উৎকৃষ্টতর দ্রব্যেরই প্রদর্শন হইবে, কিন্তু কমিটী তাহাতে অন্য কোন শ্রেণীর দ্রব্য সংযোগ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে উহার পর তাহা করিতে পারিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনে দ্রব্য পাঠাইতে কল্পনা করেন কিম্বা তাহাতে যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা যে কোন প্রস্তাব করেন, কমিটী তাহা যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন।

প্রথম—রেশমী বস্ত্রাদি—জোড়া, শাড়ী গরদ, রঙ্গীন ও ফুলদার রেশম, তসর ও অন্য জঙ্গলা রেশম।

দ্বিতীয়—সূতার বস্ত্র, শাল ও বেনের চাদর সুদ্ধ মসলিন ও ফুলদার নির্ম্মিত অন্য বস্ত্র।

তৃতীয়—রেশম ও সূতা মিশ্রিত বস্ত্রাদি

চতুর্থ—সূচীর ও জরির কাম।

পঞ্চম—গালিচা।

ষষ্ঠ—মাদুর প্রভৃতি।

সপ্তম—মশিনা, শণ ও নারিকেল প্রভৃতির সূতা প্রস্তুত দ্রব্য। *

অষ্টম—পশমী বস্ত্রাদি।

নবম—চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

দশম—সোণার ও রূপার অলঙ্কার প্রভৃতি।

একাদশ—কঠিনকাষ্ঠ ও কাষ্ঠখোদিত দ্রব্যাদি ও পুত্তলের কার্য্য, তাঁতের কার্য্য বাণিজ্যের কার্য্য শঙ্খের ও লোহের কার্য্য ও অন্য সর্ব্বের দ্রব্য সুদ্ধ নানা বর্ণের বিচিত্র কার্য্য।

দ্বাদশ—ধাতুময় দ্রব্যাদি।

ত্রয়োদশ—মাটীর বাসন।

চতুর্দ্দশ—কৃষ্ণনগরের পুতুল ও তদ্রূপ গঠনের দ্রব্যাদি।

পঞ্চদশ—প্রস্তরে খোদিত দ্রব্যাদি।

ষোড়শ—কাচ (ইহার মধ্যে চুড়ি প্রভৃতি কাচনির্ম্মিত অলঙ্কার ধরা যাইবে।)

সপ্তদশ—শঙ্খাদিতে খোদিত দ্রব্য।

অষ্টাদশ—আলমারি প্রভৃতি ও আসবাব।

৪। এতৎকার্য্য পক্ষে বিশেষমতে নিযুক্ত কমিটীর ব্যক্তিরা স্বর্ণ ও রৌপ্য এ তাম্রের পদক ও প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট দিবেন।

৫। যাঁহারা দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাইতে চাহেন তাঁহারা যে প্রকারের ও যত সংখ্যক দ্রব্য দেখাইবার প্রস্তাব করেন ও ঐ ২ দ্রব্য রাখিবার যত স্থান লাগিবে তাহার নোটিস পাঠাইবেন। ঐ নোটিস ও স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সেক্রেটরির নামে, কলিকাতার চৌরঙ্গী ষ্ট্রীটের ১২ নং বাটীতে পাঠাইতে হইবে, ৩১ এ জুলাইর অব্যবহিত পর অবধি ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় মধ্যে যেন ঐ নোটিস ও প্রার্থনাপত্র পঁহুছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের পর পাঠাইলে যত স্থানের প্রয়োজন কমিটী যে সেই স্থান দিতে পারিবেন ইহা স্বীকার করিতে পারেন না।

৬। প্রদর্শনার্থ দ্রব্যাদি ৩০ সেপ্টেম্বরের পর যত শীঘ্র হইতে পারে কলিকাতায় পঁহুছাইয়া দিতে হইবে। প্রদর্শকের ও কমিটীর মধ্যে পূর্ব্বে বিশেষ বন্দোবস্ত না হইলে নবেম্বর মাসের ১ তারিখের পর আর কোন দ্রব্যাদি লওয়া যাইবে না।

৭। প্রদর্শকদের প্রতি বিশেষ মতে আদেশ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যে দ্রব্য পাঠান তাহা বিক্রয়ার্থ কি না ইহা জানাইবেন; বিক্রয়ার্থ হইলে প্রত্যেক দ্রব্যের সঙ্গে মূল্য ও তাঁহাদের ও প্রস্তুতকারক পক্ষের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন। যেরূপ দ্রব্য চাহিলে আর পাওয়া যাইতে পারিবে কি না কমিটীকে ইহাও জানাইতে হইবে।

৮। প্রদর্শক যত প্রকারের যত দ্রব্য পাঠাইবেন তাহার এক একটী আদর্শমাত্র প্রদর্শন স্থানে রাখা যাইবে সেইরূপ আর যত দ্রব্য থাকে তাহা গ্রহণ ও বিক্রয় করণার্থে স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানের বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৯। দ্রব্যাদির সঙ্গে বিক্রয় করা যাইবে না বলিয়া লিখিয়া দেওয়া না গেলে, তাহা বিক্রয় করা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহাতে যে মূল্য লেখা থাকে সেই মূল্য অথবা প্রদর্শনের পর যে প্রকাশ্য নীলাম হইবে তাহাতে অপেক্ষাকৃত যে মূল্য ডাক হয় সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১০। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, যে প্রদর্শনার্থ যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তাহা ও প্রদর্শিত দ্রব্যের ভাব ও গুণ বিবেচনায় কোন দ্রব্য অগ্রাহ্য করিবার স্বত্ব কমিটীর থাকিল।

১১। প্রদর্শনকার্য্য প্রায় এক মাস চলিবে। প্রদর্শন বন্ধ হইলে অবিক্রীত দ্রব্যাদি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে। তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় অধিকারীদিগকে তাহা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে অথবা তাঁহাদের ইচ্ছামতে সেই ২ দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২। প্রদর্শকে দ্রব্যাদি আনয়নের খরচ তত অগ্রিম দিতে হইবে, না হয় ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে দ্রব্যাদি বেয়ারিং পাঠান গেলে কমিটী যে খরচ দেন তাহা ঐ দ্রব্যবিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে কাটিয়া লওয়া যাইবে। যে যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ নহে এই কমিটী কোন স্থলেই তাহা আনয়নের খরচ দিবেন না।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
সাহেবের আজ্ঞাক্রমে,
এচ, টি, প্রেন্সেপ
কমিটীর সভাপতি।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৫ এ জুন। ইংরাজদিগের সহিত ট্রান্সভাল বুয়রদের ফেব্রুয়ারি মাসে যে সন্ধি হয় তদ্বিষয় লইয়া যত কথা হইতেছে ততই গোলযোগ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক সভাগণ উহা রহিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব রক্ষণশীল দলের অবলম্বিত নীতির প্রতি অতিশয় দোষারোপ করিলেন, কিন্তু বলিলেন সন্ধি-পত্র বুয়রকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। কারণ, বুয়রের সাহস প্রশংসনীয় অতি হয়।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বন্দোবস্ত করিবার বিষয় লইয়া সভায় দীর্ঘকাল বাদানুবাদ হইয়াছিল। হাইগুমেন সাহেব এ বিষয়ে অনেক কথা বলেন; লর্ড হার্টিংটন প্রস্তাব করিলেন সৈনিক বন্দোবস্ত হইলে ভারতবর্ষের রাজকোষ অনেক সুবিধা হইবে।

* এই শ্রেণীর মধ্যে কাগজ ধরা যাইবে।

কনষ্টান্টিনোপল ২৮ এ জুন। [illegible] মাননীয় [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible]।

লণ্ডন [illegible] [illegible] সৈনিক [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] চলিয়া যাইতে [illegible]।

[illegible] [illegible] অবস্থিতি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

[illegible] যে সকল [illegible] আক্রমণী [illegible] [illegible] হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ [illegible] জুন। [illegible] (কশীয় মুদ্রা) [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] করিয়াছেন।

কনষ্টান্টিনোপল [illegible] জুন [illegible] [illegible] করিয়াছে।

লণ্ডন [illegible] জুন। [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন [illegible] জুন। [illegible] [illegible] এক [illegible] প্রস্তাব [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া লইয়াছেন। [illegible] [illegible]।

[illegible] টাকা [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]।

সেণ্টপিটার্সবর্গ [illegible] জুন। [illegible] [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন [illegible] জুন। [illegible] [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible]।

তিনি [illegible] [illegible] [illegible]।

আমাকে [illegible] সভায় [illegible] হইবে।

লণ্ডন [illegible] জুন। [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টকে [illegible] তাঁহার সন্দেহ আছে।

প্যারিস [illegible] এ জুন। এখানকার অবস্থা শান্তিপূর্ণ হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ২৮ এ জুন। [illegible] আর [illegible] জন [illegible] আব্দুল আজিজের হত্যাপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ জুন। [illegible] [illegible] [illegible] প্রস্তাব [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] পাদ্রীদের [illegible] [illegible] [illegible] অত্যাচারিত হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ২৯ এ জুন। আব্দুল আজিজের হত্যাপরাধে [illegible] পাশা, মহম্মদ পাশা, এবং [illegible] পাশা ও আর [illegible] জনের মৃত্যুদণ্ডের এবং আর দুই জনের জন্য [illegible] [illegible] সহ [illegible] আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] [illegible] নিযোজিত হইয়াছেন।

প্যারিস ১১ এ জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং নানা প্রকার [illegible] [illegible] ফরাসী গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] এক পত্র পাঠাইয়াছেন।

লণ্ডন ১লা জুলাই। [illegible] হইতে সম্প্রতি এই সংবাদ আসিয়াছে যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনরায় [illegible] আরম্ভ হইয়াছে, [illegible] জন আহত হইয়াছে।

প্যারিস [illegible] এ জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধ থাকিল।

ইটালির [illegible] এ জুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন [illegible] জুলাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন।

বিবিধসংবাদ।

[illegible] সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক [illegible] রাখিবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহৃত হইতে পারে।

রুশ রাজ্য, চীন ও জাপানের মধ্যে [illegible] [illegible] জন্য [illegible] একটী পথ খুলিতেছেন। [illegible] নামক একজন রুশ কতকগুলি [illegible] ও নির্মাণ করিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

আমাদের একজন সংবাদদাতা [illegible] হইতে লিখিয়াছেন তিনি [illegible] ধূমকেতু আকাশে উদিত দর্শন করিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি উহা উদিত ছিল।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনেক বাঙ্গালি পরিবার লইয়া [illegible] হইতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] পর্যন্ত [illegible]। [illegible] হইতে না হইতে এখানে [illegible] [illegible] [illegible]।

১৮৭৯ অব্দের [illegible] রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যদিও [illegible] [illegible] টাকা, [illegible] [illegible] টাকা, [illegible] [illegible] টাকা ইউনাইটেড ষ্টেট্‌ [illegible] টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

সম্প্রতি হাইকোর্টের [illegible] উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় তাঁহার মাতা পরলোকগত [illegible] দেবীর স্মরণার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সহস্র মুদ্রা এই বলিয়া অর্পণ করিয়াছেন যে এই টাকায় শতকরা চারি টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা হইবে এবং তাহাতে যে বার্ষিক [illegible] টাকা সুদ পাওয়া যাইবে ঐ টাকা যে অধ্যাপকের ছাত্র গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক উপাধি পরীক্ষায় স্মৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, সেই অধ্যাপককে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইবে। মোহিনীমোহন বাবু যেরূপ [illegible] ও বিদ্যোৎসাহী তাহাতে এই সদনুষ্ঠান তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। [illegible] [illegible] আমাদের দেশে স্মৃতি শাস্ত্র আলোচনার প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছে, এমন কি স্মৃতির ব্যবস্থা দিতে পারে এমন লোক এখন নাই বলিলেও হয়। স্মৃতির আদর বাড়িলে দেশের এই অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের [illegible] [illegible] মোহিনী বাবুর আদর্শ অবলম্বন করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

এক প্রকার নূতন [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠিবে।

[illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] হইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] প্রাদুর্ভাব এরূপ আর কোথাও নাই। তিন মাসের মধ্যে ২০ হাজার সর্প হত হইয়াছে।

[illegible] [illegible] নামক এক ব্যক্তি [illegible] নীলের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] কৃত্রিম নীল করিয়া ব্যবহার করে। কোন প্রকার যন্ত্র দিয়া এই কৃত্রিম রং উঠাইতে পারা যায় না।

আয়ার্লণ্ডের [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible], অনেক আয়ার্লণ্ডবাসী নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় যাইতেছে। [illegible] নিউইয়র্কের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন গত মে মাসের মধ্যে [illegible] আয়ার্লণ্ডবাসী নিউইয়র্কে উপনীত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, অতঃপর সেনাদলের কেহ আর সংবাদপত্রে যুদ্ধের কোন সংবাদ দিতে পারিবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে না থাকিলে যুদ্ধের ঠিক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে না এবং যুদ্ধের সম্মুখে থাকিবার সুযোগ কেবল সৈনিক-

নিদেশই আছে। গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ করাতে সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের এই মহৎ অনিষ্ট হইবে, যে সংবাদপত্রের একটী প্রশস্ত দ্বার রুদ্ধ হইবে।

আজ কাল তাড়িতালোকের সাহায্যে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অনেক কারখানা সুচারুরূপে চলিতেছে। নাগপুর ও কাণপুরের কারখানায় তাড়িতালোক প্রবর্ত্তিত করাতে দিন রাত্রি সমান ভাবে কার্য্য হইতেছে। ইহাতে কার্য্য অনেক হইবে, এবং ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ লাভ হইবে। শুনা যাইতেছে কলিকাতার মাকিনন ম্যাকিঞ্জি কোম্পানি তাঁহাদিগের খিদিরপুরস্থিত কারখানা বাটীতে তাড়িতালোকের ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

২১এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বঙ্গদেশ, আসাম ও উত্তরদেশে সমস্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বৃষ্টি বন্ধ হয় নাই। অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বৃষ্টি চারি পসলা মাত্র হইয়াছে, কেবল উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ সমূহে বৃষ্টি হয় নাই। বম্বে অঞ্চলে বৃষ্টি সামান্য মাত্র হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থলে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে গুজরাট এবং কুর্গপ্রদেশে জল একান্ত আবশ্যক।

লাহোরে একজন দুরাচার ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া একজন মুসলমানকে বলে যে সে কিমিয়া বিদ্যা প্রভাবে যে কোন ধাতুকে আয়ত্ব স্বর্ণ করিতে পারে। মুসলমান তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া গোয়িন্দেদিগের নিকট হইতে ঋণ করিয়া আনিয়া তাহা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সকল মুদ্রা দেয়। অনন্তর এই প্রতারক এইরূপ কৌশল করে, যেন সে ঐ সকল মুদ্রা একটী পাত্রের মধ্যে রাখিয়াছে, এই বলিয়া ঐ পাত্রের মুখ কাদা দিয়া লেপন করে। অনন্তর ঐ ভাণ্ডটি বন্ধ করিতে দিয়া নির্বোধ মুসলমানকে এই কথা বলিয়া গেল যে অমুকের এক দিবস ক্রমান্বয়ে উহাতে থাকিলে তাহার মুদ্রা অষ্টাদশ গুণ হইবে এবং এক দিবস পরে সে ফিরিয়া আসিয়া পাত্রের মুখ খুলিয়া দিবে। এক দিন গেল, সে ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া মুসলমান পাত্রের মুখ খুলিয়া দেখে, তাহা কেবল চুটকা ও ইটকে বোঝাই হইয়া আছে। বিনা শ্রমে যাহারা বড় মানুষ হইবার ইচ্ছা করে, তাহাদের প্রায়ই এইরূপ দুর্দশা ঘটে।

অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাব গ্যাসের দুর্গন্ধ সহ্য হয় না বলিয়া গ্যাসের কল, নল প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য তাঁহার বাটী হইতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। নবাবী কাণ্ডই স্বতন্ত্র। অতি অল্প দিন হইল এই স্থান লইয়া যাইতে বিস্তর অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

চৌরঙ্গ ও গোয়ালার নিকটে একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দুটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তন্মধ্যে একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা। উহাদের পৃষ্ঠ মাংসপেশী দ্বারা সংযুক্ত। প্রসূত হইবার অনতিবিলম্বেই তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে।

পাচক ও পাচিকাদিগের নিম্নলিখিত দুর্ঘটনাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কলিকাতার কোন লোকের বাটীতে এক স্ত্রী পাক করিতে করিতে কড়াইতে তৈল দিবার কিয়ৎকাল পরে হাঁড়ি জ্বলিয়া উঠে। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য এ স্ত্রী হাঁড়িতে জল দেয়। তাহাতে অগ্নি নির্ব্বাণ হওয়া দূরে থাকুক, ঐ স্ত্রীর মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রী এক্ষণে চিকিৎসালয়ে রহিয়াছে, অগ্নিতে তাহার একটী চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের ডেলি টেলিগ্রাফ নামক সম্বাদপত্র বলেন, তুরস্কের সুলতান মিসরদেশের খেদিবের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের উপরে একরূপ বৈরভাবাপন্ন হইয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই বিশেষ গোলযোগ বাধিবে।

আগামী মাসে হাইকোর্টের জজ ম্যাকলীন সাহেব মেনিঙ্গদের বিচার করিবেন। মিরর বলেন মেনিঙ্গদের মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য [illegible] বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ভিন্ন অন্যান্য সাহেব জজকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। [illegible] সাহেব এ কার্য্য করিতে স্বীকার করেন নাই। রমেশ বাবুকে পরিত্যাগ করা হইল কেন? তিনি এতদ্দেশের অনেক জজের অপেক্ষা অধিক দিন হাইকোর্টের জজের কার্য্য করিতেছেন। বিচার কার্য্যে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ও অভিজ্ঞতা আছে। তবে কি দেশীয় বলিয়া তাঁহাকে মোকদ্দমার বিচার করিতে দেওয়া হইল না?

বোধ হয় আগামী মাসে মাদ্রাজের প্রধান আদালত ডাবক শার মকদ্দমার বিচার করিবে। ঐ আদালতের জজ স্মিথ সাহেব তাঁহার মকদ্দমার বিচার করিবেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উকিল করিবার জন্য ফ্লিট সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইংরাজদিগের আইনের গ্রন্থে বলে ব্যবহার শাস্ত্রের নিয়ম এই যে এক অপরাধের জন্য এক ব্যক্তির এক বারের অধিক বিচার করা উচিত নহে। ডাবক শার বিষয়ে তাহার বিপরীত করা হইতেছে কেন?

এইরূপ জনরব যে মহম্মদ জান আমির আবদুল রহমানের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। তাহা হইলেই আমিরের সর্ব্বনাশ। শুনা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য মহম্মদ জান আবদুল রহমানের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণ ইংরাজ সিপাহিদিগকে দূর করাতে তিনি আমিরকে পরিত্যাগ করিয়া আয়ুব খাঁর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। যাহা হউক কাবুলে বড় গোলযোগ বাধিল, আমাদের রাজপুরুষেরা এখন কি করিবেন?

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমির সিয়ার আলি সম্বন্ধে আমরা একটী ঘটনা শুনিয়া তাঁহার উদারতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। যখন দোস্ত মহম্মদ কাবুলের আমির ছিলেন, তৎকালে আফজুল, আজিম ও সিয়ার আলি নামে তাঁহার তিন পুত্র তাঁহার সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের সেনাপতি সর হারবার্ট এডওয়ার্ডস কাবুলের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার উদ্দেশে তথায় তিন জন এতদ্দেশীয় চর প্রেরণ করেন। এই তিন জনই উদাসীনবেশী। একদা ঐ তিন ব্যক্তি আফগানস্থানের অধিপতি একরূপ কোন স্থানে উপনীত হইল, যেখানে দোস্ত মহম্মদের পুত্রত্রয় একত্র উপবেশন করিয়া কোন বিষয়ের পরামর্শ করিতেছিলেন। আফগানবাসীরা তাহাদিগের ভাবগতিক দেখিয়া তাহাদিগকে ইংরাজের গুপ্ত চর বুঝিতে পারিয়া ধৃত করিয়া বিচারার্থ সাহেবের সেনাপতিদিগের সমক্ষে লইয়া যায়। তথায় তাহারা খ্রীষ্টান বলিয়া ধরা পড়ে। ইহাতে আফজুল ও আজিম তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন; কিন্তু অনাথ বিদেশীয়দিগের কোনরূপে বধ দণ্ড দেওয়া সিয়ার আলির অভিমত ছিল না। এজন্য তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক ও বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া তাহাদিগকে নিজ স্থানে লইয়া যান। অনন্তর রাত্রি আগমন করিলে তাহাদিগকে গোপনে মুক্ত করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করেন।

বর্ষার আগমনে [illegible] নদ নদী জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে ক্রেতা বিক্রেতাদিগের সংখ্যা করা যায় না। এই সকল স্থানে নানা প্রকার মালের যে রূপ আমদানী হইতেছে, তাহারও নিরূপণ নাই।

কলিকাতার গঙ্গায় অতিশয় [illegible] হইয়াছে।

বিলাতের কৃষকদিগের অপেক্ষা আমেরিকার কৃষকেরা সমধিক কার্য্যকুশল ও উপায়জ্ঞ। তাহারা কৃষি কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসায়েও [illegible]। এজন্য কৃষি কার্য্যে কোন বৎসর লোকসান হইলে তাহারা বিলাতের কৃষকদিগের ন্যায় বিপদগ্রস্ত হয় না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণর [illegible] আদেশানুসারে

নিয়োগ।

[illegible] বিভাগ।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর আবদুল [illegible] প্রথম শ্রেণী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] অস্থায়ী [illegible] শ্রেণীর [illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] শ্রেণী [illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] অস্থায়ী [illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] পটুয়াখালীর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] হইতে বদলী হইলেন।

[illegible] সহকারী কমিশনর [illegible] শ্রেণী কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন।

বঙ্গদেশীয় [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] হইয়াছেন। কিন্তু [illegible] ডেপুটী [illegible] শ্রেণীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] বলিলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] কলেজের [illegible] অস্থায়ীরূপে [illegible] হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

[illegible]—২৬ এ জুন ১৮৮১।

মধ্যে কয়েক দিন গ্রীষ্মের আতিশয্য নিবন্ধন মনুষ্য জীবন নিৰ্ব্বাহের ক্লেশ উপভোগ করে। আজি কয়েক দিন বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, আর সে বিকারের উত্তাপ নাই—দ্রব্য সমূহের মূল্য অতি সুলভ, কোন রকম পীড়া নাই, সুতরাং মনুষ্য জীবন সম্প্রতি সুখে অতিবাহিত হইতেছে বলিতে হইবে। ঈশ্বরই এ সমস্ত সুখের নিদান, সুতরাং তিনি ধন্যবাদার্হ।

গ্রীষ্ম অবকাশে এখানকার স্কুলগুলির পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই সমস্ত স্কুলের বালকদিগকে পুরস্কার বিতরিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষদের নিকট আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা এই, এই বিতরণ বিষয়ে যেন আর বিলম্ব না করা হয়। [illegible] এ সম্বন্ধে প্রতি বৎসর মহা ধুমধাম হয়। এবারেও কি পূর্ব্ব রীতি অনুসৃত হইবে না?

শুনিয়া সুখিত হইলাম—আমাদের মাজিষ্ট্রেট [illegible] মহোদয় একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। স্থানীয় স্কুল সব ইনস্পেক্টার [illegible] বাবুকে লইয়া এ সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। [illegible] সাহেব অতি অল্প প্রাচীন লোক, [illegible] তাঁহার ব্যবহার অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তিনি এখানকার অনেক অভাব পরিপূরণ করিয়া যাইবেন। এখন আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই তিনি যেন কিছু অধিক কাল স্থায়ী হয়েন।

[illegible] কার্য্য অতি সমারোহে নির্ব্বাহিত করা গিয়াছে। এ উপলক্ষে সেখানে বড় জনতা হয়। এবারে দর্শকমণ্ডলীর সংখ্যা ১০। ১২ সহস্র হইবে। এখানকার অধিবাসী মহোদয়েরা যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহাতে একরূপ জনতাতেও লোকের কোন রূপ অসুবিধা বা ক্লেশ হয় না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার [illegible] স্বয়ং [illegible] উপস্থিত থাকেন। আর চারি দিকে প্রাচীন পরিভ্রমণ করে ও যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয় তৎপ্রতি তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। একরূপ সুব্যবস্থা হইলে, একরূপ জনতাতেও কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ষাকাল সমুপস্থিত। বৃক্ষাদি রোপণের উপযুক্ত সময়। আমাদের মাজিষ্ট্রেট সমীপে বিনীত সহকারে প্রার্থনা করি, তিনি এখানকার রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করেন। [illegible] দিয়া যে রাস্তাটী গিয়াছে, সে রাস্তায় বহু লোকের গমনাগমন হয়। পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় ছায়াপ্রদ বৃক্ষ না থাকায় গ্রীষ্মের সময় পথিকগণের বড় ক্লেশ হয়। কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ করাইয়া পথিকদের এ ক্লেশ নিবারণ করা বিধেয়। আমাদের মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের এ দিকে কি মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে?

দেখিয়া সুখী হইলাম নগর সমাজের ব্যয়ে কতকগুলি পায়খানা প্রস্তুত হইয়াছে। আরো কতকগুলি প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় দ্বিবিধ পায়খানা থাকা আবশ্যক। কতকগুলি স্ত্রীলোকের জন্য, অপরগুলি পুরুষদের জন্য। একরূপ পৃথক ভাবে না থাকিলে এ পায়খানা তাদৃশ কার্য্যকর হইবে না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ পায়খানায় কিরূপে গমন করিবে বল?

যশোহর।

কোটচাঁদপুর, ১৫ ই আষাঢ়, ১২৮৮।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি হইতে পুনঃ বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতিবৃষ্টি বশতঃ এখানকার খাল, বিল, পুষ্করিণী ও নিম্ন ভূমিসকল ডুবিয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন কৃষকদিগের ক্ষতি হইয়াছে। অদ্যাপিও অনেকে ভূমিতে আটি বা বীজ দিতে পারে নাই।

[illegible] রাত্রিতে সর্ব্বসিদ্ধিজন [illegible] এলাকাধীন [illegible] গ্রামে কোটচাঁদপুরের এক [illegible] ভাহার বাটীর [illegible] চোরে সিঁদ দিয়া আনুমানিক ২০০। ২৫০ টাকার স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার চুরি করিয়াছে।

অদ্য কোটচাঁদপুরের বাজারে একজন সুবর্ণ বণিক বাজি রাখিয়া সাত আটসের ওজনের একটা কাঁঠাল খাইয়া প্রতি পক্ষের নিকট হইতে পাঁচ টাকা লাভ করিয়াছে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যশোহরের হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার দ্বিতীয়াধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। সভাতে অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

কারাগার।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের [illegible] মেথুক নামক একজন খ্রীষ্টান কনেষ্টেবল, স্ত্রী ও কন্যা সমভিব্যাহারে বুদ্ধের তোপখানার বাজারে তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।

যে দিন তাহারা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবে, সেই দিন ষ্টেষণে উপস্থিত হইয়াই ট্রেণ ফিল করে। তোপখানার বাজার ষ্টেষণ হইতে দূরবর্ত্তী, বিশেষতঃ উহারা শেষ রাত্রির ট্রেণে কলিকাতায় যাইবে এই মনস্থ করিয়া আর বাসায় যাইবে না ষ্টেষণে অবস্থিতি করিবে এইরূপ মনস্থ করিল। যখন সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সেই সময়ে জামালপুর ও মুঙ্গের ষ্টেষণের রেলওয়ে পুলিস ইনেস্পেক্টর জোহানি নামক একজন ফিরিঙ্গি মদ্যপানে মত্ত হইয়া এবং বগলে মদের বোতল লইয়া উঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হইয়া লেখকের স্ত্রী ও কন্যার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া লেখককে মদ্যপান করিতে বারম্বার উপরোধ করে। লেখক তাহার কথায় অসম্মত হইলে এই সূত্রে বিবাদ আরম্ভ করিয়া অপরাপর কনেষ্টেবলকে তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দেয়। লেখককে অবরুদ্ধ করিয়া ঐ দুর্বৃত্ত তাহার স্ত্রী ও কন্যার নিকট আসিয়া নিতান্ত অসৎ অভিসন্ধির কথা প্রকাশ করাতে উঁহারা ষ্টেষণ হইতে চীৎকার করিতে করিতে অতঃপরে মোক্তারেরা তোপখানার বাজারে যাইয়া নিজ লেখককে এই সমস্ত সংবাদ দেয়। কেবল ও আর ২।১ জন বাঙ্গালী বাবু স্ত্রীলোকদিগের বিলাপে চালিত হইয়া সেই রজনীতেই ষ্টেষণে আসিয়া লেখককে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। লেখক মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট জোহানি অন্যায় কারারুদ্ধ করিয়াছিল এই বলিয়া নালিশ করে। বিচারে জোহানির ৫০ টাকা অর্থ দণ্ড ও কর্ম্মে দণ্ডিত হইয়াছে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, মধ্যে যুবক সভার আর একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার আর বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে নহে; এবারকার সভার উদ্দেশ্য বাল্য বিবাহ রহিত করা। ২১ বৎসরের নীচে বিবাহ করা উচিত নহে, এই বিষয় মোটামুটি ব্যাখ্যা করিয়া দিবামাত্র ২।১ টী বালক ঐ বয়সের কমে বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন। বাল্য বিবাহ যে অনেক দোষের আকর, ইহা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এ সকল দোষ যাহাতে সত্বরেই সমাজ হইতে দূর হয়, তৎপক্ষে সাধারণের যত্ন করা আবশ্যক। আমরা একটী কথা শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। শুনা যাইতেছে, সত্বরেই যুবক সভার সম্পাদকের ভগ্নীর একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকের সহিত বিবাহ হইবে। সুবিজ্ঞ সম্পাদক যে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া এ বিবাহে সম্মতি দিবেন এমন বোধ হয় না। অতএব সম্পাদক ও সভ্যগণ বিবাহ সভায় পাত্রের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লন কি চুপ করিয়া থাকেন পরে প্রকাশ করিব।

জামালপুরের দরিয়াবপুর নামক পল্লীতে একটী নরদামা আছে। ঐ নরদামা দিয়া পূর্ব্বে রেলওয়ে কোম্পানির জল নির্গত হইত। এক্ষণে ঐ কোম্পানির জল অপর নরদামা দিয়া নির্গত হইয়া যায়। ডিনিকেজি ইহা দেখিয়া নরদামার সন্নিকটস্থ এক সাহেব বড় অন্যায় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি নিজের জমী বলিয়া বর্ষাকালে প্রায়ই নরদামাটির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে পল্লীস্থ ২।১ টী লোকের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, এমন কি বেশী জল দাঁড়াইলে প্রাচীর পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা আছে। ঐ পল্লীস্থ কতিপয় ভদ্রলোক এবিষয় মিউনিসিপালিটীর গোচরার্থ একখানি আবেদন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি সত্বর মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ের বিশেষরূপ অনুসন্ধান লইয়া লোকবর্গের দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

আজ কাল সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নানা স্থানে নানারূপ সভা সংস্থাপিত হইতেছে। সভাগুলির মধ্যে কতকগুলি সভা স্বদেশের হিত সাধনে রত, কতকগুলি সভা স্ব স্ব উন্নতির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা শাস্ত্রালোচনায় রত। আমাদের মতে প্রত্যেক সভার সভ্যগণের অগ্রে চরিত্র সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ আমাদের বিদিত এমন সভা আছে, যাহার দুই একটী সভ্যের সচ্চরিত্র বিরুদ্ধ দুর্নীতির কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়। ইহারা ভ্রাতৃবৎ সম্পর্ক মানে না। ভরসা করি এমন সব সভার সভ্যগণ অগ্রে ঐরূপ কুলাঙ্গারগণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে যত্ন করিবেন; অন্যথা সভা উঠাইয়া দিবেন।

রামপুরহাট হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার দুই জন উৎসাহী সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্রে অত্রাকার সভার ৫ম সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য বিবরণে যাহা আমরা বিদিত হইয়াছি, সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচরার্থ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথাঃ—

২৯এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সূর্য্যোদয় কাল হইতে রাত্রি ৭ টা পর্য্যন্ত স্থানীয় বৈষ্ণবদিগের দ্বারা হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, তৎপরে সভাপণ্ডিত দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও সভ্যগণ কর্ত্তৃক সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ৩০ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তৎপরে সভ্যগণ কর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছিল। ইহাতে বিশেষরূপ সকলের চিত্তরঞ্জন হইয়াছিল। একেত দুঃখীদিগকে অন্নদানের শোভা অতীব মনোহর, তাহাতে আবার সভার সভ্যগণের ও অন্যান্য ভদ্র-সন্তানের যত্নে ও পরিশ্রমে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়া যখন তাঁহাদেরই দ্বারা অনুমান ১২।১৩ শত কাঙ্গালীকে পরিবেশন করিয়া খাওয়ান হয়, সে দৃশ্যটী আরো মনোহর হইয়াছিল। সাতটা রাত্রির সময় সভ্যগণ কাঙ্গালী ভোজন শেষ করিয়া মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্য করিয়া "হরিনামে কি মধুর নাম, নাম শুনে প্রাণ জুড়াইলরে" এই গীতটী গাইতে গাইতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া অবগাহন করেন। ৩১ এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ, তুলসী ও ব্রাহ্মণদিগের ষোড়শোপচারে পূজা হয় এবং মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক কুমার (১) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় হিন্দীভাষায় "বেহার ও বঙ্গ বাসীদের সম্মিলন করণ ও আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি সাধন" বিষয়ে নানারূপ যুক্তি ও শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ দ্বারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে বেহার ও বঙ্গবাসীদিগের অশ্রুপাত হইয়াছিল। অনেক বেহারবাসী বঙ্গবাসীর সহিত একত্রিত হইয়া এই সভাতে যোগদান করিবেন, মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছিল এবং উক্ত মহাত্মা দ্বারা প্রায় অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত স্থানীয় লোকদিগের উত্তেজনা করিয়া বেদ ও পুরাণের ঐকমত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ বক্তৃতাটি বাঙ্গালা ভাষায় হইয়াছিল। ইঁহার দুইটী বক্তৃতা দ্বারা সভা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। প্রার্থনা করি উক্ত মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইয়া এই বিলুপ্ত-প্রায় আর্য্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করুন এবং আপনার অমূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের জন্য ব্যয় করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে যাতায়াত করিলে সভা তাঁহার নিকট হইতে আর্য্যধর্ম্মের গোপন মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন সন্দেহ নাই। ঐ দিন রাত্রি সাড়ে৮টার সময়ে মহাসমারোহের সহিত নগর সংকীর্ত্তন ও সাধারণ ভদ্রলোকদিগকে সমাদরে ভোজন করাইয়া সভার কার্য্য এবৎসরের মত শেষ করা হইয়াছে।

সেওড়াফুলী।

বালেশ্বরের আদালতে ভদ্রপুরবাসী কোন ব্যক্তি ৩৬ টাকা ঋণ দিয়া প্রায় ৪ মাসের মধ্যে

---

(১) ভারতের অন্যতম পুণ্যশ্লোকদিগকে [illegible] জীবনে নাম সত্য অপরাজেয়পূর্ব্বক আপনাকে [illegible] বাণিজ্যের জন্য দাস পরিশ্রম না করিয়া [illegible] ক্ষমন করিয়াছেন, এজন্য উঁহাকে [illegible] মহাপুরুষ [illegible] "কুমার" এই উপাধি দিয়াছেন। [illegible] উপাধি অতি অযোগ্য ও অসম্ভাষণজনক।

[illegible] লক্ষ টাকার [illegible] নিরূপণ করিয়াছে। প্রজার [illegible] উপরে [illegible] আনা হার [illegible] প্রতিক [illegible] [illegible] টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

[illegible] বিষয় যে [illegible] কমিশনরের [illegible] আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ও [illegible] দণ্ডবিধি আইনের [illegible] ধারা অনুসারে [illegible] বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের [illegible] ধারা অনুসারে বিচার [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] দিবস [illegible] সমুদ্রে [illegible] অনেক [illegible] করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ একটী [illegible] আক্রমণ করিল, [illegible] চিকিৎসালয়ে আছে।

আমাদের কমিশনর স্মিথ সাহেব [illegible] হইতে [illegible] প্রত্যাগত হইয়াছেন। [illegible] কেবল [illegible] দিন মাত্র ছিলেন।

[illegible] কালেক্টর প্রাট সাহেব [illegible] মাসের [illegible] লইয়াছেন [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রজাতন্ত্রকালীন দেশ অঞ্চলের ন্যায় যে সমস্তই মিথ্যা হইল।

শুনা গেল যে, এই প্রদেশের ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে এক ব্যক্তির গোয়াল ঘরে [illegible] পড়িয়া [illegible] গরু মারা পড়িয়াছে।

দীপিকা পাঠে অবগত হইলাম যে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ১৮৮২ অব্দের এপ্রেল মাস হইতে বাঁকি জেলাকে খোরদার সামিল করিবেন বলিয়া আদেশ পাঠাইয়াছেন। অঙ্গুল যে নিয়মে শাসিত হইতেছে, বাঁকি কিল্লা উক্ত সময় হইতে সে নিয়মে শাসিত হইবে না। খোরদা [illegible] আইন অনুসারে শাসিত হইবে।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজের প্রজা [illegible] পূর্ব্বে বিদ্রোহী হইয়াছিল। বর্ত্তমান অঙ্গুলের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু নন্দকিশোর দাস সে বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম কয়েকটী প্রচলিত করিয়া প্রজা ও রাজা উভয়েরই মানরক্ষা করিয়াছেন।

১। শিক্ষা-কর বিঘা প্রতি ১৫ পয়সা করিয়া ধার্য্য ছিল, প্রজারা তাহা [illegible]।

[illegible] অনানি করের [illegible] পূর্ব্বে অধিক [illegible] তাহাতে প্রজাদিগের [illegible] কষ্ট হইতেছিল। সম্প্রতি তাহা রহিত হইয়া বার্ষিক প্রতি [illegible] উপর [illegible] প্রতি মজুরের উপর /০ আনা এবং [illegible] উপর ১০ পাই করিয়া নিরূপিত হইল। কেবল ব্যবসায়ীদের পূর্ব্বের ন্যায় কর ধার্য্য রহিল।

৩। বলকর অর্থাৎ [illegible] কর [illegible] প্রজারা দিবে না। [illegible] তাহারা [illegible] ব্যবসায় করে, তাহারা কর দিবে।

৪। পূর্ব্বতন আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু [illegible] ধান জমি ও শাল জমির উপর যে কর নিরূপণ করিয়াছিলেন, [illegible] জমা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা রহিত হইয়া পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অপেক্ষা ধান জমির উপর [illegible] এবং শাল জমির উপর প্রতি বিঘায় [illegible] আনা জমা কর ধার্য্য হইল।

[illegible] জমা [illegible] সমানরূপে ধার্য্য হয় নাই। [illegible] অবস্থা দেখে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অপেক্ষা কোন স্থলে অল্প, কোন স্থলে অধিক। শাল জমির উপর [illegible] নূতন জমা বসিয়াছে ও এই বন্দোবস্ত ১২ বৎসরের নিমিত্ত হইয়াছে।

[illegible] এই নন্দকিশোর বাবুর নূতন বন্দোবস্তে প্রজাদিগের অধিক উপকার হইয়াছে। আমরা অনুমান করি এই বন্দোবস্তে মহারাজের অনেক টাকা ক্ষতি হইবে।

[illegible] আমাদের মহামান্য গবর্ণমেণ্ট টাকা [illegible] সড়ক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত [illegible] টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ টাকা বালেশ্বর জেলার [illegible] ফণ্ড হইতে না দিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] ইচ্ছা আছে। এই কারণে [illegible] রাস্তা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] রাজার সহিত [illegible] বিবাদ [illegible] জমিদারী লইয়া [illegible] দিবস অবধি মকদ্দমা চলিয়া আসিতেছিল। [illegible] অনেক অর্থ নাশ হইয়াছে। [illegible] বাবু [illegible] হইয়াছেন।

[illegible]।

গত [illegible] এ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদ মধ্যে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, নূতন [illegible] কোর্টের [illegible]

[illegible]

বহরা নিবাসী [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে

যে চুরি হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে এই সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে অপহৃত মালের তালিকা দৃষ্টে জানা গেল যে, চোরেরা অনুমান আড়াই হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যাভরণ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, স্থানীয় পুলিশ এই চুরির কিছুই কিনারা করিতে পারে নাই। এক্ষণে ডিটেকটিবের পুলিশ সব ইনস্পেক্টর মহাশয় ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি বাবু প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মিউনিসিপালিটীর "গাড়ী রেজিষ্ট্রার" হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভাইস চেয়ারম্যান বাবু মহেশচন্দ্র রায় ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু গরুর গাড়ি অত্যাবশ্যক তাঁহার সময়ের ক্ষেত্র, এক্ষণে গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরি কার্য্যভার প্রসন্ন বাবুর হস্তে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াই মাসিক ছয় টাকা বেতনে তিন জন তাঁহাকে গরুর গাড়ী ধরিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন ও মাসিক দশ টাকা বেতনে একজন কেরাণিও রাখিয়াছেন। কিন্তু মিউনিসিপালিটী বজেটে বার্ষিক ৭২ টাকা মাত্র ঐ বাবুদের ব্যয় মঞ্জুর আছে। যে যাহা হউক প্রসন্ন বাবুর নিয়োজিত লোকেরা সপ্তাহের মধ্যে টিকিট হীন গরুর গাড়ী দেখিতে পাইলেই ধরিয়া গাড়োয়ানের নিকট এক টাকা এক আনা আদায় করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ টাকা গরুর গাড়ী রেজিষ্টরি করিতে গৃহীত প্রতিদিন জমা দেওয়া হয় কি, না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, নব হিন্দুস্থান রাণাঘাটের সন্নিহিত ভবিষ্যপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ তালুকদারদিগের একজন মৃত্যু স্বীয় প্রচুর উদ্যানে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। ভবিষ্যপুর হইতে উক্ত উদ্যানটী অনেক দূর অবস্থিত ও তথায় তালুকদারদের বাটীর মধ্যে কষ্ট করিত, এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি বাটী ছাড়িয়া অকস্মাৎ উদ্যানে আসিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল কেন? উহার কি শারীরিক অথবা মানসিক কোন উৎকট ব্যাধি ছিল?

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সমস্ত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু শ্রীনাথ বসু ও ৮০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৩৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সমস্ত প্রকার রোগের নানাবিধ পাচনাদি ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কএক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্বতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০

সুবর্ণসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর হইতেঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।০

নলিনীনাবধ।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অতিসারাদি উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি দৌর্ব্বল্য অজীর্ণাদি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে,নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

জোড়াবাগান বালাখানা, কলিকাতা।

পরীক্ষিত।

কেশ সাবধিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্বতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকানি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা ধরা ও মাথা ব্যথা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিশেষ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (দন্তমঞ্জন)—দন্ত শূল, দন্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার

৩ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর

কলিকাতা।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই সংখ্যার তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জিতেন্দ্রিয়তাবিষয়ক, বেদ-শাস্ত্রের সংখ্যা, আগমন, ধর্ম, বৌদ্ধ ও ভারতের আর্য্যধর্ম, মনুসংহিতা, মহীপতির জামাই বিদায়, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের বিশেষ সম্পর্ক হয়, দাক্ষিণ্য, সংস্থাপন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে সোম-প্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকা-কারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১৯ হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ২০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দাস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, কর্ণহীনতা মানসিক বিকার, বধিরতা তোতলা প্রভৃতি ১৫ প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাক ব্যয় ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

পোষ্ট দাঁতন—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অবসরকালে জীবাত্মার প্রতি-বিম্ব দর্শন পুস্তক এই মূল্য জগৎকে আত্মতত্ত্বস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ প্রমাণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

যোগবাশিষ্ঠ

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনু-বাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বারে মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য দায় ডাক মাশুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৪ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহা-রাজ হোলকার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুন-র্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৴১০ হিসাবে।

———:০:———

শিবিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং কোঠাবাড়ী কোমকল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আব-শ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

১৮৮১ ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী শিবিরপুর

মূল্যপ্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	১০
" কুচবিহারের মহারাজ—আলীপুর	১০
" বাবু মহেশ্বর সিংহ—চুঁচুড়া	১৪
" " নন্দলাল মল্লিক—জোড়াসাঁকো	১০
" " চন্দ্রকুমার সরকার—কড়েয়াবিড়িয়া	১০
" " চুনিলাল ঘোষ উকীল—উলুবেড়ে	৭
" " ত্রিলোচন রায়—মসুরি	৭
" " মধুসূদন সান্যাল—মালিপোতা	৭
শ্রীযুক্ত বাবু রামনরাম ঘোষ—আলুকা	
" " অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় সরস্বতিয়া	৭৸০
" " কালিদাস দত্ত—বলড়িপাড়া	৭
" " মনোহর রায়—বকসার	৭
" " পূর্ণচন্দ্র সরকার—দিহাট	৭
" " শ্রীরাম পালিত—বড়বাজার	৫।০
" " রামচরণ ঘোষ—বলড়িপাড়া	৫।০
" " রামচন্দ্র সাহা—কলিকাতা	৫।০
" " দিবিশচন্দ্র মজুমদার—বহুবাজার	৫।০
" " তারিণীচরণ দত্ত—বলড়িপাড়া	৫।০
" সেখ বেলায়েৎ উকীল—হুগলী	৭
" পি, সি, চক্রবর্ত্তী—অবাই	৭
চন্দ্রপালী—কাটিখালী	৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, ধরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ — "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" — ৩৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৮এ আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ১১ই জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার অন্য লোক মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নামে জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা মহেশচন্দ্র বা গদা... দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের কষ্ট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের অত্যুৎকৃষ্ট।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুষ্ট্রক্তের ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, কুষী ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিক্কিয়া, ছুলিয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পুরাতন, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (প্রস্রাব ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, অঙ্গুলহাড়া, বিসোটক, কাউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চক্ষুরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১৮ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ৸০, ৷৫, ৷৶১০, ৷৶১০, কাণেষ্টারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দেখে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতে নবযাত্রা, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, শাদা কার্পাস, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৬টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সুলভ মূল্য! সুলভ মূল্য!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার এতদিন অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশপূর্ণ মহাগ্রন্থ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি স্বল্পপ্রাণী হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ... বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম বারখণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্রে গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] সম্পাদক মহাশয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি

[illegible] শ্রীগিরিশচন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র।

[illegible] কি [illegible] [illegible] সম্পাদক [illegible]

[illegible]

[illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের মতের [illegible] [illegible] না হইলেও "[illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও এই মতের [illegible] হইয়া, কিরূপে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

যখন কোন পুরুষ পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সংসারক্ষেত্রে [illegible] [illegible] প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার সেই [illegible] ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া [illegible] [illegible] অনুগ্রহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিরূপে তখন তিনি [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিবেন এই চিন্তাতেই মুগ্ধ [illegible] করিয়া থাকেন। এইরূপে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মী [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] কিছুকাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলা যাইতে [illegible] [illegible] [illegible], তখন পুরুষ [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহার এক দিকে [illegible], অন্য দিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে। [illegible] ইহার অপেক্ষা [illegible] [illegible] আর কি হইতে পারে?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরুষের এ সুখ, পুরুষানুক্রমে চিরদিন স্থায়ী হইতে পারে না। সংসারে সুখ চিরদিন স্থায়ী নয়। যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে সংসার কি সুখের আলয় হইত? সংসারে [illegible] [illegible] [illegible] সুখ দুঃখ [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে। কিন্তু [illegible] [illegible] পুরুষের [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] এই, লক্ষ্মী [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] করেন ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মী-পুত্র। কুলাঙ্গারগণ (১) পিতামাতার [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] হয়েন। [illegible] [illegible] পিতামাতার [illegible] [illegible] করেন, তখন [illegible] [illegible] [illegible] ভাবিয়া থাকেন, "আমি পুরুষ অদৃষ্ট-বাদে? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়াছি। [illegible] [illegible] এই সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবলম্বন করা [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] পুরুষ [illegible] হন ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপযুক্ত সময় পান। তখন [illegible] দিকে [illegible] [illegible] উঠে।

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকেন। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (কাম [illegible] [illegible]!) [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] পুরুষ [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] ও [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]" "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] করিলে [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] করেন এবং [illegible] সময় [illegible] একটী "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible]। লক্ষ্মীহীন [illegible] [illegible]!! পাঠক দেখিলেন, সংসারে পুরুষের কিরূপে উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। এ নিয়ম [illegible] নিয়ম বলিলেই হয়। যখন এক পুরুষের পক্ষে এ নিয়ম খাটিল, তখন [illegible] [illegible] প্রাণীর আবাসস্থল ভারতের পক্ষে এ নিয়ম কেন না খাটিবে? এ নিয়ম ভারতের পক্ষেও খাটিয়াছে। যখন প্রাচীন [illegible] [illegible] অতিক্রম

(১) [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মীর পুত্র। অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবাস!

করিয়া প্রকৃত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; যখন তাঁহারা সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য্যে জীবনক্ষেপ করেন, তখন ধর্ম্ম ও লক্ষ্মী তাঁহাদের পিতামাতার-স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু যে দিন যবনের প্রবেশ হইয়াছে, ভারতবাসিগণ যে দিন বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই দিন আর্য্যদের [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] গিয়াছে। এক্ষণে আর্য্যদের [illegible] [illegible]। যতদিন এই [illegible] না হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতি নাই।

কুলমবেলিয়া
[illegible]
তারিখ ১০ ই আষাঢ়
শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মাজল।

[illegible] [illegible] [illegible] কাবুল [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] কাবুল [illegible] [illegible] হইয়া গেল, কত লোকের মৃত্যু হইল, কত নারী [illegible] [illegible] হইল, [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া গেল; কিন্তু এ [illegible] কাবুল যুদ্ধ [illegible] শেষ হইল না। যে দিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার জন্য একজন [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সম্প্রতি কাবুল যুদ্ধের [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] আসিয়া [illegible] উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible] ব্যক্তিগণের এক প্রকার বিপদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমত অনেক [illegible] [illegible] [illegible] আছেন তাঁহাদের [illegible] [illegible] অনেকে জানেন না, তাঁহারা [illegible] [illegible] এ [illegible] (এক প্রকার [illegible] না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে) কিছু না দিলেও মান সম্ভ্রম থাকে না; [illegible] কর্ত্তৃপক্ষদিগের [illegible] [illegible] আছে। পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত পত্র খানি পাঠ করিলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। পত্র খানি এই;—

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী জমীদার মহাশয় [illegible]।

"গত আফগান যুদ্ধে যে সকল ইউরোপীয় ও নেটিব সৈন্য নিহত ও অক্ষম হইয়াছে, তাহাদিগের পরিবারগণের ভরণপোষণার্থ একটী ফণ্ড সংগ্রহ করা উচিত গবর্ণমেন্টের আবশ্যক হওয়াতে মহামান্য গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুর শিমলাতে একটী সভা সংস্থাপিত করেন। ঐ সভার উদ্দেশ্য এই যে, জমীদার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের

নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী ফণ্ড সংস্থাপন করা হয়, আর কালেক্টার সাহেব এই মর্ম্মের চিঠি আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব আপনি যদি এ প্রকার দেশের হিত সাধনার্থ আপন অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ দান করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা হয়। আর যদি কিঞ্চিৎ দান করা বিবেচনা হয়, তবে আজ মহকুমার কাছারিতে সেই দান অর্পণ করিলেই হইবে; এই টাকা সংগ্রহ করণ জন্য কালেক্টার সাহেবের অনুমতি আসিয়াছে ইতি।"

Sd/ Pran Kristo Dass Sub Dy Magistrate.

যাহা হউক, সুরেন্দ্র বাবু গবর্ণমেণ্টের এই মাজনের টাকা দিয়াছেন কি না আমরা বলিতে পারি না। অক্ষম পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা বা তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে পুণ্য ব্যতীত পাপ নাই সত্য, কিন্তু এরূপ অক্ষম বা পীড়িত ব্যক্তির এই রাণাঘাট সব ডিবিজনেও অভাব নাই। গত বৎসর যখন এই সব ডিবিজনের বহুসংখ্যক ব্যক্তি চিকিৎসার অভাবে জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, এ প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ও জমীদারগণ পৃথক্ চেষ্টা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলে ঔষধ ও পথ্যের অভাবে অনেক ব্যক্তির অকাল মৃত্যু হইত না। পত্রে লিখিত আছে, অতএব আপনি যদি এ প্রকার দেশের হিত সাধনার্থ আপন অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ দান করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা হয়, ইহাতে যে আমাদিগের দেশের কি হিতসাধন হইবে আমি পত্রের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বরং এ প্রকার দান করিলে ভবিষ্যতে লর্ড লিটন সদৃশ [illegible] গবর্ণর জেনারলদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। যখন আফগান যুদ্ধে যে সকল সৈন্য নিহত ও অক্ষম হইয়াছে, তাহাদিগের পরিবারগণের ভরণপোষণার্থ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হইয়াছেন। এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে, পরের দুঃখ দেখিলে সকলের অন্তঃকরণই দ্রবিত হইয়া থাকেন। আমরা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একটী সদুপায় বলিয়া দিতেছি, তাঁহারা প্রকারান্তরে ভারতের দুঃখী প্রজাকে বিপদগ্রস্ত না করিয়া বিলাতে এ বিষয় লর্ড লিটনকে লিখিয়া পাঠান, লর্ড লিটন একজন ধনী লোক। তিনি মনে করিলেই (মনে করা উচিত,) এই আফগান যুদ্ধে হত ও অক্ষম সৈন্যদিগের পরিবারগণের ভরণপোষণের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে টাকা দিতে পারেন কারণ লর্ড লিটনই আফগান যুদ্ধের মূলাধার। যাহা হউক। পত্র খানি এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে। যে "এই টাকা সংগ্রহ করণ জন্য কালেক্টার সাহেবের অনুমতি আসিয়াছে" এস্থলে অনুমতি শব্দ যে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এ জন্য কি ভিক্ষার আবার অনুমতি কি আদেশই বা কি? বরং "এই টাকা সংগ্রহ করণ জন্য কালেক্টর সাহেব "অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন" লিখিলে সঙ্গত হইত।

রাণাঘাট—শ্রীঃ—

ঢাকা-কলেজের ছাত্রদিগের পুরস্কার বিতরণী-সভা।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ম ঘটিকার সময় নর্থব্রুক হলে ঢাকা কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদিগের পুরস্কার প্রভৃতি বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঢাকার বিশ্বস্ত ধনী, মানী, সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভাস্থ হইয়া উৎসাহ ও সহকারিতাগুণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ঢাকার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেঃ ক্লিবেন্স সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে, সুযোগ্য প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মেঃ পোপ সাহেব বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পাঠ করেন। তৎপরে ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা-পত্র, অনেকগুলি রজতপদক, ও বিবিধ উপাদেয় পুস্তকাদি প্রদত্ত হয়। প্রদত্ত পুস্তকগুলির অধিকাংশই কলেজের প্রিন্সিপাল পোপ সাহেবের যত্নে ইংলণ্ড হইতে আনীত হইয়াছিল। সুন্দর সুগঠিত ও সুরঞ্জিত পুস্তকগুলি দৃষ্টিমাত্র হইয়াই পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রদিগের বিশেষ প্রীতি ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে। উৎসাহ সংক্রামক পদার্থ; প্রীতি মাধুর্য্যের প্রসূতি। আন্তরিক উৎসাহ ও মানসিক প্রীতি না থাকিলে, প্রকৃত উন্নতি ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। ঢাকা কলেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ পোপ সাহেব এই সর্ব্বতো বিস্তারিণী মানসিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন ও সমধিক আন্তরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপনায় ছাত্রদিগের সবিশেষ উৎকর্ষলাভ হইবে, এই বিবেচনাতেই তদীয় কার্য্যারম্ভ কাল হইতে ঢাকা কলেজে আড়ম্বর সহকারে পুরস্কার বিতরণ ক্রিয়ার আরম্ভ করিয়াছেন। এবং সুখের ও প্রশংসার বিষয় এই যে, তদ্বিষয়ে তিনি আশানুরূপ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালের প্রারম্ভ হইতেই ঢাকা কলেজের ক্রমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইতেছে। বিগত বর্ষে এই উৎকর্ষ আশানুরূপ ও সবিশেষ সন্তোষপ্রদ হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে সর্ব্ববিষয়ে ঈদৃশী উন্নতি আর লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ পোপ সাহেবের সময়ে এই পূর্ব্ববঙ্গের সারস্বতপ্রাসাদ হইতে চতুর্দ্দিকে মনোহর সৌরভ বিকীর্ণ হইতেছে। চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রমের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, মেঃ পোপ ঢাকা কলেজের কার্য্যে তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় উদ্যোগে, পরিশ্রমে ও সুনিয়ম প্রভাবে ঢাকা কলেজ এক্ষণে ছাত্রমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। তিনি অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অনুক্ষণ কেবল ঢাকা কলেজের কার্য্যকলাপেই ব্যাপৃত ও উহার হিত চিন্তাতেই নিরত। অতএব তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই পারিতোষিক বিতরণী সভার উপসংহার সময়ে মাননীয় সভাপতি মেঃ ক্লিবেন্স সাহেব একটী উপাদেয় বক্তৃতা করেন। "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের সংখ্যাবাহুল্য হওয়াতে, যদিও রাজকীয় কার্য্যে সকলের নিয়োগ সম্ভাবনীয় নহে, তথাপি প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানালোক করিতে পারিলে, বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে কৃতবিদ্যদিগের নানারূপেই অর্থোপার্জন হইতে পারে" এই আশাপ্রদ অতীব কবিত্বময় সারবান্ বাক্য শুনিয়া সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন। ফলতঃ পণ্ডিত ব্যক্তি, দারিদ্র্য-বহ্নির প্রাদুর্ভাবে দগ্ধ ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও আপনার বিদ্যা বিক্রয় করিয়া খাইতে পারেন, সংশয় নাই। "[illegible]।"

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ }
১২৮৮ সাল। }   শ্রী প্র—

কুকুরমারার মকদ্দমা — ৫ ই জুলাই ১৮৮১।

সম্প্রতি এখানে একটী কুকুরমারার মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ত্রিপুরার পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেরিস সাহেব তাঁহার ভৃত্য দ্বারা [illegible] এক স্কুলের হরিপ্রসন্ন নামক একটী বালকের নামে উক্ত সাহেবের একটী [illegible] বিলাতী কুকুর দেশীয় কুকুর দ্বারা হত করা হয় বলিয়া ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। সহযোগী সাধারণী সম্পাদক মহাশয় গত বারের সাধারণীতে সম্বন্ধে কথাটি বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনে কুকুরে কুকুর মারিলে প্রভুর (কর্ত্তার কুকুরের) দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।" যাহা হউক, প্রতিবাদীর পক্ষে যে কয়েক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে। [illegible] সাহেবের কুকুর রক্ষক মেথর এবং অনুগত

[illegible]

সোমপ্রকাশ

২৮ এ আষাঢ় সোমবার

[illegible]

[illegible] অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব, এক জন বিলাতবাসীর সেই-

রূপ অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভাবিত নহে। আমাদের দেশে কার্য্যক্ষম ও প্রতিভাসম্পন্ন দেশীয় লোকের অভাব নাই, এবং তাঁহারা বিনা বেতনে রাজকার্য্যে গবর্ণমেণ্ট গবর্ণরদিগকে সংপরামর্শ দিতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক নহেন, বরং তাঁহারা মন্ত্রিসভার সভ্য হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করেন। এরূপ অবস্থায় এবং এইরূপ বিষয়ে কার্য্য করিলে যদি রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তবে বৃথা অধিক বেতন দিয়া এক এক জন গবর্ণর ও তাঁহার দুই তিন জন করিয়া উচ্চ বেতনভোগী মন্ত্রী রাখা আমাদের মতে কোন ক্রমে আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

যে অবধি ভারতবর্ষে ইংরাজদের অধিকার হইয়াছে, তদবধি কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একজন গবর্ণর নিযুক্ত হইতেছেন। [illegible] মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে দুই জন পৃথক্ পৃথক্ গবর্ণর ছিলেন, [illegible] কলিকাতার [illegible] ঐ অঙ্গে কলিকাতার একজন স্বতন্ত্র গবর্ণর নিযুক্ত [illegible] প্রেসিডেন্সির সৃষ্টি হয়। এই তিন প্রেসিডেন্সির কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে নির্ব্বাহিত হইত, [illegible] তাঁহাদের [illegible] কোম্পানীর নিকট দায়ী ছিলেন। [illegible] [illegible] এক একজন [illegible] ও [illegible] জন মাত্র [illegible] নিযুক্ত হইত। এই সভাপতিই [illegible] সমুদ্রের অধিপতি [illegible] ছিল না। [illegible] ক্রমে ক্রমে [illegible] এই সকল সভা নিযুক্ত [illegible]। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি [illegible] ক্রমে [illegible] যে [illegible] নিকটবর্ত্তী হইল, সেই সেই প্রেসিডেন্সি [illegible] হইল। এইরূপে এই তিন প্রেসিডেন্সির অধিকৃত প্রদেশ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত [illegible] তাহার [illegible] স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এইরূপ [illegible] ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্য [illegible]। ঐ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা [illegible] নামে নিয়ামক বিধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষীয় অধিকারে [illegible] ও বন্দোবস্তের জন্য নিদিষ্ট করেন। এই আইনে [illegible] নিয়ম করা হইয়াছিল যে, [illegible] প্রদেশের গবর্ণর অন্য অন্য গবর্ণরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন এবং তিনি গবর্ণর জেনেরল

সাহেব অভিষিক্ত হইবেন। তাঁহাকে চারি জন মন্ত্রী রাজকার্য্যে সহায়তা করিবেন। ঐ অক্ষ হইলে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়, যদ্যপি কোন কোন বিষয়ে প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া এই দুই গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। গবর্ণরেরা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে মনোনীত হন। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের রাজকার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা চলে। এবং যখন লার্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর ছিলেন, তৎকালে এই গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের অনেক অধিকার ছিল। সম্প্রতি পরলোকগত আরাম সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। তৎকালে তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরের যত ক্ষমতা ও অধিকার ছিল দেখিয়া ছিলেন, তত ক্ষমতা ও তত অধিকার তিনি গবর্ণর হইয়া আসিয়া ভোগ করিতে পান নাই। তুতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ষ্টেট্‌ সাহেবের মন্ত্রিত্বকাল হইতেই গবর্ণরদিগের অধিকার খর্ব্ব করা হয়। তদবধি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কার্য্য ও গবর্ণরের কার্য্য প্রায় একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন কার্য্য একরূপ, তখন বেতনের উৎকর্ষাপকর্ষের প্রয়োজন কি? বিলাত হইতে গবর্ণর প্রেরণ করিবার আবশ্যকতাই বা কি? সিবিলিয়ানদিগকেই বা এই পদটিতে অধিকার দেওয়া না হয় কেন? তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে যে স্বতন্ত্র গবর্ণর রাখিবার আবশ্যকতা নাই, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর রাখিলে যে তদ্দ্বারা কার্য্য রীতিমত চলিতে পারে, তাহা কর্তৃপক্ষেরা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না বলিয়াই আপাততঃ মান্দ্রাজের গবর্ণর রাখা হইতেছে। ইংলণ্ডে এ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। সে দিন ডাফ্‌টন সাহেব প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন "গবর্ণরের পরিবর্ত্তে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিয়োগ করিতে হইলে বিশেষ একটী আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সময় লাগিবে, তত দিন পদশূন্য রাখা যায় না। আপাততঃ ঐ পদে লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে।"

যাহা হউক, শীঘ্র শীঘ্র এই আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে এদেশের বিশেষ একটী উপকার হইবার সম্ভাবনা। এদেশের ধনাগারে ধন নাই, কিন্তু রাজকার্য্যে নিযুক্ত এত অধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারী আর কোন দেশে বা কোন রাজ্যে নাই। আমাদের গবর্ণর জেনরল যে বেতন পাইয়া থাকেন, কোন দেশে কোন রাজ্যে কাহারও এত অধিক বেতন নাই। তাঁহার বেতনের কথা দূরে থাকুক, আমাদের গবর্ণর ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরেরা যে বেতন পান ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতন তদপেক্ষা অনেক অল্প।

এই সমস্ত লইয়া মান্দ্রাজ মেইল বলেন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে গবর্ণর রাখা আবশ্যক। ষ্টেটস্‌ম্যান কথা আমাদের সহযোগী কহেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপে এই দুই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার সংকোচ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেবল নির্দ্দিষ্ট ধরা বাঁধা কার্য্য করিতে হয় মাত্র। অতএব তাঁহাদের অধিকার সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া এই দুই গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। তাঁহার মতে বঙ্গদেশে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব অঞ্চলেও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর না রাখিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও সম্যক ক্ষমতা সম্পন্ন গবর্ণর রাখা আবশ্যক। কেন না লর্ড রিপন একবার উক্তিক্রমে বলিয়াছিলেন যে গবর্ণর জেনরলকে এক্ষণে যে ভার বহন করিতে হয়, তাহা নিতান্ত দুর্বহ। আমাদের সহযোগীর মতানুসারে এই ভার সকল গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত করা উচিত।

মান্দ্রাজ মেইল এইরূপে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় ধনাগারের অনেক ব্যয় লাঘব হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আবশ্যকতা কি? কেবল যে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরেল পদ [illegible] এরূপ নহে, বাঙ্গালায় বিলক্ষণ বুদ্ধি করা উচিত। তাহা হইলে প্রস্তাব কালে ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব যে একাংশ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব মান্দ্রাজ মেইলের প্রস্তাব কোন রূপেই অনুমোদনীয় হইতেছে না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের স্থাপিত আমরা কোন প্রকারে আপত্তির আশঙ্কা দেখিতেছি না।

পার্লিয়ামেণ্টের অনুমোদন মেম্বর মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন গ্রাণ্ট ডফ [illegible] সম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্সি [illegible] সাহেবের [illegible] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিয়তকাল এডিনবরো নগরে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিয়ল কালেজে প্রবেশ পূর্ব্বক ১৮৫০ [illegible] বি, এ, ও ১৮৫৩ অব্দে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত ইনার টেম্পল নামক আইনের অধ্যাপনা গৃহে আইন অধ্যয়ন পূর্ব্বক ব্যারিষ্টার হন। তিনি এলগিন, বানফ, ও আবর্ডীন শিরের মাজিষ্ট্রেট, এবং ১৮৫৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এলগিন বরো হইতে শাসনাধ্যক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রেরিত হন।

তিনি ১৮৬৬ অব্দে মার্চ্চ মাসে আবর্ডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্বকালে ১৮৬৮ অব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে তিনি ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৭৪ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তৎকাল হইতে যখন লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন, তৎকালে তিনি এ দেশের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম বাহান্ন বৎসর। তিনি যে চতুর লোক তাহাতে বোধ হয় তিনি মান্দ্রাজের উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন।

বাণিজ্য সংবাদ।

গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে আমরা অহিফেন সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। ঐ ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার বিষয়ে আমাদের মত কি তাহাতে এক প্রকার পাঠকদিগকে জ্ঞাত করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবটী সহজ নয়; এমন কাজ আরও দুই এক বার হইয়া গিয়াছে,—এ প্রকার বৃহৎ ব্যাপারে লোক-হিতৈষণায় আমরা নাকি দুই এক বার দেখিয়াছি, তাই শাসনে বুদ্ধি বিবেচনা লোপে পাইয়া যায়। যাহার সম্বন্ধে তাহার উপদেশ [illegible] অতি কল্যাণী নাই, তত বিতর্কও নাই, একবারেই বলিতেছি, এক্ষণে অহিফেনের ব্যবসায়ে উঠাইয়া দাও। কিন্তু, রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল দেখা হয় না, তাই জিজ্ঞাসিছি,—এই দেশের লোকের মধ্যে কোন বাণিজ্যের সামগ্রী আছে কি না?

এদেশে বহুদিন অবধি হইতে ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় ব্যবসায়ীর লোক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের হাতেই সমস্তের উপর ছিল। এখনকার আফিসের বড় বড় সওদাগর সকল গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ছিল,—উহাতে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত লোকে লবণ প্রস্তুত করিত, তৎপরে উহা অন্যান্যকে বিক্রীত হইত। বাঙ্গালা মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে লবণের কারখানা ছিল, তথায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইত। বস্তুতঃ স্বাধীন বাণিজ্য থাকিলে সাধারণের কর্ম্মক্ষেত্রও বাড়ে, কারণ বাণিজ্যই লক্ষ্মীর প্রবেশ পথ।

বিলাতি বুদ্ধি শতমুখী, আবার বাণিজ্যের পথ

উল্লেখ [illegible] যুক্তি সঙ্গত বলিয়া [illegible] কোন [illegible] সম্প্রদায় [illegible] উঠিয়া [illegible] আমরা [illegible] [illegible] হিসাব [illegible]

[illegible] অনেক [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] কাজেই এ কথাটি [illegible] [illegible] হইল। [illegible] [illegible] এখন [illegible] [illegible] হইবে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্বাপেক্ষা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] মদের কথা এই দেখি,—এখন ভারতবর্ষে সকল [illegible], মজুর লোকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এখন সেই সকল সরল শ্রমজীবির একটি অধিক [illegible] উঠিয়া গিয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] একচেটিয়া এক [illegible] [illegible] [illegible] মদ্য [illegible] এমন নয়, [illegible] সমস্ত লোক মদ্য খাইতে বসিয়াছে। যে [illegible] [illegible] উৎপন্ন [illegible] [illegible] সেই সমস্ত দ্রব্য [illegible] থাকিলে, উহা উত্তরকালে নানা ব্যাধির কারণ হইয়া উঠে। যেমন তালের রস [illegible] সহজেই [illegible] মধু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাদির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] পরিণত হয় না। [illegible] ঐ [illegible] থাকিয়া যায়, যে জন্য [illegible] নানা প্রকার রোগোৎপাদক [illegible] অনেক প্রকার কীট [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] থাকিয়া যায়, [illegible] [illegible] অনেক রোগ উৎপন্ন [illegible] [illegible] [illegible] পরিণত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই সকল [illegible] [illegible] পদার্থের বিশুদ্ধ পরিবর্তন হয় [illegible] আর কোন অনিষ্টের ভয় [illegible] এখন [illegible] নাই। গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] বিলি করিতে-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুমান হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট মদের [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু, মদের উপর [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। যে [illegible] যে কেবল এই [illegible] [illegible] [illegible] বাসীদিগের। [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] [illegible] পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিল। বর্তমান আফিঙ্গের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাইতেছে, কিন্তু পরিণামে কি হইয়া দাঁড়াইবে, সে [illegible] আমরা অবগত। চীনেরা আফিঙ্গ খাইয়া অকর্মণ্য হইতেছে, অতএব ইংলণ্ডবাসিদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible], আমাদের [illegible] [illegible] না কেন? আমরা যে উৎসন্ন যাইতেছি! পূর্বে [illegible] [illegible] এক আধখানা মদের দোকান ছিল, [illegible] লোকে মদ খাইতে [illegible]; এখন গ্রামে গ্রামে [illegible]! [illegible] লোকের ঘরে পয়সা কড়ী [illegible] [illegible] পায় না, —[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কেবল বাড়িতেছে, [illegible] কর্মচারীরা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। অনেক লোকে মদ খাইয়া বিষম অনিষ্ট করিতেছে। [illegible] [illegible] অনিষ্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। নানা প্রকার [illegible] পীড়া, [illegible] পীড়া, [illegible] পীড়া, [illegible], [illegible] প্রভৃতি,—[illegible] পরিণাম ফল। অকালে মৃত্যু, [illegible] এবং [illegible], অনেক স্থলে [illegible] [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] এখন কোন ক্ষমতা নাই, [illegible] মুখ [illegible] [illegible] ভারতবর্ষ জীবিত আছে; যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] না, [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] আর কোন বিষয়ে [illegible] [illegible], [illegible] লোকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একেবারে মদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দোকান [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] হইত [illegible] এ পাপ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] বিশ্বাস করিবে? গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] কেবল [illegible] [illegible] [illegible], অন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible], [illegible] মদের দোকান একেবারে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের সামাজিক অবস্থা দিন দিন বিলক্ষণ উন্নতিশালী হইয়া উঠিবে।

আমরা দেখিতে পাই অকৃতশিক্ষিত নব যুবকেরা সংসার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে তাঁহারা সুরাপান করিতে শিখেন, চির জীবনের আশালতা অঙ্কুরেই ছিন্ন হইয়া যায়। আমাদের বিবেচনা হইতেছে, বুদ্ধিমান ইংরাজ প্রথমে ভারতের সুরাপান কমাইতে যত্নবান হইলে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন।

গবর্ণমেণ্ট আফিমের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ প্রস্তাব ভাল হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি অভীষ্ট সিদ্ধির আশা নাই। চীনবাসীরা কিছুতেই একেবারে আফিম সেবন ত্যাগ করিতে পারিবে না। এটী তাহাদের বহুকালের অভ্যাস। মুসলমান ধর্ম্মে সুরাপান নিষেধ আছে, সে কারণ মুসলমানেরা অত্যন্ত আফিম ভক্ত: চীনেরাও আরবদিগের নিকটে আফিম খাইতে শিক্ষা করে। একণে মিশরে, পারস্যে, তুর্কে এবং চীনে প্রচুর আফিম জন্মিতেছে। যদিও বোধ হয় ভারতের আফিম রপ্তানি বন্ধ হইলেও চীনের আফিম সেবন বন্ধ হইবে না।

চীনের যুনান প্রদেশে ১৭৩৬ সাল হইতে আফিমের চাস আরম্ভ হইয়াছে। গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে সিচুয়েন প্রদেশে আফিমের বীজ নীত হয় এবং আজ কাল ঐ প্রদেশের অর্দ্ধেক ভূমিতে আফিম জন্মে। এতদ্ভিন্ন কোন স্যু, চেক্সি সান্সি চিং লিং কেন ও মানচুরিয়া প্রদেশে যথেষ্ট আফিম উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দেশের আফিম ভাল নয়, কেবল দরিদ্র লোকেরাই তাহা ক্রয় করে। নতুবা সকল লোকে ঐ আফিম ব্যবহার করিলে ভারতবর্ষীয় আফিমের রপ্তানি এত দিন বন্ধ হইয়া যাইত।

চীনেরা যে এত আফিম ভক্ত, তাহার একটী গূঢ় কারণ আছে। নিবৃচিন নামক চীনের একখানি প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আফিম মনুষ্যদেহের মহৌষধ। ইহা সেবন করিলে শরীর সবল রাখে ও মনুষ্যকে দীর্ঘজীবী করে। সম্রাট কিএন্লুঙের রাজত্ব সময়ে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে আফিম প্রথম নীত হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রথম ২০০ বাক্স আফিম চীনে প্রেরিত হইয়াছিল। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় আফিম ব্যবসায় এই সূত্রপাত। সেই সময় হইতে আফিমের ব্যবসায় দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া আজ নয় কোটি টাকা ভারত রাজকোষে দান করিতেছে। ১৮৩৭ সালে ৩০,০০০ বাক্স প্রেরিত হয়; ১৮৪০ সালে, ৪০০০০ বাক্স, তাহার মূল্য ৫০০০০০০০ পাঁচ ক্রোর টাকা, ১৮৫৫ সালে ৬৫০০০ হাজার বাক্স, তাহার মূল্য ৬০০০০০০০ ছয় ক্রোর টাকা; ১৮৫৮ সালে ৭২০০০ হাজার বাক্স, তাহার মূল্য ৯০০০০০০০ নয় ক্রোর টাকা; ১৮৬০ সালে ২৮,৮৩৯ বাক্স, তাহার মূল্য ১০১১৫০৫০০০। প্রতি বাক্সে ১৷৷০ এক মণ ত্রিশ সের আফিম থাকে।

ভারতের সমস্ত রাজস্ব গড়ে ৪৫ কোটী টাকা অনুমান করা হয়। অতএব আফিমের আয়ে ঐ রাজস্বের প্রায় দশাংশ পরিপূর্ণ হইতেছে। এক দিন ইংরাজেরা চীনের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করিয়া এই আফিমের ব্যবসায় রক্ষা করিয়াছেন। পাছে বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, সে কারণ ইংরাজেরা অদ্যাপি ভিন্ন দেশের আফিমের শুল্কমুক্তি করেন না। পারস্যাদি দেশ হইতে পরীক্ষার জন্য কেহ যদি এখানে আফিম পাঠাইয়া দেন, তাহা নষ্ট না হইলে পরীক্ষায় মনোযোগ দেওয়া হয় না। এক দিকে আফিমের ব্যবসায় উঠাইবার কথা হইতেছে, আবার এ দিকে উহার চাসও এ বৎসর দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অতএব এই প্রস্তাবের গূঢ় অভিসন্ধি কি, আমরা বলিতে পারি না।—তবে মোটামোটি এই বলিতে পারি, অন্য দেশে যে প্রকার আফিম উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহাতে ভারতের ব্যবসায় আর অধিক দিন চলিবে না। এখন দেশেরা চীনের আফিম সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ভারতবর্ষের আফিম মধ্যম শ্রেণীর; তদনন্তর পারস্যের আফিম। চীনের ধনাঢ্য লোকেরা দেশেরই আফিম ব্যবহার করেন। মধ্যবিধ শ্রেণীর লোকেরা চীনদেশ জাত আফিমের সঙ্গে মিশা ভারতবর্ষীয় আফিম মিশাইয়া খায়। কিন্তু পারস্যের আফিম শুধুই ব্যবহার করা চলে। ইহাতে বোধ হইতেছে, অল্পে অল্পে পারস্যের আফিমই চলিত হইবে। অতএব, কিছু দিন পরে ভারতবর্ষের আফিমের আর আদর থাকিবে না, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

চীনে অনুমান চল্লিশ কোটী লোকের বাস, তন্মধ্যে দুইকোটি চল্লিশ লক্ষ লোক আফিম ব্যবহার করে। ভারতবর্ষীয় অনুসন্ধান করিলে আফিম ও গাঁজা সেবকদের সংখ্যা উক্তরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা দেখিতেছি, মাদক দ্রব্য এ দেশের সামান্য অনিষ্ট করিতেছে না। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আফিমের একচেটে ব্যবসায় উঠাইবার একবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তখন কিছু হয় নাই। এবারেও বাণিজ্যের উন্নতিকরে, তবে কার্য্যে কি হয় বলা যায় না। যাহা হউক, অসৎ উপায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা উঠাইয়া দিলে ইংরাজের সুখ্যাতি বটে; কিন্তু এখানকার—এই দরিদ্র ভারতের—মুস্কিল। নয় কোটী টাকা আবার কোথা হইতে উঠিবে?

বর্দ্ধমান হাস্‌পাতাল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী অনেক স্থলে যেন দশানন্দীর পাতড়—যেমন চড়ুকি তেমনি পড়কি। পূর্ব্বে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষীয়দের বিশেষ তত্ত্বাবধান ছিল না, যত দূর অপব্যয় হইতে পারে তাহা করিয়া দিয়াছে। তখন রোগীরা বেদানা মেওয়া সাগুদানা প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী পরিতোষের সহিত খাইয়া সুখে সচ্ছন্দে থাকিত, এখন আবার এক বিন্দু বিশুদ্ধ ঔষধ পাওয়া ভার হইয়াছে। সকল বিষয়ে অতি সর্ব্বত্র গর্হিত—যখন চক্ষু মুদিয়া লোটের মত টাকা জলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাও ভাল নয়, আবার এক্ষণকার এতদূর ব্যয়সঙ্কীর্ণতাও ভাল নয়।

পূর্ব্বে হাসপাতাল যেন লুটখানা ছিল; যাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই করিতেন। ডাক্তার গেন্ এবং টাইডন সাহেব সেই অপব্যয় নিবারণ করিয়া অনেকের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসার এমনি স্থান, একের প্রশংসিত পাত্র হইলে অন্যের অপ্রশংসিত পাত্র হইতে হয়,—সকলের মনোরঞ্জন করা হইয়া উঠে না। হাসপাতালের ব্যয় লাঘব করায় রোগী এবং তাহার আত্মীয়গণ সন্তুষ্ট হয় নাই। ডাক্তার গেন্ এবং অধ্যক্ষীয়েরা যুক্তি প্রমাণ দিতেন, আমরা তাঁহাদের কথায় সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারি না। রোগীরা এখন উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য পায় না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ কথা আমরা কেবল অনুমান করে বলিতেছি না। আমরা এক দিন স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—কাছেরন হাসপাতালে সামান্য ঔষধ কোনটাই অবশিষ্ট ছিল না। কেবল সেই দিন ছিল না এমত নহে, অনেকদিন হাসপাতালে আর ভাল ঔষধ রাখিবার উপায় নাই। [illegible] হাসপাতালে আমরা [illegible] একজন দরিদ্র লোককে পাঠাইয়াছিলাম। সেই উপযুক্ত [illegible] তাহার মৃত্যু হয়। হাসপাতালের এমন শোচনীয় অবস্থা যে সেই দরিদ্র ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য পাইত না। [illegible] বলকর দ্রব্য [illegible] আবশ্যক ছিল, কিন্তু এই সময় হাসপাতালের রোগীর চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাহা যে সন্দেহ স্থলে নাই। আমরা [illegible] কিছু খরচ দিয়া আনিয়াছি, তাহাতেই যে হইয়াছি নিবেদন করিব।

কলিকাতার সহরে সকল দ্রব্য দুর্ম্মূল্য। ইদানী চাউল দেড় টাকা হইলেও আমাদের মন বিস্মিত থাকে। অতএব সহরের ভিতর চাউল পাঁচ আনায় [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] আরও অধিক [illegible] নাই, ডাক্তারদিগের সম্পূর্ণ [illegible] চিকিৎসা [illegible] ও [illegible] কোন্ [illegible] আমরা কি [illegible] কোন [illegible] প্রকারে [illegible] নাই, অধিক [illegible] হয়, সে স্থলে [illegible] পুরুষ [illegible] চিকিৎসা [illegible] কলিকাতা [illegible] করিয়া [illegible] তাঁহারা কিছু [illegible] কিন্তু হঠাৎ [illegible] করিলেন না। [illegible] প্রকৃতি বাহক মূলা [illegible] জাতীয় সম্মান, [illegible]।

ডাক্তার সেন কলিকাতার [illegible] তাহা আমরা [illegible] পরিষ্কার রাখা [illegible] কাদের বিষ্ঠাদি পরিষ্কারের বিশেষ নিয়ম করিয়া এবং দুর্গন্ধ পুষ্করিণী সকল [illegible] করিয়া [illegible] বিলক্ষণ উপকার [illegible]। [illegible], কলাউঠা ও [illegible] রোগের [illegible] ছিল। [illegible] ঐ দুই সাংঘাতিক রোগ [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] আমরা ডাক্তার [illegible] হাসপাতালের বায় [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] নাই।

১৮৮০ সালের [illegible] জনক বটে, কিন্তু [illegible] হইয়াছে, [illegible] আমাদের অনেক আপত্তি আছে। তিনি ১৮৭৭ সাল হইতে [illegible] মৃত্যু সংখ্যা দেখাইয়া অনেক [illegible] করিয়াছেন, হাসপাতালের [illegible] অনিষ্ট ঘটে নাই, [illegible]। [illegible] বৎসর কলিকাতার অবস্থা [illegible] মন্বন্তরের [illegible] মৃত্যু [illegible] কিন্তু, [illegible] হইতে [illegible] ১৮৭৮ সালে ১৩৩৬ [illegible] ১১১৬ জন; ১৮৮০ সালে [illegible] জন।

১৮৭৭ সাল [illegible] করিয়া আসিতেছে [illegible] কিন্তু [illegible] এ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারি না। [illegible]

[illegible] কিছু কম অবশ্য ভাল, কিন্তু কলিকাতার অবস্থা এক বৎসর ভাল দেখিলেই আমরা ডাক্তার সেনের স্বাবক হইতে পারি না। বিস্ফুচিকা প্রভৃতি সকল রোগ পর্য্যায় ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে। দুই চারি বৎসর, স্থানবিশেষে আরও অধিক কাল [illegible] কোন রোগ কোন প্রকারে আর থাকে, [illegible] আবার [illegible] করে। বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতার অবস্থা ভাল [illegible] না। এবার কলাউঠা ও জ্বর রোগে অনেকের মৃত্যু হইতেছে [illegible] বৎসর শেষ না হইলে আমরা মৃত্যু সংখ্যার কথা নিশ্চয় বলিতে পারি না, তবে এখন আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এক বর্ষ ও কলাউঠা কলিকাতায় অনেক দিন হয় নাই।

[illegible] কলিকাতার [illegible] হাসপাতালে [illegible] রোগীর [illegible] ১৮৮০ সালে [illegible] হাসপাতালের [illegible] চিকিৎসা করা হইয়াছে। [illegible]

[illegible] হাসপাতালের বায় [illegible] কিছুই [illegible] নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ অনেকের কথা,— হাসপাতালের [illegible] বলিয়া [illegible] আর [illegible] ইচ্ছা করে না, [illegible] যায়।

[illegible] মৃত্যু [illegible] বৎসর মৃত্যু সংখ্যা [illegible] আমরা [illegible] সকল [illegible] কোন বৎসর পীড়ার অন্য [illegible] মৃত্যু সংখ্যা অন্য বৎসর অপেক্ষা অধিক [illegible] বৎসর [illegible] পীড়ার [illegible] অধিক [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প [illegible] অবস্থায় কোন বৎসর [illegible] রোগী [illegible] হইয়াছিল, [illegible] দেখাইলে [illegible] বলিতে [illegible] মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। [illegible] হাসপা[illegible] নিন্দা নাই, কিন্তু [illegible] লক্ষ সাধারণ শ্রেণীর [illegible] হইয়াছে, যে বায় একজন ব্যক্তির আপত্তির সীমা থাকে না। বিশেষতঃ আমরা দেখিয়া আসিতেছি,—১৮৭৬ সালে হাস[illegible] বায় কমাইয়া এই নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সেইকাল হইতেই যে হাসপাতালের অবস্থা ভাল হইয়াছে, তা নয়। ১৮৭৩ সাল হইতেই

মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং দুই এক বৎসরের অবস্থা দেখিয়া হাসপাতাল ভাল চলিতেছে কি মন্দ চলিতেছে—এ কথা বলা যায় না। [illegible] কেমন চিকিৎসা হইতেছে, আমরা তাহা বুঝি না। [illegible] বলিতে—[illegible] হাসপাতাল, [illegible] তবে [illegible] আমরা [illegible] না। [illegible] আমরা [illegible] অনেক আপত্তি, অনেক তর্ক উপস্থিত হইবে। আমরা বুঝি,—[illegible] ঔষধ [illegible] কি না, রোগীরা উপযুক্ত পথ্য পায় কি না, তাহাদের [illegible] কি না, আমরা [illegible]—আমরা তাহাই দেখিতে চাই।

ডাক্তার কোটস বলেন যে [illegible] খাদ্য সামগ্রী [illegible] জন্য [illegible] আছে। যখন আবশ্যক হয়, তখন আমরা অকাতরে বায় করিয়া থাকি। যে কোন চিকিৎসক তাঁহার রোগীদের জন্য যখন যাহা চাহিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দেওয়া গিয়াছে। [illegible] একটী কথা জিজ্ঞাস্য [illegible] নাই, [illegible] নাই। সকলেই স্ত্রীলোকেরা [illegible] ও রোগীদের আত্মীয়গণ হাসপাতালে আসিয়া থাকেন। রোগিদের প্রত্যেককে তাঁহারা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা তখন খাদ্যাদির বিষয়ে কিছুই

[illegible] মাস হইতে হাসপাতাল বাটীর [illegible] হয়। অনেক লোকের আত্মীয়গণ বাড়ী হইতে খাদ্য সামগ্রী আনিয়া হাসপাতালে দিয়া যান। [illegible] ডাক্তার কোটস বলেন—[illegible] এবং [illegible] হাসপাতালের সকল দ্রব্য খাইতে চান না। সেই কারণ তাঁহাদের বন্ধুগণ বাটী হইতে উপযুক্ত পথ্য আনিয়া দেন।

এ কথা সত্য হইতে পারে, কুসংস্কার বশতঃ সকলে হাসপাতালের দ্রব্য খাইতে চান না। কিন্তু আমরাও মধ্যে মধ্যে হাসপাতাল দেখিতে গিয়া থাকি, কোথায় কোন্ রোগে কি কি ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহাও দেখি;—কই, আমরা ত হাসপাতালের অবস্থা ভাল দেখি না। ঔষধের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ ও [illegible] অন্য দ্রব্য ভিন্ন আর কথা নাই। জীবনীশক্তি রক্ষার নিমিত্ত যে দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়, তাহা অতীব নিকৃষ্ট। খাদ্য সামগ্রীর কথা—[illegible] পাক করা হয়, তাহা মুখে আনিলে [illegible]। সমস্ত পীড়িত ব্যক্তিগণকেই অবস্থানুসারে দুগ্ধ কিম্বা মাংসের যুষ দেওয়া চাই। কিন্তু এমন অনেক রোগী দেখা যায়,—

তাহাদের চলৎশক্তি নাই, কষ্টে শয্যাতে উঠিয়া বসে, তাহাদের সকলকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় না। কচিৎ কোন কোন রোগীকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ কিম্বা মাংসের ঝোল দেওয়া হয়। তবে আমরা কর্তৃপক্ষীয়দের অনুগ্রহে যাহা শুনিয়াছি [illegible] প্রীত হইয়াছি। এই যেন অন্যের হাসপাতালের [illegible] কথা।

আর ইন্দ্রকান্তি দেখিয়া আমাদের মনে অনেক দুঃখ আহ্লাদের সঞ্চার হয়। সেখানকার বায়ু, সামগ্রীর অবস্থা বড় মন্দ নহে। কিন্তু আদ্যের হাস-পাতালে কত নানা রোগী আছে? দেখিলে, [illegible] কাজ হয়ে পড়ে। ডাক্তার [illegible] উঠিলে আছেন, ঔষধ নাই বলিলে চলে,—নানা রোগ বড় অন্যথা, ঔষধ অলৌকিক। তবে আমাদের উপকার কি?—উপকার এই,—মনে যাহা প্রকাশিত না পাইয়া অনাথ অসহায় অন্তর্গত প্রাণ পাইয়া একটা আশ্রয়ের ভিতর থাকিতে পায়; মরিলে পরে—আমাদিগ হইতে বিদ্যার্থীদিগকে শবচ্ছেদের উপযোগী দেন। অপকার কি?—এ রোগ ও রোগ ও রোগ—একত্র নানা রোগের দুর্গন্ধ মিশ্রিত হইয়া বিষম একটী সংক্রামক কাণ্ড ঘটে, পরিশেষে যাহার যে রোগ ছিল না, ক্রমে তাহাও আসিয়া উপস্থিত হয় [illegible] উপযুক্তরূপ ব্যবহার করা হয় না [illegible]।

আমরা [illegible]

[illegible] ইহা দূর করিবার নিমিত্ত [illegible] দাতব্য চিকিৎসালয়ের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য কেন উপায় না করিলে [illegible]

সাধারণের একটী মহৎ কীর্তি, সেখানে এক টীনা-টীনি দেখিলে আমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। কেবল হাসপাতালে দেখিয়াছি, চিকিৎসা ও ঔষধাদিতেই অনেকাংশে অধিক ব্যবহৃত হয়। দুর্ভাগ্য-দিগের প্রয়োগ একবারে সকলেই উঠিয়া গিয়াছে। এক কথা খুলিলে কিছুরই উপকারের আশা নাই। এ সম্বন্ধে আর যে যে বক্তব্য আছে, তাহা অবসরান্তরে লিখিত হইবে।

আবদুল লোহাদের আবেদন এবং হাইকোর্টের জজ প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেব।

সমাজের মঙ্গলসাধনেরই নিয়ম এই যে, কেহ অন্যায় পূর্বক কোন ব্যক্তির স্বত্বের বিঘ্ন করিলে বিচারপতিগণ তাহার প্রতিকার করিয়া থাকেন। এই জন্যই সভ্য সমাজে বিচারপতিগণের এত আবশ্যকতা। ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর বিচার-কর্তা আছে। তাহার নাম দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। [illegible] সম্পত্তি সম্বন্ধে কেহ কাহারও কোন স্বত্ব হানি করিলে দেওয়ানী আদালত তাহার প্রতিকার করেন, এবং সমাজ ব্যক্তিগণের সুনিয়ম ও শান্তির বিঘ্ন করিলে অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন অত্যাচার করিলে ফৌজদারী আদালত সেই নিয়মলঙ্ঘনকারী ও অত্যা-চারীর [illegible] সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই কেহ আমাদের দেশে আসামীদের বিচার করিবার অধিকার [illegible] বিচারপতিদিগের বিচার সম্বন্ধে উভয়ে আদেশের উপযুক্ত [illegible] বিচারপতিদিগের প্রতি আমাদিগের [illegible] হইয়াছেন। কিন্তু আমরা নিরতিশয় দুঃখের সহিত দেখিতেছি, যে অবধি তিনি [illegible] আসিয়াছেন, তদবধি হাই-কোর্টের [illegible]

সাধন করিয়াছে। সাধারণে এই কথা বলে এখন আর যে কারণ নাই [illegible] নাই। [illegible] আবদুল লোহাদের আবেদন লইয়া হাইকোর্টের জজ প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেবের সম্বন্ধে যে অশুভ অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে হাইকোর্টের বিচারের প্রতি যে সাধারণের অপ্রীতি জন্মিবে তাহা বিচিত্র নহে।

১১ ই জুন সোমবার ব্যারিষ্টার অ্যাকনদ (?) সাহেব পাটনা ডিবিজন জেলার বিচারপতি প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেবের নিকটে পাটনার [illegible] আবদুল লোহাদের মকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আসামীদের [illegible] ঐ মকদ্দমার বিচার করিবার ভার অর্পণ করিবার জন্য আবেদন করেন। আসামী আবদুল লোহাদ খুন প্রভৃতি অপরাধে সেশিয়ন বিচারালয়ে বিচারার্থ অর্পিত হয়। আসামীদের বিচার প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই যে, পাটনার ও নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আবদুল লোহাদ খুন করিয়াছে, সুতরাং তথাকার জুরি অথবা অ্যাসেসর হইলে আবদুল লোহাদের পক্ষে অন্যায় হইবার সম্ভাবনা। পাটনা এবং নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের লোকের মনে যে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পূর্বেই বিচারপতি কনিংহাম ব্যারিষ্টার অ্যাকনদকে বলেন "আপনার মক্কেলের বিচার স্থলে যে, সে নিরপেক্ষ আসেসর পাইবে না তদ্বিষয়ে আপনি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারিবেন না।" তদুত্তরে অ্যাকনদ সাহেব বলিলেন, তিনি ইতিপূর্বে এ পর্যন্ত কোন প্রমাণই দেন নাই, সেই প্রমাণ দিতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন। "পাটনা জিলার কতকগুলি অবস্থাপন্ন অথচ এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ব্যক্তির এই মকদ্দমা সম্পর্কে পাটনার কোন আদালতে যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেই তথাকার লোকের মনের ভাব পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত হইতেছে এবং আবদুল লোহাদের বিরুদ্ধে আদালতের পক্ষ সমর্থন করাইয়া দেওয়া ঐ আবেদনের উদ্দেশ্য।" এই বলিয়া যখন অ্যাকনদ সাহেব সেই আবেদন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জজ প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন যে "পাটনার জজ এই সকল লোককে আসেসর করিবেন না।" তাহাতে অ্যাকনদ সাহেব বলেন যে, তাহা হইলে যে সুবিচার হইবে, তাহার কোন কথা নাই। কেন না এই সকল ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। তথাকার অন্যান্য লোককে তাঁহারা যে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিবেন, তাহা আর [illegible] নহে। এই বলিয়া অ্যাকনদ সাহেব [illegible]

উক্ত আবেদন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে বিচারপতিদ্বয় [illegible], পরে কনিংহাম সাহেব বলিলেন " আমরা এই মকদ্দমা পুনর্বিচার করিব না, [illegible] উহার বিচার করিলেন।" অনন্তর জাকসন সাহেবের সমুদায় আবেদন [illegible] তাঁহার নিকট আরও কয়েকখানি [illegible] লোকের সাক্ষ্যঘটিত (আফিডাবিট) [illegible] ছিল। সেই গুলির উল্লেখ করিয়া জাকসন বলিলেন " আপনারা এখনও আমার [illegible] একটী কথাও শুনেন নাই " তাহাতে কনিংহাম সাহেব বলিলেন " জাকসন আপনার যাহা কিছু বক্তব্য, আমরা তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি, আমরা আর শুনিতে চাহি না, এবং আবদুল গোফানের মকদ্দমা পুনর্বিচার করিতে পারি না।" তৎপরে জাকসন সাহেব তাঁহাদিগের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিলে ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন " তুমি আর তাহাদিগের এই আদালতে আসি আর কখন আসিব না।"

বিচারপতিদ্বয়ের উক্তরূপ অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া হাইকোর্টের [illegible] ও উচ্চশ্রেণীর সমুদায় ব্যবহারাজীব, উকীল ও ব্যারিষ্টার তাঁহাদিগের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ব্যারিষ্টার জাকসন সাহেবকে তাহাদিগের মুখপাত্র করিয়া প্রধান বিচারপতি গার্থ ও [illegible] সাহেবের নিকট আবেদন করেন। বিশেষতঃ উক্ত বিচারপতিদ্বয় [illegible] যে এই [illegible], তাঁহারা অনেকবার [illegible] অবিচারের বিস্তার [illegible] এবং তাঁহারা আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিবার অনুপযুক্ত তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, ব্যারিষ্টার ও উকীল [illegible] প্রধান বিচারপতির নিকট [illegible] সম্বন্ধে [illegible] উল্লেখ করিয়া এই আবেদন করিলেন যে আবদুল গোফানের আবেদন সম্বন্ধে সমুদায় [illegible] না করিয়া ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করাতে [illegible] ও কনিংহাম সাহেবের বিচার [illegible] করিয়া ঐ আবেদনের বিচার করিবার জন্য অন্য বেঞ্চ স্থির করিয়া দেওয়া হয়। বিচারপতি গার্থ এই আবেদন ও জাকসন সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া [illegible] প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার [illegible] কোন আইন ও নজির আছে কি না [illegible] জিজ্ঞাসা করেন। জাকসন [illegible] নিম্নোক্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৮— অব্দে এই হাইকোর্টের দুই জন জজের উপর ফৌজদারী আপীল নিষ্পত্তির ভার অর্পিত হয়। তৎকালে যে সকল ফৌজদারী আপীল বিচারের জন্য এই দুই জন জজের নিকট আনীত হয়, তাহা সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিচারপতিদ্বয় এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, সমুদায় ফৌজদারী আপীল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক জন একটী ভাগের বিচার করিবেন। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এই বিষয় অবগত হইয়া এ রীতির দোষ দেখাইয়া বিচারপতিদ্বয়ের নিষ্পত্তি মীমাংসা অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া অপর একজন বিচারপতির সমভিব্যাহারে পুনর্বার তাহার বিচার করিয়াছিলেন। জ্যাকসন বলেন যে এই নজীরের বলে পিগট ও কনিংহাম সাহেবের অবৈধ কার্য্য গার্থ সাহেবের [illegible] করিবার অধিকার থাকা প্রতীয়মান হইতেছে। উপসংহার কালে জ্যাকসন সাহেব বলেন যে, বিচারপতিদ্বয়ের কার্য্য যে নিতান্ত অবৈধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যখন আদালতে কোন মকদ্দমার সওয়াল জওয়াব হয়, তখন বিচারপতির কর্ত্তব্য এই যে, তিনি নিরপেক্ষ ভাবে বাদী ও প্রতিবাদীর মকদ্দমা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তৎসমুদায় অবিচলিতচিত্তে শ্রবণ করেন ও নিষ্পত্তিকালে তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেন। বিচারপতিরা যদি এরূপ কার্য্য না করেন, তাহা হইলে এদেশের বিচার [illegible] হইবে, আর [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বাস করিবে।

[illegible] কার্য্য যে নিতান্ত অবৈধ ও [illegible] হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। [illegible] ও প্রতিবাদীর [illegible] শুনিবার [illegible] বিচারপতির নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। যাহা [illegible] কেবলই তাঁহার নিকট সুবিচারের আশা করিতে পারেন না। বিচারক সর্ব্বজ্ঞ নহেন, সুতরাং যদি তিনি প্রতিবাদীর বক্তব্য সকল না শুনেন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি ন্যায়ানুগত বিচার করিতে সমর্থ হইবেন? মনে কর, কোন আদালতে কোন বাদীর এজাহার ও প্রমাণ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদীর বক্তব্য ও প্রমাণ শ্রবণ ও গ্রহণ না করিয়া বাদীর পক্ষে ডিক্রী দিলেন, তাহা হইলে বিচার কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? যদি কোন মাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিগণের এজাহার লইয়া আসামীর কথার কর্ণপাত না করিয়া দণ্ড দেন, তাহা হইলে তাহাকে কি অবৈধ কার্য্য ও অত্যাচার বলে না? পিগট ও কনিংহাম সাহেব যে অনিয়মিত ক্ষমতার পরিচালনা করিয়াছেন, মফস্বলে অনেক স্থানে অনেক মুন্সেফী ও মাজেষ্টরী আদালতে ঐরূপ অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান অধিকার হইয়া থাকে। এই সময় হইতে এই সকল অন্যায় ও অবৈধ রীতির সংস্কার করা আবশ্যক, এবং তাহার সংশোধন না হইলে কাহারও আর আদালতের বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে না।

যাহা হউক, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেবের [illegible] শুনিয়া পিগট ও কনিংহাম সাহেবকে তাহার নিকট যে আবেদন করা হইয়াছে তদ্বিষয় অবগত করেন। তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের দোষ বুঝিতে পারিয়া আবদুল গোফানের আবেদন পুনর্ব্বার শ্রবণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। ৮ ই জুলাই শনিবার তাঁহাদের নিকট এই মকদ্দমার পুনর্ব্বার সওয়াল জওয়াব হয়। এখন তাঁহারা শান্তভাবে ও অবহিতচিত্তে পাঁচ ঘণ্টা কাল [illegible] শুনিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষের বক্তৃতা হইয়া গেলে পর তাঁহারা এই আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রায় দিবেন এইরূপ বলিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা [illegible] দুই দিন দুইরূপ ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। [illegible] তাঁহারা যে বিষয়ের বিচার দশ মিনিটে সারিয়াছিলেন, এইক্ষণে [illegible] সেই বিষয়ের মীমাংসা করা এক দিনে [illegible] হইল না। [illegible] বিচারকর্ত্তাদিগের! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল না। তাঁহার মকদ্দমা অগ্রাহ্য [illegible]।

পুস্তক সমালোচনা।

উদ্ভিজ্জ্বাণিজ্য সংগ্রহ। [illegible] সম্পাদিত। [illegible] [illegible] মুদ্রিত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে বাবু সেই সকল লোকের প্রথম মন্তব্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া কতকগুলি [illegible] সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি যে সাবধানে হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। এখানি উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে।

[illegible], [illegible], প্রথমভাগ। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত। এখানি দ্বারা [illegible] বালকদিগের অঙ্ক রাখিবার ও শিখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহাতে এই একটী সহজ ও সুগম নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা জুলাই। [illegible] কৌন্সিলসমাজে [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] অনেক [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] জুলাই। [illegible]

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের [illegible] লিখিয়াছেন "[illegible] (কুকবিহিন) [illegible] আমাদের বিশেষ [illegible] পাঠ করিলে [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] গ্রহণ করিয়াছে।"

[illegible]

আফগানস্থানের [illegible] আবশ্যক বলিতেছেন।

[illegible] আবদুল রহমানের [illegible] অভিষিক্ত হউন। [illegible] আবদুল রহমানের [illegible] আমির [illegible] গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

[illegible]

[illegible] অঙ্গীকার করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

নিয়ম করা হইয়াছে [illegible] এ ব্যবহারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] করিবার [illegible]।

[illegible] [illegible] উঠে। [illegible] প্রতি-[illegible] [illegible] বৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] এক্ষণে [illegible] [illegible] [illegible] স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে [illegible] [illegible] পরিমাণে [illegible] হইয়াছে, [illegible] [illegible] ইংরাজদিগকে শান্তি জন্য স্থাপন [illegible] করিবে।

[illegible] [illegible] পত্র প্রেরক বলেন, [illegible] [illegible] [illegible], একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন যে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া স্থির হইয়াছে যে, এক্ষণে [illegible] মনের পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিভাগে আছে, তথা হইতে কোন বিভাগে [illegible] করা হইবে।

[illegible] ইউরোপীয়দিগের জন্য [illegible] একটি [illegible] চিকিৎসালয় হইয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী স্থান [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] স্থান [illegible] [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট স্থানে চিকিৎসালয় [illegible] হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] ১৮৬২ অব্দ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতে [illegible]।

আমাদের [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ১৮৬০ অব্দের [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] এই [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] ঐ [illegible] দুই মাসের অধিক কাল [illegible] [illegible] ১৮৬১ অব্দের মার্চ মাসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] টাকা [illegible] তিন কোটী টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] ১৮ এ জুলাই [illegible], কলিকাতা, [illegible] ও মান্দ্রাজে [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] আদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] নামক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামক [illegible] এক [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কি [illegible]!

[illegible] নামক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible]। ঐ [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] আছে যে সকল [illegible] না।

[illegible] হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে [illegible] বিবাদ হইয়াছে, [illegible] হিন্দুরা তাহার নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে [illegible] [illegible] নিকট আবেদন করিয়াছে।

[illegible] [illegible] আফুর খাঁর [illegible] করিবার জন্য কাবুল হইতে বহিষ্কৃত হইলে কাবুলে যে কি [illegible] হইবে বলা যায় না। এক দিকে কতকগুলি লোক আফুরের পক্ষপাতী হইয়াছেন, অপর দিকে আর কতকগুলি ইয়াকুব খাঁর পুত্র [illegible] পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] বলিতেছেন তিনি ইয়াকুব খাঁর জন্য যুদ্ধ [illegible] করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সিংহাসনের দিকে [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] খাঁ যে [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। অতএব ইয়াকুব খাঁকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনর্ব্বার [illegible] দিলে যদি সকল গোল মিটিয়া যায় [illegible] বাধা কি?

ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে [illegible] [illegible] যে নগর আছে, সেখানে হইতে [illegible] উত্তর উপকূলস্থ [illegible] নগর পর্য্যন্ত সমুদ্রতল দিয়া যে সুড়ঙ্গ করিয়া রাস্তা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। এক্ষণে আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ উভয় স্থানের মধ্যে [illegible] [illegible] একরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধ্য দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন যে ঐ [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] থাকিবে যে তাহার উপর দিয়া [illegible] [illegible] কোন ব্যাঘাত না ঘটে। যে উপায়েই হউক, [illegible] ও [illegible] [illegible] সংযোগ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি না, সে বিষয়ে [illegible] সন্দেহ আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২০ এ জুলাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিদর্শন করিবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] নানা দেশের [illegible] [illegible] [illegible] আবেদন করিবে।

[illegible] শিক্ষা [illegible] জন্য কতকগুলি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমেরিকায় যাইতেছে।

[illegible] ১৫ জুলাই [illegible] [illegible] খোলা হইয়াছে।

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] যাইতেছে যে মুসলমানদিগের অত্যাচারে [illegible] [illegible] অধিবাসী ইউরোপীয়দিগকে পলাইয়া [illegible] থাকিতে হইয়াছে।

[illegible] মহারাজ মজঃফরপুরের উকীলদিগকে আইনের পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য [illegible] টাকা দিয়াছেন। পুস্তকগুলি মজঃফরপুরের উকীলদিগের সাধারণ পুস্তকালয়ে থাকিবে।

একজন ইংরাজ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া মক্কায় গিয়াছিল। মক্কা [illegible] তাহার [illegible] [illegible] লাগিয়াছিল। সে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

২১এ জুন মাল্টাদ্বীপের নিকট [illegible] ভূমিকম্প দেখা গিয়াছিল।

বোহেমিয়া [illegible] [illegible] লোকেরা [illegible] ও মুসলমানে ন্যস্ত হইয়াছে। [illegible] কৃষকদিগের নিকট হইতে [illegible] সৈনিকেরা যে [illegible] [illegible] ছিল, তাহাতে বোহেমিয়ার [illegible] লোকের [illegible] করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] আইন অনুসারে [illegible] অধিকারীরা [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

[illegible] বিভাগ।

[illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, এল, গুপ্ত [illegible] মাজিষ্ট্রেট হইলেন। তিনি কিছু দিনের নিমিত্ত [illegible] কার্য্য করিবেন।

১৮৮১ ১ লা জুলাই। [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] ১৮৮১ [illegible] আইনের অনুসারে কলিকাতার [illegible] [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ঐ আইনের অনুসারে [illegible]

[illegible]

[illegible]

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible]

[illegible]

সংবাদদাতার পত্র।

[illegible]

জোড়াসাঁকো [illegible] [illegible] বৃষ্টি [illegible] আউশ ধানের [illegible] ক্ষতি হইল। [illegible]

[illegible] [illegible] আদৌ [illegible] না। [illegible] [illegible]

[illegible] অধিক [illegible] [illegible] তুই এক [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদেশ করিয়াছেন। আমাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন নিকাশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকাশ [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকাশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] নিকটে এ বিষয়ের জন্য একখানি আবেদন [illegible] হইয়াছে। মহাশয় সোমপ্রকাশে [illegible] [illegible] করিয়া মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের [illegible] আকর্ষণ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

একজন [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] । তাঁহার পরলোকগমনে কলিকাতার "[illegible]" সভা ছিল। তিনি কলিকাতা [illegible] ও [illegible] মাসিক [illegible] টাকা বেতন [illegible] পাইতেন। তিনি তাঁহার ৬টী অল্প-বয়স্ক [illegible] শিক্ষা দিয়াছিলেন। বালক [illegible] বাজার করা, জুতা সিলাই, রোপণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। [illegible] বাবুর বিশ্বাস যে মানসিক পরিশ্রমে [illegible] ও দৌর্ব্বল্য হইয়া উপজীবিকার জন্য পরোপাসনা করিতে বাধ্য হইয়া [illegible] করিয়া থাকে, অতএব তিনি নিজ বালকদিগের জন্য উপরি কথিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন বালকদিগকে এক্ষণে সময় হইতে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্তি না করিলে, পরিণামে "আমি" বড় বলিয়া অভিমান জন্মিতে পারে ও সেই সঙ্গে এ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি না হইতে পারে। তিনি বালক ছটীকে ভদ্র বালকদিগের সহিত বড় মিশিতে দেন না ও তাহাদিগকে কষ্টসাধ্য কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। স্থানীয় অনেক ভদ্র ব্যক্তি ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমার মতে অধিকাংশ [illegible] ব্যক্তির উক্ত [illegible] বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। চাকুরীর বাজার যেরূপ গরম, এইরূপে নিজ সন্তানগণকে স্বাধীন পথে চলিতে না শিক্ষা দিলে উপায়ান্তর নাই।

[illegible] একটি ধূমকেতু উদিত হইয়াছে। রাত্রি এক প্রহরের পর উত্তর দিকে উদিত হইয়া রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা ধূমকেতুর উদয় নানাবিধ অনিষ্টের কারণ বলিয়া শঙ্কান্বিত হইয়াছে।

গত ২০এ জুন [illegible] চতুষ্পাঠী [illegible] দ্বিতীয় পরীক্ষা [illegible] পরীক্ষায় [illegible] পারিতোষিক [illegible] হইয়াছে।

সে দিন [illegible] উচ্চ [illegible] এক-[illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] সকলই [illegible] মূল্যে [illegible] আমাদের স্থানীয় বাজারে [illegible] হইয়াছে। মোটা চাউল [illegible] হইতে [illegible] বিক্রয় হইতেছে। আমাদের [illegible] বাজারের দোকানদারগণ যেরূপ ক্রেতার নিকট উচ্চমূল্য [illegible] ক্রেতাগণকে প্রতারিত করে, [illegible] পুলিস [illegible] ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন না কেন বুঝিতে পারি না।

যুধিষ্ঠিরের [illegible] কলির ঘটনা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি সেই অবিকল বাণী প্রায় [illegible] কার্য্যে পরিণত হইতেছে। বিশেষতঃ ব্যভিচার দোষ উভয় সমাজে অস্বাভাবিক রূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সে দিন মুকুন্দপুরে এক কৈবর্ত্ত রমণী [illegible] উপপতির প্ররোচনায় [illegible] উপপতিকে অস্ত্রাঘাত করিবার চেষ্টা করে। আহত ব্যক্তি হাসপাতালে দীর্ঘকাল চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ব্যভিচারিণীর কয়েক মাস কাল কারাবাস হইয়াছে মাত্র।

[illegible] গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী কদলী কাণ্ডের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া কদলী পুষ্প বা মোচা বহির্গত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজ্ঞাপনকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, [illegible] ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা। ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু [illegible] ২৩ ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিজ্ঞাপনকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৬৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও [illegible] হয় এবং মস্তক [illegible] শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৵০

[illegible] বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর [illegible] এবং [illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।৵০

[illegible]

ইহার দ্বারা [illegible] অতিসার উদরাময় [illegible] অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদির যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি আমার নামে [illegible] পত্র লিখিলেই পাইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিভাগে গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, বাতে-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, প্লীহা, পিলাইঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ডাক্তার এণ্ড কোং যত্নবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমত ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য উভয় দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় গোরাবাগান কলিকাতা } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

চিত্রমালা (সামাজিক নবন্যাস)	১/
কর্ম্মশিক্ষা	।০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ৭৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানার্জির লাইব্রেরিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৩০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ৷৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৵০, গোপাল তাপিনী ১, দশপ্রাণ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অসাধ্য মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, কম্প পক্ষাঘিকম্প, স্মরণবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাকলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

——:০:——

যিনি এক দিনের জন্যমধ্যে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগতকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

———

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাশয়ের আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাক মাশুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৪ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বেদবাস হইতে ৩০ মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৴০ হিসাবে।

খিদিরপুরের রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং হোল্ডিং জোরকল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই শ্রাবণ ১৮৮১। } শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৬ নং বাটী খিদিরপুর।

বাকি এণ্ড মরে।

২৫ টাকা মূল্যের ইংলিশ ওয়াচ

নূতন প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেন্ট সহিত। হন্টিং অথবা ওপেন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হন্টিং ইংলিশ ওয়াচ মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) যাহা কেহ আকাঙ্ক্ষা করে।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে যে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেলিং এর সাধারণ। নিকেল এবং সিলভার কেসে মূল্য ১৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রাল কনফিলড আই গ্লাস-চিরে মূল্য ৬/০ ও তদতিরিক্ত মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ঘড়ি, ক্লক, ব্যারোমিটার প্রভৃতি সাংসারিক বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত মেরামত হইয়া থাকে।

বাকি এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়াতে ৫০ বৎসর কাল সকল কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ প্রতীতি দেখাইতেছেন।

বাকি এণ্ড মরে ৩। ১ ডেলহৌসি স্কোয়ার—কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, প্লীহা, অম্লপিত্ত, গ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ।০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুযত্নসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা অস্থির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

শুবাক্ত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টরজঃ ও বাধক বেদনা, মাসিকদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং মৃতবৎসা-রোগ জন্য প্রযুক্ত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই অমিক ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মোদবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু শূল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিরোগ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১।০
প্যাকিং খরচা	৵০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অজস্র নূতন ও পুরাতন মধুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং রজেন্দ্রনাথ দে এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১০০ নং বাটী।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার একটী শিশু সন্তান বয়ঃক্রম আড়াই বৎসর জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি ঔষধ সেবন করানতে বাতউদর হইয়া তৎকর্ত্তৃক বাক্যরোধ অবশাঙ্গ হয় এবং জ্বর থাকে। আমি দুই মাস ধরিয়া বৈদ্যমত ও এলোপেথিক এবং হোমিওপেথিক মত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে শিমলা নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি। কবিরাজ মহাশয় দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে এবং বহু যত্ন বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমার সেই শিশু সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।
সাং ইষ্টার্নহোপ প্রেস।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার—গৌহাটী	১০
শ্রীযুক্ত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দেব—বালেশ্বর	১০
" " রাজনারায়ণ কোঙর—ডোমজুড়া	১০
" " দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী—সন্তোষগ্রাম	১০
" বাবু গোবিন্দমোহন রায়—কাকিনীয়া	৭
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী—রাজবাটীপুরা	৭
" " অভয়াচরণ মজুমদার—দিলপসার	৭
" " প্রতাপচন্দ্র রায়—ভূপতাড়া	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ৩৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৪ ঠা শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ১৮ ই জুলাই। | অগ্রিম [illegible] অগ্রিম পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওরায়েন" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বহুপ্রকার তরমুজাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টারাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি মেরিগোল্ডাদি ফুলের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জির ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৫॥ টাকা। সুগন্ধি ফুল ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৩॥ টাকা। প্রত্যেকের অৰ্দ্ধ প্যাকেট ২॥০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ২॥ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাষ প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর, পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, কার্ব্বঙ্কল, সর্ব্বপ্রকার দুষ্টব্রণের ঘা, ফোড়ার ঘা, আগুনের ঘা, স্তনের ঘা ও [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, চুলী ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষপাঁচড়া, চিড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, ভগন্দর অর্থাৎ (বাঘী ঘা) ফিস্চুলা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আগুনপোড়া, বিস্ফোটক, কাটা ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, [illegible] ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতার ১৬ নম্বর [illegible] ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর [illegible] ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মাঞ্চেষ্টারের অতি উৎকৃষ্ট সূতা।

আমাদিগের [illegible] অতি উৎকৃষ্ট ও অবিমিশ্র [illegible] মাঞ্চেষ্টারের [illegible] চিনি [illegible] আমদানী করিয়াছি, [illegible] সন্তোষজনক [illegible] ক্রয় করিবেন।

শ্রী[illegible] দত্ত।

সমালোচক তৃতীয় ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] সমালোচনা, বেদান্তের মধ্যে আত্মজ্ঞান, [illegible], হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? [illegible], [illegible] এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। [illegible] মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। [illegible] সোদপুর [illegible] সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কাগজ প্রেরিত হয় না।

প্রকাশ্য সত্য! সুলভ মূল্য!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গানুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিশুদ্ধ অনুবাদ অনেকেই প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে অদ্যাপি কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। [illegible] নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি [illegible] পণ্ডিত [illegible] অনুবাদ প্রকাশ করিতে [illegible]।

[illegible]

[illegible] মূল্য [illegible] থাকিবে।

([illegible]) কলিকাতা [illegible] [illegible] নং বাটী।

প্রকাশক শ্রী[illegible]চন্দ্র সরকার।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীট ১০২ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা, যকৃতের পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া [illegible] আরোগ্য ও প্রসব

ইত্যাদি [illegible] নাম্নাকদিগকে বিশেষ উপ-কৃত [illegible]।

[illegible], [illegible], ও মুরশিদাবাদ ([illegible]), [illegible] অস্থ চিকিৎসা রোগীর সুহৃ [illegible]।

[illegible] সহকারে একাটাইয়া থাকেন। [illegible] [illegible], কিন্তু ও ঔষধির পীড়া চিকিৎ [illegible] পুস্তক একত্র বাঁধাই ৫ টাকা মূল্য পাওয়া যায়।

নূতন ঘর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অম্বাশয়, [illegible], ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তকাশে পড়তি ঔষধের তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আমোঘ [illegible] এক্ষণে কোন স্থানে হইয়া ঐ ভাবে বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র

নদীয়া জেলার প্রজাগণের নিবেদন।

মহাশয়! আমরা নদীয়া জেলার অন্তর্গত খড়ীয়া নদীর পূর্ব্বধারবর্ত্তী কতকগুলি দুঃখী প্রজা। আমাদের দুঃখ দর্শন করিয়া আমাদের দুঃখে দুঃখী হন বা আমাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, এরূপ নিঃস্বার্থ প্রজাহিতৈষী লোক আমরা একটীও দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের দেশস্থ ধনী ও জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কর্ম্মচারী, সকলেই আমাদের অসীম দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়াও কেহই নিঃস্বার্থভাবে এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের দুঃখের কথা জানাইতেছি, আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আপনার সুবিখ্যাত ও প্রজাহিতৈষী পত্রিকায় এই বিষয়ের আন্দোলন করিয়া যাহাতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের কর্ণগোচর হইয়া ইহার প্রতিকার হয়, তাহা করিবেন।

নদীয়া জেলার অধিকাংশ স্থানই খড়ীয়া নদীর পূর্ব্বভাগে এবং এই ভাগের প্রায় সম্পূর্ণাংশই নিম্ন ভূমি। এই ভাগের মধ্যে যে কয়েকটী নদী আছে, তন্মধ্যে খড়ীয়াই প্রধান। এই নদীর মধ্যে অনেকগুলি ছোট খাল আছে। বর্ষাগমে নদীর জল বৃদ্ধি হইলে ঐ সকল খালের মুখ বোজ করা আবশ্যক হয় নতুবা জলরাশি প্রবলবেগে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের শস্যাদি সমস্ত গ্রাস করে। কেবল খালের মুখ বোজ করিলে নিস্তার নাই, যেমন নদীর জল বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি নদীর উচ্চস্থান (দাঁড়া) সমস্ত বাঁধিতে হয় নতুবা বন্যাদেবী বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলেন। সচরাচর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এই সকল খালের মুখে জল লাগে এবং ক্রমে জল বৃদ্ধি হইয়া ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত জল বৃদ্ধির সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে দেশীয় জমিদারেরা প্রজাদিগকে লইয়া ঐ সকল খালে ও দাঁড়াতে কিছু কিছু মাটী দিয়া সাধারণরূপ এক একটা বাঁধ দিয়া দেন। যে বৎসর বন্যার জল অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সে বৎসর প্রজাদের রক্ষা হয়; তাহার উপর আর একটু বৃদ্ধি হইলেই তখন দেশস্থ প্রজা উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া যথাসাধ্য বাঁধ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু এ অবস্থায় অনেক সময়েই ইহাতে কোন ফল হয় না, জলের উপর নূতন মাটি দিলে তাহা অনতিবিলম্বেই গলিয়া যায়। সুতরাং শেষে নিরুপায় হইয়া লোকে বন্যার জলের সহিত দুঃখের জল যোগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। যদি বর্ষার পূর্ব্বে এই সকল বাঁধ রীতিমত ও আবশ্যকমত উচ্চ করিয়া বাঁধা হয়, তাহা হইলে বন্যার আশঙ্কা একেবারেই দূর হয়। কিন্তু তাহাতে কাহারও চেষ্টা নাই। জমিদারেরা ঘর হইতে এক টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটদিগকে জানাইলে তাঁহারা বাঁধের জন্য জমিদারদিগকে এক এক খানি পত্র লিখিয়াই অনেক সময়ে নিরস্ত হন। তবে আর উপায় কি? জমিদার, দেশীয় ধনী লোক ও গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে কাহারও দ্বারা যদি ইহার প্রতিকার না হয়, তবে আমাদের মরণই মঙ্গল। জমিদারেরা চেষ্টা করিলে অর্থাৎ অগ্রে ঘর হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া বাঁধ বাঁধাইয়া পরে যদি প্রজার নিকট হইতে তাহা শোধিয়া লন, তাহা হইলে হইতে পারে বটে; কিন্তু জমিদার সম্বন্ধে এক্ষণে প্রজাদের মনের ভাব স্বতন্ত্র অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন আর কোন জমিদারের সঙ্গেই প্রজার সেরূপ সদ্ভাব নাই জমিদারেরা প্রজার হিতের জন্য অগ্রে ব্যয় করিয়া শেষে যে তাহা অবাধে আদায় করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহারা এরূপ ভরসা করেন না বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে অগ্রসর হন না। যাহা হউক, জমিদারেরা যে নিঃস্বার্থভাবে ঘরের টাকা ব্যয় করিয়া বাঁধ বাঁধাইয়া দিবেন, সে ভরসা নিতান্তই অমূলক। এক্ষণে আমাদের ভরসার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট যদি বাঁধ বাঁধাইয়া দেন, তাহা হইলেই প্রজাগণ রক্ষা পায়, নতুবা উপায়ান্তর নাই। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে প্রজাদিগের রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েরও ত্রুটী নাই, কিন্তু যখন আমাদের জীবন কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন দুর্ভিক্ষে দেশ হাহাকারে পরিপূরিত হয়, সেই সময়ে সে ব্যয় করিয়া প্রজাবৎসলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

গত ১২৮৪ সালের বন্যার পর দেশে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইবামাত্র গবর্ণমেণ্ট রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করেন। রিলিফ ফণ্ড হইতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা যদি বাঁধ বাঁধা সম্বন্ধে হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সাহায্য করা ও ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নিবারিত হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া চাপড়া হইতে শিকটি পর্য্যন্ত একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে সাধারণের গমনাগমনের রাস্তা ও খড়ীয়া নদীর বাঁধ এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে রাস্তা প্রস্তুত হইতে না হইতেই নির্দ্দিষ্ট টাকা নিঃশেষ হইয়া গেল, সেই অবধি রাস্তাটী অদ্ধসম্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সম্পন্ন হইলেও ইহাতে বাঁধের কার্য্য কতদূর ফলোপধায়ী হইত, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে রোডসেস ফণ্ড হইতে ব্যয় করিয়া খড়ীয়া নদীর সাবেক বাঁধগুলি বাড়াইয়া দিউন নতুবা এই প্রজাপুঞ্জের জীবন রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। আমাদের রাস্তাঘাটে প্রয়োজন নাই, যদি আমরা অন্নাভাবে মারা যাই, তখন আমাদের রাস্তায় কি হইবে? যদি রোডসেস ফণ্ড হইতেও এ ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত হন, তাহা হইলে বাঁধ বাড়াইবার জন্য আর একটী স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করিলেও প্রজারা তাহা দিতে অস্বীকার হইবেন না। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে অপরের দ্বারা কোন প্রকারেই এ কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

১২৮৮ } জেলা নদীয়ার
১০ ই আষাঢ় } বন্যাপীড়িত প্রজাবর্গ।

যেহারের একটী কদর্য্য প্রথা।

আপনার ৭ ই আষাঢ়ের "সোমপ্রকাশে" শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় মহাশয়ের পত্র খানি পাঠ করিয়া ঐ প্রদেশে বিবাহকালে স্ত্রীলোকে অশ্লীল গান করেন বলিয়া তদুচ্ছেদ করণে হিন্দুস্বামীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং ঐ প্রথা স্থানান্তরে আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি অন্য প্রদেশের কথা জানি না বলিয়া কেবল যেহারের কথা যত দূর জানি তাঁহাকে লিখিতেছি।

বঙ্গদেশের মত এ প্রদেশেও যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতিই আছে, সকলেই জানেন।

এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত এবং ভূঁইহার এই চারিটী প্রধান জাতি। ইহাদিগের বিবাহ কালে কন্যা দেখা প্রথা নাই। অনেকাংশে পাত্রটী অল্প বয়স্ক ও কন্যাটী পূর্ণযৌবনা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি পাত্র ৮। ৯ বৎসরের এবং কন্যাটি ১৪। ১৬ বা ততোধিক বৎসরেরই হইয়া থাকে। পাত্র অল্প বয়স্ক হইবার কারণ এই যে, যাঁহাদের প্রাসাচ্ছাদনের কিঞ্চিৎ মাত্র উপায় আছে, তাঁহাদের পুত্রের বিবাহ হইতে বিলম্ব হয় না। শত শত পাত্রীর সম্বন্ধ স্থির করিবার নিমিত্ত তাহার দ্বারে শত শত ভদ্র লোক লালায়িত। অতএব ৮। ৯ বৎসরের অধিক বয়সের পাত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ২য়, যদি কোন ঘটনা ক্রমে পাত্র ১২ বৎসরের অধিক হইল, সে পাত্রের বিবাহ অনায়াসে হইবে না। অন্যূন ১০ টাকা সম্পত্তি থাকিলেও ঘটকেরা সন্দেহ করে যে, হয় ইহাদের বংশের দোষ আছে, নতুবা পাত্রের কোন পীড়া আছে। এই কারণে লোকসকল দিগকে অগত্যা পুত্রকে বাল্য কালেই বিবাহ দিতে হয়। তবে কন্যা যে অধিকবয়স্কা হয়, তাহার কারণ, এদেশে আমাদের দেশের মত কোন ছত্রীস সমাধি কিম্বা কৌলীন্য কিছুই নাই, প্রাত্যহিক ঘটা ততটী হয় না, যার কেবল এই এক কন্যা ও পুত্রের বিবাহে হয়। যেমন অপর বিষয়ে ব্যয় নাই, তেমনি এই এক বিবাহোপলক্ষে সকল ব্যয় পূরণ হয়। সামান্য এক দরিদ্র সন্তানের বিবাহেও এক শত লোকের কম আইসে না। তদ্ব্যতিরিক্ত পাত্রকে আপনার অবস্থোচিত (তিলক দহেজ) দান সামগ্রী প্রস্তুত দিতে হয়। এই জন্য বুদ্ধি পাত্রে-লাল কায়স্থদিগের বিবাহের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এখানে বরযাত্র তিন দিবস থাকে এবং ঐ তিন দিবসই কন্যাকর্তাকে আহার করাইতে হয়। যে কাল পর্য্যন্ত ঐরূপ খরচে কন্যা-কর্ত্তা সক্ষম না হয়েন, তাবৎ কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিতে পারেন না। এইরূপে কাল বিলম্ব হয়। অধিকাংশ কন্যাদিগের ১২। ১৪ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। আবার পাত্রের এইরূপ অযোগ্য বিবাহে যে সকল কুফলাদি হয় তাহা বিষয় জ্ঞাত হলে, তাহা আপনি ও আপনার সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীই অনুভব করিয়া লইবেন। এরূপ কুপ্রথা বোধ হয় অপর কোন দেশে আছে, এরূপ জ্ঞান দেখা যায় না। কত দিনে যে এ প্রথার উচ্ছেদ হবে তা কে বলিতে পারে? আমাদের মাননীয় লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুর দেবনাগরী অক্ষরকে উচ্চাসনে বসাইতে যে এত যত্ন করিতেছেন, নিশ্চিত বোধ হয় এতদুর অবগত নহেন। বিদ্যাশিক্ষা না দেওয়াতে যে ভূরি ভূরি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, এতদ্দ্বারা বিশদরূপে পরিস্ফুট হইতেছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা আর এই অযোগ্য বিবাহ রহিত করা উভয় কি সমান?

নিত্য ও অনুগত — দ্বীঃ—

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! শ্রুতিতে যাঁহাকে সুখদুঃখভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর্য্যধর্ম্মবিবেক নামক পুস্তকে সেই কূটস্থ চৈতন্যকে নির্গুণ অবিকৃত তুলাদি মহাশয় পরব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন কেন? সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ আমাদের এই সংশয় ছেদ করিবেন, এই আশয়ে অদ্য একটী সন্দেহসূচক প্রস্তাব ভবদীয় সমীপে প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, অনুকম্পা পূর্ব্বক উহা সংশোধন পূর্ব্বক সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়।

৭ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "সন্দেহনিরসন" প্রস্তাব পাঠে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম; কিন্তু একটী বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

আর্য্যধর্ম্ম বিবেক।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ঈশ্বরাত্মা ততোজাতস্তস্মাজ্জীবাত্মতঃ পরঃ।
সৃষ্টিসম্বন্ধমেবৈকং কূটস্থং নামধেয়কং ১৩৪শ্লোক।
পরে এক্ষণে কূটস্থে সত্যাত্মা কারণে যদি।
তদা কালিম্বয়োঃ সাক্ষীতি পরা পুনা ভবেৎ" ॥
১৫ শ্লোক॥

অর্থ।

পরমাত্মা হইতে ঈশ্বরাত্মা জন্মেন; ঈশ্বরাত্মা হইতে জীবাত্মা জন্মিয়া থাকেন; সৃষ্টি করিবার হেতু এক কূটস্থ আত্মা এই প্রকারে বহু হইয়াছেন। ১৪৫ এরূপ আশঙ্কা এ স্থলে হইতে হয় যে, কূটস্থ পরব্রহ্ম যদি সত্য হয়েন, তবে তাঁহার কালিম দোষ হয় ॥ ১৫ আর্য্যধর্ম্ম বিবেক উপনিষদ উক্ত শ্লোকে কূটস্থ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝাইতেছে অথবা ঐ পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট প্রমাণ দেখান হইয়াছে, যথা;—

নিত্যশুদ্ধি নিরাকারমব্যক্তং সংস্কারণকং।
সৃষ্ট্যর্থং সংসারং দেব কিছু আনন্দঃ ভবেৎ॥

আর্য্যধর্ম্ম বিবেক কূটস্থ শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

পঞ্চদশী ৭ ম পরিচ্ছেদ।

কিং কূটস্থচিদাভাসোহথবা কিমুভয়াত্মকঃ।
ভোক্তা তত্র ন কূটস্থোহসঙ্গত্বাৎ কেবলং ভবেৎ
প্রবেৎ ॥ ১৫৮ শ্লোক
উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে।
তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১৫৯ ॥

কূটস্থ চৈতন্য, আভাস চৈতন্য কিম্বা উভয় মিলিত চৈতন্য; এই তিনের মধ্যে কাহাকে ভোক্তা বলা যায়? ... উভয়াত্মক চৈতন্যকে ভোক্তা করিয়া অবশেষে শ্রুতিতে ..., চৈতন্যকে মায়িক সুখদুঃখাদির ভোগকর্ত্তা বলিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সুখদুঃখাদি বিকার ভোগী কূটস্থ চৈতন্য নূতন আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, হউন; তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের ২৩ পৃষ্ঠায়।

"তদা বিদ্যাবশে এক্ষ কূটস্থং নীরবাঁশকং।
পরমাত্মা বিশ্বিতং তৎ কালেতে সংপ্রিপক্ককং ॥"

অর্থাৎ পরমাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন, পরমাত্মা কূটস্থের প্রতিবিম্ব। এই অপ্রামাণিক বচন শুনিয়া চমকিত হইলাম; কারণ পরমাত্মা ছায়া-সদৃশ বিম্বাদি প্রতিবিম্ব নহেন। এক পরমাত্মাই সত্য, যাঁহ বেদোক্ত সত্যার আড়ম্বর মন্ত্রে শেষভাগে প্রকাশ আছে যথা;—"সত্যো জ্যোতিঃ পরমাত্মাদি ভূতেভ্যো স্বাহা"। সত্যকাল হইতে অদ্যাপি আর্য্যসন্তানেরা প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা কালে পরমাত্মার সত্যতা-বোধক আড়ম্বর মন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, কেহ কখনও পরমাত্মা কায়েতে এইরূপ বাক্য দিয়েন নাই, শুনেও যায়ন নাই। এমন যদি হইল, তবে আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক পুস্তকে কূটস্থ পরব্রহ্ম মায়ামধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরমাত্মা হন, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল কেন? আমার এই একটী সন্দেহ ও এইমাত্র জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু
শ্রীরামমণি ভট্টাচার্য্য
শান্তিপুর।

একটী সৎ চেষ্টা।

কলিকাতাস্থিত "সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী" সভার অনুষ্ঠান পত্র পাঠে এতদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সজ্জন মহাত্মারা বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের পরস্পর বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া এই প্রথা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র দেশে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। অনেক কন্যা কুলবিনা ব্যক্তি অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। যে মহাত্মারা অন্য শ্রেণীর উপযুক্ত বরকে স্বীয় স্বীয় কন্যাদি সম্প্রদানে প্রস্তুত আছেন বা হইয়াছেন, তাঁহারা অবিলম্বে এ সভার সম্পাদককে জানাইলে সমুদয় বিষয় বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে অনেক বিদ্যোৎসাহী

অল্পবয়স্ক পাঠক সংশোধন ও প্রস্তাবের অনেকের সহিত অনুমোদন করিবে এটী প্রস্তাবে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য আগ্রহের সহিত ব্যবস্থা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

দেশীয় মহাত্মাদিগের সমীপে সভার বিনীত প্রার্থনা এই যে, যদি এ প্রথা প্রবর্ত্তনে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে এমত সিদ্ধান্ত করেন, তবে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করণার্থে সমুচিত সহকারে যত্নশীল হউন।

এ সভার অনুষ্ঠান পত্র যে মহাত্মাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট সভার প্রার্থনা এই, তাঁহারা কৃপা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মতামত ও পত্রিকাতে সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও আন্দোলন করেন এবং ভবিষ্যতে সকল সাধারণের যে মত সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বা সম্পাদকের নামে পত্র দ্বারা সভাকে জ্ঞাপন করিলে সভা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবেন।

জলপাইগুড়ী।
২৪ এ আষাঢ়।
১২৮৮।

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন রায়
সম্পাদক।
সমাজ সংস্কারিণী সভা।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা শ্রাবণ সোমবার।

সোনাপুর ডাকঘর।

উক্ত ডাকঘরটী সোনাপুর ডাকঘর বলিয়া বিখ্যাত বটে, কিন্তু উহা রাজপুর বাজারের সন্নিহিত কয়েকটী পল্লীগ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা একটী সামান্য ডাকঘর নয়, ইহার অধিকার বহুদূরব্যাপী জনপদমধ্যে বিস্তৃত। ইহার আয়ও যৎসামান্য নয়, মাসে প্রায় ১৭০ টাকা আয় হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার প্রধান ও পোষ্ট মাষ্টারের বেতন, ইহার গৃহ, আসবাব ও পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতির বেতন তদনুরূপ নয়। পোষ্টাফিসটী দেখিলে অশ্রদ্ধা হয়, গোয়ালঘর বলিলে হয়, পোষ্টমাষ্টারের বেতনও সামান্য। তিনি মাসে ২০ টী টাকা পাইয়া থাকেন। যিনি এক্ষণে পোষ্টমাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনি একজন কর্ম্মনিষ্ঠ ও কার্য্যদক্ষ লোক। আমাদের বিবেচনায় অন্ততঃ তাঁহার মাসিক ৩০ টাকা বেতন হওয়া উচিত। পুষ্টাফিস পাকা করা কর্ত্তব্য। যদি একান্ত পাকা না হয়, অন্ততঃ একটী প্রশস্ত পরিষ্কৃত আটচালা হওয়া উচিত। উহার অনুরূপ আসবাব রাখিয়া দেওয়াও উচিত। এরূপ করিয়া না দিলে এটী যেমন উচ্চ অঙ্গের ডাকঘর, তেমনি উহার মান বজায় থাকে না।

চাঙ্গড়িপোতার মিউনিসিপালিটী-বিপদ।

সংসারী ব্যক্তির নিত্য নৈমিত্তিক নানা প্রকার বিপদ আছে; কিন্তু চাঙ্গড়িপোতা গ্রামবাসিদিগের মিউনিসিপালিটীরূপ একটী আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। যখন এই গ্রামটী মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হয় নাই, তখন এই গ্রামের রাস্তা ঘাটের অবস্থা একরূপ চলনসই ছিল। কোন কোন ব্যক্তির যত্নে গ্রামের একটী প্রধান রাস্তা একরূপ পাকা হইয়াছিল, তাহাতে লোকের গমনাগমনের ক্লেশ হইত না, কিন্তু গ্রামটী রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইবার পর অবধি সেই সুবিধাটুকু গিয়াছে। এ বৎসর আমরা রাস্তার অতি দুরবস্থা দেখিতেছি। অনেক স্থলে রাস্তা অস্থিমাত্র-কলেবর হইয়াছে; সুতরাং দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয় ভদ্র লোকে গ্রামে প্রবেশ করিতে চান না, গাড়োয়ানেরা গাড়ি লইয়া যাইতে চায় না। রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কেন যে এ গ্রামটীর প্রতি এত উপেক্ষা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উক্ত রাজপুর মিউনিসিপালিটীর যে আয় হয়, তাহা সকল গ্রামে বিভাগ করিয়া দিয়া অন্ততঃ সকল গ্রামের এক একটী প্রধান রাস্তা ভাল করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরেরা কেন যে তাহা করেন না, তাহা তাঁহারাই জানেন আর ঈশ্বর জানেন। সম্প্রতি আমাদিগের গ্রামে একটী অর্দ্ধশিক্ষিত গর্ব্বিত স্ত্রীলোক অভিমানে আফিম খাইয়া মরিয়াছে; কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। তাহাতে পুলিশ-দল ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর তদারক করিতে আসিয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর বাবু রাস্তাটী দেখিয়া একান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। যদি এই উপলক্ষে রাজপুর-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমাদের গ্রামে আসিতে হয়, তিনি রাস্তার গতি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিবেন। যদি তাঁহার এ উপলক্ষে না আসা হয়, আমরা অনুরোধ করি, তিনি একবার রাস্তাটী দেখিয়া যান। গ্রামবাসিরা ট্যাক্স দিতেছেন অথচ তাঁহাদিগকে কাদা ভাঙ্গিতে হইতেছে এটী বড় দুঃখের বিষয়। আর একটী দুঃখের বিষয় এই, মিউনিসিপালিটী গ্রামবাসিদিগের হইতে ট্যাক্স লইতেছেন; সুতরাং গ্রামবাসিরা আর স্বতন্ত্র-ভাবে ঐ রাস্তার মেরামতের বিষয়ে যত্ন করেন না। ঐ রাস্তার উপরে যদি মিউনিসিপালিটীর আধিপত্য না থাকিত, তাহা হইলে গ্রামবাসী কোন কোন ব্যক্তি স্বব্যয়ে ঐ রাস্তাটী মেরামত করিয়া দিতেন। মিউনিসিপালিটীর আধিপত্য হওয়াতে তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল উভয় গিয়াছে। গ্রামবাসিরাও দয়াক্ষেপ করিতেছেন না, মিউনিসিপালিটীও এক ঝুড়ি মাটী দিতেছেন না। পাঠকগণ বলুন দেখি এটী কি ঘোর বিপদ নয়? পাঠক! আরো একটী বিপদের কথা শুনুন। এবারের বর্ষা কিছু বিচিত্র। প্রায়ই বিস্তর বৃষ্টি হইতেছে। নরদামার ভাল বন্দোবস্ত নাই বলিয়া গ্রামের সকল স্থানের জল নির্গত হইতেছে না, যেখানকার জল সেইখানেই বসিতেছে এবং গ্রামটী বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে যদি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব না হয় এবং গ্রামবাসিরা পীড়িত না হন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্রামবাসিরা শীত ও গ্রীষ্মকালে যে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন, আজও সেই গুণে বাঁচিতেছেন; ঐ গুণটুকু উক্ত রোগ প্রভাবে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন আর গ্রামবাসিরা অল্পকালের জন্যও শয্যাতল বিহার সুখে বিমুখ হইতে পারিবেন না। উপসংহারকালে আমরা শুনিয়া অধিকতর দুঃখিত হইলাম, কোদালিয়ার অবস্থা চাঙ্গড়িপোতার অপেক্ষাও মন্দ।

✓ নিরীহ ভালমানুষটী হইতে কাজ হয় না।

লিটনের শাসনাধীনে কাহারও মুখে হাসিটুকু ছিল না, সকলেই উত্যক্ত। শেষে রোদের পর বৃষ্টি,—লর্ড রিপন ভারতের মাটিতে আসিয়া পদার্পণ করিলেন; দেশ শুদ্ধ লোকটা ভাবে গদ গদ, আহ্লাদে সকলের নয়ন মুদিতে লাগিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, প্রজাবৎসল রিপন কীর্ত্তি রাখিলেন কি?—তিনি কলিকাতায় আসেন আর সিমলায় যান। আর করেন কি?—ভারতে আসিয়া শরীর গেল বলিয়া এক এক বার গৃহে যাইবার ধুয়া ধরেন।

রিপন নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষটী; কিছুতেই মুখে কথা নাই। কেমন সজ্জনের নিন্দা করিলে পাপ স্পর্শে। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে, তাই দুটা কথা না বলিলে চলে না। মহাত্মা রিপন চক্ষু মেলিয়া দেখুন, দেশ যে উৎসন্ন গেল! তিনি রাজ্য শাসন করিবেন কি?—স্বরাষ্ট্র কর্ম্মচারীর শাসন করুন। দেশ হইতে নবাবের নাম গিয়াছে, কিন্তু নবাবী চাল চলন যায় নাই; নবাবের পদ গিয়াছে, কিন্তু নবাবী ধরণের বিচার যায় নাই। আমার গৃহের দ্বারে যদি লিখিত থাকে—'কেহ প্রবেশ করিবেন না'—ইহাতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় না। সেইরূপ দেখিতেছি আইনে যাহাই লিখিত থাকুক, কিন্তু বিচারপতিদের বে-আইনি করিতে নিষেধ নাই। পূর্ব্বে জেলার মাজিষ্ট্রেট-দিগেরই অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু বঙ্গদেশে প্রায় সকল রোগই সংক্রামক,—তবে

অবিচার হইবে না কেন? ক্রমে মাজিষ্ট্রেটদিগের ধাকায় হাইকোর্টের জজদের গায়ে আসিয়া লাগিল, তাঁহারা আপনাদের মূর্ত্তি বদল করিলেন।

স্যর ইলাইজা ইম্পের লোকাতীত দারুণ অবিচারের পর সুবিচার, ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা, দীর্ঘকালের নবগণের ন্যায় হাইকোর্টের চারিদিকে হাসিতেছিল। জজেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলক্ষণ স্বাধীন ভাব ও মনস্বিতা দেখাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু, সেই সুবিচারের দিন এইবার অবসান হইল। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেব যে প্রকার পথ দেখাইলেন, দেশে এইবার আর অত্যাচার রাখিতে কুলাইবে না।

আমরা গতবারে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, আবদুল সোভান নামক জনৈক মুসলমান গৃহদাহের অভিযোগে পাটনার সেসনে দোষযুক্ত হয়। নানা কারণবশতঃ তথাকার জমিদার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক তাহার বিপক্ষ; সুতরাং আদালতে তাঁহারা জুরী হইলে আসামীর পরিত্রাণ নাই। এই ভাবিয়া আবদুল সোভান কলিকাতার হাইকোর্টে মোসন করেন। আসামীর কৌন্সিলি ম্যাক্‌সন সাহেব হাইকোর্টের বিচারপতি প্রিন্সেপ ও কনিংহামের কাছে এই মোসন রুজু করেন। ব্যারিষ্টার মহোদয় ১০ মিনিটের মধ্যে দুই চারি কথা যাহা কিছু বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই শুনিয়া বিচারপতিদ্বয় মোসন নামঞ্জুর করিয়া বলিলেন যে,—'পাটনার জজ সুবিচারই করিবেন, আমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।' ম্যাক্‌সন সাহেব অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জজদের মন ভিজিল না—তাঁহারা বজ্রকঠোর পণ করিয়া বসিয়া রহিলেন!

এই অন্যায় ও গর্হিত আচরণে উকীল ও কৌন্সিলিগণ বড়ই অপমানিত হইয়া পরদিন সুযোগ্য ব্যারিষ্টার ব্রাঞ্সন দ্বারা চিফ জষ্টিস গার্থ সাহেবের নিকট এই বলিয়া আবেদন করাইলেন যে, অপর দুই জন বিচারপতি দ্বারা যেন এই মোসনের নিষ্পত্তি করা হয়। চিফ জষ্টিস হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি,—তাঁহারও এ বিষয়ে একটী কথা কহিতে সাহস হইল না। তিনি ব্রাঞ্সনকে বলিলেন—"এ বিষয়ে কথা কহিবার আমার কোন অধিকার নাই, অধিকার থাকিলেও কথা কহিতে পারি না।"

এই ত দেশের প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির সুবিচার! বড়র নিকট হইতেই ছোটতে শিক্ষা পাইয়া থাকে, কিন্তু ইহাঁরা ছোটর নিকট হইতে পাঠ লন,—জেলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট ইহাঁদের শিক্ষাদাতা। জেলার এক এক জন জজ ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ইহাঁরা স্বেচ্ছাচারিতা শিখিয়াছেন। এই বার লোকের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি। ছোট আদালতে অন্যায় ও অত্যাচার হইলে আর যে কেহ বড় আদালতের শরণাপন্ন হইবেন সে ভরসা ঘুচিয়া গেল। এখন বিচারপতির যদি মেজাজ ভাল থাকিল, তবেই তোমার মঙ্গল, আর গরম মেজাজের সময় যদি তোমার নথি পড়িলেন তবে সর্ব্বনাশ হইতে বসিল। এ সমস্ত দারুণ অত্যাচারের আর কিছুই কারণ নাই। উপর আদালতের বিচারপতিরা নিম্ন আদালতের বিচারপতিদিগের মান বজায় রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। দৈবাৎ কেহ যদি হঠকারীর মত ব্যবহার করেন, সেই ঝোঁক সকল আদালতেই চলিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা কুতর্ক দেখাইয়া সেই অবিচারটী সুবিচার বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। নিম্ন আদালতের বিচার খণ্ডন করিলে বিচারপতিদিগের অপমান করা হয়, স্বজাতির বুকে সেটী শেলসম বেদনা দায়ক।

গত ২ রা জুলাই বিচারপতি কনিংহাম ও প্রিন্সেপ সাহেব আবদুল সোভানের মকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করেন, কিন্তু অন্যতর বিচারপতি বলেন তিনি সংবাদপত্রের সুখ্যাতি অখ্যাতি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। আশ্চর্য্য কথা, নিন্দার ঘৃণা নাই! মানুষ বড়ই কেন দেবতুল্য হউন না, একবারে দোষশূন্য কেহই হইতে পারে না। মনুষ্যমাত্রেরই কোন না কোন ভ্রম আছে, মনুষ্যমাত্রেই কখন না কখন কোন একটী দোষ করিয়া ফেলে, কিন্তু যাঁহাদের লজ্জা নাই, লোকনিন্দার ভয় নাই, তাঁহারা কেমন মানুষ? সংসারে জনানুবাদে লোকের সৎকর্ম্মে উৎসাহবর্দ্ধন হয়, নিন্দাবাদে লোকের দোষ সংশোধন হয়। কেহ সৎকর্ম্ম করিতেছেন, সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে সাধু লোক আত্ম প্রসাদ লাভ করেন, উত্তরোত্তর সৎকর্ম্ম করিতে আরও তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। আবার কেহ অসৎ কর্ম্ম করিলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাঁহাকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হন। কিন্তু নির্লজ্জ বা অন্ধ লোক-নিন্দায় ঘৃণা নাই, সুতরাং সে নিয়তই কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, আপনি নষ্ট হয় ও অপরকেও নষ্ট করে। বিচারপতি হইয়া যদি এমন কথা বলেন যে, লোকগঞ্জনায় তাঁহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে ত আমাদের এ আশঙ্কা চিরদিন থাকিয়া গেল। আমরা জানিতাম মনুষ্যস্বভাবোচিত হঠাৎ একটা ভ্রম হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে বিচারপতির নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আর এখন কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না। কিন্তু যাঁহারা দোষ করিয়া তাহা স্বীকার করিতে চান না, লোকের কথায় কর্ণপাত করেন না, অথচ নিজ আত্মাভিমানী, তাঁহাদের মলিনতা কস্মিন্ কালে ধৌত হইবার নয়। যাহা হউক, বিচারপতিদ্বয় যখন উক্ত মকদ্দমার পুনর্বিচারে বসিয়াছিলেন, তখন মুখে না বলুন কার্য্যতঃ তাঁহারা স্বীয় অপরাধ অবশ্যই স্বীকার করিয়াছেন। মনে মনে নিজ দোষ না বুঝিলে নিষ্পত্তিকৃত মকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার কেন করিবেন?

এই গেল বড় কর্ত্তাদের কীর্ত্তি। ছোট কর্ত্তাদের কার্য্যপ্রণালী সকলেই জানেন। সে দিন ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ক্যাসকার্ট সাহেব হাইকোর্টের রায় না মঞ্জুর করিয়াছেন। শুনিয়া হাসি আর রাখিতে পারি না,—বেঁচে থাকিলে কতই দেখিতে হয়! আবার মরলি সাহেবকে বোধ হয় পাঠক এখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার পরিচয় পাঠকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। সে দিন তিনি এক মহাকীর্ত্তি রাখিয়া বসিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জলঙ্গী থানা নিবাসী রামেশ্বর বসু নামে এক ব্যক্তি দিনাজপুরের কোন জমিদারের এক শত টাকার এক কেতা নোট চুরী করিয়া মুর্শিদাবাদে ভাঙ্গাইয়াছিল। জলঙ্গী থানার সব ইনস্পেক্টর রামকুমার ঘোষ ইহার তদন্ত করেন। কিন্তু তিনি তাদৃশ প্রমাণ না পাওয়ায় আসামীকে ছাড়িয়া দেন; এবং পাছে ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের উপর কোন ঝুঁকি আইসে, সেই আশঙ্কায় নোট-চুরীর প্রমাণাভাবের কথা পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অবগত করেন। সাহেব বাহাদুর ঠিক পূর্ব্বে আসামীকে চালান দিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। এখন রামকুমারের পত্র পাইয়া তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। মাজিষ্ট্রেট মরলি সাহেব পুলিসের পত্র পাইয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইলেন। তখন আর নিস্তার নাই—মাজিষ্ট্রেটের বিচারে রামকুমারের পাঁচ মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইল!

এই ত দেশের অবস্থা! এখন আমাদের আশা-ক্ষেত্রের বদান্য লর্ড রিপন কোথায়? বড় ভরসা ছিল, তাঁহার আগমনে দেশ শান্তিময়ে সিক্ত হইবে, কিন্তু যে আগুন সেই আগুনই যে জ্বলিতে লাগিল। এ সময় তিনি যদি ফিরিয়া না চাহিবেন, তবে কি ভারতবর্ষ উদ্ধার পেলে তাঁহার সদ্ভাব সঞ্চার হইবে?

১৮৮০ অব্দের বঙ্গদেশীয় জেল সমূহের কার্য্য বিবরণ।

এবার জেলের কার্য্যবিবরণ কিছু শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবার জেলে . . .

বিবরণ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দ [illegible] বঙ্গদেশীয় জেলসমূহে [illegible] গত বৎসরের [illegible] কয়েদীর মৃত্যুসংখ্যা অধিক নহে, [illegible] অল্প হয় নাই। এ বৎসর অনেক কয়েদী জেল হইতে পলায়ন করিতে [illegible] তাহাদিগের মধ্যে যে জেলের [illegible] অনেক হ্রাস পাইয়াছে [illegible] অল্প হইয়াছে। এবং জেলের কারখানা [illegible] অধিক লাভ হইয়াছে। এই বর্ষের প্রারম্ভে [illegible] ১৮,১১৪ জন কয়েদী ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব বর্ষে অবশিষ্ট কয়েদীর সংখ্যা ১৯,২৩৪। এই বর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশের জেল সমূহে ১০৮,৩৫৯ জন কয়েদী গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব্ব বর্ষে এতদপেক্ষা ৭,৫৩৮ জন অধিক গৃহীত হইয়াছিল। এই বর্ষের শেষে কারাগারে ১৭,১০৫ জন কয়েদী অবরুদ্ধ ছিল, কিন্তু ১৮৬৭ অব্দ হইতে ১৮৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর শেষেই এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক কয়েদী থাকিত। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে এই বৎসর অপরাধীর সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে, এবং এরূপ হ্রাস হইবার এক মাত্র কারণ এই বৎসরে শস্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সুলভ মূল্যে বিক্রীত হওয়াতে লোকের অভাব দূরীকৃত হইয়াছে. অভাব দূরীকৃত হওয়াতেই চৌর্য্য, ডাকাইতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়াছে। আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে অভাবেই প্রবৃত্তির [illegible], এবৎসরের জেলের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের সেই সংস্কার আরও দৃঢ়তর হইল। অভাব মোচিত হইলে লোকের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং প্রজা সাধারণের অভাব মোচন করাই অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস করিবার এক মাত্র উপায় [illegible] প্রজা সাধারণ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিতে [illegible] অপরাধীর সংখ্যার প্রকৃতরূপ হ্রাস হইবে না। আমরা সকল লোককে [illegible] বলি না, কিন্তু যাহাতে সাধারণের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে উৎসাহ ও ক্ষমতা জন্মে তাহারই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এদেশে শি[illegible] অনেক প্রয়োজন, আমাদিগকে প্রায় সকল [illegible] উপর নির্ভর করিতে হয়, যত দিন এ অভাব মোচিত না হইবে তাবৎ দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। জেলখানার কয়েদীদিগকে [illegible] শিক্ষা দিলে তাহারা [illegible] যথেষ্ট উপকার করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

এদিকে যেমন জেলখানার কয়েদীর সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে অন্যদিকে আবার তেমনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার অল্প সংখ্যক অপরাধীকে কশাঘাত দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে। ১৮৭৪ অব্দে ৬৮০২ জন অপরাধী কশাঘাত দণ্ড প্রাপ্ত হয়, ১৮৭৫ অব্দে ৩,৬৬৪ জন, ১৮৭৬ অব্দে ৩,০৬৭ জন, ১৮৭৭ অব্দে ৩,৪২১ জন, ১৮৭৮ অব্দে ৪,৭৩১ জন, ১৮৭৯ অব্দে ৪০৮৬ জন, এবং ১৮৮০ অব্দে ২,৯৬১ জন এই দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

১৮৮০ অব্দের শেষ ভাগে আলীপুরের জেলখানার চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ে (রিফর্ম্মেটরি) ১০৩ জন বালক কয়েদী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল; তদ্ভিন্ন ১১৮ জন বালক অপরাধ নিবন্ধন নানা স্থানের জেলখানায় অবরুদ্ধ ছিল। আলিপুরের রিফর্ম্মেটরিতে এক্ষণে আর স্থান নাই, এজন্য আর একটী ঐরূপ চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা হইয়াছে। আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর মানস করিয়াছেন যে, হাজারিবাগে ঐরূপ আর একটী বিদ্যালয় খুলিবেন।

১৮৭৯ ও ১৮৮০ অব্দে অপরাধীগণ যে পরিমাণে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে তুলনার জন্য নিম্নে তাহার তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে:—

দণ্ডের পরিমাণ	১৮৭৯ অব্দ	১৮৮০ অব্দ	তুলনায় ফল
১। অনধিক ছয় মাস কালের জন্য কারাগারে অর্পিত হয়	১৬,৮৫৮	১১,৫১৫	১২৬৩ হ্রাস।
২। ছয় মাসের অধিক এবং এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য	২,১৬১	১,৯৯৩	১৬৮ হ্রাস।
৩। এক বৎসরের অধিক এবং দুই বৎসরের অনধিক কালের জন্য	১,৪৬৮	১,৪৭৯	১১ বৃদ্ধি।
৪। দুই বৎসরের অধিক কালের জন্য	১,৬৬৬	১,৫২১	১৪৫ হ্রাস।
৫। দ্বীপান্তরিত	২১৭	১৬৩	৫৪ হ্রাস।

১৮৭৯ অব্দে জেলখানা হইতে ৫৭ জন কয়েদী পলায়ন করে; এবার কেবল ২০ জন মাত্র পলায়ন করিয়াছিল। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর তাহার এক কারণ বলেন যে, প্রহরীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত পাহারা দেওয়াতে কয়েদীরা পলায়ন করিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার জেলখানার ভিতরে থাকিয়া অপরাধীরা অধিকতর অপরাধ করিয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে, জেলখানার আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী ভাল নহে। আরও অন্য গূঢ় কারণ থাকিতে পারে। যদি জেলখানার আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী ভাল হইত, যদি অন্য কোন গূঢ় কারণ না থাকিত, তাহা হইলে জেলের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত না। আলস্য ও কার্য্যে অপটুতা প্রভৃতি দোষে কয়েদীদিগকে জেলখানার ভিতরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে নির্দ্দয়ভাবে কশাঘাত করা হইত, কিন্তু এক্ষণে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের আদেশ ক্রমে আর তত অসঙ্গতরূপে কশাঘাত করা হয় না। তৎপরিবর্ত্তে অপরাধ করিলে কয়েদীদিগকে কখন কখন অনাহারে রাখা হয়।

এবৎসর এ প্রদেশস্থ সমুদায় কয়েদীর জন্য ১১,০২৪,৮৭৪ টাকা ব্যয় হয়, এবং প্রত্যেক কয়েদীর জন্য গড়ে বাষট্টি টাকা আট আনা তিন পয়সা করিয়া বার্ষিক ব্যয় হইয়াছে। শিল্পকর্ম্মে তাহাদিগের প্রত্যেকে বার্ষিক বাষট্টি টাকা পনর আনা করিয়া উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে, এবং তাহাদিগের উৎপাদিত শিল্পকার্য্য হইতে ৪,০৬,৪৪৫ টাকা লাভ হইয়াছে। অন্যান্য সকল [illegible] অপেক্ষা প্রেসিডেন্সি জেলখানা হইতে অধিক পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহার জন্যই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখান হইতে সমধিক লাভও হইয়া থাকে। প্রেসিডেন্সি জেলে মুদ্রাযন্ত্র আছে এবং পুস্তক বাঁধাইও হইয়া থাকে। ১৮৮০ অব্দের শেষে এই জেলখানায় শিল্পজাত দ্রব্যের ভাণ্ডারে ১,৫৭,৮০৬ টাকার দ্রব্য ছিল। আলিপুরের জেলখানায় অফিসের লিফাফের আবরণ প্রস্তুত হয়, এবং এখানকার কারখানা হইতে বিস্তর শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাগলপুরের জেলখানার পশমের কারখানা হইতে গত বর্ষে কাবুল যুদ্ধে দেশীয় সৈনিকদিগের এবং নানা স্থানের জেলখানার কয়েদীদিগের এবং প্রহরীদিগের বিবিধ কম্বল ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়াছে। বক্সারের জেলে তুলার বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এ বৎসর তাহার জন্য স্বতন্ত্র কারখানাবাটী নির্ম্মিত হইতেছে। রাজসাহীর জেলে রেড়ির তৈল প্রস্তুত হয়। ১৮৮০ অব্দে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে, মাতলা রেলওয়ে, এবং দার্জিলিঙ ট্রামওয়ের যত রেড়ির তৈলের আবশ্যক হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই রাজসাহী জেল হইতে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার অনেক গবর্ণমেণ্ট আপীসে এই তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাজারিবাগের জেলখানায় গালিচা প্রস্তুত হয়, এবং তাহা হইতে পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার অধিক লাভ হইয়াছে। মেদিনীপুরের জেলখানায় নারিকেল রজ্জু প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে বাজারে বিক্রীত হয় না বলিয়া এক্ষণে সেখানে হইতে এতদ্দেশস্থ জেলসমূহের কয়েদীদিগের নিমিত্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। হুগলির জেলখানায় থলিয়া সেলাই হয়, তাহাতে এই বর্ষে ৫০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

আপাততঃ প্রত্যেক কয়েদীকে প্রতিদিন এগার ছটাক চাউল অথবা ময়দা এবং তিন ছটাক শাক ফল মূল আহার করিতে দেওয়া হয়। লেপ্টেনেন্ট

গবর্ণর বলেন ইহাতেই তাহাদের পর্য্যাপ্ত আহার হয় এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের কোন বিঘ্ন হয় না। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এই সামান্য আহারে তৃপ্তি হইতে পারে না। ভদ্র লোকের এইরূপ দৈনিক আহারে কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সমস্ত ইতর লোক জেলখানায় অবরুদ্ধ আছে, ইহাতে তাহাদের কখনই উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন জেলখানায় ইতর লোকের সংখ্যাই অধিক, তখন পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে সকল কয়েদীকে আহার যোগাইলে তাহারা যে রুগ্ন, ক্ষীণবল, ও কষ্টে আপন্ন হইয়া পড়িবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গত বর্ষে জেলখানার কার্য্য বিবরণে দেখা গিয়াছিল যে জেলখানায় পীড়িতের সংখ্যা অনিয়মিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, মৃত্যুর সংখ্যাও তদ্রূপ, এবং বিস্তর কয়েদী বিস্তর খাটিয়া, রীতিমত আহার না পাইয়া, এবং জেলখানার কঠোর শাসনে শাসিত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই গেজেট এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন, এবং এই বিবরণ এতদ্দেশীয় অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে তদ্বিষয়ে দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হয়। তদুপলক্ষে ষ্টেট সেক্রেটারি হার্টিংটন সাহেব বলেন ভারতবর্ষের ১৮৭৯ অব্দের রিপোর্ট সন্তোষকর নহে বটে কিন্তু ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্র সমূহে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নহে। এইরূপে প্রশ্নকারীর চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিতে গিয়া হার্টিংটন সাহেব এক সম্প্রদায় সম্ভ্রান্ত লোকের মাথে অন্যায় অপবাদ দিয়াছেন। কেন না বোম্বাই গেজেট যাহা প্রকাশিত করিয়াছিল তাহা সম্পাদকের স্বকপোলকল্পিত নহে। তিনি গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও রেজোলিউসনে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছিলেন মাত্র, অতিরঞ্জিত কথা কিছুই প্রয়োগ করেন নাই। এ বৎসর জেলখানার অবস্থা যে ভাল তাহা আমরা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না। যদিও ১৮৭৯ অব্দ অপেক্ষা এবারে কিছু মৃত্যু সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে তথাপি এই হ্রাস সন্তোষজনক নহে। পীড়িত কয়েদীর সংখ্যাও ভয়াবহ বলিতে হইবে। দিনাজপুরে গড় ধরা ১১৬৭ জন কয়েদী পীড়িত, সিংভূমে ১১৭৪ জন, বারাসাতে ১০৭৪ জন, বর্দ্ধমানে ১০৭৫ জন, রঙ্গপুরে ১০০৪ জন, জলপাইগুড়িতে ১০০২ জন ইত্যাদি। জেলখানায় যেরূপ পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে পরিমাণে কয়েদী কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহা দেখিলে বোধ হয় জেলখানায় কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাদিগকে খাটান হয়, এবং জেলের অন্তর্গত চিকিৎসালয়ে যে উপযুক্তরূপে পীড়িত কয়েদীদিগকে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে তাহাও সন্দেহের বিষয়। আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বুঝিতে পারিয়াছেন যে কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে খাটান হয় না, এজন্য তিনি এই আদেশ দিয়াছেন যে, যে কয়েদীরা ক্রমশঃ কৃশকায় হইতেছে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে আর কশাঘাত করা হইবে না। কয়েদীরা কৃশ হইতেছে কি না তাহা নিরূপণ করিবার জন্য মাসে দুই বার করিয়া তাহাদিগকে ওজন করা হইবে। কিন্তু শুদ্ধ এই উপায় অবলম্বন করা হইলে কয়েদীদিগের অবস্থা ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন যে তাহারা কৃশ হয় তাহারও মূল কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক। যদি কয়েদীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যের উপযোগী আহার দেওয়া না হয় এবং যদি তাহাদিগকে নিয়মিতরূপে খাটান না হয়, তাহা হইলে যে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ জেলখানায় কয়েদীকে যেরূপ ভীষণ পরিশ্রম করিতে হয়, সেইরূপ পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদিগকে রীতিমত প্রচুর আহার না দেওয়া হয় তাহা হইলে কয়েদীদিগের মৃত্যু, ও পীড়ার কখনই হ্রাস পাইবে না। গবর্ণমেণ্ট কয়েদীদিগের মৃত্যু ও রোগের কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমরা যে কারণের উল্লেখ করিলাম তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হইলে জেলের উন্নতি হইতে পারে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী জেলসমূহে কয়েদীদিগকে কলের জল দেওয়া হয়, তাহাতে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইতেছে না, তখন কেবল পরিষ্কার জল পান করিতে দিলে কি উপকার হইবে? সচরাচর দেখা যায় কয়েদীরা উদরাময়, আমাশয়, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ফুসফুস এবং শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের রোগ এবং জ্বররোগে কালকবলে নিপতিত হয়। এই সমুদয় রোগের কারণ ভিজা স্থানে শয়ন, প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য দ্রব্যের অভাব, অন্যান্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম, এবং বিশ্রামের ব্যতিক্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমস্ত কারণই আমাদের দেশের জেলখানায় বিদ্যমান আছে। এতদ্দেশের মৃত্তিকা স্বভাবতই সরস ভিজা, তাহাতে কয়েদীদিগকে সেই ভিজা মৃত্তিকার উপর শয়ন করিতে হয়। তাহারা যখন গৃহে থাকিত, দরিদ্রই হউক আর সম্পন্নই হউক, তাহারা মৃত্তিকা ভিজা বলিয়া কাষ্ঠের চৌকী অথবা মাচার উপর শয়ন করিত। জেলে গিয়া সেই চিরাভ্যস্ত রীতির বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ভিজা ভূমির উপর শয়ন করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের পীড়া হইবে না কেন? দ্বিতীয়তঃ জেলখানার কয়েদীদিগকে প্রায় সারাদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, অবকাশের সময় অল্প। সচরাচর যাহারা চৌর্য্যাদি অপরাধ বশতঃ কারাগারে প্রেরিত হয় তাহারা এদেশের দরিদ্র লোক, যখন তাহারা গৃহে থাকিত তখন তাহারা প্রাতে ও বৈকালে কার্য্য করিত এবং মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করিত, এইরূপে কার্য্য করাই তাহাদের চিরন্তন অভ্যাস। জেলে গিয়া প্রায়ই তাহাদিগকে মধ্যাহ্নকালে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং তাহাতেই তাহাদের শরীর সহজেই ভগ্ন হইয়া যায়। এদেশে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার রীতি ইংরাজের রাজত্ব কাল অবধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ রীতি ছিল না, এবং এ রীতি এদেশের উপযোগী বোধ হয় না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মধ্যাহ্ন কালে গ্রীষ্মের আতিশয্য হয়। এই সময়ে পরিশ্রম করিলে বলবীর্য্যের যে হ্রাস হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। মধ্যাহ্নকালে পরিশ্রম করা যে এদেশের উপযোগী নহে তাহা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সম্রাট ও নবাবেরা বিলক্ষণ বুঝিতেন। এজন্য পূর্ব্বকালে এদেশে প্রাতে ও বৈকালে এমন কি কিছু রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার রীতি ছিল, অদ্যাপি দেশীয় রাজা, জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ এই রীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নকালে কর্ম্মচারীদিগকে এমন কি মজুর ও শ্রমজীবি লোকদিগকে অবকাশ দেওয়া আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা। বিলাতের কার্য্য করিবার রীতি অন্যরূপ। ইংলণ্ড শীত প্রধান দেশ, আটটা নয়টা বাজিলে সেখানে প্রভাত হয়, চারি পাঁচটার সময় সন্ধ্যা আগমন করে, প্রাতে ও বৈকালে লোক শীতে জড়সড় হয়। সেখানে সকালে ও বৈকালে কার্য্য করিবার রীতি হওয়াই অসম্ভব। অতএব বিলাতে এই রীতি সুবিধাজনক বলিয়া এদেশে যে তাহা সুবিধাজনক হইবে তাহার সম্ভাবনা কি? তৃতীয়তঃ কয়েদীগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় না। আমরা একদিবসে ঐ একটী কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কয়েদীরা প্রতিদিন যে চৌদ্দছটাক দ্রব্য আহার করিতে পায় তাহাতে কি ভদ্র কি ইতর কাহারও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। ভদ্রলোক মাত্রেই সারাদিনে তিন চারি বারে সচরাচর ইহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য ভোজন করেন। ইতর লোকের ত কথাই নাই, কুড়ি পঁচিশ ছটাক না হইলে তাহাদের কোন মতেই উদর পূর্ত্তি হইতে পারে না। তাহাতে আবার অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিলে ক্ষুধার বৃদ্ধি

হয়, সেই জন্য [illegible] তাহাদের সন্তোষ আকার না পায় [illegible] যে তাহাদের শরীর দুর্বল হই[illegible] [illegible] আহার [illegible] অধিক ঘটনা জেলখানার [illegible] ও লোকদের কারণ বিদ্যমান [illegible] যে অধিক পরিমাণে [illegible] পড়িবে তাহা স্বাভাবিক [illegible] আমরা কর্তৃপক্ষীয়দিগকে এই অনু[illegible] [illegible] এই সমুদায় বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া [illegible] সাধনে যত্নবান হউন।

[illegible] আমরা জেল পর্য্যবেক্ষণ প্রণালীর [illegible] অবগত হইয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। নিয়ম আছে যে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] সাহেব প্রতি সপ্তাহে এক এক বার জেল পরিদর্শন করিবেন। কিন্তু নিয়ম আছে এই পর্য্যন্ত, কার্য্যে তাহার কিছুই হয় না বলিলেই হয়। [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ১৮৮০ অব্দে চারিবার মাত্র আলিপুরের জেলখানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপেই প্রায় সর্ব্বত্র জেল পরিদর্শন কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এরূপ নাম মাত্র পরিদর্শন করিলে জেলের ও কয়েদীদিগের অবস্থার সংস্কার হওয়া অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদিগের অপর অনুরোধ এই যে তাঁহারা জেল পরিদর্শনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করুন, নতুবা এরূপে কার্য্য হইলে কোন উপকারের হইবার সম্ভাবনা নাই।

দাতব্য চিকিৎসালয়।

আজ কাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সুতরাং স্থানে স্থানে [illegible] পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার আবশ্যক। এদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বিস্তর, তাহারা অর্থাভাবে পীড়ার চিকিৎসা করিতে না পারিয়া অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় দরিদ্র প্রজা সাধারণের এতাদৃশ অভাব অনেকাংশে দূর করিয়াছে। এই সকল চিকিৎসালয় স্থানীয় চাঁদা ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করিতেছে। কিন্তু এই সকল স্থানে গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ দেন সেই অর্থের যথোপযুক্ত বিনিয়োগ হয় কি না, গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে কর্তৃপক্ষীয়েরা এই অনুসন্ধান করিতেছেন যে, প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থসাহায্য ভিন্ন অন্য কি কি আয় আছে? সমুদায় আয়ের পরিমিতরূপ ব্যয় হয় কি না? এবং গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সাহায্য ও স্থানীয় চাঁদা হইতে প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমুদায় ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি না? এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গদেশের সর্জন জেনেরল লিখিয়াছেন যে "কোন কোন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংগৃহীত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে, অথচ তথায় দরিদ্র ব্যক্তিরা চিকিৎসার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতেছে না, কোন কোন স্থানে অঙ্গীকৃত চাঁদা আদায় হয় নাই, কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট কেবল চিকিৎসকের বেতন দিতেছেন, অথচ তাঁহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্যই হইতেছে না, কোন কোন স্থানে চাঁদার টাকা হইতে কতকগুলি অনাবশ্যক কর্ম্মচারী ও কম্পাউণ্ডারের উদরপূর্ত্তি করা হইতেছে, যেখানে ডাক্তার নিয়মিত রোগী দেখেন না এবং চিকিৎসালয়ে উপস্থিত থাকেন না, অথচ কম্পাউণ্ডারেরা ঐ কার্য্য করে বলিয়া কেহ কোন আপত্তি করে না, কোথায়ও বা রোগীদিগের জন্য পুস্তক পুস্তিকার জন্য [illegible] কতকগুলি লোকের নাম লেখা হয়, এবং কোথায়ও বা ডাক্তারের অনুপযুক্ত পাচককে ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে।" এই সকল অব্যবস্থা দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থল বিশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী তথাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবে। পূর্ব্বে এই সমুদায় চিকিৎসালয়ে গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন, এক্ষণে সেই রীতি এক কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্ট কোন কোন স্থানে উপযুক্ত মত অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন, এবং মেডিকালডিপো হইতে অধিক মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই নিয়মে দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থ সাহায্য করিতেছেন যে, তথায় কোনরূপ অপব্যয় হইলে আর সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে কেবল একজন নেটিব ডাক্তার ও এক জন ভৃত্য থাকিলে যথেষ্ট হয়, সেই স্থানে আবার এক এক জন কম্পাউণ্ডার আছে। এই অপব্যয়ের সংশোধন করা আবশ্যক। চিকিৎসকের নিজের সাহায্যে চিকিৎসা হইতে সুবিধাজনক হলে, তাহার জন্যই এইরূপে কম্পাউণ্ডার রাখা হয়। এইরূপে সাধারণের অর্থের অপব্যয় করা অসঙ্গত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকের বেতনের কিয়দংশ মাত্র গবর্ণমেণ্ট দিবেন, অবশিষ্ট অংশ স্থানীয় চাঁদা হইতে দেওয়া হইবে।

দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পীড়ার প্রতীকারের উদ্দেশেই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৪২ অব্দে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়। ঐ অব্দে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে বঙ্গদেশের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে এইরূপে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করেন যে, উত্তরপাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাটী নির্ম্মাণ করিতে যে ব্যয় পড়িবে গবর্ণমেণ্ট তাহার অর্দ্ধেক দিবেন, এতদ্ভিন্ন মাসিক এক শত টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন ও সমুদায় ইংরাজী ঔষধ ও আবশ্যকমত দ্রব্যাদি দিবেন। গবর্ণর জেনেরল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই সাহায্য দানের বিষয় অবগত হইয়া তৎসম্বন্ধে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এইরূপে সাহায্য দান করা গবর্ণমেণ্টের নীতির বিরোধী। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে প্রজাদিগকে বিনামূল্যে সাহায্য দান করেন বটে, কিন্তু যেখানে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত সিবিল সার্জ্জন আছেন সেই স্থানেই কেবল ঐরূপ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে উত্তরপাড়ায় সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে বঙ্গদেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃই অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে। তাহা হইলে সাধারণের অর্থের যে কত অপব্যয় হইবে তাহার ইয়ত্তা করা যাইবে না। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বাড়িলে তৎপ্রতি ইউরোপীয় তত্ত্বাবধারণ সুবিধাজনক হইবে না। এইরূপে সাহায্য দানের দোষ দেখাইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলেন "যাহা হউক যখন এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা সাধারণ প্রজাগণের হিতকামনায় এই সাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে সাহায্যদান করা বিধেয়" কিন্তু তাহা বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ সাহায্যদানকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করেন না, বরং এ কথা বলেন ভবিষ্যতে এইরূপ আবেদন আর না হয় তদ্বিষয়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত।

১৮৪২ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা এক্ষণে বিস্তর হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ৫৭ টী ছিল, ১৮৬৭ অব্দে ইহার সংখ্যা ১৬৪ টী হয়, ১৮৭৫ অব্দে উহার উপর ৬৩ সংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং ১৮৭৯ অব্দে বঙ্গদেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ২৪৪। এক্ষণে এইরূপে এদেশে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কোন স্থানে কতকগুলি সম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিলেন যে তাঁহারা এই পরিমাণে চাঁদা দিবেন অমনি তথায় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। সেখানে একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অথবা নেটিব ডাক্তার থাকিলেন। তাঁহাকে

কতকগুলি ইংরাজী অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্রাদি দেওয়া হইল, এবং গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেন যে এই আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অথবা নেটিব ডাক্তারের বেতনের সমুদায় অথবা কিয়দংশ দিবেন। এই ত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রণালী, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, তাহা হইতে দেশের কি উপকার হইতেছে? ডাক্তার পেইন বলেন, দুঃখ দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসা করাইবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার ভাণ করা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতে কোন দরিদ্র ব্যক্তিই সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, কেবল যাঁহারা তাহার জন্য চাঁদা দেন তাঁহারা এবং সাহায্য প্রাপ্তির অযোগ্য সম্পন্ন ব্যক্তিরাই তাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে মধ্যে মধ্যে যে রিটর্ণ দেওয়া তাহা কৃত্রিম ও অপলাপপূর্ণ। উক্ত ডাক্তার বলেন, চাঁদাদাতাদিগের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে বিশেষ স্বার্থ আছে তাহা ইহাতেই প্রমাণ হয় যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যদি বিলাতি ঔষধ না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের দেয় চাঁদা একেবারে বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অতএব বিলাতী ঔষধের প্রার্থী হইয়া যদি কেহ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য দিবেন না। তবে যেখানে মড়ক হইবে সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, তথায় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

১৮৭৯ অব্দের শেষে বঙ্গদেশে ২৫৫ টী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। কতকগুলির স্থানীয় চাঁদা আদায় না হওয়াতে সেইগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ৩৩টি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে আপনার ব্যয়ে চলিতেছে। এই ২৫৫টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মধ্যে ১২৮টিতে রোগীদিগকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। ডাক্তার পেইন বলেন যে যেখানে মেলা তীর্থক্ষেত্রে যাত্রিগণ যাতায়াত করে, সেই স্থানে যে সমুদায় দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তথায় যাহাতে রোগীরা স্থান প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের পর্য্যবেক্ষণ মন্দ হয় নাই। সিবিল সার্জ্জনেরা অতঃপর বৎসরে দুই বারের অধিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিদর্শন করিবেন না গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে যে রিপোর্ট ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে অভিমত উপরে প্রকাশিত হইল তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন এদেশের লোকের সাহায্যার্থিতা ও মিথ্যাবাদিতার নিন্দাবাদ করিবার জন্যই এই খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহে যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার যে শীঘ্রই সংকোচ করিবার উদ্যোগে আছেন তাহাও অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যে যে কারণে কোন গবর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাজন হন তন্মধ্যে প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া একটি প্রধান কারণ। বিশেষতঃ যখন বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া রোগে জর্জ্জরীভূত, তখন প্রজাসাধারণের এই বিপদ যাহাতে নিবারিত হয় গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পেইন সাহেব বলেন দাতব্য চিকিৎসালয়ে দরিদ্র ব্যক্তিরা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। একথায় আমরা কোন ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা স্বচক্ষে যে সমস্ত দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিয়াছি তথায় বিস্তর দরিদ্র রোগী যাতায়াত করে ও চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়। আমরা উদাহরণ স্থলে হরিনাভির দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আমরা সকলেই দেখিতে পাই যে এখানে প্রতিদিন শতাধিক দরিদ্র রোগী ডাক্তার শ্রীশচন্দ্রবাবুর ব্যবস্থা ও ঔষধাদি পাইয়া রোগ বিনির্মুক্ত হইতেছে। শ্রীশবাবু রোগীদিগের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করাতে সাধারণের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এমন কি তাঁহার সুচিকিৎসার যশ চারিদিকে এতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে, যে হরিনাভি হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও দরিদ্র রোগী হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয়ে আগমন করিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছে এবং তত্রত্য সমস্ত লোকই তাঁহার একান্ত অনুরাগী হইয়াছে।

আমরা পেইন সাহেবের আর একটি কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। পেইন সাহেব বলেন দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে চাঁদাদাতারাই লাভবান হন। তাঁহার এই বাক্যটি নিতান্ত অসঙ্গত। তিনি কি বলিতে চান যে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন? দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ গ্রহণ করিতে কোন সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ঘৃণা উপস্থিত না হয়? আপনার সম্মানরক্ষা করিতে সকলেই প্রবৃত্ত হয়। কেহ কাহারও নিকট দীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। মনুষ্যের এই যে বহুমূল্য স্বভাব পেইন সাহেব কি ভাবে অপলাপ করিতে চান? গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য দান বন্ধ করুন তাহাতে আমরা বিশেষ ক্ষতি মনে করি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগের সম্মান রক্ষা করিয়া আদেশ প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহারে আমরা গবর্ণমেণ্টের একটি সিদ্ধান্তের মর্ম্ম না দেখাইয়া প্রস্তাব শেষ করিতে পারিতেছি না। পেইন সাহেব বলিয়াছেন "দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে চাঁদাদাতৃগণ যে লাভবান হন তাহার প্রমাণ এই যে যখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইংরাজী ঔষধাদি দেওয়ার রীতি বন্ধ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তখনই তাঁহারা চাঁদা বন্ধ করিবেন বলিয়াছেন"। পেইন সাহেবের ন্যায় লোকের বুদ্ধিশক্তির সমীচীনতা দর্শন করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি কি ইহা বুঝেন না যে দেশীয় ঔষধের অপেক্ষা সাধারণের ইংরাজী ঔষধে ভক্তি অধিক? তিনি কি ইহা বুঝেন না যে দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অপেক্ষা বিলাতী চিকিৎসাশাস্ত্র সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে? তিনি কি ইহা বুঝেন না যে দেশীয় ঔষধ অপেক্ষা বিলাতী ঔষধে শীঘ্র সহজে রোগী প্রতিকার লাভ করে? এই সমুদায় কারণেই বঙ্গবাসীমাত্রেই বিলাতী ঔষধের পক্ষপাতী। আমরা বিলাতী ঔষধের এত পক্ষপাতী বলিয়া ইংরাজেরা এদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন তাহা কি পেইন সাহেবের মনে নাই। বাউটন প্রভৃতি ইংরাজ ডাক্তারদিগের সুচিকিৎসা গুণে ইংরাজেরা যে ভারতবর্ষে পদক্ষেপণ করিতে পাইয়াছিলেন তাহা একবার পেইন সাহেবের ভাবিয়া দেখা উচিত। বঙ্গদেশের ইতর জন দরিদ্র ও ধনাঢ্য সকলেই ইংরাজী ঔষধের পক্ষপাতী না হইলে বঙ্গদেশে এত ইংরাজী ঔষধালয় হইত না। দেশীয় ঔষধের আর তত আদর নাই। অতএব যদি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইংরাজী ঔষধ না রহিল তবে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন কি, ইহাই মনে করিয়া চাঁদাদাতারা সাহায্য বন্ধ করিতে চান। তাঁহাদের স্বার্থের জন্য যে এরূপ করেন না তাহাই ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

পরিশেষে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় কমাইবার যে সকল উপায় গবর্ণমেণ্ট উদ্ভাবন করিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

প্রাচীনদিগের শাসন প্রণালী।

তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গে যে কাজের সম্বন্ধ আছে, সে কাজে তুমি উপস্থিত না থাকিলে তাহাতে তোমার অনেক অসন্তোষের কারণ থাকিতে পারে। এই সূত্রে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাজস্ব দিতেছেন, যাহাদের নিমিত্ত উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সেই টাকা ব্যয় করা হয় তাহা তুমি জানিতে পারিলে কোন দুঃখের কারণ থাকে না। তোমার যে যে অসুখ ও অসুবিধা আছে নিজেকে তদনুসারে যদি তুমি ব্যক্ত করিতে

পার এবং সে কষ্ট মোচন করিবার জন্য যদি তুমি রাজকর্মচারীদিগকে অনুরোধ করিতে পার, তবে তোমার আক্ষেপ কি ?

কোন বড় কাজের ভার একজনের হাতে সমর্পিত থাকিলে তাহা কখন সুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ, কোথায় লোকের কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধা তাহা অনুধাবন করিয়া তাহা নিরাকৃত করা সহজ নয়। আবার একমাত্র অনেকের কর্তা হইলে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কখনই থাকিতে পারে না। কোন না কোন কাজে স্বেচ্ছাচারিতা অবশ্যই আসিয়া পড়ে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাজা যেন রাজ্যের একচ্ছত্র প্রভু ছিলেন। প্রজারা কর দিতেন, রাজগ্রহণ করিতেন, তাহা রাজকোষভুক্ত হইত। যে উহার প্রজার কোন অধিকার আছে এমন কেহই ভাবিতেন না। প্রজার হিতের জন্য রাজা সেই অর্থ কিছু যদি ব্যয় করেন—ভালই মঙ্গল; যদি ব্যয় না করেন, তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই—সে যে নৃপতির নিজ সম্পত্তি। মুসলমানদের রাজারা বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইচ্ছা হইল, মহা অপরাধীকে নিষ্কৃতি দিলেন, ইচ্ছা হইল না, লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিয়া বসিলেন। কিন্তু এখন সে দিন নাই। এখন উদারচরিত সভ্য সম্প্রদায়ের রাজারা ভিন্ন প্রকৃতির লোক। এখন রাজা প্রজা উভয়ের সমান অধিকার। রাজদ্রোহীকে রাজার যেমন দণ্ডনীয় প্রজাও সেইরূপ দণ্ডার্হ হন। দোষ করিলে কাহারও অব্যাহতি নাই। একটী উদারচরিত ইংরাজ জাতির সর্বোচ্চ একটী সম্পূর্ণ ন্যায়পরতার নিদর্শন। যে বৎসর শেরআলি লাটমেয়োকে খুঁচিয়া মারিল, তাহাকে অবশেষে ফাঁসী হইল। শেরআলি একজন নিরস্ত্রকে খুঁচিয়া মারিয়াছিল তাহার ফাঁসী হইল। কিন্তু অন্য জাতির হাতে পড়িলে শুধু শেরআলিকে খুন করায় কেবল ফাঁসী হইত না তাহার আরও গুরুতর দণ্ড হইত, শরীর খোঁচাইয়া দিয়া তাহাকে অর্দ্ধ মৃত করিয়া মারিত। কিন্তু সভ্য ইংরাজদিগের উদারতা প্রশংসনীয়। উঁহারা সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন।

এদিকে রাজস্ব বিভাগ দেখুন। রাজস্বতে কোন ব্যক্তি বিশেষের অধিকার নাই; প্রজার রাজস্বে যেমন স্বত্ব, অন্যান্য ব্যক্তির প্রজার সেই রূপ স্বত্ব। দেশের সকল লোকের জন্যই সমস্ত টাকা ব্যয় করা হয়। ব্যবস্থাপকেরা যখন যে কাজ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে বিবেচনা করেন, তখন তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু এক কথা হইতেছে,—মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম আছে, অনেক রাজকর্মচারীরা সকল স্থানের অবস্থা জানিয়া উঠিতে পারেন না, সে স্থলে অনেক স্থলে প্রজার কষ্ট থাকিয়া যাইতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচার ঘটিতে পারে। অতএব এই একল অসুখ ও অসুবিধা দূরীভূত করিতে হইলে এক একটী কার্য্য বিভাগে এক এক জন প্রতিনিধি থাকা চাই। কোন প্রজার উপস্থিত হইলে সেই প্রতিনিধি সাধারণের সুবিধা ও অসুবিধা প্রকাশ করিতে পারেন,” তাহাতে প্রতিবিধানেরও উপায় হয়। কিন্তু প্রথমে ছোট ছোট বিষয়ে এই প্রতিনিধিতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া কাজ শিখিলে, তবে উচ্চ অধিকার জন্মে। সামান্য কাজে যিনি নিপুণ নহেন, তিনি কখন বৃহৎ কাজে পটুতা দেখাইতে পারেন না। অতএব সামান্য রকম মিউনিসিপালিটী হইতেই দেশীয় লোকের চক্ষু খুলিতে হইবে। পাঠক ! জানেন, আমাদের দেশে অনেক গুলি মিউনিসিপালিটী আছে। কিন্তু সকল গুলিতে এখনও প্রতিনিধিতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যে যে স্থানে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর যে যে স্থানে হয় নাই এই উভয় স্থানের অবস্থা তুলনা করিলেই পাঠক ! আমাদের প্রস্তাবের যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধি কার্য্য চলিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদেশের ফল বিলক্ষণ সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি আমরা অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই সকল স্থানে এখন মিউনিসিপালিটীর কাজ এত সুচারুরূপে চলিতেছে যে, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত লোক দ্বারা তাহার এক আনা রকম কার্য্যও হইত না।

আবার যেখানে এই প্রতিনিধি কার্য্যপ্রণালী নাই, সেখানকার অবস্থা দেখুন। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্যায় অত্যাচার আমরা পাঠকদিগকে কতবার বিদিত করিয়াছি। সেরূপ সকল স্থানেই দেখিবেন,—প্রজার সুবিধামত কাজ প্রায় হইয়া উঠে না। অতএব মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

যে যে মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী এ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, আমরা অনুরোধ করি—তত্তৎ স্থলের করদাতারা গবর্ণমেণ্টে সত্বর আবেদন করুন। উদার প্রকৃতি গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তাঁহাদের আবেদনে অনুমোদন করিবেন। করদাতৃগণ এরূপ আবেদন করিতে শঙ্কা করিবেন না, এটী তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা নহে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দিন দিন লোকদিগকে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দিতেছেন। ১৮৭৬ সালের ৫ আইনে উক্ত আছে যে, কোন মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, যদি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে অনুমোদন করেন, তবে সেখানে প্রজাগণ কর্তৃক কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে। আবার, ৩৯ ধারায় লিখিত আছে যে—এমন হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট, প্রজাদের সে প্রার্থনা না মঞ্জুর করিতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে জবাবদিহি হইতে হইবে। অপরঞ্চ, স্যার রিচার্ড টেম্পল নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে,—“সরকারী অফিসের মিউনিসিপাল কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে অনুমতি করিয়াছেন। কারণ, তদ্বারা এদেশীয় লোকেরা ক্রমে রাজনীতি শিক্ষা করিবে এবং প্রতিনিধি-শাসনক্ষম হইবে”। অতএব দেখুন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এ দেশের কত হিতাকাঙ্ক্ষী। যাহাতে এদেশের লোকেরা রাজনীতি বুঝে এবং স্বাধীন ভাবে স্বদেশশাসনে পটু হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার কত যত্ন ! এই সকল উদারতাপরিচায়ক, মহৎ মহৎ কাজগুলি দেখিলে ইংরাজজাতিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া কিছুতে ক্ষান্ত থাকা যায় না।

এখন আমরা অনুরোধ করি, যে যে স্থানের মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তত্তৎ স্থানের করদাতৃগণ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে আর কালক্ষয় করিবেন না। করদাতৃগণ সত্বর উদ্যোগী হউন; তাঁহারা মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন; দেখিবেন তাঁহাদের আশা অবশ্যই ফলবতী হইবে। কলিকাতার ভারতসভা এই মহৎ কাজে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ভারতসভাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভারতবর্ষের কত দূর উপকার যে করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। এই দুই সভা দিন দিন সাধারণের পরম অনুরাগের স্থল হইয়া উঠিতেছেন। প্রজাদের যখন যে কষ্ট হইতেছে, এই দুই সভা তাহার আন্দোলন করিয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। উভয় সভা যদি প্রজার দুঃখরূপ করিয়া আন্দোলিত বিষয়ে যত্ন করেন অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

মিউনিসিপালিটীর এলাকাধীন করদাতৃগণ নানা শ্রেণীর লোক। তাঁহাদের সকলের অবস্থা সমান নহে। অনেকেই কষ্টেই মিউনিসিপালিটীতে কর দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, এত কষ্টের পর, খাইতে না পাইয়া কর দিয়াও যদি আশানুরূপ ফল না হয়, তবে আক্ষেপের পরিসীমা নাই। আমরা দেখিতেছি, মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা চলিলেই সকলের বিলক্ষণ সন্তোষ জন্মিবে। অতএব প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট সাধারণের এই অনুরোধ রক্ষা করুন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৯ ই জুলাই। আইরিস ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবনা হইতে চতুর্দ্দশ প্রকরণ পর্য্যন্ত কমিটির অনুমোদিত হইয়াছে। প্রথম প্রকরণ লইয়া যে তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে।

টিউনিস ৮ ই জুলাই। কাফরনগরের সহিত টেলিগ্রাফ সম্বন্ধ হইয়াছে। এই নগরে ফরাসীরা দুই দিন ধরিয়া ক্রমাগত গোলা নিক্ষেপ করিয়াছে। কয়েকটী দুর্গ, একটী বৃহৎ মসজিদ, এবং মুসলমানদিগের আবাসস্থানের বিস্তর অংশ বিনষ্ট হইয়াছে। এস্থানের অধিবাসীরা ঘোর যুদ্ধ করিতেছে।

প্যারিস ৮ ই জুলাই। অদ্য টাকশাল সভার অধিবেশনে ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রতিনিধিগণ এ সভায় আগত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজপ্রতিনিধিদিগকে মুদ্রা বিষয়ক কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মুদ্রা সম্বন্ধে রাজ্যসমূহের সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে আগামী বর্ষের ১২ ই এপ্রেল এই সভার পুনরধিবেশন হইবে।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। গতকল্য মহারাণী উইম্বলডন পার্ক নামক স্থানে বলাণ্টিয়র দলের যুদ্ধ নিপুণতা দর্শন করিয়াছেন। প্রায় ৫৬,০০০ বলাণ্টিয়র তাঁহাদিগের পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল।

টিউনিস ৯ ই জুলাই। কায়রোয়ানে বিদ্রোহীর সংখ্যা এক্ষণে পনর সহস্র হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই জুলাই। মক্কায় বিদ্রোহ হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ দুই দল তুরস্ক সৈনিককে পরাভূত করিয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। ইটালিয়েরা ৩৬০ মিলিয়ন মুদ্রা (ইটালির মুদ্রা) ঋণ লইতেছেন। যে বন্দোবস্ত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লণ্ডনের বেয়ারিং ব্রাদার্স ও হ্যাম্ব্রো ইহার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। শতকরা ৫ টাকা সুদ।

টিউনিস ১০ ই জুলাই। ফ্যাক্সে সমানভাবে গোলা বর্ষণ চলিতেছে। ফরাসীসেনারা নামিতে পারে নাই।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ডিপার্টমেণ্টের বিভাগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন।

টিউনিস ১১ ই জুলাই। ফরাসি-পতাকা-সকল ফ্যাক্সে অতিদ্রুতবেগে চলিয়াছে। যে সকল টিউনিস সৈন্য বিদ্রোহে সম্বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১২ ই জুলাই। রুষ গবর্ণমেণ্ট অত্র নগরের সংবাদপত্র সকলকে সতর্ক করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। রুষ বলেন, রুষের আর রাজ্যবৃদ্ধি করিবার বাসনা নাই, এবং কেবল সীমা নির্দ্দিষ্ট করা অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত পারস্যের সহিত বন্দোবস্ত চলিতেছে।

আলেক্সান্দ্রিয়া ১২ ই জুলাই। আলবেনিয়ার বিদ্রোহীরা নামক স্থানে তুর্কদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়াছে। ২৫০ জন হত হইয়াছে। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে টিউনিস লোকেরা কাফরাদিগের উদ্ধার জন্য আসিতেছে।

লণ্ডন ১৩ ই জুলাই। আইরিসদলীয় ল্যাণ্ডলিগ পাণ্ডুলোকের যে প্রকারে বিদেশে আয়লণ্ডবাসিদিগকে প্রেরণ করিবার কথা আছে, তদনুরূপ হাউসের লোকদল মেম্বরেরা তাহাতে আপত্তি করিতেছেন।

টিউনিস ১৩ ই জুলাই। তুরস্কের কতকগুলি লোহাবৃত জাহাজ টিউনিস অনতিদূরে পৌঁছিয়াছে। ফরাসি-রণতরি সকল তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

কেবিস নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

সোফিয়া ১৩ ই জুলাই। প্রিন্স আলেকজাণ্ডার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে যে সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন, বলগেরিয়ার পার্লিয়ামেণ্ট সভা আনন্দের সহিত তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

বলগেরিয়ার প্রিন্স এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন সরকারী কাজের যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন করা হইবে। অতঃপর সভা আহূত হইবে। এবং বিদ্রোহ এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত রাজনীতিসংক্রান্ত কার্য্যের মীমাংসা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

বোম্বাইয়ের সেক্রেটারিয়েট আপীসে কয়েকজন গোড়ীয় শ্রেণীর রাজা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিল চুরি করাতে ধৃত হইয়াছে।

যে স্থলে যুক্তপুত্র রুশ বাদশাহের মৃত্যু হয় সেই স্থলে রুশিয়েরা তাঁহার স্মরণার্থে একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এক্ষণে ৯০,০০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

গত ২৯ এ জুন মুজাফ্‌ফরপুর জিলায় পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। তাহারা নীলের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা অনুসারে ৬ ই জুলাই অবধি রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে অর্থের অনাটন বশতঃ রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ রহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনরদিগের মতে এদেশে কৃষিবিভাগের নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন। যথা, রাজস্ব, কৃষি, সর্ব্ব প্রকার কৃষি কার্য্য, দুর্ভিক্ষ ও প্রজা-দিগের অন্য স্থানে গোপন ইত্যাদি। ব্রহ্মদেশের কমিশনর এই বিভাগের সম্পাদক হইলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমন না করেন, তদবধি বক সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন। এই বিভাগের বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকা দিবেন স্থির করিয়াছেন।

ঘুড়ি খেলা লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিত্ব কার্য্য করিতেছেন। এক দিকে পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অমৃতসর(?) অবাধে ঘুড়ি বন্ধ করিয়াছেন, অপর দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইউরেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের সভার উন্নতি কামনায় ঘুড়ি খেলার প্রশ্রয় দিতেছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে কার্য্য প্রণালী অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

মালাবার উপকূলে অদ্যাপিও প্রচুর বৃষ্টি হয় নাই।

জনরব উঠিয়াছে যে লর্ড রিপন আফগান স্থান পরিত্যাগ করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু লণ্ডন টেলিগ্রাফ তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়াছেন।

রাজপুতানা প্রদেশে ফিরোজপুর হইতে নসির-বাদ পর্য্যন্ত ৩৬ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু আগামী শীতের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইবে না বলিয়া আপাততঃ গাড়ি চলা বন্ধ রহিল।

লণ্ডনের টাইমস নামক সংবাদ পত্র বলেন যে এখন আমরা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক বিষয়ে নিরুদ্বেগে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। এখন আর ভারতবর্ষে কোন ভয়ের কারণ নাই, হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে। আর রাজস্ব ক্ষেত্রগুলিতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, এখন আর দুর্ভিক্ষ নাই, বাণিজ্য ব্যবসায় উন্নতরূপে চলিতেছে। ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা যে বিশেষ ফল পাইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিংহল দ্বীপে একব্যক্তি একটী বড় প্রবাল(?) পাইয়াছে। উহার মূল্য অনুমান ১,৩০,০০০ টাকা।

মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি বিশাখপত্তনের রাজা গোদাবরী নামক স্থানে কয়েক মুসলমানকে যুদ্ধ করিয়া যে উপদ্রব প্রকাশ করেন তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট অভিযোগে তাঁহার পাঁচ শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। তখন হাইকোর্টে রাজা উহার আপীল করিবেন।

কলিকাতার অন্তর্গত কম্বলিটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ সেন সর্প দংশনের এক উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেনঃ—"সম্প্রতি কেশব কোম্পানির লোহার কারখানায় কোন কর্ম্ম-কারের সর্পাঘাত হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরেই সে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এক জন বাগদিয়া তাহাকে অসমর্থ দেখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করে। তৎকালে তাহার চক্ষু স্থির, অবয়ব শীতল হইয়া তাহার আসন্ন দশা আগত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলে পর সে ব্যক্তি অতি সত্বরই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।" রামকৃষ্ণ বাবু বলেন যে এই ঔষধ তিনি বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন এবং যদি কোন চিকিৎসক তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তিনি রামকৃষ্ণ বাবুর নিকটে চাহিলেই পাইতে পারিবেন। তাহার ঠিকানা কম্বলিটোলা লেন ১৬ নং বাটী।

গত অক্ত দুর্গম আর একবৎসর উত্তর পশ্চিম

প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের কার্য্য করিবেন। অনন্তর এই যে তাঁহার পর আমাদের চিফ কমিসনর এলিয়ট সাহেব সম্পদে অভিষিক্ত হইবেন।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র বলেন যে ইংলণ্ডের আর পূর্ব্বের মত ক্ষমতা নাই। গত ছয় মাসের মধ্যে আমেরিকা, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, তুরস্ক, ইটালি এবং স্পেন ইংলণ্ডকে অবমাননা করিলেন, ইংলণ্ড তাঁহাদিগের অবমাননার উপেক্ষা করিলেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশ হইতে আসামদেশ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন কিন্তু শ্যামরাজ তাহাতে আপত্তি করাতে স্বতন্ত্র স্থান দিয়া টেলিগ্রাফ বসাইবার প্রস্তাব করা হয়। ব্রহ্মদেশীয় সংবাদ পত্র অবগত হইয়াছেন যে স্বতন্ত্র স্থান দিয়া টেলিগ্রাফের তার লইয়া যাওয়া একান্ত অসাধ্য।

আগামী নবেম্বর মাসে আগরায় গবর্ণর জেনারলের দরবার হইবার কথা ছিল, কিন্তু আপাততঃ সেখানে দরবার হইবেনা। তথায় সৈনিকদিগের শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে তাহাই কেবল প্রদর্শিত হইবে। তৎপরে লর্ড রিপন বাহাদুর গোয়ালিয়র হইয়া মধ্যপ্রদেশে গমন করিবেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আর দেশীয় খাজাঞ্চী থাকিতেছে না। তৎপরিবর্ত্তে একজন ইউরোপীয় কোষাধ্যক্ষ হইবেন। ১ লা আগষ্ট হইতে এই বন্দোবস্ত হইবে।

বোম্বাই গেজেট বলেন যে সম্প্রতি সেতারা জেলায় এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঐ জেলার পুনাকাপে একজন ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিত। তাহার বাটীতে তাহার পত্নী, নয় বৎসর বয়স্ক এবং নয় মাসের দুইটী শিশু সন্তান থাকিত এবং একটী ভৃত্যও ছিল। কোন কারণ বশতঃ ঐ ভদ্রলোকের উপর গ্রামবাসিদিগের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে। একদা কয়েকজন দস্যু সমবেত হইয়া রাত্রিকালে তাহার গৃহে অগ্নি প্রয়োগ করে এবং সকলে বাহির হইলে তাহাদিগকে যষ্টি ও প্রস্তরের আঘাতে নিহত করে। অনন্তর নবম মাসের শিশুটিকে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করে। হত্যাকারীদিগের মধ্যে সাত জন অপরাধী দণ্ড হইয়াছে। সেসনের জজ সাহেব তাহাদিগকে ফাঁসী দিবার হুকুম দিয়াছেন।

গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের বিস্তর লোককে অবসর দেওয়া হয় এজন্য ঐ বিভাগে কর্ম্মচারীর অভাববশতঃ কার্য্য-হানি হইতেছে।

ডিসপেচ্ছ বলেন ইডেন সাহেব আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক এখানে কিছু দিন থাকিয়া তৎপরে ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ও পূর্ব্বাঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। অনন্তর তিনি যশোহর রেলওয়ের অপর সীমা খুলনিয়ায় গমন করিবেন।

শুনা যাইতেছে যে চব্বিশ পরগণা জেলা দুই ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর স্থিরপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪ পরগণা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে খুলনিয়া অপর খণ্ডের প্রধান নগর হইতে পারে।

ঢাকার সুবিখ্যাত আবদুলগনি মিঞা নবাব উপাধি পাইয়া কি বিপদেই পড়িয়াছেন? নানা প্রকার মিছিলে তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে, পক্ষান্তরে তিনি সপরিবারে দরিদ্র দশায় আনীত হইতেছেন। এ দিকে তিনি অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা। সাধারণের অর্থ হানি এবং তাহাতে কেবল কর্ত্তার সম্মান বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ পৃথক হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। নবাব আবদুলগনি মিঞার নিজ অংশ আড়াই আনা মাত্র। সুতরাং তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়া আসিয়াছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইলে এই দশাই ঘটে।

এই বৎসর শেষে বরদার গুইকুমার স্বয়ং রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য দেওয়ান ও কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত থাকিবেন।

দারজিলিঙ্গের ইউরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বৰ্দ্ধমানের রাজা দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

যে সকল তীর্থ যাত্রী বা অন্য লোক জেড্ডা বা মোকাদের বন্দরে নামিবার চেষ্টা করিবে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ছাড় চিটি চান। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের বন্দরে ছাড় চিটির ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহারা ছাড় চিটির প্রার্থী হইবে তাহাদিগের প্রত্যেককে জেড্ডায় পৌঁছিয়া তথাকার কন্সলের নিকটে নাম রেজেষ্টরি করাইতে হইবে। জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে জানান হইয়াছে ছাড় চিটি না লইলে আরোহীরা জাহাজ হইতে নামিতে পারিবে না।

ফ্রান্স দেশে তড়িৎ-বিদ্যার আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া ছয় খানি সাময়িক পত্র মুদ্রিত হইতেছে।

৫ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও অযোধ্যায় আরও কিছু বৃষ্টি হইলে ভাল হয়। রাজপুতনায় এখনও বৃষ্টির আবশ্যক। মহীশূরের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

ইংলণ্ডের ধনাগারে অনেক রৌপ্য সঞ্চিত হওয়াতে ইংলণ্ডের বাজারে রৌপ্যের দর উঠিয়াছে। রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে বিস্তর সুবিধা হইবে।

কান্দাহার হইতে ৯ ই জুলাই যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ হইতেছে, আমীরের সেনাগণ গিরিষ্কের সন্নিহিত কালাবিস্তাজ নামক স্থানে আছে। আয়ুব খাঁর অগ্রগামী সৈনিকেরা বিরাবামাক নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে, আয়ুব অধিক দূরবর্ত্তী নহেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ১৮৮০ অব্দের জুলাই মাসের প্রথম নয় দিনে ৮৭৬৬৩।/৬ টাকা আয় হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ১৫০১৮৬৸/০ টাকা আয় হইয়াছে। এ বৎসর প্রতি দিন এক লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে।

মায়া পরিত্যাগ বড় কঠিন। গবর্ণমেণ্ট প্রেস কমিশনরের পদের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও করিতে পারিতেছেন না। ঐ কার্য্য হোম ডিপার্টমেণ্টের হস্তে থাকিতেছে। আপাততঃ ফরেন ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা হইবে।

ওয়ার্ল্ড নামক সংবাদ পত্র বলেন যে মহারাণী গ্লাডষ্টোনের সহিত সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্য আসিয়ার রুশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল কর্ণেল ষ্টুয়াট নামে একজন পঞ্জাবের অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক আর্ম্মেনীয় অশ্ব ব্যবসায়ী বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কলিকাতা হইতে যেন আর্ম্মেনিয়ায় যাইতেছেন, এইরূপ ভাব করিয়া মধ্য আসিয়ার ভিতর এবং পারস্য রাজ্যের উত্তরাংশ দিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভ্রমণ কালে তিনি গবর্ণমেণ্টের কিছু মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই তথাপি তাঁহার ভ্রমণের সমুদায় স্থান ও রাস্তার নকসা প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ভ্রমণকালে রুশেরাও তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক তিনি যেরূপ বটমারের ন্যায় অকৃতকার্য্য হন নাই। তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন, হার্টিংটন সাহেব, লর্ড গ্রানবিল ও কাটিটেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সম্প্রতি অনেক ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী ছদ্মবেশে পারস্য রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া-

ছিলেন। তন্মধ্যে একজন অদ্যাপি কাবিলমধ্যে তথায় ভ্রমণ করিতেছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর এই নিয়ম করিয়াছেন যে, অতঃপর যে সমস্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী রেসের জন্য ঘোড়দৌড় ব্যক্তিগণের উপযোগী আবাসস্থলের নিয়ম আছে ঐ নিয়মের সাহায্য গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত করা হইবে। আর যদি রেসের জন্য কাহারও খেয়াল হয়, তাহা হইলে তাহার বেতন বন্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করিয়াছেন, এতদ্দেশে ইতি পূর্ব্বে গবর্ণর জেনারল ডালহাউসী ঐরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা নিবন্ধন উহা কার্য্যে পরিণত করা হয় না।

লালপুরের পশ্চিম সীমায় তথাকার খাঁর সহিত কাবুলের আমীরের কর্ম্মচারীদিগের বিবাদ হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তথায় পেষওয়ারের কমিশনরকে প্রেরণ করিয়াছেন। লালপুরের খাঁ বলিতেছেন কাবুলের কর্ম্মচারীরা সীমা হরণ করিয়া তাঁহার কতক ভূমি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

১ লা আগষ্ট এলাহাবাদে ঘুড়ি খেলা হইবে। নৈনিতালের ডুকোম্পানী ইহার টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। টিকিটের মূল্য দুই টাকা।

ইংলণ্ডে যুবক সম্প্রদায়ের ন্যায় দেশীয় যুবকেরা নৌকা চালন ও বাচখেলা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গার উপকূলে একটী নৌগৃহ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে বর্দ্ধমানের রাজা পাঁচ শত মুদ্রা ও কাসিম বাজারের সুবিখ্যাত দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। এক্ষণে ব্যায়াম শিক্ষায় আমাদের যুবকদিগের মন যে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, এটী মঙ্গলের লক্ষণ।

মুঙ্গের বড়বাজার হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "মহাশয়! এতদ্দেশীয় অনেকে আমাদিগের সংস্থাপিত আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়ের উত্তরোত্তর কয়েক বৎসর হইতে বিশেষ সহায়তা প্রদান করায়, আমরা সম্প্রতি উক্ত ঔষধালয়ে একটী দাতব্য বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছি, যে সকল ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র, অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে কোন মতে সক্ষম নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্র সহ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইবে। আপাততঃ কেবল ম্যালেরিয়া জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময় ও উন্মত্ত শৃগাল কুক্কুর দংশনের মহৌষধ বিতরণ করা যাইবে। সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিলাম।"

প্রসিদ্ধ মহাভারত বিতরণকারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় রামায়ণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতাপ বাবুর উৎসাহ কেবল মহাভারতে নির্ব্বাণ হয় নাই, রামায়ণেও বিস্তৃত হইয়াছে, এটী বড় আহ্লাদের কথা। তবে তিনি একটু ক্ষোভের কথা করিয়াছেন, তাহাতে মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইল। তিনি বলেন তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত মূলধন সংগৃহীত হয় নাই। বঙ্গদেশে অনেক অসাধারণ বদান্য লোক আছেন। আমরা যখন প্রতাপ বাবুর যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিতেছি যদি তাহা অবিলুপ্ত থাকে তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি দুর্ঘট হইবে না।

আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম, অক্সফোর্ড মিশনরিরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিতেছেন, মৃত্তিকায় বসিয়া কদলীপত্রে ভাত খাইতেছেন, কাঁটা চামচা ছাড়িয়া হস্তের দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছেন। মন্দ নহে; এ দিকে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ দেশীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাতি পরিচ্ছদ ও আহার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন, ওদিকে ইংরাজেরা আমাদের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ দেশে কাগজ প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দিবার জন্য মান্দ্রাজ রেইলওয়ে কোম্পানী তাঁহাদিগের রেইলওয়েতে কাগজের মসলা প্রেরণের মাশুল অনেক কমাইয়া দিয়াছেন।

এক খানি বিলাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যে মেল্‌বর্ণে এক জন ইংরাজ (অর্দ্ধ ক্রাউন) এক টাকা চারি আনা মূল্যে তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে।

ইংলণ্ডেও নিহিলিষ্টদিগের মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ১০ ই জুন লিবরপুল টাউনহলের সোপানের নিম্নে বারুদ পূর্ণ একটী থলিয়া পাওয়া গিয়াছে। অগ্নি সংযোগ করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়াতে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটে এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, অতঃপর ভারতবর্ষের মধ্যে তারে সংবাদ পাঠাইতে হইলে ছয়টী শব্দে চারি আনা করিয়া ব্যয় পড়িবে। ঠিকানা লিখিতে ব্যয় লাগিবে না এবং এক মাইলের মধ্যে সংবাদ বিলি করিতে হইলেও কোন ব্যয় পড়িবে না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে টেলিগ্রাফ আপীস স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন।

এদেশস্থ নিকৃষ্ট ইউরোপীয়দিগের চরিত্র যে কত দূষিত তাহা নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। উহারা কয়েক বৎসর অবধি ইউরোপের নানা স্থান, বিশেষতঃ গ্যালেসিয়া হইতে ইহুদী যুবতী আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বেশ্যা করাইয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করে। কিছু কাল এইরূপ ব্যবসায় করিয়া বড় মানুষ হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। এই দুরাত্মাদিগের আনীত যুবতীরা তাহাদের যৌবনের চরমসীমায় পদার্পণ করিলে তাহাদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বোম্বাই নগরে এই ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১। ২৯ এ জুন। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত শঙ্খ বিভাগের ভার প্রাপ্ত সবডিবিজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. ডি. জাবের্স তিন মাস ছুটী পাইয়াছেন।

জে. ডি. জাবের্স ছুটী লওয়াতে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের সবডিবিজন সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ. আর. ইহাম নিজ কার্য্য ভিন্ন ঐ শঙ্খ বিভাগের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৮১। ২ রা জুলাই। মুর্শিদাবাদের কমিশনর এম. ই. পার্জিটার কিছু দিনের জন্য নিজ কার্য্য ভিন্ন ঐ পরগণার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং তিনি মুর্শিদাবাদ কমিশনরেরও কার্য্য করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর ডব্লিউ বি ওল্ডহ্যাম এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার অস্থায়ী দেওঘরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এস এস, ডোম তৎকার্য্য করিবেন। বীরভূমের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি আরডেন দেওঘরে গেলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রকাশচন্দ্র সেন ২৪ পরগণার অস্থায়ী বারাসত বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ এক্ষণে বেঙ্গল সেক্রেটারিএট রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে প্রধান সহকারীর কার্য্য করিতেছেন। তিনি বাবু প্রকাশচন্দ্র সেনের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১। ৪ ঠা জুলাই। দমদমার প্রতিনিধি ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন জে. এস. মিলেট্ কার্গ্যান্ তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন। বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেজর ডব্লিউ জি টি হ্যামিলটন নিজ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার কার্য্য করিবেন।

এম. এইচ. বারো সাহাবাদের প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৮৮১। ৬ ই জুলাই। ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে. সি. আর্বুথনট কিছু দিনের জন্য মুঙ্গেরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন। সারণ জেলার অস্থায়ী সেকেণ্ডার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ. ডি. টেলর ভাগলপুরের সদর ষ্টেশনে গেলেন।

১৮৮১। ৭ ই জুলাই। দার্জ্জিলিঙের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও

[illegible]

[illegible]

হইতেছে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় আট দশ হস্ত হইবেক। ইহার গতি পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে উত্তর পশ্চিম। চারি দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ, মেলেরিয়ার উপস্থিত প্রায়, তাহার উপর আবার ধূমকেতু!!

এখানকার [illegible] দেবের রথ যাত্রা ও বারুণী [illegible] উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় মন্দ হয় নাই, গত বৎসর এক মানুষ রথে চাপা পড়ায় এবার পুলিস খুব সতর্ক থাকায় কোন গোলযোগ হয় নাই।

এখানকার ছোট আদালতের একটিং জজ [illegible] পি মিত্র মহাশয় এখান হইতে বদলী হইয়া জলপাইগুড়িতে চলিলেন। তাঁহার স্থানে স্থায়িরূপে [illegible] পরিবারে গত মেদেনীপুর হইতে আসিয়া পৌছাইয়াছেন।

অধিক কাল বৃষ্টি না হওয়ায় অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে, যেরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে, এই ভাবে কিছু দিন গেলেই প্রচুর [illegible] উদয় হইতেছে।

কানপুর।

এখানে আবার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কয়েক দিবস হইল, এই রোগে একটী স্ত্রীলোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এখনও দুই একটী রোগী শয্যাগত রহিয়াছে।

শুনা যাইতেছে উকীল বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় এখানে দ্বিতীয় মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত বাবু আলিপুর জজ আদালতে ওকালতি করিতেছিলেন।

ইংরাজী ১৮৭০ অব্দ হইতে গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম প্রচার হয় যে সকল লোকে ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বা এতদ্দেশীয় মধ্যম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible], তাহারা এ প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আফিসে [illegible] টাকার বেশী (বেতনের) [illegible] পারিবেন না। এক্ষণে সেই নিয়মের মধ্যম প্রণালীর লোপের চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে।

[illegible] ফৌজ আদালতের উকীল মাননীয় উকীল বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্রত্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণকে পারিতোষিক দিতে প্রতি বৎসর [illegible] দিতে স্বীকার পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার মহানুভবতা ও বদান্যতার নিমিত্ত তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপাধ্যায়ক্ষম ব্যক্তিরা এই প্রকার সদাশয় হইলে দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

গত সোমবার হইতে তিন চারি দিন ধূমকেতু দেখা দিয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বায়ুকোণে দৃষ্ট হয়, এবং রাত্রি শেষে তাহার বিপরীত দিকে দেখা দিয়া থাকে। প্রাচীন লোকেরা বলিতেছেন, ইহা পৃথিবীর একটী অমঙ্গলের চিহ্ন। পূর্ব্বে কয়েক বৎসর গত হইল আর একবার উদয় হইয়াছিল তাহাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

৪ ঠা জুলাই সোমবার বেলা ৮ টার সময় এখানে অসংখ্য পঙ্গপাল উড়িয়াছিল। উত্তর শ্রেণীর নিম্ন স্থানীয়া ইহা ভাজিয়া খায়।

যশোহর।

চাকলা, খাঁপা, ২৯ এ আষাঢ়, ১২৮৮।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আউটপোষ্ট কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত কমলাপুরের হোমিওপেথি চিকিৎসক বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ইনি ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন) বিলাতের লণ্ডন ইউনিভারসিটির রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা বর্ত্তমান মাসের ২ য় সপ্তাহের কয়েক দিবস আকাশ-মণ্ডলের উত্তর পশ্চিম কোণে ধূমকেতু উঠিতে দেখিয়াছি। গত শুক্রবারেও নয়নগোচর হইয়াছিল। অদ্য ৩। ৪ দিবস গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রাত্রে ধূমকেতু নেত্র-পথে পতিত হইতেছে না। উহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে পত্রাদি রেজিষ্টরি করিবার ফী চারি আনার পরিবর্ত্তে দুই আনা দিতে হইবে।

হুগলী ২৯ এ জুন—১৮৮১ খ্রীঃ।

হুগলীর মিউনিসিপালিটির মত ম্যাপ নাই বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। সহরের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মেলেরিয়ার আকর স্বরূপ দুর্গন্ধ পঙ্ক জলপূর্ণ খানা ডোবারও অভাব নাই, যে কয়েকটী প্রকাশ্য সদর পথ আছে তদ্ব্যতীত অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। এই বর্ষাকালে ঐ সকল কাঁচা পথ দিয়া গমনাগমন করিতে হইলে লোকের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ও অসুবিধা হয়, তাহা বর্ণনা করিতে কাদম্বরী লেখনীর [illegible] হইয়া যায়। আবার হুগলীর রাস্তা সমূহে যথায়থ পরিমাণে আলো না থাকাতে প্রজা বর্গকে প্রতিদিন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পাঠক গণ আপনারা যদি কখন হুগলীতে আগমন করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। হুগলীর বড়াল পাড়ায় গলি ও

অন্যান্য কয়েকটী গলিতে রাত্রিতে গমনাগমন করিতে হইলে, আলোর অভাবে লোকের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ও শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক, আমরা জানি হুগলীর মিউনিসিপালিটীর আয় নিতান্ত অল্প নহে। করপ্রদায়ী সকল ব্যক্তিগণ আলোক সুখে থাকিবে বলিয়া মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সকল প্রজার শরীর শোষিত করিয়া টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা ভরসা করি হুগলীর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ভাইসচেয়ারম্যান ও কমিসনরগণ মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান দোষগুণ বিচার করিয়া করপ্রদাতা অধিবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়া সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লইবেন। আর কয়লাঘাটা হুগলীর কৃতবিদ্য অধিবাসিগণের প্রতিও আমাদিগের সবিশেষ অনুরোধ এই তাঁহারা হুগলির মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা (ইলেকটিভ সিষ্টেম) রক্ষিত করিবার জন্য কোমর বাঁধুন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ নিয়মটী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিতে গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি গ্রাহক নন, তন্ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডারের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৴০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২১ নং কালেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমত ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অভিলাষ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছিন্নমস্তা (সামাজিক নবন্যাস)	৸০
কৃষিশিক্ষা	।০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানার্জির লাইব্রেরিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৮০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫৸০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাসুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৶০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্তপদাদিকম্প, জ্ঞানবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিনের জন্যও [illegible] দিয়া দর্শন পূর্ব্বক এই সভা সম্বন্ধে [illegible] অবগত হইবেন [illegible] আত্মজ্ঞান লাভ করিতে [illegible] যিনি আমাকে [illegible] বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার
শ্রীরামপুর।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহা- [illegible] প্রবন্ধ পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারতমহিলা," [illegible] আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা [illegible]" মূল্য তিন আনা। [illegible] পুন মুদ্রিত। কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মাশুল ৴১০ হিসাবে।

শিবপুরের রামকমল মুখোপাধ্যায়ের বাটীর [illegible] নং কোঠাদার দোতলা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল } শ্রীশীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ২৪ নং বাটী শিবপুর।

বস্ত্র ব্যবসায়

মফঃস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি [illegible] (মোকাবিলা) আফিস—৭০ নং বাটী [illegible] কোম্পানি।

কলিকাতা।

১। কলিকাতায় থাকিতে হবে; কিম্বা [illegible] সুবিধামত হবে; সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা [illegible] অধিক ব্যয়ে কারবার করি না। [illegible] সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যাইবে।

৩। দ্রব্যাদি অতি উত্তমরূপ এবং শীঘ্র পাঠান যায়। [illegible] পরে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া [illegible] পাঠান গিয়া থাকে

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

১০০ [illegible] হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ [illegible] হইলে " ২৸০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। দ্রব্যাদি ও টাকা [illegible] নামে পাঠাইতে হইবে। [illegible] নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহার বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফঃস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—
[illegible]—১২০ একশত বিশ জনের উপর।
[illegible]—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফঃস্বলে কারবার কিম্বা দোকান খুলিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

শ্রীযুগলকিশোর [illegible]।
১লা এপ্রেল ১৮৮১ } ম্যানেজার।

পরীক্ষিত।

কেশ রঞ্জিনী (সুগন্ধ তৈল)—[illegible] কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকানি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং [illegible] মস্তিষ্ক [illegible] এবং মাথা ধরা, মাথা [illegible] ইত্যাদি বায়ুরোগের বিশেষ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফঃস্বলে প্যাকিং, খরচ ৷০ আনা।

[illegible]

[illegible] পাওয়া যায়

[illegible]
[illegible]
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ [illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	[illegible] চক্রবর্ত্তী—[illegible]	১০
" "	[illegible] মণ্ডল—[illegible]	১০
" "	[illegible]	১০
" "	[illegible] মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	১০
" "	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]	১০
"	প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—[illegible]	৭
"	কালীচরণ [illegible]—[illegible]	৭
শ্রীযুক্ত বাবু	[illegible] মিত্র—[illegible]	৭
" "	[illegible] দাস—[illegible]	৭
" "	[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]	
" "	[illegible] ভট্টাচার্য্য—কলিকাতা	
	কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য—[illegible]	
	[illegible] মিত্র—[illegible]	
	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible]	[illegible]
	নবদ্বীপ গোস্বামী—কলিকাতা	[illegible]
	[illegible] চৌধুরী [illegible]	
[illegible]		[illegible]
[illegible]—কলিকাতা		[illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

[illegible] অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে [illegible] মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

[illegible] মূল্য না পাইলে [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible] [illegible] সোমপ্রকাশের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তীর নামে [illegible] টিকিট, মনি অর্ডার, [illegible] মূল্য [illegible] অধিক মূল্যের টিকিট [illegible] গৃহীত হইবে না। মূল্য [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] মূল্য [illegible] করেন না।

[illegible] না [illegible] পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

[illegible] সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে [illegible] দিতে হইবে।

[illegible] কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাক [illegible] চাঙ্গড়িপোতা [illegible] যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ৩৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১১ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ২৫ এ জুলাই | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে " কারাভন " জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বৃহদাকার তর্ম্মুজাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টরাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেকেস্পারাদি ফুলের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৫৲ টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৫৲ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২।০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১৲ টাকা। আমদানী বীজের অভিবাদনের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ।০ আনা।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্ব প্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুষ্টব্রণ ঘা, ফোস্কা ঘা, আঘাত ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, তুষা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষপাঁচড়া, ফিঁফিরা, ক্ষতিরা, পক্বিয়া ছড়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পুষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও গোদ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কীটজ ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ৪০, /৫, /১৫০, /১০, কাষ্টমহাতে বড়বাজার চিনি পট্টি ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমার দময়ন্তীচর্য্যা, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মাতা কার্পাস, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? বহুশাস্ত্রিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৬টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশপূর্ণ মহাভক্তী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি স্বত্ত্বপ্রাপ্তী হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্র গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মানিকতলা নবাবী কচ্ছ্রাপদের লেন ১৯ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৪ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া জটিল আরোগ্য ও প্রসব

ইত্যাদি লিখিয়ে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

[illegible] ,কোষ্ঠ, মাথা-ঘোরাক্ষ, ও মূত্রশিলা (বা [illegible] রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে [illegible] করেন।

[illegible] সর্বদাই সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার [illegible] ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, [illegible], ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অ্যানেক্স [illegible] এক্ষণে কোং অত্যন্ত যত্নবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র

নববিধানীদিগের সত্যানুরাগ।

কেন যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম কেশব বাবুকে ত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সংবাদ-পত্র-পাঠকেরা এক প্রকার অবগত আছেন। যাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তাঁহাদের সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি, এবং নিজের অধিকাংশ বিষয়ের অবনতি দেখিয়া কেশব বাবুর বড় কষ্ট হয়। কোন বিষয়ে কাহারও কষ্ট হইলে সে কখনই সুস্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং কেশব বাবু তাহার প্রতিবিধানের জন্য অর্থাৎ যাহাতে প্রতিপক্ষদিগের অবনতি ও নিজের উন্নতি হয়, যাহাতে প্রতিপক্ষেরা সাধারণ লোকমণ্ডলীর সমক্ষে লাঞ্ছিত, দুষিত, ও অপদস্থ এবং নিজে সমাদৃত, সম্মানিত ও পূজিত হন, বিধিমতে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আপনাকে ও আপন আশ্রিত শিষ্যদিগের ভক্ত, যোগী, ব্রহ্মচারী, বৈরাগী, সাধু ও ধার্ম্মিক বলিয়া এবং প্রতিপক্ষদিগকে অসাধু, অধার্ম্মিক, প্রতারক, প্রবঞ্চক, সুরাপায়ী ও ব্যভিচারী বিশেষণে বিশেষিত করিয়া নিজেই ঢক্কাবাদ্য করিতেছেন। ইহা একটী সত্য কথা যে, সর্ব্বদা যে যে কার্য্য করে, তাহা তাহার পক্ষে ক্রমশঃ বড় সহজ হইয়া উঠে, এবং তাহা করিতে তাহার বিলক্ষণ সাহস [illegible] হইয়া থাকে। কেশব বাবু এবং তাঁহার শিষ্যেরা এতদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে সাধারণভাবে গালি বর্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রকার ক্রমাগত গালি দিয়া তাঁহাদের এরূপ দুঃসাহস হইয়া উঠিয়াছিল যে, সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যে একজন (নাম জানিলেও এখানে তাহা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই) গত ২১ এ মে তারিখের সুলভসমাচারে "গঙ্গোনাথ" স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া অতি কদর্য্য ও নীচভাবে গালি বর্ষণ, এবং তাঁহার মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করেন। এরূপ পরবেষী মিথ্যাপবাদকারীদিগকে একটুকু শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক হওয়াতে দ্বারকানাথ বাবু সুলভ সমাচারের প্রিণ্টারের নামে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট আমির আলির নিকট অভিযোগ, এবং কেশব বাবু প্রভৃতি কতকগুলি চুনোগলিক লোককে সাক্ষী দিবার জন্য আহ্বান করেন। * আমির আলি অন্যান্য সাক্ষীদিগের নামে সমন বাহির করেন, কিন্তু কেশব বাবুর মান রক্ষা করিয়া সমনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার কোর্টে উপস্থিত হইতে বলেন। দুঃখের বিষয় এই, কেশব বাবু আপনার মান আপনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। একজন মাজিষ্ট্রেটের কথা অমান্য করা আর কুইনভিক্টোরিয়ার কথা অমান্য করা উভয়ই যে সমান তাহা তিনি আত্মাভিমান প্রভাবে বিস্মৃত হইয়া আমির আলির কথা অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং আমির আলি তখন তাঁহার নামে সমন বাহির করিতে বাধ্য হন। সমন দেখিয়া কেশব বাবুর চক্ষু স্থির! তখন ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া তিনি মকদ্দমা আপস করিতে ব্যগ্র হইলেন! তাঁহার এবং আসামী প্রভৃতির পক্ষ হইয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র দ্বারকানাথ বাবুর সমক্ষে উপস্থিত হন, এবং হাত যোড় করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া মকদ্দমা আপস করাইতে তাঁহাকে সম্মত করেন। এই কথা হয় যে, সুলভ সমাচারে দ্বারকানাথ বাবুর ইচ্ছানুরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি মকদ্দমা উঠাইয়া লইবেন। কান্তি বাবু ইহাতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করেন। ইহার পরে সত্যানুরাগী নববিধানী ভ্রাতারা কি করিয়াছিলেন পাঠকেরা তাহা একবার শ্রবণ করুন। তাঁহারা দ্বারকানাথ বাবু যেরূপ বলেন তাহার কতক বাদ দিয়া গত ১৮ ই জুনের সুলভ সমাচারে প্রথম ত্রুটি স্বীকার করেন, কিন্তু দুঃখের কথা এই, যে সকল সুলভ সমাচার কলিকাতাতে বিলি করা হইয়াছিল কেবল তাহাতেই উক্ত ক্ষমা প্রার্থনা মুদ্রিত করা হয়, আর যে সকল সুলভ মফস্বলে প্রেরিত হয় তাহার মধ্যে উহার বিন্দুবিসর্গও মুদ্রিত করা হয় নাই!!! নববিধানী ভ্রাতারা জানেন, তাঁহাদের গুণাগুণ কলিকাতার লোকদিগের নিকট কিছুই অপ্রকাশিত নাই, বিশেষতঃ দ্বারকানাথ বাবু কলিকাতাতেই থাকেন কিন্তু মফস্বলে তাঁহাদের যে প্রতিপত্তিটুকু এখনও আছে, পাছে সেটুকু যায়, বোধ হয় এই ভয়ে তাঁহারা সেখানে প্রেরিত সুলভে তাহা মুদ্রিত করেন নাই! যাহা হউক, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথ বাবু নববিধানীদিগের এই শঠতা কোন প্রকারে অবগত হইয়া মফস্বলে প্রেরিত একখানি সুলভ লইয়া আমির আলির নিকট উপস্থিত হইবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। ইহাতে সত্যানুরাগী ভ্রাতারা পুনরায় কান্তি বাবুকে পাঠান, তিনি পুনরায় দ্বারকানাথ বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া অঙ্গীকার করেন যে, ২৫ এ জুনের সমস্ত সুলভ সমাচারে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ক্ষমা প্রার্থনা মুদ্রিত করা হইবে। দ্বারকানাথ বাবু ইহাতে সম্মত হন। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, যদিও উক্ত তারিখের সমস্ত সুলভে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় কিন্তু তাহা দ্বারকা বাবুর ইচ্ছানুরূপ নহে, ভ্রাতারা আপনাদের মুখরক্ষার ক্ষমা প্রার্থনাই করেন!!! দ্বারকা বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া মকদ্দমা চালাইতে উদ্যুক্ত হন কিন্তু কান্তি বাবু পুনরায় আসিয়া ভাই হে আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমার ইচ্ছামত ত্রুটি স্বীকার করিলে আমাদের মান সম্ভ্রম আর কিছুই থাকে না। এই প্রকার অনেক খোসামোদ করাতে দ্বারকা বাবু তাঁহার পূর্ব্ব ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং কতকটা নিজ ইচ্ছা ও কতকটা বিধানী ভ্রাতাদিগের ইচ্ছানুসারে পশ্চাৎ লিখিতরূপে ত্রুটি স্বীকার করিয়া সুলভ সমাচারে প্রকাশ করিতে বলেন। বিধানী ভ্রাতারা তাহা ২ রা জুলাইয়ের সুলভে প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ কলিকাতায় প্রচারিত সুলভে তিনবার এবং মফস্বলে প্রচারিত সুলভে দুইবার ত্রুটি স্বীকার করিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন।

* অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষে সকল প্রকার নিন্দা, গালি, উৎপীড়ন প্রভৃতি সহ্য করাই উচিত, তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। আমরা কিন্তু তাঁহাদের এরূপ সংস্কারকে কুসংস্কার বলিতে বাধ্য হইতেছি। কেবল মাত্র নিজের ধর্ম্মোন্নতি করা যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাদের পক্ষে একথা কতক সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু নিজের আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরের আত্মার উন্নতির জন্য যাঁহারা চিন্তিত, অপরের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর তুমি ধর্ম্ম প্রচারক। আমি যদি ক্রমাগত ঘোষণা করিতে থাকি যে, তুমি ব্যভিচারী, সুরাপায়ী প্রতারক, প্রবঞ্চক, পরস্ত্রী ও পরধন হরণকারী, আর তুমি যদি আমার সে ঘোষণা যে মিথ্যা ঘোষণা তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন চেষ্টা না কর, তবে তুমি যে, সে সকল দোষে দোষী তাহাই কি সাধারণের বিশ্বাস হইবে না? এরূপ বিশ্বাস হইলে, এমন কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীপুরুষ আছে, যে তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে অথবা তোমার পথের পথিক হইতে তোমার নিকট আগমন করিবে?

ত্রুটি স্বীকার।

"আমাদিগের ২১ এ মে তারিখের সুলভ সমাচারে "বঙ্গেনাথ গর্ভস্রাব" আখ্যায়িত যে পত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ হইয়াছে শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। রাজকুমার বাবুর যাহাতে মান হানি হয়, আমাদিগের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই। উক্ত পত্রে লেখক সম্বন্ধে যে যে দোষারোপ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা রাজকুমার বাবুকে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ মনে করি। আমাদের লেখার দ্বারা যদি তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে, সে জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমরা তাঁহাকে অনেক দিন হইতে সৎ ও নারীহিতৈষী বলিয়া জানি। ৭ ই মের সুলভ সমাচারে "দেশহিতৈষীর" পত্রে বেথুন স্কুলের ছাত্রীদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দোষারোপ করা হয় নাই। তাঁহাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা তাঁহাদের স্ত্রীপ্রকৃতির কমনীয়তা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, আমরা এই কথাই বলিয়াছিলাম। যদি আমাদের লেখায় কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা তাঁহাদের চরিত্রের উপর কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছি, তাহা হইলে নিতান্ত ভ্রম করা হইয়াছে।"

বহুনীরা
১৪ ই জুলাই ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

ছিন্নমস্তা।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে "বাঙ্গালী পাঠক" শীর্ষক যে পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছিল, ৩০ এ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে তাহার এক খানি "ছিন্নমস্তা" শিরোনামাঙ্কিত "শ্রীলা" স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদকারী ছিন্নমস্তা পাঠে আশানুরূপ ফল না পাইয়া লিখিয়াছেন "সে দোষ গ্রন্থকারের নহে,—সমালোচকদিগের নহে, পত্র প্রেরক মহাশয়ের নহে,—সে দোষ আমাদিগের অদৃষ্টের"! আমরাও দেখিতেছি, প্রতিবাদকারীর অদৃষ্ট বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহে। কেন না ছিন্নমস্তা সমালোচনার প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহাকে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকরূপে ধরা পড়িতে হইল, এটিও তাঁহার অদৃষ্টের দোষ। তিনি যখন ছিন্নমস্তা সমালোচকের প্রতিবাদে সাহসী হইয়াছেন, তখন অবশ্যই আপনাকে উক্ত শ্রেণীর পাঠক মনে করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই ভাব মনে মনে রাখিয়া সন্তুষ্ট হওয়াই উঁহার উচিত ছিল।

প্রতিবাদকারীর মনে একটী সাধ ছিল। ছিন্নমস্তা পাঠে সে সাধ না মিটায় আক্ষেপ সহকারে লিখিয়াছেন "মনে করিয়াছিলাম, এতদিনের পর বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়ে আসন গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু কই তাহাও ত হইল না?" প্রতিবাদকারী যদি বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসনচ্যুত দেখিবার বাসনায় আমার পত্র পাঠ করিয়া থাকেন তবে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেন না, আমার পত্রের কোন স্থলে বঙ্কিম বাবুর কবিত্বশক্তি অস্বীকৃত হয় নাই, বরং তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব, প্রকৃত শক্তি, বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস, পুরাণ কি কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলে কবি হয় না। আমার পত্রের কোন্ স্থলে প্রতিবাদকারী এ আভাস পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না, অথচ ঐ কথাটির উপর কটাক্ষ করিয়া অনেকগুলি বাক্যব্যয় করিয়াছেন। আমরা ত জানি যে, ইতিহাস, পুরাণ, সাময়িক ঘটনা বিশেষ, প্রাকৃতিক পদার্থ, লোক চরিত্র, ইত্যাদিই কবির সম্বল।

"স্বর্গের ফল বাজারে নহে" একজন সমালোচক লিখিয়াছেন "ছিন্নমস্তার নায়িকা কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি! প্রতিবাদকারীর এ কথাটী সহ্য হয় নাই। বাস্তবে চেষ্টা করিলেও সত্য লোপ করিতে সমর্থ হয় না। "কপালিনী অপূর্ব্ব সৃষ্টি" নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল উক্তি করিয়াছেন, বুদ্ধিমান পাঠকগণ সেই সকল উক্তি দ্বারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে "কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি!" "শ্রীলার" লেখার ধরণে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ছিন্নমস্তার সৌন্দর্য্যানুভব সামর্থ্য, তাঁহার নাই; থাকিলে কতকগুলি বাতুল প্রলাপে প্রতিবাদ পত্র পূর্ণ করিয়া গ্রন্থকার বিশেষের পক্ষপাতী ও ছিন্নমস্তার অকারণ বিদ্বেষী বলিয়া সাধারণের দুর্ণামভাজন হইতেন না।

বোধ হয় প্রতিবাদকারী মহাশয় গ্রন্থকার বিশেষের খ্যাতি লোপের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া ছিন্নমস্তার সমালোচনার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেন না ছিন্নমস্তার যে যে স্থল সুন্দর ও সুসঙ্গত, প্রতিবাদকারী তাঁহার অদৃষ্টের দোষে সেই সেই স্থলই মন্দ দেখিয়াছেন। আমার এই কথার প্রমাণার্থ ছিন্নমস্তার সেই সেই স্থলের উল্লেখ করিলাম; সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গের প্রবৃত্তি হয় ত পাঠ করিবেন। যথা অষ্টাবিংশাধ্যায়, ত্রিংশোধ্যায়, পঞ্চদশাধ্যায়, ইত্যাদি।

বহুতর বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিন্নমস্তার প্রশংসা করিয়াছেন, এটী সহ্য না হওয়াতেই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক ছিন্নমস্তার সমালোচকের প্রতিবাদ করা যে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, প্রতিবাদকারী নিজেই তাহা বুঝিয়াছেন, সেই জন্যই প্রতিবাদ পত্রের শেষ ভাগে একটু "সাফাই" করিয়াছেন।

আর একটী কথা বলিয়াই আমি অদ্যকার পত্র শেষ করিব। কপালিনী যে, স্বামীর প্রতি "তোমাকে বড় ভাল বাসি,—তোমাকে না দেখিলে প্রাণে মরি, তোমার বিরহে আমার অন্ন জল রোচে না—তুমি নিকট না থাকিলে পৃথিবী শূন্যময় বোধ হয়" ইত্যাদি খুলিয়া বলেন নাই, তজ্জন্য একটু আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। যে কপালিনী, বিরহিণী অবস্থায় গৃহত্যাগী স্বামীর দর্শন লালসাকে মহাযোগরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি রূপ যোগসিদ্ধির নিমিত্ত অকাতরে জীবন দান করিয়াছিলেন, সেই কপালিনী অযাচিত প্রেম বাণী একটী বর্ণমাত্র প্রকাশ করেন নাই। এইটী যে তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান বৈচিত্র্য, প্রতিবাদকারী তাহা বুঝেন না; অথচ কপালিনী চরিত্রে খুঁত ধরিয়াছেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। তাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ রুচি এবং তিনি যেরূপ মনোযোগের সহিত ছিন্নমস্তা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিবাদ পত্র পাঠে আমরা তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইলাম। তাঁহার লেখার ধরণে কোনরূপে বোধ হয় না যে তিনি সত্য সংস্থাপনার্থ এ প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার নিজ সিদ্ধান্তে এত অধিক বিশ্বাস আছে যে, সাহস করিয়া বলিতে পারি, যিনি ছিন্নমস্তা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন, এ প্রতিবাদের কোন মূল্য নাই; কোন হেতু নাই।

উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের সত্বর পড়িয়া গ্রন্থপাঠ শেষ করার রীতি আছে, এক পাত পড়িয়া পাঁচ পাতের "ভাব বাছিয়া লওয়ার" অভ্যাস আছে, অপেক্ষাকৃত অসরল ও নীরস বিষয়গুলি ত্যাগ করিয়া, কেবল গল্পটী মাত্র মনে রাখার প্রথা আছে, তাদৃশ সাধারণ আখ্যায়িকা পাঠকেরা যেন ছিন্নমস্তা সমালোচনে হস্ত প্রসারণ না করেন। কারণ ছিন্নমস্তা তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা বুঝিবার ইচ্ছা ও চিত্তাভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, ছিন্নমস্তা তাঁহাদের জন্য। দোষমাত্রদর্শী হইয়া গ্রন্থপাঠ করিলে সকল গ্রন্থ হইতেই ভূরি ভূরি দোষ বাহির করা যাইতে পারে। ছিন্নমস্তাকেও আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিতে প্রস্তুত নহি। ইচ্ছা করিলে "শ্রীলার" ন্যায় "শ্রীলো"

" ত্রীম " " ত্রীম " প্রভৃতি সকলেই সকল পুস্তকের দোষ বাহির করিতে পারে।

কলিকাতা মোজলাই
১০ ই জুলাই
১৮৮১ খ্রীঃ।
শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

১১ ই শ্রাবণ সোমবার।

ইংলণ্ডের নূতন ত্রাস।

মানুষের ভয়ের স্থান শত শত, বিপদের স্থান সহস্র সহস্র। হয় ত পূর্ব্বে যেখানে কোন আশঙ্কা ছিল না, সেখান হইতেও বিপদ আসিয়া পড়ে। ইংরাজি কাগজে ইংলণ্ডের নাম হমোফোবিই রাখিয়াছেন, অর্থাৎ ইংলণ্ড কখকে দেখিলে ত্রাসে সশঙ্কিত হন, তাঁহার দেহের অর্দ্ধেক শোণিত শুকাইয়া যায়। যেমন গৃহমধ্যে সর্প বা কাটা থাকিলে গৃহস্থ সর্পাদির ভয়ে তাহা লুকাইয়া দেন, কোথায় কোন ছিদ্রিপথট দিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া ভারতের মধ্যে আসিবার পথ আছে, ইংলণ্ড ব্যস্ত হইয়া কেবল তাহাই বন্ধ করিতেছেন,—রুষ আর প্রবেশ করিতে পারিবে না। ভারতে বসিয়া ভারতেশ্বরী সুখে সচ্ছন্দে পৃথিবীশাসন করিতে পারিবেন। কিন্তু বোধ হয় ইংলণ্ডের মন হইতে রুষের আশঙ্কা এই বার তিরোহিত হইতে চলিল। আর একটী নূতন ভয়ের কথা উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের শাসনকর্ত্তা একটী সভায় বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন—" এক দিন আমরা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করিব। " এটী বড় সহজ কথা নয়। এই কথা শুনিলে আমেরিকার তুমুল গৃহবিচ্ছেদের কথা আমাদের স্মরণ হয়।

অষ্ট্রেলিয়া ও তৎসন্নিহিত টাসমানিয়া এবং নবজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। বোম্বাই নগর হইতে জলপথে ইংলণ্ড যাইতে যত পথ, কুমারিকা হইতে জল পথে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে তাহার সিকি পথও হইবে না। অতএব অষ্ট্রেলেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতের অনেক নিকটবর্ত্তী। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রেলেসিয়ার সিড্‌নি নগর ইংরাজেরা প্রথম সংস্থাপন করেন। এখন যেমন ভারতবর্ষের অপরাধীদিগকে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয়, সেইরূপ প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের অপরাধীদিগকে ঐ সিড্‌নি নগরে নির্ব্বাসিত করা হইত। পরিশেষে সকলে দেখিলেন,—উহার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর ও ভূমি শস্যশালিনী; সুতরাং ক্রমে ক্রমে তথায় অনেক ইংরাজ আসিয়া উপনিবেশ করিলেন। এখন সমস্ত অষ্ট্রেলেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৩,০৩৬,১৪৬ জন ইংরাজের বাস। এদিকে সমস্ত ইউরোপের লোক সংখ্যা ৩০৩,০০০,০০০ এবং ইংলণ্ড ওয়েল্‌স্ স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ সমূহের লোক সংখ্যা ৩১,৬২৮,৩৩৮; কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে অনেক বিদেশীয় লোক অবস্থিতি করেন, সে কারণ তৎসমুদায় দ্বীপের যথার্থ লোক সংখ্যা নিশ্চিত করা দুষ্কর। যাহা হউক, উপরে যেরূপ কথিত হইল তদনুষ্টে ইংলণ্ড প্রভৃতি তদধিকার ভুক্ত দ্বীপ অপেক্ষা অষ্ট্রেলেসিয়াতে প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ লোক বাস করে।

সমস্ত ইউরোপের আয়তন ৩,৮০০,০০০ বর্গ মাইল এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপের আয়তন ১২১,৪৮১ বর্গ মাইল। এ দিকে সমস্ত অষ্ট্রেলেসিয়ার আয়তন ৩,১৫২,০০০ বর্গ মাইল।

অষ্ট্রেলেসিয়া নানা প্রকার খনিজ দ্রব্যের আকর। উহার সকল স্থানে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। অনেক স্থানে প্রচুর পাথুরিয়া কয়লা মিলে। তথায় তাম্র ও সীস যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। আবার ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন দক্ষিণ ওয়েল্‌স্ এবং ভিক্টোরিয়াতে যে প্রকার স্বর্ণের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আর কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। পূর্ব্বেও এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোণা পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ঐ সকল দ্বীপের মেষ ও তাহাদের পশম পরম উপাদেয় সামগ্রী। পূর্ব্বে সেখানে খাদ্যোপযোগী ফল মূল এবং শস্যাদি স্বভাবতঃ প্রায় কিছুই জন্মিত না। কিন্তু এখন ইংরাজেরা নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তথায় রোপণ করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে অষ্ট্রেলেসিয়ার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর এবং মানুষের প্রয়োজনানুরূপ সকল দ্রব্যই সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে অর্ণবপথের পথও বিলক্ষণ প্রশস্ত আছে। মেলবোরন নগরে শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। এবং যাহাতে অষ্ট্রেলেসিয়ার অবস্থা উত্তরোত্তর আরও ভাল হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই যত্ন করিতেছেন। এখানে ভারতবর্ষবাসিদের সঙ্গেও অষ্ট্রেলেসিয়ার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। বোম্বাই নগরের অনেক বণিক জাহাজে করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়াতে বাণিজ্য করিতে যান। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে অষ্ট্রেলেসিয়ার সম্বন্ধ ক্রমশঃ অতি নিকট হইয়া পড়িবে এবং সত্বর তথাকার লোক সংখ্যা ব্রিটেনের তুল্য হইয়া উঠিবে।

এখন ভাবুন দেখি,—আমেরিকায় যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, এককালে এখানেও কি তাহাই ঘটিয়া থাকিবে? আমেরিকার উত্তরাংশে ইংরাজদের উপনিবেশ ছিল। ঐ মহাদেশ স্বাস্থ্যকর ও অর্থকর হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে তথায় ইংরাজদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়িল; তাঁহারা স্বয়ং এক প্রধান জাতি হইলেন, আর ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তুমুল সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া মাতৃভূমি হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন।

জীবমাত্রেরই এইরূপ প্রকৃতি ক্ষমতা হইলে কেহই অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে চান না। তখন মনের মধ্যে স্বাধীন বৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। অষ্ট্রেলেসিয়া হইতেও এক দিন যে, সেই বিপদ ঘটিবে না, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ সম্প্রতি তথাকার শাসনকর্ত্তা যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেক দূর শঙ্কাবাহক বটে। শাসনকর্ত্তা নিজ মুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। " এক দিন আমরা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করিব। " এই কথা তিনি যে প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি বুঝিয়া দেখিতে হইবে না। এতদ্বারা রাজভক্তি বিচ্যুত হইয়াছে। এটী বিদ্রোহসূচক বাক্য। কে বলিবে যে, এটী গৃহবিচ্ছেদের কথা নহে?

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমের সীমা বিলক্ষণ দৃঢ় আছে। সেখান দিয়া শত্রু প্রবেশের কিছুই আশঙ্কা নাই। যত দিন ইংরাজদের সমুদ্রবল নিস্তেজ না হইতেছে, তত দিন ইংরাজদের ভয় নাই। বিবেচনা করুন বহির্দ্বার দৃঢ় থাকিলে অন্তঃপুর নিদ্রা নয় ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। ভারতবর্ষের অন্ধ উর্দ্ধাদের ভাবের মত নদ নদীতে অদ্ভুত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরীতে নদ নদী ঢাকিয়া থাকিলে কোন্ বীর জাতির সাধ্য যে, ভারতে প্রবেশ করে?—ভারতে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করে?

এখন কথা হইতেছে, ইংলণ্ডের যেন সমুদ্রবলে না ব্যাঘাত ঘটে; আর যেন গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত না হয়। অষ্ট্রেলেসিয়াতে ইংরাজ-প্রতাপ যদি দিন দিন বাড়িতে থাকে, ভারতবর্ষে ক্রমে যদি ফিরিঙ্গী ও ইংরাজ প্রভৃতি খ্রীষ্টান জাতি বাস করিতে থাকেন, তবে উত্তর কালে ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ভারতবাসীরা কিছুই করিবেন না। তাঁহাদের অচলা রাজভক্তি চির দিন সমান থাকিবে। কিন্তু যে ইংরাজেরা আজ আমাদের মুখে কথা কথা করিয়া কপাটি দিতেছেন, আমাদের রাজভক্তি নাই বলিয়া যে ইংরাজেরা উচ্চৈঃ বলিতে আমাদিগকে ভৎসনা করিতেছেন, ভারতবর্ষে যদি কখন অনিষ্ট ঘটে তবে সে অনিষ্ট ঐ সকল কর্ত্তা ব্যক্তিদের

হইতে থাকিবে। তাহার কারণ দেখুন, পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা যতই কেন দৃঢ় থাকুক না, অধিক কাল বিদেশে থাকিলে স্বদেশের প্রতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ মায়া দয়া স্নেহ মমতা কিছুই থাকে না। তখন বিদেশকেই স্বদেশ জ্ঞান হয়। বিদেশেই মায়া বসে; বিদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে অভিলাষ জন্মে; লোকে অবশেষে সেই বিদেশেরই ঘোর পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়ায়। আমরা দেখিয়াছি যে সকল বাঙ্গালী কাশী, বৃন্দাবন, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ আর বাঙ্গালার নাম কাণে শুনেন না। বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহাদের বিজাতীয় ঘৃণা। সেইরূপ ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাঁহারা অষ্ট্রেলেসিয়া ও ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অধিক দিন আর ইংলণ্ডের গোঁড়া থাকিবেন না। উপনিবেশের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ মমতা ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিবে।

আবার দেখুন অষ্ট্রেলেসিয়া ও ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান উপনিবেশীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িলে তাঁহাদের বল ও সাহস বাড়িবে। বল ও সাহস বাড়িলে স্বভাবতঃ মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তির প্রবলা হইয়া উঠে। সুতরাং, তখন তাঁহারা বলিবেন,—"আমরা ইংলণ্ডের বশ্যতা আর কেন স্বীকার করি?" এদিকে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় সেই সকল ব্যক্তির আয়ত্তাধীন। অতএব বিগ্রহ ঘটাইতে উপনিবেশিদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে না। ভারতবাসিরা দুর্ব্বল,—পরাধীন। দুইদিক বাঁকে বাঁকে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিবে কীটবৎ তৃণাদির প্রাণ যাইবে।

আমরা ক্ষুদ্র ভারতবাসী। রাজনীতি আমরা বুঝি না; কিন্তু ইংরাজ জাতির কোন বিপদের আশঙ্কা শুনিলেই আমাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। কথা কহিব না মনে করি, আবার ভয় পাইলে কথা না কহিয়াও থাকা যায় না। ইংরাজেরা আমাদের যাহাই মনে করুন, কিন্তু ভারতবাসিরা বিদ্রোহপ্রিয় নহে। এমন শান্ত জাতি আর কোথাও নাই। এমন রাজভক্ত জাতি ভূমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। সম্প্রতি রাজকর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য এই ভারতবাসিদের সঙ্গ তাঁহারা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা সম্বর্দ্ধন করুন। যাহাতে উভয় জাতি একপ্রাণ একআত্মা হইয়া সকল রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহাই করা উচিত। যাঁহাদের সঙ্গে এক দিনের নয়—চিরকালের সম্বন্ধ, সেখানে দ্বৈধ ভাব থাকা উচিত নহে। গৃহস্থের মধ্যেই বল আর রাজ্যের মধ্যেই বল, ঐক্য না থাকিলে কোন কাজের সুশৃঙ্খলা থাকে না। ইংরাজদের সঙ্গে ভারতবাসিদের ভেদবুদ্ধিজনিত সম্বন্ধ একেবারে নির্ম্মূল না হইলে শুভ বৃদ্ধি হইবে না। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায়, রাজকার্য্য নির্ব্বাহে, রাজকর্ম্মচারি-নিয়োগে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষবাসিদের সমান অধিকার থাকিলে কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবে না। ভারতবর্ষ জানিবেন—ইংলণ্ডের ন্যায় মহা বিক্রমশালী বীর জাতির আশ্রয়ে আছি, ভাবনা কি? স্বাধীন জাতির মত রাজ্যের সকল কাজ দেখিতেছি সকল কাজ করিতেছি। পরাধীন বলিয়া কোন জাতি যে, গালি দিবেন নিন্দা করিবেন সে যো নাই। আবার ইংলণ্ড দেখিবেন—ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আমার আশ্রিত আমার স্বজন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ অঙ্গে অঙ্গে প্রাণে প্রাণে অকপট ভাবে মিলিত হইয়া আছেন। কোন্ জাতির এমন স্পর্দ্ধা যে আমাদের পানে মুখ তুলিয়া চায়? মনে করিলে পৃথিবী গ্রাস করিয়া ফেলিব।

আমরা অনুরোধ করি, ভারতেশ্বরী তাঁহার মহামান্য সভা সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ বর্দ্ধনে সুখকর ফল ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তাহা যদি ঘটে তবে এমন সুখের রাজ্য আর কোথাও হইবে না।

রেভিনিউ বোর্ড ও রেভিনিউ কমিশনর।
একটী ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব।

ভাঙ্গা গড়া কার্য্য কেবল বিধাতার হস্তে ন্যস্ত নয়, আমাদের রাজপুরুষেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সেই অধিকার হরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিধাতার হস্ত নিশ্চিত ও অভ্রান্ত, মন স্থির, সুতরাং তিনি যে ভাঙ্গা গড়া করেন, তাহার কদাচ পরিবর্ত্ত নাই। পক্ষান্তরে আমাদের রাজপুরুষগণের হস্ত অনিশ্চিত ও মন অস্থির বলিয়া ইঁহারা যে ভাঙ্গা গড়া করেন, ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিবর্ত্ত হয়, তন্নিবন্ধন মহা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমরা আজ একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, তদ্বৃত্তান্তের আলোচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, রাজপুরুষেরা প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেমন যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল লার্ড লিটন কেবল কবির খ্যাতি লাভ করিয়া পরিতুষ্ট ছিলেন না, বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার তাঁহার মনে বড় বাসনা হইয়াছিল, তাহাতেই মত্ত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং প্রজার হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর হইল না। তাঁহার টাকার বড় দরকার হইয়াছিল। কোন্ বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিলে প্রজার অনিষ্ট নাই, তাঁহাদের উৎপাত হইবার সম্ভাবনা, সুক্ষ্মানুসন্ধানে তিনি তাহার বিচার করিবার অবকাশ পান নাই, তাড়াতাড়ি কৃষিবিভাগটী উঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে আবার লার্ড রিপন ঐ কার্য্যের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া কৃষিবিভাগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তিনি এবার উহা রেভিনিউ বিভাগের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিতেছেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের একটী অনর্থক ব্যয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে রাজস্বাদি বিষয়ের যে প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে এখন রেভিনিউ বোর্ডের কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না, অথচ তাহার জন্য প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। ১৭৭২ খ্রীষ্ট অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস রেভিনিউ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপূর্ব্বে মুরশিদাবাদের নায়েব দেওয়ান রেভিনিউ বোর্ডের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুরশিদাবাদে রাজস্ব সংক্রান্ত আপিস থাকাতে অসুবিধা এবং কার্য্যের বিস্তর বিশৃঙ্খলা হয় দেখিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনরল মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজস্ব আপীস আনয়ন করিয়া ইউরোপীয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া দেন। গবর্ণর জেনেরল ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এই নূতন রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তৎকালে ইংরাজদিগের অধিকৃত প্রদেশ সমূহের রাজস্ব আদায়ের প্রণালী নিয়মাবলি নির্দ্ধারণ ও প্রচলন করা রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান কার্য্য ছিল। এতদ্ভিন্ন এই বোর্ডের সভ্যগণ প্রদেশের আয় বৃদ্ধি করিবার অন্যান্য বিবিধ উপায়ের আলোচনা করিতেন। ১৭৭৩ অব্দে রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত প্রদেশ ছিল, তাহা ছয়টী প্রধান প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, ঢাকা ও পাটনা এই ছয়টী বিভাগে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগে এক একটী সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভা প্রোভিন্সিয়াল সভা নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক সভায় পাঁচ জন করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী সভ্যরূপে নিযুক্ত হন, এবং তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল প্রত্যেক বিভাগের সভ্যগণ সেই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদ্ভিন্ন বিভাগীয় সভ্যেরা তত্রত্য সদর আদালতের কার্য্য-প্রণালীর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁহারা জিলায় জিলায় দেশীয় নায়েব নিযুক্ত করি-

দেন। এই সকল মাসের রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার করিতেন।

১৭৭২ অব্দে রাজস্ব আদায়ের জন্য নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কলিকাতায় যে রেবিনিউ বোর্ড ও স্থানে স্থানে যে সকল সভা ও কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, অদ্য আজ তৎসমুদায়েরই বর্ণিত করা হয়। ঐ অব্দের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি গবর্ণর জেনেরল এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রভিন্সিয়াল সভা উঠাইয়া দিয়া তৎসমুদায়ের পরিবর্তে প্রেসিডেন্সি নগরে একটী প্রধান রেবিনিউ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কমিটিতে কোম্পানীর চারি জন সিবিল কর্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন। কমিটীর সভ্যগণ সমবেত হইয়া রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এবং মাসে মাসে তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিবেন। কমিটীর সভ্যদিগের অধিকাংশের মতানুসারে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ নির্দ্ধারিত হইবে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই কার্য্যের অনেকে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক আপত্তি এই যে তৎপূর্ব্বে রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার যে ক্ষমতা ছিল, এই পরিবর্তনে সেই ক্ষমতার অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। উত্তরে ওয়ারেন হেষ্টিংস বলিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য এত অধিক যে ঐ সভার সভ্যগণের রাজস্ব আদায়ের আলোচনা করিবার অবসর ছিল না বলিয়া তিনি উক্তরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই রেবিনিউ কমিটি হইতে ইদানীন্তন রেবিনিউবোর্ড হইয়াছে। এই রেবিনিউ কমিটীর অধীনে জিলায় জিলায় এক একজন রাজস্ব আদায়ের জন্য কালেক্টর ছিলেন। তাঁহারা প্রজা সাধারণের মামলা মকদ্দমার বিচার করিতেন এবং পুলিসের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। এইরূপে কার্য্য চলা সাধারণের অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব এবং বিচারসংক্রান্ত কার্য্য এককালে পৃথক করিয়া দেন, এবং রাজস্ব আদায়ের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় কালেক্টরের হস্তে থাকে। বিচার কার্য্য সম্পাদনের জন্য জিলায় জিলায় এক এক জন জজ নিযুক্ত হন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে যে উপায়ের অবধারণ এবং সেই সমুদায় উপায় কার্য্যে প্রয়োগ করিতে যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করেন, ১৮২৯ খ্রীষ্ঠ অব্দ পর্য্যন্ত সেই নিয়মে কার্য্য চলিয়া আসিয়াছিল। তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছিল, তাহাতে তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ঐ অব্দে সুবিখ্যাত গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক রাজস্বসংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের বিচার ও আলোচনা করিবার জন্য কমিশনর নিয়োগ করেন। কমিশনরদিগের হস্তে দুই তিনটী করিয়া জিলার কার্য্যভার অর্পিত হয়। ১৭৯৩ অব্দে ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার পৃথক করা হয়, কিন্তু ১৮২৯ অব্দে এই দুই বিভিন্ন কার্য্য একত্রীকৃত হইয়াছিল। কমিশনরদিগের হস্তে ফৌজদারী আদালত এবং রেবিনিউবোর্ডের কার্য্য যুগপৎ অর্পিত হয়। তাঁহারা কেবল কলিকাতার সুপ্রীম রেবিনিউবোর্ডের এবং সুপ্রীম ফৌজদারী আদালতের অধীন ছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত বলিয়া তাঁহারা রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য করিতে অবকাশ পাইতেন না। কিন্তু যখন রাজস্ব সম্বন্ধে সমুদায় কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইয়াছিল, তখন তাঁহাদিগের হস্তে ফৌজদারী মকদ্দমার বিচারের ভার দিয়া রাজস্ব কার্য্যে তাঁহাদিগকে অমনোযোগী করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনা করিয়া ঐ দুই কার্য্য পুনরায় পৃথক করা হইল। এই সময় হইতেই কমিশনরগণ কেবল রাজস্বের কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা যে ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতেন, তাহা সেসন জজের হস্তে অর্পিত হইল।

আমরা রেবিনিউবোর্ডের ইতিবৃত্ত পাঠকদিগের গোচর করিলাম। এক্ষণে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য কিরূপে চলে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। রাজস্বের আদায় ও ব্যয় এবং আয় ব্যয়ের হিসাব প্রত্যেক জিলার কলেক্টরদিগের নিকট থাকে। জমিদারেরা তাঁহাদিগের দেয় খাজনা কলেক্টরের নিকট দেন, আবকারীর আয় কলেক্টরের আদেশে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ষ্টাম্প ও কোর্ট ফী ষ্টাম্প কলেক্টরেরা বিক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় সমুদায় বিষয়ের আয় কলেক্টরের ধনাগারে সঞ্চিত হয়। স্থানীয় ব্যয় কলেক্টরদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই সমুদায় আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণ, এবং তাহার বন্দোবস্ত ও তাহার নিয়ম প্রণালী কমিশনরেরা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপাততঃ দুই তিন চারিটী জেলার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত এক এক জন কমিশনরকে রেবিনিউবোর্ডের মতানুসারে কার্য্য করিতে হয়। রেবিনিউবোর্ড যে সকল নিয়ম করেন, তদনুসারে দেশের সমুদায় রাজস্ব কার্য্য চলিতেছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই রেবিনিউবোর্ড ও কমিশনরের আবশ্যকতা কি? রেবিনিউবোর্ড যে কার্য্য করেন, রাজস্বমন্ত্রী, গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি সেই সেই কার্য্য উৎকৃষ্টতররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যদি রেবিনিউবোর্ড রাখা হয়, তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী এক এক জন কমিশনরের প্রয়োজন কি? যদি রেবিনিউবোর্ড উঠিয়া যায়, তাহা হইলে রাজস্বমন্ত্রী, রাজস্ব বিভাগ ও তাহার সেক্রেটারি হইতে রাজস্ব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচারিত হইবে, কমিশনর ও কলেক্টরেরা তদনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন; আর যদি কমিশনর, না রাখা হয়, তাহা হইলে রেবিনিউবোর্ড যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন, তদনুসারে জিলার কালেক্টরেরা অনায়াসে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের মতে রেবিনিউবোর্ড ও কমিশনর উভয় পদই রহিত করা কর্ত্তব্য। এ দুই পদ না থাকিলে সুচারুরূপে কার্য্য চলিবার যখন সম্ভাবনা আছে, তখন অনর্থক বিস্তর অর্থ ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই দুইয়ের জন্য গবর্ণমেন্টকে বর্ষে বর্ষে বিস্তর টাকার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই অপব্যয়ের সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। ডেল হাউসির শাসন কালের পূর্ব্বে এদেশে শুল্ক, লবণ ও অহিফেনের ও সৈনিক বিভাগের এবং পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের স্বতন্ত্র এক একটী বোর্ড ছিল। সেই সমুদায় বোর্ডের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না, অথচ তদ্দ্বারা রাজ্যের অর্থনাশ ও কার্য্য ক্ষতি হইত। এই দেখিয়া ডেল হাউসি ঐ সমুদয় বোর্ড উঠাইয়া দেন। তিনি রেবিনিউবোর্ডের সহিত শুল্ক লবণ ও অহিফেন বোর্ড একত্রিত করিয়া দেন। সৈনিক বোর্ড উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে কমিসরি জেনেরল নিযুক্ত করেন এবং পূর্ত্তকার্য্যের বোর্ডের পরিবর্ত্তে একজন পূর্ত্তকার্য্যের সেক্রেটরির নিয়োগ করেন। ডেলহাউসী বলিতেন যে কোন সভার উপর রাজকার্য্যের ভার নিক্ষেপ করা অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের উপর ঐ ভার অর্পণ করা ভাল, তাহা হইলে সেই সেই কার্য্যের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিবিধ বোর্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন। লর্ড রিপন যদি এই সকল বিবেচনা করিয়া রেবিনিউবোর্ড ও মধ্যবর্ত্তী কমিশনর উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন বৃথা অর্থ ব্যয়ের হ্রাস হয়, তেমনই আবার রাজস্ব সম্বন্ধে ভাল বন্দোবস্তও হইতে পারে।

রোগ।

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন প্রদেশে যেঃ নামে এক প্রকার ক্ষার পদার্থ ফসলের জমির যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট করিতেছে। ইংরাজিতে

উহাকে দুষ্ট কার্বনেট অব সোডা কহে। সমুদ্রতট-বর্ত্তী ভূমির উপর যেমন লবণ উঠে এবং গণ্ডক-নদের কূলে যেমন সোরা জন্মে, ভূমির উপর রেহ সেইরূপ উঠিয়া থাকে। যে ভূমিতে একবার অধিক পরিমাণে রেহ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। আলিগড় জেলার অন্তর্গত সিকন্দ্রারাও পরগণার অনেকাংশ একবারে মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, তথায় এক গাছি তৃণও জন্মে না;—উদ্ভিজ্জহীন সাদা লবণের মত শূন্য ক্ষেত্র কেবল ধূধূ করিতেছে। ঐ সকল রেহ-রাশি এত কোমল ও হাল্কা যে তাহার উপর চলিতে গেলে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢুকিয়া যায় এবং পায়ে কিছুই কঠিন বোধ হয় না।

অনেকে বলেন যে, বিকানীর প্রভৃতি মরুভূমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ শস্যশালী ক্ষেত্র ছিল, তখন সেখানে যথেষ্ট শস্যাদি জন্মিত। সে সকল স্থান বহুজনাকীর্ণ লোকালয় ছিল; পরে রেহ পড়িয়া এখন এইরূপ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেহ ক্ষেত্র এখনও ততদূর আপনার অধিকার বিস্তার করে নাই। কেবল কোন কোন গ্রামের ক্ষেত্রগুলি রেহ দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইতেছে। ঐ সকল ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এখনও সুচারু-রূপে কৃষিকর্ম্ম চলিতেছে।

রেহ ক্ষেত্রে অন্য জীব জন্তু বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে কেবল মৃগপাল দলবদ্ধ হইয়া শাবক সঙ্গে সমস্ত দিন বেড়াইতে থাকে। রাত্রি হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে মহা উৎপাত করে। আলিগড় প্রভৃতি জেলায় এই রেহ উপসর্গ দিন দিন বাড়িতেছে। সিকন্দ্রারাও পরগণায় রেহ হইতে এত ক্ষতি হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট অনেক জমিদারের খাজনা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

রেহ উৎপত্তির কারণ এবং উহার বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ১৮৭৮ অব্দে সিকন্দ্রারাও পরগণায় একটী সভা হইয়াছিল। সেই সভায় কৃষিশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত বক সাহেব, কেমিস্ট্রি শাস্ত্রজ্ঞ মরে সাহেব ও কলিকাতার ভূতত্ত্ববিৎ মেডলিকট্ সাহেব মেম্বর ছিলেন। সেই সভায় এই পার্থিব পদার্থ লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উক্ত পদার্থের উৎপত্তির কারণ ও নিবারণোপায় স্থির হয় নাই। প্রাকৃত তত্ত্বের অন্যান্য মীমাংসায় যেমন সকলের সমান মত নয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। নানা জনে নানা কথা কহিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া-ছেন,—কিছু দিন রেহ প্রকৃতি উত্তমরূপ অনুসন্ধান না করিলে সহসা কিছু বলিতে পারা যায় না। আজ তিন বৎসর ধরিয়া ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। কি কি কারণ বর্ত্তমান থাকিলে রেহ জন্মিতে পারে; কি কারণ সত্ত্বে উহার বৃদ্ধি হয়। কি উপায় দ্বারা উহার দমন হইতে পারে, এই বিষয় ভূমির বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে। কিন্তু এই পরীক্ষার ফল এখনও ভালরূপ প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার উৎপত্তি বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, খোদিত খালের জলে ভূমি সিক্ত হওয়ায় রেহ উৎপন্ন হইতেছে, কেহ বলেন খালের জলে ভূমি সিক্ত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল জন্মিতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকার স্বাভাবিক গুণ কমি-তেছে। ভূমিতে অনুরূপ সার দেওয়া হইতেছে না; সুতরাং উহা রেহ পূর্ণ ঊষর হইয়া যাইতেছে। আবার আর কতকগুলি লোকে বলেন,—নিকটবর্ত্তী রেহক্ষেত্র হইতে জল সহযোগে কিম্বা বায়ুতে উড়িয়া ভাল জমিতে রেহ পড়িতেছে এবং ক্রমে ঐ সকল উর্ব্বরা জমিও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। এইরূপ রেহ উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। এই রোগের নিবারণ সম্বন্ধেও যে সকল উপায় কথিত হইতেছে, তাহাও একরূপ নয়। কেহ বলেন রেহ পূর্ণ ক্ষেত্রে আকন্দগাছের ডাল ছড়াইলে আর রেহ জন্মিতে পায় না। কেহ বলেন উত্তমরূপ সার দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। আবার কেহ বলেন,—রেহ ক্ষেত্রে বাবলা গাছের বন করিতে পারিলে ভূমি শুধরিয়া যায়। কিছু দিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে অনেক সন্ধানের পর লিখিয়া পাঠান যে, গোময় ও দলদলিত ভূট্টার সেখ্ ভূমিতে ছড়াইলে কিছুতে রেহ জন্মিতে পায় না এবং যে সে ক্ষেত্রে রেহ জন্মিয়াছে তাহাদের দোষ নষ্ট হয়। যিনি যাহাই বলুন রেহ নিবারণ করা মুখের কথা নয়। যে কোন উপায় হউক, তাহা অবলম্বন করিলে খরচ পোষাইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল।

সচরাচর ভূমিতে এক হাত পুরু রেহ পড়িয়া থাকে। তাহার নীচে ভাল জমি। কৃষক যদি একহাত রেহ তুলিয়া তাহার নীচের জমিতে ভালরূপ সার দিয়া লয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে নিশ্চিন্ত। কিন্তু একে কৃষকের টাকা নাই, তার পর তাহার আবার নিজের জমি নয়; জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের জমি,—যখন মনে করিবেন কাড়িয়া লইবেন, অথবা অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করিবেন; কৃষক ভূমি ফেলিয়া পলাইবে, সেখানে উন্নতির আশা কোথায়? বঙ্গদেশের মত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ভূমির স্বত্ব জানে না; ভূমিতে তাহাদের স্বত্ব নাই, সে কারণ তাহার প্রতি আদরও নাই। আবার তথা-কার জমিদারের জমিদারীও বড় অনিশ্চিত; গবর্ণ-মেণ্ট সহজেই তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে জমিদার ও জমিদারীর উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে চান না। কাজেই গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যয় করিয়া সে সকল ভূমির সংস্কার করিতে পারেন তবেই কিছু হইতে পারে।

যাহা হউক, রেহ তুলিয়া না ফেলিলেও উহা অনেক কাজে লাগিতে পারে। দুঃখের কথা পরমেশ্বর আমাদিগকে নানা দ্রব্য দিয়াছেন, মুখ দিয়াছেন, পেট দিয়াছেন; কিন্তু আয়োজন করিয়া যে খাইব সে হাত দেন নাই। রেহ তুলিয়া ফেলিতে হইবে কেন?—কোন উপায় দ্বারা উহা নষ্ট বা কেন করিতে হইবে? যদি কাজে লাগাও ঐ রেহ বহুমূল্য পদার্থের খনি হইয়াছে,—উহাতে উত্তম সাবান ও উত্তম কাচ প্রস্তুত হইতে পারে। মিছা কাঁদিয়া বেড়াও যে, ভারতবর্ষে শিল্পের যোগ্য উপকরণ নাই, সেটী তোমার মিথ্যা ওজর। শিল্পের প্রতি তোমার খেয়াল নাই,—তাহাই বল। তোমার সাহস নাই, ও যত্ন নাই। কোন কাজে তুমি হাত পা নাড়িতে চাও না, সকল সামগ্রী নিকটে প্রস্তুত পাইলে তোমার ভাল হয়। রেহ লইয়া উত্তম সাবান ও উত্তম কাচ প্রস্তুত কর না, তোমার বাণিজ্য বাড়িবে, অবস্থার উন্নতি হইবে। এ তো কঠিন কর্ম্ম নয়, ইহাতেও কি পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিবে?

সম্প্রতি দিল্লিতে একজন সাহেব রেহ হইতে উত্তম সাবান প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, অতি প্রাচীন কাল হইতে রেহ দ্বারা পশ্চিমে এক প্রকার কাচ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কুম্ভকারের পণের মত স্থানে স্থানে কাচের ভাঁটি আছে। কিন্তু, আমা-দের দেশীয় লোক এখনও ভাল কাচ প্রস্তুত করিতে জানেন না। ঐ পণে যে কাচ প্রস্তুত হয়, তাহা নিকৃষ্ট। অপরিষ্কৃত উহাতে চুড়ি ও ধূপা শিশি ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নির্ম্মিত হয় না। আমাদের দেশে যে সকল ভাল ভাল কাচের দ্রব্য দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত ইটালি হইতে আনীত। আমাদের দেশীয় লোক যদি ইউরোপের কারিকর রাখিয়া কাচ প্রস্তুত করান, তাহা হইলে এখন লাভ হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে কাজও শিক্ষা করা হয়। কেবল এই উপকার নয়, ক্রমে ক্রমে রেহ উঠিয়া গিয়া জমিও ভাল হইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষার সূত্র-পাত হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসিরা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অনেক পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শিল্পকার্য্যে এখনও

কিছুই করিতে পারেন নাই। এখন একবার তাহারা শিল্পকার্য্যের প্রতি অনুরক্ত হউন।

মেলবোর্ন মেলা ও শ্রীযুক্ত বক্ সাহেব।

সম্প্রতি মেলবোর্ন নগরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী একটী মেলা হইয়া গিয়াছে। ঐ মেলায় অনেক দূর দেশ হইতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য নীত হইয়াছিল। নানা রাজ্যের প্রতিনিধি মহোদয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিবিধ দ্রব্য লইয়া শ্রীযুক্ত বক্ সাহেব তথায় গমন করেন এবং তিনিই তথাকার অধ্যক্ষপদে বৃত হন।

ভারতের প্রায় সকল দ্রব্যই ঐ মেলায় বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। চা, নীল, নানাবিধ শস্য, কাগজ, প্রস্তরনির্মিত টেবেল, ও কণ্ঠহার এবং তৈজসপত্র, মোরাদাবাদের বাসন, লক্ষ্ণৌনগরের মাটীর কাজ এইরূপ অনেক দ্রব্য তথায় প্রেরিত হয়। গত বৎসর যখন ঐ সকল দ্রব্য আলাহাবাদ ও কানপুরে সংগৃহীত হইয়াছিল, তখন আমরা তাহার অনেকগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। প্রস্তরের কণ্ঠহার অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছিল। পাথরগুলি আকাশী বর্ণের উপরত্নদের আকার উপর শ্যামবর্ণের রাজপুটী তাহা কিঞ্চিৎ গাঢ় অথচ প্রস্তরের বর্ণে মিশিয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সরোবরের স্বচ্ছ জলে তরুলতার ছায়া পড়িয়াছে। হাতের বালাগুলি মৃগচক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল চক্‌চকে এবং ত্রিকোণ বিশিষ্ট। গাউনের উপর পরিলে চমৎকার শোভা সম্পাদন করে। প্রস্তরের টেবেলটীও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের দ্রব্য সামগ্রী সম্বন্ধে মেলবোর্নে অনেকে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। বক্ সাহেব বলেন পূর্ব্বে সহস্রের মত চায় আমদানি হইত ঐ মেলায় এক দিনে তাহা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নব দক্ষিণ ওয়েলসের প্রতিনিধি সর হেনরি পার্কার বলেন যে, এই মেলায় দ্রব্য সামগ্রী দেখিয়া ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় করিতে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইবে। ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত গুণ সকল সর্ব্বত্র বিদিত ছিল না। এইবার অষ্ট্রেলিয়া হইতে পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী স্থানেও সমস্ত বিষয় প্রচারিত হইবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সুখের অবস্থায় এখন বক্ সাহেবের এত বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি বলিয়াছেন উত্তরকালে এই দেশই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে। জর্ম্মনির প্রতিনিধি অধ্যাপক হেলো সাহেব বলেন যে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যগুলি নানা প্রকার এবং সকলি নূতন রকমের। তিনি ইউরোপে কখন তেমন সামগ্রী দেখেন নাই।

পাঠক! দেখুন এ গুলি ভারতবর্ষের সামান্য গৌরবের কথা নহে। এদেশ আবার এক দিন উন্নতির শিখরে অধিরোহণ করিবে সে ভরসা সকলেই করিতেছেন। কিন্তু এত আশা থাকিলে কি হইবে, দেশীয় লোকেরা ত কখন কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা আসিয়া তাঁহাদের অক্ষিপুটে চাপিয়া বসিয়াছে, সে নিদ্রা কিছুতে ভাঙ্গিবে না। অন্য জাতি ভারতের অঙ্কে বসিয়া ইহাকে নিঃস্ব করিবেন আর ভারতবাসীরা দেখিয়া দেখিয়া কেবল সাবাসি দিবেন।

দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও বাণিজ্যবিভাগ হইতে দেশীয় লোকের যদি কিছু উপকার হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই বিভাগ হইতে কৃষি ও শিল্পের অনেক সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গদেশেও যদি সেইরূপ হইতে থাকে তবে আহ্লাদের কথা বটে। বিদেশীয় মহাত্মারা ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা যদি এ দেশীয় লোকের পক্ষে খাটে তবেই এখানকার যথার্থ উন্নতি বলা যাইবে।

বঙ্গদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের কথা আমরা পূর্ব্বে পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। গত ৯ জুলাই হইতে তথাকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। জমাদি ক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট দেড়লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সম্প্রতি ট্রুপ্স সাহেব তথাকার অধ্যক্ষ আছেন। যাবৎ বক্ সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগমন না করেন ততদিন ইনি অধ্যক্ষ থাকিবেন। শ্রীযুক্ত কেয়ার্ড সাহেবের প্রযত্নেই এই বিভাগ পুনঃস্থাপিত হইল। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশ। এখানে যাহাতে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি হয়, সর্ব্বতোভাবে সেই সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ উঠাইয়া ভাল কর্ম্ম করেন নাই। হ্যাম্ সাহেব যদিচ বক্ সাহেবের মত দেশের উন্নতি করিতে পারেন নাই, কিন্তু এতদিন ঐ বিভাগের স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য চলিলে অবশ্যই আমরা কিছু কিছু উপকারের মুখ দেখিতে পাইতাম।

পুস্তক সমালোচনা।

এই এক প্রহসন (১)। মদ্যপান ও লাম্পট্যের দোষ উদ্ঘোষণ করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহার রচনা ভাল হয় নাই। আজ কাল যেরূপ নাটক বাহির হইতেছে, এই খানিও তদ্রূপ। এক্ষণকার অধিকাংশ নাটক সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন আমরা এই প্রহসন সম্বন্ধে সেই কথাই বলি:—

“এ সব বই কি আবার লোকে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে?”

রামায়ণং। মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীতং। বালকাণ্ডং। (২) শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগ ও সাহস দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। ইতি পূর্ব্বে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ পাঠকবর্গকে বিতরণ করিয়াছেন। এক্ষণে সানুবাদ বাল্মীকি রামায়ণ বিতরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ইহার প্রথম কাণ্ড বিদ্বৎসমাজে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থখানি কাশ্মীর রাজার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, এবং এই মহারাজও প্রতাপ বাবুকে এই মহৎকার্য্যে যথোপযুক্ত উৎসাহ দিয়াছেন। অনুবাদ উত্তম হইতেছে। এই গ্রন্থ সকলেরই এক এক খানি রাখা উচিত।

সচিত্র অক্ষর পরিচয়। প্রথম ভাগ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ হালদার প্রণীত। সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে, ইহাতেও দুই একটী নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

কণ্ঠ সঙ্গীত। প্রথম ভাগ। (৩) শ্রীত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী প্রণীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, এদেশে সরল ভাষায় স্বরলিপি সংযুক্ত কোন বাঙ্গালা সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ হয় নাই, এই নিমিত্ত তিনি সরল ভাবের কতকগুলি গান চলিত ভাষায় রচনা করিয়া সাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। সঙ্গীতের কতকগুলি বর্ণ আছে, সে গুলির জ্ঞান ব্যতীত সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। এই জন্য ইহাতে সেই বর্ণ বিন্যস্ত হইয়াছে, সঙ্গীত শিক্ষাভিলাষীদিগের ইহা আয়ত্ত হইলে ২য় ভাগের গান সহজেই আয়ত্ত হইবে। গ্রন্থখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।

ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য) (৪) আমরা ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার নাটকের ন্যায় ইহাতে নায়ক নায়িকার নাম দিয়া এই কাব্য খানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহাতে প্রণয় প্রভৃতি কয়েকটী রসের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি ইহার এক একটী নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন তদর্শনে আমরা অতি প্রীত হইয়াছি, কবিতাগুলি সরল, হৃদয়গ্রাহী ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার মধ্যে মধ্যে যে গানগুলি সংযোজিত হইয়াছে,

(১) দি ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১২৮৮ সাল। মূল্য ।০ আট আনা।

(২) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। কলিকাতা ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৩) কলিকাতা মৃজাপুর ২০ প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত।

(৪) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত।

পারা পাইয়াছেন তাহার আরও বৃদ্ধি হয়। গ্রন্থকার যে আর কিছু দিন পরে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণের পাঠের নিমিত্ত আমরা এক স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নাচ পাখী, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটি, তুলি পাখা দুটি,
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ পাখী, তালে তালে।
বন্দী হোলে তোর কিসের দুখ?
বনে বল তোর কি ছিল সুখ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই,
আছে লোক কত শত,
যারা পাখী তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায়!
এই শীত-ভয়ে কোথে জরপুর,
শুনি শুনি এই চরণ-নূপুর
জনম জনম নাচিতে চায়!
সাধ কোরে ধরা দেয় গো তারা,
সাধে সাধে শ্রান্ত হয় গো সারা,
ফিরেও দেখিনে—ফিরেও চাহিনে
বড় আয়োজন করেগো যখন
অপরাধী বাজ করি বর্জ্জন—
উপেক্ষা বাণের দ্বারা!
তবে দেখ, পাখী তোর
কেমন ভাগ্যের জোর!
বড় পুণ্য ফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা!

নবচিকিৎসাবোধ। (৫) এই পুস্তকে নানাবিধ রোগ এবং তাহার চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা আছে। সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার নাথ দ্বাদশ বৎসর কাল ঔষধ ও ব্যবস্থাপন বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

দুই ভগ্নী। (৬) উপন্যাস। এই উপন্যাসের স্থূল বৃত্তান্ত এই—বীর গ্রামে রামনারায়ণ রায় নামে এক জন সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল; একটীর নাম কমলিনী, অপরটীর নাম বিনোদিনী। বাল্যকালে কমলিনী বিধবা হয়। বিনোদিনীর যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একটী বিদ্যার্থী কুলীন সন্তানের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। যোগেন্দ্র শ্বশুরালয়ে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিতেন। বিনোদিনী তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন, যোগেন্দ্রও তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

রামনারায়ণ রায়ের বাটীতে হরগোবিন্দ বসু নামে একজন সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী ভদ্রলোক দেওয়ান ছিলেন এবং মাধী নামে এক দাসী ছিল। যোগেন্দ্র কলিকাতা হইতে বিনোদিনীর নামে যে সকল পত্র পাঠাইতেন, মাধী তৎসমুদয় যথা সময়ে ডাকঘর হইতে আনিয়া দিত, এবং বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে যে সমস্ত পত্র দিতেন, মাধী তাহা ডাকঘরে দিয়া আসিত। এজন্য বিনোদিনী মাধীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন।

কালক্রমে কমলিনীর হৃদয়ে যোগেন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ জন্মে। কিন্তু যোগেন্দ্র ও বিনোদিনী পরস্পরের প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে তাহাদের পরস্পরে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া না দিলে তাহার কামনা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া কমলিনী মাধীর সহিত মিলিত হইয়া বিনোদিনীর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় কৃতসংকল্প হইল। যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে যে সকল পত্র পাঠাইতেন মাধী তাহা বিনোদিনীকে দেওয়া বন্ধ করিল এবং বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে যে সমস্ত পত্র লিখিতেন তাহাও গোপন করিতে লাগিল। ক্রমে এই কুচক্রীর প্রণয়ী যুগলের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে উভয়দিগের চরিত্রে কোন প্রকার দোষ জন্মিয়াছে, এবং স্ত্রী পতির নিকট ও পতি স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছে। ক্রমে যোগেন্দ্র তাঁহার পত্নির উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হন যে একদা তাঁহার যথেষ্ট অবমাননা করেন ও তাঁহার ও তাঁহার কল্পিত উপপতি হরগোবিন্দ বসুর প্রাণ বিনাশের সংকল্প করেন। কমলিনী বিনোদিনীকে যোগেন্দ্রের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া কলিকাতা হইতে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিল দৈবাৎ সেই পত্র গুলি পাঠ করিয়া যোগেন্দ্র এই ষড়যন্ত্র উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন ও তাঁহার পত্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলেন। এদিকে তাঁহার পত্নী পতিপ্রাণা বিনোদিনী স্বামীর কল্পিত দুর্ব্ব্যবহার ও তৎকৃত অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মাধীদাসী দ্বারা বিষ আনাইয়া পান করেন। সুতরাং যখন যোগেন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য অন্তঃপুরে গেলেন, তখন দেখিলেন, যে বিনোদিনীর অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন তিনি অনুতাপে অধীর ও শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কমলিনীর ভ্রমবোধ হইয়া উন্মত্তা হইল। সকল অপরাধের প্রকাশ অপরাধিনী মাধী আত্মহত্যা করিয়া তাহার দূষিত ও ঘৃণিত জীবনের শেষ করিল।

শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম বাবুর প্রদর্শিত পথে অনুগমন করিয়া বিলক্ষণ কৃতার্থ ও প্রতিপন্ন হইয়াছেন। এ পুস্তক খানি মন্দ হয় নাই। নায়ক যোগেন্দ্র ও নায়িকা বিনোদিনীর চরিত্র বর্ণনা একরূপ ভালই হইয়াছে। তবে পুস্তক খানিতে বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের একটু গন্ধ আছে। মাধী বিষবৃক্ষের হীরার নকল। কিন্তু হীরা যে ধাতুতে নির্ম্মিত মাধী সেই ধাতুতে নির্ম্মিত হইলেও মাধীর ছবি হীরার অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর সহিত বিনোদিনীর অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক আমরা এই উপন্যাস পাঠে প্রীত হইয়াছি।

ভারত মহিলা। (৭) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. প্রণীত। এই পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ পুস্তকই আমাদের গৌরবের ধন। এব শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় লেখকের স বৃদ্ধি হইবে পণ্ডিতসমাজে আমাদের দেশের ততো গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এই গ্রন্থ খানি রচনা করিয়া হরপ্রসাদ বাবু মহারাজ হোলকারের নিকট পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। লেখক এই পুস্তকের দ্বিতী অধ্যায়ে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল কি না তাহারা অবরোধবর্ত্তিনী থাকিত কি না? তাহাদে কিরূপ বিদ্যা শিক্ষা হইত? তাহাদের বিবাহে কাল ও নিয়ম কিরূপ ছিল? কি অপরাধে স্ত্রী পরিত্যাগ করা হইত? তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? তাহাদের কর্ত্তব্য কি তাহারা ধনাধিকারিণী হইত কি না? বিধবার কর্ত্তব্য এবং দুষ্টা স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ দণ্ডবিধান ক কর্ত্তব্য? এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থে নারি জাতির চরিত্র যেরূপ উচ্চ আছে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। গত রাত্রি লর্ডদিগের সভায় ট্রান্সবাল সম্বন্ধে যে তর্ক উপস্থিত হয় তাহাতে লর্ড কার্নার্ভন এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার রাজনীতির উপর দোষারোপ করেন। তদুত্তরে লর্ড কিম্বার্লি বলেন যে ট্রান্সবাল সম্বন্ধে এক্ষণে সকল কথা প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তদুপলক্ষে রাজকীয় কমিশন যে যে নিয়ম বাধ্য করিবেন তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য আপাততঃ তথায় ইংলণ্ডের সৈন্য রাখা হইবে।

---

(৫) শ্রীনবকুমার নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মুনসী গোলাম মাওলা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শিয়ালদহের মোহম্মদি প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল। মূল্য এক টাকা।

(৬) শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৭) কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

আইরিষ ল্যাণ্ডবিলের ৩২ প্রকরণ পর্য্যন্ত কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে, কেবল ২৭ ও ৩০ প্রকরণ বিবেচনাধীনে আছে।

টিউনিস ১৬ ই জুলাই। ফরাসীসৈন্যেরা স্ফাক্সের অনতিদূরে উপনীত হইয়াছে। বিদ্রোহীগণ সুরক্ষিত হইয়া অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। হোয়াইট হাউস হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেট ও কেনেডায় অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে। সর্দ্দিগর্ম্মিতে প্রায় ৪০০ জন মারা গিয়াছে। আজিকাল ইংলণ্ডেও অতিশয় গ্রীষ্ম বৃদ্ধি হইয়াছে।

টিউনিস ১৬ ই জুলাই। ফরাসী সৈন্যেরা স্ফাক্স অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। ফরাসীদিগের পক্ষের অল্প লোক হত হইয়াছে।

ব্রাড্‌লাফ (ফরাসী বিদ্রোহীদের প্রকৃত অধিকারী) [illegible] ব্যক্তিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করা অপরাধে নিজ [illegible] হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। আয়ার্লণ্ডের কৃষিজীবী মজুরেরা পুনর্ব্বার গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সদার্‌ল্যাণ্ড এবং বোম্বে কোম্পানির মধ্য দিয়া রেলওয়ে বিক্রয় সম্মত করিয়াছেন। ইহার মূল্য দশ লক্ষ পাউণ্ড।

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল হইতে টাইমস পত্র এই সংবাদ পাইয়াছেন যে থেসালী গ্রীকদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। গত রাত্রি মাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে এই কয়েক ব্যক্তি আইরিষ ল্যাণ্ড কমিশনে নিযুক্ত হইলেন:—

সার্জ্জেণ্ট [illegible], টাইরোণের প্রতিনিধি [illegible] সাহেব এবং [illegible] সাহেব।

হোমরুলেরা এবং কন্‌সারভেটিব দলের সংবাদ পত্র এই কমিশন নিয়োগের প্রতিবাদ করিতেছেন।

মিস ট্রাফলীর মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির শেষ [illegible] কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে। কতকগুলি নূতন প্রকরণ [illegible] হইয়াছে।

আলজিয়ার্স ১৯ এ জুলাই। আলজিরিয়া এবং টিউনিসে অধিবাসীরা গোলযোগ বাধাইয়াছে। প্রধান প্রধান নগরে বিদ্রোহীগণ অত্যাচারের ভয় দেখাইতেছে। জনরব এই যে আলজিরিয়াস্থিত ফরাসী সেনাধ্যক্ষ কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট সৈন্য প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সিমলা ১৯ এ জুলাই। পেশোয়ারে সেনাসন্নিবেশের অধিবাসী সেনাগণ গত রাত্রি সংক্রামক আক্রান্ত হইয়াছিল। দুইজন পল্টনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই। ল্যাণ্ডবিল নামক আইনের পাণ্ডুলিপির যে সকল প্রকরণ পরে বিবেচনা করা যাইবে বলিয়া স্থগিত রাখা হইয়াছিল তৎসমুদায় কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী কুমিশন প্রাপ্ত কমিশনর মনোনীত করাতে হোমরুলদলের সভ্যগণ আর কোন আপত্তি করেন নাই, কেবল ঐ দলের মধ্যে একজন অত্যন্ত তাহাতে আপত্তি করিতেছে।

মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ের জন্য নিয়ম চালু উঠিতেছে।

বাদুরের নির্দ্দিষ্ট মূল্যমান প্রাপ্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য ইটালীর গবর্ণমেণ্ট প্রধান প্রধান [illegible] নিকট আবেদন করিয়াছেন।

টিউনিস ২০ এ জুলাই। টিউনিসের সেনাদলের সেনাগণ দলে দলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে।

প্যারিস ২১ এ জুলাই। টিমুইন উপসাগরস্থ সৌলেমা নগরের বহে বিক্রয়ার্থ ফরাসীদেশীয় প্রতিনিধি সভা (চেম্বর অফ ডেপুটিস) পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজনীতি হইতে সকলের অনেক উপকার হইতেছে বলিয়া কাণিকের মন্ত্রীদিগের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সাধারণের ব্যয়ে তাঁহাদিগকে ভোজ দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

গত ৩রা শ্রাবণ শনিবার বাকইপুর সাধারণ পুস্তকালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস বাকইপুর, হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের অনেক ভদ্র ও কৃতবিদ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। জমীদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরীর পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার রায় চৌধুরী ও বাবু সুরথকুমার রায় চৌধুরীর যত্নে এ পুস্তকালয়টী প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। পুস্তকালয়টীর ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। এই অল্প দিনের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ঐ বাবুদ্বয়ের যত্নে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জমীদার সন্তানেরা এরূপ সাধারণের হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, এটী আমাদের অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। সকল ধনি সন্তানে যদি এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আমাদের দেশের আর এক মূর্ত্তি হইয়া উঠে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর আলফ্রেড লায়াল আগামী এপ্রেল মাসে কর্ম্মত্যাগ করিবেন। সর আশলি ইডেন সাহেবও আগামী মে মাসে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। ইহাঁরা উভয়েই লোকের মনে অনেককাল জাগরূক থাকিবেন।

সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে বিনামূল্যে বরফজল দেওয়া হয়। যাহাদের অধিক দরকার, তাহারা সকল কার্য্যেই বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

৫ শ্রাবণ মঙ্গলবার বরাটি ও রাজকোটের মধ্যস্থলে জুনাগড়ের সন্নিকটে ঘূর্ণমান জলবায়ু দেখা গিয়াছিল। এবার ধূমকেতুর উদয় এবার ভূকম্প, জলবায়ু ও মারীভয় প্রভৃতি অনেকেই দেখা দিবেন।

জলের কল এবং জলনিকাশের প্রণালী সম্পূর্ণ করিবার জন্য লাহোর মিউনিসিপালিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও অতিরিক্ত টাকা ঋণ চাহিয়াছে।

আগামী ৮ আগষ্ট পাটনার জজ মেকেঞ্জিক সাহেবের নিকট টুঙ্গাবন্ধন দোকানের বিচার হইবে। আমাদের বিবেচনায় এ বিচার মেকেঞ্জিক সাহেবের করা উচিত নয়।

পঞ্জাবে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অমৃতসর নগরে নানা স্থানে রাস্তা ও বাটীর মধ্যে জল দাঁড়াইয়াছিল। অনেক বাটী ভগ্ন হইয়াছে।

নিকৃষ্ট ইংরাজের চরিত্র যে কত ঘৃণিত তাহাদের অমানুষোচিত নীচ প্রবৃত্তি দর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহারা চিরপ্রচলিত সমাজের রীতি ও ধর্ম্মনীতি অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করে। ইতিপূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে জানাইয়াছিলাম একজন ইংরাজ পাঁচ সিকায় তাহার পত্নীকে বিক্রয় করিয়াছে। আবার সম্প্রতি শেফিল্ড নগরে একজন এক বোতল মদের বিনিময়ে তাহার সহধর্ম্মিণীকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তদৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে এরূপ পত্নীবিক্রয় ইংলণ্ডে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। বোধ হয় যেমন দেবা তেমনি দেবী।

যাহাতে প্রাণদণ্ডবিধি উঠিয়া যায়, তজ্জন্য পার্লিয়ামেণ্টে একটী আইনের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। একজন মনুষ্যের আর একজন মনুষ্যের প্রাণবধে যদি অধিকার না থাকে এ আইনটী পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই। যদি কেহ আদালত অগ্রাহ্য করিয়া স্বহস্তে আইন লইয়া আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে যদি রাজা কুপিত হন, তাহা হইলে একজন মনুষ্য অপর মনুষ্যের প্রাণবধের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলে ঈশ্বর যে কুপিত হইবেন না তাহা বোধ হয় না।

কান্দাহার হইতে ২২ এ জুলাই এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আয়ুব খাঁ নাজকাদে উপনীত হইয়াছেন। নাজকাদ হেলমন্দের পূর্ব্বদিকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। হেলমন্দের উপকূলে কিল্লা-কি-গাঁজ নামক দুর্গে আমিরের সৈন্যগণ গোলাম হায়দার খাঁর অধীনে আয়ুবের অপেক্ষা করিতেছে।

১৯ এ জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় পেশওয়ার ও জামরুদ রাস্তার মধ্যস্থলে একদল লোক সাত জন ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আক্রমণ ও হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কেবল একজন মাত্র রক্ষা পাইয়াছে। কাহারা যে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

বাঙ্গালোরের অন্তঃপাতী মার্কার নগরে পোষ্ট আপীসে গত বুধবার রাত্রে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন কি না সন্দেহ।

জনরব এই যে ভারতেশ্বরী মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর আদাম সাহেবের কার্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্যারোনেট উপাধি দিবার সংকল্প করিয়াছেন। কেবল পরাপরাধে পরের দণ্ডের বিধি নয়, পরের গুণে পরের পুরস্কারেরও বিধি আছে।

পোষ্ট আপীসের মধ্যে সেবিংস ব্যাঙ্কের একটি বিভাগ থাকিবে বলিয়া এক জনরব উঠিয়াছিল। আগামী জানুয়ারি মাস হইতে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। আপাততঃ উহার জন্য নিয়মাবলি প্রস্তুত হইয়া পোষ্ট আপীসের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ক্রমে ডাকবিভাগ বহুফলদ হইয়া উঠিল।

সেন্টজেমস রাজবাটীতে সম্প্রতি যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মহারাণীর পরিবর্ত্তে দরবার করেন। এই দরবারে ডাটিটন সাহেব হায়দ্রাবাদের সুবিখ্যাত মন্ত্রী সর সালার জঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নবাব মকরম উদ্দৌলা বাহাদুরকে যুবরাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের সেক্রেটারির পত্রের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে মহারাণী মেজর জেনেরল বর্টন সাহেবকে ভারতবর্ষীয় সেনাদলে রাখিবার মানস করিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সৈনিকদিগের অধিনায়ক হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি চ্যাপমান সাহেব সপরিবারে আমেরিকা বাস করিবার মানস করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখেন "আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে ভবিষ্যতে যে মনুষ্য জাতির প্রধান আবাস ভূমি হইবে তাহার সন্দেহ নাই" তবে ইংলণ্ড আমাদের পল্লীগ্রাম।

এইরূপ প্রবাদ যে নিয়াজ পাশা তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতানের হত্যাপরাধে লিপ্ত বলিয়া বর্ত্তমান সুলতানের সম্মুখে আনীত হইলে সুলতান অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার মুখে থুথু দেন কিন্তু নিয়াজ পাশা সেই অপমান সহ্য করিয়া বলিলেন যে তাঁহার প্রভুর মুখ হইতে যাহা বর্ষণ হইয়াছে তাহা তাঁহার জয়শ্রমের উপর স্বরূপ। অনন্তর হামিদ বলিলেন তুমি যে নির্দ্দোষ তাহা প্রমাণ কর। তদুত্তরে তিনি তাঁহার আন্দোলনকালোচিত গৃহমধ্যে মামুদ বামাদ পাশার প্রেরিত এক খানি পত্র অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করিতে বলিলেন। পত্রখানি আনীত হইলে দেখা গেল যে তন্মধ্যে এই কয়েকটী বাক্য লিখিত আছে "কার্য্যসমাধা হইয়াছে, সময়াভাবে আমরা আপনার পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"

কোট উজবপুরের রাজার ৭ জুলাই মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সপ্তটি মহিষী এবং সাতটি পুত্র। পুত্রগণের মধ্যে কে যে তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, অদ্যাপি তাহা স্থির হয় নাই। আপাততঃ তাঁহার দেওয়ান শবর তাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পোষ্ট আপিসের সহিত মনিঅর্ডর আপিস একত্র হওয়াতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, গত ৩১ মার্চ্চ যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, তাহাতে অনূন এক কোটি টাকার মনিঅর্ডর হইয়াছিল।

গিরিস্কের যুদ্ধে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল আমির আবদুল রহমন তাহাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

সদর উল আখ্‌বার নামক মান্দ্রাজের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন যে পারস্যের সাহ আমির আবদুল রহমনকে এই বলিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছেন যে আফগানস্থানের দক্ষিণাংশের প্রজাগণ আয়ুব খাঁর একান্ত অনুরক্ত, অতএব কান্দাহার রাজ্য তাঁহাকেই অর্পণ করা বিধেয়। কান্দাহার আয়ুব খাঁর হস্তে অর্পিত না হইলে আফগানস্থানের গোলযোগ যুদ্ধ ও রক্তপাত কিছুতেই নিবারিত হইবে না বরং তাহাতে কাবুল উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। বোধ হয় ভিতরে রুশিয়ার পরামর্শ আছে।

১৮৭৯ অব্দে এতদ্দেশে ২৫৭ টি চা বাগান ছিল, এ বৎসর আরও ১৭ টী বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ বৎসর দার্জিলিঙ্গে ৩০,৮৫৫ পাউণ্ড চা প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা ছাপরা হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়েকটী প্রাপ্ত হইলাম। "ছাপরা বা সারণ জেলায় এ পর্য্যন্ত প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই। ভুট্টা প্রভৃতির বড় অনিষ্ট হইতেছে। যদি সত্বর বৃষ্টি না হয়, তবে ভাদই ফসলের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইবে। সম্প্রতি সহর ছাপরা মধ্যে বিসূচিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

এখানে গঙ্গাতে একখানি ষ্টীমার থাকাতে ছাপরা হইতে পাটনা গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। এখানকার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডনেল সাহেব মহোদয়ের যত্নে এই সৎকার্য্যটী হইয়াছে।

এবৎসর নীলের অবস্থা উত্তম। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়াতে ক্ষতি হইতেছে।"

কোয়েটা হইতে পায়োনিয়র সংবাদ পাইয়াছেন যে আয়ুব খাঁ মনৈনো ফারা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য হাসিম খাঁ এবং মহম্মদ হোসেন খাঁ দিল আরাম নামক স্থানে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এ দিকে আমির আবদুল রহমন গিরিস্ক নামক স্থানে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। একদা তিনি দুই দল সৈন্য ও বারটী কামান গিরিস্কে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কাবুলে ও দাঁড়ে দাঁড়ে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছেন। এখন যদি কোন পক্ষে সাহায্য দান না করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। উহাঁরা বাহুবল পরীক্ষা করিয়া দেখুন, যাঁহার বাহুবল অধিক হইবে তিনিই রাজা হইবেন। কাবুলবাসিরা এরূপ রাজাই ভাল বাসেন।

পুনার সংবাদ পত্র বলেন যে ডাকাইত বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের সহযোগী টাটি আইরা ধৃত হইয়া টানার বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে।

লর্ড রাক পাটনা হইতে সিটারছকে গমন করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার টাউনহলে লোক সংখ্যার কর্ম্মচারীদিগের সহিত পুলিস প্রহরীদিগের ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভদ্রলোক এই উপলক্ষে এমন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন যে তাঁহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইয়াছে। পুলিস কমিশনর হারিসন সাহেব স্বয়ং তদারক করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে গবর্ণমেন্টের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের পত্নী বিলক্ষণ দানশীলা। তিনি হার্টফর্ডের নগরে তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটী অনাথ নিবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মিরর বলেন গবর্ণর জেনেরেলের আগ্রা নগরে দরবার করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইয়েল কালেজের অধ্যাপক হুইটনি সাহেব সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া বার্লিন হইতে তাঁহাকে নাইট উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

টিউনিসের নিকট ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

জেকোবাবাদে পঙ্গপাল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই।

এ বৎসর লণ্ডন ও নিউ ইংলণ্ডে বসন্ত রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

এ বৎসর সিংহল দ্বীপে বৃষ্টি হয় নাই অদ্যাপি গ্রীষ্মকালের ন্যায় রাস্তায় ধূলি উড়িতেছে।

পার্লিয়ামেন্টের অন্যতর সভ্য ফাউলার সাহেব বলিয়াছেন যে যখন ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বিবেচক কমন্স সভাতে অর্পিত হইবে, তখন তিনি দেশে রাজস্ব ও আয় ব্যয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করিবেন। তাহাতে রাজস্ব বিভাগের যেরূপ সান্নিপাতিক বিকা

উপস্থিত, কেবল কতিপয় মুষ্টিযোগে তাহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই।

লেফ্টিনেণ্টেগবর্ণর নগরে কাশিয়াটীর খালের উপর [illegible] একটী লোহার সেতু আছে, ঐ সেতুর [illegible] সম্প্রতি ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐ [illegible] লোকে পরিপূর্ণ ছিল।

[illegible] এ স্থান আণ্ডামান দ্বীপের রাজা আপেকার [illegible] উপনীত হইয়াছেন। তথাকার [illegible] [illegible] প্রণালীতে [illegible] গমন করিয়াছেন। [illegible] এখন ঐ নগরে গমন করিয়াছেন।

[illegible] ই শ্রাবণ শুক্রবার কলিকাতা [illegible] ১৪। ১৫ বৎসর বয়স্ক একটী স্ত্রীলোকের সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ হইয়াছে।

[illegible]

বিশেষতঃ হেজিস সাহেবের [illegible] বিলাতী কুকুর মারার মোকদ্দমার শেষ হইয়া গিয়াছে। আসামীর পক্ষে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা বেরিষ্টার কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ হাইকোর্টের উকীল এবং শ্রীযুক্ত বাবু গালমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার ছিলেন। কালী বাবুর বক্তৃতা শুনিতে যে দিন হুগলীর শ্যামাধব বাবুর এজলাসে ও বাহিরে এবং ময়দানে প্রায় এক সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কালী বাবু যথোপযুক্ত হইয়া আসামী হরিপ্রসন্নের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই মকদ্দমায় কালী বাবু পরিশ্রমের যথা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। হুগলির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় বাদী হেজিস সাহেবের আনীত মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া আসামী হরিপ্রসন্নকে খালাস দিয়াছেন।

আমরা প্রেস কমিশনরের আফিস হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাইয়াছি "[illegible] সি অর্থাৎ পাহিত্র রাষ্ট্র এমত আইনে দেশের সমুদ্র তীরস্থ [illegible] উপকূলে [illegible] জাহাজে যে সকল তীর্থযাত্রী বা অন্যান্য লোক নৌযানে হইতে উত্তীর্ণ হয়, তুর্কমেনীয় রাজকর্ম্মচারীগণ এখনে তাহাদিগের পাসপোর্ট অর্থাৎ [illegible] তাহাদিগের নিকট চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উপরি উক্ত অনুমতি পত্র দিবার জন্য ভারতবর্ষের যে যে স্থান হইতে আরবীয়া অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া থাকে, সেই সেই বন্দরে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদ্যপি আরোহীদিগের নিকট অনুমতি পত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহারা অর্ণবযান হইতে অবতরণের অনুমতি পাইবে না।"

এবার শারদো বিশ্বর অভিষেক উৎসব হইয়াছে।

এ ব্যবসায়ে অন্যান্য বর্ষে যে পরিমাণে [illegible] এবার তদপেক্ষা অধিক লাভ হইবে। গাজনা লাভবান হইবে বটে; কিন্তু ভারতবর্ষীয় অহিফেন ব্যবসায়ের কপাল ভাঙ্গিল।

নেপালে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে তথাকার শস্যের অবস্থা উত্তম হইয়াছে।

মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য জেনারল শাস্ত্রী গোলকোণ্ডায় গমন করিয়াছেন। মহীশূরের দেওয়ান রঙ্গচার্লু এই পদ দিবার জন্য [illegible] পদের প্রস্তাব করিয়াছেন।

যোধপুর রাজ্যের একটী অষ্টমবর্ষীয় বালিকা সম্প্রতি তাহার ভ্রাতার সমভিব্যাহারে বোম্বাই নগর দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। সর রজব আলি বাবু [illegible] একজন ভৃত্য তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, এবং তাহার উদ্যানে উহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া একটী গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। পুলিশ তাহার অনুসন্ধান পাইয়া ঐ গৃহ হইতে কন্যাটিকে [illegible] করিয়াছে। বোম্বাইয়ের এক পুলিসের বিচার হইতেছে।

বিলাতের একজন হইল, কর্ণেল ডি বেলেনিয়ামবর্গ এই সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল যে পারস্য ও রুষ গবর্ণমেণ্টের সীমা নির্দ্ধেশ করিবার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ করিতেছেন। রুষ রাজ্যের সীমা সংশোধিত করিতে হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। একণে টিহারণ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে রুষ রাজ্য তিফলিস-আবিবর্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

পাঠানদেশের সোয়াতের মাথাখোলা বলেন আর আর একটী ধূমকেতু দেখা গিয়াছে।

আহমদনগরের মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছে। নবাব তাহার হিন্দু মন্দির এবং দেবদেবীমূর্ত্তি সকল চূর্ণীকৃত করিবার আদেশ দিয়াছেন। মুসলমানদিগের এ অবস্থা অবশ্য কত দিনে দূরীভূত হইবে? সম্মুখে ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত [illegible] আশ্চর্য্যের বিষয়।

আয়ুব খাঁ অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া কান্দাহারে [illegible] দিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩১। ২৮এ জুন। মহেশ পুরের অস্থায়ী ডেপুটী

পুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

১৮৮১। ১৯ ই জুলাই। দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলীতে বদলী হইলেন, ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

১৮৮১। ১৯ ই জুলাই। ভাগলপুরের ইন্টারমিডিয়েট সিভিল সার্ব্বিসের এইচ, এল, জে, দিন সাহেবকে আরও তিন মাসের ছুটি দিয়াছেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরকৃষ্ণ ঘোষের প্রতি গত মাসের ১৮ ই সেপ্টেম্বর নিয়োগের কার্য্যভার গ্রহণের যে আদেশ হয়, তাহা রহিত হইল।

মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মোক্ষদায় দত্ত বাগেরহাটে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সেটেলমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

যশোহরের অস্থায়ী সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আব্দুল কাদির মোহাম্মদীতে গেলেন, ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, পি, পিটারসন ছুটি ফেরৎ হইয়াছেন এবং সব-ডেপুটী কালেক্টরদিগের মধ্যে ক্রমিকরূপে [illegible] পাইয়াছেন।

বাবু প্রসন্নকুমার লাল চট্টোপাধ্যায় ছুটি ফেরৎ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

১৮৮১। ২৪ ই জুলাই। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] যে ছুটি দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা রহিত হইল।

ভারতবর্ষীয় প্রিভি কৌন্সিলের সিভিল সার্ব্বিসের এম, এ, [illegible] সাহেবকে আরো তিন মাসের ছুটি দিয়াছেন।

ভাগলপুরের এক্টিং সেক্রেটারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১১ মাসের ছুটি দিয়াছেন। [illegible] পাইবেন না।

১৮৮১। ২৪ ই জুলাই। কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদার [illegible] পুরের সদর ষ্টেশনে গেলেন, তিনি তিন মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] [illegible] দিনের জন্য [illegible] থাকিবেন।

[illegible] জেলার জন্য [illegible] মাসের ছুটি পাইয়াছেন। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, [illegible] [illegible]

১৮৮১। ২৮ ই জুলাই। [illegible] অস্থায়ী [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ, এল, ডি, [illegible] [illegible] দিনের ছুটি [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ডি, এল, এল, [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী কমিশনর এ, [illegible] ডি, [illegible] মাসের ছুটি [illegible] ডেপুটী কমিশনর আর, [illegible] কার্য্য করিবেন।

১৮৮১। ২৮ এ জুলাই। বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible] কিছু দিনের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টর [illegible] এখনে [illegible] গেলেন।

২৪ পরগণার ও হুগলীর অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট জজ ও অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সেসন জজ এইচ বেভারলি হুগলীর জজ হইলেন।

বাবু শিবপ্রসন্ন সেনের অনুপস্থিতি কালে সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত বাবু বিহারিলাল গোস্বামী মেদিনীপুরের অস্থায়ি দ্বিতীয় বিভাগে রহিলেন।

গোয়ালন্দের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, জে, বাঙ্গলা ঢাকা জেলার সদর ষ্টেশনে গেলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮৮১। ১১ই জুলাই। গবর্ণমেণ্ট প্লিডার বাবু শারদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় শান্তিপুরের অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১। ১৮ই জুলাই। রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাগেরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামচন্দ্র গোস্বামী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন, তিনি সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

১৮৮১। ১৮ই জুলাই। বোগুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১। ১৮ এ জুলাই। হুগলীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ট্রি, ইংলিস দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সন্দ্বীপের প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু শিবশঙ্কর সদর ছোট আদালতের বিচার্য্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বহরমপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু উমাচরণ দত্ত ছোট আদালতের বিচার্য্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—২১ এ জুলাই ১৮৮১।

গত শনিবার কুকুরের মকদ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে। নিরীহ ব্রাহ্মণ বালক খালাস পাইয়াছে, ফরিয়াদীও এক প্রকার খালাস পাইয়াছেন। হুগলী এখন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কি অশুভক্ষণে বিলাতী কুকুরের জন্ম হইয়াছিল! তাহার মৃত্যুতে দেশ শুদ্ধ উদ্বস্ত। একটী কথা বলিতে হইল, দণ্ডবিধি আইনের ৪২৯ ধারায় লেখা আছে যে, ৫০ টাকা কি ততোধিক মূল্যের কোন পশু, গরু, মহিষ কি অশ্ব হত্যা কি অঙ্গহীন করিলে ৫ বৎসর কারাবাস ও জরিমানা ইহার অন্যতর শাস্তি অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইবে। ব্যবস্থাপক সমাজের কি এরূপ উদ্দেশ্য সম্ভব যে কুকুরকে কুকুর দেখিয়া দিলে তাহার এতাদৃশ গুরু দণ্ড! আইনটী বিধর হওয়া উচিত।

হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুলে একজন মৌলবী নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার বেতন ও ২৫ টী মুসলমান ছাত্রের অর্দ্ধেক বেতন মৃত মহাত্মা মহম্মদ মহসিনের প্রদত্ত টাকা হইতে সঙ্কুলান হইবে, কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত এক বৎসরের জন্য হইয়াছে। যদ্যপি মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অধিক হয় তবে ঐ বন্দোবস্ত থাকিয়া যাইবে। আমরা ভরসা করি হুগলীর মুসলমান অধিবাসীরা আপন আপন বালকদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন নতুবা শেষে কাঁদিতে হইবে।

হুগলীর জজ আদালতে লাঘবা হইতেছে। জাহানাবাদ সবডিবিজন এই জেলার ভিতর আসা পর্য্যন্ত দায়রার মকদ্দমা অনেক হইয়াছে। জজ বাহাদুর প্রায় এই কার্য্যেই লিপ্ত থাকেন। অতএব এখানকার এডিসনেল সব জজের পদ স্থায়ী করা উচিত। অথবা পূর্ব্বে যেরূপ একজন স্বতন্ত্র দায়রার বিচারের জন্য জজ ছিলেন, তদ্রূপ হইলে মন্দ হয় না।

গত সপ্তাহে চুঁচুড়ার মল্লিকদিগের বর্দ্ধপুরের বাগানে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনন্দনার্থ সভা হইয়াছিল। শুনিলাম সভাতে গান বাদ্য আহার সকল প্রকার আমোদ হইয়াছিল। সভাতে সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হইত। বঙ্কিম বাবু যে প্রকার বিচক্ষণ বিচারক ও সর্ব্বসাধারণের প্রিয়, তাঁহার সম্মাননা করিতে কি বড় কি ছোট সকলেই অগ্রসর আছেন। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে দুই চারি জন বড় লোকের প্রশংসাবাদ অপেক্ষা সামান্য দীন দুঃখীদিগের আশীর্ব্বচন অধিক প্রীতি ও মঙ্গলকর।

জনরব এই যে এখানকার বিদ্যালয়ের বালকেরা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন সাধারণ হিতজনক বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

রাণাঘাট

১৫ ই জুলাই ১৮৮১।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, মহাশয় এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

রাণাঘাটের "ইউনিয়ন" স্কুলের ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম রাণাঘাট ইউনিয়ন স্কুলের সুযোগ্য সেক্রেটারি তত্রত্য মাননীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মহোদয় এই স্কুলটীর উন্নতি সাধনার্থ আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা পাইতেছেন। এই স্কুলের উন্নতি সাধনার্থ কাশিম বাজার নিবাসিনী দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ২৫ টাকা, সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৫ টাকা ও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বপ্রণীত যাবতীয় গ্রন্থাবলী দিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন।

বেতড়া—১১ ই জুলাই ১৮৮১।

মহাশয়! আমাদের বাসগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী কামার্থী নামক স্থানে জগন্নাথদেবের রথপর্ব্বের দিবস একটী ভারী শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। শুনিলাম যে, একটী যুবকের উদ্দেশ দিয়া রথ চলিয়া যাওয়াতে সে মৃতবৎ হইয়াছে, আবার বাজেশ্বরের "সংবাদ বাহিকা" নামক উৎকল পত্রে দেখিলাম যে, নীলগিরির রথচক্রে পতিত হইয়া একজন যুবার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

কয়েক দিবস হইল সন্ধ্যার সময় উত্তর দিকের আকাশ মধ্যে একটী ধূমকেতু দেখা যাইতেছে। ইহা দিবসে উদিত হয় বলিয়া উদয় স্থান নির্ণয় করা কঠিন। রাত্রি প্রায় ৩ প্রহরের সময় ইহা অস্তমিত হয়।

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আমাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বীডন বাহাদুর এবং বালেশ্বর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে উড়িষ্যায় যাহাতে রেল হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন।

আমাদের গ্রামের নিকটস্থ জোগরাই আউট পোষ্টের এলাকায় একটী অতি অল্পবয়স্কা বালিকার বিছানায় অগ্নি লাগাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বীডন বাবুর সেরেস্তার মোহরর বাবু গৌরমোহন বসু জাল হুকুম দিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বাবু কালীকিঙ্কর সেনের বিচারে দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছেন।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আমাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বীডন বাহাদুর তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাসকে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা দিবার রিপোর্ট করিয়াছেন।

গত ৩০ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার ময়ূরভঞ্জের অন্তর্বর্ত্তী পরগণার ভামপড়িয়া গ্রামে সালুকামাঝি নামক একজন সাঁওতাল যুবক গুরুইমাঝি নামক অন্য এক বালককে খড়্গাঘাত দ্বারা বধ করিয়াছে। হত্যার হেতু এই যে গুরুইর পিতা মঙ্গলমাঝি চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকে। সালুকার একটী পীড়িত পুত্রকে চিকিৎসা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার চিকিৎসায় সন্তানটী মারা পড়িল। ইহাতে মঙ্গল মন্ত্র তন্ত্রে পুত্রটীকে বধ করিয়াছে এই বিশ্বাস করিয়া প্রতিহিংসা করিবার অভিপ্রায়ে মঙ্গলের পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সালুকা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আপনার দোষ স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছে। এ প্রদেশের অশিক্ষিত আদিম নিবাসীদিগের ডাইন অথবা বাণ মারিয়া কিম্বা মন্ত্রাদির দ্বারা লোকের প্রাণ বধ করিবার বিশ্বাস থাকাতে সময়ে সময়ে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

বাগেশর থানার সব ইনস্পেক্টর বসির কৃত্রিম করিবার অপরাধে সস্পেণ্ড হইয়াছেন।

গত সংস্কৃত পরীক্ষায় পুরীজেলার যোগেন্দ্র মিত্র নামক একজন ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাজা শ্যামানন্দ দের প্রদত্ত ৫০ টাকা এবং বাবু গৌরী-শঙ্কর রায়ের ৩০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং উহার শিক্ষক গোপীনাথ মিশ্র গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অক্ষুদা পরগণার পড়ুয়া নিবাসী বিপ্রচরণ বড়জেনা মহাশয়ের পুত্র শ্রীচন্দ্রদাস বিদ্যাধর মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজবল্লভ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্টেটস্থ কর্মচারীর নিকট হইতে নগদ ৮০০ টাকা লইয়া তমসুক লিখিয়া দিয়া রেজিষ্টরী করিতে দিয়া তমসুক লইয়া রেজিষ্টরী না করিয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। যাহার পিতা সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার পুত্রের এই ব্যবহারে সাধারণে চমকিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার নামে ফৌজ-দারীতে মকদ্দমা দায়ের হইয়াছে।

কটকের আবগারী দারগা ও কেরাণী সস্পেণ্ড হইয়াছেন। তাঁহাদের দোষ এই যে বঙ্গদেশের এক গোলা হইতে ১২ মণ গাঁজা এখানে আসিয়াছিল। সাল তামামী একস্থানে উহা লেখা হইয়াছিল; কিন্তু সে গোলার নক্সায় খরচ লেখা না থাকায় বোর্ড কৈফিয়ৎ তলব করেন। এখানে তাহার পাশ দেখান করাতে পাওয়া গেল না। উক্ত কর্মচারিদিগের উপর চুরী আমদানীর সন্দেহ করা হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম খাঁকিজেলার শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে যে নূতন প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে খাঁকি নিবাসিরা ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তকারীদিগের প্রার্থনা এই যে অন্ততঃ চলিত বন্দোবস্ত শেষ অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনটী স্থগিত থাকুক; আর যদি একান্ত তাহাই করা না হয়, খাঁকিজেলাকে পুরীর অন্তর্গত না করিয়া কটকজেলার অন্তর্গত করা হউক।

পুরী এলাকার লবণপোক্তানিতে দুই জন অন-রেবল লবণ চুরী করাতে পুরাকার মাজিষ্ট্রেট তাহা-দিগকে ৭ মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

কটকস্থ জেলখানার কল দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করা স্থির হওয়ায় বিলাত হইতে একটী কল আনীত হইয়াছে। ১৪ ই মঙ্গলবার উক্ত কল কটকে পৌঁছে। শুনিলাম তাহার মূল্য ১০ হাজার টাকা। আপা-ততঃ মনুষ্য দ্বারা উক্ত কল চালিত হইবে।

দীপিকা পাঠে অবগত হওয়া গেল যে কটকে ও ১৪টী ওলাউঠা হইয়াছে।

অনুগুলে ২০০০ নারিকেল বৃক্ষ বিক্রয় হয়। বঙ্গ বাসের মহাজন তাহা ক্রয় করিয়াছেন।

আজ কাল টাকবালীর রাস্তা উত্তম মেরামত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পোল প্রস্তুত হইতেছে এবং বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে।

জামালপুর।

বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে জামালপুরে "সিলভর ফেণ্ড" নামক এক খানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে। কাগজ খানি দুই ফরমার আকারে আপাততঃ দেখা দিয়াছে, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আরও এক ফরমা বাড়িতে পারে, লেখা মন্দ হইতেছে না। ঈশ্বরের নিকট এবং পাঁচ জনের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন বেঁচে বর্ত্তে থাকে, এ হতে জামালপুরের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

মধ্যে মুঙ্গের পুলিসের সুবেদারের সহিত তথাকার আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কথায় কথায় বিবাদ হয়। উক্ত আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সুবেদারকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া সোপরদ্দ করেন যে সুবেদার তাঁহাকে অমর্য্যাদাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া অপমান করিয়াছে। সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেটের বিচারে সুবেদারকে পদচ্যুত করাই স্থির হইয়াছে। সুবেদার অনেক দিন পর্য্যন্ত পুলিসে যশের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইনি একজন সুদক্ষ লোক। আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের এক্ষণে সম্পূর্ণ যৌবন কাল; অতএব তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মাজিষ্ট্রেটে সোপরদ্দ করিবেন ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যাহা হউক বিচারটী কেমন বোধ হইল। সামান্য অপ-রাধে বহুকালের লোকের একেবারে পদচ্যুতি!

আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর পরিবার কয়েক দিন হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর আন্দাজ হইবে। ইনি সামান্য বেশেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, হস্তে দুইগাছি স্বর্ণ বলয় মাত্র আছে। কত গলা, গাঁদা, অন্বেষণ হইতেছে, কিন্তু কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। পাঠকগণের মধ্যে যদ্যপি কেহ এপ্রকার স্ত্রীলোক দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিলে অথবা সংবাদ দিলে মহোপকার সাধন করিবেন।

বর্ষাকাল কিন্তু এখানে অদ্যাপি বর্ষার নাম মাত্র নাই। যে অল্প বৃষ্টি হইতেছে তাহাতে দুষ্টা অপগাস্ত করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রদানের নিয়ম, এ নিয়মটী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি গ্রাহক নন, হয় ত তাঁহার কর্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু অক্ষয়-নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রাম-গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেই লেখা করিবা।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
[illegible] জোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৫/০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসলব্ধ মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা খড়ির ন্যায় গোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে। এক শোয়ার মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু শুক্র অম্ল ও অম্লশূল, হাপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত করিয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৷০
প্যাকিং খরচা	/০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত করিয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ শোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দর্পদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে কবেণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার একটী শিশু সন্তান বয়ঃক্রম আড়াই বৎসর জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি ঔষধ সেবন করানতে যকৃদ্বৃদ্ধি হইয়া তৎকর্তৃক বাক্যরোধ অবশ্যম্ভ হয় এবং জ্বর থাকে। আমি দুই মাস ধরিয়া বৈদ্যমত ও এলাওপেথিক এবং হোমিওপেথিক মত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য না হওয়াতে অবশেষে সিমুলিয়াবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি। কবিরাজ মহাশয় দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে এবং বহু যত্নে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমার সেই শিশু সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।
সাং ইষ্টাসহোপ প্রেস।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ২৩।০ টাকা ও ডাক মাশুল ১৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৵০, পদ্মপুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২৷৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহং।

ব্লাক এণ্ড মরে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার মেশমেন্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ
মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) যাহাকে কেস আধারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্তো এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে নাড়া চাড়া করিলেও নষ্ট হইবে না।

রৌপ্য অথবা [illegible] নিকল কেসে মূল্য ৩৫ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম সবুজ কাচ চসমা ও নিউট্রাল হং-বিশিষ্ট আইগ্লাসেস মূল্য ৮।০ ও তদোধিক মূল্যের।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

[illegible]।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, [illegible] প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ দক্ষদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৮। ৯ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, কম্প শরীরিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে জনসহদর্শনে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পুস্তক এই দুর্ল্লভ অংশকে আত্মকৃতজ্ঞতাকে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা কোঠাযুক্ত পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১১ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামেশ্বরপুর	১০
" " রাখালদাস হালদার—বাড়ি	১০
" " রাজকুমার রায়—নড়াইল	১০
" " দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী সন্তোষগ্রাম	১০
" " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সাতনা	১০
" নরেন্দ্রনারায়ণ দে—ইটালী	১০
বাবু অমৃতলাল বসু—বহুবাজার	১০
" " কেনারাম সরকার—কাইতি	১০
" " শিবচরণ মিত্র—কালিকাকুণ্ড	১০
" " নীলকমল লাহিড়ী—সন্তপুর	৭।০
" " অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী—সাতুরা	৭
" " ভীমচন্দ্র বসু—সেরাজগঞ্জ	৭
" " শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—বানাকুল	৭
" " দ্বারকানাথ কর্ম্মকার—জয়দেবজিটা	৭
কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর দারজিলিং	১০
ভারতবর্ষীয় সভা—কলিকাতা	১০
মুন্সি এনায়েতুল্লা—মধুপুর	৭
সেক্রেটরি কালনা—লাইব্রেরি	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৩৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৮ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ১ লা আগষ্ট। | অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
২৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওয়াদম" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সবজির বীজ, বৃক্ষলতার তরমুজ আদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টারাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেকেস্পারাদি ফুলের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সবজি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪, টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪, টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২।০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ২, টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব প্রকার দুষ্টব্রণ ঘা, ফোড়া ঘা, আদের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, তুষা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষপাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ফাড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ছিন্নবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১, টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:•:—

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ৷০, ।৫, ।১৷০, ।১০, ক্যানেষ্টারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতের নবনীতিকা, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, রাজা কাশীশ, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৬টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

———

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিশুদ্ধ অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশে পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশপূর্ণ মহাগ্রন্থটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়া কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্র গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মানিকতলা মধ্যাপ্য ওস্তাগরের লেন ১৯ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র।

কুলীনের সমাধান।

অপ্রাপ্ত মাননীয় বিহারী বাবু " পাশকরা ... এই প্রস্তাবে কুলীনের অথবা বিবাহের উচিতা ... এই প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন। ... কুলীন সমাজের সর্ব্বনাশকর এবং সাধ- ... জাতিদিগের প্রধান সমস্যায় কর। এক্ষণে ... প্রথমোক্ত মতের খণ্ডন করা যাইতেছে। কৌলীন্যের মধ্যাহ্ন কাল অতি ভীষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার প্রাক্ এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে নিতান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ উহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না। কৌলীন্য বহুবিধ দোষসঙ্কুল, তথাপি উহা বিশুদ্ধ করিয়া না লইয়া সমূলে উৎপাটন করাই কি যুক্তিযুক্ত? ঝটিকাহত অট্টালিকার সংস্কার অপেক্ষা কি সমভূমি করা লাভজনক? এক্ষণে কৌলীন্যকে বিশুদ্ধ করিয়া লইবার আবশ্যকতা কি দেখান যাইতেছে।

রাজশাসনকর্ত্তা কোন মতের প্রতিপোষক হইলে উহা সাধারণে সমাদৃত হয় না। কারণ রাজশাসন সকল অভ্রান্ত নহে। রাজা বলপূর্ব্বক কোন মত প্রচলিত করিলে তাহাও সাধারণের রুচিকর হয় না। কারণ, উহা রাজা অথবা মন্ত্রিগণের রুচির বিলোড়নের ফল। একজন অথবা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তি কখন অভ্রান্ত হইতে পারেন না। কিন্তু সমাজ শনৈঃ শনৈঃ যে মতের পরিপোষণ করিয়া উহাকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তুলে, তাহা কখন সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে না। যদি উহা হিতকর না হইত, কখনই উহাতে সাধারণের আস্থা জন্মিত না; সুতরাং সমাজ মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। কৌলীন্যের যখন প্রথম অবতারণা হয়, তখন অবশ্যই উহাতে সাধুফল সংঘটিত হইয়াছিল। কুলীনেরা বংশমর্য্যাদায় ব্রাহ্মণকুলে পরম পূজ্য, এমন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রে যত বিভেদ, সম্প্রদায়গত বৈষম্যে কুলীন ও অন্য ব্রাহ্মণে প্রায় তত প্রভেদ। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদি গৃহে যেমন অন্ন ভিন্ন অন্য দ্রব্য ভোজন করেন। কুলীনেরাও অন্য বিপ্রগৃহে সেইরূপ করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায়ে এত উচ্চতা নীচতার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। যে গুণে ব্রাহ্মণেরা চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এমন কি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, কুলীনগণও সেই গুণে বিপ্রকুলে পূজ্য হইয়াছেন।

যে মহাপুরুষগণের দেবোপম [illegible] এবং নিষ্ঠাদি গুণে মোহিত হইয়া বল্লালসেন কৌলীন্যের সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বহুদিবস পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বিমল কীর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই নিমিত্তই উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে। রবি ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুর এবং অবসথি গঙ্গানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি কুলীন মহাপুরুষগণ শত শত বৎসর পরে জন্মপরিগ্রহ করেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদের বংশমর্য্যাদা উজ্জ্বল অক্ষরেই প্রমাণ রাখিয়াছিলেন। যে বংশপুরুষ পরম্পরায় নিষ্ঠার নিষ্কলঙ্ক ও সদাচারী, সে বংশে কন্যাসম্প্রদানে করিতে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অমত প্রকাশ করিবেন?

কৌলীন্যের সর্ব্বনাশকর দোষ যে বহুবিবাহ তখনও পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগকে দূষিত করিতে পারে নাই। কিন্তু বহুবিবাহ যত অনিষ্টকরই হউক, উহা সমাজের নিজ দোষেই দুষ্ট, সে দোষ আর কাহার দিব? আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ। যে দুরদৃষ্ট আমাদিগকে স্মৃতি প্রভৃতি বেদাধ্যয়নে বঞ্চিত করিয়াছে; যে অদৃষ্ট আমাদিগের উদারতা গাম্ভীর্য্য হরণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচতা আনয়ন করিয়াছে, সেই দুরদৃষ্ট ক্রমে আমরা চিরপরাধীন হইয়াছি। পরাধীনের সুখ কোথা? অধীন জীবনে শান্তি ও উন্নতি সাধারণ্যে সম্পাদিত হইতে পারে না। যবনাধিকারে আমাদিগের জাতীয় উন্নতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে তখনও পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় স্তিমিত আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছিল। সেই উচ্চ শ্রেণী কাহারা? কুলীন সম্প্রদায়। উপযুক্ত পাত্রাভাব; সুতরাং উচ্চবংশীয় এক বরে অনেক কন্যা প্রদত্ত হইতে লাগিল। পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম জাতি আমেরিকাবাসিগণ ইহার অনন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। তাহাদিগের দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বহুবিবাহ অচিরে প্রচলিত করিবার জন্য সকলেই শিরঃকম্প। এদেশীয় অনেক খ্রীষ্টান কন্যা উপযুক্ত পাত্রাভাবে চির কৌমার্য্যাবলম্বন করিতেছেন। এই সকল অবশ্যম্ভাবী কারণেই বহুবিবাহের অবতারণা। সুতরাং সে দোষ কুলীনের অথবা কৌলীন্যের নহে। সমাজেরই বা কি প্রকারে দোষ দিব। কারণ সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাতে সাধারণের অনিষ্ট হয় না, ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের অনিষ্ট হয় মাত্র।

যাহা হউক, এক্ষণকার শিক্ষিত কুলীনে সে দোষ অতি বিরল। তবে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তির চরিত্র লইয়া সাধারণের বা সম্প্রদায় বিশেষের চরিত্র সমালোচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত। কুলীনদিগের যত দোষই থাকুক জাতিগত উচ্চতায় তাঁহারা যে মহান্ এবং উদার তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। উচ্চ বংশের আর যে গুণ থাকুক না থাকুক, উদারতা, গম্ভীরতা, প্রলোভনহীনতা, এবং গর্ব্ব পরিশূন্যতা প্রভৃতি গুণ সাধারণ। এরূপ গুণ উচ্চ বংশ ভিন্ন অতি অল্প লোকেই দেখা যায়। আমাদিগের দেশে ধনসম্পন্ন সাক্ষাৎ ধনকুবের, শ্যামকৃষ্ণ ঘোষ সরস্বতীর বরপুত্র; কিন্তু মানসিক উচ্চতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ জাতিতে সম্ভবে? পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে যে সমস্ত অসম সাহসিকতার কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তৎসমস্ত কার্য্যেই ব্রাহ্মণজাতি অগ্রসর। নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্য ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রথমে দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিলাতে গমন করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রথম স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সমাজের ভ্রূকুটী কুটিলকটাক্ষে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রথমে বিধবা বিবাহ করিতে সাহসী হন; সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী প্রথমে বিলাত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া আগমন করেন; বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে বিলাত হইতে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগমন করেন। এই সকল কার্য্যে এক্ষণে শত শত ব্যক্তি ব্রতী হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা প্রথমে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য কি সামান্য উদারতা-পরিচায়ক? সেই জন্য বলিতেছি উচ্চবংশীয় না হইলে মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। অস্মদ্দেশীয় নবযুবকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যে পাশ্চাত্য সভ্যতাবলে তাঁহাদিগের মুখ ফুটিয়াছে, বিজাতীয় বিবেচনাশক্তি হইয়াছে, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রীভূত ইংরাজ জাতি-মধ্যে জাতিগত বৈষম্য কতদূর। তথাকার একজন লর্ড এক জন মিস্ত্রির সহিত একত্র ভোজন পর্য্যন্ত করেন না।

মিলের ন্যায় প্রতিভা রথচাইল্ডের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং বিসমার্কের তুল্য বুদ্ধিচাতুর্য্য সম্পন্ন হইলেও লর্ডবংশীয় ব্যতীত ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির পদ প্রাপ্তি অন্যের সুদুর্লভ। অধিক কি বলিব যে মহামতি গ্লাডষ্টোনের মুষ্টিমধ্যে অতুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রীড়নকস্বরূপ নিক্ষিপ্ত, তাঁহারও, অদ্যাপি লর্ডসভায় বসিবার অধিকার নাই। স্যর আশ্‌লি ইডেন সাহেবও আমাদের দেশীয় কতকগুলি উচ্চ পদ উচ্চ বংশীয়দিগেরই করায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার কি কার্য্যকারিতা কিছুই নাই? উচ্চবংশীয় ভিন্ন উচ্চতায় এবং মহানুভবতায় কোন্ ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হইতে পারে? ইংরাজ জাতির এই জাতীয় রীতি কখন

পক্ষপাত দূষিত বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের দেশে জাতিগত উচ্চতায় কুলীনেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য বিদ্যাদি গুণে এবং বহুদিবসাবধি মহর্ষিকল্প পিতৃপুরুষগণের অনুবর্ত্তনে তাঁহারা সমাজমধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বল্লাল সেনের বহুশত পরে এমন কি মুসলমান অধিকারের মধ্যাবস্থাতেও কুলীন মহাত্মারা আপনাদের সাম্প্রদায়িক গৌরব পুরুষ-পরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যবনগণের তীক্ষ্ণতায় এবং যবন ধর্ম্মের কাঠিন্য উৎপীড়নে জাতীয় জীবনের অবসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও অধঃপতন হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই অধঃপতন সাময়িক অধঃপতন। যে অধঃপতনে উচ্চশ্রেণী বিপন্ন হইয়াছে, ক্ষত্রিয়শ্রেণী যে আঘাতে কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

একটী লৌহগোলক বা কাষ্ঠগোলক একবার মাত্র চালিত করিলে উহা থামিতে থামিতেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চালিত হইবে এবং সম্পূর্ণ ক্ষান্ত হইয়াও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকিবে। গোলক অথবা গোলক কেন্দ্রস্থ বলে থামিতে থামিতেও থামে না। তেমনি কুলীনদিগের অধঃপতন হইতে হইতেও সম্পূর্ণতা হয় নাই। অধঃপতন হইবার পরেও তাঁহাদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ সারবত্তা ছিল বা আছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায়ে আছে? কারণ ঐরূপ অধঃপতন অন্য সম্প্রদায়ের হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ১৬ হইতে ১২ বা ১৪ আনা কি, তবে ৩।৪ অবশিষ্ট থাকিবে? ২ বা ১। স্বীকার করিলাম কুলীনদিগের চৌদ্দ আনা অধঃপতন হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্প্রদায় অর্থাৎ ১৬ আনা হইতে ১৪ আনা বিযুক্ত হইলে দুই আনাও কি থাকিবে? অন্য সম্প্রদায়, যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ঘোর দুষ্কার্য্যে আসক্ত ছিলেন এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই সাধারণতঃ স্ব স্ব পিতৃলোকের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই দোষে কিরূপ কতদূর অধঃপতন হইয়াছিল? অধ[illegible] প্রাবল্য কালে তাঁহাদের উন্নতি কতদূর সাধিত হইয়াছিল? স্বীকার করিলাম, তাঁহারা কুলীনদিগের অনেকাংশে অধিকারী ছিলেন। তাহা হইলে তাঁহাদের ৮, না হয় ১২ নয় ১৫ হইতেও যদি ১৪ আনা বিযুক্ত হয় তবে তাঁহাদের কি থাকে? কুলীনদিগের তুলনায় তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন, একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সেই উচ্চ শ্রেণীতে যখন শোচনীয় হীনতা সংঘটিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের দশা কি হইয়াছিল কে বলিতে পারে? তাঁহাদের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে (পাড়ে মরে বঙ্গের রাজা) এই প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে। সচরাচর দেখা যায় যাহারা দেশের মুখপাত্র তাহাদেরই বিষয় লইয়াই লোকে সমালোচনা করে। বড় গাছেই ঝড় লাগে। অপর দুর্গমন লোকের অবস্থা মন্দ, কিন্তু পঞ্চের দীনতার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। এই জন্যই কুলীনেরা এত তিরস্কৃত।

এই সমস্ত কারণেই কুলীনেরা সমাজ মধ্যে এত সম্মানিত। ইংলণ্ডদেশে একজন লর্ড বংশোদ্ভব দরিদ্র হইলেও যেমন সম্মানিত, আমাদিগের দেশে কুলিনেরাও তদ্রূপ। বিবাহ সভায় যাও দেখিতে পাইবে শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ স্বল্প মালা এবং সুরচিতচন্দনে বিভূষিত হইয়া মহর্ষিকল্প পিতৃপুরুষগণের নির্ম্মল কীর্ত্তি পরিঘোষণা করিতেছেন; ভোজনের স্থলে যাও দেখিবে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে বিগলিত কুলীনগণ আকুল, তথাপি কাহার সাধ্য ভোজনস্থলে গমন করে? কারণ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান) আগমন করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগমন করিলেন, ক্ষুধার্ত্ত যাবতীয় শত শত ব্যক্তি সমস্বরে তাঁহার পরিচয় দিল। অতএব ভোজনস্থলে তাঁহার কুলীনতাবিদিত অন্ন ভোজনানে হইল।

ইহা কি কুলীনদিগের সামান্য উচ্চতার পরিচয়? দুঃখের বিষয়, কতকগুলি কুলীন মহাপুরুষ বিবাহব্যবসায়ী হইয়া এই সামাজিক সম্মানের হানি করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আর কুলীনগণের সে ভাব নাই। কৌলীন্যের মধ্যাহ্নকালে শিক্ষা এবং প্রকৃতির অভাবে কুলীনগণ (অথবা সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া) যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছিলেন, এখন সে সর্ব্বনাশের সংশোধন হইয়াছে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বৈবাহিক সম্বন্ধে সকলেই আপনা না হউক অন্ততঃ পরার্থে বিবাহে উচ্চ অথবা সমান পাত্র অন্বেষণ করে। ইংরাজেরা এ সম্বন্ধে অধিক সাবধান। এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই একজন ইংরাজ দেশীয় খ্রীষ্টান কন্যা বিবাহ করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আমরা কৌলীন্যের পোষকতায় লেখনী ধারণ করিয়াছি বলিয়া হয় ত কেহ কেহ আমাদিগকে ঘোর কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রসাদে বিজ্ঞানে আমাদের কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ প্রস্তাবের অবতারণা যে দুষ্কর, তাহাও সেই বিজ্ঞানপ্রসাদাৎ বুঝিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্যই যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। নতুবা বলিতাম কুলীনে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু এক্ষণে সে কথা বলিবার সময় নয়। সেরূপ সময় প্রার্থনীয়ও নহে। যে দেশের জাতীয় জীবন প্রকৃত চিন্তাশীলতার আবদ্ধ, সে দেশে পূর্ব্বোক্ত বাক্য উপহসনীয়। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদিগের নবীন সম্প্রদায়ে শনৈঃ শনৈঃ এই ভাবের উন্মেষ দেখা যাইতেছে। বিবাহবিষয়ক সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করা আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল বিহারী বাবুর প্রস্তাবোক্ত তাঁহাদেরদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কৌলীন্যের মূলে কুঠারাঘাত করা অপেক্ষা আমরা বলি যে সমস্ত নীচবংশ সংশোধনে প্রাণত্যাগ করুন। আমাদের মাননীয় বিহারী বাবুর মতবিরোধী হইয়া আমরা আবার বলি যে যে পাত্রে কৌলীন্যের হীনতা না থাকে, এরূপ কুলীন পাত্রই সর্ব্বদা বরণীয়, তথাপি ধনবান না হন তবে তাঁহাকে কন্যাদান করা অধিক বাঞ্ছনীয় নহে।

ভঙ্গবিদ্য কুলীন অথচ ধনবান পাত্রে কন্যা সম্প্রদান নিন্দিত অন্যের সাধ্য নাই বটে; কিন্তু আপনার অবস্থার সমাজপাত্রে পাত্র সমস্ত কন্যা অসম্ভাবিত নহে। দশ সহস্র টাকার সম্পত্তিশালী ব্যক্তি স্বীয় একটী দুহিতার জন্য কি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে পারেন না? পুত্রের প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ কি কন্যা পাইতে পারে না? এরূপ [illegible] থাকিলে এক মাত্রই সম্ভব হইবে [illegible] যুক্তিযুক্ত। [illegible] দেখা যায় যে কুলীন কিম্বা ভঙ্গবিদ্যপাত্রে কন্যা দান করিয়া পিতা বহু ব্যয়ের ন্যায় সঙ্কল্প হইয়াছেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে ৫০০ কিম্বা ৬০০ টাকা বাঁচাইবার জন্য বিলক্ষণ সচ্ছল পিতা কুলীন অথবা ভঙ্গবিদ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপাত্রে কন্যারত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহা যে শুধু কুলধর্ম্ম স্বার্থ নহে, বরং এতৎ বংশের নীচতার পরিচয় সন্দেহ নাই; সদ্বংশের দুহিতা, [illegible] ইতর লোকেরা [illegible] পতিত থাকিতে উঠিতে যায়। কিন্তু যে থাকিতে স্বল্পবিস্তর দুই একটী ভদ্রলোক থাকে, তাদের প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহাকে উঠিতে সাহস করে না; প্রত্যুত, ইতর লোকের [illegible] শকটে কাষ্ঠ পৃষ্ঠে অন্ততঃ দণ্ডায়মান হইয়াও গমন করে। শিক্ষিত কুলীন পাত্র পরিত্যাগ করিয়া নীচ পাত্রে কন্যা দান ঠিক উক্ত রূপ শকটারোহণের ন্যায় হাস্যজনক। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, বর্ত্তমান সময়ে কন্যা দান সম্বন্ধে কুলীন ও অন্য যে পাত্রেই কন্যা অর্পণ হউক, তাহার অধিক ইতর বিশেষ হয় না। তবে দান হলে বিজ্ঞের স্বতন্ত্র কথা। "উত্তমে উত্তম হয়, অধমে অধম। কে কোথা দেখেছে বল অধমে উত্তম।" পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয় মধ্যে এই কবিবাক্য অক্ষর প্রতিপালিত।

বিল্বিপুর। শ্রী[illegible]প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible] সম্পাদকের প্রতি বিনীত নিবেদন।

[illegible] আমাদের সকল [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] উপাধ্যায় অঘোরের সমাচার যে তিনি [illegible] দের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার [illegible] [illegible]। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা যে [illegible] হইয়াছি, তাহা বাক্যে প্রকাশ অসম্ভব। [illegible] সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের অন্তরের প্রিয়তম পদার্থ। ব্রাহ্মসমাজের [illegible] রক্ষা ও শত্রু হস্ত হইতে ত্রাণ সাধন করা [illegible] প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। [illegible] ও ভক্তবিহীনেরা অন্যায়রূপে আমাদিগকে [illegible] করিতে চাহিবে।

সকলেই অবগত আছেন বাবু কেশবচন্দ্র সেন [illegible] করিয়া "নববিধান" নামে একটী নূতন অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই ধর্ম্মে নানা প্রকার কল্পিত ও [illegible] মত প্রচারিত হইতেছে। এমন কি [illegible] নববিধানিগণ [illegible] আমার মনে করিতেছেন না। বলিতে লজ্জায় [illegible] অবনত হয়, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে মন্দির কেবল একমাত্র পরব্রহ্মের পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিধানিগণ সেই মন্দিরে নিশানের [illegible] পূজা করিলেন। আবার সেই দিন বিধানবাদি[illegible] [illegible] হোম করিয়াছেন ও কন্যা [illegible] নামে বাপ্তাইজিত (Baptised) হইয়াছেন। [illegible], নববিধান, [illegible] ও [illegible] পত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা জানেন যে [illegible] কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ [illegible] পড়িয়াছেন। এ সকল দেখিয়া কে [illegible] যে নববিধান [illegible] সম্পূর্ণ বিরোধী [illegible] অনেক [illegible] বৃদ্ধি করিতে [illegible] কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ [illegible] [illegible] যে তাঁহারা [illegible] সমাজের সহিত তাঁহাদিগের কোন সহানুভূতি [illegible] আমরা [illegible] কোন কথায় [illegible] কিন্তু তাঁহারা [illegible] ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম[illegible] নামে [illegible]। ইহা আমাদিগের সহ্য হয় না। [illegible] উপর এরূপ অন্যায় আক্রমণ [illegible] পারি না। তাই আমরা ব্রাহ্মগণ [illegible] হইয়া [illegible] ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম [illegible] হইতে [illegible]। আমাদিগের মধ্যে একটী [illegible] [illegible] হইয়াছে। আপনার প্রচার [illegible]

সমাজে সমবেত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে ইহা জানাই যে "নববিধান" ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী, এই উপধর্ম্মের সহিত আমাদিগের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই এবং যদি কোন ব্রাহ্মসমাজ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নববিধানকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন সহানুভূতি থাকিবে না। [illegible] যে স্থানে থাকুন, [illegible] যে ভাবে হইতে তিনি কোন প্রকাশ্য পত্রে সাধারণের নিকট ইহা জানান যে নববিধান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

শ্রীহট্ট	নিবেদক
১০ই জুলাই ১৮৮১।	শ্রীচন্দ্রকুমার ঘোষ।
" [illegible]নাথ সেন।
" [illegible]কিশোর মজুমদার।
" প্রসন্নকুমার চৌধুরী।
" অম্বিকাচরণ বিশ্বাস।
" [illegible] চক্রবর্ত্তী।
" রাধানাথ চৌধুরী।
" [illegible]চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ।

সোমপ্রকাশ

১৮ ই শ্রাবণ সোমবার।

[illegible]

ভারতবর্ষের দিন দিন অবস্থা কঠিন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই। [illegible] এই ঋণ কমাইবার জন্য [illegible] উপদেশ দেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সকল উপায় কোন কাজের নহে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট [illegible] মাটি কাটিতে উপদেশ দিলেন, তাহাতে কি ফল হইবে? দুই এক জন [illegible] কি এত ঋণ শোধ যায়? এতাদৃশ শাসন প্রণালী যদি একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবেই যথার্থ উপকারের সম্ভাবনা।

[illegible] সালে যখন লর্ড মেও গবর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশে আইলেন, তৎকালে ভারতের নিতান্ত দুরবস্থা। তিনি ভারতের আয় ব্যয় ও ঋণ দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। তখন ভারতবর্ষের আয় [illegible] কোটি টাকা। কিন্তু এই বৃহৎ রাজ্যের ঋণ সমুদায়ে [illegible] কোটি টাকার অধিক। কেবল ভারতবর্ষের রাজ বিদ্রোহের নিমিত্ত এত টাকা ঋণ হয় নাই। অন্যান্য অনেক বিদেশীয় যুদ্ধ আর ভারতের স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়াতে ক্রমশঃ ঐ ঋণ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [illegible] কোটি টাকার মধ্যে [illegible] কোটি টাকা কোম্পানির [illegible] নিমিত্ত ঋণ করা হইয়াছে। [illegible] সালে সিপাহি বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত [illegible] কোটি টাকা ঋণ করা হয়। [illegible] কোটি টাকা রেলওয়ে খাল খনন ও অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ঋণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারতের ঋণ সাকল্যে [illegible] কোটি টাকারও অধিক।

[illegible] সময় হইতে [illegible] অনেক অন্যায় ব্যয় ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে, ইহাতে কেন না ঋণ হইবে? [illegible] নয়, চারি দিক হইতে শোষণ করিলে কোথা হইতে অর্থ আসিবে? [illegible] কোন কোন দীন [illegible] [illegible], তাহার ব্যয় ভারতবর্ষকে দিতে হইল। [illegible] তাহাদের [illegible]। কাবুল যুদ্ধের [illegible] ব্যয় ভারতের [illegible], তবে কেন না ঋণ হইয়া পড়িবে?

এই [illegible] [illegible]। আবার আয় ব্যয়ের হিসাব [illegible]। [illegible] টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইলে [illegible] ব্যয় ঋণ [illegible] হইয়া পড়ে। [illegible] আয় ব্যয় সমান সমান [illegible], যে ব্যয় [illegible] নাই যদি আমরা এমন কথা বলি [illegible]। আমাদিগকে পাগল না ভাবুন কিন্তু [illegible] আমাদের [illegible] নাই [illegible] জানিবেন। আবার [illegible] [illegible] বৎসরের মধ্যে [illegible] যে থাকিবে না, তাহা কাহার না বিশ্বাস হইবে?

[illegible] সালে [illegible] সাহেবের [illegible] দুই [illegible] যে, আয় অপেক্ষা [illegible] পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে। কিন্তু এই হিসাব সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সে বৎসর আয় অপেক্ষা [illegible] পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় বাহির হইয়া পড়িল। [illegible] সালে হিসাব করিয়া দেখা হইল যে, সে বৎসর খরচ বাদ [illegible] পাউণ্ড সঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু [illegible] পাউণ্ড অনুমান হইয়া পড়িল। আবার [illegible] সালের হিসাবে [illegible] পাউণ্ড খরচ বাদ সঞ্চিত থাকিবে, এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু বৎসরের শেষে হিসাব পত্র সংশোধন করিয়া দেখা গেল যে, সমুদায়ে [illegible] পাউণ্ড ফাজিল খরচ হইয়া গিয়াছে। এই সকল অদ্ভুত হিসাব [illegible] মহাত্মা সার রিচার্ড টেম্পলের। আমাদের [illegible] সাহেব [illegible] শ্রীচিত্র[?] একজন বিচক্ষণ লোক। তিনিও কম খরচের হিসাব [illegible]

বুঝিয়েছেন ;—তাঁহার ও কাগজ পত্রে কখন তিন চারি ক্রোর টাকার অধিক ভুল হয় নাই। তবে ভাল বলিতে হইবে—নয় ? ট্রাচি সাহেব না কি ভারত-বর্ষের রাজস্বসংক্রান্ত এক খানি পুস্তক লিখিতে-ছেন। আমরা অধম, আর কি বলিব।—এটী তাঁর প্রকৃতি আর ভারতের কপাল জোর। হাজার বিয়ার যাঁহারা কাণা কাণা দেখিয়েছেন, তাঁহারা যেন এক এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া রাখেন।

ট্রাচি সাহেব কাবুল যুদ্ধের ব্যয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিলেন, শেষ তাঁহার হিসাব হইতে চারি কোটি টাকা ভুল বাহির হইল। ক্রোর কথাটা ইংরাজদের কাছে চলনসই হইয়া পড়িয়াছে! ঋণে ভারতবর্ষের মাথার চুল বিকাইয়া আছে। যেমন সময় ট্রাচি দেশের মহা উপকার করিলেন! ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের শুল্কে বৎসর বৎসর ২০০,০০০০ টাকা পাওয়া যাইতেছিল, সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া সেই শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। আবার স্বয়ং ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গৃহে চলিলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক চাই। তিনি ভারতবর্ষকে কি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া এই টাকার দাবি করিলেন? পাঠক! দেখুন, তবে ঋণ কেন না হইবে? এখন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই নাই। চারি দিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। কাবুল যুদ্ধে আমাদের কিছুই স্বার্থ নাই। সে যুদ্ধে আমাদিগকে কেবল ঘরে ভস্ম ঘটানো হইয়াছে। মনুষ্য ঠিক কথা বলিতে গেলে, ভারতবর্ষের এখন কোথাও যুদ্ধ নাই। অত-এব এমন সময় যদি টাকার এত অনটন থাকে, তবে কোন আপদ বিপদ ঘটিলে ত চক্ষু স্থির হইবে। তাই বলিতেছি, রাজশাসনের প্রণালী এক কালে পরিবর্ত্ত না করিলে কিছুতেই আর মঙ্গল নাই।

সম্প্রতি কোন মহাত্মা নূতন সিবিলিয়ান ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে অনেক সারবান্ উপদেশ দিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা যখন প্রথম এদেশে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত শরৎকালের ন্যায় নির্ম্মল। উচ্চ বুদ্ধি, উদার স্বভাব, এদেশীয় লোকদের প্রতি উপ-যুক্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। ফলতঃ সুশিক্ষিত ভদ্র সন্তা-নের যতগুলি সদ্গুণ থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কিছু দিন এখানে থাকিতে থাকিতে যখন পুরাতন সিবিলিয়ানদের বাতাস তাঁহাদের গায়ে লাগে, অমনি তাঁহারা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেন! দেশীয় লোককে নিগার বলিয়া সম্বোধন করেন, গালি দেন, ঘৃণা করেন, পদতলে রাখিবার পথ দেখেন। যাহা হউক, আমাদের নূতন সিবি-লিয়ান ভারত শাসন পক্ষে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যথার্থ সুব্যবস্থা বটে। আমরা সেই প্রস্তাব এবং তৎসম্বন্ধে আমাদেরও দুই একটী মত এখানে প্রকাশ করিতেছি।

প্রস্তাবটী এই :—রাজ্যের ব্যয় ক্রমশই বাড়ি-তেছে। কিন্তু আয়ের পথ স্বতঃ একে একে বন্ধ হইয়া আসিতেছে, বলিতে হইবে। ম্যাঞ্চেষ্টরের কাপড়ের শুল্ক বন্ধ হইল, তাহাতে প্রতিবৎসর অনেক টাকার ক্ষতি হইয়া আসিতেছে। আফিম লইয়া গোলযোগ চলিতেছে, শেষ কি হইবে বলা যায় না। আর কোন নূতন কর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। অতএব এত ব্যয় নির্ব্বাহ কোথা হইতে হইবে? কৃষিজীবী দরিদ্র ভারত কি জীর্ণ লাঙ্গলে হাতী জুড়িয়া চাষ করিতে পারে? ভারত হইতে নিয়মিত ব্যয়ও সংকুলান হয় না। ইংলণ্ড হইতে যে সকল কর্ম্মচারী এখানে আইসেন, তাঁহাদের মোটা বেতন দিতেই রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িতেছে! কোন রাজ্যের কর্ম্মচারীরা এত অধিক বেতন পান না। এখন কর্ত্তব্য এই,—প্রতি জেলায় এক এক জন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী অধ্যক্ষ থাকুন, বাকি জজ মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তির কাজ এদে-শীয় লোকের হস্তে সমর্পিত হউক। ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে মুন্সেফরা ও সদর আলারা বিলক্ষণ বিচার-দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার তাঁহাদের দ্বারা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উচ্চ অঙ্গের বিচারেও এদেশীয় লোক কর্ম্মঠ ও বিচার কুশল। মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিত দ্বারকানাথ মিত্র অসীম বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচার ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় দিয়াছেন। এদেশীয় লোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাঁহারা আরও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন। ফৌজ-দারী বিচারেও দেশীয় লোক অপটু নহেন। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এবং আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি বিচার পতিগণ নিজ নিজ সুবিচারের রাশি রাশি প্রমাণ দিয়াছেন। বিশেষতঃ দেশীয় লোকে এখান-কার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ভাব ভঙ্গী ও ভাষা যেমন সুস্পষ্টরূপ বুঝিবেন, বিদেশীয় লোকে কখনই তেমন বুঝিতে পারিবেন না। অতএব আসামী ফরিয়াদি ও সাক্ষিদের অবস্থা দেশীয় লোকেই ভাল বুঝিতে পারেন। এমন স্থলে কেন না সুবিচার হইবে? কেহ কেহ বলেন,—এদেশীয় লোকের সাহস কম এবং তাঁহারা নিতান্ত শ্রমবিমুখ। আমরা ত কই সে সকল দোষ দেখিতে পাই না। ফৌজদারীর বিচারে পুলিস তদন্তের অবস্থা আমরা দেখিয়াছি, ইংরাজ অপেক্ষা দেশীয় লোক অধিক পরিশ্রম করেন এবং অধিক সাহস দেখাইয়া থাকেন। কোথাও খুন কোথাও ডাকাতি কিম্বা দাঙ্গা হইলে দেশীয় ইনস্পেক্টর সব ইনস্পেক্টর কনষ্টেবল পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দেশীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব দিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, সাহেবেরা প্রায় আপনার তাম্বুর বাহির হন না। তবে হন,—নিকটে যদি শীকারের সুবিধা থাকে। তদ্ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারীদের অঙ্গে কালঘাম ছুটিতে থাকে; তাঁহারা অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে যদি কোন তদন্ত করিতে পারেন, সাহেবেরা সাহস পূর্ব্বক বংশবোনাতি কষ্ট শীকার করিয়া একবার তাহা দেখিয়া আসেন। তাই বিশ্বাস হইতেছে ফৌজদারী কার্য্যের ভারও দেশীয় লোকের হাতে অবাধে সমর্পণ করা যায়। সেসনের কঠিন বিচা-রের জন্য কোন ভাবনা নাই। তাহাও নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিবে।

আমাদের বিবেচনায় সিবিলিয়ান হইবার জন্য কাহারও আর বিলাতে যাইবার আবশ্যকতা নাই। হাইকোর্টে দশ বৎসর ওকালতি করিলে যাঁহারা জজ হইতে পান, তাঁহারা অবশ্যই সুযোগ্য পাত্র। হাইকোর্টে জজ হইলে তাঁহারা জেলার জজ মাজি-ষ্ট্রেটের ন্যায় শয়ন করেন না বসবৎ রাখেন। অত-এব সেই সকল সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে জেলার উচ্চ অঙ্গের বিচারের ভার কেন না সমর্পণ করা যাইবে?

এইরূপে কার্য্যচতুর দেশীয় লোক পাইলেই যদ্যপি তাঁহাদিগকে সকল বিভাগেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তবে এই বিশাল ভারত রাজ্যের মঙ্গল। ইংলণ্ডের কর্ম্মচারীরা যত টাকা বেতন পান, দেশীয় লোক তাহার অর্দ্ধেক বেতনে তাঁহাদের কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আবার সিবিলিয়ানেরা মিছা পদবীর লোভরাইবার জন্য বিদায় লইয়া মাতৃভূমির অমৃত-তুল্য জল বায়ু সেবন করিতে গিয়া থাকেন, এদে-শীয় লোকে তত অবকাশ চান না। সুতরাং ব্যয় সংক্ষেপ সহজেই হইতে পারে বা হইবে।

সময়ে সময়ে কোন ইংরাজ ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করেন। সে কথা তাঁহাদের মনো-গত হউক আর নাই হউক, তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে চাই না। কিন্তু ভারতবর্ষ ত্যাগের কথা শুনিলে আমাদের আর চুপ করিয়া থাকা হয় না। তাঁহারা ত যাবেন,—স্বদেশে যাবেন কে বাধা করিতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—আমা-দিগকে কার কাছে রাখিয়া যাবেন? তাঁহারা কাহাকে সমর্পণ না করিতে করিতে এখানে খুব জনর ভাবিতব্য ভারতবাসী হইয়া যাইবে। পরে বিদেশীয় কোন প্রবল নরপতি সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। ইংরাজের দোষ দেখিলে তাহা বারংবার কহিব আর কহিব এবং সময়ে হউক সংবাদ সেই দোষ দেখাইতে চাই। আমরা ইংরাজদের

[illegible] রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে চাই, [illegible] রাজাকে আমরা কখনভাবে ছাড়িতে [illegible]

[illegible] কোন কোন উদারচরিত ইংরাজ [illegible] করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা [illegible] ইংরেজের পক্ষে যাহা শুভ নাই নিশ্চয় নিন্দনীয় [illegible] এখন আমরা আর অন্যথা বুঝি না। তবে এ সময় সাবধানতা ছাড়িয়া গেলে ইংরাজ কতদূর যে [illegible] করিবেন তাহা ভাবিয়া দেখুন। যাহাতে দেশীয় লোক রাজনীতি বুঝেন এবং স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। স্বাধীন রাজাদের রাজ্যগুলি দেশীয় লোকেরা উত্তম চালাইতেছেন এবং এক একটী রাজ্যে এক এক জন মহাত্মা সচিব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের রাজ্য-কৌশল দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন। অতএব এই নূতন পথ অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্টের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি।

[illegible] মহারাজ।

বোম্বাই প্রদেশের [illegible] মহারাজ চোরাই মাল ক্রয় করাতে কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বল্লভাচারী সম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদের অধিনায়ক, তিনি তাহা দেবই [illegible]। আদালতে এইরূপ প্রমাণ হইয়াছে যে, তিনি জ্ঞানকৃতই অপরাধ করিয়াছেন। সে কারণ বিচারে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। বোম্বাই [illegible] মহারাজের লক্ষ লক্ষ চেলা আছে, তাঁহারা সকলেই মহারাজকে সাক্ষাৎ ভগবানের তুল্য জ্ঞান করে। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, এ সহজ কথা নয়। বোম্বাই প্রদেশে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেবল যাহারা অনুগামী চেলারা সে [illegible] এমত নহে, প্রায় সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে অল্প বা অধিক [illegible] হইয়াছেন। পার্সি ইউরোপীয় প্রভৃতি [illegible] জাতীয় লোকও ইহাতে ব্যাকুল আছেন।

কোন ব্যক্তি দণ্ডিত হইলে তাঁহার অনুচর ও সহচরেরা আত্মীয় স্বজনেরা কাতর হইতে পারেন, কিন্তু রাজপুরুষদের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই। অপরাধী উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে আমরা বলিয়াছি, এ কথা সকলেই বলিবে। বিচারের সময় রাজা প্রজা, সাধু গুরু, ধনী দরিদ্র, সকলেই তুল্য। অতএব বিশেষে বিচার ও দণ্ডদানে সেরিয়া করা উচিত নয়। অতএব বিচার সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু এই বিচার সম্পর্কে কতকগুলি অবশ্যই আমাদের আলোচ্য। [illegible] মহারাজ ইংরাজের এলাকার অধীন নহেন। তিনি [illegible] নগরের রাজের অধীনস্থ লোক। এখন আপত্তি এই, কাউ-ন্সেলের পলিটিকাল এজেণ্টের এ বিষয়ে কোন হাত আছে কি না? এ বিচারে [illegible] সম্মতি দিয়াছিলেন বটে, তথাপি ইহার দ্বারা তাঁহার ক্ষমতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে কি না? তিনি কোন কারণে ভীত হইয়া সম্মতি দিতে পারেন কি না?

বিচার কালে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট জেনারেলের উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেশীয় রাজারা সম্মত হইলে তাঁহাদের এলাকাভুক্ত কোন মকদ্দমা ইংরাজ বিচারপতিরা বিচার করিতে পারেন। এ কাজ বে-আইনী নয়। পক্ষান্তরে তিন জন আইনজ্ঞ কৃতবিদ্য ব্যারিষ্টার বলেন যে, এ কাজ সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধ হইয়াছে। এই বিচারের কেহ পক্ষেই বলুন আর বিপক্ষেই বলুন, সে অনিবার যোগ্য কথা নয়। আইন-বেত্তাদের মত একটা তামাসা মাত্র, আদালতে সেটা জুয়াখেলা। আসামীর পক্ষে দশ জন ব্যারিষ্টার থাকুন, তাঁহারা আসামীর পক্ষে কথা কহিবেন। ফরিয়াদীর পক্ষে দশ জন ব্যারিষ্টার থাকুন, তাঁহারা ফরিয়াদীর পক্ষে কথা কহিবেন। সকলেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আইনজ্ঞ, তবে কার কথা শুনিব? আইন এক একটী সমস্যা। পাণ্ডিত্য খরচ করিতে পারিলে একটী বাক্যের অনেক অর্থ করা যায়। তাই আমরা সে বাদে কচকচি তুলিতে চাই না। আমরা সোজা বুঝি এই মাত্র বলি—[illegible] নগরের এলাকাধীন বিচার কার্য্য এক দিন কোথায় নিষ্পাদিত হইয়া আসিতেছিল? ইংরাজেরা তাহাতে কি হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন? [illegible] করেন নাই। তবে এ মকদ্দমায় কেন হস্তক্ষেপ করেন? [illegible] সম্মতি আমরা বড় একটা গুরুতর কারণ বলিয়া গণনা করি না। কিন্তু তাঁহার মত লওয়া হয় কেন, আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করি। [illegible] বাবের অর্থ [illegible] প্রার্থনা করিলেই তিনি বুঝিলেন, তার মানে উনি বুঝ যে তিনি ইংরাজের অবাধ্য হইবেন। জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সঙ্গে বাদ সাজে না। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও ভয়ে সম্মতি দিলেন। ইহাতে দেশীয় রাজাদের অনেক টুকু ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। ইহা ভবিষ্যতের একটী নজির হইয়া রহিল। এখন এডভোকেট জেনারেল ও ব্যারিষ্টারদের লইয়া একটা কাজ হইয়া গেল। ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলেই যে কোন মকদ্দমা হউক ইংরাজ বিচারপতিরা স্বহস্তে অনায়াসে গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের নজির দেখাইবার পথ হইল। তখন তাঁহারা বলিবেন "আবশ্যক বোধ করিলে দেশীয় রাজাদের এলাকাধীন কোন মকদ্দমা ইংরাজ বিচারপতিরা স্বহস্তে লইয়া বিচার করিতে পারেন। পূর্ব্বে অনেকে থাকিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। এবং এমন বিচারও একটী হইয়াছিল।"

যাঁহাদের প্রতাপ ভারতবর্ষে ওতপ্রোত ভাবে বিস্তারিত হইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকলি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের যেমন অধিকার ও স্বত্ব দিয়াছেন, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে দারুণ চঞ্চল হইতে হয়। [illegible] যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হউন, দীপান্তরিত হউন, ফাঁসী যাউন, তাহাতে আমাদের খেদ নাই। তাঁর অপরাধানুরূপ দণ্ড হউক, তাহাতে আমরা সকলই আছি। কিন্তু [illegible] নগরে তাঁহার পুনর্বিচার হউক। [illegible] এক দিন যেখানে বিচার হইয়া আসিতেছে, সেই স্থানে তাঁর বিচার হউক।

এস্থলে আমাদের আর একটী কথা বলিবার আছে। দেড় শত বৎসরের অধিক হইল ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আছেন। এখানকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, খাওয়া পরা তাঁহাদের কিছুই অবিদিত নাই। হিন্দুদিগের জাতি যে কি পরম ধন তাহা তাঁহারা বেশ জানেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও অনেক স্থলে জেলখানায় তদনুসারে কার্য্য করা হয় না। ব্রাহ্মণেরা সকলের পাক ভোজন করেন না। গলায় যজ্ঞসূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, আবার ব্রাহ্মণ হইলেই যে পরস্পর আহার ব্যবহার আছে, তাও নয়। [illegible] নির্দিষ্ট পাচক আছে। তিনি কাহারও হাতের অন্ন গ্রহণ করেন না। [illegible] কারারুদ্ধ হইলে ছয় দিন উপবাসী ছিলেন, তাঁহার নিজ ব্রাহ্মণকে জেলখানায় যাইতে দেওয়া হয় নাই। গবর্ণর জেনেরেলের কাছে আবেদন করাতে তিনি যখন আদেশ মঞ্জুর করিলেন, তখন [illegible] ব্রাহ্মণ জেলখানায় যাইতে পান। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ছয় দিন অনাহারে থাকিয়া যদি মহারাজের মৃত্যু হইত, যে ক্ষতিপূরণ কে করিত? কারারুদ্ধ হইলেই তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার আইন নাই, তবে এমন অবিবেচনার কাজ কেন হইল? আমরা ভরসা করি, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে কিছু মনযোগী হইবেন।

কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা উঠে, এখানে তাই জেলখানা সম্বন্ধে আমরা আর একটী কথা বলিতে চাই। দিন দিন জেলখানার বড় উন্নতি হইতেছে, চারি দিকে এই প্রকার একটা মহা গোল উঠিয়াছে। গোল তুলে কে? জেলখানার কর্ম্মচারীরাই [illegible]—জেলের ভাল মন্দ কাজে যাঁহাদের

স্থবারি অধ্যাতি কাছে, তাঁহারাই বোঝেন। প্রজার কষ্ট হউক আর নাই হউক নির্ব্বিঘ্নে বিপুল রাজস্ব আদায় হইলেই রাজ্যের উন্নতি বলা যায়। জেলখানা হইতেও যদি প্রচুর লাভ হইলে জেল-উন্নতি বলা যায়, তবে তাহা হইয়াছে। জেলের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীতে বেশ লাভ হয়। কিন্তু কয়েদিদিগের অবস্থা ভাল নহে। তাহারা উদর পুরিয়া খাইতে পায় না। কঠিন পরিশ্রম করিয়া খাইতে না পাইলে বড় কষ্ট হয়। সে বার কাঁচ-পাড়াতে যেমন টাকার অধিক অধিক কয়েদী মরা পড়িয়াছিল, জেলখানাতেও যদি কোন বুদ্ধিমান লোক অনুসন্ধান করেন, তবে খরচের অনেকটা অধিক অধিক হওয়া ধরিতে পারেন। কয়েদি-গণের জন্য যে পরিমাণে যে যে খাদ্য নির্দিষ্ট আছে, অধিক অধিক হওয়ায় ভোজন কালে সে গুলি তাহাদের ঘটে না। ক্ষুধায় অস্থ অস্থির থাকে, শেষ ব্রাহ্মণের হাতে পায়ে পড়িয়া কেন চুরী করিয়া খায়, তবে পেটের জ্বালাটা কম পড়ে। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান করা উচিত।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষীবল।

কৃষিকর্ম্মে কৃষকের লাভ নাই, তাহা সকলেই জানেন। কৃষক সম্বৎসর ক্ষেত্রে শ্রম করিয়া নিজ পারিশ্রমিক যাহা পায়, তাহাই তাহার লাভ। অন্যের দ্বারে না খাটিয়া নিজের ঘরে পরিশ্রম করে—মজুরের মূল্যই তাহার লাভ। বাঙ্গালার কৃষিতে যে বার ভাল ফসল জন্মে, সে বার প্রতি বিঘায় দুই টাকা লাভ হয়। যে বার ফসল জন্মে না, সেবার মাথায় হাত দিয়া রোদন করে। ইক্ষু পাট ও তামাকাদিতে কৃষকের কিছু কিছু লাভ আছে, কিন্তু তাহা সকল বৎসর নয়। আবার মজুর খরচ হিসাব করিলে সে লাভ অতি সামান্য হয়। আমরা বঙ্গদেশের এইরূপ অবস্থা দেখি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। ষোল আনা লোকের মধ্যে তথাকার দশ আনা লোকের একবেলা অন্নাশন খাদ্য জুটে। বার আনা কৃষকের মধ্যে এক আনার দুই বেলা খাইতে পায় না। এক সন্ধ্যা যাহা পায়, তাহা নিতান্ত কদর্য্য দ্রব্য। বজরা প্রভৃতি মোটা দ্রব্যের আটা কিম্বা ছাতু লবণ লঙ্কা দিয়া কোন প্রকারে উদরের এক কোণ পূর্ণ করে। কলাই মুগ মেথী আম প্রভৃতির সময় শাক ও ফল খাইয়া কোন প্রকারে কষ্টে প্রাণ ধারণ করে। এক এক দিন বজরা ও ছুট্টার আটা মিলে। ফলতঃ জীবন ধারণ একটা ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। বিবেচনা করিলে সেখানে চিরকাল দুর্ভিক্ষ। যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র লোক-দের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে কৃষকদের উপযুক্ত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। সে দুঃখের চিত্র কালী ও কলমে প্রকাশিত হয় না।

কেন পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের এত দুর্দশা? সেখানকার লোকেরা কি শ্রমশীল নয়? শ্রমশীল হইলে কি হইবে, তাহারা উদয়াস্ত ক্ষেত্রে কাজ করে। কিন্তু কৃষিকার্য্যের লাভ জমিদারের ঘরে ও রাজার ঘরে দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ক্রমশই খাজনা বৃদ্ধি করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট নূতন বন্দোবস্তে যে টাকা নির্দিষ্ট করিলেন, জমিদার সেই করারে জমিদারী লইলেন। তিনিও গোপনে গোপনে বিলক্ষণ শুষিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট খাজনাই চূড়ান্ত হইয়াছে। তাহা দিয়া কৃষকের আর কিছুই থাকে না তিন মাসেরও খোরাক থাকে না। তাহার উপর আবার জমিদারের পীড়ন। প্রকাশ্য রূপে জমিদার কিছুই করিতে পারেন না, কিন্তু গোপনে সর্পাঘাতের শোণিত চুষিয়া লন। কৃষকের থাকে কি? কিছুই নয়। তবে কেন না উপবাস করিতে হইবে। এই ত গেল চলিত কাল, তাহার উপর আবার অজন্মা আছে। ফসল ভাল জন্মিল কৃষক খাজনা দিতে পারিল। অজন্মা হইল, কৃষক খাজনা দিতে পারিল না—ফেরার হইল। কৃষকের অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন। জমিদার খাজনা পাইলেন না; কৃষককে ধরিয়া আনিলেন, বসাইয়া রাখিলেন, জুলুম করিলেন শেষ নালিশ করিলেন, তাহার জমা-জমি বিক্রয় করিয়া লইলেন। জমিদারের কাজ আদায়ের সঙ্গে। কিন্তু কৃষকের একবারে কঠিন অবস্থা দেখুন,—যদি অনাবৃষ্টি হইল, কৃষক জল সেঁচিয়া তবু কিছু কিছু ফসল পাইল। কিন্তু অতিবৃষ্টি হইলে, পঙ্গপালে খোয়াইয়া দিলে, কৃষকের কিছুই হাত নাই। কৃষক কাহার সঙ্গে বিবাদ করিবে, কাহাকে ধরিয়া আনিবে, কাহাকে বসাইয়া রাখিবে, কাহার উপর নালিশ করিবে?—তাহার কোন উপায় নাই। কৃষকের কষ্ট কেবল তাহার সঙ্গে। অতএব কৃষক [illegible]।

গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বঙ্গদেশের জমিদার-দিগকে দারুণ অত্যাচারী বলিয়া নিন্দা করেন। বঙ্গদেশের জমিদারদিগের মধ্যে কেহ না কেহ [illegible] অত্যাচারী থাকিতে পারেন, তাহা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা ত নিজ দোষ দেখিতে পান না। সেখানেও অসঙ্গত বৃদ্ধি করিয়াছে, খাজনা চলিতেছে উত্তরোত্তর চালাইতেছেন। আমরা রাজকর সম্বন্ধে আমাদের জমিদারদিগকে প্রজাপালন শিখাইবেন তাহা হইবে [illegible] শুধু নিন্দা করা ভাল নয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমার কিছুই নির্দিষ্ট ভাব নাই। নিরিখের সময় পূর্ব্ব জমার অপেক্ষা নূতন খাজনা কত বৃদ্ধি হইবে, তাহার কোন নিয়মও নাই। গবর্ণমেণ্ট আপনার বিবেচনা করিয়া যেমন খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, কোন জমিদার তাহা স্বীকার করিয়া লইলেই হইল। দশ বৎসর কাল সেই নির্দিষ্ট জমার আর কমী বেশী হয় না। অনেক সময় খাজনা না দিতে পারিয়া প্রজাদিগকে ফেরার হইতে হয় এবং জমিদারেরাও সর্ব্বস্বান্ত হন। সম্প্রতি গবর্ণর জেনেরল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করেন যে, সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট হারে খাজনা বৃদ্ধি করিলে কিছু সুবিধা হইতে পারে কি না? এবং তথাকার গবর্ণমেণ্টকে এ ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক কি না? লোকালপের রেবিনিউ-বোর্ড রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট হারে খাজনা বৃদ্ধি করা কিছুতে সঙ্গত নহে।

আর কর্ণ কুপার এবং রাণিস নিডাপের কর্ম্মচা-রীরা কেন এ মতে অনুমোদন করিলেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। উহার পর একটী দোষ দেখি-তেছি, রাজকোষ ক্ষতি হইবে। [illegible] খাজনা বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট নিরিখ করিলে অতিরিক্ত আর বেশী খাজনা আদায় হইবে না, তাহাতে রাজস্বের হানি হইতে পারিবে। কিন্তু তাহাতে জীবন রক্ষার উপায় কি? দুর্ভিক্ষ ঘটিলে সকলেই ব্যাকুল হন, দুর্ভিক্ষের সময় ব্যস্ত হইয়া অনেক টাকার [illegible] উপর [illegible] টাকা না [illegible] টাকা আর্থিক [illegible] করিয়া লইলে [illegible] বিশিষ্ট [illegible] এক লক্ষ টাকার [illegible] [illegible] বাহাদুর [illegible] লক্ষ টাকা। [illegible] জিজ্ঞাসা করি, [illegible] রাজাকে কৃষকেরা [illegible] থাকিতে পায় এমন পথ খুলা [illegible] হয় না? তাহা হইলে [illegible] সংকট হইবে না।

আমাদের মতে [illegible] ভাড়াটে [illegible] পারে এমন উপায় [illegible] জমিদারদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব দিউন। [illegible] নির্দ্দিষ্ট করিয়া [illegible] সময় হইবে [illegible] একটী [illegible] নির্দ্ধারিত থাকুক। [illegible] খাজনা বৃদ্ধি করিবেন, [illegible] আদালতে [illegible] করিবেন। এরূপ না [illegible] কৃষকদের জীবন রক্ষা পাইবে না, দুর্ভিক্ষ [illegible] সমান থাকিয়া যাইবে।

[illegible] এবং [illegible] বৎসর [illegible] খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইবে, [illegible] জমিদার [illegible] স্থির করি[illegible] বঙ্গদেশের খাজনা সম্বন্ধে আইনে শ্রীযুক্ত [illegible] নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। তিনি বলেন, দশ বৎসরের অন্তর [illegible] খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত ও অবিবেচনাসিদ্ধ। [illegible] আমরা [illegible] কিম্বা প্রজা [illegible] যথার্থ [illegible] অধিকারী; তিনি নিজ [illegible] উপযুক্ত খাজনা [illegible] কি [illegible] আমরা তাহাই [illegible] উচিত [illegible] উপস্থিত [illegible] খাজনা [illegible] বিশুদ্ধ হইতে পারে। [illegible] বৃদ্ধি [illegible] এক বিঘা [illegible] খাজনা [illegible] টাকা, খাজনা বৃদ্ধি করিয়া [illegible] দশ বৎসরের পরে সেই খাজনা [illegible] টাকা হইল, বিশ বৎসর পরে [illegible] টাকা হইল, [illegible] খাজনা [illegible] উন্নতি [illegible] বিবেচনা করুন, এক [illegible] এক বিঘা জমির [illegible] খাজনা [illegible] এক বিঘা [illegible] খাজনা [illegible] আইন অনুসারে এখন এক জনের খাজনা [illegible] দুই টাকা হইল, আর এক জনের [illegible] তিন টাকা আট আনা হইল। [illegible] তাহার আরও অধিক [illegible] আমরা তাই বলি, জমিদারেরা নিজ [illegible] মধ্যে নিয়ম বাঁধিয়া দিন [illegible] নির্দ্দেশ থাকিলে জমিদারদিগের [illegible] হইবেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। [illegible] বিবাদবৃদ্ধি [illegible] ভিন্ন পুরুষদের অপেক্ষা এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় জমিদারেরা অনেক বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন। উক্ত [illegible] গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের জমিদারদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে প্রজাগণ সুখে থাকিবে এবং দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

[illegible] ছোট আদালতের [illegible] মকদ্দমা নিষ্পত্তির [illegible] মুন্সেফ নিয়োগের প্রস্তাব।

বঙ্গদেশে মকদ্দমা [illegible] না। [illegible] পরিণত হইলে তাহা কাটিয়া [illegible] বাহির করিয়া দিতে হয়। আমাদের রাজপুরুষেরা যেমন মকদ্দমারূপ [illegible] মুন্সেফ নিয়োগরূপ দারা কাটিতে চেষ্টা পাইতেছেন।

এ সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি [illegible] সাহেব গবর্ণরের অভিপ্রায়ানুসারে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট বাকী খাজনার ও ছোট আদালতের মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য এক সম্প্রদায় মুন্সেফ নিয়োগের প্রস্তাব করিয়া তাহার উপযোগিতা বিষয়ে হাইকোর্টের জজদিগের মত প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই অদ্য আমাদিগের এ প্রস্তাবের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের স্থাপিত অবধি এদেশে দিন দিন মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক সবডিভিজনে এক এক জন মুন্সেফে যথেষ্ট হইত, এখন আর একজন মুন্সেফ হইতে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এমন কি কোন সবডিভিজনে দুই জন কোথাও বা তিন জন মুন্সেফ কার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা সমুদায় কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। [illegible] যায় এক এক স্থলে দুই তিন জন মুন্সেফ কার্য্য করিতেছেন, তথাপি কাজের শেষ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যে আদালতে সম্বৎসরে এক সহস্র মকদ্দমা উপস্থিত হইত এক্ষণে তথায় বৎসরে আড়াই হাজার মকদ্দমা রুজু হইতেছে। মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? পূর্ব্বে কি যত লোক ছিল, এখন তাহাদের সংখ্যা [illegible] হইয়া [illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে? না, অন্য কারণ আছে? ইহার অনেকগুলি কারণ আমাদের বুদ্ধিপথে উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে লোক ধর্ম্মভীরু ছিল। পূর্ব্বের লোক [illegible]; কিন্তু তাহাদের বুদ্ধির কুটিলতা ও [illegible] ছিল না। [illegible] দুই চারিটা মিষ্ট কথা বলিলেই তাহারা ভুলিয়া যাইত। সুতরাং সহজে অনেক বিবাদের মীমাংসা হইত। তখন আইন ও আদালতের স্থান ছিল না, অনেকে বৃথা অর্থ ব্যয় করি ও অপরিচিত হইবার ভয়ে আদালতে যাইত না, সহজে বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিত, গ্রামের পাঁচ জনে মধ্যবর্ত্তী হইয়া অনেক বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। এক্ষণে [illegible] ও [illegible] লোকের সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে যে যে আইন ও যে যে নবীন এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভা ও হাইকোর্ট হইতে দিন দিন প্রচারিত হইতেছে, তদনুসারে সাধারণ লোকে পাঠ ও তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক করে। এমন কি, আইনের প্রত্যেক ধারা ও প্রত্যেক শব্দের যে যে বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা লইয়াও সাধারণ সমাজে তর্ক উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন উকীল, মোক্তার, ও মকদ্দমার দালাল আছেন; তাঁহাদের পরামর্শে বিশেষতঃ দালালগণের পরামর্শে মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে, গ্রামে গ্রামে দুই তিন জন করিয়া এমন লোক আছে, যে তাহারা তিন চারিটি মকদ্দমা করিয়া আইন আদালত জ্ঞান সম্বন্ধে এত দূর পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে যে স্বগ্রামে তাহারা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেয় ও তাহাদের পরামর্শ অনুসারে অপর সাধারণ লোক [illegible] হইয়া মকদ্দমায় প্রবৃত্ত হয়। ইহারাই মকদ্দমা বাঁধাইবার প্রধান কারণ এবং এই সকল লোক হইতেই মকদ্দমার এত শ্রীবৃদ্ধি। সাধারণতঃ সামান্য লোকে কোন কারণে কাহার দ্বারা ন্যায় পক্ষেই হউক আর অন্যায় পক্ষেই হউক পীড়িত হইয়া এই সকল ব্যক্তির পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করে এবং ইহারাই ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক পরামর্শ দিয়া তাহাদিগের মকদ্দমায় প্রবৃত্তি লওয়ায়। ফল কথা এই, ঐ সকল দুষ্ট লোকেই মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতর প্রধান কারণ। এই সকল লোক না থাকিলে কখনই মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইত না। ইহারা কখন কখন মকদ্দমা বাঁধাইয়া দিয়া নিজে যথেষ্ট লাভ করে, এবং ইহাদের হইতেই জন সমাজের অর্থনাশ ও সময়ে সময়ে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক জমিদার ও অনেক সম্পন্ন ব্যক্তির এক এক জন নিযুক্ত উকীল আছেন। ইঁহারা আইন ও আইনের ধারা, প্রকরণ ও আইনের প্রত্যেক বাক্যের নূতন অর্থ করিয়া তাহাদের মক্কেলদিগকে প্রয়োজনানুরূপ উপদেশ দেন। সেই উপদেশও মকদ্দমা বৃদ্ধির অন্যতর কারণ।

আমাদের গবর্ণমেন্ট যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, যেরূপে আইনের উপর আইন জারি করিতেছেন, তাহাতে মকদ্দমার সংখ্যা কখনই হ্রাস পাইবে না, বরং যতদিন এই নিয়ম চলিবে, ততদিন মকদ্দমার

সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণে এই বর্দ্ধিত-সংখ্যক মকদ্দমা যাহাতে সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি হয়, গবর্ণমেণ্টের তাহার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে উদাসীন নহেন। সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিবার জন্য এদেশে দুই শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এক শ্রেণীর নাম মুন্সেফী সবর্ডিনেট জজ ও জজ আদালত এবং হাই-কোর্ট; অপর শ্রেণীর নাম ছোট আদালত। এক্ষণে মফস্বলে প্রায় প্রত্যেক জেলায় এক একটী ছোট আদালত আছে। এ সকল ছোট আদালত পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক বিবেচনা করিলে এই সকল আদালতকে সহস্র টাকার মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিবার অধিকার দিতে পারেন। ছোট আদালতে চুক্তি অতিক্রমণ খত জমা পাওনা প্রভৃতি বিষয়ের মকদ্দমার বিচার হয়। এখানকার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, কিন্তু এই আদালতের বিচারপতিগণের যে যে মকদ্দমার বিচার কার্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ে সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপর শ্রেণীর আদালতের প্রকৃতি একরূপ নহে। এই সকল আদালত আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর আদালত কেবল নূতন মকদ্দমার বিচার করেন, ইহাদিগের নাম [illegible] আদালত, অপর শ্রেণীর আদালত কেবল আপীল নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহাদিগের নাম আপীল আদালত। আপীল আদালতে নূতন মকদ্দমা উপস্থিত হয় না, তথায় কেবল আপীলেরই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আপীল আদালতের মধ্যে হাইকোর্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং [illegible] জজ আদালতের নাম জেলার প্রধান [illegible] আদালত। তথাপি এই সকল আদালতে নিম্ন শ্রেণীর আপীলের নিষ্পত্তি হয়। জেলার জজেরা আবার [illegible] মুন্সেফ আপীল নিষ্পত্তি করিবার জন্য নিম্ন সব জজ আদালতে ঐ সকল আপীল অর্পণ করেন। তদনুসারে এক্ষণে সব জজ আদালতে অনেক মুন্সেফী আপীলেরও বিচার হইয়া থাকে। [illegible] আদালতের মধ্যে মুন্সেফ আদালতই সর্ব্বনিম্ন আদালত। এখানে সহস্র টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমার বিচার হয়। দাবী অধিক মূল্যের হইলে সবর্ডিনেট অথবা সব জজ আদালতে তাহার বিচার হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া সত্বরে তাহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য কয়েক বৎসর অতীত হইল প্রধানতম আদালত নিম্নতর আদালতে যে সমস্ত মকদ্দমা উপস্থিত হয়, প্রকৃতি-ভেদে ঐ সকল মকদ্দমার শ্রেণী বিভাগ করিবার আদেশ দেন, তদনুসারে মকদ্দমা সকল চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়, যথা—১। রক্ষিত অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মকদ্দমা, ২। বাকী খাজনা ৩। ছোট আদালতের বিচার্য্য মকদ্দমা ৪। সরাসরি অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ক মকদ্দমা। এইরূপে মকদ্দমা চতুর্বিধ বিভাগে বিভক্ত হইলেপর প্রকাশ পাইতে লাগিল যে রক্ষিত ও সরাসরি মকদ্দমা অপেক্ষা বাকী খাজনা ও ছোট আদালতের মকদ্দমার সংখ্যাই অধিক। ক্রমশই এই দুই প্রকার মকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে। অনন্তর কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে এই সকল মকদ্দমা শীঘ্র শীঘ্র ও সহজে নিষ্পত্তি করিবার জন্য হাইকোর্ট ছোট আদালতের মকদ্দমা আবার স্বতন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ছোট আদালতের মকদ্দমা এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যে, যে সকল মকদ্দমার দাবী পঞ্চাশ টাকার অনধিক, তাহার বিচার মুন্সেফেরা করিবেন ও তাহার আপীল হইবে না এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের দাবীর মকদ্দমার আপীল হইতে পারিবে। ছোট আদালতের মকদ্দমা এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে পর প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক সবডিবি-জনে উপযুক্ত মুন্সেফ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহা-দিগের হস্তে ছোট আদালতের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

এক্ষণে বাকী খাজনার মকদ্দমার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল মকদ্দমার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে প্রত্যেক সবডিবিজনে দুই তিন জন মুন্সেফও বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎকাল অতীত হইল হাই-কোর্টের তদানীন্তন জজ সর লুইস জাক্সন এই সকল মকদ্দমা সহজে নিষ্পন্ন করিবার জন্য গবর্ণ-মেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করেন যে স্থানে স্থানে আবশ্যকমত কেবল বাকী খাজনার মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর মুন্সেফ নিযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাবে তিনি বলিয়াছিলেন যে এই সকল মুন্সেফ থানায় থানায় ভ্রমণ করিবেন ও সেই সময়ে স্থানে যত বাকী খাজনার মকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। সর লুইস জাক্সনের এই প্রস্তাব ঠিক সময়োপযোগী হইয়া-ছিল, এবং যদিও তাহাতে বিস্তর সুবিধার সম্ভাবনা ছিল, তথাপি গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া গত ২৭ এ জুলাই-এর কলিকাতা গেজেটে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাকী খাজনা ও ছোট আদালতের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য মুন্সেফেরা থানায় থানায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন বলিয়া সর লুইস জাক্সন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে বিস্তর অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার অনু-মোদন করেন না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে তাহা হইলে বাদী ও প্রতিবাদিগণ উকীলের সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহাতে বিচারের পক্ষে অনেক হানি হইবে। এই বিবেচনায় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলেন যে প্রত্যেক সবডিবিজনে শুদ্ধ বাকী খাজনার মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য দুইটী স্থানে দুইটী মুন্সেফী আদালত থাকিবে এবং উভয় মুন্সেফেরা প্রতি মাসে পর্য্যায়ক্রমে কয়েক দিবস এক আদালতে ও কয়েক দিবস অপর আদালতে কার্য্য করিবেন। এইরূপে কার্য্য হইলে অর্থি ও প্রত্যর্থির বিস্তর সুবিধা হইবে, এবং লুইস জাক্সনের প্রস্তাবানু-রূপ কার্য্যে যে ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল, ইহাতে সে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া হাই-কোর্টের বিচারপতিগণের অভিমত চাহিয়া পাঠাই-য়াছেন, ঐ বিষয় যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, ততই মঙ্গল। বাস্তবিক মুন্সেফী আদালত সমূহে বাকী খাজনা ও ছোট আদালতের মকদ্দমা এরূপ অতি-রিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া উঠা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুন্সেফ-দিগের মন ঐ সকল মকদ্দমায় নিয়োজিত থাকাতে তাঁহারা রক্ষিত ও গুরুতর মকদ্দমা সমূহের বিচার করিবার অবসর পান না। অর্থী ও প্রত্যর্থীর তাহাতে বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে। ছোট ছোট মকদ্দমার শুনানীর জন্য নিরূপিত দিবসে গুরুতর মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। তাহাতে অর্থী ও প্রত্যর্থিগণের বৃথা অর্থ ব্যয় ও সময় নষ্ট হইয়া থাকে। যত শীঘ্র এই সমুদায় অনর্থের প্রতিবিধান হয় ততই ভাল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। বোয়রদিগের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি পত্রের পাণ্ডুলিপিতে প্রকা-শিত হইয়াছে যে সমস্ত ট্রান্সভাল তাহাদিগের হস্তে প্রত্যার্পিত হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য বোয়রদিগের নিকট পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দাওয়া করিতেছেন।

কমন্স সভায় প্রশ্নের উত্তরে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে মিদহাত পাশার অপরাধ মার্জ্জনা করি-বার জন্য লর্ড ডফরিন তুরস্কের সুলতানের নিকট অনুরোধ করিবেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। কমিটি প্যারনেল আইরিস পাণ্ডুলিপির সমুদায় প্রকরণে অনুমোদন করিয়াছেন।

রেইলপথ প্রস্তুত করিবার জন্য সম্রাজ্ঞীদের গবর্ণমেণ্ট পাঁচলক্ষ সত্তর সহস্র পাউণ্ড ঋণ করিতেছেন।

শেটলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে ভয়ানক ঝড় হওয়াতে ৭০ জন মৎস্যজীবীর জলমগ্নাবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহাদিগের এগার খানি নৌকা বিনষ্ট হইয়াছে।

ডবলিনে তিন ইউনিভার্সিটি কালেজের ছাত্রদিগের পুরস্কার বিতরণ কালে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে আয়ার্লণ্ডে পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তর আবশ্যকতা আছে। তথাকার লোকের অর্থ উৎসাহ ও পরিশ্রম দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে উহাতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

লণ্ডন ২৪ এ জুলাই। রেঙ্গুন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে থিবোটিন নামক স্থানে বোরাম্বিদের সহিত যে সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল তাহাতে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে।

আমেরিকা হইতে লিবারপুলে সামৌ নামক যে জাহাজ আগমন করিয়াছে, তন্মধ্যে সিমেণ্টের পিপার মধ্য হইতে লুক্কায়িত দুইটী বারুদপূর্ণ [illegible] নামক যন্ত্র বাহির হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। গত রাত্রি কমন্স সভা বাটীতে সর মাইকেল হিক্স বিচ ট্রান্সবাল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়া যে প্রস্তাব করেন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আয়ার্লণ্ডের সেক্রেটারি লিবারপুলে আক্রমণ [illegible] সম্বন্ধে এই কথা প্রকাশ করেন যে এই সকল অনর্থকর যন্ত্র আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাত ছিল। নিউইয়র্ক হইতে আগত [illegible] নামক আর এক খানি জাহাজ হইতে চারিটী ঐরূপ যন্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে ফেনিয়ানেরা এই সকল যন্ত্র প্রেরণের মূলে আছে।

আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে এক জন প্রজা গুলির আঘাতে হত হইয়াছে।

টিউনিস ২৬ এ জুলাই। টিউনিসের উপকূলে গেবস নামক নগরে ফরাসী সেনাদল গোলা নিক্ষেপ করিতেছে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। [illegible] সভায় [illegible] তিনি বলিয়াছেন যে রুশ গবর্ণমেণ্ট কুচান নামক দেশ অধিকার করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল তাহা নিতান্ত অমূলক।

রুশ ও পারস্য গবর্ণমেণ্টের [illegible] কয়েক মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিবার সম্ভাবনা আছে।

প্যারিস ২৬ এ জুলাই। [illegible] বার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের টিউনিস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই।

টিউনিস ২৬ এ জুলাই। ফরাসীরা গেবস নামক স্থান অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ জুলাই। চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে প্রধানমন্ত্রী পার্লিয়ামেণ্টের প্রসভা প্রকাশ্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লিবারপুলে যে সকল অনর্থমূলক যন্ত্র বাহির হইয়াছে, ঐ সকল যন্ত্র কে প্রেরণ করিয়াছে কোথায় কে তাহা গ্রহণ করিবে তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। আমেরিকার সংবাদ পত্র সমূহ অপরাধীদিগকে সমুচিত দণ্ড দিতে অনুরোধ করিতেছেন।

লণ্ডন ২৮ এ জুলাই। লর্ড গ্রানবিল ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে টিউনিস বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাতে ফ্রান্সের বিশেষ হানি হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে টিউনিস বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ জুলাই। তুরস্কের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্য মিদাত পাশার সহচরদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার পরিবর্ত্তে অন্য কোন দণ্ড দিবার প্রস্তাব করাতে তাহাদিগকে মিদাত পাশার সহিত আরবদেশে নির্বাসিত করা হইয়াছে।

আফগান যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ

কোয়েটা ২৭ এ জুলাই। কান্দাহারে নানা প্রকার জনরব উঠিয়াছে। অনেকে কহিতেছেন যে আয়ুবের সহায় [illegible] উপনীত হইয়াছে।

কোয়েটা ২৬ এ জুলাই। ২৬ এ জুলাই পর্য্যন্ত গিরিশ্কে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। কেবল আয়ুবের অগ্রগামী সেনা ঐ স্থানের নিকটে আসিয়াছে। আয়ুব খাঁ পশ্চাতে আছেন।

আমীরের কর্ম্মচারীগণ বলিতেছেন যে, আয়ুব খাঁর সেনার সংখ্যা অতি অল্প, তাহারা একরূপ অশিক্ষিত, ও তাহাদের অস্ত্রাদি ভাল নাই। পক্ষান্তরে আমীরের সেনাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। তাহারা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হইবার অবসর দেখিতেছে। অধিকন্তু এই কাজি আবদুল সালাম [illegible] সমভিব্যাহারে হেলমন্দ পার হইয়া বর্ত্তমান আমীরের বিপক্ষে আফগানদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য কোহিস্তানে উপনীত হইয়াছেন।

হাসিম খাঁ কাবুলের পক্ষ হইতে আমীরের কর্ম্মচারীদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন।

আয়ুব খাঁ হেলমন্দ নদীর অপরপারে গিরিশের নামক স্থানে দুই তিন দল অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়াছেন।

সেনাপতি গোলাম হায়দর খাঁ কান্দাহার হইতে গিরিশ্ক নামক স্থানে গমন করিতেছেন।

সিমলা ২৬ এ জুলাই। কান্দাহার হইতে ২২ এ এই সংবাদ আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ গিরিশ্ক হইতে [illegible] নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। উভয়দলের সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে।

কাবুল হইতে কান্দাহারে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

কোয়েটা ২৮ এ জুলাই। ২৬ এ জুলাই সন্ধ্যাকালে আয়ুব খাঁ হঠাৎ কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিয়া গিরিশ্কের দক্ষিণে সসৈন্যে গমন করিয়াছেন। পরদিন এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার অনুসরণার্থ আমীর সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা গিরিশ্ক পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনুসন্ধান পায় নাই। সকলে এই অনুমান করিতেছেন যে আয়ুব খাঁ সসৈন্যে হেলমন্দ পার হইয়া কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

সিমলা ২৭ এ জুলাই। কান্দাহার হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে, আয়ুব খাঁ সসৈন্যে গিরিশ্কের নিম্ন হেলমন্দ নদী পার হইয়াছেন।

হবিব উল্লা খাঁর পুত্র সর্দার গোলাম মহম্মদ [illegible] দেশ হইতে অশ্বারোহী লইয়া আয়ুব খাঁর সহিত যোগ দিয়াছেন।

সিমলা ২৮ এ জুলাই। ২৭ এ জুলাই [illegible] নামক স্থানে উভয় দলে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতি প্রত্যুষে আরম্ভ হইয়া বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে আমীরের একদল নিয়মিত সেনা আয়ুব খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিল। তাহা দেখিয়া আমীরের সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে। আয়ুব খাঁর হস্তে ১৮ টি কামান এবং পাঁচ লক্ষ টাকা পতিত হইয়াছে।

সেনাপতি গোলাম হায়দর খাঁ কাবুলে পলায়ন করিয়াছেন, অপর দুই একজন সর্দার চমনে গমন করিয়াছে।

বোধ হয় আয়ুব খাঁ কান্দাহার অধিকার করিবেন। অদ্য প্রাতে কর্ণেল [illegible] কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য কোয়েটা হইতে চমনে গিয়াছেন।

সেনাপতি হিউম ২,৫০০ ইউরোপীয় ও ৫,০০০ দেশীয় সৈন্যের সাহায্যে কোয়েটা রক্ষা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারে নিয়োগ।

শাসন ও সাধারণ বিভাগ।

১১ এ জুলাই। চট্টগ্রামের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, আর, পোপ কিছুদিনের জন্য [illegible] বিভাগে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগে সদরষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

১৩ এ জুলাই। লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর আর এম, ওয়ালার (যিনি বিদায় লইয়াছেন) ২য় আদেশ পর্য্যন্ত ১১ ই হইতে ২য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

[illegible]পুরের ডেপুটী কমিশনর মেজর সি, ও, [illegible] ২য় আদেশ পর্য্যন্ত ১১ ই তারিখ হইতে ২য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় বিভাগের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর এল, আর, ফারকর ১১ ই হইতে কিছুদিনের জন্য ৩য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

২৪ এ জুলাই। চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কে, [illegible] সি, এস, আই, ২য় আদেশ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

সারণের অন্তর্গত [illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কিছুদিনের জন্য চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২৬ এ জুলাই। [illegible]র অন্তর্গত [illegible] বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible]প্রসাদ সরকার (যিনি বিদায় লইয়াছেন) মুর্শিদাবাদে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

বাবু [illegible] [illegible] বি, এ, [illegible] অন্তর্গত [illegible]পুরের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় (যিনি ছুটী লইয়াছেন) ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০ এ তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মৌলবী [illegible] হোসেন কিছুদিনের জন্য [illegible]পুরের অন্তর্গত [illegible]র সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, [illegible] ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

[illegible] পরগণার অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এস, [illegible] উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

[illegible] পরগণার অন্তর্গত [illegible] কিছুদিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টী, বি, [illegible] উক্ত বিভাগে [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই, [illegible] কিছুদিনের জন্য [illegible] রহিলেন।

৮ ই এর আজ্ঞানুসারে বাবু [illegible]নাথ [illegible] [illegible] বিভাগে বদলী হইবার এবং [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] আদেশ [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ এ জুলাই। [illegible] মুন্সেফ [illegible] ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২৪ এ জুলাই। চট্টগ্রামের মুন্সেফ বাবু [illegible] দত্ত [illegible] মুন্সেফ হইলেন এবং [illegible] সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] সেন চট্টগ্রামে বদলী হইলেন। ইনি [illegible] সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

২৬ এ জুলাই। [illegible] আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এচ, এচ, [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের [illegible] বিভাগের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible]পুরে [illegible] টেক্স প্রচলিত হইতে চলিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় [illegible] টেক্স প্রচলিত করা ভাল হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণের ব্যয় কমাইয়া দিয়া রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ ব্যয় কমাইবার জন্য রেইলওয়ে কোম্পানীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible], [illegible], [illegible] ও নানা পল্লীতে [illegible] করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-[illegible] আদেশ [illegible] কমিশনর [illegible] করিবার আদেশ দিয়াছেন। ব্রিটিশ [illegible] এই সকল বিষয় [illegible] হইতে। [illegible] ও [illegible] বিশ্রাম পায়। তাহাদের মুখ হইতে এমন উপা-য়ের [illegible] কাড়িয়া লইবার আবশ্যকতা কি?

সেই [illegible] [illegible] [illegible] যে জন্য [illegible] [illegible] উপাধি পাইয়াছিল। [illegible] একটী [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] করিবার উদ্যোগ করে, [illegible] সেই [illegible] জন্য দুই [illegible] [illegible] করে, এখন সেই [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] এক জন [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] এক জন [illegible] [illegible] মনোনীত হইয়াছে।

[illegible]দের অধিকার সমর্থন করিবার জন্য আর এক জন [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। ইহাঁর নাম [illegible]। ইনি আমেরি-কার [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] প্রার্থনা করেন। [illegible] অতিশয় [illegible] [illegible] যে ইহাঁর আবেদনের কোন ফল হয় নাই।

একজন [illegible] বলেন যে উঁহার কোন [illegible] [illegible] হইতে [illegible] উঁহার [illegible] এই বলিয়া [illegible] লিখিয়াছেন যে [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] অবস্থান করিতেছিল। ইহাদিগের মধ্যে একজন [illegible] [illegible] [illegible] ব্রিটিশ [illegible]।

[illegible] [illegible] ফরাসীদিগের [illegible] উপস্থিত হইয়াছে, তাহা [illegible] [illegible] করিলেই বুঝা যাইতে [illegible] নগরে [illegible] [illegible] [illegible] নামক [illegible] [illegible] [illegible] নামক একজন [illegible] [illegible] হয়। উভয়ে [illegible] ও [illegible] ব্যাপার লইয়া অনেকক্ষণ বিবাদ ও বাগ্বিতণ্ডা করে। বিবাদের মীমাংসার পর এই কথা স্থির হয় যে দুই জনে মদের দোকানে গিয়া মদ্যপান করিবে। উন্মত্ত হইয়া দুইজনে আবার ঐ বিষয় লইয়া পুনরায় বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এই অব-সরে [illegible] [illegible] তাঁহাকে ফরাসী [illegible] [illegible] মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহার [illegible] কর্ণ ও অধর কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইল। অনন্তর মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে আনীত হইয়া সে [illegible] [illegible] অপরাধ এই বলিয়া স্বীকার করিল যে [illegible] নাসা কর্ণ ও অধর উদরসাৎ [illegible]

কড্‌লিভার তৈলের মত আর একটী মৎস্যের তৈল নূতন বাহির হইয়াছে। ইহার নাম উলাচান তৈল। উলাচান নামে এক প্রকার মৎস্য আছে, ইহাতে এত তৈল যে, এই মৎস্য শুষ্ক হইলে ইহা মশালের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। এই জন্য কেহ কেহ ইহাকে বাতি-মৎস্য বলে।

বিলাতি সংবাদ পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, টিউনিসের একজন নবাগত মুসলমান অধ্যক্ষ বিদ্রোহের মূল। ইহার নাম আলি বেন খলিফা। ইহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর। টিউনিসের প্রায় সকল লোক ইহার অনুগত।

রুষগবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় বিভাগের প্রধান কর্মচারী মি গিয়ার্স মেসেদ নামক স্থানে একজন সৈনিক কর্মচারীকে কন্সল রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এক্ষণে ল্যাকোলিন নামক একজন কর্ণেল ঐ স্থানে রুষ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আছেন। ইহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে অবগত আছেন। ইহার পরিবর্ত্তে যদি একজন রুষ সৈনিক কন্সলের প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে পারস্যরাজ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই।

লাহোরের একখানি সংবাদ পত্র বলেন যে, আমীর আবদুল রহমান কান্দাহার ছাড়িয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগে আছেন। যাহা হউক, শুভক্ষণে তিনি লর্ড লিটনের অনুগ্রহ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। আমিরী পাইয়া তিনি খুব ধনবান হইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে যে অর্থ দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন নানা উপায়ে তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

লেপ্টেনেণ্ট ম্যাকেব বলিয়াছেন যে গ্যাসের আলোক অপেক্ষা তাড়িতালোকে অনেক অল্প ব্যয়ে অধিক আলো হয় অতএব তিনিই ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেসনে এই আলো দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

রাজমহল পাহাড়ের নিকটে বরহরা নামক স্থানে সাঁওতালেরা গোলযোগ করিতেছে। একদা ঐ স্থানে কতকগুলি সাঁওতাল সমবেত হয়, পুলিশ তাহাদিগকে দূরীকৃত না করিলে তাহারা অনিষ্ট করিতে পারিত। সাঁওতালেরা স্বভাবতঃ যেরূপ নির্বিরোধী, তাহাদের বিশেষ কিছু না থাকিলে তাহারা যে অকারণ গোল করিতেছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের নিকটে একটী সর্প ধরা পড়িয়াছে। আলীপুরের পশুশালায় যে প্রকাণ্ড বোড়াসর্প আছে, এটি তাহা অপেক্ষা অধিক বড়। এই সর্প একটী ছাগল উদরস্থ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময়ে ইহাকে দেখিতে পাইয়া তথাকার লোকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

সর রিচার্ড টেম্পল লণ্ডন বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সভাপতি হইয়াছেন।

জলপ্লাবনে রাজপুতানা রেলওয়ের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।

শুনা যায় যে আগামী এপ্রিল মাসে সর জেমস লায়াল সর রবার্ট ইজার্টনের পরিবর্ত্তে পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইবেন।

আশান্টিরাজ মিত্রতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সুবর্ণ নির্ম্মিত কুঠার মহারাণীকে অর্পণ করিয়াছেন।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বর্লিন নগরে প্রাচ্য ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে পণ্ডিত প্রবর মনিয়র উইলিয়ম্সের সমভিব্যাহারে পণ্ডিত শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা গমন করিবেন।

কবডেন ক্লব নামক সভায় ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, প্রুশিয়া, বেলজিয়ম, ইউনাইটেড ষ্টেট সমূহ এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে রাজা, প্রজা ও জমিদারের স্বত্ব বিষয়ক যে বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল, উহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। কাসেল কোম্পানী উহা প্রকাশিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার কোন স্থানে শিলাবৃষ্টি হইয়া বিস্তর শস্য নষ্ট হইয়াছে ও অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এক একটী শিলা রাজহংসের ডিম্বের ন্যায় বৃহৎ ছিল।

লাহোরে একটী বিধবা-বিবাহ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত ভাষ্যম্ আয়েঙ্গার মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইউরোপ হইতে আমেরিকায় উঠিয়া যাওয়া একরূপ রীতিই দাঁড়াইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে শীঘ্রই সহস্রাধিক ওয়েল্‌সীয় তন্তুবায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গিয়া বাস করিবে।

পারস্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে কতকগুলি রুষ টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী আস্ত্রাবাদ, টিহারাণ, ও টেব্রিজের টেলিগ্রাফ আফিসে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করে। সম্প্রতি তাহাদিগকে রুশিয়ায় ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইনগরে সর জামসেটজি জিজিভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তথায় একজন মুসলমান চিকিৎসা করিবার জন্য গমন করে। ঐ চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত কয়েকটী মেডিকাল কলেজের ফিরিঙ্গী ছাত্র এই মুসলমানকে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া লাঞ্ছনা করিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ কামাইয়া দিয়াছে। ইহাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।

করাচির ফিনিক্স নামক একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রের একজন পত্র প্রেরক দেশীয় লোকের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর রাজভক্তির কত হ্রাস হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য দীর্ঘ লিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন:—

“এক্ষণে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে দেশীয়দিগের যেরূপ রাজভক্তি তাহাদের মুখে শুনা যায় তাহাদের ভিতরে সেরূপ নহে। তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয় ইংরাজ অথবা অপর কোন জাতি তাহাদিগকে শাসন করুক তাহাতে তাহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তাহারা আর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিতে চাহে না। ইউরোপীয় এবং তাহাদিগের পুত্র পৌত্রদিগের প্রতি তাহারা এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে অশ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকে। তাহারা এক্ষণে সচরাচর এই কথা আপনা আপনি বলাবলি করে যে ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইয়াছে, রুশেরা আসিতেছে, এবং আফগানেরা শীঘ্রই ইংরাজদিগকে কোয়েটা হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহারা ইউরোপীয়দিগকে আর শ্রদ্ধা করে না, এবং আরও বলে যে ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা গিয়াছে ও তাহারা ভারতবর্ষ আর রাখিতে পারিবে না।” ইত্যাদি

পত্র প্রেরক কি গবর্ণর জেনেরলের সম্মান চাহেন? না, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্বজাতীয় রাজার অধিকৃত এই দেশ বলিয়া সদা রাজোচিত সম্মান পাইতে ইচ্ছা করেন? ভগবান বরাহ অবতার হইয়াছিলেন বলিয়া কি [illegible] শূকরকেই পূজা করিতে হইবে?

[illegible] কৃষি বিভাগ স্থাপন করিবার জন্য কর্ত্তারা [illegible] সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

ফ্রান্স ও জর্ম্মনি আসিয়াখণ্ডে ক্ষমতা বিস্তার করিবার উদ্যোগে আছেন। জর্ম্মনির সচিবচূড়ামণি প্রিন্স বিসমার্ক চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত জর্ম্মনির যোগসম্পর্ক স্থাপন করিবার উদ্যোগে আছেন।

আবিসিনিয়ার রাজা ইজিপ্টের খেদিবকে বিস্তর উপঢৌকন দিয়া এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইটালীয় ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে লোহিত সাগরের উপকূলে আপন আপন বন্দর স্থাপন করিবার চেষ্টায় আছেন, আবিসিনিয়ার রাজাও সেইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। জনরব এই যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সুইটজরলণ্ডের রাজকীয় সভার যে সমস্ত পত্র ১৮৮০ অব্দের ২৬ এ নবেম্বর স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য ১৮৮১ অব্দের লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা উভয় রাজ্য এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন যে, এক রাজ্যের অপরাধীকে অপর রাজ্যে স্থান দেওয়া হইবে না।

টিউনিসে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আছেন, তিনি তথাকার ইংরাজদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইবেন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ দিয়াছেন।

আডভোকেট জেনেরল পল সাহেব ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। তাঁহার স্থলে ইবান্স সাহেব কার্য্য করিবেন।

সকলে অনুমান করিতেছেন যে, গ্লাডষ্টোন সাহেব শরীরের অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রধান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্থলে হার্টিংটন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইবেন। লর্ড হার্টিংটন যুদ্ধসম্বন্ধীয় মন্ত্রী এবং গোসেন সাহেব ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি হইবেন।

চীন দেশীয় সম্রাট তাঁহার রাজ্যে টেলিগ্রাফ বসাইবার জন্য আমেরিকা হইতে তার ও যন্ত্রাদি আনাইতেছেন। আপাততঃ পিকিন হইতে তিনসিন দিয়া সাংঘাই পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসান হইবে। জনরব উঠিয়াছে পিকিন হইতে তিনসিন পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবে।

এবৎসর সুয়েজখালের অধিকারী কোম্পানী বিশেষ লাভ করিয়াছেন।

আমির আবদুল রহমান যে সাধারণের ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি মধ্যে মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। সম্প্রতি সেনাপতি তৈমুরিন খাঁকে কয়েদ করা হয়। তিনি তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর গ্রাণ্টডফ সাহেব অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিবেন না। এক্ষণে তিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভা ও অণ্ডর সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহীশূরের অবস্থা বড় মন্দ। ১৮ জুলাই পর্য্যন্ত সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। কৃষিকর্ম্মের অত্যন্ত বিঘ্ন হইতেছে, শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পেয় জল নাই বলিলেই হয়। ইহা দেখিয়া সাধারণের মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। মহারাজ কোন কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধান করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা টাউন হলে সেন্সস আফিসে পুলিস হঙ্গামায় যে কয়েক জন পুলিস কর্ত্তৃক আহত সেন্সস কর্ম্মচারী হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল আমরা দুঃখের সহিত লিখিতেছি তাহার একজন এক দিনের পরেই মারা পড়িয়াছে; অপর আর এক জনের অবস্থাও নাকি তত আশাজনক নহে। ঘটনাস্থলে যে কয়েকজন দাঙ্গাকারী ধৃত হইয়াছিল তাহারা এক্ষণে হাজতে আছে। সম্প্রতি উহাদের আরও কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে। ইহাতে টাউনহলের ও সেন্সস আফিসের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, মকদ্দমার বিচারও আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে দেখা যাউক ইহার শেষ ফল কোথায় দাঁড়ায়।

গত ১৬ এ জুলাই শনিবার ভবানীপুর লণ্ডনমিশনরি বিদ্যালয়ে দক্ষিণ উপনগরীয় করদাতৃগণের একটী বৃহতী সভা হইয়াছিল। ন্যূনাধিক তিন শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বাবু কালীমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত বাবু আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি কতিপয় বক্তা প্রস্তাব পক্ষ হইয়া স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া বলিলেন যে সহরতলীতে ভালরূপ আলোক, কলের জলের ও রাস্তাঘাটের উন্নতির সুবন্দোবস্ত হওয়া অতি আবশ্যক। বিশেষতঃ নাইট্ সয়েল (ময়লা) বিভাগের উৎপাতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, পড়ো বাড়ীর ময়লার ট্যাক্স, বাগানের ময়লার ট্যাক্স, পুকুরের ময়লার ট্যাক্স, শ্মশানের বা গোরস্থানের ময়লার ট্যাক্স, ইত্যাদি নূতন ধরণের অন্যায় ট্যাক্স হইতে যাহাতে লোকে অব্যাহতি পায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। পরিশেষে আমাদের মিউনিসিপালিটির কর্ত্তা মহাশয়েরা কলিকাতার ও তাহার উপনগরের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে যে একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রমপূর্ণ একথাও তাহারা বিশেষ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে সভাভঙ্গ হইল। আমরা এক্ষণে সভাস্থ মহোদয়গণকে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, অগ্রে তাঁহারা রাস্তাগুলির সংস্কার করাইতে যত্নবান হউন, পরে আর আর সকল কার্য্য করিবেন। যাঁহারা প্রতি সপ্তাহেই কালীঘাটের রাস্তাটী দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মিউনিসিপালিটীর কাণ্ডজ্ঞানতার ও বিবেচনার পরিচয় বেশ পাইয়াছেন। পল্লীগ্রামের মেঠো রাস্তাগুলিও উহার অপেক্ষা অনেক ভাল। এখন জিজ্ঞাসা করি কর্ত্তাদের কি এদিকে দৃষ্টিপাত হয় না? না ইংরাজমহলের রাস্তাগুলি লইয়াই তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত আছেন? এ যে দায় প্রাণান্তের। উঁহাদের কর দিয়াও নিস্তার নাই, না দিয়াও নিস্তার নাই। ইহাকেই বলে খেয়ার কড়ী দিয়া ডুবিয়া পার হওয়া।

দেখিতে দেখিতে ট্রামওয়ের রেল ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়ার মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। আপাততঃ ঐ পর্য্যন্তই থাকিবে। পরে রাস্তার সুবিধা দেখিয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত আসিবে। যেরূপ শুনা যায় তাহাতে যদি কালীঘাটরোড দিয়া রেল আইসে, তবে চিৎপুরের ন্যায় এখানেও লোকের যাতায়াতের অসুবিধা হইবে। আমাদের বিবেচনায় যদি রসারোড দিয়া কালীঘাটের দক্ষিণ ঘুরিয়া পাথুরিয়া পল্লীর নিকট আড্ডা করা হয়, তাহা হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা হইবে।

গত সোমবার ভবানীপুরের চৌরাস্তার নিকট একটী অল্প বয়স্ক বালক খেলা করিতেছিল, এমন সময় একখানা গাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া তাহার উপর পড়িল, বালক পলাইতে অবসর পাইল না, সুতরাং গাড়ী তাহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। চাকার আঘাতে তাহার পা খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তাহাকে অনতিবিলম্বেই আলীপুর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। গাড়ীখানিও গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে ভবানীপুর থানার পুলিস-কনষ্টেবল ভায়ারা গাড়োয়ানদের গতিবিধির উপর নজর রাখেন না?

মাদার শিপটন নাম্নী কোন ইউরোপীয় রমণী ১৮৮১ খৃঃ অব্দে পৃথিবী ধ্বংস হইবে এইরূপ ভবিষ্য বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে কেবল মাদার শিপটন ঐ জনরব তুলিয়াছেন এমন নহে, কক্‌লাণ্ড আর্টিনোনাম্নী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন ইটালীয় গ্রন্থকার উক্ত আকুইলা-নোপালী নামক গ্রন্থে আগামী ১৫ ই নবেম্বর এই পৃথিবী ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইবে এইরূপ লিখিয়াছেন; তিনি বলেন যে আমেরিকা সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইবে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারেও এই জনরব উঠিয়াছে। আমেরিকার অন্তর্গত কানেডা নামক দেশে এই অমূলক প্রবাদের উপর লোকের এত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তথাকার বিস্তর কৃষক আর ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিয়া কি হইবে এই ভাবিয়া এক কালে কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

সম্বাদদাতার পত্র।

ভবানী।

সম্প্রতি আমরা নিম্ন [illegible] প্রকাশ করিতেছি [illegible]

থানার আটক কনষ্টবল মোজলকি নিবাসী খ্যাত-নামা কৈমোরিক শাস্ত্রবিদ মাননীয় মহেশচন্দ্র উক-লোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি [illegible] ও শাস্ত্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন, [illegible] আমাদের উঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ও [illegible] বিশেষ আশা ছিল, তিনি বড় একটা চতুর লোক ছিলেন না; সুতরাং জনসমাজে উঁহার অধিক প্রতিপত্তি বা খ্যাতি ছিল না, তবে দেশের সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিত। মাননীয় মহাশয়ের মৃত্যুতে এখানে হিন্দুসমাজ একটী বিশেষ রত্ন হারাইলেন এ কথা বলা অত্যুক্তি মাত্র।

কমীরার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্থাপিত কাছারির নায়েব বাবু দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীনস্থ কতকগুলি প্রজাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়া গুরুতর প্রহার করিয়াছেন বলিয়া আছে, নায়েব মহাশয়ের হুকুম পাইয়া চৌকিদারা গুরুত্ব প্রহারকে ধরিয়া আনিবার কালে তাহার স্ত্রী অর্থ [illegible] উহাদিগকে গালাগালি দেয়, উহাতে ঐ সকল লোক রাগান্ধ হইয়া অর্থকে মারপিট করে এবং একজন সজোরে অর্থের তলপেটে লাথি মারে। উহাতেই ঐ স্ত্রীলোকটী মরিয়া যায়। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ [illegible] মহাশয়ের সুবিচারে [illegible] দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারামতে [illegible] কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও পাঁচ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড এবং নায়েব মহাশয়ের (দুর্গাপ্রসাদ বাবুর) দণ্ডবিধির [illegible] ৩৪৪ ধারামতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত একমাস কারাবাস ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ড (না দিলে অতিরিক্ত একমাস কারাবাস) হইয়াছে। [illegible] গবর্ণমেণ্টের এত কঠিন দণ্ড সত্ত্বেও জয়কৃষ্ণ বাবুর নায়েব দুর্গাপ্রসাদ বাবুর মত অত্যাচারী নায়েবদিগের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা শুনিলাম যদি জমীদার [illegible] বাবুর [illegible] নায়েবদিগের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু নিমিত্ত [illegible] বিলক্ষণ নির

সুশাসিত [illegible] আমরা উপরে বলিতে [illegible] সমান আসামী [illegible]

যে বাঙ্গালি [illegible] জোরা মোজুলাইতের উপর দিয়া [illegible] থানার দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই [illegible] প্রতি বাঙ্গালিকে সংহার করিয়া থাকে, অথচ বর্ষা পড়িতে না পড়িতেই পথটীর অধিকাংশ বাহির হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পথিকগণের গমনাগমনের যে কি পর্যন্ত ক্লেশ হয় তাহা বলিতে আমরা লেখনীকে বিরত হইলাম। আমরা হুগলি জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি কণ্ট্রাক্টরগণ যখন রাস্তার সংস্কার শেষ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করে, তখন তিনি (ইঞ্জিনিয়র সাহেব) রাস্তাটী স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া লন কি না? আমরা এই রাস্তাটির দুর্দশার কথা সংবাদ পত্রে অনেক বার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ পর্যন্ত আমাদিগের রোদনের প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। আমরা হুগলীর বর্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব মহোদয়কে বিশেষরূপে সরকারে অনুরোধ করিতেছি, এবার কণ্ট্রাক্টরগণ এই রাস্তাটির মেরামত-কার্য্য শেষ করিলে তিনি (ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব) যেন স্বয়ং রাস্তাটির পরীক্ষা করিয়া লন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীগুলি খোলা বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। এই গাড়ীতে নিয়ম আছে ৬০ জন আরোহী বসিবে, কিন্তু সময়ে সময়ে ১০০। ১২৫ জনেরও অধিক লওয়া হয়। আবার যে দিন বৃষ্টিপাত হয়, সে দিন ঐ শ্রেণীর আরোহিগণের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। রেলওয়ে কোম্পানী ব্যবসায়ী লোক। তাঁহারা আরোহিগণের এই অসুবিধা ও ক্লেশ নিবারণ করিয়া দিবেন, ততই অধিক লাভবান হইবেন।

ভাগলপুর।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, সীতাকুণ্ড হিন্দুদিগের একটী বহুকালের তীর্থ স্থান। অদ্যাপি অসংখ্য যাত্রী তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে পশ্চিম আসিলে, প্রায়ই সীতাকুণ্ডে যাইয়া স্নান এবং [illegible] জল পান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিটীর মেম্বরেরা সীতাকুণ্ডে স্নানাদি করা বন্ধ করিয়াছেন। কমিটী কহেন,—এক দল একদেশীয় স্থানীয় ইতর ও সমান্য লোকে স্নান করিয়া থাকেন। তাহাদের জলে মূল বিষপত্র ও আবর্জনা পড়ায় [illegible] জল দিন দিন খারাপ হইতেছে। অতএব অদ্যাবধি আর কাহাকেও সীতাকুণ্ডে স্নানাদি করিতে দেওয়া হইবে না। তবে পাণ্ডারা ইচ্ছা করিলে সীতাকুণ্ডের বাহিরে একটী স্থান নির্মাণ করাইয়া তাহা সীতাকুণ্ডের জলে পরিপূর্ণ করিয়া যাত্রীদিগকে স্নানাদি করাইতে পারিবে। পাছে পাণ্ডারা কমিটীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এই আশঙ্কায় পাহারা বসান হইয়াছিল। আহা! এই সীতাকুণ্ডের প্রসাদে ৪।৫ শত ঘর পাণ্ডার জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাদের অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করা কি কমিটীর উচিত হইয়াছিল? সীতাকুণ্ডের জলে বহুকালাবধি মূল বিল্বপত্র পড়িয়াও জল খারাপ হয় নাই, এক্ষণে উহার জল খারাপ হইতেছে এ যুক্তি বিশালবুদ্ধি কমিটীকে কে দিল? আর এক কথা—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা আছে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না। কিন্তু কমিটী সীতাকুণ্ডে হস্তার্পণ করিয়া কি সে সত্য রক্ষা করিয়াছিলেন? পাণ্ডারা একত্র হইয়া ভাগলপুরে এই বিষয়ের অভিযোগ করিতে গিয়াছিল এবং মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটেও আবেদন করিয়াছিল। আমাদের মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিচার পূর্ব্বক এই চির প্রচলিত প্রথা পূর্ব্ববৎ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইলাম যে, যেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিটীর মতের বিরুদ্ধ আজ্ঞা প্রচার করেন সেই দিন হইতেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পুত্রটী পীড়িত হইয়াছে। এক্ষণে আশা করি ভগবৎপ্রসাদাৎ শিশু শীঘ্র পূর্ব্ব আরোগ্য লাভ করেন।

গত শনিবার অপরাহ্ন বেলা ৫ টার সময় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সহযোগী সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ভাগলপুর হরিসভাগৃহে "ধর্ম্ম সাধন" সম্বন্ধে একটী বাগ্মিতাপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তার প্রায় ২ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বক্তৃতায় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপ সুখী ও উৎসাহিত হইয়াছেন। বক্তাকে ইংরাজীতে না বলা রীতিতে সুশিক্ষিত ভারতবর্ষবাসিগণ আর্য্যগণের প্রতি আস্থাবান হইয়া তাঁহাদের পুরাকালীয় আর্য্য মহাত্মাদিগের আচরিত দর্শনের অনুসরণ করিতে পারেন, তাহাই বক্তার প্রধান উদ্দেশ্য, এই জন্য তিনি ধর্ম্ম সাধনের মানব প্রকৃতিগত আবশ্যকতা, তাহার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও ভাবভেদ গূঢ় অভিপ্রায় এবং সমুদায়ই যে উন্নতিকামী মানবগণের বিশ্রাম স্থল, এতদ্বিষয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ক্রমে বিস্তার ও সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্য্যধর্ম্ম যে আবার নবীন পরাক্রমে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রচারিত হইবে, ইহা আমাদিগের আদৌ আশা ছিল না। যাহা হউক, বক্তার যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুজ্জ্বল মূর্তি দর্শনে বোধ করি আমাদিগের আশা সফল হইবে। ভগবান এই জোয়ান যুবা বক্তাকে অন্তরে এরূপ শক্তির সঞ্চার করুন এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখুন।

ভাগলপুর পোষ্ট আফিসের সব পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রচরণ দে মহাশয়কে স্থানান্তরিত

করিবার প্রস্তাব হওয়ায় এখানকার সাধারণে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। বিপ্রদাস বাবু অতি সৎ, ভদ্র এবং কার্য্যদক্ষ লোক। ইহাঁর অনেকগুলি গুণ থাকাতেই অল্প দিন মাত্র এখানে আসিয়া সাধারণের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। ইনি যে কয়েক মাস এখানে আসিয়াছেন, কোন দিন কোন কারণে কাহারও অসন্তোষ কিম্বা অপ্রীতিভাজন হয়েন নাই। জামালপুরে যেমন অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস তেমনি বিপ্রদাস বাবুর ন্যায় একজন ভদ্রলোক এখানে থাকিলেই ভাল হয়। আমরা ভরসা করি সেই অফিসের কর্তৃপক্ষেরা ইহাঁকে স্থানান্তরে বদলি না করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইবেন।

এই সময়েই এপ্রদেশে অত্যন্ত সর্প ভয় হইয়া থাকে। মধ্যে জামালপুরের এক ব্যক্তি সর্পাঘাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু মুঙ্গেরের এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

বক্সার—১৮ ই জুলাই।

এ বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে সকলেই হতাশ্বাস হইয়াছিলেন যে, ভাদুই শস্য একেবারেই হইল না। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে ৫। ৬ ঘণ্টা এরূপ বৃষ্টি হইয়াছে যে তাহাতে চাসের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। চাসিরা প্রফুল্ল অন্তরে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কৃষিকার্য্য করিতেছে।

যে দিবস লোক সংখ্যা করা হয়, সেই দিবস সরমায়ে একটী পুত্র সন্তান হয়, তাহার ৫ পদ ও ৪ হস্ত, সন্তানটী যমজ হইতেছিল, কিন্তু তাহা ঘটে নাই, সন্তানটীর উপর আর একটী সন্তান পরস্পর চামড়ায় বদ্ধ। যেটী উপরে আছে, তাহার মস্তক নাই, সে জন্য সেটী মুণ্ডকাটা (অতএব মাংস-পিণ্ড,) ইহার দুই পদ, দুই পদেক পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি আছে, দুই হস্ত একটী ছোট একটী স্বাভাবিক, ছোট হস্তে তিনটী ও অপরটীতে পাঁচটী অঙ্গুলি সমান আছে। সন্তানটী দেখিতে অতি সুন্দর ও সবল। তাহার পিতা মাতা গরিব, তাহারা এই সন্তান পাইয়া বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কিছু দিন পরে কলিকাতায় যাইবে।

এক্ষণ হইতে ডবল লাইনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু রেট অল্প হওয়ায় কন্ট্রাক্টারদের ভাল ভাল ঠিকাদার এখনও কম্মে প্রবৃত্ত হন নাই। এখন যে রেল বসিতেছে, তাহা কাঠের স্লিপারের উপর রহে।

এবৎসরে বক্সারে বিসুচিকা রোগের অতি প্রাদুর্ভাব। এক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ নিয়মটী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, যত্ন করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রিট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে

রামায়ণ (মূল অনুবাদ)

বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } দাতব্য সভার কার্য্যাধ্যক্ষ।

যিনি এক দিবসে অন্তর্দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপজ্ঞানে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮১ নং ভবনে থাকিয়া, চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ১৪ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-রোগ, অর্শ-রোগ, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ ক্যানেল্ড ব্রাদার এণ্ড কোং অবধান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্বোধিকা।

ভাগবত তত্ত্বোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৩০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২৷৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা. আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন.

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বস্তু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভয়, কম্প, সদাবিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা দোমহলা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ১৪ নং বাটী খিদিরপুর।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৶০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁষ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীঅম্বিকাচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র পাকড়ি—কাঁথি ১৪
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চাকরা ১১
" " রজনীমোহন রায়চৌধুরী জমিদার কুমারখালি ১০
" " মতিলাল চক্রবর্ত্তী—ঢাকা ১০
" " শরৎচন্দ্র কুণ্ডু—কলিকাতা ১০
শ্রীযুক্ত মুন্সী গোলাম রব্বানি—নদীয়া ১০
" বাবু রাজনারায়ণ কোঙর—লোনডা ৭৷০
" " কালিদাস বিশ্বাস—শান্তিপুর ৭
" " উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ৭
" " তারাপদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গেড়েগ্রাম ৭
" " উপেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী—বেলিয়া জোড়গ্রাম ৪৷৶০
" " প্যারিলাল সিংহ চৌধুরী সিঙ্গরখালি ৩৷০
" " প্রিয়নাথ দাস—বালিঢাল ৫
বাঁকিপুর ষ্টিডিক্লব—বাঁকিপুর ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অঙ্ক আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৩৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৫ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ৮ ই আগষ্ট।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৫০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। সংস্কৃত মূল হইতে অবিকল পদ্যোদ্ধৃত হইয়া (গত আষাঢ় মাস হইতে) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি খণ্ডের ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ করিব। এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির ব্যয় অগ্রিম ১৸৶০ আনা। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন।

কলিকাতা } প্রকাশক।
১৬০ নং স্ট্রীট } শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মিত্র।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও পুস্তক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ-স্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বরাহনগর নর্শারী।

আমেরিকা হইতে "ওয়ায়ন" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, তরমুজাদি ফল আদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এইবারি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি অনেক বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৩৲ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২৷০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১৲ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী সংপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ।০ আনা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] সরেল।

[illegible])

[illegible] উপকারী।

[illegible] নূতন ও পুরাতন [illegible]

[illegible] বাগী [illegible], ফোটক, সর্ব্ব-প্রকার [illegible] ঘা, আঙ্গুলের ঘা, [illegible] ঘা ও [illegible], ফেলেপাড়ার ঘা, দুষ্ট ঘা, সর্ব্ব-প্রকার কর্ণিম্ব ঘা, খোষপাঁচড়া, চিড়িয়া, ভাঙ্গিয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, মুড়ে যাওয়া ঘা, পুঁজ-স্রাব, সর্ব্ব প্রকার নালী ঘা ও পোর ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্মির ঘা ও ঝিনঝেনা), সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কার্ব্বঙ্কল ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের সভ্যতার সংগঠন, গোস্বামী, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সংবাদদর্পন, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার এরূপ অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিশুদ্ধ অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণের এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশে পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানি সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় সংস্কৃতবেত্তা পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ৮ ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করা হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে

[illegible] টাকা [illegible] নিম্নলিখিত ঠিকানায় [illegible] পাঠাইবেন। যদ্যপি [illegible] সম্পন্ন করিতে না পারি তবে সমস্ত [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রেরিতপত্র।

[illegible]।

মহাশয়! আপনার ১১ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "[illegible]বিবাহনীতিদিগের [illegible]" শীর্ষক যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমি [illegible] দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি, তাহা [illegible] পারি না। পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম যে বিনা কারণে লোকের নামে নিন্দা এবং দোষারোপ করার [illegible] কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর হইতে পারে? [illegible] কি মহাশয় পত্রখানি কোন মতেই আপনার পত্রিকার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না এবং [illegible] অতিশয় [illegible] দুঃখ করিলাম। কিন্তু ভাবিলাম যে একপ পত্র [illegible] প্রকাশ্য নামে পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে লোকের মনে [illegible]

[illegible] মহাশয় [illegible] [illegible] করিতে দিয়া আপনার [illegible] যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, [illegible] কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ভরসা করি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] গৌরববৃদ্ধি এবং [illegible] রক্ষা করিবেন।

"[illegible]" মহাশয় লিখিয়াছেন, [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি [illegible] কি [illegible] তিনি কি [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিয়া ইহা [illegible] যে কেশব বাবুর [illegible] উক্তি এবং তাঁহার নিজের [illegible] হইতেছে। ইহা তিনি [illegible] বিশ্বাস করেন। আমি [illegible] বলিতে পারি যে এই [illegible] কেশব চন্দ্রের সপক্ষের বিরুদ্ধ প্রস্তাবে বঞ্চিত হই-তেছে এবং কাহার সাধ্য এই কথার প্রতিবাদ করে? যদি কেহ নববিধানের তত্ত্ব সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রাহ্মধর্মের সত্য সমুদায় বিধান-বাদীদিগের চরিত্রের সহিত [illegible] যেরূপ অভি-যোগ হইতেছে [illegible] ইতিহাসের মধ্যে এমন কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল বাহির হইতে [illegible] [illegible] করিলে চলিবে না, [illegible] [illegible] [illegible] ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেখা চাই এবং তাহা হইলেই ইহা যথার্থ উপলব্ধি হইবে।

[illegible] মহাশয় [illegible]বিধানবাদীদিগের উপর একটী [illegible] দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন কেশব বাবু "প্রতিপক্ষদিগকে অপ-দস্থ এবং আপনাকে সমুন্নত করিবার জন্য তাঁহা-দিগকে অসাধু, [illegible], [illegible], প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী এবং ব্যভিচারী বিশেষণে বিশেষিত করি-য়াছেন"। যে মহাশয় এ সংবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তিনি কি কেশব বাবুদিগের [illegible] পাঠ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা কি ইহা বুঝা যায় যে কেশব বাবুর পরিত্যাগকারী সকলেই অসাধু এবং ব্যভিচারী? এবং ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে কেশব বাবু একজন সাধুকে অসাধু, [illegible] [illegible] [illegible] প্রবঞ্চক, [illegible] [illegible] সৎচরিত্রকে ব্যভিচারী বলিয়াছেন? কেশব বাবু যে এ কথা বলিতে পারেন, এ কথা কে মহাশয় বিশ্বাস করেন? কাহার সাধ্য একজন সাধুকে অসাধু এবং সৎচরিত্রকে ব্যভিচারী বলে? কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি অসাধুকে অসাধু এবং ব্যভিচারীকে ব্যভিচারী বলিতেও নিবারণ করেন? যে মহাশয়ের ইহা বুঝিবার ভ্রম। কেশব বাবুরা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ তাঁহা-দের পরিত্যাগকারীদিগকে নহে, তাহা সত্যের প্রতিপক্ষ দিগকেই বলা হইয়াছে, তাহা নিন্দোষ এবং সচ্চ-রিত্রদিগের প্রতি কিছুমাত্র প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু যাহারা [illegible] [illegible] ইহাদিগকে দোষে দোষী, [illegible] আপত্ত গালি দেওয়া হইবে, [illegible] গালি দেওয়া হইবে; তাহারা কেবল কেশব বাবুর [illegible] নহে, তাহারা প্রত্যেক [illegible] ব্যক্তিরই [illegible] যে ইহা অস্বীকার করিতে পারেন?

[illegible] "[illegible] সমাচার" লইয়া যে মহাশয় যেরূপ [illegible] রটনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি [illegible] নাই বিস্মিত হইয়াছি। তিনি কোথা হইতে [illegible] মিথ্যা সমাচার লইয়া বিধানবাদীদিগকে একপ যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া গালি দিয়াছেন আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সুলভের "[illegible] [illegible]" আকারেও পত্রের বিপক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে নালিশ করেন, তদ্বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই যে মহাশয়ের মিথ্যা কল্পনা। উক্ত পত্রে দ্বারকানাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হইয়াছে, এই সন্দেহ করিয়া দ্বারকানাথ বাবু নালিশ করেন, কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই বলিয়া আমীর আলীর আদি-লতে মকদ্দমার মীমাংসা করা হয় ও সুলভে [illegible] রূপে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু "[illegible] [illegible]" পত্রে লিখিত সমুদায় বিষয় যে মিথ্যা ইহা তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, উক্ত পত্রপ্রেরক যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অপ্রতিহতই রহি-য়াছে, কেবল দ্বারকানাথ বাবুর সহিত পত্রের কোন সংস্রব নাই বলিয়াই তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, সুলভের দুঃখপ্রকাশ পাঠ করিলেই ইহা [illegible] উপলব্ধি হইবে। কেশব বাবু আমীর আলীর পত্র অমান্য করিয়াছেন বলিয়া যাহা লেখা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কান্তি বাবু বার বার দ্বারকানাথ বাবুর নিকট গিয়া পায়ে হাতে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়াছেন, বলিয়া যাহা যে মহাশয় অম্লান বদনে বলিয়াছেন তাহাও সত্য নহে, সুল-ভের দুইবার দুঃখপ্রকাশের কথা লইয়া তিনি যেরূপ [illegible] বিদ্রূপ এবং গালাগালি দিয়াছেন, তাহা বাব [illegible]

[illegible] বিষয় সুলভে দুইবার দুঃখপ্রকাশের কারণ এই—সুলভ সপ্তাহে প্রকাশিত হইলেও [illegible] সুলভের বস্তুতঃ প্রতিবারে প্রায় চুই পক্ষিবারের মধ্যে লেখা শেষ হইয়া ছাপা আরম্ভ হয়, সুতরাং দ্বারকানাথ বাবুর সহিত মীমাংসা হইবার পূর্বেই কতকগুলি সুলভ ছাপা হইয়া গিয়াছিল, পরে কথা স্থির হইলে তাড়াতাড়ি দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট [illegible] তাহা প্রকাশিত হয়, পূর্বে যে সুলভগুলি ছাপান হইয়াছিল তাহা নষ্ট না করিয়া বিক্রয় হয়, কিন্তু দ্বারকানাথ বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট না হওয়াতে পরবারে সমুদায় কাগজেই ছাপান হয়, ইহা প্রতারণা বা শঠতা কিছুই নহে, যে মহাশয় না জানিয়া শুনিয়া যে কি করিয়া সুলভের উপর একপ একটা গুরুতর দোষারোপ করিলেন বলিতে পারি না।

পরিশেষে "[illegible]" মহাশয়কে আমার বিনীত নিবেদন তিনি যেন ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া একপ কোন মিথ্যা কথা প্রচার পূর্ব্বক লোকের নিন্দা না করেন, একজনের উপর দোষারোপ করা অতিশয় ভয়ানক কার্য্য; বিবেকবান লোকের হঠাৎ তাহা করা কখনই উচিত নহে।

তিনি যদি সত্যবিশ্বাসী হন, এরূপ করিতে একটু বিশেষ সাবধান হইবেন। নিবেদন ইতি।

৮১ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা। বিনয়াবনত—
৩০ এ জুলাই ১৮৮১। শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক।

বৈদ্যবাটী হইতে পশ্চিমগামী রাস্তা।

মহাশয়! বর্ষাকালে গ্রাম্যপথের জন্য সাধারণের যে প্রকার কষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন; কিন্তু সে কষ্ট জানাইবার জন্য অদ্য আমরা লেখনী ধারণ করি নাই। বৈদ্যবাটী হইতে যে একটী সুবিস্তীর্ণ রাজপথ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে, আজ কাল তাহার পথিকগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও অশ্রুজল নির্গত হয়। গত বৎসর এই পথের মেরামতে রোডসেস ফণ্ডের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কারণ, পাথরের খোওয়াগুলি কেবল রাস্তার উপর সমভাবে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, [illegible] সেগুলি না করায় সে পাথরের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত রাস্তার উপর এক মুষ্টি মাটিও না দেওয়াতে উহা যে একেবারে ভয়ানকের দক্ষিণ ধারণ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ রাস্তা দিয়া প্রত্যহ অন্যূনকল্পে এক শত ঘোড়ার গাড়ি, দুই শত গরুর গাড়ি, প্রত্যেক শনি ও মঙ্গল (বৈদ্যবাটীর হাটের দিন) বারে সহস্র সহস্র গরুর গাড়ী, সহস্র সহস্র বলদ, সহস্র সহস্র বলদে, অসংখ্য মোট ও অন্যান্য অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে। ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী ও পদারোহী উষ্ট্র মহিষ ও ছাগ প্রভৃতি কত শত যে জীবজন্তুর গমনাগমন আছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই রাস্তার কোন স্থানে এক হস্ত প্রশস্ত ও অর্দ্ধহস্ত গভীর, কোন স্থানে দেড় বা দুই হস্ত প্রশস্ত তিন পোয়া গভীর, কোন স্থানে তিন চারি হস্ত প্রশস্ত এক হস্ত গভীর এবং কোন কোন স্থানে বা আট দশ হস্ত প্রশস্ত এবং তন্মধ্যে অর্দ্ধহস্ত, তিন পোয়া এক হাত, এবং কোথাও বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে গভীর গর্ত্ত হওয়াতে এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে ভয়ানক কর্দ্দম পরিপূর্ণ থাকাতে উহা যে কি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা লিখিতে হইলে পত্রে স্থান হয় না। জিরেটবাড়ি, বেনা, মনীরামপুর, পুরুষোত্তমপুর ও মহিলাপুর প্রভৃতি স্থান সমূহে সন্ধ্যাকালে গমনাগমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত গর্ত্ত সকলে কত কত কোন গাড়ির চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বা গরুর বা ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বা গাড়ী উল্টিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা [illegible] স্থানে গরু বা ঘোড়াগুলিকে মহাকষ্টে কর্দ্দম হইতে [illegible] করিয়া গর্ত্ত হইতে গাড়ী তুলিবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে, কেহ কেহ বা পড়িয়া গিয়া হাত পা বা কোমর ভাঙ্গিয়া রোদন করিতেছে। হয়ত কোন পদব্রজী [illegible] মস্তকে বোঝা লইয়া বৈদ্যবাটীর হাটে যাইতেছিল, হঠাৎ পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাওয়াতে [illegible] হাহাকার করিতেছে এবং কোথাও বা [illegible] ক্রোড় হইতে শিশুসন্তান কর্দ্দমে বা প্রস্তরের উপর পতিত হওয়াতে অসহ্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছে। এ সকল দেখিলে কোন ব্যক্তি অশ্রুজল নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন? গত বৎসর রাস্তা মেরামতের পর লোকে বৈদ্যবাটী হইতে নালিকুল পর্য্যন্ত (চারি ক্রোশ পথ মাত্র) একখানি ঘোড়ার গাড়ি এক টাকা চারি আনায় ভাড়া করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ দিলেও গাড়ী পাওয়া যায় না, ইহা দ্বারা লোকের পক্ষে যে কি প্রকার কষ্টকর হইয়াছে, তাহা আপনার পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও রোডসেস কমিটির মেম্বরদিগকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এই রাস্তার উপর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লোকদিগের দুঃখ মোচন করিতে তাচ্ছিল্য না করেন।

সাং [illegible] } অনুগত
১ লা শ্রাবণ ১২৮৮ } শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২৫ এ শ্রাবণ সোমবার

[illegible]

[illegible] দেশের [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] অনেক প্রকারে [illegible] আসিতেছে। প্রাচীন কালে সামান্য অপরাধে অপরাধীর [illegible] বিধিত হইত, এখন তাহা [illegible] শরীর [illegible]। [illegible] হইত, কোথাও [illegible] বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হইত, কোথাও [illegible] মাথার চুল ও কান [illegible] দেওয়া হইত, [illegible] দিন, [illegible] [illegible] [illegible] এক্ষণে আর [illegible] নাই।

[illegible] ক্রমে [illegible] [illegible] অপরাধের [illegible] হইতেছে; কিন্তু ইংলণ্ডের [illegible] থাকে আমরা সেটী দেখিতে পাই না। ইংলণ্ডের দণ্ডবিধি দিন দিন নরম এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। সভ্যতাবলে হইতে এই বিষয়টী নিষ্পত্তি হওয়াই মঙ্গল। কিন্তু সকলে একমত হইয়া ইহাতে অনুমোদন করেন না, সুতরাং এ ব্যবস্থাটি রহিত হয় না। ফাঁসী অপেক্ষা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনকে আমরা উপযুক্ত শাস্তি জ্ঞান করি। ইহাতে অনেকগুলি ফল আছে। কখন কখন নিরপরাধেরও ফাঁসী হইয়া থাকে। এমন ঘটনা অতি বিরল সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ জনের মধ্যে যদি একজন নিরপরাধেরও প্রাণদণ্ড হয়, তাহাও সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে। দ্বিতীয়তঃ, অপরাধী লোকেরা হইলে সে নিজ দণ্ডের উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে পাইল না। মৃত্যুকালে অল্পমাত্র কষ্ট পাইল, তৎপরে আর কিছুই নহে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইলে সে প্রতিদিন নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে পারিল। ভাবিয়া দেখুন, মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তির শাস্তি, না তাহার আত্মীয় স্বজনের শাস্তি? যে মরিল সে ত চলিয়া গেল—আত্মীয় স্বজনেরই শাস্তি। তবে প্রাণদণ্ড করিয়া অপরাধীর শাস্তি নহে এক কথা বলিতে পারেন, মনুষ্য হত্যা নিবারণের জন্য অপরকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে প্রাণদণ্ড করা হয়। তাহাতেও বলি, নির্ব্বাসনেই লোকের অধিক শিক্ষা হয়। নির্ব্বাসনের কথা শুনিলে লোকের মন কম্পিত হয়। [illegible] কাঁদিয়া, [illegible] পরিবারকে [illegible] করিয়া [illegible] এক [illegible] অবস্থায় [illegible]। আমরা শুনিয়াছি, অনেক অপরাধী [illegible] [illegible] কাছে প্রার্থনা করিয়াছে— [illegible] আমাকে ফাঁসিতে দিউন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের বিবেচনায় [illegible] [illegible] বিধি উঠাইয়া দিলে, [illegible] করেন।

[illegible] কালে মনুষ্যের অসভ্যাবস্থায় [illegible] [illegible] নিয়ম ব্যবহার [illegible] হইত, [illegible] [illegible] অনেক [illegible] আমাদিগের [illegible] ব্যবহার করিয়াছেন। [illegible] এখন হইতে হয় না; কিন্তু [illegible] [illegible] মধ্যে, হত্যা করা [illegible] [illegible] প্রাণ দণ্ডের [illegible]।

[illegible]

[illegible]

শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডে প্রতিগমন করেন এবং ক্রমাগত কতক বৎসর ধরিয়া তাঁহার মকদ্দমার ব্যয় যোগাইয়াছিলেন। ফলতঃ যখন ইঁহারা রাজপুরুষগণ কেবল অর্থ লোভেই এদেশে আসিতেন এবং যাহাতে অর্থ লাভে সফলকাম হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতেন। কিরূপে যে তাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিতেন, তাহার এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কোনরূপে আপনাদিগের অর্থ হইলেই হইল, এদেশের শান্তি থাকা, না থাকা, এই সকল তাঁহাদিগের [illegible] ছিল না। [illegible] তাঁহারা [illegible] উপায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না।

এখন আর সে দিন নাই, এখন ভারতবর্ষ-[illegible] [illegible]

[illegible]

অনেক বার বলিয়াছি। ইহাঁদিগের বেতন হ্রাস ও অনাবশ্যক কর্ম্মচারিদিগের পদ রহিত করিবার জন্য আমরা অনেক বার গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ করিয়াছি। সম্প্রতি সর [illegible] গবর্ণরের [illegible] পদ রহিত করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা অনেক দিন হইল এ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছিলাম। তৎকালে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে আমাদের এই প্রস্তাব অতিশয় দুঃসাহসিক, কিন্তু এক্ষণে [illegible] সাহেবের মুখ হইতে এই প্রস্তাব বাহির হওয়াতে সকলেই ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেছেন।

যাহা হউক, অনেকানেক ইংরাজ অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষ অতুল ঐশ্বর্য্যের আকর, ভারতবর্ষে আসিলে একরূপ ধনশালী হওয়া যাইতে পারে। কর্ম্মচারীদিগকে অধিক বেতন দেওয়া ইংলণ্ডীয়দিগকে এদেশে আনয়ন করিবার একটী প্রলোভন। কিন্তু অধিক বেতন দিতে দিতে এ দেশ উৎসন্ন দশায় আনীত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে এত অর্থের অনটন, তাহার প্রধান কারণই এই এবং এই জন্যই নানা উপায়ে এদেশের ধনাগারে অর্থ সংগ্রহ করিবার বিবিধ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বারম্বার বলিয়াছি যে, সহজেই এ অপব্যয়ের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। যদি অধিক বেতন না দিলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ এদেশে কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রয়োজন মত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী রাখিয়া বহুল পরিমাণে দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু এখন অনেক গুলি ইউরোপীয় এদেশে আছেন, যাঁহারা এই প্রস্তাব শুনিয়া হয় ত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রোধ করুন আর না করুন, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ইংলণ্ড স্বীকার করুন আর না করুন, ন্যায় পক্ষে এদেশের লোক মাত্রেই আমাদিগের যত স্বত্ব ও যত অধিকার, এক জন বিদেশীয়ের তাহাতে সেরূপ স্বত্ব ও সেরূপ অধিকার নাই। বিশেষতঃ এক্ষণে এদেশে উপযুক্ত লোকের অভাব নাই। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর অধীনে তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য চালাইলে ব্যয়ও অল্প হইবে, কাজও রীতিমত চলিবে, অথচ দেশে অর্থের এত অনটন হইবে না।

অধিক বেতন দিয়া ইউরোপীয় কর্ম্মচারী রাখা, যে কতদূর অনর্থকর, তাহা তাঁহাদিগের মহীশূর রাজ্য শাসনের সময়ে প্রতীয়মান হইতেছে। কয়েক বৎসর কাল ইংরাজ কর্ম্মচারীর শাসনাধীনে থাকিয়া মহীশূরের যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ যখন মহীশূর পরিত্যাগ করিবেন, তখন মহীশূরের রাজা ধনাগার পূর্ণ দেখিতে পাইবেন, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজ কর্ম্মচারী মহীশূর রাজ্য তাঁহার হস্তে দিবার পর প্রকাশ পাইয়াছে যে, সরকারি ধনাগারে কিছু মাত্র ধন নাই। আবার তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক টাকার জন্য ঋণী হইয়াছেন। ইংরাজ শাসনের কি মহৎ ফল! মহীশূরের ন্যায় উর্ব্বর দেশ কিয়ৎকাল ইঁহাদের শাসনাধীনে থাকিয়া নিতান্ত দীনাবস্থায় নীত হইয়াছে। আবার সম্মুখে দুর্ভিক্ষ যেরূপ ভীষণ ভাবে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আগামী বর্ষের শেষে এই রাজ্যের যে কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিতে গেলে মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

এক্ষণে আমরা মহীশূররাজকে এই পরামর্শ দিতেছি যে তিনি অনর্থকর ব্যয় সঙ্কুচিত করুন, নতুবা তাঁহার রাজ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজদিগকে [illegible] যেখানে যে লোক [illegible] রক্ষা করুন, ইহাতে তাঁহার বিস্তর অর্থ রক্ষা হইবে ও তাহাতে তাঁহার রাজ্যের বিস্তর উন্নতি ঘটিবে। মহীশূররাজ এই সময় হইতে সাবধান হইলে তাঁহাকে রাজ্যের জন্য নিতান্ত চিন্তাকুল হইতে হইবে না।

লর্ড লিটনের আফগান নীতি।

দেশে যখন [illegible] অধিক বড় বড় ছিল, তখন একটী ছড়া সংবাদ শুনিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। ছড়াটী এই—

সাহেবেরা শিখেছে, মদিরে ভিজালে, বাইবেলের [illegible]। কোন্ কথা। শ্যাম কবে কি লিখেছিল কবে, কিম্বা কবে সে পোড়া মরণ॥

আমরাও পাঠকদের ও কে জিজ্ঞাসা করি, [illegible] মধ্যমার লর্ড লিটনের শাসনকালে কাবুলের সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। [illegible] আমরা যে যুদ্ধ হইতে বিরত গবর্ণমেণ্টকে বিরত করিতেছিলাম এখন কাবুল যে অবস্থায় আছে। যে [illegible] বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা [illegible] অনেক শিক্ষা লাভ করেন, তাহাদিগকে প্রায় [illegible] তাঁহারা চলনশক্তি বুদ্ধিমান, [illegible] দিলেন। তাহারা নিজেরাই [illegible] আবার তাহারা নিজেরা নিজেদের, [illegible] অস্ত্রে রাজ্যের [illegible] যে সকল কার্য্যকারি হইয়া গেল, সেগুলি নূতন নহে। ঠেকিয়া শিখিবার অনেক অবসর ছিল। তবে না শিখিলে কে কি করিতে পারে। আফগান যুদ্ধ সংক্রে- লর্ড লিটন যত দূর অনর্থ করিয়াছিলেন, তাহার কোনটীর সফলতা ও সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পুরস্কৃত রাজনীতিজ্ঞেরা তখন বড় বাহবা দিয়াছিলেন, বড় বাহাদুরী দিয়াছিলেন। ইংলিসম্যান এবং পায়োনিয়র সংবাদপত্র যেমন গবর্ণমেণ্টের অনুগামী। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা [illegible] তখন কোন অবৈধ কর্ম্ম করিলে অমনি ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের পা চাটিতে আরম্ভ করেন। কলঙ্ক-কালিমা অঙ্গে লাগিতে দেন না। মুছিয়া বলিয়া ঢাকা দিয়া সমাজে পরিষ্কার রাখেন। [illegible] দেশীয় লোকের গায়ে ঢালিয়া দেন।

আফগান যুদ্ধের প্রারম্ভে লর্ড লিটনের মন্ত্রণা অনেকের বড় ভাল লাগিয়াছিল। ইংলিসম্যান ও পায়োনিয়রের ত কথাই নাই এখনও তাঁহারা লিটনের শুভ কৌশলের প্রশংসাবাদ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। আমরা অনুমান বলে পূর্ব্বে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম। তবে [illegible] রাজনীতির সঙ্গে অনেক দিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই। আমাদের জোর করিয়া কোন কথা বলা সাজে না, সেটী অনধিকার চর্চা মাত্র। কিন্তু আজ বস্তুতঃ কি ঘটিয়া বসিল, পাঠক! তাহাই দেখুন। কাবুল পর্য্যন্ত এক প্রকার অরাজক অবস্থা। কান্দাহার বিপ্লবাক্রান্ত, [illegible] ও সমর-কুশল। [illegible] বিচার করিলে [illegible] এক জন [illegible] কাবুলের [illegible] হইতে পারে না। ইংরাজ [illegible] কাবুলের [illegible] অনায়াসে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে। আবার মুসলমানদের [illegible] কিছুতেই তাহারা [illegible] স্বীকার করিতে চাহে না। [illegible] একটী পাকা [illegible] আমীরের জন্য না [illegible] লোকের সংগ্রাম করিবে। এদিকে আবার কাবুল [illegible] নয়, কাবুল অধিকার করিয়া রাখিতে নাই। সুতরাং যুদ্ধের দায়ে অনেক পড়ে। ১৮৭৮ অ.এ ইংরাজদের কেবল ১০,০০০ [illegible] কাবুলে গিয়াছিল। তাহাতেই কেবল ১০,০০০,০০০ প্রায় কোটি টাকা খরচ হয়। [illegible] কত টাকার [illegible] হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। [illegible] অভিলাষ করিলেন। কিন্তু এ [illegible] কিছু বলা সহজ নহে। নিজে যুদ্ধ করিয়া [illegible] রক্ষা করিতে হইবে, সেখানে অধিক [illegible] থাকে না। বিশেষতঃ [illegible] ক্রমশঃ

[illegible] বিচার করিয়া দিয়াছিলেন [illegible] উপর করিয়াছে। কেহই [illegible] শাসনকর্তারা পরস্পরের প্রতি [illegible] করেন, আর সকল যুক্তিতেই অনুমান [illegible] আবদুল রহমান [illegible] আমির [illegible] আবদুল [illegible] ইংরেজদিগকে সম্যক্ [illegible] আবদুল রহমানের [illegible] সম্বন্ধ। [illegible] কিছুতেই [illegible] দিবেন না।

এ স্থলে আমরা [illegible] অভিমতের সমর্থন করিতে পারি না। আবদুল রহমানকে [illegible] অভিষেক [illegible] নাই, তিনি প্রথমতঃ [illegible] ইংরেজ [illegible] অযুবখাঁর সঙ্গে তাঁহার অনেক যুদ্ধ [illegible] থাকে। এ [illegible] আবার [illegible] তাঁহার [illegible] নহে। যাঁহার প্রতি লোকের অনুরাগ [illegible] ভক্তি নাই, তাঁহার প্রভুত্ব কে স্বীকার করিতে চায়? না, তিনি কস্মিন্‌কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন? অতএব আবদুল রহমান শাসনকর্তা হইলে কিছুতেই শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা নাই। বড় লাট বাহাদুর প্রথম মনে করিয়াছিলেন, আবদুল রহমান রুসের অনুরক্ত, অতএব তাঁহাকে বশীভূত করিলে অনেকটুকু সুবিধা আছে। কিন্তু কাবুলীরা প্রলোভনে ভুলিবার লোক নহে। ইংরেজেরা যেমন অকাতরে সাহেবের মানসে টাকা [illegible] করিয়া দিয়েছেন, মিত্রতা করিতেছেন; কাবুলীরাও ভাবিল, এ সময় গ্রহণ করিতে ক্ষতি কি? কাবুলীর যাহা মনে আছে তাহা [illegible] করিবে। আবদুল রহমান এখন বাহিরে ইংরেজদের শত্রু নন, মিত্রও নন। "মিত্রও নন" এ কথা বলা হইল কেন? আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, তিনি আপনার আসনে দৃঢ়ীভূত হইবার জন্য এত দিনের মধ্যে [illegible] করিলেন না। কি উপায়ে তাঁহার [illegible] অবিচ্ছিন্ন থাকিবে, কিসে সকলে তাঁহার [illegible] করে, এমন [illegible] করিলেন না। [illegible] নানা প্রকার ভুল করিয়া [illegible] শাসনকর্তার সঙ্গে বিবাদ [illegible]। [illegible] জন্য কখন তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই, এবং এত [illegible] ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাহার কিছুই [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আফগান [illegible] প্রথমে [illegible] হইতে [illegible] টাকা ও যুদ্ধ সামগ্রী [illegible] তিনি এক্ষণই [illegible] করিয়া [illegible]। তিনি [illegible] হইয়া প্রজাপালন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে কোন কাজ করেন নাই। তাঁহার কাজের মধ্যে কেবল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রজাদিগকে নিপীড়ন করিয়া কেবল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং যাহারা তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই, তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি কখন [illegible] হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে [illegible] আমির করিলেন, কিন্তু তাহাতে [illegible] সিদ্ধি হইল না।

[illegible] আয়ুব খাঁ [illegible] শত্রু। [illegible] কাবুল [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] সকল [illegible] তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। কাবুলীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করে। আমরা দেখিতেছি, ক্রমে ক্রমে সকলেই আয়ুবের সপক্ষ হইল। [illegible] না বুঝে তাঁহার জয় হইবে? আবদুল রহমানের [illegible] অনেকে মনে মনে [illegible] একবার [illegible] প্রলাপ [illegible]; কিন্তু আমরা বলি,—আর রাজনীতিজ্ঞ [illegible] নাই, বৌদ্ধ প্রকারের [illegible] হইয়াছে, এখন গবর্ণমেণ্ট [illegible] ধারণ করিয়া থাকুন, [illegible] যুক্তি [illegible]। [illegible] মস্তকের [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] পরিচ্ছেদ হইবে।

জেলের মৃত্যু।

ঢাকা জেলার প্রতি [illegible] বাঙ্গালার কারাগারের কয়েদী এক রেজিষ্টার মতে [illegible] পাইয়াছে। [illegible] উপর [illegible] দুই পার্শ্বে [illegible] আছে, [illegible] নাই, [illegible] নাই। [illegible], অথবা কলাপাতে [illegible] না, কোন [illegible] নাই। বাঙ্গালার কয়েদীদের [illegible] কোন এক [illegible] কেমন? উত্তর [illegible] নাই, কেহ বলে নাই, [illegible]। কয়েদীকে খাটিতে হইবে, প্রাণ দিয়া খাটিতে হইবে—সে যে জেলে আসিয়াছে পূর্ব্বে জেলের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি অদ্য কয়েদির বিষয়ে [illegible] কথা কিছু লিখিতে হইতেছে।

[illegible] পর হইতে কয়েদিদের খোরাকি নিতান্ত কম করিয়া দিয়াছে। এ দিকে [illegible] সাহেবের ব্যবস্থা মত তাহাদের পরিশ্রম [illegible] বাড়িয়াছে। ১৮৮০ অব্দের ১১ এ মার্চ্চ হইতে প্রত্যেক কয়েদী [illegible] ছটাক [illegible] ও অর্দ্ধ ছটাক গুড়, প্রাতঃকালে এই অতিরিক্ত আহার পাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। কয়েদিদের যে আহারের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিতান্ত কম। সপ্তাহে প্রত্যেক কয়েদীর খোরাকির জন্য গড়ে প্রায় এরূপ [illegible] ব্যয় করা হয়, অর্থাৎ মাসে এক এক জন লোক [illegible] এক টাকা নয় আনা মূল্যের দ্রব্য পাইয়া থাকে। [illegible] সামগ্রী যতই কেন সস্তা হউক না, [illegible] মজুর লোকের অতি কষ্টের [illegible] নির্ব্বাহ হয় না। পূর্ব্বে কিছু কিছু মাংসের ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহা একেবারে বন্ধ হইয়াছে। [illegible] পরিমাণেও অনেক কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই পর্য্যাপ্ত আহার না পাইয়া জেলের মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। যৎকালে [illegible] আহার কমাইবার নিমিত্ত [illegible] হইয়াছিল, তখন জেলখানার অধ্যক্ষ [illegible] সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এ বিষয়ে তিনি কিছুই আপত্তি করেন নাই। এদিকে কারাগার শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। [illegible] দেখিতেছেন পর্য্যাপ্ত আহারের অভাবেই এত মৃত্যু ঘটিতেছে। [illegible] করিলে [illegible] যায়, আবার [illegible] আহার না পাইলে [illegible] হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় [illegible] জেলখানার চিকিৎসকের এদিকে [illegible] করেন নাই। এ দিকে জেলের [illegible] ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। পীড়া [illegible] অবস্থা এবং মৃত্যু [illegible] হইয়া দাঁড়াইল। [illegible] কারাধ্যক্ষেরা কয়েদিদিগকে [illegible] লাগিলেন, [illegible] শেষ করাইতে লাগিলেন। এক একটী জেলে [illegible] জন করিয়া কয়েদী মরিল। বড় বড় [illegible] জেলেও মৃত্যু সংখ্যা [illegible] না। [illegible] শত করা [illegible] জন লোকের মৃত্যু হয়। অতএব [illegible]। [illegible] করিলেই [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] প্রকাশ [illegible]। পরে ১৮৭৯ সালের জেল রিপোর্ট বাহির হইল। [illegible] সাহেব [illegible] বুঝিতে পারিলেন যে, আহারের পরিমাণ সংক্ষেপ করাতেই কারাগারে মৃত্যু সংখ্যা এত বাড়িয়াছে। এখন প্রাতঃকালের জলপানের জন্য ছোলা গুড়ের বন্দোবস্ত হইল।

সম্প্রতি গত ২৩ জুন আয়র্লণ্ডনিবাসী লোকহিতৈষী শ্রীযুক্ত ওড়ানেল্ সাহেব ইংলণ্ডস্থ কমন্স সভাতে বাঙ্গালার জেলের দুরবস্থার কারণ আমাদের মাননীয় ষ্টেট্ সেক্রেটরীকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি মার্কুইস্ অব্ হার্টিংটনকে এক প্রকার চূড়ান্ত অপদস্থ করিয়াছেন। ওড়ানেল্ সাহেব বলিলেন, বাঙ্গালার বন্দীরা একবারে নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ তুমি রাখ কি না? কয়েদিদিগের মধ্যে এত লোকের মৃত্যু হইতে কোথাও দেখা যায় না। গত অনেক বৎসরে বঙ্গদেশের জেলে বিস্তর লোক মরিয়াছে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, হাজারে ১১০,২৮০ এবং ৩৬০ জন লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পর্য্যাপ্ত আহার না পাইয়া মৃত্যু সংখ্যা যে এত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার কোন সংবাদ রাখ কি না? আবার শুনিতে পাওয়া যায় যে, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে না পারায় ৮,১১০ জনকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল।' এ কথা কি সত্য? বোম্বাই গেজেট ইংলিসম্যান প্রভৃতি অনেক বর্ষের সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে উপবাস হেতু শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও পীড়া প্রযুক্ত যাহারা কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিল, এমন সকল সবল [illegible] কয়েদীকে প্রহার করা হইয়াছে। এ সকল সংবাদ কি প্রামাণিক? যদি এই সমস্ত বিবরণ সত্য ও সমূলক হয়, তবে কি জন্য তুমি তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর নাই? এ সম্বন্ধে কি বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট হইতে কোন সংবাদ পাও নাই?

লর্ড হার্টিংটন যে কি পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। পরে ওড়ানেল সাহেবকে তিনি কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা দেখুন। ১৮৭৯ অব্দে জেল শাসন বিষয়ক রিপোর্ট দৃষ্ট হয় যে, মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া আসিতেছে। ১৮৭৭ তে ৮০৩ জন, ১৮৭৮ এ ১,৫১৬ জন; ১৮৭৯ তে ১,৭৭৯ জন মরিয়াছে। এই তিন বৎসরে গড়ে শত করা ৩৯, [illegible] ১৭৬ হিসাবে গণনা করা হইয়াছিল। [illegible] জেলে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, [illegible] হইতে এই বেত্রাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। [illegible] জেলে হাজারে ৩৬০ জন লোক মরিয়াছে; [illegible] ১০৮ জন। উহার মধ্যে কোন কোন কারাগারে অন্যান্য কারাগার হইতে মুমূর্ষু কয়েদীদিগকে চিকিৎসার নিমিত্ত ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। সেই কারণ একটী জেলের মৃত্যু সংখ্যা নির্দ্ধারণ [illegible] দেখিয়া সেই জেলের সম্পূর্ণ দোষ দেখা যায় না। যেখান হইতে ঐ মুমূর্ষু কয়েদীরা আনীত হইয়াছে উচিত পক্ষে সেই জেলেরই দোষ বলিতে হইবে। বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আহারের সংক্ষেপ করাতে, ১৮৭৯ অব্দের নয় মাস পর্য্যন্ত তদনুসারে কার্য্য করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল, আহার কমাইলে কয়েদীরা কিছুতে জীবিত থাকিতে পারে না। তাহাদের শরীর ক্ষয় ও বলহ্রাস হইতে লাগিল। তখন আহারের কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, বন্দীরা আবার সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। কয়েদীর আহার কমাইলে যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে তদ্বিষয়ে সকলের অভিজ্ঞতা জন্মিল, সে কারণ সার আস্লি ইডেন্ জেলের খাদ্যদ্রব্যের বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য আর একটী সভা করিতে আদেশ দেন। ১৮৭৯ অব্দে নানা অপরাধের জন্য ৮,৪৩৩ জনকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক নহে; এবং অনবিশ্রান্ত যে তাহাদের প্রধান অপরাধ, তাহাও মিথ্যা নয়। ১৮৮০ অব্দের ২৮ এ জুলাই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা জেল সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বেত্রাঘাতের কথাও লিখিত ছিল। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কয়েদীরা বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ না করিলে, আর যেন বেত্রাঘাত করা না হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২৭ এ আগষ্ট তদ্বিষয়ে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। সুতরাং কথায় কথায় বেত্রবিধি সেই পর্য্যন্ত অনেকটা রহিত হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে ৩,৭০০ জন কয়েদী দণ্ডিত হয়। কিন্তু পর বৎসরে কেবল ১,৩৮৪ জন দণ্ড পাইয়াছিল।"

[illegible] অনেক কথা আলোচনাতে বলিয়াছে। কিন্তু যাহা ঠিক, যে সকল বৃত্তান্ত [illegible] অমূলক ও প্রামাণিক। [illegible] এই সকল কথা ভারতবর্ষীয় [illegible] জেনেই জানে আছেন। পরন্তু [illegible] কোন নির্দ্ধারিত বিবরণ পাই নাই। সে কারণ, সকল আমূলতঃ নয় [illegible] লিখিয়াছি। এই মাত্র [illegible] লিখিয়াছেন যে, কয়েদিদের শারীরিক [illegible] শেষ পর্য্যন্ত জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে আজ্ঞা দিয়াছে। কিন্তু কয়েদিদিগের খাদ্যসম্বন্ধে কোন রিপোর্ট এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সভার অধিবেশনে একটা [illegible] না হইয়া জেলে আহার পাওয়া [illegible] রিপোর্ট [illegible] জেলখানার রিপোর্ট এখনও হইতে [illegible] নাই।"

ওড়ানেল সাহেব বলিয়াছেন, আগামী সপ্তাহে তিনি আরও কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে কয়েদীর মৃত্যু সংখ্যা অধিক কি না, তাহা দেখা চাই। তাহার জন্য পুরুষের মধ্যে গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ১৮০ এবং তাহার স্ত্রীলোকের মধ্যে গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ২৭০ বটে কি না? জেলের খাদ্যদ্রব্য কমাইবার পর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা দৈহিক শাস্তি চতুর্গুণ বাড়িয়াছিল কি না? সার আস্লি ইডেন্ জানিতে পারিলেন যে, কয়েদিরা অনাহারে নিতান্ত দুর্ব্বল হইতেছে? এবং ইহা তাঁহার জ্ঞাত হইলে কতদিন পরে তাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে?

কারাগারে কয়েদিদিগের আহারের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হয়, তাহা অবক্তব্য। পীড়া বশতঃ অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাদের প্রতি সামান্য কুশলোচরণ করা হয় না। জেলখানাধ্যক্ষের মুখে জেলের যে প্রকার কষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কারাগারকে তো দ্বিতীয় যমালয় জ্ঞান হয়। প্রাচীন কালে ছিল বটে, যে অপরাধ করিল তাহার প্রতি আবার দয়া কি? গায়ে আগুনের ছাঁকা দাও, ধান খাইতে দাও, তাহার উপর বোঝা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দাও—এ সকল অসভ্য যুগের ব্যবস্থা ছিল; এখন সভ্যতার, জ্ঞান, দয়া, ধর্ম্ম সমাজের অলঙ্কার। এখন শত্রুকে শাস্তি দিব, সেখানেও দয়া দাক্ষিণ্য ও ন্যায়পরতা। যে রাজনীতিতে এই সকল গুণগুলির অনাদর দৃষ্ট হয়, সেখানে সভ্যতাকে একটুকু যেন কেমন কেমন লাগে। আমরা তাই অনুরোধ করি, সভ্য ইংরাজের শাসনাধীনে জেলের এরূপ কঠোরতা আর কেন থাকে? [illegible] আহার ও শারীরিক [illegible] নিতান্ত আব [illegible]

[illegible] আছে। যাহারা [illegible] তাহাদের প্রতি [illegible] এরূপ যুক্তিযুক্ত নহে। [illegible] প্রভেদ করা [illegible] আমরা নিবেদন করি খাদ্যদ্রব্যের [illegible] প্রতি সম্মানসূচক [illegible]

——:০:——

[illegible] আছে তাহার [illegible] অনুধাবন করিয়া দেখিলে সেই [illegible] উপকারে আসিতে পারে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা সেই সকল কথা ব্যবহার করিতে জানি না, যাহাতে তাহার ব্যবহারে আসিবে তাহাতে কোন চেষ্টা [illegible] না, ইহাতেই আমাদের [illegible] ভারতবর্ষে একপ্রকার [illegible] আছে

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

হইয়াছে। যে পুলিসের ইন্স্পেক্টর [illegible] বলিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা আগষ্ট। [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible]

লণ্ডন ৮ ই আগষ্ট। [illegible] হস্তে সমর্পিত হইবে।

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible]

গত ১৯এ জুলাই। ময়মনসিংহের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, [illegible]কে ঢাকা জেলায় বদলী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ আদেশ রহিত করা হইল।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, সি, [illegible] মুঙ্গেরে বদলী হইলেন তিনি ঐ জেলায় [illegible] হিসাবে কার্য্য করিবেন।

১লা আগষ্ট। মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ, [illegible] দুই মাসের ছুটী পাইলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে নোয়াখালির জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] মুর্শিদাবাদে কার্য্য করিবেন।

[illegible] আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, এল, এম, [illegible] ১৯ ই জুলাই [illegible] আদেশ [illegible] রহিত হইল।

[illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, পি, [illegible] দুই মাস [illegible] দিনের ছুটী [illegible] পাইয়াছেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] অস্থায়ী রূপে জেলাশাসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মিত্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মিত্র চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] কিছু দিনের জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] সপ্তম শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

সিমলার [illegible] বলিয়াছেন যে ১৪ ই নবেম্বর পৃথিবীর ধ্বংস কার্য্যের আরম্ভ হইবে। ঐ দিবস সাগর ও মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হইবে। ১৬ ই ১৭ ই ও ১৮ ই পৃথিবীর সমুদায় জল শুষ্ক হইবে, পৃথিবীতে বারির কণা মাত্র থাকিবে না। জন্তুর সকল নিমগ্ন হইবে। ১৯ এ জলচরদিগের মৃত্যু হইবে। ২০ এ পৃথিবীর সমুদায় গৃহাদি কম্পিত ও ভগ্ন হইবে। ২১ এ পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ২২ এ সর্ব্বত্র ভূকম্প হইবে। ২৩ এ সমুদায় পর্ব্বত নিশ্চয় হইবে। ২৪ এ [illegible] মনুষ্যাদির [illegible] হইয়া যাইবে। ২৫ এ কবর সমূহ ভূগর্ভ খনন করিয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে বাহির করিয়া দিবে। ২৬ এ প্রচণ্ড নক্ষত্র বৃষ্টি হইবে। এই সমুদায় দুর্ঘটনার পর যে কেহ জীবিত থাকিবে ২৭ এ তাহাদের মৃত্যু হইবে। ২৮ এ চতুর্দ্দিকে অগ্ন্যুৎপাত হইবে। ২৯ এ মৃত ব্যক্তিগণ পুনরায় শরীর গ্রহণ করিয়া নূতন আকারে দেখা দিবে এবং তাহাদের পার্থিব কর্ম্মকার্য্যের বিচার হইবে। কি পাঁজাখুরী!

[illegible] মহারাজের কারামুক্তির জন্য [illegible] সমাজ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট আবেদনকারিদিগকে এই কথা বলিয়াছেন যে আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দিতে পারেন না, কিন্তু আবেদন যখন তাঁহার [illegible] কাগজ পত্র গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিবে তখন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবেন। গবর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে [illegible] মহারাজের [illegible] পাক করিবার জন্য জেলখানায় তাঁহার [illegible] এক ব্যক্তিকে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

বিধবা [illegible] আন্দোলন [illegible] আন্দোলনের মধ্যে [illegible]।

[illegible] যদি দুর্ভিক্ষ না [illegible] আগামী বর্ষে নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ হইবে।

[illegible] একটী [illegible] আরম্ভ দিয়াছেন। তিনি [illegible] বিদ্যা- লয় [illegible]।

[illegible] নিবারণের [illegible] জন্য [illegible] মহারাজা [illegible] মানস করিয়াছেন। [illegible] পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইবে।

[illegible] রাজ্যে ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল এজেণ্টের [illegible] সাহায্যে [illegible] উদ্যোগ [illegible]। [illegible] ইহাতে [illegible] হইয়া [illegible]। তিনি [illegible] একজন [illegible] বিচার [illegible] করিয়াছেন, [illegible] এখানে মন্ত্রী [illegible] কর্ম্ম হইতে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কি কি [illegible] সম্পত্তি আছে তাহারও এক তালিকা [illegible] হইতেছে, অথচ কোন বিষয়েই [illegible] হইতেছে না। এক্ষণে যদি [illegible] এ বিষয়ে [illegible] না করেন তাহা হইলে [illegible] অনিষ্ট হইবে।

[illegible] বলেন যে [illegible] বলিয়াছেন যে যে স্থানে [illegible] দেখা দিয়াছে সেই স্থানে [illegible] দুর্ভিক্ষ হইবে।

মুর্শিদাবাদের নবাবের বাঙ্গালায় আসিতে কি লজ্জা বোধ হইতেছে? আমরা শুনিলাম তিনি শীঘ্রই ইংলণ্ড হইতে বোম্বাই নগরে আসিবেন, এবং তথায় কয়েকদিবস থাকিয়া মক্কা [illegible] যাত্রা করিবেন।

আগামী অক্টোবর মাসে জম্বুনগরে কাশ্মীরের মহারাজের পুত্রের বিবাহ হইবে।

ধূমপায়ীরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে স্পেনের গবর্ণমেণ্ট ম্যানিলা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেছিলেন ঐ ব্যবসায় একণে পরিত্যাগ করিতেছেন। এক্ষণে যে কোন ব্যবসায়ী এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

একখানি বিলাতী সংবাদপত্র বলেন যে, "লর্ড রিপনের আর ভারতবর্ষে থাকিতে ইচ্ছা নাই। তিনি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ভারতবর্ষে থাকা আর তাঁহার [illegible]। —গ্রীষ্মকালে তিনি [illegible] শীতকালে [illegible]। কিন্তু আগামী [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] একজন [illegible] নিয়োগের [illegible] হইবে। [illegible] এই পদ [illegible] দেওয়া যাইবে।" [illegible] প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের [illegible] বলেন আমরা বেশ বলিতে পারি [illegible] অমূলক। লর্ড রিপন [illegible] লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যত্যাগ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

গুরু, পুরোহিত, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক, রক্ষক, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি যাহাদের কার্য্যের পরিধি, এমন কি অন্তঃপুর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, তাহাদের স্বভাব চরিত্র অন্যান্য ব্যক্তির অপেক্ষা বিশুদ্ধ হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ইঁহাদের কাহারও কোন অন্যায় আচরণ দ্বারা শুদ্ধ যে যাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়, তাহার অনিষ্ট হয় তাহা নয়, অন্যায় আচরণকারিরও মধ্যেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। আবার পাপীর ঘরের সঙ্গে সঙ্গে সাধুর ঘর পোড়ার ন্যায় তাহার সমব্যবসায়ীদেরও বিস্তর অনিষ্ট ঘটে। অতএব যে স্থলে যে কার্য্যে একের দোষে, সমস্তকেই লজ্জিত ও ভুগিতে হয়, সে স্থলে ও সে কার্য্যে, সে ব্যক্তির বিশেষ সাবধান হইয়া চলা উচিত। আমরা সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, টালিগঞ্জের দক্ষিণ "গড়িয়া" উপনিবেশী একজন যুবক ডাক্তার তাঁহার চরিত্র দোষ জন্য সম্প্রতি ২।৩ স্থানে ধরা পড়িয়াছেন। তিনি নাকি "ডাক্তার বাবু," সকল চিকিৎসাতেই পণ্ডিত, বিশেষতঃ স্ত্রীচিকিৎসায় [illegible] সকলেই মুগ্ধ, একদা গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে অমনি অমনি রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিতে দেয় নাই। অবশ্য বুঝিয়া উত্তম মধ্যম দিয়াছে বিলক্ষণ বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কিছুকাল আর তাঁহাকে বাহিরে যাইতেও হইবে না। এই ত চাই!! নতুবা নাম কাঁদিবে কেন?

কয়েক দিন হইল, চেতলা চণ্ডীপুরে [illegible] বাবুদের বাটীর একটী দাসী ঘরের মধ্যে [illegible] আত্মহত্যা করিয়াছে। ঐ ঘরেই [illegible] কর্ম্মস্থানে প্রাণত্যাগ করেন। আমরা [illegible] পরামর্শ দিতেছি যে, তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আগে ঐ ঘরের আসল রহস্য জানিয়া লউন, পরে বাস করিবেন। নতুবা আবারও কি হইবে কে বলিতে পারে?

সম্প্রতি লাহোরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

আবার খবর উঠিয়াছে যে, আমাদের গবর্ণর (জেনেরলের সহধর্ম্মিণী) আগামী শীতকালে ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

সিঙ্গাপুরে উন্মাদের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি তথাকার একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী সন্নিপাতে মারা গিয়াছে।

শ্যামরাজ একটী শ্বেত হস্তী পাইয়াছেন, তজ্জন্য তথাকার অধিবাসিগণ আনন্দোৎসব করিতেছে।

অন্যত্র হইতে চীন দেশে যে অহিফেনের আমদানী হয়, চীনরাজ তাহাতে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করিতেছেন এবং দেশে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, তাহার উপর কর বসাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার প্রজাবর্গ অহিফেন পরিত্যাগ করে।

৫ ই শ্রাবণ উটকামণ্ডে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর আডাম সাহেবের স্মরণার্থ একটী সভা হইয়াছিল। তাহাতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়। সভা আডাম সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্নের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহের উদ্যোগে আছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের গবর্ণর সর জেমস ফর্গুসন সাহেব আহমদনগরে গিয়াছিলেন। তত্রত্য দাতব্য সভায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিয়াছেন।

পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আগামী অক্টোবর মাসে সিমলা পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরে কয়েক দিন লাহোরে থাকিয়া সীমান্তদেশ পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইবেন।

আমরা একটী ইউরোপীয় রমণীর কার্য্য কুশলতা ও পরোপকারিতার বিবরণ অবগত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইঁহার নাম কুমারী গর্ডন। ইনি মান্দ্রাজের সরকারী জ্যোতির্ব্বিদের কন্যা। ইনি দশ বৎসরকাল ইঁহার পিতার সহকারী ছিলেন। সম্প্রতি ইঁহাকে সরকারী টেলিগ্রাফিকাল বিভাগের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের কৃষকদিগের সাহায্যার্থ যে আইন প্রচার করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট পুনার সবর্ডিনেট জজ রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি আপাততঃ বোম্বাই নগরের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন।

ইউরোপীয় একজন পণ্ডিত সময়ে সময়ে এক এক অদ্ভুত নূতন মত বাহির করেন। তাঁহাদের মতে ইউরোপের যাহা কিছু তাহাই উত্তম, অপর দেশীয় যাহা কিছু তাহাই অপকৃষ্ট, এবং অপর দেশে যে সকল উৎকৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইউরোপের কোন না কোন পদার্থের অনুকরণ মাত্র। প্রোফেসর ওয়েবর বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের জ্যোতিষ শাস্ত্র গ্রীসদেশ হইতে সংগৃহীত। ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিরা বলেন যে, ভগবদ্গীতা বাইবেলের উপদেশ হইতে সংকলিত। কোন কোন ইংরাজ বলেন যে আগ্রার তাজমহল ইউরোপীয় কারিকরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইঁহারা কোন ক্রমেই দেশীয়দিগের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে পারেন না। সম্প্রতি জোসেফ হেলবি নামে এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে সংস্কৃত বর্ণমালা গ্রীকদেশীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি, তাহাতে অচিরকালমধ্যেই যে কালীঘাট আদি গঙ্গার উপর একটী দৃঢ়তর সেতু নির্ম্মিত হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। ঐ সেতুর উপর দিয়া পালকীগাড়ি এবং গো, মহিষাদি অনায়াসে গতায়াত করিতে পারিবে। বর্ত্তমান দোলা-পুলটীর যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে অনেক সময় আশঙ্কার উদ্রেক হয়। বিশেষতঃ কোন ঘোড়াগাড়ী বা পালা পার্ব্বণের সময় উহার উপর দিয়া এরূপ জনস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, যে প্রতি মুহূর্ত্তেই উহার ভগ্নাশঙ্কা হয়। আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে আরও একবার এতৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা শারদ মেঘের ন্যায়, জলবিম্বের ন্যায়, যেমনই উঠিল অমনি মিলাইল। এবার বোধ হয় সেরূপ না হইতে পারে। কারণ, ট্রামওয়ে কোম্পানী ইহার মূলে আছেন। আলীপুরে প্রধান প্রধান বিচারালয়, সাহেব অধিকাংশ কর্ম্মচারীই কালীঘাট, ভবানীপুর, বেলতলা, চড়কডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করেন। বৃষ্টির দিবসে কিম্বা গ্রীষ্মকালে তাঁহারা যে ইচ্ছা করিলে সামান্য ব্যয়ে গাড়ি করিয়া কার্য্যস্থলে যাইবেন, তাহার উপায় নাই, নিতান্ত বাধ্য হইয়া যাইতে হইলে চৌরঙ্গী ঘুরিয়া [illegible] অথবা মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শের ন্যায় তাঁহাদের হয় টালিগঞ্জ, না হয়, জিরেট ঘুরিয়া যাইতে হইবে। আবার [illegible], [illegible], [illegible], চেতলা প্রভৃতি স্থান হইতে গাড়ী করিয়া আলিপুরে আসিতে হইলেও ঐ প্রকার উপস্থিত। ইহাতে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, যে কালীঘাটে একটী গাড়ীপুল হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরাও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিনীত বাক্যে জানাইতেছি, যাহাতে আমাদের এই প্রধান অভাবটীর শীঘ্র মোচন হয়, তাঁহারা তৎপক্ষে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন।

আমরা ডাকবিভাগের উন্নতি ও সুব্যবস্থা দর্শনে যার পর নাই সুখী হইয়াছি। সম্প্রতি ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে পত্র রেজেষ্টরি করার ফী চারি আনা হইতে কমিয়া দুই আনা হইয়াছে। বর্ত্তমান ১ লা আগষ্ট হইতে ঐ আদেশ সর্ব্বত্রই বলবৎ হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহাতে ডাকবিভাগের আয়ের লাঘব হইবে. কিন্তু তাঁহারা একবার যদি ভাবিয়া দেখেন, তবে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইয়া যাইবে। অথবা ইহাও মনে করিলে করিতে পারেন যে জিনিস যত সস্তা হয় তাহার খরিদদার তত অধিক হয়, সুতরাং যতই অধিক ক্রেতা হয়, লাভও যে ততই অধিক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

কয়েক দিবস হইল ভবানীপুর [illegible] নিকট একটী নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথাকার এক বাড়ীওয়ালীর বাটীতে আর এক জন ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোক বাস করিত। সে এক

ব্যক্তির রক্ষিত ছিল। ঐ ব্যক্তি কোন এক আফিসে কাজ কর্ম করিয়া যে সামান্য উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারাই তাহাদের কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত হইত। ঘটনার ২। ১ দিন পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি তাহার মাহিয়ানার টাকা পায়, এবং তাহা ঐ স্ত্রীর নিকট রাখিয়া দেয়। শুনিলাম যে ঐ টাকার লোভেই কোন দুরাত্মা [illegible] কুটারী দ্বারা এই নৃশংস হত্যা করিয়াছে। পুলিষ তাহার উপপতিকেই সন্দেহ করিয়া চালান দিয়াছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত আপনার দোষ স্বীকার করে নাই। বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ জন্য এখনও ইহার অনুসন্ধান চলিতেছে। দেখা যাউক, বিচারে কি হয়।

দুই তিন সপ্তাহ বর্ষিয়া এ অঞ্চলে বড় অধিক বৃষ্টি হইতেছে, খাল ঘাট মাঠ প্রভৃতি একাকারে ভাসিয়া গিয়াছে। সে দিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে বাঁকুড়ায় যাইতে দেখিলাম যে বর্ষার জলে ডেঙ্গা জমীর উচ্চস্থলের চাষ হইতেছে; কিন্তু জলা অর্থাৎ বিলের জমীর কোন উপায়ই দেখিলাম না। সে সব জমীর উপর ৩।৪ হাত করিয়া জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং যে সব বীজ তাহাতে বপন করা হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে, অধিকন্তু এখন যে আর বপন করিবে সে আশাও নাই। ইহাতে আমাদের একটী আশঙ্কা হইতেছে যদি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে জলার ধান্যের আশা একেবারে নষ্ট হইল, পাছে আবার অবর্ষা হইয়া ডেঙ্গার ধান্যের অনিষ্ট করে, তাহা হইলেই পুনরায় বঙ্গে হাহাকার ধ্বনি উঠিবে।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

গত রবিবার অপরাহ্ণ বেলা চারি ঘটিকার সময় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় ও বেহারবাসী শ্রোতৃবর্গের দ্বারা সভাস্থল বিলক্ষণ সমাকীর্ণ হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের নির্ব্বাচন প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে একতান স্বরে একটী ঈশ্বর স্তবন সংগীত হইল। তৎপরে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী বি, এ, বি, এল, মহাশয় সভাধিনায়কের আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আর একটী সুমধুর আর্য্য সংগীত হইল। অনন্তর সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া "জাতীয় প্রকৃতি" সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ ও গম্ভীর বক্তৃতা করিলেন। মুসলমান রাজত্ব কালে আর্য্য (হিন্দু) জাতির সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রীতি, আচার ব্যবহার যে অনেক পরিমাণে দোষাক্ত দুর্গন্ধে দূষিত হইয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতীত বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইল এবং ইহাও দার্শনিক ভাবে বিবৃত হইল যে, পরিচ্ছদ, ভাষা ও ধর্ম্মের একরূপতা জাতীয় প্রকৃতি সুগঠনের প্রকৃত ভিত্তি স্বরূপ। এই প্রকৃতি সংগঠিত হইলেই মনুষ্যের উন্নতি চরম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। কিরূপ পদার্থ পুঞ্জে পারমাণবিক-শক্তি সমূহ মনুষ্যের অন্তঃকরণে আধিপত্য করে, কিরূপে স্থানীয় জল বায়ু ও আকাশীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল ভূতলস্থ জীবগণের উপর শক্তি সঞ্চার করে, কিরূপে মনুষ্যগণ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও স্থানে বিশেষ নিবাস বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ যুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদাদির ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, এতাবৎ তিনি বৈজ্ঞানিক, প্রাকৃতিক, ও ভৌগোলিক প্রমাণ দ্বারা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। বেহারবাসিদিগের মধ্যে অনেকেই এখন পর্য্যন্ত যে ভাষা ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই যাবনিক রীতি দূষিত, একথা তিনি আক্ষেপ লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং এ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, সুশিক্ষিত বেহারবাসিগণ ভাষা ও পরিচ্ছদের পরিবর্তন ও সংস্কার দ্বারা আপনাদের জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় দিবেন।

পরিশেষে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অন্তর্গত সুনীতিসঞ্চারিণী সভার বিষয় উত্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা সভ্যগণ কিরূপ নৈতিক সাহস ও চরিত্র পবিত্রতার উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন এবং সম্মুখে উপস্থিত বেহারবাসী সন্তানগণের নিমিত্ত [illegible] ক্রমে নিম্নস্থ একবিধ টুপি এবং বঙ্গীয় বালক সভ্যদিগের নিমিত্ত এক প্রকার ফিতের অঙ্গরক্ষক [illegible] সভ্যগণকে দান করিবার জন্য সভাপতি [illegible] অনুরোধ করিলেন। [illegible] বালকগণ প্রাপ্ত [illegible] সন্তানগণের একটী [illegible] এবং [illegible] কত মাসের [illegible] পুরস্কার [illegible]। তৎপরে সহযোগী সম্পাদকের অনুমত্যানুসারে বঙ্গীয় বালক সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে পদ্যে বিরচিত "বালকদিগের প্রতিজ্ঞা" আবৃত্তি করিল। তদনন্তর সভাধিনায়ককে ধন্যবাদ দান, ধর্ম্ম, সংগীত, স্তোত্র পাঠ, ও শান্তিবাদের আবৃত্তি হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

মুঙ্গেরের একজন সাহেব আফিসের [illegible] ২। ৩ বার করিয়া প্রজার নিকট লাইসেন্স টাক্স আদায় করেন, এইরূপ জনরব এদেশের বাবুর কর্ণগোচর হইলে তিনি উহার নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে দশ টাকা দণ্ড পড়ায় বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। আপাততঃ অপরাধটী জামিনে খালাস থাকিয়া আপীল করিয়াছেন।

জামুই নামক স্থানের সন্নিকটস্থ একজন বণিকের পুত্র সংসারের সমস্ত অপহরণ করিয়া মদ্য পান করিত। বণিক এক দিন এ বিষয়ের জন্য পুত্রকে তিরস্কার করাতে পুত্র পিতাকে প্রহার করে। ইহাতে পিতা, পুত্রের নামে আদালতে অভিযোগ করিলে পুত্র অঙ্গীকার করিয়া আর এমন করিবে না বলাতে উভয়ে মকদ্দমা উঠাইয়া লয়। এই অভিযোগ হওয়ার পুত্রের, পিতার উপর এবং তাহার মেসো আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়াতে তাহার উপর মর্ম্মান্তিক রাগ থাকে। দুরাচার, পিতা এবং মেসোকে বধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া এক দিন মেসোর একটী শিশুসন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলে। বিচারে দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে গত সপ্তাহে উহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

জামির সিং নামক একজন মুঙ্গের জেলের পাহারাওয়ালার নাম স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনেরলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। দরখাস্ত এই ভাবে লিখিত ছিল— আমাকে স্থানান্তরিত করা হউক, অথবা নাম কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হউক, আমি বড় কষ্টে আছি। ইনস্পেক্টর জেনেরল তাহাকে ডাকিয়া কি কষ্টে আছে জিজ্ঞাসা করাতে কহে—আমি ঐ সব কাজ জানিই না এবং আমার স্থানান্তরিত হইবার কোন কারণ নাই। পরে কে দরখাস্ত লিখিয়াছে, অনুসন্ধানে বাহির করিতে প্রকাশ হইয়াছে, দরখাস্ত খানি কয়েদী [illegible] আলি নামক এক ব্যক্তির হস্তলিখিত। সে কেন লিখিয়াছে, তাহা কিছু প্রমাণিত হয় নাই।

পূর্ব্ব [illegible] রেলওয়ের লুপ লাইনের জেলিয়া ও [illegible] মধ্যে, কিছু দূর পর্য্যন্ত রেলের রাস্তা জলে [illegible] হইয়া যাওয়াতে আপাততঃ ট্রেন গমনাগমনের অসুবিধা হইতেছে।

জামালপুর ওয়ার্কশপের অতি কঠিন নিয়ম; পাছে উহার শ্রমজীবীরা লোহা লক্কড় চুরী করে, এই আশঙ্কায় গেটে পাহারা বসান আছে। পাহারাওয়ালা কোন শ্রমজীবীকে কারখানা হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলে অগ্রে তাহার পা ঝাড়া, গা ঝাড়া এবং কোমর টিপিয়া দেখিয়া, তবে বিদায় দেয়। কিন্তু তথাপি চুরী করিতেছে ছাড়ে না। সম্প্রতি এক ব্যক্তি তাহার [illegible] অপহরণ করিয়া ধৃত হওয়াতে বিচারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে।

অন্য প্রদেশের কয়েক দিন এখানে প্রচুর বারি বর্ষণে পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছে।

শান্তিপুর।

শান্তিপুরের অন্তঃপাতী গ্রামে ... কোন ব্যক্তির একজন হিন্দু সধবা রমণীর দুইটী উপপতি ছিল। কিন্তু তাহার স্বভাবতঃ ... উপপতির কিছুকাল বিভিন্নরূপ উপভোগ্যের উপভোগ করে; অথচ পরস্পর পরস্পরের উপপ্রণয়ের কোন অনুসন্ধান পায় না। একদা ঐ ব্যভিচারিণীর প্রথম উপপতি সংগোপনে উপপত্নীকে কহিল যে "প্রিয়ে! অপরিমিত সংগোপনে উপপত্নীর উপভোগ করিয়া আকাঙ্ক্ষানুরূপ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, অতএব তোমার পতিকে সংহারপূর্ব্বক উপপত্নীর সঙ্গে পরিণয়ে থাকাই উচিত। ব্যভিচারিণী উপপত্নীর এই বিধায়ক প্রস্তাবে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সম্মতা হইয়া কহিল যে, অদ্য রজনীতে আমি যখন স্বামী লইয়া শয়ন করিব, তখন তুমি সংগোপনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং শাণিত অস্ত্রে তাহাকে নিঃশঙ্কপূর্ব্বক নিহত করিয়া আমাকে লইয়া সুখে কাল কাটাইবে।" কুলটার সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া ১ম, উপপতি স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর দ্বিতীয় উপপতি উক্ত যুবতীর নিকটে যথাকালে উপস্থিত হইল, তৎক্ষণাৎ রমণী অজ্ঞাতে গমন করিয়া তাহাকে ঐ পরামর্শের কথা বিস্তারিতরূপে জানাইল এবং কিছুকাল তাহার সহিত হাস্য কৌতুকাদি করিয়া যথাকালে তাহাকে অস্ত্রপাণি হইয়া আসিতে বলিল। ২য়, উপপতি উপপত্নীর ঐ প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্তোষপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে গমন করিল। এদিকে রাত্রি কামিনীকান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন। অনন্তর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইলে আপন আপন কার্য্য দেখা দিলেন। যুবতীরা প্রদীপাদি জ্বালিয়া ও গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া স্বামীদিগকে গ্রহণ করিয়া লইলেন। এদিকে রজনী ক্রমে গভীরা হইয়া উঠিল, কুলটা উপপতির স্বামী লইয়া বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ রমণী তাহার স্বামীর অজ্ঞাতে শয্যা হইতে উঠিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিল। ঐ সময় তাহার স্বীয় উপপতির আগমন প্রতীক্ষায় পরিচ্ছন্ন বাহির করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার ১ম উপপতি অস্ত্রপাণি হইয়া আগমন করিল, তৎক্ষণাৎ ব্যভিচারিণী তাহাকে সঙ্কেত করিয়া গৃহের মধ্যে আনিল ও তাহাকে গৃহের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল, কিন্তু অন্ধকারবশতঃ সে তাহা বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে তাহার ২য়, উপপতি ঐরূপ অস্ত্রপাণি হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং উপপত্নীর ১ম উপপতিকে পতি বিবেচনায় ২য় উপপতি অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে ১ম উপপতিও তাহাকে উপপত্নীর পতিভ্রমে আঘাত করিতে লাগিল, সুতরাং তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ব্যভিচারিণী উপপতিদ্বয়ের লোমহর্ষণ যুদ্ধ দর্শনে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাহাকেও কিছু করিতে পারিল না। উপপতিদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই রণক্ষেত্রে পতিত হইল। একজন তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল, অপর ব্যক্তি অল্পকাল বাঁচিয়া থাকিয়া গ্রামস্থ লোক ও চৌকিদার নিকট ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত এজেহার করিয়া মরিয়া গেল। ঐ সময় ব্যভিচারিণীর স্বামীও তথায় উপস্থিত ছিল। স্থানীয় পুলিস উভয় মৃতদেহ যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়া ব্যভিচারিণীকে বিচারার্থ যথাস্থানে চালান দেয়। সেখানে তাহার অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে এক্ষণে ঐ ব্যভিচারিণী সেশন সোপর্দ্দ হইয়াছে। সেসন বিচারে উহার যেরূপ দণ্ড হয়, তাহা জানিয়া পরে লিখিয়া পাঠাইব।

কয়েক দিন হইল, এখানকার ডাক্তার অভয়াচরণ বাগচী একটী দেওয়ানী মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। ঐ মকদ্দমায় বাগআঁচড়ের মুখোপাধ্যায় লোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদী ছিলেন। মকদ্দমাটিতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই বিস্তর অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়াছে। ডাক্তার বাবু এই মকদ্দমা জিতিয়া একখানা জমী দখল পাইয়াছেন। সেদিন মুন্সেফী আদালতের একজন পেয়াদা ঐ জমিতে বাঁশগাড়ি করিতে আসিয়াছিল। এই উপলক্ষে বাদী ডাক্তার বাবু একটী ঢাকঢোল, এক জোড়া করতাল ও একজন পুলিস প্রহরী লইয়া বিবাদী জমীতে বাঁশগাড়ি করিয়াছেন। ঐ আখড়ার বাঁশের উপর ঝুড়া, ঝাঁটা ও জুতা বাঁধিয়া বাদী সাধের আশা নিবারণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঐ দিবস প্রতিবাদী যদি সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে কি দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত না?

এই শান্তিপুর নগরে প্রতিদিন কত লোক কত বিবাদী ভিটাতে বাঁশগাড়ি করিয়া দখল লইতেছে, কিন্তু কখন কাহাকেও ত ঐরূপ বেআদবাচরণ করে নাই। ঢাকঢোল ও করতাল না বাজাইলে ও বাঁশের উপর ঝুড়া ঝাঁটা না বাঁধিলে কি বিবাদী জমী দখল করা হয় না? ডাক্তার বাবু এই নূতন দখল প্রণালী আবিষ্কার করিলেন সত্য, কিন্তু কেহ তাঁহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিলেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

বর্ষাকাল সমুপস্থিত, এ সময় এখানকার মিউনিসিপালিটীর রাস্তাঘাটগুলি দেখিলে অন্তঃকরণে যুগপৎ দুঃখ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। কিন্তু উচিত কথা কহিলে কমিশনর বাবুদের সহিত বিবাদের মনোমালিন্য ঘটে, একারণ সকল সময় আমরা মনের কথা খুলিয়া বলি না। যাহা হউক, বর্ষাকালে যে সকল রাস্তাঘাটের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মতিগঞ্জের ঘাট অবধি ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত রাস্তাটীই আমাদের প্রধান উদাহরণ। সামান্য বৃষ্টিতেও এই রাস্তা দিয়া লোকের গমনাগমন হয় না, এমনই কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠে। গোযানাদি গাড়ীর ত কথাই নাই। আমরা প্রতিদিন ঐ রাস্তার উপর নরনারীর যে সকল কষ্ট দেখিতে পাই, তৎসমুদায় লিখিতে দুঃখে কাতর লেখনীও আড়ষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু স্থানীয় কমিশনর বাবুরা উহার কখন প্রতীকার চেষ্টা পান না, ইহাই আমাদের যুগপৎ দুঃখ ও ঘৃণার কারণ।

দার্জ্জিলিঙ্গ।

এখানকার দুর্নামগ্রস্তদিগের আগুন লাগিয়াছে। কমিশনারি এই চিঠিকে পড়িয়া কোন কোন লোক নিতান্ত বাধিতাস্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। উঁহার মধ্যে ভাল মন্দ দুই প্রকার লোকই আছে সন্দেহ নাই, মন্দের মধ্যে কোন্ ভাল যে শাস্তি পায়, ইহা সকলে অবগত আছেন। এখানে আমরা তাহার নিদর্শন পাইতেছি। দশ আকাশের গুরু উপলক্ষে পাহাড়বাসীর এক অল্প লইয়া গেল, সমস্ত সহস্র নির্ভীক আনন্দে ঢাকী ঢুলি মধুর প্রবল নীতে অঙ্গে বস্ত্রাদ্যে শয়ন সকলে সাজিয়া গেল, অনেক সাহেবাদি উঠে ও অবাধে বসতে করিয়া গেল, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বিলক্ষণ নিরাহার্য্য হইল; কিন্তু কতকগুলি দুষ্ট কেরাণী সুশ্রাল কুকুরের ব্যবহার দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। শুনিতে পাই, কেহ কেহ টাকা লেখনে "দিতে" চুকিয়া ২০০০০ টাকার ডাকের মোড় মারিয়া বড় লোকে সকল সাহেবের দিয়া সব পড়িয়াছেন। এ লইয়া জিলায় ও পুলিস কমিশ বিষম বিভ্রাটে তল্পুগুল পড়িয়া গিয়াছে। কোন এক জন এদেশীয় কর্ম্মচারীর মকদ্দমা তদারক করিবার সময় তাহার বাক্সমধ্যে এখানকার কোন কোন বড় বাবুর নামে টাকা দেনা পাওনা লেখা থাকায় তাহার বাড়ী খানা তল্লাসী করা হইয়াছে, এবং তাহার মকদ্দমা হইতেছে। দেখিতে দেখিতে আর একটী বাঙ্গালী বাবু কিছু টাকা জমা দিয়ে এখনও ওয়ারেন্ট জারি হইয়াছে। এই অবসরে কলিকাতা হইতে মেজর ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া বিশেষ তদন্ত করিতেছেন। এবং

সেরূপ দেখা যাইতেছে, যাহা হয় এতদিন পরে কমি-শনিয়েট বিভাগের এবার পক্ষে ভার হইবে। যত দিন কমিশরিএট পুরাতন পথা পীড় থাকিবে, ততদিন উহার ভাল ব্যবস্থা হইবে না। ভাল করিয়া একবার ভেঙ্গে পরোক্ষাব করা হউক, অনেক গৌড়ি গুদামের সঙ্গে [illegible] পড়িয়া যাইবে। এ রূপে মোটা মোটা বাবৎ বেতাল আছে, যাহাকে সেগুলি ধরা পড়ে গবর্ণমেন্ট উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এবার তাড়াতাড়ি যত্নবান হইবার আশা বোধ হয় অনেকেই [illegible] যাইবেন। অতএব কমিশরিয়েট বিভাগের এক জন প্রধান কেরাণী [illegible] দেখিয়া কিছু দিনের ছুটী লইয়া [illegible] পার হইয়া গিয়াছিলেন, প্রাণপণ পার হইলেই এক প্রকার মুক্তির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দিলেন না, তথায় মস্তক মুণ্ডন করিতে না করিতে তাঁহার খবর দিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হইবার হুকুম জারি হয়। এখানে আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাঁহার সমুখে তাঁহার বাটী খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে, কেবল [illegible] সন্দেহজনক কাগজপত্র লইয়া পুলিশ চলিয়া গিয়াছে। বড় বাবু স্বয়ং মুর্তিমান অঙ্কার। তিনি [illegible] সব অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া [illegible] উপর কোপ পড়িয়াছে, তাঁহাদের খানাতল্লাসী হইয়াছে, এবং তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট জারি হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত [illegible] শাস্তি পায়; কিন্তু [illegible] পড়িয়া যথার্থ দোষী মুক্তি না পায় এবং [illegible] যেন মারা না পড়ে। এই উদ্দেশে [illegible] কমিশরিয়েট বিভাগে [illegible] আসিয়া যায়, সেইরূপ অবলম্বন হউক। [illegible] বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজকোষের অর্থ [illegible] করিয়া " উপরি পাওনা " বলে " [illegible] " [illegible] তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া এখনকার [illegible]। এ সম্বন্ধে সবিস্তার পরে লিখিতেছি। [illegible] কমিশরিয়েট কার্যালয় [illegible] আছেন [illegible] ছাড়িয়া দিয়া এখনকার [illegible] তাহাদের সম্বন্ধে একটা স্থানীয় [illegible] এবং [illegible] লোকের পরিচয় তাহার সংবাদ রাখে। এখন [illegible] টাকাগুলি তুমি উকীল মোক্তারের [illegible] এরূপ যদি অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। যার শাস্তি তাহা যাহার [illegible] একটা অতিথিশালা ও হইবে। এই বেলা কিন্তু মায়া কাটাইয়া উদারতা অবলম্বন করিবার সময়।

ইতিমধ্যে একটু প্রীতাদিকা প্রযুক্ত কয়েকজন ইউরোপীয় ডাক্তারের মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমরা [illegible] অপেক্ষা করিয়াছিলাম, তদ্রূপ শীঘ্র হয় নাই। এখানে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় লু চলে না। দিবসে যেমন একটু গ্রীষ্ম বোধ হয়, রাত্রে তেমনি শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া শরীর সুস্থ করিয়া থাকে।

এখানকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। [illegible] অনেক স্থানের তুলনায় [illegible] বিশেষ স্বাস্থ্যকর তাহাতে সন্দেহ নাই। [illegible] হইতে বহু লোক এখানে উঠিয়া আসিয়াছে এবং [illegible] আসিতেছে। সহর দিন দিন লোকপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, একখানা বাটী সমস্ত [illegible] জন্য [illegible] [illegible] মতো উহা [illegible]। [illegible] এই সময়ে [illegible] [illegible] এখানে [illegible] বোধ হয়, কিন্তু দিন পরে [illegible] [illegible]। এখানকার [illegible] অপর দিকে [illegible] সম্মুখে [illegible] [illegible] খুব [illegible]। এখানকার [illegible] [illegible] খুব প্রাপ্ত [illegible] এখানকার [illegible] জন্য অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। [illegible] [illegible] স্বরূপ হইল। এখানে একটী [illegible] হইবে। এ সামগ্রী সমস্তাপেক্ষা [illegible] হইতে দুরি [illegible] হইবার করিয়া [illegible] করিতেছে। ইউরোপীয় অনেক লোক [illegible] দিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

আমরা [illegible] কয়েকটী বাঙ্গালি মহাত্মের [illegible] করিলাম। তাঁহারা এখানে বেশ [illegible] আছেন। [illegible] [illegible], কিন্তু তাঁহারা [illegible] [illegible] কাজ [illegible] পারি না, কিন্তু [illegible] [illegible] প্রীতি লাভ করিলাম।

উলাবাসীর অনধ

[illegible] উলাবাসীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা [illegible] কাষ্ঠের [illegible] দ্বারা [illegible] এবং উলাবাসীর [illegible] অনেক [illegible] [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায় বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় বাবু অমদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] স্বর্গীয় মহাত্মা বামনদাস বাবুর পুত্র [illegible] মুখোপাধ্যায় ও বাবু [illegible] আবাসভূমি। যে গ্রামে বাটীর পথে [illegible] ও গলীতে কাঁচা আছে, ইহা সামান্য [illegible] বিষয় নহে !! যে সকল মহাত্মার নাম উল্লেখ করা গেল, তাঁহারা সকলেই অতুল [illegible]। ইঁহারা মনে করিলে এক এক জনেই [illegible] করিয়া দিতে পারেন। আমরা [illegible] করি, উলাবাসীগণের [illegible] ও [illegible] হইয়া এই রাস্তাটী পাকা করিয়া দিয়া সর্বসাধারণ প্রাণাণের [illegible] আশীর্বাদ [illegible] হউন। [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] তাহা হইলে [illegible] মধ্যেই সেই টাকা হইতে [illegible] পাকা হইয়া যায়।

" আছে যার [illegible] চিরকাল," আমরা [illegible] উলাতেও এখনও মিউনিসিপালিটী আছে, অথচ এখানে [illegible] নাম [illegible] মিউনিসিপালিটী বঙ্গদেশের আর কোথাও আছে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। রাস্তা ঘাট [illegible] জন্য, [illegible] নিবারণ, [illegible] [illegible] মিউনিসিপালিটীর [illegible], এবং মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষেরা [illegible] [illegible] শরীর [illegible] করিয়া উহা [illegible] করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমরা [illegible] থাকাতে [illegible] [illegible] [illegible] আবার [illegible] অনাদরণ কারণ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উলাবাসীগণের [illegible] মহাশয়কে [illegible] [illegible] কি কিছু [illegible] বাবগ্রামের [illegible] [illegible] মিউনিসিপালিটীর [illegible] [illegible] মহোদয়কে উলাবাসীর [illegible] মিউনিসিপালিটির [illegible] [illegible] করিতে [illegible] অনুরোধ করিতেছি।

সম্প্রতি [illegible] একজন জমীদার তাঁহার একজন [illegible] আমলা [illegible] মুখোপাধ্যায়ের [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] আদালতে [illegible] [illegible]

ছেন। বিচারের ফলাফল পরে পাঠকবর্গকে জানাই-বার ইচ্ছা আছে।

[illegible] এখানকার পোষ্ট আফিসের পোষ্টমাষ্টার [illegible] একজন বয়স্ক শুদ্র ছাত্র [illegible] করিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হই-য়াছে। বালকটীকে আমরা মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য [illegible] ডাক্তার বাবুর [illegible] প্রেরণ করা হই-য়াছে।

আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, এখান-কার [illegible] বিদ্যালয়টীর অবস্থা ভাল নহে। আমরা ভরসা করি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি মহাশয় এ বিষয়ে [illegible] মনোযোগী হইবেন।

আজ কাল এখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হই-

চন্দননগর—৩১ এ জুলাই।

গত ২৬ এ জুলাই সাধারণ তন্ত্রের কর্তৃত্বে উপ-লক্ষে ফরাসী গবর্ণমেণ্টে প্রায় দুই সহস্র লোকের জনতা হইয়াছিল। ঐ দিবস প্রাতে প্রথমে দুঃখী লোকদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে এক আনা করিয়া দান করা হয়, তৎপরে ময়দানে একটী দীর্ঘ কাষ্ঠ [illegible] কাষ্ঠের খুঁটি পুঁতিয়া, তাহার উপর চক্রাকারে একটী বেষ্টন দিয়া তাহার চারি দিকে বস্ত্র জামা জুতা অন্যান্য বিলাতী দ্রব্য ঝুলাইয়া দিয়া সাধারণকে জানান হয়, যে উক্ত খুঁটির উপরি স্থিত দ্রব্যাদি যে কেহ লইতে ইচ্ছা করে, উঠিয়া লউক। কিন্তু খুঁটির সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখান থাকায় কেহই উঠিতে পারে নাই, শেষে অতি কষ্টের পর একজন [illegible] সমস্ত আহরণ করিল। অপরাহ্নে [illegible] সমস্ত [illegible] একজন ইতর লোক লইয়াছিল। [illegible] কাণা [illegible] এবং [illegible] কয়েক ইতর ব্যক্তি পাইয়াছিল। শেষ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার মাঝীদিগের নৌকার বাচ খেলান হয়। [illegible] মাঝী নৌচালনে দক্ষতা দেখাইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই পাঁচ দশ টাকার পুরস্কার পাই-য়াছিল। তৎপরে রাত্রিতে বাজার চারি দিকে আলো দেওয়া হয়, এবং অনেক প্রকার বাজী পোড়ান হয়। শেষে [illegible] তোপধ্বনি হইয়া [illegible] শেষ হয়।

গত [illegible] এ জুলাই গোন্দলপাড়ার একজন যুবক এখানকার [illegible] থানার [illegible] উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। [illegible] দুই দিবস পূর্ব্বে ঐ স্থানের এক জন স্ত্রীলোক উক্ত যুবকের উপর চুরী দাবী দিয়া নালিশ করে। পরে ঐ দিবস [illegible] হইয়া থানায় আটক থাকে, শেষে [illegible] হইয়া স্বীয় বস্ত্র গলদেশে বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ক্রমে এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ যুবকের বাটীতে যাইলে উহার ভ্রাতা এই বলিয়া পুলিসের উপর দাবী দেয় যে, থানার লোকে গুরুতর আঘাত করায় মরিয়া গিয়াছে, শেষে পুলিস আত্ম-দোষ ক্ষালনার্থ মিথ্যা কহিয়া উহাকেও বাধিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষায় অমূলক প্রমাণ হওয়ায় থানার লোকেরা অব্যাহতি পাইয়াছে।

এখানকার নূতন হাঁসপাতাল মেরামতের জন্য পণ্ডিচারীর গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার মঁসিয়ে [illegible] সাহেব এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ ই ও ১৯ ই এখানে ভয়ানক বৃষ্টি হই-য়াছে। রাস্তাঘাট প্রভৃতি জলময় হইয়াছে, এবং কতকগুলি [illegible] পড়িয়া গিয়াছে। পুষ্-করিণী এখনও প্লাবিত হইতেছে।

[illegible]।

২১ এ জুলাই ১৮৮১।

আমরা অত্যন্ত আনন্দসহকারে প্রকাশ করি-তেছি যে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যে পুরস্কারের কথা ছিল, সেই অব্দের শেষ শ্রেণীর ছাত্র এবং প্রধান পণ্ডিত [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন ঘোষাল ৪টী স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ১৬ টাকার একটী অঙ্গুরীয়ক ও নগদ ৩০ টাকা পাইবার কথা। কিন্তু তিনি স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক ও নগদ দশ টাকা পাইয়াছেন, অবশিষ্ট ২০ টাকা পান নাই। আশা করি বিদ্যোৎসাহী ডেপুটি ইন্সপেক্টর [illegible] অবশিষ্ট দান করিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

বালেশ্বর [illegible] জালালপুর [illegible] ১২ হাত লম্বা একটা কেউটা সাপ একজন মনুষ্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

১০ ই জুলাই বালেশ্বরস্থ উৎকল দর্পণ নামক সংবাদ পত্রের প্রেস হইতে নগদ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যে প্রায় ১৫০ টাকা চুরী গিয়াছে।

[illegible] সব ডিভিসনের অন্তর্গত [illegible] জঙ্গলে একটী অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গিয়াছে। অতি অল্পদিন হইল বেলা ৩য় ঘণ্টা হইতে ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাকড়সা জালের মত অথচ ঘন এবং শ্বেতবর্ণ [illegible] ও বিস্তৃত একটী পদার্থ বায়ুবাহী উড়িয়া যাইতেছিল। ইহা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

এ বৎসর চাসের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। শ্রাবণ মাসে [illegible] করিলে সেই নয়নমনোহর শস্যের শ্যামল শোভা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল সমস্ত ক্ষেত্র জলপূর্ণ সাগরতুল্য [illegible] দৃষ্ট হয়। [illegible] লোকে [illegible] পূর্ব্ব বৎসর মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible] সোমপ্রকাশের [illegible] এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের [illegible] যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, কৃপা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—তিনি কাহার নাম, কত টাকা পাঠাইলেন [illegible] মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিঅর্ডর [illegible] জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা [illegible] বাবু [illegible] দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম প্রমাদে [illegible] সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্মচারিরা গ্রাহকের নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না, সুতরাং তাঁহা-দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের বিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনার পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,

যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ✓০ আনা, তাহার পর /০ আনা ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক অচিরে এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ✓১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্মবাসনাখ্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ✓০ দুই আনা।

সুবাস্তু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক কৌটার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাময়, ক্রিমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১।০
প্যাকিং খরচা	/০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই এক বহু-প্রশংসিত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাসরোগ, অজস্র নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ একেবারেই বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতের স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ কৌটার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ✓০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন :

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অনুকূলকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মৌ: মহেন্দ্রনাথ দে কভেনেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যগোপাল গোস্বামী, কবিরাজ সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার একটী শিশু সন্তান বয়ঃক্রম আড়াই বৎসর জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি ঔষধ সেবন করানতে বায়ুউৎপন্ন হইয়া তৎকর্ত্তৃক বাক্যরোধ অবসাদ হয় এবং জ্বর থাকে। আমি দুই মাস ধরিয়া বৈদ্যমত ও এলোপেথিক এবং হোমিও পেথিক মত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে সিমলানিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি। কবিরাজ মহাশয় দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে এবং বহু যত্নে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমার সেই শিশু সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।
সাং ইটালিরোড দ্রোণ।

বুক এণ্ড মরে।

৩২ টাকা মূল্যের ইংলিশ ওয়াচ কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা ওপেন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। বহু প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহারাই কেবল অাছে বিলাস অথবা কেবল কল, যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিশ ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) যাহা কেহ আনয়ের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফ। সিল্ভর এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলে যুক্ত চসমা ও নিউট্রাল এবং বিশিষ্ট আই গ্লিসারীনের মূল্য ৫০ ও ততোধিক মূল্যে। সহজে বহির্ভুক্ত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ১০ টাকা।

মেরামত।

ঘড়ি, চক, গ্রামোফোন, বাদ্য যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উক্ত এক্ষণে যাবৎ ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

দুজন এণ্ড সন্স ৮। ১ ডেকার্স লেন—কলিকাতা।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও দাতাদের অভিমত ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

যিনি এক নিমেষে অনায়াসে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টকার্ড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার
শ্রীরামপুর।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া অং শিরঃপীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অম্লশূল, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র বাবার এণ্ড কোং জহুরবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনাস্থ বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৩০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ১৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৩।০ টাকা আর বৈষ্ণব দর্শ প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ১৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৩।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদি কম্প, অপবিত্রতা, মানসিক বিকার, অস্থিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা জোয়াল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৮ ই এপ্রেল } শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ২৪ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন তালুকদার—মণ্ডমাখিলা		১০
” ” অধরচন্দ্র দাস—পীরপৈন্তি		৫
” ” সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাকিনীয়া		৫
” ” নিত্যানন্দ সরকার—মালদহ		৭
” ” দুর্গাপ্রসাদ মিত্র—বড়বাজার		৫।০
” ” মদনচন্দ্র বিশ্বাস—ফরিদপুর		৭
” ” চন্দ্রকান্ত আচার্য্য—মহাদেবপুর		৭
” ” নারায়ণগঞ্জ লাইব্রেরি		৭
” ” সোমড়া লাইব্রেরি		৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, রেজিষ্টারি চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ⁄০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সমাচার যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "মবমলতা" প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সহেতুঃ স্থিতিমতী ন জীবতা" ৪০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৩২ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ১৬ ই আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৫০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

'সএব পুরুষোধন্যোজয়কালীস্বশোভনঃ।'

নূতন লব্ধ ও পরীক্ষিত ঔষধ।

১ম—শান্তিনিবাস।

এটী অম্লরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, এই ঔষধ সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগের যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

সপ্তাহের মূল্য	১০
মাশুল	।০
প্যাকিং খরচ	৵০

২য়—শান্তিবিলাস।

এই প্রাকৃতিক ঔষধের দ্বারা অম্ল, আম, ক্রিমি, বমন ও শিরঃশূল আরাম হয়। আর নবজ্বর, কাশী, গ্রহণী, অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময় অজীর্ণ দোষ, আমাশয়, রক্তামাশয়, অর্শ, সামান্য বাত, কুচকি, বাগি, ও তজ্জনিত জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা রোগ বিশেষে ১ সপ্তাহ হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে বিশেষ প্রতিকার করিয়া থাকে।

সপ্তাহের মূল্য	।৵০
মাশুল	।০
প্যাকিং	৵০

৩য়—শান্তিসাগর।

এই আরোকে অম্লশূল, অম্লরোগ, বাত ও বাতজ্বর, অজীর্ণ দোষ ও ক্রিমিরোগ আরাম হয়। ৩। ৪ বোতল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ২৫। ৩০ বৎসরের অম্লরোগ একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রমাণ বোতলের মূল্য	।০
মাশুল	১।০
প্যাকিং	।০

৪র্থ—শান্তিরস।

এটী প্রাকৃতিক আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌষধ। ইহাতে নবজ্বর হইতে বিবিধ বিকার, শাখা ঘটিত বাত, মেহৈবাত, আঘাতজনিত বেদনা, অম্লরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাশুল ও প্যাকিং ২ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ ও বয়স লিখিয়া ভবানীপুর চক্রবেড়িয়ার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে প্রাকৃতিক ঔষধালয়ে বা কলিকাতা পর্বতক ডাক্তার বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। শিশি বা বোতলের উপর উক্ত গ্রাহকদের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ লইবেন না।

কণ্ঠ সংগীত।

প্রথম ভাগ।

গুরুপদেশ বিনা খেয়াল ধ্রুপদ ও অনুরাগের গীত শিক্ষা করিবার সহজ উপায়।

নিম্নলিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷০ আনা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল টেক্‌নিক বিনয়ি।

বিঃ আশুজী এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ২০ নং।

কেনিং লাইব্রেরি কলিকাতা পটোলডাঙ্গা।

চক্রবেড়িয়া ভবানীপুর অঘোরনাথ দাসের দোকান।

কালীঘাটের পোলের পশ্চিম ঢেঙ্গা শীল্যস্থক দাসের পুস্তকের দোকান।

পাইকপাড়া নর্সরি।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এবং উত্তম বড়বড় ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের শাবল এখান হইতে সর বরাহ হইয়া থাকে। কৃষিবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ডাকমাশুল সমেত ২।০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটালগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৮০ রকমের শবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের অর্দ্ধ ১ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিক্রয় করিতেছি।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অম, বাতজ্বর, পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ প্রায়, ১০। ১২ বৎসর হইতে ডাক্তারগণের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া তিনি অব্যর্থ ফলে, ফলে একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আছে। এই বিষয়ের প্রশংসা পত্র সহিত "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "ভারতী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে

... ... হে । একাণ সেই সেই ঔষধগুলি ... ... উক্তাদের পাওয়া যায় ।

... ... মেডিকেল কলেজের যে বহু দিবস হইতে ... ... হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা ... ... করিয়াছেন ইহা অনেকেই অবগত ... একণে ... ঔষধ ... ... সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, ... কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল ... টিকিটের টাকা এবং ডাক খরচ বাব আনা ... দিয়া এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত হইতে পারা ... হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে ... এবং সকলে খাওয়া যায়। ইহাতে আহারের কোন অনিষ্টজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই ।

এই ঔষধ কলিকাতার, ... নং ভবনে সাধারণ পুস্তকালয়ে সকল সময়ে পাওয়া যায় ।

প্রেরিতপত্র ।

সেতারবাদ্যে পিলুরাগের স্বর গ্রামসাধন ।

সম্পাদক মহাশয় ! বঙ্গীয়-সঙ্গীত-বিদ্যোৎসাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের প্রণীত যন্ত্র ক্ষেত্রদীপিকা, অর্থাৎ সেতার শিক্ষা বিষ- যক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভ্রম বশতই হউক বা প্রকৃতই হউক, নিম্নলিখিত কয়েক স্থলে আমার অসন্তোষ বোধ হওয়ায় সেই ভ্রম সংশোধন মানসেই প্রকাশের এই প্রবন্ধের অবতারণা। একণে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে এবং সঙ্গীতোৎসাহী সজ্জন পাঠকগণ আমার ভ্রম দূর করিলে বাধিত হইব।

ক্ষেত্রদীপিকার ৩১ পৃষ্ঠার ৭। ৮ পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে "দ্বিতীয় পর্দ্দায় নায়কী তার চাপিয়া যে উদারার পঞ্চম হয়,সেই পঞ্চম কাঁড়াতারের ষষ্ঠ পর্দ্দায় চাপিলে প্রকাশিত হইবে।" এখানে আমার বক্তব্য এই যে পর্দ্দার এবং মুদারার মধ্যস্থিত ছটী শ্রুতির অনুরোধে উদারার ধৈবত প্রতিপাদক তৃতীয় পর্দ্দা এবং নিষাদ-প্রতিপাদক পঞ্চম পর্দ্দার মধ্যস্থলে তিনটী শ্রুতি থাকায় পঞ্চম পর্দ্দাটিকে ১ শ্রুতি কোমল করিয়া মধ্যম স্বর সম্পন্ন করায় ঐ কোমল নিষাদ প্রতিপাদক ৪ র্থ পর্দ্দা হইতে মুদারা গ্রামের ষড়জ অর্থাৎ ৬ ষ্ঠ পর্দ্দা পর্য্যন্ত তিনটী শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে। কারণ,প্রকৃত নিষাদ হইতে ষড়জ পর্য্যন্ত দুইটী শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। এস্থলে পিলুরাগের ৬ ষ্ঠ পর্দ্দায় ত্রিশ্রুতি আঘাত করিলে কিরূপে প্রকৃত পঞ্চম স্বর সম্পন্ন হইতে পারে? মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যস্থলে চারিটী শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে, এখানে ষষ্ঠ পর্দ্দার কাঁড়া তারে পঞ্চম সম্পন্ন করিলে মধ্যম এবং ঐ পঞ্চমের মধ্যবর্ত্তী স্থানটী কি ৩ টী শ্রুতি বিশিষ্ট হয় না?

ঐ গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠার ১৪। ১৫ পংক্তিতে লিখিত আছে যে "নায়কী তার চাপিয়া ৮ ম পর্দ্দায় মুদারার গান্ধার। ঐ মুদারার গান্ধার কাঁড়াতারে ১২শ পর্দ্দায় সম্পন্ন হইবে।" এখানে দেখা যাইতেছে যে ষড়জ হইতে গান্ধারে ৫ টী শ্রুতি নিরূপিত আছে, এদিকে মুদারার পঞ্চম প্রতিপাদক ১১শ এবং ধৈবত প্রতিপাদক ১৩ শ পর্দ্দার মধ্যে ৪টী শ্রুতি পাওয়া যায়। এমত স্থলে ঐ ১২শ পর্দ্দায় পিলুর ভাবে মুদারার গান্ধার সম্পন্ন করিলে ঐ গান্ধারটী প্রকৃত হয় কি ১ টী শ্রুতি হীন হয়? পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উক্ত গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠার ১১। ১২ পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে "নায়কী তার চাপিয়া ১১শ পর্দ্দায় মুদারার পঞ্চম কাঁড়া তারে ১৭ শ পর্দ্দায় ঐ মুদারার পঞ্চম হইবে।" এস্থলে তারগ্রামের ষড়জ প্রতিপাদক ১৩ শ পর্দ্দার কাঁড়াতারে মুদারার পঞ্চম সম্পন্ন করিলে উল্লিখিত উদারা গ্রামের পঞ্চমের ন্যায় এ পঞ্চম স্বরটিও বিকৃত অর্থাৎ ১ শ্রুতি কোমল হয়।

উপসংহারকালে আমার বক্তব্য এই যে নায়কী তার অবলম্বনেই হউক, বা পিলুতারে অবলম্বনেই হউক, ষড়জ ঋষভাদি ক্রমে সপ্তস্বর সাধন করিতে হইলে নিরূপিত শ্রুতির অনুসারী হইয়া স্বরগুলি যে প্রকাশ হওয়া উচিত বোধ হয়, তাহা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন; তবে পিলুর তারে স্বর গ্রাম সাধিত হইলে তারগত এবং স্থানগত ভেদজনিত সোপনিশ্রিত নায়কী তার অপেক্ষা পিলুর নিশ্রিত কাঁড়া তারের ধ্বনি কিঞ্চিৎ মৃদু শোনা যাইবে মাত্র।

কমলপুর বেগমকুটী } শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
তারিখ ২৯ এ শ্রাবণ। }

... (প্রতিবাদ)

মহাশয়! বিগত ১১ ই জ্যৈষ্ঠের সোম-প্রকাশে রাউলপিণ্ডির সংবাদদাতা মহাশয়ের পত্র খানি পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। লেখক "হিমালয় প্রদেশ" "বায় লোক, বায় ভাগ, বায় ভুবন জায়" প্রভৃতি বাক্যবিন্যাস করিয়া উপরে বেশ শঙ্কম করিয়াছেন, কিন্তু ভিতরে যে কীর্ত্তন গাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অসাধু, অপ্রকৃত ও পক্ষপাতদূষিত বিদ্বেষভাবে পরিপূর্ণ। তিনি "রাউলপিণ্ডি হিতকরী সভা" শিরোনাম দিয়া এখানকার বাঙ্গালিদিগের আচার ব্যবহার, বুদ্ধি বিদ্যা ও সমাজসংস্কার কতকগুলি অযথা নিন্দা-বাদ করিয়া নিজের অনভিজ্ঞতা ও অসামাজিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত হিতকরী সভাটী প্রায় তিন মাস হইল, লাহোর হইতে নবাগত রেলওয়ে বাবুদিগের ঐকান্তিক যত্নে স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি-রবিবারে উহার নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে। কিন্তু সভার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বলিতে পারি না; বাহ্যিক সভ্যগণের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিচয় পাই নাই। তবে "হিতকরী" এই বিশেষণ বাচক শব্দে বুঝিয়া লইতে হইবে যে সভার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ। যাহা হউক, সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন "এত দিনের পর এখানে একটী সদনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলাম।" "এত কাল রাউলপিণ্ডিতে সাধারণ মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান ছিল না।" ইহাতেই তাঁহার অদূরদর্শিতা ও স্থানীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি যে "নবাগত" উহা তাহাও প্রকাশ করিয়া দিতেছে। ঐ ১৮৫৯ অব্দ হইতে রাউলপিণ্ডিতে প্রথম সভাধিবেশন, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সদনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বে যদিচ রাউলপিণ্ডিতে "হিতকরী" আখ্যাধারিণী হৃদয়গ্রাহক কোন অভিনব সভা নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃতার্থে অনেকানেক উজ্জ্বলতর সভা সংস্থাপিত হইয়া এখানকার বঙ্গবাসিদিগের মধ্যে এক প্রকার সমাজবন্ধন হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞ সংবাদদাতা মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন "রেলওয়ে আপিস সমূহ এখানে উঠিয়া আসা অবধি কোন কোন সদাশয় লোকের উদ্যোগে হিন্দুসমাজের মুখোজ্জ্বলকর এই সভার জন্ম হইল।" তাঁহার লিখিবার উদ্দেশ্য ও ভাবার্থ এই যে পূর্ব্বে এখানে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, পরহিতচিকীর্ষু কোন ব্যক্তি ছিলেন না; নবাগত রেলওয়ে বাবুরা সদগুণে বিভূষিত; তাঁহারা আসিয়া রাউলপিণ্ডিতে সমাজ সংস্কার করিতেছেন, যুবকদের জীবনীশক্তির উদ্দীপন করিতেছেন, পঞ্জাবের ঘৃণিত সন্তানসন্ততির দৈহিক দুর্ব্বলতা দূর করিয়া পঞ্জাবীর আদর্শে তাহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করিতেছেন, পরস্পরের হৃদয়ে একতাভাব সম্বন্ধ করিয়া পরস্পরকে আবদ্ধ করিতেছেন, অর্থাৎ এক কথায় রাউলপি-

দিকে "চাষেন" করিতেছেন। তাঁহারাই মানুষ আসিয়াছেন; অপর সকলে মূর্খ অসভ্য পশুমধ্যে গণ্য! অথচ এখানকার প্রকৃত সংবাদ কিছুই অবগত হইতেছেন না। মাননীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয় যে অত্যন্ত বিবেচনাবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ, সহৃদয় পাঠক ইহাতেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, সংবাদদাতা মহাশয় ও তাঁহার সহচরবর্গ লেখা লিখায় আমাদিগের হইতে উচ্চভাবে আন্দোলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যদি ইহাতে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন হয়, আমরা অপ্রস্তুত নহি।

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে এখানে এমন বিসদৃশ ভাব ছিল যে একজন অপরিচিত বাঙ্গালী আসিলে তাঁহাকে আপন [illegible] দূরে থাকুক, তাঁহার সঙ্গে আলাপমাত্রেও কেহই কথা কহিতেন না। বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে এরূপ বিরূপ ভাব বোধ হয় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এ ভাব এখানে বিলক্ষণ প্রবল ছিল।" ইহা পাঠ করিয়া আমরা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। সংবাদদাতা একখানি প্রধানতম সংবাদপত্রের মধ্যে একটী লেখনী ধারণ করিয়া কিরূপে এরূপ জীবন্ত অসত্য কথাটী পত্রে নিবেশিত করিলেন, বলিতে পারি না। বলুন দেখি, যেখানে এক দিবসে এক স্থানে বসিয়া মাসিক দান [illegible], সাধারণ উপকারার্থে এক সময় টাকা চাঁদা উঠিয়া থাকে, সেখানকার বঙ্গবাসীদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? বলুন দেখি, যেখানে সকাতর বাঙ্গালিদিগের সাহায্যার্থে [illegible] ১০০। ২০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিতেছে, তথাকার বাঙ্গালিদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? বলুন দেখি, যেখানে কোন বঙ্গীয় কুলকামিনী অদৃষ্টবশতঃ পতিবিয়োগ নিবন্ধন নিঃসহায়া হইয়া পড়াতে তাঁহার জন্য সেখানেই অনধিক দুই সহস্র টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তথাকার বাঙ্গালিদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? বলুন দেখি যেখানে [illegible] মাসিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া [illegible] বাঙ্গালিদিগের অধিকৃত [illegible] "কালীবাড়ী" [illegible] হইয়াছে। নিশ্চয় হইতেছে, তথাকার বাঙ্গালিদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? যখন এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন সংবাদদাতা বাবুটি কোথায়; কিম্বা [illegible] বা কোথায় এবং এই লেখনীটি, কিম্বা সংবাদদাতা মহাশয়ই বা কোথায়? এখানকার কালেক্টরিতেই ও অন্যান্য বিভাগের বাঙ্গালি বাবুদিগের যত্ন ও সাহায্যেই এই সকল মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সংবাদদাতা মহাশয় যখন এ সমস্ত লক্ষ্য না করিয়া কেবল কতকগুলি অপ্রকৃত কথা লিখনদ্বারে বিবৃত করিয়া আমাদিগের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে বিশ্বনিন্দক না বলিয়া আর কি বলিতে পারি। নিন্দক [illegible] নিন্দক হইয়াই লেখনী ধারণ করিয়াছেন না বলিলে আমরা [illegible] হইবে, সার কাবুল যুদ্ধের আরম্ভ হইতে অবসান পর্য্যন্ত এখানে অনেকেরই সমাগম হইয়াছে; এমন কি প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাটীতে এক এক সময়ে ১০। ১৫ জন বাঙ্গালী বাবু অনায়াসে আসিয়া ভোজন করিয়া গিয়াছেন। এবং লাহোর হইতে [illegible] আগত লোক [illegible] বাবুদিগের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, তাঁহারা অনেকেই অন্ততঃ এক এক বাঙ্গালীর বাটীতে (১০। ১২ দিন করিয়া) [illegible] বদ্ধ আছেন; বোধ করি তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বলিতে কি, যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন অপরিচিত বঙ্গবাসীর মুখ দেখিতে পাই, আহ্লাদে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আশ মিটে না; অধিক কি, সময়ে ও আহ্লাদে তাঁহাকে গৃহে আনিতে আমাদিগের মধ্যে অনেকেই লালায়িত হয়েন; কারণ আমরা প্রবাসের কষ্ট বিলক্ষণ অনুভব করিতে শিখিয়াছি। আমরা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয় [illegible] [illegible] পারি, কিন্তু অনাবশ্যক। অন্যের বিষয়, আমাদের দেশীয়দিগের সংবাদ [illegible] এ সকল বিরূপ [illegible] নাই।

তৃতীয়তঃ, সংবাদদাতা মহাশয় আমাদের আচার ব্যবহার ও ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। যদিও আমরা দূরদেশে বাস করিতে [illegible] হইয়াছি—প্রবাসে থাকিয়া প্রবাসী হইয়াছি, তথাপি আমরা বাঙ্গালী। আমাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে [illegible] বাঙ্গালীর নিকট [illegible] বিশেষ আদরণীয় হয়। তবে যখন যে দেশে থাকিতে হয়, তখন সেই দেশ প্রচলিত এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা অবলম্বন না করিলে উপহসিত ও লাঞ্ছিত হইতে এবং সময়ে সময়ে কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া পশ্চিমবাসী বাঙ্গালিদিগের [illegible] টী সেইরূপ নীতি দেখিয়া আমাদিগকে "না বাঙ্গালী না পশ্চিমা" [illegible] সংবাদদাতার নিতান্ত অন্যায় ও অদূরদর্শিতার কার্য্য হইয়াছে। অপর, আমরা মাতৃভাষায় পত্রাদি লিখিতে এবং কথা বার্ত্তা কহিতেও অক্ষম, সংবাদদাতা ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি। সংবাদদাতার ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, লেখাপড়া সম্বন্ধে [illegible] সকল সময়ে অবস্থা [illegible] হইয়া থাকে। আজকাল যাঁহারা মাতৃভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা, বঙ্গদেশে, বঙ্গবিদ্যালয়ে, বঙ্গসমাজের অন্তরে [illegible] ইংরাজী শিক্ষার যোগেই হইয়াছেন। [illegible] দোষ [illegible] নাই। যে দোষ ব্যক্তিবিশেষকে স্পর্শিতে পারে না তাহা জাতীয় দোষ। কিন্তু তাই বলিয়া এখানে এমন লোক বহুই আছেন, যাঁহারা মাতৃভাষায় পত্রাদি লিখিতে বা কথা কহিতে অক্ষম। ব্যক্তিবিশেষ [illegible] ১। ২ জনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ব্যক্তির উপর অযথা দোষারোপ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। এখানে [illegible] আছেন। তবে তাঁহারা আধুনিক [illegible] বাবুদিগের মত কায়দাদোরস্ত এবং [illegible] কথা কহেন না অথবা [illegible] তাঁহাদিগের ইচ্ছা হয় না এবং আজ পর্য্যন্ত [illegible] "[illegible] না" ইত্যাদি [illegible] করেন নাই; অপর [illegible] দিগের [illegible] নাই।

উপসংহারে সংবাদদাতা মহাশয়ের প্রতি বক্তব্যের নিবেদন এই যে, কতকগুলি [illegible] করিলেই [illegible] হইতে পারে না। [illegible] না। কোন স্থানের, কোন জাতির, কোন সম্প্রদায়ের বিষয় [illegible] লিখিতে হইলে [illegible] আমূল বৃত্তান্ত [illegible] পরিচিত হওয়া আবশ্যক। [illegible] দিনের পর্য্যটনেই [illegible] অভিজ্ঞ হওয়া যায় না। যিনি এই সকল বিষয় দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী ধারণ করেন, তিনিই যশোভাজন হইয়া থাকেন। অন্যথা লেখক উপহাসের [illegible] হয়েন।

শ্রীঃ—
রাউলপিণ্ডি।

“কুলীনে কন্যাদান।”

অনেক কাল কুলীনগণের সমূহ কুব্যবহার বালক [illegible] বিবাহ-বাজারে যেরূপ প্রতিদিনে [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন, এক একটী [illegible] কন্যা সম্প্রদান করিতে কন্যার পিতা [illegible] অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ও অন্যান্য [illegible] হয়; এবং তজ্জন্যই দিন দিন সমাজের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিতেছে; আমরা সেই বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিগত ১৪ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে “পাপকর্ম্মা কেন” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া গত ৮ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। পত্র খানি যেরূপ দীর্ঘ, সেরূপ আদরণীয় যুক্তিপূর্ণ নহে। তাহার অধিকাংশই “কুলমর্য্যাদা কুলীনের অন্যায় স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। অগত্যা তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইল।

“কুলীনে কন্যাদান সর্ব্বনাশকর” বলিয়া আমরা সাধারণ কুলীনগণকে নিন্দা করি নাই। আমরা সমুদায় প্রস্তাবটীর মধ্যে যে অর্থে কেবল মাত্র “কৌলীন্য প্রথা বড় অনিষ্টজনক” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম; যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তারাপ্রসন্ন বাবু দীর্ঘ পত্র খানি লিখিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তিনি সেই বাক্যটীর অর্থ সরল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন নাই; তাহার বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। আমরা যে অর্থে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা পরে প্রস্তাবে বলা হইয়াছে এবং ইহাতেও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে বলা কর্ত্তব্য প্রকৃত কুলীন সমাজে আদরণীয় কি না? অবশ্য আদরণীয়। বল্লালসেন পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহ ও গৌরব বর্দ্ধনার্থ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন ও নিষ্ঠা প্রভৃতি নবগুণ সম্পন্ন যে সকল ব্রাহ্মণকে “কুলীন” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যথার্থ কুলীন পদের বাচ্য। এখনও নবগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কুলীন বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। কিন্তু কুলীনের বংশে যদি দীনবন্ধুর নাটক বর্ণিত “নবীন তপস্বিনী”র ন্যায় মূর্খ, সুরাপায়ী, নীচাশয়, জুয়াচোর, অর্থলোভী ও বিবাহ ব্যবসায়ী কোন কুলাঙ্গার পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তবে সেও কি একা কুলীন হইবে? বল্লালসেন বংশানুক্রমে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন, এ কথা কি লেখক প্রমাণ করিতে পারেন? যদি পারেন তবে সকলে তাঁহাকেও অবশ্য কুলীন! অন্যথা বলিতে হইবে, যেখানে চন্দন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেখানে কি কণ্টক বৃক্ষ জন্মে না? যদি জন্মে তবে সে কণ্টক বৃক্ষকেও কি চন্দনবৃক্ষ বলিয়া আদর করিতে হইবে? কখনই নয়। রতি ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুর অবশ্য সমাজে কুলীন বলিয়া আদরণীয় ছিলেন, কিন্তু যে পুরুষপরম্পরা নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক ও সদাচারী, সেই পুরুষপরম্পরার মধ্যে কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অমত প্রকাশ করিতে না পারেন কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অবশ্যই অমত প্রকাশ করিবেন। সেরূপ পাত্রে কন্যা অর্পণ করিলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা থাকে না। ভগবান কৃষ্ণ অবতার হইয়াছিলেন বলিয়া যেমন সকল কৃষ্ণই পূজার্হ নহে, তেমনি অসচ্চরিত্র কুলীন-কুমার পূজার্হ ও সুপাত্র নহে।

“কৌলীন্যের সর্ব্বনাশকর দোষ যে বহুবিবাহ তখন পর্য্যন্তও পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগকে দূষিত করিতে পারে নাই। কিন্তু বহুবিবাহ যত অনিষ্ট করই হউক, উহা সমাজের নিজ দোষে সৃষ্ট; সে দোষ আর কাহার দিব? আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ” ইত্যাদি যাহা বিজ্ঞানপ্রিয় লেখক লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে “পাঠকগণের প্রমাদে তাঁহার বিজ্ঞানে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ থাকিতে পারে” সত্য, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানে তাঁহার কটাক্ষ থাকিলেও তিনি তাহাতে কটাক্ষপাত করিবার অবসর পান নাই। কেন না সে দোষ সমাজের নহে, সে দোষ কুলাভিমানী কুলীন সন্তানের বা আমাদিগের অদৃষ্টের। সমাজ তাহার দ্বারা নিজ অভাব পূরণ করিয়া লয় না। সে আপনার বশে আপনি পরিচালিত হইয়া আপনার অভাব দূর করিয়া থাকে। সমাজের এত অভাব ও শিক্ষামাত্র ভাবের দায় উপস্থিত হয় নাই, যে সে কুলীনকে বহুবিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ইউনাইটেডষ্টেটে আজ কাল পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়, তাই সেখানে একটী পুরুষকে ২।৩ টী বিবাহ করা অনেকে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের এমন কি অবস্থা হইয়াছে, যে এক ব্যক্তিকে সমাজের উপরোধে ২।৩ বিবাহ করিতে হইবে? সে অবস্থা যদি ঘটিত, তবে সমাজ অবশ্যই বহুবিবাহের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তিরস্কৃত হইতে পারিত। এখানে দেখা কর্ত্তব্য, সমাজে ব্রাহ্মণ জাতিতে এত অবিবাহিত পুরুষ আছে, যে তাহাদের প্রত্যেকে যদি এক একটী রমণীকে বিবাহ করেন, তবে সর্ব্বসামঞ্জস্য হইতে পারে। এ অবস্থায় একটী অর্থলোভী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কুলীন পুত্র কেন ২।৩ হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে অবিবাহিত রাখিয়া ২।৩ বা ততোধিক ২০।২৫ রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহাদের সংসার সমুদ্রের কর্ণধারস্বরূপ হইয়া থাকেন? ও তাহাদিগকে যাবজ্জীবন অশ্রুজলে প্লাবিত করেন? সে দোষ কাহার? অবশ্য কুলীনের। আর কুলীন মৌলিকে আজিও যাঁহার ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় উচ্চ নিচের জ্ঞান আছে, তিনিই আবার অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী। এ মন্দ রহস্য নহে?

যাহা হউক, কুলীনের স্বার্থপরতা দোষেই যে বহুবিবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে সে কথা বলিতে হইল। বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদার সৃষ্টি করেন, তাহার পর দেবীবর ঘটক সেই পুরাতন কুলগুলিকে একত্র করিয়া সর্ব্বানন্দী, বল্লভী, খড়দহী ইত্যাদি ৩৬ টী মেল চক্রাকারে বাঁধিয়া দিয়া যান। মেল বন্ধনে এই স্থিরীকৃত হয় যে অমুক, অমুক অমুক মেলে কন্যাপুত্র আদান প্রদান করিতে পারিবে। প্রথম প্রথম যখন পাত্রের অভাব না হইয়াছিল, তখন এক একটী পাত্রে এক একটী কন্যা সম্প্রদান হইত। তাই “তখন পর্য্যন্তও কৌলীন্যের সর্ব্বনাশকর দোষ যে বহুবিবাহ, তাহা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রকৃতিকে দূষিত করিতে পারে নাই।” পরে যখন কালক্রমে নানা কারণে পাত্রের অভাব হইতে লাগিল, তখন ত্রাস-বিশ্বাসী মেলপ্রিয় কুলীন-কন্যার পিতা মাতারা আপন আপন মেলে পাত্রের অভাবে এক একটী অল্পবয়স্ক পাত্রে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া ৫।৭ টী কন্যা দিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন। সে সময়ে কুলীনেরা যদি শুদ্ধ কুলাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার অন্য মেলে কন্যা সম্প্রদান প্রথা প্রচলিত করিতেন, তবে আর এক ব্যক্তিকে বহুবিবাহ করিতে হইত না। তাই বলি, সে দোষ কাহার? সমাজের না কুলীন সন্তানগণের? এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, যে বহুবিবাহের সৃষ্টিকর্ত্তা সমাজ নহে। কুলাভিমানী কুলীন সন্তানগণ। আর এরূপ বহুবিবাহ যে অবশ্যই দূষণীয়, উহাও বোধ হয় লেখক মহোদয় এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার “কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব” পাঠ করুন। কুলীনের নীচাশয়তা বা মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর তারাপ্রসন্ন বাবু যে বলিয়াছেন, “কুলীনদিগের যত দোষই থাকুক, জাতিগত উচ্চতায় তাঁহারা যে মহান ও উদার তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।” এ কিরূপ কথা! জাতিগত উচ্চতায় তাঁহারা কিসে মহান ও উদার? কুলীনগণ মৌলিক হইতে কি ভিন্ন জাতি? জাতি ত ভিন্ন নহে; একই ব্রাহ্মণ জাতি! তবে অবস্থা বা গুণগত উচ্চতায় মহান হইলেও হইতে পারেন। কুলমর্য্যাদাক্রান্ত গুণবান বলিয়াই তাঁহারা কুলীন হন। বর্ত্তমান কুলীন

সন্তানগণের সেই গুণেই যদি "যত দোষ" থাকে, তবে তাঁহারা কিরূপ কুলীন? ইহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। আশা করি আমাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

আর এক কথা তিনি যে বলিয়াছেন, "রামকৃষ্ণ শ্যামকৃষ্ণ ঘোষ অনেকে সরস্বতীর বরপুত্র আছেন, কিন্তু মানসিক উচ্চতা আর কোন্ জাতিতে সম্ভবে? এ কথায় বিজ্ঞান কি বলেন, বলিতে পারি না (!) তবে আমাদের বোধ হয় যদি অন্যান্য জাতিরাও আবহমানকাল ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শাস্ত্রানুশীলন করেন, তবে তাঁহারা অনেকের মানসিক উচ্চতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে অস্মদ্দেশীয় নব্যযুবকগণের মুখ ফুটিয়াছে, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রীভূত ইংরাজ জাতি মধ্যে জাতিগত বৈষম্য কত দূর! তথাকার একজন লর্ড একজন মিষ্টারের সহিত একত্র ভোজন পর্য্যন্ত করেন না।" এতদূর তবে আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরাজজাতি সম্বন্ধে যত টুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে এই বোধ হয় ইংরাজজাতির মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আমাদের ন্যায় নাই। সেখানে অর্থ ও গুণগত বৈষম্য। যাঁহার অর্থ ও গুণ আছে, তিনিই উচ্চ। অর্থ ও গুণবলে এক ভ্রাতা মহামান্য, অন্য ভ্রাতা হয়ত অভাবে রজক বা চর্মকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত। সেখানে দুই ভ্রাতা যেন পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। আবার অর্থ ও বিদ্যা হইলে সেই চর্মকারের ব্যবসায়ী মহামান্য হইয়া কালে সকলের সহিত আহার করিতে পারেন। যে মহামতি গ্লাডষ্টোনের কথা বলিয়াছেন, তিনি আবার লর্ড পদবীতে উন্নীত হওয়া একটী নূতন লর্ড পরিবারের সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন। বিকন্সফিল্ড সামান্য একজন য়িহুদী ছিলেন, কিন্তু তিনি লর্ড বা আর্ল হইলেন কিরূপে? তিনি যে সমুদায় কন্সারবেটিব দলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কি বড় বড় কুলীন ইংরাজেরা আহার করিতেন না? এরূপ স্থলে জাতিগত বৈষম্য কোথায় রহিল?

কুলীন-স্মারক লেখক উহার পরেই ২।৩ স্তম্ভ কেবল কুলীনের গুণ ও গৌরবগানে শেষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, " + + + + + + + + ভোজনের স্থলে যাও দেখিবে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে বিপ্রসমিতি ক্ষুৎপিপাসায় আকুল, তথাপি কাহার সাধ্য ভোজনস্থলে গমন করে? কারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান) আগমন করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগমন করিলেন, জয়দাত্রী রাজার ন্যায় শত শত ব্যক্তি সসম্ভ্রমে তাঁহার পরিচয় দিল। সুতরাং [illegible] তাঁহার কুলীনপরম্পরা অন্ন ভোজনমান হইল।" এ উদ্ভুত কথা। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি যথার্থই গুণবান হন, তবে সমাজ অবশ্য তাঁহাকে ঐরূপ সম্মাননা করিতে স্বীকৃত আছে। কেননা তাহাতে সমাজেরই গৌরব বৃদ্ধি। যদি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবল কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া ঐরূপ সম্মাননা পাইতে এখনও ইচ্ছা করেন, আর সমাজ যদি ঐরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন, তবে বলিতে হইবে আমাদের সমাজ একবারেই অধঃপাতে গিয়াছে। সমাজ গুণীর গুণ জানে না। সুখের বিষয়, সমাজ এখন গুণ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

"কৌলীন্যের মধ্যাহ্নকালে শিক্ষা ও প্রকৃতির অভাবে অনেক কুলীন বিবাহ ব্যবসায়ী হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন; এখন সে সর্ব্বনাশের সংশোধন হইয়াছে।" সংশোধন আজিও হয় নাই, এখনও সমাজে অনেকে বিবাহ ব্যবসায়ী আছেন। আবশ্যক হইলে অনেকের নাম পর্য্যন্ত করিয়া দিতে পারি।

"কৃতবিদ্য কুলীন অথচ ধনবান পাত্রে কন্যা সম্প্রদান ধনিভিন্ন অন্যের সাধ্য নাই বটে, কিন্তু আপনার অবস্থার সমানুপাতে পাত্র মনস্থ করা অসম্ভাবিত নহে। তাহা হইলে বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না।" এ ধরের কথা! কিন্তু কৌলীন্যের উপরোধে মেলবন্ধনের অনুরোধে যেখানে স্ব ঘরের বা "[illegible] পাত্র পাওয়া দুষ্কর, সেখানে কি হইয়া থাকে? "বিবাহের সম্বন্ধ" অর্থাৎ যে কন্যাকর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সে "সম্বন্ধ" দেখিলেই চক্ষু স্থির। যদি সে ছেলের অনুপাতে বরপক্ষ দিতে হয়, তবে সমানুপাত কোথায় থাকে? একপ স্থলে হয় নিশ্চয়ই কন্যাকর্ত্তাকে কোনরূপে অসম্ভাবিত অর্থ দিতে হয়, না হয় কন্যা [illegible] সঙ্গে [illegible] অধিকার [illegible] বিবাহ দিতে হয়। [illegible] মুক্ত আবশ্যকতা নাই, যিনি একবার বিবাহের অঙ্ক দেখিয়াছেন, তিনিই মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন "আর কিছু কাল পরে অর্থাভাবে দরিদ্র কুলীন কন্যার বিবাহ হইবে না।"

উপসংহারে বক্তব্য, ১২ হইতে ২ বাদ যাইলে ১০ থাকে। কি ১২ হইতে ৮ যাইলে ৪ থাকে, আমরা গণিত বিজ্ঞানের এ হিসাব বুঝিতে চাহি না; আমরা বুঝি যদি বর্ত্তমান কুলীন সন্তানগণ যথার্থই "কুলীন" (১) হন, তবে আমাদের তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই, আমরা তাঁহাদিগকে বরং যথোচিত মান সহকারে আদর করিব, কিন্তু বর্ত্তমান কুলীনে আমাদের আবশ্যকতা নাই। সোনার ভারতটা যখন অধঃপাতে গিয়াছে, তখন আমার কৌলীন্য মর্য্যাদায় পড়িয়া কন্যাদিগকে [illegible] জন্য কাঁদাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এ ছাই যত শীঘ্র সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, ততই সমাজের মঙ্গল *।

[illegible]পুর। } শ্রী[illegible]লাল চট্টোপাধ্যায়।
তারিখ ২৩ এ শ্রাবণ। }

(১) [illegible] কুলীনতা।

সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ

৩২ এ শ্রাবণ সোমবার।

[illegible] ভারতবাসিদিগের অক্ষমতা।

বাঙ্গালা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই, এবং মান্দ্রাজ ভারতবর্ষের এই কয়েকটী প্রধান প্রদেশ। [illegible] আমরা ঐ সকলের মধ্যে গণনা করিলাম। উহার সকল স্থানেই সম্যক বিদ্যানুশীলন হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার যো নাই। প্রতি বৎসর এ দেশে অসংখ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি বড় বড় উপাধি লাভ করিতেছেন। অধিক বিলাত যাইবার বৎসর বৎসর কত লোক এক একটী গুরুতর বিভাগে কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কেহ চিকিৎসা শাস্ত্রে কেহ আইনে, কেহ অন্যান্য বিষয়ে যার পর নাই বিলক্ষণ পারদর্শী হইতেছেন। এ সকল বিবিধ [illegible] প্রমাণ, আনুমানিক তর্কের দ্বারা [illegible] সংস্থাপন করিতে হইবে না। কিন্তু [illegible] অনেক বিদেশী [illegible] কথার আলোচনা করিতে চাহেন। সিবিল ও মিলিটারি গেজেট, পাইওনিয়র প্রভৃতি সংবাদপত্র[illegible] আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে পারেন না। [illegible] এক এক জন [illegible] আমরা এক [illegible] যদি যে উহারা পাইলে আমাদিগকে [illegible]

* কৌলীন্য [illegible] সম্বন্ধে আমরা আরো দুই খানি প্রস্তাব পাইয়াছি। একখানি [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] পাঠাইয়াছেন। অপর একখানি শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible]

[illegible] একটী উচ্চপদ লাভ করিব [illegible] বিলাতে [illegible] আবশ্যক নয়। বিলাত [illegible] অনেক সিবিল সার্বিসের [illegible] আসিতেছেন। পরন্তু চেষ্টার [illegible] যুবকদের [illegible]। অতএব ইহা রদ করিবার [illegible] ভিক্ষিয়া পার্লামেন্টের দ্বারস্থ [illegible] ঘুরিলেন। নিয়ম করিলেন যে, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা দিতে হইবে। ভারতবাসিরা এদেশে লেখা পড়া শিখিয়া [illegible], একটী বিদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবেন [illegible] সহজ কথা নয়। [illegible] শিক্ষা মাত্র আর অল্প আত্মীয়স্বজন অল্প বয়সে পরিত্যাগ করিয়া দেশের কত সাধ্যের কথা সম্ভবপর [illegible] হইয়া পৃথিবীর দীর্ঘপথ বিদ্যা শিখিতে [illegible] কথা নয়। একে ত খাদ্যের কথা কহিতেছি না, তবে [illegible] না হলে সে বিদ্যা উপার্জ্জন কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। সে এক দারুণ অসুবিধা। আমাদের দেশে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সরস্বতীর সঙ্গে তাঁহাদের বাদ। পিতা মাতা বিলাতে যাইতে বলেন, তাই যান। গুরুজনের অনুরোধ সহসা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগটা [illegible]। তবে আর আর রাজধানীর ধনবান্ লোকের সন্তানেরা বিদ্যা শিক্ষায় অনেকটা অনুরাগী হইয়াছেন। পল্লীগ্রামের বনেদী জমিদারেরা ও ব্যবসায়ীরা লেখা পড়ার কথা মুখে আনেন না। ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদেই তাঁহারা দিন যাপন করেন।

অর্থ না থাকিলে বিলাতে বিদ্যা শিক্ষা করা হয় না। অর্থবান ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অনুরাগ নাই। সুতরাং বিদেশে বিদ্যা শিখিতে যাওয়া ইচ্ছা করিলেই সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তার পর আহার ব্যবহার [illegible] নানাবিধ বিপত্তি। অতএব সকল দিক্‌ই [illegible]। তাই এত অসুবিধা সত্ত্বেও অনেকেই [illegible] বিলাত যাইতেছিল। কিন্তু [illegible] লর্ড লিটন কোথায় [illegible] দিলেন, না তাহাদিগকে [illegible] করিয়া দিলেন। [illegible] অঙ্গীকার করিয়াছিলেন [illegible] হইলে সকলেই [illegible] পারিবেন। তাহাতে কাহারও কিছুই বলিবার কথা থাকিবে না। জিজ্ঞাসা করি, সে প্রতিজ্ঞা পালন কি হইল?

এখন চিকিৎসা বিভাগের [illegible] একটা দ্বার মুক্ত আছে। ভারতবাসিরা [illegible] এখনও সিবিল সার্জ্জন হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে দ্বারও বোধ হয় রুদ্ধ হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, "কেন?" আমরা বলি " " কেন " এ কথার কি উত্তর আছে? উচ্চপদ দেশীয় লোকদিগকে দেওয়া হইবে না, তাহাতে বিলাতের যুবকদের ক্ষতি হয়, ইহাই স্পষ্ট উত্তর। ভারতবর্ষে অভ্যাগত কোন কোন ইংরাজ [illegible] এই আপত্তি করিতেছেন যে, এখানকার অশিক্ষিত ডাক্তারেরা কেমন সিবিল সার্জ্জন হইতেছেন। এখানে যাহারা সিবিল সার্জ্জনই [illegible] সেখানে অন্য ডাক্তার পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই সকল চিকিৎসকের হাতে তাঁহারা সন্তানাদির প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এখানে চিকিৎসকেরা যেমন বিদ্যা বুদ্ধিমান ও চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ, এদেশীয় লোকেরা বিলাতে পাঠাইলেও উহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

এ কথার উত্তর নাই। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ডাক্তার [illegible] প্রভৃতি কলিকাতা নগরে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় সমস্ত লোকেই তাঁহাদের গুণবত্তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন ইংরাজ ডাক্তারদের অপেক্ষা তাঁহারা কোন অংশে ন্যূন নহেন। উঁহারা মেডিকাল কলেজে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তথাপি কেমন অদৃষ্টের ফের, নিন্দা কোথায় যায় না। [illegible] ইহার বিষয়ে আর বিচার করিলে চলে না। এদেশীয় লোকেরা ক্রমে [illegible] অধিকার করিয়া বসিলে, [illegible] যুবকদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। সেই জন্য সকল দিক আঁটা আঁটি করিয়া বন্ধ করা হইতেছে। ইউরোপে যেমন সভ্যতা পদে অধিরূঢ় হইয়াছে, এত স্বার্থপরতা ইউরোপের সমুচিত নয়। ইংলণ্ড [illegible] অর্থ চাহিয়া ক্রীতদাসদের শৃঙ্খল মোচন করিলেন। [illegible] কাফ্রিদিগকে স্বাধীনতা দিলেন। ইউরোপের [illegible] প্রশস্ত আর উচ্চ ও প্রশংসনীয়। সকল বিষয়েই অনেকে অন্যায় কাজ করিতে অধম। তাঁহাদের অন্তরে দেবপ্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—তবে শুধু কাজে সময়ে সময়ে এত নীচ বৃত্তি কেন? ভারতবাসিদের প্রতি ইংলণ্ডের এত নিষ্ঠুর কেন?

পাঠকের স্মরণ আছে, আমরা মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন-প্রণালীর একটী প্রস্তাব পক্ষে লিখিয়াছিলাম। ঐ প্রস্তাব লইয়া কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে মহা আন্দোলন চলিতেছে। যাহাতে সকল মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি শাসন প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে দেশহিতৈষী লোকমাত্রেই [illegible] করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীদিগের স্বাধীনভাবে কোন কাজ করা নিষিদ্ধ করিবে এটা সকলের অভিপ্রেত নয়। আমাদের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখেন, অনেকের মনে মনে এমন ইচ্ছা। মিউনিসিপালিটীর ট্রাবেলিয়ন সাহেব আমাদের বিষম বিদ্বেষী। মিউনিসিপালিটীতে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে তাঁহার মত নহে। তিনি সম্প্রতি পুস্তক খানিতে কত প্রলাপ বাক্য যে কহিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বলেন—"[illegible] এদেশীয় লোকেরা মিউনিসিপালিটীর আইন ও শাসন প্রার্থনা করে না। কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নিজ স্বার্থের নিমিত্ত প্রজাদের প্রতিনিধি হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন ইত্যাদি। পাঠক বোধ হয় জানেন, ট্রাবেলিয়ন সাহেব স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সভাপতি। মিউনিসিপালিটীর কাজ তিনি ভালরূপ পারেন কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু এদেশীয় লোককে নিন্দা করিতে জানেন তাহা আমরা বলিতে পারি। মিউনিসিপালিটীতে যতগুলি ভদ্রসন্তান ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা সকলেই নিঃস্বার্থ স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং পরোপকারী। আপনার ক্ষতি করিয়াও তাঁহারা পরোপকারে সময় নষ্ট করেন। তাঁহাদের নিন্দা করা ভদ্র লোকের কর্ত্তব্য নয়। এমন হইতে পারে, কেহ কেহ স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর সভ্য হইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে কি স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়? ট্রাবেলিয়ন সাহেব না বুঝিয়া নিতান্ত অল্পবুদ্ধি বালকের ন্যায় কথা কহিয়াছেন। যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তাহারা কেন না মিউনিসিপালিটীর সভ্য হইতে চেষ্টা করিবেন? স্বদেশে থাকিয়া সুচারুরূপে সকল কাজগুলি সম্পন্ন করিবেন, এই জন্যই তাঁহারা সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন। এ সকল কাজে আমরা স্বার্থপরতা দেখিতে পাই না। কি যুক্তবলে কি প্রমাণ কোন যুক্তি দিয়ে কি প্রকারে, তিনি কার্য্যক্ষম হইবেন তাহাতেই আমাদের হওয়া উচিত।

এখন এক কথা এই, এদেশীয় লোকদের দ্বারা সুচারুরূপে কাজ চলিতে পারে কি না? ট্রাবেলিয়ন সাহেব বলেন যে, এদেশীয় লোকেরা এখনও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হন নাই। স্বাধীন ভাবে রাজকার্য্য [illegible] করিতে অনেক [illegible] ক্ষমতা চাই, সে ক্ষমতা এ পর্য্যন্ত দেশীয় লোকে লাভ করেন নাই। ট্রাবেলিয়নের কথায় অনুমান হয়, তিনি কখন ভুলক্রমে ভারতবাসিদের সংবাদ লয়েন নাই। যে কাজে দিবে, সে বিষয়ে দেখ, ভারতবর্ষবাসিরা তাহাতেই তৎপর। বুদ্ধিবলে যত কিছু কাজ সম্পন্ন হয়, ভারতসন্তানেরা সে কাজে অযোগ্য নহেন। ইহাঁরা মস্তিষ্ক চালনা করিতে বেশ জানেন। বিদ্যায় ও

কর্তব্যনিষ্ঠতা গুণও তাঁহাদের অপরিচিত। সকল গুরুভার তাঁহাদের হাতে অবাধে সমর্পণ করা যায়। কোন কোন সম্বিদ্ভিত ইংরাজ আপত্তি করেন যে, এদেশীয় লোকদের হস্তে গুরুতর কার্যের ভার বিশ্বাস করিয়া সমর্পণ করা যায় কি না। আমরা কেবল মুখের কথায় ইহার উত্তর দিতে চাই নাই, কার্যতঃ ইহার প্রমাণ দিতেছি। এ পর্যন্ত অনেকগুলি দেশীয় লোক হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। অনেক লোকের ধনসম্পত্তি এবং প্রাণ পর্যন্ত তাঁহাদের হাতের কলমে ন্যস্ত ছিল। কখন কি কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন? পক্ষপাত করিয়াছেন? আবার সদর-আলা, মুন্সেফ, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের হাতে বিস্তর গুরুতর ভার অর্পিত রহিয়াছে। দেখুন, তাঁহারা বিশ্বাসী বটেন কি না। তাঁহারা মনে করিলে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, অনেকের সর্বনাশ করিতে পারেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কয়জন বিচারপতি অর্থের বশ হইয়াছেন? এগুলি সাক্ষাৎ প্রমাণ। এখানে দেখিয়া আমরা সাহস পূর্বক বলিতে পারি, ভারতবর্ষবাসিদের হস্তে নির্বিঘ্নে সকল প্রকার গুরুতর ভার অর্পণ করা যায়। উঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না কিম্বা তাঁহাদের অপটুতা হেতু রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না, তাঁহারা কঠিন কার্যেও অপটু নহেন। যে বিভাগে যখন নিয়োগ করিতেছেন, তাহাতেই ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। অতএব গুরুতর কার্যের ভার দিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালী দেশের পক্ষে নূতন জিনিস। আমাদের দেশীয় লোক অনেক দিন স্বাধীন ভাবে রাজকার্য করেন নাই। অতএব প্রথম প্রথম মিউনিসিপালিটীর অধীন কার্যে যদি এখন তাঁহাদের ত্রুটি হয়, তবে অবশ্য মার্জনীয়। শিক্ষার্থিদের কাছে প্রথম প্রথম অবশ্যই ভুল হইতে পারে। নূতন কাজ করিতে গিয়া কে কোথায় এক কালে পরিপক্ক হইয়াছে? আর তখন হয় নাই তাহাও না। [illegible] শিখিতে হয়। আমাদের মিউনিসিপালিটীর সভ্যদিগের যদি এখন কোন ভ্রম হইয়া থাকে, তজ্জন্য উঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করা বিধেয় নহে। এখন উঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করিলে কস্মিন্ কালে নূতন বিষয়ের শিক্ষা হইবে না। যখন যে কোন নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন, তখন প্রথম প্রথম কিছু কিছু ভুল থাকিবে। ইউরোপ দেশীয় মনীষিরা অনেক বিসম্বাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গুণবত্তাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাবান বুদ্ধিমান ভারতবর্ষবাসিরা এক দিন প্রতিনিধি হইবেন, মিউনিসিপালিটীর ভাবি উন্নতির জন্য তাঁহাদের হাতে সমস্ত দিয়াছেন, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। ইংরেজ সাহেব অনেক নিন্দা ও বিদ্রূপ করিয়া শেষ স্বীকার করিয়াছেন যে—সম্প্রতি তাদের এই সংস্থার অবনতি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে বাঙ্গালার মিউনিসিপালিটীর অবশ্যই সুফলোৎপত্তি হইবে। নানা বিধ বিদ্যা [illegible] আপত্তি এবং নিন্দাচরণ প্রথা ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেন্ট স্থানীয় কমিশনরদের সাধারণে যদি ভাল ভাল লোক মনোনীত করেন, এবং তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেন—তবে প্রজা এবং গবর্ণমেন্ট সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

যখন শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইয়াছিল, তখন আমরা সম্পূর্ণ আশা করিয়াছিলাম যে, ভূদেব বাবুই ঐ পদে উন্নীত হইবেন। শিক্ষা বিভাগের আইন অনুসারেই আমরা তেমন আশা করিয়াছিলাম,—তাহা দেখি নাই। ভূদেব বাবু বিলক্ষণ কর্মকুশল লোক। উড্রো সাহেবের পরেই শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরি পদ তাঁহারই প্রাপ্য। শেষ দেখিলাম ক্রফ্ট সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ায় কেবল ভূদেব বাবু যে বঞ্চিত হইলেন তা নয়, উক্ত কার্যে আর কোন উপযোগী দেশীয় লোক ঐ পদ পাইবেন না তাহাও নিশ্চিত হইয়া গেল। মুখে কোন কথা বলিলে ফল হয় না, কাজে করা চাই। ইংরেজ সাহেবের যুক্তি কোথায় আমরা তাই ভাবিতেছি। মহারাণী তাঁহার প্রজাদের মিউনিসিপালিটীতে অনেক টুকু স্বাধীনতা দিতে চান, কিন্তু তাহার [illegible] মহাপুরুষেরা তাহাতে বাধা দান নাই করিতেছেন। আমাদের মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে পাছে তাহার নিজের কোন ক্ষতি হয়, সে জন্য তিনি ভাবিয়া আকুল। নিন্দা করিয়া জজ কেম্বেল গবর্ণমেন্টের কানে বিষ ঢালিয়া দিতেছেন। [illegible] শাসন প্রণালী [illegible] করিতেছেন। গ্রীষ্মকালে নদীর বেগ রোধ করা যায়, কিন্তু বর্ষাকালের প্রবল [illegible] বেগ রোধ করা সহজ নয়। সমুদ্রে বাঁধ দিলে নদী প্লাবিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভূমি নষ্ট করে এবং পরিশেষে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। শিক্ষিত যুবকের অন্তঃকরণে এখন স্বাধীন প্রবৃত্তি প্রবলা হইয়াছে। মহারাণী সদয় ভাবে তাঁহাদের অন্তরের সেই উৎসাহ খেলিবার অবকাশ দিতেছেন, ভারতের প্রজাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন ভাবে তিনি স্বাধীনতা দিতেছেন। তুমি কেন তাহাতে হস্তক্ষেপ কর। ইংরেজ সাহেবের অবশ্যই কোন স্বার্থ আছে, সন্দেহ নাই। নতুবা তিনি মহারাণীর আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতেছেন কেন? যাহা হউক ভারতবাসিরা আর কোন কাজে প্রতিনিযুক্ত হইবার নহেন। তাঁহারা ইংলণ্ডের নিকট চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে সুখ দুঃখের ভাগী হইবেন—ইংলণ্ডের সঙ্গে সকল রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করিবেন।

পুস্তক প্রচার।

ভূমির উৎকর্ষ সাধন হইলে তাহাতে নানা প্রকার তরু লতা উৎপন্ন হয়। তরু লতা শাখা প্রশাখা মেলিতেছে, ললিত অতল বর্ণ বিন্যাসে উপশোভিত হইতেছে, ফুল ফুটিতেছে, ফল ধরিতেছে—ভূমির হৃদয় আলো করিয়া তুলে। সমাজের উন্নতি হইলেও নানাবিধ গ্রন্থ প্রচার হয়। এটী মনুষ্যের মনঃক্ষেত্রের উৎকর্ষসাধনের প্রমাণ। ভারতবর্ষের যে দিন সৌভাগ্য শশী উদিত ছিল, সেই সেই সময়ে নানা প্রকার শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। ঋষিগণ ও লোকদের যখন উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তখন তাঁহারা অগাধ বিদ্যাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া বহুমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। কাব্য, চিত্ররচনা, সঙ্গীত, শিল্প, অলঙ্কার, দণ্ডনীতি প্রভৃতি কঠিন শাস্ত্রগুলি সমাজের উন্নত অবস্থার চিহ্ন। সমাজের অসভ্য অবস্থায় এ সকল সদ্গ্রন্থ দেখা যায় না। অসভ্য লোকদের এক খানিও গ্রন্থ নাই।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে অল্প মাত্র পাঠ্য পুস্তক ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল, কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ [illegible] প্রভৃতি কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থ বর্তমান ছিল। [illegible] আধুনিক ভাষার পুস্তক [illegible] খানির অধিক প্রায় দৃষ্টিগোচর ছিল না, যবে হইতে স্থানে স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে [illegible] সঙ্গে দেশীয় ভাষার পরিচয় হইতে লাগিল। সেই কাল হইতে এদেশে নানা প্রকার পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৭০ সালে বঙ্গদেশে ১৩৪৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭১ সালে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ২৪ খানি পুস্তক কম, এবার ১৩২১ খানির অধিক [illegible] প্রচারিত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশে ১৮৭০ সালে, ২০৮ খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পর বৎসরে ১৯২ খানির অধিক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৮৭০ সালে, ৮২৪ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল; ১৮৭১ অব্দে ৭৭৪ খানি প্রচারিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭০ সালে সর্বসমেত ৮৮১ খানি প্রচারিত হয়। তৎপর বৎসরে কিছু কম দেখা যায়। সেবার কেবল ৩৬১ খানি প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্জাবে ১৮৭০

সালে [illegible] প্রচারিত হয়। ১৮৭৯ সালে কিছু উন্নতি হইয়াছে, সে বৎসর ১১৮ খানি প্রচারিত হয়। মধ্য প্রদেশে বিদ্যার অনুশীলন নিতান্ত অল্প। ১৮৭৭ সালে ৬৫ খানি এবং ১৮৭৮ সালেও এক [illegible] প্রচারিত হইয়াছিল; আর তৎপরবৎসরে [illegible] অধিক নহে। মধ্য প্রদেশের এ প্রকার [illegible] দেখিয়া আমরা হাঁপ ধরে নাই [illegible] বিদ্যার চর্চা কম হইয়া থাকে [illegible] অধিবাসীরা সম্পূর্ণ অপরাধী সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে কিছু প্রকৃত সন্ধান পাইলাম না। যাহা হউক, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বিদ্যালোচনা বিষয়ে সাধারণের রুচি জন্মাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ উন্নতি বিষয়ে আয়োজন করিয়াছে, মধ্য প্রদেশ এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে কি ভাল দেখায়? আমরা শুনি, মুদ্রাযন্ত্রের আইন সকলেই [illegible] কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থকার ও সাধারণ লোকে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদের মানস প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের আইনের নিমিত্তই মধ্য প্রদেশে পুস্তক প্রচার হয় নাই। অবশ্য সেখানে আরও কোন গুরুতর কারণ বিদ্যমান আছে।

উপরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত পুস্তক সংখ্যার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ১৮৭৯ সালে ৯৬৮ খানি কাব্য, বোম্বাই প্রদেশে [illegible]; মান্দ্রাজ প্রদেশে ৪০; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৫৫, পঞ্জাবে ২৯। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় কাব্যের সংখ্যা অধিক এবং সুখের বিষয় এই, কিন্তু যত প্রকার কুরুচিপূর্ণ ও কদর্য্য পুস্তক প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আর সে কুপ্রথা প্রায় নাই। লেখক ও পাঠক উভয়েরই রুচি ফিরিয়াছে। এখন সে প্রকার অশ্লীল ও কদাকার পুস্তক লিখিতে গ্রন্থকারের প্রবৃত্তি হয় না, পাঠকেরাও সেরূপ গ্রন্থ পড়িতে ঘৃণা বোধ করেন। ১৮৭৮ সালে বঙ্গদেশে ১১০ খানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পর বৎসর বৈজ্ঞানিক পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া গিয়াছে, ১৮৭৯ সালে ৫৮ খানির অধিক প্রচারিত হয় নাই। যাহা হউক, তবু অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এ বিষয়েও বঙ্গদেশ শ্রেষ্ঠ। ১৮৭৮ সালে বোম্বাই প্রদেশে কেবল ৭৮ খানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রচারিত হয় এবং তৎপরবৎসরে ৩৮ খানি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭৮ সালে, [illegible] খানি এবং ১৮৭৯ সালে ২৫ খানি; মধ্যপ্রদেশে ১৮৭৮ সালে, ৩৮ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ২৫; পঞ্জাব প্রদেশে ১৮৭৮ সালে ১৭ খানি, ১৮৭৯ ৩৫ খানি, মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৮৭৮ সালে, ২২ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ৯০ খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ঐতিহাসিক পুস্তকের বঙ্গদেশ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ১৮৭৮ সালের মধ্যে ২৪ খানি বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এদিকে পরবৎসরে আরও উন্নতি হইয়াছে, সেবার ৫৯ খানি ইতিহাস প্রচারিত হয়। ১৮৭৮ সালে বোম্বাই অঞ্চল বঙ্গদেশের সমতুল্য হইয়াছিল। সে বৎসর সেখানেও ২৪ খানি ইতিহাস প্রচারিত হয়। কিন্তু পরবৎসর বোম্বাইদেশ অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে, ১৮৭৯ সালে তথায় ৩৭ খানি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭৮ সালে ১৬ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ২৭ খানি। মান্দ্রাজে ১৮৭৮ সালে কেবল ৭ খানি মাত্র, এবং ১৮৭৯ সালে কেবল ১ খানি। ১৮৭৮ সালে পঞ্জাবে ২৩ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ১১ খানি মাত্র।

অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে ধর্ম্মপুস্তকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য পুস্তকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহাতে অনুমান হয় বাঙ্গালিদিগের মন এখনও [illegible] উন্নত হয় নাই। [illegible] আমাদের একটী আশঙ্কা নিয়ত দেখিতে পাই। সকলে তাঁহাকে [illegible] বলেন — ([illegible] আমাদের [illegible] হইবে [illegible] নাই হউক [illegible] আমরা [illegible] পারি না।)—কিন্তু কোন [illegible] এই বলি যে, মনুষ্য [illegible] সমাধা [illegible] সেই [illegible] সমাজ [illegible] অবস্থাতে প্রবেশ করিলে লোকের [illegible] করিতে হয়। [illegible] শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আসক্তি আর অধিক থাকে না। [illegible] একটী কথার কথা [illegible] হইয়া পড়ে। [illegible] নাম শুনিলে আর [illegible] মানুষের টান পড়ে না, [illegible] ভাল বাসে না। প্রাচীন কালে মনুষ্য যখন অসভ্য ছিল, তখন ধর্ম্মভীরুতা ও [illegible] তাহাতেই অধিক ছিল। [illegible] ধর্ম্মবিষয়ের [illegible] সেটী কেবল হিন্দুধর্ম্ম [illegible] নহে, খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে [illegible] ও অন্যান্য বিষয় বিবিধ আছে, তবে হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র সকলি কিছু বাড়া বাড়ি। মনুষ্য সভ্য হইয়া আসিলে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা অনেকটা কমিয়া আসে। তখন রাজনীতির প্রতি সকলের মন আকৃষ্ট হয়। অধিক উচ্চ সংসারের উন্নতিতেই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাজেই তখন ধর্ম্ম পুস্তক আর অধিক প্রচার হয় না। মান্দ্রাজ প্রদেশে এখনও অধিক সংখ্যক ধর্ম্ম পুস্তক লিখিত হইতেছে, এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, ঐ প্রদেশীয় লোকদের এখনও সামাজিক উন্নতি অধিক হয় নাই। সে কারণ তাঁহারা অদ্যাপি ব্যবহারিক শাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অল্প মনোযোগ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের চারি দিকে ধর্ম্মবিষয়ে সমধিক আলোচনা চলিতেছে, তজ্জন্য বঙ্গভাষায় মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ধর্ম্মপুস্তক প্রচারিত হইয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মদিগের এত ধুম না থাকিলে আমরা একখানিও ধর্ম্ম পুস্তকের মুখ দেখিতে পাইতাম না। যাহা হউক, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপুস্তক প্রচারিত হওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সমাজতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের পুস্তক অধিক প্রচারিত হইতেছে না। সেটী ভারতবর্ষের একটী প্রধান অভাব বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন কাব্য নাটক ও নভেল লিখিতে সকল সম্প্রদায় যত দূর অগ্রসর হইয়া থাকেন, অন্য শাস্ত্র লিখিতে তত দূর উৎসুক নহেন। তাহার কারণ, পাঠক নাই। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের লেখক নাই, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক, বিদ্যা বিষয়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন [illegible] বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমাদের আহ্লাদের পরিসীমা নাই।

[illegible]—[illegible]

[illegible]

আবদুল রহমন আফগানস্থানের আমীর থাকুন, আর আয়ুব খাঁ তাহার স্থান হইতে ঐ দেশ কাড়িয়া লউন তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমরা এই প্রতিযোগিদ্বয়ের কাহারও পক্ষপাতী নহি। ভারতবর্ষ যেমন আছে যেমনই থাকুক এই আমাদের প্রার্থনা। [illegible] সম্রাটদিগের ন্যায় আমরা এমন ইচ্ছা করি না যে [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমা বর্দ্ধিত হউক। আমরা এমন ইচ্ছা করি না যে [illegible] শান্তি [illegible] কঠিন। আমাদের কেবল এই মাত্র কামনা যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের যেন কোন বিঘ্ন বা বিপদ না ঘটে, যেন ব্রিটিশ সিংহের বল অপ্রতিহত থাকে, যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য রবি কখন অস্তমিত না হয়, যেন বিদেশীয় শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষের উপর কোন অত্যাচার করিতে না পারে। এই জন্যই আমরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তাদিগকে সময়ে সময়ে [illegible] উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিই। আমাদের [illegible] আরও এই, এবং এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা লিটন ও বিকন্সফিল্ডের আফগান রাজনীতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের বিশ্বাস এই যে

এই রাজনীতিজ্ঞগণ আফগানস্থান সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যেরূপ একাগ্রতাসহকারে তাঁহারা সে নীতির সমর্থন করিতেছেন, সে নীতি প্রশস্ত ও উদার নহে। সে নীতি প্রভাবে ভারতবর্ষের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমরা এই বুঝি যে "সীমার সংস্কার" "বৈজ্ঞানিক সীমা" প্রভৃতি বাক্যবিন্যাসের অর্থ ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যকে সমধিক দৌর্বল্য করা মাত্র। যে নীতির বলে বিকন্সফিল্ড ও লিটন ভারতবর্ষকে প্রবল করিবেন মনে করিয়াছিলেন, আমাদের বিবেচনায় সে নীতির ফল তাহার বিপরীত, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষ দৌর্বল্য ও বিদেশীয় শত্রুর [illegible] হইয়া উঠিত।

আমাদের এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে ভারতের চতুর্দিকে যত বিঘ্ন থাকা থাকে, ততই আমাদের মঙ্গল। কাবুল যত দুর্বল হউক না কেন, যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সহসা কোন শত্রু পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। রুশরাজ ক্রমেই ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি যাহা কেন বলুন না, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার যে লক্ষ্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই জন্যই তিনি [illegible] ও স্বাধীন তাতার অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মার্ভের এ পার পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বলিয়া নক্সা বাহির করিয়াছেন। মার্ভ হইতে হিরাট অধিকতর দূরবর্ত্তী নহে। আবার যদি কাস্পীয় রেলওয়ে মার্ভ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে রুশরাজের আদেশ মাত্র সহস্র সহস্র রুশসেনা কাস্পীয়ান প্রদেশের অভিমুখে আনীত হইতে পারিবে। যদি আফগানস্থান স্বাধীন হইত, যদি হিন্দুকুশ পর্ব্বত শ্রেণীর উপরিভাগে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইত, তাহা হইলে অর্দ্ধশিক্ষিতেরাই রুশরাজের সহিত ব্রিটিশ রাজ্যের সংঘর্ষ হইত। তাহা হইলে কালক্রমে এই উভয় রাজ্যের সীমা ও [illegible] বিষয় লইয়া কত যে গোলযোগ উপস্থিত হইত এখন তাহার গণনা করা যায় না। এই বিবাদের যে কি দারুণ পরিণাম হইত, তাহা এখন [illegible] যায়; কিন্তু তাহাতে যে [illegible] মঙ্গল উদ্ভূত হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা বলিয়াছি যে আফগানস্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা [illegible] অভিপ্রেত নহে। তাহার অপর একটী কারণ এই যে আফগানেরা [illegible] ইংরাজের প্রাধান্য [illegible] করিবেক না। আফগানেরা ব্রিটিশ [illegible] আরো নিরস্ত হইয়া থাকিত বটে, কিন্তু [illegible] বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইত। [illegible] যে এই বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ভারত [illegible] করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। [illegible] খাঁ [illegible] বলিয়াছিলেন যে আফগানেরা ফিরিঙ্গীর [illegible] উঠে, এজন্য তিনি আফগানস্থানে ব্রিটিশ [illegible] রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি আফগানদিগের অন্তরের ভাব বেশ বুঝিতেন। উহাদিগকে [illegible] তাহারা ব্রিটিশ দূতের কত যে অনিষ্ট [illegible] তাঁহার মনে দেদীপ্যমান হইয়াছিল। ব্রিটিশ [illegible] তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, অথবা লিটন সাহেব তাহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই। [illegible] তাঁহার নিজের বাহুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি যাকুব খাঁর কোন কথাই শুনেন নাই, তাহার পরিণাম এই হইল যে কাবুলীরা [illegible] ও [illegible]গণের সহিত [illegible] করিল। এখনও আমরা সেই কথা বলি যে কাবুলীরা কখনই বশ্যতা স্বীকার করিবে না, কাবুল অধিকার করিলে ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে আফগানদিগের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকিতে হইবে। অতএব আফগানস্থান গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অধিক কি আমাদের বিবেচনায় ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের আফগানস্থানের রাজনীতির বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করাই একান্ত বিধেয়। যে কেহ আফগানস্থানের আমীর হউক না কেন, তিনি আফগানদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইলেই হইল। আমরা এই চাই তিনি আফগানদিগের প্রিয় হউন, আফগানেরা তাঁহার নিকট অকপট ভাবে বশ্যতা স্বীকার করুক, তিনি আফগানদিগের অকপট [illegible] বলে বলীয়ান হউন। আমরা তাহা ভিন্ন আর কিছু চাহি না। যদি আফগানেরা অকপটভাবে তাঁহার বশীভূত হয়, যদি তিনি নিজে সুদৃঢ় ও সাহসী হন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বিঘ্নে আফগানস্থানের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতে পারিবেন। কাবুলের একজন এইরূপ আমীরের প্রয়োজন হইয়াছে। আমীর আবদুল রহমান এরূপ লোক নহেন। তাঁহার যে সাহস ও ক্ষমতা নাই, আমরা এ কথা বলিতে পারি না, আমরা কেবল এই মাত্র বলি যে প্রজারা তাঁহার অনুরক্ত নহে। খায়েন-উ-আটার যুদ্ধের দিবস তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আয়ুব খাঁ [illegible], অথবা সেনার শিক্ষা নৈপুণ্যের বলে, ঐ দিবস আবদুল রহমানকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। আবদুল রহমানই বরং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাগণের বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার পরাজয়ের এক মাত্র কারণ। আবার তাহার যদি আফগানদিগের প্রতি আন্তরিক [illegible] লেশ মাত্র ছিল না। তিনি কাবুলের আমীর হইয়া অবধি প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] সেই তিনি অবিশ্বাস যে আমাদের প্রত্যেক [illegible] আছে, অমনি তাহাকে আবদ্ধ করিতেন, [illegible] অর্থ দণ্ড [illegible] দিতেন না। [illegible] উপর [illegible] দিত না, [illegible] উপর তাঁহার [illegible] ছিল না। [illegible]; আবার [illegible] পারিতেন, প্রজারা তাঁহার [illegible] সকল লোক আমীরের [illegible] উঠিয়াছিল, তাহারা আমীরের বিরুদ্ধে [illegible], ইস্মাইল [illegible] বিদ্রোহী হইল, [illegible] আবদুর রহমান পরাস্ত হইলেন।

[illegible] খাঁ অনুপস্থিত থাকার [illegible]। তিনিও কেবল কাবুলের ইংরাজদিগের সহিত [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে [illegible] কাবুলে নিশ্চিন্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি যদি এখন কাবুলের আমীর হন আর কাবুলের [illegible] তাহা অবশ্যই তাহার অধীনতা [illegible] হয়, তবেই কাবুলের মঙ্গল নতুবা [illegible] খাঁ ও [illegible] মধ্যে [illegible] এক দল [illegible] জন্য যদি অপর এক দল লোক তাঁহার বিপক্ষ ভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে কাবুলে আবার দুরন্ত কাণ্ড বাধিবে। যখন আয়ুব খাঁ কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে তিনি দুরানীদের যথার্থ অধিকার সমর্থন করিবার জন্যই আবদুল রহমানের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি আর সে কথা বলিতেছেন না, এখন তিনি নিজে আমীর এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। অতএব কাবুলে যে পুনরায় গৃহবিবাদ বাধিবে তাহা আমাদিগের নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে।

[illegible] কাবুল [illegible] এক জন উপযুক্ত আমীর [illegible] বিশেষ আবশ্যক। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ [illegible] আফগানেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অধিক [illegible] এখন রুশরাজ লোলুপ হইয়া তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আমরা [illegible] তাঁহারা এখন [illegible] বিদেশের [illegible] হইয়াছেন। [illegible] করিবার জন্য পারস্যরাজেরও একান্ত ইচ্ছা। [illegible] সময় [illegible] কাবুলের আমীর [illegible], তখন আবার পারস্যরাজ কাবুল অধিকার [illegible] করিবার অভিলাষী। ইংরাজদিগের বিক্রম ভয়ে তাহার সে মনোরথ পরিপূর্ণ হয় নাই। কিন্তু এখন যদি রুশ গবর্ণমেণ্ট ও পারস্যরাজ [illegible] কাবুল অধিকার করিয়া লন, তাহা হইলে কাবুল [illegible] পাইবে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাহাতে [illegible] করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে [illegible] তাহাই চেষ্টা করা উচিত। আমাদিগের বলি [illegible] আফগান [illegible] করা উচিত। পারস্যরাজ এখন [illegible] দিকে [illegible] পড়িয়াছেন, তিনি এখন রুশরাজের একান্ত [illegible]। ১৮৩৭ ও ১৮৩৮ অব্দে তিনি যেমন রুশিয়ার গবর্ণমেণ্টের অনুগত ছিলেন, এখন আবার সেইরূপ প্রবল রুশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার হৃদয়ে আকিঞ্চন [illegible] আছে। [illegible] কি করেন, কাবুলের [illegible] বিশ্বাস [illegible] হইবেন না, [illegible] হইয়াছে। ১৮৫৭ [illegible] পারস্যরাজের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের [illegible] সন্ধি হয়, তাহা যদি এখন [illegible] থাকে, তাহা হইলে পারস্যরাজ আফগানস্থানে [illegible] লোভী হওয়া উচিত [illegible] বিশেষ উপায়াবলম্বন করিতে পারিবেন না। ঐ সন্ধি [illegible] এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে [illegible] আফগান [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] সেনাদল, সেনানায়ক কর্মচারী, এবং [illegible] অস্ত্র শস্ত্রাদি দিয়া [illegible] সাহায্য করিবেন। যদি এই সন্ধি [illegible] তাহা হইলে আমি ব্রিটিশ সিংহকে [illegible] ভয় এবং [illegible] হইবে। আমরা এখন গবর্ণমেণ্টকে এই [illegible] যেন [illegible] গবর্ণমেণ্ট এখন পারস্যরাজের [illegible]।

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible]

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible]

চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] অফিসের সবজজ বাবু [illegible] মিত্র [illegible] মাসের ছুটী পাইলেন।

মেদিনীপুরের ২য় মুন্সেফ বাবু [illegible] চৌধুরী আগামী [illegible] এক পক্ষ ছুটী পাইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

গত [illegible] আগষ্ট শনিবার কালীঘাটে মৃত [illegible] চন্দ্রিকা [illegible] বাড়ীতে কালীঘাট [illegible], টালিগঞ্জ, [illegible] প্রভৃতি স্থানবাসী মিউনিসিপ্যাল করদাতৃগণের একটী সভা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সভাস্থলে আশানুরূপ লোক সমাগম হয় নাই।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে [illegible] উকীল বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাবের অবতারণা করেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলেন যে আমাদের মধ্যে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া এবং আপনাদের মধ্য হইতে দুই এক জনকে কমিশনর নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, [illegible] বাসী না হইলে, পরে কখন পরের মনোবেদনা বুঝিতে পারে না। আমাদের এ সকল স্থানের জন্য যে কয়েকজন কমিশনর আছেন, [illegible] দুই জন [illegible] বাসী [illegible], [illegible] কয়েক জন ভবানীপুরবাসী বড় লোক। ইঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সরেজমিনে প্রজার ও রাস্তাঘাটের অবস্থা তদারক করা দূরে থাকুক, প্রজারাও যে স্বয়ং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া মনের কথা জানাইবে, তাহারও যো নাই। কারণ, তাঁহারা বড় লোক। আর কষ্টেসৃষ্টে জানাইতে পারিলেও তাহাতে কোন ফললাভ নাই। কারণ বর্ত্তমান কমিশনরগণ [illegible] জানেন, তাঁহারা যদি কোনক্রমে [illegible] বিরাগভাজন হন, তবে, [illegible] হয়, এই ভয়ে, [illegible] মতে মত দিয়া, আপনাদের [illegible] বলিয়া, সব কাজে [illegible] দিয়া থাকেন।

এ দিকের ত এই দশা। আবার ও দিকে, কর দিয়া মরিব আমরা, রাস্তা পাকা হইবে কমিশনর [illegible]। আর রবি কি সূক্ষ্ম বিচার! এ দিকে নালা নর্দ্দমা বদ্ধ থাকায় পচা জলের দুর্গন্ধে মরিব আমরা, ও দিকে [illegible] দিয়া পরের [illegible] কাজ করিয়া [illegible] বেড়াইবেন। আমাদের রাস্তা ঘাটে আলো নাই, বৃষ্টির সময়েই বাহির হইতে হইলে অন্ধকারে [illegible] আলো লইয়া বাহির হইতে হয়, অনেকের পক্ষে বিপদ ঘটিয়া থাকে; [illegible] আর মাটীতে পা দিতে হয় না, কিন্তু গাড়ী আছে ঘুড়ী আছে, আর আমরা কি? ইহার পর বাবু [illegible] বিশ্বাস [illegible] একটী [illegible] সম্মুখে অপরাপর [illegible] সহিত তুলনায় মিউনিসিপ্যালিটীর অত্যাচার প্রমাণ দিয়া পরে মিউনিসিপ্যাল টাকা কিরূপে অপব্যয় হইতেছে, তাহা দেখাইলেন। পরে স্বাস্থ্য বিভাগের [illegible] এমন যে [illegible] কেবল কাগজে [illegible] দেখাইলেন। এই সকল [illegible] হইলে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইলে, এবং আপনাদের মধ্য হইতে এক এক ব্যক্তিকে কমিশনর নিযুক্ত করিতে হইবে, নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহাও বিশেষ করিয়া বলিলেন। পরে দ্বিতীয় প্রস্তাবে সাব্যস্ত হইল যে এই সকল কার্য্য সফল করিবার জন্য করদাতৃগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ছোট লাট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে। [illegible] সভাপতিকে এবং বক্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

[illegible] প্রাদুর্ভাবের এবার শেষ। বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে। কয়েক দিন হইল শিবপুরের একটী [illegible] বৃষ্টির জল [illegible] হইয়া [illegible] একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। [illegible] অনেক বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে, [illegible] প্রাণের হানি হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই। ঐ সময়েই আবার [illegible] একটী [illegible] ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। [illegible] মনোহারী প্রভৃতি [illegible] ছিল এবং [illegible] ছিল। কি পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, এখনো তাহার নির্ণয় হয় নাই, তবে সৌভাগ্যের বিষয় কোন প্রাণের হানি হয় নাই। যাঁহারা পুরাতন কোঠাবাড়ীতে বাস করেন, এসময়ে সে ঘর বাস যোগ্য কি না, ইহার বিশেষ পরীক্ষা করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অথবা গবর্ণমেণ্ট মনো যোগী হইলে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্বারা অন্য [illegible] এ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন।

[illegible] বিলাতে [illegible] সম্বন্ধে প্রকাশ্য স্থানে এবং প্রকাশ্যভাবে মদ্য [illegible] বলিয়া, [illegible] সহযোগী [illegible] আক্ষেপ করিয়াছেন। এবং [illegible] পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, যে, তাঁহারা যেন এই [illegible] সম্পূর্ণ দূর করেন। আমাদের [illegible] একটা সাধু চেষ্টা, [illegible] পরিবর্ত্তন হয়, এজন্য আমরাও [illegible] অনুরোধ করি। [illegible] করিতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু [illegible] আবার আছে। আমাদের [illegible] মনোযোগী [illegible], [illegible] তাহার [illegible] মনে হয়, [illegible] অনেক কাজেই [illegible] কোন কথা [illegible] করা উচিত।

[illegible] একটী [illegible] ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। [illegible] এক ব্যক্তি [illegible] মাছ ধরিবার জন্য [illegible] সেখানে [illegible] মাছ ধরিবার সময় [illegible] চাহিয়া দেখেন যে সেদিকে [illegible] করিতেছে, [illegible] [illegible] দিকেই [illegible] সামান্য আলো নয়, কি [illegible] আগুন লাগিয়া তাঁহার [illegible] পুড়িয়া [illegible] আমা দের [illegible] দিবার [illegible] এ [illegible] হইয়া গিয়াছে।

[illegible] সাহেবের একজন কেরাণী [illegible] ডেপুটী [illegible] অবকাশ প্রার্থনা করেন। [illegible] কোন কর্ম্মচারী অবকাশ [illegible] আবেদন অগ্রাহ্য করেন। [illegible] নিরুপায় হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে তিনি [illegible] এক দিনও অবকাশ পান নাই। [illegible] প্রার্থনা [illegible] নির্দিষ্ট দিনে [illegible] কয় না। এরূপ [illegible] মধ্যে অথবা শেষে এমন অন্য কোন দিন নাই যে দিনে উহার কার্য্য [illegible]। ডেপুটী এক্‌জিকিউটিভ [illegible] অনুধাবন করিয়া [illegible] বিভাগীয় [illegible] অবকাশ [illegible] আর [illegible] অবকাশ দেওয়া হইবে না, এরূপ আদেশ দিয়াছেন। যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন তাঁহার এক মাসের বেতন [illegible] হইবে, এই আদেশে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"আমাদের [illegible] সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সম্প্রতি [illegible] গ্রামা পোষ্ট আফিস খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সমস্ত আফিসের ভার, গ্রামের মণ্ডল, মুদী ও মহাজন ও স্কুল মাষ্টার দিগের হস্তে ন্যস্ত হইবে। ইহারা যদি অন্য দিকে [illegible] করিতে, পার্শেল বিলি করিতে বা গ্রহণ করিতে এবং বিমা করিতে পারিবে না। কেবল সাধারণ পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং পার্শেল রেজেষ্টরি পত্র আদান প্রদান করিবে।

[illegible] হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের সন্নিকটস্থ [illegible] রামজয় পালের দুই ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিত, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

[illegible] ভয়ানক বন্যা হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানী ইহার উপর যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এজন্য আগরা হইতে গোয়ালিয়র রেইলওয়ের গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে পৃথিবীর নানাস্থানে যে সকল দেশে আছে, ইহাদের আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ হইতে পারশ্য দেশের মধ্যস্থলে কোন স্থানে ছিল। ইহাদের বাক্যপ্রণালী [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়।

[illegible] যে [illegible] আইন তাহাতে রহিত না হয় তজ্জন্য অযোধ্যা [illegible] সভা বিশেষ আপত্তি করিতেছেন।

মধ্যপ্রদেশে ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible] জেলায় [illegible] জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে আটত্রিশ জনের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], নাগপুর, ও জব্বলপুর জেলায় এই রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এবার ইংলণ্ডে এমন গ্রীষ্ম হইয়াছিল, যে তথাকার পার্লিয়ামেণ্ট সভাবাটীতে সভার অধিবেশন কালে [illegible] পাখা টাঙ্গাইয়া তাহাতে বরফের জল দিতে হইয়াছিল। সেখানে ও অনেক [illegible] পুরাতন কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা, তখন পাখা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন নাই কেন?

২৬ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশ, আসাম ও [illegible] অঞ্চলেই [illegible] অনাবৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গদেশের কোথাও অধিক কোথাও বা অল্পবৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বৃষ্টিপাত মন্দ হয় নাই, কিন্তু আর একটু জল হইলে ভাল হয়। পঞ্জাব রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ ও হাইদ্রাবাদে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই সমুদায় স্থলে শস্যের অবস্থা উত্তম। কেবল দার্জ্জিলিং ও [illegible] বৃষ্টি অনাবশ্যক হয় নাই। মান্দ্রাজ বিভাগের [illegible] বৃষ্টি না হওয়াতে তথায় শস্যের অবস্থা অতি মন্দ।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে একটী শ্বেত কাক দেখা দিয়াছে ইহা দেখিয়া নানা লোকে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে কোন পিশাচ শ্বেত কাকের রূপ ধারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, যে বাটীতে বসিবে তথায় শুভ কাজ হইবে।

করিতেছে। আপাততঃ এই কাক [illegible] দেখা দিয়াছে, কিন্তু তথায় কোন শুভ অশুভ হয় নাই। আমরা এখানে কাল কাকই দেখিতে পাই, সুতরাং আমাদের চক্ষে শ্বেত কাক অদ্ভুত পদার্থ। কিন্তু [illegible] দেশে মানসসরোবরে ও রাবণ হ্রদের তীরে শ্বেত কাক নিয়ত দেখা যায়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে বিস্তর শ্বেত কাক আছে। অনেক দিন অবধি আলিপুরের পশুশালায় একটি শ্বেত কাক রাখা হইয়াছে।

বিক্রমজী নাম্নী যে স্ত্রীলোক বিবাহের উপর শিশুহত্যার অপরাধে গুজরাটের সেসন জজ প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, এবং হাইকোর্টে আপীল হইলে মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাহার উপর যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাহাকে পাঁচ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসে থাকিতে আদেশ দিয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন যে সর আশলি ইডেন [illegible] আর্মি কমিশনে নিযুক্ত ছিলেন, [illegible] লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কার্য্য করেন নাই বলিয়া [illegible] এই মনস্থ করিয়াছেন যে, [illegible] তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কার্য্য করিতে পারিবেন। এক দিনে [illegible] সাহেবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তিনি আর এক বৎসর বঙ্গদেশের শীর্ষদেশে বিরাজ করিবেন।

ক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারেরা [illegible] কাশ্মীর [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিতে [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে শীঘ্রই এই রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কলিকাতার মধ্যে [illegible] রাস্তার উত্তর অংশে ঠনঠন হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত ট্রাম আইন অনুসারে কার্য্যকরা রহিত হইবে। কেবল দক্ষিণ অংশে এই আইন প্রচলিত থাকিবে, এই রূপ অভিমত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে [illegible] পাশা ও তাঁহার সহচর দিগের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। আপিল আদালত এই আদেশ অব্যাহত রাখিয়াছেন। কিন্তু সুলতান প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। [illegible] নির্ব্বাসিত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু প্রার্থনীয়। এদিকে [illegible] বন্ধুবর্গ তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে [illegible] অবিচার করিয়া দণ্ড দিলে ইউরোপীয় সমাজে সুলতানের দুর্নাম রটিবে। সুলতান এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছেন।

[illegible] সিমলায় আগমন করিয়া নূতন কৃষিবিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible] ও [illegible] রেলওয়ের [illegible] হইতে [illegible] সহস্র টাকা মূল্যের একখানা অপহৃত হইয়াছে। [illegible] বলেন যে সকল কেরাণী [illegible] নিযুক্ত আছে, তাহারা ও কয়েক জন রেইলওয়ে [illegible] ইহার জন্য দায়ী।

গবর্ণর জেনেরল বিজয়নগরমের রাজাকে মহারাজ উপাধি দিয়াছেন। আমরা আশা করি নব মহারাজ তাঁহার পিতার ন্যায় সাধারণের সম্মানার্হ হইবেন।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান ও অছি শ্রীযুক্ত রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুর বহুদিনাবধি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন। পীড়া [illegible] হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার চিকিৎসার্থ মহারাণী [illegible] চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষ। মহারাণীর সংসারে থাকিয়া তিনি তাঁহার অনেক মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় সদাশয় ও [illegible] লোক। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, তিনি আরও কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া দেশের উন্নতি করুন।

আমরা [illegible] বান্ধব পুস্তকালয়ের [illegible] [illegible] সাম্বৎসরিক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া দেখিলাম অনেক গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত গ্রন্থ পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনার্থ দান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অনেক বিদ্যোৎসাহী মহোদয় পুস্তক এবং অর্থ দিয়া এই পুস্তকালয়ের সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যক্ষগণদিগের প্রযত্নে ইহা যে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। আমরা পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এ বৎসর অনেক উন্নতি দেখিলাম। [illegible] একটী [illegible] এখানে কৃতবিদ্য লোকের বাস আছে। যুবকগণ বৃথা গল্প ও কুচিন্তায় অতিবাহিত না করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে রত হন, তাহা হইলে দেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে।

বোম্বাই অঞ্চলে ব্রোচ নামক স্থানে অতিবৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুনরায় বীজাদি বপন না করিলে শস্য হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে আগামী দুর্গোৎসবের সময় যখন হাইকোর্ট বন্ধ থাকিবে, তখন তথাকার সেসন জজ ফৌজদারী মকদ্দমা করিবেন। ফৌজদারীবিভাগ ভিন্ন অন্যান্য বিভাগ বন্ধ থাকিবে।

অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে বোম্বায়ের অনেকগুলি গৃহ পতিত হইয়াছে।

আজ কাল জর্ম্মাণি ইউরোপের মধ্যে সকল দেশ অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। জর্ম্মাণির সম্রাটের এখন অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রভূত যশ। ইউরোপে যত রাজমন্ত্রী আছেন, প্রিন্স বিসমার্ক তাঁহাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ। জর্ম্মাণির ন্যায় সেনাবল আর কোন দেশের নাই। বর্লিন এখন ইউরোপের মহানগরী। এই নগরে নানাজাতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত একটী সম্মিলনী সভা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আবার ষ্টকহলম নগরে সকলদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের একটী সম্মিলনী সভা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

মান্দ্রাজে শস্যের অবস্থা ভাল নহে।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে বেলারি জেলায় সম্প্রতি পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা শস্যের কোন অনিষ্ট করে নাই।

সম্প্রতি কোচ নগরে ঝড় বায়ু বহিয়া গিয়াছে।

পুলিষ কর্ম্মচারিরা এখন বোম্বায়ে সেখানে ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ করিতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালোর নগরের পুলিষ কলিকাতা পুলিষের অনুবর্ত্তী হইয়া তথায় ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ করিয়াছে। একদা বেঞ্জামিন পিটর্স নামক এক জন খ্রীষ্ট মিসনরি সহরের একটী রাস্তার মোড়ে একটী বাটীর বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়া নিজ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। পুলিষ এই সুযোগে অবগত হইয়া বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেয়।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী দ্রব্য বিলাত হইতে এদেশে আনাইতে যে ব্যয় হয়, ঐ ব্যয়ে অথবা তদপেক্ষা ন্যূনতর ব্যয়ে যদি ঐ সকল দ্রব্য এতদ্দেশে পাওয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট উহা এতদ্দেশ হইতেই সংগ্রহ করিবেন। ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবার প্রয়োজন নাই। দ্রব্য গুলি এই—দিয়া বাতিকা, পড়ক দ্রাবক ও সুরাসার। এদেশে বিস্তর কাগজ, কলম, দোয়াত পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল দ্রব্যাদি এখানকার বাজার হইতে ক্রয় করা হইতেছে না ইহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইতেছি।

জলপাইগুড়ি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বর্ষা কাহাকে বলে আমরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিলাম না। বৃষ্টির কথা দূরে থাকুক, দিবাকরের প্রখর কিরণে ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। কৃষকেরা অনেক ভূমিতে এখনও হলকর্ষণ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ দুই এক খানি নিম্ন ভূমিতে আমন ধান্যের বীজ রোপণ করিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে তাহাও শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আবার পাট পচাইবার এই সময়, তাহাতেও কোন ফল ফলিতেছে না। বাস্তবিক অন্যান্য বৎসর এ সময় যে সকল স্থানে উরুদেশ পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন হইত, এ বৎসর জুতা পরিয়া সেই সকল স্থানে অনায়াসে যাতায়াত চলিতেছে। শুনিলাম দিনাজপুরের অবস্থাও এইরূপ শোচনীয়।

দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার জন্য অমৃতসরে এক জন চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ইউরোপীয় রমণীকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইবে। এদেশে এরূপ লোকের অত্যন্ত অভাব। অমৃতসরের মিউনিসিপালিটি এই অভাব পূরণার্থ যত্নবান হইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র ।

শান্তিপুর ।

বর্ষাকালে প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটির ব্যয়ে নূতন গঙ্গায় (মরাগাঙ্গীতে) কয়েকটী স্নানের ঘাট বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে; কিন্তু এবার এ বিষয়ে ভাইসচেয়ারম্যান বাবু অদ্যাপি কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। এতন্নিবন্ধন আবালবৃদ্ধ নরনারী ও বালক বালিকাগণ প্রতিদিন যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতেছে। প্রস্তাবিত স্নানের ঘাট কয়েকটী প্রস্তুত করাইতে প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটির অনুমান ৮। ১০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বারা করদাতৃবর্গের বিস্তর সুবিধা ও উপকার হয়। তবে এই সাধারণ হিতকর কার্য্যে সামান্য ব্যয় করিতে আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবু ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন?

এবার বর্ষাকালে ওলাউঠা যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তদ্দর্শনে অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, ওলাউঠা যদি কিছু দিন এভাবে বিচরণ করে, তাহা হইলে শ্রীপাঠ শান্তিপুর শীঘ্রই জনশূন্য হইবে। বস্তুতঃ ওলাউঠার যে প্রকার পরাক্রম দেখা যাইতেছে, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। বিস্তর নর নারী ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কাল কবলিত হইতেছে। অ্যালোপেথিক ঔষধে রোগীর কিছু মাত্র উপকার দর্শে না, একারণ প্রায় সকল রোগীই হোমিওপেথিক ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের ঔষধ সেবন করিতেছে। এই মহৌষধ-সেবনে অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবু এই সময় সাধারণকে সতর্ক করণার্থ কয়েকটী অপূর্ব্ব নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন ও তাহা সাধারণকে পরিজ্ঞাত করণার্থ মিউনিসিপালিটির অবলম্বিত হইয়াছে। নিয়ম কয়েকটী এই:—

(১) যখন কোন পরিবারের মধ্যে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়, তখন প্রতিবাসীর কেহ সেই বাটীতে না যায় এবং রোগীকে পৃথক স্থানে রাখে ঐ পরিবারের সহিত অন্য পরিবারের যত পৃথকভাব হয় ততই ভাল।

(২) যে সকল পুষ্করিণী ও কূপের জল লোকে পান করিয়া থাকে, সেই জলে ওলাউঠা রোগীর বস্ত্রাদি কেহ না কাচে এবং পরিবারেরা সেই রোগীকে সর্ব্বদা ছোঁয়া লেপা না করে।

(৩) ওলাউঠা রোগীর ব্যবহৃত কাঁথা লেপ ও বিছানাদি উত্তম প্রকারে বাটীর মধ্যে পুড়িয়া কোন প্রকারে নষ্ট করে, সদর রাস্তার কোন স্থানে ফেলিয়া না দেয়।

(৪) ওলাউঠা রোগীর মল ও তাহার বস্ত্রাদি শৌচের নিমিত্ত একটী পৃথক বন্দোবস্ত করে।

(৫) আপন আপন বাটীতে ধূনা ও গন্ধকের ধূঁয়া প্রাতঃকালে দিতে থাকে।

এখানকার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চের কার্য্য-প্রণালী প্রত্যাশানুরূপ সন্তোষজনক নহে। এই বেঞ্চে ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্তবাবু মহেশচন্দ্র রায় সভাপতি ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং বেঞ্চের কার্য্যাদি সম্পাদন করণার্থ প্রতি সোমবার—রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে শান্তিপুরে গমনাগমন করিতে হইতেছে। ডেপুটী বাবুর বিচারে প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট, একারণ আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এখানকার বেঞ্চের শাসন তিনি স্বয়ং পরিগ্রহ করেন।

সম্প্রতি লক্ষ্মীতলা পাড়ায় একখানি প্রকাণ্ড মহিষাসুরমর্দ্দিনী প্রতিমার মহাসমারোহের সহিত পূজা হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ প্রণালীতে আর কখন লক্ষ্মীতলায় বারইয়ারী পূজা হয় নাই। নৃত্য, গীত ও অন্যান্য উৎসবাদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে এবং দর্শকদিগের অভ্যর্থনাদিতে পাড়ারা প্রত্যাশানুরূপ করিয়াছেন। কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন ত্রুটি দেখা যায় নাই। তবে বিশেষ দুঃখ ও ঘৃণার কথা এই যে, পাড়ারা একটা প্রকাণ্ড মহিষ ক্রয় করিয়া আনিয়া অতি নিষ্ঠুররূপে বলিদান

করিয়াছে। এখানে [illegible] পুরুষ ও নারী [illegible] প্রতি [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] [illegible] হইল। আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] হইল না।

[illegible] বৎসর [illegible] গোস্বামীদের ভবনে ঝুলান [illegible] অত্যন্ত সমারোহের সহিত সুসম্পাদিত [illegible] হইয়াছে। [illegible] লোকদের চেষ্টায় ও সহকারী [illegible] ঠাকুরের [illegible] ও [illegible] এমনি [illegible] সজ্জিত হইয়াছিল [illegible] অনেক [illegible] মনে [illegible] [illegible] হইয়াছে। অন্যান্য [illegible] [illegible] সমারোহের সহিত [illegible] [illegible]।

[illegible]।

সোমপ্রকাশের কোন কোন [illegible] এ [illegible] একটীও [illegible] নাই বলিয়া [illegible] প্রকাশ ও আপন [illegible] [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের এমনি [illegible] যে, এই বৎসরের [illegible] এখানে এমন অনেক [illegible] দেখিয়াছি, যাহারা [illegible] [illegible]। [illegible] পুষ্করিণী ও [illegible] [illegible] [illegible] যদি কোন [illegible] পাঠক এমন [illegible] দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে [illegible] তাহার নিকট অনুসন্ধান করিলে [illegible] হইতে পারিবেন। [illegible] [illegible] না।

[illegible] এ বৎসর [illegible] [illegible] আসিয়াছে। তবে তাহাদের দ্বারা এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। [illegible] তাহাদের উদর-[illegible] [illegible] [illegible] বিস্তৃত করিয়াছেন!

[illegible] অবস্থা [illegible] [illegible]। [illegible] কারণ এই, গত বৎসর ([illegible]) [illegible] [illegible] সমুদায় [illegible] বিক্রয় [illegible] [illegible] শোধ [illegible] আমাদিগের [illegible] কিছুই [illegible] নাই। অনেককে [illegible] হইয়াছে। এ [illegible] বৎসর যে কিরূপ [illegible] তাহা [illegible] পারা যাইতে পারে। [illegible] উপর [illegible] দৈবও প্রতিকূল হইয়াছিলেন। [illegible] বৃষ্টি বর্ষণ না হওয়াতে অদ্যাপি [illegible] অনেক স্থানে আরম্ভ হয় নাই। [illegible] সাধারণ অধিবাসিগণের প্রায় [illegible] মাসের [illegible], সেই [illegible] ভাল হয় নাই। [illegible] ([illegible]) বড় [illegible] হইয়াছে; [illegible] ([illegible]) একবারেই [illegible]। [illegible] এত দিনের পর [illegible] বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে। [illegible] এবং [illegible] আশা করিতেছে।

সম্প্রতি [illegible] একজন [illegible] পোষ্টমাষ্টার এক ব্যক্তির ৯০ টাকার মনি অর্ডর করিয়া তাহাকে রসিদ দিয়া সে টাকা [illegible] জমা না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া, বিচারে তাঁহার [illegible] এক বৎসর কারাদণ্ড ও ৯০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। এত দেখিয়া শুনিয়া ও শিক্ষা [illegible] লোকের চৈতন্য হয় না।

[illegible] রমণীগণের [illegible] বিক্রয়ের কথা শুনিলে অনেক [illegible] বঙ্গ-[illegible] বঙ্গরমণী কেন, আমাদিগের ন্যায় অনেক বঙ্গ-বীরেরও চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক রমণী [illegible] টাকার বোঝা মস্তকে করিয়া অবলীলাক্রমে এক মাইল দেড় মাইল দূরে বহন করিয়া লইয়া [illegible]। এই সকল স্ত্রীলোক [illegible] করিয়া পুরুষদিগকে [illegible]। [illegible], ইহাদিগের নিকট কোথায় [illegible]?

[illegible] আমাদিগের [illegible] একটী কথা বলিতে হইল। [illegible], কিন্তু [illegible] নাই। [illegible] পরিপূর্ণ। গত বৎসর ঝুলান [illegible] জীবনে কষ্ট করিয়াছিল, [illegible] আবার [illegible] ([illegible]!) [illegible] নিকটবর্ত্তী ওই একখানি গ্রামে [illegible] হইয়াছে। চারি দিকেই [illegible]। [illegible] আর কোন দিকেই নাই। [illegible] আমাদিগকে একরূপ উপায় ([illegible]) [illegible] করিয়া তুলিয়াছে। পাঠকদিগের [illegible] একটু [illegible] পরিচয় দিতে হইল।

[illegible] এই উপায় [illegible] প্রতি বৎসর এক একটী লোক উন্মাদগ্রস্ত হইত। তথাকার অধিবাসিগণের মনে এইরূপ একটী সংস্কার ছিল, যে বৎসর কেহ পাগল না হইবে, সে বৎসর কোন না কোন অমঙ্গল ঘটিবে। দৈবক্রমে এক বৎসর আর কেহ পাগল হইল না। [illegible] মধ্যে মহা [illegible] পড়িয়া গেল। একজন [illegible] সেই [illegible] বিষয় মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত [illegible] দিকে [illegible] শয়ন করিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধ [illegible] মধ্যে তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল; তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! পশ্চিমদিকে পা রাখিয়াছি। পশ্চিমে যে অমুক অমুক দেবতা আছেন!" [illegible] দিকে পা রাখা হইবে না। এই বলিয়া পা ফিরাইয়া উত্তরদিকে, পরে পূর্ব্বমুখে শেষে দক্ষিণ দিকে করিল, কিন্তু সকল দিকেই দেবতা আছেন, কোন দিকেই রাখিবার স্থান হইল না! সর্ব্বশেষে [illegible] হইলেন; কিন্তু অধোদিকেও দেবতা। এইরূপে চরণ রাখিবার স্থান না [illegible] হইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল!

আমাদের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়। উপায় সেই ব্যক্তি [illegible] রাখিবার স্থান পায় নাই, আমরা যে জীবন রক্ষা করিবার উপায় দেখি না! চারি দিকেই [illegible]! কোন দিকে [illegible], কোন দিকে [illegible] অন্য দিকে [illegible]। এ অবস্থায় যাই কোথায়? [illegible] অনেকে বলিবেন, পাগল যে [illegible] করিয়াছিলেন, আপনারাও সেই পথ অবলম্বন করুন [illegible] নাই॥

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible]

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও [illegible] মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের [illegible] নিবন্ধন [illegible] ঘটিয়া থাকে। যথা—[illegible] তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি

কার্য্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের নষ্ট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু শীতানাথ দত্ত ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশগর্ভ মহাগ্রন্থটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও কতিপয় সাধু বাঙ্গালী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্র গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মানিকতলা নবাবী ডাক্তারের লেন ১৯ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীহরিশ্চন্দ্র সরকার।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৷০। আমার নিকট পাওয়া।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
২৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুষ্টদুষ্টে ঘা, ফোড়া ঘা, আগের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেফাবার ঘা, ফুষা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, গোদপাঁচড়া, ছিড়িয়া, কাঁচড়া, পাঁচিলা লাগুনী ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও দোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্মির ঘা) ফিরঙ্গরোগ, সর্ব্বপ্রকার পাঁচড়া ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১১ নম্বর আলীপোদার লেন স্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর ফেনিশ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওশেন" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সবজির বীজ, বৃক্ষাকার অশ্বত্থাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর ভার্বেনাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি সেঙ্কফয়েলাদি ফুলের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সবজি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৫ টাকা। সুগন্ধি ফুল ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৫ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২৷৷০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ২ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। সংস্কৃত মূল হইতে অবিকল গদ্যানুবাদিত হইয়া (গত আষাঢ় মাস হইতে) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি খণ্ডের ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ করিব। এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির ব্যয় অগ্রিম ১৸০ আনা। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন।

কলিকাতা }
১১০ নং স্ট্রীট } অধ্যক্ষ।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা।

এই পত্রিকার তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চমী, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের চিকিৎসাবিদ্যা, মোমাই, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মহুসংহিতা, সংবাদসার, এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ পৃষ্ঠা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৷০ টাকা। গ্রাহকেরা মহামহোপাধ্যায় সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা ধরা ও মাথা ব্যথা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ।০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাইবেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন অম্বষ্ঠ ডাক্তার।
৩ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর
কলিকাতা।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ৸০, ।৵০, ।৵১০, ।১০, কালেজষ্ট্রীটে বহুবাজার সিদ্ধি পটীর ৪ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ যাচ্‌ঞা করিয়া গ্রহণ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অতিরিক্ত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ভয়ে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোষ্ঠ, বাত-রোগ, ও যন্ত্রশূলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা বোগির গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অজীর্ণ, প্লীহা, অম্লশূল, কাশ ও নূতন গাত্রবেদনা প্রভৃতি পীড়ার উঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ অনেক প্রকারে এক্ষণে প্রস্তুত হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:o:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সরল আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ২০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ১৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ২॥০ টাকা আর বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিকা ১১ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, পদ্মপুরাণ ১৯ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বস্থ।

খিদিরপুরের রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা বৈঠকখানা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই শ্রাবণ ১২৮৮। } শ্রীশীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর,

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মামুদাবাটী ১০
" " আশুতোষ মিত্র—যশোহর ১০
" " ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়—মুন্সীরহাট ১০
" " যদিনাথ বসু রায়—মধুপুরী ১০
" " মধুসূদনচন্দ্র দেবরায়—ভাগলপুর ১০
" " রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সোনাবাড়িয়া ৭
" " নবীনচন্দ্র গুপ্ত—বেহালপুর ৭
" " দীনবন্ধু দাস ডাক্তার—রাঁচি ৬
" " যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী—নাটোরিয়া ৭
" " বঙ্কুবিহারি মিত্র—চন্দর ৫৷০
" " যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫।০
" " কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫
শম্ভুচন্দ্র লাইব্রেরি—কাকিনীয়া ৭৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে এক সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

এক সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ১০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৭ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ২২ এ আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন কনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্যতা হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, যুবত্বরক্ষা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে দিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক অদ্ভুত গুণ এই যে নিত্য সেবন করিলে বাৰ্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অল্প বয়সে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

'স এব পুরুষোধন্যোঽল্পকালীয়দোষভঞ্জনঃ।'

নূতন সহজ ও পরীক্ষিত ঔষধ।

১ম—শান্তিনিবাস।

এটী জ্বররোগের অব্যর্থ মহৌষধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, এই ঔষধ সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগের যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

সপ্তাহের মূল্য	।০
মাশুল	
প্যাকিং খরচ	

২য়—শান্তিবিলাস।

এই প্রাকৃতিক ঔষধের দ্বারা অম্ল, আম, কৃমি, দন্ত ও শিরঃশূল আরাম হয়। আর নবজ্বর, কাশী, প্লীহা, অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময় অজীর্ণ-দোষ, আমাশয়, রক্তামাশয়, অর্শ, সামান্য কাশ, কুচ্কি, বাগি, ও তজ্জনিত জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা রোগ বিশেষে ১ সপ্তাহ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে বিশেষ প্রতিকার করিয়া থাকে।

সপ্তাহের মূল্য	।৴০
মাশুল	।০
প্যাকিং	৴০

৩য়—শান্তিসাগর।

এই আরকে অম্লশূল, অম্লরোগ, বাত ও বাতজ্বর, অজীর্ণ দোষ ও কৃমিরোগ আরাম হয়। ৩। ৪ বোতল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ১০। ১৫ বৎসরের অম্লরোগ একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রমাণ বোতলের মূল্য	১০
মাশুল	১৷০
প্যাকিং	৷০

৪র্থ—শান্তিরস।

এই প্রাকৃতিক আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌষধ। ইহাতে নবজ্বর হইতে ত্রিদোষ বিকার, পারদ ঘটিত বাত, গেঁটেবাত, আঘাতজনিত বেদনা, অন্ত্ররোগ, শূলবেদনা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাশুল ও প্যাকিং ২ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ ও বয়স লিখিয়া ভবানীপুর চক্রবেড়িয়ার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে প্রাকৃতিক ঔষধালয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। শিশি বা মোড়কের উপর উক্ত প্রোকাণ্ডের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ লইবেন না।

কণ্ঠ-সংগীত।

প্রথম ভাগ।

গুরূপদেশ বিনা খেয়াল ধ্রুপদ ও অপরাপর গীত শিক্ষা করিবার সহজ উপায়।

নিম্নলিখিত স্থানে পাইবে। মূল্য ৸১০ আনা ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল টেকরি বিল্ডিং।

নিং বাগুণী এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ২৫ নং।

কেনিং লাইব্রেরি কলিকাতা পটোলডাঙ্গা।

চক্রবেড়িয়া ভবানীপুর অঘোরনাথ নাথের দোকান।

কালীঘাটের পোলের পশ্চিম চেতলা পীতাম্বর দাসের পুস্তকের দোকান।

পাইকপাড়া নর্শারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের গাছ এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে " কৃষিতত্ত্ব " নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট

বিশেষ আছে। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/৫০ । বীজ ও গাছের ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা সকলের সর্ব্বজীব প্যাকেটের মূল্য ৫ টাকা। ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় ।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, ধাতুর পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকৃষ্ট রোগের ঔষধ গত ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর স্থলে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে শরীরস্থ পারা নির্গত করিবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারার কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল চারিটীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা করিয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন অনিষ্টজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

এই ঔষধ কলিকাতার, শ্যামবাজার, চিৎপুর রোডের ধারে ৩৩৭ নং ভবনে সারদাপ্রি পুস্তকালয়ে সকল সময়ে পাওয়া যায়।

সদাহরনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওয়াকল" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বৃহদাকার কর্মূাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ সুগন্ধ সুন্দর এইরূপ ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি ফুলের বীজ আনান হইয়াছে। এক্ষণে শাক সব্জি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। সুগন্ধি ফুল ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৩৲ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২॥০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১৲ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী সংগ্রহীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

বন্যা-প্রপীড়িত অধিবাসিগণের
১ম—পত্র।

ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া আমরা যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন স্থানের অধিবাসিগণের একূপ শোচনীয় অবস্থা আজিও ঘটে নাই। দুর্দ্দশার চরম সীমা এক্ষণে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই আমাদের এ দুরবস্থার মূল কারণ; গবর্ণমেণ্টের দোষেই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি।

কথাটা গোড়া হইতেই বলা উচিত। আজ প্রায় ২৭ বৎসর অতীত হইল, গবর্ণমেণ্ট, বৰ্দ্ধমান জেলার প্রবাহিত দামোদর নদের এক পার্শ্বস্থ বাঁধ স্থানে স্থানে কাটাইয়া দেন;—যে পার্শ্ব কাটাইয়া দেওয়া হয় সম্মুখে প্রায় দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত নদীর ধারে বাঁধ রহিল না। আর নদীর অপর পার্শ্বে খুব প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন;—কোথাও একটু খোলা রহিল না। ফল এই হইল, বর্ষাকালে নদীতে বান আসিলে, নদীর এক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল বন্যার জলের প্রবল বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল;—বন্যাপীড়িত বহুসংখ্যক প্রজা স্থানান্তরে পলাইয়া গেল; যে দুই এক স্থানের প্রজা একটু চোখল মুখল ছিল, তাহারা বড় কান্না কাটি না করায়, তাহাদের কেবল গ্রাম রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণপুর, জাহাঙ্গীরপুর ইত্যাদি। কোন কোন গ্রাম একবারে সমভূম হইল। কোটিনীমূল নামে একখানি গণ্ডগ্রামের অধিকাংশ প্রজা পলাইয়া গেল; বন্যার বেগে গ্রাম মধ্যে দুইটা খাল হইল; জমী সকলে বালি পড়িয়া গেল; প্রজার ঘরদ্বার পড়িতে লাগিল,—গোরু, বাছুর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বেড়ুগ্রাম নিবাসী ৺ দামোদর বসু ঐ গ্রামটী বৰ্দ্ধমানের মহারাজের নিকট হইতে পত্তন গ্রহণ করেন,—পত্তনদারের মালগুজারি বাদে প্রায় বার শত টাকা বৎসরে মুনফা ছিল; প্রজা সকল পলায়ন করায় পত্তনদার মালগুজারি করিতে না পারায় লাটবন্দিতে নিলাম হইল। ১২ শত টাকার মুনফার মহল, বৰ্দ্ধমানের মহারাজ খাস ডাকে ১০ টাকায় ডাকিয়া লইতে বাধ্য হয়েন!! বলা উচিত, গবর্ণমেণ্ট এই গ্রাম রক্ষার্থ বাঁধ বাঁধাইয়া দেন নাই; পত্তনিদারের সাহায্যে গ্রামবাসিগণ চাঁদা করিয়া বাঁধ বাঁধিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা কাটাইয়া দিতে হুকুম দেন; বাঁধ কাটিতে একটু বিলম্ব হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট পত্তনদারের ৫০ টাকা জরিমানা করেন। এ আজ ৮ বৎসরের কথা।

জিজ্ঞাসা করি, এ কি রকম কার্য্য হইল? নদীর অপর পারের লোক বেশ সুখে থাকিবে, বন্যায় কিছু মাত্র কষ্ট পাইবে না, আর এক পারের লোক বন্যায় উৎসন্ন যাইবে,—ধনে প্রাণে নষ্ট হইবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্টের এ কি রকম বিচার? এক পারের অধিবাসিগণ এতই কি পাপ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে তাহারা গবর্ণমেণ্টের এরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইল? গবর্ণমেণ্টের কাছে সকল প্রজা সমান ত; তবে আমরা গবর্ণমেণ্টের এত বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি কেন? কি ন্যায় বিচারে গবর্ণমেণ্ট দুই পারের লোকের মধ্যে এরূপ আকাশ পাতাল, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভেদ করিলেন? গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাই?

এইবার নিজ কথা। বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামোদর নদের এক পার্শ্বে আমাদের বাস। আমাদের গ্রামগুলির নাম বেড়ুগ্রাম, বলরামপুর, গঙ্গারামপুর, লাখরা নর্শাপুর এবং পালিমডাঙ্গা। দামোদর নদী ধনুকের আকৃতিতে বক্র হইয়া গ্রামগুলিকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আজ ৫ বৎসর হইল, গ্রামগুলির উত্তরে এবং দক্ষিণে দুইটা বক্রকোটিতে দুইটা হানা পড়িয়াছে; (অর্থাৎ দুই ধারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।) সুতরাং বর্ষাকালে নদী উথলিয়া গ্রাম সকলকে প্লাবিত করে, কষ্টের একশেষ হয়, সম্পত্তি নষ্ট হয়, এবং মনুষ্যের প্রাণ হানিরও সম্ভাবনা হয়। আজ ৫ বৎসর কাল বাঁধ বাঁধাইয়া দিবার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট দরখাস্ত করিতেছি, কিন্তু কোনও ফল প্রাপ্ত হই নাই। ১ ম দরখাস্ত ১৮৭৮ সালে ২৮ এ নবেম্বর করা হয়, ইহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই; ২ য় দরখাস্ত ১৮৭৯ সালে ২৯ এ মে করা হয়, কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই; ৩ য় দরখাস্ত ১৮৮১ সালের ২১ এ মে করা হয়—উত্তর নাই; ৪ র্থ দরখাস্ত ঐ সনের ১০ ই জুন করা হয়,—উত্তর নাই।

তবে ৪ র্থ বার দরখাস্ত করার পর আষাঢ় মাসের শেষে একটী লোক হঠাৎ আসিয়া গ্রামবাসিগণকে বলে, আমি বাঁধের বিষয় তদারক করিতে আসিয়াছি। কিন্তু গ্রামবাসিগণ উপস্থিত হইলে, সে

খাঁদের বিষয় কিছু তদারক না করিয়া, একটু বেড়াইয়া চলিয়া যায়। এই তদারক সম্বন্ধে আরও অনেক গুরুতর কথা আছে, তহবিল এবং ঐ ডাক্তারখানা মেরামতের কথা, এবং আমাদের ক্রমশ তার বিবরণ পরবারে বিবৃত হইবে।

১৯এ শ্রাবণ ১২৮৮ } শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র বসু
শেড়্গ্রাম } শ্রীহরিদাস চৌধুরী
পোষ্ট—মেমারি } শ্রীপ্রাণচন্দ্র বসু
(বর্দ্ধমান) } ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ

৭ ই ভাদ্র সোমবার।

বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব।

বালকেরা পুত্তলিকা লইয়া যেমন ইচ্ছামত ক্রীড়া করে, আমাদের দেশীয় রাজগণের অধিকার লইয়া রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বালক পুত্তলিকায় পুতুল গড়ে, আবার ভাঙ্গে, আবার গড়ে; রাজপুরুষেরাও সেইরূপ কোন কোন রাজ্য লইয়া সময়ক্রমে কখন গড়িতেছেন, কখন ভাঙ্গিতেছেন, আবার গড়িতেছেন। তাঁহাদিগের যখন যাহা মনে উদয় হয়, সেই রাজ্যগুলিতে তখন তাহাই করিয়া বসেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহাদের কেহ নিয়ন্তা নাই, যেন অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা চালনের জন্যই তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আগত হইয়াছেন। আমরা ইংলণ্ডে শাসন প্রণালীর কথা যেরূপ শুনিতে পাই, আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত ভারতবর্ষীয় প্রদেশসমূহে সেরূপ দেখি, দেশীয় রাজগণের অধিকার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত রাজপুরুষগণের কার্য্যকলাপে তাহার অভাবই দেখিতে পাই। স্থানে স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রেসিডেণ্টদিগের কার্য্য, প্রকৃতি ও আকার, ইঙ্গিত দেখিয়া আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে, যেন সেখানে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচার জীবন্ত আকারে বিরাজ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সোমপ্রকাশের পাঠকদিগকে জয়পুরের বৃত্তান্ত বিদিত করিয়াছি; রেসিডেণ্ট মহারাজের নাবালক অবস্থা পাইয়া সেখানে ভয়ানক হুলস্থূল বাধাইয়াছেন। অভাগা প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিং কি অপরাধ করিলেন, কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। কয়েকটী লোকের এইরূপে কর্ম্ম গিয়াছে। কিয়ৎকাল হইল সর সালার জঙ্গের কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য হায়দ্রাবাদে তাঁহার একজন সহযোগী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আমীর ই কবীরের নিয়োগের প্রয়োজন কি তাহার কিছুই বুঝা যায় না। বরদার ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ার মলহাররাওকে বলা হইল তোমাকে আর দুই বৎসর সময় দিলাম তুমি রাজ্যের সুব্যবস্থা কর। ইতি মধ্যে কর্ণেল ফেয়ার এক হুজুক তুলিলেন, গাইকোয়ার তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। অপরাধ প্রমাণ হইল না, সকলেই বুঝিলেন বিষ প্রয়োগের কথা হুজুক মাত্র। তথাপি তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল। কেন না তিনি রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে অসমর্থ। পাঠক! জানিবেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত দুই বৎসর কাল তখনও অতীত হইতে বিলম্ব ছিল। মলহাররাওকে পদচ্যুত করা হইল, গবর্ণমেণ্ট বলিলেন তোমার যেখানে অভিরুচি সেখানে থাকিতে পার, কেবল সেই স্থান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়া চাই; তুমি বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা হইয়াছে? মলহাররাওর সাক্ষিগণ ডাক্তার কার্ত্তনাথ বাবু বলেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি এখন সামান্য বন্দীর অবস্থায় কারাগারে বাস করিতেছেন, তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়, এমন কি নিজের নাম ভুলিবার ন্যায় তাঁহাকে বিলাপ করিতে হইতেছে। এই কি তিনি বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা পাইতেছেন? আবার মলহাররাওর সেরূপ অবস্থা করা হউক না কেন, তাহাতে তত দোষ দেখিতে পাই না, কেননা তিনি গবর্ণমেণ্টের অভিসম্পাতে অভিশপ্ত। আমরা জানিনা কি উহাদের পরিবারের অপরাধ কিন্তু ডাক্তার কার্ত্তনাথ বলেন যে, রেসিডেণ্ট নিরর্থক তাহাদের আচারে ও ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে রেসিডেণ্টদিগের নিয়ন্তা নাই, তাঁহারা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য পোষ্য ও প্রিয়পাত্র। আবার সেই বরদার সিংহাসনে অপর এক বালককে বসান হইল। নূতন গাইকোয়ারকে ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ারদিগের সমুদায় অধিকার দেওয়া হইল, তথায় অপর একজন রেসিডেণ্ট প্রেরণ করা হইল, ইংরাজদিগের অনুগত, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র সর টি মাধব রাওকে তাহার দেওয়ান করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক গাইকোয়ার রেসিডেণ্ট ও দেওয়ান গাইকোয়ারের অভিভাবক এখন সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে এখন বরদার রাজা, যাহা মনে করিতেছেন তাহাই করিতেছেন। একণে তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া তথায় তাঁহাদিগের ইচ্ছা, সুবিধা, ও স্বার্থের উপযোগী শাসন-প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে গাইকোয়ারের ক্ষমতা দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। গাইকোয়ার পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিবেন, অন্তঃপুরের আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করিবেন, রাজ্যের শুভাশুভ, ইষ্ট অনিষ্ট, কোন বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকিবে না। তাঁহার অধিকারে তাঁহার অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইবে, দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট বরদার প্রকৃত অধিকারী, প্রকৃত গাইকোয়ার হইবেন। ফলতঃ যখন গাইকোয়ার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গদিতে বসিবেন তখন দেখিবেন, তিনি রাজক্ষমতাশূন্য রাজা, তিনি তাঁহার রাজ্যের কেহই নহেন, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার অধিকার ও মান সম্ভ্রম ইংরাজের দুই জন প্রিয়পাত্র অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

উল্লিখিত প্রস্তাবের আলোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তদনুসারে আমরা ইহাকে নিম্নলিখিত দুই অংশে বিভক্ত করিয়া উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের শাসন-প্রণালী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে কি না?

২। একণকার অবস্থানুসারে বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী প্রয়োগ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

প্রথম নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অগ্রে দেখা উচিত দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের অধিকার কি? এখন গাইকোয়ার নাবালক, গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার অদ্যাপি তাঁহার উপর অর্পিত হয় নাই। রাজ্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিতে এখনও তাঁহার কোন অধিকার নাই। ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে তিনি ও তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীন। রেসিডেণ্ট ও দেওয়ানকে এখন তাহার অছি বলিলেও বলা যাইতে পারে, এবং তাঁহারা অছির ন্যায় এক্ষণে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন। অছির কর্ত্তব্য নাবালকের বিষয়, সম্পত্তি, ও স্বত্ব রক্ষা করা। যাহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি না হয় তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং যত্নসহকারে তাহার সম্পত্তির উন্নতিসাধন করা। অপ্রাপ্তব্যবহার নাবালকদিগের সম্পত্তির হানি করিবার অছির কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য অছি রাজা ও নাবালকের নিকট দায়ী। নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অছির নিকট হইতে সম্পত্তির হিসাব লইতে পারেন। অছি যদি কোন সম্পত্তির হানি করেন, তিনি সেই ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। কেন না অপ্রাপ্তব্যব-

হার সম্পাদন ... দেশের রীতি নীতি এবং জনসমাজের প্রকৃতির জ্ঞান থাকে না, অনায়াসে প্রজাকে ... করিতে পারে। সুদ্ধি, ... অপরিপক্কতা বশতঃ বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিলে সে অসমর্থ, এজন্য রাজা স্বয়ং ... সম্পত্তি রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ... আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকারগণ এই মতের পোষকতা করিয়াছেন এমত নহে, প্রাচীনকালে ... এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, এবং ইংলণ্ডে ... রাজাদিগের অধিকার কাল হইতে এই রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মনু, বিষ্ণু, এবং শঙ্খ ও লিখিত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে নিজ সম্পত্তির সংরক্ষণে অসমর্থ বলিয়া রাজা নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। রাজার এই ভার, তিনি এই ভার অন্যের উপর অর্পণ করেন। সুতরাং অতি অন্যায় আচরণ করিলে, তিনি রাজা, নাবালক, জনসমাজ ও ঈশ্বরের নিকট দায়ী। যে অতি স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য নাবালকের সম্পত্তির হানি করিবার উদ্যোগ করে তাহাকে জনসমাজ পরস্বাপহারক প্রবঞ্চক প্রভৃতি বাক্যে অভিহিত করিয়া থাকে। কোন রাজা কোন আদালত তাঁহাদিগের সহায়তা করেন না, বরং রাজাকে তাঁহাদের কৃত অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান হয় তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত্নবান হন।

এখন কথা এই দেওয়ান ও রেসিডেন্ট বরদার গুইকুমারের অতি হইয়া তাঁহার সম্পত্তি বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী স্থাপনের প্রস্তাব করিবার অধিকারী কি না? আমাদের বিবেচনায় একজন সামান্য প্রজার পক্ষে যে কথা যে যুক্তি খাটে একজন রাজ্যেশ্বর রাজার পক্ষেও সেই কথা সেই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। কেহ বলিবেন যে দেওয়ান ও রেসিডেন্টের কৃত অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করিবার জন্য কোন আদালতও নাই। কিন্তু অন্যায় কার্য্যের বিচার করিবার আদালত যদি না থাকে তাহা হইলে কি অন্যায় কার্য্যকে অন্যায় বলা যাইবে না? যে প্রণালী গুইকুমারের সম্পত্তির হানি হইবে সেই প্রণালী যে অন্যায় তাহাতে সন্দেহ নাই, সেই অনিষ্টের প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক, এবং গবর্ণমেন্ট যদি ইহার প্রতিবিধান না করেন তাহা হইলে গুইকুমারের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু এস্থলে আর একটী বিবেচ্য কথা আছে। কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে গবর্ণমেন্ট দেশীয় রাজগণের যেমন স্বত্ব রক্ষার জন্য দায়ী, তেমনি আবার তাঁহাদিগের প্রজাবর্গের স্বত্ব রক্ষার জন্যও দায়ী। কে না জানে যে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের প্রজাবর্গের উপর স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন, কে না জানে যে তাঁহাদের রাজ্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা, কে না জানে যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন, কে না জানে যে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, ও বিশৃঙ্খলার সংস্কার করিতে অনুরোধ করেন, কে না জানে যে গবর্ণমেন্ট কখন কখন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতএব আপত্তিকারীরা বলিতে পারেন যে, দেওয়ান ও রেসিডেন্ট যে শাসন প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই সমুদায় দায়ী আর করিতে হইবে না, তাহাতে বরং গুইকুমার ও বরদার মঙ্গল হইবে। এই যুক্তি এই মীমাংসা নিতান্ত হেয়। কে না জানে যে, কোন কোন জমিদার প্রজাবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে, কে না জানে যে জমিদারদিগের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে এদেশীয় আদালত সমূহ মুক্তহস্ত হইয়া আছেন, কে না জানে যে জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে আইন প্রকটিত করিতেছেন। কিন্তু প্রজাদিগের সুবিধা হইবে বলিয়া যদি কেহ জমিদারের হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কি ঐ প্রস্তাবকে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বলা যাইতে পারে? আমরা বলি গুইকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করুন, গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রাজকার্য্যপরিচালনে সৎপরামর্শ দিউন। তখন যদি তিনি বরদা রাজ্যে শাসন-প্রণালী স্থাপনে যত্নবান হন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে শাসন-প্রণালী স্থাপনের পথ দেখাইয়া দিবেন। অধুনা তাঁহার নাবালক বয়ঃক্রম পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সম্পত্তির নিঃ করা দেওয়ান ও রেসিডেন্টের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু মাধবরাও ও রেসিডেন্ট বলিতে পারেন যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের শাসন-প্রণালীর গঠন ভূমি মাগনা কার্টা রাজা জনের নিকট হইতে ভয়প্রদর্শন ও বল প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণ করা হইয়াছিল, এবং তৃতীয় হেনরি রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে তাহাতে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। অতএব রাজার নাবালককালে তাঁহার অনিষ্ট করিলে কোন দোষ নাই, তাহা ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর অনুমোদিত। এ যুক্তির মত অন্যায় যুক্তি আর কি হইতে পারে? ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত এদেশের রাজা ও প্রজার তুলনা হইতে পারে না। ইংলণ্ডের রাজা ও প্রজা এক স্বতন্ত্র পদার্থে নির্ম্মিত, তত্রাপি তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ দেওয়ান ও রেসিডেন্ট যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবে। ১৮৭৫ অব্দের ৯ ই এপ্রেল দিবসে সিমলা হইতে গবর্ণর জেনরল যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাহাতে ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বর্ত্তমান গুইকুমারকে তাঁহার গদি প্রদান পূর্ব্বক এই অঙ্গীকার করা হয় যে "বরদার গুইকুমারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তন করা হইবেক না।" শাসন-প্রণালী প্রয়োগ করিলে কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইবে?

আমাদের দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় এই যে এক্ষণকার অবস্থানুসারে বরদা রাজ্যে শাসনপ্রণালী প্রয়োগ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে ইহা দেখা উচিত যে বরদার প্রজাবর্গ শাসন প্রণালী চাহে কিনা, এবং তাহারা শাসন প্রণালীর উপযুক্ত কিনা? বরদার প্রজাবর্গ সাধারণতঃ নিতান্ত মূর্খ, ইহা যে কি পদার্থ তাহা তাহারা জানে না, বরদারাজ্যে ইহার প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র, বরং তাহাতে গুইকুমারের অনিষ্ট হইবে অথচ তাহাতে প্রজা সাধারণের বিশেষ কোন উপকার হইবে না। ইহার ফল এই হইবে যে গুইকুমারের রাজশক্তির ও প্রজাদিগের রাজভক্তির হ্রাস হইবে, এবং দেওয়ান ও রেসিডেন্টের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা যখন যাহা মনে করিবেন, তখন তাহা করিবার সুযোগ পাইবেন। রাজার ক্ষমতার হ্রাস হইলে, প্রজাসাধারণের রাজনীতিবিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে যে কি অনর্থ হইবে তাহার সাক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস দিতেছে। এক একটি সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কত যে ভিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ভারতবর্ষে হইয়াছে তাহার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে এই কারণেই হোলকার, গুইকুমার, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধিকারের উৎপত্তি হইয়াছে। এক দিল্লীর সম্রাটের অধিকার হইতেই অযোধ্যার নবাব, হায়দরাবাদের নিজাম, বঙ্গদেশের নবাব নিজ নিজ রাজ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতএব এখন আর রাজকর্ম্মচারীর ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। অগ্রে প্রজাদিগকে ক্রমে ক্রমে শাসনপ্রণালীর উপযোগী করা হউক, তৎপরে তাহাদের হস্তে নিজশাসন ভার ন্যস্ত করিলে ক্ষতি হইবে না। নতুবা তাহাদের এই অশিক্ষিত অবস্থায় শাসনপ্রণালী প্রযুক্ত হইলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে। আমরা আশা করি ন্যায়পরায়ণ রাজনীতিকুশল লর্ড রিপন এই সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করিয়া মাধবরাও ও রেসিডেন্টের প্রস্তাবে মতামত প্রকাশ করিবেন।

বন্ধকী দ্রব্য এবং টাকার সুদ।

কুসীদব্যবসায়ী উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে সময়ে সময়ে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়। আমরা দেখিতে পাই প্রায় মহাজনেরা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন না, দেনদারেরাই সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। যদি আমরা এক শত জন মহাজন ও একশত জন দেনদারের তালিকা করিয়া তাঁহাদের আদ্যন্ত অবস্থা সূক্ষ্মরূপে মীমাংসা করিয়া দেখি, তাহা হইলে মহাজন টাকা কর্জ্জ দিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন এমন ঘটনা অতি বিরল। কিন্তু, দেনদার টাকার অপরিমিত সুদভারে জড়িত হইয়া অবশেষে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত সর্বকালে সর্বত্রই বিদ্যমান আছে দৃষ্ট হইবে। কোন ব্যক্তি নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া টাকা কর্জ্জ করিলেন। গরজের সময় মনুষ্যকে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়, অগ্রপশ্চাৎ বা হিতাহিত বোধ থাকে না, সুতরাং মহাজনও গরজ বুঝিয়া যত সুদ চাহিলেন তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। টাকা কর্জ্জ লওয়া হইল। শেষ পরিশোধের সময় জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। এখন সচরাচর বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে অল্প টাকার কর্জ্জে টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনা সুদ। ইহাতে কেহ অলঙ্কার পত্র বন্ধক রাখেন, কেহ নাও রাখেন। অধিক টাকা লইলে শত করা মাসিক ৮০ বার আনা, এক টাকা, ১।০ দেড় টাকা সুদ লাগে। সহজে ঋণ করিতে গেলে প্রায় এইরূপ সুদের হারে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে চোটার সুদ অতি ভয়ঙ্কর। পৌষ মাস। কাছারীতে বড় ধুম বাঁধিয়াছে। খাজনা না দিলে নায়েব গমস্তা কিছুতেই ছাড়িবে না। কাছারীর পোদ্দার তঙ্কা প্রতি মাসিক চারি আনা সুদে লোকটি রামকে ২৫ পঁচিশ টাকা কর্জ্জ দিল। লোকটি রামের মাসিক ৬।০ ছয় টাকা সুদ লাগিবে। জমীদার মহাশয় লাটবন্দীর টাকা দাখিল করিতে গেলেন, ১৫০০ দেড় হাজার টাকা জুটিল না। আদালতের দ্বারে কেনী সিং খড়্গ শান দিয়া ঢালপাগড়িতে বাঁধিয়া থাকে; জোড়া মিশ্রি পান খায় আর পিচ পিচ করিয়া ফেল ফেলে— টাকার আকিল। তঙ্কা প্রতি আট আনা চোটায় দেড় হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া নিলাম রক্ষা করিল। পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না,—প্রতি দিন তঙ্কা প্রতি আট আনা চোটা দিয়া নিলাম রক্ষা করিতে হইল।

সচরাচর বঙ্গদেশের অবস্থা এই। কিন্তু তাহাও আবার সর্বত্র নয়। স্থানে স্থানে মহাজনের অত্যাচার অতি ভয়ঙ্কর। একবার টাকা কর্জ্জ লইলে পুরুষানুক্রমে তাহা পরিশোধ করিতে হয়, সুদের সুদ তার সুদ দিয়া নিষ্কৃতি নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কথা ত অভাবনীয়। বনিয়েরা এবং মাড়বারি মহাজনেরা লোকের সর্বনাশ করে। দেনদারদিগকে মহাজনের কঠিন হস্ত হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেকেই অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলেই মহাজনের নৃশংস আচরণ অধিক। মহাজনেরা দেনদারদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়া থাকেন, এবং সময়ে সময়ে অল্প মূল্যে বন্ধকী অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। তাহাতে দেনদারের বিস্তর ক্ষতি হয় এবং পুলিসও এক এক সময়ে নিরর্থক কষ্ট পাইয়া থাকে। মহাজন এবং দেনদার সম্বন্ধে একটী বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুলিসের অধ্যক্ষেরা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বোম্বাই পুলিসের ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত এডুজিটন্ সাহেব এই বিষয়ক একটী আইনের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপি খানি গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন কেহই তৎপ্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিভাগের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মার্সডেন্ সাহেবও এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্রে সেই প্রস্তাব লইয়া বিস্তর আন্দোলন করা হইয়াছে। আমরাও সর্ব্বতোভাবে এটী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এখন হইতে অধমর্ণ দেনদারদের রক্ষার নিমিত্ত কোন একটা উপায় না দেখিলে, দেশে দিন দিন দরিদ্রতা বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে। ১৮৪৫ অব্দে অবধি সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে আইনটীর পুনঃসংস্কার করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে মহাজনের টাকা আদায়ের সুবিধা পক্ষে কিম্বা দেনদারদিগকে মহাজনের নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ নিয়ম করা হয় নাই। এখন আমাদের বক্তব্য এই, টাকার একটী নির্দ্দিষ্ট সুদের হার, বন্ধকী দ্রব্য বন্ধক রাখিবার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় এবং বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা এই কয়েকটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করা ব্যবস্থাপক সভার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা দরিদ্র ও দায়গ্রস্ত লোকের পরিত্রাণ নাই।

সুদের একটী নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দেওয়া সকলেরই বিধেয়। কিন্তু এটী বড় সহজ কথা নয়। নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত এবং যুক্তি বিরুদ্ধও বটে। ব্যবহারিক শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কিঞ্চিৎ সমাধিস্থচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, এটীকে বিধিবিরুদ্ধ বলা যায়। কারণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন দ্রব্যের মূল্যের ন্যূনাধিক্যের উপর কাহারও কথা কহিবার অধিকার নাই। কোন স্থানে গবর্ণমেন্টও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। দুই টাকায় যদি এক মন চাউল পাওয়া যায়, কেহ এমন ব্যবস্থা দিতে পারেন না যে, তুমি কখনও কাহারও নিকট দুই টাকার অধিক মূল্য লইতে পারিবে না। লোকের গরজের সঙ্গে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। বঙ্গদেশে সকলেরই চাউলের প্রয়োজন, এবং বিদেশেও চাউলের রপ্তানী হইতেছে, সুতরাং চাউলের বিলক্ষণ আদর এবং সকলেই মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করে। চাউলে এতাদৃশ প্রয়োজন না থাকিলে উহার মূল্যও কম হইত। যদি কেহ সুযোগ ক্রমে দেড় টাকা হিসাবে চাউলের মন ক্রয় করিয়া রাখে, এমন কেহ নিয়ম করিতে পারেন না যে প্রতি টাকায় এক আনা লাভ লইয়া ঐ চাউল ছাড়িতে হইবে। ব্যবসায়ে লাভালাভ ও মূল্যের ন্যূনাধিক্য আপনার গতি আপনি লইয়া থাকে। টাকার লেনা দেনাও ঠিক ঐরূপ। এক ব্যক্তির নিকট দুই হাজার টাকা নগদ আছে। সে দুই হাজার টাকার বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় না করিয়া নগদ টাকাই রাখিয়াছে। দুই দুই হাজার টাকার মধ্যে এককালীন সুদ সমেত কেহ ২২০০ দুই হাজার দুই শত টাকা পাইল। এ স্থলে ২০০ হাজার টাকা বাণিজ্যের লাভ বলিয়া গণ্য এবং কর্জ্জের টাকার ঐ লাভ হইলে সুদ বলিয়া গণ্য। ব্যবসায়ে যেমন এককালে টাকায় এক কাহন টাকা লাভ করিলে, কাহারও কথা কহিবার অধিকার নাই। তেমন টাকাতেও সেইরূপ, কেহ অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ দিলে কোন ব্যক্তির কথা কহিতে অধিকার নাই। টাকার অভাব ও প্রয়োজনের গরজে সুদ বৃদ্ধি হয়। আবার যেখানে মহাজন অসংখ্য রহিয়াছে টাকা ঋণ দেন, সে স্থলে অধিক সুদ। এটী যে কেবল সুদের মধ্যে ঘটিয়া থাকে তাহা নয়; বড় বড় ব্যাঙ্কেও ঘটে। কোন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া অবস্থায় উপস্থিত হইলে কেহ তাহাকে টাকা ঋণ দিতে সাহস করেন না। এমন কোন যিনি টাকা দিবেন, তিনি অধিক টাকা লাভের সম্ভাবনা দেখিবেন। কৃষকের অবস্থা বড় মন্দ। এজন্য কৃষককে কেহ টাকা কর্জ্জ দিতে সাহস করেন না। আবার যিনি টাকা কর্জ্জ দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অধিক সুদ চাহিয়া বসেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা ভাল, সে কারণ ইংলণ্ডে অল্প সুদে সকলেই টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। বঙ্গদেশের মধ্যেও দেখা যায় যেখানে অলঙ্কার পত্র বন্ধক রাখা যায় সেখানে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ মিলে। কিন্তু যেখানে বিনা বন্ধকে টাকা কর্জ্জ লওয়া যায় সে স্থলে মহাজন অধিক সুদ চাহিয়া থাকেন। কুসীদব্যবসায়ের নিয়ম ও অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক ইহাতে দরিদ্র ও দায়গ্রস্ত লোকের বড় বিপদ হইতেছে সে কারণে যুক্তি ও বিচারে যাহাই হউক কর্তৃপক্ষীয়েরা যে

[illegible] সাহায্যে সর্ব্বতোভাবে [illegible]।

এক্ষণে দ্রব্য অন্ত বিন্ন মহাজনের কাছে থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ব্যক্তি যখন তাহার দ্রব্য বন্ধক রাখিবার সময় একটীও সাক্ষী রাখেন না; কিম্বা অল্প কাল পরে টাকা পরিশোধ না করিলে তাহার ও কোন মেয়াদ থাকে না। ইহাতে সময়ে সময়ে উভয় পক্ষকেই অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হয়। অথবা কোন মহাজন এক দিন বন্ধকী দ্রব্য ফেলিয়া রাখিবার পর অবশেষে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কেবল আসল ও সামান্যরূপ সুদ পাইলেন। কোথাও বা অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মহাজনেরা অনেক টাকা পাইলেন, দেনদারকে কিছুই ফেরত দিলেন না। ইহাতে এক এক সময় উভয় পক্ষে মহা কলহ উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এমন একটী নিয়ম করুন যে, মহাজন কোন বন্ধকী দ্রব্যে টাকা কর্জ দিবার তিন বৎসরের মধ্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি দেনদারকে সঙ্গে লইয়া কোন প্রকাশ্য স্থলে বহুসংখ্যক লোকের সম্মুখে সেই বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য স্থির করিয়া অপরকে বিক্রয় করিবেন। সুবিধা বোধ হইলে নিলামও করিতে পারেন।

নীলকরের অত্যাচার ও ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট।

যিনি সর ওয়াল্টার স্কটের আইভানহো পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবগত আছেন, বিজেতা নর্ম্মানেরা বিজিত স্যাক্সনদিগের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেন। তাঁহারা বিজিত স্যাক্সনদিগকে দাসানুদাসের ন্যায় কীটাণুকীটের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এবং তাহাদিগকে স্যাক্সন কুকুর বলিয়া প্রকাশ্যরূপে অবজ্ঞা করিতেন। দেশের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট নর্ম্মানেরা তাহাই ভোগ করিতেন, যাহা তাহারা পরিত্যাগ করিতেন তাহাই স্যাক্সনদিগের ভোগ্য ছিল। দেশের উচ্চপদ নর্ম্মানদিগের, উৎকৃষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী নর্ম্মানেরা, রাজার মন্ত্রী রাজসভাসদ নর্ম্মান, নর্ম্মানে ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষ, নর্ম্মান খ্রীষ্টীয় যাজক, লোকে যেখানে যান, সেখানে যান সেই খানেই নর্ম্মান বিরাজমান ছিল। আবার যেখানে নর্ম্মানে স্যাক্সনে বিবাদ সেখানে সকল দোষ থাকিলেও নর্ম্মানের জয় স্যাক্সনের পরাজয়। নর্ম্মান আদালতের কর্ত্তা, রাজার আশ্রিত এবং নিজের বলে বলবান ছিলেন। তখন নর্ম্মানেরা যেরূপ অসভ্য ছিল, স্যাক্সনেরাও সেইরূপ অসভ্য ছিল। ইউরোপীয় রাজগণ ইউরোপীয় জনসমাজ সেইরূপ অসভ্যাবস্থায় নিমগ্ন ছিল। বিজিত জাতিকে স্নেহ করিতে হইবে, আপনার দেশের প্রজার ন্যায় বিজিত প্রজাকে সমান পদবীতে রাখিতে হইবে, রাজার স্নেহরশ্মি সকলেই সমান ভাবে উপভোগ করিবে এ রাজনীতি তখন রাজনীতিজ্ঞদিগের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিরূপে বিজিতদিগকে রাজভক্ত করিতে হইবে রাজা তাহা জানিতেন না। কেহ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেও জানিত না। তাঁহারা কেবল এই জানিতেন বাহুবলে বিজিতদিগকে পরাভূত করিয়াছি বাহুবলে ইহাদিগকে আয়ত্ত ও বশীভূত করিব। এখন আর সে দিন নাই, সে অসভ্যতার কাল এখন অতীত হইয়াছে। এখন রাজারা জানিয়াছেন প্রজার রাজভক্তিই রাজ্যের পত্তন ভূমি, রাজার প্রধান বল। এখন তাঁহারা জানিয়াছেন বাহুবলে রাজভক্তি পাওয়া যায় না, অত্যাচারে প্রজাবর্গ উত্যক্ত হয় ও রাজার সর্ব্বনাশের কামনা করে। যেখানে প্রজার রাজভক্তি নাই সেই স্থানেই রাজার সিংহাসন টলিয়াছে। এই জন্যই এক্ষণকার কালের রাজনীতিজ্ঞদিগের মত এই যে বিজিত প্রজাকে রাজা আপনার প্রজার ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং তাহাদিগকে আপনার প্রজাদিগের সহিত সমান অধিকার দিবেন।

এই ত রাজনীতিজ্ঞদিগের উপদেশ, কিন্তু সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে বিষয় বিশেষে আমরা সাক্ষাৎ দেখিতে পাই যে, এই উপদেশ উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। আবার রাজা যদি বিজিত প্রজার মঙ্গল করিতে চাহেন, তাঁহার স্বজাতীয় প্রজাবর্গ তাহার অপবাদ করিয়া থাকেন। যাহাতে রাজার অভিমত কার্য্য না হয় বিধিমত তাহার চেষ্টা করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ভাবে রাজা ও আমাদের স্বজাতীয়, বিচারপতিরাও আমাদের দেশস্থ সমাজস্থ লোক, আমরা বিজিত জাতির উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, আইন কানুন গ্রাহ্য করিব না, (সে ত আমাদের স্বজাতীয় রাজার কপোলকল্পিত) আদালত মানিব না (তথায় ত আমাদের স্বজাতীয় বিচারপতি) কে আমাদের কি করিতে পারে? ইহাদের পোষক আবার কতকগুলি বিচারপতি আছেন, সাত খুন করিলেও ইহাঁদের চক্ষে তাহারা অপরাধী নহে, আবার বিজিত জাতি যদি তাহার অনুগৃহীত দলের কোন কিছু বিঘ্ন করে তাহা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন, লঘু পাপে এমন কি বিনাপরাধেও তাহাদের দণ্ড দেন। অনেক নীলকর এই শ্রেণীর লোক এবং মেহেরপুরের মাজিষ্ট্রেট স্যাক সাহেব এই শ্রেণীর বিচারপতি। ইহাঁদের এই সকল কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমাদের আইভানহোর কথা মনে পড়ে। আমাদের বোধ হয় যেন আমরা সেই স্যাক্সন সেই নর্ম্মানদিগের সময়ে বাস করিতেছি, যেন আমাদের ন্যায় অসহায় ও বিপন্ন জাতি জগতে আর কেহ নাই। ভাগ্যে আমরা উদার বৃটিশ শাসনে আছি নতুবা এই সকল অত্যাচারী নীলকর ও বিচারপতি হইতে আমাদের যে কি দশা ঘটিত তাহা কে বলিতে পারে?

নীলকরদিগের নাম শুনিলে আমাদের গায়ে জ্বর আইসে। তাহারা প্রজাদিগের উপর যে ভয়াবহ অত্যাচার করে তাহা নীলদর্পণে সবিশেষ বর্ণিত আছে। নাটোল্লিখিত উড ও রোগের ন্যায় কোন নীলকর আছে কি না তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতির লোকের অপ্রতুল নাই। মেদিনীপুরে নীলকর ওয়াটসন কোম্পানীর কর্ম্মচারী ব্রেগসন ও মহেন্দ্রনাথ মাইতি লক্ষণ দিয়ানীর প্রতি যে ভীষণ অত্যাচার করে তাহার বৃত্তান্ত আমরা ৭ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছি। রাজসাহী জেলায় এই কোম্পানির কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, প্রজাগণ মাজিষ্ট্রেটের হস্তে তাহার কোন প্রতিবিধান না পাইয়া, প্রতিবিধান কামনায় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছে। সম্প্রতি মেহেরপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত আনন্দবাস গ্রামে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে ইদানীং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেহ যে প্রজাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে পারে এমত আমাদের বিশ্বাস ছিল না। এখানকার নীলকরেরা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আছেন। গত ২৪ এ জুলাই আনন্দবাস গ্রামে নীলকরের সহিত প্রজাদিগের এক ঘোরতর দাঙ্গা হয়। এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট স্যাক উহার বৃত্তান্ত এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে তিনি এই দাঙ্গার সংবাদ পাইয়া তাঁহার কোর্ট ইনস্পেক্টরকে তৎপরদিন প্রত্যূষে দাঙ্গার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। মাজিষ্ট্রেট নিজে প্রাতঃকালে তথায় উপনীত হইয়া বেলা আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় দাঙ্গার বিচার আরম্ভ করেন। তিনি কি সূত্রে এই মকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা যেরূপ দেখিয়াছি ও যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদের এই বিশ্বাস যে সকল আদালতে সচরাচর দশটার সময় কার্য্য আরম্ভ হয়, কেহ নালিশ না করিলে অথবা পুলিস কোন ঘটনার সংবাদ না দিলে মাজিষ্ট্রেট, কোন মকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। কেহ যে এস্থলে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল,

এরূপ বোধ হয় না। পুলিস যে এত অল্প সময়ে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিল, ইহাও সম্ভব নহে। আমরা অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে, পুলিস ইহার একাদশ দিন পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই ঘটনার রিপোর্ট প্রেরণ করে। মাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় কার্য্য দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা আরও অবগত হইলাম, মাজিষ্ট্রেট যখন মফস্বলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একজন ইনস্পেক্টর সব ইনস্পেক্টর ও পুলিস প্রহরী ছিল। ইহারা গ্রামের যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই দাঙ্গার অপরাধী বলিয়া ধৃত করিয়াছে। এইরূপে চল্লিশ জন আসামীর বিচার হয়, তাহাদিগকে মোক্তার অথবা উকীল নিয়োগ করিবার অবসর দেওয়া হয় নাই, মাজিষ্ট্রেটও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে দুই বৎসর তিন বৎসর করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

এই মকদ্দমা সম্বন্ধে অক্ষয়বিশ্বাস নামক একজন ব্যক্তি নদিয়ার সেসন জজের নিকট এই বলিয়া এক অঙ্গীকার পত্র (আফিডেভিট) দাখিল করিয়াছে যে মাজিষ্ট্রেট বাদীর নামে তাহার বিজ্ঞের নালিশে কর্ণপাতও করেন নাই, এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করিবার অবসর দেন নাই অবশেষে ১০ জুলাই একজন উকীল মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া বাদী ও তাহার সাক্ষিদিগের জেরা করিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেরা করিতে দেন নাই। এই সকল বৃত্তান্ত যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি স্যাক সাহেব পক্ষপাতশূন্য হইয়া কখনই বিচার করেন নাই। স্যাক সাহেবের এই নীলকরদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি যদি এই মকদ্দমার যথার্থ বিচার করিবার অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে স্বয়ং কখনই ইহার বিচার করিতেন না। স্যাক সাহেবের কার্য্য দেখিয়া আমাদের বোধ হয় যে—তিনি মেহেরপুরে থাকিবার যোগ্য নহেন, তাঁহাকে এখনই স্থানান্তরে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব যখন বারাসাতে ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে নীলকর দমিত হয়। তিনি নীলকরদিগের অত্যাচারের দমন করিয়া বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি যে এক্ষণে এই নীলকর দিগের অত্যাচারে ও মাজিষ্ট্রেট স্যাকের অন্যায় আচরণে কর্ণ পাত করিবেন না ইহা আমাদিগের মনে হয় না। এই সময়ে তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন নতুবা পূর্ব্বের ন্যায় নীলকর দিগের লোমহর্ষণ অত্যাচার বঙ্গবাসী কৃষক দিগকে জর্জ্জরীভূত করিবে।

আমাদের কার্য্যালয়ের সন্নিকটে রাজপুরের বাজারে সোনাপুর পোষ্ট আপীস নামে একটী পোষ্ট আপিস আছে। ইহার নাম সোনাপুর পোষ্ট আপীস হওয়াতে এখানকার লোকের অনেক অসুবিধা হয় থাকে। ভারতবর্ষে এই নামে এক্ষণে চারিটি পোষ্ট আপীস আছে, একটী ফরিদপুরে, একটী কামরূপে, একটি পাঞ্জাব প্রদেশে, এবং অপরটী আমাদের সন্নিকটে। এতমধ্যে তিনটী বঙ্গদেশে অপরটী মান্দ্রাজ অঞ্চলে আছে। নামের সাদৃশ্য বশতঃ এক স্থানের পত্র, পত্রিকা, রেজেষ্টারি চিঠি, পার্শেল, মনিঅর্ডার প্রভৃতি অন্য স্থানে গিয়া পড়িতে পারে; মধ্যে মধ্যে এরূপ গোলযোগ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বদা এখানকার লোকের বিশেষতঃ আমাদের ক্ষতি হয়। সম্প্রতি আমাদের নামে এক খানি মনিঅর্ডার এই গোলযোগ বশতঃ অন্যত্র গিয়া পড়িয়াছে, আমরা অদ্যাপি উহা প্রাপ্ত হই নাই। ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আপীস সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের এই গোলযোগের মীমাংসা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় নামের পরিবর্ত্তন করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। সোনাপুর পোষ্ট আপিস নাম ইহার কেনই বা রাখা হয়? এখান হইতে সোনাপুর এক ক্রোশের ন্যূন নহে। যেখানে পোষ্ট আপিস আছে তাহার নাম রাজপুর। কেবা বলে আর একটী রাজপুর পোষ্ট আপিস আছে। অতিরিক্ত বারাকপুর ও অম্বালাতে রাজপুরা পোষ্ট আপিস নামে দুইটী স্বতন্ত্র পোষ্ট আপীস আছে। সুতরাং ইহার নাম রাজপুর পোষ্ট আপীস রাখিলে এই গোলযোগের শান্তি হইবে না। রাজপুর হইতে হরিনাভি অর্দ্ধ মাইলেরও ন্যূন। হরিনাভির নামে কুত্রাপি পোষ্ট আপীস নাই। হরিনাভি একটী বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় একটী ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী বাঙ্গালা পাঠশালা, এবং রাজপুর মিউনিসিপালিটির সভাগৃহ ও কার্য্যালয় আছে। হরিনাভি পোষ্ট আপীস নাম হইলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না, বরং তাহাতে উল্লিখিত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। অতএব পোষ্ট আপীসের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা এই পোষ্ট আপীসের বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, ইহাকে হরিনাভির নামে অভিহিত করুন।

আজি কাল বঙ্গদেশের সার্জ্জন জেনেরেল ডাক্তার পেইন এই নিয়ম করিয়াছেন যে—ইঁহার অধীনস্থ কোন ডাক্তার তাঁহার পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সংবাদ দিয়া যদি অবকাশের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি স্থানীয় পুলিসের দ্বারা তাহার সত্য মিথ্যার অনুসন্ধান করান। ডাক্তার সাহেবের এই অদ্ভুত পূর্ব্ব, ও গর্হিত আচরণ দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ইহা দেখিয়া আমাদের এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে—ডাক্তার সাহেবের সহৃদয়তার লেশ মাত্র নাই। চুরি ডাকাইতি খুন জখম এই সকল কার্য্য হইলেই পুলিস তদারক হয় ইহাই আমরা জানি, কিন্তু ইহার সহিত অধীনস্থ চিকিৎসকের পরিবারের পীড়ার কি সম্পর্ক ইহা কেবল ডাক্তার পেইন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিরাই জানেন বুঝেন। যদি ডাক্তার পেইনের পরিবারের কাহারও কোন পীড়া হয়, আর তজ্জন্য যদি তিনি উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট ছুটির প্রার্থনা করেন, এবং যদি সেই উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশ মতে তাহার বাটীতে পুলিস কর্ম্মচারী ও এক দল কোন্ষ্টেবল প্রবেশ করে তাহা হইলে তাঁহার মনে কিরূপ ভাবের উৎপত্তি হয়? বাস্তবিক হৃদয়ের ভাবের কথা বলিতে গেলে ডাক্তার পেইন ও যে পদার্থ আর এক জন সামান্য বেতন ভোগী নেটিব ডাক্তারও সেই পদার্থ। উচ্চপদে আরোহণ করিয়া নিম্নপদস্থ লোকের প্রতি এরূপ অবমাননার ন্যায় ব্যবহার করা মনুষ্যের লক্ষণ নহে। সম্প্রতি হাজিপুরের নেটিভ ডাক্তার বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার পত্নীর পীড়া নিবন্ধন অবকাশের প্রার্থনা করে। মজঃফরপুরের সিবিল সার্জ্জনের হস্ত দিয়া এই আবেদন ডাক্তার পেইনের নিকট প্রেরিত হয়। সিবিল সার্জ্জন তাহাতে সম্মতি দেন। কিন্তু পেইনের নিকট এই আবেদন আসিলে তিনি সিবিল সার্জ্জনকে এই অনুরোধ করেন যে পুলিসের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের পত্নীর পীড়ার তদন্ত করা হয়। সিবিল সার্জ্জন সহৃদয় লোক। তিনি এই আদেশ শ্রবণে নাতিশয় অস্থিরচিত্ত হইয়া এবিষয়ে জেলার মাজিষ্ট্রেট জনসন সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করেন। জনসন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্জ্জন জেনেরালের আদেশের সারবিরোধিতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাকে এই কথা জানাইয়াছেন যে পুলিস তাহার অনুমতি অনুসারে কার্য্য করিবে না। যাহা হউক আমাদের এই সৌভাগ্য যে ডাক্তার পেইন নিজে পুলিসের উপর কোন আদেশ দিতে পারেন না, তাহা হইলে আমাদের রক্ষা থাকিত না।

"ষ্টাণ্ডার্ড" নামক বিলাতী সংবাদ পত্রে গত ১০ই আগষ্ট যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিতেছে যেন সাকেবের মনোমধ্যে আর মন রাখিবার স্থান নাই। ষ্টাণ্ডার্ড বলেন যে গবর্ণর জেনেরাল কাবুলের আমিরকে আরও কিছু অর্থ সাহায্য করিবার নিমিত্ত

[illegible] অনুসারে অনা চিকিৎসক কবি[illegible] সমাচারের ঐরূপ অনুমান [illegible] এই সংবাদের সত্যতা বিষয়ে আমরা [illegible] কিন্তু যদি ওই সংবাদ প্রকৃত [illegible] অর্থ [illegible] আমাদের [illegible] উপলব্ধি হইতেছে [illegible] আবার অর্থ সাহায্য করা কেন? [illegible] আমাদের যথেষ্ট ধন লইয়াছেন, আবার [illegible] দেশের লোকদিগের নিকট হইতে যত [illegible] য়াছেন তত অর্থ শোষণ করিয়াছেন। [illegible] বিষয়ে অবগত নাই। শুনা যাইতেছে [illegible] তাঁহার সৈনাদিগের সমুদায় বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন। তবে যুদ্ধের কথা স্বতন্ত্র। [illegible] করেন সেই স্রোত বহিয়া যায়। কিন্তু সে যুদ্ধে আমাদের কি? [illegible] হইলে আমাদের কি লাভ? [illegible] ভাবিতেছেন আবদুল রহমান [illegible] লাভ করিলে আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইবেন, আমাদের অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদের ত সে কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না। তিনি এ বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেই [illegible] দেখাইবেন। যাহা হউক আমাদের বিপুল অর্থ গিয়াছে, মিথ্যা মিথ্যা কেন আর অর্থের শ্রাদ্ধ করা হয়? কি বলিব, এ দেশ যে ইংলণ্ড নহে, এখানে যে করদাদিগের মতামত নাই। সেখানে এই কথা উত্থাপিত হইলে প্রস্তাবকারীকে অপদস্থ হইতে হইত।

পুস্তক সমালোচনা।

বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য। (১) ইহ [illegible] শাস্ত্রী একজন কৃতবিদ্য লোক। কিন্তু এ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম না। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আটাশী বর্ষের [illegible] অনেক গ্রন্থকারদিগের আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। তিনি যেরূপ সুন্দর পুস্তক খানি [illegible] আমরা মনে করিয়াছিলাম যে এ পুস্তকে আধুনিক যুগের পণ্ডিত ও মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত [illegible] রচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগের রচনা প্রণালী, ও প্রতি পুস্তকের সম্যক সমালোচনা দেখিতে পাইব; কিন্তু গ্রন্থকার বাবু সে পথে যান নাই। তিনি কেবল বঙ্কিম বাবু ও বঙ্গদর্শনের কয়েক জন লেখকের ও দুই চারি জন অপর লেখকের যশঃকীর্ত্তন করিয়া পুস্তক খানি সমাপ্ত করিয়াছেন। এমন কি এই পুস্তকে একবার অনেক সুকবি ও সুলেখকের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। আবার এই প্রবন্ধে এরূপ কয়েকটী ভুল ভ্রান্তি লেখকের প্রশংসা [illegible] দেখিলাম, সঙ্গীত সাহিত্য সমাজে [illegible] ন্যায় অদ্যাপি কেহ জানে না, কেহ শুনে নাই। এই প্রবন্ধে [illegible] বিদ্যাবিনোদ চক্রবর্ত্তীর নাম ও গ্রন্থাবলির উল্লেখ মাত্র হয় নাই। যিনি বাঙ্গালিদিগকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে শিখাইয়াছেন, যাঁহার পদানুগামী হইয়া অনেক বাঙ্গালী লেখক যশোলাভ ও জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহার বিশুদ্ধ, মার্জ্জিত ও মধুময়ী রচনার তুলনা বাঙ্গালা কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না, সেই আদর্শ লেখক পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি। যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যে বিদ্যাসাগরের [illegible] বক্তৃতা করিবেন অথচ তাঁহাদের রচনা নৈপুণ্য ও তাঁহা হইতে ভাষার কত দূর উৎকর্ষ হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত লিখিবেন না ইহা আমরা মনেও করি নাই।

কলিকাতার শোভাবাজার নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবনচরিত। (২) জীবনচরিত খানি মন্দ হয় নাই। ইহাতে নবকৃষ্ণ দেবের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। নবকৃষ্ণের সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসের যত টুকু সম্বন্ধ আছে ইহাতে একরূপ বিবৃত হইয়াছে। [illegible] বাবু [illegible] নবকৃষ্ণের [illegible] দোষ সকলই উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] করিয়া নায়কের কেবল গুণগ্রাম লইয়া পুস্তক খানি পূর্ণ করেন নাই।

কৃষিতত্ত্ব। (৩) মাসিক পত্রিকা। তৃতীয় খণ্ড। আমরা এক কালে এই পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপ পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় বঙ্গদেশের ততই মঙ্গল। নব্য শিক্ষিত যুবকগণ ইহাতে তাঁহাদের চাকুরি ভিন্ন জীবিকা অর্জ্জনের স্বতন্ত্র ও প্রশস্ত উপায় দেখিতে পাইবেন। এই কয়েক সংখ্যায় এই কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে। "কৃষিধনাঃ, কৃষিমেধাঃ জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ" বীজ, বটবৃক্ষ, মক্ষিকা, [illegible], আম্র," [illegible] "ভূমি, কাঁকরোল, বেগুন, কার্পাস, কুমড়া, গোলাপ, ভুট্টা, ফুলকপি, ইক্ষু, পীচ, আনারস, [illegible] পর্য্যায়ক্রমে, তিল, কৃষিব্যবসায়ীর [illegible], দেশীয় [illegible] ও ভূমিকা। প্রবন্ধ গুলির রচনা অতি সরল, ও সুখবোধ্য হইয়াছে।

রসিকরাজ (৪)। হাস্যোদ্দীপক, বিদ্রূপাত্মক, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচক। ইহাতে সম্পাদকের নাম নাই। যাহা হউক তিনি একজন হাস্যোদ্দীপক ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় উৎকৃষ্ট রচয়িতা। আমরা তাঁহার রচনাবলি পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। [illegible] মাসের রসিকরাজে আমরা "প্রাচীনা ও নবীনা," "কর্ম্মফল," "এ জাতীয় [illegible] সমালোচন" পাঠ করিয়া যথেষ্ট আমোদ পাইলাম। রসিকরাজ স্বনাম প্রকাশ করেন নাই, তিনি যাহা [illegible] বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি যে সফলকাম হইয়াছেন ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন যেমন সময় তাহার উপযুক্ত পত্রিকাই এই। চেষ্টা করিলে রসিকরাজ বর্ত্তমান কালের সমাজের রীতি নীতির অনেক সংস্কার করিতে পারিবেন।

বেঙ্গল ম্যাগেজিন (৫)। এখানি ইংরাজী মাসিক পত্র। আমরা ইহার জুন মাসের সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেকেই অবগত আছেন শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড লালবিহারি দে অতি সুলেখক। ইহাতে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বসুর একটী প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে রামচন্দ্র বাবু আমেরিকার যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী। পত্রিকা খানির শেষ ভাগে আমরা নববিধান সম্বন্ধে ডাং [illegible] ও বাবু মনোমোহন বসুর কথোপকথন পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।

রাজবন্দিনী কাব্য (৬)। যদি কেহ অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তর্গত [illegible] বৃত্তান্ত পাঠ করিতে চান তিনি এই রাজবন্দিনী কাব্য পাঠ করিবেন। গ্রন্থ খানি [illegible] নহে, নিতান্ত মন্দও হয় নাই। স্থানে স্থানে এরূপ বর্ণনাও আছে, তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের একটু যে কবিত্ব শক্তি আছে তাহা বোধ হয়। কিন্তু লেখক একেবারে অন্ধ হইয়া কাশীরামের [illegible] অনুসরণ করিয়াছেন। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণ করিতে গিয়া তিনি

(১) বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃ মুদ্রিত [illegible] শাস্ত্রী [illegible] কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। [illegible] মূল্য তিন আনা মাত্র।

(২) [illegible] মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল। মূল্য ছয় আনা।

(৩) [illegible] মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পাইকপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত।

(৪) কলিকাতা এংলো ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে [illegible] ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৮৮।

(৫) রেভারেণ্ড লালবিহারি দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(৬) কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে [illegible] মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৮৮।

আসলকে খাড়া করিয়াছেন ; মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে গাঁথনি, যে পারিপাট্য, ইহার গাঁথনি সেরূপ নহে, ইহার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই ; তবে ষাহাবমালিনী রচয়িতার একটু অসুমা শক্তি আছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। কমন্স সভা-সমিতি [illegible] দ্বারা [illegible] বিল্লাবের অন্তর্গত [illegible] যে জন্য আমি তাহা কমন্সাকে আইরিস্ ভাষা সমুদ্রের [illegible] [illegible] পার্লামেন্টে গ্রহণ করিবার যে [illegible] [illegible] কল ও [illegible] নীতি [illegible] [illegible] কর্তৃপক্ষ করিলেন না।

লণ্ডন ১৩ ই আগষ্ট। কমন্স সভা [illegible] আইনের পাণ্ডুলিপিতে যে সংশোধন করিয়াছেন এই সভায় অধিকাংশ সভ্য তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের কৃত সংশোধন দুইটি রাখিবার জন্য স্থির করিয়াছেন। আগামী সোমবারে কমন্স সভা ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্র লর্ডস সভার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে নূতন সন্ধি হইতেছে তাহাতে [illegible] [illegible] কাপড় রপ্তানীর প্রবল [illegible] হয় কিনা কমন্সসভায় [illegible] সভা [illegible] সাহেব এক প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যাহাতে ইংলণ্ডের ক্ষতি হয় এমত সন্ধি তাঁহারা করিবেন না।

আলেক্‌জান্দ্রিয়া ১০ ই আগষ্ট। সেনাপতি অলয়ুমেন্টকে [illegible] [illegible] সন্ধি [illegible] মন্ত্রী [illegible] পাঁচয়া দিয়াছে। বিপ্লবকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] মধ্যে মন্ত্রিসভার [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। আইরিস ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপি যেরূপ রহিত হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য শুনে আইন সভা [illegible]।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি [illegible]।

তুর্কিস্থানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শীঘ্রই উপস্থিত হইবে [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আইরিস ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপিতে [illegible] [illegible] সংশোধন করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই আগষ্ট। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তে [illegible] পরিবর্ত্তিত, এবং [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] পক্ষপাতী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] এই সংবাদ পাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট হইতে [illegible] [illegible] [illegible] আপ-

ভ্রম করিয়াছেন। ইনি যাহাতে তুরস্কের [illegible] [illegible] সম্রাট স্বীকার করে তাহার উপায় করিবেন।

লণ্ডন ১৬ ই আগষ্ট। আইরিস ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপিতে কমন্সসভা যে সকল সংশোধন সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। লর্ডসভা তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] একজন [illegible] হইলেন।

ব্রিটিশ [illegible] ১৬ ই আগষ্ট। সভাপতি [illegible] অবস্থা অতি [illegible], কিন্তু এখনও তাঁহার আরোগ্য হইবার আশা আছে।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। গত রাত্রিকালে কমন্সসভায় [illegible] [illegible] [illegible] যে আফ্‌গানিস্তান শাসনকার্য্যের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ আগষ্ট। [illegible] [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] পার্লামেণ্টের সভা বন্ধ হইলে পর তিনি আয়র্লণ্ডে [illegible] [illegible] গোলযোগ পুনরায় উদ্দীপিত করিবে।

লণ্ডন ১৮ এ আগষ্ট। কমন্স সভাসমিতিতে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

আফ্‌গান যুদ্ধযুক্ত সংবাদ।

সিমলা ১৬ ই আগষ্ট আয়ুব খাঁ কান্দাহার হইতে কাবুল যাত্রা করিবার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আপাততঃ তাহা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত সেনা কান্দাহারে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি আরও অধিক সেনা সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন, এবং তাহাদিগকে অগ্রিম বেতন দিতেছেন। কাবুলী হিরাটী ও কান্দাহারী সেনাদিগের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে। দলে দলে কাবুলী সেনারা [illegible] [illegible] পরিত্যাগ করিতেছে।

[illegible]-ই-[illegible] [illegible] [illegible] খাঁ যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন।

আমিরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার সেনাদিগের জন্য খাদ্য ও [illegible] সংগ্রহ করিতেছেন।

সিমলা ১৭ আগষ্ট। আয়ুব খাঁর সহিত যে সকল কান্দাহারী সেনা হিরাট হইতে আগমন করিয়াছিল তাহারা কাবুলে যাইতে অস্বীকার করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] আয়ুব খাঁ সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

সিমলা ১৮ আগষ্ট। কাবুল হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে আমির আফগানস্থানের উত্তরাংশের সমুদয় সর্দ্দারদিগের প্রতি সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে সত্বর কান্দাহার অভিমুখে

করাতে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই সসৈন্যে সেই স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। শুনা যাইতেছে যে তিনি প্রধান প্রধান সেনানিবাসের সৈন্যদিগের বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন এবং গিজনি ও খেলাত-ই-গিলজাই নামক স্থানে সৈন্য ও অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন। সেনাপতি মহম্মদ জান ও অপর কয়েক জন প্রধান প্রধান সর্দ্দার যুদ্ধ করিয়াছেন। কাবুলে কিছু মাত্র গোলযোগ নাই।

সিমলা ১৯ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সর্দ্দার নূর মহম্মদ খাঁ কয়েক পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদিগের সহিত কান্দাহারের বাহিরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আছেন। দুরাণী অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। যে সকল দুরাণী দূরস্থ দেশ হইতে আসিয়া আয়ুব খাঁর সহিত যোগ দিয়াছিল তাহারা তাঁহার দল ত্যাগ করিতেছে। আমীরের সেনাগণ অদ্যাপি খেলাত-ই-গিলজাই দুর্গে রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] আগষ্ট। মালদহের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মিত্র গত ২০ এ জুলাই হইতে [illegible] [illegible] [illegible] হইবেন।

[illegible] আগষ্ট। [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] ডেপুটী [illegible] [illegible] [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর [illegible] ডেপুটী কালেক্টরের পদে কার্য্য করিবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] কিছু দিনের [illegible] [illegible] [illegible] ডেপুটী [illegible] বাবু [illegible] [illegible] প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে কার্য্য করিবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদেশের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

[illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয় আদেশ [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] [illegible] কার্য্য [illegible] হইবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] [illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায় বাবু [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয় আদেশ [illegible] বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই আগষ্ট। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বাবু [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইলেন এবং [illegible] পূর্বে থাকিবেন।

[illegible] মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইলেন এবং [illegible] থাকিবেন।

[illegible] বাবু [illegible] মিত্র [illegible] মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন, তিনি [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible], আর [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] শ্রীরামাবিদ সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ডি. এস. ম্যাকফারসন [illegible] আছেন [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই. [illegible] [illegible] অধিক [illegible] [illegible] দিন করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরিকা হইতে কুমারের চক্ষ অনেক দিন হইতে ইউরোপে আনীত হইতেছে। এক্ষণে আমেরিকার ও ইউরোপে উক্ত চক্ষের অনটন হওয়াতে এদেশে ইহার কারখানা খোলা হইবার প্রস্তাব হইতেছে।

আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি [illegible] মহোদয় শিমলা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] কলিকাতায় উপনীত হইবেন। আগমন কালে [illegible], অম্বালা, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, [illegible], [illegible], [illegible], বারাণসী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিবেন।

[illegible] মহীশূরে দুর্ভিক্ষের ভয় একরূপ তিরোহিত হইয়াছে। চাউলের দর অনেক কমিয়াছে।

যে [illegible] কিছু দিন হইল এখানে দেখা দিয়াছিল উহা আমেরিকায় [illegible] বিক্রয় হইয়াছে।

[illegible] নিউইয়র্ক নগরে একটী [illegible] বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা রমণীর সহিত একটী [illegible] বৎসর বয়স্ক যুবকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের ধনিক [illegible] নামক একজন পারসির মাতা তাঁহার [illegible] নিকট হইতে লক্ষ টাকা [illegible] প্রতিবেশীদিগকে বিতরণ করিয়াছেন।

[illegible] এই [illegible] এই অতি অল্পে ইউরোপে গিয়াছেন, [illegible] হইতে [illegible] ও বলিষ্ঠ যুবক আপন রাজ্যে আনাইয়া তাহাদিগের ঔরসে ও স্বরাজ্যের নারীদিগের গর্ভে অপত্য উৎপাদন করাইবেন। জর্ম্মনিতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া, যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনির যে যে যুবক তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইবেন তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি, [illegible] প্রধান কার্য্য ও উৎকৃষ্ট আবাস স্থান প্রদান করিবেন।

রুশসম্রাট একটী অভিনব আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সকল সৈনিক কর্ম্মচারীকে দাড়ি রাখিতে হইবে।

ট্রামওয়ে কোম্পানী বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভবানীপুরে রেল ফেলার সংবাদ পাঠকগণকে জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ রেল চক্রবেড়ের বেলতলার মোড় হইতে বসান আরম্ভ হইয়া এই ৭।৮ দিনে ভবানীপুর থানা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আপাততঃ একটী লাইন প্রস্তুত হইতেছে। শুনিলাম এটী প্রস্তুত করিয়া উহার পার্শ্বে আর একটী লাইন বসিয়া ডবল লাইন হইবে। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি, এই ভাদ্রমাসের মধ্যেই এই লাইন প্রস্তুত হইয়া [illegible] নিকট চৌরঙ্গী লাইনের সহিত মিশ্রিত হইবে। এবং ট্রামওয়েকর্ত্তা [illegible] সাহেবেরা কতকগুলা জানলা [illegible] এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নূতন প্রকারের গাড়ী সঙ্গে লইয়া পূজার মধ্যেই কলিকাতায় আসিতেছেন। তাহা হইলে লাইন যে পূজার মধ্যে খুলিবে আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

আমরা কালীঘাট রাস্তাটীর [illegible] [illegible] পর নাই চমকিত হইলাম। [illegible] না [illegible] করিয়া লন, আর [illegible] না তাদের [illegible] [illegible] আদেশে রাস্তা ঘাট ভাল পরিষ্কার করান না, এ প্রশ্নের মীমাংসা স্বয়ং নিবেদন আমাদের। কালীঘাট তীর্থস্থান বলিয়া যাত্রী সমাগম জন্য একদিকে যেমন প্রতিদিন শতশত গাড়ীর চক্র ঘর্ষণে রাস্তার অধিকাংশ স্থান চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে বৃষ্টির জল [illegible] জন্য কোনরূপ নালা নর্দ্দামা না থাকায়, রাস্তার উপর দিয়াই বৃষ্টির জল চলিয়া এক্ষণে রাস্তার কিছু [illegible] পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে চক্রবেড়ের [illegible] ট্রামওয়ের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় টালিগঞ্জে যাতায়াতের গাড়ী সকল কালীঘাট রোড দিয়া যাইতেছে। এদিকে মিউনিসিপালিটি কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার জন্য কালীঘাট রোডের একার্দ্ধ চাপিয়া পাথর ঢালিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্র মেরামত কার্য্যে হস্তক্ষেপ হইবে সে আশা নাই। সুতরাং কালীঘাট বাসীরা মিউনিসিপালিটির প্রসাদে এই ক্ষণে কিছু কাল হরিশ্চন্দ্র রাজার দশা ভোগ করিতে থাকুন। আর একান্ত অসহ্য হয়, তখন যেন বলে—চাইনে আমি রাজার ভূষণ, আমার বাকল ফিরে দে।

সম্প্রতি কালীঘাটে কালীবাড়ীর ঘাটে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে। দেহের ঊর্দ্ধভাগ উপর দিকে এবং অধোভাগ নিচের দিকে রাখিয়া অবসন্নিবেশ করিয়া তাহারা [illegible] এক খানি চৌকীর উপর ঐ সন্ন্যাসী কখন উপবেশন কখন শয়ন করিয়া আছেন। অথচ সূচীবৎ দেহের তাঁহার অনাবৃত স্থানের কোথাও বিদ্ধ হয় না। সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই মৌনী থাকেন, লোকের শ্রদ্ধাদত্ত দান হইতে তাঁহার দিনপাত হইতেছে।

[illegible] সাবর্ণ এবং [illegible] বাবুদিগের অনুগ্রহে সম্প্রতি, কালীঘাটের কালীমন্দির ও ঘাট মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে, এবং মিউনিসিপালিটির অনুগ্রহে [illegible] জল সরার জন্য একটী পাকা নর্দ্দামা প্রস্তুত হইতেছে। আমরা কালীঘাটের সেবা উক্ত বাবুদের মহাশয়গণকে এই সময় একটী কথা বলি যে তাঁহারা একটু বেশী উদ্যোগী হইয়া যাহাতে বলিদানের রক্ত নির্গত হওয়ার একটী সুব্যবস্থা হয় তাহা করিয়া লউন। নতুবা মন্দিরের উত্তরাংশে আবদ্ধ নর্দ্দমায় অনবরত রক্ত, ফুল, পাতা, গঙ্গাজল [illegible] যেরূপ ভয়ানক দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে, আর ২।৪ দিন পরে সে স্থান দিয়া লোক যাতায়াত কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

ভবানীপুর [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] [illegible] [illegible] সেসনের বিচারে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। আসামীর [illegible] দেখিয়া জুরিরা দীর্ঘকাল মেয়াদের প্রস্তাব করেন কিন্তু আসামী স্বেচ্ছাক্রমে দীর্ঘকাল মেয়াদ হইতে ফাঁসী ভাল বলায় বিচারক তাহাই স্থির করিলেন।

[illegible] সাহেবের স্মরণার্থ [illegible] স্থাপনের জন্য [illegible] মহারাজা দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনারল মহাশয় বাবু [illegible] দত্তকে বঙ্গদেশীয় পোষ্ট আফিসের প্রথম শ্রেণীর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে [illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের কার্য্য করিবেন। [illegible] এরূপ কার্য্যদক্ষ ও [illegible]। উপযুক্ত লোকের উপরেই ডাইরেক্টর জেনারল এই গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই পেন্সন লইয়া কর্ম্ম

হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। ইনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইঁহার ভদ্র সকল লোকেই ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকে। ইনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সাধারণে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিবে।

ট্রিবিউন নামক সংবাদ পত্রে শিয়ালকোটের সংবাদদাতা বলেন যে সম্প্রতি শিয়ালকোটে এক লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। তথায় একটী নবম বর্ষীয়া কাশ্মীরী বালিকা, মাতার সহিত বাস করিত। একদা সায়ংকালে ইহার মাতা ইহাকে দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হইলে বালিকা ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃসদনে উপনীত হইয়া বলে যে এক জন প্রতিবেশী তাহাকে বলাৎকার করিয়াছে। অপরাধী ধৃত হইয়া তত্রত্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের নিকটে আনীত হইলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন বলাৎকার জনিত চিহ্ন সকল তাহার অঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে বলাৎকারের জন্য বালিকাটীর মৃত্যু হয়। সে তাহার মৃত্যুকালে অপরাধীর নাম, এবং যেরূপে সে তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। কর্ণেল বাচে'র নিকট এই মকদ্দমার বিচার হইতেছে।

আবদুল সোভানের মকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। আবদুল সোভান এ উপ্রাসিং মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সর আলফ্রেড লায়ালের পরিবর্ত্তে অনরেবল চার্লস গ্রাণ্ট পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটরি হইলেন।

গত ৬ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর ১,১৬,৮৬৩ টাকা আয় হইয়াছে ১৮৮০ অব্দে এই সময়ে ৯৬,৬৭২ টাকা আয় হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা মসূরী পর্ব্বতে রেলওয়ের কর্ম্মচারী ও তাহাদিগের সন্তানদিগের নিমিত্ত একটী স্বাস্থ্য নিবাস ও একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য ষ্টেট-সেক্রেটরির অনুমতি পাইয়াছেন।

লাহোরে ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। একজন তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর দেশীয় প্রজাদিগের সাহায্যার্থ স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিটী সমূহে কয়েক বোতল ক্লোরোডাইন প্রেরণ করিয়াছেন। এই বোতল গুলি বৈদ্য ও হকীমদিগের হস্তে দিলে ভাল হয়।

গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে মান্দ্রাজ রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পরীক্ষার জন্য দেশীয় শকট চালক নিয়োগ করিবার স্থির করিয়াছেন। আপাততঃ ইহারা দিন দিন এক এক টাকার অনধিক বেতন পাইবে। তাহারা পাইলট কল মালের গাড়ি ও মিশ্রিত গাড়ির চালনা করিবে এবং অল্পদূরে যাতায়াত করিতে পারিবে। এই কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষানবিশ গৃহীত হইবে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী হইলে তাহারা দিন চারি আনা ও দেশীয় হইলে দিন দুই আনা করিয়া বৃত্তি পাইবে। শিক্ষানবিশেরা শিক্ষা লাভ করিয়া যথোচিত কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের মালখানা হইতে কতকগুলি ক্রোক করা অলঙ্কার চুরী গিয়াছে। এক চাপরাসীর উপর সন্দেহ হওয়াতে সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।

ট্রান্সভালে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হইবে। একজন তত্রত্য মহাত্মা ইংলণ্ডে স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত করাইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। মুদ্রার এক দিকে বর্ত্তমান মহাত্মার মুখ অঙ্কিত থাকিবে অপর পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম ও মূল্য মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেকটী মুদ্রার মূল্য অর্দ্ধ পাউণ্ড করিয়া হইবে।

বেঙ্গলব্যাঙ্কে দেশীয় খাজাঞ্চীর স্থানে একজন ইউরোপীয় নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার নাম বিশ। ইনি সহকারিদিগের কৃত ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না। এজন্য সকলকেই জামিন দিতে হইবে।

সাঁতরাগাছিতে একটী হিন্দু বালক ক্ষিপ্ত কুকুর দংশনে উন্মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সম্প্রতি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া থানার অধীন আটাব পাড়া নামক একটী গ্রামে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। গত ৪ ঠা আগষ্ট রাত্রিতে এই ডাকাইতি হয়। ডাকাইতগণ গৃহস্বামী গোলাবের মাথায় লাঠি, তাহার ভাই এরশাদের পেটে খোঁচা ও আবদুল গফুর নামক অপর এক জনের হাতে লাঠি মারিয়া আহত করিয়াছে। হুগলির পুলিস সাহেব ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে পাণ্ডুয়া পুলিসের সুযোগ্য দারগা শ্রীযুক্ত বাবু অবৈতচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ ছদ্মবেশে হেড কনষ্টেবল বাবু নিবারণ দে কনষ্টেবল চন্দ্র কান্ত ও কার্ত্তিক সিংহ এই চারি জন পুলিসের বেশ পরিত্যাগ করিয়া হেটো তাঁতির বেশ ধারণ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা সলিমাবাদের অধীন মুরিবঙ্ক গ্রামের অক্রুর বাগদী বুড়ুরাম বাগদী সর্ব্বেশ্বর বাগদী মুন বাগদী কুশ ডোম ও নবীন ডোম প্রভৃতি কয়েক জন ডাকাইতকে কৌশলে ধৃত করিয়া হুগলির মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ সমর্পণ করিয়াছেন। এক জন স্বর্ণকারকেও সন্দেহ করা হইয়াছে। অপহৃত মালের কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে যাহা হউক পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর বাবু ক্রমশই প্রশংসার ভাজন হইতেছেন, এইটী আহ্লাদের বিষয়।

অমৃতসরের জেলখানা হইতে একজন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে। ইহার প্রতি ফাঁসির আদেশ হইয়াছিল। সাত মাস কাল কারাগারে থাকিয়া বার আনার টাকা ঘুস দিয়া এ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে, ইহার চারিজন রক্ষী এই অপরাধে ধৃত হইয়াছে।

বোম্বায়ে তুলার চাষ উত্তম হইয়াছে। অতএব নষ্ট হইবে না কিন্তু নিম্নভূমিতে জল বাঁধিয়া এই শস্যের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে আর বৃষ্টির কোন প্রয়োজন নাই।

১ লা ভাদ্র কলাবীপুর হৈদর বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছে।

সম্প্রতি খিদিরপুর গঙ্গাটিপাড়ের ঘাটে একটী বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। পোর্ট কমিশনরদিগের ইঞ্জিনিয়ার ক্রাফোর্ট সাহেব এক দিন হঠাৎ আসিয়া ঐ ঘাটের উপর ঠাকুরবাড়ীস্থিত শিবঠাকুরকে তুলিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেন এবং ব্যক্তিবিশেষের নিত্য পূজার জন্য যে সকল ঠাকুর ঐ ঠাকুর বাড়ীতে ছিল, সে গুলিকেও নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া, শিবঠাকুরের সেবক ভুবনানন্দ অধিকারীর ঘর খানি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে সে গরিবের অনুমান ৭০।৮০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, ভুবনানন্দ এই সব স্বেচ্ছাচারের এবং অত্যাচারের নিমিত্ত ক্রাফোর্ট সাহেবের নামে পোর্ট কমিশনরদিগের চেয়ারম্যান ম্যাকলিন সাহেব এবং আলিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী সৈয়দ আমীর হোসেন সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। ইহারা উভয়েই সুযোগ্য লোক এখন দেখা যাউক বিচারে কে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া জানি, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় কোন প্রকার সমাজ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে কখনই অন্যায় হস্তক্ষেপ করেন না এবং অন্যকেও করিতে দেন না। তবে ক্রাফোর্ট সাহেব কোন্ আইন ও কোন্ গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুসারে এ কার্য্য করিয়াছেন আমরা তাহাই জানিতে চাই।

আবার ঘর চাপা পড়িয়া মানুষ মারা পড়িয়াছে। বেলিয়াঘাটার নিকট মুক্তারাম দের চটের কলটী আছে, কয়েক দিন হইল তার কারখানা ঘরের ছাদ অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঐ ছাদ চাপা পড়িয়া এক জন মজুর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছে, অপর একজন হাঁসপাতালে যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরোও ১০। ১২ ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার এক্ষণে বলিতেছি

এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট মনোযোগী না হইলে, অবশ্য যে এরূপ অত্যাচার [illegible] বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলিকাতার মিশনরীদিগের বক্তৃতা সম্বন্ধে পুলীস কমিশনর [illegible] সাহেব সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে, বিডন স্কোয়ার এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ার নামক স্থান দ্বয়ে উপযুক্ত সংখ্যক সাহেবদের সকলের [illegible] সন্নিবেশের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত [illegible] এবং মিশনরী প্রভৃতি বক্তাদিগের বক্তৃতার জন্য স্বতন্ত্র রক্ষিত হইবে। এক [illegible] আরম্ভ করিলে যদি অন্য বক্তার সে স্থানে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রথম বক্তার [illegible] অগ্রে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে। এ নিয়মের ব্যত্যয় যিনি করিবেন পুলিস তাঁহাকে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া দিবে।

মফস্বল হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] দুই জন বণিক কোন সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। আদালতের সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিতে গেলে সময় লাগিবে বলিয়া তাহারা মারামারি করিবার উদ্যোগ করে। কিন্তু নিবাস আলির [illegible] মহম্মদ খাঁ বিবাদস্থলে উপনীত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য নিজে মধ্যস্থ হইবার প্রস্তাব করেন। উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি একদা উভয়কে আপনার বাটীতে আসিতে বলেন। ঐ দিবস একজন আসিল কিন্তু অন্য ব্যক্তি আসিল না; তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। সরিফদের লোকেরা এই ব্যক্তির বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার পরিবার বর্গের উপর অত্যাচার করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এখানে [illegible] দিগের ব্যবস্থা দিয়া কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

আমাদের [illegible] তাহার পিতা নিবাস আলির [illegible] আসিয়াছে। আমরাই এক বৎসর [illegible] করিলাম। [illegible] খাঁ না থাকিলে বোধ হয় নিবাস আলির [illegible] হইত। [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রবেশ করিয়া [illegible] অত্যাচার করিয়াছেন, সেইরূপ [illegible] এক দিন তিনি [illegible] দিকে অগ্রসর হইবেন, [illegible] লোভে [illegible] তাহার [illegible] হইয়া [illegible] পারিবেন, তাহা হইলে [illegible] হইতে [illegible] বাধ্য হইবে [illegible] করিয়াছেন [illegible] এই [illegible] সময় উপস্থিত হইয়া আমাদের [illegible] পারে, তিনি এখন অধিক সৈন্য সংগ্রহে

ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আমীরের এখন যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাঁহার সময় ক্ষেপণ করা ভাল হয় নাই। বরং ইহাতে আমীরই অধিক সুযোগ পাইতেছেন। যাহা হউক এখন যাহা হইয়াছে, তাহার আর সংশোধন করিবার উপায় নাই। তিনি এখন দক্ষিণ আফগানস্থানে যুক্ত হইয়া থাকুন, এখন তাঁহার আর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম তিনি একটী নিতান্ত অপরিণামদর্শীর কার্য্য করিতেছেন, তিনি বণিক ও মহাজনদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিতেছেন। এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই ইহাতে তাঁহার শত্রু বাড়িবে।

ক্রমে দেখিতেছি যে, কুচবেহারের রাজপরিবার কেশব বাবুর কন্যাগণের আহ্বানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘর করিয়া তুলিল। গত ১০ ই আগষ্ট শনিবার কেশব বাবুর [illegible] "কমল কুটীরে" তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার সহিত কুচবেহারের রাজার ভ্রাতা রাজকুমার গজেন্দ্রনারায়ণের শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। কুমার গজেন্দ্র ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। বিবাহসভায় মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, ইউরোপীয়, [illegible] সাহেব, প্রভৃতি কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনরী, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] বাবু [illegible] সান্যাল, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ান এবং কয়েকটী দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। কোন অঙ্গহীন হয় নাই। যদিও ঐ পরিবারে হিন্দুদিগের বিবাহের একটী অনুষ্ঠান ছিল, তাহাতে স্ত্রী আচার আদি কোন বিষয়ে শুভ কার্য্যের কোন ত্রুটি হয় নাই। আবার বিবাহ রেজিষ্টরী করিবার জন্য মহেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। পুলিসের সাহেবেরা লুচি সন্দেশ খাইয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে গত ২৫ বৎসর ক্রমাগত যেরূপ গ্রীষ্ম বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহাতে তথায় [illegible] প্রয়োজন হইয়াছে। ৫ ই জুলাই সেখানে তাপমান যন্ত্রে পারদ ৯৮ ডিগ্রী উঠিয়াছিল। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে তথায় এরূপ গ্রীষ্ম কখন হয় নাই। কতকগুলি [illegible] ঐ দিবস আপনাদের কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে বৃষ্টি হওয়াতে তথাকার শস্যের অবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

১ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যে যে স্থানে পূর্ব্বে বৃষ্টি হয় নাই তথায় বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। মহীসুর ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে শস্যের অবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৃষ্টি এখনও [illegible] হইয়াছে, শস্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মধ্য প্রদেশে এখনও কিছু দিন বৃষ্টি বন্ধ হইলে ভাল হয়। আসামের অঞ্চলে এখনও বৃষ্টির প্রয়োজন।

বর্দ্ধমান রেলওয়ে পুলিস রক্ষিত করা কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় গবর্ণমেন্ট ও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সভা হইবে।

[illegible] হইতে [illegible] নদীর দুই কূলের পথ যে ট্রামওয়ে আছে তাহাতে শকট চালনের জন্য [illegible] ব্যবস্থা হইবে।

সংবাদদাতার পত্র।

কামারপুর [illegible] ২৮ এ জুলাই ১৮৮১।

কামারপুর নিবাসী [illegible] নামক একজন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানী গত ২ ই জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভরতচন্দ্র রামনারায়ণ বাবাদের একটা দোতালা বাটীর উপরে তিন জন পুলিস কনষ্টেবলকে তরবারির আঘাত করে। এক জন তৎক্ষণাৎ শমনসদনে গমন করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি কিয়ৎক্ষণ জীবিত থাকিয়া উহার পশ্চাদ্গামী হয়, তৃতীয়ের অল্প আঘাত লাগায় সে চিকিৎসার গুণে বাঁচিয়া গিয়াছে।

[illegible] একটী দোকানে চুরি হইয়া যায়। পুলিস [illegible] করিতে [illegible] হিন্দুস্থানীদিগের [illegible] করে। [illegible] ছিল না। পরে যখন আমরা [illegible] এই [illegible] পুলিসের নিকট আমরা তাহাদের [illegible] বলে, [illegible] পুলিস না [illegible], সে [illegible] হইয়া চলিয়া যায়।

এই চুরির অনুসন্ধানের জন্য পুলিস রামনারায়ণ বাবাদের এক বাটীতে আড্ডা করিয়া থাকে। ৫ ই জুলাই দুই প্রহরের সময় যখন সকলে নিদ্রিত ছিল, [illegible] কাটিতে যায়।

অন্যান্য সকলে [illegible] কেবল এই [illegible] আছে।

অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে [illegible] কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় গত [illegible] বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া সকলের জীবন রক্ষা করিয়াছে। [illegible] সময় হইতে ৬ ই পর্য্যন্ত [illegible] বৃষ্টি হইয়াছে। অনেক বাটীর উপরেও জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই বৃষ্টিতে অনেক বাটী পড়িয়া গিয়াছে। এখনও বৃষ্টি হইতেছে, আকাশ পরিষ্কার নাই।

ডাক্তার বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কয়েক দিন হইল এখানে আসিয়াছেন। ইনি

হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন যে কয়েকটী কঠিন পীড়ায় উনি চিকিৎসা করিয়াছেন সকলেই অতি সত্বর উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। উঁহার চিকিৎসার প্রণালী, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি দেখিয়া আমরা সংপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইঁহার ঔষধের মূল্য যেরূপ অল্প তাহাতে বোধ হয় আমাদিগকে এলোপ্যাথি ঔষধের মূল্যাধিক্য জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। উনি অতি যত্নের সহিত দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট হইতে ঔষধের দাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। উনি যেরূপ সুদক্ষ ও দয়াবান তাহাতে বোধ হয় অধিক দিন উনি এখানে থাকিলে যে সাধারণের হিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মসুণ্ডা—১০ ই আগষ্ট ১৮৬১।

আমরা মসুণ্ডা হইতে রাণাঘাটে যাইবার রাস্তাটীর কথা সংবাদ পত্রে অনেক বার লিখিয়াছি; কিন্তু আমাদের দুরবস্থা মোচনের প্রতি এ পর্য্যন্ত কেহই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। আমরা সবিনয়ে বাবু রামচরণ বসুর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যে মসুণ্ডা হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাটি প্রস্তুত করিয়া একটী চিরকীর্ত্তি স্থাপন করুন।

এতদঞ্চলে বন্যার জল দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। আহুকি ধান্য ও পাট প্রায় অধিকাংশ মগ্ন হইয়াছে। বৃষ্টিও প্রচুর পরিমাণে হইতেছে।

গত বৎসর এতদ্দেশে ম্যালেরিয়ার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে যে কত লোক শমনভবনে গমন করিয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এক এক গৃহস্থ একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। এবারেও ম্যালেরিয়া মুখব্যাদান করিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রাস করিতে বসিয়াছে।

রাণাঘাট—১৬ ই আগষ্ট ১৮৬১।

এ বৎসর নিজ রাণাঘাট ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে সাংক্রামিক জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব গত আষাঢ় মাস হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর এই সবডিভিজনের অনেক গুলি লোক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে, অনেক দুঃখী জ্বর প্রপীড়িত প্রজার জীবন দান করিতে পারিতেন। আমরা ভরসা করি রাণাঘাটের সবডিভিজনের ডেপুটী বাবু ও স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ এবার এক্ষণ হইতে প্রস্তুত হইবেন, যাহাতে এ সবডিভিজনের সর্ব্বত্র ঔষধাদি পাওয়া যায় তাহার উপায় বিধান করুন, নতুবা আশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে গত বৎসরের ন্যায় জ্বর ও মৃত্যুর পুনরভিনয় হইবে। এখনও জ্বরের তাদৃশ প্রকোপ হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মগণ এখন হইতে প্রস্তুত হউন। কলিকাতা হইতে আরও কিছু কুইনাইন ও বিবিধ প্রকার ঔষধাদি আনয়ন করুন। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেলে পরে তৈল প্রদান বৃথা। যেন গত বৎসরের ন্যায় না হয়। যাহা হউক আমরা শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া এ সবডিভিজনের জ্বর পীড়িত লোকের উপকারার্থে একজন নেটিভ ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন, এ যে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য। রাণাঘাট সবডিভিজনে ন্যূনাধিক ৫৬০ খানি গ্রাম আছে এক রাণাঘাট থানাতেই ১৭৩ খানি গ্রাম আছে। আমরা আরও শুনিলাম কর্ত্তৃপক্ষগণ এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, নেটিভ ডাক্তার মহাশয় এক এক গ্রামে, এক দিন না হয় দুই দিনের অধিক থাকিতে পারিবেন না। পাঠকবর্গ মনে করুন নেটিভ ডাক্তার মহাশয় আজ কামালপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার যাবতীয় পীড়িত লোক দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান নিয়মানুসারে আর ৫৫৯ দিন গত না হইলে নেটিভ ডাক্তার মহাশয় পুনরায় কামালপুরে রোগী দেখিতে পারেন না। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে যে রোগীর বিস্তর মৃত্যু হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা আহ্লাদিত হইলাম আমাদের বর্ত্তমান কমিশনর পিকক সাহেব ও এখানকার সুযোগ্য মাননীয় ডেপুটী বাবু রামচরণ বসু মহোদয়ের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। সত্য কথা বলিতে কি গত বৎসরে যদি প্রতিনিধি কমিশনর মনরো সাহেব ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তাচ্ছিল্য না করিতেন তাহা হইলে নদীয়া ডিভিজনের অনেক গুলি দুঃখী জ্বরপীড়িত লোকের জীবন দান করিতে পারিতেন। তবে ভাগ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট টেলর ও কৃষ্ণনগরের উকীল মোক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন তাই শেষে কতক গুলি লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

শান্তিপুর।

ধূমকেতুর উদয়ে অথবা অন্য কোন কারণে এ বৎসর এখানে অসময়ে ওলাউঠা দেবী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এতন্নিবন্ধন প্রতিদিন প্রত্যেক পল্লীর নর নারী উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলিত হইতেছে। এই লোমহর্ষণ সংবাদটী টৈলিম্যান ও সোমপ্রকাশে উপর্য্যুপরি আন্দোলিত হওয়াতে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী বাবু এখানে একজন অতিরিক্ত নেটিভ ডাক্তার পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু শান্তিপুর ও তন্নিকটস্থ গ্রামের ওলাউঠাক্রান্ত দরিদ্র রোগীকে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করিবেন এবং বিনা মূল্যে তাহাকে ঔষধও দিবেন। পথ্যের ব্যবস্থাটী ঐ সঙ্গে "গ্রাটিস্" করিয়া দিলে অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক ডেপুটী বাবুর ঐরূপ সদ্ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে ও দুঃখী প্রজাবর্গ তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত উক্ত ডাক্তার বাবু স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে বাস করেন নাই, একারণ অনেক সময় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া লইতে লোকের অনেক অসুবিধা হইতেছে, ইহাই দুঃখের বিষয়।

ডেপুটী বাবুর দেখা দেখি আমাদের নূতন ভাইস-চেয়ারম্যান বাবুও সম্প্রতি পাড়ায় পাড়ায় ঢেড়া দিয়াছেন যে, "অতঃপর যে সকল দুঃখী প্রজার ওলাউঠা হইবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ এ পক্ষের সদনে উপস্থিত হইলে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভাইসচেয়ারম্যান বাবুর বাটীর ডাক্তার বাবুর উপর স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অভাব, একারণ রোগীর আত্মীয়েরা প্রায় কেহই সেখানে স্বেচ্ছানুসারে যাইতে চায় না। যাহা হউক ভাইস্‌চেয়ারম্যান বাবুর অনুকরণ-প্রিয়তা প্রশংসনীয় বটে। ইঁহার [illegible] যখন এত গুণ, তখন মিউনিসিপালিটির সহায়ে এবারের মত পল্লীতে কেন সাময়িক হাসোপাতাল বাটী কয়েকটী বিনির্ম্মিত হইল না ?

আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান ও কমিশনর বাবুদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এবার এখানকার পুষ্করিণী সংস্করণ করা হয়। এই প্রস্তাবে চেয়ারম্যান বাবুও অনুমোদন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, পুষ্করিণী সংস্করণ কার্য্যে কয়েকজন কমিশনর বাবু নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ তৎকালে যেরূপ বিদ্যা প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে অনুমিত হইয়াছে যে, স্থানীয় কমিশনর বাবুদের কর্ত্তৃক পুষ্করিণী সংস্করণ করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। এক্ষণে যদি একান্তই পুষ্করিণী সংস্করণ করা আবশ্যক বোধ হইয়া থাকে, তবে আমাদের সাদর অনুরোধ এই যে, ডেপুটী বাবু স্বয়ং ঐ কার্য্যে ব্রতী হউন। যদি তাঁহার একান্ত সময় না থাকে, তবে তাঁহার মনোনীত একজন সরকারী লোককে ঐ কার্য্যে ব্রতী করুন, তাহা হইলে প্রত্যাশানুরূপ পুষ্করিণী সংস্করণ হইবার সম্ভাবনা, নতুবা "এক জল আর জল দোষ গুণ কব কার।"

অসাময়িক জলপ্লাবনের কল্যাণে আমাদের মিউ-নিসিপাল কমিশনর বাবুরা স্থানীয় বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ কল্পনাটী যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু মিউনিসিপালিটির ওভরসিয়র বাবু নগরের স্থানে স্থানে ও মাঠগঞ্জের মাঠের পথের উপর যে সকল ময়লা ফেলিয়াছেন, অগ্রে সেসমস্ত পরিষ্কার করাই উচিত। যে দিন পোষ্ট আফিসের সম্মুখে ওভরসিয়র বাবু ঐরূপ ময়লা ফেলিয়া স্থানটী দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু পর পোষ্টমাষ্টার বাবুর কল্যাণে ও ডাক্তারের ... কল্যাণে তাঁহাকে তাহা পুনর্ব্বার উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইয়াছে। এক্ষণে মতিগঞ্জের মাঠের মাঠের ময়লা গুলি যথা স্থানে উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা কেবল বন জঙ্গল পরিষ্কার করিলে কখনই আশানুরূপ উপকার দর্শিবে না।

আমরা নিরতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করি-তেছি যে, এখানকার প্রসিদ্ধ জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু জগদানন্দ রায় মহাশয় সাংঘাতিক পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইয়াছেন। ইনি ৮ মতি বাবুর মধ্যম ভ্রাতা। ইনি পীড়িত হইয়া অবধি কয়েক মাস পর্য্যন্ত স্থানীয় ডাক্তার বাবুদের চিকিৎ-সাধীনে ছিলেন, এতন্নিবন্ধন তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কিছুই উপশমিত হয় নাই। এরূপ জনশ্রুতি যে ডাক্তার অক্ষয়চন্দ্র বাগচী উক্ত বাবুকে চিকিৎসা করিয়া অনুমান ৭০০ টাকার বিল করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ডাক্তার ও স্থানীয় কবিরাজের ব্যয় স্বতন্ত্র। আমরা জগদী-শ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, জগদানন্দ বাবু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করুন। কিন্তু ডাক্তারী ঔষধে তাঁহার শরীরের অবস্থা এমন মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকেই তাঁহার জীবন আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible] নূতন বর্ষ সম্পাদিত, সোমপ্রকা- [illegible] নিয়ম, [illegible] [illegible] বিষয় এক [illegible] অঙ্গীকার করিবেন মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের জমা-খরচে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার অপর কোন লোক মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

আর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরু-দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময় সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

... না।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ১০ আনা; ১০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইতেন, স্বীকার করিয়া-ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা এ কলিকা-তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিম্নর সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে-ষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া-ছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ-ধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ০১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মহাবিশুদ্ধ মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রদর এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুষ ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সত্বর কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর লোক আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গব্য ঘৃত অবায়ুর উপর ক্রিয়া

সর্ব্বাঙ্গীয় জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই অসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ⅟০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শূল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিরোগ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ ৩টি সপ্তাহে দূরীভূত করিয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১৷০

প্যাকিং খরচা ৵০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অম্লশূল নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত করিয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দর্শনদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং প্রজেন্দ্রনাথ দে কভেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যচৈতন্য গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এটর্নী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৩০ নং বাটী।

বুক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার মুভমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডেন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেভ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সেরূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেলিং ক্রনোগ্রাফস। নিকল এবং সিলভার কেসে মূল্য ৩৬ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৫৷৷০ ও তদোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বারোমিটার, বোর্ড বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত সংস্কৃত করিয়া থাকে।

বুক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

বুক এণ্ড মরে ৮।১ কেটিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী।

(মোবারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট কোপলকুণ্ডিয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিশন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২৷০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রলোক—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৵০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও পুস্তক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়: যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার পুরপুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আঘের ঘা, গুহ্যের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, কুষ্ঠ ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ফিঁড়িয়া, চড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পুঁজস্রব, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অষ্ট আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১১ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট এবং ১০ নম্বর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। সংস্কৃত মূল হইতে অবিকল বাঙ্গালানুবাদিত হইয়া (গত আষাঢ় মাস হইতে) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান ১৮ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি খণ্ডের ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ করিব। এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির ব্যয় অগ্রিম ১৸৵০ আনা। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন।

কলিকাতা } অধ্যক্ষ।
১১০ নং গ্রেষ্ট্রীট } শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের বহির্বাণিজ্য, যোমাই, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মোকাম ৮০/৫, ৭১০, ৩১০/০ বাজারদরে বড়বাজার চিনিপট্টী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মাল দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীট ১৮১ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের দর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোষবৃদ্ধি, মাংস-কোষবৃদ্ধি, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজাচর সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ অ্যানেস্থ্রাদার এণ্ড কোং যত্নবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনা একান্বয় সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৩০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৩।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১৸৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহ।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা কোঠা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল } শ্রীগোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	কুঞ্জবিহারি মুখোপাধ্যায় গড়টিয়া রামনগর	১০
" "	গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চাঁপাতলা	৭
" "	নবকৃষ্ণ দে মল্লিক—মোয়াজা	৭
" "	যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমীদার হাবলা গ্রাম	৭
" "	কমলাপতি সিদ্ধান্ত দত্ত—দেবগ্রাম	৭
" "	মদনমোহন দাস—মথুরাপুর গ্রাম	৭
" "	কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী—নওয়াখালী	৭
" "	রাজকুমার দাস—গাইবান্ধা	৭
" "	বরদাকুমার দত্ত—রোশড়া	৭
" "	ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ঈশ্বরপাড়া	৫।০
" "	রঘুনাথ মিত্র—মুন্সিবাজার	৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিটি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ । "মঙ্গলতা সর্কুলস্থিতায় পার্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" । ৪২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৪ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ২৯ এ আগস্ট।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ৪।০।

বিজ্ঞাপন।

ইউরোপ প্রবাসীর

পত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

(ভারতী হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত।)

মূল্য——১।০ টাকা।

এই পুস্তক ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

রুদ্রচণ্ড।

নাটিকা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

"বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে। তাঁহার সকল কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব্ব ও অসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টত: পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গালার কেহই এমন স্রোতস্বতী, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না। ++++ "

বান্ধব।

সাগরসঙ্গমে।

উদাসিনী-প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, হিন্দু লাইব্রেরি এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, সিমলা বিঃ বান্দুজি কোম্পানির দোকান এবং চীনেবাজার শরচ্চন্দ্র নাথের দোকানে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী ব্রাহ্মণ কন্যা, বিবাহপ্রার্থিনী, বালবিধবা, কিন্তু এক্ষণে বয়ঃক্রম ২০ কিম্বা ২১ বৎসর হইবে; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে, অবস্থানুসারে বিবাহ দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই প্রস্তাবিত বিষয়ে ইচ্ছুক হইবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থা এবং নাম ধাম লিখিয়া ৩০ এ আশ্বিন মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন, তৎপরে পত্রাদি পাঠান বিফল।

ঠিকানা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৫০ নং সিকদারের বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সএকঃ পুরুষোধন্যো জয়কালীশুশোভনঃ।
শান্তিরনাভিধানশ্চ সুস্থিকান্তিপ্রদায়কঃ।

জয়কালী মতে নূতন আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত প্রাকৃতিক ঔষধ।০

সএকঃ পুরুষোধন্যঃ এটী অম্লশূল ও অম্লরোগের অব্যর্থ দৈব মহৌষধ।

ইহা ৪ নম্বরে বিভক্ত। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, এই ঔষধ সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগের যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

১ম—নম্বর।

সপ্তাহের মূল্য	১০
মাশুল	।০
প্যাকিং খরচ	৵০

২য়—নম্বর।

এই প্রাকৃতিক ঔষধের দ্বারা অম্ল, আম, ক্রিমি, শুল, বক্ষ ও শিরঃশূল আরাম হয়। আর নবজ্বর, কাশী, প্লীহা, অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময় অজীর্ণ দোষ, আমাশয়, রক্তামাশয়, অশ, সামান্য বাত, কুচকি, বাগি, ও তজ্জনিত জ্বর, ঘা, বেদনা, বাত, পিত্ত ও কফাশ্রিত রোগও আরোগ্য হয়। ইহা রোগ বিশেষে ১ সপ্তাহ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে বিশেষ প্রতিকার করিয়া থাকে।

সপ্তাহের মূল্য	।৶০
মাশুল	।০
প্যাকিং	৵০

৩য়—নম্বর।

এই আরোকে অম্লশূল, অম্লরোগ, বাত ও বাত-জ্বর, অজীর্ণ দোষ ও ক্রিমিরোগ আরাম হয়। ... বোতল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ২৪। ... বৎসরের অম্লরোগ ও শূল একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রমাণ বোতলের মূল্য	১০
মাশুল	১১০
প্যাকিং	।০

৪র্থ—নম্বর।

ইহা ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, ইহার এক নাই, অম্লরোগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া

যাঁহার আদেশ না লইলে তিনি সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

জয়কালীসুশোভনঃ।

ইহা পরীক্ষাধীনে আছেন, কিন্তু কিছু দিন পরে প্রকাশ হইবে।

শান্তিরস।

এই আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌষধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইতে ত্রিবিধ বিকার, বাত, শিরঃপীড়া, আন্তরিক বাহ্যিক ও আঘাতজনিত বেদনা, রক্তিমের অম্লরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাশুল ও প্যাকিং
১ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, আনুপূর্ব্বিক পথ্যাপথ্য, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চক্রবেড়ার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে সপ্তকঃ শুকশোভনঃ নামে প্রাকৃতিক ঔষধালয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস সেক্রেটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। শিশি বা মোড়কের ও পত্রের উপর উক্ত শ্লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ লইবেন না।

প্রশংসা পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন।
সপ্তকঃ শুকশোভনঃ প্রণা কালঃ ত্রিধা, চ, ধ,।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন কনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধি বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবহনা রোগ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা যায়। অবশ্যই সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীকালীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

প্রেরিতপত্র

সুকাসুঠী প্রভৃতি প্রজাগণের ক্রন্দন।

সুবিখ্যাত “বর্দ্ধমানাধিপতি” মহারাজ নামটী সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। আমাদের বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ইঁহার অপেক্ষা গৌরবশালী দ্বিতীয় নাই। এমন কি সুদূর বিলাতীয়া ভারতেশ্বরী ইঁহার যথোচিত সম্মাননা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, আমাদের বাঙ্গালাদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্যই জগদীশ্বর ঐ বিশাল কুলোদ্ভব মহাত্মার করে বিশাল জমীদারী প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহার যেমন মান সম্ভ্রম প্রতাপ প্রভাব ও অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ তেমন যদি জমিদারীর প্রতি দৃষ্টিপাত থাকিত, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে আমাদের মত দরিদ্র প্রজাবর্গের সুখের সীমা পরিসীমা থাকিত না।

বর্দ্ধমানের প্রজা বলিয়া মনে মনে আমাদের বড় অহঙ্কার ছিল এবং এই আশা ছিল এবার আমাদের দুঃখের সমুদ্র ক্রমাশয়ে শুষ্ক হইবে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের দোষে তাহা না হইয়া বরং তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে কর্ম্মকারকেরা কেন যে এতদূর আলস্যের বশীভূত বলা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় “প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, মেম্বর, দেওয়ান, প্রভৃতি” কতকগুলি বড়দরের কর্ম্মকারক আছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বর্দ্ধমানাধিপতির কি উপকার করিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। জমিদারীর উন্নতিসাধন করিয়া প্রজাবর্গকে সুখী রাখা তাঁহাদের উচিত ও প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত আচরণই দেখিতে পাই।

আমরা সময়ে সময়ে সুকাসুঠা, ডিহি কাকশাগড় প্রভৃতির উন্নতির গর্জ্জন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনিতে পাই; কিন্তু কর্ম্মকারকেরা কার্য্যটী আকাশ কুসুমের ন্যায় সমাধা করিয়া হিসাবটী বর্দ্ধমানের রাজসংসারে বুঝাইয়া পাঠাইয়া দেন। পরগণাদের ভেড়ী বন্দীর জন্য বাৎসরিক দশ, বার হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা বেশ বুঝিতে পারি চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইলে রীতিমত ভেড়ী হইতে পারে। আমরা শুনিয়াছিলাম, এ বৎসর বর্দ্ধমান হইতে ১০০০০ দশ হাজার টাকা ভেড়ী বন্দীর জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা কি অনর্থক যায়? না, বন্যায় উড়াইয়া লইয়া গেল? যাহা হউক, এ বৎসর বর্ষার নিতান্ত দুর্ভিক্ষ অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে আবার ভেড়ীবন্দীর নাই। অতএব শস্য উৎপাদন আদৌ হইবে না, জল পড়, সদরজালপাড়, সুকাসুঠা, প্রভৃতি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পরগণায় জল আসিয়া আমাদের চাষের ভূমির উপরে প্রায় তিন চারি হাত জল দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বদিকের দেখিলে বোধ হয় স্রোতস্বতী আপন তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সেই স্থানে অধিষ্ঠান হইয়াছেন! আমাদের দেশের এই দৈবজ্ঞিক শস্য এক মাত্র জীবনোপায়, তদ্বিনা কিছুমাত্র জন্মে না। অন্যান্য দেশস্থ মনোরম্যগণ যেমন চাকরী ও বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, এদেশে তাহার কিছুই নাই। অতএব আমরা জন্মের মত ডুবিলাম। ভূমিতে শস্য হইবে না, প্রাণের আশঙ্কায় জন্য দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে দেখিতেছি, কর্ম্মকারক বাবুদের চার্জ্জ দিবার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে, ১০ আইনের প্রাদুর্ভাব যাহাতে বলবান্ থাকে, তাঁহারা যত্নের সহিত সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে গোপালজীউর ঠাকুর বাড়ীর বাৎসরিক আঠার হাজার টাকা দেবোত্তর ভূমি সংক্রান্ত আয় আছে। কিন্তু রাজসংসারে বাৎসরিক ২০০০ টাকা খরচ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতেই “দোল, জন্মোৎসব, দুর্গোৎসব, শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি পর্ব্বাদি সম্পন্ন হয় এবং ইহাতে প্রায় ১০ জন চাকরের বেতনও দিতে হয়। মহারাজের ঘরে টাকা জমিতেছে অতুল হানি নাই।

পরিশেষে, আমাদের প্রার্থনা এই, মহারাজ সত্বর ধর্ম্মভীরু কোন সুদক্ষ কর্ম্মকারক নিয়োজিত করিয়া আমাদের দুঃখ বিমোচন করিবার উপায় করিয়া দেন। বৎসর বৎসর ভেড়ি বাঁধিতে বিস্তর টাকা ব্যয় করা অপেক্ষা একবারে একটী পয়ঃপ্রণালী প্রশস্তরূপে খনন করিয়া দিউন এবং প্রত্যেক মৌজার প্রজাবর্গকে জ্ঞাত করাইয়া দিউন যে যেন তাহারা আপন আপন অধিকারের রাস্তা পরিষ্কৃত করিয়া লয়। কর্ম্মকারক মহাশয়দের দোষে বর্দ্ধমানের রাজসংসারের প্রতি দোষারোপ হইতেছে, ইহা নিতান্ত ঘৃণা ও দুঃখের বিষয়। সুদক্ষ সুবিবেচক কর্ম্মকারক থাকিতে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। ইঁহাদের কাছে ৪০০০ টাকা আসিয়া প্রায় চারি বৎসর পড়িয়া আছে, কিন্তু এখনও এক পাঁজা ইট রীতিমত প্রস্তুত হইল না, আশ্চর্য্যের বিষয়।

৬ ই ভাদ্র ১২৮৮। } সুকাসুঠা প্রভৃতি পরগণা
বাসের বিপন্ন প্রজাগণ।

152

বাঙ্গালা রঙ্গে পঞ্জাবী চিত্র।

বিগত ৩০ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে আমাদের ১১ ই জৈষ্ঠের রাউলপিণ্ডির চিঠিখানি উপলক্ষ করিয়া "শ্রী" স্বাক্ষরিত আত্মশ্লাঘাপূর্ণ একখানি প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া লেখকের "সদুত্তরের" জন্য ধন্যবাদ দিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা "থিয়েটার" কখন পঞ্জাবে ধরিবে না, কিন্তু তিন মাস পরেও যে অভিনয় হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। এখন শুভরাত্রির পথ হইল। "থিয়েটারের" অভিনয়ের সময় রোগীর মুখ হইতে কত আবোল তাবল এলোমেলো গালাগালি বাহির হয়, কিন্তু সে সব ধর্তব্য নয়। রোগ আরাম হইলে আবার ভাল বোঝা যায়। আমাদের লেখা কড়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু কি করি যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা, মিষ্ট ঔষধ কোথায় পাব? লেখক প্রথমতঃ চিত্রকরী সভার "উদ্দেশ্য" কি, বুঝিতে পারেন নাই। রোগ বড় চিত্রকরী সভা যে দিক দিয়া যান, লেখক সে দিকে যান না। তাহা হইলে এক পাড়ায় থাকিয়া ইহার উদ্দেশ্যাদি বুঝিতে বাকি থাকিত না। আমাদের লিখিত "এত কাল রাউলপিণ্ডিতে সাধারণ মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান ছিল না," পাঠ করিয়া শ্রী মহাশয় ক্রোধভরে [illegible] উক্তি করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ইনি লিখিয়াছেন যে "১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে রাউলপিণ্ডিতে প্রথম সভা-দিবেশন, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সদনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।" "আরম্ভ হইয়াছে" না লিখিয়া আরম্ভ হইয়াছিল লিখিলে ভাল হইত, কেন না এ সদনুষ্ঠান গুলির একটিও এখন বর্ত্তমান নাই, কোন্ কালে কাহারা করিয়াছিলেন বলিয়া কি এখন সেই বাহাদুরী লইতে হইবে? এখন কোন্ পাড়ায় কয়টা "সভা" বা আড্ডা এবং "বিদ্যালয়" বা অবিদ্যালয় আছে, তাহা পত্র লেখক লিখিলে বোঝা যাইত। ১৮৫৩ খ্রীঃ যে সব মহাশয় লোকের প্রযত্নে বিদ্যালয়াদি হইয়াছিল, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি, যে উপযুক্ত সভ্যগুলির বিরহে সেগুলি অল্প দিন মধ্যে শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পত্র প্রেরক কি জানেন না আমাদের শ্রদ্ধেয় গিরিশ বাবুর বিশেষ উদ্যোগে যে স্কুলটী এখানে হইয়াছিল তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হইতে না হইতে উঠাইয়া গেল কেন? "শ্রী" মহাশয়েরা যদি সদনুষ্ঠানী হইতেন তাহা হইলে কি খ্রীষ্টীয় মিশনরীদের স্কুলে হিন্দু-ছেলেগুলিকে ফেলিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লজ্জাবোধ হইত না? যাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য শিশুশিক্ষার পথে কাঁটা পড়িয়াছে, তাহাদের আবার এত জাঁক কেন?

"শ্রী" নিজেই লিখিয়াছেন যে "আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত চিত্রকরী সভাটী প্রায় তিন মাস হইল লাহোর হইতে নবাগত রেলওয়ে বাবুদিগের ঐকান্তিক যত্নে স্থাপিত হইয়াছে" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে— ঐ "শ্রী" আমাদের পত্রে লিখিত "রেলওয়ে আফিস সমূহ এখানে উঠিয়া আসাবধি কোন কোন সদাশয় লোকের উদ্যোগে হিন্দু সমাজের মুখোজ্জ্বলকর এই সভার জন্ম হইল" পড়িয়া এমনি ক্রোধান্ধ হইয়াছেন যে এই সকল কথার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া "নবাগত" রেলওয়ে বাবুদিগকে মনের সাধে গালাগালি দিয়াছেন। ধন্য খোসামোদপ্রিয়তা!

আমাদের লিখিত এখানকার অধিকাংশ বাঙ্গালীর অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিবাদে "শ্রী" অনেক পুরাতন ঢেঁকি তুলিয়াছেন। এবং তাঁহাদের দান ধ্যানের ফর্দ্দখানা এক এক করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু অতি বিস্ময়কর ব্যাপার যে এত "দাতাকর্ণের" প্রতিকৃতি এখানে থাকিতেও মা কালীর উদরে অন্ন যায় না!! "৯টী সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া অপরিচিত বাঙ্গালীদের অবস্থিতির জন্যই" যদি কালীর শ্রী নির্মিত হইয়াছিল তবে তাহা বন্ধ হইল কেন? ঋণ-সাগরে ডুবা পড়িল কেন? বিগ্রহ মা কাহিনে খোলা পড়িয়া আছেন কেন? যাদের মার প্রতি এত অচলা ভক্তি তাহারা যে "অপরিচিত বাঙ্গালীর" জন্য কত ভাবনাযুক্ত পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। ৯টী সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যার কোঠাটি নির্মাণে কালীবাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে এখন [illegible] কেন? এখনও যদি তাহার [illegible] সপ্তাহ পরীক্ষা সাপেক্ষ [illegible] হইবে কি না বলা যায় না। অবাঙ্গালী কি ভাবিতেছেন? হিন্দুর [illegible] কোন মা মন্দিরে [illegible] করে না, কিন্তু এখানে মা কালী অনাহারে, শুধু প্রায় কেহ দেখিবার লোক নাই, অথচ বিশ্বাস করিতে হইবে এঁরা সকলই [illegible] একটী সদনুষ্ঠান করিয়া দেখান যে তোমরা একবারে অন্ধ ছিলে। তোমাদের গুণ গানে সমস্ত পঞ্জাব পুলকিত হইবে। প্রত্যাশা [illegible] লিখিত হইল ভাবিয়া "শ্রী" মহাশয় লজ্জিত হইয়াছেন। সে লজ্জা ও সময় চিত্রকরী সভার কাজে করিবেন।

"[illegible]"

আমরা [illegible] কথা কহিব এবং সত্য কথা কহিলে "শ্রী" রাগ হয়। যাহাতে মন্দ নষ্ট না হয়, যাহাতে সাধু কথা পড়িয়া না যায়, যাহাতে তোমাদের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া পঞ্জাবীরা করতালি না দেয়, যাহাতে তোমাদের মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সকলে তাই একানুবর্ত্তী হইতে পার, তদনুসার অবলম্বন কর, মিছে বিবাদে প্রয়োজন কি? একবার পরস্পরের পরিচয় ও গুণের ও মনের আদান-প্রদান করিয়া [illegible] নামে ভদ্রলোকের দুর্ব্যবহারে লজ্জিত হওয়া উচিত। আমাদের বড় মান্যবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত লোক এখানে বিরল, তাঁর কাজ তিনি করিতেছেন, তাঁর পুণ্যে কি রাউলপিণ্ডি শুদ্ধ বাঙ্গালীরা উদ্ধার হইবে? ভবেশ্বর ঘোষ বাবু যখন এখানে ছিলেন, তখন প্রাণপণে অনেকের মায়াদয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, আর কি এমন লোক নাই যে তাঁর স্থান এখন অধিকার করিতে পারেন? তিনি যদি আর কিছু দিন পরে জানেন যে তাঁহার যত্নপুষ্ট কালীবাড়ী (ঈশ্বর না করুন) ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাহা হইলে কি মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইবেন না। আমরা ব্যক্তিবিশেষের সুখ্যাতি বা নিন্দা করিবার জন্য পূর্ব্ব পত্র লিখি নাই। অত্রস্থ বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা সাধারণভাবে সমালোচনা করা উদ্দেশ্য ছিল। "সমালোচনা" ও "নিন্দা" এক কথা নয়। পত্র প্রেরক "শ্রী" যদি সেকালের ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ ছাড়িয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের অনুষ্ঠিত কোন সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতে পারেন, আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, নতুবা বুঝিব যে তিনি কেবল দায়ে পড়িয়া উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত, তাঁহার প্রতিবাদ পত্র খানি লিখিয়া এমন "শ্রী"কে বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা রেলওয়ে কমিসরিয়েট বাবুদের [illegible] কথা বলি নাই, আমাদের নিকট বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান মাত্র পূজনীয় এবং সাদরে [illegible], তবে "নবাগত রেলওয়ে বাবুদের" উপর রাগ এত কেন বুঝি কেন? সব বাঙ্গালী এক সঙ্গে মিলিত হইয়া সভালয়, অতিথিশালা, পাঠশালা, স্কুল, ধর্ম্মসভা, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশস্বী হন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। "কাটু কাটু" "মাট মাট" বলিয়া এই প্রদেশে কেহ অভিশাপ না দেন, মন খোলা রাখিয়া থাকিয়া কেহ না মরেন, কোন প্রকারে পঞ্জাবীদের নিকট বাঙ্গালীরা অপদস্থ না হন, আমরা তাই চাই। ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

বাঙ্গালি রঙ্গে পঞ্জাবি চিত্রকারক।

সিদ্ধেশ্বরী স্টীমার।

এই স্টীমার খানি নব দ্বীপাদি অঞ্চল হইতে আরোহী ও মাল লইয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া কাল্না পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে সাধারণের যে বিশেষ উপকার হইতে

[illegible], বিশেষতঃ শান্তিপুর ও কালনা [illegible] লোকদিগের কলিকাতা হইতে [illegible] আমদানি, রপ্তানির পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধা হই-[illegible]। তবে দুঃখের বিষয় এই যে ষ্টীমারের কর্ত্ত-[illegible] এখন আর সে অনুরোগটুকু নাই! [illegible] না কেন? আর কি সেকাল আছে! [illegible] শেষ! এখন অনেকের আল [illegible] থাকিলা টিকেটই কাটুক, আর [illegible] একক, কে আর সে দিকে চায়! তাহেই "[illegible] না যাটে" সে কথি সে প্রকেত।

সম্প্রতি গত ১৭ এ শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্নে এক [illegible] শান্তিপুর স্টেশন জন্য কলিকাতা র [illegible] ষ্টীমার আফিসে দেখা হয়, শুক্রবার পর্য্যন্ত ষ্টীমার আফিসের কদমে থাকিয়া শনিবার [illegible] ঐ ষ্টীমারে যোগে শান্তিপুর রওনা হয়, রবি-বার দিবস যখন ঐ স্টেশন শান্তিপুরের ঘাটে উঠাইয়া [illegible] তখন উহার দুই স্থানে ইন্দুর কাটা দেখিয়া ষ্টীমারের একৈক কর্ম্মচারিকে [illegible] উত্তর করেন, "কি করিব বাপু ইহা কলিকাতার [illegible] কাটিয়াছে" কাজেই আর উত্তর কি আছে, এদিকে যে মহাজন সেচারা চারি আনা পয়সা [illegible] দিতে গিয়া চারি পাঁচ টাকা গঙ্গাদেবীকে অর্পণ করিয়া গেলেন, তাহা একবার মনের কোণেও স্থান দিলেন না। যাহা হউক, ষ্টীমার কোম্পানির [illegible] প্রতি কর্ম্মচারি বাবুদের লক্ষ্য রাখা [illegible] কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ মূল্যবান দ্রব্যের প্রতি ও তাহাদের সবিশেষ যত্ন করা উচিত, এবং ষ্টীমারের মধ্যে মধ্যে এক এক বার তত্ত্বাবধান করা ও [illegible] পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, [illegible] মহাজনদিগের পরিত্রাণের অন্য উপায় [illegible] না।

[illegible] কর্ণপুর রেলষ্টেশন [illegible] মেদিনীপুর।
[illegible] ১২ই ভাদ্র। } শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই ভাদ্র সোমবার।

গবর্ণমেণ্টকে দেখি অনেকগুলি আইন করিতে হয়।

এদেশীয় সমাচার পত্রে গবর্ণমেণ্টের ও উক্ত সাধা-[illegible] রাজপুরুষদিগের ও উক্ত আর রাজপুরুষ বিশেষের উক্ত যে সমস্ত দোষ বর্ণিত হয় তাহা অসত্য নহে, তবে অপ্রিয়; যাঁহা-দিগের স্বভাব গর্ব্বিত কোপন ও উগ্র, সেই সত্য কথা তাঁহাদিগের সহ্য হয় না। কতকগুলি রাজপুরুষ অপ্রিয় বলিয়া সেই সত্য বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া নব আইন করিয়া বসিলেন; আর যাহারা অকারণ জাতিবৈরের উদ্দীপন করে, আমাদিগের রাজপুরুষেরা তাহাদিগের মুখে বলগা [illegible] একটী নূতন আইন করিতেছেন না কেন? "পাওনিয়র ও সাধারণী সংবাদ পত্র" এই শীর্ষকাঙ্কিত যে প্রবন্ধটী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমরা কেন এ কথা কহিতেছি। পাওনিয়র পত্র এদেশীয়দিগকে অসভ্য ও মূর্খ প্রভৃতি গালি দিয়া কহিয়াছেন এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষভাবে রাজপদ লাভের যোগ্য নহেন। পাওনিয়র এদেশীয়দিগকে অযোগ্য বলিলেই অযোগ্য, আর যোগ্য বলিলেই যোগ্য হই-বেন [illegible] নহে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট এরূপ অসার [illegible] যে পাওনিয়রের কথায় এদেশীয়দিগকে অযোগ্য স্থির করিয়া সকল পদ হইতে বর্জ্জিত করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কাহারো ভাল পরীক্ষা না করিয়া যোগ্যা-যোগ্যতা স্থির করেন না এবং যোগ্যাযোগ্যতার স্থির না করিয়াও কাহাকে কোন পদ দান করেন না। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাওনিয়রের বাক্য অরণ্যে রোদনের তুল্য বিফল। পক্ষান্তরে, ঐ বাক্যগুলি বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। অকারণ জাতিবৈর উদ্দীপিত হইতেছে, অতএব যে সকল সমাচার পত্র এইরূপে দেশের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদের কণ্ঠ নিরোধার্থে আপাততঃ একটী আইন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আইনটী না করিলে জাতিবৈরের শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হইবে। এটী যে সুখকর নয়, সকল ব্যক্তি অবশ্যই তাহা স্বীকার করিবেন, গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্দর্শনে সুখী হইবেন আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। যাহারা অকারণ জাতিবৈরের উদ্দীপন করে, তাহা-দিগকে শান্তিবিধায় পাঠাইয়া [illegible] হয় না? প্রাপ্ত প্রবন্ধটী এই—

"পাওনিয়র ও সাধারণী সংবাদ পত্র"

পাওনিয়র সংবাদ পত্র খানি কেমন? [illegible] বিষোদ্গার। তাহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যাবহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রতিদিন ভারতবাসিদিগের দুই একটা নিন্দা না করিয়া জলগ্রহণ করে না। ভারতীয়দের অযথা নিন্দাবাদ তাহার কণ্ঠমালা হই-য়াছে। বাঙ্গালীরা বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনায় সর্ব্বত্র পূজনীয়। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাদের ক্ষমতা স্বীকার করেন। ভদ্রুটই পাওনিয়র গায়ের জ্বালা সম্বরণ করিতে পারে নাই, তাই বাঙ্গালী বাবুদের উপর অনেকটা ঝাল ঝাড়িয়াছে। পাঠক! নিম্নের একবার ধাঁধাটা দেখুন;—

"But as a rule the oriental with his thin coating of civilisation covering the dirty skin of barbarism, ignorance and superstition, cannot be placed on a level with the more cultured individual who hails from the other side of the Suez.

ফলতঃ পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা অসভ্যতা মূর্খতা এবং মূঢ়তারূপ কর্দ্দর্য্য চর্ম্মকে পাতলা একটা সভ্যতার আবরণে ঢাকা দিয়া, সুয়েজ পারের অধিবাসী অধিকতর প্রকৃষ্ট ব্যক্তিদের সমকক্ষ হইতে পারে না।

পাঠক! বুঝিলেন ত? বাঙ্গালীরা অত্যন্ত মূর্খ মূঢ় এবং অসভ্য। পোষাক পরিয়া সভ্য অথবা হইয়া তাঁহারা কি ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারেন? না ইংরাজ সুসভ্য বড় বড় পদগুলি বাঙ্গালিদের পোষা [illegible]? পাওনিয়রের এই গ্লানি শুনিয়া সাধারণী কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে ক্রোধও করি না চমকিতও হই না;—আমরা যে বিদ্যাগুরুর পড়িয়াছি, অসমকক্ষ লোকে উচ্চ কথা বলিলে আমরা তাহা হেসে উড়াইয়া দিই। যাঁহারা দোষ সংশোধনের নিমিত্ত স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে দোষ দেখাইয়া দেন, আমরা তাঁহাদের কথায় আস্থা প্রদর্শন করি। জনসমাজে তাঁহারাই যথার্থ পূজনীয়। কিন্তু যাহারা লোকের কেবল দোষান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা চপলতা মাত্র। সাধারণী বিস্মিত হইয়াছেন যে, সংসারে যে যেমন তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মও তদনুরূপ। এক দিন পুষ্পবাটিকায় বায়ুসেবন করিতে গিয়া আমরা এই উপদেশটী পাইয়াছিলাম। মনোহর মাধবীতলে একটী সুবিধা বেদিকায় বসিয়া আছি। দেখিলাম যে যেমন জীব সে তাহার নিজ প্রকৃতি ও রুচির অনুরূপ দ্রব্য আহরণ করিতেছে। মধুক-রিকাগুলি বন্ বন্ করিয়া উড়িয়া আসিতেছে, প্রবাসিত ফুলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছে। সে মধু ফুলের কোথায় থাকে সকলে দেখিতেও পায় না। এ দিকে পাতার নানাজাতীয় সংশক কীট পাতাগুলি কুচি কুচি করিয়া কাটিতেছে। লতা-টিকে শ্রীহীন করিতেছে। আবার নিম্নভাগে চাহিয়া দেখি,—বৃক্ষে গোময়াদির সার দেওয়া হইয়াছিল, গোবরা পোকা সেই দুর্গন্ধ বিষ্ঠারাশি সংগ্রহ করি-তেছে। গোবরা নীচেতে থাকে, উপরে উঠিবার ক্ষমতা নাই, মধুও চিনিতে পারে না—মধুতে প্রবৃত্তি নাই; নীচেতে পড়িয়া কেবল দুর্গন্ধের রাশি আহরণ করিতেছে। আমরা সাধারণীকে তাই বলি—দোষে গুণে মানুষ। সকলেরই কিছু কিছু

দোষও আছে কিছু কিছু গুণও আছে। এখন যার যেমন প্রবৃত্তি সে, মানুষের সেই ভাগ গ্রহণ করে—কেহ বা কেবল দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, কেহ বা গুণের অনুসন্ধান করে। অতএব ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিদের উপর রুষ্ট হওয়া অবৈধ।

আজ আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতাম না। পাঠক! মনে করিবেন পাওনিয়র সম্পাদককে দুটা কথা শুনাইবার নিমিত্ত আমরা একটা লিখিলাম। কিন্তু তাহা নয়। পাওনিয়র সতত ধরনে ভারতবাসিদের নিন্দাবাদ করেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি। আবার পাওনিয়র কেন?— সকল সংবাদ পত্র পাওনিয়রের কথার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিউন, আমরা তাহাতে একটীও কথা কহিতে চাই না। কিন্তু এইরূপ অযথা নিন্দাবাদের সঙ্গে বর্ত্তমান রাজনীতির অনেকটা সম্বন্ধ আছে তাই দুই একটা কথা না বলিলে চলে না। পাওনিয়র হটু করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের ন্যায় বলিয়া বসিল যে,—ভারতবর্ষবাসীরা অসভ্য মূর্খ ও তুচ্ছ। এখন, ভারতবর্ষবাসীরা যদি প্রমাণ করিতে যান যে, "ইংরাজেরা অসভ্য অকৃতজ্ঞ মিথ্যাবাদী" তাহা হইলেই আগুন লাগিবে। রাজপুরুষেরা এখনি বলিবেন—"তোমাদের রাজভক্তির ত্রুটী হইতেছে, তোমরা বিদ্রোহসূচক বাক্য বলিতেছ"। আমরা তাই বলি, এমন স্থলে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার উপায় কি? মুদ্রা যন্ত্রের আইন প্রচলিত থাকুক, আমরা খেদ করি না। কিন্তু কতকগুলি অপরিণত-বুদ্ধি উদ্ধত স্বভাব ইংরাজ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া শান্ত-স্বভাব ঋজুপ্রকৃতি ভারতবর্ষবাসীদিগকে নিয়ত কটু বাক্যে উত্তেজিত করিবে, তাহাতে ভারতীয়দিগের প্রাণে কত সহ্য হইবে? রাজপুরুষেরা কি এমন কথা বলিতে চান যে, "আমরা তোমাদিগকে যথেচ্ছাক্রমে গালি দিব নিন্দা করিব, তোমরা একটী কথাও কহিতে পারিবে না?" আশা করি, এত অবিচার কখন হইবে না। ইংরাজজাতির মধ্যে অনেকেই যে প্রকার উদারচরিত ন্যায়পরায়ণ ও সমদর্শী, তাঁহাদের মুখ হইতে কখনই এমন অসঙ্গত বাক্য নির্গত হইবে না। আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, পাওনিয়রের সদৃশ ইংরাজ অধিক নাই। যদি কেহ থাকে তাহারা মাতৃভূমির বহিষ্কৃত সদ্গুণশীল বিশুদ্ধ ইংরাজ সমাজে তাহাদের আদর নাই। স্বদেশে সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করেন, তাই বিদেশে আসিয়া কোন প্রকারে কাল যাপন করে। আমরা এই পাওনিয়রকে দেখিতেছি; আর অনেক দিন—(নাম করিব কি? বড় জো আর হইবে না;) দেখিয়াছিলাম।

এখন আমরা একটী অনুরোধ করি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের মধ্যস্থ হউন। ভবিষ্যতে এই প্রকৃত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ না করে? তাহার উপায় করুন। দেখুন, কটুকথা শুনিলে সকলেরই মনে দুঃখ হয়, ক্রোধও হয়। তবে, কেহ নিজ ধৈর্য্যগুণে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, সে পৃথক কথা। কিম্বা কেহ বলিলেন,—"বড় যা লোক তার আবার কথা" এই বলিয়া উপহাস করিয়া দিলেন। কিন্তু সকলে ত চুপ করিয়া থাকিবেন না। অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়া উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে যাইবেন। তখন উপায় কি? কোন অবিবেচক লোক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বার বার রাগাইয়া যদি মন্দ কথা শুনিতে চায়, তবে কে অপরাধী হইবে? যাহাতে পরস্পরের প্রণয় ও সদ্ভাব সংবর্দ্ধিত হয়, সৎ ব্যক্তির তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু কটু বলিলে বা নিন্দা করিলে প্রণয় থাকে না। মনে মনে কেবল দারুণ বিদ্বেষ জন্মে। এমন স্থলে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। শান্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রকাশিত স্থলে দর্প প্রচার নিষিদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তদপেক্ষা এক এক খানি ইংরাজি সংবাদ পত্র অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। যে জাতি রাজার একান্ত ভক্ত ও অনুগত, রাজাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করে দেবতার তুল্য পূজা করে: পাওনিয়রের ন্যায় দুই একখানি সংবাদ পত্র যদি কিছু দিন প্রচলিত থাকে তবে সে জাতিকেও রাজার ঘোরতর বিদ্বেষী করিয়া তুলিতে পারে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, এরূপ অপরিণামদর্শী সংবাদপত্র গুলি যেন সত্বর উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিম্বা তাহাদের নিকট মোচলকা লওয়া হয়। দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখুন, অপরাধী কে? কাহার দোষে দেশে বিদ্বেষ বিস্তীর্ণ হইতেছে।

ইচ্ছা করিলেই লোকে সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞতা প্রকাশ সকলের দ্বারা চলিতে পারে না। সম্পাদকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি কঠিন। তিনি সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবেন, দেশের উন্নতি সাধন করিবেন, রাজনীতিতে দক্ষ হইবেন তবে তাঁহার বাসনা সফল হইবে। নতুবা পদে পদে কেবল অনিষ্ট ঘটিবে। মিষ্টবাক্য এবং সদাচরণ করিলে লোকে কখন অনুরক্ত হয় না। সদয় আচরণ করিলে বনের হিংস্রক পশুটী ও বশীভূত হয় ও পোষ মানে। আমরা ইংরাজের ভক্ত ও একান্ত অনুরাগী। পাওনিয়র তাই মনে করিয়াছে যে, গালি দিয়া আমাদের অস্থি পঞ্জর ভেদ করিলেও আমরা তাহাকে মন্দ কথা বলিব। সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম, তাহা তিলার্দ্ধও মনে করা উচিত নয়। বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সকল বরাহকে পূজা করি না, অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণাই করিয়া থাকি। ইংরাজ জাতি ন্যায়পরায়ণ দয়াবান্ বলিয়া আমরা সকলকে তদনুরূপ সম্মান করি না। আমরা গুণ দেখিয়া লোকের পূজা করি।

আশ্চর্য্যের কথা, যে দেশে ধর্ম্মই লোকের উপজীব্য। নীতিশাস্ত্রই লোকের ব্যবসায়, উঠিতে বসিতে পারত্রিক চিন্তা। কত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে দেশে নীতিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের অনুশীলন হইতেছে, সেখানকার লোক অসভ্য ও মূর্খ। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা কে, তাহা আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। পাওনিয়র! তোমাকে দেখিয়া ডারুইন্ কি কুলের কথা খুলে দিয়েছেন, পড়ে একবার শুনাও দেখি?

রাজস্ব সচিব মেজর বেয়ারিং।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসন কালে মহাত্মা বেয়ারিং সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। বাস্তবিক ইনি যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, সেইরূপ কার্য্যদক্ষ ও সৎস্বভাব-সম্পন্ন। পাঠকের স্মরণ আছে, শান্তপ্রকৃতি নর্থব্রুকের সময় প্রজার কষ্টকর কোন কাজ হয় নাই আমরা আবার সেই সুখের রামরাজ্য আশা করিতেছি। সেই ন্যায়পরায়ণ বেয়ারিং সাহেব ভাগ্যক্রমে আবার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ষ্ট্রাচি সাহেব রাজস্বসচিব হইয়া দেশে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই আগুনের শিখা এখনও দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। অতএব এমন সময় জলসিঞ্চন না করিলে কি আর রক্ষা আছে? তাই আমরা এত আহ্লাদিত হইতেছি। মেজর বেয়ারিং সেই আগুনে জল ঢালিবার উপযুক্ত পাত্র।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু একটু দুঃখিতও হইতেছি। গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা এদেশে রেলওয়েকার্য্য সম্পন্ন করাইবার প্রস্তাব মেজর বেয়ারিং নূতন উদ্ভাবন করিয়াছেন। এ প্রস্তাব যে সর্ব্বাংশে মঙ্গলকর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, এই বৃহৎ কার্য্যটীতে ভারতবর্ষের মহাজনদের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখা হয় নাই। বিলাতে বড় বড় ধনী আছেন, কোন ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে তাঁহারা শঙ্কিত বা ভীত হন না। পৃথিবীর মধ্যে বিলাত সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। তথায় বড় বড় বনিয়াদী বণিক বাস করেন। বাণিজ্য করিয়া তাঁহারা সকল কাজে পরিপক্ক হইয়াছেন, অকুতোভয়ে দারুণ দুঃসাহসিক কাজে টাকা ঢালিতে শঙ্কা করেন না। কেবল

এক্ষণে ইনি এখানকার রেলওয়ের কাজ নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিলাতে অর্থ সংগ্রহের দ্বার খুলিলেন। ব্যারিংটন-সদৃশ সুবিবেচক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমরা যার পর নাই লজ্জিত হই। কিন্তু যাহা হউক, আমাদের যুক্তি তাঁহার সম্মত হয় কি না জানিতে আমাদের সংশয় নাই। এবং তাঁহার মহত্ত্বগুণ এই, কেহ ভ্রম দেখাইয়া দিলে তিনি অম্লান বদনে তাহা স্বীকার করেন। আমরা এরূপ আশা করিতে পারি, আমাদের বর্ণিত মত তাঁহার সঙ্গত বোধ হইলে অবশ্যই তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। আমরা বলিতেছি, রেলওয়ে নির্ম্মাণের নিমিত্ত এ দেশে কারবার খুলিয়া এখানেই টাকা ঋণ করিলে ভাল হইত। এ দেশে অনেক জমীদার ও বড়বড় বণিক আছেন, তাঁহারা অর্থের ব্যবহার করিতে সুযোগ পান না। ভারতবর্ষে ব্যবসায় বিশেষের আড়ম্বর নাই। ছোট ছোট যে কিছু ব্যবসায় আছে, তাহাতে ব্যবসায়ীদিগকে প্রায় সুদের বেগার খাটিতে হয়। লাভের কথা, অতি সামান্য মাত্র হইয়া থাকে। এ দেশের লোক নূতন কোন কাজে প্রথম হস্তক্ষেপ করিতেও সাহস করেন না, সুতরাং ব্যবসায়ের উন্নতিও হইতেছে না। কিন্তু রেলওয়ের কর্ম্ম কয়েক বৎসর ধরিয়া সকলেই দেখিতেছেন, সে জন্য লোকের মনে বিলক্ষণ সাহসও জন্মিয়াছে। সুশৃঙ্খলায় রেলওয়েকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তাহা সকলেই বেশ বুঝিয়াছেন। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, দেশীয় লোকেরাই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া এ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

এখন সে পথ অনেক টুকু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিলাতের রথচাইল্ড এবং বেয়ারিং ব্রাদার্সদিগের হস্তে এখানকার নূতন রেলওয়ের কার্য্য ভার সমর্পণ করা হইয়াছে। পরন্তু, এখনও একটী পথ মুক্ত আছে। ঐ কার্য্য বিভাগে এ দেশীয় লোকও টাকা ঋণ দিতে পারিবেন, এমন ব্যবস্থা করিলে অসঙ্গত হইবে না। আমরা ভরসা করি, রাজপ্রতিনিধি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন। একে ত এ দেশের লোক সহসা নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। আবার যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন, সে কাজগুলি যদি বিদেশীয় লোকের হাতে সমর্পিত হয়, তবে এখানকার উপায় কি? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসিদিগের যে প্রকার মনের শক্তি ছিল এখন আর সেরূপ নাই। অনেক দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা গুরুতর কার্য্যের ভার স্বহস্তে লইতে শিখিয়াছেন। বাণিজ্যের কাজেও অল্প অল্প সাহস জন্মিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান রেলওয়ের কার্য্যটী বিলাতের লোকের হাতে দেওয়া ভাল হয় নাই। যাহা হউক, এখন এদেশীয় লোকের টাকা ঋণ লইলে ভারতবর্ষের অনেকটা উন্নতি করা হয়। অতএব মহামান্য রাজপ্রতিনিধি এই বিষয়টীর পুনর্ব্বিচার করুন, তাহা হইলে অনেকটা মঙ্গল হইবে।

কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

পরের স্কন্ধে ভোগের মত সুখ আর নাই। যাহারা অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ, তাহারাই যে কেবল এই সুখের একান্ত প্রয়াসী তাহা নয়, যাহাদের হাত পা আছে, তাহারাও পরের স্কন্ধে ভোগ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়ে না। পরের স্কন্ধে ভোগ যে কেমন লাভযোগের কার্য্য পাঠককে আর তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। আজ আমরা সুখময় পরস্কন্ধভোগের একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

প্রায় দশ বৎসর হইল কর্ণেল চেসনির যত্নে কুপার্স হিল নামক স্থানে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্ব্বে এদেশে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ ছিল। তথায় যে সকল দেশীয় ও ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ সুখ্যাতি ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, ও করিতেছেন। দেশীয়দিগের সুবিধা হইতেছে, ইহা আর চেসনি সাহেবের সহ্য হইল না। তিনি এদেশের জন্য ইংলণ্ডে উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়র প্রস্তুত করিবার ভাণ করিয়া কুপার্স হিল কালেজের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার নিকটে অনেক ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়র কৃতজ্ঞ হইতে পারেন বটে, কেননা তিনি তাঁহাদের অনেকের এদেশের স্কন্ধে ভোগ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি অনেক কাল ভারতবর্ষীয়দিগের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবেন। তাঁহা হইতেই ভারতবর্ষীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রদিগের অন্নসংস্থানের পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে। যে অবধি কুপার্স হিল কালেজ হইয়াছে, সেই অবধিই প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রদিগের নিশ্চিত কর্ম্ম পাইবার আশয়ে বিসর্জ্জন হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে এই নিয়ম ছিল যে, যে ছাত্র কালেজে শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিশ্চয় কর্ম্ম পাইত। কিন্তু কুপার্স হিল কালেজ প্রতিষ্ঠার পর গবর্ণমেণ্ট আর দায়ী নন।

কুপার্স হিল কালেজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যত্নে লালিত পালিত, নিয়মিত ও উন্নীত হয়। ভারতবর্ষই ইহার ছাত্রগণের এক মাত্র জীবন-যষ্টি হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত যত ছাত্র এই কালেজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, প্রায় তৎসমুদায়ই ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে। এই কালেজ হইতে অনুমান তিন শত ছাত্র ভারতবর্ষীয় পূর্ত্তকার্য্য-বিভাগে কর্ম্ম পাইয়াছেন। এক্ষণে এক শত ছাত্র এই কালেজে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। এই কালেজ হইতেই ভারতবর্ষবাসীদিগের একটী বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে, এতদ্দেশীয় ইঞ্জিনিয়রদিগের আর আশা ভরসা নাই।

গত ২২ এ জুলাই এই কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয়। মার্কুইস অফ হার্টিংটন ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। পারিতোষিক বিতরণের পর বক্তৃতা কালে হার্টিংটন কর্ণেল চেসনির প্রশংসা করিয়া এই কালেজের কিরূপে সৃষ্টি হইল, কিরূপে ইহা পরিপুষ্ট হইতেছে, ইহা দ্বারা ছাত্রদিগের কত উপকার হইতেছে, বিস্তারিতরূপে তাহার বর্ণন করেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের ধনাগার এই কালেজের ব্যয় দিয়া আসিতেছে, এবং ভারতবর্ষের জন্যই এতকাল ইহার ছাত্রেরা শিক্ষা লাভ করিতেছিল। কিন্তু এখন অবধি যে এখানকার ছাত্রেরা কেবল ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে এমত নহে, ভারতবর্ষ, কানেডা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত অন্যান্য দেশেও কর্ম্ম পাইবে। অথচ ভারতবর্ষের টাকায় এই ছাত্রদিগের শিক্ষা দেওয়া হইবে। পাঠক! দেখুন ইংলণ্ডের লিবরল মন্ত্রিদল কেমন উদার ও ন্যায় পরায়ণ, তাঁহারা ভারতবর্ষের অর্থের কেমন সদ্ব্যবহার করেন।

হার্টিংটনের বক্তৃতার আর এক অংশ পাঠ করিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। আমরা জানিতাম ইংলণ্ড অতি উন্নত দেশ, ইংলণ্ডের লোকেরা সকল বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমরা মনে করিতাম যে ইংলণ্ডের লোকেরা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য, নিজের উন্নতির জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে, কেবল গবর্ণমেণ্টের চাকুরির জন্য তাহাদের বিদ্যা শিক্ষা করা নহে, তাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়া চাকুরির জন্য আমাদেরমত লালায়িত হয় না, তাঁহারা বিদ্যাবলে নিজেই নিজের উন্নতির উপায় আবিষ্কার করেন। কিন্তু হার্টিংটনের বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। বড় বড় জন বুল আমাদিগকে যখন তখন এই সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন শিক্ষিত বাঙ্গালী তুমি চাকুরীর প্রত্যাশা করিওনা, গবর্ণমেণ্ট সকলকে চাকুরী দিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের হস্তে এত কর্ম্মখালি নাই। বৎসর বৎসর কলিকাতার সেনেট হাউসে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উপাধি বিতরণ সভা হয়, তাহাতে,

কখন হবহাউস, কখন লিটন, কখন কোন উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারী আমাদিগকে এইরূপ সদুপদেশ দিয়া থাকেন। সেদিন হাইকোর্টের চিফজষ্টিশ সার রিচার্ড গার্থ আমাদিগকে ঐ রূপ সৎপরামর্শ দিয়াছেন। আমারা তাঁহাদের বাগ্মিতার প্রাবল্য-বিনিঃসৃত স্রোতে ভাসিয়া যাই। তখন আমরা মনেকরি উঃ ইংরাজের হৃদয় কি উদার, তাঁহারা আমাদিগকে কেমন সাধুপরামর্শ দিয়া থাকেন। আমরা লেখা পড়া শিখিয়া যাহাতে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কেমন উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করি তাহার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে কত কথা বলিতেছেন। তখন আমাদের একথা মনে হয় না যে এই সকল সৎপরামর্শদাতা নিজেই গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারি। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চাকুরীর জন্য কতকাল ধরিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন ও কতকাল ধরিয়া পদের উপাসনা ও উমেদারী করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল উপদেশ ও উৎসাহ বাক্য তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না। তাঁহারা যদি স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন, তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টের চাকর না হইয়া এই সকল উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের এইরূপ উপদেশ দিতে অধিকার থাকিত, উপদেশের ফলও হইত।

সবিশেষে আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অতঃপর এই কালেজে সকল লোকেই অধ্যয়নের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। এতকাল কেবল ইংরাজদিগেরই ইহাতে পাঠ করিবার অধিকার ছিল, এখন এই নিয়ম রহিত হইল। আমরা আরও শুনিলাম যে ষ্টেট সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে অতঃপর যাহাতে এই বিদ্যালয়কে ভারতবর্ষের ধনাগারের উপর নির্ভর করিতে না হয় তাহার চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু ইহা যে কত দূর কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলা যায় না।

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন।

সদাশয় ব্যক্তি একবার আশ্বাস দিয়া জীবনসত্ত্বে কখন প্রত্যাশীকে নৈরাশ করেন না, জগৎ জুড়িয়া চিরকাল এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আশা দিয়া নৈরাশ করা সহৃদয় সজ্জনের কর্ম্ম নয়। যখন মুদ্রাযন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সে একদিন গিয়াছে। সে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তাও এখন নাই, সে মন্ত্রীও নাই। নিষ্কলঙ্ক ইংরাজ রাজ্যের সেই কলঙ্ক টুকু এইবার ধৌত হইবে, আমারা সর্ব্বদাই এমন আশা করিয়া থাকি। কিন্তু গত ১৮ ই সমার্স সাহেব ইংলণ্ডের কমন্সসভায় আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনকে এ সম্বন্ধে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর বড় সন্তোষজনক নহে। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিলেন যে, "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ২৮ এ ফেব্রুয়ারি তারিখের যে কাগজ পত্র তিনি পাইয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, আগামী শীতকালে গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের সভার প্রথম অধিবেশনেই মুদ্রাযন্ত্রের আইন উঠাইয়া দেওয়া হইবে"। ষ্টেট সেক্রেটারির এই উক্তটী বেশ সরল ও স্পষ্ট নহে। আমরা ইহাতে একবারে নৈরাশও হইতেছি না, সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্তও হইতে পারি না। লর্ড হার্টিংটন বলিলেন,—এইরূপ "লিখিত আছে" প্রত্যুত্তরের এই অংশটুকু যেন কেমন কেমন লাগিতেছে। এ দিকে বিলাতের সংবাদ পত্রে এইরূপ প্রচার যে, গবর্ণর জেনারেলের সভ্যেরা মুদ্রাযন্ত্রের আইন উঠাইয়া দিতে ঘোরতর আপত্তি করিতেছেন। এ কথা সত্য হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে যে সকল মহাত্মারা থাকিয়া উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজও এখানে বিদ্যমান আছেন। আইনটী তাঁহাদের স্বহস্তার্জ্জিত বিষবৃক্ষ, এখন ছেদন করিতে কিছু মমতা হইতেছে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং"। প্রকৃতি অনিষ্টকরী হইলে তাহা নির্ম্মূল করিতে কেমন লোক চাই? সে সাধারণ লোকের কার্য নয়। বুদ্ধ সর্ব্বদা ও ন্যায়পরতা ভিন্ন কখন সে কার্য্য হইতে পারে না। ভ্রম দেখাইয়া দিলে যাঁহারা অম্লান [illegible] ভ্রম স্বীকার করেন, তাঁহারাই এ রূপ কার্য [illegible] করিতে পারেন। একবার যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, ন্যায় হউক অন্যায় হউক আর তাহা ঘুরিবে না, সে সকল লোক কখনও ভ্রম সংশোধন করেন না। একে ত গবর্ণর জেনেরেলের কোন কোন সভ্য মুদ্রাযন্ত্রের আইন রদ করিতে সম্পূর্ণ বক্র আছেন, তাহাতে ইংলিসম্যান ও পাওনিয়র সময়ে সময়ে বাতাস দিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের মন আরও ভারী হইয়া উঠে।

যিনি যাহাই বলুন আমাদের দুঃখ ঘুচিবার এই প্রকৃত সময়। মুদ্রাযন্ত্রের আইন যে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ হইয়াছে এবং ইহাতে দেশীয় সমস্ত লোকের মন দারুণ ব্যথিত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের একটীও কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। আজ আমরা যাঁহাদের দ্বার ঘুরিয়া যাঁহাদের নিকট দুঃখ জানাইতেছি, সেই মহাত্মারাই এই দারুণ দূষণীয় আইনটীর সৃষ্টিকালে অকুণ্ঠ চিত্তে শাসনকর্ত্তাদের ঘোরতর নিন্দা করিয়াছিলেন, কথায় কথায় এ আইনের দোষ দেখাইয়া ছিলেন;—আজ সেই ব্রাইট সেই গ্লাডষ্টোন সাহেব কর্ত্তা। আমাদের যাহা বলিতে হইবে, তাহা তাঁহারাই বলিয়াছেন; আমরা এ আইনের যে অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিব, তাহা তাঁহারাই বহুপূর্ব্বে জনসমাজে প্রকাশ করিয়া বলিয়া আছেন। আমাদের এখানে ত অরণ্য, কে কার রোদন শুনে?—তাঁহারা মহারাণীর সিংহাসনের নিকট এই আইনের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রশস্তচিত্ত, প্রশস্তাশয় গম্ভীর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ উদার চরিত সকল সভ্য লোক সেই দোষ কীর্ত্তন স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, ইহাতে কি বিশ্বাস হয় যে, মুদ্রাযন্ত্রের আইন রদ হইবে না? ষ্টোক্স সাহেব ইহাতে বিপক্ষতা করিবেন, তাহা আমরা জানি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তিও কিছু কিছু বিরুদ্ধাচারী হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু আমরা বলি লর্ড রিপন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ করুন, তাঁহার দৃঢ় দক্ষ বলে তিনি সকল আপত্তির উচ্ছেদ করুন।

এখন মহাত্মা রিপন লার্ড হার্টিংটন ও গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই, তাঁহারা এই নিন্দনীয় আইনটী সত্বর উঠাইয়া দিউন। একবার যাহাকে দূষণীয় জ্ঞান করিয়াছেন, নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক অঙ্গে আর সে কলঙ্কের মালা ধারণ করা শোভা পায় না। ন্যায়পক্ষে ভাবিয়া দেখিলে, এখন এই গর্হিত আইনটী অবশ্যই উঠাইতে হইয়াছে,—[illegible] ভারতবর্ষের মঙ্গলসাধনের অনু[illegible] উদারচরিত [illegible]পুরুষদের কর্ত্তব্য পাল[illegible] বটে।

ভারতবর্ষে লবণের শুল্ক বৃদ্ধি হইতেছে কি না?

গবর্ণমেণ্ট চীনের সহিত আর অহিফেন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে না কেন না ইহা ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু অহিফেন ব্যবসায় রহিত হইলে রাজস্বের সাত আট কোটি টাকার অকুলান পড়িবে। এই টাকা চাই, নতুবা ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে অপরিমিত ব্যয় তাহা কিরূপে সঙ্কুলান হইবে। এদিকে আয়ের যে যে পথ ছিল, তাহা ত ক্রমে এক একটী করিয়া বন্ধ হইতেছে। তুলার কাপড়ের কতক শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে। লবণের একচেটিয়া হইতে পূর্ব্বে যে আয় হইত, এখন আর সে আয় হয় না। আবার ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন ভারতবর্ষের ধনাগারের এবার যে সচ্ছল অবস্থা, তাহাতে আগামী বর্ষে তুলার শুল্ক একবারে উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু টাকা চাই, নতুবা [illegible] চলে না। গবর্ণমেণ্ট মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। প্রজাদিগের স্কন্ধে আর নূতন করভার ন্যস্ত করি[illegible]

পাওয়া যায় না। অতএব তাহারা আর বহন করিতে পারে না। কোন টাকা কোথা হইতে আসিবে? কোন বুদ্ধিমান বলিলেন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শুণ্ডিদিগকে মদের ভাঁটি খুলিতে দেও। টাকার ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে। যে যত পারে মদ্য পান করুক। গবর্ণমেণ্টের টাকা হউক আর নাই হউক। গ্রামে গ্রামে মদের ভাঁটি খোলা হইল, যে কখন মদ খায় নাই সে এখন মদ খাইতেছে। মূল্য অল্প, কোনরূপ অভাব নাই। যে লোক চারি আনার মজুরী করে, সে সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন কালে চারি পয়সার মদ খাইয়া বাটীতে আইসে। মদে মদে দেশ উৎসন্ন গেল। প্রজারা মদ্যচক্রে পড়িয়া দিন দিন হীনাবস্থায় নীত হইতেছে, দীর্ঘ জীবন স্বল্পকাল স্থায়ী করিতেছে, শরীর রোগের আলয় করিতেছে, পুত্র কলত্রকে অন্নের দ্বারের ভিখারী করিতেছে, পিতৃ পিতামহের বহু কালের সঞ্চিত অর্থে জলাঞ্জলি দিতেছে। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টের পোষাকী ধর্ম্মনীতি দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইতেছি। চীনেরা ভিন্ন দেশীয় প্রজা, তাহারা অহিফেন সেবন করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে, তাহাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ, আর গবর্ণমেণ্টের খাস প্রজারা যে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহা কি ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ নয়?

যাহা হউক এতদ্বিষয়ক, ইংলণ্ডে গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কমন্স সভার একজন সভ্য ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে বহুল পরিমাণে মদ্য পান করিতে দিয়া তাহাদের অনিষ্ট করা হইতেছে কি না? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চাই। গবর্ণমেণ্ট এদেশে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, নানা স্থানে যে ভাঁটি খোলা হইয়াছে তাহাতে প্রজাবর্গের ইষ্ট কি অনিষ্ট হইতেছে? কালেক্টর ও কমিশনারেরা ইহা লইয়া এখন অতিশয় ব্যস্ত। গবর্ণমেণ্টের নিকট নানা স্থান হইতে রিপোর্ট প্রেরিত হইতেছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিতেছেন। পুরীর কালেক্টর এ বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, উড়িষ্যার কমিশনর তাহাতেই অনুমোদন করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। পুরীর কালেক্টর বলেন "আমার বক্তব্য এই যে সর্ব্বত্র ভাঁটি খুলিবার অনুমতি দেওয়াতে বোধ হয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে মদ্যজনিত উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায় নাই। এজেলায় মদ্যপানে উন্মত্ত অপরাধীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং প্রকাশ্য পান ও মত্ততা বিরল। গবর্ণমেণ্টের নিজের ভাঁটি উঠিয়া যাওয়াতে অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় নাই সুতরাং আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে প্রজাবর্গ ধর্ম্মপথ হইতে অবনীত হয় নাই। আমি বলিয়াছি যে, বোধ হয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেননা আমি এইরূপ সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি যে যে জেলায় ছিলাম সেই সেই স্থানে আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে সকল লোক পূর্ব্বে মদ্যপান করিত, এক্ষণে ভাঁটি হওয়ার পরে তাহারাই কেবল মদ্যপান করিতেছে, পুরীতেও সেই সমুদয় জেলার অনুরূপ ঘটনা না হইয়া ভিন্নরূপ হইতে পারে না। কিছুতেই আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না যে পূর্ব্বে পুরীজেলায় এমন অনেক লোক ছিল যাহারা মদ্যপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ছিল, কিন্তু মদ্যপানের সুবিধা নাই বলিয়া মদ খাইত না। যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে তাহার পথও আছে। যদি কেহ মদ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, শুল্ক তাহার ইচ্ছার ব্যাঘাত করিতে পারে না, তাহার অর্থ থাকিলেই হইল।" কালেক্টার সাহেবের এই যুক্তি—যে যুক্তিতে কমিশনার অনুমোদন করিয়াছেন,—যে যুক্তি গবর্ণমেণ্ট বাধ্যের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—এই যুক্তি কেবল যুক্তি মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনার বিরোধী। আমরা বাস্তবিক দেখিতেছি গ্রামে গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। আমাদের এখানে রাজপুর গঞ্জে যে মদের ভাঁটি হইয়াছে, তাহা অনেকগুলি পল্লীগ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি নূতন নূতন মাতালের আবির্ভাব হইতেছে। মাদকতা পক্ষে তাড়ি ও মদ প্রায় একই পদার্থ। কিন্তু তাড়ির অপেক্ষা মদ্য অধিক অনিষ্টকারী। যাহারা পূর্ব্বে অর্থাভাবে মদ্য পান করিত না, কেবল তাড়ি খাইত, মদ্য সুলভ ও সস্তা হওয়াতে এখন তাহারা তাড়ি পরিত্যাগ করিয়াছে, মদ্যপান করিতেছে। যাহারা পূর্ব্বে কেবল গাঁজা খাইত, এখন তাহারাও মদ ধরিতেছে। কালেক্টর সাহেব কি তর্কানুরোধে এই সকল প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করিতে চাহেন? এইরূপে মদ্যপায়ীর সংখ্যা কত যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কালেক্টর সাহেব একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে ইহাতে প্রজার অর্থনাশ হইতেছে না। যদিও একথা স্বীকৃত হয় যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, যাহারা পূর্ব্বে মদ্যপান করিত এখনও তাহারাই কেবল মদ্যপান করিতেছে, ইহাতে প্রজার অর্থনাশ হইতেছে না, যদি এ কথা বল তাহা যুক্তি সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, পূর্ব্বে যাহারা তাড়ি খাইত, তাহারা হয় ত নিজে তাড়ি প্রস্তুত করিত, কিন্তু এখন মদ্য সস্তা হইয়াছে। এখন আর তাহারা তাড়ি প্রস্তুত করে না, মদ খাইতেছে। অতএব কে বলিতে পারে যে গ্রামে গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে প্রজার অনিষ্ট ও অর্থনাশ হইতেছে না?

গবর্ণমেণ্টের ভাঁটি উঠিয়া যাওয়াতে যে প্রজার অনিষ্ট হইতেছে না ইহা কেবল সত্যের অপলাপ মাত্র। আমরা দেখাইয়াছি যে, মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাদক সেবনে মনুষ্যের যে কত অনিষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা মদ্যপানের এত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মদ্যপানে শরীর অসুস্থ হয়, এবং বল বীর্য্য ও আয়ুর হ্রাস হইয়া থাকে। যাহাতে এত অনিষ্ট হয় তাহা কি ধর্ম্মনীতির বিরোধী নহে? আমরা দেখিতেছি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মনীতি কেবল একটী পরিচ্ছদ মাত্র। আবশ্যক মতে ইহা পরিধান করিতে হয়। চীনদেশের সহিত অহিফেন ব্যবসায়ে ইউরোপসমাজে নিন্দা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মনীতির পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। আবার যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে মদ খাওয়াইতেছ বলিয়া ইউরোপীয় সমাজে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা হয়, এই পরিচ্ছদ পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের অঙ্গে উঠিবে।

এত দিনের পর বিধি বোধ হয় যশোহরের প্রতি প্রসন্ন হইতে চলিলেন। বহু দিন হইল একবার প্রস্তাব হইয়াছিল যে, বাঙ্গালাবিভাগে কয়েকটী নূতন জজ ও মাজিষ্ট্রেটের পদের সৃষ্টি হইবে এবং তাঁহাদের জন্য কয়েকটী প্রধান প্রধান জেলায় ও প্রধান প্রধান মহকুমায় এক একটী স্বতন্ত্র স্থান ও আসন প্রস্তুত হইবে, এবং কৃতবিদ্যদিগের মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া ঐ ঐ স্থানে নিয়োজিত হইবেন। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ সব মহকুমা এক একটী স্বনামখ্যাত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হইবে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, কালনা এবং খুলনা প্রভৃতি স্থানে ঐ সকল পদের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান ছোট লাট সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বঙ্গের কৃতবিদ্যদিগের মধ্য হইতে যদিও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাঁকুড়ার জজীয়তি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ছোট লাট সাহেবের বা দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মন তত দূর সন্তুষ্ট হয় নাই। এবার বোধ হয় বেলকরের কল্যাণে তাঁহার চিরাভিলষিত বিষয়টীর সিদ্ধিলাভ হইতে

চলিল। সেই সিদ্ধিলাভ সুদূরবর্ত্তী নহে। আমাদের ছোট লাট সাহেবের উৎসাহে ও উদ্যোগে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র লৌহবর্ত্ম বিস্তার হইতে চলিল, তাহার মধ্যে আসাম লাইন ও খুলনা যশোর লাইন সর্ব্ব প্রধান। খুলনা লাইনের কাজ বিলাতের বিখ্যাত ধনকুবের বেরিং ও রথ চাইল্ড কোম্পানী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আমাদের ছোট লাট সাহেব নিম্ন বঙ্গের প্রধান জেলা ও মহকুমাগুলির পরিদর্শন কার্য্যে ব্রতী হইয়া গত ১৮ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১ টার সময় বাষ্পীয় পোতযোগে সপারিষদ খুলনা মহকুমায় উপনীত হন। ঐ বিভাগের কমিশনর পীকক্ সাহেব, মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব, এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় পূর্ব্বেই খুলনায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে লাট সাহেব তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কয়লাঘাট পরিদর্শন করেন। ঐ স্থানেই রেলওয়ের টারমিনস অর্থাৎ সর্ব্বশেষ ষ্টেশন নির্ম্মিত হইবে। যামিনীযোগে উজ্জ্বল আলোকমালায় খুলনা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আতসবাজীও হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে প্রবাহিণীর পরপারে পদার্পণ করিয়া পুরাতন খুলনা পরিদর্শন করেন। এবং খুলনাকে সুন্দরবন-বিভাগের জেলারূপে পরিণত করিবার জন্য ১১ ই আগষ্ট ইংলিসম্যান পত্রে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার অনুকূলে সমস্ত বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া আইসেন। এক্ষণে আমরা বেশ ভরসা করিতে পারি, যে ছোট লাট সাহেবের এই পরিদর্শন বৃথা যাইবে না। ২৪ পরগণার বসিরহাট ও সাতক্ষীরা এবং যশোহরের খুলনা ও বাগেরহাট এই চারটী মহকুমা লইয়া একটী ২ য় শ্রেণীর নূতন জেলা সংস্থাপন হইবার আশা জন্মিয়াছে। খুলনাই সেই জেলার প্রধান নগর হইবে। বস্তুতঃ আজকাল যশোহরের ভৈরব নদ আপনি মজিয়া যশোহরকেও যেরূপ মজাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে যশোহর আর বেশী দিন অন্যান্য জেলার দর্প হরণ করিতে পারিতেছেন না। খুলনা এখন রেলওয়ে সংযোগে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে চলিল, সুতরাং সেই প্রাধান্যের পুরস্কার কার না বাঞ্ছনীয়? আমাদের ছোট লাট সাহেব যে ত্বরায় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, প্রতি পদে আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। এক্ষণে প্রার্থনা যে যদি খুলনাকে সত্য সত্যই একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলারূপে পরিণত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে এই নূতন জেলার নূতন পদগুলি যেন তাঁহার নূতন সৃষ্ট নূতন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা পরিপূরিত হয়।

সন্তুষ্ট থাকায় তাঁহাকে যাকোব বাহাল করিলে, বঙ্গবাসীর এ দুঃখ ভাবিবার স্থান হইবে না।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২০ এ আগষ্ট। চীন ও রুষ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ অদ্য সেণ্টপিটর্সবর্গ নগরে উভয় গবর্ণমেণ্টের সন্ধিপত্র পরস্পরের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। রুষরাজ চীন সম্রাটকে খোর্গাস নদী পর্য্যন্ত কুলজা প্রদেশ অর্পণ করিলেন, চীন সম্রাটও রুষ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ নব্বই লক্ষ রুবল দিবার অঙ্গীকার করিলেন। চীন সাম্রাজ্যের প্রাচীর পর্য্যন্ত রুষেরা বাণিজ্য করিতে পারিবে। চীনরাজ কন্সল নিয়োগে সম্মতি দিয়াছেন, এবং চায় শুল্ক হ্রাস করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ আগষ্ট। আগামী ২৭ এ আগষ্ট হইতে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার কার্য্য বন্ধ হইবে।

এথেন্স ২০ এ আগষ্ট। গ্রীক গবর্ণমেণ্টের সহিত তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছিল, তদনুসারে তুরস্ক সৈন্য থেসালি পরিত্যাগ করিয়াছে। গ্রীক সেনাগণ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।

পারিস ২১ এ আগষ্ট। ফ্রান্সদেশের সাধারণ প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত করা শেষ হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রির পক্ষেরা মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ আগষ্ট। টাইমস নেটাল হইতে এই সংবাদ পাইয়াছেন যে বুয়রদিগের দেশে পুনর্ব্বার অতিশয় গোলযোগ বাঁধিয়াছে। এক্ষণে সর এভেলিন উড তিনদল অশ্বারোহী সেনার সহিত তথায় গিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর কালে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে, কাবুলের আমির ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ও অস্ত্রাদি সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন এ বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে আফগান গৃহযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বণিক সভার সভাপতি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে, ফরাসীদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সন্ধি হইতেছে, তাহা হইতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিরত হন নাই। আপাততঃ সন্ধির প্রস্তাব স্থগিত রহিয়াছে মাত্র। তাঁহার বিশ্বাস এই যে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সন্ধি-সম্বন্ধে নূতন কোন প্রস্তাব করিবেন।

মাদ্রিদ ২২ এ আগষ্ট। স্পেনের প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। অনুমানে মন্ত্রিদলের অনুগামী সভ্যই মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা এক্ষণ সন্তোষজনক, গত অব্দ হইতেই সংকুলান হইতেছে। যাহাতে আগামী বর্ষে কার্পাসের শুল্ক উঠিয়া যাইতে পারে, এজন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। ইংলণ্ডীয় মুদ্রার সহিত বিনিময়ে ভারতবর্ষীয় মুদ্রার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার অপনয়ন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ আবশ্যক, এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক সভার পরামর্শে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈদেশিক সভা হইতে এ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক কোন ফল উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু আগামী বৎসরে ইহা হইতে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইবে। হার্টিংটন বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাবই পরিগৃহীত হয় নাই, অধিকন্ত অদ্যাপি বিবেচনাধীনে আছে। ভারতবর্ষে পুনরায় কৃষিবিভাগ স্থাপনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহাতে কোন প্রকার করই রহিত করা সম্ভব নহে।

লণ্ডন ২৪ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর কালে উপনিবেশের আণ্ডর সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে বুয়রদিগের গোলযোগ নিবারণের উদ্দেশে সর্দ্দারদিগের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য সর এভেলিন উড বুয়রভূমিতে গমন করিয়াছেন। তিন দল অশ্বারোহী সেনা তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

প্রধান মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে, পার্লিয়ামেণ্টের আগামী অধিবেশনে ইংলণ্ডীয় ভূমি সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপি সভায় অর্পিত হইবে কি না তাহা তিনি নিশ্চয় বলিতে পারেন না।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। মহারাজ্ঞী অদ্য এডিনবর্গ নগরে বলণ্টিয়র দলের যুদ্ধবেশপূর্ণ দর্শন করিয়াছেন। সেনাগণের আকৃতি ও শিক্ষা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে।

ইণ্ডিয়া আফিসের রাজস্বমন্ত্রী কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে লিমেরিক নগরে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। জেনারেল রবার্টস আগামী ১৭ ই অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

কোয়েটা ১৯ এ আগষ্ট। হেরাতবাসীদের সংবাদদাতা বলেন যে আয়ুব খাঁ সসৈন্যে কাবুলে যাইবার অভিপ্রায়ে উদ্যোগ করিতেছেন। নাইব সুজ্ঞ মহম্মদ কতকগুলি হিরাটী অশ্বারোহী সেনা ও তিন দল অপর সৈন্য লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এবং ১১ ই আগষ্টে শেখো নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ১৩ ই আগষ্ট আবদুল্লা খাঁ আর দুই দল সৈন্যের সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। আপাততঃ সেনাগণ ফারাকে গিয়া থাকিবে। কিছুদিনের মধ্যেই আয়ুব খাঁ কান্দাহার হইতে বহির্গত হইবেন।

কান্দাহারে আপাততঃ আয়ুবের আট দল সেনা আছে। তিনি সম্প্রতি মহম্মদ হোসেনের সমভিব্যাহারে হিরাটে ১৬ টী কামান, ও দুই লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

আমিরের সৈন্যগণ এখনও খেলাত-ই-গিলজাইয়ে রহিয়াছে। তাঁহাদের সাহায্যার্থে কাবুল হইতে মকর নামক স্থানে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমির শীঘ্রই গজনী নগরে যাত্রা করিবেন।

সিমলা ২১ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে প্রত্যাগত বণিকদিগের নিকট সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আয়ুবের সৈন্যগণ কান্দাহারের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে। সৈন্যদিগকে বেতন দিবার অর্থের সংকুলান হয় নাই বলিয়া তিনি এখনও কান্দাহারে আছেন। যে সকল কাবুলী সেনা আয়ুব খাঁর সহিত

যোগ দিয়াছিল তাহারা তাঁহার দল পরিত্যাগ করিবার অভিলাষী হইয়াছে। বিস্তর দুরাণী অশ্বারোহী সেনা গৃহে প্রতিগমন করিয়াছে।

কান্দাহারের যে সকল ইউরোপীয় কর্মচারী ছিল তাহাদিগের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ কানেষ্টার অবরুদ্ধ হইয়াছে।

সিমলা ২৭ শে আগষ্ট। কাবুল হইতে এই সম্বাদ পাওয়া যাইতেছে যে আমির সসৈন্যে কাবুলের বাহিরে দেহ মেজাং নামকস্থানে ১১ ই আগষ্ট শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি গজনির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। অনবরত কতদূর প্রকৃত তাহা বলা যায় না।

সিমলা ২৪ এ আগষ্ট। সত্য সত্যই আমির কাবুল হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়াছেন। আপাততঃ তিনি সেপুরি নামক স্থানে শিবির সংস্থান করিয়াছেন। মহম্মদ জান কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। অনবরত এই যে কান্দাহার হইতে পনর ক্রোশ দূরে কেলাত-ই-আসদ নামক স্থানে একদল পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা কাবুলের পথে দৃষ্টি রাখিয়াছে। আয়ুব খাঁ এখনও বহির্গত হন নাই।

আফগানস্থানে এখন সকলে এই কথা বলিতেছে যে আমীরের কর্মচারীদিগের বিবাদ ও ঈর্ষা বশতঃ কর্মচারীরা তাঁহাকে আয়ুব খাঁর গতিবিধির সংবাদ দেন নাই, এ নিমিত্তই আমির খায়েজ-ই-আটার ক্ষেত্রে পরাভূত হন।

আয়ুব খাঁ আফগান স্থানে ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তিনি আপনাকে গাজি ও আমিরকে কাফের বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আলাহবাদ ২৪ আগষ্ট। পৈওনিয়ারের সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে আয়ুব অদ্যাপি কান্দাহার হইতে বহির্গত হন নাই, কিন্তু তথা হইতে গেল আ-ই-আহম্মদ পর্যান্ত কাবুলের পথে স্থানে স্থানে অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগের জন্য অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেনাগণের নিমিত্ত বিস্তর উষ্ট্র ও শকট সংগৃহ করা হইতেছে। একদা আয়ুব খাঁ কাবুল পথে ভারতবর্ষে ফল ও পশু প্রেরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক্ষণে কান্দাহার হইতে বহুল পরিমাণে কেবল মঞ্জিষ্ঠার আমদানী হইতেছে। অন্যান্য ব্যবসায় বন্ধ আছে। আফগানস্থানে অনবরত এই যে আমীরের সহিত সন্ধি করিবার জন্য আয়ুব খাঁ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। কেলাত-ই গিলজাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে কাবুল হইতে সর্দ্দার আজিম খাঁ বিস্তর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইয়া ১৮ ই আগষ্ট তথায় উপনীত হইয়াছেন।

সিমলা ২৬ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আয়ুবের সেনার বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। এখন তাঁহার যে আট দল সেনা আছে তাহার প্রত্যেক দলে চারি শতের অধিক লোক নাই। তন্মধ্যে আবার কাবুলী সেনাগণ তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। আয়ুব হিরাটে বিস্তর যুদ্ধাস্ত্র, তাম্বু, খাদ্য, ও অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন তিনি দুরাণী অশ্বারোহী সেনাদিগকে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ১১ ই ভাদ্র শুক্রবার ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রমানাথ সরস্বতীর মৃত্যু হইয়াছে। অতি অল্প বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হওয়াতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ কালেজের জন্য দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে শীঘ্রই একটী বাটী প্রস্তুত করা হইবে। এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের শিক্ষা দিবার জন্য নূতন শ্রেণী খোলা হইবে সুতরাং এই কালেজে [illegible] শ্রেণী ছাত্রের অধ্যাপনা হইবে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন যে [illegible] হইতে [illegible] বাহির হইয়া আসিবার [illegible] অনাচার সভা সব [illegible] হইয়াছে। [illegible] সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় আন্দোলনের একটী অধিবেশন [illegible] কথা লইয়া আন্দোলন করিবেন বলিয়াছেন। আসামের [illegible] জেলখানায় যাবজ্জীবন হরিশঙ্কর নামে একজন কয়েদী আছে। কমিশনারের সহকারী বিচারপতি জাল অপরাধে ইঁহার চল্লিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেন, কিছু দিন পরে এই মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে দণ্ডিত হয়। যাবজ্জীবন হরিশঙ্কর এই কারণ দেখাইয়া তাহার মকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার কামনায় অথবা যাহাতে কোন সেসন জজ অথবা হাইকোর্ট তাহার মকদ্দমার আলোচনা করেন এজন্য আবেদন করে। এই আবেদন তিন জন বিচারপতি সমর্থন করেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে হরিশঙ্করের দণ্ড ন্যায়ানুগত হইয়াছে কিনা তাহার স্থিরতা নাই। গবর্ণমেণ্ট এই আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। এই কারণ বশতঃ সে কমন্স সভায় আপিল করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হরিশঙ্করের আবেদন কেন যে গ্রাহ্য করেন নাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দেশীয় লোক জেলে পচিলে গবর্ণমেণ্টের এত কি মাথা ব্যথা?

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন ব্রহ্মদেশের ন্যায় আসামে দেশীয়েরা ঐরূপ কাটিয়া যায় না। সেখানে ইউরোপীয়দের হস্তে দেশীয়দের মৃত্যু হইলে ইউরোপীয় অপরাধী উচ্চাপ রোগের সাহায্যে আইন নির্দ্দিষ্ট দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করে। এই উপায়ে ম্যাক্টি ও মার্গেট্রিণ হত্যাপরাধের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

গত বৎসরের মত এবার নদীয়া জেলায় জ্বর দেখা দিয়াছে। অদ্যাপি উহা ভীষণ আকার ধারণ করে নাই বটে, কিন্তু এখনও কার্ত্তিকমাস সম্মুখে রহিয়াছে। কথায় বলে কার্ত্তিকমাসে যমের চারি দ্বার খোলা থাকে। আপাততঃ প্রজাবর্গের হিতার্থ গবর্ণমেণ্ট নদীয়া জিলায় আট জন নেটিব ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন।

ষ্টেটসম্যানে অবগত হইয়াছেন যে ঢাকার প্রসিদ্ধ নবাব আসানউল্লা ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারতবর্ষ ভ্রমণের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ কলিকাতায় দুইটী সেকসনের ফোয়ারা করিয়া দিবেন। একটী বেণ্টিক ষ্ট্রীটে অপরটী ফোরাশিডেঙ্গে স্থাপিত হইবে।

পুরিয়ার রাজা লীলানন্দ সিংহের কর্ম্মকর্ত্তা টৌনর সাহেব দেওয়ান বাবু ভুবনচন্দ্র রায়ের নামে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে দেওয়ান যখন চলিয়া যান তখন তিনি রাজাকে এই ভয় প্রদর্শন [illegible] "আমি চলিলাম [illegible] কাঁসাগার [illegible] কে কখন না [illegible] করিবে।" অভিযোগের পর ম্যাজিষ্ট্রেট উইকন [illegible] পরোয়ানা বাহির করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণপ্রসাদ [illegible] নিকট নথপত্র সোপর্দ্দ করেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ দেওয়ানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। শুনিলাম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটিকে মকদ্দমা চালাইবার প্রণালী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আসামীর ব্যারিষ্টার অবৈধ বলিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উইকন্‌ বলিতেছেন ডেপুটীকে বিচার প্রণালী দেখাইয়া দিবার তাঁহার অধিকার আছে। ব্যারিষ্টার গ্যাম্পার সাহেব বাদীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আবার শুনিতে পাই ভাগলপুরের কমিশনার বার্লো ইহার ভিতরে আছেন। তিনি নাকি দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করাইবার জন্য জমীদার হরিমোহন ঠাকুরকে দিয়া রাজাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। আসামীর ব্যারিষ্টার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে এই ফৌজদারি মকদ্দমা ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের ফল। অত, অকর্ম্মণ্য রাজা কমিশনরের ভয় ও অনুরোধে দেওয়ানের নামে এই অভিযোগ চালাই-

ছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিহারে দেওয়ান অব্যাহতি পাইয়াছেন।

২৩ এ আগষ্ট প্রাতঃকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লক্ষ্মীসরাই ষ্টেষণের নিকটে এক খানি প্যাসেঞ্জার ও এক খানি গুড্‌স্‌ ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়াছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সৌভাগ্য ক্রমে রক্ষা পাইয়াছে। গুড্‌স্‌ ট্রেণের কয়েক খানি মালগাড়ি বেলচুরমার হয়, কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

এলাহাবাদের নিকট সজগ্রামে বাবা দুর্গের সন্নিকটে ১৫ ই আগষ্ট ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত গ্রামের লোক ও পুলিসের কর্ম্মচারীরা ডাকাইতদিগের কিছুই অনুসন্ধান পায় নাই। গ্রামবাসিদিগের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে তাহারা ডাকাইতি নিবারণ করিতে পারিত। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ প্রজাদিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ডাকাইতেরা গ্রামের নিকটে আবার মিলিত হইতেছে।

সিবিল ও মিলিটারি গেজেট বলেন যে, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়র আলীর কোন মহিষী বর্ত্তমান আমীরের বিপক্ষে আবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি উত্তরস্থ কয়েকটী হাজরা সম্প্রদায়ের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। যখন আমরা দেখি যে গত বৎসর অক্টোবর মাসে দুই জন কাবুলী রমণীর ষড়যন্ত্রে কাবুলে হুলস্থূল বাঁধিয়াছিল, তখন এ সংবাদ অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন ইনি বোধ হয় ইয়াকুব ও আয়ুব খাঁর মাতা। ইনি মামুজনদের নায়কের কন্যা। কিছু দিন হইল ইনি এই সম্প্রদায়কে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পক্ষসমর্থনার্থে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কাউনপরের ঠাকুরের রাজা কুমার শ্রীজীবন সিংহ এবং মহিষ ঠাকুরের রাজা কুমার শ্রীহরকামজি বাহাদুর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে একটী কাগজের কারখানা খোলা হইবে। অধিকারী কোম্পানীর মূলধন ছয় লক্ষ টাকা। ইহা ২৪০০ অংশে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫০ টাকা।

শীঘ্রই গুইকুমার সিংহ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। এজন্য নৃত্য গীত ও ভোজের বিস্তর আয়োজন হইতেছে। প্রস্তাবিত শাসন প্রণালীর কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় না কেন?

এক্ষণে কোম্পানীর কাগজের বাজারে দর বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। চারি টাকা সুদি কাগজের মূল্য এক শত টাকা আট আনায় দাঁড়াইয়াছে। অপর সুদি কাগজের মূল্য ইহার অনুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেঙ্গুনের জেলখানায় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য শীঘ্রই তথায় একটী কারখানা খোলা হইবে। বঙ্গদেশে এ চেষ্টা হয় না কেন?

পুলিসের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি হাজারাবাদ জিলায় এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথাকার পুলিসের এক জন পেটেল, এক জন সিপাহী, ও এক জন দেশাই অপরাধ স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে এক জন স্ত্রীলোক ও তাহার স্বামীর প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করে। দেশাই পলায়ন করিয়াছে, অপর দুই জনের সাত বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। পুলিস কর্ম্মচারীদিগের এরূপ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

হাইকোর্টের অরিজিনাল বিভাগ দুর্গা পূজার উপলক্ষে ১৯ এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

একজন চা-কর একজন দেশীয়ের উপর অত্যাচার করাতে, তাহার ৩০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস্‌ বলেন বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাংশে বৃষ্টির আধিক্য নিবন্ধন অনেক ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে।

লাহোর দুর্গের বন্দীশালার যে ২৫ জন কয়েদি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয় ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল মিলার সাহেব তাহার এক জনকে চারি বৎসরের জন্য কারাবাস ও হাজার টাকা অর্থ দণ্ড এবং অবশিষ্টদিগকে ৩ বৎসর করিয়া কারাবাস ও হাজার টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

২২ এ আগষ্ট সোমবার আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব মাতলা বন্দরে উপনীত হন। পরে রেলওয়েযোগে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

আহাম্মদাবাদে ওলাউঠার ভয়ানক প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে।

গাঁজা অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য লোকে ডাকযোগে স্থানান্তরে প্রেরণ করে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে অতঃপর কেহ মাদক দ্রব্য ডাকযোগে প্রেরণ করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

টিকারী রাজার মকদ্দমা এক প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে। যেরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে টিকারী মহারাণীর পক্ষে মঙ্গল। এই মকদ্দমা ৬ মাস করিয়া চলিতেছিল। এই মকদ্দমাতে উকীল, ব্যারিষ্টার, ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং সাক্ষি, প্রভৃতিতে ৩,১১,০০০ টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে প্রজাদিগের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশের প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকার একজন কারিগর এরূপ একটী ক্ষুদ্র বাষ্পীয় কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে এরূপ কেহ কখন দেখে নাই। ইহার ওজন ১৫ গ্রেণ। এই কলের পিষ্টন ১/১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ইহার পরিধি ১/১৬ ইঞ্চি। ইঞ্জিনটী ১৪০ খণ্ডে বিভক্ত এবং ৫২ স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ। কলের যেখানে অগ্নি থাকে তাহার উপরে তিন চারি ফোঁটা জল দিলেই ইঞ্জিন চালান যাইতে পারে।

চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের অন্তঃপুর মিসনরী সভা "ভারতবর্ষীয় মহিলা" নামে একখানি মাসিক ইংরাজী পত্রিকা প্রচার করিতেছেন। কাউণ্টেস অব ডার্বি এই সভার সভাপতি।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি "সিংহ এণ্ড ব্যানর্জ্জিজ্‌ ওরিয়েণ্টাল পবলিশিং এষ্টাবলিশমেণ্ট" নামে একটী কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কার্য্যস্থান কলিকাতা শ্যামবাজার ২ নং নরেন্দ্রনাথ বসুর লেন। তৎসংক্রান্ত যে অনুষ্ঠান পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ এই—

"সাধারণতঃ বঙ্গীয় কৃতবিদ্য লেখকগণকে বঙ্গভাষার প্রয়োজনীয় উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি রচনায় অনুরোধ ও প্রবৃত্ত করা, তাঁহাদের লেখন প্রসূত সেই সকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করা এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সকলের পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করা এই কার্য্যানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এতদ্ভিন্ন নিয়মিত গ্রাহক শ্রেণী সংগ্রহ হইলে পর এই কার্য্যালয় হইতে এক খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে। উক্ত পত্রিকা মধ্যে নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের তালিকা ও তদ্বিষয়ে বিবরণের সার সংগৃহীত হইবে; বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার অন্তর্গত প্রধান প্রধান প্রস্তাব সমূহের তালিকা মুদ্রিত ও নির্ব্বাচিত প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত করা যাইবে, এবং তৎসঙ্গে কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখকগণেরও অন্যান্য রচনা সন্নিবেশিত হইবে। এরূপ এক খানি পত্রিকা যে কেবল মাত্র সহযোগী সম্পাদকগণ সমীপে (যাঁহাদের সম্পাদিত পত্রিকাদির বিনিময় সাদরে প্রার্থনীয়) আবশ্যক বলিয়া আদৃত হইবে এরূপ নহে একবারে কাব্যানুরাগী সাধারণ জন মণ্ডলীও বর্ত্তমান বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

অনুষ্ঠানকারিরা অতি মহৎ ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব সাধারণের যথাসাধ্য সাহায্যদান করিয়া ইহাঁদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

জনরব এই যে, হাডেন সাহেব শীঘ্রই বম্বনগরে যাত্রা করিবেন। তথায় একটী নূতন খাল খনন করিবার পরামর্শ স্থির করা ও মহারাণকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

১১ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মধ্য প্রদেশ ও রাজপুতানার রাজ্যসমূহে সর্ব্বত্র প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থলে আর বৃষ্টির প্রয়োজন নাই। বোম্বাই অঞ্চলে গুজরাট ও বরদায় অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৃষ্টির একান্ত আবশ্যকতা হইয়াছে। নিজামের রাজ্যে এখন ও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ও মহীশূর রাজ্যে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা উত্তম। কিন্তু কোন কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই। বঙ্গদেশে আশু ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, অযোধ্যা, ও পঞ্জাব প্রদেশে শস্যের অবস্থা সন্তোষপ্রদ। আসাম, ব্রিটিশ ব্রহ্ম, বেরার ও কুর্গ নামক স্থানে শস্যের অবস্থা ঐরূপ। এবার প্রায় সর্ব্বত্রই শস্যের অবস্থা ভাল বোধ হইতেছে। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে প্রায় মাসার্দ্ধ অতীত হইল শস্যের অবস্থা সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পায়োনিয়র বলেন জয়পুরের রাজদরবার প্রতিনিধি সভাপতি ঠাকুর ফতে সিংহের নামে যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তাহার অসত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন কে না বলিবে যে জয়পুরের রেসিডেণ্ট যে কার্য্যপরম্পরায় অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অবৈধ?

সোণার ও সোণারিগরের অতিবৃষ্টিনিবন্ধন পোড়ামীর অনিষ্টাপাত হইয়া গিয়াছে। শত শত বাটী ভগ্ন ও পতিত হইয়াছে, বিস্তর দরিদ্র লোক গৃহাভাবে সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছে। বিস্তর লোক গৃহপাতে মারা গিয়াছে। পশুদিগের অবস্থা আরও ভয়ানক।

গত ৩১ এ শ্রাবণ রবিবারে সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত সোনা বেড়িয়া গ্রামের আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গকে এবং ৩১ এ শ্রাবণ সোমবারে খলসী গ্রামস্থ সার্কেল পাঠশালার বালক বালিকা দিগকে বিশেষ সমারোহের সহিত পুরস্কার দান করা হইয়াছে।

পোর্ট কমিশনরদের ইঞ্জিনিয়ার ফ্রুকহার্ট সাহেবের সহিত তদধীনস্থ অধিকারীর যে মকদ্দমা আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট আমির আলির নিকট উপস্থিত ছিল, ফ্রুকহার্ট সাহেব বিলাতগমন করায় ঐ মকদ্দমা পারসিভাল সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। পারসিভাল সাহেব মকদ্দমা ডিসমিস্ করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায় দুঃখিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ছুটী লওয়াতে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গত সোমবার প্রাতে ভারি বর্ষা হয়, তাহাতে কালীঘাট চক্রবর্ত্তী পাড়া গলীতে একটী কোটা ঘর সমভূম হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কাহারও প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই।

বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার আপ্তাপচাঁদ মহাতাপ, সম্প্রতি বড় লাট সাহেবের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন। অতঃপর তাঁহার সিংহাসন অধিরোহণ দিন হইতে, তিনি মহারাজাধিরাজ আপ্তাপচাঁদ বাহাদুর এই উপাধিতে অভিহিত হইবেন।

কালীঘাটের দালাল অন্নদাচরণ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তি কোন স্ত্রী যাত্রীর প্রতি অত্যাচার করাতে আদালতের বিচারে তাহার দুই টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। আমাদের মতে ইহার অর্থ দণ্ড না হইয়া মেয়াদ বা কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। এমন পবিত্র তীর্থস্থান কতক গুলা ক্রিয়াকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য মূর্খ পাষণ্ড ভণ্ড দালাল দ্বারা নষ্ট ভ্রষ্ট হইতে চলিল, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

বৃষ্টির বাহুল্য বশতঃ কলিকাতায় এক্ষণে পরিস্রুত ও পরিষ্কৃত জলের জলের পরিমাণ কম হইয়া আসিয়াছে। যে গঙ্গার জল পরিষ্কৃত হইয়া নগরে প্রেরিত হইত এক্ষণে গঙ্গার জল নামিয়া তাহা অত্যন্ত ঘোলা হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য পরিষ্করণ কার্য্যের আংশিক ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। কলিকাতা বাসিগণ এখন দিন কত এই অসুবিধা ভোগ করিতে থাকুন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোকের কন্যা রীতিমত ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধাত্রীর কার্য্য করিতেছেন। স্থানান্তরে এ বিষয়ে একটী বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ই আগষ্ট। ১৮৮১। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ই মিতি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭ ই আগষ্ট। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র হাবড়ায় বদলী হইলেন।

১৯ এ আগষ্ট। । আর, এইচ, উইলসন্ সাহেব যে ছুটী লইয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি আর তাঁহার ২৫ দিন ছুটী বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ত্রিপুরার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল ৯ ই মিতি কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অধরলাল সেন কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮ এ আগষ্ট। রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এল, জে, জি, ক্যাবেল ২ য় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ হইলেন। মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ঐ জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এইচ, টিলিট, গরডন সাহেব হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, মার্কসন্ এক মাসের ছুটী লওয়াতে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, কেনেডি সাহেব, এ, মার্কসন্ সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ ছয় মাসের ছুটী লইয়াছেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণকুমার সেন এক মাস একুশ দিনের ছুটী লইয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার নওয়াখালিতে বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার অন্তঃপাতী সুরজপুর ষ্টেটের ম্যানেজার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় তিন মাস ছুটী লইয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম, বেলি দুই মাস ১৬ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ই, এম, বেলির অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ডায়মণ্ডহারবার বিভাগের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, মিডলটন আড়াই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

নওয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী [illegible] ওয়েদুল্লা দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

২৪ পরগণার আলিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই, পার্গিটার ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অশ্বিনীকুমার ঘোষ ঐ উপবিভাগে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত জামুইয়ের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিমোহন সান্যাল সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আররিয়া বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মোজিবুদ্দিন আহামদ সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বরদাকান্ত বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু মহনলাল দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারি পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি সব ডেপুটি কালেক্টার বাবু পূর্ণিমা ঘোষাল কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টার হইলেন।

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার জে এজারজন্ সাহেব দুই মাসের ছুটী লওয়াতে বাঁকুড়ার প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টার ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত ঐ জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কাশীনাথ দত্ত পূর্ব্বে যে ছুটি পাইয়াছিলেন তদতিরিক্ত চারি মাসের ছুটি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ ছুটী লওয়াতে বাবু অঘোরচন্দ্র রায়, বি, এল, যশোহরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। তিনি সদরের সদরটনে থাকিবেন।

২০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অটলবিহারী মৈত্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২২এ আগষ্ট। ১৮৮১। পূর্ণিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী সরফরাজ করিম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী ছুটি লওয়াতে শিলচরের সদর্ক্তের মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি, এল, মেদিনীপুরে বদলী হইলেন। তিনি সদরের সদর ষ্টেশনে থাকিবেন। তিনি ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহীর সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

গত ১৭ ই আগষ্ট মুঙ্গের ডাকঘর হইতে বাবতীয় রেজেষ্টরি চিঠি অপহৃত হইয়াছে। ঐ দিন মেল ক্লার্ক রাত্রি দশটার ট্রেণে মেল পরীক্ষা করিয়া লইয়া পোষ্ট আফিসের সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করিয়া বাসায় প্রস্থান করেন; দারবক্ষক দ্বারে তালা দিয়া বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকে। প্রাতে ডাকঘরের কপাট খুলিয়া পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখিল, মেল রাখিবার সিন্দুকের তালা খোলা; মেল ব্যাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া তন্মধ্য হইতে শুদ্ধ রেজেষ্টরি পত্র গুলি এবং জামালপুরের একাউণ্ট ব্যাগ অপহরণ করিয়াছে। সে ব্যক্তি পোষ্ট মাষ্টারকে ডাকিলে তিনি আসিয়া এই ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্মিত হন এবং তৎক্ষণাৎ ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল এবং ভাগলপুরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তারে সংবাদ পাঠান। এক্ষণে সকলে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেছেন।

গত সপ্তাহে বেহার সার্কেলের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানকার ইংরাজি এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। জামালপুর মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়টী প্রবেশিকা পরীক্ষোপযোগী হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, ইনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্কুলের উচ্চ শ্রেণী গুলির পরীক্ষা করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নিম্ন শ্রেণী গুলির পরীক্ষায় সেরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমরা আশা করি সম্পাদক ও ম্যানেজিং কমিটীর সভ্যগণ যাহাতে নিম্ন শ্রেণী গুলিতে পাঠের সুবন্দোবস্ত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বেহারের প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসায় জামালপুরের সকলে তাঁহার স্থানের কথা শুনিয়া দুঃখপূর্ণ পোষ্ট মাষ্টার বাবু বিপ্রচরণ ঘোষকে পুনরায় এখানে আনিবার জন্য প্রত্যেকে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন। ভরসা করি, বিষ্ণু বাবু ইঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়া সাধারণের সন্তোষবর্দ্ধন করিবেন।

এক্ষণে এখানে রীতিমত বৃষ্টি হইতেছে। শস্যাদির অবস্থা মন্দ নহে।

কো-অপারেটিভ দোকানের অংশীদার দিগকে শত করা ২৫ টাকার হিসাবে অংশ দেওয়া হইতেছে। বোধ করি বাকী টাকা আদায় হইলে সত্বরেই আর কিছু কিছু দেওয়া হইবে। কত টাকা ক্ষতি হইয়াছে আমরা স্থির অবগত নহি; অনুমান অর্দ্ধেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ভাগলপুর।

গত ৩০ এ শ্রাবণ এখানকার চম্পানগরের বিখ্যাত "বেহুলার ভাসান মেলা" সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহুতর লোক বহুদূর স্থান হইতে এই মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সাংবাৎসরিক দিবস বেহুলা ও মনসার পূজা হইয়া ১লা ভাদ্র অপরাহ্ণ বারো দিবস বেহুলা সতীকে কলার মান্দাস বা ভেলা করিয়া দিয়া মৃতপতি লখীন্দরের সহিত জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। ৪।৫টী চিত্র বিচিত্র দেখিতে পরম সুন্দর কলার মান্দাস যখন ভাসিতে ভাসিতে উর্ম্মিমালাসংকুল ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন কাহার মনে না আনন্দের উদয় হইয়াছিল? আর কেই বা শত শত বার সতী-সাধ্বীরমণীগণকে পতিব্রতা বেহুলা সতীর সহিত ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিতে মনে মনে সংকল্প না করিয়াছিল? ধন্য পতিব্রতা রমণী!

কয়েক দিবস গত হইল, বারারির পূর্ব্ব পার্শ্বে ভাগীরথীতে একখানি আন্দাজ ৫০০ শত মণ চাউল ও দানা বোঝাই হাজীপুরের জনৈক মহাজনের নৌকা প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। শুনিতেছি মহাজন ও দুই জন মাঝি মাল্লা উঠিতে পারে নাই। মহাজন যদি সত্য সত্যই জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। বাণিজ্যে তাঁহার লাভ হইল ভাল। ধনও গেল, জীবনও গেল!

সম্প্রতি এখানকার নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীতে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকার (বালিকা বলিব কি যুবতী বলিব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না!) সন্তান হইয়াছে। সন্তানটী যেমন হইয়াছে তেমনি গিয়া মাতাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে। শুনিলাম স্ত্রীলোকটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আজিও সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এই "খোকা রোগে" কতিপয় ভারতসন্তানেরা মারা গেল। এ রোগের কি কোন প্রতিকার হইবে না?

এ বৎসর নীল তেমন উত্তম না জন্মিলেও ফসল ভাল হইয়াছে। নীলের দানা উত্তম ও দাম অধিক। এই সময় নীলকুঠিতে অনেক লোক খাটিয়া ২।১ মাসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। নীলকুঠিতে এদেশীয়ের এই একমাত্র লাভ, আর লাভ নাই! ইহাই আমাদের যথেষ্ট।

আজ কাল বাজার দর উত্তম। অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। গঙ্গার জল দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্নভূমির অনেক শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

হুগলী— ২৮ ই আগষ্ট ১৮৮১।

আপনার ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা কএকটী দিবস গত দেখিয়া সাধারণকে কৌতুক দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ দিবস পদ আজ কাল সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে আমরা কত শত মানুষ হইতে ও মানুষ গরু হইতে দেখিতেছি। অন্ততঃ ইংরাজী কৃতবিদ্য দলের মুখ-খানা কিছু লম্বা হইয়া উঠে আকারে না হউক প্রকারে বটে। যখন রেলগাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে চলিয়া যায়, মাঠে দুই চারিটা গরু পুচ্ছ পাকিয়া যেন যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, আবার হয় ত পরক্ষণেই পুচ্ছ তুলিয়া দৌড়িতে থাকে। ইংরাজ রাজনীতি ও কৌশলে সুসভ্য ও কৃষ্ণবেশে বাবিত আনেক হইতে দুই চারিটী কেবলে কি বাহিরদেশ গরু মুখপ করিয়া

বক্তৃতা করিলে কোন [illegible] না। আবার কোথায় গড় [illegible] হইবে?

[illegible] বাবু চূড়ামণি [illegible] এখানকার [illegible] ছাত্রেরা সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র [illegible] একটী বক্তৃতা দিয়াছিল। আমেরিকা [illegible] ইউনাইটেড ষ্টেটস্ নামক রাজ্যে যে যে শিল্প কোন বিদ্যাচর্চা ও রীতি নীতি আছে, বক্তা তাহা [illegible] করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করি[illegible]ছিলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো[illegible] সভাপতির আসন হইতে ছাত্র যুবকে একটী সভা সংস্থাপনের জন্য উপদেশ দিলেন। ঐ উপ[illegible]বশতঃ তাঁহারা আগামী শনিবারে উক্ত বাবুকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয় সভা সংস্থাপনও হইবে। উত্তম কথা। তবে একটী [illegible] এই, বক্তৃতার যদি কিছু অতিরিক্ত হইতে থাকে। লেখা পড়ার সময় [illegible] জন্য শিক্ষক কি [illegible] সকলেই জানেন। আর এক কথা এই আমাদের দেশে বোধ হয় বক্তৃতাটা কিছু বেশী বেশী হইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এক প্রকার [illegible] [illegible]। প্রথম মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে ভাল হয় না? নতুবা অল্পে বৃদ্ধ হইয়া [illegible] যাইবে।

অধিক বক্তৃতা সুলক্ষণ নয়। [illegible] [illegible] বক্তৃতা ও [illegible] [illegible] অল্পকাল [illegible]। [illegible] বক্তৃতার পথা কাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আর সাধারণ [illegible] লোপ এবং [illegible] অবসান আরম্ভ হইল। [illegible] ও প্রাণের অভ্যুদয়ে বক্তৃতার বড় ঘটা দেখা যায় না।

গত কল্য এখানকার কালেক্টরি [illegible] ছাদ [illegible] একজন মজুর পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাকে [illegible] মরিয়া গিয়াছে।

[illegible] আদালতের [illegible] শেষ হইয়াছে। এখানকার [illegible] কোন আদা[illegible] উপস্থিত করিতে হয় [illegible] দিন [illegible] [illegible] মনোনীত [illegible] না। আর এক [illegible] বাবুর [illegible] [illegible] কি [illegible] সময় [illegible] করেন, [illegible] [illegible] আমাদিগের [illegible] অনুরোধ সুযোগ্য [illegible] করিবেন।

কাঁচড়াপাড়া—[illegible]।

এ অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত [illegible] পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে যেরূপ বৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে আশুই ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

[illegible] প্রতিদিন অনুমান ১০।১৫ জন বিসূচিকা রোগে [illegible] পতিত হইতেছে। এখানকার ডাক্তার [illegible] সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে শহর মধ্যে কেহ কাঁটাল, পেয়ারা বা কসাইয়ের দোকানের মাংস না খায়। এই সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিবার নিষেধার্থ ঢোল বাজাইয়া শহরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

এখানকার গঙ্গার জল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। শহরের অতি নিকট পর্য্যন্ত জল আসিয়া রাস্তাগুলি ডুবিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এখান হইতে [illegible] গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য প্রথমে এক খানি ষ্টিমার রাখা হয়, পরে লাভ দেখিয়া কার্য্য [illegible] আর এক খানি রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি দেখিলাম যাহা অপর একখানি [illegible] [illegible]। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ এই, তাঁহারা ঐ জাহাজ সত্বর মেরামত করিয়া দেন। কারণ যে একখানি যাতায়াত করিতেছে, উহা এক দিবস অন্তর যাইয়া থাকে। ইহাতে লোক সাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। বর্ষাকালে ষ্টিমারের উপকার বিশেষ লক্ষিত হয়।

শান্তিপুর।

বিগত ২০ এ আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ণকালে আমাদের মাননীয় [illegible] নিযুক্ত বাবু [illegible] রায় মহাশয় [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিয়াছেন। [illegible] পীড়িতাবস্থায় [illegible] হইয়াছিলেন, এই জন্য [illegible] [illegible] সংবাদটী [illegible] সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এবার তাঁহার মৃত্যু সংবাদটী প্রকাশ করিতে হইল, ইহাই আমাদের অধিকতর দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি এখানকার মিউনিসিপাল [illegible] নূতন [illegible] একজন [illegible] [illegible] প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার চাকরকে [illegible] করিয়াছিল। একদা [illegible] [illegible] [illegible] ফৌজদারীতে নালিশ করাতে ডেপুটী বাবুর বিচারে আসামীর দশটাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ডেপুটী বাবুর পুলিসের উপর তীব্রতর দৃষ্টি থাকে ইহাই [illegible]নীয়।

সম্প্রতি আমাদের মিউনিসিপালিটী ঢেঁড়া দ্বারা [illegible] দিয়াছেন এই যে সরকারী রাস্তার উপর যাহাদের ছাদের জল পড়িয়া থাকে তাঁহারা অবি[illegible] ঐ সকল নালী ভাঙ্গিয়া দেন, নতুবা আইন [illegible] কার্য্য আমলে আসিবেক।"

এই ঘোষণাটী শুনিয়া অনেক লোকের চক্ষু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ মিউনিসিপালটী সৃষ্টি হইবার অনেকদিন পূর্ব্বে ঐ সকল নালী সংস্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া বহুব্যয়সাধ্য, মিউনিসিপালিটী প্রজার উপর ঐরূপ উৎপীড়ন করিলে অগত্যা অনেককে বাটী বিক্রয় করিয়া উঠিয়া যাইতে হইবে। অতএব নূতন [illegible] [illegible] ঐরূপ [illegible] হুকুম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতি[illegible]পালন করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

[illegible] নিবাসী বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীতে এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন যে মিউনিসিপাল [illegible] ও অনু[illegible]চরেরা তাঁহার পৈতৃক [illegible] বাটীর প্রাচীরের নিম্নদেশ হইতে এমনি ভাবে মৃত্তিকা কাটিয়া লইয়া "[illegible]" প্রস্তুত করিয়াছে, অচিরকাল তাঁহার প্রাচীর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ও তাঁহার বাটীর জল নির্গমার্থ [illegible] রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, মিউনিসিপল কমি[illegible]শনর বাবুরা ঐ মকদ্দমার কিরূপ বিচার করেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

[illegible] হইয়াছে, [illegible] আমাদের [illegible] জন্য পত্র [illegible] দেখা যাইতেছে। [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible]

মূল্য [illegible] [illegible]।

যাঁহারা মনি অর্ডার করিয়া সোমপ্রকাশের অগ্রিম [illegible] মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের [illegible] [illegible] বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। [illegible]—[illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] করিলেন, তাঁহার নামের মনি অর্ডার আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডারের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, [illegible] [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-

দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওরায়ন" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বৃহদাকার তর্ম্মুজাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টারাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেকেস্তারাদি ফুলের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৬৲ টাকা। সুগন্ধি ফুল ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৬৲ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ৩৷০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ৬৲ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ সবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। একত্রিত বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ করিয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা টাকা ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৩০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু মার্কার ৷০, ৵৪, ৵১৩০, ৵১০, কারেঙ্গারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দেখিয়া খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রকুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা বোগির গৃহে করিয়া থাকেন।

প্রসব সহজভাবে সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাস ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জানেক্স ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৮০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৩৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুল ৷৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৵০, গা পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২৷৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহু।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহলা পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৪ নং বাটী খিদিরপুর।

অধ্যাত্ম রামায়ণ ।

বিনা মূল্যে বিতরণ ।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত । সংস্কৃত মূল হইতে বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত হইয়া (শ্রাবণ মাস হইতে) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে । অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে । আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি খণ্ডের ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ১০ আনা গ্রহণ করিব । একবারীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির মোট অগ্রিম ১০/০ আনা । যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন ।

কলিকাতা } অধ্যক্ষ ।

১৯০ নং চেৎপুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মিত্র ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা ।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে শিক্ষা, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, হিন্দুদিগের বর্ণিজাতিকা, গোস্বামী, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি ? মধুমালতিকা, সংবাদদর্শন, এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে । ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত । মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা । গ্রাহকেরা মহেশচন্দ্র সোণাপুর পোষ্ট আফিসে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন । অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না ।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১।৶০ । আমার নিকট প্রাপ্তব্য ।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও পুস্তক লাইব্রেরী ।

৫৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল ।

(ভারতীয় তারকা তৈল ।)

সর্বপ্রকার চর্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

এই তৈল ব্যবহারে অব্যর্থ রূপে আরোগ্য হয় । কাটা ঘা, খোস, পাঁচড়া, সর্ব্বপ্রকার দুষ্টব্রণ ঘা, ঘা ও স্তনমূলের ঘা, সর্ব্বপ্রকার গলিত কুষ্ঠ, পাকিয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পুরু-

শরীর পুষ্টি ও সুস্থতা হয়—

নালী ঘা, স্ফোটক, সকল প্রকার ঘা, আবের ঘা, অস্ত্রের ঘা, নাসার ঘা, চুলকানি, সকল প্রকার বিখাউজ, হাজা, খুজলী, চুলকানি,

ষত্ব, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও পোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, ভগন্দর অর্থাৎ (গাণ্ডির ঘা) হিস্কুবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাবের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, [illegible] স্ফোটক, কীটাক্ত ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চক্ষুরোগ, ইত্যাদি ।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা ।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর বেন্টিংক ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, দাদ্রু পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ গুলি, ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর অত ফল, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে শরীরস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন । এক্ষণে উপযাচকরূপে ইহাতে ভুক্তভোগী ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারার কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল টিকিটমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বাদ আনা করিয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত করিবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন । এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সকলে খাইতে পারে । ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়

সারদাদি পুস্তকালয়

৩৩৩ নং চিৎপুর রোড, বড়বাজার

কলিকাতা ।

পরীক্ষিত ।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের পুঁজি, চুলকানি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে । চুল ঘন এবং চক্‌চকে জ্যোতি বৃদ্ধি হয় । মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ধোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী ।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা । মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৶০ আনা ।

টুথ পাউডার (দন্তমঞ্জন)—দন্ত শূল, দন্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ । নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে । মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র ।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায় ।

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার ।

৮ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর

কলিকাতা ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না ।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা । অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না । যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বহার চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন । অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না ।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে ।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘরের চাংড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

২৫শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২১ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ৫ ই সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪৮০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী সপ্তম সংস্কার মূল্য ৮, ডাকমাশুল ।০ এবং অন্যান্য সকল রকম বাঙ্গালা ডাক্তারি হোমীওপ্যাথিক ও কবিরাজী পুস্তক ইত্যাদি আমার নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানেজার শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

তারিখ ৩১ এ আগষ্ট ১৮৮১।

ইউরোপ প্রবাসীর

পত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

(ভারতী হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত।)

মূল্য——১৷০ টাকা।

এই পুস্তক ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

রুদ্রচণ্ড।

নাটিকা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

" বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে। তাঁহার সমস্ত কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব্ব ও অসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় মিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গালায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাপ্লীন, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না। + + + + "

বান্ধব।

সাগর-সঙ্গমে।

দৈবাঙ্গিনী-প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, কিন্ লাইব্রেরি এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, মিত্রসা বিঃ বানর্জি কোম্পানির দোকান এবং চীনেবাজার শরচ্চন্দ্র নাগের দোকানে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দশম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদ, ২য়—প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অশোকবনে সীতা, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা আর্ট কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মজোলরবণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সএকঃ পুরুষোধনোত্তমকালোহমশোভনঃ।

শান্তিরসাভিধানশ্চ শান্তিকান্তিপ্রদায়কঃ।

আয়ুর্ব্বেদী মতে নূতন আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত প্রাকৃতিক ঔষধ।

সএকঃ পুরুষোধনাঃ এটী অম্লশূল ও অম্লরোগের অব্যর্থ দৈব মহৌষধ।

ইহা ২ নম্বরে বিভক্ত। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, এই ঔষধ সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগের যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

১ম—নম্বর।

সপ্তাহের মূল্য	৷০
মাশুল	।০
প্যাকিং খরচ	৵০

২য়—নম্বর।

এই প্রাকৃতিক ঔষধের দ্বারা শূল, আম, কৃমি, মন্দ, রক্ত ও পিত্তশূল আরোগ্য হয়। আর অম্লজ্বর, কাশী, গ্রহণী, অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময় অজীর্ণ রোগ, আমাশয়, রক্তামাশয়, অর্শ, সামান্য বাত, হৃদ্রোগ, ব্যাধি, ও শূলমিশ্র জ্বর, ঘা, বেদনা, বাত, পিত্ত ও কফাশ্রিত রোগও আরোগ্য হয়। ইহা রোগ বিশেষে ১ সপ্তাহ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে বিশেষ প্রতিকার করিয়া থাকে।

সপ্তাহের মূল্য	।৶০
মাশুল	।০
প্যাকিং	৵০

[illegible]

... অগ্নিমান্দ্য, অম্লরোগ, বাত ও বাত-... এবং ... ক্রিমিরোগ আরাম হয়। ৩। ৪ ... নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ২৫। ৩০ বৎ-... অম্লরোগ ও শূল একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রত্যেক কৌটার মূল্য	১০
মাশুল	১।০
প্যাকিং	৷০

গুপ্ত—মন্ত্র।

ইহা উক্ত মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, ইহার মূল্য নাই, অম্লরোগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া যাঁহার আরাম না হইবে তিনি সাক্ষাৎ করিলে পাইবেন।

জয়কালীসুধোত্তমং।

ইহা পরীক্ষার অধীনে আছেন, কিছু দিন পরে প্রকাশ হইবে।

শান্তিরস।

এই আরোক বহুসংখ্যক অন্যান্য রোগের মহৌষধ। ইহাতে নবজ্বর হইতে বিবিধ বিকার, বাত, পেটবেদনা, আন্ত্রিক বাধিক ও অন্যান্যবিধ বেদনা, ক্রমিতে অম্লরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাশুল ও প্যাকিং ২ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, নাড়ীর অবস্থা, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চক্রবেড়ের দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে সংস্কৃত পুস্তকালয় নামে প্রাকৃতিক স্থানে বা কলিকাতা পটলডাঙ্গা ... বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। শিশি বা মোড়কের ও পত্রের উপর উক্ত লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ লইবেন না।

অন্যান্য পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন।
সংস্কৃত পুস্তকালয়াধ্যক্ষ প্রা: ক্রিয়া, চ, ব,।

প্রেরিতপত্র

নববিধানীদিগের সত্যানুরাগ।
(প্রতিবাদের প্রতিবাদ)

ইতিপূর্ব্বে আমি উপরি উক্ত শীর্ষক দিয়া যে পত্র আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিবাদচ্ছলে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক গত ২৫ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমি যাহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহাকেই তিনি অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারাই প্রকৃত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া অধিকতর সঙ্গত। সঙ্গত বলিয়াই আমি এত দিন চুপ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম প্রতিবাদিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কলিকাতাস্থ কোন না কোন ব্যক্তি প্রিয়নাথ বাবুর পত্রের যথোচিত উত্তর প্রদান করিবেন। কিন্তু এত দিন অপেক্ষা করিয়া ইহাই বুঝিলাম যে, তাঁহারা প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন—সহজে তাঁহাদের চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া অগত্যা আমাকেই অগ্রসর হইতে হইল।

পাঠকেরা বুঝিতেই পারিতেছেন, আমি মফস্বলে থাকি, আর ঘটনাটী হয় কলিকাতায়, সুতরাং আমি নিজে তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া তিন জন ব্রাহ্মের মুখে ঘটনাটির আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করি। পরে যখন আমার পত্রের প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হইল, তখন আমি জানিবার লোভে বিধানী ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ প্রচার করিয়াছি কি না ইহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া একটী বিশেষ ব্রাহ্মকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি ক্রমান্বয়ে দুই খানি পত্র লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি এই জন্য যে, সুলভ সমাচারের মিথ্যা ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উপর আরও কয়েকটী মিথ্যা ব্যবহার আমার দ্বারা এ পর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই। এখন আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, "একটী দোষ বা মিথ্যাকথা গোপন করিবার জন্য আর দশটী দোষ করিতে বা মিথ্যা বলিতে হয়।" এই যে এক প্রবাদ বাক্য আছে তাহার সাক্ষ্য প্রিয়নাথ বাবু সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বিধানী ভ্রাতাদিগের মিথ্যা ব্যবহার গোপন করিতে গিয়া তিনি নিজে মিথ্যার আশ্রয় করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সাহসকে ধন্যবাদ করি! এই উনবিংশ শতাব্দীর দিনে দুই প্রহরে প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে যিনি সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য বোধ হয়; কিছুই নাই।

ক্রমান্বয়ে ৫ ই ১২ ই এবং ১৯ এ আষাঢ়ের সুলভসমাচারে ক্ষমাপত্রি মুদ্রিত করা হয় কিন্তু প্রিয়নাথ বাবু কেবল দুই বারের কথা স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকই কি ইহা দ্বারা অসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই? বাস্তবিকই কি তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি দিনকে রাত করিতে পারেন? পাঠকেরা দেখুন প্রিয়নাথ বাবু আবার দুই বার ক্ষমাপত্রি ছাপিবার চমৎকার কারণ দেখাইয়াছেন, বলিয়াছেন যে, "দ্বারকানাথ বাবুর সহিত মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি সুলভ ছাপা হইয়া গিয়াছিল, পরে কথা স্থির হইলে তাড়াতাড়ি চরণ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্টগুলিতেই তাহা প্রকাশিত হয়, পূর্ব্বে যে সুলভগুলি ছাপান হইয়াছিল তাহা নষ্ট না করিয়া বিলি করা হয় কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর তাহাতে অসন্তুষ্টি না জন্মাইতে পরবারে পুনরায় কাগজেই ছাপান হয়।" আমি বলিতেছি প্রিয়নাথ বাবুর ইহা সত্য কথা নহে, মিথ্যা কথা। পাঠকেরা এখানে প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন—"প্রথমবারে দ্বারকানাথ বাবু যাহা লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশ লেখা হয় নাই, এবং যাহা লেখা হইয়াছিল তাহাও আবার সমস্ত সুলভে প্রকাশ হয় নাই; সুতরাং দ্বারকানাথ বাবু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। *** তাঁহারা (সুলভওয়ালারা) আবার দ্বারকানাথ বাবুকে মকদ্দমা পোষ্টপণ্ড রাখিতে অনুরোধ করেন এবং সে দিনও দ্বারকানাথ বাবু পোষ্টপণ্ড রাখিয়া আসেন। তখন আবার আপোষের কথা চলে। দ্বারকানাথ বাবু ক্ষমাপত্রি সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিতে বলেন তাহার মধ্যে "ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" এই কথাটি ছাড়া আর সমুদায় কথা ও পক্ষের লোকেরা ছাপিতে সম্মত হন এবং তাহা ১২ ই আষাঢ়ের সুলভে ছাপেন। (এবারেও সমস্ত সুলভে তাহা ছাপা হয় নাই) কিন্তু দ্বারকানাথ বাবু তাহাতে সম্মত না হইয়া নালিশের খরচ দাখিল করেন এবং মকদ্দমার পূর্ব্ব দিবসে কেশব বাবু প্রভৃতিকে সাক্ষিনা ধরাইবার জন্য তাঁহার বাটীতে যান। কান্তি বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবু বিনয় সহকারে মকদ্দমা আপোষ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুনয় করেন এবং শেষে কান্তি বাবু একজন ভদ্রলোকের সালিসি দ্বারা ক্ষমাপত্রির রচনা স্থির করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বারিক বাবু তাহাতে সম্মত হন। যে দিন সালিসি হইবার দিন স্থির হয়, সেই দিন আবার কান্তি বাবু ১২ ই আষাঢ়ের সুলভে প্রকাশিত ক্ষমাপত্রিকে সন্তুষ্ট হইতে দ্বারিক বাবুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করেন। দ্বারিক বাবু তখন বলেন "ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" ক্ষমাপত্রির মধ্যে এ কথা থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে কান্তি বাবু দ্বারিক বাবুর সম্মুখে দুইটি হাত যোড় করিয়া "এই ত আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" বলেন। ইহাতে দ্বারিক বাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, উক্ত ১২ ই তারিখের ক্ষমাপত্রিতেই সম্মত হইয়া

বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু উক্ত ১১ ই তারিখের সমস্ত স্লকে যে ম্যাপগুলি ছাপা হয় নাই তখনও তিনি তাহা জানিতেন না। পরে বিভিন্ন বিপাকে, সত্যের মাহাত্ম্যে অথবা সর্ববিধর্মীদিগের অন্যায়রোধে তিনি তাহা জানিতে পারিয়া কান্তি বাবুকে এক পত্র লেখেন। শঠতা অথবা চালাকি খাটিল না দেখিয়া ১১ এ আষাঢ়ের সমস্ত স্লকে আবার সেই ম্যাপগুলি ছাপা হয়।" ধর্ম্মাবতার প্রিয়নাথ বাবু এই বৃত্তান্তটীকে মিথ্যা বলিতে এখনও কি সাহসী হইবেন? আমি মিথ্যা লিখিয়াছি পুনর্ব্বার এ কথা বলিতে তাঁহার কি বাকরোধ হইবে না? জিজ্ঞাসা করি, কান্তি বাবু যাহা বলিয়া ম্যাপগুলি চাহিতে প্রথম সম্মত হইয়াছিলেন, তাহার সমুদায় কথা লিখিয়া ম্যাপগুলি মুদ্রিত করা হয় নাই কেন? জিজ্ঞাসা করি, আপোষের কথা স্থির হইবার পূর্ব্বে (তর্কানুরোধে স্বীকার করিলাম) যেন কতকগুলি স্লক ছাপা হইয়াছিল, তাই প্রথমবারে সে গুলিতে ম্যাপগুলি ছাপা হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয় বারে অর্থাৎ ১২ ই আষাঢ়ের স্লকে ম্যাপগুলি মুদ্রিত করিবার সময় সে কারণ ত কিছুই ছিল না, তবে সে তারিখের সমস্ত স্লকে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই কেন? ইহাকেও যদি মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণা না বলিবে, তবে আর কাহাকে তাহা বলিবে? জগদীশ! তোমার ভক্ত বলিয়া যাহারা পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাদের এই কাজ?

প্রিয়নাথ বাবু একস্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজের ওয়ালারা মকদ্দমা আপোষ করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট আমীর আলির অনুরোধে মকদ্দমাটি যেন মীমাংসা করা হইয়াছিল!" এটা তাঁহার মিথ্যা কথা। "মকদ্দমা উপস্থিত হইলেই প্রথমে বিধানী বাবু রাজমোহন বসু ডাক্তার বাবু চক্রবর্ত্তী ঘোষের নিকট আসিয়া মকদ্দমা আপোষের চেষ্টা করেন, তৎপরে বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র ঋষিক বাবুর বাটীতে আসিয়া আপোষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এমন কি ঋষিক বাবুর হাতে পায়ে ধরেন। যখন এই সকল ব্যাপার হইতে থাকে, তখন আমীর আলি কোথায়? আপোষের কথা এক প্রকার ঠিক করিয়া তাঁহাকে জানান হয়, তিনিও তাহাতে আহ্লাদের সহিত সম্মতি এবং শীঘ্র মিটাইয়া ফেলিবার জন্য পরামর্শ দেন।" এখনও কি প্রিয়নাথ বাবু এ বৃত্তান্তটীকে মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবেন? এখনও কি তিনি বলিবেন যে, বিধানীরা নিজে মকদ্দমা আপোষ করিতে সচেষ্ট হন নাই?

প্রিয়নাথ বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন, কেশব বাবু আমীর আলির পত্র অমান্য করেন নাই। "আমীর আলি কেশব বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই, ফিরাইয়া দেন। আমীর আলি তাহার পরে শীঘ্রই মাসে সন্ধিনা মাত্রিক করেন।" আমি জিজ্ঞাসা করি, কেশব বাবুর মাসে সন্ধিনা মাত্রিক হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে, আর যদি কেশব বাবু আমীর আলির পত্র অমান্য না করিয়া থাকেন তবে সেই সন্ধিনা মাত্রিক হইবার কারণ কি? কি আশ্চর্য্য! আমি মন্দ, তুমি মন্দ, ঘোর আদালত যাহার সাক্ষী তাহাকেও মিথ্যা কথা? তাহাকেও সত্যকে মিথ্যা করিবার চেষ্টা? যাহারা এরূপ করিতে চেষ্টা করে, পাঠকেরা বলিতে পারেন, তাহারা কোন্ কাজ না করিতে পারে? আমি এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছিলাম যে, কান্তি বাবু ঋষিক বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া মকদ্দমা আপোষ করিয়াছেন। প্রিয়নাথ বাবু এ কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, কান্তি বাবু হাতেও ধরেন নাই, পায়েও ধরেন নাই। আমি হাতে ধরা পায়ে ধরা অর্থে হাতে পায়ে ধরা লিখি নাই। কান্তি বাবু অত্যন্ত খোসামোদ করিয়া ঋষিক বাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আমি সেই অত্যন্ত খোসামোদ অর্থেই হাতে পায়ে ধরা লিখিয়াছিলাম। আমি ইহা নূতন লিখি নাই, এরূপ লেখা এক প্রকার প্রচলিতই আছে। যাহা হউক আমার জিজ্ঞাসা এই, প্রথমে কান্তি বাবু যখন ঋষিক বাবুর বাটীতে আসেন, তখন সত্য সত্যই কি তিনি ঋষিক বাবুর হাতে ধরেন নাই? যাহারা মীমাংসার দিনে সত্য সত্যই কি কান্তি বাবু হাত যোড় করিয়া "এই আমি ক্ষমা চাহিতেছি" বলিয়া ঋষিক বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই? এরূপ ব্যবহারকে হাতে পায়ে ধরা বলিবে না ত কাহাকে তাহা বলিবে?

প্রিয়নাথ বাবু কেশব বাবুর উন্নতি সম্বন্ধে এক স্থলে লিখিয়াছেন "এই অধম পাপিগণের মধ্যে কেশব চন্দ্র যত দূর বিধান প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতেছেন এবং কাহার সাধ্য এই কথার প্রতিবাদ করে? যিনি এক নববিধানের সত্য সমুদায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমুদায় নববিধানবাদীদিগের চরিত্রের সহিত আজ কাল যেরূপ সন্নিবেশিত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের মধ্যে এমন কখনই হয় নাই।" [illegible] আমাদের বক্তব্য এই, কেশবচন্দ্রের [illegible] তাঁহার সম্বন্ধে যাহাই কিছু বলুন না কেন, তাঁহার উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে তাহা এই কথাদের নিকট আর অবিদিত নাই। তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য আমাদিগকে আর বড় পাইতে হইবে না। বিধানবাদীদিগের চরিত্রের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের সমাচারের ব্যবহার এবং প্রিয়নাথ বাবুর পত্রখানি দ্বারাই বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে!! আর কেন বলেই হইয়াছে। এখন জগৎ ইহাই জানিয়াছেন যে, বিধানীদিগের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করুন, ব্যাপটাইজ্ড হউন, নূপুর পায়ে নৃত্যই করুন, হোমই করুন, তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজাই করুন, আর আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয়ই দিন, লোকে দিব্য চক্ষে দেখিতেছে, দিব্য জ্ঞানে জানিতেছে যে, তাঁহারা এক্ষণে কেবল নেতার দলপুষ্টি করিতেছেন মাত্র!!

আমি লিখিয়াছিলাম কেশব বাবু প্রতিপক্ষদিগকে অপদস্থ এবং আপনাকে সম্মানিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অসাধু, অধার্ম্মিক, প্রতারক প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, প্রিয়নাথ বাবু এমন ভাবেও সত্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, "যে মহাশয় এ সংবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তিনি কি কেশব বাবুদিগের সঙ্গতি পাঠ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা দ্বারা কি ইহা বুঝা যায় যে, কেশব বাবুর প্রতিবাদকারী সকলেই অসাধু ও প্রতারক?" কথার উত্তরে আমরা আর অধিক কি বলিব, কেশব বাবুর নিজ মুখ হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, পাঠকেরা তাহা একবার শ্রবণ করুন। তিনি ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন "জননি! তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার সন্তান প্রতি তাহার শত্রুতা। যে ব্যক্তি তোমার সন্তানকে আঘাত করে, প্রমাণ দেয় সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভাল বাসে না। [illegible] তোমার কার্য্য [illegible] প্রতিষ্ঠিত না হয়, [illegible] যাহারা অপমান চেষ্টা করে, [illegible] তোমার শত্রু। আমরা তোমার [illegible] [illegible] কথা ভাবিয়া কল্পনাতীত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কাজ বাসিয়া উপাসনা করা উচিত নহে, [illegible] এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে, তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে [illegible] প্রশ্রয় দিব না। এই সকল অন্ধকার [illegible] লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে [illegible] জননীর গলায় ছুরিকার দ্বারা আঘাত করিতেছে [illegible] ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিশ্চয় [illegible] তোমার শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের [illegible]

[illegible] করিতে, [illegible] লোক সমস্ত উপদেশ দান করিয়া [illegible] দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে [illegible] সাময়িক বিষ খাওয়া- [illegible] ধর্মনীতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, [illegible] বিবাহিতদিগকে [illegible] সমস্ত উপদেশ ও সমস্ত [illegible] আকর্ষণ করি- [illegible] তাহাদের পবিত্র ভূমি ছিঁড়িতেছে " ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এমন [illegible] আছে যে, কেশব বাবু নিজ মতের বিরো- [illegible] অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে লক্ষ করিয়া সাধারণভাবে যে গালিবর্ষণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিবে না? এমন কোন মূর্খ আছে যে, কেশব বিরোধ হইতে সময়ান্তে আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন দেখিয়া—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া কেশব বাবুর অন্তর দগ্ধ হওয়াতে তাহার প্রতিবিধানের জন্য অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি লোকের বিরাগ জন্মাইবার জন্য তিনি যে " এই সকল লোক নাস্তিক উপদেশ দান করিয়া নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে " প্রভৃতি যথেচ্ছ কুৎসা প্রচার করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিবে না। পাঠকেরা আরও শুনুন, বিগত ফাল্গুন মাসে কুচবিহার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। অতঃপরে ত্রৈলোক্য বাবু বিজয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া পুলিশ কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু মহাশয়ের নিকটে গিয়া তিনি ও কালীনাথ উভয়েই মিলিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের আদ্য শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে থাকেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকলেই অধার্মিক, সকলেই মন্দ লোক, সকলেই মাতাল ও লম্পট!! বিজয় বাবু এই প্রকার তিরস্কার শুনিয়া হতজ্ঞান হন এবং তাঁহা-দের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া আসেন। পাঠকেরা আরও শুনুন, বিজয় বাবু যেখানে যেখানে প্রচার করিতে গিয়াছেন, নববিধানীরা প্রায় সেই স্থানের ব্রাহ্মদিগকেই কখন বা সনামে, কখন বা বেনামী পত্র দ্বারা " বিজয় বাবু মন্দ লোক, অবি-শ্বাসী, তাঁহার মতের স্থিরতা নাই, আপনারা সাব-ধান হইবেন, তাঁহার দ্বারা আপনাদের যেন অনিষ্ট না হয় " এই প্রকার নানা কুৎসা লিখিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের প্রতি নববিধানীদিগের এরূপ নীচ ব্যবহার সত্ত্বেও আমাদের এ কথা বলিবার কি অধিকার নাই, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি দেখিয়া নববিধানীরা ঈর্ষানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধন মানসে মিথ্যামিথ্যি তাঁহাদের কুৎসা করিয়া থাকেন? যাহা হউক আজ কাল কেশব বাবু কিরূপ ধর্ম সাধন করিতেছেন, ব্রাহ্ম-ধর্মের সহিত তাঁহার চরিত্রের কিরূপ সম্পর্ক রহি-য়াছে, তাহা পাঠকেরা উক্ত উপদিষ্ট উক্ত প্রার্থনাটী দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন। এক জন ঘোর বিষয়ী, ঘোর সংসারী, ঘোর পাপীর মুখ হইতেও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকালে এরূপ নীচ ও অপবিত্র কথা বাহির হয় না। এই কেশবচন্দ্রই আবার বলিয়া থাকেন আমার উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। পোড়া কপাল আর কি?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই " [illegible] সংবাদে " একটি স্পষ্ট করিয়া ধার্মিক বাবুকে আক্রমণ করা হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার লেখক-দিগকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে আর কাহাকে কিরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। প্রিয়নাথ বাবু জানিবেন যদি বুঝিতে পারা যাইত, তবে শিক্ষা দিবারও বাকী থাকিত না। অতএব তিনি যে লিখিয়াছেন উক্ত প্রস্তাবে অপর যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা অপ্রতিবিধিত রহিয়াছে। তাহার উত্তরে আমরা বলি, যে সকল ভীরু কাপুরুষ অপরের নাম মনে মনে করিয়া গালি দেয়, অথচ সে নাম প্রকাশ করিতে সাহস নাই, তাহাদের কথা হৃদয়ের সহিত উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

হর্মুদিয়া
২৫ এ আষাঢ় ১৮৮১ } [illegible] দে।

অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতার অসদ্ব্যবহার।

আজ কাল দেশে যতই বিদ্যা, সভ্যতা ও অর্থা-ভাবের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, লোকে ততই দিন দিন অর্থাগমের নূতন নূতন উপায় বাহির করিতেছেন। " বিজ্ঞাপন প্রকাশ " অর্থোপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায়! " ঢাল নাই খাঁড়া নাই অথচ যেমন পঞ্চা-[illegible] সর্দ্দার " বিজ্ঞাপক এক জন বীরপুরুষ ছিলেন! অনেকে বিজ্ঞাপন দানেও সেইরূপ বীরত্ব বা শৌর্য্য দেখাইতেছেন। কেহ লিখিতেছেন " অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!! দ্বিতীয় [illegible]—অব্যর্থ বেদনা নিবারক মহৌষধ, একবার সেবনেই [illegible] প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বাস না হয়, একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন "। অন্যে বলিতেছেন, " অতি সুলভ! অতি সুলভ! হরিদাসের উপ-ন্যাস, [illegible] অবলম্বনে রচিত। মূল্য প্রতি মাসে ৶০ দুই আনা মাত্র। সপ্তম সংখ্যা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, আনুমানিক এক বৎসরে শেষ হইবে " ইত্যাদি। ভঙ্গীটি বিলক্ষণ! দেখে শুনে ও অব্যর্থ ঔষধ সাময়িকেই সার হইল; উপ-ন্যাসের বৎসরের মূল্য দিয়া ২।৩ খণ্ড মাত্র পাওয়া গেল; আর বাহির হইল না! রাশি রাশি পত্র লিখ হাজার প্রতি উত্তর নাই। দুই এক জন আবার এমনি সাহসিক, যে মূল্য পাইয়াও হয় ত বলিলেন " মূল্য পাই নাই। পোষ্টমাষ্টার না হয় পিয়নে মূল্য পত্রখানি আত্মসাৎ করিয়াছে! [illegible]!!

সকল বিজ্ঞাপনদাতাই যে প্রতারক, সকল ঔষধই যে ব্যর্থ, বা সকল গ্রন্থই যে ২।১ খণ্ডে শেষ হয়! আমরা এমন কথা বলিতেছি না। অবশ্য এমন অনেক মহাশয় পরোপকারী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া অর্থোপার্জ্জনকে অতি নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহাতে লোকের উপকার হয়, তাহাই তাঁহাদের বিজ্ঞাপন দানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুই একটী " চোরা গরুর দোষে যেমন কপিলা নষ্ট হইয়াছিল " সেরূপ দুই একজন অর্থলোভী ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে সৎ ব্যক্তি-র পসার নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিদেশীয় গ্রাহক-বর্গ একবার এককজনের নিকট প্রতারিত হইয়া সাধা-রণকে প্রতারক বলিয়া মনে করিতেছেন। এ রোগের ঔষধ কি? আমরাই কতবার শিক্ষালাভ করিয়াছি ও অন্যান্য বহুতর ব্যক্তিকেও কত শত বার শিক্ষালাভ করিতে দেখিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ বিজ্ঞাপনের ক্রমশঃ হ্রাস না হইয়া বরং উন্নতি হইতেছে। কোন কোন সংবাদ পত্রের প্রায় অর্দ্ধাংশ বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ! বিজ্ঞাপন প্রকাশে সম্পাদকের লাভ ভিন্ন অলাভ নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে " ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ " দেখিয়া পাঠকের লাভ কি?

আমরা কি জন্য এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, তাহা এই—প্রায় ৫ সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন পত্রে মেদিনীপুর জেলার বাবু গোপালচন্দ্র প্রধানের " অব্যর্থ বাতরোগ বিনা-শের " বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভাগলপুর ষ্টেশনের গুড়স ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঔষধ আন-য়নার্থ ২ টি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। মনিঅর্ডারের রসীদ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাতে গোপাল বাবুর দস্তখত আছে দেখিলাম; কিন্তু ঔষধ ত এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না! কোন উত্তর নাই। ৩।৪ খান পত্র লেখা গেল সে সমুদায় বোধ হয় তাঁহার নিকট পৌঁছিল না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, [illegible] সে দুই টাকা কি গেল? টাকা যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, ৩।৪ খানি পত্রের অন্ততঃ একখানিরও উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যাহা

হইক, এত দিন তাঁহার পত্রের আশায় থাকিয়া এখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া অগত্যা এক জন ভদ্র লোকের নামে সোমপ্রকাশের নিকট অভিযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। সোমপ্রকাশ এ অভিযোগ গ্রহণ করিলে (গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য) আমরা চির বাধিত হইব।

উপসংহারে আর একটী কথা বলিতে বাকি আছে। এমনও হইতে পারে, অন্য লোকে টাকা চুরি আত্মসাৎ করিয়া গোপাল বাবুর নামে রসীদে দস্তখত করিয়া দিয়াছে। তিনি হয় ত ইহা জানিতেও পারেন নাই। পত্র কয়েক খানিও হয় ত দুষ্ট লোকে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি স্বীয় কলঙ্ক দূর করিবার জন্য উপযুক্ত পথ অনুসন্ধান করুন; নতুবা এ কলঙ্ক তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। আমাদের আর এ বিষয়ে প্রয়োজন নাই।

ভাগলপুর }
তারিখ ৮ ই ভাদ্র। } শ্রীঃ——

সোমপ্রকাশ।

২১ এ ভাদ্র সোমবার।

ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মফস্বল ভ্রমণ।

নির্ম্মল শরৎকাল আসিল। সরোবরে কমল কুমুদ কহ্লার প্রস্ফুটিত হইল; কাশকুসুমের চামর দুলিয়া দুলিতে লাগিল; জলদমুক্ত আকাশে চন্দ্রতারকা প্রকাশ পাইল; পথের কর্দ্দম শুষ্ক হইল, বসুন্ধরা বিবিধ বেশে বিভূষিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগেরও মফস্বল পর্য্যটন ভাই। পল্লীগ্রামের বন জঙ্গল বিনাশের প্রকারে অনেক শুষ্ক হইয়া মরিয়া গিয়াছে, অনেক পত্রহীন হইয়াছে; পথ ঘাট শুষ্ক, নালা খাল বিল ঝিল ডোবা জল ঘটঘট করিতেছে, কৃষকগণ শস্য ছেদন করিয়া কেহ গাদা দিতেছে, কেহ বহিয়া আনিতেছে, কেহ মাড়িতেছে, কেহ ঝাড়িতেছে, কেহ ঝুলিতেছে; পৌষমাস—লক্ষ্মীমাস। যে নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারও উঠানের নিকট দিয়া লক্ষ্মী একবার হাসিয়া যাইতেছেন। শুভদিন শুভক্ষণ শুভযোগ, আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বল পর্য্যটন করিতে আসিলেন! যে সময় প্রজাদের কষ্ট দেখিয়া শিয়াল কুকুরও কাঁদিয়াছিল, তখন বর্ষাবতার সৌধরাজিবিরাজিত-জেলার অট্টালিকা মধ্যে কাছারি করিলেন। বর্ষার কোন পথে এক হাঁটু এক কোমর এক বুক জল, কোথাও কাদায় পা বসিয়া যাইতেছে, কাঁকালি পুতিয়া যাইতেছে; কেহ আছাড় খাইতেছে; বনে জঙ্গলে সরকেদেরও গতি রোধ হইয়াছে; গরিব গুরবাদিগের তখন জেলার উচ্চতে পাকা রাস্তায় দর্প করিয়া চেরেট বগী হাঁকাইতেছেন। বর্ষাকাল,—চাষের সময়; রামজন্মু জমির আলি বাঁধিল, গোলাই মণ্ডল কাটিয়া দিল। বিধু মণ্ডল ভুমিতে চাস দিয়াছে, নায়েব আদায়ে বেদখল করিবে। আফাজদ্দি পরামণ্ড গোয়ালা সেখের মাঠ চেপে ফেলিল। গদাই মণ্ডল, বিধুর ভুমিতে ফের চাস দিয়া দখল করিল। মারা কলমার(?) রক্তারক্তি হইয়া গেল, মাজিষ্ট্রেট তখন জেলায়। বর্ষা শেষ না হইলে তিনি মফস্বলে আসিতে পারেন না। প্রজাদের গোলযোগ যখন এক প্রকার মিটিয়া যায়; শরৎ কৃপায় পথ ঘাট শুষ্ক হইয়া যখন প্রজার কষ্ট কিছু কমিয়া আসে, খালো জলো গুকে গুকে যখন কিছু কিছু লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্ট হয়, তখন হুজুর বাহাদুরেরা, সেই সময় কাঙ্গালের মা বাপেরা মফস্বল দেখিতে আসেন। পাছে পরদুঃখ দেখিলে দুঃখ হয়, সে জন্য দুঃখের সময় আসেন না। আমরাও আসিতে বলি না, যাহা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা দরিদ্র প্রজারাই সহ্য করুক। কোথায় দেশের কূল রাজ্যের কুলে ধনীদের সন্তান দুর্দ্দিনের জন্য হাকিম হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা কষ্ট সহ্য করিতে বলি না। তিনি সুখে থাকুন, সুখের সময় প্রজাদিগের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া যাউন।

আমরা দেখিতেছি, যাঁহারা প্রজার কষ্ট দেখিলে কষ্ট মোচন করিবে, তাঁহারা প্রজার কষ্ট দেখিতে পান না। প্রজার কষ্ট দেখিবার তাঁহাদের সুযোগও হয় না। আমাদের মহারাণীর পুত্রেরা যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, মহা ধুম পড়িয়া গেল। অলি গলি পথ ঘাট পরিষ্কার আলোকাকীর্ণ, লোক জনের ভিড়, গাড়ী ঘোড়ার ঠাসাঠাসি। সমারোহে সকল উৎসব করিতে লাগিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরের উৎকৃষ্ট স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকাদিতে আসিয়া বাস করিলেন; সন্ধ্যার পর মহাবেগে একবার প্রধান রাস্তাটী দিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। মণি মাণিক্য পরিভূষিত বড় বড় রাজাদের সঙ্গে ছুরিতের ন্যায় একবার দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। বহুকাল উপঢৌকন পাইলেন। দেশের অবস্থা লোকের অবস্থা সকলি বুঝিলেন!

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর একবার পূর্ব্ব বাঙ্গালা ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। জেলার জেলার কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরাইয়া নদীকূলে দণ্ডায়মান রাখিলেন। গবর্ণর বাহাদুর জলপথে যাত্রা করিতেছেন, দুধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে আর দুহাতে সেলাম করিতেছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শুনিলেন যে তাহারা সকলেই কৃষক। তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। বেশভূষা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, কৃষকেরা সকলেই বিলক্ষণ সুখে সচ্ছন্দে আছে। কৃষকদের দুঃখ কি দুর্দ্দশা তাহা তিনি জানেন না। তাহারা বারমাস পরিশ্রম করিয়া ছয় মাসের অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র নাই। সচরাচর যে বস্ত্র পরে তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে বিবস্ত্রতা লোকের পরিহার হয় এই মাত্র, শীতবাত নিবারণের যো নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাই প্রজার কষ্ট নিবারণের কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহারা প্রজার প্রকৃত কষ্ট দেখিতে পান না, সুতরাং তাহার নিবারণও হয় না।

আমরা এমন কথা বলি না যে, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা লোকের দ্বারে দ্বারে কষ্ট দেখিয়া বেড়াইতে থাকুন। আমাদের ইচ্ছা, প্রজার প্রকৃত কষ্টের সময় ম্যাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বল ভ্রমণ করুন। তাহা হইলে দরিদ্র ও নিরুপায় প্রজাদিগের অনেকাংশে কষ্ট দূর হইবে। মফস্বলের দুর্দ্দশা ও দুর্ঘটনাগুলি হাকিমদের কাণে উঠে না। মফস্বলের তাঁহারা এক একটী বিষয়ের কেবল ছায়া মাত্র জানিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত দুরবস্থার কিছুই জানেন না। তাহা জানিবার উপায়ও নাই। অধিক, বঙ্গদেশের যে প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইলে বঙ্গভূমি এককালে উৎসন্ন যাইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বর্ষাঋতুতেই মফস্বলে ভ্রমণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বর্ষাকালেই বঙ্গদেশের অবস্থা বিশেষ মন্দ হইয়া পড়ে। কোথায় কত জল দাঁড়ায়, কোথায় কত কাদা হয়, কোন্ স্থানে অধিক জ্বর ও অন্যান্য পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, স্বচক্ষে দেখিলে তাহার প্রতিবিধানও হইতে পারে। মফস্বলে ভ্রমণ সম্বন্ধে আমাদের আর একটী কথা বলিবার আছে। অনেক বলেন হাকিমেরা মফস্বলের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করেন বটে, কেবল দশটা তাঁবুর পান। কিন্তু যে ভাবে দেশের উপকার হয় কি? হাকিম মফস্বলে আসিলেন, ভারী একটা ধুম পড়িয়া গেল। এখানে তাম্বু, ওখানে ঘোড়া, সেখানে সিপাহী লোক লস্কর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। হাকিম বাহাদুর কিন্তু চক্ষু মেলিয়া দুঃখ দেখেন না। যদি বড় ইচ্ছা হইল, তবে ঘোড়া চড়িয়া দুই চারি কদম এ দিক ও দিক ঘুরিয়া হাওয়া খাইলেন। যদি শীকার কাছে থাকিল, তবে কতকটা আমোদ বটে,— দুইএক বেলা সেখানে কাটাইলেন। জিজ্ঞাসা এ ভাবে দিন চালিয়া দেখ কি? এ ভ্রমণের আর ও অন্য হয় না? পুস্তকের চাঁদা আসিতেছে বলিয়া কি

[illegible] কখনও তত নাই? কেবল [illegible] কোন নিয়ম আছে, তাই কি [illegible] যদি মফস্বল ভ্রমণের পথে [illegible] গবর্ণমেণ্ট একটী কথা বলুন। [illegible] পথে এক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা সেই এক একটী [illegible] স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান করিয়া ক্রমে নিজ অধীন সমস্ত গ্রামগুলির বৎসরে একবার করিয়া তত্ত্বাবধান করিবেন। মফস্বলে আসিয়া দারগাগিরি করিলে কাজ হইবে না। আফিসে বিশ্রাম করিলে লোকদের কোন উপকার নাই। শাসনকালে অনায়াসে অশ্বপৃষ্ঠে চারি পাঁচ খানি গ্রাম পরিদর্শন করিতে পারেন। স্থানে স্থানে আরও অধিক গ্রাম দেখিতে পারেন। যদি এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তবে মফস্বল এমন শোচনীয় অচলিত থাকুক, নতুবা উঠা উঠিয়া দেখিতে হইবে। প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

জমিদারের খাজনার সঙ্গে সকলেই রোড্ সেস সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই করটী কি এবং তাহাতে প্রজালোকের কোন উপকার সাধিত হয় কি না, তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। পল্লীগ্রামের নিরক্ষর প্রজারা কিছুই বুঝে না। অথচ কর দিতে হইলে তাহাদের দারুণ কষ্ট হয়, ইহাই তাহারা বুঝে। নিয়মিতরূপে রথ্যাকর আদায় হয় অথচ তাহারা কোন ফল দেখিতে পায় না, ইহাও তাহারা বুঝে। যখন এই কর নূতন প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে প্রজাদিগকে অনেক বুঝাইতে হইয়াছিল। ঐ টাকায় রাস্তা ঘাটের সংস্কার হইবে, তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাগণ পথাদি নির্ম্মাণের নিমিত্ত রোডসেস্ সভায় আবেদন করিলে, সভাপতি প্রজাদের নিকট আবার অতিরিক্ত চাঁদা চাহেন। ইহার মর্ম্ম কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। প্রজারা যে রথ্যাকর দেয়, তাহাই ত পথাদের চাঁদা, তবে আবার স্বতন্ত্র টাকা চাঁদা করিবার জন্য কেন আদেশ করা হয়? প্রতি গ্রামে বৎসর বৎসর যে টাকা উঠিয়া থাকে, তাহাতে প্রত্যেক গ্রামের কিছু কিছু উন্নতি করা কর্ত্তব্য, নচেৎ প্রজারা পর পর নাই দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা রথ্যাকর দেয়। তাহা আদায়ের সময় কোন ক্রমে ত্রুটী হইবার যো নাই, কিন্তু উপকারের সময় কেহই কিছু জানিতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট মফস্বলে ভ্রমণ করিবার সময় যে গ্রামের যেমন অবস্থা দেখিবেন, তদনুসারে সেইরূপ কিছু কিছু উন্নতি করিলে কাহারও আর ক্ষোভের কারণ থাকে না। কোথাও একটী জলনিকাশের পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, কোথাও স্থান বিশেষে নীচ কর্দমযুক্ত পথে কিছু কিছু মাটী ফেলিয়া দেওয়াইলেন, কোন স্থানে জঙ্গল কাটাইলেন। এইরূপে রথ্যাকরে যে গ্রামে যেমন টাকা আদায় হয়, প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বৎসর অনুরূপ উন্নতি করা উচিত। প্রতি বৎসর পথ ঘাটের অল্প অল্প সংস্কার হইলে, দশ বৎসরে অভিনব জঘন্য গ্রামেরও শ্রী ফিরিয়া যায়। অতএব আমরা রোডসেস্ কমিটিকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আমাদের সদ্যুক্তি অবলম্বন করুন। গ্রামের পথ নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কারের নিমিত্ত তাঁহারা আর পৃথক চাঁদা চাহিতে পারেন না। রথ্যাকরের টাকাই প্রজাদের চাঁদা। পথের উন্নতি সাধনের নিমিত্তই প্রজাদের নিকট ঐ কর আদায় করা হয়। যে উদ্দেশ্যে টাকা গৃহীত হইতেছে, সেই বিষয়ে ব্যয় করাই উচিত। আবার জলধরপুরের টাকা লইয়া কৃষ্ণচন্দ্রপুরে ব্যয় করাও ন্যায়ানুগত নহে। কোন গ্রাম হইতে যদি বৎসরে দশ টাকা রথ্যাকর আদায় হয়, তবে তাহাতে সেই দশ টাকাই ব্যয় করা কর্ত্তব্য। এক বৎসরের অল্প টাকায় কোন কাজ হইবে না, যদি এরূপ অনুমান হয়, তবে দুই তিন বৎসরের টাকা সঞ্চিত করিয়া চতুর্থ বৎসরের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। কোন গ্রামের সংস্কার করিয়া যদি অধিক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সে টাকা অন্যত্র দান করা যাইতে পারে। সংসার সহানুভূতিতেই চলিতেছে। বিশেষতঃ, পথের কথা কেবল এক খানি গ্রামের জন্য নহে; এক গ্রামের পথ অন্য গ্রামের লোকেরও অনেক উপকারে আইসে। কার্য্যবশতঃ অন্যগ্রামে সর্ব্বদাই যাইতে হয়। আপনি স্বয়ং না যাউন, আপনার দাস দাসী যায়। হয় ত সেই গ্রাম দিয়া আপনার খাদ্য সামগ্রী আইসে। অতএব দ্বিতীয় প্রশস্ত পথ আমার ও আপনার অধিক না হউক এক আনাও উপকার করিয়া থাকে।

যে যে গ্রামে চৌকীদারী পঞ্চায়ত আছে, তত্রত্য স্থলে সেই মেম্বরদিগের হাতে গ্রামস্থ পথের নির্ম্মাণ ও সংস্কার জন্য রথ্যাকরের টাকা সমর্পণ করা যাইতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট পঞ্চায়তদিগকে টাকা ও কার্য্য ভার দিয়া অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। কার্য্য শেষ হইলে, পঞ্চায়তের সকলেরা একটী হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা ও পুলিসের কোন প্রধান এক জন কর্ম্মচারী সহি দিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে অর্থের অযথা ব্যবহারও হইবে না।

যেখানে মিউনিসিপাল কার্য্য বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে স্থলে ত কথাই নাই। মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারীরা আর বুঝিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। কিন্তু আমরা অনেক বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। যখন লোকেরা স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারী মনোনীত করিয়া দিবে এবং মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্বাংশে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তখন দেশের প্রকৃত উন্নতির মুখ আমরা দেখিতে পাইব। আজকালকার নিয়ম, সকল দিক হইতেই আমরা মিউনিসিপালিটীর অবিচার ও কার্য্যশৈথিল্যের কথা শুনিতে পাই। বহু কষ্টে অর্থ দিয়া যেখানে যদি উপকার না হয়, তবে মনঃকষ্টের পরিসীমা থাকে না। নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে এই কষ্টটী দূর হইবে। কারণ, প্রজাগণ তখন আপনাদের ইচ্ছামত লোক পাইবে, সুতরাং কাহাকেও অযোগ্য ও পক্ষপাতী বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না। আমরা সম্পূর্ণ আশা করিতেছি, মহাশয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর শীঘ্র এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

মিউনিসিপালিটীর মেম্বরেরা গ্রামের কিরূপ উন্নতি করিয়াছেন, বর্ষাকালই তাহার উপযুক্ত পরীক্ষার সময়। শীত গ্রীষ্মে পথগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কার থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ষা আসিলে সে পথ যমের দক্ষিণ দ্বার বলিয়া বোধ হয়। অতএব ম্যাজিষ্ট্রেটেরা বর্ষাঋতুতে মফস্বলে আসিলে মিউনিসিপাল কার্য্যেরও অনেক উন্নতি হইবে।

নেপাল।

কিছুদিন গত হইল নেপালের মহারাজ লোকান্তর গমন করিয়াছেন। সত্বর নূতন মহারাজ রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন। তিনি এখন নিতান্ত শিশু। শুনা যাইতেছে নব ভূপালের অভিষেক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। দুই হাজার হাতীকে উত্তম রূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উৎসবকালে তাহারা চিত্র বিচিত্র বসন ও মণি মুক্তায় উপশোভিত হইয়া নৃত্য করিবে। এই মহোৎসবে চীনদেশ হইতেও চৌদ্দ হাজার সেনা ও সেনানায়ক আসিতেছেন। পাঠক হয় ত বিস্ময়ে অবাক হইলেন, নেপালের উৎসবে চীনের সেনা কেন? নেপাল যে চীনের একান্ত অধীন; কাজে না হউক নামে অনেকটুকু বটে। আবার কাজেই বা নয় কেন? নেপালরাজ পাঁচ বৎসর অন্তর চীন দেশে কর পাঠাইয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন দেন। তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নেপালের উপর চীনের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আজ প্রায় ৯০ [illegible] বৎসর অতীত হইল, নেপাল চীনরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

নেপালিরা কহিয়া থাকে যে, পূর্ব্বে তাহাদের দেশ জলপূর্ণ সমুদ্র বিশেষ ছিল। অনন্তর নয় নামা জনৈক ঋষি ইহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহার নাম হইতেই উক্ত দেশ নেপাল নামে অভিহিত হয়। নয় মুনির বংশধরেরা পাঁচ শত বৎসর নেপালে রাজত্ব করেন, খ্রীষ্টাব্দের ৭০০ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে নেপাল রাজ্য কিরাতদিগের অধীনস্থ হয়। তৎপরে খ্রীষ্টাব্দের ১৭৮ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের হস্তে আসিয়া পড়ে। আবার ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আভীরী গোয়ালারা তথায় রাজত্ব করে। পরে খ্রীঃ ৪৭০ অব্দে নেওয়ারীরা সেখানে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। খ্রীঃ ১৭৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ক্ষমতা নেপালে অক্ষুন্ন থাকে। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে গোরখারা নেপালাভিমুখে ক্রমশই ধাবিত হইয়া নিজ অধিকার বিস্তার করিতেছিল। গোরখা শব্দটী গোরক্ষ (অর্থাৎ গোপালক) শব্দের অপভ্রংশ। বোধ হয় পূর্ব্বে যে আভীরী জাতি নেপালে রাজত্ব করিয়াছিল, ইহাদের সঙ্গে সেই জাতির কোন সংস্রব থাকিবে। গত শতাব্দীতে ঐ গোরখারা নেপালের কিয়দংশে অধিকার করিয়া বসিল। তাহারা আপনাদিগকে উদয়পুরের রাজবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাহারা পার্ব্বতীয় বর্ণসঙ্কর জাতি,—বোধ হয় কোন প্রকার নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চীন তাহার গোরখাদিগকে কুকালি কহে। নেপালের নেওয়ার রাজারা অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। কিন্তু খৃঃ ১৬০০ অব্দ হইতে তাঁহাদের বল অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ঐ অব্দে রাজা জয়যক্ষমল্ল নেপালকে চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়া তাহার তিন বিভাগে আপনার তিন পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আর এক অংশ স্বীয় কন্যাকে দেন। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে ঘোর অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। রণজিৎমল্ল নামা জনৈক রাজা গোরখাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারতবর্ষের রাজারা যেমন ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একে একে প্রায় সকলেই লোপ পাইয়াছেন, নেপালের ভাগ্যে ও তাহাই ঘটিল। নেওয়ারে রাজগণও গোরখাদের সাহায্য লইয়া একে একে সকলেই বিলুপ্ত হইলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোরখারা প্রায় সমস্ত নেপাল গ্রাস করিয়া ফেলিল। কেবল কাটমুণ্ডতে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ মাত্র ছিলেন। গোরখাদের উৎপাতে পৃথ্বীনারায়ণও কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় তিনি ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজেরা কাপ্তেন কিনলককে কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কাপ্তেন কিনলক দুর্দ্ধর্ষ গোরখাদের কিছুই করিতে পারিলেন না। পর্ব্বতের তরাই অতিশয় অস্বাস্থ্য স্থান। তথাকার জ্বরে সৈন্য সকল পীড়িত হইয়া পড়িল এবং গোরখারা ও ইংরাজদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল। অনন্তর বিজয়ী গোরখারা নেওয়ার রাজবংশ একেবারে ধ্বংস করিয়া আপনারা নেপালের অধীশ্বর হইল। পুনঃ পুনঃ জয় লাভে তাহাদের জিগীষাবৃত্তি প্রবলা হইয়া উঠিল, এবং অচিরে সিকিম রাজ্যও নিজ অধীন করিয়া ফেলিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা তিব্বৎ আক্রমণ করে। পরে দিগর্চি নামক স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দির লুঠ করিল।

দিগর্চিতে চীন সম্রাটের গুরু টেসুলুম্বু বাস করিতেন। গুরুর ধনসম্পত্তি লুঠ করায় চীনাধিপতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নেপাল আক্রমণের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সেনা পাঠাইলেন। তুমুল সংগ্রামে গোরখারা পরাভূত হইল সুতরাং টেসুলুম্বুর যাবতীয় অপহৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে হইল। সেই যুদ্ধের সন্ধি অনুসারে নেপালরাজ তিন বৎসর অন্তর চীনে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে স্বীকৃত হন, এবং সিকিমও চীনের কর্তৃত্বে সমর্পণ করেন; সম্প্রতি নেপালের রাজা তিন বৎসর অন্তর কর না পাঠাইয়া পাঁচ বৎসর অন্তর পাঠাইয়া থাকেন, এবং পূর্ব্বোক্ত সন্ধির মর্ম্মানুসারে চীনের বশ্যতাও স্বীকার করেন। এই কর্তৃত্বহেতু সম্প্রতি নবভূপালের অভিষেক-উৎসবে চীন হইতে সৈন্যসামন্ত আসিতেছে।

চীনের হাতে হৃতগৌরব হওয়ায় গোরখারা আর পূর্ব্ব দিকে অধিকার বিস্তার করিতে পারিল না। পশ্চিম দিকেই রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রমে কুমাউন গড়োয়াল সিরমুর এবং বাঘল বিলাসপুর প্রভৃতি হিমালয়ের অন্তর্গত রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। শতদ্রু আক্রমণ করিয়া যখন কাংগ্রা আক্রমণ করে, তৎকালে রণজিৎ সিংহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম বাঁধিল। গোরখারা পরাস্ত হইল। নেপালের দিগ্বিজয়ের এই খানেই শেষ। শতদ্রু-নদই তত্রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইল। এদিকে ইংরাজেরা গোরখাদের পরাক্রম দেখিয়া অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিলেন। নেপালের সেনাপতি অমর সিংহ ইংরাজদের বিস্তর অপমান করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত শীঘ্র নেপালের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। গোরখারা ঐ যুদ্ধে যার পর নাই অভাবনীয় শৌর্য্য প্রকাশ করে। এমন কি, ইংরাজ সেনা নায়ক অক্টার্লনি সাহেব অনেক কষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় গোরখাদের নেপাল ভিন্ন সমুদায় অধিকার বিচ্যুত হইল। পাহাড়ের নিম্ন ভাগে তরাই ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে গোরখাদের যার পর নাই মর্ম্মান্তিক বেদনা হইয়াছিল। পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহে জঙ্গবাহাদুর ইংরাজদের বিস্তর সহায়তা করেন, তজ্জন্য প্রত্যুপকারের স্বরূপ তরাইয়ের কিয়দংশ প্রত্যর্পিত হয়। নেপালের আয়তন প্রায় ৫৪,০০০ বর্গ মাইল। তথায় ২৪,০০০০০ চব্বিশ লক্ষ লোকের বাস। বাৎসরিক প্রায় ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

ভারতবাসির প্রতি ভারতস্থ ইদানীন্তন ইউরোপীয়ের সহানুভূতি নাই।

যখন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডের জনসমাজের সমক্ষে বলেন ভারতবর্ষস্থ ইংরাজেরা দেশীয়দিগের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ ও কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকেন তখনও আমরা যে দুই চারি জন ভদ্র ইউরোপীয়ের এদেশীয় প্রতি স্নেহ, দয়া, মমতা ও সখ্য দর্শন করিয়া ছিলাম, এখন আর তাহা দেখিতে পাইতেছি না। দিন দিন উহার হ্রাস হইতেছে। ইহার কারণ কি? এখন কি পূর্ব্বের ন্যায় মহাবংশ সম্ভূত উদারাশয় মহানুভব ভদ্র ইউরোপীয়েরা এদেশে আগমন করেন না? ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন কুপাস-হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ কালে ইহার কএকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াতের ও উভয় দেশে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা হওয়াতে এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে যে, যাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার আছে, তাঁহারা এখন আর পূর্ব্বকার সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় ঐ দেশকে তাঁহাদের আবাসভূমি মনে করেন না। পূর্ব্বকার কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষে যাত্রাকালে এই মনে করিতেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সহিত একত্র থাকিয়া তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিবেন; এখন আর সে ভাব নাই। এই জন্যই বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতীয় প্রজাবর্গের মনের মিল অথবা সহানুভূতি নাই। ইউরোপীয়দিগের হৃদয়ে প্রাচ্য লোকদিগের প্রতি যে দয়া ও স্নেহের হ্রাস হইয়াছে আমি এ কথা বলি না, কিন্তু এই উভয় জাতির পরস্পর সদ্ভাব ও সহানুভূতি ও প্রণয়ের লাঘব হইয়াছে।" লর্ড হার্টিংটন স্পষ্ট স্বীকার না করুন, কিন্তু তিনি যে কারণটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। পূর্ব্ববৎ আর ইউরোপীয়দিগের এদেশীয়ের প্রতি স্নেহ ও দয়াদি নাই। উত্তরোত্তর ইহার যে একান্ত অভাব হইবে, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাই-

[illegible] ইউরোপীয়েরা আমাদের প্রতি [illegible] দেশের লোকেরা এখন [illegible] জানিতে পারিয়াছেন। বাস্ত- [illegible] ইউরোপীয়দিগের আমাদের সহিত আর পূর্ব [illegible] নাই। [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] আমাদের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া [illegible] তিনি সত্য সত্যই জানিতেন তাহা [illegible] কখনই এরূপ কথা বলিতেন না। যদি [illegible] ইউরোপীয়দিগের আমাদের উপর দ্বেষ [illegible] থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজী সমাচার পত্রে কখনই এমন কথা প্রচারিত হইত না যে দেশীয়দিগের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে "আগে লাথ, পিছে বাত্‌" চাই।

আমরা অপর ইউরোপীয়ের কথা তত ধরিয়া কহি না, ইংরাজেরা আমাদের প্রতি যে এরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রকৃতিই উহার কারণ। ইংলণ্ডের ন্যায় উদ্ধত ও আত্মম্ভরি জাতি পৃথিবীতে আর নাই। তাঁহাদের একমাত্র আত্মম্ভরিতা দোষ নয়, তাঁহারা স্বজাতির প্রতিও একান্ত পক্ষপাতী। ছয় বৎসর অতীত হইল, এই কুপার্সি হল কালেজে তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড সালিসবরি বলিয়াছিলেন "আমাদের দেশের লোকের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস এই যে আমাদের মত উন্নত জাতি জগতে আর কোথাও নাই। এই স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস-নিবন্ধন তাহারা অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এই বিদ্বেষ ভারতবর্ষীয় পক্ষে ঘৃণা ও কঠোরতার আকারে পরিণত হয়। ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রতিপালন ও বিপদ হইতে উদ্ধার করা আমাদের প্রধানতঃ কর্ত্তব্য। তাঁহারা আমাদের শাসনে সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু যেখানে শাসনকর্ত্তা ও শাসিতদিগের পরস্পর অনুরাগ নাই, যেখানে শাসিতেরা আপনাদিগকে শাসনকর্ত্তাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত বলিয়া মনে কষ্ট অনুভব করে, সেখানে গবর্ণমেণ্ট কখনই নিরাপদ হইতে পারেন না।" এই বাক্য অনুমাত্র অলিক নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান দুর্ভাগ্য, ইংরাজের এই উদ্ধত ভাব, এই আত্মম্ভরিতা, আমাদের প্রতি এই ঘৃণা দেখিতে পাইবে। মফস্বলে গিয়া দেখ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার অহঙ্কারে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া আছেন। কোন দেশীয়ের সহিত তিনি মিশিতে চাহেন না, তিনি আপনার মানে, আপনার অহঙ্কারে আপনি বদ্ধ, সাধারণ এটা তাঁহার পক্ষে একটি বিষম বিড়ম্বনা। তিনি জনসমাজে আছেন, কিন্তু তিনি জনসমাজের কেহ নহেন। তাঁহার এই বিড়ম্বনা দেখিয়া কবির লিখিত আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের কথা আমাদের মনে পড়ে। যথা—

"I am out of humanity's reach,
I must finish my journey alone.
Never hear the sweet music of speech,
I start at the sound of my own."

বর্ত্তমান প্রকার ম্যাজিষ্ট্রেটের রকম সকম দেখিয়া আমাদের সাধারণ লোকের মনে বোধ হয় যে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রে ও ইংরাজে বড় একটা প্রভেদ নাই। ব্যাঘ্র যে পথে আছে আমরা যেমন সেই পথ পরিত্যাগ করি, ইংরাজের আবাসস্থানও আমরা সেইরূপে পরিহার করিয়া থাকি। আবার অন্য একটী কথা আছে, আমরা ইংরাজদের রীতিনীতি চালচলন, স্বভাব, চরিত্র, বিশেষরূপে অবগত নহি। সে জন্য পাছে তাঁহাদের নিকট আমরা কোন ত্রুটি করিয়া ফেলি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন, অথবা অবমাননা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দিবেন, এই ভয়ে অনেকে তাঁহাদের সমক্ষে যাইতে সাহস করেন না। সকল ইংরাজই যে এই আদর্শের অনুরূপ ইহা আমরা বলি না, কিন্তু অনেকের রীতিনীতি দেখিয়া আমাদের এইরূপ মনে হয়।

টাউনহলের দাঙ্গার নিষ্পত্তি।

এত দিন পরে টাউনহলের দাঙ্গার মকদ্দমার বিচার শেষ হইল। গত ২৯এ আগষ্ট বিচারপতি মার্সডেন সাহেব ইহার বিচার করিয়া এই রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ১৯এ জুলাই সেসেন্স অফিসের বাবুদিগের সহিত কতকগুলা পাহারাওয়ালার দাঙ্গা ঘটিত এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়। মকদ্দমা কদ্দূর কবার বিবরণে এইরূপ প্রকাশ পায় যে, বাবুদিগের মধ্যে অভয়াচরণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি টাউনহল কম্পাউণ্ডের এক প্রস্রাবখানায় প্রস্রাব করিতে যায়, তাহাকে শিবদিন দোবে নামক এক পাহারাওয়ালা উহাকে ধরিয়া ঘুসি ও রুলের দ্বারা বিলক্ষণ প্রহার করে। তাহাতে মারের চমক না সামলাইতে পারিয়া "মলুম গো" "মেরেফেল্লে গো" বলিয়া অভয়াচরণ চীৎকারশব্দ করিতে থাকে। ইহা শুনিয়া অফিসের আর ২।৩ জন বাবু ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পাহারাওয়ালাকে কহিলেন—দেখ তোমার এরূপ করিয়া উহাকে মারা অন্যায় হইয়াছে। যদি ও কোনরূপ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, তবে উহাকে অফিসের বড় বাবুর নিকট লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। এ কথা শুনিয়া পাহারাওয়ালা উহাকে ছাড়িয়া দেয়, বাবুরাও এই অবসরে তাঁহাদের অফিসে অর্থাৎ টাউনহলের মধ্যে যাইতে লাগিলেন, এমন সময় ঐ পাহারাওয়ালা "কৈ হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করায় টাউনহলের নিম্নতল হইতে কতকগুলি পাহারাওয়ালা লাঠী, সোঁটা, রুল, প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র সহিত বাহির হইয়া, বাবুদিগকে টাউনহলের দিকে তাড়া করিয়া চলিল, এবং তাহাদের উপর চড়াই করিল। বাবুরা তাহাদের কাছ ছাড়াইয়া সত্বরবেগে টাউনহলে প্রবেশ করিয়া দরোজা বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে পাহারাওয়ালা দরোজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে চড়াই করে এবং অনেকগুলি বাবুকে সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ করে, কয়েকটী বাবুর প্রমাণে এরূপ প্রকাশ পায় যে শুদ্ধ পাহারাওয়ালাই অন্যায়রূপে তাঁহাদের উপর চড়াই করে, বাবুরা কেবল দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে থাকিলেই আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ কথা অত্যন্ত বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইল না। কারণ টাউনহলের বাহিরে যে সকল ভাঙ্গা টুল বেঞ্চ ও রাশি রাশি মর্দ্দিত পাথর দৃষ্ট হইল, তাহা নিঃসন্দেহই বাবুদের দ্বারা পাহারাওয়ালাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এদিকে প্রতিবাদীদের বর্ণনায় মকদ্দমার বিষয় এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে, যে সময় ঐ পাহারাওয়ালা তাহার পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছিল, সেই সময় কয়েকজন বাবু উহার সহিত অনর্থক ঝগড়া করিয়া উহাকে ধাক্কাদি মারেন। ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাবুর হাত চাপিয়া ধরে, বাবুরা ইহা দেখিয়া তাহাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া টাউনহলের ভিতর লইয়া চলিলেন, টানাটানি করিয়া তাহার পোষাক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে বাবুরা আমাকে মারিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া টাউনহলের নীচের তালা হইতে কয়েকজন পাহারাওয়ালা উহার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিল। বোধ হয় প্রকাশ চোখে সর্ব্ব প্রথম আসিয়াছিল। প্রকাশ অকুস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র বাবুদের নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা মস্তকের পার্শ্বে আহত হয়। ইহার পর এক দল বাবু বেগে বাহির হইয়া যাহা পাইয়াছে, তাহাই পাহারাওয়ালাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছে। এক্ষণে আমার বিবেচনায় ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না যে, যদি পাহারাওয়ালা "আমায় বাবুরা মারিয়া ফেলিল" বলিয়া চীৎকার করে, তবে অবশ্যই অপর পাহারাওয়ালারা হাতের নিকটে যা পায় তাই লইয়া তাহার সাহায্যার্থ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে বাদীর বর্ণনায় যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, যে প্রতিবাদী পাহারাওয়ালা "কৈ হ্যায়" বলিয়া ডাক ছাড়িতেই কতকগুলি পাহারাওয়ালা লাঠী সোঁটা প্রভৃতি লইয়া বাবুদের সহিত লড়াই করিবার জন্য গুদাম হইতে বাহির হইয়া আসিল ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

আমার বিবেচনায় বাবুদের মধ্যে কেহ কেহ এই দাঙ্গার জন্য বিশেষরূপ নিন্দার ভাজন আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহাদের জানরূপ সনাক্ত না দিতে পারায় আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাদের প্রতি কোনরূপে ওয়ারেণ্ট জারি করিতে পারা যায় নাই। সে যাহা হউক, এই ঘটনায় পুলিস যে পথ অবলম্বন ও কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহা কোন মতে ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যখন পাহারাওয়ালারা দেখিল যে, বাবুরা তাহাদের আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে, তখন তাহাদের সে স্থান হইতে সরিয়া আসা কর্ত্তব্য ছিল। এবং পুলিসের ইহা অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে শান্তিরক্ষা প্রদর্শনও তাহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই বর্ত্তমান ঘটনায় উহারা এমন একটী ঘটনার যোগ দান করিয়াছিল, যাহার ভাবী ফল বর্ত্তমান হইতেও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইত।

গোলাব সিং ও রামধন কুরমীর জানরূপ সনাক্ত না হওয়ায় উহাদের নাম আসামী শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া গেল। প্রকাশ ডোবের বিষয় এই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপারটা কি তাই দেখিবার জন্য যেমন ঘটনা স্থলে উপস্থিত, অমনি এক নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাত তাহার মাথায় সাংঘাতিকরূপে লাগায় সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে সুতরাং সে এ দাঙ্গায় কোনরূপ যোগ দেয় নাই। এজন্য তাহার নামও খারিজ করা গেল। রামধন ডোবে, আখের শেখ, এবং গুলজার খাঁ এই আসামী-এর সম্বন্ধে বিচার মতে এই হুকুম হইল যে ইহারা প্রত্যেকেই কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন তিন মাস কারাবাস করিবে।

এই ত হইল বিচারের কথা। পাঠকগণ! ইহার দোষ গুণ বিচার করিবেন। আমরা এইমাত্র জানিতে চাই যে, যে হতভাগ্য এই দাঙ্গায় বিনাপরাধে প্রাণ হারাইল এবং গবর্ণমেণ্টের যে সকল দ্রব্য সামগ্রী অকারণে নষ্ট হইল সে ক্ষতিপূরণ কে করিবে? যখন উভয় পক্ষই গবর্ণমেণ্টের চাকর তখন যে পক্ষই হউক অবশ্য গবর্ণমেণ্টের এ ক্ষতি পূরণের দায়ী। যখন দায়ী তখন অবশ্যই ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। যে পক্ষ দায়ী সে পক্ষ এ টাকা কোথায় পাইবে? আমরা ইহাই জানিতে চাই।

পুস্তক সমালোচনা।

সারদামঙ্গল। শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই কাব্য খানি অতি মনোহর। পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ের নিভৃত স্থান উন্মাদিত হয়, ভাব উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে। এখানি আমরা যত বার পড়ি তত বার আমাদের নূতন বলিয়া বোধ হয়।

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ১২৮৮ সাল।

আজ কাল যে সকল নাটক বাহির হইতেছে, তাহা দেখিলে মনে কেবল ঘৃণারই উদ্রেক হয়। কিন্তু গিরিশ বাবুর এই নাটক খানি সে ধাতুর নহে, ইহা প্রশংসার যোগ্য। প্রতাপের চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বোধ হয় না, কেবল স্পার্টাবাসী লিওনিডাসের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। সেলিমের চরিত্র দেখিয়া পাঠক মাত্রেরই হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু গিরিশ বাবু মানসিংহের চরিত্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের ধারণা তাহার অনারূপ। মানসিংহের দুহিতা লহনা ঘৃণার পাত্রী; লহনা যেরূপ উদ্ধতা, আবার সেই রূপ কুচক্রিণী, রমণী নামের কলঙ্ক। তাহার অসম্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা যেচ্ছব্যবহার নাটকে অতি বীভৎস চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

যুগল নায়িকা নাটক। কলিকাতা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল।

আমরা এ নাটক খানি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হই নাই। মধ্যের কয়েকটী ফরমা উহাতে নাই। সমগ্র পুস্তক পাঠ করিতে না পাওয়াতে এ খানি ভাল হইয়াছে কি না তাহা আমরা এখন বলিতে পারি না।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। আগামী ৫ ই অক্টোবর আর্ল ডফ সাহেব আলাস্কায় আসিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

টাইমস পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে নতদেশের প্রেসিডেণ্ট গার্ফীল্ড তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত দুই মাস কার্য্য করিবেন।

ডেলিনিউস পত্রে সংবাদ পাইয়াছেন যে প্রস্তাবিত কাস্পীয় রেলওয়ে খানি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্ট অদ্য হইতে ২২ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। মহারাণী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে অন্যান্য দেশীয় রাজগণের সহিত উঁহার এখন কোন বিবাদ নাই, বরং সদ্ভাব আছে; গ্রীসদেশের সীমাবিবাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; ফরাসী গবর্ণমেণ্ট টিউনিস ও ট্রিপলি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চিন্তা দূর করিয়াছেন; ট্রান্সভালে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, উহা বোয়ারদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে; বাসুটোদিগের সহিত বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। কান্দাহার হইতে ব্রিটিশ সেনার প্রত্যাগমন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে যদিও একণে আবদুল রহমন ও আয়ুব খাঁ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তথাপি তাহাতে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে এই বিবাদের মীমাংসা হইয়া আফগানস্থানে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত বাণিজ্য সন্ধির সম্বন্ধে তিনি বলেন যে আপাততঃ এই বিষয়ের কথোপকথন বন্ধ রহিয়াছে। যাহাতে এই সন্ধিতে ইংলণ্ডের বিশেষ সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে তিনি মনোযোগী আছেন। আইরিস ভূসম্পত্তির আইন যথায় মহাসভা যেরূপ যত্ন ও শ্রম করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবার আশা আছে। তিনি আশা করেন যে ইহাতে আয়লণ্ডের এরূপ উন্নতি হইবে যে পরিণামে গবর্ণমেণ্টের আর কঠোর নিয়মের আবশ্যকতা হইবে না।

লণ্ডন ২৯ এ আগষ্ট। ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক স্থির করিয়াছেন যে অতঃপর আর স্বর্ণের বাট বিক্রয় করা হইবে না।

প্যারিস ২৮ এ আগষ্ট। ওরান নামক স্থানে ভীষণ ভূমিকম্প হওয়াতে বিস্তর সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। ডাটারেল নামক রণপোতের মধ্যস্থিত বারুদের স্থানে অগ্নি প্রবেশ না হওয়াতে, বারুদ গরম হওয়ায় জাহাজখানি রক্ষা হইয়াছে।

গত পার্লিয়ামেণ্টে ডবলিন নগরের ডিলন সাহেবকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তিনি আইরিস ভূসম্পত্তির আইনের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। পার্ণেল সাহেব বলিয়াছেন এই আইন অনুসারে কিছু দিন কার্য্য হইলে তবে ইহার উপযোগিতা বুঝা যাইবে, কিন্তু ডিলনের সহিত পার্ণেলের মতের মিল না হওয়াতে, ডিলন বলিয়াছেন তিনি আর অতঃপর সাধারণ কার্য্যে যোগ দিবেন না।

টিউনিস ২৯ এ আগষ্ট। ফরাসীরা শুশা নগর অধিকার করিবে বলিয়া আরবেরা এ নগর আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। বার্লিন নগরে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যে সভা হইবার কথা আছে তাহাতে অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি থাকিবেন।

টিউনিস ৩১ এ আগষ্ট। ফরাসী সেনাগণ হেমামত অধিকার করিয়াছে। ওখানকার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। চতুর্দ্দিক হইতে আরবেরা ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

রোম ৩১ এ আগষ্ট। এক্ষণে ফ্রান্সের সহিত পোপের বিবাদ নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ আগষ্ট। খুন করার অপরাধে সুলতানের মুসলমান বিচারকেরা আসামীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নামক নগরে পুনর্ব্বার বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে। অধিকাংশ সৈন্য তুরস্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও বেতন চাহিতেছেন।

টিউনিস ১ লা সেপ্টেম্বর। হেমামত অধিকার করিতে গিয়া ফরাসীরা প্রথমতঃ পরাস্ত হন তৎপরে তাঁহারা দুই বার আরব দিগকে পরাভূত ও তাহাদের অনেক লোকের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক শিবিরাদি অধিকার করিয়াছেন।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা ২৮ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ ২৮ এ আগষ্ট তথা হইতে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবেন। সর্দ্দার গুল মহম্মদ তাঁহার অগ্রে খেলাত-ই-গিলজাইদের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

হোতক গিলজাইদের অধিনায়ক কান্দাহারে উপনীত হইয়াছেন।

সিমলা ২৯ এ আগষ্ট। চমন হইতে ২৮ এ

আসিই যে সমস্ত সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, আমীরের আদেশ অনুসারে সর্দার আজিজ খাঁ সাইদেনা সাকজুই নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা এবং কয়েকটী কামান লইয়া অন্য আমীর দেশাত-ই-গিলজাইয়ে আসিলেন। মহম্মদ হুসন খাঁর সহিত আর এক দল সেনা হিরাটের অভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে।

সিমলা ৩১ এ আগষ্ট। ৩০ এ আগষ্ট কান্দাহার হইতে টেলিগ্রাফে যে পত্র খানি প্রেরিত হয় তাহাতে অবগত হওয়া গেল যে আয়ুব খাঁ ১ লা সেপ্টেম্বর কান্দাহার হইতে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবেন। তাঁহার সঙ্গে আপাততঃ সাত দল সৈন্য আছে। যে চুই দল কাবুলী সেনাকে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবার আদেশ দেন, তাহারাই কান্দাহার রক্ষা করিবে। প্রধান প্রধান সর্দারদিগকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সরিপ দ্বর মহম্মদ অশ্বারোহী সৈন্যদিগের নায়ক হইবেন। জনরব এই যে, বণিক ও কৃষকেরা আয়ুবের শাসনে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

খেলাত হইতে ২৩ এ আগষ্ট এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আজিজ খাঁ সৈন্যগণকে বাজারে খাদ্য সংগ্রহের জন্য সাকজুই নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। বোঃ অথবা মশাকি নামক স্থানে আমীর অশ্বারোহী, পদাতিক, ও অপরাপর সৈন্য এবং কয়েকটী কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আমীর পুল-মহম্মদে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তথা হইতে ১৪ ই আগষ্ট যে পত্র প্রেরিত হয় তাহাতে জানা যায় যে আমীর সৈন্যেরা যেরূপ দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন তাহাতে ১৯ এ আগষ্টের মধ্যে গিজনীতে পহুছিতে পারেন। আমীরের গতিবিধি দেখিয়া আফগানস্থানের প্রজাবর্গ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছে।

কান্দাহার হইতে এই জনরব শুনা যাইতেছে, যে কাবুল হইতে দলে দলে বিদ্রোহী আসিয়া ঐ নগরে প্রবেশ করিতেছে। হাসিমের ভ্রাতা মহম্মদ ইষাক আপাততঃ কান্দাহারের গবর্ণর হইলেন।

কয়েক দিবস হইল আয়ুব খাঁ হিরাটে এক লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

যুদ্ধের পর যে যে কাবুলী সৈনিক কর্ম্মচারী আয়ুবের সহিত যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি কয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন।

সিমলা ২ রা সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে এই জনরব আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ ৩০ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কান্দাহারে ছিলেন। তিনি খাদেজ-ই-আখন্দের অধিক অগ্রসর হইবেন না। শামস উদ্দিন খেলাত-ই-গিলজাইয়ে যাইবার জন্য কান্দাহার হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এক মাসের ছুটী পাইলেন।

সেটিলমেণ্ট বিভাগের কমিশনরের প্রতিনিধি সহকারী বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য কমিশনরের সহকারীর কার্য্যে স্থায়ী হইলেন।

১৮ ই আগষ্ট। ১৮৮১। বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিনোদবিহারী সরকার এক মাসের ছুটী পাইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী কালেক্টার ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অমৃতলাল বসু ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা পাইলেন।

২৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার পাবনায় বদলী হইলেন, তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামচরণ লাল বিহুঙ্কালের জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমত্যানুসারে কার্য্য করিবেন। তিনি বাবু শিবপ্রসাদের পরিবর্ত্তে মজঃফরপুর জেলার এক্টিংয়ারের কার্য্য করিবেন।

৩০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জর্নসিট এস, জে.১৭ ই আগষ্ট হইতে অপর আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ. জি. কুক ১৭ ই আগষ্ট হইতে অপর আদেশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসনাথ পালিত যে ছুটী পাইয়াছেন তদতিরিক্ত আর পাঁচ সপ্তাহ ছুটী পাইলেন।

সোনামুখীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নীলমণি গুপ্ত ময়মনসিংহ জেলায় বদলী হইলেন তিনি সদর ষ্টেসনে কার্য্য করিবেন।

সারণ জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ সরকার দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফ্রেডরিক উইলিয়ম হোলমেস (যিনি ছুটীতে আছেন) ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

৬ ই আগষ্টের আদেশের পরিবর্ত্তে রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ত্রিপুরায় বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলায় সদর ষ্টেসনে কার্য্য করিবেন। আপাততঃ তিনি ছুটীতে আছেন।

যে পর্য্যন্ত বাবু রজনীকুমার দত্ত ছুটীতে থাকিবেন অথবা যে পর্য্যন্ত অপরাদেশ দেওয়া না হয় তাবৎ ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারিণীচরণ রায় চাঁদপুর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৬ এ আগষ্ট। ১৮৮১। ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার রামেশ্বর সিং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। মাদারিপুরের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার দাস ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর ছোট আদালতের মকদ্দমার বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সোনামুখীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২১ এ মের আদেশের পরিবর্ত্তে পাটনার সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১ এ মে হইতে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

৩০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বাবু নলিনীনাথ মিত্র চট্টগ্রাম জেলায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। তিনি মিরসরাইয়ে থাকিবেন।

যত দিন বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ছুটীতে থাকিবেন অথবা যত দিন স্বতন্ত্র আদেশ না হয় তাবৎ পিরোজপুরের মুন্সেফ বাবু দিগম্বর কুণ্ডু রঙ্গপুর জেলায় গাইবান্ধা মহকুমায় থাকিবেন। তিনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের সবর্ডিনেট জজ বাবু মথুরানাথ গুপ্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন এবং ২৪ পরগণার সবর্ডিনেট জজ বাবু কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায় সারণে বদলী হইলেন।

পঞ্চগ্রামের মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। তিনি সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

চিত্রাঘরের মুন্সেফ বাবু শ্যামকিশোর দত্ত আরও এক মাসের ছুটী পাইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

গত মঙ্গলবার রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরদিগের সভার অধিবেশন হয়। এক্ষণে কমিশনরদিগের লেখা পড়া ও হিসাব পত্রের কার্য্য করিবার জন্য একজন কেরাণী আছে। এ ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যদক্ষ বলিয়া বোধ হয় না। সে একাকী সমুদায় কার্য্য শেষ করিতে পারে না বলিয়া ভাইস-চেয়ারম্যান তাহার একজন সহকারী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কমিশনরেরা ইঁহার প্রস্তাবে করাতে আপাততঃ তিন মাসের জন্য দশ টাকা বেতনে একজন ঠিকা লোক রাখা হইয়াছে। এই রূপেই যদি এই মিউনিসিপালিটির আয়ের প্রান্ত হইবে, তবে মিউনিসিপালিটির উদ্দেশ্য কি উপায়ে সাধিত হইবে?

কমন্স সভার প্রশ্নোত্তরে টাইলার সাহেব ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে এনাগাইড কাবুলের আমীর আবদুল রহমনকে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড

হইতে কত টাকা কত কামান বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে? আর যখন জানা যাইতেছে যে আমীর আব্দুর রহমান নিকট পর্য্যন্ত হইয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে ঐরূপ সাহায্য প্রদান করা হইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটেরি বলিয়াছেন যে এখানকার আমীরকে এককালে ঊনত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আমাদিগের কান্দাহার পরিত্যাগের পর ছয়মাস কাল তিনি মাসে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে পঞ্চাশটি কামান অনেকগুলি বন্দুক, বিস্তর টোটা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমিরকে যে ঐরূপ কোন সাহায্য প্রদান করিবেন, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস নাই।

গত সপ্তাহের পূর্ব্ব রবিবার প্রায় তিন শত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক বোম্বায়ের সেক্রেটেরিয়েটে আসিয়ে উপস্থিত হয়। তাহারা সর জেম্‌স ফর্গিউসনের গলায় মালা প্রদান করিয়া বহু সম্মান পুরঃসর তাঁহার হস্তে একখানি আবেদন প্রদান করে। বৈষ্ণবেরা তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করে যে, তাহাদের মহারাজকে জেল হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, অথবা তাঁহাকে ষ্টেট কয়েদীর সম্মানের সহিত অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহারা বলে যে, যদিও ব্রাহ্মণে মহারাজের আহারাদি পাক করিয়া দিতেছে, তথাপি তাঁহাকে ঘৃত দেওয়া হয় না, এবং তাঁহাকে তিন ঘণ্টার অধিক কারাগারের বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই আবেদন মনোযোগ করিয়া দেখিবেন বলিয়াছেন।

মহীসুর যখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল, তৎকালে বৎসর বৎসর পূর্ত্তকার্য্যে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। এখন হইতে এই বিষয়ে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। রাজসভার মন্ত্রিগণ বলিতেছেন, ইহাকেও অতিরিক্ত ব্যয় বলিতে হইবে। এই জন্যই মহীসুর রাজ্যের এত দুর্দ্দশা!

গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব সিঙ্কোনার কুঠিতে সিঙ্কোনার ছাল হইতে কুইনাইন বাহির হইয়াছে। ডাক্তার কিং বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের এদেশে যত কুইনাইনের প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনি যোগাইতে পারিবেন।

মসূরী পর্ব্বতের যে বাটীতে একণে কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর বন্দী আছেন, ঐ বাটীতে সম্প্রতি বজ্রাঘাত হয়। বজ্র বিলিয়ার্ড গৃহে পতিত হয় তখন ইয়াকুব খাঁ কয়েকজন সহচরের সহিত ঐ গৃহে ছিলেন। সকলেই মূর্চ্ছিত হন, কিন্তু কাহারও প্রাণ বিয়োগ হয় নাই।

আবদুল গোফান ফৌজদারী মকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন বটে কিন্তু কিছুতেই পাটনার মুসলমানদিগের কণ্ঠ এড়াইতে পারিতেছেন না। ফতিমান নাম্নী যে ধনবতী বিধবাকে আবদুল বিবাহ করেন, যাহাতে তাহার ধনে তিনি হস্তার্পণ করিতে না পারেন, এজন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছেন যে সরকারে তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে অস মর্থ অতএব কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ হয়। উক্ত সম্পত্তি এরূপে রক্ষিত না হইলে আবদুল গোফান তাঁহার অপচয় করিবে।

সান ফ্রান্‌সিস্‌কো নামক দেশে ৬টি খানি চীন ভাষায় রচিত সংবাদপত্র আছে। তন্মধ্যে "ওয়াকি" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক যে ব্যক্তি, তিনিই আবার কম্পোজিটর, প্রেসম্যান ও প্রচারক। এই ব্যক্তির বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর। এই সংবাদ পত্রের এক সহস্র গ্রাহক, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য পাঁচ পাউণ্ড (পঞ্চাশ টাকা।)

আবার একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। এডওয়ার্ড রাউন নামক একজন কাউন্সেলর নামক ষ্টীমারের কর্ম্মচারী সেখ সরম আলী নামক একজন কুলিকে তাহার ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে বলে। কুলি ঐ কার্য্য করিতে বিলম্ব করাতে সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া এক লাঠির আঘাতে তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। এই দুরাত্মা সেসনের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। দেখা যাউক ইহার অপরাধের কি উচিত শাস্তি হয়।

গত ১৫ ই আগষ্ট এক দল আকাখেল পেশোয়ারের অন্তর্ভূত মাৰ্ষ নামক পল্লী আক্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের কতকগুলি মহিষাদি পশু লইয়া গিয়াছে। আক্রমণকালে পল্লীবাসীদিগের এক ব্যক্তি হত আর এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আগামী শীত ঋতুতে আকা ও খোকাখেলদিগকে দমন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত সিংগাপুরের বিধবা বিবাহ সভার উদ্যোগে তথায় এক গুজরাটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন কর্ডিয়েণ্ট ভ্রমণকারী একজন হিন্দু মস্কাট হইতে বোম্বাইয়ে তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেছেন, তাঁহারা তাহার সংবাদ রাখিতেছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুরাট হইতে কারওয়ারে বদলী করাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন।

বিছানায় বিড়ালকে শয়ন করিতে দেওয়া বড় দোষের। শুনা যাইতেছে অনেক ব্যক্তির বিছানায় বিড়াল শয়ন করিয়া থাকিলে সে ব্যক্তি ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। বার্লিন নিবাসীদের বেলি ষ্টিন্স সাহেব নিজ শয্যায় বিড়ালকে শয়ন করিতে দিয়া ডিপথিরিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার উদয়পুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ভীলেরা উদয়পুরের রাজার পাঁচ জন লোককে বধ করিয়াছে। ইহারা কয়েক জন অপরাধী ভীলকে ধৃত করিতে গিয়াছিল।

চীনের অহিফেন ব্যবসায় হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে চীন সম্রাটের একজন দূত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

পাঞ্জাবের একেন মির্জাপুরের হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সমক্ষে গোহত্যা করিবার উদ্যোগ করাতে হিন্দুরা তাহার নিবারণ চেষ্টা করে। এ বিষয় স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ণগোচর হয়। তিনি উক্ত গোহত্যা বন্ধ রাখিয়া দেন। ইতিমধ্যে তিনি স্থানান্তরিত হইয়া যান। নবাগত মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাতে উভয় পক্ষে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়। হিন্দুরা হাইকোর্টে জানাইয়া গোহত্যা বন্ধ করিয়াছে। মুসলমানেরা হঙ্কমাত্র বিলক্ষণ ক্ষতি করিতেছে।

শীঘ্রই তজ্জ্রাঁ০ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া গমন করিবে। আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদগণ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিহাররাজ সর জয়মঙ্গল সিং বাহাদুর গত ২৪ এ আগষ্ট মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ও বঙ্গদেশস্থ পুলিসের কার্য্য বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী বারে তাহার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিম্ন পদস্থ সিবিলিয়ান ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ৩০ এ আগষ্ট এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছেন যে, যে সকল ডেপুটী কালেক্টার একটীমাত্র ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, যে জেলায় ভাষা স্বতন্ত্র, সে জেলায় সচরাচর তাঁহাদিগকে বদলী করা হইবে না। এ নিয়ম সত্ত্বেও যদি তাঁহাদিগকে বদলী করা হয়, যদি তাঁহারা অন্য কোন কারণ বশতঃ উপযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যে জেলায় বদলী করা হইবে, বদলী হইবার দিবস হইতে দ্বাদশ মাসের

পর দেওয়ানকার ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহাদের উন্নতি লাভের আশা থাকিবে না।

বহরমপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বর্লিনের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভার সভ্য হন। কিন্তু তিনি তাহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। ঐ সভায় পঠিত হইবার জন্য তিনি কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা প্রেরণ করিয়াছেন। ইয়োরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উক্ত সভায় প্রতিনিধি শ্যামজি কৃষ্ণ বর্ম্মা এই কবিতাগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

আমেরিকার নায়াগারা নদীতে একটী প্রকাণ্ড জলপ্রপাত আছে। তড়িৎ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে ইহার সাহায্যে এরূপ তড়িৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে যে তদ্বারা যন্ত্রাদি শত শত মাইল চালিত হইতে পারে। পদার্থ বিদ্যার অসাধ্য কিছুই নাই।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ দিয়া আসামে গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলওয়ে হয় এই প্রার্থনায় বণিকসভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ-রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারী প্রেষ্টেজ সাহেব এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী আছেন। আমরা শুনিলাম ইডেন সাহেব ইহাঁদের অভিপ্রায়ের পোষকতা করিবেন বলিয়াছেন। এই রেলওয়ে হইলে চা বাগানের অধিকারীদিগের বিস্তর সুবিধা হইবে।

যাহাতে শনিবার বৈকাল হইতে সোমবার পর্য্যন্ত কলিকাতার বহুবাজার রাধাবাজার প্রভৃতি স্থান সমূহের মদের দোকান বন্ধ থাকে, এজন্য আন্দোলন চলিতেছে। শনিবার বৈকালে ও রবিবার মদের দোকান খোলা থাকাতে জাহাজের গোরা ও এদেশীয় মদ্যপায়ীরা মদ্যপান করিবার বিশেষ সুযোগ পায়। এই জন্যই কেহ কেহ শনিবারকে মধুবার বলিয়া থাকে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এ বিষয়ে পুলিসের কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা রাধাবাজারের শুঁড়িদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যদি কেহ গোরাদিগকে অধিক পরিমাণে মদ দেয়, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। এই নিয়ম করাতে রাধাবাজারের শুঁড়িরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছে।

যাহাতে জাহাজের গোরারা ক্রীড়া কৌতুকে মগ্ন থাকে ও বাহিরে আসিয়া মদ্যপান করিতে না পায়, এজন্য কলিকাতা সেলর্স হোম নামক গোরাদিগের আবাসে নানাবিধ বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

যাহাতে পারস্যের প্রজাগণ আপন আপন ইচ্ছামত বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারে, এজন্য পারস্যের শাহা ইংলণ্ডীয় বণিকদিগকে ঐ সমুদায় দ্রব্যের আমদানি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর পারস্য রাজ্যের মধ্যে যদি কাহারও নিকট বিদেশীয় যুদ্ধোপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পারস্য গবর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিবেন।

মেকি টাকা প্রস্তুত করাতে মধ্য প্রদেশের ৩৭১ জন ১৮৭৮—৭৯ অব্দে ধৃত হয়, তন্মধ্যে ২০৬ জনের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। অদ্যাপিও কোন কোন স্থানে কয়েক জন মিলিত হইয়া মেকি টাকা প্রস্তুত করিতেছে। নাগপুর, ওয়ার্দ্ধা, চন্দা, বালাঘাট, মণ্ডলা, হোসঙ্গাবাদ, নিমার, বুর্হানপুর, ছিন্দোয়ারা, বেতুল, রায়পুর, ও সম্বলপুর, নামক স্থানে ইহাদের [illegible] আড্ডা আছে। যাহারা মেকি টাকা প্রস্তুত করে, তাহারা এক্ষণে মুসলমান ফকিরের বেশে স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লিতে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে।

পাতিয়ালার মহারাজ পঞ্জাব ইউনিবর্সিটি কালেজের উন্নতি সাধনার্থ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শ্যাম দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে শ্যামরাজ ভ্রমণশীল চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। একখানি ষ্টীমারে কতকগুলি ঔষধ ও একজন চিকিৎসক আছেন। যেখানে পীড়া হয় সংবাদ পাইলেই চিকিৎসক শীঘ্র তথায় উপনীত হন।

কয়েক দিন হইল ওয়েস্‌লিয়ান মিশনের এইচ্‌. ঘোষ নামক একজন পাদ্রী আর আর একজন পাদ্রীর সহিত কালীঘাট পুলের মোড়ে আসিয়া খুব ধুমধামের সহিত বক্তৃতা করেন, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম বিষয়ক কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কতক বা বিক্রয়, আর কতক বা বিতরণ করেন। সাহেব প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে কালীঘাট বঙ্গের মধ্যে প্রধান তীর্থ স্থান। এস্থানে আশানুরূপ পুস্তক বিতরণ করিতে পারিবেন না। ও হরি, যখন বিতরণের নাম শুনিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত কাঙ্গালী হরি হরি, কালী কালী শব্দে দলে দলে আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল, তখন তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া আসিল। সুতরাং বিতরণ কর্ম্ম ভুলিয়া যাত্ পলায়ন করিবার পথ অগ্রে দেখিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি কেশব বাবুর পুত্রের সহিত ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরীর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহটী কিছু নূতন রকমের, তাহাতে বোধ হয় নব প্রতিষ্ঠিত নববিধানের কোন নববিধান অনুসারে ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। শুনিলাম পাত্রের বয়স আঠার উনিশ বৎসর, পাত্রীর বয়স বাইশ তেইশ বৎসরের ন্যূন নহে।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের যে আর্দালী সম্প্রতি ক ট'র মাল গুদাম হইতে অলঙ্কার আত্মসাৎ করে শিয়ালদহের সু বাবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ চেষ্টায় সেই আর্দালী তিন বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রম সহকারে শ্রীঘরবাসের আজ্ঞা পাইয়াছে।

গত ১৪ ই ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রিতে চেতলার পুলের দক্ষিণ [illegible] একটী খুন হইয়াছে। পুলিস তথায় আসিয়া দেখিলেন, ঘরে দুই তিনটা মদের বোতল খালি পড়িয়া রহিয়াছে; স্ত্রী লোকটীর গায়ের গহনাপত্র সমস্তই অপহৃত হইয়াছে, মৃতদেহ আবৃত অবস্থায় পতিত আছে। তদন্ত দৃষ্টে বোধ হইল, কোন চওড়া শাণিত অস্ত্র দ্বারা উহার গলদেশে গুরুতর আঘাত করাতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পুলিস ইহার বিশেষ তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছেন, শেষ যাহা হয় পরে জানাইব। ঐ রাত্রিতে বকুলবাগানের একজন বৈষ্ণবী, তাহার ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিয়া গলায় ছুরি দিয়া আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করে। শুনিলাম হতভাগা জীবিত আছে। ইহার দুই দিবস পূর্ব্বে কালীঘাট সিকদার পাড়ার গলীর এক পুষ্করিণীতে একটী বৃদ্ধা জলে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে।

বহুদিন আন্দোলনের পর এক্ষণে স্থির হইল যে কালীঘাটের কালীকুণ্ডটির পঙ্কোদ্ধার করান হইবে। কয়েকবার চতুর্দ্দিকের মল, মূত্র, কঙ্কাল, বাসনধোয়া ময়লা জল এবং ছাগাদির রক্ত, চামড়া, পচা মুড়ী, ফুল, পাতা প্রভৃতি সকল পড়িয়া পড়িয়া ঐ কুণ্ড যে কি ভয়ানক স্থান হইয়া উঠিয়াছে আমাদের পাঠকগণের অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা হালদার মহাশয়দের সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সাধারে মা সকল পান না, ইহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই। কালীঘাট যখন মিউনিসিপালিটি হইতে কাটান হয়, তখন আমরা এই কালীকুণ্ডের বিষয় লইয়া একবার আন্দোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় মিউনিসিপালিটীর কার্য্য শৈথিল্যে এপর্য্যন্ত তাহার কোন ফল পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে আবার ঐ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত শুনিয়া আমরা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি যে হালদার ন্যায় এস্থানটীর হালদার মহাশয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব প্রশস্ত করিয়া কাটান হউক যে উহার জল লোকে পানার্থ ব্যবহার করিতে পারে এবং একজন সরকারী রক্ষক উহার জল ও চতুঃপার্শ্বে বেষ্টিত স্থান প্রভৃতি রক্ষার্থ নিযুক্ত হউক, তাহা হইলে স্থানীয় পানার্থ জলের একটী প্রধান অভাব মোচন হইবে।

আমাদের ঢাকার বালকোলাল সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এবার আবার অনেক দিন পরে অত্র এখানে ধূমকেতু দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে উত্তর দিকে উদয় হইত, এবার উত্তর পশ্চিম দিকে দেখিলাম।

অত্র ৩।৪ দিবস এখানে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে ফসলের অবস্থা উত্তম, ধান্য রোপণের বা আবাদকরণোপযোগী বৃষ্টি হয় নাই ধান্যাদির মূল্য সুলভ।"

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

মুঙ্গের পোষ্ট আফিসের রেজেষ্টরী পত্রাদি চুরি যাওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধারণের বিদিতার্থে এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ বিবরণ লিখিতেছি। পোষ্ট আফিসের উত্তর ও দক্ষিণে দুটী রুদ্ধ দ্বার আছে। দক্ষিণ দ্বারের চাবি পোষ্টমাষ্টারের নিকট এবং রাত্রিতে আফিস বন্ধ হইলে উত্তর দিকের চাবি একজন দ্বারবানের নিকট থাকে। আফিসের মধ্যে বেল বাক্সের চাবি বেল ক্লার্কের জিম্মা থাকা বরাবর রীতি আছে। বুধবার প্রাতঃকালে গৃহমার্জ্জনকারী উত্তর দিকের দ্বার খুলিবামাত্র দেখিল দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত এবং ব্যাগ গুলি কাটা পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যাগগুলি কাটিবার পদ্ধতি পরীক্ষা করিলে পোষ্ট আফিসের কোন লোকই যেন চুরী করিয়াছে বোধ হয়। পুলিস আসিয়া দ্বারবান দ্বয়কে ধরিয়া লইয়া গেল। বেলা প্রায় ৮ টার সময় পুলিসের বিবিধ কৌশলের জ্বালায় তাহারা বলিল যে, হরি বাবু (রেজিষ্ট্রেশন ক্লার্ক) রাত্রি দুই প্রহরের পর রুমাল ফেলিয়া গিয়াছি বলিয়া আমাদের নিকট হইতে চাবি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন এবং অদ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইয়া যান তদনুসারে পুলিস বাবু হরিচরণ বাবুর, তাঁহার চাকরের ও প্রতিবাসীর খানাতল্লাসি ও জবানবন্দী গ্রহণ করেন। পোষ্ট মাষ্টারেরও খানাতল্লাসি হইয়াছিল, অবশেষে পোষ্ট বিভাগের ইনস্পেক্টর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল প্রভৃতি সকলে আসিয়া সরজমিনে তদারক করিলেন। বেল ক্লার্কের গৃহ তল্লাসি দ্বিতীয় দিনে হইয়াছিল। পুলিসের কি আশ্চর্য্য তদারক! যাহার নিকট বেল বাক্সের চাবি থাকে, প্রথমেই তাহার গৃহ তল্লাস না করিয়া দূরসম্পর্কীয় লোকের গৃহতল্লাসী করা হইল। পুলিসের কর্ম্মচারিবর্গ কি বিচক্ষণ!! পোষ্টাল বিভাগের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইল যে হরি বাবু নিতান্ত নির্দ্দোষ, দ্বারবানগণ কাহারও কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াই উক্ত সচ্চরিত্র যুবার শিরে অপবাদ নিক্ষেপ করিয়াছিল। অত দ্রব্য কোথাও পাওয়া গেল না। বেল ক্লার্কের নিকট বেল বাক্সের চাবি থাকে এবং সে রাত্রিতে উক্ত ক্লার্ক যখন বাক্সে ব্যাগ রাখিয়াছিল তখন দ্বারবানদিগের অসাক্ষাতে বাক্স বন্ধ করিয়াছিল, ইহাও নিয়ম বিরুদ্ধ; ইহার প্রতি সন্দেহ হওয়ায় এ ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, অপর দ্বারবানদ্বয় ও টেপ পিয়ন ও অন্য আর এক জন পিয়ন কর্ম্মচ্যুত এবং নব ক্লার্ক আবদুল সমদ সাময়িক হইলেন। পোষ্টাল বিভাগের বিচার বড় মন্দ হয় নাই। কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারের নিকট যে দ্বারের চাবি থাকে তাহা উন্মুক্ত থাকায় পোষ্ট মাষ্টারের প্রতি কোন সন্দেহ না হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। তালাগুলি দেখিলে বোধ হয় সকল তালা গুলিই তাহাদের নিজ নিজ চাবিতে খোলা হইয়াছে। পোষ্ট মাষ্টারের অজ্ঞাতসারে যদি কেহ উক্ত চাবি লইয়া থাকে, তাহাও কি তাঁহার অসাবধানতার দোষ নহে? তবে কি তিনি কিছুমাত্র দায়ী নহেন? আর বাক্সে যখন দেশ দেশান্তর হইতে আগত মূল্যবান দ্রব্য পূর্ণ ব্যাগ গুলি রাখা হয়, তাহা তিনি আফিসের সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব স্কন্ধে রাখিয়াও সচক্ষে দেখেন না কেন? তিনি কি কেবল আফিসের চেয়ার ও টেবিলের জন্য দায়ী! রেজেষ্টরী পত্রাদির জন্য নহেন? তিনি কি বড় লোকের ভাই বলিয়া কোন দণ্ড ভোগী হইলেন না?

গত বেলা আন্দাজ অপরাহ্ন ২।২।০ টার সময় যখন এক খানি ট্রেন এঞ্জিন বারাল হইতে জামালপুর অভিমুখে আসিতেছিল, এক ব্যক্তি রেল কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

গত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া ঐ স্কুলের পণ্ডিত ভাইরাম অগ্নিহোত্রিকে পেন্সন লইবার জন্য দরখাস্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। ভূদেব বাবুর আজ্ঞা সুতরাং অগ্নিহোত্রি মহাশয়কে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া পেন্সন লইতে হইতেছে। ভূদেব বাবু ঐ সঙ্গে আর একটী লোককে পেন্সন লইতে আদেশ করিলে বড় ভাল হইত। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি আর কেহ নহেন, স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। অগ্নিহোত্রি অপেক্ষা অঘোর বাবুর বয়ঃক্রম সমান ব্যতীত কম হইবে না। অধিক অঘোর বাবুর শরীরে বোধ হয় অগ্নিহোত্রির বলের এক চতুর্থাংশ আছে কি না সন্দেহ। ভূদেব বাবু যদ্যপি ইঁহাদের উভয়কে একত্র এক স্থানে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, কাহার অগ্রে পেন্সন লওয়া উচিত তাহা অনুভব করিতে পারিতেন। অঘোর বাবু প্রাচীন শরীরে পরিশ্রম করিতে না পারায় বালকগণও যে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট এমন বোধ হয় না। কারণ, সময়ে সময়ে বিনা নাম স্বাক্ষরে সংবাদ পত্রে ইঁহার বিরুদ্ধে পত্রাদিও প্রকাশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভূদেব বাবু, অঘোর বাবুকে প্রাচীন বয়সে অবসর লইতে আদেশ করিলে বড় সদ্বিবেচনার কার্য্য করিবেন।

আমরা দেখিতেছি জামালপুরের লোকের মরিলেও সুখ নাই। বিশেষতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিরা যেন ঐ স্থানে বাস না করে। জামালপুরে সকল জাতিই আছে। অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই প্রায় ৫০। ৬০ জন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মড়া ফেলিবার সময় ১০। ১২ জনের অধিক জুটে না। আরো ২।৩ জন জুটিয়া থাকেন, তাঁহারা মোড়লী করিতে এবং ইহা কর উহা কর আদেশ করিতে বড় মজবুত। কার্য্য কালে কোথায় যে অদৃশ্য হন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গত ঐস্থানের মহাদেব মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। লোকটী স্থূলকায় থাকায় যে দিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় মৃত্যু হয়, তৎপরদিন বেলা আন্দাজ একটার সময় গৃহ হইতে বাহির করা হইয়াছিল। আমাদের মতে জামালপুরের লোকের চাঁদা করিয়া এক খানি টুলি প্রস্তুত করাই উচিত হইতেছে। যখন দেখা যাইতেছে সকলকেই এক দিন না এক দিন মরিতে হইবে, তখন জীবিতাবস্থায় অন্তিম কালে কিসে চড়িয়া যাইবেন তাহার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত হইতেছে না?

চন্দননগর—১৪ ই ভাদ্র ১২৮৮।

গত ৭ ই ভাদ্র লাড়ুয়া নামক পল্লীতে অতীব লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পরিবার নিজ গৃহে উপপতির সহিত বসিয়াছিল, এমত সময়ে হঠাৎ রাজেন্দ্র ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পরিবারের এতাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তি দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারায় গৃহস্থিত দাত্র দ্বারা উপপতি নীলু তাঁতীকে এক আঘাতেই ভূতলশায়ী করিয়া তৎপরে পাঁজরে ঘাড়ে চার পাঁচবার আঘাত করিয়া যখন স্ত্রীর প্রতি ধাবমান হন, সেই সময়ে স্ত্রীর চিৎকারে কয়েক জন লোক আসিয়া কৌশলে রাজেন্দ্রকে ধরে, এবং তাহার হস্ত হইতে দাত্র ছিনিয়া লয়। তার পরে ক্রমেই লোকের জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং পুলিসও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে পুলিস যথাবিহিত জবানবন্দি লইয়া রাজেন্দ্রকে হাজতে

অস্বীকার করিলে উহাদিগকে চালান দেন। পরে প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ সাহেব ও পুলিশ সাহেব (Certificate of Law) দিয়াছেন। ... আমাদের বিবেচনায় ... এবং ঐ দিন ... নীলুর ... হয় নাই, শীঘ্রই হইবেক। সকলেরই ইচ্ছা যে, রাজদণ্ড আমাদের দাড়িক ... কঠিন শাস্তি ভোগ করুক।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ আর এক ইংরাজী কাগজ সম্পাদকের আত্মীয় বাবু উমেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি হাজার টাকার তোড়া ভাঙ্গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন এবং ... নিবাসী ... বিশ্বাস এ বিষয়ে লিপ্ত আছেন কি না তাহা জানি না কিন্তু ... এক দিন কলিকাতার থাকিতে বাস করিতে হইয়াছিল। যে দিবস কাগজের প্রকাশ হয়, সেই দিন আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল মুন্সী উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় আত্মীয় বাবু সমস্ত ... টাকা নিয়াছেন। এ দিকে কাগজের সম্পাদক উপস্থিত মত মুন্সীকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া সেই দিনেই আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করণার্থ কয়েক জন আমলা ও কতিপয় কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং নদীয়া মধ্যে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছেন। ও দিকে মুন্সী এক দিবস হাজতে থাকিয়া এক হাজার টাকার জামিন দিয়া খালাস পাইয়াছেন। ... শীঘ্রই হইবেক। যে ব্যক্তি ঐ আত্মীয়কে ধৃত করিতে পারিবেক, তাহাকে উক্ত সম্পাদক দুই শত টাকা পারিতোষিক দিবেন।

গত ২০ এ শ্রাবণ বেলা ... সময় ... বাটীর ... ছিল, ... বিষয় যে ... নাই ... হইয়াছে ... কি ... বিষয়, বিশেষ কোন ... নাই।

... দুঃখের বিষয় এই যে, ... ঘটিয়াছে ... হইয়াছে ... বিশেষ ... লোক ... আশা নাই। ... অনেকেই বলে ... হইয়াছে। ... গিয়াছে,

... উঠাইয়া দিবার উদ্যোগ হইতেছে, যে ইউরোপিয়ান সমাজের মধ্যে দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমবর্দ্ধী হইতে চলিল!!

শান্তিপুর।

এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টীর উপর সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কয়েক মাস হইল, উক্ত চিকিৎসালয়ের নেটিব ডাক্তারের দশ টাকা বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে আবার কমিশনরদিগের সভায় উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছে। কতকগুলি কমিশনর স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী মিউনিসিপালিটীর গলগ্রহ মাত্র। উহা দ্বারা দরিদ্র রোগীর প্রত্যাশানুরূপ চিকিৎসা হয় না, তবে কেন মিউনিসিপালিটী বার্ষিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া অপব্যয় করিবেন? ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়ে আজ কাল গড়ে প্রতিদিন চল্লিশ জন রোগী চিকিৎসিত হইতেছে, তবে অর্থাভাব নিবন্ধন "ইন-ডোর-পেসেন্ট" রাখিবার নিয়ম নাই। সত্য বটে, আজ কাল এই নগরে এম, বি, উপাধিধারী তিন জন ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, এতদ্ভিন্ন দুই জন এল, এম, এস, ও কয়েক জন নেটিব ডাক্তার এবং কতকগুলি হাতুড়ে চিকিৎসকও আছেন। কিন্তু ঐ সকল চিকিৎসকের দ্বারা দরিদ্র রোগীর কিছু মাত্র উপকারের প্রত্যাশা নাই। এক মাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ই উহাদের অবলম্বন। এমন অবস্থায় যাঁহারা উক্ত চিকিৎসালয়টী উঠাইয়া দিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায়টী কি বোধগম্য হয় না। আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে মিউনিসিপালিটী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় এই দুইটী সৎকার্য্যে প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রজার লোকের অনেক উপকার সাধন করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা কতকগুলি স্বার্থপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে মিউনিসিপালিটী গত বৎসর পুলিশের ৬,৩০০৲ ও কমিশনর এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিসে ৩৭৫ টাকা দিয়াছেন। কিন্তু কেহই ঐ ব্যয় সম্বন্ধে একটী কথা কহিতে পারেন না, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য বিষয় ও শোচনীয় বিষয়।

আমাদের মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আনুমানিক আয় ষোল হাজার পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু উহার বার্ষিক আনুমানিক ব্যয় ষোল হাজার ছই শত এক চল্লিশ টাকা আট আনা। আয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যয় করা উচিত, কিন্তু আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবুর ঐদিকে দৃষ্টি নাই। ইনি যখন "কাট রেজিষ্টার" ছিলেন, তখন মাসিক ছয় টাকা বেতনে তিনজন পরোয়ানা ও মাসিক দশ টাকা বেতনে এক জন ওভারসিয়র নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপাল বজেটে ঐ বাবদে বার্ষিক বাহাত্তর টাকা মঞ্জুর ছিল। ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু যদি মিতব্যয়ী হইতেন, তাহা হইলে কখনই মাসিক ছয় টাকা ব্যয়ের স্থলে আটাইশ টাকা ব্যয় করিতেন না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, বাগ আঁচড়ার উত্তর আলুইপুর নামক গ্রামের পঞ্চায়তেরা প্রজার নিকট অন্যায়রূপ চৌকীদারী টেক্স আদায় করেন। আশা করি, রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রাজচন্দ্র বসু প্রায়ই পঞ্চায়তদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে সচেষ্ট হইবেন এবং মধ্যে মধ্যে উহাদের নিকট রক্ষিত সরকারী তহবীলাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এ বৎসর ভাগীরথীর জলের যেরূপ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, ও প্রতি দিন যেরূপ বৃষ্টিপাত হইতেছে, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে বুঝা যাইতেছে যে, গত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের বন্যার ন্যায় এবার একটী ভয়ানক বন্যা হইবে। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এই সময় রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের ন্যায় সতর্ক হইয়া থাকুন এবং নদীর জল বৃদ্ধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নিকটবর্ত্তী বাঁধ অবধারণ করুন, নতুবা অকস্মাৎ বন্যা হইলে শান্তিপুরের অনেক স্থান ডুবিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। গত ১০ এ আগষ্ট গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া বাজার ডুবিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

কুক এণ্ড সরে

দশ টাকা মূল্যের ইংলিশ ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং মিলাইবার ... ঘড়িটি ... অথবা ... এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। এ প্রকার ঘড়ি অন্যান্য ঘড়ি অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং উত্তম চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ... কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার কেস ... নিকেল অথবা ... যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোনার কণ্টিং ইংলিশ ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) হাতে কেহ আছেন।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

সরলতা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ২৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। সিল্ভর এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম সরকোলা যুক্ত চলবা ও মিউজিকাল বং-বিশিষ্ট আই প্রিকার্ডার মূল্য ৩২৷০ ও তদতিরিক্ত মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ঘড়ি, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বার্ক যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কার্য্য করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৫১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাসিত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভাশয় জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টরজঃ ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু অম্ল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাময়, ক্রিমিরোগ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৷০
প্যাকিং খরচা	।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অধিকন্তু নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দর্শীরাম বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে কবেন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্বাঙ্গ ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৵০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার খুসখুসে ঘা, ফোড়া ঘা, আবের ঘা, কানের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, ফিঁড়িয়া, চুড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পুঞ্জ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাঁচড়ার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁটক ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অৰ্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, নাড়ীর পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধগুলি, ১০। ১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর ফল দর্শে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে

শরীরস্থ পারা নির্গত করিবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারার কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল প্রতিশিশির টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা পাঠাইয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত করিবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে পারার কোন রাসায়নিক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাদি পুস্তকালয়
৩০১ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা
কলিকাতা।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ক্যারম" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, মুক্তাকার তরমুজাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টারাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি ফুলের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৫৲ টাকা। সুগন্ধি ফুল ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৫৲ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২॥০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১৲ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ সবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৭০।৮০ রূপ ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও টবের পটক এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা ডাকমাশুল সমেত ২।৶০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু সামীর মার্কার ৪০, /৪, /১৪০, /১৷০, কানেস্তারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রকুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে থাকিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ আনেস্ত্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১০ ই শ্রাবণ ১২৮৮। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বায়—গোয়ালপাড়া	১০
" " গোপালচন্দ্র বাগচি—সুখপুকুরিয়া	১০
" " ক্ষেত্রচন্দ্র দাস—কানপুর	৭
" " হারাধন মিশ্র—মকুতল গ্রাম	৭
" " চণ্ডবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—খয়রা	৭
" " রামদয়াল চক্রবর্ত্তী—পঞ্জাব	৭
" " মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মলিকাবাদ ষ্টেশন	৫
" " তারিণীচরণ দাস—কাংড়িবাগ	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ | প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ॥ | ৪৪ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৮ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ১২ ই সেপ্টেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চদশী।

মূল, টীকা ও ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নাম ধাম সহ পত্র আমাকে লিখিবেন।

শ্রীক্ষেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সোমপ্রকাশের কার্য্যালয়।
চাঙ্গড়িপোতা
সোনাপুর পোষ্ট আপীস।

ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী সপ্তম সংস্কার মূল্য ৮, ডাকমাশুল ৷০ এবং অন্যান্য সকল রকম বাঙ্গালা ডাক্তারি হোমীওপ্যাথিক ও কবিরাজী পুস্তক ইত্যাদি আমার নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৮৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
তারিখ ৩১ এ আগষ্ট ১৮৮১।

ইউরোপ প্রবাসীর
পত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

(ভারতী হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত।)

মূল্য——১৷০ টাকা।

এই পুস্তক ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

রুদ্রচণ্ড।
নাটিকা।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

" বাবু রবীন্দ্রনাথ এ দেশের এক জন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব্ব ও অসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গালার কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না। + + + + "

বান্ধব।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দশম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদ, ২য়—প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অশোকবনে সীতা, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মনোরঞ্জন সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত।

মহাশয়! আজ কাল কেশবচন্দ্র সেনকে লইয়া মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কত লোকে তাঁহাকে যে কত কথা বলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কেহ তাঁহাকে বলিতেছে তিনি পাগল হইয়াছেন, কেহ তাঁহাকে বলিতেছে তিনি অব্রাহ্ম, তিনি পৌত্তলিক, তিনি নিশান পূজা করেন, তিনি নাম কিনিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন ইত্যাদি প্রকারে তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার উপরে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক, তাঁহারা তাঁহার কার্য্যকলাপ ঠিক বিপরীত আলোকে দর্শন করিতেছেন। বাস্তবিক মণিকার ব্যতীত যেমন অন্য কেহ মণি চিনিতে পারে না, সেই রূপ যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু ব্যতীত ধর্ম্মের এবং ভাবুকজনের গূঢ় ভাব কেহই বুঝিতে পারে না। কেশব বাবুর বিপক্ষগণ তাঁহার কার্য্যকলাপ ঈর্ষাকষায়িত নেত্রে দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই কেন তাঁহার এবং নববিধানের দোষ প্রচার করে

না, কিন্তু [illegible] মহাত্মেরা কখনই সেরূপ [illegible] উহার প্রমাণ স্বরূপ আমি আদি [illegible] ঠাকুরের লিখিত এক খানি পত্র হইতে কিছু [illegible] অংশটুকু প্রকটিত করিলাম। [illegible] কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের [illegible] মত কি তাহাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"* * * এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের কথা কি বলিব? [illegible] তাঁহার প্রেমভক্ত লোকের অন্তরে [illegible] হইয়াছে। তাঁহাকে স্তুতি করুক, আর নিন্দাই করুক, তাঁহার নাম না করিয়া কেহ জল গ্রহণ করে না। কেহ বা তাঁহার আদর করিতেছে, কেহ বা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। তিনি মান অপমানে, স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতিতে প্রাণ বিসর্জন করিতেছেন। তিনি রাজ-ভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটীরে [illegible] ন্যায় [illegible] প্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ তিনি [illegible] করেন, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেন, [illegible] দীনের মত [illegible]। সেই [illegible] মহাপ্রভু [illegible] ন্যায় তাঁহার [illegible] প্রেমাশ্রু, পুলক, কম্প [illegible] উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। যদি [illegible] কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে [illegible]। তাঁহার আগমে মস্তক, তাঁহার [illegible] নখগুলি অবধি মস্তকের কেশ বিন্যাস [illegible] এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবন্ত [illegible] হইতেছে। যদি কাহারও জন্য [illegible] বিসর্জন করিয়া থাকে, তবে সে [illegible]। এমন আর কে কোথায় নাই, [illegible] শোণিত এক অশ্রু হইয়া [illegible] আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে [illegible] আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, [illegible] এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। [illegible] উক্ত পত্রখানিতে উল্লিখিত আছেন যে আমরা [illegible] পাই না, উঁহার মনের ভাব আর [illegible] পারি না, তাহারা প্রহেলিকার ন্যায় [illegible] আমরা কেবল এক অকৃত্রিম অনুরাগে [illegible] বাক্যেতে মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি [illegible] প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের [illegible] সঙ্গে [illegible] ও আরবদেশী [illegible] দিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

[illegible] উক্ত পত্রখানিতে গভীর মর্ম্ম ব্যাখ্যা [illegible] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের [illegible] অনৈক্য থাকিলেও তাঁহারা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে [illegible] অন্তরে যুক্ত। তাহার আর কিছু মাত্র [illegible] নাই। কেশবচন্দ্রকে তাঁহার বিপক্ষ অভি-ধানে ব্রাহ্মই আর কাল অত্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। এমন কি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভা-পতি বাবু রাজনারায়ণ বসু পর্য্যন্ত এই কথা বলিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে আদৌ মত নহে, এই পত্রই তাহার প্রমাণ। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক।

সেতারা যন্ত্রে পিয়ানোর তারে স্বর গ্রাম সাধন।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৩১ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে " শ্রী হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় " স্বাক্ষরিত পত্র খানি অবগত হইয়া পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, হরিভূষণ বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গত, কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরেরও এস্থলে ভ্রম হয় নাই। কারণ, পিয়ানোর তারের স্বর সাতটী যে শ্রুতিবিভাগানুসারে সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ তন্মধ্যে কোনটী কিঞ্চিৎ তীব্র ও কোন কোন টী যে কিছু কোমল ভাব ধারণ করে, তাহা তিনি যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকায় স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রস্তাব-লেখক মহাশয়ের নিকটে আমাদের সবিনয় নিবেদন যে উক্ত গ্রন্থের পিয়ানোর তারে স্বর গ্রাম সাধনের আরম্ভ হইতে সমাপ্ত পর্য্যন্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

অপর, তাঁহার নিকট আমাদের আর একটী নিবেদন এই যে, যে স্বরে যে কয়টী শ্রুতি থাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কয়টী শ্রুতি এবং আর সেই স্বরটীর নাম বলা উভয়ই তুল্য কথা। এমত অবস্থায় পিয়ানোর তারে যে পর্দ্দায় যে স্বর নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্বর প্রকৃত কি না তাহা বুঝিতে হইলে অন্যরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তার চাপিয়া আঘাত করিলে যদি গণনায় নির্দ্দিষ্ট শ্রুতির কম কি বেশী হয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত স্বর হইল না। নায়কী তারে যে পর্দ্দায় যে স্বর সিদ্ধ হইয়া থাকে, পিয়ানোর তারে ঠিক সেই পর্দ্দায় যখন সেই স্বর সিদ্ধ হয় না, তখন পিয়ানোর তারে স্বর সাধিতে গিয়া নায়কী তারের শ্রুতির আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে হেতুক নায়কী তার এবং পিয়ানোর তার সম-স্বর-বিশিষ্ট নহে। তা হইলে ও নায়কী তার দ্বারা তারা সপ্তকের যে পর্য্যন্ত সাধিত হয়, পিয়ানোর তারেও তাহাই হইত? এ স্থলে এইরূপ করিয়া গণনা করিতে হইবে, পিয়ানোর তারে যে যে পর্দ্দায় যথাক্রমে সাতটী স্বর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই পর্দ্দায় তার চাপিয়া আঘাত করিলে ঐ ধ্বনিতে গণনায় ষড়জে ৪, ঋষভে ৩, গান্ধারে ২, মধ্যমে ৪, পঞ্চমে ৪, ধৈবতে ৩, নিষাদে ২, এই দ্বাবিংশতি শ্রুতি যথাক্রমে উপলব্ধি হয় কি না? প্রকৃত পক্ষে পিয়ানোর তারে তা হয় না। কেবল বাদ্যের মধুরতা সম্পাদনের জন্য সঙ্গীতানুরাগী মহাত্মাদের কর্ত্তৃক উহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে মাত্র।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ

ব্রহ্মকোনা, সিরাজগঞ্জ।

সাতনা।

কোন স্থানের বিষয়ে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ বলা আবশ্যক, কিন্তু সাতনায় এমন কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই যে তদ্দ্বারা উহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ স্থান ৮। ১০ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল। এক্ষণে রেলওয়ের কল্যাণে একটী সামান্য সহরে পরিণত হইয়াছে। এ সহরটী সমুদায়ে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র বিস্তৃত। ইহার স্বাভাবিক শোভা দেখিলে নয়ন ও মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এ স্থানটীর চারি দিকই পর্ব্বতে বেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে শ্যামল প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। স্থানে স্থানে এমন সুন্দর শিলা সমাবেশ ও তাহার নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত মনোহারিণী বৃক্ষরাজী দেখিতে পাওয়া যায় যে দর্শনমাত্রেই সেই মহামহিমশালির অসাধারণ চিত্রনৈপুণ্যের কথা স্মরণ হইয়া হৃদয়তন্ত্রী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, শুদ্ধ উহা নহে জব্বলপুর রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে যত দূর দৃষ্টিগোচর হয়, সকল স্থানেরই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনুপম বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

সাতনা মহারাজ রেওয়ার অধিকারভুক্ত। রাজধানী এখান হইতে কিঞ্চিন্যূন ১১ ক্রোশ দূর হইবে। রেওয়া রাজ্যে অনেকগুলি দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে। তন্মধ্যে বান্ধবগড় একটী অপূর্ব্ব বস্তু। অনুমান হয় কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে এই দুর্গম দুর্গের নাম করণ হইয়াছে। এই গড়টী স্বাভাবিক। চতুঃপার্শ্বেই দুরারোহ পর্ব্বতে বেষ্টিত। একটী মাত্র পথ আছে। দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত পরিখার আকারে দল দল নামে এক প্রকার চোরাবালী আছে। ইহার উপর পাদক্ষেপ করিলে কোন জীবই আর উঠিতে পারে না। প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে সমুদায়ই অধিকৃত হইতে পারে, কিন্তু বান্ধবগড় জয় করা যে দুঃসাধ্য তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ইহার ভিতর মহারাজের কতকগুলি সৈন্য নিয়তই অবস্থান করে, বৈদেশিকের ইহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

তজ্জন্য ইহার ভিতর যে কিরূপ তাহা জানা অতি সুকঠিন।

শুনা যায় এই রেওয়ার মৃত মহারাজ রঘুরাজ সিং রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট পোলিটিকাল এজেণ্টের নিয়োগ প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে অস্বীকার করিয়া শেষে রাজার পীড়াপীড়িতে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এক্ষণে সেই পোলিটিকাল এজেণ্ট হইতে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

রেওয়ার বর্ত্তমান মহারাজ এক্ষণে নাবালক। পোলিটিকাল এজেণ্ট ও দেওয়ান তাঁহার অছি। রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হউক, না হউক ইহাঁরা আপনার আপনার উন্নতি ও সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। রেওয়া বিশেষ আইনের অন্তর্গত নহে। এখানে এজেণ্ট ও দেওয়ান কর্ত্তা বিধাতা। আইন কানুন যে কিছু সমস্তই তাঁহাদিগের মুখে। রেওয়া রাজ্য যেরূপ বিস্তৃত, এরূপ বিস্তৃত রাজ্য বিরল। কিন্তু ইহার অধিকাংশ জঙ্গলাবস্থায় পতিত। রাজ্যের এক ষোড়শাংশ রাজস্বের উপযোগী হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমাদিগের বোধ হয় পোলিটিকাল এজেণ্টের বেতনে বর্ষে বর্ষে যে টাকা ব্যয় হয়, সেই টাকা যদি রাজকোষে সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক পতিত ভূমি আবাদ হইতে পারিত। উপযুক্ত লোক দেওয়ান হইলে বোধ হয় পোলিটিকাল এজেণ্টের কোন প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত শিক্ষিত লোক বিনা কোন রাজ্যেরই উন্নতি সম্ভবে না। দুঃখের বিষয় এই এখানকার সমুদয় কার্য্য অশিক্ষিত ও অল্পবুদ্ধি লোকের উপর ন্যস্ত। এখানে শিক্ষাবিভাগের যেমন দুরবস্থা, রাজনীতি বিভাগেরও তেমনি দুরবস্থা। উপযুক্ত বেতন দিয়া যোগ্য লোক আনিবার চেষ্টা না থাকাই এই ঘোর অনর্থের মূল। আমীর পালনের অথবা ব্যয় সংক্ষেপের অভিপ্রায়ে কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে মিতব্যয়িতা ও হিতৈষিতা বলা যায় না। আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় না করা বরং কৃপণের কার্য্য। বিশেষতঃ এতন্নিবন্ধন যে অনিষ্ট হইতেছে, তজ্জন্য প্রকৃত পক্ষে দেওয়ান ও পোলিটিকাল এজেণ্ট দশের নিকট দায়ী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রেওয়া নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ। এই স্থানে বিচার সংক্রান্ত বিভাগেরই বল আর অন্য অন্য বিভাগেরই বল কাহারও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। অযোগ্য বিচারপতির হস্তে প্রভূত ক্ষমতা দান যে কি ভয়ানক অনিষ্টকর, তাহা বলাই বাহুল্য এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে যে কত নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডভোগ করে ও দোষী ব্যক্তি নির্দ্দোষ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে সকলেই যে এরূপ তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেন না অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এই বিভাগে দুই একটী সুক্ষ্মবুদ্ধি লোকের বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে সাতনার বুদ্ধিজীব ইনি এক জন যোগ্য লোক। ইহাঁর আইনে যে বিশেষ জ্ঞান আছে এবং ইনি যে শ্রমশীল ও কার্য্যকুশল, আমরা তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাইতেছি। বুদ্ধিজীব কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, ইনি নিজ অধ্যবসায় গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে পারস্য ভাষাও শিক্ষা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, এই সকল কারণে পোলিটিকাল এজেণ্ট ইহাঁকে নিজের বাসস্থান সাতনায় রাখিয়া ইহাঁর হস্তে প্রভূত ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

আগ্রা তত্ত্বলা প্রভৃতি স্থানে এবার যেমন অতিবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এ সকল স্থানে সেরূপ হয় নাই। এখানে আবশ্যক মত বৃষ্টি পাতই হইয়াছে। মধ্যে কয়েক দিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছিল; কিন্তু যথাবিধি বৃষ্টি ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে তাহা কমিয়া গিয়াছে। ধান্যের চাস আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য ফসলের অবস্থা মন্দ নহে।

সম্প্রতি একজন রেলওয়ে খালাসী অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া গাড়ি শণ্ট করিতেছিল। নেশার ঝোঁকে হঠাৎ পতিত হওয়াতে তাহার দক্ষিণ পদের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া যায়। ডাক্তারেরা পা খানি কাটিয়া দিয়াছেন। তাহার জীবন সংশয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে মাক ষ্টেশনের নিকট অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন রেল উঠিয়া যায় কিন্তু অবিলম্বে তাহা সারিয়া দেওয়া হইলেও চিঠোয়ার হইতে ডাক গাড়ি সময়ে পহুঁছিতে পারে নাই।

গত ৩০ এ শ্রাবণ রেওয়ার মহারাজের ধনাগার হইতে রেসিডেণ্ট সাহেব নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। টাকা গুলি কতকগুলি ঘোড়ার গাড়ি ও কতকটা হস্তি ও উষ্ট্র যোগেই চালান গিয়াছে। অনর্থক টাকা বসাইয়া না রাখিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব টাকা খাটাইবার অভিপ্রায়ে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতেছেন। ইহা হইতে বার্ষিক বিশ হাজার টাকা আয় হইবে। কিন্তু রাজ্যের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই টাকা রাজ্যের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিলে অধিক টাকা আয় হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে শ্রম করা আবশ্যক।

চাকরি না উমেদারী।

আজ কাল গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ভারতের অধিকাংশ স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে বিদ্যা লাভ অতি সহজ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বিদ্যা কেবল মাত্র ধনবান্ লোকের সন্তানেরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিতে পারিতেন, এখন সেই বিদ্যা আপামর সাধারণ সকলেরই সন্তান সামান্য অর্থ ব্যয়ে শিক্ষা করিতেছেন। বাগ্দেবী এক্ষণে সকলের প্রতি সুপ্রসন্না; তাঁহার নিকট আর জাতিবিচার নাই! এটি সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকে যতই বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, ততই যেন তাঁহারা সাহসহীন হইয়া পড়িতেছেন। সাহসিক কোন কর্ম্মে আর তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। যাহাতে সাহসের আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহাই করিতেছেন। চাকুরিই এখন আমাদের সকলেরই প্রায় জীবনাবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দুগণ যে পরভাগ্যোপজীবীকে জীবন্মৃতের মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন, কালক্রমে তিনিই এখন সমাজের শ্রেষ্ঠ! কামার, কুমার সকলেরই লক্ষ্য এখন চাকুরি। সুতরাং চাকুরির বাজারে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও আর সকলকে চাকুরি দিতে পারিতেছেন না। দিবেন কেমন করিয়া? পঞ্চবিংশতি কোটি কর্ম্ম খালি না থাকিলে ত আর সকলকে চাকুরি দিতে পারা যায় না। অত কর্ম্ম কোথায় আছে? থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

রাজপুরুষেরাও কর্ম্ম দিতে পারিতেছেন না; আমরাও উমেদারী করিতে ছাড়িব না। ভিক্ষুকের ন্যায় ঝাঁটা, লাথি খাইয়াও এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য এক স্থানে থাকিয়া উমেদারী করিব। বর্ত্তমান সময়ে উমেদারীর অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। যিনি কখন উমেদার হইয়া কাল যাপন করিয়াছেন, তিনিই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছেন!! পাঠক! একবার উমেদার হইলে বুঝিতে পারিবেন। ঈশ্বর করুন, তাহা যেন না হইতে হয়। কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া পিতৃপুরুষ উদ্ধারের জন্য ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় উমেদার হইতে হইলে প্রথমে বহু পরিমাণে খোসামোদ বা উপাসনা-তৈল লইয়া অফিসের ব্রহ্মা, বিষ্ণুর ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি বড় বাবুদিগের নিকট যাইয়া বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদের চরণে তৈল-মর্দ্দন করিতে হয়। অনবরত তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে যখন উমেদারের পিতৃপুরুষের উপাসনা-তৈল নিঃশেষ হইয়া যায় ও সেই তৈলে বিমুগ্ধ বাবুর চরণ আর্দ্র হইয়া যখন চরণ হইতে স্নেহ গড়াইয়া পড়িতে থাকে, তখন পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর উৎপত্তির পূর্ব্ব অবস্থার স্বরূপ একখানি সুপারিস পত্র বাহির হয়। সেই খানি কতজনার উমেদার-ভগীরথের [illegible]

[illegible] উপায় হয়? [illegible] অনায়াসে পাইবার [illegible] এ উপায় করিলেও ফল লাভ হয় [illegible] শুদ্ধ উপায়ে কি হইবে? বিনি [illegible] পরিশ্রমজীবী গঙ্গার জীবনসর্বস্ব, [illegible] প্রতিপালন জন্য [illegible] তখন জমীদারকে বিড়ম্বনার সেই [illegible] লইয়া নৈতময় কশিতে কশিতে [illegible] কৈলাসভবনে যাইয়া আবার বক্র-[illegible] ঘরুপদের কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত [illegible] হয়। মহাদেব পশুস্থ মহাশয়ের তুল্য অস্থীর [illegible] অল্প আরাধনায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা [illegible] নিতান্ত অসাধ্য।

তুমি উপায়ালী থাক আর নাই থাক, সদাচার অনুযোগে আদালতে যাইতে হইলে তোমার আর [illegible] ভাবি। আল কুশা ভাবি, কাজ কাদিয়া [illegible] হয়। না কাদিলে উপায় নাই। এরূপ [illegible] বাকবাকরি নিয়া দীর্ঘের কাকের ন্যায় [illegible] প্রলোভিত হইয়া আদালতে গাওয়া আমাদের [illegible] পাড়না ভিন্ন হইয়া গেল, বস্ত্র জীর্ণ শীর্ণ ও [illegible] বিবর্ণ ও অস্থ বাহির হইয়া পড়িল। পশু মহা-[illegible] দয়া হইল না। শেষে যখন কাল পুর্ণ হও-[illegible] তোমার বিবর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল, যখন তিনি “পাইবে” বলিয়া আশ্বাস দিলেন, তখন [illegible] আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তোমার হৃদ-[illegible] গঙ্গার আগমনে হইলা কল কল রবে ছুটিতে [illegible] উভটী শাখাটি খাইতে লাগিল। তখন তোমার যে আনন্দ বর্ণনাতীত। কিন্তু এ আনন্দ [illegible] পরে নিরানন্দে পরিণত হইবে, সন্ধ্যা-[illegible] পদ দুলাইয়া মন্দাকেনীকে বিপথগামী করিয়া [illegible] তাহা তুমি জানিতে পার না। জানিলে [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিবে কেন? শেষে যখন [illegible] সন্ধ্যাপুত গঙ্গাকে বিপথগামী করে, [illegible] তুমি হতাশ্বাস হইয়া শাখামৃগের ন্যায় বিকট [illegible] বাহির করিয়া বসিয়া পড়। এ হায় কি হইল, [illegible] হইলাম বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাক।

[illegible] এ আক্ষেপ সকলকে চির দিন করিতে হয় না। তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন হইলে গঙ্গা আবার ফিরিয়া আসিয়া ভাগীরথী হইয়া তোমার পশ্চাদ্গামী হন। তুমি ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া [illegible] পূজা দিতে থাক। সেই সময় কতভাগা উমেদার-ভগীরথের পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যান। যাহা হউক, গঙ্গা অধিক কাল রক্ষা থাকেন না। অল্প দিনের মধ্যেই সামান্য [illegible] ধরিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চির-[illegible]-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সমুদ্রী হইয়া না দিয়া অনন্ত সাগরে গিয়া মিলিত হন। এবার আর কাঁদিয়া কাটিয়া মরিলেও ফিরিয়া আসেন না।

তাই বলি উমেদারী ও চাকরীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। চাকরী করিতে হইলে জমীদারের গঙ্গা আনার ন্যায় কষ্ট আরাধনা করিতে হয়। এ উমেদারী করিয়া চাকরি করা অপেক্ষা দেশে যাইয়া কৃষিকর্ম করা কি মুদির দোকান করিয়া কালযাপন করা কি বহুগুণে শ্রেয়স্কর নহে? যাঁহারা এই শ্রেণীর উমেদার, তাঁহাদিগকে আমরা বড় বড় কারবার ফাঁদাইয়া বৈদেশিক বাণিজ্য করিতে পরামর্শ দিতে চাহি না। তাঁহারা [illegible] দোকান করাই উপযুক্ত। তাহাই তাঁহাদের অবস্থার অনুরূপ। সমাজে ভদ্রলোকের সামান্য দোকান করিয়াও আবার সুখ নাই। অনেকে “[illegible]” হইয়া থাকে। এ দিকে এই দারুণ অবস্থা, আবার দোকান করিলে সমাজে দোকানী বলিয়া ঘৃণাস্পদ হইতে হয়। উভয় সঙ্কট; [illegible] অবস্থা! [illegible] কাটে আসিতেও কাটে। যাঁহারা ধনী সমাজের শিরোমণি, তাঁহারা মুদিওয়ালাকে ঘৃণা করিয়া নিকটে বসিতে দেন না। সে দিন “ঐঃ” স্বাক্ষরকারী মহাশয় এ সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে সত্য কথাই বলিয়াছেন। আর এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

যদি সামান্য দোকান করিয়াও সমাজের দুর্নাম মনের সুখ না হইল, তবে উপায় কি? ধনী [illegible] করিবেন না কেন? তাঁহাকে ত আর [illegible] ভোগ করিতে হয় না! আমাদের ধনিগণের ভাব [illegible] যেন “আর করতে পারব না মন্দ কবর কি দেবে তা দেখ।” তাঁহারা নিজে পাঁচ জনকে স্বাধীন ব্যবসায় বাণিজ্যে খাটাইয়া প্রতিপালন করিবেন না, কিন্তু ঘৃণা করিতে প্রস্তুত! কিন্তু আমরা বলি, ধনিদিগের কথায় ঘৃণা করিয়া সাহস পূর্ব্বক অবস্থানুরূপ বাণিজ্য আরম্ভ কর। যদি উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকে, সত্য নিষ্ঠা থাকে, কার্য্যদক্ষতা থাকে, তুমিই আবার এক জন বৃহৎ মহাজন ও ধনকুবের হইয়া সমাজের পূজনীয় হইয়া উঠিবে।

ভাগলপুর।
তারিখ ১৪ ই ভাদ্র। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ জ্ঞিরমন্ত্রার প্রতিবাদের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, শ্রী দা আবার তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। আমরা দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর পত্রে দেখিয়াছিলাম এবং শ্রীদার নূতন পত্রেও দেখিতেছি, পত্র প্রেরকেরা ক্রমে নিষ্ঠুরতা[illegible]র পথে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ বিচার পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি গালিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কারণে আমরা “শ্রী দা” [illegible] প্রকাশ করিলাম না। সো—স।

সোমপ্রকাশ

২৮ এ ভাদ্র সোমবার।

লর্ড হার্টিংটন ও ভারতের আয় ব্যয়।

আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব বাকচৈতের হাতে স্ফুলকপাত্রাম একটী বর আছে। অন্নদাস মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছেও বর ছিল; তিনি এক মুঠ দান করিলে প্রকীতার হাতে [illegible] গুণ হইত। লর্ড হার্টিংটনকে কিছু দান করিতে হয় না, তিনি কলম ধরিলেই শূন্য রাজকোষ অর্থ-রাশিতে পরিপূর্ণ হয়। ভারতবর্ষের রাজভাণ্ডারে “টাকা নাই টাকা নাই” বলিয়া কান্নাকাটি পড়িয়াছে, বহু কোটী টাকা ঋণ হইয়াছে। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি মহাশয় সেটা বড় গুরুতর বিবেচনা করেন না। আমরা গত সপ্তাহে পাঠক মহাশয়দিগকে একটু আভাস দিয়াছি,—গত ২১ এ আগষ্ট বিলাত হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, লর্ড হার্টিংটন সাহেব কমন্স সভায় বলিয়াছেন,—“এখন ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা যার পর নাই সন্তোষজনক। আমাদী বস্ত্রের আমদানির আয়-দানী হবার শুল্ক এক কালে উঠাইয়া দিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিবেন। ভারতবর্ষের সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় কমাইতে এখনও কোন অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষের কোন প্রকার কর এখন কমাইতে পারা যায় না।”

এ গুলি বড় পাকা কথা। বুঝিয়া দেখিলে উহার ভিতর সকলি আছে। মানুষ ব্রহ্মের তত্ত্ব করিতে পারেন না, তাই যুগপৎ কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি সাকার তিনি নিরাকার, তিনি চলেন তিনি চলেন না। একাধারে এই সকল বিরুদ্ধ গুণ এত দিন কেবল সেই ব্রহ্মেতে খাটিত, এখন রাজনীতি-তেও খাটিতে চলিল। “কোন কর কমাইতে পারা যায় না, আবার কর উঠাইয়া দিতে হইবে।” এমন কথা রাজনীতি ভিন্ন আর কোথাও সাজে না। ভারতবর্ষের এমন কোন কর উঠাইতে পারা যায় না, কোন কর কমাইতেও পারা যায় না। অবশ্যই তবে অর্থের অনটন আছে। অর্থের অনটন না

থাকিলে এ প্রকার কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? রাজকোষে প্রচুর অর্থ থাকিলে অবশ্যই কর উঠাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইত। অন্ততঃ কিছু কিছু কর কমাইয়া দিলেও দেশের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, সেখানে প্রজালোক ভূরি করভার বহন করিতে কিছুতেই পারে না। কিন্তু রাজ্যের ব্যয় অধিক। কর্তৃপক্ষীয়দের মিতব্যয়িতা নাই; অতএব যে টাকা রাজস্ব আদায় হয় তাহাতে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। বৎসর বৎসর কেবল ঋণ হইতেছে। সুতরাং প্রজালোকের করভার কোন ক্রমে কমাইতে পারা যায় না। কিন্তু বিলাতি কর উঠাইয়া দেওয়া যায়, সে টাকা বিলাতের লোক যে দিতেছে! বর্ত্তমান রাজ্যের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দীন দুঃখী ভারতবর্ষের প্রজাদের কর কমাইতে সাহস হইল না। আমদানী তুলার কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিতে সম্পূর্ণ সাহস হইল! তুলাজাত দ্রব্য হইতে এখনও ৬০০০০০০ ষাট লক্ষ টাকা ভারতবর্ষের রাজকোষে আসিতেছে, কিন্তু তাহাও বন্ধ হইতে চলিল। লর্ড লিটন ও ষ্ট্রাচি সাহেব থাকিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের তৈলাক্ত মাথায় একবার তৈল দিয়া অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মোটা কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন, এইবার মিহি কাপড়েরও শুল্ক উঠিয়া যাইবে। সকল কাজের গুলি রাজপুরুষদের যেন ভুলাইয়ে থাকে। মোটা কাপড়ের শুল্ক উঠাইবার সময় তাঁহারা প্রকাশ করিলেন যে, ঐ কর উঠাইয়া দিলে এ দেশীয় দরিদ্র লোকেরা সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পারিবে। এখন সকল কাপড়ের শুল্ক উঠাইবার প্রস্তাবে এই কথা বর্ণিত হইতেছে যে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। আমরা আর কথা কহিব কি, উদারচরিত রাজপুরুষদের ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। লর্ড হার্টিংটন সাহেব এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের রাজস্বের সুস্থ অবস্থা না হইলে বস্ত্রের শুল্ক কোন ক্রমেই উঠাইয়া দেওয়া ন্যায়ানুগত নহে। ফসেট সাহেব বলিয়াছিলেন, বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া অপেক্ষা চাউলের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে বরং অধিক মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমরা আবার বলি, লবণের শুল্ক রহিত করিলে বিশেষ ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। লবণ মানুষের আহার ঔষধ উভয়। ভারতবর্ষে উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়াও যায়, লবণের শুল্ক রহিত করিলে দরিদ্র লোকেরা স্বয়ং উহা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। অধিকন্তু দেশীয় লোকের একটী বাণিজ্যের পথ মুক্ত হইবে। যে সকল কাজগুলিতে আমরা আশু উপকার দেখি, যাহাতে ধনী দরিদ্র সকলেরই উপকার হয়, গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হইবে, কিন্তু ইংলণ্ডের যুগান্তরে অপকার হইবে সেরূপ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে ইংরাজজাতির প্রাণে আর কিছু থাকে না। আবার যে কাজ ইংলণ্ডের যুগান্তরে হিত হইবে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহাতে অবসন্ন হইবে, সেরূপ কাজে সকলেই তৎপর। আজ হইলে আর দুদিন তাহারও বিলম্ব সয় না। ভারতবর্ষীয়দের করভার কমাইতে তাহাদের সাহস হইল না, কিন্তু ইংলণ্ডের বৎসর বৎসর কতক টাকা শুল্ক লাগিতেছিল, তাহা রহিত করিবার নিমিত্ত তাহাদের চক্ষে নিদ্রা নাই। সকলেরই মুখে দয়া ধর্ম্ম শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রাজনীতিজ্ঞদিগের দয়া ধর্ম্ম—অভিধানে লিখিত নাই, তাহাকে আর এক কথায় স্বার্থপরতা বলে। তুলাজাত দ্রব্যাদির শুল্ক উঠাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের মনোরঞ্জন করিবার প্রস্তাব যখন প্রথম উত্থাপিত হয়, তৎকালে কি হুলস্থুল না হইয়া গিয়াছে। উদারচরিত সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। ডিস্‌রেলীকে, লর্ড লিটনকে সকলেই অজস্র নিন্দা করিয়াছিলেন। ঐ শুল্ক রহিত করা সম্বন্ধে দুইটী গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তাহাও সকলে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক কারণ, ম্যাঞ্চেষ্টর বৎসর বৎসর অনেক টাকা ভারতবর্ষকে দিয়া আসিতেছে, সে টাকাটী বাঁচিয়া গেল। দ্বিতীয় বোম্বাই নগরের কাপড়ের কল ম্যাঞ্চেষ্টরের বিষম প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ায় বিলাতি কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা সস্তা মূল্যে এখানে বিক্রীত হইতে লাগিল। বোম্বাই নগরে যে কাপড়ের কল আছে তাহাতে অধিক মাল উৎপন্ন হয় না অথচ খরচ অধিক পড়িয়া যায়; সুতরাং বিলাতি মহাজনদের সঙ্গে প্রতিযোগী হইয়া বোম্বাই নগর কাজ চালাইতে অক্ষম হইলেন। তাহার উপর আবার লর্ড রিপন কারখানা সংক্রান্ত আইন প্রচলিত করিলেন। কাজেই এখানকার কলের আরও অনিষ্ট ঘটিল। ছোট ছোট বালকেরা কারখানায় কাজ করিতে পাইবে না এবং মজুরেরা অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পাইবে না, এইরূপ নিয়ম করা হইল। বালকদিগকে অল্প বেতনে পাওয়া যাইত, তজ্জন্য ব্যয় কম হইত। আবার অধিকক্ষণ কল চলিলে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইত, কিন্তু কারখানায় আইন প্রচলিত হওয়ায় সে সকল পথ অবরুদ্ধ হইল। লর্ড রিপন এই নূতন আইনটী প্রচার করিয়া বিবেচনাসঙ্গত কাজ করেন নাই। তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে, তিনি এ দেশীয় লোকের অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। অন্নাভাবে পথে পথে ফিরিয়া ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করা ভাল, না কারখানায় কর্ম্ম করিয়া অল্পায়ুঃ হওয়া ভাল? এ দেশীয় লোকের কি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহা অনেকেই জানেন না। পূর্ব্বে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সুযোগ করিতেছিল। নূতন আইনে সেই অল্পমাত্র দরিদ্র ব্যক্তিদের সর্ব্বনাশ হইল।

অনুদারচরিত সম্প্রদায়ের হাতে যখন রাজ্যভার ছিল, সে সময় সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষের চারি দিকে হায় হাহাকার হইয়া উঠিল। প্রজাগণ করভারে জড়িত, মুদ্রা-যন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ হইল; তৎস্বরূপ ইংলণ্ড হইতে অনেক টাকা পাওয়া যাইতেছিল, সে পথে কণ্টক পড়িল; এ দেশীয় যুবকেরা বিলাতে গিয়া সিবিলিয়ান হইতেছিলেন, পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম সংকোচ করিয়া সে পরীক্ষায় ফললাভ এক প্রকার অসাধ্য করিয়া দেওয়া হইল। অস্ত্রসংক্রান্ত আইন প্রচার হইল। ফলতঃ ভারতবর্ষীয়দের যতগুলি অসুখ ও অসুবিধার কারণ, তৎকালে সে সমুদায় ঘটিয়া গেল। ক্রমে উদারচরিত সম্প্রদায়ের হাতে রাজকার্য্য আসিল। আমরা কত আশা কত ভরসা করিলাম, কিন্তু শেষ ফলের সময় দেখি কি—

সুবর্ণময়ং পুষ্পং ফলে বহু ভাবিতাঃ।
আশয়া সেবিতোযুক্তঃ পশ্চাৎ কণ্টকাবৃতঃ॥

১৮৮০-৮১ এর দেশীয় পুলিসের
কার্য্য বিবরণ।

এবার পুলিসের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১৯,৪০,৬০৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এবারের ব্যয় ১১,৮৭৪ টাকা অধিক। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের নিজ ব্যয় আছে। বৎসর বৎসর এত অধিক টাকা এরূপ ব্যয় হইতেছে, সেই পরিমাণে যে অপরাধের সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, আমরা এ কথা বলিতে পারি না। এ বৎসরে অপরাধের সংখ্যার কোন বিষয়ে হ্রাস কোন বিষয়ে বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সমুদায় একত্রিত করিয়া অপরাধের সংখ্যা করিলে অন্যান্য বর্ষের অপেক্ষা এবার অধিক বলিতে হইবে। যদি পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের অপরাধের সংখ্যার গড় হিসাব করা যায়, তাহা হইলে প্রতীতি হইবে যে, ৭৫—৭৯ বৎসরে গড়ে ৯৫,৮৭৪ সংখ্যক অপরাধী পুলিসের কর্ত্তাদের অধীনে আসিয়াছে, কিন্তু এ বৎসরের অপরাধের সংখ্যা ৯৯,৫৭৮। অধিক বাদ করিয়াও অপ-

... হইতেছে না উহার কারণ কি ? ... বর্তমান পুলিসের অযোগ্যতাই ... একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা ... দেখিতে পাই আমাদের এই সংবাদ করিয়াছে যে, এককালে পুলিসের শাসন ... এ দেশের চৌকিদারি ... কনষ্টেবলদিগের মাথার উপর এক ... সর্বত্র অপ্রতিহত প্রভাবশালীরূপে ... অথচ তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া ... বুঝা যায় না। ইউরোপের বিশেষতঃ ... পুলিসের কার্যদক্ষতার কথা আমরা যেরূপ শুনিতে পাই, এ দেশে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের কার্যালয়ের নিকটেই আমরা দেখিয়াছি যে সন্ধ্যার পর কনষ্টেবলেরা আউট পোষ্ট হইতে আসিয়া এক একটী স্থানে সারারাত্রি সুখে নিদ্রা যায়। কে বা তাহাদের কাজ দেখে, কে বা তাহাদের সংবাদ লয় ? অধিবাসিদিগের সম্পত্তি নিজে নিজেই রক্ষিত হয়। যদি কাহারও বাটীতে চোর আসিল, অথবা কোথাও একটা গোলযোগ বা দাঙ্গা বাঁধিল, পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা করিয়া এক প্রহর চীৎকার কর, কে কোথায় কাহারও দেখা নাই। প্রায় সর্বত্রই এইরূপ। আমরা নানা স্থানে দেখিয়াছি, কোথাও কার্যাক্ষম কনষ্টেবল অথবা কর্তব্যপরায়ণ কেহ কনষ্টেবল প্রায় দেখিতে পাই না। এদিকে কনষ্টেবল সুখে নিদ্রা গেল, ওদিকে কেহ কনষ্টেবল যদি সচকিত হইলেন তবে আউট পোষ্টেই সুখে নিদ্রা গেলেন, অন্যথা যদি সম্পট হইলেন ত উাহার উপরওয়ালা এমনীর ভাবে উপনীত হইলেন। যদি কোথাও গৃহস্থ চোর ধরিয়া দিল, কনষ্টেবল চোর ছাড়িয়া দিল, শেষে যে চোর আনিয়া দিয়াছিল তাহাকেই লইয়া টানাটানি পড়িল। তবে যদি রাস্তার উপর গরু চরে কিম্বা কেহ রাস্তার ধারে গরু বাঁধিয়া দেয়, পুলিস অতি আগ্রহের সহিত গরুটীকে আপনার রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে আনয়ন করেন।

একণে স্থানে স্থানে পঞ্চায়ত স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া পঞ্চায়তে লোক নিযুক্ত করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত। ইহাঁরাই চৌকীদার পাহারাওয়ালাদিগের অনাস্বত্ব প্রভাবাধিক। ইহাঁরা চৌকীদারদিগের বেতন দিবার জন্য প্রজাদিগের উপর চৌকীদারী টেক্স ধার্য করেন, ইহাঁরাই তাহা আদায় করেন, ও তাহা হইতে চৌকীদারদিগকে বেতন দিয়া থাকেন। পূর্বের অপেক্ষা এখন চৌকীদারেরা ঠিক মাসে মাসে বেতন পাইতেছে।

সর্বত্র প্রায় এই প্রবাদটি শুনিতে পাওয়া যায় যে চোর না হইলে চোর ধরিতে পারে না। প্রবাদটীও যুক্তিসঙ্গত বটে। কোথায় কোন দুষ্ট লোক, কোন নিরীহ লোক চোরের সঙ্গে মিশে ? চোরের সঙ্গে না মিশিলে তাহারা কি প্রণালীতে চলে, কি পরামর্শ করে, কাহার সঙ্গে তাহাদের যোগ, কোথায় তাহারা অপহৃত দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখে, কাহাকে তাহারা চোরাই মাল বিক্রয় করে তাহা জানা যায় না। ভদ্র ও নিরীহ লোকে তাহা কিরূপে অবগত হইবে ? চোর নিজ এই সন্ধান অপরে রাখিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতিতে নিরীহ লোক না রাখিয়া এইরূপ লোকের দ্বারা প্রবেশাধিকার দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। যেহেতু শহরবাসী মহাত্মা জন এই প্রকৃতির চৌকীদার নিযুক্ত আছে। পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরল এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বলিয়াছেন " যে পর্যন্ত অপরাধিশ্রেণীর মধ্য হইতে চৌকীদার বাছিয়া লওয়া না হয় তাবৎ অপরাধের সংখ্যার হ্রাস হইবে না। "

চৌর্যাদি নিবারণের অপর উপায় বসতির মধ্যে রাস্তার রাস্তার স্থানে স্থানে রাত্রিকালে আলোক দেওয়া। বর্দ্ধমান, গয়া, বাঁকড়াজা, রামপুর বোয়ালিয়া, ও মুঙ্গের মিউনিসিপালিটিতে আলোক দিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের মিউনিসিপালিটীর যেরূপ সামান্য আয় তাহাতে এক একটী নগর একবারে আলোকিত করা সম্ভাবিত নহে। তবে যেখানে অতিশয় চৌর্য্য হয় সেই স্থানে অল্প আলো দেওয়া বিধেয়। ক্রমশঃ সমগ্র নগরে আলো দিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

এবারে ডাকাইতির সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ১৮৭৮ অব্দে এ অঞ্চলে ১৬৮ টী ডাকাইতি হয়, ১৮৭৯ অব্দে ১৭১, ১৮৮০ অব্দে ১০২ টী মাত্র। ইহার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ৮০ টী মাত্র ডাকাইতি হয়। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, হাজারিবাগ, মালদহ এই কয়টী স্থানে অধিকসংখ্যক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এবারে নৌডাকাইতির সংখ্যা ১১ টী। তন্মধ্যে একটী অতি লোমহর্ষণ। একদা এক জন ফরিদপুরের ব্যবসায়ী সাহার সমস্তার সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে বাখরগঞ্জে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক দল ডাকাইত নৌকা করিয়া তাহার অনুসরণ করে। ব্যবসায়ীর নৌকা যেখানে উপনীত হইলে পর, ডাকাইতেরা ব্যবসায়ীর নৌকার মাঝিদিগের সহিত যোগ করিয়া তাহার নৌকায় আইসে, এবং ব্যবসায়ী ও তাহার সমস্তার প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাদিগের মৃতদেহ জলে ফেলাইয়া দেয়। অনন্তর তাহারা নৌকা লুণ্ঠন করিয়া ডুবাইয়া দেয়। অতঃপর মাঝিদিগকে আপনাদিগের নৌকায় লইয়া যায় এবং তাহাদিগকেও বিনষ্ট করে। পুলিস দশ জনকে অপরাধী বিবেচনায় ধরে। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত, একজন পাঁচ বৎসরের জন্য কারাবাসদণ্ডে দণ্ডিত, অপর কয়েক জন অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

গঙ্গার খাল।

আমাদিগের বর্তমান ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে এ দেশের অনেকপ্রকার উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। লৌহবর্ত্ম লৌহময় শকট উচ্চৈঃশ্রবাকেও লজ্জিত করিয়া সবেগে পর্যটন করিতেছে; তারের সংবাদ, ডাকের বন্দোবস্ত, পাকা রাস্তা বাঁধান ; দুস্তর নদীগর্ভে প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ প্রভৃতি অশেষবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কর্ম্ম ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে অতি উপকার সাধন করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, অন্যান্য কাজের মধ্যে গঙ্গার খালও ইংরাজদের একটী মহোপকারী কৃতি ও কীর্তি। যে যে স্থানে এই খাল নির্মিত হয় নাই, তত্রস্থ লোক উহার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নহেন। কিন্তু কৃষিজীবী দরিদ্র ভারতবর্ষের খাল খনন দ্বারা কতদূর যে কৃষকের কার্যসৌকর্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা অন্যে কি জানিবে ? যে যে স্থান দিয়া জল প্রণালী চলিয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত দেশের লোকই খালের উপকারিতা বুঝিতেছে।

ভারতবর্ষে যেমন দিন দিন দুর্ভিক্ষ, আমরা সাহস পূর্বক বলিতে পারি, যেখানে দিয়া খাল চলিয়া গিয়াছে সেখানে দুর্ভিক্ষ কদাচ কটাক্ষ করিতে পারিবে না। আমাদের ভারতে অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টিই অজন্মার প্রধান কারণ। শস্যক্ষেত্রের উৎপাতে কদাচিৎ শস্যহানি হয়। অতএব সকল নিপাতে রহিয়ার কৃষিকর্মের সর্বতোভাবে সুবিধা হইয়াছে। এখন কবিবরেরা যদি সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া প্রজাদিগকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করেন, তবে ভারতে " দুর্ভিক্ষটী ক্রমে গল্প কথা মাত্র হইয়া পড়িবে " বোধ করি এরূপ নির্দেশ করা অসঙ্গত হয় না।

কি অতিবৃষ্টি কি অনাবৃষ্টি, উভয় পক্ষেই গঙ্গার খাল বিলক্ষণ হিতকর। যদি অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্র জলে প্লাবিত করে, তবে খাল দিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া যায়। আবার যদি এককালে বৃষ্টি না হয়, তবে নহরের জলে সমস্ত ভূমি অভিষিক্ত করা যায়। ১৮৭৮ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একেবারে বর্ষা হয় নাই, তজ্জনিত খালের নিকটবর্তী গ্রামগুলির কোন ক্ষতি হইল না। কিন্তু যেখানে নহরের জল যায় নাই, তদঞ্চলের লোকই অন্নাভাবে কষ্ট পাইল ও প্রাণত্যাগ করিল। এ বৎসরও বর্ষা আরম্ভ

হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। নহরের নিকট-বর্ত্তী স্থানে শস্য উৎপন্ন হইল, কিন্তু দূরবর্ত্তী ভূমিগুলি পড়িয়া রহিল। প্রতি বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গঙ্গা-খালের জলে ৩০ ত্রিশ লক্ষ বিঘা ভূমির আবাদ হইয়া থাকে। যে সকল কৃষক খাল হইতে জল লইয়া ক্ষেত্রে সিঞ্চন করে তাহাদিগকে ভূমির দূরতা ও নৈকট্য অনুসারে প্রতি বিঘায় ৷/০ পাঁচ আনা হইতে ১৷০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক কর দিতে হয়। ইহাতে বৎসর বৎসর ন্যূনাধিক ২২,০০,০০০ বাইশ লক্ষ টাকা কর আদায় হয়। খালের সংস্কারাদি কার্য্যে ও কর্ম্মচারীদিগের বেতনে প্রতিবৎসর ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা খরচ হয়, বাকি ১২,০০,০০০ বার লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের লাভ থাকে। এই বহু বিস্তীর্ণ খাল খনন করিতে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

হরিদ্বারের সন্নিহিত মায়াপুর হইতে উক্ত খাল আরম্ভ হইয়াছে। ঐ স্থল হইতে গঙ্গার জল খালে নীত হয়। তৎপরে সাহারণপুর—মুজঃফর নগর—মিরাট—আলীগড়—বুলন্দসহর—আগ্রা—ইটাওয়া—ইটা—মৈনপুরী—ফরুকাবাদ জেলার ভিতর দিয়া কাণপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক গঙ্গার সঙ্গে আবার মিলিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত জেলায় প্রধান খাল হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা চারি দিক বিস্তীর্ণ হইয়া দূরবর্ত্তিনী ভূমিকে আর্দ্র করিতেছে। এই সকল শাখা প্রশাখা না থাকিলে, খাল হইতে তাদৃশ উপকার হইত না। ভাগলপুরের ন্যায় কেবল একটী স্থান দিয়া চলিয়া গেলে কতগুলি ভূমি জল পৌঁছিয়া রক্ষা করা যাইত? চারি দিক শাখা প্রশাখা থাকায় অনেকেই খালের জলে উপকার লাভ করিতেছে। হরিদ্বার হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত এই খালের দৈর্ঘ্য ৩৭৫ মাইল। ইহার সমস্ত শাখা প্রশাখার মোট দৈর্ঘ্য ৩৪০৩ মাইল. প্রায় সকল স্থানেরই গভীরতা ১০০ এক শত হাত। এই নহর দিয়া প্রতি-পলে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার ঘন ফিট জল নির্গত হইয়া থাকে। কাশীর সম্মুখে গঙ্গা দিয়া প্রতি পলে ১৫০,০০০ ঘন ফিট জল নির্গত হয়। অতএব, খালের জন্য গঙ্গার ৩০ ত্রিশ ভাগের এক ভাগ নির্গত হইয়া থাকে। এই নহরের জলে সমগ্রদেশে ৫ ৬৬ খানি গ্রাম সিক্ত হয়। ভূমিতে খালের জল পৌঁছিবার দুই প্রকার উপায় আছে। এক উপায় এই, উচ্ছলিত নহরের নিকটবর্ত্তী ভূমির মৃত্তিকা কাটিয়া নালা করিয়া দিলে আপনা হইতে জল গিয়া ভূমিতে পড়ে। দ্বিতীয় উপায়, পিচকারি দ্বারা জল পৌঁছিতে হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আপনি জল যায় সে স্থানে অধিক কর লাগে। নহরের জলে ছোট ছোট নৌকারও গতি-বিধি আছে। ঐ সমস্ত নৌকাযোগে স্থানে স্থানে বাণিজ্য দ্রব্য নীত ও প্রেরিত হয়। নৌকার কর হইতে বৎসর বৎসর প্রায় ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। নহরের পথ দিয়া বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে লবণই প্রধান। ১৮৭৭ অব্দে প্রায় ২০,০০০ মন লবণ ঐ খালপথে নীত হইয়াছিল।

সার প্রবি কাণ্টলি সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খালের সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮৩৭ অব্দে পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে বিস্তর লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তদ্দৃষ্টে কাণ্টলি সাহেব খাল খননের নিমিত্ত তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড অকলাণ্ড সাহেবের নিকট আবেদন করেন। মহামান্য গবর্ণর সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খাল খনন করিতে আদেশ দেন। ১৮৪২ অব্দে খনন কার্য্যের সূত্রপাত হয়, কিন্তু উহার প্রধান প্রধান কাজগুলি লর্ড ডালহাউসির সময় সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৫৪ সালের ৪ ঠা এপ্রেল মহা সমারোহে প্রথম খাল খোলা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কাণ্টলি সাহেব অনেক ব্রাহ্মণ ও দীনদুঃখী অনাথ ব্যক্তিকে পরিধেয় বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

হরিদ্বার শাখাক্ষেত্র নিম্নে অবস্থিত খালের আরম্ভ স্থান সমুদ্রতট হইতে প্রায় ৩৩৮ হাত উচ্চ এবং কাণপুর সমুদ্রতট হইতে ১৭০ হাত উচ্চ। অতএব খালের স্রোত কত প্রবল হইতে পারে তাহা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু খালের মধ্যে মধ্যে কৌশলে আটক করা আছে, নতুবা অধিক বেগ হইতে পারে না। হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূরে ঐ খাল একটী নদীর নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে উপরে নদী প্রবাহিত হইতেছে, নীচে খাল পড়িতেছে। কি আশ্চর্য্য কৌশল বুঝিয়া লউন। আবার রুড়কির নিকট ঐ খাল একটী পুলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রশস্ত পথ, গাড়ি ঘোড়া গাড়ী মনুষ্য সকলে যাইতেছে। এক সময় দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মান্দ্রাজ ইরিগেশন কোম্পানি উড়িষ্যাতে একটী খাল খনন করিতে গিয়াছিলেন। খালের কার্য্য অনেক দূর সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু শেষে ঐ কোম্পানি দেউলিয়া হয়েন। গবর্ণমেণ্টকেও অনেক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। সম্প্রতি উড়িষ্যার খাল পুনর্ব্বার কাটাইবার নিমিত্ত আমাদের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন। উলুবেড়িয়া হইতে কটক পর্য্যন্ত ও অন্যান্য স্থলে প্রধান খালের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে অনেক ব্যয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু লোক সাধারণের উপকারও বিস্তর হইবে। তবে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এদেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম; অত-এব পশ্চিমাঞ্চলের মত এ দেশের খাল গভীর করা কঠিন হইবে। গবর্ণমেণ্ট আশা করিতেছেন, উড়িষ্যার খালে জাহাজ চালাইবেন; ক্ষুদ্র জাহাজ চলিতে পারিবে, কিন্তু সকল সময় কিরূপ সুবিধা হইবে এখন বলা যায় না। ঐ খাল খননের আশায় উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আর রেলওয়ে হইল না। যাহা হউক একটী কার্য্য সত্বর নির্ব্বাহ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ। যে কোন উপায়ে কৃষি কার্য্যের সুবিধা হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তদ্বিষয়ে সমস্ত ভূস্বামীর মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি কাজে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা স্বয়ং কৃষি কর্ম্মের উন্নতি করুন। গবর্ণমেণ্ট কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিলে কাজটী নিশ্চয় সুসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাড়াবাড়ি হইয়া পড়ে। আমাদের দেশীয় লোক যদি সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লন তাহা হইলে অত টাকা ব্যয় হয় না। পূর্ব্বে ভূস্বামীরা মাঠে মাঠে জল সেচিবার পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতেন, অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে জল নিকাশের খাল খনন করিতেন, তাহাতে কৃষিকর্ম্মের বিলক্ষণ সুবিধা হইত। সেই সকল প্রাচীন কৃতি অদ্যাবধি স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইদানীন্তন জমীদারদের সে প্রকার কাজে প্রায় উদ্যোগ দেখা যায় না। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বিলে ও মাঠে কোথাও ছোট কোথাও বড় এক একটী খাল খনন করিয়া দিলে সকলেরই বিশেষ উপকার হয়,—অনাবৃষ্টিতে ও অতি বৃষ্টি হইতে শস্য রক্ষার সুবিধা হয়। [illegible] প্রসিদ্ধ বিল এ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত বিল বঙ্গদেশের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। উহার দুর্দ্দশায় বিলক্ষণ অজ-ন্মা। বিলটী এখন অত্যন্ত মজিয়া গিয়াছে,—উহার আর অধিক শস্য দিবার নাই। কিন্তু মজীয়া না থাকিলে কি হয়—বর্ষাকালে জলে প্লাবিত হইয়া যায়। কেবল উপরের জমিতে অল্প স্বল্প আবাদ হয়, এবং তথায় অসংখ্য মৎস্য জন্মে,—বিল হইতে এই মাত্র আয়। ইহাতে একটী সুদীর্ঘ খাল কাটিলে কেবল বর্ষার জলে সমস্ত বঙ্গদেশ প্রতিপালিত হইবার প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। নবাবের আমলে একবার খাল খনন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিন কাজ চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রও একবার ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাজও অধিক দিন চলে নাই। সম্প্রতি রাস্তার দুই ক্রোশ উত্তরে বাগেরহাট খাল দিয়া এবং রাস্তার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে মধুমতীর খাল দিয়া বরিশাল কিছু কিছু জল বাহির হইয়া যায়.

[illegible] কেও উপকার করিয়া থাকে। [illegible] না [illegible] করিয়া [illegible] জনম করিয়া দিয়াছেন। উঁহাদের [illegible] পারিবেন না।

[illegible]

পাঠক [illegible] আপনারা সকলেই নাইট সাহেবকে বিলক্ষণ চিনেন। তিনি এডভোকেট [illegible] নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। [illegible] ও [illegible] সংবাদ পত্রের [illegible] যেমন [illegible] নাইট সাহেব সেরূপ করেন না। তিনি দোষ গুণ প্রকাশ করিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন। এই রূপ [illegible] এখন ভারতবর্ষে নাই। অধুনা তিনি বিলাতে থাকিয়া লণ্ডন ষ্টেটসম্যান নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন। গত জুলাই মাসে উক্ত সংবাদপত্রে নাইট সাহেব বরোদার ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট [illegible] মিড্ সাহেবের নামে [illegible] অভিযোগ করিয়া একটী [illegible] প্রকাশ করেন; সম্প্রতি মিড্ সাহেব সেই আনুষঙ্গিক অপবাদগুলি সপ্রমাণ করাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের ষ্টেট্ সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এখন আমরা বলি যদি যথার্থই অভিযোগের অনুসন্ধান করা হয় তবে যেন পক্ষপাতশূন্য ধর্ম্মভীরু লোক ঐ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হন; কেন না, কাকের মাংস কাকে খায় না তাহা সকলেই জানেন।

পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন অপরাধে [illegible] যে অপবাদ [illegible] সহজ নয়, বলিতে হৃৎকম্প হয়। ১৮৬৯ অব্দে নাবালক [illegible] মহারাজ [illegible] অভিষিক্ত হন। [illegible] এক প্রকার স্বাধীন। তথাকার রাজকার্য্য সকলি স্বতন্ত্র। তাহাতে ইংরাজদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। কেবল তথায় একজন রেসিডেণ্ট থাকেন, এই মাত্র। নূতন [illegible] রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন না এই জন্য রাজপরিবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়া [illegible] উজীরকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইংরাজেরা ঐ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই, কিম্বা মধ্যবর্ত্তী হওয়া কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রাজপরিবারের লোকদিগকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে উক্ত রাজপ্রতিনিধির মৃত্যু হয়। কিন্তু এবার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] রহিল না। রেসিডেণ্ট সাহেব সম্পূর্ণ [illegible] ধারণ করিলেন। তিনি একজন [illegible] উমরাওকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তির হস্তে রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিতে কাহারও সম্মতি ছিল না। সকলেই একবাক্য হইয়া উহাতে ঘোর আপত্তি করেন; কিন্তু মিড সাহেব কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উক্ত উমরাওর প্রতি সমস্ত লোক যে এত বিরূপ তাহার কারণ এই তিনি পূর্ব্বে অনেক গর্হিত দোষে অপরাধী হইয়া ছিলেন, সেজন্য কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করেন না। ১৮৬১ অব্দে তিনি [illegible] একটী বড় [illegible] করিয়াছিলেন; সে কারণ লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করেন। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় [illegible] নামক একজনের দলের সঙ্গে যোগ করিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের বাড়ী লুট করেন। এই মকদ্দমার কাগজপত্র মিড সাহেবের নিকট ছিল এবং তিনি এ সমস্ত বিষয় জানিতেন। ১৮৪৮ অব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দিয়া তিনি অনেক উৎসাহ দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে অনেক দুষ্ট লোক তাঁহার কাছে থাকিত একথা সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। যে ব্যক্তি এতগুলি এবং অন্যান্য আরও শত শত গুরুতর দোষে দোষী মিড্ সাহেব তাঁহাকে অম্লান মুখে রাজপ্রতিনিধি করিলেন। চারিদিকে সকল সভ্য লোকের ঘোর আপত্তি সকলি নিষ্ফল হইল।

পাঠক! এখন দেখুন, [illegible] হাতে [illegible] অর্পণ করিলে কি হয়? তিনি মিড সাহেবের উৎসাহে ও ক্ষমতায় [illegible] করিয়া এবং [illegible] হইয়া দুই হাতে [illegible] লাগিলেন। পূর্ব্বে যত প্রকার কর [illegible] একেবারে [illegible] হইয়াছিল, সেগুলি এক কালে [illegible] গেল। তিনি উঁহার [illegible] সমস্ত বিষয় অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপ্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত হইয়াই তিনি ২৫০,০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের একটী সম্পত্তি নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। রাজপরিবারের লোকেরা রেসিডেণ্ট সাহেবকে এ বিষয় জ্ঞাত করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে,—"আর বিবাদে কাজ নাই [illegible]।" [illegible] এক কথা এই শেষ! [illegible] তাঁহার আত্মপুত্রের নিকট তিনি ৫০০,০০০ টাকা দাবি করিলেন। রেসিডেণ্ট সাহেব এবার বলিলেন,—"হাঁ অবশ্য ঐ টাকা দিতে হয়। এ ন্যায্য পাওনা"। এখন উপায় কি? কাজেই [illegible] নামক একটী অপূর্ব্ব বাগান ছাড়িয়া দিতে হইল। এইবার আমীর একটা বড় রকম দাবি করিয়া বসিলেন। তাঁহার আত্মপুত্রের নিকট ৪০০,০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের দুইটী সম্পত্তি ছিল। কৌশলে সেই বিষয় নিজ নামে করিয়া লইলেন। [illegible] এই সমস্ত ব্যাপার রেসিডেণ্ট সাহেবকে জানাইলেন। কিন্তু মিড সাহেব উঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। [illegible] নূতন [illegible] গ্রামগুলি অধিকার করিবার নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইলেন, তাহারা গ্রামবাসিদিগের প্রতি অনেক দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। ভূমির শস্য সকল নষ্ট করিল, গৃহাদি লুট করিল, স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব হরণ করিল,—ঐরূপ অত্যাচারের সীমা রহিল না। [illegible] মিড সাহেবকে এ সমস্তই জানাইলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, এ বিষয়ের তিনি নিশ্চিত কিছুই জানেন না। এই গেল, আর এক ব্যাপার! এক মাস গত না হইতেই তিনি ১২০,০০০ টাকা আয়ের অন্যান্য সম্পত্তি অপহরণ করিলেন। যে বিষয় বিক্রয়ে আমীরের কোন স্বত্ব ছিল না, অবশেষে তাহা হইতে ১০,০০০০০ টাকা আয়ের বিষয় লইলেন অথচ মিড সাহেব কর্ণপাত করিলেন না।

লণ্ডন ষ্টেটসম্যান এই সকল অপরাধ গুলির অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন [illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] আফগানিস্থান [illegible] এই [illegible] হইয়াছে [illegible] কলিকাতা [illegible] এই কথা বলিয়াছেন [illegible] উপস্থিত [illegible] পাঠাইতে [illegible]।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] এই কথা বলিতেছেন [illegible] শীঘ্রই [illegible]।

[illegible] আয়ারলণ্ডের [illegible] অভিযোগ [illegible]।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] নামক স্থানে [illegible] পুলিসের লোকেরা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সেপ্টেম্বর। আমেরিকার [illegible] সৈনিককে [illegible] বিদ্রোহী হইবে, এ [illegible]।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] শীঘ্রই [illegible] করিবেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] মন্ত্রী এবং [illegible] সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। [illegible] নূতন [illegible] বিষয়ক [illegible] কথোপকথন হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ৫ ই সেপ্টেম্বর। প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডকে ওয়াশিংটন হইতে লঙ ব্রাঞ্চ নামক স্থানে তাঁহার নিজ গৃহে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই সেপ্টেম্বর। আয়র্লণ্ডের সংবাদ এই যে তথাকার লোকের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ চলিয়াছে, পুলিসের প্রতি এই গোলাগোলি বর্ষণ হইয়াছে। [illegible] যে ঘোর গোল হয়, তাহাতে পুলিস সত্বর আক্রমণ করিয়াছে।

নিউইয়র্ক ৮ ই সেপ্টেম্বর। আরিজোনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে পূর্ব্বে সেনাপতি কারের সৈন্যদলের বিনষ্ট হইবার বিষয় যে বর্ণন করা হইয়াছে তাহা অমূলক সেনাপতি কারের মৃত্যু হয় নাই। তিনি অধিকাংশ সৈন্যসহ মঙ্গলমত ফিরিয়া আসিতেছেন। কেবল ১১ জন হত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হইতেছে।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। [illegible] অতি আশ্চর্য্য কারেল-মাং সেনানিবাস [illegible] উড়াইয়া দিবার জন্য কয়েক ব্যক্তি চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

অদ্য যুবরাজ [illegible] লোক নিয়মে ধাম খুলিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পত্নীর নামে আখ্যাত হইতেছে।

লণ্ডন ৯ ই সেপ্টেম্বর। লণ্ডন নগরে ট্রেড্স ইউনিয়ন কংগ্রেস নামক বণিক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যে ইংরাজদিগের ব্যবসায়ের অসুবিধা দূরীকরণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা। ৫ ই সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে জনরব আসিয়াছে যে আমীর খেলাতে, ও আবিদ খাঁ একদলকে উপনীত হইয়াছেন। আয়ুব খাঁ সমুদায় সৈন্য সমভিব্যাহারে কান্দাহারের নিকটে শত্রুর অপেক্ষা করিতেছেন। শীঘ্রই যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমীরের সৈন্য সংখ্যা বিস্তর এবং তিনি সৈনিক কর্ম্মচারী ও সহযোগীদিগকে বিস্তর ধন বস্ত্র দান করিতেছেন এইরূপ প্রবাদ আফগান স্থানে প্রচার হওয়াতে তত্রত্য প্রজাবর্গ আয়ুবের প্রতি দিন দিন বীতরাগ হইতেছে। এই কারণ সম্ভবতঃ তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে একে একে ত্যাগ করিতেছেন।

সিমলা। ৭ ই সেপ্টেম্বর। আমীর খেলাত ই গিলজাইয়ের দুর্গের সংস্কার করিতেছেন। কান্দাহারের প্রজাবর্গ আত্মরক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতেছে।

সিমলা ৯ ই সেপ্টেম্বর। দুরাণী ও গিলজাই জাতিদ্বয়ে বিবাদ বাঁধিয়া গিয়াছে। দুরাণীরা আয়ুবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে চেতলার পুলের পার্শ্বে কদম নামে যে বেশ্যাটী হত হইয়াছে, পুলিস এপর্য্যন্তও তাহার কোন কূল কিনারা করিতে পারেন নাই। যে স্থানে খুন হইয়াছে সে স্থানটী পুলিসের একটী নম্বর ঘাঁটী বলিলেও অত্যুক্তি প্রয়োগ হয় না। দিবারাত্র অষ্টপ্রহরই সে স্থানে পুলিস পাহারা থাকে; লোক জন সর্ব্বদাই ঐ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতেছে; চেতলার পুলিস ফাঁড়ীও ঘটনাস্থল হইতে বড় জোর ২০।২৫ রশি তফাত হইবে; কালিঘাটের ফাঁড়ী বোধ হয় আরও নিকট হইবে; অতি নিকটে, এমন কি ২।৩ হাত তফাতে এবং সেই একই পুলের অপর পার্শ্বে এক মাত্র বংশের বেড়া ব্যবধানে, অন্যান্য বারবিলাসিনীরা রহিয়াছে, আবার সেই খুনের রাত্রে, দুয়ার এক মাত্র পথের এক মাত্র দুয়ারের বাহিরে দাওয়ায় কাটুরীরা শুইয়াছিল ইহার মধ্যে এমন অবস্থায় এরূপ খুন কোথাকার লোকে করিল অথচ ধরা কেহ পড়িল না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে কয়েক ব্যক্তির উপর সন্দেহ জন্মিয়াছিল কোনোরূপ বিশ্বাস জনক প্রমাণ না পাওয়াতে তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে। শুনিলাম পুলিস এখন অন্য রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে যে ব্যক্তি কদম বেশ্যার হত্যাকারীকে ধরিয়া দোষ সপ্রমাণ করাইয়া দিতে পারিবে পুলিস তাহাকে নগদ দুই শত টাকা পুরস্কার দিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, চোকাড়ীয়াদিগের নিকট পুলিস কোন অনুসন্ধান লইয়াছেন কি না? যদি না লইয়া থাকেন, তবে সেই রাত্রে বা তাহার পরদিন প্রাতে যত চোকাড়ী বাহির হইয়া গিয়াছে, ডুমঘাটের তালিকা দৃষ্টে তাদের অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।

কয়েক দিন হইল চেতলা মাঝেরপুরের ঘোষদিগের সদর পুষ্করিণীতে, একটী বৃদ্ধা জলমগ্ন হইতে হইতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ পদস্খলিত হইয়াই বৃদ্ধা যখন নিমগ্ন ও অদৃশ্য হইল, তখন সকলেই তাহার জীবনে নিরাশ হয়। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বৃদ্ধা যখন পুনরায় ভাসিয়া উঠিল, তখন দর্শকদিগের এক ব্যক্তি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বৃদ্ধার উদ্ধার সাধন করেন। পরে চিকিৎসার দ্বারা বৃদ্ধাকে প্রকৃতিস্থ করা হয়। পূর্ব্বোক্ত যুবক, [illegible] সমাদর হয় নাই, সুতরাং ঘোষ মহাশয়দিগের অনেক গুণাবলি বলিতে হইবে।

চেতলা মাঝেরপুরের রাস্তাটীর দুরবস্থা দেখিয়া আমরা অতি দুঃখিত হইলাম। রাস্তার উভয়পার্শ্বে এদেশীয় ভদ্র লোকের বাস। মিউনিসিপালিটী এত [illegible] রাস্তাটীর [illegible] আমরা তাহা বুঝি না। [illegible] নির্ম্মিত হইবার পর [illegible] বৎসর গত হইল, রাস্তাটী [illegible] করা হয়। [illegible] প্রতি আর মিউনিসিপালিটীর নজর পড়ে নাই, বা পড়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। অন্যান্য রাস্তা সকল যে নিয়মে পাকা হয়, এটীও যদি সেই নিয়মে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় রাস্তাটী এত শীঘ্র নষ্ট হইত না। শুনিলাম অনেক স্থানে রাস্তার নীচে ইটের খোয়া না দিয়া অমনি শুধু মাটীর উপর খানিক চালিয়াই কাজ সমাধা করা হয়। গৃহস্থের কর্ত্তারা স্ব স্ব বাটীর লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, রাস্তাঘাটের দিকে নজর দিতে তাঁদের সময় কৈ; কাজেই কন্ট্রাক্টর মহোদয় জলকে জল বুঝাইয়া দিয়া আপন আপন উদর পূর্ত্তির বিলক্ষণ বন্দোবস্ত করিয়া লন। মাঝে মাঝে দয়া হয় তাঁদের কি? রাস্তার যে অংশটী চেতলার হাটের নিকট আছে, সর্ব্বদা গরুর ও ঘোড়ার গাড়ীর চাকাতে তাহার অনেক স্থান লোপ হইয়াছে, একণে শীঘ্র উহার মেরামত না হইলে আর কিছুদিন পরে একেবারেই উহার লোপ হইবে। রাস্তার মাঝে মাঝে কতকগুলি গরুর গাড়ীওয়ালাদের আড্ডা আছে। সেই সেই স্থানে রাস্তার এরূপ দুর্দশা হইয়াছে যে বৃষ্টির সময় সে স্থান দিয়া চলা ফেরা করা অতীব কঠিন। যদি মাঝে মাঝে দুই চার গাড়ী খোয়া ফেলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলেও এরূপ দুর্দশা হইত না। আবার রাস্তার দক্ষিণাংশের অনেক স্থানে [illegible] ও উভয়পার্শ্বে জঙ্গল হওয়ায় লোকের চলাফেরা আরও কষ্টকর হইয়াছে, আমরা ভরসা করি, সুযোগ্য মিউনিসিপালিটী চেতলা মাঝেরপুর বাসী প্রজাপুঞ্জের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

খ্রীষ্টীয় মিশনরীরা একণে নানা বেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। কখন বা পেণ্টালুন ছাড়িয়া ধুতি কখন বা ধুতি ছাড়িয়া ডোর কৌপীন ধারণ করিতেছেন। আবার কখন বা কটীবাস ছাড়িয়া [illegible] কখন বা [illegible] ছাড়িয়া [illegible] আবার কখন বা চেয়ারে বসিয়া কাঁটা চামচে, কখন বা বিছানায় বসিয়া হাতে কখন বা কুশাসনে বসিয়া কদলীপত্রে ভোজন করিতেছেন। আবার কখন বা খোলে তবল কখন কীর্ত্তনে মাতন কখন বা [illegible] নাচনে মাতিয়া সকল শ্রেণীর লোকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আর দিন গত হইল একজন পাদ্রী সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভবানীপুর [illegible] সম্মুখে [illegible] বাঙ্গালা বক্তৃতা [illegible] দিয়াছেন। আমরা পাদ্রী সাহেবের এই উদ্যমের যথেষ্ট প্রশংসা করি [illegible] এদেশীয় ভবী ভুলিবে কি না সন্দেহ জানি না।

গত বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার সময় ভবানীপুর [illegible]

মুরশীদাবাদ [illegible] দুইজন বাবু মদ খাইয়া চঙ্কলদ [illegible] [illegible] বাংলা মা [illegible] ঐ স্থানের পাহারাওয়ালা বাবুদিগকে [illegible] করিতে নিষেধ এবং বাড়ী যাইতে অনুরোধ করে। বাবুরা ইহাতে অসম্মত এবং অবমাননাকর বোধ করতঃ পাহারাওয়ালাকে প্রহার করেন। পরে পাহারাওয়ালা অপর [illegible] জন সঙ্গীর সাহায্যে [illegible] বাবুদের দুই জনকে ধরিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল বাঁড়ুয্যা নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সম্পর্কীয় ভাতৃবধূ ক্ষীরোদবাসিনী দেবীকে হত্যা করায় গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

কলিকাতা ইডেন উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী [illegible] চাতাল বাজাইবার পাত্র করিবে। এক্ষণ [illegible] [illegible] যথা [illegible] বসিয়া বাজনা শুনিতে পাইতে না হয়, [illegible] কতকগুলি [illegible] আবরণ প্রস্তুত হইবে। ইহার নিকটে কতকগুলি জলের ফোয়ারা নির্মিত হইবে। এবং একটী [illegible] জল ও উদ্যানে স্থাপিত হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জলে।

আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে, [illegible] লোকের [illegible] [illegible] বানের জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে অনেক গ্রাম বসতি পূর্ণ বসতি আছে। রাস্তাটির উচ্চতা [illegible] হিসাবে যদি [illegible] অপেক্ষাকৃত ৭।৮ ইঞ্চ বেশী উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর এ দুর্দশা ভোগ করিতে হয় না। [illegible] [illegible] গমন করে, তাহারা [illegible] দুর্দশায় দুর্দিনা মিউনিসিপ্যালিটিকে আশীর্বাদ করিতে করিতে যায়। ইহাদের [illegible] কষ্টের সীমা নাই। আমাদের ভয় হয়, পাছে কোন দিন কোন লোক রাস্তা ডুবিয়া নর্দ্দমার গভীর জলে না পড়ে।

আমরা [illegible] [illegible] হইতে সকলে [illegible] আশঙ্কা করি কিন্তু [illegible] [illegible] অশ্ব হইতে পড়িয়া [illegible] [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] বোর্ড অফ [illegible] বৎসর এক সময়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বোর্ড [illegible] অব্দের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা যায় যে ভূমি [illegible] [illegible] [illegible] রাজস্ব আদায় হইয়াছে তাহা [illegible] [illegible] বিভক্ত। প্রথম যে ভূসম্পত্তির [illegible] [illegible] আছে, দ্বিতীয় যে ভূসম্পত্তির সাময়িক [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের খাসমহল, চতুর্থ [illegible] [illegible] ১৮৭৮। ৭৯ অব্দে প্রথম শ্রেণীর ভূসম্পত্তির সংখ্যা [illegible] ছিল, ১৮৭৯। ৮০ তে [illegible] হয়। ১৮৮০। ৮১তে [illegible] হইয়াছে। ঐরূপ দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ও ঐ কয় বর্ষে ন্যূনাধিক [illegible] হইয়াছে। সম্পত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হই ঐরূপ হইবার কারণ। ১৮৮০। ৮১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের বাকী খাজনা সমেত সমুদায়ে [illegible] টাকা আদায় হইয়াছে।

আমরা [illegible] [illegible] উন্নতির সংবাদ পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। এই বৎসর [illegible] নজর করিয়া রাখিবার এবং শীঘ্র একটী বাণিজ্যের স্থান করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাঁরা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয় হইতে কতকগুলি চীনের বাসনের নমুনা কলিকাতা প্রদর্শনী সভাতে প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যের মূল্য হাজার টাকা।

এক জন ফরাসী এঞ্জিনিয়র অধিকৃত স্থানগুলি ও [illegible] [illegible] [illegible] অঙ্কিত করিবার জন্য সম্প্রতি মান্দ্রাজে আগমন করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার [illegible] এক জন সংবাদদাতা বলেন রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের [illegible] বিষয়ে এক্ষণে এই স্থির হইয়াছে। তিনি ১১ ই [illegible] [illegible] উপনীত হইবেন। তথা হইতে ১২ এ [illegible] [illegible] করিয়া ১৫ এ [illegible] প্রত্যাগমন করিবেন।

[illegible] রাজা তাঁহার রাজ্যে ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আইনের অনুযায়ী আইন করিয়াছেন। [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] এই নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য [illegible] টাকা বেতন দিয়া একজন সরকারী পুলিস কমিশনর নিযুক্ত করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যুৎপ্রচার কার্য্যের সম্প্রসারণের সাহায্যার্থ [illegible] হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ঐ টাকা নিম্ন লিখিত [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible], মান্দ্রাজ ও [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], বোম্বাই রাজপুতনা ও মধ্যপ্রদেশে [illegible], [illegible] টেলিগ্রাফকে [illegible] টাকা, মুদ্রিত করিবার জন্য [illegible] এবং [illegible] [illegible] ও পুস্তকাদি [illegible] করিবার জন্য [illegible] টাকা দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের সেক্রেটরি [illegible] উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবেন। [illegible] গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের উন্নত সাধন করা তাঁহার অভিপ্রায়। এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য [illegible] কমিশন যে যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন তাহার অনুসারে কিরূপে কার্য্য করা যাইতে পারে তিনি তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবেন।

বাঘের কবলে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি [illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] চক্রবর্তীর স্ত্রীকে [illegible] [illegible]। তথাকার একজন [illegible] তাহাকে এমন এক ঔষধ খাইতে দেয় যে তাহা সেবন করিয়া বমন করিয়া [illegible] [illegible] মধ্যেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

এডওয়ার্ড [illegible] নামক যে ইংরাজ [illegible] [illegible] তাহাকে একজন দেশীয় লোকের প্রাণ বিনাশ করে হাইকোর্টের সেসনের বিচারে তাহার এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] সেনকে এই পত্র লিখিয়াছেন:—

"মহাশয়ের [illegible] [illegible] অভিনন্দন পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে আমাদিগের এই সভার [illegible] পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি-লাভ করিয়াছি, এবং তাহার জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আপনি স্বয়ং এখানে আসিলে আমরা বড় সুখী হইতাম।"

[illegible] মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] সরকারেরা [illegible] উপর [illegible] ও [illegible] অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা [illegible] নিকট এখন আর [illegible] গ্রহণ করিতে বড় আইসে না। [illegible] [illegible] লইয়া [illegible] দিন জল পুলিস [illegible] ও [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] বাটীতে যেখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চেষ্টা করিতেছে। [illegible] [illegible] লোক [illegible] পীড়িত [illegible] আবার [illegible] ও [illegible] [illegible]। ইহার নিবারণের কোন উপায় কি [illegible] [illegible] করিতে পারেন না?

ডাক্তার [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] [illegible], সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি [illegible] [illegible] দিন অনশনে কালযাপন করিয়া অতি শীর্ণ হইয়া পড়েন ও [illegible] হন। [illegible] [illegible] [illegible] হওয়া গেল, তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], বোধ হয় এই [illegible] দিন ইহার বলে জীবিত ছিলেন।

স্ত্রীলোকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একপ ইচ্ছা নহে। [illegible] নামক সংবাদপত্র বলেন যে [illegible] [illegible] চিকিৎসা সভায় স্ত্রীলোকে চিকিৎসা শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া হইবে কিনা এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াতে সার [illegible] [illegible] বলেন যে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইলে মহারাণী এই সভায় সাহায্য করিবেন না বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি উইংপুরের কাশী বেশ্যাকে হত্যা করিয়াছিল ইন্‌স্পেক্টর অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাহার নাম হীরালাল মিশ্র, মথুরায় তাহার বাড়ী। ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে বেশ্যার সমুদায় গহনা পাওয়া গিয়াছে।

১৬ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে মাদ্রাজে আত্যন্তিক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গোদাপুরে শতাধিক গৃহ ভূতলশায়ী হইয়াছে, এবং অন্য অন্য অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

একখানি ফরাসী সমাচার পত্র বলেন, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী এক ব্যক্তির হঠাৎ সমুদায় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, কেবল এক লক্ষমাত্র ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) অবশিষ্ট ছিল। ঐ ব্যক্তি ঐ ঘটনার ২৭ ঘণ্টার মধ্যে শোকে প্রাণত্যাগ করে। তাহার এক ভ্রাতা ছিল, সেই ঐ একলক্ষ মুদ্রার অধিকারী। সে চিরকাল দরিদ্র কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। ঐ টাকার কথা শুনিয়া তাহার এরূপ আনন্দ হয় যে সেই আহ্লাদে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভাগলপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আবার কয়েক দিবস হইতে আকাশের উত্তর পশ্চিম দিকে ধূমকেতু উঠিতেছে। ধূমকেতু কি একটা কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবে না?

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম ১৮৮১ অব্দের ৭ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেট খানি বড় প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূরিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা নদীয়া প্রভৃতির অধিবাসিরা সাধারণের উপকারার্থ ১৮৮০ অব্দে যে সমস্ত রাস্তা, ঘাট, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি করিয়াছেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গেজেটে তাহার উল্লেখ করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ভূরি প্রশংসা পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরাও ভূমিদাতাদিগের নাম ও দানের উল্লেখ করিয়া সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। সাধারণের যে কার্য্যে যত ব্যয় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ও কার্য্যের সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

কার্য্যের নাম	সংখ্যা	ব্যয়
সরাই	৩	৫৮০০
রাস্তা	১৯	১০৭৭০
সেতু	১৬	৩৯৫৭৪৷৶১৫
বাঁধ	৩	১২৪৬৵১৫
পুষ্করিণী	১৪৬	১৬৫৮৮৪৶১০
কূপ	৫১	১৬৮০১৶১৫
পাকা ঘাট	৪	৩৬৮০
দুই শত টাকার ন্যূনে		
যে সকল কাজ হইয়াছে		২৮৫৩৩৶০

দাতাদিগের নাম।

কলিকাতার বাবু যদুনাথ মল্লিক যাত্রিদিগের সুবিধার নিমিত্ত মাহেশের জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে ২৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছেন, এবং কলিকাতার বাবু গিরিধারী সিং ও দুর্গাদত্ত সিং মধুপনীতে ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী সরাই করিয়া দিয়াছেন। হুগলীর বাবু অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু ৬৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া মহীয়াড়ী হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা করিয়াছেন। জেলা রঙ্গপুরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী ঐ জেলায় আলকুমারী নদীর উপরে এক লৌহময় সেতু করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ৩০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের পক্ষ হইতে একটী রাস্তা ও ১৫ টী সেতুর নির্ম্মাণে ৮৫৭৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। [illegible] বাবু গোবর্দ্ধন দাস পুষ্করিণীতে ৬০০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং নদীয়ার বাবু শ্রীনাথ বসু ২০০০, ময়মনসিংহের বাবু হরদয়াল ঘোষ ৫৫০০, মলকাটির বাবু রামসুন্দর পাল এবং নদীয়ার বাবু চণ্ডীচরণ বসু প্রত্যেকে তিন হাজার করিয়া পুষ্করিণীতে ব্যয় করিয়াছেন। জেলা রঙ্গপুরের বাবু তিনকড়ি বাগচি ৪০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী পাকা কূপ করিয়াছেন। লালবাগের বাবু শিবনাথ হালদার ১০০৫ টাকায় একটী পাকা স্নানের ঘাট করিয়া দিয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিয়মাবলী প্রকাশ হইয়াছে। আমরা বিস্তার ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

প্যারিসের জ্যোতির্ব্বিদগণ ২০ হাজার নক্ষত্রের গতি দূরত্ব, আকার, অবস্থা, প্রভৃতি বিষয় পরিদর্শন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে গুটী পোকাকে তুঁতের পাতা ও কুলপাতা খাওয়াইয়া থাকে; কিন্তু চীনদেশে কর্পূর বৃক্ষের পাতা খাওয়াইয়া গুটিপোকা পোষণ করিয়া থাকে। ইহাতে রেশম অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়।

২৭ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহের রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে, কলিকাতায় ১১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বরে ৬৫, ওলাউঠায় ১৬, [illegible] ১১ জন মরিয়াছে। অবশিষ্টের অন্যান্য রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া দেখাইয়া লোককে মোহিত করিয়া গিয়াছেন, আবার উইলসন নামক একজন সিংহের সহিত ক্রীড়া দেখাইবেন।

সংবাদ পত্রের ডাক মাশুল যেরূপ নির্দ্ধারিত আছে, একণে তাহার অপেক্ষা কম করিবার জন্য পোষ্ট আফিস বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা চেষ্টা করিতেছেন। সংপ্রতি শুনা গেল, তিন তোলা ওজনের দেশীয় সংবাদ পত্র গুলি এক পয়সা মাশুলে যাহাতে যায়, কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার চেষ্টায় আছেন।

অলওয়ারের মহারাজ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ষে বর্ষে সংস্কৃত ও ইংরাজি পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহারা এক একটী স্বর্ণ পদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

মহীশূরের মহারাজ প্রজার অনুরাগভাজন হইবার একটী উত্তম উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। পূজার পর একটী সভা হইবে, তাহাতে দেশের জমীদার ও সওদাগর প্রভৃতি আহূত হইবেন। তাহাদিগকে লইয়া শাসন-প্রণালীর বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

আমেরিকার একজন চিকিৎসক বলেন, লেবুর আরক বসন্ত রোগের মহৌষধ। নিজের বিষয়ে ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন।

১ লা সেপ্টেম্বর সিমলায় কালকা নামক স্থানে সাত মাইল ব্যাপিয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ইজিপ্টের খেদিব ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

করাচীতে ধূমকেতু উদিত হইতে দেখা যাইতেছে।

বঙ্গদেশে আমন ধান্যের অবস্থা উত্তম, কিন্তু শেষ রক্ষাই রক্ষা।

অমৃতসরে বন্যা নিবন্ধন অধিবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। বৃষ্টির আধিক্য প্রযুক্ত অনেক গুলি অট্টালিকা ভূতলশায়ী হইয়াছে।

পারস্যের শাহ পুরাতন শাসন-প্রণালী ও মন্ত্রি পদ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রকারের শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পুত্র সিডনি নামক স্থানে ৬০ হাজার দর্শকের সম্মুখে মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার দার্জ্জিলিং যাইবেন এবং নবেম্বর মাসে বেহার, ডুমরাওন, বেত্তীয়া, ভাগলপুর হইয়া বর্দ্ধমানের নূতন মহারাজকে খেলাৎ ও উপাধি দান করিয়া কলিকাতায় আসিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোথায় [illegible] পরিত্যাগ করিবেন, না, সিমলাকে জাঁকাইয়া তুলি-

হয়েছে। কর্তৃপক্ষদিগের লোক লোভা-বন্ধনার্থ ও কর্মচারিদিগের বাসস্থান-নির্মাণার্থ নিকটস্থ বাটী গুলি সকল ক্রয় করা হইতেছে। "দোষীর কাটে না গেছে।" রাজপুরুষেরা বিলাসিতাসুখ ভোগ না করিবেন কেন?

সম্প্রতি কলিকাতা বর্দ্ধমানদের নূতন বাজারে অগ্নি লাগিয়া কয়েকখানি ঘর ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

১৮৮১ সালের লোক সংখ্যার হিসাব ... দিনের পর শেষ হইল। সমগ্র ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা সাকল্যে ২৫২০০০০০০। বঙ্গদেশে ৬৯৫০০০০০, আসামে ৪৮০০০০০, মান্দ্রাজে ৩১০০০০০০ বোম্বাইয়ে ১৬৫০০০০০, দেশীয় রাজগণের অধিকৃত প্রদেশে ৪৫০০০০০, সিন্ধুপ্রদেশে ৪৪০০০০০, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২৮০০০০০, দেশীয়দিগের অধিকৃত প্রদেশে ৭০০০০০, অযোধ্যায় ১১৩০০০০০, ব্রিটিশ অধিকৃত পঞ্জাবে ১৮৭০০০০০, দেশীয়দিগের অধিকৃত পঞ্জাবে ৩৮০০০০০, মধ্যপ্রদেশে ১১৫০০০০০, বেরারে ২৬০০০০০, ব্রিটিশ ব্রহ্মে ৩৭০০০০০, মহীসুরে ৪১০০০০০, হায়দ্রাবাদে ১১০০০০০০, মধ্য ভারতবর্ষে ৯২০০০০০, হায়দ্রাবাদে ৯১০০০০০। সমুদায়ে পুরুষের সংখ্যা ১২৯০০০০০০, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৮০০০০০০। পূর্ব্বের গণনার সহিত এবার গণনায় শত করায় হিসাবে বঙ্গদেশে ১০ জন, আসামে ১৯, সিন্ধুপ্রদেশে ১০, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৬, অযোধ্যায় ১, পঞ্জাবে ৭, মধ্যপ্রদেশে ২৫, বেরারে ২০, ব্রহ্মদেশে ৩৫ বৃদ্ধি হইয়াছে, মান্দ্রাজে শত করা ২ ও বোম্বাইয়ে ৩, মহীসুরে ১৭ জন করিয়া লোকের হ্রাস হইয়াছে।

আমরা ১৮৮১ অব্দের ৭ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়দিগের শিক্ষার প্রস্তাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এখন অনেক বিচার পতির বিচার কার্য্য অশিক্ষিত লোকদিগের কোন কার্য্যের ভার সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব এ বিষয়টী বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত তিনি নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। এবিষয়ে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতানুসারে তিনি এখন তিনটী প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা উহার একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিতেছি। তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য ইডেন সাহেবের কেমন যত্ন হইয়াছে। তিনি বলেন পাঁচ বৎসর কার্য্যের পর তিনি বিবিল সার্জ্জনদিগের হস্তে মুন্সেফের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তাঁহাদিগের হস্তে যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে, তাহার সঙ্গে ঐ ক্ষমতা চালন করিবেন ইত্যাদি। তাঁহার প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত না হইলে আর গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু তাঁহার কৃত যে প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত হইল, তিনি সিবিলিয়ানদিগকে প্রথমাবধি এক একটী কার্য্যের ভার দিয়া সুশিক্ষিত না করিয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের হস্তে গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়া বিধেয় নহে।

সাধারণকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "এখানে দুই জন বাণিজ্যবঞ্চক ধরা পড়িয়াছে; উহাদের মধ্যে এক জনের নাম চৈতন্যচন্দ্র পাল অপর জনের নাম গোপীমোহন বসাক, উভয়েই ঢাকা নগরের কোন এক জন মহাজনের কার্য্যকারক। ঢাকানগরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোক আছে, তাহারা স্বর্ণকার দোকান খুলিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ও সোণা বাসন ও টেকস প্রভৃতি বিবিধ কৃত্রিম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশ বিদেশে বিক্রয় পূর্ব্বক প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল যশোহরে উহাদের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। উহারা প্রতিবৎসর লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ লইয়া যায়। এ বৎসর আবার পূর্ব্বোক্তের দলস্থ উক্ত পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি বহুবিধ সোণা ও রূপার অলঙ্কারাদি লইয়া এখানে উপস্থিত হয়; কিন্তু এ বার উহাদের সাহায্যকারী চক্রবর্ত্তী বিশেষ ছিল না; উহারা আসিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র, ইতি মধ্যে এখানকার মিউনিসিপালিটীর কেরাণী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের সহিত উহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছোট রকমের একটী সোণার বাটী মনোনীত করিয়া উহাদের নিকট দর জিজ্ঞাসা করাতে উহারা প্রতি ভরি ১ টাকার হিসাবে দর স্থির করিয়া বাটিটী কালী বাবুর নিকট বিক্রয় করে, কিন্তু মূল্য নগদ দেওয়া হয় না। বাটিটী লইয়া যাওয়ার পরে কালী বাবুর মনে উহার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরন্তু ঐ বাটীর তলা ঘসিয়া তাম্র বলিয়া বোধ হওয়াতে তিনি বিক্রেতাদিগের নামে দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭ ধারামতে অভিযোগ করেন। তৎপরে ফাঁকলা নাম্নী এক বেশ্যা উহাদের নামে আর একটী অভিযোগ উপস্থিত করে যে, ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহার নিকট ১৪ টাকা মূল্য লইয়া উহারা একখানি চন্দ্রহার বালা বিক্রয় করিয়াছিল, উহা আদৌ রূপার নহে রাঙ্গার। উভয় মোকদ্দমা বিচারের জন্য অধিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিত্তল টন্ সাহেবের সমীপে অর্পিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ ফাঁকলার মোকদ্দমাটী প্রমাণাভাবে ডিসমিস হইয়াছে; অর্থাৎ বাদিনীর নিকট উহারা যে বালা বিক্রয় করে, তাহা সে প্রমাণ করিতে পারে নাই, সুতরাং আদালত কি করিবেন? কিন্তু কালী বাবুর মোকদ্দমা সেরূপ নহে, এই মোকদ্দমায় দ্রব্যের মূল্য অবধারণ পূর্ব্বক বিক্রয়ের প্রমাণ বিলক্ষণ হইয়াছে; বিশেষতঃ বিক্রেতাদের বাটী হইতে ১০ ভরি ওজনের এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া উপযুক্ত পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছে; তাহাতে ১০ ভরির মধ্যে ১ ভরি খাইদ বাদ যাইয়া ৯ সিকি ভরি মাত্র রৌপ্য পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া এখানকার সমস্ত লোক অবাক হইয়াছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়ের নামে ৪১৭ ধারার ৪১১ ধারামত চার্য করিয়াছেন, আসামীরা সাফাই সাক্ষী মানিয়াছে। আপাততঃ মোকদ্দমা স্থগিত আছে। কিন্তু ঢাকার স্বর্ণকারদিগের কৌশল দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। উহারা প্রত্যেক ভরিতে ৮০ ও ১০ আনা পর্য্যন্ত তাম্র ও দস্তা চালাইতে পারে।"

আমাদের সারণ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "পূর্ব্ব পত্রে যে বৃষ্টি হইতেছিল লিখিয়াছিলাম, ঐ বৃষ্টি এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে যে নদী নালা সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া রাস্তা ঘাট কয়েক দিবস জলমগ্ন রহিয়াছে। অনেকের ভুট্টার ক্ষেত্রে ২।৩ হস্ত বা ততোধিক জল দাঁড়াইয়াছে। উহাতে এই সমস্ত ক্ষেত্রের শস্য লাভ বিষয়ে কৃষকেরা হতাশ হইয়াছে। যে সমস্ত নিম্ন ভূমিতে অল্প দিবস ধান্য রোপণ করা হইয়াছিল, তাহাও প্রায় ৫।৬ হস্ত জলের মধ্যে ডুবিয়া আছে। এ দিকে গঙ্গা আর ঘর্ঘরার জল বৃদ্ধি হইয়া চতুর্দ্দিকের শস্যগুলি আপন আপন স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

এ জেলায় গঙ্গা ও গণ্ডকী প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় নদী আছে। ইহারা বর্ষাকালে অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। আবার উহাদের তীরবাসী এক একটী ঘাটওয়ালাও এ সময়ে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ সময়ে নদীগুলি প্রশস্ত হওয়াতে ঘাটের খেয়া দিতে অনেক বিলম্ব হয় বলিয়া নাবিকেরা ইজারদারের অনুমতি ক্রমে এক বারে এত অধিক লোক লয় যে প্রতিক্ষণে মনে হয়, এই বার নৌকা ডুবি হইল। ইজারাদিগের আরোহী লইবার কিছু নিয়ম আছে কি না? যদি থাকে, এই নিয়মানুসারে কেহ কার্য্য করে কি না? এই সমস্ত বিষয় কোন কর্ম্মচারী দেখেন কি না আমরা বলিতে পারি না। অতএব প্রার্থনা যে, এই জেলার বড় সাহেবেরা খেয়া ঘাটের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখেন।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

২৯ এ আগষ্ট । ১৮৮১ । চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার জে. কেনেডি সব ডেপুটী কালেক্টারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

৮ ই জুলাই এইচ, পি, পিটারসনকে যে ঐ ক্ষমতা দেওয়া হই য়াছিল, একণ্যে তাহা রহিত হইল ।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতিতে জে. ব্রেকনাল আরও এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন ।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতিতে এইচ, মিলন আরও আটার দিনের ছুটি পাইয়াছেন ।

১ লা সেপ্টেম্বর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি এ, মেকেঞ্জি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে গেলেন ।

২ রা সেপ্টেম্বর মুরশিদাবাদের ষ্টেটের ম্যানেজারি কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মাস ছুটি পাইয়াছেন ।

৫ ই সেপ্টেম্বর । ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অন্নদাচন্দ্র দাস (যিনি ছুটি লইয়াছেন তিনি) একণে ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে থাকিবেন ।

গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে থাকিবেন ।

বাকরগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু আশু-তোষ গুপ্ত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত ফরিদপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে থাকিবেন ।

কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত নদীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুরের সব ডেপুটি কালেক্টার বাবু প্যারিমোহন বসু একমাস ছুটি পাইয়াছেন ।

৭ ই সেপ্টেম্বর । ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত মধুবনী বিভা-গের কার্য্যে প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার টি, কে, এল, কেম্পার এক মাস একুশ দিনের ছুটি লওয়াতে থানাভাবের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু গৌরনাথ আড্ডা ঐ কার্য্য করিবেন ।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দমদমার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এ, ওর্ফালিক কমাণ্ডেটি ৩০ দিনের ছুটি পাইয়াছেন ।

জলপাইগুড়ির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অন্নদাচরণ মল্লিক ঐ কার্য্য করিবেন ।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজারের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার সি, এইচ, হুইলেন তিন মাসের ছুটি লওয়াতে চট্টগ্রামের শাখাগার প্রদেশের আসিষ্টাণ্ট মাজি-ষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, আর, পোপ সাহেব তাহার কার্য্য করিবেন ।

নদীয়ার অন্তর্গত গোয়ালন্দর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে-ক্টার সি, জি, এল, প্যারেকোর ৩০ দিনের ছুটি লওয়াতে পরার অতিরিক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মোলবী হাফিজ উদ্দিন তাহার কার্য্য ভার পাইয়াছেন ।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ ।

১৮৮১ । ৫ ই সেপ্টেম্বর । চন্দ্রনগরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু গঙ্গানাথ রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অন্নদাচন্দ্র দাস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

৬ ই সেপ্টেম্বর । জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দমদমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অন্নদাচরণ মল্লিক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজ বাবু ভুপতি রায় ২০ দিনের ছুটি পাইয়াছেন ।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু ভূপতি রায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফ এ, সি, মিত্র ১৪ দিনের ছুটি পাইয়াছেন ।

সংবাদদাতার পত্র ।

জামালপুর ।

মধ্যে যুবক সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সভার উদ্দেশ্য আয়রণবন্ধু নাইট সাহেবের সাহায্যার্থে সভাগণ সাধারণের নিকট হইতে যে চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন, ঐ চাঁদা টাকার সংখ্যা অল্প হওয়াতে সময়ে নাইট সাহেবকে টাকা পাঠান হয় নাই, একণে টাকাগুলি সভার অপর ব্যয় নিমিত্ত লওয়া হইবে অথবা যাহাঁরা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকে ফেরত দেওয়া হইবে, এই বিষয়ের মীমাংসা করা । সভায় স্থির হইয়াছে ঐ টাকা ফেরত না দিয়া সভার অপর কার্য্যে ব্যয় করা হইবে । কারণ, যাহাঁরা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহারা আর পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না ।

সম্প্রতি বালি উত্তরপাড়া হইতে চারিটী বালক এখানে পলাইয়া আসিয়াছে । উহারা বর্দ্ধমানে আসিলে আর একটী পলায়ক বালক সঙ্গী হয় । পরে পাঁচ জনে জামালপুরে আসিয়া হোটেলেতে বাসা লইয়াছিল । ইতাবসরে উত্তরপাড়ার বালক চটী বর্দ্ধমানের বালকের চল্লিশ টাকা অপহরণ করাতে, সে পুলিসে গিয়া সংবাদ দেয় এবং বালীর দুটী বালককে সাক্ষী মানে । এদিকে বালির বালক-দ্বয়ের মধ্যে এক জনের দাদা আসিয়া পুলিসে একা-হার দেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার একটী মুলাট বাঁশী এবং অপর দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পলা-ইয়া আসিয়াছে । মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বিষয়ের বিচার হয় । দাদা প্রথমে ভ্রাতার চুরী অস্বীকার করিয়া কহেন, যখন উভয়ে এক ঘরে থাকি, তখন চুরী করিয়াছে বলিতে পারি না । কিন্তু তিনি পুলিসে কি এজাহার দিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে চুরী করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে কহেন । হাকিম পুনঃপ্রশ্নে কহেন " ইহাদের কিছু সাজা দিতে ইচ্ছা কর ? " তাহাতে সম্মত হইলে পাঁচ বেত্রাঘাতের হুকুম হয় । ঐ ব্যক্তি অপর বালককেও এই বলিয়া পাঁচ বেত্রাঘাত খাও-য়াইয়াছেন যে তাহার পলান রোগ থাকাতে আর এক বার পলাইয়াছিল এবং সেই তাঁহার ভ্রাতাকে পরামর্শ দিয়া আনিয়াছে ।

গত বৎসর এই সময় মুঙ্গেরে খেয়ার নৌকা ছিল, এবার একখানি ষ্টিমারে পারাপার করা হইতেছে । কণ্ট্রাক্টরেরা বার্ষিক দশ হাজার টাকা করে পাঁচ বৎসরের জন্য ঘাট জমা লইয়াছেন । ভাড়া প্রতি জেনে চারি আনা ।

ভাগলপুর ।

আমরা সোমপ্রকাশে পুচ্ছহীন চতুষ্পদ গোরুর কথা লিখিয়া বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলাম । ভাবিয়া-ছিলাম যদি কৌতুহলাক্রান্ত কোন পাঠক কৌতুকে পরিতৃপ্তির জন্য " ছাঁদন দড়ি " লইয়া এক বারে এখানে আসিয়া গোরু বাঁধিয়া বেলযোগে নিউশ মিউজিয়ামে প্রেরণ করেন, তবে গোরুর উপায় কি হইবে ? কিন্তু ঈশ্বরকে, পাঠকবর্গকে এবং হুগলীর সংবাদদাতা মহাশয়কে ধন্যবাদ, যে কেহই এখানে আসেন নাই । তবে যে এখন সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায়ও ঐরূপ গোরুর অভাব নাই, সে আমাদিগের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে । কেন না বাঙ্গালায় যদি ঐরূপ গোরু না থাকিত, তবে একজন হতভাগ্য সম্পাদকের ন্যায় আমাদিগকেও পথে পথে বেড়াইয়া গোরু দেখাইতে হইত । তিনি গোরু দেখাইয়া বেড়ান নাই, তিনি কোন সহরের মিউনিসিপাল রাস্তার শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁহার পত্রে প্রকাশ করিয়া চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছিলেন । সহর কোতয়াল দমক দিয়া তাঁহাকে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া রাস্তা দেখাইয়া লন ! চমৎকার বিচার ! তাই বলি ঈশ্বর হুগলীর সংবাদদাতাকে দিয়া আমা-দের মানরক্ষা করিয়াছেন । গোরু দেখাইবার হাত হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়াছি ।

সম্প্রতি বালক কুলকুলাঙ্গার (!) মধ্যবিত্ত অব-স্থাপন্ন আমাদের কোন সচ্চরিত্র, কৃতবিদ্য এবং অধিকবয়স্ক বন্ধু এখান হইতে বিবাহ করিতে তাঁহার জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলায়—গ্রামে স্বীয় বাটীতে গমন করিয়াছিলেন । বাটীতে গিয়া তনি-লেন বিবাহের কথাবার্ত্তা সমুদায় এমন কি দিন

পরাস্ত স্থির করিয়া দিয়াছে; কিন্তু অর্থাভাব! অর্থাভাব বলিয়া দরিদ্র বংশজ সন্তানের বিবাহ হইল না; তিনি মনের অনুরাগে কাহাকেও না বলিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছেন! কি দুঃখের বিষয়, সমাজের কি সূক্ষ্ম বিচার! এক জন সচ্চরিত্র ব্যক্তি অর্থ দিতে পারিল না বলিয়া তাহার একটীও বিবাহ হইল না, আর এক জন অসচ্চরিত্র ব্যক্তি ৫।৭ টী বিবাহ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত লইয়াও সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। যাহা হউক, দরিদ্র অবস্থায় নূতন বিবাহ প্রস্তাব করা আদৌ যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। দরিদ্র অবস্থায় বিবাহ করিয়া আমরা যে দিন দিন আরও দরিদ্র হইয়া উদরান্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছি, বোধ করি এ কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ত সংসারত্যাগী হইয়াছেন, এক্ষণে যে সকল অবিবাহিত দরিদ্র যুবক আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যেন বিবাহের অগ্রে স্বীয় স্বীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখেন। বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক বার মনের সাধে পাল্কী চড়িয়া লইব, এ দুরাশা যেন করেন না। যাঁহারা এই দুরাশায় মোহিত হইয়া পাল্কী আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পাল্কীর মহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন! পাল্কী বড় সহজ দ্রব্য নহে। ঐ যে উহার উপর বক্র বংশ খণ্ড দেখা যায়, ঐ বক্র বংশ কাঁধে যখন সরল হয় তখন চক্ষু স্থির! উহা রক্ষা করিতে জীবনান্ত হয়। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাল্কীতে আরোহণ করা কর্ত্তব্য, এ কথা যেন সকলের স্মরণ থাকে।

২২।২৩ বৎসরবয়স্ক এক জন মুসলমান যুবা প্রথম বার একটী কাঁটাল, দ্বিতীয় বার ১ খানি থাল এবং তৃতীয় এই বার এক খানি কাপড় অপহরণ করায় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হয়। এখানকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট [illegible] রাজকুমারের নিকট তাহার বিচার হয়। বিচারে দোষী সপ্রমাণ হওয়ায় অদ্য কয়েক দিবস হইল তাহার ১৫ বেত ও ৩০ টাকা অর্থ দণ্ড ও দুই বৎসর কারাবাস হইয়া গিয়াছে। অর্থ দণ্ড দিতে না পারিলে তাহাকে আরও ৬ মাস কারাগারে থাকিতে হইবে। চুরী করায় যে কি ফল, তাহা মুসলমান যুবক এইবার বিলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছে।

গত শনিবার (২১এ ভাদ্র) কাঁদাল গ্রামের নিকট গঙ্গাগর্ভে আমাদের এক জন মহাজনের [illegible] পূর্ণ এক খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। আন্দাজ ২০০০ টাকার দ্রব্য তাহাতে বোঝাই ছিল। বৎসর বৎসর গঙ্গাগর্ভে যে কত মহাজনের আশা-সুখ জলাঞ্জলি দিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। “ বিমা ” প্রথা প্রচলিত থাকিলে অনেক মহাজনের বিশেষ সুবিধা হয়।

মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। বাজার দর পূর্ব্ববৎ সমভাবেই আছে।

শান্তিপুর।

সম্প্রতি এখানকার পুলিশ স্থানীয় কবিরাজ ও ডাক্তারদের তালিকা প্রস্তুতকরণার্থ মহাব্যস্ত হইয়াছেন। ঐ তালিকা খানি প্রস্তুত হইলে তৎপাঠে সকলেই চিকিৎসক ও ডাক্তারদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক্ষণে এখানে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, তন্মধ্যে তিন জন এম, বি, দুই জন এল, এম, এস, তিন জন নেটিব ডাক্তার, পাঁচ জন কবিরাজ, এক জন হোমিওপ্যাথিক ও অবশিষ্ট দশ বার জন হাতুড়ে ডাক্তার এবং হাতুড়ে কবিরাজ আছেন। হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজেরা মূর্ত্তিমান যমদূত, এজন্য তাঁহাদের চিকিৎসা ও ঔষধের গুণে রোগীকে প্রায়ই অকালে কাল কবলিত হইতে হয়, তবে যে রোগীর অখণ্ড পরমায়ু, তাহার স্বতন্ত্র কথা। আমরা হাতুড়ে ডাক্তার ও চিকিৎসক সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন করিয়াছি, কিন্তু কাহারও কথা বাণী না হইলে মিষ্ট লাগে না বলিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে এত দিন মনোযোগী হন নাই। এক্ষণে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] ডাক্তার ও চিকিৎসকদিগের তালিকা প্রস্তুত করণার্থ পুলিশকে নিযুক্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যত দিন হাতুড়ে ডাক্তার ও চিকিৎসকদিগকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া না হইবে, তত দিন [illegible] আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমাদের এখানকার ডাক্তার বাবুরা “ পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া ” পাল্কী চড়িয়া থাকেন। এটী বড় সুন্দর ও উচিত প্রথা। কিন্তু কলিকাতার ডাক্তার বাবুদের নিজের গাড়ী, ঘোড়া ও পাল্কী আছে। তাঁহারা রোগীর নিকট দর্শনী (ভিজিট) ভিন্ন গাড়ী কিম্বা পাল্কী ভাড়া গ্রহণ করেন না। এ উত্তম নিয়ম। কিন্তু এখানকার ডাক্তার বাবুদিগকে ডাকিতে অগ্রে দর্শনী দুই টাকা ও পাল্কী ভাড়া ছয় আনা যোগাড় করিয়া রাখিতে হয়। কলিকাতায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঔষধালয় আছে, কিন্তু এখানে ডাক্তার বাবুরাই রোগীর অনন্যগতি, সুতরাং দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে ডাক্তার বাবুদের ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করিতে হয়। কলিকাতার ডাক্তার বাবুদের কৃত ব্যবস্থাপত্র আবশ্যক হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে সে প্রথা নাই। ডাক্তার বাবুদের ব্যবস্থাপত্র তাঁহাদের ডিস্পেন্সরীতেই রক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং আবশ্যক হইলে তাহা সহজে পাইবার উপায় নাই। কলিকাতায় পয়সা খরচ করিলে টাট্‌কা ঔষধ পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও পচা ঔষধ লইতে হয়। কলিকাতায় দ্বিগুণ দর্শনী দিলে রজনীতে ডাক্তার পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে রজনীতে দ্বিগুণ দর্শনী দিলেও ডাক্তার পাওয়া সুকঠিন। যত দিন ঐ সমস্ত কুপ্রথা উঠিয়া না যাইবে, তত দিন রোগীর রোগোপশমের সম্ভাবনা নাই।

নদীয়া জেলার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বেঙ্গলী সাহেব জ্বর ও প্লীহার একটী চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ ঔষধ সেবন করিয়া বিস্তর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এ বৎসর এ জেলায় জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের চিকিৎসার্থ বার জন অতিরিক্ত নেটিব ডাক্তার পাঠাইয়া দিয়াছেন। মধ্যে এক জন নেটিব ডাক্তার এখানেও পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট দুই ড্রাম কুইনাইন ছিল, এজন্য দীন রোগীর আশানুরূপ উপকার দর্শে নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি নেটিব ডাক্তারের পরিবর্ত্তে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার বেঙ্গলী সাহেবের কৃত জ্বর ও প্লীহা নাশক কয়েক বোতল ঔষধ পাঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে দরিদ্র রোগীর বিস্তর উপকার হইত সন্দেহ নাই।

বর্ষা সমাগমে প্রতি বৎসর ভাগীরথীর জল বৃদ্ধি হইয়া মহাপাল্লীতে প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন কয়েক মাস লোকের গঙ্গা স্নানের সুবিধা হয় ও নগরটীও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এবার বর্ষাকালে মহাপাল্লীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা আসিয়াছেন, কিন্তু [illegible] খালের অনুরোধে গঙ্গের বাঁধ কয়েকবার কাটিয়া না দেওয়াতে জলের [illegible] লোক হয় নাই। মধ্যে কয়েক দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন নগরে জল বৃদ্ধি হইয়া বাঁধের কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু [illegible] সরকারের নূতন অসম্পূর্ণ সেতুটিও ঐ দশা, এক্ষণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের বন্যার ন্যায় নগরে জল প্রবেশ না করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা; ৴৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৭১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

সএকঃ পুরুষোধন্যোজয়কালীস্বশোভনঃ।
শান্তিরসাভিধানশ্চ শান্তিকান্তিপ্রদায়কঃ।

জয়কালী মতে নূতন আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত প্রাকৃতিক ঔষধ।

সএকঃ পুরুষোধন্যঃ এটী অম্লশূল ও অম্লরোগের অব্যর্থ দৈব মহৌষধ।

ইহা ৪ নম্বরে বিভক্ত। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, এই ঔষধ সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগের যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

১ম—নম্বর।

সপ্তাহের মূল্য	৷৹
মাশুল	।৹
প্যাকিং খরচ	৵৹

২য়—নম্বর।

এই প্রাকৃতিক ঔষধের দ্বারা অম্ল, আম, কৃমি, দন্ত, দন্ত ও শিরঃশূল আরাম হয়। আর নবজ্বর, কাশী, গ্রহণী, অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময় অজীর্ণ-দোষ, আমাশয়, রক্তামাশয়, অর্শ, সামান্য বাত, কুচ্‌কি, বাগি, ও তজ্জনিত জ্বর, ঘা, বেদনা, বায়ু, পিত্ত ও কফাশ্রিত রোগও আরোগ্য হয়। ইহা রোগ বিশেষে ১ সপ্তাহ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে বিশেষ প্রতিকার করিয়া থাকে।

সপ্তাহের মূল্য	||৹
মাশুল	।৹
প্যাকিং	৵৹

৩য়—নম্বর।

এই আরোকে অম্লশূল, অম্লরোগ, বাত ও বাতজ্বর, অজীর্ণ দোষ ও কৃমিরোগ আরাম হয়। ৩। ৪ বোতল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ২৫। ৩০ বৎসরের অম্লরোগ ও শূল একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রমাণ বোতলের মূল্য	।৹
মাশুল	১৷৹
প্যাকিং	।৹

৪র্থ—নম্বর।

ইহা ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, ইহার মূল্য নাই, অম্লরোগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া যাঁহার আরাম না হইবে তিনি সাক্ষাৎ করিলে পাইবেন।

জয়কালীস্বশোভনঃ।

ইহা পরীক্ষার অধীনে আছেন, কিছু দিন পরে প্রকাশ হইবে।

শান্তিরস।

এই আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌষধ। ইহাতে নবজ্বর হইতে ত্রিবিধ বিকার, বাত, পেটেবাত, আন্ত্রিক বাহ্যিক ও আঘাতজনিত বেদনা, কৃমিতে অম্লরোগ, গলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য সহ ডাক মাশুল ও প্যাকিং ১ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, নাড়ীর প্রধানতা, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চক্রবেড়ার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে সএকঃ পুরুষোধন্যঃ নামে প্রাকৃতিক ঔষধালয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। শিশি বা বোতলের ও পত্রের উপর উক্ত শ্লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ লইবেন না।

প্রশংসা পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন।

সএকঃ পুরুষোধন্যঃস্থলা বাসঃ স্ত্রিয়া, চ, খ,।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵৹ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চক্রবেড়া—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৵৹। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৭১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।
(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সকপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাঁটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সকপ্রকার দুষ্‌দুষে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনে

ঘা ও ব্রণফুলের ঘা, বেলেঘাতার ঘা, তুর্ণা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, দুষ্ট-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও পোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, আঙুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাটিত ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, বাতুর পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ গুলি, ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর শুভ ফলে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "বান্ধবী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে শরীরস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারার কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল চারিটীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা পাঠাইয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে আদৌ কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাদি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা
কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ সবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যানে কার্য্যো ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা টাকা ডাকমাশুল সমেত ৩৷৶০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিভাগে গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কফ-কোষ্ঠ, বাত-কোষ্ঠ, ও মূত্রশিলা (পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে থাকিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অম্লাজীর্ণ, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা জোয়ান পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৩ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৪ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায়—গোয়ালপাড়া ১০
" " গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মতিহারি ১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর ১০
" " কৃষ্ণজীবন দত্ত—কাকাড়ি ৭
" " রাধামোহন সামন্ত—জয়নগর ৭
" " ব্রজনাথ পাল—মকদাবাদী ৭
" " রসিকলাল চন্দ্র—কলিকাতা ৫।০
" " অনন্তরাম দাস—ভবানীপুর ৫।০
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—কেওড়ামাল ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যদি সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা গ্রামস্থ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ৪ঠা আশ্বিন। ইং ১৮৮১। ১৯ এ সেপ্টেম্বর। { অগ্রিম বাণ্মাসিক ৬।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত।

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একালাবধি ইহাদিগকে শত-সহস্র-গুণে শুভ ফলদায়ক দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবাঙ্কর নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

" শিবাঙ্কর " চূর্ণ অর্শ রোগের ; " শিবাঙ্কর " তৈল দাদ ; " শিবাঙ্কর " ঘৃত শবদ্ধি, ক্ষত, শরীরস্থ পারা-নাশক, " শিবাঙ্কর " রেণু, বাচ্চুর ব্যামোহের, " শিবাঙ্কর " বটিকা, দদ্রুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ গুলির মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিগণ আমার টিকিট সহিত নিজ ঠিকানা সহে, পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, যদ্যপি অচিরাৎ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করুন। যিনি, না করিবেন তাঁহার প্রতি দুর্ভাগ্য বলে বলিতে হইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়

সারদাদি পুস্তকালয়

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড

গরাণহাটা কলিকাতা।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্যতা হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক আশ্চর্য্য এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অন্ন সহে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায় মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহিত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

জগন্নাথমেশ বেনারস।

ডাক্তার ৺ দুর্গাদান কর মহাশয়ের প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী সপ্তম সংস্কার মূল্য ৮, ডাকমাশুল ॥০ এবং অন্যান্য সকল রকম বাঙ্গালা ডাক্তারি হোমীওপ্যাথিক ও কবিরাজী পুস্তক ইত্যাদি আমার নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

তারিখ ৩১ এ আগষ্ট ১৮৮১।

ইউরোপ প্রবাসীর

পত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

(ভারতী হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত।)

মূল্য——১॥০ টাকা।

এই পুস্তক ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৬৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

রুদ্রচণ্ড।

নাটিকা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

" বাবু রবীন্দ্রনাথ এ দেশের এক জন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব্ব ও অসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আপ আপ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটিকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গালার কেহই এমন ভাবপ্রবণ, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারেন না। + + + "

বান্ধব।

প্রেরিতপত্র।

লজ্জা।

একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ।

অনেকে সমাজের হিত সাধনের উদ্দেশে অনেক প্রকার প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, আমিও আজ এক নূতন প্রকার প্রস্তাবটী লিখিলাম। যেমন জল

[illegible] অন্তরে বল প্রদান [illegible] অন্তর [illegible] দান করিয়া অনুগৃহীত

[illegible] মানুষের মধ্যে লজ্জা কি আছে? [illegible] না এটী আসিবে, অন্তরে [illegible] আসিবার কারণ হইয়াছে? কাহারও [illegible] দেখিলে তুমি সহজে এ শব্দ জিজ্ঞাসা [illegible] লজ্জার কারণ দেখিলেই লজ্জা কি [illegible] জানিতে ইচ্ছা হয়। আবার লজ্জা-সঙ্কুচিতা [illegible] লীলা-বিনত হয়ে যখন অবগুণ্ঠন টানিয়া [illegible] ঢাকে দেন, তখন সহজেই বুঝিয়া [illegible]—লজ্জা কি, কাকে বলে লজ্জা।

এই বালিকাটী বড় লাজুক, এমন লজ্জাশীলা কোথাও দেখি নাই; বালিকাটী লজ্জাশীলা—কেন, কি জিনিস সকল লজ্জিত হইয়া আছেন? তাঁর আহার ব্যবহারের অবসর নাই, কথাবার্তার অবসর নাই, [illegible] আমোদে আমোদ করিবেন তাহা পরিত্যাগ করিবেন সে যো নাই—রাত্রি দিন কেবল লজ্জাতেই জড় সড়, মুখ তুলিয়া চান না; ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।—না, যে কথা বলিতেছি তা বালিকাটী নির্লজ্জ নন, লজ্জার কারণ উপস্থিত হইলে ইনি কৌতুকাকৃত ম্লান পদ্মদলের ন্যায় বিষণ্ণ-বদনী হইয়া পড়েন। লজ্জাহীনার তো তাহা হয় না। তার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে লজ্জার কারণ চাই নতুবা লজ্জা হয়না? সাধ করিয়া কেহ লজ্জায় মুখ লুকাইয়া থাকে না। তবে লজ্জার কারণ কেমন, দেখাও দেখি? লজ্জার সে কারণ কত দিন হইয়াছে, বল দেখি শুনি?

বসনে হিমানির তীক্ষ্ণতা রোধের প্রখরতা নিবারণ হয়। এখন তো পল্লব-পত্র-বিযুক্ত ছিন্ন বসন্ত সমীরণ বহিতেছে। আর রোদ নাই, তারকা-শোভিত নীল-নিবিড় মাঘের সময়; হেমন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে উলঙ্গ থাক না কেন? বসনে এখন প্রয়োজন নাই, তবে বস্ত্র পরিয়া ফল কি? বিনা অর্থ ব্যয়ে তুমি উলঙ্গ হইতে পারিবে, কাপড় পরিত্যাগ করিলেই উলঙ্গ। উলঙ্গ হইবার জন্য বাজার হইতে কিছুই কিনিয়া আনিতে হইবে না, কারিগরের ঘরে কিছুই গড়াইতে হইবে না। এমনি মনে করিলে উলঙ্গ হইতে পার। গ্রীষ্ম কাল আসিলে তুমি মোটা শীত বস্ত্র রাখিয়া সরু কাপড় ব্যবহার কর, আবার শীতকালে পাতলা কাপড়ে শীত নিবারণ হয় না, তাই মোটা কাপড় পর। তোমার প্রয়োজনানুসারে বস্ত্রের পরিবর্তন কর। এ সময় ত কোন তোমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই,তবে সকলি পরিত্যাগ কর না কেন? —তা পারিবে না, লজ্জা তোমার হাত ধরিয়া নিষেধ করিবে,—তা করিও না, তুমি উলঙ্গ হইও না? উলঙ্গ হইলে তোমার লজ্জাবোধ হইবে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বসনে লজ্জা নিবারণ হয়।

লজ্জা তবে কেমন পদার্থ? বলা যায় এই কাপড়ে নিবারণ হয় না, অন্য কোন পদার্থের নিবারণ হয় না। একটী বনিতা লোক দেখিয়া তোমার বদন নত হইল। তোমার মনোবৃত্তি সেই উদ্বেগ কিছুতেই ঢাকিতে পারিবে না। সে বৃত্তিটা চরিতার্থ করা চাই, তবে তার শান্তি হইবে, নচেৎ [illegible] সেই [illegible] তোমার অন্তরে আগুন জ্বলিয়া [illegible] তোমার অন্তর পুড়িবে। কিন্তু লজ্জা সে [illegible] নয়, ইহাকে তুমি মনে করিলেই ঢাকিতে পার। লজ্জা [illegible] অভ্যাস-লব্ধ বৃত্তি, মনুষ্যদিগের [illegible] স্বাভাবিক গুণ নয়। যাহা বলা হয় চিরকাল ছিল, এখনও আছে। মানুষ প্রকৃতি দেবীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন; কিছুই জানেন না। তিনি তখন সংসারকে জানেন না আপনাকেও জানেন না [illegible] চিনেন না। সকলি নূতন; কাহারও সঙ্গে আলাপ নাই। তখনও তাঁহার অন্তরে মায়া; অন্যের প্রতি না হউক তাঁহার আপনার প্রতি মায়া। তিনি আপনাকে জীবিত রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইলে তিনি আহার অন্বেষণ করিলেন। তখন তিনি মায়ার বশীভূত না হইলে আর একটীও মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিত না। [illegible] মানুষের সঙ্গে [illegible]। সদ্যঃ প্রসূত শিশু কষ্ট বোধ করে; কষ্ট হইলে কাঁদিতে থাকে। কিন্তু কি হইতেছে তাহা সে জানে না। কষ্ট দূর করিতে নিজে অক্ষম। আবার [illegible] আলোচনা হইলে [illegible] প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি স্বতন্ত্র তাহার অন্তরে [illegible] হয়। এ বৃত্তিগুলি কাহারও নিকট শিখিতে হয় না। স্বভাব তাহার শিক্ষাগুরু। শিশু কিছুই বুঝে না অথচ কেমন ভীত হয়; তাহার প্রিয়বস্তু লইলে সে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু, লজ্জা সেরূপ নয়। লজ্জা শিখিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়। লজ্জা মানুষের অবস্থার সহচরী। এক বার যে কারণে লজ্জার আবির্ভাব হইয়াছিল অবস্থান্তর হইলে আবার সেই কারণে অন্য সময়ে লজ্জাবোধ না হইতে পারে। একজন শ্রমজীবী মুটে মোট লইয়া তোমার ঘরে আসিল। তুমি দেশের একজন সম্মান্য পূজনীয় ব্যক্তি। মুটেকে দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার মোট নামাইয়া বসিবার আসন দিয়া তাল বৃন্তে ব্যজন করিতে লাগিলে। মুটে [illegible] লজ্জিত হইল, কারণ এটা তাহার অবস্থার মত ব্যবহার নহে। এ অবস্থায় কেহ কখন মুটে মজুরের এ প্রকার সম্মান করে নাই,সুতরাং সে অপ্রতিভ হইল, কিন্তু, আবার যদি সেই মুটের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, সে বিদ্বান্ ধনবান হইয়া উঠে, তখন সম্বিদিগকে যদি তার পদ প্রক্ষালন করিয়া দাও আর সে লজ্জানুভব করিবে না। তখন তার অবস্থার মত ব্যবস্থা হইল। মুটের ধন হইয়াছে আর সে মুটে নাই, এখন তার মোট কত লোকে বয়! এখন সে যেখানে যায় সকলে দাঁড়াইয়া বলে—আসুন। কেহ বসিবার চৌকী আনিয়া দেয়। চাকরে পা ধোয়াইতেছে, বাতাস করিতেছে, পান তামাক দিতেছে—সকলেই পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। তখন এ সমস্ত না হইলে তাহাকে অপমান করা হইত।

এই এক পক্ষের কথা গেল। আবার দেখ, চন্দ্রবিলাস বাবু বিলক্ষণ বনেদী ব্যক্তি। তিনি বাড়ী ঘোড়া গাড়ী চড়েন, অগ্রপশ্চাৎ অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী [illegible] শোভিত [illegible] আস্ফালন করিতে করিতে অস্ত্রবর্গ ছুটিতে থাকে। দেশে দেশে মান সম্ভ্রম, সকলেই একতানে যশঃ কীর্তন করে। বাটীতে নিত্য মহোৎসব। এ আসিতেছে, ও বসিতেছে, সে যাইতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ ডাকিতেছে, কেহ হাঁকিতেছে,কেহ কিছু আনিতেছে,কেহ ভুলিতেছে, কত জনে লুটিতেছে, কেহ কেহ বকিতেছে—বড় ধুম, রাত্রি দিন বাড়ী সোরগরম হইয়া আছে। মানুষের বুদ্ধি আর কমলার বুদ্ধি—কখন স্থির থাকে না। চন্দ্রবিলাস বাবু দরিদ্র হইলেন, আর তাঁহার দাস দাসী নাই, অনুচর সহচর নাই। এখন নিজেই সমস্ত গৃহকর্ম সমাধান করেন। তিনি স্বয়ং মাথায় মোট করিয়া দ্রব্য সামগ্রী আনিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার বড় লজ্জা হইল। কেন আজ এ লজ্জা হয়? কারণ এ কাজে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাঁহার অবস্থায় এ কাজ শোভা পাইত না, তাই আজ লজ্জা হইতেছে। লজ্জা তবে অবস্থার সঙ্গে চলিতেছে—অবস্থার প্রিয় সখী।

পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা অনুভাবমান [illegible] অধরে কথা কহিতেছে। তুমি তাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া কৌতুক করিতেছ, নীল-বিস্ফুরিত আকাশ-অঙ্কের মানিক ডাকিয়া চিবু দিতেছে। বালিকা ত লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় বালিকা কিছুই করিল না, তুমি কোলে করিলে সঙ্কুচিত হইল না! আর দশবৎসর পরে, লজ্জা কোথায় ছিল? ভাবটী যেন কেমন কেমন; সর্বদাই চকিত আর তোমার পানে চান না, ব্রীড়াবনত তনু সঙ্কুচিত করিয়া চটুল চক্ষে পার্শ্ব দৃষ্টি করেন। লজ্জা তবে বয়োধর্ম্ম বটে, অভ্যাসে উপলব্ধ হয়।

আবার দেখ, যখন বসনে লজ্জা নিবারণ হয়। তবে সৃষ্টির শৈশবাবস্থায় এ লজ্জা কোথায় ছিল। সকলেই বিবস্ত্র, তখন বৃক্ষের বাকলও পরিত না পত্রও

পরিত না। লজ্জার নামও তখন কেহ জানিত না। শিক্ষা, কন্যার কাছে; পুত্র জননীর কাছে; ভাই ভগিনীর কাছে—উলঙ্গ। কাহারও মনে বিকার জন্মিত না, কেহ সঙ্কুচিত হইত না। মানুষ বড় হওয়ার পর পরিধান করিতে শিখিল, বস্ত্র বুনিতে শিখিল—লজ্জা জন্মিল। যখন বস্ত্র ছিল না, এ লজ্জাও সে সময় ছিল না; বস্ত্র হইল, লজ্জা আসিয়া পড়িল। সুতরাং অভ্যাস করিয়া লজ্জা শিখিতে হইয়াছে। বসনে লজ্জা নিবারণ করে;—কেন? বসনে দেহ আবৃত রাখে; তাই। বস্ত্রখানা শরীর ঢাকিলে অন্যের দৃষ্টি চলে না, সে কারণ বসনে লজ্জা নিবারণ হয়। চক্ষু—দর্শনেন্দ্রিয়; যদি বিশ্বসংসারের মানুষগুলা যদি অন্ধ হইত তবে লজ্জা থাকিত না। নির্লজ্জ ব্যক্তিকে সকলে বলে যে, তাহার চক্ষুর চর্ম্ম নাই। সুতরাং চক্ষুর চর্ম্ম যদি না থাকিত তবে লজ্জা কেমন তাহা আমরা জানিতাম না! ভাল, চক্ষু আছে থাকুক; চক্ষু থাকিলেই মানুষ দেখিতে পায় না। যদি আলোক না থাকিত তবে চক্ষুতে কোন কাজ হইত না;—এ নিষ্ফল চর্ম্মপিণ্ড মাত্র। অতএব আলোকই লজ্জার মূলাধার। বিশ্বসবিতা সূর্য্যদেব হইতে আলোকের সৃষ্টি, সূর্য্যের সঙ্গে জগতের সমস্ত ব্যাপারের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তবে লজ্জার সঙ্গে হইবে কেন? সূর্য্য প্রাণীর প্রাণ, বিশ্বের নিয়ন্তা। বিশ্বপ্রকাশক মার্ত্তণ্ড আলোক ও সন্তাপ দিয়া সংসার পালন করিতেছেন। তাঁহার তেজে সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদি এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঘুরিতেছে, কেহ কখন স্থান ভ্রষ্ট হয় না। দ্যুলোক ভূলোক তাঁহারই শক্তির অধীন। কিন্তু জগতে আমরা আরও কিছু আশ্চর্য্য দেখি। সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে সাংসারিক উন্নতি অবনতির ও গাঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। হঠাৎ শুনিলে কথাটা যেন কিছু হাস্যজনক বোধ হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্বে ও লোকাচারগত সাংসারিক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ প্রণিহিত-চিত্তে প্রবেশ কর দেখি, গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিবে। তোমাকে কোনটি দেখাইব, সকল দিকেই ইহার প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সূর্য্যেই বলবীর্য্য, সূর্য্যে উপমা, সূর্য্যে শিক্ষা, সূর্য্যে উন্নতি অবনতি,—সকল কাজ সূর্য্যপথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, কখন তাহা হইতে এক পদ অপসৃত হয় না। সূর্য্যের আবির্ভাবে তুমি যেন নবজীবন লাভ করিয়া দ্বিগুণতর বলে দৈনিক কাজ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলে। সূর্য্য অস্তমিত হইল, তুমি ও নিদ্রালস্যে অভিভূত হইয়া পড়িলে। বিভাবরী, নিস্তব্ধ শয্যায় বিশ্রাম সুখে কাটাইলে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আবার তুমি উঠিলে, সূর্য্যদেবের প্রতিলিপি টানিতে টানিতে দিনমান কাটাইলে। এই এক চর্ম্মচক্ষু সূর্য্যের সদৃশ। সংসারে যে উপমা দিবে, সূর্য্যে সকলি দেখিতে পাইবে। সূর্য্যে যাহা নাই, তাহা আর কোথাও নাই। লোক নিয়ত সূর্য্যগতির অনুকরণ করে। সূর্য্যের উদয়াস্তই মানুষের প্রধান শিক্ষা স্থল। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমে চলিতে চলিতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়েন। মানুষের সভ্যতাও প্রথমে পৃথিবীর পূর্ব্বখণ্ডে আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ চীন শ্যাম, মানুষকে পশুতার হইতে আনিয়া উচ্চতর উন্নতিশীল সভ্যতা সোপানে তুলিয়া দিলেন। এই সকল দেশ যখন জ্যোতির্ময় রশ্মিরাজিতে অলঙ্কৃত হইতেছে; মানুষে বৃক্ষকোটর গিরিগহ্বর ত্যাগ করিতেছে; অরণ্য-সুলভ পুষ্প-পরিবর্ত্তিত বৃক্ষের ত্বক, বৃক্ষের পত্র, মৃগচর্ম্ম খুলিয়া কৌষবিতান বিশোভিত পরিচ্ছদে ফিরিয়া বেড়াইতেছে; তখন পশ্চিম দেশ ও অন্ধকারের কোলে চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইতেছে। তখন সেখানে কি মনুষ্য ছিল? আমরা মনুষ্য বলি, কিন্তু মনুষ্য নয়, তথাকার মানুষের পিতৃপুরুষ,—সে সময় জাঙ্গলের লোকচরিত্র বানরেরা তথায় বিচরণ করিত। তৎকালে ইউরোপাদি স্থান মৃগদংশ পশুতে পরিপূর্ণ। মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে যে জাতি ছিল তাহারা পাশবিক পশুদিগের অপেক্ষাও অধিকতর নৃশংস। গিরিগহ্বর বৃক্ষকোটর তাহাদের বাসস্থান। বন্য পশু বধ করিয়া তন্মাংস ভোজন করিত। অন্য কাজ ছিল না, শীকারী কুকুর ন্যায় পালে পালে চারিদিকে ফিরিত।

এ দিকে ভারতবর্ষের সভ্য সমাজ দিন দিন অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতে লাগিল। শিল্প বাণিজ্যিক শাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব রাজনীতি সমাজনীতি জ্যোতিষ সাহিত্য অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের গবেষণায় মনুষ্য নামের গৌরব বাড়িতে লাগিল। উদয় পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ স্থান সকলও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সভ্যতা চীনাদি দেশে বিস্তার্ণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর। পূর্ব্বদিক চক্ চক্ করিতেছিল: স্বর্ণ দীপ্তির রেখা, গাঢ় নীল, হীরকমালা, উজ্জ্বল কাপাস রাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণ অভ্রপংক্তি স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছিল। আর নাই, কিন্তু আলোক এখনও রহিয়াছে। ভারতের গৌরব কিছু মিট্ মিট্ করিতে লাগিল, পারস্য আরব মিশর আলোকময়। সভ্যতা অগ্রসর হইয়া গেলেন। তথাকার মনুষ্য পশুত্বের হইতে নির্মুক্ত হইয়া সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিল।

আজ বেলা আবার সায়ংকাল উপস্থিত, সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিমদিক আলোকাকীর্ণ। সভ্যতা, সূর্য্যের অনুগামিনী হইয়া তদ্দেশে উপস্থিত হইলেন। এখন ইউরোপের প্রতাপ কত? তাকাইলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সকল দেশের বীজ আহরণ করিয়া ইউরোপ এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। হউন, তাহার তাহাতে দোষ নাই। তবে দুঃখের কথা এই, অনাথ অবস্থায় শিশু ইউরোপকে যে আদর যত্নে ধরিয়া সভ্যতাতে দীক্ষা দিলেন, আজ গুরুর প্রতি তাঁর কি অনাস্থা দেখে? দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তান যখন উঠিতে পারে না বসিতে পারে না আপনার আহারান্বেষণ করিতে পারে না; জননী বাৎসল্যভরে শিশুকে হৃদয়ে রাখিয়া স্তন পোষণ করেন। সন্তান বর্দ্ধিত হইল। তখন চলৎশক্তি শূন্য পলিতকেশ গলিত তনু জননীকে অবজ্ঞা করা কি মাতৃবৎসল পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম? সূর্য্য পথ অনুসরণ করিয়া সভ্যতা পশ্চিমদিক আলোকিত করিতেছেন, কিন্তু অধিক ক্ষণ থাকিবেন না। এখনি রাত্রি হইবে। দেখ, উষাদেবী আসিয়া ভারতের নিদ্রিত সন্তানকে জাগরিত করেন এই। আবার এখানে সকল বিদ্যার অনুশীলন বাড়িবে। শ্রমের পর বিশ্রাম করিতে হয়, এটী স্বভাবের নিয়ম। অবিশ্রান্ত কে মস্তিষ্ক চালন করিতে পারে? আর এমন বীর পুরুষ কে আছে যাহার কিছুতে ক্লান্তি নাই? তুমি দেখাইতে পারিবে না। যেখানে এখন সকল অসভ্য লোক নিরক্ষর, অচিরে তথায় সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি পড়িবে। আবার দেখিবে, কত শত শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইবেন। তবে এ কথা বলিতেছি, এ চঞ্চল দেহে বুদ্ধির শক্তি হইবে না, কেবল উদ্যম থাকিলে ফল কি? চিন্তা নাই,—কালের প্রতিক্রিয়া স্বভাবের নিয়ম। অবসন্নতার পর প্রতিক্রিয়া হইলে আবার অভিনব স্ফূর্ত্তি জন্মে। কেহই বুঝিতে পারে না কোন্ শক্তিতে কি কাজ হয়। না দেখিলে কে বিশ্বাস করিত যে সহস্র সশস্ত্র শক্তি বেগে উহাদিগকে আক্রমণ করে? নিশ্চিহ্নভাবে, এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলেবরে উচ্চবুদ্ধি উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় খেলিয়া বেড়াইবে। আবার দেখিবে পবিত্র ঋষিদিগের সামসঙ্গীত গীত রবে আকাশ পাতাল ফাটিতে থাকিবে। আবার ব্যাস ভারত রচিবেন, আবার বাল্মীকি রামায়ণ গাইবেন। ভারতের নাম সদাঃ কীর্ত্তি—বিলাতের? সে দিবা ভাঙিয়া কাদে কত দিন থাকিতে পারেন?

আমরা সূর্য্যের সঙ্গে সংসারের উন্নতি অবনতির যে সম্বন্ধ দেখিতেছি, লজ্জার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ। সকলেই জানেন আর্য্যকামিনীরা সকল বিদ্যায় ছিলেন। তাঁহারা জলক্রীড়া করিতেন, উদ্যানে বিচরণ করিতেন, ইচ্ছা হইলে সকলি করিতে পারিতেন। পরে অবরুদ্ধা হইলেন। কিন্তু তাহাদিগকে

[illegible] করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত [illegible] নির্দ্দিষ্ট কথা [illegible] তাহাদের কতকগুলি [illegible] ভাবিয়া লইতে হয়। [illegible] স্ত্রীলোকদের এই দশা, কিন্তু ইউরোপ [illegible] তাঁহারা বিলক্ষণ স্বাধীনা। মনে [illegible] কথা পাইতেছেন, যাহা [illegible] সহস্র আর কত দিন তাঁহারা এ অবস্থায় থাকিবেন বলা যায় না। যাহা [illegible], স্ত্রীলোকদের এ স্বাধীনতা যে অধিক দিন থাকিবে না তাহা আমরা নিশ্চিত [illegible]। কাল সহকারে লৌকিক আচার [illegible] পরিবর্ত্তিত হয় ও স্ত্রীজাতি কখন পুরুষ হইল, প্রভু হইল কিম্বা অধীন হইল, [illegible] স্বাধীনতা অর্পণ করিলে কালে আর তাহার সদ্ব্যবহার থাকে না। সংসারের গতি এই, সকল পদার্থেই একবার উন্নতি পুনঃ অবনতি হয়। এক উন্নতোদর আবার মন্দের দিকে যাইতে থাকে; আবার কাল উন্নতোদর আবার ভালর দিকে উঠিতে [illegible]। মনুষ্য যদি সদাবস্থা হইয়া সংসারের গতি [illegible] করে, তবে উন্নত পক্ষের চরম [illegible] অবশ্যই হইয়া পড়ে। মন্দের ফল অমঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভালরও অপর উন্নতি হইলে শেষ ফল মন্দ। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন— "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং"। বাস্তবিক এটি সংসারের অবিচলিত নিয়ম। কার্য্যতঃও আমরা সর্ব্বত্র ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই, তাহাতে দ্বিধা মাত্র থাকে না। ভূমিষ্ঠ ফল অত্যন্ত পরিপক্ক হইলে অবশেষে পচিয়া যায়। ধর্ম্ম এমন মধুর পদার্থ তাহারও অতিশয়ে গোঁড়ামি, মূঢ়তা এবং চিত্তবিকৃতি জন্মে। ভারতবর্ষীয়দের যে এতদূর বিকৃতা [illegible] ধর্ম্মানুরক্তিই তাহার এক মাত্র মূল কারণ। সতী দেবলোকে গিয়া পতিসহবাস সুখ ভোগ করিবেন; জীবনের আশা তিনি পরিত্যাগ করিলেন, বৈদিক লোককে তুচ্ছবৎ ভাবিলেন, অবলীলাক্রমে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিলেন। সন্ন্যাসী এক মনে এক ধ্যানে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে করিতে মনের বেগ উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন অঙ্গ ছিঁড়িয়া শোণিতধারা ইষ্টদেবের অর্পণ করেন। এইরূপে নরবলি প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কোন কোন স্বাধীন নিরত যোগী অধিক ভাবিতে ভাবিতে [illegible] পড়েন। কাহারও আবার চিত্তবিকৃতি ঘটে মনের একাগ্রতাহেতু সম্মুখে নানা প্রকার [illegible] দেখেন। চৈতন্যদেব নীলাম্বু তলে [illegible], শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণ সঙ্গে রাসরঙ্গে কেলি করিতেছেন। তিনি চিত্ত-বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, জলে ঝাঁপ দিলেন।

ধর্ম্মের কথা এই গেল। রাজনীতিতে দেখ, রাজার হাতে রাজ্যের ভার সমর্পিত হইল। ক্রমে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন, প্রজা পীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে আসনচ্যুত করিল, রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তাহাও অধিক দিন স্থির থাকে না। সকলের মনে স্বাধীন বুদ্ধি প্রবলা হয়, সকলেই শাসনসম্প্রদায়ের সমতুল্য হইতে ইচ্ছা করে। সকলেই রাজ্য শাসনের সভ্য হইতে উৎসুক হইলে আবার সেই অন্যায়ের বিশৃঙ্খল ভাব আসিয়া পড়ে—সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। অতএব পুনর্ব্বার অরাজকতা হয়; তখন সকলে ঐকমত্য হইয়া এক জনকে রাজপদে বরণ করে। এইরূপে চিরকাল লৌকিক ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অনবরুদ্ধা ছিলেন, তখন তাঁহারা সম্বন্ধে সকল পুরুষেই উপবস্তা হইতেন। কিন্তু তাহার পরিণাম ফল বিষময় হইল। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটী আন্তরিক প্রেম কেহই জানিত না। যথার্থপক্ষে পুত্র পিতাকে চিনিত না। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ বিভ্রাট ঘটিত। কাজেই বিবাহ বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। সমাজের এখানে একটী অন্তর। তাহা কিরূপে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইল, দেখ। বিবাহের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী থাকিলেন। পতিপুত্রের সম্মুখে অন্য পুরুষ আসিয়া কামিনীকে আলিঙ্গন করিত। ক্রমে তাহাও নিন্দনীয় বোধ হইল। স্ত্রীলোকেরা আবার অনেক দূর পরাধীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে এক একটী বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল, হিন্দু-মহিলাদেরও পা ক্রমে দৃঢ়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু এটী অস্বাভাবিক। পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকিতে সকলেরই কষ্ট। যাহার স্বাধীনতা নাই তাহার কিছুই নাই। স্বাধীনতা প্রাণীমাত্রেরই জীবনের একটী প্রধান উপভোগ। স্বাধীনতা না থাকিলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি জন্মে না, দেহের বলবীর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, মানসিক বৃত্তিগুলি চারিদিকে খেলিতে পায় না। পিঞ্জরে একটী পাখী পুষিয়া রাখ, তাহাকে দুগ্ধ অমৃতরস খাইতে দাও, তবু অরণ্যের স্বাধীন বিহঙ্গের ন্যায় তাহার স্ফূর্ত্তি থাকিবে না। পরাধীনতায় মনের স্বাভাবিক তেজ সমুন্নত হইয়া উঠিতে পায় না। একটী নবাঙ্কুরিত তরুকে যদি চাপা দিয়া রাখা যায় তবে আর সে শাখা প্রশাখা মেলিতে পায় না। সেইরূপ পরাধীনতা যদি মনুষ্যকে সর্ব্বদাই চাপিয়া রাখে; যে দিকে শাখা মেলিবে সেই দিকেই বাধা দেয়, তবে উন্নতির প্রত্যাশা কোথায়? তোমার মনোবৃত্তি ত চারি দিকে শাখা প্রশাখা মেলিতে পাইল না, সে কুসুমিতা ও ফলবতী হইবে কিরূপে? বর্দ্ধিষ্ণু বৃক্ষের চারি দিকের লতা পাতা কাটিয়া পরিষ্কার করিলে সে যেমন নীল নির্ম্মুক্ত পত্রে চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলে। তোমারও চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক চিত্তবৃত্তিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দিলে, বলবুদ্ধি তেজস্বর হইয়া উঠিবে। পুরুষের পুরুষত্ব এই খানে। তার জীবনকে, কেবল শালগ্রাম সেবার সিংহাসনে তুলিয়া রাখিলে কি হইবে। জীবনের উন্নতি সাধন কর, পুরুষত্ব লাভ কর। দেখ, হিন্দু-মহিলাগণ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিয়া দিন দিন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন। স্বামীর নিকট, দুই এক জন পরিবারের নিকট থাকা ভিন্ন মনের আনন্দ লাভ করেন। তদ্ভিন্ন মনের সচ্ছন্দতা লাভের অবকাশ নাই। যাহার মনের সচ্ছন্দতা নাই, জীবন তাহার পক্ষে দারুণ হইবে। সংসারে সুখ আর কি আছে?— মনের সচ্ছন্দতাই সুখ। কিন্তু স্ত্রীলোকের ভাগ্যে তাহা যদি না ঘটিল, তবে জীবন ক্লেশকর দুঃখের বোঝা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্ত্রীলোকের অবরুদ্ধতা ভারতবর্ষীয়দের সন্তান সন্ততি এত দুর্ব্বল হইবার মুখ্য কারণ। একে ত এই কৃষিজীবীদেশে সাধারণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। লক্ষ জনের মধ্যে পাঁচ জনে প্রত্যহ পুষ্টিকর পথ্য পায় কি না সন্দেহ। আবাস গৃহগুলি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, তাহাতে আবার যাঁহাদের গর্ভে সন্তান বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইবে তাঁহারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ। কাজেই সূতিকাগৃহে অনেক শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। ভাগ্যে ভাগ্যে দুই চারিজন যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা জীবনাবধি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ। কলিকাতা সহরে যে সমস্ত গাভি সর্ব্বদাই গোয়াল ঘরে বদ্ধ থাকে, এক তিলার্দ্ধকালও মাঠে কোথায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে পায় না, তাহাদের বৎস বাঁচে না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, সহরের গরুগুলি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায়, কিন্তু তাহাদের বাছুরগুলি দেখিলেই হরিভক্তি উড়িয়া যায়। কেবল অস্থি কয়েক খানি একটী লোমবদ্ধ আবরণে আচ্ছাদিত, নিশ্বাসে পঞ্জর নড়িতে থাকে তাই জীবিত বলিয়া বিশ্বাস হয়; নতুবা ঠেলিয়া দিলেও দু পা সরিতে পারে না। অনেকে মনে করিতে পারেন, বৎস প্রচুর দুগ্ধ পান করিতে পায় না, তজ্জন্য এত কৃশ। বস্তুতঃ, তাহা নয়। গাভি সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে, সে কারণ তাহার বৎস এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়।

যে সকল বেহু গড়ের মাঠে চরিয়া বেড়ায়, তাহাদের বাছুর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয়।

হিন্দুমহিলাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া চাই; কিন্তু অধিক নহে। যাহাতে মনের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি জন্মে, এমন উপায় করা বিধেয়; কিন্তু যেন অধিক বাড়া বাড়ি না হইয়া পড়ে। স্ত্রী স্বাধীনতা এবং স্ত্রী-শিক্ষার নিমিত্ত অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে নীতিশিক্ষাই ভাল রূপে দেওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু যাহাতে সকলে বিশিষ্ট রূপ লজ্জাশীলা হন তাহা যত্ন পূর্ব্বক শিখাইতে হইবে। লজ্জা অভ্যাসে উপলব্ধ হয়, অতএব অভ্যাস করাইলেই স্ত্রীলোক লজ্জাশীলা হইবেন। এখন লজ্জাটা কি তাহা দেখুন। লজ্জা, আর ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু উহাতে কিঞ্চিৎ কোমলত্ব আছে। কেবল ভয় কিঞ্চিৎ আন্তরিক দুঃখে মিশান, আবার তাহাতে একটু আক্ষেপ ও অনুতাপের আঁচ। তাটুকু কিছু মিঠে মিঠে। তুমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ; তজ্জন্য কেহ তোমাকে শাস্তি দিবে, সে ভয় করিতেছ না। তাই ভয় টুকুতে কোমলত্ব আছে। কিন্তু দুষ্কর্মটি করিয়া আক্ষেপ হইতেছে, তাই লজ্জা কিছু মিষ্ট।

অসভ্যাবস্থায় লজ্জা ছিল না, কেবল ভয় ছিল। তুমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তোমার উত্তম মধ্যম বিলক্ষণ শাস্তি হইল। তখন নিষ্ঠুরতাতেই লোকের মন পরিপূর্ণ ছিল। সকলেই উগ্র দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু মানুষ যত সভ্য হইতে লাগিল, সে রৌদ্র রসে কিঞ্চিৎ কোমলত্ব আসিয়া পড়িল। সকলেই সদয় ব্যবহার করিতে শিখিলেন। তখন রৌদ্র মুদ্গরে যে কার্য্য সিদ্ধি হইত এখন দুইটা মিষ্ট ভর্ৎসনাতেই তাহা হইয়া থাকে। এখনও দেখনা, ইতর লোকের তত লজ্জাবোধ হয় নাই। সে কারণ নিন্দা ও ভর্ৎসনায় তাহাদের চরিত্র সংশোধন হয় না। এক জন ভদ্র লোক কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হন, কেন না সকলে তাঁহার নিন্দা ও অপযশঃ করিবে মনে এই একটা ভয় আছে। আবার একজন ইতর লোক কুকর্ম্ম করিতে নিবৃত্ত হয়, তাহার মনে রাজদণ্ডের ভয়—লোক-গঞ্জনা সে তত টা গ্রাহ্য করে না। দেখ, এখানে উভয় পক্ষেই ভয় রহিয়াছে; কিন্তু একটী ভয়ে কোমলতা অপরটীতে নিষ্ঠুরতা, ব্যবহারের এই দীর্ঘ পরিখা উভয়ের মধ্যস্থল দেখাইতেছে।

মনুষ্য কিঞ্চিৎ পদস্থ হওয়া চাই, স্ব স্ব পদের কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা বুঝা চাই; নতুবা প্রকৃত লজ্জাবোধ হয় না। যে পদস্থ নয় সে অপদস্থ হবে কিসে? অতএব অপদস্থ না হইলে লজ্জা কি? আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, সকলে উচ্চ উচ্চ রাজ পদ লাভ করুন। যিনি যে সম্প্রদায়ে থাকেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারিলেই তাঁহার উচ্চপদ লাভ হইল। যিনি যে পরিবারে থাকেন, পরিবারবর্গের সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিলেই তাঁহার উচ্চ পদ লাভ হইল, তিনি উপযুক্ত পদ-মর্য্যাদা ও পাইলেন। এই রূপ দেখ, প্রভুকে ভৃত্য শ্রদ্ধা ভক্তি করে, প্রভু ভৃত্যকে স্নেহ মমতা করেন। রাজা প্রজাকে পুত্রবৎ পালন করেন; প্রজারাও রাজার নিতান্ত অনুরাগী। মানুষের এই স্থলেই যথার্থ পদ, এবং যে যেমন তাহার পদেরও তদুপযুক্ত মর্য্যাদা আছে। সেই মর্য্যাদার হানি হইলেই লজ্জাবোধ হয়। প্রভু ভৃত্যকে কোন আজ্ঞা করিলেন, ভৃত্য তাহা উপহাস করিয়া দিল। এখানে প্রভুর মর্য্যাদার হানি হইল। আবার প্রভু ভৃত্যকে বড় ভাল বাসেন। সেই ভালবাসা টুকুই ভৃত্যের পদ, সেই টুকুই তাহার মর্য্যাদা। সেই মর্য্যাদা টুকুর হানি হইলেই ভৃত্যের লজ্জাবোধ হয়। গ্রামে কেহ মণ্ডল, সকলেই তাহাকে সম্মান করে; সেই সম্মান টুকুই মণ্ডলের পদ, তাহাই মণ্ডলের মর্য্যাদা। হঠাৎ যদি একদিন গ্রামস্থ লোকেরা মণ্ডলের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হয় তবে মণ্ডলের মর্য্যাদার হানি হইবে সুতরাং লজ্জা বোধও হইবে। যে ব্যক্তি সমাজের শ্রদ্ধা ভক্তির প্রত্যাশা করে না, লোকের অনুরাগ ভাজন হইতে চায় না, তাহার পদ ও মর্য্যাদা নাই। কাজেই তাহার লোকনিন্দার ভয় নাই লজ্জা ও নাই।

মানুষ যত সভ্য হইয়া আসিবে, শাস্তির কঠোরতা ততই কমিয়া যাইবে। যেখানে কশাঘাত আবশ্যক করিত, সেখানে দুইটা মিষ্ট কথাতেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। সদাশয়তা বিবাদ ভঞ্জন এবং মিষ্ট ভর্ৎসনায় চরিত্র সংশোধন সভ্যতা দেবীর আশীর্ব্বাদীয় নির্মাল্যের অগ্রভাগ। যত দিন সমাজের নীচ হইতে মধ্য পর্য্যন্ত সকল সমাজে এই নিয়ম ওতপ্রোতভাবে প্রচলিত না হইতেছে তাবৎ আমরা সভ্যতার কিছুই ফল পাইতেছি না।

সভ্যতা, শ্যামপল্লবিতা কুটীরকুসুমবাসিনী বনস্থমহিলা সতত আপনার মনের ভাবনে আছেন; মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোলে পদচালনা করিতেছেন, কোকিল স্বরে মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি কহিতেছেন, শীতের জড়তা নাই, রৌদ্রের উগ্রতা নাই—সকল পক্ষেই শান্তভাব। লজ্জা তাঁহার দুহিতা; ললিতাঙ্গিনী চারুনেত্রা বালাকে কোলে রাখিয়া তার নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে দোলাইতেছেন, নাচাইতেছেন। এক এক বার সাদরে স্তনভার টিপিয়া দুগ্ধ পান করাইতেছেন কখন বা পুষ্পগুম্ফিত মালা পরাইয়া দুহিতাকে মনের সাধে সাজাইতেছেন। লজ্জা উঠিয়া বসিলেন দাঁড়াইলেন না। আবার গায়ের বসন টানিয়া, অঞ্চল খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি অগ্রে ধরিয়া একবার সাবধানে দাঁড়াইলেন; কিন্তু সাহস করিয়া চলিতে পারিলেন না। নম্রমুখে চকিত নয়নে একবার এ দিক ও দিক কি দেখিলেন, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন—মনে যেন কিছু ভাবিলেন, তাহা কাহাকেও বলিলেন না, জননীর কাছেও কিছু ফুটিলেন না। একটুকু বক্র গ্রীবা অনেক অবস্থান করিয়া দু পা চলিলেন, কোন দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না কাহারও পানে চাহিলেন না। যখন পথিকেরা তাঁহাকেও দেখিতেছেন, তিনি কুঞ্চিত অঞ্চলটি অঙ্গুলে ধরিয়া তাঁহার গায়ে যেন মিশিয়া যাইতেছেন। সেকালে আবার লাজ ঢাকাইয়া বেদিকার নিকটে তুমি মঙ্গলাচরণ করিতেছিলে, দেখ নাই,—সভ্যতা, হাত ধরিয়া এইরূপ মূর্ত্তিতে ও লজ্জাকে তোমার আসনে বসাইয়া দিলেন? তুমি এটীকে ভাল বাস?—না। তড়্ বড় করিয়া গাড়ী হইতে যিনি নামিলেন; অগ্রে অগ্রে কুকুরে মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইতে লইতে ছুটিতেছে; পশ্চাৎ পশ্চাৎ কর্ত্রী দুপ্ দুপ্ করিয়া পা ফেলিতেছেন খট খট করিয়া চলিতেছেন। ফর ফর করিয়া কাপড় দুলিতেছে, ফর ফর করিয়া পোষাক উড়িতেছে, দশ কাঠা স্থান জুড়িয়া একটা স্ত্রীলোক বুক ফুলাইয়া যাইতেছে। কে ভাল? আমি বলি, দুয়ের একটিও ভাল নয়। চারুশীলা ললনারা স্বভাবতঃ ভীরুপ্রকৃতি, কিন্তু অতদূর ভীরুতা ভাল দেখায় না। আর কিঞ্চিৎ তেজস্বীতা চাই, তবে যেন পুরুষত্বে গিয়া না পড়ে। আমরা কি বীরাঙ্গনা দেখি নাই?—দেখিয়াছি। বীরাঙ্গনাদিগকে আমরা ভাল বাসি। কিন্তু স্ত্রীলোকদের যে ভীরুতাটুকু লজ্জায় ঢাকিয়া শীলতায় ঢালিয়া নয়নে মিলাইয়া যেন সজ্জিত হয়,—তাহাতে যেন মিটেকোটা ভীরুতার আমেজ থাকে। তড়্ তড়্ বড়্ বড়্ করিয়া চলিলে লজ্জা যেন অন্তরে বাধিত হন। স্ত্রীজাতির পক্ষে সেটা বেশ শোভা পায় না। যাঁহার অন্তরে তেজ, নীতিতে দৃঢ়তা, তাঁহাকেই বীরাঙ্গনা বলি। স্ত্রীজাতিকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দানে ক্ষতি নাই বরং তাহাতে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অপর পুরুষের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করিতে গেলেন, হাত ধরাধরি করিয়া পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আমরা তেমন স্বাধীনতা ভাল বাসি না। আমরা চাই, স্ত্রীলোকেরা গণ্ডীর মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করুন, স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ, হাস্য পরিহাস করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। আমাদের এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, সম্প্রতি আমরা কোন

দুটী বিপরীত ভাব দেখিতেছি,—এক সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ একবারে ঘুচাইয়া দিয়াছেন। কুলবধূরা একাকিনী যেখানে সেখানে ইচ্ছা যাইতেছেন, পরপুরুষের সঙ্গে আমোদে আহ্লাদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন তাহাতে আর কিছুই লজ্জা নাই। আবার আর এক দল দেখি ঠিক উহার বিপরীত। নবযুবকগণ স্ত্রীলোকদিগকে প্রায় কোকিল করাইয়া গৃহমধ্যে পুরিয়া রাখেন। এতদূর ভাল নয়,—শেষ "বহুকালের আলগা দের" হইয়া পড়ে। এরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সতীত্ব বাঁধিয়া রাখিবার সামগ্রী নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ দৈবভাব-সম্ভূত মাধুর্য্য আছে। বন্ধনে তাহা রক্ষিত হয় না। এই শ্রেণীর কড়-শাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে কিছু কিছু স্বাধীনতা দিতে অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্বে ছিল ভাল; গৃহস্থ লোকের ঘরে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেন, পরে প্রতিবেশিমণ্ডলে একস্থানে বসিয়া নানা বিষয়ে কথা পরিহাস ও আহ্লাদ আমোদে কাল কাটাইতেন। কিন্তু এখন লোকের অবস্থা যত উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, ততই আর এক কুৎসিত রীতি সমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কেহ গদীতে চড়িয়া সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে শিখিয়াছেন। কেহ ঘরের মর্ম্ম প্রতিজ্ঞা করিয়া পড়িতেছেন। যাঁহার শিশু কেবল প্রাণে বাঁচিতেছেন, সেখানে তাহা সেই স্থানে থাকেন, ঘরের কুটাটী নাড়িয়াও উপকার করেন না। বারাণসী সাড়ী পরা, সর্ব্বাঙ্গে মণি মুক্তা সোণায় ঝল মল করিতেছে—যেন অলঙ্কারের গাছ। কবি পুতুল না কিনিলেও চলিবে ঘর সাজাইলে চলে; তবে পুতুলের উপর বেশী দারুণ বাক্যালাপটাই যায়! সোফাতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, নিকটে তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী তাম্বুল দিতেছে। গৃহলক্ষ্মী বসিয়া আছেন, আর এক এক বার পাকাছির উপর দৃষ্টি হইতেছে,—"এইবার বাড়ী আসুক; বল্‌বো এবার; দাসী পার্‌বোত ত করবো না। আমি কি ছটো মজিদুর বেয়ে সমস্ত এগারটা অবধি জাগিয়ে থাক্‌তে পারি? আবার একদিন করা হলো—" কাল একাদশী গেছে, এখনও জল খাই নি। ওঃ তবে ত সব বয়ে গেল"। মুনি ঋষিরা ভবিষ্যৎ কথাগুলি সব ঠিক ঠিক লিখিয়া গিয়াছেন। কলিযুগে জাতিভেদ থাকিবে না, তাও সত্য হইল। কলিতে কেহ কোন বিধি মানিবেন না তাও ঠিক হইল। সকল কথাগুলি ঠিক ঠিক ঘটিতেছে। কিন্তু কেমন 'শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহঃ' বর্ণশ্রেষ্ঠ সকল জাতির গুরু ব্রাহ্মণকে শূদ্রের পাচক হইতে হইবে, আর শূদ্রাণী জননীকে স্ত্রীর বাঁদুনী হইতে হইবে এ দুটী ভবিষ্যৎ কথা তাঁহারা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। লজ্জা এই স্থানে কতকগুলি, পলাইবার পথ পাইতেছেন না।

যদি আলোক না থাকিত তবে লোকের সঙ্গে মুখামুখি চখোচখি হইত না। কাহারও লজ্জা বোধও থাকিত না। ভাবিয়া দেখুন, সংসার কি ভীষণ ক্ষেত্র হইত। মানুষের কর্ত্তব্য এই, সর্ব্বাগ্রে নিজ মনের গ্লানি দূরীকৃত করিবে। যে কাজে আপনা আপনি লজ্জা পাইতে হয়, যে কাজে নিজ জ্ঞান অন্তরকে দগ্ধ করিতে থাকে, কখন তেমন কাজের অনুষ্ঠান করিবে না। যে কাজের অনুষ্ঠানে জ্ঞান ভর্ৎসনা করে না, অনুশোচনার তীক্ষ্ণ দংশনে আত্মা অস্থির হয় না, সেই সৎকর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিবে। যে যুক্তি তোমার বিশুদ্ধ বোধ হইতেছে, যে ব্যবহারে তুমি আপনাকে উন্নত বিবেচনা করিতেছ, অপরেও যদি তোমার মতে অনুমোদন করেন, তবেই তাহাকে প্রকৃত বিশুদ্ধ আচরণ বলিয়া জানিবে। অনেকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া নানা প্রকার কৌশলে এবং লোক লজ্জার ভয়ে মনের কুবৃত্তি লুকাইতে যত্ন করেন। কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের দারুণ জ্বালা কোথাও যায় না। কুপ্রবৃত্তিজনিত দারুণ অনুতাপানল হৃদয়কে সতত বৃশ্চিক দংশনে অস্থির করিয়া দেয়। মনের কুভাব গোপন করিতে যতই যত্ন করেন, ততই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। পাপী লোক কখন সংসারে সুখ লাভ করে না। লোকলজ্জা দুরাচারদিগের মস্তকের উপর তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ স্বরূপ হইয়া আছে। আর একটী দুষ্কর্ম্ম করিয়া কাল লোকের কাছে কিরূপে মুখ দেখাইব, এই ভয়ে অনেকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হন। অতএব অন্যান্য শাসনের মধ্যে লজ্জা সংসারের বিলক্ষণ শুভকরী।

শ্রীঃ—

হুগলী।

আমাদিগের এ জেলার পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডেবিস সাহেব এক জন বহুদর্শী, কার্য্যদক্ষ ও বুদ্ধিমান লোক। ফলতঃ ইনি পুলিস বিভাগের একজন অনাড়ম্বর বন্ধু বলিয়ে অনুমানের সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! এক ক্রোধ দারিদ্র্য লোকের ন্যায় ইহাঁর [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, সে দিন ইনি একজন সামান্য মেথরের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাগে অস্থির বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অকারণ একটী দুঃখী অনাথশালা বিদ্যালয়ের বালকের নামে কুকুর মারার মকদ্দমা উত্থাপিত করিয়া বালকটীকে অতিব্যস্ত করাইলেন, আপনিও অপদস্থ হইলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম গত ১০ ই সেপ্টেম্বর ডেবিস সাহেব হুগলীর বৈঠকের প্লাটফরমে একটী মেম সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সাহেবের নিকট হইতে মেম সাহেব কয়েক হস্ত দূরে ছিলেন। এক জন সামান্য পাগোলাথ সাহেব ও মেম সাহেবের মধ্যস্থিত স্থান দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে ছিল। ডেবিস সাহেব এই সামান্য অপরাধেই লোকটীর গালে এক বিরাশী সিক্কার চাপড় মারিলেন! দুঃখী লোকটী মার খাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া ট্রেনে উঠিল ট্রেনও ছাড়িয়া দিল। যাহা হউক তৎকালে পুলিসের সাহেবের ঐ ব্যবহার দর্শনে সকলেই দুঃখিত ও অবাক হইয়া রহিল। আমরা ভরসা করি পুলিসের সাহেব অতঃপর একটু রাগ পরিত্যাগ করিবেন।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা আশ্বিন সোমবার।

আফ্রিদিদিগের উৎপাত।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী আফ্রিদীরা আবার সরকারী ডাক লুট করিয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ স্বীয় অপ্রতিহত ভুজবীর্য্যে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বিজিত আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আফ্রিদিদিগকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। সুযোগ পাইলেই তাহারা দুরারোহ দুর্গম পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে নিম্নে আসিয়া সর্ব্বদাই মহা উৎপাত করিয়া থাকে। পেশোয়ার, [illegible] খাঁ, কোহাট প্রভৃতি অঞ্চল তাহাদের লুট পাটের প্রধান লীলাক্ষেত্র, তাহাদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত কতবার যে সৈন্য সামন্ত প্রেরিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সৈন্য যাইলে কি হইবে, শত্রু দেখিলে আর তাহারা এক স্থানে স্থির থাকে না, সম্মুখ যুদ্ধও করে না। গ্রাম সমস্ত লুট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। ইংরাজ সৈন্য তখন আর কি করিবে? সেই অসভ্য জাতির গ্রাম দগ্ধ করিয়া চলিয়া আইসে। ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাগমন করিলে আফ্রিদীরা পুনর্ব্বার আপনাদের গ্রামে আসিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু লুট করিতে কিছুতেই নিরস্ত হয় না, সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে, অবসর পাইলে আবার নীচে আসিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব

অপহরণ করে। কয়েক মাস অতীত হইল ঐ অসভ্য জাতিরা সিবি আক্রমণ করিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা লুট করিয়া লইয়া যায়। এই আক্রমণের সময় কৃষ্ণচন্দ্র নামক এক জন বাঙ্গালী বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হন। আফ্রিদিদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা এক দিক রক্ষা করিতে করিতে অন্য দিক দিয়া আর এক দল আসিয়া পড়িল।

এই সকল অত্যাচারী অসভ্যদের মধ্যে কত প্রকার জাতি কিম্বা সম্প্রদায় আছে, এবং তাহাদের সংখ্যাই বা কত, তাহার একটী তালিকা করা হইয়াছে। যাহারা পর্ব্বতে থাকে এ পর্য্যন্ত নিচে আসে নাই, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা সহজ নয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক সর্ব্বদাই নীচে আসিয়া উৎপাত করে, কথঞ্চিৎ তাহাদের সংখ্যা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যোয়াক্ত ২০০০০ বিশ হাজার, মোমন্দ ১২০০০ বার হাজার, আফ্রিদী ২০০০০ বিশ হাজার, ওরোকজাই ৩০০০০ ত্রিশ হাজার, উজিরি ২০০০০ বিশ হাজার, সেরানী ৫০০০ পাঁচ হাজার, বেলুচ ২০০০০ বিশ হাজার, তুরাণী ৬০০০ ছয় হাজার, কাকার ১৮০০০ আঠার হাজার, যুসুফজাই ২৫০০০ পঁচিশ হাজার, খটক ১২০০০ বার হাজার, বঙ্গস ১৫০০০ পনর হাজার, দেওয়ার ১০০০০ দশ হাজার এবং কুল ১৯৫০০০ এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার। এই সমস্ত নানা প্রকার অসভ্য জাতির অসংখ্য লোক উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী জনপদ সমূহকে নিরন্তর সশঙ্কিত করিয়া থাকে। যৎকালে ওহাবিদিগের উপদ্রব হয়, তখন বঙ্গদেশের ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানেরা এই সমস্ত অসভ্যজাতির আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল।

উপরের লিখিত অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতিরা মহা পরাক্রমশালী বীরপুরুষ। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহারা ব্যায়াম ও অস্ত্র ধারণ করিতে শিক্ষা করে। তাহাদের ন্যায় অসমসাহসী মনুষ্য পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। জীবনের প্রতি তাহাদের কিছু মাত্র মায়া মমতা নাই। তাহাদের নিকট প্রাণটী নিতান্ত তুচ্ছতার বস্তু। বিপদে জীবন সমর্পণ করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যখন আপনার প্রাণের প্রতি যত্ন নাই, তখন অন্যের আর কথা কি? পরকে ও অবলীলাক্রমে নষ্ট করিবে। হিন্দুস্থানবাসিদের সাহস ও বীরত্ব নাই বলিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করে। তাহারা সকলেই মুসলমান; সুতরাং হিন্দুদিগের প্রাণ বিনাশ করা তাহাদের পক্ষে পরম পুণ্য কর্ম্ম।

যে সময় রণজিৎ সিংহ কাবুল আক্রমণ করেন, তৎকালে ঐ অসভ্যজাতিরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল।

আমরা উপরে কতকগুলি অসভ্যজাতির নাম ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম, পাঠক! বিবেচনা করুন, তাহাদের ঐক্য এবং উপযুক্ত যুদ্ধের উপকরণ থাকিলে কি বিপদের কথা হইত। এমন কি হিন্দুস্থানবাসিদিগের স্থিতির থাকা দুর্ঘট হইয়া পড়িত। যাহা হউক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সীমাপ্রদেশে তাহারা যে প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে তাহাও নিতান্ত কম নহে। তথাকার লোকে সর্ব্বদাই ধন প্রাণ লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, উত্তর পশ্চিম সীমাটি ভারতবর্ষের পক্ষে কালস্বরূপ হইল ভারতবর্ষের। যাবতীয় অর্থ রাশি ঐ স্থানে ঢালিতে হইবে, নচেৎ কিছুতে শান্তিরক্ষা হয় না। ঐ সীমার স্থানে স্থানে দৃঢ় গড় এবং সৈন্যের সমাবেশ সর্ব্বদাই রাখা কর্ত্তব্য। পঞ্জাব হইতে যাহাতে বাধ সঙ্কলাম হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার চেষ্টা করুন, এবং বিলাত হইতে অধিকাংশ চাঁদা তুলুন। ঐ সমস্ত অসভ্যজাতি ভারতবর্ষের সীমা বহির্ভূত স্থানের লোক। তাহাদিগকে দমন করিতে হইলে ইংলণ্ডের সকল ভার বহন করা উচিত। আর এক উপায় আছে, তাহাও ঐ সকল কাজের সঙ্গে পুনরায় প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক হইয়াছে। অস্ত্রবিষয়ক আইনটী শীঘ্র রহিত করা হউক। ঐ আইনটী প্রচারিত হওয়াতে যে যেমন স্থান সেথায় সেইরূপ দস্যু ভয় প্রভৃতি নষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গদেশে কৃষকদের জমিতে শূকর প্রভৃতি পশুতে অত্যন্ত উৎপাত করিতেছে। বর্ষাকালে এক এক রাত্রি গ্রামে কৃষকেরা বিশ পঁচিশটি করিয়া বন্য শূকর মারিত, কিন্তু অস্ত্র বিষয়ক আইন প্রচলিত হওয়াতে কৃষকেরা বন্দুক বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে আর একটীও শূকর বিনষ্ট হয় নাই। তাহাদের সন্তানাদি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, এদিকে বিনাশ নাই। অতএব অল্প কালেই পল্লীগ্রামগুলির অধিকাংশ স্থান বন্য শূকরে অধিকার করিয়া বসিবে। একে অনাবৃষ্টিতে দেশটা খাক হইতেছে, তাহার উপর আবার এই এক বিষফোড়া উঠিয়াছে। দরিদ্র কৃষকদের কিছুতেই স্থির নাই। আমরা অনুরোধ করি, প্রজাহিতৈষী শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম গুলির অবস্থা একবার পরিদর্শন করুন, কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে জানিতে পারিবেন। অধিক দূর যাইতে হইবে না, ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি থানা নৈহাটীর এলাকাধীন কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, কাঁপিয়া, বাসুদেবপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি দেখুন, বন্য শূকরের কি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কৃষকেরা স্বয়ং বন্দুক রাখিত ও শূকর মারিত। পরে যখন ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইল, কৃষকেরা বন্দুক বিক্রয় করিল। কিন্তু শূকরের উৎপাত সহজ নয়। তাহাদের দ্বারা ইক্ষু ও শস্যাদির সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়। সে কারণ ব্যারাকপুর হইতে গোরা ও অন্যান্য লোক আনাইয়া বন্য শূকর বধ করাইত। কিন্তু এখন ব্যারাকপুরে সৈন্য নাই, সুতরাং চাষী লোকের যৎপরোনাস্তি কষ্ট বাড়িয়াছে।

অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইনের এই এক বিষময় ফল গেল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব বঙ্গে জঙ্গলময় জেলায় এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুর দারুণ অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাদের নিকট অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে সেই অত্যাচার অনেক পরিমাণে নিবারণ হয়। এখন কোন হিংস্রক গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে পুলিসে এবং মাজিষ্ট্রেটের কাছে নিবেদন করিতে হয়। তাঁহারা ঢাক ঢোল ঘোষণা দিলেন " যিনি ব্যাঘ্র মারিয়া দিবেন তাঁহাকে ২০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" প্রজার ঘরে শুদ্ধ বঁটী কাটারি আছে, তাহাতেই বাঘের সকলি হইবে!

বঙ্গদেশ হইতে চোরের ভয় এখনও সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় নাই। বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ ডাকাতি হইয়া থাকে। সে কারণ প্রায় সকল ধনাঢ্য লোকের ঘরে এক একটী বন্দুক ছিল। কিন্তু এই নূতন আইনের সৃষ্টি হওয়ায় অনেকে বন্দুক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাকাত ও দুষ্ট লোকের অত্যাচার বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সীমাপ্রদেশে অসভ্যজাতির যে প্রকার অত্যাচার বাড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ঘরে ৩।৪টী বন্দুক রাখা উচিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য হয় এবং ঐ সকল অসভ্যজাতি এত অত্যাচার করিতে পারে না।

ঢাকার বাণিজ্য।

ঢাকা বিভাগের কমিশনর সাহেব তাঁহার গত রিপোর্টে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঢাকা বাণিজ্য আবার পুনর্জীবিত হইতেছে। এটী পরম আহ্লাদের সংবাদ, সন্দেহ নাই। বাণিজ্য না থাকিলে দেশের শ্রী থাকে না, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছাড়া হইয়া যায়। দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের মধ্যে ঢাকা অতি প্রাচীন ও প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এককাল হইতে এই নগর মিহি কার্পাস বস্ত্রের নিমিত্ত বিখ্যাত আছে। প্রাচীন

রোমকেরা ঐ সময় ঢাকার বস্ত্র স্বদেশে লইয়া যাই-তেন। [illegible] মিস্ তুরস্ক মিশর প্রভৃতি অন্যান্য দেশে ঢাকা প্রেরিত হইত। মোগলদিগের [illegible] হইলে ঢাকার বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি [illegible] কম হইয়া পড়িল। কিন্তু মুসলমান বাদ-সাহের শাসন কালে মগেরা সুবর্ণগ্রামে বাঙ্গালার নিম্নদেশ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে প্রজাগণ ও ব্যবসায়িগণ যার পর নাই উৎ-পীড়িত হয়। তথাকার শাসনকর্ত্তাকেও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সে কারণ, ১৬১২ খ্রী-ষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরে পুনর্ব্বার রাজধানী করিলেন। অন্যূন শত বর্ষ পর্য্যন্ত এই ভাবে তথায় রাজ্য চলিতে লাগিল। লোকের সুখ সমৃদ্ধি আবার বৃদ্ধি হইল, শিল্প বাণিজ্য আবার পুষ্ট ও বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ১৭০৪ খ্রী অব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শি-দাবাদে বঙ্গের রাজধানী করিলেন, সুতরাং ঢাকার সৌভাগ্যশ্রী পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইল।

১৬৬৬ খ্রী অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্ম-চারীরা ঢাকা নগরে একটী কুঠি স্থাপন করেন। তথায় ফরাসি এবং ডিনামারদেরও ব্যবসার কুঠি ছিল। ঐ কুঠি গুলি ক্রমে ইংরাজদের হস্তগত হয়। মুর্শিদাবাদে রাজধানী করায় ঢাকার বাণিজ্য এক কালে বিনষ্ট হয় নাই। কলিকাতা নগরেই রাজ-ধানী স্থাপিত হইলে, ঢাকার বিশেষ ক্ষতি হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, মুসলমান বাদশাহ রাজ্যচ্যুত হইলে ঢাকার বাণিজ্য বার আনা বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলেও বলা যায়। সর্ব্বাপেক্ষে মুসলমানেরা বড় সৌখীন। এমন বিলাসী জাতি জগতের কোথাও নাই বলিলে বোধ করি অসঙ্গত প্রয়োগ হয় না। ঢাকার যাবতীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মহামূল্য মিহি কাপড় মুসলমানেরা ক্রয় করিতেন। এ দিকে ক্রমশঃ ইউরোপে কার্পাসের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল, সুতরাং ঢাকাই কাপড়ের আদর অনেকাংশে কমিয়া আসিল। ১৮০১ খ্রী অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ বণি-কেরা ঢাকাই কাপড়ের নিমিত্ত বৎসর বৎসর প্রায় ২৫০০০০০ পঁচিশ লক্ষ টাকা দাদন করিতেন। কিন্তু ১৮০৭ অব্দে বাণিজ্য এত কমিয়া আইসে যে, সে বৎসর ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার অধিক দাদন করা হয় নাই। আবার ১৮১৩ অব্দে কেবল ২০০০০০ দুই লক্ষ টাকা মাত্র দাদন করা হইয়াছিল। ১৮০৭ হইতে ঢাকার সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্য এক প্রকার সম্পূর্ণ ভাবেই বন্ধ হইয়াছিল বলিতে হইবে। সে বৎসর দেশীয় ও অন্যান্য সুতরা ব্যাপারে কেবল ৫৬০০০০ পাঁচ লক্ষ ষাটি হাজার টাকার দ্রব্য বিক্রীত হয়। ঢাকার যেমন বাণিজ্য কমিতে লাগিল তৎসঙ্গে লোক সংখ্যাও অনেক কম হইয়া পড়িল। সুতরাং দোকানী পসারীরও ব্যাপার যার পর নাই মন্দ হইয়া আসিল। ১৮০০ সালে ঢাকা ২০০০০০ দুই লক্ষ লোক বাস করিত, কিন্তু ১৮৭২ সালে ৬৯,০০০ কেবল ঊনসত্তর হাজার লোক হয়। যৎকালে ঢাকা নগরে বাণিজ্যের সবিশেষ প্রভাব ছিল, তখন কুসুম ফুলের রং সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, রূপার কাজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হইত। কুসুম রং ও সোণার কাজ অদ্যাপি কিছু কিছু চলিতেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কাজ এক কালে নাই বলিলে চলে। এখন যৎসামান্য বস্ত্র বসরা ও জেড্ডা নগরে প্রেরিত হয়, তথা হইতে তুরস্ক এবং মিশরে নীত হইয়া থাকে। গত রুষ তুরস্ক যুদ্ধের পর তুরস্কে ঐ বস্ত্র নিতান্ত অল্প পরিমাণে ক্রয় করা হয়।

ঢাকার উৎকৃষ্ট বস্ত্রের নাম "আবেরওয়ান" অর্থাৎ জলপ্রবাহ ও "শবনাম" অর্থাৎ সায়ন্তন নীহার। এই দুই প্রকার বস্ত্রের পারিপাট্য ও সূক্ষ্মতার কথা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মুসলমান বাদসাদের সময় ক্রেতাও ছিল কারিকরও ছিল। এই রূপ কথিত আছে, জাহাঙ্গিরের শাসন কালে এক খানি পঞ্চাশ হাত দৈর্ঘ্য এবং দুই হাত প্রস্থ বস্ত্রের ওজন পাঁচ তোলার অধিক হইত না। পাঠক! বিবেচনা করুন, কাপড় খানি কত সূক্ষ্ম হইত। এ প্রকার এক এক খানি সূতী কাপড়ের মূল্য ৪০০ চারি শত টাকার ন্যূন নহে। ১৮৪০ সালেও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রের ন্যায় মিহি নহে। ৮।১০ তোলা ওজনের দশহাতী কাপড় প্রস্তুত হইত বটে, তাহার মূল্য একশত টাকার অধিক ছিল না। ডাক্তার [illegible] করেন যে, ১৮৪০ অব্দে ঢাকায় কেবল এক ঘর জাল তাঁতী ছিল, তাহারাই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে পারিত। উপরে যে প্রকার মিহি বস্ত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তেমন এক খানি বস্ত্র বুনিতে ছয় মাস লাগিত। অধুনা ঢাকায় সাটী বিলাতী সূতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ্ ডক্সবর্গ সাহেব কহেন যে, পূর্ব্ব কালে যে প্রকার কার্পাসে ঢাকাই বস্ত্র প্রস্তুত হইত তেমন কার্পাস অন্য কোথাও জন্মিত না। আমেরিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলাও তাহার তুল্য নহে। ঢাকার উত্তরাংশে মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীকূলে সোণার গাঁ, কজলবাই প্রভৃতি স্থানে ঐ কার্পাসের চাস করা হইত। আশ্চর্য্যের কথা সেই বীজে সেই সকল অঞ্চলে এখন তেমন তুলা জন্মে না। বোধ করি, মৃত্তিকা কিম্বা বীজে কোন প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে। নীলের বীজেও দেখা যায় বঙ্গদেশে নীল জন্মে বটে, কিন্তু সে নীলের বীজে ভাল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। রেশমেও দেখা যাইতেছে কীট ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের মত আর তাহাতে ভাল গুটী ও রেশম হয় না। পারস্য ও চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম রেশমের কীট আনীত হয়। ক্রমে অধিক কাল এ দেশে ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার অনেক ব্যত্যয় ঘটিতেছে। ঢাকাই কার্পাসের কথা আমরা ঠিক কিছুই বলিতে পারি না। চাসের ভূমিতে কিম্বা বীজে কোন একটা দোষ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিত বলা যায়। বঙ্গদেশে প্রশস্ত কৃষিবিভাগ থাকিলে ঐ কার্পাসের পুনর্ব্বার উন্নতিসাধন হইতে পারে।

[illegible] কাজের নিমিত্ত বহুকাল হইতে ঢাকা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ অন্য প্রকার সামান্য কর্ম্ম নহে। সোনা রূপার তারে বিচিত্র ফুল ও ঝাড় বুটী তোলা কাপড়ের কাজ যথা কিংখাপ, কামদানি ইত্যাদি। কার্পাস রেশম ও তারে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র সোনা রূপার কাজ করা; মলিদা, হুকা প্রভৃতির কারিকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক একটী তার কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম। অরঙ্গজেব বাদসাহের সময়ে এক শত মণী তারের মূল্য ২০,০০০ টাকা ছিল। সম্প্রতি তারের কাজে [illegible] মছলিপটনী, চীন এবং সুরা-টই ঢাকার প্রতিযোগী [illegible]।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ পুনর্ব্বার স্থাপিত হইল। এবার আমরা মনের মত উদ্যমশীল লোক পাইয়াছি। বক সাহেব ভারত-বর্ষে আসিয়াই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যায় কার্য্য-কৌশল দেখাইয়া যে প্রকার সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এখানে তদ্রূপ উন্নতি করিতে পারিলে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইব; কেননা কমিশনরের সঙ্গে এখন তাঁহারা নানা বিষয়ের পরামর্শ করিতেছেন। যাহা হউক বঙ্গ-দেশের কৃষিকার্য্য এবং বাণিজ্য যে পুনর্জ্জীবিত হইবে তাহার আমরা আশা করিতে পারি।

বয়ঃপ্রাপ্তির কাল নিয়ম।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের বয়ঃ প্রাপ্তির আইনটী অদ্যাপি বিধিবদ্ধ হইল না, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার প্রাপ্তির কাল ষোড়শ বৎসর, মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হেদায়া, দরল মুখতার [illegible] অনুসারে মুসলমান বালক পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় যে, এত অল্প বয়সে অধিকাংশের বিদ্যা বুদ্ধির পরি-পক্কতা এবং বহু দর্শনজনিত জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং এই অল্প বয়সে সম্পত্তির অধিকারী হইলে বালকের

বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। ১৭৯৩ অব্দে ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার এদিকে দৃষ্টি পতিত হয়। ঐ বৎসর গবর্ণর জেনেরল যে ১০ আইন প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল ষোড়শ বর্ষ নিরূপিত হয়, কিন্তু ইহাতে অনিষ্টা-পাতের সম্ভাবনা দেখিয়া ঐ অব্দে গবর্ণর জেনেরল যে ষড়বিংশ আইন প্রচারিত করেন, তাহাতে জমিদার-বালকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল উনবিংশ বর্ষ নির্দিষ্ট হয়। নাবালক জমিদারদিগের বয়ঃ-প্রাপ্তির কাল উনবিংশ বর্ষ নিরূপিত হইল বটে, কিন্তু অপর সাধারণ প্রজাবর্গের পক্ষেবয়ঃপ্রাপ্তি-কাল পূর্ব্ববৎ ষোড়শ বর্ষই রহিল। অনন্তর অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল অতীত হইলে পর ১৮৪৮ অব্দে ব্যবস্থাপক সভা এতদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অব্দের ৪০ আইনে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল নিরূপিত হইল,—জমিদারদিগের ও মফস্বলের প্রজা সাধা-রণের উনবিংশ বর্ষ স্থির হইল; কিন্তু কলিকাতার নাবালকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পূর্ব্ববৎ ষোড়শ বর্ষই রহিল। এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তদবধি অনেকেই ইহার প্রতিবাদ করেন। এবং অনেক ধূর্ত্ত লোকে নানা কৌশলে এই বিশৃঙ্খলার ফলভোগী হয়। ব্যবস্থাপক সভা সাধারণের পক্ষে যদি এইরূপ নিয়ম করিতেন যে ভারতবর্ষীয়েরা অষ্টাদশ বর্ষ অতীত না হইলে কেহই প্রাপ্তব্যবহার হইবে না, তাহা হইলে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না। এই আইনে এই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল যে কলিকাতার যে ব্যক্তি সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক হইয়া তথাকার নিয়মে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে মফস্বলের কোর্টের বাহিরে আসিলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইত। কলিকাতার বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি দান বিক্রয় ঋণগ্রহণ প্রভৃতি সকল করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি আবার মফস্বলে আসিলে তৎকৃত কার্য্য সমুদায় আইন বিগর্হিত হইত। ব্যবস্থাপক সভা এই বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার এই আইনের যখন সংস্কার করা হইল তখন যদি এই দোষের সংশোধন করা হইত, তাহা হইলে আক্ষেপের কারণ থাকিত না। আপাততঃ যে ভারতবর্ষীয় বয়ঃপ্রাপ্তির আইন চলিতেছে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশৃঙ্খলা বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে জমিদার শিশুদিগের বয়ঃ প্রাপ্তির কাল একবিংশ ও অপর প্রজার অষ্টাদশ বর্ষ।

বালক যত অধিক বয়সে প্রাপ্ত ব্যবহার হয়, ততই দেশের ও তাহাদের নিজের মঙ্গল। পরিণত বুদ্ধি, সদসৎ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যেরূপ সকল দিক দেখিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিতে পারে, অপরি-পক্ব বুদ্ধি বালক তাহা কখনই পারে না। বিশেষতঃ যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্যের মন যত কুপথে আকৃষ্ট হয় বয়ঃক্রম কিছু অধিক হইলে আর তত হয় না। তখন জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ইন্দ্রিয়াদি বেগের অনেক দমন করে। জমিদার বালকদিগের একবিংশ বৎসর ব্যবহার প্রাপ্তির বয়স নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার করা হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়মটী সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হইলে সাধারণ জনসমাজের বিশেষ একটী উপকার করা হয়। ইহাতে কেবল জমিদারদিগের উপকার করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যাহার জমিদারী ছিলা-মাত্র নাই অথচ সে কোটি টাকার অধিকারী। যদি জমিদার সন্তান উনবিংশ বৎসরে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা থাকে, তবে জমি-দারী হীন কোটি মুদ্রার অধিকারী বালক ঐ বয়সে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে তাহার বুদ্ধি দোষে কি তাহার ও সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে না। যদি উক্ত ধনশালী বালক অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া প্রাপ্ত-ব্যবহার হইয়া সঞ্চিত ধনে জমিদারী ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে কি পুনর্ব্বার অপ্রাপ্ত-ব্যবহার হইতে হইবে? আইনের এক্ষণে যে ভাব তাহাতে এই সন্দেহের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। ষ্টোক্স সাহেব এই গোলযোগের মীমাংসার একটী সদুপায় করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—:০:——

১৪ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা ষ্ট রেজি-ষ্ট্রেসন বিভাগের ১৮৮০—৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনায় এবার এই বিভাগের কার্য্য সংখ্যা ন্যূন। কিন্তু আয়ের পরিমাণে এবং কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কার্য্যের ন্যূনতা হয়ে অনেকে অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যাহা বলিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন যে এ বৎসর শস্য উত্তম জন্মি-য়াছে, সমুদায় দ্রব্যই সুলভ, সুতরাং লোকের আয় ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াছে। অভাব না হওয়াতে লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় সম্পত্তি বিক্রয় বা ঋণ গ্রহণ করে নাই। কার্য্য অল্প হওয়াতেও আয় বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে রেজিষ্ট্রি আপীসে সম্প্রতি এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, দলিল রেজিষ্ট্রি হইবার পর এক মাস অতীত হইয়া গেলে গ্রহীতাকে কাপি পাইতে জন্য জরিমানা দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন হাই-কোর্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে ডিক্রীর দেনার জন্য ডিক্রীদার যদি দেনদারের সম্পত্তি বিক্রয় করাইবার প্রার্থনা করে তাহা হইলে ডিক্রীদারকে আদালতের সমক্ষে শপথ পূর্ব্বক ইহা বলিতে হইবে যে সে রেজিষ্ট্রি আপীসের পুস্তকাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে যে দেনাদারের যে সম্পত্তি সে বিক্রয় করাইতে চাহিতেছে তাহা দেনাদার তৎ পূর্ব্বে অপর কাহাকেও বিক্রয় করে নাই। এই অনু সন্ধানের জন্য ফি লাগে। এই ফি ও উক্ত জরিমানা হইতে এবার বিস্তর টাকা আদায় হই য়াছে, সুতরাং কার্য্যের ন্যূনতার জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে, ইহা হইতেই তাহার পূরণ হইয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার পাঁচটী অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রি আফীস খোলা হইয়াছে। ব্যয়ও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হই য়াছে। এই বিভাগে আয় ও ব্যয় বাদে এবার যত টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা গত বর্ষের অপেক্ষা অল্প।

যেমন বরাবর হইয়া আসিতেছে এবারেও সেই-রূপ পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি এতদ্দেশের আয় ব্যয় বিবরণ মহাসভায় অর্পণ করিয়াছেন। যখন নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকিয়া সভ্যেরা কার্য্যে বীতরাগ হইয়া উঠেন, যখন কোন গুরুতর কাজ দিলে তাঁহারা আগামী বর্ষের জন্য ফেলিয়া রাখেন, যখন কোন কার্য্যে গাঢ় মনঃসন্নিবেশের ইচ্ছা থাকে না তখনই দেখিতে পাই আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি এতদ্দেশের আয় ব্যয় বিবরণ সভাগণের সমক্ষে পাঠ করেন। আবার এত শেষ কালে পাঠ করা হই-তেছে বলিয়া আক্ষেপ করাও আছে। আফগান যুদ্ধে এবার কত অর্থের যে শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। যদি এই যুদ্ধ না ঘটিত তাহা হইলে ১৮৭৮ হইতে ১৮৮১ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রায় দশ কোটি টাকা সঞ্চিত থাকিত। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অন্যূন পাঁচ কোটী টাকা সাহায্য করিয়াছেন, আবার দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত সঞ্চিত দেড় কোটী টাকাও ব্যয় হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটরির হিসাব অনুসারে এই যুদ্ধে অন্যূন ১৯,৫২,২০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যাহা হউক ষ্টেট সেক্রেটরি একটী পরম সন্তোষ জনক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা যদি কাজে ঘটে তাহা হইলে আমাদের কত যে উপকার হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বলি য়াছেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত বৎসর বৎসর দেড় কোটি টাকা আদায় করা হইবার যে নিয়ম করা হইয়াছে যে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে সে বৎসর এই টাকা হইতে তাহার নিবারণের চেষ্টা

করা হইবে যে এক্ষণে দুর্ভিক্ষ হইবে না সেই বৎসরে ঐ টাকা খাল খনন রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রভৃতি লাভ জনক পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আর বার [illegible] হইলে পর ক্রমর নামক একজন সদস্য ভারতবর্ষের দুইটী অপকার দেখাইয়া দেন। তিনি বলেন যে ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় চিত্রশালার ব্যয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ আফিস ও কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্য-হইতে দেওয়া অন্যায়। তদুত্তরে কার্টিইন বলিয়াছেন যে উহা হইতে ভারতবর্ষের উপকার আছে, একমা ভারতবর্ষ ঐ ব্যয়ভার বহন করেন। ঐ দুই বিষয় হইতে ভারতবর্ষের যে কি উপকার হইতেছে, কার্টিইন সাহেব তাহা যদি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের বড় আহ্লাদের হইত। কিন্তু কি উপকার আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

—:০:—

সোনাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইতেছে উহার প্রথমাংশ কয়েকটী বড় বড় গণ্ড-গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা, কোদালিয়া, মালঞ্চ সর্ব্ব প্রধান। এই কয়েকটী গ্রামে বিস্তর ভদ্রলোকের বাস। প্রায় সকলেই কলিকাতায় চাকুরী করে। ফলমূল মৎস্যাদির ব্যাপারীও এখানে বিস্তর। এখানে দুইটী বাজার আছে। ব্যাপারীরা এই দুই বাজার হইতে বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করে। এই কয়েকটী গ্রামের মধ্যস্থলে একটী ষ্টেশন হইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা আয় হইতে পারে। কিছু দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে কোদালিয়ায় একটী ষ্টেশন হইবে। কিন্তু সম্প্রতি এই জনরব শুনা যাইতেছে যে কোদালিয়ায় ষ্টেশন না হইয়া রাজপুরের নিকটে মরিকপুর নামক একটী মুসলমানের গ্রামে ষ্টেশন করা হইবে। ঐ স্থানে ষ্টেশন হইলে গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত আয় হও-য়ার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। ঐ স্থানে ষ্টেশন হইলে উহার আয় কম ও ব্যয় বেশী হইবে। গবর্ণ-মেণ্ট কেন যে ঐ স্থানে ষ্টেশন করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মরিকপুর হরি-নাভি প্রভৃতি গ্রাম হইতে দুই তিন চারি মাইল দূরে। এখানে ষ্টেশন হইলে এই কয়েটী গণ্ডগ্রামের লোকের কিছু মাত্র সুবিধা হইবে না, বরং তাহাতে সমধিক অসুবিধা হইবে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সমাচার

লেখরা ৭ ই সেপ্টেম্বর। আমরা অবগত হইলাম যে ফরাসি সৈন্য [illegible] হইয়া [illegible]। ফলতঃ উঁহাকে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করিতে, মিশরবাসী শাসন প্রণালী স্থাপন করিতে এবং সৈন্যদল বৰ্দ্ধিত করিতে অনুরোধ করে। সেনাইন তাহাদিগের প্রার্থনায় সম্মতি দিয়াছেন ও শেরিফ পাশাকে মন্ত্রী সভার অধ্যক্ষ করিয়াছেন।

টিউনিস ১০ ই সেপ্টেম্বর। সেনাপতি সসয়ে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট আর ১০,০০০ সেনা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এক দল ফরাসী সেনা গড নগর পুনঃ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই সেপ্টেম্বর। উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য সৈনিক অর্ণবযান প্রেরিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তথায় ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। ইউরোপীয়েরা দলে দলে তাহাকে পলায়ন করিতেছে। ইউরোপের রাজদূতের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সৈন্য পাঠাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের তুলা ব্যবসায়ী মিলওয়ালারা সমব্যবসায়ীদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এক সপ্তাহ কল চালান বন্ধ রাখিয়াছে।

কেরোয়ো ১১ ই সেপ্টেম্বর। মিসরে এক্ষণ গোলযোগ চলিতেছে। শেরিফ পাশা মন্ত্রীসভার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিবেন কি না তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছেন। অতএব আপাততঃ হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সর্ব্ব সৈনিক হইয়াছে।

টিউনিস ১১ ই সেপ্টেম্বর। ফরাসী সেনাগণ অবিবাদে পুনঃ অধিকার করিয়াছে। আরবেরা টেবোর্সোকার অধিকার করিতে উদ্যত অধিবাসীগণ পলায়ন করিতেছে।

সিংহপুর ১২ ই সেপ্টেম্বর। পিটো নামক যে ব্যক্তি সভা-পতি গারফিল্ডের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাকে কারাগারের অনেক বন্দী ভালি করে। পিটো মারাত্মক আহত হইয়াছে।

কেরোয়ো ১২ ই সেপ্টেম্বর। শেরিফ পাশা মন্ত্রীসভার অধি-নায়কের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিদ্রোহীরা সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতেছে।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে জর্জরা প্রদেশ নিবাসী এমন নামক স্থানে ভূমি হইতে নির্গত হওয়া অনুমান ছই শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে।

আগ্রা ১৩ ই সেপ্টেম্বর। তথাকার বিজ্ঞাপনদাতা দেখিতে প্রাপ্তবান হইয়াছে গোরক্ষোপদেশের প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ স্থানে যে যে ব্যক্তি বিদ্রোহী থাকিবে এক সপ্তাহ কাল আগ্রা নগরে আসিতে দেওয়া হইবে না। শেষ গবর্ণমেণ্ট অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ অধিকারীদিগকে এখানে সাক্ষ্য লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

টিউনিস ১৩ ই সেপ্টেম্বর। কাইরোয়ান নগরে ফরাসীদিগের শিবির আরব সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। অদ্যাপি যুদ্ধ চলিতেছে। টিউনিসনগরের জল আনয়নের যে প্রণালী ছিল আরবেরা তাহা ভগ্ন করিয়াছে। পাঁচ হাজার তুরুক সৈন্য কতক-গুলি কামান লইয়া ট্রিপলিতে উপনীত হইয়াছে।

সভাপতি গারফিল্ড আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণ উঠিয়া বসিতে পারেন।

লণ্ডন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী বাণিজ্য-সন্ধি বিষয়ক সন্ধির আলোচনা করিবার জন্য আগামী মাসে পারিস নগরে মন্ত্রীসভার অধিবেশন হইবে।

কেরোয়ো ১৪ ই সেপ্টেম্বর। সৈন্যগণ বিদ্রোহিতার পরি-ত্যাগ করিয়া সেনাইনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। নূতন মন্ত্রী-সভা স্থাপিত হইয়াছে। শেরিফ পাশা ইহার সভাপতি হইবেন। ৯ জন ব্যাংশি বিদেশ রিয়াজের ও হায়দার পাশা রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী হইবেন। মিসর দেশের গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানার্থ তুরুকের সুলতান কমিশন নিয়োগ করিবেন বলিয়াছেন।

কেরোয়ো ১৫ ই সেপ্টেম্বর। মণিটিওর ইজিপ্‌সিয়ন নামক সরকারী পত্রিকায় শেরিফ পাশার একখানি পত্র প্রকাশিত হই-য়াছে। ইহাতে মিসরের যে সকল দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার সংস্কার করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পত্র মধ্যে ঐ দেশে ইউ-রোপীয়দিগের আধিপত্যের বিস্তর প্রশংসা করা হইয়াছে। সেনাইন এই সমুদায় অনুষ্ঠানে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। রুশ, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণির সম্রাট ড্যাণ্টজিক ও তাহার নগরে মিলিত হন। এই ঘটনা লইয়া সেণ্ট-পিটার্স বর্গ ও বর্লিনের সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছেন যে ইহাতে সাম্রাজ্যত্রয়ের মিত্রতা আরও দৃঢ় হইল।

এথেন্স ১৫ ই সেপ্টেম্বর। তুরুক গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে যে স্থান-গুলি প্রদান করিয়াছেন গ্রীক সেনাগণ তাহা অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ডবলিন নগরে আয়র্লণ্ডীয় দলের এক মহতী অধিবেশন হয়। পারনেল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ঐ দলের সভ্যদিগকে আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইনের উপর নির্ভর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জমিদারের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য সভ্যদিগের এক মত ও একপরিকর হওয়া আবশ্যক। আয়র্লণ্ডীয় দলের সভ্যেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যত দিন গবর্ণমেণ্ট কোয়ার্শন আইন অনুসারে অবরুদ্ধ কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া না দিবেন এবং উঁহারা ভূমি সংক্রান্ত আইন গ্রহণ করিবেন না।

টিউনিস ১৫ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা টিউনিসের সহর বাসী ভাবিয়া সেখানে তথায় পেয় জল কিছু মাত্র নাই।

যে প্রাকৃতিক পরিত্যাগ করিবেন বলিয়াছেন। আরবেরা কাইরোয়ান নামক স্থানে ফরাসী শিবির অবরোধ করিয়া রহি-য়াছে। অদ্যাপি ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। আরবেরা শিবির প্রবেশ করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা ১২ ই সেপ্টেম্বর। আমির রহমান ৪ ঠা সেপ্টেম্বর কোতাল-ই-মিলকাই হইতে যাত্রা করিয়া ১০ ই বাবা-ই-অলী নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই স্থান কান্দাহার হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ দিবস বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত এবং তৎপরদিন প্রাতঃকাল হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত কান্দাহারের দিক হইতে তোপ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কান্দাহার প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কেবল শিকারপুরের ফটক খোলা আছে।

সিমলা ১৩ ই সেপ্টেম্বর। ইতিপূর্ব্বে আমির আবদুল কুদ্দুস খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে সসৈন্যে তুর্কিস্থান হইতে হিরাটের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি আইমাক নামক দুর্গ অধি-কার করাতে, আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ হিরাটে পলায়ন করিয়াছেন। এক্ষণে বর্ত্তমানে কিছুমাত্র গোলযোগ নাই।

সিমলা ১৩ ই সেপ্টেম্বর। আবদর রহমানের তুর্কিস্থানবাসী সেনাগণ যর নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। তথাকার শাসনকর্ত্তা আবদুল গফুর কান্দা-হারে পলায়ন করিয়াছেন। হিরাট হইতে যে সকল সৈন্য তাহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা ঐ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আমির সেনাগণকে সুনিয়মে রাখিয়াছেন। তাহারা যে যে স্থানের শস্যের হানি করিয়া ছিল তিনি তথাকার কৃষকদিগের ক্ষতি পূরণ করি-তেছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের সাক্রনাথ সংবাদদাতা বলেনঃ—আজ কাল এতদ্দেশে অত্যন্ত সর্পভয় হইয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে এখানকার দুই তিন ব্যক্তি সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গদেশে যেমন বর্ষাকালে মাঠ ঘাট জলপূর্ণ হয় বলিয়া সর্পসকল গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লয় এখানে সেরূপ হয় না। এখানে গ্রীষ্মাতিশয্য-নিবন্ধন সন্ধ্যার সময়ে সর্প-সকল শীতল বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে গ্রীষ্মকালে যেরূপ রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপ হয়, আজকাল এখানে ঠিক সেইরূপ।

ইতিপূর্ব্বে এখানকার ৮ নম্বর বেঙ্গল ক্যাভাল রির মেজর সাহেব কটক হিন্দুস্থানী মহাজনের দোকানে দ্রব্য ক্রয় করিতে আইলেন। উচ্চ পদস্থ লোকের সমভিব্যাহারে যেমন অনুচর থাকে ইঁহার সহিত সেরূপ কিছুই ছিল না, সুতরাং দ্রব্য বিক্রেতা মেজর সাহেবকে প্রথমেই এক জন সামান্য ইউরোপীয় মনে করে। সাহেব অভিপ্রায়-রূপ দ্রব্যের মূল্য স্থির করিয়া দেখেন তাঁহার নিকটে টাকা কম আছে, সুতরাং অবশিষ্ট টাকা বাসায় গিয়া টাকা পাঠাইয়া দিবেন বলেন, কিন্তু দোকানদার তাহাকে না ছাড়াতে তিনি জোর করিয়া যাইতে চেষ্টা করেন। দ্রব্য বিক্রেতাও ইঁহাকে টানা টানি করিয়া শেষে কাড়িয়া লয়। এই সময়ে তথায় একৈক পুলিস কনষ্টেবল বেড়াইতে ছিল, সাহেব তাহাকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, এবং তাহাকে অবশিষ্ট মূল্যের জন্য জামিন হইতে বলেন, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হয় নাই; কারণ এখানে রেলওয়ের চাকুরী উপলক্ষে যে সকল সাহেব আছেন তাঁহাদি-গের মধ্যে কেহ কেহ বাজারে আসিয়া ঐরূপ অত্যা-চার করিয়া থাকেন এবং শেষে মূল্য দিব বলিয়া দিয়া পরে আর তাহা দেন না। সুতরাং গরিব পাহারাওয়ালা সাহেবের বিশেষ পরিচয় না পাইয়া জামিন হইতে সম্মত হয় নাই। সাহেব ইহাতে অব-মানিত ও কুপিত হইয়া পোলিটিকাল এজেন্টের নিকট নালিশ করেন। বিচারে দ্রব্য বিক্রেতার একশত টাকা অর্থদণ্ড ও কনষ্টেবল কর্মচ্যুত হয়। সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপীল করাতে প্রতিবাদী ভীত হইয়া মেজর সাহেবের নিকট গিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে।

রেওয়ার রাজার অকস্মাৎ মৃত্যুতে উক্ত পদ খালি হয়। রেওয়ান সাহেব প্রধান চেলাকে গদী প্রদানের জন্য এজেন্ট সাহেবকে বলেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া রাণী ও সর্দারদিগকে সভা করিয়া চেলাদিগের মধ্যে [illegible] ভুক্ত মনোনীত করিতে বলায় তাঁহারা [illegible] পরে সভা করিয়া অপর একজন চেলাকে মনোনীত করেন। প্রধান চেলা গদী প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া এক ব্যক্তিকে এজেন্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, এ ব্যক্তি সাহেবকে ২৫ হাজার টাকা ঘুষ লইয়া প্রথমোক্ত চেলাকে গদী প্রদান করিতে বলাতে সাহেব তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন।

এজেন্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করি-বার জন্য রেওয়ার রাজকোষ হইতে নগদ ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। শুনা যায় রাজা তাঁহার জীবদ্দশায় টাকাগুলি বুক্ বুক্ করিয়া রাখিয়াছেন। টাকা বসাইয়া রাখা অপেক্ষা খাটান ভাল বটে, কিন্তু এরূপে নহে। শুনা যাইতেছে চারি টাকা সুদের কাগজ শতকরা দশ টাকা প্রিমি-য়ম দিয়া ক্রয় করা হইতেছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে আরও ৫০। ৫৫ হাজার টাকার যে ক্ষতি হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজার যদি মহার্ঘ হয় তবে তাড়াতাড়ি এত টাকা অনর্থক নষ্ট করিয়া কাগজ ক্রয় করার কি আবশ্যক? রাজ্যের উন্নতিই যদি অভিপ্রেত হয় তবে সেরূপে ভুগবার থাকে এজেন্ট সাহেবের তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আর এক কথা এই, এই পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যদি কাপড়ের কল অথবা ব্যাঙ্ক খোলা হইত কিম্বা বাণি জ্যের সুবিধা করিবার চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ অপেক্ষা, অধিক টাকা আয় হইত, এবং তদুপলক্ষে অনেকগুলি লোকও প্রতিপালিত হইতে পারিত। শুদ্ধ ইহা নহে, বাণি-জ্যোপলক্ষে ভিন্ন দেশের অনেক লোক এই সকল দেশে আগমন করিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিলে অনেক পতিত ভূমিও উর্ব্বর হইয়া রাজস্বের বৃদ্ধি হইত। কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা ভিন্ন কি অন্য কোন উপায়ে রাজ্যের উন্নতির সম্ভাবনা নাই?

উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক না থাকাতে অনর্থক রাজ্যের বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতেছে। বাঘের বাপের শ্রাদ্ধের ন্যায় কেহ কাহারো কোন খবর রাখেন না। যিনি যে বিভাগে নিযুক্ত আছেন তিনি সেই বিভাগে ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছেন তাহার আর বাধক দেখা নাই, হিসাব নিকাশও নাই। ইঞ্জিনিয়র এক দিকে বাটী প্রস্তুত করিতেছেন অপর দিকে ভাঙ্গিয়া পড়ি-তেছে, এক কার্য্যের জন্য দশ বার টাকা ব্যয় হই-তেছে; আয়ব্যয়ের বিষয় সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। রাজা তাঁহার জীবদ্দশায় চাকরদিগকে যেরূপ জায়গীর দিয়া গিয়াছেন এখন তাহাদিগের মধ্যে কেহ দুই তিন অথবা চারিগুণ বেশী জায়গীর ভোগ করিতেছেন। কেহ যে যত্ন করিয়া সেই বেশী ভূমির রাজস্ব আদায় করেন, এরূপ লোক নাই। যাহা হউক আমরা আশা করি এজেন্ট সাহেব এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া সত্বর ইহার সুবন্দোবস্ত করিবেন।

সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি এই জেলার হাতুয়া গ্রামের সন্নিকটস্থ এক পল্লীতে একটী দীনা, শ্রমজীবিনী, সাধ্বী স্ত্রী বাস করিত। কতিপয় প্রতিবাসী ইহার সতীত্বহরণাকাঙ্ক্ষী হয়, এবং তজ্জন্য বহুবিধ চেষ্টাও করে। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ঐ পাপাত্মা স্ত্রীলোকটীর স্বামীকে, এক দিবস কোন কার্য্যোপ-লক্ষে এক প্রান্তরে লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু বাঁধিয়া এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। এ দিকে তাহার পত্নী পতিকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। পরে কূপ মধ্যে রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া কোন উপায়ে অপর লোকের সাহায্যে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। পরে আদালতে অভিযোগ করিলে দুরুক্ত দায়রা সোপর্দ্দ হয়। অদ্য জজ হিটেন সাহেব দুরাত্মাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য বাকি-পাড়া অঞ্চলের কোন্নগরের এক জন হিন্দু এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইঁহার নাম পরশ রামকৃষ্ণ। বিধবাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ না দেওয়াতে সমাজের যত অনিষ্ট হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কতক গুলি লোক স্থানে স্থানে এই সকল সঙ্গীত গাইয়া বেড়াইতেছে। রামকৃষ্ণের বিশ্বাস এই যে সাধারণ জনসমাজে বিধবাদিগের কষ্ট, সমাজের হানি এই সকল উদ্বোধিত হইলে লোকের বিধবার বিবাহ দিতে মত হইবে।

ইংলিশম্যান বলেনঃ—সাঁওতালেরা যেরূপ গোল যোগ করিতেছে তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা। সামান্যই হউক আর অধিক হউক আমরা গত বৎসর হইতে ইহার সূচনা দেখিতেছি। কেহ কেহ বলিতেছেন যে লোকসংখ্যা ইহার কারণ, কিন্তু আমাদের বোধ হয় ইহার ভিতর অন্য কোন গূঢ় কারণ থাকিতে পারে। যাহা হউক এই সময়ে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এক্ষণে তিনটী রমণী চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের দল পুষ্টি করিবার জন্য মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রে-টের পত্নী লণ্ডন হইতে এম, ডি, উপাধি পাইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন। শুনা যাইতেছে তিনি তত্রত্য সূতিকা-হাঁসপাতালে কার্য্য করিবেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল কলিকাতা।

আগমন কালে নিমচ ও নসিরাবাদ ষ্টেশনে ঘুরিয়া উদয়পুরে যাত্রা করিবেন। অনন্তর বারাণসী দর্শন করিয়া ভুবনগরের বৃদ্ধ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

সম্প্রতি চীন গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য প্রজাদিগকে কিয়ৎ কালের জন্য মস্তক মুণ্ডন করিতে নিষেধ করেন। তুচু নগরের কতিপয় ব্যক্তি এই আদেশ লঙ্ঘন করায় তাহাদিগের তের টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড ও বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়া হয়। অপর লোকে যাহাতে এরূপ কাজ আর না করে এজন্য তাহাদের মুণ্ডিত মস্তক চিহ্নিত করিয়া তাহাকে বাহির দেওয়া হইয়াছে। যেমন আইন তেমনি বিচার!

বোম্বাই গেজেট নামক সংবাদপত্রে ২৩ এ জুলাই একটী স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত যে পত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে লিখিত হয় যে বোম্বাই নগরে কয়েক জন দুস্কৃতিরা ইউরোপীয় স্বদেশ হইতে রমণীদিগকে এদেশে ভুলাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে বেশ্যা করিয়া একরূপ জঘন্য ব্যবসায় চালাইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অবগত হইয়াছেন যে এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক।

রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীরের নিকটে অপ্‌নি নামক স্থানে সম্প্রতি এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথায় সিদ্ধ নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহাদিগের মহান্তের নাম দয়ানাথ। দরবারের ঠাকুর আপ্‌নি গ্রামের কর আদায় করিবার জন্য তথায় এক জন উকীলকে প্রেরণ করেন। সিদ্ধেরা মহান্তের প্ররোচনায় কর দিতে অস্বীকার করে। অনন্তর তাহাদের ১৫০ জন সমবেত হইয়া উকীলের নিকট এই বলিয়া কর হইতে নিষ্কৃতি চাহে যে যদি তিনি তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে জীবন্ত থাকিতে তাহারা তাঁহার সম্মুখে সমাহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। উকীল তাহাদের এই অসঙ্গত আবেদন অগ্রাহ্য করাতে তাহারা সত্য সত্যই দুই জনের গোর দেয়। ঠাকুরের কর্ম্মচারীগণ এই হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বিকানীরের রাজা অপরাধিগণের ১২ জনকে দণ্ড করিয়াছেন, অপর সকলে পলায়ন করিয়াছে। মহান্তের তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

একজন ফকীর আমড়াতলার অক্ষয়কুমার বিশ্বাসের নিকট আসিয়া বলে যে, সে যে কোন পদার্থকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। অক্ষয়কুমারের প্রতীতির জন্য সে কয়েকটী বালা লইয়া তৎস্বরূপ স্বর্ণ তাহাকে প্রদান করে। অতঃপর দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ বাড়াইয়া দিবে বলিয়া অক্ষয়ের নিকট হইতে একশত টাকার একখানি নোট লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই জুয়াচোর সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে, এবং বিচারার্থ পুলিসের হস্তে রহিয়াছে।

কলিকাতার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি বিষম দায়ে পড়িয়া ছিলেন। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু সাগর দত্ত। ইনি গত বুধবারে বিচারাসনে উপবেশন করিলে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর হেল্‌থ অফিসরের সহকারী ফিলবার্ট রাইট তাঁহার নিকট কয়েক জন মুসলমানের নামে এই বলিয়া ফৌজদারি পরোয়ানার প্রার্থনা করে যে তাহাদের নিকট তিন চারি শত মন গোমাংস আছে। উহা পচিয়া যাওয়াতে একান্ত অব্যবহার্য্য হইয়াছে এবং তজ্জন্য পল্লীস্থ প্রতিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ বিঘ্ন হইতেছে। এই সকল মাংস তৎক্ষণাৎ নষ্ট করা আবশ্যক বোধ হওয়ায় রাইট সাহেব হেল্‌থ অফিসরের দত্ত নিদর্শন পত্র প্রমাণার্থ অর্পণ করেন। কিন্তু সাগর বাবু ঐ অফিসরের এজাহার আবশ্যক বোধ করাতে রাইট সাহেব তাহাতে অনর্থক সময় লাগিবে বলিয়া আদালতের সম্মুখে নিদর্শন জন্য কিঞ্চিৎ পচা গোমাংস প্রদর্শন করে। সাগর বাবু হিন্দু সন্তান, গোমাংস স্পর্শ করা অথবা আঘ্রাণ লওয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। সুতরাং কি করেন, দায়ে পড়িয়া প্রার্থীর ইচ্ছানুরূপ আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রুশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে যে ব্যক্তিকে নিহিলিষ্ট দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন তাহাকে সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত অরণ্যে প্রেরণ করিতেছেন।

গত ১৮ ই আগষ্ট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অন্যতম সভ্য ওডনেল সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরিকে জিজ্ঞাসা করেন যে ১৮৭৮ অব্দে বঙ্গদেশের দেশীয় সৈনিকদিগের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিল কি না? এবং বঙ্গদেশের সর্জ্জন জেনেরলের মতানুসারে দেশীয় সৈনিকদিগের আবাস গৃহ আগাগোড়া অস্বাস্থ্যকর কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে হার্টিংটন বলিয়াছেন যে কথিত বিষয়ে তিনি মনঃসন্নিবেশ করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ সত্য হউক আর না হউক অনেকাংশে সত্য বটে। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইতেছে এবং অতঃপর যাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেল তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেন তাহার আদেশ দেওয়া যাইবে।

আজ কাল হাইকোর্টে সিবিলিয়ান বিচারপতিগণ যেরূপ বিচার করিতেছেন। আপাততঃ জষ্টিস ফিল্ড এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্যারিষ্টারদিগের সহিত যে কাণ্ড করিতেছেন তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিচারপতি প্রিন্সেপ ও কনিংহামের বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের মনে জাগরূক আছে। ইনি আবার তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এক মকদ্দমায় ব্যারিষ্টার জাক্সন সাহেব মক্কেলের উপদেশ ও আপনার বিবেচনা অনুযায়ী সাক্ষীকে জেরা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা নিষেধ করিয়াছেন। আবার গাস্পার নামক জনৈক ব্যারিষ্টারের সহিত একটী সামান্য কথা লইয়া তিনি যেরূপ বিবাদ করিয়াছেন, কখন কোন জজ হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া এরূপ করেন নাই। আবার তাঁহার হুকুমগুলি আরও চমৎকার। নির্জ্জন কারা (Solitary confinement) নির্জ্জন অবরোধ নামে এক প্রকার অতি কঠোর দণ্ডের বিধান আছে। ইউরোপে অতি দুর্দ্দান্ত নরহত্যাকারীকে এই দণ্ড কখন কখন দেওয়া হয়। এ দেশে কোন জজ কখন এই দণ্ডের প্রয়োগ করিয়াছেন কি না তাহা আমাদের স্মরণ হয় না কিন্তু ফিল্ড সাহেব চোর ও ডাকাইতকে এই দণ্ড বিধান করিতেছেন।

চারুবার্ত্তা বলেনঃ—চীনদিগের পদার্পণ হইবার বহু পূর্ব্বে জাপানে ভারতীয় বর্ণমালা এবং ভারতীয় দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

মধ্য ভারতে নিজবার নামক স্থানে কয়েকটী পর্ব্বত ভূগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

সম্প্রতি গ্লাডষ্টোন সাহেবের পীড়া হওয়াতে চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দেন। ঐ সময়ে তিনি গ্রীক বাইবেলের সহিত তাহার ইংরাজী অনুবাদের মিলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

২২ এ আগষ্ট সোমবার মহারাণী আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই আইনটি সাত খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে ৬২ টী ধারা আছে।

জুলাই মাসে আমরা এই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে ভূটানের দেবরাজ পরলোকগামী হইয়াছেন। কিন্তু ভোটিয়াদের কর্ম্মচারীরা বলিয়াছিলেন যে দেব রাজের মৃত্যু হয় নাই, তিনি কার্য্যোপলক্ষে নিভৃত স্থানে বাস করিতেছেন, কাহারও সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন না। কিন্তু সম্প্রতি আবার

এই সংবাদ আসিয়াছে যে ৩রা জুলাই ভুটান রাজের পরলোক হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আপনার আয়ত্ত হইতে দেশীয় মদের ভাঁটি পরিত্যাগ করিয়া মদ্য ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ করাতে দেশের অনিষ্ট হইতেছে কি না ইহা জানিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।

২১ আগষ্ট কইবাট্টির জেলায় কয়েকজন [illegible] কোন বনে চিতাবাঘ আসিয়াছে শুনিয়া তাহার অনুসরণে গমন করে। তাহারা বিফল প্রয়াস হইয়া যখন প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, তখন ঐ ব্যাঘ্র তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে, কিন্তু ভয়ঙ্কর আহত হইয়া অনুসরণকারীদিগের অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি দিব্রিবাড়িতে সার্জেণ্ট ক্রুক নামক জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ কিছুই জানা যায় নাই। আবার কাপ্তেন হুইটিক নামক অপর একজন সৈনিক কর্ম্মচারী পুত্রশোকে অধীর হইয়া আগ্নেয়াস্ত্রযোজন পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

আমাদের সারণ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "আমরা একটী নূতন রেলওয়ের প্রস্তাব শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। রেলওয়েটী শোনপুর (হরিহর ছত্র) হইতে আরম্ভ হইয়া, ছাপরা ও শিওয়ান হইয়া মতিহারির রেলওয়ের সহিত গোরক্ষপুরে মিলিত হইয়া অযোধ্যায় যাইবে। ইহাতে প্রজাবর্গের বাণিজ্যের বিশেষ উপকার হইবে, এবং দ্রব্যাদির মূল্যও সুলভ হইবে। ছাপরা এত বড় জেলা কিন্তু এখানে টেলিগ্রাফের যোগ না থাকাতে সময়ে সময়ে জনসাধারণের অনেক অসুবিধা হয়। এবার রেলওয়ের প্রসাদে এই অভাবটীও দূরীভূত হইবে। এই রেলওয়ের অচিরেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে শুনিতেছি। এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইলেই সুখী হই। যে পর্য্যন্ত রেলওয়েটী প্রস্তুত না হয়, তাবৎ এ জেলার লোকের কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে কোন দ্রব্য আনিতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানিকে এক একের ব্রাহ্মণের মত দক্ষিণা কিছু অধিক দিতে হয়। কারণ শিওয়ান, মসরখাট, কাচুয়া, থাবকোলা প্রভৃতি স্থানের লোককে পাটনা ষ্টেশন হইতে দ্রব্যাদি আনিতে হইলে ৩।৪ দিবস পরে উক্ত ষ্টেশনে যাইয়া পঁহুছিতে হয়, পরে নৌকা ও গাড়ির বন্দোবস্ত করিতেও এক আধ দিবস লাগে। এখানে রেলওয়ে কোম্পানি ২৪ ঘণ্টার পর ডিমরেজ লইতে থাকেন। লোকেরাও অনন্যগতি হইয়া টাকা গণিয়া দিয়া মাল লন। এ বিষয়ে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের নিয়ম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট। উক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারিরা কোন ষ্টেশনে কোন দূরস্থ ব্যক্তির মাল আসিলে দূরত্ব বিবেচনা করিয়া ২।৩ বা ৪।৫ দিবস পরে ডিমরেজ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়, অন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। শুনিয়াছি এ সম্বন্ধে কোন মহাজন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও প্রায় ১ বৎসরের অধিক হইল। এ পর্য্যন্ত কোন ফল দেখিতে পাইলাম না।"

১৮৮৩ অব্দের মার্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা ঐ বর্ষের জন্য ঠাকুর আইন অধ্যাপক মনোনীত করিবেন। কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব আবেদন পত্র আগামী বর্ষের ১ লা জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অতঃপর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়ম মত গমনাগমনের ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন।

১। উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ যেরূপ দৈনিক অথবা মাসিক ভ্রমণের ব্যয় পাইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাই পাইবেন।

২। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকা অথবা তদধিক বেতন পান তাঁহারা রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া পাইবেন।

৩। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকার ন্যূন বেতন পান তাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট অথবা তৃতীয় অথবা নিম্ন শ্রেণীর ভাড়া পাইবেন।

যদি তাঁহাদিগকে কতক রেলওয়ে কতক বা অন্য উপায়ে গমনাগমন করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের যে ব্যয় হইবে সেই ব্যয় দেওয়া যাইবে।

এক্ষণে লণ্ডন নগরে প্রায় সাত হাজার ভারতবর্ষীয় লোক আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন যে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোরাদাবাদ হইতে সাহারণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সিন্ধু পঞ্জাব রেলওয়ের সহিত যোজিত হইবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গবর্ণর জেনেরেলের সম্মতির জন্য কলসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই সিমলায় প্রেরণ করিবেন।

আবার ইডেন সাহেব শৈলশিখরে চলিলেন। আগামী ২৮ এ সেপ্টেম্বর তাঁহার দার্জ্জিলিং যাইবার দিন স্থির হইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর ইউরেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের শিক্ষাদান প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা সেপ্টেম্বর ১৮৮১। যত দিন অনারেবল এইচ. জে. রেনোল্ড্স অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাবৎ এ. পি. ম্যাকডনেল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, কেনরাড ৫ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে উপনীত হইয়াছেন, তিনি যশোহরে থাকিবেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। নিজকার্য্যের জন্য নওয়াখালির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়চরণ দাস ৭ ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণার সদর ষ্টেশনে তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, হোয়াইট, সিভিল সর্জ্জনের মেডিকেল সার্টিফিকেট অনুসারে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির আদেশ অনুসারে তাঁহার ছুটির পর আর দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

মানভূম জেলার মেদিনীপুর বিভাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর [illegible] ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এইচ, [illegible] মানভূমে বদলী হইলেন। তাঁহাকে গোবিন্দপুর বিভাগের ভার অর্পণ হইল।

১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। কটকের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, জে, সি, প্লাউডেন অপর আদেশ পর্য্যন্ত পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পুরীর অফিসিয়েটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, [illegible] অপর আদেশ পর্য্যন্ত বালেশ্বরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। তাঁহার হস্তে পুরী জেলার খুর্দ্দা বিভাগের ভার অর্পণ হইল।

পুরী জেলার [illegible] জন্য [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ঘোষ ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ [illegible] ৯ ই জুলাই হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়ী হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মৌলবী মহম্মদের স্থানে কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকিশোর দাস (ইনি এক্ষণে [illegible] সহকারী ইন্সপেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন) পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার [illegible] ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

কলিকাতায় নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ১২ এ জুলাই হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র [illegible] কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] কিছু দিনের জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হই, [illegible] কিছু দিনের জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] অতিরিক্ত [illegible] নিযুক্ত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুরের বাবু শ্যামাচরণ দাস এ পর্য্যন্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, ইঁহারা কিছু দিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ফৌজদারী [illegible] আইনের [illegible] ধারা অনুসারে সমাধিক বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। বাবু [illegible] দেব [illegible] পরগণার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। বাবু [illegible] অনুপস্থিতিকাল অথবা অন্য আদেশ পর্য্যন্ত তিনি আলিপুরে থাকিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪০ ও ৪০১ ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

যশোহর।

চাকলা, [illegible], ২১ এ শ্রাবণ ১২৮৮।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নড়ালের জমিদার বাবুদিগের উৎসাহ ও প্রযত্নে আগামী আশ্বিন মাস হইতে আচার্য্য নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ হইবে। কয়েক জন সুযোগ্য ব্যক্তি ইহার লেখকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই পত্রে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইবে। ইহা কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের মুখ পাত্র হইবে না।

গত ১৮ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১ টার সময় বাষ্পীয় পোতারোহণে আমাদের মাননীয় লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন বাহাদুর খুলনা সব ডিভিজনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইডেন বাহাদুরের সাক্ষাৎকার লাভাশায়, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তথায় যশোহরের কমিশনর স্মিথ সাহেব, মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব এবং ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইডেন মহোদয় খুলনা পরিদর্শনে প্রীতি লাভ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ২৪ পরগণার সাতক্ষীরা, বসিরহাট, এবং এ বিভাগের বাগেরহাট ও খুলনা লইয়া একটী স্বতন্ত্র নূতন জেলা সংস্থাপিত হইবে। খুলনাই ঐ বিভাগের সদর নগর হইবে। খুলনা জেলা হইলে যশোহরের যশোহরণের সম্ভাবনা। প্রজারঞ্জন গবর্ণমেণ্ট যশোহরের নিম্নস্থিত দৈন্য দশার পরোদ্ধার করিয়া দিয়া কি আমাদের চিরমনোরথ পূর্ণ করিবেন? আমাদের এ চীৎকার ধ্বনি কি গবর্ণমেণ্টের শ্রবণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হয় না?

বর্ত্তমান মাসের প্রথমে যশোহর জজ আদালতের দায়রা শেষ হইয়াছে। এখানকার জুরি নির্ব্বাচন প্রণালী সন্তোষজনক নহে। সাক্ষীদিগের ভরণপোষণের প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ দিকে কটাক্ষপাত করা আবশ্যক।

এ বিভাগে জ্বর রোগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু একটী সুখের বিষয় এই, পূর্ব্বে ডাক্তারি কবিরাজের ঔষধ গিলিতে গিলিতে প্রাণের পরিচ্ছেদ হইত, সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের সব ডিভিজন মানিকগঞ্জের অধীন সাবোড্ডাইল নিবাসী বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের স্বনামপ্রসিদ্ধ অব্যর্থ ২১ পুরিয়া প্রচারিত হওয়ায় সাধারণে কবিরাজের ঔষধ সেবনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। এই ঔষধ সেবনে শত শত রোগীরা আরোগ্য লাভ করিতেছে। এ পুরিয়াকে জ্বর রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলা যাইতে পারে। আমরা এই বিখ্যাত ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নদীয়া বিভাগে এ ঔষধের প্রচার একান্ত আবশ্যক।

কয়েক দিবস অতিরিক্ত বারিবর্ষণ হওয়ায় কৃষকদিগের যার পর নাই ক্ষতি হইতেছে। তাহারা সুপক আশু ধান্য কাটিতে পারিতেছে না, এমন কি কাটা ধান্য মরিয়া বাখার হইতে ঘরে তুলাই ভার হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ ধান্য পচিয়া যাইতেছে। এ বৃষ্টি আমনের পক্ষে সুবিধা জনক। এবার আশু ধান্যের অবস্থা বড় ভাল নহে।

হুগলী—১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

রত্নাকর-বিভাগ ও পুষ্করিণী-বিভাগ উভয়ের বড় নিকট সম্পর্ক। উভয় দল পোষ্যপুত্রদিগের ভক্ষণে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, অনুমানে মাতৃষ্বসেয়ের ন্যায় বোধ হয়। হুগলীর পরপারে অনতিদূর দক্ষিণে ভাটপাড়া নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের পূর্ব্ব দিকে "আমডাঙ্গা রোড" হইতেছে। গত বৎসর ঐ রাস্তা এক মাইল পাকা হইয়াছিল, কিন্তু এই এক বৎসর মধ্যে তাহা কঙ্কালমাত্র হইয়া গিয়াছে। রাস্তাটীর জন্য শুনিতে পাই অনেকগুলি টাকা চাঁদা লওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন [illegible] গুড় করিয়া রত্নাকর সংগ্রহ করা হইয়াছে, শেষ পোষ্যপুত্র বাবুদের সুখের জন্য কি টাকা ব্যয় করা হইল? আমাদের সানুনয় অনুরোধ ২৪ পরগণার কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টি করেন। এবারে ঐ রাস্তার আর এক মাইল পাকা হইতেছে, যেন আবার টাকার শ্রাদ্ধ না হয়।

হুগলীর রাস্তায় রাস্তায় রাত্রিতে আলো দেওয়া হয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই চারি স্থানে আলো থাকে না। ইহার কারণ বুঝিতে পারি না। আজি দেখিলাম কোন স্থান অন্ধকারময়, কাল সেখানে আলো, অন্য স্থানে নাই। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা কি মিতব্যয়িতার অনুরোধে এরূপ করেন?

পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতাও চমৎকার। গত বৎসর যে বাটী মেরামত হইয়াছে, এ বৎসর বর্ষায় তাহার ছাদ সহস্রধারা। আবার চারি বৎসর না হইলে পুনঃ সংস্কার হইবে না। কালেক্টরীর বাটীর নূতন অঙ্গরাগ হইতেছে, উপরের ছাদ বাঁধিয়া নীচে জাঁকা হইতেছে। অল্প দিন বিলক্ষণ চাকচিক্য থাকিবে। এবার বর্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, আগামী বর্ষায় ছাদ [illegible] করিবে না। তবে কথা এই এরূপ কার্য্যে বিস্তর দীন দুঃখী প্রতিপালিত হয়।

হুগলির প্রিন্সিপাল সব জজ আপাততঃ আর ৬ মাসের জন্য থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এক জন দ্বিতীয় সব জজ এখানে স্থায়ী হওয়া উচিত।

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে এখানে একটী ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত শনিবার হুগলী কালেজের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত [illegible] বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া ছাত্রবৃন্দের বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমাদের যে ভয় আছে, তাহা পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি।

বিজ্ঞাপন

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দশম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদ, ২য়—প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, অশোকবনে সীতা, মধুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোদপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৹। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার ঘুষঘুষে ঘা, ফোড়া ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, চুলী ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কার্টিক্ ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১্ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর ভেটিন্স ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারেরা এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১্ টাকা। প্যাকিং ৵৹ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুরোগনাশক মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপ্তম ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা-প্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵৹ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, অনিয়মিত ঋতু ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵৹ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু রোগাশ্রিত বায়ু অম্ল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাময়, কৃমিরোগ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধিত করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১।০
প্যাকিং খরচা	।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু বহু-প্রশংসিত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র সপ্তাহের জন্য একটী টৈনের মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵৹ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং গোপেন্দ্রনাথ দে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যগোপাল গোস্বামী কবিরাজ সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীরমানাথ সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সমূহ ঔষধালয়।

কলিকাতা মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৭০ নং বাটী।

পাইকপাড়া নর্শারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আসিয়াছে।

আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি এখান হইতে সরবরাহ করিয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত আজ তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥ টাকা ডাকমাশুল সমেত ৩৸০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য আবশ্যক বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিজিয়ে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত-কোষজ, মাংস-কোষজ, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজেই সময়ে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অসাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার উৎকৃষ্ট অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া এক্ষণে সম্বরান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

শিবিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা কোঠাবাড়ী পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৩ নং বাটী শিবিরপুর।

বুক এণ্ড মরে

২৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার মুভমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী দেশে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ফ্যাক কেস আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। নিকল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৬ হইতে ৭০ টাকা।

উৎকৃষ্ট পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটন বং বিশিষ্ট আই গ্লাস্তার মূল্য ২॥০ ও তদোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বারামিটার, থার্মমিটার প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত মেরামত করিয়া থাকে।

বুক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

বুক এণ্ড মরে ৬। ১ রেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (মোখারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী করিমোরের ষ্ট্রীট কোলকুটিয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

মহাজন ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায়—ফুলবাগান	১২৸০
" " মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী—ফরিদপুর	১০
" " রামনাথ অধ—টাকি	
" " হরিচরণ দাস—শালিখোলা	
" " কালিকমল সরকার—কলিকাতা	
" " বিদ্যালোচন শর্ম্মা—সাতড়াঘড়	
" " উমেশচন্দ্র দেব—কলিকাতা	২॥০
" " ব্রজেন্দ্রনাথ রায়—জোড়াসাঁকো	৫॥০
" " কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভবানীপুর	৫॥০
" " জ্ঞানদাস পণ্ডিত—ভবানীপুর	৬
আতাউল হক—বেড়াগরাই	৭

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের নিকট চাঙ্গড়িপোতা গ্রামস্থ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৪৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১১ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮১। ২৬ এ সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম সাপ্তাহিক ।৵০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

২৫ ্ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট বাহাদুর্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১। ২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরিউক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী ব্রাহ্মণ কন্যা, বিবাহপ্রার্থিনী, বালবিধবা, কিন্তু এক্ষণে বয়ঃক্রম ২০ কিম্বা ২১ বৎসর হইবে ; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে, অবস্থানুসারে বিবাহ দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই প্রস্তাবিত বিষয়ে ইচ্ছুক হইবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থা এবং নাম ধাম লিখিয়া ২০ এ আশ্বিন মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন, তৎপরে পত্রাদি পাঠান বিফল।

ঠিকানা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৫০ নং সিকদারের বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, হরিদাসের গুপ্ত কথা, ইত্যাদি, হিন্দুদিগের রঙ্গিমা বিদ্যা, বস্তুসাহিত্য, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মায় ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোদপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত।

সম্পাদক মহাশয়! ২৯ এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রোক্ত যে সন্তোষ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে মত যদি অদ্যাপ আধুনিক হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। মহর্ষি মহোদয়ের মত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে অন্যান্য লোকের সহিত সম্মানিত হইয়া থাকে। কুচবিহার পরিণয়ের পর বাবু কেশবচন্দ্র নববিধান আশ্রয় অবলম্বন করিয়া হোম ও গ্রাম্যদেবতা প্রভৃতি যে সকল অভিনব মত প্রচার ও অভিনব অনুষ্ঠানের অভিনয় করিতেছেন, মহর্ষি মহোদয় যদি সেই সকল মত ও অনুষ্ঠান পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং যদি সেই সিদ্ধান্ত তাঁহার নামে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ সেই লোকভারাক্রান্তহেতু অবশ্যই স্তম্ভিত এবং কেশবচন্দ্র সেনের আধুনিক মত সম্বন্ধে স্বীয় বিরুদ্ধ অভিপ্রায় সহসা প্রকাশ করিতে অবশ্যই সঙ্কুচিত হইবেন। কাজে কাজেই ব্রাহ্মসমাজকে অচিরকাল বিষম পরিমাণে বিপন্ন হইতে হইবে। এ কারণে দেবেন্দ্র বাবুর লিখিত পত্রের সময় নির্দ্ধারণ সাধারণের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে। প্রিয়নাথ বাবু কি অভিপ্রায়ে তাহা গোপন করিয়াছেন জানি না ; কিন্তু সংসার অনুরোধে, সাধারণের হিতের অনুরোধে ও ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে তাহা তাঁহার প্রকাশ করা উচিত ছিল, সন্দেহ নাই। অবশ্যই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবু কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে সন্তোষ মত প্রকাশ করিয়াছেন, কুচবিহার-কাণ্ড-সম্ভূত নববিধানের অবতারণার পূর্ব্বে সেই মত পোষণ করা দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও কেশব বাবুর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কখনই ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কুচবিহার পরিণয় পরম্পরায় নববিধান আশ্রয়ে যে সকল বিকৃত মত ও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাহার অনুমোদন করিবেন। যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে চতুর প্রিয়নাথ পত্রের তারিখটী প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিজ পক্ষ দৃঢ়রূপে সংস্থাপন এবং তাঁহার প্রতি প্রিয় নববিধান ও কেশবচন্দ্রকে সমাজরূপে উপকৃত করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এ বিষয়ে এই একটি তাঁহার পক্ষকে দুর্ব্বল করিতেছে। তাহা হইলে, প্রিয়নাথ বাবু সংসার অনুরোধে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রের তারিখটী প্রকাশ করিয়া সংসার মনিমাকে মহীয়ান্ করুন এবং তৎসঙ্গে যদি পারেন, নিজ পক্ষের জয় প্রতিপাদন করুন, সম্পাদক প্রিয়নাথ বাবুর ইহা জানা উচিত যে, সোমপ্রকাশে প্রকাশিত দেবেন্দ্র বাবুর মত সম্বলিত তাঁহার পত্রখানি তাঁহার, ও তাঁহার নববিধানের ও তাঁহার কেশবচন্দ্রের কোন উপকারে আসিতেছে না।

নিতান্ত বাধ্য

শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

[illegible]সংবাদ।

[illegible]।

এবারে এবার দুর্গোৎসবের আয়োজন হইতেছে [illegible] অত্যধিক হইবার। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। [illegible] অবস্থাপন্ন পূর্ব্বাবধি [illegible] করিবেন। কেন না প্রজা [illegible] টাকা তাঁহার উঠিয়াছিল, [illegible] অনেক বিপন্ন[illegible]ছিল। বিশেষতঃ দৈবশক্তি পূজা জাতি [illegible] এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। [illegible] বাস্তবিক এই বিষয়ে প্রাণপণ, এই [illegible] বিশিষ্ট [illegible] এমন কি [illegible] অসাধ্য [illegible] অনুকরণীয় হইতে পারে। [illegible] এই দান করিতে [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] পূজায় শ্রদ্ধা [illegible]।

[illegible]

[illegible] অবস্থাপন্ন [illegible] করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের কুলপাবন [illegible] এই স্থানে সেই বিশ্বব্যাপিনীর পূজায় যদি তাঁহার কোন ভাবই পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই ১৬।১৭ লক্ষ টাকা উঠিবে, ভালই। এই টাকা [illegible] ভাগে বিভক্ত করা হউক। তিন অংশ তিন দিন পূজাতে ব্যয়িত হউক, দুই অংশে দরিদ্রদিগের অন্ন [illegible] দান করিয়া অন্নপূর্ণা পূজার [illegible] করা হউক, এবং অবশিষ্টাংশ [illegible] হইলে নিত্যের আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত হউক। গত বারের মত এবার যেন [illegible]দিগকে নাচাইয়া সেই "[illegible]" নিকট লজ্জাজনক ব্যবস্থা দেখান না হয়। এবার অধ্যক্ষগণ একটু পাকা লোক রাখা চাই। [illegible] আছে, এবং [illegible] পূজার [illegible] এই দিক [illegible] না দেখেন, এমন সব ভাল লোক যেন কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হন। [illegible] দুর্গাবাড়ের এই সব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, [illegible] এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, যদি [illegible] শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে [illegible] ইহার অনুকরণ করা যায় [illegible]।

[illegible] পুরুষঃ [illegible]।

দুর্গাখ্যঃ [illegible]।

অধ্যক্ষদের দোষে ও [illegible] এই সব [illegible] আচারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। [illegible] দীন [illegible] মাত্র পূজাবাটীতে আসিয়া [illegible] না যায়, যাহাতে নিমন্ত্রিত [illegible] লোকদের [illegible] সম্মান রক্ষিত হয়, যাহাতে পূজা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, যাহাতে [illegible] বাঙ্গালিদের এই মহোৎসবের [illegible] উপলব্ধ করিয়া অনুষ্ঠাতাদিগকে [illegible] দিতে পারে, যাহাতে শত বৎসরের মত পূজিতের সঙ্গে [illegible] না হয়, এবং [illegible] লোকজনের [illegible] নাটক হইতে [illegible] না হয়, এমত সদুপায় অবলম্বন [illegible] করা অবশ্য কর্তব্য। কি[illegible] এই উপলক্ষে কালীঘাটে প্রতিমাটী [illegible]। আমোদপ্রিয় যুবকেরা আমাদের [illegible] অগ্রসর হইবেন, যদি অতি [illegible] একটু [illegible] হইলে আমাদের [illegible] পারিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] সমালোচনা।

নীলকোণ [illegible] আমাদের প্রকাশ্য নাট্যশালা-[illegible] অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কি [illegible] বিষয় অভিনয় উহার পূর্ব্বাবস্থার কোন বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইল না।—আমরা চারি বৎসর পূর্ব্বে অভিনেতাদের চরিত্রগুলি যে প্রণালীতে অভিনীত হইতে দেখিয়াছি, এখনও প্রায় তাহাই দেখিতেছি—সে ভাবের কোন বিশেষ উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হয় না; বরং কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অবনতি ঘটিয়াছে। আজ কাল যে প্রণালীতে অভিনয় চলিতেছে তাহার আমূল সংস্কার সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। [illegible] অভিনয় [illegible] দৃশ্য কাব্যের [illegible] কখনই [illegible] হয় না—কাব্য-জগতে কি কি [illegible] স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়া কাব্য-জগৎ আলোকিত করিয়া আছে, তাহা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতে হইলে উৎকৃষ্ট অভিনয়ের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু সেরূপ অভিনয় বিশেষ সাধনা ব্যতীত সুসম্পন্ন হয় না। [illegible] একখানি সকল ছবি আঁকিয়া [illegible] অন্তরে তাহাকে আসল বলিয়া বিস্ময় ও বিভ্রম উৎপাদন করা কিরূপ [illegible] কথা, প্রকৃত অভিনেতাই তাহা এক দিন অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এ বড় লজ্জার কথা যে আমাদের দুইটী নাট্যশালার (বেঙ্গল ও ন্যাশনাল থিয়েটরের) সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহাশয়গণ তাহা জানিয়াও জানেন না। প্রকৃত অভিনয় করা যে পরিমাণে দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ [illegible] হওয়া উচিত তাহা [illegible] আজিও হয় নাই। আমরা কখনই এ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে তাঁহাদের মধ্যে সকলেই অজ্ঞ ও অদূরদর্শী—অভিনয় যেমন দৃশ্যকাব্যের প্রাণ, দর্শক মণ্ডলীর অন্তরে বিভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করাও তেমনই অভিনয়ের জীবন—যে অভিনয় সে ভাব উৎপাদনে অসমর্থ, তাহা অভিনয় নামের বিড়ম্বনা মাত্র—এ কথা যে উভয় নাট্যশালার সকলেই অবগত এমন কথা বলিতে আমরা সাহসী নহি; কিন্তু আমরা বিলক্ষণ সাহস সহকারে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি যে অভিনয় প্রণালীর উৎকর্ষের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও আন্তরিক যত্ন নাই; অন্যথা আমরা এত দিন মধ্যে উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যগুলির সম্যক সুন্দর অভিনয় দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম।

পূর্ব্বে আমরা যে চরিত্র যে ভাবে অভিনীত হইতে দেখিয়াছি এখনও সেই ভাবে দেখিতেছি—সত্য বটে সময়ে সময়ে এক একটী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা যে বিফল-মনোরথ হইয়া আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছি, তাহা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব!—কবিকল্পনা প্রসূত বীর রসের অভিনয় দর্শনে কোথায় আমাদের অন্তঃকরণ তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিবে—অন্তরের প্রত্যেক শিরা উপশিরা দিয়া সবেগে তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে—মন্ত্রমিশ্রিত সুপ্ত বিষয় সকল একে একে জাগরিত হইয়া অন্তরে তীব্র মাদকতা জন্মাইয়া দিবে—আমরাও ক্ষণকালের জন্য ক্ষতি লাভ গণনায় [illegible] এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সজীব কোলাহল বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব অন্তরে বীরহৃদয়ের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হইব—না কোথায় তাহার স্থলে কর্কশ কণ্ঠ-নিঃসৃত বিকট চিৎকার, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী, অযথা লাফালাফি ও অসঙ্গত আস্ফালনে বীরত্বের পর্য্যবসান দেখিয়া আমরা আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছি; করুণরসের অবতারণাস্থলে কোথায় কোন সংসারললনার কুসুমকোমল বাল-বিধবার অকাল-বৈধব্য-জনিত দারুণ নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক কাতরতা ও মর্ম্মভেদী অস্ফুট ক্রন্দন-কাতর-ব্যাকুল-কণ্ঠের, ম্লান মুখচ্ছবি, প্রভাহীন ও স্পন্দহীন চক্ষুর ভাব দর্শনে আমাদের অন্তঃকরণ ঘোর বিষাদময় হইয়া চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইবে, পুত্র শোকাতুরা দুঃখিনী জননীর হৃদয়ভেদী হাহাকার শ্রবণে আমরা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইব এবং বজ্র-রক্ষিত সতীত্ব মন্দির গৌরব রক্ষার্থ কোন বীর ললনাকে অনল বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ প্রাণ প্রদানে অঙ্গীকৃত হইতে দেখিয়া কিছু কালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িব—না, তাহার পরিবর্ত্তে কতিপয় বিকৃতভাব দেখিয়া আমরা বিষম বিরক্তি অনুভব করিয়াছি, এবং হাস্য রসের আবির্ভাব স্থলে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভাঁড়ামি ও সং দেখানর চরম সীমা দেখিয়া দেখিয়া যার পর নাই অসুখী হইয়াছি!

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে উভয় নাট্যশালার প্রত্যেক অভিনেতা বা অভিনেত্রী উল্লিখিত দোষ

লিপ্ত নহেন—তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনের অভিনয় বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা আছে, তাহা স্বীকার না করিলে আমাদের সমালোচনা এক-দেশ-দর্শী হইয়া পড়িবে; কিন্তু আবার তাহাও বলি—শুদ্ধ দুই এক জনের গুণে অভিনয়ের শোভা কাহা প্রদর্শিত হইতে পারে না! অতঃপর আমরা উল্লিখিত নাট্যশালাধ্যক্ষদের অভিনয় সম্বন্ধে দুই একটী কতিপয় দোষ প্রদর্শন করিব—১ ম। অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সময়ে সময়ে ইঁহাদের হস্তে পতিত হইয়া অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়—গ্রন্থকর্তা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশুদ্ধ রং ফলাইয়া, একটী চিত্রের পর আর একটী ভাঙ্গিয়া, পরে আর একটী গড়িয়া—এইরূপে বিশুদ্ধ ভাঙ্গা গড়ার পর যে একটী চিত্রের পূর্ণাবয়ব প্রস্তুত করেন, ইঁহারা বহুস্থানেই তাহার পরিবর্তন করিয়া যে কিরূপ সহৃদয়তার পরিচয় দান করেন, তাহা আমরা বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম—অভিনয় সহজ-সাধ্য করিবার জন্য যে একটী ভাল জিনিষ একবারে বাদ দিতে হইবে এবং স্থান বিশেষে একটী ভাল জিনিষ ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে একটী মন্দ গড়িয়া গ্রন্থ রচয়িতার বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে ইহা যে কোন্ শাস্ত্রে লিখে তাহা আমরা জানি না! যদি অপর একটী অপেক্ষাকৃত ভালই গড়িতে না পারিলাম তবে যেটী আছে তাহাকে ভাঙ্গিব কেন? অন্য সকল দোষের ক্ষমা আছে কিন্তু এ দোষের ক্ষমা নাই!

২য়। যে সমস্ত দৃশ্যকাব্যের যাত্রাজনক অভিনয় হইলে সমগ্র দেশের হিত সাধিত হইবে—যাহা সমাজের মৃতকল্প ঐক্য-হৃদয়ে ধীরে ধীরে অত্যগ্র তেজোরাশি ঢালিয়া দিবে,—হীনবল মস্তিষ্কে বল প্রদান করিবে, অন্তরে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয়ের বীজ বপন করিবে ইঁহারা আজকাল সে সকল গ্রন্থ ছাড়িয়া কদর্য্য কাম্যবেগোদ্দীপক এবং অসারতাপূর্ণ সামান্য সামান্য পুস্তকের অভিনয়ে অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়া দর্শকবৃন্দকে বেশ মাতাইতে শিখিয়াছেন। ধন্য ইঁহাদের রুচি! ধন্য দর্শক সমাজের সহৃদয়তা!!

সাধারণতঃ অভিনয় সম্বন্ধে আজি আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম—সময়ান্তরে আমরা অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে অপর একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিব। যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি এক্ষণে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

গত ২৬ এ ভাদ্র শনিবার, আমরা বঙ্গরঙ্গভূমিতে বঙ্কিম বাবুর মনোমোহিনী দুর্গেশ নন্দিনীর অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়ের কোন কোন অংশ আমাদের নিকট নিতান্ত বিরক্তিপ্রদ হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থান ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহা আমরা আগামী বারে বিস্তৃতরূপে লিখিতে ইচ্ছা করি। সময়াভাব প্রযুক্ত এবার লিখিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া সংবাদ পত্রের অধিকাংশস্থল অধিকার করিবে বলিয়া লিখিতে ইচ্ছা সত্বেও নিবৃত্ত হইলাম। আগামী বারে আমরা অভিনীত চরিত্রগুলির একটী একটী করিয়া দোষ গুণের সমালোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

১০ নং কাশী ঘোষের লেন
মানিকতলা ষ্ট্রীট
১৯ এ ভাদ্র, ১২৮৮। } শ্রীবিহারীলাল বসু।

আগমনী।

আইল শরৎ অতি মনোহর
হইল অমল বিমল অম্বর
শোভিল গগনে শুভ্র শশধর
সলিলে নলিনী কুসুম ফুটিল।

ধরিল ধরণী অপরূপ শোভা
পাইল অরুণ বরতর আভা
প্রফুল্ল প্রকৃতি প্রাণ মনোলোভা
হেরিয়া নয়নে মানস মোহিল।

শুকাইল পথে কাদা জল যত
সুখের শরৎ দেখিয়া আগত
বিশ্ববাসী জীব সবে হরষিত
আনন্দে উথলে তাদের অন্তর।

মহামূল্য কাল বৎসর ভিতরে
শরতেরে বলে সব চরাচরে
সকলেই সুখে সময় বিতরে
মনে সাধে পূর্ণ সবার আদর।

হেন কাল বিশ্বে আগত দেখিয়া
বিশ্ব বিমোহিনী দেবী মহামায়া
জীবের দুর্গতি ভাবিয়ে অভয়া
ভাবতে আসিতে মহেশে সুধান

"শুন শূলপাণি! করিতে মিনতি
বঙ্গধামে যাব দেহ অনুমতি
ভিক্ষা মম এই, ওহে পশুপতি!
হেরিব সন্ততি করুণা-নিধান"।

ভবানীর বাণী শুনিয়া শ্রবণে
ভব ভয় হরে আগত আশ্বিনে
পঞ্চদশ দিনে শুভলগ্নে ক্ষণে
যেও বঙ্গধামে বাসনা পুরাতে।

হেরিলে তোমায় হিন্দু যে বাঙ্গালী
পূজিবে পদযুগে হয়ে কুতূহলী
সচন্দন ফুলে অর্পিবে অঞ্জলি
আছয়ে যাহার যেরূপ মনেতে।

ক্রমশঃ জননী আগত আশ্বিনে
আসিবেন বঙ্গে পঞ্চদশ দিনে
আনন্দে ভাসিছে বঙ্গবাসি জনে
প্রফুল্ল হৃদয়ে মাতিছে সবাই।

কি দিয়ে পূজিবে যুগল চরণ
কি দিয়ে তুষিবে মহেশীর মন
কেমনে সার্থক করিবে জীবন
বাসভবে ভাবে মনেতে সবাই।

শিব সোহাগিনী আগমন দেখিয়া
নাচিছে ভারত হেলিয়া দুলিয়া
নিদ্রিত প্রকৃতি উঠিল জাগিয়া
বহিছে সমীর মাতিয়া রঙ্গে।

পাখী সবে সুখে যত পাখিগণ
মিলি একতানে করিছে কূজন
অতি সুমধুর শুনিতে নিস্বন
অশ্রুতপূর্ব্বন ঘোষিছে বঙ্গে।

কেহ মনসাধে কিনিছে বসন
সাজাতে সন্তান অমূল্য রতন
কেহ বা আদরে কিনিছে ভূষণ
সাজাতে ললনা-লতিকা কায়।

স্বর্গ সমান ধরণী হইল
সুচল মধুর পবন বহিল
বিবিধ বাদিত্র সকলে বাজিল
সুখসিন্ধু সব হইল হায়!

আনন্দ অন্তরে কেহ বা হাসিছে
ব্যথিত হৃদয় কাহারো কাঁদিছে
বিরহ বারিধি মাঝেতে ভাসিছে
পড়িছে নিয়ত নয়নে নীর।

এই শান্তিপূর্ণ শরতের কালে
কাহারো পক্ষে নিদয় কপালে
সাধিয়াছে বাদ বাঙ্গালিরে কাল
কেমনে তাহারা রয় বল স্থির।

পতি-শোকে সতী, উঠিছে কাঁদিয়া
জ্বলিতেছে জ্বালা থাকিয়া থাকিয়া
চিরতরে গেছে হৃদয় ভাঙ্গিয়া
মরম বেদনা কেমনে প্রকাশে।

প্রশান্তি-হৃদয় সন্ততি বিহনে
সকলি আঁধার হেরিছে নয়নে
পুত্রশোক-শেল বাজিছে পরাণে
পাগলিনী প্রায় ছুটেছে ত্রাসে।

যাদের জননি! স্নেহের নয়নে
হের গো দরিদ্র বাঙ্গালী সদনে

কত দিনের আশায় কেবলে
ভাসিছে বঙ্গের সুখের সাগরে।

তোমায় হেরিলে হৈমশৈলবালা
দূরে যায় যত অন্তর জ্বালা
তাই বঙ্গবাসী হইবে বিভোলা
ভাসিতে তোমার পদের জোরে।

এস গো মা উমা কনক অম্বরে
সপ্তমীর পরে হেরিয়া তোমারে
ভাসিবে বাঙ্গালী সুখের সাগরে
চির মন আশা করিবে পূরণ।

দীনা পরাধীন বাঙ্গালী সন্তান
ভারতী সমর হেরি অবসান
রয়েছে আকুল প্রাণের পরাণ
হেরিতে জননি! তোমার চরণ।

মহেশমোহিনি! এস মা সদনে
বাঙ্গালী সন্তান তব আগমনে
ত্যজি শোক তাপ আনন্দিত মনে
ভাসিছে উৎসবে উল্লাস জোয়ার।

তুমি মা সন্তানে সন্তোষদায়িনি!
অন্নদা, অভয়া বিপদনাশিনি!
সঙ্কটে শঙ্করি! তারিণে তারিণি!
অভাগা সন্তান এই ভিক্ষা চায়।

শ্রীকালীভূষণ ঘোষ
কাঁসারিপাড়া
শান্তিপুর।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমাদের বাইলশিশিরা সংবাদদাতার প্রতিবাদ পত্রের প্রতিবাদ লিখিত হইয়া যে পত্র খানি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রকাশে বিরত হইলাম। তাহার কারণ এই, কেবল কলহবৃদ্ধিরই বৃদ্ধি হয়, এক বিষয়ের পুনঃ পুনরালোচনা পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করে। বিশেষতঃ প্রতিবাদ কালে পত্রপ্রেরকদিগের লেখনি সীমা-রেখা অতিক্রম করে। তাহাতে তাঁহাদিগের সাধীনতা ও মর্যাদার হানি হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ ই আশ্বিন সোমবার।

পূর্ব্বরূপ নিয়মানুসারে দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী সপ্তাহ অবধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশের কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

চিকিৎসা বিভাগ।

পঠিতা পঠিতে কিমেতৎ পাঠেন প্রতিবাদ সমস্তয়া
সদা সন্তত সম্প্রাপ্ত সকল পরম্পরাধিকৈঃ।

পাঠকের স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা বিলাত যাইয়া সিবিল সর্ব্বিস লইতেছেন, তাহাতে পরিতুষ্ট অনেক ইংরাজের অনেকের প্রাণে সহ্য হইতেছে না। এক একটী সুবিধার জন্য দেখাইয়া কৌশল ক্রমে ভারতবর্ষবাসীদের উন্নতি পথের সকল দিকেই কণ্টক রোপণ করা হইতেছে। কুপার্সহিলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হল। সিবিল সর্ব্বিসের বয়ঃক্রম কম করিয়া দেওয়া হইল। আবার চিকিৎসা বিভাগে একটী নূতন কথা উঠিয়াছে। লণ্ডন টাইমস নামক সংবাদপত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা বলেন যে "অধুনা মেডিকাল সর্ব্বিসের যে প্রণালীতে পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহার আর অনুসরণ না করিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে চিকিৎসক বাছিয়া লইতে হইবে। কুপিয়স্ কৌন্সিলে এই প্রকার প্রস্তাব হইতেছে। এই প্রস্তাব না কি কৌন্সিলের অনেক মেম্বর অনুমোদিত হইয়াছে। গত পরীক্ষায় সাত জন এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত হন; কিন্তু দুই জনের অধিক ইউরোপীয় ডাক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ এবং দেশীয় লোকেরা সমান হইয়া চিকিৎসা বিভাগে উন্নত পক্ষে আসিতে পারিতেছেন না। অত এব পূর্ব্বে যে অভিপ্রায়ে এই পরীক্ষার সৃষ্টি হয় তাহা সিদ্ধ হইল না। যদ্যপি এই প্রথা থাকিয়া যায় তবে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোকের হাতে চিকিৎসার জন্য সাহেবদিগকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যার পর নাই শঙ্কিত হইয়াছেন।

পাঠক বুঝিলেন ত? প্রস্তাবটী স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলে অভিপ্রায় কি উপলব্ধি হইতেছে? কুপিয়স্ কৌন্সিলের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই, এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি আর সিবিল সর্ব্বিসের পদে অভিষিক্ত হইবেন না। তাহাতে গুরুতর আপত্তি আছে। জিজ্ঞাসা করিবে, কি আপত্তি?—তা নয়। অযোগ্যতা দোষের ত ভয় আছে। সম্পূর্ণরূপে সুযোগ্যতাই এ দেশীয় লোকের পক্ষে হানি পড়িবার এক মাত্র কারণ। উত্তরোত্তর ভারতবর্ষবাসিদিগের বিদ্যা বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিভাশক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে আর সমস্ত জাতিকে পরাভব করিতে লাগিলেন, ভাল ভাল পদগুলি ক্রমে অধিকার করিতে লাগিলেন। যদি তোমরাই সব লইবে, সব খাইবে, সব যাইবে তবে বিলাতিদিগের কি উপায় হইবে? সেটা ত ব্যবস্থা নহে। সর্ব্বময়ী পবিত্রাত্মা ইংরাজেরা পরম সুখে সাম্রাজ্য উপভোগ করুন; উচ্ছিষ্ট কিছু থাকে, আমরা পাইবে। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভেক শুক্রের সমান শক্তি হয় না। অথবা অনেক বার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এ দেশীয় লোক সুযোগ্য হইলে তাঁহাদিগকে সকল উচ্চ পদ প্রদান করা হইবে। অর্থাৎ জাতি ও জাতিভেদ ইহার কিছুই বিচার করা হইবে না। উচ্চপদ পাইবার সকলেরই সমান অধিকার রহিল। আমরা জানি, এ প্রতিজ্ঞা অনেক বার হইয়াছে—একবার নয়, কত শত বার হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিজ্ঞার কি ফল নাই? অপরটী বড় না প্রতিজ্ঞাটী বড়?

এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল, ক্রিয়মাণ ভারতবর্ষ ক্রমশই অবসন্ন হইয়া পড়িতে চলিল। আর যে পুনর্জ্জীবিত হইবে সে আশা থাকিল না। কাজের ফল ও উৎসাহদাতা না থাকিলে কেহ কখন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। যেখানে উৎসাহদাতা নাই, তথায় প্রতিভাশালী মনুষ্যও নাই, তথায় দেশের উন্নতিও নাই। পাঠক! দেখুন, প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষে কি আশ্চর্য্য কাজ না হইয়াছে। ঢাকাই বস্ত্র যখন যেরূপ প্রস্তুত হত এখন তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় না। অনেকে অনুমান করেন, তাজমহল গ্রীস্ কিম্বা ইতালি দেশীয় কোন কারিকরে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা অলীক। তাজমহল আমাদের দেশীয় লোকেরই হস্তনির্ম্মিত কীর্ত্তি। তৎকালে উৎসাহদাতা ছিলেন, উৎকৃষ্ট কারিকরও ছিল। জয়পুরের মানমন্দিরগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাও আমাদের দেশীয় লোকের নির্ম্মিত। তথাকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী সদ্গুণশালী শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশীয় শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, একটী শিল্পবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের অকালে লোকান্তর গমনে সকল আশা সফল হইল না। যাহা হউক, আমাদের দেশীয় লোকের সকল কাজেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, তাহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল উৎসাহদাতার অভাবে সে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না। ইংরাজেরা বিদ্যানুরাগী, সাহসিক, উদারচরিত এবং প্রজারঞ্জক। সে কারণ আমাদের সম্পূর্ণ আশা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের অবস্থা সত্বর পুনর্জ্জীবিত হইবে। দুঃখের কথা সে আশালতা অঙ্কুরেই শুষ্ক নষ্ট হইয়া যায়। যদি পবিত্র ইংরাজ রাজত্বে আমা-

দের সুখ না ঘটিল, দুর্ভিক্ষের ভয়ে ভারতবাসী ভারতের ভাবী অনেক কষ্ট আছে। সুদূর সমুদ্র পারে স্বদেশ আত্মীয় স্বজন অর্থ ও জাতি নষ্ট করিয়া নব যুবকেরা অনেক আশাতেই বিলাত গমন করেন, কিন্তু সে পথ রোধ হইতে চলিল। ভারতবর্ষে যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, যে সকল বিদ্যার আলোচনা নাই, আশা হইয়াছিল ক্রমে তৎসমুদায় এখানে প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু, আর আমরা সে আশার ছলনায় প্রতারিত হইব না। ইংরাজেরা কি মনে করিতেছেন বলিতে পারি না, কিন্তু সভ্য ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা এ কথা শুনিলে কি বলিবেন? ভাবিলে আমাদেরও মনে ঘৃণার উদয় হয়। কোথায় এদেশীয় লোকের উন্নতির পথ চারি দিকে দিন দিন প্রশস্ত ও সুগম করিয়া দিবেন, না, ক্রমশই সমস্ত পথগুলি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম করিয়া দিতেছেন, কোনটির এককালে অবরোধ করিতেছেন! আমরা আশা করি, কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এ সময় নিদ্রিত থাকিবেন না। তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া এ সম্বন্ধে বিলাতে আপত্তি করুন।

উদারচরিত সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে, ধর্ম্মভীরু মহাত্মা লর্ড রিপন উপস্থিত থাকিতে যদি এ প্রকার কাজের প্রস্তাব হইতে লাগিল, তবে ইহার অপেক্ষা আর মনস্তাপের কথা কি হইতে পারে?

ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখন সুস্থিরতা শান্তি বিরাজ করিতেছে। কুত্রাপি যুদ্ধ বিগ্রহ নাই বলিলে চলে। কাবুল যুদ্ধ আমরা ভারতবর্ষের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া গণনা করি না। ভারতে কোন বিবাদ বিসম্বাদ না থাকিলেও ইংরাজেরা সর্ব্বদাই রুষের নামে সশঙ্কিত হইয়া পড়েন। বহুকাল হইতে রুষ সম্রাট ভারতে পদার্পণ করিবার একটী সুগম পথ অন্বেষণ করিতেছেন। আগামী বারে আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহার একটী বিস্তারিত বিবরণ উপহার দিব। ভারতবর্ষের প্রতি রুষদের যে কতদূর লোভ, পাঠকগণ তৎপাঠে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কিন্তু রুষের মনোনীত সুগম পথটী সাধারণের উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত অদ্য তাহার পূর্ব্বে স্বনাম প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মসিয়ো ডি লেসেপ্সের বিষয় কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত এখানে লিখিত হইতেছে। এই মহাত্মা এক জন বিলক্ষণ কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়ী ফরাসী দেশীয় লোক। ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি অনেকগুলি বড় বড় কাজ করিয়াছেন এবং এখনও বড় বড় অসাধ্য কাজের প্রস্তাব করিতেছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তিনি আর কিছু কাল জীবিত থাকেন, তবে বোধ হয় অক্লেশে সমুদ্র সাগরের জল এক ঠাঁই করিতে পারিবেন। সমুদ্র সেঁচিয়া মানিক তুলিবেন। ইনি [illegible] আল্প পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যস্থল দিয়া রেলগাড়ী চালাইয়াছেন। তদ্দ্বারা ইটালি এবং ফরাসী রাজ্যের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর নিম্ন দিয়া পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অনুমান ১৫০০ দেড় হাজার ক্রোশ দূর। এই সুবিস্তীর্ণ উত্তাল-তরঙ্গ বেগশালি মহাসমুদ্রের ভিতর দিয়া তিনি পথ করিতে সাহস করিতেছেন। সেই পথ দিয়া রেলগাড়ী চলিবে। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল তিনি রুষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রেলগাড়ীর পথ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এতদুভয় রাজ্যের মধ্যে মনে মনে সম্প্রীতি নাই, সে কারণ ঐ প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইল না। তিনি এক্ষণে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থিত পানামা যোজকটী কাটিবার অভিপ্রায় করিতেছেন। এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইলে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইবে। বণিকদিগকে তাহা হইলে আর দক্ষিণ আমেরিকা বেষ্টন করিয়া যাইতে হইবে না। সুয়েজ যোজক কাটিয়াও তিনি বাণিজ্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রায় তিন মাসে ভারতবর্ষে জাহাজ আসিত। এখন ১৯ দিনে ষ্টীমার বোম্বাই নগরে পৌঁছিতেছে। ১৫।১৬ দিনেও অনেক জাহাজ আসিয়া থাকে।

সুয়েজ যোজক কাটিয়া যে প্রণালী হইয়াছে তাহা প্রায় ২৩ তেইশ ক্রোশ দীর্ঘ, প্রশস্ত ২৩৮ হাত এবং ১৮ হাত গভীর। এই প্রণালী সহজে খনন করা হয় নাই। পাঠক! আরব ও আফ্রিকার অবস্থা ভাল জ্ঞাত আছেন। সেখানে কঠিন মৃত্তিকা নাই, কেবল জলশূন্য বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে। অনেক প্রকার কলের সাহায্যে ও বহু আয়াসে ঐ প্রণালী খনন করা হইয়াছে। এই প্রণালী কাটিবার নিমিত্ত বহু কাল হইতে অনেক প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ১৮৬৯ অব্দে লেসেপ্স ঐ কাজ সমাধান করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

সুসভ্য পশ্চিম দেশীয় অনেক জাতি অতি প্রাচীন কাল অবধি রত্নভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই সুয়েজ যোজক গতায়াতের মহাপ্রতিবন্ধক ছিল। পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে আসিবার তিনটী পথ সকলে জানিতেন। একটী লোহিত সাগর দিয়া; দ্বিতীয় পথ, ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস ও পারস্য উপসাগর দিয়া এবং তৃতীয় পথ, উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া। এতন্মধ্যে একটী পথও সহজ ও সুগম নহে। মধ্যপথে ২১।২৩ ক্রোশ প্রশস্ত এক সুয়েজ যোজক প্রতিবন্ধক থাকায় বড় অসুবিধার কারণ হইয়াছিল। প্লিনি হিরোডোটস ষ্ট্রাবো এবং অন্যান্য গ্রীস দেশীয় ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে লোহিত সমুদ্র দিয়া সকলে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। ভারতবর্ষ হইতে মসলা ঔষধদ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী লইয়া বণিকেরা সুয়েজযোজকে জাহাজ লাগাইতেন। ঐ স্থান তখন আর্সিনো নামে অভিহিত ছিল। তথা হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্যজাত উষ্ট্রাদির পৃষ্ঠে আড়াই ক্রোশ দূরে কায়রো নগরে নীত হইত। আফ্রিকার মরুভূমি কেবল বালুকা রাশিতে পরিপূর্ণ, সুগম পথও ছিল না। তুষার সমুদ্রে যেমন কম্পাস কিম্বা নক্ষত্রাদি না দেখিলে দিক নিরূপণ হয় না, মরুভূমিতেও সেইরূপ; কোন প্রকার একটী নিদর্শন না থাকিলে দিক নিশ্চিত করা যায় না। দিবসে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে কেহ চলিতে পারিত না, রাত্রিতে বাণিজ্যের দ্রব্য লইয়া নক্ষত্রাদি দ্বারা দিক নিশ্চিত করিতে করিতে যাইত।

কয়েক সহস্র বৎসর অতীত হইল মিশরের নৃপতি সিসষ্ট্রীস সুয়েজ যোজক কাটিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ সফল হইল না। তৎপরে খ্রীঃ ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে নিকো নামা মিশরের আর এক জন রাজা উক্ত যোজক কাটিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু তিনি ফিনিসিয়ার নাবিকদিগকে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতে আসিতে অনুমতি করেন। ২১ শত বৎসর পরে প্রসিদ্ধ পর্ত্তুগাল নাবিক ভাস্কোডিগামা ঐ অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া পথ বাহির পাইলেন, ফলতঃ তাহা ফিনিসিয়ার নাবিকেরা বহু পূর্ব্বে বেষ্টন করিয়া আসিয়াছিল। তৎপরে দেরায়ুস মিশর দেশ পরাজয় করিয়া সুয়েজ যোজক কাটিবার কল্পনা করেন। কিন্তু তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারেরা কহিলেন যে, লোহিত সমুদ্র নীল নদ অপেক্ষা তিন হাত উচ্চ। সুতরাং ঐ যোজক কাটিলে নীল নদে জল প্রবেশ করিয়া মিশর দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। কাজেই দেরায়ুস ঐ সংকল্প হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর খ্রী. ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ভূপতি ও জ্যোতির্ব্বিদ টলেমি ঐ দুঃসাধ্য কাজে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি নীল নদের একটী শাখা দিয়া আর্সেনো নগর পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করাইলেন। উক্ত খাল দৈর্ঘ্যে আঠার ক্রোশ প্রস্থে ৬৬ ছেয়াট্টি হাত এবং ৩০ ত্রিশ

...ন পর্য্যন্ত। সুয়েজ যোজক কাটিয়া তাহার সঙ্গে এই খালের যোগ করিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডেরায়সের ন্যায় তিনিও ঐ যোজক কাটিতে অক্ষম হইলেন। খ্রীঃ ১৭৭ বৎসর পূর্ব্বে টলেমি ফিলেডেল্ফস্ আলেকজান্দ্রিয়াকে প্রধান বাণিজ্য স্থান করিয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্য প্রথমে নীত হইয়া ইউরোপের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে প্রেরিত হইত। তিনি বেরিনিসে একটী বন্দর করিয়াছিলেন। ভারতীয় জাহাজ সেই স্থানে নঙ্গর করিত। এই বাণিজ্যের জন্যে টলেমির অপরিসীম লাভ হইত। তৎপরে রোমকেরা মিশরদেশ জয় করিলে ভারতবর্ষের বাণিজ্য আরও অধিক বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। প্লিনিদের অনুমান ১২০ এক শত বিশ খানি জাহাজ ভারতবর্ষে আসিত। এইরূপ কথিত আছে যে, তৎকালের বাণিজ্যে এক টাকায় ১০০ এক শত টাকা লাভ হইত।

রোমক রাজ্যের পতনের পর মুসলমানেরা পৃথিবীতে সকল প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে বোগদাদ্ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইয়া পড়িল। সে সময় স্থল পথে সকলে বাণিজ্য করিতে লাগিল। চীন হইতে ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ হইতে এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে গঙ্গা ও যমুনা দিয়া দ্রব্যজাত লইয়া পরে কাবুলের ভিতর দিয়া কোন কোন নদীপথে সোমরকন্দ নগরে নীত হইত। এই সময় জেনোয়ার লোকেরাই পৃথিবীর মধ্যে প্রধান বণিক ছিলেন। তদনন্তর ভিনিসিয়ার লোকেরা প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার আর একটী নূতন পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা ভিনিস হইতে আফ্রিকার ত্রিপলী নগরে কারাভ্যানযোগে আসিতেন। তথা হইতে আসিয়া মাইনরস্থিত আলিপো নগরে বাণিজ্যদ্রব্য এবং উষ্ট্রাদির দ্বারা আলিপো নগরে প্রেরিত হইত। তৎপরে ইউফ্রেটিস নদ দিয়া বেড্ নগরে; বেড্ নগর হইতে পারস্যোপসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিত। আরব্যোপন্যাসের সিন্দিবাদের গল্পে এই পথের বিষয় অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইউফ্রেটিস নদ দিয়া ভারতের পথ অতি সুগম। অনেক বার এই পথে রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মসিয়ো লেসেপ্স্ সুয়েজ যোজক কাটিয়া সম্প্রতি মহোপকার সাধন করিয়াছেন। রুষেরা স্থলে অপেক্ষা একটী সুগম পথ নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছেন এবং তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষ জয় করিব এইরূপ অনেক কথা কহিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে আমরা আগামী বারে পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিব।

দুর্গোৎসবের অবকাশ ও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের কৌশল।

এই রমণীয় শরৎকাল, দুর্গোৎসবের উপস্থিত, ভারতবর্ষের ত কথাই নাই, এ উৎসবটীকে বিশ্বজনীন উৎসব বলিলে দোষ হয় না। একদিকে পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ, অন্যদিকে হাইকোর্ট প্রভৃতি আদালত সকল বন্ধ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই কালটীর রমণীয়তা ও কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষকদিগের বিশ্রাম সময় দেখিয়া ইহাকেই একটী প্রধান উৎসবকাল বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে সকলেই আনন্দময়, কেবল আমরা অতৃপ্ত ইংরাজ বণিকদিগকে নিরানন্দ দেখিতে পাই। তাহাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকাতে তাঁহাদের লাভক্ষতি হয়। সূর্য্য যেমন আকর্ষণ রশ্মিতে বদ্ধ করিয়া গ্রহ ও উপগ্রহদিগকে অনবরত ঘুরাইতেছেন ফিরাইতেছেন, স্বার্থও সেইরূপ লোভ রশ্মিতে বদ্ধ করিয়া জগজ্জনকে ব্যস্তসমস্ত করিতেছে। অতএব লাভক্ষতি হইলে যে তাহাদের অসহ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ বণিকগণের বুকে বরং বজ্রাঘাত সহ্য হয়, কিন্তু স্বার্থ হানি সহ্য হয় না। এই লাভক্ষতি অসহ্য হওয়াতেই ইংরাজ বণিকগণ কয়েক বৎসর ধরিয়া ছুটী কমাইবার নিমিত্ত ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল সর জন লরেন্সের সময়ে এই দুর্গোৎসবের অবকাশ দিন কমাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট এক আবেদন করেন। তিনি দেখিলেন দুর্গোৎসব বঙ্গদেশের প্রধান পর্ব্ব। যেমন খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টমাস, যেমন মুসলমানের মহরম, বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্গোৎসবও তদ্রূপ। লোকে সম্বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে পরস্পর আমোদে উন্মত্ত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালী-সমাজের যত অর্থ ব্যয় হয়, আর কখন এত অর্থ ব্যয় হয় না। যাহার বাটিতে পূজা তাহার ত কথাই নাই। সে ব্যক্তি চারি পাঁচ মাস কেহ কেহ বা সম্বৎসর ধরিয়া পূজার আয়োজন করে। পূজা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই বাঙ্গালী আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। আবার যাহার বাটিতে পূজা নাই, সে ব্যক্তিও পূজার দুই তিন মাস পূর্ব্বে ব্যস্ত হয়। বাঙ্গালীর কুটুম্বিতা, লৌকিকতা, চিরদিনের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সময় এই। কার্য্য উপলক্ষে বাটী হইতে যাহারা বহুদূরে থাকে, এই সময়েই তাহারা বার তের দিবস অবকাশ পাইয়া সমুদায় বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দর্শন করিতে পায়। এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর কত আশা কত ভরসা। সামান্য গৃহস্থ হইতে কোটীশ্বর পর্য্যন্ত এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

লরেন্স সাহেব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আবেদকদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবকাশ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। আমরা শুনিতে পাই যাহাতে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর গোলযোগ না ঘটে, একদা তিনি সকল পর্ব্বগুলির অবকাশের একটী নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তদনুসারেই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। যখন লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হন, তৎকালেও বণিকগণ আবার তাঁহার নিকট দুর্গোৎসবের ছুটি কমাইবার প্রার্থনা করেন। নর্থব্রুক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, লর্ড লরেন্স যে পথ অবলম্বন করিয়া যান, তিনিও তৎপথের পথিক হইলেন। ছুটি পূর্ব্ববৎ অব্যাহত রহিল। বণিকগণ আবার ভগ্নমনোরথ হইলেন। আবার যখন লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন, তখনও বণিকেরা সেই পুরাতন কথা পুনরায় তুলিলেন। লিটন ও অস্থিরচিত্ত ছিলেন। তিনি স্বজাতির অনুরোধ-পরিহারে সমর্থ হইলেন না। ছুটি কমাইয়া দেন, তাঁহার এই ইচ্ছা হইল, কিন্তু যখন দেখিলেন, বাঙ্গালীরা তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সাতিশয় অস্থির হইয়াছে, যখন দেখিলেন সংবাদ পত্র সমূহ তাঁহার মতের অত্যন্ত প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দেশের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা তাঁহাকে ছুটি কমাইয়া দিতে নিষেধ করিলেন। তিনি অবশেষে ছুটির পূর্ব্ব নিয়ম বজায় রাখিলেন। বণিকেরা বার বার তিন বার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অপর লোক হইলে ইহাতেই লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা সে ধাতুর লোক নহেন। তাঁহারা এবার এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, গবর্ণর জেনেরলকে জানাইলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এখন লর্ড রিপন গবর্ণর জেনেরল, তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত নহেন, তাঁহার মনের দৃঢ়তা আছে, তাঁহা হইতে ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। অতএব তাঁহারা যুক্তি করিয়া এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এখন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব নাই। উহার সাধারণ ঋণ বিভাগ ও সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ যদিও গবর্ণমেণ্টের আয়ত্ত, তথাপি অন্যান্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্টের তিন জন কর্ম্মচারী বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ডাইরেক্টরই সওদাগর। ডাইরেক্টরেরাই ব্যাঙ্কের সর্ব্বে সর্ব্বা। তাঁহারা যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। তাঁহাদের অধিকাংশ দুর্গোৎসবের অবকাশের বিপক্ষ। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা কি করিবেন। ডাইরেক্টর-

দিগের অধিকাংশের মতে সকল কার্য্য সমাধা হয়। তাঁহাদের মতে এবার এই আদেশ প্রচার হইয়াছে যে, ৩০ এ সেপ্টেম্বর হইতে ৩ রা অক্টোবর পর্য্যন্ত অর্থাৎ সপ্তমী অষ্টমী নবমী ও দশমী বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকিবে, তৎপরে ৭ ই ৮ ই অক্টোবরেও ব্যাঙ্ক খোলা হইবে না। ছুটির অপর কয়েক দিন ব্যাঙ্ক একটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। কিন্তু সেভিংস ব্যাঙ্ক ও সাধারণ ঋণ বিভাগ নিয়মিতরূপ দ্বাদশ দিন বন্ধ থাকিবে।

এ উপায়টীকে আমরা ভবিষ্যৎ দুর্গোৎসবের অবকাশের উন্মূলনের একটী যন্ত্র মনে করিতেছি। এটীকে "টর্পিডো" অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। এটী যদি বাস্তবিক ভবিষ্যৎ ছুটী কমাইবার অভিসন্ধি হয়, তাহা হইলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরেরা একটী গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিলেন। ইহাতে তাঁহারা যে দেশের লোকের মনে কত কষ্ট দিলেন তাহা বলা যায় না। আমাদের তত কথা বলিবার অধিকার নাই, কেন না ব্যাঙ্ক এখন গবর্ণমেন্টের অধীন নহে। কিন্তু কেবল ইহা করিয়া বণিকেরা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাদের প্ররোচনায় এবার গবর্ণমেন্টের পেপার করেন্সী আফিসে ছুটীর গোলযোগ হইয়াছে। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরদিগের অধীনে একজন ডেপুটী সেক্রেটারি ও ধনাধ্যক্ষ আছেন। ইঁহার নাম ক্রয়েইলাণ্ড। ইনি গবর্ণমেন্টের কণ্ট্রোলর জেনেরল ক্রয়েইলাণ্ড সাহেবের ভ্রাতা। করেন্সী আফিস কণ্ট্রোলর জেনেরলের অধীন। তিনি সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে দুর্গাপূজার ছুটীর সময়ে যে যে দিন বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক খোলা থাকিবে, সেই সেই দিন ঐ ব্যাঙ্ক কোম্পানির বিলের টাকা প্রদান করিবেন। করেন্সী আফিস ২৯ এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ও ৬ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার একটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল, এবং এ পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে দুর্গোৎসবের ছুটির সময়ে কৌন্সিল সভার যে যে বিলের টাকা ছুটীর সময়ে দেওয়ার কথা থাকিত, তাহা ছুটীর অগ্রেই প্রদত্ত হইত। কিন্তু এবারে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করাতে কেবল যে অযৌক্তিক কার্য্য হইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু তাহাতে আমাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত দেওয়া হইয়াছে। ক্রয়েইলাণ্ড সাহেব এই কার্য্যের সাহায্য করাতে কেবল যে একটী নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন তাহা নহে, তাহাতে গবর্ণমেন্টের চিরপ্রচলিত ও ব্যবস্থা অনুমোদিত আদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কিন্তু করেন্সী আফিস কেন যে খোলা রহিল তাহা বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে নোটের নিয়ম এই যে যখন ইচ্ছা তুমি নোট ভাঙ্গাইবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট অর্পণ করিতে পার এবং তখনই তুমি নোটের টাকা চাহিবে গবর্ণমেন্ট তখনই সেই টাকা দিতে বাধ্য। সুতরাং পূজার সময়ে করেন্সী আফিস বন্ধ থাকিলে নোটের টাকার আদান প্রদান হইতে পারে না। ইহা আইনের বিরুদ্ধ। গবর্ণমেন্ট জানিয়া শুনিয়া বে-আইনী কার্য্য করিতে পারেন না।

এ সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, করেন্সী আফিস বরাবর বন্ধ থাকিত, তাহাতে বে-আইনী হইত না, আর বে-আইনী হইল। এটী বড় বিস্ময়জনক বাক্য। যাহা হউক, আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে গবর্ণমেন্টের করেন্সী আফিসও ব্যাঙ্কের রচিত কৌশল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহার কৌশল-সংবাদ খোলা পায় না। বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষতঃ বঙ্গবাসিদিগের জোর করিয়া উপভোগ করিবার কিছুই নাই। এই একটী বিষয় ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালিরা চতুর্দ্দশ খাটনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিত, তাহাও ব্যাঙ্কের কৌশলে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদনে লোপ পাইতে চলিল।

সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানি কার্য্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব।

এক্ষণে সিবিলিয়ানেরা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে একেবারে জেলার জজ হইয়া বসেন। তাঁহারা দেওয়ানী আদালতের আইন কানুন কিছুই না জানিয়া না শিখিয়া হঠাৎ ফৌজদারী আদালত হইতে দেওয়ানী মকদ্দমায় আপিল নিষ্পত্তি করিবার অধিকার পান। মুন্সেফ ও সবর্ডিনেট জজের নিষ্পত্তির তাঁহাদের নিকট আপিল হইয়া থাকে। অথচ প্রায় দেখা যায় মুন্সেফ ও সবর্ডিনেট জজেরা দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার কার্য্যে তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এমন লোকের হস্তে তাঁহাদের নিষ্পত্তির দোষ ধরিবার ভার অর্পিত হইলে বিচারের যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইংলণ্ডের নিয়ম এই যে যত অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হইবে, সে তাহার নিকৃষ্টতর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে অধিকার প্রাপ্ত হবে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্টের নিয়ম কি চমৎকার, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যে সকল ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদিগকে নিম্নে এবং যাহারা সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ন্যূন, তাহাদিগকে উচ্চতর পদবীতে স্থান দেন। প্রায় দশ বার বৎসর অতীত হইল, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিচার-সংক্রান্ত বিভাগের এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তদনুসারে সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল সিবিলিয়ানদিগের এই অপকর্ষ নিবারণার্থ ১৮৭৩ অব্দে তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যে যে সিবিলিয়ান জেলার জজ হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তাঁহারা এক শ্রেণীভুক্ত হইলেন, আর যাঁহারা মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, কমিশনর প্রভৃতি পদের আকাঙ্ক্ষা করিলেন,তাঁহারা অন্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল মনে করিয়াছিলেন, যাঁহারা দেওয়ানী বিচারকের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী ও দেওয়ানী আইন রীতিমত শিক্ষা করিবেন। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগের ফল অন্যরূপ হইল। সর আশলি ইডেন বলেন "পূর্ব্বতন নিয়ম অনুসারে সিবিলিয়ানেরা যেমন জজ হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের ভূমি ও কর-সংক্রান্ত আইনের কথঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিত। কিন্তু এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা এগার বার বৎসর মাত্র জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া একেবারে সেসন জজের পদে উন্নীত হন। তাঁহাদের দেওয়ানী মকদ্দমার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, এবং ফৌজদারী কার্য্যে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে তাহাও যৎসামান্য মাত্র, তাহা কেবল জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদের উপযোগী। পূর্ব্বতন নিয়ম অনুসারে বরং তাঁহাদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকিত, এখন কেবল তাহার বিপরীতই দেখা যায়।"

গবর্ণমেণ্ট পদের যাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ উপযুক্ত বলিতেছেন, হাইকোর্টের জজেরা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা আবার তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিচার সংক্রান্ত বিভাগের এই বিশৃঙ্খলার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। ইডেন সাহেব এই অভিপ্রায়ে এই কয়েকটী নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন :—

১। সিবিল কর্ম্মচারীরা পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করিলে পর মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ব্যতীত তাঁহাদিগকে এই কার্য্য করিতে হইবে। সিবিলিয়ানেরা যে শ্রেণীতেই প্রবেশ করুন না কেন তাঁহাদিগকে অগ্রে এই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে।

২। আপাততঃ যে নিয়ম আছে যে সিবিলিয়ানেরা দ্বাদশ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর আপনার অভীপ্সিত শ্রেণী মনোনীত করিবেন, এই নিয়মের পরিবর্ত্তে তাঁহারা অষ্ট বৎসর কর্ম্ম করিয়া শ্রেণী মনোনীত করিবেন।

৩। [illegible] সংক্রান্ত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহারা ঐ শ্রেণী মনোনীত হইলে পর যত দূর পারা যায় শাসন কার্য্য করিতে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত দেওয়া হইবে। তাঁহারা [illegible] হইবেন ও ফৌজদারী আপীলের বিচার করিবেন।

[illegible] কমিশনার ঐ আইন [illegible] অধিক হয়, ততই দেশের মঙ্গল [illegible] সাহেবের এই প্রস্তাবটীর আমরা [illegible] অনুমোদন করিয়াছি। [illegible] অপেক্ষাকৃত বিদ্যা বুদ্ধি ও [illegible] তাহাতে তাঁহারা যে [illegible] সর্বাংশে গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন, [illegible] বিচার করা সম্ভাবনা [illegible] আশঙ্কা হইতেছে। [illegible] সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানী কার্য্য শিক্ষার যে উপায় [illegible] প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে [illegible] উপকার না হইয়া প্রত্যুত অপকার হইবার সম্ভাবনা। সে অপকার কি প্রকারে আমরা [illegible] উল্লেখ করিতেছি। অতএব লেপ্টেনান্ট গবর্ণর যে পথ অবলম্বন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সম্যক অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কবেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির দেওয়ানী কার্য্য শিখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, যদি তাহা না করিয়া এরূপ করা হইত যে, অতঃপর যাহারা কবেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হইয়া এদেশে আসিবেন তাঁহাদিগকে ব্যারিষ্টার দিগের ন্যায় আইন শিখিয়া আসিতে হইবে, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই মঙ্গল হইতে পারে। [illegible] সব অল্প বয়স্ক আইন জানে উপযুক্ত হইবে না [illegible] তাঁহারা ব্যারিষ্টারদিগের সমকক্ষ হবেন। ব্যারিষ্টারেরা যেরূপ আইন বুঝেন, তাঁহারা যেরূপ আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এদেশে সমস্ত শিক্ষা করিলেও সেরূপ আইন জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। হাই-কোর্টে যে ব্যারিষ্টারদিগের সমকক্ষ উকীল নাই, আমরা এ কথা বলি না, কিন্তু সাধারণতঃ ব্যারিষ্টারদিগের আইনের জ্ঞান উকীলদিগের অপেক্ষা অধিক, ব্যারিষ্টারেরা ইংলণ্ডে আইন শিক্ষা করিবার যেমন সুযোগ পান এদেশের আইন শিক্ষার্থীর তেমন সুযোগ নাই। সুতরাং উৎকৃষ্টরূপে আইন শিক্ষা করিতে হইলে ইংলণ্ড হইতে শিখিয়া আসাই কর্ত্তব্য। [illegible] সাবের মুনসেফ ও সব জজের অপেক্ষা অধিকতর আইন জ্ঞান ও কার্য্যকুশলতা চাই। ব্যারিষ্টার হইতে তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ নিয়ম হইলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করুন সিবিলিয়ানেরা ব্যারিষ্টার না হইলে বিচারসংক্রান্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ব্যারিষ্টার সিবিলিয়ানেরা যদি অল্প কাল মাত্র নিয়মত দেওয়ানী কার্য্য অভ্যাস করেন ও কার্য্য প্রণালী দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন।

কেহ কেহ [illegible] এ নিয়ম করা হইলে সিবিলিয়ানেরা কেহই বিচার সংক্রান্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে চাহিবেন না। কিন্তু এ কথায় আমরা আস্থা করিতে পারি না। এক্ষণে যত সিবিলিয়ান [illegible] আছেন তাঁহাদের অনেকেই ব্যারিষ্টার। [illegible] সিবিলিয়ান, আমরা সেই [illegible] দেখিয়াছি তাঁহারা অব্যারিষ্টার সিবিলিয়ানদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর বিচার করেন।

আমরা উপরে লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের প্রস্তাব ঘটিত যে অপকারের আশঙ্কা করিয়াছি, তাহা এই—ইডেন সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিচারসংক্রান্ত বিভাগে উচ্চশ্রেণীর পদ [illegible] বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি সিবিলিয়ানেরা সব জজ হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়েরা যে আর সব জজ হইবেন, তাহার প্রত্যাশা তিরোহিত হইবে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ নিয়ম করিয়াছিলেন, দেশীয়দিগকে রাজকার্য্যে অথবা বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে উচ্চ পদ দেওয়া হইবে না। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সেই অযৌক্তিক নিয়ম রহিত করিয়া চির স্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৩১ অব্দের ৫ আইন তাঁহার সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি বাঙ্গালিদিগকে প্রথমতঃ বিচারসংক্রান্ত বিভাগে মুনসেফ, সদর আমিন প্রভৃতি বিচারকের পদে অধিকার দেন। কার্য্যে দেখা যাইতেছে যে তাঁহারা এই পদের যথার্থই গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুনসেফ ও সদর আমীন এ দুটী পদ এক্ষণে আর স্বতন্ত্র নাই, এই দুইটী পদ এক হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রধান সদর আমিনেরা এক্ষণে সব জজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা এই যে বর্ত্তমান লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের প্রস্তাবিত নিয়ম প্রচলিত হইলে দেশীয়দিগের সবজজ হইবার আর আশা থাকিবে না। মহাত্মা উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কীর্ত্তিস্তম্ভও বিলুপ্ত হইবে।

কি আমেরিকা, কি ইংলণ্ড, প্রায় সর্ব্ব দেশে সকল লোকে আমেরিকার সভাপতি জেমস্ গারফিল্ডের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার বিধবা পত্নীকে সময়োচিত সান্ত্বনা বাক্য প্রেরণ করিয়াছেন। প্রায় তিন মাস অতীত হইল তিনি গিটোর গুলিতে আহত হন। গিটো পূর্ব্বে একজন উকীল ছিলেন, কার্য্যে অপটুতা ও নানা দোষের জন্য গারফিল্ড ইহাঁকে কর্মচ্যুত করেন। গিটো সেই ক্রোধ বশতঃ ইহাঁকে গুলি করে।

১৮৩১ অব্দের ১৯ এ নবেম্বর গারফিল্ড ইউনাইটেড ষ্টেটের ওহিও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মাতা পিতা অতিশয় দরিদ্র ও দুরবস্থাপন্ন ছিলেন। সামান্য মাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইনি নৌকার দাঁড়ির কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গারফিল্ড বিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করেন নাই। ২৬ বৎসর তিনি হিরাম বিদ্যালয়ের ইংরাজী ও লাটিন ভাষার শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ অব্দে তিনি এই বিদ্যালয় হইতে ওহায়োর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি বিদ্যালোচনা ও রাজনীতির প্রতিনিধির কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানায়কতা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত ছাত্রেরা দলে দলে আসিয়া আনন্দসহকারে তাঁহার সেনাদলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার সেনাদলে তাঁহার এক শত ছাত্র ছিল। তিনি শীঘ্রই একজন খ্যাতনামা সৈনিক কর্ম্মচারী হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহাকে সৈনিক কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি আমেরিকার মহাসভার নায়ক মহাসভার সভ্য পদে বৃত হইলেন। এই সভার সভ্য হইয়া তিনি [illegible] সুবিখ্যাত, সুবক্তা, সুশিক্ষিত, সদ্ভাব ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই পরিণামে তিনি সভাপতির পদে উন্নীত হন। তাঁহার বাকপটুতা ও রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা দেখিয়া আমেরিকার সকল লোকেই চমৎকৃত হইয়াছিল। একদিকে তিনি আবার বিলক্ষণ ন্যায়পরায়ণ ও সাধু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেন যে ন্যায় পক্ষে তাঁহার পরাজয় হওয়াও ভাল, তথাপি তিনি অন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে চাহেন না। তিনি যথার্থ প্রজাবৎসল মহাপুরুষ ছিলেন।

মেদিনীপুরের খাল সম্বন্ধে আমাদের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বলিয়াছিলেন, ইহাতে মেদিনীপুরের প্রজাবর্গের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। তাহারা এই খালের জল পাইবার প্রত্যাশায় নানা স্থান হইতে উঠিয়া

খালের হাতে আসিয়া বাস করিতেছে; যেমন কুক্কুরেরা এক খণ্ড মাংস পাইলে তাহার লোভে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ ইহারা জমী লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে আমরা তাহার বিপরীতই দেখিতে পাইতেছি। এই খাল এক প্রকার অনর্থের মূল হইয়াছে। ইহার জন্য তাহাদের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। আমরা শুনিলাম, উহার জন্য প্রজারা বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার হাতে আসিয়া কয়েকখানি আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছে। প্রজাবর্গের আবেদনপত্রগুলিতে [illegible] বিবরণ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই সকল আবেদনে খালের কর্ম্মচারীদিগের যে সকল অত্যাচারের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে এরূপ বোধ হয় না যে আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে বাস করিতেছি। একখানি আবেদনে উক্ত হইয়াছে যে প্রজাদিগের খালের জলের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, বরং তাহাতে খালের ক্ষতি হইতেছে। আবার খালের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহার উপর ভয়ানক পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে জবরদস্তি পূর্ব্বক কবুলতি গ্রহণ করিতেছেন। এমন কোন কোন লোক আছে এই খালের জলের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। তাহারা কখনো খালের কর্ম্মচারিদিগের নিকট খাজনা দিবার দায়ী নহে। তাহারা কবুলতি দেয় নাই বলিয়া খালের কর্ম্মচারিরা গোপনে মজুর লাগাইয়া তাহাদের ভূমির উপর খাল কাটাইয়া জল আনাইয়া দিয়া তাহাদের চোরা অপরাধের ভয় দেখাইয়া অন্যায়রূপে কবুলতি লইতেছেন। আর এক খানি আবেদনে লিখিত হইয়াছে যে খালের কর্ম্মচারীরা যাহাদের নিকট যাহার ভূমির চিহ্ন মাত্র নাই তাহাদেরও নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কবুলতি গ্রহণ করিতেছেন। আবার তাঁহারা এক বিঘা ভূমিকে মিথ্যা মিথ্যা দেড় বিঘা করিয়া অন্যায় কর আদায় করিতেছেন। প্রজারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বারংবার দুঃখ জানাইয়াও কোন ফল পাইতেছে না। তাঁহারা একেবারে তাহাদের চীৎকারে বধির হইয়া রহিয়াছেন। আর আর অনেক দুঃখের কথা এই সকল আবেদনে লিখিত হইয়াছে।

প্রজাদিগের আবেদনে যে অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত কি না তাহার অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক। প্রজারা দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে এ সংবাদ দেশের পক্ষে মঙ্গলসূচক নহে।

পুস্তক সমালোচনা।

পণ্ডিতমূর্খ প্রহসন বা নাটক। নবদ্বীপবাসী শ্রীব্রজনাথ [illegible]—সংস্কৃত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত। ১২৮৮। এই পুস্তক খানি না নাটক না প্রহসন না কাব্য গ্রন্থ। ইহাকে আমরা যে কি বলিব, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাই না। ইহাতে চিত্ত আকর্ষণ বা চিত্ত রঞ্জন করিবার কিছুই নাই। কয়েকটী পুরাতন গল্প লইয়া পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গল্পগুলিকে ভাল করিয়া সাজাইতেও পারেন নাই। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদিগের অবমাননা ও তাঁহাদের লইয়া রহস্য করাই পুস্তকরচয়িতার উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার কালীদাসের মুখে এই কথাটি দিয়াছেন যে সেখানকার (অর্থাৎ বঙ্গদেশের) কেমন অনির্ব্বচনীয় জলবায়ুর গুণ যে, প্রায় কোন লোক না অল্পকালে পণ্ডিতম্মন্য হইয়া থাকেন।

কাশীর ব্যবস্থা ও তাহার প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত অচলানন্দ স্বামীর কোন শিষ্য কর্তৃক সংকলিত। ১২৮৮ সাল। কিয়ৎকাল হইল কাশীস্থ কয়েকজন অধ্যাপক তন্ত্রোক্ত মদ্যপায়ীদিগের একটি ব্যবস্থা দেন। সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অভিপ্রেত। গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন আমরা তাহা বলিতে চাহি না। আমাদের কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে এ সময়ে কোন রূপেই মদ্যপানের উৎসাহ দেওয়া ভাল নহে, মদে মদে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ অনেকেই মদ ধরিতেছে। মুটে মজুর হইতে বড় লোক পর্য্যন্ত আর প্রায় বাকী নাই বলিলেই হয়। এখন যদি মদ্যপানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের আরও যে কত অনিষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না।

শারদোৎসব। গীতি নাট্য। [illegible] ও মেদিনীপুরবাসী শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ কর্তৃক প্রচারার্থে রচিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী কর্তৃক ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৮ সাল। এ নাট্যগ্রন্থখানি কিছু নূতন ধরণের। ইহা আনন্দময়ীর পূজা উপলক্ষে রচিত হইয়াছে। গল্পটী এই, গিরিরাজ-পত্নী মেনকা বহুকাল তাঁহার আদুরী উমাকে না দেখিয়া তাঁহার স্বামী হিমাচলের নিকট কন্যাকে কৈলাস হইতে আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। গিরিরাজ পত্নীর সন্তোষ সম্পাদনার্থে কৈলাসে গিয়া দেখিলেন যে হরপার্ব্বতী বিবসনে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পার্শ্বে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় ক্রীড়া করিতেছেন। উমা পিতাকে তথায় আগত দেখিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন। কার্ত্তিক ও গণেশ মাতামহকে দেখিয়া নিকটে দৌড়িয়া আসিলেন ও তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। গিরিরাজ কন্যার সহিত কথোপকথন করিয়া জামাতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া নিজ কন্যাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। মহাদেবও তাহাতে সম্মতি দিলেন। গিরিনন্দিনী পিত্রালয়ে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে গঙ্গা, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি, লক্ষ্মী ও বিজয়ার সহিত বিবসনে [illegible] দিন তাঁহারা পিত্রালয়ে উপনীত হইলেন।

পুস্তকখানির প্রথম ও ষষ্ঠ অঙ্কে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গা পূজার বর্ণনা আছে। রাম দশাননকে সংহার করিবার জন্য মহা শক্তির আরাধনা করিতেছেন। সুগ্রীব ও কপিগণ সমস্বরে তাঁহার স্তব করিতেছে। দেবী রাম ও তাঁহার অনুচরদিগের স্তবে প্রসন্না হইয়া রামচন্দ্রকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রামচন্দ্রের লঙ্কাপুর প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্কে বিজয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। পাঠকদিগকে এই একটী গীত উপহার দিলাম।

মেনকা অস্তাচলগামী চন্দ্রিমার প্রতি দর্শন করত কহিতেছে—

রাগিণী [illegible]—আড়া

যদি শশি উদয়গিরি থাক থাক হইবারে।
তুমি যেন অস্তাচলে যাবে না আবারে।
দশমীর নিশাকর,*
প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাথ শঙ্কর, লইতে উমা সত্বরে।
সকলি জানি যে তারা,
যে তারা আঁখির তারা,
যে তারা হইলে হারা, বাঁচিব কেমনে প্রাণে।

ইউরোপীয় সমাচার।

প্যারিস ১৭ ই সেপ্টেম্বর। [illegible] সহিত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়, তাহা আর তিন মাস প্রবল থাকিবে।

টিউনিস ১৭ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা যে [illegible] আক্রমণ করা হইতেছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই সেপ্টেম্বর। [illegible] বিভিন্ন [illegible] প্রস্তুত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই সেপ্টেম্বর। [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইংলণ্ডে। [illegible] তাহারা [illegible] সহিত [illegible] রহিয়াছেন।

টিউনিস ১৮ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা [illegible] করিতেছে। [illegible] সহিত তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছে।

নিউইয়র্ক ১৯ এ সেপ্টেম্বর। ১৭ ই সেপ্টেম্বর হইতে সভা-পতির [illegible] পীড়ার বৃদ্ধি হইলে অন্য [illegible] সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সহকারী সভাপতি অপর সভা পতির পদে অভিষেক করিয়াছেন।

পারিস ১৯ এ সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী গবর্ণ-মেণ্টের বাণিজ্যসম্বন্ধে সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এম পীয়র ও সর চার্লস উড [illegible] করিতেছেন যে সন্ধি স্থাপন হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

লণ্ডন ২০ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] আইন অনুসারে [illegible] বাধ্যবাধক হইয়াছে, যত দিন গোলযোগ চলিবে, [illegible] লোককে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না।

নিউইয়র্ক ২০ এ সেপ্টেম্বর। আমেরিকা সেনাপতি [illegible] নামক স্থানে সমাপতি [illegible] সম্মতি [illegible]।

উইনিপেগ ২০ এ সেপ্টেম্বর। তিন সহস্র [illegible] নামক স্থানে [illegible] হইয়াছে। ফরাসী [illegible] যে ফরাসী [illegible] আসিবে না।

লণ্ডন ২৪ এ সেপ্টেম্বর। সভাপতি [illegible] মৃত্যু হও [illegible] ইংলণ্ডীয় রাজমহিষী এক সপ্তাহ কাল শোকসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] কোর্টিস নামক বাঙ্গলা একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে পুরিয়া প্রধান মন্ত্রী [illegible] সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। [illegible] বাঙ্গলাতে রক্ষিত হইবে।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

১৯ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কান্দাহারে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। উভয়দল পূর্ব্ববৎ এক ভাবেই রহিয়াছে। ত্রিলি ও কমিম্মার্জ [illegible] আবুল খাঁর সাহায্যার্থে একদল সেনা সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহারা তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছে। বহু-সংখ্যক কাজী তাঁহার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে মাসিক চারি টাকা করিয়া বেতন দিবার আদেশ দিয়াছেন। তুর্কিস্থানে ইসাক খাঁর অধীনে আমিরের যে সেনাদল ছিল তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে। কাবুল হইতে এই জনরব আসিয়াছে যে আমীরের আদেশে মকদুম আলেক হত্যা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে।

সিমলা ২০ এ সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে আমীরের কতকগুলি কাবুলী অশ্বারোহী সেনা ঐ নগরের বহির্ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল। আয়ুব খাঁ তাহাদের উপর তোপ চালাইতে আদেশ দেন। শিকারপুরের খাঁ জয় হইয়াছে। তাহারা ও মুসলমানেরা মিলিত হইয়া আমীরের পক্ষ অবলম্বন করিতেছে।

সিমলা ২২ এ সেপ্টেম্বর। আমির তাঁহার পুত্র সেনানিবেশস্থান হইতে কান্দাহারের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তিন ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। [illegible] হইতে কান্দাহারে আসিবার এই পথ। আমির ঐ পথে দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

[illegible] হইতে ২৩ এ সেপ্টেম্বর এই সংবাদ পাইয়াছেন যে প্রতিদিন আয়ুব খাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা আমিরের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তথাপি তিনি আক্রান্ত না হইলে শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না বলিয়াছেন। তাঁহার অনুচরেরা যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে বিদ্যা শিক্ষা করি-বার জন্য চীনদেশ হইতে কয়েকজন ছাত্র প্রেরিত হয়। ইহারা অপায় ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করাতে চীনদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার আদেশ দিয়াছেন। আমাদের ইউরোপগামী বাবুরা শুনুন।

কয়েক জন দিল্লীর স্বর্ণকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য করিবার জন্য লণ্ডনের একটী কার-খানায় নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ কারখানায় কাশী হইতে কয়েকজন কাঁসারি প্রেরিত হইবে।

১৮৮০ অব্দে ভারতবর্ষের সমুদ্রে পঞ্চাশ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষে ২৮৯ খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল। গত বর্ষে একচল্লিশজন লোকের মৃত্যু হয়, এবার ১২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এবার একজন ভারতবর্ষীয় পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভার সভ্যপদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ইহাঁর নাম রাজা রামপাল সিং; ইনি এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন। ইনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে তাঁহার বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি লিবরালদিগের লোকদিগকে বলিয়াছেন যে তিনি কায়মনোবাক্যে ভূস্বামীদিগের স্বত্ব রক্ষা করি-বার জন্য সচেষ্ট হইবেন, শ্রমজীবী লোকদিগের উন্নতি-সাধনার্থ তাঁহার যত যত্ন আছে অপর কাহারও সেরূপ যত্ন নাই। ইহাঁর দুর্ভাগ্য যে ইনি এত করিয়াও সভ্যপদে মনোনীত হন নাই।

আগামী নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনেরেল আগ্রায় দরবার করিবেন। এজন্য বলরামপুরের মহারাজ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ দরবারে রাজপ্রতি-নিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হই-তেছেন। দরবারগুলি রাজাদিগের শুভস্থানে পরি-ণত হইয়াছে।

কোয়েটা হইতে ২২ এ সেপ্টেম্বর এই সংবাদ আসিয়াছে যে ২০ সেপ্টেম্বর রাত্রি দুই প্রহরের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কাকারেরা আসিয়া তৃতীয় সংখ্যক পঞ্জাবী অশ্বারোহীদিগের আবাস স্থানে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা রক্ষি-দিগকে প্রথম আক্রমণ করে। অবশেষে দুই জনকে হত ও এক জন দফাদারকে আহত করিয়া এবং দুইটী বন্দুক অপহরণ করিয়া পলায়ন করি-য়াছে।

অমৃত বাজার পত্রিকা সংবাদ পাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট এবার যুবরাজ তুকোজী রাওর মকদ্দমার পুনর্বিচার করিবেন। তাঁহার পক্ষপাতির বিরুদ্ধ যে পুনর্ব্বার বিবেচিত হইবে এরূপ বোধ হয় না। তবে তাঁহাকে অপেক্ষা কৃত অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হইবার সম্ভাবনা। যে স্থানে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা তাঁহাকে মনোনীত করিতে দেওয়া হইবে।

সকলে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ভারতহিতৈষী ফসেট আশবরন সাহেব কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে সাধারণের এই আশঙ্কা করিয়াছেন যে যে সকল ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা আশবরন সাহেবের কুমন্ত্রণায় নষ্ট হইবেন। আশবরনের উপদেশ পাইয়া সিবিলিয়ানেরা যে ভারত-বর্ষের হিতৈষী হন এটি কি সাহেবদিগের মনঃপূত হই-তেছে না?

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্টে যেমন দেশীয় জজ আছেন গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে আলাহাবাদের হাইকোর্টে ঐরূপ একজন দেশীয় জজ হইবেন। গবর্ণমেণ্ট একসময়ে ঐ হাই-কোর্টের জজদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে সম্প্রতি তথায় দেশীয় বিচারপতি নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা আছে কি না? অনি-বার্য্য হাইকোর্টের জজেরা এই প্রস্তাবের ঘোর তর প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এই পদের উপযুক্ত লোক তথায় কেহ নাই। এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, “নাই বলিলে সাপের বিষ থাকে না।” তাহাই ত নয়।

[illegible] মহারাজ তাঁহার অধিকার মধ্যে এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছেন যে তাঁহার কোন দরিদ্র প্রজা গুরুতর দোষে অপরাধী হইয়া আদা-লতের সমক্ষে বিচারার্থ নীত হইলে যদি দারিদ্র্য-নিবন্ধন মকদ্দমার ব্যয় যোগাইতে না পারে তাহা

হইলে সরকারী ব্যয়ে তাহার পক্ষ সমর্থন করা হইবে।

অমৃত বাজার পত্রিকায় একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, ঐ রাস্তার বামে কুসুম সরোবর নামে এক তীর্থ আছে। এই কুসুম সরোবরের নিকটে একটী জঙ্গলে কয়েক জন ডাকাইত সর্ব্বদা যাত্রীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কি এতদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন না?

যৎকালে অযোধ্যা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানের অধীনে ছিল, তখন কিরূপে উহার অর্থের অপব্যয় হইয়াছে, তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় সরকারীদিগের সুবিধার জন্য এই সামান্য মাত্র স্থানে ১৬৬টী বাঙ্গালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহাতে যে সকল দ্রব্যাদি আছে তাহার মূল্যও অনেক। এই সকল বাঙ্গালা কেহ কখন ব্যবহার করে কি না সন্দেহ; অথচ এগুলি প্রস্তুত হইল কেন তাহা বুঝা যায় না। লায়াল এই সকল অপব্যয় এক কালে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

১৮৮০।৮১ অব্দের লবণ বিভাগের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। লবণ বিভাগে গত বৎসর ও এ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হয় নাই। ১৮৭৮ অব্দে লবণের শুল্কের হ্রাস হওয়াতে আয়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল, গত বর্ষে সে ক্ষতিপূরণ হইয়া ৬,৫৮,৭৬৮ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। কিন্তু এবারে আবার ক্ষতি হইয়াছে। গত বর্ষে ২,৪৭,৪০,৬৩৭ টাকা আয় হয়, এবারে ২,৩৯,৮২,৪২৯ টাকা আয় হইয়াছে। কিন্তু যদি লবণ বিভাগের ব্যয় হ্রাস না হইত, তাহা হইলে এতদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি হইত। এবারে এতদ্দেশজাত লবণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তদনুরূপ অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয় নাই। গত বৎসর এতদ্দেশে ৫,০১৪৪৮ মন লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবার ৬,১৪,-৭৭২ মন জন্মিয়াছে। অন্যান্য কোন কোন স্থানে গোপনে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার কমিশনর বলেন যে বৎসরের যে সময়ে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঐ সময়েই উহার বিক্রয়ের লাঘব হয়। ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে উড়িষ্যা বিভাগে প্রজারা গোপনে গোপনে লবণ প্রস্তুত করে। লবণ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে এ বৎসর ১,০৫৪ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, গত বর্ষে ইহা অপেক্ষা ২২১ সংখ্যা অধিক হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকদিগকে টানার সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলাম। আমেরিকান সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি আবার বয়াল্লিশ দিন উপবাস করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

যখন টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয় নাই, তৎকালে শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে কপোতের সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হইত। বেলজিয়ম দেশে প্রথমতঃ কপোত এই কার্য্যে শিক্ষিত হয়। তৎপরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে কপোতকে এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিতেছেন যে ইংরাজদিগের প্রধান প্রধান সেনানিবেশে কপোতদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রাখা হইবে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে যদি এই উভয় স্থানের মধ্যস্থ টেলিগ্রাফের তার বিনষ্ট হইয়া থাকে, এমন হয়, তাহা হইলে এই শিক্ষিত কপোতের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করা হইবে।

ষ্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনারেলের সভার পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের জন্য একজন সভ্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল এই পদটী রহিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ আবশ্যকতাও দেখা যায় না, তবে অনর্থক ক্ষতি করিবার প্রস্তাব করা কেন? ষ্টেট সেক্রেটারি আমাদের সহায়ক, তিনি কোথায় ব্যয়বিষয়ে হস্ত সঙ্কোচ করিবেন, না, তাহা লম্বা করিতেছেন!

স্বামী যদি স্ত্রীর কথা না শুনে, কিরূপে স্বামীকে তাহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া যায়, একটী ইউরোপীয় রমণী তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া নামক স্থানে সেনাপতি কর্ণেলের পত্নী চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার অভিলাষ করে। তাহার স্বামী তাহাতে অসম্মত হন। রমণী এজন্য স্বামীর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করে। আদালত কর্ণেলের উপরে তাহার পত্নীর খোরাকী ছয় সহস্র মুদ্রা ডিক্রী দিয়াছেন।

কিছু দিন হইল পুলিসের একজন কর্ম্মচারী তাহার পরিচিত কোন বন্ধুকে কলিকাতার জেনারেল পোষ্টআফিসে থাকিকালে দেখিতে যাইতেছিল। পথিমধ্যে গঙ্গার ঘাটে দুইজন লোকের সহিত তাহার দেখা হয়। একজন তাহাকে বলিল "আমার এই চুরুটটী ধরাইয়া দেও"। পুলিস কর্ম্মচারী চুরুট ধরাইয়া দিতেছে, এমন সময়ে এই দুই জনের অন্যতর ব্যক্তি তাহাকে এমন এক ধাক্কা মারিল যে তাহাতে সে পড়িয়া গেল। তখন ঐ দুই ব্যক্তি তাহাকে মারপিট করিয়া তাহার নিকট যে টাকা ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিল। শুনা গেল পুলিস কর্ম্মচারী বিলক্ষণ আহত হইয়াছে। গঙ্গার ঘাটে মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, কখন কখন খুনও হয়। কলিকাতার এই স্থানটি ভালরূপে রক্ষিত হয় না কেন?

গত ১৮ ই আগষ্ট ও ডনেল সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আসামের চা বাগানে প্রতি বর্ষে শতকরা দশ জন করিয়া কুলি মরে কি না? পূর্ব্বে যে কুলিদিগকে তিন বৎসর করিয়া চা বাগানে রাখিবার নিয়ম ছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পাঁচ বৎসর করিয়া চা বাগানে রাখিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না? এবং আসামস্থ যে কয় জন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী চা বাগানের অংশীদার আছেন, তাঁহাদের তালিকা তিনি দিতে পারেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে হার্টিংটন সাহেব বলিয়াছেন যে আপাততঃ আসামের চা বাগানের যে কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায়, চা বাগানে কুলিদিগের মৃত্যু সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। কুলিদিগের মৃত্যু সংখ্যা কমাইবার নিমিত্ত তিনি গবর্ণর জেনেরলকে তাহাদের অবস্থার সংস্কার করিবার উপায় বিধান করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যে বাগানে চা-করের দোষে কুলীর মৃত্যু অধিক হইতেছে, সেই বাগানে আর যাহাতে কুলী পাঠান না হয়, গবর্ণর জেনেরল তাহার উপায় বিধান করিবেন। হার্টিংটন এ কথাও বলিয়াছেন যে এক্ষণে চা বাগানে কুলীদিগকে তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর রাখা হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সিবিলিয়ানদিগের চা বাগানে অংশীদার থাকিবার বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন যে ১৮৬৩ ও ১৮৬৫ অব্দে সিবিলিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের চা বাগানের অংশীদার হইবার কোন নিষেধ নাই। তবে এইমাত্র নিয়ম আছে যে, যাঁহারা চা বাগানের সংস্রবে থাকিবেন তাঁহারা চা বাগানের তত্ত্বাবধানাদি কার্য্য করিতে পারিবেন না, এবং যে জেলায় চা বাগান থাকিবে তথায় কার্য্যও করিবেন না। শেষোক্ত বাক্যটিকে আমরা বিশেষ অস্পষ্ট দেখিলাম। চা বাগানে সিবিলিয়ানদিগের কোন প্রকারে সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহাদের হইতে অন্যায় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

ইংলণ্ডের কারাগারের কমিশনারদিগের রিপোর্টে অবগত হওয়া গেল যে কারাগারে প্রবেশ করিবার পর এক সপ্তাহ কালের মধ্যে যত কয়েদী আত্মহত্যা করে, ঐ সপ্তাহ অতীত হইলে পর তত আত্ম হত্যা করে না। তাহারা কারাগারে অবস্থান

করিয়া বাহবার যোগ্য বটে. তাহাদের কাহাকেও আত্মহত্যা করিতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহাতেই বোধ হয়, প্রথম অপরাধীদিগের কারাবাস কালে প্রথমতঃ লজ্জা ও আত্মগ্লানি যেরূপ বেগ উপস্থিত হয়, পরে আর সেরূপ হয় না, ক্রমে অভ্যাস হইয়া যায়।

ইংলণ্ডীয় পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল ফসেট সাহেব পোষ্ট আফিসের নানা প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। এই বিভাগে এক্ষণে দুই সহস্রাধিক স্ত্রীলোক নানা স্থানে কার্য্য করিতেছেন।

এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, সমস্ত ভূমণ্ডলে ১৪৫৫-৯২৩০০০ লোক আছে। ইউরোপে ৩১৫৯২৯০০০, আসিয়ায় ৮৩৪৭০৭০০০, আফ্রিকায় ২০৫৬৭৯০০০, আমেরিকায় ৮৫৫০৫০০০, অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়ায় ৪৩১০০০, মেরু প্রদেশে ৮২০০০ লোক আছে।

কার্লিলো নামক একজন মার্কিন লণ্ডন হইতে সাউদাম্পটন পর্য্যন্ত ৭০ মাইল পথ এক ঘোড়ে গমন করিয়াছিল।

কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের কারখানাতে টীকা প্রস্তুত হয়; কিন্তু এই টীকা ব্যবহারে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইতেছে। টীকা-ব্যবসায়িগণ যাহাতে ঐ কারখানার টীকা প্রস্তুত করিতে না পারে কর্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

কলিকাতা সার্কিউলার রোডের একটী বৃক্ষতলে এক হিন্দুস্থানী ৪।৫ দিন অনাহারে পড়িয়া থাকে। এক্ষণে ঐ ব্যক্তিকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

নিউইয়র্কের সন্নিকটে একটী বৃহদাকার হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। হোটেলে প্রবিষ্ট হইবার ৫০ টী দ্বার আছে। সম্মুখের বারাণ্ডা দীর্ঘ ১৪০০ ফুট, প্রশস্ত ৭০ ফুট, পার্শ্বের বারাণ্ডাগুলি দীর্ঘ ৪০০ ফুট, প্রশস্ত ৫০ ফুট। উপর ও নীচে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০ কক্ষ আছে। পাকশালায় ২০ টী রন্ধনযন্ত্র চলিতেছে। হোটেল মধ্যে ৭০০০ লোক একত্র ভোজন করিতে পারে। এই সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যে আলোক দিবার জন্য গ্যাসের নল ৫৫ মাইল বসান হইয়াছে। সমস্ত ময়লা জল আদি বাহির করিয়া দিবার জন্য ৩ মাইল পর্য্যন্ত নল ও কলে জল আনিবার জন্য ৩০ মাইল পর্য্যন্ত নল বসান হইয়াছে।

মহাভারত ও রামায়ণ প্রকাশক বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, কাশ্মীরের মহারাজ তাঁহাকে পুনরায় প্রকাশ কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য দ্বিতীয় বার ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু [illegible]নাথ প্রামাণিক ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতাস্থ সিটী স্কুলের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। বিদ্যালয়টী দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে এরূপ উন্নতি সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বিদ্যালয়ের এক্ষণকার ছাত্র সংখ্যা ৪১৩ জন। গত বর্ষ শেষে ২৭ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয়। তাহার মধ্যে ২৬ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৯ জন প্রথম শ্রেণী, ১৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৪ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুই জন ছাত্রকে গবর্ণমেণ্ট ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যে যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে এই বিদ্যালয়টী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। একটী বাঙ্গালা বিভাগও ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এটী হইতেও উত্তম ফল ফলিবে সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়ে ড্রইং, গীত, বাদ্য, জর্ম্মন, ব্যায়াম, ও নীতি শিক্ষা, দেওয়া হয়। একটী এল, এ, ক্লাসও আছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন। যেরূপ বিজ্ঞ বহুদর্শী ও উপযুক্ত ব্যক্তি এখানে আছেন, তাহাতে যে এই বিদ্যালয়টী ক্রমে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫ হইতে ১০ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে কারেন্সি আফিসে ইহার অনেক কিনারা হইতে পারিত; কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট নোটের হিসাব পত্র রাখিবেন না, প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অধিক টাকার নোটের হিসাব পত্র থাকিবে।

সেন্ট্ কুইন নামক স্থানে একটী তিমি মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট এবং প্রস্থ ১৬ ফুট। ৭ ফুট করিয়া ইহার এক একটী ডানা আছে।

ফ্রেডরিক নামক এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত অণুবীক্ষণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন, কীট পতঙ্গাদির শোণিতের কোন বর্ণ নাই, চোখে দেখিতে শোণিত সাদা রঙের বলিয়া বোধ হয়।

নেচর নামক পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিনি সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে ১৪০ বৎসরের একটী আশ্চর্য্য বালিকা দেখিয়াছেন। উহার চারিটী পা আছে। তিনি যাবা দ্বীপে একটী বালকের স্কন্ধে দুটী মস্তক দেখিয়াছেন।

নর্ম্মাণ্ডির একটী বৃদ্ধ অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দেহ অদ্যাপি সম্পূর্ণ সবল আছে। এরূপ বয়সে সবল থাকিবার কারণ তিনি এই বলেন যে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত রূপে অর্দ্ধ বোতল করিয়া ব্রাণ্ডি খাইয়া আসিতেছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে কালেক্টরী আফিস ও কাষ্টম হাউস ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় পূর্ব্বাবধি যেরূপ অবকাশ পাইয়া আসিতেছে, সেইরূপ ২৮ এ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ১২ দিন বন্ধ থাকিবে।

লণ্ডন নগরের এথিনিয়ম নামক সংবাদ পত্র বলেন, বর্লিন নগরের আর্চ্ডিকনের একটী কন্যা সংস্কৃত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তিনি অধ্যাপক বেনফির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বেনফি মৃত্যুকালে তাঁহার ছাত্রীকে এই কার্য্যের ভার দিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মহাভারতে লক্ষ শ্লোক। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই গুরুতর কার্য্যে ব্রতী! এই কারণেই ইংরাজেরা এত অহঙ্কার করেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কোলকার ষ্টেট রেলওয়ের যে সকল ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইবেন। দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগের হস্তে এই বিভাগের ভার অর্পিত হইল। উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ে এবং নলহাটী ও মাতলা রেলওয়েতে এই প্রথা প্রচলিত হইলে ভাল হয়।

[illegible] মহারাজ ভারি বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার সদর বাটীর দ্বারের সম্মুখে মুসলমানদিগের একটী মসজিদ আছে। রাজা এই মসজিদটী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তন্নিবন্ধন ঐ মসজিদ উপলক্ষে লোকদিগের সহিত মুসলমানদিগের এক দাঙ্গা হয়। ইহার কিছু দিন পরে রাজার বাটীর সম্মুখস্থিত একটী ফটকে বজ্রাঘাত হয়। বজ্রাঘাতে পাঁচটী পায়রা, একটী বিড়াল এবং নিকটস্থ পুষ্করিণীর একটী বৃহৎ মৎস্যের মৃত্যু হইয়াছে। রাজা ইহাতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছেন। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ নিয়োগ করাইয়া স্বস্ত্যয়নাদি করাইতেছেন, এবং অধিকন্তু মুসলমান দেওয়ানের মধ্যস্থতায় এক দিন মসজিদে গিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। একেই বলে "যার কাজকে দিয়া চাইল পরার পড়ে।"

লক্ষ্মী চামারণী নামে ৪০ বৎসরবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক ট্রামওয়ের গাড়ি চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে যখন নন্দলাল মল্লিকের গলি পার হইয়া চিৎপুর রোড অতিক্রম করিতেছিল, তৎকালে এক খানি গাড়ি হঠাৎ আসিয়া পড়ে। ধাক্কা লাগিয়া স্ত্রীলোকটী পড়িয়া যায়। গাড়ীর চাকা তাহার দক্ষিণ পা ও হস্তের উপর দিয়া যাওয়াতে তাহার ঐ দুটী অঙ্গ চূর্ণ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যমরাজ ট্রামওয়েকে মনুষ্য-গ্রহণের কি একটী দ্বার করিলেন? হত্যা নিবারণের কি কোন বন্দোবস্ত

হয় না? কর্তৃপক্ষদিগের মনোযোগ নাই, ইহাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার লিখিয়াছেন "মহাশয়! জ্যোতিষের গণনানুসারে আগামী ১৩ই আশ্বিন বুধবার একটী ঝটিকা হইবার সম্ভাবনা আছে। [illegible] হইলেও হইতে পারে।"

আমাদের [illegible] সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "জেলা সারণের অন্তর্গত ছাপরা সবডিবিজনের পর্ণা চৌকির মুন্সেফের কাছারি একণে খাস ছাপরা সহরে উঠিয়া আসিয়াছে। পূর্বে ছাপরাতে দুইজন মুন্সেফ ছিলেন একণে ৩ জন হইলেন।

পর্ণার এলাকাধীন পরগণার লোকের ছাপরা গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে। পূর্বে সাক্ষীদিগকে পর্ণা যাইতে যে খরচ দেওয়া হইত এখনও তাহাই দেওয়া হইতেছে। তবে যাঁহারা আইনের হিসাবে পাইয়া থাকেন তাঁহাদিগের কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু যাঁহারা সরজমে আইসেন তাহাদের দিকে আর কেহ ফিরিয়া চাহেন না। অতএব অর্থী প্রত্যর্থী এবং সাক্ষিগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। পূর্বে একবার ঐ পর্ণা চৌকির মুন্সেফ কিছুদিনের জন্য ছাপরায় আসিয়া ছিলেন আবার ২।৩ মাস পরেই ঐস্থানে পুনর্যাত্রা করেন। এবার বোধ হয় অগস্ত্যের যাত্রা হইয়াছে।"

কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে চারি খানি বাষ্পীয় শকট আনাইতেছেন। কলগুলি চৌরঙ্গীর রাস্তায় গতায়াত করিবে।

হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার সম্প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, অতঃপর আদালতের কোন কর্মচারী বিচারপতির বিনা অনুমতিতে কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে কোন মকদ্দমার বিচার-কার্য্য দেখিতে দিবেন না। হাইকোর্ট সকল অত্যাচার নিবারণ করেন, সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ হইল!

৫ ই সেপ্টেম্বর আকাখেলেরা পুনর্বার মসুদেলদিগের গ্রাম লুট করিয়াছে। পুলিস ও সৈনিক কর্মচারীরা সতর্ক ছিল, তথাপি তাহারা শতাধিক পশু লইয়া গিয়াছে। উভয় দল উভয় দলকে গুলি করে। তাহাতে লুটকারীদিগের একজন ও শান্তিরক্ষকদিগের তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আল্পস পর্বতের নিম্নে পাহাড় ভাঙ্গিয়া একটী নূতন পথ করিবার সূচনা হইতেছে। মণ্টব্লাঙ্কের নিম্ন দিয়া এই পথটী যাইবে। এই পথটী প্রস্তুত হইলে পারিস ও ব্রিন্ডিসিতে যে পথ ব্যবধান আছে, তাহার ১২ ক্রোশ কমিয়া যাইবে।

নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেব সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৩৭০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ অর্পণ করিয়াছেন। ইহার সুদ হইতে দর্শনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের তিন জনকে চারি টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যে ছাত্র বারাণসী কালেজে অধ্যয়ন করিবেন, তিনি এই বৃত্তি পাইবেন।

গত মঙ্গলবার মুলতানের মুসলমানেরা গোমাংস লইয়া হিন্দুদিগের অবমাননা করাতে তথায় হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এমন কি দাঙ্গা নিবারণের জন্য কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সৈনিকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই দাঙ্গা নিবন্ধন তথায় কর্ম একরূপ বন্ধ হইয়াছে। জগতে ধর্ম ভেদ থাকাতে এই সকল উপদ্রব হয় বলিয়া খ্রীষ্টানেরা এক ধর্ম করিবেন বলিয়া বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছেন, মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ, তরবার ধরিয়াছেন, ব্রাহ্মেরা ও স্বর্গ হইতে নববিধান আনাইলেন। কিন্তু সব চেষ্টা বন্যার জলে ধুইয়া লইয়া গেল!

শ্রীযুক্ত বাবু পার্বতীনাথ দত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস সি, ও এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বাবু এ, সি চট্টোপাধ্যায় গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এম, ও এল, আর, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লাহোর ট্রিবিউন বলেন, মুলতানের জেলার অন্তর্গত বাবাই নামক স্থানে হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ঐখানে একটী হিন্দু মন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণ একদা সন্ধ্যাকালে দেবতার আরতি করিতেছিল। সন্নিকটস্থ মসজিদ হইতে একদল মুসলমান আসিয়া পূজারিদিগকে আক্রমণ ও মারামারি করিয়া মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পূজক মুসলমানদিগের নামে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করিয়াছেন। পুন আসিয়া বিচারকর্ত্তা উভয় দলকে লইয়া না গেলে কি ইহার শান্তি হইবে না? গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষকেরা বিশিষ্ট চেষ্টা পাইলে ইহার নিবারণ হয় না, আমাদের ত এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, তাঁহারা রঙ্গ দেখেন।

বাঁকিপুরের জজ বেভেরিজ সাহেব একজন সদাশয় যথার্থ ভদ্র লোক। তাঁহার একটী সদনুষ্ঠানের কথা অবগত হইয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি ১০ ই সেপ্টেম্বর তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকদিগকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার অমায়িকতা ও ভদ্রতা দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছেন। ইতি পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট হোলাম সাহেব এইরূপ সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও দেশীয়দিগের জাতিগত বিদ্বেষ দূর করিবার এই একটী সদুপায়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৬ ই সেপ্টেম্বর। ১৮৮১। কলিকাতার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীননাথ বসু ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

১৭ ই সেপ্টেম্বর। ১৮৮১। চট্টগ্রামের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ছুটী পাইলেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর এইচ, জীনস, দিনাজপুরের যেমন কার্য্যের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি মজঃফরপুরে বদলী হইলেন। তিনি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল, সি, এবট সাহেব ভাগলপুরে বদলী হইলেন, তিনি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি [illegible] সাহেব পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ঐ জেলার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২০ এ সেপ্টেম্বর। ১৮৮১। মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার মুন্সেফ বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় নওয়াখালিতে বদলী হইলেন। তিনি সুধারামে থাকিবেন।

নওয়াখালির অন্তর্গত সুধারামের প্রথম মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন। তিনি [illegible] থাকিবেন।

[illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] থাকিবেন।

[illegible] দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন তিনি [illegible] থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

গত ৭ ই সেপ্টেম্বর হইতে ষ্টীমার "[illegible]" কাটোয়া পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ষ্টীমারখানি প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার [illegible]

সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া পর দিন সকালের সময় কালনায় পহঁছে। ইহাতে কাটোয়া পর্য্যন্ত সকল ষ্টেশনের আরোহী লইবার নিয়ম হইয়াছে। "ভবেশ্বরী" নামে আর এক খানি ষ্টীমার প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় কাটোয়া হইতে ছাড়িয়া থাকে। ইহা নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের আরোহী লইয়া সন্ধ্যাবৎ সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পহঁছে। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের মধ্যে অপর একখানি ষ্টীমার হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ঐ সকল ষ্টীমারের অধিকারী ও অধ্যক্ষ। এরূপ জনশ্রুতি যে, কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর উভয় পত্নীর নামে ষ্টীমার সিদ্ধেশ্বরী ও ভবেশ্বরী নামকরণ করা হইয়াছে। একণে ষ্টীমারের কার্য্য অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতেছে, এতন্নিবন্ধন আরোহিগণের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সন্ধ্যার পর ষ্টীমার চালান প্রথাটী উঠাইয়া দেওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, এবং অধিক-সংখ্যক আরোহী বোঝাই করাও অকর্ত্তব্য। গত বৎসর ঐ অপরাধে ষ্টীমারের অধ্যক্ষকে কলিকাতা পুলিসে এক শত টাকা জরিমানা দিতে হয়, অতএব আমরা আশা করি যে, তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

কয়েক দিন হইল, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সিবিল সার্জ্জনের সমভিব্যাহারে আসিয়া এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয় ও মিউনিসিপাল আফিসটী পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজকাল সকল দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, অথচ ঔষধ ক্রয় করণার্থে কিঞ্চিৎ অর্থ অধিক ব্যয় করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত এবং ইন্‌ডোর পেশেণ্ট রাখিবার বন্দোবস্ত করাও কর্ত্তব্য।

আমাদের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা মিউনিসিপাল মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। এই প্রথাটী উঠাইয়া না দিলে কখনই সুষ্ঠু বিচার প্রত্যাশা করা যায় না, কারণ মিউনিসিপাল মকদ্দমায় কমিশনরেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে বাদী। অতএব বাদী হইয়া বিচারক হওয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। হাইকোর্ট ঐ সম্বন্ধে পরিস্ফুটরূপে নিষেধ করিয়াছেন, আমাদের কমিশনর বাবুরা কি তাহা দেখেন নাই? ভাইস চেয়ারম্যান বাবু হাইকোর্টের মন্তব্যানুসারে ঐ কুপ্রথাটী শীঘ্র উঠাইয়া দিতে সচেষ্ট হউন এবং কয়েকজন স্বাধীনচেতা ভদ্রলোককে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত করিবেন এবং তাঁহাদের হস্তে মিউনিসিপাল মকদ্দমার বিচার কার্য্যভার বিন্যস্ত করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ক্ষেত্রের শস্যাদি নষ্ট বা ভক্ষণ করিলে যেমন গরু, ছাগল ও অন্যান্য পশুদিগকে খোঁয়াড়ে দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেইরূপ বেকার ঘোড়া, কুকুর ও বিড়ালদিগকে খোঁয়াড়ে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, বেকার ঘোড়া, বিড়াল ও কুকুরাদির দৈনন্দিন অত্যাচারে গৃহস্থেরা সর্ব্বদা সশঙ্ক ও জ্বালাতন হইয়া থাকেন, কিন্তু বিড়াল ও কুকুরাদিকে খোঁয়াড়ে পাঠাইবার নিয়ম না থাকাতে অগত্যা তাঁহাদিগকে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এ বিষয়ে একটী বিশেষ ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

সে দিন এখানকার বড়ের সাহেবের রাস্তার উপর একজন পথিক অচৈতন্য অবস্থায় পতিত ছিল, সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন সহৃদয় লোক ঐ সংবাদটী পুলিসে পাঠাইয়া দেন এবং স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উহার সমুচিত চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার যদুনাথ উহার চিকিৎসা কার্য্যে তৎক্ষণাৎ ব্রতী হয়েন এবং পুলিস উহার রক্ষণাবেক্ষণার্থে একজন বিশেষ কনষ্টেবল মোতায়েন করিয়া দেন। কাটিখোলা গোস্বামী পাড়ার কয়েক জন কৃতবিদ্য যুবক ঐ অনাথ পথিকের যথোচিত সেবা করেন ও ডাক্তার যদুনাথ নিঃস্বার্থভাবে তাহাকে বহুমূল্য ঔষধাদি সেবন করান, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার পরে সে ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করাতে তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার যদুনাথ বলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে কেহ বিষ প্রয়োগ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ ছিল, ঐ অর্থের লোভে এক ব্যক্তি উহার সঙ্গী হয়। পরে সুযোগ পাইয়া উহাকে বিষ খাওয়াইয়া সে অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমাদের বিনীত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু এ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেন।

শারদীয় মহামহোৎসব সমুপস্থিত, প্রকৃতিদেবী প্রকৃত মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হর্ষময়। বাজারের বিপণি-সকল নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। কাপড় ও জুতার বাজার বড় গরম। এখানকার তন্তুবায়েরা দিবা রাত্রি কাপড় [illegible] করিতেছে। উঃ কি কর্কশ ধ্বনি!!

ভাগলপুর।

আরব্যোপন্যাসে লিখিত আছে, আমির যখন অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বহুদূর দিক বা দেশ সকল দেখিতে যান, তখন সহসা এক স্থান হইতে জাহাজের গতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নাবিকেরা গতি হ্রাস করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল; কিন্তু গতি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। অনতিদূরে জাহাজের মুখ অগ্রে চুম্বক প্রস্তরের খনি আছে, তাহারই আকর্ষণে জাহাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়া কর্ণধার হইয়া যেমন ঈশ্বরের নাম জপিতে লাগিল অমনি দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে জাহাজ খানি চুম্বক প্রস্তরের উপর পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; সেইরূপ কাহালগ্রামের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এক খানি প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। চুম্বক প্রস্তর না হইলেও তাহার গুণ একই প্রকার। সে স্থানের জলের গতি বড় প্রবল। অপরিচিত নাবিকেরা পূর্ব্ব হইতে বিলক্ষণ সতর্ক হইয়া না থাকিলে বড় বড় নৌকা হঠাৎ প্রবলবেগে পড়িয়া সেই প্রস্তরের উপর গিয়া তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। বৎসর বৎসর এই স্থানে ও সুলতানগঞ্জের [illegible] পর্ব্বতে যে কত মহাজনের কত নৌকা জলমগ্ন হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা নাই। আমরা ২১ এ ভাদ্র কাহালগ্রামের এই স্থানে এক জন মহাজনের এক খানি নৌকা জলমগ্নের সংবাদ দিয়াছি। উহার পরেও আবার বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের দশ সহস্র টাকার দ্রব্য পূর্ণ কয়েক খানি নৌকা ও ষ্টীমার কোম্পানির কয়খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। জল-মগ্ন দ্রব্য কিছু পাওয়া দূরে থাকুক, নৌকারই সন্ধান হয় নাই! কি ভয়ানক বিপদ!! এ জগদ্দল পাথরের কি কোন উপায় হয় না?

এ বৎসর খাদ্য সামগ্রীর দর বড় মহার্ঘ্য নহে। ১০১ সিক্কার ওজনে বাজারে ভাল চাউল, [illegible]; বুট ১৷৴০; অড়হর ১৷৶০—১৷০ করিয়া বিক্রীত হইতেছে। অড়হর কলাইয়ের প্রায় এক দর। কলিকাতায় প্রায় এইরূপ। আর এখানকার বাজার দর কলিকাতার বাজার দর হইতে ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, কলাইয়ের দাইল-প্রিয় আমাদের নিকট আজিও বুট, অড়হরের আদর কম নাই! হইতে আজিও বহু বিলম্ব আছে। আদর থাকিলে বুট, কলাই প্রায় তুল্য দরে বিক্রীত হইবে কেন?

এখানকার অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্য আজ কাল উত্তম। এবার [illegible] আজিও বড় প্রবল হয় নাই।

কয়েক দিন হইল, একজন গোলাম্ এই দেশীয় একটী নীচজাতীয় কুলটাকে প্রহার করায় আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পং ৵৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা; ৴৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ ৮৭ ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

পঞ্চদশী

মূল, টীকা ও ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নাম ধাম সহ পত্র আমাকে লিখিবেন।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সোমপ্রকাশের কার্য্যালয়।
চাঙ্গড়িপোতা
সোণাপুর পোষ্ট আপীশ।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵৹ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৹। আমার নিকট প্রাপ্তব্য
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সমস্ত প্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুষ্টব্রণ ঘা, কোষা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ভুষা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, ঘোর পীড়কা, ডিঙ্গিয়া, ফড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, দুষ্টব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত।

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রতারক একালাবধি ইহাদিগকে শত-সহস্র গুণে শুভ ফলদায়ক দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবাক্ষয় নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

“শিবাক্ষয়” চূর্ণ অর্শ রোগের; “শিবাক্ষয়” তৈল ঘার; “শিবাক্ষয়” দুগ্ধ গরমি ঘটিত শরীরের দাগ-নাশক, “শিবাক্ষয়” বেদ্, বাস্তুর ব্যামোহের, “শিবাক্ষয়” বটিকা, রক্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ গুলির মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিগণ এক আনার টিকিট সহিত নিজ ঠিকানা সমেত পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচিরাৎ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করুন। যিনি, না করিবেন, তাঁহার হৃৎ দুগ্ধসহ মনে বলিতে হইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারবাদি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
যোড়াবাগান- কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ সবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজ্যরূপে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, প্লীহা, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন বক্ষোংকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জানেন্দ্র প্রসাদ দত্ত কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

শিবিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল } শ্রীগৌরীনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী শিবিরপুর।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবদ্ধ দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অবশ্যই সেবনীয় বটে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায় মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

ঢাকার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী সপ্তম সংস্করণ মূল্য ৮ ডাকমাশুল ৷৹ এবং অন্যান্য সকল রকম বাঙ্গালা ডাক্তারি হোমীওপ্যাথিক ও কবিরাজী পুস্তক ইত্যাদি আমার নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
তারিখ ৩১ এ আষাঢ় ১২৮৮।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদনারায়ণ ভূপ—গোয়ালপাড়া ২০
" বাবু ব্রজনাথ ঝা—লাহিড়ি ২০
" " নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী—শিমলাগড়ি ১০
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় শিমলাপাহাড় ১০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় জমীদার ধড়িয়াল ঢাকা ১০
" রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়—কেশুয়া রাজবাটী ১০
" বাবু গোপালকৃষ্ণ মৈত্র—চাটমোহর ৭
" " হরিদাস নন্দী—মধ্যবঙ্গ ৭
" " বঙ্কবিহারি চক্রবর্ত্তী—গোকর্ণাকার ৭
" " গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলাদেপুর ৫৷০
" " রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫৷০
" " চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—ভবানীপুর ৫
" " রাজকুমার রায়—নড়াইল ৫
" " গদাধর রায়—মাকদপুর ৫
ঢাকা সিভিল ক্লব—ঢাকা ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, রসিদ, রসিদ চিঠি, মনি অর্ডার, ইত্যাদি অন্যান্য প্রকারে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪৭ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । } ১২৮৮ সাল । ২ রা কার্ত্তিক । ইং ১৮৮১ । ১৭ ই অক্টোবর । { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹ , অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন

২৫ টাকা পুরস্কার ।

বর্দ্ধমানের নিকট বাহাদুর্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১ । ২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে । যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ একাদশ সংখ্যা ।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে সিংহলীপবংশো-দীচরিত্রম্, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হরিদ্বারের মেলা, ইন্দ্রধনু, হিন্দুদিগের বর্ণিকাশিক্ষা, মধুমক্ষিকা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে । ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত । মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা । গ্রাহকেরা মজিলপুর সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন । অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না ।

গোবাজে টীকা ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন নামে ১৮৮০ অব্দে যে ৫ আইন হয়, তাহা কলিকাতার উপনগর-সকলে জারী হইয়াছে । ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । গ্রামগুলিদের আড্ডার সুবিধামত স্থানে টীকা দিবার আড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে টীকাকারদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময় নিরূপিত হইয়াছে ।

প্রাতঃকাল ৭৷০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে ।

আড্ডা			
কাশীপুর	উক্ত	[illegible] কাশীপুর রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
চিৎপুর	ঐ		সোম, বুধ, শুক্র
উল্টাডিঙ্গি		[illegible] রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
মানিকতলা	ঐ	ঐ মানিকতলা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
নারিকেলডাঙ্গা	ঐ	[illegible] প্রধান রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৬ এন্টালি	ঐ	[illegible] রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৭ বেনিয়াপুকুর	ঐ	[illegible]	সোম, বুধ, শুক্র
৮ বালিগঞ্জ		[illegible]	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৯ [illegible]	ঐ	[illegible]	সোম, বুধ, শুক্র
ভবানীপুর	শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট [illegible] রাস্তা		মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
আলিপুর	আলিপুর [illegible]	[illegible]	বুধ, শুক্র
একবালপুর	ঐ	[illegible] রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
ওয়াটগঞ্জ	ঐ	[illegible] রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
গার্ডেনরিচ	ঐ	[illegible] গার্ডেনরিচ রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র

যে সকল ব্যক্তি টীকার পক্ষপাতী অথচ, তাঁহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে । আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাদারের দ্বারা টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাদার পাইতে পারিবেন । যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে ।

কলিকাতা উপনগরের মিউনিসিপাল আফিস আলিপুর ২৫ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ । } আর, সি, ষ্টেরণ্ডল সরকারী সভাপতি ।

পঞ্চদশী ।

মূল, টীকা ও ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে । যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নাম ধাম সহ পত্র আমাকে লিখিবেন ।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সোমপ্রকাশের কার্য্যালয়
চাঙ্গড়িপোতা
সোনারপুর পোষ্ট আফীস ।

প্রেরিতপত্র

মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা ।

" দুর্গা " নাম কি মধুর, কি আনন্দোদ্দীপক ! কত যুগ যুগান্তর হইল, ভারতে যে আদ্যাশক্তি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা জগৎ-জননীরূপে পূজিতা হইতেছেন তাহার স্থিরতা নাই । হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র সনাতন বেদের দুই এক স্থানে " দুর্গা " শব্দ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু সে সকল দুর্গতিনাশিনী ভগবতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই । তৎসমুদয় রাত্রি ও অন্যান্য পদার্থের উদ্দেশে লিখিত । দুর্গা বৈদিক সময়ের

দেবী নন। ভারতে যখন দস্যুগণের উপদ্রব ছিল; দেবাসুরে যখন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইত, মহিষাসুরমর্দ্দিনী সেই সময়েরই যুদ্ধব্যবসায়ী দেবী। সেই সময় হইতেই আমরা তাঁহাকে শক্তিরূপে পূজা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তিনি কি, কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি ও পূজা প্রচলিত হইয়াছে, আমরা অনেকে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এজন্য চণ্ডী, চই এক খানি পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং তত্ত্ববোধিনী নামক মাসিক পত্রিকার অবলম্বন হইতে যত কিছু সংগ্রহ করিয়া দুর্গা সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিয়া বিজয়ার পর সমস্ত সোমপ্রকাশ-পাঠকগণের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে সোমপ্রকাশ আমাদের এ আশা পূর্ণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

অতি প্রাচীনকালে দেবাসুরে যখন ঘোর যুদ্ধারম্ভ হয়, তখন মহিষ নামে এক অমিতবল-সম্পন্ন অসুর আসুরী সেনাগণের অধিনায়ক হইয়া স্বীয় ভুজবলে ও অস্ত্র প্রভাবে দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করে। দেবগণ সেই অত্যাচারে দারুণ কষ্ট উপভোগ করিয়া প্রতিকারার্থ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলে সকলে পরামর্শ করিয়া স্ব স্ব তেজ অর্থাৎ রুদ্রতেজে মুখ, যমতেজে কেশ, বিষ্ণুতেজে বাহুশ্রেণী সুধাংশুতেজে স্তনাবলী, ধরিত্রীতেজে নিতম্ব, ব্রহ্মতেজে পদদ্বয় এবং সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি প্রদান করিয়া এক মহাদেবীর সৃজন করিলেন। তিনিই আমাদিগের আরাধনীয়া মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা। তাঁহার ভয়ঙ্করী অথচ শান্তিময়ী মূর্ত্তি। পদভরে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। তিনি দস্যুগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া দেবগণকে নিরাপদ করিয়া দিলেন। তখন "ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ" রবে ভারতের চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পুরাণ মতে দুর্গা বহু বার পৃথিবীতে বহু রূপে অবতীর্ণা হন। তিনিই দক্ষদুহিতা সতী এবং হিমাচলের প্রাণকন্যা উমা। দুর্গাসুরকে বধ করেন বলিয়া তিনিই দুর্গা। দুর্গা মূর্ত্তি আমরা এতকাল পূজা করিয়া আসিতেছি সত্য; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার প্রকৃত পূজা হয় কি না বলিতে পারি না। যোগপরায়ণ আর্য্যঋষিগণ অতি মহৎ উদ্দেশ্যে সাধকদিগের বা দুর্ব্বল অধিকারীদিগের মঙ্গলের জন্য দুর্গা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যিনি অদূরদর্শী হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী, তিনি হিন্দুদিগের এই আরাধ্য মূর্ত্তিকে ঘৃণা করেন, করুন তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু দূরদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী এ মূর্ত্তিকে নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিকের সুখদ-দর্শিকা মনে করিয়া অন্তরের সহিত ভক্তিভাবে পূজা করিবেন ও করিয়া থাকেন। বলিতে কি এ মূর্ত্তি অতীব উচ্চফল-প্রদর্শিনী।

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী তিন ভাবে দেবী ত্রিমূর্ত্তি ধারিণী। তুমি যখন ভাবে দেবীর অর্চনা কর, জানিতে পারিবে, দেবী রাজনৈতিক কেমন সুন্দর ও সজীব-যুক্তি পূর্ণ উপদেশ দিতেছেন। দশভুজরূপে দেবী বহু বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকাদির একত্রাবস্থান সদ্যুক্তি ও উপদেশ আছে। যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে বহু সম্পদ করিতে হয়, এজন্য বাম ভাগে সুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী বিরাজ করিতেছেন। প্রচুর অর্থ না হইলে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না; এ নিমিত্ত দক্ষিণে ধনরূপিণী লক্ষ্মী। যুদ্ধ সৈন্যের আবশ্যকতা করে। এই হেতু মধ্য পুত্র কার্ত্তিকেয় ও গজসেনাভ্রাণক গজানন। নিজ বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য, তাই দেবী সিংহে আরূঢ়া। শত্রু মুক্তপ্রায় হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে, সেই উপদেশের জন্য দেবীর এক পদ সিংহের উপরি দেওয়া হইয়াছে। মৃতপ্রায় শত্রু হইতেও কালে সমস্ত শত্রুর আবির্ভাব হইতে পারে, এজন্য মহিষ-মুণ্ড হইতে মহিষাসুর মূর্ত্তি আবির্ভাব কল্পনা। যুদ্ধ কালে সাহসিক দর্শনের জন্য দেবী ত্রিনয়না হইয়াছেন (১)। কি চমৎকার উপদেশ! কি আশ্চর্য্য অভ-লক্ষণ যুক্ত মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি কি অনাদরণীয়?

আবার যিনি দূরদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানপ্রিয়, যিনি সাত্ত্বিকভাবে এই মূর্ত্তির আরাধনা করিবেন, তিনি ইহাতে অধ্যাত্ম—বিদ্যার চরম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। তত্ত্বপ্রিয় ব্যক্তিরা অবগত আছেন, দেবাসুরের যুদ্ধ শেষ হয় নাই। যতকাল মনুষ্য থাকিবে, দেবাসুরযুদ্ধ চলিবে, ততকাল এ মূর্ত্তিরও পূজা হইবে। কেননা মানবজীবনই দেবাসুরের যুদ্ধ ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে দিবানিশি সুখের জন্য উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হইতেছে। এক দণ্ড এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে যুদ্ধের বিরাম নাই। বাসনার চিতা অনবরতই জ্বলিতেছে। তুমি আমি তাহা বুঝিতে পারি না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিয়া থাকেন, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সকল দেবতাবিশেষ। এই দেবতাসকলের সহিত কুপ্রবৃত্তিরূপ অসুরগণের যুদ্ধ হইতেছে। অজ্ঞানরূপ মহিষ তাহাদের অধিনায়ক, ইহার সহিত ঘোর যুদ্ধ। যতদিন অজ্ঞানতা দূর না হইবে, যত দিন ইন্দ্রিয়রূপী দেবতারা বিষ্ণুস্বরূপ পবিত্র জ্ঞানের নিকট গমন না করিবেন, ততদিন এ যুদ্ধের বিরাম হইবে না। জ্ঞানের নিকট গমন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ, দুর্গার উৎপত্তি। আত্মজ্ঞানেই অজ্ঞানতা দূর। জীবের জ্ঞানমুক্তি, দেবগণের জয়, অসুর পক্ষের বিনাশ। "ওঁ শান্তিঃ" "ওঁ শান্তিঃ" রব। তাই বলি এ মূর্ত্তি কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের পক্ষে কত উপকারী। ধন্য! আর্য্য ঋষিগণ।

তামসিক ভাবে অর্চনা করিলেও এ মূর্ত্তিতে বহু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্গোৎসব জাতীয় সাম্মিলনীর বা একতাবন্ধনের একমাত্র উপায়। ইঁহারই কৃপায় বিদেশস্থ আত্মীয় কিছু দিনের জন্য আনন্দধাম হইয়া থাকে। ইহাও আমাদের অপ্রার্থনীয় নহে।

যাহা হউক, চৈত্রবংশীয় সুরথ রাজাই প্রথম দুর্গা পূজা করেন। কথিত আছে, তিনি রাজসভাবে পূজা করিয়া দেবীর সাক্ষাৎকারের জন্য সহস্রশত লক্ষ করিয়া লক্ষ বলি প্রদান করেন; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। সহস্রশত ঠিক হয় নাই, এজন্য মৃত্যুর পর লক্ষ বলিরূপী মৃত জীব জীবন্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রত্যেকে রাজাকে বধ করিতে উদ্যত হয়! সাত্ত্বিকভাবে পূজা না হইলেও রাজার অকৃত্রিম ভক্তিবলে ভগবতী দুর্গা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। সুরথরাজা দ্বারাই প্রথম বসন্তকালে মনুষ্য লোকে দুর্গাপূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

তাঁহার পর সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র সমুদ্র তটে দক্ষিণায়নের সময় অকালে আশ্বিন মাসে রাবণ বধের জন্য ভগবতীর অর্চনা করেন। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি। অর্থাৎ সে সময়ে ইড়া নাড়ী প্রবহমানা থাকে। ইড়ানাড়ী প্রবহমানা থাকিলে কুণ্ডলিনী আত্মানন্দে তন্দ্রা থাকেন, শাস্ত্রের এই মত। এজন্য বোধন করিয়া অর্থাৎ ষট্‌চক্র বর্ণিত সুষুম্নাভিমুখবহা সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মূলাধারে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া দুর্গাপূজা দ্বারা চরম ভক্তি-প্রদর্শন ও রাবণ বা অজ্ঞান-দৈত্যকে বধ করেন। কি গূঢ় উপদেশ! যোগপরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন এ উপদেশ কে দিতে সমর্থ?

রামচন্দ্রের অনুকরণেই আমরা আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা করি। কিন্তু যে বোধন করি, তাহাতে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন কি না তাহা পাঠকবর্গই অবগত আছেন। ফল মূল দিয়া সাত্ত্বিকী পূজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা সে পূজা প্রায় করি না। আমরা রাজসী এবং তামসীপূজাই প্রায় করিয়া থাকি। পূজায় দেবতাস্বরূপ কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দূর যত করিতে পারি আর না পারি, অনেকে কিন্তু দরিদ্রদিগকে একমুষ্টি অন্নের জন্য দূর করিয়া দিয়া থাকি! ও সেই অর্থে ভেলামাথার তেল ও খাই এবং মুখার চরণ পূজা করিয়া (!)

(১) রক্তাবলী।

দেবী-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি। কি সুন্দর কথা! হিন্দুগণ! এই উদ্দেশেই কি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দুর্গাপূজা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? না কখন নয়। যদি এই উদ্দেশ্যই হয় (?) তবে বাবাজীদিগের ন্যায় রাশি রাশি অর্থ ব্যয় না হইয়া সেই অর্থের সদ্ব্যয় হয়, তাহাই করুন।

বরাহাট, পিরতৈলি
২২ এ আশ্বিন } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সম্বন্ধে নববিধানীদিগের ব্যবহার।

বিগত ১২ এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে নববিধানী প্রতি বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক দেবেন্দ্র বাবুর পত্রোদ্ধৃত যে অংশ টুকু প্রকাশ করিয়া নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন, এবং যাহা নববিধানকর্ত্তারা স্বয়ং তাঁহাদের মুখপাত্র মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে আরও উচ্চতর রবে নিনাদিত করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র বাবুর নিজের লিখিত বাদ হইতে আবার প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে পত্র লেখেন, তাহা আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। যখন সোমপ্রকাশে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তখন সোমপ্রকাশের পাঠকগণের গোচরার্থে দেবেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদপত্র তাহাতে প্রকাশিত হওয়া বিধেয়। এজন্য আমরা তত্ত্ববোধিনী হইতে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রের এক খণ্ড প্রতিলিপি পাঠাইলাম, পাঠকগণ দেখিবেন, নববিধানীরা কিরূপে সাধারণের চক্ষে ধূলিক্ষেপণ করিয়া আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা দেবেন্দ্র বাবুর অভিমত না লইয়া তাঁহার লিখিত পত্র প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া আপনাদের অভিমত কথাগুলি তুলিয়া এবং বিরোধী কথাগুলি পরিত্যাগ করিয়া সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্ম ব্যবহারের [illegible] করিয়াছেন। পত্র খানি এই:—

ওঁ শোলাপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সমীপেষু।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার।

শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রতি এখনো যে আমার স্নেহ আছে, তাহা ম্লান হয় নাই, তাহাই আমি প্রতাপ বাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তখন তাঁহার সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভাব আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যখন তাঁহাকে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে তাহার অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটী ধর্ম্ম-সূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যাপি আমি অন্তরে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার এমনি একটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার প্রেম তাঁহাতে সহজেই ধাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি মুদ্রিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই মূর্ত্তিটী যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখনি কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রেম অনুধাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না। এই কথাটী আমার মন খুলে প্রতাপ বাবুকে লিখিয়াছিলাম।

প্রতাপ বাবু সিমলা হইতে ৯ ই আগষ্ট আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকার অপরাধসকল সম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল, তখনকার আমার সহিত তাঁহার সাধু ব্যবহারসকল উল্লেখ করিয়া বিনীত ভাবে যাচনা করিয়া আমার অনেক স্তুতি করেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার সদ্গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার লেখনীকে তৃপ্ত করি। সেই প্রত্যুত্তরে কেশব বাবুর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় স্নেহের ভাব তাহা অনুরাগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। আমার এই তরল কথা সংবাদ পত্রে যে উঠিবে এবং আমার প্রতি কৈফিয়ত তলব হইবে আমি ইহা ভাবি নাই। আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পুনর্ব্বার সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "Only if I have long wish which I would express before you, it is this, that you and he should be once more reconciled in to that union of perfect confidence and love which formed such a blessed spectacle in the dear old by gone days in the infinite possibilities of divine wisdom and power. Say father is that glorious fact impossible? what could you not do if you two wished it."

এই কথার সরল উত্তর এই যে, বর্ত্তমানকে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাটীবা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আর নাগাইল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনও গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনও রাধাকৃষ্ণের প্রেম গান করিতে করিতে রাস্তায় নাচিয়া বেড়াইতেছেন, কখনও আবার হোম করিতেছেন, কখনও নদিয়া বাটীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জন-দি-বেপটাইষ্ট দ্বারা বেপ-টাইজ হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুসা, ঈসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থ যাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে? এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম যে "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার নাগাইল পাই না। তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না। ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।" কিন্তু কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিরোধই উপস্থিত হইতেছে। "আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই আনন্দতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে প্যালেষ্টাইন ও আরবদেশী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই তাঁহার অসাধারণ উদার প্রেমের সমন্বয় কলহের মূল; ইহা লইয়াই সাধুদিগের মধ্যে এত বিবাদ। এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে, ইহা অতি নবীন, ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই, ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বত বাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পঁহুছিয়াছে। কখন কখন ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতের বিরোধী হইয়া আমার কথা কহিতে হয়, তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও উঁহার [illegible] আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি কত আনন্দ যে লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার পত্রের এই অংশ মিরার পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার প্রকৃত অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এ অংশটীকে গোপন করিয়া রাখা মিরার সম্পাদকের উচিত কার্য্য হয় নাই।

আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া এইটুকু লিখিলাম। পত্রের [illegible]

চক্ষে আমার দেখাইতে না। আমার পক্ষে অতি অপ্রিয় কথা। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন ইতি।

নিয়ত তত্ত্বাবধায়ী।

চিৎপুর মধ্যবর্ত্তী পল্লী
১৮ই আশ্বিন। ৬৮ } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা

নিবেদক পত্র।

শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ

২রা কার্ত্তিক সোমবার।

দুই সপ্তাহ বিশ্রামের পর আজ সোমপ্রকাশ পুনঃ নিয়মিতরূপে পাঠকগণের করতলগত হইতে চলিল। আজ আমাদের বিজয়া। আমরা পাঠকগণ আমরা পরস্পর সাদর সম্ভাষণ ও সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া এবং জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পুনরায় সোমপ্রকাশের কার্য্যে দীক্ষিত হই।

এবার শুভ বর্ষ। দেশ শস্যসম্পত্তিতে পূর্ণ: দেশে পীড়াও অনেক কম: বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সুখিত দেখিতেছি। এবার বঙ্গদেশে যে প্রকার শস্য জন্মিয়াছে, প্রাচীন দেশবাসিরা কহিতেছেন, ২০। ২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ হয় নাই। ১২৭২ সালের আশ্বিনের ঝড়ের ন্যায় দারুণ ঝড়ে লোক উৎকণ্ঠিত হয় নাই, এবং ১২৭৩ সালের ন্যায় ভীষণ অনাবৃষ্টিতেও দেশ দগ্ধ হয় নাই। অতএব এ বর্ষটীকে শুভ বর্ষ বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। আমরা পরম ধার্ম্মিক মহানুভব লার্ড বিগনের আগমন অবধি দেশের এই শুভ ভাব দেখিতেছি। রাজার পুণ্য বলে দেশ সৌভাগ্যশালী হয়, যদি ইহার কিছু অর্থ থাকে, লার্ড রিপনে তাহা ফলিত হইয়াছে। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, যদি এরূপ হয়, তিনি আমাদের চির শাসনকর্ত্তা থাকুন, এ প্রার্থনায় আমরা অনধিকারী নহি। এই অবসরে নাট্যকবিদিগের ন্যায় আমরাও প্রার্থনা করিতেছি,

জীবিতাঃ সন্তু ……… সর্ব্বে জনাঃ
……… মহীপতয়ঃ ………
………
……… পাতু পৃথ্বীং ………

তুলা:

পার্থিবগণ প্রজাবৎসল হউন, পৃথিবী সর্ব্বশস্য-শালিনী হউক, মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুন, সকল লোকের আনন্দদায়ক বাতাস বহিতে থাকুক, জীব সমূহ সুখে থাকুক, সর্ব্বত্র সাধু ব্রাহ্মণগণ পূজিত হউন, শ্রীমান গতক্লেশ ধার্ম্মিক রাজগণ পৃথিবী পালন করুন।

৺ রাজীবলোচন রায়।

যিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন; যাঁহার বুদ্ধিবলে বিপদ্ বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া রাণী স্বর্ণময়ী মহারাণী উপাধি অপেক্ষা পরম দুর্লভ "দানময়ী" উপাধি লাভ করিয়াছেন, এবং রাজদ্বারে পরম সম্মানিত হইয়াছেন; যাঁহার সদ্বিবেচনা, বিচক্ষণতা, কার্য্যদক্ষতা, নিঃস্বার্থ-পরোপকারিতা, বদান্যতা ও উদারতাগুণে মহারাণীর দান সর্ব্বদেশপ্রসূত হইয়া নাম প্রখ্যাত করিয়াছে, সেই সহৃদয়াধার, অতুল্যবুদ্ধিসম্পন্ন মহামনা রাজীবলোচন রায় বর্ত্তমান বর্ষের ১৯ই আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যার পর ৭।০ টার সময় জগতী-তল পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। জন্মগ্রহণ করিয়া কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও সাধ্য নাই। রাজীবলোচন যথা সময়ে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি আমাদের হৃদয় শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহার কারণ এই যে তাঁহার দ্বিতীয় দুর্লভ। "যাহা শতং জীবতু" এই চিরন্তন প্রার্থনা বাক্য আছে। তিনি আরো শত বৎসর জীবিত থাকিলেও, অত্যধিক দেশের মঙ্গল হইত। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভূমি যে কেবল একটি রত্নহারা হইল এরূপ নয়, মহারাণী স্বর্ণময়ী একটী অমূল্য মাণিক হারাইলেন।

রাজীবলোচন বাল্যকালে ও যৌবনে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক এরূপ বুদ্ধির প্রখরতা ছিল যে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতের জ্ঞানবান লোকদিগের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে হইত, অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও তাঁহার সহিত তুলনা করিতে শঙ্কিত হইতেন।

তাঁহার শরীর সুগঠিত ছিল। ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল অতি উজ্জ্বল, রাজীবলোচন এই নামটী তাঁহাতে সার্থক হইয়াছিল। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি" এই সামুদ্রিক শাস্ত্রের বাক্যটীও তাঁহাতে সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘদর্শী গম্ভীর-প্রকৃতি কার্য্যদক্ষ লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সকল বিষয়ে যে সদ্বিবেচনা ছিল, তাঁহার কৃত উইলে তাহার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল না। তাঁহার বিষয় তাঁহার ভ্রাতা ও ভাগিনেয়দিগকে দিয়া গিয়াছেন। যে সকল লোক তাঁহার আশ্রিত ছিল, তিনি মৃত্যুকালে তাহাদিগের সকলকে যথোপযুক্ত দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল ব্যক্তি বিশেষকে দান করিয়া তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সাধারণকে দান করিবার মর্ম্মও বিলক্ষণ বুঝিতেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকার হিসাবে ছাত্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত ১৫০০০ পনর হাজার টাকা এবং বহরমপুর কালেজে নিজনামে মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে একটি ছাত্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত ১৫০০০ হাজার টাকা সমুদায়ে ৩০০০০ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে সবিশেষ আস্থা ছিল। তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা ও অন্য অন্য দেব সেবার নিমিত্ত বহু অর্থ দান করিয়াছেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়াছেন।

কলিকাতা কলেজ হাসপাতালে স্ত্রীলোকদের নূতন ওয়ার্ড নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

কলিকাতার কলেজ হাসপাতালে স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের অবস্থিতির নিমিত্ত যে ওয়ার্ড গৃহ আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যোপযোগী নহে। কতিপয় কয়েক বৎসর ধরিয়া নূতন একটী গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। এইবার বোধ হয়, তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। স্ত্রীরোগের খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার চার্লস এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ গৃহটী যে প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। গৃহটী প্রশস্ত হইবে এবং রোগী বালিকা প্রসূতের থাকিবার স্থান থাকিবে। রোগীর নানাবিধ সুন্দর চিত্রপটে সজ্জিত করা হইবে। বালকদের ক্রীড়া কৌতুকের নিমিত্ত নিকটে খেলিবার স্থান রাখা হইবে, এবং বাহিরে চতুর্দ্দিকেই আশু সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত টেলিফোন থাকিবে। গৃহটী স্বাস্থ্যকর করিবার নিমিত্ত এবং রোগিণী ও বালকদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যে কিছু সদ্ব্যবস্থা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করেন,—করুন, আমরা তাহা পরম কল্যাণকর বিবেচনা করিব। দরিদ্রদিগের রোগের কষ্ট নিবারণার্থ যত উন্নতি হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু এই সুযোগে আমাদের দেশাচারঘটিত কয়েকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; মহাত্মা ডাক্তার চার্লস আমাদের পরামর্শে যদি কর্ণপাত করেন, তবে আরও শত গুণে এদেশের উপকার হইবে। যে সমস্ত ইংরাজ চিকিৎসক কিছুকাল এদেশে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, ভারতবর্ষবাসিদের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা পর পুরুষের নিকট বাহির হয় না। স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলে তাহাদের জাতি

কুল লজ্জা এবং মান সম্ভ্রম সকলি রক্ষা হয়। কুলকামিনীগণ প্রসব বেদনায় যৎপরোনাস্তি কাতর হইলে কিম্বা মূত্রাবরোধে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইলেও তাহাকে ডাক্তার দ্বারা প্রসব করাইতে কিম্বা শলাকা চালাইতে সম্মত হন না। যাহা হউক, ক্রমে এই সকল কুসংস্কার দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। স্ত্রীলোক পীড়ায় কাতর হইলে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে আর কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু চিকিৎসার নিমিত্ত কুলকামিনীদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে অনেকেই অনিচ্ছু হইয়া থাকেন। মনুষ্যের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না; দরিদ্র ব্যক্তির স্বামী ও সম্পন্ন হইতে পারেন। আমাদের দেশের রীতি এই, ভদ্র লোকে যতই কেন নির্ধন ও নিরুপায় হউন না, আত্মীয়বর্গের কেহ সঙ্গে না থাকিলে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে কোথায় রাখিতে পারেন না। হিন্দু ও মুসলমান জাতির এটী বড় লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। যিনি স্ত্রীলোকদিগকে একাকিনী কোথাও পাঠাইতে কিম্বা রাখিতে সাহস করেন, প্রতিবেশিগণ এবং কুটুম্ববর্গ তাঁহার অপযশঃ রটনা করিয়া থাকেন। সে কারণ অনুপায় এবং দরিদ্র ভদ্রলোকের ঘরে স্ত্রীলোকেরা উৎকট রোগে পীড়িত হইলেও তাঁহাদিগকে কেহ হাসপাতালে পাঠাইতে সাহস করেন না। আবার হিন্দু ও মুসলমান জাতির ঘরে স্ত্রীলোকেরা শিশু কাল হইতেই অবরুদ্ধা থাকেন, কখন তাঁহারা পর পুরুষের মুখাবলোকন করেন না, পর পুরুষের সঙ্গে কথা কহেন না। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। এমন স্থলে, কুলীন রমণীগণ নিশ্চিত সমাজের মধ্যে কেহ স্ত্রীলোকদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা লজ্জা বশতঃ কোন ক্রমে যাইতে চান না। হাসপাতালে স্ত্রীলোকদিগকে যদি এক একটী স্বতন্ত্র গৃহে বাসা হয় এবং তাঁহার স্বামী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকিতে পান, তবে অনেকেই কুলকামিনীদিগকে হাসপাতালে রাখিতে পারেন। কারণ, আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকিলে লোকে আর কলঙ্ক রটাইতে পারে না। অতএব আমাদিগের মত এই, স্ত্রীলোক এবং বালকদের নিমিত্ত এক একটী স্বতন্ত্র এক একটী পৃথক কামরা হইলে ভাল হয়। একটী সুবিস্তীর্ণ প্রশস্ত গৃহে সকল রোগীকে রাখিলে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে। কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা দেহের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতেছেন। সে স্থলে নিরপেক্ষ পর পুরুষ থাকা অবিধেয়। এক একটী স্ত্রীলোকের এক একটী ভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকিলে পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোকের স্বামী কিম্বা তাহার অন্য কোন আত্মীয় নিকটে থাকিলে তাঁহারা বিশ্বস্ত পুরুষ লজ্জা রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা নিজ বাটী কিম্বা বাসা হইতে আহারাদি করিয়া রোগিণীর নিকট অবস্থিতি করিবেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যা ও সেবা শুশ্রূষাও করিতে পারিবেন। বালকদিগের প্রকোষ্ঠ পৃথক পৃথক হইলে তাহাদের জননী কিম্বা অন্য কোন স্ত্রীলোক নিশ্চিন্তে কাছে থাকিতে পারেন। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হইতেছে এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদের মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। এ দেশীয় আচার ব্যবহার এ দেশীয় লোকে যত দূর অবগত আছেন, বিদেশীয় লোক কখনই তত দূর জ্ঞাত হইতে পারেন না। অতএব আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, এ দেশীয় লোকেই তাহার যথার্থ উপকারিতা বুঝিবেন। অতএব কলিকাতার ধনাঢ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেবকে কিছু পরামর্শ দেন, আমাদের এই প্রার্থনা।

ডাক্তার মহোদয়গণ এস্থলে কতকটী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু, আমরা সে আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। একটী আপত্তি এই উঠিতে পারে, রোগীর গৃহ বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত না হইলে তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নির্মল বায়ু খেলিতে পায় না, সুতরাং গৃহটী স্বাস্থ্যকর হয় না। নির্মল বায়ু যেমন জীবন রক্ষার এবং রোগারোগ্যের প্রধান সাধন। নির্মল বায়ু সেবনে বঞ্চিত হইলে পীড়িত ব্যক্তির কিছুই হিত করা হয় না। দ্বিতীয়, যদি কোন স্ত্রীলোক কিম্বা বালকের নিকট আত্মীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তবে তাহাদিগকে একাকী একটী একটী পৃথক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকিতে হইবে। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে তাহা সামান্য কষ্টকর নহে। তৃতীয়, প্রত্যেক রোগীর পৃথক প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করিতে হইলে পুরাতন গৃহের গৃহ সংস্কারের ব্যয় অধিক পড়িবে, অথচ অট্টালিকাটী দেখিতে সুন্দর হইবে না। এই কয়েকটী আপত্তি গুরুতর বোধ হয় না। যাহাতে হতভাগ্য নিরুপায় ব্যক্তির উপকার হয়, সমস্ত তাহাই বাঞ্ছনীয়। অট্টালিকা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিলে নির্মল বায়ু খেলিতে পাইবে না; এ সম্বন্ধে আমরা এই বলি প্রকোষ্ঠের গৃহভিত্তিতে উভয় বা দুই দিকে দ্বার থাকিলে নির্মল বায়ু খেলিতে পায়। প্রকোষ্ঠগুলি অপ্রশস্ত হইলে প্রচুর বায়ু যাতায়াত করিতে পারে না সত্য, কিন্তু আমরা ভাল বিবেচনা, কোনরূপে নির্মাণ করিলে সংকীর্ণতার জন্য কিছুতেই ক্ষতি হইবে না। প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থিত প্রাচীর ছাদ পর্যন্ত নির্মাণ না করিয়া মনুষ্য দাঁড়াইলে অন্তরাল হইতে পারে এত উচ্চ করিলেই চলিবে। আবার ইষ্টকের প্রাচীর না করিয়া কাঠের ঝিলমিলির অন্তরাল করিলে তাহার ভিতর দিয়া বায়ু খেলিতে পারিবে। গৃহটীর মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ত স্থল রাখিলে, যে সকল রোগীর কাছে আত্মীয় জন অবস্থিতি না করিবে, তাহারা একত্র ঐ স্থল মধ্যে থাকিতে পারিবে। গৃহটী এ প্রণালীতে নির্মাণ করিলে অনেকটা সৌন্দর্য্যের হানি হইবে বটে, কিন্তু রোগীর উপকারই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। উপকারের হানি না হইয়া অট্টালিকার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়,—হউক। পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকদের আবরু রক্ষা করিয়া গৃহের সৌন্দর্য্য সাধিত হউক। স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডে পর্দ্দা থাকিলে অধিকাংশ লোকের উপকার হইবে এবং কি হিন্দু কি অন্য সকলেই নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে হাসপাতালে রোগী পাঠাইতে পারিবে। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান রোগীই অধিক। ইংরাজ খৃষ্টিয়ান ও অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকের ও বালকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অতএব হাসপাতালে যে প্রকার রোগী থাকিবে, যে কোন উপায়ে তাহাদের আহার ব্যবহার মান সম্ভ্রম রক্ষা পায় সর্বাগ্রে তাহার বিধান করা শ্রেয়স্কর। বিপদগ্রস্ত হইলে যাহাতে সকল ব্যক্তিই হাসপাতালে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে পারে, কর্তৃপক্ষীয়েরা তদনুরূপ কার্য্য করিলে লোকের বিশেষ হিত সাধন হইবে। জাতি রক্ষার নিমিত্ত হাসপাতালে ব্রাহ্মণের জন্য ব্রাহ্মণ, মুসলমানের জন্য মুসলমান পাচক নিযুক্ত আছে। জাতি এবং স্ত্রীলোকদের সম্ভ্রম রক্ষা, হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে এ উভয়ই সমান কথা। হাসপাতালের রোগীদের সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আর টাকা ব্যয় করিবেন না। ঐ হাসপাতালটী লোকহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তিগণের আনুকূল্যে নির্ম্মিত হইতেছে; ইহার নির্মাণ [illegible] অন্যান্য লোকে অর্থ দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত [illegible] লক্ষ টাকার উপর টাকা [illegible] গৃহটী সমাপ্ত করিতে অনুমান ৭০০০০ তিন লক্ষের টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিলে আরও কিছু অধিক ব্যয় পড়িবে।

দেশীয় এবং বিদেশীয় লোকের উদ্যোগে ঐ গৃহটী নির্মিত হইতেছে। অতএব সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্র সন্তানেরা এক পরামর্শী হইয়া চিকিৎসা বিভাগের একটী মহৎ অভাব দূরীভূত করুন। ভদ্র ও মাননীয় ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকেরা যাহাতে অনায়াসে হাসপাতালে গিয়া অবস্থিতি করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের সম্ভ্রম রক্ষা পায়, এই সময় তাহার উপায় করুন। তাঁহাদের

বিদ্রোহী হইবার এবং যুদ্ধ করিবার এই উপযুক্ত অবসর [illegible] দেশীয় লোকের নিকট কিছুই [illegible] নাই,—সময়ে সময়ে সম্ভ্রান্ত বণিক লোক স্ত্রীলোকের জন্য এক বিপদাপন্ন হন, তাহা অধিকন্তু [illegible] বিশেষতঃ পথের কালে কোন পাথার [illegible] দীন হীন ব্যক্তিকে কখন অত্যাচার দেখিতে [illegible] পরে ভাল চিকিৎসক লইয়া যাইবার [illegible] [illegible] ডাক্তারগণে স্ত্রীলোক পাঠাইলে মান [illegible] [illegible] পায় না, সুতরাং অনেক দুর্ব্বল [illegible] [illegible] কলত্রাধিনী কামিনীরা প্রাণত্যাগ করে। এটী কি আমাদের এক প্রধান কষ্টের কারণ নয়? না এটী এক প্রধান অভাব নয়? অধুনাতন [illegible] কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] হইলে এই অভাবের নিবৃত্তিতে কিছুমাত্র [illegible] করা যায় না। [illegible] দেশের [illegible] লোকের উপকারের নিমিত্ত [illegible] অর্থ ব্যয় করেন, কি [illegible] এই অভাব [illegible] হইতে পারে তাঁহারা [illegible] স্থির করুন।

(রুষ আক্রমণ।)

আমরা পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আগমনের পথের বিষয় পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। সম্প্রতি [illegible] এবর্ণী রেভিয়া নামক সংবাদ পত্রে [illegible] এ দেশে আগমনের বিবরণ প্রকাশে বিবৃত হইয়াছে। অদ্য আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহাই বিদিত করিতেছি। অনেকে অনুমান করেন, এই প্রস্তাবটী [illegible] লিখিত। প্রস্তাব লেখক বলিতেছেন—[illegible] আফগান এবং [illegible] রুষসৈন্য যে সমস্ত [illegible] অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে [illegible] আশু[illegible] [illegible] নাই। সম্রাটের পরলোক [illegible] [illegible] শোকাকুল হইলেন, তজ্জন্য তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে আর মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। টেকীজদিগের বিজয় অবস্থা। তাহাদের উপর আধিপত্য [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্তে [illegible] ব্যয় হয় এবং অসংখ্য সৈন্য [illegible] [illegible] হইয়াছিল। যাহা হউক, লেখক প্রত্যাশা করেন যে, [illegible] আখল টেকীর পরাজয়ই এক দিন [illegible] [illegible] অভিলাষ পূর্ণ করিবে। পাঠক! যে অভিপ্রায়ে [illegible] করি আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন,—[illegible] [illegible] পথ সুগম হইবে, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক [illegible] ভারতবর্ষে আসিবার মন্ত্রণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনা কেবল স্বপ্নের ন্যায় অমূলক সর্ব্বতোভাবে তাহার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভারতে আগমনের অন্যান্য পথের কথা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিস্তারিত লিখিয়াছি। এলেন্‌রুক বলেন যে, কাস্পিয়ান সাগর, কিজিল—আর্ব্বাট, [illegible], কান্দাহার, কোয়েটা প্রভৃতি স্থান দিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে ভারতবর্ষ ইউরোপের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। [illegible] হইতে কোয়েটা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ [illegible] ক্রোশ পথ। কিন্তু, এলেন্‌রুকের পথ অপেক্ষা সুগম ও স্বল্প হইবে। এই পথ নির্দ্দিষ্ট হইলে [illegible] নগর হইতে ভারতবর্ষ [illegible] ক্রোশের অধিক হইবে না। বিপুল ভারত রাজ্যে প্রাধান্যশালী ইংরাজেরা এখন সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের যুদ্ধোপকরণ, সৈন্যসামন্ত সকলই প্রচুর। এ দিকে রুষের সৈন্য এক্ষণকার প্রস্তাবিত পথে আগমন করিতেছে। এলেন্‌রুক উভয় জাতির সকল এবং রুষের আয়োজনের তুলনা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে কহিতেছেন:—

সম্প্রতি ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা [illegible] পঁচিশ কোটি। তথায় [illegible] হাজার মাত্র ইংরাজ সৈন্য আছে। এ দিকে এসিয়াটিক রুষিয়াতে [illegible] পঁচিশ কোটি লোক সংখ্যা। তথায় [illegible] হাজার রুষ সৈন্য আছে। আবার ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করিয়া দেখ, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইংরাজদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণাতে উদয় হইয়াছে। [illegible] ইংরাজদের হইতে দেশীয় বাণিজ্য একেবারে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। দেশীয় লোকে প্রধান প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিতেছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি সে পথ এক প্রকার [illegible] হইয়া যাইতেছে। ভারতের প্রজাগণের এরূপ অসন্তোষের বিশেষ কারণ আছে। সকলারির [illegible] বিভিন্নরূপ। তাঁহারা দেশীয় আচার ব্যবহার এবং রাজ্যে দেশীয় লোকের সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার রক্ষা করিয়া থাকেন। [illegible], স্থানীয় ব্যক্তিরা যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তজ্জন্য অধিবাসীর বিশেষরূপ মনোযোগ প্রদর্শন করেন।

পরন্তু, রুষ সৈন্যের ভারতবর্ষ আক্রমণ বিষয়ে ভূরি ভূরি অসুবিধাও দৃষ্ট হয়। পথ যে প্রকার দুর্গম, তাহাতে আবশ্যক হইলেই এক দিনে অনায়াসে সৈন্য আসিতে পারে না। বিস্তীর্ণ মরুভূমি এবং বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যুদ্ধোপকরণ সহ কিরূপে রুষসৈন্য সহজে আসিতে সমর্থ হইবে না। মরুভূমির উপর ভ্রমণ পক্ষে উষ্ট্র বিশেষ উপযোগী বটে; কিন্তু কয়েক বারের যুদ্ধ যাত্রায় রুষ যে প্রকার প্রতারণাভূত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল দুর্গম পথে উষ্ট্র হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশা নাই। ১৮৭৯ সালে আখল টেকীর যুদ্ধ যাত্রায় ১০,০০০ উষ্ট্রের মধ্যে ৯৯০০ টী উষ্ট্র প্রাণ ত্যাগ করে। গত যুদ্ধে ১২০০০ উষ্ট্রের মধ্যে কেবল ১০০০ এক হাজার উষ্ট্র জীবিত ছিল। অধিকন্তু, ভারতবর্ষ রেলওয়ের দ্বারা যে প্রকার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই ইংরাজেরা অবলীলাক্রমে যুদ্ধস্থানে সৈন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন। তবে যদি সমস্ত ভারতের লোক প্রতিপক্ষ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে রেলওয়ের পথও অক্লেশে অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদের যুদ্ধের আয়োজন দৃঢ় ও প্রচুর, কাম্পিয়ান সাগরে [illegible] যে যুদ্ধের আয়োজন আছে, তাহা বিশেষ কার্য্যকর নহে। রুষরাজ্য হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে সকল অসুবিধা তিরোহিত হইবে। রেল পথে ভারতবর্ষে অনায়াসে ১০০০০০ রুষ সৈন্য আগমন করিতে পারিবে। এলেন্‌রুক বলেন যে, রুষের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাঁধিলে রুষদেশে [illegible] কিম্বা [illegible] হাজার ইংরাজ সৈন্যের অধিক হইবে না। বরং ২০০,০০০ দেশীয় সৈন্য তৎকালে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। কিন্তু সমরানল প্রজ্বলিত হইলে রুষ সম্রাট অক্লেশে ৩০০,০০০ সৈন্য সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

পাঠক! দেখুন, বিদেশীয় দুর্নীতিবিদের লীলাক্ষেত্র এই ভারত ভূমির প্রতি রুষজাতির কীদৃশ লোভ। এলেন্‌রুক কাগজে ও কলমে উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা এবং বলাবল তৌল করিয়া একটী শেষ মীমাংসা করিয়াছেন। অন্য ব্যক্তি অনুমান করিতেছে, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন এমন সময় উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে ক্রমশঃ ইউরোপ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে বাণিজ্য কার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে বটে; কিন্তু সে সুবিধা আমাদের প্রার্থনীয় নহে। আফগানবাসী শিবা শকুনি গৃধ্রের মত ইউরোপের পরাক্রান্ত নৃপতিগণ সৈন্য সামন্তে সুসজ্জিত হইয়া নিরীহ ভারতবর্ষকে লইয়া টানা হেঁচড়াহেঁচড়ি করিবেন। রুষ জাতি সতৃষ্ণ নয়নে ভারতের প্রতি যে প্রকার বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তদ্দ্বারা অনুমান হয় তাঁহারা শীঘ্রই এদেশে আসিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই একটী প্রধান অভাব। অর্থের অনটন আছে বটে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাতি টাকা ধার দিতে পারিবেন। [illegible] সঙ্গে রুষসম্রাটের এক্ষণে আন্তরিক সৌহার্দ্য হইয়াছে। তিনি সত্বর রুষে যাত্রা করিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

কাবুলের ইংরাজদের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতএব তৎপক্ষে ক্রমশঃ অনায়াসে রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবেন। বাণিজ্যকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ কাবুল হস্তগত ভূমীর উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। এমন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় করিয়া রাখা বিধেয়। যাহারা অন্যের বলহানি করিয়া আপনার প্রতাপ বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের যুক্তি নীতিশাস্ত্র সঙ্গত নহে। অচিরে তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। স্বচ্ছন্দ করিলে সকলেই হিতাম্বেষণ করেন, অবসর পাইলে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। এসেল রুষের অন্যান্য প্রলাপবাক্য আমরা তত গুরুতর জ্ঞান করি না। কিন্তু তিনি এ দেশীয় লোকের অসন্তোষের কথা যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। স্বাধীনতা, সদাচরণ এবং স্বার্থশূন্যতা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা পায় না। বিদেশীয় রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে ইংরাজজাতির পক্ষপাতী ভারতবর্ষবাসীরা যে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, আমরা কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষ রুষের অধিকৃত হইলে দেশীয় লোকে উচ্চ পদ লাভ করিবে, এ দেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইবে—আজ এই প্রলোভন বাক্যগুলি শুনিতে অতীব মিষ্ট ও কর্ণসুখদ। কিন্তু, ঐরূপ তাড়িতের বাক্যে বিশ্বাস করিতে নাই, আবশ্যক লোক যে পাঠ বেশ অভ্যাস করিয়াছে। লোভ প্রদর্শন করিয়া মনের কথা বলাইতে সকলেই সুবিজ্ঞ, পরন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের সময় বাক্যের বড় দৃঢ়তা থাকে না। আমরা রুষের অধীনস্থ হই অথবা ইংরাজের অধীনস্থ থাকি, পরাধীনতার শৃঙ্খল কোথায় যাইতেছে না। তবে ইংরাজজাতির অপরাধ কি? আমাদের এখন অন্য আশা নাই, অন্য আকাঙ্ক্ষাও নাই—যাহাতে দেশবিভিন্ন মধ্যে অন্যায় বঞ্চিত হন, তাহাই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতবাসীদের অন্তঃকরণে যতগুলি ক্ষোভের কারণ বর্ত্তমান আছে, ইংরাজেরা তাহা দূরীভূত করুন এবং রাজকার্য্য বিভাগে আমাদিগকেও সমান অধিকার প্রদান করুন। যদ্যপি এক দিন বিদেশীয় কোন রাজা ভারতবর্ষ নিশ্চিত আক্রমণ করিবেন, এই বিশাল রাজ্য অর্ণ স্তূপ থাকিলে কখনই কেহ বিপদগ্রস্ত হইবে না। যাহাতে এদেশে অসন্তোষের না থাকে, ইংরাজেরা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন। বিদেশীয় শত্রু কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

অল্প মূল্যের নোট।

নোট কাগজ বিনিময় বিভাগের প্রধান কমিশনর সাহেব গত ৩১ এ আগষ্ট উক্ত বিভাগের কমিশনর এবং ডেপুটী কমিশনরদিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, অতঃপর পাঁচ টাকা হইতে ২০ বিশ টাকা পর্য্যন্ত কোন নোট ভাঙ্গাইবার কিম্বা হস্তান্তরিত করিবার সময় আর হিসাব রাখিতে হইবে না। এটীকে আমরা সদ্যুক্তি বিবেচনা করিতে পারি না। কমিশনর সাহেব এ সম্বন্ধে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিচারসঙ্গত নহে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আপামর সাধারণ সকলেরই মত আছে। বিশেষতঃ, খুচরা নোটের হিসাব রাখিয়া কিছুই ফল নাই, কেবল বৃথা অনর্থক পরিশ্রম মাত্র সার। নোট হারাইলে এমন হিসাব রাখায় কখন সে নোট পাওয়া যায় না।

মফঃস্বলের দূরস্থ লোকেরা এবং ব্যবসায়ীরা ৫।১০ টাকার খুচরা নোট লইতে সঙ্কুচিত হন না। অধিকন্তু, বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের খুচরা নোটের হিসাব রাখা হয় না। কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোকের আপত্তি নাই, এমন কথা কিরূপে বলা যায়? আবার সাধারণ লোকের আপত্তি না থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ আপত্তি থাকা উচিত। সংসারে চোরাচোরের দুঃশীলতা কস্মিন্ কালে নিরাকৃত হইবে না; এটী একপ্রকার বেদবিহিত বাক্যের ন্যায় অখণ্ড সত্য। যে স্থলে লেনা দেনা প্রভৃতি সকল কাজের দস্তুর লিখিত পঠিত হিসাব থাকে তথাই মঙ্গল। খুচরা নোটগুলির লেনা দেনার সময় দাতার নাম এবং নোটের নম্বরাদির হিসাব না রাখিলে দুষ্ট ব্যক্তিকে এক প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। নোট অপহৃত হইলে কস্মিন কালে চুরি চোর যে ধরা পড়িবে সে আশা থাকিল না। অজ্ঞের সকল স্থানেই অপহৃত নোট দিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে, সকলেই তাহা ভাঙ্গাইতে পারিবে। যে সকল নোটের নম্বরাদি এবং দাতার নাম লিখিয়া লওয়া হয়, তাহা অপহরণ করিলে চোরে কখনই সহজে ভাঙ্গাইতে পারে না। দেখা যায়, সহজেই ধরা পড়িবার ভয়ে চোরেরা অধিক মূল্যের নোটগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। কি জন্য তাহারা নষ্ট করে? যে সমস্ত নোটের নম্বরাদি লিখিত আছে, ভাঙ্গাইতে কষ্ট হইবে, হয় ত ভাঙ্গাইবার সময় তাহারা ধরাও পড়িতে পারে, এই সকল আশঙ্কায় অধিক মূল্যের নোট নিকটে রাখিতে তাহাদের সাহস হয় না। কিন্তু নোটের নম্বরাদি লিখিত না থাকিলে এত দূর ভীত হইবার কোন কারণ থাকিত না। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য অনেক অপহরণীয় নোটের দ্বারা দুষ্ট হইতে পারে। বেশ ভূষার চিহ্ন দেখিয়া, জুতা টুপি প্রভৃতি পোষাক কোথায় ক্রয় করা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অনেক স্থলে অপরাধী ধৃত হইয়াছে। নোটের নম্বর দেখিয়া অপরাধী ধৃত হইতে পারে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমাদের বিবেচনায় খুচরা নোটগুলিরও হিসাব রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্যবসায়িদের এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিদের অধিক শ্রম করিতে হইবে বটে; কিন্তু তাহাতে দুষ্ট লোকের দুঃশীলতার অনেকাংশে লাঘব হইবে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

পল্লীগ্রামের অধিকাংশ পরিত্যাগ করিল

বনের সকলগুলিতে সুগন্ধ সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত হইল, তুমি তাহাদের চয়ন করিয়া তোড়া বাঁধিলে মালা গাঁথিলে তাহাতে বাবুর মেজ সুসজ্জিত হইল, রসিক পুরুষের গলে আলম্বিত হইয়া দুলিতে লাগিল—বনের শোভা হইবে কি? বনের মালিক কাড়িয়া লইলে কি বনের শোভা থাকে? আজ কাল সকল পল্লীতেই পাঁচ সাতজন করিয়া কৃতবিদ্য যুবা বসেই অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। পল্লীগ্রামে তাঁহাদের সংখ্যা আরও অধিক। বিদ্যা বুদ্ধি লোক হিতৈষণা দেশানুরাগিতা সকলেরই মনে জাগরূক হইয়াছে। নব্যসম্প্রদায়ের যুবাদের মধ্যে স্বদেশের উন্নতি সাধনের কথা কহেন না এমন লোক প্রায় দেখা যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই মুখে উঠিতে বসিতে কেবল "দেশের উন্নতি দেশের উন্নতি" এই কথাই নির্গত হইতেছে, তবে দেশের উন্নতি হয় না কেন? উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, পল্লীগ্রামগুলি দিন দিন বন হইতে চলিল। পাঠক! এরূপ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—"গ্রাম আবার বন হওয়া কি?" হাকিম ও আমলারা না থাকিলে "কাছারি বন্ধ" বলা যায়; শিক্ষক ও ছাত্র না থাকিলে বিদ্যালয় বন্ধ; তাই বলিতেছি, গ্রামে মানুষ না থাকিলে গ্রাম বন্ধ হইয়া যায়। পল্লীগ্রামের লোক বিদ্যালাভ করিতেছেন, ধনোপার্জ্জন করিতেছেন, বিলক্ষণ কৃতী হইয়া উঠিতেছেন, আর তাঁহাদের পল্লীগ্রাম ভাল লাগে না। তাঁহারা পল্লীগ্রামের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। সেখানে ভাল খাদ্য সামগ্রী মিলে না, পথ ঘাট ভাল নয়—কেবল বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, সুজন সংসর্গ পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামের এই সমস্ত দোষ কীর্ত্তন করিয়া সহরে বাস করেন। অমুক আজীমুখ,—আজ এখানে সভা করিতেছেন, অমুক সাহেবের

[illegible] হইবে তাহার টাকা দিতে-[illegible] দেশের নানা উন্নতি সাধনে যত্ন-[illegible] দেখুন, আজ ডাক্তার রায় [illegible] এম্ ডি [illegible] পল্লীগ্রামে আগমন করিয়া [illegible] বাস করিলেন; কাল রায় [illegible] আসিলেন, তবে পল্লীগ্রামে থাকিবে কে?— [illegible] পল্লীগ্রামের উন্নতি করিতে [illegible] চিকিৎসালয় [illegible] গ্রামের উন্নতি করিবেন, [illegible] যদি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া [illegible] চলিয়া যান, তবে [illegible] ভিখারী কি গ্রামের উন্নতি করিবে? [illegible] লোক থাকিলেই [illegible] ক্রেতা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু [illegible] সামগ্রী [illegible] ক্রয় করিবেন, [illegible] দেশত্যাগী হন, তবে পল্লীগ্রাম অবশেষে [illegible] থাকিবে না ত কি হইবে? [illegible] কেবল একটী ক্ষুদ্র পল্লীর উন্নতি করিলেন না, কিন্তু তাঁহারা এই অসীম ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে যাইতেছেন! যে সকল লোকের সঙ্গে [illegible] উপদেশের [illegible] আবেদন করিয়াছেন, [illegible] প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা [illegible] স্বার্থ [illegible], একবারে তাহাদের মুখাবলোকন করিলেন না, কিন্তু এই অসীম ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত চিন্তিত—যাহাদের সঙ্গে কস্মিন-কালে দেখা সাক্ষাৎ নাই, তাহাদের অবস্থা মার্জ্জিত করিতে ব্যাকুল,—এমন পণ্ডিতদের কথা কখন শুনিয়াছি কি না, কই স্মরণ হয় না। এ প্রকার দেশহিতৈষী লোক আর কোথাও দেখিয়াছি কি না, কই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।

দেশত্যাগী বিদ্বান্ ও ধনবান লোকের সঙ্গে সহরের পুষ্টিবর্দ্ধন [illegible] হইতেছে।—আর [illegible] বৃদ্ধি না। এদিকে পল্লীগ্রাম নির্জ্জন বন হইতেছে, কেবল কতক গুলি শ্রমজীবী লোক বাস করে। তাহারা গ্রামে অবস্থিতি না করিলে উপায় কি? সহরের লোকের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যে বন্ধ হইবে। কৃষকেরা বাস্তবাড়ীর জঙ্গলে [illegible] ম্যালেরিয়ার কম্পজ্বরে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে, আর ভূমিতে চাস দিতেছে। পথে কর্দ্দম জল, চৌদিক নিবিড় বনে পূর্ণ, পচা পুষ্করিণী, যে দিকে পদার্পণ করিবে, সেই দিকেই ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ; কৃষকের উপায় কি? সেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহাকে অন্নের আয়োজন করিতে হয়। গ্রামে দেশহিতৈষী ধনাঢ্য লোক নাই [illegible] কাঁদিয়া পল্লীর দুরবস্থা জানাইবে। কে বা পথ বাঁধাইয়া দিবেন? কে বা পুষ্করিণী খনন করাইবেন? [illegible] আগে যাঁহাদের ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা এখন সহরবাসী। সহরে ইন্দ্রত্ব পদ উপভোগ করিতেছেন, দেশের উন্নতির নিমিত্ত পুস্তক লিখিতেছেন সভা করিতেছেন দূর থাকে বক্তৃতা করিতেছেন।

পাঠক! বলুন দেখি, কথাগুলি সত্য কি না? এমন [illegible] থাকার ফল কি? আমরা পরামর্শ দি, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা [illegible] যেন জন্মস্থান পরিত্যাগ না করেন। যদি কুস্থানে বাস হয়, তাঁহাদের চেষ্টাতেই তাহার সুস্থান হইয়া উঠিবে। যে যে কারণে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা দূরীভূত করুন, বন জঙ্গল কাটাইয়া গ্রাম পরিষ্কার রাখুন; পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করুন; চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করুন; জন্মস্থান পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কখন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করা যায়। কিছু দিনের জন্য অন্যত্র যাইতে দোষ নাই, কিন্তু এক কালে জন্মস্থান ত্যাগ করা যারপর নাই অবৈধ কর্ম্ম। যাঁহারা একণে পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইতেছেন তাঁহাদের কিছু মাত্র ভাবী দৃষ্টি নাই। সহরে কত লোকের স্থান হইতে পারে? কলিকাতায় নিবিড় বসতির জন্য নানা প্রকার উৎকট রোগ হইয়া থাকে। পল্লী গ্রাম যতই কেন অস্বাস্থ্য হউক না, সে সকল রোগ পল্লী গ্রামের লোকে কখন চক্ষেও দেখে নাই। বর্ত্তমান প্রথানুসারে গ্রাম ত্যাগ করিলে এক পক্ষে সহর লোক ভারে [illegible] অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে, পক্ষান্তরে পল্লীগ্রাম ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইবে।

উদ্যমশীল পরিশ্রমী জাতিরা কত কুস্থানে গিয়া উপনিবেশ করে। অস্বাস্থ্যকর স্থানকে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে ইংরাজেরা যখন প্রথম উপনিবেশ করে, তৎকালে ঐ স্থানের জল বায়ু নিতান্ত পীড়াদায়ক ছিল। স্থানের মধ্যে [illegible] আছে। একমাত্র সেই গুণে বুদ্ধ(?) করিয়া ইংরাজেরা সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার কি উন্নতি না করিয়াছেন?

আমাদের একান্ত ইচ্ছা বাঙ্গালী [illegible] সেই [illegible] আদর্শস্বরূপ করিয়া প্রথমে নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি করুন, তবে সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করা শোভা পাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার

নিউইয়র্ক ২৬ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] সভাপতি গারফিল্ডের [illegible] সমাহিত হইয়াছে। সমাধিক্ষেত্রে সহস্র [illegible] লোক উপস্থিত হইয়াছিল। [illegible] সভাপতি [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible]

টিউনিস ২৭ এ সেপ্টেম্বর। আরবেরা [illegible] ফরাসী সৈন্যগণকে এ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] হইতেছে। মিশর ও তুরস্কের রাজকর্ম্মচারীরা [illegible] বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

কোয়ার্সন আইন অনুসারে যে পাঁচ জন লোক কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে [illegible] এক জন রোমান কাথলিক পাদ্রি ছিলেন।

ট্রান্সভাল ২৭ এ সেপ্টেম্বর। নূতন সন্ধিপত্র লইয়া অদ্যাপি তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বোধ হয় অনেক দিন এই বিবাদ চলিবে। ট্রান্সভালদের প্রতিনিধিগণ ইংরাজদিগের বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ সেপ্টেম্বর। আয়র্লণ্ডের পার্নেল সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ভূমিসংক্রান্ত আইনদ্বারা আয়র্লণ্ডের প্রজাদের একান্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা প্রজাদের এই অনুরোধ করিয়াছেন যে তাহারা এই আইনের [illegible] করুক। তাঁহারা বলিয়াছেন যে [illegible] সঙ্গত [illegible] না করে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৮ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ লক্ষ [illegible] মুদ্রার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে যে [illegible] আমীর পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। আয়র্লণ্ডের [illegible] অনেক স্থানে কৃষকদিগের [illegible] উপলক্ষে দাঙ্গা হইয়াছে। [illegible] এক জন [illegible]

[illegible]

ট্রান্সভাল ৩০ এ সেপ্টেম্বর। [illegible]

লণ্ডন ১ লা অক্টোবর। ইংলণ্ড ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টদ্বয়ে [illegible] একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] ইংলণ্ডীয় [illegible] পার্লিমেণ্ট [illegible]

আয়র্লণ্ড [illegible] বিষয় [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible]

লণ্ডন ২ রা অক্টোবর। ফরাসী ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সন্ধি [illegible] বন্ধ থাকিবে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২ রা অক্টোবর। [illegible] সংস্থাপিত হইতেছে।

বেলগ্রেড ৩ রা অক্টোবর। [illegible] তুরস্ক ও গ্রীক গবর্ণমেণ্টের [illegible] উপস্থিত হইয়াছে। তুরস্ক গবর্ণ-

যেন্ট গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে থেসালি অধিকার করিতে দিতেছেন না।

লণ্ডন ৪ ঠা অক্টোবর। জল নগরে বক্তৃতাকালে লর্ড ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন যে আইরিস ভূমিবিষয়ক আইন আয়র্ল্যাণ্ডে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কঠোরতর নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক।

কোষ্টান্টিনোপল ৪ ঠা অক্টোবর। [illegible] সমুদ্র বলেন যে [illegible] আগামী [illegible] মাসে [illegible] গমন করিবেন।

টিউনিস ৪ ঠা অক্টোবর। আরবেরা অনেকগুলি [illegible] সাহেবের রেলওয়ে ট্রেন ভগ্ন করিয়া দিয়াছে এবং তথায় যে যে ফরাসী কর্মচারী ছিল, তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে।

ক্লাসজাহাজ ৫ ই অক্টোবর। [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন যে [illegible] যে সন্ধি হইয়াছে, উহা সাতে অতীব অহিত [illegible]। এক্ষণ তাঁহারা এই নূতন সন্ধিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা এই অনুরোধ করিয়াছেন যে নূতন সন্ধির নিয়ম কয়েকটীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

টিউনিস ৫ ই অক্টোবর। [illegible] টিউনিসের জলস্থলি অধিকার করিয়া লইতে ফরাসী সেনাদিগকে আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই অক্টোবর। [illegible] কুলোসসের ডাক্তার [illegible] ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি নামক কুলোল প্রস্তুত করা এক খান স্বর্ণপদক পারিতোষিক দিয়াছেন। [illegible] প্রজা [illegible] সভা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

আলেকজান্দ্রিয়া ৬ ই অক্টোবর। তুরস্কের সুলতান মন্ত্রী [illegible] লইয়া মিসরের গোলযোগের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন। কমিশনরেরা [illegible] নিকট উপনীত হইয়াছেন। সুলতান সেনাদিগকে [illegible] প্রধান [illegible] মতানুসারে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। [illegible] রেলওয়ে [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। [illegible] নগরে [illegible] একটী সভা হয়। ঐ সভায় গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে, [illegible] ভূমিবিষয়ক আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু [illegible] ও [illegible] সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে।

টিউনিস ৭ ই অক্টোবর। ফরাসী সৈন্যেরা টিউনিস অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। আগামী বুধবার ক্যাবিনেট [illegible] অধিবেশন হইবে।

গত [illegible] গ্লাডষ্টোন [illegible] বলিয়াছেন যে, আয়র্ল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক অবস্থা [illegible] নিয়ম ও [illegible] ভূমিবিষয়ক চলিতেছে। এক দিকে পার্ণেল [illegible] দিতে [illegible] ও [illegible] দিতেছেন, অপর দিকে [illegible] প্রবর্ত্তিত হয়, [illegible] হয় [illegible] দিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আইরিস ভূমিবিষয়ক আইন [illegible] গবর্ণমেণ্টকে শান্তি রক্ষা ও আইন প্রচলিত করিবার [illegible] করিতে হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই অক্টোবর। [illegible] বণিকদিগের সভায় [illegible] হৃদয়ের উপরে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে, ইংরাজদিগকে হীন হইতে হইবে, এরূপ সন্ধি তিনি ফরাসীদিগের সহিত কদাচ করিবেন না। উভয়ে পরস্পর [illegible] নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

অন্য [illegible] এক [illegible] তিনি বলিয়াছেন যে, তুরস্কের [illegible] আফগানিস্থান সম্বন্ধে রাজনীতি ও [illegible] এককালে [illegible] আফগানিস্থান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য দিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] বিশেষ [illegible] এখনও [illegible] সীমায় আছে।

কনষ্টান্টিনোপল ৯ ই অক্টোবর। তুরস্কের [illegible] অসাটিয়ার [illegible] এবং [illegible] স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৯ ই অক্টোবর। [illegible] নিকট [illegible] জন্য [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট [illegible] প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। [illegible] পার্ণেল [illegible] বলিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন [illegible] ও [illegible]। [illegible] আইরিশের বিরুদ্ধে [illegible] নাই।

টিউনিস ১০ ই অক্টোবর। [illegible] সহিত ফরাসী সেনাগণের সামান্য যুদ্ধ হইয়াছে। [illegible] [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ১০ ই অক্টোবর। [illegible] প্রধানতঃ [illegible] জন্য তুরস্কের সুলতান [illegible] বিশেষ [illegible] করিবার [illegible]।

ডিব্লিন ১০ ই অক্টোবর। [illegible] সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাধারণ প্রজাবর্গের অধিকাংশ [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] হইয়াছেন।

লণ্ডন ১২ই অক্টোবর। [illegible] নামক স্থানে [illegible] এক [illegible] হয়। [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] নিয়মের [illegible] বলিয়াছেন যে ট্রান্সভাল সম্বন্ধে পুনর্ব্বার গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। [illegible] নামক স্থানে গ্লাডষ্টোন সাহেবকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় [illegible] সম্মত আছেন।

[illegible] একটী হোটেলে পার্ণেল সাহেবকে ধৃত করা হইয়াছে। তিনি এক্ষণে [illegible] জেলে আছেন। গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে আয়র্ল্যাণ্ডে শান্তি স্থাপন জন্য তাঁহাকে ধৃত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পার্ণেল [illegible] আইরিশ ভূমি [illegible] গ্রহণ [illegible]। [illegible] কার্য্যতঃ ক্যাবিনেট [illegible] নাই।

গবর্ণমেণ্ট ট্রান্সভালের নূতন সন্ধি [illegible] সমর্থন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। [illegible] পার্ণেল সাহেবের পরিবর্ত্তে [illegible] অভিষিক্ত হইলেন।

[illegible] জন [illegible] আয়র্ল্যাণ্ডে প্রবর্ত্তিত না হয়, [illegible] গবর্ণমেণ্টকে [illegible] সাধ্যমত [illegible]।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের প্রতি [illegible] আয়র্ল্যাণ্ডের প্রজারা উত্তেজিত হইতেছে।

আয়র্ল্যাণ্ডে [illegible] শুরু হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "গত অষ্টমী পূজার দিন কলিকাতার রাজা বাহাদুরের বাটীর শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্র কাঙ্গালিদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। আমরা অদ্যাবধি ঐ দিন বেলা ১০ টার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত দুঃখী লোকদিগকে আহার করান হয়। ন্যূনাধিক ৩।৪ হাজার দরিদ্র লোক ভোজন করিয়াছিল। সমস্ত রাস্তা বাঁশ দ্বারা বাটীর পশ্চাৎ দুই ধারে কাঙ্গালিরা সারি সারি বসিয়া আহার করিতে বসিয়াছিল। পুলিশের [illegible] দ্বারা ঐ সকল দুঃখী লোক কোনরূপ গোল করিতে পারে নাই। [illegible] বিবিধ [illegible] কাঙ্গালিরা [illegible] সেই ভূরিভোজ খাইতে পাইয়াছিল। আহারান্তে ঐ সকল কাঙ্গালির বসন অনুসারে যথাক্রমে আট ও চারি খানি লুচি বাঁধিয়া দেওয়া [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইয়াছিল। আহা! [illegible] ভাব দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছিল। আমরা আরও শুনিলাম পূজার দিন [illegible] কীর্ত্তি বাবু কাঙ্গালিদিগকে এইরূপ আহার করাইয়া থাকেন।"

[illegible] ও আমেরিকা নামক স্থানে [illegible] ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

[illegible] এই ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার [illegible] কেহ মদিরা পান অথবা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

অস্ত্রলিয়ায় [illegible] ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে [illegible] জন শিশু। শিশুরা [illegible] আক্রান্ত হইয়া [illegible] মৃত্যু [illegible] জনের অধিকের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] হইয়া [illegible]। তাহাদিগের মাক [illegible] এমন দুষ্কার্য্য [illegible] আত্মীয় স্বজন [illegible]।

[illegible] আজ গোবিন্দ টীকা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] আসামের কমিশনরের [illegible] টীকা [illegible] প্রচার হইয়াছে। ঐ [illegible] লোক [illegible]

২৩,৫৪,৬৬৫। [illegible] ১,২০০,৬১২ জন লোককে টীকা দেওয়া হইয়াছে। আসাম ও বঙ্গদেশের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনে কালিকাতা, কালকাতার অন্তর্গত স্থান সমূহ, [illegible] বিভাগ, দার্জিলিং, রাঁচি, [illegible] পরগণা, [illegible] ও কেবল এই কয়েক স্থানে ঐ টীকা দেওয়া হইয়াছে। এবৎসর [illegible] লোককে টীকা দেওয়া হিয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] জন পুরুষ ও ৬৬৬,৬০৫ জন স্ত্রী।

১৮৮০-৮১ অব্দে গোবীজ টীকা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের ১,১১,০৬৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬১,৫৫০ টাকা গবর্ণমেণ্টের [illegible] কেবল ৪৩,৩৫৪ টাকা [illegible] এবং মিউনিসিপালিটি ও [illegible] টাকা দেওয়া হইয়াছে।

গোবীজ টীকার প্রতি [illegible] লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। [illegible] সম্বন্ধে এখন আর [illegible] নিয়ম নাই। কিন্তু অদ্যাপি লোকের ইংরাজী টীকার প্রতি [illegible] সম্যকরূপে [illegible] নাই।

মানভূমের অস্থায়ী ডেপুটী কমিশনর এ, এল, ক্লে সাহেব [illegible] লোকদিগের [illegible] অবলম্বন করিবার জন্য স্বয়ং ইংরাজী টীকা গ্রহণ করিয়া [illegible] বাটী বাটী গমন করিয়া তাহাদিগকে [illegible] টীকা গ্রহণ করাইয়াছেন। [illegible] বলিয়াছেন [illegible] ইংরাজী টীকা [illegible] উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া [illegible] হইবে, তাহা হইলে দেশের উপকারের সীমা থাকিবে না।

গোবীজ টীকা দিবার [illegible] অস্থায়ী [illegible] সম্বন্ধে, [illegible] ১৮৮০-৮১ অব্দে প্রচলিত [illegible] পুলিসের [illegible] করা হইতেছে।

আমেরিকায় এক সম্প্রদায় লোক আছে, তাহারা শুধু [illegible] দ্বারা রোগের চিকিৎসা করে। তাহারা বলে যে [illegible] ঈশ্বরের [illegible] অর্থ নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলে মনুষ্য সকল কার্য্যে সফলকাম হইতে পারে। এই সম্প্রদায়ের [illegible] আমরা একটী [illegible] অনেকে [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমেরিকার [illegible] বিজ্ঞান বিশারদ [illegible] উপায় নির্দেশ করিতেছেন।

ওরিয়েণ্টাল টেলিফোন কোম্পানি ভারতবর্ষে টেলিফোন [illegible] কার্য্য প্রচার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজে শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

৫ই অক্টোবর বুধবার একটার সময় সিমলায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

[illegible] আছে, বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা [illegible] অধিক। অথচ একটী সভা হইয়াছে, সভার উদ্দেশ্য এই যে অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] প্রেরণ করিবেন।

[illegible] সাহেব [illegible] সভা [illegible] আরম্ভ [illegible] প্রিটস সাহেব [illegible] আইনের [illegible] নিযুক্ত হইবেন।

ইংলণ্ডের [illegible] সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, [illegible] জন্য [illegible] প্রস্তুত করিবার [illegible] যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। [illegible] লোক পাওয়া যায় না।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর সার্ জেম্স ফার্গুসন সাহেব [illegible] দেশীয় [illegible] সাক্ষাৎ করিতে [illegible] তিনি [illegible] বাহাদুর, [illegible] প্রভৃতি অনেক [illegible] প্রধান [illegible] বাটীতে গিয়াছিলেন। [illegible] উপর [illegible] প্রকাশ করেন।

বোম্বাই [illegible] একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] একটী [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিবা [illegible] শিক্ষিত [illegible] ঐ সভা [illegible] কলিকাতায় [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] যুবকের [illegible] শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

[illegible] একটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] মাসে [illegible] এই [illegible] প্রকাশিত করিয়াছিল। [illegible] একটী [illegible] আহার করাইয়াছিলেন।

গত [illegible] মাসে দুইশত [illegible] দেশীয় ব্যক্তি কলিকাতা হইতে [illegible] গিয়াছে।

বীরভূম ও মেদিনীপুরে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। যশোহরেও জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিতান্ত অল্প নহে। নদীয়া ও হুগলিতে হ্রাস হয় নাই। কেবল মুর্শিদাবাদে ইহার হ্রাস দেখা যাইতেছে। নদীয়া, পাবনা, [illegible] ও পুর্ণিয়ার জ্বর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কলিকাতায় যে মৌলবী [illegible] নানা লোকের নানা রোগের চিকিৎসা করিতেছে, তাহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়াছে। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। ১০ই অক্টোবর বুধবার একজন [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] কলিকাতার পুলিসের ডেপুটী কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিল যে সে মৌলবী অপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে। [illegible] গ্রহণ না করিয়া [illegible] থাকিতে পারে। [illegible] চাউল [illegible] করিতে পারে এবং [illegible] লোক [illegible] আহার [illegible] পারে। এই বলিয়া সে ডেপুটী কমিশনরের নিকট [illegible] নিমিত্ত একটু স্থান প্রার্থনা করিয়াছে। ডেপুটী কমিশনর তাহার আবেদন [illegible] মঞ্জুর করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যদি [illegible] বিবাদ না ঘটে তাহা হইলে সে [illegible] স্থান পাইতে পারে।

বানর যে [illegible] বুদ্ধিজীবী, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মনুষ্যের সহিত তাহাদের বিস্তর সাদৃশ্য আছে। অনেক লোকে এরূপ বলে "বানরেরা সকল করিতে পারে, কেবল [illegible] কথা [illegible]" [illegible] একটী বানর একটী [illegible] উপস্থিত করিয়াছে। ঐ [illegible] একটী লোক [illegible] বানর ও একটী ছাগলের [illegible] দেখাইয়া দিয়া [illegible] বেড়াইত। [illegible] তাহার ছাগল [illegible] বানরকে [illegible] নিকটস্থ কোন [illegible] করে। একটী বানর [illegible] করে। [illegible] পলায়ন করিলে পর বানর নিকটস্থ এক [illegible] নিকট গিয়া [illegible] করিতে লাগিল ও এরূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল যে ঐ [illegible] তাহার [illegible] ইহার [illegible] কিছু আছে এই ভাবিয়া বানরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বানর [illegible] বানর ও ছাগলের [illegible] ছিল, [illegible] দিয়া [illegible] দেখাইয়া দিল। পুলিস [illegible] ঐ স্থান হইতে [illegible] বাহির করিয়া আনয়ন [illegible] দিল। [illegible] সাহায্যে [illegible] বিচারার্থ নীত হইয়াছে। বানর সাক্ষী হইয়া এই ফৌজদারি মকদ্দমা চালাইতেছে।

এক জন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তিনির বয়েকটী গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। উদরাময়পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিনি মহোপকারী।

আমেরিকায় পা টিপিবার একটী কল হই য়াছে। এই কলটী ভারতবর্ষে আসিলে অনেক বাবু বাঁচিয়া যাইবেন।

কলিকাতা মাইটার্স বিল্ডিংএ ৮৮টী টেলিফোন যন্ত্র স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন।

কলিকাতার মধ্যে অশিক্ষিত কম্পাউণ্ডারগণ আর যে স্বেচ্ছানুসারে চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিতেছেন, এক্ষণ হইতে কম্পাউণ্ডারদিগের একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যাঁহারা সেই পরীক্ষা না দিবেন, তাঁহারা কোন ঔষধালয়ে কম্পাউণ্ডারি করিতে পারিবেন না।

জাপানে এরূপ প্রথা আছে, তথাকার লোকেরা মৃতদেহ সমাহিত করে। পরে তিন বৎসর গত হইলে সেই মৃত দেহ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া কেবল অস্থিগুলি বাহির করিয়া জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রোথিত করে।

লর্ড রিপন কলিকাতায় আসিয়াই ২০এ ডিসেম্বর সস্ত্রীক সেহুলে যাইবেন। তথা হইতে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে সৈনিক পুরুষেরা সাত বৎসর কাল কার্য্য না করিলে বিবাহ করিতে পারিবেন না। আবার সেই বিবাহে সেনাপতির অনুমতি চাই।

পার্লিয়ামেণ্টের অবকাশের সুযোগ পাইয়া ঐ মহাসভার সভ্য ও ইংলণ্ডের সুবক্তা রাজমন্ত্রী চেম্বারলেন ভারতবর্ষে আসিবেন শুনা যাইতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক জন ইহুদিকে জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। এই জুয়াচোরের নাম ই, এস, গার্ড। মান্দ্রাজে বেস্তবেস কপলান নামে এক জন পাদ্রী আছেন। গার্ড স্বনাম গোপনপূর্ব্বক পারিবারিক নামক বেঙ্গলের রক্ষক, এস বাবের নামে স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র কপলানকে দিয়া তাঁহার নিকট দুইশত টাকার প্রার্থনা করে। কপলান এই টাকা দেন। গার্ড ইহাতে অধিকতর সাহসী হইয়া তাঁহার নিকট ঐরূপে আর একশত টাকা চাহে। ইহাতে কপলানের সন্দেহ হয়। অনন্তর বহু অনুসন্ধানের পর সমুদায় ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

মুলতানের হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গার শেষ হইয়া গিয়াছে। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন মহা হলস্থূল চলিয়াছিল। পুলিস ও সৈনিকেরা বহুসংখ্যায় নগরে উপস্থিত না থাকিলে কত যে হত্যা ও রক্তপাত হইত, তাহার সংখ্যা করা যাইত না। ক্রমশঃ লোকের ক্রোধ দূর হইতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা না থাকে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট মুসলমানে গোমাংস আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে শাঁখ বাজাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নর্থব্রুক সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলে একটী বিশেষ গুরু দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

শ্রীরামপুরের কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার বোলপুরের সন্নিকটে একটী ঝটিকা হইবে বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম, ঐ দিবস আড়বালিয়া গ্রামের নিকটে একটী ঝটিকা হইয়া অনেকগুলি ঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের এখানে ঝড় হয় নাই বটে, কিন্তু বিলক্ষণ বেগে বায়ু বহিয়াছিল প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, বুঝি ঝড় হয়।

বঙ্গদেশ যে কেমন কুসংস্কার হইয়াছেন এবং বঙ্গবাসিদিগের যে কেমন কার্য্যকারণজ্ঞান জন্মিয়াছে, ঢাকার এক জন মৌলবীর জলপড়াই তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মৌলবী গঙ্গাগর্ভে নৌকায় থাকেন, মধ্যে মধ্যে একবার তীরে উঠিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করেন। সহস্র সহস্র লোক এক একটী ভাঁড় ও জল লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া থাকে। মৌলবী ফুৎকার দিতে দিতে চলিয়া যান। তাহাতেই জলপড়া হয়। সেই জলপড়া খাইলে অন্ধের দর্শন ও বধিরের শ্রবণশক্তি জন্মে এবং দুরারোগ্য ও অসাধ্য রোগশান্তি হয়। এই কথা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে দলে দলে যে কত লোক আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশের যে কেবল বিদ্যার পরিচয় হইতেছে, তাহা নয়, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যেরও বিলক্ষণ পরিচয় হইতেছে। মৌলবী কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা লন না। তাঁহার অন্তর যে কেবল ঈশ্বর অনুরাগে কিছু গূঢ় কার্য্য আছে কি না, বুঝা সহজ নয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আটিলে নহেন, মৌলবীর প্রতি পর্য্যবেক্ষণার্থ সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গত শুক্রবার অর্দ্ধরাত্র ঘটিকা দুইটার পর ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নং ১৯ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সহিত নং ১৭ ডাউন গুডস্ ট্রেণের সংঘর্ষণ হইয়াছিল। ৫ খানি ওয়াগন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি দুই খানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী ভাঙ্গিত, তাহা হইলে অনেক লোকের মৃত্যু হইত সন্দেহ আমাদের সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এক ব্যক্তিরও মৃত্যু হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ড্রাইভারকে দোষকারী বোধে বন্ধ করা হইয়াছে। বিচারের ফলাফল পরে জানাইব।

আগামী সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় পরীক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে তিন জন দেশীয় যুবককে মনোনীত করিতে বলিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কেবল এক জনকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাছিয়া লইবেন।

কমেডুল গাছের ফল অত্যন্ত বিষাক্ত। ইটিসির সাবরাজ্যমাল ঘাটের দুটি বালকবালিকা একটী করিয়া এই ফল খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার ঝড় হইয়া বেঙ্গনের এক খানি কল বাণি ষ্টেশনের নিকটে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েক জন লোক হত ও আহত হইয়াছে।

মধ্য ভারতের পলিটিক্যাল এজেণ্ট উইক্লিফ ধরা পড়িয়াছে। ১৮৭১ অব্দ হইতে পুলিস ইহার অনুসন্ধানে ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধরিতে পারেন নাই।

আমেরিকায় দিন দিন এত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নূতন নূতন কার্য্য হইতেছে। শুনিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা অক্ষুণ্ণভাবে চালাইয়া লইয়া স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন। আবার সম্প্রতি এক আশ্চর্য্য মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। নিউ অর্লিয়ান্স নামক স্থানে ডিমোক্রাট নামে একখানি সংবাদ পত্র আছে। নানা স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই সংবাদ পত্রের অধিকারী ৭৫ ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট প্রশস্ত একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই নৌকার মধ্যে সংবাদ সম্পাদকের কার্য্যালয় ও অন্যান্য লোকের থাকিবার ঘর আছে, তাহার পশ্চাতে কয়েকটি কামরায় কম্পোজিটরদিগের ঘর, ছাপাখানা, কাগজ রাখিবার ঘর, রন্ধন ও ভোজনশালা আছে। আবার প্রাচীন উড়িয়া দূর স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য যে সুতা রাখিবার একটী আয়োজন এই নৌকায় আছে। এই নৌকা খানি প্রত্যহ মিসিসিপি নদী দিয়া নিউ অর্লিয়ান্স হইতে সেন্টলুইস নগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

সুয়েজ খালের পার্শ্বে আর একটী খাল খনন

[illegible] একটী [illegible] কিম্বা [illegible] আসিবে [illegible] ইহার [illegible] । [illegible] যোগ্য [illegible] সম্পাদক [illegible] এরূপ [illegible] একটী [illegible] করিবে।

[illegible] বাক্যে ব্রিটিশ [illegible] ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] ইংলণ্ডীয় গবর্ণ-মেণ্ট এই ব্যয়ের [illegible] টাকা [illegible] দিয়া-ছেন। ভারতবর্ষীয় [illegible] ব্রিটিশ যুদ্ধের ব্যয় [illegible] বহন [illegible] ।

[illegible] আপনার [illegible] কাঁকনা, [illegible] এবং [illegible] পুরের মহারাজ, গোবরপুরের মহারাণী ও রাজা [illegible] নিজ-নিজ রাজ্যের [illegible] উহাদের [illegible] আছেন। অতএব কমিশনর [illegible] নামক স্থানে [illegible] । [illegible] খেলা [illegible] হইবে। [illegible] উহাদের সহিত [illegible] মহারাজ [illegible] নবাব [illegible] ।

আগামী [illegible] বড়লাট [illegible] তিনি [illegible] করিবেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] এই [illegible] আকে [illegible] ।

[illegible] অক্টোবর [illegible] একটী [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] ।

[illegible] কমিশনরের [illegible] এই [illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর [illegible] ।

[illegible] হইবে [illegible] ।

[illegible] জন্য কেবল [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া কেবল [illegible] করিয়াছেন এমন নহে, তাহাতে [illegible] করিয়াছে। আমাদের উহাকে [illegible] গবর্ণমেণ্ট এই ব্যক্তি ঠিক [illegible] বিবেচনা করিয়া উহাকে আর ঠিক [illegible] বাড়াইয়া দিয়াছেন। উহাকেই বলে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

৬ ই অক্টোবর [illegible] কলিকাতার [illegible] একটী খুন হইয়া গিয়াছে। হত ব্যক্তির বয়ঃ [illegible] । ইহার [illegible] ছিল। [illegible] নাই।

[illegible] গোবরপুরের মহারাজ [illegible] টাকা দান করিয়াছেন।

[illegible] আট্রেলিয়া [illegible] গমন করিয়াছেন।

[illegible] এক [illegible] রমণী একটী অদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছিল। সন্তানটির [illegible] একটী [illegible] এবং [illegible] একটী [illegible] । [illegible] অদ্ভুত [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] হইতে কলিকাতার [illegible] গমন [illegible] করিয়া [illegible] উপাধি প্রদান করিবেন।

[illegible] বোম্বাই [illegible] প্রধান [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] অতি [illegible] এক জন [illegible] । [illegible] ব্যক্তি [illegible] এক [illegible] করিয়াছে।

ছোট ছোট বালক বালিকার অঙ্গে অলঙ্কার [illegible] একাকী বাটীর বাহিরে [illegible] তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা-[illegible] প্রকাশ পাইবে। [illegible] ৮০ [illegible] ২৮ এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর বাটীর বাহিরে গিয়াছিল। তাহার অঙ্গে [illegible] অলঙ্কার ছিল। এক জন দস্যু তাহাকে [illegible] করিয়া তাহার অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পরদিন তাহার মৃত দেহ নিকটস্থ একটী [illegible] পাওয়া গিয়াছে। [illegible] এ পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

অনেকেই দেখিয়াছেন কলিকাতার মধ্যে ছোট ছোট গাড়িতে বসিয়া অনেক মুসলমান ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহার এক জন সঙ্গে [illegible] গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। এই সকল ভিক্ষুকেরা এইরূপ [illegible] শক্তি নাই। সম্প্রতি এক জন এইরূপ ভিক্ষুক চৌরঙ্গী [illegible] দিয়া ভিক্ষা করিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে একটী ক্ষিপ্ত ঘোড়া [illegible] তাহার [illegible] আসিয়া পড়ে। ভিক্ষুক যখন দেখিল যে ঘোড়া তাহার উপর আসিয়া পড়িতে পারে তখন [illegible] এক লম্ফ দিয়া [illegible] আসিয়া [illegible] অপেক্ষা অধিক [illegible] দৌড়াইয়া [illegible] পলায়ন করিল।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিবার মানস করিয়াছেন। [illegible] এই কয়েকটী বিষয়ে [illegible] করিবেন ১। [illegible] কিরূপ [illegible] । ২। এক স্থানে [illegible] প্রদান করা। ৩। [illegible] প্রস্তুত ও বিক্রয় করা, ও তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। ৪। [illegible] অনুসন্ধান, ও তাহা যে যে স্থানে [illegible] পারে তাহার অনুসন্ধান ও [illegible] । ৫। যে যে ব্যক্তি [illegible] করিতে পারিবে তাহাদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার দেওয়া। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিভাগ কি এ সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন না?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible] বিভাগ।

[illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] ডেপুটী [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] এক মাসের ছুটী পাইলেন।

২১ এ সেপ্টেম্বর। মুক্তি সবডিবিজনের [illegible] বাবু নন্দকুমারকে ডিভিজন [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৬ এ সেপ্টেম্বর। চট্টগ্রামের এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ মারসন ২২ এ সেপ্টেম্বর নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১ লা অক্টোবর হইতে পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. পার্ট্ট দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

৮ ই অক্টোবর হইতে সন্দ্বীপের এসিষ্টাণ্ট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পি, এচ, মার্টিন এক মাসের ছুটী পাইবেন।

২৩ এ সেপ্টেম্বর। চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, এবং, এল্‌ফিনষ্টোন ১১ ই আগষ্ট হইতে এক মাস এক দিনের ছুটী পান।

২৬ এ সেপ্টেম্বর। ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে, লায়েল ময়মনসিংহে বদলী হইলেন। তিনি এক্ষণে ছুটিতে আছেন।

রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু অক্টোবর মাসে কলিকাতায় সংস্কৃত পরীক্ষা দিবার জন্য আট দিনের ছুটী পাইলেন।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি এক্টিং মিলন সি, এস, সাহেবকে আর এক মাসের ছুটী দিয়াছেন।

২১ এ সেপ্টেম্বর। বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ শাহবাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহিম চন্দ্র ঘোষ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়ার সবডিবিজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, তুপ্‌র আর আট দিন ছুটী পাইলেন।

মেদিনীপুর [illegible] অনেক ও [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভবেশচন্দ্র দাস ২৮ এ আগষ্ট হইতে দুই মাসের ছুটী পান।

হরিপুরার [illegible] সহকারী বাবু অম্বিকাপ্রসাদ [illegible] ছুটী পাইলেন। কটকের [illegible] সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু [illegible] কার্য্য করিবেন।

নদীয়া জিলার মেহেরপুর বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] অক্টোবর হইতে [illegible] দিনের ছুটী পাইলেন। নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] সরকার উহার স্থলে কার্য্য করিবেন।

২০ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের কার্য্য করিবেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, এফ, [illegible] জেলার ও সেসন জজের কার্য্য করিতে [illegible] তিনি [illegible] প্রথম শ্রেণীর [illegible] হইলেন।

১৬ দিন এচ, [illegible] কার্য্যভারে নিযুক্ত থাকিবেন এক দিন অথবা অপর আদেশ পর্য্যন্ত [illegible] জেলার ও সেসনের জুডিসিয়াল এ, এস, জে, ডি, [illegible] ফরিদপুরের জেলা ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

২০ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। জেলা ও সেসন জজ এ, এস, সাহিবকে তিন মাস দিনের ছুটী দেওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি তাঁহাকে এক বৎসর ছয় মাস পীড়িত দিনের অবকাশ দিয়াছেন।

ডিরেক্টর জেনেরল অনুসারে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি কলিকাতার পুলিসের কালেক্টর জে. ডি. ম্যাকলীনকে আর দুই মাস ছুটী দিয়াছেন।

পাটনা বিভাগের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামচন্দ্র লাল ভাগলপুর বিভাগে বদলী হইলেন।

পাটনা বিভাগের কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর পি. ডি. লোবো রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

কিছু দিনের জন্য পাটনা দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহাদেব লাল ঐ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, ডি, [illegible] পুরে স্থানান্তর হইলেন। তিনি অপর আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২০ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। মেদিনীপুর জুনিয়র [illegible] কিছু দিনের জন্য ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

চন্দননগর—২৭।৬।৮৮।

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় এ বৎসর দুর্গোৎসব এক প্রকার সম্পন্ন হইয়া গেল। বিজয়ার দিন পরস্পর অভিবাদন করা হিন্দুদিগের রীতি। সেই রীতানুসারে সর্ব্বাগ্রে আমরা সম্পাদক, পরে গ্রাহকবর্গ, সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক সকলকেই যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংবাদ দানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বর করুন সোমপ্রকাশ অক্ষত শরীরে চিরায়ু: হইয়া ভারতের হিতসাধনে রত থাকুন।

গত ১০ ই আশ্বিন কাঁটাপুকুর নামক পল্লীতে ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ স্থানের এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর সহিত তাহার এক জন বাগ্দী যুবকের গুপ্ত প্রণয় ছিল। উক্ত দিবস ঐ স্ত্রীর পিতা ও ভ্রাতা তাহাকে তাহার উপপতির সহিত একাসনে বসিতে দেখিয়া পিতা পুত্রে উপপতিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। যুবক প্রহারের চোটে সামলাইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। শেষে দুই জন গুলিখোরকে কিছু দিয়া বাহিরের মধ্যেই লাস জলমগ্ন করে। তৎপর দিবস অতিবাহিত হয়, পরে ১২ ই আশ্বিন উক্ত বাগ্দী যুবকের স্ত্রী আপন স্বামীকে দুই দিন অনুপস্থিত দেখিয়া উক্ত স্ত্রীর পিতার নামে কর্ত্তাপক্ষের নালিশ করে। শেষে দমন জজ সাহেব ও পুলিস সাহেব ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন, তখন উক্ত ব্রাহ্মণীর স্ত্রী বলিয়া একাহার দেন, যে আমার মৃত স্বামীর সহিত উহার অনুচিত গুপ্ত প্রণয় ছিল, বোধ হয় তাহার প্রকাশ ভয়েতে ইহার আত্মীয়েরা হত্যা করিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে পুলিস জজ সাহেব উক্ত বাগ্দীর স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করেন। শেষে সন্দেহ করিয়া উক্ত স্ত্রীর পিতা, ভ্রাতা ও অপর দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় চালান দেন। সকলেই মনে করিল যে এ ঘটনার এই খানেই শেষ হইল!! কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক কিরূপে বাজিল!! তদারকের পর দিবস প্রাতে গঙ্গার ঘাটে একটী মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়া সকলেই অনুমান করে যে ইহাই উক্ত যুবকের লাস। অবশেষে অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়াছে যে বাস্তবিক উহাই যুবকের মৃতদেহ, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দুই জন গুলিখোর প্রাতে মৃত ব্যক্তির লাস জলমগ্ন করে, তাহারাই নিজেদের দোষ স্বীকার করিয়া উক্ত স্ত্রীর যে কয়েক জন আত্মীয় হাজতে ছিল, একে একে সকলেরই নাম প্রকাশ করিতে সকলেই চালানে গিয়াছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, দুই জন গুলিখোর রাজসাক্ষী হইয়া পুলিসের [illegible] গিয়াছে। বিচার এখনও শেষ হয় নাই।

গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর পূজা প্রতিমা অনেক কম হইয়াছে। নবীন বাবুদের যেরূপ কিঞ্চিৎ ভক্তি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে আর অল্প বৎসর পরে প্রতিমা পূজার নাম পর্য্যন্ত একবারে লোপ পাইবে।

শান্তিপুর।

শারদীয় মহোৎসবোপলক্ষে চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে [illegible] প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও কোলাকুলি করিয়া পুনরায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। প্রার্থনা করি, সর্ব্বমঙ্গলা পরমেশ্বরের প্রসাদে যেন চিরজীবিত হইয়া সম্পাদক পুস্তক অশুদ্ধতার মূল পরিশোধন করিতে সমর্থ হই।

এ বৎসর শান্তিপুরে ও তন্নিকটে [illegible] খানি প্রতিমার পূজা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী উৎসবের দেখা গিয়াছে। কিন্তু এবার কয়েক খানি নূতন পূজা দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইয়াছি।

আমাদের এখানে "ওলাউঠা আছে" [illegible] হইতেছে। কিন্তু [illegible] পূজার [illegible] উক্ত [illegible] মধ্যে [illegible] পূজার [illegible] নিয়োগ বিষয়ে [illegible] আমার [illegible] করিয়া দিয়াছে।

অতঃ [illegible] আলেকজ [illegible] সাহেব [illegible] মধ্যে [illegible] পুনরায় স্বাধীন [illegible] একটী [illegible] সভার অধিবেশন হইয়াছে। বাবু [illegible] বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ঐ সভার [illegible] করিয়াছেন। জন্মভূমির উন্নতি সাধন ও [illegible] অবস্থার বিবরণ করাই [illegible] সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

———০———

কানপুর—৯ই অক্টোবর ১৮৮১।

[illegible] ইংরাজী বিদ্যালয়ের [illegible] বাৎসরিক [illegible] বিতরণ হইয়াছে। [illegible] কার্য্য আরম্ভ হয়। [illegible] আমরা [illegible] সাহেব [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং [illegible] বাবু [illegible] আর [illegible] ব্যক্তি আর [illegible] উপস্থিত থাকিয়া [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করেন।

উক্ত [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] বিবরণ [illegible] জানা [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণকার ছাত্র সংখ্যা এক শত পঞ্চাশ জন অধিক। তজ্জন্য বর্ত্তমান [illegible] সাহেব [illegible] বিদ্যালয় পুনর্গঠিত হইয়াছে।

[illegible] উদ্যোগে [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] বাঙ্গালি [illegible] এই [illegible] সম্ভ্রান্ত [illegible] হিন্দুস্থানিদিগের [illegible] আশ্চর্য্য [illegible] হইয়াছে।

[illegible] দিবস অতীত হইল, [illegible] মাননীয় [illegible] করিয়াছেন। ইনি [illegible] কানপুরের [illegible] ছিলেন [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এক্ষণকার [illegible] হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সকল [illegible] ছিল।

[illegible] সোমর [illegible] রাখিতে [illegible]

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু [illegible] কলেজ ষ্ট্রীট [illegible] অধ্যক্ষ বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্টি করেন, [illegible] অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, শূলিকাগ্রহণী, এবং উদরাময়যুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরীরোগ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপ্তধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা পতিত ধাতু [illegible] ও [illegible] শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত [illegible] উপর [illegible] প্রদরাদি [illegible] নষ্ট করে। বিশেষতঃ [illegible] প্রদর, শ্বেত প্রদর, রক্তস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং মৃত-দোষ জন্য [illegible] সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভপাতে প্রভৃতি রোগ সমূহ এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে। এক কৌটার মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

গোপবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু রোগাশ্রিত বায়ু জন্য অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিরোগ ক্ষয়, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত করিয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৸০
প্যাকিং খরচা	৴০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশ-

দিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অজীর্ণ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন নির্ম্মূলিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ কৌটার মূল্য ৫ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধসকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ বসু, এল এম এস
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং অক্ষয়নাথ দে কবেণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, শিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত।

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একাদিক্রমে উহাদিগকে শত-সহস্র স্থলে শুভ ফলদায়ক দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে উহাদিগের শিবাস্ত্র নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

"শিবাস্ত্র" চূর্ণ অর্শ রোগের; "শিবাস্ত্র" তৈল দাদ; "শিবাস্ত্র" মৃত সন্ধি ঘটিত শরীরস্থ পাঁচা-নাশক, "শিবাস্ত্র" দেশ, বাতুল বাহেরের, "শিবাস্ত্র" বটিকা, মস্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ অর্শের মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিগণ এক আনার টিকিট সহিত নিম্ন ঠিকানা মতে পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি আশুরোগ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করুন। যিনি, মত করিবেন, তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে বলিতে হইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাদি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

নীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ সবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। একহিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পাইপ এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা টাকা ডাকমাশুল সমেত ৩।৶০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৫০ রকমের সবজীর প্যাকেটের মূল্য ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রায় ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল সকল ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, বায়ু-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে করিয়া থাকেন।

শ্রীযুত সহরের সকলে করাইয়া থাকেন। উহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, প্লীহা, অমাইটিস, কাশ ও নূতন বক্ষোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ অনেক প্রকার প্রস্তুত হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—ঃ০ঃ—

শিবপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা কোঠার পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৯ই এপ্রেল ⎫ শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। ⎭ ঐ গলিতে ১৫ নং বাটী শিবপুর।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্ব প্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব প্রকার দুষ্টব্রণের ঘা, ফোস্কা ঘা, আঘাতের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমুখের ঘা, বেলেস্তারের ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, চিড়িকা, ফাটা, পক্কিয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানা প্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১১ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর ক্রেটিস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

বুক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিশ-ঘড়ী।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার মেশাণ্টে সহিত। হন্টিং অথবা গার্ডন এই দুই প্রকার আকারের প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আছে ডিকান অথবা হেনোজা জল যেমন থাকে, উহা সেরূপ নহে।

জেনেভার ফবিটিং ইংলিশ ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) [illegible] আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

বেনিং [illegible]। নিকল এবং সিলভার কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল বড় বিশিষ্ট আই [illegible] মূল্য ১২০ ও সংশোধিত মূল্য।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

সংবাদ।

ঘড়ি, ঘড়, [illegible] বন্দ প্রভৃতি সাবধানে বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

[illegible] এণ্ড সন্স ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়াতে ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকেরা এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

[illegible] এণ্ড সন্স ৭। ১ [illegible] ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ [illegible] দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (মোকাম [illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট হোগলকুঁড়িয়া।)

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজারে [illegible] (কিম্বা অপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহার সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদের সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি সতর্কতার এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিশন লইয়া থাকি।

১০০ পর্য্যন্ত টাকার জিনিষ হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ টাকার হইলে " ২।০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা ভিন্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১১০ একশত দশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

} শ্রীগণেশচন্দ্র বসু।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১

ম্যানেজার।

রোগান্তক।

৮ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সকল প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবহুল রোগ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং পরীক্ষা দেখা গিয়াছে যে দিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার সঞ্চার হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে কিছুদিন সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন [illegible] পাওয়া যায়। অতএব সেবনীয় বটে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীযাদবচন্দ্র সেন গুপ্ত।

[illegible]।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জমুয়া লালবাটী ১০
" কুমার পশুপতিনাথ মালিয়া—সেয়াড়সোল ১০
" বাবু কানাইলাল নিয়োগী—দক্ষিণেশ্বর ১০
" " গঙ্গানারায়ণ প্রধান—কুকুড়াহাটী ১০
" " প্যারিমোহন বড়ুয়া—বড়বাজার ১০
" " রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—নবাবগঞ্জ ৭
" " শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জয়নগর ৭
" " প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ—খাটতলা ৭
" " কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মুড়াগাছা ৭
শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রতাপকাটি গ্রাম ৫
" " বিপিনবিহারি ঘোষ—বাচামারি ৫
" " শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী—বারুইপুর ৫
" " শশিভূষণ শেঠ—বড়বাজার ৫।০
" " বেণীমাধব আড্ডা—ভবানীপুর ৫।০
" " রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—সভাবাজার ৫
" " সনাতন মুখোপাধ্যায়—বড়বাজার ৫।০
" " শম্ভুনাথ মল্লিক—পাথুরিয়াঘাটা ৬
" " রামগোপাল ঘোষ—বড়বাজার ৫।০
" " [illegible] মণ্ডল—জামদাই ৭
মুন্সি আলাম আলী মির্জা চৌধুরী কাটুরিয়া ১০
মুন্সি মকবুল কায়েম—কাশিল গ্রাম ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহাকেই কিছুই প্রেরণ করা যায় না।

মফস্বলে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারা যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কালচন্দ্র যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ । "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ৯ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ২৪ এ অক্টোবর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ... অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বিতরণ! বিতরণ!!

যাঁহারা বাস্তবিক অর্থাভাবে কৃষি কার্য্যের বীজ খরিদ করিয়া চাস করিতে অসমর্থ, এরূপ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণসহ প্রার্থী হইলে, বিনা মূল্যে এখান হইতে বাঁধা, ফুল, ওল প্রভৃতি কপির বীজ পাইতে পারেন দেশমধ্যে যাহাতে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয়, পাইকপাড়া রাজবাটির উহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য, বিদেশীয় ব্যক্তিদিগকে ডাকের খরচ পাঠাইয়া দিতে হইবে না; আমরা নিজ ব্যয়ে উহা ডাকে পাঠাইয়া দিব।

পাইকপাড়া রাজবাটি } শ্রীব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা পোষ্ট অফিস। } ম্যানেজিং প্রোপাইটর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রবেশ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সংযুক্ত প্রদেশের সমস্ত পক্ষে কাহাকে বুঝায়, বিষবাহিনী, সংস্কৃত লিপিকর সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ও তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই কটী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫॥০ টাকা। সম্পাদক, মজিলপুর সোণাপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

গোবীজে টীকা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন নামে ১৮৮০ অব্দে যে এ আইন হয়, তাহা কলিকাতার উপনগর সকলে জারী হইয়াছে। ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রতি পুলিসের আড্ডায় সুবিধামত স্থানে টীকা দিবার আড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে টীকাকারদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময় নিরূপিত হইয়াছে।

প্রাতঃকাল ৭॥০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে।

[illegible]

যে সকল ব্যক্তি টীকার খরচ দিতে অশক্ত, তাহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে। আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাদার লইয়া টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাদার পাইতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপাল আফিস আলিপুর ২৪ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। } আর, সি, ইবেটসন সহকারী সভাপতি।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(আখ্যান-কবিতা।)

পাঠক মহাশয়!

"রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এরূপ আর এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি বহু রকমের রত্ন পদার্থ উঠিয়াছিল, এই পুস্তকের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখিতে পাইবেন। পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে সোমরসের ন্যায় সুধা থাকায় অধিক কি বলিব নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে পারা যায় না, সেই অনুরোধে এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই—পুনশ্চঃ—

" হাতকলমে দুধি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ, ভাগ, অংশ গণন, যোগ নিষ্কাশন, ভূত সিদ্ধকরণ, মনস্কামনাপরীক্ষাকরণ, মৃত্যুপরীক্ষাকরণ, দিনমানপরীক্ষাকরণ, বিদ্যাপরীক্ষাকরণ, বিবাহপরীক্ষাকরণ, মন্ত্রপরীক্ষাকরণ, বাক্যাপরীক্ষাকরণ, বিপদ পরীক্ষাকরণ, বিবাদপরীক্ষাকরণ, বৃক্ষপরীক্ষাকরণ, ধনপরীক্ষাকরণ, গর্ভপরীক্ষাকরণ, সন্তানপরীক্ষাকরণ, পরমায়ুপরীক্ষাকরণ জগতের যাবতীয় কার্য্যপরীক্ষাকরণঃ—

যদি কোন বঙ্গীয় পাঠক মহাশয়! আমাদের এই গ্রন্থের বিষয়গুলি অলীক ভাবিয়া পাঠ না করেন, তাঁহাকে সবিনয়ে আমাদের এই আবেদন তিনি দুই এক পত্র পাঠ করিয়া দেখুন। আমরা অনেক পরিশ্রমে, অনেক কষ্টে অনেক উৎসাহে অনেক ব্যয়ে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি:—

যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক পাইবেন, (খণ্ড খণ্ডের) মূল্য মাত্র ডাক মাশুল ১৸৹ আনা, প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৹ আনা মাত্র।—

প্রকাশক শ্রীহরেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
কলিকাতা সর্ব্বসুবর্ণের টোলা ২ নং কার্য্যালয়।

প্রেরিতপত্র।

কিছু দিন হইল তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা সম্পাদকের নিকট আমি কএকটী প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা এবং তাহার উত্তর উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উত্তরে আমি সন্তুষ্ট না হইয়া আমার যথা বক্তব্য পুনরায় লিখিয়া পাঠাইয়া দিই। এবারে সম্পাদক মহাশয় না আমার পত্রখানি, না তাহার উত্তর—ইহার কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাখানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং উহার মধ্যে যে কিছু মতামত প্রকাশিত হয়, তাহা অবশ্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে সাধারণ লোকের বিলক্ষণ অধিকার আছে। অতএব আমার প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধিকন্তু আমার অভিপ্রায়ই বা কিরূপ তাহা সাধারণকে জ্ঞাত করিবার জন্য আমার সে প্রশ্নগুলি, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক প্রদত্ত তাহার উত্তর এবং আমার শেষ পত্র যাহা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয় নাই, পশ্চাতে লিখিত হইতেছে, আশা করি সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

প্রশ্ন ও উত্তর।

ঘোর পৌত্তলিক বৃদ্ধ পিতা মাতা। পুত্র ও পুত্রবধূ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা। বৃদ্ধ পিতামাতার এমন শক্তি নাই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের জন্য অন্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন; তাঁহাদের এমন সামর্থ্যও নাই যে, অন্যথা অন্য কোন লোক নিযুক্ত করেন, সুতরাং পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাদের একমাত্র ভরসা স্থল। কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা যদি ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন, ভিন্ন জাতির সহিত পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ দেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? অনাহারে পিতামাতাকে মরিতে দেওয়া উচিত, অথবা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

উত্তর।—বিশ্বাস ও সত্য বিরুদ্ধ আচরণ কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্য নহে। উক্ত পুত্র ও পুত্রবধূ যদি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্ন জল দিতে অসমর্থ হন, তখন কি কেহ অন্ন জল দিল না বলিয়া দোষারোপ করে? পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্ন জল দেওয়া যেমন শরীর সম্বন্ধে অসম্ভব, তাহার সাধ্য নাই—সুতরাং অকরণে নিন্দা নাই, তেমনি ধার্ম্মিকের পক্ষে বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করা আধ্যাত্মিকভাবে অসম্ভব; তাহার সাধ্য নাই সুতরাং অকরণে নিন্দা নাই। পক্ষাঘাত হইলে যদি কোন উপায় হয় এক্ষেত্রেও হইবে।

প্রভু পৌত্তলিক, ভৃত্য ব্রাহ্ম। প্রভু ভৃত্যকে সামান্য কহিয়া দেবালয় পরিষ্কারাদি করিতে, পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যের সে আদেশ পালন করাতে কোন দোষ হইতে পারে কি না? যদি দোষ হয়, তবে দেব পূজার উদ্দেশে কোশাকুশি প্রভৃতি ক্রয় করিতে গেলে ব্রাহ্মদোকানদার তাহা বিক্রয় করিলে কেন না অপরাধী হইবেন?

উত্তর।—প্রভু জাতিভেদ মানেন না, ভৃত্য জাতিভেদ মানে। প্রভু যদি তাহাকে মুসলমান পাচকের হস্তে আহার করিতে আদেশ করেন সে ব্যক্তি করিতে বাধ্য কি না? তৎক্ষণাৎ ভৃত্যগণ কি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যায় না? প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের মূলে এই কথা থাকে যে, প্রভু তাহার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বলিবেন না, যদি বলেন তবে সে পদ ত্যাগ করিবে, তথাপি সেকার্য্য করিবে না। এ ঘটনাও নূতন নহে। এমন কি যদি এমন কোন কার্য্য হয়, যাহাতে যোগ দিলে বিবেকবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মভৃত্যগণ পদ ত্যাগ করিয়া থাকেন, এরূপ ঘটনা সর্ব্বদা হইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বিজয় বাবু ও রামকুমার বাবু প্রভৃতিকে "পণ্ডিত" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, "পণ্ডিত" রামকুমার বিদ্যারত্ন বলা হয় কেন? তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যদি তাঁহাদিগকে "পণ্ডিত" বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই, সংস্কৃতভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ কাব্য প্রভৃতি ভূদেব বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতিকে "পণ্ডিত" বলা হয় না কেন?

উত্তর।—ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পণ্ডিত বলিবার প্রথা আছে বলিয়াই বলা হয়। বিশেষ কোন গুরুতর কারণ নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মফস্বলের ব্রাহ্মেরা যথাসাধ্য দরিদ্র দুঃখীদিগকে অন্ন প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু কলিকাতার ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদের নিজের আহারের বন্দোবস্ত রাখিয়েকে কখনই দরিদ্র দুঃখীদিগের আহারাদির কোন বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায় না কেন? কলিকাতার দরিদ্র দুঃখীর সংখ্যা অধিক সত্য এবং সেই জন্য তাহাদিগকে দান করিতে হইলে ব্যয়বাহুল্যও হইবে সত্য; কিন্তু দরিদ্র দুঃখীর সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনই মফস্বলের ব্রাহ্মসংখ্যা অপেক্ষা কলিকাতার ব্রাহ্মসংখ্যাও ত অধিক আছে; সুতরাং মফস্বল অপেক্ষা কলিকাতার অধিক আয়েরও সম্ভাবনা আছে; তাই জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতার ব্রাহ্মেরা উৎসবোপলক্ষে দুঃখী প্রাণীকে এক মুষ্টিও অন্ন দান করা কর্ত্তব্যের মধ্যে কি গণ্য করেন না?

উত্তর।—এরূপ দান করা অনেকের মতবিরুদ্ধ, কারণ অনেক অসৎ লোক প্রতারণাপূর্ব্বক দান গ্রহণ করে। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা কাহারও বিশেষ লাভ হয় না। তদপেক্ষা পরোপকারের স্থায়ী উপায় সকল অবলম্বন করা শ্রেয় বলিয়া মনে করেন।

আজ কাল কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যেরা যে ভাবে উপাসনাদি করিতেছেন, হিন্দুরাও কি প্রায় সেই ভাবে উপাসনাদি করেন না? যদি তাহা করেন, তবে কেশব বাবু প্রভৃতিকে আপনারা যখন ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন হিন্দুদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার না করিবার কারণ কি?

উত্তর।—আমরা আর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলি না। তাঁহাদের কার্য্যকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য মনে করি না। এই জন্যই তাঁহাদিগকে নববিধানী বলিয়া থাকি এবং তাঁহাদের কার্য্যের সংবাদ অপরাপর সংবাদের মধ্যে দিয়া থাকি।

কেহ যদি ধর্ম্মাশ্রমের পাথেয় দিলেন অথবা নিমন্ত্রণ করিলেন তবেই প্রচারক মহাশয়েরা তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করেন, নতুবা অন্য কোথাও যাইতে অধিকাংশ প্রচারককে দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ প্রচার প্রণালীকে কি প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে? হিন্দু মিশনরিরা বিনা আহ্বানে দেশের সর্ব্বস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন এবং তাহাই সঙ্গত ও কল্যাণপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, ব্রাহ্মপ্রচারকেরা সেরূপ প্রচার প্রণালী অবলম্বন করেন না কেন। তাঁহারা বোম্বে যান, ঢাকায় যান, পশ্চিমে যান, কিন্তু কলিকাতা হইতে ১৫।২০ ক্রোশ দূরে এমন সকল গ্রাম আছে, যেখানকার লোকেরা অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম গন্ধ শ্রবণ করে নাই। ইত্যাদি।

উত্তর—একেবারেই যে নিমন্ত্রণের পত্র না পাইলে যান না এরূপ নহে। তবে প্রচারক সংখ্যা এক্ষণে অল্প হওয়াতে যে সকল স্থান হইতে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হন, তাহাতেই সকল স্থানে যাইতে পারেন না; অনেককে নিরাশ হইতে হয়। প্রচারক সংখ্যা যখন অধিক হইবে তখন আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হইবে।

আমার শেষ পত্র।

(আমি মূল পত্রখানির প্রতি লিপি রাখি নাই। সুতরাং যাহা লিখিত হইল ইহা তাহার অবিকল নকল নহে। দুই এক স্থানে ইচ্ছা করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়াও দিয়াছি।)

আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, যদি কোন পুত্র বা পুত্রবধূর সম্মুখে পৌত্তলিক দুঃস্থ পিতা মাতা অন্নজলা-ভাবে প্রাণ ত্যাগ করেন তাহাও শ্রেয়, আপনি ভিন্ন জাতির অন্নজল গ্রহণ হইতে বিরত হওয়া উচিত নহে। বরং তাহাতে বিরত হইলে ব্রাহ্মের পক্ষে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আপনার এ লেখাটী সত্যের কথা অথবা অসত্যের কথা হইয়াছে আপনি তাহা আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। যে যাহা বিশ্বাস করে, সে তদনুসারে কার্য্য না করিলেই যে, সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ বা কপটাচরণ করিল এমন কথা বলা সঙ্গত নহে। আমি বিশ্বাস করি, পীড়িত দুঃখীদিগকে দয়া করা, তাহাদের উপকার করা ধর্ম্ম, কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া আমি তাহাদের উপকার করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি কপট হইলাম বা বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করিলাম এ কথা বলা সঙ্গত নহে। আপনি বিশ্বাস করেন সংসারের সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হওয়া, তাঁহাতে আত্মা মন সমর্পণ করা আর তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কিন্তু উপাসনা কালে সংসারের সমস্ত বিষয়চিন্তা আসিয়া আপনার মনকে আকুলিত করিয়া ফেলে বলিয়া, কার্য্য কালে সাংসারিক বিষয় সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন না বলিয়া আপনি কপটাচরণ বা বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এমন বলা যায় না। যদি ইহাকে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ না করা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন শক্তি দেন নাই যে, সে সমস্ত কার্য্য তাহার বিশ্বাসানুসারে করিতে পারে। যাহা ঈশ্বর দেন নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র বলিতে হইবে। বাস্তবিক বিশ্বাসানুসারে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলে যদি কপট বলিয়া পরিগণিত হইতে হয় তাহা হইলে আমি কপট, আপনি কপট—সকলেই কপট। কেশব বাবু, আপনি জাতিভেদ স্বীকার না করিয়াও, সকল নরনারী ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রাতা ও ভগিনী জানিয়াও এ পর্য্যন্ত নিজ পুত্র-কন্যাদিগের চামার, ডোম, ফিরিঙ্গিদিগের সহিত বিবাহ দিতে পারিলেন না। চামার ডোমদিগের মধ্যে সুপাত্র ও পাত্রীর অসদ্ভাব থাকিতে পারে; কিন্তু ফিরিঙ্গি, সাহেব, মুসলমান সম্বন্ধে একথা বলিয়া পার পাইবার ত যো নাই! এ সকলের বেলা ব্রাহ্মদিগের কপটাচরণ ও বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ হয় না, আর যেখানে পরমারাধ্য পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা লইয়া কথা, কেবল সেই স্থানেই বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া তাঁহাদের গলায় পা দিয়া বধ করিবার ব্যবস্থা!!! আমি যেমন বিশ্বাস করি, সকল নরনারী ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ভ্রাতা ও ভগিনী, আমি তেমনই ইহাও বিশ্বাস করি, পিতা মাতার সেবা করা, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করা প্রত্যেক পুত্র কন্যার পরম ধর্ম্ম। আমি যদি এই পরম ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য আপাততঃ ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ না করি, আমি যদি সরলভাবে বলি, "আমি জাতিভেদ স্বীকার করি না সত্য কিন্তু পিতা মাতার প্রাণ রক্ষার জন্য আপাততঃ ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে সক্ষম নহি, কারণ তাহা করিলে তাঁহারা আমার চক্ষের সম্মুখে ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।" তাহা হইলে আমি কেন কপট বলিয়া বিবেচিত হইব? শরীরে পক্ষাঘাতের ন্যায় আমার পক্ষাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হওয়া যেমন মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, তেমনিই আমি বলিব, অতএব বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করা আধ্যাত্মিক ভাবে আমার পক্ষে অসম্ভব, এরূপ মনে করিয়া যাহার শরীরে এক বিন্দু মাত্রও মনুষ্য শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে কখনই উচ্ছৃঙ্খল বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া অবলীলাক্রমে পিতা মাতার প্রাণ বিনাশ দেখিতে পারে না। ইহা একটী চিরপ্রসিদ্ধ সত্য যে, যেখানে দুটী বিভিন্ন কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে যেটী গুরুতর কর্ত্তব্য অগ্রে সেইটী পালন করাই সর্ব্ববাদিসম্মত। ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করা অপেক্ষা পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা করা যে গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা বোধ হয় সকলেই বলিবেন। যাহা হউক আমার বিবেচনায় যে ধর্ম্ম বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া পিতা মাতার প্রাণ বিনাশের অনুমোদন করে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, পিশাচধর্ম্ম, যত শীঘ্র তাহা ভূমণ্ডল হইতে বিদূরিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

আপনি মূলেই আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। পৌত্তলিক ঠাকুর দেবপূজার জন্য বাজার হইতে পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া দিলে অপরাধী হয়েন কি না? ইহার উত্তরের প্রয়োজন। যদি অপরাধী হন, তবে যে সকল ব্রাহ্ম দোকানদার দেবদেবী নির্ম্মাণের এবং তাহাদের পূজার উপকরণাদি বিক্রয় করেন, অথবা যে সকল ব্রাহ্ম উকীল ব্যারিষ্টার দেবদেবীর ভূসম্পত্তি প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করেন অথবা যে সকল ব্রাহ্ম ইঞ্জিনিয়ার মন্দির, মসজিদ, চর্চ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদিগকে অপরাধী বলিয়া পরিত্যাগ করেন কি না? এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

ইনি কায়স্থ, ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি চামার—এরূপ বিশেষ করিয়া বলা অনেক ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আপনারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যখন চামারে ব্রাহ্মণে, কায়স্থে চণ্ডালে, মুসলমানে বৈদ্যতে বিবাহ হইবে তখন ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি কায়স্থ এ কথা বলিবার আর অবসর থাকিবে না। যথার্থ কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণভেদ লোপ হয় ইহাই ব্রাহ্মদিগের পক্ষে প্রার্থনীয়। অতএব এরূপ স্থলে যিনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইবেন আর সংস্কৃত জানিবেন কেবল তাঁহাকে "পণ্ডিত" বলিব, আর যিনি অন্য কোন কুলোদ্ভব হইবেন তিনি উত্তম সংস্কৃত জানিলেও তাঁহাকে "পণ্ডিত" বলিব না, ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এরূপ নিয়ম করা কি শোভা পায়? ইহা দ্বারা কি জাতিভেদের প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহার পক্ষ সমর্থন করা হইবে না?

আমার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আপনি এতদিন ব্রাহ্মদিগের পক্ষ হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ

[illegible] হইলাম। কলিকাতার [illegible] সংবাদপত্র সম্পাদকদের কোন [illegible] উপায় করিয়া দিয়া এরূপ কথা বলি- [illegible] তাহা হইলে তাঁহাদের মুখে উহা কতকটা [illegible] কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, কলি- কাতার [illegible] অধিক হইল [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে [illegible] ছাত্রীদিগের [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] এখনে আপনারা [illegible] সকল বুঝাইয়া আমি [illegible] আপনারা [illegible] বলিয়া [illegible] সত্ত্বেও [illegible] আপনারা [illegible] একটী [illegible] আরো [illegible] অপরের অপদস্থ [illegible] প্রাণীকে যে [illegible] বঞ্চিত করা কি উচিত [illegible] একথা শুনিয়া ও [illegible] থাকে বলিয়া থাকে যে, কেবল [illegible] আমি উহাকে [illegible] কলিকাতার [illegible] জিজ্ঞাসা করি, উহার [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] ছাত্রীগণের [illegible] সম্মান [illegible] [illegible] ভিন্ন [illegible] প্রকৃতি [illegible]

[illegible] একান্ত প্রার্থনীয়। কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া, সকলের মাথা আসল কর্ত্তব্য [illegible] বিষয়টী লইয়া একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

বসুনীয়া } শ্রীভবতারিণী দে।
৪ ঠা অগ্রহায়ণ ১২৮৮ }

সোমপ্রকাশ।

৯ ই কার্ত্তিক সোমবার।

[illegible] হইতে [illegible] অবসর [illegible] কাশীপুরের [illegible] আমরা [illegible] কোন [illegible] কালেজিয়েট [illegible] একটী [illegible] আমরা [illegible] [illegible] আপত্তি নাই; কিন্তু কোন্নগরে [illegible] একটী [illegible] একান্ত আবশ্যক। [illegible] হইলে [illegible] হিন্দু [illegible] তিন [illegible] লোক [illegible] কেবল যে [illegible] অধিক [illegible] একটী [illegible] কলেজের [illegible] [illegible] হইলে [illegible] অধিক [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] করে, [illegible] [illegible] লোক [illegible] [illegible] অনেক [illegible]

এই ও [illegible] কোন্নগরবাসী [illegible] [illegible] একটী প্রস্তাব করিবার [illegible] আমরা উহাকে [illegible] করিলাম। [illegible] [illegible] না হয়, তাহা হইলে সম্মুখে [illegible]

[illegible] হইতেছে [illegible] নিয়ম বাধ্য [illegible] বঞ্চিত হইলে তাহার যেমন কষ্ট হয়, আমাদেরও সেইরূপ ঘটিবে। কেবল যে আমরা উপকার লাভে বঞ্চিত হইব, এরূপ নয়, যেরূপে [illegible] যে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদিগকে সেই অনিষ্টে ভাগী হইতে হইবে। অতএব সাধুগণ অনুরোধ এই, [illegible] আমাদিগের [illegible] যুক্তিগুলির [illegible] বিচার করিয়া ও [illegible] মীমাংসা একটী [illegible] করিবার মত দিন করুন।

স্ত্রীর পরিবর্ত্তন।

[illegible] আশ্চর্য্য ব্যাপার, [illegible] উভয় [illegible] ও [illegible] হিন্দু মুসল- [illegible] বিবাদ ঘটিয়াছে। [illegible] [illegible] ধর্ম্মাবলম্বী [illegible] এক [illegible] [illegible] উভয় [illegible] কোথায় সকলে [illegible] এক [illegible] [illegible] করিয়া সকলেই [illegible] করিবেন; [illegible] [illegible] উন্নতি [illegible] হইতে লাগিল। [illegible] কেবল হিন্দু ও মুসলমান [illegible] সকল ধর্ম্মাবলম্বী [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] হিন্দুসমাজের [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] উন্নতি [illegible]

[illegible] কথা [illegible] আমরা [illegible] আমরা [illegible] হিন্দু [illegible] কিন্তু [illegible] আমরা [illegible] [illegible] হিন্দু [illegible] কিন্তু [illegible] সম্প্রদায়

এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসিদের অন্তরে দারুণ বিদ্বেষ ভাবের বীজ রোপণ করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা অপব্যবস্থা প্রযুক্ত জাতীয় বৈর [illegible]। [illegible] ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার [illegible] দেওয়া হইয়াছে যে, সেখানে [illegible] ভিন্ন অন্য কেহ গবর্ণমেণ্টের আফিসে কর্ম্ম পাইবেন না। বুঝিয়া দেখুন, এই আজ্ঞার পরিণাম ফল কখনই হিতকর হইতে পারে না। ইহা বঙ্গবাসী ও অন্যত্র [illegible] লোকের মনে ক্রমশঃ বিদ্বেষ ভাব জন্মাইবার কারণ হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বলিতে কি, [illegible] হিংসা ও শত্রুতা করিতে শিখিবার ইহা একটী প্রধান কারণ হইয়াছে। কালক্রমে ভারতবাসীর সমস্ত জাতি পরস্পর পরস্পরের দুঃখে কাতর হইবে, পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ মমতা করিবে সে আশা এক কালে বিনষ্ট হইতেছে। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সভ্য হওয়া হইয়া কোথায় ভারতবর্ষবাসিগণ এক [illegible] হইয়া এক প্রাণে এক মনে এক সদ্ভাবে [illegible] হইয়া দীন হীন দুঃখ [illegible] দূর করিবেন, না রাজপুরুষেরাই সদ্ভাব [illegible] সে [illegible] ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন। এ প্রকার নিয়ম প্রচার করা রাজপুরুষদের [illegible] [illegible] শেষ আর নাই। আবার এই নিয়ম [illegible] ও অশেষবিধ লোকের [illegible]। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] আফিসে বাঙ্গালীরা কর্ম্ম পাইবেন না, কিন্তু হিন্দুস্থানী [illegible], [illegible] ও অন্যান্য জাতি পাইবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] দৈবদুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। [illegible] [illegible] দৈবদুর্ঘটনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] অন্য কোন কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস [illegible] [illegible], এবং হিন্দুস্থানী বা বঙ্গদেশে বাস [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] হিন্দুগণ [illegible] হইতে [illegible] বাস করিয়া আসিতেছেন। কাশী প্রয়াগ [illegible] [illegible] অনেক বাঙ্গালী [illegible] পুরুষ বাস করিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদেশের অনেক হিন্দুস্থানী আসিয়া বহু পুরুষ বাস করিয়া রহিয়াছেন। এ প্রকার উপনিবেশের প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। উভয় [illegible] আরো [illegible] উপনিবেশ হইবে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা [illegible] দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং শান্তিরক্ষার [illegible] হইবে না।

হিন্দু ও মুসলমানে সময়ে সময়ে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, [illegible] অনেক সময় [illegible] [illegible] রাজপুরুষগণের অন্যায় [illegible] [illegible] [illegible]। সম্প্রতি মুলতানে যে দুর্ঘটনা [illegible] ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা ডেপুটী কমিশনর [illegible] [illegible] সাহেব পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে অনায়াসে তাহার নিবারণ করিতে পারিতেন। মুলতান নগরে সর্ব্বশুদ্ধ [illegible] হাজার হিন্দু এবং [illegible] [illegible] মুসলমান। হিন্দুরা প্রায় সকলেই [illegible]। ঐ নগরে শঙ্করাচার্য্য নামে একটী দেবমন্দির আছে। হিন্দুরা তত্রত্য দেবতার উপাসক। গত ৫ ই আশ্বিন একাদশী গিয়াছে। হিন্দুগণ সে দিন উপবাসী ছিল। মুসলমানেরা নগর মধ্যে গোমাংস আনিয়া চীৎকার পূর্ব্বক [illegible] লাগিল—"দুই পয়সা করিয়া সের।" ইহাতে হিন্দুগণ মর্ম্মবেদনা [illegible] পাইল।

মুলতানের মধ্যে গোমাংস আনিবার ব্যবস্থা [illegible] ছিল না। নগরের বাহিরে একটী হাট আছে, সেই [illegible] গোমাংস বিক্রীত হইত। ঐ [illegible] হিন্দুরা [illegible] [illegible] করেন না। গত [illegible] [illegible] মুসলমানেরা চতুর্দ্দিকে গোমাংস বিক্রয় করিবার [illegible] [illegible] [illegible] সাহেবের নিকট আবেদন [illegible]। [illegible] কমিশনর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুসলমানদের আবেদন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন [illegible]। [illegible] [illegible] ঘটিবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোমাংস বিক্রয় [illegible] অনুমতি প্রদান করিলেন।

বঙ্গদেশে মুসলমানের ও হিন্দুর [illegible] আছে। তাঁহাদের মধ্য [illegible] এবং [illegible] হউক; কিন্তু সকলেই একত্রে [illegible] [illegible] কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। [illegible] [illegible] পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি [illegible] [illegible], [illegible] সকলেই [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] অন্যান্য অঞ্চলে এখনও সে [illegible] [illegible] হয় নাই। মুসলমানেরা [illegible] সাহেবের অনুমতি পাইয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। [illegible] আবার হিন্দুদের সম্মুখে চীৎকার করিয়া গোমাংস বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে হিন্দুদের সহিত [illegible] [illegible] উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ মুসলমানদের [illegible] ও [illegible] [illegible] নষ্ট ও দগ্ধ করিয়া দেয় এবং মুসলমানেরা [illegible] হিন্দুদের দোকান দেবালয় এবং পুস্তকাদি [illegible] করে। উভয় পক্ষের অনেক লোক আহত হইয়াছিল। হিন্দুগণ [illegible] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া [illegible] স্থির করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব বাহাদুর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। অগত্যা তাঁহারা গবর্ণর জেনরলকে এতদ্বিবরণ জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত [illegible] সংবাদ দিলেন। এ দিকে উভয় পক্ষের বিবাদ আরও [illegible] মূর্ত্তি ধারণ করিল। শাসনকর্ত্তা উপায়ান্তর না দেখিয়া পুলিসের ও সৈন্যাদির সাহায্যে গোলযোগের শান্তি করা হইল।

পাঠক! দেখুন, [illegible] সাহেবের অবিমৃষ্যকারিতা [illegible] কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তিনি বিচারপতি। [illegible] শান্তিরক্ষা করিবেন, প্রজার জাতি ধর্ম্ম মান সম্ভ্রম রক্ষার্থে [illegible] তাঁহার হস্তে ন্যস্ত [illegible]। তিনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা। [illegible] বিচার [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না থাকেন, তবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহা বলিবার নহে। বহুপূর্ব্ব হইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] কাল, অপকারের নিমিত্ত [illegible] চিন্তা করিলেন না। শেষ এই অগ্নিকাণ্ড [illegible] [illegible]—[illegible] করা যায়। দেশের অনিষ্টে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রার্থনা হিন্দু ও মুসলমানে [illegible] আর যেন বিবাদ না [illegible], রাজপুরুষগণ [illegible] বিশেষ মনোযোগী হউন। [illegible] [illegible] [illegible] বিবাদ [illegible] ঘটিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাজপুরুষগণ সাবধানী হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। নতুবা এই প্রণালীর [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া বিপরীত [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]।

প্রথম প্রস্তাব।

[illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হস্তে ন্যস্ত হওয়া [illegible] আমরা যেন একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আমাদের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] আদায় করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপলব্ধ হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible]

অন্যান্য [illegible] দেয়ালি আলোক জ্বালিয়া [illegible] আমরা ইহার অনুগত [illegible] আবিষ্কার করিয়াছি।" বাস্তবিক [illegible] ইংরাজদিগের [illegible] অন্তঃকরণে [illegible] মধ্যস্থলে [illegible] করিয়া তুলিয়াছেন। [illegible] প্রবেশ করা অত্র [illegible] সাধ্য নহে।

এ উপায়ে লর্ড [illegible] এক বিভাগে শাসনদের দ্বারা [illegible] তাহার নাম [illegible] তিনি [illegible] এই ভাব, ইহার [illegible] দুই কারণ [illegible] তার কিরূপ [illegible] কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য [illegible] তিনি এক দিকে যাহা করিলেন, অন্য দিকে তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে [illegible] করিয়া তুলিলেন। তিনি এক দিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা দিলেন, আবার অন্য দিকে তাহা [illegible] করিবার উপায় করিয়া রাখিলেন। এতদ্বারা তিনি দুই বৎসরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে [illegible] টাকা আদায় করেন। এই অবলম্বন করায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের তিনি যে অনিষ্ট করেন, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাকে [illegible] শাসন ও [illegible] করিয়াছে। এখনও তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] তাহার [illegible] কি না [illegible] [illegible] আমরা তাহার আলোচনায় [illegible] পারি।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] দৃষ্টি করেন না, আপনার [illegible] [illegible] উন্নতি [illegible] প্রজার মঙ্গলসাধন করিয়া [illegible] চেষ্টা পান, তাহাকে [illegible] [illegible] অত্যাচার। [illegible] শাসন প্রণালীর মূল নিয়ম এই যে জনসাধারণ অধিকাংশ লোকের অধিক [illegible] সাধন করা [illegible] তাহাকে [illegible] সম্পত্তি [illegible] [illegible] করিতে [illegible] না করিয়া আমাদের নিতান্ত নির্দ্দি- ষ্টের [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] কোন [illegible] লোক আমাদের অনিষ্ট করিতে না পারে, এবং যদি অনিষ্ট চেষ্টা পায়, তাহা হইলে দেশ শুদ্ধ একত্র হইয়া আমাদিগের স্বাধীনতার রক্ষা হইবে এই জন্যই সকল [illegible] আবশ্যক, এই জন্যই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] স্বীকার করে। কিন্তু এই [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যালয়ের ছাত্র, [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] [illegible] স্বাস্থ্যরক্ষার [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] অর্থ [illegible] তাহার নাম—[illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি। এই সকল কর [illegible] না করিলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিতে পারে না।

[illegible] শাসন কাল অবধি লর্ড মেয়র শাসন পর্য্যন্ত এ দেশে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিতেন, [illegible] [illegible] [illegible] বিভাগ [illegible] কোন বিভাগ কিরূপ ব্যয় হইবে, তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে [illegible] স্থির করা, এবং তাহা আদায় করিবার ব্যবস্থা করা, এ সমুদায় কার্য্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিতেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ, [illegible] [illegible] [illegible] এ সমস্ত বিষয়ে [illegible] করিবার অধিকারমাত্র ছিল না। গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেন। কালেক্টর, কমিশনর, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ সেই সকল [illegible] অনুসন্ধান করিতেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা অবগত হইয়া আপন ইচ্ছা ও [illegible] কার্য্য করিতেন। যখন এই নিয়মে [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ের [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট যাইত এবং [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইত। এইরূপ কার্য্যপ্রণালী যে বিশৃঙ্খল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাতে সময় ও অর্থের বিস্তর ক্ষতি হইত এবং তাহাতে সময়ে সময়ে প্রজাদের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিত। [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] লোকের কষ্ট ও [illegible] [illegible] হইয়াছিল, এইরূপ কার্য্যপ্রণালীই তাহার প্রধান কারণ। লর্ড মেও এ সকল দোষ জানিয়া ও বুঝিয়া এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিন্যস্ত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে তাহার বিনিয়োগ করিবেন। ১৮৭০ অব্দে এই প্রণালী প্রথমতঃ ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়। এই প্রণালীর নাম [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লর্ড [illegible] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহে [illegible] করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি আর কিছু কাল জীবিত থাকিলে ইহার যে কত উন্নতি করিতে পারিতেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু অকালে নিধন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার এই উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

[illegible] বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিবেন [illegible] [illegible] [illegible] এই ইচ্ছা করে যে এই অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক কি না? অর্থ ব্যয় করিয়া শেষে [illegible] সেই অর্থের প্রকৃত ব্যয় হইল কি না, উহা যথোপযুক্তরূপে ব্যয়িত হইয়াছে কি না, তাহার বিবরণ জানিতে এক স্বতন্ত্র উপস্থিত হয়। অর্থ কোনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি [illegible] আমি তোমার [illegible] তুমি মনে করিলে আমাকে [illegible] টাকা [illegible] করিতে পার। তুমি আমাকে বলিলে অর্থ দেও, কারণ কি বলিলে না, প্রয়োজন কি জানিলাম না, [illegible] আমি টাকা দিলাম—[illegible] উপায় নাই। কিন্তু আমি দিলাম বলিয়া কি আমার মনে [illegible] [illegible] [illegible] ইচ্ছা হয় না? অথবা তাহার কিরূপ বিনি [illegible] হইল, তাহা অবগত হইতে আমার অভিলাষ হয় না? এই অমূলকচিন্তা নিবারণ [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible] ইহার জন্যই লোকের [illegible] কত যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। ইহার জন্য ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহার জন্য হাম্পডেন [illegible] চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এই অনু-

সম্বন্ধে আমরা বাদপ্রতিবাদের একটী প্রধান যুক্তি। আমরা যে মিউনিসিপালিটির ও গবর্ণমেন্টের আয় ব্যয় লইয়া মধ্যে মধ্যে এত আন্দোলন করি, তাহারও কারণ এই। অতএব গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা প্রজাসাধারণকে অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে সংক্ষিপ্ত করের আবশ্যকতা ও তাহার আয় ব্যয় বিবরণ বুঝাইয়া দেন।

অর্থ ব্যয় কার্য্যে মনুষ্যের স্বভাবতঃ আর একটী প্রবৃত্তি উদয় হয় যে তাহারা নিজের অথবা তাহার প্রতিনিধির দ্বারা কিম্বা সেই অর্থ ব্যয় করে। এই সম্বন্ধে [illegible] উদাহরণ। [illegible] নিজে ব্যয় করিলে সময় কালে তাহার আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা এমন বিশেষরূপে অনুভূত হয়, যাহাতে বৃদ্ধি অথবা সংকোচ প্রয়োজন অনুসারে [illegible] প্রতীয়মান হয়, এবং যাহাতে যেরূপ হৃদয়ের তৃপ্তি [illegible] অন্যের দ্বারা ব্যয় হইলে তদ্রূপ তৃপ্তি জন্মিতে পারে না।

[illegible] আমাদের আয় ব্যয়ের কেন্দ্র [illegible] যে [illegible] বলিয়াছেন, তাহাতে এই সমস্ত কারণেই যে [illegible] আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা [illegible]। আমরা [illegible] যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা [illegible] লক্ষিত হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় কার্য্যে প্রজাসাধারণের পর্য্যবেক্ষণ করিবার অধিকার আছে। এমন কি, প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণ [illegible] করিতে পারেন, তাহাও উক্তরূপ শাসনপ্রণালীর অনুমোদিত। [illegible] যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে [illegible] অনুযায়ী কার্য্য হইবে, এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের [illegible] অনুরাগ বৃদ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহাতে রাজা ও প্রজার যে পরস্পর মত ও অনুরাগ [illegible] হইবে, তাহাও নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে। আমরা সময়ানুসারে এ [illegible] এক উচ্চ প্রস্তাবের অনু[illegible] করি, কিন্তু আমাদের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, এই উচ্চ প্রস্তাবের অনুসারে কার্য্য হইবে না।

[illegible] কেন্দ্রগবর্ণমেণ্টের সহিত আয় ব্যয় [illegible] সম্বন্ধ। [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] আয়ের কতক অংশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাসাধারণের হস্তে তাহা অর্পণ করেন, প্রজাসাধারণ ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মুক্ত হস্তে স্বাধীনরূপে তাহা ব্যয় করিতে পান, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাসাধারণের হস্তে আত্মশাসনের একটী গুরুতর ভার বিন্যস্ত হইবে।

কি আয় ও কি ব্যয় হইলে সুচারুরূপে কার্য্য চলিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইবে। সেই আয় ও সেই ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিবার জন্য তাঁহাদের উদ্যম ও বুদ্ধি [illegible] হইবে। [illegible] রাজকীয় [illegible] সম্পর্ক [illegible] হয়, ততই মঙ্গল। ইহাতে যত অধিক পরিমাণে রাজকীয় কার্য্যভারের সম্পর্ক থাকিবে, ততই আত্মশাসন সঙ্কুচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আত্মশাসন যত অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হয়, ততই [illegible] উন্নতির সম্ভাবনা। [illegible] আয় ব্যয় [illegible] করিবার কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মপত্র আবশ্যক।

তিব্বতদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য।

বহুকাল হইতে তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু তিব্বতবাসিরা আজও সুসভ্য হইতে পারে নাই। [illegible] সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ের নিমিত্ত অদ্যাপি তথায় মুদ্রা প্রচলিত হয় নাই বলিলেও হয়। দ্রব্যের বিনিময় অনুসারে [illegible] হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতের পথও অতিশয় দুর্গম। গিরিসঙ্কট [illegible] পার্ব্বতীয় জাতি ভিন্ন অন্য কেহ গমনাগমন করিতে পারে না। আবার হেমন্ত ঋতুর সমাগমে ঐ সমস্ত সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সুতরাং কেবল গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য কোন ঋতুতে বাণিজ্য [illegible] থাকে না। [illegible] কখন কখন [illegible] করে। [illegible] উত্তরাংশে এবং [illegible] বাণিজ্য [illegible]।

[illegible] তুষারাবৃত [illegible] আশ্চর্য্যরূপ [illegible] সমতল ভূমি [illegible]। [illegible] বাণিজ্যের [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] সময়ে তাহারা [illegible] বাণিজ্য করে [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] হইলেই ভুটিয়ারা তিব্বতে [illegible] অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করে এবং তথায় [illegible] নানা প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে।

তিব্বতবাসিরা, [illegible] ও [illegible] জাতিদের [illegible]। কিন্তু, ভুটিয়াদিগকে তাহারা বিশ্বাস করে এবং তাহাকে ভারতবর্ষের সহিত বাণি-

জ্য বাণিজ্যের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হয় [illegible] তাহারা সমধিক যত্নবান্। তিব্বতবাসীরা বাণিজ্য [illegible] উপর কিছু কিছু শুল্ক গ্রহণ করে। নেপাল [illegible] তুলনা করিলে ইহা বড় অসঙ্গত বা অন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না। [illegible] গিরিসঙ্কটে ভুটিয়াদের [illegible], একটী [illegible] আছে। তথায় একজন প্রধান ব্যক্তি অবস্থিতি করেন। তাঁহার অধীনে [illegible] টাটুঘোড়া এবং [illegible] আয়োজন আছে। [illegible] বাণিজ্য [illegible] পরিদর্শনের নিমিত্ত [illegible] করিতে পারেন, তাঁহার নিজের কিছুই ব্যয় নাই। এক একটী আড্ডায় অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত [illegible] সমস্ত [illegible] থাকে। বাণিজ্যের কর অধিক নয় [illegible], কিন্তু [illegible] নিতান্ত কষ্টদায়ক। [illegible] এক এক চাপ [illegible] যে সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানি হয়, তাহার এক এক [illegible] ও [illegible] এবং বাম্ ভুটীয়ারা বিনিময়ে যে পরিমিত [illegible] তাহার দশম [illegible]। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে তিব্বতে মুদ্রার চলন প্রায় নাই। পরন্তু [illegible] এক প্রকার রৌপ্য মুদ্রা কখিত আছে [illegible] থাকে। এক তিব্বতির মূল্য [illegible] আনার অধিক নহে। [illegible] পার্ব্বতীয় [illegible] করিলে তাহাদের [illegible] প্রদান করিতে হয়।

[illegible] হইতে তিব্বতে বাণিজ্য করিতে যাইবার নিমিত্ত [illegible] প্রধান গিরিসঙ্কট আছে। যথা [illegible] পথ। ঐ পথ দিয়া সম্বৎসরে [illegible] টাকা মূল্যের [illegible] মণ বাণিজ্য দ্রব্য [illegible]। [illegible] পুর্ব্বাংশে মন এবং [illegible] গিরিসঙ্কট [illegible] প্রধানতম গিরি-সঙ্কট [illegible] সম্বৎসর [illegible] ১২৬৮ [illegible] মণ বাণিজ্য দ্রব্য [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] গিরিসঙ্কট। এই পথে প্রতি বৎসর অনুমান [illegible] টাকা মূল্যের [illegible] মণ দ্রব্যের রপ্তানি হয়। [illegible] পূর্ব্বাংশে [illegible] ও [illegible] গিরিসঙ্কট। এই [illegible] পথে বার্ষিক প্রায় [illegible] টাকা মূল্যের [illegible] মণ দ্রব্যের রপ্তানি হইয়া থাকে।

যে সকল ভুটিয়া উক্ত গিরিসঙ্কট দিয়া বাণিজ্য করে, তাহারা [illegible] বাজারে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। [illegible] গিরিসঙ্কটের ভুটীয়ারা [illegible] এবং তিব্বতদেশে [illegible] করে।

দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অনেক সময়েই বাণিজ্যার্থী উত্তরাঞ্চলীয় পার্ব্বত্য প্রদেশে, শিলিগুড়ি ও জামনগরে এবং তিব্বতদেশের তক, নিমর, গ্যারিমা ও গার্ত্তক বাজারে বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করে। নিতি পথের ব্যবসায়িরা তিব্বতদেশের পাশে ও শিব তিষম বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। কেমি সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিতপথগুলি দিয়া প্রায় ২৫,০০০ ৩০,০০০ হাজার টাকার দ্রব্য প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে তিব্বতীয় রাজা সমস্ত আমদানি দ্রব্যের উপর প্রতি টাকায় /০ এক আনা শুল্ক গ্রহণ করিতেন। তৎপরে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে নবাগত প্রতি দলিয়াতে এক তিব্বতি শুল্ক গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্তে শত করা ৬৮০ ছয় টাকা শুল্ক পড়িত, কিন্তু বর্ত্তমান বন্দোবস্তে শতকরা ২০ বিশ টাকা লাগিতেছে। এই নূতন বন্দোবস্তে ভারতীয় বণিকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশের সম্পূর্ণ কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। সামান্য ব্যাপারে এত টাকা কর দিয়া কিছুই লাভ থাকে না, বরং বৎসর বৎসর তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭৭ সালে কর দিবার নিমিত্ত তাহারা অনেক টাকা ঋণ করে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার পরিশোধ করিতে পারে নাই। ১৮৭৮ সালে তাহারা আবার ৪০০০ চারি হাজার টাকা ঋণ করিয়াছে। বৎসরের শেষে সমস্ত দেয় কর পরিশোধ না করিলে তিব্বতীয় রাজা তাহাদিগকে বাণিজ্যের নিমিত্ত আসিতে দেন না।

ভুটীয়া প্রভৃতি পার্ব্বতীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া কত কষ্টে যাতায়াত করে, পাঠক! তদ্বিষয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইতে পারেন। চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে তিব্বত পর্ব্বতে মেষের পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া তিব্বতের প্রধান ব্যবসায়ের স্থান গর্ত্তকে উপনীত হয়। তথায় তিব্বতবাসীরা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সোহাগা, লবণ এবং স্বর্ণরেণু আনিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিনিময়ে ভুটীয়াদের নিকট হইতে শস্য, শর্করা, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করে। গ্রীষ্মের প্রভাব অতীত হইবার পূর্ব্বে তাহারা হিমালয়ের দক্ষিণদিকে দেরাদুন এবং কুমায়ুনে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথা হইতে আলমোড়ার ১৮ ক্রোশ উত্তরে বাগেশ্বরের মেলায় সেই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করে। বাগেশ্বরের মেলায় সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় না হইলে ভুটীয়ারা পিলিভিট, রামনগর, দিল্লি, আগ্রা এবং কানপুর পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে।

ভুটীয়ারা নিতান্ত দরিদ্র। ব্যবসায় চালাইবার যোগ্য তাহাদের কিছুই মূলধন নাই। বাগেশ্বর, আলমোড়া এবং বরেলির মহাজনদের নিকট টাকা ঋণ করিয়া তাহারা এই ব্যবসায় করে। ঐ ঋণের কারণ ভুটীয়াদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। মহাজনদের নিকটে তাঁহারা এক প্রকার ক্রীত দাস হইয়া আছে। এমন কি মহাজনদের বিনা অনুমতিতে আমদানি দ্রব্য আর কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারে না। কিছুকাল হইল এক বার এক মহাজন এক লক্ষ টাকার সোহাগা ক্রয় করিবার নিমিত্ত বাগেশ্বর মেলায় গিয়াছিলেন। তিনি বাজার দর দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু মহাজনদের ভয়ে কোন ভুটীয়া সোহাগা বিক্রয় করিতে পারিল না। পাছে নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়, সে কারণ ঐ মহাজনেরা অন্য কাহাকেও বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতে সাহস করে না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভুটীয়ারাই তিব্বত দিয়া তথাকার বাণিজ্যোচিত দ্রব্য এদেশে আনিয়া থাকে। কিন্তু তিব্বতের লোকও বৎসর বৎসর বাগেশ্বরের মেলায় আইসে। স্বর্ণরেণুই তাহাদের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য তদ্ভিন্ন মৃগনাভি, প্রস্তর পশুচর্ম্ম পশম এদেশে আনিয়া বিক্রয় করে। তিব্বতের ছাগলোমের বেথাগলি ভুটীয়াদের মেষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহাদের সুকোমল চিক্কণ পশম পরম উপাদেয় সামগ্রী। তিব্বতবাসিরা বাণিজ্যের নিমিত্ত লোটিয়াদের শত করা ১০ দশ টাকা শুল্ক দিয়া থাকে। প্রথমেই কথিত হইয়াছে, তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধে মুদ্রার বিশেষ চলন নাই। কিন্তু এক কালেই যে, মুদ্রার ব্যবহার নাই এমত নহে। ঘোড়া ও পশম নগদ টাকাতেই প্রায় বিক্রীত হয়। স্বর্ণরেণুর বিনিময়ে সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে লইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় টাকা সকলেই ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করে। অর্দ্ধ টাকা মূল্যের দ্রব্য লইতে হইলে মুদ্রাটি মধ্যে কর্ত্তন করিয়া দেয়। কলিকাতায় কেরাণী বাজারের এই প্রথা প্রচলিত আছে, তিব্বতের বাজারে চীন দেশীয় মুদ্রারও চলন দেখা যায়, অধিক মূল্যের দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে কুর নামে এক প্রকার মুদ্রা আছে, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী কুরের মূল্য ১৬৬ টাকা। সাধারণতঃ তিব্বতদেশে প্রায় ৩৭১৭০ মন ওজনের এবং ১১৭৪০২ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। এবং ৪৯৬৮৭ মন ওজনের ও ২৭৩৪৭৮ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করা হয়। বাজারে সোহাগার মূল্য দাক্ষিণ্য কম হইয়াছে, পশমও পূর্ব্বের ন্যায় বহু মূল্যে বিক্রীত হয় না। সে কারণ ভুটীয়াদের ব্যবসায় বৎসর বৎসর নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছে। বাগেশ্বরে বাণিজ্যের দ্রব্য বিনিময় করিলে তাহাদের প্রায় কিছুই লাভ থাকে না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা মজুরী করিয়া পাথেয় সঞ্চয় করে। বিলাতি বস্ত্রের আমদানিতে এ দেশীয় তাঁতীগণ ত একেবারে নিরন্ন হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় পশমীবস্ত্রও আর অধিক বিক্রয় হয় না। পূর্ব্বে কাশ্মীরে যে প্রকার চিক্কণ ও বহুমূল্য শাল প্রস্তুত হইত, এখন আর তেমন হয় না। সুতরাং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পশম আমদানি করিয়া তিব্বতের পূর্ব্ববৎ লাভের প্রত্যাশা নাই।

কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ মনোযোগী হইলে ভারতবর্ষের সঙ্গে তিব্বতের বাণিজ্য উত্তর কালে বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। ইউরোপীয় বাণিজ্যজাত দ্রব্যের আমদানীতে এতদ্দেশীয় নানা প্রকার বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। সে কারণ ভারতবর্ষের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যের নিত্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ায় এ দেশের প্রধান একটী অর্থকর বাণিজ্য লোপ পাইল। তিব্বতদেশজাত লবণ পার্ব্বতীয় সমস্ত অধিবাসী বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এক পক্ষে তিব্বতের লবণ আমদানি ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে লিবরপুল লবণের চলন দিন দিন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ১০৯০৭৭ টাকা মূল্যের ৩৭৭০৩ মন লবণের আমদানি হয়, ১৮৭৮-৭৯ সালে ১০৭৮৩২ টাকা মূল্যের ৭৭২৭৩ মন লবণের আমদানি হইয়াছিল। তিব্বতে লবণের প্রচুর বিস্তর আছে, কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির সঙ্গে লবণও আনীত হয়। অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি কম হইয়াছে, সুতরাং লবণেরও আমদানি এক্ষণে পূর্ব্ববৎ নাই। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৭১৬০৩ টাকা মূল্যের ২২৬৬৪ মন সোহাগা আমদানি করা হইয়াছিল। ১৮৭৮-৭৯ সালে ২২৭৯০ টাকা মূল্যের ১৮৫৬৮ মন সোহাগা আমদানি করা হয়। ঐ বৎসর সোহাগার মূল্য অধিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার আমদানি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪১৩৮ মন কম হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে সোহাগার আমদানি হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তিব্বতের আমদানি ক্রমশই কম হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৮০৪৩৭ টাকা মূল্যের ৬১২৫ মন পশমের আমদানি হয়; ১৮৭৮-৭৯ সালে ৫১০০৬ টাকা মূল্যের ২০৪৯ মন পশমের আমদানি হইয়াছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালে ২৮৮৫৮ টাকা মূল্যের ১০৭২ মন পশমী কাপড় আনীত হইয়াছিল এবং ১৮৭৮-৭৯ সালে ১৩১৫৮ টাকা মূল্যের ২৫৫ মন পশমী বস্ত্রের আমদানি করা হইয়াছিল। এ স্থলে

প ৮১৭৬ মণ পশম এবং ৭১৭ মণ পশমী বস্ত্র আমদানি কম হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি কম হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্র ও সুপারি রপ্তানি কম হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৪১১৫১ টাকা মূল্যের ২৭১৬৪ মণ শস্যের রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৭৮-৭৯ সালে ৭৩০৭৬ টাকা মূল্যের ৩৩৬৮৬ মণ শস্যের রপ্তানি হয়। ১৮৭৭-৭৮ সালে ২৮০৬৮ টাকা মূল্যের ৭৪৬১ মণ চিনির রপ্তানি হয়; ১৮৭৮-৭৯ সালে ১২০৬৭ টাকা মূল্যের ১৮৬৮ মণ চিনির রপ্তানি হইয়াছিল। এইবারে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা চিনির রপ্তানি কম হইয়া গিয়াছে।

তিব্বতের বাণিজ্য ক্রমশঃ প্রশস্ত ও সুগম করিতে পারিলে ভারতবর্ষ এবং তিব্বত উভয় দেশেরই অবস্থা উন্নত হইতে পারে। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায় উত্তরোত্তর সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। অনেকে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে দোকান ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক দেখাইবেন। আমরাও সে কথা স্বীকার করি; পূর্ব্বে যথানে এক খানি দোকান কিম্বা একজন ব্যবসায়ী ছিল না, এক্ষণে তথায় শত শত দোকান ও ব্যবসায়ী হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এ দেশের কিছুই মঙ্গল বৃদ্ধি হয় না। দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য কি পরিমাণে দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে আমরা তাহাই দেখিতে চাই। বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্য বৎসর বৎসর নানা প্রকারে প্রস্তুত হইতেছে কি না এবং বৎসর বৎসর তাহাদের রপ্তানি বাড়িতেছে কি না, এই সমস্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

এদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং কার্য্যাক্ষম। ব্যবসায়ে অন্য কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলে তাহারা হীনসাহস হইয়া পড়ে। তিব্বতের চর্ম্মই পার্ব্বত্য প্রান্তর ভুক্ত দেশজাত চর্ম্মই অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। ছাগলের লোমের কথা ত কহিতেই নাই। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবসাদার নাই, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের বাণিজ্য ক্রমশই লোপ পাইতেছে। ইংরাজেরা নেপাল এবং কাশ্মীর রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া সত্বর তিব্বতের বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারেন। নেপালী এবং কাশ্মীরিদের প্রতি তিব্বতবাসিদের বিদ্বেষ নাই। অতএব ঐ দুই রাজ্য হইতে উপযুক্ত কার্য্যক্ষম ব্যক্তি তিব্বতে গিয়া অবস্থিতি করিলে ভারতবর্ষ হইতে বিস্তর দ্রব্য তিব্বতে প্রেরিত হইতে পারে এবং তথাকারও বিবিধ প্রকার দ্রব্য এদেশে আনিবার সুবিধা হয়। তিব্বতবাসিদের সঙ্গে বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা করিলে তাহারও বন্ধুতার ফল অনুভব করিতে পারিবে। স্বর্ণরেণু, পশ্বাদির চর্ম্ম, মৃগনাভি, পশম, সোহাগা, লবণ, পশম প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য অল্প ব্যয়ে এদেশে আনিতে পারিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা আছে। তিব্বতের সোহাগা নেপালের পথে এক কালে অধিক আসিলে না, সুতরাং অধিক কাল ক্ষয় হয় এবং লোকের বেতন পোষায় না। উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় না। কিন্তু এক কালে অধিক সোহাগা আনাইতে পারিলে আমেরিকার রপ্তানিতে উক্ত বাণিজ্যের কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিব্বতের পশমের যে প্রকার সূক্ষ্ম কোমল মসৃণ এবং চিক্কণ, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। কোন দেশের কোন পশুর লোম তাহার সদৃশ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের কথা এই, এদেশের সকল কাজের রীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কাল-সহকারে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের বস্ত্রাদির কিছুই পরিবর্ত্ত হইল না। তিব্বতের ছাগ লোমে আলপাকা প্রভৃতি বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্র বুনিলে তাহাতে জামা, কোট, চাপকান প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা হইলে সকলেই ঐ বস্ত্র ক্রয় করেন, বিদেশীয় পশমী-বস্ত্রে আর কাহারও রুচি থাকে না। কয়েক বৎসর অতীত হইল, কোন বন্ধুর নিকট আমরা তিব্বত-দেশের কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ছাগ লোম উপহার পাইয়াছিলাম। পাঠক! বলিব কি, তাহা স্পর্শ ও দৃষ্টি করিলে হস্ত ও চক্ষুর যেন পবিত্রতা জন্মে। আমরা বহুমূল্য শাল রুমাল দেখিয়াছি, কিন্তু তেমন উৎকৃষ্ট পশম কখন কোন শাল রুমালে দেখি নাই। বোধ হয়, বিশুদ্ধ পশমে সচরাচর কেহ শাল রুমাল প্রস্তুত করে না। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, পশমে তাহার যোগ্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলে পশমের সমধিক আমদানি হইবে এবং এদেশের বাণিজ্যও বাড়িবে। কাশ্মীর রাজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজ, রাজা শ্যামানন্দ দে, বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডল, রাধারমণ দাস প্রভৃতি মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য লোক রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক ও খোর্দ্দা দিয়া পুরী পর্য্যন্ত রেলওয়ে চালাইবার প্রস্তাব করিয়া সাধারণের সমক্ষে একখানি অনুষ্ঠান পত্র অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে প্রতি বৎসর নানা স্থান হইতে শ্রীক্ষেত্রে পাঁচ ছয় লক্ষ যাত্রী গমনাগমন করিয়া থাকে। এই যাত্রিদিগের দ্বি-চতুর্থাংশ উড়িষ্যার উত্তর, উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর পশ্চিম দিক হইতে তথায় আগমন করে। ইহাদের গতায়াতের বিশেষ সুবিধা না থাকাতে অনেককে পদব্রজে, কাহাকে শকটে, অন্যকে বা ইহাদের গমনাগমন করিতে হয়। প্রস্তাবিত রেলওয়ে হইলে লোকের এ অসুবিধা অপনীত হইবে এবং আয়ও অল্প হইবে না। বাণিজ্যাদির জন্য দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী না ধরা যায়, রেলওয়ে হইলে যাত্রীর যে সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে তাহারও যদি হিসাব গ্রহণ করা না যায়, তাহা হইলেও অধুনা যে যাত্রী প্রতি বৎসর শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াত করে তাহাদের হইতে শত করা বার্ষিক ৭॥ সাড়ে সাত টাকা আয় হইতে পারে।

এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে প্রজার যে কত সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উড়িষ্যা দেশের শস্যভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশে যে পরিমাণে ধান্য জন্মে ভারতবর্ষের কুত্রাপি সে পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় না। প্রস্তাবিত রেলওয়ে হইলে বঙ্গদেশ ও অন্যান্য স্থানের সহিত যে উড়িষ্যার ধান্যের ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাতায়াতের সুবিধা না থাকাতে ঐ ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে না। এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিদিগের নানা বিষয়ে বিস্তর সুবিধা হইবে। আপাততঃ যাত্রিরা দুর্গম পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া, দুর্দ্দিন ও অপকারী দ্রব্য আহার এবং অপেয় জল পান করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি পথিমধ্যে অনেককেই ওলাউঠা রোগে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। যাত্রিদের এই কষ্ট ও তজ্জনিত রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য উড়িষ্যা ওলাউঠার একরূপ আগার হইয়া উঠিয়াছে বলিলেই হয়। রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে এই সকল কষ্ট এই সমুদায় রোগের কারণ অন্তর্হিত হইবে।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন আজ প্রায় বৎসরেক অধিক কাল ধরিয়া মেদিনীপুর হইতে সমুদ্রের উপকূল দিয়া যে খাল কাটিবার প্রস্তাব হইয়াছে, এবং যাহার জন্য আংশিক কার্য্যও করা হইয়াছে রেলওয়ে হইলে তাহার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। রেলওয়ের প্রস্তাব কারীরা বলেন যে উহাতে খালের অনিষ্ট না হইয়া বরং পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিবে। কেননা যদি খালের কোন বিঘ্ন ঘটে রেলওয়ে হইলে সেই বিঘ্ন অনায়াসে অপসারিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত রেলওয়ে হইলে উক্ত খালের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। খাল হুগলী পাইকী, টাইডাল, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান দিয়া যাইবে, পক্ষান্তরে রেলওয়ে রাণীগঞ্জ হইতে বাহির হইয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর বালেশ্বর ও কটক দিয়া গমন করিবে; সুতরাং

[illegible] ভাবে [illegible] দিয়া প্রস্তাবিত [illegible] না।

[illegible] প্রজাকারিগণ [illegible] [illegible] অধিক [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারেন, [illegible] টাকা [illegible] টাকা [illegible] কৃষক [illegible] টাকা [illegible] হইবে না [illegible]।

[illegible] জমীদারদিগের এই প্রস্তাবে মনো- [illegible] যোগ [illegible] কেবল [illegible] বঙ্গদেশ [illegible] হইতে [illegible] হইতেছে। [illegible] সম্ভাবনা আছে। অতএব এ বিষয়ে উপায়ান্তর করা বিধেয় নহে।

[illegible] অবস্থা [illegible] সাহেব [illegible] ব্যবস্থাপক [illegible] সভায় [illegible] অধিকারদিগের [illegible] নীলকর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] কৃষক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] প্রজাদিগের [illegible]

[illegible] বলপূর্ব্বক [illegible] করিয়া উঠিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত [illegible] আছে। [illegible] সাহেবের সঙ্গে, আবার [illegible] করিয়া নীলচাষে প্রবৃত্ত হয়। আবার [illegible] কোম্পানি [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] আছে, তাহাকে [illegible] [illegible] জমি নীলের জন্য দিতে হয়, নীলকরেরা [illegible] আদায় করিয়া লয়েন। [illegible] [illegible] সকল জমির সমান উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। নীলকরেরা তাহার [illegible] উৎকৃষ্ট, যাহার উৎপাদিকা শক্তি অধিক, সেই জমিই প্রায় গ্রহণ করে। এই জন্য প্রজার আর একটি বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে কর কোন প্রজার [illegible] জমি [illegible] আছে। [illegible] বিঘা [illegible] [illegible] জমি [illegible] উৎপাদিকা শক্তি [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিক, তাহাকে অধিক আয় হইতে পারে [illegible] বার্ষিক আট টাকা, [illegible] [illegible] [illegible] টাকা খাজনা দিতে হয়। নীলকর প্রজার [illegible] [illegible] বিঘার [illegible] জমি [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জমির খাজনা [illegible] টাকা দিতে হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] বিষয়ের অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারি- বেন [illegible] নীলকরেরা প্রজাদিগের উপর কত [illegible] করে।

ভারতবর্ষীয় সমাচার।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ২৩ এ অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই [illegible]

[illegible] করিয়াছে। তাহারা [illegible] [illegible] ছাড়িয়া [illegible] দিবে না।

[illegible] উৎপাতে [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুই শত [illegible] গিয়াছে।

[illegible] ১৪ ই অক্টোবর। [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ১৭ ই অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারা যায় নাই।

[illegible] ১৮ ই অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চলিতেছে।

[illegible] ১৮ ই অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৮ ই অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সাহেব [illegible]।

[illegible] ১৮ ই অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ২০ এ অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ১৮ ই অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৯ এ অক্টোবর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

ডাক্তর [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কতকগুলি নূতন নিয়ম করিয়াছেন। আগামী বারে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

১৮৮০-৮১ অব্দে এদেশে [illegible] মণ লবণের আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বশুদ্ধ [illegible] মণ, আরব ও পারস্য দেশ হইতে [illegible] মণ, বোম্বাই হইতে [illegible] মণ, এবং অবশিষ্ট মান্দ্রাজ, ইটালী, স্পেন ও ফরাসী দেশ হইতে প্রেরিত হইয়াছে। এবৎসর এদেশে চাউলের মূল্য হ্রাস হওয়াতে আরব ও পারস্য দেশ হইতে অধিক পরিমাণে লবণের আমদানী হইয়াছিল। এবং আরব ও পারস্য লবণের জন্য এবৎসর লবণের মূল্য হ্রাস হইয়াছিল।

পুনায় একটি বিধবা রমণী একটি সন্তান প্রসব করিয়া জলের মধ্যে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পুলিস উহার অনুসন্ধান পাইয়া মৃত্যুর [illegible] হইতে [illegible] রমণীকে বাহির করিয়াছে। বিচারে রমণীর পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আগামী শনিবার হইতে বৈকাল হইতে দোকান [illegible] কলিকাতার অনেক দোকান বন্ধ থাকে এজন্য বিস্তর লোক স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে অনেক বণিক এই আবেদনে স্বাক্ষর করিবে।

আগামী ডিসেম্বর মাসে ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে কম্পাউণ্ডারদিগের পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার্থিদিগকে প্রমাণ দেওয়া চাই যে তাহারা কোন ডাক্তারখানায় তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিন টাকা করিয়া পরীক্ষার ফি দিতে হইবে।

আগামী জানুয়ারি মাসে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের [illegible] বেলভেডিয়ার হইতে [illegible] নামক [illegible] উঠিয়া যাইবে। সেক্রেটারিদিগের [illegible] আফিসের জন্য তাঁহার আফিসের সহিত সেক্রেটারিদিগের আফিসের [illegible] থাকিবে।

মাঙ্গরা নামক স্থানে [illegible] কয়েক জন মুসলমান রমণী [illegible] কোন লোকের বাটীতে ডাকাইতি করিয়া ১০০ টাকা অপহরণ করাতে বিচারে তাহাদের [illegible] টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] নামে যে ষ্টীমার খানি সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সম্প্রতি তাহাতে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী রমণী ষ্টীমার যোগে [illegible] হইতে [illegible] নামক স্থানে তাহার শ্বশুরালয়ে যাইতেছিল, [illegible] জলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই ষ্টীমারের কর্ম্মচারিগণ চেষ্টা করিলে স্ত্রীলোকটীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাহার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

[illegible] ও [illegible] লোকসংখ্যার প্রকাশিত হইয়াছে যে ঐ জেলায় [illegible] জন স্ত্রী ও [illegible] জন পুরুষ আছে। [illegible] ও [illegible] স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় একরূপ। নীলগিরি [illegible] স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা [illegible] অধিক। [illegible] এক এক জন রমণীর [illegible] করিয়া স্বামী আছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর্ব্বসাধারণকে [illegible] কোন রোগে আক্রমণ করিয়াছে। [illegible] সম্প্রতি তিনি এই আদেশ দিয়াছেন যে [illegible] মিউনিসিপালিটী আছে, তাহারা প্রত্যেক [illegible] এক একটী নাম দিবেন। ঐ নাম ফলকে [illegible] প্রত্যেক অধিবাসির বাটীর দ্বারে স্থাপিত হইবে। যিনি এই আদেশ অনুসারে কার্য্য না করিবেন, তাঁহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

আমাদিগের অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের অবস্থা অবগত হইবার জন্য [illegible] একান্ত অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] "যাহাতে ইউরোপীয় ঔষধ ও ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালী আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। একদা তিনি ইউরোপীয় রমণী চিকিৎসকদিগকে এই কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি কুমারী [illegible] নাম্নী চিকিৎসা ব্যবসায়িনী কোন রমণী মহারাণীর সহিত [illegible] সাক্ষাৎ করিতে যান। মহারাণী তাঁহাকে [illegible] অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। মহারাণী তাঁহাকে এই আদেশ দিয়াছেন যে যখন [illegible] তখন [illegible] লিখিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবেন।"

[illegible] কোকনাদের [illegible] বিধবা বিবাহের [illegible] জন্য [illegible] টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উদয়পুরের মহারাণা [illegible] করিবার জন্য উদয়পুর হইতে চিতোরে আগমন করিতেছেন। এই উপলক্ষে চিতোর স্থানের আলোক আলোকিত হইবে।

[illegible] নামক সংবাদ পত্র মুসলমানের হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গা উপলক্ষে [illegible] কমিশনার [illegible] নামে দোষারোপ করাতে [illegible] সম্পাদকের নামে আদালতে অভিযোগ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন।

[illegible] নামক স্থানে [illegible] নামক এক ব্যক্তি তাহার অন্ধ পত্নীকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। [illegible] বিবাহ। [illegible] পত্নী অন্ধ। [illegible] একটী পুত্র জন্মে। [illegible] পত্নীকে ও তাহার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীর সহিত [illegible] বাস করিতে করিতেছিল। একদা তাহার অন্ধ পত্নী নিজ পুত্রের সহ [illegible] আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণের প্রার্থনা করে। [illegible] তাহাদিগকে [illegible] বাটীতে রাখিয়া তাহাদিগকে [illegible] লইয়া যাইবার ভাণ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হয়। পথিমধ্যে তাহাদিগকে একটী নদী পার হইতে হইয়াছিল। অন্ধ [illegible] যখন নদী পার হইতেছিল, তৎকালে তাহার [illegible] মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। এক জন কৃষকের সাহায্যে অন্ধ রমণীর প্রাণ রক্ষা হয়। সে আসিয়া [illegible] উপস্থিত করাতে [illegible] যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

কোলাপুরের মহারাজ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী প্রাণপণে তাঁহার [illegible] করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কোলাপুরে এক জন চিকিৎসক প্রেরণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে এক্ষণে পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible] কার্ত্তিক মাসে [illegible] সকল স্থানে [illegible] থাকে। বাস্তবিক [illegible] এই [illegible] বিশেষ কোন [illegible] না। ইহাই আশ্চর্য্য। কলিকাতা গেজেটে নানা স্থানের পীড়ার নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান—[illegible] জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। বিশেষ [illegible] বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুর বিভাগে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

বীরভূম—প্রায় এই জেলার সকল স্থানে জ্বর দেখা দিয়াছে। [illegible] অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।

মেদিনীপুর—অনেক স্থানে [illegible] হইয়াছে।

হাবড়া—জ্বরের প্রাদুর্ভাব [illegible] দেখা দিয়াছে।

নদীয়া জেলায় [illegible] জ্বরের প্রাদুর্ভাব।

[illegible]

[illegible] কাইবে আর উপায় থাকিবে না। একে এই পথের [illegible], তাহাতে অধিকার দুর্গ্গ প্রকাশ, যদি এ সময় আমাদের কমিশনের মহাত্মারা ঠিক [illegible] সময়, কালীঘাটের নূতন রাস্তাটী [illegible] করেন, তাহা হইলেই [illegible] কি সুখে আছে। আমরা [illegible] কালীঘাটে নূতন রাস্তায় [illegible]।

[illegible] শিক্ষা [illegible] করিয়া দিয়াছেন, [illegible] [illegible] ছাত্রিগণের [illegible] বালিকা [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] হইবার যে [illegible] পাইয়াছেন [illegible] শিক্ষয়িত্রীর [illegible] নিয়োগ করি [illegible] [illegible] বিদ্যালয় [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

[illegible] বিদ্যালয় [illegible] [illegible] স্ত্রীলোক [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] আদেশ দিয়াছেন। [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible] নিযুক্ত [illegible]।

[illegible] ১৮৮০ অব্দে [illegible] ৯,৩৫০ জন

অধিকাংশের পতনোন্মুখ হইয়াছে, এবং যাহাদের [illegible] জনের মৃত্যু হইয়াছে।

পাঁচ কম বৎসর অতীত হইল [illegible] রোড নিবাসী একজন যুবক আত্মহত্যা করে। ছয় মাস হইল তাহার পুত্র আত্মহত্যা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। গত একাদশীর উপবাসের দিন এই যুবকের বিধবা পত্নী সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিকালে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মিষ্টর [illegible] যে [illegible] আছেন [illegible] ধরা যাবে শীত, তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ুবেগের [illegible] প্রচার করিবেন।

বোম্বাইয়ের [illegible] মুসলমান দিগের বিদ্যালয়ের উৎসাহ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০০০ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। যে মুসলমানবালক পারশিকাশিক্ষায় [illegible] হইবে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা ইংলণ্ডে [illegible] অধ্যয়নের জন্য [illegible] তাহাকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

চট্টগ্রামের জজ [illegible] সাহেব সম্প্রতি [illegible] সভার্থে [illegible] দিগকে [illegible] এই উপলক্ষে তথায় [illegible] হইয়াছিল। [illegible] দেশীয় ও ইউরোপীয় [illegible] বিষয় [illegible] হইবে। [illegible] বিষয় এই চট্টগ্রামের [illegible] এই আমোদে [illegible] নাই।

মিষ্টর [illegible] যে চট্টগ্রামের [illegible] প্রদেশে [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] নিবারণের জন্য [illegible] স্থানে ৭০ জন পুলিস প্রহরী প্রেরিত হয়। [illegible] প্রহরী প্রেরিত হইয়াছে। [illegible] আর দুই শত সৈনিক পুরুষ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible] বৃদ্ধের মূল্য [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে, [illegible] ঘর তাহারা [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] একটী ঘর [illegible]। [illegible] নামক স্থানে আমরা [illegible] ঘর [illegible] দেখিয়াছি। [illegible] আবার [illegible] বহুকাল স্থায়ী [illegible] থাকে। আমাদের দেশের [illegible] যদি [illegible] ঘর [illegible] শিক্ষা করে, তাহা হইলে দেশের একটী উপকার হয়।

বহুকালের পর আবার [illegible] নামক [illegible] পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাত দেখা দিয়াছে। অনুমান দুই শতের বৎসর অতীত হইল, এই আগ্নেয়গিরি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এখন আবার [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে এক বার [illegible] ইহাতে [illegible] হইয়া [illegible] ও [illegible] নগর ভস্মীভূত ও ধ্বংস করিয়াছিল।

[illegible] পীড়ার হ্রাস হয় নাই। ১৮ ই [illegible] ১০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দিবস ঐ নগরের চিকিৎসালয়ে [illegible] লোক চিকিৎসাধীনে ছিল। নগরের [illegible] একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

[illegible] কোম্পানী [illegible] চালাইবার সংকল্প করিয়াছেন। [illegible] গবর্ণমেণ্ট এই [illegible] করিয়াছেন। শীঘ্রই এই [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যে ভূমি দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] ডেপুটী [illegible] ছুটি পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] ছুটি পাইয়াছেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ছুটি পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ছুটি পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ছুটি [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] বাবু [illegible]

ঢাকা জেলার অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রদান করিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] সেপ্টেম্বর ১৮৮১। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৩এ সেপ্টেম্বর। [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] ঐ জেলার [illegible] বাবু [illegible] চৌধুরির (যিনি ছুটি লইয়াছেন) পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর। [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] অন্তর্গত [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] জেলার [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর। বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, [illegible] বাবু [illegible] ছুটির সময় কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] সেপ্টেম্বর হইতে ছুটি [illegible] পাইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] হইলেন। তিনি এক্ষণে [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] হইলেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন [illegible] পারিবেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর। বাবু [illegible] নিযুক্ত হইলেন। [illegible] বাবু [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] ছুটি পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible]

[illegible]

[illegible] ছুটি [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] ছুটি পাইলেন।

[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] ছুটি পাই[illegible]

[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] ছুটি [illegible]

বাঙ্গলা ও আসামের বিজ্ঞাপন।

[illegible] কমিশনর এস. [illegible] মাস [illegible] গ্রহণ করাতে [illegible] ও কালেক্টর এন. এস. [illegible] কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] সহকারী কমিশনর [illegible] কমিশনরের [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সহকারী [illegible] প্রাপ্ত হইলেন, এবং [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি [illegible] হইলেন এবং [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] বিদায় লইয়াছিলেন। এক্ষণে [illegible] প্রাপ্ত হইলেন এবং বিতীয় [illegible] শ্রেণীর [illegible] ডেপুটি [illegible] কার্য্য করিবেন।

বিচারসম্বন্ধীয় বিভাগ।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] উন্নীত হইলেন [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৭ ই অক্টোবর। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত [illegible] আইনের [illegible] অনুসারে কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

গত ১৩ ই [illegible] অপরাহ্ণ [illegible] পাঁচ ঘটিকার [illegible] মিউনিসিপাল ইংরাজী স্কুলগৃহের [illegible] একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। [illegible] কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের মিউনিসিপালিটির [illegible] ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু [illegible] রায় ও বাবু [illegible] রায়ের যত্নে প্রকাশিত সভাটী [illegible] হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই [illegible] উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই বোধগম্য হয় নাই। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] উক্ত সভার সভাপতির আসনে আসীন হন এবং উাহার অনুরোধানুসারে বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্দেশ্য কয়েকটী প্রস্তাব সভাস্থ সমস্ত সভ্যকে বুঝাইয়া দেন। প্রস্তাব কয়েকটী এই :—

১। [illegible] মিউনিসিপালিটি প্রচলনার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন।

২। শান্তিপুরের সহিত রেলওয়ের সংযোগ করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা।

৩। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি সাধনার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ ও অর্থ সাহায্যসূচক আবেদন।

৪। শান্তিপুরে একটী মুন্সেফী আদালত সংস্থাপন ও [illegible] মুন্সেফের [illegible] টাকা পর্য্যন্ত ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা [illegible] আবেদন পত্র প্রেরণ।

[illegible] উপস্থিত [illegible] চারিটী প্রস্তাবিত হইল এবং উহা একবাক্যে সভা মহাশয়েরা অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সভাপতি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায় একটী "[illegible] কমিটী" সংস্থাপনোদ্দেশে কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে সভ্যপদে মনোনীত করিলেন। এ স্থলে বলা উচিত যে, সভা হইবার পূর্ব্বেই কয়েকজন ব্যক্তিকে সভ্যপদে মনোনীত করা হইয়াছিল, একারণ মনোনীত সভ্যদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতে অসম্মত হইলেন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া [illegible] সভা ভঙ্গ হইল। বলা বাহুল্য যে, এখানকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিদেশে বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। [illegible] অবকাশোপলক্ষে উঁহারা [illegible] হইতে [illegible] সার্টিফিকেট লইয়া [illegible] আগমন করেন এবং [illegible] বাটীর [illegible] কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উঁহারা ছুটির পর বিদেশে চাকুরী করিতে গমন করিলেই সেই সেন্টিমেণ্টাল মস্তিষ্ক [illegible] [illegible] এটী আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দের সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ। এই রোগের [illegible] বাঙ্গালী জাতির উন্নতির অন্তরায়।

রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু "সরকোট" [illegible] হইয়াছেন। এটী মফস্বলের হাকিমদিগের সাধারণ রীতি। ডেপুটী বাবু আগামী [illegible] মাস শান্তিপুরে থাকিয়া কাছারী করিবেন, একারণ স্থানীয় পুলিস থানাতে উঁহার একটী পটমণ্ডপ বিস্তৃত করা হইয়াছে। ডেপুটী বাবুর "ফাইলে" এক্ষণে যে কয়েকটী মকদ্দমা আছে, তন্মধ্যে লক্ষ্মীতলার ২২৮ বারোর মকদ্দমাটি বড় গুরুতর। এই মকদ্দমায় বাদীর পক্ষে একজন উকীল ও কয়েক জন মোক্তার এবং প্রতিবাদীর পক্ষে এক জন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। মকদ্দমাটী বিচারাধীন রহিয়াছে, একারণ আপাততঃ উহাতে মতামত প্রদান করা বিজ্ঞ যুক্তির অননুমোদিত। বিচার শেষ হইলে মকদ্দমার অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিবার অভিপ্রায় রহিল।

আমাদের মিউনিসিপাল ইংলিস স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু [illegible] পদত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন এবং নূতন নিযুক্ত দ্বিতীয় মাষ্টার বাবুও অনুপস্থিত। এমন অবস্থায় বিদ্যার্থীদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়েছে। এদিকে বার্ষিক পরীক্ষাকালও আগতপ্রায়। সকলে বোধ করিতেছে যে, বিগত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পরীক্ষার ফলাফল অসন্তোষজনক হইবে। আমরা আশা করি, নবনিযুক্ত [illegible] হেড মাষ্টার বাবু শীঘ্র নিরাময় হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন এবং দ্বিতীয় মাষ্টার বাবুও শীঘ্র স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করুন।

এত দিনের পর স্থানীয় পুলিসের কার্য্যভার একজন সব ইন্‌স্পেক্টর [illegible] করিয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ [illegible] হেড কনষ্টেবলের হস্তে ঐ কার্য্যভার বিন্যস্ত হইয়াছিল, একারণ সুচারুরূপে পুলিসের কার্য্য সম্পাদিত [illegible] নাই। এক্ষণে যিনি সব ইন্‌স্পেক্টর [illegible] আসিয়াছেন, উাহার ব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী [illegible] বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি শান্তিপুরের দুর্নিবার [illegible] উনি বিমুগ্ধ না হয়েন, তাহা হইলে উাঁহার দ্বারা প্রত্যাশানুরূপ কার্য্যাদি সম্পাদন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

[illegible]

[illegible] কয়েক দিন [illegible] স্থানে সুসজ্জীভূত হইয়াছিল। [illegible] প্রবাসী ও কুটুম্বিগণের আগমন [illegible] স্থান লোকতা [illegible] না। আমরা শেষ পূজার দিন [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বাটীতে সোম [illegible] কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। দলটী আধুনিক, তাহাদের [illegible] যাত্রার দল অপেক্ষা কোন অংশে হীন হইবে না। [illegible] ঐ দিন [illegible] অতি সমারোহ [illegible] হয়। [illegible] মধ্য হয় নাই। [illegible] উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু [illegible] প্রতি [illegible] কর্কশ বাক্যে "রে [illegible], রে [illegible]"

ইত্যাদি তিরস্কারবাক্যগুলি শুনিতে বড় কর্কশ হইয়াছিল। অনুমান হয় যেরূপ ভক্ত ও অনুরক্ত, তাহাতে "নিষ্ঠুর" "পাষাণহৃদয়" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিলেই ভাল হইত। কলটীর একটী বিশেষ গুণ দেখিলাম গানগুলি বেশ সুস্পষ্টরূপ বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃবর্গের হাস্য, লক্ষ্মণ ও সীতার বিলাপে নয়নাশ্রু বাহির হইয়া থাকে।

সোমড়ার সাধারণ পুস্তকালয়টীর অবস্থা বড় শোচনীয়। সম্পাদক বাবু সতীপ্রসাদ সেন স্থানান্তরে গমন করায় ইহার কোন উন্নতি নাই। পুস্তকালয়ের হিসাব পত্রে দেখা গেল ইহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। আয় এত অল্প যে, যে সমস্ত সংবাদপত্রাদি লওয়া হয়, তাহার মূল্য উঠে না। গ্রামে অনেকগুলি কৃতবিদ্য যুবক আছেন, তাঁহারা পূজার সময় বাটী আসিয়া বৎসর বৎসর যদি কিছু কিছু দিয়া যান, ইহার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে; কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও যত্ন দেখিলাম না।

কিছু দিন হইল এখানে একটী শৃগাল ক্ষেপিয়া প্রায় শতাধিক লোককে দংশন করিয়াছিল। শৃগালটীকে হত্যা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, দষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

যদিও এখন এখানে পীড়াদির উপদ্রব তাদৃশ নাই, কিন্তু মেলেরিয়ার আক্রমণ করিবার আর বেশী বিলম্ব নাই। সোমড়ার সন্নিকটস্থ বাঁকিপুর নামক স্থানে পাট ও নীল বৃক্ষ সকল কর্ত্তন করিবার অগ্রে জলমগ্ন করায় মেলেরিয়া প্রস্তুত হইতেছে। নদীর বেগ থাকায় ঐ বিষ ভাসিয়া যাওয়ায় কার্য্য হইতেছে না। জল কমিলে যখন নদীর মুখ বদ্ধ হইবে, গ্রামবাসিগণ সেই বিষমিশ্রিত নদীজল পান করিলেই মেলেরিয়া রোগাক্রান্ত হইবে। বাঁকিপুরের যে স্থানে পাট ও নীল পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, তথায় কাহার সাধ্য তিষ্ঠায়! আমাদিগের হুগলির মহামান্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় এই সময় মফস্বল ভ্রমণে আসিলে কি জন্য সোমড়া ও ইহার সন্নিকটস্থ গ্রামগুলির প্রজা বিনষ্ট হইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিবেন। আমাদের মতে গবর্ণমেণ্ট হইতে গুপ্তিপাড়া হইতে সোমড়া পর্য্যন্ত নদীতে যাহাতে কেহ পাট ও নীল পচাইতে না পারে এরূপ আদেশ প্রচার হইলে ভাল হয়।

সোমড়ায় ৪। ৫ জন ডাক্তার আছেন, সম্প্রতি আবার বাবু নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ আসিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি প্রাতে ৯ টা পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবেন, এইরূপ সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দেওয়ায় রোগিগণ মহাভ্রমে পতিত হইতেছে। তাহারা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পর্য্যন্ত পাইবে এইরূপ অর্থ করিয়া দলে দলে আসিতেছে। শুনিলাম নির্ম্মল বাবু অস্ত্র চিকিৎসায় ভাল। ইনি দেশে থাকিয়া যশোলাভ করেন এই প্রার্থনা, তবে অনেকগুলি ডাক্তারের মধ্যে পসার করিতে হইলে অগ্রে বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

মধ্যে গুপ্তিপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। লোকটীর মৃগী রোগ ছিল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু গৌরানাথ দত্ত ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

---

২৫ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট রায়ান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১। ২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৲, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রয়, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত।

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একাদশাবধি ইহাদিগকে শত-সহস্র-গুণে ফলদায়ক দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবাকল্প নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

"শিবাকল্প" চূর্ণ অর্শ রোগের; "শিবাকল্প" তৈল বাত; "শিবাকল্প" ঘৃত গরমি ঘটিত শরীরস্থ পারা-নাশক, "শিবাকল্প" রেণু, বাতুর ব্যামোহের, "শিবাকল্প" বটিকা, যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ঔষধগুলির মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত্যাশী ব্যক্তিগণ এক আনার টিকিট সহিত নিজ ঠিকানা মতে পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচিরাৎ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা

[illegible] বাবারে [illegible]। তিনি, এই [illegible] অর্থের দ্বারা বলিতে ক্রয় করিবেন।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়

সাবকারি পুস্তকালয়

৩০৭ নং চিৎপুর রোড

জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

পত্রিকা।

কেশ সংস্কারিণী (সুগন্ধি তৈল) [illegible] কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের [illegible] চুলউঠা, টাক পড়া ও নানা [illegible] নিবারণ করে। [illegible] বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক [illegible] অবস্থানের বিলক্ষণ উপকার।

মূল্য ১ শিশি [illegible] টাকা। [illegible] পাইবেন।

[illegible] শক্ত পাকা [illegible] এবং [illegible] ব্যবহারে [illegible] দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য [illegible] আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি [illegible] পাওয়া যায়।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র [illegible]

[illegible]

কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, নামক মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, [illegible] টীকা [illegible] ও ১০ম স্কন্ধ [illegible] উহার [illegible] মূল্য [illegible] টাকা আর [illegible] খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল [illegible] আমার নিকট [illegible] প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রায় ২৪ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব [illegible] চিকিৎসা করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

[illegible], [illegible], ও অম্লশূল (বা [illegible]) রোগ প্রভৃতির অব্যর্থ চিকিৎসা বোগির গৃহে করিয়া থাকেন।

প্রসব সম্বন্ধে সর্ব্বত্র সহায়তা করিয়া থাকেন। উহার [illegible], শিশু ও স্ত্রীলোকের পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন জ্বর, আমাশয়, [illegible], কাশ ও নূতন বহুমূত্র রোগ প্রভৃতি [illegible] তাঁহার কৃত অব্যর্থ [illegible] ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

— ০ —

শিবপুরের [illegible] মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ১৬ নং [illegible] পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। তাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৯শে [illegible] শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৮১ শ্রী [illegible] নং বাটী শিবপুর।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুষ্টব্রণ ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও [illegible] ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার [illegible] কুষ্ঠ, পোষ পাঁচড়া, চিড়িকা, ফাটুকা, [illegible] ঘা, দগ্ধঘা, পুঁজে যাওয়া ঘা, পুরাতন, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিরঙ্গরোগ, সর্ব্বপ্রকার [illegible] ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১১ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর বেণিয়ান ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিত—কটক	১০
" বাবু [illegible] সিংহ —[illegible]	১০
" " [illegible]কুমার চক্রবর্ত্তী—[illegible]	৭
" " [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]	৭
" " [illegible] দাস—[illegible]	৭
" " [illegible] সেন—কাশনা	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

মফঃস্বলে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা [illegible] স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, উহার অভাবে যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে [illegible] করবেন না। মূল্য নিরেশেষিত হওয়ার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম দিন প্রতি পংক্তি ৫০ দুই আনা, তৎপর দিন ১০ এক আনা দিতে হইবে।

২৪ পরগনা কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘরের [illegible] কমলপুরে শ্রীদেবনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৬ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ৩১ এ অক্টোবর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতা।

সারা হইতে ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার গমন করিবে।

আগামী মাসের ৩ রা হইতে এক খানি ষ্টীমার প্রত্যেক [illegible] সারা হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন করিবে। ষ্টীমারখানিতে কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর আরোহীর [illegible] উপবেশনের স্থান আছে। [illegible] [illegible] শ্রেণীর [illegible] [illegible] [illegible] স্থান [illegible] পারেন। [illegible] [illegible] মাল রাখিবার স্থান আছে, [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা করিবেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ষ্টীমার [illegible] [illegible] বিজ্ঞাপনের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে।

এই ষ্টীমারে যিনি [illegible] করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] বাটির সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আগমন করিবেন। অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিবরণ অবগত হইবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকট আবেদন করা আবশ্যক।

সারা ২০ এ অক্টোবর ১৮৮১। } সারাঘাটের ষ্টীমারের অধ্যক্ষ। নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

বিতরণ! বিতরণ!!

যাঁহারা [illegible] অর্থাভাবে কৃষি [illegible] বীজ খরিদ করিয়া চাস করিতে অসমর্থ, এরূপ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণসহ প্রার্থী হইলে বিনা মূল্যে এখান হইতে বাঁধা, ফুল, ওল প্রভৃতি কপির বীজ পাইতে পারেন। দেশ মধ্যে যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, পাইকপাড়া নর্সরির উহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য, বিদেশীয় কৃষকদিগকে ডাকের মহাসুল দিতে হইবে না; আমরা নিজ ব্যয়ে বীজ ডাকে পাঠাইয়া দিব।

পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা পোষ্ট অফিস। } শ্রীযুত রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়। ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয়!

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এই গ্রন্থ কাহারের মধ্যে সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখিতে পাবেন। শরৎকালের মেঘখণ্ডের ন্যায় তুলা বাকবার করার কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে শেষ নাই হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের [illegible] দিবার জন্য [illegible] —

" রাজকন্যার মুক্তি " — অদ্ভুত ব্যাপার !! যোগ-জ্যোতিষ গণন, যোগ সিদ্ধকরণ, ভূত সিদ্ধকরণ, মনস্তত্ত্বপরীক্ষাকরণ, মৃত্যুপরীক্ষাকরণ, বিপদপরীক্ষাকরণ, বিদ্যাপরীক্ষাকরণ, বিবাহ পরীক্ষাকরণ, ধনপরীক্ষাকরণ, [illegible] পরীক্ষাকরণ, বিপদ পরীক্ষাকরণ, বিবাহপরীক্ষাকরণ, সুখপরীক্ষাকরণ, ধনপরীক্ষাকরণ, শত্রুপরীক্ষাকরণ, সন্তান পরীক্ষাকরণ, পরমায়ুপরীক্ষাকরণ প্রভৃতির যাবতীয় ক্রিয়াপরীক্ষাকরণ: —

যদি কোন বর্গীয় পাঠক মহাশয়! আমাদের এই গ্রন্থের বিষয়গুলি অলীক ভাবিয়া-পাঠ না করেন, তাঁহাকে সবিনয়ে আমাদের এই আবেদন কিঞ্চিৎ এক বার পাঠ করিয়া দেখুন। আমরা অনেক পরিশ্রমে, অনেক কষ্টে অনেক উদ্যোগে অনেক ব্যয়ে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি —

যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক পাইবেন, (মাশুল সমেত) মূল্য মায় বাঁধা খরচ ১৸৵০ আনা, প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র —

প্রকাশক শ্রীহরিশ্চন্দ্রলাল দাস ঘোষ কলিকাতা মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট ২ নং কার্য্যালয়।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমৎ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, [illegible] প্রশ্নোত্তর মদন [illegible] কাহাকে বলে, বিবাহ [illegible], সংস্কৃত লিপিমালা সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের [illegible] [illegible] মত্ত, ডিকসনাহেবের বর্ত্তমান গোঁড়ামির অবস্থা ও কারণ কিছু [illegible], সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই কটী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল [illegible] [illegible] অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা [illegible] [illegible] নামে পত্র লিখিবেন।

পাইতে পারিবেন। আরাম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কোনরূপ প্রেরিত হয় না।

---

২৫ টাকা পুরস্কার।

বড়বাজারের নিকট হারান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১।২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

গোবীজে টীকা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন অর্থাৎ ১৮৮০ সালের ৫ আইন ২৭, ২৮ ধারা কলিকাতার উপনগর সকলে জারী হইয়াছে। ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রতি-পুলিসের আড্ডার অধিবাসগণ স্থানে টীকা দিবার আড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে টীকাকরদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময় নিরূপিত হইয়াছে।

পুলিস আড্ডা	স্থান	উপস্থিতির দিন
১ কাশীপুর	উত্তর সুবর্ব্বন হাঁসপাতাল নং ৭৬ কাশীপুর রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
২ চিৎপুর	নং ১৬ কাশীপুর রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৩ উল্টাডিঙ্গি	নং ২ [illegible] রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৪ মাণিকতলা	নং ১৮ মাণিকতলা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৫ বেলিয়াঘাটা	নং [illegible] বেলিয়াঘাটা প্রধান রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৬ ইটালি	নং [illegible] রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৭ [illegible]	নং ২৯ [illegible] রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৮ বালিগঞ্জ	নং ৫২ কড়েয়া রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৯ ঐ [illegible]	[illegible] রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
১০ ভবানীপুর	শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁসপাতাল ১০৯ [illegible] রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
১১ আলিপুর	আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয় নং ১১ বেলভেডিয়ার রো	সোম, বুধ, শুক্র
১২ একবালপুর	নং ৩৪ ময়দান বাগান রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
১৩ [illegible]	নং ৩২ [illegible] রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
১৪ গার্ডেনরিচ	নং ৫৭-৬১ গার্ডেনরিচ রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র

সময়: প্রাতঃকাল ৬॥০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৬ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে।

যে সকল ব্যক্তি টীকার খরচ দিতে অশক্ত, তাহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে। আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাকারক লইয়া টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাকারক পাইতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।

এডিসনাল উপনগরের মিউনিসিপাল আপিস আলিপুর ২৫ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। } আর, সি, ইবরেজ সহকারী সভাপতি।

প্রেরিতপত্র।

মৌলবী কাণ্ড।

মৌলবী কাণ্ডে এবার কেবল যে কুক্ষকারগণ লাভবান হইলেন, তাহা নয়, প্রকারান্তরে অনেকেই সে লাভের অংশভাগী হইয়াছেন। তন্মধ্যে শকটবণিক কালোদিগের গেঁড়ার, বাজার দোকানদার পাট বেচিয়া, ঘাটমাঝী পার করিয়া, গোলওয়ালা টোল্ আদায় করিয়া, দারোয়ান চতুর্গুণ ভাড়া লইয়া, তামলী পান বেচিয়া, মুদী জলপান বেচিয়া এবং সর্ব্ব শেষে সরকারীর সাক্ষাৎ বহুগুণ বটতলাবাসী আমাদের ও মাহেশের যোগ, ঐ হাজা বহন বেরকম বটি বেচিয়া লাভ করিলেন। আমরা দেখিয়াছি, মৌলবী সাহেব অতি অপক্ষপাতী লোক, পাছে এক স্থানের বাবসায়ীদের উপর পূর্ণ দৃষ্টি অপর স্থানের সমব্যবসায়িগণ দুঃখিত হয়, একদা আড় বাবুঘাট কাল শিবপুরে পরশ্বঃ কেষ্টিয়াপুকুরে এইরূপ আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি তিনি মির্জ্জাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। আজিও পড়া-জল পাইবার জন্য দলে দলে লোক সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইতেছে। মৌলবীর পড়াপানীতে কোন পীড়িতের পীড়ার উপশম হইয়াছে কি না, তাহা ধর্ম্ম জানেন, তবে সর্ব্ব-কুসংস্কার-বর্জ্জিত সভ্যাভিমানী ইহার আত্মারও যে এ সুযোগ ছাড়েন নাই, তাহা দেখিয়া মূর্খ লোকদিগের অন্ধ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুরদেশস্থ দীনদুঃখী ব্যক্তিরাও ধারকর্জ্জ করিয়া পথের সম্বল পূর্ব্বক পড়া জলের প্রত্যাশায় মৌলবীর নিকট উপস্থিত হইতেছে। আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এই মৌলবী কাণ্ডের বদৌলতে এবার কয়েকটী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ দেখুন মফস্বলে, অধিক কি, এই সহর মহানগরীতেও পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা কত অধিক। অতএব দেশ মধ্যে যে পীড়ার প্রাবল্য সততঃ বিরাজিত করিতেছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাইবেন যে দেশের চাষী প্রজারা আজিও কিরূপ বিদ্যালোকপরিশূন্য অন্ধকারমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। তৃতীয়তঃ দেখুন যে সাধারণ জাতীয় ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে লোকের কিরূপ অটল বিশ্বাস ও ভক্তি। চতুর্থতঃ দেখিতে পাইবেন যে সাধারণ প্রজাবর্গ কিরূপ নির্ধন ও দেবতায় দৈবকারক, অল্প আয়াসে অমূল্য ঔষধ পাইবে, আবার সে ঔষধ দেবদত্ত অথচ তাহাতে কাহারও কোনরূপ ব্যয় নাই, কাজে কাজেই তাহারা তদনুধাবন না করিয়া করে কি।

এক্ষণে এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদের মতে যাহাতে সাধারণ প্রজার স্বাস্থ্যোন্নতি এবং শারীরিক উৎকর্ষ লাভ হয়, প্রথমতঃ তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে পীড়ার প্রাবল্য যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে তাহা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ দেশের নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যখন সার জর্জ ক্যাম্বেল মহোদয় বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও মনোযোগী ছিলেন, এবং তাঁহারই উদ্যোগে সেই সময় স্থানে স্থানে গণ্ডগ্রাম সমূহে অনেকগুলি পাঠশালা স্থাপিত হইয়া সাধারণ প্রজাগণ শিক্ষা পাইতেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না থাকায় ক্রমের দিন দিনই মিশাইয়া গেল। এক্ষণে আমাদের অনুরোধ যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এরূপ কোন ব্যবস্থা করুন, যাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গ অন্ততঃ সামান্য শিক্ষায়ও বঞ্চিত না থাকে। তৃতীয়তঃ দেশের ধনাগম ও দেশীয় ঔষধের বহুল প্রচার। ইহার প্রথমটী সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্ত। প্রজার ও জমিদারের অবস্থা বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি একটী কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া দেন, যাহাতে জমিদারে ও প্রজায় কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে এবং প্রজারা জমী তাহাদের নিজ সম্পত্তির ন্যায় ভাবিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেক আশা করা যাইতে পারে। তবে ভরসা এই, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন নহেন। দ্বিতীয়টী ঔষধের বহুল বিস্তার। এ বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের কোন দোষ দিতে পারি না। আমাদের নিজের অমনোযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। দেশের কবিরাজ বৈদ্যগণ যদি কায়মনোবাক্যে একমত হইয়া এ বিষয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে গবর্ণমেণ্টও অবশ্য তাঁহাদের সহায়তা করিতে

পারেন। আমাদের স্মরণ হয় কিছু দিন গত হইল, কলিকাতা ও মফস্বল নিবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত দৈবজ্ঞ মহোদয় এক বার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া এরূপ নিয়মাদি প্রকাশ করেন যে, নিজ কলিকাতায় একটী আয়ুর্ব্বেদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া তথা নিয়মে ছাত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে এবং ছাত্রগণের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে একটী আয়ুর্ব্বেদী দৈবজ্ঞ ঔষধালয় স্থাপিত হইবে, এবং মফস্বলের প্রতি প্রধান প্রধান নগরে উহার এক একটী শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। আমরা এই সকল বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে, একপ একটী মহৎ অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় শরৎকালীন মেঘের ন্যায় কষ্ট দায়ক ন্যায় উঁহাদের সে সদনুষ্ঠান উৎসাহের অভাবে যেমনই উদয় এবং যেমনই বিলয় প্রাপ্ত হইল। অতএব এই মৌলবী কাণ্ডে একণে আমরা গবর্ণমেণ্ট এবং দেশস্থ কৃতবিদ্য ও ধনী মহাত্মগণকে এই অনুরোধ করি, সাধারণে প্রেমাস্পদ যে সকল অভাব জন্য এই অকিঞ্চিৎকর জলপড়া পাইবার প্রত্যাশায় দলে দলে মৌলবীর নিকট উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া সেই সেই অভাব মোচন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ভবিষ্যতে আর কেহ একপ হুজুকে কখনই বিচলিত হইবে না।

উ, দঃ—

—:•:—

দীপান্বিতা।

দেখিলাম কি আশ্চর্য্য ভুবন মোহিনী।
প্রকৃতির চারু কান্তি আনন্দ দায়িনী॥
এই অমা নিশা ঘোরে, গগন আঁধার করে,
ধরাতলে শত শত বিতীয় আকাশ।
ভাবুকের মনোহরা কুসুম বিকাশ॥
যে এ অন্ধকারময় অমা নিশা হেরি।
ব্যাকুল ভাবনা-দেশ পুলকে শিহরি॥
কি না হয় এই কালে, কুনীল গগন তলে,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য নরক যাতনা।
নক্ষত্র পতন কত না হয় গণনা॥
ভারত গৌরব-রবি পৃথ্বীরাজ বীর,
এই ঘোর অন্ধকারে ত্যজিল শরীর:—
দুরন্ত যবন করে, স্বদেশের হিতকরে।
দ্যাকবের মহাপাপে লিপ্ত এই কালে।
নিরো মাতৃ বধ করে পীত পদে দলে॥
সাজেহান কারারুদ্ধ এই নিশি ঘোরে।
চিতোর পতিত হয় যবনের করে॥
হের দেখ ভবিষ্যৎ আমাদের ভাবনা মন

চিন্তার তরঙ্গে ভাসি দেখিতে চলিতে,—
ভাসে দুর্ভাগ্যের কত্নু অন্ধকার চীতে॥
ঐ অমৃতের পাশে উদিত কেমন,
সম্মুখে অন্ধকার এবে উজ্জ্বল।
দেখ গরবাজ্ঞা ধারণে সোপান দেখিলে,
নিরখিয়া যদি কেন প্রফুল্ল নয়ন।
প্রাণপণে মধুর স্তবে যোগে বিশ্বজন॥
মাঙ্গলিক উৎসবে চেষ্টা মহোৎসবগণ।
আরম্ভ মঙ্গল চিন্তা অর্থেতে সাধন॥
আর্য্যেপণ মর মলে, দেখ দেশ মরাতলে,
অবনত আঁখি জল ফেলে সরলে।
আলোক অনিষ্ট চিন্তা তব ভাবে মনে॥
জীবনের তমোময় আঁধার গগনে,
শশচন্দ্র উঠে কিসে অনেক প্রমাণ?
যে শান্তি নরাধিপ। ভাজ চিন্তা বিষময়
আর্য্যেপর পরদেশী মাতাদের দল,
জীবনের ক্ষণ তারা অতীব চঞ্চল॥
ঘোর অমা নিশা অতি প্রীতিপ্রদায়িনী।
ভুবনে নয়ন তারে চারু সৌদামিনী॥
কত কত বাদ্য বাজে, ঘরে ঘরে সবে সাজে,
বালবৃদ্ধ যুবাগণ প্রফুল্ল অন্তরে,
দীপমালা আদি কেন হেরি ঘরে ঘরে,
কিসের উল্লাস ধ্বনি বল মা আমায়।
অমা নিশা আজি আর আলোক মালায়॥
যেন শত দিবাকর, বিস্তার প্রখর কর।
ত্রিদিব সমান পুরী হেরি মনোহর।
নিশার ললনা এ কি অতি শুভকর॥
আলোকে উজ্জ্বল হেরি বিশাল তোরণ।
লক্ষ লক্ষ কথা কয়! হইল স্মরণ॥
আজ কি আবার মাতা, পাইলেন স্বাধীনতা,
তাই ভাবিবে মন মোহিছে সকলে,
অথবা মহিষে সবে অনন্ত অনলে,—
ঘোর অমা নিশা ঘোরে আয়োজন করে,
বালবৃদ্ধ যুবাগণ প্রফুল্ল অন্তরে॥
কিসে আজ বঙ্গবাসী, কালো ঘোর অমা নিশি
আলোকে উজ্জ্বল কেন করিছে ভবন।
ধনী কিম্বা দীন হেরি আনন্দে মগন?
কুরুপ্রবাসিনী দীপ্তা মহিষমর্দ্দিনী।
কালী মুক্তকেশী শিবা কৈবল্যদায়িনী॥
যদি অসি বাম করে, অবতীর্ণা ঘরে ঘর।
তাই (ও) উৎসব ঘোর ভারত ভিতর।
থাকিছে সানাই ঢোল প্রভৃতি সুখকর॥

বঙ্গবর।

শ্রীঃ—

১২৮৮ ৩০ এ আশ্বিন

চাটমোহর।

সোমপ্রকাশ

১৬ ই কার্ত্তিক সোমবার।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।

কালের গতি সমান থাকে না; আবার কালের অবস্থানুক্রমে পড়িয়া মানুষেরও মনের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়। এক সময়ে ভারতবর্ষের সদাশয় উদারচরিত শাসনকর্ত্তারা এই অজ্ঞতান্ধকূপে ভারতবর্ষকে পুনঃ উচ্চশিক্ষার অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমক্ষে অনেক বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা দেখিয়াও উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি শিক্ষা দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পবিত্র চিত্তের সমুচিত কার্য্যগুলি তাঁহারা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; রাজপুরুষদের চিত্তপ্রবৃত্তি ফিরিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদের উদারতা গুণের কোন সদনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং তাঁহাদের কাশাসনের বজ্র পদ বাঁধিয়া নিবিড় অজ্ঞতাকূপে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিলে ইচ্ছামতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে চাহেন না। যে বৎসর ক্যাম্বেল সাহেব উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন; অমনোযোগ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর যদি সেই প্রকৃতির লোক হইতেন, তবে দেখিতে হইত না। ইংরাজি শিক্ষা এক দিন এদেশ হইতে কালির রেখার ন্যায় কোন্ কুলক্ষণ নিগূঢ় স্থানে গিয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ভাগ্য ভাল, তাই সাধারণের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরমহিতৈষী মিত্র মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক সেকালে ভারতের সোনা মাটিতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত বাহা হউক কিছু দিন অবস্থা এক প্রকার ভালই চলিতেছে। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন বড় বিশেষ যত্ন উত্থাপন করিতেছেন না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবে উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা দিতে গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পা উপস্থিত হইতেছে। পঞ্জাবে কলিকাতার ন্যায় সুবিস্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত দেশীয় রাজগণ এবং অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ ৩০০০০০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা উৎসাহ সহকারে আরও অধিক টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক শঙ্কা দূরীভূত হইতেছে না। ১৮৭৩ সালে লর্ড লিটন লাহোরে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে উদ্দেশ্য উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়, লাহোরে সে উদ্দেশ্য থাকি-

[illegible] শিক্ষা ব্রহ্মদেশীয়দিগের কতি ও [illegible] কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] প্রকার স্বতন্ত্র।

[illegible] একটী দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। ভারত-বাসীদিগের সঙ্গে সাহেব দেখিলে ভুমিষ্ঠ প্রণাম [illegible], [illegible] দিগকে [illegible] আদেশের স্থায় একটা [illegible] বিশেষ স্থান [illegible]। আবার [illegible] সাহেবদের অনুগ্রহে আবার [illegible] বিশেষ অধিক। এই প্রকার [illegible] কারণ আছে। কতকগুলি সাহেব [illegible] কথা প্রথমত: প্রবেশ করিতে [illegible] অনেক উঁচু পীড়ন করিতেন, [illegible] দিগকে বেতন দিতেন না; [illegible] উপদ্রব করি-তেন, আবার [illegible] দুর্দশাগ্রস্ত করা করিত। [illegible] প্রজাদেরই বিশেষ অত্যাচারী [illegible] নাই [illegible], তাঁহারা [illegible] সমস্ত লোকে প্রায়ই এক করিয়া [illegible] পর্য্যন্ত।

আবার আর কতকগুলি ভদ্র সাহেব ছিলেন, তাঁহারা এ দেশীয় লোকদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করি-তেন। একবার কাহারও প্রতি কৃপাদৃষ্টি পড়িলে তাহাকে যথাযুসারে উচ্চ পদ দিয়ে উন্নত করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি জন্মিত। এক্ষণে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা লোকের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে। আর ইংরাজদিগকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন না। কিঞ্চিৎ ভারতবাসিরা এখন ইংরাজদের সমকক্ষ হওয়া রাজকার্য্যে সমান অধিকারী হইতে যত্ন করিতেছেন। [illegible] এ দেশীয়দিগকে যে সমস্ত পদ দিতে [illegible] করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু [illegible] লোক [illegible] এবং [illegible] তাঁহাদের অসন্তোষের কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই; উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবীয় লোকেরা সাহসী ও দৃঢ় দুর্দ্দান্ত; তাহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে [illegible] [illegible] গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় পঞ্জাবে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা বিস্তার করিতে [illegible] বিরুদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু [illegible] রাজপুরুষদিগের এই ভবিষ্যতের দুষ্কর [illegible] করিতে পারিবেন কি না, অথবা হইতে [illegible] কর্ত্তব্যবিমুখ হওয়া সঙ্গত; তাহাদের [illegible] বোধ থাকে না। মূর্খ লোকের [illegible] অধিক বিপদের সম্ভাবনা। [illegible] [illegible] দেখুন। তাহারা সুশিক্ষিত [illegible] আমাদিগের বিদ্রোহ [illegible] রাজপুরুষ-দিগের [illegible] আছে, তাহাদের উদ্বেগ করা আবশ্যক। চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া [illegible] গোপন করিয়া রাখা যায় ? এবং আমাদের যথার্থ প্রবল দেশকে রোধ করিতে পারে? প্রাকৃতিক নিয়মে এই সংসারে উন্নতির অভি-মুখে আমরা প্রবাহিত হইতেছি। এক দিন সক-[illegible] উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবে, সে বেগ অবরুদ্ধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে [illegible] উপযোগী হইলে শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এই মাত্র প্রভেদ।

ভারতবর্ষবাসীদিগকে অজ্ঞতায় ফেলিয়া রাখিলে মঙ্গল নাই, তাহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি। তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া সৌহার্দ্দভাবে এই বিদেশে রাজ্য শাসন করাই শ্রেয়স্কর। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদ না থাকে, সকলেই রাজকার্য্যে সমান অধিকারী হউন—তবে তাহাদের মনে অস-ন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না এবং ভারতে ইংরাজ শাসন চিরকালের নিমিত্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যেখানে দণ্ড, সেই খানেই ভয়। পক্ষপাতশূন্যতা এবং ন্যায়পরতাই সুখের রাজ্যের ভিত্তিভূমি।

পঞ্জাবে অধিক ভাষায় উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা শিক্ষিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা কেম্বিজের লর্ড বিশপ অপরিণামদর্শিদিগের প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়াছেন। এটী এখন তাঁহার নিজের হৃদয়ের সমুচিত কথা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তিনি সর্ব্বাঙ্গীনরূপে বিচার করিয়া দেখিলে কলিকাতার ন্যায় পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে কখন কুণ্ঠিত হই-তেন না। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা, তিনি এই মঙ্গলকারী বিষয়ে পুনর্ব্বার বেশ মনোযোগ প্রদান করেন।

বাঙ্গালার কৃষকদিগের বিবিধ ক্লেশ সম্বন্ধে।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ। ইহার আয়তন অতি-বিস্তীর্ণ, ইহার লোকসংখ্যাও বিস্তর; কিন্তু এখান-কার অধিবাসিদিগের জীবিকার উপায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। এক কৃষিই মনুষ্যের জীবনযাত্রার উপায়। বসুমতী যদি সদয় হইলেন, শস্যনিচয়ের সুপ্রসন্ন হইলেন অমনি কোন প্রকারে লোকে [illegible] কাটিল। কিন্তু বসুমতী যদি প্রসন্ন না হইল, কিম্বা জলবায়ুর কুপথ্যে না অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিল তবে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া পড়িল। [illegible] জীবন ধারণের আর উপায় নাই; বাণিজ্য নাই, শিল্প নাই। কতকগুলি বনেদী লোক ভিন্ন অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি কেবল "কাতে দুখে" কষ্টেসৃষ্টে বাঁচিয়া আছে। তাহাদের এক পয়সার সঙ্গতি নাই। কিছুমাত্র পুঁজি নাই। এক বৎসর ভূমি হইতে লাভ না হইলে ভুমির বলিয়া থাকিবে, তেমন সম্ভাবনা নাই। ক্রমে আর তাহার বল, বরং তাহাদের সংকুলান হয় না। বৎসরের শেষে ছই তিন মাস অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে হয়। যাঁহারা কোলিয়েরি বিভাগে কিম্বা সহরের সাহেবের দাস করেন, তাঁহারা পল্লীবাসীর প্রকৃত দুরবস্থা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহেন। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বে প্রজাদিগের অর্থোপার্জ্জনের বিস্তর উপায় আছে এবং তাহাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় সহরে আনিয়া অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করে। অধিক শ্রম করিবারও বিবিধ পথ প্রশস্ত হইয়া আছে। অন্যান্য জেলাদের নগরবাসী লোকেরা যাহা হউক, এক প্রকার সুখ আছে। সহরের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামবাসিদের লোকেরা নিতান্ত কষ্টভোগ নহে। কিন্তু প্রকৃত মফস্বলের প্রজাগণ এক কালে উপায়হীন। তাহাদের জীবনযাত্রা অতি কষ্টকর। মফস্বলে শ্রম করিবার যোগ্য অধিক কার্য্য নাই, সুতরাং অধিকাংশ লোক আলস্যে কালযাপন করে। আবার অনাবৃষ্টিরূপে কৃষিকর্ম্ম নিষ্ফল হওয়াও অনায়াস হইয়া উঠিয়াছে। এক বৎসর অজন্মা হইলে কৃষক বাড়ীতে ধান্য ঋণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিল, টাকা কর্জ্জ করিয়া চাষের খরচ চালাইল, অবশেষে তাহা পরি-শোধ করিতে দরিদ্র কৃষকের মস্তকের চুল পর্যন্ত বিক্রীত হইয়া গেল। [illegible] এক শত [illegible] [illegible] [illegible] দিতে হয়। আবার তাহাদের অন্য সময় টাকা লইলে তাহাকে সিকি টাকা সুদ দাগে। [illegible] সিকি টাকার অধিকও সুদ কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণ নহে। অন্যান্য স্থানেই কম সুদে ধান্য ও টাকার লেনা দেনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এক বৎসর কিছু অধিক ধান্য বাড়ী লইলে এক বৎসরে তাহা পরিশোধ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। কৃষককে চির জীবনের নিমিত্ত মহা-জনের নিকট কায়মনোপ্রাণে বদ্ধ থাকিতে হয়। ইহাতে লোকেরই বা উন্নতি হইবে কি ? দেশেরই বা অবস্থা ফিরিবে কি ? শুধু কেহ ভুবিয়া কেবল কতকগুলি লোক পুষ্ট হইতেছে, অবশিষ্ট অসংখ্য ব্যক্তি দারিদ্র্যক্লিষ্ট হইয়া কষ্টের চিরায় দেহ পাত করিতেছে।

বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ পাবনা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান দীন দুঃখী নিরুপায় প্রজাদের অতিশয় দুষ্কর। এই সকল স্থানের কৃষকেরা কি নিদারুণ কষ্টে কালক্ষেপ

করিতেছে, একবার যাঁহারা মফস্বল ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার যথার্থ অবস্থা জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে চাষের উন্নতির নিমিত্ত কৃষীবলের কিছু আনুকূল্য করিলে অবশ্যই বেশ ভাল হয়। আমরা যাহা মত লইয়া থাকি, তাহারা ত অবশ্যম্ভাবী [illegible]। কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে এখনও অনেক কাজ করিতে হইবে। কেবল একটী কার্য্যের সমাধান করিলে এই মহৎ সঙ্কল্প উদ্‌যাপন করা হইল না। স্থানে স্থানে এই কৃষীবলের উন্নতির কল্পনা হইতেছে; কার্য্যতঃ এখনও তেমন কিছু হয় নাই। [illegible] অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে পায়, সর্ব্বাপেক্ষে এটী প্রধান কর্ত্তব্য। যথাকালে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইলে তাহাদের চাষের কিছুই ক্ষতি হইবে না এবং ঋণ পরিশোধ করিতেও তাহাদের কষ্টবোধ হইবে না। সে কারণ, দেশহিতৈষী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিলে উহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। [illegible] বোম্বাই [illegible] উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ সাহেব প্রতিনিধিক একটী প্রস্তাব বোম্বাই গেজেটে লিখিয়াছিলেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের [illegible] এবং সাধারণ মহাজনদিগের বিরুদ্ধে, [illegible] সম্পাদন করিতে পারিবেন। ওয়েডারবর্ণ সাহেবের প্রস্তাবে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] নাই। [illegible] আমরা [illegible]।

[illegible] বলিতেছেন,—[illegible] সাহেবের [illegible] করিয়াছেন [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] এই কার্য্য [illegible] সাহেবের [illegible]। তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যে [illegible] লোকে [illegible] না করিলে [illegible] হইবে না। ওয়েডারবর্ণ সাহেব [illegible], [illegible] আমরা তাঁহার [illegible]। তিনি [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] দেখাইয়াছেন, [illegible] দেশের [illegible] গবর্ণমেণ্ট দায়ী হইয়া [illegible] গ্রহণ না করিলে আর মুসলমানেরাই [illegible] হইবে না। তিনি এ দেশীয় ধনাঢ্য লোকের মনের গতি এতদূর বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। এ দেশের এক শত ধনাঢ্য বিশ্বাসী ব্যক্তি উৎসাহী হইয়া যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তথাপি অন্য কোন [illegible] টাকা [illegible] করিবেন না। আবার ঐ এক শত ব্যক্তির [illegible] হইতে এক দিন লাগিবে, তাহারও [illegible] নাই। অধিকন্তু একত্র হইলে কোন [illegible] যদি হয়, বলা যায় না। [illegible] একপরামর্শ হইয়া কোন মহৎ কার্য্য সাধিতেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ এখনও সে [illegible] নিমিত্ত হয় নাই। [illegible] যে [illegible] কেহ কাহারও বিশ্বাস করেন না, কেহ কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না। গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থরূপে হইয়া না দাঁড়াইলে কোন ক্রমে এ কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাহা আমরা [illegible] জানিতে পারিতেছি। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের যতই দোষ থাকুক; তাহা মার্জ্জনীয়। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট অর্থ সংগ্রহ করা কিছুতেই [illegible] ঘটিবে না। অতএব আমাদের মত এই, যদি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তা হইয়া এ কার্য্যের দায়িত্ব [illegible] গ্রহণ করেন। কলিকাতা কিম্বা অন্য কোন স্থলে প্রধান ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইক [illegible] টাকা [illegible] কার্য্য সম্পাদিত হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ পাইবে। গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যাঙ্কের [illegible] হারে সুদ দিবার চুক্তি করিয়া দিবেন, এবং [illegible] তাঁহাদের অধীনে [illegible] নিযুক্ত করিবেন। কৃষকেরা [illegible] হইয়া প্রথমে নিজ অবস্থার একখানি [illegible] সেই ব্যাঙ্কের নিকট পাঠাইবেন। [illegible] কৃষকের অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান [illegible] সেই ব্যাঙ্ক কর্মচারিগণ [illegible] টাকা কর্জ্জ দিবেন। এ ভিন্ন আমরা [illegible] এই কার্য্য চালাইবার অন্য [illegible] দেখি না। কোন এক স্থানে প্রধান ব্যাঙ্ক [illegible] কার্য্য [illegible] করিতে হইলে নিশ্চয় [illegible] টাকার অধিক সুদ না [illegible] পোষাইবে না। অতএব যদি [illegible] আমাদের বিবেচনায় [illegible] এই কার্য্য চালাইলে [illegible] সম্ভাবনা। ইহার সঙ্গে আর একটী নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক হইবে। এই কার্য্য নির্ব্বাহের সমস্ত কর্মচারী যেন দেশীয় লোকের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়। কারণ, ইউরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত করিলে হইলে অধিক বেতন না দিলে চলিবে না; [illegible] বাহুল্য হইয়া পড়িবে। আর এক কথা, দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য কাহারও টাকা [illegible] না করে। এতদ্দেশের ধনবান ব্যক্তি [illegible] যদি [illegible] আছেন। [illegible] নিয়ম প্রচলিত করিলে অনেক [illegible] একটী পথ মুক্ত হইতে পারিবে।

[illegible]

[illegible] কাশীনাথ [illegible]

[illegible] টাকা [illegible] দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] হইতে [illegible] করিয়াছিল। [illegible] কমিশনারের [illegible] প্রকাশ [illegible] হইয়াছে, তাহা [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] সাহেবকে [illegible] টাকা দিয়াছিলেন, [illegible] না। [illegible] অনেকগুলি [illegible] আছে। [illegible] আদিকাংশের [illegible] হইবে বলিয়া তাহারা [illegible] টাকা [illegible] টাকা ঋণ লইবার [illegible] এবং [illegible] হইতে পারে, [illegible] কার্য্য [illegible] কাজ সাধিলেন [illegible] এবং [illegible] অধিক হইয়াছিল। [illegible] না হইলে [illegible] উপস্থিত [illegible] আছে [illegible]।

সমস্ত অর্থ প্রদান করিলে অধিকসংখ্যা প্রজা [illegible]। বাস্তবিক কষ্ট দিয়া পরিশ্রমের মূল্য দেওয়ার না দিলে উপকারের প্রত্যাশা নাই। কৃষক টাকা স্পর্শ করিলেই তাহাতে পর্য্যাপ্ত লাভ হয় না। তদ্ব্যতীত টাকা কর্জ লইতে যদি ঘোর আড়ম্বর পড়িয়া যায় এবং দরিদ্র কৃষকের তাহাতে অযথা ব্যয় হয়, তবে কিছুই উপকার নাই। কৃষকেরা টাকা ঋণ লইতে পারে, সহ করিবে না। যে কারণ আমরা যে উপায় স্থির করিলাম, বোধ করি তাহাতে তাহাদের কিছুই অসুবিধা ঘটিবে না।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি-তন্ত্র শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমরা সকলের [illegible] বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, বোধ করি এখনও পাঠকদিগের স্মৃতিপট হইতে তাহা অপনীত হয় নাই। লর্ড রিপন যথার্থই সাধারণের আন্তরিক অনুরাগভাজন এবং উদার প্রকৃতির লোক। লোকানুরঞ্জন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, এবং সাধারণের উন্নতিই শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি দুই বৎসর কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করিলে ভারতবর্ষের সুখসৌভাগ্য জীবন সঞ্চার হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদেশে প্রতিনিধিতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত করিবার নিমিত্ত মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর গত ১০ই অক্টোবর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র খানি বাস্তবিক [illegible]। তিনি অনুরোধ [illegible] শাসন প্রণালীতে আমাদের [illegible]। বঙ্গ [illegible] গবর্ণমেণ্টকেও ঐ প্রণালী অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড রিপন আর কিছু না করিলেও এই সদনুষ্ঠানে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক এবং লর্ড লিটন [illegible] কোন কোন বিশেষ [illegible] অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। লর্ড রিপন তাহাদের ভাবী লোকদের [illegible] হইতেছেন [illegible] উত্তরকালে ইহার ফল যে পরম সুখকর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীর কার্য্যভার স্থানিক প্রতিনিধিদিগের হস্তে বিন্যস্ত থাকিবে। তাঁহারা যথাবিধানে [illegible] করিবার জন্য স্থানিক শিক্ষা চিকিৎসা, রাস্তা এবং পূর্ত্তকার্য্যের সমুদয় ভার পাইবেন। উত্তরকালে পুলিসের ব্যয়ভার হইতেও মিউনিসিপালিটীকে অব্যাহতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ২৭৫০০০০ টাকা খরচ করা হইয়া থাকে। কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলের মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ পুলিসে ৯০০০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। ১৮৮১।৮২ সালে প্রদেশী শিক্ষা বিভাগে মুদ্রা দিত ২৬২০০০০ টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা। চিকিৎসা বিভাগে, অনুমান ১১৬৩০০০ টাকা। প্রদেশীয় পূর্ত্তবিভাগে ৫৩৯৩০০০ টাকা এবং স্থানিক পূর্ত্তকার্য্যে ৪৭৭১০০০ টাকা।

মিউনিসিপালিটী নিজ এলাকাধীন পুলিসের ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে দেশের সমধিক উন্নতি হইবে। চিকিৎসা, রাস্তাকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি এক একটী স্থানিক প্রতিনিধি বিশেষের হস্তে বিন্যস্ত হইলে অচিরে ভারতবর্ষ একটী সুখের বাসা হইয়া দাঁড়াইবে। উচ্চ অঙ্গের বিচার কার্য্যে যথাবিধি সিবিলিয়ানদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া স্থানিক সমস্ত বিভাগের কার্য্য কৃতবিদ্য ভারতবর্ষবাসিদের হস্তে সমর্পিত হইলে ক্রমে রাজস্ব বিভাগের অনেক ব্যয় লাঘব হইবে এবং এদেশীয় উচ্চচেতা ব্যক্তিদিগেরও ক্ষোভ নিরাকৃত হইতে পারিবে। এস্থলে আমাদের আর একটী যুক্তি বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইতেছে। মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গেই শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর অন্য কয়েকটী বিভাগের কার্য্য ভার নিজে স্থানিক প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। পরিণামে অবশ্যই সুফল ফলিবে, তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

সাধারণের নির্ব্বাচিত স্থানিক প্রতিনিধি কর্ত্তা তাঁহ হস্তে এক একটী বিভাগের সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইলে কোন প্রকার আর কষ্ট থাকিবে না। যে সকল কার্য্যের উন্নতি করিলে প্রজার উন্নতি, যে সকল কার্য্যের প্রতিবিধান করিলে প্রজার অসুখ প্রতিহত হয়, একে একে সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। এখন প্রায় সকল মিউনিসিপালিটীর কার্য্য বিশৃঙ্খলতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। রোড্‌সেস কমিটীর কার্য্য প্রণালী নিতান্ত কুৎসিত। বঙ্গদেশের সকল প্রজা রোড্‌সেসের টাকা নিয়মিতরূপে দিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ফল কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পায় না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে, প্রদেশীয় কমিটীর অধীনে অধিগ্রামে এক একটী করিয়া প্রজাদিগের প্রতিনিধি সভা স্থাপিত না হইলে কোন গ্রামের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। রোড্‌সেসের কর দিয়া প্রজাগণ যদি কোন উন্নতির মুখ না দেখিতে পায়, তবে নিষ্ফল টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কাজ কি? এইজন্য মাত্র ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর দ্বারা এ সকল কাজ নির্ব্বাহ হইবে না। অনেক স্থানের অজ্ঞ কৃষক ও অন্যান্য নীচজাতি নিরক্ষর প্রজা কিছুই জানে না, কোন কাজ বুঝে না। সরকারের লোকও জমিদারের লোক আসিলে, টাকা ও কর চাহিলে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাহা দিতে হয়, না দিলে রক্ষা নাই দিয়াও নাই, মূর্খ প্রজারা ইহাই বুঝে। গ্রামের পথ ঘাট সংস্কারের নিমিত্ত কমিটীর সভ্যদের নিকট আবেদন করিতে হয়, ইহা তাহারা জানে না। প্রদেশীয় কমিটীর অধীনে গ্রামে গ্রামে সভা থাকিলে তাঁহারা মফস্বলের অভাবগুলি জানিয়া পল্লীর উন্নতি ও রাস্তার সংস্কার করিতে পারেন। পাঠক এ বিষয়ের সবিস্তার বৃত্তান্ত প্রত্যাবাস্তরে দর্শন করিবেন।

পানীয় জলকষ্ট।

আমাদের নতুন মানিক পত্র লেখক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] সরকার মহোদয়ের পানীয় জলকষ্ট বর্ণন করিয়া আমাদের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, এই স্থলেই সেই পত্রখানি যুক্তীত ও প্রকাশিত হইল। পত্রপ্রেরক বলেন, জলকষ্ট মহোদয়ের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। এ কথাটি একান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিতেছি। নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে যে, দেশব্যাপী পীড়ার প্রধান কারণ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কেবল যশোহরের কেন, [illegible] প্রভৃতি সমুদায় জেলারই অধিকাংশ পল্লীগ্রামের লোকে নির্ম্মল জল পান করিতে পান না। আমাদের সংস্কার এই, সেই কারণে ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশকে পরিত্যাগ করিতেছে না। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ পল্লীগ্রামের দুরবস্থার ইয়ত্তা থাকে না। আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, কলিকাতায় যখন কলের জল হয় নাই, তখন গ্রীষ্মকালে দুঃখী দরিদ্র লোকেরা গঙ্গাতীরী হইতে জল আনাইয়া পান করিতে পারিত না, ইতস্ততঃ যথা তথায় পঙ্কিল জল পান করিত। সেই হেতু ঐ সময়ে প্রায় প্রতি বর্ষেই ওলাউঠা বিষম পরাক্রম প্রকাশ [illegible] দেশ আক্রমণ করিত। এখন কলের জল [illegible] সে অবস্থার বিপর্যায় ঘটিয়াছে। তাই [illegible] সিদ্ধ হইতেছে, নির্ম্মল জল পান স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। অতএব আমরা পত্রপ্রেরকের সহিত একমত হইয়া এই প্রস্তাব করিতেছি, মিউনিসিপালিটীসকলের কর্ত্তব্য, তাঁহারা স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে অগ্রে স্বচ্ছ শুদ্ধ জলের সংস্থান হইবার উপায় করিয়া দেন। যদি বলেন, সকল মিউনিসিপালিটীতে স্বচ্ছ জলের উপায় বিধানের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ হয় না। তদুত্তরে আমা-

যের বক্তব্য এই, যদি রাস্তা না হয়, না হউক, তথাপি যে টাকা সংগ্রহ হইবে, তদ্দ্বারা অন্ততঃ ভাল পুষ্করিণী করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া [illegible] মিউনিসিপালিটীর একান্ত কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া আজ যদি গ্রাম যদি জন শূন্য হয়, মিউনিসিপাল রাস্তায় কে চলিবে? যে প্রসঙ্গে আমরা এ প্রস্তাবের উত্থাপন করিলাম, সে পত্রখানি এই:—

মহাশয়! ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে,—যে জেলাটী কলিকাতা রাজধানীর যত সন্নিহিত, সেই জেলার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি তত অধিক। কিন্তু চব্বিশপরগণার জেলাটী এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এখানে [illegible] কার্য্যোপলক্ষে অনেক সুশিক্ষিত লোক অবস্থান করিতেছেন—যদিও নগরের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সৌষ্ঠব সাধনোদ্দেশে এখানে বহু দিন হইতে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হইয়াছে—যদিও সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই মিউনিসিপালিটীর মেম্বর পদে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু এখানকার লোক এতদ্ [illegible] [illegible] যে জেলাতে বিরাজ করিতেছেন তাহাতে [illegible] কি আগ্রহ নাই। এই স্থানটী স্বাস্থ্যকর বলিয়া বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু সেই স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ জলই ভিন্ন আর কিছুই নহে। জেলার উত্তরাংশে প্রাচীন [illegible] [illegible] [illegible] আছে; এখানকার উহাতে জল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিপূর্ণ থাকে। [illegible] প্রাচীন [illegible] কয়েকটী পুষ্করিণী মাত্র বর্ত্তমান আছে, [illegible] [illegible] [illegible] নাই [illegible]।—[illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে, তাহাই লোকের জীবনোপায়,—এই এক মাত্র পুষ্করিণীর জল পান [illegible] জেলার সমস্ত লোক [illegible] [illegible] [illegible]; কিন্তু চব্বিশপরগণার [illegible] [illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে আর অধিক দিন জেলার সমস্ত অধিবাসীকে [illegible] [illegible] পারিবে না: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়!

মিউনিসিপালিটী [illegible] [illegible] [illegible] উপকার করিতেছে যে যখন যে পুষ্করিণীটি দৈবাৎ রোগে অকালে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে, তখন সেই পুষ্করিণীর অধিকারীর প্রতি উহা পরিষ্কার করিয়া দিবার নিমিত্ত পরওয়ানা জারি করেন। অধিকারিরা [illegible] [illegible] [illegible] টাকা ব্যয় করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন,

আবার দশ দিন পরে ঠিক পূর্ব্ববৎ কিম্বা তদপেক্ষা অধিকতর দৈবাৎ অপরিষ্কার হইয়া উঠিল। [illegible] [illegible] [illegible] অধীনস্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থ ব্যয় হইতেছে, কিন্তু তথাপি [illegible] [illegible] [illegible] কাহারো মুখে শুনা যায় না। [illegible] বলিয়া মহাশয়দের যে একটী ভর্সা আছে, উক্তিতে জলকষ্টই যে তাহার প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; অথচ এই স্বাস্থ্যের দুর্গতি, [illegible] [illegible] কে [illegible] করিবার কি রাজপুরুষগণ—কি মিউনিসিপালিটীর মেম্বর মহোদয়গণ—অথবা জেলার অধিবাসী [illegible]—কেহই এই [illegible]—[illegible] [illegible] একটীও মুখে আনেন না, ইহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] মিউনিসিপালিটী [illegible] [illegible] করিতেছেন, যদি তদ্দ্বারা সাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দতার কোন প্রকার উপায় না হইল, তবে আর মিউনিসিপালিটীর উপকারিতা কি, তাহা আমরা বিবেচনা করিতে পারি না। অতএব এই সাধারণ [illegible] কার্য্যে সকল শ্রেণীর লোকেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

সংবাদক।
১২৮৮ সাল
১১ ই কার্ত্তিক

শ্রী[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] আমরা যে পত্রাবলি লিখিলাম, [illegible] গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি ছিল, সেই [illegible] [illegible] করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা কিরূপ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছি।

[illegible] [illegible] প্রণালীর সম্বন্ধে [illegible] [illegible] যে সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি [illegible] সেই [illegible] উদ্দেশ্য। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে নিমুক্ত হয়, কিসে তাহাদের সম্পত্তি অপহারকের হস্তে [illegible] না হয়, কিসে তাহারা আপন আপন শরীর ও সম্পত্তি নাশের আশঙ্কা বিমুক্ত হইয়া, সুখে তাহা ভোগ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উন্নততম শাসন প্রণালীর উদ্দেশ্য। যেমন একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তার পরিবারের সকল ব্যক্তির সুখ স্বচ্ছন্দ সম্পাদন ও [illegible] উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য, তাঁহার যেমন তাঁহাদের নানা সকল অভাব পূর্ণ করা উচিত, তাহাদের অসৎ কামনা, দুষ্প্রবৃত্তি, কুশিক্ষা নিবারণ করা বিধেয়। গবর্ণমেণ্টেরও তদ্রূপ প্রজাবর্গের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ে যত্ন ও উপায় বিধান করা বিধেয়। অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ ও কার্য্যপ্রণালীতে এবং একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তার কার্য্যকলাপ ও কার্য্যপ্রণালীতে সাদৃশ্য আছে। একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা পরিবারের সকল ব্যক্তির ধন গ্রহণ করেন, তাহাদের অভাব পূরণ করেন, তাহাদিগকে [illegible] [illegible] করিতে নিবৃত্ত করেন, তাহাদের পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ, অনিষ্ট অত্যাচার মিটাইয়া দেন, গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ প্রজাসাধারণের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাহাদের অভাব পূরণ করেন, তাহাদিগকে [illegible] দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করেন, তাহাদের পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ, অনিষ্ট অত্যাচার মিটাইয়া দেন। একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা যেমন ভিন্ন পরিবারের ব্যক্তিগণের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে সমুদায় পরিবারের সহিত এক মনে এক বাক্যে বদ্ধপরিকর হইয়া অত্যাচারীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ অপর কোন বিদেশীয় রাজার অত্যাচার হইতে নিজ প্রজাদিগের [illegible] প্রজাবর্গের সহিত একমনে ও এক বাক্যে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। আবার একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা আপন ইচ্ছানুসারে পরিবারের উপযুক্ত পাত্রে কার্য্যের বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিবার অধিকার দিয়া নিজে সেই কার্য্য [illegible] সংযম করিতে পারেন। তিনি যেমন কর্ত্তা [illegible] বলিলেন অথচ [illegible] সকল উপযুক্ত ব্যক্তিই নিজ নিজ কার্য্য [illegible] [illegible] হইলেন। তাহাদের যে অভাব [illegible] [illegible] পূরণ করিতেছে, তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, [illegible] [illegible] নিজের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছে, [illegible] অনুসারে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, কর্ত্তাকে কিছু বলিবার কিছু অবলম্বনের প্রয়োজন নাই, তিনি কেবল দেখিতেছেন, এবং [illegible] [illegible] করিয়া দিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও [illegible] আপন ইচ্ছানুসারে অবস্থা, গবর্ণমেণ্ট সমূহকে প্রজাসাধারণের [illegible] নিযুক্ত সমাজ সমূহ ও [illegible] কার্য্যের বিভাগ করিয়া [illegible] [illegible] আপন আপন কার্য্য সম্পাদন [illegible] [illegible] [illegible] নিজে সেই কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible]

পারেন। [illegible] গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে রাখ হইতে [illegible] অথচ অপর গবর্ণমেণ্ট সমূহ [illegible] দেশবাসিগণকে শাসন কার্য্যে নিযুক্ত সমাজ সমক্ষ আপন আপন কর্ম্মের কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন। [illegible] যে অভাব আছে। নিজেই আত্মপোষণ করিতেছে, উহারা যাহা শাসন প্রণালী নিজে [illegible] সম্পাদন করিতেছেন, আর অনুসারে [illegible] করিতেছেন, আর অনুসারে [illegible] বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, [illegible] মেণ্টকে কিছু বলিবার [illegible] দেখিতেছেন, এ নিয়মিত [illegible]। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ [illegible] সকলই করিতে [illegible] কাজেই আয় [illegible] হইত। অতএব গবর্ণমেণ্টের আয় [illegible] শাসনের [illegible] সুবিধা হইয়াছে। [illegible] শিক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ গবর্ণমেণ্ট সমূহকে [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] নিজের আয় ও ব্যয় নিজে [illegible] গবর্ণমেণ্ট ও [illegible] গবর্ণমেণ্টের উপর [illegible] করিত [illegible] তাঁহাদের আত্মশাসন শিক্ষা উৎকর্ষ [illegible] আয় ব্যয় নিজে করিতে না পারিলে তাঁহাদের শিক্ষা ও পরিপক্কতা লাভের সম্ভাবনা নাই।

[illegible] উপায়ের [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিষয়ের আলোচনা করিয়া [illegible] প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং এই [illegible] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের ব্যয় [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিতেন। [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] এক নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রদান করিবেন। তিনি [illegible] স্থানীয় [illegible] সমান [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] স্থানীয় [illegible] উন্নতি কর [illegible] গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন।" [illegible] ভারতবর্ষীয় ও ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট [illegible] এইরূপ বিভাগ করিয়া [illegible] বিভাগের প্রণালী [illegible] পারিলাম না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নাম	শতকরা আয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের	শতকরা আয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের	মোট	শতকরা ব্যয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের	শতকরা ব্যয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের	মোট	কত বৎসর	কত বৎসর হিসাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক
বঙ্গদেশ	৭৯৪৮৮	৪০৫১২	৮২৬৪০	৮৩৬৯৪	৫১			
মান্দ্রাজ	৩১২৫	২১১৭২৯	১১২৫৮৩	৭৭১৬১	২২১			
[illegible]	৩৩০১৩	৩৩৯৫১০						
পশ্চিম প্রদেশ	১৮৩০০	২১২৬৫০	১৬					
[illegible]	৪১-৫৭	৩৩৩৪৭০	৮২		২৭০			
[illegible]	৪৫৮২১	৬১৭২২	৮২		৭২৬			
আসাম	১১১২১	৩২১২৭			২৮৭			
ব্রহ্মদেশ	৫১৮৮২	৬১১৮৩						

উপরের লিখিত বিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ রাজস্ব গ্রহণ করিবেন এবং ব্যয় করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিজের আয় ব্যয় এই।

	শতকরা আয়	শতকরা ব্যয়
কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের	২,১৫,২৭০	১৮,৯০,৭০০
কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের	২৮,৭৮,১৭০	২৭,৪৫,৬৮১

এইরূপে ভারতবর্ষের আয়ের ত্রিপঞ্চমাংশ এবং ব্যয়ের চতুর্থ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহে অর্পিত হইয়াছে।

এইরূপে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহকে রাজ্যের বিস্তর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যাহাতে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে ব্যয়ের সুব্যবস্থা হইতে পারে এবং আয়ের উন্নতি হইতে পারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই আয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যয় করিতে পারিবেন, কেবল ব্যয় সম্বন্ধে উপরিতনস্থ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিবেন তদনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহকে কার্য্য করিতে হইবে। ১৮৮২-৮৩ অব্দ হইতে এই নিয়ম কার্য্যে আরম্ভ হইবে।

এই ত গেল নিয়মিত আয় ও নিয়মিত ব্যয়। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনিয়মিত ব্যয়ের কারণ আছে— কয়েকটা স্বতন্ত্র ও অত্যাবশ্যক ব্যয় আছে। সেই অনিয়মিত ব্যয়ের কারণ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও আফিমের আয়ের হ্রাস। দুর্ভিক্ষ প্রতিবৎসর ঘটে না, দুর্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রতিবৎসর বাধিতাস্থ হইতে হয় না। অথচ এটি একটী ভয়ানক দায়। এই দায় যখন আসিয়া পড়ে তখন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ বিষম বিপদে পড়িবেন। রাজস্ব বিভাগে তলস্থল বাধিয়া যাইবে। এই দায় হইতে উদ্ধার করা চাই। কিন্তু যদি ভীষণ যুদ্ধ অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, যদি অর্থের স্রোত বহিতে থাকে, যদি অন্নাভাবে বহুদেশের লোক মারা যাইবার উপক্রম হয়, যদি চারিদিক হইতে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উত্থিত হইতে থাকে তখন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ কি উপায় করিবেন? উঁহাদের হস্তে যে অর্থ থাকিবে তাহাতে যদি সমুচিত সাহায্য প্রদান করিবার উপায় না হয় তাহা হইলে কি উপায়ে দেশ রক্ষা হইবে? কিরূপে ব্যয়ের সঙ্কুলান হইবে? এতৎসম্বন্ধে মেজর বেরিং বলেন—"গত দশ বৎসরের মধ্যে দুইবার এইরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে, এবং বিশেষ বিপদ বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৬—৭৭ অব্দে মান্দ্রাজ এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তখন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যে অনির্দ্দিষ্ট অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, সেই ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ঋণ মুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে তখন যে অর্থ তাহা সম্যকরূপে নিঃশেষিত না হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। * * * * * * অপর ঘটনা আফগান যুদ্ধ। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৯-৮০ ও ১৮৮০-৮১ অব্দে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহকে ৬,৭০০,০০০ টাকা সাহায্য করিতে বলেন। এরূপ ঘটনা হইলে আয়ের

উপর আক্রমণ সহজেই ভয়ানক হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহাতে যে উন্নতি লাভ হয়, পুস্তকাদি বিভাগে ভুক্তিক আসিয়া পড়ে, এবং অধিকারীদিগকে অগত্যা দেওয়া হয় উচিতে আর সন্দেহ নাই। এতদর্থেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা করিতেছেন যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য কোন কারণ বশতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আর্থে হস্তক্ষেপণ করিবার আশা করিবেন না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উক্তবিধ বিশেষ বিপদ না ঘটিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ বিপদ ঘটিলে যদি সঞ্চিত অর্থে ব্যয় না কুলায় তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রার্থনা করিবেন। ইহাতে যদি সমস্ত মাত্রাজো উন্নতির ব্যাঘাত হয়ে তাহাও সহ্য করিতে হইবে।"

পুস্তক সমালোচনা।

দক্ষযজ্ঞ কাব্য (১)।

এখানি সংস্কৃতে রচিত। নাম শুনিয়াই পাঠক ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে পারিতেছেন, যতক্ষণ ইহা সমাস্বাদন না করিতেছেন, ততক্ষণ এটা বুঝিতে পারিতেছেন না যে এখন এমন সংস্কৃত রচনা হয়। সংস্কৃতের চর্চা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অতএব এখন সংস্কৃতে কোন গ্রন্থরচনার চেষ্টা বিড়ম্বনা, এতদিন আমাদের এই সংস্কার ছিল, কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্ন দক্ষযজ্ঞ কাব্য প্রণয়ন করিয়া আমাদের সে সংস্কারে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। রচনা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি রসমাধুর্য্য মনোহারিণী হইয়াছে। আমরা অনেক স্থলে নূতন ভাব সমাবেশ দেখিলাম। অনেক স্থলে কবিত্বশক্তির আবেশের পরিচয় হইয়াছে। সোমপ্রকাশে স্থান সঙ্কীর্ণ, অতএব ইহাতে ইহার দীর্ঘ সমালোচনা সম্ভাবনা নয়, তথাপি আমরা বর্ষাবর্ণনের একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক দেখুন কেমন প্রসন্ন হইয়াছে।

> [illegible] কুমুদ কমলক যত,
> [illegible] নভ সম্পত্তি চক্রবাকে।
> [illegible] নবজাতিবিসদে
> [illegible] বিবর্দ্ধি বনীবিলসঃ [illegible]

কুমুদ ও কমল জলে মগ্ন হইয়াছে, একণে চক্রবাক আর দেখিতে পাওয়া যায় না, আকাশ মণ্ডল মেঘরূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতএব রাত্রি ও দিন বলিয়া পরিচয় দিবা দেয়, এমন কিছুই নাই।

পাঠক! কবির কেমন ভাবুকতা দেখুন, রাত্রির জ্ঞাপক কুমুদ ও চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে না, দিবস জ্ঞাপক পদ্ম ও সূর্য্য দেখা যাইতেছে না। চক্রবাকি দর্শন করিয়া যে রাত্রি দিন বুঝা যাইবে, তাহারও পথ নাই। কারণ, মেঘান্ধকার গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন

[illegible] রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত দক্ষযজ্ঞ কাব্য খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ সংস্কৃত রচনা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠক স্বয়ং সমাস্বাদন না করিলে আমাদের কথা [illegible] থাকিয়া ইহার গুণবর্ণন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

[illegible] খানি পত্র। কলিকাতা ভবানীপুরস্থ ভবিষ্যৎসাল প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৮। কয়েকটী সন্দর্ভ পত্রাকারে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীকে সাংসারিক লৌকিক, ধর্ম ও নীতি বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন। এই পুস্তকে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় আছে:—বেশভূষা, নম্রতা, মিতব্যয়িতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, ব্যবহার, বিবেকশক্তি, ধর্ম, অদৃষ্ট, পতিপরায়ণতা ও বিধবা। পুস্তক খানি স্ত্রীলোকদিগের পাঠের উপযোগী হইয়াছে। রচয়িতা যে অভিপ্রায়ে পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন আমাদের বিবেচনায় তাঁহার সেই অভিপ্রায় সফল হইয়াছে। তবে দুই একটী বিষয় কিছু কঠিন হইয়াছে।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ। কালীঘাট হিতসাধিনী সভার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ প্রতিপাদক [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভবানীপুর ভবিষ্যৎসাল প্রেসে মুদ্রিত। আমরা উহার তিন খণ্ড পাইয়াছি। প্রতিবাদগুলি মন্দ হয় নাই, যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। এই পুস্তক গুলিতে [illegible] সম্প্রদায় [illegible] হইয়াছে। আমরা পূর্বে পুস্তক দেখিয়াছি খ্রীষ্টীয় মিশনরিগণ বাঙ্গালায় পুস্তক রচনা করিয়া আমাদের ধর্ম্ম ও দেব দেবীর অযথা নিন্দা ও গ্লানি প্রচার করিতেন। এখন সেরূপ পুস্তক আর প্রচারিত হয় না। বিলাতের কোন শাসন বিরোধী [illegible] আর পারিবে [illegible] মিশনরিগণ [illegible] লিখিবার পথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদ পুস্তক গুলি যেখানে, যে বকমে, লিখিত হয় নাই। ইহাতে কেবল [illegible] ভ্রম প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে মাত্র।

কোমিওপ্যাথিক প্রচারক। শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মাসিক পত্রে প্রকাশিত। সত্যোষপুর। কলিকাতা। [illegible] প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৮। আশ্বিন। এই পত্রিকাখানি আমরা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। বিপিন বাবু প্রশংসনীয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সাধারণ লোকের চিকিৎসা বিষয়ে যাহাতে অভিজ্ঞতা জন্মে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হইবে। পরে যে সকল খণ্ড প্রকাশিত হইবে এই খণ্ড খানি তাহার অনুবাদিত হয়। আমরা বিপিন বাবুকে অনুরোধ করি [illegible] প্রত্যেক খণ্ডের শেষ ভাগে দুই একটী রোগের চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশ করেন।

বিবিধ কবিতা। প্রথম খণ্ড। শ্রীকমলবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল।

কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। দুই একটী মনোহারী হইয়াছে। অপর কয়েকটী আমাদের ভাল লাগে নাই। মাতাপিতৃহীন শিশুর ভাবাবেশে কবি যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে আমরা পাঠক দিগকে তাহা উপহার দিলাম।

> কেমন মধুর অই [illegible]
> [illegible] এস, [illegible]
> তুমি [illegible] অনাথ-শিশু,
> [illegible] আমি। [illegible] নিশিথিনী,
> [illegible] কোলেতে তার ও সুধা বদনে
> দেখ, সে [illegible] পবন-প্লাবন,
> উজ্জ্বল কনককাণ্ডে কেমন মণ্ডিত!
> একটী [illegible] নাই অনন্ত নিবাসে,
> [illegible] [illegible] বাহি [illegible]
> [illegible]—[illegible] আত্মায়!
> [illegible] কবি, এই মহানিশিতে
> [illegible] না [illegible]
> যে সঙ্গীত [illegible] এই মহালোকে।

কাব্যকার। [illegible] সন্দর্ভ। শ্রীনবগোপালবিদ্যা [illegible] প্রণীত। ১২৮৮ সাল। এই গ্রন্থের কয়েকটী কবিতা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল। [illegible] মন্দ হয় নাই এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। গ্রন্থখানি [illegible] হইয়াছে।

[illegible]। প্রথম ভাগ। শ্রীমতী কাদম্বিনী [illegible] প্রকাশিত। ১২৮৮। আমরা রমণীর রচনা বলিয়া [illegible] পুস্তকটীর প্রশংসা করিতেছি না, এখানি অতি অনবদ্য হইয়াছে। কবিতাগুলি যেমন সরল তেমনি [illegible]। [illegible] রমণীর স্বামির প্রতি [illegible] পাঠকদিগের জন্য উদ্ধৃত করিয়া [illegible] কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ [illegible]

প্রাপ্তি স্বীকার।

চাইলডস্ ওউন গ্রামার, [illegible] ব্যাকরণ।

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার ।

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

[illegible]

উচিত নহে। [illegible] পরিত্যাগ [illegible] করিলেন।

[illegible] আলীপুরের [illegible] বাবেরকটী [illegible] ছিল, আমরা শুনিলাম [illegible] আলিপুরের [illegible] শুনিয়া [illegible]

[illegible]

এবং বর্দ্ধমান, কাটোয়া, অমৃতসর, [illegible]

রাজপুতানা প্রভৃতি যে যে স্থানে লোকে পীড়া হইলে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইত, সেই সকল স্থান এক্ষণে পীড়ার আবাস হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানার রাজ্যগুলি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে সেখানে জ্বর ও প্লীহাদি ভীষণ আকারে দেখা দিয়েছে।

আগামী শীত কালের প্রারম্ভে গবর্ণর জেনেরল জয়পুরে যাইবেন বলিয়া জয়পুরের মহারাজ তাঁহার অভ্যর্থনা ও ভোজের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। দরবার ও গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি কার্য্যে যদি কিছু লাভ থাকে, সে সামান্য মাত্র, কিন্তু রাজাদের ঐ সকল কার্য্যে বিশেষ ক্ষতি হয়। একটী যে প্রবাদ আছে, "এক জনের তামাসা আর এক জনের মৃত্যু" এস্থলে প্রায় তাহাই ঘটিয়া উঠে। আবার শুনা যাইতেছে জয়পুরের রাজা এই উপলক্ষে নগরের বাহিরের দোকানদার ব্যবসায়ী ও দরিদ্র গৃহস্থদিগকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে নিজ গৃহ ও দোকান প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে হইবে। রাজা তাহাদের ক্ষতি পূরণ করিবেন বলিয়াছেন। ইহাতেও লোকের অল্প অর্থ নষ্ট হইবে না।

কলিকাতা কৃষ্ণসিংহের গলিতে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক এক যুবা অত্যন্ত মদ্যপান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় মদ্যপায়ীরা এই সকল দেখিয়াও কি শিক্ষা লাভ করিবেন না?

মাদ্রাজে এই জনরব উঠিয়াছে যে আগামী মাসে তথায় একটী মুষলধার প্রবল ঝড়বায়ু বহিবে।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ, লোহারডগা, মানভূম এবং সিংভূমের অন্তর্গত ধলভূম ও কলকাত্তা পরগণা এক্ষণে নিয়মাধীন হইল।

যেরূপে গবর্ণমেণ্ট মুলতানের হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুরা সন্তুষ্ট হইয়াছে। হিন্দুদিগকে মন্দিরের চূড়া প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইবে, কিন্তু এতকাল তাহারা যে পথ লইয়া এত বিবাদ করিতেছিল, তাহা আর পাইবে না। উহা মুসলমানেরাই পাইবে। হিন্দুরা তৎপরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র একটী স্থান পাইবে। মিরর বলেন ইহাতে তত্রত্য হিন্দুগণ নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

বার্লিনের একখানি সংবাদপত্রে একটী কৌতুকাবহ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতার অবিবাহিত যুবকগণ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। "হেলেনের ন্যায় সুন্দরী, পেনিলোপের ন্যায় গৃহকর্ম্মে নিপুণা, মরিয়ান ডি এ্যাডিবুর্গের ন্যায় মিতব্যয়িনী, আত্তাম ডি ষ্টেলের ন্যায় রসিকা, সেভিনিয়ের ন্যায় লেখিকা, জোসেফাইনের ন্যায় নৃত্যকুশলা, সিয়ানো বারা-বার্ণার লোলা ক্যাটালানের সহযোগিনী, জেকালা হ্যাদেনে নিলসোনের প্রতিদ্বন্দ্বিনী, বোনহেয়ার বার্ট্রিজের সমকক্ষা, রাজকুমারী মেরি ডি অর্লিয়ান্সের ন্যায় ভোজনকার্য্যে নিপুণা এবং সিষ্টার্ড্রেনিয়ার ন্যায় সাধুশীলা ও চরিত্রশালিনী একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণা যুবতী স্বামিকামনা করেন। কিন্তু তিনি এরূপ কোন পুরুষকে এপর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই যিনি তাহার গুণ গ্রহণে সমর্থ। এজন্য অগত্যা তিনি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া স্বামীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইয়াছেন।"

মাবর রাজার পুত্র স্বর্ণকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি হইবেন। তাঁহার মাসিক বেতন এক সহস্র টাকা।

শঙ্করনগর নামক স্থানে একজন দৈব বৈরাগী একাদশটী দিন উপবাস করিয়াছিল। এ ব্যক্তি আমেরিকার প্রসিদ্ধ উপবাসকারী ডাক্তার টানরকে পরাস্ত করিয়াছে।

ফারকার্স স্থালাবেল্প নামক ইংলণ্ডের ভূমিসংক্রান্ত আইনের একটী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার আগামী অধিবেশনে উহা সভায় অর্পিত হইবে। আমরা দেখিতেছি, সর্ব্বত্রই ভূমি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভূমি স্থাবর বস্তু, সর্ব্বত্র উহার একটী স্থাবর নিয়ম হওয়া উচিত।

সম্প্রতি কাবুল হইতে পেশোয়ারে একদল ব্যবসায়ী আসিয়াছে। তাহারা পেস্তা বেদানা বাদাম প্রভৃতি কাবুলের নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্যাদি ছয় শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া আনিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে পেশোয়ারের সন্নিহিত স্থান সমূহে সর্ব্বদাই ভয়ানক ডাকাইতি হইতেছে। ডাকাইতেরা হত্যা করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না।

প্যারিস নগরে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উন্নতি দেখা যাইতেছে। সাধারণ রাজপথে তাড়িত আলোক দিবার এবং তাড়িতে রেলওয়ে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

প্রাশিয়ার অন্তর্গত একটী পাহাড়ের কতক স্থান সহসা ফাটিয়া গলিত প্রস্তর ও ধাতু নিঃসৃত হইয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি পল্লিকে উৎসন্ন দিয়াছে।

রুশিয়ার ২৩৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণের একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। রুষগবর্ণমেণ্ট এই ঋণের সুদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, তথাপি উহাঁরা ইংরাজরাজ্য অধিকার করিবার জন্য লোলুপ হইয়া বেড়াইতেছেন।

১৮ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহের ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা অবগত হওয়া গেল, বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ধান্য ও অন্যান্য শস্যের অবস্থা এবং চাসের কার্য্য উত্তম চলিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় ব্যতিক্রম হয় নাই। মধ্যবিভাগে বৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। কেবল উক্ত বিভাগের এক অংশে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কৃষিকার্য্য চলিতেছে। বোম্বাইয়ে রবিশস্য বপন করা হইতেছে। কেবল ওখানকার দুটী বিভাগে বৃষ্টির আবশ্যকতা আছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও মহীশূরে সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাব, মধ্য ভারত, রাজপুতনা, কুর্গ, আসাম, ও ব্রিটিশবর্ম্মায় ব্যতিক্রম হয় নাই। কৃষিকার্য্য চলিতেছে। চাসের কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক স্থানে পীড়ার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। কতক স্থানে বৃষ্টির অভাব হইয়াছে। নিজামরাজ্যের দেওয়ান দুর্ভিক্ষ সাহায্যের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। তিনি দরিদ্রদিগের দুঃখমোচন করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করার নিষেধ আছে; কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট নামক সংবাদ পত্রে বর্ণিত বিষয়টী উহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। জার্ম্মানির এক জন চিকিৎসক ৯৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করা অভ্যাস ছিল। তিনি বলেন, পৃথিবীর উত্তর ক্ষেত্রে চুম্বকের আকর্ষণ আছে। মানব দেহে লৌহ পদার্থ থাকাতে সেই পদার্থ আকৃষ্ট হয়। ইহাতে শরীরকে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়ীভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

গুজরাটের কতকগুলি ধনবান ব্যক্তি চারি লক্ষ টাকার মূলধনে একটী বস্ত্রবয়নের কল করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। নবাব মীর আলম খাঁ সাহেব এই দলের সভাপতি।

[illegible] একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, [illegible] নামক এক ব্যক্তি নানা প্রকার [illegible] গোলা ও কামান আদি নির্ম্মাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা লৌহ নির্ম্মিত কামানের ন্যায় শক্ত অথচ অতি লঘু হইবে।

মিরর বলেন, মান্দ্রাজ সহরের মধ্যে বেলিহাদার কোম্পানির একটী বিস্তৃত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হওয়াতে কতকগুলি অল্প লোক হত ও কয়েক জন আহত হইয়াছে।

ঢাকায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব এবং কন্যাটী কায়স্থ বংশোদ্ভব।

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণ-

রের আজ্ঞানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও শিক্ষা বিভাগ।

[illegible]

বারাসতের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মি. [illegible] রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। আপাততঃ তিনি ছুটি লইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস. এইচ. [illegible] যে দিন এই কার্য্যভার হইতে অবসর পাইবেন সেই দিন তাঁহাকে বদলী হইয়া অপর আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] জেলার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. [illegible] দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২১ এ অক্টোবর। বাকরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ. [illegible] বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার [illegible] অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] কার্য্য করিবেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মি. জি. এম. [illegible] বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন। অস্থায়িভাবে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এম. পি. [illegible] বদলী হইলেন। [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ. পি. [illegible] বদলী হইলেন।

২৪ এ অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ২২ এ সেপ্টেম্বর হইতে [illegible]

[illegible] মি. এ. [illegible]

[illegible] বিভাগ।

[illegible] বাবু [illegible] ছুটী পাইয়াছেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[illegible] অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর [illegible] হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। তিনি [illegible] অনুসারে [illegible] পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

[illegible] শান্তিপুরে [illegible] শ্রীশ্রীকালী [illegible] অধিক হইয়াছিল। এই সময় [illegible] পাশাপাশি বিভিন্ন [illegible] ও আবশ্যকমত [illegible] পূজিত হইয়া থাকে। [illegible] বহিত [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু [illegible] শ্রীশ্রী কালীপূজার কোন বিশেষ [illegible] নাই। [illegible] করিয়া দিয়াছে, [illegible] কোন কোন [illegible] সংখ্যা [illegible], সুতরাং [illegible] আনন্দের [illegible] নাই।

শান্তিপুর [illegible] সভার [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১০ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবারে পরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় [illegible] রোগে [illegible] করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম [illegible] বৎসর। [illegible] অন্য-বিকার [illegible] হন। [illegible] ডাক্তার মহাশয়েরা [illegible] টাকা দর্শনী [illegible] চিকিৎসা করেন এবং [illegible] আদায় করিয়া লন। [illegible] ত্রৈলোক্য বাবুকে চিকিৎসা করেন, [illegible] প্রতি দিন [illegible] টাকা দর্শনী দিয়া [illegible] চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু [illegible] ত্রৈলোক্যনাথকে নিরাময় করিতে পারেন নাই। ত্রৈলোক্য বাবু [illegible] উপকার [illegible] করিয়াছেন [illegible] মৃত্যু [illegible] সন্দেহ নাই। [illegible] ত্রৈলোক্যনাথের [illegible] কোন একটী [illegible] স্থাপন করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করেন।

[illegible] দিনের পর গত কল্য ২৬ এ, অক্টোবর [illegible] মোকদ্দমাটীর [illegible] নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এই মোকদ্দমায় [illegible] সাক্ষী [illegible] বাবু সরকার, [illegible] নামিত এবং [illegible]। মোকদ্দমাটীর অবস্থা এই—

[illegible] ডেপুটী বাবুর [illegible] এই বলিয়া অভিযোগ করে যে ১ নং প্রতিবাদী [illegible] সরকার, ২ নং প্রতিবাদী [illegible] ৩ নং [illegible] আমার [illegible] করিয়া আনিয়া [illegible] করিয়া [illegible] উপলব্ধি [illegible] লইয়া [illegible] কথা [illegible] অনুসন্ধানের ফল [illegible]। ডেপুটী বাবু [illegible] এই মোকদ্দমার [illegible] বলেন, কিন্তু প্রমাণের উপর [illegible] করিয়া [illegible], ১ নং আসামী [illegible] সরকারকে কঠিন পরিশ্রম সহ [illegible] মাস, ২ নং আসামী [illegible] নামিতকে [illegible] ছয় মাস ৩ নং আসামী [illegible] ছয় মাস [illegible] আদেশ দিয়াছেন। আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টার ডেপুটী বাবুর এই হুকুমের প্রতিকূলে আপীল করিবার জন্য [illegible] করিয়াছেন। এই মোকদ্দমাটী [illegible] বলিয়া বোধ হয় না এবং [illegible] বলিয়া কেহ স্বীকার করে না।

[illegible] আসন্নপ্রায়। এই উপলক্ষে এখানে বিস্তর বৈদেশিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে; কিন্তু [illegible] "[illegible]" [illegible], এবং [illegible], বিকার ও ওলাউঠারোগ [illegible] প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এমন অবস্থায় স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর উচিত যে, [illegible] অবলম্বন করেন এবং [illegible] কয়েকটী [illegible] আমাদের [illegible] অথবা "[illegible]" [illegible], মিউনিসিপালিটী [illegible] প্রতীকার না করেন, তাহা হইলে বিস্তর যাত্রীর [illegible] অকালে কালকবলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা আশা করি যে, [illegible] মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ডেপুটী বাবু [illegible] বিশেষ [illegible] হইবেন।

[illegible] ১২ ই কার্ত্তিক ।

এখানেও [illegible] [illegible] [illegible] বিস্তর নাই। এ দেশবাসিরা দেবীপক্ষের প্রথম অবধি আমাদিগের দেশের মনসার গানের ন্যায় দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক গান গাহিতে থাকে। পরে পূজার তিন দিন বৎসর পাঁচ বৎসরের বালক বালিকা মহা আড়ম্বরে [illegible] বাজায় নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এখানকার নিম্ন শ্রেণীর [illegible] দর্শন করিলে অন্তঃকরণ [illegible] [illegible] পুরুষের মজুরী দুই আনা, স্ত্রীলোকের মজুরী এক আনা ও বালকের মজুরী তিন পয়সা মাত্র। [illegible] লোকদিগের থাকিবার [illegible] [illegible] [illegible] দুই এক পয়সার কাটা যায়। [illegible] [illegible] সন্ধ্যা উদর পূর্ত্তি [illegible] [illegible] সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা এরূপ অতি দীন। [illegible] মজুরী করিতে না পারিলে স্বামী তাহার ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া অনেক স্থলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। দারিদ্র্য নিবন্ধন কখন কখন নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে আপন [illegible] বিক্রয় করিয়া থাকে।

আমরা দেখিতেছি এই [illegible] লাইনে প্রায়ই দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কর্ত্তৃপক্ষের কিছুই [illegible] হয় না। সকলই চুপে চুপে যায়। সে দিন গাড়ি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল, কতিপয় মানুষ কাটা [illegible], [illegible] দিন [illegible] ঢাকা আসিয়া উঠিল, কিন্তু [illegible] [illegible] এই যে কাহারও খবর নাই। আমরা ভরসা করি ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা না হয়, কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে মনোযোগী হইবেন; কেন না [illegible] [illegible] লোক ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সামান্য দুর্ঘটনাতে অনেক লোকের [illegible] প্রাণ নাশ হইতে পারে।

[illegible] [illegible] ফাঁসী [illegible] অপেক্ষা [illegible] দ্বীপান্তর [illegible] অথবা [illegible] [illegible] [illegible] সোমপ্রকাশে অনেক [illegible] লিখিত [illegible]। আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই মত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]। আমরা দেখিতেছি [illegible] জন এইরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এরূপ অবস্থান করিতেছে। [illegible] [illegible] কি দ্বীপান্তরে [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতায় পাঠান হইবে।

উত্তরপাড়া নাগোরবাড় [illegible] বড় ভাল [illegible]।

এই কারণে তাঁহার [illegible] অধিকাংশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া এই সকল বন [illegible] [illegible] [illegible] থাকেন। কেহ একগাছি [illegible] [illegible] [illegible] তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সকল বনে বিস্তর ব্যাঘ্র হরিণ [illegible] আছে। সম্প্রতি বনের মালিক স্বামীর [illegible] ব্যক্তি গোপনে পাহাড়ের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কাটিয়াছিল, রাজা সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ [illegible] [illegible] রাজার [illegible] [illegible] [illegible] তিনি ঐ লোকদিগকে ধরিয়া তাহার শাস্তি লইতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে এই যে প্রবাদ আছে "[illegible] রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।" তাহা এখানে অর্থ হইতেছে।

আমরা দেখিতেছি গোবিন্দপুর এজেন্সীর [illegible] [illegible] [illegible] অনেক দিকে অনেক সুবিধা হইতেছে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের কথা তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। রাজার যে দেনা ছিল, তাহা প্রায় পরিশোধ করা হইয়াছে; কিন্তু যে ২৪। ২৫ লক্ষ টাকা পাওনা আছে, তাহা আদায় না করাতে দেনার মহাক্ষতি হইতেছে। এই টাকা আদায় হইলে [illegible] সুদে বিস্তর টাকা আয়ের সম্ভাবনা। অধিকন্তু রাজ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে। [illegible] উচিত, [illegible] এজেন্টের এই [illegible] উদ্ধারের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। [illegible] [illegible] [illegible] নাই। বিশেষতঃ টাকা অধিক দিন পড়িয়া থাকিলে তাহার উদ্ধার [illegible] হইয়া [illegible] পারে।

[illegible] [illegible] [illegible] লোকদিগের [illegible] [illegible] আছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু বিশেষ [illegible] [illegible] মৃত্যু হইলে [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থা থাকে, [illegible] হইলে সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিতে পারে।

[illegible] [illegible] রবিবার পর্য্যন্ত ৯ দিবস [illegible] [illegible] [illegible] শেষ হইয়া [illegible]। আমাদের দেশে [illegible] সরস্বতী পূজার সময়ে যেমন লোকে [illegible] ও কলম পূজা করিয়া থাকে, এদেশে সেরূপ করে না। এখানে কার্ত্তিক পূজার সময়ে দোয়াত ও কলমের পূজা হইয়া থাকে। [illegible] কয়দিন এখানে এরূপ জুয়াখেলার ধুম হইয়াছিল যে অনেক লোকে স্ত্রীর গহনা প্রভৃতি বন্ধক দিয়া জুয়া খেলিয়াছিল। পথে ঘাটে মাঠে কি ভদ্র কি ইতর লোকে দলে দলে বসিয়া তিন দিন দিবারাত্রি খেলিয়াছে, এই খেলায় অবস্থানুসারে এক এক ব্যক্তি একশত হইতে ৫। ৬ শত টাকা হারিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম সঙ্গে নানাপ্রকার ছাপার কার্য্য হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতৃদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম [illegible] প্রতি পংক্তি [illegible] আনা, তাহার পর [illegible] আনা; [illegible] আনার ন্যূন মূল্য লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩ ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিক্যাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়। ৪ আউন্স ১, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ১০৷০ আনা। অল্প মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুগুণসম্পন্ন মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত হস্ত, পদ, চক্ষুঃ প্রভৃতির জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সশুক্র ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাবে সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সত্বর কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, ঋতুস্রাবে ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক কৌটার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু অন্ন অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিরোগ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীকৃত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১৷০

প্যাকিং খরচা ৷০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, মস্তকের বিক্ষিপ্ততা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অজীর্ণ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ কৌটার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধসকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মদনলাল বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে কবেণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যানন্দ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ব্লাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং নিক্কার কেশমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ড্স এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাকেজ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। সিল্ভর এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৬ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিকেলের রং বিশিষ্ট আই গ্লাসতাহার মূল্য ৪৷০ ও তদতোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, ব্যারোমেটর, বাক্স যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত সুঠাম হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৬। ১ ডেল্‌হৌসি ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

রোগান্ধুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য মূল্যবান ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সমস্ত প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক অদ্ভুত,

[illegible] করিলে [illegible] জীবন [illegible] হইবে। [illegible] সেবনীয় নহে। [illegible] বিবেচনা ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন [illegible] মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেহারিং পত্র গ্রাহ্য হয় না।

শ্রীরাধিকাচরণ [illegible]

দশাশ্বমেধ [illegible]

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত, ও [illegible] মহৌষধের মধ্যে

" [illegible] " অন্যতম।

[illegible] " [illegible] " [illegible] আছে, [illegible] " [illegible] " [illegible] নিশ্চয় [illegible] অভিপ্রায় [illegible] হইতে মুক্তিলাভ [illegible] করেন, তবে এই ঔষধের ব্যবহার করুন। [illegible] না করিবেন, [illegible] স্বাস্থ্যসুখ [illegible] বঞ্চিত হইবেন।

ঔষধের মূল্য।

এক সপ্তাহের প্রতি শিশি [illegible] টাকা [illegible] আনা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, [illegible] মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ [illegible]। [illegible] উইলসনের মূল, [illegible] [illegible] শেষ [illegible] [illegible] ও ১৩ শ খণ্ডে [illegible] [illegible] প্রকাশ হইয়াছে। [illegible] মূল্য [illegible] মাশুল [illegible] টাকা আর [illegible] মূল্য ৪ টাকা ও [illegible] [illegible] আমার নামে [illegible] পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা [illegible] স্ট্রীট ১৮৯ নং [illegible] চিকিৎসা-বিদ্যায় [illegible] বৎসরের [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, [illegible] পীড়া [illegible] আরোগ্য ও প্রসব [illegible] সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

[illegible], [illegible], ও মূত্রশিলা ([illegible]) [illegible] অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে [illegible]।

[illegible] সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার [illegible] শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক [illegible] ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, [illegible], অজীর্ণ, [illegible] ও নূতন [illegible] পীড়ার [illegible] অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ [illegible] [illegible] ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের [illegible] ১৬ নং [illegible] পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে [illegible] ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১১ ই [illegible] ১২৮৮ | শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় ঐ [illegible] বাটী [illegible]

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

[illegible] প্রকার [illegible] পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল [illegible] সর্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন [illegible] আরোগ্য হয়। যথা:—

[illegible] ঘা, [illegible], স্ফোটক, [illegible] প্রকার [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] প্রকার [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ঘা, [illegible], [illegible] ঘা, [illegible], সর্বপ্রকার [illegible] ঘা ও [illegible] ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, [illegible] অর্থাৎ ([illegible] ঘা) [illegible], সর্বপ্রকার [illegible] ঘা, [illegible], [illegible], [illegible] ঘা, সর্বপ্রকার [illegible], কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার [illegible], ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অষ্ট আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৬ নম্বর [illegible]

স্ট্রীট এবং ১০ নম্বর [illegible] স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মজুমদার—[illegible]		৫
" "	[illegible]—[illegible]	৭
" "	[illegible] চট্টোপাধ্যায়—[illegible]	৮
" "	[illegible]—[illegible]	[illegible]
" "	[illegible] বসু—[illegible]	৭
" "	[illegible]—[illegible]	৭
" "	[illegible]—কলিকাতা	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে [illegible] অগ্রিম মূল্য [illegible] সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক [illegible] টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত [illegible] টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না [illegible] সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। [illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible], তাঁহারা [illegible] কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, [illegible], [illegible] মনি অর্ডার, [illegible] মূল্য প্রেরণ করিবেন। [illegible] টিকিট প্রেরণ করিলে গ্রাহ্য হইবে না। [illegible] পূর্ব্বে [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

এক সোমপ্রকাশে [illegible] দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি [illegible] আনা, তাহার পর [illegible] এক আনা দিতে হইবে।

[illegible] কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] চাঙ্গড়িপোতা [illegible] শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " | ৫০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৩ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ৭ ই নবেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

নর্দাৰণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতা।

সারা হইতে ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার গমন করিবে।

আগামী মাসের ৩ রা হইতে এক খানি ষ্টীমার ও ফ্ল্যাট সারা হইতে রামপুর বোয়ালিয়ার গমন করিবে। ষ্টীমারখানিতে কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর আরোহীর সুখসেব্য রমণীয় উপবেশন স্থান আছে। দেশীয় রমণীদিগের সুবিধার জন্য ফ্ল্যাটে আবৃত গৃহ আছে। এতদ্ভিন্ন উহাতে নিম্ন শ্রেণীর শতাধিক জন যাত্রী অনায়াসে বসিবার স্থান পাইতে পারে। এই ফ্ল্যাটে পাঁচ শত মণ মাল রাখিবার স্থান আছে, যাত্রিরা উহাকে যত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং যত বহন পরিমাণে উহা ব্যবহৃত হইবে, তদনুসারে উহা স্থায়ী হইবে। এই ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটে পান, আহার ও বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই ষ্টীমারে যিনি যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিয়ালদহ হইতে সোমবার ও বুধবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় যে ট্রেণ ছাড়ে, ঐ ট্রেণে সারায় আগমন করিবেন। ভাড়া প্রভৃতির বিবরণ অবগত হইবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকট আবেদন করা আবশ্যক।

সারা ২০ এ অক্টোবর ১৮৮১। } পারাপার ষ্টীমারের এজেন্ট। নর্দাৰণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

বিতরণ! বিতরণ!!

যাঁহারা বাস্তবিক অর্থাভাবে কাপাস প্রভৃতি বীজ খরিদ করিয়া চাস করিতে অসমর্থ, এরূপ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণের প্রার্থী হইলে বিনা মূল্যে এখান হইতে বাঁধা, ফুল, ফল প্রভৃতি কপির বীজ পাইতে পারেন। দেশ মধ্যে যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, পাইকপাড়া নর্সরির ইহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য, বিদেশীয় কৃষকদিগকে ডাকের খরচ পর্য্যন্ত দিতে হইবে না; আমরা নিজ ব্যয়ে উহা ডাকে পাঠাইয়া দিব।

পাইকপাড়া নর্সরি } শ্রীকৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা পোষ্ট অফিস। } ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর।

২৫ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট হাতান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রী...নাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১।২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য!!)

পাঠক মহাশয়!

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, বঙ্গে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, চন্দ্র, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রত্নের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গ্রন্থ কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা-প্রকার নানা কারখানা দেখিতে পাবেন। [illegible] ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় [illegible]। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে পত্র [illegible] হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুথি "—অদ্ভুত ব্যাপার!!

যোগ-জ্যোতিষ গণনা করুন, যোগ সিদ্ধি করুন, মনস্কামনা পরীক্ষা করুন, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, বস্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, সুখ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করুন:—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম মাশুল সমেত) মূল্য মায় ডাক খরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্থব্রুক টালা ২ নং কার্য্যালয়।

——:০:——

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ষ্টীমং, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সংস্কৃত শ্লোকে যবন শব্দে কাহাকে বুঝায়, বিধবা-রমণী, সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ও তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মজোরহাট সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

———

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া

[illegible] অভিনয়কাল থাকিবেন সুশা- [illegible] সম্পূর্ণ। ৯ আইন [illegible] ১৮৮০ সাল। অথচ [illegible] তাহা দর্শন অবশ্য দিতে হয় না।

প্রেরিতপত্র

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়েষু।

এই মহোদয়ের সহিত আমাদিগের এক প্রকার আলাপ [illegible] সময়ে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত [illegible] সম্পাদকগণ এক এক খানি পত্র পাঠ করি [illegible] প্রীতি লাভ করি, এবং তাঁহার লেখা [illegible] একজন মহাশ- [illegible] তাহার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত [illegible] হইবে যে আমাদের [illegible] পাঠ করিবেন [illegible] অবগত [illegible] সম্পাদক মহাশয়ের সোমপ্র- কাশে প্রকাশিত [illegible] মধ্যে প্রথম প্রেরিত পত্র [illegible] অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট [illegible] কৌতুকীর সম্পাদক মহাশয়ের উত্তরের প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম কিন্তু তাঁহার সঙ্গত [illegible] উত্তর পাঠ করিয়া অভিনব বাস্তবিক হৃদয়ে পুলক জগবন্ধী বাবুর শেষ পত্রখানি আগ্র- হের সহিত পাঠ করিলাম। [illegible] কৌতুকীর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জগবন্ধী বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি ও প্রেম উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, তখন তাঁহাকে অন্ত- রের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি জগবন্ধী বাবু ঐ কৌতুকীর প্রথম প্রশ্নের উত্তর [illegible] প্রতিবাদ না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত আমরা মহাভ্রমে পতিত হইতাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জগবন্ধী বাবু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সমা- জের উন্নতি সাধন করুন। আশা করি পুনরায় [illegible] সম্পাদক মহাশয় আমার এই পত্র খানি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

[illegible] কার্ত্তিক । শ্রীরাজকুমার দাস।

পাইকপাড়া।

[illegible] অভিনয় সমালোচন।

কতদিন [illegible] আমাদের নাট্যশালাগুলিতে অভিনয় আরম্ভ [illegible], কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন নাট্যশালাতে [illegible] সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভি- নয় দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই। অর্থ দিয়া টিকিট কিনিয়া যতবার অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছি, ততবার বিমর্ষ ক্ষুব্ধ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছি; এমন কি সময়ে সময়ে রঙ্গ ভূমিতে অনেকানেক অভিনেতার অন্যায় অসভ্য আচরণ, [illegible] কোন অভিনেত্রীর পবিত্র চক্ষুর পীড়া- দায়ক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও কদর্য্য ভাষা পরিহাস এবং [illegible] কুরুচির পরিচায়ক দর্শক বৃন্দের [illegible] অপব্যয় দেখিয়া আমাদের মন এমন [illegible] হইয়াছিল যে আমরা সহজেই এই স্থির করিয়াছিলাম, আমাদের দেশীয় নাট্যশালাগুলি কোন কালেই আমাদের আশানুরূপ সুশাসক ও সমু- ন্নত হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্বাস মনের মধ্যে পোষণ করিয়া আসিয়াছি, অল্পকাল গত হইল একদিন আমরা কথা প্রসঙ্গে আমাদের কোন সুশিক্ষিত ও প্রবীণ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া- ছিলাম আমাদিগের নাট্যশালাগুলি কত দিনে এবং কেমন করিয়া উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে উপনীত হইতে পারে? উত্তরে তিনি হাসিতে হাসিতে এই উত্তর দান করেন যে, যেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সদৃশ কোন মহাত্মা নাট্যশালার নেতা হই- বেন, সেই শুভমুহূর্ত্ত হইতে দেশীয় নাট্যশালাগুলি উন্নতি মার্গে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইবে। আমা- দের বন্ধুর কথা যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনিও আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কথা যে পরিমাণে অসম্ভব দেশীয় নাট্যশালাগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ উন্নতি লাভও সেই পরিমাণে অসম্ভব। যে যাহা হউক, আমরা ও কথা চাই না; কারণ আমরা জানি যে যতদিন ভারত সমাজ উচ্চজ্ঞান ও উচ্চ ধর্ম্মভাবে সুবিমল আলোকে সমুজ্জল না হইবে, যত- দিন ভারতের সম্ভ্রান্ত বংশজাত নরনারী রঙ্গভূমিতে না নামিবেন, ততদিন সেরূপ পূর্ণ উন্নতির আশা করা ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। কিছুকাল গত হইল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলয়ে বিদ্বজ্জন সমা- গম উপলক্ষে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে কবি রবী- ন্দ্রনাথ ও সুকুমারী প্রতিভা আমাদের হৃদয়ে যে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ভারত সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার তুল্য কয়টী সুসভ্য পরিবার আছে যে, তদনুযায়ী বাটীর পুর কন্যাগণ দ্বারা অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে! সুতরাং এখন উক্ত বিষয় আমাদিগের নিকট আকাশ কুসুম বা সাগর কমল সদৃশ অসম্ভব বোধ হয়। এক্ষণ সাধারণতঃ আমাদের সমাজের যেমন অবস্থা, তদনুসারে আমরা এই চাই যে আমা- দের নাট্যশালাগুলি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া পরিমার্জ্জিত রুচিমান ব্যক্তিবৃন্দের মনোযোগোপযোগী হউক। উল্লিখিত নাট্য- শালার অধ্যক্ষগণ বিশেষ যত্ন পাইলেই প্রস্তাবিত বিষয়টী অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার পাথুরিয়াঘাটা [illegible] জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে জাতীয় নাট্য- শালার (National theatre) অতি সুন্দর অভিনয় দর্শনে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অন্তরের সহিত যত্ন পাইলে ইহাকে অচিরকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশালী করিতে পারেন। অতঃপর আমরা উক্ত অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঐ রজনীতে "সীতার বনবাস" অভিনীত হই- য়াছিল। অভিনয় যার পর নাই মনোহর হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় কোন নাট্যশালায় এরূপ মনোহর অভিনয় হয় নাই! অভিনয় স্থলে প্রায় ৩০০ চুইশত সম্ভ্রান্ত বংশজাত সুশিক্ষিত লোকের সমাগম হইয়া- ছিল; সকলেই অভিনয় দর্শনে বিমোহিত হইয়া- ছিলেন। জাতীয় নাট্যশালা পূর্ব্বে আর কখনও এক সময়ে এত অধিকসংখ্যক সজ্জন মণ্ডলীর মনো- রঞ্জন করিতে পারে নাই।

এই সুযোগে আমরা উল্লিখিত অভিনয়ের দুই একটী দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।—

রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্রাভিনয় আমাদের আশা- নুরূপ না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। রামবেশ- ধারী যুবকের কণ্ঠস্বর কর্কশ না হইলে এবং স্থল বিশেষে উক্ত অভিনেতার লম্বিত অথচ গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বিনির্গত হইলে অতি উত্তম হইত। লক্ষ্মণ-বেশী যুবক অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সবল হইলে এবং যুবকের কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইলে আরও ভাল হইত। আসল জিনিষ নকল করিয়া দর্শকের মনে বিভ্রম উৎপাদন করাই যখন অভিনয়ের ধর্ম্ম, তখন সেই নকলটী যত অধিক পরিমাণে আস- লের অনুরূপ হইবে, ততই অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং দর্শকগণও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া অপরি- সীম হর্ষোপভোগ করিবে। এই সকল প্রধান বিষয়ে নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি থাকা উচিত।

সীতা-চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে অভিনীত হই- য়াছিল। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অভিনেত্রীর মুখে গভীর বিষাদের কালিমা ব্যাপিয়াছিল এবং অভি- নেত্রীর যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা কোমলতা ও বিষাদ প্রতিমারূপে শোভা পাইয়াছিল। তাহার মধ্যকেশী লোকোক্তি ও বিমল বদনকে "লজ্জারাম শিবরাণী ও মা লজ্জানিবারিণী" ইত্যাদি ঘোর বৈরাগ্য- ব্যঞ্জক ও হৃদয়বিদারক গান শ্রবণে সমবেত ব্যক্তি

বর্গের মধ্যে অনেককেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

ঢটি অল্পবয়স্ক অভিনেতা সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া চারুদর্শন কুশীলবের চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিল। ইহাদের অভিনয় দর্শকগণের এত মনোহর হইয়াছিল যে ইহারাই যে পূর্ব্ব অঙ্কে সীতার সহচরী বেশে পবনে গান গাইতে গাইতে পুষ্পচয়ন করিতেছিল, তাহা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের অভিনয় আবার পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়াছিল।

রাক্ষসী বিকলা জীবন বেশে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া পিশাচীর হৃদয়ের পৈশাচিক বৃত্তির পরিচয় দিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিলক্ষণ মাতাইয়াছিল।

সংক্ষেপতঃ—সীতা, ঊর্ম্মিলা, ও কুশীলব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। রাম লক্ষ্মণ ও বিকলার উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সুমন্ত্র মন্দ হয় নাই। মহর্ষি বাল্মীকি আশানুরূপ ভাল হয় নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গানগুলি সুন্দররূপে গীত হইয়াছিল।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক—যে স্থানে লক্ষ্মণ সদ্য প্রসবতী অভাল শ্বাপদসঙ্কুল বিজন-কানন-মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে সীতাকে রামের নিষ্ঠুর আজ্ঞা জানাইয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং অসহায়া সীতা ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে আপনার দুরবস্থা ভাবিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বন দেবতাদিগের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন এবং পরক্ষণেই বিবশা হইয়া সিদ্ধবাসীর চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, সেই স্থানটী অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। আবার চতুর্থ অঙ্কের রঙ্গস্থলে যে স্থানে রাম সীতার পরীক্ষাপ্রয়াসী হইলেন এবং সীতা দারুণ অভিমানভরে পতি-হস্তে প্রাণসম কুশী-লবকে সমর্পণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে লুকাইলেন এবং রাম সীতার অদর্শনে দুঃখে ও ক্রোধে অধীর হইয়া পৃথিবীর বক্ষ বাণ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন সেই স্থানটির অভিনয়ও অতি মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

ক্রমে আমাদিগের সমালোচনা শেষ হইয়া আসিল। উপসংহারকালে আমরা আর দুই একটি কথা বলিয়া নিরস্ত হইব। নাট্যশালার অধ্যক্ষবর্গের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হউন। পুরুষ চরিত্র অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে অধিক পরিমাণে মনোযোগ দান করুন। বলা বাহুল্য যে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শনে তাঁহারা অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাট্যশালা কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদ ও অন্যান্য প্রকাশের স্থান নহে, এ কথা যেন তাঁহারা কার্য্যে দেখাইতে সমর্থ হন। অতঃপর আর যেন আমাদিগকে কোন সময়ের নিমিত্ত ভাঁড়ামি পূর্ণ, অসার জাঁকজমকশালীপক্ষ প্রভৃতির অভিনয় দর্শনে বাধিত হইতে না হয়। তাঁহারা চেষ্টা করুন, উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্যগুলির মনোহর অভিনয় প্রদর্শনে সাধারণের নিকট যশস্বী হইতে পারিবেন। এস্থলে দেশীয় ধনশালী মহাত্মাদিগের নিকট সানুনয় এই প্রার্থনা যে তাঁহারা কোন সকণ্ঠহীন উপলক্ষে আমোদ জন্য নিকৃষ্ট বারাঙ্গনাদিগের নৃত্যগীতে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় করার পরিবর্ত্তে সুরুচিসম্পন্ন মহাত্মা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে দেশীয় নাট্যশালাগুলিকে উৎসাহ দানে উহাদের উন্নতি বিধান করুন।

১০ নং কাশীঘোষের লেন
মানিকতলা ষ্ট্রীট।
১৮ ই কার্ত্তিক, ১২৮৮

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

একটী জিজ্ঞাসা।

বিগত ২ ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধুচরণ দে মহাশয়ের তত্ত্বকৌমুদী পত্রে লিখিত কয়েকটী প্রশ্ন তাহার উত্তর এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আশা করি সজ্জন পাঠক মণ্ডলী ইহার সদুত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

জাতিভেদ রহিত করাই—উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাছে উপবীত থাকিলে মূর্খ—পৌত্তলিকেরা হিন্দুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া মনে করে এই জন্য অনেক যোজাভিলাষী ব্রাহ্ম হিন্দুধর্ম্মকে ও জাতিভেদকে নিন্দা করিয়া উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। পদাঘাত করুন, কি করিব ও কি বলিব; বলিবার কিছুই নাই। তবে একটী কথা বলিতে এবং জানিতে হইতেছে। যদি জাতিভেদ দূর করিয়া সাম্যমতাবলম্বী হইবার জন্য উপবীত পরিত্যাগ করা ও হিন্দুধর্ম্মকে এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত পিতৃপিতামহের অনুষ্ঠিত যাবতীয় ক্রিয়াকে উপহাস সহিত পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মদের ও বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের অনুমোদিত হয়, তবে উপবীতের সহিত উপাধিটি ত্যাগ করা হয় না কেন? অমুক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করুন, "মহাশয়! আপনার নাম কি?" তিনি তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে স্ফূর্ত্তির সহিত বলিবেন, "অমুক চট্টোপাধ্যায় কি মুখোপাধ্যায়"। এইরূপ সকল ব্রাহ্মই প্রায় বলিয়া থাকেন, অমুক দাস, ঘোষ, কি অমুক দে, দত্ত ইত্যাদি। এরূপ বলিবার অর্থ কি? আমাদের যেরূপ বুদ্ধি, তাহাতে ইহাই বোধ হয়, ব্রাহ্মণকুলের উপবীত ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মই হউন, আর যাহাই হউন উচ্চবংশজাত বলিয়া তাঁহার মনে যে অহঙ্কার আছে, সে অহঙ্কার দূর হয় নাই। নতুবা যিনি জাতিভেদ দূর করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে ডোম চণ্ডালের সহিত সমানজাতি ও সমান অধিকারী বলিয়া মুখে পরিচয় প্রদান করেন; যিনি বা যাঁহারা প্রমত্ত ও উন্মত্ত হইয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দুষ্ট পৌত্তলিক পিতামাতাকে প্রতিপালন না করিয়া ঈশ্বরের হস্তে তাহাদের পিতামাতার ভার সমর্পণ করিয়া "যে পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চ; যে মাতা পৃথিবী হইতেও গরীয়সী" সেই পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করিতে সকলকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন—তাঁহাদের পিতৃ পিতামহের অনুষ্ঠিত চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিতে আবশ্যকতা কি? উপবীতের সহিত যে উপাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তবে পিতার নাম বলিবার আবশ্যকতা হইলে তাহাতে উপাধি সংযোগ করা যুক্তিসঙ্গত।

বাহার উপাধি রহিল; সমক্ষে যিনি আপনার নাম "অমুক চট্টোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায়" বলিয়া পরিচয় দিলেন, তাহার মনে ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন উচ্চ হিন্দু কুলে জন্মিয়াছি, এই কুসংস্কার বা অহঙ্কার রহিল; তিনি যদিও উপবীত পরিত্যাগ বা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া কায়স্থ, কুম্ভকার বা কোরকারের সহিত বিবাহ একত্র বসিয়া ভোজনাদি পরিতৃপ্তিকর রুচিকর সুখ, সঙ্গোপাদি ভক্ষণ করিলেই কি তাহার হিন্দুত্ব ঘুচাইয়া দিতে সক্ষম হইলেন? কখনই নয়। বাহিরে ঐ রূপ করুন, কিন্তু সত্য মনের কথা বলিতে কি, অন্তরে তাঁহার "জাতি" শব্দটী একেবারে জাগরিত। অতএব বলিতেই হিন্দুধর্ম্ম বা জাতিজ্ঞাপক উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই বলি, যখন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উপবীত ফেলিয়া দিয়া ও হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত আচার ব্যবহারাদিতে উপেক্ষা করিয়া সকলের সহিত একত্র আহার করিতে আসিয়া উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন আবার হিন্দুজাতিজ্ঞাপক উপাধিতে প্রয়োজন কি? ইহা কি ব্রাহ্মদের বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য নহে? আমরা বলি, ব্রাহ্মদের একটী সাধারণ উপাধি গ্রহণ করা সমুচিত। সেই উত্তম ব্যবস্থা। যখন সকল জাতির বা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিভিন্ন উপাধি আছে; যখন অনেক ব্রাহ্ম হিন্দুধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত, তখন অনর্থক হিন্দুধর্ম্মের নিকট কেবল মাত্র উপাধিটি লইয়া ঋণী থাকিবার প্রয়োজন কি? উত্তর দিতে পারেন, এ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম

পদের বা তত্তুল্য পদস্থ সম্পাদক মহাশয়ের কিরূপ মত হইবে।

নীরদৈর্ঘি। ভাগলপুর ১০ই কার্ত্তিক } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২৩এ কার্ত্তিক সোমবার।

পাঠকগণ স্মরণ করিয়া দেখুন, আমরা একবার লিখিয়াছিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেটেরা পদ বাটি সবগুলো না হইলে মফস্বলে পদার্পণ করেন না। আমাদের সেই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই বারুইপুর মিউনিসিপালিটির সভাপতি আলিপুরের কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট গত সোমবার আমাদিগের গ্রামে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের অবস্থা দেখিয়া যদি তাঁহার মনে ইহার উন্নতিসাধক কোন প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, মিউনিসিপাল টাক্স দিয়া আমরা কেমন সুখস্বচ্ছন্দে আছি, আমাদের স্বাস্থ্য কেমন উন্নত হইয়াছে, তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না। যদি তিনি একবার বর্ষাকালে গ্রামে প্রবেশ করিতেন, সমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিতেন। আমরা সে অনুরোধও করিয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে শ্রীমতী দর্শন করেন নাই। যে কারণে তিনি গত সোমবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহা এই:—

কয়েক ব্যক্তি মিউনিসিপাল টাক্স দেন নাই। সরকারী সভাপতি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি সভাপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই কারণে সভাপতি স্বয়ং আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা টাক্স দেন নাই, কি কারণে দেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাদের টাক্স না দিবার যদি এই কারণ হয়, তাঁহারা এমন কথা বলেন, আমরা যে টাক্স দিয়াছি, তাহার কোন ফল দেখিতে পাই নাই। টাক্স দিবার দুটী প্রধান উদ্দেশ্য। এক, গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যসাধন, দ্বিতীয়, গ্রামের সৌষ্ঠবসম্পাদন। আমাদের গ্রামে এ পর্য্যন্ত ইহার অন্যতর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার জলনালি দূরে থাকুক, গ্রামের জল নির্গমের একটী পয়ঃপ্রণালী পর্য্যন্ত হয় নাই। গ্রামের রাস্তার উৎকর্ষের এই মাত্র পরিচয় দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে সাহেবকর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেটাদিও বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণে গ্রামে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন না। যদি টাক্স দিয়া আমাদের কোন অংশেই লাভ না হয় তবে আমরা টাক্স দিব কেন? যদি কেহ এই আপত্তি করেন, মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান সেটী কি অসঙ্গত বলেন? যে নিমিত্ত টাক্স দেওয়া, সে কার্য্য না করিয়া টাক্স লওয়া কি অন্যায় কার্য্য নয়? এ অবস্থায় যিনি টাক্স দিলেন না, তিনি অন্যায়কারী? না যিনি টাক্স লইলেন, তিনি অন্যায়কারী?

দেশীয় আমলাদিগের প্রতি কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবহার।

কি আদালতে, কি অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট আফিসে, সময়ে সময়ে কর্ম্মচারিগণ নিরতিশয় মনোবেদনা পাইয়া থাকেন। এ দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সাহেব কর্তৃপক্ষীয়েরা অনেক সময়ে সদয় ব্যবহার করিতে বিস্মৃত হইয়া পড়েন। একে ত এ দেশীয় লোক সকল বিষয়েই সাহেবদিগের কৃপাপাত্র। তাঁহাদের নিজের কোন যোগ্যতা নাই, সকল কাজেই সাহেবদের মুখাপেক্ষা করিতে হয়; তাহাতে আবার এক এক সময় আমলাকুলগণ কঠোর ব্যবহার দ্বারা এ প্রকার নিরুৎসাহ করিয়া দেন যে তাঁহাদের যতটুকু যোগ্যতা থাকে তাহারও হ্রাস হইয়া যায়। পাঠক! শুনিয়া থাকিবেন, আজ অমুক সাহেব আমলার জরিমানা করিলেন; কাল অমুক কোন আমলার বেতন কমাইয়া দিলেন; পরশ্বঃ কাহাকেও পদচ্যুত করিলেন। দুঃখের কথা, এ প্রকার শাস্তিবিধান করা প্রায় অনেক সাহেবের স্বভাবসিদ্ধ। কলিকাতা ও অন্যান্য রাজধানীতে আমলাদিগের কষ্ট প্রায় ইহার অপেক্ষা কঠিন হয় না। কিন্তু জেলার মধ্যে বিশেষতঃ মফস্বলে মহকুমি আরও কিছু কড়া থাকে দিন। অনেকস্থলে সাহেবেরা আমলাদিগকে কটুবাক্য প্রয়োগ এবং কখন কখন প্রহারও করিয়া থাকেন। আমরা এমন কথা বলি না যে, সকল সাহেবই এ প্রকার নিষ্ঠুর ও হিতাহিত বিবেচনা শূন্য। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনুকূল ভদ্র, সাত্ত্বিক এবং অমায়িক তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু এক এক সময়ে অভিশপ্ত চরিত্রের লোকও দুর্ভাগ্য আমলাদের ভাগ্যে পতিত হন। এরূপ অবিবেচক উদ্ধত স্বভাবের লোক নিতান্ত অল্প নহে। বৎসরের মধ্যে অনেক স্থান হইতেই ও অসন্তোষের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এবং গবর্ণর জেনরলের সভা আবেদন পত্রে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মঙ্গলময় সভ্য রাজার শাসনে সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহার, অমায়িকতা ও সাধুভাব বিরাজমান থাকিবে, ইহাই প্রার্থনীয়। রাজা, প্রজার ধন মান প্রাণ জাতি কুল সকলেরই রক্ষাকর্তা। তিনি প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ স্নেহ করিবেন এবং সদয়ভাবে পালন করিবেন। প্রজা, নৃপতিকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিয়া যথাযোগ্য রাজভক্তি করিবেন। প্রভু, ভৃত্যকে অন্ন পোষণ করিবেন, কদাচ তাহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কিম্বা নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন না। ভৃত্যও প্রভুকে প্রীতি করিবেন এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার ন্যায়ানুগত আজ্ঞা পালন করিবেন। সভ্য সমাজের ও এই নীতিই পূজনীয়। পৃথিবীতে ইংরাজজাতি সভ্যতাবিষয়ে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মানুষের মন যতদূর নির্ম্মল ও দোষপরিশূন্য হইতে পারে তাহা যেন একাধারে ঢালিয়া দিয়াছে,—তিলের অর্দ্ধ কোন স্থান সঙ্কুচিত নাই, ইংরাজিশাস্ত্র তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। কিন্তু এমন পবিত্র জাতির পুস্তকের নীতিপদ্ধতি যদি চিত্তবৃত্তির ও কার্য্যপ্রণালীর বিপরীত হয়, তাহা হইলে কি দুঃখের বিষয় হয় না? সাহেবেরা কোন হিন্দু বা মুসলমানকে চিরস্থায়িরূপে কোন কাজে নিযুক্ত করিলেন। পরিশেষে কোন অপরাধ নাই, কেবল খামখেয়ালী কর্তৃপক্ষের হঠকারিতা প্রভৃতির বশবর্ত্তী নিরীহ নিঃসহায় কর্ম্মচারীর শিরশ্ছেদ করিলেন। ভুলও চিন্তা করা নাই, চিন্তা মাত্র অন্যায় ভাবিয়া দেখা নাই; মনে হইলেই বেচারাকে সাজা করা চাই। তাহাতে যদি কাহার মনের কষ্ট হয়, মানের হানি হয়, কি সর্ব্বনাশ হয়,—হউক। এইরূপে কত মানী ব্যক্তির মান গিয়াছে; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদহানি হইয়াছে; নিরপরাধ ব্যক্তি অনর্থক নানা দোষে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন; কত ব্যক্তি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবশেষে নিরীহাবস্থায় হঠকারিতা প্রভাবে পেন্সনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

এইরূপ অন্যায় ও অত্যাচার কেবল আজ কাল শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এমত নহে। পূর্ব্বেও এমন দৃষ্টান্ত অনেক ঘটিয়া গিয়াছে। মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনেও আমলাদের প্রতি বিস্তর কঠোর অন্যায় আচরণ করা হইয়াছিল, পাঠক! বিবেচনা করিবেন না যে, এটী শুদ্ধ ইংরাজ শাসনের কাদাচিৎক ঘটনা। মধ্যে মধ্যে অনেক সাহেব আপনাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সময়ে সময়ে এ প্রকার হীনতা আচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, এক একবার অভিযোগ জন্য বিশেষ

আইনের বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, অদ্যাপি এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ কিছুই ফল দর্শে নাই। আমরা পূর্ব্বতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ সভাকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ দি, তাঁহারা দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিবার নিমিত্ত নিরপেক্ষ ভাবে কত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অত্যাচারী কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বারম্বার ভর্ৎসনা করিতেন এবং সুযোগ্য নিরপরাধ আমলাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য কত উপদেশ দিতেন। ১৮৫১ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ সভা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেভিনিউ বোর্ডের রিপোর্ট হইতে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করেন—"কখন কখন কর্ত্তৃপক্ষের খেয়ালের দোষে নিরপরাধ দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে পদচ্যুত করা হয়। অনেক স্থলে দেশীয় আমলারা একজন কর্ত্তার একাধিপত্যের অধীন। তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। আমলাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা তাঁহার হাতেই সমর্পিত আছে। সুতরাং কোন কোন আমলাকে একেবারে কর্ম্মচ্যুত করিলে তাহা নিষেধ করিবার কর্ত্তা কেহই নাই।"

বোর্ডের জনৈক অধ্যক্ষ সভা একথায় লিখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি এরূপ অন্যায় অত্যাচার সমুচিত নহে। তৎকালে মহামান্য অধ্যক্ষসভা যৎপরোনাস্তি অনুশোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে,—এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা অতীব মনঃপীড়া পাইয়াছি। সাহেবেরা যদি দেশীয় কর্ম্মচারিদের প্রতি সর্ব্বদা এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন এমন হয় তবে তাঁহাদের পক্ষে এটী সম্পূর্ণ অন্যায্যের কথা সন্দেহ নাই। যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে আমলাদিগের প্রকৃতি অনেক শান্ত হইয়া পড়িবে এবং তাঁহারা শিষ্টাচারিতা শিক্ষা করিবেন। কোন ব্যক্তিকে কার্য্যবিশেষে স্থায়িরূপে নিযুক্ত করিলে সামান্য কারণেই তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা বিধেয় নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্মে শঠতা বা হীনতা প্রকাশ করিলে, কার্য্যে অমনোযোগ ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখাইলে কিম্বা চরিত্রগত দোষ ঘটিলে আমলাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা যায়। এমন সকল ক্ষেত্রে এই চরমশাস্তি ন্যায়ানুমোদিত বটে। আমরা বিবেচনা করি, অসৎ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম না দিলে বরং সমধিক উপকারেরই সম্ভাবনা। তাহা হইলে সকল কর্ম্মচারীই সাধুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিবেন,—এ একটী সামান্য প্রলোভন নহে। কোন আমলা অপরাধ করিলে আফিসের কর্ত্তা তদ্বিষয় তাঁহার প্রধান ব্যক্তিকে জ্ঞাত করিবেন, এবং গুরুতর বিষয় হইলে গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত জানাইবেন। এ ভিন্ন সহসা একটা নিষ্পত্তি করা উচিত নহে।

সম্প্রতি কোর্ট অব ডিরেক্টর মহোদয়গণ আমলাদিগের মানসম্ভ্রমাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই প্রকার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার যেমন প্রকৃতি, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীও তদনুরূপ। লর্ড লিটন বাহাদুর ভারতবর্ষে আসিয়া যে প্রকার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এই কথাটী লইয়া ১৮৭৬ সালে একবার কিছু কিছু আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ দেশের যেমন বন্ধু, তাহা কাহাকেও পরিচয় দিতে হইবে না,—সোণামুখী কলঙ্কগুলা আজিও এ দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেরই মনে অবিনশ্বর অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বদা জেনেরেল কতদূর ভদ্র করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি আফিসে সার্কুলার লিখিয়া দিয়াছেন যে,—স্থানিক প্রধান প্রধান সাহেবেরা দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন বলিয়া সময়ে সময়ে অনেক আবেদন পত্র ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। যাহা হউক, আফিসের নিয়ম,—কোনরূপ অন্যায় পূর্ব্বক কোন আমলার প্রতি এ প্রকার শাস্তি বিধান করা হয় নাই। বলিবেন না ত কি;—লর্ড লিটনের মুখ হইতে এমন কথা বিনির্গত না হইলে শোভা পাইবে কেন? তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের উপযোগিতা স্থির করিয়াছেন, অস্ত্রশস্ত্র আইনের উচিতা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন; কাবুল অভিযানের নাট নটীর বেশভূষা বিধান সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি যে রঙ্গকারী কর্ত্তাদের অঙ্গ কলঙ্করেখাপরিশূন্য দেখিবেন না, তাহাও কি কখন হইতে পারে? তাঁহার চক্ষে স্বজাতির সমস্তই পবিত্র; অপবিত্র যত কিছু, তাহা এ দেশীয় লোক, আর এ দেশীয় লোকের রীতিনীতি কাজ কর্ম্ম।

পাঠকমহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন, সাহেবেরা ভারতবাসিদিগের প্রতি অসদাচরণ করিলে তাহা সপ্রমাণ করা কেমন দুরূহ ব্যাপার! প্রায় নিষ্ফল হয়, বাহুল্য করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু আমলাদের প্রতি সাহেবেরা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে এমন কাহার ক্ষমতা? কোন কঠিন কাজে, কেহ অগ্রসর হইবেন যদি এমন অনুমান হয়, তবে স্বজাতির সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত সকল সাহেব মিলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন। সুতরাং নিরুপায় ভারতবাসিরাই সকল ক্ষেত্রে মারা গিয়া থাকেন। ভাল, অনাথের দুঃখ শুনেন, এমন আমরা একজন সুহৃদ পাইয়াছি। তবে লর্ড রিপন কি এ বিষয়ে কিছুই করিয়া যাইবেন না? এটী কি তুচ্ছ কথা নয়? কৃষক যেমন অশেষ শোণিত শুষ্ক করিয়া শস্য জাত উৎপাদন করে, ধনী লোকেরা পাইক পাড়া হইতে নানা রূপে নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে; রাজ কার্য্যেও তাহাই দেখিতে পাই। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিরাই রাজ্যের পৃষ্ঠবংশ; যত টুকু গুরুতর ভার তাহা তাঁহাদেরই মস্তকের উপর দিয়া যায়। উচ্চপদস্থ মহাপুরুষেরা সুখে উপাদেয় ফল ভোগ করেন। যাঁহারা রাজ্যের এত হিতকর, তাঁহাদের প্রতি কি নিদয় ব্যবহার শোভা পায়?—না; সত্য কহিবার তাহা উচিত কর্ম্ম? ইংলণ্ড আপনি সভ্য হইয়াছেন, তিনি অপরকেও সভ্য করুন। ইংলণ্ড সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিতে বলেন, তবে স্বয়ং কার্য্যেও তাহা সম্পন্ন করুন। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিদের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়, তাঁহাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হয়,—এ ব্যবস্থা ইংলণ্ডের নীতিসম্মত। কিন্তু লর্ড রিপনের ন্যায় মহাশয় ব্যক্তি ভিন্ন এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত কে করিবে? আশা করি, আশানুরূপ সদুপায় পাইব—ভরসা করি,—আজ লর্ড লিটন থাকিলে ভ্রমেও এমন কথা মুখে আনিতাম না,—তাহাদের কার্য্যোক্তি শুনেন বলিয়া আমরা মহাত্মা রিপনের শরণে আশ্রয় লইয়াছি, তাই বলিতেও পারি, দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচারের কিরূপে নিবারণ হইবে এইবার তাহার উপায় করুন। অনেকবার অত্যাচার নিবারণের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে, পরিষদে সর্কিউলার জারি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই। আমলাদের প্রতি পুনঃপুনঃ অত্যাচার হয়, তাহা সকলেই জানেন,—আমরাও জানি; কিন্তু তাহা কিরূপে দূরীকৃত হইবে সে কথা কর্ত্তৃপক্ষেরাই বলিতে পারেন, আমরা কিছুই বুঝি না।

হিন্দু সংস্কৃত শাস্ত্রের পুরাতত্ত্ব এবং সংস্কৃতের অনুশীলন।

পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীনতম। কেবল হিন্দুরা আত্মশ্লাঘা প্রকাশের নিমিত্ত এমন কথা বলেন না, ইউরোপের যাবতীয় সভ্য জাতি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করেন। পণ্ডিতগণ নানা দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া শব্দ শাস্ত্রের সাহায্যে পুরাতন ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন, কিন্তু সংস্কৃতের তুল্য প্রাচীন আর কোন ভাষা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। পুরাতন কালের সকলি কুৎসিত এবং অসার। খাদ্য দ্রব্য বল, বসন ভূষণ বল, পুরাতন বল,—কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং

দুর্জ্ঞেয়শাস্ত্র নহে। ভাষা—তাহা বিশাল শরীর জাতির ন্যায় অবাক ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা সেরূপ নয়, প্রাচীন বলিয়া ইহার কোন অঙ্গটী ভগ্ন, বা লাবণ্যবিহীন, শরীরের কোথাও একটী অলঙ্কার নাই, তাহা নহে। সংস্কৃত শাস্ত্র মার্জ্জিত, পরিপুষ্ট এবং নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত। এই দেবভাষার অনুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া আমাদের গুণগ্রাহী রাজপুরুষগণ লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার এবং সংস্কৃতের সবিশেষ অনুশীলন নিমিত্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ব্যয়ের নিমিত্ত ২৪০০০ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ঐ টাকার মধ্যে বঙ্গদেশে ৩২০০ টাকা; অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২০০ টাকা; মান্দ্রাজ এবং মহীশূরে ৩২০০ টাকা; পঞ্জাবে ১৬০০ টাকা; বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্য প্রদেশে ৮০০০ টাকা; এসিয়াটিক সোসাইটিকে ৩০০০ টাকা; মুদ্রাঙ্কনের জন্য ১০০০ টাকা; এবং বাজে খরচ ৮০০ টাকা; এই মোট ২৪০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গদেশের হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের অনুসন্ধায়ী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁহার সহকারিগণ ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১০০০ এক হাজার পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। বিকানিরের রাজার পুস্তকালয়ে অন্যূন ২০০০ দুই হাজার পুস্তক সঞ্চিত আছে। নেপাল দেশীয় প্রচলিত বৌদ্ধ ভাষার ব্যাখ্যা বিষয়েও সমধিক উন্নতি করা হইয়াছে। সাকল্যে ৯৫৬ খানি তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে কতক খানি ক্রয় করা হইয়াছে। এবং কতক খানি নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইতি পূর্ব্বে ৯৫৬ খানি পুস্তক ক্রয় করা হয়; অতএব সমগ্র পুস্তকের সংখ্যা ১৯১২ খানি হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক নিতান্ত দুর্লভ ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব; অনেকগুলি এদেশে প্রচলিত ছিল না।

[illegible] প্রদেশের পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকের অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু সেখানে এ পর্য্যন্ত নূতন পুস্তক একখানিও আবিষ্কৃত হয় নাই। ডেপুটি কমিশনর লিখিয়াছেন যে, সেণ্ট্রেল প্রবিন্সের বিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক নূতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বিষয়ে অতিরে উৎসাহী হইবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডিপ্রসাদ শাস্ত্রী এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি বহুমূল্য দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। অযোধ্যার পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের হস্তে এই কার্য্যভার বিন্যস্ত ছিল। ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বসমেত ২৬০ খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

পঞ্জাব প্রদেশে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ পণ্ডিত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত হৃষীকেশের পুস্তকালয়ে ৫০০ খানি পুস্তক দর্শন করেন। তন্মধ্যে ২২৭ খানি হস্তলিখিত। ইহার মধ্যে ২৭ খানি দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিত রামদত্ত প্রসাদের পুস্তকালয়ে ১০০০০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ১১০০ খানি নির্ব্বাচন করিয়া দেখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৫৭ খানি দুর্লভ ও বহুমূল্য গ্রন্থ। পণ্ডিত বিষ্ণুদত্তের পুস্তকালয়ে ৪৫০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ১০ খানি দুষ্প্রাপ্য।

মান্দ্রাজ এবং মহীশূরে শ্রীযুক্ত রাইস এবং বর্ণেল সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া অনেকগুলি নূতন পুস্তকের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। রাইস সাহেব সর্ব্বসমেত ৬৬৭৬ খানি পাণ্ডুলিপির সারোদ্ধার করেন; এবং বর্ণেল সাহেব তাঞ্জোরে ১২৩১৩ খানি এবং মহীশূরে ১৬০ খানি হস্ত লিখিত পুস্তকের নাম তালিকায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।

বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্য প্রদেশে শ্রীযুক্ত বুলার সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। শান্তিনাথের পুস্তকালয়ে তিনি ৩০০ খানি হস্ত লিখিত পুস্তক দেখেন; তন্মধ্যে কতকখানি ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। পাটনের [illegible] পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অনেকগুলি দুর্লভ পুস্তক প্রাপ্ত হন। ঐ বহুমূল্য পুস্তকের মধ্যে একখানি শাশ্বত কোষ ছিল। এই অভিধান এখন আর দুষ্প্রাপ্য দৃষ্ট হয় না। কেবল অক্সফোর্ডে এক খানি উক্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সকল প্রদেশে সর্ব্বসমেত ৬২৯ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে।

হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দুর্গকর সংস্কৃত শাস্ত্রের বিস্তর অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণদিগের ঘরে এখনও দুই একখানি পুরাতন পুস্তক সঞ্চিত আছে। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের [illegible] এ পর্য্যন্ত সম্যক্রূপে নিবারিত হয় নাই: পুস্তকের নাম প্রকাশ করিলে পাছে তাহা যবনের হস্তগত হয়, সেই ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ নূতন পুস্তকের নামটি গোপন করিয়া রাখেন। পাঠক! মনে করিবেন,—এখনও কি ভারতবর্ষের সে দিন আছে?—এখনও কি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইলে যবনাদি অস্পৃশ্য জাতি দেখিবে ব্রাহ্মণেরা সে আশঙ্কা করেন? আমরা জানি, এখনও এমন লোক বিস্তর আছেন। যাহা হউক, তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন কম হইয়া আসিতেছে। আর অল্প দিন পরেই পুস্তক-মুদ্রাঙ্কনের মহৎ ফল সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইতে হইতে তাঁহাদের নিকটস্থ পুস্তকগুলি যদি কীটাদিতে বিনষ্ট করে, তবে আক্ষেপের পরিসীমা থাকিবে না। মুসলমান যবন নৃপতিদিগের অত্যাচারে সংস্কৃতের ত আর কিছুই নাই,—তাহার দেহের সকল স্থান ক্ষত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিষ্প্রাণ হইয়া এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাও যদি রক্ষিত হয়, তবে মুখ তুলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের কিছু গৌরব থাকে।

বিদ্যানুরাগী রাজপুরুষদিগের উদ্যম যত থাকিবে বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতশাস্ত্রের যে পুনরুদ্ধার হইবে, আমরা তাহা আশা করিতে পারি। কিন্তু বিলুপ্ত পুস্তকগুলি উদ্ধৃত হইলেই সকল দিক রক্ষা হয় না। সংস্কৃত শাস্ত্রের সাঙ্গরূপে অনুশীলন করা চাই। এই বড় বিস্তীর্ণ আয়াসসাধ্য বিদ্যার যে প্রণালীতে পঠন পাঠন করা আবশ্যক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া অবধি আর তাহা হয় না। এখন ইংরাজি ভাষাই অর্থকরী সুতরাং তাহারই সমধিক সম্মান বাড়িয়াছে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যত্ন পূর্ব্বক ইংরাজি পাঠ করিয়া থাকেন, সংস্কৃতের আলোচনায় আর পূর্ব্ববৎ মনোনিবেশ করেন না। কোন প্রকারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হইল। সে কারণ, তাঁহারা সংস্কৃতের কেবল পল্লবগ্রাহী হন, কোন একটী শাস্ত্রে তাঁহাদের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

আমরা স্বীকার করি, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন শিক্ষা প্রণালী ভাল হইয়াছে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা যে বিষয় বিশ বৎসরে শিখাইতেন, স্কুলের পণ্ডিতেরা তাহা অক্লেশে দুই বৎসরে শিখাইতেছেন। ছাত্রেরাও অনায়াসে ভাবগ্রহে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান জন্মিতেছে না। বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের বিষয় বিশেষে বিভাগ নিতান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র এরূপ হইলে একজন মনুষ্যের সকল বিষয়ে সমধিক দৃষ্টি থাকিতে পারে না। চারি দিক রক্ষা করিতে গেলে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইয়া পড়ে, কোনটিতে অধিকার জন্মে না। ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত বহুবিস্তীর্ণ, সে কারণ কেহ নিয়ত চক্ষুর পীড়ার অনুশীলন করেন, কেহ হৃদ্রোগের, কেহ কর্ণ রোগের, কেহ স্ত্রী-রোগের এইরূপ এক একটী বিষয়েরই চর্চ্চা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের অবসর অনেক, একটী বিষয় বারম্বার আলোচনা করিতে করিতে ব্যুৎপত্তির বদ্ধমূল হয়। এদেশেও সংস্কৃত শাস্ত্রের বিষয় বিশেষে বিভাগ প্রথা পরম মঙ্গলকারী, সন্দেহ

নাই। কেহ ন্যায়শাস্ত্র লইয়াই জীবন কাটাইলেন, কেহ অলঙ্কার শাস্ত্র, কেহ স্মৃতি, এইরূপ এক এক জন একটী বিভাগে মনঃসংযোগ করিলে একটী বিষয়ের উপর্য্যুপরি অনেকবার আলোচনা করিবার অবকাশ থাকে, সুতরাং তাহাতে গাঢ় ব্যুৎপত্তিও জন্মে। আধুনিক সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের সঙ্গে অসংখ্য ইংরাজী পুস্তক, ছাত্রেরা কোন দিক রক্ষা করিবেন? কাজেই এখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের সংস্কৃতজ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ। কই? পূর্ব্বে যে সকল মহোপাধ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐ কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, এখন ত তাঁহাদের সমকক্ষ একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না? ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, আর কিছুকাল পরে কলেজে সংস্কৃতের কেবল নাম মাত্র থাকিবে। ইংরাজী পরীক্ষার পুস্তকাদি বৎসর বৎসর কঠিন হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং বালকদিগকে ইংরাজী অভ্যাস করিতে অধিক কাল ক্ষয় করিতে হইবে, সংস্কৃতের আলোচনার অবসর হইবে না।

আমরা নিশ্চিন্ত বলিতে পারি, সংস্কৃত ভাষা সম্যক রক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত কালেজের নিয়ম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এখান হইতে এক ইংরাজী পুস্তক উঠাইয়া দেওয়া হউক। ছাত্রদিগের বহুদর্শিতার নিমিত্ত তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী পাঠ করুন, তৎপরে কেবল সংস্কৃত লইয়া থাকিবেন। নতুবা সংস্কৃতের যে দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশাই থাকিয়া যাইবে। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া তৎপরে কেবল এক এক খানি নূতন ইংরাজী সাহিত্য পুস্তক প্রতিবৎসর পাঠ করিবেন; অবশিষ্ট সময় সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সবিশেষ অনুশীলন করিতে থাকিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে ইংরাজীতে কিছু কিছু অধিকার হইবে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। সংস্কৃত বিদ্যার সম্যক আলোচনার এই একমাত্র উপায়।

পূর্ব্বে স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা সংস্কৃত বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করিতেন। কিন্তু অধ্যাপকেরা এক্ষণে সহায়হীন এবং দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্ববৎ আর তাঁহারা অন্ন দিয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতে পারেন না। এদিকে ছাত্রদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষায় তাদৃশ মনোযোগ নাই। বহু আয়াসে যদি কেহ বিদ্যালাভ করিলেন, কিন্তু বিদ্যার সমুচিত ফল লাভ কেহই করিতে পারেন না। বিদ্যার জন্যই বিদ্যালাভ, এ কথা সত্য। কিন্তু উপবাসী থাকিয়া কেহ কায়মনোবাক্যে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন না। জীবিকা লাভেরও উপায় নাই। এখন কেবল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া যে উপায় হয় কই? কাজেই, আপনা হইতে এই মুমূর্ষু বিদ্যার অনাদর হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়াদিতে শিক্ষক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে টোলের পণ্ডিতদিগকে কেহ বড় গ্রাহ্য করেন না, অগত্যা টোলের ছাত্রেরা এক প্রকার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সংস্কৃত কলেজই দুরবস্থ সংস্কৃতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। অতএব কালেজে যাহাতে সংস্কৃতের বিশেষরূপ অনুশীলন হয়, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাই করুন।

আয়রলণ্ডের ভূমিসংক্রান্ত আইন।

আয়রলণ্ডে এতদিন যে হুলস্থূল চলিতেছিল, এত দিনের পরে তাহার শান্তি হইবার সূচনা হইয়াছে। এককাল তথাকার ভূস্বামিগণ অন্যায়রূপে প্রজাবর্গের প্রতি যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন, প্রজারা তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, পরিশেষে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, এবং কার্য্য ও মন্ত্রণাকুশল লোকের সাহায্যে জমিদারের অত্যাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। জমিদারেরা মনে করিলেই প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন, মনে করিলেই তাহাদিগের জোত উচ্ছেদ ও কর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। প্রজারা জমিদারের উৎপীড়নে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অন্তরে যে বিদ্বেষবহ্নি বহুকাল হইতে ধূমায়িত হইতেছিল পার্নেল ডিলন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া তাহা প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন। যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা দাবানলের ন্যায় সমগ্র আয়রলণ্ড মধ্যে শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অগ্নির প্রখর তেজ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। তাহা নির্ব্বাণের জন্য মন্ত্রিগণ প্রয়োজনমতরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ, পরস্পরের অধিকার সমুদায় নিরূপিত করিয়া দিলেন। যে আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই সমুদায় বিষয় স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহার নাম আইরিশ ভূমিসংক্রান্ত আইন।

যখন প্রজারা ভূস্বামিদিগের অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সকলে একমত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল তখন ভূস্বামী কর গ্রহণ করিতে তাহাদের নিকট পাইক পেয়াদা প্রেরণ করিলেন। প্রজারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। জমিদার তাহাদের জোত উচ্ছেদ করিবার জন্য পেয়াদা পাঠাইলেন, প্রজাগণ একমত হইয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগের শাসনের জন্য অস্ত্র শস্ত্র সমভিব্যাহারে লোক প্রেরণ করিলেন, প্রজারাও সমবেত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে জমিদারের লোকেরা হতাহত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ল্যাণ্ডলীগ সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সভ্যেরা স্থানে স্থানে সভা করিয়া ভূস্বামিদিগের অত্যাচারের উল্লেখ এবং প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। আয়রলণ্ড টলমল করিয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট হেবিয়স কর্পস আইন স্থগিত করিলেন। অনেকগুলি প্রজাপক্ষীয় লোক অবরুদ্ধ হইল। ল্যাণ্ডলীগ সভা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীর দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে আইনটি বিধিবদ্ধ করিলেন। এক্ষণে গোলযোগ হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ডবলিনে ল্যাণ্ডলিগ সভার যে কার্য্যালয় ছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মযাজক এবং নিরীহ লোকেরা প্রজাদিগকে শান্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছেন। প্রজারাও তাহাদের অনুরোধে সম্মতি প্রকাশ করিতেছেন।

যে আইনটি বিধিবদ্ধ হইল তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই আইন অনুসারে আয়রলণ্ডের সর্ব্ববিধ প্রজা ন্যায্য হারে খাজনা দিয়া জমি ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। এই হার জমিদারে ও প্রজায় স্থির করিয়া লইতে পারিবেন, স্থানীয় সভায়, আদালতের বিচারপতি অথবা ল্যাণ্ড কমিশন এই হার নির্ণয় করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। প্রজা যদি এক বৎসরের জন্য ভূমি ভোগ করিতে লয় তাহা হইলেও ভূমির খাজনা ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে। আমাদের দেশে ১৮৫৯ অব্দের যে দশ আইন প্রচলিত ছিল এবং তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আপাততঃ যে আইন (১৮৬৯ অব্দের ৮ আইন) প্রচলিত আছে তাহাতে প্রজাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। এতদ্দেশে প্রজা জমিদারের নিকট ভূমি ভোগ করিতে লইলে, জমিদারের ইচ্ছানুসারে খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আদালতের সেই হার নির্ণয় করিয়া দিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। হয় প্রজাকে জমিদারের ইচ্ছায় সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা প্রজা জমি ভোগ করিতে পাইবে না।

এই হার নির্দ্দিষ্ট হইলে পর আয়রলণ্ডের প্রজারা ক্রমাগত পনর বৎসর নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়া অবিবাদে ভূমি ভোগ করিতে পাইবে। প্রজা যদি খাজনা দিল জমিদারের তাহাকে পনর বৎসরের মধ্যে উচ্ছেদ করিবার অধিকার থাকিবে না। কেবল খাজনা দিতে গোলযোগ করিলে তাহার স্বত্বের বিঘ্ন হইতে পারিবে। পনর বৎসর অতীত হইলে পর প্রজার সহিত ভূস্বামির পুনর্ব্বার খাজনার বন্দোবস্ত হইবে, তখনও আবার পূর্ব্বের ন্যায়

উভয়ের সম্মতিক্রমে অথবা মধ্যস্থ দ্বারা অথবা আদালত হইতে খাজনার মাত্রা স্থির নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপে প্রজাগণ এক একটী জোত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পাইবে, কেবল পনর পনর বৎসর অন্তর ভূমির রাজস্বের পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। কিন্তু প্রজা যদি নিজের পরিশ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে ভূমির উন্নতি সাধন করে, যদি তাঁহার পরিশ্রমে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে জমিদার তজ্জন্য লাভবান হইতে পারিবেন না। ভূমি প্রথম বন্দোবস্তের সময় যেরূপ ছিল তখনও যদি সেইরূপ থাকিত তাহা হইলে তাহার যে ন্যায্য খাজনা হইত, প্রজার যত্নে ও ব্যয়ে ভূমির উন্নতি হইলে, জমিদারকে সেই ন্যায্য খাজনা গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি প্রজার ব্যয় ও পরিশ্রমের ফলভোগী হইতে পারিবেন না। এদেশে বার বৎসর ক্রমাগত এক ভূমি ভোগ করিলে প্রজার তাহাতে দখলী স্বত্ব জন্মে। জমিদার দখলী স্বত্বাধিকারী প্রজার নিকট অন্যায্য রূপে খাজনার দাওয়া করিতে পারেন না। বার বৎসর অধিকার করিলে পর জমিতে প্রজার একটু স্বত্ব জন্মে, একটু জোর দাঁড়ায়। জমিদার মনে করিলেই তখন তাহাকে জোতচ্যুত করিতে পারেন না। তখনই প্রজা আদালতের সাহায্যে জোতের ভূমির ন্যায্য হার নির্ণয় করিয়া লইতে পারে।

একশ্রেণীর প্রজার দখলি স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার নাই। সে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহা ভোগ ও অধিকার করিতে পারে। যদি বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়, ক্রেতাও কোন স্বত্ব পায় না। আইরিষ ভূমিসংক্রান্ত আইনে প্রজাকে ভূমিতে এতদপেক্ষা অধিকতর স্বত্বাধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রজা আপন ইচ্ছা ও সুবিধাক্রমে তাহার জোতের ভূমি অপরকে বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতাও তাহার স্বত্বে স্বত্ববান হইতে পারিবে। তবে কেবল জোত বিক্রয়ের এই মাত্র বাধাত রহিল যে প্রজা জোতের ভূমির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে না, বিক্রয় করিতে হইলে এককালে সমুদায় জোতের ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে। এই নিয়মটী হওয়াতে জমিদারের পক্ষে খাজনা আদায়ের কিছু সুবিধা হইল বটে, কিন্তু প্রজার পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইল। ইহাতে প্রজাকে হয় সমুদায় ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে নয় সমুদায় ভূমি ভোগ করিতে হইবে। মনে কর যখন প্রজার অবস্থা ভাল ছিল তখন সে পঞ্চাশ বিঘা ভূমি জোত করিতে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহার অর্থ ও লোকবলের অপ্রতুল ছিল না। সে অনায়াসে সমুদায় ভূমি চাষ করিতে পারিত এবং জমিদারের দেয় অনায়াসে দিত। মনে কর কিছু কাল পরে তাহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িল, অর্থ ও লোকবল তাহার পূর্ব্বের মত রহিল না। তখন সে একাকী পঞ্চাশৎ বিঘা চাষ করিতে সমর্থ হইল না। তখন কিরূপেই বা সে রাজস্ব দিবে। আর কিরূপেই বা সমুদায় সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। তখন তাহার দশ বিঘা ভোগ করিবার সামর্থ্য আছে। তখন সে যদি চল্লিশ বিঘা বিক্রয় বা পরিত্যাগ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে ঋণগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। মনে কর সে কায়িক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ভূমির উন্নতি করিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা সে নিকৃষ্ট উন্নতির কিয়দংশ ভোগ করে এবং অপরাংশ অন্যকে বিক্রয় করে। তখন সে যদি পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল না পায় তাহা হইলে তাহার কি অনিষ্ট হইবে না? পক্ষান্তরে জমিদারের সামান্য মাত্র পরিশ্রম বাড়িবে, তিনি পূর্ব্বে এক জনের নিকট যে খাজনা আদায় করিতেন তখন দুই তিন জনের নিকট হইতে সেই খাজনা লইতে হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট খাজনার অংশ লইবার জন্য কখন কখন নালিশ করা আবশ্যক হইবে এই মাত্র। যদি প্রজা ও জমিদার উভয়ের ক্ষতির তুলনা করা যায় তাহা হইলে প্রজার ক্ষতি যে অধিক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

যদি জমীদার প্রজার নিকট অধিক খাজনা দাওয়া করেন এবং প্রজা যদি সেই অধিক খাজনা দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে প্রজা দেওয়ানী আদালত অথবা ল্যাণ্ড কমিশনের সমক্ষে জমীদারের নামে অভিযোগ করিতে পারিবে। আদালত ন্যায্য খাজনা স্থির করিয়া দিবেন এবং সেই খাজনা পনর বৎসর কাল একরূপ থাকিবে। প্রজা যদি এই সদুপায় অবলম্বন না করে অথচ জমিদারের প্রার্থনায় সম্মত না হয় তাহা হইলে জমিদার তাহার জোত উচ্ছেদ করাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। এই নিয়মটী আমাদের বিবেচনায় প্রজার পক্ষে অতি কঠোর হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই নিয়ম চলিত আছে—জমিদার যদি প্রজার নিকট অধিক খাজনা দাওয়া করেন তাহা হইলে হয় প্রজা নতুবা জমীদারকে আদালতে নালিশ করিতে হইবে। প্রজা এই বলিয়া নালিশ করিতে পারে যে জমিদার যে খাজনার প্রার্থনা করিতেছেন তাহা অন্যায় ও অতিরিক্ত। জমিদারও তাহার নামে বেশী খাজনার নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু প্রজা যদি জমিদারের নামে নালিশ করে এবং নিজ মকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে না পারিয়া মকদ্দমায় পরাস্ত হয় তাহা হইলেও প্রজাকে যে বেশী খাজনা দিতে হইবে তাহা নহে। জমীদারের খাজনা বৃদ্ধির স্বতন্ত্র নালিশ করা চাই। তখন তিনি যদি পরাস্ত হন প্রজাকে বেশী খাজনা দিতে হইবে না। এই আইনটির সহিত আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইন তুলনা করিতে গেলে আইরিষ আইনটী প্রজার পক্ষে যে অনিষ্টকর হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

তবে বঙ্গদেশের আইন অপেক্ষা এই আইনে প্রজাদিগকে এই অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইয়াছে যে বঙ্গদেশে প্রজারা জমিদারের নিকট বসত বা মৌরশী পাট্টা না লইয়া কোন ভূমিতে যদি বাস গৃহ নির্ম্মাণ অথবা পুষ্করিণী খনন করে তবে জমিদার মনে করিলেই সেই ভূমি হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিতে পারেন। কেবল মাত্র নোটিশ দেওয়ার অপেক্ষা। বসত বাটী অথবা পুষ্করিণীতে এশ্রেণীর প্রজার দখলী স্বত্ব হয় না। আয়র্লণ্ডের প্রজার অধিকার ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক। সে অনায়াসে আপনার জোতের ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করিতে পারে। জমিদারের সহিত পনর বৎসর অন্তর খাজনার বন্দোবস্ত করিলেই হইল। জমিদার কখনই তাহার জোত উচ্ছেদ করিতে পারেন না। বঙ্গদেশে এতদ্বিষয়ক আইনটী অত্যন্ত কঠোর রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের ইহাতে কেন যে দৃষ্টি পতিত হয় না ইহাই নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সকল ভূমি অপেক্ষা আবাসভূমি মনুষ্যের প্রিয়তর পদার্থ। লোকে সকল ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত দুঃখে একান্ত বিপদে না পড়িলে কেহ আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেই ভূমির, সেই প্রিয় পদার্থের রক্ষার্থ কেন যে অদ্যাপি পরিষ্কার আইন হইল না ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আয়র্লণ্ডের প্রজারা যদি খাজনা না দেয়, তাহা হইলে আইন অনুসারে জমিদার তাহার জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে পারিবেন। প্রজার জোত এইরূপে উচ্ছেদ হইবে বটে কিন্তু ডিক্রী করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে জমিদারের নিকট প্রার্থনা করিলে সে জোতের ভূমি পাইতে পারিবে। এদেশের আইন অপেক্ষা এই আইনটী আংশিক ভাল আংশিক মন্দ হইয়াছে। এ দেশের প্রজা খাজনা না দিলে জমিদার বাকী খাজনা ও জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে পারেন। আদালত নালিশ প্রমাণ পাইয়া জোত উচ্ছেদের এই রূপ ডিক্রী দিয়া থাকেন যে ডিক্রীর দিন হইতে পনর দিবস মধ্যে প্রজা যদি ডিক্রীর টাকা না দেয় তাহার জোত উচ্ছেদ হইবে। আইরিষ আইনের দোষ এই যে খাজনা না দিলে জমিদার এক কালে জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা করিতে পারেন। আদালতও প্রজার জোত উচ্ছেদ করিয়া

দিতে পারেন। আইরিশ আইনের উৎকর্ষ এই যে প্রকার জোত উচ্ছেদ হইলেও সে কয় বৎসরের মধ্যে জোতের ভূমি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে, এদেশে প্রজাকে এ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। বঙ্গদেশীয় আইনে এই যে প্রকার অসুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে, আইরিশ আইন অনুসারে উহার সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

আইরিশ আইনে যদিও কিছু প্রজার উপকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গীন নহে। জমিদারের লাভ ও সুবিধা সকল দিকেই দেখা যাইতেছে। ইউরোপে জমিদারের যত ক্ষমতা প্রজার ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক অল্প, আইরিশ জমিদারেরা কিছু স্বত্বত্যাগ করিলেন মাত্র কিন্তু অধিক স্বত্ব তাঁহাদেরই রহিল।

আত্মশাসন ও কয়েক জন দেশীয় ব্যক্তির মত।

আত্মশাসনের জন্য এদেশে দুই প্রকার প্রজাসাধারণের প্রধান সভা আছে—স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট রোড সেস কমিটী। মিউনিসিপাল কমিটী স্থানীয় প্রজাদিগের স্বাস্থ্য, গমনাগমনের পথ ও অন্যান্য সুবিধা সম্পাদনে যত্নবান থাকেন। ডিষ্ট্রীক্ট রোডসেস কমিটী জেলায় জেলায় যেখানে যেখানে রাস্তা নির্ম্মাণ বা সংস্কারের প্রয়োজন, সেই সেই স্থানে আবশ্যক মত কার্য্য সম্পাদন করেন। উপযুক্ত দেখিয়া দেশীয়দিগকে এই এই সভার সভ্যপদে নিযুক্ত করা হয়। সভ্যেরা স্ব স্ব অধিকারের মধ্যগত স্থানসমূহের প্রজাদিগের উপর কর স্থাপন এবং আয় ব্যয় ব্যবস্থা করেন। অধিকৃত স্থান সমূহের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যে যে উপায় বিধান করেন, তদনুসারে স্থান বিশেষে কার্য্য হইয়া থাকে। এই সভার সভ্যেরা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য ইহা সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেন্টের যে ভ্রম হয় না তাহা নহে, অতএব স্থানীয় সভা বিশেষের যে ভ্রম হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? গবর্ণমেন্টের লোকেরা বহু কাল ধরিয়া শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে গুরুতর গুরুতম কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন, ক্রমশঃ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু শাসন কার্য্যে যখন তাঁহাদেরও ভ্রম হয়, তখন প্রথম শিক্ষা করিতে গিয়া নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মিউনিসিপাল ও রোডসেস কমিটীর সভ্যদিগের যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহারা যে নিজে আপনাদিগকে একেবারে অভ্রান্ত মনে করেন, তাঁহারা যে অন্যের সৎপরামর্শে কর্ণপাত করেন না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য এবং সেই ভ্রম যদি প্রকৃত হয়, তাহা তাঁহাদের শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত।

মিউনিসিপাল কমিটী এবং রোডসেস কমিটীর ভ্রম হয় বলিয়া, তাঁহারা সকল কার্য্য বুঝিয়া দেখিয়া শুনিয়া করিতে পারেন না বলিয়া সভাগুলি উঠিয়া যাউক, এরূপ ইচ্ছা করি না। বরং এই সভা যত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আমাদের বিবেচনায় ততই দেশের মঙ্গল। আমরা বরং এই চাহি যে এই সভাগুলি যত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হন, ততই উহাদিগকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দেওয়া বিধেয়। তবে উচ্চতর গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য এই যে সভ্য যাহাতে ক্ষমতার অপব্যয় না করেন, যাহাতে সভ্য দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখেন, এবং সুনিয়মে যাহাতে উহার কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে তাহার উপায়বিধান করেন। গবর্ণমেন্ট এই সভা সমূহের জন্ম দিয়াছেন, উহার জন্ম পর ক্ষয় করিয়া উহাকে অকর্ম্মণ্য করেন, ইহা গবর্ণমেন্টের উচিত কার্য্য নহে, বরং যাহাতে উহার জন্ম পর বলিষ্ঠ হয়; যাহাতে সভাগুলি উন্নতমস্তক হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং রীতিমত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, গবর্ণমেন্ট তাহা করিতে থাকুন।

সার আশলি ইডেন নূতন একটী আইন করিয়া রোডসেস কমিটীর অধিকার খর্ব্ব করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। একদিকে ত এই সকল কমিটীর উপর গবর্ণমেন্টের এই কোপদৃষ্টি, আবার তাহার উপর আমাদের স্বজাতীয়দিগের কোপ দেখিয়া আমাদের নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। গোপাল সাহেব সভার রিপোর্টে দেখা গেল লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের কৌন্সিলের অন্যতর সভ্য অনরেবল বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় রোডসেস কমিটী সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, এই সকল কমিটী যে টাকা আদায় করেন, তাহাতে কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিয়া অবশিষ্ট যে টাকা কমিটীর হস্তে থাকে, ঐ টাকা সভ্যগণ অপব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জেলার সকল স্থানের সংবাদ রাখেন না, প্রজাবর্গের কিসে উপকার, কিসে অভাব দূর হইবে, তাহা বুঝেন না; না বুঝিয়া না জানিয়া টাকার অপব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কমিটী প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়া তৎপরে হস্তে যে টাকা থাকিবে, ঐ টাকাগুলি গ্রামে গ্রামে ভাগ করিয়া দিউন। গ্রামের লোকেরা প্রয়োজন বুঝিয়া আবশ্যক মত রাস্তার সৃষ্টি বা সংস্কার করিতে থাকুন। সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি নানা স্থানে—গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে মিউনিসিপালিটী স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুলাল মল্লিক বলিয়াছেন যে ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর অধিকাংশ ধন কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিতেই যায়, গবর্ণমেন্টের যে মহান্ উদ্দেশ্য যে এই অর্থে রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার হইবে, সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। সার আশলি ইডেনও ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর উপর এই দোষ দিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট নিজেই কর্ম্মচারিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, আবার গবর্ণমেন্ট যে তাহাতে দোষারোপ করেন, ইহা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং গবর্ণমেন্ট যদি দোষ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দোষের সংশোধনে যত্নবান হউন, যাহাতে প্রজাদের কষ্টার্জ্জিত ও করে প্রদত্ত অর্থের অপব্যয় না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।

রোডসেস কমিটীগুলির যে যে দোষ উক্ত হইল এই দোষগুলি যে মিথ্যা আমরা এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু রোডসেস কমিটী দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় নাই, এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করি না। এমন অনেকগুলি স্থান আছে, রাস্তার অভাবে এতকাল তথায় যাতায়াতের কোন সুবিধাই ছিল না, রোডসেস কমিটীর প্রসাদে তথায় রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ অপব্যয় হয়, সেই অপব্যয় সংযত করা বিধেয়। কমিটীর দোষ হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই দোষের ক্রমশঃ যাহাতে সংস্কার হয়, তাহার উপায় করা উচিত। আর অনেকেই বলেন যে স্থানীয় প্রজাসাধারণের সভাগুলি আয় করিতে জানেন কিন্তু সেই আয়ের প্রকৃত ব্যয় করিতে জানেন না। যাহাতে তাঁহারা রীতিমত ব্যয় করিতে সমর্থ হন, তাহারই শিক্ষা দেওয়া উচিত, কমিটীর দ্বারা ফল হইল না বলিয়া এই সদনুষ্ঠানগুলির লোপ করা বিধেয় নহে।

ইউরোপীয় সমাচার।

প্যারিস ১৮ এ অক্টোবর। [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রতিনিধিদিগের [illegible] হইয়াছেন।

টিউনিস ১৮ এ অক্টোবর। ফরাসি সেনাদল [illegible] কায়েরোয়ান নামক স্থান অধিকার করিয়াছেন; ফরাসিরা [illegible] হইতে [illegible] নগর লুঠ করিয়া [illegible] প্রস্থান করিয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] হইয়াছেন।

স্যান্‌[illegible] ২১ এ অক্টোবর। [illegible] সম্পর্কীয় [illegible] গবর্ণমেন্টের পক্ষে [illegible]

[illegible] পুত্র একজন প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি [illegible] হইতে পারেন নাই। [illegible] সংখ্যারই [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে।

[illegible] অষ্ট্রেলিয়া [illegible] সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই নবেম্বর। [illegible] যে সকল সৈন্য আছে, তাহার অনেক সৈন্য ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে [illegible] বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

[illegible] নাইট [illegible] উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] সম্প্রদায়ের অন্যতম [illegible] যে [illegible] বন্দী করা হইয়াছিল [illegible] তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী ও ইটালীয়দিগের [illegible] শেষ হইয়া আসিতেছে।

লণ্ডন ৮ ই নবেম্বর। [illegible] পুলিসের [illegible] হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডের [illegible] কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের [illegible]।

প্যারিস ৮ ই নবেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত [illegible] যে সন্ধি হইতেছে, তাহার [illegible] কার্য্য শেষ হইবে। [illegible] আসিতেছেন।

প্যারিস ৮ ই নবেম্বর। [illegible] সভাপতি হইবেন, এই সম্ভাবনা [illegible] সভার সভাপতি হইবেন।

লণ্ডন ৮ ই নবেম্বর। [illegible] হইয়াছে [illegible]।

প্যারিস ৮ ই নবেম্বর। [illegible] সহিত [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সম্বন্ধে যে যে [illegible] চলিয়াছে [illegible] মীমাংসা হইবে। [illegible] একটী [illegible] সম্ভাবনা দেখা [illegible]

বিবিধ সংবাদ।

চীনদেশের সম্রাট যখন [illegible] গমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে [illegible] থাকে। [illegible] তাঁহার [illegible] পরিধান করেন। [illegible] কেহ তাঁহার [illegible] ইচ্ছা করিলে তাহা [illegible] হয় না। কেন না

এত লোকের মধ্যে কে যে সম্রাট তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

২৪। নবেম্বর কলিকাতা [illegible] বিভাগের [illegible] বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এবারে ৩,১৮,১৬,১৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। গত বৎসর ৩,২১,৫৬,১৫ টাকা আয় হয়। সুতরাং এবারে ৩,১৮,১৬,১৭০ টাকা ন্যূন আয় হইয়াছিল। গত বৎসর ২,৯৮,৩৬৯ টাকা [illegible] করিতে হইয়াছিল এবার ৪,০৯,০৭৬ টাকা [illegible] করিতে হইয়াছে। সুতরাং এবারে [illegible] চারি লক্ষ টাকা [illegible] হইয়াছে। লবণ ও [illegible] কাপড়ের শুল্কের আয় কম হওয়াতে এই ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে।

গত বৎসর এই বিভাগে ১০,৩৮,০৬৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবারে তদপেক্ষা ১,২০,৫৭০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

এবারে গবর্ণমেণ্টকে ৬৮,৫১,৮০৩ টাকা [illegible] করিতে হইয়াছে। এ বৎসর ইউরোপ হইতে [illegible] দ্রব্য আমদানি করিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে কোন বৎসরেই এত আমদানী হয় নাই। [illegible] আবশ্যক দ্রব্যাদিই অধিক।

এবারে কলিকাতার বন্দরে অধিকপরিমাণে সূতা, রেশমী, ও পশমী কাপড়ের আমদানী হইয়াছিল। [illegible] আমদানী নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু [illegible] আমদানী এবার অল্প হইয়াছে।

[illegible] আমদানীর পরিমাণ অনেক হ্রাস হইয়াছে। [illegible] আমদানী করিয়া দিয়াছে। [illegible] অন্য দেশ হইতে আর পূর্ব্বের ন্যায় আমদানী হইতেছে না।

দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক কলিকাতায় আসিয়াছে। [illegible] সঙ্গে [illegible] আছে। সম্প্রতি [illegible] বাটীতে তাহাদের ক্রীড়া হইয়াছিল। অন্যান্য অদ্ভুত কৌতুকের পর একটী [illegible] হাত পা মুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে একটী পেটিকা মধ্যে বন্ধ করা হয়। পেটিকা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। [illegible] চতুর্দ্দিকে দর্শকেরা বেষ্টন করিয়া বসেন। দশ মিনিট পরে পেটিকা খুলিয়া দেখা গেল যুবতী তন্মধ্যে নাই। বাজিকর উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে অন্তঃপুরের [illegible] হইতে উত্তর দিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই [illegible] চমৎকৃত হইয়াছেন। সংবাদটী যদি সত্য হয়, আশ্চর্য্যের বটে।

সিবিল সর্বিসের [illegible] কাহার

পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার পাইবেন। [illegible] সেই নিয়মটী রহিত করিয়াছেন।

সিমলায় শিল্প প্রদর্শনী মেলা সিমলায় না হইয়া [illegible] হইবার কল্পনা হইতেছে। এই মেলা সিমলায় হইলে সাধারণের দেখিবার সুবিধা হয় না। এই কারণ বশতঃ মেলা স্থানান্তরিত হইতেছে।

২২ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। জ্বররোগে ৬৭, ওলাউঠায় ১১, উদরাময়ে ২৩, বসন্তরোগে ২৯ এবং অবশিষ্ট ১৩ জন ব্যক্তির অন্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

জাপানে রেশমের একটী কারখানা খোলা হইয়াছে। ইহার মূলধন [illegible] টাকা।

আমরা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিত রামময় তর্করত্ন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ও নম্রস্বভাব ছিলেন তাঁহার উপাধি কবিরত্ন, কিন্তু ইনি নিজেও একটী রত্ন স্বরূপ ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে ইহাঁর পরিবারবর্গই যে রত্নহারা হইলেন, তাহা নয়, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজও একটী রত্ন হারাইলেন।

ক্রমশই সূতা, নীল, চাউল, ও রেশমের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু [illegible], লাক্ষা, চিনি, [illegible] ও [illegible] রপ্তানি হ্রাস পাইতেছে। [illegible] রপ্তানি কয়েক বৎসর বন্ধ থাকিয়াছে ও হ্রাস পাইতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্র দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে তদ্দ্বারা এবার ৪,৬৬,১৪,২৫০ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। গত বৎসর ইহা হইতে অল্প টাকা আদায় হইয়াছিল। [illegible] বোম্বাই [illegible] বঙ্গদেশ হইতে অধিক চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ হইতে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশে অধিক পরিমাণে রেশম প্রেরিত হয়।

[illegible] বোম্বাইয়ের কতকগুলি বালক পুলিসের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বাজী পোড়ায়। তাহাদের [illegible] পড়িয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট কাহারও দুই আনা কাহারও চারি আনা জরিমানা করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম রুশিয়ার বিখ্যাত সম্রান্ত লোক নিহিলিষ্টদিগের চক্রান্তের প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন।

আমেরিকার আরো এক অদ্ভুত [illegible]

আছে। বার মাস দিবারাত্রি তাহাতে ফুল ফুটে। এই ফুলের জ্যোতি এত দূর বিস্তীর্ণ হয় যে চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র অন্ধকার থাকে না। মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রজনীতেও ঐ সকল স্থান জ্যোৎস্নাময় বোধ হয়। ফুল শুভ্র বর্ণ এবং বৃক্ষের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়। এই বৃক্ষের পত্র কখন হরিদ্রা বর্ণ হয় না, চিরকাল সবুজ থাকে। কামিনী বৃক্ষের ন্যায় ইহার আকৃতি হয়। চন্দ্রকান্ত নামে এক ব্যক্তি আপন গৃহে সেই বৃক্ষ রোপণ করেন। ছয় মাস পরে তাহাতে ফুল ফুটে তদাবধি চন্দ্রকান্তের বাটীতে তদবধি আলোক জ্বালিতে হয় নাই।

অনেকেই আমেরিকার নায়াগারার জলপ্রপাতের কথা শুনিয়া থাকিবেন। কত বেগে যে তাহার জল পতিত হইতেছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিন কোটী প্রবল অশ্বের বেগ যত হইবে সেই বেগে এক মাইল উচ্চ হইতে এই জল নিম্নে পতিত হইতেছে।

গত বুধবার ষ্টার রঙ্গভূমিতে মৃণালিনী নাটকের অভিনয় দর্শন মানসে তথায় উপস্থিত হই। অভিনয় মন্দ হয় নাই। অভিনয় গৃহটীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা দেখিলাম। ইতিপূর্ব্বে অনেক বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইয়াছিল এবং ষ্টেজটী ছিন্ন ভিন্ন দশাগ্রস্ত দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা ইহার তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা যেমন ষ্টেজের অঙ্গসৌষ্ঠব প্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছেন। সেইরূপ অভিনয় করিবার চেষ্টায় আছেন। শিষ্টাচার ও ব্যক্তিদিগের মানরক্ষা বিষয়ে ইহাঁরা যে পূর্ব্বের তত্ত্বাবধায়কদিগের অনুসরণ করিয়াছেন তজ্জন্যে আমরা পরিতোষ লাভ করিয়াছি। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র ও তাঁহার দূতা দিগ্বিজয়, বঙ্গাধীশ্বরী পশুপতি, রাজপ্রতিনিধি কুতবুদ্দিন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অভিনয় প্রীতিকর হইয়াছিল। স্ত্রীগণের মধ্যে মথুরা-রাজকন্যা মৃণালিনী, ভিখারিণী গিরিজায়া, এবং পশুপতির স্ত্রী মনোরমা এই কয়েক জনের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মৃণালিনীর মধুর স্বর ও গিরিজায়ার সুললিত গীত সন্তোষকর হইয়াছিল।

গত ৯ই মার্চ্চ উড়িষ্যার কমিশনর এই সংবাদ পান যে বার জন পুরুষ ও তিন জন স্ত্রীলোক ১ লা মার্চ্চ শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই উপলক্ষে যে হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই কয়েক জন ব্যক্তির আবাসস্থান মধ্যপ্রদেশের অন্তঃপাতী সম্বলপুর। তাহারা তাহাদের মৃত গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তিগুলি দগ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছে যে গুরুর আজ্ঞা পালনার্থ সম্বলপুর হইতে তাহাদের বিস্তর স্ত্রী ও পুরুষ বহির্গত হইয়াছে।

১ লা মার্চ্চ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সিংহদ্বাররক্ষক যখন পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তৎকালে প্রায় কুড়িজন সম্প্রদায় স্ত্রীপুরুষ "অলক্ষ" "অলক্ষ" শব্দে চীৎকার করিয়া তাহার নিকট আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে এক একটী লাঠি তাহাতে সিক্ত অগ্র ছিল। যাহাতে তাহারা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য দ্বাররক্ষক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কিন্তু তাহারা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিল। অনন্তর তাহারা ভোগমণ্ডপের সন্নিহিত দ্বার ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু তৎকালে তথায় ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন না থাকায় তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের, উত্তরদিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়। ঐ দ্বার রুদ্ধ থাকাতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ না পাইয়া অন্য কোন দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করে। এই সময়ে ঘোরতর দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ইহাতে অলক্ষ্যবাদিদিগের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। দাঙ্গা করার অপরাধে অবশিষ্ট কয়েক জনের তিন মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

এই অলক্ষ্যবাদিরা হিন্দুদিগের এক নূতন সম্প্রদায়। ইহারা হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবদেবী স্বীকার করে; কিন্তু প্রতিমূর্ত্তিতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহারা বলে দেবদেবীদিগকে কেহ কখন দেখে নাই, তবে কিরূপে তাঁহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহারা বলে যে তাহাদের দেবতা ঈশ্বরের অবতার অলক্ষ্যস্বামী হিমালয়ে বাস করিতেন। ১৮৬৪ অব্দে তিনি কটক জেলার অন্তর্গত বীরি নামক স্থানে আগমন করিয়া ৬৪ জন ব্যক্তির নিকট তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। অবশেষে তিনি কটক জেলার অন্তঃপাতী ঢেঙ্কানালে গমন করিয়া তিরোহিত হন।

অলক্ষ্যস্বামী কটকে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐ স্থানে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী লোক অধিক নাই। সম্বলপুরে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীই অধিক। কেবল উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে না ভিন্ন অপরাপর জাতি সাগ্রহে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

অলক্ষ্যবাদিদিগের আবার তিন সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়ের লোক কুম্ভবৃক্ষের ত্বক পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের নাম কানপাটী তাহারা কৌপীন পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের নাম আশ্রিত বা গৃহস্থ ইহারা দারগ্রহণ করে এবং সংসারে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং জাতি বিচার করে না। তাহারা রাজা, ব্রাহ্মণ, রজক ও কান্ডির অন্ন ভিন্ন যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করে। তৃতীয় সম্প্রদায়িরা জাতি স্বীকার করে এবং অপর দুই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করে।

তুলসী পত্রে বিষ্ণুপূজা হয় বলিয়া অলক্ষ্যবাদিরা উহা স্পর্শ করেনা। এবং কালীর নিকট বলি প্রদত্ত হয় বলিয়া ছাগ মাংস আহার করে না। তাহারা প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া অন্তঃক্ষোভে উপাসনা করে। রাত্রি কালে আহার করে না। তবে রাত্রিতে ক্ষুধা হইলে জলপান করিতে পারে। উপাসনার পর তাহারা [illegible] ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া থাকে। তাহারা মিথ্যা কথা কহে না। মিথ্যা কহিলে তাহারা ধর্ম্ম ও সমাজভ্রষ্ট হয়।

যে অলক্ষ্যবাদিরা জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের নিবাস চক্রপুর। তাহাদের দলপতি সন্ন্যাসের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে যদি জগন্নাথকে ভস্মীভূত করিতে পারা যায় তাহা হইলে হিন্দুদিগের দেবদেবীপূজায় অশ্রদ্ধা ও অলক্ষ্যধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে দলবল সহিত পুরীতে আগমন করে। দাঙ্গায় তাহারই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি জাপানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া সমুদ্রের জল সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ইহাতে বিস্তর লোকের জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

শ্রীহট্ট প্রকাশপত্র হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন গত [illegible] বাবু মানবচরণ চৌধুরীর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ ক্রমে শ্রীমতী রমাবাই সরস্বতী ও তাঁহার স্বামী বাবু বিপিন বেহারি দাস এম এ, বি এল আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থান অন্তঃপুরে হইয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ইচ্ছানুসারে রমাবাইকে দেখিয়াছেন। তিনি বেশ বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। রমাবাই আগের মত নহেন; সম্প্রতি এখন মনোরমা সুন্দরী। না হইবেন কেন?—স্ত্রী লোকের পক্ষে পুরুষ স্পর্শমণি! পুরুষসংসর্গ ঘটিলেই মোহিনী সাজিতে হয়। কিন্তু রমাবাই যদিও সুন্দরী নহেন, তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। রমাবাই অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু বঙ্গমহিলাগণ তাঁহাকে কয়েকটী স্থানীয় স্ত্রীলোক অনুরোধ করিয়া বঙ্গললনা সাজাইয়া ছিলেন অর্থাৎ অলঙ্কার ও শাড়ী পরাইয়া দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে রমাবাই মধুরকণ্ঠে সুর-

শিনী স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইবার জন্য এত সাজগোজ করা উচিত নহে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য ইত্যাদি। হংখের বিষয় এই কথা শুনিয়া বিলাসিনীগণ লজ্জিত হইয়াছেন। ভরসা করি, অতঃপর শিক্ষিতা স্ত্রীলোক আপনাকে সুন্দরী দেখাইবার নিমিত্ত বাড়াবাড়ি করিবেন না।

বরাবরই একটী বাজার খুলিয়াছেন। সে স্থানের জলাশয় করে। আমরা শুনিয়াছি কিছু দিন যেন অধিক জল পান করা না; অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকিলে পীড়া হওয়া সম্ভব। লোকের এই কথাই বাবাকে সুনম্রভ পান করেন। এখানে দয়া করিয়া বরাবাহিকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হয় নাই, কারণ আমাদের বাসভূমি একটী পাড়াগাঁ। এখানে তাহা অশোভনীয়।

বিপিন বাবু ডাক্তারদিগের একজন। তিনি আমাদের গ্রামের অনেক ব্যক্তিকে ঔষধ দান করিয়াছেন; আমাদের অনেকে তাঁহার ঔষধের উপকারিতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছে। বিপিন বাবুর প্রযত্নে দুটী ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। আর কাল যে রকম রোগের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি ঔষধালয় স্থাপন করিবেন তিনি প্রকৃত ধন্যবাদার্হ।

বিপিন বাবু আমাদের গ্রামে প্রায় এক সপ্তাহ বাস করিয়া সস্ত্রীক আপন কার্য্যক্ষেত্র কাছাড়ে চলিয়া গিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার রাত্রি দশটার সময় কালীঘাট মুড়িপাড়ার মোড়ের উপর এক চাউলের দোকানে আগুন লাগিয়া দোকান ঘরের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহার চতুষ্পার্শ্বে আর কাহারও ঘর নিকটবর্ত্তী ছিল না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম আমাদের লেখার পরদিবস হইতেই কালীঘাটের নূতন রাস্তায় সকালে ও বৈকালে জলসিঞ্চন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উহার পরিমাণ এত অল্প যে তাহাতে কোন মতে উদ্দেশ্য সাধন হয় না। আমরা প্রধান কমিসনরগণকে জিজ্ঞাসা করি, যদি ভিস্তিওয়ালারা একদণ্ড স্থির করিয়া রাস্তার উপর দিয়া ঘোড়ার মত দৌড়িয়া যায় এবং তাহাদের পরিবেশ বশতঃ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে মশকের মোশক হইতে দুই চারি ফোঁটা জল যদি রাস্তার পড়ে আর তাহাতেই মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের মতে এ কার্য্যের চূড়ান্ত করা হইল বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে আমাদের কোন কথা নাই। যদি তাহা না হয় তবে একপ বন্দোবস্ত করুন যাহাতে ভিস্তিওয়ালারা বেতন খাইয়া নেমক হারামী না করিতে পারে।

বোম্বাই ট্রামওয়ে কোম্পানির লোক কলিকাতায় আসিয়া তথাকার জন্য ২৫ টী ওয়েলার ঘোড়া ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। এদিকে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী চৌরঙ্গীর কালীঘাট লাইনের জন্য বিস্তর পাহাড়ীয়া ঘোড়ার আমদানী করিয়া অনায়াসের আশ্বাসে বাধিয়া শিক্ষা দিতেছেন। ষ্টীম পরীক্ষার জন্য এক খানি ট্রামগাড়ী সম্প্রতি আলীপুর ষ্টেশনে আসিয়াছে। ঐ গাড়ির যাত্রী চলিবার কথা। এদিকে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চীফ ইঞ্জিনিয়র কমিটী চৌরঙ্গী লাইনে রবিন্সন সাহেব এঞ্জিন চালাইবার যে কল্পনা করেন, তাহাতে অমত প্রকাশ করিয়াছেন। এদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি করিয়াছেন এবং কয়েকটী এঞ্জিন বিলাত হইতে লওয়া হইয়াছে। দেখা যাউক শেষে কি হয়।

কোন নূতন লোকে যখন কোন নূতন কার্য্যে ব্রতী হয়, তখন তাহার কিছু নূতনত্ব দেখান চাই। এজন্য ইহা শুনিয়া বলেন, ঠাকুর-বক্স সেওয়ারী নামক এক ব্যক্তি, এবার দুর্গাপূজা করিয়া সামান্য মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি বলি-দানে সন্তুষ্ট না হইয়া একটী বন্য ব্যাঘ্র বলিদান দিয়াছে!

গত ৩রা নবেম্বর মুসলমানদিগের ইদুজ্জোহা পর্ব্ব উপলক্ষে জোড়াবাগানের বিখ্যাত মৌলবী কেরামত আলীর সুযোগ্য পুত্র মৌলবী হাফেজ আহম্মদ এক ঘোষণা পত্র বাহির করেন যে তিনি ঐ দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বাবুঘাটের সম্মুখে গড়ের মাঠে নমাজ পড়িবেন। তাঁহার এই বিজ্ঞাপন পাইয়া ও শুনিয়া নিকট ও দূরবর্ত্তী অসংখ্য ভদ্রাভদ্র ছোট বড় ধনী নির্দ্ধন মুসলমান, মৌলবী সাহেবের সহিত একত্র নমাজ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। নমাজকালে তথাকার শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল। দর্শক ও নমাজকারিদিগের দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ ময়দান পূর্ণ হইয়াছিল কেহ কেহ অনুমান করেন ত্রিশ সহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কালীঘাটে বিস্তর যাত্রির আমদানী হইয়াছে। ইঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বদেশীয়, সুতরাং কালীঘাট ও চেৎলার দোকান-দারগণেরও ইহা একটী মাহেন্দ্রযোগ।

অনেক দিন ধরিয়া তাহারা যে সব কাঁচা পচা, ভাঙ্গা চূরা, ফেঁড়া টুটা জিনিসের আমদানী করিয়াছিল, এই পূর্ণিমার যোগে পূর্ব্ব বঙ্গের যাত্রিগণের চক্ষে ধূলি দিয়া সে সমস্তই পার করিবে। আর অত্যাচারের ত কথাই নাই। ভবানীপুর পুলিস ইনস্পেক্টর যদি এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করেন, তা হলে অত্যাচারগুলার অনেকটা অনেক কমিয়া যায়। খাপরাওয়ালী চালওয়ালিরাও এ যোগের সুযোগ ছাড়েন না। পুলিস যেন সেদিকেও একটু কড়া নজর রাখেন।

সম্প্রতি কলিকাতার বজবজ ষ্টেট রেল লাইনে একটী আশ্চর্য্য ও ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একজন সাহেব মেম ও ছেলেপুলে লইয়া এক ট্রলিতে চড়িয়া হাটখোলার দিকে যাইতেছিলেন। কিছু দূর যাইতে যাইতে দেখিলেন সম্মুখে রেলের পার্শ্বে দুইটী বলদ চরিতেছে, মনে করিলেন তাঁহারা ঐ স্থানে যাওয়ার পূর্ব্বেই উহারা সরিয়া যাইবে। দেখিতে দেখিতে যাই ট্রলী খানী বলদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি তাহার একটী বলদ ভয়ে রেলের অপর পার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল। সাহেব পূর্ব্বে জানিতেন না যে বলদ দুটী এক দড়িতে বাঁধা আছে, সুতরাং গাড়ীর গতি কমাইবার ও কোন আবশ্যকতা হয় নাই। যখন দুইটী বলদ যুগল উভয় দিক হইতে সমান বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, এবং ঐ রজ্জু যখন তাহাদের মস্তকের সমান্তরালে ঋজু ও দৃঢ় হইয়া উঠিল, তখন সাহেবও বেগে আসিয়া ঐ দড়ির উপর পড়িলেন। দড়ি প্রথমতঃ তাঁহার কোমর বরাবর ছিল, কিন্তু দুটী বলদ স্থির নয়, জোর করিয়া মাথার উপর দিয়া দড়ি সরাইয়া দিতে অনায়াসে পারিব মনে করিয়া যেমন দড়ি ধরিয়া তুলিতে গেলেন অমনি দড়ি কিছু উঠিয়া তাঁহার গলায় বাঁধিয়া গেল এবং অন্য উপায় ভাবিতে না ভাবিতে ট্রলীর বেগ বশতঃ ছবিতের ন্যায় পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত হইলেন। তখন গাড়ী ও থামিল দড়িও খোলা পড়িল। এদিকে সাহেবের শরীরের অনেক স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিল, তিনি হাসপাতালে প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে তাঁহার বিপদ ঘটিত না।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিমলা মিউনিসিপালিটিকে দুই লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিবেন। এই টাকায় তথায় একটী টাউনহল নির্ম্মিত হইবে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে যত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি যত দ্রব্যাদির প্রয়োজন তাহা ইউরেশীয় সভা হইতে যোগাইবার আদেশ করিয়াছেন। সভাটী কি ব্যব-সায়ের উন্নতি সাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত?

বোয়ারদিগের সহিত ইংলণ্ডের পুনর্ব্বার যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইতেছে। লণ্ডন হইতে ২৫ এ অক্টোবর এই সংবাদ আসিয়াছে যে ট্রান্সভালের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে। এক্ষণে

অগ্রগামী, পদাতি সেনাদিগকে ঐ দিকে যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ডেলিনিউস বলেন যে, অধ্যাপক মোক্ষমূলর জাপান দেশ হইতে বৌদ্ধদিগের ধর্ম গ্রন্থের সংস্কৃত মূল পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দুটী জাপানী ছাত্র তাঁহাকে এই পুস্তক খানি দিয়াছে। এতকাল লোকের এই সংস্কার ছিল যে, বৌদ্ধদিগের ধর্মপুস্তকের মূলগ্রন্থ নাই। মোক্ষমূলর সেই সংস্কার অপনীত করিলেন।

জামালপুর ও মুঙ্গেরের সন্নিহিত অরণ্যে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে। বিস্তর দরিদ্র লোক কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর প্রাতে ৮ টার সময় লার্ড রিপন কলিকাতায় আগমন করিবেন।

অমৃতসর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কি কোন কোম্পানী এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার নির্ণয় নাই।

সিন্ধিয়া মহারাজ জাকজমকে লর্ড রিপনকে এক মহাভোজ দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল সস্ত্রীক হইয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে ৩রা নবেম্বর দিল্লীতে উপনীত হইয়াছেন।

অমৃতসরে পীড়ার আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত নয় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যে অমৃতসরকে আমরা প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া জানিতাম। তাহার এই দশা! এটী নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। কার্ত্তিক মাস বঙ্গদেশের পক্ষেও বিষম অশুভ। নদীয়া জেলা প্রভৃতি অনেক স্থানে পীড়ার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

১ লা নবেম্বর কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরিতে ২২৭৫১৯০০৩ টাকা জমা ছিল।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, লার্ড নর্থব্রুক সস্ত্রীক হইয়া শীঘ্র ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন।

এই শীত কালে গবর্ণর জেনেরল, গবর্ণর, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের দেশবিহারের মরশুম সময়। দেশীয় রাজা ও জমীদার প্রভৃতি ধনী লোকেরা ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, রাজভক্তি-প্রদর্শনার্থ শশব্যস্ত। কেহ মহাসমৃদ্ধরূপে ভোজের আয়োজন করিতেছেন, কেহ নগর আলোকমালায় সুশোভিত করিতেছেন, কেহ তুষ্টের বায় সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা মুক্তহস্ত হইয়া অর্থ ব্যয় করুন, আর আমাদের রাজপুরুষেরা আমোদ করুন, তাহাতে আমাদের কথা নাই। তবে আমাদের বক্তব্য এই, রাজা ও জমিদার প্রভৃতি যে অর্থ ব্যয় করেন, প্রজাদিগকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হয় কি না? আর সেই টাকা প্রজাদের মঙ্গলার্থ ব্যয় করিলে প্রজারা সমধিক সুখী হইতে পারিত কি না? আমাদিগের রাজপুরুষগণ কি কখন ইহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এ অক্টোবর ১৮৮১। ফরিদপুর গোয়ালন্দের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত কে জে বাজলা ঢাকায় বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

বাখরগঞ্জের অস্থায়ী রাজপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মি ই মার্টিন। (ইনি এক্ষণে ছুটী লইয়াছেন) হইতে বদলী হইলেন। ইনি ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

চট্টগ্রামের কৃষি রেজেষ্টরী কার্য্যে নিযুক্ত বিভাগের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিমোহন তালুকদার দুই মাস তিন দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী কমরুদ্দিন হোসেন এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ৭ ই হইতে তাঁহার ছুটী আরম্ভ হইবে।

২৫ এ অক্টোবর। পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মি এ কেম্প সাহেব এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ২১ এ অবধি ছুটী আরম্ভ হইবে।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে এচ রাভেনস সাহেব কেম্প সাহেবের অনুপস্থিতি কালে পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

২৮ এ অক্টোবর। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবলিউ পাল সাহেব মালদহে বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে থাকিবেন। যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম হয়, সে পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন। মৌলবীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শাহামৎ চৌধুরী ঘাটালে যাইবেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ম্যাককব সাহেব তিন মাসের ছুটী লইয়াছেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অতুলচন্দ্র মল্লিক রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

২৯ এ অক্টোবর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদুল রহমান (প্র তিনি) এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ১৭ অথবা তাহার পর দিবস যে দিন ছুটী লইবেন, সেই দিন অবধি ছুটী গণনা হইবে।

১ লা নবেম্বর। বাবু অমিতকুমার দাস নীহারমোহন দাসের বিভাগে কার্য্যে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি রেভিনিউ বোর্ডের অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন।

লেপ্টেনণ্ট সি ই ডবলিউ মার্ক ফেলাল্ড ঢাকার সদরের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—১৯ এ কার্ত্তিক ১২৮৮।

সাধারণ পুরোপগণকে আমরা হুগলির অন্তর্গত দুরবর্ত্তী ভাগীরথীর পশ্চিমে আটপাড়ার পূর্ব্ব নারায়ণপুরে সময় অবিদিত নাই। গ্রামটিতে অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে। হাইকোর্টের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রামের জমীদার ও গ্রামবাসী; কিন্তু বহুদিন হই বাটীতে আসেন না। অন্যান্য ২।৪ জন ভদ্র ব্যক্তি এক প্রকার গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। এর গ্রামটীর অবস্থা দর্শন করিলে শোকশকাকে আক্ষেপ ও উত্তেজনা নিতান্ত মনোমধ্যে উদয় হয়। গ্রামে বৈদ্য নাই, ডাক্তার নাই, রাস্তা নাই যাহা লোকে চলে। ভগ্ন বর্ষা সমাগমে পথ ঘাট কর্দ্দম জলময়, সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষধি, গুল্ম, লতায় পরিপূর্ণ, বৃক্ষ পত্র ও তৃণ পচিয়া প্রায় সমস্ত জলাশয় দুর্গন্ধ ও পানের পক্ষে অব্যবহার্য্য। গ্রামটী যাহা দিয়া বনের আকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় এ বৎসর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন এবং অ করিয়াছেন, নারায়ণপুর পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে কোথাও যাইবেন না। কিন্তু আক্ষেপ এ ধনী, জ্ঞানী, মানী ব্যক্তিসকল থাকিতে গ্রামটী উৎসন্ন যাইতেছে, দিনীৎ দীন দুঃখী প্রজারা মরিতেছে, তাঁহারা দেখিবেন না, শুনিবেন না, কেবল "চাচা আপন বাঁচা" বলিয়া কেহ কলিকাতা কেহ অন্যত্র পলায়ন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আমরা বিনীতভাবে নারায়ণপুরস্থ ভদ্র বাবুদিগকে বিশেষতঃ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত অন্নদাবাবুকে অনুরোধ করি যে, অন্ততঃ একবার এই সময় গ্রামে যাইয়া পথ ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার বিধান করুন, নতুবা নিশ্চয়ই এই শীতে গ্রামটী একেবারে উৎসন্ন যাইবে।

কয়েক দিন হইল হুগলীতে একটি শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এখানকার স্কুলের গোপাল লাল বসু নামা একজন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাইবে না, এই আশঙ্কা করিয়া অহি-

অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছে। এক্ষণে বিদ্যালয়ের [illegible] শিক্ষক সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। বালক-দের সুনামের জন্য [illegible] এবং তাহাকে পরীক্ষার [illegible] করিবে না এমন কথাও কেহ বলে নাই।

জনরব যে একটী জনরব যে, এখানকার একজন [illegible] স্ত্রী চোর অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। আবে-দনকারী আসামী উকীল বাবুর নিকট আগুনের [illegible] প্রার্থনা করিয়াছিল ও আত্মপক্ষ ছিল, [illegible] কোন অংশে মিটাইলেন না। ইহার সত্যাসত্য ও অপরাধের সীমা কি [illegible] লিখিব। ফলতঃ দৈবাৎ, সুধা অন্তরে [illegible] এই কয়টি দোষ আমাদের [illegible] শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ কলঙ্ক করিতেছে।

—:০:—

ভাগলপুর।

[illegible] ৫। ৬ বৎসর হইতে এখানে [illegible] আছেন, সম্প্রতি বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় [illegible]। ইহার ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় জমিদারী বা ব্যবসায় আছে। ভাগলপুরে যে সকল বাসা আছে, তাহাতে ৫০ টাকা লাইসেন্স টেক্স দেন। ১৮৮০ সালে লাইসেন্স কর্ম্মচারীরা তাঁহার আয় টাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে বলিতে ভুলক্রমে [illegible] নাই, এবং তাঁহার নামে কোন নোটিস বাহির হয় নাই। এক্ষণে তিনি টেক্স না দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে এক দিন লাইসেন্স আসেসর [illegible] বাবু [illegible] [illegible] আসিয়া তাঁহার নিকট [illegible] ছিলেন। তখন চন্দ্রকান্ত বাবু বিস্মিত হইয়া লোক দ্বারা টাকা দাখিল করিয়া দিয়া আসেন। লাইসেন্স [illegible] সেই টাকা [illegible] [illegible] কলেক্টর বাবু [illegible] মহাশয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ভাগলপুরে [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] কালেক্টর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] [illegible] এক টাকা [illegible] [illegible] লইয়াছেন। [illegible] বাবু [illegible] [illegible] নিকট আপীল করিয়াছেন। [illegible] এ সম্বন্ধে আপীলে কোন [illegible] হয় নাই।

এ স্থলে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হই-তেছে, কোন্ যুক্তিবলে [illegible] কর্ম্মচারীরা তাঁহার নিকট ফরিয়াদী আসার [illegible] সময় হইতে চন্দ্র বাবু সময়ে লাইসেন্স দাখিল করেন নাই, কিন্তু সে দোষ কাহার? তাঁহার নামে নোটিস জারি করা হয় নাই কেন? আর এক কথা যখন টাকা লইয়া ডেপুটী কালেক্টর বাবু দিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া ও অর্থদণ্ড করা কিরূপ বিচারবুদ্ধির অনুমোদিত বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এবার আবার ৫০ টাকার পরি-বর্ত্তে তাঁহার উপর ১০০ টাকা লাইসেন্সের জন্য নোটিস জারি হইয়াছে। দেখা যাউক, ইহারি বা কি হয়।

[illegible] সময় মুসলমানদের একজন গোয়ালা [illegible] [illegible] কাটিবার জন্য করিয়া আনন্দে বেহুঁস হইয়া যেমন গাড়ী চালাইতেছিল, অমনি গাড়ীর তলে পড়িয়া অসহ্য লাভ করিয়াছে। প্রবাদে কে অষ্টমী করা।

[illegible] নিকটস্থ আবদালপুরের পার্শ্ব [illegible] বাবু [illegible] মিত্রের ও রাম গোপাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানির জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নুন ও চিনি ছিল। শুনিলাম যে তৎসমুদায় দ্রব্য জল হইতে উঠান হয়, তাহার মধ্যে নাকি দুই ৫০ আনা ১০ আনা করিয়া মণ বিক্রীত হইয়াছিল। অনেক টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

শ্যামা পূজার দিবস এতদঞ্চলে বহুতর লোকে জুয়াখেলা করিয়া থাকে। ইহাতে অনেকে সর্ব্ব-স্বান্ত হয়। বোধ হয় পুলিস এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না; করিলে প্রকাশ্য পথে ১। ২ দিন ধরিয়া লোকে জুয়াখেলা করিতে পারিবে কিরূপে? জুয়া খেলায় যেমন আমোদ, সুরাপানেরও সেইরূপ আদর হইয়া থাকে। ঐ দিবস [illegible] বাটীতে একটী আশ্চর্য্য চুরী হইয়া গিয়াছে। চোরেরা বা সুরাপায়ীরা অন্য কোন দ্রব্য না লইয়া অমূল্য ধন এই মদের বোতল কেবল লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। চোরেরা বাবেজখানে প্রবেশ করিয়াছিল, নতুবা অমূল্য বস্তু পাইবে কেন?

ইতি মধ্যে বাজারে একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া ১৮ জনকে দংশন করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ২ জন ভিন্ন নষ্ট ব্যক্তিদের কাহার সন্তোষ—[illegible]-বিনা না [illegible] [illegible] পাইয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছে। কালে শৃগালের সর্প বৈদ্যদিগের উপর চেষ্টা নিল। কামড়াইলে আর পরিত্রাণ নাই। এক সময়ে ইঞ্জিনিয়ার জেনি [illegible] শৃগাল দংশনের যে ঔষধ প্রকাশিত হয় (১ তোলা চাউল, ১ তোলা চিনি, ১ তোলা চিনি, ১ তোলা নারিকেল দুগ্ধ ও ধুতুরার রস) আমাদের দুই এক জন দুই একটী রোগীকে সেই ঔষধ প্রদান করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

আজ কাল [illegible] অবস্থাও অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্য বড় মন্দ নহে। বাজার দর উত্তম। ১০৪ সিক্কায় [illegible] [illegible] ১০৪ সের পর্য্যন্ত।

কানপুর।

কয়েক দিন ধরিয়া দেওয়ালির বড় সমারোহ হইয়া গেল। দেওয়ালি এ প্রদেশের একটী প্রধান পর্ব্ব; তেমনি কম নয় বটে; কিন্তু দেওয়ালিতে এ প্রদে-শীয়েরা এমনই উন্মত্ত হয় যে জুয়া খেলিতে বসিয়া কেহ কেহ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়।

সম্প্রতি এখানে একটী লোক জুয়া খেলিতে গিয়া হঠাৎ প্রাণে মরিয়াছে। উক্ত লোকটী একজন মহাজনের চাকর, সে আপনার প্রভুর অজ্ঞাতে তদীয় সম্পত্তি হইতে ক্রমাগত ২০০০ দুই হাজার টাকা লইয়া জুয়াখেলায় সর্ব্বস্বান্ত অঞ্জলি দিয়া পরে কিরূপে টাকা পরিশোধ করিবে এই লজ্জায় গলায় ছুরিকা দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। হায়! জুয়া খেলি। তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা!!—

অন্যত্র আউধ ও রহিল-খণ্ড রেলের বাঙ্গালি বাবুরা মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া বড় ধূম ধামে ৮ কালীপূজা করিয়াছেন; প্রথম হইতে যেরূপ আড়ম্বর দেখিয়াছিলাম কার্য্যে তত দূর পরিণত হয় নাই, দরিদ্রদিগকে কিছু কিছু দান করিলে বড় উত্তম হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া অনেক অনর্থক ব্যয় করা হইয়াছে।

এখানে প্রাতঃকালে বিলক্ষণ শীত বোধ হই-তেছে; কিন্তু কিছু বেলা হইলে রৌদ্রের উত্তাপে শরীর দুর্ব্বল হইতেছে।

স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও ভাল নহে নাই।

আমরা "হাসেন এবং সাফ্‌রোর ফ্যাক্টরি" আফিসের বাবুরা একটী ক্লব করিয়াছেন। তাহাতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা কয়েক খানি সংবাদ পত্র লওয়া হইতেছে। যাহা হউক, পরমেশ্বর কৃপায় এটী স্থায়ী ও উন্নত হইলেই সুখের বিষয়।

এখানকার "মিউনিসিপাল" নামক কাপড়ের কলে আজকাল দিবারাত্রি কার্য্য হইতেছে, অর্থাৎ বৈদ্যু-তিক আলোক দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

এখানকার রাস্তা সমূহের আজকাল এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে, যে তাহা বলিতে কষ্ট বোধ হয়। বর্ষা-কালে বৃষ্টিতে রাস্তার যেরূপ কাদা হইয়াছিল, এখন কারণ বাদে সেই সকল শুষ্ক হইয়া অধুনোর [illegible] হইয়াছে, এত ধূলা বোধ হয় অন্য কোন সহরে নাই। অন্যান্য সহর অপেক্ষা রাস্তায় জল দিবার এখানে অত্যন্ত সুবিধা, "সহর" অর্থাৎ

গঙ্গার খাল সহরের ভিতর দিয়া থাকায় ছোট ছোট নালা দ্বারা সহরের সকল স্থান ঐ জল দ্বারা ধৌত হইতেছে। অতি অল্প আয়াসে ঐ সকল জল দ্বারা রাস্তার ধূলা মারা যায়। যাহা হউক "মিউনিসিপাল কমিটির মেম্বর" মহাশয়েরা যদি কৃপাকটাক্ষপাতে এ কষ্টের দূরীকরণে যত্নবান হন, তাহা হইলে হতভাগা প্রজারা বাঁচিয়া যায়।

—:o:—

জামালপুর।

এ বৎসর এখানে জ্বরের উপদ্রব বেশী দেখা যাইতেছে। এমন ঘর নাই যেখানে ১।১ জন না শয্যাগত। সকলেই প্রায় পূজার বন্ধে বাটী যাইয়া এই জ্বর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। জ্বরের উপদ্রব দেখিয়া যাহারা বাটী যান নাই, তাহাদেরও ১।১ জনের আসঙ্গে জ্বর হইতেছে। আমরা জ্বরের প্রকোপে পড়িয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ ঘোষ মহোদয়ের গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। উনি রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন; কিন্তু বহুদিনাবধি চিকিৎসাশাস্ত্রে আস্থা থাকায় এবং ঐ বিষয়ের সদা সর্ব্বক্ষণ আলোচনা করায়, এক্ষণে এরূপ উন্নতি করিয়াছেন যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কোনরূপ চিকিৎসার্থে ডাকিলে ইনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের পরিবারের ন্যায় যত্নের সহিত এবং বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইঁহার দ্বারা অনেক দীন দুঃখী বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইনি সাধারণের উপকারার্থ জামালপুরের বাজারে "ধরাট মিউ মেডিকেল হল" নামক একটী ইংরাজি ঔষধালয় খুলিয়া সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন এবং স্বয়ং বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা ও বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "অমৃতগামৃত" নামক এক প্রকার জ্বরনাশক মিকশ্চার প্রস্তুত করিয়া ১০ মূল্যে বোতল বিক্রয় করিতেছেন। এই ঔষধটী ডিঃ গুপ্তের পাঁচন অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ উহা এক এক বোতল খাইলে বিশেষ ফল জানিতে পারিবেন। ঔষধটী নূতন প্রচার হওয়ায় অদ্যাপি সাধারণে প্রচার হয় নাই। এখানকার অনেকেই এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মধ্যে একটী স্ত্রীলোক পাহাড়ে কাষ্ঠ আহরণে যাইলে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সে আত্মরক্ষার জন্য কাষ্ঠ হস্তে লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া শেষে ক্লান্ত হইলে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক হত হইয়াছে।

এবৎসর এখানে চোরের উপদ্রব কিছু বেশী বেশী দেখা যাইতেছে; পূজার পূর্ব্ব হইতে অনেকগুলি সিঁদ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে চোরের উপদ্রব যথেষ্ট ছিল। তৎপরে পুলিসের সুদক্ষ ইনস্পেক্টর জ্যাকসন সাহেব আসিয়া এমন দমন করেন যে, চোরের ভয় ছিল না বলিলেই হয়। আবার যখন আরম্ভ হইতেছে তখন ভরসা করি জ্যাকসন সাহেব আর একবার আসিয়া দমন করিয়া যান, যে, আমরা সুস্থ শরীরে ও খোস মেজাজে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারি।

কেশবপুরের রাখালদাস দুবে নামক এক ব্যক্তির একটী গাই এককালে সবল এঁড়ে প্রসব করিয়াছে। একটী হইলেই দুগ্ধ পাওয়া ভার, তাহাতে ৫টী! অতএব দুবির লোকে আর দুগ্ধ খাইতে হইবে না।

গত সপ্তাহে অপরাহ্ন ৫টার সময় অত্রত্য কলেজিয়েট স্কুলে তারানাথ চূড়ামণি "সাধারণ ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জ্বরের উপদ্রব বশতঃ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার শ্রোতা অতি অল্পই হইয়াছিল।

রেলওয়ে ক্যাশ আফিসের তৃতীয় ক্লার্ক বাবু হরিমোহন মল্লিক মহাশয়ের নামে বেতন কম দেওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ হয়। হরি বাবু যথাসাধ্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিলেও মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেলি সাহেব ৬ মাস মেয়াদ দেন। ভাগলপুরের জজের নিকট এই মকদ্দমার আপীল করা হইলে জজ সাহেব মহোদয় হুকুম বহাল রাখেন কিন্তু দায় বহাল রাখেন নাই। সম্প্রতি উচ্চ আদালত হাইকোর্টের বিচারে হরি বাবু নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। আমরা আদালতের বিচারের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না; তবে দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অর্থ না থাকিলে নির্দ্দোষকেও মফঃস্বলের কর্ত্তাদের কোপে মারা যাইতে হয়। হরি বাবুর যদি পয়সা না থাকিত, নিঃসন্দেহই তিনি নিম্ন আদালতের বিচার সহ্য করিতেন! নির্দ্দোষ হরিমোহন বাবু যে, অনর্থক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিলেন, [illegible]-মাত্র সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। আবার হাইকোর্ট হইতে প্রথমে জামিনে খালাস দিবার হুকুম না হওয়ায় একমাস কারাবাস ভোগ করিলেন, এ সকল কি নিম্ন আদালতের দোষে হইল না? অতএব প্রার্থনা করি উক্ত আদালত হইতে যেন রীতিমত কৈফিয়ৎ লওয়া হয়।

কিছুদিন হইল রামপুরহাটের মেডিয়ার ফেরোবো সাহেবের রক্ষিত স্ত্রীলোককে উহার নামক একজন কনষ্টেবল সাহেব চুম্বন করিতে থাকায় ফেরোবো সাহেব তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছেন। ফেরোবো এক্ষণে সেসনে অর্পিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু দীননাথ দত্ত ও ৫৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

পরীক্ষিত।

কেশরঞ্জিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ফুসকুড়ি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিশেষ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ।৵০ আনা।

চুর্ণ দাড়িমাদি (দন্তমঞ্জন)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর ও দৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি অনেকের নিকটেই পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চক্রবেড়ে—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫॥০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ॥০, পদাঙ্কদূত সমগ্র সটীক ৩৷০, পদ্মপুরাণ ১৭ শ খণ্ড ।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ॥৵০ গোপালতাপিনী ১, ভগবদ্গীতা সটীক ১ টাকা, আমার নামে [illegible] পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দত্ত।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল সকল ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া কঠিন আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

গল-ক্ষোটক, অন্ত্র-ক্ষোটক, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, প্লীহা, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ অনেকের প্রচার জন্য কোং অগ্রবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার খুস্খুসে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, নাকের ঘা ও ব্রণমুখের ঘা, বেলেপাড়ার ঘা, খুস্ কাঁচা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, বিখাউজ, কাউর, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, দুষ্টব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্মির ঘা) ফিস্চুলা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাটিক ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১১ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর বেন্টিংক ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বেণীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তী—বহরমপুর	১৪॥০
" " পূর্ণচন্দ্র সিংহ—শিয়ালদহ	৪॥০
" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—খুরুট	৭
" " নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত—ইস্লামপুর	৫
" " অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী জমিদার টেপা	১০
" " প্যারিমোহন বসু—রাধানগর	১০
" " প্রসন্নকুমার বসু—নানপুর	৫
" " রামজীবন ঘোষ—গড়বাড়ী	৫
" " যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—মরিচা গ্রাম	৭
" মুন্সি আমির দে সেন—হৃদয়পুর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারা যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ৫১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ৩০ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ১৪ ই নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন। 2

১০০ এক শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা ঘটকদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে আমার কোন বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তি নিম্নলিখিতরূপে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন অতএব যিনি এইরূপ আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিতে পারিবেন, তিনি উক্ত পারিতোষিক পাইবেন, আর এমন কি অর্থ সাধারণের বিশ্বাসের জন্য সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে।

পাত্রের বিবরণ।

পাত্রটী জাতিতে ব্রাহ্মণ উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় কুলমর্য্যাদাও আছে, দেখিতে তদপেক্ষা উত্তম, বাস কলিকাতায়, বয়ঃক্রম ২১। ২২ বৎসর, লেখা পড়ায় ভালরূপ; সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব।

প্রার্থিত পাত্রীর বিবরণ।

পাত্রীটী কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য কুলোদ্ভব ও সুশ্রী হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যদি পাত্র অপেক্ষা কুলমর্য্যাদায় লঘু হয় তাহাতে কোন আপত্তি নাই, যাহাতে বিবাহ অবধি পাত্রটী সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে তাহাই উদ্দেশ্য। যদ্যপি কন্যাকর্ত্তারা উঁহাকে তাহাদিগের বাটীতে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

এই সমস্ত বিবরণ অনুসারে যিনি বিবাহ নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট আসিলে কিম্বা আমাকে পত্র লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন। ইতি—

শ্রীযোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
চৌধুরিপাড়া
সাং কাঁচড়াপাড়া।

প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল শ্রীশ্রী৺ কালীঘাটে একটী "হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক" নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সভার অধ্যাপকগণ সময়ে সময়ে বাঙ্গলার স্থানে স্থানে গমনাগমন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বপক্ষে যথাসাধ্য বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরও একটী মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় (Hindu mission school) সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং "ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ" নামে এক খানি কাগজও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় অর্থ সাপেক্ষ হওয়ায় আমরা একটী কোষ (Hindu mission fund) স্থাপনে যত্নবান হইয়াছি, এক্ষণে মহানুভব আর্য্য সন্তানদিগের নিকট আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন উক্ত সম্প্রদায়কে যথাসাধ্য দানে কুণ্ঠিত না হন।

কালীঘাট হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক সম্প্রদায়ের কোষাধ্যক্ষ অথবা বাওয়ালী নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের নিকট স্ব স্ব দান পাঠাইলেই উক্ত সম্প্রদায় পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
সাং কালীঘাট।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয়!

"রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, ইহাতে নাই আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাহিনীর মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখিতে পাবেন। শরৎকালের মেঘখণ্ডের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে গেলে গল্প মাটি হয়, সেই অনুরোধে এক্ষণ পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুঁথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, দুঃখ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের সাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম মাশুল সমেত) মূল্য মাত্র বারো আনা ১৸০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নবাবজান টোলা ২ নং কার্য্যালয়।

নর্দার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতার
সারা হইতে ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার গমন করিবে।

আগামী মাসের ৩ রা হইতে এক খানি ষ্টীমার ও ফ্ল্যাট সারা হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন করিবে। ষ্টীমারখানিতে কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর আরোহীর পক্ষে সর্বপ্রকার উপবেশন স্থান আছে। দেশীয় যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য ফ্ল্যাটে অনেক স্থান আছে। এতদ্ভিন্ন ষ্টীমারে দ্বিতীয় শ্রেণীর পঞ্চাশ জন যাত্রী অনায়াসে বসিবার স্থান পাইতে পারে। এই ফ্ল্যাটে পাঁচ শত মন মাল রাখিবার স্থান আছে, সাধারণে ইহাকে যত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং যত অধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহৃত হইবে, তদনুসারে ইহা স্থায়ী হইবে। এই ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটে পান, আহার ও বিশ্রামের সুবিধামত স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই ষ্টীমারে যিনি গতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিয়ালদহ হইতে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় যে ট্রেন ছাড়ে, ঐ ট্রেনে সারার

[illegible] পাত্রী প্রভৃতির বিবরণ অবগত [illegible] নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকট আবেদন [illegible] আবশ্যক।

[illegible] } [illegible] উভয়েরই অভাব।
[illegible] } [illegible] কোম্পানি [illegible]।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা [illegible] কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইংরেজী ঔষধ ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়। [illegible] আউন্স [illegible], ১৬ আউন্স [illegible] মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, [illegible] যবন শব্দে কাহাকে বুঝায়, বিধবা-রমণী, সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের মত ও তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মন্ত্রশক্তি, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ২ [illegible] টাকা। গ্রাহকেরা মহকুমার [illegible] সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে [illegible] পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র

"[illegible]"।

[illegible] আমি যখন [illegible] নামক ষ্টেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কার্য্য করিতাম, সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে [illegible] অনুরোধে আমাকে উক্ত ষ্টেশন হইতে [illegible] যে সকল সামান্য ষ্টেশন আছে, তাহাতে [illegible] একটী বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে [illegible] ষ্টেশনে গমন করি। যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিতে আমাকে ১০।১২ দিনেরও অধিক [illegible] হইয়াছিল। অথচ ১০।১২ দিন যে আমাকে দিবা রাত্রি কার্য্য করিতে হইত, তাহা নহে। দিবাভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া আমি এত সময় পাইতাম, ইচ্ছা হইলে সে সময়ের মধ্যে ৪।৫ ক্রোশ অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতে পারিতাম। সে জন্য এক দিন আমি [illegible] ক্রোশের অভিমুখে গমন করি। অনুমান দুই ক্রোশ গমন করিয়া আমি একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাই। উহার দুই ক্রোশের মধ্যে আমি অন্য কোন গ্রামই প্রাপ্ত হই নাই। [illegible] আমি উহার পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইলাম, বোধ হয় তখন বেলা চারিটা বাজিয়া থাকিবে। আমি উহার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া যাইবার মানসে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে গ্রামের লোকসকল আমাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে আমার বোধ হইল তাহারা যেন জন্মেও আর কোন বাঙ্গালিকে দেখে নাই। আমি কিয়দ্দূর গমন করিয়া যখন গ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম, দেখি এক কামিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অপর একটী বাটীতে প্রবেশ করিল। সেই রমণী যে বাটীতে প্রবেশ করিল, সে বাটীর লোকেরাও ক্রন্দন করিতেছে। তাহারা সকলে একত্র হইয়া যে ভাবে ক্রন্দন করিতেছে দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, যে সে বাটীতে কোন প্রকার বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের যে কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে জন্য কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় এই মানসে আমি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করাতে এক বৃদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ সেই বিপদাপন্নবাটীর সম্মুখে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি যে কারণে তথায় দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা তাহাকে বলাতে সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য এই বাটীতে একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে; সে জন্য ইহারা সকলে ক্রন্দন করিতেছে। আমি তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলাম, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের দেশে এবং অপর দেশেও পুত্রের সন্তান হইলে সকলে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহারা দেখিতেছি ক্রন্দন করিতেছে। এ আবার কি? আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, বাপু সন্তান হইলে যে কেবল আমাদেরই দেশে লোকে আহ্লাদ প্রকাশ করে এমন নহে, আমি এই গত ১৪ বৎসর মধ্যে এ প্রদেশে যে সকল গ্রাম দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এমন কোন স্থানই দেখি নাই যে স্থানে লোকেরা সন্তান হইলে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তোমাদের ন্যায় ক্রন্দন করে। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে বৃদ্ধ আমাকে বলিল, জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। অতএব যে ছেলে জন্মিয়াছে, সে ছেলে অবশ্যই এক দিন মরিবে, তজ্জন্য ইহারা ক্রন্দন করিতেছে। ইহারা বলে যে যদি ছেলে না হইত, তাহা হইলে ইহার মৃত্যু আমাদের শোকের কারণ হইত না।

ইহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই কিম্ভূত মত। ইহাদের মধ্যে যাহার সহোদর ভাই নাই, তাহার বিবাহ সম্বন্ধে হয় না। যাহার ভাই আছে, তাহার বিবাহের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। পঞ্চপাণ্ডব যেমন এক স্ত্রীতে উপগত হইয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ ৩।৪ সহোদর এক স্ত্রীতে উপগত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলে রমণীকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

বশম্বদ
শ্রীনবকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মলিহাবাদ ষ্টেশন।

কবির স্বপ্ন।

সফল হইবে কিরে কবির স্বপন?
ধরা মাঝে নরজাতি, ধরিবে স্বর্গীয় জ্যোতি
বিমলতা যাবে করে সমতা স্থাপন!—
সফল হইবে কবে কবির স্বপন?
সেই সমাজের চিত্র আঁকো দেখি মনে!—
তুল্যাংশে পরিমাণ, ন্যায়েতে গঠিত প্রাণ—
সমাজ বন্ধন সব! শান্তির আগার
সদা দিব্য কবিবেক এই চরাচর!
ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব হৃদয়ে, বদনে
গাবে প্রীতি অনুদিন;—বাসনা অতীব হীন
নহে শুধু, যাবে যুঝে অভিমান হতে
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ আর রবে না মহীতে।
অনুভব করি যত পারি কি লিখিতে?
সত্য সুখ আবাদের, আসিবে কি হায় ফের
সফল করিতে আহা কবির স্বপন—
স্বর্গীয় শান্তির ভাব করিতে চেতন?
একে স্বপ্ন! স্বপ্ন কবে হয় যে সফল?
দুঃখির জনম ভোর, আছে ভিন্ন বেশ! কের
কেন বৃথা বল তার করিতে বর্ণন?
সুখ স্বপ্ন দেখাইয়া কাঁদাতে রোদন?
হোক্ স্বপ্ন! কিছু নহে এ স্বপন!
কবির হৃদয়ে জাগে, কায় যায় অনুরাগে
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ সদা তাঁর মন!
কেন তুমি ভাবে, যদি নাই পরিণাম?

আছে কিছি! এ স্বপন কি হইবে সফল!
কবি সৃষ্টি কেন শুধু? জাগে না কি আশাসিন্ধু
মানস তামসাকাশে করিলে স্থাপন
নবজাতি দার্শনিক নীতিবেত্তাগণ?
এস তাই নিরাশার বলি দিই জলে!
সেই আশা মদিরায়, ঢেলে দিই চিত্ত তায়!
এ আশার নেশা ঘোরে হব অচেতন!
আশার এ মাদকতা মধুর কেমন?
খানেক ভুলিয়া থাকি ক্রুর বর্তমান!
জীবনের সত্য তব, ভাবি মিথ্যা স্বপ্ন প্রায়!
কবির সে স্বপ্ন ভাবি প্রকৃত জীবন!
আশার এ মাদকতা মধুর কেমন?
আয় মা ভারত তুমি বসি মোর কোলে
মুছাই নয়ন জল!—কেন গণ্ডে করতল?
জীবন্ত দীনতা কেন আনমনে তোর?
পোহাবে মা এক দিনে দুঃখ নিশা ঘোর!
সত্যযুগে যে বসনে ছিলে মা ভূষিত
পর সেই পরিধানে, আবার স্বর্গীয় সাজ—
ছুটুক ঐ অঙ্গে তব!—অতুল বদন
স্বর্গীয় জ্যোতিতে পুনঃ হোক দীপ্তিমান!
সিদ্ধ সে স্বর্গীয় জ্যোতি আননে তোমার
মর্ত্যে নাম স্বাধীনতা! স্বাধীনতা অমরতা
বিশেষ তোমার! বড় ব্যথা নাই মনে
হারাইয়ে ছিলে তাহা পড়ে মনে মনে!
কল্পনায় পূর্ব্বাবেশে দেখিয়া হরষে
তোর ক্রোড় শোভা করে, অনন্ত অমরা চয়ে,
তাহাদের কীর্তি যশে পূরেছে ভুবন!
মা পুনঃ পেয়েছ ক্রোড়ে আপন সন্তান!
পেয়েছ মা ক্রোড়ে পুনঃ ঋষি পুত্রগণ!
সমধিক প্রফুল্লতা, সমধিক পবিত্রতা
সমধিক ভাবুকতা করিয়া অর্জন
মা তোমার কোলে বসে ঋষি পুত্রগণ!
পুলকিত বেদগান পশিছে শ্রবণে!
সে শান্তি মহিমা গীতি, শুনিয়া পাইছে প্রীতি
জীব জন্তুগণ সবে দেখ মা কেমন!
জ্ঞানী পুত্রগণ পুনঃ করে বেদ গান!
ব্যাস, বাল্মীকি গর্গ জৈমিনি সকলে
দেখ মা কোলেতে তোর, তাদের আননে সদা তোর
চায় তোর মুখ পানে সুবিমল জ্যোতি!
পুরস্কার কর মাগো দেখাইয়ে প্রীতি!
লক্ষ্মী রূপা মা তোমার তনয়া সকলে
সীতা, দময়ন্তী, সতী যাঁদের মধুর স্মৃতি
ভুলিবেও হায় তোর পারেনি ভুলিতে!
আর্য্য নারী পবিত্রতা হৃদয় হইতে!
সে সব তনয় আর তনয়া তোমার
চয়ে কোল শোভা করে; অনন্ত সুষমা ভরে
নির্জীব ভারত আজ হয়েছে উজ্জ্বল!
আর না হাসিছে হবে পড়ে করতল!
ভাবনার এই চিত্র আনন্দ আধার
আঁকিয়া কল্পনা পটে, কি আনন্দ মরি তাতে!
কিন্তু—
আবার যে পড়ে মনে ক্রুর বর্তমান!
আশার সে মাদকতা কোথায় এখন?
সফল হইবে ফিরে কবির স্বপন!
কোথা শান্তি বর্তমানে, উঠেছে তরঙ্গ চীনে,
পারস্য আফ্রিকা দোলে দেখি এশিয়ায়!
কোথা শান্তি নিদর্শন খুঁজিব কোথায়!
সভ্যতার বর্তমান উৎস মনোহর
কোথা শান্তি ইউরোপে? ভাবিতে হৃদয় কাঁপে
কেশরী মাতঙ্গে হেরি সংগ্রামে নিরত!
শান্তি! শান্তি! হায় শান্তি মরীচিকা মত!
যে জাতি মাতায়ে ছিল একদা ভুবন—
তোরণ কৃপাণ করে জিতে ছিল বসুধারে
দেখাইয়া একতার মহিমা কেমন!—
সে তুরকী করে আজ ধূলায় লুণ্ঠন!
কেশরী মাতঙ্গ বৈরী-তাহারও মিলিল!
ক্রুর মত শার্দ্দূলেরে, দমিতে একতা করে
হায় কিন্তু বৈরী যারা তাহারা মিলিল!
বল হীনে পূর্ণ বল সমরে ডাকিল!
আসুর বিক্রমে চায় নারকী আশায়
বীর দাপে ধায় রুষ। শান্তির নাহিক লেশ
কি বাহিরে কি অন্তরে অশান্তি সমান?
প্রলয়ে বসুধা বুঝি রসাতলে যায়!
ফরাশী কেশরী ঐ জাগে নিদ্রা হতে!
নব বলে বলীয়ান, এবার নাহিক ত্রাণ!
প্রমত্ত মাতঙ্গ পানে রোষে ফিরে চায়!
ফরাশী জার্ম্মেনে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য হায়!
নরজাতী স্বাধীনতা আকর বৃটিন!—
কিন্তু কোথা শান্তি তার? সন্তোষ শান্তির সার!
সে সন্তোষ বৃটেনের পেয়েছে বিদায়!
বৃটেনে শান্তির স্রোত কই আর বয়?
অবিশ্বাস বৃটেনের হৃদয়ে এখন
সর্ব্বোন্নতা নরপতি! কই আর সেই জ্যোতি
মানব মণ্ডলে, যার দৃষ্ট পেলোপেসে
মানব বুঝিল নরে, গ্রীস বাঁচে প্রাণে?
কোথা শান্তি? হায় শান্তি অদ্ভুত স্বপন!
স্বপ্ন স্বর্গে স্বর্গ বনে, নন্দিরে প্রফুল্ল মনে
অবিরাম ফুল, চারি সাজাইয়ে তায়
অনন্ত চামিনী এই ভারত মাতায়!
এবে স্বপ্ন! স্বপ্ন কবে হয় রে সফল?
দেখ ক্রুর বর্তমান ফিরে কেন আশাদায়!
জীবনের সত্যাচয় মিথ্যা সে কেমন?
শান্তি চাও? কোথা শান্তি? সুন্দর স্বপন
সফল হইবে ফিরে কবির স্বপন?
যত দিন নবজাতি ধরিবে স্বর্গীয় জ্যোতি,
বিপদ না যাবে, হবে সমতা স্থাপন!
সফল হইবে কবে কবির স্বপন?

শ্রীঈশচন্দ্র মজুমদার।

সোমপ্রকাশ

৩০ এ কার্ত্তিক সোমবার।

একটি নূতন সম্প্রদায়।

"ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।" বিভীষণ লঙ্কা পরিত্যাগ করাতেই লঙ্কা ছার খার হয়। "পর চোরকে পারা যায়, ঘর চোরকে পারা ভার।" গৃহশত্রু বড় ভয়ঙ্কর। এত দিন বিদেশীয়েরা শাণিত কৃপাণ করে লইয়া ভারতের পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহারা পর বলিয়া বড় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু এখন গৃহশত্রু লাগিয়াছেন। এখন বড় বিপদ ঘটিতে কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার ভিত্তিমূল খনন আরম্ভ করিয়াছেন, আবার ভারতের কতকগুলি অসভ্য পৌত্তলিকতার বিষম বিদ্বেষী হইয়াছে। আমরা গতবারে কলিকাতা গেজেটে ঐ সম্প্রদায়ের জগন্নাথ মূর্ত্তি নাশ করিবার চেষ্টা-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিবিধ সংবাদ স্থলে তৎসমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম। তাহাতে মনের তৃপ্তি লাভ হয় নাই। অতএব এবার ঐ বিষয়টী বিস্তারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সম্বলপুর নিবাসী কুম্ভপতী নামক কতক গুলি পর্ব্বত অসভ্য জাতীয় লোক গত ১ লা মার্চ্চ জগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তি বিনষ্ট করিবার সংকল্পে তথায় আগমন করে। এই দুঃসাধ্য কাজে বহু সংখ্যক স্ত্রীপুরুষ ব্রতী হইয়াছে। জগন্নাথের প্রতি তাহাদের এতাদৃশ বিজাতীয় আক্রোশ করিবার কারণ এই,— ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি মনুষ্যচক্ষুর অগোচর। অতএব মনুষ্য যে মূর্ত্তি কল্পনা করে সে কেবল লোক বিমোহনার্থ। দেবমূর্ত্তি বিনাশ করিতে পারিলে সাধারণ লোকে বুঝিবে যে, তাহাতে কিছুমাত্র দৈবশক্তি নাই। সুতরাং মনুষ্য কল্পিত প্রতিমা অকিঞ্চিৎকর: মানুষ ইচ্ছা করিলেই মূর্ত্তি গড়িতে পারে ও তাহা ভাঙ্গিতে পারে। দৈবশক্তির সমাবেশ থাকিলে কখন এরূপ হইত না। ইহাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কুম্ভপতিরা জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভ

[illegible] প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া নৃত্য করিতে [illegible] ঐ অবস্থা কাঁদিয়া বলে, যে [illegible] কোন দিব্য দেবতার [illegible] করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সম্প্রতি [illegible] সরকারি সহিত ঐ মহৎ উদ্দেশ্য [illegible] নিজ মত হইতে বহিষ্কৃত হই[illegible]। তন্মধ্যে দুই জন পুরুষ এবং তিন জন স্ত্রী [illegible] পুরীতে প্রবেশ করে।

এই কয়েক ব্যক্তি জগন্নাথ [illegible] উপনীত হইল। তাহাদের [illegible] একটি সুযোগও ছিল। সেই দিন [illegible] কাল পর্য্যন্তই তাহারা আহার করিয়াছিল, কারণ তাহা-দের ধর্ম্মের নীতিই অন্ন [illegible] অবগত হয় নাই। কিন্তু [illegible] নষ্ট করিবার মানসে ঐ নীতিই অন্ন [illegible] কি না, অদ্যাপি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। সিংহদ্বারে এক জন দ্বার-রক্ষক ছিল, গোলযোগ সহেই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া সে দ্বার অবরুদ্ধ করিল, অথচ তাহাতে কিছুই ফল দর্শিল না। এ দিকে আক্রমণকারীদের সংখ্যা অনেক, মন্দিরে বিস্তর যাত্রীর উপস্থিত ছিল। তাহারা বল-পূর্ব্বক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সকলেই তাহারা ভোগমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচার করিবার মানস করে; কিন্তু তৎকালে সেখানে ভোগসামগ্রী কিছুই ছিল না। ইত্যবসরে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন চারি শত হইয়া পড়ে। তৎপরে অত্যাচারীরা মন্দিরের অন্য বিজয় দ্বারে উপনীত হইল। কিন্তু তৎকালে ঐ দ্বার রুদ্ধ ছিল, সুতরাং মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাহারা অন্য পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যাত্রীর সংখ্যা সকলের অধিক হইয়া পড়িল এবং দেবালয়ের মধ্য জনপূর্ণ [illegible] গেল। এই গোলযোগে এক অত্যা-[illegible] করিয়া এক খণ্ড [illegible] উপলক্ষে [illegible] এবং [illegible] পরে যে [illegible] পুলিস দ্বারা অত্যাচারিগণ ধৃত [illegible] তাহাদের প্রত্যেকের তিন মাস [illegible] আজ্ঞা হয়।

[illegible] অত্যাচারী ধৃত হইবার অব্যবহিত [illegible] দুই জন পুরুষ, একাদশ স্ত্রী-[illegible] পুরীর মন্দি-[illegible] কোন অনিষ্ট না [illegible] নাই। তাহারা পুনর্ব্বারই পুলিস [illegible] উক্ত ক্ষেপণী ব্যক্তি [illegible] অবিদিত হয় যে ঐ সমস্ত লোকের [illegible] উপায় নাই। অতএব অবশ্যই তাহারা [illegible] অবলম্বন করে, অন্যথা তাহাদের দিন নির্ব্বাহ কি প্রকারে হয়। কিন্তু সুবিবেচক বিচারপতি মহাশয় কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, ঐ সকল ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইলে আবার অন্যান্য অনেক [illegible] হয়। ভারতবর্ষে নিরাশ্রয় [illegible] অপ্রতুল নাই। বাস্তবিক এ কথা প্রামাণিক বটে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু, এই পূর্ব্বোক্ত কয়েক ব্যক্তির পুরীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি প্রকাশিত হয় নাই।

এই ঘটনা অতীত হইলে বঙ্গ প্রদেশের প্রধান কমিশনর মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে ঐ সকল ব্যক্তির সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহা জ্ঞাত করিতেছি।

কুম্ভপতিরা সম্বলপুরবাসী। কুম্ভপতি শব্দের ব্যুৎপত্তি এই,—কুম্ভ শব্দে এক প্রকার বৃক্ষ, এবং পত আবরণ বস্ত্র। কুম্ভ বৃক্ষের বল্কলে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া কটিবন্ধ প্রস্তুত করে, তজ্জন্য উক্ত জাতি কুম্ভপতি নামে অভিহিত হয়। তাহারা হিন্দু, অথচ হিন্দু নহে। হিন্দুদিগের তেত্রিশকোটি দেবতাকে মানে, কিন্তু দেবমূর্ত্তির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি নাই। মনুষ্য কল্পিত, কাষ্ঠে কোন দেবতাকে দেখে নাই অতএব দেবতার প্রতিমা কিরূপে কল্পিত হইতে পারে? তজ্জন্য বিগ্রহাদির প্রতি তাহাদের নিতান্ত বিদ্বেষ।

এই জাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) প্রথম, নিদিষ্ট কুম্ভপতি। ইহারাই বল্কল বস্ত্র পরিধান করে। (২) দ্বিতীয় কসপতি; ইহারা ভিন্ন বস্ত্রাদি পরে। (৩) তৃতীয়, আশ্রিত বা গৃহস্থ। ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া গৃহবাস করে। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণী নিরাশ্রমী। তাহাদের জাতি বিচার বা আহার বিচার নাই। রাজা বা জমীদার, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, এবং জাতি ভিন্ন আর সকলেরই অন্ন তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজা এবং জমীদার প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, তজ্জন্য তাঁহারা কুম্ভপতিদের [illegible]। সে কারণ তাহারা রাজা কিম্বা জমীদারের অন্ন গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণেরা জাত্যভিমানে [illegible] হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাও অস্পৃশ্য। [illegible] সকল জাতির মল স্পর্শ করে, তজ্জন্য উহাদের অন্ন অপবিত্র। চণ্ডালেরা অতিশয় নীচজাতি, সুতরাং তাহাদের অন্ন অস্পৃশ্য। গুরুদেবেরা দারপরিগ্রহ করে। পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায় ইহাদের শিষ্য। কুম্ভপতিরা সকলেই ভ্রাম্যমান হয়। এক এক সম্প্রদায়ের এক একটী পৃথক সাধনমন্দির আছে। তাহারা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কুম্ভপতিরা তাঁহাকে "অলক্ষ্য" বলে। দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য-কথন এবং গুরুভক্তিই তাহাদের ধর্ম্মনীতির বীজ-মন্ত্র। হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর প্রতি তাহাদের বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা হিন্দুদের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী। তুলসীপত্র স্পর্শ করা দূরে থাক, তাহারা তুলসীবৃক্ষের নিকটেও যায় না। কারণ হিন্দুরা তুলসীপত্রে দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন। হিন্দুদের পূজাপার্ব্বণে ছাগবলি হয়, সে কারণ তাহারা ছাগ মাংস ভক্ষণ করে না। তাহারা দিবা-ভাগেই ভোজন করে; রাত্রিতে নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইলে কিঞ্চিৎ জলপান ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করে না। ইহাদের দৈনন্দিন ঈশ্বরভজনাদি ক্রিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে এই দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। সাধন কালে [illegible] উপর জানু সংস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া তাহারা স্তুতি-পাঠ করিতে থাকে। [illegible] ভনিতা কীর্ত্তনই তাহাদের সাধনের মূলমন্ত্র। তিন জনের অধিক ব্যক্তি উপাসনা ক্ষেত্রে সমবেত হইলে এক জন উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে থাকে, অন্যান্য সকলে তাহা আবৃত্তি করে। স্তব সমাপ্ত হইলে সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক চৌদিকে ভূমিতে নমস্কার করে।

বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদিগের ন্যায় কুম্ভপতিরা সাতি-শয় অনাচারী। পীড়া হইলে তাহারা ঔষধ খায় না; তবে নিতান্ত উৎকট রোগে তাহারা উপাসনা-ক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আহরণ করিয়া তাহা অন্ন মধ্যের সংযোগে ভক্ষণ করে। যে কোন ব্যাধি হউক না কেন, চিকিৎসা এই পর্য্যন্ত। ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকভাবই তাহাদের সকল কার্য্যের মূলসাধন।

কটকে এই মত কতদিন প্রচলিত হয় নাই। এইরূপ কথিত আছে,—অলক্ষ্য স্বামী অর্থাৎ কুম্ভ-পতিদের গুরু, পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতেন তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত একটী অবতার বিশেষ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কটক জেলার অন্তর্গত মলদার-পুরে আসিয়া স্বীয় মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করেন। সর্ব্বাদৌ ৬৪ চৌষট্টি ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসই প্রধান। অলক্ষ্যস্বামীর জীবদ্দশায় এই মতের অধিক প্রচার হয় নাই; তাঁহার শিষ্যেরাই উহা অনেক স্থানে প্রচলিত করিয়াছে। কটক হইতে সত্বর ঐ মত সম্বলপুরে আনীত হয়; এক্ষণে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য অনেক জাতিই ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, এবং উহার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

কুম্ভপতিদিগকে অসভ্য ও অজ্ঞ বলিয়া আমরা যতই কেন ঘৃণা করি না প্রত্যুত তাহাদের সত্য-

নিষ্ঠা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহ অসতী আছে কি না সন্দেহের বিষয়। জীবনসত্ত্বে তাহারা মিথ্যা কথা বলে না, এবং স্ত্রীলোকেরা পর পুরুষের মুখাবলোকন করে না। কেহ মিথ্যা বলিলে কিম্বা স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সমাজে সভ্যতা প্রবেশ করিলেই শঠতাও নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে,—উভয়ের মিত্রতা বড়, সারাদিন কেবল মনের আদরে কোলাকোলি করিতেছেন। কুম্ভপতিদের পূর্ব্বে বিচ্ছেদ ছিল না, সুতরাং অতিরিক্ত সম্প্রদায় বিভাগও ছিল না। কিন্তু কিঞ্চিৎ সভ্যতার পদ একবার তাহাদের মধ্যে কতকটা প্রবেশ করিয়া কিছু কিছু আমোদ করিয়া ফেলিল; শঠতা আর কোথায় যান? সহচরী ফেলিয়া কি থাকিতে পারেন?—ক্রমে তিনিও আসিয়া মিলিলেন। কুম্ভপতিদের দল অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, সে শঠতা কেমন?—তবে শুনুন পূর্ব্বে সোনপুরের ভীমভূঞা তাহাদের এক জন অধিনায়ক ছিল। ভীম কন্ধ; কিন্তু অনেকটা সভ্যজনা চালাক চতুর সহরে গোছের লোক। মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য উড়ে পুস্তক শুনিয়া তাহার অনেকটা কাব্য জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। এই অল্প বিদ্যাতেই তাহার স্বাভাবিক মেধার গুণে ভীম উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে সক্ষম হইল। এমন কি অচিরে সে এপ্রকার কয়েক খানি ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন-সম্বলিত কাব্য পুস্তক প্রণয়ন করে যে, তাহা অদ্যাপি পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে। ভীমের পুস্তকগুলি উড়িয়াভাষায় লিখিত। কবিতার ভাবমাধুরী, বর্ণনাচাতুর্য্য এবং ভাষার লালিত্য চমৎকার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পাঠক! এখন বিবেচনা করুন—ভীম কেমন ঠাটের মানুষ। কিছু কিছু বিদ্যা আছে, উড়িয়া ভাষায় সুন্দর ও সুশ্রাব্য কবিতা লিখিতে পারে। সে কবিতা আবার যেমন তেমন নয়,—সুভদ্রার রূপ বর্ণনা নয়, কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন নয়। কুম্ভপতিদিগের রুচির অনুরূপ,—এক ঈশ্বরের গুণানুবাদ। তাহার না জানি তৎপ্রণেতা প্রেমবশে আত্মীভূত হইবে? প্রায় সমস্ত কুম্ভপতি তাহার গুণে বিমোহিত হইয়া তদীয় অনুচর ও শিষ্য হইল। কিন্তু দলের তিলক ও শঠের শঠতা কতক্ষণ থাকে? ভীম ক্রমশঃ স্বীয় শিষ্যগণের নিকট অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার প্রসক্তি হয়। সত্য কথা কতক্ষণ অব্যক্ত থাকে, তাহার শিষ্যগণ শীঘ্রই এই অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল, তাহাদের ভক্তিও অনেক পরিমাণে বিচলিত হইল। কিন্তু কেবল সন্দেহারূঢ় হইয়া এক জনের চরিত্রে দোষারোপ করা বিধেয় নহে; সকল চিন্তা শিষ্যগণ এই স্থির করিয়া স্ত্রীলোকটীর গর্ভলক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গর্ভ—বিধির বিপাকে তাও ঘটিল। এখন সন্দেহ ভঙ্গ হয় কিসে?—ভীম বলিল,—ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভে স্বয়ং অর্জ্জুন জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাবতীয় অধার্ম্মিককে নির্ম্মূল করিবেন। সরল ভক্ত কপটতা বুঝে না,—তাই তাহাই শিরোধার্য্য। অর্জ্জুন—পুরুষ, স্ত্রীলোকটা পুত্র প্রসব করুক, তা নয়—কন্যা। এখন উপায়? মিথ্যাবাদীর যাকাবার আর শঠের ঠকের ফুরায় না; ভীম বলিল যে,—পূর্ব্বে তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, ঐ বালিকা আপনার অনুপম রূপ মাধুরীতে সমস্ত অধার্ম্মিককে বিনষ্ট করিবেন। যাহারা নিজে সরল, তাহারা জগৎকে সরল দেখে, শিষ্যেরা এবারও ভীমের আপত্তি শুনিল। কিন্তু ঈশ্বরের বিড়ম্বনা মৃত্যু কাহারও অপরিহার্য্য,—বালিকাটী শৈশবাবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিল। সকল কাজের সীমা আছে, ভণ্ডের আপত্তিরও সীমা আছে। ভীম ভণ্ড বলিল যে,—বালিকাটী পাপপরিপূরিত সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তজ্জন্যই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এবার তাহার আপত্তি আর শোভা পাইল না। বুদ্ধিমান শিষ্যের মধ্যে অনেকগুলি গুরুত্যাগী হইয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত হইল। পাঠক! বুঝিলেন ত সভ্যতার মাহাত্ম্য কেমন?

আমরা সভ্যতা চাই,—না চাই এমন নয়। কিন্তু চতুর রাজনীতির অভিনেত্রী সভ্যতাকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিয়া,—যাও যাও বলিয়া বিদায় করি, আসিতে বলি না। ধর্ম্মনীতিসম্মত সভ্যতাই ভারতবাসিদের পূজনীয়। যাহা হউক, এখন একটা কথা বলি, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে এ উৎপাত কেন হইল?—এক জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ বিনাশের কারণ কি? অজ্ঞতা নয়?—আমাদের প্রজাহিতৈষী সুবিবেচক গবর্ণমেন্ট তবে কোন্ বিচারের বশাপবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন? এই কি সুচারু প্রজাপালন? জাপান পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন রাজগণ ইউরোপে গিয়া তথাকার বিদ্যা শিল্প ও অন্যান্য মঙ্গলকারী শাস্ত্র সকল শিখিয়া আসিতেছেন; কেহ বা তথাকার কৃতবিদ্য অধ্যাপক স্বদেশে আনাইয়া প্রজাগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এমনি কপাল মন্দ যে, আমরা হাতে মাণিক পাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা হারাইতেছি। ভারতবর্ষের লোকে কৃতবিদ্য পাশ্চাত্য পরিবেষ্টিত হইয়াও সমুচিত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পাইবেন না! সাগর সেঁচিয়া জল রাখিবার স্থান হয়, কিন্তু এ দেশ রাখিবার স্থান মিলে কি না সন্দেহ।

এস্থলে সংক্ষেপে সম্বলপুর বৃত্তান্ত বর্ণন অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না।

সম্বলপুর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। ইহা পূর্ব্বে অরণ্যময় ছিল। যাহারা ইহার ইতস্ততঃ ছিল, তাহারা বনমানুষের ন্যায় ফলমূলাদি আহার করিয়া ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া কালাতিপাত করিত। ঐ প্রদেশটী পাটনার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৪৪৫ খ্রীঃ অব্দে তথাকার রাজা নরসিংহ দেব তাঁহার ভ্রাতা বলরাম দেবকে এই প্রদেশটী দান করেন।

বলরাম দেব সম্বলপুরে মৃগয়া করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। নানা প্রকার আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া তিনি তথায় নগর নির্ম্মাণের মানস করিলেন এবং জঙ্গল কাটাইয়া দুর্গ ও নগরাদি নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। জঙ্গল কাটিতে কাটিতে এক দেবীমূর্ত্তির দর্শন পাইলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার নাম সমলাইদেবী। এই হেতুক তিনি সে স্থানের নাম "সমলাইপুর" রাখিলেন। ক্রমশঃ লোকের উচ্চারণ দোষে সমলাইপুর হইতে সম্বলপুর হইয়াছে। তদবধি সম্বলপুরে রাজ্য আরম্ভ হইল। সেই রাজসিংহাসনে ক্রমে যে সকল ভূপতি আরোহণ করেন, তাঁহারা স্ব স্ব বাহুবলে নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ ১৮ গড়জাতের রাজগণকে জয় করিয়া মহারাজ পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজ বলরাম দেব ১৪৪৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৪৫৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র হৃদয়নারায়ণ দেব ১৪৫৩-১৪৭৬ পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার পুত্র বলভদ্র ১৪৭৬—১৪৯৫ পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার পুত্র মধুকর ১৪৯৫—১৫০২ পর্য্যন্ত, ও তৎপরে তাঁহার পুত্র বলিয়ারসিংহ ১৫০২—১৫২২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বলিয়ার সিংহের পুত্র রত্নসিংহ ৪ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া কালকবলগত হইলেন। তাঁহার পুত্র ছত্রসিংহ ১৫২২—১৫৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র অজিত সিংহ ১৫৫০—১৫৭২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, তার পরে তাঁহার [illegible] অভয় সিংহ ১৫৭২—১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শেষোক্ত রাজার রাজ্যাবস্থা সময়ে মহারাষ্ট্রিয়দিগের সহিত এক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাস্ত হইয়া নাগপুর প্রদেশে পলায়ন করে। পরে রাজসভার কোন কোন প্রধান লোক বিদ্রোহী

করিয়া রাজার ভ্রাতা জইৎসিংহকে লইয়া গিয়া রায়পুর ও রামভার মধ্যস্থিত বলবলী নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমে জইৎ সিংহকে বন্দী করিয়া নাগপুরে লইয়া গেল। ইতিমধ্যে অভয় সিংহ সিংহাসনে ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে লয় প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা বলভদ্র নামে এক বালককে রাজসিংহাসনে বসান হইল। এই রাজা ১৭৭৮—১৭৮১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। জইৎ সিংহ ঐ সময়ে কোন কৌশলে কারাবিমুক্ত হইয়া সম্বলপুরে আগমন পূর্ব্বক উক্ত বালককে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হইলেন।

এই জইৎ সিংহ ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে রাজা পরাস্ত হইয়া পুত্র সমেত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চাঁদায় নীত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ভূপ সিংহকে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজা জইৎ সিংহ ও তাঁহার পুত্র ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বন্দীদশায় ছিলেন। ঐ সালে ইংরাজ সেনাপতি মেজর রফসিজ সাহেব তাঁহাকে কারাবিমুক্ত করিয়া সম্বলপুরে আনয়ন করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে জইৎ সিংহের মৃত্যু হইল। ছোট নাগপুরস্থ ইংরাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার পুত্রকে পাস সম্বলপুরে রাজা করিয়া গড় জাত মহাল সমস্ত আপনাদিগের অধীন করিয়া লইলেন। এই সময় অবধি সম্বলপুরে ইংরাজদিগের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

উক্ত রাজার ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে কালপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার মহিষী মোহনকুমারী ১৮২৭—১৮৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ সিংহকে রাজা করেন। ঐ রাজা ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে নিঃসন্তান হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তদবধি ইংরাজেরা রাজকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য অন্য প্রদেশ যেমন দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া আছে, সম্বলপুরও সেই অবস্থায় অবস্থিত। মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়াই সম্বলপুরবাসী উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলে প্রতারিত হইয়াছে। মূর্খ অনভিজ্ঞ উৎকলেরাই নূতন ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সম্বল। তাহারা না থাকিলে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের যে কি উপায় হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

[illegible]

নব্যতন্ত্রী বিলাতী সিভিলিয়ান প্রভৃতি প্রায় এ দেশে আসিয়া কার্য্য শিক্ষা করেন; অতএব তাঁহাদের বুদ্ধির অপরিপক্ব অবস্থায় কাজের কতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু আমাদের সহযোগী রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত মেজর বেয়ারিং সে দলের লোক নহেন। তিনি সকল কাজে পরিপক্ক, রাজস্ববিষয়ে অসাধারণ বুৎপন্ন; সংসারের অনুভব দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক কাজের অনুষ্ঠানে আমরা সমধিক ফলের প্রত্যাশা করি। লোকে কথায় বলে, যে বেড়িতে জানে, সে কাণা কড়িতেও বেড়িতে পারে। সেই সংবাদপত্র, সেই আয়, সেই ব্যয়; শাসনপ্রণালী সেই, কেবল একটী,—সে রাজস্ব সচিব নহে। এই ভারতবর্ষে কত গোল উঠিয়াছিল, এখন ক্রমে সব মিটিয়া যাইতেছে। বৈয়াকরণেরা বলেন,—অন্যান্য কারণসত্ত্বেও কার্য্যের অসদ্ভাবে যাহার অভাবে, তাহাকেই উহার কারণ বলা যায়। অতএব অন্যান্য আর সকলি বিদ্যমান আছে, কেবল সে মন্ত্রী নাই আর পূর্ব্বের মত রাজস্বে সে গোলমাল নাই। সুতরাং মন্ত্রীর দোষেই এত গোল উঠিয়াছিল। প্রবাদ আছে,—মন্ত্রীর দোষেই রাজা নষ্ট। বাস্তবিক সে কথা মিথ্যা নয়। মন্ত্রণাতা ভাল হইলে চতুর্দ্দিকে কল্যাণ বিরাজমান থাকে।

মেজর বেয়ারিং এ দেশীয় প্রজাসমূহের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক উপায় করিতেছেন। পোষ্ট আফিসে টাকা গচ্ছিত রাখিবার কল্পনা পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এইবার তাহা সিদ্ধ হইবে এমন সম্ভাবনা হইয়াছে। কৃষক ও অন্যান্য সামান্য ব্যক্তি টাকা সঞ্চিত রাখিবে মফঃস্বলে এমন স্থান নাই। সওদাগর মহাজন প্রজাদিগের হাতে একেবারে অধিক টাকা আইসে না। কদাচ কখন ২টি এক টাকা হাতে আসিলে প্রায় তাহা খরচ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ টাকা অল্পে অল্পে কোন স্থানে সঞ্চিত রাখিতে পারিলে কিছু দিনে টাকা হউক অন্তত কিঞ্চিৎ পুঁজি হয়। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রজাহিতৈষী রাজস্বসচিব ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রাখিবার নিমিত্ত এক একটী ব্যাঙ্ক খুলিবার মানস করিয়াছেন। এই সদনুষ্ঠান প্রজার পক্ষে পরম হিতকর।

টাকা জমা দিবার পূর্ব্বে সকলেই ব্যাঙ্কের নিয়মগুলি উত্তমরূপে পড়িবেন। যিনি পড়িতে অক্ষম, তিনি অন্যের দ্বারা পড়াইয়া নিয়মগুলির মর্ম্ম জ্ঞাত হইবেন। তৎপরে আবেদন পত্রে স্বীয় নামধাম, বাসস্থান জাতি ও পিতার নাম বিবৃত করিয়া পোষ্ট মাষ্টারের নিকটবর্ত্তী ডাকঘরে দাখিল করিতে হইবে। আবেদনকারী স্বয়ং উপস্থিত না হইলেও চলিবে। স্বাক্ষরিতপত্রে এইরূপ লিখিত থাকিবে যে, তিনি সেভিংসব্যাঙ্কের নিয়মাবলী পাঠ করিয়া কিম্বা শুনিয়া অবগত হইয়াছেন এবং তাহাতে স্বীকৃত আছেন। যে ব্যক্তি লিখিতে অক্ষম, তিনি এক জন সাক্ষিসমেত ডাকঘরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবেন। পরে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্রে ঐ সাক্ষী স্বাক্ষর করিলে তিনি তাঁহার নামের উপর টিপসহি কিম্বা মোহর থাকিলে মোহর করিয়া দিবেন।

নাবালক কিম্বা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রী সকলেই স্ব স্ব নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। পিতা মাতা কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন বালক বালিকার নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। যে কোন জাতি কি বর্ণাশ্রমী হউক না, ভারতবর্ষে সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে। কোন ব্যক্তি আপনার নামে দুই বা ততোধিক হিসাব খুলিতে পারিবে না। কিন্তু নিজ নামে টাকা গচ্ছিত রাখিলে সে ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে, কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না। আপন নাবালকের নামে অপরে যেমন টাকা জমা দিতে পারিবে, তেমনি স্বয়ং নাবালকেরাও স্ব স্ব নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি আপনার নামে টাকা জমা দেয়, আর তাহার পত্নীর যৌতুক স্ত্রীধন থাকে, তাহা হইলে সেই পত্নী নিজ নামে জমা রাখিতে পারিবে; কিন্তু যৌতুক স্ত্রীধন না হইলে এমন ক্ষেত্রে আর পৃথক জমা গৃহীত হইবে না। জেলার ব্যাঙ্কে যদি কেহ টাকা গচ্ছিত রাখেন, তাহা হইলে তিনি সব পোষ্ট আফিসের ব্যাঙ্কে আর টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন না। জামিনী টাকা কিম্বা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অবিভক্ত টাকা গৃহীত হইবে না। কিন্তু এমন নির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ নামের কারবারের টাকা গ্রহণ করা যাইবে। টাকা গচ্ছিত রাখিবার কালে ।০ চারি আনা, ৷৷০ আট আনা ৷৷৷০ বার আনা এবং পূর্ণ টাকা গৃহীত হইবে; কিন্তু ।/০, ৷০, ৷/, ৷৷/০, ৷৷/ এরূপ গৃহীত হইবে না। ৩১ এ মার্চ্চ হইতে আগামী বর্ষের ১ লা এপ্রেলের মধ্যে অর্থাৎ সম্বৎসরের ভিতরে কেহ ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক গচ্ছিত রাখিতে পারিবে না। গচ্ছিত টাকার উপর বাৎসরিক শতকরা ৩৷০ হিসাবে সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। বৎসরের শেষে প্রাপ্য সুদ মূলধনের সঙ্গে পরিগণিত হইবে এবং তাহার উপরেও সুদ চলিতে থাকিবে। কিয়দংশ টাকা বাহির করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলে সপ্তাহের মধ্যে একবারে টাকা পাইবে। কেহ তাহা অপেক্ষা আনা কিম্বা টাকা বাহির করিতে পারিবে না। সমস্ত টাকা আবশ্যক হইলেও বাহির করিতে পারিবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকারা স্বীয় নামে টাকা গচ্ছিত রাখিলে

অবং তাহা বাহির করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু তাঁহাদের নামে অন্য কেহ টাকা গচ্ছিত রাখিলে নিকট অভিভাবক কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন সে টাকা অন্য কেহ বাহির করিতে পারিবে না।

টাকার হিসাব এক খানি খাতায় লিখিত থাকিবে। গচ্ছিত টাকা, প্রতিগৃহীত টাকা, এবং টাকার সুদ ঐ খাতায় লিখিত থাকিবে। দৈবাৎ ঐ খাতা হারাইলে ১ এক টাকা মূল্য দিয়া আর এক খানি ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। যিনি টাকা জমা দিবেন, তাঁহার নিকট ঐ খাতা খানি থাকিবে। টাকা জমা দিবার সময় কিম্বা বাহির করিয়া লইবার সময় ঐ খাতা সমেত ডাক ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইতে হইবে। বহিতে টাকার হিসাব তুলিয়া পোষ্ট মাষ্টার তাহাতে নিজের নাম স্বাক্ষর এবং ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত করিবেন। ঐ খাতা পাইলে সকলেই এক খানি রসিদ লিখিয়া দিবেন। ঐ হিসাবের খাতায় যে সকল টাকা লিখিত থাকিবে না, পোষ্ট মাষ্টার তজ্জন্য দায়ী হইবেন না। হিসাবে কোন রূপ ভ্রম লক্ষিত হইলে পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিতে হইবে, এবং এই আপত্তি পরিষ্কার না হইলে পুনর্ব্বার টাকা গচ্ছিত রাখিবে না। যদি সহস্র মুদ্রার অনধিক টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কাহারও মৃত্যু হয়; এবং তিন মাসের মধ্যে যদি কেহ তৎকর্ত্তৃক উইল পত্র কিম্বা ১৮৬০ সালের ২৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে না পারে, তবে পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট যিনি সেই টাকার ন্যায্য অধিকারী বলিয়া উপস্থিত হইবেন, তিনিই তাহা পাইবেন। কোন ব্যক্তি উন্মত্ত কিম্বা বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহে অশক্ত হইলে তাঁহাদেরও টাকা ঐরূপে দেওয়া যাইবে।

ডাক ঘরে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে দরিদ্র লোকের হাতে কিছু কিছু অর্থ সংস্থান হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরের লিখিত কয়েকটী নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। স্বামীর নামে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত থাকিলে তদীয় পত্নী কেবল যৌতুক প্রাপ্ত ধন আপনার নামে গচ্ছিত করিতে পারিবেন। এ নিয়মটী বড় সঙ্গত নয়। বোধ হইতেছে, এ প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকিলে টাকা জমা লইবার সময় বিভ্রাট ঘটিবে। পোষ্ট মাষ্টার কিরূপে জানিতে পারিবেন যে, কোন স্ত্রীলোকের ধন তাহার স্বামী উপার্জ্জিত কি না? আমাদের বিবেচনায় এ নিয়মটী পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হয়। এ বিধির বিশেষ কোন উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। আর একটী কথা উল্লিখিত হইয়াছে যে, জেলার ব্যাঙ্কে কেহ টাকা গচ্ছিত রাখিলে, তিনি আর মফস্বলের ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন না। এ নিয়মটীও আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। অনেক ভ্রমণকারী ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে নগদ টাকা লইয়া দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্ত স্থানে স্থানে যাইতে হয়। নগদ টাকা সঙ্গে থাকিলে এক এক সময় বিপদও ঘটে। কিন্তু স্থানে স্থানের ব্যাঙ্কে তাঁহাদের নামে টাকা গচ্ছিত থাকিলে কেবল খাতা খানি সঙ্গে লইয়া গমন করিলেই চলিল, কোন বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা থাকে না। এইরূপে অনেক কাজে লোকের বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

ব্যাঙ্কে সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কাহারও মৃত্যু হইলে উইল বা সার্টিফিকেটের অভাবে উত্তরাধিকারী যিনি টাকার দাবী করিবেন, পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল তাঁহাকেই উক্ত টাকা দিবেন। এ নিয়মটীও সুসঙ্গত নহে। সময়ে সময়ে প্রতারকের হস্তে টাকা পড়িতে পারে। আমাদের বিবেচনায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে পোষ্ট মাষ্টার তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়া যেন টাকা দেন।

বঙ্গদেশস্থ ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান।

লোকসংখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে যে বঙ্গদেশ, বেহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, আসাম, বেরার, আজমীর, ও রাজপুতনায় ১০,৫৬৩টী শিক্ষা প্রাপণের যোগ্য বয়স্ক ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালক আছে। তন্মধ্যে ৫৫০০টী বালক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে অপর ৫০৬৩টী বালক শিক্ষা পাইতেছে না। ইহার মধ্যে ৫০০০ বালকের কলিকাতায় বাস, তাহাদের ১০০০ শিক্ষালাভ করিতে পায় না। অবশিষ্ট ৮৫৬৩ টী কলিকাতার বাহিরে নানাস্থাননিবাসী। মফস্বলবাসী ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালকদিগের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ অংশ শিক্ষালাভ করিতেছে, অবশিষ্ট কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধেক অংশ কোন শিক্ষাই পাইতেছে না। বালকদিগের ইহাদের সকলের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয় এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। এ চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের নূতন নহে, লর্ড কানিংয়ের সময় হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন তৎপরে প্রায় সকল গবর্ণর জেনেরলই এ বিষয়ে কিছু না কিছু মনোযোগ দিয়া গিয়াছেন। বিশ বৎসর অতীত হইল লর্ড কানিং এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয়দিগের অর্দ্ধ ও তাহাদের পুত্র কন্যার শিক্ষা দানে অনাস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন এটী একটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী দুর্নাম ও কলঙ্ক। সেই দুর্নাম ও কলঙ্ক অপনোদনার্থ বড়লাট হইয়াই তাঁহাকে নানা গুরুতর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে হওয়াতে তিনি উক্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহী সর হেনরি লরেন্স সৈনিক পুরুষদিগের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পঞ্জাব অঞ্চলে কয়েকটী মিলিটারি আসাইলম নামক পাঠশালা ও বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত করেন। যে সকল সৈনিক পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, যে সকল সৈনিকদিগের পুত্রগণের শৈশব কালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে দারিদ্র্য নিবন্ধন লেখা পড়া শিখিবার সুযোগ হয় না এবং যাহারা বিদ্যালয়ের ব্যয় যোগাইতে সমর্থ নহে, তাহারা ঐ সকল মিলিটারি আসাইলমে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ের অবস্থা ও পাঠ্যপাঠনাদির প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ১৮৭৪ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক এক কমিশন নিয়োগ করেন এবং অপর "দরিদ্র খ্রীষ্টিয়ান পুত্রদিগের" বিদ্যা শিক্ষার উপায় স্থির করিতে আদেশ দেন। ১৮৭৯ অব্দে লর্ড লিটন এই বিষয়ের জন্য তাঁহার সহযোগী সর জন ষ্ট্রাচি, সার এডওয়ার্ড জনসন [illegible] ও পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরদিগকে কমিটী স্বরূপে নিয়োগ করেন। এই কমিটীর সভ্যদিগকে তিনি এই উপদেশ দেন যেন তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষার জন্য সত্বর উপায় স্থির করিয়া দেন।

সম্প্রতি লর্ড রিপন সেই উপায় স্থির করিয়া এক [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং অপর কতকগুলি বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়গুলি দেশীয় বিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র হইবে। দেশীয় ছাত্রেরা এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবে না এবং দেশীয় বিদ্যালয়ের সহিত ইহাদের কিছুমাত্র সংস্রব থাকিবে না। এই রূপ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশে তিনি যে [illegible] কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমরা সেই কারণ গুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ গুলি এই:—

১। দেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য নানাস্থানে যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কি সেই সমুদায় বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নাম গন্ধ নাই।

২। কলিকাতার বা অন্যত্র যে স্থানে যে স্থানে ইউরোপীয়েরা থাকে তথায় ইউরোপীয় বালিকার অধ্যয়নের উপযোগী একটীও বিদ্যালয় নাই। সুতরাং পাঠের সুবিধা হয় না।

৩। কলিকাতার বাহিরে যে যে স্থানে ইউরোপীয়দিগের বাস [illegible] অনেক দূরে থাকে। দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি [illegible] আবাস স্থানের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই উষ্ণ প্রধান দেশে ইউরোপীয় শিশুর ৬।৭ ৮।৯ বালক বালিকার দূর হইতে যাতায়াত করা অতিশয় কষ্টকর।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাপত্রের এই যুক্তিগুলি পাঠ করিলে আপাততঃ প্রতীয়মান হইবে যে এই যুক্তিগুলি অকর্মণ্য নহে; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে সকলগুলি সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যে ধর্ম্মশিক্ষার আপত্তি তুলিয়াছেন সেটী সুসঙ্গত বোধ হইতেছে না; বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের যে একটী কর্ত্তব্য তাহা আমাদের ইহা কোন মতেই বোধগম্য হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ঐহিক বিষয়ের সুখ স্বচ্ছন্দ সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; কিন্তু পরলোকের সুখ স্বচ্ছন্দের সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সম্পর্ক যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভাল যদি ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান গবর্ণমেণ্টের কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইল, তাহা হইলে বলি এই গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিবার প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে নানা প্রকার মতাবলম্বী খ্রীষ্টীয়ান বালক অধ্যয়ন করিবে। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই এই সকল বালকদিগকে বিভিন্ন প্রকার কি এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে? যদি এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অপর মতাবলম্বী বালকেরা ঐ ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে কেন? আর যদি নানা প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া অভিপ্রেত হয় তাহার সুবিধাই বা কিরূপে হইবে?

গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় আপত্তি অতি সঙ্গত, আমরা ইহার সম্যক অনুমোদন করি। আমাদের ইচ্ছা এই যে নানাস্থানে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। যাহাতে ইংরাজ, ফিরিঙ্গি, ও বাঙ্গালীর কন্যাগণ সকল স্ব স্ব সুবিধামত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহার উপায় করিয়া দেওয়া হউক।

প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাহিরে যে যে স্থানে ইউরোপীয়দের বাস সেখান হইতে দেশীয়দিগের আবাসস্থান অনেক দূর। দূরত্ব নিবন্ধন এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইউরোপীয় বালকদিগের দেশীয়দিগের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের বিস্তর অসুবিধা হয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে এই অসুবিধা দূর করিবার কি আর কোন উপায় নাই? পৃথক বিদ্যালয় না করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে সাধারণের পাঠোপযোগী এক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে কি সকল দিকে সুবিধা হয় না? এরূপ পৃথক বিদ্যালয় হইলে যে ব্যয় বাহুল্য হইবে, এক স্থানে বিদ্যালয় হইলে কি তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে [illegible] পাঠশালার বিশেষ উন্নতি হইবে না? ইউরোপীয় ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে আনয়ন করিবার জন্য কি দুই এক খানি গাড়ি রাখিলে কি সকল দিকে সুবিধা হয় না?

আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবটি নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। ইহাতে এক জাতির বিদ্বেষ হ্রাস না হইয়া বরং তাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহারই উপায় বিধান করা হইতেছে। কোথায় গবর্ণমেণ্ট এই জাতিগত বিদ্বেষের অপনয়নের চেষ্টা করিবেন না তাঁহাদের দ্বারা ইহা বর্দ্ধিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট যখন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিধান ও তাহাদের উন্নতি সাধন করিবার সংকল্প করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তখন যাহাতে ঐ সকল বিদ্যালয়ে দেশীয়েরাও অধ্যয়ন করিতে পারে তাঁহারা তাহার সুবিধা করিয়া দিউন। ইহার ফল বিলক্ষণ উপাদেয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে দেশীয় ও ইউরোপীয় জাতির বিদ্বেষ অপনীত হইবার সুযোগ হইবে। বাল্যকাল হইতে উভয় জাতির বালকেরা একত্র সহবাস করাতে এবং অল্পবয়সের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন উভয় জাতির সংঘর্ষ হওয়াতে উভয় জাতির জাতিগত বিদ্বেষ অপনীত হইবে, পরস্পরে প্রণয় ও অনুরাগ জন্মিবে, এবং বিদ্যাশিক্ষারও বিশেষ উন্নতি হইবে।

গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। খ্রীষ্টীয় মিশনরিদিগের ন্যায় ইউরোপীয়েরা এক একটী সভা করিয়া চাঁদার অর্থ সংগ্রহ করুন। সেই সভা প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কেবল সাহায্য দান করুন, তাহা হইলে কেবল যে ব্যয়ের লাঘব হইবে এরূপ নহে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন প্রকাশ হওয়াতে যে পক্ষপাত দোষের প্রসঙ্গ হইতেছে, তাহারও অনেকটা অপনয়ন হইবে। উপস্থিত স্থলে গবর্ণমেণ্ট যেরূপে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বালক সংখ্যা করিয়া তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিধান করিতেছেন দেশীয় বালকদিগের সংখ্যা করিয়া তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কি সেইরূপ যত্ন করিয়া থাকেন?

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির আদেশ মতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি এ দেশে পাওয়া যাইলে বিলাত হইতে আর আনয়ন করিবেন না এই যে সংকল্প করিয়াছেন সেই সংকল্প অনুসারে কিছু দিন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গেজেটে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই এক সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছে, যে রুড়কি ও জামালপুরের কারখানায় এক্ষণে যে বায়ুর কল, চাবি, ও কুলুপ প্রস্তুত হইতেছে, এবং কুলাবক্স, কাতুড়ি, সেই, প্রভৃতি কামারের কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি যাহা রুড়কির কারখানায় এবং কলিকাতায় জেসপ, বর্ণ, অপকার এবং মার্টিনিয়াস ও এণ্ডারসন কোম্পানির কারখানায় প্রস্তুত হয়, এবং বোম্বাইয়ের দুই একটী কারখানায় যাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা; পিত্তল ও লৌহের হাঁসকল, কড়া, রাণীগঞ্জের পাথরের পাতাদি, এবং পার্ব্বত্য কয়লা ও কোক কয়লা ইংলণ্ড হইতে আর আনীত হইবে না। এই সমুদায় দ্রব্য ভারতবর্ষে অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আরও এই নিয়ম করিয়াছেন যে বিলাত হইতে এই সকল দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে যে ব্যয় পড়ে এখানে তদপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় না হয়, অথচ বিলাতের অনুরূপ দ্রব্যাদি এখান হইতেই মিলে তাহা হইলে, তাহা বিলাত হইতে আনীত হইবে না। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে দেশীয় শিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

প্রতি বৎসর গবর্ণর জেনেরল ও গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী আপিসের কর্ম্মচারিদিগের সিমলা যাতায়াতে বিস্তর অর্থ অনর্থক ব্যয় হয় বলিয়া আমরা বহুকালাবধি তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করেন নাই। গবর্ণর জেনেরলের সমভিব্যাহারে যে সকল আপিস সিমলায় গিয়া থাকে, তাহার অনেকগুলির সিমলা গমনের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না, অথচ সে গুলিও সিমলায় প্রতি বৎসর প্রেরিত হয়। গত ৩১ এ অক্টোবর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর এড্জুটাণ্ট জেনেরল ও তাঁহার আপিস, সৈনিক বিভাগ, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ, সর্জ্জন জেনেরল, ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরল, টেলিগ্রাফ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিটিওরলজিকাল সংবাদদাতা ও প্রেসকমিশনর নিজ নিজ কার্য্যালয় সহিত প্রতি বৎসর সিমলায় গমন করিবেন। ভূগোল ও জরিপ বিভাগের ডাইরেক্টর এক্ষণে সিমলার আপিস স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য ব্যয়বাহুল্য হইবেক না। অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনেরল, গবর্ণমেণ্টের অশ্বশিক্ষা কার্য্যের ইনস্পেক্টর আর

সিমলায় গমন করিবেন না। বঙ্গদেশীয় সৈনিক বিভাগের সর্জ্জন জেনেরল, স্বাস্থ্যরক্ষার কমিশনর, ষ্টেট রেলওয়ে সমূহের ডিরেক্টর জেনেরল, মিলিটারি বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনেরল এবং ঠগি ও ডাকাইতি নিবারণের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই কয়েক জনের আপিস এক্ষণে সিমলায় স্থায়ী হইয়াছে এবং সৈনিক বিভাগের একটী আপিস ও বঙ্গদেশীয় কমিসারি জেনেরলের আপিস ও আগামী বৎসর হইতে তথায় স্থায়ী হইবে। যাঁহারা আপাততঃ সপরিবারে সিমলা যাতায়াতের ব্যয় পাইতেছেন তাঁহাদিগকে এই ব্যয় দেওয়া হইবে বটে কিন্তু অতঃপর যে সকল কর্ম্মচারী নূতন সিমলায় যাইবেন, তাঁহারা এই ব্যয় পাইবেন না।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে অর্থ ভারতবর্ষের ধনাগারে সঞ্চিত হইয়া থাকে, ঐ অর্থ লর্ড লিটনের শাসন কালে আফগান যুদ্ধে ব্যয় হইয়া যায়। যখন এই অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হয়, তৎকালে গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই অর্থ কেবল দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সঞ্চিত থাকিবে, এবং দুর্ভিক্ষ ভিন্ন উহা আর কিছুতেই ব্যয় করা হইবে না। কিন্তু যখন আফগান যুদ্ধের ঘোরতর ভার আসিয়া গবর্ণমেণ্টের শিরে পতিত হইল, যখন স্রোতের ন্যায় টাকা বাহির হইতে লাগিল, যখন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে "আন টাকা" "আন টাকা" শব্দ উঠিল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়া গবর্ণমেণ্ট যেখানে যাহা পাইলেন, তাহা খরচ করিতে লাগিলেন। তখন মান রক্ষা করা চাই, তখনই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সঞ্চিত ধন উহাতে ব্যয় করা গিয়াছিল। এখন যুদ্ধ নাই, দুর্ভিক্ষ নাই, গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন বিপদ নাই। দুর্ভিক্ষের টাকাও সঞ্চিত হইয়াছে। এ বৎসর সর্ব্বত্র যেরূপ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ১৮৮২-৮৩ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন যে, ১৮৮১-৮২ অব্দে দুর্ভিক্ষের জন্য যে সঞ্চিত ধন আছে এবং ১৮৮২-৮৩ অব্দে যে অর্থ ঐ বিষয়ের জন্য সঞ্চিত হইবে, উহা রাজস্ব বিভাগের ১৮৮১-৮২ অব্দের প্রতিজ্ঞার ৫৭ ও ৬৮ ধারা মতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঋণ শোধে ব্যয়িত হইবে। আপাততঃ এই বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে পঁচাত্তর লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত আছে, এবং ১৮৮২-৮৩ অব্দে যে ১৫০,০০০ টাকা সঞ্চিত হইবে, ঐ অর্থ নিম্নের নিয়ম অনুসারে ঋণপরিশোধকার্য্যে ব্যয়িত হইবে:—

১। আপাততঃ চারি টাকা সুদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে ২২,১৮,০০০ টাকা কোম্পানীর কাগজ ঋণ আছে ১৮৮২ অব্দের ১১ ই ফেব্রুয়ারি তাহা পরিশোধ দেওয়া হইবে। ঐ দিবস ঋণদাতারা যদি ঐ টাকা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাহার সুদ আর চলিবে না।

২। ১৮৬৭-৬৮ অব্দের পাঁচ টাকা সুদি যে ৬০,৫৩,০০০ টাকা দেনা আছে ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুন তাহা শোধ দেওয়া হইবে। ঐ দিনের পর আর তাহার সুদ চলিবে না।

লর্ড রিপণের এই অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় থাকিবে। ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইতেছিল, ক্রমশঃ ডুবিতেছিল—এমন কি লোকের এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যায় যায় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু লর্ড রিপণ এই ঋণজাল হইতে ভারতবর্ষকে ক্রমশঃ মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ঋণ হ্রাস করিতে অদ্যাবধি লর্ড নর্থব্রুক পারেন নাই, লর্ড লিটন যে ঋণের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋণ এখন ক্রমশঃ শোধ হইতে চলিল, ইহার ন্যায় লর্ড রিপণের গৌরব আর কি আছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুস্তক সমালোচনা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

এখানি কথা নামে গদ্য কাব্য। আমরা যে পরিচয় দিলাম, বোধ হয় স্পষ্ট হইল না। ইহার স্পষ্ট পরিচয় এই, এক্ষণে যে নূতন ধরণের উপন্যাস লিখিবার রীতি হইয়াছে, এখানি সেই উপন্যাস। বালকেরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে উপন্যাস শুনিয়া থাকে, এ সে উপন্যাস নয়। ইহাতে কল্পনাচাতুরী, রচনালালিত্য, বর্ণনার চমৎকারত্ব ও অলঙ্কার-যোজনা-নৈপুণ্য চাই। কবিরা নবরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণ সম্প্রতি ক্রমে সেই সব রসের উপন্যাস করিতে না পারিলে উপন্যাসের শোভা হয় না। সেই নবরসে আবার এরূপে উপন্যাস করিতে হইবে যে পাঠক পাঠের সময়ে তন্ময় হইয়া থাকিবেন। সেই সেই রসগুলি মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার অন্তরকে নাচাইয়া তুলিবে। আমরা উপন্যাসের উৎকর্ষবিধায়ক যে গুণগুলির বর্ণন করিলাম, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথাতে তাহার অনেক গুলির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। পাঠ করিয়া অনেক স্থলে ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাসে হইয়া আমাদের অন্তর আন্দোলিত হইল। আদ্যন্ত গ্রন্থকারের পরিসমাপ্তি করা পর্য্যন্ত আমরা বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে অনেক বার ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীবিপিনবিহারি ঘোষাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা বিডন বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৮১।

ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকখানিতে নিজের মত কিছুই প্রকাশ করেন নাই; আর্য্য ঋষিগণ মুক্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তিনি ইহাতে তৎসমুদায় সংকলিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য।

আজিকালি বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। এমন সময়ে বেদ বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রাদি হইতে উপদেশ সংগ্রহ করা এবং পাঠকদিগের উপকারার্থে জনসমাজে অর্পণ করা অতি গৌরবের কার্য্য। বিপিনবিহারি ঘোষাল তাহা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে মুক্তির প্রকারভেদ, জীবন্মুক্ত অবস্থা, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ, ইন্দ্রিয় সংযমের আবশ্যকতা, ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়, শরীরের উপর মনের অধিকার, মনঃ সংযমের উপায়, উপাসনা, যোগ, সমাধি, কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাস, বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এবং শেষে সংকলয়িতা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।"

যে যে পুস্তক হইতে প্রমাণ সংকলন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল:— অষ্টাবক্র সংহিতা, আত্মবোধ, উত্তর গীতা, কঠোপনিষৎ, কুলার্ণব তন্ত্র, দক্ষস্মৃতি, পঞ্চদশী, প্রশ্নোপনিষৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মনুসংহিতা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, মহাভারত, মুণ্ডকোপনিষৎ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, যোগবাশিষ্ঠ, বিষ্ণুপুরাণ, বেদান্ত দর্শন, ভগবদ্গীতা, ভাগবত, ইত্যাদি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। ম্যাঞ্চেষ্টারে আইরিস ল্যাণ্ড কমিশন [illegible] সভা সমাপ্ত করিয়াছেন।

প্যারিস ২১ এ নবেম্বর। এম, গাম্বেটা ডেপুটি সভায় বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের টিউনিস সম্বন্ধীয় রাজনীতির যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিবেন না।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। ম্যাকেঞ্জি [illegible] জেনেরল [illegible] হইয়াছেন।

আলেকজান্দ্রিয়া ২২ এ নবেম্বর। আলজিরিয়ার গবর্ণর জেনেরল [illegible] করিয়াছেন।

বার্লিন ২২ এ নবেম্বর। জার্ম্মানির [illegible]

এই জুলাই হইতে যে পার্লামেণ্ট সব কমিশন নিয়োগ করিতে [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] নবেম্বর। [illegible] অষ্ট্রিয়া [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] নিয়মের আধ্যের [illegible] অষ্ট্রিয়ার [illegible] কোন আশঙ্কা নাই।

[illegible] নবেম্বর। [illegible] স্বীকার করিয়াছেন।

[illegible] নবেম্বর। [illegible]

[illegible] নবেম্বর। [illegible]

[illegible] নবেম্বর। [illegible]

[illegible] নবেম্বর। [illegible]

[illegible]

তীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে সব সর্ত্ত টি উসমনীকে আর ছুটীর মেয়াদের পরে স্থির করা হইবে।

[illegible] ১৮ ই নবেম্বর। স্পেনদেশের প্রধান মন্ত্রী কর্মত্যাগ করিয়াছেন। এম, গ্যাম্বেটা নূতন মন্ত্রিসভা নিয়োগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ১৮ ই নবেম্বর। রুশ দূত তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের প্রজা [illegible] সম্বন্ধে যে [illegible] করিয়াছিলেন, তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করেন নাই।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও দক্ষিণ পূর্ব (মাতলা) রেলওয়ে এবং নলহাটি রেলওয়ের জন্য কয়েক জন ষ্টেশন মাষ্টার, টেলিগ্রাফের সিগনালার, এবং গার্ডের আবশ্যক হইয়াছে। যে সকল ষ্টেশন মাষ্টার পদপ্রার্থী বাবুর টেলিগ্রাফের কার্য্যে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের আবেদন সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। সিগনালারদিগের পক্ষেও টেলিগ্রাফের কার্য্যে অভিজ্ঞতা চাই। যাঁহারা পূর্ব্বে রেলওয়েতে কার্য্য করিয়া পদ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ প্রশংসা পত্রের নকল সহিত নিম্নের স্বাক্ষরকারির নিকট ২০ এ নবেম্বরের মধ্যে আবেদন করিবেন। তাঁহারা পূর্ব্বের চাকরি হইতে কেন অপসৃত হইয়াছেন তাহা আবেদনে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা।
১২ ই নবেম্বর ১৮৮১।
শ্রীবামাপতি মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব (মাতলা)
ও নলহাটি রেলওয়ের ম্যানেজার।

বিবিধ সংবাদ।

মজঃফরপুরে এবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি তথায় প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে সে আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে।

পেশোয়ার জেলার অন্তঃপাতী কোহিপ্রামে দৈবাৎ আগুন লাগিয়া অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ৯৬টী দোকান ও ১১ টী বাটি বিনষ্ট হইয়াছে।

কাবুল, ও পেশোয়ারের পথে যদ্যপি যে ডাকাইতির ভয় হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিস্তর বণিক পেশোয়ারে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু সুলেমান খেল ও মকানেল গাজী মাধু ও খাড় খাঁ অদ্যাপি ডাকাইতি করিতেছে। সম্প্রতি তাহারা তিনশত উষ্ট্র বোঝাই বাণিজ্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

৭ই নবেম্বর শুক্রবার কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানে সহসা ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু উহা এত সামান্য হইয়াছিল যে প্রায় কেহ অনুভব করিতে পারে নাই।

পাটনার অন্তর্গত দানাপুর অঞ্চলে কুইনাইন এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়াছে যে তথাকার একজন ঔষধব্যবসায়ী কেবল কুইনাইন বিক্রয় করিয়া দুইমাসে হাজার টাকা লাভ করিয়াছে।

যশোহরের অন্তঃপাতী সিতাপুরে সম্প্রতি একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা একখানি ইষ্টের গাড়ি লুট করে। আশ্চর্য্য এই যেখানে ডাকাইতি হইয়াছিল তথা হইতে থানা এক ক্রোশের কম। দুইজন ডাকাইতের মধ্যে পাঁচজন ধরা পড়িয়াছে।

কলিকাতার কষ্টম হাউসে যে সকল দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানি হয় তাহাদিগের মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী আছে। গত শুক্রবার একজন কর্ম্মচারী, এক জন লবণের দালাল ও একজন লবণ ব্যবসায়ীকে মারপিট করাতে সকল দালাল ও ব্যবসায়ীরা এই বলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে যে শুল্ক সংগ্রহের কালেক্টর ইহার বিচার না করিলে তাহারা আর শুল্ক দিবে না।

ফ্রান্সে গজিয়া নামে এক ব্যক্তি একটী নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন মনুষ্যের মুখের লাল আর সর্পের মুখের লাল একই পদার্থ। উভয়ই বিষ। কেবল মনুষ্যের মুখের লালে বিষাক্ত পদার্থ অল্প থাকে বলিয়া উহা তত ভয়ানক নহে। তিনি মনুষ্যের লাল জল করিয়া একটী পক্ষীর শরীর কাটিয়া তাহার রক্তের সহিত মিশাইয়া দেন। পক্ষী তৎক্ষণাৎ কাঁপিতে লাগিল, অল্পক্ষণ পরেই মরিয়া গেল।

২৭ এ কার্ত্তিকের এডুকেশন গেজেটে ১৮৮১ অব্দের মিড্‌ল ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হুগলী জেলায় চারি জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে, নয় জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ও আটাইশ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাবড়া জেলায় ছয় জন প্রথম শ্রেণীতে সাত জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও এগার জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় পাঁচ জন প্রথম শ্রেণীতে, কুড়ি জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ৩৭ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বীরভূমে প্রথম শ্রেণীতে তিন জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৮ জন, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৩৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাকুড়া জেলায় পাঁচ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ৪৯ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় ১৭ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং ১৪৪ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রাজপ্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়া ৯ ই ডিসেম্বর সেণ্ট জেভিয়র্স কলেজের ও ১৫ ই ডিসেম্বর লামার্টিনিয়র কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিবেন বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের এক জন মুসলমান সস্ত্রীক স্থানান্তরে গমন করিতেছিল। পথিমধ্যে তাহাদের বিবাদ হয়। স্বামী ক্রোধে অধীর হইয়া স্ত্রীকে প্রহার করে ও তাহার নাক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লয়। স্ত্রী পুরুষে প্রণয়টা ভাল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহে টাউনহল নির্ম্মাণার্থ ১৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

এবার মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি না হওয়াতে সকলেই পরিণামে বিপৎ আশঙ্কা করিতেছেন।

চীন গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মণী হইতে দেড় কোটি মার্ক মূল্যের যুদ্ধোপকরণ আমদানী করিতেছেন।

গত সোমবার প্রাতঃকালে দমদমার এক জন সিপাহী তাহার উচ্চপদস্থ এক জন সৈনিক কর্ম্মচারিকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরলের খ্যাতনামা জহরি রায় বদ্রিদাস বাহাদুর গত সোমবার সায়ংকালে তাঁহার মাণিকতলাস্থ উদ্যানে কলিকাতার বড় বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ সভায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল, ময়মনসিংহ নিবাসী রাজা সূর্য্যকান্ত রায়, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু শ্যামাচরণ লাহা, বাবু যদুলাল মল্লিক, রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল মিত্র, নবাব আবদুললতিফ খাঁ বাহাদুর, প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উদ্যান ও পরেশনাথের মন্দির অতিশয় সুশোভিত করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সাতিশয় তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

ঢাকা নামক সংবাদ পত্র বলেন, ঢাকার অন্তঃপাতী আবদিলোলানিবাসী অক্ষয়চন্দ্র সাহার একটী গাভি এক অদ্ভুত বৎস প্রসব করিয়াছে। ইহার দুটি মস্তক, এক একটীতে দুই দুইটি চক্ষু ও দুই দুইটি কর্ণ আছে। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অবস্থায় রাখিবার জন্য এই বৎস মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

লীড্‌স নগরে বক্তৃতাকালে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে গ্রেট ব্রিটেনের অনেক স্থানের সহিত আমার বড় নিকট সম্বন্ধ, কোন ইংরাজের সেরূপ সম্বন্ধ নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান স্কটলণ্ড, অতএব আমি স্কটলণ্ডবাসী; লণ্ডন নগরে আমার বাসস্থান, সুতরাং এক্ষণে আমি লণ্ডননিবাসী, আমি ওএলস দেশে বিবাহ করিয়াছি, এজন্য আমি ওএলস নিবাসী এবং লাঙ্কাশায়রে আমার জন্ম হওয়াতে আমি লাঙ্কাশায়রবাসী।

৭ ই নবেম্বর লর্ড রিপন সারাদিন দিল্লীর প্রধান প্রধান স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়া সায়ংকালে টাউনহলে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় দিল্লীর মিউনিসিপাল কমিটি দিল্লীর প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, তাহার উত্তরে লর্ড রিপন বলিয়াছেন যে এতদ্দেশে লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ও ধনী ব্যক্তিদিগের অর্থ ক্ষেপণ করা অতীব কর্ত্তব্য। দিল্লী হইতে যে তিনটী রেলওয়ে তিনদিকে গমন করিয়াছে, তাহাতে দেশের বাণিজ্যের বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে। যমুনা খালের সহিত গঙ্গা খালের সহিত যে যোগ হইবার কথা হইয়াছে এবং রেওয়ারি হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইতেছে, এগুলি সম্পন্ন হইলে বাণিজ্যের আরও বিস্তর সুবিধা হইবে। লর্ড রিপন দেশীয় শিল্প ও আত্মশাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আফগান যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের উল্লেখ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে দিল্লীর গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল ও স্থপতিদিগের কারুকার্য্যের বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ইডেন সাহেবকে এক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি যখন মজঃফরপুরে থাকিবেন তৎকালে দ্বারভাঙ্গার রাজার লেকশাইরপুর বাটীতে বাস করিবেন। মহা সমৃদ্ধি সহকারে তাঁহাকে একটী ভোজ দেওয়া হইবে। আমাদিগের প্রধান কর্ত্তাদিগের মফস্বল ভ্রমণে কি ফল হয়। তাহা আমরা জানিতে পারি না। তাঁহারা যদি নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত গেজেটে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেকের এ সংস্কার ঘুচিয়া যায়। ফল যত হউক, না হউক, আমরা ত দিবা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, প্রধান কর্ত্তাদিগের মফস্বল ভ্রমণটী দেশীয় রাজা মহারাজ প্রভৃতির ধন প্রাণে শনি হইয়াছে।

এই বৎসরের মধ্যেই ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের একটী শাখা মতিহারী পর্য্যন্ত যাইবে।

গত বুধবার সন্ধ্যাকালে লর্ড ও লেডি রিপন ফতেপুর সিক্রী হইতে আগ্রায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা তথায় সৈনিকদিগের শিক্ষার পরীক্ষা দর্শন করিবেন।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করিতে নাই। কিন্তু পণ্ডিচরিতে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এজন্য সম্প্রতি বাঙ্গালোরের এক জন ইংরাজ আপনার স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করিবার মানসে তাহাকে পণ্ডিচরিতে লইয়া গিয়া শাস্ত্রমত বিবাহ করেন। সামাজিক ভ্রম অনেক আকার ধারণ করে, সময়ে সময়ে অনেক কৌতুকও প্রদর্শন করে।

কলিকাতায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে হাঁসপাতাল প্রস্তুত হইতেছে, তাহার জন্য লর্ড রিপনের পত্নী পাঁচশত টাকা ও মহারাণী স্বর্ণময়ী দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ার মলহর রাওর পিতামহ গোবিন্দরাওর প্রপৌত্র সদাশিব রাও এক্ষণে বারাণসী ধামে ষ্টেট কয়েদীর অবস্থায় অবরুদ্ধ আছেন। তাঁহার অব্যাহতি লাভের ও মাসহারা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করিবার নিমিত্ত ব্যারিষ্টার ডাক্তার ক্যাম্বনাথকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বাইজেন নগরের মিউনিসিপাল পুস্তকালয়ে একটি ঘড়ী আছে। ইহাতে মাস তারিখ ও বৎসর প্রভৃতি জানা যায়। ঘড়িটী একবার দম দিলে এক বৎসর দুই মাস ও কয়েকদিন চলিতে থাকে। ১৬৮২ অব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৩৮ অব্দে ইহার সংস্কার করা হয়। বাইজেন নগরের মিউনিসিপালিটি ১০০৩ ফ্রাঙ্ক মূল্যে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

১৮৭৯ অব্দে যে সকল পূর্ত্তকার্য্যের কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্ম হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে গবর্ণরজেনেরলের অনুমতি ভিন্ন বিদায় প্রাপ্ত ইউরোপীয় ইঞ্জিনীয়র দিগকে আর গ্রহণ করা হইবে না। যাঁহারা পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বেতনের টাকা হইতে পেন্সনের টাকা বাদ দেওয়া হইবে। যাঁহারা পেন্সনের পরিবর্ত্তে এককালীন কিছু টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যত পেন্সন পাইতে পারিতেন সেই টাকা প্রতি মাসে তাঁহাদের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে।

আদালতের নকলের ফী হইতে এবার গবর্ণমেণ্টের ১,৫৬,৮৭,৯১৭, টাকা আয় হইয়াছে। উকীল ব্যারিষ্টারের আর্টিকিলের যে ষ্টাম্প মূল্য হইতে ৭৮[illegible] টাকা আয় হইয়াছে। এবার ষ্টাম্প বিভাগের আয় ২,১৩,৮৭,২৬১, ব্যয় ৩,৭৯,৬৭ টাকা ১,১০,০৮,২৭০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

কমান্দরইনচিফ এক দল তুর্কোমান সৈন্য প্রস্তুত করিবার জন্য মধ্য আসিয়াস্থিত রুশ সেনাপতি দিগকে আদেশ দিয়াছেন। সেনাপতি স্কবেলফ মধ্য আসিয়ার যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথা হইতে এই সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে। এক্ষণ তত্রত্য যুবকদিগকে যুদ্ধ আচার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

শাহাজাদপুরের মেলায় এবার প্রায় লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু তত্রত্য মিউনিসিপালিটির টেক্সের জ্বালায় অনেকে প্রপীড়িত হইতেছে।

পুনার এক খানি সম্বাদপত্র বলেন যে এলিচপুর তালুকে একটী অদ্ভুত ব্যক্তি আছে। ইঁহার পূজা, অর্চ্চনা ও সেবা করিলে রোগীর রোগ, দুঃখীর দুঃখ সমুদায় অপনীত হয়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া ইঁহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হয়। কিয়ৎকাল পরে সে রোগনির্ম্মুক্ত হয়। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইলে পর নিকটস্থ ও দূরস্থ লোক মালা, পুষ্প, চন্দন, ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া ইঁহার অর্চ্চনা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে আসিতেছে। বসুবংশে আমরা যে সন্নিবী ব্যক্তির কথা শুনিয়াছিলাম, এই ব্যক্তিটী তাঁহার বংশধর নাকি?

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বোম্বাইতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার পত্নী ও দুটি কন্যা আছেন। যেদিন তাঁহারা বোম্বাইতে উপনীত হন, সে দিন তথাকার গবর্ণর সর জেম্‌স ফারগুসন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী ভোজ দিয়াছেন।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদে উপবেশন করিয়াছেন। এবার ভারতবর্ষের বড় শুভ গ্রহ। এ দিকে লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল, ও দিকে মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ, আবার বোম্বাই অঞ্চলে সর জেম্‌স ফারগুসন বিরাজ করিতেছেন। সকলেই সদাশয়, সকলেই কার্য্যকুশল, এবং সকলেরই পুস্তিকত্ব কার্য্যকলাপের দশ অতি বিমল। ইঁহারা একমত হইয়া যদি কার্য্য করেন তাহা হইলে এ দেশের অত্র যে উপকার হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। আমরা অনেক আশা করিতেছি।

মুলতানের ডেপুটী কমিশনার ভো সাহেব ভক্তচা ট্রিবিউন নামক পত্রের সম্পাদকের নামে মুলতানের রাজা ঘটিত অপবাদের অভিযোগ করিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মতির জন্য যে আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পাতিয়ালারাজ কসৌলীতে এক নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে ১১০০ টাকা দিয়াছেন।

ইউরোপীয়দিগের সহানুভূতি কেমন প্রবল, নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বোম্বাইয়ের এক ইউরোপীয় রমণীর নাট্যশালা করিয়া ৩৪২৫ টাকা ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য ইউরোপীয়েরা ৩৮৭০ টাকা চাঁদা করিয়া তুলিয়াছে।

জাপানে ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড ঝটিকা হওয়াতে উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম যে, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অন্যতম সভ্য ডবলিউ ই, ব্যাক্সটার ভারতবর্ষে শীঘ্রই আগমন করিবেন। এ দেশে ভ্রমণ ও নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

চন্দননগর সহর হইতে এ পর্য্যন্ত কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনরি কলিকাতা ষ্ট্রীটে বাটীর দেয়ালে হিন্দু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা সূচক পট লাগাইয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যটী নিতান্ত হেয় ও জনসমাজের একান্ত অরুচিকর। তাঁহারা নিজের শিক্ষার বলিয়া বাহাদুরী করুন, অন্য কোন স্থানে এরূপ করিলে লোকের খ্রীষ্ট ধর্ম্মে ভক্তি না হইয়া বরং ঘৃণা জন্মিবে। তাঁহাদের এটীও জানা উচিত যে তাঁহারা ইহাতে দণ্ডার্হ হইতেছেন। হিন্দুরা যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি এইরূপে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি সন্তুষ্ট হন?

কোথা হইতে সম্প্রতি একটী বন্য চিতাবাঘ আসিয়াছে। সে দিন একজন মাঝিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, তাহাকে বাঘটী আহত হয় মাত্র। বাঘ ক্রুদ্ধ হইয়া একটী চাষা লোককে আক্রমণপূর্ব্বক খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।

উদয়পুরের মহারাণা লর্ড রিপনকে ভোজ দিবার জন্য ১৫,০০০ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই টাকায় প্রতিদিন ৬০ জন লোককে ভোজ দেওয়া হইবে। চারি দিন এইরূপ ব্যাপার চলিবে। এ টাকায় উদয়পুরের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারিত।

লণ্ডন ষ্টেটিসম্যান বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা আফগান যুদ্ধের যে ব্যয়ের হিসাব দেন, তাহা প্রকৃত নহে। বাস্তবিক তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ষ্টেটিসম্যান বলেন যে, লর্ড নর্থব্রুকের শাসন কালে যুদ্ধ বিভাগে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার সহিত লর্ড লিটনের শাসন কালের ঐ বিভাগের ব্যয়ের তুলনা করিলে আফগান যুদ্ধব্যয় স্থির হইবে। এই হিসাব করিয়া এই পত্র অনুমান করেন, এই যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে:—

নর্থব্রুকের শাসনকাল।

১৮৭২-৭৩—১৪৪৯৮০০২০ টাকা।
১৮৭৩-৭৪—১৪২১৭,৩৯০০ টাকা।
১৮৭৪-৭৫—১৪৩৮৬৩২১০ টাকা।
১৮৭৫-৭৬—১৪৩৬৭৬৮৪০ টাকা।

৫৭,৪৬৩৩৬১০ টাকা।

লিটনের শাসনকাল।

১৮৭৮-৭৯—১৭০২৯৪৮৮০ টাকা।
১৮৭৯-৮০—৩১৩৮৬১১৬২০ টাকা।
১৮৮০-৮১—৩০৪৮৬৬৮৪০ টাকা।
১৮৮১-৮২—১১৬৬১৮১০০০ টাকা।

৯০৬৭৮৪১৩০ টাকা।

৯০৬৭৮৪৩১০
৫৭৪৬৩৩৬১০

৩৩৩১৪০৭২০ টাকা।

সুতরাং এই হিসাবে যুদ্ধ বিভাগে লর্ড লিটনের সময়ে চারি বৎসরে ৩৩৩১৪০৭২০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত টাকা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এই বিবরণ এত গোপন করেন যে, তাঁহাদের হইতে ঠিক সংবাদ পাইবার উপায় নাই।

বিজনীর মহারাজ গত শুক্রবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের গোলায় ১৭, ৪৯,০১৯ মণ চাউল আছে, তন্মধ্যে ৭ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানি হইতে পারে।

এবার বাখরগঞ্জে চাউল বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, বাকলাহীর সংবাদদাতা এইরূপ।

আমেরিকার এক ব্যক্তির একটী প্রাচীন কুক্কুর আছে। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ইহার শ্রবণ ও দর্শন শক্তির হ্রাস হইয়াছে, অনেকগুলি দন্ত পড়িয়া গিয়াছে। কুক্কুরস্বামী ইহাকে চসমা পরাইয়া দিয়াছেন, কর্ণে শ্রবণযন্ত্র বসাইয়া দিয়াছেন ও দাঁতগুলি বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন—বোম্বাই প্রদেশের মাহেমল নামক স্থানের আনন্দজী মোরারজী নামক এক ব্যক্তি বিবাহ করিবার জন্য বোম্বাই নগরে গমন করেন। অমৃতবাই নাম্নী অয়োদশ বর্ষীয়া একটী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের দিন সমুদায় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে হাইকোর্ট হইতে তাহার নামে এই পরোয়ানা আসিল যে অমৃতবাইয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে. আনন্দজী যেন তাহাকে বিবাহ না করেন। কোথায়

[illegible] বিবাহ করিবেন, না তিনি জানিতেন যে, অপরের পত্নীকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করাতে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রুক্মি-ণীর সহিত শিশুপালের বিবাহ অপেক্ষা এ বিবাহে কিছু অধিক কৌতুক আছে।

আমরা কেমন উদার গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছি, জর্ম্মনির নিম্নলিখিত সংবাদটী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জর্ম্মনিতে সভা করিয়া কোন কথা কহিতে হইলে পুলিস উপস্থিত থাকেন। সম্প্রতি বার্লিন নগরে প্রোগ্রেসিষ্ট দলের এক সভা হয়। সভাতে ১৫০০ লোক উপস্থিত ছিল। পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী দল বল সহিত সেখানে ছিলেন। দুই এক জন লোক বক্তৃতা করিবার পর তৃতীয় বক্তা উঠিয়া যেই বলিয়াছেন "যদি এখানে সোসিয়ালিষ্ট মতাক্রান্ত কেহ থাকেন" অমনি পুলিস কর্ম্মচারী বলিলেন সভা ভঙ্গ কর। সভ্যেরা অবাক হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া পলায়ন করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখেন, অসংখ্য পুলিস প্রহরী যেন দলপতির আদেশ পালনের জন্যই প্রস্তুত রহিয়াছেন, সভাও ভঙ্গ হইল।

সম্প্রতি রাউলপিণ্ডির একজন মুসলমান সদর রাস্তায় হিন্দুদের সমক্ষে একটী গরু জবাই করিবার জন্য আনয়ন করে। সেনাদলের একজন কর্ম্মচারী উহা দেখিয়া গোলযোগ করিয়া গরুটী জবাই করিতে দেন নাই। কিন্তু এই উপলক্ষে রাউলপিণ্ডিতে মহা গোলযোগ বাঁধিয়াছে। হিন্দুরা অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছেন। মুসলমানেরা বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দুদিগের মনে যে এ প্রকার ব্যথা দেয়, তাহার [illegible] হইলে কি উহার নিবারণ হয় না? এ বিষয়ে উঁহাদের উভয়ের [illegible]।

বাণিজ্যবিষয়ক পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মিবে যে লঙ্কাদ্বীপের কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। এবারে সেখান হইতে অনুমান ৭৬৬,১১৮ মণ কাফি, ২০৫১৯ মণ দারুচিনি, ৩০৮,০২১ মণ নারিকেলতৈল ও ১৯৬৮০০ মণ নারিকেলের ছিবড়া [illegible] রপ্তানি হইয়াছে। অনুমান ১৫০৫৬ সিঙ্কোনা, ১১৯৫০০ সের চা, ২৯৮ সের কোকো এবার উৎপন্ন হইয়াছিল। কোকো ও সিঙ্কোনা প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর ও ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষে বঙ্গোপসাগরের ও ভারত-মহাসাগরের উপকূলে এই সমুদায় দ্রব্যের উৎকৃষ্ট চাস হইতে পারে। বাণিজ্যবিভাগ উহাতে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন।

মন্দুরায় গবর্ণর জেনেরেলের শুভাগমন হইবে বলিয়া তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বাড়ী, ঘর, অট্টালিকে চুনকাম করাইবার ধুমধাম লাগাইয়া দিয়াছেন। আবার এই উপলক্ষে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তিকেও চুনকাম করা হইয়াছে। উহাতে মূর্ত্তিগুলি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও গবর্ণর জেনেরল সন্তুষ্ট হইবেন না।

আমরা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম যে [illegible] মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি ভোগ করিতে পারিলেন না।

যশোহরের মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব [illegible] অবমানিত, অবনীত ও স্থানান্তরিত করাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি তাঁহার আদালতের শ্রেষ্ঠ কেরাণী [illegible] বাবুর যেমন করাইয়া বিচার উদ্যোগ করিয়া দেন এবং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কেরাণীর অপরাধ এই যে তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট [illegible] কিছু অনুগত ছিলেন। ইহাকেই বলে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ অক্টোবর ১৮৮১। চট্টগ্রামের অন্তর্গত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, আর, [illegible] বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] ডেপুটি কালেক্টর [illegible]।

[illegible]

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible]

[illegible]। ইনি ফৌজদারী [illegible] অনুসারে [illegible] করিবেন।

ময়মনসিংহ। আপাততঃ [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ মিত্র প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মিত্র [illegible] আদালতের মোকদ্দমা বিচার করিবার [illegible] করিবেন। বাবু [illegible] বাবু [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] হইয়াছেন। প্রথম মুন্সেফ [illegible] হইল।

[illegible] প্রথম মুন্সেফ বাবু [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন। [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] থাকিবেন।

[illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] আরম্ভ করিলেন।

[illegible] প্রথম মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন। তিনি [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] স্থানে ঐ স্থানের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন। তিনি সদর [illegible] কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানে এই বৎসরের [illegible] নিস্পত্তির জন্য অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন:—

[illegible]

কালনার মুন্সেফ বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ২৩ এ অক্টোবর হইতে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐ মেদিনীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৮ এ অক্টোবর হইতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সারণ।

আশ্বিন এখানে অনেক কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এমন শোণপুরমেলা, যাহাতে লোকে লোকারণ্য হয় সেখানে এবারে অত্যল্প লোকের যাতায়াত দেখিয়াছি। অদ্য পূর্ণিমা কেহ গঙ্গায় কেহ বা গণ্ডকীতে স্নান করিতেছে কিন্তু কুত্রাপি লোকের অধিক ভিড় নাই। এক স্থানে দেখিলাম ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া পুষ্প ও বিল্বপত্র সমাজে [illegible] এক এক গাছি ঝাড়ু ও নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম বলিলেন ঈশান কোণে এক ঝাড়ুর মত একটী ধূমকেতু উঠিয়াছিল, ঐ ধূমকেতুই এই সমস্ত পীড়ার কারণ। অতএব ঝাড়ু গঙ্গাদেবীতে নিক্ষেপ করিলে উহার অমঙ্গলপাত হইতে দেশ নিষ্কৃতি পাইবে। এ প্রদেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের যেমন, চিকিৎসা শাস্ত্রেরও তেমনি আলোচনা? জেলার সদর স্থান ভিন্ন ডাক্তার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে এক মাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যদি অনুগ্রহ করিয়া [illegible] সাহেব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া একবার এ অঞ্চলে আইসেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়? তাঁহার বসতি কেবল কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বদ্ধ থাকে তাহা উচিত নয়।

এবার ইতর লোকদিগেরও সুখ শ্রী নয়, অনেকেই আবাদে যাইত, শীত কয়েক মাস থাকিত; কিন্তু আর কাল আবাদে যাওয়া দূরে থাকুক আপন আপন দেশের [illegible] কার্য্য করিবারও লোকের সামর্থ্য নাই।

শোণপুরের মেলাতে এবার পাটনার কমিশনর কলিকাতার কমিশনর এবং জেলার হাকিম ২।৩ জন, আর ঘোড়দৌড় কারণে কতকগুলি সাহেব ভিন্ন অপর কোন বড় লোকের পদার্পণ হয় নাই। দ্বারভাঙ্গা, বেতিয়া, হাথুয়া প্রভৃতি স্থানের মহারাজগণ এবারে হরিহর দর্শনে আসিলেন না। বোধ হয় সকলে ইষ্টদেবের পূজায় অন্য স্ব স্ব গৃহে ব্যস্ত আছেন। দেবভক্তি মনে মনে রাখিলেও চলিতে পারে, কিন্তু রাজভক্তি বাহিরে না দেখাইলে বা পূজার কোন ত্রুটী হইলে প্রত্যক্ষ দেবতার কোপে পড়িয়া নষ্ট হইবারই কথা। এবার বাবা হরিহরেরও ধূমকেতু দর্শনে অশুভ ফল ফলিল। গো অশ্ব হস্তির বাজার মন্দ, প্রায় অল্প। কলিকাতার লোকদের আমদানি কম। প্রতি বৎসর মেলার জন্য একটী ডাকঘর স্থাপিত হয়, এ বৎসর ঐ ডাকঘরকে মনিঅর্ডারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

যশোহর।

চাকলা, ঝাঁপা, ২১ এ কার্ত্তিক ১৮০৩।

আমরা অতিশয় আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে [illegible] কেশবপুরের হাট লইয়া কলিকাতার পাটুলিডাঙ্গানিবাসী বাবু চারুচন্দ্র দাস (মল্লিক) জমীদার মহাশয় অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন। আলতাপোল নিবাসী বাবু সুধাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ও বাবু বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ হাটের বর্ত্তমান অধিস্বামী প্রথমতঃ মাছুয়া বাজার লইয়া বিবাদের সূত্র হয় ক্রমশঃ সমস্ত হাট লইয়া সম্পূর্ণ টান পড়িয়াছে। মধ্যে হাটের দৈনিক আয় আনুমানিক ৫০।৬০ টাকা হইবে। বিবাদের কারণ এই:—

কেশবপুরের নিম্নে হরিহর (বুড়ভদ্র) নদ প্রবাহিত। নদের পশ্চিম পার্শ্বে ঐ হাট। পূর্ব্বপারে চারুবাবুর খরিদা সম্পত্তি। চারুবাবু জোর করিয়া ঐ হাট ভাঙ্গিয়া স্বাধিকারে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের বদ্মাএসপ্রভৃতি লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে মারামারি লাঠালাঠি হইতেছে। পুলিসের বিদ্যাবুদ্ধি কুলাইতেছে না। তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া আছেন। বোধ হয় এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত খুলনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় অবগত আছেন। আমাদের যশোহরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব মহোদয়ের নিকট অনুরোধ এই, খুলনার ডেপুটী বাবুর নিকট হাট সংক্রান্ত সমুদয় কথা শুনিয়া বিহিত আদেশ প্রচার করুন।

আউট পোষ্ট পদ্মখালির অন্তর্গত উজলপুর গ্রামে জ্বর বিকারে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। অদ্যাপিও বিরতি নাই। প্রতি বাড়ীতে ৩।৪ জন করিয়া শয্যাগত। উজলপুরের নিম্নে একটী বাঁওড় আছে। উহাতে অসংখ্য ভাল পাটা দিয়া কোমর বদ্ধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ [illegible] পানীয় জল দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হওয়াতেই পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। উজলপুরের জমীদার চৌধুরী বাবুদিগের নিকটে বিনীত অনুরোধ এই, বাঁওড় হইতে কোমরবদ্ধ তুলিয়া সাধারণের জীবন রক্ষা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

যশোহরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেবকে অবনীত করিয়া [illegible] অ্যাসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বদলী করায় আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ৭ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ২১এ নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

মহিষাদল ওয়ার্ডস ষ্টেট।

ঠিকাদারদিগের জন্য বিজ্ঞাপন।

১। ঠিকাদারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ৩০ এ নবেম্বর। কিম্বা তাহার পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত কার্য্যের পূর্ণ অথবা আংশিক ঠিকার টেণ্ডার গ্রহণ করা যাইবে।

২। টেণ্ডারের ফরম (যাহাতে ঠিকার নিয়ম ও করার ইত্যাদি লিখিত আছে) শ্রীযুক্ত মহিষাদল ষ্টেটের ম্যানেজার বাহাদুরের আফিসে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। প্রতি ফরমের মূল্য ৷৷০ আনা দিতে হইবে।

৩। অপর কোন ফরমে দিলে টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে না।

৪। প্রত্যেক টেণ্ডার শীলমোহর করিয়া উপরে "ঠিকার টেণ্ডার" বলিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। টেণ্ডারের সহিত জামীনের টাকা দিয়া তাহা শ্রীযুক্ত মহিষাদল ষ্টেটের ম্যানেজার বাহাদুরের সমীপে পাঠাইতে হইবে।

৫। টেণ্ডার মঞ্জুর করা না করা শ্রীযুক্ত মেদিনীপুরের কালেক্টার বাহাদুরের স্বেচ্ছাধীন। এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই যে কোন টেণ্ডার অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প নিরিখের টেণ্ডার মঞ্জুর করিতেই হইবে।

৬। কার্য্যের নকশা ও এষ্টিমেট দেখা এবং অপর যে কিছু জ্ঞাতব্য বিবরণ জানিবার আবশ্যক মহিষাদল আফিসের ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে আসিলে তাহা দেখিতে ও জানিতে দেওয়া যাইবে।

		টাকা
(১) মহিষাদলের ৮ ক্রোশ জাঙ্গাল জীর্ণ নূতন বৎ সংস্কার করণ।	}	১৫০০০,
(২) পুল কেউটি নির্ম্মাণ করণ		১০৭১,
(৩) পশ্চিম কেউটির সম্মুখস্থ পুল পুনঃ নির্ম্মাণ করণ	}	২৫০০,
(৪) রাজবাটীর বাকী মেরামত কার্য্য		১৭৭৪,
(৫) দেবালয় সমূহের ও ঠাকুর মন্দির মেরামত		৭৫১,
(৬) গ্রাম সমূহের খাল খনন ও বাঁধ মেরামত কার্য্য	}	৬০০০

ম্যানেজার।

মহিষাদল,
৪ ঠা নবেম্বর ১৮৮১।

ইনচার্জ,
মহিষাদল ষ্টেট।

চক্ষুরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

ত্রিশবৎ রোগীর পর্য্যন্ত জ্ঞাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত।

এই ঔষধের অসাধারণ গুণ এই যে ইহা চক্ষে প্রদান করিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা হয় না, অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। চক্ষে ছানি পড়িবার উপক্রম হইলে এই ঔষধের ২। ১ বিন্দু দিনের মধ্যে ৫। ৬ বার কোমল পালক দ্বারা চক্ষে প্রদান করিলে ছানি পরিষ্কার হয়। দীর্ঘকালের ছানি কিছু দিন কাল ব্যবহার করিলে পরিষ্কার হইবে, এবং চক্ষের অন্যান্য অনেক পীড়া যথা চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাংস, কুণ্ড, চক্ষুর পার্শ্বে ক্ষত, রাত্র্যন্ধতা, তিমির, ও উত্তাপ বা শিরঃপীড়া জনিত দৃষ্টি স্বল্পতা, ইত্যাদি চক্ষের সকল রোগ এই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনেকে উপকৃত হইয়া সোমপ্রকাশের পত্র লিখিয়াছেন স্থানাভাবে তাহা দেওয়া হইল না। মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে চক্ষুরোগের ভয় থাকে না।

এক শিশীর মূল্য ... ... ২ টাকা

ডাক মাশুল ।০ ... প্যাকিং ৵০ ... একুনে ... ২।৵০

এক শিশী হইতে ৫ শিশী পর্য্যন্ত এক পার্শেল ।০ আনা মাশুলে যাইতে পারে। ডাক মাশুল অগ্রিম প্রেরণ করিলে দিতে হয়।

এককালীন অধিক লইলে শতকরা ২০ টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রাজাশিবটোলা বেনারস।

প্রধান হিন্দু আশ্রম ও সরাই।

কলিকাতা হাবড়া পুলের নিকট উত্তর পূর্ব্ব দিকে ষ্ট্রাণ্ডরোডের পূর্ব্ব পার্শ্বে বড় বাজারের রাস্তার কাটরার পশ্চিমাংশে উপর তালা ৫ নং ঘর সুলভ মূল্যে সুবিধার আবাস।

চন্দ্র চূড়রস।

অয়ং চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নানেনাস্তি কৃতিতেন ন কোহপি মুক্তিরং বিনা।

এই ঔষধটি যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশু-আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র পাওয়া যায়।

প্লীহা রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ পাকাশয় মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মে ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ডাল বন্ধ নিম্বুর ৫ তোলা ৫ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন
কবিরাজ।
কাশী।
ফাকিলিয়ার চক্র
অথবা
গণেশ মহল্লা।

PARADISE LOST.

বা

স্বর্গ ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ — শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত, ওভারসিয়ার আর,সি,সি, ময়মনসিংহ।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মলপাইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ঢালের ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালাইয়ে কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর কাহার প্রস্তুত থাকে, কিম্বা স্বল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার নিকটে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উভয় অক্ষরের এক একটু প্রুফ পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ কত দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

১২৮৮ সাল তাং ৩ রা অগ্রহায়ণ — শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রেরিতপত্র।

গুরু ও হরির কথোপকথন।

গুরু। ভাই হরি! বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, বল দেখি নবীন ব্রাহ্মেরা সকল সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে কি সত্য কথা কহিয়া থাকেন?

হরি। সত্যই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল। সত্যই ব্রাহ্মদিগের প্রাণ ও গৌরব, সত্য বটে; কিন্তু একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বোধ হয় সেই বিষয়ে ব্রাহ্মগণ সম্যক্ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না।

গুরু। বল কি ভাই, এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহাতে ব্রাহ্মেরা সত্য রক্ষা করিতে পারেন না?

হরি। "উপাধি" বলা বিষয়ে।

গুরু। কেন?

হরি। বলি শুন, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে, দত্ত গুপ্ত ইত্যাদি উপাধি হিন্দুগণের। হিন্দুরাই উপধি উক্ত উপাধি সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মেরা হিন্দু নহেন, হিন্দু হইলে হিন্দুধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত কেন? আর তাহা হইলে বিবাহের বিপক্ষে হিন্দুশিক্ষাধারাকে কেন পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিবেন? তাঁহারা স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায়। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, ধরণ ধারণও স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় যখন তাঁহারা হিন্দু নহেন, ব্রাহ্ম; তখন হিন্দুদিগের উপাধি বলা ও উপাধি বলিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করা কিরূপ যুক্তিসিদ্ধ? এ বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কার্য্য! ইহাতে সত্য রক্ষা সম্বন্ধে কিছু দোষারোপ হইতেছে কি না বিচার করিয়া দেখ।

গুরু। সত্য বটে, ব্রাহ্মেরা যখন হিন্দু নহেন, তখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করা বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য। আমার মতে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম-জ্ঞাপক কোন উপাধি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ বিষয় আমি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানীয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মগণের মত জানিতে ইচ্ছা করি। সোমপ্রকাশ কি স্থান দানে বাধিত করিবেন না?

হরি। সে কথা আমি কেমন করিয়া বলিব। সে সোমপ্রকাশের ইচ্ছা।

গুরু। তবে চল, সোমপ্রকাশের নিকট যাই।

অনুগত শ্রীগুরু ও হরি।

বাঙ্গালির "সাহস"।

বাঙ্গালির "সাহস" বড় অসম্ভব কথা, আকাশ কুসুম বা প্রহেলিকা স্বরূপ। বাঙ্গালিতে এখন অমিত বল ও সাহসসম্পন্ন উদয়নারায়ণাদি নাই। বাঙ্গালি সাধারণতঃ দরিদ্র ও ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য চিন্তিচিন্তা যোগাযোগে অস্থিকঙ্কালাবশিষ্ট। তাহারা দুর্ব্বল ও নির্জীব। নির্জীব বলিয়া মন ও হৃদয়ও নির্জীব, নিরুৎসাহপূর্ণ, সাহসহীন। সাহসহীন হৃদয়ে সাহসের মান রক্ষা করা বড় অসম্ভব বিষয়। যদিও কোন কারণে কোন কোন সময়ে দুর্ব্বল হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হয় সত্য বটে; কিন্তু সে সাহস অধিক, দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। তাহা ক্ষণিক, অকস্মাৎ বা বর্ষাতীকালের ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর-বিশিষ্ট, দেখিতে দেখিতে ঘোর ঘনঘটা করিয়া অল্পায় ভাবি বর্ষণ পূর্ব্বক অচিরাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়; আর তাহার চিহ্নও থাকে না।

আমরা কি জন্য এত কথা বলিলাম, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। "সাহস" নামক এক খানি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সমাচার পত্রই আমাদের উপলক্ষ্য স্থল। তাহার জন্যই আজ নির্জীব হৃদয়ে একটু সাহস সঞ্চার হইয়াছে। এ পত্রখানি নামেও যেমন, কার্য্যেও সেইরূপ। এলাহাবাদ হইতে কয়েক জন বঙ্গবাসীর যত্নে এই পত্রিকার জন্ম হইয়াছে। জন্মলাভ করিয়া ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত ইহা যথার্থ সৎসাহসের সহিত প্রকাশিত হইতেছিল; কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট; বাঙ্গালির সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ে বুঝি সাহসের স্থান হইল না। সাহস বুঝি বঙ্গবাসীর নিকট এক বারেই বিদায় গ্রহণ করিল! একবারে বিদায়গ্রহণ না করুন, কিন্তু সাহসের অবস্থা বড় শোচনীয়।

সাহসের পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে আর দুই খানি পত্র বাহির হয়। তাহার একখানির নাম "প্রয়াগদূত" অন্য খানির নাম "সমাচার সার"। কোন্ রোগে প্রয়াগদূতের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু সমাচারসারের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা সকল ঘটনা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশী বাবু লাল গোপাল চক্রবর্ত্তী সমাচারসার সম্পাদক ছিলেন। একা বিদেশে তাঁহার দ্বারা কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া কলিকাতা হইতে সাহায্যার্থ এক জন বিশ্বাসী ভদ্রবিধা ব্যক্তিকে এলাহাবাদে লইয়া যান। কিছু দিন পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি যেই তাঁহার হস্তে মুদ্রাযন্ত্রের ও কাগজের ভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, অমনি সেই বিশ্বাসী সহকারী সম্পাদক হাজার বার শত টাকা লইয়া চম্পট! লালগোপাল বাবু মধ্য অবস্থার লোক, একবারে ১০০০।১২০০ শত টাকা ক্ষতি সহ্য করিয়া কাগজ চালাইতে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা সমাচার সার উঠিয়া গেল।

সাহসে বোধ হয় এ রোগ স্পর্শ করে নাই! আর সাহসের অধ্যক্ষগণেরও বোধ হয় কোন মনান্তর হয় নাই। অধ্যক্ষগণও কৃতবিদ্য সন্দেহ নাই, অবিকল্প বাবু যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাবু জগজ্জীবন দে প্রভৃতি সোমপ্রকাশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েক জন পত্রপ্রেরকও মধ্যে মধ্যে ইহাতে লিখিতেন ও অন্যান্য পত্র প্রেরকেরা সময়ে সময়ে ইহার

সম্প্রতি আমাদিগের আবাস ভূমি চাঙ্গড়ীপোতা গ্রামে সুযোগ্য মোক্তার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রযত্নে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রামস্থ লোকের সমধিক উৎসাহ এবং অর্থ ব্যয় হইলে বিদ্যালয়টী দীর্ঘজীবি হইতে পারে। ডায়মণ্ডহারবরের স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর সমীপে সবিনয় নিবেদন এই, একবার বিদ্যালয়টীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের উপায় বিধান করিয়া দেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র কপ্তা পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ বসু ৫ ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

ব্লাক এণ্ড মরে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) মাঝ কেক আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেলিং ক্রনোগ্রাফ। সিল্বর এবং নিকেল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং-বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৫।০ ও তদোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, ব্যারোমিটার, বাড বক্স প্রভৃতি যাবদীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কার্য্য করিয়া বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৮। ১ ডেলহৌসি ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অতিসার, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা অথবা ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত যাবৎ রোগ শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৶০ দুই আনা।

সুপাচ্য ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টার্ত্তব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৫ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অম্ল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিরোগ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া

[illegible] বল, অগ্নি, মেধা, ও [illegible] বর্দ্ধন করিয়া [illegible] পুষ্টি করে ।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১॥০
[illegible] খরচ ।০

বরিমঞ্জরী ঘৃত ।

এই [illegible] ঘৃত সর্ব্ব নিয়মে ব্যবহার করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয় । যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের [illegible], ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, [illegible] ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কম্প, কাশরোগ, [illegible] নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সহজে [illegible] বিদূরিত হইয়া শরীরের [illegible] ও [illegible] বৃদ্ধি করে । কেবল মাত্র [illegible] মূল্য ২ টাকা [illegible] মূল্য [illegible] [illegible] ।০ আনা ।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধদ্বয় পরীক্ষা করিয়া [illegible] দিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] বসু, এম এ এম
" [illegible] মিত্র, " " "
বাবু [illegible] বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু [illegible] বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং [illegible] দে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ।
শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের [illegible] অধ্যাপক ।
বাবু [illegible] গোস্বামী, [illegible] সম্পাদক ।
বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ [illegible] ঔষধালয় ।
কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] [illegible] একটু পশ্চিম [illegible] বাটী ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে [illegible] প্রকাশিত, সমাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে [illegible] [illegible] টীকা [illegible] [illegible] টীকার [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য [illegible] টাকা ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা ও ডাক মাশুল [illegible], [illegible] [illegible] গোপালতাপিনী ১, [illegible] মাত্রিক ১ টাকা,

আমার নামে [illegible] [illegible] পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন ।

শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন ঘন্ন ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ।

[illegible] কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট [illegible] নং [illegible] চিকিৎসা-বিদ্যায় [illegible] বৎসরের [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, [illegible] পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও [illegible] [illegible] বিশেষ উপকার করিতেছেন ।

[illegible] [illegible] ও [illegible] চিকিৎসা [illegible] করেন ।

[illegible] [illegible] থাকেন । তাঁহার [illegible], শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক [illegible] ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায় ।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, [illegible], [illegible] ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার [illegible] অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন । প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র ।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল ।

(ভারতীয় তারকা তৈল ।)

সর্ব্বপ্রকার [illegible] পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন [illegible] আরোগ্য হয় । যথা:—

[illegible] ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা ও [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, সকল প্রকার [illegible], [illegible] পাঁচড়া, [illegible], [illegible], [illegible] ঘা, [illegible], [illegible] ঘা, [illegible], সর্ব্বপ্রকার [illegible] ঘা ও [illegible] ঘা, নানাপ্রকার [illegible], উপদংশ অর্থাৎ ([illegible] ঘা । [illegible], সর্ব্বপ্রকার [illegible] ঘা, [illegible], [illegible], [illegible] ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, [illegible] ঘা, নানা প্রকার [illegible], ইত্যাদি ।

মূল্য প্রতি [illegible] শিশি ১ টাকা ।

এই তৈল কলিকাতা [illegible] নম্বর [illegible] ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর [illegible] ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে ।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী—[illegible]		১০
" "	[illegible] চৌধুরী—[illegible]	৭
" "	[illegible] [illegible]—[illegible]	৭
" "	শ্রী[illegible]—[illegible]	৭
"	[illegible]—[illegible] ষ্ট্রীট	
"	[illegible]—[illegible]	[illegible]
	[illegible]—ঢাকা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না ।

মফস্বলের [illegible] অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক [illegible] টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা । অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না । যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, [illegible] চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন । অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না ।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি [illegible] দুই আনা তাহার পর ।০ এক আনা দিতে হইবে ।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] ডাক [illegible] [illegible] যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

সাহায্য করিতেন, এ অবস্থায় কাগজখানি কেন শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর বড় সহজ নহে। সাহস সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "গ্রাহকবর্গের নিষ্ঠুরতাই সাহসের হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার প্রধান কারণ। সাহস যদি উঠিয়া যায়, তবে অধ্যক্ষগণের তাহাতে কোন দোষ নাই ইত্যাদি। আমরা বলি গ্রাহকবর্গের অপরাধী সম্পাদকেরও কিছু বুঝিবার ত্রুটি আছে।

সম্পাদকের বুঝিবার ভ্রম পরে বলিব, আপাততঃ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পাঠক ও গ্রাহকবর্গ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। গ্রাহকবর্গ যে আমাদের ন্যায় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সময়ে মূল্য দেন না, নিঃস্বতাই তাহার একটী কারণ। অপর একটী প্রবল কারণ এই, বঙ্গসমাজে ধর্ম্মের বন্ধন আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত নাই, তাহা দিন দিন শিথিল হইতেছে। এক দিকে যেমন ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি আবার দিন দিন অসার সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে। সভ্যতার বৃদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি, কিন্তু অর্থের অভাব। অর্থের অভাব বলিয়া অনেক লোক সম্পাদক হইয়া দুই দিন কাগজ লিখিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তর্হিত হন। এজন্য প্রথম প্রথম কোন কাগজ হইলে গ্রাহকবর্গ ভাবিয়া থাকেন, "হয়ত দুই দিন পরে কাগজ উঠিয়া যাইবে, কেবল পয়সাগুলি নষ্ট হইবে।" এই ভাবিয়া মূল্য দেন না। এ দিকে সম্পাদক সুচতুর হইলেও মূল্য না পাইয়া কাগজ বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

সাহস সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় একথা ভাবেন নাই। অগ্রে গ্রাহকগণের নিকট বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। এ বিশ্বাস স্থাপন, "৫।৬ মাস" ঘরের কড়ি দিয়া বনের মহিষ তাড়ান" বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ কার্য্য মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য। সাহসের অধ্যক্ষগণের লেখায় বোধ হয় সাহস কোন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি নহে। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য। আমরা বলি সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ আর দুই এক মাস কাগজ চালান। গ্রাহকবর্গের নিকট বিশ্বাসী হইলে আর গ্রাহকবর্গ নিষ্ঠুরতা করিবেন না।

উপসংহারে গ্রাহকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, সাহস মধ্যবিৎ বাঙ্গালির অমূল্য বস্তু। এ বস্তু যদি হেলায় দূর করিয়া দেওয়া যায়, তবে বড়ই দুঃখের কথা হইবে, বাঙ্গালি নামে কলঙ্ক আরও রটিবে। সাহস সম্বন্ধে কোনসন্দেহই নাই। অদ্য আমরা সম্পাদকের পত্র পাইলাম ও সাহস দেখিলাম। সাহস ও সম্পাদকের পত্র দেখিয়া সাহস সম্বন্ধে এই কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি; "সাহস" সাহস-সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণের হৃদয়ের শোণিত তুল্য। পাঠক ও গ্রাহক বর্গের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ভিন্ন এ শোণিত বিন্দু শীঘ্র শুষ্ক হইবে না। অতএব আর উপেক্ষা ও সন্দেহ কেন? যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ সাহায্য করিয়া জাতীয় সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে কি ভাল হয় না? বলা বাহুল্য, জাতীয় সহানুভূতি বলে এক দিন মুমূর্ষু প্রায় পাওনিয়ার, আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হইয়াছে। সাহস হইবে না এ কথা বলিতে কে সমর্থ?

নবাকোট [illegible] }
তাং ২৩ এ কার্ত্তিক } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

বেহারের জমিদারগণ।

বঙ্গদেশে জমিদার শব্দটী শুনিলেই বড় লোক বোধ হয়, কিন্তু বেহার অঞ্চলে অধিকাংশ জমিদারের সেরূপ সম্ভ্রম নহে; বঙ্গদেশের জমিদারদিগের জমিদারি বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য তাহাদের আয়ও অধিক, এখানকার বিশেষতঃ চাম্পারণ জমিদারদিগের অনেকের জমিদারি ১০ দশ কাঠা ।০ পাঁচ কাঠা এবং এক কাঠা পর্য্যন্ত আছে। বাবরকর ১ টাকা ।০ আনা বা অৰ্দ্ধ আনা কালেক্টার কালেক্টারিতে দিতে হয়। এইরূপ জমিদার শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, তাহারা যে জমি ভোগ করে, তাহার রাজস্ব কালেক্টারিতে দিতে হয়। জমি আছে এই বলিয়াই জমিদার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ জমিদার গণের রাজস্ব আদায় বড় কঠিন হইয়াছে। ভারতবাসিদের ক্ষেত্রজাত শস্যই প্রধান আয়। এ বৎসর শস্যের মূল্য সুলভ হওয়াতে প্রায় জমিদারকে খাজনা দেওয়া এবং জমিদারের কালেক্টারির মাল গুজারি দেওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তবে লাটবন্দির নিলামের ভয়ে কষ্টে সৃষ্টে রাজস্ব আদায় হইতেছে। কিন্তু টাকা প্রতি ৵০ এক আনার হিসাবে রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্কসেস আদায় করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে কালেক্টারিতে রোডসেস বাকি পড়িলে অস্থাবর সম্পত্তি পরে জমিদারি ক্রোক করিয়া অবশেষে নিলাম করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণের ঐরূপ সম্পত্তির অনুসন্ধান করা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হওয়াতে ঐ প্রথা রহিত করা হইয়াছে। এক্ষণে রোডসেস বাকি পড়িলে রাজকর আদায় না হইলে যেরূপ জমিদারি নিলাম করা হয়, তদ্রূপ নিলাম করা হইতেছে। আবার এ দেশে অনেক জমিদারি এজমালি আছে, উক্ত এজমালি জমিদারির কোন জমিদার আপনার দেয় করের কিঞ্চিৎ বাকি রাখিলে সমস্ত জমিদারের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। অপরন্তু এক একটী মহল বা লাটে ২০।২৫ টা ততোধিক গ্রাম ভুক্ত আছে, এই কয়েক খানি গ্রামের মধ্যে একটী মাত্র গ্রামে আবার ২০।৩০ জন জমিদার আছেন, এই সমস্ত জমিদারের মধ্যে যদি কেহ নিজের দেয় রোডসেস না দিলেন তবে উক্ত মহলের সমস্ত জমিদারের জমিদারি নিলামে উঠিল। কত শত লোক এককালে নিঃস্ব হইল। পূর্ব্বে যখন এই কর নির্দ্ধারিত হয়, তখন জমিদারদিগের নিকট হইতে আপন আপন জমিদারির জমাবন্দি তলব হইয়াছিল। ঐ সময়ে অনেকেই প্রকৃত জমাবন্দি দেন নাই; কেহ প্রজার নামে জমা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কারণ যদি ভবিষ্যতে প্রজার প্রজায় কোন বিবাদ হয়, তখন সুবিধা হইবে; কেহ বা ইজারদারের নিকট হইতে গৃহীত কবুলতির অনুযায়ী জমাবন্দি দাখিল করিয়াছিলেন। প্রজাকে পীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে যাহারা জমা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন তাহাদের দুষ্কৃতির ফল হাতে হাতে ফলিতেছে। এবং যাহারা ইজারদারের কবুলতির অনুযায়ী জমাবন্দি দাখিল করিয়াছেন তাহাদিগকে অতিরিক্ত কর দিতে হইতেছে কারণ ইজারদার প্রজার নিকট হইতে যাহা আদায় করিতেছেন তাহা কেবল জমিদারকে দিতেছেন। সরলভাবে জমিদার বেশী করিয়া যে জমা জমির জন্য দিয়াছিলেন, তাহাকে তদনুসারে রোডসেস দিতে হইতেছে। এই সকল কারণে অল্প জমিদারদিগকে অনর্থক কষ্ট পাইতে হইতেছে। অনেকে পরে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়ই তাহা গ্রাহ্য হয় নাই; ৫ বৎসর হইল এই কর প্রচলিত হইয়াছে। একবার ইহার সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে রাজকর্ম্মচারিগণ এবার যেন কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া কার্য্য করেন। বিভাগীয় কমিশনর সাহেব ও রেবিনিউ বোর্ডের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যাহাতে কোন রূপ সুব্যবস্থা করিয়া দেন। না করিলে অচিরাৎ অনেকের জমিদারি লোপ হইবে। বিশেষতঃ এজমালি মহলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। একের দোষে বহু পরিবার উৎসন্ন না যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

মহাশয়, আজ কাল ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে আমাদিগের সংস্থাপিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ের পাচন্য বিভাগে এত অধিক পত্র আসিতেছে, যে তদনুসারে আবেদনের পাঠ করিয়া উঠাই আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই কারণবশতঃ সমস্ত-

সংবাদপত্রের বিনিময়ার্থ আপনার বহুদেশমান্য সুবিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে অন্য ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী ঔষধের প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি; আমরা বহুবার অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উক্ত রীতি-পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে প্রায়ই নিষ্ফল হয় না। যে সকল লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ, অকর্ম্মণ্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারা এক সপ্তাহকাল ঐ ঔষধটী সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাইতে পারিবেন, এবং এক মাস কাল সেবন করিলে তাঁহাদের শরীরে আর কোন প্রকার গ্লানি থাকিবে না। ঔষধ সেবন কালে কেবল শাক, অম্ল, কলাইয়ের ডাল, ও শকরা, মৈথুন, ও শীতল জলে স্নান নিষিদ্ধ। ঔষধটী এই:—

খেতপাপড়া, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, কণ্টিকারী, কটকী, প্রত্যেক ৮ তোলা, সোণামুখী ৫ তোলা, ... ৪ তোলা, মোট এক সের, অর্দ্ধ কুট্টিত করিয়া ... জলে সিদ্ধ করত ... মাত্র ছটাক অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটী পরিষ্কার বোতলে রাখিতে হইবে। প্রাতে ও অপরাহ্নে দুইবার, ইহার এক ছটাক পরিমাণে সেব্য।

আমার বিশেষ পরিচিত ... ডাক্তার সম্প্রতি আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি এই ঔষধটী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ১৪ গ্রেণ কুইনাইন ও ১৪ বিন্দু টিংচার ... হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অনেক ... জীবিতাশাহীন রোগীকে অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন।

যাঁহারা সচরাচর কুইনাইন সেবন করেন, তাঁহারা এইরূপে কুইনাইন সহ ঔষধটী সেবন করেন ইহা আমাদের একান্ত অভিপ্রায়।

মুঙ্গের } বশম্বদ
আ... প্রসাদ উপাধ্যায় } শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

সোমপ্রকাশ

৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশের বর্ষবৃদ্ধি।

অগ্রহায়ণ মাসে সোমপ্রকাশের জন্ম হয়। সোমপ্রকাশ অদ্যাবধি পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়া ষড়্বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে আমরা রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের পরিবর্ত্তন দর্শন করিলাম। কতকগুলি পরিবর্ত্তিত বিষয় আমাদের সুখের ও কতকগুলি নিতান্ত অসুখের হইয়াছে। আমাদের রাজা বিদেশীয়। বিদেশীয়ের বিদেশীয়দের প্রতি সমদর্শিতা ও সবিশেষ আনুকূল্য করা সহজ নয়। তাঁহারা এতদিন আমাদিগকে ভিন্ন ভাবিয়া স্বেচ্ছাচারিতাবে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। রাজসংক্রান্ত দায়িত্বীয় কার্য্যে আমরা দূরবর্ত্তী ছিলাম। কোন রাজকার্য্যে আমাদের অনুরোধ ছিল না। সম্প্রতি রাজা অনুকূল হইয়া আমাদিগকে রাজকার্য্যে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের অধিকার অবধি এই চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু এত দিন ইহা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে মহানুভব উদারমতি লার্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙের কল্যাণে ইহা পূর্ণবিকাশোন্মুখ হইয়াছে।

রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্ত্ত যেমন সুখের, সমাজসংক্রান্ত পরিবর্ত্ত তেমনি বহু অংশে অসুখের কারণ হইয়াছে। অনেক বিষয়ের ভ্রান্তির উচ্ছেদ ও সংশোধন হইয়াছে এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে অনেকের মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্গুণ জন্মিয়াছে সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটী মারাত্মক রোগ প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবনী শক্তির হ্রাস করিয়া তুলিতেছে। এখন আর সে সমাজ বন্ধন নাই। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহার বাধ্য বা বশ্য নয়। সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচারিতার একাধিপত্য। এতদ্ভিন্ন এদেশের অনুপযোগী অসংযত সুরাপানাদি প্রবেশ করিয়া কেবল যে সমাজের কেহ ধন জন ও মান সম্ভ্রমাদি সম্বন্ধে অনিষ্ট করিতেছে এরূপ নয়, আর যে একটী মহৎ অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহার প্রতিবিধানের আর সম্ভাবনা নাই। মুসলমানেরা যে বিষম অত্যাচারী রাজা ছিলেন, তাঁহাদের সময়েও সে অনিষ্টটি ঘটে নাই। সংস্কৃত চর্চার হ্রাসই আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়। মুসলমানদিগের অধিকার কালেই নবদ্বীপ অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন কি আর সে নবদ্বীপ হইবে, না, সে রঘুনাথ রঘুনন্দন প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিবেন? এখন আমাদের রাজপুরুষেরা সংস্কৃতের রক্ষা চেষ্টা পাইতেছেন বটে; কিন্তু সে চেষ্টা, মৃত মুখে ঠেকো দিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। মুসলমান ও ইংরাজ উভয় রাজ্যে এরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিবার কারণ কি? মুসলমানেরা অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সে অনিষ্ট চেষ্টা উপরিভাগের চেষ্টা, তাহারা সমাজের অভ্যন্তর বিলোড়ন করিতে পারে নাই। তাহাদের সময়ে সমাজ বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং সমাজের মারাত্মক অনিষ্ট ঘটে নাই। কিন্তু ইংরাজেরা যে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছেন, তাহা অভ্যন্তর বিলোড়ন করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। আরো অধিক দূর গমন করিয়াছে। এখন সমাজ বন্ধন-রজ্জু সকল ভাবে ছিন্ন হইয়াছে। এই কারণেই আমরা পূর্ব্বকার অনুষ্ঠানগুলি হারাইয়াছি।

সোমপ্রকাশের নিজের সম্বন্ধে যে অবস্থা পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক বা অসঙ্গত হইতেছে না। ইহার মধ্যে সোমপ্রকাশের যে একটী বিষম ফাঁড়া (মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইনরূপ রাহুর গ্রাসে নিপাত) গিয়াছে তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। তদুল্লেখ করা আর আমাদের অভিপ্রেত নয়। ইহার মূল্য ও আকার সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করা আমাদের অভিপ্রেত। প্রথমে সোমপ্রকাশ দুই কলমায় প্রকাশিত হয়। তখন মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা ছিল। তাহার পর চারি কলম করিয়া ১৩ টাকা মূল্য করা হইয়াছিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট যখন সংবাদ পত্রের মাশুল কমাইয়া দেন, তখন ইহার ১০ টাকা মূল্য করা হয়। কিন্তু স্কুলের পণ্ডিত ও তদনুরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ১০ টাকা মূল্য দিবার বিষয়ে আপনাদিগের অসামর্থ্য জানাইয়া অনেকগুলি পত্র লিখেন। আমরা তদনুরোধ পরবশ হইয়া অসমর্থগণকে ৭ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করি, কিন্তু দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় এই, ক্রমে দেখিতেছি, অধিকাংশ গ্রাহকই অসমর্থ পক্ষ আশ্রয় করিতেছেন। এরূপ ঘটিবার কারণ কি? আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কি বাস্তবিক সঙ্গতিহীন হইয়া অসমর্থ হইয়াছেন? না, অন্যায়রূপে আপনাদিগকে অসমর্থ ভাবিতেছেন? ইহার অন্যতর যে কারণ হউক, তাহাই আমাদিগের দুঃখের বিষয়। যদি তাঁহারা বাস্তবিক দরিদ্র হইয়া গিয়া থাকেন, তাহা আমাদের যেমন দুঃখের, আর তাঁহারা যদি ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধপথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও আমাদিগের দুঃখের হেতু। যে কারণ হউক, আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি উত্তরকালে আমাদিগকে এ বিষয় লইয়া আক্ষেপ করিতে না হয়। এটী দেশের মহা কলঙ্কের বিষয়।

ইংরাজদের ভারত শাসন।

গত আগষ্ট মাসে মহাত্মা সার ডেবিড্ ওয়েডারবরন ভারতবর্ষ এবং সিংহল দ্বীপের শাসন প্রণালী

তুলনা করিয়া লণ্ডন টেলিগ্রাফ নামক সংবাদপত্রে একটী সারবান্ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। প্রস্তাবটী সকল রাজপুরুষের মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। আবার শুদ্ধ পাঠ করিলে হয় না, তদনুরূপ কার্য্য করা চাই। সমগ্র ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য, কিন্তু উহার শাসন প্রণালী প্রজাপুঞ্জের পক্ষে [illegible] ক্লেশকর। সিংহল একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, কিন্তু তাহার শাসনপ্রণালী এমন নয়। লোকসকল সেখানে বিলক্ষণ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশের কোন কারণ নাই। সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর তুলনা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ বোধ হইবে।

যখন নবাবের শাসনাধীনে ভারতবর্ষের মহাকষ্ট ছিল, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। বাস্তবিক প্রজার অনেক বিষয়েই কষ্ট ছিল, তাহা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে কি প্রকার কষ্ট? অধিক অত্যাচার এবং বাণিজ্যের অভাব; এই দুটী কষ্টই প্রধান ছিল। দস্যুভয় ও চৌরের অত্যাচার সর্ব্বদাই ঘটিত। স্ত্রী পুত্র এবং ধনৈশ্বর্য্য লইয়া কেহ সুখে ও নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারিত না। এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াতেরও অসুবিধা ছিল। দেশে বাণিজ্য কার্য্য ভালরূপ চলিত না, তাহাতে প্রজালোকেরও সমধিক কষ্ট হইত। এখন ইংরাজ শাসনে সেই সমস্ত উপদ্রব তিরোহিত হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং ধনসম্পত্তি লইয়া সকলে সুখে বাস করিতে পারিতেছে, বাণিজ্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ভিতরের শাসনপ্রণালীর বড় পরিবর্ত্তন হয় নাই। তখন রাজকর্ম্মচারিগণ অনেকটা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, এখনও মফস্বলে রাজপুরুষেরা স্বেচ্ছাচারিতা হইতে যে একেবারে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, এমন বলা যায় না। আবার কয়েকটী কারণে বরং এক্ষণকার প্রজাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যবন নৃপতিদিগের সময়ে দেশীয় অনেক লোক রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদ লাভ করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষবাসিদিগের সে সমস্ত আশা ক্রমে ক্রমে নির্ম্মূল হইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হওয়া অবধি প্রজার কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা দেশের শাসন ভার নিজ হস্তে লইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ব্যবসায়ী ভিন্ন কেহই নন। যাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, তৎপ্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিতেন। রাজ্যের উন্নতি সাধন করা, প্রজার অবস্থা উন্নত করা এই গুলিই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহারা সে প্রকার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে রত ছিলেন না। আত্মীয় স্বজনকে এ দেশের প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারাও ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া কেবল অর্থ সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন; সুতরাং রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইত না। ইংরাজেরা যে প্রকার উদারচেতা, ন্যায়পরায়ণ এবং সাধুশীল, পূর্ব্বে এই সমস্ত দেশশাসক সম্প্রদায়ের কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বরং ক্লাইব, হেষ্টিংস, ডেলহৌসি প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের চরিত্র, পবিত্র ইংরাজ জাতির এক প্রকার ঘোর কলঙ্ক বলা যায়।

ভারতবর্ষীয় শাসন ভার এখন মহারাণীর করকমলন্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পূর্ব্ব ভাব সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় নাই। এ দেশে অদ্যাপিও কোন কোন রাজপুরুষের চিত্তে দারুণ স্বার্থপরতা বিলক্ষণই লক্ষিত হইতেছে। আবার এ দেশীয় লোকের রাজকার্য্যে দিন দিন কোথায় অধিকার বৃদ্ধি হইবে, তা নয় বরং কমিয়া আসিতেছে। অধিক কর্ম্মচারীর অযথা অর্থ ব্যয়ে প্রজালোক অশেষ কাতর হইয়াছে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা সিংহল অনেক সুখী। তথাকার সৈনিক বিভাগের ব্যয় অনাবশ্যক নহে, অন্যান্য ব্যয়ও বিচারসঙ্গত। প্রজাগণ অযথা করভারে কাতর নহে। মহাত্মা ওয়েডারবরন্ সাহেব লিখিয়াছেন—সিংহলের এক্ষণে ঋণ নাই চলিত রাজস্ব হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পূর্ত্তকার্য্য, খাল খনন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সাধারণ লাভ হইতে চলে।

সিংহলবাসীগণ যে পরম সুখে থাকিবে, সে কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। একমাত্র সৈনিক বিভাগের ব্যয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে প্রতি বৎসর অনুমান ১৫০০০০০০ পাউণ্ড দিতে হইতেছে, কিন্তু সিংহলের সৈনিক বিভাগের ব্যয় কেবল ৫০০০০০ পাউণ্ড মাত্র। ওয়েডারবরন সাহেব বলেন—[illegible] যুদ্ধে সমস্ত ইংরাজ সেনা গমন করিলে সিংহলবাসী সৈন্যদের বিশেষ সাহায্যকরণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা বলিতে পারি প্রজালোকের অসন্তোষের কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে তাহারা সকলেই রাজার পরম ভক্ত হইয়া উঠিবে। এ ত আশ্চর্য্যের কথা নয়। ভারতবর্ষবাসিগণ এক দিন সিবিল সর্বিসের পরীক্ষা দিয়া উচ্চ পদ পাইতেছিলেন, কৌশল ক্রমে সে পথ রুদ্ধ করা হইল; সিংহলবাসিদিগের সে পথ রুদ্ধ হয় নাই। আবার তাঁহাদের আরও একটী অধিক সুবিধা। সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বিলাতে যাইতে হয় না। স্বদেশেই তাঁহারা পরীক্ষা দিতে পারেন।

এক দিন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত রাজস্ব হইতে বেতন দেওয়া হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই বিধিটী কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না। আমাদের রাজা একধর্ম্মাবলম্বী, প্রজাগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী; সে স্থলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সাধারণ রাজস্ব ব্যয় করা কখন ন্যায়ানুগত নহে। ভারতবর্ষ হইতেও এই কুৎসিত প্রথা শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতরাজ্যের এক অশান্তি হইবার আর একটী কারণ আছে। এখানকার কর্ম্মচারিদিগের বেতন নিতান্ত অধিক। অনেকে এই আপত্তি করেন যে, বিলাত হইতে যাঁহারা এ দেশে আগমন করেন, তাঁহারা এখানকার উত্তাপ সহ্য প্রায় অসাধ্য হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ সকল প্রকারে এখানে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নে ও সাবধানে থাকিতে হয়। তাহাতে অনেক ব্যয় পড়ে। সে কারণে অধিক বেতন না পাইলে উচ্চ বংশীয়েরা এ দেশে আসিতে ইচ্ছা করেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সিংহল ও ত উষ্ণ প্রধান স্থান, সেখানে অল্প বেতনে ঐ সকল লোক কিরূপে আসিয়া থাকেন? বস্তুতঃ ঐ সমস্ত আপত্তি কোন কাজের নয়। আমরা অনুরোধ করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিংহলের কার্য্য প্রণালীর অনুকরণ করুন। এখানে সমস্ত লোকের মনে যে সমস্ত ক্ষোভ রহিয়াছে, তাহা একেবারে দূরীভূত হইবে এবং প্রজাগণও সুখে থাকিবেন।

[illegible]

প্রসিদ্ধ কবি [illegible] লিখিয়াছেন,—[illegible] ঋষিদিগকে বড় ভাল বাসেন। কিন্তু কমলিনীকে তথা এমনি ভাল বাসেন যে, তাহার জীবনের প্রধান সহায় বারিরাশি [illegible] করিতে ত্রুটি করেন না;—[illegible]। সকলেই জানেন [illegible] ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া এ দেশের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা [illegible]। [illegible] ছিল, বোধ করি [illegible] হইতে চলিল। [illegible] হিন্দু ও মুসলমানদের মানসম্ভ্রম [illegible] ত্রুটি করেন না। যত দিন [illegible] থাকে, [illegible]। [illegible] হইল।

[illegible] আমাদের দেশের বিস্তর [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

লেন; উঁহারাই বিদ্যাশিক্ষা করিতে লোকের রুচি জন্মাইয়া দেন। মহাত্মা ডফ্ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইন্‌ষ্টিটিউশন এবং ডুঁচুড়ার বিদ্যালয় দুটী উচ্চ শিক্ষার কেমন সফল। অদ্যাপি একটীর এখন পর্য্যন্ত কাষ্য, আমরাই উক্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। শেষে এই দুই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া অনেকে এখন কৃতবিদ্য, সদ্বশীল, সাধুসমাজে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকে, যাহা উচিত কোন প্রকার বিষয় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। একবার সদর ডফ্ সাহেবের পাদ স্পর্শ করিয়া দেশ কৃতার্থ হইয়াছে। এখন তিনি দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে প্রদেশাদির খ্রীষ্টান কর্ম্মচারিদিগের পরিতুষ্ট হন; তিনি প্রথম হইতে রৈবন্দেই অপ্রতিহত অনেকের বিদ্যালয়ের উন্নতি করিয়াছেন; অক্লান্ত উঁহার অনন্য প্রশংসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সাহেব প্রভৃতি অন্য মহাত্মাদিগের মধুর মূর্ত্তি, শান্তমূর্ত্তি চিত্তের প্রশান্তি এবং সদাচারিতা কত দিন হৃদয়ে জাগিতেছিল অন্যে মুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আধুনিক মিশনরিদের যে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন উঁহারা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে অথচ, বাইবেল আমাদের ধর্ম্ম প্রচারের সময়, মিশনরিদের অনন্য নিরুপমেতা দীনভাবের উপদেশের সারবত্তা, বিচারের একমাত্র যুক্তি এবং সত্যপথ প্রদর্শনের উজ্জ্বল আলোক। যে ধারা চলিতেছিল,—চমৎকার। এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থে যে উপায় অপেক্ষা আর একটী গর্হিত পথ অবলম্বিত হইয়াছে। দক্ষিণ দেশের জাতিদের হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাপরিপূর্ণক পট প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা যাহা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ; উঁহারা সেইভাবে সাধু পুরুষ। এখন এরূপ কাজের উঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল? উঁহারা সদর জনসমাজকে ভদ্র হইতে বলিবেন, শিষ্টাচারী হইতে উপদেশ দিবেন, উঁহাদের এমন ব্যবহার কখন শোভা পায়? সদুপদেশ দিবার কৌশল আছে; অন্য প্রকার দূর করিবার অন্য উপায় আছে। নিন্দা উপলক্ষে দ্বারা উপদেশ দিলে উপদেষ্টার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। প্রথমে মিষ্ট বাক্য ও সদাচরণ দ্বারা প্রীতি জন্মাইয়া, পরে সদুপদেশ দান করিয়া চিত্তাকর্ষণ করা চাই। লোকের সহানুভূতি না হইলে পারিলে উঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না; তিনি যতই বলুন, সে কেবল অরণ্যে রোদন হয়; যতই সারবান শাস্ত্রার্থ ব্যক্ত করুন, সে কেবল উষর ক্ষেত্রে বীজ বপন হয়। যদি শ্রোতার মনকে মুগ্ধ করিতে না পারেন, তবে সে সাধনায় ফল কি? লোকের মন এখনও তিন আছে, লোকে উঁহাকে মানেন, শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, একেবারে উঁহার নিন্দা-

বাদ করিলে কি কেহ ভাবে শত শত হইয়া থাকে, বলিতে পারেন? তাহা হইতে পারে না, বরং বক্তার প্রতি বিজাতীয় আক্রোশ জন্মে, মনে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। মিশনরিরা যেখানে সেখানে যে কাণ্ড করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অবিশেষে করিয়া কোটি কোটি লোক বিরক্ত হইয়াছে। কিন্তু ও মুসলমানেরা মিশনরিদের দোষ লক্ষ্য করিয়া উঠিবেন। অবশ্য হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভদ্র সম্প্রদায় কিছুতেই প্রতিবাদ করিবেন না। কিন্তু আমরা চণ্ডাল প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকদিগের কথা কহি; উহারা কতকগুলা অশিক্ষিত হইয়া নীরব থাকিবে না। কথায় কথায় বিবাদ, উপহাসের কথা নূতন ঢেউ খেলিবে, শেষে আন্দোলনের ফল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা নাই, এখন সহসা করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনে ধর্ম্ম নিন্দকদের একটী ধারা আছে। হিন্দুরা অনায়াসে অবলম্বন না করিয়াও মিশনরিদের নামে অভিযোগ করিতে পারেন। এই রূপ কি উচিত হয়? অন্য ব্যক্তির সঙ্গে অভদ্র আচরণই ভাল দেখায়। মিশনরিরা সাধারণের পূজনীয় লোক। ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় উঁহাদের সারলিপ্ত ও পবিত্র অন্তঃকরণে স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। একটা ইতর কাজ লইয়া আদালতে উপস্থিত হওয়া কিম্বা কলহ করা কত দূর দুঃখের কথা। ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিন্দা বাহির করিতে গেলে কোন মতেই তাহার অভাব হয় না। অতএব নিন্দা ঘোষণা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা প্রশস্ত উপায় নহে; হিতাকাঙ্ক্ষে ইহাতে অনিষ্ট ও ঘোর অমঙ্গল ঘটিবে।

এক দলকেই হউক আর যে কাহাকেই হউক, মিশনরিরা যে এক কাজ করি? বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা চমৎকৃত হইলাম, পুলিশের এবং মিউনিসিপালিটির মহাপুরুষেরা কি করিতেছিলেন? উঁহাদের কি তখন চক্ষু ছিল না, চক্ষে আঙ্গুল দিয়া অন্ধকার দেখিতেছিলেন? যে দিন প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করা লইয়া মহা হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। এখনও যে কথা সকলের মনে জাগিতেছে। ও দিন না থাকিতে এ আবার কি? যে জন্যই হউক, আমরা বুঝিলাম,—পরস্পরের বিবাদে অকুশল ঘটিতে পারে। সকলকে শান্তি সংস্থাপনই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। মিউনিসিপালিটি ত যে কাজে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এখন যে মিউনিসিপালিটি কোথায়? শারদীয় পার্ব্বণে কি অবসর লইয়াছেন? স্বকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, কলিকাতার সকলপ্রধান প্রকাশ্য স্থান বর্ত্তমান— তথায় এ প্রকার দারুণ অবৈধ ব্যাপার ঘটিয়া গেল,

কেহ কি একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না? একণে গত অনুশোচনার আর প্রয়োজন নাই। যা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি সকলের প্রয়োজন মিশনরি মহোদয়গণ আপনাদের মর্য্যাদানুরূপ সদনুষ্ঠান করুন, এই আমাদের একান্ত বাসনা। লোকে যেমন উঁহাদিগকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করেন, উঁহারাও তদনুরূপ মমতা রক্ষা করুন। সদুপদেশ দিবার প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়া সাধারণের মুগ্ধ মন মোহন করুন। সুকবি পোপ লিখিয়াছেন, মনুষ্যকে এমন কৌশলে শিক্ষা দিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বিষয় যেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহা কেবল স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। তুমি এক জনকে অজ্ঞ জানিয়া উপদেশ দিতেছ, যেন এমন ভাব প্রকাশ না পায়।— বাস্তবিক এই মহাবাক্যটী বহুমূল্য রত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান। উপদেষ্টাগণ সর্ব্বদা ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অনেক অজ্ঞ লোক তুলিয়ে বিজ্ঞ হইয়া উঠেন। সৎ শিক্ষা অপেক্ষা সদ্গুণেই তুলি। কুসংস্কার বিশিষ্ট অজ্ঞতা পরিপূর্ণ ব্যক্তিও সদুপদেষ্টার কাছে দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অঙ্গার যে স্বাভাবিক এত মলিন শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনতা দূরীভূত হয় না, তাহাও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। উপদেশের কৌশলই প্রধান। অতএব, আমরা ভরসা করি, এ কাজে গবর্ণমেণ্টকে যেন আর মধ্যবর্ত্তী হইতে না হয়।

কলিকাতার বিভাগের অবস্থা।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস,—এই ত বাবসায়িদের মতোপকারে। আবার ক্রেতাদিগেরও একপ্রকার সম্পূর্ণ হিত সাধিত হয়। এদেশে যে দ্রব্য জন্মে না, বণিকেরা তাহা দেশান্তর হইতে আনেন। তুমি গৃহে বসিয়া তোমার প্রয়োজনানুরূপ সকল দ্রব্যই অক্লেশে পাইতেছ। বণিক না থাকিলে তোমাকে কত ছোটাছুটি করিতে হইত, তাহা কল্পিতবা নহে। তবু সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন করিতে পারিতে না। এমন যে মহৎ হিতকর ব্যবসায়, লোকের দোষে তাহাও গ্লানিস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি যদি অসরল ভাবে দুটা হুকা পক্ষার কথা কও, তৎক্ষণাৎ আমি বলিব,—ব্যবসাদারী কর কেন? যাহা হউক,—সকলেই বুঝিয়াছেন নাকে মুখে কথা কহিতে না পারিলে দোকানদারী করা হয় না, ব্যবসায় চলে না। মিষ্ট কথা বলিতে হইবে দ্রব্য ভাল হউক না হউক, কথায় লোকের মন ভুলাইতে হইবে, দোকানী সজ্জা এবং ধর্ম্মকে গৃহে রাখিয়া আসিতে হইবে; সত্য করিতে বল, হাকিম;

দর্শকার হাও,—তখনি প্রস্তুত? তবে ব্যবসায় বজায় থাকিবে, নচেৎ দোকানটী মাটী। ব্যবসাদারেরা যে যাহা করে, করুক। তাহাদের সমস্ত কাজের কে দায়ী হইবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অজ্ঞ অবোধ ক্রেতৃগণ মারা যায় কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না। চীনা বাজারে যাও, মনগড়া আলপাকা চাই। আট আনার স্থানে দশ আট টাকা মূল্য হাঁকিয়া বসিল। ক্রেতা যদি বাজার জ্ঞান শূন্য নিতান্ত উপর লোক হইলেন, তবে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আমরা কেবল একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, কিন্তু সকল দোকানেই এই কাণ্ড ঘটে। কত অবোধ লোকের যে সর্ব্বনাশ হয় তাহা বলিবার কথা নহে।

এ বিষয়ে যদি বলেন, ক্রেতার ইচ্ছা। সে যদি অধিক মূল্য দেয়, তাহাতে কে কি করিবে? যাহা হউক, যদিচ এ কথাটি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে, তথাপি ইহা আমরা উপেক্ষা করিতেছি। তবে ইহার যদি কোন প্রতীকার হয়, বড়ই সুখের কথা। কিন্তু আমরা আর একটী গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, সেটী কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্যবসাদারী কথাটী যে গালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার অনেক কারণ আছে। কেবল বাক্যের প্রতারণায় লোকের অনিষ্ট হইতেছে, এমত নহে। কার্য্যতঃ যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে তৎসমুদয় আরও ভয়ানক। ব্যবসাদারেরা খাদ্যদ্রব্যে নানা প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করে। ঘৃতে বসা, কোঁচড়ার তৈল সরিষা ইত্যাদি; দুগ্ধে জল; পচা মিঠাই ভাজিয়া নূতন মিঠাই প্রস্তুত করণ, ইত্যাদি আর আর অনেক প্রকার ঘোর অনিষ্টকর কাজ আছে যাহা আমরা জ্ঞাত নহি। প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনেক উপায় করিতেছেন। কিন্তু খাদ্য সামগ্রীগুলি বিশুদ্ধ না হইলে কেবল বাহ্য বিষয়ের সতর্কতায় বিশেষ ফল দর্শিবে না। ব্যবসাদারেরা কোথায় কোন্ দ্রব্যে কি মিশ্রিত করে তাহা সম্যক জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। পরন্তু সময়ে সময়ে কদর্য্য দ্রব্যের ফলাফল আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া সকল গোয়ালাই বিক্রয় করিয়া থাকে, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। পীড়িত ব্যক্তি কিম্বা নিতান্ত শিশু সেই দুগ্ধ পান করিলে অনেক অসুস্থ হইতে পারে। গোয়ালাদের জলের বিচার নাই, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অত্যন্ত পুতিগন্ধি পয়ঃপ্রণালীর জল ও তাহারা দুগ্ধে মিশাইয়া থাকে। ময়রাগণ সাত আট দিনের পচা মিঠাই ভাজিয়া নূতন মিঠায়ের সঙ্গে পাক করে, তাহা কখন দেহের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না।

এক এক দ্রব্যে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত দিয়া ব্যবসাদারেরা যে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। ইহা পীড়াদায়ক হয়, তাহাও সকলে স্বীকার করেন? তবে কি, ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে? অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে, সর্ব্বত্র এই কুপ্রথা নিবারণ করা সহজ নয়। একটী দ্রব্য অনেক হস্তান্তরিত হইয়া আসিতেছে, কোথায় কোন্ ব্যক্তি তাহাতে কি মিশ্রিত করিয়াছে তাহা সপ্রমাণ করা সুসাধ্য নহে। এটী এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও বলা যায়। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, এ বিষয়ে একটুকু শাসন থাকা ভাল। এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ আইন করিলে, অনেক দুষ্ট ব্যবসাদারকে শঙ্কিত হইয়া চলিতে হইবে। কোন দ্রব্য ব্যবহার অস্বাস্থ্যকর হউক না হউক ক্ষতি কি? ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিবার সময় ক্রেয় দ্রব্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। সমস্ত বিক্রেতা এবং ক্রেতার নাম যেন লিখিত থাকে। যে দ্রব্য অধিক দিন দোকানে পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইবে, তাহা যেন পরিত্যাগ করা হয়। ব্যবসাদারদিগের মধ্যে এ প্রকার নিয়ম প্রচলিত করিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে এবং ব্যবসায়ীদেরও চরিত্র সংশোধন হইবে।

চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তির নিকটে আসিয়া অনেক সময়ে পীড়া চিনিতে পারেন না, পীড়ার কারণও নিশ্চিত করিতে পারেন না। রোগীও তাঁহার পীড়ার কারণ ভাবিয়া পান না। কিন্তু দেখুন খাদ্য দ্রব্যের দোষে যদি কোন পীড়া ঘটে তবে বেশ কোথায় কোথাও ত তাহার কারণ মিলিবে না। রোগী বমন করিল, রোগী বমন করিতেছে—রোগটার এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু কেন বমন করিতেছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেক স্থলে চিকিৎসকের চক্ষু স্থির হয় কারণ ঠিক দিতে পারেন না। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অনেক স্থলে খাদ্য দ্রব্যের দোষে পীড়া জন্মিতে দেখিয়াছি। পাঠক! খাদ্য দ্রব্যের দোষে বাক্যে এমন ভাবিবেন না যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ অপরিপক্ব কিম্বা কদর্য্য দ্রব্য ভোজন করিয়া পীড়িত হইয়াছে। যথানিয়মে আহার করিয়াই পীড়িত হইয়াছেন এমন অনেক রোগী আমরা দেখিয়াছি। ঘৃতে একপ্রকার তৈল মিশ্রিত ছিল। সেই ঘৃতপক্ব দ্রব্য ভোজন করিয়া উদরাময়াদি বমন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিয়াছে। পাঠক মহাশয়গণও এমন দোষ অনেক দেখাইতে পারিবেন। তাই বলিতেছি, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, প্রাণ রক্ষার জন্য ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত নয়?

এই গেল খাদ্য দ্রব্য। তারপর আর একটির কথা বলি। কি বিলাতি কি দেশীয় সকল প্রকার ঔষধেও কৃত্রিম দ্রব্য চলিতেছে। যাহাতে মনুষ্যের জীবনের আশা, সেমন দ্রব্য কৃত্রিম! ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখ সংসারে আর কি হইতে পারে? এগুলির নিবারণের নিমিত্ত সরকার কি কোন উপায় করা কর্ত্তব্য নহে? উপদংশ রোগে প্রজাবর্গ কষ্ট পাইতেছিল; ঔষধালয়ে অবিবেকী জনসাধারণে বেশ্যালয়ে ক্রমাগত নানাবিধ ব্যাধির বীজ আনিয়া দেহ অকালে বিনষ্ট করিতেছিল, তজ্জন্যই গবর্ণমেণ্ট চোক্-আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু আমরা যে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম সে গুলি ও জনসাধারণের সবিশেষ অনিষ্টকর। অতএব তৎসমুদায় নিবারণের কোন উপায় করিলে প্রজার বিস্তর কষ্টের লাঘব হয়, দোকানীর খাটিবার পরীক্ষার দ্বারা মিউনিসিপালিটির কর্মচারী এবং স্থানিক চিকিৎসকদিগের দ্বারা দোকানের খাদ্য দ্রব্য এবং ঔষধাদি পরীক্ষা করাইলে অধিক কৃত্রিম দ্রব্য চলিতে পারে না। তাহাতে জন সাধারণের বিস্তর উপকার দর্শিতে পারে।

—

[illegible]

নীলামের কিস্তি দত্ত নিকট হইয়া আসে জমিদারেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতে থাকেন। আজ বাদে কাল লাটের কিস্তি, খাজনা দাখিল করিতে হইবে—দাখিল করিতে না পারিলে, জমিদারী লাটে উঠিবে—জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পাক, পেয়াদা, কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই—খাজনা আদায়ের জন্য সকলেই ব্যস্ত। জমিদার প্রজার নিকট যাহা পারিলেন আদায় করিলেন, তাহাতে কুলাইল না, মাথায় হাত দিয়া বসিলেন—শেষে অনন্যোপায় একজন [illegible] কোন রকমে টাকার যোগাড় করিলেন—[illegible] শেষ দিন টাকা কালেক্টরিতে জমা দিলেন—তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। প্রত্যেক বৎসরে একরূপ ঘটনা ঘটে। লাটের কিস্তির পূর্ব্বে প্রায়ই জমিদারকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। আবার প্রজারা যদি জমিদারের খাজনা দিবে না বলিয়া ধর্মঘট করিয়া বসিল, এখন জমিদারের নায়েব গোমস্তা কালেক্টর নিয়া প্রজার নিকট একটী পয়সা আদায় করিতে না পারিল, এমন কি স্থান বিশেষে প্রজার লোকেরা তাড়া খাইয়া আসিল, তাহা হইলেই জমিদারের সর্ব্বনাশ। ধার কর্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া তালুক রক্ষা করিতে জমিদারের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। প্রজার নিকট সময়ে খাজনা আদায় হয় না। বিশেষ [illegible]

[illegible] থাকাতে প্রজাকে জমিদারের করগত [illegible] নাই। কাহারও কাছে দেওয়ানী ও [illegible] আদালত—প্রজার সুখের আর অন্ত থাকিল না, সকলেরই চক্ষু ফুটিয়াছে—জমিদার যদি প্রজার প্রতি সামান্য মাত্র অত্যাচার করিলেন, [illegible] আর তাঁহার নিস্তার নাই। আমরা ক্রমশঃ দেখিতেছি এক্ষণে জমিদারের জমিদারী রক্ষা করা [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার দেখ জমিদারকে কিস্তি কিস্তি খাজনার টাকা কালেক্টরিতে দাখিল করিতে হইবে, সময়ে দাখিল করিতে না পারিলে তালুক বিক্রয় হইয়া যাইবে; অথচ প্রজা যদি জমিদারের টাকা না দেয়, তবে নালিশ না করিলে আর জমিদারের টাকা আদায় করিবার উপায় নাই। এ দিকে নালিশ করিয়া তাহার ফল পাইতে অনেক কাল লাগে। সেই কাল অতীত করিয়া প্রজার নিকট টাকা আদায় পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে গেলে তালুক বিক্রয় হইয়া যায়। জমিদারেরা কালেক্টরিতে আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, ও চৈত্র এই চারি কিস্তিতে খাজনা দিয়া থাকেন। যদি জমিদার ও প্রজার সদ্ভাব রহিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রজা জমিদারকে খাজনা দিল, জমিদারের কোন আপদ্ কোন ভাবনা রহিল না। কিন্তু যেখানে জমিদার ও প্রজার সদ্ভাব নাই, যেখানে প্রজা জমিদারকে জব্দ করিবার মানস করিল, তথায় প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমিদারকে খাজনা না দিয়া জমিদারের বিপদে আমোদ করিতে লাগিল, সেখানে জমিদারের ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে। জমিদার ধার কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিলেন। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৯ অব্দের ৮ আইনে আছে, প্রজা যে সময়ে খাজনা দিয়া থাকে, সেই সময়ে সে খাজনা না দিলে, সেই খাজনা বাকী খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে। খাজনা [illegible] দাবী করিবার যো নাই, বাকী খাজনারই নালিশ চলে। জমিদার ধার কর্জ্জ করিয়া রাজস্ব দিলেন, আবার ধার কর্জ্জ করিয়া প্রজার নামে বাকী খাজনার নালিশ করিলেন। মফস্বলে আদালতের কার্য্যের যেরূপ শৈথিল্য তাহাতে প্রজার নামে সমন বাহির হইতে কিছু কাল গেল, তৎপরে সমন জারী হইল, সমনে লেখা আছে, সমন জারির পর চৌদ্দ দিন অতীত হইলে পর মকদ্দমা হইবে। এইরূপে এক মাস দেড় মাস অতীত হইয়া যায়। তখন প্রজার নামে ডিক্রী [illegible] ডিক্রী জারী করিয়া প্রজার নিকট টাকা আদায় করিতে আরও এক মাস দেড় মাস অতীত হয়। এতদ্ভিন্ন মকদ্দমার খরচা আছে, উকীলের টাকা, আদালতের [illegible] আমলা-দের খরচা আছে। এই সমস্ত দিয়া জমিদারের যৎসামান্য থাকে, তাহাতে পুনঃ খাজনার টাকাও হয় না। আবার যদি সমুদায় প্রজা বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে ত জমিদারের আর নিস্তার থাকে না। সকল প্রজার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে গেলে, জমিদারী ত জমিদারী, জমিদারের [illegible] পুরুষানুক্রমে ধন সকলই বিনষ্ট হয়। প্রজার নামে ডিক্রী পাইয়াও লাভ নাই, [illegible] সুদ দিতে দিতে সে টাকাতেও কুলায় না।

আবার দেখ প্রজা জমিদারকে খাজনা না দিলে তাহার জোত উচ্ছেদ করিবার নিয়ম আছে। জমিদার ইহার অধিক আর প্রজার কিছুই করিতে পারেন না। কিন্তু সে জোত উচ্ছেদ করাও সহজ কথা নয়। একেক বৎসরের মধ্যে খাজনার কিস্তি বাকী পড়িলে, তজ্জন্য প্রজার জোত উচ্ছেদ হইতে পারে না। কেবল বৎসরের শেষে খাজনা বাকী থাকিলে জোতের উচ্ছেদ হইতে পারে, তাহাতে আদালতও জমিদারের প্রতি তেমন অনুকূল নহে, জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা করিলেই যে জোতের উচ্ছেদ হইবে, এরূপ নয়—ডিক্রির পর পনর দিনের মধ্যে টাকা দিলে জোত উচ্ছেদ হয় না। সুতরাং সকল দিকেই প্রজার লাভ জমিদারের ক্ষতি। তবে খাজনা না দিলে প্রজাকে জমিদারের নালিশের খরচা ও কখন কখন সুদ বা ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হয়। তাহাতে প্রজার যে অধিক ব্যয় হয় না এমন নহে, কিন্তু তাহাতে জমিদারের যত কষ্ট, যত ক্ষতি প্রজার তত কষ্ট তত ক্ষতি হয় না।

এখন জমিদারদিগের এই কষ্ট ও অসুবিধা দূর করা আবশ্যক। যে উপায় অবলম্বন করিলে প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি না হয়, অথচ যাহাতে সহজে জমিদারের খাজনা আদায় হয় সেই উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ১৮৫৯ অব্দের দশ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে জমিদারেরা প্রজাকে কাছারি বাটীতে ধরিয়া আনিতেন, বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে কাছারি বাটীতে আটকাইয়া রাখিতেন, মারপিট করিতে পারিতেন। এজন্য তখন প্রজার নিকট খাজনা আদায় হইত। যদিও এই রীতির প্রশংসা আমরা করিতে পারি না, বরং এই রীতি আমরা দূষিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি তথাপি ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে প্রজারাই জমিদারকে খাজনা দিতে ত্রুটি করে। এখন আবার তাহার উপর আইনের বল পাইয়া তাহারা সমধিক লাফালাফি করিয়াছে। এখন প্রজার অসদ্ব্যবহার হউক আর জমিদারের অসদ্ব্যবহার হউক, আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা কেবল যাহাতে জমিদারের অসুবিধা দূর হয় তাহাই চাই। তবে আমরা এ কথা বলি না যে কেবল জমিদারের সুবিধা ও প্রজার অসুবিধা করিয়া দেও। আমরা কেবল এই কথা বলি যাহাতে উভয় দিক রক্ষা হয়, যাহাতে জমিদারও বাঁচে প্রজাও বাঁচে তাহাই করিয়া দেও। অন্যথা একপক্ষে অনিষ্ট অপর পক্ষে সুবিধা, এটী নিতান্ত অসঙ্গত।

কিন্তু জমিদার ও প্রজার যে সম্বন্ধ তাহাতে একের সুবিধা করিতে গেলে অন্যের কিছু অসুবিধা হইতে পারে। জমিদারের খাজনা আদায়ের যদি কড়াকড় নিয়ম হয়, প্রজা যে এতকাল শৈথিল্য করিয়া আপনার সুযোগমত খাজনা দিয়া আসিতেছে প্রজার সে সুবিধা অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু যখন প্রজাকে খাজনা দিতেই হইবে, তখন জড়াইয়া জমাইয়া রাখাই তাহার পক্ষে অসুবিধা, ফেলিয়া দিতে পারিলেই তাহার পক্ষে সুবিধা। সুতরাং সময় মত জমিদারের আদায় হওয়া ও সময় মত প্রজার দেওয়া, উভয়ই উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর। জমিদারের খাজনা আদায় করিতে ও প্রজার খাজনা দিতে শৈথিল্য করাই উভয়ের পক্ষে হানিজনক, উভয়ের পক্ষে অমঙ্গলকর। জমাইয়া রাখিলে সুদ ও মকদ্দমার খরচপত্রাদি দিতে হইবে, অল্পে অল্পে দিলেও তাহাকে দিতে হইবে। কিন্তু জমাইয়া রাখিলে প্রজার দিতে কষ্ট হইবে, অল্পে অল্পে দিলে তাহার কোন কষ্টই হইবে না। এস্থলে যাহাতে প্রজা কিস্তি কিস্তি জমিদারের টাকা দিতে পারে তাহাই তাহার পক্ষে সুবিধা, তাহারই ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাহার ব্যবস্থা করিলে প্রজারও অসুবিধা হইবে না, জমিদারও সুখী হইতে পারিবেন।

আবার বাকি খাজনার মকদ্দমায় যে টাকা ষ্টাম্প, উকীল ফি, পেয়াদার [illegible], তলবানার ষ্টাম্প, নকলের খরচা প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, মকদ্দমা ডিক্রী হইলে সেই টাকা প্রজাকে দিতে হয়। ইহাতে প্রজার বিস্তর অনিষ্ট হয়। এই ব্যয় হ্রাস করাও কর্ত্তব্য। একে অনেক প্রজা খাজনাই দিতে পারে না, তাহাতে আবার মকদ্দমার খরচা দিতে হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইতে হয়। জমিদার খরচা পাইবেন না, এ নিয়ম করাও অন্যায়, কেন না ন্যায্য পাওনা আদায় করিতে তাঁহার যে ব্যয় হইবে, সেই ব্যয়ও তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। সুতরাং যাহাতে কম খরচায় বাকী খাজনার মকদ্দমা হয় তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে প্রজাদেরও কষ্ট পাইতে হইবে না, জমিদারেরও সুবিধা হইবে, এবং সকল দিক রক্ষা হইবে।

যদি বল মকদ্দমার খরচা কমাইলে আদালতের ভার কুলাইবে কেন, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে এক্ষণে আদালতে বাকী খাজনার মকদ্দমাই অধিক। ডক্রিত ও দেনা পাওনার মকদ্দমা অপেক্ষা বঙ্গদেশের মুন্সেফী আদালত সমূহে অধিকতর সংখ্যার বাকী খাজনার মকদ্দমা হয়। সুতরাং বাকী খাজনার মকদ্দমায় আদালতের যত আয় হয়, ডক্রিত অথবা দেনাপাওনার মকদ্দমায় তত আয় হয় না। পক্ষান্তরে বিচারপতিকে ডক্রিতের মকদ্দমায় যত পরিশ্রম করিতে হয়, বাকী খাজনার মকদ্দমায় তাহার অর্দ্ধেকও পরিশ্রম করিতে হয় না। এমন ন্যায় ও যুক্তি মতে যাহাতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার জন্য তত অধিক মূল্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ন্যায়তঃ ডক্রিতের অপেক্ষা বাকী খাজনার মকদ্দমার ব্যয় অল্প হওয়া উচিত। অতএব আমাদের বিবেচনায় ডক্রিতের মকদ্দমার ব্যয় কিছু বৃদ্ধি করিয়া বাকী খাজনার মকদ্দমার ব্যয় কমাইয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আয় যেমন তেমনই থাকিবে, অথচ সকলের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।

পূর্ব্বে যে যে কথা উক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে (১) প্রজার নিকট জমিদারের খাজনা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ও সহজে আদায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। (২) দ্বিতীয়তঃ বাকী খাজনার মকদ্দমার ব্যয় কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে এই দুইটী বিষয় কার্য্যে আনয়ন করা যাইতে পারে তাহার উপায় অবধারণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কিয়ৎকাল অতীত হইল গবর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু উক্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়াও অদ্যাবধি তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আবার প্রজার স্বত্ব নিরূপণ, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বলি ঐ সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আপাততঃ প্রজার স্বত্ব, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ এই সমস্ত একরূপ নিরূপিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে অনেক সময় ও বিবেচনার প্রয়োজন। সে এখন আরও কিছু কাল ভাবিয়া স্থির করিলেও চলিবে। কিন্তু আপাততঃ উক্ত দুইটী বিষয় স্থির করিলে ভাল হয়। জমিদারের ও প্রজার সকল এই বিষয় লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করুন যে খাজনা বাকী পড়িলে জমিদার আদালতে প্রজার বিরুদ্ধে বাকীর হিসাব সম্বলিত এক এক খানি আবেদন করিবেন। আপাততঃ আবেদন পত্রে যে হিসাবে ষ্ট্যাম্প লওয়া হয় ঐ হিসাবে জমিদার ষ্ট্যাম্প দিবেন। আবেদন দাখিল হইলে পর আদালত জমিদারের নিকট বাকী খাজনার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ লইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে প্রজার নামে এই বলিয়া সমন জারি করিবেন, যে বাকীর টাকা না দিলে প্রজার সম্পত্তি বিক্রী হইবে। প্রজা ঐ টাকা আমানত করিয়া, দাবীর ন্যায্যান্যায্যতা বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন। তখন যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে জমিদারের দাবী অন্যায্য, তখন সেই অন্যায্য দাবীর দ্বিগুণ জমিদারকে জরিমানা দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এরূপ হইলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই নবেম্বর। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সভা কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রার্থনায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। তাঁহাদের আবেদনের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে এই বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই শুল্ক উঠাইয়া দিলে বণিক ভারতবর্ষের লোকের ও ল্যাঙ্কাশিয়ারের বণিকদিগের উপকার হইবে কিন্তু যখন উহার সহিত ভারতবর্ষের আয়ের সম্বন্ধ আছে, বিশেষতঃ অহিফেনের আয় লইয়া যখন গোলযোগ চলিতেছে তখন আপাততঃ কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তবে আয় ব্যয় বুঝিয়া যখন সুবিধা হইবে তখন এ বিষয়ের বিবেচনা করা যাইবে।

প্যারিস ১১ ই নবেম্বর। এম ফেরি মন্ত্রী-সভার অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই নবেম্বর। [illegible] নামক স্থানে [illegible] দিগের ও [illegible] মধ্যে পুনঃ ও অদম্য দাঙ্গা উপস্থিত হইয়াছে।

রোম ১৩ ই নবেম্বর। ইতালির এক বন্দরের নিকটে হঠাৎ আগুন লাগিয়া তাহার সন্নিকটস্থ অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ১৪ ই নবেম্বর। গিটোর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সে এক্ষণে উকীলের প্রতি আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু সে উন্মাদ বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতেছে না।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। [illegible] লর্ড স্যালিসবরি বলিয়াছেন যে আইরিশ [illegible] নিয়মিত [illegible] শান্তি হইতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে [illegible] আরও কিছু [illegible] থাকিলে ভাল হইত।

ফিলাডেলফিয়া ১৪ ই নবেম্বর। [illegible] প্রেসিডেণ্ট আর্থরকে পত্র দিলে তিনি বলিয়াছেন যে [illegible] আছে তিনি তাহা [illegible] অনুসারে রক্ষা করিবেন।

প্যারিস ১৪ ই নবেম্বর। এম গাম্বেটা বলিয়াছেন যে [illegible] সংস্কার করিবেন, বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত সন্ধি-স্থাপন, এবং দেশে বিদেশে যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন।

বার্লিন ১৫ ই নবেম্বর। মন্ত্রী বিসমার্ক জর্ম্মনীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আপাততঃ এক্ষণে কোন গোলযোগ নাই। তিনি বিসমার্ক কর্ম্মত্যাগ করিবেন না।

লণ্ডন ১৬ ই নবেম্বর। ট্রান্সভাল সংবাদ পাইয়াছেন যে [illegible] জেলার [illegible] নামক এক জন [illegible] অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে।

বার্লিন ১৭ ই নবেম্বর। ১৭ ই নবেম্বর হইতে জর্ম্মনির পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সম্রাট [illegible] পাঠ করিয়া দিয়াছেন। চান্সেলর [illegible] বলিয়াছেন [illegible] মধ্যে [illegible] সদ্ভাব ছিল, [illegible] কিছু মাত্র নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, [illegible] তিনি সহানুভূতি আছেন। [illegible] উন্নতি হইবে, এবং সোসিয়ালিষ্ট [illegible] দমন হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরিকাতে গিটোর মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। একজন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। গিটোকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত প্রমাণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। গিটো উন্মাদ প্রমাণ হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করাইবার ব্যারিষ্টার আমেরিকায় এরূপ এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, যে কেহ তাহার উন্মত্ততা বিষয়ে কিছু অবগত আছে, সেই ব্যক্তি যেন গিটোর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। আমরা বলি ব্যারিষ্টার ঠিক বিজ্ঞাপন দিতে পারেন নাই। তিনি যদি এরূপ বিজ্ঞাপন দিতেন যে, যে কেহ গিটোকে উন্মাদ বলিয়া সাক্ষ্য দিবে, সে পুরস্কার পাইবে, তাহা হইলে ভাল হইত। সাক্ষীর অভাব হইত না।

একখানি বিলাতী কাগজে একটী অদ্ভুত ইউরোপীয় বৃত্তান্ত রমণীর প্রকাশিত হইয়াছে। এই রমণী ট্রান্সবর্গ বাসিনী। একদা তিনি তত্রত্য প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার কবষ্টকারের দোকানে উপনীত হইয়া আপনার প্রতিমূর্ত্তি লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ফটোগ্রাফার প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন "আমার আর দুটী বন্ধু আছে, তাহাদের সহিত আমার প্রতিকৃতি উঠাইতে হইবে। ইহা কহিয়া তিনি একটী বাঁশী বাজাইল, তৎক্ষণাৎ দুটী জীবন্ত সিংহ তাহার নিকটে আসিয়া উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল, কেহ বা পলায়ন করিল, কেহ বা দূর হইতে

কৌতুক দেখিতে লাগিল। [illegible] ও বিস্মিত হইয়া শুকরূপে [illegible] সহিত রমণীর প্রতিকৃতি উঠাইয়া দিলেন। যুবতীর [illegible] হইয়া প্রদান করিলেন।" এই প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া [illegible] বিলক্ষণ লাভ করিয়াছে। গল্পটি [illegible] সত্য কি আশ্চর্য্য বটে।

এই সংবাদ পত্র বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রেলওয়ে আরোহিদিগের জল পাইবার কোন বন্দোবস্ত নাই। মাটীর পাত্র হইয়া [illegible] দুই তিনটী রেলওয়ে আরোহিদিগকে জল দান করিয়া উপকার করিতে এক বিন্দু জল পায় না। কোন কোন রেলওয়ে [illegible] গেলেও [illegible] নাই। [illegible] এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

হুইটিং ষ্টোক্স সাহেব [illegible] সভা হইতে [illegible] করিলে পর এতদ্দেশস্থ কোন ইউরোপীয় ঐ কর্ম্ম পাইবেন না। ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত লোক আনীত হইবে।

মানসপুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে গোহত্যা লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধিয়াছে। তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এই অপরাধে দুই জন মুসলমানের দণ্ড দিয়াছেন।

লর্ড রিপন ১০ ই নবেম্বর সিন্ধিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, এ দেশে আসিবার কালে তিনি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহারাণী সিন্ধিয়া মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি এতদ্দেশের সকল রাজগণের নাম ও বংশ জ্ঞাত [illegible] এবং তাঁহার ইচ্ছা যে তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন। উক্ত কথা [illegible] তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। লর্ড রিপন সিন্ধিয়া মহারাজকে আরও এই বলিয়াছেন যে, [illegible] তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। তিনি [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি [illegible] করিলেন না।

১০ ই নবেম্বর [illegible] তুফানের সময় [illegible] হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ে দুই খানি [illegible] জন লোক মারা গিয়াছে। [illegible] হইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

আমিরিকায় [illegible] নামক এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আয়রিস [illegible] নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে। তাহার বয়ঃক্রম [illegible] বৎসর হইয়াছে। [illegible]

এই ব্যক্তির জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহার পত্নী [illegible] এখনও [illegible] সুশীল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর হইয়াছে।

মাদ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন যে, মাদ্রাজের নূতন গবর্ণর [illegible] গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইতিমধ্যে যথেষ্ট মনোযোগের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আবার তিনি কেবল যে নিজে পরিশ্রমের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এমন নহে, যাহাতে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার ন্যায় যত্ন ও মনোযোগের সহিত কার্য্য করে, তদ্বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তিনি সেক্রেটরিদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া আপন আপন কার্য্য বুঝাইয়া দিবেন। ইতি মধ্যে তিনি সেক্রেটরির ও নিজের আপীষ রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

গত শুক্রবার তিনি কয়েক জন পারিষদ সমভিব্যাহারে মাদ্রাজের একটী কৃষিবিদ্যালয়ে উপস্থিত হন, এবং বিদ্যালয়ের বাটী, বিদ্যালয়, [illegible] দর্শন করিয়া এবং কিরূপ উহার কার্য্য চলিতেছে তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া প্রতিগমন করেন।

আমরা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আবার্ডীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, বি পরীক্ষায় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অম্বিকা নাম্নী একটী [illegible] রমণী কলিকাতার একটী [illegible] বাস করিতেছিল। ইতোমধ্যে দুইটী [illegible] পতিত হয়। [illegible] তাহাকে মেডিকাল কলেজে পাঠান হয়। দুই দিবস পরে সে আরোগ্য লাভ করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন সে দেখিল তাহার দ্রব্য সামগ্রি অপহৃত হইয়াছে। [illegible] তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

[illegible] সাহেব [illegible] কলিকাতায় বদলি হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করায় দেশীয় [illegible] পরিত্যাগ করিয়া দেশীয়দিগের [illegible] অর্পণ করাতে দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিবার জন্য মিশনরীরা গত সোমবার এক সভা করিয়াছিলেন। এই সভায় মিশনরিদিগের [illegible] ক্যাম্বেল সাহেব বক্তৃতা করেন। এই দেশহিতকর কার্য্যের জন্য আমরা মিশনরিদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি।

লাহোরে অশ্বরোগ-চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। লাহোরের মেডিকাল কলেজের সহিত উহার যোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

গত বুধবার আমরা ন্যাশনাল থিয়েটারে রাবণ বধ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। নাটকখানি এই থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রণীত। পুস্তকখানি আমরা [illegible] আলোচনা করিব। নাটকের অভিনয় মন্দ হয় নাই, কিন্তু আমরা কোন কোন অভিনেতার অভিনয় কার্য্যে [illegible] দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। রামচন্দ্র, রাবণ, হনুমান, ত্রিজটা ও মন্দোদরীর অভিনয় প্রীতিকর হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী ছাত্রদিগকে পাঠ্য [illegible] দিতে পারিবেন না। শিল্পবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ও দর্শন শাস্ত্র লইয়া যে সকল সাময়িক পত্র লিখিত হয়, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী হইতে পারিবেন বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকতা কি [illegible] করিতে পারিবেন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বহরমপুর বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ভারতবর্ষীয়দিগকে অর্পণ করিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, ভারতবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। পূর্ব্ব হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে সিলোনাইট [illegible] পরীক্ষায় যে যে ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে সে সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এইরূপ বিবেচিত হইবে। সম্প্রতি এই নিয়ম করা হইয়াছে যে [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক শ্রেণীস্থেরা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়ে নিয়মিত কাল অধ্যয়ন করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে ও উপাধি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। এই ডিগ্রী পরীক্ষা ভারতবর্ষে গৃহীত হইবে। তবে এম এ পরীক্ষা ও আইনের পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোন স্থানে গৃহীত হইবে না।

আমরা অবগত হইলাম যে স্বামি দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার মানসে চিতোরে গমন করিতেছেন। তিনি তথায় [illegible] বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

আমরা অবগত হইলাম, যে [illegible] নিজাম উহার মধ্যেই শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন। [illegible] উইলসনের শিক্ষাধীনে থাকিয়া ইংরাজি ও প্রাচ্য ভাষা অধ্যয়নে এরূপ উন্নতি করিয়াছেন যে পরীক্ষকেরা চমৎকৃত হইয়াছেন।

১৬ ই নবেম্বরের কলিকাতা-গেজেটে ১৮৮০।৮১ অব্দের কুলি প্রেরণের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অব্দে কলিকাতা হইতে ৬৩৭৯ জন এবং গোয়ালন্দ হইতে ৭৭০ জন এবং অপরাপর স্থান হইতে ২০৩ জন কুলী ভারতবর্ষের নানা স্থানের চা-বাগানে প্রেরিত হইয়াছে। সমুদায়ে এ বৎসর ৭৮৫৪ জন প্রেরিত হয়। ১৮৭৯।৮০ অব্দে ১১,৭৫০ জন প্রেরিত হইয়াছিল। কুলির সংখ্যার হ্রাসের কারণ এই যে ছোটনাগপুরে আর অধিক কুলি পাওয়া যায় না।

বর্দ্ধতলা রাস্তায় ট্রামওয়ে লাইনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, আর এক সপ্তাহের মধ্যে বহুবাজারের গোলদিঘীর মোড় পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়া যাইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে লাইন খুলিবার কথা।

চৌরঙ্গী ও ভবানীপুর লাইন, গত ১ লা অগ্রহায়ণ হইতে সাধারণের জন্য খোলা হইয়াছে। কিন্তু ভাড়ার পরিমাণ অতিরিক্ত ও অনিয়মিত হওয়ায়, আশানুরূপ আরোহী জুটিতেছে না। লালদীঘী হইতে চড়কডাঙ্গা ও ইহার মধ্যবর্ত্তী যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি আরোহণ বা অবরোহণ করুন না কেন, তাঁহাকে ৵৹ দুই আনা ভাড়া দিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় ট্রামওয়ে কোম্পানি ভাড়ার বিষয়ে শীঘ্র যদি কোনরূপ সুবন্দোবস্ত না করেন, তবে এ লাইনে তাঁহারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

কালীঘাট লাইনের এখনো কোন বিষয় স্থির হয় নাই। নিকাসিপাড়া, কাঁসারিপাড়া, ও নেপাল-ভট্টাচার্য্যের রোড, এই তিনটী রাস্তারই মাপ ও নক্সা গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন্ রাস্তা দিয়া লাইন যাইবে, অদ্যাপি তাহার মতামত প্রকাশ হয় নাই। তবে ট্রামওয়ে কোম্পানীর লাভ বিষয়ে সুবিধা বিবেচনা করিতে হইলে হালদারপাড়া রাস্তা দিয়াই লাইন আসিবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা অন্যান্য লাইনে যেরূপ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে হালদারপাড়া রোডবাসী গৃহস্থগণের ইহাতে অনেক অসুবিধা হইবে। এখন দেখা যাউক, কোন্ রাস্তায় লাইন যাওয়া স্থির হয়, পরে ইহার উচিতানুচিত বিবেচনা করা যাইবে।

রাগের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় অনেক বুদ্ধিমান লোককেও গর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায়। কয়েক দিন হইল জনৈক ওভারসিয়ার কালীঘাটের রাস্তার নর্দ্দামা পরিষ্কার করাইতে আসিয়া নর্দ্দামার উপর স্থাপিত দোকানদারদিগের তক্তার গোলগুলি সমস্তই ভাঙ্গাইয়া দেন এবং নিষেধ করেন যে, যে কোন ব্যক্তি নর্দ্দামার উপর পুনরায় তক্তা দিবে, তাহার তক্তা বাজেয়াপ্ত হইবে। ঠিক সেই সময় চাহিয়া দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে একখানি রোকড়ের দোকানে নর্দ্দামার উপর পুনরায় তক্তা দেওয়া হইয়াছে। ওভারসিয়ার বাবু ইহাতে রেগে রেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁহাদের কুলিদিগকে হুকুম করিলেন "লে যাও তক্তাকো কাঁহা কাইনসে" হুকুম তখনি তামিল হইল। পরে দোকানদার যখন তাঁহার সাথে ফৌজদারী করিতে উদ্যত হইল, এবং ঐ তক্তা দেওয়ার হুকুম সরকার হইতে পাইয়াছে প্রকাশ পাইল, তখন ওভারসিয়ার বাবু কুক্কুরীত বালকের ন্যায় অনুলজ্জ হইয়া যে রাগে জোর করিয়া তক্তা লইয়াছিলেন, আবার অম্লান বদনে সেই রাগে ফিরাইয়া দিলেন। ইঁহাকেই বলে ক্রোধের মত ক্রোধ।

বহু দিন হইল সোমপ্রকাশ স্তম্ভে বিদ্যাশালী বাজীকর বড়ুমিয়া সম্বন্ধে পাঠক নানা কথা শুনিয়াছিলেন, সম্প্রতি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহার অধিকাংশই অলীক। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বড়ুমিয়া ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, না জানি কতই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইবেন। সম্প্রতি ভবানীপুরে বাবু জয়প্রসাদ চৌধুরীর বাটীতে বড়ুমিয়ার খেলা হইয়াছিল। একশ্রেণীর সাধারণ ডুগডুগীওয়ালা বাজীকরদিগের খেলা অপেক্ষা তাহার খেলা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নহে। আমরা আরও দেখিলাম, দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহার কারচুপী ধরিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি তাহাদিগের নিকট মাপ চাহিয়া নিষ্কৃতি পান।

কালীঘাটের বাজারের হাটচালা সকল গোলপাতার নির্ম্মিত থাকায়, বাজার স্বামীদিগের উপর মিউনিসিপালিটী হইতে অনেক দিন হইল, এই মর্ম্মে এক নোটিশ আইসে যে, হাটচালা সকল পাকা কর। না করিলে ভবিষ্যতে দণ্ডগ্রস্ত হইতে হইবে। বাজার স্বামীদিগের ইহাতেও চৈতন্য না হওয়ায়, সম্প্রতি সুবর্ব্বন মিউনিসিপাল কোর্টে তাঁহাদের কৈফিয়ত তলব হয়, কিন্তু হাকিমের বিচার গ্রহণযোগ্য কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে না পারায়, তাহাদের ৫০ টাকা অর্থদণ্ড এবং হাটচালা সকল শীঘ্রই পাকা করিবার আদিষ্ট হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, এই চেতনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনোপযোগী মালমসলাদি বাজারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুই খানি ঘরও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিবস অতীত হইল শিবপুর নিবাসী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের একটী সপ্তমবর্ষীয় কন্যাকে অলঙ্কারের লোভে হত্যা করিয়াছে। দুরাত্মা এই কন্যাটীকে কাছারী বাটীর নিকটস্থ একটী বাগানে লইয়া গিয়া বধ করে। অনন্তর অলঙ্কারগুলি তাহার মৃতদেহ হইতে উন্মোচন করিয়া তাহার বাটীর সম্মুখ ইটের স্তূপের নিচে লুকাইয়া রাখে। দুরাচারী পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান পায় নাই।

গত বুধবার নীলকণ্ঠ রায় নামক এক জন চিকিৎসক অতিশয় মদ্যপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মদ্যপানের এই ফল, দেখিয়াও কি দেশীয়দিগের চৈতন্য হয় না?

বোম্বাইয়ের পারসীরা পার্লিমেণ্টের দলে প্রবেশ করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। ১৮৮০ অব্দে নাউরোজজী ফারদুনজী ও অপরাপর কয়েক জন সম্ভ্রান্ত পারসী এই বিষয়ে উদ্যোগী হন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ভীলেরা এডুর নামক দেশে গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে। এই গোলযোগ নিবারণের জন্য কর্ণেল ইয়েটস দুই দল সৈন্য সমভিব্যাহারে গত সোমবারে এডুরে গমন করিয়াছেন।

বৈদ্যনাথ হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরন্ কোম্পানীকে আদেশ দিয়াছেন। এই রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য বরন্ কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের নিকট অন্য কোন সাহায্য চাহিতেছেন না। কেবল যে টুকু ভূমি রেলওয়ের জন্য আবশ্যক হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহার এক শত বৎসর কোন রাজস্ব গ্রহণ করিবেন না।

লর্ড রিপন ১৭ ই নবেম্বর জয়পুরে উপনীত হইয়াছেন।

রুসিয়ার সংবাদপত্র সমূহ তুরস্কের সুলতানকে এই উপদেশ দিতেছেন যে যদি তিনি রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের ব্যয় দিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের কিয়দংশ রুষসম্রাটকে অর্পণ করুন। এই উপদেশ বার্লিনের সন্ধিপত্রের একান্ত বিরোধী।

সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে মান্দ্রাজের সময় অনুসারে বোম্বাই অঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের আপীষ সমূহের ঘড়ি মিলাইয়া দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত করিলে ভাল হয়।

কর্ণেল বানারম্যান জয়পুরের রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল বেনিয়ম এই স্থানের রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার অস্বাস্থ্য নিবন্ধন তাঁহাকে এই স্থান হইতে অন্তরিত করা হইতেছে।

পুরুষ পুরুষ [illegible] মৃত্যু হইয়াছিল, এ বৎসরে [illegible] মৃত্যু ঘটে নাই ।

এবার ডেমরারায় [illegible] জন, ত্রিনিদাদে [illegible] জন, জামেকায় [illegible] জন, সেন্টলুসিয়ায় [illegible] জন, [illegible] জন, [illegible] জন, সুরিনামে [illegible] জন [illegible] কুলি [illegible] হইয়াছে ।

বীরভূম ও [illegible] আবির্ভাব হইয়াছে [illegible] কমিশনর নিয়োগ করিয়াছেন । [illegible] বিশ্বাস [illegible] প্রণালী [illegible] না [illegible] হয় ও [illegible] মালেরিয়া [illegible] হইতেছে । [illegible] এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন । [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] থাকিয়া [illegible] বিশেষ প্রয়োজন [illegible] ঘরের [illegible] এজন্য গবর্ণমেণ্ট [illegible] কমিটি [illegible] তাহার উদ্দেশ্য সাধন [illegible] কুলি [illegible] কমিশনারের [illegible] হইবে [illegible] পারে [illegible] কমিশনরের [illegible] প্রকাশ [illegible] ।

গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, [illegible] কমিশনরদিগের উপর এই [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] প্রকৃত কারণ [illegible] করিবেন । [illegible] আদেশ [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] পুষ্করিণীর [illegible] জল [illegible] বিশুদ্ধ কর, [illegible] মালেরিয়া [illegible] মানা হয় [illegible] ও [illegible] দিবেন ।

মালেরিয়া নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম । কিন্তু কেবল নীতি-সূত্র, ও নদীয়া পরিদর্শন করিলেই [illegible] শেষ হইবে না । [illegible] সর্বত্র সাংঘাতিক জ্বরের [illegible] দেখা যায় । [illegible] কোথাও কম [illegible] বেশী হইয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] জ্ঞাপন করিয়াছেন । কিন্তু দেশের [illegible] বদ্ধ থাকা, [illegible] গবর্ণমেণ্ট ও কমিশন [illegible] করিয়াছেন । কিন্তু [illegible] যদি অনুসন্ধান [illegible] অনেক স্থানে দেখিতে পাইবেন [illegible] গবর্ণমেণ্টকে কমিশন নিয়োগ করিতে হয় না ।

১৮৮০ [illegible] সালে [illegible] জেলা মধ্যে [illegible] টাকা আয় ও [illegible] টাকা ব্যয় হইয়াছে, [illegible] টাকা [illegible] আছে । মুরশিদাবাদ, [illegible] এই [illegible] জেলা [illegible] পাটনা, [illegible] ও কলিকাতার [illegible] বিলক্ষণ বৃদ্ধি দেখা [illegible] ।

[illegible] জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল ।

[illegible] টাকা [illegible] ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

১৮৮১ । ৫ ই নবেম্বর । [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন ।

৭ ই নবেম্বর । [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] তিনি পরস্থ বদলী হইলেন । তিনি ঐ জিলার [illegible] নিয়োগের ভার প্রাপ্ত হইলেন ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] (উনি ছুটি লইয়াছেন) [illegible] বদলী হইলেন ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের [illegible] ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] হইলেন ।

[illegible] বদলী হইলেন ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ।

৮ ই নবেম্বর । [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন ।

১১ ই নবেম্বর । [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ।

১২ ই নবেম্বর । [illegible] ডেপুটী [illegible] ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] তিন মাসের ছুটি [illegible] ।

১৪ ই নবেম্বর । [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রাপ্ত হইলেন ।

১৪ ই নবেম্বর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গিরীশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য নদীয়া জেলায় গেলেন।

যশোহরের অন্তঃপাতী নড়াইলের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বাবু গিরীশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র [illegible] স্থলে কিছু দিনের [illegible] সেটেলমেণ্ট বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর [illegible] তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ক্ষেত্রগোপাল সাহ তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. এইচ. বি. স্কুইন প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া যশোহর জেলায় রহিলেন।

পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু মাণিকলাল সাহ দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর উক্ত জেলার [illegible] পুরের সব ডেবিজনে রহিলেন।

বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়া ফরিদপুরে রহিলেন।

ফরিদপুরের অন্তঃপাতী [illegible] পুরের সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের [illegible] যে কার্য্য হয়, তাহা রহিত হওয়াতে তিনি সাধারণের সব ডিবিজনে রহিলেন।

মজঃফরপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি. এম. [illegible] বদলী হইলেন। ঐ জিলায় সেটেলমেণ্ট বিভাগে থাকিবেন।

যশোহরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. [illegible] মজঃফরপুরের সব ডিবিজনে বদলী হইলেন।

এইচ. এম. টোনি এক্ষণে চম্পারণ জিলায় প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতেছেন, উহা হইতে আগামী দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত ঐ জিলায় প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই নবেম্বর। রঙ্গপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি. এইচ. [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরাসরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১০ ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৪ ই নবেম্বর। [illegible] অন্তঃপাতী [illegible] বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. সি. [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যশোহরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ. এইচ. বি. স্কুইন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরাসরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধার মুন্সেফ বাবু দিনেশচন্দ্র রায় ক্ষুদ্র আদালতের মকদ্দমার মুন্সেফ হইলেন। তিনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছোট আদালতের বিচার্য্য মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ. এম. টোনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরাসরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্থানে অতিরিক্ত মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	বালেশ্বর। (সদর ষ্টেশন)
রামধন মুখোপাধ্যায়	পাবনা।
যোগেন্দ্রনাথ সেন	ঢাকা। (সদর ষ্টেশন)
অন্নদাপ্রসাদ বাগচী	[illegible]
সুরেশচন্দ্র সেন	দিনাজপুর। (সদর ষ্টেশন)
নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	[illegible]
আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়	মাদারীপুর।
নগেন্দ্রনাথ রায়	মুর্শিদাবাদ। (সদর ষ্টেশন)
অঘোরনাথ বাগচী	[illegible]
ধরেন্দ্রলাল গোস্বামী	[illegible]

৯ ই নবেম্বর। দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁয়ের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রনাথ দত্ত তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

কানপুর—১। ১১। ৮১।

এখানে বারইয়ারিতে ৮ জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়াছে। বেশ্যার নাচ ও গান প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটী হয় নাই। শুনিতে পাই যে "হাতাহাতি" পর্য্যন্তও হইয়া গিয়াছে।

এ প্রদেশে যে কোন সমারোহের কার্য্য হউক প্রায় সকলেরই শেষে বেশ্যাদিগকে নাচাইয়া আমোদ করা যেন একটা অঙ্গ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৎ ব্যয় বড় দূর হউক আর না হউক, বেশ্যার নাচ হওয়া চাই। যে টাকা ঐ অনর্থক কার্য্যে যায়, তাহা অনাথ দরিদ্রদিগের উপকারার্থ যদি ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তারা যশঃ ও পুণ্য উভয়ই অর্জ্জন করিতে পারেন।

গত কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বিঠুরে গঙ্গাস্নানের বড় যোগ ছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে স্নানার্থীরা আসিয়া স্নান করিয়াছে। ঐ দিন অবধি একটী মেলা আরম্ভ হইয়াছে। উহা ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। পূর্ব্বে এই মেলার আরও ধুমধাম ছিল, প্রায় মাসাবধি ইহা থাকিত; যখন রেল রাস্তা ছিল না, দেশ বিদেশের বাণিজ্য দ্রব্য লোকের দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন এ প্রদেশের ব্যবসাদারেরা এই মেলা হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সম্বৎসর বিক্রয় করিত; শাল দোশালা প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় শিল্প দ্রব্য এবং হাতিঘোড়া প্রভৃতি নানাবিধ বহু মূল্য দ্রব্য তালুকদারীয় রাজারা এই মেলা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। বটেশ্বরের মেলা ভিন্ন এ প্রদেশের মধ্যে ইহার তুল্য মেলা আর নাই। উক্ত স্থানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গাস্নানের যোগ হয়।

যে স্থানে লোকে স্নান করিয়া থাকে, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত ঘাট। কথিত আছে ঐ স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটা কাষ্ঠের খোঁটা ঘাটের জল পরিবেষ্টিত স্থানের উপর পোতা আছে, স্নানার্থীরা উহা স্পর্শ করিয়া স্নান করে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে এই যোগ হয়।

ঐ ঘাটের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন। এখানে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মুনির আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের যমজ পুত্র লব ও কুশ এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার নিকটেই বিখ্যাত লব কুশের যুদ্ধে রামচন্দ্র পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই বিঠুরেই গত সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজক নানা সাহেবের বাড়ী। এটী আমাদের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। এই যোগ ভিন্ন অন্যান্য সময়েও নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রীরা এই তপোবন দর্শনার্থে আগমন করে।

বালেশ্বর।

১। দেশের অবস্থা অতি মন্দ। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকেই জ্বর সদর্পে বিরাজ করিতেছে। এ অঞ্চল অতি সুখের স্থান ছিল,—অসময় পীড়ার কথা দূরে থাক, জ্বরের প্রকোপ প্রায়ই অনুভূত হইত না বলিলেই হয়। পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে অনেকেই স্বাস্থ্য লাভের জন্য এখানে অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু এখন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—সে সুখের কাল নাই, এখন যে কোন গৃহে প্রবেশ কর, দেখিবে অন্ততঃ ২। ১ জন গৃহী পীড়াবশতঃ শয্যায় শয়িত রহিয়াছে,—ভাল জিজ্ঞাসা করি, দেশের ভাবের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন কেন?

২। সে দিন এখানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া যায়। অগ্নিসংযোগে অনেকগুলি গৃহ দগ্ধ হয়। সহরের মধ্যস্থলে অনেকগুলি তৃণ নির্ম্মিত গৃহ ছিল। আগুনে সেই গৃহগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন; আমরা অনেক বার বলিয়াছি, সহর মধ্যে আর তৃণাচ্ছাদিত গৃহ থাকা ভাল দেখায় না। ইহার প্রতিবিধানে তৎপরতার অবলম্বন করিলে অগ্নিদাহ-

দের মঙ্গল কোথায়? শুনিলাম পুরস্কারের দিন এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণের অনেক সহায়তা করেন। বস্তুতঃ সে সময় তাঁহার আগমন না হইলে অগ্নির প্রবলতা অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইত।

৩। সে দিন সিরাজগঞ্জে পুরস্কার বিতরণ উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। তথাকার ইংরাজী স্কুলের বালকদিগকে এই পুরস্কার বিতরিত হয়। বিতরণী সভায় অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হন। বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পঠন, বক্তৃতা প্রভৃতি এ উৎসবের সমস্ত অঙ্গগুলি একে একে অনুষ্ঠিত হয়। তবে নূতনের মধ্যে দেখা গেল দুটী বালককে প্রথম টাকা পুরস্কার দান ও বালক এবং দর্শকগণের অভ্যর্থনা জন্য আহারের আয়োজন ও আহ্বান। এটী এখানকার মহারাণীর স্কুল। তিনি বিপুল অর্থের অধিকারিণী তাঁহার স্কুলে যে এ সব কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, তাহা বিচিত্র নহে, না হওয়াই দুঃখের বিষয়। তবে শুনিতে পাই এ স্কুলের একটী অভাব আছে,—অভাবটী সামান্য লোকের কষ্ট। এখানে ছাত্রনিবাস নাই—একারণ দূর দেশের ছাত্রদের বড় ক্লেশ হয়। আমাদের মহারাণী মহোদয়া সে অভাবটী পরিপূরণ না করেন কেন? বোধ হয় এ বিষয়টীর গুরুত্ব তাঁহার সন্নিধানে যথাযথরূপে বর্ণিত হয় না। যখন সামান্য সামান্য স্কুলের সঙ্গে এক একটী ছাত্রনিবাস দেখা যায়, তখন এরূপ উচ্চ অঙ্গের স্কুলে এ অভাব থাকা বড় দুঃখের বিষয় নহে? তাঁহার যোগ্য পুত্র কুমার বঙ্কিমেশ্বর মাহিরা মহোদয়ের নিকট আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা এই অভাব পরিপূরণে তিনি মনোযোগী হউন।

৪। বালীগঞ্জ মহারাণীর ইংরাজী স্কুলের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ৪ টী বালক এ পরীক্ষায় উপস্থিত হয়। ২ টী প্রথম বিভাগে অপর দুই জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফল অতিশয় সন্তোষজনক বলিতে হইবে। এ স্কুলের শিক্ষকদের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলের কমিটিকে অনুরোধ করি আগামী অধিবেশনে এ বিষয়টীর বিবেচনা করেন।

৫। আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় শীত কালীন পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। শুনিলাম এবারে তিনি এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। যে যে স্থানে কখন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট গমন করেন নাই, তিনি এবার সেই সেই স্থান পরিদর্শন করিবেন। এটী অতি উত্তম কার্য্য সন্দেহ নাই। শক্তি থাকে তবে এক স্থানের অবস্থা দেখিলে তাহার অপরে পরিদর্শন করা সম্পন্ন হয় না।

৬। এখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে এক খানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ অদ্য ১।০ মাস দেখা দিয়াছে। মেঘ খানির ভাব দেখিয়া বোধ হয় বর্ষণ না করিয়া যাইবে না। তাহা হইলেই এ অঞ্চলের একটী অতি সমৃদ্ধশালী পরিবারের ঘোর বিপদ। ঈশ্বর না করুন, যদি বর্ষণ হয়, তবে সেই পরিবার হইতে কত, জমিদারী, তালুক, জমা প্রভৃতি সকল কোন দিকে লোপ হইয়া যাইবে, তাহার কিছু মাত্র থাকিবে না। অদ্য ইহাই মাত্র বলি যায়—আবশ্যক হইলে এ বর্ষণের নিবারণ বিলম্ব হইবে না।

ছাপরা।

১। কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে রবি সোম এবং মঙ্গল তিন দিবস কাছারি বন্ধ ছিল। পূর্ব্বে এ প্রদেশে এ পর্ব্বে কাছারি বন্ধ হইত না, এবারে কি জন্য এখানে ও হুকুম জারি হইল, কেহ বুঝিতে পারিল না। বাঙ্গালি ভিন্ন এই পর্ব্বের নাম অধিক এখানে কেহ জানে না। বোধ হয় বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি মহাশয়ের ভ্রম ক্রমে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। ফলে আমলাদের বিশ্রাম হইল, অভিযোক্তাদিগের ও সাক্ষিগণের অকারণ কষ্ট হইয়াছিল। কেটী আর কেহ জানিতেন না। রাজকর্ম্মচারিগণ এবারে প্রায় সকলেই অযোধ্যার প্রান্তরে অবস্থান দেখিলেন, কিন্তু প্রতিকারের কেহ যত্নবান হইলেন না। যেহারা কেবলই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, পাটনার কালেজ স্কুলের শিক্ষিত ছাত্রদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাতা দিয়া সঙ্গীত শিক্ষাইলে ভাল হইত।

২। ছাপরা মিউনিসিপালিটীর যত্নে সহরের রাস্তাগুলির অবস্থা অতি উত্তম। কিন্তু রাস্তায় আলো দেওয়া হয় না। লণ্ঠন রাখিবার লৌহ দণ্ড গুলি অনেক দিন হইতে পোতা রহিয়াছে, কিন্তু আলোক কখন দেওয়া হয় নাই। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আসিলেই সেই রাত্রি মাত্র সহরে আলোক দেওয়া হয়। এবারেও আসিয়াছেন আমাদের প্রার্থনা যেন ঐ দিবসে যে সহরে আলোক দেওয়া হইবে, ঐটী যেন এক দিবসের মত না হয়। ঐ দিবস হইতে যেন বরাবর আলোক দেওয়া হয়। তাহা হইলে উহা উক্ত মহোদয়ের শুভাগমনের চিহ্ন স্বরূপ চিরকাল থাকিবে। যদি মিউনিসিপালিটীর অবস্থা উত্তম না হয়, তবে রায় মহাবীরপ্রসাদ সাঃ বাহাদুর এবং অপর ধনিগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া উক্ত গবর্ণর সাহেবের স্মরণার্থ সহরের চিরকালের জন্য আলোকের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহা হইলে অনেকেই দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

লমন বুৰাক।

উত্তরপূর্ব্ব রাউলপিণ্ডি হইতে অবশিষ্টকালে আপনি এক দিন "আটক" পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাই। ঐ রাউলপিণ্ডি হইতে "আটক" ৬১ মাইল হইবে। আটক নদীর উপরেই উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের চাকচক একটী সামান্য ষ্টেসন আছে। রেলওয়ে "একটী" অনুসারে ঐ রেলওয়ের কোন ষ্টেসনেই প্রায় সুসজ্জিত বড় দেখা যায় না। উহা গবর্ণমেণ্টের লাইন বলিয়া, কাজে কাজেই কাহার কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। গাজীউদ্দীন রেলওয়ে হইলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই। রাউলপিণ্ডি হইতে আটক পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় সমাকৃতি হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে ১।২ মাইলও সমতল ভূমি নাই; এক এক স্থান এত উচ্চ ও এত নিম্ন হইয়া গিয়াছে যে সময়ে সময়ে ৩।৪ টী ব্রেক করিয়াও ট্রেনের গতি হ্রাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। একথা উক্ত লাইনে যে সমস্ত ট্রেন চলে তাহাতে ২।৩ খানি গাড়ি অন্তর এক একটী ব্রেক দৃষ্টিগোচর হয়। রাউলপিণ্ডি ও জিলামের মধ্যে যেমন একটী সুড়ঙ্গ "টনেল" আছে, রাউলপিণ্ডি ও "আটকের" মধ্যে সেরূপ কোন টনেল অথবা সেতুর প্রয়োজন নাই। কিন্তু অধিকাংশ লাইনই পর্ব্বত গাত্র স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। আটক নদীকে এখানকার হিন্দুরা "সিন্ধুগঙ্গা" বলে, তাহারা তাহাতে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্তির আশায় চরিতার্থ করিয়া থাকে। এই আটক নদীর জল অত্যন্ত শীতল, এবং যেমন বরফের জল যায়। যথার্থ পৌত্তলিক হিন্দুর পক্ষে ইহার জল স্পর্শনীয় নহে, এবং ইহার অপর পার যাওয়ার নিষিদ্ধ, এই জন্য ইহার নাম "আটক" অর্থাৎ হিন্দুর গতি বিধির সীমা এই পর্য্যন্ত, আর নয়। বাস্তবিক বলিতে হইলে এখানকার লোকের আচার ব্যবহারে হিন্দুয়ানীর বোধ হয় এক আনা অংশও নাই।

তাহা মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া এক প্রকার খিচুড়ি ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহারা প্রায় উচ্ছিষ্ট বিচার করে না। মসলমানাদি স্পর্শ করিয়া জল সংস্কারের বড় ধার ধারে না। মুরগী পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে!! এদেশের হিন্দু বাঙ্গালি বিধবা রমণীদের অবস্থা অতি শোচনীয়, কেন না তাঁরা যেমন শুদ্ধাচারিণী থাকিতে ভাল বাসেন, এদেশের বাঙ্গালীরা তেমনি কদাচারী লোক। এজন্য তাঁহাদের চক্ষের জল না ফেলিয়া দিন কাটান ভার। আটি-

কেন্ত ২১১টী শিবালয় দেখিলাম। মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দুদেবালয় এ সব স্থানে অতি বিরল ছিল। আমরা যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া "আটক" সহর দেখিতে চলিলাম। সহর নিতান্ত সামান্য, দোকানপসার অতি অল্প, এবং বসতিও অধিক নাই। বাড়িগুলির মধ্যে "আটক" দুর্গটী বেশ জমকাল বোধ হইল। আফগান যুদ্ধ অবধি এই দুর্গের বিশেষ সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন হইতেছে। এখানে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য ও এক দল দেশীয় সৈন্য আছে। আটক নদীর বেগ এত প্রবল যে নৌকাযোগে অনায়াসে পারাপার করা যায় না। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী সুদৃঢ় পণ্টুন সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু শীতকাল ভিন্ন আনাইবার যো নাই, কারণ তখনই কেবল হিমাচলের বরফ জমিতে আরম্ভ হইয়া নদীর বেগ মন্দীভূত হইতে থাকে, তখনই ঐ সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল দ্বারা পাহাড়ের সহিত আবদ্ধ করিয়া আনান হইয়া থাকে। "আটক" ষ্টেসনের প্রায় ৩ মাইল দূরে একটী প্রকাণ্ড রেলসেতু নির্ম্মিত হইতেছে। এইটী প্রস্তুত করিতে ন্যূনাধিক দুই বৎসর লাগিবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সিন্ধু নদের উপর দিয়া পেসোয়ার পর্য্যন্ত প্রায় লাইন প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। রাউলপিণ্ডির ১১ মাইল উত্তরে টপীল আপন হইতে কোহাট পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে, ইহা ৬৬ মাইল হইবে। ইহা আপাততঃ খুশালপুর অবধি গিয়াছে। কাবুল যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই লাইনটীর বিস্তৃতি স্থগিত আছে। আটকে আমাদের আহার সামগ্রী ভাল কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা অতি কষ্টে দ্বাদশ ঘণ্টা তথায় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। আটকের পুরাতন দুর্গটী দেখিয়া অনেক অতীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মনে পড়িল। এই দুর্গ একটী পর্ব্বতের উপরিস্থিত, ইহার অপর পার্শ্বে সিন্ধুনদ প্রবল বেগে প্রবাহিত, ইহা সহজে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার নয়।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণার-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ বসু ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৮০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকানি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর (জ্যোতি বৃদ্ধি) হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—রক্ত পূঁজ, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌরাণিকী সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, গুরুদক্ষিণা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, শারদপুরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। তিরাশি আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

রোগাঙ্কুশ।

৩ বৃন্দাবনে পর্য্যটনকালীন কোন উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য চূর্ণ্যাদি ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্বপ্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবদ্ধতা রোগ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি, অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও

দুবার পাবনা হয়। এই গ্রন্থের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বাৰ্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অন্যপক্ষে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীগৌরচন্দ্র সেন গুপ্ত।
জলপাইগুড়ি বেলাকোবা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধর টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত বঙ্গানুবাদ অনেকাংশে ব্যাখ্যাসহ সমস্ত শ্লোকের প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, সটীক ৬৲, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৭৸৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৸০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত বকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গ্রন্থ কাব্যের মন্থনে সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখিতে পাবেন। পরকালের জ্ঞানখণ্ডের ন্যায় দুগ্ধ ব্যবসায় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাড়ি হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, বাসনা, বিপদ, বিষাদ, সুখ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বস্তু পরীক্ষা করণ।—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম মূল্য দানের নিয়ম) মূল্য মায় ডাক খরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্ম্মদাবর্দ্ধন টোলা ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৩ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

ক্লোরোফর্ম, মাইক্রোস্কোপ, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সহজভাবে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, প্লীহা, কাশ ও নূতন রক্তাতিসার প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অনেক প্রকারে এক কোং গবর্ণমেণ্ট করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার খুসখুসে ঘা, পোড়া ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, কুষ্ঠ ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ফিঁড়িয়া, ছুলিয়া, খড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানা প্রকার অর্শ, উপদংশ ব্যাধি (গর্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ দে—মেদিনীপুর ১১
" " কৃষ্ণনাথ সাহা— কুমারটুলী ৭
" " গুরুচন্দ্র তালুকদার—পানিশোলা ৭
" " মহেশচন্দ্র পণ্ডিত—বটুগ্রাম ৭
" " দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়—চান্দপুর ৭
" " ব্রজমোহন বসু—মজুদা বালিয়া ৭
" " সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাকিনীয়া ৭
" " শ্যামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়—ঢাকা ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কার্য্যালয়ে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্ ।" ২ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । } ১২৮৮ সাল । ১৪ ই অগ্রহায়ণ । ইং ১৮৮১ । ২৮এ নবেম্বর । { অগ্রিম সাপ্তাহিক ৪৬০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন

কর্ম্মখালি ।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৩ য় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে । মাসিক বেতন ৩০ টাকা । যাঁহারা প্রার্থী হইবেন তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করিবেন । যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের আবেদনই সবিশেষ আদৃত হইবে । উক্ত আবেদনের সহিত তাঁহাদের সচ্চরিত্রের প্রশংসা পত্র পাঠাইয়া দিবেন ।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ।

মূল্য ১।০ ডাক মাশুল /১০ ।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার বাধ্যপ্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ।

চন্দ্রচূড়রস ।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ ।
নাবক্ষ্যেতো যুক্তিক্ষেত্রে ন ভেষজো যুক্তিদং বিনা ।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে । ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশু-স্থায়িরূপ আরোগ্য হয় । ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায় ।

প্রমেহ রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ১৬০ টাকা । পুরাতন জ্বর অথবা পর্য্যায়যুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা ।

জাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা ।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয় ।

শ্রীশশিমোহন সেন
কবিরাজ ।
কাশী ।
কালিমিয়ার ছত্র
অথবা
গণেশ মহল্লা ।

PARADISE LOST.

বা

স্বর্গ-ধাম বিনাশ ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে । গ্রাহক-গণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন । গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন ।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ | শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত
এজারসিয়ার আর,সি,সি,
ময়মনসিংহ ।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন ।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মল-পাইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে । অক্ষরগুলি উত্তম ছন্দের ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবে । ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে । ঢালাইতে কোন দোষ থাকিবে না । যদি একরূপ অক্ষর কাহারো প্রস্তুত থাকে, কিম্বা অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার নিকটে সংবাদ লিখিবেন । ঐ উভয় অক্ষরের এক একটু প্রুফ পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ কত দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিবেন ।

১২৮৮ সাল } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
তাং ৩ রা অগ্রহায়ণ } সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক ।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা ।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী । কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন । কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য । ৪ আউন্স ৸, ৮ আউন্স ১।, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৷০ আনা । নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না ।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগপ্রথম সংখ্যা ।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহা-ভারতের পৌরাণিকতা সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেব-

[illegible] আগমন, সদস্যনির্বাচন, সাংবৎসরিক, [illegible] প্রভৃতি, পারিশ্রমিক, এই সকল বিষয় সন্নিবেশিত [illegible] আইন [illegible] মাত্র [illegible] অনুগ্রহ করিয়া [illegible] মহোদয়, ম্যানেজারগণ সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে [illegible] নামে পত্র লিখিলে [illegible] অগ্রিম মূল্য না পাইলে [illegible] নিকট কাগজ প্রেরিত হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের [illegible]

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী [illegible] ১২৮ নং [illegible] কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

রাজপ্রতিনিধি ও [illegible] উত্তরাধিকার

কথন।

ভারত-সাম্রাজ্য চলিতেছে,—এক রূপ, এক প্রকার চলিতেছে। [illegible] বিচার করিয়া দেখিলে ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু কার পক্ষে ভাল? তোমার পক্ষে আমার পক্ষে নয়, ভারতবর্ষবাসী কোটী কোটী দীন দরিদ্র প্রজার পক্ষে নয়। [illegible] যদি ঠিক কথা বলিতে [illegible] তবে রাজার পক্ষে, আর ভাল রাজার অনুগৃহীতদের পক্ষে। তোমার আমার পক্ষে যে [illegible] সে ঐ সকল ভাবের আনুষঙ্গিক। [illegible] এই লক্ষ লক্ষ সাগর পুত্র উদ্ধারিতে পতিতপাবনী গঙ্গা [illegible] অবতীর্ণ হয়েন। [illegible] আগমনের উদ্দেশ্য কি? [illegible] উদ্ধার করাই [illegible] আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। [illegible] দিয়া তাঁহার পবিত্র বারি প্রবাহিত [illegible] পাপবিমুক্ত হইয়া গেল। [illegible] যে কিছু মঙ্গল দেখিতেছ সে [illegible] সাম্রাজ্যের এমনি [illegible] দিয়া চলিয়া যাইবে, [illegible] কিছু মঙ্গল সাধিত হইবে। [illegible] পতিত হইয়া পড়িয়াছেন। [illegible] প্রবাহিত হইতেছে, [illegible] বৃদ্ধি করিতেছে [illegible] প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, [illegible] কিছু কিছু বাণিজ্যিক হইতেছে। [illegible] কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিতেছে। [illegible] যখন না

করিলে কাহারও অসুবিধা হয়। পুস্তকদের উন্নতি না করিলে [illegible] সুবিধা নাই, স্থানে স্থানে [illegible] অসুবিধা হইত। সুতরাং [illegible] করা চাই। এই [illegible] কিন্তু [illegible] তাহারই [illegible] উপকার করিতেছে। [illegible]

[illegible] এই একটি কারণ [illegible] আমাদের আন্তরিক সুখ বৃদ্ধি হয়? [illegible] কিন্তু [illegible] রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু [illegible]—অতএব সুতরাং সাফ [illegible] কথা নয়। [illegible] যিনি সদ্বংশ [illegible] [illegible] হইলেই আমরা সুখী। [illegible] ইউরোপের অবশ্যই এমন উৎকৃষ্ট। [illegible] সুসজ্জিত ও রমণীয়, [illegible] অন্তরের অবস্থা ও চিত্তবৃত্তির উন্নত এবং পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। এক এক জন মহাত্মার আশয় কত উচ্চ!—ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু [illegible] সেখানে মন্দ লোক নাই, এমন নয়, ভাল মন্দ লইয়া সংসার। সুশিক্ষিত সভ্যের [illegible] সমভাবে আছে; আবার অসভ্য বর্ব্বরের [illegible] দুই হয়। অতএব যখন [illegible] ব্যক্তি আমাদের রাজপ্রতিনিধি হন, তাঁহার পরিবেষ্টিত [illegible] যখন ন্যায়পরতার দিকে দৃষ্টি রাখেন, তখন আমরা [illegible] থাকি। কিন্তু শাসনকর্ত্তাদের [illegible] আমাদের [illegible] হয়। [illegible] যে সমস্ত মহাত্মা বিপুল [illegible] ভার লইয়া এদেশে আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই [illegible] [illegible] কেহ এমন অবলম্বন করেন সকলেই তাঁহার [illegible] হন। [illegible] গবর্ণর ও [illegible] গবর্ণর জেনারেল [illegible] নিকট [illegible] আবেদন ভিন্ন [illegible] ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। দেশীয় আমাদের [illegible] সময়ে সময়ে যে অত্যাচার হয়, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

একণে অনেকের পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য এই, মধ্যে মধ্যে কল্পনা করা হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার সভা এখন অন্যত্রে উঠাইয়া দেওয়া যায়। একণে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে; [illegible] সংবাদক শীঘ্র আসিয়া থাকে, অতএব ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজকার্য্য অবলীলাক্রমে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অধিকন্তু সেক্রেটারীই এখন ভারতের [illegible] কর্ত্তা। [illegible] রাজপ্রতিনিধির [illegible] সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং গবর্ণর জেনারেল এক জন সাক্ষীগোপাল ভিন্ন আর কেহই নন। এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণর জেনারেলের পদ উঠাইতে অনেকেই পরামর্শ দেন।

[illegible] রাজত্ব লইয়া যে প্রকার গোলযোগ হইতেছে, [illegible] যে প্রকার [illegible], [illegible] আমাদের অনুমোদনীয়। কিন্তু এই গুরুতর প্রস্তাবটী কিঞ্চিৎ বিবেচনাসাপেক্ষ। ইহাতে বহু টাকাই ব্যয় হউক আমরা [illegible] দুর্ভিক্ষ ও [illegible] বলিয়া গণনা করিতে পারি না। ভারতের [illegible] ক্ষমতাহীন নিঃসহায়। কোন ব্যক্তি তাহাদের উপর অন্যায় ও অত্যাচার করিলে রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। মধ্যে মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কিছু কিছু অবৈধ আচরণ করেন। তখন গবর্ণর জেনারেলই একমাত্র আশ্রয় স্থান। উৎপীড়িত ব্যক্তি চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহারই নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়ে। কিন্তু গবর্ণর জেনারেলের পদ উঠাইয়া দিলে এই সকল অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। সেক্রেটারির নিকট আপীল করিলে চলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আপীল কার্য্যকারী হইবে কি না বলা দুর্ঘট। তবে বলিবে, এখানে অনেক অন্যায় ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, গবর্ণর জেনারেলের নিকট আপিলও অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কখন কোন উপকার হয় নাই কি? এ কথা সত্য, আমরা অংশতঃ স্বীকার করি। দুর্ভাগ্য লোকদের পক্ষে আপীলে প্রায় কখন সুবিধা হয় নাই, তাহা সকলেই জানেন। যে পক্ষ প্রবল, প্রায় সেই দিকেই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু নিকটে গবর্ণর জেনারেল থাকিলে অত্যাচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা অনেক সঙ্কোচ ধারণ করিয়া থাকে। প্রধান ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী না হইলে রাজ্যমধ্যে প্রায় কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পায় না। অবৈধ কার্য্য করিতে যাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহাদিগকেও সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ দূরে থাকিলে তাঁহাদের মনে ততটা আশঙ্কা থাকিবে না। গবর্ণর জেনারেলের করতলে থাকিয়াই যখন কোন কোন ব্যক্তি অনিষ্টাচারিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে থাকিলে কি অনিষ্ট যে ঘটিতে পারে অনুমান বলে তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। বাষ্পযোগে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে

সন্দেহ নাই, তারযোগে সংবাদাদির অবিলম্বে যাইতে পারে ও আসিতে পারে; কিন্তু সে সুবিধা কাহার? প্রজার ত নয়,—সে সুবিধা রাজার ও রাজকর্ম্মচারীর। তাঁহারা মনে করিলে তৎক্ষণাৎ যাইতে পারেন ও আসিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে এতদ্দেশের প্রজাদের উপকার কি? গবর্ণর জেনেরল নিকটে থাকিতে যখন কোন অত্যাচার প্রমাণ হয় না, সে স্থলে ইংলণ্ডে ষ্টেটসেক্রেটারি থাকিলে এখানকার কোন অবৈধ আচরণ ত তাঁহার কাণে উঠিবে না। ভারতবর্ষের যে কি দুর্গতি বাড়িবে তাহা কে বলিতে পারে?

প্রজার পক্ষে এই দারুণ কষ্টের সম্ভাবনা গেল। রাজকার্য্য নির্ব্বাহেরও বিস্তর অসুবিধা ঘটিবে। প্রত্যক্ষ সকল কার্য্য দৃষ্টি করিলে তাহার যেমন সুব্যবস্থা হয়, লোক মুখে শুনিয়া ব্যবস্থা করিলে তেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। গবর্ণর জেনেরল বৎসর বৎসর স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন; মফস্বলের অবস্থা না বুঝুন, তবু মোটামোটী দেশের এক প্রকার ভাব জানিতে পারিতেছেন, তাহাতে সকল কাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এখানকার অধস্তন কর্ম্মচারিদের মুখে [illegible] বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে দেশের তাদৃশ উন্নতি হইবে না এবং অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলাও ঘটিবে। অতএব গবর্ণর জেনেরল পদ উঠাইবার নিমিত্ত যাঁহারা কল্পনা করেন, ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহারা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। এ কথা লইয়া বারম্বার আলোচনা করাই অবিধেয়।

শ্রীঃ—

আগামী পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রগ্রহণ সর্ব্বগ্রাস হইবে কি না?

আগামী পূর্ণিমায় যে চন্দ্রগ্রহণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-সম্মত, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে ইহা দৃশ্য এবং দেশ ভেদে গ্রাস-গত কোন ভেদ লক্ষিত হইবে না, তবে স্পর্শ ও মুক্তি সময়ের তারতম্য হইবে। এক্ষণে গ্রাস পরিমাণ বিবেচ্য, তাহাতে সর্ব্বগ্রাস হইবে বলিয়া অনেকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বাঙ্গালার পণ্ডিতবর্গেরাও সেই মতাবলম্বী সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ পঞ্জিকাতে তাহাই লিখিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের লেখনী তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদানে কুণ্ঠিতা হইতেছে, সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিলে সম্পূর্ণ বিম্বটি যে গ্রস্ত হইবে তাহা বোধ হয় না। যৎকালে চন্দ্রবিম্ব ছায়ামার্গে প্রবিষ্ট হইবেন, তৎকালে নিজ গতিবশাৎ বিম্বের সমগ্র ভাগ ছায়াগর্ভস্থ হইবে না, যথাকথিত দক্ষিণ দিকের কিঞ্চিদংশ অবশিষ্ট থাকিবে, বিবেচনা করুন বিম্ব-মান যদি দশ ১০ অঙ্গুলি কল্পনা করা যায় তাহা হইলে গ্রাসমান [illegible] অঙ্গুলি হইবে, অতএব কি করিয়া সর্ব্বগ্রাস স্বীকার করা যায়। গ্রহণ যদি প্রত্যক্ষ হয় তবে যথার্থ শাস্ত্র-মর্য্যাদা বুঝা যাইবে। উক্ত বিষয়ে যেরূপ উল্লেখ করা গেল তাহার একটী চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল বিজ্ঞগণ দৃষ্টি করিবেন।

বারাণসী
শকঃ ১৮০৩
৭ ই অগ্রহায়ণ। }
শ্রী[illegible] দেবশর্ম্ম
শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মণোঃ।

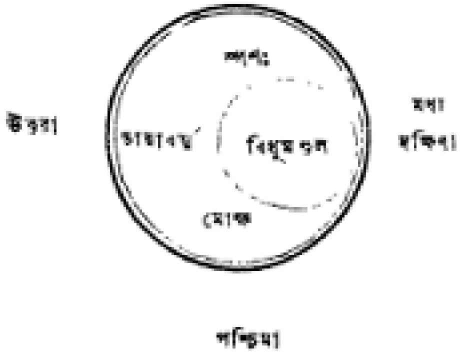

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গবর্ণর জেনেরল পদ রহিত করিবার প্রস্তাব।

কাল নিজে যেমন ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, সেইরূপ সকল বিষয়কেও ঘুরাইতেছে ফিরাইতেছে। পূর্ব্বে যে বস্তুর যে উপযোগিতা ছিল, এখন তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কারণ কার্য্যের যোগাযোগের সকল বিপর্য্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বে যে নদী যে কারণে যে স্থান দিয়া বহমানা ছিল, এখন সে কারণের বিপর্য্যয় হওয়াতে তাহার স্রোতের বেগ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার কার্য্য নাশ হইয়াছে। এক্ষণে আদিম কারণ বিরহে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল পদও কাণা হইয়া পড়িয়াছে। এ পদের আর সে উপযোগিতা নাই। এখন এ পদ রহিত হইলে কাহারও অণুমাত্র অনিষ্ট নাই। এক্ষণে বিলাত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের নানা প্রকার সুবিধাও হইয়াছে। ইত্যাদি নানা কারণ চিন্তা করিয়া কত দিন পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল পদ রহিত করিবার প্রস্তাব প্রকটিত করা হয়। উহা সোমপ্রকাশে সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনেকেই [illegible] একতানবাদী হইতেছে। আমরা এ সপ্তাহে এতৎ সংক্রান্ত একটী প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছি। লেখকের ইচ্ছা নয় যে, গবর্ণর জেনেরল পদ রহিত হয়। ঐ পদ উঠাইয়া দিবার বিষয়ে যেগুলি অনুকূল যুক্তি, যে যুক্তিগুলি সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, লেখক সেগুলির একৈকক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার এক মাত্র প্রতিকূল যুক্তি এই, গবর্ণর জেনেরল না থাকিলে নিম্নতর কর্ম্মচারিদের অত্যাচার নিবারণ সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমরা দেখিতেছি, এটী লেখকের আশঙ্কা মাত্র। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা যদি ভাল লোক হন, তাঁহারাই সে অত্যাচার নিবারণ করিবেন। গবর্ণর জেনেরল যদি ভাল লোক না হন, তাঁহা হইতেও সে অত্যাচারের নিবারণ হয় না। অধিকাংশ গবর্ণর জেনেরল দ্বারা বিলক্ষণরূপে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। ভারতবর্ষ অতি হতভাগ্য। অধিকাংশ গবর্ণর জেনেরলই ভারতের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া পড়েন। ভারতের প্রতি মমতা ও মেহেরবান্ গবর্ণর জেনেরলের অধিষ্ঠান কাদাচিৎক ঘটনা। যাঁহারা এখানে পদার্পণ করিয়া প্রথমে উদারতা ও সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা অব্যবহিত পরে [illegible] চক্রে পড়িয়া আর একপ্রকার হইয়া যান। লার্ড লিটনই তাহার প্রধান প্রমাণ। বিলাত হইতে ভারতবর্ষ শাসন হইলে এ প্রকার ঘটনা বিরল হইবে সন্দেহ নাই। সেখানে দুষ্প্রবৃত্তি দিবার লোক কম আছেন। ইংলণ্ডে মহানুভাবতা [illegible] নিয়ত বিরাজ করিতেছে। যাঁহারা সেখানে বাস করেন তাহাদের গায়ে সর্ব্বদা ঐ সকল গুণের বাতাস লাগিতেছে। সুতরাং তাঁহাদের মন প্রায়ই বিপরীত পথাবলম্বী হয় না। অতএব সেখানে যে বিচার হইবে, তাহা যে বিশুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। পক্ষান্তরে এখানকার বিচারের বিশুদ্ধতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার অসংখ্য কারণ আছে। লেখক কি তাহা অস্বীকার করেন? তিনি কি এই সকল চিন্তা করিয়া ইংলণ্ডের বিচার প্রয়োজন করেন না?

তবে কি জান, একটা নূতন কাণ্ড হইলে নূতন কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নানা প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ আমরা ভারতবাসী, যা চলিয়া আসিতেছে, তাই আমরা ভাল বাসি। আমরা পিতৃপিতামহাদিক্রমে চিরকাল দুই পদে ভর দিয়া চলিয়া বেড়াইতেছি, আজ যদি

এবং আমাদের উত্তিষ্ঠা থাকিবার উপায় করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলেন, আমরা কি সহজে করিব? মনে কি নানা আশঙ্কার উদয় হইবে না? অন্য কথা কি? এখন আমাদের দেশের অবস্থার বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন আর সেই খাদ্য-প্রণালী ও আহার-প্রণালীতে চলে না। উহার পরিবর্ত্ত ব্যবস্থাকে আহারের ব্যবস্থা করে। আমরা যদি বলি, কেবল ভাতের উপরে নির্ভর না করিয়া বঙ্গবাসিদের রুটি ও অন্য অন্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; সে কথায় কি কেহ কাণ দিবেন? এখনই বক্র করিয়া বলিবেন, এতদিন ভাত খাইয়া বাঙ্গালীর ক্ষয় নাই, আজ ব্যাঘাত কেন, ও কোন দেশী কথা? এক বেলাও যদি রুটি খাইতে হয়, প্রাণ যাইবে। ঈশ্বর যদি এদেশের পক্ষে রুটির ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গবাসী অপরাপর স্থানের ন্যায় যব গোধূম জন্মিত, সজাতিরে এত ধান্য হইত না। কিন্তু তুমি যদি প্রতিবাদ কর, এখন আর বঙ্গদেশের ভূমির পূর্ব্ব অবস্থা নাই। এখন অধিকাংশ ভূমিতে পূর্ব্ববৎ ধান্য জন্মে না। এখন বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি যব-গোধূম-বীজ-বপনোপযোগী হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের আর আশা করিয়া কে সে পরীক্ষা করিতে পারেন? যদি তোমাদের সময়ে নবীন দলের আন্দোলন দেখিয়া থাকেন, বুঝিতে পারিবেন, পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষা-প্রবৃত্ত ব্যক্তির চিত্ত সেইরূপ আকুলিত হইবে। তাহার হৃদয়ে কত প্রকার উদয় ও কত প্রকার যে বিলয় হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধান্যের ন্যায় এদেশে যব গোধূম জন্মিবে না, ইহাতে এই প্রথম আশঙ্কা। দ্বিতীয় আশঙ্কা এই, বিপুল পরিশ্রম করিতে হইবে, ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সার দিতে হইবে, এত পরিশ্রম ও এত ব্যয় কে করে? তৃতীয় রুটি সহ্য হইবে না।

যাহা হউক, উপসংহারে লেখকের নিকটে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণর জেনেরল এখন প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধের যুবজনোচিত বল ও উৎসাহ কিছুই থাকে না। বৃদ্ধ থাকে কি পূর্ব্বের ন্যায় কাজ চলে? বৃদ্ধের সংসার হইতে অবসরেই উচিত। এই নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রকারেরা বানপ্রস্থ আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেৎ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

গৃহস্থ যখন দেখিবেন তাঁহার শরীরের চর্ম্ম লোল হইয়াছে কেশ সকল ধবল হইয়াছে এবং পুত্রের পুত্র জন্মিয়াছে সেই সময়ে অরণ্য আশ্রয় করিবে।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল সাহেবের সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে, অতএব এখন তাঁহার অরণ্যাশ্রয়ই উচিত হয়, তাহাতে রাজা ও প্রজা সকলের পক্ষেই মঙ্গল। প্রথম মঙ্গল এই, ব্যয় সংক্ষেপ হইবে। দ্বিতীয় মঙ্গল, জেনেরল স্বেচ্ছাচারী হইলে যাঁহারা রাজ্য লইয়া যে আলোড়ন করিতেছেন, সে যন্ত্রণা হইবে না। তৃতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উপদ্রব করেন, ইংলণ্ড হইতে তাহার প্রতীকারের অনেক পথ হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসা বিদ্যালাভের আর একটী কণ্টক।

কলিকাতার মেডিকাল কালেজী এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন যে, লাটিন ভাষা না শিক্ষা করিলে আর কেহ ডাক্তারি এবং উপাধি পাইবেন না। এ প্রকার কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। চিকিৎসা স্বতন্ত্র শাস্ত্র, ইহাতে লাটিনের ভাষা জ্ঞানের কিছুই আবশ্যকতা নাই। যে ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র লিখিত আছে তাহাতেই সম্যক অধিকার জন্মিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এ দেশে ইংরাজি ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুস্তক সকলে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলেই চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্ম্ম সকলে বুঝিতে পারেন। লাটিন একটী প্রাচীন ভাষা। ঐ ভাষায় এখন কুত্রাপি কথোপকথন হয় না; লাটিন ভাষায় তাদৃশ চিকিৎসা শাস্ত্রও নাই, তবে ঐ ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিফল সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? যতক্ষণ ডাক্তারেরা উহা অধ্যয়ন করিবেন, সে সময়ের মধ্যে তাঁহারা অন্যান্য অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিতে পারিবেন। তাহাতেই প্রকৃত উপকার দর্শিবে। যদি এমন হইত যে, লাটিন ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আছে তাহা পাঠ করিলে বিশেষ জ্ঞান জন্মিবে,—তবে এ প্রস্তাব সঙ্গত বোধ হইত। কিন্তু সে সকল কিছুই নাই; প্রাচীন ভাষার জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তৎসমুদায় পাঠ করিয়া ডাক্তারেরা যাবতীয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন। আমরা দেখিতেছি, ডাক্তারীর এই নূতন প্রস্তাবে কিছুই আবশ্যকতা নাই। এটী এতদ্দেশীয় ডাক্তারদের উপাধি গ্রহণের দ্বারে একটী কণ্টক ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা ভরসা করি, সিণ্ডিকেট সভা এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন না।

লাটিন ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা আমরা বরং অন্য একটী শাস্ত্র শিক্ষা করার অধিক ফলের আশা করিতে পারি। এতদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অতি উপাদেয় সামগ্রী। তাহাতে দেহ তত্ত্বের মীমাংসা উত্তমরূপ নাই বটে, কিন্তু এক একটী রোগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। বিশেষতঃ সেই সমস্ত ঔষধ এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। বিলাত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা এদেশে সিবিল সার্জ্জন হইয়া আইসেন, সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহাদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। অতএব গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন, যাঁহারা সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ পাঠ না করিবেন, তাঁহারা এতদ্দেশে সিবিল সার্জ্জনের পদ পাইতে পারিবেন না।

বীরভূম জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বর।

কষ্ট পাইলে আমরা কাতর হইতে বেশ জানি, সে কষ্ট কিসে নিবারণ হয়,—পড়িয়া শুনিয়া কতক, তাহাও কিছু কিছু জানিয়াছি; কিন্তু যত্নবান্ হইয়া সেই প্রতিবিধায়ক উপায়গুলি অবলম্বন করিতে এখনও কিছু শিখি নাই। এমনি আমাদের গুণ, ক্ষমতা হইলেও করিব না,—কে যেন মাথার দিব্য দিয়াছে। অনেক দিন হইল বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের আগমন হইয়াছে। বঙ্গদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে একটা নাকি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাই লোকটা কিছু বেশী বেশী। জ্বর এলেন,—যাইব যাইব বুঝিয়া থাকুন, পরে স্বস্থানে প্রস্থান করুন; তা নয়। এলেন ত যাবার আর নামটী নাই;—কুটুম্বিতা কি এইরূপেই করিতে হয়? ইনিও যেন জমিদারের মত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার মানসে পড়িয়া আছেন। প্রজাদের সঙ্গে এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন,—প্রতি বৎসর কিছু কিছু না লইয়া ছাড়েন না।

বর্ষা যাবে পরে আইলে, জ্বরের কিস্তি আরম্ভ। অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, দেখা যায় প্রতি বৎসর এই সময় জ্বরের বিলক্ষণ প্রকোপ হইয়া থাকে। যিনি একবার আক্রান্ত হন, তিন চারি মাস তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। প্লীহা জ্বর, দেহত্যাগ করিতে চায় না। এইরূপে পুরাতন জ্বরে যকৃৎপ্লীহা রোগে কষ্ট পাইয়া কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, চিকিৎসার দায়ে অর্থ নষ্ট হইতেছে; দেহ দুর্ব্বল ও নানা প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে; কত বংশ বিলুপ্ত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার এই সমস্ত মন্দ ফল দেখিয়াও তাহার নিবারণ করিতে কাহারও উদ্যোগ নাই। আমাদের দেশের লোক এত নিরুদ্যোগী যে, নিজ নিজ চেষ্টা করিতেও বিমুখ।

ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গদেশের দারুণ শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। সকলে যত্নপূর্ব্বক ইহার প্রতিকারের বিধান

না করিলে সমস্ত দেশ উৎসন্ন যাইবে। দেশের উন্নতি দেশের উন্নতি করিয়া যাঁহারা পাগল হইয়াছেন, তাঁহাদের আশা ভরসা এই পর্য্যন্ত, দেশের উন্নতির এখানে পূর্ণ বিরাম। কোথা হইতে উন্নতি হইবে? কে উন্নতি করিবে? ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষ এক বার দেহে প্রবিষ্ট হইলে শরীরে আর কিছুই থাকে না। দেহের স্বাভাবিক তাপোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং বায়ুর অল্প পরিবর্ত্তনেই একটী না একটী ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কাজেই তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না। সেই হেতু উপযুক্ত নিঃসরণ ও গ্রহণ হয় না। অতএব সামান্য কারণেই কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য, সর্দ্দি কাশী এবং জ্বর হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন অনেক দোষ ঘটে, সহজে সন্তানোৎপত্তি হয় না; এবং সন্তান হইলেও তাহারা সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। জীবনের পক্ষে এইরূপ অনেক ব্যাঘাত, সকলগুলি বিবৃত করিতে হইলে পত্রিকায় স্থান হয় না। বিদ্যার্থী বালকগণ মনোনিবেশপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস যে করিবেন, সে যো থাকে না। সম্বৎসর পরিশ্রম করিয়া শেষ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে জ্বরের কাছে প্রাণোৎসর্জ্জন হয়। পরিশ্রম করিবার কিছুমাত্র শক্তি থাকে না; পরিশ্রম করিলেও সহ্য হয় না। সংবৎসরের কষ্ট বিফল হয়। অনেকের বাল্যকাল এইরূপে জ্বরে ও প্লীহায় কাটিতেছে, শেষ বয়োবৃদ্ধি হইল, সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জন সমাপ্ত হইল।

আমাদের সাধারণের যে আশা হইবে, সুশিক্ষিত হইবে, সমস্ত দেশ বিদ্যারসে অভিষিক্ত হইবে তাহার ও এই আশা ভরসা। ভারত কৃষিজীবী দেশ; নিয়ত পীড়িত থাকিলে কৃষিকর্ম্ম কি রূপে চলে? বর্ষাকালে কৃষক কোন প্রকারে ধান্য রোপণ করে। কিন্তু ফসল পরিপক্ব হইল, ক্ষেত্রেই নষ্ট হইতে লাগিল। কৃষক শয্যাগত কম্প জ্বরের প্রভাবে কাতর, উত্থানশক্তি নাই—ধান্য ছেদন হইল না। আবার রবিশস্য রোপণের সময় উপস্থিত; শস্য বপন ও রোপিত হইল, মন্দ ও সে বৎসর পতিত পড়িয়া থাকিল। কিন্তু নিয়মিত সময়ে খাজনা দিতে হইবে, কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভাত পাইল। কোন্ দিকে তবে দেশের উন্নতি হইবে,—কোথায়।

এই দারুণ শত্রু ম্যালেরিয়া জ্বরের কি প্রতিকারের উপায় নাই?—আছে, সকলেই মনোযোগী হইলে বঙ্গদেশ নিশ্চিত নিষ্কণ্টক হইতে পারে, লোকে এই কাল শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু কেবল দুই চারি জন মনোযোগী হইলে কিছুই হইবে না, এটী বৃহদ্ব্যাপার—দুই এক জনের কর্ম্ম নয়। যদি দেশশুদ্ধ লোক বদ্ধপরিকর হইয়া লাগে, যাহার যেমন অবস্থা, সে ব্যক্তি যদি তদনুসারে যত্ন করে, তবে অচিরে বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেরিয়ার মূল উৎপাটিত হওয়া যায়। ধনী লোক অর্থ দিয়া আনুকূল্য করুন, শ্রমোপজীবীরা কায়িক শ্রম দ্বারা সাহায্য করুন, গবর্ণমেণ্টও কিছু মনোযোগী হউন, বঙ্গদেশ শীঘ্রই স্বাস্থ্যকর আলয় হইয়া দাঁড়াইবে। অচিরে স্বাস্থ্যরক্ষার যে সমস্ত উপায় আছে, তাহার কথা চাই; সামান্য বিষয়ে লোকের অবহেলা, কিন্তু সামান্য কারণে যে কত উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিতে পারে, তাহা কেহই জানে না। যখন যে কষ্টের কারণ উপস্থিত হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়া নিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য। তাহার আদ্যন্ত শেষ পর্য্যন্ত যত কিছু জানা যাইতে পারে তৎসমুদয় জ্ঞাত হওয়া উচিত। তবে কষ্টের প্রতীকার হয়। এ বৎসর নবদ্বীপ, বারাসত, বীরভূমি প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কলিকাতার এবং শহরের স্থানে স্থানের কথা ও কহিতেছি নাই। পূর্ব্বস্থলে প্রতিদিন ২৫০ আড়াই শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এ অপেক্ষা শোকের কথা আর কি হইতে পারে? যাহা এককালে আরোগ্যকর এবং বলপ্রদ ছিল, আজ তাই আবার শ্মশানক্ষেত্র,—তাহার দেশের ভস্মভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপ দেখিয়া চতুর্দ্দিকের সংবাদপত্রে মহা কলরব ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। মহাশয় গবর্ণমেণ্টও নিশ্চিন্ত নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরও বিশেষ যত্নবান হইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় করিতেছেন। এখন এতদ্দেশীয় লোক একবার চিন্তাক্রান্ত আলস্য মোচন করিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হন তবেই মঙ্গল। পূর্ব্বে রাজা দিগম্বর মিত্র রোগের জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুসারে বিভাগীয় কমিশনরদিগকে জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিতে অনুমতি করা হয়। ১৮৭৭ সালের ৭ ই আগষ্ট সমস্ত কমিশনরদিগের প্রতি ঐরূপ আদেশ হয়। পরে ১৮৭৮ সালের ৭ ই এপ্রেল রাজা দিগম্বর মিত্র স্বীয় মত প্রকাশ করেন। অনন্তর ১৮৭৮ সালের ১২ এ এপ্রেলে কমিশনরদিগকে আবার পূর্ব্ব পত্রের মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮০ সালের ১৯ ই জুন আবার পূর্ব্ব পত্রের মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৮১ সালের ১৮ জানুয়ারিতে বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, রাজসাহী এবং কোচবিহারের কমিশনরদিগকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পূর্ব্ব আদেশানুসারে তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগে কতদূর কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ঐ পত্র লিখিত হইয়াছিল। গত ১০ ই নবেম্বর আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবের মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। পাঠক দেখুন, গবর্ণমেণ্ট প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কীদৃশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নবদ্বীপের মহামারির অবস্থা বিশেষ সতর্কতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ডেপুটী স্যানিটারি কমিশনরের অধীনে অনেক গুলি দেশীয় ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত পীড়ার অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেছেন এবং পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার তাঁহার অধীনে এক্ষণে তিন জন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। যাহা হউক, এ আক্রমণের কিছুমাত্র লোকের পরিত্রাণ দেখা যাইতেছে না। অনেকেই [illegible] প্রাণত্যাগ করিতেছে। অধিকাংশ লোকের এক পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আবার শীত উপস্থিত, যাঁহারা সবল আছেন, তাঁহারা ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিস্তার নাই। শীতের প্রভাবে শীঘ্র দেহে বলাধান হইবে না, অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিবেন। [illegible] নবদ্বীপের পুষ্করিণী ও জলাশয় উদ্ধারের নিমিত্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান [illegible] এক্ষণে উপযুক্ত পরিমাণে স্থানিক [illegible] পাইলে [illegible] অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। ম্যালেরিয়ার স্থানিক কারণ নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত ডাক্তার [illegible] এবং [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত [illegible] পরিদর্শন করিয়া কোথায় [illegible] কি কি কারণ বিদ্যমান আছে তাহা নিশ্চিত করিবেন। গত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক জল নিকাশের প্রণালী অবরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিবেন। পুরাতন নদী কিম্বা অন্য প্রকার জল নির্গমনের পথ কোথাও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে কি না তাহারও অনুসন্ধান করিবেন। পানীয় জলের নিমিত্ত পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত জমীদারদিগকে বিশেষরূপে আদেশ দিবেন। পুষ্করিণী খননের নিমিত্ত এবং জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত জমীদারদিগের প্রতি অনুমতি দেওয়া হইবে। প্রকাশ্য [illegible] ভূমিগুলি পরিত্যাগ করিয়া অবস্থানুসারে [illegible] এবং [illegible] সকল প্রজাকেই বলিয়া দিতে হইবে।

আমরা গবর্ণমেণ্টের এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি মহোদয়গণ এবিষয়ে কমিশনরকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন। আমরা অনুরোধ করি, এই সময় গ্রামস্থ ভদ্র লোক ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন। তাঁহারাও যত্নবান হইয়া স্ব স্ব আবাসস্থানের পীড়ার কারণ নির্দ্দিষ্ট করুন। গ্রামস্থ অশিক্ষিত সম্প্রদায় সহজে কোন কথা বুঝে না। এই সকল ব্যক্তিকে সাবধান করিবার কে আছে? শিক্ষিত সমাজের লোকেরা আপন আপন গ্রামের অজ্ঞ লোকদিগকে সকল সংবাদ দিতে পারেন, এবং তাঁহারাই যথার্থ ফল দর্শাইতে পারেন।

অনুমান ষোল বৎসর হইল আমরা বীরভূমের পল্লিগ্রামে পল্লির অবস্থা বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বে এ প্রদেশের জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকারক ছিল। নিম্ন বঙ্গে কেহ পীড়িত হইলে এদেশে আসিয়া নীরোগ হইতেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি,—এখন সেই প্রদেশ যমের দক্ষিণ দ্বার। ১২৭৬ সালে স্থানে স্থানে কিছু কিছু ম্যালেরিয়া প্রকাশিত হইল। ১২৭৭ সালের এক রূপ গেল, জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিতান্ত অধিক হয় নাই। কিন্তু ১২৭৮ সালে দেশ একেবারে উৎসাদিত হইতে লাগিল, পল্লীগ্রাম গুলি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল। সেই অবধি কোন বৎসর অধিক, কোন বৎসর অল্প ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ঘটিয়া আসিতেছে, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি পল্লীগ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। যে স্থান পূর্ব্বে এত স্বাস্থ্যকর ছিল, হঠাৎ তাহা কেন এত পীড়াদায়ক হইল, ইহার বিশেষ অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অনেক স্থলে পানীয় জল দোষই পীড়ার একটী কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল। বদ্ধ জঙ্গাট নদী এবং জল নিকাশ পথের অবরোধ ও অনেক স্থলে দুষ্ট হইল। দুবরাজপুর, আহ্মদপুর, ভুবনপুর, মহলা, জোতপুর, প্রভৃতি গ্রামগুলির নিকটে মহা ময়ূরাক্ষী বিদ্যমান আছে। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও অনেক গ্রামে জঙ্গাট নদী আছে, সে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অতি ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। আবার যে স্থলে জঙ্গাট নদী নাই, তথায় ম্যালেরিয়ার অন্যান্য বহুবিধ কারণ বর্ত্তমান আছে। গ্রামের জল কিছুমাত্র বহির্গত হইতে পায় না, পথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ; পুষ্করিণী কোন, সময়ে খনন হইয়াছিল, আর তাহার পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। সেই সময় তাহার তটে উপস্থিত হইলে দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকে, কিম্বা বিকীর্ণ হইতেছে, অনুভূত হয়। কতকগুলি গ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতা জঙ্গলাদিতে আচ্ছাদিত। তাহাদের ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হইতে পায় না, সুতরাং সে সকল দূষিত পদার্থ থাকিয়া বায়ুকে দূষিত করে। কোন দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন বশতঃ স্থান বিশেষের বায়ু পীড়াদায়ক হইতে পারে। কিন্তু উপরের লিখিত বিষয় গুলি ম্যালেরিয়ার যে উত্তেজক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি, গ্রামবাসিদিগের এইবার চৈতন্য হউক, তাঁহারা সাধ্যানুসারে উপরের লিখিত কারণ গুলির পরিহার করিতে চেষ্টা করুন। যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই; যত্ন থাকিলে অবশ্যই মনোরথ পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কালে যেগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করুন। দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর জল পান করিলে কিম্বা তাহাতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিলে পীড়া জন্মে, অতএব বদ্ধ বিলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করুন। দরিদ্র অতি সামান্য উপায় দ্বারা জল পরিষ্কৃত করিতে পারে। চারিটী কলসী উপরি উপরি রাখিয়া বালি ও কয়লার অন্তরালে জল নির্ম্মল ও দোষপরিশূন্য হইয়া থাকে। এ প্রক্রিয়া কে না জানেন? কিন্তু কয়জন কয় জন ইহা করিয়া থাকেন? ইহাতে ত ব্যয় নাই, তবে কেন না কেন? এক আলস্য ও ঔদাসীন্য ইহার প্রধান কারণ। পীড়া হইলে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া চিকিৎসা করাইবেন, তাও ভাল; তবু এই সামান্য উপায় দ্বারা যদি পীড়ার আক্রমণ নিবারণ করা যায়, তাহা কেহই করিবেন না। সকলে উষ্ণ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই সামান্য উপায়গুলি সকলেই করিতে থাকুন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

ম্যালেরিয়ার বিষ কিরূপে তাহা বলা যায় না। কিন্তু বায়ুর দৈর্ঘ্যে উহা কিঞ্চিৎ সংযত হয়, সুতরাং ভূতল হইতে অল্প উচ্চে উহা ভূমির নিকটেই থাকে। সে কারণ ভূমিশয্যায় শয্যা পাতিয়া শয়ন করা উচিত নয়; যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি তদ্রূপ উচ্চে শয্যা করিতে পারেন। যিনি ভাল অবস্থাপন্ন, তিনি খাট পালঙ্কে শয়ন করুন। দরিদ্র লোকেরা অনায়াসে মাচান খাটিয়া কিম্বা মাচার শয়ন করিতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত স্থানে কেহ অভুক্ত থাকিয়া গৃহের বহির্গত হইবেন না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা সূর্য্য অস্তগত হইলে বায়ু সেবন করা অবিধেয়। ঐ সময় বায়ু শীতল হয়, সুতরাং ম্যালেরিয়ার বিষ সংযত হইয়া পড়ে। রৌদ্র উঠিলে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে যাইবে এবং সূর্য্য অস্তগত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। কিছুতেই রাত্রিকালের বায়ু সেবন করিবে না। ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে সকলেরই অঙ্গ ঢাকা কর্ত্তব্য। ভ্রমণ করিবার সময় মুখ বন্ধ করিয়া নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিবে এবং কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল অনাবৃত রাখিবে না।

এই সমস্ত উপায়গুলি সহজ। ইচ্ছা করিলে সকলেই ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন। শিক্ষিত সমাজ কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হইলে বোধ করি ইতর লোকের মধ্যে ঐ সমস্ত নিয়ম অনায়াসে প্রবর্ত্তিত করা যায়। অতএব যাঁহারা দেশের হিত করিতে বাঞ্ছা করেন; শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের অধ্যবসায় ও স্পৃহা আছে, প্রথম তাঁহারা এই প্রকার কার্য্যসাধন করিয়া তাঁহারা দেশোন্নতির সূত্রপাত করুন।

মিউনিসিপাল আয় সংরক্ষণের একটী উপায়ের পরামর্শ।

যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে, ভাঁটার সময়ে তাহার জল অস্তিত্বশেষ হয়, কিন্তু জোয়ারের সময়ে আবার তাহার পরিপূরণ হইয়া উঠে; কৃষ্ণপক্ষে শশিকলার ক্ষয় হয়, কিন্তু শুক্লপক্ষে তাহার পূরণ হইয়া থাকে; আমাদের দৈহিক অঙ্গের নিত্য ক্ষয় ঘটিতেছে, আবার খাদ্য দ্রব্য দ্বারা তাহা পরিপূরিত হইতেছে; কিন্তু মিউনিসিপাল আয়-ব্যয়-সম্বন্ধে আমরা সে ব্যবস্থা দেখিতেছি না। ইহার নিত্য ক্ষয়ই ঘটিতেছে, পূরণ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। পূরণ সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে কারণ মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি তাহা সাধিত হইতেছে না। মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিষ্ফল ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

আমরা ভাবিতাম, আমাদের মিউনিসিপালিটীর বুদ্ধি অপরিসীম, তাই আমরা অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইতেছি না। আমাদের পিতামহ ঠাকুর জীবিত কালে আমাদের গ্রামের যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, আমরাও প্রায় তাহাই দেখিতেছি, বেণীর মধ্যে দুই একটী ইটের ঘর। বর্ষাকালে গ্রাম যেমন দুষ্প্রবেশ ছিল, এখনও তেমনি আছে। গ্রামের শ্রী ফিরে নাই, অন্ধকোঠার নাই, অদূরপরিমাণের স্বাস্থ্যরক্ষা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। স্বচ্ছ পানীয় জল তখন যেমন দুর্লভ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। অন্তঃপুরস্থ রাস্তাতে কদাচিৎ আলোকের আলো যা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিশেষের মধ্যে এই দেখিতেছি, পূর্ব্বে গ্রামের জল নির্গমের সুবিধা ছিল, এখন তাহার অভাব। একটী বাক্যে বলিলে বোধ হয় পাঠক সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের গ্রামটী অন্ধকূপবৎ স্বরূপ হইয়াছে। পাঁচ পাড়ায় যে শাখা-প্রশাখা হীন-

যুক্ত কাগজে অক্ষয়-বট বলিয়া দেখাইয়াছ, আমরাও এখন সেই অক্ষয়বট দেখিতেছি। কিন্তু পিতামহ ঠাকুরকে টাক্সের জন্য খাটিতে হয় নাই, আমাদিগকে সেই জন্য খাটিতে হইতেছে, এইটী আমাদের নূতন সম্বন্ধ। পাঠকগণকে স্বতন্ত্র কথা আর কত বলিব, আমাদের পৈতৃক বাসগ্রাম যেমন তেমনি আছে, মাঝখান হইতে বাড়পুর মিউনিসিপালিটীর কল্যাণে সহর হইয়া উঠিয়াছে!

যদি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা নিয়ম মত টাকা দিতেছি, তবে আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? তাঁহারা ম্লানবদনে বলিবেন, টাকায় কুলায় না। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন কুলায় না, তাঁহারা উত্তর দিবেন, মিউনিসিপাল আয়ের অধিক অংশ পুলিস ও কর্ম্মচারিগণ গ্রাস করে। সুতরাং মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

মিউনিসিপালিটী পুলিসের গ্রাস হইতে মিউনিসিপাল আয় যে রক্ষা করিতে পারেন না, আমাদের এখানেই কেবল সে ঘটনা নয়, সর্ব্বত্রই ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব। ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব বলিয়া সে দিন যশোহরের মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি সি, জে, গুডনেন সাহেব অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া অধঃপদে নীত হইয়াছেন। তিনি অপব্যয়শীল বলিয়া তিরস্কৃত হন। সম্প্রতি তাঁহার যে উত্তর-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, তিনি অপব্যয়শীল নহেন। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মচারিদিগের সময়েই অপব্যয় বল আর সদ্ব্যয় বল হইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ২২০০ টাকা বাঁচাইয়াছেন। তিনি যে যে বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপের হস্ত দিয়াছেন, তাহাতে দেখা গেল, পুলিস ব্যয়ের এক কপর্দ্দকও কর্ত্তিত হয় নাই। সে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা করিলে বোধ হয় তিনি পদস্থ থাকিতে পারিতেন না। রাস্তা ঘাট পুষ্করিণী বিদ্যাশিক্ষা ও নগর পরিষ্কারাদির ব্যয়ই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। অবশ্য কথা এ সকল বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া যদি পুলিসের উদর পূরণ করা হইল, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়া কি উপকার হইল? গুডনেন সাহেব দোষী কি না? তাঁহাকে অন্যায় করিয়া অপদস্থ করা হইয়াছে কি না? এস্থলে তাহার বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক হই[illegible]তেছে। অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও বঙ্গদেশের শিরঃস্থানীয় গেজেট যে বিচার করিয়াছেন, তাহার উপর আমাদের মত হইবা মাত্র। "[illegible] বাক্যোগির" কথায় কে কাণ দেয়।

যাহা হউক, এ অপ্রাসঙ্গিক আলাপে প্রয়োজন নাই। পাঠক বুঝিলেন ত পুলিস ও কর্ম্মচারিরা মিউনিসিপালের আয় গ্রাস করিতেছেন, পরিশেষেই নামের ঝড়ি দিয়া আমাদের দুঃখ শাপ করা হইতেছে। আমরা টাকা দিতেছি, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হইতেছে না। যদি পুলিসই আমাদের উপ্রকিদের কণ্টক হইল, তাহা হইলে আমাদিগকে দায়ে পুলিসের ব্যয় দিতে না হয়, তাহার একটি সৎ-পরামর্শ করা উচিত। যেখানে যত মিউনিসিপাল কমিশনর আছেন, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে রাত্রিকালে আবশ্যক গ্রামগুলি রক্ষা করুন (সাহেব চৌকিদারী করুন এ কথা বলা সঙ্গত হয় না, কারণ তাঁহারা সম্ভ্রান্ত লোক)। প্রতি রাত্রিতে দুই জন করিয়া এক একটী গ্রাম রক্ষার ভার লইবেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভয় দিতেছি, সারা রাত্রি জাগিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। তাঁহারা এক এক বার সন্ধ্যাকালে সাইন পালকীযোগে গ্রামগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই চলিবে। সকল দিন গ্রামে যাইবারও প্রয়োজন হইবে না। যাহারা এখন পাহারা দেয়, তাহারা ঐরূপেই কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা রাত্রিতে তাহাদের ত সাড়াশব্দ পাই না। বোধ হয়, পাছে গৃহস্থদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে পাহারাওয়ালারা সাবধান হইয়া চলিয়া থাকে? ইহাতে কমিশনরদিগের আত্মশাসন শিক্ষারও বিশেষ উন্নতি হইবে। এ দেশীয়দিগকে আত্মশাসন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াও মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। কমিশনরেরা আপনাদিগের রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা আপনারা করিবেন, [illegible] রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না, তাহা কিরূপে [illegible] হইতে পারে? বলিতে কি, যতদিন তাঁহারা এ কার্য্যের ভার না লইতেছেন, ততদিন ঐ বাদের আত্মশাসন শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না!

[illegible]

যে দেশে বার মাস আম মেলে, তাহার কোন ভাগে দেখ বৃক্ষ, কোন ভাগে দেখ কোটি কোটি আম, কোন কোন ভাগে শাখা আম হইয়া আছে। তাহার শোভা-সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য অতুলন। আর [illegible]দেরও আজ কাল সেই অবস্থা। ভারত বিদেশীয় লোক জনে ও ধনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। এ দিকে লোকজনের চলিবার ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাস্তা ঘাট ও রেলওয়ে; ওদিকে কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত খাল; যে দিকে বস্ত্রের বল, চতুর্দ্দিকে অতুল বিভব; এক একটি নগরে প্রবেশ করিলে বোধ হয়, লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এখন সৌভাগ্যের সময়ে আমরা উপরে যে সৌভাগ্য বিলাসী অলঙ্কারে প্রশ্ন করিলাম, তাহার অর্থ কি? পাঠক বোধ হয় [illegible] অমরণ করিয়া আকুল হইবেন। আমাদের বক্তব্য বিশদ করিয়া দিবার নিমিত্ত অগ্রে পাঠকগণের নিকটে একটী প্রশ্ন করি। এক জন কোটীশ্বর। তাঁহার গৃহ ধন জনে পূর্ণ। সৌধ শোভা সন্দর্শন করিলে নয়ন ও মন মোহিত হয়। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে রম্য উপবন সরোবর কৃত্রিম নদী ও পর্ব্বতাদি দ্বারা বিশোভিত। পুষ্পোদ্যান দেখিলে বোধ হয় বসন্ত যেন তথায় নিত্য বিরাজ করিতেছে। ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিল কাকলীর অবকাশ বিরাম নাই। কোটীশ্বরের এইরূপে কোন অংশে কোন বিষয়ের অভাব নাই; কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় নাই, কিন্তু সে ব্যক্তি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। যক্ষ্মা সকল রোগের নিদান। ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমরা উপরে যে তাহার অতুল বিভব প্রভৃতির বর্ণন করিলাম, সে ব্যক্তি তাহাতে সুখী কি না? তাহার সেই অট্টালিকা, সেই পুষ্পবাটিকা, সেই দীর্ঘিকা, সেই পুষ্পোদ্যান, এ সমস্তই তাহার পক্ষে বিফল। অপরেই তাহার উপভোগ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। নাম মাত্র তিনি অধিকারী।

ভারতেরও অধিকাংশ এই দশা ঘটিয়াছে। ভারত [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় কাহারও [illegible] পাওয়া যায় না। একটী [illegible] করিয়া আছে। এ অবস্থায় [illegible] সুখ কি? তাহার বরং ঐশ্বর্য্য [illegible] আরও [illegible] কেবল আত্ম-সুখ ভোগ

[illegible] পড়িয়াছে বলিয়াই আমরা [illegible], আমাদের কে উদ্দেশ্য [illegible] পাঠক এ সম্বন্ধে [illegible] দেখিবেন, [illegible] সাক্ষী হইতেছে না [illegible]। আমাদের সংবাদদাতারা চতুর্দ্দিক হইতে যে সমস্ত পত্র লিখিতেছেন, তাহাদেরও [illegible] আর কথা নাই। কেবল এক বঙ্গদেশ যদি রোগ-শয্যায় শয়ান থাকিত, তাহা হইলেও আমরা উপরের প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম না। বঙ্গদেশ ত ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন। ইহার সাংঘাতিক পীড়াও চিরপ্রসিদ্ধ। তবে বলিবে এখন বৎসর বৎসর উহার যে প্রকার প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। যাহা হউক, আমরা তাহার সেই [illegible] করিতাম না। কিন্তু যে যে অঞ্চলের লোকে অনেক নাম মাত্র শুনিয়াছিল, কখন ভোগ করে নাই,

[illegible] পীড়া বসন্ত ও ওলাউঠা, সে সমুদায় [illegible] বর্ত্তমানকে পরাভব করিয়াছে। আমরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সেখানকারও [illegible] গ্রাম ও নগর জ্বর-নিমুক্ত নহে। অমৃতসরে [illegible] যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সে তিন [illegible] একটী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে [illegible], প্রত্যহ ১০০০০ লোককে নিজ ক্রোড়ে লইয়াছেন। একমাত্র অমৃতসর এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইলে আমরা কথঞ্চিৎ ক্ষোভ নিবারণে সমর্থ হইতাম; কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এইরূপ অমৃতসর অনেক হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগের এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক, ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার কারণ কি? একটী কারণ নয়। [illegible] পৃথিবী হইতে গ্রাস করিলেন, [illegible] করিলেন, ইত্যাদি ছয়টী কারণের যেমন একত্রেই [illegible] হইয়াছিল, ভারতের শোচনীয় অবস্থা ঘটিবারও কারণ সমষ্টি হইয়াছে। রেলওয়ে হওয়া জল-নির্গম পথ বন্ধ হওয়াই ভারতের এ শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ নয়, বহুজন সংসর্গ ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধ প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। ভারতের আকর্ষণী শক্তি নানা দেশের নানা জাতীয় নানাবিধ লোককে আকর্ষণ করিতেছে। রেলওয়ে হইয়া গমনাগমনের সুবিধা হওয়াতে এক এক স্থানে বহু জন সমাকীর্ণ হইতেছে। তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ও মল মূত্রাদি দ্বারা পরস্পরের শরীর দূষিত হইতেছে; এক স্থানে অনেকের সমবস্থানে যে সকলেরই অনিষ্ট ঘটে, তাহার একটী প্রমাণ এই, যে যুদ্ধে অধিক [illegible] মরে, তাহার তত নষ্ট হয় না। [illegible] হইলে সকলেরই [illegible]; [illegible] উৎসাহ থাকে না। ভারতে বিদেশীয় বহু লোকের সমাগম হওয়াতে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। ভারতবাসির জীবিকা ক্রমেই [illegible] হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ভারতের [illegible] সাধারণ লোকে পুষ্টিকর আহার পাইতেছে না। [illegible] ভারতবাসিদিগের খোরাক যোগাইবার [illegible]। [illegible], স্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু সুরা বিদেশীয় [illegible] পরিমাণে এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। [illegible] উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ লোক [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। একে পুষ্টিকর আহার নাই, তাহার উপরে মদ্য পান, ইহাতে দুর্ব্বল শরীর [illegible] বুঝিতে পারে? উষ্ণ প্রধান দেশ, এখানে [illegible] ও অপরাহ্ণ পরিশ্রম করিবার সময়; মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রাম কাল। ইউরোপীয়দিগের অধীনে ইহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ইহাও ভারতবাসিদিগের জীবনীশক্তি হ্রাসের অপর কারণ। তাড়াতাড়ি সাহেবের কাজে যাইতে হইবে, এই ভয়ে অনেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিবারও অবসর পায় না। জামালপুরে আমরা দেখিয়াছি, যখন ভোঁ বাজিতে থাকে, তখন অনেক কর্ম্মচারির মধ্যাহ্নকালীন উদরস্থ অন্নব্যঞ্জন [illegible] হইয়া উঠে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, এই বঙ্গদেশের পশ্চিম বিভাগে সুরার কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমরা যে একটী ক্ষুদ্র স্থানের কথা বলিতেছি, পাঠক তদ্দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] নামক একটী ক্ষুদ্র স্থানে সাত আট হাজার মাত্র লোকের অবস্থান, কিন্তু তথায় আবকারিতে বার্ষিক ২০০০০ টাকা আয় হইয়া থাকে। এ সকল অত্যাচার সংশোধনের উপায় কি? এ সকলের সংশোধনের উপায় না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই? ভারত এখন [illegible] হইবে না, ক্রমেই রোগে রোগে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িবে। ইহার পর আর উত্থানশক্তি থাকিবে না। ভারতবাসিরা যেন স্ব স্ব শরীরের প্রতি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়দিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু যমরাজ ও তাঁহার দূতগণ জ্বর ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি যে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, আমরা ত তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। তাহারা বড় দুষ্ট ও কথার অবাধ্য।

মফঃস্বল(?) দেওয়ানী আদালত সমূহের কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার আবশ্যক।

আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে, মুন্সেফী ও সব জজ আদালতে দেওয়ানী কার্য্যবিধির অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হয় না। যাহাতে ঠিক আইন অনুসারে কার্য্য হয়, তজ্জন্য হাইকোর্ট মধ্যে মধ্যে সর্কিউলার বাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু উকীল আমলা এমন কি কোন কোন স্থানে বিচারপতিদিগের উপেক্ষা নিবন্ধন কার্য্য-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটে। ঠিক আইন ও সর্কিউলার মত কার্য্য হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য ও স্বয়ং বিচারপতিদিগকে কার্য্যের নিয়মে উপদেশ দিবার জন্য সময়ে সময়ে হাইকোর্টের কোন কোন বিচারপতি জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া থাকেন। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিরা এত করিয়াও যতদূর [illegible] নিম্ন আদালত সমূহের কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার সাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমরা দেখিয়াছি মুন্সেফী আদালতে ঠিক আইন মত আর্জি রেজিষ্টরী হয় না, হাকিমেরা ঠিক আইন মত দলিল প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতেছেন না, এমন কি অনেক স্থলে ঠিক আইনের অনুরূপ সওয়াল জবাবও করা হয় না।

আমরা দেখিয়াছি যে, মুন্সেফী আদালত সমূহে বাদী, প্রতিবাদী, ও [illegible] সাক্ষীদিগের একেবারে গৃহীত হইয়া তৎপরে উভয়-পক্ষের উকীলের বক্তৃতা হইয়া থাকে। এ নিয়মটী দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের একান্ত বিরোধী, ইহাতে সাক্ষি সব [illegible] হয়। প্রায় দেখা যায় যে, বিচারপতির সমক্ষে বিচারের জন্য একটী মকদ্দমা উঠিল, তিনি পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানেন না। একবার উকীলেরা বা আমলারা আর্জী ও জবাব বিচারপতিকে শুনাইলেন। যদি মকদ্দমা সহজ হইল এবং বিচারপতি যদি মনোযোগ করিয়া শুনিলেন, তবে হয় ত বুঝিতে পারিলেন। তৎপরেই সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইতে লাগিল। আদালত বিচার্য্য বিষয় ঠিক বুঝিলেন না। এরূপ করিলে সুবিচারের যেমন ব্যাঘাত ঘটে, বিচারপতিদিগের সময়ও তেমনি বৃথা বিনষ্ট হয়, এরূপ না করিয়া বাদীর উকীল যদি অগ্রে বিচারপতিকে মকদ্দমা বুঝাইয়া দেন তৎপরে তাঁহার পক্ষে কি কি আইনের বল আছে তাহা দেখাইয়া দেন, এবং তাঁহার দাবী প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কি কি প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন তাহা যদি বলিয়া দেন তাহা হইলে মকদ্দমার সাক্ষী গ্রহণের পূর্ব্বেই মকদ্দমার অবস্থা পরিষ্কাররূপে বিচারপতির হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বাদীর উকীল বাদীর দাবী এইরূপে বিচারপতিকে বুঝাইয়া ও দাবীর পোষকে প্রমাণাদি দিলে পর প্রতিবাদীর উকীল যদি এরূপ কার্য্য করেন তাহা হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। তাহা হইলে বিচারপতিদিগের বুঝিবার যেমন সুবিধা হয় মকদ্দমা করিতে তেমনই অল্প সময় লাগে। আমাদের দেশের দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে হাইকোর্টের [illegible] বিভাগে কার্য্য চলিয়া থাকে, এবং এই নিয়মেই ইংলণ্ডে, [illegible] ও অন্যান্য আদালতে কার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের নিম্ন আদালত সমূহ এই শুভ নিয়মের অনুসরণ করেন না। এই নিয়মের অনুসরণ করিলে বিচারালয়েরও যেমন উন্নতি হইবে, কার্য্যও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারিবে। মুন্সেফেরা আইনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

[illegible] ভূতপূর্ব্ব ছোটলাটের প্রতি অনুচিত ব্যবহার।

আমাদের এই সংস্কার আছে আমাদের গবর্ণ-

মেণ্ট যত স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করুন কিন্তু তাঁহারা যেমন উচিতকারী ও ন্যায়পথাবলম্বী এরূপ খ্যাতি আর গবর্ণমেণ্ট আছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার ভূতপূর্ব্ব অধিস্বামী মলহর রাওর প্রতি যেরূপ অনুচিত ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতেও দুঃখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রথম অবধি এ-পর্য্যন্ত মলহর রাওর প্রতি যে ব্যবহার হইয়াছে তাহার একটিও প্রশংসনীয় নয়, প্রথমে রেসিডে-ণ্টের সহিত তাঁহার বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকে সেই সময়েই গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া রেসিডেণ্টকে স্থানান্তরিত করা এবং মলহর রাওকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে এত অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইত না। মলহর রাও সতর্ক ও কৃতজ্ঞ হইয়া আত্মদোষ সংশোধনে যত্নবান হইতেন। তাহার পর যখন এই অপবাদ উত্থিত হইল যে মলহর রাও রেসিডেণ্টের প্রাণ সংহারার্থ বিষ-প্রয়োগ করিয়াছেন তখনও গবর্ণমেণ্ট যে আচরণ করিয়াছিলেন তাহাও উদার-বুদ্ধির অনুমোদিত হয় নাই। তখন মলহর রাওর সহিত রেসিডেণ্টের দারুণ অন্তর্বিচ্ছেদ, প্রকৃতরূপে পর-স্পরের শত্রুতাই জন্মিয়াছিল। যে সময়ে গবর্ণমে-ণ্টের এক প্রকার প্রত্যক্ষই হয় মলহর রাও ঐ কুকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু রেসিডেণ্টের মনে তখন দারুণ ক্রোধানল জ্বলিতেছিল অতএব তিনি সেই ক্রোধ বশতঃ ধর্ম্মপথ বিসর্জ্জন দিয়া মলহর রাওকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশে ঐ বিষ-প্রয়োগ আগাগোড়া স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া তুলিতে পারেন। উভয় পক্ষেই উৎকটকোটিক সম্ভাবনা ছিল, তাহার পরেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অপরাধের যে বিচার প্রণালী অবলম্বন করিলেন সেটি নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়। তাঁহার দোষ প্রমাণ হইল না তথাপি দণ্ডিত হইলেন।

সম্প্রতি মেজর, ডি, ক্যাম্বেল ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে যে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, ঐ আবেদনপত্র প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মলহর রাওয়ের প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, ১৮৭৫ অব্দের ২ ই এপ্রেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে যে মলহর রাও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা করিবেন সেইখানে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া বাস করিতে পারিবেন। তাঁহার দুই রাণী সমুচিত দাস দাসী প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সহিত অবস্থান করিবেন। বরদা রাজ্যের আয় হইতে তাঁহাদের ব্যয় দেওয়া হইবে। এই সময় মার্কুইস সালিসবরি ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি ছিলেন তিনিও ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই কথা লিখিয়া দিলেন ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের এরূপ অভিপ্রায় নয় যে মলহর রাওকে বিষ-প্রয়োগ কাণ্ডে লিপ্ত-দোষী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা হয়।

এইরূপ স্পষ্ট আজ্ঞা সত্ত্বেও মলহর রাওর প্রতি নিতান্ত দুষ্ক্রিয়াকারীর ন্যায় দুর্ব্যবহার করা হই-তেছে, মান্দ্রাজে থাকিবার তাঁহার কোন রূপে ইচ্ছা নাই, কিন্তু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সেখানে রাখা হই-য়াছে। তাঁহার রাণীদিগের জীবনও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাকে অনেক মূল্যের অলঙ্কার আদি দেওয়া হইয়াছিল, ন্যায়ানুসারে যে গুলি তাঁহাদিগের প্রাপ্য, তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না, যাহা হউক আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ মহৎ একার্য্য গুলি তদনুরূপ হইতেছে না। ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে সুবিচার করিয়া এ কল-ঙ্কের অপনয়ন করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। মলহর রাও ইচ্ছামত স্থানে বাস করিয়া পাছে যে কোন উপদ্রব করিবেন সে আশঙ্কা অলীক তাঁহার বিষ-দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনি কি বাস্ত-বিক এমন কোন অপরাধ করিয়াছেন যে কোন উকীল ও ব্যারিষ্টারকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। উকীল ব্যারিষ্টারেরা বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি জন্মা-ইয়া দিবেন, এ প্রকার আশঙ্কা করা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

পুস্তক সমালোচনা।

রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্তদিগের বৃত্তান্ত। বাবু লোকনাথ ঘোষ প্রণীত। এখানি ইংরাজিতে লিখিত, আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিলক্ষণ প্রীতি লাভ করিলাম। এরূপ গ্রন্থ এদেশে কখন প্রস্তুত হয় নাই বলিলেই হয়। ইহাতে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন ও করদ রাজগণের নাম, ও বিবরণ তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশের বৃত্তান্ত, প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশবাসী জমীদার, ও প্রধান লোকেরা বিবরণ ও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাতন প্রসিদ্ধ বংশের আদিম সময় বৃত্তান্ত ও বিস্তীর্ণ রূপে লিখিত হইয়াছে। বর্ক যেমন ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশের বড় বড় লোকের বিবরণ লিখিয়া এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, লোকনাথ বাবু ও তদ্রূপ এই দেশের রাজা জমিদার ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বিবরণ সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই অভিনব পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। পুস্তকের রচনা উত্তম হইয়াছে ইহা পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রন্থ-রচয়িতার উচিত সম্মান করিয়া-ছেন। তাহা তাঁর স্বপক্ষে আমরা গবর্ণমেণ্টের গুণের অনুবাদ পাঠক বিশেষ গোচর করিতে পারি-লাম না।

রাবণবধ। পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। শ্রীরবিমোহন মুখো-পাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৩৯ ডিক্সনস্ লেন। ১২৮৮ সাল।

এই নাটকখানি দেখিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইহার বিশেষ নূতনত্ব এই যে এখানি অন্যান্য নাটকের ন্যায় গদ্যে লিখিত নহে। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অথচ যে ভাষায় কথা কহা যায়, যে ভাষা সাধারণে অবলীলা-ক্রমে বুঝে, সেই ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচিত হই-য়াছে ইহার রচনা-প্রণালী যেমন সরস তেমনি অলঙ্কারী। সোমপ্রকাশে স্থান অল্প এজন্য আমরা ইহার বিশেষ সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আমরা ইহার অনেক স্থলে মহাকবি সেক্সপিয়রের লিখিত কোন কোন নাটকের স্থলবিশেষের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল যেন আমরা ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল পাঠ করিতেছি। গিরিশ বাবু যে প্রণালীতে এই নাটক লিখিয়াছেন, এই প্রণালীর উন্নতি হইলে বঙ্গভাষার যে অনেক উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে গিরিশ বাবু এই নাটকখানি পাঁচ দিনে রচনা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

প্যারিস ২০ এ নবেম্বর। [illegible] এম, গাম্বেটা ও অন্যান্য মন্ত্রী [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই স্থির হইয়াছে, [illegible] আলোচনা করা যাইবে।

লণ্ডন ২০ এ নবেম্বর। [illegible] প্রাণ হারাইয়াছে।

বার্লিন ২২ এ নবেম্বর। [illegible] পুনঃসংযোজন হইয়াছে। [illegible] একটি প্রস্তাব [illegible] এ কার্য্য সন্তোষের কারণ নয়।

[illegible] ২২ এ নবেম্বর। সম্রাট [illegible] পুনরায় [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] ২৪ এ নবেম্বর। [illegible] মিসরের মাতৃক স্থানে এই কথা [illegible] করিয়াছেন [illegible] তাঁহার মনে [illegible] অবধৃত হইয়াছে।

[illegible] ২৪ এ নবেম্বর। [illegible]

কর্ম্মচারীগণের [illegible] হইবেক।

বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি চিৎপুর ট্রাম ওয়ের সম্বন্ধে একটী বড় কৌতুককর মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। [illegible] শ্রীঅন্নদালাল সেন নামক একজন উকীল বাবু ট্রাম হইতে নামিতে চাহেন, কিন্তু সে গাড়ীখানি এমন লোকে এরূপ বোঝাই ছিল যে, [illegible] দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হন। [illegible] এই যে অতিরিক্ত লোক [illegible] কোম্পানীর নিয়মের বিরুদ্ধ [illegible] আরও লোক গাড়িতে উঠিল। [illegible] পুলিস কোর্টের নিকট নালিস [illegible] চাহে, অন্নদা বাবু [illegible] তাঁহার নামে কোর্টে নালিস উপস্থিত হইলে হাকিম সকল বিষয় শুনিয়া এই বলিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন যে, যেমন তুমি সংখ্যার অতিরিক্ত লোক গাড়ীতে চড়াইয়া নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ, তেমনি গাড়িবান ভাড়া না দিয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছে।

শুনা যায় বার্লিন নগরে এই আইন হইয়াছে যে অতঃপর তথায় আর কোন বেশ্যা পথিক দিগকে ভুলাইবার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না।

এ বৎসর প্রায় [illegible] জন ছাত্র প্রবেশিকা ও [illegible] জন ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা প্রদান করিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের আইন বিজ্ঞান শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অপর বাবু মতিলাল [illegible] গ্লাসগো বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

[illegible] পড়িতে [illegible] কিছুতেই [illegible] হয় না, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান একজন [illegible] উপর আসামী [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] যে সকল বেঙ্গল সেন্ট্রাল [illegible] রেলওয়ের কিছু দিনের জন্য উহারা [illegible] ঐ আফিসের [illegible] একজন ঐ আফিসের নিযুক্ত [illegible] সন্দেহ করা যাইতেছে।

পরের দ্রব্য চুরি করিতে সকলেরই ইচ্ছা, বিশেষতঃ, স্যাকরা, মণিকার, সোনার ইত্যাদিগের ত এ ব্যবসায় একরূপ এক চেষ্টা থাকিলেও অবহেলা প্রয়োগ হয় না। পরের সোনা যখন হাতে পড়ে তখন যতক্ষণ না তাহা হইতে তাহার ইচ্ছানুযায়ী অংশ চুরী করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার মন অস্থির ও হাত নিস্‌পিস্‌ করিতে থাকে। পরে তাহার ইচ্ছা সফল হইলে সেই অংশ মত বিভিন্ন ধাতু উহাতে মিশাইয়া পূর্ব্ব পরিমাণ পুরাইয়া রাখে। সম্প্রতি এই অপরাধে একজন সেকরা আলিপুর পুলিস কোর্টে অভিযুক্ত হয়, বিচারে তাহার ৩ মাস কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়টী পাঠাইয়াছেন। এখানকার খেয়াঘাটের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন যাঁহাদের খেয়া পার হইতে হয়, তাঁহাদের মুখে আমরা প্রায়ই খেয়াঘাট ঘটিত অনিয়ম ও অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিয়া আমরা কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না বলিয়াই এতদিন সংবাদ পত্রে উহার আন্দোলন হয় নাই। কয়েক দিবস হইল, আমরা খেয়াঘাট পরিদর্শন করিতে গিয়া যে সকল অত্যাচার ও অনিয়ম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা এই :—

খেয়াঘাটের ইজারদার প্রত্যেক পারার্থীর নিকট দুই পয়সা করিয়া লইয়া পার করিয়া দিয়া থাকেন। এটী তাঁহার সাধারণ নিয়ম, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কখন কখন পারার্থীর নিকট এক পয়সা পারানী লওয়া হইয়া থাকে। এ নিয়মটী মন্দ নিয়ম নহে। খেয়াঘাটের লিখিত নিয়মাবলী ইজারদার প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া রাখেন না, উহা প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার বাক্সের মধ্যে বাস করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ইজারদারের নিকট ঐ নিয়মাবলী দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলেই তাঁহার সহিত তখনি কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ ইজারদার সরকারী লোক ভিন্ন প্রায়ই অন্য লোককে উহা দেখিতে দেন না। এটী ত গেল এক অপরাধের কথা। ইজারদারের দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তিনি পারার্থীদিগের পারাপারের উভয় ঘাটের নৌকার উপর উঠিবার ও নামিবার উপযুক্ত সিঁড়ি রাখেন না অথবা অন্য কোন বন্দোবস্ত করেন না। তাঁহার তৃতীয় অপরাধ এই যে, তিনি পারাপারের উভয় ঘাটের নিকট পারার্থীদিগের দাঁড়াইবার অথবা বসিবার উপযুক্ত স্থানের কোন বন্দোবস্ত করেন না। পারার্থীদিগের সহিত অবিনয় ব্যবহার করা ইজারদারের চতুর্থ অপরাধ। এই কয়েকটী অপরাধের জন্য উক্ত ইজারদার ইতিপূর্ব্বে একবার রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর নিকট দণ্ডিত হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ দণ্ডে তাঁহার অদ্যাপি চৈতন্য হয় নাই। কয়েক দিবস হইল, এক ইজারদারের [illegible] জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট উপর্য্যুপরি দুইখানি দরখাস্ত পড়িয়াছে, তদনুসারে এখানকার পুলিস সব ইন্‌স্পেক্টর স্বয়ং খেয়াঘাটে গমন করিয়া দরখাস্ত-লিখিত বিষয়ের অনুসন্ধান পূর্ব্বক যথাস্থানে রিপোর্ট করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক কর্ত্তৃপক্ষেরা ইজারদারের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়!

সেদিন রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট-বাবু কর্ত্তৃক অত্রস্থ মিউনিসিপাল অপিস প্রাঙ্গণে একটী বিশেষ সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় যাবতীয় কৃতবিদ্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটী বাবু সভায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন যে, স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ যে সকল মাল মসলা ক্রয় করা হইয়াছে ও চাঁদা পুস্তকে যে সকল অনাদায়ী চাঁদার টাকা আছে, তৎসমস্ত প্রদান করিলে তিনি অতি সত্বরেই স্কুলঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে পারেন। এই প্রস্তাবটী সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমোদিত হইয়া অবধারিত হইল যে, অনাদায়ী চাঁদার টাকা ও স্কুলগৃহের মাল মসলা ডেপুটী বাবু যাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তৎসমস্ত দিয়া অনতিকাল বিলম্বে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তদনুসারে তিনি বাবু মতিলাল দে পোদ্দার, বাবু মধুসূদন প্রামাণিক ও বাবু কৈলাসনাথ সাহাকে সভার মধ্যে ডাকাইয়া ঐ সমস্ত [illegible] প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন যে, আমি আশা করি আপনারা উদ্যোগী হইয়া অতি ত্বরায় স্কুল গৃহটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করেন। এক্ষণে স্কুল গৃহের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

এই সভায় ডেপুটী বাবু আর একটী সাধারণ হিতকর প্রস্তাব করেন এই যে, স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে "ইনডোর পেসেন্ট" রাখিবার বন্দোবস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ঐ নিয়মটী প্রচলিত করা অর্থসাপেক্ষ। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যদি প্রতি মাসে এক আনার হিসাবে চাঁদা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন। এই প্রস্তাবটীও সভাস্থ সমস্ত ভদ্রলোকের অনুমোদিত হইল এবং অনেকেই চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ডেপুটী বাবু তাঁহাদের আন্তরিকতায় ও সহৃদয়তায় বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন যে, ঐ বিষয়ে তিনি শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইবেন। অনন্তর সভাপতি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

অনেক আবেদন ও অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া এতদিনের পর আমরা একটী স্নানের ঘাট পাইয়াছি কিন্তু গঙ্গার একটী ঘাটে আমাদের চলে না, এজন্য আর একটী ঘাটের জন্য যথাস্থানে উমেদারী করা যাইতেছে। বোধ হয়, শীঘ্রই আর একটী স্নানের ঘাট প্রস্তুত হইবে। মিউনিসিপালটী প্রতিবৎসর আমাদের অর্থ হইতে কয়েকটী করিয়া স্নানের ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু জানি না, এবার কেন ঐ বিষয়ে কমিশনর বাবুরা এতদিন উদাসীন হইয়া ছিলেন। আমাদের এক গঙ্গাই যখন একমাত্র গতি তখন মধ্যে মধ্যে গঙ্গারঘাট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যয়-স্বীকার করাই বিশেষ যুক্তির অনুমোদিত। আমাদের অর্থ আমাদের হিত বা স্বার্থের জন্য ব্যয় করিলে কেহ ভবিষ্যতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না।

এবার আর ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে নদীয়া জেলা উচ্ছন্ন গিয়াছে। প্রত্যেক পল্লী ও প্রত্যেক বাটীতে পীড়িত লোকের আর্তনাদ ও মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রিয় পরিবারের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গবর্ণমেন্ট কৃপা করিয়া কয়েকজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই জেলার প্রত্যেক স্থানে গমন করিয়া সংক্রামক ব্যাধির প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিবেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের অপেক্ষা না করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন। এক্ষণে আমাদের কপাল ও তাঁহাদের হাতযশ।"

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণার অধীন [illegible] নিজামের প্রতিনিধি তহশিলদার [illegible] একটী পাহাড়ের সন্নিকটে এক বৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ বাহির করিয়াছেন। অমরাবতীতে বৌদ্ধদিগের যেমন স্তূপ বহির্গত হইয়াছে এটীও ঠিক সেইরূপ।

এ সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে ১১ এ নবেম্বর পর্য্যন্তের পীড়ার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা গেল বঙ্গদেশের কোন জিলাই রোগ মুক্ত নয়। পাটনা, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

২২ এ নবেম্বর গবর্ণমেন্ট-ট্রেজারিতে ২০৬৭৪৪ লক্ষ টাকা জমা ছিল।

গবর্ণর জেনারল ২১ এ নবেম্বর আলীগড়ের মেও কলেজে পুরস্কার বিতরণ-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে একটী বক্তৃতা করেন তাহা হইতে আমরা এই কয়টি সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। তিনি ছাত্রদিগকে এই কথা বলেন তোমরা এক্ষণে যে লেখা পড়া করিতেছ উত্তরকালে তাহার ফল-ভোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। উত্তরকালে তোমরা এক দিন যখন উচ্চ পদে আরোহণ করিবে তখন তোমাদিগকে যে গুরু কার্য্যভার বহন করিতে হইবে এক্ষণকার শিক্ষা দ্বারা তোমাদিগের ভবিষ্যতে যোগ্যতা লাভ হইবে। যাহাতে তোমাদিগের পরিবার ও দেশের প্রতি স্নেহের হ্রাস বা সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয় গবর্ণমেন্টের একপ কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা নাই। গবর্ণমেন্ট তোমাদিগকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু তোমাদের দেশের যেগুলি উত্তম আচার ব্যবহার তাহার রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হইবে। আমাদিগের মহাপুরুষ গবর্ণর জেনারল এই সত্যোপদেশ দিলেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই [illegible] ইউরোপীয়দের বিবেচনার দোষে অনেকেই সাহেব হইয়া পড়েন।

১৮ ই নবেম্বর শুক্রবার রজনীতে কলিকাতার কম্বলিয়া টোলায় একটী ব্রাহ্মণ জাতীয় বিধবার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম যজ্ঞনাথ বন্দোপাধ্যায় বয়স ২৫ বৎসর। পাত্রটী সুশিক্ষিত, ওকালতী করিয়া থাকেন। নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামনগর, পিতার নাম ৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বল্লভীমেল। পিতামহ ৺ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেতমপুরের চক্রবর্ত্তীদিগের ঘরে কুলকর্ম করেন। যজ্ঞনাথের এই প্রথম বিবাহ।

কন্যার নাম শ্রীমতী সুশীলা দেবী বয়স ৯ বৎসর। সাত বৎসরে প্রথম বিবাহ হইয়া ৬ মাসের মধ্যেই বৈধব্য ঘটে। বঁইচির সন্নিহিত পাঁড়য়া গ্রামে গাঙ্গুলী মহাশয়দিগের বাটীতে প্রথম বিবাহ হয়। পিতার নাম নীলকমল মুখোপাধ্যায়। বলরাম ঠাকুরের সন্তান, ফুলে মেল। পিতামহের ভঙ্গ, আদি নিবাস বলাগড়, বর্ত্তমান বাস কলিকাতা কম্বলিয়া টোলা। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার পিতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও উক্ত কার্য্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা অল্প আনন্দের বিষয় নহে।

আমেরিকার লোকেরা চাঁদা করিয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে জিব্রলটার ক্রয় করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, ইংলণ্ড যদি ইহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে তাঁহারা আফ্রিকা [illegible] প্রণালীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন, আমেরিকার ধনবানেরা এই নিমিত্ত ৫০০০০০০ পাউণ্ড দিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছেন।

লাহোরের বিধবা বিবাহ সভা এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে তত্রত্য কোনেক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় তাঁহার ১২ বৎসর বয়স্ক বিধবা কন্যার বিবাহদানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। বালিকাটী লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

মান্দ্রাজের [illegible] বাঙ্গালোরে স্ত্রীলোকে [illegible] কার্য্য করিয়া থাকে, অনেক পুরুষে এই ব্যাপার দেখিয়ে বিনা কার্য্যের [illegible] বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে [illegible] কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন।

চৌরঙ্গি রাস্তা দিয়া ভবানীপুর পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে চলিতেছে, কিন্তু ইহাতে লোকসান হইতেছে।

সম্প্রতি [illegible] নামক প্রেসিডেন্সি জেলের একজন মুসলমান কয়েদী হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। গত ১৮ ই নবেম্বর জেলারের আহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখেন যে, গ্রীবা কাটিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক অন্যতর কয়েদী বিবাদ করিয়া মৃত ব্যক্তির সেইটি [illegible] তাহাতে খোদাবক্সের মৃত্যু হইয়াছে। কারাগারে যে এই সকল ঘটনা হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য। তত্রত্য কর্তৃপক্ষীয়েরা নিদ্রিত থাকেন না কি?

সোমবার রেসের দিন নিরূপিত হওয়াতে আপীসের কর্মচারীদিগকে রবিবারে প্রায় কর্ম করিতে হয় বলিয়া কলিকাতার পাদ্রিরা লাট সেক্রেটারির নিকট মঙ্গল ও বুধবারে রেসের দিন ধার্য্য করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

গত বর্ষে ইংলণ্ডের তাহার নিকটস্থ স্থান সমূহে ২২৩৮ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। বিগত ১৮ বৎসরে ২১৮৩ খানি জাহাজ বিনষ্ট হওয়াতে ১৮৪৫৫ জন লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে ও লৌহনির্ম্মিত নৌকা [illegible] জন লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

বিগত এপ্রেল হইতে ৬ মাসের মধ্যে ভারতে [illegible] টাকার মাল আমদানী ও ভারত হইতে [illegible] টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেটব্রিটেন হইতে ২২১৬৮ জন লোক দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২০৫২৬ ইউনাইটেডষ্টেট, ৩৩৩৯ কানেডায়, ৬৭ জন অষ্ট্রেলিয়ায়, ১৬৪ দক্ষিণ আমেরিকায়, [illegible] ভারতবর্ষে, ২৩ জন পশ্চিম ভারতের দ্বীপ সমূহে, ২৮ জন চীনে, ৭২ জন পশ্চিম আফ্রিকায় এবং ৬ জন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ইংরাজ [illegible], স্কচ [illegible], আইরিশ [illegible], অপর [illegible] এবং অপর জাতি [illegible] জন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রান্ট ডফ সাহেব [illegible] দ্বারা [illegible]

দেখা পাইয়াছেন, তিনি উক্ত মধ্যেই তথাকার প্রধান প্রধান বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছেন, সম্প্রতি এতদঞ্চলে তাঁহার এবার সকল স্থানেই যাইবার কল্পনা আছে, সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ফসেট সাহেব [illegible] পোষ্ট আফীস সমূহে টেলিফোনের জন্য স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন।

জেটীর উপরে [illegible] অস্ত্র শস্ত্র [illegible] লইয়া যাইবার নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, [illegible] জেটীবাবুর আদেশ অধীন হইতে [illegible] জেটীবাবুকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা [illegible] দেওয়া হইয়াছে। [illegible] তাঁহাকে ৬ মাস পরে [illegible] শুনা যায় [illegible] যাতে তিনি সুতরাং [illegible] ছেন। [illegible] নাহি [illegible] আক্রোশ। তিনি বলিয়া থাকেন "আমি তাঁহাকে [illegible] দেখিয়া আশ্রয় দান করিয়াছিলাম এবং [illegible] তাঁহাকে নিজ অধি চাহিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন তিনি বড়লোক হইয়াছেন; এত বড় হইয়াছেন, যে আমার অধি আমাকে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন যে আর আমি আমার নিজের অংশে [illegible] পাইলাম না।"

বেবরেণ্ড ক. [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] নাম সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রিটেনের [illegible] নামক এক ব্যক্তি বারবার [illegible] হইয়া অনেকের অনেক টাকা [illegible] দিয়া দেশে পলাইয়া আসিয়া বারাকপুরে লুকাইয়াছিলেন। এক্ষণে অনুসন্ধানে ধৃত হইয়া [illegible] হইয়াছেন, জেল হইতে খালাস হইবে [illegible] পুলিশের তত্ত্বাবধানে [illegible] রাখা হইবে।

[illegible] হইতে আমাদের টেলিফোনের [illegible] চলিতেছে। [illegible] কোম্পানি [illegible] কতকগুলি স্থানে [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] যে সকল কাগজ [illegible] প্রস্তুত হইতেছে তাহা অতি এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে ঐ সকল [illegible] উপস্থিত করা হইবে।

একজন মুসলমান [illegible] উদ্দেশ্য ছাড়িয়া [illegible] বিস্তর [illegible] করিয়াছে।

উক্ত নগরের ভূমি রেজিষ্টরি করিবার জন্য এক ব্যক্তি ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের নিকট [illegible] জাল দলীল দাখিল করে। কিন্তু এক্ষণে সে সকল কাগজ দলীলে পাওয়া যাইতেছে না, আদালতে ও তাহার কোন [illegible] নাই। আসল কোথায় যাইল বা কে লইল এ পর্য্যন্ত [illegible] অনুসন্ধানেই নাই।

[illegible] লইয়া মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের প্রায় সর্ব্বত্রই ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতেছে। কুমারখালী, মুলতান, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অধিক হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের [illegible] হয় নাই আবার [illegible] [illegible] মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ঘটনা এই, এক ঈদের দিবসে একজন মুসলমান একটী গরু [illegible] করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল, একজন হিন্দু তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিকট হইতে অধিক মূল্য দিয়া গোরুটী ক্রয় করিয়া লয় এবং আর যাহাতে গোহত্যা না করে তাহা বলিয়া দেয়, কিন্তু সে তাহা না শুনিয়া গোপনে আর একটী গরু ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে এবং তাহাকে বধ করে, হিন্দুরা এই কথা শ্রবণ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং মুসলমানদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলকেই অকাতরে প্রহার করে। শুনা যায় কতকগুলি মূর্খ লোকে স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নাশ করিয়াছিল, অবশেষে এক জন হিন্দু তাহাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া বহু আত্মীয় প্রাণান্ত পূর্ব্বক আহত ব্যক্তিদিগের যথাবিহিত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। [illegible] মাজিষ্ট্রেটের নিকট এখন এই মকদ্দমা হইতেছে। শুনা যায় যাহারা মারপিট করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কেহই ধৃত হয় নাই, অপর যাহারা ধৃত হইয়াছে, আহত ব্যক্তিরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর হইতে রাজপুতানা [illegible] রেলওয়ের ১১০০ মাইল পথের কার্য্যভার গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন।

এই রূপ জনরব উঠিয়াছে যে পোষ্ট আফীস ও টেলিগ্রাফ বিভাগ একত্র হইবে। এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের একটী পৃথক সেক্রেটারিয়েট স্থাপিত হইবার সম্ভব হইতেছে।

সম্প্রতি গ্লাডষ্টোন সাহেব যখন রেলওয়ে শকটে [illegible] হইতে [illegible] যাইতেছিলেন সেকালে তাঁহার শরীর রক্ষার নিমিত্ত এক দল পুলীস প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব যখন [illegible] ছিলেন তৎকালে [illegible] রাখাতে অপর কোন লোক প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সেনাদলে ৬৮ টি কামান চালক সেনাদল আছে। আর্মি কমিশন এই সংখ্যার এগার দল কমাইবার উপদেশ দেন। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

গত বুধবার মহা সমারোহে [illegible] দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে [illegible] বিস্তর বস্ত্র, টাকা, অন্ন ও খাদ্য [illegible] বিতরণ করা হইয়াছিল। দরিদ্র ভিক্ষুকদিগকেও অনেক দান করা হয়।

গত বুধবার [illegible] বেলা ৩টা [illegible] সময় লর্ড রিপন উত্তরপাড়ার [illegible] [illegible] আয় [illegible] উপাধি দিয়াছেন। উপাধি প্রদান সময় কয়েকজন সামান্য লোক মাত্র উপস্থিত ছিলেন।

এই বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, সেই জনরবে বোম্বাইয়ের নীচ লোকেরা এত ভীত হইয়াছিল যে গত সপ্তাহে তাহারা কাজ কর্ম বন্ধ করিয়া এখানে ওখানে দল বদ্ধ হইয়া উহারই আন্দোলন করিয়াছিল। এমন কি বোম্বাইয়ের লোকমিত্র নামক সংবাদপত্র বলেন যে শীঘ্র তথাকার প্রজাবর্গের এ আশঙ্কা তিরোহিত হইবে না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মফস্বলের অনেক নিবন্ধন বারুইপুর সব ডিবিজনটী উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহা থাকাতে দেশের যে উপকার হইতেছিল তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বারুইপুর সবডিবিজনটী থাকাতে উহার অধীনস্থ স্থান সমূহের দুষ্ট লোকেরা শাসনে ছিল, সেই কারণেই মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু যখন এখানে সবডিবিজনটী ছিল না, তখন দরিদ্র লোকের উপর প্রবলের অত্যাচার, চুরী ডাকাইতি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহার নিবারণার্থে বারুইপুরে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাখা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু এখন যদি উহা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল অত্যাচার যে পুনর্ব্বার প্রবল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, দরিদ্র লোকের পক্ষে অত্যাচার নিবারণার্থ আলিপুরে গিয়া মকদ্দমা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, তবে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে বিচার পদ্ধতি আছে, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে, সুতরাং এরূপ স্থলে উহার দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমেরিকায় যাহারা বাস করিয়া আছে তন্মধ্যে জর্ম্মণির লোক ১৯৬৬০০০, আয়লণ্ডের ৫৫৫৫৫৫, সুইডেনের ২৮০০৭৭ ইংলণ্ডের ৭৭১০৫।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম প্রেসিডেন্সি বিভাগের একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বারাসত বিভাগের অনাথ বালক বালিকা ও বিধবাদিগের সাহায্যার্থে এককালীন ৭ সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বারাসতনিবাসী জমিদার [illegible] অনুসারেই ইহার কার্য্য চলিবে। ইনি ইতিপূর্ব্বে [illegible] বালকদিগের শিক্ষার্থ ১৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু বারাসত নিবাসী, এই জন্যই তিনি উহার উন্নতি বিষয়ে এত যত্নবান।

ইণ্ডিয়ান গেজেটের অভিযোগে মহাত্মা নাইট সাহেবের প্রচারিত বম্বে টেটসম্যান সংবাদ পত্রের প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আর্চ্চডিকন বালির্ড ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া সিমলায় অবস্থিতি করিতেছেন।

জনরব উঠিয়াছে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান অমাত্য গ্লাডষ্টোন সাহেব শীঘ্র পদ ত্যাগ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। লর্ড হার্টিংটন মন্ত্রিত্বের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই অমাত্য পদবী গ্রহণ করিবেন। এক কাল গুজব, তাহাতে বৃদ্ধ প্রাচীন ও অসুস্থ সুতরাং পদত্যাগের কথা অমূলক বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে না।

মান্দ্রাজে যে ভয়ানক ঝড় হয় তাহাতে লোকে [illegible] অধিবাসী দিগের যে ক্ষতি গণনা করে, বাস্তবিক তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে, এই ঝড়ে কেবল মান্দ্রাজ বন্দরের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতেই গবর্ণমেণ্টের দশ লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়াছে।

[illegible] প্রার্থনীয় কিন্তু [illegible] প্রার্থনীয় নহে। [illegible] আমাদের [illegible] মিশর দেশের ন্যায় মূর্খ [illegible] প্রার্থনীয় নহে। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন সেদিন মিশর দেশের [illegible] ফরাসী সংবাদ পত্র এল, ইজিপ্টি সম্পাদককে মিথ্যা কথা প্রচারক বলিয়া প্রকাশ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং সম্পাদককে [illegible] করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। [illegible] তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ধনী ব্যারন্ লেয়নেল ডি রথস্চাইল্ড প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে পারিস নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল চান্সেলার ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সহকারী চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন, অধ্যাপকের নিয়োগ ও চুক্তির ভার ইহাঁদিগেরই হস্তে থাকিবে, লাটসাহেবের ন্যায় অধ্যক্ষ বিশেষের হস্তে এইরূপ ক্ষমতা না রাখিয়া এ ব্যবস্থা হওয়াতে প্রকৃত মঙ্গল লাভেরই সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১। ১৮ ই নবেম্বর। রাজসাহীর অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮ এ নবেম্বর অবধি ১৪ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

২৯ এ নবেম্বর। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] সাহেব পূর্ব্বে যে ছুটি পাইয়াছিলেন, [illegible] এক দিনের ছুটি দিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিসনর [illegible] এক মাসের অতিরিক্ত ছুটি দিয়াছেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, সি, [illegible] ২১ এ নবেম্বর অবধি এক মাস দশ দিনের ছুটি পাওয়াতে ঐ জেলার প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, [illegible], ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

[illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] এক মাস তের দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর। [illegible] হইতে আসিয়াছেন।

২২ এ নবেম্বর। [illegible] দিনের জন্য নব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মেদিনীপুর [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] তিনি [illegible] ১৮ ই নবেম্বর [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন।

অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] নিযুক্ত থাকিলেন।

[illegible] মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

[illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ২৫ দিনের ছুটি লইয়াছেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] দিনের ছুটি লইয়াছেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ১৪ ই নবেম্বর [illegible] করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই নবেম্বর। বাবু [illegible] ছুটি [illegible] প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

২১ এ নবেম্বর। [illegible] অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হই[illegible]

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর। [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] সেপ্টেম্বর অবধি দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

[illegible]

এত দিনের পর রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নীলুপ্রভৃতির বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে উভয়েই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। যদিচ রাজেন্দ্র নীলুকে [illegible] আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু বিচারপতি রাজেন্দ্রকে নিম্নলিখিত কারণে অব্যাহতি দিয়াছেন। ১ ম রাজেন্দ্র নীলুকে নিজ বাটীতে তাহার স্ত্রীর সহিত একাসনে বসিতে দেখিয়া পরে আঘাত করিয়াছিল। ২ য় এমন [illegible] অবস্থায় বিশেষতঃ প্রথম উদ্যমে কেহই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারে না। ৩ য় রাজেন্দ্র নীলুকে খুন করিব বলিয়া আঘাত করে নাই। সকলেরই ইচ্ছা ছিল, যে নীলুর কঠিন শাস্তি হয়, কিন্তু [illegible] একাদিক্রমে এক মাস [illegible] কষ্ট ভোগ করায়, বিচারপতি ও ব্যবস্থাপক উভয়েই দয়া করিয়া উহাকেও অব্যাহতি দিয়াছেন।

অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এখানকার [illegible] গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার [illegible] সাহেব দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়[illegible] করিয়া গত ২৪ এ অক্টোবর রাত্রি [illegible] সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই মহাত্মা ইংরাজী ১৮১৯ সালে ফ্রান্সের [illegible] নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অল্প কাল মধ্যেই চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং সন ১৮৪২ খ্রীঃ ফ্রান্সের [illegible] নামক মেডিকেল কালেজ হইতে [illegible]

পাইয়া এখানে আগমন করেন। এখানে ইহাঁকে তিনটী বিভাগে দৃষ্টি রাখিতে হইত। ১ম চিকিৎসা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ২য় কমিটির সেক্রেটারি অর্থাৎ মাতব্বরদের সম্পাদক ছিলেন। ৩য় অত্র স্থানীয় প্রজাবর্গের দ্বারা কিছু পরিত্রাণের নিবেদন করিবার হইলে, তাহা ইনিই করিতেন। ইনি যখন এখান হইতে অন্যত্র গমন [illegible] অধিক [illegible] থাকেন। সেখানে [illegible] করিয়া, সুতরাং এখানে [illegible] উক্ত দুটী ব্যক্তির একটী অনাথ আশ্রম ও একটী [illegible] তাদের নিমিত্ত [illegible] দান করেন, এবং আরো অনেক স্থানে দান করিয়াছেন। [illegible] ইনি এখন [illegible] আছেন, তিনিই এখানে [illegible]। এই সকলে আমাদের নিমিত্ত অনেক [illegible], আমাদের উচিত যে তাঁহার নামে কোন চিরস্থায়ী চিহ্ন স্থাপন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

এখানে [illegible] অধিক [illegible] একমাত্র পরিত্রাণার্থী কর্তা করা [illegible] ছিলেন। কিন্তু [illegible] তাহাদের প্রজাপুঞ্জের নিমিত্ত [illegible] নিষ্কাশন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে একজন অগ্রগণ্য হন, [illegible], তিনি আপিল আধিকারের মতে মনোনীত হইয়াছেন। ইনি যখন এখানে আসিয়া উপদেশ করিবেন, এবং শেষে ঐ বিষয় লইয়া [illegible] চেষ্টা [illegible] সম্বন্ধে আন্দোলন করিবেন।

এখানকার [illegible] কালেক্টর [illegible] হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে অনেক জীবন [illegible] বাটীতেই দুই [illegible], এবং উক্ত [illegible] স্থানে স্থানে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] না মম

রাজসাহী—১ এ নবেম্বর।

[illegible] বোয়ালিয়ার রেজিস্ট্রেশন কমিটির অধিবেশন হয়। সভ্যগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির নিকট অনেক উৎকৃষ্ট [illegible] সাধারণের জন্য, এক [illegible] ক্রয় করিবার নিমিত্ত দশ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন [illegible] হইতে ব্যয় প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সভাতে সভ্যগণের [illegible] জন্য উক্ত বিষয় প্রস্তাবিত।

হয়। বহু বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সভ্যের অমত হওয়াতে উক্ত টাকা আবেদনকারীকে দেওয়া হইল না। যদি বাস্তবে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে তবে আগামী বর্ষের রেজিস্ট্রেশনের ফিস কমাইয়া দিলে কি ভাল হয় না? অথবা গ্রাম্য রাস্তাদিগের কিছু কিছু দান করিতে পারেন?

কল্য আমাদের মাননীয় লেফ্টেনান্ট গবর্ণর মহোদয়ের [illegible] বাহাদুরের [illegible] আগমন স্বীকার করিবেন। এক দিবস ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া ২য় এ [illegible] আসিবেন। এখানের জমিদারদিগের সমবায় বাহাদুরকে [illegible] দিবেন। তিনি এখানকার বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিবেন বলিয়া বাড়ীগুলি পরিষ্কৃত হইতেছে। ও দিকে প্রজাদিগের প্রতি [illegible] রাস্তায় [illegible] আলো দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

এবিষয়ের অবস্থা শোচনীয়। যদি কোনরূপ অভিষ্ট না হয় তবে [illegible] আর ভাবনা থাকিবে না। [illegible] কার্য্য উত্তমরূপ হইতেছে। আফিংএর এ বৎসর উৎকৃষ্ট হইবে। অন্যের অবস্থার হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

যশোহর।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ—১৮০৩।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২৮ এ কার্ত্তিক বুধবার দিবা দশ ঘটিকার সময় আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলার শিরোভূষণ [illegible] মহাত্মা [illegible] আমাদিগকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। [illegible] বৎসর বয়সে তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে এদেশের সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি নিজ গুণেই সুবিচার করিয়া সাধারণের প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। যে সময় কপোতাক্ষী নদীতটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে সময় চতুঃপার্শ্বে আবালবৃদ্ধ বনিতা অন্যূন সহস্রাধিক লোক নিয়ন্ত্রণে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। আমরা কখন কাহারও অন্ত্যেষ্টির সময় এত অধিক লোক সমাবেশ পরিদর্শন করি নাই।

সম্প্রতি আউড় পোষ্ট অফিসের অন্তঃপাতী বাঁকড়া গ্রামে অরবিকারে বিস্তর লোকের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। এবার প্রায় সর্ব্বত্রই অরবিকারের আবির্ভাব হইয়াছে। এদিকে উপযুক্ত ডাক্তার কি কবিরাজ পাইবার যো নাই। কেবল সরস্বতীর বরপুত্র সরস্বতি সদৃশ হাতুড়িয়া কবিরাজ দিগেরই একাধিপত্য! গবর্ণমেণ্ট সত্বর চিকিৎসক না পাঠাইলে এ গ্রাম অচিরকাল মধ্যেই

জনমানবশূন্য হইবে। প্রজাবৎসল মহামান্য গবর্ণমেণ্ট কি এদিকে একবার কটাক্ষপাত করিবেন? ইতি পূর্ব্বে চৌগাছা থানার অন্তর্গত মোহানী গ্রামে বসন্ত রোগে বিস্তর গরু মরিয়াছে। সম্প্রতি ফুলকপুর ও হিঙ্গলা গ্রামে বসন্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে।

এবার কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় রবিশস্য ভালরূপ জন্মে নাই। মুগ, মসুর, অরহর, ছোলা, মটর, কলাই, সরিষা, তিসি প্রভৃতিতে কৃষকদিগের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। জমিতে যে বীজ বপন হইয়াছিল, তাহাই কৃষকদিগের ঘরে উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ।

সম্প্রতি আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা, এবং কাটিগড়া, সেজুলা মোহানী প্রভৃতি গ্রামে একটা বাঘ আসিয়া অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার অক্ষরকার্য্য হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু শ্রীনাথ দত্ত ও ১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিক্যাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উল্লিখিত উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ব্লুক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার মুভমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সকলাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোনার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেজ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। সিলভর এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রেল বং বিশিষ্ট আই প্রিজারভারের মূল্য ৩৫০ ও তদুর্দ্ধ মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বারোমিটার, গার্ড বন্দ প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্লুক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কার্য্য করিয়া বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লুক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণের এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য —২, টাকা। প্যাকিং ।০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুপরীক্ষিত মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরোগ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ অল্পকাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ।০ দুই আনা।

সুবাসিত ঘৃত।

সকল প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুবাসিত ঘৃত সর্ব্বপ্রকার জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টরজঃ ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুবাসিত ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৫ টাকা। প্যাকিং ।০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু জন্য অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সকল রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, স্ফূর্ত্তি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১১০
প্যাকিং খরচা	।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই ঘৃত মধুপানের স্থায় সদা নিয়মে ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্রই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিকলতা, ইন্দ্রিয়গণের শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কম্পন, কাসরোগ, অন্তরস্থ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ একেবারেই নির্ম্মূলিত করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য ও বলাধিক্য বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র সপ্তাহেতে অন্তত একটী ঔষধের মূল্য ৫ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৫ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উল্লিখিত উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাখালদাস ঘোষ, এল এম এস
" " মোহনবাবু মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং প্রাণকৃষ্ণনাথ দে কলেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যানন্দ গোস্বামী, কবিরাজ সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

রোগাঙ্কুশ।

৬ হিমালয়ের পর্ব্বতকালীন কোন উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য গুণযুক্ত ঔষধ সেবন করিলে শুক্র পুষ্টির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রঘটনা-দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং পরাজয় কেবা নিবারক যে দিন দিন নিয়মিত শুক্র বৃদ্ধি ও অঙ্গের প্রফুল্লতা হয়। এই ঔষধের আর এক আশ্চর্য্য

এই যোনিকা সেবন করিলে বাৰ্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অতএব সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরের টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৬০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, গদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর খাগড়ায় পত্র পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বস্তু।

উন্মাদিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রত্ন যেন কত পদার্থ উঠেছিল, এই গ্রন্থ কাহিনী মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। শরৎকালের মেঘখণ্ডের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে গ্রন্থ বাড়ি হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুঁথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ-জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিষাদ, সুখ, ধন, লাভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম মূল্য সমেত) মূল্য মায় ডাক খরচ ১৸০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮১ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিভাগে গত ২৫ বৎসরের পরীক্ষিত ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অচিরে আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি বিভিন্ন করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোষবৃদ্ধি, মাংস-কোষবৃদ্ধি, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজেই সময়ে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আমেরিকা হইতে কোং অনুবাদ হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার অস্ত্ররোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন অস্ত্ররোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার পুরযুক্ত ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ভুষা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ফিঁফিয়া, ছুলিয়া, পাঁকুয়া দাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাঁচড়ার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কীটদষ্ট ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে—বসুনিয়া	৭
" " নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জয়নগর	৭
" " হরিলাল ঘোষ—পাবনা	৭
" " যাদবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—হালীসহর	৭
" " কৈলাসচন্দ্র রায় মোক্তার—দিনাজপুর	৭
" " দেবনাথ মুখোপাধ্যায়—চাতরা	৭
" " রামতারণ শিরোমণি—হাসি ভুগ	৭
" শিবিরপুর বঙ্গবিদ্যালয়—শিবিরপুর	৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সকলপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক হরিনাভি চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " । ৩ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২১ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ৫ ই ডিসেম্বর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালি।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৩ য় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৩০ টাকা। যাঁহারা প্রার্থী হইবেন তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের আবেদনই সবিশেষ আদৃত হইবে। উক্ত আবেদনের সহিত তাঁহাদের সৎ চরিত্রের প্রশংসা পত্র পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন, তাঁহাদিগের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৴১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার বায়ুপ্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

PARADISE LOST.

বা

সুখধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
একাউন্টেন্ট আর,সি,সি,
মহকুমা...।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মলপাইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ছাঁদের ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালাইয়ে কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর কাহার প্রস্তুত থাকে, কিম্বা অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার নিকটে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উভয় অক্ষরের এক একটু প্রুফ পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ কত দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

১২৮৮ সাল তাং ৩ রা অগ্রহায়ণ } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের ঘূর্ণি, চুলকানি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৷৹ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর সুবর্ণ হইয়া মজবুত হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৲, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মধুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, দৈবজ্ঞ

[illegible]

প্রেরিতপত্র

[illegible]

আর একটী কথা। বিহারি বাবু ইহা জানিবেন [illegible] সমস্ত আচার ব্যবহার — হিন্দু সমাজ [illegible] যে সমস্ত পরিত্যাগ করাকে — হিন্দুরা [illegible] মূর্তি করিয়া উপাসনা করেন বলিয়া ব্রাহ্মেরা [illegible] করিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা [illegible] স্নান করেন বলিয়া ব্রাহ্মেরা পশ্চিমমুখে [illegible] করেন, হিন্দুরা [illegible] সম্মুখ দিকে [illegible] রাখেন বলিয়া ব্রাহ্মেরা তাহার পশ্চাৎ দিকে [illegible] রাখেন, হিন্দুরা [illegible] দক্ষিণ দিকে [illegible] বলিয়া ব্রাহ্মেরা তাহার [illegible] ব্যবহার করেন কখনই মুক্তির উপায় মনে করেন না। হিন্দুদিগের যে সকল [illegible] পবিত্র, ব্রাহ্মেরা [illegible] করিতে প্রস্তুত আছেন। [illegible] কিন্তু আমরা, [illegible] এবং সমাজ সংস্কারের যাহা কিছু বিরোধী, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন — [illegible] কেন, সকলেই বুঝিতে পারেন। তবে এখানে এ কথা মনে রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মেরা [illegible]

বিহারি বাবুর এখানে একটা জানা উচিত যে, [illegible] ব্রাহ্মদিগকে [illegible] মনে করে সেই জন্য তাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই। [illegible] বলিয়া তাঁহারা উপবীত গ্রহণ বা তাহা ধারণ করা কখনও বিবেচনা করেন না। অবিশেষে আমাদের ও বিহারি বাবুকে অনুরোধ করা উচিত যে, যে বিষয় তিনি বিশেষ করিয়া না জানিবেন, সে বিষয় সম্বন্ধে তিনি যেন সংবাদপত্রে যাহা ইচ্ছা তাহা লেখেন না। [illegible] এখানে এ কথাও উল্লেখ করা [illegible] অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না যে, [illegible] তবে তাঁহাকে কোন [illegible] বলিবার অপরের কোন অধিকার নাই বলিয়া অথবা আমরা ব্রাহ্মগণের সম্পাদক মহাশয়কে কোন কথা বলিতে পারিলাম না, নতুবা তাঁহাদের কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন ছিল।*

দেবুরিয়া } [illegible] দে।
২৪এ নবেম্বর ১৮৮১ }

শাস্ত্র না বিধি ?

হিন্দুধর্মের অন্যান্য যত দোষই থাকুক, তথাপি ইহাকে উদার ধর্ম বলিতে হইবে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম প্রভৃতির ন্যায় ইহা কোন পুস্তক বা মত বিশেষে আবদ্ধ নহে। এই ধর্ম কখনই এক ভাবে — জড়ের ন্যায় স্থিতি করে নাই। ইহার [illegible] কাল হইতে বর্তমান উন্নতি ও অবনতির [illegible] অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। যখন হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞান উন্নত, [illegible] ও পবিত্রতা [illegible] তখন একেশ্বরবাদই এই দেশের ধর্ম [illegible] যখন তাহারা [illegible] ও অজ্ঞানান্ধ হইয়াছেন, তখন এই ধর্মও [illegible] হইয়াছে — [illegible]

[illegible]

তাহাতেও কোন আপত্তি না হইতে পারে। যদিও এটী উনবিংশ শতাব্দী, যদিও এখন "আমার কথা সত্য, তোমার কথা মিথ্যা" এরূপ বলিলে কেহই আমাকে সত্যবাদী বা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না, যদিও এখন সকল কথার যাথার্থ্য বিষয়ে প্রমাণের প্রয়োজন, তথাপি আমরা যাহা বলিলাম, তাহা এরূপ সর্ব্বসাধারণসম্মত সত্য যে, তজ্জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া পত্র খানিকে দীর্ঘ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণকার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদিগের অবস্থা যার পর নাই বিচিত্রভাবাপন্ন হইয়াছে। নিতান্ত অজ্ঞ ও মূর্খ লোক ব্যতিরেকে এখন হিন্দুসমাজে এক জনও সরল বিশ্বাসী নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যে সরলতা নারীজাতির ভূষণ ও সৌন্দর্য্য, যে সরলতার জন্য আমরা নারীজাতিকে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করি, [illegible] মাহাত্ম্য গুণে এখন সে সরলতাও হিন্দুনারী হৃদয় অধিকার করিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। এখন হিন্দু সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই কপটতা ও অসরলতা বিরাজমান করিতেছে দেখিতে পাইবে। কপটতা ও অসরলতার অভাব আছে, জগতে এমন কোন ধর্ম্মসমাজ নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু সমাজে আজ কাল উহার বড় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে। এক জন কৃতবিদ্য যুবক, যিনি একেশ্বরবাদী, অন্তরের সহিত যিনি পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, গুরুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই হউক, অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক, ঐ দেখ তিনিও হিন্দু দেব দেবীর সম্মুখে গিয়া নতমস্তকে প্রণিপাত করিতেছেন! যিনি নব্যতন্ত্রের ইয়ংবেঙ্গল, যিনি না মানেন ঈশ্বর, না মানেন দেব দেবী, হোটেলের উপাদেয় সামগ্রী না হইলে মুখেই যাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, ঐ দেখ তিনিও গিয়া হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইঁহাকে সমাজচ্যুত করিতেছেন, উঁহাকে সমাজে উঠাইতেছেন, তাহাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইতেছেন! আবার ঐ দেখ এক জন ঘোর পৌত্তলিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, দিবারাত্রি হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ভিন্ন যাহার মুখে অন্য কথা নাই, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া, সহস্রবার দেব দেবীর নাম না করিয়া যিনি জল গ্রহণ করেন না, তিনিই আবার দুই পয়সা পাইবার লোভেই হউক অথবা অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধির প্রত্যাশাতেই হউক নব্যতন্ত্রের যুবকদিগের নিকটে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন—দেব দেবী ও ঈশ্বর সকলই মিথ্যা বলিয়া নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে হাসী ও বিদ্রূপের শ্রাদ্ধ করিতেছেন! আবার ঐ দেখ, সেই পৌত্তলিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই এক জন একেশ্বরোপাসক যুবকের নিকটে গিয়া ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্ম শব্দ প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, রাম কে কালী দুর্গা প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, তবে কি মান দুটাটা সংস্কার বশ আত্মজাতিদের সম্মুখে দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিলে যদি চাউল, মূলা কাঁচকলা দক্ষিণা ও বিদায়টা পাওয়া যায় তবে তাহা ছাড়িবার প্রয়োজন কি" বলিয়া আপনার বিশ্বাস জ্ঞাপন করিতেছেন! আবার এদিকে দৃষ্টিপাত কর, ঐ যে স্ত্রীলোকটী দেখিতে পাইতেছ, উনি কখনও বা স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের উপাসনালয়ে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্ম ধ্যান করিতেছেন, কখনও বা সমবয়স্কা বন্ধুদিগের নিকট শাস্ত্রের ও দেব দেবীর নিন্দা করিতেছেন, আবার কখনও বা ঐ দেখ, স্নান করিয়া দেখ, নিকষাশুচীর সঙ্গে একটী পুত্রকামনায় ষষ্ঠীপুকুরের পূজা করিতে যাইতেছেন! পাঠক! এখন হিন্দুসমাজের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই এই প্রকার বিচিত্রতা ও কপটতা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এই বৈষম্যের মধ্যে একটী বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ একতা দেখা যাইতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর মাহাত্ম্যেই হউক, ইংরাজী লেখাপড়ার বহুল প্রচার বশেই হউক, অথবা ধর্ম্মজ্ঞানেরই উন্নতি ও বিকাশ জন্যই হউক, এখন পৌত্তলিকই হউন, নাস্তিকই হউন অথবা সংশয়বাদীই হউন—কেহই এখন সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বা প্রকাশ্য সংবাদপত্র মধ্যে দেবদেবীর গুণগরিমা ব্যাখ্যা করিয়া ও পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে সাহসী হন না। বিশ্বাসে যিনি ঘোর পৌত্তলিক, প্রকাশ্য ভাবে তিনিও এখন কথায় কথায় একেশ্বরবাদের দোহাই দিয়া থাকেন। বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম, যদিও আমরা মাকাল মনসা কালী দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা দ্বারা সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হইয়া থাকে। এখন প্রকাশ্যভাবে জ্ঞানিলোকসমক্ষে কেহ এই সম্পত্তি দুর্গার কৃপায় পাইয়াছি বলিতে সাহসী হন না, ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, এ সম্পত্তি জগদীশ্বরের কৃপায় পাইয়াছি। এই প্রকারে একেশ্বরবাদ এখন হিন্দুসমাজের বিশ্বাসে ও কার্য্যে পরিণত না হইলেও এক প্রকার মতে পরিণত ও বাক্যে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদিগের বিশ্বাস মত ও বাক্যের এই প্রকার বিভিন্নতা ও অসামঞ্জস্য দেখিয়া কোন কোন স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মসংস্কারককে আক্ষেপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা যায়। আমরা কিন্তু এরূপ আক্ষেপ ও অশ্রুবর্ষণের কোন কারণই দেখিতে পাই না, অধিকন্তু এই বিশ্বাস, মত ও বাক্যের অসামঞ্জস্য ভাবই ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুদিগের প্রকৃত উন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া স্বদেশ হিন্দুগণ পৌত্তলিকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ-মূলক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বুঝিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াই থাকি। বিশ্বাস এক, মত এক, কার্য্য আর এক—এ প্রকার অসরলতা ও কপটতা উন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ, একথা হঠাৎ নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদের কথার যাথার্থ্যবিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ না থাকিতে পারে। কোন একটী বিষয়ের সত্যতা অসত্যতা, কর্ত্তব্যতা অকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে হইলে অগ্রে মনে মনে ভাবিয়া চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা দ্বারা যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, হঠাৎ কেহই তাহা একেবারে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। চিন্তার পর বাদানুবাদ তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আন্দোলনের পর যখন কোন একটী বিষয়ের সত্যতা ও কর্ত্তব্যতা অধিকাংশ লোক অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তখন সমাজের সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পথপ্রদর্শক হইয়া সেই সত্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের দেখাদেখি অপর সাধারণ লোকেরা ক্রমে ক্রমে সেই কার্য্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া থাকেন (১)। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে এখন আর চিন্তার কাল নাই; আন্দোলনের কালও গত প্রায় হইয়াছে—যাঁহাদের দ্বারা সমাজ পরিচালিত হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রায় সকলেই এখন জানিয়াছেন কি, ঈশ্বর এক, না বহু, সাকার না নিরাকার সত্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিয়াছেন যে, একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মই সত্য ও মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম, বুঝিয়াছেন যে ঈশ্বর—পূর্ণ ঈশ্বর এক ব্যতিরেকে কখনই বহু হইতে পারেন না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই মত ও বিশ্বাস এখন ক্রমে ক্রমে কার্য্যে পরিণত করা চাই, পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া দেব দেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া এখন ব্রহ্মোপাসনা করা চাই, দেব দেবীর উদ্দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া এখন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা চাই। তাই আমরা [illegible] করিতেছি, [illegible]

(১) আমরা সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটিয়া থাকে। সমাজ সম্বন্ধে যেমন প্রথমে চিন্তা, তার পর আন্দোলন, তাহার পরিশেষে কার্য্য হয়, ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। এখানে ইহাও বলা উচিত হইতেছে যে যাহারা বাঙ্গালি যুবকদিগকে সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে ও নানাবিধ আন্দোলন করিতে দেখিয়া "মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালি" বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহারা সকলেরই নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। অগ্রে আন্দোলন করিয়া সকলকে প্রস্তুত করিতে হয়, পরে তাঁহাদিগকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। ইহা প্রচলিত যে, বাঙ্গালিদিগের সামাজিক অবস্থা যেরূপ হীন তাহাতে তাহার সংস্কারের জন্য এখনও অনেক আন্দোলনের প্রয়োজন।

[illegible] অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ই হউন, যাঁহারা [illegible] অপমানসূচক ও [illegible] ধর্ম [illegible] ও [illegible] কার্যানুষ্ঠানের জন্য উৎসাহ ও [illegible] দিয়াছেন এবং নিজে তাহা কার্যে পরি[illegible] করিয়া [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] দায় না দিয়া বলিয়া গণ্য হইবেন ?

পদুমিয়া
[illegible] ১২৮৮ } শ্রীভগবতীচরণ [illegible]।

ব্রাহ্মসমাজের [illegible]।

আমরা যে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] নাই, বরং আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং [illegible] ১০ অক্ষর [illegible] ১০ অক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে। এই [illegible] দুটি [illegible] সংশোধিত হইলে [illegible] হয়।

বারাণসী
[illegible] এ অগ্রহায়ণ } [illegible]।

সোমপ্রকাশ

২১এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

প্রধান রাজপুরুষদিগের মফস্বল ভ্রমণ ও [illegible] [illegible]।

[illegible] অনেকগুলি [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] একত্র হইয়া নানা প্রকারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আরম্ভ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে থাকে, তাহা হইলে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া তুলিয়াছে। আমা[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুলিয়াছেন। [illegible] [illegible], [illegible] আর [illegible] [illegible], [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিতেছেন না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে [illegible] [illegible] করা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন করিতেছেন। [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible]

মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকল ও নিম্ন পদস্থ রাজপুরুষদিগকে [illegible] হইয়া মফস্বলবাসী হইতে হইয়াছে।

[illegible] রাজপুরুষেরা যে মফস্বল ভ্রমণ করেন ইহাতে অনেক উপকার আছে। যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে নূতন আগত হন, তাঁহাদের বহুদর্শিতা লাভ হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় [illegible] [illegible] [illegible] সতর্ক ও সাবধান হন, [illegible] ও অত্যাচারপ্রভাব সঙ্কুচিত হয়। [illegible] [illegible] ও অত্যাচারের উপায় ও কৌশল বোধে [illegible] হয়। এগুলি মফস্বল ভ্রমণের [illegible] সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা ব্যয় হয় [illegible] [illegible] হয় না। একটী বিষয়ে কেবল আমাদের হৃদয়ে অশান্তি [illegible] করিয়াছে, সেটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible] এ বাক্যটী আমাদের কেমন কেমন বোধ হইতেছে। আমরা এই আপত্তির উত্থাপন করিলাম বটে; কিন্তু [illegible] যাঁহাদের [illegible] [illegible] হইয়াছে, তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন। তাঁহারা হয় ত ইহাকে দোষ দর্শন করিবেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপকার : [illegible] [illegible] নিষেধ করিয়াছেন, সে যুক্তি এই আপিলা স্বীকারে সম্পূর্ণ [illegible] কি না ? উপকার অপেক্ষা যেমন, আপিলা স্বীকারের [illegible], কেমন যেন একটী বাধাবাধকতা আছে বলিয়া বোধ হয়। [illegible] রাজগণ রাজত্বের [illegible] [illegible] বশবর্তী হইয়া রাজকর্মচারিগণকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] হইবে না ? তাঁহারা কি [illegible] [illegible] করিবেন না ? [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] উদয় হইবে না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাসনকর্তাকে [illegible] [illegible], [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিবেন না।

শাসনকর্তারা সময়ে সময়ে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, এটী আমাদের অনভিলষণীয় নহে। ইহাতে মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। শাসনকর্তারা ভ্রমণকালে অনুগত মিত্র রাজগণের [illegible] [illegible] অবগত হইয়া যদি তাহার দোষ সংশোধন [illegible] করেন, তাঁহাদিগকে সদুপায় বলিয়া দেন, এবং তাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য[illegible] দান করেন, তাহাতে যে কত ইষ্ট লাভ হয়, বলিয়া

শেষ করা যায় না। ঐ কার্যগুলি করিলে যথার্থ মিত্রের কাজ করা হয় সন্দেহ নাই। আসিয়া স্বীকার ব্যতিরেকে এই কাজগুলি করা কি ঘটিয়া উঠে না ? যে রাজা শাসনকর্তার অভ্যর্থনার্থে যে ব্যয় করিতে উদ্যত হন, সে ব্যয় [illegible] না [illegible] যদি রাজ্যের কোন সাধারণ হিতকর কার্যে [illegible] হয়, তাহা হইলে যে কিরূপ মহোপ[illegible] করা হয়, তাহা আমরা এক মুখে বলিতে পারি না। মিত্র রাজারা যে কেবল তাহাতে পরম প্রীত হইয়া চিরবাধ্য হইয়া থাকেন, এরূপ নয়, তাঁহার প্রজারা উপকৃত হইয়া তজ্জন্য চির[illegible] আশীর্বাদ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে শাসন কর্তার দেশ এমন প্রসঙ্গে যে রাজার রাজ্যে যে মঙ্গল[illegible] কার্যের অনুষ্ঠান হইবে, তাহা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ[illegible] হইয়া থাকিবে; ও বিদেশীয়ের নিকটে তাঁহার মহানুভবতার চির পরিচয় দিবে। যাঁহারা শাসন কর্তাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া অনুগৃহীত হন, তাঁহারা [illegible] থাকিবেন; আর যাঁহারা আসিয়া [illegible], তাঁহারা পরম আহ্লাদিত হইবেন। অনুগত মিত্র রাজগণের মনোমধ্যে প্রধান গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদা ভয় ও ভক্তির উদয় থাকা উচিত। আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, তাহাতে কি ঐ উভয় নিবহের সমধিক [illegible] করিবার সম্ভাবনা নয় ?

প্রধান রাজপুরুষদিগের দেশভ্রমণে কেবল যে মিত্র রাজগণের [illegible] ভয় ভক্তি ও উৎসাহের বৃদ্ধি হয়, এরূপ নয়, অন্য [illegible] লোকেরও রাজভক্তি ও উৎসাহের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের [illegible] যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে উৎসাহস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে যেমন আশা [illegible] [illegible], সেইরূপ তাঁহার প্রতি এবং ব্রিটিশ গবর্ণ[illegible] মেণ্টের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস হইয়াছে। তাঁহার সারবৎ বাক্যগুলি শুনিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয় ? কাহার মনে না উৎসাহ জন্মে ? কাহার মনে না হয় যে ভারতবাসিরা তাঁহার শাসনকালে সুখী হইবে। [illegible] সে দিন [illegible] মিউনিসিপালিটির [illegible] প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন সকলেই যে তাঁহার সকল কার্যের অনুমোদন করিবেন ও সকল কার্যে সন্তুষ্ট হইবেন, তিনি তাহার আশা করেন না। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় সংকল্প যে তিনি ভারতবাসিদিগের মঙ্গলার্থী হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবেন। ইহার অপেক্ষা উৎসাহজনক বাক্য আর কি আছে ? তিনি যে লার্ড লিটনের ন্যায় ভারতবাসিদিগকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাজনীতি সকলকে [illegible] করিয়া সকলকে পদতলে মর্দ্দন করিয়া

"ভারতবাসিদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভারত শাসন" মনে করেন না, তাঁহার প্রকৃতিগুণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব সে বিষয়ে আমাদের উক্তি করা বিফল।

প্রসঙ্গ-সঙ্গতি-ক্রমে উপসংহারে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। যিনি বেহার অঞ্চল বেতিয়া, হাতুয়া, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি বড়বিভাগের অন্তর্নিবেশিত করিয়াছেন, তিনি অতি সুবুদ্ধি লোক। যে শাসনকর্তার ভ্রমণকালে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি ঐ ঐ স্থলেই আপনার মঙ্গলময়-ইচ্ছা-পূর্ণ কার্যদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন। আর যিনি আতিথ্য স্বীকার করিয়া কেবল আমোদ করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষেও ঐ সকল স্থানে বিলক্ষণ সুবিধা। প্রকৃত বাঙ্গালায় ঐ উভয় বিষয়েরই অপেক্ষাকৃত সুবিধা নাই। এখানকার রাজা ও জমিদারেরা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধিকাংশ কৃতবিদ্য, ইহাঁরা ইঙ্গিত মাত্রে সকল বুঝিতে পারেন।

নাগাদিগের অত্যাচারে বিলাপ।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিষম এক জাতি শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছেন। তাহাদের সহিত সমাগম সংঘটন করিবের সুবিধা নাই, শত্রুবৎ আচরণ করিবার অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নয়। ব্রিটিশ সিংহের সহিত বিরোধে তাহাদিগের যে মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, যদি তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেও, তাহারা বুঝিবে না, প্রত্যুত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিবে। মনে করিবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের খোশামোদ করিতেছেন। মধ্যেমধ্যে এই ভাবের উদয় হওয়াতে তাহারা অধিকতর উপদ্রব ও অত্যাচার করিবে। নির্ব্বোধের স্বভাবই এইরূপ, তাহাদের নিকটে সামবাক্য প্রয়োগ প্রায়ই বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। আবার নিগ্রহ চেষ্টা করিবার ইষ্টলাভের সম্ভাবনাও অল্প। কারণ তাহারা পর্ব্বতময় স্থানে বাস করে, বড় পীড়াপীড়ি দেখিলে চকিতমাত্রে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই কারণে আমরা তাহাদিগকে কষ্ট শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এস্থলে তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াও আবশ্যক হইতেছে। এই অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতি আসামের উত্তরাংশে হিমালয় পর্ব্বতে বাস করে। তাহাদের উত্তম গৃহ, উত্তম পরিচ্ছদ কিম্বা অলঙ্কার পত্র নাই। তাহারা পর্ব্বতের গুহায় এবং কুটীরে বাস করে; বৃক্ষের ত্বক, সুগঠন কৌপীন ও মোটা কাপড় পরিধান করে। অস্থি, ঝিনুক, প্রস্তর খণ্ড এবং পালক অঙ্গের ভূষণ। তাহাদের খাদ্য অত্যন্ত কদর্য্য; শুষ্ক মৎস্য মাংস এবং ফল মূলই অধিক আহার করিয়া থাকে। নাগাদিগের রাজা প্রায় বম্‌ ভোলা দিগম্বর। কটিতে কৌপীন, সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত, গলদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত অস্থি ও প্রস্তর মালায় উপশোভিত। কেশ পক্ষপুচ্ছে সুসজ্জিত।

এই অসভ্য জাতি পর্ব্বত হইতে নামিয়া সময়ে সময়ে কাছাড় আসাম প্রভৃতি নানা জনপদে শান্তির উপদ্রব করিয়া থাকে। ১৮৩২ সালে ইংরাজেরা প্রথমে নাগা পর্ব্বতের সন্নিহিত অঞ্চলে উপস্থিত হন। কিন্তু মণিপুর এবং আসামের মধ্যে নাগাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অনন্তর ১৮৩৫ হইতে ৩৮ সাল পর্য্যন্ত অঙ্গামিবাসিরা উত্তর কাছাড়ে অনেক দৌরাত্ম্য করে। ১৮৩৯ সালে নাগাদিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং তাহার নিবারণের জন্য সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। অত্যাচারিগণ পলায়ন করিল। ভবিষ্যতে এক দল সৈন্য রাখা অনেকের অভিপ্রেত হয়। কিন্তু তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। ১৮৪১ সালে নাগাদের সঙ্গে সন্ধি হইল; তাহারা কর দিতে অঙ্গীকার করিল। একে নাগজাতি,—অঙ্গীকার বল, সন্ধি বল, সকলি কার্য্যশেষের সময়,—নাগারা আবার অসভ্য—কেবল রাজনীতির ঢাক ঢক্কা নয়,—পর বৎসর কর দিল না। কিসের কি? বলিয়া মাথা নাড়িয়া সকল কথা উড়াইয়া দিল; ইংরাজদিগের আউট পোষ্টে দলবদ্ধে আসিয়া ঘোর উপদ্রব করিল। ১৮৪৭ সালে তাহাদের সঙ্গে পুনর্ব্বার সন্ধি হইল; তদনুসারে একজন দেশীয় এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে সামাগুটিঙে এক দল সশস্ত্র সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে মোজিমা এবং জতিমা নিবাসী নাগাদিগের পরস্পর আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। এজেণ্ট মহোদয়ের দুর্দৈব,—তিনি সেই বিবাদে মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিলেন। অসভ্য নাগারা তাঁহাকে সদলে বিনাশ করিল। এই অত্যাচারে ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ১৮৫০ সালে এক দল সেনা পাঠাইয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড বিধান করেন। ইংরাজেরা কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ১৮৫১ সালে সে স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময় হইতে চৌদ্দবৎসর যাবৎ নাগারা ব্রিটিশ অধিকারে বিস্তর উৎপাত করে। অবশেষে এক বৎসরে অঙ্গামিরা বাইশবার দুর্ব্বৃত্ততায় নানা অনিষ্ট করিয়াছিল এবং ৫৫ জনকে হত ও ১০ জনকে আহত করে। তদ্ভিন্ন ১১৩ জনকে বন্দীভাবে লইয়া যায়। অত্যাচারিদিগের ভয়ে সকলেই সশঙ্কিত; উত্তর কাছাড়ের বিচারপতি গবর্ণমেণ্টকে লিখিলেন যে, নাগাদিগকে যদি বিশেষরূপে দমন না করা হয়, তাহা হইলে সত্বর তৎস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

এই পত্র পাইয়া গবর্ণমেণ্ট উত্তর কাছাড় অঞ্চল পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। কারণ নাগাদিগকে দমন করিতে হইলে আসাম অন্তর্গত নাগা, আবর এবং ভোটিয়ের সঙ্গেও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইত। যাহা হউক, সামাগুটিঙে একজন দক্ষ কর্ম্মচারীর অধীনে এক দল সৈন্য স্থাপিত হইল। তথায় ১৫০ জন পুলিসের লোক ছিল। গবর্ণমেণ্ট এই অনুমতি করেন যে, যাবৎ আসাম যাইবার পথ সুগম না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত কেহই সামাগুটিঙের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। এই ব্যবস্থাবলী যার পর নাই ফলদায়ক হইল। নাগারা ইংরাজ অধিকারে আসিয়া আর উৎপাত করিতে সাহসী হইত না। নাগাদিগকে শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখিয়া ইংরাজেরা তাহাদের পল্লিগ্রাম গুলি পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, নাগাদের আত্মবিবাদে মধ্যস্থ হইতে লাগিলেন। ১৮৭৫ সালে তাহারা [illegible] হইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য অনেকের প্রাণনাশ করে। সে কারণ ১৮৭৫ সালে নাগাদের সঙ্গে আবার একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। ১৮৭৯ সালে পলিটিকাল এজেণ্ট পুনর্ব্বার নাগাদের গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হইল না। অতএব ইংরাজেরা নাগাদের অনেক স্থানে গ্রাম দগ্ধ করিয়া দেন। পশ্চাৎ নাগারা উহার প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত উত্তর কাছাড়ের ইংরাজ অধিকারে ঢুকিয়া এক খানি গ্রাম দগ্ধ করিয়া নূতন পলিটিকাল এজেণ্টকে বধ করে। ১৮৭৮ সালে কোহিমা নিগাড়িমা এবং ওখা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর সৈন্য প্রেরিত হইল। এক বার নাগাদিগের অনেক গুলি গ্রাম ইংরাজদের অধিকার মধ্যে পরিভুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে ইংরাজদিগের কিছু সুবিধা হইল না। নাগারা অসভ্য; তাহারা কৃষিকর্ম্ম করে না, তথায় শস্যাদি নাই। গোলাঘাট হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া কোনরূপে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের দিন যাপন হইত, ইহাতেও আবার সময়ে সময়ে নানা বিঘ্ন ঘটিত। নাগাযুদ্ধে ইংরাজদের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গেল, কিন্তু নাগাদের কিছুই ব্যয় হয় নাই বলিলেও চলে। ইংরাজদের পক্ষেই বিস্তর লোকের মৃত্যু হয়, তত্তুলনায় নাগাদের কোন ক্ষতি হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না। ঐ পার্ব্বতীয় প্রদেশ অধিকারে রাখিলে বহুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় নিবারণ হইবে না। যাহা হউক নাগারা এখনও শান্তভাব ধারণ করে নাই। গত বৎসরও তাহারা বিস্তর উপদ্রব করিয়াছে। সে-

কারণ ইহারা অধিকারকে কুশলে ও সুখে রাখিবার নিমিত্ত আপনাদের শাসন করা নিতান্ত আবশ্যক। স্থানে সেনাপতি অধ্যক্ষে গমন করিয়াছেন, দেখা যাউক কি হয়।

জাপান।

জাপানদ্বীপ ক্রমে একটী প্রসিদ্ধ রাজ্য হইয়া উঠিল। তত্রবাসী ব্যক্তিগণ বিলক্ষণ সভ্যতা সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। ইউরোপীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিদ্যা ক্রমে জাপানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জাপানীরা ইউরোপের নিকট নানা প্রকার শাস্ত্র শিক্ষা ও বহু সংবাদপত্র জাপানে প্রচলিত করিয়াছেন। বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি সকল কার্য্যে জাপানীয়েরা প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছেন, অচিরাৎ অন্যান্য জাতিকে এবং দেশের অতিক্রম করিবে। চীন বিলক্ষণ, বিশেষতঃ ইউরোপের প্রতি চীন-দেশের বিদ্বেষ বুদ্ধি। চীনের অধ্যক্ষ বৈদেশিক অত্যাচার করিতেছেন, জাপান চীনের কোনমত প্রবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় জাপানের সঙ্গে চীনের অবস্থা অধিক দিন থাকিবে না।

ইতোপূর্ব্বে অনভিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন, জাপান কোথায় তাহার পূর্ব্ব-অবস্থা বা কি প্রকার ছিল? কি প্রকারেই বা এই অনুরাগের সঞ্চার হইল? বাস্তবিক এই প্রশ্নগুলি তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে। পাঠক-মহাশয়দিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থানে প্রকাশ করিতেছি। ভারতের পক্ষে সেই বৃত্তান্ত বিলক্ষণ উপকারী, সন্দেহ নাই।

চীনদেশের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রমধ্যে কতকগুলি দ্বীপ জাপান রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা অল্প দিন হইল পূর্ব্ব আচরিত রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার আদর লইয়াছে। কিন্তু জাপানিদের অধ্যবসায় এমনি দৃঢ় ও গম্ভীর দেখিলে বোধ হয়, অল্প কাল মধ্যেই তাহারা নানা বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া তুলিবে। এক্ষণে পৃথিবীর সকল জাতিই অবাক হইয়া উহাদের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতেছেন। জাপানের অধিবাসীরা নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহার উপায় সমস্তে আন্দোলন করিতে থাকেন। জাপানী সমস্ত ব্যক্তি বিশেষ বিলাত যাইয়া শিক্ষা করেন। জনৈক নামক এক জন জাপানী এক খানি অভিনব অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সুশিক্ষিত লোক আছেন। তাহারা আমার এক-খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত করিতেছেন।

জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলে। প্রকৃত পক্ষে “মিকাডো” এই শব্দটী কাহারও নাম নহে। সম্রাট জীবিত থাকিতে কেহই তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে পারে না, তখনও তিনি ঐ সম্মানসূচক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিকাডো শব্দের অর্থ স্বর্গদ্বার। বারশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নাম মাত্র রাজা ছিলেন, বস্তুতঃ রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুই কর্ত্তৃত্ব ছিল না। পেশোয়ার বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে শিবজির বংশাবলী যেরূপ মহারাষ্ট্রিয়দিগের নামমাত্র রাজা ছিলেন, জাপানের ঠিক তদ্রূপ রাজকর্ম্মচারিদিগের কৌশলে কেবল নাম মাত্র একজন সম্রাট ছিলেন। প্রকৃত তিনি সাক্ষী গোপাল ভিন্ন অন্য কেহই নন। তাঁহার কেহ নাম করিতে পারিত না, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত না। তাঁহার নিকটে কেহ যে যাইবেন সে যো ছিল না। স্বয়ং সম্রাট কোন প্রকার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যখন যে ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হইতেন, তৎকালে তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া জাপানে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামও উপস্থিত হইত। ষষ্ঠীর বর্ষ শতাব্দীতে ফুজিওয়ারা বংশীয়দিগের হস্তে সম্রাটের তত্ত্বাবধানের ভার উপন্যস্ত হয়। সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইত। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে টকুগাওয়া বংশীয়দের হস্তে কুশলিত ভার পতিত হয়। এই বংশীয়গণ শকুন বা টাইকুন নামে অভিহিত হইতেন। রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্ম তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্বংশোদ্ভব য়োরাস্ত, য়োশিয়স্থ, য়োরয়েসা, য়োয়োমী, য়োসানা প্রভৃতি মন্ত্রীদিগের বুদ্ধি কৌশলে প্রায় আড়াই শত বৎসর জাপানে কোন প্রকার উপদ্রব বা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে পায় নাই।

সমগ্র জাপান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। মিকাডো তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাম মাত্র ছিল; ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিলেন বলিতে হইবে। অধিকন্তু, শোগুন বংশীয়েরা সুশক্তির সহায়তায় হইলে, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তাঁহাদের করতলগত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে জাপানের রাজকার্য্য চলিতেছে, ইত্যবসরে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার রাজদূত পেরী সাহেব চারি খানি রণতরি সুসজ্জিত করিয়া জাপানের কূলে উপনীত হইলেন। বিনা অনুমতিতে নগরে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নয়, অতএব পেরী সাহেব রাজসভায় এই সংবাদ দেন, যে আমেরিকাবাসিরা জাপানের সঙ্গে সদ্ভাবসূচক সন্ধি করিতে অভিলাষ করেন, ইহাতে রাজার ও রাজমন্ত্রীর মত কি? এই সমাচার পাইয়া রাজসভায় একটা মহা হুলুস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। সকলেই সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলেন; পরিণামে কি ঘটিবে তাহাতেই সকলের আশঙ্কা হইল। অবশেষে অনেক বিবেচনার পর এই প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল যে, পেরী সাহেব আগামী বৎসর আসিলে প্রস্তাবিত বিষয়ে জাপানিদের মত জানিতে পারিবেন। সুতরাং সে বার কিছুই শেষ হইল না। পর বৎসর আবার পেরী সাহেব সজ্জীকৃত হইয়া জাপানে আসিলেন। রাজসভায় পুনর্ব্বার ঘোর গোলযোগ পড়িয়া গেল। বিদেশীয়দিগকে জাপানে স্থান দিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সন্ধি না করিলে পাছে আমেরিকাবাসিরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন সকলেরই এ আশঙ্কা হইতে লাগিল। প্রায় আড়াই শত বৎসর জাপানের সমস্ত শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই সময়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ ঘটে নাই, তজ্জন্য যুদ্ধের আয়োজনের আবশ্যক ছিল না। তথাপি কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিলেন যে, আমেরিকা ও ইউরোপবাসিদিগকে কিছুতেই বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বাণিজ্য ছলে আসিয়া শেষ সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলেন। অতএব অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, বিনা যুদ্ধে স্থান দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আর কতকগুলি লোকের সে মত হইল না। তাহারা বলিলেন, সম্প্রতি আমেরিকা বাসিদিগকে স্থান দিয়া তাঁহাদের নিকট শিল্প ও রণকৌশল শিক্ষা করা আবশ্যক। পরিশেষে উহাদিগকে দূরীকৃত করিলেই হইবে। এই মতটী সকলের অনুমোদিত হইল। পেরী সাহেবের সঙ্গে সন্ধি হইয়া গেল।

এই সন্ধির পর কোন কোন ইউরোপীয়জাতি ও ক্রমে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গেও সন্ধি হইল। এই সমস্ত সন্ধি স্থাপনের সময় জাপানে নানাবিধ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। রাজসভা য়োরোপীর সহসা মৃত্যু হইল। উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া দেশ জলপ্লাবিত করিল। পর্ব্বতচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং নগর ও গ্রাম দগ্ধ হইতে লাগিল। মিঃ সাহেব বলেন যে, এই সমস্ত উৎপাতে প্রায় দুই শত ক্রোশ স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। নবম্বরের মধ্যে জাপানে অদ্ভুত আটবার ভূমিকম্প হয়। য়েডো নগরে ভূকম্পে ১৪০০০ চৌদ্দ হাজার গৃহ ও রাজবাটীর ২০০০ দুই হাজার গৃহাবয়ব এককালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ১০৪০০০ এক লক্ষ চারি হাজার লোকের মৃত্যু হয়। রুষ দেশীয় ডায়ানা নামক একখানি জাহাজ কূলে এ প্রকার সংযোজিত হয় যে, নিরিবিলে তাহা

খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। পর বৎসর আবার জেদো নগরে প্রবল বাত্যাযোগে ১০০০০০ এক লক্ষ লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। দুই বৎসর পরে বিসূচিকা রোগে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে।

রাজমন্ত্রী বিদেশীয়ের সঙ্গে সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু সে সন্ধি বিশেষ ফলদায়ী হইল না। বিদেশীয়দিগের প্রতি জাপানিদিগের বিজাতীয় ঘৃণা থাকিয়া গেল। তাহারা গৃহের বহির্গত হইলে জাপানিরা তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদ করিত। কোন জাপানী বিদেশীয়দের কর্মচারী হইবে, এমন যো ছিল না। জাপানবাসীরা তাহাদিগকে সর্ব্বদাই অবিশ্বাস করিত। নগরের লোক ইংরাজদিগের দৃষ্টি দূর হইতে আকর্ষণ করে। এই সকল অত্যাচারে রাজকর্মচারিদিগের কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যে খাদ্য সামগ্রীর অতিরিক্ত রপ্তানি হওয়ায় সকল দ্রব্য দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। ১৮৫৯ সালে চাউলের মণ ১৷০ এক টাকা চারি আনা ছিল। ১৮৬৯ সালে সেই চাউলের মূল্য ৬ ছয় টাকা হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল কারণে জাপানবাসিরা বংশপরম্পরাগত উত্তাক্ত হইয়া যে রাজকর্মচারিরা সন্ধিবন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইল। পরিশেষে গৃহবিচ্ছেদে সাস্তুমাবংশ একেবারে নির্মূল হইয়া গেল। দয়া মায়া আত্মীয়তা দেশ হইতে অন্তর্ধান করিল। সকলেরই উগ্রমূর্ত্তি, সকলেই রুধির পিপাসায় ক্ষিপ্তপ্রায়। মৃত্যুকালে সকলেই এই আক্ষেপ করিতে লাগিল যে,—"শত্রুনির্য্যাতন করা হইল না।" যুদ্ধকালে জাপানিদিগের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র থাকে না। বৈরনির্য্যাতনে তাহাদের যে কীদৃশ জেদ এবং জিঘাংসা বৃত্তি যে কত প্রবল, তাহা এই বাক্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। হাষি বংশের পূর্ব্বপুরুষ মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—"জন্ম হইলেই মৃত্যু অপরিহার্য্য। মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। সুতরাং আমি মরি তাহাতে খেদ নাই। পৃথিবীতে আমার বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, আমি সম্রাটের মাতামহ। সম্রাটের নামে অনেক দিন কর্তৃত্ব করিয়াছি। আমার এই মাত্র খেদ যে,—যরীমো সাক মিনামি অটোর ছিন্ন মস্তক না দেখিয়া আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। মৃত্যুর পর কেহ আমার সৎকার না করে। আমার অন্ত্যেষ্টি শ্রাদ্ধ পর্য্যন্তের প্রয়োজন নাই; মিনামি অটোর ছিন্ন মস্তক আমার মৃত দেহের নিকট রাখিলেই আমি সদ্গতি লাভ করিব। আমার মুখে সকলকেই বলিতেছি, মৃত্যুকালে এই বাক্যে কেহ অবহেলা না করে।"

জাপানের অন্তর্বিদ্রোহানল ১৮৬৮ সালে নির্ব্বাণ হইল। সম্রাট দেখিলেন, জাপানের কিছুতেই মঙ্গল নাই,—তাহা একেবারে উৎসন্ন যাইতে বসিল। তিনি সমস্ত রাজ্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের অধ্যক্ষেরা দেখিলেন যে, ঐক্য ভিন্ন কোন জাতি বলবান হইতে পারেন না। জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকিলে কোন কালে একতা হইবে না, সুতরাং সকলেই আহ্লাদপূর্ব্বক পূর্ব্ব সম্রাটের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত জাপান একীভূত হইয়া অশেষ সমৃদ্ধিশালী ও সভ্য হইতে লাগিল। সম্রাট, বিদেশীয় সকল জাতিকে জাপানের সহিত বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। এতদ্ব্যতীত যুবকেরা ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান করিয়া শিল্প চারু বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত যাইতেছেন। অধিক দিনের কথা নয়, বিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কিছুই ছিল না। কেবল অদেশবাসিদিগের নিজের উদ্যোগে আজি জাপানে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর ও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৮৭৭ সালে জাপানে সর্ব্ব সমেত ২৫৪৬০ পঁচিশ হাজার চারি শত ষাইটী নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০০০০ ষাট হাজার শিক্ষক ছিলেন এবং ২০০০০০০ বিশ লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এতদ্ভিন্ন ৩৮৯ তিন শত উননব্বইটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও টোকিও নগরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৬০০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। ঐ সমস্ত ছাত্র, রাজনীতি বিজ্ঞান সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করে। শিক্ষকেরা দুইটী ভাষায় বিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ২৮ আটাইশটী অপর বিদ্যালয় আছে। তথায় ফরাসী জর্ম্মান ইংরাজি এবং চীনভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা প্রতি বৎসর বিলক্ষণ বাড়িতেছে। সম্প্রতি জাপানে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ রেল হইয়াছে। আর তিন শত ক্রোশ সত্বর প্রস্তুত হইবে।

এক্ষণ জাপানে সর্ব্বসমেত ৬৩১ টী ডাকঘর, ৭০০ টী পত্র বিতরণ বাক্স; এবং ৮৩৬ জন টিকেট বিক্রেতা আছে। ১৫০০০ পনর হাজার ক্রোশ ডাকের যাতায়াত হইয়া থাকে। ১৮৭৮ সালে ১৫০০০০০০ খানি পত্র, এবং ১৮৭৭ সালে ৩০০০০০০০ খানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মত জাপানের ডাকঘরে মণিঅর্ডারের প্রথা চলিত আছে। জাপানের লোকসংখ্যা ৩৩৬২৫৩২০। রাজস্ব ১২৪০০০০০০ টাকা।

পাঠক! দেখুন বার বৎসরের মধ্যে জাপানের কি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। নিজের উদ্যোগ না থাকিলে কিছুই হয় না। পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া থাকিলে অল্প কাল কেবল আমোদাদি ভিন্ন উন্নতির প্রত্যাশা থাকে না। তুরস্ক, পারস্য, ভারত ও চীনের কেবল দুর্গতি ঘটিতেছে। ভারতবর্ষের রাজারা ভূস্বামিগণ ১/ এক বিঘা জমির নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিবেন তবু স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। জাপানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অধিকারিগণ স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত অম্লানবদনে নিজ নিজ সত্ত্ব ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসী হইলে সেটী ঘটিত না। সম্রাট ঐরূপ প্রস্তাব করিলে কত দল হইত, কত কলহ ঘটিত—দলাদলিতে যে গোল মিটিত না, কস্মিন্‌কালেও দেশের দুঃখ উন্মূলন হইত না। ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, ধনী, দরিদ্র সকলেই জাপানের অনুকরণ করুন। সমুদায় হইয়া শিল্প বিদ্যা বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করুন, মাতৃভূমির দুঃখ উন্মূলন করিতে উদ্যোগী হউন।

বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না

১৮৫৪ অব্দে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি সর চার্লস উড গবর্ণর জেনারেলের নিকট উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্রের অনুসারে কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। এই শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হওয়াতে অনেকের আশঙ্কা হইতেছে। আমরা অবগত আছি যে অনেকে মনে করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট এখন উচ্চশিক্ষার আনুকূল্য করিবেন না। কেহ কেহ বলিতেছেন কেবল কতকগুলি মাত্র লোককে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। আমরা এ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। বাস্তবিক [illegible] গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কতকগুলি মাত্র লোককে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার প্রতিবাদ করা হইতেছে। আপাততঃ সাধারণ লোককে উচ্চশিক্ষা দান করা আবশ্যক নহে। সাধারণ লোকে [illegible] তাহার অধিকারী হইতে পারে না। প্রাচীনকালে রোম ও গ্রীসদেশে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে [illegible] উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হইত। ভারতবর্ষের ধনী ও [illegible] অধ্যাপকদিগকে উচ্চশিক্ষা [illegible] করিতেন। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়েও [illegible] উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে তাহা সম্ভাবিত নহে। [illegible] যে অল্পসংখ্যক লোক উচ্চশিক্ষা [illegible] প্রজাসাধারণের মুখপাত্র এবং [illegible] নেতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকেন। উচ্চশিক্ষা

[illegible] করিলে যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, সেই [illegible] নিতে হইলে দুই চারিজন ধন- [illegible] ভিন্ন মধ্যশ্রেণীর লোকদিগের [illegible] সহজ হয় না। পক্ষান্তরে [illegible] পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের [illegible] বণিকপুত্রেরা সকল যে সেই শ্রম ও পরি- [illegible] নহে। যে কোথায় [illegible] যে ধনিকপুত্রেরা সামান্য লোকের [illegible] উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালাভ করিয়া থাকে? [illegible] দীনবংশজাত [illegible] শিক্ষা লাভ করা দুঃসাধ্য নয়। এই কারণে [illegible] ও সম্প্রদায়ের এই রীতি চলিয়া আসি- তেছে যে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন। [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] অনায়াসে সম্পাদন [illegible]। গবর্ণমেণ্টকে [illegible] অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের [illegible] প্রভূত সম্পত্তি আছে, [illegible] বিদ্যালয়গুলির ব্যয় [illegible] বিদ্যালয়ের যেরূপ [illegible] নাই। সুতরাং এদেশে যাহারা [illegible] যে অর্থ সঞ্চিত হয়, [illegible] বায় নির্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের বিদ্যালয়- [illegible] আছে, তাহা কোথা হইতে [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible]। [illegible] ইংরেজের রাজগণ উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ের নিমিত্ত [illegible] এই [illegible] নিমিত্ত [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] কারণ [illegible] নামক [illegible] যে সম্পত্তি দান করিয়া যান, [illegible] ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত [illegible]।

[illegible] প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রের [illegible] প্রত্যেক ছাত্রকে [illegible] শিক্ষালাভ করিতে হয়। [illegible] এদেশে ১২৫ [illegible] লোক প্রতিপালিত [illegible] ছাত্রের বেতন [illegible] পারিবে এক [illegible] উভয়ের তুলনা [illegible] যে অধিবাসিক [illegible] উভয় দেশের [illegible] তুলনা [illegible]।

সে তুলনায় ভারতবর্ষের শিক্ষার্থে যে নিতান্ত অসঙ্গত অধিক করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কি কাহারও সংশয় থাকিতে পারে? [illegible] গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, এদেশের [illegible] সামান্যমাত্র বেতন দিয়া কেবল [illegible] অর্থশালীরাই উচ্চশিক্ষা [illegible] করিয়া থাকেন, এ বড় [illegible] অন্যায়। [illegible] উচ্চশিক্ষার জন্য এদেশে কত অর্থ [illegible] ব্যয় করিয়া থাকেন? ভারতবর্ষে ৮০টী কালেজ [illegible] ১৮৮০০০ টাকা ব্যয় করেন [illegible] কিন্তু ইংলণ্ডের কেবল [illegible] অথবা [illegible] কালেজে গবর্ণমেণ্টের যে অর্থ ব্যয় হয়, [illegible] এখানকার অনেকগুলি কালেজের ব্যয় কুলাইয়া যায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত লোকেরা [illegible] মুখপাত্র স্বরূপ, তাঁহারা প্রজাসাধারণের মধ্যবর্ত্তী। তাঁহারা গবর্ণ- মেণ্টের মনের ভাব প্রজাসাধারণকে বুঝাইয়া দেন, প্রজাগণ তাঁহাদিগের মুখে গবর্ণমেণ্টের ভাব বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে। [illegible] কিছু ইংলণ্ড নহে, এদেশ ইংলণ্ডের বলে অধিকৃত ও অধিকৃত। সুতরাং [illegible] ও ভিন্ন জাতির মনের ভাব সকলে কখন [illegible] উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত লোকেরা [illegible] ও বিজিত উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী একমাত্র [illegible]। এই বন্ধন যত দৃঢ়- তর হয়, ততই প্রজা ও রাজা উভয়ের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিলে এ বন্ধন একান্ত শিথিল হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই। অতএব এই বন্ধন শিথিল করা কোনরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। যাহাতে উত্তরোত্তর অধিকতর উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাই করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষা বন্ধ করা বা তাহার হ্রাস করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে।

———

[illegible] হইতে লণ্ডনযাত্রী রেলওয়ে।

[illegible] চারি বৎসর পরে ইংলণ্ড- যাত্রী [illegible] ছাড়িয়া রেলওয়ের শকটে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিবেন। এখন যে কালেতে যাইতে [illegible] অথবা তদূর্দ্ধ টাকা লাগে, তাই আর তিন চারি বৎসর পরে সেই ইংলণ্ডে যাইতে উচ্চ সংখ্যা আড়াই শত টাকা ব্যয় হইবে। এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে লণ্ডনযাত্রী কাহারাও বেল- ওয়ে শকটে আরোহণ করিয়া পেশোয়ার, কাবুল, [illegible] ও কিছুদূর [illegible] দিয়া কাস্পীয়-হ্রদে উপনীত হইবে, তদনন্তর ষ্টিমারে ঐ হ্রদ পার হইয়া রেলওয়ের শকটে কশিয়া, প্রসিয়া, জর্ম্মনী ও ফ্রান্সের মধ্য

দিয়া গমন করিয়া ইংলিশ চ্যানেলে উপনীত হইবে। অনন্তর ষ্টিমারে দুই তিন ঘণ্টায় ঐ চ্যানেল পার হইয়া রেলওয়েযোগে লণ্ডন নগরে উপনীত হইতে পারিবে। একণে জাহাজের পথে দিয়া ইংলণ্ডে যাইতে চল্লিশ পঁচিশ দিন লাগে, আমাদের এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে দশ বার দিন ইংলণ্ডে যাওয়া যাইবে। আমেরিকা দেশীয় এক জন ধনী ইঞ্জিনিয়র এই রেলওয়ের প্রবর্ত্তক। কিয়ৎকাল হইল এই রেলওয়ের পূর্ব্বকার্য্য আরম্ভ হইয়া সম্প্রতি তিফলিস [illegible] পর্য্যন্ত খোলা হই- য়াছে। তিফলিস [illegible] সাগরের উত্তর পশ্চিমের [illegible] অবস্থিত। ঐ নগর তুর্কোমানদিগের বাণিজ্যের প্রধান স্থান। এই রেলওয়ের পূর্ব্বকার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে, যদি কোন ব্যাঘাত না ঘটে তাহা হইলে যে আর দুই তিন বৎসরে [illegible] পর্য্যন্ত উহা খোলা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ষ্টিমার ছিল না, তখন সামান্য জাহাজে ইংলণ্ড হইতে ভারত- বর্ষে ও ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাতায়াত করিতে হইত। তখন সুয়েজখাল দিয়া ইউরোপ যাত্রীর গমনাগমনের সুবিধা ছিল না, একদা তাঁহাদিগকে আফ্রিকার দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলস্থিত উত্তমাশায় [illegible] দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। এই পথ দিয়া ইংলণ্ডে যাইতে চারি পাঁচ মাস অতিবাহিত হইত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পথ দিয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সুয়েজ হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়া পর্য্যন্ত রেল- ওয়ে প্রস্তুত হওয়ে, ইংরাজেরা উত্তমাশায় ও লোহিত সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষে আসিতেন। ইংলণ্ড হইতে জাহাজে আলেকজাণ্ড্রিয়া আসিত। তাহারা [illegible] হইতে নামিয়া রেল ওয়ে শকটে উঠিয়া সুয়েজে আসিয়া পুনর্ব্বার যে জাহাজে উঠিতেন ঐ জাহাজ ভারতবর্ষে উপনীত হইত। ইহাতেও দুই তিন মাস অতিবাহিত হইত। এই সময়ে ষ্টিমারের সৃষ্টি হয়। ষ্টিমার এই পথ দিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু এই পথে যাইতে এক মাসেরও অধিক সময় লাগিত বলিয়া ইউরোপ যাত্রীরা আরবদেশ হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত ষ্টিমারে [illegible] তথা হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে এবং আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে ইটালির উপকূলস্থিত ব্রিন্দিসি পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ষ্টিমারে যাইয়া ব্রিন্দিসি হইতে রেলওয়ে যোগে ইংলণ্ডে উপনীত হইতেন। এক্ষণে কেবল একবার যাত্রীদিগকে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার জন্য তিন চারি ঘণ্টা ষ্টিমারে অবস্থিতি করিতে হয়। অদ্যাপি ইউরোপযাত্রীরা এই পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন। ইহাতেও ইংলণ্ডে

যাইতে চব্বিশ পঁচিশ দিন লাগে। যাহাতে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিতে এত সময় না লাগে এজন্য ইংরাজেরা সকল, যাইট বৎসরাবধি নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রায় পঁচিশ বৎসর অতীত হইল অ্যাণ্ডু সাহেব একজন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়র ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ইউফ্রেটিস নদীর ধার দিয়া পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব করেন। যদি এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইত তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিতে উর্দ্ধসংখ্যা সময় আঠার দিন লাগিত। কিন্তু যখনই অ্যাণ্ডু সাহেব তাঁহার প্রস্তাব ইংলণ্ডের রাজকর্মচারিদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তখনই ঐরূপ একটী না একটী নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াতে অ্যাণ্ডু সাহেবের মনোবাঞ্ছা সফল হয় নাই। সুতরাং অ্যাণ্ডু সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী ইঞ্জিনিয়রেরা এই চিরাকাঙ্ক্ষিত রেলওয়ে করিতে দেন নাই বলিলেই হয়।

এত দিন যে এই রেলওয়ে প্রস্তুত হয় নাই তাহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না কিন্তু এই রেলওয়ে প্রস্তুত করা এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কাস্পীয়হ্রদ হইতে যে রেলওয়ে হইতেছে তদ্দ্বারা বসরাই অথবা সেলুসিয়া বন্দর হইতে সাত আট দিনে ভারতবর্ষে আগমন করা যাইবে। রুশরাজ সাই বলুন আর না বলুন ভারতবর্ষ অধিকার করিতে তাঁহার যে একান্ত ইচ্ছা আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের বল বিক্রম অধিক, বলের দম্ভেই, এই ভয়ে সহসা রুশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইতেছেন না। এদিকে তাঁহারা তুর্কোমানদিগের অধিকারে পর্য্যন্ত একরূপ দখল করিয়া লইয়াছেন। আফগানিস্থান হইতে যে বড় দূর তাহা নহে। যদি মার্ভ পর্য্যন্ত তাঁহারা রেলওয়ে প্রস্তুত করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ আক্রমণ জন্য কাস্পিয়া হইতে তাঁহারা ক্রমাগত বহুতর সৈন্য আনয়ন করিতে পারিবেন এবং যদি ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হয় তাহা হইলেও রুশরাজ আর্মেনিয়া অথবা সেনা বলপূর্ব্বক প্রেরণ করিতে পারিবেন। রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে সৈন্য আসিতে সাত আট দিবস লাগিবে মাত্র। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে হইলে চব্বিশ পঁচিশ দিন লাগিবে। বাস্তবিক ভারতবর্ষে কিছু তত অধিক নাই যে ইংরাজেরা তাহা লইয়া তিন চারি লক্ষ রুশ সেনার সম্মুখীন হইতে পারেন। সুতরাং যুদ্ধ বাঁধিলে যখন সৈন্যের প্রয়োজন হইবে তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যের বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে। সমুদ্র পথে এত সুবিধা থাকিলে অনর্থ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। অতএব যাহাতে ইউরোপ হইতে অল্পসময়ে আসিতে পারা যায় এবং প্রয়োজনমত এদেশে সৈন্য আনয়ন করা যাইতে পারে তাহার উপায় করা উচিত। এই সুবিধার জন্য [illegible] দিয়া রেলওয়ে হইলে যে এ বিষয়ে অনেক সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে আমরা মৃত মন্ত্রী বিকন্সফিল্ডের বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেছি। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ উপলক্ষে বার্লিন নগরে যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি যে ইংলণ্ডের জন্য সাইপ্রস লইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা সম্যক প্রকাশিত হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতে কখন ইংলণ্ডের সহিত রুশিয়ার যুদ্ধ বাঁধে তাহা হইলে ইংলণ্ড যুদ্ধের উপক্রম দেখিবা মাত্র সাইপ্রসে অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সাইপ্রস হইতে এখানে শীঘ্র শীঘ্র সৈন্য প্রেরণ করার যেমন সুবিধা তদ্রূপ তথা হইতে সৈন্য লইয়া রুশরাজের দেশে গিয়া যুদ্ধ করারও একরূপ সুবিধা। ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডের সহিত রুশরাজের যুদ্ধ বাঁধিলে সাইপ্রস ইংরাজদিগের সৈন্য সমাবেশের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। তদ্দ্বারা ভারতবর্ষ রক্ষার যেমন সুবিধা হইবে, রুশ [illegible] দেশকে বিপদগ্রস্ত করিবারও তদ্রূপ সুবিধা হইবে। কিন্তু সাইপ্রসে ইংরাজ সেনা থাকিলেও ইউফ্রেটিসের উপকূল দিয়া রেলওয়ে করা একান্ত আবশ্যক। কেননা এই রেলওয়ে প্রস্তুত থাকিলে যুদ্ধকালে সাইপ্রস হইতে ভারতবর্ষে সৈন্য আনয়ন করিবার যেমন সুবিধা হইবে [illegible] সৈন্য প্রেরণ করিবারও তদ্রূপ সুবিধা হইতে পারিবে।

ইউফ্রেটিস নদীর উপকূল দিয়াই হউক আর মাক্রু ও আস্ত্রাবাদ দিয়াই হউক রেলওয়ে হইলে ব্যবসায়ের যে কত সুবিধা হইবে [illegible] যায় না। তাহা হইলে আমরা [illegible] এক্ষণকার অপেক্ষা অধিক [illegible] পারিব। ইউরোপের সহিত [illegible] অপেক্ষা অধিকতর [illegible] হইবে।

[illegible] সংবাদপত্রে দেখিলাম, [illegible] এক [illegible] সভায় অধিবেশন হইয়াছিল, অনেক [illegible] সম্ভ্রান্ত লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, [illegible] মান্যবর [illegible] সাহেব এই সভায় কৃষিকার্য্যে [illegible] উপযোগিতার বিষয়ে একটী উত্তম বক্তৃতা করিয়াছেন, আমরা [illegible] তাহার [illegible] পাঠ করিয়াছি, বস্তুত আমাদিগের দেশের কৃষকেরা ইহার উপযোগিতা [illegible] অনুভব করিতে পারে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে কৃষির উৎকর্ষসাধন বৃদ্ধি হয় [illegible] অবগত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের [illegible] এরূপ [illegible] প্রতিবাসিদিগের [illegible] অনেক [illegible] অনেক বিষয়ে [illegible] লোকে ভোগ করিতেছে, [illegible] অবস্থায় [illegible] অবহেলা করা হইতেছে এবং [illegible] অনেক পরিমাণে হীন হইতেছে। জমিতে সার দেওয়া পূর্ব্বে [illegible] একটী নিয়মমধ্যে পরিগণিত ছিল, কিন্তু অধুনা অত্রদেশে কৃষকদিগকে আর সে এই সার [illegible] দেখা যায় না, [illegible] অধিক পরিমাণে আছে, এই কারণে ঐ সকল দ্রব্য জমিতে দিলে [illegible] উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়। [illegible] সার দিবার পূর্ব্বে [illegible] যে জমিতে [illegible] ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জমিতে নিয়মিত সার দেওয়াতে এখন [illegible] ফসল উৎপন্ন হইতেছে। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন যাহাতে কৃষিবিদ্যার চর্চা হয় তাহার নিমিত্ত এদেশের [illegible] গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে একটী কালেজ খোলা উচিত।

বাস্তবিক [illegible] সাহেবের প্রস্তাব যে অতি উপাদেয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বিনা [illegible] তিনি কালেজ খুলিবার [illegible] তাহা আমাদিগের বিবেচনায় [illegible] হইতেছে না, বঙ্গদেশের [illegible] অতি অল্প [illegible] তাঁহাদিগের উপর [illegible] সুবিধার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে উহা [illegible] কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই, [illegible] গবর্ণমেণ্ট যদি উদ্যোগী হইয়া [illegible] লইয়া এই মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ একটী কালেজ হইতে পারে। [illegible] কৃষিকার্য্য [illegible] শিক্ষা নিমিত্ত [illegible] এইরূপ একটী কালেজ প্রতিষ্ঠিত [illegible] লোকে [illegible] শিক্ষা [illegible] ইংলণ্ডের কৃষিবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে [illegible] সেক্রেটারী [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] তিনি যদি এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়া [illegible] শিক্ষার নিমিত্ত এদেশে একটী কালেজ [illegible] হইলে দেশহিতৈষীদিগের [illegible] নাম [illegible] হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ২৯ এ নবেম্বর। [illegible] অপেক্ষা [illegible] বিদ্যালয় [illegible] একটী ধোপ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[illegible] সভায় শিক্ষিতদের সম্বন্ধে [illegible] উঁহারা [illegible]

[illegible] নবেম্বর। [illegible] বিসমার্ক [illegible] করিলেন তিনি [illegible] এবং [illegible]

[illegible]

[illegible] কাৰ্য্য [illegible] অবৈধ [illegible] ছুরীর [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১০ এ নবেম্বর। [illegible] বালিকা [illegible] এক বালিকা [illegible] প্রকাশিত [illegible] উঁহাকে তাহার [illegible] দিয়াছে।

[illegible] ১ লা ডিসেম্বর। [illegible] একটী টেলিগ্রাফ [illegible] কন্ষ্টাণ্টিনোপলের [illegible] নূতন [illegible] শিরার [illegible] অর্পণ করিয়াছেন।

[illegible] করিয়াছেন [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১ লা নবেম্বর। [illegible] বিনাশ [illegible] ইউরোপীয় [illegible]

[illegible] ২ রা ডিসেম্বর। [illegible] একটী সভা হইয়াছিল [illegible] কর্ষিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, [illegible] এক ব্যক্তি এই খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট ভূমি চাহিয়াছেন।

আমাদের [illegible] গবর্ণর জেনেরল শুক্রবার বেলা [illegible] মিনিটের সময়ে কলিকাতায় রাজপ্রাসাদে আগমন করিয়াছেন।

[illegible] দিন [illegible] লইয়া [illegible] হিন্দু ও মুসলমানে মারামারি হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের অনেক লোক আহত হইয়াছে।

[illegible] পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের [illegible] পরীক্ষা (জ্যোতিষ) শ্রীযুক্ত [illegible] রায় কর্তৃক [illegible] হইতে অনুবাদিত। [illegible] ব্যাকরণ শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক [illegible], [illegible] মাসিক পত্র ২ য় সংখ্যা। [illegible] বামাবোধিনী পত্রিকা, [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত। [illegible]

সম্প্রতি বিলাতে [illegible] আয়ল ওয়াসী [illegible] সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিয়া দগ্ধ করিয়াছে।

[illegible] নিকটবর্ত্তী স্থানের ব্যক্তি [illegible] বাহিরে [illegible] কোন [illegible] হইলে অপেক্ষাকৃত অনেক [illegible] পারে। এই সংবাদ [illegible] করিবার [illegible] নূতন [illegible] বাহিরে [illegible] তাহার বার্ষিক [illegible] হইতে ৮০ লক্ষ টাকা, এবং [illegible] ১৫০০। [illegible] আবাদিক, [illegible] ঢাকের বার্ষিক [illegible] তিন লক্ষ টাকা, [illegible] বার্ষিক বেতন ১৫০ হইতে ১৮০। [illegible] বেতন ১৯০ হইতে ২৮০। [illegible] কোন অর্থের [illegible] না।

[illegible] সাহেব [illegible] একজন দেশীয় [illegible] তাহাকে [illegible] কিয়ৎক্ষণ অনবধান [illegible] তাহার [illegible] এক ইউরোপীয় [illegible] সাহেব তাহাকে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে [illegible] আঘাত করেন, বিচারকালে সাহেব [illegible] মিলিটারি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া [illegible] ব্যক্তিকে [illegible] করিয়াছেন।

১ লা জানুয়ারি হইতে [illegible] বিভাগের [illegible] নূতন [illegible] মূল্য নিরূপিত হইবে। যে সংবাদ [illegible] এমন সংবাদের ৮ টী শব্দের মূল্য ৮০ আনা, যাহা অপেক্ষা সত্বর প্রেরণ করা আবশ্যক তাহার ৮ টী শব্দের মূল্য এক টাকা এ [illegible] প্রেরণ করিতে হইবে তাহার ৮ টী শব্দে ২ দুই টাকা।

[illegible] সাহেব [illegible] করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বাল্যাবস্থায় তিনি কিছু [illegible] শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি পুনর্ব্বার ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন।

লর্ড রিপন কলিকাতায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে [illegible] অবস্থান করেন। মহারাজ [illegible] সময় [illegible] অভ্যর্থনাতে আগমন করিয়াছিলেন, এখানে [illegible] সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

১ লা জানুয়ারি হইতে [illegible] সহিত [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে [illegible] চলিবে।

৮ ই ডিসেম্বর [illegible] নামক স্থানে এক সভা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্র আলবানি এই সভায় ভদ্রলোকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন, "ভদ্রমহোদয়গণ! আমার অদৃষ্ট অপরের অপেক্ষা কিছু চমৎকার। এই স্থানের সহিত আমার সম্পর্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলিয়া আমার কথা বলিবার অধিকার আছে। [illegible] আমি [illegible] হই, লণ্ডনের অধিবাসী, আমি বিবাহ করিয়াছি জর্ম্মেনিতে, আমার জন্ম স্কটলণ্ডে। কেবল মধ্যে গ্রীক এই কথাটী বলিলে ঠিক হইত।

যশোহরের লড়াইলের অন্তর্গত চিত্রাপাড়ের তালুকদার বাবু চিন্তামণি সিংহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সেটেলমেণ্ট সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়াছেন

বঙ্গদেশ ও কটকের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা সাধারণতঃ সন্তোষকর কিন্তু কটক ও বালেশ্বরে বৃষ্টির অভাবে আমনধান্য ভাল হয় নাই। স্থানে স্থানে ধান্য কাটা হইতেছে। রবি শস্যের বপন কার্য্য চলিতেছে। কোন কোন স্থানে বৃষ্টির অভাব হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

বোম্বাইয়ের খোজাজাতীয় এক স্ত্রীলোক অলঙ্কারের লোভে একটী বালিকার প্রাণ বধ করাতে দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী বিচারকালে আদালতে এই বলিয়া জবানবন্দী দেয় যে দারিদ্র্যই তাহার এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ। সত্য কি বোম্বাইয়ে অধিক লোকের এত কষ্ট।

ভারতেশ্বরী বিলাতের স্ত্রীচিকিৎসকদিগকে অন্তঃপুরের চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশে পূর্ব্বে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার মর্ম্মস্পর্শী অক্ষরে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের জন্য যে সকল স্ত্রীচিকিৎসক এদেশে আসিবেন তাঁহারা তাঁহাদিগের বেতন প্রভৃতি দিবেন বটে, কিন্তু যদি তাঁহারা অন্যের কার্য্যে যান তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

ব্রাডফোর্ড সাহেব বলেন [illegible] নামক স্থান হইতে সূর্য্যের উত্তাপপরিমাণশক্তি কত তাহার পরিমাণ গ্রহণ করিবার যেমন সুবিধা আছে এমন অন্যস্থানে নাই, যে সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে ১২ শত ফিট উচ্চ,

পরিমাণ গ্রহণ করেন [illegible] যিনি তথায় লোক প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কার্য্য করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ডাণ্ডি উইক [illegible] নামক একখানি সংবাদ পত্র বলেন কর্ণেল [illegible] নামক স্থানে একটী গাভী আপন বৎসকে পরিত্যাগ করিয়া চারিটী বেরালছানাকে নিজ স্তনদুগ্ধ পান করাইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে টেলিগ্রাফ যোজন করিবার জন্য সমুদ্রগর্ভে গবর্ণমেণ্টের যে তার আছে সেই তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানে ছিঁড়িয়াছে তাহা নিরূপণ করিয়া সারিবার নিমিত্ত জনা ম্যাকে সাহেব ২৫ এ নবেম্বর [illegible] যাত্রা করিয়াছেন।

লাইভহেক্টার [illegible] নামক সংবাদ পত্রে [illegible] বেলজিয়ম সংবাদদাতা [illegible] নামক [illegible] সন্নিকটে একটী গাভী একটী খাল পার হইবার সময়ে দৈবাৎ পড়িয়া এক খানি পা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এক জন চিকিৎসক তাহার সেই ভাঙ্গা পা কাটিয়া এক খানি কাষ্ঠের পা লাগাইয়া দিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গাভীটী এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সঞ্চারণ করিতেছে।

শুনা যাইতেছে জেলা ২৪ পরগনার অন্তর্গত আলিপুরস্থ আদালত সমূহ আলীপুর হইতে উঠাইয়া শিয়ালদহের [illegible] অট্টালিকায় আনা হইবে; যেখানে এক্ষণে ক্যাথেড্রাল স্কুল ও [illegible] আছে তথায় আনা হইবে। ক্যাথেড্রাল স্কুল ও [illegible] আলীপুরের কাছারি সকলে যাইবে। আলীপুরে কেবল এক জন মুন্সেফ ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট থাকিবেন।

পোর্ট কমিশনরেরা [illegible] হইতে চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে খুলিবার কল্পনা করিয়া মিউনিসিপালিটীর নিকট ৮ ফুট প্রশস্ত ভূমি প্রার্থনা করিয়াছেন। এ বিষয় এক্ষণে তাঁহাদিগের বিবেচনাধীন আছে।

আয়ুব খাঁ পারস্যদেশে প্রস্থান করিয়াছেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লাহোরের লোকেরা যে আবেদন করিয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে পার্লিয়ামেণ্টে [illegible] বিবেচ্য হইবে। ডাক্তার [illegible] পীড়িত [illegible] নামক গ্রন্থে ইহার সবিস্তর বিবরণ লিখিত আছে।

বর্দ্ধমানের [illegible] মহারাজকুমারের তত্ত্বাবধায়ক [illegible] সাহেব স্থানান্তরিত হওয়াতে মহারাজকে

আমরা অবগত হইয়া সুখী হইলাম নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যথা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মিডেল টেম্পল হইতে, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীকৃষ্ণ ঘোষ লিঙ্কনসইন হইতে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীরামপুরের [illegible] এস, পি, সিংহ, ও এস, পি, সিংহ, ১ ম [illegible], ২ য় আইন শিক্ষার্থ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও এম, এন, ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইবার জন্য।

এবার কলিকাতা হাইকোর্টের [illegible] ১৬টী মকদ্দমা বিচার [illegible]।

[illegible] এক্সিবিশন নামক এক [illegible] করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এই বহু বহু [illegible] এই অভিপ্রায়ে [illegible] যে সমস্ত কোন কয়েদী [illegible] কারাগারে [illegible] করিবে [illegible] আবদ্ধ [illegible] পারিবেন।

আমরা অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি মেদিনীপুরের সুপ্রসিদ্ধ বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ও সদাশয় লোক ছিলেন; ইনি [illegible] যখন মুন্সেফি করিতেন তখন তাঁহার সুবিচারে অর্থী প্রত্যর্থী সকলেই যার পর নাই সুখী হইয়াছিল।

[illegible] থাকিলে [illegible] হইয়া যায় এবং [illegible] হইলে পুনর্ব্বার [illegible] হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া [illegible] লোকদিগকে মিউনিসিপাল কর হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অধ্যাপক [illegible] বহরমপুর নিবাসী বাবু রামদাস সেনকে একখানি পত্রে নিম্নলিখিত বিষয় লিখিয়াছেন যথা "যদিও আমি কখন ভারতবর্ষে যাই নাই সত্য কিন্তু আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষীয় সাহিত্য ও ভারতবাসীর [illegible] অতিবাহিত করিয়াছি। আমি যদি ভারতবর্ষে [illegible] তাহা হইলে আমার [illegible] হইত। [illegible] আমি পূর্ব্বকালের [illegible] ভারতবাসীদিগের [illegible] উৎসাহ এবং প্রাচীন সাহিত্য [illegible] দেখিতে ইচ্ছা করি। তোমাদিগের [illegible] অপেক্ষা [illegible] উত্তম [illegible] তোমাদিগের বিশেষ [illegible] উচিত। ইউরোপের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ কর কিন্তু ইউরোপীয় হইবার চেষ্টা করিও না। তোমরা যে মহৎ সন্তান আছ সেই মহত্তের সন্তান থাক। তোমরা পবিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারে, [illegible]

বিষয় এই যে ভারতবর্ষবাসী ইংরাজদিগের অধিকাংশেরই ইহার বিপরীত মত।

বোম্বাইয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষকদিগের দোষে প্রশ্নপত্রগুলি পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। এই কারণে পুনর্ব্বার নূতন প্রশ্ন বাছিয়া স্থির করা হইতেছে।

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল এবার রেলওয়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম। বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বাষ্পযানের যেই রেলওয়ে ৮৭০ টী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইহাতে ৫ জন আরোহী হত ও ১০ জন আহত হইয়াছে। রেলের দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য প্রকার দুর্ঘটনায় ৭ জন আরোহীর মৃত্যু ও ৩১ জন আহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল দুর্ঘটনায় কোম্পানীর ৪১ জন লোক হত ও ২১ জন আহত হইয়াছে।

আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেলীর সম্প্রতি উপলক্ষে বেতিয়ারাজ্যভবনে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ মহাশয়েরাতে তাঁহাকে ভোজ দিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাজি ও সমস্ত প্রাসাদ আলোকিত করা হইয়াছিল, মহারাজ ও তাঁহার পুত্র কুমার সাহেব তাঁহার অভ্যর্থনার্থ রাজভবন হইতে দশ মাইল দূরে এক স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, শেষে নজর আদি প্রদান করিয়া সমাদরের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে মহারাজের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

একটীপণ জনৈক ব্রাহ্মণ স্ত্রীর এক রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয় হইয়াছিল, রোক্কা তাহা অবগত হইয়া ক্রোধ সম্বরণে অক্ষম হইয়া তাঁহার হস্ত ও একটী নাসিকা ছেদন করিয়া অবশেষে ঐ রমণীকে নিক্ষেপ করিয়াছে।

বর্দ্ধা জেলের একজন স্ত্রীলোক কয়েদী জেলের প্রাচীরমধ্যস্থ একটী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়। দৈবক্রমে তাহার পা পিছলিয়া যাওয়াতে সে জলমগ্ন হয়, অপর কয়েদিনী এই ঘটনা দর্শন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে যায়; কিন্তু সেও জলমগ্ন হয়, আর এক কয়েদিনী এতদর্শনে স্থির থাকিতে না পারিয়া উহাদিগকে উঠাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সেও জলমগ্ন হয়। অবশেষে কয়েদিনীদিগের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত অপর কয়েদিনী এই কথা শুনিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ পূর্ব্বক সাহস সহকারে সন্তরণ দিয়া তাহাদিগের তিন জনকে উদ্ধার করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব এই বিষয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের গোচর করাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১ অব্দের নবেম্বর। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সেখ ফোজেল ১৭ ই নবেম্বর হইতে এক মাস ছুটী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯ এ নবেম্বর। মেদিনীপুরের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪ দিনের ছুটী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চম্পারণের অন্তর্গত বেতীয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিহারী প্রসাদ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন, ছুটি অবশিষ্ট কিছু দিনের জন্য পাটনা বিভাগের ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ বসু ১৯ দিন বিদায়ের যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা রহিত হইল।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মি, এচ অডায়েল সাহেব ঢাকাদিগের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, ৭ ই তাঁহার প্রতি যে আদেশ হইয়াছিল, সে আদেশ রহিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ফুর্ভিয়র সাহেব অস্থায়ী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গীতানাথ মুখোপাধ্যায় পুরীর সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

চম্পারণের অফিসিয়েটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফৌজদারী আইনের ক্রিমিনাল ১০ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুপুর অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ময়মনসিংহের অফিসিয়েটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী ১ লা ডিসেম্বর হইতে দেড় মাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভগবান চন্দ্র বসু ১২ মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত কাপ্তান বাখরগঞ্জের ক্যান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ ওয়াটসন সাহেব বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

চাকার ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ জে, টুইডি সাহেব বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র পাটনায় বদলী হইলেন, ইঁহার প্রতি মুর্শিদাবাদে যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

২৯ এ নবেম্বর। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হাক ফুকসাহেব কলেজের প্রিন্সিপাল অস্থায়ী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ নবেম্বর বীরভূমের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে হইয়াছেন, বাখরগঞ্জের অস্থা, এল, সেক, মুঙ্গেরের সি, জি, ডে, মহমদ সিংহের আর, এস, পীগট, চম্পারণের অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, পদফোর্ড লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮ এ নবেম্বর। হাবড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার পোষ সাহেব ফৌজদারী আইনের ১৪৪, ১৪৭, ৪১, ৪৭১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ইনি আরো ১৬৬ ধারানুসারে ২ য় ও ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট দিগের বিচারের আপীল শুনিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

কলনীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কাওয়েল সাহেব ও বারাকপুরের ক্যান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট লিয়েট কার্টার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহারা ২০২ ধারানুসারে সরাসরি মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

বাবু মুরারীলাল ঘোষ বি, এল, দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর মুন্সেফ হইলেন। এই আদেশ দিবার পূর্ব্বে বাবুর উপর যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

এটর্ণি বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন মেদিনীপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু তিন দিবসের অবস্থিতি করিলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ বাবু যোগেশ চন্দ্র মিত্র, বি, এল, ও মাসের জন্য সাতক্ষীরার অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

নোয়াখালির দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু অশ্বিনী চন্দ্র গুপ্ত ২ মাস ২০ দিন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

সোমপ্রকাশের পাঠকগণ গত সপ্তাহের বিবিধ সংবাদস্তম্ভে বক্রিদের দিন মুঙ্গেরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তুমুল বিবাদের কথা পাঠ করিয়াছেন। উক্ত বিবাদের প্রবল অগ্নি আজকাল ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষম বহ্নি যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দণ্ড দণ্ডনের জলে নির্ব্বাণ হইবে এরূপ আশা নাই, অর্থাৎ বাদিপ্রতিবাদী দুই দলের বিচার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয় সমাজের গৃহসকল স্পর্শ করিয়া দেখা যায়, তবে ইহাই প্রতীত হয়, যেন দিন দিন বিদ্বেষবহ্নি তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভস্ম করিয়া তুলিতেছে। হা! যে দম্ভ সম্প্রদায়ের সোপান স্বরূপ ও সাধিত্রয়ী সহায় মাত্র তাহার চরম লক্ষ্য, আজ সেই ধর্ম্মাচার্য্যরা জীবন খোর রণ রঙ্গে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গত বর্ষ হইতে এক দৈবদুর্ব্বিপাক প্রবৃত্ত এই দৈব-দুর্ব্বিপাক আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। মুরাদাবাদ, অমৃতসর, মুজাপুর, মুলতান, কাশী, ফাজিলকা, আলীগড়, লাহোর, জামালপুর, কাশিপুর, এবং মুঙ্গের প্রভৃতি অনেক স্থানেই এই অপবিত্র-পাবকে দগ্ধ হইতে চলিল। এখনও যে এই অগ্নি কতস্থানে প্রজ্বালিত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে!! মুঙ্গেরের যে বিবাদবহ্নির উত্থাপন করিয়া

আমরা এক কথা বলিলাম, তাহা অদ্ভুত জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন ছিল, ২৯ এ কার্ত্তিক তিনি নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া একজন [illegible] হিন্দু মহাজনকে ৬ মাস, ৩ জনকে ৪ মাস ও আর ও জনকে তিন মাস কারাবাসের আদেশ দিয়া দেন। এই আদেশটী শুনিয়াই হিন্দু-মাত্রেই চকিত ও চমৎকৃত হইয়াছে। কেহই এরূপ আশা করে নাই যে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট একপক্ষেপাতী [illegible] বিচার করিবেন অথবা বিবাদের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। হিন্দুদিগের অনেক যে সাধারণতঃ মুসলমানগণ অপেক্ষা সবল ও কলহপ্রিয় [illegible] তাহারই অবিদিত নাই। অতীব দুঃখের কারণ [illegible] ইহাদের সকলে আমোদ দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করে না। এই বিবাদের মধ্যে হিন্দুগণ সম্পূর্ণ আক্রোশপূর্ণ না হইলেও তাহারা যে অন্যের [illegible] না পারিয়া একদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা সকল-বিবাদের বহির্ভূত। কিন্তু ও মুসলমানে বিবাদ বিচারের দিকে বিচারকর্ত্তাগণ সকলেই হিন্দুদিগকে দোষী স্থির করিতেছেন। হিন্দুগণকে সকল বিবাদের মধ্যে পরাস্ত হইতে দেখিয়া মুসলমানগণ অধিক প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে এই কুটার্থযুক্ত মুকদমাতে কি অবস্থা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। বিবাদ হইলেই বিচার ও দণ্ড-বিধান করা গবর্ণমেন্টের একটী কার্য্য কিন্তু বিবাদ ঘটিবার পূর্ব্বে [illegible] অনুসারে মূল নিপাত করিবার যত্ন বা চেষ্টা করা কি বিচক্ষণ বিচারপতিগণের প্রথম ও প্রধানতম কার্য্য নহে? আমাদের প্রার্থনা যে গবর্ণমেন্ট যখন দেখিতেছেন যে এই গোলযোগ [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] বাঁধিয়া উঠিল, তখন উভয় জাতির মধ্যে একটী বৈজ্ঞানিক সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিন, যেন তাহারা পরস্পর আর বিরুদ্ধভাবে উদ্দাম বিবাদ ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে না পারে। অধিকন্তু গবর্ণমেন্টকে ও উক্ত জাতিদ্বয়কে শুভ-বুদ্ধি দান করুন। মুসলমানগণ মহরম উপলক্ষে হিন্দুগণের নিকট হইতে অতি প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। এমন কি যদি এ প্রদেশের হিন্দুগণ সাহায্য না করেন তাহা হইলে অধিকাংশ [illegible] নাই। হিন্দু ও মুসলমানের এই [illegible] অকৌশল ও মুসলমানদের [illegible] তাহারা হিন্দুদিগের সাহায্য [illegible] হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মুসলমান ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এখানে অনেক হিন্দুকে [illegible] করিতে ও শোক-চিহ্ন ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। কতকগুলি হিন্দু এরূপ আছে যে তাহারা দুর্গা বা কালীর নিকট বলি দেওয়া [illegible] ভোজন করে না কিন্তু [illegible] পবিত্র-বোধে ভোজন করে। হা! বেরারবাসী হতভাগা হিন্দুগণ! তোমরা কি জাতীয় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়াছ? বেরারের যে সকল প্রকৃত হিন্দু সন্তান আছেন তাঁহারা হিন্দুদিগের মধ্যে [illegible] হিন্দু ও [illegible] মুসলমানের সামাজিক [illegible] অবসান [illegible] করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

বেরার হইতে সোমপ্রকাশের [illegible]

আবে যে আমলাপুরের [illegible] কলেক্টরী [illegible] মোক্তার [illegible] তাহার বিবাদের গোলযোগে পড়িয়া জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৬ মাসের কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হন, ক্রমে তাহা হাইকোর্ট [illegible] প্রদান হইয়া তাহারা নিরপরাধে কারামুক্ত হইয়াছেন। আমলাপুরের এক জঘন্য বিচার [illegible] হয় নাই, [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] ছিল। হাইকোর্টের বিচারে অধিক মকদ্দমা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয় এবং উক্ত আদালত আমলাপুরের [illegible] পোষ করিয়া রেলওয়ে কোম্পানিকে একরূপ আদেশ দেন যে তাহারা [illegible] বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে না। রেলওয়ে কোম্পানী আর অভিযোগ না করিয়া তাহাদিগকে পদচ্যুত ও বদলী করিয়া [illegible] স্থানান্তরিত করিলেন। [illegible] দোষে অভিযুক্ত ও কারাবাস দণ্ড ভোগ করিলেন। "ধর্ম্মের জয় [illegible]।"

[illegible] বৎসর তাহার উৎসবে হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এ বৎসর পুলিস [illegible] কোন দিন [illegible] হিন্দু ও [illegible] দোকানে [illegible] পারিবেন না।

এখানে শীত পড়িয়া আসিয়াছে আর [illegible] উপদ্রব নাই।

অদ্য অগ্রহায়ণ [illegible] শিবাজীর শান্তিপুরের রাজধানী [illegible] কমিশনর শ্রীযুক্ত এফ. বি. [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এফ. [illegible] একজন [illegible] সাহেব শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় [illegible] বাবু [illegible] বাড়ীতে [illegible] দুটী কাঁচা [illegible] করেন। ঐ [illegible] দুটী কাঁচা কদলী বৃক্ষ ও কাঁচা পত্র প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং [illegible] পতাকা উড্ডীয়মান [illegible] ছিল। [illegible]

[illegible] বিদ্যালয় [illegible] করা হইয়াছিল, [illegible] সাহেবদিগের [illegible] কমিশনর [illegible] সাহেবদিগের [illegible] করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। [illegible] কমিশনর [illegible] আমাদিগকে [illegible] আমরা কহিলাম যে [illegible] সাহেবেরা [illegible] উপস্থিত হইলে [illegible] তাহাদের [illegible] করিলেন। [illegible] পুস্তক [illegible] গমন করিলেন। [illegible] আসিয়া [illegible] ছিলেন। [illegible] একজন [illegible] হইল, [illegible] পারিলেন না। সাহেবেরা [illegible] পরিদর্শন করিয়া [illegible] "[illegible]" [illegible] বিদ্যালয় [illegible] করিলেন না। [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] পাইলেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

কয়েক দিন হইল, [illegible] কমিশনর বাহাদুর একটী [illegible] হইয়া গিয়াছে। ঐ [illegible] বাবু [illegible] কমিশনর বাবু [illegible]

এখানে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। এ সম্বাদ-পত্রে কতিপয় পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল যে, জাইন-জোয়েষ্টমান বাবু যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষীর (কেবেল) ... সেটিন সাহেবের ভুল অথবা লিপির দোষ ... স্থানীয় চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডরের পদটী ... দিবেন ও তৎপরিবর্ত্তে মাসিক তিন টাকা বেতনের একজন চাকর রাখিবেন ও চিকিৎসালয় ... অন্যান্য খরচ ... কিছু কিছু কমাইয়া দিবেন এবং সুযোগ বুঝিলে উক্ত চিকিৎসালয়ের ... নেটিভ ডাক্তার বাবুকে বিদায় দিয়া তৎস্থলে একজন অল্প বেতনের ডাক্তার নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু কমিশনর বাহাদুরের ঐকান্তিক, ঐ সকল উদ্দীপ্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত করিয়া দিয়াছেন। ... চিকিৎসালয়ের কার্য্য প্রণালী ... অপরিবর্ত্তিত রহিল, কিন্তু তাহার বিষয় এই যে, ... আমল মতলবটী উদ্ধারের ছলে আপাততঃ ... ভাবে রহিল। অধিকন্তু এই সময়ে আর একটী উৎকট নিয়ম অবধারিত হইয়াছে যে, অতঃপর চিকিৎসালয়ের ব্যবহারার্থ ঔষধাদি অর্থ দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রয় করিতে হইবে না। সুলভ মূল্যে অকৃত্রিম ঔষধ যেখানে পাওয়া যাইবে, চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষগণ সেখান হইতেই ঔষধ ক্রয় করিতে পারিবেন। ... যে সকল ঔষধ ক্রয় করিতে হইবে, ... একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলার সিবিল সার্জ্জন দ্বারা তাহা স্বাক্ষরিত করাইয়া আনাইতে হইবে।

এবার স্থানান্তরে ঘরে ঘরে জ্বর প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটী সকলেই পীড়িত ও শয্যাগত। স্থানীয় ডাক্তার বাবুদের একাদশ বৃহস্পতি বটে, কিন্তু গৃহস্থ যে মনে প্রাণে মারা পড়িতে লাগিল! গবর্ণমেণ্ট এক গ্রাম ... দিয়া যে কয়েক জন নেটিভ ডাক্তার পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের চিকিৎসায় ও ঔষধে কোনরূপ কিছু মাত্র উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই।

(ক্রমশঃ)

এখানকার আদালতে সম্প্রতি যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে "দশ কোটী লাখ টাকা" এই চিত্তাকর্ষক বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ... লক্ষ টাকা না হউক, দেশ-বিদেশে ... অর্থের খবর লইয়া থাকে। সাধারণের বিদিতার্থ আমরা সেই মকদ্দমাটির স্থূল বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতাবাসী প্রসিদ্ধ ধনী বাবু ... ঘোষের পীরপৈঁতির ... মাইল ... অধিবাসী ... নামে একটী বিস্তৃত জমিদারী আছে। সেই জমিদারীর মধ্য ... ভাগ ... করেক মাস গত হইল, সেই ... হইতে একটী বৃদ্ধ স্ত্রী ... কোন স্থানে ... পীরপৈঁতির স্থানে ... লীলা সম্বরণ করে। ... আপন জমিদারীকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া বড় ... বলিয়া, জমিদারীর নায়েব ... অনুমতি দেন।

এ দিকে পীরপৈঁতি, ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ নীলকর সাহেব ... সাহেবের ইজারাভুক্ত ... পীরপৈঁতি কুঠির কর্মকর্ত্তা। কিন্তু ... দিন পরে ... দেখিলেন, কেহই আর ... অনুসন্ধান করে না। তখন তিনি ... সম্পত্তি ... লইয়া ... পাঠাইয়া দেন। জমিদারীর নায়েব তাহা জানিতে পারিয়া প্রথমে তাহা চাহিয়া পাঠান; কিন্তু না পাওয়াতে অগত্যা আদালতে সাহেবের নামে ... তাহাতে ৩০০ টাকার দাবী দিয়া অভিযোগ করেন। বিচারে ৩০ ... টাকার স্থানে ৫ টাকা ডিক্রী পাইয়াছেন! এখন শুনিতেছি, মকদ্দমা আবার চলিবে। ... সুসম্পাদিত হইল না।

পীরপৈঁতি ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার এক জন সদাশয় ভদ্রলোক। তাঁহার আচরণে সকলেই সুখী হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার উপর ... হইয়াছেন। বুঝি তাঁহাকে অকারণে ... লইয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়। যদি সত্য সত্যই ... রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন; ... প্রতি অবিচার প্রদর্শন করা হইবে। আমরা আশা করি সেরূপ কখনই হইবে না। এক্ষণে তাঁহার দোষের কথা একটু বলা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাই, তিনি সাহেবের সম্মুখে উলঙ্গ গাত্রে স্নান করিয়াছিলেন! ও তাঁহার প্রতি ... আড়ি দিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই মাত্র!

মাড়োয়ারি জাতির একতা বড় প্রশংসনীয়, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বরাহাটে বড় ... ঘাট আছে। একটীতে ব্যবসায়ের দ্রব্য চাউল, তিল, গুড় ইত্যাদি। অন্যটীতে তরকারী ও অন্যান্য ফলমূলাদি বিক্রীত হয়। যেখানে ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়, তাহার নাম শিরোমণপুর, উহা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের সময়ে ইহাতে প্রত্যেক হাটে ৭০০০০।৭৫০০০ টাকার মাল বিক্রীত হয়, অধিকাংশই বরাহাটে পীরপৈঁতির অধীন। বরাহাটেই ২৫।৩০ ঘর মাড়োয়ারি বাস করে। সম্প্রতি পীরপৈঁতি কুঠির সাহেবের এক জন মাড়োয়ারির নামে বাকি খাজনার অভিযোগ করিয়া ডিক্রী করায় সকল মাড়োয়ারি অপমান বোধ করতঃ পরামর্শ করিয়া ও সকলকে পরামর্শ দিয়া এবার হাটটী উঠাইয়া দিয়াছে। যে হাটে প্রতি হাটে ৬।৭ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়, সেই হাটে এক দিন জনপ্রাণীরও সমাবেশ হয় নাই! ইহাতে দৈনিক সাহেবের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতি নিবন্ধন বোধ হয় আগামী হাটে একটী মীমাংসা হইয়া যাইবে। যাহা হউক মাড়োয়ারির একতাকে ধন্য।

আজকাল অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পূর্ব্ববৎ। দৈবদুর্ব্বিপাক আশাতীত। বাজার দর মন্দ নহে।

(ফেণী) —২০।১১।৮১।

করেক বৎসর হইল, এই নগরে একটী হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার কার্য্য এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হয় নাই। এ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রীবর্গকে পুরস্কার বিতরণের নিমিত্ত কাছারী গৃহে গত ১৮ ই কার্ত্তিক এক সভা হইয়াছিল।

সভাস্থলে কমিশনর সাহেব, ডাক্তার ... সাহেব, তিন জন ইংরাজ মহিলা, ... উপস্থিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ ছাত্রীদিগের কবিতা পাঠের পর তাহাদিগের সুচীকর্ম্ম প্রদর্শিত হয়। তৎপরে কমিশনর সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। ৪০ টাকা মূল্যের রূপার ফুল, পদ্ম, পুত্তলিকা ও ছবি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ... ৬টী রূপার কর্ণফুল পুরস্কার দিয়াছেন। পরিশেষে কমিশনর বালিকাদিগের বিবাহের পর তাহাদের শিক্ষাবিষয়ে সাধারণকে মনোযোগী হইতে বলেন, এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে সাধারণে যাহাতে যত্নবান হন তদ্বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এ বিদ্যালয়ে এক্ষণে ২৫টী ছাত্রী পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে মাসিক ১৫ টাকা সাহায্যদান করেন এবং ১৬ টাকা চাঁদা উঠে। এই ৩১ টাকার মধ্যে ৩০ টাকা মাসিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা উঠিয়াছে।

ফেণীকুঠীর রাজা	৫০০ টাকা
চৌধুরী ... দাস	৫০০
রাজা ... দে	২৫০
অন্যান্য ব্যক্তি	৫০
	১৩০০ টাকা

... বালা ... ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত বার্ষিক ২০ টাকা দিতে স্বীকৃত

করিয়াছেন। এক জন ছাত্রীদিগকে সূচিকর্ম্ম শিখাইতেছেন। ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু রামব্রহ্ম চক্রবর্ত্তী উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক। তাঁহার যত্নে উহার কার্য্য অতি ভাল [illegible] হইতেছে।

উড়িষ্যার বার্ষিক বিজ্ঞাপনী বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিষয়ের কিছু উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমান বর্ষের মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা অধিক। যথা,—

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	[illegible] জন	[illegible] জন
পুরী	[illegible]	[illegible]
বালেশ্বর	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]

এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, এ বৎসর লোকের স্বাস্থ্য পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা মন্দ। যদি বালেশ্বরে পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা এ বৎসর মৃত্যুর সংখ্যা কম, তথাপি [illegible] বালেশ্বরের লোক [illegible] শত করা [illegible] জন [illegible] সন্তোষজনক নহে। কটকে শত করা দুই জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ওলাউঠা রোগ অনেক কম, তথাপি মৃত্যু পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক। যথা:—

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	[illegible] জন	[illegible] জন
পুরী	[illegible]	[illegible]
বালেশ্বর	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]

ওলাউঠা রোগ যেমন কম, বসন্ত সেই পরিমাণে বেশী। উহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে:

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	[illegible]	[illegible]
পুরী	[illegible]	[illegible]
বালেশ্বর	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

[illegible] অন্যান্য রোগ অধিক হইয়াছিল।

কটক জেলার অন্তর্গত [illegible] থানার এক হেডটি পোষ্ট মাষ্টার মনি অর্ডারের টাকা হইতে [illegible] টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উহা প্রকাশ হওয়াতে তিনি স্বদেশে পলাইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়াছেন।

এ অঞ্চলের শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। শস্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। ধান চাউল খুব সস্তা দরে বিক্রীত হইতেছে, প্রায় কোন সামগ্রী মহার্ঘ নহে।

[illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহার অবস্থা ভাল নহে। [illegible] রাস্তার দুই স্থানে খাল আছে। এক স্থানে [illegible] হইয়াছে, আর এক স্থানে [illegible] না হওয়াতে লোকের যে কি প্রকার কষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এমন দিন দেখা [illegible] যে লোকে পার হয়। সুতরাং [illegible] পার হওয়াতে বিলম্ব ও কষ্ট হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ বৎসর ছাত্রবৃত্তি এবং মধ্যবৃত্তি পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এই পরীক্ষার সাহিত্যের প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। আমরা জানি মধু বাবু ছাত্রবৃত্তির সাহিত্যের পরীক্ষক। তিনি এক জন বিজ্ঞ লোক হইয়া বালকদিগকে কেন যে এরূপ কঠিন প্রশ্ন দিলেন, আমরা উহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। [illegible] বিস্তর এবং ব্যবচ্ছেদ প্রশ্ন [illegible] কঠিন প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। এই কারণে অনেক বালক এবার বোধ হয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

[illegible] আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বাবু বিনোদকুমার চক্রবর্ত্তী তিন মাসের অবকাশ পাইয়া স্বদেশে যাইতেছেন। কেন্দ্রাপাড়ার কাননগোকে [illegible] কাগজ দেখাইবার নিমিত্ত কোর্ট একটি [illegible] সাহেব কর্ত্তৃক [illegible] করিয়াছিলেন, এ আবকারী দারোগাকে পাশ [illegible] অপরাধে ৬ মাস সসপেন্ড করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কমিশনর সাহেবের কাছে আপীল করাতে কমিশনর সাহেব কাননগোকে ৬ মাস এবং দারোগাকে ৩ তিন মাস সসপেন্ড করিবার আদেশ করিয়াছেন।

উক্ত [illegible] সাহেব [illegible] ইনি এক জন [illegible] কোন [illegible] তাছেন। অবশেষে কমিশনর সাহেব তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমাদের রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী [illegible] নামক একটী [illegible] প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের [illegible] করিয়া এক টাকা [illegible] এখন সেই [illegible] হইয়াছে।

উড়িষ্যায় [illegible] উভয় [illegible] লোকদিগকে আলোচনার [illegible] অভিপ্রায়ে [illegible] উভয় [illegible] গেছেন।

[illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] দেখা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের [illegible] দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। উক্ত মহাত্মা স্বব্যয়ে ডাক্তারি ঔষধ আনাইয়া একটী নেটিব ডাক্তার রাখিয়া এ অঞ্চলের [illegible] চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] উপকার করিতেছেন বলা [illegible]

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার [illegible] হইতেছে। [illegible] মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে [illegible] পরিষ্কাররূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

নিয়মসকলকে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর [illegible], জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতা সাধারণকে জানাইতেছি, [illegible] বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, [illegible] অগ্রিম বিজ্ঞাপনের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। [illegible] প্রতি পংক্তি [illegible] আনা, তাহার পর [illegible] আনা [illegible] মূল্য আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা [illegible] পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] বাবু [illegible] মেডিক্যাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু [illegible] আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইলেন, স্বীকার [illegible] [illegible] গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, [illegible] সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার [illegible] উহার পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি [illegible]

নামে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধর টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় সম্বন্ধীয় সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৫৮০ টাকা ও ডাক মাশুল ১৮০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭৮০ টাকা আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়িকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল।০/০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৮০, পদ্মপুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৮০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৮০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বসু।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

"রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গ্রন্থ কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে গ্রন্থ লাট হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—"রাজকন্যার পুঁথি"—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ-জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিবাদ, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—বিষয়, (অগ্রিম বারেক খণ্ডের) মূল্য মাত্র বারো খণ্ড ১৸০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্থ্রুবর্দ্ধন টোলা ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

গল-কোষবৃদ্ধি, অন্ত্র-কোষবৃদ্ধি, ও মূত্রশিলা (পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজেই সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন বক্ষোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ এণ্ড কোং অনুবাদ করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার খুসখুসে ঘা, ফোড়া ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, দুষ্ট ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিড়িয়া, ফাটিয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাঁচার ঘা, আঙুলহাড়া, বিস্ফোটক, কীটদষ্ট ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চক্ষুরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১, টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য— বহুবাজার ১০
" " কৃষ্ণবিহারি রায়—জামালপুর ১০
" " জনার্দ্দন চৌধুরী—বগুড়া ১০
" " শিবিমবিহারি শেঠ—শ্রীপুর গোষ্ঠি ১০
" " কামিনীকুমার পাল—কালীগঞ্জ থানা ৭
" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু—বহরমপুর ৭
" " অন্নদাচরণ রায়—মানিকপুর ৭
" " কৈলাসচন্দ্র দে—দশঘরা ৭
" " সুরেশনাথ বসু—শীতলা ৭
" যশোহর পবলিক লাইব্রেরী— যশোহর ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৫০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকৈলাসনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ” ৪ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৮ সাল । ২৮ এ অগ্রহায়ণ । ইং ১৮৮১ । ১২ ই ডিসেম্বর । | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গবাসী ।

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ✓০ । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল সমেত ২, মাত্র । কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম ১৷০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ পাইবেন । বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধারণের চোখ্ মুখ্ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম । বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল ; বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ; (সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস লেখক) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; (রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র, এমএ, বিএল ; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল, ঢাকাবার্ত্তার সম্পাদক বাবু কালীচরণ বসু ; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়,—ইঁহা ব্যতীত আরও দুই জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসীতে লিখিবেন । ২৬ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে । গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন ।

নং ২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মুজাপুর কলিকাতা । | শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কার্য্যাধ্যক্ষ ।

ডারলিংটনের পেনাকিউরার ।

শরীরের সর্ব্বস্থানের ব্যথা, বিশেষতঃ নিম্ন লিখিত রোগ গুলি, ইহার দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, পিঠের ব্যথা, শিরদাঁড়ার ব্যথা, বুকের ব্যথা, গলা ব্যথা সর্দ্দি, কাশি, পুরুষাঙ্গিয়া ব্যথা, শিরঃপীড়া, মস্তশূল, পাকস্থলীর ব্যথা, বাত, পক্ষাঘাত, কুঁচকির ব্যথা, খিলধরা, গাঁটের বাত, ফুলা, পুরাতন ঘা, অর্শ, দাদ, এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগ যখন সকল প্রকার চিকিৎসায় কিছু উপকার না হয় তখন ও ডারলিংটনের পেনাকিউরার কেবল উপরে মালিসেতেই আরোগ্য করিবে । মূল্য প্রতি বোতল একটাকা বড় বোতল দুই টাকা, ডাকের বোঝাই আট আনা । ডারলিংটন এণ্ড কোম্পানী ৪১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা । ব্যবহার করিবার নিয়ম । এই ঔষধ প্রতি দিন দুই বার বা তিন বার মালিস করিতে হইবে । অত্যন্ত উৎকট বেদনায় ইহা প্রয়োগ করিলে আশু শান্তি হইবে । দীর্ঘকালের বেদনা হইলে ইহা কিছু দিন যাবৎ উপর্য্যুপরি প্রয়োগ করা আবশ্যক । ইহা দ্বারা সহস্র সহস্র প্রকার বেদনা যে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা অনেক নিদর্শন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি । মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা সত্য শরণ ঘোষাল মহাশয় আমাদিগের নিকট হইতে বিশেষ বহু বোতলের অধিক খরিদ করিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে তিনি প্রত্যেক বারেই ইহা দ্বারা উপকার অনুভব করিয়াছেন ।

ডাক্তার বর্টেটের কৃত

মত্ত রসায়ন ।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ । শীতকুইনের ন্যায় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । ৮ বৎসর হইতে অধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয় । ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১৷০ । এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে ।

প্রকাশিত পুস্তক-অদ্ভুত ব্যাপার !!

উপন্যাস রাজকন্যার রূপকথা অদ্ভুত রহস্য !!

মূল্য মাত্র বাঁধা পুস্তক ১৷০ আনা মাত্র । নবীন পাঠক মহোদয়গণ, পুস্তক আবশ্যক হইলে কার্য্যালয়ে স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিব । আপনারা মাশুল দিয়া পুস্তক লইবেন । উক্তের বিশ্বাস !! রূপকথা কতক গুলি সম্বাদপত্রের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । সন ১২৮৮ সালে ৩০ এ কার্ত্তিক সোমপ্রকাশে সমালোচনা দেখুন !!

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ ।

(কলিকাতা নব্য বৃন্দাবন টোলা ৯ নং কার্য্যালয় ।)

বৈরাগ্য বিপিনবিহার ।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত ।

কলিকাতার পটলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য । মূল্য ১, টাকা ডাকমাশুল /০ আনা ।

পাইকপাড়া নর্সরি ।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর বৃক্ষ ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার যন্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় । তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে । আপাততঃ বোগদাদোঙ্গা সবজির বীজ অর্থাৎ টেড়স শসা কাঁকুড় তোরমুজ খোরমুজ শাক ইত্যাদি অনেক প্রকারের বীজ পূর্ণ ফি প্যাকেটের মূল্য ১ টাকা ।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য সমিতি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৸৹ আনা মাত্র।

অনেকগুলি মহোদয়গণের অনুরোধে সমিতি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাঁহারা সহজে সুবন্দোবস্তে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। সকল শ্রেণীর মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির ব্যবস্থা এবং কাজের প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্থ কলিকাতা।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মলপাইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ছাঁদের ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালাইয়ে কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর কাহারও প্রস্তুত থাকে, কিম্বা অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার নিকটে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উভয় অক্ষরের এক একটী নমুনা পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ কত দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

১২৮৮ সাল ২৮এ অগ্রহায়ণ } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ।

কর্ম্মখালি।

সংবাদদাতার দ্বারা জানা যাইতেছে, হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৩য় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৩০ টাকা। যাঁহারা প্রার্থী হইবেন তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন কোন বিদ্যালয়ের কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের আবেদন সকল বিশেষ আদৃত হইবে। উক্ত আবেদনের সহিত তাঁহাদের সৎ চরিত্রের প্রশংসা পত্র পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন, তাঁহাদিগের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রেরিতপত্র

"ডাক ও সময়।"

মহাশয়! আমরা উদরান্ন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আসিয়াছি? সুহৃজ্জনের যখন এই ভয়ানক চিন্তা প্রবলবেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন চিত্ত যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে তাহা মাদৃশ জনে অনায়াসেই অনুভব করিবেন। হৃদয়ে এই ভীষণ উদ্বেগতরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া যখন দীর্ঘশ্বাসে সমুদ্র হয়ে দিয়া বহির্গত হইতে থাকে, জগতে এমন সুহৃদ্ কে আছে যে অচিরকালমধ্যে আমাদের এই সামান্য হৃদয়ের ভীষণ উদ্বেগতরঙ্গ দূর করিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারে? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় অনেকেই বলিবেন উপস্থিত সময়ে হৃদয়ের এই ভীষণ উদ্বেগ অচিরকাল মধ্যে বিদূরিত করিতে তাড়িতবার্ত্তাবহ বিভাগকে যেরূপ সুপারগ বলিয়া অনুমিত হয়, অন্য কোন বিভাগই সেরূপ নহে। তুমি যত দূরদেশে থাক না কেন, এই বিভাগ অনতিকালমধ্যে তোমার আত্মীয়স্বজনের শুভসংবাদ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন করিবে। ভাবিয়া দেখ কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় ইংলণ্ড! ডাকবিভাগের দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান করিতে হইলে কত সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু দেখ দেখিবে তাড়িতযোগে ভারতের সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করিতে হইলে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাড়িতবার্ত্তাবহ-যোগে তাহার শতভাগের এক ভাগেরও আবশ্যক হয় না, তখন এরূপ উত্তর কতদূর সত্য তাহা অনায়াসেই অনুভব করিবে। সত্য বটে, যে অবধি তড়িৎ মানবের বার্ত্তাবহন-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, সে অবধি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ সকল ইহার দ্বারাই প্রেরণ করা হইয়া থাকে; কিন্তু এ সুবিধা যে আপামর সাধারণ সকলেই সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, তাহা পারে না। যাহাদের অর্থ আছে এ সুবিধা তাহাদেরই জন্য। যাহাদের তাহা নাই, তাহাদের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ এক টাকার নিম্নে কোন স্থানেই কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায় না। সুতরাং ইহা সাধারণের উপকারে আইসে না। যাহা সাধারণের উপকারে সহজে আইসে না, তাহার যে কোন গুণ থাকুক না কেন, ডাকবিভাগের গুণের সহিত তাহার সমত্ব হইতে পারে না। বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ বিভাগের কার্য্যাপেক্ষা ডাকবিভাগের কার্য্য কথঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, কিন্তু উক্ত বিভাগের কার্য্যাপেক্ষা ডাকবিভাগের কার্য্য যে অল্পব্যয়সাপেক্ষ তাহা আপামর সাধারণ সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। সত্য বটে আধুনিক তাড়িতবার্ত্তাবহ বিভাগ ডাকবিভাগের অসাধারণ উন্নতি দর্শনে উৎসাহিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় কমাইয়া দিয়াছেন। পরন্তু ডাকবিভাগের ন্যায় এক পয়সায় অপরিমিত বার্ত্তা কখনই বহন করিতে সক্ষম হইতে পারিবে না। আরও ইহার যে কেবল বাক্যের সংক্ষিপ্তসারে মাত্র গৃহীত হইয়া থাকে এমন নহে, এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যে স্থানে থাকিয়া চপলার সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই স্থান হইতে দূরস্থ প্রাপকের বাসস্থান অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইলে, তাহা তাঁহারা আপন কর্ম্মচারীর দ্বারা প্রেরণ করেন না। প্রেরক যদি স্বয়ং কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে সেই সমাচার তাঁহারা সেই বন্দোবস্ত অনুসারে প্রাপকের নিকট প্রেরণ করেন, অন্যভাবে তাঁহারা এই মহোপকারী ডাকবিভাগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

তুমি যে এক টাকা চব্বিশ কথার নিমিত্ত প্রদান করিলে, তাহার জন্য তাঁহাদের কোন চিন্তাই নাই। কি চমৎকার বিচার! আমাদের মহোপকারী ডাকবিভাগ দেখ, তোমার নিকট একটী পয়সা গ্রহণ করিয়া তোমাকে একখানি কার্ড দিলেন। তোমার যেরূপ ইচ্ছা তুমি তাহাতে লিখিলে। তাঁহারা তোমার সেইখানি বহন করিয়া তোমার অভীপ্সিত স্থানে লইয়া গিয়া প্রাপকের হস্তে প্রদান করিলেন। প্রাপকের বাটী ডাকঘর হইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তর হউক, আর দশ ক্রোশ অন্তরেই হউক, তাহার প্রতি তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন উপকারী কি অন্য কোন বিভাগ হইবে? দেখ পূর্ব্বে এই সকল সংবাদপত্র, এক আনা টিকিটে যাইত, তাহাতে বৎসরে তিন টাকা দিতে হইত। তিন টাকা মূল্যের কোন সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে হইলে ছয় টাকা ব্যয় হইত। তজ্জন্য অনেকেই সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন না। ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ ইহা বুঝিতে পারিয়া

যাহাতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্য সাধারণ চিঠির নিয়মে সংবাদপত্র গ্রহণের নিয়ম করিলেন। ইহাতেও তাঁহাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে সম্প্রতি এক পয়সার সংবাদপত্র প্রেরণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সত্য বটে শেষ নিয়মে এখনও কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে, কিন্তু তাহা যে দীর্ঘকাল থাকিবে না, তাহা এই বিভাগের পূর্ব্বাপর কার্য্যপ্রণালীর পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। যে বিভাগ কথায় কথায় উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, সে বিভাগ যে এই সামান্য গোলযোগের প্রতিবিধান করিবেন না তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাস হয় না। কারণ ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা ভারতবাসীর অবস্থা যেমন সুন্দররূপে অবগত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত কোন বিভাগই সেরূপ জানিতে পারেন নাই। ডাক বিভাগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের অপরাপর বিভাগ আমাদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলে কি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত ক্রন্দন করিতে হইত? তদ্ভিন্ন সকল বিভাগই আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের অবস্থা স্বচ্ছন্দের হইলে কি সম্পাদকদিগকে, গ্রাহকের দোষে কাগজ বন্ধ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইত? সংবাদপত্রের বহুলপ্রচার যত দিন দিন বৃদ্ধি হইবে, ততই যে ব্যবসায় এবং সমাজের উন্নতি সাধিত হইবে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি যাহাতে তাহার জীবন রক্ষা হয়, তাহা করিতে পারিতেছেন না; ভারতবাসীর দুরবস্থাই এক মাত্র কারণ। আমাদের এই দুরবস্থার সময়ে যিনি আমাদের অভ্যুদয়ের জন্য অশেষপ্রকারে চেষ্টা করিবেন, তিনি যে সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এইত গেল কাগজ পত্রের কথা, এক্ষণে একবার অন্যান্য বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। টেলিগ্রাফ বিভাগ দ্বারা উহা কস্মিনকালেও হইতে পারিবে না। যাহার যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে পাঠাইবার ইচ্ছা, এই ডাকবিভাগ দ্বারা সে তাহা সেই স্থানে পাঠাইতে পারে। উপস্থিত সময়ে এই বিভাগ যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে ইহাকে পুরাকালের কল্পবৃক্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কল্পবৃক্ষের নিকট যেমন যাহার যাহা প্রয়োজন হইত, সে তাহাই প্রাপ্ত হইত। এই বিভাগও সেইরূপ, যাহার যাহাতে প্রয়োজন তাহার তাহাই পূরণ করিয়া দিতেছে। এমন অশেষগুণসম্পন্ন বিভাগ কি আর আছে? সমাচার, টাকা, দ্রব্য, সংসারীর যাহা প্রয়োজন, তাহাই এই বিভাগ স্বয়ং সম্পাদন করিতেছে। ইহার সহিত কোন বিভাগেরই তুলনা হইতে পারে না। এই জন্য আমরা নিরতিশয় আগ্রহের সহিত ডাকবিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে এই বিভাগের "বার ও সময়" নামক দোষদ্বয় বিদূরিত হয়, তাহা করা আবশ্যক হইয়াছে। এই দোষ দুইটী দূর হইলে যে এই বিভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই দুই দোষ বহুকাল হইতে এই বিভাগে নিয়মরূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এতৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু এক্ষণে আর উহা রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যে বিভাগ প্রতি কথায় অসীম উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, সে বিভাগে এরূপ অনাবশ্যকতা সামান্য ত্রুটী দোষ থাকা আর ভাল দেখায় না। যদ্যপি রবিবারে ডাকবিভাগের কর্ম্মচারীরা এককালে অবসর প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের সেই অবসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম না। উক্ত বারে তাঁহাদিগকে যখন কথঞ্চিৎ সময়ের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, তখন আর কতকগুলি কার্য্য উক্ত দিবস বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন কি? বোধ হয় ইহাতে যে লোকের কোন ক্ষতি হয়, ডাকবিভাগ তাহা মনে করেন না। কিন্তু আমরা ইহার দ্বারা যে লোকের ক্ষতি হইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহে দেখিতে পাইতেছি। মনে কর রাম শ্যাম পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার পাইবার জন্য যে মধ্যস্থিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহা তাহার বাটী হইতে চারি দিনের পথ। মধ্যস্থিকরণ তাহাকে মঙ্গলবারে উপস্থিত হইবার জন্য যে অনুজ্ঞাপত্র শুক্রবারে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সে রবিবারে প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে সে যদি রেজিষ্টারি পত্রের দ্বারা উক্ত মঙ্গলবারে উপস্থিত হইতে না পারার কারণ বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার অভিযোগের বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য বিচারপতির নিকটে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ভাল হইতে পারে। কারণ সেই আবেদনপত্র বিচারপতির হস্তে ঠিক বিচারের দিনে উপস্থিত হইবে। কিন্তু রবিবারে রেজিষ্টারী করার নিয়ম না থাকাতে, সে তাহা করিতে পারিল না। সুতরাং অভিযোক্তার অনুপস্থিতিতে অভিযোগের যে অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইল। সময় সম্বন্ধেও সেইরূপ, মনে কর কোন ব্যক্তিকে চতুর্থ দিবসে টাকা দিতে হইবে। ঐ দিবসে তাহা না দিলে সে আমার নামে মধ্যস্থিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিবে। আজ শনিবার সেই টাকা রেজিষ্টারী পত্রে প্রেরণ করিলে সে ঠিক চতুর্থ দিবসে তাহা প্রাপ্ত হইবে। কোন অনিবার্য্য কার্য্যের অনুরোধে আমি ঠিক সময়ে ডাকঘরে উপস্থিত হইতে না পারায় আমার পত্র রেজিষ্টারী করা হইল না। তাহার পর দিবস রবিবার রেজিষ্টারি করিবার নিয়ম নাই। এক্ষণে দেখ সময় এবং বারের নিয়ম থাকাতে লোকের ক্ষতি হয় কি না? আমি বলি যে বিভাগের সকল নিয়ম সুন্দর, তাহার মধ্যে দুটী অসঙ্গত নিয়ম কেন? এই দুটী নিয়ম যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ম্যালেরিয়া নিবারণার্থ যমুনার সংস্কারের প্রার্থনা।

জল নির্গমনের পথ রুদ্ধ হওয়াই যে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির প্রধানতম কারণ, এই মত এত দিনের পর আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের মনে দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি নদীয়া ও অন্যান্য কয়েকটী জেলার জল-নির্গমনপথ পরিষ্কার করা স্থিরসংকল্প হইয়াছেন, এবং নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট রোড ফণ্ড হইতে এককালে ৫০০০০ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। আজ কয়েক বৎসর হইতে নদীয়া জেলার অধিবাসিগণ ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া এক্ষণে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। এবার কিছু অতিরিক্ত। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের [illegible] পীড়িত অবস্থায় পতিত। অনেক পল্লীগ্রামে পীড়ার এরূপ আধিক্য, যে তথাকার কৃষকেরা পীড়া নিবন্ধন দৈনন্দিক আহার রক্ষা করিতে পারে নাই ও পারিতেছে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের যশোহর, তাহার আর. ডি, নিয়াবেঞ্জেল, ডে. ডি, ক্লেমা উইল প্রভৃতি কয়েকজন রাজপুরুষকে কমিশনর করিয়া নদীয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে শীতকাল পর্য্যন্ত নদীয়া জেলার স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া কি জন্য প্রজাগণ পীড়িত হয়, তাহার কারণানুসন্ধান করিতে এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই সুযোগে আমরা নদীয়া জেলার একটী প্রশস্ত স্থানের ম্যালেরিয়ার কারণ রাজপুরুষগণের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। যদি রাজপুরুষগণের এ বিষয়ে মনোযোগ হয় অনেক অসহায় প্রজার মহোপকার হইবে।

এই সেই প্রশস্ত স্থান যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ। যমুনা, ত্রিবেণীর পূর্ব্ব পার্শ্বে স্থান হইতে গঙ্গার নিকট বিদায় হইয়া [illegible],

রাজাপুর, নারায়ণপুর, সুবর্ণপুর, কোয়াদোলগাছী, কাসেমপুর, কুলবেড়িয়া, পাঁচঘাটা, ইন্দ্রপুর, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি অনূ্যন ২০০ [illegible] গ্রাম অতিক্রম করিয়া প্রায় ৪০ মাইল পরিভ্রমণের পর চাঁদঘাটের পার্শ্বে ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার অবস্থা বড় শোচনীয়, সম্প্রতি প্রায় [illegible] উপনীত [illegible] আছে। শীতকালে সকল স্থানে থাকে না; বিস্তৃত-খণ্ডের দাড়ির [illegible] হইয়া যায়। [illegible] [illegible] পাই পড়ায়, [illegible] কারণে বিস্তর [illegible] বাসিগণের একমাত্র [illegible] হইবে [illegible] পুরেণ [illegible] কিছু [illegible] নাই, [illegible]

[illegible] উপরোক্ত [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] প্রামবস্তুর [illegible] নদীর সংস্কার করিয়া সেই জীবন, প্রথমতঃ পার্শ্ববর্তী পবিত্র করিতে পারেন না। তাহাদের অবস্থা উন্নত, তাহারা মনে করিলে কোন উপায় করিতে পারেন, তাঁহারা যে বিষয়ে মনোযোগী হন না। এ অবস্থায় [illegible] [illegible] ভিন্ন অপরাপর প্রজাদের জন্য উপায় নাই।

বর্দ্ধমানের [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] জন্য জমি-দারের বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাইবে। যদি এক জমীদারের উহার মনোযোগ হয়, তবে ইহাতে [illegible] [illegible] [illegible] সাধিত হয়। অপর এ কার্য্য করিতে কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন। যখন [illegible] অমত্ত তাহা এ সময়ে না দিতে চাহেন, [illegible] তাঁহার সমুদায় প্রজাদিগের [illegible] টাকা [illegible] [illegible] আপন অবস্থানুযায়ী টাকা [illegible] [illegible] করিতে পারে। কিন্তু [illegible] গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন সে টাকা [illegible] [illegible] কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই।

[illegible] [illegible] নদীর যমুনানদীর সংস্কার করিতে হইলে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এ কারণ আমরা [illegible] নদীর সংস্কার করিবার প্রার্থনা করি না [illegible] [illegible] [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] [illegible] [illegible] ঘাট (যাহা এক্ষণে মৃত্তিকা দ্বারা [illegible] [illegible] বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে) স্থান প্রশস্ত ও গভীর করিয়া খনন করিয়া দিলেই হইতে পারিবে। তাহা হইলে বর্ষা-কালে [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে মধ্যে প্রবেশ করিয়া যমুনার [illegible] জানাইয়া দিবা যমুনা [illegible] জীবিত করিয়া তুলিতে পারিবে। যমুনা [illegible] হইলে জল বিশুদ্ধ হইয়া অধিবাসিগণের [illegible] করিয়া দিবে।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

ছোঁচ আইনের প্রতিবাদ।

৭ ই কার্ত্তিকের হালিসহর পত্রিকায় উক্ত পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় "ছোঁচ-আইন" এই শীর্ষক দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা উহার উপকারিতা [illegible] অনুভব করিয়াছি। "পৃথিবীর ব্যাধি [illegible] জীবদেহকে যত প্রকার রোগ [illegible] [illegible] উপদংশ [illegible] তুল্য ভয়ানক [illegible] [illegible] রোগ আর নাই। উপদংশ [illegible] নরনারী যখন ইহার অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া [illegible] রোদন করিতে থাকে তখন তাহাদের কর্ণবিদারক সেই করুণধ্বনি শ্রবণ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। এই [illegible] আক্রান্ত হইয়া কোন কোন ব্যক্তি [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে [illegible] করিয়াছে, এ কথাও আমরা কখন কখন [illegible] মানবদেহের অন্যান্য ক্ষুদ্র রোগ [illegible] [illegible] অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিরো-হিত হইয়া যায়, কিন্তু উপদংশ মহাব্যাধি প্রভৃতি [illegible] রোগ আমরণ ও উহাদের পাপের ধারা পুত্র-[illegible] ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগেরও যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয়ের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবক হালিসহর প্রকাশিকার সম্পাদক মহাশয় এই সকল অনিষ্ট দর্শন করিয়া যাহাতে "ছোঁচ আইন" না উঠিয়া যায় সে জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন [illegible] অনুরোধ করিয়াছেন। বাস্তবিক ছোঁচ আইনের প্রচলন হওয়াতে যে প্রকার [illegible] উপকার হইয়াছে সে বিষয়ে হালি-সহর পত্রিকার সহিত আমাদিগের মতভেদ নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে কর, ছোঁচ আইনের তুল্য ঘৃণাকর ও লজ্জাকর আইন বা ব্যবস্থা কখন কোন রাজা করেন নাই। ভারতবর্ষীয়েরা এক্ষণে সর্ব্বাংশে মানহীন গৌরবহীন, আর্য্যদিগের আর কিছুই নাই, কেবল ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাই তাহাদের (ভারতবাসিগণের) গর্ব্বের বিষয় আছে। সেই ভারতীয় অবলাগণ (উপদংশ রোগা-ক্রান্ত বেশ্যাগণ) যখন সদলবলে পুরুষ নয়নে আপনাদের শরীরের গুহ্যদেশ ইউরোপীয়দিগের সম্মুখে দিবা দুই প্রহরে (অর্থাৎ অধিক আলোতে) দেখায়, তখনকার সে ভাব, সে ঘৃণা, স্বচক্ষে দর্শন করা দূরে থাকুক স্মরণ করিলেও অতি ঘোর পাপী ব্যক্তিরও ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হয়।

পাঠকবর্গের অনেকে বলিতে পারেন বেশ্যার আবার লজ্জা কি? এ কথার উত্তর দেওয়া আমা-দিগের সাধ্য নাই। লজ্জা মনুষ্যের বিশেষতঃ নারীগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যাঁহারা বলেন বার-বনিতার লজ্জা আদৌ নাই, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার আমরা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি ভার-তীয় বেশ্যাদিগেরও এক্ষণে যে লজ্জা আছে অনেক বিদেশীয় কুলকামিনীরও তাহা নাই। আমরা স্বজাতিপ্রেমে অথবা পক্ষপাতদোষে দূষিত হইয়া এ কথা বলিতেছি না। ভারতীয় নারীগণের সতীত্ব ও লজ্জা সম্বন্ধে ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত মহোদয়ের মত এস্থলে, পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইলাম। তাহা হউক ছোঁচ আইন হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইতেছে, অথচ উহাতে আয় নাই। রাজা বাণিজ্যের ন্যায় লোকসান [illegible] বিষয়ে [illegible] সহ্য করা তাঁহার কার্য্য নহে। [illegible] [illegible] উভয়ই তাঁহার একমাত্র আলো-চনা [illegible], এই বলিয়া আমাদিগের পূজ্যপাদ হালি-সহর পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় ছোঁচ আইন যাহাতে না উঠিয়া যায় সে জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

"[illegible] লোকঃ" মতের ভিন্ন রুচি দেখিতেছি। ছোঁচ আইন দ্বারা প্রজার যৎকিঞ্চিৎ উপকার হই-য়াছে বটে, কিন্তু আমরা এই ঘৃণাকর আইনটীর পক্ষপাতি নহি। এই লজ্জাকর আইনটী এদেশ হইতে যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল। কিন্তু ছোঁচ আইন উঠিয়া গেলেও লোকসকলকে ভীষণ উপ-দংশ রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আইনের একটা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক, এটী আমরা স্বীকার করি। সে ব্যবস্থা পিনালকোডের (ভারত-বর্ষীয় দণ্ডবিধির), একটী ধারার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া মাত্র। আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্ট, পিনালকোডে এইরূপ একটী ধারা করুন যে ধারাটী এই:—" যদি কোন উপদংশাক্রান্ত বেশ্যা কুকর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে কোন পুরুষকে শরীর স্পর্শ করে, * কি ঐ পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করে, কি ঐ পুরুষের সহিত কুকর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে,

* প্রমেহ, শিশ্নক্ষত, উপদংশ প্রভৃতি পীড়া সাংক্রামিক রোগ, এই পীড়ায় আক্রান্ত লোকের নিশ্বাসের বাতাসও ঐ রোগ হইয়া থাকে।

কি ঐ পুরুষের সহিত কুকর্ম্ম করিতে থাকে, কি ঐ পুরুষের সহিত কুকর্ম্ম করিয়াছে, এমন বোধ হয় তবে তাহার (ঐ উপদংশাক্রান্ত বেশ্যার) ৬টি বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে, অথবা নূতন ধারার প্রয়োজন কি?

পিনালকোড বড়াকর বিশেষ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি রচয়িতা সাহেবের বটিকা, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের উপশম হয়। অধিক কি আমরা পিনালকোডকে কল্পতরু বলিলেও অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইব না। ইহাতে যাহা চাহা যায় তাহাই, পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ২৬৯ ধারায় (যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অসাবধানে সেই কর্ম্ম করণ) ও ২৭০ ধারায় (যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করণ) ২টি একটি শব্দের যোগ করিয়া দিলেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে। পিনালকোডের ৩৭৬ ধারায় (বলাৎকার করণের) মকদ্দমার ন্যায় আমাদিগের প্রস্তাবিত নূতন ধারার মকদ্দমারও সরকারী আরোপের আজ্ঞা লওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এই উপায় অবলম্বন করিলে উহাতে চোঁক আইন বিভাগের মীমাংসা হইবে না অথচ প্রভূত উপকার হইবে। আবার চোঁক আইন বিভাগের আইন কর্ম্মচারিগণ বিনীত বেশ্যাগণের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে গবর্ণমেণ্ট এই উপায় অবলম্বন করিলে সে আশঙ্কা ও থাকিবে না।

বেশ্যাগণ এক্ষণে অতিবেশী কোন বারাঙ্গনার [illegible] [illegible] [illegible] আপনারাই পুলিসে [illegible] দিবে। আর চোরাই মাল, গাঁজা, আফিঙ্গ প্রভৃতি [illegible] আমাদের মত [illegible] পুলিসের কর্ম্মচারিগণ ও [illegible] যেরূপ পুরস্কার পাইয়া থাকে, উপদংশাক্রান্ত বেশ্যার নামে উপস্থিত মকদ্দমার [illegible] সেইরূপ পুরস্কার পাইবে। [illegible] [illegible] বিনা অনুসন্ধানে [illegible] [illegible] হইবে না, তাহাই কর্ত্তব্য। [illegible] পারিলে [illegible] [illegible] [illegible] সেইরূপ পুরস্কার [illegible] [illegible] [illegible] সেই রূপ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। গবর্ণমেণ্ট এই নূতন [illegible] কাজ করিলে সহস্র সহস্র বেশ্যাকে আর [illegible] [illegible] দিন অন্তর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, অথচ চোঁক আইনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিভাগের ব্যয়ও উঠিয়া যাইবে।

উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য প্রজা-হিতৈষী গবর্ণর জেনারল মহামহিম লর্ড রিপন বাহাদুরের, তথা সহৃদয়ী বাঙ্গালার ছোট লাট ট্যাম্পসন মহোদয়ের নিকট বিনম্রভাবে নিবেদন এই যে, তাঁহারা চোঁক আইনরূপ অত্যাচারপূর্ণ, অন্যায়, [illegible], দুষ্কর ও অসঙ্গত আইনটী রহিত করিয়া দিয়া আমাদিগের প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসাধারণ বেশ্যাগণকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়া প্রজার হিতসাধন করিতে থাকুন।

বাগবাজার কোম্পানী আঙ্গাল ৯১ ই নবেম্বর ১৮৮১ খ্রীঃ } শ্রীভগবান চন্দ্র ঘোষ

সোমপ্রকাশ

২৮ এ অগ্রহায়ণ সোমবার

নানা প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রের সমন্বয়।

বিশ্বব্যাপককে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যদি তুমি মনুষ্য দেহের নিদানভূত উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিত তবে তাহার কি দশা ঘটিত [illegible], ফলে মিশ্রিত হইল, বায়ু—বায়ুতে। মৃত্তিকা কাহারও সঙ্গে সহযোগ রাখিল না, সেও পৃথক হইয়া পড়িল। সেই!—তাহারা কি দৃশ্যে বা অন্যের সঙ্গতি রাখিবে, সেও স্বতন্ত্র হইল। তবে বিশেষ কি [illegible] অবস্থা, অনুমান দ্বারা স্থির কর দেখি? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মরা [illegible]—এ [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. অবে এই যে শরীর [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]। আমরা আমি কাল [illegible] চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই মহা প্রশ্নের অবতারণা করিলাম। [illegible] [illegible] চিকিৎসার [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], আয়ুর্ব্বেদ [illegible] ইত্যাদি মত। এই বিভিন্ন মতের পরস্পরের মধ্যে ইনানী ও [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ঐ দুই মতে যে [illegible] [illegible] ও শীঘ্রই বিবাদসূত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির মত আধুনিক, কাজেই এতদুভয়ে অধিক মিল না থাকিতে পারে। কিন্তু রোগ নিবারণের সময় আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন ব্যাধিতে আমাদের দেশীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত এক একটী ঔষধ মহোপকারী। কোন কোন রোগে ইনানী মতের ঔষধে অধিক ফল দর্শে। আবার স্থলবিশেষে এলোপ্যাথি ঔষধ ব্যতীত জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই। কোথাও আবার এই বিনানী মতের ঔষধই বিফল হইয়া পড়ে, তখন এক মাত্র হোমিওপ্যাথির ঔষধই আরোগ্য সকাম। এই সকলটী পরিপূরকতাপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় চিকিৎসা। [illegible] [illegible] মতেরও বিস্তর ঔষধ প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সমস্ত ঔষধ প্রায় মূর্খ লোকেই প্রয়োগ করিয়া থাকে। মূর্খ বৈদ্য যমের সদৃশ, তাহারা ঔষধের গুণাগুণ, আমরিক প্রয়োগ এবং উপযুক্ত মাত্রা জ্ঞাত নহে। সে কারণ তাহাদের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ সেবন করা নিতান্ত বিপদপরিশূন্য নয়, অনেক স্থলে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। বরং ঠিক, [illegible] মতেও এক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। [illegible] [illegible] গুণ ও মাত্রা নিশ্চিত হইলে লোকের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। [illegible] [illegible] ঐ সকল ঔষধ জানে, প্রাণান্তেও [illegible] [illegible] [illegible] চায় না। [illegible] [illegible] যদি কেহ পাইল, তবে [illegible] বলিল [illegible] বলিল না। অতএব ঐ সকল লোকের অবর্ত্তমানে অনেক ঔষধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা জানি, [illegible] [illegible] কোন [illegible] এক [illegible] [illegible] এক প্রকার ঔষধের কথা দেখিয়া [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] মহাশয় [illegible] [illegible] [illegible] বিস্তর [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] কিছুমাত্র তাহা প্রকাশ [illegible]।

এখন [illegible] [illegible] এই, মূর্খের কথা বড় একটা [illegible] করি না। অভিজ্ঞগণের তাহারা [illegible] [illegible], [illegible] করিতে পারে। তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] চিকিৎসিত হইবে, আমরা সেরূপ প্রত্যাশা করি না। তাহারা আত্মগৌরব [illegible] [illegible] কিন্তু আমাদের সুশিক্ষিত [illegible] [illegible] [illegible] উপকার কি? তাহারা [illegible] [illegible] প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, সত্য। [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] ও অসম্ভ্রম [illegible] কেন? হোমিওপ্যাথিক মতের প্রতি এলোপ্যাথ চিকিৎসকের ঘোর বিদ্বেষ। তাহাদের [illegible] [illegible] শুনিলেও এলোপ্যাথের ক্রোধ [illegible] [illegible] বহিয়তে পরম করিয়া তুলে। আবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, কেন সম্প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] বিলক্ষণের মত বসিয়া আছেন, চিকিৎসার মূল তাঁহার সুচির [illegible],—[illegible] ভ্রূক্ষেপ নাই। এলোপ্যাথির চিকিৎসক,—[illegible] [illegible] খুন করিতেছেন; বৈদ্য,—তিনি [illegible] [illegible] [illegible]। রোগ ভাল না হইতেছে,—[illegible] তাঁহার হাতে। আবার আমাদের বৈদ্য, [illegible] [illegible]। রোগের নিদান, [illegible] [illegible] [illegible]

সিদ্ধ মুনি ঋষি দ্বারা বৈদ্যশাস্ত্র সংস্কৃতে লিখিত, তাহা আবার শ্লোকবন্ধে বাঁধা; ঔষধের নাম নয় ত—কালিদাসের স্তুতাবাদ শ্লোক, তানলয়মানে সুর করিয়া গান করা যায়। কবিরাজ ও মুকোন বিশারদ বলিয়া আছেন, সব অন্তর্দেশ পাছে। যুক্তি দেখেন আর জানেন ডাক্তারদের নাড়ীজ্ঞান নাই, তাঁহারা কেবল স্টেথস্কোপ দিয়া বুক মুখ বদ্ধ করিতে পারেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা ও হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন, কেহ কাহারও সহানুভূতি করেন না। এইখানে লোকের ও উপকার সাধিত হইতে পারে না। চিকিৎসা উপকারী বিদ্যা। অন্য কথা নয়, বহুসাধ্যটিত ব্যাপার নয়, রীতিমত আইন নয়,—ইহাতে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা হয়। [illegible] পরস্পরের মনে এরূপ বিদ্বেষ [illegible] থাকা কোন পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়। [illegible] দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] হইতে এ প্রকার বিদ্বেষ ও [illegible] সর্বতোভাবে মুক্তি [illegible] দ্বেষের সহ [illegible] করিতে পারিবেন। [illegible] দেশে যে [illegible] তাহাই সকলে গ্রহণ করিবেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধনের এই প্রকৃত উপায়। [illegible] বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই [illegible] হওয়া উচিত। [illegible] শাস্ত্রের ক্ষেত্র। [illegible] শিক্ষা লাভ হয় না। বিবেচনা করুন, আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যদি [illegible] ঔষধ থাকে, এলোপ্যাথির চিকিৎসক তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। [illegible] লজ্জা নাই, [illegible] নাই। কিন্তু আমাদের মনে বিদ্বেষ সঞ্চিত থাকিলে এরূপ হইতে পারে না। বৈদ্যের নাম শুনিলে যদি কাহারও অপমানে জ্বলিয়া উঠে, তবে তিনি কি বৈদ্যের মত গ্রহণ করিতে পারেন? বৈদ্যশাস্ত্রে মহামূল্য রত্ন থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না।

এখন সর্বত্র এলোপ্যাথির মতই অধিক প্রবল। রাজাও এলোপ্যাথি মতের সহকারী। হোমিওপ্যাথি [illegible] বৈদ্যশাস্ত্র। যৌবনকালে উহার [illegible] এখন আমরা তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধের আমরা ভূরি পরীক্ষা পাইয়াছি। এই প্রাচীন শাস্ত্র মধ্যে [illegible] ঔষধ আছে তাহা অবশ্যই [illegible] হইবে। তাহার অনেকগুলি এ দেশীয় [illegible] পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অতএব আমাদের [illegible] সকল চিকিৎসাশাস্ত্রের মতের সমন্বয় করিলে ভাল হয়। মেডিকেল কলেজে এলোপ্যাথির একজন, [illegible] বৈদ্য এবং একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নিযুক্ত থাকিলে ভাল হয়। সমস্ত চিকিৎসকের একটী কমিটী থাকিবে। কোন ব্যাধির কেমন অবস্থায় কি ঔষধ প্রয়োগ করিলে কতদূর ফল দর্শে সকলেই তাহা দেখিতে পাইবেন এবং কমিটীর মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারিবে। এই উপায় দ্বারা কোন্ মতের কোন্ ঔষধটী পরিত্যাজ্য, ও কোন মতের কোন্ ঔষধটী পরিগৃহীত হইবার যোগ্য তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এইরূপ ঘটনা হইলে এখন পরস্পরের মনে যেরূপ বিদ্বেষ আছে, তাহা অচিরে তিরোহিত হইবে।

বৈদ্যশাস্ত্রের অনেকগুলি তৈল দেশের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইউরোপে তৈল মাখার প্রথা নাই, সে কারণ ডাক্তারদিগের ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বৈদ্যশাস্ত্রের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা এই বলি, যদি কোন কোন তৈল শীতপ্রধান দেশীয় লোকদিগের অযোগ্য হয়—হউক। তাহাতে ক্ষতি নাই। এই উষ্ণপ্রধানদেশীয় লোকদিগের পক্ষে তাহা যথার্থ হিতকর হইতে পারে কি না ভবিষ্যতে পরীক্ষা করা চাই। যথার্থই যদি তৈলাদি উৎকট রোগ নিবারক হয় তবে এ দেশীয় লোকের জন্য ব্যবস্থা করায় ক্ষতি কি? উপকার দেখিলে ক্রমে ইউরোপেও তৈল মাখার প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে। কত [illegible] এখন অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে স্থলে অন্যান্য তৈলের ব্যবহার করিতে বিশেষ আপত্তি থাকিবে না।

মুসলমানদিগের ইউনানি মতের চিকিৎসা হইতে এলোপ্যাথির বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও সেই মুসলমান বিদ্যার সহায়তায় যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হয়, সে ত পরম আহ্লাদের বিষয়। এ দিকে হিন্দুদিগের আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। রাজা তাহার সহায়তা করিলে ঐ শাস্ত্র পুনর্জীবিত হইবে, উহার অন্তর্গত রত্ন সমুদয় উদ্ধৃত, এবং অনতিকালবিলম্বে উহার দ্বারা এদেশের সম্পূর্ণ উপকার সাধিত হইবে। যেমন গোমাংস, মদিরা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এদেশীয়দিগের দেহের উপযোগী নয়, ঐ সকল সামগ্রী নিত্য ব্যবহার করিলে পীড়া জন্মে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের লোকেরা গোমাংস মদিরাদি প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। ঔষধের পক্ষেও সেই নিয়ম খাটিতে পারে। শীতপ্রধান দেশের উপযোগী অনেক ঔষধ এ দেশের পক্ষে বিষবৎ ক্রিয়া করে। অতএব পরিদের মত, আবাসস্থল, খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধাদির দেশকাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা করিলে উপযুক্ত হয়। সে কারণ আমাদের ইচ্ছা, মেডিকাল কলেজে বৈদ্যের ও হোমিওপ্যাথির এক একটী ওয়ার্ড স্থাপন করিলে উত্তরকালে সবিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। অতএব গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থ।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের করাল কাল উপস্থিত থাকিতেছে; এ বৎসর এখানে, অন্য বৎসর ওখানে অল্প বা অধিক অন্নকষ্ট ক্রমাগত হইয়া আসিতেছে। এক এক বার অন্নকষ্টে অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ হইতেছে। সেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ শান্তির নিমিত্ত অর্থ সংগৃহীত হয়। সে অর্থ অন্য কোন বিষয়ে ব্যয়িত হইবে না, এইরূপ কথা ছিল। পাঠক! জ্ঞাত আছেন, লর্ড লিটন এবং তাঁহার মন্ত্রী স্যার জন ষ্ট্রাচি সেই কথা কতদূর পালন করিয়াছিলেন। আফগান যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল, ভারতবাসিগণের বিরুদ্ধ মতামতের মহামন্ত্রিগণ বুদ্ধিবার উপযুক্ত অবসর পাইলেন, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদের কষ্ট শান্তির নিমিত্ত কোথায় সেই টাকা ব্যয় করা হইবে, না—আফগান যুদ্ধে তাহার আহুতি প্রদান করা হইল। কিন্তু এক্ষণে আর সে গবর্ণর জেনারল নাই, আর সে রাজমন্ত্রী নাই। এখন আমাদের সুখের সময়,—আমরা মহাত্মা লর্ড রিপন এবং প্রজাহিতৈষী মেজর বেয়ারিঙের শাসনাধীনে বাস করিতেছি। ক্রমে ক্রমে পূর্বসঞ্চিত সমস্ত দুর্নামাদির উদ্ধার হইতে চলিল,—ক্রমে সকল কাজের সংস্কার হইতেছে। আর কোন কাজের বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। গবর্ণমেন্ট এইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা অন্য কাজে ব্যয়িত হইবে না। তাহার উপযুক্ত ব্যবহারই হইবে। পূর্বে গবর্ণমেন্ট স্থিরতর সেই টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণ বিভাগের নামে ছিল এই মাত্র। কিন্তু ফেমিন কমিশনরের তাহাতে কাজ কই? ষ্ট্রাচি সাহেব ও অনায়াসে সে টাকা অনর্থক যুদ্ধকার্যে ব্যয় করিলেন। কে তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখিতে পারিল? আমাদের একান্ত ইচ্ছা, এবার ঐ টাকা যেন পৃথক করিয়া কেবল ফেমিন কমিশনরদিগের নামে রাখা হয়। গবর্ণমেন্ট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন কখন কোন কারণবশে আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আজ যেন সাধুনিষ্ঠ মহাশয় লর্ড রিপন এবং বেয়ারিঙ সাহেব আছেন। কিন্তু তাঁহারা ত চিরস্থায়ী নহেন। তাঁহাদের অবর্তমানে আবার কোন মহাত্মা ভারতবর্ষের কার্যভারে [illegible] পূর্বের চিন্তা দিতে আসিবেন তাহার স্থিরতা কি? আবার যে, লর্ড লিটন সদৃশ গবর্ণর জেনারল এবং

সার জন ষ্ট্রাচি সদৃশ রাজস্ব মন্ত্রী আসিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহাদের সদৃশ মহাপুরুষের আগমন হইলেই পূর্ব্বকার অর্থের অপব্যবহার হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত যে টাকা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা কেবল সঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বসাবধানতা ভিন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই। কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা এতদ্দেশের কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকুক, ফেমিন কমিসনরগণ এখন হইতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপযুক্ত পথ দেখুন। বিপদ উপস্থিত হইলে তৎকালে যে শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে, এমন কিছু কথা নহে। যাহাতে দুর্ভিক্ষ না ঘটিতে পারে সে ব্যবস্থা করাই বিধেয়। যে সকল স্থানে যথোপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না, কৃষিকার্য্যের সুবিধা নাই, তত্তৎস্থলে সেই সমুদায় কাজের সুবিধা করুন। যেখানে জলপথে খাদ্যদ্রব্যের আমদানির কোন সুযোগ নাই, তথায় স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া কোন স্থানে খাল খনন করুন, কোন স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করুন, কোন স্থানে পথাদি প্রস্তুত করাইয়া দিউন। ১৮৬৫। ১৮৬৬ সালে কটকে যে মহা দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে কখনই তত লোকের মৃত্যু হইত না। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিবার সুযোগ ছিল না, সুতরাং বিস্তর লোকের মৃত্যু ঘটিল। আমাদের বিবেচনা হইতেছে, বাণিজ্য ও কৃষিবিভাগের সঙ্গে ফেমিন কমিসনরেরা যোগ দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। যে স্থলে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী জন্মিয়া থাকে, আমদানী ও রপ্তানির সুযোগ থাকিলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে অনায়াসে সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনীত হইতে পারিবে। পূর্ব্বাহ্ণে এই সমস্ত সুযোগ করিয়া রাখাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুর্ভিক্ষের সময় রাজতন্ত্রপ্রযুক্ত অনেকের অর্থের অপব্যবহার হয়। পূর্ব্বে সাবধান হইলে, তাহা ঘটিবে না।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগকে কি নিমিত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি দেওয়া হইত?

পাঠক! বিদ্যার অনুশীলন না থাকিলে কোন দেশের, কোন রাজ্যের শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় না, কোন জাতির অবস্থারও কিছুই উন্নতি হয় না। মনুষ্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কায়িক শ্রমের ফল বটে, কিন্তু কেবল কায়িক শ্রম দ্বারা লোকের যাবতীয় অভাব দূরীভূত হয় না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির অনুশীলন করা চাই, নচেৎ প্রয়োজনানুরূপ অন্ন জল বস্ত্রাদির সংযোগ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। একটী অসভ্য রাজ্যে এক বিঘা ভূমিতে যে কয়েকটী লোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে, সভ্য রাজ্যে সেই এক বিঘায় তাহার চতুর্গুণ লোক প্রতিপালিত হইবে। ইংলণ্ড একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ভারতবর্ষের একটী জনপদমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইংলণ্ডের আয়তন পরিমিত কিঞ্চিৎ ভূমি ভারতবর্ষ হইতে কাড়িয়া লইলে ভারতের কিছুমাত্র অঙ্গহীনতা বোধ হইবে না—সমুদ্র হইতে এক অঞ্জলি জল গ্রহণ, আর কি? কিন্তু দেখুন, ইংলণ্ডে যতগুলি লোক প্রতিপালিত হয়, আবার সেই সমস্ত লোকের অবস্থা কেমন উন্নত; এই বহু বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে তাহার সিকি লোকের প্রতিপালিত হয় না, অথচ এ দেশীয় লোকের অবস্থা আবার কত হীন। ইহার কারণ কি? ভারতভূমি প্রচুর শস্যশালিনী, তবু এখানকার লোক এতাদৃশ দীনাবস্থ কেন? এতদ্দেশে পুনঃ পুনঃ এত দুর্ভিক্ষই বা কি নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে? ইহার আর কিছুই কারণ নহে,—ভারতবর্ষে এখনও সুচারুরূপে বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয় নাই; এখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ।

বিদ্যার অনুশীলন না করিলে যদি দেশের উন্নতি, মনুষ্যের অবস্থার উন্নতি না হয়, তবে বিদ্যানুশীলনে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে একটী মহৎ প্রতিবন্ধ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকালে নৃপতিগণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিতেন; অন্নচিন্তায় ব্যক্তিকেই সকল ভার সহ্য করিতে হয়; অতএব তাঁহারাই সেই গুরুতর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিশ্চিন্ত লোক ভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন হয় না; পূর্ব্বে নৃপতিগণ অধ্যাপকদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বিদ্যার প্রখর প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজাদিগের নিষ্কর ভূমিদানের ফল সার্থক হইল। বর্ত্তমান নৃপতির শাসনাধীনে সকলেই দেখিতেছেন, বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলন চলিতেছে; সকলেই সকলে উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, কার্য্যপ্রণালীর ভিতরে কিঞ্চিৎ বড় কঠিন;—দেখাইয়া দিউন, কই—আশানুরূপ বিদ্যানুশীলন চলিতেছে। এই সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজের অধীনে যত দূর বিদ্যাশিক্ষা বিস্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহা কি হইয়াছে। কই—নীচ জাতির মধ্যে এখনও ত কেহই বিদ্যার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই। কতকগুলি ভদ্রজাতি কেবল কিছু কিছু সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন অসংখ্য অসংখ্য লোক যে মূর্খ সেই মূর্খই আছে। এখনও তাহারা পূর্ব্ববৎ নিবিড় অন্ধকারে ফিরিতেছে। ইহার কারণ কি, নীচজাতিরা এখনও কেন বিদ্যার মধুর রসাস্বাদনে সমর্থ হয় নাই?

এতদ্দেশে রাজারাই চিরকাল বিদ্যা শিখাইবার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। এটী ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত প্রথা। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে জনসাধারণে কিছুতেই বিদ্যা-লোকের মহিমা জানিতে পারিবে না। রাজ্যের অধিকাংশ অর্থ বিফল অন্যান্য কারণে ব্যয়িত হইতেছে। বিদ্যাদান একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও দেশের হিতকর ব্যাপার, তৎপ্রতি রাজার পূর্ব্ববৎ আর দৃষ্টি নাই; ক্রমশই ব্যয় সংকোচের চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কোনক্রমে দেশের উন্নতি সাধিত হইবে না। পূর্ব্বে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল জনসাধারণে বিদ্যাদান করিবার নিমিত্ত সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন; সম্প্রতি মহামান্য লর্ড রিপনও সাধারণে বিদ্যা বিতরণ করাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু কেবল প্রস্তাব করিলে হইবে না, আর কেবল সাধারণে সামান্য বিদ্যা দান করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। ইতর অসভ্য জাতির চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়া চাই, ভদ্রলোককেও বিলক্ষণ কৃতবিদ্য করিয়া দেওয়া চাই। সকল দেশে সর্ব্বকালেই গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়া কতকগুলি লোককে সর্ব্বতোভাবে সুশিক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা না করিলে রাজ্যের কাজ পর্য্যন্ত চলে না। অন্যান্য রাজারাই সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যাবিস্তারের অধিনায়ক। বিখ্যাতনামা মহম্মদ মহসীন হুগলী প্রভৃতির বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত অতুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর বর্দ্ধমান, যশোহরপ্রভৃতি স্থানের রাজারা অধ্যাপকদিগকে কত নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বিদ্যার্থিদিগের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা দূরে থাক, ছাত্রেরা অধ্যাপকের গৃহে লালিত পালিত হইত। ভারতবর্ষে বিদ্যার গৌরব এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কোন নৃপতির রাজ্যে দ্বিজাতির মধ্যে কেহ মূর্খ থাকিতে পাইত না। ভদ্রলোকেরা স্বীয় সন্তানদিগকে যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা না করাইলে নৃপতি তাহাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। প্রসিদ্ধ আছে, কবি কালিদাস শৈশবাবস্থায় গোপালক ছিলেন। ব্রাহ্মণকুমার হইয়া বিদ্যায় অমনোযোগ করাতে মিথিলাধিপতি [illegible] তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। রুষজাতিকে আমরা অসভ্য বলি, পরন্তু রুষদিগের বিদ্যাশিক্ষার অসাধারণ যত্ন। সে রাজ্যে কাহারও সন্তান মূর্খ থাকিতে পায় না; সকলকেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধিত হইতে হয়। ইংলণ্ডের বিদ্যার গৌরব সকলে বুঝিয়াছে। তথায় ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র সকলেই যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করে। প্রত্যহ সংবাদ পত্র পাঠ করে না,

প্রায় এমন লোক এখন কেহই নাই। আমরা সেই বিদ্যোৎসাহী ইংরাজদিগের সাধনাদীনে দাস করিতেছি। প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল আমরা তাঁহাদের ইংরেজদিগের অধীন হইয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যে আমাদের মধ্যে বিদ্যালোক বিস্তীর্ণ হইল না। পূর্ব্বে সাধারণের বিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সকলেই ব্যগ্র হইতেন। কিন্তু আর সে দিন নাই। এখন সাধারণের বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের প্রাণ বাঁচিয়া যায়।

সম্প্রতি লর্ড রিপন বাহাদুর শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাই আমাদের আশা হয়; নচেৎ এরূপ চিন্তা করা বৃথা হইত। তিনি কলেজের ও স্কুলের বেতন কমাইবার আদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদিগের মাসিক বেতন যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতি কম নহে। গবর্ণমেণ্ট-কলেজগুলিতেও এই প্রথা অবলম্বিত হউক। অধিকন্তু বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগে আরও কিছু অর্থদান করুন। শিক্ষা বিভাগে কিছু অর্থ ব্যয় না করিলে কোন পক্ষেরই মঙ্গল নাই। কলেজের বেতন কমাইয়া সাধারণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইয়া মহামান্য লর্ড রিপন জনসাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হউন।

(ভারতের ডাক।)

ডাকের সৃষ্টি হওয়াতে সভ্যসমাজের কত যে উপকার হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের রাজত্বকালে প্রজাসাধারণের সুবিধার্থ ডাকের বন্দোবস্ত ছিল কি না সন্দেহ। ভাটেরা রাজগণের সংবাদ বহনাদি করিত। সমরযাত্রী চন্দ্রগুপ্ত রাজার অধিকারে ভাট প্রেরণ করিয়া সমাচার সংগ্রহ লইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বিবাহের পাত্র স্থির করিবার জন্য ভাট কাঞ্চীপুরে পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার মত তখন সুপ্রণালীবদ্ধ ডাক ছিল না। মুসলমান রাজাদিগের অধিকার-কালে এদেশের সাধারণ প্রজার সুবিধার জন্য ... সম্বন্ধ ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। ইতিহাসে ... আদি পুরুষ শেরশাহ মোগল সম্রাট ... ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া ... অধিরোহণ করেন; তিনি ... ডাকের সৃষ্টি ... তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালা ... সিন্ধু পর্য্যন্ত ডাকযোগে সংবাদাদির ... আদান প্রদান চলিত।

ইংরাজেরা বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করিয়া বোম্বাই, সুরাট, মান্দ্রাজ, বালেশ্বর, কলিকাতা, হুগলি প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করেন। ডাকের সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্য চলে না, এজন্য তাঁহারা এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে পত্রাদি প্রেরণার্থে নিজেদের ব্যয়ে প্রণালীবদ্ধ ডাকের স্থাপনা করেন। কিন্তু ঐ ডাক থাকাতে ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কালক্রমে বাণিজ্যকারী ইংরাজেরা রাজ্যেশ্বর হইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা বাণিজ্যের পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বে যেরূপ ডাকের বন্দোবস্ত ছিল, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে সেইরূপই রহিল। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত কয়েকটী ডাকের আড্ডা সংস্থাপিত হয়। কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে এবং মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় চিঠি আসিতে তিন দিন লাগিত। ১৭৭২ অব্দে কলিকাতা হইতে অগ্রদ্বীপ, মুরশিদাবাদ, রাজমহল, শিকিগলি, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া বারাণসীতে ডাক গমন করিত। যদিও ডাক উক্ত রোড দিয়া যাইলে অল্প সময়ে বারাণসীতে পঁহুছিতে পারিত, কিন্তু মুরশিদাবাদ প্রভৃতি উল্লিখিত স্থানে ইংরাজদিগের কুঠি থাকায়, ঐ পথ দিয়াই ডাক প্রেরিত হইত। ১৭৭৩ অব্দের ১৫ এ জুন লাক্ষহরের ফৌজদার, নবাবের অনুমতিক্রমে ডাক-পেয়াদাদিগকে রুদ্ধ করেন। ইহাতে কয়েক দিন ডাক বন্ধ থাকে। ঢাকার ডাকপেয়াদারাও ঐরূপ দস্যু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। একদা ১৭৭৩ অব্দের মে ও জুন মাসে ইংরাজদিগের ডাকের গমনাগমন একরূপ বন্ধ হইয়াছিল।

১৭৭৪ অব্দের জুন মাসে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ডাকের গমনাগমনের বন্দোবস্ত হয়। তৎকালে চলনা সেন নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় কটকের সুবাদার ছিলেন। কলিকাতার গবর্ণর ঐ অব্দের ২ রা জুন তাঁহার নিকট এই অনুরোধ করেন যে ডাকহরকরারা কলিকাতা হইতে ডাক লইয়া কটক ও গঞ্জী দিয়া যেন বোম্বাই অঞ্চলে গমনাগমন করিতে পারে। তখন ঐ পথই ডাকের সহজ ও প্রশস্ত পথ ছিল। ঐ অব্দে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে ডাকের গমনাগমনের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি স্থানে কয়েক জন ইংরাজ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

ডাক বহনারম্ভের জন্য ইহার অনতিপূর্ব্বকাল হইতেই পাইক, পেয়াদার আবশ্যকতা হয়। বিশেষতঃ ডাকের পথে বন জঙ্গল ছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তু বাস করিত। এজন্য ডাকের পেয়াদারা অবশ্য দিবা গমনাগমনকালে মশাল জ্বালিয়া যাইত। হিংস্র জন্তুদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য পেয়াদারা ঢাক ঢোল করিয়া অথবা দিবা রাত্রিতে বাজাইতে গমন করিত। যে পথ দিয়া ডাক যাইত তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগকে উহার কার্য্যনির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনানুরূপ ডাক-পেয়াদা, তৈল, মশাল, ঢাক, বাদ্য প্রভৃতি যোগাইতে হইত। কালক্রমে ঐ রীতি প্রচলিত হইয়া আসিলে, এবং ডাকবাহকও আবশ্যক উপকরণ যোগান জমিদারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠে। ১৭৯৩ অব্দের ১২ আইনে ও ১৮১৭ অব্দের ২০ আইনে জমিদারদিগকে ডাকের পেয়াদা যোগাইবার জন্য পরিষ্কার বিধান করিয়া দেওয়া হয়। এমন কি জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে এতৎকার্য্যে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত।

জমিদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের এই সাহায্য গ্রহণ করিবার কারণ এই যে এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে ডাক গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। তখন পথে চোর ডাকাইতের বিলক্ষণ ভয় ছিল। ইংরাজেরাও দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভালরূপ জানিতেন না। তখন নিজ নিজ জমিদারীর উপর জমিদারদিগের এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর প্রভুত্ব চলিত। দশ জন লোক তাঁহাদের বাধ্য ছিল। তাঁহাদের পাইক, পেয়াদা, লাঠিয়াল প্রভৃতি ছিল। সুতরাং জমিদারদিগের দ্বারা ডাকের কার্য্য করান গবর্ণমেণ্ট সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন। জমিদারী ডাকে কেবল পুলিসের সংবাদ ও রিপোর্ট, ফৌজদারী আদালতের পরোয়ানা প্রভৃতি প্রেরিত হইত। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটেরা উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অনন্তর ১৮৬২ অব্দের ৮ আইন হয়। এই আইনে জমিদারদিগকে বলা হইল যে তাঁহাদিগকে ডাকের জন্য পাইক, পেয়াদা, তৈল, মশাল, দিয়া আর সাহায্য করিতে হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁদা দিবেন। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে, যে পথ দিয়া ডাক যাইত তাহার সন্নিহিত জমিদারদিগকে কেবল উক্তরূপ সাহায্য করিতে হইত; এই আইনে এই নিয়ম করা হইল যে পথের নিকটবর্ত্তীই হউন, আর দূরবর্ত্তীই হউন, সকল জমিদারকেই চাঁদা দিতে হইবে। আরও নিয়ম হইল যে জমিদারী ডাকে সর্ব্বপ্রকার চিঠি পত্রাদি প্রেরিত হইবে।

এ ... নিয়মটি যে অবৈধ ইহা প্রতিপাদন করিয়া সম্প্রতি জ... ... র সভা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক ... বেদন প্রেরণ করিয়াছেন। এই আবেদনে সভা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে পূর্ব্বের ন্যায় জমিদারী ডাকে

যেন কেবল পুলিসের চিঠি ও রিপোর্ট পর্য্যন্ত প্রেরিত হয়; (৩) ইহা-দ্বারা লোকে আপনাদের একটী বিশ্বাসের মত গণ্য হয় এবং যেখানে যেখানে গবর্ণমেণ্টের ডাক আছে, সেই সেই স্থানে যেন জমিদারী ডাক রহিত হয়, এবং সেই সেই স্থানে গবর্ণমেণ্ট যেন আর ঐ চাঁদা গ্রহণ না করেন।

এই আবেদনটী আমাদের বিবেচনায় যুক্তি সঙ্গত বোধ হইতেছে। এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় ডাক গমনাগমনের অসুবিধা নাই, আমাদের বিবেচনায় এখন আর গবর্ণমেণ্টের জমিদারী ডাক দ্বারা ও জমিদারদিগের নিকট হইতে ডাকের চাঁদা লওয়া কর্ত্তব্য হয় না, এখন বহু স্থলে ডাকের সুবিধা হইয়াছে। এখন যে যে স্থলে ডাকের বন্দোবস্ত নাই সেই সেই স্থলেও ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া দুর্ঘট নয়। এখন ডাকের উপযোগিতা সকলেই বুঝিয়াছেন। ডাকের সর্ব্বত্র থাকাতে বন্দোবস্ত হয়, অন্যথা অনেককেই এমন ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা থানার ডাকে চিঠিপত্র বা সংবাদ পত্রাদি লইয়া থাকেন তাঁহারা বিলম্ব নিবন্ধন উহার উপর সন্তুষ্ট নহেন, এমন বোধ হয় সকল স্থানেই ডাকের বন্দোবস্ত করিলে ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে, অতএব জমিদারী ডাক রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ডাক সর্ব্বত্র প্রচলিত করাই কর্ত্তব্য। জমিদারী ডাকের অনেকগুলি দোষ, প্রথমতঃ জমিদারী ডাকে কেবল জমিদারদিগের কার্য্য হয় না অন্যেরও কার্য্য হয় অথচ জমিদারদিগকে তাহার চাঁদা দিতে হয়, এটী নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আর একটী যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য এই, জমিদারেরা আবার ডাক বেহারা বলিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া থাকেন কিন্তু জমিদারী ডাক উঠিয়া গেলে এক প্রকারে প্রজার আপদের শান্তি হইতে পারে।

এতদিনের পর বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় উদার গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। [illegible] আবশ্যকীয় ব্যবস্থাপক সভা [illegible] আইনটী উঠাইয়া দিয়াছেন। [illegible] এই আইনটী করিয়া [illegible]। আর এক জন এ আইনটী [illegible] পরিত্যাগ করিলেন। ইহার উৎপত্তি ও মৃত্যু উভয়ের স্থানের আশ্বর্য্য [illegible] দিতেছে। [illegible] এই আইনের উৎপত্তি হয় কিন্তু আইনটী মৃত্যু অবস্থায় প্রায় ছয় বৎসর ছিল।

"আমরা আজ অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে আমাদের একজন [illegible] নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠকগণের গোচর করিলাম।"

[illegible] উমাপ্রসাদ সেন আর নাই। উমাপ্রসাদের [illegible] ন্যায় গুণশালী ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হইয়াছে। আমরা নিতান্ত শোকসন্তপ্ত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি, সোমড়া নিবাসী বিখ্যাত সেনবংশ চূড়ামণি অশেষগুণালঙ্কৃত উমাপ্রসাদ সেন মহাশয় বিগত ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে রাত্রি ১০ টার সময় পরিজন-বর্গকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া দক্ষিণ প্রবাহ তীর্থ ত্রিবেণীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে সোমড়ার একটী রত্ন গেল, সেনবংশের জ্যোতি নিবিল, বঙ্গদেশ একটী সুপুরুষ হারাইল. ইহাঁর ন্যায় বুদ্ধিমান, নীতিকুশল, রাজনীতিজ্ঞ, বিচক্ষণ পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে। শকাব্দা ১৭৪৩ সালের ১ লা ফাল্গুন তারিখে উমাপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তৎকাল প্রচলিত পারস্য-ভাষা ও হিন্দুস্থানিভাষায় ইহাঁর শিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়স হইতে পৈতৃক জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণে এবং নানাবিধ মকদ্দমা মামলাদিতে মনোনিবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই কেমন সাহস, কেমন মেধা, ও কেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রতিভা জন্মিয়াছিল যে, যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অল্পবয়সেই প্রথমতঃ বর্দ্ধমানাধিপতির মেদিনীপুরস্থ সদর মোক্তারিপদে নিযুক্ত হয়েন। কিয়ৎকাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া পরে উক্ত রাজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই সময়ে কলিকাতা নিবাসী শিল বাবুরা মহিষাদল রাজধানী লুট করিয়া রাজাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন; অধিক কি রাজার ভাগে সামান্য পুরস্কারী দ্রব্য পর্য্যন্ত ছিল না। রাজার এই দুর্দৈবের সময় উমাপ্রসাদ সেন সাহস করিয়া সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি ও রাজচক্র রক্ষার বিষয়ে প্রতিশ্রুত হওয়াতে রাজা তাঁহাকে [illegible] প্রেরণ করেন। উমাপ্রসাদ স্বীয় অসীম ক্ষমতা সাহস, কৌশল ও বুদ্ধিবলে কলিকাতার বিখ্যাত ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পরাস্ত করিয়া, শীল বাবুদিগের সহিত রাজার বিবাদের সুন্দর নিষ্পত্তিপূর্ব্বক মহিষাদলে শান্তিস্থাপন করেন। এই অসম্ভবনীয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাঁহাকে নিজ রাজ্যের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। উমাপ্রসাদ ক্রমাগত ত্রয়োদশবৎসরকাল অশেষ সুখ্যাতি, সম্মান ও যশের সহিত কার্য্য করিয়া রাজার রাজ্য রক্ষায় ও উহার চতুর্গুণ আয়বৃদ্ধি এবং অশেষ উন্নতি সাধন করায় সমস্ত দক্ষিণ বঙ্গে বিখ্যাত হয়েন। অধিক কি ইহাঁর উপর দক্ষিণদেশস্থ লোকের এতদূর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে ইহাঁর ক্ষমতায় [illegible] পর্য্যন্ত সম্ভব করিতে পারেন। [illegible] পর ইনি অতিশয় [illegible] বন্ধ করিয়াছিলেন।

[illegible] ১২৬৪ সালে "সোমড়া নিবাসী ও দেশের উপকার উদ্দেশ্যে" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার উদ্দেশ্য যে কতদূর মহৎ ছিল, তাহা সোমপ্রকাশ পাঠক মাত্রের অবিদিত নাই। ইনি সকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু একের [illegible] সাধন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। [illegible] লোক ছিলেন। [illegible] টাকা [illegible] লইয়া তাঁহাকে লইবার জন্য [illegible] হইতে লোক আসিয়াছিল। কিন্তু [illegible] যে, কোন উচ্চ দেওয়ানী পদ তাঁহার জন্য শূন্য হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। ছয়বৎসরাবধি পীড়িত থাকিয়া ৫১ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর মন অতি প্রশস্ত ও হৃদয় অতি উচ্চ ছিল। ইনি অতি উদার-প্রকৃতি, [illegible] ব্যক্তি এবং অমায়িক, আশ্রিত ব্যক্তিদিগের উপর দয়ালু ছিলেন। [illegible] সমস্ত কার্য্য [illegible] করিয়া ও [illegible] করিয়া যশঃ সৌরভে চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিয়া ধরাধামে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] তারিখের [illegible] আয়ারলণ্ডের [illegible] সম্বন্ধে যে সমস্ত চিঠি পত্র [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] বিলাতে [illegible] গবর্ণ-মেণ্টের [illegible] করিলেন না। [illegible] সুন্দর [illegible]।

[illegible] তারিখের [illegible] হইয়াছে। [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] তারিখের [illegible] হইতেছে। [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] না [illegible] তাঁহাকে [illegible] হয়েন

পারিস ৩ রা ডিসেম্বর। এম্ হাঙ্কিন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে টিজনিসে অপর লোকে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

ভিয়েনা ৩ রা ডিসেম্বর। দানিউব নদীর নাবিকতা লইয়া অষ্ট্রিয়া ও রুমেনিয়ায় গোলযোগ হওয়াতে অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, রুমেনিয়ার সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ আপাততঃ স্থগিত থাকে। কাউণ্ট কালনকিকোয়েম্পটাক এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত না তাহার শেষ হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করা হইবে না।

লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। সরকারী পত্রে এইরূপ প্রকাশ হইয়াছে যে, সেণ্ডাম সাহেবকে যে নেটালের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করা হইয়াছে; নেটালের ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা এই, তথায় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর না হইয়া এক জন গবর্ণর হন।

লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। বর্ত্তমান মাসের ৩ রা তারিখে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে একখানি ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ একখানি তীক্ষ্ণ বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কাপ্তেন সি, জে, ব্রাউনিং এবং তাঁহার চারি জন লোক হত হইয়াছে।

ওয়াশিংটন ৫ ই ডিসেম্বর। কংগ্রেস সভার উভয় গৃহের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিলেন। সভাপতি যে পত্র লেখ তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, স্থগিত আছে।

লণ্ডন ৬ ই ডিসেম্বর। সরকারী পত্রে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, আগামী এপ্রেল মাসে সার গারনেট উলসলি এডজুটাণ্ট জেনেরালের পদ গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। ক্রীতদাস ব্যবসায়ী আরব জাহাজ জাঞ্জিবারের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদ হওয়াতে ঐ স্থান অবরোধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। যে সকল পুলিসের লোক এবং সৈনিক, কার্য্য হইতে অবসৃত আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আয়ার্লণ্ডে রক্ষিপুরুষের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

তুলার ভিতর যাহাতে কেহ অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত করিতে না পারে তজ্জন্য কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আইন উঠাইয়া দিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও তদনুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে উক্ত আইন সমূহ উঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন।

অধ্যাপক কর্‌রাডো টমাসি ক্রুডিলি নামক এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ার অপর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যাঁহারা উচ্চতর গৃহে বাস করেন ও যাঁহারা তন্মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে থাকেন তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহারা নিম্ন গৃহে বাস করেন ও যাহারা ভবনের চতুর্দ্দিকে টবে পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখেন তাঁহাদিগের সেই টবের মৃত্তিকা হইতে ম্যালেরিয়ারূপে বাষ্প উত্থিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুকে দূষিত করে, পরিশেষে মানবদেহকে বিকৃত করে। ইহার উদাহরণে তিনি বলেন একটী স্ত্রীলোক ঐ রূপ পরিষ্কৃত ও পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত গৃহে বাস করিতে করিতে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। তৎপরেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্নিহিত গৃহে কালযাপন করিতে করিতে রোগের অবসান হইতে লাগিল। চিকিৎসক রোগের এই কারণ দর্শন করিয়া গৃহের ফুলের টবগুলি সরাইয়া দিলেন। ১৮৬১ অব্দে আমেরিকাবাসী একজন চিকিৎসক এইরূপ উপায়ে মৃত্তিকা মধ্যে ম্যালেরিয়া বিষ আছে পরীক্ষা করেন। এই চিকিৎসক ম্যালেরিয়া স্থান হইতে মৃত্তিকা রাশি আনয়ন করিয়া উচ্চতর গৃহের বাতায়নের নিকট রাখেন। কিছু দিনের মধ্যে একজন সুস্থ ব্যক্তি যিনি সেই গৃহে নিদ্রা যাইতেন শীঘ্রই তিনি সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা অপর গৃহে ছিলেন তাঁহারা পীড়িত হয়েন নাই।

মান্দ্রাজস্থ পূর্ব্বভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সভার যত্নে তথায় যে সকল স্ত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে উচ্চতম বিদ্যা শিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত করিবার জন্য একটী শিক্ষিতা স্ত্রী-লোক বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, শুনা যাইতেছে আপাততঃ ৫। ৬ জনটী যুবতী উক্ত বিদ্যা শিক্ষার্থ স্ব স্ব অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

কাইরোতে ইউরোপীয়দিগের আমোদ প্রমোদার্থ যে একটী নাট্যশালা আছে তাহাতে মিসর দেশীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ষে বর্ষে ৯০০০ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় দান করেন। তদ্দেশবাসীগণ এই ব্যয়ের বিষয়ে আপত্তি করাতে মিলিটারি কমিটী দ্বারা নাট্যশালা বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

বোম্বাই হাইকোর্ট আদালতের একজন জজ জনৈক প্রাচীন বেনিয়ের মকদ্দমা অন্যায় পূর্ব্বক ডিসমিস করাতে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে ১০ দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশ করিয়াছেন।

গত শুক্রবার প্রায় হাজার লোক গবর্ণর জেনেরলের কলিকাতাস্থ দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পারিস নগরে মক্ষুক বিক্রয়ের একটী বাজার বসিয়াছে। এই বাজার সপ্তাহে একবার করিয়া হয়। মক্ষুকের দর শত করা ৩০। ৩৫ টাকা। আমাদিগের দেশে মক্ষুকের যেরূপ প্রাদুর্ভাব পারিস যদি নিকটে হইত তাহা হইলে ইহার ব্যবসায় উত্তম চলিত।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বিলাত হইতে তারে সংবাদ পাইয়াছেন যে গত সোমবার তথায় ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে পৃথক্ সৈন্য রাখিবার অনুপযোগীতার উল্লেখ করিয়া পত্র লেখাতে এই সভায় তাহারই বিচার হইয়া গিয়াছে।

আগামী ২ রা জানুয়ারি সোমবার প্রেসিডেন্সি কালেজে সিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, যাঁহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কার্য্য হইবে।

বিট্রীকালেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক হাজার টাকা চাঁদায় স্বাক্ষরিত হইয়াছে; কিন্তু ১০ হাজার টাকার অধিক সংগৃহীত হয় নাই; দেশের লোকের কি কেবল চাঁদায় স্বাক্ষর করিবার সময় যত উৎসাহ? আমরা ভরসা করি ভদ্রলোকেরা অবিলম্বে প্রতিশ্রুত দান, সমর্পণ করিয়া দেশের মান রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

মার্টিন লুথরের মত এই, যিনি ২০ বৎসরে সুশ্রী, ৩০ বৎসরে সবলকায়, ৪০ বর্ষে বিদ্বান, এবং ৫০ বর্ষে ধনবান হইলেন না তিনি কখন শ্রীবিশিষ্ট,বলবান,বিদ্বান ও ধনবান হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্ণৌ উইটনেস পত্রিকা নিউইংক মিউজিয়মের একটি প্রকাণ্ড কূপের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অবয়ব দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট, উচ্চে ৩ ফুট, এবং ৩২ ফুট বিস্তৃত। ওজনে ২৫ মণ হইবে। পার্শ্ব চতুষ্টয় ৩ ফুটের অধিক লম্বা নহে।

মেলবোর্ন আরগস পত্রিকা বলেন ২০ এ ও ২১ এ অক্টোবর তুফানে ও ঝড়বাতে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব ও পূর্ব্ব উপকূলে ভয়ানক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে একখানি বাষ্পীয় পোত এবং দুই খানি অর্ণব পোত বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বিস্তর গৃহাদি পতিত হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন নর্থব্রুক ক্লবের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বিজয় গ্রামের মহারাণী দশ হাজার টাকা, সিন্ধিয়া ও হাজার, কুচবিহারের রাজা, হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

নাসিরাজ তাঁহার রাজ্যে টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য বীজ আনয়ন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে বিস্তর সিনকোনা রপ্তানি হইতেছে। ৩০০ বাক্সিন রপ্তানির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক একটী বাক্সিনের মূল্য ৩০০ টাকা।

৮ই নবেম্বর কেনেরল যখন স্বদল সমভিব্যাহারে কলিকাতার বাজারমধ্যে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন পুলিস কনষ্টেবল দণ্ড দিয়া একজন দেশীয় লোককে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, রাজপ্রতিনিধি এই ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অবিলম্বে গাড়ি থামাইয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পিয়ার্স সাহেবকে ইহার অনুসন্ধান করিয়া একখানে তাঁহার নিকট রিপোর্ট প্রেরণের আদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

চীনের সকলই নূতন। সে দিন খাস্‌চু নামক স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেটের একজন কেরাণীর বাটীতে আড়াই শতের চুরী হইয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী সরকারী কার্য্যোপলক্ষে এক স্থানে গিয়াছিলেন, রাত্রি বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে ফিরিয়া আইসেন নাই, চোরেরা ইত্যবসরে বাটীতে প্রবেশ করিয়া বাটীর দাসী প্রভৃতির মুখ বন্ধ করিয়া শেষে এই কথা বলে, গৃহস্বামীর স্বজনের কোন দোষ নাই, অতএব আমরা তাহার পরিবারবর্গের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিব না। তবে সে যে অতি অর্থগৃধ্নু তাহা আমরা জানি, এই নিমিত্ত আমরা তাহার যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী পাইব, তাহাই অপহরণ করিয়া লইয়া যাইব, এই কথা বলিয়া তাহারা তাহাদিগের ইচ্ছামত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া দাসীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া গৃহস্বামীর নামে এক খানি চিঠি লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল, পর দিন গৃহস্বামী প্রত্যাগত হইয়া ঘটনাবৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং পত্র পাঠ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্রখানি পকেটে রক্ষা করিলেন, এবং সেই চোরদিগকে ধৃত করিয়া অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারের চেষ্টায় নিবৃত্ত হইলেন। পত্রের মর্ম্ম যে কি, তাহা তিনি কাহাকেও বলেন নাই।

শ্রীরামপুরের এসিষ্টাণ্ট কমিশনের মেম্বর হেক্টর একজন প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাকে রোমান কাথলিকদিগের একটী গির্জা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেওয়াতে তিনি তাহা করিতে অসম্মত হন, এই কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

ব্যারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রিকেট কাপ্তেন অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদ কয়েটী পাঠাইয়াছেন "বিগত ২১ এ অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি ১ ঘটিকা ১৭ মিনিটের সময় এখানে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় প্রায় যাবতীয় হিন্দু নরনারী ও বিদেশীয় বিস্তর যাত্রী গঙ্গাস্নান করিয়াছেন। ঐ রজনীতে ভাগীরথী অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাটে ঐ রজনী হরিসংকীর্ত্তন, হরিনাম ও শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া আশ্চর্য্যরূপে মিসনরী সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিয়াছে। পাদরী সাহেব চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে টীপাই শান্তিপুরে আসিয়া স্থানে স্থানে মূর্ত্তি ও খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়িণী অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় আবাল-বৃদ্ধের সমুচিত হিন্দুধর্ম্মের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া "থ" হইয়া গিয়াছেন।

এবার হালসাটি, চাকদহ, শান্তিপুর, ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের স্কুলে মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের বিস্তর সুবিধা ও উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পরীক্ষার প্রশ্নগুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়াছিল। এক্ষণে পরীক্ষার ফল প্রতি উৎসাহবর্দ্ধক হইলেই কথঞ্চিৎ রক্ষা হয়।

আমাদের মিউনিসিপাল ইংলিস স্কুল হইতে এবার ছয়জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছে। প্রেরিত পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, এজন্য আশা করা যাইতে পারে যে, উহাদের মধ্যে সকলেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রধান মাষ্টার বাবুর ও স্কুলের গৌরব রক্ষা করিবে। বিগত বৎসরের ন্যায় এবার যদি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি অসন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে অভিভাবকদিগের শাসনে পাঁচকোল ও দোহারের পাঁচ হাতি গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই কাঁদিতে হইবেন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা ও ইচ্ছা।

মিউনিসিপালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যান ও কমিশনর বাবু যদি কাজের লোক হন, তাহা হইলে করদাতৃগণের কোন বিষয়ে কোন কষ্টানুভব করিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি এখানে নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি মিউনিসিপালিটিতে যেমন নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, ঐরূপ প্রথা যদি সমুদায় স্থানের মিউনিসিপালিটিতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির "পরের ধনে পোদ্দারী" করা ঘুচিয়া যায়। লর্ড রিপনের কল্যাণে ও কোটি লোকের ক্ষমতা যদি কখন ভারতবর্ষে আত্মশাসনপ্রণালী হয়, তাহা হইলে তখন লোকদের সুখসৌভাগ্য সমুন্নত হইবে, নতুবা আমাদিগকে চিরকালই সেইরূপ কড়ি দিয়া দুঃখে পার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। আমরা মিউনিসিপালিটির অধীনে বাস করি বটে, কিন্তু আমাদের রাস্তা ঘাট আলো জল প্রভৃতির অবস্থা দিবার নহে। সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এজন্য হিন্দু মাত্রেই গঙ্গাস্নানে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু মিউনিসিপালিটির অনুচরেরা উহা অদ্যাপি উঠাইয়া লইয়া যায় নাই। কালীমাতা পাকপাদমুণি রাস্তায় পড়িয়া মিউনিসিপালিটিকে যেন মুখব্যাদন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

১৯ এ অক্টোবর রেঙ্গুনের কোর্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অগ্নিদ্বারা তাঁহার প্রাচীন অট্টালিকা রক্ষা করিবার জন্য দুই জন যুবতীকে বলিদান দিয়া তাহাদিগের রক্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, নিহিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পলাইয়া বাঁচিয়াছেন। এরূপ নরবলী দিবার রীতি তথায় প্রচলিত আছে।

সোমবারে যে চন্দ্রগ্রহণ হয় আমাদিগের এখানে তাহার সর্ব্বগ্রাস দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।"

বোম্বাই গেজেটে বলেন বোম্বাপ্রদেশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মনুষ্য খুন করিয়া বলাইয়া অপরাধে তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত বাস করিবার আদেশ দিয়াছেন ও তাহার টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

পাটিয়ালার মহারাজ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ১ লা জানুয়ারি হইতে রেঙ্গুনের মহারাজের স্কুলে এ.বি.এ খুলিবার আদেশ দিয়াছেন।

আমাদিগের সদর কেনেরল লর্ড রিপন বিদেশ গমনের দেশে সেগুনে যাইবেন। জ্যোতিষী এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এস্থানে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। লর্ড মেয়র মৃত্যুই তাঁহার আশঙ্কার কারণ।

ভারত পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা অতি শোচনীয়। গোমতীক দেশে প্রায় খাদ্য শস্য নাই। বিসূচিকা ও জ্বরে বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, খাদ্যাভাব ও অনাবৃষ্টি, তাহার উপর মারাত্মক ঔষধ যে সকল লোক জীবিত রহিয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিবিধ উপায় করিতেছেন।

বালিকাদিগের কার্য্যশিক্ষা দিবার জন্য তায় যে স্কুল হইয়াছে, তাহাতে দেশীয় শিক্ষকদিগের মধ্যে সমুদায়ই বাঙ্গালী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট সংবাদ স্থানীয় লোকদিগের এ বিষয়ে নিরুৎসাহ দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

পুনার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উদ্যোগী

হইয়া তথায় একটী কৃষি-প্রদর্শনী খুলিতেছেন। ভূমীর উন্নতিকল্পে কৃষকদিগের যাহাতে বিশেষ যত্ন হয়, এবং উহার উন্নতিকল্পে যাহাতে পরস্পরের পরস্পরকে সাহায্য করিবার চেষ্টা হয় তদুপায় অবলম্বন করাই প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠাতাদিগের উদ্দেশ্য।

আগামী ১ লা জানুয়ারি হইতে সামরিক কার্য্যের হিসাব পত্র পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ হইতে সামরিক বিভাগে উঠিয়া যাইবে।

এইরূপ জনরব যে [illegible] আসিতেছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর এসলি ইডেন সাহেব আগামী [illegible] মাসে [illegible] করিয়া [illegible] গমন করিবেন।

বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া [illegible] রচনা [illegible] টাকা [illegible] পুরস্কার দিতে অভিলাষী হইয়াছেন। [illegible] সাহিত্য ও অলঙ্কারের [illegible] আলোচনার উপযোগিতা। [illegible] উপদেশ ও [illegible] উপযোগিতা। গণিত, আমরাব ও নবমিদিগের [illegible] আবোহ [illegible] মূল্য, মাপ ও [illegible] এবং বর্ত্তমান সময়ের [illegible] করিবে রচনা। [illegible] প্রস্তুত করিবার [illegible] ও তাহার [illegible]। কলিকাতা, বারাণসী, [illegible] ও [illegible] পণ্ডিতেরা এই সকল [illegible] রচনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। প্রতি বর্ষের ১ লা [illegible] রচয়িতাদিগকে প্রেরণ করিতে হইবে।

৫ ই অক্টোবর [illegible] নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে [illegible] দিয়াছে। ইহাতে বিস্তর লোক [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রাপ্ত হওয়া [illegible] ৬১ খানি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বঙ্গদেশের [illegible] উপস্থিত [illegible] বিস্তর [illegible] সাহেব [illegible] এবং [illegible] কলিকাতার [illegible] করিয়াছেন। বিস্তর [illegible] বঙ্গদেশের [illegible] হইতে [illegible] হওয়া [illegible] ।

[illegible] প্রকাশিত [illegible]

নবেম্বর শীঘ্র পাতিয়ালা রাজ্যে যাইবেন। তথা হইতে কাশ্মীরে যাইবার কল্পনা আছে।

বিজয়গ্রামের মহারাজ ২ রা ডিসেম্বর মাদ্রাজে উপনীত হইয়াছেন।

১৮৮১ অব্দে গ্রেটব্রিটেনে ১২১৬২৬৬৪০ পাউণ্ড চা আমদানি হইয়াছে, ১৮৮০ সালে ১০৯৬৬৫৪৪৪ ও ১৮৭৯ সালে ১২৪৫১২২১৯ পাউণ্ড আমদানী হইয়াছিল। [illegible] ও ইউনাইটেড ষ্টেটে চীন ও জাপান হইতে ৫৭১২২৩০৬ পাউণ্ড গিয়াছে।

[illegible] গবর্ণমেন্টের টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে [illegible] নামক স্থানে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে প্রতি শব্দে [illegible] আনা করিয়া খরচ পড়িয়াছে।

[illegible] পৃথিবী ভ্রমণ [illegible] কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি [illegible] আমেরিকার [illegible] নামক একখানি [illegible] সম্পাদক [illegible] চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও [illegible] বিভাগ।

[illegible] ডিসেম্বর [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

৫ ই নবেম্বর। [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] এবং উক্ত [illegible] থাকিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] হইবেন এবং উক্ত [illegible] থাকিবেন। ২২ এ অক্টোবর [illegible]

[illegible] সরকারের বন্দী হইবার যে আজ্ঞা হয়, তাহা রহিত হইল।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এস [illegible] অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, কেলি-হান কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুরের [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এফ, [illegible] শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] থাকিবেন।

[illegible] অসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু [illegible] হইলেন।

বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] হইলেন,

[illegible] ডেপুটী কমিশনর [illegible] এ, ই, [illegible] দিনের [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] দিনের ছুটী পাইলেন। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ দিনের ছুটী পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]

[illegible] ছুটী [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] বিভাগ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] করিবার [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এম, [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বুক সাহেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাগ্‌আঁচড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, বম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থানে সমুদয় ক্ষমতাশালী(?) হইলেন।

মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি. সি. স্যান্ডী সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—১৩ এ অগ্রহায়ণ।

অনেক দিন হইল মাননীয় সোমপ্রকাশের আন্দোলন(?) করিতে পারি নাই, মনে করিয়াছিলাম ভাল করিয়া একখানি খবরের ডালি সাজাইয়া নিকট উপস্থিত হইব। কিন্তু আপনার হুগলীর সংবাদদাতার দুর্দ্দৈবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, না ঘটনার মাধুর্য্য না সমাচারের প্রাচুর্য্য। অতএব ভরসা এই যে পাঠক মহাশয়েরা নিজগুণে আপনা হইতে উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। সম্প্রতি হুগলী কলেজে ২৪০ টী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ও ৫৩ টী ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিতেছে। প্রথম দুই দিন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নগুলি মন্দ হয় নাই, কিন্তু ফাষ্ট আর্টে প্রশ্নই একটী কঠিন ছিল। হুগলী কলেজের ও ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষক মহাশয়েরা সকাল সকাল আহারাদি সমাপন করিয়া পরীক্ষা পরিদর্শন করিতে যান, আর আড়াই ও পাঁচটা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় দুর্ভাগ্য বশতঃ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের মতানুসারে শিক্ষকদিগকে বাঁধিয়া বাড়িয়া সব ডেপুটীর কর্ম্ম দেওয়া যাইতে পারে। শুনিতে পাই, কলিকাতার নাকি শিক্ষক মহাশয়েরা প্রতিদিনের(?) জন্য অতিরিক্ত বেতন পান। যদি এরূপ হয় তবে কলিকাতা ও হুগলীতে বিসদৃশ থাকা উচিত নয়।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গেল যে গতবার পূজার সময় আটপাড়ার বাঁশবাগানে একজন উচ্চকার্য্যের(?) যুবা ফাঁসিতে ঝুলিয়া মরিয়াছিল। আমাদিগের হুগলীর ডাক্তার সাহেব শব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উক্ত ব্যক্তির বুকে এবং পাঁজরায়(?) আঘাত লাগিয়াছিল(?)। তাহার আর কেহ অভিভাবক(?) নাই কেবল একটী নবীনা স্ত্রী আছে।

পূর্ব্বে যে হুগলীর উকীল বাবুর(?) বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের কথা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি(?) অবশেষে কুশলেই(?) নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা যেন বাবুরা এই দেখিয়া উদ্ধত স্বভাবটী পরিত্যাগ করুন। শিষ্টাচারে সকলেই বশ হয়। হুগলীর মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের কথা অনেক বার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু কথায় বলে "…র কুকুরের লেজ সোজা হয় না(?)" আমাদের ন্যায় অধমের বাক্যে কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণপাত করিবে সে কেবল দুরাশা। যাহা হউক, আবার তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৃষ্টি করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রথম সকল রাস্তায় জল দেওয়া হয় না। কেবল যে পথে কর্ত্তৃপক্ষের গতিবিধি তাহাতেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জজ সাহেবের কাছারির নিকট পর্য্যন্ত জল দেওয়া হইত, এক্ষণে হয় না। বিশেষ চুঁচুড়ার খড়ুয়া বাজার ও হুগলীর চকে জল দেওয়া না হওয়ায় লোকদিগের বড় কষ্ট। কেন না ঐ দুই স্থলে সর্ব্বদা লোকের সমাগম। দ্বিতীয়, মধ্যে মধ্যে মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাটীর সম্মুখে আলো আছে, অথচ যেখানে থাকা উচিত, সেখানে দেওয়া হয় না। সকল সময়ে সকল আলোকস্তম্ভে আলো থাকে না। তৃতীয়, আজ কাল মাথরের কার্য্য মিউনিসিপাল কর্ত্তৃক আসিয়াছে, কিন্তু প্রায় মাসে মাসে মাথর পরিবর্ত্ত হইতেছে, অথবা মধ্যে মধ্যে পাইখানা পরিষ্কার হয় না। এরূপ কর্ত্তৃত্ব না করাই উচিত, যদি করেন তবে যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয় এমত বিধান করিবেন।

এখানকার জজ সাহেবের কাছারি মেরামত হইতেছে, কিন্তু উপরের অংশমাত্র। আপনি বিশেষ অবগত আছেন, এখানকার সব জজ সাহেবের(?) কাছারি ঘরে জল পড়িয়া সমস্ত ভাসিয়া যায়, আরো দুই এক ঘরে জল পড়ে, কিন্তু তাহা মেরামত না হইয়া নিচে পাথর বসান হইতেছে। আমাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এই প্রকারে অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের উপাধি প্রাপ্তির সমারোহে এখানকার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব দুই একটী বাঙ্গালি হাকিম, উকীল ও ইংরাজী অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এবং শুনিলাম(?) একটী একটী ব্রাহ্মণ প্রত্যেক বাটী হইতে নিমন্ত্রণ করার ন্যায় বিচার বাহাদুরের কি অন্যায় হইয়াছে যে অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইল না। এবারে মহরমে হুগলীর এমামবাড়াতে সমারোহ হইয়াছিল। বোধ হয় সোমপ্রকাশের অনেক পাঠক মহাশয় অবগত আছেন যে হুগলীতে দুইটী এমামবাড়া, পুরাতনটীর নাম বড় ও নূতনের নাম ছোট। বড়র নাম বেণী(?)। চুঁচুড়ার টেঁপু(?) মুসলমানের বংশধর হাকিম সাহেব বাহাদুরের আর একটী গোঁফাযা(?) হয়, 'তাহাতেও' বিলক্ষণ ধূমধাম। এই উপলক্ষে চুঁচুড়ার বাজারে অত্যাদি(?) ধূমধাম হইয়াছিল, অপর বাজারের সকল মুসলমান বিবাহাদির উৎসবের ন্যায় মুসলমান বাজারি প্রতিমা(?) করিয়া তাহার অগ্রে দুশ(?) আমোদ করিয়া থাকে। এখানকার ডেপুটী(?) নিকট একটী পরগণা মাত্র আছে, ঐ স্থানে প্রতি দিন বহুতর লোকের সমাগম হয়, সেখানকার পালকিওয়ালা(?) বিস্তর ৫-৬ টাকা লাভ করিয়া থাকে। চুঁচুড়ার মোগল ও পাঠান উপলক্ষে ধর্ম্মোৎসবীয়(?) উক্ত দল বড়ই গোলমাল করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমরা দুই দলের একাদশী যাত্রা আসিয়াছিল। সব অঙ্গনা(?) স্ত্রীলোক, পুরুষ আর। সব সরকারী চাপরাশীগণ(?) জনৈক(?) … কিন্তু মুসলমানরা … ঘটনা(?) সম্পর্ক … যে এমামবাড়ীর(?) … সমাজে উপাধিতে(?) … বিদ্যমান আছে। শিয়াদের সারির(?) উপর কাজকর্ম্মের(?) অনেক স্থলে লম্বমানদিগের(?) উপর … থাকা না পাওয়া যুক্তি(?) যায় না।

সংবাদ।

অদ্য মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্ব। মৌলবী(?) জানাইতে হইবে(?) এতদ্দেশীয় হিন্দুগণও মুসলমানদিগের সহিত সমবেত হইয়া এই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া থাকেন। হিন্দুরাও ইমামহোসেনকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন। বেশভূষা আদি দেখিয়া হিন্দু মুসলমান চিনিতে পারা যায় না।

কিন্তু অধুনা মুসলমানদিগের অজ্ঞানতা অনেক দূর হইয়াছে। যে সকল মুসলমান ইংলণ্ডে যাইয়া কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র বাস করিতেছেন, আর পূর্ব্ব ধর্ম্মই অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুরা ইংলণ্ড যাইলেই জাতিচ্যুত(?) হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে বিলাত ফেরত হিন্দুগণও ঐরূপ স্ব স্ব সমাজে মিলেন এবং সমাদৃত হন।

মহিষাদলের অধিপতির(?) ভুবনকোলীয়া(?) নামক স্থানে মাননীয় বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যালয় আছে। ইংরাজ, বাঙ্গালি লোকদিগের অনেকেই উক্ত স্থানে ঐ উপলক্ষে সমাগম করিয়া প্রীতিলাভ করেন। বিগত কালীর(?) পূজার সময় মহারাজ বেতিয়ার ভবনে তাঁহার স্বয়ং(?) যোগে নাট্যাভিনয় হয়। তিনিও আনন্দলাভ করিয়া ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা নাট্যশালার উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন।

এলাহাবাদ।

গত ২৮ এ নবেম্বর অবধি প্রধান বিচারালয়ে

সেখানে যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, অদ্য তাহার স্থূল বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

আগ্রা রেজিমেণ্টের চার্লস্ উইলসন, জেমস্ ম্যাকক্যান এবং স্যামুয়েল উইলসন এই তিন জন গোরা অকারণ শারাক(?) নামক একজন গাড়োয়ানের মৃত্যুর কারণ বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ এবং ৩৩০ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া জজ বিচারালয়ে আনীত হয়। তাহারা গত ১১ ই যে মলবার্থ(?) বাজার হইতে ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরে অভিমুখে হয়। তাহারা সহরে মদ্য ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ রামবাগ অভিমুখে তাজমহলে যায়। তাহারা বলে, তাজমহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দেখিল গাড়োয়ান মাতাল হইয়াছে। সে জন্য তাহাকে গাড়ীর পশ্চাতে বসাইয়া তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি গাড়ী চালাইতে লাগিল। যখন গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতেছে, তখন তাহারা হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল একজন এদেশীয় লোক রাস্তায় পড়িয়া আছে, তাহাকে তথা হইতে গাড়ীতে উত্তোলন করিবার সময় তাহার মস্তকে একটী ক্ষত দেখিয়াছিল। তদনন্তর গোরারা কি প্রকারে স্ব স্থানে আসিল, তাহা তাহারা বলিতে পারে না। কিন্তু কয়েকজন সাক্ষী ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা বিবৃত করিয়াছে। প্রথম সাক্ষী বলে, যে স্যামুয়েল উইলসনের জন্য আগ্রার সদর বাজার হইতে ঠিকা গাড়ীখানি ভাড়া করিয়া আনে। দ্বিতীয় সাক্ষী যুগলকিশোর বলে যে ঐ দিবস একটী কূপ হইতে জল আনিবার সময় দেখিল তিন জন গোরা একজন লোককে প্রহার করিতেছে, আহত ব্যক্তি বলিতেছে "আমাকে মারিও না আমি গাড়ী লইয়া যাইতেছি" একখানি ঘোড়ার গাড়ি সম্মুখে ছিল। ঐ গোরাদের মধ্যে একজন তাহার হাত, অপর জন তাহার গলা ধরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার গায়ে কোনরূপ রক্ত দেখে নাই। তৃতীয় সাক্ষী বন্ধু সিং বলে, সে [illegible] সময় [illegible] পরিবর্ত্তে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছিল, গাড়োয়ানকে দেখে নাই, কিন্তু অপর দিকে তিন জন গোরা একজন এদেশীয় লোককে প্রহার করিতেছিল। [illegible] মস্তকে [illegible] একটী [illegible] স্থানে [illegible] হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সে দেখিল যেখানে গাড়ীখানি ছিল, তথায় [illegible]। সে সেই দিন সন্ধ্যার সময় [illegible] নামক [illegible] গিয়া ঐ গাড়ী যাইতে দেখিয়াছিল, তখন একজন গোরা চালাইতেছে। [illegible] জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল [illegible] ঐ তিন জন গোরা বা ঐ গাড়োয়ানকে দেখিয়া তাহার কিছু বোধ হয় নাই। সে তাহার মাতাল হইয়াছে। চতুর্থ সাক্ষী ভেরি গাড়োয়ান বলে, সে গাড়ী লইয়া গোরাই আড্ডা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় একজন গোরা এক খানি গাড়ী চালাইয়া যাইতেছে দেখিয়াছিল এবং সেই গোরা যে স্যামুয়েল উইলসন্ তাহাও দেখাইল। বাজারের অতি সন্নিকটে আসিয়া ঐ গোরা গাড়ীখানি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ভেরি গাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া দেখিল যে গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর রহিয়াছে। তাহাকে বারম্বার আহ্বান করাতেও কোন উত্তর পাইল না। তাহার মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে। আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল যে, মৃত ব্যক্তির শরীরে কোন চিহ্ন কিম্বা সে যে সুরাপান করিয়াছিল, সে তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখে নাই। পঞ্চম সাক্ষী পুলিসের সব ইনস্পেক্টর সেখ মনিরুদ্দিন বলেন, গাড়োয়ান যখন পুলিসে আনীত হইল, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়াই হাঁসপাতালে প্রেরণের জন্য আদেশ হয়। মাননীয় জজ সাহেব পুলিস সব ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "যখন গাড়োয়ানকে তোমার নিকট আনিল, তখন তাহাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হইয়াছিল। প্রত্যুত্তরে সব ইনস্পেক্টর বলিলেন যে "বাঁচে না সেই।" অতঃপর এই প্রশ্ন হইল "মুমূর্ষু ব্যক্তির যেরূপ এজাহার লইবার রীতি আছে, তাহা লইবার জন্য তোমার কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়াছিলে কি না?" উত্তর "না" পুনরায় প্রশ্ন হইল "কেন নাই কেন?" উত্তর "আমার বোধ হইয়াছিল সে কিছুক্ষণ বাঁচিবে" এই কথা বলিয়া সব ইনস্পেক্টর কিছু কাঁপিতে লাগিলেন, কারণ মাননীয় জজ সাহেব বলিলেন যে "তুমি এই বলিলে বাঁচে না সেই, আবার বলিতেছ কিছুক্ষণ বাঁচিবে, ইহা কিরূপ সঙ্গত?" পরে এ কথা চাপা পড়িল। পর দিন প্রাতঃকালে সব ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থল তদারক করিতে গিয়া দেখেন, যেখানে গোড়কাগাড়ী(?) পড়িয়াছিল, তথায় রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। তদনন্তর সরজাণ্ট জেকবের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। তিনি বলিলেন যে ঐ দিবস অপরাধীরা ব্যারাক হইতে বহির্গত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় চার্লস উইলসনকে এবং ম্যাকক্যানকে মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অপরাধীদিগের পক্ষের এক জন সাক্ষী কেপ্লান(?) সাহেব বলেন যে, চার্লস উইলসনকে ১১ ই যে বেলা দুই প্রহর দুই টার সময় ব্যারাকে দেখিয়াছিলেন, তাহার তখন জ্বর হইয়াছিল, তাহার শয্যা তিনি নিজে প্রস্তুত করিয়া দেন। অপর আর একটি সাক্ষীর কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই ত গেল সাক্ষীদিগের বিবরণ, এক্ষণে আগ্রার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার গার্ড সাহেব মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এস্থলে বলা বিশেষ আবশ্যক। কারণ তাঁহার কথায় এই মকদ্দমার একপ্রকার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির শরীর কৃশ ছিল, কিন্তু রুগ্ন নহে। তাহার কপালের বাম পার্শ্বে একটি ক্ষত আর বাম চক্ষুর প্রান্তভাগে ও বাম কোটির নিম্নে এক একটী আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাহার মস্তকের উপর যেরূপ ক্ষতচিহ্ন ছিল তাহাতে মস্তিষ্কের ভিতরে সেরূপ ক্ষত হই হয় নাই। তিনি বলেন, ঐ ক্ষত কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা বা ঘুসি দ্বারা হয় নাই। পড়িয়া যাইলে ঐ প্রকার ক্ষত হইতে পারে। কি প্রকারে যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার মত এই, মৃত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, সজোরে ভূমিতলে পড়িয়া গেলে তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তিনি ইহাও বলেন যে, ঐ আঘাত সুরাপান করিয়া যে যে প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয় না এবং গোরাদের দ্বারা ঐরূপ ক্ষত হইতে পারে না। সর্ব্বশেষে মাননীয় জজ সাহেব মকদ্দমার সারাংশ জুরিদিগকে বিবৃত করিতে গিয়া এইরূপ বলিলেন যে গার্ড সাহেবের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের কৃত কোনরূপ অত্যাচারে গাড়োয়ানের মৃত্যু হয় নাই, এবং তাহার মস্তকক্ষত গোরাদের দ্বারা আঘাত করা হয় নাই। মৃত ব্যক্তির মুখমধ্যে যে রক্ত জমিয়াছিল, ডাক্তার সাহেব দেখিয়া তাহার কোন কারণ বলিতে পারেন না। জজ সাহেব ইহাও বলিলেন যে, যেখানে গোড়কাগাড়ী(?) পড়িয়াছিল, তথায় যে রক্ত চিহ্ন ছিল, তাহা মনুষ্যের, কিম্বা অন্য কোন জীবের তাহাও প্রমাণাপেক্ষ। এইরূপ দুই চারি কথা বলার পর জুরিরা গৃহান্তরে গেলেন, এবং প্রায় ২০। ২৫ মিনিটের পর পুনরাগমন করিয়া অপরাধীরা নির্দ্দোষ বলিলেন, এবং মাননীয় জজ সাহেব তাঁহাদের মতে অনুমোদন করিয়া তাহাদের অব্যাহতি দিলেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে জুরিদের মধ্যে কেহই এদেশীয় বা বাঙ্গালি ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই এক-দেশাবলম্বী(?)।

গাড়োয়ান যে কিসে মরিল, এ কথা সকলের মনে উদয় হইতে পারে বটে; কিন্তু অপেক্ষা এই বলিতে পারা যায় যে, সে নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনিই মরিয়া গিয়াছে॥

এখানে যেমন একটা(?) শেষ হয় নাই, আগামী ১৯ ই ডিসেম্বরে মিরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ফিলার(?) সাহেবের মকদ্দমা হইবে, সময়ান্তরে তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

যশোহর।

১০ এ অগ্রহায়ণ ১২৮৮।

সে দিবস যশোহরের স্কুল ডেপুটী ইনেস্পেক্টর বাবু কাশীশ্বর রায় মহাশয় আমাদিগের বাগডাঙ্গি চাকুলা গ্রামের বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, ছাত্রদত্ত বেতন ও গ্রাম্য চাঁদা প্রভৃতিতে মাসিক ৩০।৩৫ টাকা আদায় দেখাইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মঞ্জুর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু এ টাকা আদায় হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সম্প্রতি কাশিমবাজার নিবাসিনী দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং আমাদিগের জমীদার স্বর্গীয়া রাণী রাসমণি দাসীর দৌহিত্র বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা যথোচিত সাহায্য করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

সম্প্রতি এ দিকে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। সুখের বিষয় এই, অদ্যাপি ইহাতে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। পূর্ব্ববিভাগে অনেক বিশেষ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি এতদঞ্চলে ডাক্তার পাঠাইবেন না?

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৫৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভিণী জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ বহু রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং মৃতবৎসা জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৯ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগাধিপাল।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বাত, কোষ্ঠাশ্রিত বাত, অম্ল শূল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাময়, কৃমিরোগ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ ৮ই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১৸০

প্যাকিং খরচা /০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই মহৌষধ যথাপ্রণালী সেবন বিধিমত ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিশিষ্টতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ক্ষয়কাশ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন নির্ম্মূলিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ৩ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৫ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল. এম.

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং রাজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এজেণ্ট
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্বেদ সম্মত
ঔষধালয়।
কলিকাতা মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আবশ্যক ব্যাখ্যার সহিত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য আকমাশুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ৷৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৩৸০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন গঃ।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৸০ ডাক মাশুল ৵১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার বাঘবেম ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরাজগণের ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৮, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

ডাক্তার অমদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৬৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি চিকিৎসা করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোষবৃদ্ধি, মাংস-কোষবৃদ্ধি, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে থাকিয়া করেন।

প্রসব সহকারে সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আনেকে প্রচার এবং কোন অনুমান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

স্বর্গ ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১	শ্রীমতিলালচন্দ্র গুপ্ত ওভারসিয়ার আর,সি,সি, ময়মনসিং।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগপ্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন,মন্ত্রসংহিতা,সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই কটী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	বাবু	গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—আইকো	১
"	"	অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়—পানিহাটী	৫।০
"	"	গোপালকিশোর দত্ত উকীল—বগুড়া	৭
"	"	মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিবিরপুর	৫।০
"	"	মধুসূদন সরকার—ইসলামপুর	৭
"	"	জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়—রাউলপিণ্ডি	৭
"	"	নীলমণি ঘণ্টাইড গাক—মান্দ্রাজ	৬
"	"	সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—বহরমপুর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সর্ব্বপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, টিকিট প্রভৃতি যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীহেমকালনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৫ ই পৌষ। ইং ১৮৮১। ১৯ এ ডিসেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

জ্বর-চিকিৎসা।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও অবিরদমন জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও অতিবাহশোথার সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রণেতা বহু দিবস ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের চিকিৎসাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়া পীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের পক্ষে বিশেষ উপকারী ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কয়ক্রম যত্নে পাওয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ ১ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল সমেত ২, মাত্র। কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম ১॥০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধারণের চোখ্ মুখ্ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম। বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল; বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; (সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র, এমএ, বিএল; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল, ঢাকবার্ত্তার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বসু; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়,—ইহা ব্যতীত আরও দুই জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসীতে লিখিবেন। ২৬ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

নং ২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মুজাপুর কলিকাতা। } শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রকাশিত পুস্তক-অদ্ভুত ব্যাপার !!

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা অদ্ভুত রহস্য !!

মূল্য মায় ডাক খরচ ১৸০ আনা মাত্র। বঙ্গীয় পাঠক মহোদয়গণ, পুস্তক আবশ্যক হইলে কার্য্যালয়ে স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিব। আপনারা মাশুল দিয়া পুস্তক লইবেন। উভয়ের বিশ্বাস !! গুপ্তকথা কতক গুলি সম্বাদপত্রের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সন ১২৮৮ সাল ৩০ এ কার্ত্তিক সোমপ্রকাশে সমালোচনা দেখুন !!

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা সর্প দুর্গাচরণ টোলা ২ নং কার্য্যালয়।)

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

অভ রসায়ন।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরনাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে ঊর্দ্ধ বয়স্ক পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১॥০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।

৩ নং চক্রবেড়া—ভবানীপুর

কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়,

ঘোষ ও দত্ত।

(প্রশ্নের উত্তর।)

আমরা বড় কষ্ট পাইলাম। কেন না ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ঘোষ ও দত্ত প্রভৃতি উপাধিগুলি গ্রহণ করেন বলিয়া এক ভিন্ন পত্রে আমাদিগকে উপহাস করায় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে তাহার প্রতিবাদ করিতে দেখিতে হইল। আমার বোধ হইতেছে, যে তিনি সেবারে ব্রাহ্মদিগের মতামত লইয়া আড়ালিতি করিবেন। বলিবেন, ওহে! তুমি যখন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, এখন তুমি হিন্দুদিগের রামচন্দ্র, সুশীলচন্দ্র প্রভৃতি নামগুলি পরিত্যাগ কর। কারণ, যে যুক্তিতে তিনি ব্রাহ্মদিগকে চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, সেই যুক্তির উপর ভর দিয়াই তিনি ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুদিগের নামগুলি পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই অথচ বিজ্ঞের ন্যায় পরামর্শসূচক "উচিতে" ময়দান করিয়া সকল কথাই বলিয়াছেন। তিনি "উচিতে" জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি অন্য কোন জাতির আছে কি না এবং সেই উপাধিগুলি হিন্দুত্ব জ্ঞাপক কি না?" এ বিষয়টী লইয়া পুনরায় আন্দোলন করিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না, কারণ ইহা তত গুরুতর বিষয় নহে, অতি সামান্য বলিতে হইবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় নিজে যখন ইহাতে হস্তার্পণ করিয়াছেন তখন আমাদিগকে তাঁহার প্রশ্নদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিতেই হইবে। চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি অন্য জাতির আছে কি না? ইহার উত্তর এই—না, ইহা অন্য জাতির নাই। তবে ইহা হিন্দুধর্ম্মের উপাধি বলিয়া কি আমরা স্বীকার করিব? বলিতে হইবে, ইহা বাঙ্গালির * চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি হিন্দুত্বজ্ঞাপক কি না? ইহার উত্তর এই—না, ইহা হিন্দুত্বজ্ঞাপক নহে। তবে ইহাদিগকে বাঙ্গালি হিন্দু-বংশজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। হিন্দু অথবা হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালি হিন্দুবংশ এক পদার্থ নহে। আমি বাঙ্গালি হিন্দুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমি আপনার হিন্দুবংশের পরিচয় দিই বলিয়া আমি যে এক জন হিন্দু, আমি যে এক জন বেদবেদান্তের উপাসক, এমন কিছু প্রমাণ হয় না। ইহা সকলেরই বিদিত যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। দেখুন, এক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ফরাসি, জার্মান, ইংরাজ, রুশিয়ান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। আবার এক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বাঙ্গালিদিগের এক প্রকার নাম ও উপাধি এবং হিন্দুস্থানী ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি। সেইরূপ এক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি হইয়া থাকে। এমন কোথাও আমার লিখিয়া দেওয়া নাই যে, হিন্দু হইলেই তাহার নাম ও উপাধি শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি থাকিবেই হইবে, অথবা খ্রীষ্টান হইলে হেনরি জন্সটন প্রভৃতি থাকিবেই হইবে। হিন্দু হইয়া যেমন শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে পারে সেইরূপ রণজিত সিংহও হইতে পারে। সেইরূপ, খ্রীষ্টান হইলে যেমন হেনরি জন্সটন হইতে পারে সেই রূপ ফেডিনী জোনসন্ও হইতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির যেরূপ সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত কখনই সেরূপ সম্বন্ধ নহে। এক-দেশের ব্রাহ্মেরা বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির নাম ও উপাধি গ্রহণ করিলে কিপ্রকারে যে মহাপাতক অশুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আবার দেখুন, মিসর, রোম, আরব, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশবাসীরা যখন পুরা প্রচলিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম, মহম্মদীয়ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের স্বদেশপ্রচলিত নাম ও স্ববংশের উপাধি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি গ্রহণ করেন নাই। যদি এরূপ হইল তবে ব্রাহ্মেরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বদেশপ্রচলিত নাম ও স্ববংশের উপাধি কেন ত্যাগ করিবেন? এখানে এ কথা বলাও উচিত হইতেছে যে, মিসর প্রভৃতি দেশের লোকেরা যখন প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মহম্মদীয়-ধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের যেরূপ নাম ও উপাধি ছিল এখনও যে ঠিক সেইরূপ নাম ও উপাধি চলিয়া আসিতেছে তাহা নহে, অবশ্য ক্রমশঃই সকল দেশের নাম ও উপাধির পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের জন্য হয় নাই, কালের মাহাত্ম্য ও লোকের রুচির বৈলক্ষণ্যই এই পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াছে। আমাদের দেশেও এখন আর কেহই পুত্র কন্যার ভীমসেন, কুন্তী, চিত্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য অথবা লোমহর্ষ ও শাকুনি নামকরণ করে না। কালের মাহাত্ম্য ও রুচির পরিবর্ত্তনে যখন বাঙ্গালিদিগের নাম প্রকৃতি বিভিন্ন-রূপ ধারণ করিবে, তখন ব্রাহ্মেরাও কখনই সে পরিবর্ত্তনে যোগ দিতে বিমুখ হইবেন না। এখানে আর একটী কথার বলা আবশ্যক হইতেছে যে, আজকাল খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় একটী নূতন নামকরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই নূতন

* [illegible], ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন [illegible] মুসলমান অধিবাসী-[illegible] আমরা এ কথার প্রতিবাদ [illegible] তিনি স্বয়ং আমাদের অধিবাসী মুসলমানদিগকে বাঙ্গালি বলেন। তবে এখানে আমাদের অনুরোধ এই যে যাহারা মুসলমানদিগকে বাঙ্গালি বলিতে চাহেন, তাঁহারা যেন অন্যান্য ব্রাহ্মদিগকেও বাঙ্গালি বলিতে কুণ্ঠিত না হন। যাহা হউক, পৃথিবীর সমস্ত লোকের নিকট যাহারা বাঙ্গালি বলিয়া পরিচিত, চতুর বুদ্ধিমান অথচ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া যাহারা বিখ্যাত; বাঙ্গালিরা হীন অবস্থায় থাকিয়া যাহারা সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে আসিতে সক্ষম নহে অথচ মুখে বীরপুরুষের ন্যায় আস্ফালন করিতে, পরকে নিন্দা করিয়া তাহার অপমানকে সন্তোষে মুখে সম্ভোগ করিতে যাহারা বিলক্ষণ শিক্ষিত; যাহারা অবাধে কামকর্ম্মরত হয় [illegible] ভিন্ন ভিন্ন অমুষ্ঠানে অভিনন্দনপাত্র করে, [illegible] বিবাহ করিয়া অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন করিয়া, [illegible] নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া [illegible]; যাহারা [illegible], বিশেষতঃ যাহারা [illegible] পারে না, [illegible] যাহারা নিজে [illegible] করিতে [illegible] না, [illegible] দিয়া থাকে; যাহারা [illegible] কিন্তু [illegible] করিতে হয় তাহা জানেন না, অথচ [illegible]; [illegible] করিতে [illegible] না। যাহারা [illegible] জাতির [illegible] নাই, [illegible] কিছু জ্ঞান, [illegible]; [illegible] করিবার সময় [illegible] অবলম্বন করিতে সক্ষম, কিন্তু নিজে [illegible] পশুর ন্যায় নিয়ম ভঙ্গ করিয়া [illegible] আমরা সেই [illegible] এই কথা বলিতেছি, এরূপ [illegible] বাঙ্গালি [illegible]। এই বাঙ্গালিদিগের মধ্যে সকলেই যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এমন নহে; ইহাদের মধ্যে অনেকে নাস্তিক আছেন, খ্রীষ্টান আছেন, অজ্ঞেয়বাদী আছেন, মুসলমান আছেন অথচ সকলেই বাঙ্গালিদিগের নাম ও বাঙ্গালি হিন্দু-বংশের উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি এরূপ হইল, তবে বাঙ্গালিব্রাহ্মেরা কেন অবাঙ্গালির নাম ও বংশের নাম গ্রহণ করিবেন? পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজনই বা কি?

নামটী ব্যবহার করিতেই হইবে এমন কোন অনুশাসন নাই, কেহ তাহা ব্যবহার করেন, কেহ তাহা ব্যবহার করেন না। বিশেষতঃ একপ সংস্কার কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মজ্ঞাপক নাম প্রদত্ত হয় না। পারস্যের মুসলমান একজন হিন্দুকে মুসলমান করিলে যে নামকরণ করিবে, বাঙ্গালাদেশের একজন মুসলমান কখনই সেরূপ নামকরণ করিবে না। সেইরূপ করাসীরা একজন বিধর্ম্মীকে খ্রীষ্টান করিলে তাহার যেরূপ নামকরণ করিবে, ইংরাজেরা কখনই সেরূপ নামকরণ করিবে না। এখানে স্থলরূপে বুঝিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা জাতিই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও নাম করণের যেরূপ বলবৎ কারণ, ধর্ম্ম কদাচই সেরূপ কারণ নহে। বিশেষতঃ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা এক একটী নূতন নাম করণ করেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে যে তাহা করিতেই হইবে, মুসলমানেরা কাছা খুলিয়া আল্লা আল্লা করেন বলিয়া, খ্রীষ্টিয়ানেরা উপাসনাচ্ছলে গির্জাঘরে গিয়া বিবাহের সম্বন্ধ পাকাইয়া থাকেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে যে তাহা করিতেই হইবে এমন কিছু কথা নহে।

এখানে আর একটী কথার মীমাংসা করাও আবশ্যক হইতেছে। হিন্দুজাতির নাম হইতে হিন্দুধর্ম্মের নামকরণ হইয়াছে। অগ্রে হিন্দুজাতি, পরে হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম না মানিলে হিন্দুত্ব নষ্ট না হইতে পারে। হিন্দুজাতির আদিপুরুষ কাহারা? না, সেই অতি প্রাচীনকালের আর্য্যেরা। তাঁহারা পূর্ব্বে সিন্ধুনদের সন্নিকটে বাস করিতেন বলিয়া যবনেরা তাঁহাদিগকে উচ্চারণদোষে সিন্ধুর পরিবর্ত্তে "হেন্দু" বলিয়া সম্বোধন করিত। এই হেন্দু নাম হইতে সেই আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধরদিগকে লইয়াই ক্রমে ক্রমে হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালার অধিবাসিরা প্রধানতঃ এই হিন্দুজাতির বংশধর ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে অবশ্যই বাঙ্গালিজাতি বলিতে হইবে কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে হইলে হিন্দুজাতি বলা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। এ হিসাবে বাঙ্গালি ব্রাহ্মদিগকে অবশ্যই হিন্দু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা আপনাদিগকে যদি হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আদৌ কোন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় না দিবার একটী কারণ আছে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম বলিলেই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মই (১) বুঝাইয়া থাকে এবং হিন্দু বলিলে সেই উপধর্ম্মের, সেই পৌত্তলিকধর্ম্মের সেবক বলিয়াই লোকে বুঝিয়া থাকে। এমন অনেক শব্দ আছে যাহার আভিধানিক অর্থ এক প্রকার এবং প্রচলিত অর্থ অন্য প্রকার। হিন্দু শব্দের অর্থ যাহাই হউক, তাহার প্রচলিত অর্থ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং এ অর্থে ব্রাহ্মেরা কখনই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তবে সেই আদিম কালের সিন্ধুনদতীরবাসী আর্য্যদিগের বংশধরদিগকে, তাঁহারা যে ধর্ম্ম গ্রহণই কেন করুন না, হিন্দু বলিতে যদি কাহারও কোন আপত্তি না থাকে তবে আমরা শত মুখে বলিতেছি ব্রাহ্মেরাও হিন্দু। সুতরাং এ হিসাবেও তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি কেনই বা ত্যাগ করিবেন?

বহুলিয়া
১০ ই ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

(১) এদেশে কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, আদিশূর রাজা যজ্ঞ করাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কি তাঁহাদিগেরই বংশধর নহেন? ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুরাণোক্ত দেবদেবীর উপাসনা করিতেন না? ইহাঁরা কি এখনও দেবদেবীর উপাসনা করিতেছেন না? ইহাঁরাই কি প্রধান হিন্দু বলিয়া পরিগণিত নন? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিলে লোকে কি এই বুঝে না যে, যে হিন্দুজাতি পৌত্তলিক ও দেবদেবীর উপাসক, ইহাঁরা সেই হিন্দুজাতির অন্তর্গত। লোকে পাছে পৌত্তলিক জানে বলিয়া যদি উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে কি ঐ উপাধিগুলি ত্যাগ করা উচিত হয় না? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি কি পৌত্তলিকতার পরিচায়ক নহে? ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায় যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় না দেন, সে পর্য্যন্ত কি নূতন ব্যক্তি তাঁহাকে পৌত্তলিক চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন আর কিছু বলেন না? সোঃ—সঃ।

আবার জিজ্ঞাসা এই, যে, দত্ত উপাধি কাহাদের?

গত ২৩ এ কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে আমি "একটী জিজ্ঞাসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম; গত ২১ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয়। কিন্তু ভূমিকা-লিখনে তিনি তাঁহার সেই চির অভ্যস্ত কথাটী যে অদ্যাপিও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! তিনি লিখিয়াছেন "বিহারী বাবুর প্রশ্নটী যেমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার সিদ্ধান্তটীও সেইরূপ অলীক ও অসঙ্গত।" স্বীকার করিলাম, আমার প্রশ্নটী অসার ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমি যখন সেই অসার ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, তখন তাহার উত্তর দিতে বসিয়া তাহাকে সারবান বিবেচনা করিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করাই কি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য ছিল না? তিনি আমার প্রশ্নটিকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেও করিতে পারেন সত্য, কিন্তু আমার পক্ষে সেটী এখনও গুরুতর প্রশ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, উন্নতমনা ব্যক্তিরা পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন না। যাহা হউক, অধিক কথা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই; তবে তাঁহার প্রতিবাদ পত্রখানি কিরূপ সারবান, তাহাই বিচার করা এক্ষণে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইতেছে।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন "বিহারি বাবুর জানা উচিত যে যেমন "" ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি সংজ্ঞা যেমন জাতি বা বর্ণজ্ঞাপক, সেইরূপ "চট্টোপাধ্যায়" "মুখোপাধ্যায়" "দে" "দত্ত" প্রভৃতি সংজ্ঞা সকল বংশজ্ঞাপক মাত্র। ইহাদের সহিত জাতিভেদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দেশীয় খ্রীষ্টান ব্রাহ্মদের ন্যায় এই বংশ বা উপাধি গুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য ইত্যাদি। "দে" "দত্ত" প্রভৃতি সংজ্ঞাসকল বংশজ্ঞাপক মাত্র, এ উত্তম কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে দত্ত প্রভৃতি সংজ্ঞাধারী যথার্থ পক্ষে কাহারা? দে-বংশ, দত্ত বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কাহারা প্রকৃত অধিকারী? যাঁহারা দে ও দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দে ও দত্ত আছেন, তাঁহারাই কি সেই সকল উপাধি প্রয়োগ করিবার প্রকৃত অধিকারী নহেন? যাঁহারা দে ও দত্ত-বংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন বা তাহা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, বিবাহের বিরুদ্ধে যাঁহারা বৃদ্ধ পৌত্তলিক দে বা দত্ত-উপাধিধারী পিতা পিতামহকে পরিত্যাগ করিতে অনায়াসেই সক্ষম! তাঁহাদের পিতৃপিতামহের বংশজ্ঞাপনে প্রয়োজন কি? গুটিপোকা যত দিন গুটির ভিতরে থাকে, ততদিনই সে গুটিপোকা! তার পর সেই পোকা যখন গুটি কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া উড়িতে শিখে, তখনও সে কি গুটিপোকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে? সে যে তখন স্বতন্ত্র উড়ন্তজীব—প্রজাপতি! তাহার পক্ষে তখন গুটিপোকা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করা কি সত্য সত্যই নিবুদ্ধিতাব্যঞ্জক হয় না? তাই বলি, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদি সেই বংশেই না থাকিলাম, যদি গুটি কাটিয়া প্রজাপতিই হইলাম, তবে সেই পূর্ব্ববংশের পরিচয় দিয়া আপনাকে ও তদ্বংশের সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে প্রতারণা করার কি ফলোদয় হইবে? সে বংশ ত্যাগ করাই—সাহসী ব্যক্তি কি বলেন বলিতে পারি না—কিন্তু আমার-

[illegible] আমার পক্ষে সকলা এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

ভগবতী বাবু দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেও বিস্মৃত হন নাই! কিন্তু দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতারা যে সংবাচিত এক পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব উপাধি রাখিয়া থাকেন ও তৎপরে দ্বিতীয় পুরুষে যে প্রায়ই উপাধির পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, বোধ হয় তিনি তাহা বিশেষরূপ অবগত নহেন। এমন অবস্থায় দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করাই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের উপাধি পরিবর্জ্জিত হয় না কেন? আর দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতারা যে পূর্ব্ব উপাধি প্রয়োগ করেন, ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও তাহাদের পক্ষে অবৈধকার্য্য। কেন না তাঁহারা ত আর সে পূর্ব্ববংশে নাই। তবে তাঁহারা যে পূর্ব্ববংশের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা কেবল লজ্জার খাতিরেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণই নাই। [illegible] যখন [illegible] তখন [illegible] দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের [illegible] দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা ও তজ্জন্য [illegible] করা কিরূপ বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত তাহা [illegible] করা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক [illegible] আশা করি, লেখক মহাশয় অবশ্যই এ বিষয়ের স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দিবেন।

প্রতিবাদকারীর শেষ যুক্তি বড়ই রহস্যজনক! তিনি আপন [illegible] আপত্তিকে আমার বুঝিতে না দিয়াছেন। বলিয়াছেন "বিবাহ বন্ধনে এখানে উভয় কাল উচিত, যে পাত্র পূর্ব্ব পৌত্তলিকতা [illegible] ব্রাহ্মদিগকে [illegible] মনে করে সেই কথা তাঁহারা উল্লিখিত [illegible] করেন নাই। তবে [illegible] পৌত্তলিকতার বর্জ্জিত [illegible] ও পরিত্যজ্যতাজ্ঞাপক সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারা উপবীত [illegible] করেন না।" [illegible] যুক্তি, [illegible] সমান [illegible] মনে করে সেই কথা উল্লিখিত [illegible] না, অথচ পৌত্তলিক-[illegible] "[illegible] সম্বন্ধ" আছে [illegible] হয়। যদি "[illegible] জ্ঞাপক সম্বন্ধই" [illegible] সম্বন্ধ বলিয়া মনে করিতে [illegible] এ যুক্তি তাঁহার অর্থ লেখক [illegible] পারেন, আমরা কিছু অনুমান করিতে [illegible] কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন [illegible] পারি না।

আর এক [illegible] বলিবার আবশ্যকতা নাই; যদি "[illegible] জ্ঞাপক সম্বন্ধ" দূর করিবার নিমিত্ত [illegible] ব্রাহ্মেরা উপবীত পরিত্যাগ করেন এই কথাই সত্য হয়, তবে মনোমালিন্য-বিকার-রহিত আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মদিগের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ যোগাযোগ হইতেছে কি না, ইহাও এক্ষণে প্রতিবাদকারীর পুনর্বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এ ত স্পষ্ট স্বেচ্ছাচারকারীর কথা! এ কথা কি আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মের মুখে শোভা পায়?

মূল বিষয়ে প্রতিবাদকারীর যে যে আপত্তি বা সন্দেহ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিরই খণ্ডন করা গেল। এক্ষণে ভক্ত ও কবি এবং সম্পাদকের প্রতি অনুযোগ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য। অনুমানবলে বিজ্ঞ প্রতিবাদক যাহাকেই ভক্ত ও কবি স্থির করুন না কেন, আমার মতে রচনা পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত ও কবি ব্রাহ্মদিগের প্রতি যে যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার সন্দেহ অপনোদন করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আক্ষেপ! তিনি ত সে পক্ষে অধিক পদক্ষেপ করেন নাই। কি কারণে তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

কোন্ কারণে বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় তিনি বিজ্ঞতম সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কেও অপমান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলিয়াছেন "আমার কাগজ তিনি যদি তাঁহার লাভের দিকে [illegible] করেন, তবে তাঁহাকে কোন কথা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই" ইত্যাদি। এতদুত্তরে আমরা বলি, যাঁহার কাগজ, তিনি তাহার লাভে-[illegible] কোন [illegible] ছিলেন [illegible] তাঁহাকে অকারণ অনুযোগ করা কর্ত্তব্য হইবে কেন?

উপসংহারে সবিনয় নিবেদন যে আমি অনেক স্থানে [illegible] সত্য মতের কথা বলিয়া হয়ত অনেকের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু উপায় কি? যাহা হউক, উপসংহারে আমার ভগবতী বাবুর নিকট বিনীত অনুরোধ এই, তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কেন [illegible] ও অনুরাগবশে কেন্দ্রবর্জ্জিত হইয়া সেই বিষয়ের প্রকৃত বিচারে আমার সন্দেহ দূর করেন। তিনি যদি যুক্তি দ্বারা আমার জিজ্ঞাসাটিকে অন্যায় ও অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করিয়া দিতে সক্ষম হন, আমি অবশ্যই সানন্দে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিব। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করাই প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ।

মীরটোলি, ভাগলপুর }
তাং ২৭ এ অগ্রহায়ণ } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ

৫ ই পৌষ সোমবার।

এই কি ভারতবাসির হিতার্থ ভারত শাসন?

যখন ঢেউ ডেকেছে, তখনই আমরা বুঝেছে পেয়েছি, বাঘ এসেছে। যখন বাঘ এসেছে, তখন সে একটা লক্ষ্য না করিয়া যাবে নাই। যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে, তার ঘাড় ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। তুমি আজ লাঠি সোটার আঘাত কর, বন্দুকের শব্দ করিয়া ভয়প্রদর্শন কর, আজ ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু কল্য আবার সেই লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবে। লক্ষ্য যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ সে ক্ষান্ত হইবে না। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ কাগজের শুল্ক লক্ষ্য করিয়া যখন আক্রমণ করিয়াছেন, তখন যাবৎ উহা রহিত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহারা বিরত হইতেছেন না। আজ হউক, কাল হউক, উহার যে অপমৃত্যু হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই। তবে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে বক্তৃতাকালে যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাই আমাদের বড় কষ্টকর হইতেছে। তিনি এ দিকে মাঞ্চেষ্টরের মনোরথার্থ বিলম্ব নাই, ওদিকে ভারতের লোকে পাছে মনে করে মাঞ্চেষ্টরের অনুরোধে বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দিয়েছেন, এ ভয়েও অস্থির হইয়াছেন! একরূপ ব্যবহার কি শোভার কথা? শুল্ক উঠাইয়া দিলে তাঁহাদের ক্ষতিই নাই, যদি তিনি উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতেন, তাহা হইলে কখন অসঙ্গত হইতেন না। অশুভক্ষণে হতভাগ্য ভারত দেশ, [illegible] তিনি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছেন। বলিতে পারি, ঢাকের বাদ্য। তিনি একটী বড় ভালো রকম কথা কহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, মাঞ্চেষ্টরের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে "হুজুরী" অবসর-প্রবিষ্ট করিয়াছেন। যাঁহার উপরে একটী গুরুতর সাম্রাজ্যের ভার, তিনি কোথায় গুণাগুণ হৃদয়ে ধরিয়া ন্যায়ান্যায়ের পরীক্ষা করিয়া ন্যায় যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন, তাহা না করিয়া এক দলের মতপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতে বসিলেন! এ কিরূপ কথা? যাহা হউক, আমাদিগের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, মহানুভব লর্ড রিপন যে নিজ কাজীর মিউনিসিপালিটীর আত্মশাসনের প্রস্তাবের দ্বারা সূত্রপাত করিয়াছেন, ভারতবাসির হিতার্থ ভারতশাসন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আজও তাহার অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবিম্ব হইতে বিনিঃসৃত হয় নাই। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি তাঁহার উপরের কর্ত্তা। তিনি যদি তাঁহাকে (লর্ড

রিপনকে) উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে লর্ড রিপন কিরূপে আত্ম-গৌরবসিদ্ধির অবসর পাইবেন? এই নিমিত্তই আমরা সম্পাদকের শীর্ষস্থানে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কি ভারতবাসির হিতার্থে স্বাতন্ত্র্য শাসন? পাঠক! ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত অবধানে শ্রবণ করুন।

গত ১১ ই নবেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ইণ্ডিয়া আফিসে শ্রীযুক্ত লর্ড হার্টিংটনের নিকট উপস্থিত হইয়া কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক একেবারে রহিত করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রতিনিধিদিগের মধ্যে মি লাড্ সাহেব, হগ ম্যাসন সাহেব, এবং আর্মিটেজ্ সাহেব বর্ত্তমান ছিলেন।

সর্ব্বাগ্রে লর্ড সাহেব মার্কুইস অব হার্টিংটনকে বলিলেন যে "ভারতবর্ষে বৈদেশিক যাবতীয় কার্পাস দ্রব্যের শুল্ক একেবারে রহিত করা বিবেচনাসঙ্গত হইয়াছে। লর্ড সাহেব বলেন, ইহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের মহাজনদিগের কিছুই স্বার্থ নাই; তাঁহারা স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে এমন উপদেশ দিতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষেরই সমধিক উপকার সাধিত হইবে। কারণ, কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ উভয়দেশেরই বাণিজ্যপথ মুক্ত হইবে; উভয়দেশীয় লোকই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসায় করিতে পারিবে। গবর্ণমেন্ট মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করিলেন; কিন্তু মিহি বস্ত্রের শুল্ক প্রচলিত রহিল। এই অসম্পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের অভিমত নহে। এ প্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে উত্তরকালে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবে, পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করা হইয়াছিল। বাস্তবিক এক্ষণে কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিতেছে। অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে একটী প্রধান এই, মোটা বস্ত্রের শুল্ক রহিত করায় ভারতবাসিরা এক্ষণে অধিক পরিমাণে মিহি বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে।"

পাঠক! দেখুন, ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের [illegible] বলিবার কেমন একটী ভঙ্গী আছে। উপদেশের ভাবী ফল যেরূপ হউক, কিন্তু আপাততঃ উপদেশ-বাক্যটী শুনিতে বড় মিষ্ট। লর্ড সাহেব প্রস্তাবনায় বলিলেন,—ল্যাঙ্কাশায়ারের বণিকদিগের ইহাতে কিছুই স্বার্থ নাই, এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষেরই মহোপকার সাধিত হইবে। কিন্তু আবার পরিশেষে বলিতেছেন যে,—মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করায় এই ঘোর অসুবিধা ঘটিয়াছে যে ভারতবাসিরা এক্ষণে অধিক পরিমাণে মিহি বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। আচ্ছা ত; এটা ত ভারতবর্ষেরই লাভের কথা। তিনি ভারতবর্ষের হিতান্বেষণ করিতেছিলেন, এতদ্দ্বারা ভারতেরই ত হিত হইতেছে। তবে তিনি মনোব্যথা পাইতেছেন কেন? পাঠক! ম্যাঞ্চেষ্টরের দুঃখের কারণ বুঝিয়াছেন? এক্ষণে বিলাতের যে সমস্ত মিহি বস্ত্র আমদানী হইতেছে, তাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টরের বড় লাভ। সুতরাং বোম্বাই নগরের মিহি বস্ত্র বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। বিলাতি বস্ত্রের আদর কাটতি নাই, কাজেই ম্যাঞ্চেষ্টরের সমধিক ক্ষতি। কিন্তু ঐ শুল্ক রহিত হইলে, ম্যাঞ্চেষ্টরের [illegible] পড়িবে। অতএব বস্ত্রের মূল্য কমাইয়া বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে অবলীলাক্রমে মাটী করিতে পারিবেন। ফিলেন্থ্রপী বলুন আর যাহাই বলিতে ইচ্ছা করুন,—তাহাকে কি বলে আমরা ত সব ঠিক জানি না,—কিন্তু অন্তর্গত গূঢ় অভিসন্ধি এই, যাহাতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, তাহাই সকলের প্রধান লক্ষ্য। এদেশীয় লোকে একে ত বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না; আবার যদিও দুই একটী উৎসাহশীল সম্প্রদায় অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে! এমন স্থলে কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা কোথায়? এদেশে বস্ত্র প্রস্তুত করা সামান্য ব্যাপার নহে। বিলাত হইতে কল ক্রয় করিয়া আনিতেই মহাজনকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন এদেশীয় লোক এখন কার্য্যকৌশল কিছুই বুঝেন না। এমন অজ্ঞ ও নিঃসহায় লোকদের প্রতিযোগী হইতে ইংলণ্ডের লজ্জাবোধ হয় না? অন্ততঃ কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় না?

পূর্ব্বে সার জর্জ ক্যাম্বেল এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, শত করা ৫ টাকার হিসাবের শুল্ক নিতান্ত অল্প। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা বলিয়া থাকেন,—ইংলণ্ডে সুতাদির ভাড়া অত্যধিক। সমস্ত খরচ হিসাব করিয়া দেখিলে শতকরা ১০ টাকারও অধিক শুল্ক পড়ে। যাঁহারা কেবল এক পক্ষের সুবিধা বা অসুবিধা দেখিয়া বিচার করেন, তাঁহারা কেমন প্রকৃতির লোক এবং তাঁহাদের বাক্যে কিছু সারবত্তা আছে কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিলাত হইতে কল আনিতে তাহার মূল্য এবং তাহার ভাড়ায় কত ব্যয় পড়ে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত নাই। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। মজুরেরা অধিকক্ষণ কারখানায় বদ্ধ থাকিতে পারে না। আবার তাহারা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে তাহার মধ্যে অধিক কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না; অল্প শ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত, এদেশের মজুরলোক শিক্ষিত নহে। কলের কাজে তাহাদের নিপুণতা নাই। একটী বিষয়ে বারম্বার উপদেশ দিলেও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করে না। এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে যে ব্যয়ে যত সময়ের মধ্যে যতগুলি লোকে যে পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে, বিলাতে সেই ব্যয়ে সেই সময়ের মধ্যে ততগুলি লোকে প্রায় দেড়গুণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে। আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

সম্প্রতি মিহি বস্ত্রের শুল্কে অনুমান ৪৮০০০০০ টাকা প্রতি বৎসর আদায় হয়। কিন্তু এই শুল্ক সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মচারিদিগের বেতনাদিতে অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। সে কারণ ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা বলেন যে, অল্প লাভের নিমিত্ত উক্ত কর প্রচলিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। অপর ১৮৭৭ সালে তৎকালীন ষ্টেটসেক্রেটারী লর্ড সালিসবরি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, সুযোগ হইলেই কার্পাস বস্ত্রের যে অবশিষ্ট শুল্ক চলিত রহিল, সর্ব্বাগ্রে তাহা রহিত করা হইবে। পর বৎসর আবশ্যক মতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক অন্যান্য কর রহিত করিলেন। ১৮৭৯ সালের ৪ ঠা এপ্রেল কমন্স হাউসে এই প্রস্তাব হয় যে, আমদানী বস্ত্রের শুল্ক ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। অতএব উহা উঠাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। লর্ড সাহেব এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বীয় বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিলেন।

তৎপরে হগ সাহেব বলিলেন,—"এই শুল্ক থাকাতে বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ক্রেতাদিগেরই ক্ষতি হইতেছে। কারণ, ল্যাঙ্কাশায়ারের বণিকদিগের যে শুল্ক লাগে, তাঁহারা সেই টাকা বস্ত্রের মূল্যের উপর ফেলিতেছেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ, তথায় যত অল্পমূল্যে বস্ত্র যোগাইতে পারা যায় ততই মঙ্গল।" আমাদের ব্যবহারিক শাস্ত্রের তত্ত্ব বোধ না থাক, কিন্তু কথাটার মর্ম্ম এক প্রকার আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভারতবর্ষবাসীরা যদি সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পায়, সেটা তাহাদের পক্ষে লাভের কথা বটে। কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক ক্ষতিগুলি কোথা হইতে পূরণ হইবে? ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ। তথায় অধিক বস্ত্রাদি না হইলে শীতবাত নিবারণ হয় না। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। এ স্থলে সামান্য বস্ত্র হইলেই অনায়াসে চলিতে পারে। বিশেষতঃ কৃষক ও মজুরেরা কখনই অধিক বস্ত্র ক্রয় করে না। দুই খানা ধুতি, একখানা গামছা ও একখানা শীতের মোটা চাদর হইলেই সম্বৎসর চলিতে পারে। আবার কলের কাপড় অধিককাল স্থায়ী নয়, সে জন্য সামান্য লোকদের মধ্যে অনেকেই চরকার সুতার বস্ত্র

ঘুমাইয়া লয়। একখানা দেশী ধোতি কাপড় দুই বৎসরেও ছিঁড়ে না। এই যেন কৃষক ও মজুরদের বস্ত্র ক্রয়ের কথা। অধিকন্তু এ দেশে যে যে স্থানে কাপড়ের কল আছে, তত্তৎস্থলে কত দীন দুঃখী মনুষ্য লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দেশীয় মহাজনের ঘরে অর্থাগম হইতেছে। আমরা মাত্রা দিতেই ভারতবর্ষের উপকার দেখিতেছি। কিন্তু শুল্ক রহিত করিলে কত দিকে সর্ব্বনাশ,—দেখুন। সম্বৎসরে যে ব্যক্তি চারি টাকার কাপড় ক্রয় করিত, বস্ত্র সুলভ হওয়ায় তাহার আর টাকার কাপড় লাগিবে। কিন্তু এ দিকে একটী বাঙ্গালের লাভ এক হইল। অতএব অভিপ্রায়ের নিমিত্ত আদায় সহিত ৫ টাকা কর দিতে হইবে। সুতরাং বস্ত্রের শুল্ক রহিত করার এই ফল হইল,—যে কার্য্য ৫ টাকায় সম্পন্ন হইতেছিল এখন আবার টাকা লাগিবে, দেশ সাধারণের ক্ষতি। দেশীয় বণিক ও মহাজনদিগের যে কত ক্ষতি তাহা প্রকাশ করিবার নহে।

লর্ড হার্টিংটন এক সময় বলেন,—কাপড় হইতে যে আয় হয়, তাহা পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি নাই। যদি চারি বৎসরের ভিতর যদি দুর্ভিক্ষাদি সংঘটিত না হইত, তবে রাজকোষে অন্যূন ১০,০০০,০০০ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত। লেজিস্লেটিভ মেম্বারের আরও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এক আফগান যুদ্ধে ইংলণ্ড ৫০০০০০০ কোটী টাকা দিয়া ভারতবর্ষের সাহায্য করিয়াছেন। অতএব ইংলণ্ডও ভারতের অহঙ্কার বহন করিয়া থাকেন। অতিরিক্ত দেখা যায়, কয়লা, এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দিষ্ট নাই, অতএব কাপাস বস্ত্রের উপর শুল্ক থাকার কথা ন্যায়ানুগত নহে।

পাঠক! আমাদের লেজিস্লেটিভ মেম্বরের মনের ভাব বুঝুন। আফগান যুদ্ধ কি ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে ঘটিয়াছিল? ইংলণ্ড নিজে প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাবুল যুদ্ধে অন্যায় করিয়া লিপ্ত হন; তাহাতে ভারতবর্ষের কিছুই ইষ্টসিদ্ধি ছিল না। রুষের সঙ্গে যদি ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে তাহাতে কি ভারতবর্ষের স্বার্থ আছে, বলিব? কাবুলের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ ঘটিয়া গেল তাহাও ঠিক সেইরূপ। এই যুদ্ধে ভারতের রাজস্ব হইতে এক পয়সাও ব্যয় করিতে হইত না। কিন্তু উপায় কি? ভারত অক্ষম বোবা,—মুখে বাক্য নাই। যিনি যাহা করেন, সকলি সহ্য করিতে হয়। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই ইংলণ্ডের সমধিক সাহায্য করিয়াছেন। ইংলণ্ডকে সকল আড়ম্বর বহন করিতে হইত, কিন্তু তিনি যৎসামান্য অর্থ দিয়া সহজে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। উাঁহার আশ্রিত কমিশনার মেম্বরেরাই নিরস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহাদের অভাবের শোধন নাই। ভারতবর্ষই, প্রাণপণে ইংলণ্ডের উপকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদের এমনি বিচার, ইংলণ্ড অবিশ্বাসী থাকা বলিয়া বসিলেন! উচ্চচরিত্র ব্যক্তির মুখে যদি এমন কথা বিনির্গত হইল, তবে অনুদার চরিত্র লোকে কি না বলিতে পারেন? যাক,—আমরা লেজিস্লেটিভদিগকে একটী কথা বলি,—তিনি যথার্থই যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলকামনায় কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন। এ দেশীয় লোকের যে পদে পদে কষ্ট; এই কৃষিজীবী দেশের দুঃখ মোচন করিবার আরও অনেক প্রশস্ত পথ আছে। এক মুষ্টি মৃত্তিকা সিদ্ধ করিলে লবণ প্রস্তুত হয়; গবর্ণমেণ্ট লবণের একচেটিয়া রহিত করুন না? দুঃখী লোকের প্রাত্যহিক খাদ্যের বিস্তর লাঘব হইবে।

লর্ড হার্টিংটন প্রতিনিধিদিগকে কোন স্পষ্ট প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই। ফলতঃ কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করাই তাঁহার ইচ্ছা। লেজিস্লেটিভ বলেন যে, এই শুল্ক রহিত করিলে ভারতবর্ষের বিস্তর উপকার সাধিত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। উাঁহারা সন্দেহারূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন যে, ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগের নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট এই পথ অবলম্বন করিতেছেন।

কি জানি!—মন্দা ম্যাঞ্চেষ্টার স্পষ্ট। আমরা আবার মনুষ্যের অধম:—অনেক দিন রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করি নাই; সুতরাং আমাদিগের ভ্রান্তি আবার আরও অধিক। আমরা যতটুকু স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহাতে ত কিছু শুভ লক্ষণ দেখি না। আমরা রাজকীয় ব্যাপারের কূটাভিসন্ধি বুঝি না, কিন্তু বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে রাজস্বের হানি হইবে তাহা জানিতে পারিয়াছি। ভারতের রাজকোষে যে প্রকার অর্থাভাব, এমন সময় রাজস্বের হানি সামান্য কথা নয়,—নূতন কর প্রবর্ত্তিত না করিলে সে অভিপূরণ হইবে না। অতএব আশ্রিত প্রতি প্রকার অনিষ্ট করিয়া স্বদেশীয় স্বজাতীয় ধনী ব্যক্তিদের ইষ্ট করা রাজধর্ম্ম নয়। যাহা হউক, লর্ড হার্টিংটন ধর্ম্মের চতুষ্কিক রক্ষা করিয়া কার্য্য করেন এই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

স্বাস্থ্যের নিয়মভঙ্গ বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

যদি বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলির সহিত ইউরোপের কোন প্রদেশের কোন পল্লীগ্রামের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে তাহাদের তুলনায় বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলি পীড়ার আকর, ও যমের আবাস ভূমি। আমরা কথায় কথায় যমালয় নির্দেশ করিতে গিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া থাকি, কিন্তু ইউরোপের কোন ব্যক্তিকে যদি যমালয় কোথায় জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তিনি যদি বিশেষ অবগত থাকেন, তিনি নিঃসন্দেহে বাঙ্গালা দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিবেন "ঐ যমালয়"। বাস্তবিক যদি ইউরোপের কোন দেশের মৃত্যুসংখ্যার সহিত এদেশস্থ পল্লীগ্রামের মৃত্যুসংখ্যার তুলনা করা হয়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে, যে প্রতি সহস্রে ইউরোপে যত লোক মরে, এদেশে তাহার প্রতি সহস্রে অন্ততঃ দ্বিগুণ-সংখ্যা লোক বর্ষে বর্ষে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এমন কোন জেলা, এমন কোন পরগণা, এমন কোন গ্রামই নাই যেখানে মৃত্যু ম্যালেরিয়ার আকারে বিচরণ করিতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক একটী স্থান জনাকীর্ণ থেকে প্রায় লোকশূন্য হইয়া যাইতেছে। কোথাও বা বসন্তরোগের এত প্রাদুর্ভাব যে তাহার আক্রমণে তত্রত্য প্রজাপুঞ্জ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশের নানা স্থানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণ যেরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তৎপাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

এ দিকে বঙ্গদেশের প্রায় সকল গ্রামে এখানে জঙ্গল, ওখানে ময়লা, প্রাতঃবর্জ্জের মাটী, বন অপরিষ্কার, কোথাও বা পূতিগন্ধ উঠিতেছে, কোথায় জীবজন্তু মরিয়া পচিতেছে। মফস্বলবাসীদিগের বাটীর ভিতর যাও দেখিবে, সেখানেও ঐ অবস্থা, ঘর, দ্বার উঠান, সমুদায় অপরিষ্কার। এখানে জঞ্জাল, ওখানে তরকারীর খোসা, এ দিকে ময়লার স্তূপ, অন্য স্থানে একটা প্রকাণ্ড খানা, তাহার মধ্যে ভাঙ্গা হাঁড়ি, খোলামাখা, বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি একাকার হইয়া আছে। আবার গৃহগুলি যেমন অন্ধকারময়, তেমনই নিম্ন, তেমনই ভিজে ভিজে, স্যাঁৎসেঁতে ভূমি। ঘরের এক দিকে একটী ছোট দ্বার, জানলা প্রায় নাই বলিলেই হয়, যদি থাকে তাহা আবার তেমনি ক্ষুদ্র। আবার সেগুলি এমন ভাবে অবস্থিত যে বায়ু সেখান দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না। আবার দরিদ্রলোকের বাটী গিয়া দেখ যে তাহার ঘরের চাল নামমাত্র আছে, কাহারো কিছুই নাই বর্ষাকালের বৃষ্টি, শীতকালের হিম, গ্রীষ্মের রৌদ্র তদ্দ্বারা নিবারিত হয় না। ঘরে শয়নের একখানি খাট অথবা চৌকি নাই। বাটীর সকলকেই ভিজে মেঝের উপর শয়ন করিতে হয়। আবার বাজারে গিয়া দেখ সেখানে রাশি রাশি পচা মৎস্য ও মাংস বিক্রয় হইতেছে, দুর্গন্ধে বাজারে প্রবেশ করা ভার। দোকানে যে সকল মিষ্টান্ন ও খাদ্য

জল পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার মনে না এই বিশ্বাস জন্মে যে বাঙ্গালী অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে বাস করিয়া অস্বাস্থ্যকর গৃহে শয়ন করিয়া অস্বাস্থ্যকর ভক্ষ্য আহার করিয়া অস্বাস্থ্যকর জল পান করিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্যশরীর অত্যন্ত বজ্রে নির্ম্মিত নহে যে এত অত্যাচার তাহাতে সহ্য হইবে। সুতরাং বাঙ্গালীর শরীর শীর্ণ, জীর্ণ, খর্ব্ব ও অকর্ম্মণ্য। পীড়ায় যে বাঙ্গালী এত কষ্ট পায় তাহার কারণ এই সকল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অথচ তাহাকেও জিজ্ঞাসা কর তোমাদের দেশে মৃত্যু ও পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? সে অমনই বলিবে এ সকল ঈশ্বরের হাত, মনুষ্যের ইহাতে কোন ক্ষমতা নাই। এই সকল নিবারণের যে উপায় আছে অজ্ঞ বাঙ্গালী তাহা জানে না। তাহাদের সকলই ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর। তাহারা নিজেই স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ ও মূল নিয়ম ভঙ্গ করে, অথচ পীড়া ও মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের দোষ দিয়া থাকে। যাঁহারা যুক্তির মর্য্যাদা বুঝেন, ও যুক্তি অনুসারে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, বঙ্গদেশের এ অবস্থা ত বরাবর আছে, পূর্ব্বে এত পীড়া হয় নাই, এখন এত পীড়া হইতেছে, তাহার কারণ কি? উত্তরে আমরা কহিতেছি, বঙ্গদেশের বরাবর এই অবস্থা ছিল, আমরা এ কথা স্বীকার করি না। পূর্ব্বকার লোকে এক্ষণকার লোকের অপেক্ষা অনেক পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন, এবং স্নান ও আহারাদির নিয়মও সুন্দররূপে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং ঐ বিষয়ে তাঁহারা স্বাস্থ্যের কতক নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি হইত না। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন আবার স্বাস্থ্যনাশক অনেকগুলি আগন্তুক কারণও ঘটিয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ এখন বঙ্গদেশের সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ ও মূল নিয়মগুলি জানা ও তাহার প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা যেমন আবশ্যক আবার এই নিয়মগুলি যাহাতে তাঁহারা পালন করে তাহাদের উপায়বিধান করা তেমনি আবশ্যক। যতদিন তাহা অবলম্বিত না হইবে, ততদিন বঙ্গদেশ হইতে পীড়ার যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যু দূরগত হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়বিধানার্থ একজন কমিশনর আছেন। তিনি অতি উচ্চ বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অধিকন্তু তাঁহার অধীনে অল্প ও উচ্চ বেতনের অনেক কর্ম্মচারীও আছেন। তাঁহাদের কার্য্য আর কিছুই নয়, তাঁহারা কেবল বৎসর বৎসর এক এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখেন। সেই রিপোর্ট আবার পাঠকের অপেক্ষা উচ্চতর বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারী পাঠ করিয়া থাকেন। কিসে এ রাজ্যের রোগের হ্রাস হইবে, কিসে যে লোকের স্বাস্থ্যের লাঘব হইবে, কিসে যে অকালমৃত্যু নিবারিত হইবে তাহার উপায় নিরূপণে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। বর্ষা শেষে যখন জ্বরজ্বর্জ্জর রোগ ও শোকে আক্রান্ত হয়, যখন চারি দিকে মহামারি ও হাহাকার পড়িয়া যায় তখন কোথায় তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না তাঁহারা দৈনন্দিনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রজাদিগকে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া যেমন উচিত, আবার সেই নিয়মগুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা তেমনি উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অনুরোধ করি যে, তিনি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনরের দ্বারা গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার কতকগুলি প্রধান প্রধান নিয়ম প্রস্তুত করাইয়া লউন এবং সেই নিয়ম ভারতবর্ষের নানা স্থানের মিউনিসিপালে কমিটিতে ও প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারিতে ও থানায় থানায়, প্রেরণ করুন। গবর্ণমেণ্ট সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিন যে প্রজাদিগকে ঐ সকল নিয়ম অনুসারে অবশ্য কার্য্য করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আমরা আরও একটী পরামর্শ দিতেছি। যদি উপায়ের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহাও অবলম্বন করেন। এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পাঠশালা আছে। গ্রামস্থ প্রায় সকল বালক সেই পাঠশালায় অধ্যয়ন করে। গবর্ণমেণ্ট, স্যানিটারি কমিশনরের দ্বারা সহজ ভাষায় স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া তাহা পাঠশালায় অবশ্য পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় লোকের জ্ঞান জন্মিবে এবং তাহার নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইলে এদেশের মহোপকার সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
লাইসেন্স টেক্স।

যখন লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল ছিলেন, তখন ইনকম টেক্সের জন্য দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে করভারে দরিদ্রলোকই অধিক কাতর হইয়া পড়ে। লর্ড মেয়ো এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,—যে কোন টাক্স হউক না কেন,—সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ দেশীয় লোকের হস্তে কর আদায়ের ভার সমর্পিত থাকিলে অবশ্যই প্রজাপীড়ন হইবে। আমরা এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সমর্থ নহি। কেন?—এ দেশীয় লোকেরা কি নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী? বরিশাল দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা প্রজাপীড়ন হইয়া থাকে, সেটী তাঁহাদের দোষ নহে। সে দোষ উর্দ্ধতন কর্ত্তাদের। এসেসরদিগের সদাশয়তা এবং সদ্গুণের সুখ্যাতি করিবার যো নাই। প্রত্যেক এসেসরের সুযশ উদ্ঘোষণ করিলে গবর্ণমেণ্ট বুঝেন যে, তবে তাঁহারা দয়া করিয়া অনেক ব্যক্তিকে করদায় হইতে নিষ্কৃতি দিতেছেন। বাস্তবিক এসেসরের এমন সমদর্শিতার পরিচয় না পাইলে প্রজাগণও ত তাঁহার সুখ্যাতি করে না। কিন্তু এই সুখ্যাতি ঘোষণ তাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নহে। এতদ্বারা প্রজারও চিত্ত সাধিত হয় না, এসেসরেরও পদোন্নতি হয় না। কর সংগ্রহের স্বল্পতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়।

অর্থাভাব পরিপূরণের নিমিত্ত কর আদায় করিতে হয়; অতএব অধিক কর সংগৃহীত না হইলে গবর্ণমেণ্টের মনোরথ পূর্ণ হয় না। এসেসরেরা স্বীয় স্বীয় রিপোর্টে লেখেন,—"আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি এ স্থলে এত টাকা সংগৃহীত হইল।" এসেসরের আহ্লাদ বটে গবর্ণমেণ্টের আহ্লাদ বটে, কিন্তু নির্দ্ধন প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ। প্রজাগণ করপ্রদানে অযোগ্য হইলেও এসেসরেরা "চিকন ভাঁড়া" দেখিয়া কর নির্দ্দিষ্ট করেন। তাহাতে বিধিবহির্ভূত কার্য্য করিতে হইলেও চক্ষু মুদিত করিতে হয়। কারণ, কিছু বেশী বেশী কর আদায় না দেখাইতে পারিলে সুখ্যাতি হইবে না। ট্রাচি সাহেবের আমলে, নিতান্ত অন্যায়পূর্ব্বক লাইসেন্স টেক্সের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। অতিশয় দরিদ্র লোককে যে করভার বহন করিতে হইয়াছিল। পরে তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যাঁহাদের বাৎসরিক পাঁচ শত টাকার উর্দ্ধ আয়, তাঁহাদের উপরেই কর নির্দ্ধারিত হইল। এই অভিনব নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় করদাতৃগণের সংখ্যা কমিয়া আসিল; যাহাই হউক, সংগৃহীত টাকা অধিক না দেখাইলে চলিবে না, সে কারণ তৃতীয় শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। বস্তুত সেই সমস্ত লোকের আয় কিছু মাত্র পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঠিক তদ্রূপ ঘটিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যাবাসিদিগের যে কি দুরবস্থা বঙ্গদেশের পাঠক তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। তেমন দুঃখদশার লোক জিলাবাদের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এখন ক্রিচিন সাহেব তথায়

[illegible] টাক্স প্রবর্ত্তিত করেন। [illegible] প্রকাশ করা যায় না। [illegible] প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, [illegible] নাই। [illegible] করিতে [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। [illegible] আয় [illegible] টাকার নূ্যন, [illegible] নাই। এই নূতন নিয়ম [illegible] আর [illegible] করিয়াছে। [illegible] হইল না। [illegible] হইলে [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] এ সময় [illegible] নাই। [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] হইয়াছে। [illegible] হয় কি না বলিতে পারি না। [illegible] ব্যবসায়ীদিগের [illegible] করেন না। অনেক স্থলে [illegible] যায় না। সুতরাং লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

গত বৎসরের রিপোর্ট দৃষ্টে বিচার করিলে [illegible] আদায় যে [illegible] বলিয়া অনুমান হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যার সমাজের [illegible] টাকা আদায় [illegible] আপীল করে। কালেক্টর [illegible] টাকা কমাইয়া দেন। পুনরায় কমিশনরের নিকট আপীল [illegible] নাই। [illegible] কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে [illegible] নিরূপণ [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] আপীল করিতে [illegible] অতএব [illegible] দেখ।

অন্যায় ও অসঙ্গত কর সংগ্রহের আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। [illegible] বিভাগে [illegible] টাকা আদায় হইয়াছিল। নূতন নিয়ম প্রচলিত হইলে তৃতীয় শ্রেণীর করদাতৃগণকে [illegible] দিতে হয়। আশ্চর্য্য দেখুন, [illegible] বিভাগে হইতে [illegible] টাকা আদায় হয়। [illegible] অন্যায়াচরণ না হইলে টাকা বেশী হইবার কোন [illegible] কারণ দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, [illegible] উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর [illegible] এই সমস্ত অত্যাচার বিলক্ষণ [illegible] করিয়া সকল কর্ম্মচারীকেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

[illegible], দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে কোন প্রকার করই সামান্য কষ্টের কারণ; আবার সেই কর যদি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সংগৃহীত করা না হয়, তবে কষ্টের আর সীমা থাকে না।

ভারতবর্ষে লবণের টাক্স।

আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড রিপন যথার্থ প্রজাহিতৈষী ব্যক্তি। স্বদেশপ্রিয়তার [illegible] পক্ষে তিনি উপযুক্ত পাত্রই হইয়াছেন। আমরা [illegible] রাজপ্রতিনিধি [illegible] পাইয়াছে,—যেরূপ লোক [illegible] আমাদের মনের মত মানুষ। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—আমাদের কপালের ভাল নয়? আমাদিগের অদৃষ্টে [illegible] কি আছে, এখন তাহা বলা যায় না। [illegible] এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে। [illegible] শুল্ক আছে, তাহাও আর অধিক দিন থাকিবে না বোধ হইতেছে। বিলাতের [illegible] রহিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। লর্ড [illegible] অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। [illegible] রহিত হওয়ায় রাজকোষের [illegible] ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। বাকি শুল্ক রহিত হইলে আরও অসুবিধা দৃষ্ট হইবে।

পরকালে লর্ড মেও [illegible] টাক্স প্রবর্ত্তিত করেন, তখন ভবিষ্যতে [illegible] কি না এবং [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে, [illegible] তৎকালে [illegible] ছিলেন। ১৮৭২ সালে লর্ড মেও [illegible] পড়িলেন। অতীব পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল লর্ড [illegible], [illegible] টাক্স [illegible] করিবার নিমিত্ত [illegible] অনুরোধ করিয়া যান। [illegible] সেক্রেটরি গবর্ণর জেনেরলের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ টাক্স প্রচলিত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এ দিকে আবার রাজকোষে অর্থাভাব। লর্ড মেওর মনে

[illegible] ছিল, তাহা বলিবার যো নাই। কিন্তু এই টাক্স প্রবর্ত্তিত হইলে যে প্রজাপীড়ন হইবে এবং রাজপুরুষদিগকে সাধারণের অসন্তোষভাজন হইতে হইবে, ইহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে, দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের সাহায্য [illegible] যে কোন কর সংগৃহীত হউক না, নিশ্চয় প্রজারা পীড়িত হইবে। সুতরাং [illegible] বিরাগভাজন হইতে হইবে। ফলতঃ [illegible] গবর্ণমেণ্ট এবং [illegible] আর্গাইলকে [illegible] পত্র লেখেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,—ইনকম টাক্সে তাঁহার সম্পূর্ণ মত ছিল না। সার [illegible] এই টাক্সের দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক; [illegible] মুখস্থ [illegible] দুই দিক রক্ষা করিয়া বলিলেন,—১৮৭০ সালের টাক্সে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগকেই অধিক অসন্তুষ্ট দেখা যায়। মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের আমলে একবার ইহার প্রস্তাব হইয়াছিল। সেকেন্ড ব্যারিং তৎকালে গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটরি ছিলেন। এ প্রস্তাব তাঁহাদের অনুমোদনীয় হয় নাই। ভারতবর্ষ নিতান্ত দরিদ্র দেশ; এখানে লোকের [illegible] উপায় নাই বলিলে চলে। লর্ড নর্থব্রুক এবং মেজর ব্যারিং প্রজার অবস্থা বিশেষ [illegible] করিয়াছিলেন। ইনকম টাক্স প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের যে কষ্টের অবধি থাকিবে না, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ [illegible] হইয়াছিলেন। তৎকালে [illegible] রহিত করিবার প্রস্তাব প্রথম উপস্থিত হয়,তৎকালে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এটি নির্দ্দিষ্ট ভারতবর্ষীয় ভাবী অনিষ্টপাতের পথ হইল। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে যে সাক্ষাৎ কর [illegible] করিতে হইবে, এটা তাহারই সূত্রপাত। [illegible] মহাত্মাদের সকলেই সমান [illegible] সকলেই সদয় এবং [illegible]। তাঁহারা [illegible] করিয়া শুল্ক [illegible] করেন, [illegible] রহিত করিলে কৃষিজাত [illegible] হয় যে, [illegible] তাহার মতে প্রকার কৃত্রিম কারণ [illegible] লাগিলেন। কিন্তু মাঞ্চেষ্টর [illegible] ব্যক্তির [illegible] বিচলিত হয় না। তাঁহারা [illegible] বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এবং ভারতীয় সেক্রেটরী কোন ক্রমে শুল্ক রহিত করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ইনকম টাক্সের প্রস্তাব তাঁহাদের বিবেচনায় বিষবৎ জ্ঞান হইল। অতঃপর অনন্ত অর্থ লক্ষ্যে লর্ড লিটন ভারতের ভার লইয়াছিলেন, চতুর্দ্দিক ঘূর্ণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। যাহা হউক, যে দিন

গিয়াছে। সম্প্রতি সুবিবেচক মহাত্মাবর লর্ড রিপন আমাদের রাজপ্রতিনিধি; এবং যে যেরূপ বেয়াদিং ইনকম টাক্সের অনুপযোগিতা এবং অহিতকারিতা একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, আজি তিনিও অনন্ত রাজকোষে শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতেছেন। তবে কি নির্ধন ভারতকে আর কতকাল বহন করিতে হইবে? অনেক বৎসর হইল, এদেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বোধ করি ভারতবর্ষের এমন দুর্দশা অনেক দিন ঘটে নাই। প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি কয়েকটী দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া গেল তাহাতে বহুসংখ্যক প্রাণ হানি ও ধন হানি হইয়াছে। আফগানযুদ্ধের সময় যে পরিবারের মাসিক ২৫ টাকা হইলে দিনপাত হত, দুর্ভিক্ষের সময় ১০০ টাকাতেও সে পরিবারের ভরণপোষণ চলে নাই। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে অলঙ্কার এবং তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায় বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। শ্রমজীবী এবং সামান্য চাকুরে লোকদের ত কথাই নাই। কোন একটী হঠাৎ বিপদ ঘটিলে গৃহ হইতে এক পয়সা বাহির করিবার সঙ্গতি নাই। দ্বিতীয়তঃ, ম্যালেরিয়া জ্বর। এই জ্বরে একদিন ত বঙ্গদেশকে মহাপ্রাণে নিধন করিয়াছে। এখনও তাহার প্রকোপের প্রচণ্ড শক্তি হ্রাস হয় নাই। উহার পরিণাম কি তা জানা। অনেক আশা পশ্চিমাঞ্চলে এতদিন আশা করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেশেও তাহার প্রাদুর্ভাব প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম দেশ এখন যমালয়, ক্রমে ক্রমে লোকশূন্য হইতে চলিল। লোকের প্রাণ গেল এবং চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করিয়া মধ্যবিত্ত ও সামান্য লোকদের গৃহে এক কপর্দ্দকেরও সঙ্গতি নাই। অনেক স্থানেই বিনা চিকিৎসায় লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। আর, একবার যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, আর তাহার আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ এবং বাণিজ্যাদি সকলি বন্ধ হইয়াছে, লোকের দিনযাপন হয় না। তৃতীয়তঃ দেশীয়গণ বাণিজ্যে বসিয়াছে আছেন ও সামান্য মূল্য অত্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। চাউলাদি সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়াও বাণিজ্য চলিতে পারিতেছে না, তবে জীবনযাপন কোথা হইতে চলে? এই ত দেশের অবস্থা। যদি পীড়া ও দুর্ভিক্ষ আর না হয়, তবে বিশ পঁচিশ বৎসরে প্রজাদের অবস্থা কিছু কিছু উন্নত হইতে পারিবে; তাহারা দুবেলা দুমুঠা খাইতে পাইবে তাহারে আশা হইবে। কিন্তু যদি ম্যালেরিয়ার এই প্রকার চরিত্র প্রকোপ থাকিয়া যায়, তবে ভারতবর্ষবাসিদিগকে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। এ দেশীয় দুরবস্থার যে কয়েকটী কথা উল্লিখিত হইল, বোধ করি তাহারে একটীও অত্যুক্তিদোষে দূষিত নহে। মহাত্মা লর্ড রিপন সুবিবেচকের ন্যায় বিষয়গুলি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আমাদিগকে এই বিষয়ে আর বলিতে হইবে না। লর্ড ক্যানিঙ্গ যে প্রকার দূর দর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বড় আর বলিতে হইবে না। তিনি ইনকম টাক্স উঠাইয়া দিবার অনুমতি দিবেন, আমাদের এমন বিশ্বাস আছে। কিন্তু এমন কোন সবিবেচক গবর্ণর জেনেরল আসিলেও সমস্ত মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রকাশে পুনশ্চ এই দারুণ অনিষ্টকর পদ্ধতির পরিবর্তন না করিলে সংকীর্ণ ক্ষমতা একেবারে অসম্ভবে হইবে। আমাদের অদৃষ্টদোষে আমরা প্রায় সবিবেচক রাজপুরুষের মুখ দেখিতে পাই না। আবার যদি ঈশ্বর কখন সুপ্রসন্ন হইয়া কাহাকেও প্রেরণ করেন, কিন্তু তেমন লোক অধিকদিন থাকেন অথবা কিছুই করিতে পারেন না। সহরে কিম্বা পল্লিগ্রামে কতকগুলি ভদ্র সন্তানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন, সুতরাং মফস্বলের অবস্থা জানিবার উপায় কি? হাকিমেরা মফস্বলে ভ্রমণের সময় যদি কৃষি ও অন্যান্য সামান্য লোকের সঙ্গে সদালাপে আলাপ করেন, তবে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। আমরা মহাত্মা লর্ড রিপনকে আর অনুরোধ করিতেছি, তিনি এ সময় হইতে সতর্ক। অবশ্য জ্ঞাত হইয়া সাবধান হউন। কারণ টেক্স লোকেরা যেন করিতে সকল আন্দোলন কথা কঠিন হইবে।

আঃ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্রিকা।

কাল পরিবর্তনশীল। যত দিন যাইতেছে, লোকের বুদ্ধি খুলিতেছে, মন উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, সকলের বুদ্ধিতে সকল ত আসিল না, তুমি যাহা ভাল বোধ করিয়া করিলে আমি হয় ত তাহা মন্দবোধে তাহার পরিবর্তন করিয়া আমার যাহা ভাল বোধ হইয়াছিল তাহাই করিলাম। কিন্তু ভাল মন্দের বিচার করে কে? "দশ" ভগবান্ প্রতিনিধি। "এটা একটা পাকা কথা, তুমি কোন পরিবর্তন করিবার সময় সকলের চক্ষে ধূলি দিলে পরে কিছু কাল ত সকল হইবে নিকটে লোকের চোখ বুজিয়া থাকিবে না, দশ দিন পরে যে প্রকাশ হইবেই হইবে। অধিক দিনের কথা কাজ নাই আর এক বৎসরের মধ্যে হইতে উঠিল সাহেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত দেখ; শিক্ষা বিভাগের বল, রাজনৈতিক বিভাগের বল, আর যে বিভাগেরই কেন বল না, ক্যাম্বেল সাহেব যাহা করিয়াছিলেন এখন তাহার আর কি আছে? পুনর্ব্বার এক একটীর সহিত একবার এক একটী করিয়া মিলাইয়া দেখ লোকের অপ্রয়োজনীয় সব উৎকৃষ্ট ঘটিয়াছে। পরম্পরার কার্য্য দেখিলে হঠাৎ বোধ হইবে যেন

[illegible] সাহেবের [illegible] সাহেবের বড় আড়ম্বর দিয়া আছে। তিনি [illegible] ছিলেন। অনেক [illegible] করিয়া বাঙ্গালী লেখা নহে, [illegible] তাহার চেষ্টা এই বিষয় [illegible] "প্রতিজ্ঞা মুক্তিফল" মুদ্রিত [illegible] ও [illegible] এখন আমার ভাল ছাপা। [illegible] কিন্তু উন্নতি [illegible] আর [illegible] সে ভাল [illegible] কথা [illegible] আর [illegible] কিছু নাই নহে। [illegible] সংশোধন করিয়া লোকের উপকার করিতে পারেন তিনিই ধন্য হইয়া থাকেন। সকল লোকেরই [illegible] আবশ্যক, তবে [illegible] কথা কি? তিনি একবার [illegible] চেষ্টা করি-তেছেন, তাহার যে এ [illegible] আমরা [illegible] পারি না। [illegible] কোন [illegible] আমরা [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] করিয়াছি, তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই বালক [illegible] ক্রমশ [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় না, [illegible] পুস্তকগুলি যেন [illegible] [illegible] না, কেবল [illegible]।

আর এক [illegible] এই, [illegible] বাংলা [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বালকদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখুন, [illegible] বালকদিগকে এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] তুলনায়, [illegible] ও প্রাকৃতিক [illegible], [illegible] ও [illegible], [illegible] ও [illegible] বিষয়ে পড়িয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। [illegible] বিষয়ে [illegible] বিনা কোন বালকই পরীক্ষা দিতে পারে না। উপস্থিত [illegible] নিরূপিত বিষয় সমূহে উত্তমরূপ প্রবেশ কি একজন অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে সম্ভব? [illegible] পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে আর কোন বালক পাঠ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে না, [illegible] দশ বৎসরের মধ্যে [illegible] বাকী আট বৎসরের উল্লিখিত [illegible] অধ্যয়ন করিয়া উহাদের [illegible] কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। [illegible] তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন। পুস্তক স্থির না থাকাতে বালকদিগের যে আর একটী বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছে, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। [illegible] সকল [illegible] কিছু এক প্রকার [illegible] ও এক প্রকার ভাব স্ব স্ব মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন না। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন করিয়া থাকেন। বালকেরা এক জনের এক খানি পুস্তক পড়িয়া পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রশ্নকর্তা হয়ত এরূপ ভাবের এমন প্রশ্ন দিলেন, যাহা কথিত বালক তাহার পুস্তকে আদৌ পড়েন নাই, সুতরাং সে তাহার উত্তর করিতে পারিল না।

এই প্রকার নানা কারণে অনেক বালক বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিয়াও আশানুরূপ পরীক্ষা দিতে পারে না। অতিরিক্ত শ্রম নিবন্ধন এক দিকে তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ অপর দিকে অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বালকদিগকে বাল্যকাল হইতে বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত করিবার জন্য এই পরীক্ষার সৃষ্টি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহাদিগের পরীক্ষার জন্য যেরূপ বহুল পরিমাণে গুরুতর বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আয়ত্ত করিতে তাহাদিগের কোমল মস্তিষ্ক কখনই সক্ষম নহে। উহাদিগের সহিত তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগকেও এত গুরুতর বিষয় পাঠ করিতে হয় না, পরীক্ষার্থী বালকেরা বাল্যকাল হইতেই এই সকল গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিয়া পীড়াক্রান্ত হয় এবং আপনার আপনার শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে দেশের উন্নতি না হইয়া বরং বিনাশই ঘটিবে। আমরা দেখিতেছি, এই সকল কারণেই পরীক্ষার ফল ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছে। পাঠক এস্থলে বিগত দশ বৎসরের পরীক্ষার ফল দেখুন। স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন ইহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়।

অব্দ	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা,	পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা
১৮৬৮	১৬১	১১৭
১৮৬৯	[illegible]	১৪০
১৮৭০	১৫৫	১৪৪
১৮৭১	[illegible]	১০৭
১৮৭২	[illegible]	৩১১
১৮৭৩	[illegible]	৭৪
১৮৭৪	[illegible]	১৬০
১৮৭৫	২৩০	১১১
১৮৭৬	২৮৭	১৬১
১৮৭৭	১৯৪	১২৬

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিভাগের একটী সুবন্দোবস্ত না হইলে উহার উন্নতি যে অসম্ভব তাহা স্বীকার করিতে আমাদের সংশয় নাই। বিশেষতঃ উপস্থিত এইরূপ ফল হইলে সহজে যে কোন বালক উক্ত পরীক্ষা দিতে সাহস করিবে, আমাদিগের তাহা বোধ হয় না। কেবল উহা নহে, যাঁহারা ইহার পরীক্ষক হন তাঁহারা পরীক্ষাকালে বালকদিগকে এরূপ কঠিন প্রশ্ন দিয়া থাকেন যে তদ্দর্শনে সকলেরই বোধ হয় কোনরূপে বালকদিগকে নিরাশ করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। বালকদিগের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য যাঁহারা আপনাদিগের যেরূপ বিদ্যা দেখাইতেছেন অতঃপর এরূপ দেখাইলে বহুল অনিষ্ট ঘটনার ঘটিবে, তাই আমরা এ বিষয়ে আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। আমরা আশা করি তিনি এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া উল্লিখিত অনিষ্ট সমূহ দূর করিয়া বালকদিগকে রক্ষা করিবেন। কারণ অল্প অঙ্কুরে অধিক চাপাইলে সে অঙ্কুর অঙ্কুরেই বিনাশ হইয়া যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ১০ ই ডিসেম্বর। [illegible] হইতে [illegible] লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে দুর্ঘটনার পর ১১৭ জন লোককে পাওয়া যাইতেছে না।

আয়র্লণ্ড ভূমিতে ভূস্বামিদিগের অধিকার রক্ষার জন্য [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন।

ডাবলিন ১১ ই ডিসেম্বর। [illegible] হাতে ১২ বার [illegible] করিয়া দিয়াছে।

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ১২ ই ডিসেম্বর। চীনের সহিত [illegible] যে বিবাদ চলিতেছে উহারা ইউরোপীয় রাজাদিগকে মধ্যস্থ মানিয়া তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইতেছে। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিশেষ করিয়া [illegible] লোকদিগকে বলিয়াছেন তাহারা [illegible] কোন [illegible] আপনাদিগের রাজ্য ভুক্ত না [illegible] আপনা আপনি বিবাদ মিটাইয়া ফেলেন।

[illegible] ১০ ই ডিসেম্বর। [illegible] সভাপতি [illegible] কি জন্য বন্দী ও সম্পত্তি [illegible] হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে তদ্বিষয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে বিশেষ [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন।

প্যারিস ১০ ই ডিসেম্বর। [illegible] সহিত বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধিপত্র [illegible] উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] অনুপস্থিত ছিলেন।

ট্রিপলি ১৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] নামক স্থানে যে সকল মনুষ্যকে [illegible] ছিল ট্রিপলির কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বলপূর্বক মুক্ত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] ইংলণ্ডেশ্বরী [illegible] টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

প্যারিস ১৪ ই ডিসেম্বর। ফরাসী [illegible] সংবাদপত্র বলেন, [illegible] অবস্থা [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] এই বিষয়ে [illegible] আন্দোলন হইতেছে।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] পুলিস [illegible] এ সপ্তাহের মধ্যে [illegible] করিয়া লইয়াছে।

প্যারিস ১৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] বিরুদ্ধে যে অভিযোগ [illegible] তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। [illegible] পড়িয়া গিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ১৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] বিদেশী [illegible] অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা [illegible] অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

অযোধ্যার রাজার পুত্র ও পৌত্রদিগের জন্য টালীগঞ্জের বোর্ডিং স্কুলে একজন খানসামার প্রয়োজন আছে। [illegible] খানা প্রস্তুতকার্য্যে তাহার উত্তম পারদর্শিতা থাকা চাই। বেতন মাসিক ১২ টাকা হইতে ১৫ টাকা। আবেদনকারীদিগকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।

মেজর [illegible] এফ. [illegible]
৪৯ পার্ক ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ।

কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তির যত্নে আমাদিগের বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতায় একটী [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] এখন যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছেন, তাহাতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।

বগুড়ার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে [illegible] সংবাদদাতা এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন সহরের অর্দ্ধ মাইল দূরে [illegible] গ্রামে কালীবাড়িতে এক দিবস রাত্রি [illegible] সময় স্থানীয় লোকেরা মনসা পূজা আরম্ভ করে, এতদুপলক্ষে ঢাক ঘণ্টা শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্য হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সার্পের উহাতে নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তাহাদিগকে শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া পুলিসকে ধৃত করিবার আদেশ দেন, পুলিসও তদনুসারে কার্য্য করেন। বিচারে অনেক জনের অর্থ দণ্ড হয়। ঐরূপ আর একদিন তিন জন পল্লীগ্রামস্থ লোক তাঁহার কুঠির নিকট দিয়া রাস্তা দিয়া জোরে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিল, এই অপরাধে তিনি এক জনের ৫ টাকা, অপর দুই জনের আট আট আনা জরিমানা করেন। আর এক দিন

ত্রুরূপ এক ব্যক্তি ক্রেতার দোকানের ঢাকা কোতোয়ালী ঘাটে নদীর অপর পার হইতে যাত্রিক বন্ধ করিয়া ডাকাতে তিনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অর্থ দণ্ড করিয়াছিলেন। ঐরূপ একখানি চুনের নৌকার মাঝি কাছারির সম্মুখ দিয়া কিছু জোরে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিল বলিয়া তিনি তাহাকেও দৃঢ় করিয়া অর্থ দণ্ড করিয়াছিলেন। বালকেরা কাছারির সম্মুখস্থ মাঠে খেলা করিলে গোলমাল হয় বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া কামরার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাইয়াছিলেন। শুদ্ধ ইহা নহে, আর এক দিন এক মকদ্দমার দুই জন পক্ষিয়া কাহাকে কামিন জন্য সার্প সাহেবের রিপোর্ট জন্যে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, তাহাদিগের পায়ে নাগরাই জুতা ছিল, তাহারা সেই জুতাশুদ্ধ তাঁহার সম্মুখে আসাতে তিনি তাহাদিগকে আদালতের অবজ্ঞা করা অপরাধে অপরাধী করিয়া এক জনের ২০ ও অপরের ৩০ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। একদিকে মোসলিন, সে দিকে বিলাত, এদিকে সার্প এই সকল বিচারপতি লইয়া গবর্ণমেণ্ট কিরূপে যে সুবিচারকারী বলিয়া যশোভাগী হইবেন, তাহা ত আমরা বুঝিতেছি না। ইহাঁদের কেবল বিদ্যারই পরীক্ষা লওয়া হয়, চরিত্রের পরীক্ষা লওয়া হয় না, ইহাই এরূপ ঘটনার কারণ। অতএব চরিত্রের পরীক্ষা লইবার একটী প্রথা প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

সার আস্‌লি ইডেন গত বৎসর ৪০২০০০ টাকা শিক্ষাবিভাগে ব্যয় করিয়াছেন, এ বৎসর ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। বিগত ১১ ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অতিরিক্ত দান এক লক্ষ টাকা বিভাগ করিয়া দিতে ডাইরেক্টর ক্রফট সাহেবকে অনুরোধ করেন। ক্রফট সাহেব সেই অনুরোধক্রমে টাকা এইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন;—

বিভাগ	বর্তমানদান	প্রস্তাবিতদান	অতিরিক্ত
২৪পরগণা	১২০০০	১৯০০০	৭০০০
নদীয়া	১০০০০	১৮০০০	
যশোহর	১৬০০০	১৭০০০	১০০০
মুর্শিদাবাদ	১০০০০	১০০০০	
বর্দ্ধমান	১১৭০০	১৮০০০	১৩০০
বাঁকুড়া	১০৫০০	১১০০০	৫৭০০
বীরভূম	৬৭০০	৮০০০	১৩০০
মেদিনীপুর	২৩০০০	৩০০০০	৭০০০
হুগলি	৮৩০০	১০০০০	১৭০০
হাবড়া	৩০০০	৫০০০	২০০০
রাজসাহী	১২০০০	১২০০০	
দিনাজপুর	১৩০০০	১৭০০০	
বগুড়া	৩০০০	৩৫০০	৫০০
রঙ্গপুর	১১৮০০	১৪৮০০	
পাবনা	৮০০০	৯১০০	
জলপাইগুড়ি	৪০০০	৪০০০	
দার্জ্জিলিং	১২০০	১২০০	
ঢাকা	১০০০০	১৪০০০	৪০০০
ময়মনসিংহ	১১০০০	১৩০০০	২০০০
বাখরগঞ্জ	১০০০০	১৪০০০	৪০০০
ফরিদপুর	৯০০০	১১০০০	২০০০
ত্রিপুরা	৮০০০	১৪০০০	৬০০০
চট্টগ্রাম	৬০০০	৮০০০	২০০০
নওয়াখালি	৫০০০	৯০০০	৪০০০
পাটনা	৮০০০	১৪০০০	৬০০০
গয়া	১০০০০	১২৫০০	২৫০০
সাহাবাদ	৯০০০	১২০০০	৩০০০
সারণ	১০০০০	১৫০০০	৫০০০
চম্পারণ	৮০০০	৯৫০০	১৫০০
মজঃফরপুর	১১০০০	১৩০০০	২০০০
দারভাঙ্গা	১০০০০	১৪০০০	ঐ
ভাগলপুর	১০০০০	১৩০০০	
মুঙ্গের	১০০০০	১২০০০	ঐ
পুর্ণিয়া	৮০০০	১০০০০	
মালদহ	৫০০০	৬০০০	ঐ
সাঁওতাল পরগণা	৭০০০	১০০০০	
হাজারিবাগ	৭০০০	৮০০০	
লোহারডগা	১০০০০	১১০০০	ঐ
মানভূম	৭০০০	৯০০০	
সিংহভূম	৩০০০	৬০০০	১০০০
কটক	১১০০০	১৬০০০	
পুরী	৭০০০	৯০০০	
বালেশ্বর	৮০০০	১২০০০	৪০০০
সমষ্টি	৪০২০০০	৫০০০০০	৯৮০০০

মাল জাহাজ চালাইবার জন্য বার্লিনে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডের লোকদিগের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বহু চেষ্টায়ও ইহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না। ইহারা যদি কি যারি এইরূপ পদে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতেছে। অধিক ইহারা এমন এক একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতেছে যে তাহা শুনিতেও ভয় হয়। এত লোক বন্দী হইতেছে তথাপি তাহারা ভীত বা বিচলিত হইতেছে না। বাস্তবিক লইয়া বিবাদ মূল মাত্র। বাস্তবিক আয়র্লণ্ডবাসীরা স্বাধীনতাপ্রার্থী। বিবরণ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের সেই স্বাধীনতা প্রদান করিয়া কেন যে আপনাদিগের উৎপাত নিবারণ করিতে দিতেছেন না এটী বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব কৃষকদিগের নিমিত্ত যে আইন পুনর্ব্বার প্রস্তাব দিয়াছিলেন অনরেবল বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক উক্ত কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই আইন সংশোধিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ এক সাহায্য করিবেন তিনি অবিলম্ব অবগত হইয়া পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবেন।

বিগত জানুয়ারি মাস হইতে ১২ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত পরিমাণে সুরা এদেশে প্রেরিত হইয়াছে। যথা—

মান্দ্রাজ	বোম্বাই	করাচি	কলিকাতা
	সের		
২৮৭৫২	১২০৭৪	১৬০৯৭	৫৩৮৫৭
	মোট		
৪২৪৫	৭৫০১৪		৫২৭১৫
	জাহি		
		৩০৬৮	১০৭৭৭৯

এতদ্ব্যতীত ১১০৫৫ বাক্স কেবিনেট মদ, ২২৭৬ বিলাতি মদ ও ৩৬৫১০ বাক্স ব্রিটিশ সুরা আছে।

আগামী ৯ ই জানুয়ারি এলাহাবাদে হাইকোর্টের উকীলদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

রাজপ্রতিনিধি লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব পুরীতে রেলওয়ে করিবার জন্য জরীপ করিতে হুকুম দিয়াছেন। উড়িষ্যার এই রেলওয়ে কার্য্যে কিছু ইউরোপীয় ও দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে ঐ কার্য্য করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের রাণীগঞ্জ হইতে একটী ও সম্বলপুর হইতে আর একটী রেলওয়ে পুরী পর্য্যন্ত খুলিবার কল্পনা করা হইয়াছে।

সেণ্ট্‌ পিটার্স মাঠে আরিস্ক্র কথা লেখা বন্ধ করিতে নবেম্বর মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলেক্টরদিগকে মাসের অপমান করাতে ঐ সব অধিবাসীরা তাঁহার নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। ঐ মকদ্দমা মধ্যে মকদ্দমা মূলভূমি ছিল। বাদী এই মকদ্দমার বাদিগণ নিয়োগের অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট এদিকে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে এ মকদ্দমা চলিতে পারে না বলিয়া ১৭ ই ডিস্মিস করিয়া দিয়াছেন। হাইকোর্টে ইহার আপীল হয়, বিচারপতিরা মাজিষ্ট্রেটের রায় বাহাল করিয়াছেন। এরূপ আইন প্রজার পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর।

ম্যাঞ্চেষ্টরের একজন দূত ভিক্টোরিয়া নিয়া কল্প

পত্র ক্রয় করিতেছেন। পাছে লোকে তাহাতে অতীব ক্ষোভাকুল হইতে পারে তিনি সে চেষ্টারও ত্রুটী করিতেছেন না।

গত সোমবার কলিকাতার কয়েকটী বালক কতকগুলি চটক পক্ষী ধরিয়া তাহাদের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করাতে জীবক্লেশ নিবারিণী সভার এক জন কর্মচারী তাহাদিগের নামে পুলিশকোর্টের মাজিষ্ট্রেট মার্সডেন সাহেবের নিকট নালিশ করিয়াছিলেন। বালকেরা অপরাধী প্রমাণ হয় কিন্তু মাজিষ্ট্রেট এই বলিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন যে, চটকপক্ষী গৃহপালিত জীব নহে অতএব তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করায় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তিনি তাহাদিগকে কোন প্রকার দণ্ড বিধানে সমর্থ নহেন। বিচার অপেক্ষা আইন ও যুক্তিটী অধিক অদ্ভুত।

শুনা যাইতেছে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি সভাপতি বাবু শ্যামাচরণ দে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু কারণ কি তাহা জানা যায় নাই।

কোলাপুরের রাজা ক্ষিপ্ত হওয়াতে রাজকার্য্য যাহাতে তাঁহার মাতার হস্তে সমর্পিত হয় তজ্জন্য তত্রত্য অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া এ বিষয় বিবেচনাধীনে রাখিয়াছেন।

আগামী ২০ এ ফেব্রুয়ারি কুচবিহারের রাজকুমারের রাজ্যাভিষেক হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন। রাজকুমার পিতার বর্ত্তমানে সাত বৎসর রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের কতকগুলি প্রেততত্ত্ববাদী সন্ন্যাসী তথায় দিবারাত্রি একটী স্থান খনন করিতেছে, তাহারা বলে ভূদেবী প্রত্যাদেশ করিয়াছে তথায় প্রচুর সুবর্ণ নিহিত আছে।

সুইজরলণ্ডের অন্তর্গত লোক্লি নামক স্থানের একজন ঘড়িওয়ালা এক প্রকার সুন্দর ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঘড়িতে ১৫ বৎসর অন্তর দম দিতে হয়।

সুগার আর্ক নামে এক প্রকার লতা আছে। ঐ লতার রসে ধাতু গলিত হইতে পারে।

নিজাম সালারজঙ্গ ও আর ৪০ জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক কাশীর দরবারে লর্ড রিপণকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করেন। পুলিশ কমিশনর তাঁহাদিগকে একটী ঘরের কোণে বসাইয়া রাখেন, দরবারে তাঁহাদের খোঁজ নাই, তাঁহারা তাড়াতাড়ি দিয়া লর্ড ফেরেগসনকে জানাইলেন তাই রক্ষা। তাই লর্ড রিপন আসিয়া আবার বাদশাহ সমন্দিগকে বাক্দর্শন দিলেন।

দিল্লী কালেজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বহু বিবেচনা করিয়া শেষে উহার উপযোগিতা আর অনুভব করেন নাই।

কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও অক্ষয় চন্দ্র দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইয়াছেন।

অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট বলেন মির্জাপুরের নিকটে ১১২ জাতীয় প্রবাল পাওয়া যায়। লোহিত সাগরে যে প্রকার প্রবাল জন্মে এ প্রবাল সেরূপ নহে। যে সাধারণের জল যোগে তদাকার প্রবাল জাত হয়।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল সস্ত্রীক হইয়া [illegible] টাসমানিয়ম নামক জাহাজে রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট চটকবংশ ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। চটকের এক শত ডিম ভাঙ্গিতে পারিলেই ২।০ পুরস্কার। এক এডেলেড নামক স্থানের লোকে এই পুরস্কারের লোভে ৪০০০০০ ডিম ভাঙ্গিয়াছে। পক্ষ যাহাতে গৃহ হইতে চটকের বাসা ভাঙ্গিয়া দেয় তজ্জন্য আইন করা হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত যে কমিশন নিয়োজিত হইয়াছে তাহার ক্রমাগত অধিবেশন হইতেছে!

জুলু রাজ্যে অর্থাৎ না কি ভয়ানক অরাজকতা হইয়াছে। তথায় এত স্ত্রীলোককে বধ করা হইয়াছে যে আর স্ত্রীলোক পাওয়া দুর্ঘট। প্রজারা অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য তাহারা ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়াছে। জুলুদিগের প্রতিনিধিরা মারিৎসবর্গে আসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদিগের কয়েক জন দলপতির কারামুক্ত প্রার্থনা করিতেছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১।০

৪।।০ ১৮৭০	(১৮৬৪)	১০২।০ হইতে ১০২৸০
৪।।০ ১৮৭১	(১৮৬৫)	১০১
৪।০ ১৮৭৮-৭৯	(১৮৯৩)	১১০৸০
৪।০ ১৮৭৯	(১৮৯৩)	
৫ ১৮৭৭	(১৮৮২)	১০০

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গাট্টুলালজী অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে এক অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর এক চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, বলিতে কি লজ্জায় মাথা খাইয়াছেন তথাপি বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সাধে এক অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে মজাইলেন। গাট্টুলালজী এক জন বিজ্ঞবর। অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম ইহাঁর বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

অতঃপর যাঁহারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দরবারে যাইবেন তাঁহাদিগকে হয় বিচারপতিদিগের পোষাক না হয় বিদ্যালয়ের পোষাক পরিধান করিতে হইবে, গ্রেজুয়েটদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের পোষাক পরিয়া যাইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের এল এল বি পরীক্ষায় এবার ২৮ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন, কিন্তু প্রশ্নের দোষে ও পরীক্ষকদিগের দোষে ৩ জন কেবল দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে এই কারণে পুনর্বার উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এবার কি সকল স্থানের পরীক্ষকদিগেরই এক গতি! এ দোষ জাঁকজুরি হইতে এল, এ পর্যন্ত পরীক্ষার পত্র দেখিয়া বোধ হয় পরীক্ষার্থীদিগকে কোন প্রকারে ঠকানই পরীক্ষকদিগের উদ্দেশ্য।

বিলাতের কতকগুলি লোক জাহাজের উপর বাণিজ্য প্রদর্শনী খুলিয়া বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইবার কল্পনা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ২৬৪০ টন ভার বহনে সক্ষম একরূপ একখানি জাহাজ প্রস্তুত করা হইতেছে, ব্যবসায়ীরা ভাড়া দিলে ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে ইউরোপীয় কলচালকদিগের পরিবর্ত্তে দেশীয় কলচালক নিয়োগের আদেশ হইয়াছে।

কুইন্সলাণ্ডের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে উক্ত উপনিবেশে কুলি প্রেরণ করেন, ইনি তাহারই বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছেন।

আমেরিক ষ্টুকিক একেন্সি নামক এক ব্যক্তি তুরস্ক ভাষায় খ্রীষ্টান ধর্মপুস্তক মুদ্রিত করাতে সুলতান তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ষ্টেট-সেক্রেটারি মান্দ্রাজ হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিতে আদেশ দিয়াছেন। অচিরেই উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। মান্দ্রাজের [illegible] কোম্পানি উহার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন।

ভারতবর্ষে আয়কর পুনঃস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বিলাতের অনেক সংবাদপত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন ষ্টেট-সেক্রেটারি ভুলক্রমে উঠাইয়া দিবেন বলিয়া আর কাজ করেন নাই; ইহাতে তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হউক, একণে আশঙ্কিত বিপদপাত হইতে না হয়, গবর্ণর জেনারেল তদুপায় অবলম্বন করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

৬ ই নবেম্বর গ্রীসদেশবাসীরা কবি বাইরণের মৃত্যুস্থল মিসোলঙ্গি নামক স্থানে মহাসমারোহে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

ষ্টেটসম্যান সম্পাদক নাইট সাহেব বিলাত হইতে ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিয়াছেন।

আজ্ মানি পঞ্জাব নামক সংবাদপত্র বলেন, পঞ্জাব ও পাহাড়ের লোকেরা দারিদ্র্য নিবন্ধন উপবাসী থাকাতেই এবার তথায় ভয়ানক সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনাহারে থাকিয়া দুর্ব্বল হওয়াতেই সামান্য জ্বরেও অনেকে অকালে কালকবলিত হইতেছে। খাবা খাবা কুইনাইন খাইয়াও যে জ্বর যাইতেছে না, সামান্যমাত্র সুপথ্য খাইতে দেওয়াতে তাহা আরোগ্য হইতেছে। অমৃতসরের শাল প্রস্তুতকারী তাঁতিরা অরে অরে কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার লোক কেবল সুপথ্য খাইয়া জ্বর তাড়াইয়াছে, কিন্তু এখনও অতি দুর্ব্বল।

কর্ষীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ট্রান্সভেয়াল ১ বাসীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে, তাহারা বোয়ার্দিগকে আক্রমণ করিবার ভয়প্রদর্শন করিতেছে। কাফিরেরাও অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

১১ ই ডিসেম্বর মিরাটের কালেক্টর ফিলার সাহেব মিষ্টার ফার্ গুসন ও পঞ্জাবের নামে এলাহাবাদ হাইকোর্টে অপবাদ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মকদ্দমার আসামীদ্বয় মিরাটের কমিশনর কলভিন সাহেবের নিকট ফিলারের চরিত্র সম্বন্ধে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, ফিলার মুসুবৎ মাকো নামক একটী স্ত্রীলোককে নষ্ট করিবার উদ্দেশে একদা তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মুসুবতের আত্মীয়বর্গের প্রতিবন্ধকে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হয়েন। এই আক্রোশের প্রতিশোধ দিনি ঐ স্ত্রীলোক সংক্রান্ত এক মকদ্দমায় লইয়াছিলেন। ফিলারের চরিত্রদোষেই এই স্ত্রীলোকটী দণ্ড হইয়াছে, এবং তিনিও উক্ত স্ত্রীকন্যার জন্য দায়ী। তিনি [illegible] নামক লোকের নিকট হইতে অর্থ লইয়া নন্দচাঁদ নামক স্থানে মেলা করেন এবং সরকারী কার্য্যে অবহেলা করিয়া উহার আবেদনরূপ অনুসন্ধ করিয়াছিলেন। [illegible] তাহারা উপলক্ষে ফিলার বেশ্যালয়ের সহিত অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তিনি মুসলমান বেশ্যালয়ের ভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। একজন উচ্চপদস্থ সিভিল রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা যেমন অতি অনুচিত ও লজ্জাকর বলিতে হইবে।

শুনা যাইতেছে আগামী বর্ষ হইতে বাবু [illegible] সাহা কলিকাতার শেরিফের পদে নিয়োজিত হইবেন।

মক্কায় ভয়ানক বিসূচিকা হইতেছে, প্রত্যহ শত লোক উহাতে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ষ্টীমার যাত্রী আনা বন্ধ করিয়াছে।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন, কয়েক দিবস হইল, এখানকার গঙ্গার ঘাটে সেই ষ্টীমার "রামবাগান" উপস্থিত হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর ষ্টীমার হংসেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী পূর্ব্ব নিয়মানুসারে কালনা হইতে কলিকাতা গমনাগমন করিতেছে। মৃত মহাত্মা রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র বাবু হরিমোহন রায় আবার শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমনাগমনের নিমিত্ত ষ্টীমার "প্রতাপ" ও "যাত্রীর" নিয়োজিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ম্যানেজর বাবু উক্ত ষ্টীমারদ্বয়ের কার্য্য-প্রণালীর অদ্যাপি বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, এজন্য আশানুরূপ আরোহী ও মাল জুটিতেছে না। ফলতঃ "প্রতাপ" ষ্টীমার খানি যদি নিয়মিতরূপে এখান হইতে কলিকাতায় গমনাগমন করে ও উহার কার্য্য-প্রণালী বিশৃঙ্খলাবাধশূন্য হয়, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরী ও হংসেশ্বরীর অন্ন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ষ্টীমার ও নৌকার আগমনে এখানকার গঙ্গার ঘাটে কিন্তু নর-নারীর প্রাতাহিক স্নানাদির বিশেষ প্রতিবন্ধকতা জন্মিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। সজ্জাহার অনুরোধে ও সাধারণের হিত কামনায় আমরা রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে অনুরোধ করি যে, তিনি স্নানের ঘাটের কতক অন্তর ষ্টীমার ও নৌকার পৃথক ঘাট নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। স্ত্রী পুরুষের স্নানের ঘাটের উপর ষ্টীমার ও নৌকার বাবহার করা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই।

এখানকার অবরোধ অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত নেটিভ ডাক্তারগণ এক স্থানে ডিস্পেন্সারি লইয়া স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতেছেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা [illegible] কোন উপকার দর্শে নাই।

এ বৎসর এলাহাবাদের উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের দুটী ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দান করিয়াছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহের বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে পারস্যভাষা শিক্ষার [illegible] হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য [illegible] পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সি, এ, টি ক্রসথ্‌ওয়েট ও এ, সি, ইলিয়ট গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন।

ঢাকাবার্ত্তা বলেন, [illegible] থানার পোষ্টাফিসের মাষ্টার, আউট পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে নৌকায় পার করিয়া কিছু অকাশীল শাস্তি করিয়াছিলেন, সাহেব উহাতে কুপিত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নিকট একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক কিছু কিছু টাকা জমা রাখিয়াছিল; সাহেব তাহাকে তাহা পাইতে দিয়াছিলেন। কি বলি! রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত কার্য্য বটে।

ট্রান্সভেয়াল গবর্ণমেণ্ট কোন ট্রাইবের যত জমি ক্রেডিড বেঞ্জামিন নামক এক ব্যক্তিকে একচেটে উঠাইয়া দিয়াছেন।

ভূটের অংশাপন্ন বিলাতের গ্রাফিক নামক সংবাদপত্র ৫ লক্ষ ৫০ হাজার কাপি প্রকাশিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার বাবু [illegible] পটলডাঙ্গা বিদ্যালয়ের জন্য ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ডি কস্টা নামক এক ব্যক্তি মেঙ্গা নামক স্থানে বিদ্রোহসূচক বাক্য অভিব্যক্তি করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিয়াছেন। কতকগুলি লোকেরা এই ঘটনায় প্রোৎসাহিত হইয়া উঠাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের মধ্যেও এক শত ১৫ জন লোককে বন্দী করিয়াছেন।

বাবু ব্রজবল্লভ বসু (যিনি অনার পরীক্ষায় প্রকৃতি বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ হন) এই বৎসর হইতে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। ইনি অগ্রহায়ণ মাসে বিলাত যাইতেছেন।

হাইদ্রাবাদের সহকারী রাজপ্রতিনিধি সাদতুল্লা গতবার ১২ ই ডিসেম্বর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; হাইদ্রাবাদের সম্পাদক [illegible] সাহেবের সহিত ইহাঁর [illegible] হইয়াছিল।

বিলাতের কাটিন গার্ডেন পোষ্ট আপীসে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা ৪০০০০ টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শুনা যাইতেছে বাবু [illegible] আবকারী বিভাগের প্রতিনিধি হইয়া পাঞ্জাব এবং রাজপুতানায় ভ্রমণ করিবেন। এই সকল স্থানে মদ্য কিরূপ আয়ুব্যবস্থা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার উপযোগীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে

নিয়োগ।

ফাইনান্স ও আদালত বিভাগ।

৮ই ডিসেম্বর। মেদিনীপুরের প্রতিনিধি [illegible]

প্যাডকক সাহেব কিছু দিনের জন্য বাটের সহকারী সেসন জজ হইলেন।

মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র ঐ জেলার গোবিন্দপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মি. ই. ম্যাকেঞ্জি ১৮৭৯ অব্দের ৭ আইন অনুসারে আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীকুমার দত্ত মহকুমাধীন সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. পাওয়েল ভাগলপুরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

১৮৮১ অব্দের ২২ এ নবেম্বর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল. হেয়ারের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজসাহীর সদর ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার করিয়া দেওয়া হইল।

বাখরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ১ ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সেণ্টজিল সাহেব ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৩ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল. হেয়ার ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইয়া সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মাজিদপুরের মুন্সেফ বাবু মোহনচাঁদ মুখোপাধ্যায় দুই মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ—কানপুর।

মথুরা এবং হাতরাশ ষ্টেট রেলওয়ে প্রস্তুত কারণ ৭২৪১০০ টাকা এবং কানপুর ফরাক্কাবাদ ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ৫৫০২০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই দুইটী লাইনের অবশ্য শীঘ্র বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ১ লা জানুয়ারী ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে সমস্তশুদ্ধ ৯০২৫ মাইল রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রড গজ লাইন ৭২০৬ মাইল।

৪ ফুটগজে—২৭ মাইল।

২ ফুট ৬ ইঞ্চি গজে—৫১ ঐ।

ইহার মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট রেলওয়ের ১৫০৪ মাইল এবং অপরাপর গ্যারাণ্টিড্ রেলওয়ে ৫৫২৯ মাইল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিজ কর্তৃত্বাধীনে ২৯৭২ ও অন্যান্য মিত্ররাজগণের অধীনে ২২৭ মাইল।

কানপুরের গত মহরম নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে পুলিসের সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল, মহরমের সময় লক্ষ্ণৌ সহরে যেরূপ ধুমধাম হইয়া থাকে বোধ হয় এত সমারোহ অন্যত্র কুত্রাপি হয় না। কিন্তু সেখানেও কোন গোলযোগ হয় নাই।

এখানে আমেরিকান মিশনরী বিবীদের গমনাগমন প্রায় সকল ভদ্রপল্লীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের শিক্ষায় অনেক হিন্দুমহিলা বিদ্যাবতী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহাঁদের অধ্যবসায়গুণে এখানে একটী বঙ্গবালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটী বিবী তথায় অনেক কুমারীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্রস্থ বঙ্গবাসীদের উৎসাহ বড় দেখা যায় না। ইহা কি লজ্জাকর নহে যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিদেশী বিবীগণ যেরূপ অর্থ ব্যয় ও যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করেন আমরা তাহার কিছুই করি না? অথচ আমরা কৃতবিদ্য!! যাঁহারা বিদ্যার আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহারা যে কি প্রকারে আত্মীয়িনীদিগকে অজ্ঞতাঘোরে আচ্ছন্ন রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, ভাবিয়া উঠা যায় না।

গত শনিবার প্রাতঃকালে ৭ টার সময় অত্রত্য কারাগারে এক জন পুলিস কনষ্টেবলের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। পূজার পূর্ব্বে ইহার কোন প্রতিবেশীর অলঙ্কার চুরী হয়, তাহা তদারক করিবার জন্য কয়েক জন পুলিস কনষ্টেবল যায়, কোন ব্যক্তিকে ঐ অপরাধী কনষ্টেবলের বাটী খানাতল্লাসী করা হয়, সেই সময়ে উহার পরিবারদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হইয়াছিল, যখন পুলিসের কনষ্টেবলগণ ঐরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় উক্ত ব্যক্তি বাটীতে আসিয়া পঁহুছে, সে তাহার চক্ষের উপর নানা প্রকার লজ্জাকর ও ঘৃণাজনক ব্যাপার হইতে দেখিয়া মর্মান্তিক ব্যথিত হয়, কিন্তু তখন নিরস্ত্র থাকায় উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারিয়া তাহার দুই এক দিন পরে দিনের বেলা সে দুই জন কনষ্টেবলকে তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলে। এখানকার জজ আদালতে তাহার ফাঁসির হুকুম হয়, ঐ রায় এক দিন পরে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মঞ্জুর করায় উহার চূড়ান্ত শাস্তি অদ্য হইয়া গেল! ফাঁসি যাইবার সময় উক্ত লোক ভীত হয় নাই, "জয় সীতারাম" বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গলা বাড়াইয়া দিয়াছিল!!

জামালপুর।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধারণের উপকারার্থ সুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের জন্য যে একটী ঔষধালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে ঔষধালয়টীর অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে। ভরসা করি যাহাতে ইহার উন্নতি হয় তৎপক্ষে সকলে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কিছুদিন হইল রামপুরহাটের ষ্টেশনের জেমাদার সাহেবের গুলি করিয়া হত্যা করার বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিচারে জেমাদারের ৫ বৎসর কাল কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

এক্ষণে এখানে বিলক্ষণ শীত পড়িয়াছে। ওদিকে ২। ১ জনের বসন্ত রোগও দেখা দিতেছে।

১০ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫। ঘটিকার সময় এক্ষণকার অল্পমাত্র ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ঐ কম্পনের সময় মুঙ্গেরের এক গুলিখোর ছাদে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। হঠাৎ ভূমিকম্প হওয়ায় অট্টালিকা পতিত হইবার আশঙ্কায় সে ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়ে। লাফাইয়া পড়ায় লোকটীর সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। এক্ষণে হাসপাতালে তাহার চিকিৎসা হইতেছে।

খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে জামালপুরের সাহেব বালকগণের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য রেলওয়ে ওয়ার্কসপে নাগরদোলা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেসন বিচার

দিবস—২১ এ নবেম্বর। ১৮৮১

সারজেণ্ট "ক্যামেল, অর্ড, এ, এবং ড্রাম এই দুই জন আর্সেনাল ডিপার্টমেন্ট বিভাগে নিযুক্ত ছিল। উহারাই গবর্ণমেণ্ট কর্মচারী হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপরকে সাহায্য করার জন্য অভিযুক্ত হইয়া এই আদালতে আনীত হইয়াছে।

গত ১৮৮০ সালের ৭ ই ডিসেম্বরে গবর্ণমেণ্টের সহিত রামপ্রসাদ নামক আগ্রার একজন কণ্ট্রাক্টরের এই বন্দোবস্ত হয় যে সে আগ্রা দুর্গের পুরাতন লৌহ সেই স্থান হইতে আপন ব্যয়ে দূর করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। সে এ কার্য্যে সম্মত হয়, এবং উক্ত কার্য্যের জন্য আপনার লোক নিযুক্ত করে। ২৭ এ ডিসেম্বর হইতে সে ঐ সকল লৌহ গাড়ী করিয়া আপন স্থানে আনিতে আরম্ভ

করে। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, ঘটনাক্রমে ঠিকারাম নামক এক ব্যক্তি রামপ্রসাদের ভবনে যায় এবং তথায় কতকগুলি ব্যবহার্য্য গোলা দেখে; এই সংবাদ সে তৎক্ষণাৎ পুলিসে দেয়। ইহার পরে মেজর মিকস্ আর, এ, ঐ মর্ম্মে এক খানি বেনামি পত্র প্রাপ্ত হন, এবং পরদিন অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলেন ১৬৬ টা ব্যবহার্য্য এবং ৭৫১ টী অব্যবহার্য্য বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র গোলা রামপ্রসাদের ভবনে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর আর সমস্ত দ্রব্য ওজন করিয়া দৃষ্ট হইল অতিরিক্ত ৪৪ টন লৌহ তথায় রহিয়াছে। কন্ট্রাক্টার রামপ্রসাদ ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি গোলা দিল্লী, মথুরা এবং গোয়ালিয়রে বিক্রয় করিয়াছিল। যাহা হউক সে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া তত্রত্য ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট চ্যাটারটন সাহেবের সমীপে নীত হয় এবং অপরাধী প্রমাণ হওয়াতে চারি বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস এবং সমস্ত দ্রব্য অর্থদণ্ড হইয়াছে

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে হ্যামণ্ড আর্ডিন্যান্স বিভাগে নিযুক্ত ছিল সুতরাং গোলাগুলি ইত্যাদি সকল দ্রব্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল; ছবীরাম তাঁহার এক জন সহকারী। ইহাদের অজ্ঞাতসারে বা সহায়তা ব্যতীত রামপ্রসাদ কখনই এত অধিক সংখ্যক গোলা আত্মসাৎ করিতে পারিত না। এ মকদ্দমার যদিও সাক্ষী ছিল তাহারা ইহাদের দোষ সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছে কিন্তু জুরিরা অম্লানবদনে তাহাদের "নির্দ্দোষী" বলিলেন।

ওরচেষ্টরসায়র রেজিমেণ্টের লর্ড নামক এক জন গোরা সাগরের অন্তর্গত কবারি নামক একটী গ্রামে কয়েকখানি গৃহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দগ্ধকরণাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

সাগর হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে কবারি বা খাঁবগোরা গ্রামে মধু নামক একজন সামান্য মদ্য বিক্রেতা আছে। গত ৭ ই ডিসেম্বরে অপরাধী লর্ড এবং তাহার বন্ধু কারপার নামক আর একজন গোরা শীকার করণার্থ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হয়। তাহারা উক্ত দিবস রাত্রি ১০৷ ঘটিকার সময় মধুর বাটীতে আসিয়া তাহাকে বারম্বার আহ্বান করে, সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল বাহিরে দুই জন গোরা মদ চাহিতেছে। এত অধিক রাত্রে মদ বিক্রয় করা আইন বিরুদ্ধ বলাতে গোরারা বন্দুক দ্বারা তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিল, মধু পুলিসে লোক প্রেরণ করিতে বাধ্য হইল। ইত্যবসরে তাহার স্ত্রীকে মদ গোপন করিতে ইঙ্গিত করিল। অপরাধী একটী দীপ লইয়া তাহার সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান করিল কিন্তু অভিলষিত দ্রব্য না পাওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং কামরার ভেতর হইতে দীপশলাকা লইয়া মধুর গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল।

এই মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী মধুর স্ত্রী, সে ঐ রাত্রের সমস্ত দুর্ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিয়া বলিল যে অপরাধী তাহাকে বলিতে ছিল "আমাকে মদ দেও আমি তোমাকে বকশিস্ দিব" কিন্তু সে তাহাতে অস্বীকার করাতে গোরা তাহার এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আরও কয়েকজন সাক্ষী গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহারা স্বচক্ষে অপরাধীকে মধুর গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কিন্তু কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

অপরাধীর সাক্ষী তাহার সহচর কারপার, সে বলে যে তাহারা ঐ দিবস রাত্রিতে কবারি গিয়াছিল এবং মধুর নিকট মদও চাহিয়াছিল কিন্তু তাহা না পাওয়াতে অপরাধী লর্ড বলিল "এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া তাহারা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কারপার হঠাৎ পশ্চাৎ ভাগে অবলোকন করিয়া দেখিল ভয়ানক ধূম উত্থিত হইয়াছে, তদ্দর্শনেই লর্ড বলিল "ঐ আগুন লাগিয়াছে, এখানে আমরা থাকিব না, তাহা হইলে আমরা অপরাধী বলিয়া ধৃত হইব।" তৎক্ষণেই ৪।৫ ব্যক্তি দৌড়িয়া তাহাদের নিকট আসিল; তন্মধ্যে একজন লর্ডের হাতকড়ি অপর জন তাহার নিজের বন্দুক ধরিল। এই গোলযোগের সময় কারপারের টুপি পড়িয়া যায়। সে বলিল যে হয়ত সে মধুকে তাহার বন্দুক দ্বারা আঘাত করিয়া থাকিবে।

মাননীয় বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব মকদ্দমার সারাংশ জুরিদিগকে বলিবার সময় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে বলা বিশেষ আবশ্যক। তিনি বলিলেন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনভিজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা এ দেশীয় লোকদিগকে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই অপরাধী লর্ড এরূপ অমানুষিক গর্হিত কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। অপরাধী যখন গৃহে অগ্নি প্রদান করে তখন কেহই যে তাহাকে নিবারণ করে নাই এ জন্য জুরিরা অবশ্যই বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন কিন্তু যখন এ দেশীয় লোকদিগের ভীরুতার বিষয় মনে হইবে তখনই সে ভাব সহজেই অপনীত হইবার সম্ভাবনা। গৃহস্বামী মধু সে সময় নিজের প্রাণের জন্যই ভীত, এমন কি কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যখন দেখিল যে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইতেছে, তখন সাহসে নির্ভর করিয়া গোরাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, যদি সাক্ষীদিগের কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে লর্ড যে যথার্থ অপরাধী তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তিনি সাক্ষীদিগের সরলভাবে সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলার নিমিত্ত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অপরাধীর সাক্ষী কারপারের সাক্ষ্য সম্বন্ধে মাননীয় জজ সাহেব বলিলেন যে তাহারা উভয়ে বন্ধু সুতরাং তাহারা পরস্পর পরস্পরকে যে সহায়তা করিবে তাহার বিচিত্র কি? যাহা হউক সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বলিতে পারা যায় যে, যখন গোরারা শীকারার্থ ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে যায়, তখন হয়ত কোন পুলিস অথবা জন্তু বধ করে, নচেৎ কোন লোকের প্রতি অত্যাচার করে অথবা দেশীয় অপমান করিয়া উপদ্রব করতঃ আদালতের সময় নষ্ট করিয়া থাকে। এবম্বিধ আরও দুই চারিটী কথা বলিবার পরে বিচারপতি জুরিদের বলিলেন যে, তাঁহারা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন অপরাধী ইচ্ছা পূর্ব্বক গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছে, কি দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়াছে। অনন্তর জুরিরা পৃথগ্ভাবে গেলেন ১০।১৫ মিনিট পরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদের একমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তাহা দোষ বা [illegible] আদালতের [illegible] পুলেসের [illegible]। যাহা হউক যখন লর্ড [illegible] আদালত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল তখন মাননীয় জজ সাহেব তাহাকে এই বলিয়া [illegible] দিলেন যে, [illegible] এখন হইতে সাবধান হও [illegible] আর কখন [illegible] থাকিয়া মুক্ত প্রাপ্তি হইবে না।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১২০ ডাক মাশুল /১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার বাবু গ্রাম ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

—:০:—

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অর্থাৎ আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে গমন করিয়া করেন।

প্রসব সহকারের সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অর্শ, কাশ ও নূতন বক্ষোরোগ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আনেক স্থানের এক্ষণ গভর্ণমেণ্ট হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

সুখ-ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত ওভারসিয়ার আর,পি,সি, ময়মনসিং।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মন্ত্রসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মায় ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্দ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত যথাক্রমে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸/০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৶০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দত্ত।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা, তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্তনা' প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্" ৬ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১২ ই পৌষ। ইং ১৮৮১। ২৬ এ ডিসেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

জ্বর-চিকিৎসা।

আমিহীষ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও অবিরাম জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও তন্নিবারণোপায় সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রণেতা বহু দিবস কাম্বেল হাঁসপাতালে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের চিকিৎসাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়া পীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের পক্ষে বিশেষ উপকারী ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা অমৃতলাল গৃহে পাওয়া যাইবে।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয়বস্তু নির্গমন এবং প্রস্রাব নালী অতিরিক্ত সরু হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাতের পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

বড় শিশির মূল্য ২।০ টাকা, ছোট শিশি ১।০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তভেদ, ক্ষত এবং শরীরে যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও অবসন্ন হউক না কেন ইহা সেবনে শক্তি সঞ্চার রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কডলিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরিউক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

আমি সপরিবারে পীড়িত অবস্থাতে সম্প্রতি নিম্ন লিখিত স্থানে অবস্থান করিতেছি আমার নিকটে যাঁহাদিগের চিঠি পত্রাদি পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, তাঁহারা কাঁকিনীয়া না পাঠাইয়া অবহিতি স্থানে পাঠাইবেন।

রামপুর বোয়ালিয়া
ঘোড়ামারা পোষ্ট
কুমার পাড়া } শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দৈবকী-নন্দন? দেবগণের মর্ত্তে আগমন, পক্ষিজাতির পরকাল, কিতীশবংশাবলীচরিতম্, মন্ত্রসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, ত্রিকল্প মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পারপুর্ণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কল্পদ্রুম নিকট করণঃ প্রেরিত হয় না।

প্রকাশিত পুস্তক অদ্ভুত ব্যাপার!!

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা অদ্ভুত রহস্য!!

মূল্য মাত্র প্রথম খণ্ড ১৵০ আনা মাত্র। বঙ্গীয় পাঠক মহোদয়গণ, পুস্তক আবশ্যক হইলে কার্য্যালয়ে স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিব। আপনারা মাশুল দিয়া পুস্তক লইবেন। উভয়ের বিশ্বাস!! গুপ্তকথা কতক গুলি সম্বাদপত্রের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সন ১২৮৮ সাল ৩০ এ কার্ত্তিক সোমপ্রকাশে সমালোচনা দেখুন!!

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়।)

PARADISE LOST.

মূল্য [illegible] টাকা।

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহক-[illegible] টিকানায় পাঠা-[illegible] করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ [illegible] পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, [illegible] মূল্য [illegible] প্রেরণ করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে [illegible] পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা [illegible] আমাকে [illegible] পুস্তক পাইবেন।

[illegible] ৯ ই নবেম্বর ১৮৮১	[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] টাকা [illegible] টাকা। [illegible] কার্য্যের নিকট আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।

[illegible]

[illegible]

প্রেরিতপত্র

একটী [illegible] প্রতিকার।

বাঙ্গালির মনে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের [illegible] এখনও ঘোর [illegible] আচ্ছন্ন। যেখানে অজ্ঞান, সেই [illegible] কুসংস্কার বিরাজমান [illegible] থাকে। [illegible] ঘটিয়া থাকে। [illegible] জ্ঞানালোক [illegible] বিজ্ঞানের দ্বারা [illegible] বিজ্ঞান ও [illegible] কিন্তু [illegible] আমরা [illegible] তাহারা জ্ঞান করিয়া [illegible] সময় [illegible] কি [illegible] এই [illegible]

তাহারা বিলক্ষণ শিক্ষিত ও [illegible] শিক্ষিত। যাহারা মূর্খ [illegible] তাহাদের ত কোন কথাই নাই, তাহাদের [illegible] কোন প্রত্যাশাই করে না। কিন্তু [illegible] লেখা পড়া শিখিয়াছেন, [illegible] মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন [illegible] কিঞ্চিৎ উপকার [illegible] এক প্রকার [illegible] দুঃখের বিষয় এই, তাঁহা-[illegible] প্রতি [illegible] তাঁহারাও তাহার [illegible] করিতে তৎপর।

[illegible] আমরা [illegible] কি কোন [illegible] আমরা বলিতে বাধিতেছি, [illegible] আমরা একেবারে বলা [illegible] আছে।— শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] সোমপ্র-কাশে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার একটী কথাকে লক্ষ্য করি-য়াই একটী কথার প্রতিবাদ করিবার জন্যই আজ আমরা এ কথা বলিলাম। তিনি যে বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া [illegible] পত্রখানি লিখিয়াছেন, আমরা [illegible] তাহার অনু-মোদন করিতেছি। [illegible] ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এমনই [illegible] অথবা [illegible] কিন্তু [illegible] উপদংশাক্রান্ত লোক-[illegible] স্পর্শ [illegible] আমরা [illegible] পারিলাম না। [illegible] কিন্তু [illegible] সাংক্রামিক রোগ [illegible] সাংক্রামিক রোগ বলা হয় না। [illegible] রোগাক্রান্ত ব্যক্তির [illegible] থাকিলে, তাহাদের অঙ্গাদি স্পর্শ করিলে বাস্তবিকই উক্ত রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভা-বনা, কিন্তু উপদংশাক্রান্ত লোকের নিকট দিবারাত্রি [illegible] তাহাদের অঙ্গাদি স্পর্শ করিলে কখনই

[illegible] এ কথাটে [illegible] কতকগুলি [illegible] করেন না। তবে আমাদের [illegible] বিশ্বাস আছে বলিয়া এ কথার উল্লেখ [illegible]

উক্ত রোগ হইতে পারে না। তবে উহাকে যে সংক্রামক বলে তাহার অন্য অর্থ আছে। সে অর্থ-টুকু যে কি, তাহা আমরা এখানে ব্যাখ্যা করিতে চাহি না, তবে একটু সঙ্কুচিত হইয়া এ কথা বলা যাইতে পারে যে, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি ও আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে উক্ত রোগাক্রান্ত স্ত্রী অথবা পুরুষের সহিত বিশুদ্ধ বিশেষের সেবা না করিলে কখনই উক্ত পীড়া হইতে পারে না। যাহাদের উক্ত পীড়া হয়, তাহারা যদি চট্টোপাধ্যায় বাবুর কথা বলিয়াছেন সেই কথার দ্বারা আপনাকে নির্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে তবে বলিতে হইবে যে, তাহারা মিথ্যাবাদী। কিন্তু এখানে এ কথার উল্লেখ করার আবশ্যক হইতেছে যে, পিতামাতার দোষে কোন কোন সন্তানের অঙ্গে যে পারার দ্বা [illegible] থাকে, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে উপদংশ অর্থাৎ গর্মীর পীড়া বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক এদেশের ত [illegible] ছেলেগুলা “ অমুক বাবুর [illegible] রোগীর প্রস্রাবের উপর বা গরম পাথরের উপর প্রস্রাব করিয়াছিলাম বলিয়া আমিও উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছি ” এই কথা বলিয়া নিজের পাপ গোপন করিতে, আর ও অবোধ পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়জনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে, তাহার উপর আবার চট্টোপাধ্যায় বাবু তাহাদের আর একটী পাপ গোপন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাদের পরকাল খাইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; মূর্খ ও অবোধ লোকদিগের ভ্রম ও কুসংস্কারের আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এখন হইতে ছেলেগুলা অনায়াসে বলিবে “ আমি দয়াপরবশ হইয়া অমুক অসহায় উপদংশাক্রান্ত ব্যক্তির সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলাম, তাই আমিও উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। ” সেই জন্য আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে দৃঢ়তার সহিত পুনরায় এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি, উপদংশিক রোগ, যাহাকে ইংরাজিতে গনোরিয়া ও সকল কথায় যাহেক [illegible] এবং উপদংশ অর্থাৎ গর্মীর [illegible] উক্ত রোগাক্রান্ত স্ত্রী অথবা পুরুষের সহিত বিশুদ্ধ বিশেষের সেবা না করিলে কখনই উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। যাহারা এ পীড়ার অন্যপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইবেন, তাঁহাদের কথা হার পর নাই অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস্য।

বহুনিয়া ১৮ ই ডিসেম্বর ১৮৮১	শ্রীকৃষ্ণধন [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ কেন কি এক জন সংস্কারক হইলেন ?

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ যে আমাদের এক জন পরিচিত পুরাতন বন্ধু। সোমপ্রকাশে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলে অন্যে উপেক্ষা বা অবহেলা করিলেও আমরা অতি সমাদরপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকি, এবং তিনি অনেকের নিকট একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও দর্শনীতি কোন নীতিকেই তিনি অস্পৃষ্ট রাখেন নাই, এবং প্রায়ই তাঁহাকে সংস্কারকের আসনে আসীন হইয়া লেখনী সঞ্চালন করিতে দেখা যায়। এখানকার অনেকে মধ্যে মধ্যে এই ভাবে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, যে "এ ব্যক্তি কে এবং ইনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, ইহাঁকে কখন কখন দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন, আবার কখনও বা হিন্দুধর্ম্মকে [illegible] করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি যেন সমাজের [illegible] কোন উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া ভারতের সমস্ত ধর্ম্মসমাজকে কঠোর শাসনে শাসিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে খরশান অস্ত্র বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার রচনা বড়ই কঠোর এবং সাহিত্য-সমাজের নিতান্ত তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় না।" আমরাও এই সকল কথার আংশিক পোষকতা করিয়া থাকি, এবং ভগবতী বাবু যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা জানিবার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত আমরা কৌতূহলকে সদয় মনে স্থান দান করিয়া রাখিয়াছি। এখন ভগবতী বাবু নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেও আমরা চরিতার্থ হই।

২১ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে "শত্রু না মিত্র"? এই প্রশ্নের ভগবতী বাবুর লিখিত একটী প্রস্তাব পাঠ করিলাম, প্রস্তাবটীর মর্ম্ম এই যে, যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারের বেশ ধরিয়া হিন্দুসমাজের ভিতর একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা "শত্রু না মিত্র?" আমরা বলি যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু ব্যতীত মিত্র নহেন। ভগবতী বাবু হিন্দুসমাজের দুরবস্থার বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন কথা বলিবার নাই, বাস্তবিকই হিন্দুসমাজের বড়ই দুরবস্থা উপস্থিত। প্রায় এক সহস্র বৎসর হইতে বৈদেশিক ধর্ম্ম ও রীতিনীতি সমূহের ভুজঙ্গ ও কঠোর প্রহারে হিন্দুসমাজকে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যে ধর্ম্ম এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মসমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, সেই ধর্ম্মই হিন্দুসমাজের প্রাণ, আজ সেই ধর্ম্মের সংস্কার উদ্দেশে ভগবতী বাবু মানব-প্রকৃতি-অনুরূপ ও ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ঋষিদিগের বিধিবিহিত অধিকারিভেদে উপযোগী দেব দেবীর উপাসনাদি উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত এবং তৎপরিবর্ত্তে আবাল-বৃদ্ধ সকলেই একেশ্বরবাদের কথা কহিতেছে দেখিলে তিনি বড়ই আনন্দিত হন। আমরা তাঁহার আনন্দ প্রবাহের পথে ব্যবধান হইতে চাহি না, কেন না, এরূপ কল্পনা অতীব সুখকর এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের এরূপ উচ্ছ্বাস উঠিয়া থাকে। কিন্তু হায়! মনুষ্য যাহা কল্পনা করে, বিধাতার বিধি যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ভাবনা কি ছিল। মনুষ্য প্রকৃতির বৈষম্যই বিধাতার বিধি, ভগবতী বাবুর কথিত "পৌত্তলিকতাই" * তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। প্রবল স্রোতস্বতীর বেগ তৃণাকার বালুকারাশি দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টা করা যেমন বাতুলতা, অধিকার অনুযায়ী মনুষ্যের অন্তর হইতে "পৌত্তলিকতার" উন্মূলন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একেশ্বরবাদের বীজ বপনের চেষ্টা করা তদ্রূপ বাতুলতা। বর্ত্তমান সময়ের একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে বোধ হয় ভগবতী বাবু বুঝিতে পারিবেন যে মনুষ্য প্রকৃতির বৈষম্য নিবারণের চেষ্টা করা কতদূর অসাধ্য। যখন ঈশা [illegible] ও রোমে একেশ্বরবাদাত্মক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন অল্প সংখ্যক মাত্র লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তিনি তাহাদিগকে [illegible] দেখাইয়া বশীভূত করিলেন, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের হৃদয়ের পাষাণ আবরণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। ঈশার তিরোভাবের পর তাঁহার শিষ্যগণ প্রকৃত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশার নাম পর্য্যন্ত প্রচার করিতে লাগিল। তিন বৎসর পরে যখন [illegible] ঈশার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে "ঈশ্বর আমার ভিতরে বাস করিতেছেন বলিয়া আমি এখন জীবিত আছি" এইরূপ কথা হইতে ঈশার সমাজে ক্রমে ভগবতী বাবুর কথিত "পৌত্তলিকতার" সৃষ্টি হইল। খ্রীষ্টসমাজে কত কত ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইল; কিন্তু কেহই মনুষ্যপ্রকৃতির বৈষম্য দূর করিতে পারিল না, সকলেই পরাস্ত হইলেন এবং খৃষ্টিয়ানগণ নিজ নিজ [illegible] ও প্রতিমাদি রক্ষা করিয়া নিয়োজিত হইলেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে [illegible] কিন্তু থাকিলে কি হইবে ভগবতী বাবু [illegible] অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, [illegible] তিনি আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। ভগবতী বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন যে "পৌত্তলিকই হউন, নাস্তিকই হউন অথবা সংস্কারবাদীই হউন, কেহই এখন [illegible] দেব দেবীর [illegible] ব্যাখ্যা করিতে ও পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে সাহসী হন না।" [illegible] এই সকল অসম্বদ্ধ কথা যখন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন আর হাস্য সম্বরণ করা যায় না। হিন্দুরা দেব দেবীর উপাসনাকে কি এতই গর্হিত মনে করেন যে তাহার সমর্থন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে [illegible] সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে? তাঁহারা কতকগুলি অপরিণত একেশ্বরবাদির [illegible] কর্ণপাতও করেন না। কিন্তু আমাদের যখন ভগবতী বাবুর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য [illegible] সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন আমরা অগত্যা [illegible] বলিতেছি [illegible] উপাসনা যদি [illegible] হইতে উঠিয়া যাইত [illegible] অভিষ্টের [illegible] আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার কি [illegible] দৃষ্টির অভাব আছে? তাহাও বলিতে পারি না। কেন না তিনি মধ্যে মধ্যে সোমপ্রকাশে [illegible] যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তাহাতে [illegible] অভাব লক্ষিত হয় না; আমাদের বোধ হয় তাঁহার সাম্প্রদায়িক [illegible] কোন কোন বিষয়ে অন্ধ করিয়া ফেলে। আমাদের বিশ্বাস যে ভগবান্ সর্ব্বভূতে অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছেন মনুষ্য নিজের [illegible] যেখানে মনে করে, সেইখানেই তাহাকে [illegible] দর্শন করিতে পারে, এবং অধিকার অনুসারে কেহ বা সাকারে কেহ বা অরূপে তাঁহার সত্তা অনুভব করিয়া চরিতার্থ হয়। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত আমরা "পৌত্তলিকতার" সম্বন্ধে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। পরিশেষে ভগবতী বাবু এই ভাবে তাঁহার প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন যে সকলের এখন "পৌত্তলিকতা" ত্যাগ করা [illegible]

* হিন্দুসমাজকে বিদ্রূপ করিবার জন্য [illegible] খ্রীষ্টানেরা ও মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম্মকে "পৌত্তলিকধর্ম্ম" ও হিন্দুদিগকে "পৌত্তলিক" এইরূপ ঘৃণাসূচক শব্দ দ্বারা অভিহিত করে, [illegible] শিক্ষিত হিন্দুসমাজের লোকেরা [illegible] ঐ ঘৃণাসূচক শব্দ ব্যবহার করেন ইহা অত্যন্ত আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয়।

[illegible] " যাঁহারা হিন্দুদিগের [illegible] অবলম্বন ও [illegible] ... কি হিন্দুদিগের [illegible] ... আমরা আবার বলি যে [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] ... করিতে না পারিবেন, [illegible] হিন্দুসমাজের [illegible] ... নির্দেশিত হইবে [illegible]।

[illegible] ৯ ই পৌষ ১২৮৮

সোমপ্রকাশ।

[illegible]

[illegible]

অন্তরিত সেইরূপ আত্মীয়ের হস্তে অর্পণ করিলে [illegible] আমরা ত কোন ক্ষতি দেখিতে [illegible] না। মনিষডার প্রতী- [illegible] আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ [illegible] ঘটিবার কোন আশঙ্কা [illegible] কর্তৃপক্ষগণের একবার [illegible] সংশোধন করিয়া [illegible] একান্ত আবশ্যক। [illegible] আসিলে যত বিভ্রাট [illegible] স্ত্রীলোক লেখা [illegible] না, অথচ [illegible] নাই তাঁহারা নিজে [illegible] করিতে পারেন না, অপরের [illegible] নিয়ম নাই এটী সামান্য আশ্চর্য্য নয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, (পিতাকে সাবধান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।)

জল! শীতলতা তোমার স্বাভাবিক গুণ, তুমি স্বভাবতঃ নির্মল, তোমার পবিত্রতার [illegible] কি কহিব, তোমাকে স্পর্শ করিয়া অপরে [illegible] হয়, তোমার গুণ আর কি কহিব, তুমি জীবন-ধারীদিগের জীবন স্বরূপ, কিন্তু তুমি যদি নীচ পথে গমন কর, কে তোমায় নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে।

বল্লাল সেন [illegible] লিখিলেন—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সরোবরে গিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার সন্তাপ দূর হইল না, তৃষ্ণাও গেল না, [illegible] কল্পবৃক্ষ [illegible] করিতে পারিল না, ক্রীড়ার কথা কোথায়? কর (শুণ্ড ও হস্ত) উত্তোলন করিয়া পদ্মিনী স্পর্শ করে নাই, [illegible] (মোহনা ও [illegible]) অকারণ [illegible] আরম্ভ হইল।

[illegible] এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। পুন-রায় পিতাকে [illegible] লিখিলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (নিন্দা) সত্যই [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] ব্যক্তিদিগের [illegible], তিনি [illegible] (কলাসেন [illegible]) পান করিয়াছিলেন বলিয়া [illegible] উদ্ধার হইলেও তাহার আর [illegible] হয় না।

আমরাও [illegible] সাহেব এলাহা-বাদের [illegible] বিচারকগণ তুলনায় [illegible] অনেক [illegible] [illegible] নিয়োগসিদ্ধির বিষয়ে [illegible] অবলম্বন করেন নাই, [illegible] সাহেবের আনন্দের কারণ নয়।

[illegible] হইল, আমরা পূর্বে একবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, পুনর্বার [illegible] করিতেছি [illegible] [illegible] কর্ম্মচারিদিগের বিচার ও [illegible] পরী-ক্ষার ন্যায় [illegible] পরীক্ষা প্রচলনের একটী বিধি করুন। যে কর্ম্মচারী [illegible] পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ না হইবেন, তিনি উক্ত পদ পাইবার যোগ্য হইবেন না।

হণ্টর সাহেবের ভারত বিবরণ।

ভারত রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল; কিন্তু এদেশ বহু বিস্তীর্ণ, নানা ভাগে বিভক্ত। এখানকার অধিবাসীরাও নানা সম্প্রদায়ের লোক; তাঁহাদের জাতি, ধর্ম্ম মত ও বিশ্বাস, আচার ব্যবহার, ভাষা সকলি বিভিন্ন। আবার যে জাতি রাজা হইলেন, তাঁহারাও বৈদেশিক ও বৈধর্ম্মী। দেশের অবস্থা, প্রজাদের অবস্থা রাজা যদি বিশেষ জ্ঞাত হইতে না পারেন তবে রাজ্যশাসন উৎকৃষ্টরূপে চলিতে পারে না। নানাপ্রকারে বিশৃঙ্খলা ঘটে। ইংরাজেরা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই অপরিচিত। রাজ্যশাসনে অনেক অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। অনেক পূর্ব্বে উইলসন্ সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ এতদ্দেশীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছিলেন; কিন্তু অল্পকালে বিস্তর ব্যয় হইতে লাগিল, ফলতঃ আশানুরূপ কার্য্য হইল। এক এক উদ্যমে ৩০০০০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছে; পরন্তু তৎকালে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ভিন্ন ভারতবর্ষের আধুনিক বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, এসিয়াটিক রিসার্চে নানা স্থানের অবস্থা-জ্ঞাতব্য বিস্তর বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের যথোচিত হিত সাধিত হয় নাই। এদেশীয় সমস্ত জাতি ও ধর্ম্মের বিবরণ, লোক সংখ্যা, শাসনপ্রণালী, উৎপন্ন দ্রব্য, বাণিজ্য, পূর্ত্তকার্য্য, রাজস্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট ব্যগ্র হইলেন। মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত চেষ্টাও চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে ১৮৬৯ সালে মহাত্মা লর্ড মেয়ো এই বিপুল কার্য্যে ডাক্তার হণ্টরকে মনোনীত করিলেন। লোক কথায় বলে জহুরি না হইলে রত্ন চিনিতে পারে না; ভারতবিবরণের সঙ্কলন কার্য্যে হণ্টর সাহেবকে নির্ব্বাচন করায় এই বাক্যের সার্থকতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে কত শত কৃতবিদ্য ব্যক্তি তদ্বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন; কত শ্রম, কত সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই, এত শীঘ্র যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে তেমন আশাও ছিল না। কিন্তু মহামান্য লর্ড মেয়ো অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন; একবার দেখিলেই তিনি লোকের দোষ গুণ বুঝিতে পারিতেন। জ্যোতির্ব্বেত্তারা যেমন আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রসিদ্ধ গ্রহ নক্ষত্রগুলি চিনিয়া দিতে পারেন, লর্ড মেয়ো তদ্রূপ রাজনীতির জ্যোতিঃ মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সুপণ্ডিত হণ্টর সাহেব দৈবজ্ঞনক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হণ্টর সাহেব অমিতশ্রমী, অসামান্য প্রতিভাশালী এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন। তাঁহার প্রণীত রুরাল বেঙ্গল, উড়িষ্যা, ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই গ্রন্থকারের অলোক সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছেন। তিনিই তাঁহার গ্রন্থাদের সারবত্তা ও বর্ণনাকৌশল দৃষ্টে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে ডলমান্ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী ছিলেন। তৎপরে রিস্‌লি, ওয়াটসন, এলেন্, ম্যাকি এবং কিন্ সাহেব কোন কোন প্রদেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া হণ্টর সাহেবের বিস্তর আনুকূল্য করেন। যাহা হউক এই বৃহদ্ব্যাপারে আমরা গ্রন্থকারের অধ্যবসায় এবং কার্য্য দক্ষতার ভূরি পরিচয় পাইয়াছি। এই বিপুল কার্য্য সম্পাদন দ্বারা হণ্টর সাহেবের নাম ইংরাজি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিনশ্বর অক্ষরে খোদিত রহিল। গ্রন্থকার কেবল পরমুখাপেক্ষা করেন নাই, নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি অন্যূন ২৫০০০ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইংরাজ অধিকার ভুক্ত ভারতবর্ষ ২৪০ টী প্রদেশীয় বিভাগে বিভক্ত। হণ্টর সাহেবের সুব্যবস্থাপিত প্রশ্নে ঐ সকল জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা যথোচিত উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। আমরা তাঁহার প্রশ্নের ধরণ দেখিয়াই চমৎকৃত হইতাম। অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি স্বয়ং তত্তৎস্থলে উপস্থিত হইয়া যে কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন, হণ্টর সাহেবের অভুকম্পিত প্রশ্নের এমনি গুণপনা যে তদ্দ্বারা তদ্রূপ কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। ইংরাজদিগের কথা কি, অন্য বৈদেশিক লোকের কথা কি?—ভারত বিবরণে যে সমস্ত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, আমরা ভারতবর্ষবাসী হইয়াও তাহার বিন্দু বিসর্গ জ্ঞাত নহি। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়র নামক এই পুস্তক নয় খণ্ডে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ষ্টাটিষ্টিকাল নামক পুস্তক শত খণ্ডে বিভক্ত; তাহার যাবতীয় সারভাগ ইহাতে আকলিত হইয়াছে। এই মহোপকারী পুস্তকগুলি সকল ভারতবর্ষবাসীর গৃহে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কি আইনবেত্তা, কি জমিদার, কি সাধারণ গৃহস্থ, কি চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী সকলের পক্ষেই ঐ পুস্তক মহোপকারী সন্দেহ নাই।

আবগারির শুল্ক আদায়।

আমরা জীবিত আছি কি না, যদি সহজ বুদ্ধিতে তাহা বোধগম্য না হয়,—অনেক বিচার করিয়া যদি সে বাক্য সমর্থন করিতে হয়, তবে তেমন প্রাণ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এখন সকল মদের ভাঁটী খোলা হইয়াছে; ইতর, ভদ্র, দরিদ্র ধনী মদ্যপান সকলেই যেন নিত্য ক্রিয়া হইয়া পড়িয়াছে; প্রাতঃকাল হইল,—আবগারির দোকানে ভিড়। টাকা কড়ি ধূলার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে; এক দিন মদ্যপান করিয়া পাঁচ দিনের দেহের আবদা ঘুচিতেছে। ধনীর কথা না হয় আমি পরিত্যাগ করিলাম, দরিদ্র মুটে মজুর আর যে দুই সন্ধ্যা দুই মুঠি অন্ন পাইবে, সে আশা দূর হইতেছে। ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া সারাদিন পরিশ্রম করিল, ৶০ তিন আনা মজুরী পাইল। দেহের ব্যথা সংশোধন করিতে, তাহার ৶১০ দশ পয়সা গেল বাকি ৴১০ দুইটী পয়সা বড় ত বাঁচিল, মদ ত দুই চারি পয়সা আরও বেশী লাগিল। গৃহে আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন,—ঘরে অন্ন নাই। এই প্রকার কার্য্যপ্রণালীতে প্রজার সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে কি না, স্বাস্থ্যরক্ষা হইতেছে কি না তাহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। মদের খোলা ভাঁটীতে দেশের উপকার হইতেছে বিচার করিয়া যদি কেহ এই বাক্য সমর্থন করেন,—করুন; কিন্তু আমরা তেমন উপকার চাহি না। যে বাক্য গভীর, তাহাতেও যেন তেমন উপকার হয় না।

মদের খোলা ভাঁটী প্রচলন হওয়ায় সকলেরই মহা উৎপাত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছুই চৈতন্য হয় নাই, বরং তাঁহারা নানা বিধ অলীক কারণ দর্শাইয়া আমাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ১৮৮০—৮১ সালের, মাদকদ্রব্যের শুল্ক সম্বন্ধের রিপোর্টে ছগলী বিভাগের কমিশনর লিখিয়াছেন,—"মাদক দ্রব্য সেবনে কিছুই ক্ষতি নাই; উহার অপব্যবহারই অনিষ্টকর। বঙ্গবাসীরা নিতান্ত ক্ষীণকায়; বিশেষতঃ ইতর লোকেরা অতি নিরতিশয় দীন; তিনাস্তে তাহারা কোন প্রকার বলকর ভোজ্য সামগ্রীর মুখ দেখিতে পায় না; অতএব তাহারা যদি অল্প অল্প মদিরা পান করে, তাহা বরং হিতকর হয়। যাহাদের এই দুর্ভিক্ষ দেশে বাস, যাহারা সংবৎসর একমাত্র অন্নই খাদ্য দ্রব্য, তাহাদের পক্ষে উত্তেজক বস্তু একমাত্র মদিরা বিশেষ উপকারিকা, সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশ ও বেহারের ৭০০০০০০ লোকের মধ্যে প্রতি ব্যক্তি যদি সম্বৎসরে সাত পয়সার মদ্য পান করে, তবে মদিরা কাহা দেশটা উৎসন্ন হইতেছে এমন নির্দেশ

করা যায় না।" পাঠক যে সে লোকে যদি এই অসার কথাগুলি বলিত, তবে আমরা হেসে উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু সুবিজ্ঞ কমিশনর সাহেবের মুখ হইতে এই বাক্যগুলি বিনির্গত হইয়াছে। কমিশনর সাহেব একটী বড় বিভাগের কর্ত্তা; তাঁহার হস্তে কত ব্যক্তির মান, প্রাণ, স্বত্বাদি রহিয়াছে; তাঁহারা কথায় সহসা কি প্রকারে উপহাস করিব। অন্য লোক চিতাভস্ম হাড়মালা পরিধান পূর্ব্বক তাহে জোর করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া বেড়াইলে, "ভূতুড়ে ক্ষ্যাপা" বলিতাম,—দেবাদিদেব শিবকে কি বলিতে পারি? ভাল,—কমিশনর সাহেব মদিরার কোন্ স্থানটীর এক গুণ দেখিলেন? আর তিনি এই কথাগুলি কি বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে বলিলেন, না—এ গুলি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত? চিকিৎসক, দেহতত্ত্ববিৎপণ্ডিত, এবং রাসায়নিকতত্ত্ববেত্তারা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, মদিরা দেহিমাত্রেরই দেহে ঘোর অনিষ্টকর হইয়া থাকে। আমেরিকার সেন্টমার্টিন নামক এক ব্যক্তির পাকস্থলীর ভিতর দিয়া গুলি ভেদ করিয়া গিয়াছিল। এক চিকিৎসক তাহার প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু সেই ছিদ্রটী চিরকাল থাকিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বোমেন্ট সেই ছিদ্র মধ্যে আলোবিদ্ধ থাকা নল প্রবেশ করাইয়া কোন দ্রব্য সেবনে পাকস্থলীর কি প্রকার অবস্থা হয়, এই সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিতেন। মদ্য সেবন করিলে পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির যে প্রকার ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা বর্ণনীয় নহে। ঐ ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য বশতঃ উহা বিকট মূর্ত্তি ধারণ করে। তদ্দর্শনে অনেক সুরাপায়ী একেকালে মদিরা সেবন পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি. ডব্লিউ. লিখিয়াছেন যে, অল্প মদ্য সেবন করিলেই মানুষের মদ্যপিপাসা প্রবল হইয়া উঠে, কিছুমাত্র আত্মশাসন থাকে না; অতঃপর মানুষকে ঘোর মাতাল করিয়া তুলে। তখন মদ্যপায়ীরা ঘোর বিলাসী, দরিদ্র, চোর এবং সমাজের অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে। অত এব মদ্যসেবন একেকালে পরিত্যাগ করা বিধেয়।" অতএব প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ক্লিপ্ট অন্তরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থার অবসরে মদ্য প্রয়োগের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু মদিরার যে প্রকার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎপাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এইরূপে সমস্ত সভ্যদেশের চিকিৎসক মদের দোষই সপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মদ্যপানে দেহের পুষ্টিসাধনের সম্ভাবনা নাই, বরং তদ্বারা দৈহিক পেশী সমূহের ক্ষয়িত পোষণ হয় না। তদ্ব্যতীত অল্প পরিশ্রমী ইতরলোকেরা শুঁড়ির দোকানে গিয়া বসিল; তাহাদের একেবারে হিতাহিত জ্ঞান নাই। মদের আনন্দেই শুঁড়ি গৃহে, হস্তে যতক্ষণ পয়সা থাকিল উদর পূর্ণ করিয়া মদ্যপান করিল। তাহাতে শরীর একেকালে ভাঙ্গিয়া যায়। অধিকন্তু এই উষ্ণপ্রধান দেশে মদ্য দেহের পক্ষে বিষবৎ ক্রিয়া করে। আমরা দেখিয়াছি, বাঁকুড়াদি বিভাগে বহুতর ইতর লোকেরা পচাই মদ্য সেবন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কেহই দীর্ঘজীবী নাই। কমিশনর সাহেব এমন ক্ষেত্রে মদ্যপানের উৎসাহ প্রদান করেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের কথা। অজ্ঞলোকদিগকে অল্প মদ্যপান করাইয়া কে আয়ত্ত রাখিতে পারে। কলিকাতার নাবিকেরা এবং গোরারা মদ্যপান করিয়া কি পর্য্যন্ত উৎপাত করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অজ্ঞলোকের পক্ষে মদ্যপান করা ঘোর অনিষ্টের কারণ, উহা চুরী অত্যাচার ও অন্যান্য নানা উপদ্রবের জন্মভূমিস্বরূপ। স্বার্থপরতা এমনি বস্তু যে, উহা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও অন্ধ করিয়া ফেলে। ১৮৮০—৮১ সালে নিরবচ্ছিন্ন আবকারিতে ১৩৩৪৪৩৮ টাকা অধিক লাভ হইয়াছে। ব্যয়ের পক্ষে কেবল ২২৭ টাকা বেশী বৃদ্ধি হয়। সুতরাং শুদ্ধ লাভ ১৩৩৪৪৩১ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৭৪ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত তুলনা করিলে ১৮৮০—৮১ সালে ২২০০০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। ১৮৭৯—৮০ সালে মোট ৬০৯৫৭৭২ টাকা আদায় হয়, কিন্তু ১৮৮০—৮১ সালে ৮৩৮২১০০ টাকা আদায় হইয়াছে। মদের খোলা শুঁড়ি প্রচলিত হওয়াই এই আয় বৃদ্ধির মূল কারণ।

১৮৭৯—৮০ সালে ৪৮৮১ খানি দোকান ছিল; তন্মধ্যে ৯০০ খানি সদর শুঁড়ীর অধীন। বাকি ৩৯৮১ খানি দোকান বাহিরের খোলা শুঁড়ীর অন্তর্গত। ঐ সকল দোকান হইতে সাকল্যে ৩১৮৮৮৫১ টাকা সংগৃহীত হয়। ১৮৮০—৮১ সালে ৬৮৬৪ খানি দোকান হইয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে ৬৫৭ খানি সদর শুঁড়ীর অধীন; বাকি ৫৮৫৭ খানি মফস্বল শুঁড়ী। এই সমস্ত দোকান হইতে সাকল্যে ৬২২১১১১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বলেন যে, শস্যাদি সস্তা হওয়াতেই আবকারির আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা তাঁহার অসাধারণ যুক্তি দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। প্রথমতঃ দেখুন, শস্যাদি সস্তা হইলে মজুর লোকেরা যদি অধিক মদ্যপান করে, তাহা কি প্রার্থনীয়? এক দিকে দুঃখীলোকদের হস্তে দুটাকার সংস্থান করিয়া দিবার নিমিত্ত ডাকঘরে সেবিং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতেছে, আবার আর এক দিকে জলের মত তাহাদের হস্ত হইতে অর্থ গলিয়া যাইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে, এই সমস্ত বিপরীত ভাবপন্ন কার্য্যপ্রণালীর তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের অনুমোদনীয় নহে। বাঙ্গলাপ্রকৃতি মদিরা চতুর্দ্দিক গ্রাস করিবার নিমিত্ত যে মুখব্যাদান করিতেছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৯—৮০ সালে যে কয়েকটী দোকান ছিল, পর বৎসরে তাহার উপর আরও ৪০১ দোকান বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? হুগলীর কমিশনর যে লিখিয়াছেন, ৭৫০০০০০ লোকের মধ্যে প্রতি ব্যক্তি সম্বৎসরে যদি /১৫ সাত পয়সার মদ্যপান করে, তদ্দ্বারা কোন ক্রমে দেশ উৎসন্ন যাইতে পারে না। এই বাক্য কত দূর অযুক্ত ও অসার দেখুন। বঙ্গদেশের সকলেই কিছু মদ্যপান করে না। সাড়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে পাঁচ হাজার লোক যদি মদ্যপান করে এবং তাহাদের নিকট হইতে যদি ঐ টাকাটী সংগৃহীত হয়, তবে বৎসর বৎসর কত লোক উৎসন্ন যাইতেছে তাহা বলিবার নহে। আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহা সহজে পরিবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু এই কুপ্রথা রহিত না হইলেও আর নিস্তার নাই, পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকের শিশুসন্তানেরাও মদ্যপান করিতে শিখিতেছে। গবর্ণমেণ্ট রক্ষাকর্ত্তা হইয়া যদি কুকর্ম্মে উৎসাহ দান করেন, তবে প্রজার আর উপায় কি? এক্ষণে বাণিজ্যবর লর্ড রিপন কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলে, প্রজাদের সমূহ মঙ্গল রক্ষা হয়। উপসংহারে আমরা বিনয় সহকারে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি পূর্ব্বকার বঙ্গদেশ সুরাপায়ী ছিল না এখন সুরাপায়ী হওয়াতে। কিন্তু পূর্ব্বকার বঙ্গবাসিরা অধিকতর বলিষ্ঠ সুস্থ ও দীর্ঘজীবী ছিল কি এখনকার বঙ্গবাসীরা অধিকতর বলিষ্ঠ সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইয়াছে?

মিঃ উইলিয়ম ডিগ্বি ভারতের শাসন সংস্কার প্রস্তাব।

ডিগ্বি সাহেব পূর্ব্বে "মান্দ্রাজ টাইম্‌স" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের "ফেমিন রিলিফ ফণ্ডের" সেক্রেটরী ছিলেন। ১৮৭৭-৭৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি এতদ্দেশের বিস্তর উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাইট সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষবাসিদিগের একজন পরম বন্ধু। অধুনা তিনি প্লাইমাউথের ওয়েষ্টার্ণ ডেলী মার্কারি নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক। ইংরাজ শাসনাধীনে দিন দিন ভারতবর্ষের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে; ইংলণ্ডের ন্যাশন্যাল লিবারেল্ ফিডারেশন নামক সভাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তিনি একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। উহাতে ভারত শাসনের অযোগ্য কার্য্যপ্রণালী এবং প্রজাদিগের দুর্দ্দশা

বিস্তৃত হইয়াছে। মহাত্মা ডিগ্বি সাহেব এক স্থানে লিখিয়াছেন,—ভারতবর্ষের রাজকার্য্য যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ হওয়া উচিত, তৎপক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছি। ভারতবাসিদিগকে সুখে রাখিতে আমাদের যে ইচ্ছা নাই, তাহা নহে। ভারতবর্ষ শাসন পক্ষে আমাদের অযোগ্যতাই এত কষ্টের মূলীভূত কারণ। বিশেষতঃ প্রজাবর্গকে আমরা ক্রমশঃ এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া ফেলিতেছি, যে তাহাদের আত্মশাসন ক্ষমতা এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা বৈদেশিক; তথাকার যাহা বুঝি না, ভারতবাসিরা তাহা বুঝিলেও আমরা তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।"

পাঠক! দেখুন, ডিগ্বি সাহেব যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। ইংরাজ শাসনকর্তারা দিন দিন আমাদিগকে জড়বৎ করিয়া ফেলিতেছেন। আর যে উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে, আমরা কার্য্যক্ষম হইব, সে প্রত্যাশা নাই। কস্মিন্‌কালে আমরা যে আপনার ভার আপনি গ্রহণ করিতে পারিব, সে ভরসা নাই। জেতৃবিজিত সম্বন্ধহেতু ইংরাজেরা আমাদিগকে কেবল অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতেছেন। অবশ্য, ভারতবর্ষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, এমন ইচ্ছা অনেকেরই আছে; পরন্তু তাঁহারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় এদেশীয় লোককে সহকারী করিয়া লন না, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ ও করেন না। তজ্জন্য সর্ব্বদা তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ এদেশীয় লোকে আজি কালি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ইংরাজদের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন, তন্নিমিত্ত অনেকের মনে দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হইতেছে যাহাতে আর এদেশীয়দিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না হয়, তজ্জন্য কেহ কেহ যত্ন করিতেছেন। পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয় না থাকিবার এইটী মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে ফরাসিদিগের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আর্কটের দুর্গে ইংরাজ এবং মান্দ্রাজি সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। মান্দ্রাজিরা স্বয়ং অল্পের মণ্ড ভক্ষণ করিয়া ইংরাজসৈন্যদিগকে অন্ন খাইতে দিয়াছিল। সেই অতুল্য ভক্তির দিন কি ইংরাজেরা এক্ষণে বিস্মৃত হইলেন? নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহায়তা এবং পরামর্শেই ইংরাজেরা আজি এই বিপুল ভারত রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়াছেন; এমন কি তাঁহাদের সে দিন মনে নাই। পূর্ব্বে এ দেশীয়দের এক উচ্চ আশা ছিল না, সত্য কিন্তু তখন ভারতবাসীরা নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন; বঙ্গশাসন সভা যাহা তাঁহাদিগকে চিরদিন কি সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে ভাল বাসেন?

অতঃপর, ডিগ্বি সাহেব এ দেশের অন্নকষ্টের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত এইটী আমাদের সর্ব্বপ্রধান উদ্বেগের কারণ। ভারতবর্ষ বড় বিস্তীর্ণ দেশ, এখানকার লোক-সংখ্যাও বিস্তর কিন্তু উপজীবিকার উপায় অতি সামান্য। অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ সভ্য দেশে গ্রাসাচ্ছাদন পরিযোজনার যতগুলি অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎসমুদায় এখানে ঘটিতেছে ডিগ্বি সাহেব লিখিয়াছেন,—এখানকার প্রজারা বৎসর বৎসর সাতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে; জীবিকোপায় বার পর নাই অতীব কষ্টকর হইতেছে বৃহৎ নগরে এবং রেলওয়ের সান্নিধ্যে নূতন নূতন কর্ম্ম উদ্ভাবিত হইতেছে এবং সহস্র সহস্র লোকে কোন না কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে দ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে যে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং অনেকের পক্ষেই জীবন যাপন ভার বোধ হইয়াছে।"

ইংরাজ শাসনাধীনে বাস করিয়া আমাদের এতাদৃশ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ঘটিবার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ দেখুন, আমার জন্য কেহ শ্রম করিলে, আমি তাহাকে শ্রমের উপযুক্ত বেতন দিয়া থাকি। ৫০০ পাঁচশত লোকের নিমিত্ত যদি ১০০০ সহস্র ব্যক্তি শ্রম করে, তবে পাঁচশত ব্যক্তির নিকট হইতে সহস্র ব্যক্তি বেতন পাইবে; তাহাতে সহস্র ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু আমাদের নিমিত্ত যাহারা শ্রম করিতেছে, আমরা যাহাদিগকে বেতন দিতেছি, আমাদের বেতন প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের দিন যাপন হইতেছে তাহারা এ দেশীয় লোক নহে বিদেশী। আমরা বিদেশীয় লোককে প্রতিপালন করিতেছি। আমাদের দেশীয় লোকের প্রাপ্য অংশ বিদেশীয় লোকে লইতেছে, সুতরাং সেই সমস্ত লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। আমার যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, হয় ত তাহা এদেশে দুর্লভ কিম্বা দুর্মূল্য, অগত্যা তৎসমুদায় দ্রব্য বিদেশীয়দের নিকট ক্রয় করিতে হইতেছে। যতদিন দেশে বাণিজ্য এবং শিল্পাদির উন্নতি না হয়, ততদিন বাণিজ্য নিবারক বিধি প্রচলিত থাকা ভাল। যদিও কোন কোন ব্যবহারিক শাস্ত্রজ্ঞ ইহাকে দোষাবহ জ্ঞান করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় স্থল বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে এতদ্দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশীয় রাজা থাকিলে, অবশ্যই বৈদেশিক বাণিজ্যজাত দ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত করিতেন। তদ্দ্বারা এ দেশের শ্রমজীবীদের গৃহে অন্নের সংস্থান হইত।

এ দেশীয় লোকের অন্নকষ্টের দ্বিতীয় মুখ্য কারণ এই—রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান পদগুলি বিদেশীয় লোকের হস্তগত হইয়া আছে। এদেশীয় লোকে অনেক অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য এবং কার্য্যক্ষম হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের যথাযুক্ত লাভ হইতেছে না। পাঠক! এস্থলে আমরা অর্থ-বাবসায়ের মর্য্যাদানুসারে এমন কথা বলিলাম; বিলাতে নিমিত্তই বিদ্যাশিক্ষা; সে নীতিশাস্ত্রবাক্য এ স্থলে ঘটিতেছে না।

ভারতবাসীরা কার্য্যক্ষম হইয়াও উপযুক্ত পদলাভের অধিকারী হইতেছেন না; তৎপক্ষে ডিগ্বি সাহেব লিখিতেছেন,—প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ব্যক্তি উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই এতাদৃশীয় কার্য্যের যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগ্য পাত্র। তাঁহারা স্বদেশীয় ইতিহাস জানেন। যথার্থ কথা বলিতে এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রাপ্য বিষয় লাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে তাঁহাদের সাহসও জন্মিয়াছে।"

এই স্থানেই ভারতবর্ষবাসিদের যত অপরাধ। তাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন; তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে; স্বদেশকে আপনার বলিয়া জানিয়াছেন; রাজপদে রাজকার্য্যে তাঁহাদেরও অধিকার আছে এ সমস্ত বেশ জ্ঞাত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা ইংরাজদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। রাজকার্য্যে যত দিন না এদেশীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তত দিন প্রজার কষ্ট দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মহাত্মা ডিগ্বি সাহেব এই প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন,—একটী বিভাগীয় সভার সৃষ্টি করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সেই সভার অধিবেশনে তিন জন কালেক্টর, দশ জন ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং দেশীয় ভদ্র লোক নিযুক্ত থাকিবেন। তন্মধ্যে বার জন ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং দেশীয় ভদ্র লোক সাধারণের দ্বারা মনোনীত হইবেন। গবর্ণর জেনারেল এবং এডুকেটেট জেনারল অতিরিক্ত সভ্য থাকিবেন। অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য হইতেও এই সভায় প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিবে। সপ্তাহের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভার অধিবেশন হইবে। এ দেশীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে যাবতীয় কথার আন্দোলন ও নিষ্পত্তি ঐ সভায় হইলে সেক্রেটারীর নিকট তাহা মঞ্জুর করাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইবে ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে ভারতবাসিদের যতদূর ভালমন্দের সম্বন্ধ আছে এত অন্য কাহারও নাই। অতএব কোন নূতন সৃষ্টি করিতে হইলে এদেশীয় লোকের মত না লইলে তাহাতে সাধারণের ইষ্টসিদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা। লর্ড রিপন স্বাধীনতন্ত্র রাজকার্য্যের পৃষ্ঠপোষক, অতএব তাঁহাকে একটী কথা বলা যায়,—তিনি রাজকার্য্যে এ দেশীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করুন এ দেশীয় লোকের মত গ্রহণ করিয়া সকল

... করিলে প্রস্তাব এই অনেকাংশে পরিপুষ্ট হইবে।

দেরাদুনের জঙ্গল বিভাগীয় বিদ্যালয়।

জঙ্গল বিভাগের কার্য্য কৌশল শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দেরাদুনে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের নবযুবকদিগের উন্নতিসাধনের আয়োজন করিবার এ একটী প্রশস্ত মার্গ। যাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া যৌবন ভাবে কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করেন না; কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া শাস্ত্র যোগে সন্নিধানে শরীরের সুসজ্জিত করিয়া কিঞ্চিৎ সম্পত্তি রাখিতে চাহেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই বিদ্যালয় পরম হিতকর হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইংরাজীনবিশ অনেক নবযুবক ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছেন। পাঠশালার সমস্ত আয়োজন সমাধান করিবার পূর্ব্বে ছাত্রেরা বন, দেবদারু, ... প্রভৃতি স্থানের পর্ব্বতের শাল, পাইন, দেবদার্ব্বাদি বৃক্ষের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ পাইয়াছিলেন। কিরূপ সহজ কৌশলে বৃক্ষের গণনা করিতে হয়, কিরূপে বৃক্ষ কাটিতে হয়, কি প্রকারে পথ নির্ম্মাণ করিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে এই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। শীত ঋতুই ছাত্রদিগের শিক্ষার উপযুক্ত সময়; এ বিভাগে গৃহমধ্যে থাকিয়া উপদেশ লইলে বিশেষ উপকার হয় না। কৃষি, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা এবং জঙ্গল বিভাগের আইন বিশিষ্টরূপে অবগত হইতে হইবে। আমরা ইহাতে রসায়ন বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। কেবল ভূমির অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই, রসায়নতত্ত্বে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকিলেই চলিবে।

বিদ্যালয়টী উপযুক্ত স্থানে এবং প্রশস্ত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের উপর তলায় জঙ্গল বিভাগ জরিপের কার্য্যালয়। তথায় কর্ম্মচারীরা মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া নাম ও অন্যান্য আবশ্যক বিষয় সন্নিবেশিত করিতেছেন। তাহার নীচের তলায় ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার স্থান, বিদ্যার্থীদিগের অবগতির নিমিত্ত উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পদার্থ তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। অদ্ভুত বৃক্ষের [illegible] রক্ষিত আছে। অনতিদূরে একটী বৃক্ষবাটিকা আছে; সেই বৃক্ষবাটিকায় প্রধান প্রধান স্বাভাবিক বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে। ছাত্রেরা উপদেশ শ্রবণকালে তাহাদের পত্র, পুষ্প, ফলাদি দেখিয়া বৃক্ষের বিশেষ পরিচয় জ্ঞাত হইতে পারেন। বিদ্যালয়ের চত্বরে বীজবপন নির্দ্দিষ্ট আছে; সেখানে প্রধান প্রধান সকল জাতীয় বৃক্ষের বীজ রোপিত হয়। তিরোহিত নূতন অঙ্কুরোদ্গম হইতে বৃক্ষের যাবৎ বৃদ্ধি দশা পর্য্যন্ত ছাত্রেরা দৃষ্টি করিয়া অপরিসীম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। একটি বিস্তৃত রাসায়নিক কার্য্যবিভাগের কক্ষ বর্ত্তমান আছে। ছাত্রেরা নানা প্রকার ধাতু, লবণ, ক্ষার, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রিয়া বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত পদার্থ ভূমিতে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। অতএব মৃত্তিকায় কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে থাকিলে তাহার কি প্রকার গুণ হয়; ভূমির উর্ব্বরতা সাধনের নিমিত্ত কোন্ কোন্ পদার্থ অত্যাবশ্যক, ঐ রসায়নবিদ্যা শিক্ষায় ছাত্রেরা তাহা অবগত হইতে পারিবেন। কৃষিকর্ম্মই যখন ভারতবর্ষের উপজীবিকা, তখন এই সমস্ত বিষয়ে বিশুদ্ধ বুৎপত্তি জন্মিলে দেশের বিলক্ষণ মঙ্গল সাধিত হইবে। দেরাদুন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কর্ম্ম দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলে কর্ম্ম স্বীকার না করিলেও দেশের অনেক উপকার হইবে। কৃষিকর্ম্মের প্রকৃত পন্থা, এ দেশের কোন ব্যক্তিই জ্ঞাত নহে। সুচারুরূপে ক্ষেত্রকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই। চাষার কর্ম্ম ও চাষারই কর্ম্ম,—মূর্খ চাষারা যেন কৃষিকার্য্যে সুপণ্ডিত। কেমন ভূমিতে কোন্ শস্য অধিক উৎপন্ন হইবে, ভূমিতে কি প্রকার সার দিলে উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, সে জ্ঞান তাহাদের নাই। জঙ্গলবিভাগীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা সুপণ্ডিত হইলে, কৃষিকার্য্যের বিস্তর সুবিধা হইবে।

রসায়নপদার্থের গৃহে প্রস্তর এবং খনিজ পদার্থ সজ্জিত আছে। খনিজ পদার্থগুলি কি প্রকারে বহিষ্কৃত হয়, তাহারা কেমন অবস্থায় কি প্রকার রূপ ধারণ করে, ছাত্রেরা উপদেশকালে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন। অন্য একটী গৃহে, আলোক সন্তাপ তাড়িৎ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিবার উপযুক্ত যন্ত্র সংগৃহীত আছে।

মেজর বেলি এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ; এ ফিসর সাহেব সহকারী অধ্যক্ষ; কার্লিকেল সাহেব জঙ্গলবিষয়ক শিক্ষক; ডাক্তার ওয়ার্থ রসায়ন বিদ্যার শিক্ষক; বেডেন পাউয়েল জঙ্গল বিভাগের আইনের উপদেষ্টা। আমরা ভরসা করি, ভারতবাসীরা অভিমান এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া এই বিভাগীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবেন। ক্রমে সকল শাস্ত্রেই জ্ঞানোপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কাব্য সাহিত্য পাঠ করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলে এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে আর কোন উপকার নাই। এক্ষণে পদার্থজ্ঞানে সকলের অভিজ্ঞতার আবশ্যক হইয়াছে, অতএব সমাজের হিতকরী বিদ্যাশিক্ষায় সকলে উদ্যত হউন।

ভারতবর্ষীয় সভা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে মজুর লইয়া যাইবার আইন।

ভারতবর্ষীয় সভা এই আইনটীর অবৈধতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার বিধি বদল বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমাদের দেশের ইতর জাতীয়েরা আকারে কেবল মনুষ্য কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনাবিষয়ে তাহাদিগকে পশু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, তাহারা আপনাদিগের হিতাহিত বোধে সমর্থ নয়। যাঁহারা তাদৃশ নির্ব্বোধ হতভাগ্যদিগের মঙ্গলচিন্তা করেন তাঁহারাই যথার্থ মানুষ। গত বৎসর যখন এই আইনটীর সংশোধন প্রস্তাব হয় তখন আমরা ইহার মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমাদের বিবেচনায় ইহার তুল্য দূষিত আইন আর হয় না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচ্চ তাঁহাদের হইতে এরূপ নিকৃষ্ট আইন হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। এ আইনের মূলে দোষ, প্রত্যেক অবয়বে দোষ ও জীবনে দোষ। আইনরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মজুর লইয়া একদলের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া দিতে হইবে এ কিরূপ কথা? আমরা এই যে মজুর খাটাইতেছি তন্নিমিত্ত কি বিশেষ আইনের প্রয়োজন হইতেছে? যখন মজুরীর এক একটী কাজ উঠে, তখন সেই কাজে বেতন দিলে মজুরেরা কাজ করিয়া দেয়, যাহার ইচ্ছা হইল সে কাজ করিল যাহার ইচ্ছা না হইল সে করিল না। তবে যাহারা কোন কাজের কণ্ট্রাক্ট লয় তাহারা যদি চুক্তিভঙ্গ করে চুক্তি ভঙ্গের যে সাধারণ নিয়ম আছে তদ্দ্বারাই তাহাদের দণ্ডবিধান হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত বিশেষ আইনের প্রয়োজন কি? যে দেশের লোকে আকৃষ্ট হইয়া মজুরেরা চা-ক্ষেত্রে মজুরী করিতে যায় চা করেরা কি সে বেতন দিতে পারেন না? কেনই বা পারেন না, না পারিবার ত আমরা এক এক কারণ দেখিতেছি, তাঁহারা মজুরদিগকে অল্প বেতন দিয়া কাজ করাইয়া লইবেন আপনারা প্রচুর লাভ করিবেন সেই লাভে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবেন। মজুর বেটারা গো মহিষাদির ন্যায় খাটিয়া মরুক আর কেবল জীবন ধারণোপযোগী ভাত জল খাউক।

যদি বল অতি দূরের প্রদেশ হইতে মজুরেরা আসাম প্রভৃতি স্থানে যাইবে কেন, তথায় যাওয়ার ব্যয়ও অধিক; তত ব্যয় করিয়া চা-করেরা যদি তাহাদিগকে লইয়া যান তাহার পর মজুরেরা তথায় গিয়া উদ্ধামত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহা হইলে চা-করদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তদুত্তরে আমরা বলি কণ্ট্রাক্টের যে সাধারণ নিয়ম আছে চা করেরা তদ্দ্বারাই আপনাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারেন যে মজুর যে চা কর কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাহার

কর্ম করিতে অস্বীকার করিবে তাহাকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে। যদি সে অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিতে না পারে যাবৎ সে ক্ষতিপূরণ না হইবে তাবৎ সে খাটিয়া দিবে। ক্ষতিপূরণ হইয়া গেলে তাহার পর তাহার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা করে সেই চা-করের নিকট কর্ম করিবে, ইচ্ছা না করে অন্যত্র যাইবে। কিন্তু তাহাকে আইনরূপ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে হইবে এ কিরূপ ন্যায় ও কিরূপ যুক্তি। এ ন্যায় ও যুক্তির কিছু সারবত্তা আছে? গবর্ণমেণ্ট যদি একটী দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া এইরূপ আইন করেন যে মহাজনদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট দরে ক্রেতাদিগকে বিক্রেয় দ্রব্য দিতে হইবে। সে আইনটী কিরূপ হয়। আরও একটী দৃষ্টান্ত বলি গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া যদি প্রজাদিগকে বলেন জমীদার ইচ্ছামত যে খাজনায় যে জমি ধরাইতে চাহিবেন প্রজাকে সেই খাজনায় সেই জমী লইতে হইবে যদি না লয় দণ্ডনীয় হইবে, সে আইনটী বা কিরূপ হয়। চা-করের মজুর সম্বন্ধে যে আইন করা হইয়াছে ও যাহার সংশোধন প্রস্তাব হইতেছে তাহার সহিত কি জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধের যে আইনের কথা কহিলাম, তাহার কি কিছু বৈলক্ষণ্য আছে?

চা-করদিগের তাড়াতাড়ি করিয়া বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্ত করিবার কারণই বা কি? দুই বৎসর সুপ্রচুররূপ শস্য জন্মিতেছে মজুরেরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেছে, তাহারা আর আসাম মুখো হইতেছে না। আসামে যদি তাহাদের প্রয়োজন থাকিত, চা-করেরা যদি মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে মজুরেরা স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই চাক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইত। যখন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় না আইন করিয়া ও অনেক কৌশল করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতে হয় তখনই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে আসামে যাইবার তাহাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। চা-করেরাও সদ্ব্যবহার করেন না। যে বৎসর স্বদেশে ভালরূপ শস্য না জন্মিয়া অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় সেই বৎসর মজুরেরা প্রাণের দায়ে কণ্ট্রাক্টারদিগের চক্রে পড়িয়া আসাম প্রভৃতি স্থানে গিয়া থাকে। যে আইনের উদ্দেশ্য অসৎ, হেতুবাদ অসৎ, সে আইন যে নিতান্ত গর্হিত, সে আইন যে সভ্য জনগণের যোগ্য নয়, সভ্য রাজার হস্ত হইতে বিনির্গত হইবার উপযুক্ত নয়, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক আমরা কয়েকটী বিষয়ে ও কয়েকটী আইনে পক্ষপাত দোষ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এ আইনটীতেও সেই পক্ষপাত দোষ যেন স্পষ্ট উদ্গীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সভা বলেন আসামের চা-ক্ষেত্রের সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, তাদৃশ কয়েক ব্যক্তির প্ররোচনাতেই এই পাণ্ডুলেখ্যটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলেখ্যে যে বিলক্ষণ পক্ষপাত দোষ ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। নূতন আইনে বাগানের সর্দ্দারের হস্তে মজুর সংগ্রহের অধিকতর ক্ষমতা সমর্পণ করা হইতেছে। পূর্ব্ব আইনে তিন বৎসর কাল কণ্ট্রাক্টের মিয়াদ ছিল। মজুরেরা তিন বৎসর কাল খাটিয়া দিলে নিষ্কৃতি পাইত এখন সেই মিয়াদ বাড়াইয়া পাঁচ বৎসর করা হইতেছে। চা-করেরা ইচ্ছামত মজুরদিগকে রুদ্ধ করিতে পারিবে ইত্যাদি বহু বিষয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষীয় সভা বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মহোদয় লর্ড রিপনের নিকটে এক খানি যুক্তিযুক্ত আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদন পত্র লিখিত যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতে গেলে, সোমপ্রকাশের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে স্থান সমাবেশ হওয়া সম্ভাবিত নয়। অতএব আমরা তদুদ্দেশে বিরত হইলাম।

উপসংহারে আমরা আহ্লাদ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ স্বার্থপরতা দূষিত আইনটীর পাণ্ডুলেখ্য সত্বর বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। তিনি গবর্ণর জেনেরল এতদ্দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর ঐ পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ হইবার কথা আছে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অসহায় মজুরগণের পক্ষভুক্ত হইয়া যে এই কার্য্যটী করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

নীলকর আর তুষের আগুন দুই সমান। তুষের আগুন যেমন নির্ব্বাণ হয় না নীলকরদিগের অত্যাচারও সেইরূপ নিবারিত হয় না, তাঁহাদিগের অত্যাচারে প্রজারা এরূপ দগ্ধ হইতেছে যে, বেচারারা যার পর নাই শোক ও দুঃখ করে, উঁহারা আটি ঘাট বদ্ধ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ধারণা আছে, নীল হাঙ্গামার পর অবধি নীলকরদিগের প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথমতঃ উঁহারা যেখানে নীল চাস করান সেখানে ভদ্র লোক নাই বলিলেই হয়। [illegible] তাহারা দরিদ্র ও মূর্খ লোক সুতরাং উঁহাদিগের অত্যাচারের কোন কথাই প্রকাশ হইতে পায় না। অত্যাচারে, প্রজাদিগের যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে তখনই তাহারা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। পাঠক একবার প্রমাণ দেখুন সম্প্রতি মেদিনীপুরের অন্তর্গত [illegible] অধীন [illegible] গ্রামে [illegible] নামক এক ব্যক্তি ওয়াটসন কোম্পানির কর্মচারীদিগের অসহ্য অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সম্প্রতি তাহাদিগের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে সাহেব ও তাঁহার কর্মচারীরা তাহাকে জমিতে নীল বুনিতে বলে কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হওয়ায় গত ১৪ ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রিতে আসামীরা অপর কয়েক জন লোক দ্বারা তাহার গৃহে কয়েকখানি কাষ্ঠ চাপাইয়া [illegible] দেন। পরে জমাদার আসামীরা তাহাকে ও আর কয়েক জন লোককে ধরিয়া লইয়া যান। অধিকন্তু ইহারা [illegible] নামক গ্রামে দুইবার [illegible] কাটিতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার বেলা পাকাড়ির কুঠিতে, সাহেবের কাছারি বাটীর একটী প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকে, শেষে হেড কনষ্টেবল ও গমস্তা [illegible] নীলচাস করাইবার জন্য নানাপ্রকার পীড়ন ও প্রহার করে। অবশেষে ৫০ টাকা জরিমানা ও নীল বুনানি করিবার জন্য ৮ দিনের মেয়াদ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

—:o:—

১৮৮০-৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অভিমত সমেত ২১ এ ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এ রিপোর্টটী অতি বৃহৎ, এবারে সোমপ্রকাশে উহার স্থানসমাবেশ হইল না। আগামীবারে উহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই ডিসেম্বর। ডব্লিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] পদত্যাগ করিয়াছেন।

[illegible] করিতেছে [illegible]। কিন্তু [illegible] আছে।

লণ্ডন ২০ এ ডিসেম্বর। [illegible] যে [illegible] কথা হইয়াছে।

[illegible] ১৯ এ ডিসেম্বর। [illegible] দিবস [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ১৯ এ ডিসেম্বর। [illegible] হইয়াছে। [illegible]।

[illegible] ১৯ এ ডিসেম্বর। [illegible] প্রতি [illegible] করিবার জন্য [illegible] পার্লিয়ামেণ্টে [illegible]

সমর্পিত হইয়াছে। [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] অবস্থা স্থির থাকিলেও তাঁহার বিচার করিবার [illegible] করা হইয়াছে।

ফিলিপ্পিক(?) ২০ এ ডিসেম্বর। [illegible] বিখ্যাত নামক যে জাহাজ [illegible] আরোহীগণ ছিন্ন-ভিন্ন [illegible] নৌকায় উঠিয়া [illegible] করে। ইহার মধ্যে একখানিতে তিন ব্যক্তি ছিল, একখানি ইংলণ্ডীয় পাওয়া গিয়াছে, অপর খানির উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

পোর্ট(?) ২২ এ ডিসেম্বর। টিউনিসের ডাকাতদের সম্বন্ধে অন্য [illegible] প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক [illegible] মন্ত্রী [illegible] বার্ত্তার [illegible] করিতেছেন না তিনি টিউনিসে ফরাসীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি [illegible] কোন প্রকার [illegible] লিপিপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ ডিসেম্বর। পার্নেল সাহেবকে কিলমেনহাম হইতে [illegible] স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

তদ্দিনে ক্যাথলিকদিগের একটী [illegible] হইয়াছে। ঐ সভায় [illegible] নামক আইরিস [illegible] প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। [illegible] নিকটে ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করেন।

[illegible] ২৩ ডিসেম্বর। বেলজিয়ম [illegible] সন্ধি পত্র সম্বন্ধে [illegible] হইয়া গিয়াছে। পররাষ্ট্র [illegible] বলেন [illegible] আপত্তি করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ও [illegible] পারেন না কিন্তু এই মাত্র বলেন যে [illegible] উঠিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ ডিসেম্বর। [illegible] বিশেষ [illegible] নিন্দা [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] নামক স্থানে [illegible] ও [illegible] পড়িয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে [illegible] পোষ্ট আফিস সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম হইতে [illegible] হইয়াছেন। মুদ্রা(?) কুমারী কার্পেণ্টারের [illegible] তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথা হইতে [illegible] পোষ্টাল ইন্সপেক্টর হয়েন। পোষ্ট [illegible] তিনি অধিক দিন [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] না বলিয়াই হউক, অথবা [illegible] হউক, তিনি সামান্য [illegible] শশীপদ বাবু ডাক বিভাগে [illegible] অল্প দিনের মধ্যে বিস্তর [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেবী ধরণে চলিয়া [illegible] "[illegible]" হইলেন। ইহাঁর [illegible] তিনি [illegible] স্থলে না [illegible] ও না থাকিয়া "হোটেল" ও "ট্রাভেলিং অ্যালাউয়েন্স" প্রভৃতি চার্জ্জ করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই ডাকবিভাগে নিজের লোকের কর্ম্ম করিয়া দিতেন। এই দুই অতি অল্প দোষে এ অনর্থক অনেকগুলি ডাক বিভাগে কর্ম্মচারীর মাথা খাইয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে শশীপদ বাবু স্বকৃত দোষ স্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পদস্থ হয়েন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ডনবন(?) এই মার্চ্চ মাসের শেষে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব বিলাত যাত্রা করিবেন, আর প্রত্যাগত হইবেন না।

বাবু অম্বিকাচরণ বসু এম, এ কিরেন্সেষ্টারের কৃষিবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য ও বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক দুই হাজার টাকা করিয়া যে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি লইতে অস্বীকার করিয়াছেন, দুই হাজার টাকায় বিলাতের ব্যয় সঙ্কুলানের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি যে হাজার টাকা পাথেয় পাইয়াছিলেন তাহাও ফেরত দিয়াছেন। ১৮৮১ অব্দের এই বৃত্তি হুগলি(?) কালেজের অধ্যাপক বাবু গিরীশচন্দ্র বসু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি জানুয়ারি মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন।

বরাহনগরের(?) [illegible] বাবুর মাঠের নূতন বাজার লইয়া অনাথ বাবুর সহিত সিমলার পুরাতন বাজারের মালিক শীল বাবুদিগের যে একটা গুরুতর বিবাদ চলিতেছিল, গত সপ্তাহের মিউনিসিপালিটির বিশেষ অধিবেশনে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া অনাথ বাবু জয়লাভ(?) করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে ভবানীপুর উলুপাট বাগানে কাওরা পাড়ায় একটী অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক হতভাগ্য বিবাহিত স্বামী ও স্ত্রী, উভয়ে একখানি সামান্য কুটীরে বাস করিত। স্ত্রী-টীর বয়স ১২। ১৩ বৎসর হইবে। সে সর্ব্বদাই তাহার পিত্রালয়ে বাস করিতে ভাল বাসিত বলিয়া তাহার স্বামীর সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইত, পরে যখন প্রকাশ পাইল স্ত্রীলোকটীর চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে বলিয়াই সে ঐরূপ করে তখন ঐ কাওরা একবারে উন্মাদ হইয়া কাঁশবঁটী দিয়া প্রথমতঃ তাহার স্ত্রীকে বলি দেয়, পরে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়া আপনিও নিকটস্থ পুষ্করের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং নেশার ঘোরে ঐ স্থানেই হাবুডুবু খাইয়া মরিয়া যায়।

রুশ সম্রাটের জীবন রক্ষা করা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনিও এদেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবেন না প্রজারাও তাঁহাকে ছাড়িবে না। ক্রমে তুমুল কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে। সম্রাটকে বধ করিবার জন্য নিহিলিষ্টেরা তাঁহার শরীর রক্ষকদিগকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে উদ্যত। রুশের প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী জেনারল চেরেভিনের উপর সম্রাটের শরীর রক্ষার ভার আছে। তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাকেও হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। গ্রাণ্ড ডিউক ভ্লাদিমিরকে(?) মারিবার জন্য উহারা চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহাদিগের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। আবার শুনা যাইতেছে সম্রাট যখন সপরিবারে গাচিনা পরিত্যাগ করিবেন সেই সময়ে নিহিলিষ্টেরা তাঁহাকে সবংশে নিধন করিবার আয়োজন করিতেছে।

পোষ্ট আফিসে টাকা জমা দিলে গ্রহীতা যেমন তাহার নিকট পোষ্ট আফিস হইতে টাকা লইতে পারে সেইরূপ টেলিগ্রাফ আফিস দ্বারা ডাকবিভাগের এই কার্য্য করাইবার প্রার্থনা করিয়া এক ব্যক্তি বিলাতের পোষ্টমাষ্টার জেনেরলকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরে বলিয়াছেন এক্ষণে যে নিয়মে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এতদপেক্ষা সত্বর কার্য্য করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই।

বর্ত্তমান বর্ষের পুলিশ রিপোর্ট প্রচারিত হইয়াছে ইহার আয় ৩৭০০০৩৬ ও ব্যয় ৩৬৫০৮০২৬৮/৮ টাকা। আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫১৭। এতদ্ভিন্ন জলে ডুবিয়া ১১৮৮৯ সর্পাঘাতে ১১০০৫২ বন্য জন্তু কর্ত্তৃক ১২২২ ঘরচাপা পড়িয়া ৪৭১ ও অপরাপর কারণে ৩৩২৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ৬৬৬১ জন লোকের দোষে তাহাদিগের বিষয় বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সমান দুর্গতি। স্ত্রী লোকের সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে কাহারও বিশেষ দৃষ্টি নাই সাধারণতঃ ইহাঁদিগের চরিত্র বেশ্যাদিগের ন্যায়। এই সকল কাণ্ডের অনেক সময়ে আদালত হইতে মীমাংসা হইয়া থাকে, আইনকর্ত্তারা উপপ্রণয়কে দোষাবহ মনে করেন না বলিয়া এ সকল পাপের দণ্ডও অতি লঘু হইয়া থাকে, সুখের বিষয় এই, এই ঘৃণিত কার্য্যকে এখন তাঁহাদিগের পাপ বলিয়া বোধ হইয়াছে, যাহাতে ইহার নিবৃত্তি হয় তাঁহারা তাহার উপায় বিধান করিতেছেন।

আগামী বর্ষে অষ্ট্রীয়ার রাজপুত্র মন্ত্রীর(?) ভারতবর্ষে আসিবার কথা আছে।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনর ও মিউনিসিপালিটির সভাপতি হগ(?) সাহেব বিলাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে একজন মন্ত্রী নিয়োগের যে প্রস্তাব হইয়াছে, বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট রাণীগঞ্জ ও নাগপুরের মধ্য দিয়া সত্বর রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লাহোরের জজ সাহেব আপন জেলার আদালত সমূহে কতকগুলি লোককে ইচ্ছামত উকীল করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁরা বিনা পরীক্ষায় ওকালতি দিয়া ওকালতী করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। কিন্তু এক জন সনন্দধারী উকীল এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে তাঁহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ গবর্ণমেণ্ট ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিতেছেন, চাঁদা দ্বারা ৩০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে এই টাকা রোগীদিগের সুখার্থ ব্যয়িত হইবে। এটী ইউরোপীয় না দেশীয় কোন জাতীয়ের জন্য?

নেপালে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের বিধবা বিবাহ সভার যত্নে রাজমহেন্দ্রীতে এবার দুটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ফিলুসেণ্ট্ডট বলেন, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রতিবাদ করাতেই কর্ত্তৃপক্ষেরা বিরক্ত হইয়া ইহাঁকে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদ প্রদান করেন নাই।

সেণ্ডাল সাহেবকে সেটেলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদ প্রদানের কথা শুনিয়া সেটালবাসীরা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ২৫০০০ হাজার টাকার স্থলে ৪০০০০ টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সেণ্ডালের ন্যায় লোককে উক্ত পদ না দিয়া একজন উপযুক্ত সিবিলিয়ানকে যাহাতে দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহারা তাহারই প্রার্থনা করিয়াছে। সেণ্ডাল ইহাদিগের নিকট একবার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন নাকি?

এ বৎসর জর্ম্মণি হইতে ১২০৮০২ আয়র্লণ্ড হইতে ৫০২১৪ সুইডেন হইতে ২৮০৭৭ ইংলণ্ড হইতে ২২১ ১ নরওয়ে হইতে ১১৮৮৮ জন লোক উঠিয়া গিয়া আমেরিকায় বাস করিয়াছে।

এ বৎসর কলিকাতা বেথুন স্কুলের ও মফস্বলের কয়েকটী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় হইতে ৩ টী এলাহাবাদের বালিকা বিদ্যালয় হইতে ২ টী মিস পিগটের স্কুল হইতে ২ টী ফ্রি চর্চ্চ অর্ফানেজ হইতে ১ টী ও দেরাডুন এবং বহরমপুরের বালিকা বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। বেথুন স্কুল হইতে একটী বালিকা এবার এল, এ পরীক্ষাও দিয়া গিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী ছাত্রী বি, এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবে।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী শশিবালা দাসী ও হিরণ্ময়ী দেবী মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে এবং কুমারী গিরিবালা মজুমদার তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আমীর আলী, কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ও ডাইভ সাহেব মফস্বলের ওকালতী ও মোক্তারি পরীক্ষায় পরীক্ষক নিয়োজিত হইয়াছেন।

সার রিচার্ড কাউচ হাইকোর্টের চীফ জষ্টিশ থাকিতে দুই জন এদেশীয় লোক রেজিষ্ট্রার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সার রিচার্ড গার্থ যে এক জনকেও উক্ত পদের উপযোগী দেখিলেন না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের। এবার তাঁহাকে সেরিফ মনোনীত করিতে বলাতে তিনি একজন ইউরোপীয়ের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের উদার গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন সে কথা না শুনিয়া বাবু দুর্গাচরণ লাহাকেই উক্ত পদ প্রদান করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণেতা হুইটলি ষ্টোকস সাহেব শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন, ইনি আর প্রত্যাগমন করিবেন না। সুখের খবর। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীদিগকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন তাহাতে যত শীঘ্র যান ততই ভাল।

প্রসিদ্ধ বাজিকর চিয়ারিণি সাহেব শনিবার বৈকালে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

কেরলের লোকেরা আদালত সমূহের কার্য্য দেবনাগর অক্ষরে সম্পন্ন করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে হাইদ্রাবাদে আর পলিটিকেল রেসিডেণ্ট রাখা হইবে না। আমিনী কবিরের সঙ্গে সঙ্গেই পদটী গেল নাকি?

জয়পুরের মহারাজের পাটরাণী ঠাকুর জাতেকে নিজের নাকি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার অবস্থান নিবন্ধন রাজ্যের অনিষ্ট হইতেছে।

ঢাকার জজ হাল্পিনী সাহেবের সহিত উকীলদিগের বড়ই গোলযোগ বাধিতেছে। সাহেব উকীলদিগের মান রাখিয়া কথা না কহাতেই এই গোলযোগ ঘটিয়াছে।

২৫ এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় ভারতনক্ষত্র উপাধি বিতরণ করিবেন। এতদুপলক্ষে যে দরবার হইবে, ইন্দোরের হোলকার, উদয়পুর ও মেওয়ারের মহারাণা, জয়পুরের মহারাজ, ভাওলপুরের নবাব ও পাতিয়ালার রাজপ্রতিনিধি সভার সকলেই তাহাতে উপস্থিত হইবেন।

পঞ্চকন্যা চাউলের ওজনের কাগজ ১০০৯/০ হইতে ১০০৬/০

১।০ ১৮৭০ (১৮৮৪) ১০২।০

৪।০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০১

৪।০ ১৮৭১ (১৮৮৩) }
২।০ ১৮৭২ (১৮৮৩) } ১০৩।০

ঐ ১৮৭৭ (১৮৮২) ১০৪।০

তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক আদায় যে দিন হইতে বন্ধ হইবে, সেই দিন হইতেই নাকি কইস লাইসন্স উঠিয়া যাইবে।

গত বৎসর কুর্গের বন হইতে ১৩৩০০ মণ চন্দন কাষ্ঠের আমদানী হইয়াছে।

মামা সাহেব যে কতবার মরিলেন আর কতবার বাঁচিলেন তাহা বলা যায় না। ইনি সম্প্রতি আবার কাসগারে মরিয়াছেন। তথায় প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন।

কাহার জন্য কেহ যে লাঞ্ছিত হয়, আমাদিগের দয়ালু গবর্ণর জেনেরলের সেরূপ ইচ্ছা নয়। এই কারণে তিনি আইনের এই অংশটী সংশোধন করাইবার সংকল্প করিয়াছেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর প্রভৃতির এ বিষয়ে মত কি, এক্ষণে তাহাই জানা যাইতেছে।

আমরা ভাবিতাম ইউরোপের মূর্খ নীচ লোকেরাই দেশীয়দিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের অধিকাংশই তাহাদিগের অপেক্ষা এক কাঠি সরস। পাইওনিয়র পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক জনৈক কমিশনরের যে এক নিষ্ঠুরাচরণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। লেখক বলেন সাহেব এক সাক্ষীকে কোন মকদ্দমায় একজন সাক্ষীকে মুখভঙ্গী ও অঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রশ্ন করাতে তাহার বাঙ্গালাটী প্রথমে তাহা বুঝিতে না পারিয়া চিত্রাপিতের ন্যায় ফেল ফেল চক্ষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সাহেব ইহাতে অবমান বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং তাহাকে রৌদ্রে লইয়া গিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন, একজন কনেষ্টবল তাহাকে এই রূপে কিছুক্ষণ রাখিবামাত্র তাহার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল এবং সে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইহাতেও সাহেবের দয়া হইল না। অনেকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন সাহেব তাহাকে পুনরায় আনাইয়া জবানবন্দী গ্রহণ পূর্ব্বক বহু তর্জন গর্জনে বিদায় দিয়াছেন।

পারিবে। টেলিফোনের বিলক্ষণ চলন হইয়াছে। টেলিফোনের একটী তার দ্বারা তিনটী বা চুল্লির সহিত মিলাইয়া অপেরার যোগ করিয়া দিয়াছেন, অভিনয় কালে উক্ত সদনে বসিয়া চারি জন করিয়া এক একটী তারে সকলে শুনিতে পারিবেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য যাইতেছেন জর্ম্মনি তাহাতে যোগদান করিবার অভিপ্রায়ে রিচষ্টাগ হইতে ৩৮০০০০ মার্ক (মুদ্রা বিশেষ) চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনটী ভিন্ন জাতিকে এক যোগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় নিযুক্ত হইতে এই আমরা প্রথম দেখিলাম।

আমরা দুই সপ্তাহের বঙ্গবাসী প্রাপ্ত হইলাম। লেখা মন্দ হইতেছে না, দোষের মধ্যে কিছু কড়া। সম্পাদক এখন সংবাদপত্রের সহিত কাগজ প্রসূত হইয়াছেন, সুতরাং ইহার এখনকার লেখা দেখিয়া কিছু বিশেষ মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রান্ট ডফ সাহেব সৈদাপেট নামক স্থানে কৃষি কালেজ খুলিবার সময়ে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কেবল শান্তিস্থাপন কেবলমাত্র ও শিক্ষা বিস্তারের জন্যই বিশেষ যত্নবান। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী সুতরাং ইহার উন্নতিকল্পে যত্নবান হওয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্তব্য। এরূপ কালেজ দ্বারা দেশের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, অতএব তাঁহাদের এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই কালেজে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বিজ্ঞানের বলে সমস্তই সম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। জলের ভিতর দিয়া জাহাজ চালানের কথাই আমরা শুনিয়াছিলাম কিন্তু ডৈরালো ফি হারবেসন নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি এক খানি বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানি ১৮ হাত জলের নিম্ন দিয়া ১২ ঘণ্টা যাইতে পারে। জাহাজের মধ্যে বাতাস, গ্যাস প্রভৃতি সমস্তই থাকে, জলে ডুবাইবার সময়ে কয়েকটী কবাট খুলিয়া দিতে হয়, কিন্তু উঠাইবার সময়ে কিছু কষ্ট হইয়া থাকে, ১২ ঘণ্টার পরে বাতাস লইবার জন্য জাহাজ আর আসিতে হয় না, নল দ্বারা বায়ু গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

কাষ্ঠ ও কয়লা পোড়াইবার সময়ে যাহাতে ধূম উত্থিত না হয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম সিপাল ডিবাগ্যুশোর জর্জেনিসী সাহেব ও মহাত্মা পুত্রের সব জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ হইলেন।

৩৯০ জন শিক্ষিত স্ত্রীলোক আমেরিকায় চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছেন।

অরিএন্টাল টেলিফোন কোম্পানি মান্দ্রাজে টেলিফোন খুলিয়াছেন। ইহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ অষ্ট্রীয়ায় যাহাতে কুলী প্রেরিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্ট বোম্বাইয়ের গবর্ণরের আজ্ঞা লইয়া কাপ্তেনকে বোম্বাইয়ে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমাদের জনৈক সংবাদদাতা কাহালগ্রাম হইতে লিখিয়াছেন:—

" আজ কাল বঙ্গদেশেই যে কেবল বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এমত নহে। বিহারেও হাবরে কতক কতক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৯ এ অগ্রহায়ণ এখানে একটী বয়স্ক বাঙ্গালি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহাঁর বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে সপ্ততি বৎসর! ঈশ্বরেচ্ছায় ইনি ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবান্। ইহাঁর ছয় পুত্র পৌত্র এবং কন্যা ও দৌহিত্রে গৃহ অলঙ্কৃত। ইহাঁর এ অবস্থায় এ বৌভাবোধ হইল কেন ঈশ্বরই বলিতে পারেন। কবে এমন বাল্য বিবাহ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে? হিন্দুসমাজ আজিও তুমি এমন বিবাহ দিতে প্রস্তুত। তোমার বর্তমান বিবাহ পদ্ধতিকে ধিক্।"

আমাদিগের চন্দননগরস্থ সংবাদদাতা বলেন তথাকার ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার মর্টিন সাহেব চুঁচুড়ার কয়েকজন লোকের নিকট টাকা ঋণ করেন এবং পরিশোধ না করিয়া এখানে আসিয়া গা ঢাকা দেন। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, সাহেব এখান হইতে আর কোথায় চুঁচুড়ার মহাজনদিগের ভয়ে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু সাহেব এখানেও মহাজনের চূড়ান্ত বুদ্ধি দেখাইয়াছেন। নবীনকৃষ্ণ বাবুর ৮০ হাজার টাকা ঋণ করিয়া গত মাসে এখান হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তবে নবীন বাবু সাহেবের অনেক বসন দ্রব্য নিলামে বিক্রয় করিয়া অনেকাংশে প্রাপ্য মুদ্রা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সঙ্গে দরিদ্র গোয়ালা, রজক, প্রভৃতির অনেকগুলি টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্ম আইন শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি অল্প কালের মধ্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করিয়া উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন, ইনি ইংরাজী ও সংস্কৃত অবলীলা ক্রমে এরূপ বলিতে পারেন যে শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাঁর কথায় নাকি অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম ও মোক্ষমূলরের ন্যায় প্রতিষ্ঠালাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

আয়র্ল্যাণ্ডের জমীদারেরা প্রজার উপর যেরূপ অত্যাচার করেন এরূপ অত্যাচার কোন স্থানেই নাই। সমগ্র ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বুকের উপর বসিয়া জমীদারেরা অত্যাচার করিতেছেন, আর তাঁহারা তাহার নিবারণ চেষ্টা না করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন এ বড় ক্ষোভের বিষয়। আয়র্ল্যাণ্ডবাসীরা এখন ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য আইন বড় কঠোর করা হইতেছে, তাহাদিগের ক্রোধও তত প্রবল হইতেছে। উক্ত মাসিক সংবাদ পত্র বলেন যে, একদা ভারতবর্ষীয় কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আয়র্ল্যাণ্ডের এক জন ভূম্যধিকারীর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, কথোপকথনে তিনি তাঁহাকে এক জন বিশিষ্ট ভদ্র লোক জানিতে পারিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি নাকি তাঁহার প্রজাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই জ্ঞান করেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তদ্দর্শনে সাহেব বলিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষে থাকিতে প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছি, কিন্তু আপনি যেরূপ করিতেছেন, এরূপ করিলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি কোন ক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতাম না, আমার জীবন তাহাদিগের হস্তেই বিনষ্ট হইত।

১৮৮০-৮১ অব্দে ভারতবর্ষে তুলার চাস অতি উত্তম হইয়াছে, অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বিঘা অতিরিক্ত ভূমিতে তুলার চাস হইয়াছে। উক্ত প্রদেশ হইতে ১১২৭৪৮০ মণ তুলা রপ্তানির জন্য প্রেরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে তুলার চাস মন্দ হয় নাই, বোম্বাইয়ে ২৬৬৮০ ও বঙ্গদেশে ১২৬৮০৮ মণ উৎপন্ন হইয়াছে।

চৌরঙ্গীর ভিতর দিয়া যে ট্রামওয়ে খোলা হইয়াছে আগামী মাস হইতে তাহা দ্বারা মাল আমদানী রপ্তানী হইবে। গত মঙ্গলবারে বৈকালে এঞ্জিন দ্বারা গাড়ি চালাইবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

কলিকাতার হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরীশচন্দ্র দে ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে পেন্সন গ্রহণ করিবেন।

বিধবা বিবাহ ক্রমে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া উঠিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীরাও এক্ষণে ইহার উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় ভদ্র লোক বিধবা বিবাহ করিয়া লোকদিগকে আপনাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমেরিকাবাসীগণ প্রাক্‌টন সাহেবকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে, তাহারা বলে মুখে প্রাক্‌টোনের সুখ্যাতি করে বলিয়া ইংরাজেরা প্রাক্‌টোনের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেন্ট লাড ফোর্ড লেসলি সাহেব শীঘ্রই বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবেন। বর্ত্তমান এজেন্ট ক্যাপ্টেন সাহেব ১৮ ই হইতে প্রধান লোকোমটীব সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া জামালপুরে যাইবেন।

বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

প্রভাতী বলেন শ্রীরামপুরের একটী স্ত্রীলোক পুত্রশোকে অধীর হইয়া অলক্ষিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

১৬ ই ডিসেম্বর রাত্রিতে বিডনষ্ট্রীটে এক আশ্চর্য্য রকমের চুরী হইয়া গিয়াছে। চোরেরা গৃহস্বামীর সহিত কথা কহিতে কহিতে এক আরক দ্বারা তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামিনীর মুখ বদ্ধ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাবুর সন্তান সন্ততি নাই; দাস দাসীরাও নাকি ইহাতে লিপ্ত ছিল।

আমাদিগের মজীলপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন, গত ৩ রা পৌষ শনিবারে বেলা ১২ টার সময় জয়নগর [illegible] নামে প্রসিদ্ধ [illegible] ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সমুত্থিত হইয়া সমুদয় ছার খার করিয়া দিয়াছে। একটী সামান্য দোকানদারের অমনোযোগে বিষয় এই দুর্ঘটনা সম্পাদিত হইয়াছে। [illegible] খানি ঘর ও [illegible] চালা সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় এই, অধ্যক্ষদের বাড়ী বিশেষরূপে অগ্নিগ্রস্ত হয় নাই। জয়নগর পুলিস ও জয়নগর মজিলপুরের অনেকগুলি ভদ্রবংশীয় যুবক মিলিত হইয়া [illegible] রক্ষা করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সাধের সংবাদদাতা বলেন—জ্বর দেখা দিয়াছে। একখানি গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম আক্রমণ করিয়া ক্রমে সমস্ত জেলা ব্যাপিয়া উঠিল, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে অবিরাম শান্তভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বেই আবার সাকার [illegible] বিসূচিকা এমন দারুণ ভাবের সহিত দেখা দিয়াছে যে এক একটী গ্রামে প্রবল হইয়া কতকগুলিকে শয্যাশায়িত এবং কতক জনকে অকালে কালকবলিত করিয়াছে।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের যত্নে "[illegible] কোম্পানি লিমিটেড্" এই নামে সম্প্রতি উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী সৈদপুর কাউনিয়া নামক স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অবস্থা ও সুবিধা বিবেচনায় স্থানান্তরে শাখা কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইবে। মূলধন ৩০,০০০ সহস্র টাকা। এই মূলধন ৩,০০০ তিন সহস্র অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের মূল্য দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অংশাধিক আবেদনকালে প্রার্থিত সংখ্যক অংশের সম্পূর্ণ টাকা এক যোগে প্রদান করিতে হইবে।

বিলাতের যুবকদিগের মস্তক ক্রমে ছোট হইতেছে, সুতরাং মস্তিষ্ক কমিয়া যাইতেছে কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

বোম্বাইতে ৬০৬০২৩০ অবিবাহিত পুরুষ ও ২৫১৭৯৩০ রমণী এবং বিবাহিত পুরুষ ৩৫২২২৩১ ও স্ত্রী ৪০১৭০৪৭ আছে। এতদ্ভিন্ন ১১৭৪৭৩৩ বিধবা ও ৪৪৩৩১৭ পত্নীহীন পুরুষ আছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন তিব্বতদেশবাসীরা মৃত ব্যক্তির দেহ কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া থাকে। দরিদ্র লোকদিগের দেহ [illegible] আর ধনী লোকদিগের দেহ [illegible] কুকুরকে খাইতে দেওয়া হয়।

কলিযুগ বলেন পণ্ডিত [illegible] মিশ্র [illegible] নীচ লোকদিগকে মদ্য পান হইতে নিবৃত্ত করিবার একটী উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি [illegible] হইতে কয়েকটি [illegible] ও [illegible] সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের উপর কিছু [illegible] অর্পণ করিয়াছেন। এই যোগীদিগের মধ্যে এক এক জন প্রতি [illegible] থাকিবে এবং যেখানে নীচ লোকেরা মদ্যপান করিবে সেখানে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মদের অপেক্ষা গাঁজা ও ভাঙ ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে। ক্রমে যেমন তাহারা মদ ছাড়িয়া গাঁজা ভাঙ ধরিবে সেই সময়ে তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইবে। যুক্তি ঠিক মন্দ নহে। তাহা পরিণত হইলেই হয়।

জন ষ্টোক নামক এক ব্যক্তি জাহাজে পাট লইয়া চট্টগ্রাম হইতে ইংলণ্ড যাইতেছিল, কিন্তু [illegible] আগুন লাগিয়া প্রায় ৫৫০০০ মণ পাট পুড়িয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের [illegible] বাজারে [illegible] বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible]

চীন যুবকেরা আমেরিকায় বিজ্ঞান শিক্ষাদি শিখিতে গিয়া সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিয়াছেন।

[illegible] একটী [illegible] করিয়াছিল, কিন্তু [illegible] ঘোড়া [illegible] হইতেছে [illegible] ২৪ ঘণ্টা সময় [illegible]।

আমরা শুনিয়া [illegible] কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সহকারী [illegible] যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা [illegible]।

আগামী ৩ রা মার্চ্চ বি, এ ও বি, এল পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। অনুপস্থিত ঠাকুর আইনের অধ্যাপক ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ও ব্যারিষ্টার [illegible] উক্ত পরীক্ষার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

লোহা ও ইস্পাতের মারে পাটে [illegible] আবরণ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন, [illegible] দশ টাকা [illegible] অবস্থিতির শক্ষায়(?) [illegible] "সতী লোক" বলিয়া [illegible] দেখাইয়া [illegible] ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] অতিপ্রায় ছিল।

সাব ডেপুটি এক ইন্‌স্পেক্টর [illegible] উচিত।

দেড় আনা ও তিন আনা [illegible] বিক্রয়ার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট

কের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট

[illegible]

[illegible] বিভাগ।

[illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] বদলী হইলেন [illegible]।

[illegible] যে দিন হইতে আপনার কার্য্য [illegible] দিন হইতে [illegible] বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] কার্য্য [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] কার্য্য [illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] কালেক্টর [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] কালেক্টর [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] বিভাগ।

[illegible] বাবু [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

ভাগলপুর।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পীরপৈঁতির বাবু চন্দ্রকান্ত মহোপাধ্যায়ের লাইসেন্স টেক্স সম্বন্ধে যে আপীলের কথা সোমপ্রকাশ পাঠকবর্গকে বিদিত করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার চূড়ান্ত বিচার হইয়া গিয়াছে। এখানকার মাজেষ্ট্রেট আজিমর বাবু মতি লালের বিচারে তাঁহার ৫০ টাকার স্থলে ১০০ শত টাকার টেক্স স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিচারে চন্দ্রকান্ত বাবুর যে টাকা মাপ হইল, সে সম্বন্ধে আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই; তবে লাইসেন্স টেক্স সম্বন্ধে একটী বিষয় জানিতে বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে। শুনিয়াছিলাম যে লাইসেন্স উঠিয়া যাইবে; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি রাজপুরুষগণ এই বিষয়ে দিন দিন আরও অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেছেন। কাবুল সমর শেষ হইল, লর্ড লিটন ভারতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন, কিন্তু আমাদের এই কণ্টক উন্মূলিত না হইয়া দিন দিন বদ্ধমূল হইতে লাগিল! আবার শুনিতেছি ইংলিশম্যান এবং পাইওনিয়ার প্রভৃতি ইংরেজি সংবাদপত্রগণ একস্বরে বলিতেছেন, ম্যাঞ্চেষ্টরবাসী বস্ত্রবিক্রেতা বণিক-গণের আমদানি বস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার জন্য শুল্কজাত দ্রব্যের উপর হইতে অবশিষ্ট শুল্ক উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইনকমটেক্স প্রচলিত হইবে। আবার ইনকম!

সম্প্রতি কাহালগ্রামের উপরচৌর নামক জনৈক মাড়োয়ারি মহাজন, অনেকগুলি বাঙ্গালি ও অপরা-পর জাতির ব্যবসায়ীদের প্রায় লক্ষ টাকার দেনাকে ফল দিয়া দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। দেউলিয়া হও-য়ায় সময়ে সময়ে অনেকের বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ ও হইয়া থাকে! কিন্তু প্রকৃত মহাজনেরা সহজে দেউ-লিয়া হন না।

পীরপৈঁতির সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার বিপিনচন্দ্র বদলী হইয়াছেন। আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে! তাঁহার বিষয়, তাঁহার ৫ টাকা বেতন হ্রাস হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ধনের ভার হাত পড়িবে, সে কথা বড় অসম্ভব নহে। তাঁহার পদে যিনি আসিয়াছেন, ষ্টেশনে সহায়ভাব রহিতে না রহিতে তাঁহারও ভক্তগণ হইয়াছে!

শীতকাল আসিয়াছে আর পীরপৈঁতি ঘর বাজারে অগ্নি লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবে বুঝি কিছু ক্রোধ হইয়া থাকিবে অগ্নিদেব প্রতি বৎসরই প্রায় অগ্নি লাগিবে, কেন? যে দিন আগ্ন বেশ লাগিয়া ছিল, নবাপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু গ্রামের ও লোকজনের বিশেষ, বিস্তর লোক আসিয়া পড়ায় অগ্নিদেব অতি অল্পই গৃহ ভস্মসাৎ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

পীরপৈঁতিতে আবার বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হই-য়াছে। দুই এক জন এই রোগে আক্রান্ত হইতে ছেন। এক্ষণে দেখিতেছি সকলই বিপরীত। শীত-কালের বসন্ত, আর পরিত্রাণ নাই।

আজকাল বাজার বড় উত্তম। হৈমন্তিক ধান্য অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তিত হয় নাই কিন্তু চাউল ১০ সিকায় এক মনে প্রায় ৫০ সের করিয়া টাকায় বিক্রীত হইতেছে। কিছু দিন পরে আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা আছে। ছোলা টাকায় প্রায় এক মণ তিন সের ১৮০!

সাহেবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বাবু শ্রীকণ্ঠ চট্টোপা-ধ্যায় নামক জনৈক [illegible] একটী মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, তিনি অল্পদিনের মধ্যে সেই ঔষধে প্রায় ১০টী [illegible] রোগীকে আরাম করিয়া দিয়াছেন। এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে নিশ্চয় অনেকের মহোপকার সংসাধিত হইতে পারিবে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সমস্ত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের

মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কালেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৮০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ শাস্ত্র ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমাতিসার, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং জ্বরসংযুক্ত অর বা রক্তাতিসার রোগ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগী-দিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ১, । প্যাকিং ৵০।

চন্দ্রনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং অগ্নিমান্দ্য জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৯ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা।

প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশচ্যুতি (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অংশুমমহি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাজ্বলজ্বলানি, মাথাবেদনা, অর্দ্ধকপালে, দৃষ্টিক্ষীণতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বেদনা ও মড়মড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও রমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাহ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই প্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, মৃতবৎসা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ রোগ জন্য অপূর্ণ সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক সেরের মূল্য ৮ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার বাতরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সন্ধিবাত এবং ... বেদনা, পক্ষশূল, অর্দিত, ... (অর্থাৎ বায়ুনাশিকে ... আক্রান্ত হইয়া অবিরাম ... প্রবাহ) ... প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৸০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৸০ ডাক মাশুল /১০।

কলিকাতা ২৪ নং কালেজ স্কোয়ার ক্যানেল ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৯ আউন্স ৫, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। এর মূল্যে সিঙ্কোনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৬৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব হওয়ার নিয়মে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কর্ণ-রোগাদি, মাংস-রোগাদি, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে যাইয়া করেন।

প্রেরণ সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অসাইঠা, কাশ ও নূতন বক্ষোংকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র বাবার এক কোং অনুমান করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

বঙ্গবাসী

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴১০ । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৸০ ডাক মাশুল সমেত ২৲ মাত্র। কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম ১৸০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধারণের চোখ্ মুখ্ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম। বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল; বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র, এমএ, বিএল; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল, চারুবার্ত্তার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বসু; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়,—ইহা ব্যতীত আরও দুই জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসিতে লিখিবেন। ২৬ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

নং ২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মৃজাপুর কলিকাতা।	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটলডাঙ্গার কালিজ লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাশুল ৴০ আনা।

পাইকপাড়া নর্সরি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর তরু ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আশাতত বোম্বাইয়ের সর্বাধিক বীজ অর্থাৎ টেঁড়স শশা কাঁকুড় বোম্বাই খোরমুজ পেঁড় আকারের বৃহৎ সুমিষ্ট খোরমুজ শাক ইত্যাদি কয়েক রকমের বীজ পুর্ণ কি পেকেটের মূল্য ১৸০ এক টাকা চার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাশুল সমেত ৩৶০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর সুবন্দোবস্তে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি; অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০৷০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৸০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ৷৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫১০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৶০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—ঊনা	১০
" " হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—খিদিরপুর	১০
" " কৈলাসচন্দ্র হালদার—ত্রিমোহনি	৭
" " ব্রজগোবিন্দ সেন—গয়া	৭
" " কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়—ভবানীপুর	৫
" " কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল-সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৯ এ পৌষ। ইং ১৮৮১। ২ রা জানুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩৲ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৵০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
নিমতলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও শুক্রধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাতুক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

বড় শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, ছোট শিশি ১৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহার সেবনে সত্বরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কড্‌লিভর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

আমি সপরিবারে পীড়িত অবস্থাতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থান করিতেছি, আমার নিকটে যাঁহাদিগের চিঠি পত্রাদি পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, তাঁহারা কাকিনীয়ায় না পাঠাইয়া অবস্থিতিস্থানে পাঠাইবেন।

রামপুর বোয়ালিয়া
ঘোড়ামারা পোষ্ট
কুমার পাড়া } শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দৈবকী-নন্দন দেবগণের মধ্যে আগমন, পক্ষিজাতির শরীরতত্ত্ব, ক্রিস্টীশনবংশোদ্ভবীটাচিকেন, মধুমক্ষিকা, সাংখ্যদর্শন, ত্রিভুবন মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফরমে ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। মফস্বলস্থ মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রকাশিত পুস্তক অদ্ভুত ব্যাপার !!

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা অদ্ভুত রহস্য !!

মূল্য মায় ডাকখরচ ১৵০ আনা মাত্র। বঙ্গীয় পাঠক মহোদয়গণ, পুস্তক আবশ্যক হইলে কার্য্যালয়ে স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিব। আপনারা মাশুল দিয়া পুস্তক লইবেন। উপহারে বিশ্বাস !! গুপ্তকথা কতকগুলি সম্বাদপত্রের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সন ১২৮৮ সাল ৩০ এ কার্ত্তিক সোমপ্রকাশে সমালোচনা দেখুন !!

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(কলিকাতা নর্থ মুতাজন টালা ২ নং কার্য্যালয়।)

প্রেরিতপত্র।

কয়েকটী গ্রামের দুরবস্থা।

হেলা বৰ্দ্ধমানের শেষ পূর্ব্বাংশে কালনা থানার অধীনে মির্জাপুরের খাল বা খড়ী নদীর উভয় কূলে শোভাবদ্ধরূপে নারাই, পীপুর, মাধবপুর, গোপী নাথপুর ও চৈতন্যপুর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আছে। ক্রমশঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসন প্রভাবে ভারতবর্ষের কত স্থানের কত প্রকার উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রামগুলির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল দর্শন করিলে সেই অপরিবর্ত্তিত আদিম অসভ্যাবস্থাই স্মরণ হয়, এবং উহা যে কতদিন কালের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়াছে, একথা অনুভব করাও কঠিন হয়। ... পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পূজার সময় ইঁহার আবাসের নিকটে এক দিন ভ্রমণ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেকের নিমিত্ত গ্রামগুলির বাহ্য দুরবস্থা দর্শন করিয়া একপ্রকার মর্ম্মাহত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন, যে স্বয় নামের মধ্যে এক খানি বেঙ্গলীতে সেই অবস্থার কতকটা উল্লেখ করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি এ অঞ্চলে দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া গ্রামগুলির আভ্যন্তরিক অবস্থা সকলের একটু অনুসন্ধান লইতেন, তাহা হইলে নিজ সহৃদয়তাগুণে যে দুঃখানুভব করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। গ্রামগুলিতে সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার সুনিয়ম থাকা দূরে থাকুক, পথ ঘাটের সুবন্দোবস্ত দূরের কথা, অথবা সুখসেব্য জলাদির নল্কো বা পোষ্টাফিসের সুবিধাদির নাই থাকুক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। গ্রামগুলির দরিদ্র অধিবাসিগণ যে সকল দৈব উপদ্রব ও মনুষ্যকৃত অত্যাচারপরম্পরা ... সহ্য করিয়া আসিতেছে, ... হইতে পরিত্রাণ পায়, ... আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান ... আপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেয়।

... কৃষিকার্য্যের ... থাকে, তাহাদের ... কিছুমাত্র নাই। ... নিতান্ত নির্বিরোধ, শিষ্ট ও নিরক্ষর। ... অবস্থার অবশ্য। ... করেক বৎসরাবধি এখানে দৈব বিড়ম্বনায় দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন গ্রামগুলি প্রায় জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট মনুষ্য যে কয়েক জন জীবিত আছে, তাহাদিগের উপর স্থানীয় তালুকদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ আমলা ও গমস্তাদিগের যেরূপ দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহাদিগের অপর উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ফলতঃ এই হতভাগ্য দীন ও দরিদ্র অধিবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক দুরবস্থা সকল যুগপৎ দর্শন করিলে মনে ইহাই ধারণা হয়, যে এই হতভাগ্য মনুষ্যজাতীয় জীবদিগের মা বাপ কেহই নাই। ইহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কোন উৎকট পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত শুদ্ধ দৈব ও মনুষ্যকৃত বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিবার জন্যই জগতের এই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

গ্রামগুলি বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের চুহলাহ ... নিস্কর জমীদারির অন্তর্গত। কিন্তু গ্রামবাসীদিগকে বর্দ্ধমান মহারাজের প্রজা বলিয়া পরিচয় দিবার বা অহঙ্কার করিবার উপায় নাই। কেন না, বৰ্দ্ধমান রাজসংসারের চিরপ্রচলিত রীত্যনুসারে পত্তনি বন্দোবস্তের দ্বারা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের অধীন হইয়া বহুকালাবধি তাঁহাদেরই সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত ও তাঁহাদেরই দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার এবং অনুচিত প্রভুত্ব বিস্তারের এক মাত্র ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। ইহাই গ্রামগুলির যাবতীয় দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। কেন না, জমীদারী পত্তনি লওয়া পত্তনিদারদিগের একটা ব্যবসায়। লাভের জন্যই তাহারা পত্তনি লইয়া থাকে, সুতরাং ন্যায়ে হউক, অন্যায়ে হউক যাহাতে প্রজাদিগের নিকট দশ টাকা লাভ হয়, তাহারা যে সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা করিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রজাদিগের সুখ দুঃখের সহিত তাহাদের সম্পর্ক কি? প্রজারা দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিপতিত হইয়া অনশনেই প্রাণত্যাগ করুক, বা ম্যালেরিয়া জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া, উষধ পথ্য ও চিকিৎসাভাবেই মরুক, কিম্বা শিক্ষা বিরহে মনুষ্য হইয়াও পশুবৎ অধম হইয়া থাকুক, অথবা পথ ঘাটের অভাবেই বহুবিধ কষ্টভোগ করুক, সে সকল বিষয়ে তাহাদের দুষ্টিপাতের প্রয়োজন কি? তাহাতে তাহাদের লাভের বিষয় কি আছে? বরং যে সকল দুশ্চিন্তা করিয়া যে সময়টুকু বৃথা নষ্ট করিবে, সে সময়ের মধ্যে প্রজারা দুর্ভিক্ষাদি দৈব উপদ্রবে একান্ত অসমর্থ হইয়া অগত্যা খাজানার যে টাকাগুলি বাকী ফেলিয়াছে, তাহা আদায় করিবার তদ্বির করিলে, বা অসমর্থ, তাহারা আপন আপন পীড়িত ও দুর্ব্বল শরীরের তপ্ত রক্ত জল করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণোপযোগী যে যৎকিঞ্চিৎ শস্য উৎপাদন করিয়াছে, তাহা ক্রোক করিয়া আত্মসাৎ করিলে, অথবা সামান্য একটা অপরাধের ছলনা করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দুটাকা জরিমানা করিতে পারিলে, তাহাদের অনেক উপকারে আসিবে। বস্তুতঃ সম্পাদক মহাশয়! তালুকদার ও তাহাদের অনুচরবর্গের এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহারের দ্বারাই প্রধানতঃ গ্রামগুলির এই উৎসন্নদশা উপস্থিত হইয়াছে। মনে করুন, যদি তাঁহারা স্বার্থপরতা একটু পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ সদয়চিত্ত ও পরোপকারী হইতেন, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়াদি দৈব বিপদ হইতেও অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা ও লোকহিতৈষিতা দূরে থাকুক, তাঁহারা নিজ নিজ সৌভাগ্যক্রমে এই নিঃস্ব ও অসহায় প্রজাদিগের উপর যে একটু প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রভুত্ব ও ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহার করিয়া থাকেন, যে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুকঠোর বৃটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়া তাদৃশ আচরণ নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই অনেকে বোধ করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা স্বচক্ষে এই "আঁধার গাঁয়ের শেয়াল রাজ" মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার একবার দেখিয়া যান, তাঁহাদের সে বিশ্বাস তখনি যে অপনীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "সিরাজউদ্দৌলা" মহাশয়দিগের সকলগুলিই প্রায় সমান। সকলগুলিই প্রায় এক ছাঁচে গঠিত। তন্মধ্যে একটী অবতার আবার সকলের অপেক্ষা একাকী সরস যাইতেছেন। এই গুণপুরুষের গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেই তাঁহার অধিকারে প্রজারা কেমন পরমসুখে বসবাস করিতেছে, তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। এই জন্য প্রস্তাবটী সুদীর্ঘ হইলেও তাঁহার গুণের একটু পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

এই মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর মহাশয় অতিশয় বৈষয়িক ও কৃপণস্বভাব ছিলেন। তন্নিবন্ধন সমস্ত জীবনে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান। ইনি নিজ উদার আশয়ের সহিত পিতৃসঞ্চিত বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। জমিদারীর "বাজে আদায়" ইহাঁর ও ইহাঁর আমলাগণের এমনি প্রিয় পদার্থ যে সেই প্রিয় "বাজে আদায়ের" ধারা রাখিবার জন্য যদি সত্য ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে হয়, মধ্যস্থ মিথ্যা প্রমাণের সৃষ্টি করিতে অথবা তাহার বিরোধী কোন ব্যক্তিকে জব্দ করিবার জন্য যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, তাহার কিছুতেই তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। একটী অতি অদ্ভুত কৌশলে তিনি বা তাঁহার কর্ম্ম-

চারীরা ঐ সকল সৎকার্য্যে সততই কুকার্য্য করিয়া থাকেন। বিবিধ অত্যাচার করিয়া তাহা প্রকাশিত হইতে না দেওয়াই সেই কৌশল। মনে করুন, একটী প্রজাকে কোন কারণে ধরিয়া লইয়া গিয়া ইচ্ছামত তাহার জরিমানা বা তাহাকে প্রহার করিলেন, অপর যাহারা তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিল, তাহাদিগকেও ঐরূপ অত্যাচারের ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে বা প্রয়োজনমত তাহার সাক্ষ্য দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। অত্যাচারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কোন মতেই তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিল না, বা প্রয়োজনমত তাহার সাক্ষ্য দিতে সাহসী হইল না। সুতরাং উৎপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচরিত হইয়াও আদালতের আশ্রয় লইতে পারিল না, অথবা লইলেও প্রমাণের অভাবে তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। এই সুকৌশলে তিনি তাঁহার অধিকৃত তালুকের ফৌজদারী ও দেওয়ানী ব্যাপার করতলস্থ করিয়া লইয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতেছে, এবং দুঃখী প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াও অনায়াসে পার পাইয়া যাইতেছেন। বিচারপদ্ধতির চমৎকার! ইহাঁর নিকট কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই জরিমানা হইয়া থাকে। প্রায় প্রতিদিবসই এইরূপ সুবিচার বিতরিত হইতেছে, অথচ "ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও যেমন টের পান না" ইহাঁর ও ইহাঁর আমলাগণের কৃত এই সকল সুবিচার কখনও কোন আদালতের কর্ণগোচর হয় না। গ্রামে স্বাধীনচিত্ত সুশিক্ষিত ভদ্র লোক নাই বলিলেই হয়। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারা আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দেন, সমুচিত সুশিক্ষা ও সুমার্জিত বুদ্ধির অভাবে তাঁহারা ইতরলোকেরও অধম হইয়া গিয়াছেন। ইতরলোকদের মনের বল ততটা না থাকুক, সর্ব্বদা স্বস্বকর্ম্ম জীবিকা ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকাতে তাহাদের অনেকের শরীরের একটু বল আছে, কিন্তু ভদ্র নাম মাত্রে অভিহিত ব্যক্তিরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও আলস্যপরায়ণ। ঐ হতভাগ্যদিগের শরীর ও মন উভয়ের কোনখানে কিছুমাত্র বলের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাঁহারা ইতরলোক অপেক্ষাও অপদার্থ, মুটে অপেক্ষাও অপদার্থ, এবং কুক্কুর অপেক্ষাও প্রভুভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা তালুকদার ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগের ঐ সকল অত্যাচারের প্রতিপক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, সমুচিত তেজস্বিতার অভাবে তাঁহারাই আবার উহার প্রধান প্রতিপোষক হইয়া থাকেন। প্রয়োজনমত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ইতরলোক অপেক্ষা ইহাঁদিগকেই অধিকতর অগ্রসর হইতে দেখা যায়। কেন না, ইতরলোকেরা আপন আপন প্রত্যেকপরিশ্রমলব্ধ জীবিকালাভে সমর্থ। কিন্তু ভদ্র নামধারী এই জমিদারের উপজীবী এই ভদ্রশ্রেণী অপরের সেরূপ পরিশ্রমে একবারে অসমর্থ, সুতরাং অন্যায় ও অসৎ উপায় দ্বারা যদি কিছু সহজে উপার্জ্জন করিবার সুবিধা পান, কেনই বা তাহা পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকের অদৃষ্টে সেরূপ উপার্জ্জনও ঘটে না, কেবল তোষামোদমাত্রের বশবর্ত্তী হইয়া শুধু প্রভুর মনস্তুষ্টিসম্পাদনের জন্যই অতি আগ্রহের সহিত অকুণ্ঠিতচিত্তে তাদৃশ অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

একটীমাত্র স্বাধীনচিত্ত অথচ মধ্যবিত্ত ভদ্র লোক পূর্ব্বে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন। ইদানীং চারি পাঁচ বৎসরাবধি উল্লিখিত গ্রামগুলির কোন একখানি গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। তিনি নিজ জন্মভূমির ঐরূপ উৎসন্নদশা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তদ্বিমোচনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছেন। গ্রামবাসী বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার উপায় মাত্র ছিল না, তাঁহারই যত্ন ও উদ্যোগে যেমন হউক একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া প্রশংসার সহিত এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। লোকের চলিবার সুগম পথ ছিল না, তিনিই বহুবিধ যত্ন ও কায়িক পরিশ্রমে সাধারণ চাঁদা দ্বারা কতক টাকা সংগ্রহ করিয়া ও কালনা গ্রাণ্ড রোড ফণ্ড হইতে কতক সাহায্য লইয়া এবং সাধ্যানুসারে নিজ হইতেও কতক দিয়া মির্জাপুরের বড় রাস্তা হইতে নাসাটি থীপুর ও রামেশ্বরপুরের মধ্য দিয়া কুলা গ্রামের শেষ পর্য্যন্ত একটী অতি উৎকৃষ্ট পাকাপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই এই সকল গ্রামবাসী পথিকগণ পরম সুখে যাতায়াত করিতেছে। চিকিৎসার উপায় মাত্র ছিল না, তিনি নিজ ব্যয়ে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা স্মিথ্ ষ্টানষ্ট্রিট কোম্পানির বাটী হইতে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আনয়ন করিয়া দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন, অদ্যাপি অনেকে অনেক উৎকট রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। আমরা যত দূর জানি, নিশ্চয় বলিতে পারি, এই ঔষধ বিতরণ ব্যাপারে গত চারি বৎসরে তাঁহার এক সহস্র টাকারও অধিক ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহাতে তাঁহার আনন্দ ভিন্ন খেদ নাই। দুঃখীন ও দরিদ্র অধিবাসীগণ কোন উপায়ে তালুকদার বা তাঁহাদের অত্যাধিক ক্ষমতার কর্ম্মচারীদিগের নির্দ্দয় অত্যাচার হইতে নিষ্কৃত হয়, ইহাও ঐ মহাশয় ভদ্রলোকের ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু তাঁহার সেই বিমল বাসনা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, অপরকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তিনি নিজেই নানারূপে অত্যাচরিত হইতেছেন। কেন না, তাঁহার সেই সৎ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত "বাঘে আমাদের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই ভয়ে প্রাগুক্ত তালুকদার মহাপুরুষ ও তাঁহার অনুচরগণ উক্ত ভদ্রলোকটির উপর এমনি আড়ে হাতে লাগিয়াছেন, যে যাহাতে তিনি এখানে আর বসবাস করিতে না পারেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান চেষ্টা হইয়াছে। আর আর বৃত্তান্ত পরে লিখিত হইবে।

হ য ব র ল।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

স্থান হইল না বলিয়া জগদ্বন্ধু বাবুর পত্র ও মহাশয়ের পত্র এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না।

সোমপ্রকাশ

১৯ এ পৌষ সোমবার।

বঙ্গদেশের পুলিস।

নিম্ন বঙ্গের পুলিসের ইন্স্পেক্টর জেনারল মহাশয় সাহেব অনেক দিন অবকাশে গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে লায়ল সাহেব তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮০ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর তিনি স্বীয় কার্য্যের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। নিম্ন বঙ্গের সিবিল পুলিসে, মিউনিসিপাল পুলিসে, পূর্ব্ব সীমা প্রদেশীয় পুলিসে, রেলওয়ে পুলিসে এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় পুলিসে সর্ব্বসমেত ৭৮ জন প্রথম শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছেন; ৩৮৩৮ জন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী এবং ১৯৫৫০ জন কনষ্টেবল। ১৮৮০ সালে পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বজেটে ৩৭০০০০৩৯ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ৩৯৫৫০৮০২৮৯/১১ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৮৮০ সালে বঙ্গদেশে ২২৯৩ জন আত্মহত্যা করিয়াছে; পূর্ব্ববর্ষে ২০০৩ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল; অতএব গত বৎসরে ১১০ জন অধিক হইয়াছে। আত্মঘাতীদের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক [illegible] পুরুষ এবং [illegible] জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বর্দ্ধমানেই আত্মহত্যার সংখ্যা অত্যধিক; তথায় ১৬৩ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার, [illegible] যেমন [illegible] তাহাদের মাথা কাটার উপর [illegible] [illegible] কারণেই বিশপাড় [illegible]

থাকে; এ দিকে আবার আত্মশাসনক্ষমতা নাই, সুতরাং সহসা প্রাণবিনাশ করিয়া সকল জ্বালা নিবারণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যা করিবার আর একটি কারণ দেখিতে পাই; অদ্ভুত রুচি থাকিলে [illegible] সাত্ত্বিক ধর্ম [illegible] এবং উগ্র হইয়া থাকে, তজ্জন্য তুচ্ছ কারণে ক্রোধোৎপত্তি হয়, এবং আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। আত্মঘাতিনী স্ত্রীলোকের মধ্যে [illegible] অন্য লোকের অপেক্ষা রুচি থাকিতে [illegible] বিবেচক পুরবাসী স্ত্রীলোকদিগের [illegible] [illegible] [illegible] অনেকাংশ ও অনেক করিয়া আসিতে।

গত বৎসর [illegible] হইয়াছে; [illegible] ১১৮৮ ব্যক্তি [illegible], ১৮৮৩ জন [illegible], [illegible] নরহত্যাপরাধ [illegible] ১৩১৮ অনেকে [illegible] করিয়াছে। [illegible] ১৮৮১ সাল অপেক্ষা গত বৎসর ১৭৭১ জনের [illegible] কম করিয়াছে। অনেক স্থানের অজ্ঞ লোকেরা কুসংস্কারবশতঃ [illegible] হইয়াও তাহার প্রাণ বিনাশ করে না। এই কুসংস্কার অপনীত করিলে নরহত্যার অপরাধও [illegible] অনেক কম হইয়া আসিবে। বোধ করি মাজিষ্ট্রেট সাহেব [illegible] পরোয়ানা দিলে এই কুপ্রথা উঠিয়া যাইতে পারে। গত বৎসর চৌর্য্যাদি অপরাধ, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা [illegible] কম হইয়াছে। ইনস্পেক্টর জেনরল মহোদয় বলেন, (১) শস্যাদি [illegible] উহার প্রধান কারণ [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] [illegible] আদেশ [illegible] পুলিস [illegible] [illegible] [illegible] অনেক পরিমাণে দূরীভূত [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] বিশেষ শাসন [illegible] অনেক কম হই[illegible] বিস্তর [illegible] ডাকাতি এককালে [illegible] [illegible] প্রকার উপদ্রবের নিবারণ হয়, এরূপ ও আমাদের

মত বিশ্বাস হয় নাই। অনেক স্থানেই পুলিসের চরিত্র বিশুদ্ধ হইতে এখনও বিলম্ব আছে; তদ্ভিন্ন সাধারণ বলিয়া থাকে [illegible] ব্যক্তির যদি টাকা থাকে, তবে পুলিসেরও আছে। পুলিস উপস্থিত থাকিলেও [illegible] অনিষ্টাচরণ করিবার যত সুবিধা হয়, অনুপস্থিত থাকিলে তত সুযোগ হয় না।

১৮৮১ সাল অপেক্ষা গত বৎসর দাঙ্গা ও অন্যান্য প্রকার মারপিট বিবাদ কলহের মকদ্দমার সংখ্যা ১৮৩ অধিক হইয়াছে। ইনস্পেক্টর জেনরল বলেন, ডাক্তার প্রণালীমতে পরামর্শ হইলে অনেক স্থলে অনেকটা নিষ্পত্তি হয়, সুতরাং বিবাদ বিসম্বাদ করিতে বিলম্ব অবসর পায়। তদ্ভিন্ন, শস্যাদি সস্তা হওয়ায় সকলের নিকট কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে, অতএব সকলেই মকদ্দমায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যুক্তিটী আমাদের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদনীয় নহে। চতুর্দ্দিকে মদের দোকান খোলা প্রবল হওয়াই বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি হইবার মূল কারণ। শস্যাদি সুলভ হওয়ায় চাষী ও ইতরলোকের হস্তে অর্থ সঞ্চয় হয় নাই; বরং তাহাদের কষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন না, কেবল অনুমানবলে সকল কার্য্যের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলি বলিতে পারেন। আমরা অনেকের মদখাদের আড্ডা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অনুমানের উপর আমরা সত্যতা নির্ভর করিতে পারি না। চাউল ও অন্যান্য শস্য সস্তা হওয়ায় কৃষিজীবী লোকের যাহারা সংস্থান হওয়া দূর হইয়াছে, সমস্ত চাষীর উদরের বস্ত্র আনা শস্য বিক্রয় করিয়াও কেহ স্বচ্ছন্দ হইতেছে না। এ দিকে শ্রমজীবীদেরও মজুরী সস্তা হইয়াছে; তবে শ্রমজীবীর সুবিধা এই, পয়সার পরিবর্ত্তে আনাকানি পারিশ্রমিক লইয়া কতক আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের উদরপূরণ করে; মদের দোকানে শুঁড়ীর অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। কাজেই ইহার অন্যথা কি?

গত বৎসরের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুলিসের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। যে সমস্ত অপরাধী ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই শাস্তি পাইয়াছে। এটী সুলক্ষণ বটে; এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুলিসকর্ত্তৃক অধিক নিরপরাধ ব্যক্তি ধৃত হয় নাই। কোন কোন বিভাগের কনষ্টেবলদিগকে কিছু অতিরিক্ত বেতন দিবার নিমিত্ত ১৮৮০—৮১ সালের বজেটে ১০০০০ টাকা স্বতন্ত্র মঞ্জুর করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর চব্বিশ পরগণা, হাবড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ এবং মেদনীপুরের জিলাস্থ পুলিসের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কনষ্টেবলদিগকে এক এক টাকা অতিরিক্ত মজুরি দিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

চৌকিদারী আইন সম্বন্ধে ইনস্পেক্টর জেনরল লিখিয়াছেন, চব্বিশ পরগণার মধ্যে কোন গ্রামে অপরাধ আর অপ্রকাশিত থাকে না। পূর্ব্বে চৌকিদারেরা সহজে বেতন পাইত না, বর্ত্তমান আইন অনুসারে তাহারা অক্লেশে বেতন পাইতেছে, অতএব নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নবান হইয়াছে। গ্রামস্থ চৌকিদারী পঞ্চায়ত পুলিসের বিস্তর সহায়তা করিতেছেন, তাহাতেও বিস্তর সুবিধা হইতেছে।

চৌকিদারী পঞ্চায়তকী এখনও আমাদের যথোচিত মনঃপূত হয় নাই। গ্রামস্থ সচ্চরিত্র ভদ্রলোকেই এই কার্য্যে ব্রতী হইলে শুভ হয়; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানেরা যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহার যো নাই। আমরা দেখিতেছি, যাঁহারা পঞ্চায়তের মেম্বর হইতেছেন, মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের সঙ্গে অপ্রোচিত সদ্ব্যবহার করেন না। পুলিসের সামান্য কনষ্টেবলের প্রতি যে প্রকার স্নেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পঞ্চায়ত মেম্বরের প্রতিও তদ্রূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কত ও দশ ক্রোশ পথ হইতে এক পরওয়ানা পাঠাইলেন,—“কল্যই প্রত্যূষে হাজির হইতে হইবে।” হাজির হইবার সময় পত্র পৌঁছিল; তাড়াতাড়িতে পদব্রজে উপস্থিত হইতে বেলা চারি প্রহর হইল। হাকিম বাহাদুর তাহা বরখাস্ত করিয়া কতকগুলা ভর্ৎসনা করিলেন,—বেলা তাঁর খানসামাদের খানসামা। আবার কখন কখন তাহাদের কাছে হুকুম দিয়া দুইটা কথা বলিয়া রাখিলেন, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মাননীয় ভদ্রসন্তানেরা এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারেন না। কাজেই অনেক স্থলে কতকগুলা অশিক্ষিত চাষাভুষা চৌকিদারী পঞ্চায়তের মেম্বর হইয়া থাকে। এক দিকে অসন্তুষ্টচিত্ত পুলিসের লোক ও, আবার আর এক দিকে এই সমস্ত নিরক্ষর পঞ্চায়তের মেম্বর, সহায়হীন অল্পপ্রাণদিগকে প্রাণটী কেবল হাতে করিয়া থাকিতে হয়।

আমরা সকলেরই যে পুলিস ও পঞ্চায়ত মেম্বরকে অপাত্রক এবং অত্যাচারী বলিতেছি, তাহা নহে। কিন্তু স্থানে স্থানে চাষী প্রভৃতি লোকের অভাব নাই। অতএব আমরা ভরসা করি, হাকিমেরা যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ এবং সম্মান করিলে পঞ্চায়ত মেম্বরের মধ্যে অনেক সৎকুলোদ্ভব ভদ্রসন্তান পাইতে পারিবেন, তদ্বারা দেশের বিশেষ হিত সাধিত হইবে।

সকলেই নীচ জাতিরা চৌকিদারী কার্য্যে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। এ দিকে হত্যাকাণ্ড প্রায় নীচ জাতির

লোক। অতএব চৌকিদারদের সঙ্গে তাহাদের জানাজানি হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তদর্থে অধিকের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। কিন্তু এতদংশে জাত্যভিমান এখনও সাতিশয় প্রবল হইয়া আছে; অপেক্ষাকৃত ভদ্রজাতিরা যে চৌকিদার হইবে, সে দিন আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের চৌকিদারদিগের কর্ম্মটী যত নীচ হউক বা না হউক, তাহাদের প্রতি নীচের অধম ব্যবহার করা হয়। গ্রামে কনষ্টেবল কিম্বা পুলিসের অন্য কোন লোক পদার্পণ করিল অমনি চৌকিদারের হৃদয় থর থর কাঁপিতে লাগিল। চোরের অধম পাহারা প্রহরার সঙ্গ করিতে হয়, পুলিসের মাল মাথার উপর বহন করিতে হয়; আবার পুলিসদেবতার ষোড়শোপচারে ভোগের আয়োজন করা চাই; কোথা রুই কাত্‌লা মাছ, কোথায় খাঁটি দুধ ঘি, তাহার অনুসন্ধানে এ পাড়া ও পাড়া সে পাড়া টো টো করিয়া ফিরিতে হয়। বাপে খেদান ও মায়ে তাড়ান ভিন্ন এ সকল কি অন্যের কাজ? ক্রমে চৌকিদারদিগের বেতন বৃদ্ধি হইলে এবং পুলিসকর্ম্মচারীরা সদ্ব্যবহার করিতে শিখিলে উত্তরকালে অপেক্ষাকৃত কিছু ভদ্রজাতীয় লোক মিলিতে পারিবে, এমন আশা করা যায়।

চৌকিদারী আইন প্রচলিত হওয়ায় এখন প্রজাদিগকে নিয়মিতরূপে কর দিতে হইতেছে, অতএব গ্রামস্থ প্রজারা যাহাতে রাত্রিতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারে, এমন বন্দোবস্ত করা উচিত। আমরা অনেক গ্রামেই দেখিয়াছি, চৌকিদারেরা প্রায় রাত্রিকালে স্বীয় স্বীয় গৃহের বহির্ভূত হয় না। নির্ম্মল পূর্ণিমার রাত্রি হইল, ঝড় বৃষ্টি শীত বাত কিছু না থাকিল, তবে ইচ্ছা হইল ত একবার চৌকি দিতে বাহির হইল, নচেৎ নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখে নিশিভোর করিল। চৌকিদারেরা নিজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হইলে প্রজালোকের অর্থ ব্যয় নিষ্ফল। আমাদের আর একটী প্রস্তাব আছে। চৌকিদারদিগকে একটী একটী বন্দুক দিলে ভাল হয়। প্রতি রবিবারে তাহারা থানায় গিয়া প্যারেড্ শিখিবে এবং উপযুক্তমত গুলি চালাইতে অভ্যাস করিবে। চৌকিদারদিগের হস্তে একটী লাঠি কিম্বা বল্‌লা থাকে, ডাকাতি পড়িলে তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। আমরা দেখিয়াছি,—ডাকাতি পড়িল, চৌকিদারেরা সাহসপূর্ব্বক মিলিতও হইল; কিন্তু নিরস্ত্র, উপায় কি? অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া আসিতে হইল। হাতে বন্দুক থাকিলে চোরেরও ত্রাস থাকিবে, চৌকিদারেরও সাহস জন্মিবে। এই কয়েকটী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট সদ্বিবেচনায় লইলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

ডাক্তার হণ্টর এবং মান্দ্রাজ মেল।

ভারতবর্ষে অভ্যাগত সিবিলিয়ানদের মধ্যে মহাত্মা শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মনস্বিতা, তেজস্বিতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার সমকক্ষ লোক অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা ও কার্য্যদক্ষতার ত কথাই নাই। এ পর্য্যন্ত সমস্ত গবর্ণর জেনেরল ইহাঁর কার্য্য প্রণালীতে যার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পরশ্রীকাতর ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার নিন্দার উদ্যোগ করেন। প্রসিদ্ধ ভারতবিবরণ (গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া) প্রকাশিত হইয়াছে; তদ্বৃত্তান্ত আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে গত সপ্তাহে অবগত করিয়াছি। ঐ বৃহৎ কার্য্যটী হণ্টর সাহেবের অমিত শ্রম অধ্যবসায় এবং গুণবত্তার পরিচয় স্বরূপ। স্থানিক তথ্য সংগ্রহে তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম্মচারিদের নিকট ঋণী আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া অন্য কোন ব্যক্তিই ভারতবিবরণকে এমন উৎকৃষ্টরূপে সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, মাৎসর্য্যের তাড়নায় অনেকানেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, হণ্টর সাহেব অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য পাইয়াও স্বীয় প্রকাশিত পুস্তকে তাহা বিশিষ্টরূপে স্বীকার করেন নাই। আমরা এই অযথা অনুযোগে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। হণ্টর সাহেব স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে কখনই ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না। তিনি ভারতবিবরণের ভূমিকাতেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকে যাহা কিছু গুণপনা আছে, তাহার অধিকাংশ ফলই আমার সহকারী কর্ম্মচারিদের লোকলোচিত যত্নের উদ্যমের ফল। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভাগীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ আমাকে স্ব স্ব স্থানের বিস্তারিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। তাঁহাদেরই নিঃস্বার্থ শ্রমের গুণে আমি এ প্রকারে ভারতবিবরণ লিখিতে সক্ষম হইয়াছি।" হে পাঠক! বলুন দেখি, কৃতজ্ঞতা আবার কিরূপে প্রকাশ করিতে হয়? প্রতিবাদীরা কি হণ্টর সাহেবকে দন্তে তৃণ করিয়া গললগ্নবাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে উপদেশ দেন? রাসায়নিকেরা বলেন, শীতে সকল দ্রব্য সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু শীতপ্রধান দেশীয় লোকের সদ্বিবেচনাও যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতাম না। গুণবান্ ব্যক্তিকে ভূরি ভূরি উৎসাহ প্রদান করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর। উৎসাহ পাইলে গুণীর হৃদয় আরও শত গুণ তেজে বিস্ফারিত হইয়া পড়ে, অচিরে তাহার গুণপনা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অনর্থক নিন্দাবাদে সমাজের মঙ্গল নাই।

শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেবের প্রতি হঠাৎ কোন কোন ব্যক্তি এরূপ অমূলক অভিযোগ করায়, কিয়দ্দিন হইল মহাত্মা ইলিয়ট সাহেব শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেবের প্রতি অমূলক দোষারোপ খণ্ডনের নিমিত্ত স্বীয় সহকারিদের প্রতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার দিয়াছে প্রকাশ করেন। তদ্দৃষ্টে মান্দ্রাজ-মেল সম্পাদকের চিত্তটা কিছু যেন বিচলিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"এক্ষণে কথা হইতেছে এই, শ্রীযুক্ত ইলিয়ট সাহেব তাঁহার বন্ধুর দোষাপনোদন সম্বন্ধে প্রস্তাবটী যে ভাবে লইয়াছেন, প্রকৃত তাহা নহে। তিনি যৎপরিমিত সহায়তা লাভ করিয়া এক ছত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সারিয়া দিয়াছেন, আমরা সে কথা ততটা ধরিতেছি না। কিন্তু হণ্টর সাহেব তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রেরিত উপকরণ যে প্রণালীতে স্বীয় কার্য্যে লাগাইয়াছেন এবং যে প্রকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা কি ভাবিবেন? "ভারত বিবরণ" পুস্তক লইয়া কোন গুলি হণ্টর সাহেবের স্বহস্তলিখিত এবং কোন গুলি তাঁহার স্বজনগণের রচিত, ইহা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিহ্নিত করা যায়, তবে এ কার্য্যে সম্পাদকের নিজের গুণপনা কতটুকু আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট স্ফুট প্রতিপন্ন হয়। স্বীয় বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় তিনি যে বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অবশ্য পাত্র হইয়া উঠিবেন এবং বোধ হয় "কে, সি, এস, আই," উপাধি লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি যে প্রণালীতে উক্ত কার্য্য সমাধান করিয়াছেন, সে কারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ উপাধি পাইতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। "এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার" সম্পাদক কিছুমাত্র যশোভাজন হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি সরল চিত্তে অপর সাহেবের লিখিত প্রস্তাবগুলি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হণ্টর সাহেব অন্যের নিকট হইতে যে সমস্ত আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয় স্বয়ং প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।"

মান্দ্রাজ মেলের সম্পাদক বিলক্ষণ ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার লেখনী হইতে এবম্বিধ বাক্য বিনির্গত হয়, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ ছিল যে বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থানের বিবরণ প্রেরণ করিলে হণ্টর সাহেব তৎপরে ঐ সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া তাঁহার স্বরচিত ভাষায় বদলে পরিণত করিবেন। প্রথম প্রথম তদনুসারেই কার্য্য চলিতেছিল, অবশেষে গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তখন আর পাঁচ জন সহকারী কর্ম্মচারী

নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে প্রস্তাব বিশেষে লেখকদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। হণ্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার অপরাধ কি আমরা জানিতে পারি না। তিনি সহকারীদের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না, এ দোষারোপ নিতান্ত অমূলক। অন্যের কথা কি উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ানদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ হইতেই পারেন। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তদীয় অধীনস্থ সহকারী ছিলেন। তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে যাঁহারা ত্রৈলোক্য বাবুকে জানেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে,—ইনি অসামান্য কর্ম্মকুশল ও সুচতুর ব্যক্তি। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়া থাকেন। মহাত্মা বক্ সাহেব, বার্ট্ট সাহেব, ক্রুশার সাহেব, এটকিন্সন সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অজস্র সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি, অন্যান্য কাহারো অপেক্ষাই সকলে ত্রৈলোক্য বাবুর বিলক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন, হণ্টর সাহেব গেজেটিয়র সঙ্কলনে কেন তাঁহার প্রতি এত প্রীত ও কৃতজ্ঞ হন? এটী কি হণ্টর সাহেবের অমায়িকতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় নহে? এটী কি তাঁহার সরল চিত্তের গুণ নয়? আমাদের বিশ্বাস তিনি গেজেটিয়রের ভূমিকায় যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। তাঁহার গুণগ্রহণ আর কিছুই দোষ দিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি (কে, সি, এস, আই,) উপাধি লাভের যে উপযুক্ত তাহা স্পষ্টই করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের ঋণদায়ে কারারুদ্ধির ব্যবস্থা।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে "বর্দ্ধমান হাসপাতাল" শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম,—গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী ঠিক শূন্যনলীর ন্যায়, যখন চড়ি তখন দেখিনা পড়ি। কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নানাপ্রকার কার্য্যে এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। কিছুদিন অতীত হইল, মহাজনেরা অন্তঃপুর স্ত্রীলোকদের প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করেন; তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিতে যত্ন করিতেন, নানা প্রকার কষ্ট দিতেন। যাহাতে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা অপমানিত না হন, সে কারণ সকল সংবাদপত্রেই এ বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি আন্দোলনেও এ সম্পর্কে একখানি আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। ফলতঃ অপরাধিনী একেবারে দণ্ড হইতে মুক্তি পাউক এমন ইচ্ছা কাহারও নয়, তবে স্ত্রীলোকদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না ঘটিতে পারে, সেই উদ্দেশে আইনটী কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করাইবার নিমিত্তই সকলে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এমনি অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী যে, ঐ আইনের একেবারে চূড়ান্ত সংশোধন হইয়া যাইতেছে, অতঃপর আর কোন স্ত্রীলোক কারারুদ্ধ হইবে না, এতদ্দেশীয়েরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি শিক্ষ সাহেব বলিয়াছিলেন, মহাজনেরা আদালতে ডিক্রি পাইয়া টাকা আদায় করিতে ঘোর কষ্টে পড়িয়া থাকেন। এ প্রকার কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, উত্তমর্ণ ডিক্রি পাইলেই অধমর্ণ অমনি নিজ সম্পত্তিগুলি গোপন ও বেনামী করিতে আরম্ভ করেন; পরিশেষে ইন্সলভেন্ট লইয়া সকল দায় হইতে অব্যাহতি পান। আমরা প্রতিদিন চক্ষুর্দ্দিকে দেখিতেছি, শঠ এবং প্রতারক ব্যক্তি কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বলিবার নহে। প্রবঞ্চনা করাই অনেকের দৈনিক ক্রিয়া এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজ সম্পত্তিগুলি গোপন করিয়া কেহ স্বীয় স্ত্রীর নামে করিয়া রাখেন, কেহ আত্মীয় স্বজনের নামে করিয়া রাখেন, মহাজনেরা ডিক্রিজারি করিলে কিছুই পান না। পরিশেষে কারারুদ্ধ করিবেন, বিধানের আশ্রয় ইন্সলভেন্সী আছে। প্রবঞ্চক অবশেষে তাহারই শরণাপন্ন হয়। আমরা দেখিতেছি, দেনদারদের দণ্ডবিধি একেবারে রহিত করা কোনক্রমে বিধেয় নহে।

ইহাতে সাধারণ লোকের অনেক সময় ঘোর অসুবিধা ও কার্য্য ক্ষতি হইবে। টাকা ঋণ দিলে যদি তাহা আদায় করিবার উপযুক্ত উপায় না থাকে, তবে কেহ দায়গ্রস্ত হইলেও ঋণ পাওয়া দুর্ঘট হইবে। ইহাতে ব্যবসায়ীদের পদে পদে ক্ষতি হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হইলে তিনি না পাইতে পারেন। বিশেষ বিশ্বাস ও পসার ভিন্ন কেবল সম্পত্তি দেখিয়া কেহই টাকা কর্জ্জ দিবে না। গৃহস্থ লোক বিপদাপন্ন হইলে হঠাৎ কেহ টাকা কর্জ্জ পাইবে না। কিন্তু দণ্ডবিধি প্রচলিত থাকিলে সকলের মনে ত্রাস থাকিবে, অতএব কেহ কাহাকেও প্রতারণা করিতে সাহস করিবে না।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেনদার প্রবঞ্চক প্রায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনেক স্থানে পুরুষেরা স্ত্রীলোককে সং সাজাইয়া মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে। অবলা অল্পবুদ্ধি প্রতারণা বুঝিতে পারে না, অজ্ঞাতসারে ফাঁদে পদার্পণ করিয়া পরিশেষে ঘোর দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে বেনামি প্রথাটী প্রচলিত না থাকে, তাহার ই দৃঢ়তর উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোনরূপে বেনামি প্রকাশ হইলে তজ্জন্য বিধান করা উচিত। বেনামি প্রথা রহিত হইলে স্ত্রীলোকঘটিত মকদ্দমার অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তবে যে স্ত্রীলোক বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহার দণ্ড হওয়া অনুচিত নয়।

১৮৮০—৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শিক্ষা বিভাগের প্রতি যেরূপ তীব্র দৃষ্টি, তাহাতে সকল বিভাগের অপেক্ষা এ বিভাগের শীঘ্রই বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই রিপোর্টমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ক্রফট সাহেবের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা গত বর্ষের ফলাফল কিছু শুভ বলিয়া বোধ হইতেছে। এ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৮১৩১ টী নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার ছাত্রসংখ্যাও ১০২৪৫৯ হইয়াছে। যাহা হউক, প্রতি বর্ষে যে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

অব্দ	বিদ্যালয়	ছাত্র
১৮৭৮	৪৭৮০	৫২০৪৯
১৮৭৯	৭০৬০	৮৬৩০৭
১৮৮০	৬০৫৮	৯১৩২৩
১৮৮১	৮১৩১	১০২৪৫৯

পাঠক! এক্ষণে দেখুন এই তিন বৎসর অপেক্ষা এবৎসর এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চারি বৎসরে সমুদায়ে ২৬০২৯ টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও উহার ছাত্র সংখ্যা ৩৩২১৩৮ হইয়াছে। বালক দিগের বিদ্যা শিক্ষার অনুকূল কারণই এই শুভ ফল প্রসবের মূল। কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি লোকের কষ্ট গিয়া গত বর্ষে অবস্থা কিছু সচ্ছল হয়, এবং স্থানে স্থানে নূতন বিদ্যালয় হওয়াতে অল্প ব্যয়ে বালকগণের লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হওয়াতেই বালকের সংখ্যাও এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক শিশুগণ এক ক্রোশের অধিক দূরে বিদ্যাশিক্ষার্থ যাইতে পারে না, এবং পিতা মাতা ও ভরসা করিয়া পাঠাইতে পারেন না। এ কারণে ও অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বে পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিতেন না, এরূপ

বিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল আর উহার অভাবেও যে এখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে আমাদিগের তাহা বোধ হইতেছে না। প্রতি গ্রামে যাবৎ এই রূপ এক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তাবৎ উহার অভাবে দুর্ভিক্ষ হইবে না।

১৮৭৭ অব্দে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০,৫৭৮ ও ছাত্র সংখ্যা ৫৮৯১৫১ ছিল, এই সমষ্টির সহিত বিগত চারি বৎসরের বিদ্যালয়-প্রবিষ্ট বালক সংখ্যা ধরিলে সমুদায়ে ৯২৮৪৮৯ হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের পুরুষের সংখ্যা ৩৪০০০০০০। শতকরা ১৫ জন হিসাবে বালক ধরিলে ৫১০০০০০ হয়। এই সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে প্রতি ৬ জনের মধ্যে একজন বালক এক্ষণে বিদ্যালয়ে যাইতেছে। এই রূপ বালিকাদিগের ও ১৫০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। এক্ষণে বঙ্গদেশে যত প্রকার শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাদিগের সাধারণ অবস্থা কিরূপ নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

	১৮৮০		১৮৮১	
শিক্ষার প্রকার ভেদ	বিদ্যালয়	ছাত্র	বিদ্যালয়	ছাত্র
কালেজ	২০	২০৮০	২০	২৫২৬
উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়	২০০	৩৮৬১৮	২১৮	৪২৫৫৮
মধ্য শ্রেণীর " "	৫৫৫	৩১৮১২	৫৮৮	৩৫০৩৮
উচ্চশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়	১০৮৫	৫৫৫৬২	১০২৮	৫৪ ৭৮
নিম্ন শ্রেণী "	১৯১৮	৫৫৭১৬	১৭০১	৫১৭১৮
প্রাইমারি "	৩৫২২৮	৬১৩৫৫২	৫১৭১৯	৭০১২৫৮
বিশেষ বিদ্যালয়	৫৮	৩৫২০	১৫২৫	১৩৫৩৭
স্ত্রী বিদ্যালয়	৩৫৭	১৫১৬৮	৮২৮	১১৫৮৭
ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বিদ্যালয়	৬৬	৫৫৩২	০	০
সমষ্টি	৩৯৯৭৬	৮ ১০৩০	৫১৫০৭	৯২৮৪৮৯

উল্লিখিত সমষ্টির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজের কালেজ স্কুল প্রভৃতি ৩০১ ছাত্র সংখ্যা ২৯৭৭৫। সাহায্যপ্রাপ্ত ৫৩৯১০ ছাত্র সংখ্যা ৭৭৭১৯৭, সাহায্যহীন ৬৭১৪ ছাত্র সংখ্যা ১২১৫৭১।

এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য গত বর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ব্যয়ের তালিকা	অনুমিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
পরিদর্শন আদি কার্য্যে	৪১৮১০০	৪৪৩০৪৭
কালেজের সাহায্যার্থ জন্য	৪৪১৫৫৮	৪৫৬৯৭৪
গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়	৬৭৭১০০	৬৯১৭৩১
উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সাহায্য	৫২৫০০০	৫১৩৩৩১
প্রাথমিক শিক্ষায়	৫০০০০০	৫০৭১৮৬
বালকদিগের বৃত্তি	১৬০০০০	১৫০৮০৭
অন্যান্য ব্যয়	৪৮৭৪২	৩৭৩৩৬
সমষ্টি	২৪৫১৭০০	২৫৭২০৭১
আয় বাদে	২৯৬৬৬১	৫১৭৬৫৮
গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সমষ্টি	২০৮৩৯০৭	২০৫৫১১৪

অন্যান্য বৎসর সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহে গবর্ণমেণ্টের ৫৫০০০০ টাকা ব্যয়িত হইত, কিন্তু গত বর্ষে হ্রাস করিয়া ৫১১১১১ করিয়াছে। এই রূপ হ্রাস করিয়া দেওয়া আমাদিগের বিবেচনায় সঙ্গত হয় নাই। সাধারণতঃ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে যেরূপ শ্রম করিতে হয় তাহাতে সচ্ছল অবস্থার লোক এ বিভাগে কার্য্য করিতে আইসেন না। অবস্থার অসচ্ছলতা হেতু যাঁহারা মাষ্টারি বা পণ্ডিতি স্বীকার করেন, এরূপ বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগের কি বেতন বৃদ্ধি কি পদোন্নতি কিছুরই আশা থাকে না, তাঁহারা একপ্রকার উৎসাহ বিহীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদিগের যেরূপ অল্প বেতন তাহাতে তাঁহাদিগের উদরান্নের চিন্তায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন না। অন্নের অভাব যত তাঁহাদিগের দূরগত হয়, বালক তাঁহাদিগের দ্বারা সেই পরিমাণে অধিক পাইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের বরং কিছু অধিক অর্থ সাহায্য করাই উচিত, তাহা না করিয়া হ্রাস করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

বিদ্যালয় সমূহের যে আয় ব্যয় অনুমিত হইয়া ছিল, গত বর্ষে তদপেক্ষা ২২০০০ টাকা অধিক ব্যয় ও ৪৫০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। বালকদিগের বেতন ও জরিমানায় যে আয় ধরা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৪০ হাজার টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। ডাইরেক্টার সাহেব এটীকে শুভ লক্ষণ বলিয়া বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে কর্তৃপক্ষেরা বালকদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য অধিকতর যত্নবান। এস্থলে বালকদিগের বেতন বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। একটী বিশেষ নিয়ম ব্যতীত কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দেখা উচিত ভারতবর্ষে ধনী অথবা দরিদ্র কোন্ শ্রেণীর বালক নিয়মিতরূপে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই ধনিলোকের পুত্রেরা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করে। ধনিসন্তানদিগের মধ্যে এরূপ অনেক আছে যাহারা দুই চারি মাস বিদ্যালয়ে দিয়া পরে নিয়মিত সময়ে আহারাদি করিয়া কোন দোকানের অথবা কোন বাগানে গিয়া সময় কাটায়, মাস কাবার হইলে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বেতন লইয়া মহাশয়দিগকে ব্যয় করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে বালকের নাম আছে কি না কর্তৃপক্ষেরা তাহার সন্ধানও লন না। এবং শিক্ষকেরাও তাহা জানেন না। কিন্তু দরিদ্র সন্তানের অবস্থার বালকেরা সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সকাল বিকালে বালক পড়াইয়া উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে, পরের কাছের টাকা হয় ত ঠিক সময়ে আদায় হয়না, কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে বিদ্যালয় অথবা কালেজের নিয়মানুসারে দণ্ড দিতে হইল। নতুবা অধিনায়কেরা কিছু বলে দেন না। দণ্ডস্বরূপ যে টাকা আদায় হয় তাহা দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থার বালকদিগের উপর দিয়াই হইয়া থাকে। এই কারণেই দণ্ডের নিয়মটী আমাদিগের তাদৃশ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে না।

এদেশের মুসলমানদিগের বিদ্যানুরাগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সম্যক ফলোপধায়ক হইতেছে না। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১৮৭৯—৮০ অব্দে যতগুলি বালক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল গত বর্ষে তাহার হ্রাস হইয়াছে। অন্য বিভাগের মুসলমান বালক নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে কেবল একজন মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। চিকিৎসা বিভাগে কেহই নাই, এক্ষণে কালেজ ও স্কুলে যে সকল বালক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে শতকরা ১৮৷ ও ২০ জন মাত্র মুসলমান বালক আছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় তাহাদিগের সংখ্যা কম নহে। গত বর্ষে যতগুলি প্রাইমারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ছাত্র সংখ্যা ১০৮০০০ উহার মধ্যে ৩১০০০ মুসলমান। কথা যে সন্তোষকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে এই রূপ বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি তাহার কারণ এই, বাস্তবিক মুসলমানদিগের বিদ্যানুরাগিতা জন্মে নাই। তবে বালকেরা যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়া আপনার স্বার্থ বুঝিয়া লইতে পারে, জোতজমী হিসাব প্রভৃতি করিতে পারে, জমীদারের প্রজা দাখিলাদি বুঝিয়া লইতে পারে এই উদ্দেশ্যেই পিতামাতা পুত্রগণকে লেখা পড়া শিখিতে দেন। সুতরাং এই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষায় উহাদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই সকল কারণে এক প্রকার বিনা বেতনে কলিকাতার মুসলমান

বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি মহম্মদ মহসীনের প্রদত্ত অর্থ হইতে শিক্ষার্থি-কারী মুসলমান বালকদিগের বেতনের তিন অংশ দিবার প্রস্তাব প্রদর্শন করাতে মুসলমান বালকের সংখ্যা শতকরা ৭৪ হইতে ১২ হইয়াছে। প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মুসলমান বালকগণকে পূর্ব্বে হিন্দুবালক দিগের সহিত সমান বাঙ্গালা পড়িতে হইত বলিয়া তাহারা আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিত না। কিন্তু লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহাদিগের সে অসুবিধা দূর করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা সহিত অল্প ২ কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করাতে এখন ঐ সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার উঁহার রিপোর্টের এক স্থানে বলিয়াছেন, স্থানীয় লোক-দিগের বন্দোবস্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। অতএব এই কার্য্য রাজপুরুষ ও কমচারণ লোকের উপর ন্যস্ত করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ছোটলাটেরও এ বিষয়ে তাঁহার ঐকমত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দেশে স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি যত বৃদ্ধি হইবে শিক্ষা বিভাগের ততই উন্নতি হইবে। অত-এব দেশের সকল লোকেরই বিদ্যালয়ের এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। স্থানীয় উৎসাহশীল লোকদিগেরই এ কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদিগের উপ-রেই দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে কথা সত্য, কিন্তু আমরা উপরেই বলিয়াছি দরিদ্র অথবা মধ্যবিধ অবস্থার বালকেরাই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার উপকারিতাও বুঝেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যেরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত তাহাতে এ কার্য্যে তাঁহাদিগের অভিনিবেশ সহকারে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা নাই, এ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে অবশ্য উহার উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, সময় উহার পরিদর্শনাদি করিতে হইবে কিন্তু তাঁহাদিগের সে অবসর কোথায়? আর ও সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের যে যত্ন নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি না। [illegible] গবর্ণমেন্ট যে তাঁহাদিগের ক্রমে এক একটী ভার ন্যস্ত করিয়া এক একটী দায় হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন, সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। [illegible] অনন্যমনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অবসর নাই, গবর্ণমেন্ট যাবৎ প্রজার অবস্থার উন্নতি [illegible] না করিতেছেন তাবৎ এ আশা [illegible] সম্ভাবনা নাই।

ধনিলোক দিগের মধ্যে এ প্রয়োজন নাই বলি-লেই হয়, তবে যে দুই চারি জনের আমরা দেখিতে পাই, স্বার্থ[illegible] তাহার মূল উদ্দেশ্য। তবে কৃত-বিদ্য লোক উঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে উহা সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু বৃহস্পতি রাজা ও বুধ মন্ত্রী সকল স্থানে [illegible]।

আসামে গোয়ালপাড়াবাসিরা ব্রিটিশ শাসনে থাকিয়াও যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহারা যে একখানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আজ আমরা এই স্থলে প্রকাশ করিয়া সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেন্ট পত্রখানির প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করেন।

আমরা আসামে প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়া নিবাসী। আসাম, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ একটী রেবেনিউবর্ত্তী মহল; আমরা সেই রেবেনিউ-বর্ত্তী মহলের প্রজা হইয়া বঙ্গদেশবাসী প্রজা-বর্গের ন্যায় সুবিচার ও সুনিয়মের সচ্ছন্দতা লাভ প্রত্যাশা করিয়া থাকি। উহার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে থাকিয়াও যে আমা-দিগকে এত দূর দুঃখভোগ করিতে হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

অতি পূর্ব্বকালে গোয়ালপাড়া নিবিড় অরণ্যময় এবং আসামীদিগের আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পরে দয়াবান্ গবর্ণমেন্ট এ জেলায় হেড কোয়ার্টার স্থাপন করাতে এ স্থানের রাস্তা ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার উন্নতিই সাধিত হয়। কিন্তু হেড কোয়ার্টার ধুবড়ীতে নীত হওয়া অবধি এ স্থানের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সহরের এবং মফস্বলের সমস্ত স্থানই পূর্ব্ববৎ জঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-গণের অবহেলায় ও মিউনিসিপালিটির কর্তব্যজ্ঞান শূন্যতা বশতঃ নগরের সকল পথই কর্দ্দমময়, স্থানে স্থানে জল ও জঙ্গলময় এবং নগরের অধিকাংশ পয়ঃ-প্রণালীই বদ্ধ, সুতরাং পূতিগন্ধ নির্গত হইয়া প্রজাবর্গের বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। আমাদের আশা ছিল যে নগরের পথগুলির জীর্ণসংস্কার হইবে। কিন্তু উল্লিখিত পথসমূহের জীর্ণসংস্কার জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ধুবড়ীর পথ প্রস্তুত করণার্থ তথায় নীত হওয়াতে আমরা সে আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছি।

অনেক পথ নষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। বর্ষাকালে উক্ত খাল সমূহের দ্বারা বহু দূর জলপ্লাবিত হইয়া প্রায় সমুদায় সহরকে আর্দ্র করিয়া তুলে; পরে তাহাকে নানাজাতীয় উদ্ভিদ পচিয়া তাহা ম্যালেরিয়ার আকরভূমি হইয়া উঠে। উল্লিখিত কারণেই গত দুই বৎসর হইতে এখানে ম্যালেরিয়ার এক রূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গোয়ালপাড়াবাসীগণকে শারীরিক অসচ্ছন্দ-তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্লেশও বিলক্ষণ সহ্য করিতে হইতেছে। সদর ষ্টেশন উঠিয়া যাওয়া অবধি এখানে এক জন মাত্র বিচারক আছেন। তিনিও আবার সবডিবিসনেট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত নহেন। বিজনী, সিডলী, মেচপাড়া ও গোয়াল-পাড়া প্রভৃতি স্থানে অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক বাস করেন। তাঁহারা এক একটী সামান্য দেওয়ানী মকদ্দমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন। ছোট আদালতের ভার বর্ত্তমান বিচারকের হস্তে সমর্পিত হইলে এবং আর এক জন বিচারপতি এখানে উপস্থিত থাকিলে গোয়ালপাড়াবাসিদিগকে এত কষ্ট পাইতে হয় না এবং মকদ্দমাও মুলতুবি পড়িয়া থাকে না।

উল্লিখিত অভাব এবং দুঃখ সমূহ নিবারণার্থে আমরা ক্রমান্বয়ে স্থানীয় ডেপুটী কমিশনর ও চিফ কমিশনর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছি-লাম। কিন্তু বোধ হয়, হতভাগ্য গোয়ালপাড়াবাসি-দের চীৎকারে তাঁহারা বধির হইয়াছেন নতুবা এ পর্য্যন্ত আমাদের দুঃখ নিবারণের কোন আয়োজনই দেখি-তেছি না কেন।

প্রাপ্ত।

আদর্শ লিপি (১)।

* ইউরোপে কাপিবুক একটা সামান্য জিনিস, কেন না বহুদিন হইতে উহার সৃষ্টি ও ক্রমো-ন্নতি হইয়া এখন সাধারণের এরূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি লেখা পড়া শিখিবে কাপিবুক দেখিয়া তাহাকে হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন করিতেই হইবে; সুতরাং ঐ দেশে এখন আর কাপিবুকের সমাদর নাই। কিন্তু আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষার কাপি বুক একটী নূতন জিনিষ। কারণ [illegible] লিখিত আদর্শ লিপির ন্যায় সুশৃঙ্খলাবদ্ধ উৎকৃষ্ট বর্ণাবলীর আদর্শ ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই।

আমাদের দেশে যে অদ্যাপি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট বর্ণ-লেখক বর্ত্তমান আছেন, কালীময় বাবুর আদর্শ লিপি প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা তাহা অবগত ছিলাম না। তিনি আদর্শ লিপির বিজ্ঞাপনে এই

(১) শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। ৫৭ নং [illegible] ষ্ট্রীট কর্ণওয়ালিস প্রেসে মুদ্রিত এবং ৫৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি, বানার্জি কোম্পানির পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যায়।

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও পাঠশালার বালকগণের উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষর দেখিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট করিবার প্রধান উপায় স্বরূপ যে কাপিবুক বাঙ্গালা ভাষায় তাহার একখানিও না থাকায়, তিনি তাঁহার কাপিবুকের সৃষ্টি করিলেন এবং বিজ্ঞাপনে এরূপ প্রার্থনাও করিয়াছেন যে, স্কুল ও পাঠশালার পরিদর্শক ও বালকদিগের অভিভাবকবর্গ বালকগণের হস্তাক্ষরের উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার আদর্শলিপি মনোনীত করেন। আমরাও কালীময় বাবুর সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি সহকারে সাধারণের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা স্ব স্ব শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণকে হস্তাক্ষরের উন্নতির জন্য এক একখানি ঐ আদর্শলিপি প্রদান করেন।

যিনি সাধারণের উপকারের জন্য আন্তরিক যত্ন ও উপযুক্ত আয়োজন করিয়া থাকেন, তাঁহার সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহ পাইবার অধিকার আছে। বস্তুতঃ ঐ আদর্শলিপি খানি দেখিলেই প্রতীত হয় যে, কালীময় বাবু উহার সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। উহার সংযোজন প্রণালীও উৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক। অতএব শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণের হিতার্থে যিনি এত করিয়াছেন তিনি আমাদের অবশ্য ধন্যবাদের যোগ্য।

পুস্তক সমালোচনা।

নিরজা। আর্য্যদর্শনী নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস প্রণীত। কলিকাতা ১৬৭ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট [illegible] প্রেসে মুদ্রিত। এখানি প্রণয় ঘটিত বিয়োগান্ত উপন্যাস গ্রন্থ। অধুনা অনেক স্থলে প্রাচীন নিয়মানুসারে পিতা মাতা স্ব স্ব পুত্র কন্যার মত গ্রহণ না করিয়া ঘটকের দ্বারা বিবাহের যে সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, তাহারই অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বরকন্যার বাসরে দেখা শুনার প্রথা থাকা নিবন্ধন কত যে শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে গ্রন্থকার নায়ক হরকুমার ও নায়িকা নিরজার চিত্রে তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

হৃদয়ে বিষাদ। ভবানীপুর [illegible] প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতাগ্রন্থ। নামেই বিষয়ের পরিচয় হইতেছে। গ্রন্থকার স্ত্রী-বিয়োগে কাতর হইয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। মন চঞ্চল থাকিতে যখন অতি সামান্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ, তখন হঠাৎ এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে কতদূর অকর্ত্তব্য তাহা বলা যায় না। গ্রন্থকার এখানি লিখিয়া নিজ দুঃখের ভার কিছু কমাইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার চিত্তের লঘুতা প্রকাশ হইয়াছে। কবিতাগুলি সরল ও হৃদয়গ্রাহক এবং মুদ্রণ কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভীষ্মের শরশয্যা। হৃদয়ে বিষাদ ও প্রণয় প্রসূন প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানি নাটক। মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া কবিতায় এখানি রচিত হইয়াছে। পদ্যে নাটক লিখিয়া পদ্যের ন্যায় ভাব প্রকাশ করা ও পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু গ্রন্থকার যেখানকার যেরূপ ভাব তাহা রক্ষা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। কবিতাগুলি সরল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হওয়াতে এখানি সাধারণ লোকের সহজ-পাঠ্য হইয়াছে।

প্রেম মন্দাকিনী নাটক। শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। কলিকাতা ইণ্ডোহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। রামায়ণ অবলম্বন করিয়া এখানি বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত নাটকের ধরণে এখানিকে রচনা করিতে যাওয়াতে আসল ও নকল দুই ধাঁচ হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে আত্মচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রচনা চাতুর্য্য ও বর্ণনা কৌশল না থাকাতে হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

মাধব সংবাদ। কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ ও পুনর্মিলন। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। এখানির আগা গোড়া গানে পূর্ণ। গানগুলি নিতান্ত মন্দ নহে।

গো মহিমা। কাশীর বাবু হরিশ্চন্দ্র প্রণীত। হিন্দু শাস্ত্রে গো জাতির পবিত্রতা ও মহিমা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত আছে, ইহাতে তাহারই সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। মুসলমানদিগের সহিত গোহত্যা লইয়া হিন্দুদিগের এখন যে গোলযোগ ঘটিতেছে, এ সময়ে সুন্দর পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়াতে লোকের প্রতি হিন্দুদিগের আস্থা আরও দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ ডিসেম্বর। সাল্ভেশন সম্প্রদায়ের একটি স্ত্রীলোককে সমন দিয়া আনা হয়, তিনি জামিন দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। কেটিন্ পীড়া নিবন্ধন কারামুক্ত হইয়াছেন।

ডব্লিন ২৫ এ ডিসেম্বর। দক্ষিণ টিপেরারির [illegible] অসন্তুষ্টতা প্রকাশ করিতেছে।

রোম ২৫ এ ডিসেম্বর। অদ্য পোপ বক্তৃতা করিয়াছেন তাঁহার পর দিন দিন লোকের অবস্থা মন্দ হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে যে আরো অধিক পীড়াপীড়ি হইবে তাহা তাঁহার ধারণা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ ডিসেম্বর। সুলতান [illegible] লিখিয়া জানাইয়া এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে ইহাতে [illegible] শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটিতেছে।

আয়ারলণ্ড ২৫ এ ডিসেম্বর। ডিলনের [illegible] কতকগুলি পদস্থ লোককে লইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি [illegible] না করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কারণ যে বিষয়ে সম্পন্ন করিলে উদ্ধার হইতে [illegible] উপদেশ দিয়াছেন, এবং ইহাতে বলিয়াছেন, পরস্পর জাতীয় ঐক্যতা রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। [illegible] এবং চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত শীত হইয়াছে। লোকে বলে নিউইয়র্কে এরূপ কখন ঘটে নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ ডিসেম্বর। [illegible] অধিকাংশ তিনি মুক্তি দান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ ডিসেম্বর। এইরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করা হইয়াছে, আয়ারলণ্ডের যে সকল স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল স্থানের লোককে [illegible] ডাকে নোটিশ পাঠান হইবে।

আলেকজান্দ্রিয়া ২৬ এ ডিসেম্বর। [illegible] যুদ্ধ [illegible] চলিতেছে।

লণ্ডন ২৬ এ ডিসেম্বর। আয়ারলণ্ডের যে যে জিলায় গোলযোগ [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা [illegible] যে যে অপরাধ হইয়াছে তাহার কারণ কিরূপ [illegible] কি না ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]।

প্যারিস ২৬ এ ডিসেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসীর [illegible] যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা [illegible]।

বার্লিন ২৬ এ ডিসেম্বর। [illegible] একখানি সংবাদ পত্র একটী প্রস্তাব লিখিয়া এই আন্দোলন প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] সংক্রান্ত [illegible]।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। লিভরপুল নামক স্থানে অগ্নি লাগিয়াছে। একটি বৃহৎ সভার আয়োজনকে ম্যাকফর্সন নামক স্থানে গোলার দ্বারা উড়াইতে চেষ্টা হইয়াছে। যে সকল লোক পত্র দ্বারা [illegible] প্রকাশ হইয়াছে যাহারা গোলা দেয় তাহাদিগকে ধরিবার নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

আফগানস্থানের সংবাদ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমীর হীরাটের দলের লোকদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। তিনি উহাদিগের এক এক জনকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁর অত্যা-

তাহে লোক সকল উন্মত্ত হইয়া উত্তেজিত হইয়াছে। অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়া ইহাদের দলে আসিয়া বাস করিতেছে।

আমীরের সহিত অযুবের বিবাদকালে মোলার মহম্মদ আকুন্দকে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হওয়াতে আমীর তাঁহাকে দূর করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ আফগান স্থানের দুরাণী নামক জাতির উপর অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন। ক্রমে ইঁহার উপর লোকের যেরূপ বিরক্তি জন্মিতেছে আর কিছু দিন এরূপ থাকিলে কান্দাহারে তাঁহার আধিপত্য রক্ষা করা ভার হইবে। সদার মহম্মদ ইসক খাঁ তাঁহার বিপক্ষে কতকগুলি লোককে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তুর্কিস্থানের সৈন্যদিগের আমীরের প্রতি যে বিশ্বাস আছে মহম্মদ ইসক তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আয়ুব দক্ষিণ আফগান স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ঘতাজা প্রভৃতিরা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, কান্দাহারের সদারেরা তাঁহার জন্য সকলেই অনুতাপ করিয়া থাকেন। কফিস্থানের আসাতিক নামক জাতিকে আমীর কর্ম দিবার আশা দিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না দেওয়াতে তাহারাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজদিগের আফগান স্থানের বিজয়ী যোদ্ধাদিগকে এই মাসের মধ্যেই পদক প্রদান করা হইবে।

আফগান যুদ্ধের সময়ে কমিসরিয়েট বিভাগে আসিয়া জুটিয়া অনেকে অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে। এক্ষণে তাহা প্রকাশ হওয়াতে সকলে হলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

২৫ টাকা পুরস্কার।

গত ৬ ই অগ্রহায়ণ। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী "পারবস্তী" পরগণার মধ্যস্থিত "উজন বাড়ীয়া" গ্রামে নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাক্সের একটী দোনলা, একটী জোড় পাগড়ীওয়ালার এবং একটী টোপের সমেত (... নম্বরের) বিলাতি রেশমী ... লম্বা এক হস্ত ৫।৬ অঙ্গুলি পরিসর, ... নূতন সেপের) (তৎসহ আরো অন্যান্য দ্রব্যাদি চুরি গিয়াছে। উক্ত তারিখের পর কোন দিবসের উপর যদি চোরের থাকে, তবে সে ... অগ্রাহ্য। আর যিনি উক্ত নম্বরের বন্দুক অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরিউক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রী তারকনাথ দাস চৌধুরী।
সাং উজন বাড়ীয়া।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের হুগলীর সংবাদদাতা বলেন "গত সোমবার রাত্রিতে দৈনহাটী থানার অন্তর্গত কাটাডাঙ্গা গ্রামে কালী ঘোষ নামক এক গোয়ালার বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম ডাকাইতেরা প্রায় ১০।১২ জন সশস্ত্র আসিয়া উক্ত ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় আহত করিয়া প্রায় পাঁচ ৫।৬ শত টাকা নগদ ও অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তদারক হইতেছে। আহত ব্যক্তি নাকি দুই একজন দস্যুকে চিনিতে পারিয়াছে।

দৈনহাটীর উত্তর গোরিজাগ্রামে অনেকদিন হইতে সপ্তাহে দুইদিন গুড়ের হাট বসিত। বৎসরাবধি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযত্নে মূলাযোড়ে গুড়ের হাট বসায় উক্ত দুই হাটই ভাঙ্গা পড়িয়াছে, তজ্জন্য হুগলীবাসীদিগের বিশেষতঃ দোকানদারদের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

এ বৎসর হুগলীর অন্তঃপাতী অনেক গ্রামে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এক্ষণে কিছু কমিয়াছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়তগণ যদ্যপি আবর্জনা বিশিষ্ট পুরাতন পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কারের পক্ষে যত্নবান হন তাহা হইলে বিস্তর সুবিধা হয়।"

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০০৸৵০ হইতে ১০০৸০/

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৬৪)	১০২।০
৪॥০ ১৮৭১ (১৮৬৯)	১০০।০
৪॥০ ১৮৭১ (১৮৬০)	১০২।০
৫॥০ ১৮৭২ (১৮৬০)	
৫ ১৮৭৭ (১৮৬৭)	১০২।০

মেদিনীপুর খাজুরী হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন। যদি কোন ষ্টিমার কলিকাতা হইতে সাগর সঙ্গম অভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে তাহার গঙ্গা-পথের মধ্যে খাজুরী নামক ঘাটে ষ্টিমারখানি একবার থামিলে বোধ হয় সেখানকার এবং অন্যান্য স্থানের প্রায় এক শত কি ততোধিক আরোহী সংগ্রহ হইতে পারিবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যদি ষ্টিমার গমনের ও উক্তস্থিত স্থানে দণ্ডায়মান হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা সাধারণ লোকের মধ্যে সংবাদ দিয়া যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে পারি। অতএব যে ষ্টিমার গঙ্গাসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হইবে, তাহার অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত ঘাটে ষ্টিমারখানি থামাইলে সাধারণের বড়ই উপকার এবং বিস্তর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। খাজুরীতে ষ্টিমারে আরোহণ করিলে কি নিয়মে কত ভাড়া লাগিবে অধ্যক্ষ মহাশয় সবিশেষ অবগত করাইলে আমরা অনুগৃহীত হইব।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন কোতলপুর ও উহার পশ্চিমাঞ্চলবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? কেই বা তাহাদিগের অনবরত অশ্রুপাত দেখিয়া একবিন্দু অশ্রু না ফেলিয়া থাকিতে পারে? হায় কত পুত্র, কত জননী ক্রোড়শূন্য হইয়া গেল! চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কোন শব্দই নাই। শুদ্ধ ম্যালেরিয়াই বা কেন, ওলাউঠাও দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ইংরাজদিগের পেশোয়ারস্থ সৈন্যগণ আপন আপন বন্দুক প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে।

২৭ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সমষ্টি ৩৩৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

একব্যক্তি ডিপুশেট্ ঘাট হইতে লিখিয়াছেন। কামারহাটীর দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি গত যে মাসে বোর্ড-অব-রেভেনিউ হইতে কিছু লবণ ক্রয় করেন। প্রায় ৭ মাস পরে অক্ষয়কুমার গুহ নামক একজন পুলিস সব ইন্সপেক্টর হঠাৎ এক দিবস তাহার কিয়দংশ ক্রোক করেন। দুর্গাচরণ তাঁহার পাস্ প্রভৃতি দেখান কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট দেন। তখন অত্যাচরিত ব্যক্তি এই বিষয়ে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গোচর করেন তিনি সব ইন্সপেক্টরের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। সবইন্সপেক্টর এদিকে বিনা হুকুমে দুর্গাচরণ লবণ বিক্রয় করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ গ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ এই সময়ে রেভেনিউ-বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট আদালতের বিচারযোগ্য ঘটনার একখানি নকল প্রার্থনা করেন, মকদ্দমাও মুলতুবী থাকে। অক্ষয় এদিকে লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে লবণের গুদামদার বলিয়া হাতে হাতকড়ি দিয়া ধৃত করিয়া আনে এবং দুর্গাচরণকে ও উক্তরূপ দুরবস্থা করিবার ভয় প্রদর্শন করে। পরিশেষে ইঁহাদিগের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়াতে বিচারপতি মকদ্দমা ডিসমিস্ করিয়া দিয়াছেন, এবং অক্ষয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আদেশ দিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুমোদনানুসারে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স তাঁহার কর্ম্মস্থানের সম্পত্তির আয় ছাড়া বার্ষিক ৪০০০০০ টাকা, এডিনবরের ডিউক ২৫০০০০, কোনটের ডিউক ২৫০০০০, প্রিন্স অফ ওয়ে-

ল্যাণ্ডের স্ত্রী ১০০০০০, রাজকুমারী রয়েল ৮০০০০, যুক্ত রাজকুমারী এলিস, রাজকুমারী হেলেনা, ও লুইস, প্রত্যেকে ৬০০০০, রাজকুমারী মেরি ৫০০০০, রাজকুমারী অগষ্টস ৩০০০০, কেম্ব্রিজের ডচেস ৩০০০০, কেম্ব্রিজের ডিউক ১২০০০০, ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ৬০০০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বেতিয়ার মহারাজ কুমার হরেন্দ্রকিশোর সিংহকে দেওয়ানি আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গত বর্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মির্জাপুরের এলাকায় জঙ্গলে ৮০৫০০ মণ গালা পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৫৮৬৭ মণ রপ্তানির জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গত বর্ষে আসামে ২৮ টী নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্ব বর্ষে ইহার সংখ্যা ১২০০ শত ছিল, এই কারণে ইহার ব্যয় ১৭৫৫৫৮ হইতে ১৯০৮৫৯ টাকা হইয়াছে।

টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন মেজার বেরিং ও সার লিউইস ম্যালেটের কথায় ও পরামর্শে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি তুলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মিষ্টার রামচন্দ্রিয়া ত্রিবাঙ্কুরের চিফ জষ্টিসের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ইটালীয় বাজিকর চিয়ারিণি সাহেব সোমবার কলিকাতায় নূতন নূতন ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন।

দিনাজপুরের ওয়াল্টারন্যাশ নামক এক ব্যক্তি রাসায়নিক লবণকে সর্প বিষের মহৌষধ বলিয়া আবিষ্কার করিয়া গত জুন মাসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন।

কলিকাতা মনিঅর্ডার আফিসের তহবিল অত্যন্ত কম পড়িয়াছে। কেহ কি মোটামাট চক্ষু দান করিয়াছেন?

রেঙ্গুনের নিকটস্থ কালানামক স্থানে মঙ্গলবার রাত্রিতে একটী কারখানায় অগ্নি লাগিয়া অনূ্যন চারিলক্ষ টাকা দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর প্রভৃতি বিচারপতিগণ যাহাতে বৎসরের শেষে হিসাব পত্র ও রিপোর্ট প্রভৃতি নিয়মিত প্রদান করেন, হাইকোর্ট তজ্জন্য এক সারকিউলার প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার এ বিষয়ে ত্রুটী হইবে, তিনি অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

শ্যামাচরণ দাস মল্লিক নামক এক ব্যক্তি গত ১৯ এ নবেম্বর হাইকোর্টে বিচারপতিদিগের বিচারের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে নালিশ করিয়া মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। অভিযোগকারী বাদীগণের অন্তর্গত পটুয়াখালির মুন্সেফি আদালতের এক জন উকীল ছিলেন। প্রায় ৬ বৎসর হইল আদালতের এক জন কর্ম্মচারী মুন্সেফের নিকট গিয়া বলে যে শ্যামাচরণ বাবু একটী দলিলের উপর আদালতের অজ্ঞাতসারে মোহর করাইবার জন্য ঘুষ দিয়াছেন। মুন্সেফ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিজ দোষ স্বীকার করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন, পরিশেষে মুন্সেফ বাবু তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করেন এবং বলেন, তিনি অপরাধ স্বীকার করিলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবেন। অবশেষে উকীলেরাও এ বিষয়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিদ করাতে তিনি উক্ত দোষ আপনার ঘাড়ে লয়েন। কিন্তু ঐ জিলার জজ সাহেবেরা ঐ কথা শুনিয়া হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন। হাইকোর্ট তাঁহাকে উকীল শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দেন। যাহা হউক, শ্যামাচরণ বাবু অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত এই দীর্ঘকাল নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়।

দরিদ্র কৃষকদিগের শিক্ষার জন্য বোম্বাইয়ে ৯৯ টী বিদ্যালয় আছে। কৃষকেরা দিবসে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে, রাত্রিতে এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এই বিদ্যালয় সমূহে ২৮৮২ জন ছাত্র আছে।

গত ২৬ এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তথায় একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট সূচিকর্ম্ম সকল ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহারই উৎকর্ষ বিধানার্থ এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

ভূমিকম্পে নাকি অষ্ট্রিয়ার চিয়ম নগর রসাতলে গিয়াছে।

আমেরিকার এক যুবতী বোষ্টনের প্রধান বিচারালয়ে ওকালতী করিবার জন্য বিচারপতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভবিষ্যতে স্ত্রীলোকদিগকে ওকালতী করিতে না দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বাষ্টারের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য নিজামরাজ্য গবর্ণমেণ্ট সিংহম নামক স্থান হইতে ১০০০০০ বস্তা চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

কি উপায়ে দেশীয় কর্ম্মচারীরা প্রভুর একাধিপত্য হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, এই বিষয়ে যিনি উত্তম প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার পত্রের সম্পাদক তাঁহাকে ১ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।

এইরূপ জনরব মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস চার্লস টর্ণার সাহেব মফস্বলের কাছারিসমূহ উঠাইয়া দিয়া স্থানে স্থানে দশ এজেন্সি রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিত বেতন পাইবেন না। মকদ্দমার সংখ্যানুসারে একটী মোট ফুরান থাকিবে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে অহিফেনের ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিলাতে একটী সভা হইয়াছে। সভ্যগণ আজ কাল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নবেম্বর মাসে এই সভার অনেকগুলি অধিবেশন হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে সেফিল্ড নামক স্থানে এই সভার এক অধিবেশন হয়। ইয়র্কের আর্ক বিশপ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ম্যাঞ্চেষ্টরের বিশপ ইহাতে বিলক্ষণ যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগী সভা থাকাতেই বিশেষ ফল এখনও দর্শে নাই। ইহারা অহিফেন ব্যবসায়ের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা আপন অধিকৃত স্থানের বাণিজ্য এক চেটিয়া করাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণের অন্তঃকরণে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহারা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন, শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ইহার একটী নিষ্পত্তি করিতে বলা হইয়াছে, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের কমিশনর সাহেব ইহার একটী বন্দোবস্ত করিবার জন্য মান্দালয়ের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ছাপার কার্য্য সকল কণ্ট্রাক্ট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনেক টেণ্ডর ইহার জন্য পড়িয়াছে, কিন্তু সরকারী বন্দোবস্তে মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে বর্ষে বর্ষে যে ব্যয় হইয়া থাকে, টেণ্ডার দাতারা তদপেক্ষা অধিক মূল্য চাওয়াতে তিনি তাহাদিগের টেণ্ডর গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। আগামী ৩ রা জানুয়ারি পুনরায় টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। চুক্তির নির্দ্দিষ্টকাল দশ বৎসর স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মুদ্রাঙ্কনের ভার ভিন্ন ভিন্ন কণ্ট্রাক্টরকে দেওয়া হইবে, এক জনকেই যে সকল কাজ লইতে হইবে, তাহা নহে। সাধারণের কার্য্যোদ্যোগিতা উত্তেজিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্যই আমাদিগের গবর্ণর জেনরল এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিহারের জমীদার সভার সভ্যগণ তথায় আত্মশাসনপদ্ধতি প্রচলিত করিবার উদ্দেশে পাটনার কমিশনরের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানী চুঁচুড়ার সম্মুখস্থ গঙ্গার উপর শীঘ্রই সেতু নির্ম্মাণ করিবেন। এই কার্য্যে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। এই সেতুটী প্রস্তুত হইলে ঐ রেলওয়ের গাড়ি একবারে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিবে।

রুশ সম্রাট একদা যখন পীতার বৈঠকখানায় বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন সেই সময়ে দুইজন বণিক মাতাল হইয়া বলপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, সম্রাট ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তরবারির আঘাত করিয়াছিলেন, বিচারে প্রথম তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইয়াছিল, শেষে তাহার পরিবর্ত্তে করিয়া ৩ বৎসর দুর্গে অবস্থিতি করিবার আদেশ হইয়াছে।

একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, জাপানের রাজা এখন আর ইংলণ্ড হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া আনিতেছেন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার জাতীয় শুভবাদিনী সভার বাবু সম্প্রতি তথায় দুটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

আর একজন আদর্শ বিচারপতি আবার আমাদিগের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁর নাম ব্রিমস। ইনি লালগোলায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা বলেন, ইহাঁর অত্যাচারে স্থানীয় লোকেরা যার পর নাই উত্ত্যক্ত হইয়াছে। ভদ্র লোকের কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি ইনি আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের পুত্রের সহিত এক তুচ্ছ বিষয় লইয়া যেরূপ নীচাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে বিস্মিত হইয়াছি। ইনি একদা বায়ু সেবন করিতে যাইবার নিমিত্ত ধনপৎ সিংহের পুত্রের নিকট একখানি গাড়ি চাহিয়া পাঠান। তিনি তাহা প্রদান করিলে সাহেব আহারের উপর লইয়া গিয়া গাড়ি খানি ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং অবশেষে তাঁহার উপর বিরক্ত হন, পরে একদা উক্ত ব্যক্তির এক সামান্য অপরাধে বিলক্ষণ অভিযোগ করিয়া যথেষ্ট অপমান করিয়া উপকারের প্রত্যুপকার করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহীপুর জমীদার বাবু বিপ্রদাস পাল চৌধুরী বিলাতের মিডলবরোর কারখানায় লৌহকরণ কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। তিনি অধ্যবসায়গুণে অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কারখানার কাজ ভালরূপে শিক্ষা না করিয়া ফিরিয়া আসিবেন না। শুনা যাইতেছে তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং কারখানা স্থাপন দেশের লোককে ঐ কার্য্যে শিক্ষা দান করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের মিড্‌ল টেম্পলের প্রথম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমেরিকার এক ব্যক্তি তত্রত্য লোক সমূহের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তিনি বলেন নিউইয়র্কে ধনী, ফিলাডেল্‌ফিয়ায় সম্ভ্রান্ত, বোষ্টনে বুদ্ধিমান লোক, ওয়াশিংটনে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে লইয়া সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, কিন্তু নিউইয়র্কে অর্থবাহিতা, ফিলাডেল্‌ফিয়ায় বোনেদীয়ানা, বোষ্টনে বেদাভিচর্চ্চিতা এবং ওয়াশিংটনে শিষ্টাচারিতা প্রবল।

[illegible] সাহেবের মৃত্যুতে হারিসন সাহেব কলিকাতার পুলিস কমিশনর ও মিউনিসিপাল সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মথুরার শেঠেরা মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন।

১৭ ই পৌষ (৩১ এ ডিসেম্বর) বেলা ৭॥০ টার সময়ে আমাদের এ অঞ্চলে ভূমীকম্প ও জলকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প প্রায় ৩। ৪ মিনিট ও জলকম্প ১০ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল।

গবর্ণর জেনেরলের কাশী দর্শন উপলক্ষে তত্রত্য বাঙ্গালীরা একটী স্থায়ী স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নামে বর্ষে বর্ষে কয়েক জোড়া সুবর্ণপদক পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বাহিরের টোলের যে সকল ছাত্র সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তাঁহারাই এই পুরস্কার লাভ করিবেন।

বরদার রাজার সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষে মহাসমারোহ ব্যাপার উপস্থিত। বিস্তর লর্ড লেডি এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। লর্ড ইল্‌চেষ্টার ও তাঁহাদের আরো কত দম্পতিরা বেগে বিলাত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রুশ সম্রাটের বাঁচা ভার দেখিতেছি। সম্প্রতি তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য আর একটী চক্রান্ত হইয়াছিল। দুই জন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কন্যা দুই জন ইহুদী ও কয়েক জন বিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাতে লিপ্ত থাকায় ধৃত হইয়াছেন। ইহারা সম্রাটের গ্যাচিনাস্থ অট্টালিকা দগ্ধ করিবার জন্য একটী নূতন কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই কলের মধ্যে কতকগুলি বারুদ ও গোলাগুলি পূর্ণ ছিল, অগ্নি স্পর্শে ইহা শূন্যে উঠিতে পারে, ইহা যেখানে পড়ে সেই স্থানে ফাটিয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়াতে সম্রাট বাঁচিয়া গিয়াছেন।

সি, এন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডি, কে ঘোষ আইনের শেষ পরীক্ষায়, ঢাকার ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, পি, এল রায় গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাটিন ও গ্রীকের পরীক্ষায়, এ, এল সাণ্ডেল ও আজিজউদ্দিন আহম্মদ চিকিৎসা শাস্ত্রের ৩ য় ও এম, এল দে ২ য় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আজিজুদ্দিন আহম্মদ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশুতোষ চৌধুরী কাম্ব্রিজের সেণ্ট জন কালেজে, মহেন্দ্রনাথ মিত্র মিড্‌ল টেম্পলে, এস, পি সিংহ লিঙ্কোলনসইনে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

নীলমণি মীর মহম্মদ ও কলিকাতার টী, ডি বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার্থে বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

অযোধ্যার রাজা রামপাল সিং ও কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব একজন উদ্ভিদ-বিদ্যা-নিপুণ ব্যক্তি। ইনি এদেশে আসিয়া অবধি এ গাছ, সে গাছ আনাইয়া তাহার পরীক্ষা প্রভৃতি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার ১৮৮০—৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৮—৭৯ অব্দে যত কলেজ ও স্কুল ছিল, গত বর্ষে তদপেক্ষা ১১৯১১ কমিয়া গিয়াছে। ঐ বর্ষে সমুদায়ে তথায় ১১৪০৩ টী বিদ্যালয় ছিল। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ৬২০০ বিদ্যালয়, ছাত্র ২০৫০৭৫, সাহায্যকৃত ৩৫৫ বিদ্যালয়, ছাত্র ১১০৭১, প্রাইভেট স্কুল ৬০; ছাত্র সংখ্যা ১২৫২। সমুদায় শিক্ষা-বিভাগের আয় ৪৭১৯৬০ টাকা। ইহার মধ্যে ৫০৪০১ মিউনিসিপালিটীর সাহায্য ও ১১৬৫৭১ চাঁদা দান, ১১৬৮৭৪, বেতন ও ৭১৬৬৭ পুণ্যার্থ দান। ব্যয় ১১৭৫৯৩৩ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১৫০৬২৪৩ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

লাহোরের ৪৫ জন ধনী লোক একত্র হইয়া তথায় ময়দা ও তৈলের এক একটী কল খুলিয়াছেন। ইহাঁদিগের শীঘ্রই একটী কাগজের কলও খুলিবার সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র বলেন, সম্প্রতি ষ্টেটেন দ্বীপে অত্যন্ত অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই বৃষ্টির সহিত তথায় বিস্তর ভেক পতিত হইয়াছিল।

আয়ার্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই মার্শাল ল জারি হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলেই ত আয়ার্লণ্ড উৎসন্ন যাইবে। গবর্ণমেণ্ট কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবেন?

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে অতঃপর যখন কর্ম্ম খালী হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ অথবা এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ভিন্ন অপর কেহই তাহা প্রাপ্ত হইবেন না।

বিলাতের সেণ্টপল গির্জার জন্য ৪২০ মণ ওজনের একটী ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে ২০৪ জন সিবিলিয়ান আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ১৮ জন ছুটী লইয়া বিলাত গমন করিয়াছেন। আর ২৩ জন ছুটী লইতে পারেন।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন।

জনরল কটন ও আলীগড়ের সৈয়দ আহমদ খাঁ বাহাদুর ও জনরল সি ষ্ট্রাচি(?) গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের বাস্তবিক ভারত হিতার্থই ভারত শাসন দেখিতে পাইতেছি। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারতের সৈনিক বিভাগের ব্যয় লাঘব করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে শুনা যাইতেছে তাঁহার সম্মতিক্রমে তিনি এই বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপের জন্য একটী কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে ১৮৭৮। ৭৯ অব্দের শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১৮৮২ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পরিশোধ করিবেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বর্দ্ধমানের সবজজ বাবু ভূপতি রায় বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; ইনি রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র

লাঙ্কাশায়রের বণিকগণ বোম্বাইতে একটী বস্ত্রের কল খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের দেশী কলওয়ালাদিগের অনিষ্ট করাই ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য। ধন্য স্বার্থপরতা!

আয়রলণ্ডের স্থান বিশেষের নীচ লোকে [illegible] আপন আপন শিশুদিগকে সময়ে সময়ে পাদরী(?) লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আইসে, এই বিষয় সাহেবের গোচর হওয়াতে তিনি উহা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইবলিংটন(?) সাহেব নাড়ি(?) [illegible] সহিত কথোপকথন করিয়া কলিকাতার অনেক লোককে আন্দোলিত করিয়াছেন। যে দিন তিনি পাথুরিয়াঘাটার(?) বাবু দীননাথ মল্লিকের বাটীতে প্রেতাত্মার আবির্ভাব করিয়াছিলেন।। এটাও কি সাংক্রামিক রোগ হইয়া উঠিল?

সাংক্রামিক জ্বরের কারণ নির্দ্ধারণার্থ বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন শুনা যাইতেছে তাঁহারা স্থানীয় বিচক্ষণ লোকদিগকেও উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কৃষ্ণনগরের এপিডেমিক সম্বন্ধে ইহাঁরা তত্রত্য ডাক্তার বাবু কালীচরণ লাহিড়ি ও ভূতপূর্ব্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র বাবু রাজেশ্বর নাথকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কালী বাবু বলিয়াছেন ১৮৫৬ অব্দে গোলখালী(?)-গ্রামে প্রথম ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। ঐ গ্রামটী একটী অবরুদ্ধ ও অপরিষ্কৃত খালের উপর অবস্থিত। তৎপরে ১৮৬৪ অব্দে রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরে একবারে দেখা দেয়; এক্ষণে এদেশ ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। কালী বাবু বলেন অঞ্জনা নদীর স্রোতোরোধই কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া হইবার প্রধান কারণ। অতএব গোলখালী(?) একবার পরিদর্শন করা ও অঞ্জনার অবরুদ্ধ স্থান সকল পরিষ্কার করিয়া দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা কমিশনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমগাম(?) হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। "মহকুমা [illegible] অন্তর্গত আমগাম(?) পল্লীতে চাঁদ বোলা(?) নায়েক একটী একাদশ বর্ষীয় বালক মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হওয়ায় ক্রমশঃ অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক দিবস লোকে বালক ও তাহার মাতা [illegible] হইয়া দেখিল যে বালকের দক্ষিণ হস্তে একগাছি সুতার দ্বারা একটু শিকড় গ্রথিত করিয়াছে, বালক ও রোগমুক্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া দৈব [illegible] দেবতার পূজাদি করিলেন। কিন্তু ঐ দৈব প্রাপ্তির দিবস হইতে কেহ যেন সূত্র হইতে ঐ বালকের গাত্রে তিন [illegible] এবং সময়ে সময়ে ঐ দৈব ঔষধ অপহরণ করিয়া বালককে পুনঃ পীড়িত করিত এবং সময়ান্তরে পরিত্যাগ করিয়া বালককে রোগমুক্ত করিত। [illegible] গ্রাম ও [illegible] গ্রাম এই অদ্ভুত দৃশ্য দৈব ঔষধ প্রাপ্তির [illegible] পরিপূর্ণ হইল সমস্ত দুঃখ ও দৈবশক্তি বিশ্বাসী নরনারী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আসিয়া [illegible] অভ্যাগমন করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা করিয়া [illegible] করিতে পারিতেছেন না। এখন কি [illegible] যেখানে [illegible] সময়ে ঐ রূপ দিন পড়িতেছে [illegible]"। [illegible] ভাল হয় নাই বোধ হইতেছে।

পানামা যোজক কাটিয়া উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপদ্বয়ে পরিণত করিবার যেমন চেষ্টা হইতেছে, এদিকেও আবার তেমনি ইংরাজেরা [illegible] কাটিয়া মলয়দ্বীপকে বিভক্ত করিবার সংকল্প করিতেছেন। এই প্রণালী হইলে বিলাতগামী জাহাজ সকলকে সিংহল বেষ্টন করিয়া যাইতে হইবে না। বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] পরিশোধনার্থ ভারতের রাজকোষ হইতে যেমন অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার [illegible] সেইরূপ [illegible] প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সরকারের দরকারী বিষয়ে ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এ কার্য্যটী এক্ষণে অন্যায় বলিয়া তাঁহাদিগের [illegible] পরিত্যাগ করিয়া উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কেন শিখিয়া লইয়া থাকেন?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজা রামমোহন রায়ের [illegible] প্যারিমোহন(?) রায় [illegible] পুরের একটী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১৭ শত টাকা [illegible] একখানি তালুক ছাড়িয়া দিয়াছেন। [illegible] ডাক্তারের বাসগৃহ নির্ম্মাণার্থ ইনি আরও ৫ হাজার টাকা দান করিবেন। এরূপ লোকের লোক ও কার্য্যের অনুরূপ হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলসের দুই পুত্র জাপান ভ্রমণ করিতে গিয়া [illegible] পরিয়াছেন। একজন [illegible] অন্য এক জন সর্প আঁকাইয়াছেন। তিনি জাপানে গিয়া [illegible] কি এইরূপ দেখা গেল?

বিগত ২৪ এ ডিসেম্বর শনিবার বেলা ২ টার সময় [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] পাঠশালার ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের পারিতোষিক বিতরণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি [illegible]; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এটী বাঙ্গালার [illegible] বিদ্যালয়। ইহাতে ছাত্র সংখ্যা [illegible] টী ছাত্রবৃত্তি আছে। [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে [illegible] বিদ্যালয়ের ৩ ছাত্রী, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে চারিটী, এবং ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ৩টী, বালিকা [illegible] লাভ করিয়াছে। তৎপরে ১৪-টী [illegible] পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক ছাত্র, শিক্ষক, [illegible] কয়েকটী উপদেশ [illegible] প্রদান করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] এম, এ, [illegible] [illegible] করিতে [illegible]।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কালেক্টার হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী [illegible] সাহেব [illegible] বদলী হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] মেদিনীপুরে [illegible] বদলী হওয়াতে মেদিনীপুরের [illegible] চৌধুরী যশোহরের [illegible] আসিতেছেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] যশোহরের [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] কোম্পানির [illegible] হইলেন।

[illegible] এস, পি, [illegible] মেদিনীপুরের ডেপুটী [illegible] হইলেন।

[illegible] চিফ্ট ও [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] সাহেব কিছু [illegible] দিনাজপুরের চিফ্ট ও মেজর [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টার মুন্সি [illegible] জেলায় থাকিবেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] যে দিন হইতে [illegible] চিফ্ট ও মেজর [illegible] হইবেন, সেই দিন হইতে এক মাস ছুটী পাইবেন।

ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এম, এন [illegible] [illegible] ১ মাস ১৮ দিন ছুটী পাইলেন।

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ঐ জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] ঐ জেলার [illegible] [illegible]।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] এক মাস অতিরিক্ত ছুটী পাইলেন।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] প্রথম শ্রেণীতে [illegible] হইলেন।

[illegible] এক এক, [illegible] প্রথম শ্রেণীতে [illegible] হইলেন।

[illegible] চিফ্ট ও মেজর [illegible] প্রথম শ্রেণীতে [illegible] হইলেন।

[illegible] চিফ্ট ও মেজর [illegible] [illegible] ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কমিশনর এ, এ, [illegible] সাহেব প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন, কিন্তু তিনি [illegible] ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ১ ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এল, [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এস, এইচ, [illegible] ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮৮২ অব্দের ১ লা জানুয়ারি হইতে নিম্ন লিখিত সবজজ [illegible] পরিবর্ত্তন হইল।

[illegible] ও [illegible] ছোট আদালতের জজ বাবু [illegible] ১ ম শ্রেণীতে, [illegible] ২ য় সবজজ [illegible] মৌলবী [illegible], [illegible] বাবু [illegible] ২ য় শ্রেণীতে। [illegible] ১ ম সবজজ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] মৌলবী [illegible] ও [illegible] ২ য় সবজজ বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় ৩ য় শ্রেণীতে। [illegible] ১ ম সবজজ [illegible], [illegible] ছোট আদালতের জজ বাবু [illegible], [illegible] সবজজ বাবু [illegible] মিত্র, [illegible] সবজজ জজ বাবু [illegible] ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফদের পদোন্নতি হইল।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মিত্র, [illegible] ২ য় মুন্সেফ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] বাবু [illegible] রায়, [illegible] বাবু [illegible], [illegible] বাবু [illegible] দত্ত, [illegible] ১ ম [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মিত্র প্রথম শ্রেণীতে, [illegible] বাবু [illegible] দে, [illegible] বাবু [illegible], [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] মৌলবী [illegible], [illegible] বাবু [illegible] প্রসাদ, [illegible] ১ ম মুন্সেফ বাবু [illegible] মিত্র ও [illegible] বাবু [illegible] ৩ য় শ্রেণীতে। [illegible] বাবু [illegible] [illegible], [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] বাবু [illegible] চৌধুরী, [illegible] বাবু [illegible] দে, [illegible] ঘোষাল, [illegible] ২ য় মুন্সেফ বাবু [illegible] সেন ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] বাবু [illegible] দে, [illegible] বাবু [illegible] মিত্র, [illegible] বাবু [illegible] দত্ত, [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] বাবু [illegible] ঘোষ, [illegible] বাবু [illegible] ঘোষ চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ১ ম সবজজ জজ বাবু [illegible] রায় [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ২ য় সবজজ জজ বাবু [illegible] রায় ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

ফরিদপুর ও [illegible] সবজজ জজ বাবু [illegible] [illegible] ১ ম সবজজ জজ হইলেন।

[illegible] সবজজ জজ বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী পূর্ণিয়ার সবজজ জজ হইলেন, কিন্তু [illegible] ২ য় আদেশ না হয় সে পর্যন্ত বাঁকুড়ার অতিরিক্ত সবজজ জজের কার্য্য করিবেন।

[illegible] প্রথম সবজজ জজ বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] ২ য় সবজজ জজ হইলেন।

[illegible] জজ বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]।

ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের ছোট আদালতের জজ বাবু [illegible] [illegible] সবজজ জজ হইলেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত সবজজ জজ বাবু [illegible] চৌধুরী ঢাকার ২ য় সবজজ জজ হইলেন।

[illegible] প্রথম সবজজ জজ বাবু [illegible] [illegible] সবজজ জজ হইলেন।

শিয়ালদহ ছোট আদালতের অতিরিক্ত জজ বাবু [illegible] ফরিদপুরের সবজজ জজ হইলেন, কিন্তু শিয়ালদহের ছোট আদালতের [illegible] কার্য্য করিবেন।

মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত সবজজ জজ বাবু [illegible] মিত্র ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] অতিরিক্ত সবজজ জজ বাবু [illegible] সেন [illegible] সবজজ জজ হইলেন, কিন্তু [illegible] অতিরিক্ত সবজজ জজের কার্য্য করিবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] বাঁকুড়ার অতিরিক্ত সবজজ জজ হইলেন, কিন্তু পূর্ণিয়ার অতিরিক্ত সবজজ জজের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মিত্র ময়মনসিংহের অতিরিক্ত সবজজ জজ হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] রায় [illegible] অতিরিক্ত সবজজ জজ হইলেন।

শিয়ালদহের মুন্সেফ বাবু [illegible] মিত্র [illegible] অতিরিক্ত সবজজ জজ হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মিত্র [illegible] সবজজ জজের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ২ য় মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

—১০১—

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৷০ আনা। মগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া কঠিন আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অণ্ড-কোষবৃ, মাংস-কোষবৃ, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয় গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন হৃকোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অনেক ডাক্তার এক কোং স্থানে করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

স্বর্গধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১

শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত
এক্সাইসিয়ার আর,সি,বি,
ময়মনসিং।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাস্মাদন্যো মূত্রিকেন ন ক্ষেত্রো মূত্রিহং বিনা

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশু নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা উপকার [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible] ১১ দিবসের মূল্য ১৷৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ১১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

[illegible] অর্থাৎ বালকদিগের [illegible] নানা প্রকার রোগ জন্মায় ১১ দিবসের মূল্য ১৷০ টাকা।

[illegible] ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ বিভিন্ন মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রী[illegible]মোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, [illegible] ৮৭ অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বর-চিকিৎসা।

অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল [illegible] কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও [illegible] জ্বর সমূহের [illegible] কারণ ও চিকিৎসাপ্রণালী সমুদায় বিশদ [illegible] হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু দিবস [illegible] শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের চিকিৎসাপ্রণালী [illegible] ইহা ম্যালেরিয়া [illegible] বিশেষ উপকারী। [illegible] মূল্য ১ টাকা। কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর [illegible] চাঙ্গড়িপোতা [illegible] যন্ত্রে পাওয়া [illegible]

রোগান্তক।

[illegible] উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র [illegible] বিশেষ [illegible] হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রকৃচ্ছ-রোগ ও [illegible] পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং [illegible] দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও [illegible] হয়। এই ঔষধের আর এক আশ্চর্য্য

এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন আর আসা যায়। অসময়ে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীহারাণচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে বাল কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলউঠি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্‌চকে কোমল বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা ধরা ও মাথা জ্বলা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধচূর্ণ)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

জ্বর রসায়ন।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। শীতাঙ্গজ্বরের কালে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে তদধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১।০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

বঙ্গবাসী

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল সমেত ২৷৶ মাত্র। কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম ১৷০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধারণের চোখ্ মুখ্ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম। বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল; বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র, এমএ, বিএল; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল, ঢাকাবাসীর সম্পাদক বাবু অভয়চরণ বসু; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়,—ইহা ব্যতীত আরও দুই জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসীতে লিখিবেন। ২৬ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

নং ২৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মুজাপুর কলিকাতা। } শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনার বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৶০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—পেশোয়ার ১০
" " ক্ষেত্রমোহন সাহ—আলিগঞ্জ ১০
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—যশোহর ৭
" " জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়—সেতাবগঞ্জ ৫
" চন্দ্রবল্লা সাহ—গোরণা ১০
" মির আহম্মদিন—বরিশাল ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২৬ এ পৌষ। ইং ১৮৮২ ৯ ই জানুয়ারি। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

২৫ টাকা পুরস্কার।

গত ৬ ই অগ্রহায়ণ। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী "শালবাড়ী" পরগণার মধ্যস্থিত "উত্তর বাটনীয়া" গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের বাকসের একটী শীলমোহর, দুইটী ছোট পাশামোহর এবং একটী (চোঙ্গের মধ্যস্থিত ইং ১০০০ নং হাজার নম্বরের) বিলাতি দোনালা বন্দুক (নালা দুইটী লম্বা এক হস্ত ৪।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ, একেবারে নূতন নহে) (তৎসঙ্গে আরো অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি) চুরী গিয়াছে। উক্ত তারিখের পর কোন দলিলের উপর যদি মোহর থাকে, তবে সে দলিল আদালত অগ্রাহ্য। আর যিনি উক্ত নম্বরের বন্দুক অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রী তারকানাথ দাস চৌধুরী।
সাং উত্তর বাটনীয়া।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৶০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
নিমতলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপূয়ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা হওয়ার ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধকের পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

বড় শিশির মূল্য ২।০ টাকা, ছোট শিশি ১।০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ ক্লশ ও অবসন্ন হউক না কেন উহার সেবনে সপ্তাহের মধ্যে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কডলিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

আমি সপরিবারে পীড়িত অবস্থাতে সম্প্রতি নিম্ন লিখিত স্থানে অবস্থান করিতেছি, আমার নিকটে যাঁহাদিগের চিঠি পত্রাদি পাঠাইবার প্রয়োজন হয়,

তাঁহারা কাকিনীয়ায় না পাঠাইয়া অবশিষ্টস্থানে পাঠাইবেন।

রামপুর বোয়ালিয়া ঘোড়ামারা পোষ্ট কুমার পাড়া	শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

প্রকাশিত পুস্তক অদ্ভুত ব্যাপার !!

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা অদ্ভুত রহস্য !!

মূল্য মায় মাশুল খরচ ১৸৶০ আনা মাত্র। এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণ, পুস্তক আবশ্যক হইলে কার্য্যালয়ে স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিব। আপনারা মাশুল দিয়া পুস্তক লইবেন। উভয়ের বিশ্বাস !! গুপ্তকথা কএক খানি সম্বাদপত্রের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সন ১২৮৮ সাল ৩০এ কার্ত্তিক সোমপ্রকাশে সমালোচনা দেখুন !!

প্রকাশক শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(কলিকাতা সর্ব্ব সুখাবসন টোলা ২ নং কার্য্যালয়।)

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দৈবকী-নন্দন দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, পক্ষিজাতির শত্রুদল, খ্রিষ্টীয়সংগোবলীচরিত্র, মহুলংহিতা, সাংখ্যদর্শন, ডিরজ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পারপুরণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়,
দে ও দত্ত।
(উপসংহার)

আমরা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত প্রভৃতি [illegible] সংজ্ঞাপক উপাধিগুলি ব্যবহার [illegible] অংশে অবৈধ, অন্যায় বা [illegible] না, তাহা আমরা গত ৫ই পৌষের [illegible] পাঠকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। কিন্তু প্রভাতপত্র সম্পাদক মহাশয় আমাদের পত্রখানির একস্থলে একটী টিপ্পনী করিয়াছেন। অনাবশ্যক বলিয়া যদি আমরা তাহার উত্তর প্রদান না করি, পাঠকেরা মনে করিতে পারেন আমরা সম্পাদক মহাশয়কে উপেক্ষা করিলাম; আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্থূলবুদ্ধি, বিচারস্থলে অনবধান বোধে কোন কথার উত্তর না দিলে "হেরে গেল" বলিয়া স্থির করা যাঁহাদের পূর্ব্ব রীতি, তাঁহারা অনায়াসেই মনে ভাবিতে পারেন, "[illegible] লেখকেরা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্যবহার করিয়া সত্য সত্যই অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন।" আমরা সেই জন্য বাধ্য হইয়া [illegible] বিষয় সম্বন্ধে আর একবার লেখনী ধারণ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয় "আদিশূর রাজা যজ্ঞ করাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কি তাঁহাদিগেরই বংশধর নহে? ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুরাণোক্ত দেবী দেবাদির উপাসনা করিতেন না? ইঁহারা কি এখনও দেব দেবীর উপাসনা করিতেছেন না? ইঁহারাই কি প্রধান হিন্দু বলিয়া পরিচিত নহেন? চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিলে লোকে কি এই বুঝে না যে, সে হিন্দুজাতি পৌত্তলিক ও দেবদেবীর উপাসক ইঁহারা সেই হিন্দুজাতির অগ্রণী" এই প্রকার কতকগুলি প্রশ্ন দ্বারা ভূমিকা করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া যদি উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে কি ঐ উপাধিগুলি ত্যাগ করা উচিত নহে?" আমরা তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহাকে কে বলিল যে, লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া ব্রাহ্মেরা উপবীত ত্যাগ করিয়া থাকেন? তাঁহার এ কথাটি লেখা ও ঠিক হয় নাই! যে বিহারি বাবু ব্রাহ্মদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহার কথার উপর ভর দিয়া বিচারস্থলে উপস্থিত হওয়া ও ভাল হয় নাই! আমরা নিজেও এরূপ কথা কোথাও ও বলি নাই! আমরা ২১এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই "বিহারি বাবুর এখানে ইহাও জানা উচিত যে, পাছে মূর্খ পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মণ সন্তান মনে করে, সেই জন্য তাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই। তবে উপবীত গ্রহণের সহিত পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক (১) সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহারা উপবীত গ্রহণ বা ধারণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না।" অতএব এখানে দেখা যাইতেছে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্নটী করিবার মূলেই ভুল হইয়াছে। যে প্রশ্নের মূলেই ভুল, তাহা প্রশ্নের মধ্যেই গণ্য নহে, সুতরাং তাহার উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না। মূল প্রশ্নটীর মূলেই যখন ভুল, মূলেই যখন তাহা অসিদ্ধ হইয়া গেল, তখন তাহার ভূমিকাস্বরূপ উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলিও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহার উত্তর দিবারও আর প্রয়োজন হইতেছে না। প্রয়োজন নাই সত্য, তথাপি আমরা স্বীকার করিতেছি যে, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, ও ছান্দড় এই পাঁচ জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের— যে হিন্দুস্থানীর নাম শুনিলে অবোধ বাঙ্গালিরাও কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন, যে হিন্দুস্থানী জাতাদিগকে তাঁহারা ঘৃণার সহিত "ছাতুখোর" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন—সেই হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদিগের বংশধর। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, সেই ব্রাহ্মণেরা পৌত্তলিক ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের পৌত্তলিকতার পরিচায়ক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি তাঁহারা যে সঙ্গে করিয়া (২) আনিয়াছিলেন কিছুতেই তাহা বলা যাইতে পারে না। এই চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালার মাটি ও জল হাওয়ার গুণে এবং বাঙ্গালিদিগের রুচি অনুসারেই রচিত হইয়াছে। যিনি খুব বেদবেদান্তনিষ্ঠ তাঁহাকে মুখোপাধ্যায় বলা যাইবে, যিনি কম নিষ্ঠ

(১) চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিত পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ নাই। যদি কথঞ্চিৎ পৌত্তলিকতার সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ [illegible] তবে ভগবতী বাবু আমার লেখের মূলে কি ভুল দেখাইলেন? বলিতে কি, অসংলগ্ন আলাপ করিয়া ভগবতী বাবুর স্বপক্ষ-সমর্থন-চেষ্টার কষ্ট দেখিয়া আমরা বড় দুঃখ পাইলাম। সো—প।

(২) উপাধিগুলি সঙ্গে করিয়া আনেন নাই বটে; কিন্তু পৌত্তলিকতা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি যেরূপে সৃষ্টি হউক, এ স্থলে তাহার বিচারের প্রয়োজন হইতেছে না। চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সেই পৌত্তলিক শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণাদির সন্তান, ভগবতী বাবু কি তাহা অস্বীকার করেন? যদি তাহা না হয়, তবে কি পৌত্তলিক পিতার সন্তানে পৌত্তলিকতার গন্ধ রয় না? অধিক টিপ্পনী করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। পুনরায় আমরা ২। ১ টি প্রশ্ন করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিলাম। ভগবতী বাবু বলুন দেখি, ব্রাহ্মণেরা পৌত্তলিক কি না? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই ব্রাহ্মণ কি না? দুই জাতি জল যদি চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাধারণে ব্রাহ্মণত্বহানি হয় কি না? কতকগুলি শাখাশাখার ছেদন করিলে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব লোপ হয় কি না? মুখোপাধ্যায়াদি উপাধি গুলি যেমন বংশের পরিচায়ক, তেমনি ব্রাহ্মণজাতিত্বের পরিচায়ক কি না? সো—প।

অথবা যাঁহারা মনসার পূজা করেন না অথচ কালী দুর্গার পূজা করেন, তাহাকে চট্টোপাধ্যায় বলা হইবে—এই প্রকার অর্থে যদি চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতেন, অথবা যদি বাঙ্গালিরা সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে উহাদিগকে অবশ্যই পৌত্তলিকতাপরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু এ অর্থে উহাদিগের ত সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীহর্ষ হইতে যে বংশের উৎপত্তি, তাহাকে মুখোপাধ্যায় বংশ, দক্ষ হইতে যে বংশের উৎপত্তি তাহাকে চট্টোপাধ্যায় বংশ বলা হইবে—এই প্রকার অর্থেই উক্ত শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহাদিগকে পৌত্তলিকতাপরিচায়ক নহে, বংশজ্ঞাপক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

আর একটী কথা। শ্রীহর্ষ, দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণে পৌত্তলিক ছিলেন, দেবদেবীর উপাসনা করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। পৌত্তলিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্যই কান্যকুব্জ দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদিগকেই আনা হইয়াছিল ইহা নিশ্চয় কথা বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাদিগের বংশধরেরাও পৌত্তলিক হইবেন, অথবা তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, এমন কোন অনুশাসন অথবা বিধির ব্যবস্থা নাই। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ এবং পরপুরুষদিগের মধ্যে যেমন অনেকে পৌত্তলিক, সেইরূপ অনেকে আবার ব্রহ্মবাদী ও নিরীশ্বরবাদী প্রভৃতিও ছিলেন এবং এখনও আছেন, সুতরাং পৌত্তলিক পিতামাতার সন্তান মাত্রেই পৌত্তলিক অথবা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের সকল লোকেই পৌত্তলিক, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যার পর নাই অপসিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় না দিলে লোকে ব্রাহ্ম বলিয়া চিনিতে পারে না সত্য, কিন্তু সেইরূপ পৌত্তলিক চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় না দিলেও বিজ্ঞ লোকেরা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে ইনি এক জন পৌত্তলিক; কারণ তাঁহারা জানেন যে চট্টোপাধ্যায় পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান নাস্তিক প্রভৃতি সকলেই আছেন। তবে স্বীকার করি, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিবামাত্র অবিজ্ঞ ও অদূরদর্শী সাধারণ লোকেরা আপাততঃ তাঁহাদিগকে অবলাসরলা কুলবালাদিগের সর্ব্বনাশকারক বহুবিবাহপ্রিয় পৌত্তলিক বলিয়াই মনে করিতে পারেন বটে, যে হেতু অধিকাংশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাহারা বহুবিবাহপ্রিয় ও পৌত্তলিকই দেখিয়া থাকে, কিন্তু তা বলিয়া যাঁহারা বহুবিবাহপ্রিয় নন তাঁহাদিগকে কি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ত্যাগ করিতে হইবে? যদি না হয়, তবে অধিকাংশ চট্টোপাধ্যায়কে পৌত্তলিক দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা যদি আপাততঃ ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায়কে পৌত্তলিক বলিয়াই মনে করে তাহাতে ক্ষতি কি? অন্যথা ব্রাহ্মেরা কেন আপন বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ত্যাগ করিবেন? আসল কথা এই, যদি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি গুরুজনদিগের নাম করা এবং সেই সঙ্গে নিজ বংশের অর্থাৎ আদিপুরুষের নাম স্মরণ করা অর্থাৎ তাঁহার নাম পরিচায়ক কোন উপাধি ব্যবহার করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত প্রভৃতি বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ত্যাগ করা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তব্য (৩) নহে।

উপসংহার। ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়া যে অন্যায় কাজ করেন না, তাহা আমরা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি, এক্ষণে শেষ করিলাম। ব্রাহ্মদিগের এরূপ নাম ব্যবহারের জন্য পত্র প্রেরক বিহারি বাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন! সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ও তাঁহার সে পত্রখানি সানন্দমনে প্রকাশ করিয়াছিলেন! বিহারি বাবু ব্রাহ্মদিগের উক্ত অপরাধের জন্য তাঁহাদিগকে গত বারে আবার প্রতারকও বলিয়াছেন! সম্পাদক মহাশয়ও আবার সানন্দমনে তাঁহার সে পত্রখানিও প্রকাশ করিয়াছেন!! করুন, তাহাতে ব্রাহ্মদিগের কোন ক্ষতি হইবে না, তাঁহার নিজের কাগজ লইয়া তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা এই যে, ব্রাহ্মেরা নিরপরাধ হইলেও তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলা হইল, কিন্তু আজকালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য নহেন, কেন না যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এবং অনসূয়া, শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদিগের এই যে ছয়টী কর্ম্ম ও আটটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এখনকার ব্রাহ্মণেরা ইহার কোন ধারই না ধারিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ না হইয়াও আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন বলিয়া কোন নির্ব্বোধ যদি তাঁহাদিগকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান তবে তিনি তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেন কি না? এখানে একটী পরামর্শ দেওয়ার আবশ্যক হইতেছে—যাঁহাদের মুখ হইতে কথায় কথায় গালি বাহির হইয়া পড়ে,(৪) কোন্ স্থলে কিরূপ কথা কহিতে হয় যাঁহাদের সে বোধ নাই, কোন্ লেখার কিরূপ অর্থ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অথবা বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া নিজের জয় হইল মনে করিয়া যাঁহারা হঠাৎ লেখককে গালি দিয়া বসেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের পক্ষে সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্তম্ভে লেখা না দিয়া পরলোকগত অদ্ভুতের (যোগীশ্বর) ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগত "হনহার" পত্রিকাখানিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

বহুদিয়া
২০ এ ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীজগৎচরণ দে।

শত্রু না মিত্র?
(উত্তর সম্বন্ধে দুই একটা কথা)

আমরা উপরি উক্ত প্রশ্নটী করিয়া যে দিন সোমপ্রকাশে যে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলাম, মুঙ্গের হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবচ্চরণ ঘোষ মহাশয় বিগত ১২ ই পৌষের সোমপ্রকাশে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বলিয়াছেন "যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতিতে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে না পারিবেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু ভিন্ন মিত্র নহেন এবং এরূপ সংস্কারকদিগের সংখ্যা যতই নিঃশেষিত হইবে,ততই ভারতের মঙ্গল।" প্রিয়বন্ধুর উত্তরের শেষাংশটুকু পাঠ করিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল! মনে হইল ভাগ্যে তিনি একজন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হন নাই, তাহা হইলে ত এতক্ষণই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত! এখনই ত তিনি উপরি

(৩) বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি পরিত্যাগ করিতে বলি না। উপাধিগুলি যেমন বংশজ্ঞাপক চিহ্ন উপবীতও তেমনি ব্রাহ্মণবংশজ্ঞাপক চিহ্ন। উভয়ই যখন বংশজ্ঞাপক চিহ্ন হইল, তখন একটির প্রতি আদর ও একটির প্রতি অনাদর কেন? যদি বল উপবীতে পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ আছে, আমরা বলি উপাধিগুলিতেও ঐরূপ ঐ সংস্রব ও ঐ সম্বন্ধ অব্যাহত রহিয়াছে। সো—স।

(৪) গালি দেওয়া যে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কার্য্য,সে বিষয়ে সংশয় কি? তবে কি জানেন, গালি দেওয়ার প্রকারভেদ আছে। যদি কোন দোষ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যোগী সাজিয়া সকলকে প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করে, আর যদি কোন ব্যক্তি সাধারণের হিত উদ্দেশে সেই ব্রাহ্মণকে প্রতারক বলিয়া লিখিয়া পাঠান সে পত্র প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য নয়, প্রত্যুত কর্ত্তব্য। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, সকল ধর্ম্মেই প্রতারক ও প্রবঞ্চক প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের কলঙ্ক উৎপাদন করিয়াছে, যদি কেহ ধর্ম্মের মালিন্য উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশে সেই সেই ব্যক্তির নামোল্লেখপূর্ব্বক পত্র লেখেন সে পত্র প্রকাশে দোষ হয় না। সো—স।

উক্ত সম্প্রদায়দিগের [illegible]—একেবারে [illegible] বংশলোপকামনায় তাঁহার সঙ্গোপনীতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন!! বাস্তবিক উক্ত সম্প্রদায়দিগের বড় ঘোর কপাল, তাই এ যাত্রা তাঁহারা রক্ষা পাইলেন! আমাদেরও বড় ঘোর কপাল, তাই আমরাও এ যাত্রা তাঁহাদের বংশলোপের নিমিত্ত কারণ বলিয়া পরিগণিত হইলাম না!! কিন্তু একটী দুঃখের বিষয় এই, আমাদের প্রশ্নের নিমিত্ত যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা ঠিক উত্তর হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব বলিতে হইবে। পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা আমাদের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, "আমার কথা সত্য, তোমার কথা মিথ্যা" এরূপ বলিলে কেহই আমাকে সত্যবাদী এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিবে না; এখন সকল কথার [illegible] প্রমাণের প্রয়োজন।" তাই বলি এক্ষণ যাঁহারা [illegible] প্রচার করিতেছেন, ইঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু যে কেন, আমাদের নিকট তাহার কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই, কেবল [illegible] প্রকাশ করেন নাই [illegible] কথায় শ্রদ্ধা বা আস্থা প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। তিনি যখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে [illegible] বলিয়াছেন যে, এক্ষণকার [illegible] সম্প্রদায়েরা হিন্দুসমাজের শত্রু এবং [illegible] তাঁহারা নির্দেশিত হইবেন, তাহাই হিন্দুসমাজের মঙ্গল, তখন সেই সঙ্গে তাঁহার এ কথার [illegible] প্রমাণ প্রয়োগ করা উচিত ছিল, মুখে "বাবার মা ডাইনী" বলিলেই কি হইবে না? যে বিজ্ঞ লোক এরূপ কথা বলিবেন, তিনি সেই সঙ্গে উহার প্রমাণও করিয়া দিবেন। অতএব আমরা ভগবতী বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, উক্ত প্রচারকেরা হিন্দুসমাজের শত্রু কেন? তাঁহাদের [illegible] হইলে হিন্দুসমাজের মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? হিন্দুসমাজের প্রকৃত উন্নতি বা মঙ্গল কাহাকে বলে? [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] কাহাকে বলে, [illegible] ইতিহাসে [illegible] হিন্দুসমাজের [illegible] প্রচার করিয়াছিলেন কি না? প্রচার কাহাকে বলে, এক্ষণকার [illegible] মধ্যে এবং পূর্বকার প্রচারকদিগের [illegible] কোন বিষয়ে বিভিন্নতা আছে? [illegible] উৎকৃষ্ট অথবা তাঁহাদের [illegible] উৎকৃষ্ট প্রচারকদিগের মধ্যে কাহারা [illegible] নির্দিষ্ট করিয়াছেন? [illegible] প্রচার [illegible] আছে কি না—তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" অথবা "না" দ্বারা নহে, সযুক্তি দ্বারা প্রদান করিবেন।

সমুলিয়া
১৯ এ ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে

চট্টোপাধ্যায়, দে, দত্তের মধ্যাক্ষরা।

[illegible] সংবাদপত্রের ব্যবহার। পত্রনির্মাতা [illegible] পাঠকদিগের নিকট কিছু কিছু বক্তব্যের প্রকাশ [illegible] করেন, তিনি মাত্র লোকসমাজের দাবী, [illegible] সংবাদপত্রেরই ব্যবহারের নিমিত্ত। সংবাদপত্রের [illegible] গ্রাহকমহাশয়দিগের নিকট যদিও কিছু দিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, করুন; তিনি মাত্র [illegible] দাবী, কিন্তু সংবাদপত্র সাধারণের উপকারের নিমিত্ত। পথে যদি খঞ্জ ব্যক্তি যষ্টি হস্তে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া যায়, তাহার কুৎসিত চলন দেখিয়া পথবাসী তাহাকে পথ হইতে দূরীকৃত করেন না। সংবাদপত্রেও যদি কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, সম্পাদক তাঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয়কে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতে পারেন না। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন সম্পাদকের নিকট, অন্যান্য পাঠকের নিকট সহজ ও অসার বোধ হইতে পারে, কিন্তু যিনি সন্দেহারূঢ় হইয়া প্রশ্ন করেন তাঁহার নিকট তেমন প্রশ্ন অসার নয়। অতএব প্রশ্ন অসার ও অসঙ্গত হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রম দূরীকরণার্থ তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে,—"গাছের কি হইতে ছাগল কাটা" হয় না, বরঞ্চ [illegible] উপকারপূর্বক এক ছোটো বলিদানই করা হয়।

ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায়, দে, দত্ত উপাধি ধারণ করিয়া থাকুন; তাহাতে তাঁহাদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজের ক্ষতি আছে। তাঁহারা নানা বিষয়ে হিন্দুদিগের অনিষ্ট করিতেছেন এবং মনঃপীড়া দিতেছেন। সর্বসাধারণ উন্নতরূপে [illegible] হইয়া লোককে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। ভগবতী বাবু জিজ্ঞাসা করিবেন, সে অনিষ্ট ও মনোব্যথা কেমন? আমরা দেখাই, দেখুন। কোন সদাচারী ব্রাহ্মণের গৃহে এক জন জ্ঞাতসন্তান ব্রাহ্ম আসিলেন। গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের নাম?" ব্রাহ্ম উত্তর দিলেন,—"আমার নাম শ্রীআনন্দ চট্টোপাধ্যায়"। "চট্টোপাধ্যায়" বলিলে আর "কি লোক" জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। সদাচারী ব্রাহ্মণ হয় ত তাঁহাকে লইয়া একাসনে তাম্বূল চর্বণ করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্ম হয় ত তামাক খান, নিজের হুঁকাটি দিলেন। ব্রাহ্মদিগের খাদ্যাখাদ্য কিম্বা জাতিবিচার নাই। তাঁহাদের আচার ব্যবহার সদাচারী ব্রাহ্মণের চক্ষে যবনের সদৃশ। অতএব দেখুন, একাসনে তাম্বূল চর্বণ করিয়া কিম্বা এক হুঁকায় তামাক খাইয়া ব্রাহ্মণের অনিষ্ট ও মনঃকষ্ট দেওয়া হইল কি না? যদি বলেন, ব্রাহ্মেরা সেটীকে অনিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের চক্ষে সকলি পবিত্র। এ যুক্তি আমাদের অনুমোদনীয় নহে। সকলের পক্ষেই স্ব স্ব মত বিশুদ্ধ ও আদরণীয়। একমতাবলম্বী ব্যক্তি, অন্যমতাবলম্বী ব্যক্তির বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কপটভাবে কিম্বা বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহাকে অত্যাচার বলি। কেবল আমরাই বা কেন?—সকলেই বলেন, বোধ করি ভগবতী বাবুও বলিবেন। লর্ড লিটন জুতাপায়ে দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়াছিল। "কিছুই নয়" বলিয়া ব্রাহ্মে যদি দেবমূর্ত্তিগুলি বিনষ্ট করেন, তবে সকলেই তাঁহাদিগকে "কালাপাহাড়" বলিবে। এখন দেখুন, স্বজাতি হিন্দু নহেন, অথচ কপট স্বজাতি হিন্দুর উপাধি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মেরা সদাচারী হিন্দুসমাজের অনিষ্ট করিতেছেন কি না? অতএব কে না বলিবেন, ব্রাহ্মদিগের উপাধিপরিত্যাগ করা সর্বাংশে বিধেয়?

এই ত গেল উপাধির কথা। আবার পূর্ব্ব নামটী বজায় রাখা আমাদের যেন কেমন কেমন লাগে। বিশুদ্ধ হিন্দুবংশীয় ঘোষকুলোদ্ভব কোন কায়স্থকে নিজ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,—"শ্রীকালীকিঙ্কর দাস ঘোষ"। দাস বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চ জন কুলীনকায়স্থ বিপ্রগণকের ভৃত্য হইয়া আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য তদীয় বংশধরেরা অদ্যাবধি সেই দাসত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বঙ্গবংশীয় কায়স্থেরা অনেক দিন হইল, সে দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বগর্ব্বে বলিলেন,—

নহি কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি, করি তীর্থ দরশন॥

আজি কালি কায়স্থ ব্রাহ্মেরা দত্তদিগের মত দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লইতেছেন। বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মণের দাসত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারেন না। তজ্জন্য কায়স্থ ব্রাহ্মদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে বলেন,—"আমার নাম শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ"। পাছে ব্রাহ্মণের ভৃত্য হইতে হয় বলিয়া "দাস" টুকু আর নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের নামকরণও নিরর্থক নহে। ভক্তিপ্রযুক্ত উপাস্য দেবতার নাম বারম্বার উচ্চারিত হইতে পারিবে বলিয়া কেহ বা দেবতার নামে সন্তানাদির নামকরণ

করেন; কেহ বা উপাস্য দেবতার "দাস," "চরণ," "নাথ," বা "কিঙ্কর" হইতে নাম লয়েন। অতএব "কালীকিঙ্কর" বলিলে হয় ত ভূত প্রেত দৈত্য দানা বুঝাইতেছে, এ সন্দেহ দূর হইতেছে না; তবে উপায়? কেবল নামটুকু ত্যাগ করিলে ত চলে না? অতএব বলিতেছি, বৈষ্ণবেরা ভেক লইলে; ব্রাহ্মণ দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিলে; খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে যেমন নূতন নামকরণ হয়, আপনারাও সেই পথ অবলম্বন করুন। সকল দিক রক্ষা হইবে।

এক জন মধ্যস্থ।

ভূমিকম্প।

কলিকাতা—১৮০৩ শক ১৭ ই পৌষ
শনিবার প্রাতঃকাল।

এ কি অকস্মাৎ পড়িল লেখনী,
মসী পাত্র হতে পড়িল মসী।
নড়ে ছবিগুলি দুলিছে বসন,
কেন টলে অঙ্গ—আছি ত বসি।

দুলে যেন চিত্ত—কি হলো কি হলো—
গাড়ী ঘোড়া না ত চলিছে পথে।
নড়ে ঝুলকল—কোথা পুঁটি ভোলা।
চল নীচে যাই এখান হতে॥

এখনো দুলিছে গৃহ আগা—গোড়া,
কোথা প্রিয়জনে! সবারে ডাক।
ভূমিকম্প বুঝি—করি অনুমান,
হও সাবধান—সচেত থাক।

ভূমিকম্প এই কাঁপিছে ধরণী,
অন্তর বাহির উভয় বলে।
অস্থির সংসার—সকলি চঞ্চল,
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় তিলেকে ফলে॥

ওই শুন শব্দ কাংস্য করতাল,
চারি দিকে বাজে মহোচ্চ রবে।
ভূমিকম্প এই করিছে ঘোষণা,
তোমরা বাঁচাও—বাঁচাও সবে॥

নহে যে অসাড় আর্য্যজাতি—চিত,
সামান্য আহ্বানে অমনি জাগে।
ভোগী—যোগী মন নিদ্রায় মগন,
বিধির নন্দন বিধান মাগে॥

এখনি প্রলয় ঘটিতে ত পারে,
হয় ত তুফান বাহিবে জল।
কিম্বা অগ্নির দ্রব বায়ু আনে,
নাশিবে শোভন দেশ সকল॥

বল জগদীশ! কি ইচ্ছা তোমার,
অমুক হোক্ তব বিধান।
যে তব বিধান তাহেই মঙ্গল,
জীবনে মরণে এক সমান॥

বাজাও একত্র শঙ্খ করতাল,
বিঘ্ন বিনাশ করিয়া দিবে।
হয় ত বাঁচিব নয় ত মরিব—
অমূল্য জীবনে ভাবিব কি রে?

অদ্ভুত জগত টলিছে চলিছে,
কাঁপিছে মেদিনী প্রতাপে যাঁর।
মৃত্যুর হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া,
বারেক গাওরে মহিমা তাঁর॥

থেমেছে কম্পন দেখ—দেখ ঘড়ি—
গাও বিভু নাম পুনশ্চ বলি।
এমন সঙ্কটে অটুট রহিল,
তোমার সুখের সৌধ সকলি॥

জয় জয় জয় প্রেম-ক্ষেম ময়,
বিভু বিশ্বপতি! অনন্তজ্ঞান।
অনন্ত শকতি, অনন্ত মহিমা,
কতই প্রকারে কর কল্যাণ॥

দুলিতে দেখেছি—দুলিল অবনী,
সামান্য সময়ে এই নিরখি।
কিন্তু চণ্ড শক্তি অন্তরে বাহিরে,
কি ছিল—কি হলো—হবে আর কি!!

সব চূর্ণ হয় মুহূর্ত্তে প্রলয়,
তুমি সেতু হয়ে রয়েছ ধরি।
সব বাঁধে বাঁধে কল্যাণ বিরাজে,
আহা কি বিচিত্র কৌশল হরি॥

অদ্ভুত কাণ্ড, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
মধুর প্রচণ্ড ক্রীড়া তোমার।
স্তব্ধ হয় বোধ, বাক্য হয় রোধ,
ধন্য ধন্য তুমি—তুমিই সার।

শ্রীগু—

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ পৌষ সোমবার।

বাহিরে বিদায়।

মহামান্য শ্রীযুক্ত লর্ড রিপন যথার্থই ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের সংকল্প করিয়াছেন। অন্যান্য রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহাদের অমাত্যগণের কার্য্যপ্রণালী প্রত্যক্ষ দেখিলে হয় ত আন্তরিক দুষ্ট দুরভিসন্ধিটুকু বুঝিতে পারিতাম না। অনেকের মুখেই হিত উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; ভারতবাসিদের উন্নতির নিমিত্ত মুখে পরামর্শ দেন নাই ও তদর্থে যত্ন করেন নাই, কর্ত্তাদের মধ্যে এমন লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে ভারতবাসিদের ভাগ্য ভাল যে তাঁহাদের সকল কথায় উপদিষ্ট কর্ত্তারা কর্ণপাত করেন না। কর্ত্তারা এক দিকে কণ্ঠ টিপিয়া ধরেন, মরা গলা কাঁদিয়া উঠে,—আর এক দিকে তাঁহারা হাসিয়া বলেন, "তব কি উপকার হবে,"—উপদেশগুলা "নিষ্ফল" আর কি! একুশ বৎসর বয়ঃক্রমে সকলে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতেছিলেন, লর্ড লিটন উনিশ বৎসর করিয়া দিলেন,—তাহাতেও পরম উপকারের কথা! কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা হইতেছে, ভারতের বণিকসম্প্রদায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহাদের হিত! কিন্তু এখনও আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, লর্ড রিপন ভারতের তেমন হিতৈষী নন। তিনি এতদ্দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনাতেই ফিরিতেছেন। গত ১৮ এ অক্টোবর ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে, মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের দ্বারা যাবতীয় ফরম আদি মুদ্রিত করাইয়া লইবেন।

গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ উক্ত আদেশানুসারে অনেক ঠিকাদারকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলেই যে প্রকার দরের চুক্তি করিলেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িল। সরকারি ব্যয় সম্বৎসরে অনুমান ১১০০০০ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা হইয়া থাকে। কিন্তু ঠিকাদারেরা এই ব্যয়ে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। ব্যয়ের কথা ব্যতীত ঠিকাদারেরা অপর একটী সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৩০০০০০০০ তিন কোটি ফরমের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বন্দোবস্তে কেবল পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ঠিকা দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ঠিকাদারেরা বলেন, এই বৃহৎ কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত অনেক আয়োজন চাই; কিন্তু অল্পকালের জন্য বন্দোবস্ত থাকিলে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কিছুই লাভ পাইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণর জেনরেল এই আপত্তিটী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত প্রতিবারের ঠিকাবন্দোবস্ত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এমন কিছু বাসনা নয় যে, সমগ্র কার্য্যভার একজন ব্যক্তিকেই লইতে হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাহেব সাধারণের কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত সমস্ত ফরমকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন; যথা (১) রেলওয়ের ফরম; (২) ডাক ও তারবিভাগের ফরম;

(৩) পুস্তিকাদি এবং বৈদেশিকবিভাগের ফৰ্ম, এবং (৪) অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের ফৰ্ম। কোন ঠিকাদার তাঁর ক্ষমতানুসারে উহার একটী কিম্বা ততোধিক শ্রেণীর ঠিকা লইতে পারিবেন। ফরম সকল মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, বাঁধাইয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রালয় অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের যন্ত্রালয়ে কেন যে অল্প ব্যয়ে মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, আমরা তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যায় দেখিয়াছি, ঢোলনলাল, মুন্সীষর, মুন্সি নওলকিশোর প্রভৃতি দেশীয় ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের ঠিকার কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা ত গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিতেছেন। তবে এ দেশে কি নিমিত্ত ব্যয় বাহুল্য পড়িবে? পূর্ব্বে উক্ত ঠিকাদারেরা কলিকাতা হইতে প্রয়োজনোপযোগী কাগজ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহাতেও তাঁহাদের ক্ষতি হইত না। কলিকাতাবাসীরা সহরে বসিয়াই সমস্ত দ্রব্য পাইবেন, অনেক বিষয়ে তাঁহাদের ব্যয় সংক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা। এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল প্রেসে আমিরী কাণ্ড, একা অধ্যক্ষেরই বেতন কত! তদ্ভিন্ন অনেক কর্ম্মচারীই গায়ে ফুঁ দিয়া আদেশ করিয়া বেড়ান। সে স্থলে অযথা ব্যয় পড়িয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশীয় লোকের যন্ত্রালয়ে অবশ্যই অল্প ব্যয় পড়িবে। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে যে সমস্ত ফৰ্ম মুদ্রিত হয় তাহার কিরূপ হিসাবে ব্যয় ধরা হইয়াছে বলা যায় না। যদি কেবল কাগজ, কালী, যন্ত্রাদির অপচয় এবং মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় ও বাঁধাই প্রভৃতির খরচ ধরা হইয়া থাকে, তবে ঠিকাদারদের সঙ্গে ব্যয়ের অনৈক্য ঘটিতে পারে। সেণ্ট্রাল প্রেসে অধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারিদিগের বেতনে, দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যে এবং অন্যান্য সম্বন্ধে সাকল্যে কত টাকা বাৎসরিক ব্যয় হইয়া থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহাই জানা আবশ্যক; তৎপরে সম্বৎসরে কি পরিমাণে কার্য্য হয় এবং সেই সমস্ত কার্য্যের কত অংশ বাহির হইতে আসিতেছে, এবং সেই অংশের উপর সূক্ষ্ম কত ব্যয় পড়িতে পারে; এ প্রকারে হিসাব করিয়া দেখিলে, বোধ করি ঠিকাদারদের চুক্তি সস্তা হইবে। আমরা মোটামোটী এই একটা হিসাব বুঝিয়েছি, কাগজ কালী প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় উভয় পক্ষেই যদি তুল্য হয়, কিন্তু অধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারিদের বেতন কোথায় যাইবে? সেগুলি ত অতিরিক্ত ব্যয়। আমাদের অনুরোধ, গবর্ণমেণ্ট যখন এই মহোপকারী প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন, তখন উহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিয়া কার্য্য শেষ করিলে ভাল হয়।

আর একটী আপত্তি আছে,—বাৎসরিক যতগুলি ফরমের প্রয়োজন হয়, বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহা অপেক্ষা বেশী ফরম আবশ্যক হইলে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে হইবে। যদিও ঠিকা কাজের এমন প্রথা নহে, কিন্তু এটী অন্য ঠিকা কাজের তুল্য নহে। দশ ক্রোশ পথ আট চাক পথে বাঁধাইতে হইলে কত ব্যয় পড়িবে, ঠিকাদার তাহা হিসাব করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ফরমের প্রয়োজন কোন্ বৎসর কিরূপ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। চলিত নিয়ম কেটীর কম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং বৎসর বৎসর কার্য্যপ্রণালী বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, সুতরাং অধিক ফরমেরই প্রয়োজন হইতে পারিবে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের ন্যূনাধিক্যের জন্যই ঠিকাদারেরা দায়ী। আমাদের বিবেচনায়, সেণ্ট্রাল প্রেসের নিঃসম্পর্ক লোক দ্বারা ঠিকা বিলি করাইলে উচিত কর্ম্ম হইত।

চৌকিদারী চাকরান ভূমির উপর ট্যাক্স সম্বন্ধে।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্য প্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। স্থান ভেদে প্রাচীন প্রথা অদ্যাবধি অনেক স্থলে প্রচলিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কচিৎ কোন কোন স্থানে পূর্ব্বতন ধারাগুলি কল্যাণকরের বিশেষ হইতেছে, আবার কোন কোন নিয়ম গুলি অনিষ্টের দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই চৌকিদারী ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদনুসারে পঞ্চায়ত সভা এবং কালেক্টর সাহেব আছেন। কালেক্টর সাহেব গ্রামস্থ প্রজাদের নিকট হইতে [illegible] ত্রৈমাসিক কর আদায় করিয়া চৌকিদারদিগের বেতন দেন। যে যে স্থানে চাকরান ভূমি আছে, এখনও তত্রত্য স্থানে প্রায় চৌকিদারী কর প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পূর্ব্বে জমিদারেরা এখনকার মত কেবল ভূমির খাজনা আদায় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না; তাঁহাদের বিস্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, রাজ্যের বিস্তর কাজ তাঁহাদের হস্তে উপন্যস্ত থাকিত। জমিদারেরা একপক্ষে পুলিসের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা, চুরী খুন প্রভৃতি সমস্ত অন্যায় অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে দায়ী থাকিতে হইত। প্রাচীনকালে সৈন্য সামন্তকে খাদ্যাদি যোগাইতে হইত, ফলতঃ রাজ্যের অনেক কাজ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণে সমর্পিত ছিল।

তৎকালে চৌকিদারেরা জমিদারের সাক্ষাৎ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইত, তজ্জন্যই তাঁহারা অন্যান্য চাকরের ন্যায় চৌকিদারদিগকেও নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে টাকা কড়ি দুর্ল্লভ ছিল, সে কারণ নিয়মিত দাস দাসী ও অপর কর্ম্মচারিদিগকে খাদ্য এবং জমিদারগণ ভূমি দান করিতেন। রাজকার্য্যে একবার কেহ নিযুক্ত হইলে তাঁহার তৎকার্য্যে অধিকার একেবারে কৌলিক হইয়া পড়িত। এক্ষণে যে যে গ্রামে, যে যে পরগণায় চৌকিদারদিগের চাকরান ভূমি দৃষ্ট হয়, তাহাও সেই প্রাচীন নিয়মের প্রমাণ। চাকরান ভূমি দানের জমি নহে, ব্রহ্মোত্তরও নহে,—ভূমি নাম মাত্র, বস্তুতঃ সেটী নগদ টাকা,—চাকরের বেতন স্বরূপ। চৌকিদার চাকরান ভূমিতে চাষ করে বটে, প্রকৃত সে তাহার প্রজা নহে,—সরকারী চাকর, সে এক্ষণে পুলিসের সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মচারী। পুলিসের কনষ্টেবল প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ মাসে মাসে বেতন পাইয়া থাকে, চৌকিদারেরা সর্ব্বত্র সেরূপ পায় না, অনেক স্থলে চাকরান ভূমিই তাহাদের বেতন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জমিদারীর অন্তর্গত অন্যান্য সাধারণ প্রজার সঙ্গে চৌকিদারেরা পরিগণিত হইতে পারে কি না? চৌকিদারেরা অন্যান্য সাধারণ প্রজার শ্রেণীভুক্ত বটে কি না? সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে চৌকিদারেরা অন্যান্য প্রজার সমশ্রেণিক নহে। চৌকিদারেরা চাকর,—প্রজা নহে। পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিদারের চাকর ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইয়াছে; ফলতঃ তাহারা যে চাকর সেই চাকরই আছে। অতএব তাহাদের চাকরান ভূমির উপর রোড্‌সেস, প্রভৃতি কর নির্দ্দিষ্ট হওয়া কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। কনষ্টেবল প্রভৃতির উপর ইন্‌কম ট্যাক্স নির্দ্দিষ্ট হইলে যে ফল হয়, এ স্থলেও কার্য্যে তাহাই ঘটিতেছে। কারণ, চাকরান ভূমি চৌকিদারের কেবল বেতন স্বরূপ। কিন্তু দেশে যখন ইন্‌কম ট্যাক্স প্রচলিত না থাকে, তৎকালে চৌকিদারদিগকে কি নিমিত্ত ট্যাক্স দিতে হয়? ঐ বেতনটী ভূমির স্বত্ব রূপে না থাকিলে চৌকিদারদিগের ও কর লাগিত না। নগদ টাকায় বেতন দিলে তাহারা এই কর ভার হইতে অব্যাহতি পাইত। সুতরাং বিবেচনা করা উচিত, এক স্থানে চৌকিদারী ট্যাক্স হইতে চৌকিদারকে সম্বৎসরে নগদ টাকায় ৪৮, টাকা বেতন দেওয়া হয়। আবার অন্যত্র চৌকিদারী ট্যাক্স প্রচলিত নাই, চাকরান ভূমির উপস্বত্ব হইতে চৌকিদারের সম্বৎসরে ৪৮, টাকা পোষাইয়া থাকে। এমন স্থলে ঐ ৪৮, টাকার উপর কোন প্রকার কর নির্দ্দিষ্ট হইলে অন্যায় ও পক্ষপাত করা হয়। এস্থলে

বেতনের কেবল রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে ; অতএব এক স্থানে নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হয়, তজ্জন্য চৌকিদার পুরা বেতন পাইল ; আবার অন্যত্র নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হয় না, তন্নিমিত্ত সে পুরা বেতন পাইতে পারিল না, এ প্রকার বিধিকে মতে কখন পক্ষপাতশূন্য বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থানেই নিঃসঙ্কুচিত চিত্ত ভূস্বামীরা অন্যায় কর সংগ্রহ করিয়া থাকেন ; তদ্দ্বারাও দরিদ্র চৌকিদারদের প্রতি অত্যাচার করা হইতেছে। চৌকিদারি চাকরাণ ভূমির কোন নির্দ্দিষ্ট খাজনা নাই, সে কারণ জমিদারেরা প্রায় অনিয়মিত খাজনা ধার্য্য করিয়া তাহার উপর কর নিশ্চিত করিয়া থাকেন। এই রূপ নানা দিক দিয়া চৌকিদারদের ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে। আমাদের বিবেচনায়, চৌকিদারী চাকরাণ ভূমির কর নির্দ্ধারিত করা বিধেয় নহে, গবর্ণমেণ্ট উহা রহিত করিয়া দরিদ্র চৌকিদার দিগকে রক্ষা করুন।

লোক সংখ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞলোকের ভাব।

রঘুবংশকার লিখিয়াছেন,—তস্য সংবৃত মন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ। ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব। রঘুরাজা যৎকালে মন্ত্রভবনে মন্ত্রণা করিতেন, কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মন্ত্রণা হইতেছে, তদীয় আকার ইঙ্গিত দৃষ্টে কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না ; কিন্তু অতঃপর কার্য্যের দ্বারা মন্ত্রের ফল অনুমিত হইত। পাঠক ! জানেন, লোক সংখ্যা নিশ্চিত করিবার সময় অজ্ঞলোকের চিত্তে কি না আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কত লোকে কত কথাই বলিয়াছিল ; কিন্তু লোক সংখ্যা গৃহীত হইলে কোন প্রকার কর নির্দ্দিষ্ট হইবে যে, তাহা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সাঁওতাল-দিগের ত কথাই নাই। যে বার লোকসংখ্যার পর কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এ বারও গবর্ণমেণ্ট সেই উদ্দেশে লোক সংখ্যা লইতেছেন, এ আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বহু যত্নে কেহই তাহাদের ভয় দূরীভূত করিতে পারেন নাই। অন্যান্য অজ্ঞলোকদিগকেও আমরা বিস্তর বুঝাইয়াছিলাম, তৎকালে আমাদের বাক্যে কেহই কর্ণপাত করে নাই। সম্প্রতি ইনকম ট্যাক্সের আশঙ্কা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি কুমন্ত্রণায় লোক সংখ্যা করিয়াছিলেন, এক্ষণ ফলে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঈশ্বর না করুন,—কিন্তু এ সময় যদি কোন নূতন কর প্রবর্ত্তিত হয়, তবে গবর্ণমেণ্টকে অজ্ঞলোকেরা আর কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। পুনর্ব্বার লোক সংখ্যা গ্রহণের সময় কত যে উৎপাত ঘটিবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে ? অজ্ঞলোকদিগের মধ্যে যাহারা প্রবল, তাহারা লোক সংখ্যা কারিদের প্রতি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিবে না, দুর্ব্বলেরা সত্য কথা বলিবে না ; যাহার ঘরে সাত জন লোক থাকিবে হয় ত তিন জন বলিয়া বুঝাইবে।

এত দিন ইংরাজেরা অজ্ঞলোকদের চক্ষেই দেবতুল্য পবিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায়পরতা বিচার প্রজাপালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সকলের চক্ষে পবিত্র বোধ হইত। সুশিক্ষিত লোকেরা আধুনিক ইংরাজদের চিত্ত-প্রবৃত্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারা ত পদে পদে কুণ্ঠিত হইতে পারেন ; কিন্তু কালের কেমন বিচিত্র গতি, সত্যকে অধিকক্ষণ গোপন করিয়া রাখা যায় না, অজ্ঞ লোকেরাও এখন তাঁহাদের মনের স্বার্থপরতাভাব বুঝিতেছে। যে স্থানে শুভদৃষ্টি নাই, সেখান হইতে ও অবিশ্বাস ও অপ্রীতি স্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে। একটী প্রবাদ আছে, রাজা বিদ্যা এবং যুবতি ভার্য্যাকে কখন বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বাস্তবিক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অনেক বিষয়ে এই বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে যে রাজাকে সকলে গুরু বলিয়া সম্মান করিত, আজ তাঁহাকেই চক্রী ও শোষক রাজা বলিতে কেহ সঙ্কুচিত হইতেছে না।

রাজা না হয় প্রবল অপরাজেয় ; উৎকট আইন দ্বারা হউক কিম্বা গুরুতর দণ্ডবিধান দ্বারাই হউক, প্রজার মুখ বদ্ধ করিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাজা কি প্রজালোকের আন্তরিক অনুরাগ প্রার্থনা করেন না ? বিবেচনা করুন, লাইসেন্স ট্যাক্স প্রচলিত হওয়ায় দীন দুঃখী প্রজার উপর কি অত্যাচার না হইয়া গিয়াছে ? ইংরাজ শাসনাধীনে এত অন্যায় অত্যাচার কস্মিনকালে হয় নাই। তাহারা সকলের অবস্থা স্বচক্ষে দৃষ্ট করিয়া জ্ঞাত হইতেছেন, প্রজাদের কোথায় কাহার কি দশা হইবে,—না জানি ক্রমেই দুঃসহ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি লাইসেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্টগবর্ণরের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন,—পূর্ব্বে যিনি বড় প্রজাবন্ধু ছিলেন, এখন মূর্ত্তিটা কেমন !—কর্ত্তা হইলে যেমন হয়। ইনিই মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের বিধাতা, ইনিই অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের পরামর্শদাতা, ইনি বাঙ্গালার আসনে আসীন হইয়া অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিলেন ; লর্ড লিটন থাকিলে, আরও দুই চারিটী রাখিতেন, সুতরাং শুভ বাঙ্গালা আসিয়া দিলেন। ট্যাক্স সম্বন্ধে লর্ড মেয়ো এবং ষ্ট্রাচি সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইনি ও তাহাতে সায় দিতেছেন। সকল কর্ত্তাই বলিতেছেন,—ভারতবাসিদের কর্ত্তৃক্ষেপন হয় ; কিন্তু তাঁহাদের বড় দোষ দেখা যায় না, স্বার্থপরতা ও নাই, বড় দোষ এ দেশীয় জেলাদের,—তাঁহারা ছোট থাকিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি এই বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার বাৎসরিক এক শত টাকার অনধিক আয় তাহার উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইবে না। কারণ যাহার একশত টাকা আয় তাহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, তাহাকে পথের ভিক্ষুক বলিলেও বলা যায়। হয় ত গৃহে বৃদ্ধ অন্ধ মাতা, একটী স্ত্রী ও তিনটী সন্তান আছে ; তাহাদের ভরণ পোষণ এবং নিয়মিত ম্যালেরিয়ার বাৎসরিক দেয় দক্ষিণা কি রূপে বহে ?—সুতরাং তার কর নাই। অতএব লোকের বাৎসরিক আয় এক শত এক টাকা হইল, অবস্থা ও সচ্ছল হইয়া পড়িল, কারণ আয় বাড়িয়াছে। এদেশের বাবু বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ সূক্ষ্মদর্শী এবং আইনজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের অভিমত অন্যথাচরণ করিতে পারেন না, কাজেই তেমন ব্যক্তির উপর কর নির্দ্ধারিত হইল।

যাহাদের এক শত টাকার অধিক আয় তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিলে সাতিশয় উৎপীড়ন হয়, তজ্জন্যই দ্বিতীয়বার এই ব্যবস্থা হয় যে যাহাদের আড়াই শত টাকার কম আয় তাহাদের উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইবে না। পরিশেষে তৃতীয় বারে এইরূপ আইন করা হয় যে, যাহাদের পাঁচ শত টাকার কম আয় তাহাদিগের কর লাগিবে না। ১৮৮০-৮১ অব্দে ১৬৮৬৮৮৩ টাকা কর সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৭৯।৮০ অব্দে ১৬৭৬২২৭ টাকা আদায় হইয়াছিল। পাঠক ! আপনারা দেখুন, কত লোককে অব্যাহতি দিয়াও ১২৮৭৬ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি ? পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যবসায়ীদের যে বেশী লাভ হইয়াছে, এমন নিদর্শন কিছু ঠিক বলা যায় না। পাঠকের স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি, অনেক নিম্ন শ্রেণীর করদাতা উপর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। আয় বৃদ্ধি হইবার ইহাই মুখ্য কারণ। ফরিদপুর জেলার প্রধান কালেক্টর সাহেব এই পথ অবলম্বন করিয়া অনেক দরিদ্র ব্যক্তির জীবন সংশয় করিয়া তুলিয়াছেন। অধিক মেদিনীপুর এবং কটকেও এই ঘৃণিত অন্যায় প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এদিকে আবার বৃদ্ধি হইতেছে, লক্ষ্য প্রজাদিগের অবস্থা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। যথাযথ অবস্থানুসারে কর নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বোর্ড তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। এক

একটী সবডেপুটীকে এক একটী জেলার অংশার্পণ করা হয়। ইহাতে কালের যতদূর সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা, তাহা সকলেই বোধগম্য হইতেছে। পূর্ব্বে লর্ড মেয়ো এবং ষ্ট্রেচি সাহেব বলিয়াছিলেন যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর আদায়ের ভার এদেশীয় লোকের হস্তে সমর্পণ করিলে ভূরি অন্যায় ও অত্যাচার হইবারই সম্ভাবনা। ইডেন সাহেবও সেই প্রকার মতের পোষকতা করিয়াছেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের কথা নয়। সম্প্রতি একটী জেলার সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিতে হইবে; কেবল গ্রামের সদর রাস্তা দিয়া গাড়ি কিম্বা ঘোড়া চড়িয়া গেলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। প্রতি গ্রামের প্রত্যেক বাস বাটীর প্রকৃত অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে; কিসান পাড়ার রাস্তা দেখা চাহি, লোকের নিকট অনুসন্ধান করা চাহি; তবে কর্ম্মচারি লোকের অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। এই প্রণালীতে কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রত্যেক গ্রামে ন্যূনকল্পে এক দিন করিয়া থাকা আবশ্যক। বাঁকুড়া জেলায় ৫৫৮৪ খানি গ্রাম, অতএব অন্যূন চৌদ্দ বৎসর আট মাস পরিভ্রমণ না করিলে একটী সমগ্র জেলার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। কালেক্টর আসেসর বাবু ৪৫১ খানির অধিক গ্রাম পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। আমাদের মতে ইহাও অত্যধিক হইয়াছে। কেবল গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করা আসেসরের কর্ম্ম নহে; তাঁহাকে আপীল শুনিতে হইবে, নিজ হিসাব পত্র দেখিতে হইবে, ইহাতে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হয়, বাকী ছয় মাসে কতদূর পরিভ্রমণ ও প্রজাগণের অবস্থার অবগত হইতে পারে? অত্যাচার আসেসরেরা করেন না, গবর্ণমেণ্টের অনিয়মিত অল্পবেতন নিযুক্তদের দল পাঠাইয়া দারুণ অত্যাচারকে প্রকার পথে আনিয়া দেয়। যখন অবধারণ কর নিয়মগুলির অনুমতি রাজকর্ম্মচারীর মুখাগ্র হইতে বিনির্গত হইয়াছে, অত্যাচার করিতে হইবে কেন,—অত্যাচারকে অবনি ও সমাজের পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছে। আসেসরেরা ও অত্যাচারকে বলিতে পারেন নাই, স্বয়ং গবর্ণমেণ্টই ও আফিসের সংকোচ নিমিত্ত অত্যাচারকে আসন দিয়াছেন, আসেসরেরা করিবেন কি? কই,—প্রতি জেলার সংখ্যানুসারে আসেসর নিযুক্ত হউন, কোন প্রকার দুঃখ অত্যাচারের কথা বিনির্গত হয়,—দেখি? যদি বলেন, ব্যয় সঙ্কুলান হবে কেমন? আমি ত বলিয়াছি অত্যাচার অন্যায় ও প্রজাপীড়ন হবে না কেন? তাহা বলিতে হবে, কিন্তু যা করিবে না,—ক্ষুদ্র বুদ্ধি ভারতবাসীরা সে প্রকার কখন শিক্ষা পায় নাই। ইংরাজ জাতির নিকট অন্যান্য লক্ষণ বিলাতে শিক্ষা পাইবেন, কিন্তু যেমন বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকিবে না। তাঁহারা সভ্য জগৎ হইতে শিখিবেন, শিষ্টাচারী হইবেন, এ গুলি তাঁহাদের কৌলিক ধর্ম্ম, জাতীয় পেশা,—পরন্তু রাজনীতির কূট গূঢ়তায় চির দিন মূঢ় হইয়া থাকিবেন।

সর্ব্বাপেক্ষা লাইসেন্স ট্যাক্স বুদ্ধিমান সাধারণের অত্যাচার। ছোট লাট সাহেব ও বঙ্গদেশের অধিবাসীদের অবস্থা বিলক্ষণ অবগত আছেন। বাঙ্গালার অন্তঃপাতী কোন বিষয় যদি তাঁহাকে বলা যায়, সেটী কেবল তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। তিনি কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট হইতে স্বীয় অসাধারণ নৈপুণ্যবলে আজ বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছেন,—তবে তাঁহার অপরিচিত কি আছে? তিনি চোরের দৃষ্টি হইতে ধনিকাদের বিপদ্ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কাহার কি কষ্টে দিনপাত হয়, তিনি কি জানেন না? যৎকালে তিনি বারাশতের কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন আমরা তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলাম, অতঃপর যখন তিনি নীলকরদিগের উপদ্রব নিবারণ করিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহার স্তাবক হইলাম। প্রজাহিতৈষী সজ্জনাগ্রগণ্য সাহেবদিগের নামোল্লেখ হইলে, আমরা ইডেন সাহেবকে সর্ব্বাগ্রে গণনা করিতাম। ইডেন সাহেব বাঙ্গালিদের পরিচয় বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু বড় কষ্টের কথা শেষটা ভাল হল না,—তিনিও আমাদের লইয়া সুখী হইলেন না, আমরাও তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিলাম না।

ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষে প্রভেদ বিস্তর। ইংলণ্ডের অবস্থা দৃষ্টে এদেশে কিছুতেই কর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। আমাদের অনৈক্য রাজস্ব সচিব মহাত্মা লেইং সাহেব এই প্রকার মত প্রকাশ করেন,—"যদি ও সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিং" বাঙ্গালিদিগকে সোয়াস্তুর প্রথম অনুমতি দিয়া সকলের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হওয়ায় এবং অধিকাংশ লাইসেন্স ট্যাক্স ও আরও অন্যান্য নানাবিধ ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে, এই আশঙ্কায় ইংরাজ শাসন বারংবার নাই সকলের অতীব বিরাগের পাত্র হইয়া উঠিল। একবারে এ দেশীয় লোকের চিত্ত যে কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডবাসীরা তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডে ইনকম ট্যাক্স এবং লাইসেন্স ট্যাক্স ন্যায়ানুগত বলিয়াই বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে করদাতাগণকে যথাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করা সাতিশয় দুরূহ কর্ম্ম। ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত করিবার সময় প্রায় ৭০০০০০ কিম্বা ৮০০০০০ এবং লাইসেন্স ট্যাক্স প্রচলিত করিবার সময় ৫০০০০০ কিম্বা ৬০০০০০ জন করদাতাকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কর আদায় করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যক্তির অবস্থার তদন্ত করিবার নিমিত্ত অল্প বেতনে অনেকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। সুতরাং ইহারা যে প্রবঞ্চনা ও উৎপীড়নাদি দোষ ঘটিবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। চতুর্দ্দিক হইতেই রাজভক্ত পরম বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সাধারণ লোকের চিত্ত একবারে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ভবিষ্যতে পাছে আরও অন্য কোন ট্যাক্স প্রচলিত হয়, তজ্জন্যও সকলে আশঙ্কা করিতেছে। লর্ড ক্যানিংএর সঙ্গে প্রথমে আমার সাক্ষাৎ হইলেই তিনি ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত না করিলে যদি ৪০০০০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ বিপদগ্রস্ত হয়, তাহাও ভাল; তবু ট্যাক্স দ্বারা প্রজাপীড়ন করিয়া ১০০০০০ ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া থাকা সুখজনক নয়। নূতন কর প্রবর্ত্তিত করায় আয় বৃদ্ধি হইতেছে এবং উপকার দর্শিতেছে, যদি এমন ধারণা হইয়া থাকে, তবে তাহার মূলোচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। ১৮৬০ সালে ১০৫৩০০০০০ টাকার অসঙ্কুলান থাকে। তৎপরে ১৮৬২ সালে ১৪০০০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। সৈনিক বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ের ৮০০০০০০০ টাকা ব্যয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং কৃষি আমদানী রপ্তানি লবণের শুল্ক ও ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি হইতে ২০০০০০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হয়। তদ্ব্যতীত ১৫০০০০০ টাকা নূতন কর দ্বারা সংগৃহীত হয়। একবারে সমস্ত ভারতবর্ষ একবারে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

লেইং সাহেব যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা অন্যথা নহে। এদেশে কর দিবার যোগ্য কয় জন ব্যবসায়ী আছেন? যাঁহাদিগকে প্রকৃত মহাজন নাম দেওয়া যায়, যেমন ধনী অতি অল্প। বিলাতের ন্যায় এদেশে একজন ধনী ব্যবসায়ী নাই। সে স্থলে লাইসেন্স প্রভৃতি ট্যাক্স সকলের পক্ষেই দারুণ ভারবহ হইবে, সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্ট সত্বর এই করপদ্ধতি রহিত করুন, কার্পাস বস্ত্রের উপর যে প্রকার শুল্ক ছিল, পুনর্ব্বার তাহা নির্দ্ধারিত করুন। তাহা হইলে রাজস্বের কোন ক্ষতি হইবে না। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকসম্প্রদায় বস্ত্রের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি করিলে এ দেশীয় লোকেরও কষ্টকর হইবে না অথচ রাজস্বেরও অভাব দূরীভূত হইবে।

বারুইপুর মহকুমা।

আমরা অনেক দিন অবধি শুনিতেছি এই মহকুমাটী উঠিয়া যাইবে। এটী উঠিয়া গেলে যে অনিষ্ট ঘটিবে সেটী যেন আমাদের মনে সম্যক বিস্মৃত হইয়াছিল। ক্রমে আমরা লোকের মন চঞ্চল দেখিলাম। যাঁহারা বারুইপুরের অবস্থা বিশেষরূপে জানেন, তাঁহারা বলেন এ মহকুমাটী উঠিয়া গেলে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। দস্যু তস্করাদির প্রভাব বাড়িবে, প্রবলের অত্যাচার বৃদ্ধি হইবে। গদাধর পাদপদ্ম চাপাইয়া দেওয়াতে গয়াসুর যেমন শির উত্তোলন করিয়া ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিতে পারিতেছে না, তেমনি বারুইপুরের মহকুমা থাকাতে দুষ্ট লোকেরা বারুইপুরের সুখস্বচ্ছন্দাদি সংহারে সমর্থ হইতেছে না। মাথা চাপা আছে বটে, তথাপি দুষ্টেরা এক এক বার মাথা নাড়া দেয় তাহাতেই বিচারপতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। মধ্যে মধ্যে হাইকোর্টের উকীল, ব্যারিষ্টার, জজ আদালতের উকীল প্রভৃতির বারুইপুর মাজিষ্ট্রেটী আদালতে যে পদধূলি পড়ে তাহার কারণ কি?

আমাদিগের বিবেচনায় ঐ মহকুমাটি উঠাইয়া দেওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। চলিত কথায় বলে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না। যাঁহারা হিতবোধে এটী উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন, এটী উঠিয়া গেলে তখন তাঁহারা ইহার মর্য্যাদা জানিতে পারিবেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এই মহকুমাটী থাকাতে কি উপকার লাভ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে এই মহকুমাটী পরিত্যক্ত হয়? এমন কি সে কারণ উন্মূলিত বা বিলুপ্ত হইয়াছে? এমন কি বারুইপুর সদাচারের উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়া দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়াছে? চৌর্য্য ও দস্যুতা মহাপাপ বলিয়া দস্যু ও তস্করেরা কি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে? পাপ পথাবলম্বী প্রবলেরা কি পর ধন লুণ্ঠন প্রয়াসে বিমুখ হইয়াছে? অত্যাচারিরা কি পরম ধার্ম্মিক হইয়াছে? যে বারুইপুর সেই বারুইপুরই আছে। আর যদি মহকুমাটী উঠিয়া যায় দুষ্টের দল মাথা উঁচু করিয়া উঠিবে। মনু বলেন—

"সর্ব্বো দণ্ডজিতোলোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।"

অধিকাংশ দুষ্ট এখন দণ্ড ভয়ে মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া আছে।

হিন্দুদিগের নিকটে গোরু এত পূজ্য কেন, গাভী দুগ্ধ দেয় সেই দুগ্ধে নিত্য নৈমিত্তিক দৈব ও পৈত্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বালক, বৃদ্ধ ও আতুরেরা দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে। সুস্থব্যক্তিরাও ঐ দুগ্ধে পুষ্টদেহ হয়। গোময়ে গৃহ পবিত্র হইয়া থাকে। বৃষেরা ক্ষেত্র চষিয়া দেয়। ভার বহন করে এবং লোকদের নিত্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। গোরু হইতে নিত্য এত মহৎ উপকার হয় বলিয়া গোহত্যা হিন্দুশাস্ত্রে এত নিষিদ্ধ। এই সকল উপকার বিবেচনা করিয়াই গো-বধ করা দূরে থাকুক, মুসলমান্ হিন্দু গোয়ালার দারুণ প্রহার করে না। আমরা আরও একটী দৃষ্টান্ত বলি। হিন্দুরা নারিকেল বৃক্ষকে পূজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারও কারণ ঐ, নারিকেল বৃক্ষ হইতে গৃহস্থের নিত্য উপকার। নারিকেল বৃক্ষের কোন অংশ ত্যাজ্য নয়। নিত্য উপকারী বলিয়া দেশের প্রথায় এই নারিকেল বৃক্ষ ছেদনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। অতএব যে নিত্য উপকারী তাহার সংহার বিধি-বোধিত নহে। ঐরূপ বারুইপুর মহকুমাটী নিত্য উপকারী। ঐ মহকুমাটী থাকাতে দুষ্টলোকের নিত্য দমন হইতেছে। দুর্ব্বলেরা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। নিরীহ লোকেরা সুখে অবস্থান করিতেছে। যাহা হইতে এত উপকার তাহার সংহার করা কর্ত্তব্য নয়। দীর্ঘ বিবেচনা না করিয়া যদি তাহার সংহার করা হয়, হঠকারিতা প্রকাশ হইবে সন্দেহ নাই।

যদি বল বারুইপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে, উৎপীড়িত ব্যক্তিরা রেলযোগে কলিকাতায় গিয়া মকদ্দমা করিয়া আসিবে, এটী বড় সহজ কথা নয়। এক দিন রেল ভাড়া দিয়া কলিকাতায় গেলেই মকদ্দমার শেষ হইবে না। কলিকাতায় যদি আদালত হয়, উকীল মোক্তার প্রভৃতিকে সেই খানেই থাকিতে হইবে। না থাকিলে তাঁহাদের ব্যবসায় চলিবে না। অর্থি প্রত্যর্থিদিগকে উকীল মোক্তার প্রভৃতির বাসস্থানে গিয়া মকদ্দমার পরামর্শ জানিতে হইবে এবং আর্জ্জি ও জবাব প্রভৃতি লেখাইতে হইবে। এ সকল কার্য্য করিতে গেলে অর্থি প্রত্যর্থিদিগকেও কলিকাতায় বাসা করিতে হইবে। রেলভাড়ার খরচ, বাসার খরচ, মকদ্দমার খরচ এবং উকীলের ফি দিয়া কয় জন লোক মকদ্দমা করিতে পারিবে? বারুইপুর মহকুমার এলাকা নিতান্ত সংকীর্ণ নয়। বিশেষতঃ এই এলাকার মধ্যে অধিকাংশ দুঃখী ও ইতরলোকের বাস। তাহারা কি ঐ বিপুল ব্যয় করিয়া মকদ্দমা চালাইতে পারিবে? সুতরাং অধিকাংশ লোককে ক্লীব থাকিয়া ক্লীব চুপী করিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। দস্যু তস্করাদির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে।

মহকুমাটী উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব হইল কেন? এ বিষয়টীর একবার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাই, ফৌজদারী মকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এ কমিবারই বা কারণ কি? ঐ বারুইপুরে যে দেওয়ানী আদালত আছে তাহাতে দুই জন মুন্সেফ মকদ্দমা করিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন না। দেওয়ানী সম্বন্ধে বারুইপুরের লোকেরা যদি সৎ না হইল, ফৌজদারী সম্বন্ধে তাহারা যে সৎ হইয়াছে ইহা কিরূপে আমরা বুঝিতে পারিব। তবে ফৌজদারী মকদ্দমার হ্রাস হয় কেন? আমরা ত ইহার নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। ভাল, এমন ত ঘটনা হয় নাই? বিচারপতি স্বয়ংই মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাসের কারণ হইয়াছেন? যোগ কর বিচারপতি বড় কড়া, তাঁহার নিকটে আসামীর নিষ্কৃতি নাই, ফরিয়াদির নিস্তার নাই, সাক্ষীরও নিষ্কৃতি নাই। ফরিয়াদি যদি আসামীর দোষ প্রমাণ করিয়া দিতে পারিল আসামী দণ্ডনীয় হইল। যদি ফরিয়াদি আসামীর দোষ প্রমাণ করিতে না পারিল ফরিয়াদি দণ্ডনীয় হইল। কিন্তু অনেক স্থলে ফরিয়াদির দণ্ড হওয়া ন্যায়, যুক্তি ও আইনবিরুদ্ধ। অনেক স্থলে উকীল ও ব্যারিষ্টারদিগের কূটপ্রশ্নের প্রভাবে ফরিয়াদি প্রকৃত ঘটনাও প্রমাণ করিতে পারে না। অনেক নির্ব্বোধ সামান্য সাক্ষী জেরায় একে আর বলিয়া ফেলে; এরূপ স্থলে ফরিয়াদির দণ্ড হওয়া কি ন্যায়ানুগত? এরূপ স্থলে সাক্ষীর দণ্ড হওয়াও বিধেয় নয়; আবার এরূপ ঘটনা হওয়াও অসম্ভব নয়, ফরিয়াদি ও আসামীতে মকদ্দমার আপোষে মীমাংসা হইয়া গেল, উভয়ের মকদ্দমা শেষ হওয়াতে সাক্ষীরা আর আদালতে আসিল না, কিন্তু বিচারপতি তাহাদিগকে তলব করিয়া আনাইয়া বলিলেন ফরিয়াদি ও আসামী রফা করুক, কিন্তু তোমরা সমনের পর [illegible] দিয়াছ অতএব তোমরা আদালতে উপস্থিত না হওয়াতে আদালতকে অমান্য করা হইয়াছে, এই বলিয়া বিচারপতি তাহাদিগের পাঁচ পাঁচ টাকা দণ্ড করিলেন। এ স্থলে এ শ্রেণীর অশিক্ষিত অজ্ঞলোকদিগের পক্ষে অন্ধের কাজ। বারুইপুর ফৌজদারী আদালতের যদি এরূপ অন্ধের কাজ ঘটিয়া থাকে এবং সেই নিমিত্ত মকদ্দমার সংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকে, আর সেই সংখ্যার হ্রাস দেখিয়া উপরিস্থ কর্ত্তারা যদি মহকুমাটী উঠাইয়া দিবার কল্প স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাজটী নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

এক পয়সায় সংবাদ পত্র প্রেরণ।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এক পয়সায় সংবাদ পত্র প্রেরণ করিবার যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কেবল যে বদান্যতা প্রকাশ পাইয়াছে

এরূপ নয়, বিদ্যোৎসাহিতা-গুণের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সংবাদ পত্রের মূল্য যত সুলভ ও মাশুল যত কম হইবে, ততই বিদ্যার বিভা দেশময় বিকীর্ণ হইবে। সংবাদ পত্র, পাঠকগণকে একবিধ জ্ঞানরূপ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করে না। ইহা হইতে নানাবিধ জ্ঞান-রত্ন উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। মানুষের যে যে বিষয়ে জ্ঞানলিপ্সা আছে, সংবাদ পত্র প্রায় তাহা পরিপূরণ করিয়া থাকে। সমাচার পত্রে প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞানাদি সকল বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। যিনি যে বিষয়ে ভক্ত তাঁহার সেই বিষয়েই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যে বিষয় হইতে জগতের এত লাভ গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয়ের সৌলভ্য সম্পাদন করিয়া যে বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহদান করিতেছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট তিন তোলা ওজনের সমাচার পত্র এক পয়সায় পাঠাইবার নিয়ম করিয়া সেই বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার কার্য্যটিকে অর্দ্ধ সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কার্য্যের অর্দ্ধ সম্পন্নতা এক প্রকার বিড়ম্বনা। এক জন দাতা যদি শত সহস্র লোককে অন্ন দেন কিন্তু যদি উদর পুরিয়া না দেন অর্দ্ধাশন মাত্র দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন সেটী কি বিড়ম্বনা নয়? তিন তোলা ওজনের নিয়ম করাতে সমাচার পত্র সম্বন্ধেও সেই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন ঔদার্য্যের কার্য্য করিতে বসিলেন তখন তাহাকে সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন কেন? এখন যে ওজনের সংবাদ পত্র অর্দ্ধ আনায় যাইতেছে, সেই ওজনের সংবাদ পত্র যাবৎ এক পয়সায় যাইবার নিয়ম না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত ঔদার্য্যের কার্য্যটী পূর্ণ অবয়বে বিকসিত হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখুন পূর্ব্বে যে এক আনায় সংবাদ পত্র যাইবার নিয়ম ছিল, তাহার পর অর্দ্ধ আনায় হওয়াতে সংবাদ পত্রের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইয়াছে। ডাকঘরগুলি গবর্ণমেণ্টের লাভের স্থল না হয় এই আমাদের ইচ্ছা। দীর্ঘিকা সরোবরাদি যাহারা যেমন স্বয়ং জলভোগী হইয়া সাধারণের উপকারকারী হন, গবর্ণমেণ্টও তেমনি ডাকঘর গুলিতেও স্বয়ং জলভোগী হইয়া সাধারণের উপকারকারী হউন। সাধারণের নিকট হইতে যে আয় হইবে, তাহাতে যদি ডাকঘর গুলির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টের নিজের কাগজ পত্র সকল এই ডাকযোগে নীতানীত হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। এ বিষয়ে লাভার্থ হস্ত সঙ্কোচ করা উচিত হয় না।

ইউরোপীয় সমাচার।

গ্লাডষ্টন ঘোষণা করেন সার আর্ব্বিন পেলি ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভার সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্যারিস ১ লা জানুয়ারি। এম, গাম্বেটা গমন ও তুলনাতি দ্রব্যের শুল্ক অনেক কম হ্রাস করিবার প্রস্তাব করাতে ইংরাজ কমিসনরেরা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কেবল ইংলণ্ডের রেসিডেণ্ট আসিয়ানো জো সাহেব পারিবারিক দুর্ঘটনা হইয়া গমনাগমন করিতেছেন, গাম্বেটার এক হত্যা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। উটডন পারিস হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একবাক্য হইয়া মিসরের খেদিবকে এক পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহার আনুকূল্য জন্য তাহাদের প্রতিজ্ঞা থাকিবেন এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে শান্তিরক্ষা করিবারও উপায় করিবেন।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। আয়র্লণ্ডে সন্দেহযুক্ত সাত জন স্ত্রীলোক ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। অন্য চারি সহস্র কৃষাণ একত্র হইয়া ডবলিনে এক সভা করিয়া ভূমি সংক্রান্ত আইনের অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী কমিসনর যদি খাজনা কম করেন তাহা হইলে উহারা ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবেন।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। মিসরের জাতীয়সম্প্রদায় দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তি খেদিবের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া একটী প্রোগ্রাম প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ও কিছুদিনের জন্য ইউরোপীয় তত্ত্বাবধান ও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৮ হাজার করিবার কথা বলা হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। ব্রাইট সাহেব তাঁহার বার্ম্মিংহামের নিয়োগকর্ত্তাদিগের নিকট বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ইংলণ্ডের ক্ষতি ও বিঘ্ন নাই বটে কিন্তু একপকার নাতে কখনই উহার তুলন সংখ্যা অধিক ছিল না। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে যে বল প্রয়োগ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আহার পোষকতা করিয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব একটী সভায় বলিয়াছেন প্রজাদিগের অত্যাচার শতকরা ৫০ অংশে কমিয়াছে। তিনি কৃষাণদিগের ক্ষতি পূরণ প্রার্থনার প্রতি উপহাস করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। গতকল্য কাইরো নামক স্থানে কতক গুলি অস্ত্র শস্ত্র ধরা পড়িয়াছে।

জেনিসিডিস স্কাস হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন অসপৰ ঘরষা হওয়াতে সেখানের টৈমনদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। আমেরিকার সেক্রেটারি ব্লেন গত মাসের মাসে এক সর্কুলার পত্র দ্বারা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা এ বৎসর মার্চের মধ্যেই ওয়াশিংটনে আপন আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, সকলে একবাক্য হইয়া সাধারণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে পরামর্শ করিবেন এবং বিদেশীয় রাজারা তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন তাহার উপায় স্থির করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

কুচবিহারের মহারাজের ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া চারি বৎসরের পর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ভারতের কৃষিকার্য্য মনুপরাশরাদির সময় হইতে প্রায় একরূপ চলিয়া আসিতেছে, কৃষির সংস্কার একান্ত আবশ্যক। সংস্কারক বিনা উহার সংস্কার হইবার সম্ভাবনা নাই। গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সদৃশ কয়েকজন ধনবান্ ও ক্ষমতা সম্পন্ন লোক যদি কৃষির সংস্কারক হন তাহা হইলে ভারতবর্ষের সবিশেষ মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা আছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজ কলিকাতা দর্শনার্থ আসিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দলিলুদ্দীন খাঁ বাহাদুর বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য হইয়াছেন।

আমাদিগের আর একটী আহ্লাদের সংবাদ এই, রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু নবকৃষ্ণ বসু সাঁওতালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ৮০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এরূপ পরীক্ষায় পুরস্কার না দিবার টাকা? ইনি ৮০০ টাকা পাইলেন কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

গত ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে কলিকাতায় ২০১৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১২ জন কম। উহার মধ্যে ২৬ জন ওলাউঠায় ৫০ জন উদরাময়ে ১৩ জন জ্বরে অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অন্যান্য রোগে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১১১ জন হিন্দু ৭০ জন মুসলমান ও ১২ জন অন্য শ্রেণীর লোক।

৪ ঠা জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা চিত্রশালিকায় মহাসমারোহে ইণ্ডষ্ট্রিয়াল আর্ট একজিবিসন প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল প্রদর্শন স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন জষ্টিস গ্রিফেণ প্রভৃতি তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করেন। গ্রিফেণ সাহেব একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া যে যে বিষয়ের প্রদর্শন হইতেছে তাহার বর্ণন করিলেন। গবর্ণর জেনেরলও সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। সভাস্থলটী অতি সুসজ্জিত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল

বাহাদুর প্রকৃতি অধ্যায় উপনীত হইলে ঐ স্থানের শোভা অধিকতর সমর্দ্ধিত হয়। লর্ড লরেন্স ও লেডি লরেন্স যেটাসযোগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাও গবর্ণর জেনরলের সঙ্গে প্রদর্শনস্থলে গমন করিয়াছিলেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যে কলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে।

৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যের ও স্বাস্থ্যের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে শস্যের অবস্থা সাধারণে প্রীতিকর। স্বাস্থ্যসংবাদ সেরূপ প্রীতিকর নয়। নানা স্থানে নানাপ্রকার পীড়া প্রাদুর্ভূত আছে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট ম্যাকলিন সম্প্রদায়ের উপর এমনি চটিয়াছেন যে লণ্ডনে স্ত্রীলোকেরা যে ম্যাকলিন সম্প্রদায় করিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট তাহার বৈধতা স্বীকার করেন নাই। ঐ সম্প্রদায়কে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

সে দিন আমরা আমাদিগের এ অঞ্চলের যে ভূমি কম্পের সংবাদ লিখিয়াছিলাম, তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং মান্দ্রাজে ও সিংহলে হইয়া গিয়াছে। কেবল বোম্বাইয়ের কথা শুনিতে পাই না।

সুইজার্লণ্ডে নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে নানা স্থানে ২২টী কম্পন হইয়া গিয়াছে।

রবর্ট নাইট সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এটী আমাদিগের আহ্লাদের সংবাদ সন্দেহ নাই। তিনি একজন ভারতের যথার্থ হিতৈষী। তাঁহা হইতে আমরা ভারতের অনেক কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি।

ভারতে পুনরায় ইনকম ট্যাক্স হইবে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারি তাহার না কি প্রতিবাদ করিয়াছেন, এটী আহ্লাদের কথা বটে; কিন্তু ভারতে লাইসেন্স ট্যাক্স রাখিয়া তুলার মাশুল তুলিয়া দেওয়া হইল, এটী কেমন কথা? যদি পুনরায় ইনকম ট্যাক্স হয় কোন্ জাতিকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে?

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গোপালপুর থানার অন্তঃপাতী রাজপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ৮ ই জানুয়ারি রবিবার পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছে।

কলিকাতার চৌরঙ্গি ট্রামওয়েতে যে কল চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, সে কলটী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উহা সারকিউলার রোড হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়াছিল। কলটীতে অধিক ধূম উঠে না ও শব্দ হয় না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কলটী দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। লোক যাহা না যায় তাহার একটী উত্তম বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

এ দেশের সাধারণ ও ইতর লোকেরা অধিকতর সতর্ক নয়, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার যদি উত্তম উপায় না করা হয়, তাহা হইলেই বিপদের আশঙ্কা।

গত ১৮৮০। ৮১ অব্দে বঙ্গদেশের খাতে ৫৩০৮-২৭৫১ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

চীন দেশে কাণ্টনবন্দরের একটী বৌদ্ধ মন্দিরে পুরোহিতদিগের অসদাচরণ দর্শন করিয়া লোকে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এটি মন্দিরের অধ্যক্ষ পুরুষ ও সকল প্রকৃতির শিক্ষার উত্তম আদর্শ হইবে। অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও যদি এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে উত্তম ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

প্যারিসে তাড়িতযোগে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা হইতেছে।

নেপালের নাবালক মহারাজের গদীতে অভিষেক উপলক্ষে তথাকার সমস্ত প্রজার নিকট হইতে বাটী প্রতি এক এক টাকা করিয়া সেলামী আদায় করা হইয়াছে। এটী ইংরাজি চক্ষে দেখিতে মন্দ বটে, কিন্তু ঐ সব সময়ে নজর গ্রহণ করা দেশীয় রীতি।

গবর্ণমেন্ট ভারতের যে উচ্চ-শিক্ষা দান করিতেছেন, তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা অদ্যাপি নিবৃত্ত হয় নাই। শুনা গেল ১৮৫৪ অব্দের ষ্টেট সেক্রেটরির শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র অনুসারে কিরূপে শিক্ষা হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কমিশন নিয়োজিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কর্ত্তারা ভিতরের খবর জানেন না বলিয়াই অদ্যাপি এ চেষ্টাটী পরিত্যাগ করিতেছেন না। ভারতবাসীরা গবর্ণমেন্টের মুখ নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষা দানে সমর্থ হইবেন, সে সময় এখন অনেক দূরে আছে।

আসামে কুলি পাঠাইবার আইনের পাণ্ডুলেখা ৬ ই জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। পাণ্ডুলেখাটী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই পাণ্ডুলেখা লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যে বাদানুবাদ হয়, অদ্য আমরা তদ্বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না।

বরদা-রাজের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে যে সমারোহ হয় ঐ সমারোহে এক ব্যক্তি বেলুনে আরোহণ করিয়া ৮০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছিল। কিন্তু বেলুনটী ফাটিয়া যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪ ঠা জানুয়ারি নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে। বেহারের অহিফেন ২২৫০ সিন্দুক, মূল্য ৩১২৮৫৭৫ টাকা এবং বারাণসীর অহিফেন ২৩৫০ সিন্দুক, মূল্য ৩১৫১৩৫০ টাকা।

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে লাহোরে ২ রা জানুয়ারি একটী দরবার করিয়াছিলেন। দরবারগুলি এখন একপ্রকার তামাসা ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেন্টের টাকার শ্রাদ্ধ ও দেশীয় রাজাদের অনুকূল সম্বর্দ্ধন ভিন্ন আর কিছু ফল দেখিতে পাই না। তবে সার রবর্ট ইজার্টন সাহেব লাহোর কালেজে কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনার্থ যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহাতে ফল আছে।

লণ্ডনে তাড়িতযোগে রেলওয়ে চালাইবার একটী কোম্পানি হইয়াছে। ঐ কোম্পানি পার্লিয়ামেণ্ট সভার নিকটে অনুমতি লাভের প্রার্থনা করিয়াছেন। প্যারিসেও ঐরূপ চেষ্টা হইতেছে। প্যারিসে তাড়িত যোগে নৌকা চালাইবার চেষ্টা ফলোপধায়িনী হইয়াছে।

এই মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইবে, দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই মেলা হয়। অসংখ্য লোকের সমাগম হইবে।

শান্তিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ২ রা জানুয়ারি সোমবার রাণাঘাটের সেলিব্রেটী সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর কতিপয় কমিশনর ও দেশীয় অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অত্রস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংস্থাপিত "হিন্দু সেমিনারি" নামক ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই দিবসই উক্ত বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক বালকগণের পরীক্ষার্থ অত্র স্থানে একটী সভার অধিবেশন হয়। ডেপুটী বাবু ও সমাগত অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ বালকদিগকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলে, তাঁহারা বালকদিগের প্রতি ও বিশেষ তাহাদের একজন শিক্ষক সেন মহাশয়ের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সভার প্রভূত প্রশংসা করিয়া যান।

একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "গত ২৫ এ ডিসেম্বর বড়দিনে চন্দননগর নাট্য-সমাজ তাহার ৪র্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে "শরৎ-সরোজিনী" নাটকের অভিনয় লইয়া নাট্যমন্দিরকে অতি সুন্দর-শোভাসম্পন্ন সাজে সাজাইয়াছিলেন। সেখানে সমুদয় বাঙ্গালী ও স্থানীয় ভদ্র মণ্ডলী আমন্ত্রিত হইয়া নাট্যপ্রাঙ্গনের সভাকে বিশেষ শোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয়টীও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়াছিল। পর দিবস ২৬ এ ডিসেম্বর ষ্টেটের জুবিলি উপলক্ষে নাট্যসমাজের সভাপতি মহাশয় ফ্রেঞ্চগবর্ণর নীলগিরির মঁসিয়র ড্রেয়ার ডিলা সাহেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সতী নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করান। এই অভিনয়টীর নিমিত্ত নাট্যশালার

প্রেক্ষাভূমি অতি মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রেক্ষকগণের অর্দ্ধেক প্রায় ম্যানেজার সাহেবের আমন্ত্রিত জেলার সমুদয় রাজকর্মচারী ও অন্যান্য ইউরোপীয় মহিলা দ্বারা পূর্ণ হয়। দুঃখের বিষয়, অভিনেতৃবর্গের ক্লান্তিবশতঃ অভিনয়টী তত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

গত ৫ বৎসরের মধ্যে ঐক্যতানবাদনটীর কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা হয় নাই; ভরসা করি যদি এই নাট্যশালাধিপগণে অন্যান্য সদনুষ্ঠানের সহিত সঙ্গীতের উন্নতিসাধন করা সভ্যমণ্ডলীর বাঞ্ছনীয় ও গৌরবের বিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে ঐক্যতানবাদনটীর সমধিক উন্নতিসাধন হয়, তাহার জন্য কিঞ্চিদধিক যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য।

দৃশ্য পটগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের উপরি উক্ত দুঃখটীর বিশেষ হ্রাস হয়; বাস্তবিক উহার অঙ্কন এখনও মনে করিলে যোগেন্দ্র বাবুর অঙ্কনকার্য্যের সুখ্যাতিতে তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আনন্দ ও ধন্যবাদ না জানাইয়া থাকিতে পারি না। কৈলাসপর্ব্বতোপরি বিল্বতরু মধ্যে উপবিষ্ট মহাদেবের দৃশ্যটী এরূপ চিত্তাকর্ষক হয়, যে যদি মহাদেবের সহিত নারদের কথোপকথন না হইত, তাহা হইলে বোধ করি দর্শকমণ্ডলীর সকলকেই চিত্রিত পট ভ্রমে পতিত হইতে হইত। বাস্তবিক মহাদেবের এই যোগসাধন দৃশ্যটী ভক্তি রসে হৃদয়কে সিক্ত করিয়া দেয়। অভিনয় কেবল বাঙ্গালী দর্শকদেরই চিত্তাকর্ষণ করে, কিন্তু দৃশ্য পটগুলি বিজাতীয়দের মনোহারিত্ব উৎপাদন করে।" +++

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ এ ডিসেম্বর ১৮৬১। পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আব্দুল করিম দার্জিলিঙ্গে বদলী হইলেন এবং [illegible] সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

১৯ এ ডিসেম্বর। বাঁকুড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গেশচন্দ্র দাস ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

বীরভূমের দ্বিতীয় ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিনোদবিহারি সরকার পূর্ব্বে যে ছুটী পান, তদতিরিক্ত ৫ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

কিছু দিনের জন্য এক্ষণে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ দত্ত জলপাইগুড়িতে থাকিবেন।

২০ এ ডিসেম্বর। বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, সিম এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করাতে জে, এস, ড্রামণ্ড বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

২১ এ ডিসেম্বর। পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সামিহুদ্দীন দুই বৎসরের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

৩ রা জানুয়ারি ১৮৬১। ঢাকায় রেবিনিউ সর্ভে কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভবতারণ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার তিন মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামমোহন সেন তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৬১ অব্দের ১৫ ই আগষ্টের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বসন্তচন্দ্র মজুমদারকে যে দেড় মাস ছুটী দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দচন্দ্র সেন চতুর্থ শ্রেণীস্থ রহিলেন।

পঞ্চম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চম শ্রেণীস্থ রহিলেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরমোহন দত্ত কিছু দিনের জন্য পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিচরণ ঘোষ ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ রহিলেন।

সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

অষ্টম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাচরণ মল্লিক কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত খালিয়াকাটির কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অবিনাশচন্দ্র মল্লিক সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মি, এম, ডবলিউ ডেট এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মি, সি, ষ্টিফেন্স হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মি, এচ, ভাটিয়েল ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত নওয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নওয়াখালীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জি, বাটেঁ মরাকট ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ, এম, স্কিনের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস কমিশনর ও মিউনিসিপাল সভাপতি এচ, এম, হগ্ ঐ ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

এফ জোন্সের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম, ওয়াস ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক মাস পাঁচ দিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৮ এ ডিসেম্বর। মোজাফরপুরের ইন্স্পেক্টর হাকিম সিং তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

৩০ এ ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, ডবলিউ কালিন ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সামরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সামরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩ রা জানুয়ারি। মানভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এচ, কানিন ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু ললিতকুমার বসু কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সদরের [illegible] থাকিবেন।

বাবু প্যারীকৃষ্ণ বিশ্বাস কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সদরের বাজিতপুরে থাকিবেন।

বাবু শশিভূষণ বসু কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সদরের শেরপুরে থাকিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র দে কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সদরের মাদারীপুরে থাকিবেন।

১৮৬১ অব্দের ৮ ই নবেম্বর বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মাদারীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবার যে আজ্ঞা হয় তাহা রহিত হইল।

মুঙ্গেরের মুন্সেফ বাবু আর, কে, সেন ২৪ পরগণার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সদরের নিয়ামতগঞ্জে থাকিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসাতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু এ, সি, মিত্র (যিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) মুঙ্গেরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সদরের সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

কটকের মুন্সেফ বাবু জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় (যিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) নদীয়ার মুন্সেফ হইলেন এবং সদরের মেহেরপুরে থাকিবেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ সেন সারণের অন্তর্গত ছাপরার সদরের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত শাতনার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু রামধন মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুরে বদলী হইলেন এবং সদরের হাজিপুরে থাকিবেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার প্রধান মুন্সেফ বাবু যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার মুন্সেফ হইলেন এবং সদরের শাতনায় থাকিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরা ও আলীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ দত্ত ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লায় বাসস্থানে বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত মেদিনীপুরের মুন্সেফ বাবু হরিনারায়ণ রায় ফরিদপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সদরের গোয়ালন্দে থাকিবেন।

ফরীদপুরের মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাঁকুড়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সম্প্রতি ত্রিপুরায় থাকিবেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ বাবু রামগোপাল বসু বাখরগঞ্জের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সম্প্রতি উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের মুন্সেফ মৌলবী সাহেব আলী ত্রিপুরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সম্প্রতি চাঁদপুরে থাকিবেন।

দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর মুন্সেফ বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত (যিনি অবকাশ লইয়াছেন) পাবনার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সম্প্রতি উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত অতিয়ার মুন্সেফ বাবু নীলমণি নাগ ঢাকার অন্তর্গত সাবিগঞ্জের বাকী খাজনার মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকার পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের মুন্সেফ বাবু হরিশচন্দ্র দে দাস (যিনি অবকাশ লইয়াছেন) ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুর ও সাতক্ষীরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাজসাহী।

গত ১২ ই পৌষ সোমবার রাজসাহী এসোসিএসন সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দেশহিতকর কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। উৎপীড়িত হইয়া একটী গ্রামের প্রধান প্রধান প্রজাগণ এই সভার সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রজাগণ পূর্ব্বে এই উৎপীড়নবিষয়ে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কোন ফল পায় নাই। এখন তাহাদিগের গ্রামে বাস করাই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। রাজসাহীসভা তাহাদিগের এই উপস্থিত বিপদের প্রতিবিধানের কোন উপায় বিধান করেন, ইহাই প্রজাগণের প্রার্থনা ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, দুঃখী নিরুপায় প্রজাগণ এ বিষয়ে সভার কোন সাহায্য পায় নাই।

এই সভার অনেকগুলি সভ্য আছেন, অনেকেই কৃতবিদ্য। দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের যত্নে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিই ইহার সভাপতি। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে আমাদিগের এই প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ আলাপে আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং তিনি যে একজন মহৎ লোক তাহাতে বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অসাধারণ সৌজন্যগুণে বাস্তবিকই আমরা মোহিত হইয়াছি। রাজা বাহাদুর বহুগুণের আধার।

আমরা এস্থলে রাজসাহীর কালেক্টার ও মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডাক্তার্ ক্রোফ্ট সাহেবের সৌজন্যগুণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিয়া—পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও ন্যায়পরায়ণ। অনেকের মুখেই ইঁহার সদ্গুণের কথা শ্রুত হওয়া যায়। আমরা অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছি, ইহার মধ্যেই ডাক্তার্ সাহেবের বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াছি। কয়েক দিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। অত্রত্য কলেজ গৃহে তিনি আত্মশাসন সম্বন্ধে একটি বিশুদ্ধ বক্তৃতা করিয়া বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। বক্তৃতাটী বাস্তবিকই অতি-মধুর ও সারগর্ভ হইয়াছিল।

গত শনি ও রবিবারে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজগৃহে ও অন্যান্য ২।১ স্থানে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে পুরাণ পাঠের একটী বিশেষ উপযোগিতা আছে। এতদ্দ্বারা পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের ঘৃণা অপনীত হইতে পারিবে। যাঁহারা নাম মাত্র ব্রাহ্ম, সাধন ভজন কিছু নাই—কেবল যথেচ্ছাচারপরায়ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই পৌরাণিকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মসমাজকেই ধর্ম্মবর্জ্জিত যথেচ্ছাচারী মনে করেন। সমাজে গতিবিধি ত্যাগ। ব্রাহ্মের সঙ্গে আলাপাদি করিলে ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন।

অপরাপর জেলা অপেক্ষা রাজসাহী জেলার লাইসেন্স টাক্সের পরিমাণ অল্প হওয়াতে কমিশনর সাহেব কর্ম্মচারিদিগকে ইহার সংশোধন করিতে অনুমতি করেন, তদনুসারে টাক্স বৃদ্ধি করণার্থ স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত হইয়াছে। যেরূপেই হউক টাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেই হইবে। রাজসাহীর হতভাগ্য ব্যবসায়িগণের এবার আর রক্ষা নাই। রেশমের কারবার উঠিয়া যাওয়াতে এ অঞ্চলের ব্যবসাদারদিগের বিস্তর অসুবিধা হইয়াছে, কোনমতে তাহারা সামান্য কারবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহাদিগের এবার কর ও লাভে মূলে বিনাশ হইবে। একেই ত বঙ্গবাসী জনগণ বাণিজ্যের মহিমা জানে না ইহারা বাণিজ্যের একান্ত পক্ষপাতী। যে সকল ব্যক্তির বাণিজ্যের উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি নাই তাহারাই সামান্য বাণিজ্যব্যবসা দ্বারা কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লাইসেন্স টাক্স এই জীবিকার পরম শত্রু হইয়াছে।

সাঁড়াঘাট হইতে পদ্মাকে [illegible] পার করিয়া এখানে ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। যাইবার সময় যাত্রীদিগের কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু আসিবার সময়ে এক দিনে ষ্টীমার এখানে পৌঁছিতে পারে না, একরাত্রি যাত্রীদিগকে থানাঘাটে [illegible] ক্লেশ পাইতে হয়। যাহা হউক ষ্টীমারখানি হওয়াতে সাধারণের লোকের অনেক উপকার হইয়াছে। নাটোর হইতে রামপুর বোয়ালিয়া চৌদ্দ ক্রোশ পথ গরুর গাড়িতে যাতায়াতে ভদ্র লোকদিগের বিস্তর কষ্ট হইত। মহাজনদিগের জিনিস পত্র আমদানী রপ্তানীর বিশেষ অসুবিধা ছিল। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট ১২, ২ য় শ্রেণীর ২, এবং ৩ য় শ্রেণীর ১ টাকা ভাড়া দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীটী ষ্টীমারে, ২ য় ও ৩ য় শ্রেণী ফ্লাটে অবস্থিত।

এখানে একটী ধর্ম্মসভা আছে, সভার গৃহটী অনেক টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সভার অধীনে একটী যন্ত্রালয় আছে, এই যন্ত্র হইতে হিন্দুরঞ্জিকা নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রথমে প্রথম সভার কার্য্য যে প্রকার উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইত, ইদানী আর সে প্রকার হয় না। এই সভার বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনে নানা স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। তৎকালে আর্য্যধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও শাস্ত্রবিচার হইয়া থাকে।

এস্থান পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে। কিন্তু প্রতিবর্ষেই প্রায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আমি এস্থানের নূতন প্রবাসী, সুতরাং এই শীতঋতু মধ্যে অন্য কোন স্বতন্ত্র বিষয় অনুভব করিতে পারি নাই। শুনিলাম এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক।

ছাপরা।

জেলার হাকিমগণ সকলেই শীত ঋতুতে পরিভ্রমণে নির্গত হন। পূর্ব্বে প্রথম কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবই যাইতেন, এবার ডিপিউটি, আসিষ্টাণ্ট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতিও সফরে যাইবার আদেশ আসিয়াছে। প্রজার অবস্থা দর্শন রাজকর্ম্মচারিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ সফরের ফলেও প্রজাদিগের যথার্থ কষ্টনিবারণের আশা হইলে বড় একটা গায়ে লাগে না। পূর্ব্ব বৎসর এদেশবাসী

ছুতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডনেল সাহেব যখন সদরে আইসেন, তখন অনেক লাইসেন্স টাক্স প্রপীড়িত প্রজাগণকে অব্যাহতি দেন, চৌকিদারগণের বেতন আদায় করিয়া দেন এবং জমীদার বা ঠিকাদারের কোনরূপ পীড়ন হয় কি না, গ্রামস্থ লোকদিগের নিকটে তাহার অনেক অনুসন্ধান লন। পূর্ব্ব প্রজাদিগকে আপন আপন ভূমির উপর কিরূপ স্বত্ব আছে, বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। খাজনা আদায়ের কিস্তি অর্থাৎ কোন্ কোন্ মাসে কি পরিমাণে দেয়, তাহা বিশেষরূপে অবগত করাইয়া দেন।

নীলের উপদ্রব নিবারণের বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। নীলকরগণ প্রজার ভূমির চতুর্থ অংশ নীল করিবার জন্য যে লন, তাহা নীলকর বলপূর্ব্বক লইতে পারেন না। তবে তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিলেই নীলকর নীল করিতে সক্ষম হন, ইহাও স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন। আবার জমীদার ও ঠিকাদারদিগের অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত তিনি দণ্ডবিধির ১৫৫ ধারা এদেশে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে একটী গ্রামে নীলকর ও প্রজার দাঙ্গা হয়, বিচারে নীলকরের কর্ম্মচারিগণ কারাবদ্ধ হয়। পরে স্বয়ং নীলকর সাহেবকে উক্ত দাঙ্গার দায়ী করেন। কিন্তু শেষ হুকুম দিতে না দিতেই তিনি কলিকাতায় চলিয়া যান, পরবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আদেশ দেন যে নীলকর সাহেবের ইচ্ছার্থে দাঙ্গা হয়, অতএব তাহার এক শত টাকা দণ্ড দিতে হইবে। এই আইন জারি হইতে দেখিয়া জমীদার ও নীলকর সকলেই ভীত হইলেন। কিন্তু আশ্বিন অতিরিক্ত কেবল হতভাগ্য দুঃখী অকিঞ্চন হইল।

সম্প্রতি যখন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ছাপরায় আসিয়াছিলেন, তখন কতকগুলি প্রজা নীলকরের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিল। আবেদনের সার মর্ম্ম এই "যে ৭ বৎসরের জন্য যখন আমাদের গ্রাম ইজারা হয়, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন জোতের কতকগুলি ভূমিতে নীল করিতে দিয়াছিলাম, ৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, জমীদার আবার গ্রামখানি নীলকরকে ইজারা দিয়াছেন, নীলকর পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রগুলি আমাদিগকে দিতেছেন না, ৭ বৎসরের জন্য দিয়াছিলাম, ৮ বৎসরের জন্য নহে, অতএব যাহাতে স্ব স্ব ভূমি দখল করিতে পারি আদেশ দেওয়া হয়।" লেপ্টেনণ্ট-গবর্ণর জেলার কালেক্টর সাহেবকে ইহার তদন্ত করিতে আদেশ দিয়া যান। পরে কমিশনর সাহেব এই হুকুম দিয়াছেন, যে ভূমি এ বৎসর নীলকরের দখলে থাকিবে।

মেদিনীপুর (?)।

বিগত ১৭ ই পৌষ এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, এটী উৎকিঞ্চিৎ কম্পন। কম্পনকালে বৃক্ষ লতা সব যার কেবল মৃদুভাবে কাঁপিতে লাগিল। পুষ্করের জল এক হস্ত দেড় হস্ত পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হইয়াছিল।

এখানে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যতটী কত কাঁচির পর বন্দী হয়, তৎপরে এক রাত্রিতেই নিকাশ হয়। এইরূপে ইহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যে কত বিড়াল মারা পড়িতেছে তাহার গণনা করা যায় না।

১৩ ই অবধি ১৫ ই পৌষ পর্য্যন্ত মেঘ হইয়া এতদঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী বড়াই নামক গ্রামে ৪০।৫০ টী মহিষ অকস্মাৎ মারা পড়ে, ইহার কারণ কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। গোয়ালারা প্রাতঃকালে মহিষগুলিকে চরাইতে লইয়া গেল। ও প্রহরের পর মহিষেরা আর কিছু খাইল না। তাহাদের মুখ হইতে অনবরত লাল পড়িতে লাগিল। পরে রাত্রি এক প্রহরের সময় সমস্ত মহিষ শমনসদনে গমন করিল। দুর্ভাগা গোয়ালারা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল। ইহাদের যাহা কিছু সম্পত্তি হইয়াছে এবং অবস্থা যে পরিমাণে উন্নত হইয়াছে মহিষ তাহার এক মাত্র কারণ। আমরা অনুমান করি মহিষেরা যে জঙ্গলে চরিতেছিল সে জঙ্গলে নানাবিধ গাছ খাইয়াছিল তাহার মধ্যে কোন বিষাক্ত বৃক্ষের পত্র থাকাতে তাহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে।

উড়িষ্যায় রেলওয়ে হইবার যে কথা হইতেছে তাহার নিমিত্ত ৩৫০ লক্ষ টাকার অংশী জুটিয়াছেন।

এখানকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। গত দুই বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মেদিনীপুর (?) উড়িষ্যায় প্রথম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে অত্রত্য স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় অত্রত্য স্কুলটীকে হাইস্কুলে উন্নীত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৶০ আনা; ৶০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

—:০:—

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মানিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমারক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৶০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূঁয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র মধুমেহ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের ক্ষীণবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হওয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও কোঁকড়াযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাজ্বলুনানি, মাথাবেদনা, আধকপালে, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া বাল্য হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেরা ও সর্দ্দিজ্বালা এবং কর্ণে পূঁযপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

সুধাংশু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দিকাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাসপ্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৶০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ✓১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বর-চিকিৎসা।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও তারবঙ্গন জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও তন্নিবারণোপায় সম্বন্ধে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা বহু দিবস ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের চিকিৎসাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহারা ম্যালেরিয়া পীড়িত প্রদেশস্থ জন সমূহের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ৬ মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। কলিকাতার দক্ষিণ বারুইপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা গ্রন্থকর্ত্তার নিকট পাওয়া যাইবে।

পাইকপাড়া নর্শরি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর তরু ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় এক প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা টিকিট আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ চৈতে শসা ফাঁকড় তোরমুজ খোরমুজ ঢেঁড়স আকারের বৃহৎ সুমিষ্ট পেঁপেমুক্ত শাক ইত্যাদি কয়েক রকমের বীজ পূর্ণ ফি পেকেটের মূল্য ১৷৶০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য মাসাবধি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে, উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাশুল সমেত ১৷৶০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্শরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর সুবন্দোবস্তে সংগ্রহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি; অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্শরি কলিকাতা।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটনকালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য উপাদান ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবহনা-দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক আশ্চর্য্য এই যে নিয়ত সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অতএব সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাইবে যায়।

মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৮০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ১৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৮ টাকা ও ডাক মাশুল ৸৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৩৷৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অর্টিফি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কর্ণ-রোহত, মাংস-রোহত, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতি অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে থাকিয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সহজে করাইতে থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীশিক্ষা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী, অলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অ্যানেক্স আদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

সুখধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১	শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত একাডেমিয়ার আর,সি,সি, ময়মনসিংহ।

চন্দ্র চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নানাক্ষেত্রো দুর্ভেদ্যেন ন ক্ষেত্রো মুক্তিপ্রদং বিনা।

এই ঔষধটী মুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশুতারূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কালিমিয়ার চক অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ১, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র সাহা—কলিকাতা	১০
” ” উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—গঙ্গা গোবিন্দপুর	২০
” ” লালা বংশীগোপাল মল্ল—কালনা	১০
” ” দণ্ডবাস রোড়—জগাধর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বঞ্জক চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৪ ঠা মাঘ। ইং ১৮৮২। ১৬ ই জানুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

জেলা দিনাজপুরাধীন কুলিকনদীর তীরবর্ত্তী রায়গঞ্জে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শ্যামমোহিনীর ৮ সহবাগতা পুষ্করিণীতে তিন বৎসর যাবৎ স্থাপিত মেলা বর্ত্তমান বর্ষে ১৮ ই মাঘ হইতে ১৪ দিবস স্থায়ী হইবেক। ইহাতে দেবার্চ্চনা, নৃত্যগীত, বিবিধ কৃষি, হস্তী অশ্বাদি পশু, তৈজসাদি, নানাবিধ বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর ক্রয় বিক্রয় হয়। এখানে স্থল ও জলপথে আসিবার সুবিধা আছে। দোকানদার ও দর্শকগণ উত্তম বাসস্থান পাইবেন।

সন ১২৮৮ সাল ২রা পৌষ রায়গঞ্জ জেলা দিনাজপুর } শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শ্যামমোহিনী বঃ দিনাজপুর রাজ স্টেটের ম্যানেজার।

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE!
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH
published in parts.

For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

২৫ টাকা পুরস্কার।

গত ৬ ই অগ্রহায়ণ। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী "পালবাড়ী" পরগণার মধ্যস্থিত "উত্তর বাটনীয়া" গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের স্থানের একটী দীর্ঘ-হোলক, দুইটী ছোট পালামোহর এবং একটী (চাপের মধ্যস্থিত ইং ৯০০০ নয় হাজার নম্বরের) বিলাতি দোনালা বন্দুক (নালা দুইটী লম্বা এক হস্ত ৪।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ, একেবারে নূতন নহে) (অন্যান্য আরো অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি) চুরী গিয়াছে। উক্ত তারিখের পর কোন ব্যক্তির উপর যদি মোহর থাকে, তবে সে ব্যক্তি আমাদের অপরাধী। আর যিনি উক্ত নম্বরের বন্দুক অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রী তারকনাথ দাস চৌধুরী।
সাং উত্তর বাটনীয়া

মহাভারতের শেষ কতিপয় (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট দ্বাদশ খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৵০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হরতকীবাগান ১৫ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

জ্বর-চিকিৎসা।

অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও পরিবর্ত্তন জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও তন্নিবারণোপায় সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের ও দেশীয় ডাক্তারদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে পাওয়া যাইবে।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী এবং তজ্জন্য জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও ধাতুদৌর্ব্বল্য নিবারণ এবং প্রস্রাবে পাদা পাড়ির ন্যায় গোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক

[illegible]।

এক শিশির মূল্য [illegible] টাকা, ছোট শিশি [illegible] টাকা, মাশুল [illegible] আনা।

এই [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, [illegible], উদরাময়, [illegible] এবং শরীরের যে কোন [illegible] তাহা ও [illegible] হউক না কেন [illegible] রক্ত পরিষ্কার, [illegible], বলাধান, [illegible] ও [illegible] করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকারে [illegible] ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই [illegible] সেবন করা অতি আবশ্যক। [illegible] নিয়ম অন্যান্য অপেক্ষা [illegible] শিশির সঙ্গে [illegible] আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

[illegible] সময় [illegible] দেখিয়া লইবেন।

[illegible] চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

[illegible] অবস্থা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে [illegible] রাজপথের এই রাস্তাটি, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] উল্লেখ করিয়া যে [illegible] করিতে [illegible] করিয়াছি, এখনও তাহার [illegible] হয় নাই। [illegible] তালুকদার বা [illegible] অধীনস্থ আমলা, [illegible] ও অত্যাচারের [illegible] আমরা [illegible] করিয়াছি। ইহাঁরা আপন আপন [illegible] উপর অত্যাচার করিবার [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্বত্ব ও অধিকার [illegible] রাখিবার অভিপ্রায়ে [illegible] কোন অবলম্বন করেন [illegible] তাহার [illegible] অনেক সময় আপনাদের অতি [illegible] নিতান্ত অহিতকর বোধ করিয়া [illegible] তাহার প্রতিকূল [illegible] একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

[illegible] সেই চৌকি-দারী টেক্সের [illegible] আইন (যাহা দ্বারা গ্রাম্য চৌকীদারদিগের [illegible] গ্রাম্য পঞ্চায়ত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে) প্রচলিত আছে। কেবল আমাদের এই [illegible] জেলার অনেক স্থানে চৌকী-দারদিগের [illegible] থাকাতে উক্ত অধিকাংশ স্থানে উক্ত আইন প্রচলিত হয় নাই। [illegible] বাঙ্গালা সন ১২৮৬ সালের শেষে এই জেলার অনেক স্থানে উহা প্রচলিত করিবার [illegible] হইয়াছিল। সেই আদেশ অনু-[illegible] আমাদের বাসস্থান ঐ [illegible] একটী "ইউনিয়ন" সংস্থাপিত [illegible]। উক্ত আইন অনুসারে প্রায় [illegible] অবস্থানুসারে মাসে মাসে [illegible] করিয়া চৌকীদারী কর দিতে হয়, [illegible] ঐ আইনের দ্বারা গ্রাম্য পঞ্চায়ত [illegible] যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত [illegible] ও যে সকল অপরাধের অনুসন্ধান ও [illegible] অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে [illegible] কর্ত্তব্য ও [illegible] হইলে, [illegible] অনেক অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যা-হতি পাইতে পারে। অব্যাহতি না পাইলেও অন্ততঃ যে সকল অত্যাচার [illegible] তাহাও আদা-লতের কর্ণগোচর হইতে পারে। সুতরাং অত্যা-চারী মহাশয়দের বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন যদি ইউনিয়নের [illegible] ক্ষমতা দ্বারা তাঁহাদের অত্যাচার [illegible] একেবারে [illegible] কতক পরিমাণে [illegible] হইয়া যায়, [illegible] "(১) [illegible] মাত্রের [illegible] উপস্থিত করিবে। অতএব [illegible] না হয়, ইহাঁরা [illegible] করিয়া তাহারই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। [illegible] প্রজাদিগের সাহায্য ও [illegible] তাহাদের যে অর্থোপার্জ্জন [illegible] না, সুতরাং সেই উপার্জ্জন [illegible]" [illegible]

(১) [illegible] অধিক অত্যাচার [illegible] প্রজাদিগের [illegible] হয়, [illegible] সমস্ত [illegible] নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible] অনেকে সকল সময়ে [illegible] থাকেন না; কেহ কেহ দুই তিন [illegible] পরে [illegible] [illegible] নিকট [illegible] অত্যাচার সকল সমান চলিতেছে। [illegible] নিয়োগ সম্প্রতি [illegible] তাঁহাদের [illegible] আমলাদের [illegible] করেন না [illegible] কে বলিতে পারে?

উপকারার্থ উহাতে প্রবৃত্ত হইলেন" এইরূপ ভান করিয়া তৎকালে আমাদের পরমহিতৈষী হইয়া বসিলেন। তাঁহারা এবিধ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন যে, "চৌকীদারী টেক্স একবার সংস্থাপিত হইলে" উহা হইতে আর অব্যাহতি নাই। সকলে মিলিয়া এই সময় চেষ্টা না করিলে, নানারূপ অত্যাচারের সহিত উক্ত টেক্স চির দিন দিতে হইবে।" ক্রমশ-[illegible] উহা হইতে [illegible] পাইবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। একে আমরা স্বভাবতই নানারূপ অত্যাচারে উৎপীড়িত, তাহার উপর আবার অত্যা-চার। অথচ আবার পয়সা দিয়া সেই অত্যাচার চির দিন সহ্য করিতে হইবে শুনিয়া ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া গেলাম, এবং যাহাতে তাহা না ঘটে, অগত্যা তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহাই করিতে সম্মত হইলাম। তাঁহারাও সুবিধা পাইয়া আমাদিগকে নানারূপ ভয় ও প্রলোভনে ভুলাইয়া একরূপ করিলেন, এবং আমাদের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা কিছু কিছু করিয়া লইয়া উহার খরচের সংস্থান করিয়া লইলেন। অবশেষে আমাদেরই টাকা ও অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া অতি ভয়ানক-ভাবে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন, একদিকে গরীব প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার চলিতে লাগিল, অপরদিকে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে [illegible] আবেদনের উপর আবেদন পড়িতে লাগিল। [illegible] সকল আবেদনের [illegible] বড় বড় উকীল নিযুক্ত হইলেন। [illegible] তিনি [illegible] নিতান্ত [illegible] লোক। [illegible] একীভূত [illegible] সমুদয় উঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন এবং যেখানে যে কিছু টাকা আদায় হইয়াছিল, তাহা ফেরত দিতে অনুমতি করি-লেন। সেই অনুমতি অনুসারে ইউনিয়নগুলি উঠিয়া গেল, টাকাও ফেরত দেওয়া হইল; কিন্তু যাহারা যে টাকা দিয়াছিল তাহাদের অনেকে তাহা পাইল না। তাহার খরচ বলিয়া অধিকারক মহাশয়েরা তাহা আত্মসাৎ করিলেন। ফল কথা, আমাদেরই "নীল ও আমাদের লোড়ায় আমাদেরই দাঁতের গোড়া" ভাঙ্গিলেন।

সম্পাদক মহাশয়! "[illegible]" ইউনিয়নগুলি উঠিয়া গেলে, যখন আবার ইহাঁদের চির-অত্যাচার স্রোত পুনরায় প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, তখন আমাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, ও

তখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে যদিও আমাদের কিছু কিছু পয়সা লাভিত বটে, কিন্তু ইউনিয়নের দ্বারা আমাদের যে সকল উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহার সহিত তুলনায় সে পয়সা অতি তুচ্ছ পদার্থ, তাহাতে আমাদের কাহারই বিশেষ ক্লেশের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সৎকালে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অপরের প্রদর্শিত ভয়ে ও প্রলোভনে ভুলিয়া তাঁহাদেরই স্বার্থপূর্ণ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছি। এখন তজ্জন্য আমাদের যে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব। অন্যান্য ইউনিয়নের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের এই ইউনিয়নটীর কার্য্যভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই অতি ভদ্রলোক। বিশেষতঃ যিনি প্রতিনিয়তই আমাদের হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাস্তা ঘাট ও বিদ্যালয়াদির জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, এবং অপরের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজেই নানারূপে অত্যাচারিত হইতেছেন, যখন সেই মহাশয় ভদ্র লোকটীও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তখন উহা দ্বারা আমাদের উপকার বই অপকারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। যদ্যপি অন্য কোন উপকার সম্বন্ধ না থাকিলেও আমরা সহসা বিপদ্ অন্ততঃ এমন একটু আশ্রয় স্থান পাইতাম, যে অত্যাচারের প্রথম উদ্যমেই পলায়ন করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেও অনেক অত্যাচার হইতে বাঁচিতে পারিতাম, অথবা অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইলে, সেখানে গিয়া দুঃখ রোদন করিয়াও অন্তরের জ্বালা অনেকটা নিবারণ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমরা যখন স্বহস্তে সেই আশ্রয়তরুর মূলোচ্ছেদন করিয়াছি, তখন আমরা নিশ্চয় জানিতেছি, আমাদের এ সকল দুরবস্থার আর শেষ নাই।

এই সময় মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা মফস্বল ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, শুনিয়াছি প্রজাদিগের সুখ, স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতার অনুসন্ধান জন্য স্ব স্ব চক্ষে তাহাদের অবস্থা সকল দর্শন করিয়া সবিচার বিতরণ করাই ঐ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি তাহাই হয়, তবে দয়া করিয়া এই হতভাগ্য প্রজাদিগের দুরবস্থা সকল একবার কি দর্শন করিবেন না?

আর্ত্ত প্রজাগণ।

অধিকাংশ বিদ্যাভিমানী প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র।

শারীরিক বৃত্তির সহিত মানসিক বৃত্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, একে বিকারপ্রাপ্ত হইলে অপরও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর যদি অসুস্থ হয়, তবে মনের সুস্থতা থাকে না; আবার মনের অসুস্থতায় শরীরেরও স্ফূর্ত্তি বা উন্নতি হয় না। উভয়ে উভয় পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু একটুভাবের মধ্যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শারীরিক বৃত্তিই মূল-স্বরূপ। ইহারই উৎকর্ষাপকর্ষনিবন্ধন মানসিক বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে। যদি এইরূপই হয়, তবে এস্থলে এ কথা অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়: আমাদের অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবকের মানসিক বল কিরূপ? সাধারণতঃ মন সবল কি দুর্ব্বল?

মন সবল কি দুর্ব্বল, এ কথা জানিতে অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। আপন আপন শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অনেকেই মুখে সজ্জ, কিন্তু বলে তালপত্রের সিপাহী। অল্প শ্রমেই বিশেষরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী সাধারণতঃ দুর্ব্বল বলিয়া জগতে কেবলমাত্র পরিচিত নহে, বিশেষরূপ দুষিত। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, হৃদয় দুর্ব্বল, তাহাদের মনও যে দুর্ব্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই এক জনের মানসিকবৃত্তি বিলক্ষণরূপ সবল বলিয়া সকলের মন যে সবল, এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যিনি যতই কেন শিক্ষিত হউন না, যতই কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়া পণ্ডিতম্মন্য বলিয়া পরিচয় দিন না, সত্য কথা বলিতে কি অনেকেরই মন বড় দুর্ব্বল, তাহার কিছুমাত্র দৃঢ়তা নাই। অধিক অনেকে মনের বন্ধন কিরূপ, তাহা শিখিতে ও জানিতে পারেন নাই।

যাহাদের মনের স্থিরতা, দৃঢ়তা বা বন্ধন নাই; যাহাদের মন অন্তঃসারশূন্য শিমুল ফলের ন্যায়, সামান্য বায়ুরূপ উত্তাপে ফট্ করিয়া ফাটিয়া কেবল কতকগুলি তুলাসম লঘুকার্য্য করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সমাজের পবিত্র দেহকে মলিন করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব কিরূপ স্থায়ী ও প্রবল, তাহা সকলেই অনুমিত হইতে পারে। সেই হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশাল তরঙ্গকোলিত অনন্ত সমুদ্রে অর্ণবযানের তুল্য। এই আছে এই নাই! একবার ডুবিতেছে, পরক্ষণে উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে!! সেই জন্য আমাদের সমাজও ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে। বালক যুবকের কথায় আবশ্যকতা নাই, যাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী যুবক, যাঁহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের দোদুল্যমান মনোভাব ধর্ম্মাশ্রিত মনের গতিকই যখন, সাধারণের তখন সমাজের অবস্থার সেইরূপ শোচনীয় কেন না হইবে? যে সমাজে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সে সমাজের উন্নতি কোথায়?

চরিত্রই মানসিক অধ্যাত্মিক বলের পরিচায়ক। যাঁহার চরিত্র যত উন্নত, তাঁহার মনও তদ্রূপ উচ্চ, বলবান্। যাঁহারা বিদ্যাভিমানী হইয়া বিদেশে থাকিয়া ৩০।৪০ টাকা বেতনে রেলওয়ের খালাসী বা নিলামের খরিদ্দারিগের অথবা পোষ্ট আফিসের পিয়নদিগের উপর কর্ত্তাগিরির অমুক তাহার মত বিলক্ষণ আধিপত্য প্রদর্শন দ্বারা অনবরত যষ্টী নাড়িয়া আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মন কিরূপ উন্নত, উচ্চাভিলাষসম্পন্ন, তাহা চরিত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্য মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, একবার চক্ষুর লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্র সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করি। এক্ষণে সোমপ্রকাশ আশ্রয় ও সাহসদান করিলে অনুগৃহীত হইব।

তাঁহারা যখন গৃহে থাকেন, তখন যেন পুঙ্গলিক মার্জ্জারের ন্যায় শান্তস্বভাবসম্পন্ন। গুরুজন দেখিলে মান্য করেন, আন্তরিক না হইলেও সমাজের অনুশাসনে ভক্তি প্রদর্শন করেন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইয়া সকল কার্য্য করিতে থাকেন, ভয়ে ভয়ে থাকিয়া নিরাশ্রয় দর্শকে (!) কোন গোলযোগে ফেলেন না। পরে যখন কর্ম্মস্থানে আসিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির (অন্য কোন কোম্পানির বা বিকেল কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই।) টিকিট লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করেন, অমনি স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। বর্দ্ধমানে আসিয়াই অমনি প্রাণপণভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া বনবিড়ালের ন্যায় হন, বনমার্জ্জার হইয়া বসেন। তখন বিস্কুট বিনা পিপাসা শান্তি হয় না, বিস্কুট খাইতে এমনি অনুমতি দেয় না। মুসলমানের জলগ্রহণ বা বিস্কুট ভক্ষণ বিনা তৃপ্তিলাভ হয় না। সমাজের ভয় তখন চলিয়া যায়।

কর্ম্মস্থানে আসিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। সকলেরই সহিত একত্র ভোজন করিয়া উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। করিবেন না কেন? ইংরাজী পড়িয়াছেন, সুসভ্য হইয়াছেন; সুসভ্য অবস্থায় নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অক্ষম; অথচ অন্ন বেতন। সে বেতনে উত্তম সদ্বর্ণকায় পাচক রাখিবার ক্ষমতা নাই। কাজে কাজেই বিজাতীয় হইয়া সকলের রন্ধন ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে হয়।

এই সময়ে দোকানদারকে যৎপরনাস্তি করিবার জন্য গঞ্জনা সহ্য হয়। পৈতা ত্যাগ দিলে না বলিয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা হয়। লোক-

সমাজে পরিচিত হইবার জন্য সংস্কারকবেশে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্যাড়ম্বরপূর্ব্বক অনবরত বৈধ ছুতার নামে কার্য্যকল্পনা করা হয়, সংবাদপত্রে লেখা হয়; স্বপক্ষকে নিন্দা করিয়া উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে চেষ্টা করা হয়। অথবা একবারে উচ্চে উঠিয়া নাস্তিক হইয়া পড়েন। ইহার অপেক্ষা উন্নতি আর কি আছে? ইহাই উন্নতির চরম সীমা।

আবার বাটী আসিবার সময় অন্যরূপ! পৈতা ফেলিয়া দেওয়া ও উপবীত গ্রহণ করা হয়। বাটী গিয়া অচলা ভক্তি সহকারে পূজো যাহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করা হইত, সে হিন্দুদের দেবীকে কেবল খড় মাটির সমষ্টি জ্ঞান হইত, সেই পৌত্তলিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে সেই খড়মাটিবিশিষ্ট প্রতিমাকে এক ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করা হয় ইত্যাদি। আমাদের এ কথায় অনেক মহাত্মা ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করি, অল্প জলের শফরী বলিয়াই কি এরূপ করা হয়? না অন্য কারণ আছে? বোধ হয় গভীর জলের রোহিত হইলে এরূপে সমাজকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছা কদাচিৎ হইত না।

আর বলি যাঁহাদের চরিত্র এইরূপ, যাঁহারা আত্মবঞ্চক, তাঁহারা কি মানসিক বলে উন্নত? কখনই নয়। তাঁহাদের শরীরও দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলমনা ব্যক্তিদিগের দ্বারা কি কখন সমাজের উন্নতি হইতে পারে? এই সকল ব্যক্তি ভ্রমকূপে আচ্ছন্ন, আর যাঁহারা এই সকল ব্যক্তি হইতে সমাজের উন্নতির আশা করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাঁহারা বহুরূপী, তাঁহাদিগকে চিনিয়া উঠা বড়ই কঠিন।

আং ২০ এ পৌষ ৮৮। শ্রীমঃ—

সোমপ্রকাশ।

৪ ঠা মাঘ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এ বৎসর হরিনাভি ইং বং বিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বঙ্গবিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের পরিশ্রমের উচিত ফল ফলিয়াছে বটে; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, গবর্ণমেণ্ট এ বিদ্যালয়টীতে সাহায্যদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোকের চৈতন্য নাই। তাঁহাদিগের দোষেই এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তাঁহারা পয়সা খুঁজিয়া বেড়ান। এখানে একটি পাঠশালা, ওখানে একটি পাঠশালা করিয়া এক এক জন গুরুমহাশয় বসিয়া আছেন। গুরু পাঠশালায় ছেলে পড়াইতে দিলে কেবল যে পয়সা বাঁচে এরূপ নয়, শিক্ষা উচ্চ হইলে কিছু দিতেও হয় না। এ গুরুমহাশয় পয়সা চাহিলেন, বড় পীড়াপীড়ি করিলেন, তাঁহার এখান হইতে ছেলে লইয়া আর এক পাঠশালায় দিলেন। বিদ্যাও তেমনি হয়। যেমন দাম তেমনি লাভ। আজও আমাদের দেশের অনেকে তাহা বুঝেন না। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান বন্ধ হওয়াতে বিদ্যালয়টীর যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থের অভাবে শিক্ষকদিগের তেমন উৎসাহ নাই, শিক্ষা দিবার উপকরণ সংগ্রহও নাই। আমাদের ইচ্ছা এই, অধ্যক্ষ পুনরায় গবর্ণমেণ্টে সাহায্য দানের প্রার্থনা করেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর মহোদয়দিগকে আমাদের অনুরোধ এই, যাহাতে এই বিদ্যালয়টীতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনুকূল চেষ্টা করেন।

রাজপুর মিউনিসিপালিটী।

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২।৮৩ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে করদাতাদের যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে কমিশনরগণ ঐ আয় ব্যয় দুবারায় লিখিয়া প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়াছেন। করদাতৃগণ স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া দুই খানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সে দুই খানি পত্র এই স্থানে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম, তৎপাঠে কমিশনরগণ করদাতৃগণের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সে আয় ব্যয় দুরাবলী এই—

৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয়।

আয়।

৮১।৮২ অব্দের বাকী	৫০০
ব্যক্তিগণের উপর টাক্স	৩২০০
৩, ৪ সিডিউল চুক্ত ঘোড়ার গাড়ি ও অন্যান্য	
জন্তুর উপর টাক্স	৭০০
গরুর গাড়ি রেজিষ্টারি ফি	৬০০
ভাড়াটিয়া গাড়ি প্রভৃতির ঐ	৪২০
মিউনিসিপাল জরিমানা	৫০
জুয়াখেলার ঐ	২০
খোঁয়াড়ের আয়	২০০
১৮৬১ অব্দের ৫ আইন অনুসারে জরিমানা	৫০
১১২ ধারার মতে অন্যায়েণ্ট খরচা	১০০
অন্যান্য রকমের আয়	১০
	৭১৮০

ব্যয়।

২ জন কেরাণী ও কাগজ কলম প্রভৃতির	৩৭৮
টাক্স কালেক্টরের বেতন ও বিল প্রভৃতি	
ছাপান খরচ	৩৩৮
৭৩ ধারা অনুসারে কমিশনরদিগের আফিসের	
খরচ	৪০
শতকরা ১ টাকার হিঃ একাউণ্টেণ্ট জেনরলের	
আফিসের খরচ	৬৭॥০
ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের খরচ	৫৫
অডিটরের ফিঃ শতকরা ১ টাকা	৬৭॥০
পুলিসের বেতন ও অন্যান্য খরচ	২২২৩৬
(ক) ডাক্তার ইন্সপেক্টর	১৮০
(খ) কুলিদিগের বেতন	৭২০
(গ) গোরুর গাড়ির ভাড়াতারান	৮৪
(ঘ) গোরুর খোরাক	৭২
(ঙ) ১ টী গোরু খরিদ	৪০
(চ) অন্যান্য খরচ	৪০
পবলিক ওয়ার্ক	২০০
ডিস্পেন্সারি খরচ	৩৮০
গাড়ির টিকিট বাবুদী খরচ	৩৬
সাপুড়ের পুরস্কার	২৫
অন্যান্য খরচ	১০০
আদালতের খরচ	১০০
সঙ্গতিহীন ব্যক্তিদিগের টাক্স রেহাই	৩০০
	৭১৮০

৭১৮০ টাকা আয়ের মধ্য হইতে সাধারণ রাস্তা ঘাট প্রভৃতিতে ২৮০০ টাকা ব্যয়! রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অধিকার ও আয়ায় ও আয়তন নিতান্ত সংকীর্ণ নয়, এই ব্যয় "হাতির মুখে দুর্ব্বাদান" এই যে একটি প্রবাদ বাক্য আছে তাহারই স্বরূপ। এ ব্যয়ে মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য যে করদাতৃগণের স্বাস্থ্যের উপায় সংস্থান, তাহার ঘটনা হইবার সম্ভাবনা কি? ৭১৮০ টাকা আয়ের মধ্যে প্রায় তিন অংশ এদিক ওদিক ব্যয়, প্রকৃত কার্য্যে ৮০০ টাকা মাত্র, দুই জন কেরাণী! কি সর্ব্বনাশের কথা! যে স্থলে এরূপ বন্দোবস্ত, সে স্থলে স্বাস্থ্যের আশা করা নিতান্ত বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। আমাদের স্বাস্থ্য সম্বর্দ্ধনার্থ অনেকগুলি ব্যয় একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় পত্র খানিতে সেই আবশ্যক ব্যয় বিষয়ের অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া সেগুলি সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতেছি ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনাবশ্যক ব্যয়ই অধিক। সেই অনাবশ্যক ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া যাহাতে করদাতৃগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। পাইখানার ও গ্রামের জল

নির্দ্দেশ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। এই তিনটী বিষয়ের বন্দোবস্ত না থাকাতে গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতেছে। পত্র দুই খানি এই—

সম্পাদক মহাশয়! রাজপুর মিউনিসিপালিটীর আগামী বর্ষের জন্য বজেট প্রস্তুত হইয়া ঢোল দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটী নকল আপনার সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আয়স্তম্ভে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন, মিউনিসিপালিটীর করদাতাদিগের নিকট হইতে যেগুলি টাকা আদায় হয়, তদ্ভিন্ন আরও দুই চারিটী আয়ের পথ লিখিত আছে—অর্থাৎ খোঁয়াড়া মেলা, মাতালদের জরিমানা, ওয়ারেণ্ট ফী, ইত্যাদি। আর ব্যয়স্তম্ভ দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, পুলিষ ও পবলিক ওয়ার্ক প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যয়ের বিষয় লেখা আছে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উপরে যতগুলি আয়ের পথ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলি অনিশ্চিত; এমন কি, করসমষ্টিও অনিশ্চিত; কারণ মরণ ও পলায়ন হেতু নির্দ্ধারিত কর অনেক পরিমাণে আদায় হয় না, সুতরাং করসমষ্টি যে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত। আয়ের অন্যান্য পথগুলি যে আরও অনিশ্চিত, তাহা এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। তবে অনরারী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়গণ অনুগ্রহ ও মনোযোগ করিলে সে প্রকার আয় গুলি যে আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, আয়ের বিষয় ত এইরূপ অনিশ্চিত। এ দিকে ব্যয়ের বিষয় এরূপ নিশ্চিত যে, পবলিক ওয়ার্ক ছাড়া অন্যান্য ব্যয়ের এক কড়া কম হইলে চলিবে না। আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক পুলিসে গ্রাস করেন, অবশিষ্ট টাকার অধিকাংশ এষ্টাবলিশমেণ্ট খরচ, আইন খরচ ও বাজে খরচে নিঃশেষিত হয়। যদি কোন বৎসরে কিঞ্চিৎ বাঁচিয়া থাকে, তবে জীর্ণ, ভগ্ন, বনাকীর্ণ রাস্তার সংস্করণে পড়ে। এই কারণেই করদাতাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলির প্রস্তুতকরণ ঘটিয়া উঠে না। তাহাতেই করদাতারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এমন কি কর দিবার সময় তাঁহারা খড়্গহস্ত হন। এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা যাহাতে পবলিক ওয়ার্ক শীর্ষে অধিক টাকা পড়ে, এরূপ বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। এ বৎসর ১৮০০ টাকা পবলিক ওয়ার্ক শীর্ষে পড়িয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু আয় যত কমিবে পবলিকওয়ার্কের তত কম হইবে, কারণ অপর ব্যয় গুলি এত নিশ্চিত যে, তাহা না হইলে চলিবে না। সুতরাং উক্ত ১৮০০ টাকার মধ্যে আরও অনেক কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এষ্টাবলিশমেণ্ট খরচের প্রতি কমিশনরগণের দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

১০ ই জানুয়ারি।
রাজপুর মিউনিসিপালিটীর
করদাতৃগণ।

আমরা রাজপুর টাউন মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয় সংক্রান্ত একটী হিসাব দেখিয়া বড়ই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছি। সুখের বিষয় এই, কমিশনরেরা সাধারণের মতপ্রকাশার্থী হইয়া এ হিসাবটী অধিকাংশ করদাতৃবর্গের গোচর করিয়াছেন। এ নিয়মটী আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রাজপুর মিউনিসিপালিটীতে ইহা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা তাঁহাদিগের এই উদারতার কার্য্য প্রবৃত্তি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। মিউনিসিপালিটীর আয় ৭১৮০ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যয় দৃষ্ট হইতেছে তাহা আমাদিগের নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হওয়াতে আমরা এস্থলে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলাম না। এই সামান্য টাকার হিসাব প্রভৃতি রক্ষার জন্য দুই জন কেরাণীর বেতনে ও কাগজ কলম প্রভৃতিতে ৩৭৮ টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, পরিমিতাচার সকল কার্য্যেই আবশ্যক। আয় অনুসারে ব্যয়ের ব্যবস্থা না করিলে এই অল্প টাকায় কখনই অধীনস্থ গ্রামসমূহের উৎকর্ষ সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপুর টাউন মিউনিসিপালিটী এত দিন অপরিমিতাচারী হইয়া কার্য্য করাতে এই দীর্ঘকালে কোন গ্রামের কোনপ্রকার উন্নতিসাধনে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক এক্ষণে কথা এই, দেশের লোকের সাধারণতঃ যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে গ্রামের উন্নতির জন্য ট্যাক্স দিয়া থাকে, সেই টাকা যদি রাস্তা ঘাটের নিমিত্ত ব্যয় না করিয়া নিরর্থক ব্যয় করা হয় তাহা হইলে বাস্তবিক তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। এই কারণেই আমরা বলি, কমিশনরেরা এই সামান্য কার্য্যের জন্য দুই জন কেরাণী না রাখিয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাই জানে দেশের এরূপ এক জন লোককে ১৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লউন।

ঐরূপ ট্যাক্স আদায়কারীর বেতন প্রভৃতিতে ৩৩৮ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই কার্য্যে অন্যূন ৮৩ টাকা ব্যয় সংকোচ করা যাইতে পারে, অতএব দেশহিতৈষী কার্য্যের জন্য ব্যয় যত কম করা যাইতে পারে, কমিশনরদিগের সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অন্যথা যদি সমস্ত টাকাই রাস্তা ঘাটের জোগাড়েই দিয়া অভাব থাকে, অথবা অল্প আবশ্যক কার্য্যে ব্যয়িত হয় তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভের আশা কোথায়? ব্যয় মাথা নাই অথ মাথা ব্যথা যেমন কমিশনরদিগের ব্যাধির সেইরূপ। রাস্তা নাই, ঘাট নাই অথচ তাহার ইনস্পেক্টরের বেতন ১৮০। কুলিদিগের বেতন ৭২০ রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য ১২৬ ও অন্যান্য খরচ ৪০ টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, কুলিদিগের যে বেতন ধরা হইয়াছে, সেই টাকায় যদি গ্রামের দরিদ্র মজুরদিগকে রাস্তার কার্য্যে খাটান হয়, তাহা হইলে কাজও অধিক পরিমাণে হয়, অথচ দরিদ্র গ্রামবাসী মজুরদিগকে প্রতিপালন করা হয়। রাস্তার ময়লা উঠাইবার জন্য যে ১২৬ টাকা ধরা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সমূহের পরিমাণ অন্যূন আড়াই ক্রোশ হইবে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গ্রামও আছে, কিন্তু গাড়ি এক খানি থাকাতে মাসে এক বার এক এক গ্রামে তাহার দেখা পাওয়া ভার। সুতরাং এরূপ স্থলে উহা থাকা না থাকা উভয়ই সমান, আমাদিগের বিবেচনায় কমিশনরদিগের এ নিয়ম রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ টাকায় রাস্তার ধারের পচা পুষ্করিণী বুজাইয়া ও বাঁশঝাড়ের পুতিগন্ধবিশিষ্ট মলমূত্র ত্যাগের স্থান সমূহ উঠাইয়া দিয়া টাটি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা, নতুবা মনুষ্যে যাহা পশ্চাৎ ফেলিবে তাহার বিশেষ আপত্তি কি? এই কারণেই আমরা বলি আগে লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গের প্রধান কারণ সমূহের দূরীকরণ চেষ্টা করা হউক, পরে ময়লা ফেলিবার গাড়ি করিলেই চলিবে, এই সামান্য আয়ের ভিতর হইতে পুলিসের জন্য ২০১৩৩৬ টাকা ও অন্যান্য খরচ ধরা হইয়াছে, এ স্থল আমাদিগের বাজে খরচ বলিয়া মনে হইতেছে, পুলিষ যে এত টাকা গ্রাস করিতেছেন, তাহার কার্য্য ত আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, দেবতার আরাধনা করিলে বরং দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু পুলিসের আরাধনা করিলেও দর্শন পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় পুলিসের ব্যয় যতই সংকোচ হয় ততই মঙ্গল। আর এক কথা, সকল টাকাই যদি অন্যান্য খরচে যাইল, তবে দেশের উন্নতি হয় কিসে? পাঠক! এক্ষণে আশ্চর্য্য দেখুন, প্রবিজ্ঞ কমিশনরেরা পুস্তকাদির জন্য ২০০ ও হাকিমি ঔষধালয়ের জন্য ৩০০ এতদ্ভিন্ন সাপ্তাহিক পুরস্কার

প্রভৃতিতে ৬১ টাকা ব্যয় স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক দেশের হিতকর কার্য্যে রাজপুর মিউনিসিপালিটী যে কিরূপ মুক্ত হস্ত তাঁহাদিগের কার্য্য যে কিরূপ বিবেচনা মূলক, তাহা এই কার্য্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে। এরূপ মিউনিসিপালিটীর অস্তিত্বে আমরা ত কোন উপকারই দেখিতে পাই না, বরং অপকারই দেখিতে পাইতেছি, করদাতৃগণ ইহাতে যে কর দান করেন তাহা কর মধ্যে যায় বলিলেও হয়। যদি সমস্ত অর্থই কতকগুলি লোক প্রতিপালনে ও অনাবশ্যক ব্যয় এবং গবর্ণমেণ্টের পুলিশ রক্ষায় ব্যয়িত হইল, তবে দেশের শ্রীবৃদ্ধির যে প্রধান উপায় রাস্তা ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার ও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন তাহা কিরূপে হয় এবং ইহার অধীনস্থ গ্রামবাসীরা কিরূপেই বা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত হস্ত হইতে রক্ষা পায়?

করদাতৃগণ।

আধুনিক ইংরাজের দুরবস্থা।

ভারতবর্ষে দিন দিন ইংরাজদিগের পক্ষে মহা-কষ্টের স্থান হইয়া উঠিতেছে ভাবিয়া ষ্টেটসম্যান নিতান্ত চিন্তিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইংরাজেরা বিনা কষ্টে এদেশে আসিয়া স্বল্পকাল মধ্যে এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এক এক জন অর্থশালী সমৃদ্ধিশালী, এমন কি ধনকুবের হইয়া ইংলণ্ডে প্রতিগমন পূর্ব্বক পরম সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ও বাণিজ্যালয়ের সমস্ত উচ্চ উচ্চ পদে ইংরাজ বা ফিরিঙ্গি নিযুক্ত হইত। এক্ষণে আর সে দিন নাই। এক্ষণে কেহ শূন্য হস্তে ভারতবর্ষে আসিয়া অনায়াসে বড়মানুষ হইতে পারেন না; বিশেষ যে সকল ইংরাজ এই দেশবাসী হইয়া গিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে যাঁহাদিগের দ্বারা ব্রিটিশ রাজ্যের বিবিধ উপকার সাধিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহাদের সন্তানগণ প্রায় উদরান্নের জন্য লালায়িত হন। হিন্দুদিগের সমাজ ও গবর্ণমেণ্ট বহুল পরিমাণে বিদ্যা চর্চ্চা প্রচলিত করিয়া ইংরাজ সন্তান সন্ততিদিগের এই অবস্থার পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন। এক্ষণে শিক্ষিত দেশীয়দিগের প্রায়ই সর্ব্বত্র প্রাদুর্ভাব। পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য কেবল ইউরোপীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত, এক্ষণে সেই কার্য্যে এক জন মাত্রও ইংরাজ দেখা যায় না। এখন ইংলণ্ড হইতে কোন ব্যক্তি কেবল মাত্র বি এ, বা এম এ পুঁথি লইয়া এ দেশে আসিয়া কিছু করিতে পারেন না, কারণ এদেশে দেশীয়দিগের মধ্যে বি, এ, এমের অসদ্ভাব নাই। আর এক কথা, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত উচ্চপদ স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড হইতেই লোক আনয়ন করিয়া থাকেন, আর দুই শত টাকার উপর হইলেই ষ্টেট সেক্রেটারি দ্বারা লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব ভারতবর্ষে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিব এ উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে থাকিয়া শিক্ষিত না হইলে এ দেশবাসী ইংরাজ সন্তানদিগের সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিবার অন্য উপায় নাই। আর অধিকাংশ এতদ্দেশবাসী ইংরাজ ভারতবর্ষকে যেমন অর্থোপার্জ্জনের এক মাত্র মনোহর ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের বর্তমান ভাব জানিতে পারিলে আর কেহ এ দেশে পদার্পণ করিবেন না। যদি কেহ স্বদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারেন, তবেই তাঁহার সুবিধা। নচেৎ এ দেশে আর ইংরাজদিগের মঙ্গল নাই।

ষ্টেটসম্যান এইরূপে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার এই আক্ষেপ বাস্তবিক অথবা কৌতুককল্পিত। যদি বাস্তবিক হয় তাহা হইলে স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, তাঁহার এই আক্ষেপ কত দূর সঙ্গত; এবং ইংরাজদিগের এই বিপদ ও দুরবস্থা প্রকৃত কি আনুমানিক? প্রথমতঃ উক্ত পত্রিকা সম্পাদকের মতে দেশীয়দিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়া মিশনরি সমাজ ও গবর্ণমেণ্ট মহা অপরাধী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যদি আমরা এরূপ শিক্ষা না পাইতাম, তাহা হইলে আজ ইংরাজদিগের এই বিপদ উপস্থিত হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিজ্ঞ সম্পাদক সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত হইয়াও অসন্তুষ্ট চিত্তে কেমন এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কি বিলাতীয় ইংরাজ আর কি এ দেশবাসী ইংরাজ আমরা কাহারও ত দুরবস্থা দেখিতে পাই না; দেশীয়দিগের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদেরই আজ কাল বিষম দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে; বি এ, বা এম এ, হইয়া একটী কর্ম্ম পাওয়া আজ বিষম ব্যাপার; এ দেশবাসী ইংরাজদিগের সম্প্রতি একাধিপত্য, এবং এরূপ বোধ হয় স্বল্পকাল মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ কর্ম্ম পাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে দুঃসাধ্য বিষয় হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে এবং অন্য অন্য অনেক আফিসে উচ্চ উচ্চ পদে বাঙ্গালীগণ নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে কৌশল ক্রমে প্রায় সকলেই অপসারিত হইতেছেন এবং সেই সকল পদ ইংরাজদিগকে দেওয়া হইতেছে। এখন যে সকল কার্য্য এই ইংরাজদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাই কষ্টে সৃষ্টে যদি আমাদের কেহ প্রাপ্ত হন। একটী ৩০ টাকার কাজ খালি হইলে অনেক এম,এ তাহার জন্য লালায়িত। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এ দেশীয় ইংরাজ অর্থাৎ ফিরিঙ্গীদের দুরবস্থা না ঘটিয়া বরং সর্ব্বাংশে সম্প্রতি তাহাদের অবস্থার উন্নতি এবং অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহারাই যে সকল বিষয়ে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ ইহাদের উপর গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, আর দেশীয়েরা যাহাতে না মস্তক উত্তোলন করিতে পারে ইংরাজ মাত্রেরই প্রায় সেই চেষ্টা।

সমস্ত উচ্চ পদস্থ সিবিল ইংরাজদিগের এক-চেটিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখন দেখা-গেল, বাঙ্গালীগণ বিলাত গমনপূর্ব্বক অনায়াসে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, অমনি কেমন কৌশল পূর্ব্বক এই একমাত্র উন্নতির পথ রোধ করিয়া দিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে কোন্ ব্যক্তি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ? সুতরাং তোমরা পরীক্ষা দিতে পারিবে না, স্পষ্ট না বলিয়া ছলে বলে কেমন, প্রকাশ্যে টাক্স না লইয়া লবণের শুল্কের ন্যায় আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইলেন! জানি না, কোথায় ইংরাজের বিপদ দেখিয়া ষ্টেটসম্যান এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, এখন তাহা হয় না। এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যখন ভারতবর্ষ গভীর অজ্ঞানতিমিরে নিমগ্ন ছিল, বিদ্যালোকে যখন ভারতবাসীর হৃদয় আকাশ এরূপ আলোকিত হয় নাই; হইতে পারে তখন এক জন চতুর সুশিক্ষিত ইংরাজ রিক্ত হস্তে এ দেশে আসিয়া অনায়াসে আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও কৌশল প্রভাবে স্বল্পকাল মধ্যে অসীম ধন সম্পত্তির অধিপতি হইতে পারিতেন; এখনো যে কোন ইংরাজ এখানে আসিয়া দরিদ্রভাবে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করেন, ইহা দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। তবে এখন সকলেরই চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, এক্ষণে অনেকেই আপনার স্বার্থ সুন্দররূপ বুঝিয়াছেন, সুতরাং ইংরাজ আর সহজে তাঁহাদিগকে ভুলাইতে পারেন না। যখন ডাক্তার চার্লস সাহেব বিলাত গমন করেন, তিনি নগদ ১৫ পনর লক্ষ টাকা লইয়া যান, জিজ্ঞাসা করি তিনি এম, ডি ভিন্ন আর সঙ্গে কি লইয়া আসিয়াছিলেন? কেবল চার্লস সাহেব কেন, এক এক জন উকীল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতিকে আসিয়া ক্রোরপতি হইয়া যাইতেছেন। ইহাদের কথায় বলে, কত দুর্ঘ হাটে কোটি মাত্র লবণ লইয়া তাহাদের সেলর হইয়া আসিয়া দেশে কে, সি, এস, আই হইতেছেন! অতএব ষ্টেটসম্যান যে বিপদ কল্পনা করিয়া এত আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ

অনুগত। তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখিতে পাইবেন কিছুদিন পরেই বাঙ্গালীদের আর গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য পাওয়া ভার হইবে।

এটী কি অত্যাচার নয়?

সিরাজউদ্দৌলার এত নাম খারাপ হইয়াছে কেন? তিনি এক জন অত্যাচারী ছিলেন। অত্যাচারী হইলে যদি সিরাজউদ্দৌলা হয়, তাহা হইলে আমরা এখন প্রত্যেক জেলায় দুই চারি তিনটী সিরাজউদ্দৌলা বিরাজমান দেখিতে পাই। মুরশিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলা বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বিমস সাহেব রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের উপর কিরূপ অন্যায় করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা বিবিধ সংবাদে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম, বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। এক্ষণে সেই বিষয় বিস্তারিতরূপে সংবাদিত হইতেছে। কোন উচ্চপদাবলম্বী সিবিলিয়ান সাহেব ক্ষমতাকে পদাঘাত করিয়া যদি যথেচ্ছাচারী হন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার দোষ দোষের মধ্যেই নয়, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও বড় কম নন। বিমস সর্ব্বশক্তিমান্ সিবিলিয়ান নহেন; তিনি এক জন সামান্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাত্র, কিন্তু যেরূপ হুজুর অন্যায় আচরণ ও উৎপীড়ন এবং স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা অপার কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, এবার এই ক্ষুদ্র প্রাণী বিমস সাহেব তাঁহাদের কীর্ত্তিচন্দ্র রাহুর ন্যায় গ্রাস করিলেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা এই:—পূজার বন্ধের কিছু দিন পরে যখন মহাত্মা বিমস সাহেব অধীন বিভাগের দর্শনীয় স্থান সকল পরিদর্শনে বাহির হন, সেই সময় তিনি রায় ধনপৎ সিংহের নিকট একখানি গাড়ি চাহিয়া পাঠান; রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ আপনার একখানি গাড়ি পাঠাইয়া দেন। এক দিবস যখন মহাত্মা বিমস সাহেব ঐ গাড়িতে চড়িয়া একটা কাঁচা খারাপ রাস্তার উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন, দৈবাৎ গাড়িখানি ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিমস সাহেবের কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ধনপৎসিংহ যে তাঁহাকে গাড়ী দিয়াছিলেন তজ্জন্য ধন্যবাদ না দিয়া বরং এক কড়া পত্র লিখিয়া মহা রাগ প্রকাশ করেন। সে পত্রের মর্ম্ম এই:—একজন ভদ্র লোকের জন্য এরূপ ভাঙ্গা গাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া আপনার ন্যায় ভদ্র লোকের কাজ হয় নাই। গাড়ি ভাঙ্গা ছিল কি তাঁহার দোষে ভাঙ্গিল, প্রথম তা [illegible] বিবেচনা করা উচিত, এবং তাঁহা দ্বারা রায় ধনপৎ সিংহের যে ক্ষতি হইল, তজ্জন্য বরং বিমস সাহেবের লজ্জিত হওয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু পাঠক! বিমস সাহেব বাহাদুর কিরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিলেন! ভাল এই পর্য্যন্তই যদি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। দুর্জ্জন খলের হৃদয়ে যেমন বিষাগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সময় উপস্থিত হইলে জ্বলিয়া উঠে, এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। কিরূপে ধনপৎ সিংহকে অবমানিত করিবেন, হুজুর বাহাদুর মনে মনে তাহার সুযোগ্য অবসর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে এক দিবস ধনপৎ সিংহের এক অল্পবয়স্ক পুত্র নৌকারোহণে নদীতে জলক্রীড়ার্থ গমন করেন। তথায় তিনি কয়েক জন মাল্লাকে মৎস্য ধরিতে দেখিয়া নিষেধ করেন। ধনপৎ সিংহ যে ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে জীবহিংসা একেবারেই নিষিদ্ধ। ক্রমে উভয়দলে কথান্তর উপস্থিত হয়। মাল্লারা মারপিটের দাবি দিয়া ধনপতের পুত্রের নামে বিমস সাহেবের আদালতে অভিযোগ করে। একে চায়, আরে পায়, বিমস সাহেব অমনি বালকের ১৫০ টাকা জরিমানা করেন। দোষী প্রমাণ হইলে জরিমানা করিলে দোষ কি? কিছুই নয়, তবে এই মকদ্দমায় সাহেব বাহাদুর স্বেচ্ছাচারিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। মকদ্দমার নির্দ্ধারিত দিবসে প্রতিবাদীর উকিল এই রূপ প্রার্থনা করেন যে ধনপতের পুত্র স্বয়ং আদালতে উপস্থিত না হইয়া ক্রিমিনাল কোডের ১৮৫ ধারা মতে যাহাতে এজেণ্টের দ্বারা কার্য্য নিষ্পত্তি হয় আদালত তাহার অনুমতি প্রদান করুন। আইন মতে এ মকদ্দমা কিছুই নহে, তথাপি কি নিগূঢ় কারণে তাহা হাকিম বাহাদুরই বিশেষ অবগত, এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়, এবং প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট জারি করা হয়, এমন কি আইন লঙ্ঘনেও আদালত কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে আমাদের মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে যে রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ব্যবহার দর্শন করিবেন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, এই কি সেই ব্যবহার দর্শন? কোথায় বা আইন, কোথায় বা ধর্ম্ম আর কোথায় বা ন্যায়—হুজুরের ইচ্ছাই সব। তাই বলি এখন সিরাজউদ্দৌলার অভাব নাই। যাহা হউক, ইহাতে আরো একটী কৌতুককর বিষয় আছে। প্রতিবাদীর এজেণ্টকেও গ্রাহ্য করিলেন না, অথচ ধনপৎ সিংহের পুত্র আদালতে না আসায় সেই হাকিম বাহাদুর সেই এজেণ্টের সম্মুখেই বিচার আরম্ভ করিলেন। পাঠক! আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছেন? ধনপৎ সিংহ সেশন জজ বেভারিজ সাহেবের নিকট পরিশেষে আপিল করিলেন। জজ সাহেব বিমস সাহেবের এই ঘোর অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ এবং ঐ জরিমানা কমাইয়া ৫০ টাকা করেন। পাঠক! তিনি কি বলিয়াছেন শুনুন:—আমার মতে এই মকদ্দমায় বিলক্ষণ ভুল করা হইয়াছে। ইহা এক জন ভদ্রলোকের বালকের [illegible] ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথম, বয়সের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনেকটা ক্ষমা করাই উচিত, দ্বিতীয়তঃ কোন কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিলে লোক যদি কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী তাহাকে সেই কাজ করিতে নিষেধ করে, আর সেই ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বাদী বিশেষরূপ অবগত ছিল যে প্রতিবাদীর সম্মুখে মাছ ধরিলে তাঁহার বিরক্তি জন্মিবে। অতএব বোধ হয় বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ প্রতিবাদী মাল্লাদের সম্মুখে তাঁহার নৌকা লইয়া যান এবং তাঁহার অনুচরদিগকে দুই একটা চড় চাপড় মারিতে বলেন। প্রথমে দুই পক্ষেই গালাগালি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সামান্য অপরাধের জন্য ১৫০ টাকা জরিমানা নিতান্ত আইনবিরুদ্ধ। আমি তজ্জন্য জরিমানা কমাইয়া ৫০ টাকা করিলাম। আমার মতে প্রতিবাদীর প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করা হইয়াছে এবং বিমস সাহেব বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। যখন প্রতিবাদী এজেণ্ট দ্বারা মকদ্দমা চালাইবার আবেদন করেন, অথচ প্রয়োজন হইলে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইতে স্বীকার হন, প্রতিবাদীকে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের এই যদি মত ছিল, তিনি অনায়াসে তাঁহাকে জানাইতে পারিতেন যে তিনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হউন, না হইলে গ্রেপ্তার করা যাইবে। কিন্তু ইহা না করিয়া তিনি এক ওয়ারেণ্ট জারি করেন, এবং এদিকে সেই এজেণ্টের সম্মুখেই মকদ্দমার বিচার আরম্ভ করেন। এই সামান্য অপরাধ এবং এই বালক যেরূপ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাহার লোকের কাণ্ড, এই সকল [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এই মকদ্দমায় [illegible] অবিবেচনা এবং স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিমস সাহেব কিরূপে পদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সিরাজউদ্দৌলার [illegible] হইয়াছেন, জজ সাহেবের কথাতেই পাঠক বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, এ সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে এই এক মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকা বেভারিজ সাহেবের উচিত হয় নাই। এ বিষয় তাঁহার হাইকোর্ট এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে জানান একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

এই সামান্য বিষয়টীকে বিডন সাহেব কেন যে এত গুরুতর করিয়া তুলিলেন, অবশ্যই তাহার গূঢ় কারণ আছে। সে কারণ কি? এক মাস পূর্ব্বে তিনি যে গাড়ী ডাকিয়া ডাগো ডাগো রক্ষা পান, সেই আক্রোশ এত দিন হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। একণে সময় পাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন এবং অনায়াসে অন্যায় ক্রোধের বশীভূত হওয়া স্বকর্ত্তব্য ভুলিয়া একজন সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধিশালী জজ সন্তানের এইরূপ অবমাননা করিলেন। আমরা জানি ইডেন সাহেব অত্যাচারীদিগের পরম শত্রু, তাঁহার নিকট অন্যায় এবং আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া কেহই নিস্তার পান না, এজন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এ বিষয়ের সবিচার না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিবেন না। এক্ষণে আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। বিডন সাহেব রাজপথস্থ হইয়া কি যুক্তিতে স্বয়ং ধনপৎ সিংহের নিকটে গাড়ি চাহিলেন? তাহাতে তাঁহার দোষ হইয়াছে কি না? উপেক্ষা করিয়া বিনা দণ্ডে সে দোষ অমনি অমনি যাইতে দেওয়া উচিত কি না?

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের এবং শিক্ষিতদিগের একটী জীবনোপায়।

ভারত কৃষিজীবী দেশ। কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে ভারতের প্রধানতঃ উন্নতি, কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ভারতে অন্যান্য বিষয়ের অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের ভূমির ও কৃষিকার্য্যের অবস্থা পরাশরের সময় অবধি অপরিবর্ত্তিতভাবে প্রায় একরূপ চলিয়া আসিতেছে। অন্য অন্য অনেক বিষয় প্রাচীনদিগের নিবদ্ধ হইয়াছে; সেই সেই গ্রন্থের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও সংখ্যারও বৃদ্ধি হইয়াছে। তদ্ব্যতিরেকে অনেক নূতন নূতন গ্রন্থকারও নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু কৃষিকার্য্যের বিষয়ে পরাশর যে কয়টী বাক্যের উপন্যাস করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর ঐ বিষয়ে আর কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বরং পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন আর সে আট গরু, ছয় গরু ও চারি গরুর হাল দেখিতে পাওয়া যায় না।

কৃ[illegible] উন্নতি নাই, তাহার প্রধান কারণ আম[illegible] করিবার ইচ্ছার অভাব। ভারত[illegible] পরাধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ [illegible] তাঁহাদিগের সেই স্বাধীন[illegible] অধঃপাতের ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয় রাজারা নিজ নিজ সুখ সম্ভোগে আসক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সুখসাধন সামগ্রীর উপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন, প্রজার উন্নতিসাধন বিষয়ে অথবা আপনাদিগের উৎকর্ষসাধন বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি বা চেষ্টা ছিল না। প্রজা ভারতবাসীরাও কথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইলেই কৃতার্থ হইত, অন্য কোন উন্নতিসাধনের চেষ্টা পাইত না। সুতরাং উন্নতিবৈরী আলস্যের অধীনে বিমনায়মান ও অপ্রসন্ন হইতেন। প্রজাদিগের দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল, দৈব যে বার প্রসন্ন হইলেন, সে বার প্রচুর শস্য জন্মিল, যে বার অপ্রসন্ন হইলেন, সে বার অজন্মাই উপস্থিত হইল। এইরূপে ভারতবাসী প্রজাদের কালযাপন হইয়া আসিতেছে, আজও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে এই একটু বিশেষ ঘটনা হইয়াছে, পূর্ব্বে শস্যের বিদেশে রপ্তানী ছিল না; সুতরাং শস্য সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্নিবন্ধন কৃষকদিগের এবং মজুরীর অভাবে মজুরদিগের অতি কষ্ট ছিল, এখন শস্যের চতুর্দ্দিকে রপ্তানী হওয়াতে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ কৃষক সচ্ছল এবং মজুরি সচ্ছল হওয়াতে মজুরেরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইয়াছে। কিন্তু ভূমি যেমন তেমনি আছে, তাহার অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপই আছে। যদি সুবৃষ্টি হইল, সুফসল জন্মিল, যদি বৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিল শস্যোৎপত্তিরও ব্যাঘাত জন্মিল। ভূমির অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন কৃষকদিগের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। মধ্যে ভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষাদি নিবন্ধন শস্য নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হওয়াতে কৃষকদিগের যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছিল, গত বৎসর ও এ বৎসর শস্য সুলভ হওয়াতে সে সুবিধাও আর নাই।

আমাদের বঙ্গবাসী পাঠকগণের সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের ভূমির অবস্থার বর্ণন বিষয়ে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম। বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমিতে একমাত্র ধান্য জন্মে, কৃষকেরা জ্যৈষ্ঠমাসের অর্দ্ধ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের কয়েকদিন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকে। ভাদ্র মাসের শেষভাগে ও আশ্বিনমাসের প্রথম অংশে কেহ নিড়াইয়া দেয়, কেহ দেয় না। তাহার পর অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে ধান্য ছেদন ও বহনাদি কার্য্য করে, তাহার পর কৃষকদিগের ক্ষেত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। ক্ষেত্রে সার দেওয়া বা অন্য অন্য শস্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা, সে সকল প্রায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রের সহিত প্রজার ঠিকারূপে খাজনা দেওয়ার সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগের ক্ষেত্রের প্রতি যত্ন, মায়া, মমতা নাই। ক্ষেত্রের সহিত চিরস্থায়ী সম্বন্ধ হইলেও তাহারা যে উল্লিখিত প্রকার কৃষিকার্য্যের রীতি অতিক্রম করিয়া কিছু অধিক করিবে, তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী, স্বভাব ও রীতি দেখিয়া এরূপ বোধ হয় না।

যাহাতে ভারতে কৃষিকার্য্য উন্নত হইয়া উঠে, আমাদের রাজপুরুষেরা বিবিধোপায়ে সেই চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কৃষিসংক্রান্ত উপদেশ দান প্রভৃতি কার্য্য অবলম্বন করিলে সে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ক্ষেত্রের যাহাতে উন্নতিবিধায়ক সুব্যবস্থা হয়, তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য। এখন আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে যেমন প্রজা, যাহার যেমন ক্ষমতা, সে সেইমাত্র দশ বিঘা পাঁচ বিঘা ভূমি ঠিকারূপে লইয়া কৃষিকার্য্য করে। এ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিলে কোনকালেই ইহার উন্নতি হইবে না, যে অবস্থায় এখন আছে, চিরকালই তদবস্থ থাকিবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্যপ্রণালী ধরা কর্ত্তব্য যে এক এক ব্যক্তি অন্ততঃ ৫০ বিঘা করিয়া ভূমি লইবে। সেই ভূখণ্ড লইয়া সে তাহাতে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবে। সেই ভূমিতে যে পরিমাণে যেরূপ সার দিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বদা সে তাহার অনুসন্ধান করিবে। তাহাতে যে যে শস্য দিলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সেই শস্যের বীজ বপন ও রোপণাদি করিবে। যতদূর দেখিয়া আসিতেছি, কার্ত্তিকে টানি হইলেই ধানের ব্যাঘাত জন্মে। আমরা উপরে যে এক এক খণ্ড ভূমির কথা কহিলাম, যদি তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র জলাশয় করা হয়, তাহা হইলে যে বৎসর কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হইবে, কৃষকেরা সেই সেই জলাশয় হইতে জল সেচন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে। এখন কথা এই, এ সকল কার্য্যে ব্যয় অধিক। সামান্য লোকের সে ব্যয় সংস্থান করা কঠিন, সে ব্যয় কিরূপে সংগ্রহ হয়? এ কার্য্যই বা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি; এক্ষণে কৃষিকার্য্য করা সামান্য ইতর লোকের কর্ম্ম নয়, ভদ্র লোকদিগকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, এখন অনেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও উপাধি লাভ করিয়া চাকরির নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। চাকরি জুটিতেছে না, তাঁহারা এইরূপ পঞ্চাশ, শত, বিশত বা ততোধিক পরিমাণে এক এক খণ্ড ভূমি সংগ্রহ করুন, এবং আমাদিগের প্রদর্শিত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করুন। ঐরূপ এক এক খণ্ড ভূমি লইয়া ঐরূপে কৃষিকার্য্য করিতে পারেন, ভদ্র বংশে এরূপ অনেক কম লোক আছেন। যে

সকল ভদ্র লোকের ক্ষমতা নাই, অথবা যাঁহাদের ক্ষমতা অল্প, দেশীয় জমিদারেরা স্বল্প খাজনায় তাহাদিগকে ভূমি দান করুন, এবং বিনা সুদে ঋণস্বরূপে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। এরূপ করিলে কেবল কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ নয় হতভাগ্য চাকরি প্রত্যাশী শিক্ষিতদিগেরও এক একটী জীবনোপায় হইবে।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশ দিন দিন সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টিপাত হইবার কথা বটে। কতকগুলি অস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিলে ইহাকে দ্বিতীয় অমর নিকেতন বলিয়া জ্ঞান হয়। বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্ব্বে অঞ্চলে তৈলঙ্গীয়া উপনিবেশ করে, এবং তন্নিমিত্ত উহা তৈলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু অধুনাতন ব্রহ্মনামটী কত দিন হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা ৩৭৩৬৭৭১। তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় এবং তৈলঙ্গী ২৭০৬৮৫৭

কারেন	৫১৮২২৯
চীন	৪৫০১৫
[illegible]	৩৫৫৫৪
শান	৫৯৭২৩
ভারতবর্ষীয়	২৪৩৮৬৯
মহাচীন	১২৯৬২
ইউরোপীয়	১১৮৬০
অন্যান্য জাতি	২৭৫২৮
সমষ্টি	৩৭৩৬৭৭১

ব্রহ্মদেশের চতুর্দ্দিকই জলপূর্ণ। বর্ষার আগমে সুপ্রাপ্য শুষ্ক মৃত্তিকা দৃষ্ট হয় না। এক একটী গৃহ চতুর্দ্দিকেই জলরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। চিকিৎসকদের ম্যালেরিয়ার যে প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বব্যাপী পাপ ম্যালেরিয়ার কারণ ব্রহ্মদেশে কিছুই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। অনুপযুক্ততা সত্বেও অনেকে এ পর্য্যন্ত অবরোধ শীঘ্র জনসংখ্যা বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৭২ অব্দের লোক সংখ্যা গণনাকালে তথাকার মানব সংখ্যা ২৭৪৭১৪৮ জন পরিগণিত হইয়াছিল। অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে শতকরা প্রায় ৩৬ জনের অধিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনা কথঞ্চিত্তবা নহে; এখানে শতকরা আট জনের অধিক লোক বৃদ্ধি হয় নাই। ব্রহ্মদেশে বালকের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়, এদিকে আবার যে প্রকারে লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সহজেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, তথায় অধিক পীড়ার প্রকোপ নাই।

সম্বৎসরে প্রায় ২২০ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হয়, এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে জলপ্লাবন দ্বারা সর্ব্বত্র ধৌত হওয়ায় পলসঞ্চয় হেতু ভূমির বিশুদ্ধতর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮৭১ সালে ন্যূনাধিক ৩২৭৭১৫৮ বিঘা ভূমিতে উপযুক্ত চাস দেওয়া হইত। ১৮৮১ সালে ১০৫৫৬০৫৫ বিঘা ভূমি কর্ষিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশবাসীরা বিলক্ষণ শ্রমশীল; তাহারা নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করে না। ভারতবর্ষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও অন্তঃপুরাবরুদ্ধ নহে। তাহারা স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব কার্য্যানুরোধে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে; এমন কি সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদিগকেও অন্তঃপুরের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। তথাকার প্রায় সকল স্ত্রীলোকই শিল্পী, এবং উপার্জ্জনশীল। তাহাদের স্বোপার্জ্জিত ধন সাংসারিক অংশে ব্যয়িত হয় না। স্ত্রীলোকেরা গুণী এবং অর্জ্জনশীল বটে, কিন্তু তাহাদের অঙ্গের অলঙ্কার কিছু বেশী বেশী। নিজ পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাতে সকলেই বেশভূষা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। তথাকার একজন সামান্য তাম্বূলী এবং কৈবর্ত্তীর কণ্ঠে ও মহামূল্য মতিহার এবং অঙ্গুলিতে হীরকখচিত স্বর্ণ অঙ্গুরী দৃষ্ট হইবে। পাঠক! মতিমালার কথা শুনিয়াই হয় ত আপনারা লোকানের স্বল্পমূল্য মূল্যের কৃত্রিম মুক্তা ভাবিয়াছেন; কৃত্রিম মুক্তা হইলে আমরা এখানে সে কথার উল্লেখ করিতাম না, ধীবর কন্যার কণ্ঠের দুই সহস্র টাকা মূল্যের সমুজ্জ্বল মৌক্তিকহার অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে, সচরাচর আপনাদের আমাদের গৃহেও যাহা দৃষ্ট হয় না, এমন মুক্তা,—তাই কথাটা কিছু বিশেষ করিয়া বিবৃত করিতেছি। পাঠক এক্ষণে বলিতে পারেন,—সামান্য বৃত্তি-সম্পন্ন লোকের গৃহে এতাদৃশ অর্থাগম কি প্রকারে হয়? তাহার প্রকৃত কারণ এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে। চিরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্ম বাণিজ্য সমস্ত লাভ জনক [illegible] ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইহা সমধিকভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। দশবৎসর পূর্ব্বে তথা হইতে ১৩৬৫৫৫৩৯৪ মণ চাউলের রপ্তানি হইত, সম্প্রতি ২৩০১৯৬৮ মণ চাউল প্রতিবৎসর বিক্রীত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ সেগুনকাষ্ঠ তথাকার বাণিজ্যের একটী প্রধান দ্রব্য। নেপালের বিখ্যাত শালকাষ্ঠ দুর্ম্মূল্য হওয়ায় ব্রহ্মদেশজাত সেগুনের বিলক্ষণ আদর বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠক আমাদের দেশে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সেগুন কাষ্ঠ দৃষ্ট হয় তৎসমস্তই ব্রহ্মদেশ হইতে আগত। পূর্ব্বে ঐ সেগুনকাষ্ঠ কেহ স্পর্শও করিত না, এক্ষণে ঐ কাষ্ঠে প্রতি বৎসর ১০২০০০০০ টাকা উপলব্ধ হইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় যাবতীয় রপ্তানি দ্রব্য ৫৭১০০০০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। গত বৎসর ১১৪৫০০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। এ স্থলে সাকল্যে গবর্ণমেণ্টকে বেশ রাজস্ব ২১৬০০০০০ টাকা আদায় করিতে হয়। অতএব কৃষি এবং বণিকদের প্রায় নয় ক্রোর টাকা লাভ থাকিতেছে। এ প্রকার স্থলে দেশের সমধিক শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবার কথা।

কিয়দ্দিন অতীত হইল ব্রহ্মদেশের বাণিজ্য কিঞ্চিৎ মন্দ হইয়া আসিয়াছে। মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাহার প্রতিবিধানার্থ সম্প্রতি রেঙ্গুন গমন করিয়াছিলেন। সেগুনকাষ্ঠের উপর যে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট আছে, বোধ করি তাহা শীঘ্রই রহিত হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ যদি এই পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিশ্চিত উক্ত বাণিজ্য আবার পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে।

উপযুক্ত বাণিজ্য এবং ধন ভিন্ন কোন দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় না। ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুখী তজ্জন্য তথায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অতি অল্প। লোক সংখ্যা অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ব্রহ্মদেশের জেলখানায় স্ত্রীলোক বন্দীর সংখ্যা অতি সামান্য। তথাকার কামিনীরা শ্রমশীল না হইলে কখনই এ প্রকার দেখা দৃষ্ট হইত না। আমরা তথায় আর একটী সদ্গুণ দেখিতে পাই। সেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। বালক বালিকার বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহারা [illegible] মনোনীত করিয়া লয়। ইহাতে কোন প্রকার প্রবল পীড়ার উপদ্রব নাই, বোধ করি বাল্যবিবাহের অভাবই তাহার [illegible] ভারতবাসীরা কবে যে, সেই পথের পথিক হইবেন, আমরা অদ্যাবধি তাহাই চিন্তা করিতেছি।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ই জানুয়ারি। [illegible]

লণ্ডন ৮ ই জানুয়ারি। অষ্ট্রিয়া জর্ম্মাণি ও রুসিয়া এক [illegible]

বার্লিন ৭ ই জানুয়ারি। [illegible]

লণ্ডন ৭ ই জানুয়ারি। [illegible] গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে এবং [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রধান [illegible] সাহায্য করা আবশ্যক [illegible]।

পারিস ৮ ই জানুয়ারি। ফরাসি সেনেট সভার সভ্য মনো[illegible] ২২ জন ব্যক্তি [illegible] সেই পক্ষেই জয় লাভ হইয়াছে।

কায়রো ৮ ই জানুয়ারি। ব্রিটিশ ও ফরাসি গবর্ণমেণ্ট একযোগে [illegible] খেদিবকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন [illegible] উপস্থিত হইলে তাঁহারা খেদিবের [illegible] রক্ষা করিবেন।

লণ্ডন ৯ ই জানুয়ারি। [illegible] সভার পর একটী [illegible] এই কথা [illegible] আমেরিকার [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] যে আশ্রয় করেন, ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিগণ [illegible] তাঁহারা [illegible] জেন [illegible]।

কায়রো ১০ ই জানুয়ারি। [illegible] লোকের উদ্বেগ এবং [illegible] ব্যক্তিদিগের আশঙ্কা [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিয়াছেন ইংরাজ ও ফরাসীরা একযোগে [illegible] সর্ব্বসাধারণের গোচর না হয়।

[illegible] ১০ ই জানুয়ারি। [illegible] প্রকার [illegible] ২৮ হাজার হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই জানুয়ারি। [illegible] আলীন [illegible] লর্ড [illegible] হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের [illegible] এবং [illegible] নামক [illegible] মুক্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই জানুয়ারি। [illegible] কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ ই জানুয়ারি। [illegible] কোন [illegible] হইবে না।

মার্কিন যে সমস্ত আইরিস [illegible] হইতে পারেন নাই। [illegible] ব্যক্তিদিগকে [illegible] আয়োজন করা হইতেছে।

কায়রো ১২ ই জানুয়ারি। ব্রিটিশ [illegible] ইংরাজ ও ফরাসীরা [illegible] করিয়াছেন, তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল [illegible] বর্ত্তমান ইংরাজ ও ফরাসীদিগের [illegible] আছে, [illegible]।

[illegible] ১২ ই জানুয়ারি। [illegible] তিন জন [illegible] হইয়াছেন।

লণ্ডন [illegible] জানুয়ারি। [illegible]

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পুণার সার্ব্বজনিক সভা বর্ষে বর্ষে ১০ জন করিয়া দেশীয় যুবককে বিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ড, জার্ম্মনি, ফ্রান্স ও রুশিয়ায় প্রেরণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। যুবকগণ তিন বৎসর করিয়া তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন গত শুক্রবার কলিকাতার নূতন সার্কস দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

গঙ্গায় একখানি পাটের নৌকায় অগ্নি লাগাতে সমস্ত পাট ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার বরণ কোম্পানীর একজন চাপ-রাশি ১২৫০০ টাকার একখানি চেক লইয়া ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে যায়। চাপরাশি সেই চেক ভাঙ্গাইয়া টাকাগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম কটিলের সাহেব কতক-গুলি সর্প ধরিয়া বড় বড় বাক্সে পুরিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার কন্যাদিগকে বিবাহের সময়ে ১০০০০০০ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কুলি নিকাসনবিধি বিধি-বদ্ধ করিয়া এক্ষণে আসামের চীফ-কমিশনরকে চা-কর দিগের অত্যাচার হইতে কুলিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা এই আইনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন এখন বোধহয় তাহা তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, নতুবা গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার তাৎপর্য্য কি ?

আমাদের দার্জ্জিলিঙ্গ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন এখানকার মুনসেফী কাছারিগৃহ ভগ্নাবস্থা। এ বৎসরের বর্ষার প্রবল বারিবর্ষণ পূর্ব্বাংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এখন কাছারির কার্য্য গুদামঘরে চলি-তেছে। জান জিজ্ঞাসা করি, মুনসেফী কাছারি গুলির এত দুর্দ্দশা কেন ? দেশীয় হাকিমগণ এ সব কাছারিতে বিচারাসনে আসীন হয়েন বলিয়াই কি এ গুলি এত অযত্নাবস্থাপন্ন ?

এখানে একটী পান্থনিবাস নাই বলিয়া পশ্চিম অঞ্চলীয় পথিক জনের বড় ক্লেশ হয়। এখানে পশ্চিম দেশীয় লোকের সতত সমাগম হয়। যাহারা নিরাড়ম্বরের মহাজনীর সদাব্রতপুরে রাত্রি যাপন করে, তাহারা যে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যাহারা তথায় সদাব্রত লইয়া বাণীয়ার অভিমুখে আগমন করে তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। এবম্প্রকার ক্লেশভোগ এই জনভাগাদের প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। এখন কথা হইতেছে এই ক্লেশ নিবারণের কি কোন উপায় হইতে পারে না ? এখানে অনেক গুলি মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আছেন। তাঁহারা এক একজন ধন-কুবের বলিলেই হয়। আর তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ মতি আছে। তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে উত্তেজিত করিতে পারিলে এ অভা-বটী অনায়াসেই নিরাকৃত হইয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট অতি ধীর-প্রকৃতির লোক। তিনি নিজ সদাশয়তাগুণে সকলের বড় প্রীতিভাজন হইয়াছেন। আমরা বলি তিনি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করুন, অনায়াসে এ কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। মেদিনীপুর সিরাকোল স্কুলের ফল এবার অতি প্রীতি কর হইয়াছে। ছয় জন বালক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়। ৫ জন অতি উচ্চ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফলাংশে এ স্কুলটী অনেক জেলাস্কুলের সমকক্ষ হইয়াছে। ইহা এখানকার শিক্ষকবর্গের প্রগাঢ় যত্নের ফল বলিতে হইবে। বস্তুতঃ শিক্ষকগণ বড় শ্রমশীল ও কার্য্যকুশল। বিগতবারে ১ম ও ২য় শিক্ষকের বেতন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এবারে অপর শিক্ষকদের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ স্থলে পণ্ডিত বাবু গোপাল চন্দ্র মিত্রের বিষয় বিশেষ রূপে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি একজন বহুজ্ঞ লোক। বহু দিন শিক্ষা বিভাগে আছেন বলিয়া সংস্কৃত অধ্যা-পনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছে। এ দিকে আবার মিষ্টভাষী ও সদালাপী। বলিতে কি, শিক্ষকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহাতে সমস্তই আছে। এবম্প্রকার লোকের গুণের পুরস্কার না হওয়া বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। আমরা সিরাকোল স্কুল কমিটী সমীপে সানুরোধ প্রার্থনা করিতেছি যেন তাঁহার বিষয় বিবেচনা করা হয়।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া-ছেন জেলা নদীয়ার গোয়াড়ির সদাব্রত উত্তরাধীন ডাক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটী অপরাধে কর্ম হইতে সস্পেণ্ড হইয়াছেন, এ সংবাদটী বিগত ১২ ই পৌষের সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদস্তম্ভে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা হই-য়াছে, এক্ষণে কোন প্রামাণিক ব্যক্তির পত্রপাঠে অবগতি হইল যে বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারল

সাহেব শশিপদ বাবুকে নিয়মপূর্ব্বক নীত করিয়া মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারী পদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক "রিজাইন" দিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, পোষ্টমাষ্টার জেনেরল শশিপদ বাবুকে রিজাইন দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং রিজাইন দেওয়া সঙ্গত কি না বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে সপ্তাহ কাল সময় দিয়াছেন, এই জনরবটী যদি সত্য হয়, তবে শশিপদ বাবুর উচিত যে তিনি "পা দিয়া লক্ষ্মী না ঠেলিয়া" দিন কতক বর্দ্ধমানের পোষ্টমাষ্টারী করুন। যদি তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় ও বল থাকে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

এ বৎসর এখানকার মিউনিসিপল স্কুল হইতে যে ছয় জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে চারি জন দ্বিতীয় ও এক জন তৃতীয় বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হেড মাষ্টার ও স্কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। মিউনিসিপল স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রতি বৎসরই সন্তোষজনক হইয়া থাকে, কিন্তু গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় একজন মাত্র ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল, এজন্য শত্রুপক্ষীয়েরা শতমুখে উক্ত স্কুলের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্তার এ বৎসর সেই স্কুল হইতে পাঁচ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে নিন্দুকের মুখে—চূণ কালী পড়িল !!

মিউনিসিপালিটীর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া স্থানীয় করদাতৃগণ এখানে সাধারণ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রচলনাভিপ্রায়ে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন। বর্দ্ধমান শ্রীরামপুর ও কৃষ্ণনগরের ন্যায় এখানে "ইলেক্টিভ সিষ্টেম" প্রচলিত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, "এখানে আজ কাল ষ্টীমারের "যাননাশন" হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, সেই পুরাতন "সিদ্ধেশ্বরী" ও নূতন "রত্নেশ্বরী" গমনাগমন করিতেছে। ষ্টীমারে "মহাতাপ" অর্পণ হইয়াছে, সুতরাং পুরাতন সিদ্ধেশ্বরীরই "প্রেস্টিজ" বাড়িয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ম্যানেজার বাবুর কার্য্যপ্রণালীর দোষে মালের আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে মধ্যে গোলযোগ ঘটিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে আরোহীদের অসুবিধা হয়, অতএব আমরা আশা করি যে, ষ্টীমার সিদ্ধেশ্বরীর অধ্যক্ষ বাবু যেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যানেজার করিয়া, অশুদ্ধ কার্য্যপ্রণালী শুদ্ধ করিতে যত্নশীল হন।"

কলিকাতার ডেপুটী পুলিস কমিশনর লাম্বার্ট সাহেবের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইন্স্পেক্টর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সংবাদ সত্য নহে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে টিকারির জমীদারি মকদ্দমার আপীল হইয়াছে। এডভোকেট জেনেরল হনবাহাদুর নিজের পক্ষ সমর্থন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যারিষ্টার ইভেন্স রাণী রাজকুমারির পক্ষে আছেন। এই মকদ্দমার বোধ হয় ইহাঁরা উদ্ধার পাইবেন। প্রথম যখন ইহার প্রথম বিচার হয়, সেই সময়ে উকীল মোক্তারের বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবার বোধ হয় পড়াইবে।

কাশ্মীরে এবার ভয়ানক তুষারপাত হইতেছে, কয়েকজন পথিক ইহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মান্দ্রাজে ভূমিকম্প হওয়াতে দিবেকাবা নামক স্থানের লোকেরা অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তাহারা দেবতাদিগের ক্রোধকেই ইহার মূল স্থির করিয়া যাহাতে সে শান্তি হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে।

ইংলণ্ডে আবার ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

পাটনার উকীল বাবু গোবিন্দচরণ ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর পাটনার মোক্তারি পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমেরিকায় এক্ষণে নিত্য ২০০০ দুই হাজার টেঁকঘড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

কলিকাতা ও ইহার উপনগর সমূহের পুলিসে ১৯৫০ জন দেশীয় কনষ্টেবল আছে। ইহার মধ্যে ২ শত মাত্র বাঙ্গালী, অবশিষ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী।

ব্রাহ্মণ পাচকে এক্ষণে জেলের হিন্দু কয়েদিদিগের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু এ নিয়ম যে আর অধিক দিন থাকিবে আমাদের তাহা বোধ হইতেছে না। ইংলিশম্যান ইহা লইয়া মহা আন্দোলন করিতেছেন। তিনি বলেন, "পূর্ব্বে জাতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংস্কার অতি প্রবল থাকায় হিন্দুকয়েদীরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করা অপেক্ষা অনশনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিত বলিয়াই জেলখানাতে ব্রাহ্মণ পাচক রাখা আবশ্যক হইয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই এ ব্যবস্থা তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। গয়ার একজন শ্রেষ্ঠজাতীয় হিন্দু জাল করার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। গয়া নিবাসী ব্রাহ্মণের পাক না হইলে সে অন্যের অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় এবং দুই দিন অনশনে থাকে, অবশেষে কোন উপায়েই তাহাকে খাওয়াইতে না পারায় জেলের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তিনি আবার কমিশনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন, অবশেষে নিম্ন শ্রেণীর কয়েদী অনাহারে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া তাহার প্রতি পুনরায় নূতন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক। কমিশনরের এই আদেশ শুনিয়া সে তখন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া জেলখানার পাচককে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ জানিয়া তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। কয়েদী বিবেচনা করিয়াছিল যে তাহার কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন বিশেষ ব্রাহ্মণপাচক রাখিতে বাধ্য।"

আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি বোম্বাইয়ের গবর্ণর ফার্গুসন সাহেবের স্ত্রী ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই সময়ে তিনি ফার্গুসন কার্য্যকলাপ পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

হায়দরাবাদের কর্ণেল উড়িয়াছে সহসা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা ও উপনগরের লোক গণনা জন্য ১৭৮৩০৯/৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে মিউনিসিপালিটী ১১২৮৭৮/১০ টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ পরীক্ষায় ৩৭২ জন ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। ৪০ জন প্রথম শ্রেণীতে, ১৪০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৭৫ জন তৃতীয় শ্রেণীতে। ঢাকা কলেজ এই পরীক্ষায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে ৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৭ ও তৃতীয় শ্রেণীতে ১৫ জন সমষ্টিতে ৪০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ১৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৪ জন সমষ্টিতে ৩০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫২৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে ২০৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭৫৭, তৃতীয় শ্রেণীতে ৫৬৪ জন; কিন্তু ও রেজারভুল সমষ্টি হইয়াছে। এই বর্ষে ৬ জন দেশীয় এবং ৩টী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরী, অবলা দাস, [illegible] মেরী মিত্র, নির্ম্মলবালা মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়, [illegible] এবং কুমারী প্রিয়তমা দত্ত, বিধুমুখী বসু ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কলিকাতার মার্শ সাহেবের ন্যায় সম্প্রতি চট্টগ্রামে আর একটী গৌরাঙ্গ অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার নাম গুড। ভারতমিহির পাঠে অবগত হইলাম, গত ১৪ ই পৌষ চট্টগ্রামের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া দেওয়ান বাজারের নিকট উপস্থিত হইলে গুড সাহেব মেজোর সহিত উাঁহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া, প্রথমে চাপরাসী পাঠাইয়া পথ ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ করেন। চাপরাসী সম্প্রদায়ের দুই একটী কৌতুকদর্শী বালককে সাহেব মেজোরের আদেশ জানাইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে পথ পরিষ্কার হইল না দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখস্থ ২।৪ জন ভদ্র লোককে ধাক্কা ও ড্যাম ব্ল্যাকেল বলিয়া গালি দিতে ত্রুটি করেন নাই। পরে যখন সঙ্কীর্ত্তনের কয়েক জন প্রধান প্রধান লোক সাহেব বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিলেন যে এটা আর কিছু নয়, ধর্ম্মোদ্দেশে গান হইতেছে, আর এ বিষয়ে পুলিসের অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন সাহেব বাহাদুর কিছু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কার্ক সাহেব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন এবং পুলিসকেও দণ্ড দিয়াছেন। যদি গুড্ সাহেবদের জন্যই এরূপ বাড়াবাড়ি হইল, তবে ব্যাড্ সাহেবদের নিকট হইতে আমরা আর কত শুভ কার্য্যের প্রত্যাশা করিতে পারি !! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের অর্থদণ্ড করিলেন, ইহার কারণ ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

আমেরিকার অন্তর্গত কলম্বিয়া নামক স্থানে এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৃক্ষের ছালে কুইনাইন প্রস্তুত হয়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডারুইন সাহেব পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, কিঞ্চিলিকা (কেঁচো) পর্ব্বত ভেদ করিতে পারে। ইহারা ভূমির উর্ব্বরতা সাধন বিষয়ে প্রধান উপযোগী।

কলিকাতায় যে শিল্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে যে সমস্ত দ্রব্য আনীত হয়, তন্মধ্যে জয়পুরের এক জন স্বর্ণকারের নির্ম্মিত একটী বিচিত্র কৌটা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। আমরা স্বচক্ষে উহার অল্পনা দর্শন করিয়াছি।

আহম্মদাবাদে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গত বর্ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ১৩০৮০০০ টাকা লাভ হইয়াছে। অংশীদারদিগকে শত করা দশ টাকার হিসাবে লাভ দেওয়া হইতেছে।

ফ্রান্সের এক্ষণে রাজস্ব বিক্রীত হইতেছে, মূল্যের ৫৬ পেন্স আধিক্য প্রচারিত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ লুই অবধি নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত যিনি যে দ্রব্য পাইয়াছেন, তাহার কতকগুলি বিক্রয় হইবে।

পাইওনিয়র এলাহাবাদের এক ফকিরের বিষয়ে লিখিয়াছেন, তিনি ৫০ বৎসরকাল অনাবৃত স্থানে বাস করিয়া প্রচণ্ড শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির প্রকোপ সহ্য করিতেছেন। পাওনিয়র এই সংবাদে বিস্মিত হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ কত শত ফকির, মহান্ত উদাসীন ভারতের নানা স্থানে আছেন।

কলিকাতার বিখ্যাতনামা বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ইংরাজী নূতন বৎসর উপলক্ষে অনেকগুলি দীন দরিদ্রকে ভোজন ও দান করিয়াছেন। বাঙ্গালির ইংরাজি পর্ব্বাহে আমোদ করা লোকের ভাল লাগে না।

বড়লাট অতি সমারোহে একটী দরবার হইয়া গিয়াছে। এই দরবারে লালজি পুরুষোত্তম রায়কে রায়বাহাদুর উপাধি দান ও সম্মানসূচক পাঁচ শত টাকার খেলাত দেওয়া হইয়াছে। ইনি গবর্ণর জেনারেলের এজেন্টের একজন সহকারী, ১৬ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ পত্রে দেখা গেল, গৌহাটীর সন্নিকটে এক স্থানে সুনাচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। বাটীর দুই জন আহত এবং নগদ ৮০০ টাকা ও অলঙ্কারাদি ২৮০ টাকা অপহৃত হইয়াছে।

ঢাকবার্ত্তা বলেন, মাধবপুর গ্রামে দুই জন নিম্ন শ্রেণীর লোক কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিত, সম্প্রতি ১১৫ কৃত্রিম টাকা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সহিত ধরা পড়িয়াছে। মুদ্রা গুলি কাঁসার নির্ম্মিত।

২ রা মাঘ শনিবার কলিকাতা যোড়াসাঁকো হরিসভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

৩ রা মাঘ রবিবার রাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি কলম্বিতে পক্ষ বিশিষ্ট এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা দৃষ্ট হইয়াছে। উহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় ঝাঁক বাঁধিয়া সঞ্চরণ করে। যে স্থান দিয়া চলিয়া যায়, তাহার নীচে মেঘের ন্যায় ছায়া পড়ে। ইহারা প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ।

আমেরিকার এক খানি জাহাজ উত্তর মেরুর অভিমুখে গমন করিতেছিল। দুই পার্শ্বে পর্ব্বতাকার বরফ আসিয়া আসিয়া জাহাজখানিকে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন আরোহী নৌকাযোগে জীবনলাভ করিয়াছেন।

শিয়ালদহের নিকট যে একটী পাটের কল আছে তাহার একজন কর্ম্মচারী অপর কর্ম্মচারীর সহিত কলহ করিয়া লৌহদণ্ডের আঘাত তাহাকে বধ করিয়াছে।

প্রভাতীর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন উড়িষ্যার শুভাকাঙ্ক্ষী বাবু প্যারিমোহন আচার্য্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি উড়িষ্যার অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন।

১ লা জানুয়ারি আকায়াবে ভয়ানক ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম দ্বারকানাথ রাঘবা, বয়স ৩৫ বৎসর। ইনি কাচ্চাবাদের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক এবং পাত্রীর নাম টাইনিবাই, বয়স ২০ বৎসর। ৬ বৎসর বয়সে বিধবা হন। ইনি একটী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী।

বরদার গুইকুমারের সিংহাসনাধিরোহণ উৎসব উপলক্ষে স্যর টি, মাধব রাও গুইকুমারের নিকট ৫০ হাজার টাকা এবং মহারাণী যমুনা বাইয়ের নিকট হইতে হীরকখচিত একটী অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালোরে একটী বালক ইন্দ্রজাল দ্বারা সকল লোককে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যে ব্যক্তি যে কোন খাদ্যদ্রব্য চাহিতেছে, ঐ বালকটী তৎক্ষণাৎ শূন্য হইতে আনয়ন করিয়া দিতেছে। গল্পের অনেক শাখা প্রশাখা হয়। বোধ হয়, ইহার মধ্যে হোসেন খাঁর বুজরুকির ন্যায় কিছু বুজরুকি আছে।

বারাসতের অভিমুখে যে রেল হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। মাটীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে, অন্য অন্য উপকরণ সামগ্রীও আসিয়া পড়িতেছে। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব রেলওয়ে বিস্তার ও শিল্প প্রদর্শনাদিতে উৎসাহদান করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন।

ভবানীপুর ও কালীঘাট প্রভৃতি স্থানসমূহের উপর সম্প্রতি মিউনিসিপালিটির বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিলাম। কাঁচা নর্দ্দামায় ভালরূপ জল নিকাশ হয় না, বিশেষতঃ নর্দ্দামার অব্যবহিত সীমাবর্ত্তী জমি সমূহের মালিকেরা পাকে চক্রে নর্দ্দামার জমি কিয়দংশ গ্রহণ করিতে পারিলেও ছাড়েন না দেখিয়া মিউনিসিপালিটী সতর্ক হইয়াছেন, এবং সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে পাকা নর্দ্দামা প্রস্তুত করাইয়া এই উভয়বিধ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উত্তম কল্পনাই করিয়াছেন। ভবানীপুর চক্রবেড়ে ইহার কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। তবে কালীঘাটে একে সরু রাস্তা- তায় গাড়ি ঘোড়া ও লোকজনের বেশি ভিড়, তাহ-

পর, নর্দ্দামা ও যার যার স্থান দখলেই আছে, সেই অপ্রশস্ত রাস্তার আবার অর্দ্ধেক দোকানদারগণের সাজসামগ্রী জোড়া থাকে, এ অবস্থায় মিউনিসিপালিটী কালীঘাটে যে কি উপায় করিবেন বুঝিতে পারিতেছি না। কিছু দিন হইল, এই উপলক্ষে নর্দ্দমার উপরের বকসমূহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ঘরের মালিকদিগের উপর মিউনিসিপালিটী হইতে নোটিস জারি হয়, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, একই কারণ, একই বিষয়, একই উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহারা সে নোটিস সর্ব্বত্র প্রদান করেন নাই কেন? ভিতরে কোন কারণ আছে কি?

চৌরঙ্গী ও কালীঘাট ট্রামওয়ে লাইনের কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি বড় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আয়ের সংখ্যা রোজ রোজ কম হওয়ায় কর্তৃপক্ষের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা গোপন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলেন, ইনস্পেক্টরদিগের প্রশ্রয়ে কণ্ডক্টরগণ ভাড়ার পয়সা চুরী করে বলিয়াই আয় কম হয়। কয়েকটী কণ্ডক্টর ধরাও পড়ে, তন্মধ্যে এক জনের তিন মাস কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, অপরগুলি খালাস পাইয়াছে এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী কয়েকজনও পদচ্যুত হইয়াছেন। যে নিয়মে সম্প্রতি কার্য্য চলিতেছে, এ নিয়মে চুরী বন্ধ করা কিছু কঠিন কথা, তবে ট্রামওয়ে কোম্পানী পরিশ্রমের সুবন্দোবস্ত করিয়া যদি অধিক বেতনে সুশিক্ষিত লোকদিগকে এ কার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে।

কলিকাতার লোকদিগকে শিবপুর কোম্পানির বাগানে গাড়ী করিয়া যাইতে হইলে অনেকটা পথ ঘুরিয়া যাইতে হইত. এ জন্য হাওড়ার পোল হইতে গঙ্গার পশ্চিম কিনারা দিয়া ঐ বাগান পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, ভবিষ্যতে আর কাহাকেও অনর্থক ঘুরিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না।

দেশের সুশিক্ষিত যুবকের অনেকেই পরের চাকরী করা অপেক্ষা সামান্য কারবার করাও ভাল, ইহা যে এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা ইহাতে বড়ই আনন্দিত আছি। কিন্তু ইঁহাদের এই এক মহৎ দোষ যে, লাভকর কারবার অনেকে নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। এক জন যাহা করিল, দলকে দল তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে কাহারও লাভ নাই, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনেকে অপদস্থ হইয়া পড়েন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, চাকরী অপেক্ষা ব্যবসায় ভাল, এটী যখন বিলক্ষণ তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তখন শিল্প ও কৃষি অবলম্বন করিলে দোষ আছে কি?

সংস্কারের জন্য বেলিয়াঘাটার খাল বন্ধ হওয়ায় মহাজনী নৌকা সকল একণে উল্টাডিঙ্গী ও টালীর খাল দিয়া বেশি পরিমাণে যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে সময় সময় এরূপ ভীড় হয় যে অনেক নৌকা মারা যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কয়েকদিন হইল গোলে চেতলার লোকের উপর একখানি গোলপাতা ও কাঠ বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে।

লোকের অবস্থা কখন কি হয়, বলা যায় না। সম্প্রতি দেনার জন্য চেতলার হাট ও তৎসংলগ্ন সমস্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। লোকের কপাল মন্দ হইলে লক্ষ্মীও চঞ্চলা হন। উপযুক্ত লোক না থাকিলেই এরূপ দুর্দ্দশা হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৬ ই জানুয়ারি ১৮৮২। এ. পি. ম্যাকডনাল্ড সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের অণ্ডারসেক্রেটরির কার্য্য করিবেন।

কাটোয়ার সাবডিবিজনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিশ্বেশ্বর মিত্র ১৫ দিনের অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

৮ ই জানুয়ারি। ঢাকা অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. জে. মেসার ১৮৭০ অব্দের … আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু … বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের … আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই জানুয়ারি। ত্রিপুরার জজ ও মেজিষ্ট্রেট … এম, এল, … এক মাস … দিনের অবকাশ … ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর … বি. বি. … আদেশ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার জজ ও মেজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

১০ ই জানুয়ারি। হাজারিবাগের … ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু … মিত্র ১৮৭০ অব্দের (বি, সি,) ৭ আইন ও ৮ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কিছু দিনের জন্য … ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি মহম্মদ … এক মাস ১১ দিনের অবকাশ লইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু … বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ মাসের অবকাশ লইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় দুই মাসের অবকাশ লাভ করিলেন।

মহারাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীকুমার দত্ত পুনরায় নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এম. বি. বি. ডি মেদিনীপুরের জজ ও মেজিষ্ট্রেট … কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন যতদিন না আর আদেশ প্রচার হয়, ততদিন … ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর … এম. … মেদিনীপুরের জজ ও মেজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

… ডেপুটী কালেক্টর … মুখোপাধ্যায় ১৮৮১ অব্দের … কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

… প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু … ১৮৮১ অব্দের … আদেশ হইতে … আদেশ পর্য্যন্ত … ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু … আদেশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। ইঁহার পরিবর্ত্তে … কিছু দিনের জন্য … সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু … মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

… মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি. সি. … কিছু দিনের জন্য … কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই জানুয়ারি ১৮৮২। … ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি. জে. … প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই জানুয়ারি। বাবু … ১৮৭৭ অব্দের … আইন অনুসারে কলিকাতার জোয়েণ্ট প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

১০ ই জানুয়ারি। বাবু … আদেশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত বাবু … কার্য্য করিবেন …

১৮ … ডেপুটী কালেক্টর টি. সি. … প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং … বিচার করিবেন।

… অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। … দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু … তৃতীয় মুন্সেফ বি. ই. … মুখোপাধ্যায় … মাস।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর ও মুঙ্গের।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, লোকোমটিভ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাসেল সাহেবের হেড বাবু শ্রীযুক্ত ভগবচ্চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২৯ এ ডিসেম্বর প্রাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রাজকীয় কোন উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন না, … রেলওয়ে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন, … অফিসের কেরাণী ছিলেন। কিন্তু ইঁহা দ্বারা জামালপুরের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তজ্জন্যই আমরা

এবং সাধারণে বিশেষ চরিত্র করিয়াছি। বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি যাহা কিছু হিতকর বস্তু ও উহাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি মধ্যে মধ্যে নাট্যাভিনয় অভিনয় করাইয়া লোকের চিত্ত-বিনোদন করাইতেন। অতিথ ইহাঁর একটী বিশেষ গুণ ছিল, কোন বেহারী সাধু শিষ্ট বাহ উপলক্ষে বিদায় ও পাশ না পাইলে ডেপ্‌টিবিয়েটিকেটকে বলিয়া যাহাতে সে ছুটী ও পাশ পায় তদপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কোন কেরাণীর কোন অপরাধে কর্ম যাইতেছে দেখিলে যাহাতে তাহার কর্ম থাকে তদ্বিষয়ের যত্ন করিতে ক্রটী করিতেন না। এখানে স্বদেশ হইতে অনেকগুলি আত্মীয় স্বজনকে আনিয়া কর্মভুক্ত করিয়া দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন কিন্তু বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা যে পীড়জনকে প্রতিপালন করে, যাহার দ্বারা দেশের উন্নতি হয় অগ্রেই যেন তাহাকে লইতে হস্ত বাড়াইয়া আছেন। দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য ত্রিবেণীনিবাসী ৮ কমরায় জ্ঞাত পঞ্চাননের বংশোদ্ভব। ইহাঁর পুত্র সন্তান নাই, চারিটী কন্যা; তন্মধ্যে শেষোক্তটী একণে সূতিকা-গৃহে। ইহাঁর মুখ দর্শন আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহার মৃত্যুতে লোকের বড়ই কষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ইহার স্বদেশ জ্ঞাতিবর্গের দোষে দৈবযোগে গঙ্গাতে লইয়া গিয়া সৎকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করায় লোকের অত্যধিক কষ্ট হইয়াছে। এমন কি এই কার্য্যের জন্য [illegible] প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজকে ধিক্কার দিতেছেন। বস্তুতঃ সমাজের কোন দোষ নাই, দুর্গাচরণ বাবু সাধারণের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ যদ্যপি কেহ অগ্রিম বলিবার অগ্রে জানিতে পারিতেন কিম্বা যদ্যপি কেহ শববহন জন্য ডাকিতে যাইতেন, শত শত লোক সংকারের সহিত হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতে লইয়া সৎকার করিয়া আসিতেন। রেল-ওয়ে আফিস আদি প্রায়শঃ বসিয়া থাকে, সকলেই আফিসে থাকিয়া এই সংবাদ ও তদনন্তর ট্রেণে লোকের সংবাদ অবগত হইলেন, সুতরাং তখন আর কোন হাত ছিল না। তবে বাবুর জ্ঞাতিবর্গ কি কারণে যে অপর লোককে ডাকিলেন না বলা যায় না। বোধ হয়, তাঁহারা এখানকার লোকের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অথবা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত জাতি-শত্রুতা সাধন করিবার উদ্দেশেই ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের এই কার্য্যে এখান-কার লোকদের নিন্দা হইতেছে সত্য; কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহাতে সাধারণের কোন দোষ নাই। এ বিষয়ের সব দোষী তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তারাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তাঁহারই বুদ্ধি-বলে এই কার্য্য হইয়াছে। হায়! লোকহিতৈষী স্বর্গীয় মহাত্মার সৎকার্য্যকালের সময়ে এমন সব বুদ্ধির [illegible] আবির্ভাব বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়!!

আমানপুরের বাজারের সন্নিকটে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ২।১ জনের উক্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

দুর্গাচরণ বাবুর মৃত্যু হওয়ায় রেলওয়ে ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারি-ন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী ঘোষ মহাশয়কে ডাকিয়া বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিতে কহিয়াছেন। তৎপূর্ব্বদিন ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বরগণ লালবিহারী বাবুকে অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। লালবিহারী বাবুও একজন উপযুক্ত লোক, অতএব উপযুক্ত লোকের হস্তে উপযুক্ত বিষয়ের অর্পণ হওয়ায় আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। আশা করি লালবিহারী বাবুর হস্তে বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়ের সমূহ উন্নতি হইবে।

ইতিমধ্যে আমাদের "ধর্ম্মপ্রচারক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় জেলা মধ্যে [illegible] নামক স্থানের মহম্মদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত মুন্সীমহাশয় মণ্ডলী কর্তৃক যথার্থ বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। মুন্সীমহাত্মা-গণের হৃদয় অতি প্রশস্ত, সমুদার ও ধর্ম্মপক্ষপাত-বিহীন, নতুবা তাঁহারা আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য উক্ত কুমার মহাশয়কে কখনই আহ্বান ও অভ্যর্থনা করিতেন না। মাননীয় শ্রীমৎ মুন্সী নবাবজান সাহেব ও তাঁহার প্রধান ভ্রাতার মহাশয়দ্বয় ও [illegible] বক্তা অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে তাহাদের নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া অনেক আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীকেও যথার্থ-ধর্ম্মালাপে ঈদৃশ আগ্রহযুক্ত দেখিতে পান নাই। উক্ত মুন্সীগণের [illegible] আরবী উর্দু ও পারস্যাদি বিদ্যালয় আছে। তাঁহাদের [illegible] নিকট নিবাসী হিন্দুগণও প্রীতি লাভ করেন। তাঁহা-দের সহিত আলাপ করিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বিস্মৃত হইতে হয়। উক্ত মহাত্মার বক্তৃতাকালে অনুমান ৫০।৬০ জন শিক্ষিত মুসলমান ও অনেক হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে বক্তৃতা প্রদানে আশাতীত আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা পরে [illegible] সমাজের লোকদিগের [illegible] সুখী হইয়াছেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আর্য্যধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের প্রতি-[illegible] এই ঘটনাটী বোধ করি অনন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। হিন্দুধর্ম্মেরই যে এই সদাচার পাঠে আন-ন্দিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুদীর্ঘ ব্যাখ্যানিক বক্তৃতাটি অনেক সারগর্ভ উপদেশ পূর্ণ ছিল। বক্তা তাহাতে প্রাচীন আর্য্যগণের ধর্ম্মপ্রকৃতির প্রকৃত চিত্র করিয়া লোক সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বক্তার ধর্ম্মার্থবিক্রমের সহায়তা করুন এবং সমস্ত মুসলমানের হৃদয় [illegible] মুন্সীমহাত্মাগণের হৃদয়ের উদারতার সঞ্চার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

গত ২৪এ ও ২৫এ ডিসেম্বর স্কুলের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি ক্রমে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে বাবু দীননাথ মজুমদার মহাশয় [illegible] বিদ্যালয়ে "বিবিধ ধর্ম্মের একত্ব" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বক্তৃতাকালে লোকসংখ্যা আশানুরূপ না হইয়া অল্পই হইয়াছিল। বাস্তবিক সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের "এক মধ্যে বিবিধত্ব" দর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং কতকগুলি কাল্পনিক কথায় কর্ণপাত করিতে আর ইচ্ছা করে না। দ্বিতীয় দিনে উপাসনা, ব্যাখ্যান, দরিদ্রদিগকে দান ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণের মধ্যে আর তাদৃশ উৎসাহ ও উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? স্কুলের ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্যানমধ্যে মৃত প্রচারক অঘোরনাথ বাবুর স্মরণার্থ একটী ইষ্টকময় ক্ষুদ্র শৈলাকার গঠন হইতেছে।

স্কুলের পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের এক জন ক্লার্ক বাহ্যস্থানে তলবে যাইয়া কোথায় অদৃশ্য হয়। লোকে ভাবিল লোকটী বুঝি উঠে গিয়াছে। তৎ-পরে তাহাকে [illegible] পাওয়া যায়। এক্ষণে সে [illegible] চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় গয়ার কতিপয় মহান্ত ও বাঙ্গালি মহোদয়গণ কর্তৃক বিশেষ অনুরুদ্ধ ও আহূত হইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারার্থ গত শনিবারে তথায় গমন করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মাগণ পাথেয় ব্যয়াদি পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাণাঘাট।

সে দিন এই রাণাঘাট থানার অধীন বড়বাজে নামক গ্রামের প্রাইবেট স্কুলের শিক্ষক মহোদয় [illegible] লাম্পট্যদোষে ধরা পড়িয়া বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহার নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর থানার অধীন গোবিন্দপুর গ্রাম। সর্ব্বের ছলে ও নানা কৌশলে বড়বাজে গ্রামের একজন গৃহস্থের কন্যার মনোহরণ করিয়া তাহার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়। যুবতীর স্বামী প্রায় ৭।৮ মাস বিদেশে উপার্জ্জনার্থ গমন

করিয়াছে। কন্যাটির মাতা প্রথমে এই ঘটনা টের পাইয়া মজঃপুর গ্রামে তাহার আত্মীয়ের বাড়ীতে স্বীয় কন্যাকে লইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর উহাদের আশ্রয় হয় নাই। কিছু দিন পরে কন্যার মাতা কন্যাসহ ঐ বড়দহে গ্রামে ফিরিয়া আইসে এবং স্বীয় কন্যাকে, কন্যার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ও যুবতীর প্রণয় কিছু বাড়াবাড়ি, কন্যাটি সর্ব্বেশ্বরকে তাহার কন্যার শ্বশুরালয়ে আসিতে পত্র লিখে। তদনুসারে সমাজ শিক্ষক সর্ব্বেশ্বর প্রণয়িনীর শ্বশুর বাড়ীতে যান এবং যুবতীর সঙ্কেতানুসারে তাহার শ্বশুর বাড়ীর ঘরের মধ্যে প্রথম রাত্রি স্বচ্ছন্দে বাস করে !! দ্বিতীয় রাত্রিতে কন্যার দেবর গৃহের মধ্যে হঠাৎ লোকজনের শব্দ পাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সর্ব্বেশ্বরকে দেখিতে পায় এবং চোর ভ্রমে তাহাকে ধৃত করে। প্রাতঃকালে সকল চোর বলিয়া আসামী সর্ব্বেশ্বরকে পুলিসে চালান দেয়। পরে সর্ব্বেশ্বর তাহার প্রণয়িনীর প্রেরিত পত্র দেখাইতে গুরুত আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আদালতে গোপনীয় সকল কথা খুলিয়া বলে। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারা [illegible] উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে [illegible] কি দোষ আছে অপরাধে অনধিকার প্রবেশ [illegible] কঠিন পরিশ্রম সহ-[illegible] আদেশ করিয়াছেন। [illegible] অপরাধী, অধিক কি তাহার নিজের [illegible] দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে [illegible] আছে। চরিত্রে দোষ সত্ত্বে [illegible] সর্ব্বোচ্চ [illegible] উচিত না [illegible]

তোলা [illegible] হওয়াতে [illegible] যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। গত ১২৮৮ অব্দের [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত শান্তিপুরের কার্ত্তিক নামক এক ব্যক্তির মদের দোকানে হইতে [illegible] বিক্রয় হয়। কিন্তু ১২৮৮ অব্দের [illegible] ঐ কার্ত্তিক সাহার [illegible] টাকার মদ বিক্রয় করিয়া [illegible] তোমরা গোল করিও না। আমাদিগের [illegible] বলেন, কিছু নয়, এ বৎসরে [illegible] প্রজার অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে এই জন্যই এবারে অধিক মদ বিক্রয় হয়। অর্থাৎ তোলা [illegible] হওয়াতে যে অধিক মদ বিক্রয় হইতেছে [illegible] হইয়া যাইতেছে, আমাদিগের [illegible] স্বীকার করেন না।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৴৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা; ৵৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু দীননাথ [illegible] কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা, ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত দুই স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] দেখযান। মর্ত্যে আগমন, [illegible], [illegible], ধর্ম্মচারিত্রা, [illegible], [illegible] মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, [illegible], এই [illegible] বিষয় সন্নিবেশিত আছে। [illegible] অক্টেভো [illegible] ৮ ফর্ম্মা [illegible] মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক [illegible] টাকা। [illegible] মহোদয়গণ সোনারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশ [illegible] ([illegible])—[illegible] কেশের [illegible], চুলকুনি [illegible] কারণে চুল উঠিয়া [illegible] নিবারণ করে। চুল [illegible] স্নিগ্ধ শীতল [illegible] মাথা [illegible] নিবারণ [illegible]।

[illegible] টাকা। ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ [illegible] আনা।

[illegible]—দন্ত শূল, [illegible] [illegible] দূর করে। মূল্য ৷৹ চারি আনা মাত্র।

[illegible] পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।

[illegible] নং [illegible] ডাঙ্গা—ভবানীপুর

কলিকাতা।

ডাক্তার বর্যাটের কৃত

মহৌষধ।

[illegible], ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ। [illegible] ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে [illegible] লইতে পারে [illegible] ৬২ বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১৷৹। এই ঔষধের [illegible] প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা. যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০॥০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৮৵০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১ম খণ্ডের মূল্য ৴ টাকা ও ডাক মাশুল ৵০, পদাঙ্ক দূত সটীক ১৸০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২৸০ গোপালতাপিনী ১, ভগবান্ গুণ মহিমা ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মন্ত্র।

ডাক্তার অমৃতচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসাবিদ্যার পথ ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার সহ সকল সাংঘাতিক পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ভৌতিক আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিমিত্তে ব্যবস্থা দানে বিশেষ উপযুক্ত করিতেছেন।

শূল-বেদনা, মাংস-বেদনা, ও মর্দ্দিতা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা ভাল রূপে করিয়া থাকেন।

প্রসব সহজেই সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। উহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয় ভগন্দর, শূলব্যথা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার উঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ অনেকে উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১০ ডাক মাশুল /১০।

কলিকাতা ২৮ নং কলেজ স্কোয়ার সংস্কৃত ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।

মাধবেনেতো মুনিবরেণ ন ক্ষেত্রেষু মুক্তিদং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশু-রূপে আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠশুদ্ধি ধাতুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ১৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কালিকাতার স্তম্ভ অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ১, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। এরূপ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামনাথ দাস পাল—চেতলা	৫।
" " রামগোপাল দাস—মিরপুর	৬
" " শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী বেঙ্গরনগর	৫॥০
" " প্রিয়নাথ শীল—অরাই	৫
" " গোপালচন্দ্র দাস—শ্যামবেঙ্ক	৭
" " বনমালী চৌধুরী—গোতাকিয়া	১০
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামেশ্বরপুর	১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র বসু—কলিকাতা	৭
" কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন—নাড়াজোল	১০
" উইলিয়ম রেমন্ডিক জোহার—নাকসারি	১০
" মুন্সি হবিবুদ্দিন আহম্মদ—নবাবগঞ্জ	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চিঠি, বেয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প অংশে অধিক মূল্যের প্রেরণ কারণে গ্রাহ্য হইবে না। মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘরের নিকটবর্ত্তী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামস্থ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১১ ই মাঘ। ইং ১৮৮২। ২৩এ জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

Wanted a head master for the Rajagram A. S. School in thanna Bissenpoore District Bankurah, on a Salary of Rs 60. rising to Rs 100, by an equal increment of Rs 5 a year. Applications should be forwarded to the undersigned on or before the 12 th proximo. A passed M. A. in English or history and having some experience in teaching is to be preferred.

14 th January. 1882 } Raghunath panjah
Rajagram A. S. school
Via Tenadighee P. O.
Dt Bankurah.

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

২৫ টাকা পুরস্কার।

গত ৬ ই অগ্রহায়ণ। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী "পালবাড়ী" পরগণার মধ্যস্থিত "উত্তর বাটনীয়া" গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের স্বাক্ষরের একটী শীল-মোহর, দুইটী ছোট গালামোহর এবং একটী (চোগের মধ্যস্থিত ইং ৯০০০ নয় হাজার নম্বরের) বিলাতি দোনালা বন্দুক (নালা দুইটী লম্বা এক হস্ত ৯।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ, একেবারে নূতন নহে) (তৎসঙ্গে আরো অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি) চুরী গিয়াছে। উক্ত তারিখের পর কোন দলিলের উপর যদি মোহর থাকে, তবে সে দলিল আদালত অগ্রাহ্য। আর যিনি উক্ত নম্বরের বন্দুক অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রী দ্বারকানাথ দাস চৌধুরী।
সাং উত্তর বাটনীয়া।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩, টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৶০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
নিমতলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

জ্বর-চিকিৎসা।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও অভিনব জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও তন্নিবারণোপায় সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের ও নেটিব ডাক্তারদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে পাওয়া যাইবে।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, অস্থিবেদনা এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও শুক্রধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা থাকিবার ন্যায় রোগ হওয়া ও তৎসংক্রান্ত নানা রোগ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক

আসব।

বড় শিশির মূল্য ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ সেবনে শারীরিক দুর্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, প্রমেহ, উপদংশ, নালী ঘা, নষ্টশুক্র প্রভৃতি এবং শরীরের যে কোন অবয়বের দুর্বলতা ও অবসাদ বিদূরিত হইয়া যায়; ইহার সেবনে শরীর স্বাস্থ্য রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে আর ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের ঔষধ ব্যবহার আবশ্যক। ইহা সেবনে কোন নিয়ম আবশ্যক হয় না; সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। আমি লিখিত প্রশংসাপত্র রাখিয়াছি।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত নাম দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়!

তুলাজাত দ্রব্য বিলাতি বস্ত্রাদির উপর এখন যে যৎসামান্য কর আছে, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য লর্ড লিটন ও বিলাতি বণিকগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং তাহা যে অতি শীঘ্র উঠিয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কর উঠাইবার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে এতদ্দ্বারা ভারতবাসিদিগের অনেক সুবিধা হইবে। ভারতবাসিগণ অল্প মূল্যে বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে, এতদ্ভিন্ন মোটা বস্ত্রাদির উপর শুল্ক উঠাইবার সময় মোটা বিলাতি কাপড় সস্তা হইবে বলিয়া যে প্রবোধ দেওয়া হইয়াছিল, এবং ভারতবাসিদিগের প্রতি সদয় হইয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ যেরূপ আন্দোলন করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহাদের আন্দোলনে অবশেষে মোটা কাপড়ের উপর যে শুল্ক ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে, বিলাতি মোটা ধান ও ধুতি প্রভৃতি কেন? ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতি বস্ত্রের যে মূল্য ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে, তবে কেবল ভারতবাসিদের চক্ষে ধূলি দিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকের লাভ কেন? ইহাদের লাভই হইবে, এই জন্য শুল্ক বিলাতিদিগের অর্থলিপ্সাই কর উঠাইতেছে এ কথায় আর আমাদের বিশ্বাস হয় না। মোটা কাপড়ের উপর কর উঠাইয়াও যখন আমাদের কোন সুবিধা হয় নাই, এবং দুঃখী ভারতবাসীর যে দুঃখ সে দুঃখই যখন আছে, তখন আর সরু সূতার উপর শুল্ক থাকায় যাহা কিছু বিলাতি তুলার উপর শুল্ক থাকাতেই এতদ্দেশীয় তাঁতের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল। এমন কি ১৮৭৮ খ্রীঃ ৬৬৬১৭৮০ টাকা ও ১৮৭৯ খ্রীঃ ৫২৭৬১১৮০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে, (১) এবং বিলাতি তুলার কর একেবারে উঠিয়া গেলে যে ভারতবাসীরা কিরূপ উপকৃত হইবেন, তাহা আমরা ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে যে রাজার প্রধান নীতি "স্বাধীন বাণিজ্যের" উৎকর্ষসাধন করা, সে রাজা পণ্যদ্রব্যাদির উপর (Protection Duty) কর স্থাপন করিতে পারেন না। বেশ কথা, তবে তুলার করের সঙ্গে সঙ্গে লবণকর উঠাইয়া দেওয়া উচিত। ভারতে এমন দুঃখী লোক অনেক আছে যে কখন নূতন বস্ত্র অঙ্গে দেয় নাই, কিন্তু ২৫ কোটি ভারতবাসী নরনারীর মধ্যে এমন দীন হীন ভিক্ষুক নাই যে একটু লবণ ভিন্ন দিনাতিপাত করিতে পারে। লবণ যদি নিত্য সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে, যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইংরাজ মহাপুরুষগণ সর্ব্বাগ্রে লবণের দুঃসহ ভার রহিত করিয়া এই লবণ কর উঠাইয়া দিয়া যশস্বী হউন। তাহা হইলেই বুঝিব যে তোমরা (Free trade) স্বাধীন বাণিজ্য মান, তাহা হইলেই বুঝিব যে তোমাদের (Principles of Protection Duty) মানিয়াছ। যে ভারতের স্বদেশ লোক বলিয়া তাহা অদ্ভুত বিশ্বাস রহিয়াছে, যে ভারতবর্ষে উৎকৃষ্টরূপ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিয়া রহিয়াছে, সেই ভারতবাসীগণ যে বিলাতি বস্ত্রে প্রাণ ধারণ করে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় নাই!

ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজবণিকগণ তুলার ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি এদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় নানা প্রকার সূতার বস্ত্রাদি বিলাতে রপ্তানি করিয়াছিলেন। কেলিকো নামক বস্ত্র যাহা এককালে বিলাতি বণিকদিগের সাধ্যের বাহিরে ছিল, তাহা সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষীয় "কেলিকট" নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইত। ১৬৭৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের বাণিজ্য ইংলণ্ডে এত অধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে ইংরাজ বণিকগণ স্বদেশীয় বস্ত্রাদির উন্নতি হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাহার মধ্যে তুমুল কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৭০০ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে না পায়, তজ্জন্য একটি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সেটী (Act 11 and 12 William III. Chapter 10। এই স্বার্থপূর্ণ অদ্ভুত আইন অনুসারে যাহারা ভারতবর্ষীয় বস্ত্র ব্যবহার করিত তাহাদিগকে ন্যূনাধিক ৫০ টাকা এবং যাহারা তাহা বিক্রয় করিত, তাহাদিগকে ২০০ টাকা জরিমানা দিতে হইত। (২) এখন কালক্রমে বিলাতি বস্ত্রের আমদানিতে আমাদের দেশী বস্ত্রের রফারফা হইয়া গেল। কাপড় বিনা আমাদের আর লজ্জানিবারণ হয় না। এখন উপরি উক্ত আইনের ন্যায় একটি অভিনব আইন করিয়া বিলাতি বস্ত্রের আমদানি রোধ করিতে না পারিলে দেশী তন্তুবায়গণকে শীঘ্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু ভরসার মধ্যে, ইংরাজ রাজপুরুষগণ ইহা কখনই করিতে সাহসী হইবেন না। তাঁহাদের নবুগণ ভাবেন, কিন্তু নগরে ও সকল ইংলণ্ডে। এখন দেশী বণিকগণের বদ্ধপরিকর হইয়া বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় এই দেশে তুলার কারখানা ও কল চালাইতে না পারিলে রক্ষা নাই। কানপুরে দুইটী কাপড়ের কলে বিলক্ষণ আয় হইতেছে, কিন্তু এ দেশীয় বণিকগণ ইহার মধ্যে নাই!

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(১) Mr Cotton's Report on the sea borne trade of Bengal.

(২) (How to develope productive industry in India the East page. 5)

গয়া।

প্রসিদ্ধ গয়াক্ষেত্রের সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার, গয়াবাসী আমাদিগের হৃদয়ে অদ্বিতীয় পুনরুদ্দীপন ও আধ্যাত্মিক বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মানসে শ্রীযুত আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক ও আর্য্যধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় সম্প্রতি গয়াধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর গয়া আগমন বিষয় পূর্ব্বেই প্রচার হয়। গত ২৮ এ পৌষ রবিবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় তিনি ষ্টেশনে পৌঁছেন। এ দিকে ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন নিমিত্ত এখানকার সবর্ডিনেট জজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়র, জজ আদালতের উকীল ও অন্যান্য অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক অগ্রেই তথায় প্রস্তুত ছিলেন। তিনি গাড়ি হইতে নামিলে পর, বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করেন ও সমাদর করিয়া লইয়া আইসেন। ১৯ এ পৌষ সোমবার বেলা ৩টার সময় সর্ব্বাগ্রে স্কুলঘরে বক্তৃতার স্থান নিরূপিত হয়। প্রায় তিন শত লোক

সভাস্থলে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু সভায়—"বর্ত্তমান ভারতের উন্নতিসাধন" শীর্ষক বক্তৃতা করেন। আর্য্যজাতির পূর্ব্বকার উন্নতি, বর্ত্তমান অবনতি, আর্য্যঋষিদিগের প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দন ও অন্নগ্রহণ প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ উন্নতিমূলক, তাহা তিনি অতি বিশদরূপে অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, ও পরিষ্কারভাবে শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আর্য্যঋষিগণ সমস্ত কার্য্য, সমস্ত নিয়ম, সমস্ত প্রণালী, এমন কি সমস্ত জগৎকে ধর্ম্মময় দেখিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল, উপদেশ সকল, ধর্ম্মভাবে পূরিত। তাঁহারা যাহা করিতেন, যাহা বলিতেন, বা যাহা লিখিতেন, সকল বিষয়ই ধর্ম্মানুরোধে করিতেন। কারণ, তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, ধর্ম্মহীন কিছুই ভাল বাসিতেন না, কি দেখিতেন না; তাই বলিয়া, তাঁহারা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কিছু বলেন নাই, বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছুই করেন নাই। তাঁহারা সত্যস্বরূপের আশ্রিত ছিলেন, সত্যই তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন ছিল, তাঁহারা সর্ব্বদাই হৃদয়মধ্যে সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যের উপলব্ধি করিতেন। তাহাতেই তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় সমাসীন হন। তাহাতেই তাঁহাদের জগদ্ব্যাপী নাম ও প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা কখন সত্য হইতে বিচ্যুত ছিলেন না। আর্য্যগণ এই অখণ্ড ও অপরিসীম জগৎকে এক সত্যময় দেখিতেন, জড়াত্মক জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশকে ও বিধিকে প্রমপ্রমাদ বা অন্য কোন দোষে দূষিত করা আমাদের ঘোরতর ভ্রান্তি ও একটী ভয়ানক পাপের কার্য্য। আর্য্যদিগের উপদেশানুসারে না চলিলে, আর্য্যধর্ম্মের আশ্রয় না লইলে, আর্য্যগণের পথিক না হইলে ভারতের উন্নতি হইবে না, অধোগতি ঘুচিবে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু স্বীয় বক্তৃতায় এই সমস্ত অতি বিস্তারিতরূপে, অতি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইল, শ্রোতৃগণ বক্তাকে ধন্যবাদ, বক্তার প্রতি প্রীত হইয়া শত বিষয় হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন, দিবাও অবসান হইল। মঙ্গলবার রাত্রি ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত স্থানীয় বিদ্যামন্দিরে "ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব মোচন" বিষয়ক বক্তৃতা হয়। প্রায় পাঁচ ছয় শত লোকের দ্বারা সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিরূপে ভারতবাসী আর্য্যসন্তানেরা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; বিজাতীয় পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী অনুকরণ ফলের প্রলোভনে পড়িয়া কিরূপে তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ও প্রবৃত্তিসকল কতদূর কলুষিত হইয়াছে,

এবং তজ্জন্য কি প্রকার শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, প্রাণ গেলেও জেতাদেরই বা উপায় কি, এই সমস্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। বুধবারে সভার পর এখানকার একটী হিন্দুহিতৈষী ধর্ম্মসভায় শাস্ত্রালোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর সহিত একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তিনি সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করেন, পরে ধর্ম্মবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। বৃহস্পতিবার সভার পর শ্রীযুক্ত রায় শ্যামলাল মিত্র মহাশয়ের ভবনে বাঙ্গালা ভাষায় (অপর সমস্ত দিবিতে) বক্তৃতা হয়। সমস্ত বাঙ্গালী ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী সভাস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। সে দিবস "ধর্ম্মসাধন" বক্তৃতার বিষয় ছিল। আধুনিক, জাতিভেদের আবশ্যকতা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষময় ফল, প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ টার সময় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে বক্তৃতা হয়। সে দিন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, বৃহৎ কম্পাউণ্ড জনতাতে পূর্ণ হইয়া যায়। "আর্য্যদিগের মূর্ত্তি পূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু অতি প্রশস্তরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যজাতির মধ্যে কেহই পৌত্তলিক নহেন। আর্য্যজাতির মূর্ত্তি পূজা যদি পৌত্তলিক হয়, তবে পৃথিবীতে এরূপ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই, যাঁহারা এরূপ মূর্ত্তিপূজার দোষ হইতে পরিমুক্ত। অবশেষে আধ্যাত্মিকভাবে পৌরাণিক অবতার বাদের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন। শনিবার বিশ্রাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বৌদ্ধ গয়া দর্শন। রবিবার দিবা ৮ টার সময় টেকারির অনারেবল কুমার রাধা রমণ বাহাদুর সিংহের বাটীতে একটী সভা হয়। রাজা, রায় বাহাদুর, জমিদার, সেনীয় হাকিম ও অন্যান্য বহুতর ভদ্রলোক উপস্থিত হন। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ বাবুর একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। রাধাপ্রসাদ, দেশ্যাকের ও বাহিরের হিন্দুদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাদের শিক্ষাচরণ বক্তৃতায় সমালোচিত হয়, সেইরূপে গয়াবাসীদিগের বেদ শিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্মের সুবিধার জন্য গয়াতে একটী বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপন নিমিত্ত সভাস্থ জনগণকে বারম্বার উত্তেজিত ও অনুরোধ করা হয়। বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইলে সর্ব্বসম্মত ও বৈদিক বিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুত করিবার চাঁদা সংগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণ উৎসাহসহকারে চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিলেন। কেহ কেহ বা বিবেচনা পূর্ব্বক পরে স্বাক্ষর করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা রাধা রমণ বাহাদুর সিং এক সহস্র টাকা নগদ দেন। মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় কয়েক ব্যক্তির কয়েক প্রকার সংশয়

জন্মিয়াছিল, লোকের মনে সন্দেহ থাকা অকর্ত্তব্য ভাবিয়া, সবিস্তারে অপর একটী বক্তৃতার প্রয়োজন হয়। রবিবার বৈকালে স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে সেই অতীব বক্তৃতাটী হইয়াছিল। বক্তৃতাস্থলে অনুমান আট নয় শত লোকের সমাগম হয়। দিবা ৩ টার সময় বক্তৃতারম্ভ হইয়াছিল। লোকের সংশয়ানলকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের চূড়ান্তবর্ত্তী হইলেন, বক্তৃতাও শেষ হইল। সন্ধ্যার পর বালকদিগের নিমিত্ত একটী সুনীতিসঞ্চারিণী সভা স্থাপন হয়। সুনীতি সঞ্চারিণী সভাতেও শ্রীকৃষ্ণ বাবু একটী নীতিগর্ভ বক্তৃতা করেন। মনুষ্যের শক্তিতো চির দিন স্থির থাকিতে পারে না। গয়াবাসীরও অধিক দিন রহিল না, গয়ার আমোদ আহ্লাদ সঙ্গে লইয়া, অনেক বেদনা দিয়া, ধর্ম্মোৎসাহের অঙ্গ হানি করিয়া কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গয়া ত্যাগ করিয়াছেন। ২৬ এ পৌষ সোমবার দিবা দেড়টার ট্রেণে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থিতির কয়েকটী দিন এই গয়াতীর্থ, ধর্ম্মোৎসবে উদ্ভাসমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ সারবান ও গভীর, তদ্রূপ তীব্র ও সুললিত। তাঁহার বক্তৃতার যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে। তিনি অনর্গল চারি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়াও বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা করেন না বা ক্লান্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা কেবল শাস্ত্রবাক্যসমাবেশ এমত নহে, তাহাতে অনেকটা বৈজ্ঞানিক আছে। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে লোকের চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হয়, ... তাঁহাকে পরিতৃপ্ত ... ... শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা কতটা প্রাঞ্জল ও সুললিত, সেই-

... ... তাঁহার লোকরঞ্জন শক্তিরও ক্ষমতা আছে। তিনি বিরুদ্ধ মতের লোককেও ... করিতে পারেন। ... ... শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে ... ... কি বিদ্বান কি মূর্খ সকলেই তাঁহার ... তিনি বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের প্রিয়পাত্র বা সন্নিকট বন্ধু। তাঁহার ... বিশেষ নাই, ... নাই ... বাবুর ... ... শ্রীকৃষ্ণ ... ... যে, ... বিদেশীয়গণও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ... ... ধন্যবাদ দিয়াছেন। তাঁহার নিকট ঋণী থাকা স্বীকার করিয়াছেন। ধন্য কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, যিনি ধর্ম্মের জন্য স্বজাতির কল্যাণ কামনায় ভারতের দিগ্দিগন্তর পর্য্যটন করিতেছেন। ধন্য ...

তাঁহাকে [illegible] করেন, [illegible] আমাদের উচিত বলা, সমাজের প্রধান আকর্ষণী ও [illegible] শক্তিকে ও [illegible] শক্তিকে [illegible] যুক্ত করিয়া [illegible] আশ্রয় [illegible] তিনি বলা, [illegible] এই [illegible] আনন্দি- [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] চিরকোমার্য্য ব্রতাবলম্বী হইলেন। [illegible] বাবু আপনিবস্ত্র [illegible] পারে, তাঁহাকে আমাদের সকল সকল [illegible]

১২৮৮) শ্রীবিজয়নাথ দাস
১ লা মাঘ।) গয়া।

চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়,
ইত্যাদি
(আর দুই চারিটি কথা)

আমরা মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মদিগের বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি [illegible] পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদিগকে আর লেখনী ধারণ করিতে হইবে না; কিন্তু [illegible] বিপরীত হইল। বিগত ২৯ এ পৌষের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত আমাদের পত্রের প্রত্যুত্তর সম্পাদক মহাশয়ের [illegible] টিপ্পনী, বিশেষতঃ [illegible] আমাদিগকে পুনরায় [illegible] করিল। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি পরিত্যাগ করিতে বলি না। উপাধিগুলি যেমন বংশজ্ঞাপক চিহ্ন, উপবীত [illegible] ব্রাহ্মণবংশজ্ঞাপক চিহ্ন। [illegible] [illegible] [illegible] উপবীত [illegible] সংস্রব ও [illegible] সম্বন্ধ আছে, আমরা বলি উপাধিগুলির [illegible] এই সম্বন্ধ [illegible]" বংশজ্ঞাপক উপাধি ও উপবীত গ্রহণ, এই উভয়কে সম্পাদক মহাশয় কি ভাবিয়া যে এক শ্রেণীভুক্ত করিলেন, তাহা আমরা আমাদের [illegible] অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পাঠকেরা দেখুন, উপবীত গ্রহণ করিলেই (উপনয়নের সময়) [illegible] পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে হয়; কিন্তু [illegible] [illegible] (১) করিতে হয় না।

(১) [illegible]

আবার দেখুন, যিনি উপবীত ধারণ করেন, তিনি নিজে তাহা দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করেন যে তিনি একজন "ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ অন্যান্য জাতি হইতে তিনি সম্পূর্ণ একটী পৃথকজাতীয় লোক, কিন্তু আপনাকে তিনি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দেন, [illegible] তিনি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের একজন লোক ইহাই বলেন, তাহার দ্বারা তিনি যে জাতিভেদ স্বীকার করেন, তিনি নিজে যে অন্যান্য জাতি হইতে একটী পৃথকজাতীয় লোক (২) ইহা বলা হয় না। মুখোপাধ্যায় যেমন পৌত্তলিক হইতে পারে, একেশ্বরবাদী হইতে পারে, নিরীশ্বরবাদী হইতে পারে, সেইরূপ মুখোপাধ্যায় হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে, ব্রাহ্ম হইতে পারে, খ্রীষ্টান হইতে পারে, বৈষ্ণব ও হইতে পারে। [illegible]

[illegible]

(২) মুখোপাধ্যায় [illegible]

* মুখোপাধ্যায় [illegible] বলিতেন

মুখোপাধ্যায় বলিলেই সচরাচর লোকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া মনে করে যে কেন, তাহা এবং তাহার উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় উপবীতও ব্রাহ্মণবংশজ্ঞাপক চিহ্ন মাত্র। আমরা বলি—না উপবীত ব্রাহ্মণবংশজ্ঞাপক চিহ্ন নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক (৩) চিহ্ন। বাস্তবিক উহা ব্রাহ্মণবংশজ্ঞাপক চিহ্ন হইলে তত আপত্তির বিষয় হইত না, কিন্তু উহা ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়াই এবং উহা গ্রহণের সময় পৌত্তলিকতানুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়াই ব্রাহ্মদের আপত্তির বিষয় হইয়াছে। আবার দেখুন, উপনয়নের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসন্তান যে, সে ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই গণ্য হয়, সে তখন আপনাকে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তথাপি একমাত্র উপবীতের অভাবে সে তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য নহে, পূজা করা প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের যে সকল বিশেষ অধিকার আছে, সে তখন সে সকল অধিকার হইতে একেবারেই বঞ্চিত থাকে। অতএব উপবীত দ্বারা যেমন ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করিয়া দেয়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি দ্বারা কখনই সেরূপ ব্রাহ্মণত্ব (৪) সপ্রমাণ করিতে পারে না। সম্পাদ-
[illegible]

(৩) উপবীত যেমন ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক চিহ্ন, মুখোপাধ্যায় উপাধিও তেমনি ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক চিহ্ন। [illegible]

[illegible] যাঁহারা মুখোপাধ্যায় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান বৈষ্ণবাদি হইয়াছে, তাহারা মুখোপাধ্যায় বংশের পরিচয় [illegible] অতএব ভগবতী বাবু মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলিকে পৌত্তলিক ক্রিয়াহীন ও ব্রাহ্মণত্বহীন কেবল মাত্র বংশের পরিচায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছেন, সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ঐ উপাধিগুলি বংশের পরিচায়ক বটে; কিন্তু যে বংশের পরিচায়ক [illegible] বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও পৌত্তলিক ক্রিয়া আছে, সেই বংশের পরিচায়ক, [illegible] তাহারা পতিত হইয়া অবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে পতিত বিবেচনা করিতে হইবে, আমি পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ মুখোপাধ্যায় বংশে জন্ম [illegible] করিয়াছি, এখন অপৌত্তলিক অব্রাহ্মণ হইয়াছি, কিন্তু মুখোপাধ্যায় উপাধিটীর দ্বারা [illegible] করিতে পারি নাই, তাই এই উপাধিটী রাখিয়াছি। সো—স।

(৪) পাঠকবর্গের শ্রী পূজা [illegible] অনুপবীত ব্রাহ্মণ যাদ-

তত্ত্ব মহাশয় অপর স্থলে বলিয়াছেন, উপবীতের সহিত যেরূপ, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিতও সেইরূপ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ (৫) আছে। কিন্তু উপবীতের ন্যায় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিত যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, এবারেও উপরে কতক প্রদর্শিত হইল। যতক্ষণ না সম্পাদক মহাশয় আমাদের যে সকল কথার অসারতা প্রতিপন্ন করেন, ততক্ষণ আমাদের উভিয়র সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন হইতেছে না।

মধ্যস্থ মহাশয় স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি বরাবরই একদিকে ঝোঁক দিয়া মধ্যস্থতা করিয়াছেন। তিনি যদি "মধ্যস্থ" নামটী গ্রহণ না করিয়া "এক চক্ষো" নামটি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে, শুনিতে, এবং লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভালই হইত। তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে পথ ঘাটের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন ব্যক্তি বাঁকিতে বাঁকিতে পথে চলিলে যেমন পথস্বামী তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দেন না, সেইরূপ কোন ব্যক্তি সন্দেহারূঢ় হইয়া নিজ ভ্রম দূরীকরণার্থ কোন বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে সম্পাদক তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু মধ্যস্থ মহাশয়কে আমাদের এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যিনি নিজে সন্দেহারূঢ়, নিজের ভ্রম দূর করিবার জন্য যিনি অপরের আশ্রয় অথবা সাহায্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে ধীর ও বিনম্রভাবে প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হওয়া উচিত,

[illegible] নেহ [illegible] দেখা [illegible]। কিন্তু যে যে ব্রাহ্মণ নয়, এ কথা [illegible] নাই। ব্রাহ্মণকন্যা [illegible] যখন উপবীত [illegible] সম্পন্ন হইয়া [illegible] অধিকারী হয়, তখন ব্রাহ্মণ [illegible] অর্থ [illegible]। [illegible] অনুপনীত থাকে, [illegible] অর্থ [illegible] হইয়া [illegible] অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালক [illegible] এ কথা [illegible] বলিয়াছেন। [illegible] হইল, [illegible] জাতি [illegible] ভিন্ন হইল। [illegible] করে না। মুখোপাধ্যায় [illegible] এই কথাগুলি [illegible] করিয়া থাকে। অতএব মুখোপাধ্যায় [illegible] পারে না এ কথা [illegible] হইতে পারে? আমরা [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায়ের অন্য [illegible] বিশেষ নাই, [illegible] সো—প।

(৫) উপ[illegible] হইল, ভাগবতী বাবু অপক্ষপাত চিত্তে [illegible] দেখি উপবীতের অপেক্ষা মুখো[illegible] পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ জ্ঞাপক [illegible] উপসংহারে আমরা ভাগবতী বাবুকে অনুরোধ [illegible] এ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করুন। এ বিষয়ের বিচারে আর দূরদর্শিতা নাই। সো—প।

অথবা একে কানা, একে মিথ্যাবাদী, তাহাকে প্রতারক বলিতে বলিতে—এই প্রকার দুর্ব্বাক্য বাক্য বিন্যাস করিতে করিতে উপস্থিত হওয়া কি উচিত? সকলেরই রাস্তা দিয়া চলিবার অধিকার থাকিলেও যে ব্যক্তি রাস্তা অপবিত্র করে, তাহাকে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহা কি মধ্যস্থ মহাশয় অবগত নহেন? বিশেষতঃ যে পাগলকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিলে, কেবল পথের নহে, পথিকদিগেরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সে পাগলকে যেমন গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখাই সকলের পক্ষে মঙ্গল, সেইরূপ, যে সন্দেহারূঢ় ব্যক্তির প্রশ্ন প্রকাশ দ্বারা কেবল সংবাদপত্রের কলঙ্ক নহে, সেই সঙ্গে নিরপরাধ অজ্ঞ লোকদিগের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, সে প্রশ্ন অপ্রকাশিত রাখাই কি সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য নহে?

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে "কালীকিঙ্কর" "দুর্গাচরণ" প্রভৃতি নামগুলি প্রচলিত থাকে, ইহা মধ্যস্থ মহাশয়ের ইচ্ছা নহে। আমরা তাঁহাকে জানাইতেছি, ইহা ব্রাহ্মদিগেরও ইচ্ছা নহে, এবং সেই জন্যই তাঁহারা তাঁহাদের যে সকল সন্তানাদি হইতেছে, তাহাদের আর ওপ্রকার নামকরণ করেন না। তবে পৌত্তলিক পিতামাতা দ্বারা যে সকল ব্রাহ্মের ওপ্রকার নামকরণ হইয়া গিয়াছে, পৌত্তলিক পিতা মাতা প্রদত্ত উপবীত পরিত্যাগের ন্যায় তাঁহারা উক্ত নাম সকল পরিত্যাগ করা তত আবশ্যক বিবেচনা করেন না। কারণ, উপবীত ধারণ করায় যে সকল দোষ উপরে কথিত হইয়াছে, পিতামাতা প্রদত্ত উক্তনামগুলি ব্যবহারে সেরূপ কোন বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি বা দোষ থাকে, তাহা নাম পরিত্যাগের অনিষ্ট অপেক্ষা গুরুতর নহে।

মধ্যস্থ মহাশয়ের আর একটী কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মেরা খাদ্যাখাদ্যের ও জাতিবিচার করেন না, অথচ তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্যবহার করেন বলিয়া হিন্দুদিগের অনিষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, [illegible] চট্টোপাধ্যায় একজন ব্রাহ্ম কিন্তু একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ব্রাহ্ম না জানিয়া কেবল চট্টোপাধ্যায় শুনিয়া তাঁহাকে [illegible] তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া জলপানাদি ভক্ষণ করিলেন; সুতরাং তাঁহার অনিষ্ট হইল। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা প্রকৃত সদাচারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, ব্রাহ্মদিগের সংস্রবে ও সম্পর্কে যাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইল মনে করেন, পাছের জোরের কথা নহে, মিথ্যা কথাও নহে,

মধ্যস্থ মহাশয় ইহা [illegible] কথা বলিয়াই জানিবেন যে, ব্রাহ্মেরা সেরূপ স্থলে অগ্রেই আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতে অথবা আহারাদির পূর্ব্বে সেরূপ সদাচারী হিন্দু হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে ত্রুটি করেন না। তবে যদি কেহ এমন ব্রাহ্ম থাকেন, যিনি ওরূপ স্থলে আপনি পৃথক হইয়া পড়েন না, অথবা নিজ পরিচয় গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন, আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি তিনি ব্রাহ্মনামের কলঙ্কমাত্র। কিন্তু এস্থানে একথাও না বলিলে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে যে, যিনি একস্থলে আপনাকে সদাচারী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অপর স্থলে ভ্রান্তি ও বিদ্রূপ প্রকাশ করেন, অথবা যিনি হিন্দুনামধারী ভ্রান্ত ও বিশ্বদ্রোহী সমস্ত ব্যক্তির সহিত একাসনে বসিয়া অন্নপানাদি ভক্ষণে কোন দোষ মনে করেন না, অথচ ব্রাহ্ম অথবা খ্রীষ্টিয়ানের সংস্রবে গেলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল মনে করেন, সেইরূপ কপট, ভণ্ড ও ধর্ম্মধ্বজিকদিগের হইতে আহারাদির সময়ে পৃথক হইতে অথবা কথা সময়ে তাঁহাদিগকে আত্মপরিচয় দিতে ব্রাহ্মেরা কখনই ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন। *

বসুনিয়া
১৪ ই জানুয়ারি ১৮৮২
শ্রীভগবতীচরণ দে।

সোমপ্রকাশ

১৬ ই মাঘ সোমবার।

[illegible]

আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বঙ্গের বিগত ১৮৮০।৮১ অব্দের বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি সাহিত্যের এই দোষের আরোপ করিয়াছেন তিনি কখনই এ দেশীয় সমাচার পত্র গুলিকে সাহিত্য মধ্যে গণনা করিতেন না। তাঁহার যে ভিন্ন [illegible] আছে, [illegible]

* [illegible] ভিন্ন হিন্দুদিগের [illegible]। [illegible] থাকেন, আমরা নিশ্চয় [illegible]। এখন অনেক [illegible] আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্ম [illegible] থাকুন, তথাপি [illegible] করেন না। [illegible] আবশ্যক যে, [illegible] নহে, তাঁহাদের কথা [illegible] মিথ্যা [illegible] ব্যবহার দ্বারা পারত্রিক ও সাংসারিক অনিষ্ট হয় [illegible] বুঝিতে বিলম্ব আছে।

তাহা হইলে আমাদিগের কোন প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন বক্তব্য নাই। সাহেব অক্ষর বিপরীত ভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় তাঁহার নিজের বিবেচনা এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা জন্মিয়াছে। আমাদের কিন্তু এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সকলকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ ভাবাপন্ন বলিয়া আমাদের বোধ নাই। ইডেন সাহেব এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের প্রতি যে বিরূপ হইয়াছেন তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে, সে কারণটী এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে।

সকল মনুষ্যেরই বুদ্ধি বিবেচনা ও প্রবৃত্তি কি বুদ্ধি বিবেচনাদি ভিন্ন বলিয়া সকলেরই মত ও অভিপ্রায় বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য সকল দেশে সকল কালে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে,

সকল দেশে ও সকল কালে চলিয়া আসিতেছে ও আসিবেক। এই মত ভেদে সম্প্রদায় ভেদের কারণ। ভারতে প্রাচীন ও নব্য এই দ্বিবিধ সম্প্রদায় চিরপ্রসিদ্ধ। সংসার মধ্যে সম্প্রদায় ভেদের সংখ্যা করা অতি কঠিন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও এই মতভেদ নিবন্ধন অনেক তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে পারলিমেণ্ট সভায় প্রতিদিন সেই মত ভেদের প্রমাণ বিরল নাই, মতভেদ হইলেই বিপক্ষ হইল এ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত একত্র হইয়া এক বিষয়ের মঙ্গল সাধন করে।

গবর্ণমেণ্ট যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে কার্য্য করেন প্রজারাও সেই যুক্তি ও সেই কার্য্যের অনুকূল হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। তাহার প্রমাণ অনেক সময়ে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

...প্রজারা যদি বিপক্ষ ভাবাপন্ন হয়, আমাদের মতে তাহাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল হইয়া প্রজারা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইবে, এরূপ বলা যায় না। এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এতদ্দেশীয় প্রজাদের প্রতিনিধি স্বরূপ; ইহারা প্রজাদের পক্ষ সমর্থনেই প্রবৃত্ত। গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে সকল কার্য্য নির্দ্ধারণ করেন সে সকলে প্রজার অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সেই বিষয়ের বর্ণন করিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন, ইহাতে অপরাধ কি? যাহার বিপক্ষে ... ইডেন সাহেব স্বয়ংই যে প্রকার হিতকর গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া-

ছিলেন। তাই বলিয়া কি ইডেন সাহেব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইলেন? আমরা ইডেন সাহেবকে সবিনয় জিজ্ঞাসিতেছি, তিনি বলুন দেখি ভারতবর্ষে লাইসেন্স টেক্স বাড়িবার ম্যাঞ্চেষ্টরের সুবিধার নিমিত্ত তুলার উপর মাশুল তুলিয়া দেওয়া উচিত হইতেছে কি না? বাস্তবিক মাশুল থাকাতে মহাজনদের অধিক ক্ষতি; না লাইসেন্স টেক্স থাকাতে অধিক ক্ষতি? বস্ত্রের মাশুলে না লাইসেন্স টেক্সে কিসে বণিকদের স্বার্থনাশের অধিক সম্ভব দেখিতেছেন। ম্যাঞ্চেষ্টার না ভারত কে অধিক ধনী? কে অধিকপালের যোগ্য? আমাদের দেশের নীতি শাস্ত্রকারেরা অহিত পথের উপদেশ দেন। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্ প্রতিবাদকে আর বিপক্ষতার বড় টৈলক্ষণ্য। প্রতিবাদকারী হইলেই বিপক্ষ হয় এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়।

এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্য বা যে নিয়মে এতদ্দেশীয় প্রজার অনিষ্ট দর্শন করেন, তাহারই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে কার্য্য বা যে নিয়মে ইষ্ট সম্ভব আছে, তাহার প্রশংসা ইহাদের মুখে ধরে না। ইহাই কি বিপক্ষতার লক্ষণ? তবে যে ইডেন সাহেব ইহাদিগকে বিপক্ষ ভাবেন, তাহার কারণ কি?

আমরা অনুমান করি, ইডেন সাহেবের মনের ভাব এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন। কোন কালে কোন রাজা তেমন করেন নাই। ইহাতে এতদ্দেশীয়দিগের সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে বিরুদ্ধবাদ করা কর্ত্তব্য নয়। প্রতিবাদ করিলেই ইডেন সাহেব মনে করেন, এতদ্দেশীয়দিগের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল। তাহাতেই তাহার মনে আঘাত লাগে, তাই বুঝিত হন। উপকারীর উপকৃত হইলে মনুষ্যের মন বন্ধুর প্রকৃত দর্শনে সমর্থ হয় না। অতএব এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের শুভ অভিপ্রায় যিনি বিপরীত ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন তাঁহাকে কি বলা যায়? যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া সেই উপকার স্বীকার না করে। এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা কি সে উপকার স্বীকার করেন না? এক স্থলে সকল গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে মানুষের এই একটী স্বভাব দেখিতে পাই, প্রিয় কার্য্য দর্শন করিলে তাহার মন প্রফুল্ল হয়, যেমনি অপ্রিয় দর্শনে বন্ধু মন্দ হইয়া উঠে। পিতা জন্ম দিয়াছেন, জীবন রক্ষা করিয়াছেন, প্রতিপালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই পিতা যদি কোন পুত্রের প্রিয় ও কোন পুত্রের অপ্রিয় কার্য্য করেন, পুত্রেরা কি দোষদর্শী হইয়া থাকে? তাঁহার কার্য্যের

প্রতিবাদে কি বিমুখ হয়? জগতীতলে পিতার তুল্য উপকারী কে আছে? পিতা যে পুত্রের অপ্রিয় কার্য্য করিলেন, সে যদি তাহার প্রতিবাদ করে, তাহাতে পুত্রের অকৃতজ্ঞতা বা বিপক্ষতা প্রকাশ বা অন্য কোন দোষ প্রকাশ পায় না। সে দোষ পিতারই তাঁহার বুদ্ধির ও বিবেচনার দোষ। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন "দোষা বাচ্যা গুরোরপি।"

ইডেন সাহেব এ কথাটীর একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের উন্নতি রোধক কোন অপ্রিয় কার্য্য করিলেন, প্রজারা যদি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এতদ্দেশীয়দিগের উন্নতির আর আশা থাকে কি না? মাঘ কবি কহিয়াছেন:—

সম্পদা সুস্থিরস্মান্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ।
কৃতকৃত্যো বিধিমন্যে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাং॥

যে ব্যক্তি স্বল্প সম্পত্তিতেই সুস্থির হইয়া থাকে, তাহার সম্পদ বর্দ্ধন কারী বিধি নিশ্চিন্ত হন, তাহার সম্পত্তির আর বৃদ্ধি করিয়া দেন না।

মহানুভব ইডেন সাহেব জানিবেন, এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের যে প্রতিবাদ করেন, এটী তাহার মুখ্য কারণ। ইহারা যদি তাঁহাদের চীৎকার না করিতেন, বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি বঙ্গদেশীয়দিগকে বিচার আসনে ও হাইকোর্টের জজের পদে অধিকার দিতেন? তবু এখনও দেশীয়দিগের মনোরথ সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। আমরা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটাদি পদে এতদ্দেশীয়দিগের অধিকার পাইবার কথা যে বলিতেছি, পাঠক! বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট কি এতদ্দেশীয়দিগের বিনা চীৎকারে ইহাদিগকে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের তুল্যরূপে যত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদে অভিষিক্ত করিতে উন্মুখ হইবেন?

উপসংহারে আমরা মুক্তকণ্ঠ হইয়া লিখিতেছি যে, ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী হইয়া এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের তুচ্ছ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কেন বুঝেন না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রজাগণের হিতসাধন চেষ্টা ভিন্ন সম্পাদকদিগের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, ইডেন সাহেবের এটী বুঝা উচিত। তিনি যখন এদেশের একজন হিতৈষী, তখন তাঁহার এ প্রতিবাদে কোপ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হয় না। তাঁহার কোপ করা আর এতদ্দেশীয়দিগের উন্নতিপথে কণ্টক রোপণ করা তুল্য কথা।

ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক এবং ভারতবর্ষ।

চন্দ্র ক্ষীরোদার্ণবের জন্ম পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কর্কিশর রাহুগ্রাসের প্রসাদে কেবল বদ্ধ হইয়া উঠিল। আর আশা কোথায় অবস্থিতি করে?—শশাঙ্ক সাগর গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। এখন কোথায় আশ্রয় লইবেন? শিব মঙ্গলদায়কর্তা; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে দারুণ কষ্ট অপনয়ন হইবে, এই ভাবিয়া কুমুদিনীনাথ মহাদেবের ললাটে আশ্রয় করিলেন। কপালের আশা সঙ্গে যায়,—শিবের কপাল আগাগোড়া এক খণ্ড করিয়া আসিয়াছে, শশধর কণ্ঠ-বিষ অনলের তথা হইতে পলায়ন করিলেন। দশদিক অন্ধকার এখন কোথায় গিয়া প্রাণ রক্ষা করেন? আকাশে নির্বিঘ্নে থাকিব, এই আশা করিয়া নিশানাথ আকাশে আশ্রয় লইলেন। আশা সঙ্গে সঙ্গে চলিল,—চন্দ্র রাহু গগনেও শশীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। পাঠক! বিচার করিয়া দেখুন, আজ কাল আমরাও চন্দ্রের মত আশা পাইয়াছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীনে ভারতবর্ষ ছিল, প্রজাবর্গের প্রতিনিয়তই কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন,—প্রজাদিগকে ঘোষণাপত্র দ্বারাই পুলকিত করিলেন, "উন্নতি আসিয়া হাতে দিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তবু প্রজার ক্লেশ দূরীভূত হইল না। ইংলণ্ডের রাজকার্য্য দুটী সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বাধীনে উপন্যস্ত আছে। অনুদারনৈতিক সম্প্রদায়ের লোক সাতিশয় স্বার্থপর; তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে আপনার হিতই বুঝেন; অন্যের অনিষ্ট হয়, হউক। তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য নাই। উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের লোক কতকটা ন্যায়পরায়ণ এবং সজ্জন। তাঁহারা সাধারণ লোকের হিতকামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে সর্বত্র সমান। ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদিগের যে সমস্ত উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অনুদারনৈতিক সম্প্রদায়ের লোক এক একটী করিয়া সেই সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করিলেন। অনেক ভরসা ছিল, উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হইলে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য উদিত হইবে, কিন্তু সৌভাগ্য কপালে যেখানে ছিল, সেখানে রহিয়াছে, সেই কপালেই দুঃখ রহিয়াছে। কই,—আমরা উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের হস্তে সুখী হইতে পারিলাম কই? মহাত্মা লর্ড হার্টিংটন রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন; যে প্রণালীতে ভারতবর্ষের শাসন নির্বাহিত হইবে, তদনুসারে কার্য্য তাঁহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, কতই ভাবিতেছেন, কত প্রকার বিচার করিতেছেন,—চিন্তিয়া আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু এখনও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ কি যে সমস্ত কার্য্যে ইংলণ্ডের হিত হইবে, সে গুলি সহজ সত্য ও অনায়াসলভ্য। স্বদেশ ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে, ভারত অধঃপাতে যাউক না কেন, ষ্টেট সেক্রেটারী স্বয়ং সবশ্য হইয়া অন্তে সেই সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। অনুদারনৈতিক সম্প্রদায় ভারতের উন্নতির পথ রোধ করিয়াছেন। এখনও যে গুলি মুক্ত আছে, উদারনৈতিক সম্প্রদায় তৎসমস্ত রুদ্ধ করিয়া আপনাদের কর্তব্যনিষ্ঠতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে বসিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকে ভারতবর্ষীয় সিবিল মেডিকাল পরীক্ষা বিনা ভারতবর্ষে আর সিবিল সার্জনের পদলাভে অধিকারী হইতে পারিবেন না, ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়ের প্রতিভাশালী মস্তিষ্কে এই কল্পনার উদয় হইয়াছে। আবার এ দিকে ভারতের কোষ শূন্য প্রায়; তবু বাক্যের কত প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা যতই কেন রোদন করি না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের যে কাতরোক্তি শুনিবেন, এমন সম্ভাবনা নাই। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করা আধুনিক রাজপুরুষদিগের ক্ষমতার নহে। স্বার্থশূন্য দূরদর্শী বিশেষ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন কখন কেহ মনের তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারেন না। ক্রমে চতুর্দিকে আমাদের সর্বনাশ হইবে, নানাবিধ কারণে তাহার স্পষ্ট লক্ষণ উপলক্ষিত হইতেছে। আপনার ক্ষমতা, আপনার বাহুবল ও আপনার দূরদর্শিতা ভিন্ন কখন আপনার মঙ্গল হয় না। অন্যে আমার শুভ সাধন করিয়া দিবে, আমি সুখভোগ করিব, এ আশা অন্যায়। আমরা অলস হইয়াই পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। পর হইতে যে সুখ হয় তাহা অপ্রত্যাশিত ন্যায় অনিশ্চিত। তাহার প্রতি আশা করা বিড়ম্বনা। আমরা এখনও ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেখিয়া সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়া থাকি। কিন্তু এক সময় অনুরোধ ও অনুগ্রহের আশায় যে পরামর্শের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সম্প্রতি আমাদের সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা যে একটী প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রত্যেক হইতে বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার না করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এতদ্দেশীয় সকলেই স্বদেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করুন, আর কেহ ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র ক্রয় করিবেন না। যদি বিরক্ত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর, তবু স্বার্থপরায়ণ ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র আর আমরা পরিধান করিব না। আমরা ভারতবাসী, দুঃখের অনিত্য পদ লোপন করিয়া দুঃখের হস্ত পরিত্রাণ করিয়া সুখে কালযাপন করিব, আমরা কি কাহিল হইতে কষ্ট জ্ঞান করি? আমরা বনচারী বিষয় বৈরাগ্য অভিমুখীন,—আমাদের চিরবিদিত চিকণ পরিচ্ছদে কাজ কি? আইস একত্রে সকলে ভারতের যৌবন ভারতের স্বার্থ রক্ষা করিব। মাটী হইয়া থাকিব না। যায় প্রাণ যায়—যাক। কিন্তু স্বদেশের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইব, বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে,—আইস উৎসাহ দেওয়া যাউক। যাহাতে ভারতের শিল্পকার্য্য পরিপুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, এমন যত্ন সকলে করিব। এক আনার দ্রব্য এক টাকায় ক্রয় করিতে হয় হউক, তবু আর বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। সকলেই সংকল্প করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকিব, তবেই ভারতের লক্ষ্মীশ্রী পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবে, আবার এই দুঃখময় ভারতের উপর কমলা দেবী হাসিতে থাকিবেন। রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু এই নিরাপদ উপায় দ্বারা ভারতবর্ষের লক্ষ্মীকে মঙ্গল করিবে। অর্থনীতির বশবর্তী হইয়া আমরা চলিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের অদৃষ্ট ভাঙ্গিতে আর বাকি আছে কি? যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, এই প্রতিবিধায়ক উপায় অবলম্বন করি,—ভবিষ্যতের কোন কথা শুন হইয়া যাউক।

এক্ষণে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ বদ্ধপরিকর হইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকুন। স্থানে স্থানে সভা করুন। বিদেশীয় বস্ত্র যাহাতে আর এতদ্দেশে বিক্রীত হইতে না পায়, তদ্বিষয়ে সকলেই যত্ন করিতে থাকুন, এই উপায় ভিন্ন ভারতবর্ষের জীবন রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। দেশীয় তন্তুবায় এবং বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে উৎসাহ দিলে অবশ্যই তাঁহারা পর্য্যাপ্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া এতদ্দেশের অভাব দূরীভূত করিতে পারিবেন। ক্রমে কলিকাতা নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বস্ত্রের কল স্থাপন করুন, তাহা হইলে দেশের [illegible] উপকার হইবে, [illegible] আর ম্যাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না।

লেখনীতে এই প্রস্তাবটী লিখিয়া আমরা [illegible]; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহাতে কোন বিদ্রূপ নাই। কতকগুলি স্বার্থশূন্য অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি চেষ্টাবান্ হইলেই, [illegible] অচিরেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। বোম্বাই নগরে বস্ত্রের কল সংস্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য লোক অবশ্যই এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে

অবলম্বন করিবেন। অতএব এতদ্দেশের মহাজনদিগকে লইয়া বাণিজ্য [illegible] করিতে পারিলে অনেকে অতীবহিতি হইতে পারিবে। যাঁহাদের অনেকগুলি বাণিজ্য স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারা [illegible] এই প্রস্তাবের উপযোগিতা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন, কোন ব্যক্তি যেন বিলাতীবস্ত্র ক্রয় করেন না, এক এক প্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির নিকট এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন। এদিকে দেশীয় বণিকেরা সকল কাপড়েই একটী নির্দিষ্ট চিহ্ন দিবেন, সুতরাং উহা কোন দেশের বস্ত্র সকলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমাদের অন্য বল নাই, এই একমাত্র উপায়ের বলে [illegible] সমস্ত ভারতবর্ষবাসী একমত হইয়া এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে, দিন দিন [illegible] বাণিজ্য ক্রমে হইবে। সময়ে [illegible] শিক্ষিত সমাজের লোকেরা উহার [illegible], [illegible] এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভা এই কার্য্যের ভার লইয়া সাধারণ লোককে [illegible] করুন। অন্যান্য অনেক আর [illegible] সভা সংস্থাপিত হউক। প্রত্যেক সভার কার্য্য একপরামর্শানুসারে সম্পন্ন হইতে থাকুক, তবেই নিশ্চিত মনোরথ পূর্ণ হইবে।

[illegible] অবস্থা যতই [illegible] মন্দ হউক না, কিন্তু [illegible] অনুমান করিয়া কার্য্য করিলে আমাদিগকে [illegible] হইতে হয় না। মনুষ্যজীবনে [illegible] এই [illegible] পারা। আমাদের কোন প্রয়োজনই অপ্রতুল নাই। অতএব কি, একটি বা কামনা কি? আর আমরা [illegible] পরিপূর্ণ মাঞ্চেষ্টরের বণিকদের [illegible] হইতে পারি না। [illegible] করিলে [illegible] তেজ মন্দ হইবে, কেবল [illegible] আমরা ভুলিতে চাহি না। এমন [illegible] আমাদের কোন উপকার হইবে না, [illegible] বুদ্ধিতে পারা দিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যতই কেন সদাশয় হউন না, তাঁহারা প্রজাদের অনুরোধ পরিত্যাগ কখনই [illegible] হইবেন না। অতএব আমরা পুনরায় কহিতেছি, [illegible] ভারতবাসীর [illegible] বিনাশ আছে, যদি আপনারা অতঃ স্বদেশের সুশ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন, তবে এদেশের প্রকৃত অবস্থা মার্জ্জিত হইবে। নচেৎ মঙ্গলের প্রত্যাশা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহারা বাণিজ্য দ্বারা এতদ্দেশের [illegible] করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট [illegible] নির্দ্দোষভাবে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন [illegible] লোকের ন্যায় নির্ব্বোধ ঘোর [illegible] আর কে আছে?

একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস কি আছে। বাণিজ্যের অর্থের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান, অদ্যাপি [illegible] শুল্ক বিভাগের নির্দিষ্ট করা হইতেছে এবং অবশিষ্ট যে শুল্ক আছে, তাহাও আর অধিক কাল থাকে না। অর্থের অনটন হইলেই উহার নির্দিষ্ট হইবে, তাহারও একটা সমবন্ধ চলিতেছে। [illegible] শুল্ক বিশেষ নাই, এক্ষণে [illegible] বিশেষ করিতেছে। এমন সময়ের যদি [illegible] উহার এবং [illegible] উহার প্রচলিত থাকে, [illegible] উপস্থিত হইলে কি সুত্রে [illegible] করিবে, বলিতে পারেন? ব্রহ্মদেশে [illegible] উপর যে প্রকার কর নির্দ্ধারিত আছে, এদেশে তাহাই প্রবর্ত্তিত হইবে না কি?

আবকারী সম্বন্ধে পুনঃ [illegible] মত।

পাঠক! আবকারীর বর্ত্তমান ব্যবহারে দেশের কিপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার লেখনী ধারণ করিয়াছি। কিন্তু যে সমস্ত উপায়ে কেবল অরণ্যে রোদন হইতেছে। কেবল এ দেশীয় লোকেই যে বর্ত্তমান আবকারী বন্দোবস্তের প্রতিকূলে বাদী, এমন নহে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও এ কুপ্রথার বিস্তর নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বাস্তবিক [illegible] বিদূরিত [illegible] দেশের অনিষ্ট [illegible] করিবার চেষ্টা, কোন [illegible] বলিয়া বোধ হইতে পারে না। লোকহিতৈষী ইডেন সাহেবের মাজিক খোলা ভাঁটির প্রথা যে কিরূপে উদ্ভাবিত হইল, কিরূপে বা [illegible] হইল, কিরূপেই বা কাহার [illegible] হইল, আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। উহাতে অধিক আবকারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছে। এটি কি আমাদের একটী বিশেষ সাধনের [illegible] খোলা ভাঁটির দুর্গ [illegible] ইহাতে কি আর রক্ষা আছে? পাঠক! ১৮৬০-৬১ অব্দে আবকারীর অবস্থা দেখিয়া [illegible] লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর গ্রাণ্টহোম সাহেব কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখুন।

[illegible] অব্দে কলিকাতার অন্তর্গত বিভাগ গুলিতে আবকারীর আয়ে সর্ব্বসমেত [illegible] টাকা আয় হয়। ১৮৬০-৬১ অব্দে সাকল্যে [illegible] টাকা লাভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে লোকেরা মদের দোকানে অন্যায় উৎপাত করিত; বলপূর্ব্বক এদেশীয় মদ ক্রয় করিয়া পান করিত। গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত সতর্ক হওয়ায় বারাকপুরে এত দেশীয় মদ্য অধিক বিক্রীত হয় নাই। কলিকাতায় পূর্ব্বাপেক্ষা ৮২২৬ টাকা অধিক লাভ হইয়াছিল, কিন্তু সেখানেও দেশীয় মদ্য কম এবং গাঁজা অধিক বিক্রীত হয় নাই। বোর্ডের সেক্রেটারী ইহা দেখিয়া এই অনুমান করিয়াছিলেন, যে দোকানদারেরা বিবেচনা করিয়াছিল সত্বর মাদক দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি হইবে। সেই আশঙ্কায় তাহারা ১৮৬০ অব্দে একবারে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাঠক! একবার আশ্চর্য্যের কথা শুনুন, গবর্ণমেণ্টের এমন বিশ্বাস আছে,—শুল্ক বৃদ্ধি করিলে অধিক লোকে বহু মূল্য দিয়া মাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না। অতএব অল্প লোকেই মাদক দ্রব্য সেবন করিবে। সেটী কি প্রার্থনীয় নহে? শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তকে আছে,—একটী সরোবরে কতক গুলি ভেক মুখ তুলিয়া ভাসিতেছিল। ইতাবসরে কয়েকজন নিষ্ঠুর বালক তাহাদের উপর লোষ্ট্রাঘাত করিয়া খেলা করিতে লাগিল। তখন একটী ভেক বলিল,—বালকগণ! তোমাদের পক্ষে এটী কৌতুক বটে, কিন্তু আমাদের যে সর্ব্বনাশ? আমরাও তাই বলিতেছি,—আমরাও তাই বলিতেছি,—বর্ত্তমান বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আয় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের যে সর্ব্বনাশ! ১৮৫৯। ৬০ অব্দে কয়েকটী স্থানের আবকারী শুল্কে এই রূপ আয় হয়,—

	সুরা	অহিফেন	অন্যান্য	সমষ্টি
বর্দ্ধমান	২১৬৪	১১৮০	০	৩৪৪৪
নবদ্বীপ	২১১৮২	১৪৮০৮	২১১	৪৩৭১১
যশোহর	২৮৪৪০	১৬৪৪৫	১৩	৪২৯১৮
বারাশত	১৭৫০৪	১১১২	২১৮	১৭৭৫৪
চব্বিশপরগণা	২৮৫৮০৬	৮০৮৩২	৪৪৮৫৪	৩৩১৮১৯
বারাকপুর	২০১২১	৭৭৭৬	২	২৭৮৯৯
কলিকাতা	২৮৫১৭৬	১০৭১১৬	১৪৮৮৪৯	৫৫১০১১

১৮৬০—৬১ সালে।

বর্দ্ধমান	৭৭৬৮	১৭১৬	০	৯০০৪
নবদ্বীপ	৩৪১৭১	২১১১৭	২৪	৫৫৭৫৩
যশোহর	৩১১১৩	১১০১৩	৮৩	৫২২৫৭
বারাশত	১৮০৫১	১১৭৭৮	৫৭১	২৮৭০৮
চব্বিশপরগণা	৭১২৫০	১১১৫৩৩	২৬৯৮৭৭	৪৫২৫৩৩
বারাকপুর	১৮৫২৪	৮৮৬২	০	২৭৩৮৭
কলিকাতা	৭৮৮৮০	১৩৩৭১৬	৩৬৭৪৪৫	৫৮১০৭৭

অধুনাতন আবকারীর এই প্রকার আয় দেখিয়া মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই মন্তব্য ব্যক্ত করেন যে খোলা ভাঁটির দ্বারা চতুর্দ্দিকে সুরাপায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এ অনিষ্টের কথা অদ্যাপি বোর্ডের অবগত হয় নাই। যাবৎ তাঁহারা উত্তমরূপে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত আবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইতেছে না। বর্দ্ধমানের কমিশ-

মনঃক্ষোভ প্রকাশ করেন,—কোম্পানীর শাসন একেবারে রহিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম রক্ষা হইতেছে না। পাঠক! দেখুন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই এই কুৎসিত নিয়মের দোষ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমরা উপসংহারে অতি দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি, ইডেন সাহেব বঙ্গদেশে [illegible] বিষয়ে [illegible] করিয়া যেমন যশোলাভ করিলেন সেরূপ কোম্পানী [illegible] প্রচার করিয়া মহা অকীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন।

১৮৮০।৮১ অব্দে বঙ্গদেশীয় শাসনবার্ত্তা বিবরণ।

ইং ১৮৮১ অব্দ আরম্ভ হইতে না হইতে এই বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্যার আস্‌লি ইডেন সাহেবের কার্য্যকলাপ ও কার্য্যপ্রণালী বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণ খানি বহু অংশে সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে শাসন সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। যাঁহার শাসন সংক্রান্ত বিষয় সকল জানিবার ইচ্ছা, তিনি অনেক জানিতে পারিবেন। এখানি যে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়াছে, সে কথা আমরা বলিতেছি না। আমরা কোন কোন বিষয় সম্পূর্ণভাবে দর্শন করিবার বাসনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু হতাশ হইলাম। উহার দুই একটী প্রমাণ দিতেছি, পাঠক! দর্শন করুন।

রিপোর্ট মধ্যে লিখিত আছে, স্যার আস্‌লি ইডেন [illegible] বর্ষে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি এ বর্ষে দুই বার মফস্বল ভ্রমণে যান। পাটনা বিভাগের সাতটী জেলার মধ্যে ছয়টী এবং বাঙ্গালা ও বিহারের অনেক জেলা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র তাঁহাকে ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। স্থানীয় আদালতে পারসীক অক্ষরের পরিবর্ত্তে যে কাইথি অক্ষর প্রচলিত করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিহারবাসিরা তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

ইডেন সাহেব মফস্বল ভ্রমণকালে দেশের হিতার্থ কি কি কার্য্য করিলেন, বিস্তারিতরূপে তাহা জানিবার নিমিত্ত আমরা সতত উৎসুক। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট [illegible] সাহেব ঐ কার্য্যবিবরণ বিজ্ঞাপন দ্বারা আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন না। যেরূপে যেরূপে যে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগকে অভ্যর্থনা করা হয়, তাহাও কাহারও অগোচর নয়। তাহাতে তাঁহারই জাঁক জমক বাড়িয়াছে। আমাদের বিবেচনায় তাহাতে বরং অনিষ্ট ঘটিয়াছে। কর্ম্মচারিদিগকে স্ব স্ব কার্য্য [illegible] ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হইয়াছিল। যার আহার শয়ন ত্যাগে তিনি যে [illegible] ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন, কাজের মধ্যে এই আমরা একটী দেখিতে পাইয়াছি। উড়িষ্যায় গিয়া তিনি যে জল-সেচকার্য্য [illegible] তাহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন ব্যক্তির কথা আমরা রিপোর্ট মধ্যে দেখিলাম না। তিনি যদি উচ্চতম শক্তি প্রয়োগ করিয়া নূতন কিছু করিতেন, তাহা রিপোর্ট মধ্যে আড়ম্বর সহকারে লিখিত হইত সন্দেহ নাই, কৈ আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আর একটি দৃষ্টান্ত এই, ঐ বর্ষে কোর্টফীতে ৭১২৯৬৮৩ টাকা গবর্ণমেণ্টের লাভ হইয়াছে, তাহার পূর্ব বৎসর ৭০৫২২৮৫ টাকা আয় হইয়াছিল; ১৪-৭৮ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের যে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের মকদ্দমায় কত ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছে ও অন্য অন্য বিষয়ে বা কত কোর্টফী বিক্রীত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিত হয় নাই। তাহা বিশেষ করিয়া লিখিত হইলে দেশের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার উপায় হইত।

পুনা সার্ব্বজনিক সভার [illegible]।

আমরা পুনা সার্ব্বজনিক সভার মত অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। আজ কাল শিক্ষিত সমাজের উৎসাহশীল যুবকগণ মধ্যেই এক একটী গুরুভারের সংকল্প করিতেছেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার অভাবে ভারতবর্ষ দিন দিন অবসাদে যাইতেছে। আর ম্যাঞ্চেষ্টারের [illegible] কেন আমরা [illegible] করিব? এতদ্দেশে যদি উপযুক্ত [illegible] হয়, তবে আমরা [illegible] পারি না। [illegible] মূল হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে [illegible] এ প্রকার [illegible] যে এখানে বসিয়া কেহ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবেন, তাহার কোন উপায় নাই। এখানে উপযুক্ত শিক্ষার কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা যাওয়া ভিন্ন আমাদের গতি নাই, কিন্তু কয়জনের অবস্থা দূরদেশ গমন করিয়া [illegible] দিগের ঐশ্বর্য্য আছে, অনেকে অর্থোপার্জ্জন [illegible] করিতে পারেন, তাঁহারা [illegible] লোক [illegible] লাগে, অতএব সর্ব্বদাই [illegible]। এক্ষণে কতকগুলি মধ্যবিধ লোক স্বদেশের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ব্যগ্র; কিন্তু তাঁহাদের অর্থসঙ্গতি নাই। সুতরাং সাহস করিয়া কেহ বিদেশ গমন [illegible] অভিলাষ করিলেও তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় না। পুনার সার্ব্বজনিক সভা এই অভাব দূরীকরণার্থ [illegible] কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। তন্মধ্যে [illegible] হইতেছে—

১। এই সভা প্রতি বৎসর দশ জন [illegible] বিদ্যার্থীকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনি, রুশিয়া এবং আমেরিকাতে প্রেরণ করিবেন। বিদ্যার্থীগণ কোন জাতির এবং কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না, তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিবে না। তাঁহারা এই সভার নিয়োগে বদ্ধ থাকিবেন। এক একটী স্থানে এক জন কিম্বা অনেক ছাত্র থাকিতে পারিবেন। [illegible] ভাষা, সাহিত্য, এবং বিজ্ঞান অভ্যাস করিতে হইবে। [illegible] অনুমান তিন বৎসর থাকিতে হইবে।

২। [illegible] বার্ষিক ১০০০ [illegible] টাকা লাগিতে পারিবে, অর্থাৎ দশ জন ছাত্রের [illegible] এবং শিক্ষা [illegible] বার্ষিক ১০,০০০ দশ হাজার টাকা লাগিবে।

৩। বরদা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, [illegible], মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, নেপাল, কাশ্মীর, [illegible] এবং [illegible] এক এক জন করিয়া ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন এবং [illegible] নিমিত্ত [illegible] ১০০০ টাকা প্রদান করিয়া [illegible] করিবেন। [illegible] করিয়া [illegible]। তাঁহাদের [illegible] টাকা দান করিবে।

৪। [illegible] এবং [illegible] ব্যক্তি ও [illegible] নিকট [illegible] প্রার্থনা করবে। [illegible] করিতে পারে, সভার এই একান্ত প্রার্থনা।

৫। [illegible] আদেশ প্রচারিত হইলে [illegible] অবস্থার উন্নতি হইবে, তৎকালে তাঁহারা [illegible] ঐ টাকা ক্রমশঃ পরিশোধ করিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে [illegible] করিতে হইবে না এবং এই [illegible] অনায়াসে চিরকাল চলিতে পারিবে। [illegible] বৎসরের পর বার্ষিক অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকিবে, সুতরাং বৎসর বৎসর অনেকগুলি ছাত্র [illegible] বিদেশ যাত্রা করিতে পারিবেন।

৬। যে যে বালক এই মহৎ উদ্দেশ্যে আনু-কূল্য করিবেন, তাঁহারা আপন আপন প্রদেশের মধ্যে কোন ছাত্রকে মনোনীত করিবেন। কিন্তু যে ছাত্র যে প্রদেশে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সাধারণের উপকার করিতে পারিবেন, তৎপ্রদেশের বিদ্যার্থী সেই প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষার্থে প্রেরিত হইবেন।

৭। [illegible] বিদ্যা [illegible] কোন ব্যক্তি [illegible] করিতে [illegible] সাধারণের [illegible] সেই ছাত্রকে [illegible] হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

আমরা এই অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া হর্ষে আমাদের অন্তর প্রোৎসাহিত হইতেছে। এক দিন [illegible] এই [illegible] আমা-[illegible] অদ্য [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] না করিলে [illegible] আমাদের উন্নতি [illegible] নাই। [illegible] বিশেষ [illegible] না করিলে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় না, [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] না। [illegible] করিয়াছেন, নিয়ত এক স্থানে আবদ্ধ থাকা [illegible]। [illegible] পাঠ করিলে [illegible] পাঠ [illegible] উহাদিগের মধ্যে [illegible] [illegible] ভ্রমণ করিয়া এতাদৃশ জ্ঞানী হইয়াছেন। [illegible] নানা প্রকার [illegible] এবং [illegible] দর্শন না করিলে [illegible] বুদ্ধি বিবেচনা বিস্তৃত হয় না। [illegible] স্থান [illegible] করিলে বিবেচনা বিকশিত হইয়া [illegible] এবং অনেক বিষয়ের [illegible] হয়। ইউরোপের সমস্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রধান প্রধান দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। আমে-রিকার লোকেরা [illegible] প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে [illegible] হন। আমাদের [illegible] [illegible] অন্য দেশে [illegible] পরিভ্রমণ করিতেন কি, [illegible] বিদ্যা [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] করিবার [illegible] করেন, [illegible] করেন, [illegible] আছেন, কিন্তু [illegible] প্রভৃতি বিদ্যা [illegible], তিনি ইউরোপ [illegible], মনুষ্য বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত [illegible] [illegible] যে [illegible] করিতেছেন, তাঁহাদেরই সকল অভি-লাষ সিদ্ধি হইবে। এক্ষণে আমরা অনুরোধ করি, বঙ্গদেশের ধনবান ব্যক্তিগণ [illegible] হউন। তাঁহাদের পুত্রের [illegible], বিদেশে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে [illegible], একবার [illegible] করিয়া আনি-[illegible], আমরা সাহায্য করুন। অর্থহানিতে [illegible] হইতেছে, [illegible] [illegible] কেশ্যার [illegible] হইতেছে,—একবারে [illegible] হউন; মাগ-[illegible] না। বঙ্গদে-শের সকলেই [illegible], সকলেই আপন আপন [illegible] এক [illegible] বিতরণ করিয়া [illegible] করুন। [illegible] [illegible], পুত্র কন্যার বিবাহে এককালে [illegible] টাকা ব্যয়িত হয়। এক একটী [illegible] [illegible] টাকা উড়িয়া যায়। আমরা অনুরোধ করি, এই [illegible] কার্য্যে সকলে সমবেতভাবে সহায়তা করুন।

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible] ১৩ ই জানুয়ারি। [illegible] [illegible] একবারের [illegible] যে পদ দিলেন, তৎসম্বন্ধে [illegible] আপনার [illegible] [illegible] দিয়া এই কথা বলিয়াছেন, মিশর দেশের উপর তাঁহার [illegible]। বিদেশীয় [illegible] তাহাতে [illegible] করিবার অধিকার নাই। তিনি এই পদ দিবার কারণ [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই জানুয়ারি। [illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] [illegible] মাসের [illegible] [illegible] করিয়াছিল, সেই সময়ে [illegible] নিপাত [illegible] [illegible] আহত হইয়াছে।

প্যারিস ১৪ ই জানুয়ারি। ফরাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible]।

লণ্ডন ১৬ ই জানুয়ারি। [illegible] হইতে [illegible] [illegible], [illegible] ৫ [illegible] উপরে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] অসন্তুষ্ট [illegible]। [illegible] [illegible], মিশর দেশীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৬ ই জানুয়ারি। মিশর দেশীয় [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible], [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible]।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। মিশর দেশে বিদেশীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর্জেন্টাইন [illegible]।

প্যারিস ১৩ ই জানুয়ারি। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফরাসী চেম্বর সভার নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি আর এক মাস স্থায়ী হয়।

লণ্ডন ১৪ ই জানুয়ারি। আলেকজেন্দ্রিয়ার বিদ্রোহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। প্রচুর সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

ট্রিপলি ১৭ ই জানুয়ারি। ট্রিপলির শাসন কর্ত্তার [illegible] বিদ্রোহাপরাধে ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] বিতর্ক [illegible] করিবার ক্ষমতা [illegible] করিয়াছে। ঐ নিয়ম দ্বারা উহাও স্থির করা হইয়াছে যে [illegible] [illegible] সময়ে যে পক্ষে [illegible] অধিক লোকের মত হইবে, তদনুসারেই কার্য্য হইবে, কিন্তু বিশেষ স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই জানুয়ারি। [illegible] হইতে ৮০ জন [illegible] [illegible] উপনীত হইয়াছে। তাহাদিগকে সকল [illegible] [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] সহিত [illegible] সন্ধি হইয়া গিয়াছে। [illegible] উপকূলবর্ত্তী [illegible] [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছে এবং [illegible] সহিত [illegible] সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছে।

কায়রো ১৮ ই জানুয়ারি। ব্রিটিশ ও ফরাসী [illegible] [illegible] এই [illegible] উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে [illegible] সম্বন্ধে মিশর গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিদিগের কৌন্সিল সভার মতে অমত না [illegible] তাঁহারা [illegible] থাকেন।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] যে [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] করিয়াছেন কেবল [illegible] [illegible] [illegible] সহিত [illegible] [illegible] করিতেছেন না।

প্যারিস ১৯ এ জানুয়ারি। এম, [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] ১৯ এ জানুয়ারি। [illegible] যুদ্ধ চলিতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ১৯ এ জানুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা অতিশয় [illegible] প্রকাশ করি-তেছি [illegible] ১৮ ই জানুয়ারি [illegible] নিবাসী বাবু গৌরীপ্রসাদ [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] পর [illegible]

পান করিয়া দুই ঘণ্টার পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। গৌরী বাবু স্বদেশের অনেক হিতানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ পরিণাম দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরিশচন্দ্র দেব পেন্সন লইয়াছেন। তাঁহার পদে হিন্দু স্কুলের ভোলানাথ বাবু স্থায়ী হইলেন।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজের অভিষেকোৎসব আগামী ৬ ই আরম্ভ হইয়া ১০ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত থাকিবে। আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর টমসন সাহেব সদলে ৭ ই ফেব্রুয়ারি তথায় উপস্থিত হইয়া ৮ ই মহারাজকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। উৎসব কেবল ময়ূরভঞ্জের নয়।

আজি কালি কলিকাতায় অনেক প্রধান ব্যক্তির পদধূলি পড়িয়াছে ও পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বিজয়নগরের মহারাজ কলিকাতায় উপনীত হইয়া রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট হাউসে আহূত হইয়াছেন। হোলকারের মহারাজ শীঘ্রই উপনীত হইবেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ অসুস্থ হইয়া বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়াছেন। নাটোরের রাজা ভবানীপুরে আছেন।

সিমলাপাহাড়ে কয়েক দিবস অবিরত অতিরিক্ত তুষারপাত হইতেছে। ভূমির উপর তিন ফুট করিয়া বরফের স্তূপ বাঁধিয়াছে।

লণ্ডনের পশু, পক্ষী, কুম্ভীর প্রভৃতি ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি এক বৎসরের বা তাহার অধিক বয়সের ব্যাঘ্রশাবক স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিয়া দিতে পারিবেন, তিনি শাবক প্রতি [illegible] টাকা করিয়া পুরস্কার পাইবেন।

লর্ড রিপন যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তথাকার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক তথাকার গবর্ণমেণ্ট হাউসের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এ নূতন প্রকারের ভক্তি প্রদর্শন।

গিটোর বিচার লইয়া তলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। স্কোভিল তাঁহাকে আদালতের একটী পাগল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করায় তিনি বলিয়াছেন পাগল বলিয়া মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা বিবেক বিশিষ্ট দোষী বলিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে ঝোলা প্রার্থনীয়, অতএব আমাকে যথার্থ হত্যাকারী বোধে ফাঁসী দেওয়া যাহাতে স্থিরীকৃত হয় তাহা করাই উচিত।

বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল অনরেবল পল সাহেব কিছু দিনের ছুটি লইয়া বিলাত গমন করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের কৌন্সিলের [illegible] ফিলিপ সাহেব তৎপদের কার্য্য করিবেন এবং ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় ফিলিপ সাহেবের কার্য্য করিবেন।

খ্রীষ্টের জন্মদিনে বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে আকিয়াবে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। কিছুক্ষণ পরে চিডবা নামক স্থানে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হয়। ঐ স্থানের দক্ষিণাংশে গ্যাস ও ভূমি[illegible] তৈল দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাঙ্গালায় যে কমিশন আছে, গত বৎসর তাহার জন্য ৪২৫৮২৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যয় সংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা ৮৮৮০৪ টাকা অধিক হইয়াছে।

যে ব্যক্তি মৃত লর্ড ক্রফোর্ড সাহেবকে সমাধি মন্দির হইতে উত্তোলিত করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাকে যে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১০০০ টাকা এবং তাঁহার পারিবারিক ব্যক্তিগণ ৫০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৪ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানির ১৬৬১০ টাকা ও পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ১০৪৪৩০৬ টাকা আয় হইয়াছে।

কাশ্মীরের মহারাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কর স্বরূপ একটী সুন্দর ঘোটক ও স্বর্ণ নির্ম্মিত জিন ছয় খানি শাল এবং দুই খানি বিচিত্র রুমাল প্রেরণ করিয়াছেন।

বেহারের একখানি সংবাদপত্র বলেন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বেহার পরিদর্শন করিতে গিয়া [illegible] কীর্ত্তিস্তম্ভ পুনঃস্থাপন এবং পেল সাহেবের সমাধি মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের উপর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই উভয় কার্য্যে ১০০০০ টাকা ব্যয়িত হইবে।

[illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ বর্ত্তমান [illegible] কলেজের [illegible] মুক্তি পাইবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন। পূর্ব্বে রাজকীয় কর্ম্ম এবং তাঁহাকে মনোনীত করা হয়, তিনি তাহাতে অস্বীকার করিয়াছেন।

১৭ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে তন্মধ্যে ৩৩ জন বসন্তরোগে ৪৪ জন উদরাময় পীড়ায় এবং ৮৬ জন অন্য রোগে মরিয়াছে।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১৷৶০ হইতে ১০১৷৴

৪৷০ ১৮৭০ (১৮৬৪) ১০৪৷০

৪৷০ ১৮৭১ (১৮৬৫) ১০৫৷০

৪৷০ ১৮৭২ (১৮৬৯) }
৪৷০ ১৮৭৯ (১৮৭৩) } ১০১৷৶০ ঐ ১০২৷০

বিহারে অবগত হইয়াছেন [illegible] যে টাকা চুরী যায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের জমাদার তাহা চুরী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সে বলে যে বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত তাহার যোগ ছিল।

কিছুদিন হইল [illegible] নামক স্থানে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় [illegible] জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এক খানি বিলাতি সংবাদ পত্র বলেন, আগামী মে মাসে রুশ সম্রাটের সিংহাসনাভিষেক হইবে, এখন হইতেই আয়োজন হইতেছে।

বালক অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধন করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার উপায়ের অভাব দেখিয়া আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে তাহাদিগকে সূত্রধর কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্য শিখান হইত একণে উহাদিগকে লেখা পড়া শিখান হইতেছে।

সম্প্রতি পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ১৪ ই জানুয়ারি হাবড়া হইতে এক খানি ট্রেণ যাইতেছিল, শিকোহাবাদের নিকট এক খানি মাল গাড়ির সহিত ধাক্কা লাগে। এই দুর্ঘটনায় ১১ জন আরোহী হত এবং ১৪ জন আহত হইয়াছে।

গত ৩০ নবেম্বর [illegible] এক পোতে বিস্ফোরক বাষ্প প্রবাহিত হওয়াতে [illegible] লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন [illegible] বন্দরস্থিত দুই খানি জাহাজ যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কিছু মাত্র পাওয়া যায় নাই।

"একজন সংবাদদাতা বলেন, গত ১৮ ই জানুয়ারি [illegible] বঙ্গবিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় করা গিয়াছে, অভিনেতৃগণ অভিনয় বিষয়ে যেরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, [illegible] কাহারও [illegible] না করিয়া [illegible] ভাব প্রকাশ করি[illegible] নাই জনসাধারণ [illegible]

অভিনেতৃগণের মধ্যে জগৎ সিংহ, বীরেন্দ্র সিংহ, [illegible] এবং বিমলা, আয়েষার ও [illegible] অভিনয় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। তিলোত্তমা ও বিমলা যে কয়টী গীত গাইয়াছিলেন, উহা অতি মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু অনেক সময়ে অভিনেতৃগণের পাদুকার খট খট শব্দ ও অস্পষ্ট [illegible] কথা গুলি শ্রবণ-বিষয়ে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, শেষ বক্তব্য এই ভূমির অভাব যেন সর্ব্বাঙ্গে [illegible] ভবিষ্যতে বিশেষ মনোযোগ করা হয়।"

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট হিন্দু স্কুলের সকল শ্রেণীর ও তাহার নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগের মাসিক বেতন

কমাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে পাঁচ টাকা ছিল, এক্ষণে ৪ টাকা হইয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের একজন ফলকিপার বাটের একটী শর্ট ও চেন এবং একজন আরোহীর শতমুদ্রা অপহরণ করাতে তিন মাস কারাবাস ও এক শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ছয় মাসের ছুটী লওয়াতে বাবু নীলমণি দে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পাকপাড়ার কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ বেঙ্গল ক্লোটেশের জন্য হাজার টাকা এবং মহারাক্ষক ফণ্ডে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতাপগড়ের অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর মার্শ সাহেব একজন ভদ্র লোককে বিনা কারণে চাবুক মারেন। ডেপুটী কমিশনরের নিকট আবেদন করাতে সাহেবের পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ভদ্রলোককে প্রহারের মূল্য পাঁচ টাকা বই নয়? ইহাতেও অনেক ভদ্রলোকের পিঠ বাঁচান ভার।

গত বর্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৭৮টী ব্যাঘ্র, ৩৫৬ চিতাবাঘ, ১৬৬৭ টী নেকড়ে, ৩৭২ ভল্লুক, এবং ৪৬৮ হায়না, বধ করা হইয়াছে। শীকারীদিগকে গবর্ণমেণ্ট ৭৩৫৪ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক অধিবাসীদিগের ৮৩৬১ গো হত হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য গড়ে ১০ টাকা করিয়া ধরিলে প্রজা লোকের ৮৩৬১০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বরদার দেওয়ান সর টি, মাধবরাও এককালে তিন লক্ষ টাকা দানস্বরূপ পাইবেন। এটী কি মহারাজের গদীতে আরোহণের পুরস্কার।

দিল্লীর এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, দিল্লী দুর্গের তিন জন সৈনিক বাদশাপুর নামক রেলওয়ের পালম ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃগয়ার্থ গমন করে। ইহারা ময়ূর শীকার করিতে উদ্যত হয়। তত্রত্য অধিবাসিরা এই পক্ষীদিগকে দেব বাহন বলিয়া অর্চনা করে। সৈনিক পুরুষদিগের এই অন্যায় আচরণ দেখিয়া গ্রামবাসিরা উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বাধা দেওয়াতে ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া একজনকে হত ও দুই জনকে আহত করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে গ্রামবাসিগণ সৈনিকদিগের অনুসরণ করিয়া দিল্লীর পুলিসে সংবাদ দেওয়াতে ইহারা ধৃত হইয়াছে। সৈনিকেরা এদেশীয়ের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার সংবাদ পত্রে আবার আন্দোলন কি? এদেশীয়েরা মানুষ! আবার তাহাদের জীবন? তাহার বধে আবার দোষ!

১৮৮০ সালের শেষে এবং ৮১ সালের প্রথমে দিল্লী সেণ্টষ্টিফেন্স কলেজে ১৭২ জন ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ১০০ জন হিন্দু ৬৮ জন খ্রীষ্টান তিন জন পার্শি ও এক জন মুসলমান। দেশীয় ছাত্রদিগের বাসের জন্য পঞ্জাব খাতে একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণ হইলে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

বোম্বায়ের গবর্ণর ফার্গুসন সাহেবের স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে তিনি অতিশয় শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন। অতি শোকে উঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। উঁহার স্বাস্থ্য লাভের জন্য ডাক্তারগণ উঁহাকে গবর্ণরশিপ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমনের পরামর্শ দিয়াছেন।

হাইদ্রাবাদের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা আমীরকবীরের পদটী উঠিয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট ইহার অস্তিত্বের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

কাটাবুড়ের সর্দ্দার চক্রান্ত বিষয়ে প্রেম কমিশনরের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত সম্বাদটী পাইয়াছি। এই চক্রান্তে লিপ্ত ৮০ জন ব্যক্তি ধৃত হয়। উহার মধ্যে ৫ জনকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় ও ২১ জন অপরাধ স্বীকার করে। তাহারা বলে অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়াতে তাহাদের যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এক বৎসরের অধিক হইতে চলিল তাহারা পরিবারের কয়েক জনকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোন সুবিধা না পাওয়াতে মনোরথ পূর্ণ হয় নাই।

কবিরার টিকোবিহি সম্প্রদায় সম্রাটকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন যে আগামী মে মাসে তাহাতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক না হয় তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপ ব্যবস্থা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

সম্প্রতি কাফরেরা বিষম গোলযোগ বাঁধিয়াছে। ১৪ ই জানুয়ারি কতকগুলি কাফরজাতী সমবেত হইয়া পণ্ডো নামক স্থানের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা এক কালে ভস্ম করিয়া ফেলে। পরে টৈসঙ্গ নামক স্থানে ডেপুটী কমিশনর ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করে। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কমিশনর সাহেবের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য শীঘ্রই সৈন্য প্রেরিত হইবে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের সৈন্য কাপ্তেন টেম্পার, পাইএল, এম, পি এবং এর্ণ প্রাওয়ার সাহেব নেপালিন নামক বেলুনযোগে আরোহণ করিয়া প্রথমে বাথ হইতে একঘণ্টার পরে তথা হইতে বোলপোর্ট নামক স্থানে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে বেলুনখানি প্রবলবেগে ভূমির উপর পড়িয়া যায়; টেম্পার এবং প্রাওয়ার সাহেব যান হইতে পড়িয়া যান; ইহাতে ভার কমিয়া যাওয়াতে যানখানি পাইএল সাহেবকে লইয়া সমুদ্রাভিমুখে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এদেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য শীঘ্রই একটী কমিটি নিয়োজিত হইবে। ডাক্তার হণ্টর সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

আমেরিকার বাগ্মী মিষ্টর যোসেফ কুক বোম্বাইয়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে যেমন ব্যুৎপন্ন, তর্কশাস্ত্রে তেমনি দক্ষ। উঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার মে মিকুলিক মনুষ্যের পাকস্থলী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। পাকস্থলির অবস্থা,খাদ্য পরিপাক হইয়াছে কি না, ঐ যন্ত্রযোগে সমস্ত চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ যন্ত্রে একটী নল আছে। সেই নলযোগে উদরে বৈদ্যুতিক আলো প্রবিষ্ট করাইতে হয়। বৈদ্যুতিক আলোক প্রবেশ করিলে নল দিয়া উদর দেখিতে পাওয়া যায়। নল মনুষ্যের মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার পূর্ব্বে তাহাকে একপ্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া তাহার বমি ও কাশির আবেগ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

আমাদের ছাপরার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "অল্প কয়েক দিবস হইল মতিহারীতে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দেশীয় প্রথার প্রধান মূল্য হওয়াই ইহার মূলীভূত কারণ। এক দিবস জানৈক তিন জন চাপরাসী, গোরা মহলের আর একজন চাপরাসী ও অপর এক ব্যক্তি একটী গৃহ বাসের জন্য ভাড়া লইয়া মদের মজলিস করে। যখন সকলে মাতিল তখন এক বারবিলাসিনীকে আনিল। এইরূপ আমোদ আহলাদের পর হঠাৎ গোরা মহলের চাপরাসিটী নিদ্রা যাইতে লাগিল। ইহাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া অনেক সমভিব্যাহারি অপরকে কহিল যে এই লোকের নিকট কিছু টাকা আছে অতএব এই সুযোগে ইহাকে সংহার পূর্ব্বক ঐ টাকাগুলি কাড়িয়া লওয়া যাউক। প্রথমতঃ ২য় ব্যক্তি সম্মত হইল না, পরে অর্থের লোভে এই দুষ্কর কার্য্যে উভয়েই এক মত হইল। প্রথমতঃ একখানি কুঠারি দ্বারা মস্তকে আঘাত করিল, কিন্তু তাহাকে একবারে প্রাণবিয়োগ হইল না দেখিয়া একজন ঐ চাপরাসীকে ধরিল ২য় ব্যক্তি কোনরূপে একটী বর্শা আনিয়া একবার গলদেশের দক্ষিণ ভাগে আর একবার বামভাগে মারিল। তখন হতভাগ্য চিরনিদ্রায় শয়ন করিল। এক্ষণে সৎকার করিবার জন্য

ভয়ে স্থানান্তর যাইতে না পারিয়া ঐ গৃহমধ্যে অমনি করিয়া পুড়িয়া থাকিল। ৪। ৫ দিবস পরে এক ব্যক্তি ঐ গৃহস্বামীর নিকটে বাকী তাকাদা করিতে থাকিতে গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবাই দুর্গন্ধ অনুভব করে। পরে অনুসন্ধানে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঐ শবটীকে দেখিতে পাইয়া পুলিসে জানায়; পুলিস অনেক অনুসন্ধানের পর হত্যাকারিগণকে ধৃত করিয়াছেন। মকদ্দমা সেসনে গিয়াছে। মদের দৌরাত্ম্যে যে কি ভয়ানক কাণ্ডকারখানা হইতেছে কর্তৃপক্ষগণের এক বার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।"

আমাদের উক্ত স্থানবাসি সংবাদদাতা বলেন, "অন্য লাটবন্দির টাকায় মিটিয়া গেল। জমিদারেরা কষ্টে সৃষ্টে মালগুজারি দাখিল করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলেন। একে দেশের অবস্থা মন্দ, তাতে এ বার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণকে অফিসের দাড়নি লাটের পূর্ব্বে না দিয়া একটী বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। জমিদারগণ প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার জন্য বৈধ অবৈধ নানাবিধ উপায় করিলেন। তাহাতে আদায় হইল না দেখিয়া স্ত্রী পুত্রের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া রাজস্ব দিলেন। প্রজাগণও দাড়নি পাইলে টাকা দিব মনে করিয়া মহাজনগণ কর্ত্তৃক ঋণ গ্রহণ করিল। বোডসেস, পাব্লিক ওয়ার্কসেস আবার তাহার উপর এই মোটা মোটা দফা দিল। যদি ৫। ৭ দিন পূর্ব্বে এই দাদনের টাকা পাইত, তাহা হইলে রাজা প্রজা কাহাকেও অনর্থক ৵০ আনা কি টাকায় সুদ দিতে হইত না। সরকার খাজনার সুদ বাঁচাইলেন, অন্য কাহার এই দরিদ্রদিগের অনেক ক্ষোভ হইল।"

সাতক্ষীরা হইতে একটী স্ত্রীলোক শ্রীমতী বিদ্যুৎবাসিনী এই নাম স্বাক্ষর করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টী আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের অনুরোধ এই, সব যুবকগণ ইহার উত্তর দান করেন। "মহাশয় ও মহাশয়ের পাঠক সমীপে নিম্নস্থ বিষয়টীর সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থ উপস্থিত করিলাম। অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক ইদানীন্তন চঞ্চল আত্মসুখ স্ব স্ব বিবাহিতা অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণকে (বাসগৃহের উপযুক্ত রাজাদিগের) নাচশালা প্রভৃতি সাধারণ স্থানে নিজ নিজ পার্শ্ববর্ত্তিনী করেন।

জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা কোন অলিখিত জাতির অধিকারে থাকিয়া আপন আপন সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ কি না? তবে কেন পূর্ব্ব রীতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মূর্খ স্ত্রীগণকে অধুনাতন মনোরঞ্জক ফ্যাসানরূপ ঘোড়াতে চড়াইয়া আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করেন?"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই জানুয়ারি ১৮৮২। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, ডোবাইড সাহেব [illegible] করিলেন।

১৩ ই জানুয়ারি। অনরেবল এইচ, জে, রেনল্ড সাহেব কার্য্যান্তরে গমন করাতে [illegible] বাবার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারির প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

[illegible] কমিশনর মেজর [illegible], এল, সমস্ত বেঙ্গল একবারে ছুটি পাইয়াছেন।

১৯ ই জানুয়ারি। এ, বি, [illegible] পদের [illegible] প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

১৯ ই জানুয়ারি। [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] করিলেন।

[illegible]

[illegible] ছুটি পাইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ই জানুয়ারি ১৮৮২। [illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৯ ই জানুয়ারি। [illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৯ ই জানুয়ারি। বাবু [illegible] অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত [illegible] বাবু [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং [illegible] থাকিবেন।

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বাবু [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং [illegible] থাকিবেন।

বাবু [illegible] অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বাবু [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

[illegible] বাবু [illegible] এম, এ, বি, এল, [illegible] করিবেন।

বাবু [illegible] অনুপস্থিতি কাল [illegible] বাবু [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন [illegible] থাকিবেন।

[illegible] মুন্সেফ [illegible] অবকাশ লইয়াছেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] ছুটি পান। [illegible] দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু [illegible] ছুটি পান। [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] দিন [illegible] দিন।

সংবাদদাতার পত্র

[illegible]—কুম্ভের মেলা।

মাঘমাস বৎসর অন্তর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহা "কুম্ভের মেলা" বলিয়া অভিহিত। কুম্ভের মেলা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বার বৎসরের পর [illegible] কয়েক দিবসের জন্য [illegible] বিশেষ যোগ হইয়া থাকে। কোন মতে [illegible] এবার তিন দিবস [illegible] কুম্ভ-বাসিদের অবস্থিতি করিবেন। [illegible] একটী মেলা হইয়া থাকে এবং [illegible] অল্প নহে। কিন্তু এটী [illegible] এখানে লোকের সমাগম অনেক হইয়া থাকে। [illegible] হইতেছে। এক মেলা পৌষ মাসের শেষ দিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং [illegible] থাকিবে। [illegible] মেলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষা এবারে লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছে। কত দেশ দেশান্তর হইতে যে যাত্রী আসিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। লোকসংখ্যা মোট ৭। ৮ লক্ষ হইবে। সকলে [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। কতক লোক বৃক্ষ মূলে, কতক বা [illegible] অবস্থিতি করিতেছে। অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ হইতে [illegible] পর্য্যন্ত মেলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এবার রেলওয়ে কোম্পানির লাভের আর সীমা নাই। তাঁহারা যাত্রীদিগের জন্য গাড়ি [illegible] পারিতেছেন না। অতিরিক্ত দুই তিন খানি গাড়ি [illegible] মালগাড়িতে লোক [illegible]। অনেক [illegible] যাত্রী টিকিট [illegible] দিবস

আরোহীদের প্রতি ও অপেক্ষা করিতেছে। টিকিট বিক্রয়ের জন্য ৫। ৬টী স্থান অবধারিত হইয়াছে, তথাপি সকলে পাইতেছে না; কিন্তু ইহা দের মধ্যে যাহারা প্রভৃতি, আবার সমস্ত্রেণীস্থ বাবুরা গাড়ী স্থানেতেই অতিরিক্ত করিয়া আপনাদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন। রেলওয়ে কোম্পানির অন্ততঃ ৩। ৪টী অতিরিক্ত টিকিট বিক্রয়ের স্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে তাঁহাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই এবং যাত্রীদিগেরও অকারণ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

মেলা স্থলের মধ্যে স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িগণ আপনাপন আপনাপন দ্রব্যাদির প্রদর্শনী বসিয়াছে। এতদ্দেশের জন্য অপর একটী দোকান বসাইয়া তাহাকে যা ইচ্ছা, তাহার পর অন্যান্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্যের নিয়ম হইয়াছে। জানি না তাহারা এই ব্যবসায়ের মধ্যে কত বিক্রয় করিবে এই সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তক বিক্রয়ে লাভ করিবে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে তাহারা তীর্থযাত্রী পুণ্যকামী যাত্রীদিগের মধ্যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে উৎসুক হইয়াছে।

এই মেলায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্টিগোচর হয়। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সন্ন্যাসী, নানকপন্থী ইত্যাদি সকলেই সমাগত হইয়াছে। সাধুদিগের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে, তাহারা প্রায় উলঙ্গ। তাহাদিগের মহান্ত বা রাজা আছেন। তাঁহার আড়ম্বরের তুলনা খুঁজিয়া দেখিলাম না। সঙ্গে ১০। ১২ টী সুসজ্জিত হস্তী, ঘোড়া ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আছে। মস্তক সংকোচের বিষয় স্নান করিবার বিশেষ ঘটা দেখিলাম। সন্ন্যাসীরা বিভূতিভূষিত হইয়া বিকট বিরূপাক্ষ মূর্ত্তিতে বসিয়া আছে। কেহ উর্দ্ধবাহু হেতুমুক্ত হইয়াছে, কেহ বা পরস্পর হস্তধারণ করিয়া গোলাকার হইয়া দণ্ডায়মান আছে; কেহ বা একপার্শ্বে কাষ্ঠখণ্ড লোহশলাকার বিদ্ধ করিয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া আছে। ১০। ১২ বৎসরের বিষয় বালকেরা সাধুদিগের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহারাও বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতেছে না। ইহাদের মধ্যে যাত্রীরা অনুরাগের সহিত দর্শন করিয়া বিদ্যালয়ের স্থায়ী ভাবে থাকিয়া ভাবী জীবনের সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। মেলাতে অনেক কাল পরে দেখা হইতেছে। তাহারা এক এক উচ্চ বেদীর উপর সমাসীন হইয়া বাহ্যজ্ঞান বিস্তার করিতেছেন। এখানে দেবদেবীরও অভাব নাই, এক একটী মূর্ত্তি তুলিতে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। অনেকে ঐকান্তিক হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সেই সকল স্থানে একমাসের জন্য অবস্থান করিতে হইবে, যাত্রীদের জন্য এক একখানি পর্ণকুটীর এবং বসিবার স্থান আছে।

মেলায় একটী পোষ্ট অফিস হইয়াছে, তাহাতে যাত্রীদিগের যে কত সুবিধা হইয়াছে, তা আর বলা যায় না। তাঁহারা ইচ্ছামত পত্র পাঠাইতে পারিতেছে এবং আত্মীয়দের সম্বন্ধে পত্র প্রাপ্ত হইবার উপায় হইয়াছে।

এ মেলাস্থলীদের মধ্যে জমি অতি অল্প। তাহার উপর এই বার জল না থাকাতে অধিকাংশ এবং সকলেই কষ্ট পাইতেছেন, উহাদিগকে আনিতে পারেন না। এই মেলাতে পুলিস তাহার সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ক্রমে মেলা এই অবস্থা হইয়াছে, আরও অনেক দিন থাকিবে, উপস্থিত মত অন্যান্য ঘটনা লিখিবার বাসনা থাকিল।

ভাগলপুর।

এ বৎসর এখানকার উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা ফলের জন্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ১৩ টী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করে; তন্মধ্যে একটী বালক এক দিন লিখিয়া আর লিখিতে পারে নাই। দুই জন অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অবশিষ্ট দশ জনের মধ্যে চারি জন প্রথম শ্রেণীতে ও ছয় জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এখানে বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থাও মন্দ নহে। এ বৎসর বালিকা বিদ্যালয়ের একটী বালিকা নিম্ন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুই বৎসর গত হইল, আর একটী বালিকা ঐ পরীক্ষায় বিহার সার্কেলের দ্বিতীয় হওয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর উৎসাহে স্থাপিত হইয়া এত দিন পর্যন্ত বিলক্ষণ গৌরবের সহিত চলিয়া আসিতেছে। দুই জন শিক্ষক ইহাতে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বালিকাগণের উচ্চতর শিক্ষার জন্য একজন ইউরোপীয় রমণী শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে ইহাতে প্রায় ৪০। ৪৫ টী বালিকা পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে। আমরা লোকমুখে, প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিক্ষার জন্য বহু পরিশ্রম স্বীকারে কিছুমাত্র কাতর নহেন। বালিকাগণের শিক্ষার সহিত আমরা তাঁহার দেশের উন্নতি প্রার্থনা করি।

বালিকা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন উন্নতি লাভ এক দিকে বড় সুখের বিষয়, কিন্তু বাঙ্গালী বালকগণের বঙ্গবিদ্যালয়ের দুরবস্থার জন্য দিকে তদ্রূপ দুঃখজনক। প্রধান পণ্ডিত মহাশয় সুবিদ্বান, পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র কাতর না হইলেও তিনি তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার পরিশ্রমের ফল অনুরূপ সুফল লাভ করিতে পারিবেন না, কিরূপেই বা সক্ষম হইবেন? বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে বালক নাই বলিলেই হয়। কেবল মাত্র যে দুইটী বালক আছে, তাহারাও নিতান্ত শিশু। এ বৎসর তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছে। ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক যেরূপ দুরূহ, তাহাতে সেই দুই অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকের দ্বারা পরিশ্রমের ফললাভ করা সুদূর পরাহত বিষয়। বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে বালক নাই, তাহার কারণ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অনেক বালক দেশে চলিয়া যায়। আবার অনেকের অভিভাবকেরা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিলে সন্তানেরা বাঙ্গালায় কৃতবিদ্য হইল ভাবিয়া তাহাদিগকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। ফল সাধারণতঃ বলিতে গেলে বলিতে হইবে, অনেক অভিভাবকের জাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগই প্রধান কারণ।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার মুদ্রণকার্য হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,

যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ✓০ আনা, তাহার পর ✓০ আনা, ✓০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীগোপীবিনোদ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৬০ নং মানিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অমলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লশূল, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা অরুচিদিগ্ধ। রোগ যে কোন উপসর্গ যুক্ত হউক না কেন এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ✓০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শুক্র ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র অগ্নিমান্দ্য এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৭ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশনাশ (টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ✓০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মুখাধোয়া, মাথাভার, মাথাঘোরা, মাথাবেদনানি, অর্দ্ধকপালে মাথাধরা, মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া প্রভৃতি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত রোগের ও চক্ষুপ্রদাহ এবং কাণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, কেশের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত করিয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

মৃতসঞ্জীবনী।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত প্রত্যহ ব্যবহার উপর দিয়া সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সমস্ত রোগের নাশ করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য সন্তানের অকাল মৃত্যু। ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দিকাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিসার, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরাম শ্বাস-প্রশ্বাস) কাশিবার প্রবৃত্তি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি করিয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১।০। প্যাকিং ✓০ আনা।

এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা ক্যাটালগ পাইতে পারিবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

পাইকপাড়া নর্সারি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর বৃক্ষ ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্ট্যাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সর্ব্বপ্রকার বীজ এখানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে, প্রত্যেক প্রকার বীজের মূল্য ১০ এক টাকা চারি আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্য জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সারি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বঙ্গের কৃষক ও বিষয়ী ব্যক্তিগণের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রশংসিত হইয়াছে। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১।০ আনা মাত্র।

মফস্বলের মহাশয়গণের অনুরোধে নর্সারি হইতে আমরা এজেন্সির কার্য্যও আরম্ভ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর সুবন্দোবস্ত হইবে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। অতএব কৃষি প্রেমিক মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যকারিতা এবং তাহার উপযোগী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারি কলিকাতা।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দেবকী-নন্দন? দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, শক্তিকন্যার সন্ধান, হিতোপদেশাবলীচরিতম্, মধুকবিতা, সাংখ্যদর্শন, বিজয় মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পার্শ্বশূল, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। তিনটী

অ্যাণ্টিপেক্ তখন অক্ষর ৮ খণ্ড ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকগণ মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক ঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কাগজ প্রেরিত হয় না।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মূলের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০/০ টাকা ও ডাক মাশুল ২।০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৩৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৶০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বন্ধ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অজীর্ণ, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অনেকে আমার এক কোং সহকারে হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ৩৷০ ডাক মাশুল /১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার কাশ্যপ্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠ ন জ্ঞেয়ো মুনিভিঃ বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা, ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীনলিনমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কালিবিয়ার চত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৶০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী—মাদারিপুর	৭
" " কৃষ্ণলাল ঘোষ—তারাপুর	৭
" " রাখালপ্রসাদ দাস দে—মদনানিপর	৭৷০
" " চাঁদপুর স্কুল ইন্‌ষ্টেক্ট—চাঁদপুর	৬
" " মানিয়া মকরি—বহলটুলি	৭
" " উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বরিশাল	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

// সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্" ১০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৮ ই মাঘ। ইং ১৮৮২। ৩০ এ জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বাটী বিক্রয়।

"বালিগঞ্জের ষ্টেশনের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের উত্তম বাসোপযোগী) বাহ্য বিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সর্ব্বসমেত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর ঠিকানায়।"

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

জ্বর-চিকিৎসা।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও তত্তিবন্ধন জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও চিকিৎসাপ্রণালী সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের ও নেটিব ডাক্তারদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। চাঁপাতলা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে পাওয়া যাইবে।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৵০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
সিমলা ১৪ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন।
} শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপৌর্ব্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য জগৎ, দ্বিজরাজ মুখোপাধ্যায়, মল্লসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পারম্পুরুষ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ সপ্ত ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মেহপ্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও পূযস্রাব নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা ঘোলার ন্যায় হওয়া, ধ্বজভঙ্গ ও তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষয়রোগ এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তিসঞ্চারক ও রক্তপরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও অবসন্ন হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষমধ্যে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে

[illegible] কোন প্রকার [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছেন, তাঁহাদের এই আবার কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেবনের [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] !!!

[illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] অনুগ্রহ [illegible]

[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] যুবকদিগের [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার জন্য [illegible] "[illegible]" [illegible] প্রকাশ দ্বারা প্রবাসী [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষরূপে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবাসী বঙ্গীয় যুবক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, অথবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবাসী [illegible] প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আমি [illegible] [illegible] [illegible]। আমি প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের চরিত্রের বিষয় [illegible] জানি, শ্রীমঃ যদি প্রবাসী না হন তবে [illegible] তিনি কখনই জানিবেন না। বিশেষতঃ পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, হিংসা ও ক্রোধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি যখন লেখনী ধারণ করিয়াছেন তখন তাঁহার লেখনী হইতে সত্য কথা বাহির হওয়া,[illegible] [illegible] রক্ষা হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে। আমি সেই জন্য প্রবাসী যুবকদিগের [illegible] [illegible] [illegible] কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি। সম্পাদক মহাশয় যখন "[illegible]" [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন তখন আশা করি তিনি আমাদের অনুরোধে ইহাও [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিবেন।

পত্রপ্রেরক [illegible] লিখিয়াছেন, শরীর সবল না হইলে মন সবল হয় না এবং মন সবল না হইলে [illegible] [illegible] [illegible], সুতরাং বাঙ্গালিদিগের চরিত্র [illegible] হইতে পারে না, যেহেতু তাঁহাদের শরীর [illegible] [illegible] [illegible] নহে। [illegible] [illegible] তিনি তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগকে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাঙ্গালিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি যদি [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] লোককে [illegible] [illegible] করিয়াছেন, নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন! ছি! ভদ্রলোকের এই কি কার্য্য।

তিনি লিখিয়াছেন, "[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া বিদেশে থাকিয়া ২০।২৫ টাকা বেতনে [illegible] বাঙ্গালী বা [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন [illegible] [illegible] তাঁহাদের মন কিরূপ উন্নত, উচ্চাভিলাষপূর্ণ, তাহা চরিত্রেই প্রকাশিত হইতেছে।"

এখানে লেখক ২০।২৫ টাকা বেতনের উল্লেখ করিয়া যে কিরূপ অভদ্রতা ও [illegible] পরিচয় দিয়াছেন তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন, আমাকে তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। প্রভুভক্তি পাইয়া লেখকের বাঙ্গালীদিগের উপরে আক্রোশ হওয়া উচিত, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আক্রোশ হওয়া উচিত, অথবা রাজা মহারাজের উপরেই আক্রোশ হওয়া উচিত, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেন না সকল প্রকার প্রভুই [illegible] এক শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে এখানে জিজ্ঞাস্য এই, ৫ টাকাই হউক, ৫০ টাকাই হউক আর ৫ হাজার টাকাই হউক—বেতন যতই কেন কম অথবা যতই কেন বেশী হউক না, পত্রপ্রেরক একজন সামান্য [illegible] হইতে [illegible] [illegible] পর্যন্ত—ইঁহাদের মধ্যে এমন একজন লোককেও কি দেখাইতে পারেন, যিনি প্রভুভক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োগ করেন না? [illegible] [illegible] উপর আক্রোশ করিলে যদি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করা হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হয়, তাহা হইলে আমি, তুমি, পত্রপ্রেরক নিজে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধে অপরাধী। [illegible] [illegible] হইল, [illegible] পত্রপ্রেরকের প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি তাহার কারণ? ছি! ভদ্রলোকের কি এই কার্য্য? লেখাপড়া শিখিয়া কি এই ফল!

পত্রপ্রেরক অপর স্থলে লিখিয়াছেন প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকেরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতে এবং নিজে [illegible] গ্রহণ করেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিখিয়া থাকেন। [illegible], আবার বাটী আসিবার সময় [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], এবং [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজা করেন। [illegible] [illegible] পত্রপ্রেরকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি অনেক [illegible] লোক দেখিয়াছি কিন্তু এই পত্রপ্রেরকের ন্যায় [illegible] [illegible] [illegible] লোক কখনও দেখি নাই। বাস্তবিকই ইহাঁর প্রত্যেক বাক্যে প্রত্যেক অক্ষরে ইহাঁর বিষপূর্ণ হৃদয়ের, পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, হিংসা ও [illegible]

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু হইয়া, অন্ততঃ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা ভাল পৈতা পান না বলিয়া তাহা ত্যাগ করেন, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং দাদের দ্যায়করে চারিটা পয়সা খরচের ভয়ে দাড়ি ধারণ করেন—এ কথা পত্রপ্রেরক যে শ্রেণীর লোক, সেই শ্রেণীর লোক ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই আর কেহ বিশ্বাস করিবেন না। তবে স্বীকার করি, আজকাল কি প্রবাসী কি অপ্রবাসী প্রায় সকল বঙ্গীয় যুবকই দেবদেবীতে বিশ্বাস ও প্রায় অন্ন বিচার করেন না এবং প্রায় সকলেরই দাড়ি রাখা একটা রোগের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পত্রপ্রেরক যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, তিনি জানিবেন জ্ঞানচর্চ্চা, সভ্যতা বৃদ্ধি ও বর্ত্তমান কালের ফ্যাসানই তাহার কারণ। বঙ্গীয় যুবকের এখন যে প্রায় বাহিরে অন্নবিচার করেন না, এবং দেবদেবীকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন না—তাহা ভাল কি মন্দ তাহার আমি বিচার করিতে চাহি না, তবে তজ্জন্য দোষ দিতে হয় প্রবাসী অপ্রবাসী সকল বঙ্গীয় যুবককেই দোষী কর, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পত্রপ্রেরক যে বলিয়াছেন, প্রবাসী যুবকেরা বাহিরে পৈতা ফেলেন এবং দাড়ি রাখেন কিন্তু ঘরে আসিবার সময় পৈতা গ্রহণ ও দাড়ি ত্যাগ করেন, এ কথার কোন মূল নাই। ইহা মিথ্যা কথা। কেন না, পৈতা পরিহার এবং দাড়ি না রাখিয়াও ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ, ও দেবদেবীতে অবিশ্বাস করিবার এবং সংস্কারক হইবার ও সংবাদপত্রে লিখিবার কোন বাধা নাই। তবে আর একটী কথা আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে বটে দাড়ি রাখেন, উপবীত ত্যাগ করেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং সংস্কারকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানেও প্রবাসী ও অপ্রবাসীর বিচার নাই। যাহা হউক আমি নিজে দাড়ি রাখিবার উপর বড় চটা, সুতরাং তাহা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না, তাহা বলিবার কোন প্রয়োজনও দেখি না। তবে সমাজসংস্কারক বলিয়া নাম জারি করিবার জন্য তাঁহারা যে পৈতা ত্যাগ করেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না, এ কথা সত্যাসত্যই মিথ্যা কথা। প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞান করিয়াই তাঁহারা ঐরূপ করেন এবং সংস্কারকের তকমা অবলম্বন করেন। এমন অনেক হিন্দু আছেন, দেবদেবীর উপাসক আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মদিগের সহিত বিলক্ষণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত করেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রবাসে পৈতা ফেলিয়া দেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন অথচ ঘরে গিয়া যে হিন্দু সেই হিন্দু, যে পৌত্তলিক সেই পৌত্তলিক হন, পত্রপ্রেরক এমন কি প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন? যদি তাঁহার সে ক্ষমতা থাকে নীচের ন্যায় তাঁহার নিজের নাম এবং যাঁহারা ঐরূপ কপটাচরণ করেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করুন এবং তাঁহার নিজের কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিউন। তাহা না পারিলে জগৎ তাঁহাকে মিথ্যানিন্দুক বলিয়া জানিবে এবং বলিবে—ছি! ভদ্রলোকের এই কাজ!!

একজন প্রবাসী বঙ্গবাসী।

কবি রামেশ্বর শর্ম্মা।

কবি রামেশ্বর শর্ম্ম বিরচিত শিবসংকীর্ত্তন গ্রন্থখানিতে কবিতার ও কাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়। আমাদের দেশে যে রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা প্রচলিত আছে, সেই রামেশ্বর শর্ম্মাই, এই শিবসংকীর্ত্তনের রচয়িতা। শিবসংকীর্ত্তন এবং ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদামঙ্গল, দুইখানি গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ, সুতরাং উভয় গ্রন্থেই শিবের দক্ষযজ্ঞ নাশ ও বিবাহাদি বর্ণনা আছে। কিন্তু শিবসংকীর্ত্তনখানি, অন্নদামঙ্গলের কিছু পূর্ব্বে রচিত। কারণ রামেশ্বর শর্ম্মা মেদিনীপুরাধিপ রাজা যশবন্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন। হরিভক্তিবিলাস গিরীশোপাধ্যায়ের লেখ—

" ভণে দ্বিজ রামেশ্বর সেবে ভাগবত
যশবন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসদ।"

শিবসঙ্কলনের শেষে আছে—

" রঘুবীর মহারাজা, রঘুরাম সম তেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাঁহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে
রামাবাম সিংহ মহাবীর॥
তস্য পোষ্য যশবন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥
রাজা, রণে কৃতান্ত, দানে কর্ণ রূপে কাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা, অনন্ত অনল প্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি॥
দেবী পুত্র রূপবলে, অখিলে পাতক হরে
দর্শনেতে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর
বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন॥"

কবির রচনার আদ্যন্ত অনুপ্রাসের ছটা অতি আশ্চর্য্য। অনুপ্রাসের উপর কোমলতা ও মাধুর্য্য প্রচুর পরিমাণেই আছে।

" চঞ্চল চরণ চিত্তিয়া নিরন্তর
ভব ভাবি ভব ভাবে ভণে রামেশ্বর।"
" নিশানাথ নেত্রে নির্গমিলে নির্ঝর।"
" দীন দেখ দুঃখিনী দেবাদিদেবের দেহে।"
" ত্রিভুবনে তব পুরে তুমি আন ভাবে।"

শিবসংকীর্ত্তনের বিবাহকাহিনি অতি আনন্দজনক। পাঠ করিলেই বোধ হয় কবি রামেশ্বর শর্ম্মার মুখে কবিতানলল আটক থাকিত না এবং মিত্রাক্ষর অন্বেষণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না।

" রাণী বলে বিকল যে দিবে দিবে দ্বি
তবে আর এ কথার জিজ্ঞাসা বা কি?"
" পায় হইতে মস্তক মস্তক হইতে পা
প্রাণ প্রবন্ধ করে পাষাণীর মা।"
" বিশ্বরে বুদ্ধি দিল বিশ্বাসের গো
শিবে ডাক বাড়াইতে লাগে মায়ের পো।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সুকবি রামেশ্বর আধুনিক উচ্চশিক্ষিত সমাজে মনের মত আদর পান নাই। পান নাই বলিয়া কি তাঁহার সুধাময় মুখের অমৃতধারা দিন দিন শুকাইবে? তাহা কখনই হইবে না। আধুনিক শিক্ষিতগণ, বীররসাত্মক কাব্য ভাল বাসেন। শিবসংকীর্ত্তনখানি, মেঘনাদবধাদির ন্যায় বীররসাত্মক নহে সত্য বটে, কিন্তু সেরূপ বলিলে অন্নদামঙ্গলও বীররসাত্মক নহে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, অলঙ্কারাদি বলিয়াই তাহাতে অধিক অলঙ্কার ও রচনার পারিপাট্য আছে। এস্থলে ভারতচন্দ্রকে কবি রামেশ্বরের অনুকারী বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহাঁরা উভয়েই সমান সুবিদ্বান সুলেখক এবং সুকবি ছিলেন। কবি রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন, নিতান্ত নির্দ্দোষ নয়। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সুতরাং অন্য রসের সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু কবি রামেশ্বর, মহাদেবের মদনমোহন মূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়াপন্ন অঙ্গনা নারীগণের নিজ নিজ পতিনিন্দাচ্ছলে অঙ্গ অলঙ্কারাদির বর্ণনা করিয়াছেন। আর মহাদেবের কোচবিহার ও বাগদিনীবিহারের বড় বিলক্ষণ হইয়াছে। যাহা হউক গুণরাশির মধ্যে অল্প দোষ, ইন্দুর অঙ্কের ন্যায় গ্রাহ্য নহে। এ স্থলে দোষের পংক্তিগুলি বাদ দিলেই আর কোন বিবাদ থাকে না।

রাজা যশবন্ত সিংহের আদেশ মতে কবি রামেশ্বর, শর্ব্বাকল্প আদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, না হয় তৎপরবর্ত্তী সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি

[illegible], খাঁটী [illegible] উদ্ধৃত করিয়া দেখা- ইলাম। কবি সাহেবের, অনুবাদগুলি দেখে ভারত- চন্দ্রের পথ প্রদর্শক তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অন্নদামঙ্গলের রচনাপেক্ষা শিবসংকীর্ত্তনের রচনা অধিক। রামেশ্বর [illegible] লিখিয়াছেন আছে "স্বাদু রসে অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু।" তাঁহার এই বাক্য সম্পূর্ণই সফল হইয়াছে। ফল কথা এই কবি সাহেবের সম্বন্ধে শিক্ষাসমাজে সম্যক্‌ সম্মান ও সমাদর পাওয়া অতি আবশ্যক। তাঁহার খ্যাতি লোপ করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
চন্দননগর বোড়ো
১৯ই জানুয়ারি ১৮৮২।

সোমপ্রকাশ

১৮ ই মাঘ সোমবার।

[illegible]

মহাত্মা লর্ড রিপন এতদ্দেশে পদার্পণ করা অবধি সকল মুখে আমরা তাঁহার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া আসি- তেছি। বাস্তবিক তিনি সুশাসিত পদে, তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না; কিন্তু তিনি যথা নীতির বেদিকাসনের যেরূপ উপযুক্ত [illegible] রাজাসনের তদ্রূপ উপযুক্ত শাসনকর্তা হইবেন কি না, সে সন্দেহ আমাদের অপনীত হইতেছে না; তাহার নিশ্চিত পরিচয় পাইবার অনেক অবসর পাই নাই; এক্ষণকার সে সন্দেহ যদি দূরীভূত হইল না, তেমন ক্ষতি আর অধিক হইবে না। আমাদের এক্ষণে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে লর্ড রিপন অন্ত- [illegible] তদীয় প্রবৃত্তির অনুরূপ যুক্তি অব- লম্বন করা হইবে। আমাদের মাননীয় গবর্ণর জেনারেল রাজনীতির কিছুমাত্র কৌশলবিৎ নাই; তিনি নিতান্ত নির্ভীক ব্যক্তি। চক্ষুর লজ্জায় কাহারও যে উপরোধ অতিক্রম করিবেন সে যো নাই।

পাঠক [illegible] সে দিন পাঠ করিয়াছেন, আসাম চা-ক্ষেত্রে কুলি নির্ব্বাসন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই আইনটী অল্প অবস্থার দীন দুঃখি [illegible] সর্ব্বনাশের মূল হইল। এদেশীয় বিজ্ঞ সমাজ লোক অনেক আপত্তি করিলেন; কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, কলিকাতার ভারত সভা আইনের দোষগুণ দর্শাইয়া দিলেন; কিন্তু সকলি বিফল হইল। রোগ হইলে চিকিৎসা আছে, [illegible] চিকিৎসা নাই, আশপরতা দোষের ঔষধ নাই। সুতরাং কেহ যুক্তিযোগ করিতে গেলে, রোগী ক্রোধাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় বিকটভঙ্গে দন্তঘাত করিতে আইসে। আমাদের মাননীয় হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক মহাশয় উক্ত আইন সম্বন্ধে বিস্তর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অদ্যই শ্রীযুক্ত বিবর উইলসন সাহেব ক্রোধে অধীর চিত্ত হইয়া বলিলেন,— হিন্দুপেট্রিয়ট ১৫৮ ধারার উল্লেখ করিয়া যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তদ্রূপ অসৎ এবং দুষ্পাঠ্য বাক্য আর কিছুই হইতে পারে না। সংবাদপত্রকে কি অসৎ এবং দুষ্পা- ঠ্য বলা যায়? আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি গবর্ণর জেনেরেল যদি পেট্রিয়টের সদৃশ যুক্তি উত্থাপন করিতেন, তবে উইলসন সাহেব তাঁহার আপত্তিকে অসৎ এবং দুষ্পাঠ্য বলিতে পারি- তেন কি না? নিশ্চয় তিনি কখনই এরূপ অশিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। এক্ষণে রাজপুরুষেরা মনে মনে বুঝিয়া লউন, দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষা কি জন্য রুক্ষ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের রুক্ষতার দোষমাত্র নাই, সত্য বাক্য বলিলেই দোষী ব্যক্তির কর্ণকুহরে বিষবর্ষণ করে। ব্যবস্থাপক সভায় আইনের ও সময় বিদ্যা-পুরুষগণ উপস্থিত ছিলেন, এরূপ অন্যায়-মূলক বাক্য প্রয়োগের কোন নিবারণ- বিধি কি তাঁহারা করিবেন না? বাস্তবিক অপ্রি- য়বাক্য প্রয়োগ করিলে [illegible] উত্তেজিত হয়। [illegible] লর্ড রিপন কি দেখিলেন না, ঐ আইনের প্রবর্ত্তকদের স্থান কোথায়? সেই দেশীয় সংবাদ- পত্র মত, এই সকল স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপর রাজপুরু- ষেরাই [illegible] উপযুক্ত পাত্র। যাবৎ তাঁহারা শিক্ষা- লাভ করিতে না শিখিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত দেশ- পত্র [illegible] অপমানের প্রসঙ্গে কটূক্তি করিতে থাকিবে।

[illegible] শ্রীযুক্ত লর্ড সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপাল বিল লইয়া কত গোলযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল, অনেক সভ্য সাহেব কত ক্ষেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীয় অসাধারণী তেজস্বিতা শক্তিতে কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। কাশ্মীরের রাজ্যের স্বত্ব হরিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডবাসীরা চতুর্দ্দিক হইতে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, লর্ড মহো- দয়কে বারবার কত ক্ষেদ করিলেন; কিন্তু অবৈধ কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, সুতরাং বিশেষ বিবেচনার হইয়া তিনি পক্ষপাত শূন্যক স্বদেশে প্রতি- গমন করিলেন, তথাপি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। আমাদের লর্ড রিপনের যেমন তেজস্বান্, তদ্রূপ দেখিতেছি না। তিনি চক্ষুর লজ্জার বশীভূত হইয়া পাদিগণবর্গের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারেন না। কলিকাতার ভারত সভা, আসাম কুলি নির্ব্বাসন বিধির প্রতিবাদ করিয়া যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরেলের সেক্রেটারি এই প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে, "ভারত সভা হইতে ৪ঠা জানুয়ারি আসাম কুলি নির্ব্বাসন সম্বন্ধে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আমি শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। ঐ আবেদন পত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তিনি যে প্রকার মন্তব্য ব্যক্ত করেন তাহা অন্যকার সংবাদপত্র পাঠে আপনারা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সভা বিলক্ষণ সরল ও ধীরভাবে বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে কাল বিলম্ব করি- বার কোন প্রয়োজন দেখিলেন না।" কেন—দুই মাস অপেক্ষা করিয়া স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ছিল? চা-ক্ষেত্র স্বামিদের কি এতই সর্ব্বনাশ হইতেছিল যে আর দুদিন বিলম্ব সয় না? কোন বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইলে হঠাৎ তাহার মীমাংসা করা বিবেচনা সঙ্গত নহে। রাজপুরুষেরা স্বয়ং [illegible] অবস্থা [illegible] জ্ঞাত নহেন, যে স্থলে দেশীয় লোকের বাক্য অধিক- তর প্রামাণিক বলিয়া গণনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ কুলিরা [illegible] থাকিলে এ ব্যবস্থাটী আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর নহে। নিরন্ন লোক কায়ক্লেশে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে; দেশে শ্রমের অবসর নাই, দরিদ্র লোকের জীবিকা লাভের কোন পন্থা নাই; অতএব যে স্থলে আমা- দিগকে স্বয়ং উদ্যোগী হইতে হয়, সে স্থলে আমরা এক বাক্যে কেন বক্র হই?—অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ নিগূঢ় কারণ আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা [illegible] চিন্তা করিলেন না। আমাদের [illegible] বিশ্বাস করিতেছি, [illegible] কোন আশ- [illegible] আছে। [illegible] সাহেবদের অনুরোধ রক্ষা [illegible] কে অতিক্রম করিতে পারে? তিনি [illegible] আইন [illegible] করেন না, তৎসম্বন্ধে কত আন্দোলন, কত বিচার হইল; কিন্তু যে আইন দ্বারা [illegible] নিরপরাধ কুলির প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে, সে আইন ৮ই দিনে বিধিবদ্ধ হইয়া গেল! ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর হৃদয়ভেদী বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর গত বৎসরের রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—বাঙ্গালা সংবাদ- পত্রের সম্পাদকেরা মফস্বলের সাধারণ লোকের মনোগত ভাব অতি অল্পই অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহারা মফস্বলকে শিক্ষা দিতে

কিম্বা তাঁহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়েন।" যিনি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপিত আছেন, তাঁহার এ প্রকার ভ্রম দেখিয়া আমরা আহ্লাদের সহিত বিস্মিত হইলাম। প্রথমতঃ দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এতদ্দেশীয় লোক, আবার তাঁহারা এই দেশেই লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকের সহবাসে কালযাপন করিতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের অনেকেই আবার পল্লীগ্রাম নিবাসী; তাঁহারা হ্যাট কোট প্যাণ্টুলান পরিয়া বিজিত জাতীয় বিরাগভাজন বিদেশ হইতে গোরা-লোকদের ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করেন নাই, কেবল নির্জ্জন প্রাসাদে বসিয়া তাঁহারা লেখনী লেখন করেন না, সর্ব্বদাই এ দেশীয় সাধারণ লোকের সংসর্গে থাকেন। এতগুলি অবস্থা সত্ত্বেও দেশীয় লোকেরা কি এত অনভিজ্ঞ যে, তাঁহারা লোকের মনোগত ভাব কিছুই বুঝেন না? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রায় চব্বিশ বৎসর এদেশে অতিবাহিত করিলেন, পরিশেষে তাঁহার কি এই দেশকালের বুদ্ধি-গতি জন্মিল? আমরা জানি বিলাতি রাজপুরুষেরা এবং বিলাতি সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাই ভারতবাসিদের প্রকৃত মনোগত ভাব পুনঃকথনে অক্ষম হয়েন। তাঁহারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে এদেশে আসিলেন, আমাদের ভাষা আমাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি মনের আন্তরিক ভাব সুখ দুঃখের কারণ তাঁহারা কিছুমাত্র জানেন না। এ সময়ে যদি তাঁহারা অবগত থাকিতেন, তবে মদ আইনের সৃষ্টি হইত না। শিক্ষা এবং রাজভক্তি বিষয়ে ভারতবর্ষীয়েরা অন্যান্য জাতির নিকট আদর্শ গ্রহণ করিয়া আসিতে পারেন। যদি তাঁহারা ভারতবর্ষের ভিতর প্রকৃত নিম্নশ্রেণী বুঝিতেন, তবে অস্ত্র সম্বন্ধীয় বিধি আর ভারত ব্যবস্থায় স্থান পাইত না। ভারতের প্রকৃতিবর্গকে সুখে রাখিলে অধিক কি তাঁহারা রাজাকে দেবতার তুল্য পূজা করেন। কিন্তু রাজকোষলুব্ধ শাসনকর্ত্তাদের ন্যায় কেবল তাঁহাদের শোণিত শোষণের চেষ্টা করিলে কে শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? রাজপুরুষেরা প্রজাদের যদি প্রকৃত ভাব জানিতেন তবে জাপান বস্ত্রের শুল্ক রহিত হইত না। দরিদ্র ভারত পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় পতিত হইল। অন্নাভাবে শাক অন্ন অল্পকাল জীবনরক্ষা পাইতে পারে, তাহাতে কি বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়? আমরা পল্লীগ্রামে দেখিতে পাই, সহস্র ব্যক্তির মধ্যে দশ জনের প্রত্যহ দুগ্ধ ঘৃতের সংযোগ হয় কি না সন্দেহ। মাংসের ত কথাই নাই,—এ বৎসর আশ্বিন মাসের মহা অষ্টমীতে এক খানি আর আবার অন্য বৎসর মহা অষ্টমীতে এক খানি। মনুষ্যের জীব-নীয়াবধি ভারতবর্ষীয়গণের অজীর্ণরোগের প্রধান কারণ। পূর্ব্বে আমাদের সাধারণ সকল লোকেই অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ ঘৃত নবনীত প্রভৃতি পুষ্টিকর সামগ্রী সেবন করিতে পাইত, তাহাতে এক এক জন অমিত অদ্ভুত অবস্থার হইয়া উঠিতেন। এক্ষণে এক জনও তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজা ক্রমশঃ শোষণ করিয়া প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলিলেন, এখন অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। বোধ করি তাহাও আর অধিক দিন থাকে না। অর্থশোষণের জন্য হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইলে এবং তাঁহারা এ দেশের যথার্থ অবস্থা জ্ঞাত থাকিলে কখনই লোকের এমন শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন,—দেশীয় সম্পাদকেরা লোকের অকৃত্রিম অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারেন না। এটি সর্ব্বাপেক্ষা অতীব কৌতুককর কথা। তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন,—স্বয়ং সম্পাদকেরাই যে দেশীয় লোক, তাঁহারাই যে সমস্ত লোকের মনোগত ভাবের দর্পণ স্বরূপ? এই মুদ্রাযন্ত্রশাসন আইনে দেশীয় লোকেরাই ও চৌকী মুনিদিগের দুর্ভিক্ষ কষ্টের কথা ব্যক্ত করিলেন। যদি ছোটলাট ঈডেন না হইতেন, তবে দেখিতে পাইতেন এই আন্দোলনে তলস্থল ব্যাপার পড়িয়া যাইত। দেশীয় ভদ্র লোকের কষ্ট জানাইতে অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকাতর চীৎকারে কর্ণপাত করেন এমন দয়ার্দ্রচিত্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হন না। মহাত্মা ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিলেন না, আশা ছিল ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তাঁহার কলঙ্ক রাশি মোচন করিবেন; কিন্তু আমাদের সে আশাও ফলবতী হইবে না। বক্তৃতার বিষয় উত্থাপন তাঁহার পক্ষে অধিকন্তু হল, তবে তিনি যে রূপ মহাবকাশ দিলেন এই মুদ্রাযন্ত্র আইনে তাহাতে আশ্বাস পাওয়া গেল। লর্ড লিটনের বাক্যের প্রতি আমরা পরিচিত ছিলাম; মনে করিয়াছিলাম তিনি কীর্ত্তি সঞ্চয়ের সকল কথা পূর্ণ করিয়া এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু গোরখালীকে হস্ত দর্শন করিল, আমরা পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে পাইলাম না,—পরিণামে আবার অন্য চাঁদ দেখা দিয়া গেল; হায় লর্ড লিটনের সুনাম ও সৎকীর্ত্তির এই স্থানেই শেষ সীমা।

ভারতবর্ষীয় কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের
নূতন প্রস্তাব।

পাঠকদিগকে আমরা কয়েকবার জ্ঞাত করিয়াছি, ভারতবর্ষীয় কৃষি এবং বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারি মহাত্মা বক্ সাহেব একজন যথার্থ উদার প্রকৃতির লোক। তাঁহার চিত্তে কিছুমাত্র জাতীয় বিদ্বেষভাব স্থান পায় না; ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি এদেশের হিতসাধনে তৎপর হইতে পারেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ মমতা দর্শন করিলে, সাধারণের মাঞ্চেষ্টারের ইংরাজেরা কতদূর কুপিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে হয়,—একটা লর্ড লিটন দাঁড়াইবেন কোন্ কথা!

এতদ্দেশীয় কৃষিজীবী এবং শিল্পজীবী লোকদিগের অবস্থা কি উপায়ে উন্নত হইবে, কি উপায়ে এ দেশীয় কৃষি ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন হইবে, কি উপায়ে আমাদের সাধারণ ব্যবসায়ীর লাভ সম্ভাবনা থাকিবে, বক্ সাহেবের প্রায়ই যেন জপমালা হইয়াছে। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, তিনি যেন ভারতের হিত কামনায় অনুরাগেই মগ্ন আছেন; অথচ কে, সি, এস, আই প্রভৃতি কিছুই নন, বর্ত্তমানের দর্পে তাঁহার কি হইবে?—লোকে তাঁহাকে "ভারত-বন্ধু" বলিয়া ডাকিলেই মনোমত উপাধি প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বক্ সাহেব ভারতবর্ষের একটি প্রধান বাণিজ্যের পথ মুক্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ঈশ্বর প্রসাদাৎ যদি আমাদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তবে একটি প্রধান কার্য্যপথ উদ্ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের সঙ্গে ভারতবাসিদিগের বাণিজ্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি বক্ সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষজাত ঔষধার্থ যে সমস্ত ঔষধ দ্রব্যের দ্বারা যথার্থ উপকার সাধিত হয় তৎসমুদায় ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়াতে প্রেরিত হইবে। তথায় উহাদের গুণ এবং আমাদিক প্রয়োগ পরীক্ষিত হইলে যদি যথার্থ ফলোপধায়ক বিবেচিত হয়, তবে সেই সমস্ত দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে অনবরত অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হইতে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন এদেশোৎপন্ন যে সমস্ত দ্রব্যের ভারতবর্ষীয় ঔষধ দ্রব্যের সঙ্গে নিকটসম্বন্ধ আছে তাহাও প্রেরিত হইবে, আশানুরূপ ফলোপধায়ক হইলে ঐ সকল ঔষধও এদেশ হইতে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে প্রেরিত হইবে। ভারতবর্ষজাত ঔষধ দ্রব্যের বিস্তারিত বিবরণ সঙ্কলনার্থ বক্ সাহেবের আদেশে আমাদের সুযোগ্য বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ব্রতী হইয়াছেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহার ফলাফল আমরা আবার পাঠকদিগকে সবিশেষ জ্ঞাত করিব।

যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় এই নূতন প্রস্তাব একবারে নিরর্থক যাইবে না। পূর্ব্বে সুবিজ্ঞ ইংরাজ চিকিৎসকেরা এ দেশজাত যে সকল ঔষধ দ্রব্যের গুণ পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের যোগ্যতাবিশেষত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,

[illegible] অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে। [illegible] সাহেব, ডাক্তার [illegible] চিকিৎসকগণের [illegible] উহাদের [illegible] করিয়া [illegible] সকল [illegible] উপকারিতা সকলেই [illegible]। [illegible] আর [illegible] নাই। আবার অধুনা [illegible] উপযুক্ত [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। [illegible] চিকিৎসা [illegible] পরিত্যাগ করিলে [illegible] অপেক্ষা [illegible] সেই মাত্র। আমাদের [illegible] এক প্রকার [illegible] ছিল, সে [illegible] উপযুক্ত [illegible] আমাদের [illegible] হয় না। [illegible] অত্যন্ত [illegible] ঘটিয়াছে। [illegible] নূতন [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] আমাদের [illegible] সঙ্কেত আছে, [illegible] উপার্জিত হইলে [illegible] [illegible] সম্ভাবনা [illegible] সুস্থ [illegible] পারে।

[illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] আমাদের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] নাই। কিন্তু অন্যান্য [illegible] এবং [illegible] বিশেষ [illegible] যায়। [illegible] চিকিৎসা [illegible] উপযুক্ত [illegible] নাই। [illegible] আমাদের [illegible] অনেক [illegible] বিষয়, [illegible] উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা [illegible] দিয়াছেন।

[illegible] দিয়াছি। [illegible] অনুরোধ [illegible] ডাক্তারের [illegible] সকলের [illegible] হইল, [illegible] [illegible] চিকিৎসক [illegible] আমাদের এই অনুরোধ, তাঁহারা যেন [illegible] সকলে [illegible]

অধিককাল ব্যাপিয়া সমস্ত দ্রব্যের গুণ ও আময়িক প্রয়োগের ফলাফল এক এক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। চিকিৎসা বিষয়ে লোকের বহুসংস্কার হইয়া থাকে, অতএব সামান্য কারণেই যেন কেহ শীঘ্র ঔষধের প্রতি তাঁহাদের অবিশ্বাস এবং অভক্তি না জন্মে। বিশেষ [illegible] না করিলে কিছুতেই [illegible] এ কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে না। [illegible] নিতান্ত [illegible], [illegible] করা অত্যন্ত কঠিন। কোন রোগে একটী নূতন ঔষধ পরীক্ষা করিবার সময় শীঘ্র ফলোদয় না হইলে মনের মধ্যে এমন সন্দেহ জন্মিতে পারে যে,—এই সর্ব্বজনমান্যিত চিরপ্রচলিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে এতদিনে রোগের শান্তি হইত। কিন্তু বস্তুতঃ এমন হইতে পারে যে, রোগের প্রকৃতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে চিরপ্রচলিত সর্ব্বজনাদৃত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও রোগের কিছুমাত্র লাঘব হইত না। তজ্জন্য আমরা বলিতেছি, বিশেষ বিচক্ষণতা এবং বহুল পরীক্ষার দ্বারা যেন সকল দ্রব্যের গুণ নিশ্চিত করা হয়, নচেৎ ভ্রম দূর হইবে না।

পল্লিগ্রামের ডাকঘর বিভ্রাট।

পূর্ব্বে পল্লিগ্রামের অতি অল্পলোকেই বিদেশে থাকিতেন, সুতরাং তাঁহাদের পত্রাদি প্রেরণের অধিক প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই; নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে সকল স্থানের লোককে বিদেশে থাকিতে হইতেছে, তজ্জন্য ডাক বিভাগের কার্য্য যে কত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলিবার নহে। প্রতি বৎসর পত্রাদির সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। আবার এই উন্নতি, পল্লিগ্রামেই অধিক দৃষ্ট হয়, সহরে তত দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ, অনেক পল্লিগ্রামের লোক এক্ষণে স্ব স্ব বাসস্থান [illegible] ক্রোশ দূরে গিয়াছেন কি না সন্দেহ, [illegible] অনেকেই আবার প্রবাসে থাকেন কি না সন্দেহ। এক্ষণেও প্রায় কলিকাতার দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামবাসিরা এখনও কষ্টে সৃষ্টে স্বীয় স্বীয় জন্ম ভূমিতে বাস করিতেছেন, কেবল কোন [illegible] উপলক্ষে কিম্বা তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে কেহ কেহ স্থানান্তরে যাত্রা করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের বিদেশে গমনের আর কোন অবসর নাই। কিন্তু অধুনা সে দিন অন্তর হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে সকলকেই অন্ন অন্বেষণে দেশ বিদেশে যাইতে হইতেছে, নচেৎ একস্থানে বসিয়া আর প্রাণরক্ষা নির্ব্বাহের উপায় নাই।

আমরা দেখিতেছি পল্লীগ্রামের যে যে স্থানে পূর্ব্বে একটীও ডাকঘর ছিল না, এক্ষণে তথায় ডাকঘর স্থাপিত হইতেছে। যে যে স্থানে মাসিক পত্রাদির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল তথায় এক্ষণে প্রতি বৎসর ক্রমশই পত্রের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রেও গবর্ণমেন্টের একটী দারুণ উদাসীনতা দৃষ্ট হয়। ডাকঘরের কার্য্য কিপ্রকার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে গবর্ণমেন্টকে তাহা দর্শাইতে হইবে না, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও হতভাগ্য পোষ্ট মাষ্টার এবং পিয়নদের প্রতি তাহাদের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল না। পোষ্ট আফিসের কার্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং আয়ও বাড়িতেছে, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে একবারও কেহ প্রস্তাব করিলেন না। আমাদের বিবেচনায় ডাক বিভাগের কর্ত্তাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পোষ্ট মাষ্টারের হস্তে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তির বহুমূল্য ধন সম্পত্তি সর্ব্বদাই আসিতেছে, তাঁহাকে সকলই ডাকঘরে উপস্থিত থাকিতে হইতেছে, অন্য কোন গৃহকর্ম্ম দেখিবেন, তাহার কিছুমাত্রও অবসর নাই। আবার মনের ব্যাকুলতা জন্য, স্বল্প সঙ্কলিত ও কর্ত্তব্য হইলেও অপরের কুহকে সহজে বিপাকে পড়িবার সম্ভাবনা। তাঁহার নিকট বেয়ারিং নোট, হুণ্ডী, অলঙ্কার, টাকা, কীনা প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য সর্ব্বদাই আসিতেছে। এক্ষণে অন্য কোন পোষ্টআফিসে দ্রব্যাদি কোন প্রকারে অপহৃত হইল, তাহাতে একের দোষে অনেকে দায়গ্রস্ত হইতে হইতেছে। যে সকল কর্ম্মচারীর হাতে অর্থের দায়ী ব্যাপারের উপলক্ষ আছে, তাঁহাদের উন্নতি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সবিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। ১৫।১৬ টাকা বেতনে চিরকাল কেহ ডাক ঘরে কর্ম্ম করিলেন কিন্তু কস্মিন কালে বেতন বৃদ্ধি হইল না, পদোন্নতিও হইল না। গবর্ণমেন্টের এই ঔদাসীন্য বারণের নাই সাধিবার লোকের বিষয়। এদিকে আবার পিয়নদিগের দুর্দ্দশা দেখুন, তাহাদের জিলাপদের নিকটে কৌতুক বাক্য লক্ষ্মীর পত্রকে মানিয়াছে,—একমাসের খোরাকের ও কথাই নাই। এক এক জন পিয়নকে প্রতিদিন কতদূর পর্য্যন্ত যে পর্য্যটন করিতে হয়, শুনিলে অন্তঃপ্রাণী কাঁদিয়া উঠে। পাঠক! আমরা দেখিয়াছি, বীরভূম জেলার অন্তর্গত [illegible] ডাকঘরের অধীনে ৯৫ পর্য্যন্ত খাস গ্রাম আছে, কিন্তু তথায় দুই জনের অধিক পিয়ন নাই। আমরা বিশেষ গণনা করিয়া দেখিলাম প্রত্যেক পিয়নকে দৈনিক ১০।১২ ক্রোশ রাস্তা পরিভ্রমণ করিতে হয়, আবার বর্ষা ঋতুর সমাগমে সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইয়া পড়ে, তখন পিয়নদিগের ততদূর ক্লেশ দর্শনে গবর্ণমেন্টের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হউক, কিন্তু মুনেশ শৃগাল কুক্কুরেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। গরফুদেশে ভুক্তিত

হইয়া পত্রাদির দুরবস্থা অনেকটা ঘটিতে থাকে। প্রজাদিগের কোন কষ্ট মোচনের কথা যখন গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রস্তাবিত হইতেছে, তখন রাজকোষের শূন্য সিন্দুকের ডালা তুলিয়া,—টাকা নাই টাকা নাই,—বলিয়া ধুয়া ধরিতেছেন। টাকা নাই সত্য অবিবেচনাপূর্ব্বক বড় বড় ইংরেজের উদর পরিপূরণের নিমিত্ত সকলে যেপ্রকার ব্যয় করিতেছেন, তাহাতে রাজকোষ কেন?—কুবেরের ধনও উড়িয়া যাইবার কথা; কিন্তু দেশীয় আত্মীয় স্বজনের প্রীতিসম্পাদনার্থ এ প্রকারটী ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দিন কাপ্তান ডাবিসন বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাপ্য বেতনের অতিরিক্ত তাঁহাকে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। কই,—এ কাজটীতে ত গবর্ণমেণ্টের কিছুই অরুচি দেখিলাম না, এটীতে ত তাঁহার আপত্তির কথা শুনিলাম না! ইংরেজের কোন কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত সকল কাজ অক্লেশে করা যাইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের কার্য্যে ব্যয় স্বীকার করিতে হইলে হিসাব পত্রের কাগজ বাহির হইয়া পড়ে,—সুতরাং তখন রাজকোষে টাকা থাকিবার সম্ভাবনা কি?

পিয়নদিগের মাহিয়ানা অধিক,—পোষ্টের উপার্জনের সহিত তুলনায় নয়। কম নাই, শীত তাত নাই, প্রত্যহ এত দূর পরিভ্রমণ করিলে মনুষ্যের স্বাস্থ্য কি রক্ষিত হইতে পারে? অনেক স্থলেই পিয়নেরা স্ব স্ব কার্য্যে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে না। রোগাক্রান্ত হইয়া তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধিত হয়। আবার যে যে স্থলে স্বভাবতঃ দুর্ভাগ্য [illegible] দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদিগকে [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল যে পিয়নদিগকে অসন্তুষ্ট করা হইতেছে, এমত নহে, সময়ে সময়ে সাধারণ লোকেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা ডাকবিভাগের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত করুন। মফস্বলের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আবশ্যকমতে দুই এক জন করিয়া পিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিউন। ইন্‌স্পেক্টর পোষ্টমাষ্টার পিয়নদিগের গন্তব্য গ্রামের যে প্রকার দূরতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, কার্য্যতঃ সকলকে তদপেক্ষা অতিরিক্ত পথ হাঁটিতে পড়ে। সুতরাং বর্ত্তমান বন্দোবস্তে মানুষের কাজ করা এক প্রকার অসাধ্য বলিতে হয়।

আমরা এস্থলে সাধারণ লোকের একটী বিষম অসুবিধার কথার উল্লেখ না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পল্লীগ্রামের ডাকপিয়নেরা দুই মাইলের অন্তর্বর্ত্তী গ্রাম গুলিতে প্রত্যহ পত্রাদি বিলি করিয়া থাকে। দুই মাইলের অতিরিক্ত হইলে তৎপর সপ্তাহে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনেই পত্রাদি বিলি হয়। এই নিয়মটী সাধারণ লোকের পক্ষে নিতান্ত অসুবিধাজনক। যে যে গ্রামে অধিবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যা ব্যবসায়িক পত্র আইসে, সেখানে প্রত্যহই পিয়নের গতিবিধি থাকা আবশ্যক। এমন অনেক বাণিজ্যের স্থান আছে, যে স্থানে সর্ব্বদাই অত্যাবশ্যক পত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত পত্র যথাকালে প্রেরিত না হইলে ব্যবসায়িদের সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনা। নিতান্ত আবশ্যকীয় প্রত্যেক পত্র রেজেষ্টরী করিয়া পাঠান অসম্ভব। বাণিজ্যের প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ও অন্যান্য তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত বিস্তর পত্র লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ সকল পত্র দুই তিন দিবস পিয়নের নিকট রহিল। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত না হইলে তাহার বিলি হইল না। জনসমাজের এই প্রকার অসুবিধা দূর করণার্থ পিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন আর উপায় নাই। সুতরাং এস্থলে গবর্ণমেণ্ট টাকা নাই বলিলে ডাক ঘর সংস্থাপনের ফল সকলে তুল্যরূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। সকলেই নির্দ্দিষ্ট মাশুল সমান রূপে দিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া অধিক সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছেন, আবার কেহ দূরবর্ত্তী বলিয়া সে ফলে বঞ্চিত হইতেছেন, এই ব্যাপারটী ন্যায় পথ নহে অন্যায় পক্ষপাত-দোষে দূষিত। আমরা ইহার প্রতিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের অধিক ব্যয়ের অনুরোধ করিতে অভিলাষ করিতেছি না, অথচ [illegible] নিয়মটীর ডাকঘরের আবশ্যকতা প্রত্যক্ষ করি না, যে ডাকঘরের এলাকাধীন গ্রামগুলি অধিক হয়, আমরা সেই ডাকঘরেরই আয় হইতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে অনুরোধ করি। যেন কেহ আমাদের এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া মনে [illegible] এটা দেশীয়দের অসুবিধা মোচন, এই বলিয়া যদি কোন প্রকার [illegible] উপস্থিত না হয়, তবে ব্যবসায়ের সমস্ত লোকের প্রতি [illegible] দূর করিবার জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয় স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সকলের প্রতি কৃপা ব্যবহার করা হইবে, এবং কাহারও আর কোন অসুবিধার কারণ থাকিবে না।

বাকী খাজনার মকদ্দমার নিষ্পত্তি।

আমরা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০—৮১ অব্দের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠে অবগত হইলাম, বঙ্গেশ্বর গত বর্ষে সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানী বিচার শিক্ষার একটী সুন্দর নিয়ম করিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ কর্ম্ম করিলেই জেলার মাজিষ্ট্রেটের বিচারের আপীল এবং বিশেষ [illegible] জজ হইয়া এই সকল আদালতের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এটী তাঁহাদিগের [illegible] প্রথা। তাঁহারা বিচারকার্য্যে দক্ষ হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, তথাপি নিয়মানুসারে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইয়া অতি গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন এই কারণে অনেক সময়ে এই বিভাগের শোচনীয় পরিণামও ঘটিয়া উঠে। [illegible] বিষয় এই যে বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আপনার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া ইঁহাদিগের দেওয়ানী কার্য্য শিক্ষার একটী সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ঐ রিপোর্টে প্রকাশ হইল, তিনি বাকী খাজনার মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য কতকগুলি সুদক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এটীও তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির অপর পরিচয়। এতদ্দ্বারা প্রজাদিগের অত্যাচারের পরিচয় হইতেছে। প্রজারা যে সকল জমীদারের খাজনা দিতে চায় না, তাহা সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। তাহারা যদি সহজে খাজনা দিত, জমীদারেরা যদি অনায়াসে খাজনা পাইতেন, তাহা হইলে কখন তাঁহারা আদালতে বাকী খাজনার নালিশ করিতেন না। [illegible] জমীদারের প্রাপ্য খাজনা দেওয়া প্রজাদিগের কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। [illegible] কি তাহাদিগের এ কর্ত্তব্য ছিল না? [illegible]

[illegible]

[illegible] একটী উপায় [illegible] অধিকাংশ প্রজাই [illegible] জমীদারদিগের প্রাপ্য খাজনা [illegible] দিবার চেষ্টা [illegible] আর [illegible] করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতেই মকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এটী দেশের কল্যাণকর নহে। এ অবস্থার সংশোধনের একটী উপায় উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। জমীদার কর্ত্তৃক প্রজাপীড়ন নিবারক আইন

[illegible]

না হয় তাহা উৎসন্ন যাইবে। অধিকাংশ স্থলে উভয় [illegible] উভয়ের যাইবার [illegible] সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

[illegible]

সকল বিষয়ে [illegible] [illegible]

[illegible]

তিনি [illegible] [illegible] ভাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে [illegible]

[illegible] ব্রহ্মরাজ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে [illegible]

[illegible] যুদ্ধ হয়। [illegible]

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার এই বিষয়ে সন্ধি হয় কিন্তু কিছু দিন পরে [illegible]

[illegible]

[illegible] হইবে।

মার্কিন [illegible] এই পত্র [illegible] হই-য়াছে, তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে, ব্রহ্মরাজ বিশেষ বিবেচনা [illegible] উহার উত্তর প্রদান না করিলে তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইবে, [illegible] এক চেষ্টার দ্বারা তাঁহার যে সামান্য লাভ হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] কথা তাঁহার একান্ত কর্তব্য।

[illegible]

হইতেছে তাবৎ আমাদিগের [illegible] করুন।

য়োরোপীয় সমাচার।

[illegible] ২০ এ জানুয়ারি। [illegible] চলিয়াছে।

[illegible] ২০ এ জানুয়ারি। [illegible] বাজারে কাল আর কিছু মাল বৃদ্ধি হইয়াছে।

[illegible] ২০ এ জানুয়ারি। [illegible] কাহাদের কথা কহিয়াছে।

[illegible] ২১ এ জানুয়ারি। [illegible] একটী সভা হইয়াছিল। [illegible]

[illegible]

সংবাদ।

[illegible]

[illegible] করিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। ইংলণ্ড সাহেব দেশীয় বিচারকদিগের উন্নতির জন্য এক চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এই সামান্য ত্রুটি নিবন্ধন তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি এক ব্যক্তি গণনা সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ৫৩১ টী [illegible] সংযোগে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

[illegible] বলেন আমাদের এ অঞ্চলে লোকে যেমন গোময়ে ঘুঁটে দিয়া বিক্রয় করে পুনা মিউনিসিপালিটী সেইরূপ সহরের সমস্ত মলমূত্রের ঘুঁটে দিয়া বিক্রয় করেন। অনেক কৃষক এই ঘুঁটে লইয়া আপনাদের ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা ও [illegible] করিয়া থাকে। ৩১ এ ডিসেম্বর নীলামে ৭৬৫৫ টাকার বিষ্ঠার ঘুঁটে বিক্রয় হইয়াছে।

কাছাড়ী মাহাল [illegible] ঘর ছাড়াইয়া [illegible] জন্য বাদশাহের [illegible] উপর যে [illegible] আছে, গবর্ণমেণ্ট এতদিন তাহার সাহায্যার্থ মাসিক ১০০০ টাকা দিতেছিলেন, এখন অবধি ২৫০ টাকা দিবেন, [illegible] জন্য এইরূপ একটী ব্যক্তি [illegible] নিযুক্ত হইলে ভাল হয়।

আয়র্লণ্ডের ভিক্ষার্থ বিলাতে যে [illegible] ফণ্ড হইতেছে ভারতবর্ষের অনেক ধনী লোক তাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। বিজয়নগরের মহারাজা ইহার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, কাশ্মীর কোচবিহারের যুবরাজ [illegible] এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল টাকার হিসাব [illegible] তিনি স্বহস্তে রাখিবেন। [illegible] তিনি লিপ্ত থাকিলে আমাদিগের অনেক আশা থাকে।

শুনা যাইতেছে হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি অনারেবল [illegible] পণ্টিফেক্স সাহেব শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের বেতন [illegible] জন্য যে [illegible] প্রস্তাবিত হইয়াছে [illegible] প্রাচীন উকীলেরা বলিয়াছেন হাইকোর্টে [illegible] পর [illegible] হইলে তাঁহারা আর [illegible] করিবেন না এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের ১৭ ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার যে লোক সংখ্যা গণনা হয়, তাহাতে ৪০৩১৮৭ জন এবং উপনগরে [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের এক জন দেশীয় সংবাদ পত্র লিখিতে পারিয়াছেন কোলাপুরের কর্তৃপক্ষ এই সংকল্প করিয়াছেন যে, দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের নিন্দা করেন তাঁহাদের নামে ফৌজদারী মকদ্দমা করিবেন।

[illegible] বাহাদুর নেপালে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হইলে বিদ্রোহ [illegible] বিনাশের সম্ভাবনা আছে. চক্রান্তকারীরা [illegible] বিনাশের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা তাহারা নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছে।

জবলপুর মিউনিসিপাল সভার সভাপতি [illegible] সাহেব ও ডিকন সাহেবকে সহরের মধ্যে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের [illegible] নামক স্থানে গাড়িতে গাড়িতে যে সংঘর্ষণ হয়, তাহাতে অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, যে মাল গাড়ির সহিত সংঘর্ষণ হইয়াছিল, তাহার গার্ড [illegible] আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু [illegible] যে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান হয় নাই। নৌকা ডুবিলে যেমন মাঝি মরে না, গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষণ হইলে তেমনি ড্রাইভার মরে না।

মক্কায় এক্ষণে অত্যন্ত রোগশোক যাইতেছে। যাত্রীদলের অধিকাংশ বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আবার আরবেরা যে মাসে [illegible] লুণ্ঠন করিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল মুসলমান যাত্রী তথায় গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের অধিকাংশ বিসূচিকায় [illegible] হইয়াছে। মক্কার প্রধান সরিফ আবদুল [illegible] অনেক [illegible] হইতে লোকদিগের প্রতি অতি অসদাচরণ করিতেছেন। তথায় এক প্রকার অরাজক কাণ্ড উপস্থিত।

মার্কিনের অন্তর্গত [illegible] নামক [illegible] হইতে [illegible] হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

[illegible] নামক স্থানের সমাধিস্থান হইতে কেহ কেহ [illegible] মৃতদেহ চুরী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

২১ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৫৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ঋণের জন্য কর্ম্মচারীর বেতন ক্রোক বিষয়ে যে আইন আছে শুনা যাইতেছে তাহার সংশোধন করা হইবে। ২২ টাকার ন্যূন বেতনভোগী গবর্ণমেণ্ট অথবা রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বেতন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর জন্য ক্রোক হইতে পারিবে না।

মুসলমানেরা মৃত সম্রাটের চিরস্মরণার্থ [illegible] মসজিদ নামে একটী মসজিদ [illegible] নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

এলাহাবাদে ভয়ানক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ইংরাজদিগের কার্য্য [illegible] শৃঙ্খলার ন্যায় পদে পদে বদ্ধ। একদিকে [illegible] দ্রব্যের শুল্ক তুলিয়া দিবার কথা হইতেছে অপরদিকে ভারতের ভাণ্ডারের ভাবী অর্থ সঞ্চয়ের উপায় প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের আগামী আয় ব্যয় বৃত্তান্তে না কি ৮০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইবে।

১৮৮১ অব্দের ১ লা অবধি ১১ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ৩৩৬১৮৩২ টাকা আয় হইয়াছে।

রুষ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক সংখ্যা যেমন ইংরাজদিগের অপেক্ষা অধিক অস্ত্র শস্ত্রের সংখ্যা ও সেইরূপ অধিক। কিন্তু তথাপি তাহাতে ও তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আবার [illegible] সৈন্যদিগকে দিবার জন্য ১০০০০০ রাইফল বন্দুক ক্রয় করিতেছেন।

১৮৮০—৮১ অব্দের শাসনকার্য্য বৃত্তান্ত মধ্যে দেখা গেল ১৮৭২ অব্দে বঙ্গদেশের যে লোক সংখ্যা করা হইয়াছে তাহার পর ৮১ অব্দের ১৭ ই ফেব্রুয়ারি যে লোকসংখ্যা করা হয় তাহাতে এই নয় বৎসর কালে বঙ্গদেশে [illegible] হইতে ৬৯৫৩৬৮৬১ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ ৬৭০৬১৫৮ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক যেটী বাঙ্গালা দেশ বলিয়া বিখ্যাত তথায় শতকরা ৬ জন, বেহারে শতকরা ১৫ জন ও উড়িষ্যায় শতকরা ১০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ উড়িষ্যায় লোক সংখ্যা বাঙ্গালার অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার মধ্যে কেবল বর্দ্ধমানের লোক সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। সাংক্রামিক জ্বরই তাহার কারণ। উপরে যে লোক সংখ্যা দেওয়া গেল তাহার মধ্যে ৩৪৬২৫৫৯১ পুরুষ এবং ৩৪৯১১২৭০ স্ত্রী। স্ত্রীলোক শতকরা পুরুষ অপেক্ষা ১.২ অধিক।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪ এ জানুয়ারি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি একজন যথার্থ ইংরাজি [illegible] ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সকলেই যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছেন। ইনি অনেক বৎসর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকতা ও কয়েক বৎসর হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

জাপানের এক ব্যক্তি তাড়িত সংযোগে নৌকা চালাইতেছেন। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, [illegible] তাড়িত [illegible] দ্বারা চালিত হইতেছে। ধন্য বিজ্ঞান!

কৃষ্ণনগর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, গত ১১ ই মাঘের " সোমপ্রকাশে " আপনার এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা " কুম্ভের মেলায় " অর্থ সংগ্রহে

একটী গ্রন্থে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কুম্ভের মেলা বসিবার তাৎপর্য্য এই যে, বার বৎসরের পর বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে আসিয়া কয়েক দিবসের জন্য স্থির হন এবং সেই সময় বিশেষ যোগ হইয়া থাকে। কোন মতে বৃহস্পতি এবার তিন দিবস অন্য মতে নয় দিবস কুম্ভরাশিতে অবস্থিতি করিবেন।" এটী তাঁহার ভ্রম। বৃহস্পতি দ্বাদশ বৎসরে সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করেন, সুতরাং প্রত্যেক রাশিতে তাঁহার স্থিতিকাল এক বৎসর। তিন বা নয় দিবসের ন্যায় অত্যল্প সময় কোন রাশিতে তাঁহার স্থিতিকাল হইতে পারে না। বিশেষতঃ এক্ষণে বৃহস্পতি মেষরাশিতে ভরণী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। আগামী ২ রা চৈত্রে তিনি বৃষরাশিতে যাইবেন। কুম্ভরাশিতে যাইতে আর নয় বৎসর লাগিবে।

আমাদিগের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা বলেন, জেলা ঢাকার মহকুমা থানার অন্তর্গত ফরিদপুর নামক এক গ্রামে অল্প একটী কূপমধ্যে এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। অনুমিতেছি ৩।৪ দিবস হইল, ঐ স্ত্রীলোকটী ৬টী জন উপপতির সমভিব্যাহারে রাত্রিযোগে বাহির হইয়া যায়। পরে ঐ কুলটার আত্মীয় স্বজন অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে না পাইয়া নিরস্ত থাকে। যে গ্রামের কূপমধ্যে শবটী পাওয়া গিয়াছে, তাহা স্ত্রীলোকটীর পিত্রালয় হইতে এক ক্রোশ দূর; এই পিত্রালয়েই উনি অবস্থিতি করিতেন। এই সংবাদ পাইয়া দারগা ও কনষ্টেবল আসিয়া নিকটস্থ গ্রামগুলির সর্ব্বত্র করিয়া তুলিয়াছে। উপপতিদের এক জন কয়েক দিন পরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, অপর মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত আসেন নাই। পুলিস উপযুক্তরূপ তদন্ত করিলেই এই দুর্ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। নচেৎ সুরীতোপাক্রান্ত বলিয়া রিপোর্ট করিলেই হইবে।"

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর কয়েদিদিগের আহার বিষয়ে যে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে প্রীত হইলাম। তিনি তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক নীতিতে আহার প্রদানের নিয়ম করিয়াছেন। যে কয়েদী যেরূপ শ্রম করিতে পারে, তাহাকে তদনুরূপ আহার প্রদত্ত হইবে এবং প্রতি পক্ষে তাহাদিগকে ওজন করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের রাজার সম্বন্ধে ব্রহ্মরাজকে যে পত্র লেখেন "হিজ ম্যাজিষ্টি" শব্দ প্রয়োগ করাতে পাইওনিয়র তাহাতে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিবার উপযুক্ত পাত্র, নরহত্যাকারী অসভ্য থিবাকে গবর্ণমেণ্ট যে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়াছে তাহাতে "হিজ ম্যাজিষ্টি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে কে না অধীর হইয়া উঠে। পাওনিয়র ভিন্ন আর যে কেহ অধীর হইবেন, আমাদের ত এমন বোধ হয় না। এই সকল মহাপ্রভুর মনোগত ভাব দেখিয়াই কি গবর্ণর জেনেরল "ভদ্রলোক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন?

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীলেরা প্রেসিডেন্সি স্মলকজকোর্ট বিলের বিরোধান প্রার্থনা করিয়া পুনরায় গবর্ণর জেনেরলের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই আইন হওয়াতে উকীলেরা এক্ষণে হাজার টাকার অধিক দাবীর মকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পোর্ট ব্লেয়রে দুগ্ধকষ্ট হওয়াতে তত্রত্য সৈনিক পুরুষেরা দুগ্ধ খাইতে পাইতেছিল না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সুবিধার জন্য ২৬ টী গাভী তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে গো-খাদক দলের যেরূপ দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর কিছুদিন পরে দুগ্ধ আদৌ পাওয়াই দায় হইবে। হিন্দুরা এই কারণেই গোহত্যার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া কলিকাতায় আর একটী ছাত্রনিবাস স্থাপিত করিতেছেন। মফস্বলের যে সকল বালক কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা এই নিবাসে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই নিমিত্ত এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। চাঁদার দ্বারা ৫০ হাজার টাকা উঠিয়াছে, অবশিষ্ট ৭০ হাজার টাকা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে আনুকূল্য করিতে হইবে।

আলীপুরের কাছারীঘর সকল মেরামতের জন্য আবদ্ধ থাকায় এবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিপ্রাপ্ত গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা সমূহের ছাত্রগণের প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা কালীঘাট বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহে গ্রহণ করা হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৭৯। গত সোম ও মঙ্গল দুই দিনে পরীক্ষা কার্য্য শেষ হয়। প্রথম দিন প্রাতে ভাষা ও হস্তলিপি পাঠ, বৈকালে হস্তলিপি ও ব্যাখ্যা, পর দিবস প্রাতে পাটীগণিত, শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক, বৈকালে বাজার হিসাব, জমিদারী হিসাব ও পরিমিতি এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছে। আমরা প্রশ্নের কাগজগুলি দেখিয়া কিছু দুঃখিত হইলাম। কারণ, সহরের ও সহরতলীর ২।৩টী বালক ব্যতীত অপর কেহই এমন কি অনেক গুরুমহাশয় পর্য্যন্ত ঐ প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ফলতঃ এ বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে ইনস্পেক্টর মহাশয়ের স্কন্ধেই অধিক দোষ পড়ে। কারণ, তাঁহার উপরেই যখন গুরুনির্ব্বাচনের ভার রহিয়াছে, তখন তাঁহার এরূপ গুরু কখনই নির্ব্বাচন করা উচিত নয়, যাহারা প্রশ্নের কাগজ হাতে করিয়া ছাত্রের ক্ষতি, বাজার পাঠ্য ও পাঠের পাতা গণনা করে। সুতরাং এরূপ গুরুর ছাত্রের নিকট হইতে আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমরা ভরসা করি এবিষয়ের প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

চৌরঙ্গী কালীঘাট ট্রামওয়ে লাইনের কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ লাইনের জন্য আরও কয়েকখানি নূতন এঞ্জিন আনিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকখানিই স্বতন্ত্র প্রকারের ও নূতন নূতন ধরণের। এপোলো নামক এঞ্জিনখানি ইহার মধ্যে অতি সুন্দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১/০ হইতে ১০১৶০

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৬৪)		১০২॥০
৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৬৯)		১০০।০
৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩)	}	১০৬॥০
৭॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩)	}	

গত উৎসবটীর রাত্রে গোরাবাজারের যাত্রা অবলম্বনে অমুকাদের ও চোরাবাগানের পথের মধ্যে অসংখ্যাচিরের মধ্যে সঙ্গীতে লড়াই হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন হইল বেলঘরিয়াবাসী একটী বাঙ্গালী যুবক ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইয়া অনবধানতা বশতঃ দুটী গোলাপ ফুল তুলিয়াছিলেন, বাগানের মালীরা তাহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া তাহাদের কর্ত্তার নিকট লইয়া যায়, সে স্থলে জামিন দিয়া সেদিনকার মত রেহাই পান, পর দিন লালবাজার পুলিস কোর্টের বিচারে তাঁহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। "লঘু পাপে গুরু দণ্ড" দেখিয়া অতঃপর ইডেন উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বসাধারণসেবী সৌখিন যুবকগণ যেন সাবধান হন।

কয়েক দিন হইল চৌরঙ্গী কালীঘাট ট্রামওয়ে কোম্পানি তাঁহাদের এপোলো নামক ইঞ্জিন খানি লইয়া বড় বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী ইঞ্জিনের গতিবিধি ও বলাবল দেখাইবার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট বন্ধুবান্ধব ও সুবক্তাগণকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং চৌরঙ্গী হইতে যখন কালীঘাটের চতুষ্কোণে আসিয়া উপনীত হন, পরে সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুলিস থানা পর্য্যন্ত যাইয়া ইঞ্জিন খানি অচল হইয়া পড়িল, চালক নানারূপ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সচল করিতে পারিল না। অবশেষে কুলিরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে টেনিয়া লইয়া যায়। কি নাকাল! এত সাধু ঘোড়া, এক জোড়া ঘোড়া সব কি না ঘুচাইল শেষ?

আমাদের ব্যবস্থাপক সভার আইনকর্ত্তা ষ্টক্‌টনি ষ্টোক্স সাহেব অনেক অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লোকের নিকট সুখ্যাতিটা পাইয়া এক্ষণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আইনের ভাল মন্দ বিচার নাই, যাহা সম্মুখে পাইতেছেন তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কয়েকটী অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সম্প্রতি আবার বিষয় হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলেখাটি বিধিবদ্ধ করিয়া হিন্দুসমাজের মহৎ অনিষ্টসাধন করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেকের মতবিভিন্নতাও ঘটিয়াছিল, কিন্তু ষ্টোক্স সাহেব তাঁহাদিগের আপত্তি শুনিয়া কোন প্রকার মীমাংসা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এইরূপ কতকগুলি অবিমৃষ্যকারি কর্ম্মচারীর দোষে নিয়োগে উপবিষ্ট কর্ম্মচারীরাও লোকের অসন্তোষ ভাজন হইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে পুরাতন আমলের আমলারা একে একে যাইতেছেন, নূতন যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উগ্রপ্রকৃতি।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের একটী দেশহিতৈষী ধনী সম্প্রদায় বালগৃহের উৎকর্ষসাধন সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ্যে বালগৃহের উৎকর্ষসাধনের উপকারিতা-জ্ঞান বিস্তৃতির উদ্দেশে তাঁহারা এই সভাটী করিয়াছেন। যে আদর্শে বাটী ঘর প্রস্তুত করা উচিত তাঁহারা তদনুযায়ী একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাতে অনুমান সহস্র লোক সুখে থাকিতে পারে। সাধারণ প্রজার পাঠের নিমিত্ত ইহাঁরা ঐ বাটীতে একটী বৃহৎ পুস্তকালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকেরও এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা কেবল আমরা রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইতেছি বলিয়া দুঃখ আক্ষেপ করিলে কোন ফলোদয়েরই সম্ভাবনা নাই।

ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশনের একটী সভাধিবেশন হইবে। মাননীয় ডবলু ডবলু হণ্টার এই সমিতির সভাপতি হইবেন।

ডেকান হেরাল্ড বলেন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও ভদ্র লোকদিগের অকর্ম্মণ্য পুত্রদিগকে পুলিষবিভাগে কার্য্য দিবার সংকল্প করিয়াছেন। যাঁহাদিগের অন্য বিভাগে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ভাল হইল বটে, কিন্তু অপর লোকে যে মারা যায়। একেই বলে তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

পঞ্জাবের অঞ্জুমান সভার যে সকল সভ্য বিলাতে আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা সভার উদ্দেশ্য বিলাতবাসিদিগকে বিদিত করাইবার জন্য ডাক্তার লেটনার সাহেব এই সভার নিকট বিলাতে একটী আপীল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতার শিল্পপ্রদর্শনী সভার সভাপতির সহিত কার্য্য সম্পাদকের মতের ঐক্য না হওয়াতে কার্য্য সম্পাদক পদত্যাগ করিয়াছেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ বক্তা কুক সাহেব বোম্বাইয়ে বক্তৃতাকালে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

বৈদিক কার্য্য পরিদর্শনার্থ গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় নিরূপিত আছে, জেনারেল ওয়েষ্ট তাহা অল্প বোধে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের দোষ দেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত দশ সহস্র টাকা এই নিমিত্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে শীঘ্রই যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রণতরী সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলিকে রেঙ্গুনে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

সিবিল মিলিটারি গেজেট বলেন বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায় আর জোর দুই বৎসর মাত্র পদস্থ থাকিবেন, বিশেষতঃ প্রাদেশিক শাসন ও কমাণ্ডারইন চীফের পদ উঠাইয়া দেওয়া একরূপ স্থিরই হইয়াছে।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, সে দিন ২১ বৎসরবয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ বালক সহরের পুলিশ ইনস্পেক্টরের এক জোড়া শাল চুরী করিয়া ধৃত হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই ব্যক্তি দুই তিন দিবস জেল খাটিয়া শেষে একটী হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং বলে তিন বৎসর পূর্ব্বে সে একবার মুর্শিদাবাদে এক ব্যক্তির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে এবং প্রকৃত নাম গোপন করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। অনুসন্ধানে জানা হইয়াছে, তাহার কথা সত্য। অপরাধী নিজ মুখে স্ব দোষ স্বীকার করাতে সেই হত্যাপরাধের বিচারের জন্য তাহাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু বিচারে তাহার কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আমসমুদ্রের কর্ম্ম করিত। কিন্তু সে এক্ষণে তাহার দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া কারাদণ্ড অপেক্ষা প্রাণদণ্ড শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া এই কথা বলিয়াছিল, সে বলে যে বাঁচিয়া থাকিলে পাছে আর কোন পাপ কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু প্রাণদণ্ড হইলে আর এ শঙ্কা থাকে না।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর রিপোর্ট পাঠ করিয়া লোকের স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নতি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

চিও নামক স্থানে যেরূপ উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইতেছে, তদ্দর্শনে ইটালীয় সকল লোকেই অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, অনেকে অতি সত্বরই সমগ্র ইটালির বিনাশ আশঙ্কা করিতেছে। ভূমিকম্পে ভূমিকম্পে নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এবার বোম্বাইয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫টী যুবতী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দেশীয় সংবাদ পত্রের একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার সংখ্যা ১১১ ও গ্রাহক সংখ্যা ৩৮০০০ ইহার মধ্যে ৩৫ খানি মিত্র যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার গ্রাহক সংখ্যা ২০০০০। অবশিষ্টগুলি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ ও রাজপুতানা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মধ্যে এক খানির কেবল ৪ হাজার গ্রাহক আছে, ঐরূপ লাহোরের এক খানি পাক্ষিক পত্রের ১৭৮০। বাঙ্গালা ভাষার দৈনিক সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৬, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খানির গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ মাত্র।

আগামী ১ লা ও ২ রা ফেব্রুয়ারি কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, কটক ও গৌহাটিতে ওকালতী পরীক্ষা হইবে।

আমরা ১২৮৯ সালের এক খানি স্বর্ণ প্রেস পঞ্জিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতি বৎসর ইহা যেরূপ পরিষ্কার ও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে, এবারও সেইরূপ হইয়াছে। ফল কথা এরূপ অল্প মূল্যে এমন সুন্দর পঞ্জিকা ভারতের কুত্রাপি মুদ্রিত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার বাটী নির্ম্মাণার্থ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৮০-৮১ অব্দে ১৩৮৮৫ জন উপনিবেশ গমনের জন্য কলিকাতার কুলি ডিপোতে আসিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১১১৫৫ ইংরাজ ও বৈদেশিক উপনিবেশে গমন করিয়াছে।

বর্দ্ধমানে জলের কল প্রস্তুত করাইবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রথমে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সওদাগর মর্গান টেভিলেন দেউলিয়া হওয়াতে অনেক মহাজনের অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" লর্ড রিপন অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিলেন। তিনি দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর হইতে আইনটী রহিত করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, এই কার্য্যে আমরা যেমন হর্ষ প্রকাশ করিয়াছি, তেমনি অনেক অনভিজ্ঞ প্রভুর প্রাণে নিদারুণ মর্ম্মে ব্যথা পাইয়াছেন। যাহা হউক সে কথার প্রয়োজন নাই। আমরা এই কার্য্যের জন্য লর্ড রিপনকে কেবল অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সুখের বিষয় এই, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে গত শনিবার টাউনহলে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় গবর্ণর জেনেরলের এই উদার কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়া এক অভিনন্দন প্রদানের জন্য এই সভা হইয়াছিল, দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেকেই এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশীয় রেসিডেণ্ট দেশের জন্য কারাগারের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়া এ বিষয়ে কয়েক জন বিচক্ষণ লোকের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অধ্যাপক [illegible] পুনা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় ইনি যে একজন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, যে সংস্কৃত ভাষার জন্মস্থান এই আর্য্যভূমি ভারত হইতে এরূপ যোগ্য লোক পাওয়া গেল না, যে পুনা কালেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন! আর্য্যসন্তানদিগের পবিত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কালে ম্লেচ্ছ ইউরোপীয়দিগেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

পোর্ট ব্লেয়ার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ৩১ এ ডিসেম্বর তথায় ৩ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। পোর্ট ব্লেয়ার দ্বীপান্তরিত পাপীদিগের বাসস্থান। পৃথিবী বোধ হয় তাহাদিগের ভার বহনে অক্ষম হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অযোধ্যার রাজা রামপাল সিংহ কানপুরের সব জজ মৌলবী ফারাজ উদ্দীনের বাটিতে একটী সভা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার জাতীয় কুসংস্কার দূরগত হইয়াছে, তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় স্থায়ী হইয়া থাকিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে গমন করিবেন এবং স্বদেশীয়ের উপকার সাধনে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিবেন।

ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড বলেন অযোধ্যার জুডিসিয়াল কমিশনরের পদ ও এলাহাবাদ হাইকোর্টে অযোধ্যার মকদ্দমার শেষ আপীল করিবার প্রথা শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে উচ্চ বেতনে গার্ড ও ড্রাইভার নিযুক্ত করিবেন না এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই রেলওয়ে এক্ষণে গার্ড ও ড্রাইভার কার্য্যে ফিরিঙ্গিরা যেরূপ অধিক বেতন পান দেশীয়দিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহার তিন ভাগ ব্যয় সংকোচ হইতে পারে। এ দেশীয় লোকে রেলওয়ের প্রায় সমুদায় কার্য্যেই বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছে, ইহাদিগের দ্বারা কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে তথাপি গবর্ণমেণ্ট কেন যে অনাবশ্যক কার্য্যে অধিক ব্যয় করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে সমূহে যে সকল দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও মাসিক তিন শত টাকার অধিক বেতন দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই সকল কার্য্যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারির অনুমান চারিগুণ অধিক বেতন হইয়া থাকে। ইহারই বা আবশ্যক কি? এ দেশীয় লোককে এই দেশের আবশ্যক কার্য্যে শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা কাজ লওয়া যত অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে কোন শিক্ষিত ইউরোপীয়কে এ দেশে আনিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ লওয়া কখনই তত অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে না।

অনেকে মনে করেন ইংরাজদিগের সৈনিকবল অতি অল্প। ইঁহারা কেবল চতুরতা দ্বারা জগতকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং মিথ্যা বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া জগতের প্রবল জাতিকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে তাঁহারা ভ্রান্ত। ১৮৮০ অব্দে ইংরাজদিগের সমরোপযোগী সৈনিক ১৮৮৯৮৬ সেনা বিভাগের জন্য রক্ষিত ৩১১৯৬ মিলিসিয়া ১৩০০৩১ ইয়োমানেরী ১১৪০৮ ভলন্টিয়র ২০৬৫০৭ ছিল, এতদ্ভিন্ন পুলিসদল চতুর্দ্দিকেই বিদ্যমান। এই সকল সৈনিকপুরুষ যেরূপ বলশালী তাহাতে পৃথিবীর কোন জাতীয় সৈনিকপুরুষ ইহাদিগের সমকক্ষ নহে। আমরা রুশের বিক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া সময়ে সময়ে যে শঙ্কিত হই, তাহা আমাদিগের অলীক আশঙ্কা, রুশের সৈনিকপুরুষ সকল যেরূপ শিক্ষিত ইংরাজদিগের সহিত তাহার তুলনা করিলে একজন ইংরাজ সৈন্যে ও ৩ জন রুশ সৈন্যে সমকক্ষ।

গত বৎসর বাঙ্গালার সরকারী কার্য্যের জন্য ৪২৪৮২৯ টাকার কাগজ কলম প্রভৃতি খরচ হইয়াছে। লোকসংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে কেবল ছাপাখানেতেই এত অধিক খরচ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব প্রকার ব্যয় দান করিয়াও গত বর্ষে ২৭৫৮৬৪ টাকা লাভ পাইয়াছেন।

উকীল ও মোক্তারি পরীক্ষার নূতন নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। বি, এল পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে যেমন প্রথম শ্রেণীর ও প্রবেশিকা অথবা এল, এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল হইতে পারিতেন, এখন আর সেরূপ হইবে না। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যাঁহারা এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট কাল কোন সরকারী ল কালেজে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারাই ওকালতী পরীক্ষা দিতে পারিবেন, আর যাঁহারা এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন তাঁহারা মোক্তারি পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ৩ টী স্ত্রীলোক ইংরাজী ও মান্দ্রাজি ভাষায় পরীক্ষায় ২১ জন ইংরাজী ও ১ জন হিন্দি এবং ৫ জন সূচীকর্ম্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহা [illegible] না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ত্রিহুত বিভাগের প্যারসাল আসিষ্টাণ্ট কমিসনর [illegible] নিয়াগে বদলি হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ. টিমসন্ ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible] অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] তিন মাস বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বক্সী ও বাবু দুর্গানন্দ দাস ট্রেজরির ভার তত্ত্বাবধান করিলেন।

[illegible] জেলায় নিয়োগ [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] জেলার ২০ পরগণার অন্তর্গত [illegible] হইতে [illegible] নিমিত্ত ভূমি অধিকার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] নিমকপুর [illegible] বদলি হইলেন।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটরী এইচ. এম. [illegible] হইতে [illegible] মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

[illegible] গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদনানুসারে [illegible] সি. [illegible] জি. এম. [illegible] বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] মনোনীত করিয়াছেন।

[illegible] বাবু [illegible] সভার সভ্য [illegible] প্রাপ্ত [illegible]।

বিচার ও শান্তিরক্ষা বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং [illegible] আইনের [illegible] ধারানুসারে [illegible] বিচার করিতে পারিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ঐ জেলার [illegible] মোকদ্দমা [illegible] অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ [illegible] ১১ দিন এবং [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] ১ মা [illegible] এক মাস [illegible] দিন বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

গোবরডাঙ্গা।

কয়েক দিবস হইল সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার রেলওয়ে পতিত ভূমির যেরূপ মূল্য দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কাহারও মুখ হইতে কোন অসন্তোষ বাক্য শুনা যায় নাই।

এবার এখানকার স্কুল হইতে তিনটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী দ্বিতীয় ও আর একটী তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে স্কুলটী যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্কুলে এক শতেরও বেশী ছাত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ৩০টী মাত্র ছাত্র অবশিষ্ট আছে। কর্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিলে স্কুলটী উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এখানে ডাক্তারের অভাব নাই, এই সামান্য পল্লীগ্রামে ২০।২৫ জন ডাক্তার অধিবাস, সকলি নেটীব কেবল একজন মাত্র আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কিন্তু পীড়া সেরূপ দেখা যায় না, তবে এক স্থানে এত লোকের সমাগম কেন বুঝিতে পারিতেছি না। এখানকার জমীদার মহাশয়েরা কয়েক জন নেটীব ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাদি করান।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর অবস্থা অতীব মন্দ। রাস্তা অতি জঘন্য। তবে চিনির কারখানার কল্যাণে রাস্তার অনেক সংশোধন হইতেছে।

শান্তিপুর।

এ বৎসর এখানে অনেকগুলি সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাত্ত্বিক পূজার সংখ্যা অত্যল্প। রং মহলে ও গুপ্ত বৃন্দাবনে এবার যে কয়েকখানি তামসিক সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পুকুর পাড়ের পূজাই সকলের চেষ্টা। এই পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নৈশ নৃত্য গীত ও মদের আমদানী হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবার ঐ পূজায় পদ্মলোচন, বেহারাচরণ ও তাহার সহচরবর্গের সমাগমে প্রায় পণ্ড হইয়া গিয়াছে। কালনেমি মামা ঐ প্রান্তের প্রধান অভিনেতা। মামা ছটাকখানি মদ টানিয়া যেমন মাতলামী করিয়াছিলেন, তেমনি উপযুক্ত ভাগিনের লাঠি মারিয়া তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মামা স্থানীয় পুলিসে ভাগিনেয়-বাবুর নামে এজাহার দিয়াছেন, তদনুসারে পুলিস তাঁহার মাথার জখম প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে সরকারী ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু মামার মাথার জখম পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহার মনের মত হয় নাই। পদ্মলোচন গুরুকে বেহারাচরণ মামার মকদ্দমার সমুচিত তদ্বির করিতেছেন, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা বলা যায় না। এই মকদ্দমার বিচারের ফলাফল পরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

মিউনিসিপালিটীর গাড়িবয়া রোগটী দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে এবার এখানে নৈমত্তিক পণ্যাদির আশানুরূপ আমদানী হয় নাই। মেহেরপুর অঞ্চল হইতে সম্প্রতি যে কয়েকখানি নৈমত্তিক পণ্য বোঝাই গরুগাড়ির আমদানী হইয়াছিল, মিউনিসিপাল অনুচরেরা তৎসমস্ত ধরিয়া প্রত্যেক গাড়ির লাইসেন্স এক টাকা ও বাকে খরচ বাবুদ এক আনা আদায় করিয়া লইয়াছে, এতন্নিবন্ধন গাড়োয়ান মহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আমদানী অভাবে বাজারে নৈমত্তিক পণ্যাদি অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতেও মিউনিসিপালিটীর গাড়িবয়া রোগটী উপশম হইতেছে না।

কালনা।

কয়েক বৎসর হইতে এখানকার রাজার যুবকগণ সরস্বতী পূজার দিবস মহা সমারোহে শ্রীশ্রী ৮ সরস্বতী পূজা করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসরও মহা সমারোহে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়াছেন। পূজা রীতিমত করা হয় বটে, কিন্তু যেরূপ চাঁদা আদায় হয় সে হিসাবে দরিদ্রদিগকে ভোজন করান হয় না। তামসিক আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে অল্প উপভোগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রতিবৎসর সেই অর্থে আরও কিছু কিছু অধিক পরিমাণে দরিদ্রগণকে আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। সেই আনন্দই যথার্থ আনন্দ।

পীরপৈঁতির এক ব্যক্তি এক মাড়োয়ারির কিছু অর্থ ধারিত। মাড়োয়ারি তাহার নিকট অনেক দিন পর্য্যন্ত তাগাদা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্থ আদায় করিতে না পারিয়া একরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল। দৈবাৎ এক দিন সেই অধমর্ণ, অপর এক ব্যক্তির ১০ টাকার এক খানি নোট সেই মাড়োয়ারির নিকট ভাঙ্গাইতে আইসে। শুনিলাম মাড়োয়ারি সুযোগ পাইয়া নোটখানি হস্তগত করিয়া আর টাকা দেয় নাই ইহাতে অধমর্ণ তাহার প্রতি "বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে নোট কাড়িয়া লইয়াছে" এই বলিয়া প্রায় দুই মাস হইল, এখানকার আদালতে তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বিচার অদ্যাপিও শেষ হয় নাই; কিন্তু শুনিলাম, ইহার মধ্যে আসামীর প্রায় ইহাতে ৩০০ শত টাকা ও ফরিয়াদির প্রায় ৮০।৯০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখনও কত ব্যয় হইবে তাহা ভগবানেই জানেন। দশ টাকার জন্য প্রায় ৭০০ টাকা অর্থ ব্যয় আবার তাহার প্রায় শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করা অপেক্ষা মূর্খতার বিষয় আর কি আছে? এই দুস্তিকিৎস্য রোগে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল, তথাপি চৈতন্য নাই!

শীতকালের বাজারে আবার ইতিমধ্যে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ২০। ২৫ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এত শীঘ্র শীঘ্র ইহাতে কেন অগ্নি লাগে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। লোকের অসাবধানতাই বোধ হয় ইহার কারণ। নতুবা দুষ্টলোকেরা যে গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া থাকে, এ কথা তত বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ এ বৎসর দ্রব্য সামগ্রী ত মহার্ঘ্য নহে; যখন দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তখন অকারণ কদাচিৎ লোকের কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কারাগোলার বিখ্যাত মাঘী পুর্ণিমার মেলাও আসিয়া পড়িল। ইহার মধ্যেই বহু স্থান হইতে বহু লোকের সমাবেশ হইয়েছে। একণে দেখা যাউক কিরূপ হয়।

রাজসাহী—৮ ই মাঘ ১২৮৮।

সম্প্রতি এখানে টেলিগ্রাফ আপিস সংস্থাপিত হইয়াছে এবং কয়েকদিন হইল তারে সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে, এতদ্দ্বারা রাজসাহী জেলার একটি অভাব নিবৃত্তি হইল। পদ্মানদীর ধারে যে বাঁধ আছে সেই বাঁধের উপর দিয়া তারের বাঁশ খাড়া হইয়াছে, শীঘ্রই কাজের পাম প্রস্তুত হইবার কথা আছে।

এখানে সপ্তাহে দুইবার যে ষ্টিমার যাতায়াত করিতেছে এ সংবাদ পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে, সম্প্রতি নাটোর ও গোয়ালন্দের গমনাগমনের আরও একটী উপায় হইয়াছে। এখানে একটী গরুরগাড়ির ডাক হইল। গাড়ির আবরণাদি উৎকৃষ্ট হইবে। আরোহীর ইহাতে সাধারণ ডাক হইতে অনেক সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। এক এক গাড়িতে তিন জন করিয়া যাইবার নিয়ম হইয়াছে, প্রতি জনে ভাড়ার নিয়ম ৭৫ আনা। প্রত্যেক আরোহী আবশ্যক মত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইতে পারিবেন। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের ট্রেনের সঙ্গে ডাকগাড়ির ট্রেনের যোগ থাকিবে। পথে আহারাদি করিবার উপযুক্ত সময় দেওয়া হইবে।

কয়েক দিন হইল অত্রত্য ধর্ম্মসভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে সভাপতি পরিবর্ত্তন ও কয়েকটী পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ হইয়াছে। কোন্ কোন্ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করা উচিত এই বিষয়ে বিবেচনা করিবার ভার সব কমিটির প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এই সভার পুরাতন নিয়ম মধ্যে কয়েকটী নিয়ম বর্ত্তমান কালের নিতান্তই অনুপযোগী। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি এই সভার বিষম বিদ্বেষ। ইহার নিয়মাবলী শ্রবণ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূলতার নিমিত্তই এ সভার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখিবেন তাঁহারাও এই সভার পরিত্যাজ্য ও শাসনার্হ হইবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত অসদাচারপরায়ণ, যাঁহারা বেশ্যাসক্ত, যাঁহারা নিরত মদ্যপানে রত সভা তাঁহাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবেন। ইহা কি উদার আর্য্যধর্ম্মের মতানুমত? সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই ভাল মন্দ লোক আছে। এমত স্থলে নির্বিশেষে ব্রাহ্মমাত্রেকেই ঘৃণা ও দ্বেষ করা কি উচিত?

ধর্ম্মসভার উপাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমাদিগের বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে উনি বিজ্ঞ প্রশস্ত ও সচ্চরিত্র। উনি শাস্ত্রজ্ঞ, এবং শাস্ত্রবিধি পালনে ইহাঁর বিশেষ যত্ন আছে।

সম্প্রতি এখানের সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে। কিন্তু উদ্বিগের নিমিত্ত পদ্মানদীর যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় চৈত্র বৈশাখ মাসে বিলক্ষণ জলকষ্ট হইবে। তাহা হইলেই পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পদ্মাই এখানের বিশুদ্ধ জলপানের একমাত্র উপায়। এখানকার কূপের জল ভাল নহে এবং একটীও ভাল পুষ্করিণী নাই। সহরের মধ্যে অনেকগুলি পচাপুকুর ও কদর্য্য জলপূর্ণ ডোবা আছে এগুলি এ স্থানের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নিতান্ত প্রতিকূল।

একণে দামুকদিয়া হইতে যে ষ্টিমারখানি এখানে যাতায়াত করিতেছে, এখানি নিতান্ত ছোট, শুনিতেছি অতি শীঘ্র ইহার পরিবর্ত্তে একখানি বড় ষ্টিমার হইবে এবং একদিনেই আরোহীগণ যাহাতে এখানে পৌঁছিতে পারে তাহার উপায় করা হইবে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়েরকার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু গৌরমোহন দত্ত ও ১৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীশ্যামচরণ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইলেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা এবং কলিকাতার ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরস্বামী টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সরল আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, পদ্ম পুরাণ ১৮ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৭৷০০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা

আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যত্ন।

—:•:—

পরীক্ষিত।

কেশ রঞ্জিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলউঠা টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধচূর্ণ)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

অমৃত রসায়ন।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে অধিক বয়ঃ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে চারি বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১৷০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া জটিল আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, অণ্ড-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সত্বরতার সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আলেক্জাণ্ডার এণ্ড কোং খরিদ করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো বুধৈরেব ন জ্ঞেয়ো বুধিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশু-ধীরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

স্বর্ণ রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কালিকিলার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬০, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৶০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়—জলপাইগুড়ি ১০
" " ভোলানাথ সিংহ—মধুবন ৭
" " রামচন্দ্র মৌলিক—বারাণসী ৭
" " বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর ১০
" " ক্ষেত্রনাথ সরকার—কলহরবাসী ৭
" " বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বাড়ুড়িয়া ৭
" সৈয়দ আলী মিঞা জমীদার—বগুড়া ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " | ১২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২৫ এ মাঘ। ইং ১৮৮২। ৬ ই ফেব্রুয়ারি। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

মূল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ দুই খণ্ড আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, দুই খণ্ডের মূল্য ২।০ টাকা আমি নিলামে ক্রয় করা বশে ।৵০ আনা মাশুল সহ ৷৵০ আনা মূল্যে দুই খণ্ড বিক্রী করিতেছি। যিনি ১০ টাকার লইবেন তাঁহার মাশুল দিতে হইবে না। আর যিনি একযোগে একশত টাকার লইবেন তাঁহাকে ২০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

আর নীতি ব্যবহার নামক একখণ্ড পুস্তক তাহাও নিলামে ক্রয় বা বশে মাশুল সহ ⁄১০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। এই সকল পুস্তক যিনি লইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

ময়মনসিংহ } শ্রীতারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
আরকমিহির যন্ত্র }

বাটী বিক্রয়।

" বালিগঞ্জের রৈবণের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের উত্তম বাসোপযোগী) সার খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সর্ব্বসমেত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন বস্তের গলী ভবানীপুর চক্রবেড়। "

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

মহাভারতের শেষ কতিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩৲ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৶০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র }
সিমুলিয়া ১৫ নং } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। }

জ্বর-চিকিৎসা।

আসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও ভয়িবসন জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও অতিবারণোপায় সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের ও নেটিব ডাক্তারদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। চাকদিগোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে পাওয়া যাইবে।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, অগ্নিদাহ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপূয়ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব পাকা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়: যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।৷,

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ

শিরঃপীড়া, বাত, পক্ষাঘাত, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদুষ্টি জন্য এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ রুগ্ন ও অবসন্ন হউক না কেন ইহা সেবনে শক্তি সঞ্চার হয়, পরিপাক, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্ব প্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এ ঔষধ কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও অন্যান্য আরক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির সঙ্গে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মুদ্রাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী কবিরাজ যে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

লক্ষ্ণৌর কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলা।

বিগত ১২ এ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ মেলা আরম্ভ হইয়া ৩০ এ জানুয়ারি শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা মেলার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম, লক্ষ্ণৌর পণ্ডিত মণ্ডলী এই অবসরে যেমন আপনাদের অসাধারণ শিল্পচাতুরীর বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া মেলার গৌরব সমধিক বৃদ্ধি করিবেন; সেইরূপ তথাকার নানা জিনিস ও কুম্ভকারেরা মৃৎপ্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া মেলার মুখ উজ্জ্বল করিবে। ঐ যে বলে "যাবে তুমি বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে" আমাদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। যে ভারতের প্রাচীন শিল্প চাতুরী দেখিয়া ভিন্ন দেশীয় শিল্পিগণ অবাক হইয়াছে, উপস্থিত সময়ে কি আর সে ভারত আছে যে লক্ষ্ণৌর শিল্প চাতুরী দেখিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব? কালের কেমন চমৎকার গতি যে ভারতের প্রাচীন শিল্পের কথা উপকথা হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের শিল্পিগণ যে কোন সময়ে অসাধারণ শিল্প চাতুরী প্রদর্শন করিয়া জগৎকে বিমোহিত করিয়াছিল, বলিতে ও শুনিতে ইহার বহুল প্রমাণ বর্তমান, স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে, তথাপি উপস্থিত সময়ের শিল্প চাতুরী দর্শন করিয়া অনেকে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা কুণ্ঠিত হউন; কিন্তু আমরা যে কখন কুণ্ঠিত হইব, এরূপ বোধ হয় না। যে কোন কারণেই হউক, আমরা যে চিরকালই ভারতের শিল্প চাতুরীর প্রশংসা করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন প্রাচীন মুর্শিদাবাদ, ঢাকার মসলীন, কাশ্মীর কিন্খাপ, লক্ষ্ণৌ চিকন, মুঙ্গের ও বৃন্দাবনের মন্দির, আমাদের স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অনুভূত হয়। এখন "না সে রাম, না সে অযোধ্যা"। এখন কালের অপূর্ব্ব পরিবর্তনে ধনবান হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই সভ্য। আবার সেই সভ্যতা কেবল খানায় আর বসনে। বেশী খানায় আর বেশী বসনে যে সভ্যতা প্রকাশ পায় না। সেজন্য যেমন আর কেহ শাক সেবন করে না, সেই রূপ দেশী বসন কেহ আর গ্রহণ করে না। দেশী দ্রব্যের সমাদর না থাকিলে যে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, সকলে না হউক আমাদের চক্ষুচিত্তে কৃতবিদ্যগণের মধ্যে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। সেজন্য কৃষি, বা শিল্প প্রদর্শনী মেলায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যে জাতি আজ আপনাদিগকে মহৎ উন্নতিশীল জাতির উন্নতির চরম সীমায় উপনীত মনে করিতেছে, আমরা আজ কাল যাহাদের তুলনা করিবার জন্য উন্নতি, উন্নতি করিয়া পরমায়ুর অর্দ্ধ ভাগ অতিবাহিত করিয়া ফেলিয়াছি, বাস্তবিক যাহারা আমাদের মত পরিচ্ছদ অনুকরণে না যাইয়া উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের এই আন্তরিক উন্নতি যে কোন্ পথের অংশ হইতেছে; যদ্যপি একবার চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে জগতে যেমন আপন প্রতিকৃতির অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সেই চিন্তা মুকুরে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি প্রিয়তাই যে উন্নতির ভিত্তি তাহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। আজ আমরা যে জাতির বিনির্ম্মিত দ্রব্যে আপন দেহ আপন গেহ সুসজ্জিত করিতেছি, সকলে না হউক, অন্ততঃ যাঁহারা কার্য্যসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া ভারতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যদি আমাদের দেশজাত দ্রব্যে আপন দেহ, আপন গেহ সুসজ্জিত করিতেন, তাহা হইলেও আমাদের দেশের শিল্পিগণের এই শোচনীয় দশা সংঘটিত হইত না। আজ যেন তাঁহারা স্বজাতিপ্রিয়তার অনুরোধে দেশজাত বসনে দেহ সুসজ্জিত করিতেছেন, কিন্তু কোন সময়ে যে ভারতজাত সূক্ষ্ম বসন অত্যাচার রোমের ও তুরস্কের অন্তঃপুর বিলাসিনীগণের সুকোমলাঙ্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে আর তাহা নাই। এক্ষণে নাই বলিয়া যে কখনই ছিল না, তাহা কখন হইতে পারে না। যে কারণে উপস্থিত সময়ে তাহার অভাব হইয়াছে, সেই কারণের অভাব হইলেই যে সে অভাব দূর হইবে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

শুনিতে পাওয়া যায় কোন সময়ে ঢাকার তন্তুবায়েরা এমত সূক্ষ্ম বসন বয়ন করিতে পারিত, যে সেই বসন রাত্রিকালে কোন অনাবৃত স্থানে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে পর দিবস প্রাতঃকালে কোন স্থানে যে সেই বস্ত্র আছে, তাহা না কি নির্ণয় করা কঠিন হইত। অর্থাৎ সেই বসন যখন শিশির-নীহারে আর্দ্র হইত, তখন কোন স্থানে তাহা রাখা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যাইত না। সত্য বটে আজ কাল ম্যাঞ্চেষ্টার কলের প্রসাদে নানা প্রকারে আপনাদের শিল্পের পরিচয় প্রদান করিয়া ভারতের শিল্পের গৌরব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পরন্তু কখন যে ঢাকার মসলীনের, লক্ষ্ণৌর চিকনের, কাশ্মীর কিন্খাপের তুল্য বসন বয়ন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা অনুমিত হয় না। এত অতি দুঃখের কথা, উপস্থিত সময়ে শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা বস্ত্রে যে কারিকরি দেখাইতেছে, তত্রাচ যে তাঁহারা কখন বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহাও অনুভূত হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজ কাল ভারতবাসীরা ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন, যে আর তাহাদের দেশের দেশীয় শিল্প উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এই মেলার যে সকল দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনার্থ রাখা হইয়াছিল, আমাদের দেশীয় শিল্পিগণের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার একটীও কাহার মন মোহিত করিতে পারে নাই। তবে সম্পাদকগণ যদি সেই সকল দ্রব্যের ললাটদেশে ইংরাজী অক্ষরে ছাই ভস্ম যাহা হয় একটা কিছু লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই দর্শকের মন মোহিত করিতে পারিত। কারণ এক্ষণে কোন দ্রব্যের উপরে ইংরাজী অক্ষর দেখিলে লোককে সেই দ্রব্যের যেরূপ সমাদর করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অন্য কোন দ্রব্যের দেখিতে পাওয়া যায় না। কবে যে এই কুসংস্কার দূর হইবে তাহা বলিতে পারি না।

মৃৎপ্রতিমূর্ত্তি,—আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের বোধ হয়, কৃষ্ণনগর, পাণ্ডুয়া, বর্দ্ধমান, চুনার, আজমগড়, লক্ষ্ণৌ এবং সাহারণপুর এই কয়েকটী স্থানের কুম্ভকারেরা যেরূপ মৃৎপ্রতিকায় প্রস্তুত করিতে পারে, সেরূপ অন্য কোন স্থানের কুম্ভকারেরা পারে না। বরং কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদিগের সহিত অন্য কোন স্থানের কুম্ভকারের তুলনা হইতে পারে না, কারণ তত্রত্য কুম্ভকারেরা মৃত্তিকায় প্রস্তুত না করিতে পারে এমন কোন দ্রব্যই নাই; কিন্তু বর্দ্ধমান, চুনার এবং লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকারেরা যে অনেকাংশেই কৃষ্ণনগরের কুম্ভকা-

দিগের তুল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহ না থাকিলে হইবে কি? সমাদর কোথায়? যখন ভারতবাসীরা শিল্পের সমাদর করিতে জানিত, তখনই তাহারা পরস্পরকে শিল্পচাতুরীতে পরাজয় করিয়া অধিক পুরস্কার পাইবার আশায় অত্যন্ত যত্নসহকারে উত্তম উত্তম মৃৎপ্রতিকৃতি সকল প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করিত। এক্ষণে আর সে সমাদর নাই। এক্ষণে ভারতবাসীর সেই শিল্পপ্রিয়তা ভিন্ন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যে গমন করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বজন-মনোহর মৃৎপ্রতিকৃতি সকল প্রস্তুত হয় না। তথাপি এই মেলায় লক্ষ্ণৌ, আজমগড় এবং সাহারণপুরের কুম্ভকারদিগের নির্ম্মিত যে সকল মৃৎপ্রতিকৃতি আনা হইয়াছিল, তাহা যে কোন অংশেই পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত হয় নাই তাহা আমরা বলিতে চাহি না। বরং যাহা কিছু প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যে অনেকগুলিই দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে কাহাদের মন মোহিত হইবে? লক্ষ্ণৌর কুম্ভকারেরা যাহাদের মন মোহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য শিল্পচাতুরী দেখাইতে প্রস্তুত, তাহাদের মন যে এক্ষণে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে ভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল বিদেশীয় শিল্প-প্রিয় দর্শকগণের মন যদি তাহাদের নিকটে থাকিত, তাহা হইলে ভারতের শিল্পের এ দুর্দ্দশা কখনই ঘটিত না। ফল কথা আজ কাল ভারতবাসীর মন যেরূপ বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী হইয়াছে, তাহাতে অচিরে যে ভারতের শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা বোধ হয় না। আর যদি মেলার প্রদর্শনী সম্পাদকেরা লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বাইওয়ালী দিগকে আহ্বান করিয়া সেই সকল সুখামোদপ্রিয় দর্শকগণকে নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করাইতেন, তাহা হইলে এক্ষণে যাহারা বৃথা কষ্ট ও পয়সা ব্যয় হইল বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেই পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক, এবং মেলা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া চলিয়া যাইত।

ব্যায়াম।—পূর্ব্বে এ প্রদেশে স্থানে স্থানে মল্লদিগের আখ্ড়া ছিল। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা বিদ্যার্থী শিষ্যদিগকে আপন গৃহে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন, সেইরূপ এই সকল আখ্ড়াধারী মল্লগণ যাহারা তাহাদিগের নিকট মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিতে আগমন করিত, তাহাদিগকে তাহারা আপন গৃহে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া কসরৎ সকল শিখাইয়া দিত। এক্ষণে আর তাহার কিছুই নাই। কারণ পূর্ব্বে সেই সকল মল্ল যাহাতে নিশ্চিন্তে সুখে কালযাপন করিতে পারে, তাহার জন্য রাজারা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সে জন্য তাহারাও নিশ্চিন্ত থাকিয়া আগত শিষ্যদিগকে আপন গৃহে রাখিয়া শিক্ষা দিত। আর রাজাদেরও সে দৃষ্টি নাই, তাহাদের সে প্রথা নাই। সুতরাং আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট কসরৎওয়ালা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এ প্রদেশে সকল লোকেরই কসরৎ করা দৈনিক কার্য্য ছিল। এক্ষণে কেবল "কসরৎ" শব্দটী রহিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কসরৎ দ্বারায় যে শরীরের কি উপকার সাধিত হয় তাহা আর কেহ বুঝে না। কসরৎ করিতে হইলে মৃত্তিকা লেপন করিতে হয় বলিয়া এক্ষণে তাহা অসভ্যজন-কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জানিতাম এই অসভ্য চিন্তা বাঙ্গালীকেই অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি এই অসভ্য চিন্তা বাঙ্গালীগণসংযোগে এ প্রদেশেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য মেলার স্থানে এমন কৌশল কেহই দেখাইতে পারে নাই, যাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যে জাতির মধ্যে পূর্ব্বে মল্লযুদ্ধ সাধারণ দৃশ্য ছিল, আজ কি না সেই জাতি মল্লযুদ্ধে লোকের মন মোহিত করিতে পারিল না। ইহার অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে?

চতুষ্পদ। হয়, হস্তি, মেষ, মহিষ, গো, ছাগ, কুক্কুর প্রভৃতি বহুবিধ জন্তু প্রদর্শনার্থ আনীত হইয়াছিল; কিন্তু, তন্মধ্যে এমন কোন চতুষ্পদ জন্তু ছিল না, যাহা দেখিবার জন্য দর্শকের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্য,—শাক, বেগুন, মূলা, কচু, কপি, আলু, কলাইশুটী প্রভৃতি তরকারী, এবং যব, গম, ছোলা, সরিষা, বজরা, জনরা, জুয়া, কাঙ্গুন, শ্যামা, কোদো, মেড়ুই, তিসী, মোথিয়া প্রভৃতি শস্য যাহা কিছু ছিল, তাহা দেখিলে কেহ যে গৌরব করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। কারণ তাহার মধ্যে এরূপ কিছুই ছিল না, যাহা বাজারে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা কিছু রাখা হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায়। সে জন্য তাহার বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু লিখিতে পারিলাম না।

এই প্রকার ৩১ এ ডিসেম্বর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী মেলা শেষ হইলে, নূতন বর্ষের অনুরোধে ১ লা জানুয়ারি মেলার স্থান বন্ধ থাকে। ২ রা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোট লাট সাহেব একটী সাধারণ দরবার এবং সভাস্থে মেলার প্রদর্শক পুরস্কার প্রদান করেন। অধিকাংশ পুরস্কার বিতরণ না কি পক্ষপাতদোষে বিবর্জ্জিত হয় নাই। পুরস্কার বিতরণ কার্য্য শেষ হইলে ছোট লাট সাহেব ইংরাজি ভাষায় জমিদারদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার অর্থ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারাতে, তাঁহার সহকারী সেক্রেটারি সাহেব তাহার অর্থ উর্দ্দু ভাষায় সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। তিনি জমিদারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, আপনারা আত্মসুখের জন্য যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিজ নিজ প্রজার সুখের জন্য যদ্যপি শতাংশের একাংশও করিতেন তাহা হইলে আপনাদের যে কিরূপ গৌরব বৃদ্ধি পাইত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। ইহা সকলেই জানেন, আপনারা আপনাদের প্রজার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা কোন ক্রমেই মানবান্ লোকের শোভিত হইতে পারে না। আপনাদের প্রজাবর্গ যে কি কষ্টে কালযাপন করে, তাহা আপনারা দেখিয়াও দেখেন না। যতদূর পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় আপনাদের সেইরূপ প্রজাই অধিক, যাহাদের না আছে চাল, না আছে চুলো। ইহারা এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসর কোন জমিই কর্ষণ করিতে পায় না বলিয়া প্রতিনিয়ত নানা স্থানী হইয়া বেড়ায়। প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে যে কেবল প্রজাই নানা স্থানী হই। থাকে এমত নহে। ইহাতে ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয়। এক বৎসরের অতিরিক্ত কোন প্রজাই কোন জমির অধিকারী হয় না বলিয়া, যেরূপ করণে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, সেরূপ কর্ষণ কেহই করে না। "যদি থাক, না তুই পানি" মত সকলেই কাজ করিয়া থাকেন। আজ যেন আপনারা জোর জবরদস্তির সহিত প্রজার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেছেন, কিন্তু কাল যখন জমি একেবারে মরুভূমি হইয়া পড়িবে, তখন যে রাজস্ব আদায় করা যার পর নাই কঠিন হইয়া উঠিবে, তাহা আপনারা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। সত্য বটে লোকে অকৃত অপরাধের বিষময় ফল সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করে না; কিন্তু কোন দিন যে করিতেই হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাতে আপনাদিগকে সেই বিষময় ফল ভবিষ্যতে ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য ১৯ আইনের ৪১, ৪২ এবং ৪৩ ধারা অনুসারে অযোধ্যা প্রদেশে কার্য্য করা আবশ্যক হইয়াছে।

সহকারী মহাশয় এই কথা বলিয়া উপবেশন করিলে, বলরামপুরের মহারাজ দিগ্বিজয় সিং, সাহিজাদার চৌধুরী অহমদ হোসেন প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান লোক উক্ত বক্তৃতা যাহা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা যে কর্ত্তব্য তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া-

ছেন। অপরাপর কর্ম্মচারিদের এই কথা শুনিয়া চক্ষু স্থির হইয়াছে। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত অযোধ্যা অঞ্চলে সমিতিতে বাদানুবাদ চলিতেছে। লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার জর্জ কুপার সাহেব এখন লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। আগামী ১৯ এ ফেব্রুয়ারিতে না কি তিনি এলাহাবাদে যাত্রা করিবেন।

বশম্বদ
শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মকিনাবাদ ষ্টেশন
১৭।১।৮২

রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী সমিতির ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন।

এই অধিবেশন রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর ভবনে গত ১১ ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীতে অপরাহ্ন ২ টার সময়ে আরম্ভ হয়। শ্রীপঞ্চমীর উদ্দেশ্য ও গত দুই বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ ক্রমে প্রকাশ করিয়া এই পত্রে উক্ত অধিবেশনের বিবরণ মাত্র লিখিত হইবে। আমি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া উহার আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি, তাহা যদি ভাল করিয়া বলিতে পারি, পাঠকবর্গ অনায়াসে ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত পাল চৌধুরী বাবুর পূজা বাটীর প্রাঙ্গনস্থ চাঁদনীর মধ্যে ঐ অধিবেশন হয়। বাটীর প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র "শ্রীপঞ্চমী সিংহাসন" এই লেখাযুক্ত বর্ণাবলী শোভিত বনাত বাবু বিপ্রদাসের লোহিত পতাকা সকল আমাদিগের নেত্র আকর্ষণ করিল। বাবুদের সুন্দর দালান ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাদি বিরাজিত চাঁদনী ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গৌরাঙ্গনী অনেকই রমণীয় ও সতত সুসজ্জিত; তাহাতে আবার এই উপলক্ষে বিশেষ সজ্জা প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর শ্রীধারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ অদ্য সেই দালানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও পুস্তকের মধ্যে শ্বেত শতদল বাসিনী শ্বেতভুজার পূজা হইতেছিল। অধিবেশনে বাবু রামচরণ বসু রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মুন্সেফ, বাবু বিধুভূষণ বসু পোষ্ট মাষ্টর, বাবু যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ রাণাঘাট স্কুলের অধ্যক্ষ, বাবু অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, হেড মাষ্টার, বাবু গোপালরাম মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, বাবু পুলিনবিহারী সান্যাল এম, ভি, বাবু আশুতোষ মৈত্র উকীল, পণ্ডিত কালীময় ঘটক, বাবু যোগেশচন্দ্র কবিরাজ, বাবু শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী, বাবু রাধাকান্ত দে চৌধুরী, বাবু ব্রজমোহন রায় অদ্য বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টর, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বাবু উপেন্দ্রভূষণ ঘোষ, বাবু মুক্তাগোপাল বিশ্বাস প্রভৃতি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১। বাবু শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী সদলবলে উপস্থিত হইয়া ঐকতান বাদন করিলেন।

২। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। অদ্য শ্রীপঞ্চমী সমিতির তৃতীয় অধিবেশন উপলক্ষে রাণাঘাটের বহুসংখ্যক লোক বিদ্যালয় সংস্থাপার্থে এক স্থানে সমাগত হইয়াছেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী তাহা সকলকে জানাইলেন।

৪। বালিকা বিদ্যালয়ের সকলগুলি বালিকা উৎকৃষ্ট বসনাভরণে সজ্জিত হইয়া সভামধ্যে অতি সুন্দর পরিচ্ছদে অবস্থান করিল এবং সমস্বরে কয়েকটী কবিতা পাঠ করিল। কবিতাগুলি আমাদিগের মাননীয় বন্ধু বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক মহোদয়ের লেখনী হইতে নিঃসৃত। এই বালিকাকণ্ঠ সমুত্থিত মধুস্বরে সুললিত কবিতা পাঠ শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবিতা গুলি যেমন সময়োপযোগী সেইরূপ সুন্দর ও কবিত্ব পূর্ণ। এই জন্যই সেগুলি প্রকাশের বাসনা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেই কবিতাগুলি এই:—

কত সুখে গত নিশা পোহাইল স্বজনী
কি সুখের উষা আজ দেখে গেছে রজনী!
কত শোভা মনোলোভা আজিকার গগনে!
বাসন্তি কুসুম গন্ধ আজিকার পবনে।
নবীন পাতার ছায়া বিকচের কুসুমে!
মধুকর মনোহর স্বরে গায় সঘনে।
পিককুল ভাঙ্গা গলা মন মাতে গাহিছে
নব তানে ভগ্ন বীণা পাপিয়ারে বাঁধিছে।
মলয় অনিল মাঝে,—মাঝে সাড়া দিতেছে,
উত্তর বাতাস যেন ভয়েতে মরে রয়েছে,
কেন আজ কেন ভাব ধরিয়াছে ধরণী
যে দিকে তাকাই যেন, হাসে দিক্ রমণী।
ঘুরিল বর্ষের চাকা ফিরে মাঘ আইল
কবিগণে কষ্ট মনে উঠে দেবী পাইল।
শ্বেতভুজা বীণাপাণি রক্তবাস পরেছে
এসেছেন পুনরায় ভক্তগণে তুষিতে।
তাই বঙ্গ বরাঙ্গনা নববেশ ধরেছে
পঞ্চমী মেলায় তাই রাণাঘাট মেতেছে।
বাগ্বাদিনি সরস্বতি শিক্ষাশিল্পরূপিণি!
বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত বালকের জননি!
এক ফোঁটা দেখো না মা, ছেলেদের পূজাতে
ছেলে মেয়ে ভিন্ন বোধ করে কোন মায়েতে
আমরাও সাধ করে দোয়াতটি পূরেছি
নূতন কলম কেটে তার মুখে দিয়েছি।
বাগান পাড়ায় ঘুরে কত ফুল তুলেছি
আমের বোল যবের শীষ যত্ন করে এনেছি,
আমরাও [illegible] খেয়েছি,
ভগ্ন তার টেনে ফেলে ছিঁড়ের তফাত করেছি
কাগজ দেখি কাঁচি মাপো, পাঁজি পুঁথি রেখেছি,
পূর্ব্বরাত্রে পুরাইব সাধ পণ করেছি।
অবলা বাঙ্গালি বালা বলে ঘৃণা করো না
আমরাও! জ্ঞান কণা দিতে যেন ভুলো না,
পঞ্চমী মেলার মাঝে দেখি কোথা তুলনা
এমন সুখের মেলা যেন কেহ ভুলে না
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ, চতুর্বর্গ ইহাতে
কি আছে এমন যজ্ঞ, পাপপূর্ণ কলিতে?
বিদ্যায় উৎসাহ দান বিদ্যা দেবীর সম্মুখে
ইহার মহিমা কিবা প্রকাশিব এ মুখে?

৫। অনন্তর রাণাঘাট স্কুলের সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী স্কুলের গতবর্ষীয় বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলেন। ইংরাজী স্কুলে তিন বৎসর হইতে শিক্ষার একটী নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে; এবং গত বর্ষে শিক্ষক সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন, শিক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ের অবস্থা ইত্যাদি বিজ্ঞাপনীতে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। আমরা পত্রান্তরে তদ্বিষয়ক বক্তব্য প্রকাশ করিব।

৬। সভাপতি মহাশয় হইয়া বালক বালিকাগণকে ৫২ টী পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। পারিতোষিকের মধ্যে পুস্তক, রৌপ্যাভরণ, চিত্র, পুত্তলিকা, মানচিত্র, আদর্শ লিপি, প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ছিল। ৫২ টী পারিতোষিকের মধ্যে ৩৮ টী ইংরাজি বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং ১৪ টী বালিকা বিদ্যালয়ে দান করা হয়। ই, বং বিদ্যালয়ের ৩৮ টী পারিতোষিকের মধ্যে ৩৬ টী বার্ষিক পরীক্ষার ফলানুসারে এবং ২ টী ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনার জন্য দেওয়া হয়; বালিকা বিদ্যালয়ের ১৪ টী পারিতোষিকের মধ্যে ১২ টী পরীক্ষার ফলানুসারে এবং ২ টী পারিতোষিক, কবিতা পাঠের নৈপুণ্যানুসারে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বালিকাদিগকেও কিছু কিছু পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল এবং সভাপতি, ছাত্র ও সভাগণকে জানাইলেন যে, ইংরাজী বিদ্যালয়ের যে ছাত্রটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক দেওয়া যাইবে; কিন্তু কোনরূপ অনিবার্য্য কারণবশতঃ সেই পদকটী এ সভায় দান করা ঘটিল না।

৭। সভাপতি ইংরাজী ভাষায় একতার ফলাফল বিষয়ে একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপিনী বক্তৃতা করিলেন।

৮। সভাপতির আদেশ অনুসারে বাবু নৃত্যগোপাল বিশ্বাস আমাদিগের অবস্থা ও উন্নতি উপলক্ষে কয়েকটী সুন্দর বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিলেন।

৯। জেপুটী ম্যাজেষ্টার বাবু ব্রজমোহন রায়, সরস্বতী পূজার সঙ্গে, বালাঘাটে এই নূতন প্রকার উৎসবের সংযোগ দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তিনি দীর্ঘকাল নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও এমন সুন্দর দিনে—সুন্দর উৎসব দেখেন নাই, ইত্যাদি আবার সেই সকল মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

১০। সভাপতি বালক বালিকাগণকে বর্ত্তমান হর্ষে মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়া সভা ভঙ্গের আদেশ করিলে পুনর্ব্বার ঐকতান বাদন হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

১১। অনন্তর যাবতীয় বালক বালিকাকে দুই শ্রেণীতে বসাইয়া উত্তমরূপ জলযোগ করান হইল। অজস্র বালক বালিকা-গণ খাইবার জন্য একত্র বসিয়াছে, এটী আমাদিগের পক্ষে অপূর্ব্ব দর্শন।

১২। অপরাহ্ণ ৫ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত উৎসব কার্য্য স্থগিত থাকিয়া পুনর্ব্বার রাত্রি ৮ টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত নানাবিধ গীত বাদ্য হইল।

প্রকাশক [illegible]
২৮ এ জানুয়ারি
১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ

অর্পক
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

২৫ এ মাঘ সোমবার।

ভারতবর্ষের দৈন্যদশা।

ভারতবর্ষের প্রতি দিন দিন যে কমলার নিগ্রহ হইতেছে, ভারতবর্ষবাসিদিগের যে জীবিকালাভ ঘোর কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, এখন সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। পূর্ব্বকালে অজন্মা এবং দুর্ভিক্ষ একেবারে ছিল না, এমন নহে। পুরাণে ও এ দেশীয় অন্যান্য পুস্তকে লোমহর্ষ দুর্ভিক্ষের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। হউক, অজন্মা ছিল,—কিন্তু এ প্রকার ঘরে ঘরে ছিল না; দুর্ভিক্ষ ছিল,—কিন্তু এমন বৎসর বৎসর ঘটিত না। পিতামহ প্রপিতামহের মুখে কোন্ কালের ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের কথা শুনিতাম, তৎপরে আর তেমন দুর্ভিক্ষ সর্ব্বগ্রাসের কথা নাই। কিন্তু এখন একপ্রকার অভিবাহিত না হইতেই যেমন কত ছিয়াত্তরে মন্বন্তর " ভারতবর্ষের অস্থিপঞ্জর জীর্ণ করিয়া দিয়া গেল। যেমন বৎসর ঘুরিলেই শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু অবশ্যই আসিবে, রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মতে দুর্ভিক্ষও এখন তদ্রূপ নৈসর্গিক নিয়মগত হইয়া পড়িয়াছে,—বৎসর ফিরিলে কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত আসিবে।

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল অযোধ্যা নবাবের শাসনাধীনে ছিল। সে সময়ে তত্রত্য প্রজাগণের ধনপ্রাণ যে নিরাপদ ছিল, কিছুতেই তাহা স্বীকার করা যায় না। চতুর্দিকে বিবাদ বিসম্বাদাদি ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। কৃষি বল সমস্ত হইলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যাইত। পরিশ্রম বিনা অন্নে গৃহস্থ বঞ্চিত হইত না। এত কষ্ট পাইয়াছিল, তথাপি এখনও প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নবাবগণের গুণকীর্ত্তন করে। নিতান্ত মূর্খ লোকও বিনা চিন্তায় বলিয়া থাকে যে,—"ইংরাজ রাজ যে, বরকত নহি হ্যায়" অর্থাৎ ইংরাজ রাজ্যে লক্ষ্মীশ্রী নাই। ইহার কারণ কি? যত টাকাই উপার্জ্জন কর না কেন, কিছুতেই লোকের হাহাকার ঘুচিতেছে না। যাহা হউক এ বিষয়ের যথার্থ ব্যাখ্যার নিরূপণ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি না। তবে সাধারণ লোকের অবস্থা দর্শনে এইমাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি, যে সকল লোকেরই বংশবৃদ্ধি অবশ্যই বৃদ্ধি হইতেছে, আর কিছু দিন পরে সাধারণ লোকের দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করা একেবারে উপায়শূন্য হইয়া পড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের লেশ নাই।

এই ঘোর অনিষ্টপাতের প্রত্যক্ষ কারণ কি তাহা আমরা পাঠকদিগকে অনেকবার জ্ঞাত করিয়াছি, এবার তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত সংক্ষেপে কারণ বিশদরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় অতি অল্প,—এক মাত্র কৃষিকর্ম্ম, কিন্তু রাজ্যের ব্যয় অতুল ও অপরিমেয়। সেই মহা পর্ব্বতপ্রমাণ সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত একমাত্র ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যই আমাদিগের সম্বল। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার লাভ হইতে এই বিপুল রাজ্যের অপরিমেয় ব্যয় নিষ্পাদিত হইতেছে,—কৃষিধনই ভারতবর্ষের জীবন ও প্রাণবায়ু। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের এমন দুর্দ্দশা নহে; ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য চাই না, কেবল শিল্পজাত দ্রব্যেই বৃহৎ বৃহৎ দেশ প্রতিপালিত হইতেছে। আমাদের দেশে শিল্পকার্য্য নাই, অধিকাংশ খাদ্য সামগ্রীই দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। বিবেচনা করুন ১০ কোটি টাকার পণ্য আমরা বৎসর বৎসর অন্য রাজ্যে প্রেরণ করি; যদি এ দেশে শিল্পকার্য্য থাকিত তবে ৫ কোটি টাকার পণ্য এবং ৫ কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য বিদেশে পাঠাইলে আমাদের আয়ের ক্ষতি হইত না, অথচ এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী থাকিয়া যাইত। কোন স্থানে অধিক দ্রব্য এবং গ্রাহক অল্প হইলে বিক্রেয় দ্রব্য যেমন সস্তা হয়, সেইরূপ এখানে যদি লোকসংখ্যা সেই থাকিত অথচ খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে শস্য অবশ্যই সস্তা হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের সে অবস্থা নয়, এখানে শিল্পকর্ম্মের নামগন্ধও নাই। শিক্ষিতসমাজের যদি কেহ শিল্পকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, বিলাতের ধনাঢ্য এবং সর্ব্বশক্তিমান্ বণিকগণ বাজার সস্তা করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করাইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন।

এই গেল আয়ের কথা। এ দিকে ব্যয়ের হিসাব করিতে গেলে যাহার অন্ত নাই দেখিয়া পাওয়া যায় না,—কি বলিয়া প্রকাশ করিব। সাধ্য অবস্থা-প্রয়োজনীয় ব্যয় স্বীকার না করিলে আর চলে না। কিন্তু আমাদের রাজ্য ব্যয়ের সীমা নাই, সকলি অসম্ভব ও অপরিমিত। এক, বড় বাবুর একজন রাজকর্ম্মচারিদিগের বেতন এত অধিক, যে তদ্রূপ বেতন অন্য কোন দেশে কাহাকে দিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে এক বাবু যদি একটী প্রধান রাজকর, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীগণ অধিকার পাইতে অন্ন কোথায় সংগ্রহ করিবে লোকেরা কিরূপে থাকিতেছেন? তাঁহারা কি এ দেশের দুর্ভিক্ষের পরামর্শ করিয়াই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন? আমরা ঐ দুই বেলা চক্ষের উপরে অবস্থা দেখিতেছি, এই উপায় সাহেবেরা ও পীড়িত হন না? ইংরাজেরা প্রথমেই যদি এ দেশে আসিয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন, তাহার অনেক কারণ আছে। সাহেবদিগের মোটা মোটা বেতন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতবর্ষে আসিয়া বিলাসী ও ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়েন এবং অনিয়মিত মদ্যপান করেন। মদ্যপানে সাহেবদের যে ক্ষতি ও অস্বাস্থ্য তাহা আমাদের বিশিষ্টরূপ অজ্ঞাত রহিয়াছে। অনেকেই পুষ্টপোষক হইয়া যে প্রকারে গোলা কাটীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন এবং উহার অত্যাবশ্যকীয় উপকারিতা দেখাইতেছেন, যদি উপকারাধিক্য না করিতে পারিলে তখন এত দোষ করিয়া উহার পক্ষপাতী হইতে পারিতেন না এবং উহার এতাদৃশ গুণকীর্ত্তনও করিতেন না। কিন্তু আমরা বলি, অত্র উপকার হইলেও পরিণামে তাহাতে মন্দ ফল ঘটে। গো এবং মেষ মাংস এবং সুরা উষ্ণপ্রধান দেশের অপথ্য নয়। শীতপ্রধান দেশে তদ্দ্বারা শরীর ভাল থাকিতে পারে। অতএব সিবিলিয়ানেরা পান ভোজনের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিলে তাঁহারা সুস্থ থাকিবেন, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে এ দেশে আসিতেও পারিবেন। তদ্দ্বারা অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

এ দিগে বিলাতে ১১ কোটি টাকা প্রতি বৎসর প্রেরিত হইয়া থাকে। নাদীর শা ভারতবর্ষ হইতে ৩০ কোটি টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, অদ্যাপি আমরা সেই দুর্ঘটনাকে ঘোর অনিষ্টের কারণ বলিয়া গণনা করি। কিন্তু এক্ষণে দুই বৎসর ইংরাজ শাসন ও নাদীর সাহ এক বৎসরের লুঠ, এই উভয়ে তুল্য মূল্য হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই অনিয়মিত ব্যয় কোথা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে, ১৮৭৫ সালের বাণিজ্য বিবরণ দৃষ্টি করিলে তাহা উপলব্ধ হইবে। ঐ বৎসর এদেশজাত ৮২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিক্রীত হয়। অদ্যাপি ৬৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিয়া বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে হইয়াছে। বাকী ১৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আমাদের লাভ থাকে, তাহাই আমরা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছি। আমরা ৬৩ ক্রোর ৮০ লক্ষ টাকায় যে সমস্ত বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করি, তন্মধ্যে ১৩ কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য; ইহাই আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি। বাকি টাকার দ্রব্য অস্থায়ী, অল্পকাল ব্যবহারেই বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়। বস্তু কহিলে সেই সমস্ত দ্রব্য এই ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং প্রতি বৎসর ৫০ পঞ্চাশ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আমাদিগের ক্ষতি হইতেছে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা কি কি বৈদেশিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই এই ক্ষতির মূল কারণ অবগত হইবে।

এ দেশজাত যে সমস্ত পণ্য-দ্রব্য প্রেরিত হয় তাহার মূল্য।

১।	আফিম	১৪৬,১০০,০০০
২।	কার্পাস	১৩৮,১৮০,০০০
৩।	বস্ত্র	১০,৮৮০,০০০
৪।	শস্য	২৫,৫৫৭,০০০
৫।	সরিষা, তিসি ইত্যাদি	৬২,৫২০,০০০
৬।	পাট	৩৮,৫১২,০০০
৭।	বোরা, চট ইত্যাদি	৭,১৫৪,০০০
৮।	চর্ম্ম	৫৭,১৪০,০০০
৯।	নীল	৩৪,৭৭৬,০০০
১০।	চা	৩০,২৪৮,০০০
১১।	কাফি	১৭,১৮৪,০০০
১২।	পশম	১০,৪৩২,০০০

বিদেশীয় পণ্য-দ্রব্য যাহা এ দেশে গৃহীত হয় তাহার মূল্য।

১।	কার্পাস বস্ত্র	২২৬,৭৫০,০০০
২।	ধাতু	৫৯১,১৮০,০০০
৩।	মদ্য	১৬,০৩২,০০০
৪।	পাথুরিয়া কয়লা	১০,০২০,০০০
৫।	সকরা	৯,৮২৮,০০০
৬।	পশমী বস্ত্র	১,০৩৬,০০০
৭।	রেল ইত্যাদি	৯,০৮৪,০০০
৮।	রেশমী বস্ত্র	৮,২০৭,০০০
৯।	রেশম	৭,৮৩৬,০০০
১০।	বিলাতী পোষাক	৬,৭৮০,০০০
১১।	লবণ	৬,৬৭২,০০০

এ স্থলে আমরা কেবল কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের নামোল্লেখ করিলাম। বিবেচনা করুন, যে সমস্ত বিলাতি দ্রব্য উপরে উল্লিখিত হইল, তৎসমুদয় না হইলে আমাদের কি নাই হয়, অথবা মনে করিলে ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলি আমরা এই দেশেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আর বিদেশীয় লোকের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা এদেশীয় বস্ত্রই পরিধান করিতাম, দেশীয় তন্তুবায়ের প্রস্তুত বস্ত্রই চলিত ছিল। এক্ষণে আমরা ২২ কোটি টাকা মূল্যের বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতেছি; ইহা হইতে কার্পাসের মূল্য ত্যাগ করিলে ৯ কোটি টাকা মূল্যের মজুরি আমরা বিদেশীদিগকে বৎসর বৎসর দিতেছি। যদি প্রত্যেক তন্তুবায়ের বাৎসরিক সংসার খরচ ১০০ এক শত টাকা হয়, তবে ঐ ৯ কোটি টাকায় ৯ লক্ষ এ দেশীয় তাঁতি প্রতিপালিত হইতে পারিত। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করায় ৯ লক্ষ লোকের অন্ন মারা গিয়াছে। সুতরাং উহারা বিদেশে এক প্রকার লোককে "ভা অন্ন" করিয়া ফিরিতে হয়, ব্যবস্থার চাঁইতের কষাণ কষণে পতিত হইতে হয়। আবার দেখুন, লবণ সকলেরই চাই; পূর্ব্বে উহা ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইত। এক্ষণে এ দেশে আর লবণ প্রস্তুত হয় না, সুতরাং ৬৬৭২০০০ টাকার মজুরি মারা গিয়াছে। কাজেই প্রতি বৎসর কত ক্ষতি হইতেছে দেখুন। এই ৬০ কোটি টাকার ক্ষতি পূরণার্থ আমাদিগকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫ মণ শস্য বিক্রয় করিতে হইতেছে, অর্থাৎ ২৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে বৎসর বৎসর ৬ কোটি লোকের খাদ্য মূল্য দিতে হয়। পূর্ব্বকালে এই শস্যের অতিকাংশ সঞ্চিত থাকিত, স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা ছিল না বটে, কিন্তু লোকের খাদ্যদ্রব্যের অসচ্ছলতা ছিল না। এক এক জন কৃষকের গোলায় দশ বৎসরের খাদ্য থাকিত, অতএব দুই এক বৎসর অনাবৃষ্টিতে কেহ কষ্টানুভব করিত না। কিন্তু এক্ষণে সকলেই "আনাজকড়ার্থাং" হইয়া পড়িয়াছেন। এক বৎসর যদি ফসল না জন্মিল অমনি দেশময় হাহাকার শব্দ পড়িয়া গেল। প্রজাদিগের কেন অন্নকষ্ট হয়, পাঠক! দেখিলেন? এত দুর্ভিক্ষ কেন হয়, পাঠক! শুনিলেন? আমাদের কিন্তু আর কাহাকে সাক্ষী মানিব?—যাঁহাদের মারিলে চক্ষু ফুটিবে, তাঁ হারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না; কর্ণপাত করিলে তাহারা বাঁচিবে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় বণিকদের যে ক্ষতি হইবে?

পার্লামেণ্টের সভ্যদের ভারতবর্ষে গমন।

ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আগমনের পথ দিন দিন যে প্রকার সুগম হইতেছে, এক্ষণে ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে সকলে আগমন করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচাইতে পারেন। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ হয়, শীতকালের স্নিগ্ধ সামুদ্রিক বায়ু সেবন করিতে করিতে এদেশে আসিলে কেহের কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এবৎসর কয়েকজন মহাত্মা শুভাগমন করিয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে ভারতবর্ষের কোন ইষ্ট আছে, না তাঁহাদের পাঁচের সংযোগের নিমিত্ত আমাদিগকে কোন প্রকার কর ভার বহন করিতে হইবে? বড় বড় রাজপুরুষদিগের আগমনের সংবাদ শুনিলে আমাদের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া উঠে। ডিউক অব এডিনবর্গ এবং প্রিন্স অব ওএলস্ ভারতবর্ষ সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন। কেন?—এদেশে রাজপুরুষদিগের কেন শুভাগমন হইয়াছিল কেহ কি বলিতে পারেন? তাঁহাদের আগমনে প্রজাবর্গের কোন প্রকার কি হিত সাধিত হইয়াছে, বলিতে পারেন? এদেশের যদি কোন মঙ্গল হইয়া থাকে, কিম্বা ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা থাকে, তবে—সে মঙ্গল কেমন আমরা জানিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহাতে কেবল অমঙ্গল ও অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজপুরুষদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কত টাকা অনর্থক ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা কত বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া গিয়াছেন, তাহার গণনা নাই। এই রূপ তাঁহাদের দুই একবার শুভযাত্রা হইলে ভারতবর্ষকে কাঙ্গাল হইয়া পড়িতে হয়। এত ব্যয়ভূষণ করিয়া প্রজারা কি উপকার পাইয়াছে? এক বিন্দুও নয়; তাঁহাদের আগমনে দেশের কোন উপকার হয় নাই। যাহা হইয়াছে,—তাহা স্পষ্টই বলিতে হইবে।

এ দিকে রাজপ্রতিনিধি বৎসর বৎসর এ রাজার রাজ্যে ও রাজার রাজ্যে গমনাগমন করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দিকে মহা সমারোহের ধুম কাণ্ড পড়িয়া যায়। নানা স্থানে নানা প্রকার কৌশল করিয়া প্রজাগণ তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পায়। এসমস্ত অনর্থক ব্যয়ের কারণ কি, আমরা ত বুঝিতে পারি না। বড়োর শুভ অহিত করিলে নির্দ্দিষ্ট ভারতবর্ষের হিত হইবে, এই কথা যে মহাপুরুষেরা বুঝাইয়া থাকেন, তাঁহারা লেখনী ধারণ করিলে রাজ-

রাজপুরুষদিগের দেশ প্রবেশের উপকারিতা স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালাধিক অল্প, অযোধ্যা-বাসের সঙ্গে দুর্বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় না। গবর্ণর জেনারেল ও তদীয় সহকারী কৌন্সিলই সাহেব এবং তাঁহার সহকারী স্থানে স্থানে যে প্রণালীতে পরিভ্রমণ করেন, তাহাতে রাজ্যের ক্ষতি এবং সাধারণ প্রজার ক্ষতি ভিন্ন কোন উপকার এপর্য্যন্ত আমাদের নয়ন পথে পতিত হয় নাই। রাজপুরুষেরা এই প্রকার জাঁকজমক ভ্রমণ পরিত্যাগ করিলে, অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। আমরা বলিতে পারি, প্রকৃত প্রণালীতে মফস্বল ভ্রমণ করিতে পারিলে তাহাতে বিশেষ উপকার আছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন। এক প্রজাদিগের প্রতি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচার বৃদ্ধি না হয়, তাঁহারা যেন রাজপুরুষদিগের সমাদরের নিমিত্ত অধিক ব্যয় না করেন, গ্রাম বা নগর যে অবস্থায় আছে অবিকল সেই অবস্থায়ই যেন থাকে। দ্বিতীয় রাজপুরুষদিগের প্রকৃত দার্শনিক এবং হিতৈষী হওয়া চাই। তৃতীয় তাঁহারা যেন সাদাসিদাভাবে ভ্রমণ করিয়া সাধারণ প্রজার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। রাজপুরুষদিগের অভ্যর্থনার ব্যয় অনুরোধে রহিত না করিলে, এই অবস্থা অর্থবিনাশ প্রযুক্ত দেশের পক্ষে মহা অহিতজনক হইয়া পড়িবে, ইংরেজ জাতির আমরা অভিমানী বড় সাংসারিক [illegible] যে সম্মানটুকু [illegible] দুই বৎসর পরে ছোট ছোট সিবিলিয়ান সাহেব [illegible] করিয়া বসিবেন, তখন আর [illegible] এড়াইতে পারিবেন না। প্রতি বৎসর [illegible] পরিদর্শন করিতে হই যে [illegible] সারি সারি দীপ জ্বালিতে হইবে, তাহা না করিলে উদ্ধৃত সাহেব [illegible] উঠিবে না। কিন্তু মাসে মাসে [illegible] বৎসর বৎসর [illegible] আসিলে প্রজাদের অবস্থা [illegible] এ দিকে আবার দেখুন, বড় বড় সাহেবের অনাই করিবে না কেন বৃথা অর্থ নষ্ট হয়? তাহাতে ও প্রজার ক্ষতি ভিন্ন কোন উপকার নাই। রাজপুরুষেরা আমাদের পূজ্য বটে, প্রজার অবস্থা প্রতি দৃষ্টি-পাত করেন না। তাঁহাদের অর্থ-বিশারদ কি উপদেশ পাওয়া? এই রূপ কি বৃথা আমাদের সঞ্চিত ধন ব্যয়িত হইবে; তাহাই কি ব্যবস্থা? অন্যান্য বিষয়ে যা দৃষ্টি বর্ণিতেছে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু এ প্রকার ব্যয়ের অর্থ অপব্যয় অগ্রাহ্য একটীর উপাদেশতা অনিতে পাওয়া যায় না কেন? আমরা অবশ্য করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই কুপ্রথা সত্বর রহিত করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয়, [illegible] সিবিলিয়ানদের মফস্বল ভ্রমণ না করিলে প্রজার অবস্থার অন্য নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি আমরা যেমন বলিয়া, রাজপুরুষ অতি অল্প দেখিতে পাই। বড় বড় কৌন্সিলই সাহেবের মফস্বলে গিয়া বসেন জাতীয় ভাষা আরও বুদ্ধি করিতে পারে কি না পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহারই অনুসন্ধানে থাকিবেন। কোন্ স্থানে কতগুলি দুরাচারী আছে, কি উপায়ে লোকের মঙ্গলের প্রবৃত্তি রহিবে, এই ও সেই অনুসন্ধানেই ফিরিবেন। প্রজার মধ্যে কি উপায়ে অর্থাগম হইবে, কি উপায়ে প্রজা সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে তৎপ্রতি মনোযোগ করিবেন কি বলিতে পারি না, কিন্তু কিসে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে তাহারই অনুধ্যান। আর অধি-কোষ বিভাগাধ্যক্ষ মফস্বল ভ্রমণ না করিলে প্রজার অনিষ্ট এই কোন ইষ্ট নাই।

তৃতীয়, রাজপুরুষেরা মফস্বল পরিভ্রমণের সময় সাধারণ লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ না করিলে দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানিতে পারিবেন না। কতকগুলি সুশিক্ষিত যুবগণকে দেখিয়া মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যালয় সকল বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ হইয়াছে, বঙ্গদেশের সকলেই বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, দেশের সমস্ত লোক বিলক্ষণ সভ্য ভব্য হইতেছে। কিন্তু কর্ত্তাদের এটা যে অদ্ভুত ভ্রম তাহা বাক্য করা যায় না। যদি কেবল মাত্র দেখিয়া কর্ত্তাকে অসম্পূর্ণ বোধ হইয়া [illegible] একটী কোটি [illegible] বোধ করা যায়, তবে এমন ভ্রম আর কিসে ঘটিতে পারে? সকল বিষয়েই অন্যায় তর্ক আসিয়া পড়িল। কোটী কোটী লোকের মধ্যে [illegible] লাভ করেন অবস্থা দুই সমস্ত লোকের অবস্থা নিশ্চয় করা হয়, তবে সে [illegible] কি আর [illegible] আছে। [illegible] সম্প্রতি [illegible] কর্ত্তা দেশ বঙ্গদেশীয় অবস্থা দেখিয়া উচ্চ শ্রেণীর [illegible] শিক্ষা রহিত করিতে মানস করেন। [illegible] সাহেবও সেই মতের পক্ষপাতী। [illegible] সাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অভিমত বটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষালয় রহিত করা আমাদের অভিমত নহে। দেশীয় লোক বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যথোচিত আদর করিবেন এমন [illegible] নাই। তাঁহাতে পাওয়া যায় যথার্থ কার্য্য বিশেষের নিমিত্ত কি সেই সাংসারিক লোকটী আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষা রহিত করিয়া বঙ্গদেশে কতকগুলা সাধারণ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া দুঃখী প্রজাদিগের মনে বিদ্যার বাসনা। বড়ুর পক্ষে রহিত করিবার কল্পনা, দেশীয় লোকেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত [illegible] করিতে [illegible] করিবে, দুঃখে বা [illegible] করিবে, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা প্রচার করিবার কল্পনা,—এই সকল স্থলিই ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে অন্যায় দেখা যাইতেছে। ইহা এক এক দিন রাজ-কার্য্যে প্রচলন করিতে পারেন নাই, এই নব্যপন্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—উচ্চশিক্ষিতদের তাহা পরিত্যাগ দিয়াছেন। বাস্তবিক কর্ত্তা বিশেষ অবস্থা জানিবার আমাদের সাধারণ দুঃখ হয়, তাঁহার [illegible] আভাস নাই। যে দেশের সেই সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে কেবল প্রশংসা সেই ভাবে বলিতে হইবে,—উক্ত [illegible] বিলম্ব কাল করিতে হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে ভিন্ন অভাবের অতি কোমল, পাদ্রিগণ তাঁহাকে যে দিকে লইয়াইতেছেন, তাঁহাকে সেই দিকে অগ্র হইয়া পড়িতে হইতেছে; নচেৎ আমার কুশল বিদ্যা-লয় আইন সকল বিধিবদ্ধ হইবে কেন? যাহা হউক কর্ত্তা বিলক্ষণ বয়স বড় মানুষী আছেন; স্বাভা-বিক আমরা তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া বড় দুঃখিত হই।

একণে পার্লিয়ামেণ্টের সভাগণ এ দেশ শাসন করিতে আসিতে লাগিলেন। এটা ভারতের পক্ষে মঙ্গল কি না, এখন নিশ্চয় করিয়া বলা [illegible]। যখন অবধি রাজপুরুষের এ দেশে আগমন কোন মঙ্গল হয় নাই, [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের সভা-গণের আগমনে যে কোন মঙ্গলোদয় হইবে তাহা [illegible] বিশ্বাস হয় না। [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের সভাগণের ভিন্ন [illegible] নিমিত্ত [illegible] আইনাদেশ রাজস্ব সম্বন্ধে অনেক কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে, [illegible] সাহেবের বাজেটের [illegible] পরিদর্শন করিয়া আমাদের অনিষ্ট করিয়া বসিবেন। ভারতবর্ষের সম্পত্তি ও কোন কম দেখেন না। আমাদের এরূপ আশঙ্কা করিবার অনেক কারণ আছে। তাঁহারা বিলাতের দুর্নীতি দেখিয়া শিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের দুর্বিপাক দেখিলে [illegible] এক টাকা তাই [illegible] এরূপ [illegible] করিয়া [illegible] মনে করেন,—[illegible] দুই শত এক টাকা কথা। তাই বলিতেছি, পার্লিয়ামেণ্ট-সভ্যগণের আগমনে ভারতবর্ষের কোন মঙ্গল হইবে কি না, বলিতে পারি না।

নব আইন।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং শিব সংহারকর্ত্তা। [illegible]

[illegible]

লেন। আবার মান্যবর লর্ড রিপন সেই নয় আইনের সংস্কার করিলেন, এমন একটী দাঁড়াইল অতিরাত্রে রাজপুরুষেরা যখন বাস ছিলেন সেইটী তখন আইনের বাহির ছিল; রাজপুরুষেরা তথা মাজিষ্ট্রেটেরা এখন সমস্ত আইনের এক্তিয়ারে আসিয়াছে, এই আইন আর অন্তরায় নয়। আমরা কেবল যে, এতদ্দেশীয় এ প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, এমন নয়, বলিব কি, তাহা বর্ণন করা যায় না,—কাউন্সিলের অনেক সভ্যেরও এই প্রকার চিত্তপরিবর্ত্তন দেখিলাম। এই আইন সৃষ্টিকালে যাঁহারা কাউন্সিলে এমন আঁটিয়া, স্তব্ধভাব ধারণ, অতি দৃঢ় করিয়া, অনেক যুক্তিদ্বারা এই আইনটী প্রচলিত করিয়াছিলেন, সেই লোকেরাই এ বিষয় সভায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যুক্তিটী আর সেরূপ নাই। আগেকার প্রবল কারণই ত এই?—এই বাবু এই অর্থ এই জন্য, সমাজ রক্ষা করিতেছে; কিন্তু এক্ষণকালে আবার ইহারাই বিভিন্ন যুক্তিবাদের কাজে। এখন প্রকৃত প্রমাণ থাকা চাই, রাজপুরুষ আইনে আসে, কিন্তু অনবধ্য করা যায়, সকলেই স্বাধীনতাপ্রিয়ের অধীন। লর্ড রিপন বলিলেন,—এ আইনের বিষয়ে সাহেবেরা, ইঁহার বদলাইবার উচিত, সকলে বলিলেন—তাহাতে আপত্তি কি? লর্ড রিপন বলিলেন,—এ অবধিক আইন রহিত করিতে হইবে। সকলে বলিয়া উঠিলেন,—তাহাতে আর কাল বিলম্ব নয়। পাঠক! এ কথা কেমন হাসির কথা,—[illegible]

এ আইন রহিত হইবার সময় গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের সভায় অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছেন; কিন্তু স্বাধীনচিত্ত মহাত্মা রবীন্স সাহেবের বক্তৃতা অধিক অধিকতর সারবান্ অকপটভাবী এবং উপাদেয় হয়। আজন্মকালের শান্তি রবীন্স সাহেব যে প্রকার শান্ত অনুরাগ দেখাইয়া আসিতেছেন, এ বিষয়ে তিনি সেই প্রকার অসাধারণ ঔদার্য্য গুণের পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রকার স্বাধীন ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত না হইলে প্রজাগণ কিছুতেই সুখী হইতে পারে না। রবীন্স সাহেব ঠিক এ কথা। তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—১৮৬২ সাল হইতে ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত আমি যে কাউন্সিলের সভ্য ছিলাম, তখন হইতে আমি প্রত্যেকই আমাকে দেশীয় সংবাদপত্র ছাপা পাঠ করিতে হইত। সেকালের অনেক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি আমার মনে এ সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণা হইয়া গিয়াছিল এই সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র, বিশিষ্টভাবে, যাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইবে ইহাতে প্রজাসাধারণের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টরূপে জানিবার বিশেষ সুযোগ আছে, দেখিতেছি। ১৮৭৮ সালের ৯ আইন প্রচলিত হইবার কারণ কি, সভাসদ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, একদেশ দর্শন আইন দ্বারা সেই দূষ্য

আইন রহিত করা হইতেছে। ১৮৭৮ সালে, দেশীয় সংবাদপত্রের বিদ্রোহসূচক বাক্য নিবারণ করিবার উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নূতন আইন প্রণয়ন করিতে বাধিত হন। কিন্তু তাহাদিগের প্রমাণ গুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, এ প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়াছিলেন কিনা, আমার সন্দেহের বিষয়।

পাঠক এখনে রবীন্স সাহেবের পরম গুণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন। তিনি যাঁর বহুকাল হইতে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তিনি এতদ্দেশীয় জনসমাজের সঙ্গে সর্ব্বদা আলাপ ও তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। এদেশের বিষয়ে আচার ব্যবহার লোকের মনোগত প্রকৃত ভাব তিনি যেমন জ্ঞাত আছেন, অন্য কোন ইংরাজ সেরূপ অবগত নহেন। বহুকালের অভিজ্ঞতায় রবীন্স সাহেবের মনে কোন প্রকার আশঙ্কা বা বিকার জন্মিল না, কিন্তু যাঁহারা নূতন হইতে যুক্তিকার্য্যে পদার্পণ করিয়া কেবল নিজ রাজধানীতে কালযাপন করেন তাঁহারাই লোকের সকল ভাবভঙ্গী বুঝিয়া লইলেন! সংবাদপত্রের স্বাধীন লিখা করণ মতে, তাহাতে কোন প্রকার বিদ্রোহসূচক বাক্য থাকে না। রাজপুরুষদিগের মনে শান্তমত আশ্চর্য্য কিছুই সকল অবর্ণনীয়ের মূল কারণ। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের মনের শান্তি বিধান করি, যেন আইনের কথা বলিলে তাহার কোন অর্থ দিয়া দিই,—বিদ্রোহ এক, আর রাজভক্তি এক,—এই জানিবারই নয়। লোকের প্রকৃতি এই, মনের মত কথা না হইলে অসন্তুষ্ট হয়, অসন্তোষ জন্মিলে যাঁহার অবস্থা থাকে তিনি সর্ব্বদা বলিতে পারেন, সর্ব্বদা করিতে পারেন। কিন্তু যেমন প্রকৃতি কিন্তু লোকের হয়, যাঁহারা রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কার্য্য অবশ্য সাধারণের হিত হয় এমন হইতেছে, কিন্তু তাহার এ প্রকার প্রকৃতি হওয়া উচিত নহে। যেমন লোকের অনেকাংশ ঐক্যতা গুণ থাকা আবশ্যক। এদেশীয় রাজপুরুষের হৃদয় থাকিলে, ইঁহারা পল্লীতে পল্লীতে লোকের মনোগত ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাকে তাহার বিধান করিতেন। এক্ষণে সেই হেতুর স্থানীয় সংবাদপত্র প্রচলিত হইয়াছে, সংবাদপত্র পাঠে বাস্তবিক প্রজাদিগের চিত্তগত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়েন। রাজার রক্তিম আর অন্য কোন ব্যক্তিই হউন, সৎকর্ম্ম করিলে লোকে তাঁহার প্রশংসা করে, অসৎকর্ম্ম করিলে লোকে নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। এটা সাধারণ লোকের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। রাজার অনুষ্ঠিত কোন বিষয় দ্বারা প্রজার কষ্ট হইলে তাহা কেহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না, এ কেমন কথা?

কেবল মনুষ্য নয় জীবমাত্রেরই এ সহজ ধর্ম্ম। শারীরিক কষ্ট পাইলে চীৎকার করে, যে কারণে লোকের কষ্ট হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে এ কাতরোক্তির প্রতিকার নাই।

দেশীয় সংবাদ পত্রের মর্ম্ম রাজপুরুষদিগের অনুবোধ হইবার আর একটী কারণ আছে। ইংরাজেরা স্বয়ং এ দেশীয় ভাষা বুঝেন না, ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে হয়। অনুবাদে প্রকৃত রস ও ভাবভঙ্গী রক্ষিত হওয়া কঠিন, এ দেশীয় ভাষায় কোন অংশ বা কত সরল কৌতুকোক্তি থাকিল, ইংরাজেরা তাহার বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিলেন। বিশেষতঃ অনেক স্থলে আবার সম্পাদকেরা ইংরাজ সম্পাদিত ইংরাজী পত্রের মর্ম্ম অনুবাদ কিম্বা এ দেশীয় অন্য কোন ভাষায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই সম্পাদকেরা স্বীয় মতের সারবত্তা সমর্থনের নিমিত্ত ইংরাজদের মত প্রামাণ্যরূপে দেখাইয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরাজেরা যেকোন কথা বলিলে তাহা বিদ্রোহসূচক হয় না, কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা সেই বাক্য পত্রস্থ করে প্রকাশ করিলে তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া পড়েন। এ অতীব রহস্যের কথা, সন্দেহ নাই। যদি বলেন সাধারণ লোকে সেই লোকের কথা জানিতে পারিলে তাহাদের মনে অনিষ্ট জন্মাইবে, অতএব লোক গোপন করিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমরা বলি, সংবাদ পত্র পাঠে প্রজার মনে কিছুই অনিষ্ট জন্মাইতে না, বরং শাসনকর্ত্তাদের কার্য্য জানিতে ইচ্ছা অত্যন্ত উদ্দীপিত হইতেছে। যে দিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহাদের শাসনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া এ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। অসদুদ্দেশে এখন কেবল দেশীয় আদর্শ নির্দ্দিষ্টদের লোকের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। লোকের মনে সেই ধারণা এমন জাগিতে দৃঢ়ীভূত করিয়া দিয়াছে যে, আর সহস্রসহস্র জন দিয়া তাহা দৌড় করিলেও দূর হবে না। লোকের দোষ কি, প্রজার ইহাতে অপরাধ কি?—অবিবেকী রাজপুরুষেরা স্বয়ং আপন পরিচয় দিলেন, তাহাতে লোকে কি করিবে? প্রজাগণ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিবাদ না করিয়া কখন সুস্থির থাকিতে পারে না। রাজা বলবান্ হউন, আমরা উপদেশ দিই—রাজা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করুন, তাহা হইলে অপ্রিয় প্রতিবাদ বাক্য তাঁহাদের কর্ণগোচর হইবে না।

উপসংহারে আমরা লর্ড রিপন এবং উদারচিত্ত মাননীয় রিপন ও রবীন্স সাহেবকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিই। তাঁহারা চিরজীবী হইয়া থাকুন। আজ মুদ্রাযন্ত্র আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া

ইঁহারা যেমন সকলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইলেন, ক্রমে অন্যান্য বিষয়েও আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী।

ভারতবাসীরা প্রতি বৎসর কি প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আসিতেছেন এক্ষণে সকলেই তাহা অবগত হইয়াছে। ইংরাজরাজ্য রাম রাজ্য, এ ভ্রম আর অনেকের মনে নাই। বর্ত্তমান যে উচ্চশিক্ষা যাহা লোকের চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াছে, তজ্জন্যই লোকে এমন কথা বলে, তাহা নয়। আমরা নিরক্ষর অজ্ঞ-লোকের মুখেও বর্ত্তমান রাজার শাসনপ্রণালীকে নিন্দা করিতে শুনিতে পাই। ফলতঃ সুখ দুঃখের দ্বারাই রাজার গুণাগুণ বিবেচিত হয়। অতএব সহজ বুদ্ধির নিকটে ও প্রকৃতাবস্থা অধিককাল গোপন থাকে না। এক্ষণে ভারতবর্ষ শাসনের কর্ত্তা প্রধান লোকমাত্রেই স্বীকার করেন। ম্যালেট নামা একশ্রেণীর ইংরেজ ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান এ সম্বন্ধে বিস্তর আন্দোলন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—সম্প্রতি [illegible] সাহিত্য দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সেকালের শাসনপ্রণালীতে প্রজাবর্গের বিলক্ষণ সুস্বচ্ছন্দতা ছিল। ইংলিশম্যানের সম্পাদক বিবেচনা করেন যে, ব্রিটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষের প্রজাসমূহ বৃদ্ধি হইতেছে; বলিব কি?—তাঁহাদের চক্ষু থাকিতে অন্ধকারে আছেন, আমাদের উপায় যে অবকাশ নিরাকৃত হইবার নহে:—কই, কে দেখাইয়া দিবেন, ব্রিটিশ; কোন স্থানে ভারতবর্ষের অবস্থা উন্নত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করুন। লোকের সুখের মধ্যে এই দেখিতে পাই, আমরা দস্যুর ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি; বর্গীর উপদ্রবে আর আমাদিগকে উদ্বেলিত হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজের শাসনকালে আমাদের যে অন্ন বহুকাল দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কি সুখ আছে বলিতে পারেন? নবাবের রাজত্বকালে অত্যাচার ছিল বটে, কিন্তু তৎকালেই এদেশে ধনবান ব্যক্তির সৃষ্টি হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহাদিগকে আমরা বঙ্গের ভূষণ বলিয়া পূজা করিয়া থাকি সেই সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি মুসলমানদের সময়েই জন্মলাভ করিয়াছেন। এ স্থলে আমরা প্রাচীন রাজাদের কথা উল্লেখ করিতেছি না, প্রসিদ্ধ বণিক মহাজন এবং ধনী জমিদারদের কথাই বলিতেছি। ইংরাজ শাসনকালে কয়জন অন্যদেশেই উন্নত হইয়াছেন? কত বড় বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপ জন্ম লইয়াছে? এই বিশাল ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে একটীও মিলিবে না। বরং যে সে ধনাঢ্য পরিবার এবং জমিদারগণ ছিল ক্রমে তৎসমুদায় ধ্বংস, অস্তসার হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে, রাজাদিগের আর পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্য নাই, এমন নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই কি সৎশাসনের ফল? পূর্ব্বে অত্যাচার ছিল বটে, কিন্তু এত কঠিন শাসনপ্রণালী শৃঙ্খল কাহারও পায় আবদ্ধ ছিল না। লোকে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতাসুখ উপভোগ করিত। প্রজাদিগের এত টেক্সভারও ছিল না, অতএব সুখ, জীবনের [illegible] সকলেই ভোগ করিতে পাইত। তাহার কারণ এই, ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের তখন বড় আদর ছিল, ভারতবর্ষবাসীরা উচ্চ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইতে পাইতেন, এক্ষণে সে পথ একেবারে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষ শাসন করেন বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা ইংলণ্ডের বাণিজ্য বণিক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহা না হইবে, কাহার সাধ্য বটে, এ বিষয়ে কে সাহস উত্থাপন করিতে পারেন? এ দেশের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ ক্রমে বিলাতের বাণিজ্য-[illegible] মূলে কর্ম্মচারিগণের জন্য তাঁহাদের ব্যয়িত হয়। এই সকল কারণে ভারতবর্ষ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে।

ম্যালেট সাহেব বলেন যে,—"পূর্ব্বে যখন পথ ঘাট নির্ম্মাণ হয় নাই, তখনই সহরের উপর সহ পণ্য হইত, তৎকালে অনেকের ঘরে সঞ্চিত শস্য থাকিত। ঐ সমস্ত শস্য চারি বৎসর পর্য্যন্ত সঞ্চিত থাকিত। ১৮৩৩ সালে সহরের রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে, পথঘাটের উন্নতি হইয়াছে, রেল পথ বিস্তৃত হইয়াছে, প্রজাসাধারণের বিক্রয়ের বেশ সুবিধা হইয়াছে কিন্তু কাহারও ঘরে সঞ্চিত শস্যাদি নাই; অথবা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে শস্য প্রভৃতি দ্রব্যের সম্পূর্ণ সুবিধা হইয়াছে, কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে অন্যান্য স্থান সাহায্য প্রেরিত হইতে পারে; পূর্ব্বে এ প্রকার কোন সুবিধা ছিল না। এদেশে শস্যের উচিত মূল্যই ঘটিয়া থাকে, তাহা এক প্রকার অনিবার্য্য। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি, কোম্পানী অবশ্য উন্নত হইয়াছে, ইংলণ্ডবাসীরা ইহাতে প্রকৃত বড় কিছুই করেন নাই, এবং এতদ্দেশে যে সমস্ত রাজপুরুষ আছেন, তাঁহারা ঐ বিষয়ে অদ্যাপি কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না।"

পাঠক! শ্রবণ করুন, ম্যালেট সাহেব কি বলিলেন, আমরা দেখিতেছি প্রজাদিগের বর্ত্তমান হেতু যে, দেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে এমত নহে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বহু পরিবর্ত্তে বাণিজ্য, তন্মধ্যে অধিকাংশ রপ্তানি হয়। অন্য সকল আর টাকা সকল—একই কথা। টাকা কেবল সম্প্রতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু এই দেশের অধিবাসী আমরা প্রকৃত পক্ষে টাকা দেখিতে পাই না। প্রজাগণের নির্দ্ধন হইবার অন্য কোন বিশেষ কারণ আছে; ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট যে কারণ জ্ঞাত আছেন, ম্যালেট সাহেব বলিতেছেন, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিস তৎসমস্ত জ্ঞাত আছেন, কিন্তু এই কুটিল প্রশ্নের কারণ উদ্ঘাটন এ পর্য্যন্ত করেন নাই, তজ্জন্যই ভারতের এত প্রার্থনা বৃথা হয়।

আমরা এ প্রশ্নের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি। আমাদের চক্ষে এ প্রশ্ন তত কঠিন বা দুর্ব্বোধ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ লোভ সম্বরণ করুন, তাহা হইলেই প্রজার কষ্ট মোচন হইবে। দেশীয় রাজাদের শাসনকালে ভারতবর্ষ অন্নশূন্য ছিল না, তাহার কারণ এই, তৎকালে উৎপন্ন শস্যের উপর রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে বৎসর যেমন শস্য উৎপন্ন হইত, সেইরূপ রাজা রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। অজন্মা হইলে যে বৎসর রাজার অল্প লাভ হইত, রাজা সুখী হইলে যে প্রজা সুখাধীন হইত। [illegible] সুখ দুঃখের একমাত্র অংশভাগী ছিলেন। "বসুন্ধরা [illegible] প্রজা [illegible]" এই কথা প্রতিপালিত হইত। বাস্তবিক যে দেশে লোকের অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা, আবার যে স্থলে [illegible] এত অনিশ্চয়তা যে স্থলে এ প্রথা প্রচলিত না থাকিলে প্রজাদিগের যে কষ্টের একশেষ হইবে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এক নির্দ্দিষ্ট কর ভারতবর্ষের [illegible] প্রজার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। আমরা দেখিতেছি এক বৎসর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল, আবার পর পর দুই তিন বৎসর শস্য না হইল চারি পাঁচ বৎসর প্রজার কোন রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে পায় না,— [illegible] লোকের খাদ্য যোগায় না। এমন স্থলে উচিত রাজস্ব বা অন্য কোন এক প্রকার প্রজাদিগকে অবসর প্রদান করিলে প্রজারা সুখী হইতে পারে। কিন্তু রাজস্বের হ্রাস হইবে বলিয়া যদি তাঁহারা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন, তাঁহাদের এ ব্যয়ের প্রথার কাজ কি? [illegible] লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়া অন্ন মুখে তুলিতে দিবে না, এরূপ উপায় কে রক্ষা করিতে পারে? [illegible] বিভিন্ন সময় সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বেই তাহারা এক প্রকার সকল [illegible] করিয়া দিয়াছে,—"[illegible] অধিক কাল অবরোধ হয়, প্রজা-বর্গ [illegible] কিন্তু কোন রাজস্বের ক্ষতি হয় না।"

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

[illegible]

অবস্থা শোচনীয় হয়। মিউনিসিপালিটীর বিলক্ষণ আয় আছে, কিন্তু এক পুলিসের ব্যয়ের জন্য প্রায় প্রতি বৎসর সাড় বার হাজার টাকা প্রদান করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় আছে। লর্ড রিপন বাহাদুরের কথানুসারে যদি গবর্ণমেণ্ট পুলিসের ব্যয় ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে একবারে মিউনিসিপালিটীর আয় সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ শুভ দিন কবে উপস্থিত হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর এরূপ দুরবস্থা যে, প্রকাশ্য রাস্তার উপর মরা বিড়াল, মরা কুকুর অথবা অন্য কোন মরা জন্তু পড়িয়া থাকিলে মেথর জাতীয় লোকেরা তাহা আপনারা উঠাইয়া লইয়া যায় না সুতরাং মিউনিসিপাল কেন্দ্র কনেষ্টবলকে গঙ্গাপুত্রের উপাসনা করিতে হয়। গঙ্গাপুত্র ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রত্যেক পারিতোষিক এক পয়সা আদায় করিয়া লয়; ইহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়।

আমরা নিরতিশয় দুঃখিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে; কৃষ্ণনগরের প্রাচীন শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন [illegible] অকস্মাৎ মানবদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। ইনি এখানকার একজন সামাজিক লোক ছিলেন।

আমেরিকার অন্তঃপাতী উটা প্রদেশের মরমন জাতির বহুবিবাহ নিবারণী সভার সভ্য এবং সমস্ত প্রোটেষ্টান্ট স্ত্রীলোক একত্র হইয়া মরমন জাতির বহুবিবাহের রীতি উঠাইয়া দিবার জন্য কংগ্রেস সভার নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

বাঁকীপুর হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল। এই রেলওয়ে বাঁকুড়া মেদিনীপুর বালেশ্বর ও কটকের মধ্য দিয়া যাইবে।

কাশ্মীরের মহারাজ নিত্য প্রাতে এ বাগানবাটিতে ৮০ জন ব্রাহ্মণকে আহার দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন পুর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী উত্তর বাটিকাতে এক সহস্র হিন্দুবালককে বিদ্যাদান করিতেছেন। এই সকল বালককে শিক্ষা দিবার জন্য প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল বালক ইহার পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহারা ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল ছাত্রী উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এফেল এ, অবলা দাস, এল, এচ দাস ও নিম্মল বালা মুখোপাধ্যায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা সাঁইপুরের অবস্থা এমন করিয়া যে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমরা কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, আবার অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ঐ গ্রামটি দর্শন করেন। গাঙ্গপুর পুষ্করিণী ও প্রোত্যোহীন মর নদী প্রভৃতি যে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপাদন করে, সে বিষয় আমাদের সংশয় নাই। সেই কারণেই আমাদের এই বিশেষ অনুরোধ।

"বীরভূমের সংক্রামক জ্বরের প্রকোপ নিবারণ উপায়ে যে কমিশন বসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করা অনেক বিষয়জ্ঞাপনের অভিপ্রায় আছে, অদ্য আমরা একটি স্থানের বিষয় উল্লেখ করিব। আশা করি সে দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

সাঁইপুর—এ গ্রাম খাদি অজয় নদের তীরে অবস্থিত। গ্রামের দিকে পুল নামে খালে জল ওগরাইবার বাঁধাগমে গ্রামের অধিকাংশ স্থান বন্যায় জলে নিমগ্ন থাকে। আবার গ্রামের ঠিক দক্ষিণেই একটি জাঙ্গাল আছে। তাহার জল নিকাশের পথ রুদ্ধ আছে বলিয়া জল আবদ্ধ দূষিত হইয়া পড়ে। সে জল ব্যবহার যে পীড়াজনক হইবে, তাহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রামে অনেকগুলি পুকুর। এককালে তাহাদের পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। অধিবাসীদিগকে অগত্যাগতি হইয়া এই সব পুকুরের জল ব্যবহার করিতে হয়। এরূপ প্রকার জল ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। যে গ্রাম এরূপ অবস্থাপন্ন সে গ্রাম যে পীড়াযুক্ত থাকিবে ইহা অবশ্যই সম্ভবপর নহে। আপনি যে স্থানে গমন করিবেন, সেই স্থানই পীড়ার আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কত যে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া উঠা সুকঠিন। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। বিনা ব্যয়ে লোকে একজন ডাক্তারের সাহায্য পাইতেছিল। এখন আর সে ডাক্তারখানাটী নাই, কয়েক জন স্বাধীন ব্যবসায়ী ডাক্তার গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন। অধিবাসীরা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর ঔষধের মূল্য জোগাইতে সক্ষম হইয়া উঠিতেছে না। আমরা বলি এই গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কমিশন সভাকে এই স্থানে আগমন করুন। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন আমরা কিছু মাত্র অতিরঞ্জনা করি নাই। আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যদি অজয় নদের তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি রক্ষা করিতে চাহেন, তবে অচিরাৎ পুল প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। পুল হইলেই গ্রামের অবস্থা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে।

কাবুলের আমীরের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ২৭ এ জানুয়ারি সিমি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তিনি আফগানিস্থানে খাঁ সিপাহী ও সদর খাঁ কোহিস্থানীকে কারারুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহম্মদ জানকে হত্যা করাতে সর্ব্বত্র ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক মহম্মদ জান যেরূপ বুদ্ধিমান ও বীরপুরুষ ছিলেন তাহাতে তাঁহার মৃত্যু নিবন্ধন আফগানবাসীদিগের শোক প্রকাশ করা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

রুশেরা মার্ভ অধিকার করাতে আফগানিস্থানে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে ইংরাজ সাহায্য প্রার্থনার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া আমীরকে উপায় অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। আর এক জনরব উঠিয়াছে আমীর মার্ভ গমন করিয়াছেন সুলতানের আমীরের প্রত্যর্পণানুসারে কিঞ্চিৎ অধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণ করিতেছেন। রুশের মার্ভ অধিকার যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজ রুশ যুদ্ধ অনিবার্য্য নহে। এক্ষণে রুশ সম্রাটের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন প্রার্থী প্রজাগণকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি জষ্টিস পণ্টিফেক্স সাহেব মার্চ্চ মাসে পদত্যাগ করিলে বেঙ্গলের লেজিস্লেটিব কৌন্সিলের অথবা কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এচ, জে মার্সডেন সাহেবের উক্ত পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

আমরা অতি দুঃখিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন পরোপকারী লোক ছিলেন। সাধারণের হিতার্থে ইনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপকার সাধনে নিরত থাকিতেন। ইঁহার মৃত্যুতে ইঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই যার পর নাই দুঃখিত ও দুঃখিত হইয়াছেন।

১৮৭৪ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত সমারে গোরের গড়ে বার্ষিক ৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। এক বৎসর রেলওয়ে কোম্পানী ১০০০০ টাকা দিয়াছেন। সমুদায়ে বার্ষিক ২৩৩০০ টাকা আয় হইয়াছে। এই হিসাবে ১৮৭৪ অব্দ হইতে ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত মোট ১৮৬৪০০০ টাকা আয় হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বরিশাল জেলা সভার যত্নে ৩/৪টি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

পোষ্ট আফীসের ডাইরেক্টার জেনারেল হগ সাহেব আর এক বৎসর কাল নিজ কার্য্যে থাকিবেন।

শুনা যে যায় পিয়াছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতর অধ্যাপক টনি সাহেব বিলাতে গমন করিবেন

আর প্রত্যাগমন করিবেন না এ সংবাদ অলীক। তিনি দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত জে বেলেট সাহেব তৎপদে কার্য্য করিবেন।

কাঁগুল জেলার অন্তর্গত শ্যামবন্ধ নামক স্থানে তিন জন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ মৃগয়া করিতে গিয়া একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে হরিণী ভ্রমে গুলি করিয়া মারিয়া কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে তাহার আর উদ্দেশ হয় নাই।

এবার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় ১০৫ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রথম ও দ্বিতীয় ১৫ ও তৃতীয় বিভাগে ৭ জন, জেনারেল আসেম্বি্‌র প্রথম ১ দ্বিতীয় ৯ ও তৃতীয় বিভাগে ১৩ জন, হুগলী কালেজের প্রথম ৪ দ্বিতীয় ৭ ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন, মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ৩ জন, ঢাকা কালেজের প্রথম ১ দ্বিতীয় ৪ ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন, পাটনা কালেজের প্রথম ১ ও দ্বিতীয় বিভাগে ৫ জন সিটি সেণ্ট্রাল কালেজের প্রথম ১ দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ৩ জন, ক্যানিং কালেজের প্রথম ২ ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন, রাজসাহী কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ৩ জন, ফ্রিচর্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনের দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন, লামেটার্ণিয়েরের দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন মিদ্‌নী কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, কুচবেহার কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, শিক্ষক দ্বিতীয় বিভাগে ২ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের সৌধ প্রস্তুতে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বেহার হেরাল্ড বলেন টিকারী রাজবংশের বাবু ধর্ম্ম বাহাদুর কলিকাতায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিষয় লইয়া ইঁহার সহিত মহারাণীর যেরূপ গুরুতর বিবাদ চলিতেছে তাহাতে উভয়েরই উচ্ছন্ন যাইবার কথা। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের রাজার কাছে বিদায়ের মধ্যে যদি এই বিবাদের একটী মীমাংসা করিয়া দেন তাহা হইলে এই বংশের একটী মহোপকার করা হয়।

নর্থ চায়না হেরাল্ড নামক সংবাদ পত্র বলেন চীনের কুলকাথ উপনিবেশবাসীগণ স্বদেশ শাসন প্রার্থনা করিতেছে।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশে কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। কৃষকেরা অর্থের অভাবে কেবলের উৎকর্ষ বিধানে অসমর্থ হইয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের অবস্থোন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের আবশ্যক ব্যয় লইবার প্রত্যাশায় মাদ্রাজের উপকূল হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর মহাজন খাড়া করে, ও তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা লয়। প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে অসমর্থ কৃষকেরা ঋণভারে জড়িত হইয়া ভূমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবে কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা সে দায় মুক্ত হইয়াছে। রেঙ্গুনের নিকটবর্ত্তী স্থানের ৭৮৩৩ জন কৃষক এইরূপ ঋণে বদ্ধ হয়, ক্রমে সকলেই মুক্ত হইয়া ছাড়াইয়া লইয়াছে। কেবল ৪৮ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

দিন কত গোঁড়া বৈষ্ণবেরা আন্দোলিয়াছিলেন, এখন আবার গোঁড়া ব্রাহ্মেরা আন্দোলনে আরম্ভ করিয়াছেন। বিষপায়ী শিবের শির বলিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবেরা তাঁহার নাম করেন না, বলেন, জেষ্ঠভ্রাত পাত্র। গোঁড়া ব্রাহ্মেরাও ঠাকুর গোঁসাইদের নাম লন না। ইহাঁরাই ও দেখিতেছি, আর্য্য-জাতিকে অনার্য্য করিয়া তুলিলেন। এখন পাঠক উত্তর পাড়ার বিদ্যাবাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র-খানি পাঠ করুন।

"আমার স্বামী ব্রাহ্ম এবং তাঁহার জেষ্ঠ ব্রাহ্ম আদি কালেই তাঁহাদের উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করি, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি আমার ভাসুর আমাকে বলেন "দিদি" তুমি আমাকে বড়-ঠাকুর বলিও না। কারণ "পৌত্তলিক কথা" অর্থাৎ "ঠাকুর" কথাটি ব্যবহার করিতে মানা করেন, বড় ঠাকুরের বদলে আমি কি বলিব তাহা যদ্যপি বসুমিত্র প্রবাসী ভগবতী বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপদেশ দেন, অতিশয় বাধিত হই। কিম্বা বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় আপনি বড় বড় টিপ্পনী করেন এ বিষয়ে আপনি কি বিধান দেন?"

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেল ওয়ের স্ত্রীলোক আরোহী-দিগের নিকট হইতে স্ত্রীলোক দ্বারা টিকিট গ্রহণ করাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোক-দিগের সম্ভ্রম রক্ষার্থে যখন গাড়ির স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হইয়াছিল, তখন টিকিট গ্রহণের ভার স্ত্রীলোকের হস্তে না থাকাতে এ কার্য্যটী অসম্পূর্ণভাবে ছিল। যাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে সম্পূর্ণ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পাটনা কালেজের মোক্তারী পরীক্ষায় এবার ৫ শত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে।

কোলাপুরের রাজা যেরূপ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসকেরা তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও এই কারণে সাউথবীকে কোলাপুর গ্রহণের অনুমতি করিয়াছেন।

কটকের লোক সংখ্যা গ্রহণের কার্য্য শত শত ব্যয়ী-ভূত হওয়াতে উহা পুনর্গ্রহণের জন্য বোর্ডিলন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৩০০০ টাকা চাহিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক সংখ্যা গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের ৬৬০৬৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গত বর্ষে ২০০২৬ মণ রেশম কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট নিজ খাতেই স্বাক্ষ কাগজের পরিবর্ত্তে বালির কাগজ প্রচলিত করাতে গত বর্ষে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় লাঘব হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বেলজিয়ম খনি বিদ্যালয়ে তিন জন বাঙ্গালী যুবক খনিজ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

১২৮৭ সালে কলিকাতা হইতে ২৯৬৬০৪ মণ পরিষ্কার চিনী ও ৩১৯৩২৫ মণ অপরিষ্কৃত চিনী জল পথ ও স্থল পথে রপ্তানী হইয়াছে।

রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার নিবারণের একটী উপায় স্থির করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিয়োগ করিতেছেন, প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব সভাপতি হইবেন।

গত সোমবার রাত্রিতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার ভবনে লেডি রিপনের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সাহেব বিবি এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে ঐ দিবস তথায় বিলক্ষণ নৃত্য গীত হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু কেশবচন্দ্র সেন বহুমূত্র রোগে শয্যাগত হইয়াছেন। ক্যাণ্ট-রের মহারাজ ও আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি জেনেরল মেডিকেল পরীক্ষা পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, ইহাঁরা সত্বর যাহাতে সুস্থ হন, ঈশ্বরের নিকট এই আমা-দিগের প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৮২ অব্দের ১লা এপ্রেল হইতে পোষ্ট আফীসে সেভিং ব্যাঙ্ক খুলিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

বাকরগঞ্জ জলপাথর বিভাগ।

আর অকিরিদি মহকুমা সাবডিভিসন ও ওয়াঙ্গী আসেসর-এক।

[illegible] বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু ভারতচন্দ্রনাথ ঘোষ দার্জিলিঙে বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন পূর্ণিয়ার মৌলবী আব্দুল করিমের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এম, ই, [illegible] ১ মাস, মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ৫ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

পাটুয়াখালীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] এস [illegible], ২ মাস অতিরিক্ত বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এচ, [illegible] ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে ৬ মাস ও মোয়া-খালীর প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২ মাস ৫ দিন বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের রেভেনিউ বিভাগের ডেপুটি কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুন্সী ব্যবহারার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের জল [illegible] বিবয়ে নিযুক্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] মজঃফর-পুরে ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] ঘোষ ৬ মাস ও [illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার [illegible] সাহেব ৩ মাস বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কালী-কিঙ্কর সেন [illegible] বদলী হইলেন ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] গোস্বামী ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] মোহন রায় [illegible] আসিষ্টাণ্ট কমিসনর হইলেন। তিনি [illegible] সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

নদীয়ার অন্তর্গত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] সাহেব [illegible] হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, টি, [illegible] কুষ্টিয়ায় বদলী হইলেন।

পাটনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible]-নাথ [illegible] বদলী হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মি, এস [illegible] ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি হইতে ২ বৎসর বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এ, ম্যান-সন ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেলের অনুমত্যনুসারে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ই, জে, [illegible] সাহেবকে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ প্রদান করিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু [illegible] দাস বি, এল বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণ [illegible]পুরের মুন্সেফ হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন ১০ ই তারিখে বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্তের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible]-নাথ চট্টোপাধ্যায় ১ ম শ্রেণীর এবং রাজসাহীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু দীনেশচন্দ্র মজুমদার ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডাগার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এ, [illegible] সাহেব [illegible] অন্যান্য স্থান সমূহে ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] আসিষ্টাণ্ট কমিসনর বাবু [illegible] রায় [illegible] সাহেবের [illegible] করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি [illegible] এক ও [illegible] আইনানুসারে [illegible] সমূহে [illegible] কার্য্য করিবেন।

বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] অন্তর্গত [illegible]-র মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ—কুম্ভের মেলা

দ্বিতীয় বিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কুম্ভমেলার কতক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিগত ৭ ই মাঘ কুম্ভযোগ-বার উক্ত মেলা উদ্যোগের [illegible] করিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, এরূপ সমারোহ এবং জনতা অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; দৃশ্যটী অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। মেলার সকল বিষয় সুচারুরূপে অবগত হইবার জন্য সে দিবস আমরা প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তথায় ছিলাম এবং সকল স্থানের সকল ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এবার যে, কত লোক আসিয়াছিল, তাহা সংখ্যার গণনার অতীত, এবং কেহই তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্রাট আকবর সাহের বাঁধ হইতে গঙ্গাপর্য্যন্ত পর্য্যন্ত রাস্তাটি ৪০। ৫০ হস্ত প্রশস্ত। আক্বর বাঁধের নিম্ন এই ১০। ১২ রশীর মধ্যে উক্ত রাস্তার লোক সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখা গেল না, আমাদের বোধ হয় এবারে বিংশতি লক্ষ লোক আসিয়াছিল।

প্রথমতঃ আমরা সন্ন্যাসীদিগের আখড়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া "উদাসীন" "[illegible]" "নির্ব্বাণী" "নিরঞ্জনী" ইত্যাদি সম্প্রদায় পরিদর্শন করিলাম। প্রত্যেক আখড়ার এক একটী পতাকা উড্ডীন হইতেছে, তাহার সম্মুখে একটী বিচিত্র চন্দ্রাতপ, তন্নিম্নে বেদী, তদুপরি মখমল ও সাটিনের [illegible] বিস্তৃত। সকল আখড়াতেই এক একজন মহান্ত আছেন, এবং সকলেই এক এক কার্য্যে ব্যাপৃত। কেহ বা গ্রন্থ পাঠ, কেহ বা পূজার আয়োজন, কেহ বা আগন্তুকদিগকে প্রসাদ বিতরণ, কেহ বা প্রণামী গ্রহণ করিতেছেন। এ সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলাম, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও [illegible] এবং [illegible] নিবারণের জন্য আচ্ছাদন আছে, অধিকাংশ লোকের তাহাও নাই। উহাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী আমাদের সহিত হিন্দুস্থানীতে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ [illegible]। কৌতূহল পরবশ হইয়া তাঁহার বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু তিনি কিছু ব্যক্ত করিলেন না, কিছু পীড়াপীড়ি দেখিয়া অবশেষে সরিয়া পড়িলেন। বেলা ৯ টা হইতে ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্নানের ধুম পড়িয়া গেল, সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে যাইতে এবং আসিতে হইয়াছিল। প্রথমে নাগাগণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহারা সকলেই উলঙ্গ হইয়া স্নানার্থ যাইতেছে। উলঙ্গ হইয়া স্নান করা যোগ হয় শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না এবং দৃশ্যটী কদর্য্য কদর্য্য এবং লজ্জাকর [illegible]। এরূপ স্বভাব লোকই যে কেন পদস্থ হইতে পারেন তাহা বোধ হয় না। তাহারা উলঙ্গ অথচ [illegible] হইয়া মধ্যে মধ্যে সমস্বরে দেবতাদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া যাইতেছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্জাবী সম্প্রদায় [illegible] বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। তাঁহাদের এক খানি "গ্রন্থ" আছে তাহারই পূজা করিয়া থাকেন, উক্ত পুস্তক খানিকে সুবর্ণ এবং নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত পাল্কীতে সংস্থাপিত করিয়া গঙ্গাঘাটে লইয়া যাইতেছিলেন।

এই মেলাতে কতকগুলি অন্যায় কার্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। তথায় দ্রব্য সামগ্রী যেরূপ দুর্মূল্য অনেক স্থলে সেইরূপ কদর্য্য; কিন্তু ততোধিক বিষয় এই শহর হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে বা পাঠাইতে নিষেধ [illegible]। তথায় দোকানদারেরা যে একচেটিয়া করিয়াছে

এমত নহে, তথাপি কোন দ্রব্য পাঠাইতে হইলে ডাকের ডবল পয়সা না পাঠাইলে তাহা কেহই লইয়া যাইতে পারিত না। লিডনিরার এদের পূর্ব্বে ইঁহা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদিগের কর্ণগোচর হইলে তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইত, কিন্তু আমরা বলি কর্তৃপক্ষগণও অধিক দূরে ছিলেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি অতি সন্নিকটে ছিল, আর পুলিস কর্ম্মচারীরা প্রবেশের পথ হইতে সর্ব্ব স্থানেই বিরাজ করিতেছিলেন, তবে এ সকল যে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। স্থানীয় হিন্দুদলের মধ্যে মেলার কার্য্য পরিদর্শনের এক জন বন্দোবস্তের ভার দিলে এরূপ বিশৃঙ্খল না হইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করণাভিলাষে কয়েক জন মিশনরী এই মেলাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যবহারে আমরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে এক জন পাদরি ব্রজবনে সাহেব পুস্তক বিক্রয় করিতেছিলেন। তিনি তাবৎ যাত্রীদিগকে পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"রাম ও লক্ষ্মণের এবং কৃষ্ণের জীবন-চরিত, অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, নগদ দুই দুই পয়সা, তোমরা এ সুবিধা কেহই নষ্ট করিও না ইত্যাদি" সাধারণ লোকে বিশেষ কিছুই না বুঝিয়া ঐ সকল পুস্তক ক্রয় করিতেছে কিন্তু তাহার মধ্যবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বভাব একেবারে অপনীত হইতেছে। ঐ সকল পুস্তকে আমাদের দেবতার দোষ এবং নিন্দা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতারণার প্রয়োজন? বলা কি উঁহাদের ন্যায় লোকের করা উচিত? আপনাদিগের বেদ বেদীয় নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া এক ব্যক্তি পাদরি সাহেবের পুস্তক সকলকে খণ্ড খণ্ড করতঃ অপর লোককে তাহা ক্রয় করিতে নিবারণ করিতেছিল, ইহাতে এক জন মিশনরী সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে লইয়া যান, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ঘটনা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ন্যায় সঙ্গত করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা শুনিয়াছি যে, তিনি তাহাকে কোনরূপ শাস্তি দেন নাই।

যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানী এবার যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন, প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর এক এক খানি অতিরিক্ত গাড়ি চলিয়াছিল। ষ্টেশনটী বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। কিন্তু জব্বলপুর(?) লাইনে যাইবার টিকিট এখানে বিলি না হওয়া লাইনে রেলওয়েতে যাত্রীদিগের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল, অতীব দুঃখ সহকারে এস্থলে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা বিবৃত করিতেছি। বোধ হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে দিবস এলাহাবাদের ১১টী ট্রেইন অন্তরে সিকোহাবাদ নামক ষ্টেশনে মাল এবং ডাক গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ১১ জন হত এবং ১৪ জন আহত হইয়াছে। ঐ হত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাত্রীবাহ গাড়িতে সাহেব তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ দুর্ঘটনা হইবার কারণ প্রথমতঃ কুজ্ঝটিকা, দ্বিতীয়তঃ মাল গাড়িতে অতিরিক্ত দ্রব্য বোঝাই করা। উক্ত গাড়ির এঞ্জিন ৪ শত টন পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ কিন্তু ৫৫০ টন বোঝাই করা হইয়াছিল, দেশীয় গার্ড এরূপ অতিরিক্ত বোঝাই করিতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করা হয় নাই। শুদ্ধ যে ঐ সকল কারণের জন্য এরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে এরূপ নহে। ডাক গাড়ির কয়েক খানি শকট পুরাতন এবং জীর্ণ ছিল, সংঘাতে আঘাত লাগিবামাত্র মধ্য শ্রেণীর এক খানি গাড়ি তৃতীয় শ্রেণীর অপর এক খানি গাড়িকে চূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাতে এত গুলি লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ডাক গাড়ীর ড্রাইভারের অমনোযোগিতা ইহার অন্যতর কারণ, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করা হইয়াছিল, তথাপি গাড়ির বেগ সংযত করা হয় নাই, যাহা হউক যে দোষী সপ্রমাণিত হইয়া যেমন দণ্ডের সমীপে আনীত হইয়াছে, বিচারে কি হয় বলা যায় না।

মধ্যে মেলাটীতে বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেককে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশানুসারে কল্পবাসীর অনেক সন্ন্যাসী তথায় থাকিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তির প্রতি কিছু পরুষ ব্যবহার করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ পুলিস তাঁহাকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করা হয় কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপায় বিহীন হইয়া বেত্রাঘাতের ভয় প্রদর্শন করেন, যাহা হউক এক্ষণে মেলাটীতে উক্ত পীড়ার অধিক প্রাদুর্ভাব নাই এবং পুনর্ব্বার আদেশ হইয়াছে যে, তথায় কেহ ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারিবে।

মাঘ মেলায় রুগ বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব ভিন্ন আর কিছু আপাততঃ পরিলক্ষিত হইতেছে না, সহরের অনেক লোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শীত একেবারে নাই বলিলে হয়। অধুনা অধিকাংশ লোক সশঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

চন্দননগর।

গত ১ লা কার্ত্তিক কাঁটাপুকুরের খুনের বিষয় যাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহার বিচার এতদিনের পর শেষ হইয়াছে। সাক্ষিদিগের সংখ্যাধিক্যে প্রথম দুইবার করিয়া বিচার হয় এবং ২০ এ জানুয়ারি আরম্ভ হইয়া ২৬ এ শেষ হইয়াছে। এতদর্থে দুইজন গবর্ণমেণ্ট ও চারিজন দেশীয় জুরী নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বিচারে জুরী ও জজ উভয়ে একমত হইয়া নিম্নলিখিত দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন। ১ ম মহিমের কম্‌ প্রধান আসামী কারাবাস, ২ য় মহিমের পিতা ও মাতুলপুত্রের সহায়তাকারী প্রত্যেকের বিশ বৎসর মেয়াদ, ৩ য় দুইজন জমিদারের লাশ চালানকারী প্রত্যেক এক বৎসর অপরের দুই বৎসর মেয়াদ ও চারিশত টাকা জরিমানা হইয়াছে। সন্দেহ বশতঃ অপর একব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে।

এখানকার ছোট আদালতের জজের পদে একজন দেশীয় ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছেন, ইঁহার নাম কাসুস্বামী। জন্মস্থান পণ্ডিচারী এবং ইনি জাতিতে মালাবার জাতি। ইঁহার বিচারপ্রণালী অতীব প্রশংসনীয়। ইঁহার সহিত আর একজন আসিয়াছেন তিনি লেপ্টেনাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনি ও জাতিতে মালাবার। ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা যে উভয়েই এখানে দীর্ঘকাল থাকেন।

সম্প্রতি মিউনিসিপালিটী হইতে এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, যে এখানকার বাজারের দোকানদারেরা বাজারের ভিতরস্থ রাস্তার ধারের তক্তের উপর দ্রব্যাদি সাজাইতে অথবা তিনদের রাস্তার উপর বসিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না, যাহাতে লাইন ঠিক সমান থাকে তাহা করিতে হইবে। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনেকগুলি দোকানদার গত শুক্রবার রাত্রে পর শুক্রবার মিউনিসিপাল ইন্‌স্পেক্টর সাহেব স্বয়ং আসিয়া তক্তগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এ কারণ বাজারের অর্দ্ধেক দোকানদার কপাট করিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিয়াছে। এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য সেক্রেটারি মসিএসি ক্লুসেল সাহেব ও কমিটীর সভ্যগণের নিকট এই প্রার্থনা যে, যাহাতে উভয়দিক বজায় থাকে এমন আদেশ দিয়া সকলকেই সুখী করেন।

উপরোক্ত এ বৎসর খাদ্য দ্রব্য সুলভ হওয়ায় দুঃখী লোকের কোন কষ্ট নাই। বিশেষ পূর্ব্বাপেক্ষা হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হওয়ায় বাজারের অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু গতবর্ষের মণ পূর্ব্বে তিন টাকা চারি আনা ছিল, এক্ষণে সাড়ে পাঁচ টাকা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু দীননাথ ঘোষ ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩০ নং কালীঘাট রোড শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইলেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় বা ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং একজন উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং জ্বরসংযুক্ত অথবা হস্তপদাদিস্ফীত শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দ্রনাগর।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও প্রস্রাবের সহিত সপুয় ধাতু নির্গত হইলে দিন মাত্র এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র অগ্নিমান্দ্য এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্হিত হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৭ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাজ্বলুনি, আধকপালে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ঝেঁটেধরা ও সর্দ্দিকাসি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের যাবদীয় রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, কেশের পুষ্টিসাধন করে ও রক্তাদি নিবারিত করিয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুধার ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভাশয় জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগ নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য অপুষ্ট সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দিকাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অরুচি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাসপ্রশ্বাস।) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১।০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

পাইকপাড়া নর্সরি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর গাছ ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় এক প্রকার শাক সব্জীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্ট্যাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আশ্বাকাস রোপণযোগ্য সব্জির বীজ অর্থাৎ ঢেঁড়স শশা কাঁকুড় ভেণ্ডমূল গোবুল বেঁড় আকারের বৃহৎ কুমড়া লোবুল শাক ইত্যাদি দশেক রকমের বীজ পূর্ণ ১টি প্যাকেটের মূল্য ১।০ এক টাকা চার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক টাকা ডাক মাশুল সমেত ৩৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করি-

থাকি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সমস্ত সুশৃঙ্খলরূপে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। অতএব ভদ্র দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীভুবনগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া সরণি কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৬৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে থাকিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অলাউঠা, কাশ ও নূতন হস্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ ক্যানেল স্কোয়ার এণ্ড কোং প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸৹ আনা। সমস্ত মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
সাবধানেন দুর্ব্বিজ্ঞেন ন জ্ঞেয়ো যুক্তিরং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা প্রমেহের এক ও ... এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশু-
দারুণ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

প্লীহা যকৃতের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৸৹ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২॥৹ টাকা।

জাল বদ্ধ সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কালিকাতার চক অথবা গণেশ মহল্লা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনার বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸৹ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৸৹ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১ম খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৶৹, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸৹, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৸৹, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸৹, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দত্ত।

—:০:—

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের গোঁড়া গোঁড়া সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য কথা, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র কর—বালেশ্বর	৭
" " মুক্তারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—ডাক্তাপাথর	৭
" " নিত্যানন্দ নন্দী—সিহরীল	৭
" " রামধন পালমল—কাঁথি	১০
" জামালদ্দীন—প্রধান তহশিলদার	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘরের চাংড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ　　" ষড়্‌সর্গতা' প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "　　১৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।　　১২৮৮ সাল। ২ রা ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ১৩ ই ফেব্রুয়ারি।　　অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত ঘটনা!!!—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৸৹ আনা মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীহরিমোহন দাস ঘোষ।

(কলিকাতা বর্দ্ধ হুবার্ষন ষ্ট্রীট ২ নং কার্য্যালয়)

সাবধান! সাবধান!

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত নিম্নলিখিত মহৌষধ গুলি খরিদ করিবার সময়ে ক্রেতাগণ প্রত্যেক ঔষধের উপরে লাল কোনার রেজেষ্টরি করা "ইউনি কর্ণ" জানোয়ারের মুখের মোহর এবং লাল কালীতে কে, সি চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজি স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। ইহা যাহাতে না থাকিবে তাহা কৃত্রিম বলিয়া জানিবেন।

ঔষধের মূল্য ও নাম।

"শিবাক্ষর" চূর্ণ অর্শরোগের মহৌষধ মূল্য ৩ এবং ৬ টাকা ডাক ।৴৹। "শিবাক্ষর" রেণু বাতুর বাতরোগের মহৌষধ মূল্য ২৷৹ টাকা ডাক ।৴৹। "শিবাক্ষর" তৈল বাত মহৌষধ মূল্য ১ টাকা ডাক-।৴৹। "শিবাক্ষর" ঘৃত শরীরের পারা নাশক, মূল্য ৪ টাকা ডাক ৸৹। "শিবাক্ষর" বটিকা রক্ত রোগের মহৌষধ মূল্য ৷৹ ডাক ৴৹। "শিবাক্ষর ঘৃত" অম্ল রোগের মহৌষধ মূল্য ৷৹ ডাকে পাঠাইবার মহে। "শিবাক্ষর" জল পুরুষত্ব হানির মহৌষধ মূল্য ৩৩ ও ৬২ টাকা ডাক ৸৹।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সাধারি পুস্তকালয়
শাখারিটোলা কলিকাতা।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য চূর্ণ গুলি ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মুত্রবদ্ধতা রোগ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অল্প মাত্র সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবামাচরণ সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

বাটী বিক্রয়।

"হুগলিপল্লের রৈষ্ণবের নিকট জনাই গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (পুকুরের উত্তর বাগানপাড়া) সহ খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সর্ব্বসমেত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর ঠিকানায়।"

জ্বর-চিকিৎসা।

আলিপুরের স্বাস্থ্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও অবিচ্ছিন্নজ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও অভিনবপ্রণালীর সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের ও নেটিভ ডাক্তারদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে পাওয়া যাইবে।

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL AND PICTORIAL DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE

ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.

published in parts.

For further information apply to the Publisher

TROILOKYA NATH BARAT,
No. 12, Patuldanga Street,
CALCUTTA.

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।৹ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরোগ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত-

হয় ও সম্পূর্ণ বাতুলতাবস্থা এবং শোণিত লাল বর্ণিত হয়ে শোথ হওয়া ও অসংলগ্নরূপে মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্বল্য জীবাণু এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ হইক না কেন অল্পকাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চায়ক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২৲ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, প্লীহা ও রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীরের যে কোন কারণজাত রুগ্ন ও অক্ষমতা হউক না কেন ইহা সেবনে শীঘ্র রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, মেধাবৃদ্ধি ও কান্তিবিশিষ্ট হওয়া সকল প্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। টকা পারসা ও সরূপ সিবর আরক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির সঙ্গে প্রদান আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরে উক্ত মনোগ্রাফটি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা ঔ কবিরাজ ৮ ১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কতকগুলি গ্রামের দুরবস্থা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এক্ষণে আমাদের গ্রামগুলির যারপর দুরবস্থার (যাহা দেখিয়া বিবুধ শ্রদ্ধেয় বাবু নিতাই চাঁদ দত্ত ও বিচিত্র হইয়াছিলেন) অন্যান্য শোচনীয় বিবরণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা কেবল নাপাড়, খাঁপুর, রামেশ্বরপুর, গোপীনাথপুর ও চৈতন্যপুর, এই কয়খানি গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল ঐ কয়েকখানি গ্রাম আমাদের লক্ষ্য নহে। যঞ্জী নদীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মুসাপুর হইতে নাজনঘাট পর্য্যন্ত নদীর উভয়কূলে যতগুলি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিরই প্রায় সমান অবস্থা। এ কথায় কেহ যেন এরূপ না বুঝেন, যে আমরা উক্ত গ্রামগুলির যাবতীয় ভূম্যধিকারিকেই সমান অপরাধী বলিতেছি। বরং আমরা বিশেষ জানি, কোন কোন গ্রামে কোনরূপ অত্যাচারের নাম গন্ধও নাই। তবে সর্ব্বাংশেই এ কথা অবশ্য সঙ্গত হইবে, যদিও অনেকের কোন প্রকার অত্যাচারাদি না থাকুক, কিন্তু গ্রামের অধিবাসীদিগের উপকারার্থ কখন কেহ কিছু করেন নাই। যদি তাহাই করিতেন, তাহা হইলে গ্রামগুলির এত দুরবস্থাই বা ঘটিবে কেন? কিন্তু যে সকল দুর্দশার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা অধিবাসিগণের জন্য একটুমাত্র মনোযোগী হইলে কি উহার অনেকাংশ অপনীত হইত না?

নদী হইতে উপকূলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গ্রামগুলিকে সহসা বিজন অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। পূর্ব্বে এই জনপদগুলি বিলক্ষণ জনপূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ উহার মধ্যস্থলে কোতার কুঠি নামে একটী অতি বৃহৎ, তিনির কুঠির বিলক্ষণ চলতি থাকাতে ততপলক্ষে বহু লোকের সমাগমে ও কুঠীর সাহেবদিগের অনুগ্রহে ঘাট বাজার ও রাস্তা ঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে সেই কোতার কুঠীর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে বনে পরিণত হইয়াছে। এ দিকে গত কয়েক বৎসরাবধি উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়াদি দৈব উপদ্রবে জনপদবাসী লোকদিগের একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের শূন্য বাসভূমি সকলে বাঁশ, বাবলা, বাবলা ও শ্যাওড়াদি প্রভৃতি গাছ পালা উৎপন্ন হইয়া গ্রামগুলিকে বিজন বাটীর সদৃশ বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে এ সকল গ্রামে ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু এক কালে ঢোকে নাই, এক্ষণে সময়ে সময়ে ঐরূপ বিস্তর জন্তুর উপদ্রব হয়েছে। উহারা স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থদিগের বাড়ীর ন্যায় এক একটা জঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক যেন তাহাদেরই দেশ বোধে অসহায় উভয় জন্তুদের উপর দৌরাত্ম্য অত্যাচার ও একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে। জঙ্গলের বৃদ্ধি নিবন্ধন পূর্ব্বকার পথ ঘাটগুলি ক্রমশঃ এমন অপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে, যে একটী লোক সোজা হইয়া কোন মতে চলিতে ফিরিতে পারে। পাশাপাশি দুটী লোক হইলেই বিস্তর বিপদ উপস্থিত হয়। কেন না পদার্থ বিদ্যার মতে দুটী বস্তু এক সময় একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। ত্রিবিবিধ মতে একটীকে সরিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু পদার্থ বিদ্যার এই মানে রক্ষার জন্য যিনি সরিবেন, তাঁহাকে হয় খানায়, না হয় ডোবায়, না হয় কাঁটায়, পড়িতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ষাকালে আবার ঐ সকল পথের স্থানে স্থানে জল কাদা বদ্ধ হইয়া এমন দুর্গম হয়, যে পথিকেরা মনে করে যেন " ক্লুরাগ্র অবগাহন করিতেছে।"

শিক্ষার এমন সুবিধা যে এই ১২।১৩ খানি গ্রামের মধ্যে কেবল দুটী বঙ্গ পাঠশালা মধ্যবর্ত্তী লোকের বিদ্যাবলে হউক না হউক, কতক মতে অনায়াসে একরূপ করিয়া চলিতেছে। কেন না পাকের দ্বারা বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ না করিলে স্কুলের মাহিয়ানা আদায় হওয়া দুষ্কর। আর ছেলের দ্বারা ধৃত করিয়া না আনিলে অনেক বালক সহজে বিদ্যালাভ করিতে আইসে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থাও বেশ আছে। জানিয়াছি, জল বায়ু আর ভৌতিক জীবের জীবনরক্ষার প্রধান সহায়। কিন্তু বন জঙ্গলের দ্বারা সেই জ্যোতিঃ ও বায়ুপ্রবাহের গতি রোধ হওয়াতে গ্রামগুলির দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা শীঘ্র শুকাইতে পারে না, সুতরাং তাহা হইতে ম্যালেরিয়া নিঃসৃত হয়ে বাস করিয়া নিজের প্রিয় বাসস্থান "পচা-পুকুর" "সাঁকড়" ও গোময়ের গাদায় বসিয়া নিরাপদে পুত্রকন্যা বিস্তার পূর্ব্বক মনুষ্যজাতির সর্ব্বনাশ প্রাণ সংহার করিতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার অপর উপায় পানীয় জলের নির্ম্মলতা। যঞ্জী নদীর স্বাভাবিক নির্ম্মল জলও তাহাতে অনুপযোগী নহে। কিন্তু ইতর লোকদিগের স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔদাসীন্যের দ্বারা প্রতি নিয়ত উহার নির্ম্মলতা নষ্ট হইতেছে। উহারা বর্ষাকালে উহার যেখানে সেখানে পোশ ও পাটাদি পচাইয়া এবং শীত গ্রীষ্মকালে অন্যান্য প্রকারে জন্য উহার উভয় কূলে সংলগ্ন জলে প্রচুর পরিমাণে ময়লামাটি নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বদা সমুদায় জল নষ্ট করিতেছে। প্রভুদিগের দুটা মুখের কথা দ্বারা উহা অনায়াসে নিবারিত হয়, কিন্তু তাঁহারা পাছে বা পরের একটু উপকার হইয়া পড়ে উহাই ভাবিয়া বোধ হয় তাহা প্রশাসনের নিবারণ করেন না। ঐ সকল ময়লাপাতা পচিয়া নদীটির নির্ম্মল জল, একবারেই দূষিত হইতেছে। সেই দুর্গন্ধময় মলিন জল পান করিয়া, উদরাময় অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে যে বহুলোক আক্রান্ত হইতেছে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; তথাপি কেহ কিছু বলেন না, ইহার কারণ কি জানেন? এখানে ঐ সকল রোগের চিকিৎসার সুবিধাটী সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, প্রত্যেক পল্লীতে চিকিৎসকের অভাব নাই। ধোবা নাপিত হইতে আরম্ভ করিয়া মুচী, কোলা, জেলে, এমন কি হাড়ি মুচি পর্য্যন্ত সকলেই চিকিৎসক। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ

ঔষধেরও অভাব নাই। তবে অভাব কেবল তাঁহাদের বিদ্যার, বুদ্ধির আর একটু নাড়ী জ্ঞানের। কিন্তু তাই বলিয়া এমন সুলভ উপজীবিকা কে পরিত্যাগ করিবে? ইহাতে নিকাশ প্রকাশ নাই, দায় দফা নাই, কোন হাঙ্গামা নাই। সুতরাং যাঁহার অন্য কিছু না জুটিল, তিনিই একটা ঔষধের পুটলী বাঁধিয়া চিকিৎসক হইয়া বসিলেন। আর মধ্যে কেহ কেহ আবার একটু "সোডা" কিঞ্চিৎ "কুইনিয়ান" কিছু বেলেস্তারা "কালশিম" ক্লবর্ণ ও ভাইনম্ ইপিকাক্ প্রভৃতি ডাক্তারী ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া "নিউ মেডিকেলহল" নাম দিয়া যমের দ্বিতীয় আলয় স্বরূপ একটা ঔষধালয় খুলিয়া ফেলিলেন। ইহাঁদের "ডিপ্লোমা" সকলও চমৎকার। কেহ কিছুদিন কোন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী করিয়াছিলেন। কেহ বা তাঁহার মুক্তা ক্রয় করিয়াছেন, আবার কেহ বা সে সকল কিছু করেন নাই। তবে তিনি গ্রামের গোমস্তার ভাই, অথচ লেখা পড়া কিছু জানেন না, সুতরাং কোন কর্ম্ম কাজ হয় নাই। ভদ্র লোকের ছেলে বেকার থাকিবেন কেন, কাজেই ডাক্তার হইয়া বসিলেন। আমাদের অতি নিকটে ঐরূপ একটী ভদ্রসন্তান ডিস্পেন্সারি খুলিয়াছেন। ইনিও গ্রামের গোমস্তার ভাই। তাহাতে আমাদের একটী বন্ধু বলেন যে "জমীদারের গোমস্তা মহাশয়েরা স্বভাবতঃ গরীবের যম, ইনি তাঁহার কনিষ্ঠ। অতএব যখন, যেমন হউক এক প্রকার "যমের কনিষ্ঠ সহোদর" হইয়াছেন, তখন চিকিৎসা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ইহাঁর না থাকিবে কেন? সে যাহা হউক, এই সকল সুচিকিৎসকের অনুগ্রহে ও তাঁহাদের প্রদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধের প্রভাবে শুধু রোগের যন্ত্রণা কেন, সংসারের সমুদায় জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নির্মুক্ত হইয়া প্রতিনিয়ত কত লোক পরলোক প্রস্থান করিতেছে, তাহাতেই ঠিক লোকে শ্মশানবনের এত বৃদ্ধি। কেন না, ইহাঁদের ঐরূপ চিকিৎসা দ্বারা যাহারা অতঃপর এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ একেবারে পরিত্যাগ করিবে, সেই দেহগুলি পোড়াইবার জন্য কাঠের অভাবে যেন বিশেষ কষ্ট পাইতে না হয়। এই ত গেল চিকিৎসার বন্দোবস্ত ও তাহার ফলাফল।

একণে গ্রামগুলিতে সুখসেব্য দ্রব্যাদির সদ্ভাব নাই বা সৌখীনতার সুবিধামাত্র নাই, ইহাই বা কি প্রকারে বলিব। প্রতি গ্রামেই দুই এক খানি করিয়া মুদীখানা আছে। তাহাতে দরম চাউল না কেন, ভাজা চিড়ে, মোটা চাউল, কালো লবণ, চিটে গুড় ও ঘুটে তামাকু এবং পোড়া মুড়ী মুড়কী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। আবার কেবল গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে ও অনুগ্রহে স্থানে স্থানে খোলা ভাঁটী থাকাতে "অতি উৎকৃষ্ট আনন্দজনক বলকর পানীয় দ্রব্যেরও অপ্রতুল নাই। এ সকল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর ন্যায় এক জন বড় লোকের চক্ষে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু গ্রামবাসী গরীব দুঃখী কৃষক প্রজাদিগের পক্ষে উহাই প্রচুর বলিতে হইবে। তাহারা তদপেক্ষা আর অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারে? যদি জমিদারের অত্যাচার, ও মহাজনের জ্বালা তাহাদিগকে সহ্য করিতে না হইত, ডাকটাক্স রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্কসেস যোগাইতে যোগাইতে তাহাদের দফা শেষ না হইত, দণ্ডবিধি কার্য্যবিধি এবং জমীদার ও প্রজাসংক্রান্তবিধি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে চির দাসত্ব শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ হইতে না হইত, তাহারা ঐ সকল দ্রব্যাদিকেও অতি সুখের অবস্থা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিত, সন্দেহ নাই। এক জন বাঙ্গালী কবি, কোন পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ঐরূপ অসভ্যাবস্থার সহিত স্বাধীনতা জনিত নির্ম্মল সুখের বর্ণনাবসরে বলিয়াছেন।

"নাহি কাজ সভ্যতায়,
"কে বল সভ্যতা চায়"
"অসভ্যতা যদি আহা! সুখের এমন"।

যদি ঐ পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ন্যায় ইহাদেরও একটু স্বাধীনতা থাকিত, আইনের অধীনতা না থাকিত, ইহারাও উক্ত কবির ন্যায় মুক্তকণ্ঠে ঐরূপ আনন্দ ধ্বনি করিতে পারিত।

এস্থলে অনেকে বলিবেন, যদি আইনের অধীনতাই এতদূর ঘৃণ্য ও দূষণীয়, তবে আর আইনের আবশ্যকতা নাই। আইনের আবশ্যকতা নাই, বা আইনের দ্বারা কোন উপকার নাই, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং আইন না থাকিলে লোকস্থিতি সুরক্ষিত হওয়াই সুকঠিন হইত। মহাপুরুষ মনু বলিয়াছেন:—

"সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্ল্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে।"

ইহা শত সহস্রবার সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে আইনের কেবল মন্দ ফলগুলি গরীবে, আর ভাল ফলগুলি বড় মানুষে ভোগ করিয়া থাকেন, যাহার প্রতিকূল বিধিগুলি গরীবের পক্ষে, আর অনুকূল বিধিগুলি বড় লোকের ভাগ্যে রহিয়া থাকে; তাহার মূলে অবশ্য কোন দোষ আছে, ইহা সহস্রবার বলিব। দেখুন, এই জনপদবাসী দীন ও সরল কৃষকেরা, কিঞ্চিৎ উদরান্ন আহরণের জন্য কি না করিতেছে। তাহারা শরদের হিম, শীতের শিশির, গ্রীষ্মের উত্তাপ ও বর্ষার বৃষ্টিধারা আপন আপন অনাবৃত মস্তকোপরি এবং পূর্ব্বোক্ত ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণার যাতনা সমুদায় সহ্য করিয়া প্রতিনিয়ত ভূমি কর্ষণ করিতেছে। চাসের সময় সময়মত দুটি আহার করিবারও অবকাশ পায় না। সমস্ত দিন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন শরীরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া, কিঞ্চিৎ শাকান্নমাত্র আহার করতঃ কোন মতে জীবন ধারণ করে। রাত্রিকালে, ছেঁড়া-মাদুরে, না হয় ভূমে, সেই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত শরীরে নিক্ষেপ করিয়া অকাতরে নিদ্রা যায়। মশা, ডাঁশ, ও ছারপোকার কামড় অনুভব করিবারও অবকাশ পায় না। এইরূপ যাহাদের অবস্থা, সেই কৃপাপাত্র দরিদ্রদিগের সেই দুর্দ্দশা দর্শনে দয়ার্দ্র ও দ্রবিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের উপর যাঁহার যেমন ইচ্ছা হইতেছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। জমীদার বহুবিধ অত্যাচার করিতেছেন, মহাজন আলাতন করিতেছেন। জমীদারের গোমস্তাগণ কখন তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বসাইয়া রাখিতেছেন, কখন জরিমানা বা মারপিট করিতেছেন—আবার কখন বা কোন কারণে তাহাদের একমাত্র আশা নিবন্ধন জমীখানি জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছেন। নিরুপায়দিগের একমাত্র সকরুণ ক্রন্দন ব্যতীত ইহার আর কি উপায় আছে?

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন কেন আইন আছে, আদালত আছে, আইনে ঐ সকল অত্যাচারের যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান আছে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, যে "কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস" করা কেমন কঠিন কাজ। অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য না হইলে আর কেহ আইন বা আদালতের আশ্রয় লইতে চাহে না। যদি কেহ সে দুঃসাহস করে, তাহার আর রক্ষা নাই। অত্যাচারী মহাশয়েরা তখন তাহাকেই আবার "উল্টে জব্দ করিবার জন্য যে কিছু যোগাড়ের প্রয়োজন," তাহার কোনটীই বাকী রাখেন না। তখন তাঁহারা নানা উপায়ে তাহার আনিত সাক্ষীদিগকে বশীভূত করিয়া, বা বেতনভুক্ অন্যান্য সাক্ষী দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া, কিম্বা স্থলবিশেষে পুলিসকর্ম্মচারীদিগকে "দক্ষি... .কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য" সমর্পণ করিয়া কোন মতেই তাহা সপ্রমাণ হইতে দিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া, অভিযোক্তা তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপাপত্তি পাইল। বা তদপ্রযুক্ত নিজের "মালিনী বিবরণ" নিজেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিল (১)।

আদালত আইনের দ্বারা, সুতরাং আইন অদ-

(১) কেহ মনে করিবেন না যে আমি ইহা কেবল কল্পনা করিয়া বলিতেছি। সম্প্রতি অবিকল ঐরূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রমাণের সহিত তদ্বিবরণ পরে প্রকাশ করিব।

...দের প্রভাবাধীনে মোকদ্দমাটী ডিস্‌মিস্‌ করিয়া ... সম্পন্ন করিলেন। আবার দেশী ... "এরূপ বাদী মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল বলিয়া সেই নিরপরাধ গরীব লোককে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার অপরাধে অপরাধী করিয়া জেলে দিলেন। আইনের কার্য্য শেষ হইল। ...দিকে অত্যাচারী মহাজনেরা সেই ক্ষুদ্র শস্যের অংশের ক্রয় করিয়া বা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, তাহাদের উন্নত ও অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়া অপরাপর গরিব দুঃখীদিগের উপর অত্যাচার করিবার যে অধিকারটুকু পাইয়াছেন—তাহা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে লাগিলেন (২)।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা আইনের দোষ? না আইনানুসারে শাসনের ভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে—তাঁহাদের দোষ? অথবা ঐ অত্যাচারীদিগের পোড়া কপালের দোষ? ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, যখন প্রমাণ ব্যতীত অপরাধ নির্ণয়ের আর অন্য উপায় নাই, তখন সেই প্রমাণ না পাইলে আইন আদালত এতদ্ব্যতীত আর কি করিবেন। আমিও ইহা মানিলাম। কিন্তু তাহা মানিয়াও এ কথা শত সহস্রবার বলিব যে, যে কোন অপরাধ করা হউক না কেন, তাহার প্রমাণ গোপন করিতে পারিলেই রাজদণ্ড হইতে অনায়াসে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সেই জন্য বলিতেছি যে, যে রাজ্যে অপরাধী ব্যক্তি সহস্র অপরাধ করিয়াও নিজের অবলম্বিত কোন নিকৃষ্ট কৌশলে রাজদণ্ড হইতে পুনঃপুনঃ পরিত্রাণ পাইতেছে, অথচ নিরপরাধ ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক বারম্বার উৎপীড়িত হইয়াও তাহার কোন প্রতিকার করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহা করিতে গিয়া স্থল বিশেষে নিজেই আবার দণ্ডনীয় হইতেছে;—সে রাজ্যের শাসন কৌশলের মূলে অবশ্যই কোন মারাত্মক দোষ অথবা অসম্পূর্ণতা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাই বলি, এখনকার আইন কানুন একটা তামাসা মাত্র। বড় লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া সেই তামাসা দেখিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত উহা দ্বারা গরীব দুঃখীদিগের কোন উপকার আছে কি না? সুবিচক্ষণ বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা একবার নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এরূপ রাজনীতির অতলস্পর্শ গভীর জলে নিমগ্ন হইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কেন না আমরা "অঙ্গুষ্ঠ জল মাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।"

আর্য্য [illegible]।

(২) [illegible] নিজের অপরাধ [illegible] হইক বা [illegible] অথবা [illegible] হইল, কি [illegible] আসিতেছে, এরূপ [illegible] দিতেছে। [illegible] হইতেছে [illegible] হইতে চলিল।

সোমপ্রকাশ

২ রা ফাল্গুন সোমবার।

শিক্ষাসম্বন্ধে [illegible] অনুসন্ধান।

আজি আমরা যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি, তাহা অনেক দিনের কথা, তখন সোমপ্রকাশের জন্ম হয় নাই। তখন সার চারলস উড (পরে যিনি লর্ড হেলিফাক্স উপাধি পান) ভারতবর্ষের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের মঙ্গল উদ্দেশে ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থাপন করিয়া যে একখানি পত্র প্রেরণ করেন, এত দিন সে অনুসারে কার্য্য চলিয়া আসিল, সম্প্রতি তাহার ফলাফলসন্ধানে আরম্ভ হইয়াছে। সেখানি ১৮৫৪ অব্দের পত্র। আজ ১৮৮২ অব্দ। অতএব পরীক্ষার কাল অতীত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুর সেই পত্রের অনুযায়ী কার্য্যে কিরূপ ফল লাভ হইল তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিয়োজিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিশনকে যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনটী সার কথা দেখিলাম। প্রথম, মধ্যে এ দেশীয়দিগের উচ্চ-শিক্ষা-নিরোধের যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন এ দেশীয়দিগের মনে যেরূপ আতঙ্ক হয়, বোধ হয় তাহার নিরসনার্থ আমাদের শান্তপ্রকৃতি প্রজাবৎসল গবর্ণর জেনরল স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, ঐ উচ্চ শিক্ষার নিরোধ করা তাঁহার কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য নহে। এটী আমাদের আশ্বাস স্থান সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইতে পারিতেছি না। কি কারণে আমরা ভয়শূন্য হইতেছি না, তাহা পরে ব্যক্তীকৃত হইতেছে।

দ্বিতীয়, সামান্য ও ইতর লোকের সাধারণভাবে শিক্ষাদান চেষ্টা। এটী একান্ত আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এক্ষণে যে প্রণালীতে উহাদিগের শিক্ষা দান করা হইতেছে তাহা একপ্রকার বিড়ম্বনার বিষয়। যে শিক্ষা চিত্তশুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে না পারে, সে শিক্ষা শিক্ষাপদ বাচ্য নহে। আমরা এখন দেখিতেছি যে ইতর লোকেরা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া কেবল বড়-মানুষ হইয়া উঠিতেছে। যাহাতে উহাদের উত্তম শিক্ষা লাভ হয়, লার্ড বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করেন এই আমাদের ইচ্ছা।

তৃতীয়, এ দেশীয়েরা নিজ শিক্ষার ব্যয় নিজে সম্পন্ন করেন, উল্লিখিত ১৮৫৪ অব্দের পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। লার্ড রিপন বাহাদুরও তদুদ্দেশে যত্নবান্ হইয়াছেন এবং তাহার একটী অমোঘ উপায়েরও আবিষ্কার করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটির উপর সেই ভার সমর্পণের সঙ্কল্প করিয়া কমিশনের প্রতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটীগুলিকে ক্রমে রামধন বাবুর রামসিং খানসামা করিয়া তুলিতেছেন। রামধন বাবুর কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, রামসিংকে তামাক দিবার নিমিত্ত আজ্ঞা হইল, সে কল্কে হাতে হাজির হইল। বাজারে যাইতে হইবে, রামসিং থলি হাতে করিয়া চলিল। কাহাকে ডাকিতে হইবে, রাম সিং দৌড়িল। জল আনিতে হইবে, রাম সিং তখনি ঘড়া হাতে হাজির। ঘর রক্ষা করা তাহার ত প্রধান কর্ম্ম। পাঠক এখানে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে রাম সিংহের এত কাজ, তাহা হইতে তাহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঘররক্ষা-কার্য্যটী কেমন সম্পন্ন হয়। আমরা মিউনিসিপালিটীগুলির যে রামধন বাবুর রাম সিংহের তুলনা দিলাম, পাঠক এখন তাহার তাৎপর্য্য বুঝুন। এ দেশীয়দিগকে স্বশাসন শিখাইতে হবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। রাত্রিকালে দস্যু তস্করের উপদ্রব হইতে ঘরবাড়ী রক্ষা করিতে হবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। গ্রামের রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। গ্রামের জল নিকাশ করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী করিবেন। রাস্তায় আলো দিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী দিবেন। গ্রামে স্কুল করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী করিবেন। মিউনিসিপালিটীর উপর যদি এতদ্ভিন্ন কার্য্যের ভার সমর্পিত হয়, কোন কার্য্যই যে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইবে না, তাহা কি পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন না? এখনই ত আমরা দেখিতে পাইতেছি, অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ আয় পুলিশ গ্রাস করিতেছে। সুতরাং মিউনিসিপালিটির প্রধান কর্ত্তব্য যে গ্রামের স্বাস্থ্যসম্পাদনের উপায়বিধান তাহার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। তাহার পর যদি বিদ্যালয়-পোষণের ভার দিবার হয়, মিউনিসিপালিটী যে বিব্রত হইবেন, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইবে সন্দেহ নাই। আর এক কথা

আই, মিউনিসিপালিটির উপরে যদি বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যবস্থার বিন্যাস হয়, তাঁহারা যদি কথঞ্চিৎ ব্যয় সঙ্কলন করিতে পারেন, তাঁহারা যে শিক্ষা দান কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা কমিশনকে অনুরোধ করিতেছি, মফস্বলের যে সকল বিদ্যালয়ে সাহায্যদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, কমিশন যেন তাহার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করেন। যে সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইতেছে না, ইহা যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে ইহাও প্রমাণ হইবে যে, এ দেশীয়েরা আজও স্বশিক্ষার ভার গ্রহণে সম্যক্ সমর্থ হন নাই। প্রমাণ-সংগ্রহার্থ দূর অন্বেষণের প্রয়োজন হইতেছে না। এ দেশীয়ের বা অন্যদেশীয়ের প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা বা সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইয়াছে? কোন বিদ্যালয়ই যদি সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাদান কার্য্য হইতে হাত গুটাইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক প্রকারান্তরে এ দেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষার নিরোধ হইয়া উঠিবে।

এখন পাঠক! আমাদিগের আশঙ্কার অবসর দেখুন, লর্ড রিপন বাহাদুর যে বলিয়াছেন, এ দেশীয়দিগের উচ্চশিক্ষার নিরোধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা বাস্তবিক না হইলেও কাজে কাজে ঘটিয়া উঠিতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেই এ দেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষা অবসন্ন হইয়া যাইবে। অতএব কমিশনের নিকটে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই, তাঁহারা শিক্ষাদান কার্য্য হইতে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব পরিত্যাগের পরামর্শ না দেন এবং মিউনিসিপালিটির স্কন্ধে শিক্ষাদান-কর্তৃত্বের সমর্পণ না করেন। এ স্থলে আমাদিগের মনে একটী প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইল; মিউনিসিপালিটির উপরে যদি শিক্ষাদান কার্য্যের ভার সমর্পণ করা হয়, আর তাঁহারা যদি টাকা দেন, গবর্ণমেণ্ট এতদিন শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যয় দিতেছিলেন, সে টাকার কি হইবে? গবর্ণমেণ্টের ত সে টাকা বাঁচিয়া গেল। সে টাকা কি জমা থাকিবে? না, স্বদেশে প্রেরিত হইবে? অথবা অন্য বিষয়ে ব্যয়িত হইবে?

মদের খোলা ভাঁটি একটী কৌতুকের কথা।

ভারতবর্ষের প্রতি যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র স্নেহ আছে, ভারতবাসির মঙ্গলে যাঁহার হৃদয়ে উল্লাস ও অমঙ্গলে বিষাদ জন্মে, তাদৃশ সহৃদয় পরিণামদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই দিন দিন ভারতে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া কাতর হইতেছেন। আমরা ৮ ই ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে মদের খোলাভাঁটি সংক্রান্ত উত্তর প্রত্যুত্তররূপে লিখিত কয়েকখানি পত্র প্রচারিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ মিসনরি ইভান্স সাহেবই ঐ পত্রগুলির প্রধান কারণ। তিনি মুঙ্গেরে মাতালের দৈনন্দিন সংখ্যা বৃদ্ধি দর্শনে দুঃখিত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেলের নিকটে একখানি আবেদন করেন। তিনি বলেন "হিন্দুজাতি মাতাল নয়, ২৬ বৎসর গত হইল, আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আমি প্রথমে বাজারে প্রায় মাতাল দেখি নাই, কিন্তু এখন আমি এমন বাজার বা গ্রাম দেখিতে পাই না যেখানে মাতলামী দেখিয়া ব্যথিত হইতে না হয়। কিন্তু যদি সুরার প্রবল স্রোত এইরূপে আর কিছুকাল প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে, চীনদেশীয়েরা যেমন অহিফেন সেবন করিয়া জড়বৎ হইয়া গিয়াছে, ভারতবাসিরাও তেমনি মত্ততারূপ পাঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইবে।"

ইভান্স সাহেব বলেন, খোলাভাঁটি মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। তিনি আর এক কথা বলেন, খোলা ভাঁটিতে যে মদ প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কা ভাঙ্গিলা ও ধুতুরা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি খোলা ভাঁটিতে প্রস্তুত করা মদের দুটী বোতল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরীক্ষা করাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই। ফলতঃ ইভান্স সাহেবের সব কথা সপ্রমাণ হয় নাই। সপ্রমাণ না হউক, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জয়লাভ হউক, কিন্তু একটী প্রশ্ন এই, দ্রব্য সামগ্রী সস্তা হইলে যে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে কি মতদ্বৈধ আছে? একটী বাজারে পাঁচ জন দোকানদার আছে, তিনি দোকানদার সামগ্রী সস্তা দেয়, তাহার দোকানের কি খরিদ্দারের ভিড় হয় না? অল্প পয়সায় লোকের নেশা হয় বলিয়া কি আবোহির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই? মদ সস্তা হওয়াতে যে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ইহার কোন ক্রমেই অপলাপ করা যাইতে পারে না। খোলা ভাঁটি হওয়াতে মদ যে সস্তা ও অনায়াস লভ্য হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যেথা সেথা অল্প মূল্যে মদ পাওয়া যায় বলিয়া আমরাই দেখিতে পাইতেছি পূর্ব্বে আমাদিগের গ্রামের মধ্যে দুই এক জন মাতাল ছিল, এখন প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দুই এক জন মাতাল হইয়াছে।

যাহা হউক দেশের এ অবস্থা একান্ত শোচনীয়, এ দেশে সুরাপানে কিছুমাত্র উপকার নাই, প্রত্যুত বিপুল অপকার। এ দেশে সুরাপানে শরীরের বা মনের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, বরং যার পর নাই অবনতি হয়, অপকার হইবার প্রধান কারণ এই এ দেশীয়দিগের আহারীয় দ্রব্য অতি বলাধানা, তাহাতে প্রায় পুষ্টিকর পদার্থের সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ ইতর লোকেরা যে আহার করে তাহাতে জীবন ধারণ হয় এই মাত্র। সেই আহারের সঙ্গে তীক্ষ্ণবীর্য্য সুরা একত্র সমাবেশ হইলে সুরা সেই ভুক্ত পদার্থের বলকারিতা নষ্ট করিয়া যে কেবল অজীর্ণ হয় তাহা নয়, শরীরের ধাতু পর্য্যন্ত জঙ্গল করিয়া ফেলে এই কারণে আমরা সচরাচর দেখিতেছি এ দেশের সুরাপায়ীরা দীর্ঘজীবী হয় না। মদ্যপায়ীর মন যে বিকৃত হইয়া যায় তাহার বিস্তর কারণ আছে। এ দেশ উষ্ণপ্রধান এখানকার লোকের বিষয়াসক্তি প্রবল, সুরা বিষয়ে আসক্ত করিবার একটী প্রধান কারণ, আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যাহারা সুরায় আসক্ত হয় তাহারা সুরা সেবনের মাত্রা স্থির করিয়া রাখিতে পারে না, যেমন উত্তর মাত্রার দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি শরীর ও মনের মাত্রারও হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ এ দেশের অধিকাংশ লোক অকর্ম্মা, ঐ অকর্ম্মা দলের যাহারা সুরাসক্ত হয়, তাহারা দিবা রাত্রিই প্রমত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিদিনই তাহাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হয়, মন ও একান্ত বিকৃত হইয়া উঠে। অতএব শরীরের, ধনের, মনের, বিশেষ অনিষ্টকারী বিষম শত্রু সুরা সেবনে ছাত্রদিগের যাহাতে সঙ্কোচ হয়, আমাদের দয়ালু, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের তাহা করা একান্ত আবশ্যক। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যদি এই সুরা সেবনের প্রাদুর্ভাব নিবারণের কোন সদুপায় করা না হয়, শীঘ্র ভারত উৎসন্ন যাইবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের প্রার্থনা এই, খোলা ভাঁটী বন্ধ করিয়া দিয়া হউক মদের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়া হউক, আর অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া হউক, সুরা সেবনের প্রাদুর্ভাব নিবারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা এই প্রস্তাবের শীর্ষস্থানে যে একটী কৌতুকের কথা বলিয়া লিখিয়াছি এখন পাঠক সেই কৌতুকটী দেখুন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলেন কমিসনরদিগের অধিকতর আগ্রহবশতঃ মুঙ্গেরে প্রভৃতি স্থানে খোলা ভাঁটির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ না হয়, তিনি তাহার উপায়বিধান করিবেন। পাঠক! এটী কি কৌতুকের কথা নয়? ঘরে সাপ ছাড়িয়া দিয়া কিম্বা আগুন দিয়া যদি গৃহস্থকে বলা যায় যে তোমরা গৃহ মধ্যে সচ্ছন্দে থাক যাহাতে কোন অনিষ্ট না

হ। আমরা তাহার চেষ্টা করিব এ কথা বলা যেরূপ খোলা ভাঁটীর নিয়ম করিয়া যাহাতে খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, এবং তজ্জনিত অনিষ্ট না ঘটে লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের এই বাক্যটীও সেইরূপ হইয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের অত্যাগ্রহ বশতঃ যখন খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতে যে কর্ম্মচারীর অত্যাগ্রহ ঘটিবে না, এবং খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? কর্ত্তার অনুগ্রহ ভাজন হইব বলিয়া, কর্ত্তার অভিপ্রায় (সে অভিপ্রায় বাস্তবিক না হইলেও) অনুমান করিয়া অধীন কর্ম্মচারীরা প্রায়ই নিয়মাতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, এ কথা কি মিথ্যা? যে জাতি ভিন্ন দেশীয় প্রজার অহিফেন সেবনে উৎসন্ন দশা দর্শন করিয়া অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তজ্জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রতিপাল্য প্রজার সুরা সেবনে উৎসন্ন দশা দর্শনে যদি উদাসীন হইয়া থাকেন, তাহার পর ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণোপায়।

ভারতবর্ষের দুরবস্থার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কৃষককুলের দুর্দশা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, এখন আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অন্ন বস্ত্রের কষ্ট যে অধিক হইতে পারে তাহা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ এক প্রকার সাময়িক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষবাসিদের যথেষ্টমত চাই না, বেশ ভূষা চাই না, তাহারা সকল প্রকার আমোদ পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু যত দিন জীবন্ত থাকিবে তত দিন কিছু কিছু ভোজন ত করা চাই? সামান্য ভোজোপকরণের যা সংযোগ কি প্রকারে হয়, তাহাই কঠিন সমস্যা হইতেছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত রাজপুরুষেরা উপযুক্ত পথ অবলম্বন না করুন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চিন্ত নাই; ইংরাজ রাজার শাসনাধীনে যেমন হয় অন্যান্য কতকগুলি নূতন সৃষ্টি দেখিলাম। দুর্ভিক্ষ ঘটিলে পূর্ব্বে নৃপতিরা প্রজাপুঞ্জের কত দূর আনুকূল্য করিতেন বলিতে পারি না। কিন্তু তাহারা প্রজার কষ্ট দেখিলে যে নিরুদ্বেগে থাকিতেন না তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ দৃষ্ট হয়। তদানীন্তন নিয়মমতে রাজকোষেই ত দৈবানুষ্ঠান হইত; তৎপরে অন্নহীন প্রজাকে অন্নদান করা হইত; তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সাহায্যের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত হইত না, এমন অনুমান হয়। এটী ইংরাজ রাজত্বে এ দেশে নূতন দেখিতেছি।

আমাদের জ্ঞানে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষে নিতান্ত অল্প লোকের মৃত্যু হয় নাই। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ১০০০০০০ দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৭৭ সালে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ৫২৫০০০০ বাহান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। এই দুটী দুর্ভিক্ষে প্রয়োজনানুরূপ আয়োজন ছিল না, তজ্জন্যই অসংখ্য অসংখ্য লোক বহুপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছে এবং অসংখ্য অসংখ্য লোক অন্ন বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের ত্রুটি হয় নাই; দুর্ভিক্ষ প্রকাশ পাইলেই আমাদের মহাশয় গবর্ণমেণ্ট অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে কিছু কৃপণতা করেন নাই। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে নিরন্নদিগের আনুকূল্যে এবং রাজস্ব ক্ষমা করায় সাকল্যে ১৪৩৭২৮০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের ব্যয় ১১১৪৯৩০০০ টাকা পড়িয়াছিল। এত অর্থ রাশি দিয়াও যথানুরূপ উপকার হইল না, বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটিল, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যার পর নাই সাতিশয় ভাবিত আছেন। ইহার প্রতিকার উপায় কি সকলেই তাহা চিন্তা করিতেছেন।

প্রকৃত দুর্ভিক্ষ ঘটিলে এক কালে তাহার নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই; দুর্ভিক্ষ এক বার করাল মুখব্যাদান করিলে কতকগুলি লোককে নিশ্চিত গ্রাস করিয়া ফেলিবে, সে বিপত্তি অপরিহার্য্য। তবে যাহাতে দেশ একবারে জনশূন্য হইয়া না যায়, পূর্ব্ব হইতে যত্ন করিলে এই উপকার সাধিত হইতে পারে।

দুর্ভিক্ষে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু ঘটিবার দুটী প্রধান কারণ আছে; প্রথম প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না, প্রথমাবস্থায় তাহা নিশ্চিত করা সুকঠিন; সুতরাং অন্নকষ্টে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইলে তখন সকলের চৈতন্য হয়। অধিকন্তু তন্নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে করিতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে গবর্ণমেণ্ট অন্ন দান করিতে থাকেন, তখন ১০।১৫ দিনের অনাহারী ব্যক্তি লোলজিহ্ব-লোলুপ পশুর ন্যায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া ভোজন করিতে থাকে; মরা অন্ত্রে খাদ্য দ্রব্য পড়িয়া বিপরীত অনিষ্ট করে। আমরা স্বচক্ষে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের যে প্রকার ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, বলিব কি?—পাষাণ হৃদয় ও তদ্দর্শনে স্থির থাকিতে পারে না।

উপরে মৃত্যুর যে দুটী কারণ কথিত হইল, প্রায় সর্ব্বত্র উহা বর্ত্তমান দেখা যায়। কেবল ১৮৭৪ সালে বেহার অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে ঐ দুটী কারণ বিদ্যমান ছিল না। তৎকালে বিচক্ষণ মহাশয় মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের হস্তে সর্ব্বকার্য্য ন্যস্ত ছিল; তাঁহার গুণে যাহা বলা যায়; তিনি আগামুক দুর্ভিক্ষের লক্ষণ পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারের উপযুক্ত উপায় করিতে লাগিলেন, অতএব অনাহারে প্রায় কাহারও মৃত্যু হইল না। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে প্রথম হইতেই মহা গোল চলিতে লাগিল। স্থানীয় প্রজাগণ অন্নকষ্টে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন, কিন্তু তৎপ্রদেশীয় রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। দুর্ভিক্ষ হইবে না একরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহারা নিরুদ্বেগে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। পরিশেষে যখন দুর্ভিক্ষ চতুর্দ্দিক অধিকার করিয়া বসিল, পথে ঘাটে সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, কলিকাতায় সহস্র সহস্র লোক পলায়ন করিয়া আশ্রয় লইল, টাকা দিয়া কটকের বাজারে এক মণ চাউল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল,—নিশ্চিন্ত রাজপুরুষেরা তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—"এ কি?—সর্ব্বনাশ রাজস্ব আদায় করিব কাহার নিকটে?" তখন বিবিধ কার্য্যের মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রেল নাই, অর্থ ব্যয় করিলেও শীঘ্র প্রচুর খাদ্য তথায় নীত হইবে সে উপায় ছিল না; আবার এক কালে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল বা কোথায় মিলিবে। সে বৎসর সকল স্থানেই চাউল অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়াছিল; কলিকাতা হইতে এককালীন অধিক চাউল ক্রয় করিলে তথায় দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারিত। সুতরাং সত্বর প্রচুর চাউল ক্রয় করিয়া তাহা বিপন্ন স্থানে প্রেরিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল, তন্মধ্যে অসংখ্য লোক ঈশ্বর আলয়ে প্রাণত্যাগ করিল।

এই সমস্ত কারণের পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি, যথার্থ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইলে সতত দুইটী বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম, এমন কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক যদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের আগমন পূর্ব্বাহ্নে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যাঁহারা দুর্ভিক্ষের আমূল অবস্থা দেখেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন,—দুর্ভিক্ষের আসন্ন উপস্থিতি বুঝিতে কিছুই কষ্ট নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; সহজেই দুর্ভিক্ষের আগমন অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে মনে করিতে পারেন, অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। এক প্রদেশে অজন্মা হইলে অন্যত্র ফসল জন্মিতে পারে কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য থাকিতে পারে তাহাতে দুর্ভিক্ষ হয় না। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এক বৎসর শস্য উৎপন্ন না হইলে, দুর্ভিক্ষের কোন

আশঙ্কা হয় না। কিন্তু কলিকাতার প্রচুর নিকটে শস্য জন্মিলেও পুষ্টীকরণ এবং তাহে অজন্মা হইলে তথা অনর্থপাত ঘটে।

দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ জানিবার নিমিত্ত সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট অনেক বহুদর্শী বিজ্ঞ কর্মচারীর মত লইয়াছিলেন। আমরা দেখিতেছি তন্মধ্যে কেহই সৎপরামর্শ দিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন অজন্মা হইলে খাদ্যসামগ্রী দুর্মূল্য হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, সুতরাং দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—গ্রাম্য কুকুর শীর্ণকায় হইয়া পড়িলে অচিরে দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে। কেহ কেহ আবার একটী কৌতুককর নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, অল্প বেতনে লোকে বিদ্যা শিক্ষা দিলেই দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক স্থানে অজন্মা হইলে অন্যত্র দুর্ভিক্ষ না ঘটিতে পারে। অতএব অজন্মা দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ নহে। আবার শস্যের মূল্য বৃদ্ধিও দুর্ভিক্ষের কারণ হইতে পারে না। চাউলের কত মূল্য বৃদ্ধি হইলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেব তদীয় গেজেটিয়রে লিখিয়াছেন যে, টাকায় আট সের কিম্বা দশ সের চাউল বিক্রীত হইলেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এ নিদর্শনটীও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; কারণ সচরাচর প্রতি মণ চাউলে ২ দুই টাকা লাগিতেছে; সে স্থলে ৩ তিন টাকা লাগিলেই দরিদ্রলোকের ঘোর কষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয়। আবার সাড়ে তিন টাকা মূল্য হইলে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও কষ্ট হইবে; ৪ চারি টাকা মূল্য হইলে তাহারা তদপেক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদেরও কষ্ট হইবে। ৫০ টাকায় অর্দ্ধ মণ চাউল কিনিলে, কাহারও ক্লেশের লেশমাত্র থাকে না, কাহারও পক্ষে তাহা মহার্ঘ এবং কাহারও পক্ষে তাহা ঘোর কষ্টকর এবং অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ভিক্ষ। সুতরাং একের পক্ষে যাহা দুর্ভিক্ষ, অন্যের পক্ষে তাহা নহে; অতএব শস্য মহার্ঘ হইলেও সহজে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত হইতে পারে না; এমন একটী সহজ অথচ স্পষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যদ্দ্বারা প্রকৃত দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বরূপ অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে, এবং অন্নাভাবের কতদূর সীমা তাহাও বোধগম্য হইবে। যদ্রূপ থার্ম্মমিটর যন্ত্রের সাহায্যে বায়বীয় সন্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ এমন একটী সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক যদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের ও প্রাবল্য নিরূপিত হইতে পারে। আমরা এ স্থলে একটী অনায়াসসাধ্য উপায়ের উল্লেখ করিতেছি, অর্থাৎ উপায়ের উল্লিখিত উভয়বিধ অভীষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দুর্ভিক্ষ প্রতিবিধান ফণ্ডে যে টাকা সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে প্রতি জেলায় সাধারণের হিতোপযোগী কিছু কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান রাখা কর্ত্তব্য, যথা পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার, জলাট পুষ্করিণী খনন, জঙ্গল কর্ত্তন ইত্যাদি। নর্দ্দামা এবং জঙ্গল পরিষ্কার করিলে দেশের ম্যালেরিয়া অনেকাংশে বিনষ্ট হইবে, মাঠের পুরাতন জলাট পুষ্করিণী খনন করিলে ম্যালেরিয়া বিনাশ এবং কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইবে; এই দুটী উপকার গেল। অচিরে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বরূপ বুঝিবার উপায় দেখুন:—দেশে মজুরদিগের যে প্রকার চলিত বেতন আছে, এই সমস্ত কার্য্যে তদপেক্ষা এক আনা কম বেতনে লোক নিযুক্ত থাকিবে। যে যে স্থানে শ্রমজীবিদের প্রচুর কর্ম্ম মিলে তথায় অল্প বেতনে তাহারা কখনই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য স্বীকার করিবে না। অতএব এই নির্দিষ্ট কার্য্য বিভাগে যখন লোক থাকিবে না, কিম্বা অল্প সংখ্যক মজুর আসিয়া কার্য্য স্বীকার করিবে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় সকলেরই কষ্ট হয়, সুতরাং সে সময় মজুরদের প্রচুর কর্ম্ম মিলে না; তাহাদিগকে আলস্যে দিন যাপন করিতে হয়। কটকের দুর্ভিক্ষের সময় অনেকেই কেবল "পেট ভাতায়" চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। যে স্থলে মাসিক তিন টাকা বেতন এবং অন্ন বস্ত্র দিয়া চাকর মিলে না, সে স্থলে কেবল উদরান্নে তুষ্ট; তাই বলিতেছি, দুর্ভিক্ষ ঘটিলে চলিত বেতন অপেক্ষা এক আনা কম কেন, তাহার অর্দ্ধ বেতনে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া নির্দিষ্ট কর্ম্ম স্বীকার করিবে। অতএব দুর্ভিক্ষের আগমন বুঝিবার কতদূর সুবিধা হইল দেখুন। যখন লোকের অন্নকষ্ট ছিল না তখন অল্প বেতনে এক জনও কর্ম্ম স্বীকার করে নাই। যখন লোকের কিছু কিছু অন্নকষ্ট হইল, দুই চারি জন আসিয়া কর্ম্ম স্বীকার করিল। ক্রমে যখন অল্প বেতনে অনেকেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল, তখন গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিত বুঝিলেন যে, দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। এই মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষ পরিজ্ঞানের [illegible] গবর্ণমেণ্ট মজুরের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই আসন্ন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বুঝিয়া পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইতে পারিবেন। যে পরিমাণে মজুর বৃদ্ধি হইবে, গবর্ণমেণ্টও সেই পরিমাণে সাবধান হইবেন, নিয়ত কার্য্য বাড়াইতে থাকিবেন এবং চাউলের সংযোগ করিবেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে গবর্ণমেণ্ট এই সৎ ও সারবান পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, অনায়াসে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিবেন এবং তাহাতে এক জন মনুষ্যেরও প্রাণবিয়োগ হইবে না। এই উপায়ের আরও কত ফল দেখুন, দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক টাকা নানা বিষয়ে বিফল নষ্ট হয়, কেবল একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া যায়, সে সমস্ত কিছুই ঘটিবে না; অথচ ধীরে ধীরে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। অতএব পথ ও বাঁধ নির্ম্মাণ, জঙ্গল কর্ত্তন, নর্দ্দামা পরিষ্কার, জলাট পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যে লোক নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রকৃত উপকারে হস্তক্ষেপ করুন, সকল দিক রক্ষা হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর।

এই রূপ জনরব যে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। পাঠক! বোধ করি জ্ঞাত আছেন, এই পুণ্যাত্মা ভারতবর্ষের এক জন প্রসিদ্ধ নরপতি; তাঁহার প্রজাবৎসলতা দেখিলে পুণ্যময় রামরাজ্য আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। ভূপালের মহারাণী সাহজেহান বেগম, এবং জয়পুরের মহারাজ স্বর্গীয় রামসিংহ প্রজাপালন দ্বারা ভারতবর্ষে যশঃ কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন অংশে ত্রিবাঙ্কুর রাজের সমকক্ষ নহেন। এই মহাত্মা যথার্থই প্রজাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ইনি অনাথের আশ্রয়, দীন হীন দরিদ্রের পালক। আজ প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে আমরা ত্রিবাঙ্কুরের কিঞ্চিৎ আখ্যা বিবরণ দিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

এই রাজ্য পুরাতন কেরল রাজ্যের অন্তর্গত। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অবশেষে এইস্থানে উপনীত হন। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ শূন্য দেশ, তথায় দ্বিজাতির বাস ছিল না। কেবল কৈবর্ত্ত জাতি সেখানে বসতি করিত। পরশুরাম তদুপরি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাহাদের সূত্র পরাইয়া কৈবর্ত্তদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিলেন। তজ্জন্য আমাদের শাস্ত্রে একটী বচন আছে যে, কেবল [illegible] যুক্ত-সহিত [illegible] পতিত হইলেও তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে না। ঐ দিকের ব্রাহ্মণ হইল, আর ও [illegible] করিতে পারিবে না, তবে তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় কি? — এইটি ভাবিয়া পরশুরাম সমুদ্রতলে উপবিষ্ট হইয়া একখানি কুঠার জলে নিক্ষেপ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সমুদ্র সরিয়া গিয়া পতিত সেই স্থান শুষ্ক করিয়া গেল। তাহাতে পরশুরাম কুঠারনিক্ষেপ করিয়া তথায় স্থলের সৃষ্টি করেন। ঐ ভূমি তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন, উহা বোম্বাই নগরের দক্ষিণ হইতে কুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই মধ্যে কালিকট কোচীন এবং ত্রিবাঙ্কুর আছে। ত্রিবাঙ্কুর ভারতবর্ষের শেষ ভাগ। পূর্ব্বে নীলগিরি, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে সিংহল এবং উত্তরে

কোচীন, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত স্থান ত্রিবাঙ্কুর নামে খ্যাত ছিল। ইহার আয়তন ৬৭৩০ বর্গ ক্রোশ এবং লোকসংখ্যা ২৩১১০৮৫, এবং রাজস্ব ৫৩১৭০০০ টাকা। ত্রিবাঙ্কুর রাজ রাম বর্ম্মার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর। তিনি ইংরাজি সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয়, তামিল, মলয়ালম এবং হিন্দুস্থানীর বিলক্ষণ সুদক্ষ। বিখ্যাত সার মাধবরাও তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের শাসনপ্রণালী অনেকাংশে ইংরাজ রাজ্যের তুল্য, অধিক সুখের বিষয় মহারাজ রাম বর্ম্মা ইংরাজ শাসন প্রণালীর দোষভাগ বাদ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গুলি গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব প্রজাগণ আরও সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। বিচারালয়, বিদ্যালয় [illegible], দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্য বলি বিলক্ষণ সুপ্রণালীতে সম্পাদিত হয়। প্রজাগণ যাহাতে অত্যাচারিদের কোন কষ্ট না পায়, রাজা সর্ব্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। রাজ কর অতি সামান্য, [illegible] নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ রাজস্বই ভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। [illegible] ভূমি [illegible] যথা,—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর এবং [illegible] রাজার উপস্বত্ব এবং দেবতার ও [illegible] হয়। তাহাকে দেবোত্তর; শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক [illegible] ভূমি ব্রহ্মোত্তর নামে, উহা ব্রাহ্মণদের উক্ত ব্রাহ্মণ [illegible] ভূমির সদৃশ। ব্রাহ্মণেরা ঐ [illegible] ভোগ করেন, ইহাদের রাজাকে কিছুই রাজস্ব দিতে হয় না। কিন্তু অন্য জাতিকে বিক্রয় করিলে যে [illegible] হইতে পারে না, তাহাকে রাজস্ব দিতে হয়। কিন্তু যে রাজস্ব সামান্য [illegible] ভূমি বলিয়া গৃহীত, কৃষকেরা [illegible] করে। ভূমিতে প্রজাদিগের [illegible] স্বত্ব আছে, রাজা কেবল তাহার করের অধিকারী। তিনি [illegible] কখন [illegible] বিক্রয় করেন না এবং বৃদ্ধি করিতেও আর করিতে পারেন না। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নিয়ম প্রজার পক্ষে অতি উত্তম ও সুখকর। জমি বিক্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত খাজনার প্রয়োজন হয়, ঠিক তাহার তিন গুণ নিমিত্ত [illegible] সংগৃহীত হয়, নগদ টাকায় খাজনা দিতে হয় না। সুতরাং খাজনা দিতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট নাই। ইংরাজ শাসনাধীনে নগদ টাকায় খাজনা গৃহীত হইয়া থাকে, এ প্রণালী তাহার [illegible] নাই হইবে। কারণ যে বৎসর শস্য না জন্মিল সে বৎসর প্রজার খাজনা পরিশোধ [illegible]; যে রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। [illegible] কি করিবে [illegible], খাজনা জাগিল, চাষের নিমিত্ত খাজনা করিতে হইল অথচ [illegible] উপায়

পাইল না। এদেশে দুর্ভিক্ষ ফসল জন্মে না, তজ্জন্য প্রজালোক নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরের প্রজাগণ পরম সুখী। শস্য উৎপন্ন না হইলে অবশ্যই রাজস্ব ক্ষমা করা হয়। প্রজাদিগের কষ্ট উপস্থিত হইলে রাজকোষ হইতে নানা বিধ আনুকুল্য করা হয়। রাজ্যের অধিকাংশ রাস্তাই পথে পথে [illegible] এবং [illegible] রক্ষিত করিয়া থাকে। [illegible], [illegible], [illegible], সুপারী, আক, [illegible] প্রভৃতি সকলের [illegible] হইতে খাদ্য প্রাপ্ত হয়। [illegible] স্থানে স্থানে অনুপযোগী [illegible] থাকে।

[illegible] মূল্যবান দ্রব্য উৎপন্ন হয়। [illegible] গোলমরিচ এলাচি, কাফুর, [illegible] ও নানা প্রকার দ্রব্য, তাহার অধিকাংশই [illegible] হইতে অধিবাস হয়। পূর্ব্বে এলাচি জঙ্গলেই [illegible] উৎপন্ন হইত, এক্ষণে উহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা প্রথমে ত্রিবাঙ্কুরে আসিয়া অঞ্জেঙ্গ নামক স্থানে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করেন। ১৭৩৮ [illegible] সালে সময় মহারাষ্ট্র ও নিজেরদিগের মুসলমান এবং পালিগারেরা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তৎকালে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ইংরাজদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎপরে হাইদার আলি এবং টিপু সুলতানের সঙ্গে [illegible] কালেও তিনি ইংরাজদের পক্ষ হন। ১৭৯০ সালে টিপু সুলতানের সঙ্গে [illegible] পরিসমাপ্ত হইলে, ইংরাজেরা অর্থ লোভে অন্যায় এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজের উপকার বিস্মৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকার বিলুপ্ত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। ১৭৯৫ সালে এক সন্ধিপত্র দ্বারা ত্রিবাঙ্কুর রাজকে [illegible] করিয়া ফেলিলেন। ১৮০৫ সালে ইংরাজ [illegible] তিন সহস্র সৈন্যের ব্যয় দিবার জন্য রাজাকে বাধ্য করিলেন। ১৮০৫ সালে আবার আর এক সহস্র সৈন্যের ব্যয় দিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। রাজা কি করিবেন, বিবেচনা করিলেন ইংরাজেরা সহায় রক্ষা করেন না, উপকার করিলেও কৃতজ্ঞতা নাই; কেবল স্বীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি, অতএব না স্বীকার করিলে সর্ব্বনাশ, সুতরাং তাঁহাদের অন্যায় ও অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু এই খানেই অন্যায় অত্যাচারের শেষ হইল না, তাঁহারা ঐ টাকা আদায়ের জন্য ক্রমে বাধ কারো কতদূর করিতে লাগিলেন। অবশেষে সৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বাৎসরিক ৮০০০০০ আট লক্ষ টাকা কর নির্দ্দিষ্ট হইল। বোধ হয় এই সমস্ত কারণেই উত্তেজিত হইয়া ১৮০৮ সালে দেওয়ান বেলুথম্বি এবং তাঁহার ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। বেলুথম্বির সঙ্গে ৩০০০০ তিন

হাজার সৈন্য এবং আটান্নটী তোপ ছিল, কিন্তু তিনি সংগ্রামে পরাভূত হন। স্বয়ং রাজা যোগ হয় দেওয়ানের মতে পূর্ব্বে সম্মতি দেন নাই, তিনি ইংরাজদের শরণাগত হইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন না, কিন্তু আপনাদের বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লইলেন। পণ্য দ্রব্যের উপর নানাপ্রকার শুল্ক ছিল, তাহা এককালে রহিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে লবণ, তামাক, গোলমরিচ ও আফিমের ব্যবসায় রাজার নিজস্ব ছিল। ইংরাজেরা তাহা নিজ হস্তগত করিয়া লইলেন, অধিকন্তু স্বয়ং আবার তাহার উপর একটী কর নির্দ্দিষ্ট করিলেন। গোলমরিচের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে রাজার ১৫০০০০ টাকা আয় ছিল, এক্ষণে ৫৫০০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তামাক হইতে ১০০০০০০ দশ লক্ষ টাকা আয় ছিল, এক্ষণে নয় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে লবণের আয় ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল, এক্ষণে ২২৬০০০ টাকা। রাজ্যের অপরাপর আয় ব্যয় এইরূপ,—

আয়—

ভূমির রাজস্ব	১৯,২০,৪৫১
বিচারালয়	১,৪৪,২৫৮
শুল্ক	৩,৮৭,১১৪
আবকারী	১,০৪,১১৯
এলাচি প্রভৃতি	২,১৪,৮৭০
জঙ্গলের কাষ্ঠ	১,০১,৭১০
কোম্পানির কাগজের সুদ	১,০১,৬৬১
বাকি খাজনা আদায়	৫১,১১৪
বিবিধ	৩,২২,৮০৭

ব্যয়—

দেবালয়	৫,৭৭,২৫১
সদাব্রত	৩,০২,৭৭২
রাজ সংসার	৫,৪১ ২১০
বিচারালয়	৭,১১,১৬০
পুলিস	১,৪১,১১১
সৈন্য	১,৪৬,২০৫
নজর ও বস্ত্র	৩১,২৪১
বিদ্যালয়	১,১৬,০৪৯
চিকিৎসালয়	১,৪৫,৬৮০
পেন্সন	১,৩৪,৩১৯
পূর্ত্তকার্য্য	১০,১৪,১১১
মালগুজ	৩,৭৮,০০৮
কর	৮,১০,৪৫১
বিবিধ	২,০১,১০২

ত্রিবাঙ্কুরের অবস্থা অতি উত্তমই বলিতে হইবে। পূর্ব্বে হইতে যদি ইংরাজেরা উহার স্বার্থে প্রবিষ্ট না হইতেন, তবে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অবস্থা আমরা

আরও উন্নত দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সে সব অনুশোচনায় কিছুই ফল নাই, ভারতবর্ষের ধনসম্পদ দিন দিন কৌশলের দ্বারা ইংলণ্ডের উদরসাৎ হইবে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিনা-সুর কোন অপরাধ করেন নাই, বরং বিপদ কালে মিত্রতাই করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার নিমিত্ত যত্ন। হাইদ্রাবাদেরও ঠিক ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ফলতঃ ব্রিটিশ রাজ্যের শাসন-প্রণালীর গূঢ় অভিসন্ধি সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না; পরিণামে কেবল ঘোর অনিষ্ট দেখা যায়।

একটী নূতন বিধি আবশ্যক।

অন্যায় অত্যাচারাদির প্রতিবিধানের নিমিত্তই নূতন বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। লোকসমাজে যদি কোন প্রকার অত্যাচারাদি না থাকিত, এক জন অপরের কোন অনিষ্ট না করিত, সকলেই সুখশান্তিতে থাকিত, তবে কোন প্রকার বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, সুতরাং সকলে স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অন্যের উপকার করিতেছে, কেহ অন্যের অপকার করিতেছে; কেহ অকাতরে নিজের সম্পত্তি বিতরণ করিতেছে, কেহ অন্যের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে; কেহ দুর্ব্বলের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, কেহ দুর্ব্বলের প্রাণনাশ করিতেছে। সংসারে এরূপ বিপরীত [illegible] লোকসমাজে [illegible]। লোকসমাজে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার প্রয়োজন, এবং রাজার বিচারের ঐক্যতা রক্ষা করিবার জন্য সাধারণের নিয়ম আবশ্যক হয়। যে স্থলে কেবল রাজার নিয়ম, ইচ্ছামত রাজার বিচার, সেখানে বিশৃঙ্খলা থাকে না। অথচ বিশৃঙ্খলা ঘটে। সুতরাং একটী সাধারণ নিয়ম যেন সর্ব্বশ্রেণীর সাধারণ অপরাধের [illegible] পারে, সেই উদ্দেশে অপরাধের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করিয়া আইনের দণ্ডবিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কাল, স্থান ও পাত্রভেদে কোন সাধারণ বিধি সম্পূর্ণ খাটে না। এজন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়। যেমন, কুলি-গুলি দেখুন মজুরের প্রতি কোন বিশেষ বিধি নাই; যাহার যখন ইচ্ছা হইল, সে অন্যের নিকট পরিশ্রম করিল, নিজের বেতন লইল, এতদ্ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা গৃহ কর্ম্মে নিত্য কত মজুর খাটাইতেছি, কিন্তু তাহাদের নিকট কোন করারনামা লিখিয়া লই না। কিন্তু চা-ক্ষেত্রের কথা স্বতন্ত্র; চাক্ষেত্র-স্বামীরা অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া দূর হইতে কুলি লইয়া যান; কুলিরা যদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কার্য্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছু হয়, কিম্বা অপরের প্রলোভনায় হঠাৎ কর্ম্মত্যাগ করে, তবে ক্ষেত্রস্বামীর ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থের জন্যও স্বাধীন কুলিদের পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাইতে হয়। কার্য্যের গতিকে এ প্রকার বিশেষ নিয়ম না করিলে সংসার চলে না।

আবার আর একটী দৃষ্টান্ত দেখুন, বিশেষ কার্য্য-গতিকে রাজপুরুষদিগকে মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত আইন ব্যবস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। এই বিশেষ আইনটিতে বিশুদ্ধ বুদ্ধির আদর্শটী দেখুন, যদি সাধারণ সংবাদপত্রের প্রতি এই বিধি ব্যবস্থাপিত হইত, তাহা হইলে ইংরাজ সম্পাদকদিগকেও সঙ্কুচিত করিত। কিন্তু স্বদেশীয় লোকের পক্ষে সে নিয়ম অসহনীয়। যদি এ প্রকার ব্যবস্থা হইত যে, দেশীয় সম্পাদকদিগের প্রতি মুদ্রাযন্ত্রের আইন খাটিবে, তাহা হইলে লোকে দেশীয় নিয়া নামে ইংরাজ সম্পাদক নিযুক্ত করিতেন; সুতরাং দেশীয় ভাষার প্রতি ঐ বিশেষ বিধি ব্যবস্থাপিত হইল। বিশেষ অবস্থানুষ্ঠিত নিমিত্ত ঐরূপ বিশেষ নিয়মটী বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, অনেক কারণেই ঐ প্রকার নূতন নূতন বিশেষ বিধির প্রয়োজন হইতেছে।

পাঠক! জ্ঞাত আছেন, এপর্য্যন্ত ইউরোপীয়দের হস্তে এতদ্দেশীয় কত নিরপরাধ ব্যক্তির যে প্রাণ বিনাশ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। বিশ্বাস হইবে, আদালতের অজ্ঞপ্রাণী কুলি মহাশয়েরা সাহেবদের নিকট চাকরী স্বীকার করে। সাহেবেরা ক্রুদ্ধ হইলে তাহার মারাত্মক অস্ত্র [illegible] কীল, লাথী, চড় চাপড়, ঘুসি, জুতা, বুট প্রভৃতি তাহাদের শোষণ করেন। আবার বিশ্ব চিকিৎসকদিগের [illegible] মতে সাহেব প্লীহা আছে। এ প্রকার দুর্ব্বলের শোষণের প্লীহার বিদীর্ণ, অমুক চিকিৎসকা প্রভৃতি একটি সুপ্রসিদ্ধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সকল দোষ নিবারণ করিয়া দেন। এদেশের যে অনেক বাঙ্গা বকশা মরে, কোঠা সোনা লাঠি সোটা লইয়া সকলে মার-পিট করে, কই,—তাহাদের ত এত প্লীহা ফাটে না? অতএব পাকযন্ত্রের [illegible] লোকের অকস্মাৎ মৃত্যু ত কখন ঘটে না। কিন্তু সাহেবেরা ছুঁইলেই কি অমনি মানুষটী একেবারে মারা যাইবে, আর চক্ষু মেলিয়া এদিকে দেখিবে না। এমন সাহেব মারক ত কখন দেখি নাই! হবে না কেন, বিলাত-ধৌত খোকা বকুনী, মাংস ভাতের শরীরে কি সহ্য হয়?

পাঠক! আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা এই প্রেরণীয় ঘটনার নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি না। সম্প্রতি আর একটী নূতন দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রস্থ ডক্ সাহেব নামক একজন সৈনিক পুরুষ উক্ত চন্দনপুর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন সাধারণ নিবাসীর কুলির প্রাণ বধ করেন। অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিতে হয় নাই, মুষ্টিপ্রহারেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে! পাটনার কমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকদ্দমা রুজু হয়। বিচারে অপরাধীর কোন দণ্ড হয় নাই, এ কথা লিখিলে সোমপ্রকাশের মুদ্রক বৃথা নষ্ট করা হয়,—পাঠকের জানা ত প্রায়ই আছে। আবার মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক সিভিল সার্জ্জন বাহাদুর কি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা লিখিলে কেবল পুনরুক্তি দোষ উত্থাপন করা হয়। তবু বলি-তেছি—সার্জ্জন [illegible] বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির করিলেন, মৃত ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে প্লীহা [illegible] এবং [illegible] পীড়া ছিল, তাহাই মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ। আমরা ত জানি, আঘাত লাগিলেই ঐ সকল স্থানে রক্তাধিক্য হয়, এবং তাহাতে সত্বরেই মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সার্জ্জন মেজরের সম্মুখে আমাদের কোন কথা বলা শোভা পায় না। [illegible] ও প্রকার কারণে অনেকগুলি দেশীয় লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এটা এক প্রকার উপলব্ধি [illegible]। সাহেবেরা স্পর্শ করিলেই মৃত ব্যক্তির নানা রোগ আবিষ্কার ঘটে এবং তাহাতে [illegible] মৃত্যু হয়, সার্জ্জনগুলির [illegible] এখন ইহা নিশ্চিত করিয়াছেন। যেমন [illegible] শ্রীরাধ [illegible] হয়, [illegible] সাহেবেরা স্পর্শ করিলে এদেশীয় লোকের প্লীহা বিদীর্ণ হয়, অন্যদিকে রক্তাধিক্য হয় এবং শীঘ্র মৃত্যু হয়, ইহাও সকলে নিশ্চিত করিতে পারিয়াছেন। অনেক লোকেরই মানুষের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। এ প্রকার ঘটনা অনেক ঘটিয়া গিয়াছে,—অতএব অভিজ্ঞতা জন্মিবে না কেন?

এখন আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিচার করিয়া দেখুন, ইহার প্রতিকারের উপায় কি? এ প্রকার অত্যাচারকে আর আমরা আকস্মিক ঘটনা বলিতে পারি [illegible] ঘটিতে লাগিল, অতএব ইহার প্রতিবিধান নিমিত্ত কোন উপায় না করিলে কিছুতেই আর নিস্তার নাই। গবর্ণমেণ্টের কোন ক্রমে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না, এ [illegible] আর উপেক্ষণীয় নহে। সত্বর একটী বিশেষ বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু কি উপায়ে ঐ সব অত্যাচারের উন্মূলন হইতে দেশীয় লোকের প্রাণী সমুদায় জীবন রক্ষা পাইতে পারে? তবে কোন উপায় নাই যে, এমন কথা বলা যায় না। অন্ততঃ বলিলে রাজপুরুষেরা যেমন পক্ষপাত করিয়া [illegible] দেন, যদি সে ভাব পরিত্যাগ করেন, তবে [illegible]

উপায় আছে। বিবেচনা করুন, একদল অপুরা- [illegible] পক্ষে চলেটাপাড় কিছুই নয়—কেবল সুলভ মাত্র, কিন্তু সমান্তাপন্ন শিক্ষা পক্ষে তাহা [illegible] দেশীয় পক্ষে অধুনিক নিষ্পীড়ন কিছু [illegible] কিন্তু অধিকারের পক্ষে তাহা মহাপাপ; অত্যাপ লাঠি, ঘুসি, কিল, চাপড় প্রভৃতি দুর্বলের ইহাদের অনেক খোজা পায়, ক্ষীণ প্রাণী ভারতবাসীর পক্ষে তাহা জীবন সংশয়। ডোমের গোলায় ইহাদের দেহের যে ক্ষতি করে, অধুনিক প্রহারে এতদ্দেশীয় লোকের সেই ক্ষতি হয়। আমাদের এ প্রকার নির্দেশকে কেহ অত্যুক্তি বলিবেন যে, সে দোষী নাই,—আমরা তাহার লক্ষ লক্ষ প্রমাণ দিতে পারিব। অতএব ইহাদিগকে খোজা করিলে যে শাস্তি বিধান করিতে পারে, এতদ্দেশীয় লোককে অধুনি প্রহার করিলে সেই শাস্তির বিধান হউক। ইহাদিগকে গুলি করিলে যে দণ্ড হয়, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিলে সেই গুরুতর দণ্ড হউক, নতুবা ক্ষীণদেহ ভারত প্রাণী বর্ত্তিত আর বাঁচিবার উপায় নাই। দশ ইউরোপে নানা স্থানীয় অসহায়দিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত এক একটী সভা আছে, কিন্তু ক্ষীণদেহ ভারত প্রাণীদের কি কেহ রক্ষাকর্তা নাই? শত বিপদ নিবারণ কাল। অতএব মানুষের মত এক একটী সভা করা চাই। বড় বড় রাজপুরুষদিগের সম্মুখে নিত্য এ প্রকার ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিতে থাকিবে উঁহারা দৃক্‌পাত- ত না করিবেন না, অথচ মধ্যে মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রজাবৎসল লোকহিতৈষী প্রভৃতি বাহ্য প্রতিমূর্ত্তি প্রদেশে আত্মসম্ভ্রম বিশেষণবিশিষ্ট উপাধি লইয়া লইয়া যাইবেন, আমরা তাহা ভাবিতে পারি না। স্বদেশীয় লোকের হস্তে অত্যাচারের চেষ্টা দিলে কি হইবে, সুশাসিত লইতে রক্ষা থাকে, তবে আমাদিগকে বাঁচাইতে দিউন।

আত্যাচার নিবারণের আমরা যে উপায় নির্দ্দিষ্ট করিলাম তৎসম্বন্ধে ইংরাজ রাজপুরুষেরা উপকার করিতে পারেন। বাস্তবিক ঐ যুক্তিটী উপহাসের যোগ্য নহে। যদি আমাদিগকে মানুষ বলিয়া না গণ্য করেন, কিন্তু আত্মরক্ষাক্ষম জীব বলিয়াও কিছু গণ্য করিতে হয়। তবে এ নিষ্ঠুরতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই কেন? আমরা অনুরোধ করি, ভারতহিতৈষিণী কলিকাতার ভারতসভা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন এ সম্বন্ধে একটী সভা করিয়া মহামান্য গবর্ণর জেনারেলের নিকট এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করুন। দেশীয় লোকের প্রতি সাহেবদের আচরণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ না করিলে দরিদ্র লোকের রক্ষা নাই। কিন্তু দরিদ্র লোকেরা মুক্ত বিপত্তিতে পড়িলে তাহাদের রক্ষা বিধান হইবে তবু এতো সুস্থির হইবে না। অতএব সুশিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা তাহাদের জীবন রক্ষার কোন প্রকারে উপায় নির্দ্দিষ্ট না হইলে নিস্তার নাই।

মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে দেশীয় লোকদিগের একটী কর্ত্তব্য।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা তথাকার মিউনিসিপালিটীর ১৮৮১।৮২ অব্দের আয় ব্যয় সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আজ আমাদের মনে একটী নূতন ভাবের উদয় করিয়া দিতেছে। শান্তিপুরের বার্ষিক আয় ষোল হাজার পঞ্চাশ টাকা, ইহার মধ্য হইতে রাস্তা ঘাট প্রভৃতির বার্ষিক ব্যয় দুই হাজার টাকা মাত্র। এবং পুলিস ছয় হাজার নয় শত পঁইত্রিশ টাকা গ্রাস করেন। শান্তিপুর একটী বড় নগর, তাহার রাস্তা ঘাট প্রভৃতিতে দুই হাজার টাকা ব্যয়। ইহাতে নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার বা কি উপায় হইবে, নগরের শ্রী বৃদ্ধিই বা কি হইবে। সকল মিউনিসিপালিটিরই এই অবস্থা। এ অবস্থার সংশোধনের কি উপায় নাই? আছে। আমাদের আলস্য ও অনুৎসাহ কেবল সে উপায় অবলম্বন করিতে দেয় না। আমরা যদি আমাদের গ্রামগুলির মিউনিসিপাল করের সমুদায় কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করি, এত টাকা নাহক ব্যয় হয় না। পল্লীগ্রামের গ্রামগুলির যথাবিধি খোয়া ও রাস্তা সম্পন্ন হয়, অথচ বর্ত্তমান প্রণালীতে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া যে ভাগ করা হয়, তাহা ভাণমাত্র, ইহাকে তুলা পরাধীনতা নামে বলিলে হয়। যিনি সভাপতি তিনি এক জন রাজকর্ম্মচারী উঁহার অমতে কোন কার্যই হয় না। কমিশনরদিগকে উঁহার খানসামা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে এ প্রকার অকর্ম্মণ্যের সম্ভব থাকিবে না। গ্রামের লোকেরাই সমস্ত করা হইবেন। তাঁহারা যাহিরকালে প্রায় রক্ষার্থে কনষ্টেবল নিযুক্ত করিবেন। গ্রামের মঙ্গলার্থে যেখানে যে কাজ আবশ্যক, তাহা করাইবেন। এইরূপে তাঁহারা কমিটী করিয়া সকল কাজই করিবেন, কেবল জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বার্ষিক রিপোর্ট দিবেন এই মাত্র। স্থানীয় বিচারপতিরা বার্ষিক পরিভ্রমণ কালে এক একবার গ্রামগুলি দেখিয়া যাইবেন। যেখানে যে বিষয়ের অভাব বা দোষ বোধ হইবে, তাঁহারা তাহা কমিটীকে জানাইয়া যাইবেন। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কমিটীর হস্তে টাকা আদায়ের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা দিবেন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে বাহুল্য ব্যয়ে খরচ বাঁচিয়া যাইবে, তত কর দিতে হইবে না, অথচ কাজ উৎকৃষ্ট হইবে। আর যদি কর অধিক দেওয়া আবশ্যক হয়, কাজ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। এখন মফস্বলের লোই আফিস সকলে সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে চলিল, সেখানে টাকা জমা রাখিয়া প্রয়োজন মত খরচ করিলে এবং কমিটী মাসে মাসে আয় ব্যয় দর্শন করিলে টাকা চুরি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এ ব্যবস্থায় মিউনিসিপালিটীর কত টাকা বাঁচিবার যে সম্ভাবনা আছে, আমরা তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। শান্তিপুরের পুলিসের ব্যয় প্রায় ৭ হাজার টাকা, কিন্তু যদি গ্রামবাসিরা কমিটী করিয়া কার্য চালান, তাঁহারা এক হাজার টাকা বার্ষিক ব্যয়ে পুলিসের কর্ত্তব্য কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। এইরূপ সকল বিষয়েই ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কমিটী অবশিষ্ট টাকা নগরবাসিদিগের কল্যাণার্থে ব্যয় করিতে পারেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, তত্তৎ স্থানের অধিবাসিরা আমাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টে আবেদন করেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ও ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন সভা এ বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া আবেদনকারী মিউনিসিপাল গ্রামবাসিদিগের সাহায্যদান করেন। পত্রখানি এই:—

"আমাদের মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক (১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের) আয় ষোল হাজার পঞ্চাশ টাকা। এই টাকা হইতে স্থানীয় পুলিসের ব্যয় বাবদ মিউনিসিপালিটীকে প্রতি বৎসর ছয় হাজার নয় শত পঁইত্রিশ টাকা আট আনা প্রদান করিতে হয়, কিন্তু মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুদের পুলিসের উপর কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই; তবে মধ্যে মধ্যে পুলিস যে দুই একটী মিউনিসিপাল মকদ্দমা বিচারার্থে পাঠাইয়া দেন, তাহা তাঁহারা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াবার ন্যায় করিয়া থাকেন এবং কখন কখন কন্‌সার্‌ভেন্সী সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার করিয়া ধরপাকড়দের বিরাগভাজন হন। মিউনিসিপাল পুলিস মিউনিসিপালিটীর প্রতিপাল্য, কিন্তু উহা ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভিন্ন অন্য কাহারও অধীন নহে। ইহাকেই না বলে "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ"?

আমাদের মিউনিসিপালিটীর নিজ আফিসের বার্ষিক ব্যয় দুই হাজার এক শত চুয়াল্লিশ টাকা। কর আদায়ী সরকারগণের বেতন বার্ষিক ছয় শত বাইট টাকা। মিউনিসিপাল হিসাবাদি অডিট-বাবদ্দ্বী ব্যয় বার্ষিক এক শত বাইট টাকা। কন্‌সার্‌ভেন্সী ব্যয় বার্ষিক পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা। রাস্তা

প্রকৃতির বার্ষিক ব্যয় দুই হাজার টাকা। দাতব্য চিকিৎসালয়ের বার্ষিক ব্যয় ছয় শত টাকা। বিদ্যালয় বাবদ বার্ষিক ব্যয় সাত শত কুড়ি টাকা। নূতন কার্য্য সংক্রান্ত বার্ষিক ব্যয় তিন শত পঁচিশ টাকা। কমিশনর সাহেব ও জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিসের কেরাণীর বার্ষিক বেতন বাবদ ব্যয় তিন শত পঁচাত্তর টাকা। মিউনিসিপাল [illegible] সংস্করণ সংক্রান্ত বার্ষিক ব্যয় দুই শত টাকা। অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যের বার্ষিক ব্যয় সাত শত পঞ্চাশ টাকা। অন্যান্য বিবিধ কার্য্যের বার্ষিক ব্যয় ছয় শত তিয়াত্তর টাকা। এই ত গেল আমাদের মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক ব্যয়ের স্থূল বিবরণ। এতদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ আয় বাজে খরচে যায়। যদি বাজে খরচে গেল, তবে মিউনিসিপালিটীর প্রধান কর্ত্তব্য যে নগরের সৌষ্ঠব সম্পাদন ও স্বাস্থ্য সাধন, তাহা কিরূপে বিহিত হইবে? আমাদের প্রজাবৎসল লর্ড রিপন বাহাদুর কি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন সদুপায় করিবেন না?

এ বৎসর গোরুর গাড়ীর লাইসেন্সের কল্যাণে মিউনিসিপালিটীর অপেক্ষাকৃত আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত অদ্যাপি আমাদের হস্তগত হয় নাই, এজন্য ঐ সম্বন্ধে আপাততঃ কোন মতামত প্রকাশ করা গেল না।

আমাদের মিউনিসিপালিটী এত কালের পর এখন একটী সৎ কার্য্য করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, যদি উহা কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে দেশের একটী গুরুতর অভাব বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা। সে অভাবটী এই:—

এখানে একটীও উৎকৃষ্ট সরোবর নাই। এই অভাব বিমোচন করণাভিপ্রায়ে ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান বাবু আনন্দময় দৈবজ্ঞ মহাশয় প্রতি বৎসর কিছু কিছু টাকা জমা রাখিতেছেন। কয়েক বৎসর হইল, সেই টাকা [illegible] ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান বাবু [illegible] করিয়া নইয়া [illegible] সরকারী ট্রেজারিতে জমা করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] বসু মহাশয় মিউনিসিপাল ব্যয়ে একটী উৎকৃষ্ট সরোবর খনন করাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তদনুসারে [illegible] ক্রয় করার্থ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। এই সৎ কার্য্যটী কার্য্যে পরিণত হইলে ডেপুটী বাবুর একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এখানকার [illegible] পুষ্করিণীও উক্ত বাবুর অন্যতর অক্ষয় কীর্ত্তি।

এখানকার পুলিস সব ইনিস্পেক্টরের সহিত মিউনিসিপাল হেড কনষ্টেবলদের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে, এতন্নিবন্ধন সরকারী কার্য্যের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক উপস্থিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয় হইয়াও ঐ বিবাদানল সুশীতল করিয়া দিতে পারেন নাই। বিবাদানল দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। মিউনিসিপাল হেডকনষ্টেবল সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সব ইনিস্পেক্টর বাবুর নামে ফৌজদারীতে নালিশ করিবার জন্য পুলিসের বড় সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক নালিশে কাহার জয় পরাজয় হয়।

ইউরোপীয় সমাচার

কায়রো ৩ রা ফেব্রুয়ারি। [illegible] সাহেবদের [illegible] প্রার্থনানুসারে [illegible] নূতন মন্ত্রিসভার [illegible] মন্ত্রী হইয়াছেন। [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩ রা ফেব্রুয়ারি। [illegible] ব্রিটিশ [illegible] এই সংবাদ দিয়াছেন, যে [illegible] উপস্থিত হয়, [illegible] সত্য নহে [illegible] তাহা মিথ্যা।

প্যারিস ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। [illegible] ফরাসী [illegible]

কায়রো ৫ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] ব্রিটিশ [illegible] সাহায্য [illegible]

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible]

[illegible]

লণ্ডন ৯ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] সম্পাদিত হইয়াছে। [illegible] পাইয়াছেন। [illegible]

[illegible]

[illegible] এক ব্যক্তি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাহেবের পক্ষে [illegible] প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, এবং [illegible] দেওয়া হইয়াছে। [illegible] বিশেষরূপে [illegible], অতএব [illegible]।

[illegible] নামক [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ফেব্রুয়ারি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] আরম্ভ করিয়াছেন [illegible] হইয়াছে, তথাপি [illegible] হইতেছে।

[illegible] বিষয়ক [illegible] হইতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ।

ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের যেরূপ সংশোধন হইয়াছে, তাহাতে এটর্ণি ও হাই কোর্টের উকীলেরা ছোট আদালতের ২৫ শত টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ছোট আদালতের উকীলদিগকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে আগ্রায় যে সকল বালক কালেজে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগের প্রত্যেককে শিক্ষাদানের জন্য গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ১৬৬০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

[illegible] ফিরোজপুরে আবার এক জন সৈনিক পুরুষ প্রদেশীয় এক ব্যক্তিকে আহত করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাচস্পত্য নামক অভিধানের সাহায্যার্থ [illegible] প্রদেশের মহারাজ ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন ও ৫০ খণ্ড পুস্তকের গ্রাহক হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ৫ শত খণ্ড পুস্তক লইবেন ও ১০ হাজার টাকা দিবেন বলিয়া স্বীকার করায়েই এই মহৎ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

[illegible] দিগের যে [illegible] করিয়াছেন [illegible] প্রদানের জন্য [illegible] করিয়াছেন।

গত ৯ ই ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যার সময় [illegible] কালেজের নিকট দিয়া বোম্বাইবাসী একজন ধনী [illegible] গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন এবং একজন [illegible] একখানি টাঙ্গায় আরোহণ করিয়া অপর দিক হইতে আসিতেছিলেন। এমন সময়ে [illegible] গাড়ির [illegible] হয়। [illegible] উভয়েই গাড়ি [illegible]। টাঙ্গাস্থিত [illegible] সাহেবের সময় নদীর পার্শ্ব দিয়া যান, সেই সময়ে নদীর পানীকে কশাঘাত করিয়াছিলেন। পানী চীৎকার করায় সাহেব টাঙ্গা হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপর্যুপরি কয়েকবার চাবুক মারিয়া চলিয়া যান। এই ঘটনা পুলিস আপীসের দ্বারে হইয়াছিল। পুলিস কর্ম্মচারীরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিয়াছিলেন। সাহেব বাহাদুর ব্যক্তি, তাহার অধিক স্পর্দ্ধা হইবারই কথা।

আগামী ২০ এ ফেব্রুয়ারি এটর্ণি পরীক্ষা হইবে। এবার ৯ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইবে। ইহাদিগের মধ্যে ৮ জন দেশীয় ও এক জন ইউরোপীয়।

শাহাবাদ জেলার চামারেরা এক নূতন উপায়ে গোহত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা চর্ম্মের লোভে গরুকে সেঁকো বিষ খাওয়াইত এক্ষণে [illegible] কাকরি নামক এক প্রকার বিষাক্ত মূল গুঁড়া করিয়া ছুঁচের ন্যায় প্রস্তুত করে এবং মলদ্বার যোগে বিদ্ধ করিয়া রক্তের সহিত সংযোগ করিলে সেই সময়েই গরু প্রাণত্যাগ করে।

[illegible] মহারাজের অভিষেকোৎসব উপলক্ষে খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ক্রমে গিয়া উপস্থিত হইতেছেন।

মহারাট্টা ও কাইসারি নামক সংবাদপত্রে কোলাপুরের নিন্দা সূচক পত্র প্রকাশিত হওয়াতে কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের নামে অভিযোগ করিয়াছেন। এলফিন্‌ষ্টোন কালেজের ছাত্রেরা সম্পাদকদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

সার চার্লস এচিসন বর্ত্তমান মাসের ১৪ এ লণ্ডন পরিত্যাগ করিবেন ইনি পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া আসিতেছেন।

বোম্বাইয়ের দেশীয় বণিক-সভা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার জেমস ফার্গুসনের স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট এক অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা এক খানি অভিনন্দন দিয়াছেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ও উহাতে তাঁহাদিগের সমদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] যে অত্যন্ত [illegible] ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ বোম্বাইয়ে আমরা এই প্রথম দেখিলাম।

[illegible] নামক [illegible] এক জন ইউরোপীয় [illegible] ২ রা ফেব্রুয়ারি এক জন দেশীয় লোকের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে গুলি করিয়া বধ করে। আর দুই জন দেশীয় লোক তথায় উপস্থিত ছিল তাহারা এতদ্দর্শনে তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা পায়। ইহাতে [illegible] ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশেষে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছে।

বোলপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন বোলপুর, সাঁইথিয়া, মঙ্গলকোট এবং [illegible] থানার অন্তর্গত বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কোন কোন গ্রাম জনশূন্য প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দয়াবান গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে এই অনাথ দুঃখীদিগের প্রাণ রক্ষার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

বারাকপুর থানার এলাকাধীন তেঘরিয়া নামক গ্রামের কাঁচা রাস্তাগুলি ৭।৮ বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে উহা ২।১ বার মাত্র স্থানে স্থানে যৎসামান্যরূপ মেরামত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে উহার অবস্থা এরূপ মন্দ হইয়া উঠিয়াছে যে, গত বর্ষায় উহার অনেক স্থানে এক হাত দুহাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ রাস্তায় চলিবার কথা ছাড়িয়া দাও, দিনের বেলায়ও গাড়ী, গরু, মানুষ, পাল্কী, প্রভৃতির গমনাগমন যে কত কষ্টসাধ্য তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ষাকাল ত দুঃখে কষ্টেই কাটিয়া গেল। কর্তৃপক্ষেরা এই সময় এক বার ঐ তেঘরিয়ার প্রতি কৃপা নয়নে চাহিলে ভাল হয় না?

চৌরঙ্গী গোপাল নগর রোডটীর সম্প্রতি মেরামত আরম্ভ হইয়াছে, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, রাস্তা মেরামত বা নূতন প্রস্তুত হইলে, তাহার মধ্যস্থল উভয় পার্শ্ব অপেক্ষা উচ্চ না নিম্ন হয়? যদি উচ্চ হয়, তবে রীতিমত মেরামত হইতেছে না কেন? যদি নিম্ন হয় তবে এরূপ মেরামতাদির জন্য প্রজাদিগকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হয় কেন? যদি খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়াই পার হইতে হইল, তবে আর সে কড়ি দাও কেন?

ধুবড়ী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমাদের গৌরীপুরে এবার অগ্নিদেবের প্রচণ্ড প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। ১০ এ মাঘ রাত্রি এক ঘটিকার সময় বাজারে অগ্নি প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ২৯।৩০ খানি ঘর একবারে উদর সাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকার দ্রব্যাদি ভস্মসাৎ হইয়াছে। তৎপরদিবস ও রজনীযোগে অগ্নি লাগিয়া ২৫।২৬ হাজার টাকার জিনিস ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণিয়া জেলার জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে ছয় সাত ও আট আনা রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায় করাতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট একটী রেজলিউসন করিয়াছেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনে ল-ক্লাস খুলিবার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

আগামী ২৭ এ মার্চ্চ সোমবার হইতে শিয়ালদহ মেডিকাল স্কুলে কম্পাউণ্ডার দিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

[illegible] অফেটিং ম্যাজিষ্ট্রেট মার্শ সাহেবের সহিত [illegible] কারিদিগের যে গোলযোগ হয়, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি [illegible] সাহেবের লিখিত তৎসংক্রান্ত একখানি পত্র প্রচারিত হইয়াছে। অসময়ে ঐ খানি আমাদিগের হস্তগত হওয়াতে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত ও আমাদিগের মতামত পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না। মূল কথা এই, [illegible] হইয়া গিয়াছে।

বোলপুরে বিসূচিকার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রাণাঘাটের ডেপুটী ইনিস্পেক্টার বাবু [illegible] সরকার বোলপুর থানার ভার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনিই রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুর বিচারালয়ে দণ্ডিত হইয়া অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। ইনি এক জন কার্য্য দক্ষ ও সৎস্বভাবান্বিত বলিয়াই স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ঘোলপুরের মহাজনদিগকে কলিকাতায় চাউল চালান দিতে হইলে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ৫।৭ দিবস মাল ষ্টেশনে না রাখিলে আর এক খানি ট্রেন পাওয়া যায় না। আমরা আশা করি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষেরা একবার এখানকার মহাজনদিগের দুরবস্থা দর্শন ও মোচন করিয়া সাধারণকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

এখানে বারইয়ারি পূজা উপলক্ষে মহাজনেরা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তামসিক আমোদে এই টাকাগুলি ব্যয় না করিয়া যদি সেই অর্থ দ্বারা অনাথ বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাহাতে অধিকতর ফল লাভের আশা নাই? আমাদের দেশে বারইয়ারি পূজা উপলক্ষে তামসিক আমোদে যে টাকা ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা বেশ একটী কাগজের কল অনায়াসে হইতে পারে।

কাটোয়ার মাজিষ্ট্রেট সার্প নামে যেমন, কার্য্যেতেও তেমনি দেখা যাইতেছে। তাঁহার দ্বারে মাছি কাটে বলিলেই হয়। তিনি সংকীর্ত্তনকারীদিগের যথেষ্ট অপমান করিলেন, আবার নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। লর্ড উইলিক ব্রাউন উহার অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষ্য লইয়া তাঁহাকে দোষী বোধ করেন নাই। কিন্তু সাক্ষ্য যেরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা একটু বিবেচনা সহকারে বিচার করিলে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণ আছে বলিয়াই হউক শ্রীমন্ত বাবুর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ওন্ত্ কন্যাম (ইনি ছুটী লইয়াছেন) পরা মকর ষ্টেশনে রহিলেন।

ই, জি লইক উড়িষ্যা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন কিন্তু কটক মদর ষ্টেশনে রহিলেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার, নওয়াখালীর আফিসিয়েটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল ও নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার বসু ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের অফিসিয়েটিং ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ মরিস সাহেব ১৮ ই ডিসেম্বরের অতিরিক্ত বিদায় আদেশের পর ৬ দিন, ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীপ্রসন্ন মজুমদার ১ লা হইতে ৪১ দিন, রাজসাহীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার উপস্থিত এক সেপ্ট ১ লা মার্চ্চ হইতে দুই মাস ২৪ দিন ও নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সৈয়দ অবেদুল্লা গত ১৭ ই ডিসেম্বরের অতিরিক্ত বিদায় আদেশের পর আবার ২ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ম্যাকডোনাল্ড সাহেব চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

কটকের অন্তর্গত যাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ডি, গারেট সাহেব ৩০ এ জানুয়ারি যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ে বদলী করা হইয়াছে।

২৪ পরগণার অফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি, আর লায়েল সাহেব কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

নদীয়ার অফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি ষ্টিভেন্স কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার অফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ম্যাকমিলন সাহেব ২ রা মার্চ্চ হইতে ৮ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ঈ, ডি ব্রিটন বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মদনমোহন দাস ১০ আইন অনুসারে ফরিদপুর জেলায় কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডে পনফোর্ড ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বগুড়ার অফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এম, ওয়ালার ১ লা মার্চ্চ হইতে ৬ মাস বিদায় গ্রহণ করিবার আদেশ পাইলেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার গোবিন্দ সাহেব ৪৫ দিন বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হওয়াতে রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এস ওয়ারেন্টন নাটোরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এম, কে রো অতিরিক্ত ৩ মাস, প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক টনি সাহেব আগামী ২৮ এ মার্চ্চ হইতে ২ বৎসর, হুগলী কালেজের অধ্যাপক টাক সাহেব ৯ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

কটক র‍্যাভেন্স কালেজের সহকারী অধ্যাপক বাবু নবীনচন্দ্র দাস কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ভোলানাথ পাল ১ লা হইতে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছেন।

হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লা হইতে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

সারণের অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এম, সি ফৌজদারী আইনের ৪৪৫ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার লইক সাহেব ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু প্রসন্নকুমার মজঃফরপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় হাজিপুরে থাকিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বি, এল ময়মনসিংহের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় ইশ্বরগঞ্জেই থাকিবেন।

মেদিনীপুরের অতিরিক্ত দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ বাবু কেদারনাথ মজুমদার ৮ মাস বিদায় প্রাপ্ত হওয়াতে নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রকুমার বসু মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় অতিরিক্ত ২ মাস ও মালদহের প্রথম মুন্সেফ বাবু নীলমাধব দত্ত ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী ২৬ এ মাঘ ১২৮৮।

কয়েক দিন হইল জেলজ বিদায় লইয়া গেলেন, মলয় মারুত আসিয়া বসিল বসন্ত আসিয়াছেন, আবার আজ দুই দিন হইল হিমালয়ের পাণিক পবনকে সঙ্গে করিয়া হেমন্ত ফিরিয়া আসিয়াছেন। শতের প্রকৃতি বোঝা ভার, তবে অবশ্য এই ছুষ্টের চাতুরী চিরদিন থাকে না।

এখানকার কালেক্টারী, ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতের পুনঃ সংস্কার হইতেছে। মধ্যে প্রায় মাসাবধি দেওয়ানী আদালতের স্থানান্তর মধ্যে ছিল, গত কল্য হইতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। নব জজের কাছারি উঠিয়া কালেক্টারির নূতন ঘরে বসিয়াছিল। আমাদের হুগলীর ছোট লাট না কি দূর দূর করিয়া আমলাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। শেষটা ছিঁচিয়া গেল। অত বাহাদুর বড় লোক, তাঁহার অধীনস্থ আমলাদিগের ভাবনা কি? আমাদের মত লোক হইলে আর কথা ছিল না! পাঠক মহাশয় ভাবিবেন হুগলী ছোট লাট নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিবেন জেলার জেলায় এমন কি প্রত্যেক আপীসে, বিদ্যালয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ছোট লাট বড় লাট। আমরা বালক কালে জানিতাম, ভারতে একজন বড় সাহেব আছেন। এখন দেখিতেছি বড় সাহেব সকল স্থানে আছেন।

পূর্ব্ব ভারত ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সম্মিলন হইতেছে। সকলের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতাকা উড়িতেছে, সাহেবেরা ছুটাছুটি করিতেছেন। খুব ধুম ব্যাপার। ভাগীরথীর উপর দিয়া সেতু নির্ম্মাণ হইবে। পূর্ব্ব ভারত রেল থাকিবে (ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট আকারে) এখানে মধ্য দিয়া

গঙ্গা পার করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার সহিত নৈকট্যকে সাক্ষাৎ করিবেন। কাহার উল্লাস, কাহারও সর্ব্বনাশ। বাঙ্গালের বাটী ঘর ভাঙ্গা পড়িবার সম্ভাবনা, তাহারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। কি বলিব শক্তি নাই, বলিলে মনের সাধে খন পাইবে। বাল্মীকির লেখনীতে রামায়ণ একটী সেতু বন্ধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, আর আমাদের রেলওয়ে কোম্পানী কত সেতু বাঁধিতেছেন, আজ ভারতে বাল্মীকি নাই কে গাইবে?

চুঁচুড়ার কলেজ এবার বিশেষ যশোলাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই উৎকৃষ্ট ফল হইয়াছে। ব্রাঞ্চ স্কুলের ফলও নিতান্ত মন্দ নয়, তবে যত দূর আশা ছিল তাহা হয় নাই। অপরাপর বিদ্যালয়গুলি ঐরূপ। কলেজের বাটী মেরামত হইতেছে, তজ্জন্য কলেজের অনেক স্কুল বিভাগ বাহিরে উঠিয়া আসিয়াছে, আর কলেজের শ্রেণী গুলি কষ্টে সৃষ্টে সেই স্থানেই মাথা গুঁজিয়া আছে।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ভাটপাড়া গ্রামে ঠাকুর মহাশয়দিগের বাটীতে সে দিন সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। টোলের ছাত্রেরা অভিনেতা। শুনিলাম অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, বিশেষতঃ ভীম, দুর্য্যোধন, ও যুধিষ্ঠির সুন্দর হইয়াছিল। ইংরাজি সভ্যতার ঢেউ সকলে লাগিয়াছে।

সুবর্ণপুর ও মোল্লাবেলিয়ার সংবাদ।

"নানাবিধ উৎকট রোগে পল্লীগ্রামগুলি যতই ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ততই শৃগাল, ব্যাঘ্রাদি, হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব হইতেছে। প্রায় এক মাস হইতে সুবর্ণপুর, কাগুলি ও অন্যান্য স্থানে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাঘ্রে অনেক গুলি গোরু ও ছাগল মারিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যের প্রতি অদ্যাপি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। সুবর্ণপুরের দুলিয়ারা (উৎকলজাতি বিশেষ) একটী ব্যাঘ্র মারিয়াছে, তথাপি ব্যাঘ্রের উৎপাত কমে নাই। গ্রামগুলি যেরূপ জীবন জঙ্গলে আচ্ছন্ন, তাহাতে লোকে যত্ন না করিলে যে ব্যাঘ্র শীঘ্র শীঘ্র ঐ সকল পল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবে, অথবা প্রাণে বিনষ্ট হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ম্যালেরিয়াদি জ্বর রোগে কাহার এমন ক্ষমতা আছে, যে জীবন্ত ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবে? সকলেই প্রায় "চাচা আপনা বাঁচা" হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সহায়তা না পাইলে উপায়ান্তর নাই।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় মফস্বল পরিদর্শনে এখানে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি নাকি গ্রামের অবস্থা দেখিয়া ও ব্যাঘ্রের অত্যাচার শুনিয়া জঙ্গল কাটিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের উপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। জীবন জঙ্গল নিবন্ধন যেমন হিংস্র জন্তুর অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি পরিষ্কৃত বায়ু রোধ জন্য অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মিতেছে। জঙ্গল পরিষ্কার হইলে অনেক দিকে মঙ্গল হয়।

এতদঞ্চলে ভাল রাস্তা ঘাট নাই, ইহা আমরা বহু দিবস হইতে বলিয়া আসিতেছি। আপাততঃ আমরা রাস্তা চাই না। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় মফস্বল পরিদর্শন করিয়া পানীয় জলের অবস্থা সচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি কোন উপায়ে নিদাঘকালে তাপিত পিপাসার্ত্ত গ্রামবাসিগণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তবেই তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যেই যমুনা পা ছাড়িয়াছেন। অনেক স্থানেই ইহার মধ্যে জল শুষ্ক হইয়া গেল।

গেজেটীয়ে গবর্ণমেণ্ট একটী বঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। এখন সেই বিদ্যালয়ের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ৫। ৭ কি ১০ টী মাত্র বালক সেই বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিয়া থাকে। এই সামান্য মাত্র বালকের জন্য একটী বিদ্যালয় রাখা কর্ত্তব্য নহে। ইতি মধ্যে নদীয়া জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর এখানে বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে আসিয়াছিলেন যদি তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সাহায্য বা (এড্) স্কুলবেলিয়া নগরপুরের স্কুলে প্রদান করেন, তাহা হইলে এখানে একটী বিদ্যালয় হইয়া অনেক বালকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। শুনিলাম তিনি ঐ এড্ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যত শীঘ্র দেন ততই মঙ্গল।

মোল্লাবেলিয়ার জনৈক মুখোপাধ্যায় বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একটী গোরু আশ্চর্য্য মৃত বৎস প্রসব করিয়াছে। বৎসটী ঠিক মনুষ্যের মত। লোকে বলিতেছে, "গোরুর উদরে মানুষ জন্মিয়াছে।" তাহার বর্ণ মনুষ্যের ন্যায়। গায় লোমহীন। মস্তক গোল মনুষ্যের মত, বৃদ্ধের ন্যায় দাড়ি গোঁপ। পুচ্ছ হীন, আদৌ পুচ্ছের চিহ্ন নাই। পা চারি খানি অতি ছোট। তন্মধ্যে সম্মুখের দুই খানি, পশ্চাতের দুই খানি অপেক্ষা অতি ছোট, ঠিক মনুষ্যের হস্তের ন্যায়। তবে অঙ্গুলি ছিল না। পা জোড়া, অগ্র খুর আছে, বলিয়া বোধ হয়। এই সামান্য খুরের চিহ্ন ব্যতীত তাহাতে গো বৎসের আর কোনই চিহ্ন ছিল না। বিস্তর লোক এই অপূর্ব্ব বৎসটী দেখিতে আসিয়াছিল; বোধ করি নিকটে কোন মিউজিয়াম্ থাকিলে বিলক্ষণ পয়সা হইত। এ গাঁজাখুরি গল্প নহে; আমরাও স্বচক্ষে এটী দেখিয়াছি। কালে কালে কতই হইতেছে।

এখানকার অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের অদ্যাপিও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখনও নূতন জ্বর দুই একটীর হইতেছে, পুরাতনের ত কথাই নাই। পুরাতন রোগীর পক্ষে শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত সমুদয়ই অন্ধ ব্যক্তির দিবারাত্রির ন্যায় সমান।

জামালপুর ও মুঙ্গের।

জামালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকগণের বেতন তিন টাকা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দুই টাকা ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে ধার্য্য করিয়া নৈতিমত আদায় উসুল করা হইতেছে। এই অতিরিক্ত বেতন বৃদ্ধি করায় সামান্য বেতনের কেরাণীদিগের বালকগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আমরা ভরসা করি শিক্ষাবিভাগের ও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এদিকে মনোযোগ করিয়া বেতন কমাইয়া দিয়া সাধারণের বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন। বিশেষতঃ ন্যায্য বিচার করিলে এ স্কুল এত উৎকৃষ্ট নহে যে তিন টাকা বেতন দেওয়া যাইতে পারে। এ বৎসর এখানকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল পাঁচটীর মধ্যে একটী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সাহেবপুরের উন্নতিবিধায়িনী সভার অধিষ্ঠাতা ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি এক দিন মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় "গুরুদিগের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী সরল ও আর্য্যভাব পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপর দিন জামালপুর মেকানিক্স ইনিষ্টিটিউসন হলে একটী সুদীর্ঘ ইংরাজী বক্তৃতা করেন। সকল ধর্ম্মাপেক্ষা সনাতন আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করা বক্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সাধন সম্বন্ধে তিনি যেরূপ উদার ও গম্ভীর ভাব পূর্ণ প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার উপসংহার কালে তিনি আগ্রহের সহিত সমস্ত ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করেন যে, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সংস্থাপিত ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যের সাহায্যার্থে সকলেই যত্নবান হউন। যে মহাত্মা তৎকালে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ

অতীব হৃদয়গ্রাহক ও শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি লোক হাসাইতে সক্ষম হলে না হওয়ায় যদি হইলেই ভাল হইত।

সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মুঙ্গের রাজবাটী সভা ৮০০ শত ব্রাহ্মণকে আহারীয় ও ১৬০ জন দুঃখী রোগগ্রস্ত অন্ধ খঞ্জকে বস্ত্র দান করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা অন্তঃকরণের সহিত সাধুবাদ প্রদান করি।

মজঃফরপুরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় ৩৫ টাকা এবং পুস্তকালয়, বঙ্গীয় পাঠশালা ও মাতৃবা সভা আদিতে যথোচিত দান করিয়াছেন।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব কার্য্য ১২ ই মাঘ হইতে ১৬ ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মত সমারোহের সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরদেবের, শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন পুরাণাদি সহ ৺ সরস্বতী দেবীমূর্ত্তির পূজা হয়, তৎপরে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বালকগণ সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রবর্গ এবং অন্যান্য সকলে একত্রিত হইয়া সমস্বরে বাগ্দেবীর স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবী চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। এই সময়ের মনোহর দৃশ্যটি প্রত্যেকের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন ও অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে জামালপুর, রামানন্দপুর এবং পাটনা প্রভৃতি স্থান সকল হইতে বহুসংখ্যক ভক্তবৃন্দ আসিয়া যোগ দান করিয়া হরিগুণ গানে মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মুঙ্গেরের প্রধান প্রধান রাজবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় আর্য্য সভায় প্রত্যাগমন করেন, তৎপরে সায়াহ্নে ৺ সরস্বতী দেবীর আরতি হয়। ১৩ ই মাঘ অপরাহ্নে "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার" বালকবর্গ এবং অন্যান্য যুবকগণ পতাকা হস্তে মিলিত হইয়া দেবী মূর্ত্তি সহ শুভ ও জেতা নিনাদ করিতে করিতে বড় বাজার চক ও মুঙ্গেরের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যার সময় কষ্টহারিণী ঘাটে যাইয়া বিসর্জ্জন করেন। ১৪ ই মাঘ অপরাহ্নে প্রায় ৩।৪ শত দরিদ্রকে যথাসাধ্য দান করা হয়। ১৫ ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যার পর বালকদিগের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে বালকগণ কয়েকটী নীতি ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করে। তৎপরে সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ ও কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ হইলে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন "পিতা মাতার বালকগণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য" এই "বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ১৬ ই মাঘ অপরাহ্নে পণ্ডিত মণ্ডলীর সভাধিবেশন হয়। সভায় অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শাস্ত্রার্থ বিচার হইলে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রবর্গকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। তৎপরে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "সংস্কৃত বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ১৭ ই মাঘ পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মালোচনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ১৭ ই মাঘ রবিবার অপরাহ্নে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়। এই দিন সভা অতি রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছিল। সভার অজিনের বেশ দর্শনে সকলের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইয়াছিল। প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত মিশ্র ব্যাস মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান হইলে, সভার কার্য্য সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ভাইয়ার অগ্নিহোত্রী মহাশয় দ্বারা সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ হইল। 'ধর্ম্মপ্রকাশ পত্রের সম্পাদক কর্ত্তৃক "মহা সমুদ্র মন্থন" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা হয়। বক্তা উপরি উক্ত বিষয় বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে অতি সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যাবিন্যাসে এবং প্রত্যেক ভাব অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে স্তোত্র পাঠ শ্রীশ্রীঠাকুরদেবের আরতি ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার মুদ্রণকার্য্য হইতেছে। সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা ।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা ।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩০ নং কালীঘাট রোড শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইতে, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহাদের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট চয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ৵০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
সিমলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৩ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের পীড়া অর্শঃ আমাশয় ও প্রমেহ ইত্যাদি নির্দ্দোষে আরোগ্য করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সহকারেত সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আমেরিকার ব্যাপার এণ্ড কোং অনুমতি লইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাস্ত্যন্যো মুক্তিরেতেন ন ভোক্তা মুক্তিমুহ্য বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৲০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৲০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ নির্দিষ্ট মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিবিনায়ক ভবন অথবা গণেশ মহল্লা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৸০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাশুল ।৶০, শব্দামৃত সমগ্র সটীক ৩৸/০, পদ্মপুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৸০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যত্ন।

—:০:—

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

যকৃত বলামৃত।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। শীতাকৃতের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে তদধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১।০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যাইবে।

আমাদপুর নিউমেডিকেল হলে উহা প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য জগৎ, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মায় ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিটি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১৪ স

১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রহস্য ! ! !—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ১৸৵০ আনা মাত্র ।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ ।

(কলিকাতা দর্জ্জি সুবার্ব্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়)

সাবধান ! সাবধান !

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত নিম্নলিখিত মহৌষধ গুলি খরিদ করিবার সময়ে ক্রেতাগণ প্রত্যেক ঔষধের উপরে লাল লেবেলে রেজেষ্টারি করা " ইউনি করণ " অশ্বারোহীর মুখের মোহর এবং লাল কালীতে কে, সি চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজি স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। ইহা যাহাতে না থাকিবে তাহা কৃত্রিম বলিয়া জানিবেন।

ঔষধের মূল্য ও নাম।

" শিবাক্ষর " চূর্ণ অর্শরোগের মহৌষধ মূল্য ৩ এবং ৬ টাকা ডাক ।৵০ । " শিবাক্ষর " বেণু বাস্তুর ব্যারামের মহৌষধ মূল্য ২॥০ টাকা ডাক ।৵০ । " শিবাক্ষর " তৈল বাত মহৌষধ মূল্য ১ টাকা ডাক ৷৵০ । " শিবাক্ষর " মূত্র শরীরস্থ পারা নাশক, মূল্য ৫ টাকা ডাক ৷০ । " শিবাক্ষর " বটীকা রক্ত রোগের মহৌষধ মূল্য ।০ ডাক ৵০ । " শিবাক্ষর মূত্র " অম্ল রোগের মহৌষধ মূল্য ৷০ ডাকে পাঠাইবার নহে । " শিবাক্ষর " জ্বর পুরাতন হানির মহৌষধ মূল্য ৩০ ও ৬২ টাকা ডাক ৷০ ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ পুস্তকালয়

পটলডাঙ্গা কলিকাতা ।

রোগান্তক।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই অদ্ভুত চূর্ণ পাচন ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবহন রোগ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনস্বভাব পাওয়া যায়। অর সঙ্গে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না

শ্রীকালীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

দশাশ্বমেধ বেনারস।

বাটী বিক্রয়।

" বালিগঞ্জের ষ্টেশনের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (পুষ্করের উত্তম ব্যবহারযোগ্য) সহ খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান. সর্ব্বসমেত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর চক্রবেড়ে। "

জ্বর-চিকিৎসা।

অ্যাসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ

ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও অভিরিক্ত জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকারোপায় সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের ও নেটিভ ডাক্তারদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাশুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। চাম্পাতলা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে পাওয়া যাইবে।

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL AND PICTORIAL DICTIONARY

OF THE

ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE

ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI

ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.

published in parts.

For further information apply to the

Publisher

TROILOKYA NATH BARAT.

No. 12, Patoldanga Street,

CALCUTTA.

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এক আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সমস্ত [illegible] নূতন ও পুরাতন মেহ, শোণিতস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, [illegible] ও [illegible] জ্বর, [illegible]

...ও মস্তক বায়ু-নির্গমন এবং প্রস্রাব পাকা অতি মাত্রায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ৷০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অর্শঃ, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা প্রভৃতি ক্ষত এবং শরীরে যে কোন কারণে দোষ জন্ম ও অবস্থান্তর হউক না কেন ইহা সেবনে শরীরের রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কড্ লিভার অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরের উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী কবিরাজ দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

অজয় নদের পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগের কষ্ট।

সম্পাদক মহাশয়! আমাদিগের দয়ালু লাট সাহেব গবর্ণর বাহাদুর কৃষ্ণনগর ও বীরভূম জেলার সাংক্রামিক জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ কমিশন নিযুক্ত করিয়া দেশের যথেষ্ট হিত সাধনে কৃতসংকল্প হওয়ায় বঙ্গদেশবাসিগণের চির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার সংক্রামক প্রান্তে অজয় নদের উত্তর কূলবর্ত্তী প্রজাগণের দুরবস্থার কারণ অদ্যাপি তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হওয়াতেই বোধ হয় তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই, এটী স্থানের অবস্থার নিতান্ত দুর্দ্দৃষ্ট বলিতে হইবে।

অজয় নদের বাঁধ নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমের ন্যায় বহু শাখা প্রশাখা দ্বারা নিম্ন ভূমিগুলি একেকালে জলময় করে। বহুকাল হইতে অজয় নদের উত্তর প্রান্তের বাঁধ কমিশনার বর্দ্ধমানাধিপতি বিখ্যাত বাহাদুর কর্ত্তৃক বহু ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া প্রতি বর্ষে যথা সময়ে তাহার সংস্কার হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির লুপ লাইন নামক রেল পথ প্রস্তুত হইবার কাল অবধি এই বাঁধের শ্রেণি ক্রমশঃ সংস্কার ত্রুটি হইতে থাকে এবং রেলপথ অব্যাহত রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে খড়িয়া জল নিকাশের জন্য বাঁধ কাটিয়া দেওয়া হয়। মেরামত না হওয়াতে কালক্রমে বাঁধ এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়া এক্ষণে সমস্ত ভাগে পরিণত হইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে নদীর জলপ্লাবন আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত ঐ সকল ভাঙ্গা দ্বারা জল নির্গম হইয়া সেই জল পথগুলি বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক ন্যূনাধিক ৮।৭ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২।৩ ক্রোশ প্রশস্ত ভূমি জলময় করিয়া রাখে, এই কারণে নানা ও ইক্ষু উত্তমবিধ শস্যই যৎসামান্য নাশ হইতেছে। সুতরাং অন্য ব্যবসায় বিহীন কৃষিজীবী প্রজাপুঞ্জের দরিদ্রতার বৃদ্ধি পাইতেছে। অপর পক্ষে ভূমি জলময় থাকায় নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গাদি বহুবিধ জীবজন্তু পচিয়া প্রদেশটীকে সাংক্রামক জ্বর আদি নানা পীড়ার জন্মভূমি করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে একবার এই সাংক্রামক জ্বরে সন ১২৭৮ হইতে ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত অসংখ্য মানব অকালে কাল কবলিত হইয়াছে, তৎকালে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট মেটকাফ সাহেব চিকিৎসার এবং পথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া উৎসন্নদশাগ্রস্ত স্থানটির বহুতর দরিদ্র লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রকাশ আছে। মধ্যে কয়েক বৎসর বন্যার প্রাদুর্ভাব না থাকায় স্থানটির স্বাস্থ্য কিয়ৎপরিমাণে সুধরাইয়া আসিতেছিল বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসে ভয়ানক বন্যা হইয়া জীর্ণ বাঁধটিকে শত সহস্র স্থানে ভগ্ন করিয়া বহু ধারাবাহী করিয়া দিয়াছে। ভাদ্র মাস গত হইতে না হইতেই ১২৭৭।৭৮ সালের ন্যায় সাংক্রামক জ্বর উৎপন্ন হইয়া এখন পর্য্যন্ত অসংখ্য মানবকে সংহার করিয়াছে ও করিতেছে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন প্রথম সাংক্রামক জ্বর হইতে আরম্ভ হইল, তখন দীন দুঃখীগণ দেশীয় অশিক্ষিত ডাক্তার নামা যমদূতগণকে যাহার যেমন ছিল অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র বন্ধক বা বিক্রয় করিয়া তাহাদের অর্থলালসা পূর্ণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কুলোদক মিশ্রিত চিরতা অথবা লাহার জল ও দুই এক পুরিয়া সিনকোনা প্রাপ্ত হওয়াতে অত্যল্পকাল স্থায়ী জ্বর বিরাম প্রাপ্ত হইল, তৎপরে সপ্তাহ মধ্যেই জ্বর দ্বিগুণতর বেগে পুনরাগমন করিল সেবারেও রোগে বাগে চাপিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল রোগী নিরুপায় হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দুর্ব্বল দেখিয়া তাহার উপর ওলাউঠাও আক্রমণ করিতেছে। পীড়া সম্বন্ধে ত এই গেল, আবার একমাত্র জীবনোপায় কৃষি, বন্যার জলে তাহার ভূমির সারভাগ উর্ব্বরা মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ধুইয়া লইয়া যাওয়ায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর যৎসামান্য শস্য জন্মিয়াছে। জলময় ভূমিতে কোন স্থলে চারি আনার অধিক শস্য জন্মে নাই। তাহাতে আবার কৃষকদিগের পীড়া নিবন্ধন অনেক ভূমির ধান্য এ পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই, ধানের ভাগ ও অনেক সুলভ। ভূম্যধিকারীগণ প্রতি কিস্তি খেলাপে চারি আনা করিয়া সুদ গ্রহণ করিতেছেন। অজন্মা বাকের ও সুদে দুনা হওয়াতে অনেক জোতদার প্রজা দলে দলে বর্ত্তমান মাসে সমুদায় জমী জমার ইস্তফা দিতেছে। উপরে যতগুলি কষ্টের কারণ নির্দ্দেশ করা গেল, ইহার মূল অজয় নদের বাঁধ পূর্ব্ববৎ রক্ষা না করা। নদের উত্তর কূল বীরভূমের অধীন সাকুলিপুর ও বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার এলাকাধীন ন্যূনাধিক এক শত গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমরা স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণকে এতদ্বিষয় বহুদিন হইতে অনুনয় বিনয় করাতেও কি জানি নদের জল নির্গমের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট কিয়ৎপরিমাণে পাছে ব্যয়ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা নীরব ও নিশ্চিন্ত আছেন। একমাত্র ভরসাস্থল দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট। এ জন্য বিনয়ের সহিত নিবেদন যে অন্ততঃ তাঁহারা একবার উপযুক্ত ন্যায়বান্ রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা স্থানটির উৎসন্ন হইবার কারণ অনুসন্ধান করাইয়া যাহা উচিত হয় তদ্বিধান করেন।

কুলাইগ্রাম, থানা কেতুগ্রাম } বিপদাপন্ন
জেলা বর্দ্ধমান কাঁদরা পোষ্ট } প্রজাগণ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে
(শত্রু না মিত্র)

আমাদের বিজ্ঞ বন্ধুবর বাবু ভগবতীচরণ দে ২৬ এ পৌষের সোমপ্রকাশে আমাদের প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। দেখিলাম তিনি কিছু ভীত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এত ভীত হইবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিবাদপত্রে ইহাই লিখিয়াছিলাম যে "যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতিতে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে না পারিবেন তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু

ভিন্ন ভিন্ন নহেন, এবং এরূপ সংস্কারকদিগের সংখ্যা যতই বিশেষিত হইবে ততই ভারতের মঙ্গল।" আমাদের এরূপ লেখাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে আমরা অভিনব সংস্কারকদিগকে ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করিবার বাসনা করি? বন্ধুবরকে আশ্বাস দিবার জন্য আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমরা সমাজেতে সংস্কারকদিগের অসৎ হইলে বিলুপ্ত হইবার কামনা করি না, কিন্তু হিন্দুসমাজের অকল্যাণ সংঘটনোদ্দেশে যে প্রবৃত্তিরূপা এক বিজাতীয় সংস্কারিকা শক্তি তাঁহাদের শরীরাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই বিশেষ হওয়ার কামনা করিয়াছিলাম মাত্র। আশা করি ভগবতী বাবু আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন।

এবার ভগবতী বাবু আমাদের বড় বিপাকে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কতকগুলি কূট প্রশ্নের অবতারণা করিয়া আমাদিগকে ঘোর বিচারকালে কষ্টীভূত করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহার যাহাই কেন অভিপ্রায় থাকুক না আমরা তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। যে বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনা চলিতেছে তাহার সীমান্তরে পদবিক্ষেপ করিতে পারি এমন অবকাশ আমাদের নাই, সুতরাং ভগবতী বাবুর আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

ভগবতী বাবুর প্রশ্নগুলির মধ্যে দুইটী প্রশ্ন আমাদের আলোচনার বিষয় বলিয়া স্বীকার করি, সেই দুইটী প্রশ্ন এই "(১) একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম প্রচারকেরা হিন্দুসমাজের শত্রু কেন? (২) আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতি কাহাকে বলে? সে রীতি অনুসারে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন হিন্দুসমাজ মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন কি না?" আমরা এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রথম প্রশ্নটীর সম্বন্ধে ইহাই বলিতে চাই যে আমরা ইহার উত্তর প্রসঙ্গক্রমে আমাদের পূর্ব্ব পত্রেই দিয়াছি, যদি আর কিছু শুনিতে চান তবে অবধান করুন। কি জন্য অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে আমাদের অভিনব একেশ্বরবাদিগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মেরা বহু চেষ্টা ও বহু আয়াস দ্বারা তাঁহাদের অভিনব মত প্রচার করিয়া এবং অলৌকিক প্রেম ও নিষ্ঠা দেখাইয়া ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণের মন আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না? আমরা ইহার এই উত্তর দিতে পারি যে হিন্দুরা নানা কারণে ব্রাহ্মদিগের মিত্রতাকে শত্রুতার প্রতিরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হিন্দু বৃদ্ধ পিতামাতারা তাঁহাদের চির সেবিত প্রিয় আর্য্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অবাধ্যপ্রকৃত কিশোর বয়স্ক নবীন সন্তানগণের অকস্মাৎ উপেক্ষার ভাব দর্শন করিয়া ভীত হন এবং ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া দেখেন যে ব্রাহ্মেরা চাকচিক্য কাচের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের নির্ব্বোধ সন্তানদিগকে আর্য্যধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দিতেছেন এবং কিছু দিন বাদে দেখিলেন যে সন্তানেরা সংস্কারনীতি পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকের চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শন করিল, আবার দিনকতক বাদে অসবর্ণ বিবাহ করিয়া সামাজিক সংস্কারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পর কি হইল পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন। "কুলাঙ্গার" জনক জননীর ও আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া সংস্কারক মহাশয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মবন্ধুদিগের বাসাবাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সকল শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া হিন্দু কেমন করিয়া অভিনব একেশ্বরবাদিদিগকে এক জন মিত্রের শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে পারেন। দ্বিতীয়, ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদিদিগের "পৌত্তলিকতার" উপর ঘৃণা এবং উহাকে একটী "ভয়ানক" পাপ জ্ঞান করিয়া উহার প্রতি সাধারণের অনাস্থা জন্মাইয়া দেওয়া হিন্দুসমাজের প্রতি একটী ভয়ানক শত্রুতার কার্য্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভগবতী বাবুর কথিত "পৌত্তলিকতা" ধর্ম্মসাধনের একটী অনিবার্য্য অঙ্গ। যত দিন মনুষ্য জড় জগতের শক্তির আধার প্রতিমাতের মধ্যে একটী জীবন্ত সাবয়বীর ন্যায় উদ্ভূত করিবে যত দিন তাহার বুদ্ধি জড় জগতের সীমাতিক্রম করিয়া অতর্ক্যাতীতে প্রবেশ না করিবে, যত দিন না মনুষ্য সমাধিস্থ হইবে তত দিন তাহার "পৌত্তলিকতার" হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা কোথায়। আমরা দেখি যাহারা অভিনব একেশ্বরবাদিরা বা ব্রাহ্মেরা হিন্দুদিগের দেবদেবীর উপাসনা প্রণালীকে অত্যুগ্র ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন যে কোন কল্যাণকর্ম্মাদি কার্য্যে পুষ্পাদির প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মবাদিনের! উদ্যানের পুষ্প দান করিয়া ক্ষমার্থ কেহ সঙ্কুচিত হন, পাছে ঘোর নরক সদৃশ "পৌত্তলিকতাকে" প্রশ্রয় দিয়া ভগবানের নিকট অপরাধী হন সেই জন্য দোষ হয় এই প্রকার নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে অনেক প্রশংসা করিয়া লাভ করিয়াছেন। ভগবতী বাবু বলুন দেখি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুরা কেমন করিয়া এই সকল বিচিত্র একেশ্বরবাদিদিগকে মিত্র শ্রেণীতে গণ্য করিতে পারেন? তৃতীয়, জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সমস্ত পৃথিবীকে এক ভ্রাতৃভাব সূত্রে আবদ্ধ করিতে অভিনব একেশ্বরবাদিদিগের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম দেখা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যজাতির মধ্যে গুণগত জাতিভেদের প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইল, কিন্তু গুণের সম্মান উপেক্ষা করা হয় নাই। এখন পর্য্যন্তও আর্য্যজাতির মধ্যে সেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। জাতিভেদের অত্যাচারই উহার প্রধান কারণ, এখন জাতিভেদ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বিভিন্ন জাতি সকল পরস্পরের অন্ন ভোজনে সঙ্কুচিত কিন্তু গুণের সম্মান এখনও অটুট রহিয়াছে, এখন এক জন নীচজাতি সাধুত্ব লাভ করিলে সকল প্রকার উচ্চ জাতির নিকট তাহার যথোচিত সম্মান হইয়া থাকে, এমন কি হিন্দুসমাজে দেব তুল্য সম্মান দিয়া উহার পূজা করিয়া থাকে। যত দিন ঘৃণা ও অভিমানাদি প্রবৃত্তি চিত্ত প্রশমিত না করিবে তত দিন জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই অভিমান ও ঘৃণাদি প্রচ্ছন্ন ভাবে ও উদারতার আড়ালে বিদ্যমান আছে যেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে আপনার বিশেষত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। গুণগত জাতিভেদের প্রথা কোন জাতির নিকটেই অনাদৃত নহে, এবং আমরাও ইহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতি, কিন্তু একেশ্বরবাদিরা কি তাহাই রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, না তাহার প্রতি অবজ্ঞা দৃষ্টি রাখিয়া কেবল অনর্থক জাতির সৃষ্টি করিবার জন্যই বিশেষ তৎপর। পরস্পরের গুণ পরিমাণে অনুসন্ধানে বিরত হইয়া এবং সাধু ও অসাধু বিবেচনা না করিয়া স্বেচ্ছাচারির ন্যায় যথেচ্ছা অন্ন ভোজনে কি একই উদারতা ও ভ্রাতৃভাব রক্ষা করা হয়? হিন্দুসমাজকে এই প্রকার কল্পিত স্বাধীনতা ও উদারতার আদর্শ দেখাইয়া উচ্ছৃঙ্খলচেতা হিন্দুযুবকগণের মন আকর্ষণ করাতে হিন্দুসমাজ একেশ্বরবাদিদিগকে মিত্র শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন না। ভগবতী বাবু ইহার জানিবেন যে উদারচেতা হিন্দুসমাজ এক নির্বাচন সময় করিয়াছে এখন অভিনব একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্মদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, এখন পাত্র সম্বন্ধ কন্যাদানাদি করিলে এক জন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব যজ্ঞোপবীতত্যাগী ব্রাহ্মের জন্য হিন্দুসমাজের দ্বারোদ্ঘাটিত দেখিতে পান, এখনও অন্যান্য জাতীয় ব্রাহ্মেরা অসবর্ণ বিবাহাদির অনুষ্ঠান বিবর্জিত হইলে, অনায়াসে সামান্য প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন। গো খাদক মুসলমান এবং গো ও শূকর খাদক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এই দুই বিজাতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার না করাতে এবং অনেকটা জাতীয় ভাবের ধর্ম্মালোচনার রীতি থাকাতে হিন্দুসমাজ এখন ও উহাদের অধিকার হইতে ব্রাহ্মদিগকে বঞ্চিত করেন নাই।

ভগবতী বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন "আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতি কাহাকে বলে, সে রীতি

অধ্যাত্মের উৎকর্ষের কথন কেহ হিন্দুসমাজ মধ্যে এ আলোচনা প্রচার করিয়াছিলেন কি না? " এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা ভগবতী বাবুকে বলিতে চাহিতেছি যে আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক যোগোপাসনা পদ্ধতির নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অতি পূর্ব্বকাল হইতে, ইহা এখন পর্য্যন্ত যোগিদিগের মধ্যে গুপ্ত সম্প্রদায়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল মুমুক্ষু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি যোগী মহাত্মাদিগের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেই গূঢ় তত্ত্বের অধিকারী হইতে পারেন নচেৎ অন্য কাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ভগবতী বাবু বোধ হয়, অবগত আছেন যে জড় জগতের সঙ্গে মনুষ্যদেহের একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কি মনুষ্যের মনোবৃত্তির উপরও জড় জগতের শক্তি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আধিপত্য করিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এই প্রকার সম্বন্ধের অবিচ্ছিন্নতা দেখিতে পাইয়া মনুষ্যের দেহ প্রকৃতিকে নিয়মিত সাধন মার্গে নিয়োজিত করিবার জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশলের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্ম উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাই। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে সাধকগণ কৌলিক [illegible] বৈজ্ঞানিক সাধন তত্ত্বের অনভিজ্ঞতা বশতঃ নিজ নিজ ইচ্ছামত সাধন করিয়া থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রের এমন নিয়ম নহে যে সাধক তাঁহার সাধনার প্রথম সোপানেই চিরকাল দণ্ডায়মান থাকিবেন, তিনি সাধন-তত্ত্বের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার অধিকার তাঁহার সম্পূর্ণ আছে, কেবল সাম্প্রদায়িক গুরুর উপদেশ না পাওয়াতে অনেকে এই উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতেছেন। সাধকের চিত্তস্থির ও চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভের জন্যই সাধন তত্ত্বের চরম উদ্দেশ্য। এই দুরূহ ব্যাপার সাধন করিবার উদ্দেশে সাধককে সাধন বিজ্ঞানের পরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। আমরা ইচ্ছিত ভগবতী বাবুকে কয়েকটী সাধন তত্ত্বের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। যদি উঁহার সাধন জানিবার ইচ্ছা থাকে, আমরা তাঁহাকে [illegible] শাস্ত্র একবার পাঠ করিতে বলি, আর যদি তাঁহার [illegible] এবং [illegible] পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা থাকে তবে উঁহাকে হিন্দু হইতে হইবে এবং আর্য্যশাস্ত্রোক্ত উচ্চ গুরুদেবকে অবলম্বন করিয়া সাধনতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন সাধনতত্ত্ব জানিবার আর অন্য পথ নাই।

[illegible] ইন্দ্রিয় ও মনকে দমন করাই সাধনা। সাধনা চারি প্রকার (১) নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি অর্জন করিয়া এইরূপ শুদ্ধি। (২) ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম জন্য ফলভোগেচ্ছার নিবৃত্তি। (৩) শমদমাদি সাধন অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, আর ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা বিষয়ের আস্বাদ নিবৃত্তি। (৪) মোক্ষেচ্ছা। ইহাদিগের অন্তর্গত আর চারিটী সাধন আছে যথা উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা। এতদ্ভিন্ন যোগ সাধন করিবার পক্ষে অষ্টাঙ্গ পন্থা। আছে যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যোগশাস্ত্র পাঠ করিলে ইহাদিগের ব্যবস্থা উপলব্ধি হইবে। এই সকল সাধন তত্ত্ব গুরু পরম্পরাক্রমেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাচীন [illegible], ও [illegible] ইহার অনেক আভাস আছে। অতএব আর্য্যসমাজের [illegible], কিন্তু এখন তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ, তাহাতেই জগতে এত অমঙ্গলের সূচনা হইতেছে।

উপসংহারকালে আমি ভগবতী বাবুর নিকট হইতে কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আজ চারি মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, সুতরাং কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, যদি ভগবানের ইচ্ছায় কিছু সবল হই, তাহা হইলে পুনরায় ভগবতী বাবুর সহিত সোমপ্রকাশ স্তম্ভে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মুঙ্গের }
১৬ এ মাঘ ১২৮৮
শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

(সোনাদিয়া ধর্ম্মসভা)

আগামী ২০ এ ফাল্গুন শুক্রবার, ২১ এ ফাল্গুন শনিবার ও ২২ এ ফাল্গুন রবিবার, "সোনাদিয়ার ধর্ম্ম সভার" ষোড়শ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে।

১। ২০ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ করিয়া প্রথমতঃ নগর সংকীর্ত্তন, তৎপরে বেদান্ত ও বেদাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া, দিবা একাদশ ঘটিকার সময়ে সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর তুর্য্য ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রথম বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার সন্ধ্যার পর সভারম্ভ হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদাত্মক সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

২। ২১ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ করিয়া দিবা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শন শাস্ত্রের বিচার হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারম্ভ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদাত্মক সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

৩। ২২ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ করিয়া দিবা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত চতুর্থ ও পঞ্চম বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারম্ভ করিয়া সভার বার্ষিক আয় ব্যয় ও কার্য্য বিবরণ পাঠ এবং সমাগত নানা দেশীয় পণ্ডিত ও রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য প্রভৃতি ধর্ম্মানুরাগী ভদ্রমণ্ডলীর সহিত একবাক্যে সভার উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ উপায়াবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণের বিদায়ান্তে ঈশ্বর গুণানুবাদাত্মক সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

৪। যে পাঁচ বিষয়ে শাস্ত্রিক ও যৌক্তিক হেতুগর্ভ বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইবে তাহা এই—

১।—ভক্তির এবং তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ কি? ঐকান্তিক ভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানে কোন বিশেষ আছে কি না? যদি থাকে, তবে মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ কে?

২। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ এবং যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্যগণের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; তবে কি নিমিত্ত মনুষ্যগণ পাপপুণ্যভাগী হয়?

৩। নরাকার ঈশ্বরের একত্ব সত্ত্বেও উপাসনায় উপাসকের এবং উপাস্যের ভেদ হইবার কারণ কি?

৪। পুণ্যবান্ এবং পাপিষ্ঠ উভয় ব্যক্তির কাশ্যাদি মরণে তুল্য ফল হয় কি না? এবং গঙ্গাসলিল দ্বারা পরিবর্ত্তিত পুণ্যের [illegible] ব্যবস্থা কি না?

৫। মুক্তি কয় প্রকার? তাহার স্বরূপ ও ফল কি?

৫। পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল বিষয়ে প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত কাশী, নদিয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বিক্রমপুর, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, চব্বিশপরগণা, পাবনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি প্রদেশীয় ও এই জেলার পণ্ডিত মহাশয়গণ, তদনন্তর ধর্ম্মানুরাগী অন্যান্য মহোদয়গণ বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতাকারী মহাশয়গণ কেহ বাচনিক বক্তৃতা করিলেও তাহা লিখিত প্রদান করিতে হইবে।

৬। কোন ধর্ম্মানুরাগী মহাশয় প্রস্তাবিত এক বা ততোধিক বিষয়ে বক্তৃতা স্বহস্তে লিখিয়া ডাক-

যোগে বা অন্য প্রকারে প্রেরণ করিলে সভা তাহা সাদরে গ্রহণ ও সভায় পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করিবেন।

৭। যিনি যে বিষয়ে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাহা সম্পাদককে জ্ঞাপন করিতে হইবে। সম্পাদক বিবেচনা পূর্ব্বক বক্তার আসনে উপবিষ্ট করাইবেন।

৮। এই উপলক্ষে এ সকল মহোদয়কে নিমন্ত্রণ করা হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতিনিধি গ্রাহ্য হইবে না এবং অনুরোধ করি যে, পণ্ডিত মহাশয়গণ ১০ এ ফাল্গুনের পূর্ব্বে বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হইবেন। রাজা, জমিদার ও অন্যান্য মহোদয়গণও স্বয়ং সভায় উপস্থিত হন, সভার এইটি একান্ত অভিলাষ।

৯। নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত রাজা, জমিদার, সভ্য ও বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণ সভার চিরস্থায়িত্বের উন্নতিকল্পে যথাসম্ভব বদান্যতা এই কার্য্যের ব্যয়ানুকূল্যার্থ যিনি যে পরিমিত দান করিবেন, যে সুযোগে হউক, তাহা আমার সমীপে "বোয়ালিয়া রামপুর" ঠিকানায় পাঠাইবেন। সভা তাহা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন।

১০। এই উপলক্ষে যিনি যে দান বা অন্য প্রকার সাহায্য করিবেন এবং যিনি যে বিষয়ে যেরূপ বক্তৃতা করিবেন, তাহা এবং সভার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সকল "হিন্দুরঞ্জিকা" নাম্নী সভার সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

১১। প্রস্তাবিত তিন দিবসে সভার উদ্দেশ্য সমুদায় বিষয় সম্পাদিত হইতে না পারিলে, এই কার্য্যোপলক্ষে অধিক এক বা ততোধিক দিন সভা হইতে পারিবে।

১২। এতদতিরিক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক বা উদ্দেশ্যসাধক কোন নিয়ম করা প্রয়োজন হইলে, অধ্যক্ষগণের অনুমত্যনুসারে সম্পাদক তাহা করিতে পারিবেন।

১৩। সুযোগ হইলে দীন দরিদ্রগণের উপকার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ করা হইবে।

২৭ এ মাঘ শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়
১২৮৮ সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ

৯ ই ফাল্গুন সোমবার।

কলিকাতার ব্রাহ্মসংকীর্ত্তন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেব ও গবর্ণমেন্টের রাজনীতি।

সর্ব্বত্র সত্য সত্য প্রকাশ দেখা যায় না এবং সত্য সত্য তাহার যুক্তিক সম্মান হয় না। এ ব্যাপারটী যে কি, তাহা কলিকাতার ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারিদিগের সহিত তত্রত্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেবের যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে আমাদিগের ও পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি ম্যাকডোনেল সাহেবের পত্রে লিখিত হইয়াছে, সংকীর্ত্তনকারিগণ যখন সার্প সাহেবের বাসবাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে সার্প সাহেব ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত এক জন লোক পাঠাইয়া দেন। লোক জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে পারিল না, তাহার কথা কেহ গ্রাহ্য করিল না। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পর পুলিস সব ইন্স্পেক্টরকে ডাকিলেন, সংকীর্ত্তনকারীদিগকে পুলিস লাইনে লইয়া যাইতে বলিলেন। সাহেবের অভিপ্রায় এই, তিনি অতঃপর তথায় গিয়া এ বিষয়ের তথ্য অবগত হইবেন। তাহার পর যখন তিনি শুনিলেন, এটী একটী ধর্ম্মোৎসব এবং এক জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও এক জন মুন্সেফ তন্মধ্যে আছেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি পূর্ব্বে ইহার কোন বৃত্তান্ত জানিতেন না এবং সংকীর্ত্তনকারিরা যে পাস লইয়াছেন, তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। পুলিস সব ইন্স্পেক্টর প্রথমে সংকীর্ত্তনকারিদিগকে সার্প সাহেবের বাটীতে তাহার পর যে পুলিস লাইনে লইয়া যান, সেটী তাঁহার ভ্রম নিবন্ধন ঘটিয়াছিল।

সার্প সাহেব নিজে এই কথা কহিয়াছেন। অতএব তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার বাক্যে আমরা অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু তাঁহার বাক্য যেমন সরল ভাবের, কার্য্যটী তেমন সরলভাবের হয় নাই, তাহাতেই এত গোলযোগ ঘটিয়াছে। তিনি যদি সরলভাবের কাজ করিতেন, তাহা হইলে সংকীর্ত্তনকারিদিগকে তাঁহার বাটীতে ও পুলিস লাইনে লইয়া যাইবার কোন প্রয়োজন হইত না। তাঁহার প্রথম প্রেরিত লোক প্রত্যাগত হইলে পর তিনি পুলিস সব ইন্স্পেক্টরকে পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসা যাবতীয় বিবরণ সহজে জানিতে পারিতেন, এবং সংকীর্ত্তনকারিদিগকে কয়েদের আসামীর ন্যায় এক নিমেষের নিমিত্তও পুলিস লাইনে আটক করিয়া রাখিতে হইত না।

আমাদের অনুমান হইতেছে, ঘটনা ঘটিয়াছে এই, সার্প সাহেবের প্রথম প্রেরিত লোক প্রত্যাগত হইয়া আসিলে তিনি আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া কুপিত হন। তাঁহার হস্তে অসীম ক্ষমতা আছে। অতএব তাঁহার সেই অবমানের প্রতিশোধ লওয়া দুষ্কর নয়। তিনি দুর্দ্দান্ত লোক। সংকীর্ত্তনকারিদিগকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত পুলিসলাইনে আটক রাখিয়া কৌশলে সেই অবমানের প্রতিশোধ লইলেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট এ অভিসন্ধিটী বুঝেন নাই, আমাদের এমন বোধ হয় না। বোধ হয় রাজনীতির অনুরোধে তাঁহারা ইহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, সে রাজনীতি কি?

যে কোন উপায়ে হউক, রাজকর্ম্মচারিদিগকে এ দেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সেই রাজনীতি। গবর্ণমেন্টের মনের ভাব এই, রাজকর্ম্মচারিদিগকে যদি এদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা না হয়, তাঁহাদের রাজত্ব রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিবে। সেই জন্য তাঁহারা সম্পাদকবর্গ যদি ন্যায়ের অনুরোধে লিখিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

এস্থলে আমরা অতি দুঃখিত চিত্তে দুই একটী কথার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এ নীতি প্রশংসনীয় নয়। ইহাতে গবর্ণমেন্টের গৌরব হানি হয়। যে কোন উপায়ে হউক, গবর্ণমেন্টের মানসম্ভ্রম রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকলকে ন্যায় পথে প্রবর্ত্তিত রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের এত আইন, এত আদালত ও এত লোকের সৃষ্টি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট নিজে যদি সেই ন্যায়পথ পরিত্যাগ করেন, আইন আদালত প্রভৃতি সকলেরই সম্যক্ হ্রাস হইয়া যায়।

সংকীর্ত্তনকারিদিগকে যে পুলিস লাইনে আটক করা হইয়াছিল, তাহা সার্প সাহেবের বুদ্ধিপূর্ব্বকই করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি কি তন্নিমিত্ত একটী অনুযোগ বাক্যেরও ভাজন হইলেন না? গবর্ণমেন্ট এ রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি প্রজার ভয় ও ভক্তি উভয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সার্প সাহেবের বিষয়ে যে ব্যবহার করিলেন, তাহাতে প্রজার ভয় বৃদ্ধি হইবে বটে; কিন্তু ভক্তির একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।

উপসংহারে ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারিদিগের প্রতিও আমাদিগের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। সার্প সাহেব যখন বলিতেছেন, তিনি সংকীর্ত্তনের বিষয় কিছু জানিতেন না এবং কেবল বুদ্ধিভ্রমে সংকীর্ত্তনকারিদিগকে পুলিস লাইনে লইয়া যান নাই, তখন আর এ বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করা কোনক্রমেই বিধেয় হয় না। পীড়াপীড়ি করিলে কেবল যে ভদ্রতার ব্যাঘাত হইবে তাহা নয়, ক্ষমাগুণের ও ঔদার্য্যের অবমাননা করা হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন-কল্পে যত্নবান্, তাঁহাদিগের এ দুটী গুণের অভাব একান্ত শোচনীয়।

সম্পাদকদিগের দৈন্যদশা নানা আক্ষেপের কারণ।

আমরা পূর্ব্বে পাঠক সম্প্রদায়কে অবগত করিয়াছি, কুলিনিয়োগের আইনের দোষগুণের বিচার করিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট বিশেষ আন্দোলন করেন। কিন্তু ইংলিশম্যানের প্রতিবাদ বাক্য উদ্যম সাহেবের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবাদের স্পষ্ট যুক্তিবাদিতে অতীব ব্যথিত অকুণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তিনি যথেষ্ট কতকগুলা কটূবাক্য প্রয়োগ করেন। এই প্রকারে নানা বিষয়ে দেশীয় সম্পাদকদিগকে দুঃসহ লাঞ্ছনা সহিতে হয়। ইহার প্রকৃত কারণ কি?— আমরা দেখিতেছি, ভারতবাসিদের নিরবচ্ছিন্ন দৈন্যদশাই ইহার প্রকৃত কারণ। আমরা নির্ধন, সকল কার্য্যে অক্ষম, রাজ্যের গূঢ় কার্য্যে আমাদের অধিকার নাই, সুতরাং আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও উপহসিত হইতে হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের স্কন্ধে অতি গুরুতর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে; গবর্ণমেণ্টের কোন রাজকর্ম্মচারীর কিম্বা সাধারণ লোকের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করিতে হইলে সকল বিষয়ের তথ্য অগ্রে নিশ্চিত করা আবশ্যক, কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কোন গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা অনুচিত। সংবাদপত্রের লেখকদিগকে যাহারা ঘোর অপমান করিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংবাদপত্রগুলি একপ্রকার বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সংবাদপত্রের দ্বারা তাঁহারা লজ্জিত ও অবমানিত হইতেছেন, তাঁহাদের অস্থিতে অস্থিতে কলঙ্কের কালি লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, জনসাধারণের চিত্তে তাঁহাদের প্রতি একটা দারুণ কুসংস্কার জন্মিতেছে। কিন্তু বিচারালয়ে, রাজদ্বারে স্পষ্ট প্রমাণাভাবে কেহ দণ্ডার্হ হয় না; পাছে সহস্র সহস্র দোষীলোকের মধ্যে একজনও নির্দ্দোষী লোক শাস্তি পায়, সে কারণ বিচারকালে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদয় হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে। আমাদের দৈন্যাবস্থা অশুভযোগিতা এবং অনভুজ্ঞতা হেতু আমরাও সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টকে, রাজকর্ম্মচারিদিগকে এবং সাধারণ লোককে অভিযুক্ত এবং শাস্তি বিধান করি। যদিও অনেক সময়ে বাস্তবিক আমরা অভিযোগ এবং দণ্ডবিধান করিয়া, তাহাদের দলের প্রতিবাদ করিয়া, কোন অসদৃশ কার্য্যে দোষাদি দেখাইয়া যথার্থ পক্ষে দোষী হই না; কিন্তু আমাদের প্রমাণ নাই, অতএব আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, আমরা নির্দ্দোষী হইলেও আমাদিগকে অপরাধী হইতে হয়। কেবার লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, হাইদ্রাবাদের প্রতি যতদূর পর্য্যন্ত অত্যাচার করিয়া দিয়াছে, কোন দেশে কোন সভ্য রাজার শাসনাধীনে এ প্রকার ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ। মুসলমানদিগকে সকলে অত্যাচারী বলেন, আমরা বলিতে পারি তাঁহারাও কখন এমন অন্যায় আচরণ করেন নাই। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোক কিছুতেই সে বাক্য মুখাগ্রে আনিতে পারেন না; প্রমাণ কিছু গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কে লেখনী ধারণ করিবে? ষ্টেটসম্যান সম্পাদক স্বয়ং ইংরাজ, তাঁহার অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও রক্ত পড়ে না, তিনি অকুতোভয়ে সকল তথ্য কথা বাহির করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসিদের তথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং স্পষ্ট কথা ব্যক্ত করিলে তাহার প্রমাণ দিতে পারেন না কেবল দোষী হইতে হয়

সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমনোযোগিতা হেতু একটি অসদৃশ কার্য্য করিয়াছিল তজ্জন্য এত গুরুতর ব্যাপার পড়িয়া গেল, তিনি পদচ্যুত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য সিবিলিয়ানেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া দিন দিন কত অবৈধ কার্য্য করিতেছেন, বাঙ্গালাবাসী ছোট ছোট ডেপুটি সিবিলিয়ানেরা লোকের মান হরণ করিতেছেন; কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ দোষের কারণ হয় না, কারণ আমরা অক্ষম তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ করিতে পারি না। সহজে কোন অত্যাচার দেখিলে বলিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করি, কিন্তু প্রমাণ করিবার উপায় থাকে না। এইরূপে কোন অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্যপ্রণালী বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিবার আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, তজ্জন্য আমাদিগকে কলঙ্কভাগী হইতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটিলে বিস্তর জীবিত লোকও লোপ সম্বন্ধীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মৃত ব্যক্তিগণের সংস্কার সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত যথার্থ বিবরণ এতদ্দেশীয় লোকেরাই প্রকাশ করেন। অভিযোগ গবর্ণমেণ্টের কোন অপরাধ ছিল না; ঐ দুর্ঘটনার সবিশেষ তদন্ত লইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোক কতদূর ক্ষীণচেতা এবং ভীরু দেখুন, যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছিল যে, রেলওয়ে কোম্পানী শত শত জীবিত ও আহত আরোহীকে কুলীদের সাহায্যে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে কিন্তু কমিশনরের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় সেই সকল লোকের সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটিল, তাহারা আর কোন কথা ব্যক্ত করিল না। পাঠক! আমরা পদে পদে গবর্ণমেণ্টকে অপরাধী করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা স্বয়ং কিরূপ অপরাধী, একবার তাহা অনুমান দেখি?

আমরা এ প্রকার হীনাবস্থ ব্যক্তি যে যাবৎ না হইলে কোন অভিযোগের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া দিতে পারি না। নিরাশ্রয় হইয়া যদ্যপি আমরা স্বদেশের হিত কামনায় একাগ্রচিত্তে রত থাকিতে পারি তবে সাহসপূর্ব্বক সকল কথায় লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিব, তবে আমাদের যুক্তি ও প্রতিবাদ সমাদৃত এবং সঙ্গত বোধ হইবে। বর্ত্তমান কুলিনিয়োগের প্রণালী ইহার উদাহরণ স্বরূপ দেখুন। সকলেই জ্ঞাত আছেন, আসাম, কাছাড়, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে চা-ক্ষেত্র আছে; প্রতি বৎসর তত্তৎপ্রদেশে বিস্তর কুলি প্রেরিত হয়, এবং তাহারা তত্তৎস্থানে সর্ব্বদা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে। আসামাদি স্থানে কুলি নিতান্ত দুর্লভ। সুতরাং বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ এবং বেহার হইতে কুলি সংগ্রহ করিয়া সেই সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়। অজ্ঞান অনভিজ্ঞ বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন মজুরদিগকে কিপ্রকারে সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এই সকল প্রস্তাব লইয়া এত আন্দোলন চলিয়াছিল। আমরা যদ্যপি অন্যান্য হইতে শত শত প্রমাণ আনয়ন করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না, কোন প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন না। চা-ক্ষেত্রস্বামীরা যতক্ষণ অনায়াসে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কুলি লইয়া যাইতে পারিতেছেন, তাহাতে কেহই প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, কুলিসংগ্রাহক দালালেরা নানা প্রকার ছল করিয়া প্রলোভনবাক্যে কুলিদিগকে ভুলাইয়া থাকে, সংকীর্ণ স্থানে অসংখ্য লোক ঠাসিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেয়। গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত অত্যাচারের নিবারণ করিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য মহৎ, তাহাতে সংশয় নাই। এই আইন বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি উহার কতকগুলি ধারা সংশোধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার উক্ত আইনে হস্তক্ষেপ করেন। এখন কথা হইতেছে, কুলিরা কষ্ট পাইয়া থাকে এ কথা সত্য, দালালেরা মিথ্যা লোভ দর্শাইয়া কুলি সংগ্রহ করে, তাহাও মিথ্যা নয়; কিন্তু এই সমস্ত প্রবাদের প্রমাণ কই? যে স্থলে কুলি সংগৃহীত হয়, সেখানে মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সকল কথা বুঝাইয়া দেন, আবার কলিকাতায় তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় বিদিত করা হয়, তথাপি কুলিরা কি প্রকার কষ্ট পায় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট কেবল সামান্য বাক্যের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে পারেন না। দেখুন, কর্ত্তাকারেন্ চিফ্ যখন আসামে বিদ্যা-

ছিলেন, ঠকুর চা-ক্ষেত্রস্বামীরা কুলিদিগকে কেমন বন্ধুভাবেতার রাখিয়াছিলেন। যে কয়েক দিন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহারা মনের উল্লাসে আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিল। মনের স্ফূর্তিতে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। জবাস্তাবেন্ চিফ্ কুলিদের অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার বহিতে লিখিলেন যে, কুলিদের স্বাধীনতা দর্শনে তাহাদিগকে ক্ষেত্রস্বামী বলিয়াই বিবেচিত হইল। এতদ্দেশীয় লোকেরাও কুলিদের যন্ত্রণা লোপ সমাধান করিবার নিমিত্ত উত্তম কোন কৌশল অবলম্বন করিতে পারিলে তবে প্রকৃত উপকার হইবে, নতুবা পদে পদে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। যথার্থ স্বদেশানুরাগিতা এবং তিতিক্ষাগুণের পরিচয় দিতে পারিলে তবে চীৎকার ও প্রতিবাদ সফল হইতে পারে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কুলি নির্য্যাতন আইনের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু একটীও গুরুতর প্রমাণ দিতে পারিলেন না। যদি তিনি দুঃখভোগী কতকগুলি কুলির দ্বারা তাবতীয় বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে তাঁহার প্রতিবাদ বলবত্তর হইত। আমরা তাই বলিতেছি, যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে কতকগুলি ভদ্রলোককে কুলি সাজাইয়া চা-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হয়, তাঁহারা তথাকার যথাবৎ সমস্ত ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগকে আর লজ্জিত হইতে হয় না। এই প্রকার সকল কার্য্যেই উদ্যোগিতা, তিতিক্ষা এবং অনুরাগ আবশ্যক করে। অন্যান্য দেশে অত্যাচার; ও কার্য্যের অসুবিধা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধনবান্ লোকেরা এক একটী সভা করিয়া থাকেন; তাহার দ্বারা নানা প্রকার সৎকার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে সেই প্রকার কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে গুরুতর কার্য্যকলাপ সম্পন্ন হইবে না।

চীন দেশের উন্নতি।

চীনদেশের উন্নতি আর ভারতবর্ষের মত কূপোদক সদৃশ স্থির ভাবে আছে। সকলেই স্বতঃসিদ্ধ; নূতন নূতন জ্ঞান শিক্ষা করিতে তাহারও অভিলাষ নাই। তবে আমাদের অপেক্ষা চীনবাসিরা নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা বাণিজ্যের অনুরোধে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিয়া থাকে। পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই যে স্থানে চীনবাসিদের গতিবিধি নাই। আমেরিকায় ইহাদের সংখ্যা বৎসর বৎসর এত অধিক হইয়া পড়িতেছে যে, কোন কোন স্থানের লোক ইহাদের আগমন বন্ধ করিবার কল্পনা করিতেছেন। আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। চীনদিগের সর্ব্বত্র গতিবিধি আছে বটে, তাহাদের জাতি বিচার নাই। তাহারা সকলেই মিতব্যয়ী পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ এবং তাহারা স্বাধীন জাতি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির ফল তাহারা কিছু মাত্র প্রাপ্ত হয় নাই। অল্প কাল মধ্যে জাপান পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, চীনেরাও এক দিন পৃথীতলে একটী মহা পরাক্রমশালী জাতি হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু ঘোর আত্মাভিমান এবং আলস্য যেমন ইহাদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। স্বয়ং সিদ্ধ এবং আত্মাভিমানী লোকের কখন কালে উন্নতি হয় না। মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই, নিজের সদ্গুণ গুলি রক্ষা করিয়া দোষরাশি পরিত্যাগ করিবে, এবং অপরের গুণের অনুকরণ করিবে, এ প্রকার না করিলে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। পুরাকালে সভ্যতার সম্যক উৎকর্ষ সাধনে চীনবাসিরা অন্যান্য জাতির বিশেষ সহকারী হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ, বারুদ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য চীনদেশেই আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় চীনদেশেরও উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন রাজ্য যে অবস্থায় ছিল, এখনও তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র সংস্কার হয় নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল চীনদেশে একটী সামান্য রেলগাড়ীর পত্তন হইয়াছিল, বলিতে পারি না কি কারণে চীনের রাজকর্ম্মচারিদিগের তাহা মনঃপূত হইল না। তথাকার সৈনিকেরা এ পর্য্যন্ত যুদ্ধকালে অগ্নিবাণ এবং গাদাবন্দুক ব্যবহার করে। চীনের কোন না কোন স্থলে নিয়তই বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত আছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, শ্যাম রাজ্যের উত্তর যুনান প্রদেশে চীন মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে চীনতাতারের আতালিক গাজীর পরাক্রমে স্বাধীন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়; সেই সুযোগে চীন সৈন্য পুনর্ব্বার আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, চীনবাসিরা এক্ষণও যদি সতর্ক না হইতে পারে অনতিকাল বিলম্বে সেই বিপুল রাজ্য যে রুষের হস্তগত হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। চীনদেশীয় অনেক বুদ্ধিমান লোক ইহা বুঝিতে পারিতেছেন এবং ইহার সদুপায় করিবার নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকে পরামর্শ দিতেছেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহাঁদের উপদেশানুসারে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ছাত্র আমেরিকায় প্রেরিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি চীনের প্রধান অমাত্য আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন যুবকগণ চিরপ্রথানুগত বেণী ছেদন করিয়াছে, চীনের পরিচ্ছদ নাই,—আমেরিকান চলিত বস্ত্র ধারণ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ অমাত্য আর পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে স্বদেশে আনাইলেন। সুতরাং স্বদেশের আশু উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্বকালে চীনেরা এ প্রকার দেশাচার পরবশ ছিল না, বৌদ্ধেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং সমাধান হইতেছে, তৎকালে দেশাচার কিছুই প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে নাই। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ এদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। ফা হিয়ান এবং হোয়াং সাং প্রভৃতির নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ফরাসিদিগের দেশে অদ্যাবধি খাতাই সম্রাটের নাম পূজিত হইতেছে। তিনি ১৬৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় গৌরব জ্যোতিঃ সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জেসুইট পাদরিরা শত সংখ্যাতে তাঁহার জীবনচরিত ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত করেন। কি উপায়ে স্বদেশের এবং প্রজাপুঞ্জের উন্নতি হইবে, ইহাতেই তাঁহার যত্ন ও অনুধ্যান ছিল। রুষের পিটার সম্রাটের ন্যায় তিনিও স্বয়ং নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহা প্রজাদিগকে শিখাইতেন। তিনি নানা প্রকার সৎসন্দর্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক হইতে আমরা কয়েকটী জ্ঞানগর্ভ বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) সংসারের নিয়ম আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি; যাহা প্রথমে অতি সহজ এবং সুগম বোধ হয়, অনুধাবন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে করিতে তাহা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতায় কোন ক্ষতি হয় না, কারণ এ অজ্ঞানতা দ্বারা আমি অসৎ পথ পরিত্যাগ করিতে এবং সৎপথে চলিতে অসমর্থ হই নাই; (২) সকলেই আত্মগৌরব আশা করেন, কিন্তু কেহই পরিমিতাচারী নহেন। উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিলে কি হইবে, অল্প আহার কর তবে অনায়াসে পরিপাক হইবে। (৩) ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই নিজ নিজ অবস্থানুরূপ দ্রব্যাদি প্রদান করেন। (৪) শত শত অট্টালিকা নির্ম্মাণে ফল কি?—আমি যদি প্রজাদের নিমিত্ত নূতন নূতন পদার্থ আনিতে পারি, তবে অধিকতর সুখী হই। মহাত্মা আকবরের মত ইনি সকলদেশী এবং সকল ধর্ম্মী লোকের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে যদি চীনে রাজাসনে এমন একজন সম্রাট হন তবে তথাকার উন্নতি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে।

ভারতবর্ষের দেখুন, ঠিক তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; প্রাচীন আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম নিয়ম গুলিই ভারতের নিয়ন্তা, কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি এখানকার উপদেষ্টা নাই, তজ্জন্য সামাজিক নিয়ম পৌরুষানুক্রমে দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সময়ে ভিন্ন করিবার উপায় নাই; সুতরাং লোকের উন্নতি অতি ধীরে ধীরে হইতেছে।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশীয় ওজনের সমন্বয়।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এত প্রকার ওজন প্রচলিত আছে যে, যতগুলি জেলা ততগুলি নূতন প্রকার ওজন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন স্থানে ৫৮ তোলায় সের, কোন স্থানে ৬০ তোলায়, কোন স্থানে ৮০, কোথাও ১০৫, এই প্রকার নানা স্থানে নানাবিধ প্রণালী চলিত আছে। এতদ্দ্বারা ব্যবসায়ীদের সময়ে সময়ে অসুবিধার পরিসীমা থাকে না, সকল সময়েই তাঁহাদিগকে অনর্থক বিস্তর কষ্ট পাইতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কয়েকবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। আমাদের ইচ্ছা এই, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আর ঔদাসীন্য অবলম্বন না করেন।

আলোয়ার প্রভৃতি অনেক স্থানের রাজা ইংরাজি টাকার ওজন অবলম্বন পূর্ব্বক এই সুবিধা করিয়াছেন যে, ইংরাজি টাকা আলোয়ারে চলিতে পারিবে এবং আলোয়ারি টাকা ইংরাজাধিকারে গৃহীত হইবে। কিন্তু এখন এই সুবিধাজনক প্রথা অবলম্বনে অনেক রাজা বিমুখ রহিয়াছে; কস্মীর, হাইদ্রাবাদ, জয়পুর প্রভৃতি করদরাজ্যে এখনও পুরাতন টাকা চলিতেছে। ওজনের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; এক বঙ্গদেশের ভিতরেই যে কত প্রকার ওজন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ৮০ সিক্কার ওজন, চন্দননগরে ৮২ সিক্কা, বর্দ্ধমানে ৬০ সিক্কা, বীরভূমে ৮৮৶, উড়িষ্যাতে ১০৫, এইরূপ এক এক স্থানে এক এক প্রকার। আবার এক স্থানের মধ্যে দ্রব্য-বিশেষে ওজনের বিস্তর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানে অন্যান্য দ্রব্য ওজন করিতে ৮০ সিক্কা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাটের ওজন ৮২ সিক্কায় হইয়া থাকে। আবার ধান্যের মাপ প্রায় পাঁচ ক্রোশ অন্তর পৃথক্ পৃথক্। পুনশ্চ জমির মাপও এত প্রকার যে, সকল স্থানেই তাহা লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার এ একটী প্রধান কারণ। এক গ্রামেই কোন স্থানে ৪ হাতে কাঠা, কোথাও পাঁচ হাতে কাঠা, এইরূপ নানা-প্রকার মহা অনর্থ ঘটে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানের বিঘা এখানকার সরকারী বিঘার প্রায় তিনগুণ অধিক। আজি কালি ভূমির সম্বন্ধে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে, অতএব ভূমি এবং ধান্যের মাপে যাহাতে কোন ভ্রান্তি উপস্থিত না হয়, এমন সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বীরভূমে এক বিঘায় সরকারের তিন বিঘা ধরা হয়, কিন্তু এই বিঘা শুনিয়া আমাদের নিম্ন বঙ্গের লোক চমকিত হইয়া উঠিবেন। তথাকার বিঘা আবার অন্য প্রকার।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রকার ওজন প্রচলিত থাকায় লোকের বিশেষ ক্ষতি না হউক, কিন্তু এ প্রথা যে সম্পূর্ণ অসুবিধাজনক, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্যবসায়িগণ এ অসুবিধাকে অকরুণ অনুভব করিতেছেন। একটী দারুণ অসুবিধাজনক কুপ্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে, তাহার বশানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে এমন কোন ব্যবস্থা নাই। সভ্যতার উদ্দেশে সর্ব্বাগ্রে ব্যবহারিক ও সামাজিক নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা আকবর সামাজিক ব্যবহারের নূতন পথ দেখাইবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন; একটী দৃষ্টান্ত দেখুন,— তৎকালে মহম্মদীয়েরা হিজরী সন ধরিয়া সময় গণনা করিয়া আসিতেছেন, এ দিকে হিন্দুদিগের সংবৎ চলিত ছিল। কিন্তু দুটিরই চান্দ্রমাসে বৎসর পরিগণিত হয়। চান্দ্রমাসের ও চান্দ্রবৎসরের কিছুই স্থিরতা নাই, চন্দ্রদর্শন দ্বারা মাস পরিগণনার অত্যন্ত গোল উপস্থিত হয় এবং প্রায় ৩৫৮ কিম্বা ৩৬০ দিনে বৎসর হইয়া থাকে। মহরম কিম্বা দুর্গোৎসবের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না; কিন্তু রাজস্ব আদায় কর্ম্মচারিদিগকে বেতন প্রদান প্রভৃতি রাজকার্য্যে মহা বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। তজ্জন্য তিনি পূর্ব্ব প্রচলিত দুটি সনই উঠাইয়া দিয়া এবং হিজরী সনের সঙ্গে ঐক্য রাখিবার নিমিত্ত সংবতের কতক অংশ বর্জ্জন করিয়া ফসলী সন প্রবর্ত্তিত করিলেন। উহাই এক্ষণে বাঙ্গালা এবং পশ্চিমাঞ্চলে চলিত রহিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় সংস্কার, টোডর মল্ল বারো সাধারণ বন্দোবস্ত করাইবার পূর্ব্বে তদীয় অধিকারভুক্ত সমস্ত রাজ্যকে পরগণা, জিলা, সরকার, চাকলা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়েই ভূমি জরিপ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাবস্থায় ছিল, তখন সম্রাট আকবর এ প্রকার নূতন নূতন প্রণালী প্রচলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আর আজি ইংরাজ এদেশের একাধীশ্বর হইয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্যে কি ওজনের এবং মাপের প্রথার একটী সমন্বয় করিতে অশক্ত হইবেন? নূতন ওজন ও নূতন মাপ চলিত হইলে প্রথমে অশিক্ষিত সাধারণ লোকের একটু বাধ বাধ ঠেকিবে বটে, কিন্তু সে অসুবিধা শীঘ্রই নিরাকৃত হইবে। আমরা অনুরোধ করি, সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করুন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, নূতন প্রথা চলিত করিতে হইলে কি প্রকার ওজনের প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? আমাদের বিবেচনায় এমন একটী প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। ইংলণ্ডে যে প্রকার ওজন ও মাপের প্রথা চলিত আছে, এক্ষণে আমাদের দেশে তাহা প্রচলিত হইলে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইতেছে, তখন এমন পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে এবং কালসহকারে যে প্রথা সমস্ত সভ্য জাতিই অবলম্বন করিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে মানপ্রথা চলিত আছে, তাহা সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। এক একটী দ্রব্যের এক একটী বিভিন্ন মাপ, তাহা কণ্ঠস্থ রাখিবার এবং তদ্দ্বারা হিসাব করিবার বড় অসুবিধা। আমাদের মতে ফরাসি দেশের পরিগৃহীত দশমিক প্রণালী অবলম্বন করিলে সর্ব্বাংশে বিলক্ষণ সুবিধা হয়। আজি কালি সকল দেশের পণ্ডিতেরা ঐ প্রথার আদর করিতেছেন, বাস্তবিক হিসাবের পক্ষে তদ্রূপ সুবিধা আর কিছুতেই হইবার নহে, অতএব সেই প্রণালী ভারতবর্ষে চলিত করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডেও এই নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইলে উভয় দেশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী ছাত্রবৃত্তির নিয়মের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রার্থনায় আমরা কয়েকবার এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে ডাইরেক্টার আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিয়াছেন। অতঃপর বর্ত্তমান নিয়মানুসারে মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ক্রমানুসারে বাঙ্গালা ও ইংরাজী বৃত্তির একটী না একটী লাভ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা বৃত্তি ৪ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলে পড়িলে ইহা ২ বৎসর ও প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুলে পড়িলে তিন বৎসর দেওয়া হইবে। ঐরূপ ইংরাজী বৃত্তি ৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলে পড়িলে ইহা তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইবে। ইহার পরেও বৃত্তিভোগী বালকগণ যদি সর্ব্বতোভাবে প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা

হইলে বাঙ্গালা বৃত্তিভোগীরা ২ ও ইংরাজী বৃত্তিভোগীরা ১ বৎসর বিনা বেতনে পড়িতে পারিবেন. ১৬ বৎসরের অধিক বয়স হইলে কেহ ইংরাজী ও ১৪ বৎসরের অধিক বয়স হইলে কেহ বাঙ্গালা বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে না। ইংরাজী পরীক্ষার্থীদিগকে ২ এবং বাঙ্গালা পরীক্ষার্থীদিগকে ১ টাকা করিয়া ফি দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীদিগকে নিম্ন লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

	পূর্ণসংখ্যা
ইংরাজী ভাষা	১৫০
বাঙ্গালা	১৫০
পাটীগণিত	১৫০
ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল	১৫০
জ্যামিতি ও পরিমিতি	১০০
স্বাস্থ্যরক্ষা	৫০
পদার্থতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়ন এই তিনটীর মধ্যে একটী	৫০

এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সাহিত্য ও অঙ্কে শত করা ৩৩ নম্বর থাকিলে বালকেরা বৃত্তিলাভে সমর্থ হইবে। অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার টেক্সটবুক কমিটীর উপর ন্যস্ত হইবে। আর যে যার আপনার আপনার আত্মীয় স্বজনের বিরচিত পুস্তক প্রচলিত করিয়া সুকুমারমতি বালকদিগকে কষ্টদানে সমর্থ হইবেন না।

—:০:—

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত একরূপই সমান। যে রীতিতে এক্ষণে ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ আছে, যাবৎ সে রীতির আমূল সংস্কার না হইতেছে তাবৎ এ দেশ লোকের অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত হইতেছে না। আইনের কঠোরতা নিবারণের যে পর্য্যন্ত না একটী সদুপায় স্থির হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মঙ্গল নাই।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সিলেক্ট কমিটী ইহার মধ্যে কয়েকটী ধারার সংশোধনে যত্নবান হইয়াছেন। সে কয়েকটী এই:—

বর্ত্তমান আইন অনুসারে আদালত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এমন দুই প্রশ্ন করিতে পারেন যদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তিও একে আর বলিয়া দোষী হইয়া পড়ে, সিলেক্ট কমিটী এরূপ প্রশ্ন করাকে নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহারা বিচারপতিদিগের এ ক্ষমতা সংকোচ করিতে চাহেন।

অপর, বেত্রাঘাত সম্বন্ধে এই নিয়ম করিতেছেন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বিনানুমতিতে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কাহাকেও বেত দিতে পারিবেন না। মোটা বেত অথবা সরু বেত কাহাকেও মারিতে পারিবেন না এবং ৪৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিকে আদৌ বেত মারিতে পারিবেন না।

কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবার প্রত্যাশায় আপীল করিলে আপীল আদালত তাহার আর দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন না।

কোন স্ত্রীলোকের খানাতল্লাসীর আবশ্যক হইলে স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষে তাহার খানাতল্লাস করিতে পারিবেন না, অথবা তাহার লজ্জার ব্যাঘাত হয় এমন কোন প্রকার কার্য্যই করিতে পারিবেন না।

গৃহদাহের সময়ে গ্রামবাসী লোককে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। পুলিসকেই তাহার নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

পুস্তক সমালোচনা।

সচিত্র শিশু-সখা। প্রথম ভাগ। অসংযুক্ত বর্ণের পদ্যমালা। সেন এবং মল্লিক প্রণীত ১২ নম্বর পটলডাঙ্গা বসাক যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ভাগের পর বালকদিগকে এই খানি পড়ান উচিত। কারণ, ইহাতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলি নীতিঘটিত অথচ সরল কবিতায় লিখিত। এ কারণে পাঠকালে বালকদিগের অধিক আনন্দানুভব করিবার সম্ভাবনা। কবিতা এক প্রকার গান সুতরাং উহা পাঠে বালকগণের মন যে অভিনিবিষ্ট হইবে, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এই কারণেই উহা দ্বারা যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহা এক প্রকার স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

কল্পনা কুসুম। উর্ব্বশী নাটক প্রভৃতির প্রণেত্রী শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৬ সংখ্যক ভবনে বঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা গ্রন্থ। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তক সন্নিবেশিত বিষয় সমূহের মধ্যে অনেক গুলিই গ্রন্থকর্ত্রীর বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলনতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বিষয়ে যে বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে তাহা আমাদিগের স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। সন্নিবেশিত বিষয় গুলি নানা প্রকার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। তবে ইহাতে যে বর্ণমালা দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা চন্দ্রের কলঙ্ক সমষ্টির তুলনায় দোষভাগ যেমন ধর্ত্তব্য নহে ইহাও তদ্রূপ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] দিয়া যুদ্ধ করিবার যে জনরব হইতেছে, [illegible] ও সব পত্রেই [illegible] তাহাকে অমূলক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু [illegible] সম্পূর্ণ অসত্য। গবর্ণমেন্ট সভায় প্রকাশ করেন নাই।

মিঃ যে সংশোধন প্রস্তাব করেন, কমন্সসভায় তাহা অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়র্লণ্ডে স্বশাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতায় উল্লেখ করেন। ঐ কথায় [illegible] আশঙ্কা দূরীকৃত করা হইয়াছে। [illegible] উপস্থিত হইলে তিনি রোমানক্যাথলিকদিগকে পরামর্শ দিলেন, আয়র্লণ্ডীয় পার্লেমেণ্ট সভার কার্য্য কিরূপ হইবে, অগ্রে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট তথা আসিয়া [illegible] কাগজ পত্র দাখিলে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্প্রতি কোন ঘটনা নাই। কেবল কতকগুলি রুশীয় সংবাদ পত্রের মতে সংক্রান্ত আছে এই মাত্র।

রুশীয় [illegible] মন্ত্রী গত ১৪ ই জুন বলিয়াছিলেন, যে তুর্কমানদিগের সহিত সন্ধি না হওয়ায় রুশীয় সৈন্যদল রাখিবার কোন প্রস্তাব হয় নাই।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া হইতে বলিয়াছেন যে, [illegible] লিখিত হয়; তাহা মিথ্যা।

রুষে ইহুদিদিগের প্রতি অত্যাচার হওয়াতে ইউরোপের অন্য রাজগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া যে প্রস্তাব হয়, সেণ্টপিটার্সবর্গের এক খানি সরকারি পত্র দ্বারা তাহারা অসাধারণ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, অত্যাচার নিবারণার্থে বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হইবে।

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। সুলতান আপনার প্রতিনিধিদিগকে এই মর্ম্মে সংবাদ লিখিয়াছেন যে, তিনি ইজিপ্টের [illegible] জাতীয় দলের সহায়তা করিতে এবং ইজিপ্টে যাহাতে কোন গোলযোগ না থাকে, তাহা করিতে আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। আয়র্লণ্ডে আবার কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ফেব্রুয়ারি। আমেরিকার ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] কোন প্রকার পত্র পাঠান নাই [illegible] সীমা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ক্লেয়ার জেলার [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গুলি করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার আঘাত লাগে নাই। তবে তাঁহার সঙ্গে [illegible] যে পুলিসের লোক ছিল, সে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] নামক স্থানে মড়ক উপস্থিত হইয়াছে।

ভিয়েনা ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible], দক্ষিণ হার্জিগোবিনা ভিন্ন আর সমুদায় স্থানের বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। চার্লস ডাইক প্রকাশ করিয়াছেন রুষ ও পারস্যে যে সীমা স্থির হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন, গবর্ণমেণ্ট এরূপ প্রস্তাব করেন নাই। টিহারাণ ব্রিটিশ মন্ত্রী [illegible] সংবাদ পাঠাইয়াছেন, রুশ সীমা মেরোভের ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। এচ. এম. এস. ক্যালকন নামক জাহাজের অধ্যক্ষ সেন্ট এনটোনিয়া সমুদ্রের আটলান্টিক নামক স্থানে পৌঁছার কালে ছিলেন এমন সময়ে আক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ব্রিটিশ দূত এ বিষয় অনুসন্ধানের চেষ্টা করাতে তিনি আক্রমণকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ভেরাক্রোজ নামক স্থানে যে মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহার শান্তি হইয়াছে।

টিরোল ১৩ই ফেব্রুয়ারি। পারস্যের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা নিরূপণকার্য্যে পাঠান হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে পূর্ব্বে তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তিনি রুশ গবর্ণমেণ্টকে অনেক স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। লর্ড চান্স্‌লার প্রাচীন দমন আইনে প্রত্যাহার করিয়াছেন বিবাহিত স্ত্রীলোক উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং যে সংবাদ প্রচার হয় তাহা মিথ্যা।

লর্ড ইণ্ডকার্ড বার্কোর্ট ট্রিট নামক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন পার্লিয়ামেণ্টের নিয়ম সমূহের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি তাহার অনুমোদন করেন নাই; তিনি বলেন ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মত প্রধান কালের যে স্বত্ব আছে তাহার লোপ হইবে এবং বাদানুবাদ বিষয়ক স্বাধীনতা থাকিবে না।

বিবিধ সংবাদ।

শতকরা ৫ টাকা সুদের কাগজ ১০১।৴০

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৬৪) ১০১৷৹ হইতে ১০১৷৵০

৪॥০ ১৮৭১ (১৮৬৫) ১০০।০

৪॥০ ১৮৭২ (১৮৬৬) }
৫॥০ ১৮৭২ (১৮৬৬) } ১০৮৷৹

স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীর বাহাতে উৎকর্ষ সাধন হয় তদুদ্দেশে ভারতবর্ষীয় সভ্য শিক্ষা সংস্কার সমিতির নিকট এক খানি দরখাস্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বোম্বাই নগর কালে তত্রত্য বস্ত্র ফেশমের কাগজ প্রভৃতির কল পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কলের অধিকারী দিগের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর দান কালে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, তাঁহার বোম্বাই দর্শনে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে। এবং নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ প্রকার কল স্থাপনা করিয়া রাজ্যে উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইবেন। ২১ এ ফেব্রুয়ারি উঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা আছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি সুটার সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকে রাজ্যের একটী স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং তাঁহার নামে একটী রাস্তা করিবার ও কল্পনা করিয়াছেন।

আইনকর্ত্তা হুইটলি ষ্টোকস্ সাহেব কলিকাতার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইয়াছেন। উঁহার বেতন মাসিক হাজার টাকা স্থির হইয়াছে।

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা গ্রহণ করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আজমীরে ২৭৯০ আসামে ৩০৪৮০ বঙ্গদেশে ৬০১৮৭৫ বেরারে ২১৫৭০ বোম্বাইয়ে ২১৪১০৪ ব্রহ্মদেশে ৭৪৬৯৪ কুর্গে ৩৩২০ মধ্যপ্রদেশে ১৩৬০০০ মান্দ্রাজে ২৪৮০০০ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ২৪০৩৭৫ এবং পঞ্জাবে ১১৭০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তবে কটকের লোক সংখ্যা গ্রহণের কাগজ পত্র নষ্ট হওয়াতে এই ব্যয় আর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল ১৬ ই মার্চ্চ শিমলায় গমন করিবেন। মধ্যে কেবল একবার পাটিয়ালায় যাইবেন।

যেহেতু বাঙ্গালীরা যাহাতে কর্ম্ম না পায় বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সেই আদেশ প্রদান করাতে সকল লোকে সাধারণ নাই ক্ষুব্ধ ও চঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভাগলপুরবাসীরা এবিষয়ে তাহাদিগের দুঃখ জানাইয়া উঁহার নিকট এক আবেদন করেন। কিন্তু তিনি তদুত্তরে পাটনার কমিশনরকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে অতঃপর বেহারবাসী বাঙ্গালীরাও বেহারী দিগের ন্যায় তত্রত্য সরকারী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমাদিগের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা বলেন, রাণাঘাটের অধীন বড়পুলিয়া গ্রামের জনসংখ্যা ন্যূনাধিক ১২০০ বার শত। গত ভাদ্র মাস হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ বড়পুলিয়া গ্রামের ন্যূনাধিক এক শত লোকের জ্বরাদি পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে! ইহার মধ্যে অনুমান ১০। ১২ জনের এক আমাশয় রোগে মৃত্যু হয়, অবশিষ্টের মধ্যে অধিকাংশের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে!! বড়পুলিয়া উচ্চ ভূমিতে স্থিত গ্রাম, গ্রামটী অবশ্য কদুলে বা জুড় জুড়, পচা জলপূর্ণ ডোবা বিশিষ্ট নহে; অর্থাৎ যাহা থাকিলে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, এ গ্রামটীতে তাহা দৃষ্ট হয় না। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের কার্য্য কুশল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় কি কারণে বড়পুলিয়ায় জ্বরাদির প্রাদুর্ভাব হইল, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ভাবী প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে এই রাণাঘাট সবডিবিজনের অধীন বয়রার একটী, বীরুই নামক গ্রামে একটী, নিজ রাণাঘাটের দানগোপাল পালের কাপড়ের দোকানে একটী রীতিমত চুরী হইয়া গিয়াছে; কিন্তু, আমাদিগের সুযোগ্য পুলিস এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে উমার উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাপড়ের দোকানে যে চুরী হইয়াছিল, নিজ রাণাঘাট থানার পুলিস সব ইনস্পেক্টর বাবু শরৎচন্দ্র সরকারের কল্যাণে তাহার এক প্রকার কিনারা হইয়া গিয়েছে শুনিতে ভুবনঘোষ ও মধুসূদন ওস্তাগর, ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়াছে। বিচারের ফলাফল পরে প্রকাশ করিব।

গত তিন বৎসর রাণাঘাট শিল্পকরী সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, গত দুই বৎসর হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করা হইতেছে। আমরা ভরসা করি, শিল্পকরী সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ যে সকল টাকা আদায় করেন, তাহার আয় ব্যয় সমেত শিল্পকরীর কার্য্য বিবরণ প্রতি বৎসর মুদ্রিত করিয়া সাধারণের গোচর করিবেন।

বিগত মৎসর মাসে বোম্বায়ে ব্রাউনলো নামে এক সাহেব একটী দেশীয় নাবিকের অঙ্গে ছুরিকা ভুকিয়া কঠিন আঘাত করে। নাবিক ব্রাউনলো সাহেবের নামে বোম্বায়ের মাজিষ্ট্রেট কুপার সাহেবের নিকট অভিযোগ করে। কুপার সাহেব বিচার করিয়া আসামী দেশীয় নাবিককে সামান্য আঘাত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করেন। বোম্বায়ের গবর্ণমেণ্ট এই মকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে নাবিক কঠিনরূপেই আঘাত পাইয়াছিল, সুতরাং আসামীর ৫০০ টাকা অর্থ দণ্ড হওয়াতে সমুচিত দণ্ডই হয় নাই। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কুপারকে তিরস্কার করিয়াছেন।

জাপানের এক ব্যক্তি জর্ম্মণীদেশে ইদানিং বিজ্ঞানে কার্য্য শিক্ষার্থ গমন করিয়া এক প্রকার নূতন ধরণের কামান প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমুর খাঁ পেশবা দেশে বড় হুলস্থূল করিতেছেন। আফগানের শিলজাই ও দোরা অসন্তুষ্ট হওয়াতে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য কাবুল হইতে সৈন্য যাইতেছে। আমীরের দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের প্রায় সকল লোকেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। যে শাসনকর্ত্তা আমীরের পক্ষ হইতে হিরাট অধিকার করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনি বাঁকিয়াছেন, তিনি হিরাটকে নিজের বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট আর আগ্রা কালেজের ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন না এই কারণে এক্ষণে উহা উঠাইয়া দিবার কল্পনা করিতেছেন, তবে যদি থাকে এই সর্ত্তে থাকিবে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা উক্ত কালেজটীর স্থায়িত্ব কামনায় গবর্ণ-

যেঁইকে পীড়াপীড়ি করিবেন তাঁহাদিগকে উহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে, এবং যাহাতে উহার উন্নতির হ্রাস না হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিভূ থাকিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট কেবল সাধারণ নিয়মানুসারে সাহায্য দান করিবেন।

বাগেরহাটের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটালে বদলী হওয়াতে ঘাটাল বাসীরা তাঁহার অন্যত্র বদলী প্রার্থনা করিয়া না কি গবর্ণমেণ্টে ৩।৪ খানি দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন। লোকের একবার অপমান হইলে এইরূপই হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ডিষ্ট্রিক্ট বাবু বিপিনচন্দ্র দাস গত ২৪ শে মাঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বৎসর দুই পূর্ব্বে ইনিই [illegible] পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা গত সপ্তাহে ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক খানি নিয়ম পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানি সাধারণের অত্যন্ত উপকারী বলিতে হইবে, মূল্য এক পয়সা, পোষ্ট আপীষ মাত্রেই পাওয়া যাইবে, ইহাতে ডাকঘর সংক্রান্ত যাবতীয় আবশ্যক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কোনেনপুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রনাথ বসুর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে হাইকোর্টে কতকগুলি লোক আবেদন করিয়াছিলেন, হাইকোর্ট তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা দিয়াছিলেন, তাহা সন্তোষজনক না হওয়াতে হাইকোর্ট বরিশালের ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন, উপেন্দ্র বাবু যাবৎ সন্তোষজনক উত্তর দ্বারা নিজ নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার যেন পদোন্নতি করিয়া না দেন।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনর ল্যাম্বার্ট সাহেব ঠগী ও ডাকাইতি বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

পুণা ও খান্দেশে এক জাতীয় [illegible] বোধ হয় অধিক বাঙ্গালীদিগের [illegible] খাওয়া হয়। তিনি সিদ্ধি আইন জারির পরওয়ানা প্রকাশের জন্য সম্প্রতি আইনের এইরূপ সংশোধন করিয়াছেন যে, সিদ্ধি আবগারির মধ্যে উহা বিক্রয় করিতে হইলে বিক্রেতাকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। আইনে আছে সিদ্ধি দুই প্রকার। ভাঙ্গ ও গাঁজলা, চার্জ হাকিম বাহাদুর বলিয়াছেন, গাঁজলা বিক্রয়ের জন্য যখন লোকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য তখন তাহার অবশ্য লাইসেন্স লইতে কেন না বাধ্য হইবে, এই কারণে তিনি পুলিশের উপর এই আদেশ দিয়াছেন, অতঃপর ভাঙ্গ দণ্ড যে কেহ বিক্রয় করিবে, তাহাকেই যেন ধৃত করা হয় ও তাহার নিকট হইতে লাইসেন্স ফিঃ আদায় করা হয়। এই আদেশ নিবন্ধন তথায় অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে, বিচারপতির অগ্রে বুঝা উচিত যে, তাহা দণ্ড ভাঙ্গ নহে। ভাঙ্গ বলে গাঁজলা হইলে ভাঙ্গ হয়।

সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই বলিয়া সাধারণে যে আক্ষেপ করিতেছেন, আমরা দেখিতেছি তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। এই কমিশনের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি থাকিলে কমিশনটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। এত সাহেবের বদলে দেশীয়ের সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি করিলে আমাদিগের অধিকতর ফল লাভের প্রত্যাশা থাকিত।

এই মাসেই দেখিতেছি ডাক্তর কাঁড়িতে বাড়ি পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ জন সাহেব টাইফয়েড জ্বরে প্রাণত্যাগ করাতে ও সম্প্রতি মেজর বেভিরেজের পত্নী উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার কষ্ট পাওয়াতে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক কমিশনরগণের ড্রেণ নিবন্ধন দূষিত বায়ুর দোষ সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইংলিশম্যান তীব্র কশাঘাত আরম্ভ করিয়াছেন, কমিশনরগণ ছট্ ফট্ করিতেছেন। এত আর দেশীয়দিগের নিধন নয় যে, মারিলেও দুঃখ নাই, থাকিলেও সুখ নাই।

এতদিনের পরে ঠিক হইল, মালদহ নিবাসী মৃত বাবু গোবিন্দলাল দৈবজ্ঞের বিষাক্ত দুগ্ধ পানেই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কে যে দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিল তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ হয় নাই। যাহা হউক এরূপ দুরাত্মা লোকের যিনি এই দুর্গতি করিয়াছেন জগদীশ্বরকে যে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র নরকের সৃষ্টি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এক্ষণে পাপিষ্ঠ ধৃত হইলে সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়।

গত সোমবার বেলা ৩। টার সময়ে জয়পুরের মহারাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শনিবার মেডিকেল কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিয়া প্রথমটীতে একটী ও দ্বিতীয়টীতে দুইটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মেয়ো চিকিৎসালয়ে ৫ শত, জীব ক্লেশ নিবারণী সভায় ১ শত, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে ১০০ টাকা ও আরও সংস্কারক সভায় ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকার স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হীরামণি বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ৫ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মরাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশে গবর্ণর জেনেরলের নিকট একজন দূত প্রেরণের সংকল্প করিয়াছেন। তিনি সদা ব্যবসায় একচেটিয়া উঠাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট আপীসের সব কাজ অতঃপর এদেশীয় জাল কাগজেই চলিবে, তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিলাতের প্রস্তুত করা কাগজ ব্যবহার করা হইবে, এতদ্ভিন্ন চামড়ার কটিবন্ধ যাহা পূর্ব্বে বিলাত হইতে আসিত তাহাও এদেশ হইতে ক্রয় করা হইবে।

আফ্রিকায় আজিও দাস ব্যবসায় হইতেছে। সভ্য ফরাসী দেশীয় লোকে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইহারা দাস দাসীদিগকে আফ্রিকার মধ্য ভাগ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিবার ও সেখানে যাহাকে আরোহণ করাইয়া দেশে অন্য দেশে আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইহার নিবারণ মানসে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে যানপাত্র রাখিয়াছেন।

গত বর্ষে মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে ২৫৮১০০০ টাকা ভূমির রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মাসিক পত্র ও গ্রন্থগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

✓ নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেঙ্গল মিসলেনী। শ্রীরামপুর কালেজের অধ্যাপক বাবু বিভূপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, সম্পাদিত। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা এতদুভয় বিষয়ের প্রবন্ধ সন্নিবেশিত আছে।

গ্রাম্য কবরস্থানে লিখিত শোক গাথা, (Elegy written in a country church yard) এখানি সংস্কৃত অনুবাদ। শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বর সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

জানুয়ারি মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রকাশিত সংস্করণ ভাগবতপুরাণ প্রথম সংখ্যা। পৌষ মাসের আচার্য্য। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাঘ মাসের [illegible]। কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় [illegible]। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মাসিক খণ্ডে প্রকাশিত পৌষ মাসের হোমিওপ্যাথিক প্রচারক। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের [illegible]। মাঘ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, কর্ত্তৃক সম্পাদিত, জানুয়ারি মাসের ক্যালকাটা জর্ণাল অব মেডিসিন। কলিকাতা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার তৃতীয়

সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান পত্র। ফেব্রুয়ারি মাসের [illegible] সংখ্যা। মূল ও বঙ্গানুবাদসহ কালীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাণ্ড। শ্রীযুক্ত [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডের ৬ ষ্ঠ খণ্ড।

রবিবারে মদের দোকান খোলাতে বন্ধ থাকে এ জন্য কলিকাতার অনেক লোকে প্রার্থনা করাতে শুঁড়িরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ইহার বিপক্ষে একখানি দরখাস্ত করিয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহারা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব করাতে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট হইতে উক্ত লাইন ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

জনরব উঠিয়াছে বোম্বাইয়ের গবর্ণর সার জেম্স ফার্গুসন শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন। স্ত্রী বিয়োগের কারণ হওয়াতেই বোম্বায়ের লোকে এই কথা রটাইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব ত্রিপুরার রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদের মীমাংসার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ফরাসীদিগের ভারতবর্ষস্থ অধিকৃত স্থান সমূহ হইতে ১৮৮২ অব্দে যে টাকা আয় হইবে স্থির হইয়াছে তাহা ব্যয়েই যাইবে। তাঁহারা লাভ চাহেন না। খরচ চলিলেই যথেষ্ট। সমুদায়ে ১২০০৪০৭ ফ্রাঙ্ক আয় ধরা হইয়াছে, ব্যয়ও তাহাই। ইহার মধ্যে পণ্ডিচেরি ১১০৭৮৬৩ চন্দন নগর ১১৯৯৩১; কারিকল ৫৩০৪৮৩ মাহি ৪৯২০৪ ও এনাম হইতে ৩২৮৪ ফ্রাঙ্ক আয় হইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

ফরিদপুরের কতকগুলি লোক তথায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সভার সভ্যদিগের মতে বিধবার সবর্ণ বিবাহ দেওয়াই মত। এক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের পুত্র অন্যশ্রেণীয় পুত্রে কিম্বা ব্রাহ্মণ শূদ্রে অথবা শূদ্র ব্রাহ্মণে বিবাহ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা এই সভার মতানুসারে কার্য্য করিবেন, সভ্যগণ তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ পাটনা কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য ৫ টী স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য সার আরস্কিন পেরির পদে সার আর্থর হবহাউসের অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা আছে।

[illegible] প্রভৃতি কয়েক জন ধনী [illegible] হইতে দিল্লী ও আগ্রা পর্যন্ত রাজপুতানা রেলওয়ে ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে ইণ্ডিয়া আপিসের সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন।

গত বুধবারে কোলাপুরের অন্যতম মন্ত্রী [illegible] বিচার হইয়াছিল। প্রতিবাদীর উকীল মান্যবর ইহা বলিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, যে ১৮৮১ অব্দে ৩ রা নবেম্বর পোলিটিকাল এজেন্টের আদেশে মহারাজকে ঔষধের সহিত বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা সেবন না করাতেই রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী পোলিটিকাল এজেন্ট এ কথা অস্বীকার করিয়া বলেন, মহারাজ অতি উদ্ধত স্বভাবের লোক। রাজকর্ম্মচারী সেরূপ নহেন। তিনি ভাল লোক।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই রেজলিউসন করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের কমিসরী জেনারেলের আফীস আগামী বৎসর আর সিমলায় না যাইয়া কলিকাতায় থাকিবে।

রুশ সম্রাট নাট্যশালার অভিনেতাদিগকে উপাধি প্রদান আরম্ভ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব পদত্যাগ করিলে কে যে তৎপদে অভিষিক্ত হইবে, অদ্যাপি তাহার কিছু স্থির হয় নাই। গবর্ণর জেনারেল অদ্যাপি কাহাকে মনোনীত করেন নাই, তবে কি রিভার্স টমসনের উক্ত পদ প্রাপ্তির সংবাদ অলীক?

আমাদের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন; " সম্প্রতি বর্দ্ধমানেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া কালনার বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি কালনায় থাকিলে অত্রত্য দীন দরিদ্র অন্ধ অনাথদিগের কোন ক্লেশ বা উদরের অন্নের জন্য দুঃখ হইতে হয় না। এমন দিন নাই যে কোন না কোন সদনুষ্ঠানে দরিদ্রকে দান না করেন। রাজেশ্বরী হইয়া কিরূপে অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, অনাথবর্গকে কি উপায়ে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা তিনি উত্তম জানিয়াছেন। বিশেষতঃ বিধবাদিগের দান ও সদনুষ্ঠান করাই যে কেবল মাত্র ব্রত, তাহা তিনি বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন। বিষয় স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, কিরূপ কঠোরতা স্বীকার করিতে হয়, সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা মহারাণী মহোদয়া বেশ শিক্ষা করিয়াছেন। কি রাজোচিত বসন ভূষণ কি শয্যা ও পরিচ্ছদ কি উপাদেয় উপভোগ সকলেই বীতরাগ, কেবল স্বামীর সমাধি মন্দিরে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় অবস্থান, ভূতলে কুশাসনে শয়ন, হবিষ্যান্নাহারী আচরণ, পতি পদ চিহ্ন পূজা নিয়মিত সার করিয়াছেন। দেশ ও দেশের দুর্দ্দশার শেষ এবং যথাকালে জীবন ধারণ উপযোগী সামান্য আহার মাত্র দেখিয়া স্ত্রীলোক মাত্রেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। বিকারের বস্তু মাত্রেই সম্মুখে থাকিতেও যাহার চিত্তবিকার না জন্মে, তিনিই ধন্যের ধন্য জানেন। তাঁহারই উচ্চ-লক্ষ্য সংসাধিত হয়। তাঁহারই যথার্থ গৌরব। আমাদের রাজমাতা সেই গৌরবের স্থান।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে আরও প্রকাশ করিতেছি যে, এক শাল, বনাত, কম্বল ও বস্ত্রাদি দান করিয়া কিছুমাত্র গর্ব্ব করেন না, যশের আশা করেন না, এটী তাঁহার অসাধারণ গুণ সন্দেহ নাই। রাজমাতার এ গুণটী সকল মাত্রেরই অনুকরণীয়। "

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। মুর্শিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ সেন ১ লা জানুয়ারি হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে স্থায়ী হইয়াছেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] রায় চৌধুরী ১ লা জানুয়ারি হইতে সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে স্থায়ী হইয়াছেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] রায় কিছু দিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] কিছুদিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

গত ৩০ এ তারিখে টী, ডী, লাইল সাহেবের প্রতি যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে প্রেরিত করা হইয়াছে। তিনি ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এবং [illegible] প্রতিনিধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। দার্জ্জিলিঙের সহকারী কমিশনর মেজর কার্নাক, এল, সাদারল্যাণ্ড মজঃফরপুরের অস্থায়ী সিবিলিয়ান বদলী হইলেন। ১০ ই জানুয়ারি হইতে এক মাস [illegible] যে আদেশ পান তাহা রহিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের সহকারী কমিশনর এচ. এচ. রিজলি ১৪ ই তারিখ হইতে ৩০ দিন অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ পাটনায় বদলী হইলেন, কিন্তু তিনি [illegible] থাকিবেন।

[illegible] বিশেষ [illegible] ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] সরকার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে দিনাজপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] চন্দ্র দত্ত ২১ এ সেপ্টেম্বর যে একমাস বিদায়ের আদেশ প্রাপ্ত হন তাহা রহিত হইয়াছে।

চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এড. এম. টুবিন ১৮৮২ অব্দের ৫ ই এপ্রেল হইতে ছটি মাস বিদায় গ্রহণ করিবেন।

মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এ. জে. আর [illegible] ২০ এ অথবা তাহার পর যে দিনে সুবিধা হইবে সেই দিন হইতে ১৫ দিন ছুটি লইবেন।

২৪ পরগণার আডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এচ. [illegible] ৯ ই এপ্রেল অথবা তাহার পর যে দিন সুবিধা হইবে সেই দিন হইতে এক বৎসর বিদায় গ্রহণ করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিসনর ডবলু. বি. [illegible] ১৫ ই মার্চ্চ হইতে ২ মাস ১৫ দিন ছুটির আদেশ পাইয়াছেন ঐ জেলার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এল, এস [illegible] কিছু দিনের জন্য তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জি, বি [illegible] ৩ মাস ছুটি লইয়াছেন ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই. [illegible] তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় ৩ মাস বিদায় [illegible] আদেশ পাইয়াছেন।

জে. [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ [illegible], কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ জে, [illegible] [illegible] এবং [illegible] স্ব স্ব পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে. [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] কালেজের [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের [illegible] হইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] বাবু [illegible] মিত্র, বি, এ. তিনি এক্ষণে তৎপদে কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এ, [illegible] ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং [illegible] বিচার করিতে পারিবেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] অধিকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। [illegible] মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

[illegible] প্রতিনিধি সহকারী আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট জি, ই, [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি এসিষ্টাণ্ট জজ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জেলার ২ য় এসিষ্টাণ্ট জজ হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ. এচ, [illegible] স্থলে সমুদ্রের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় নবীয়ান অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু [illegible] দত্ত [illegible] বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] ১৩ ই মার্চ্চ হইতে ১৮ দিন, [illegible] ১ ম মুন্সেফ [illegible] ২ মাস, [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

বিগত ৩০ এ মাঘ শনিবার কৃষ্ণনগরে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখানে কেবল ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। কৃষ্ণনগর হইতে আগত কোন [illegible] বলেন যে, তিনি ঐরূপ ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। শিলাবৃষ্টির পর কৃষ্ণনগরের রাস্তা ঘাটে প্রায় [illegible] শিলা পড়িয়াছিল, [illegible] সেখানকার [illegible] বিস্তর অপকার [illegible] নাই। কিন্তু " [illegible] ", [illegible] একটা কথা কহিবার পূর্ব্বে [illegible] উচিত।

এত দিনের পর এখানে [illegible] একটা [illegible] করিলেন। [illegible] কাহার [illegible] পুলিশ ও মিউনিসিপাল আফিস [illegible] উঠিয়া যাইতেছে। [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] সম্ভাবনা, এক্ষণে [illegible] শান্তিপুরে উঠিয়া আসিতেছে। [illegible] একটী [illegible] মাত্র।

আমাদের মিউনিসিপালিটির ১৮৮২—৮৩ খ্রীঃ অব্দের আয় ব্যয় বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। ঐ কাগজটী ১৮৮১—৮২ খ্রীষ্টাব্দের বজেটের প্রায় অনুরূপ। আয় ব্যয়ের হ্রাস, বৃদ্ধি ঐ বজেটে কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু ব্যয়ের ঘরের প্রথমেই " ঋণের সুদ " বলিয়া একটী নূতন ঘর খোলা হইয়াছে। এত দিন আমাদের মিউনিসিপালিটির " ঘর আর তক্তা নাই " ছিল, কিন্তু কিছুমাত্র ঋণ ছিল না। এক্ষণে নূতন ভাইস চেয়ারম্যান বাবু যখন ঋণের সুদ বলিয়া ব্যয়ের ঘরে একটী নূতন ঘর খুলিয়াছেন, তখন তিনি পরস্ত থাকিলে যে ঋণ করিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বজেটটী এই:—

আয়।

১	[illegible] টাকা	১,০০০
২	[illegible] ফি	১,০০০
৩	[illegible]	৫
৪	ঘোড়ার গাড়ীর ফি	১০
৫	ঐ কোচম্যানের ফি	১০০
৬	জরিমানা	১০০
৭	বিবিধ বিবিধ আয়	৫০
৮	বিগত বর্ষের মজুত টাকা	৩০০
	মোট	১৬২৫০

ব্যয়।

১	ঋণের সুদ	
২	আফিস ও আদায় সংক্রান্ত	৩,৩৩৯
৩	পুলিস	৩,৯০৫[illegible]
৪	[illegible]	৫৫০
৫	রাস্তা মেরামত ও রাস্তা প্রস্তুত	২,১০০
	মিউনিসিপাল [illegible]	১০০
৭	[illegible]	৭৫০
৮	[illegible]	৯৩৬
৯	[illegible] শিক্ষা	৭০০
১০	মুদ্রণ কার্য্যাদি	৫০৫
১১	[illegible]	২২১
		৪৯৩।
	মোট	১৬,২৫০

এই [illegible] আমাদের মিউনিসিপাল বজেটের স্থূল বিবরণ। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এবার [illegible] মিউনিসি-পালিটির [illegible] বৃদ্ধি করিবে, কিন্তু বজেটে তাহার কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না। বিগত [illegible] প্রাচীর [illegible] আদায় [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিস্তর [illegible] উঠিয়াছে। [illegible] বিস্তর টাকা আদায় করিয়া লওয়া হইতেছে। এরূপ অবস্থায় [illegible] বাবুরা কেন যে আয় বৃদ্ধি করিল না, তাহা ভাইসচেয়ারম্যান বাবুই বলিতে পারেন।

শান্তিপুর একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। [illegible] লোক সংখ্যা প্রায় [illegible] হইবে। [illegible] এই যে, এত [illegible] মিউনি-সিপালিটির অবস্থানুরূপ আয় নাই। [illegible] আমলে এখানে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়া-

ছিল, এক্ষণে ৺দেবালয়ের সংস্কার করিয়া রক্ষা করা হইতেছে। নূতন রাস্তা অথবা নূতন নর্দ্দামা কিছু মাত্র প্রস্তুত করা হয় না, অথচ ঐ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর কিছু কিছু ব্যয় বজেটে দেখান হয়। গ্রাম সংলগ্ন পুলিসের থানা থাকায় মিউনিসিপালিটীর প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু স্থানীয় লোকের শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষা সম্যক্‌রূপ হয় না। মিউনিসিপাল বজেটে প্রতি বৎসর যে সকল খাতে খরচ দেখা যায়, তন্মধ্যে বিদ্যা ও ঔষধ দানে ভিন্ন আর কোন বিষয়ে সদ্ব্যয় নাই। এই দুইটী সভায় উঠাইয়া দেওয়া অনেকের ঐকান্তিক ইচ্ছা, কিন্তু পুলিসের সাত হাজার টাকা ব্যয় বিষয়ে কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার অধিকার ও ক্ষমতা নাই।

আজকাল এখানকার বড় বাজারে পাতিহীন পচা ইলিশ মাছ বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। নতুবা পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভাবনা। কারণ পচা ইলিশ ওলাউঠার সহোদর।

বেলগাছে গ্রামে একটী বড় গোচের চুরী হইয়াছে। পুলিস ঐ চুরির মাল ও চোরের অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই। মালাঙ্গোপাড়ার পোষ্ট আফিসেও একটী মধ্যম গোচের চুরী হইয়াছে। পুলিস উহারও কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। পুলিসের নব ইনেস্পেক্টর বাবু কি করিতেছেন জিজ্ঞাস্য না কি ?

—০*০—

সোমড়া।

বহু দিবসের পর আপনার সোমড়ার সংবাদদাতা আবার পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নিয়তিদেবী আজ কাল তাঁহার প্রতি বড়ই প্রতিকূল কখন হাসাইতেছে, কখন কাঁদাইতেছে, কখন ঘুরাইতেছে, কখন শোক-সাগরে ভাসাইতেছে। জানি না কত দিন তাঁহাকে এই অদৃষ্টচক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। পঞ্জাবের অন্তর্দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম দেশের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; কিন্তু ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে।

বিগত আশ্বিন মাসে আমাদিগের গ্রামের গোয়ালাদিগের অট্টালিকার মধ্য হইতে একটী এক মাসের শিশুসন্তানকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে। একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া দুই দিনের মধ্যে সাতগাছি হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ ব্যবধান স্থানের মধ্যে প্রায় ১২৭ জন ব্যক্তিকে দংশন করে। সোমড়ায় যে ১৫।১৬ জন ব্যক্তিকে কামড়াইয়াছিল, সকলেই মৃত্যু হইয়াছে. কেবল দুই জন মাত্র জীবিত আছে। অন্যান্য গ্রামেরও এই অবস্থা। গত বৎসরও এই গ্রামে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও একটী শিশুকে গৃহাভ্যন্তর হইতে শৃগালে লইয়া গিয়াছিল। ১৮৮১ সালের ১০ ই জানুয়ারি তারিখের সোমপ্রকাশে এ সংবাদ পাঠকগণকে দিয়াছিলাম। দেখুন যেখানে এক বৎসরের মধ্যে তিনটী জীবন্ত মনুষ্যকে ঘরের মধ্য হইতে শৃগালে লইয়া গেল এবং ১৫।১৬ জনকে দংশন করিয়া তাহাদের জীবন নষ্ট করিল, সেখানে শৃগালের কত আধিক্য ও কত ভয় হইয়াছে, অন্যান্য বন্য পশুদের ভয় বিলক্ষণ হইয়াছে। আমাদের পরম দয়ালু শাসনকর্তা মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কর্ণিস সাহেব মহোদয় সম্প্রতি মফস্বল পরিদর্শন জন্য এখানে আগমন করেন। আমরা বিনীত প্রার্থনা করি যে, তিনি স্বয়ং এই দুর্ভাগা গ্রামবাসিদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গ্রামের জঙ্গলগুলি সমূলে নির্ম্মূল করিবার আদেশ দিয়া আমাদিগকে হিংস্রক জন্তুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন। গত বৎসরেও আমরা এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম; ভরসা করি এবারে আর তিনি উপেক্ষা করিবেন না।

সাহায্যবৃত্তি অভাবে ভট্টপাড়ার ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছিল। স্থানীয় জমীদার শ্রীমান্ ভগবানন্দ আশ্রমের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে তাহা পুনর্স্থাপিত হইয়াছে, মোহান্ত মহাশয় নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের সমস্ত উপকরণ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং নিজেই সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেছেন।

সোমড়ায় একটী নূতন ধরণের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। মতিলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বাহির করণ অপরাধে গত আষাঢ় মাসে প্রতিবাসী হীরালাল ঘোষ ও ভিন্ন গ্রামের অপর এক ব্যক্তির নামে অভিযোগ করে। বিচারে হীরালাল নির্দ্দোষী হইয়া খালাস পায়। তাহার কিছু দিন পরে মতিলালের ভ্রাতৃবধূ শারদাদাসী উক্ত হীরালাল ও দ্বারকানাথ ঘোষ নামক অপর এক প্রতিবাসীর নামে সন ১২৮৬ সালের লিখিত এক খানি খতের টাকা পাইবার জন্য নালিশ করিয়া আসল মায় সুদ ও খরচা প্রায় ৭৫ টাকার ডিক্রী করে। ডিক্রীজারি ও সম্পত্তি ক্রোকের ইস্তাহার পাইয়া হীরালাল ও দ্বারকানাথ অবাক হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। তাহারা বলে এ খত আমরা লিখিয়া দিই নাই। মকদ্দমা সালিসী বিচারে অর্পিত হইয়াছে। বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই, এজন্য আমরা এক্ষণে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। ফলাফল পরে পাঠকগণের গোচর করিব।

আজ কাল যাত্রাদলের বড়ই উৎকর্ষ। এখানকার যাত্রাদলের রুচি, পরিচ্ছদ, অভিনয় বাদ্যবিন্যাস সকলই উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। আমরাও ক্রমশঃ ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি। কারণ ইহাতে আমার উন্নতি আছে। সোমড়া হইতে বলাগড় এই এক ক্রোশের মধ্যে আজ কাল চারিটী দল। তন্মধ্যে, নবীন ডাক্তার, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ মাষ্টার প্রথম ৩ টী বেশ চলিতেছে। কৃষ্ণ মাষ্টার গত বৎসর ভাদ্র মাসে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে বেশ সুখ্যাতি দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রজ্বলিত হুতাশন একেবারেই নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দলটীর অবস্থার উন্নতি নাই। কৃষ্ণ মাষ্টার দলত্যাগ করিয়া যে "মাষ্টার" সেই "মাষ্টার" হইয়াছেন।

ধান্য চাউল প্রভৃতির অবস্থা মন্দ নহে। গত ৩০ এ মাঘ বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। কথায় বলে "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার নিকট পরিচিত নহি। যিনি যখন তাঁহার প্রতিনিধি থাকেন, তিনিই আমাদের রাজা। উদার প্রকৃতি, ধর্ম্মনীতি, প্রজাবৎসল, লর্ড রিপন বাহাদুর আজ কাল আমাদের রাজা। তাঁহারই পাপ পুণ্যের উপর আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। ঠিক মাঘ মাসের শেষ দিনে বৃষ্টি তাঁহারই পুণ্য—তাঁহারই ধর্ম্মশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের কি দুর্দ্দিনই গিয়াছে। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ, কাবুলের যুদ্ধ, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতি স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!! আর তিনি যে দিন হইতে ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন সেই দিন হইতে চতুর্দ্দিকে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে বঙ্গ-প্রজারা আবার প্রচুর শস্যভারে অবনত হইয়াছেন। এত অধিক শস্য বোধ হয় দশ বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে কি না সন্দেহ, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের সংহার হইয়াছে; দ্রব্য সামগ্রী সুলভ হইয়াছে। সমস্ত ভারত "জয় লর্ড রিপনের জয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার যশ ঘোষণা করিতেছে। আমরা নিয়ত তাঁহার যশ স্বাস্থ্য ও মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জব ওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ✓০ আনা, তাহার পর ।০ আনা ; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ বসু ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং জ্বরসংযুক্ত অর বা রক্তাতিসার রোগ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ✓০।

চন্দ্রামৃত।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয় ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরীরোগ এবং মেহসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহারও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৭ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশকীটদষ্ট (টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ✓০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাবনবনানি, আধকপালে মাথাধরা, মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত খেঁচিধরা ও মড়মড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

সুধাংশু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভাশয় জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক কৌটার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাসরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাসী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অরুচি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালীতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস) কাশি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ✓০ আনা।

এই ঔষধালয়ের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা অনায়াসেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি উহাতেই অবগত হইবেন।

—:০:—

পাটিকপাড়া নর্সরি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম,নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর বৃক্ষ ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সব্জীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্ট্যাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সব্জির বীজ অর্থাৎ টেঁড়স শশা কাঁকুড় খেরমুজ তরমুজ লাউ কুমড়ার বৃহৎ সুমিষ্ট বোম্বাই শাক ইত্যাদি ৩২ রকমের বীজ পূর্ণ ৮ প্যাকেটের মূল্য ১৷০ এক টাকা চার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাশুল সমেত ৸৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি স্থাপিত হইল আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর

ঔষধালয়ে স্বয়ং সংবাদ করিয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এতদ্বিষয় কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া নন্দরাম লেন কলিকাতা।

মহাভারতের শেষ পরিশিষ্ট (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩, টাকা। ইহার ৬ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৶০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র নিমতলা ১৪ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন।	শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৪ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লিহার পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া সত্বরি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অনেক স্থানের এক্ষণে প্রচলিত হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক বিচ্ছোরা।

গবর্ণমেণ্টের এই বিচ্ছোরা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৵, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।

মহেশ্বরো মুক্তিকেন ন ক্ষেত্রো মুক্তিদঃ বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

প্রদর রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

জ্বাল দেয় সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীনশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য-জগৎ, দ্বিজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পারস্যপুরান, এই কটী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দে চৌধুরী—শ্রীরামপুর	৫
" " রামকিশোর প্রধান—শ্রীরামপুর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ মিত্র—টাঙ্গাইল	১০
" " মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বহেরাটিয়া	২০
" " অনন্তরাম দাস মহান্ত—দেশ	৭
" " রাজকৃষ্ণ সিংহ—কৃষ্ণনগর	৯
" " বিষ্ণুচরণ বসু—খাঁটুরা	১০
" " ক্ষেত্রমোহন দাস—ডায়মণ্ড হারবার	৭২
" " বৈকুণ্ঠনাথ বসু—বহড়া	৫
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—সোদা	৫
" " রাসবিহারি মিত্র—হুগলীকলুপুর	৫১
" " দ্বারকানাথ দাস—বর্দ্ধি	৫১
" " অনন্ত অধিকারী গোস্বামী—আসাম	১০
" শান্তিপুর মিউনিসিপালিটি	৮
" হরিশ বসু—চিৎপুর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, রসিদ চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের চাংড়িপোতা গ্রামস্থ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

১৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ১৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৬ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ২৭ এ ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫৯০, অনগ্রিম সকল মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত ঘটনা!!!—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ১৸৵০ আনা মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বন টাকশাল ২ নং কার্য্যালয়)

সাবধান! সাবধান!

কে, পি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত নিম্নলিখিত মহৌষধ গুলি খরিদ করিবার সময়ে ক্রেতাগণ প্রত্যেক ঔষধের উপরে লাল যে লাল লেবেলটি করা "ইউনিয়ন জ্যাক" আবেষ্টনের মুখের মোহর এবং লাল কালীতে কে, পি চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। ইহা যাহাতে না থাকিবে তাহা কৃত্রিম বলিয়া জানিবেন।

ঔষধের মূল্য ও নাম।

"শিবাক্ষর" চূর্ণ অর্শরোগের মহৌষধ মূল্য ৩ এবং ৩ টাকা ডাক ৸৵০। "শিবাক্ষর" ধেনু বাতুর বাতরোগের মহৌষধ মূল্য ২৸০ টাকা ডাক ৸৵০। "শিবাক্ষর" তৈল বাত মহৌষধ মূল্য ১ টাকা ডাক ৷৵০। "শিবাক্ষর" ঘৃত শরীরস্থ সর্ব্ব নাশক, মূল্য ৪ টাকা ডাক ৸০। "শিবাক্ষর" বটিকা রক্ত রোগের মহৌষধ মূল্য ।০ ডাক ৵০। "শিবাক্ষর ঘৃত" অম্ল রোগের মহৌষধ মূল্য ৷০ ডাকে পাঠাইবার সমে। "শিবাক্ষর" জন্ম পুরুষত্ব হানির মহৌষধ মূল্য ৩৩ ও ৫২ টাকা ডাক ৷০।

কে, পি, চট্টোপাধ্যায়
সাধারণি পুস্তকালয়
বাগবাজার কলিকাতা।

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

বাটী বিক্রয়।

"কলিকাতার চৈতন্যের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (পুকুরের উত্তর বাগোদপাড়ো) আর খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সমস্তক্ষেত্র তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারিজন ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর ঠিকানায়।"

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতি, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, জগতের আদিম মানবজাতি ও দর্শনাদের জ্যোতিঃ, অদ্ভুত জৌতিক তত্ত্ব, বঙ্গের মহিমা, মরুসংহিতা, আলোকের আবিষ্কার, সাংখ্যদর্শন, শিক্ষক মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, প্রভৃতি, এই ১১ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মফঃস্বল হইতে সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিন সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরীরোগ এবং অসংযতাচার জন্য, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত পোঁজ প্রাব ও ধাতুর বাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব পথে জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি রোগ ও সংসর্গ জন্য যে কোন শারীরিক রোগ আরোগ্য এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

পণ্ডিত-সম্পাদক ও চক্ষু-পরিষ্কারক

আয়ুর্ব্বেদ।

প্রতি শিশির মূল্য ১৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পক্ষাঘাত, উপদংশ, নালী ঘা, বহুমূত্র ক্ষত এবং শরীরে যে কোন কারণবশতঃ জল ও কফপ্রধান হউক না কেন ইহা সেবনে শক্ত ও রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কড্‌-লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি লিখিত পত্রে সমস্ত আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মহাপ্রকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১৮ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী কথা।

গত ১৮ ই মাঘের সোমপ্রকাশে "একজন প্রবাসী বঙ্গবাসী" "প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের পক্ষ সমর্থন" করিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি, তাহাতে পক্ষ সমর্থন করা হউক আর নাই হউক, প্রায় প্রতি পংক্তিতেই (পত্রপ্রেরকের) নিন্দে "ছি! ভদ্রলোকের কি এই কাজ!!" এই কথা লিখিয়া, তিনি প্রথমেই বিলক্ষণরূপে আসর জমকাইয়া লইয়াছেন! তাহার পরে পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া তিনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, সত্যকথা বলিতে কি, তিনি নিজেই সাধুজনসুলভ ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই! একেবারেই অধৈর্য্য হইয়া লেখককে বা পত্রপ্রেরককে তিনি "অপবিত্র হৃদয়, নীচাশয়, পরছিদ্র-কারক, দ্বেষী, হিংসক ও দারুণ ক্রোধ সম্পন্ন" বলিয়া নিজের পবিত্র চরিত্রের পরিচয় দিয়া ভদ্রলোকের দ্বারা প্রকৃত বাহবা লাভ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই! উত্তম ভদ্রের কার্য্যই হইয়াছে! এইরূপ নিরপেক্ষ, পবিত্রহৃদয়সম্পন্ন বঙ্গীয় যুবক লইয়াই আজকাল আমাদের বঙ্গসমাজ পরিপূর্ণ! এ দোষ তাঁহার নহে, এ সময়ের দোষ! যাহা হউক, যখন গুরুতর দোষ অনায়াসে বলা যাইতে পারে, তখন আমরা লেখকের পক্ষ হইয়া প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের পক্ষ সমর্থনকারীর পত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি, ইহাতে কিছুই দোষ হইবে না।

"প্রবাসী বঙ্গবাসী" তাঁহার পত্রের শিরোভাগেই যে লিখিয়াছেন, "ছি! ভদ্রলোকের কি এই কাজ!!" আমরা প্রথমেই দেখাইব, সেটী অভদ্রের কি ভদ্রের কাজ হইয়াছে। যদি অধিকাংশ প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র মন্দ না হইয়া উত্তম হইত, আর লেখক সচ্চরিত্র যুবকদিগকে মিথ্যা করিয়া অসচ্চরিত্র বলিয়া বর্ণন করিতেন, তাহা হইলেই পত্রপ্রেরকের অভদ্রের কার্য্য করা হইত। কিন্তু প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র সাধারণতঃ যেরূপ, তাহা শুদ্ধ স্বদেশবাসী নহেন, অনেক বিদেশবাসীও অবগত আছেন। স্বতন্ত্র প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক্ষণকার প্রিয় হইবার ও বাহাদুরী লইবার উদ্দেশে পত্রপ্রেরক যে স্বদেশবাসী ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনগণের চরিত্র গোপন না করিয়া সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য পক্ষসমর্থনকারী ব্যতিরেকে বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে লেখককে আমাদের সহিত সাধুবাদ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যে ব্যক্তি অপ্রিয় হইবার ভয়ে সত্য কথা গোপন করেন, তিনিই কি "প্রবাসী বঙ্গবাসীর" মতে ভদ্র বলিয়া গণ্য? এ সদ্যুক্তি বটে!

পক্ষ সমর্থনকারীর প্রথম আপত্তি এই, "পত্রপ্রেরক যদি প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র বর্ণন না করিয়া, তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ (১) এবং তাঁহার অপনোদনের সহজ ও প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, তবে তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর বা সাধুর কার্য্য করা হইত। কিন্তু তাহা! তিনি নিজের নীচ লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশে অসংখ্য সরল লোককে অযথা আক্রমণ করিয়া নিজের কুটিল হৃদয় হইতে বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি লোপের চেষ্টা করিয়াছেন! ছি! এই কি ভদ্রলোকের কাজ!!" আমরা লেখকের পক্ষ হইয়া বলিতেছি, এরূপ করিলেও অনেকটা বন্ধুর কার্য্য করা হইত বটে, কিন্তু আমাদের মতে লেখক প্রথমেই তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিয়া আরও প্রকৃত বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু ও প্রকৃত ভদ্র লোকের কার্য্য করিয়াছেন। যিনি বিজ্ঞ চিকিৎসক, তিনি রোগীকে দেখিতে আসিয়া প্রথমে তাহার অবস্থা দেখেন, তৎপরে উপসর্গগুলির অবস্থা ভাল করিয়া অবগত হন, এবং রোগ নির্ণয় করিয়া পরিশেষে ঔষধের ব্যবস্থা করেন। নতুবা কতক রোগাক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়াই যিনি না দেখিয়া, রোগনির্ণয় না করিয়া হঠাৎ ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তিনি কি বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন? তিনি ত গো-বৈদ্য! পত্রপ্রেরক যে গো-বৈদ্য না হইয়া অভিজ্ঞতারূপ যন্ত্র দ্বারা রোগাক্রান্ত বঙ্গীয় যুবকগণের প্রথমেই অবস্থা ও উপসর্গ দেখিয়াছেন এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহাদের অভিভাবকদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন; ইহা আমাদের মতে প্রকৃত বিজ্ঞের ও ভদ্রের কার্য্য করা হইয়াছে। কোন দোষ হয় নাই। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, এক্ষণে ঔষধের ব্যবস্থা! কিন্তু বঙ্গবাসীরা যে বিকারের রোগী! বলপূর্ব্বক ঔষধ সেবন না করাইলে যে তাঁহারা প্রায় ঔষধ সেবন করেন না! কত মহাত্মা যে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ও বক্তৃতাদির দ্বারা দিয়া তাঁহাদের উপদেশরূপ উপযুক্ত ঔষধ সেবন করাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে রোগের উপশম হইতেছে? বরং দিন দিন রোগের বৃদ্ধিই বলিতে হইবে!

আমরা দেখিতেছি, পত্রপ্রেরক "বিদেশে ২০। ২৫ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিয়া অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া" ইত্যাদি লিখিয়াই বিষম অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিয়াছেন! তাই পক্ষ সমর্থনকারী মহাশয় পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, "অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের উপর আধিপত্য করিলে যদি আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করা হয়; অহঙ্কারমনা ও নীচাভিপ্রায়সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইতে হয়; তবে আমি তুমি, পত্রপ্রেরক ও গবর্ণর জেনারেল সকলেই উক্ত অপরাধে অপরাধী ইত্যাদি। প্রতিবাদ করিবার সময় প্রতিবাদকের এই কথাটি বুঝিতে ভুল হইয়াছে। অবশ্য যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করুন, তাহাতে দোষ নাই; বরং তাহার অন্যথা করিলে ন্যায়তঃ দোষী হইতে হয়, এ কথা আমরা স্বীকার করি এবং পত্রপ্রেরকও লেখার ভঙ্গিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে কথা এই, যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি যদি সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেন, তবে বাস্তবিকই তাহা নিন্দনীয় হয় কি না? পক্ষসমর্থনকারী স্বীকার করুন আর নাই করুন, যিনি রেলওয়ে বাবুদিগের কার্য্য দেখিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে পত্রপ্রেরকের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিবেন, অধিকাংশ রেলওয়ে বাবু কি ষ্টেশন মাষ্টার, খালাসীদিগের, অশক্ত পথিকদিগের ও নিম্নপদস্থদিগের উপর সময়ে সময়ে নবাবের ন্যায় যথা আধিপত্য প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অধিক কাগজ ও কালী ব্যয় করিবার আবশ্যকতা নাই, জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ কার্য্যই কি উন্নতহৃদয়ের অনুমোদনীয়?

(১) পক্ষ সমর্থনকারী নিজের কথাতেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর মন দুর্ব্বল। এক্ষণে পাঠক! যাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহাদের চরিত্র কিরূপ উন্নত হইতে পারে, ও পক্ষ সমর্থনকারীর বাক্য কতদূর সত্য তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

অপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া লেখক যে, প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেই জন্য "প্রবাসী বঙ্গবাসীর" নিকট লেখক কিস্তুত কিমাকারের লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন! কিন্তু শীতাতপ বর্ষণসহিষ্ণুতার পক্ষ সমর্থনকারীর জানা উচিত, যে সকল অপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবক সমাজে বাস করিয়া থাকেন, সমাজের ভয়েই হউক আর অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহাদের চরিত্র প্রবাসী (সমাজের বহু দূরে স্থিত) বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। মনে যাহাই থাকুক, সমাজের ভয়ে, অভিভাবকদিগের শাসনে তাঁহারা একবার উপবীত পরিত্যাগ আবার তাহা গ্রহণ করিয়া অনার্য্যত্বচিহ্নের পরিচয় দিতে পারেন না। যদি উপবীত পরিত্যাগ করা, কি সকলের অন্ন ভোজন করা তাঁহারা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তবে "ঢাক ঢাক গুড় গুড়" না করিয়া তাঁহারা প্রায় প্রকাশ্যরূপেই তাহা করিতে বাধ্য হন। প্রবাসীরা কি সেইরূপ করিয়া থাকেন? কখনই নয়। তাঁহারা দুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন, তাই তাঁহাদের এরূপ দুরবস্থা। আমরা স্বচক্ষে অনেককেই দেখিয়াছি, বিদেশে তাঁহাদের একপ্রকার—শ্মশ্রু রাখেন, উপবীত ত্যাগ করেন, সকলের অন্ন ভোজন করিতেও তত কুণ্ঠিত হন না আবার গৃহে আসিলে অন্যভাব; পরম হিন্দু! এরূপ কার্য্য যথার্থই কি নিন্দনীয় নহে? ইহা যথার্থই কি সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কার্য্য নহে? নাম প্রকাশের আবশ্যকতা কি, "প্রবাসী বঙ্গবাসী" যদি প্রবাসে থাকিয়া সদা সর্ব্বদাই এরূপ স্বভাবের লোক কখন চক্ষে না দেখিয়া থাকেন, তবে আমরা অবশ্যই সময়ে ইহার সন্দেহ ও অনভিজ্ঞতা দূর করিয়া দিব। বলা বাহুল্য, পত্রপ্রেরক কিস্তুত কিমাকারের লোক নহেন, তাঁহার হৃদয় মহৎ না হউক, কিন্তু কিছুতেই কি নীচাশয়তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা পত্রের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "যিনি এরূপ কুটিল-হৃদয়, তাঁহার নাম অবশ্য প্রকাশ করা উচিত ছিল। নতুবা অন্যে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিবে ও বলিবে—'ভদ্রলোকের কি এই কাজ!!'" আমরা বলি, "একজন প্রবাসী বঙ্গবাসী" এই নাম স্বাক্ষর না করিয়া অগ্রে নিজের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া, নিজের নাম প্রকাশপূর্ব্বক পত্রে পত্রের ছিদ্র অনুসন্ধান করা ও পত্রের নাম প্রকাশ করিতে উপদেশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য ছিল। তবেই সাহসী ভদ্রলোকের মত কার্য্য করা হইত। যাহা হউক আশা করি, আশীর্ব্বাদে তিনিও নিজের নাম প্রকাশ করিয়া পক্ষ সমর্থন করিবেন।

কৃষ্ণনগরিয়া গোয়াড়ি-
বেলিয়া ৪ ঠা ফাল্গুন। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই ফাল্গুন সোমবার।

আসামে উচ্চশিক্ষার অবস্থা।

"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" এটী একটী যথার্থ নীতিবাক্য। লর্ড রিপণের শাসনকালে আমাদিগের এ আশঙ্কা কেহ কেহ অলীক আশঙ্কা মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি তাহা নহে, সমুদ্র রত্নাকর হইলেও তাহা অনন্ত। লর্ড রিপন লিটনের ন্যায় নিষ্ঠুর না হইলেও তথাপি তিনি যে কার্য্যে ব্রতী আছেন তাহাতে তাঁহাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বুদ্ধি স্থির, তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেন, তাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্যের নাম শ্রবণেই আমাদিগের মনে নানা প্রকার তর্কের উদয় হইয়া থাকে। একটী প্রবাদ আছে "নরমে লোহা কাটে" লর্ড রিপণের কার্য্যও তাহাই। অন্যান্য গবর্ণর জেনারল উচ্চশিক্ষার বিরোধী হইয়াও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা এমন কোন সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা ভারতের লোককে ভোলাইতে পারেন এবং জনসাধারণের সাহায্যে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু লর্ড রিপন এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তদ্দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরদিগের অভীষ্ট সাধনের একটী সুন্দর উপায় হইয়াছে। তিনি যে শিক্ষাসংক্রান্ত সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার দ্বারা ভারতবাসীরা তাঁহাদিগের ভাবী মঙ্গলের কামনা করিতেছেন বটে কিন্তু কিছুদিনের ভিতরে গবর্ণমেন্ট যে শিক্ষা কার্য্যের ভার এ দেশীয়দের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। ভারতবর্ষের লোকে এক্ষণে যেরূপ আত্মশাসনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে এ ভার তাঁহাদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত হইলে ইহা যে তাঁহাদিগের পরিত্যাগ করা সহজেই হইবে তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে।

পাঠক! আসাম কালেজের বিলোপ প্রস্তাবই আজি আমাদিগের মনে নানা প্রকার কুতর্কের উদয় করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা সংক্রান্ত সভা যাহা করিবেন, আসাম-কালেজ সংক্রান্ত প্রস্তাবে তাহার একটী চিত্র আমাদিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, সুতরাং এই কারণেই অদ্য আমরা ভবিষ্যৎ কথনে প্রবৃত্ত হইতেছি। তবে কথা এই, নানা মুনির নানা মত। গবর্ণমেন্টের মনের কথা যখন কাহারও জানিবার কোন উপায় নাই তখন সকলেই যে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং আমরাও যে সেই সকলের আমাদিগের মতকে অন্যায় বলিতে পারি তাহাও পারি না। তবে যুক্তিগুলি আমাদের অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয় কি না, এ স্থলে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। গবর্ণর জেনারল আসাম কালেজের বিলোপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং উহার রক্ষার বিষয়ে তাঁহারা ঐকান্তিক যত্ন করিতে পারিতেছেন না। তবে স্থানীয় লোকে যদি উহা রক্ষা করিবার জন্য বিশিষ্টরূপে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের তাহাতে আপত্তি নাই তবে এই কালেজের জন্য যে টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া এমন কতকগুলি লোককে প্রেরিত হইতে হইবে যে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কালেজের উন্নতি বিষয়ে অবনতি হইতে না পারে। গবর্ণমেন্ট কেবল স্থানীয় নিয়মানুসারে সাহায্য দান করিবেন মাত্র।

এক্ষণে কথা এই, আসামের বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলের লোকে আজিও বিদ্যার এমন মধুর আস্বাদন পায় নাই, যে জন্য তাঁহারা মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইবে, সে চেষ্টা যদি তাহাদিগের থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেন্টকে বা কেন আজ উহার ভার পরিত্যাগে উদ্যত হইতে হইবে? কালেজ যে আসামের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক তাহা উহারা বুঝিতে পারিতেছে না। আমরা দেখিতেছি স্ত্রীলোকের উন্নতি নাই। সকল লোকে উহার উপকার বিষয় বুঝে না। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন স্ত্রীলোকে চাকুরী করে না, আমাদিগের কন্যাগণ লেখাপড়া শিখিয়াও তাহা করিবে না, তবে অনর্থক বই পড়িয়া সময় নষ্ট করিবে, অতএব শিক্ষা দিলে কি ফল আছে। তবে গবর্ণমেন্ট কেন এই কুসংস্কার দূর করিবার উদ্দেশে এত চেষ্টা করিতেছেন? স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতির জন্য কেন তাঁহারা এত প্রয়োজন দেখাইতেছেন? বিনা বেতনে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় করিয়া দিতেছেন, কাজী, কলম পুস্তক দান করিয়া দিয়া, এবং ইহাদি-

[illegible] পুষ্ট করিতে ভাবিয়া আনিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন ? উচ্চশিক্ষার এক সময়ে এরূপ দীন দশা ছিল, ক্রমে লোকের মন উহার দিকে যাইতেছে, এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট যদি উহার [illegible] অমনোযোগী হন তাহা হইলে উহার [illegible] মুসলমানেরা উন্নতি করিয়াছে তাহা অচিরে বিলুপ্ত হইবে। [illegible] পুরুষেরা বিদ্যাশিক্ষা করিত [illegible] বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় না। রাজ-[illegible] লোকের অধিক, তাঁহারা সকল কার্য্য নিজ হাতেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাই লোকে [illegible] অভিপ্রায়ে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত ভাষা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু যেই কার্য্যোপযোগী বিদ্যা হয়, সেই অমনি চাকুরী করিতে আরম্ভ করে আর শিক্ষিত বিষয়ের আলো-চনার বড় অবসর থাকে না।

এ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের দুর্দশা নাই, যে কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। [illegible] অধিকতর দুঃখ হয়, সুতরাং এ শ্রেণীর লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিবার ক্ষমতা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় না। ক্রমে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া মাটী হইয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অসংখ্য ভদ্রলোকের বাস, এমন কি সেই সকল স্থানের সকল লোকেরা যদি বিদ্যার মধুর রসাস্বাদ পাইত, তাহা হইলে [illegible] এক একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কালেজ অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত [illegible] সাহায্য করিতে [illegible] আমরা [illegible] কিছুই দেখিতে পাই না। [illegible] নাম [illegible] স্কুল অথবা কালেজ স্থাপন করিতে দেখিতে পাই না। অনেক [illegible] অনেকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া [illegible] খুলিয়াছেন কিন্তু তাহার কোনটীরই অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রথম প্রথম উৎসাহসহকারে কার্য্যারম্ভ করেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। স্থানীয় লোকের আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষিত লোকের নিয়ত তত্ত্বাবধান বিনা স্কুলের উন্নতি হইতে পারে না। এই কারণেই গবর্ণমেণ্টের [illegible] সাহায্যে [illegible] স্কুল অথবা কালেজ স্কুলের [illegible] কালেজের [illegible] হয় না এবং অতি অল্প মধ্যে [illegible] প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

[illegible] ও মেদিনীপুরের [illegible] মুসলমানেরা [illegible] বটে, কিন্তু সমস্ত [illegible] তুলনায় তাহা কিছুই নহে। [illegible] উচ্চ [illegible] কলিকাতার স্কুল কালেজের কিছু উন্নত অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় [illegible] অধিবাসীদিগের সাহায্যে এইরূপ অবস্থাই কল্পনা করিয়াছেন নতুবা কখনই আগ্রা কালেজটী উঠাইবার প্রস্তাব করিতেন না। ভাল, এস্থলে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদি বাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত স্থানে। সে স্থান কিছু মন্দ নহে, অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে, এবং [illegible] বিশিষ্ট জনপদ। বিদ্যাসাগর মনে করিলেই সেখানে কালেজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন, তাঁহার স্বদেশের উন্নতির জন্য একান্তিক চেষ্টাও আছে, তবে যে তিনি সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, কলিকাতায় মেট্রোপলিটান স্কুল, মেট্রোপলিটান কালেজ খুলিলেন তাহার তাৎপর্য্য কি? দেশের লোকের নিরুৎসাহ ও উদাসীনতাই কি উহার কারণ নয়? গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, অধিক দূরে যাইতে হইবে না, কলিকাতার ১৫।২০ মাইল দূরে এমন অনেক স্থান আছে যে, সেখানকার লোকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভিন্ন আর কিছুই দেখে নাই। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষাকার্য্যের ভার পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের [illegible] শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যয়বৃদ্ধি করা ভিন্ন উচ্চ শিক্ষা বিস্তৃতির কোন সম্ভাবনাই নাই। মিউনি-সিপালিটীর হস্তে এক্ষণে পুলিসের ব্যয় ভারের যে [illegible] সমর্পিত আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া লইয়া সেই টাকায় বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে চাহেন। যেখানে [illegible] সঙ্কুলান না হবে, সেখানে বালকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সেটা যে কতদূর সঙ্গত পাঠক একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মিউনিসিপালিটীর অবস্থা আপনারা কেহই অনব-গত নহেন। পুলিস মিউনিসিপালিটীর আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক গ্রাস করে বলিয়া দেশের উন্নতিকর কার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ায় এই নিমিত্ত আমরা সর্ব্বদাই [illegible] অনুযোগ করিতে দেখিতে পাই, এক্ষণে গবর্ণ-মেণ্ট যদি সেই ব্যয়টী উঠাইয়া দিয়া শিক্ষা বিভাগকে মিউনিসিপালিটীর হস্তে নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে পুলিসের জন্য যে টাকা ব্যয়িত হইত উহাতে তদ-পেক্ষা অধিক টাকা ব্যয় হইবে, সুতরাং রাস্তা ঘাটের অধিকতর অবনতি হইবার সম্ভাবনা। বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই, এক্ষণে বালকদিগের যে বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দিয়া অনেক দরিদ্র বুদ্ধিমান বালক নিয়মিত বিদ্যালয়ে [illegible] সমর্থ হয় না। তাহার উপর আবার বেতন বৃদ্ধি হইলে মধ্য শ্রেণীর লোকও যে নিজ বালক-গণকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে পারিবে তাহা ও কোন ক্রমে বোধ হয় না। অতএব বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমরা দেখিতেছি গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতে যেমন মিউনিসিপালিটীই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ভারতবর্ষের মিউনিসিপালিটীর দ্বারা গবর্ণ-মেণ্ট সেইরূপে ক্রমে ক্রমে গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করাইতে চাহেন। কিন্তু অগ্রে দেখা উচিত ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কত প্রভেদ। ইংলণ্ডে শত শত বৎসর হইতে যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে চিরপরাধীন ভারতে কি সে রীতির ফলোপধায়িতার সম্ভাবনা আছে? ভারতের মিউনিসিপালিটীগুলিকে নবোৎপন্ন শিশু বলিলে হয়। আজও উহার অবয়ব পুষ্ট ও মানসিক বল পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। এখন মিউনিসিপালিটী-গুলির নাম মাত্রে স্বাধীনতা কিন্তু বাস্তবিক স্বাধীনতা নাই। সে গুলিকে গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র বা দাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় মিউনিসিপা-লিটীর স্কন্ধে যে গুরুভার নিক্ষিপ্ত হইবে, মিউনিসি-পালিটী কখনই সে ভার বহনে সমর্থ হইবে না। এ অবস্থায় অভিলষিত ফল লাভের বিন্দুমাত্র সম্ভা-বনা নাই। অগ্রে মিউনিসিপালিটীকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক, অগ্রে তাঁহাদিগের কমিশনর তাঁহারা মনোনীত করিতে পারুন, কার্য্যপ্রণালী বহন করিতে এবং সুশৃঙ্খলে কার্য্য সম্পাদন করিতে অভ্যস্ত হউন তাহার পর যদি গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর হস্তে বিদ্যা শিক্ষার ভার সমর্পণ করেন তখন [illegible] ফললাভের আশা করিতে পারে। এই আগ্রা কালেজেই উহার প্রথম পরীক্ষা হইবে। আগ্রা ও অনেক কালের প্রাচীন ও একটী প্রধান সহর। এখানকার লোকে যদি কেবল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মাত্র গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার তুল্য অবস্থায় কালেজটী রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিব গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর হস্তে উচ্চ-শিক্ষার ভার দিবার যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা ফলোপধায়ী হইবে। যাবৎ এ পরীক্ষা না হইতেছে তাবৎ মিউনিসিপালিটীর হস্তে উচ্চশিক্ষার ভার দিলে যে মহা অনিষ্ট ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলিতে কি কথায় বলে " তোমায় কিছু বলিব না তোমার উঠান চষিব। " উহাও সেইরূপ হইবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা হইবে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে হইবে। অতএব আমাদের সানু-নয় অনুরোধ এই, গবর্ণমেণ্ট এই সংকল্পিত বিষয় হইতে আপাততঃ বিরত হউন।

দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ মূলধন সংগ্রহ করা আবশ্যক কি না?

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।

এ বচনটী ভারতবর্ষীয়দের রচিত। যিনি ইহার রচনা করিয়াছেন তিনি এক জন দূরদর্শী বহুদর্শী ব্যক্তি সন্দেহ নাই। তাঁহার এই বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে ভারতবর্ষ পর্য্যায়ক্রমে চিরকাল এই ছয়টী উপদ্রব ভোগ করিয়া আসিতেছে। কখন অতিবৃষ্টি হইয়া শস্য পচিয়া যায়, কখন অনাবৃষ্টি হইয়া শস্য দগ্ধ হয়, কখন পঙ্গপাল পড়িয়া শস্য ভক্ষণ করে, কখন পক্ষী ও মূষিক দলে শস্য বিনষ্ট করে এবং কখন জিগীষু রাজা আসিয়া রাজ্য মধ্যে উপদ্রব করে। এই ছয়টী দুর্ভিক্ষ হইবার কারণ। দুর্ভিক্ষ ঘটিলে কেবল যে জীবিকার কষ্ট তাহা নয় দারুণ যাতনা উপস্থিত হয়। কষ্টের জ্বালায় অস্থির হইলে লোকের নৈতিক জ্ঞান থাকে না সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও হিতাহিত বিবেচনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাজ্য মধ্যে বিষম অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়া উঠে। অসভ্য রাজার রাজত্বকালে এ সমস্ত উপেক্ষণীয় হয়, কিন্তু সভ্য রাজার রাজত্বকালে এ সকল কোনক্রমে উপেক্ষণীয় নয়। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবায়ত্ত। সুতরাং রাজার তন্নিবারণ ক্ষমতা নাই। তবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজারা কষ্ট না পায় এবং অনাহারে বিপদগ্রস্ত না হয়, রাজা তাহার উপায় মাত্র বিধান করিতে পারেন। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এত দিন এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে পরস্পর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া অসংখ্য লোক দেহত্যাগ করাতে তাঁহাদের যেন ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয়, তাহার উপায়চিন্তায় রাজপুরুষদিগের মন একান্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে। কত প্রস্তাব হইল, কত প্রস্তাব ভাসিয়া গেল, শেষ অর্থ সংগ্রহ করিয়া মূলধন সঞ্চয় করিবার জন্য অবধারিত হইল। লাইসেন্স ট্যাক্স তজ্জন্য পরিগ্রহ করিল। কিন্তু সংগৃহীত অর্থের যেরূপ অপব্যয় হইল তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণা হইতেছে এটী গবর্ণমেণ্টের একটী ভান। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে ও বা দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থে মূলধন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

দুর্ভিক্ষ ঘটিবার কিছু মাস, তিথি, বার নক্ষত্র নাই, উহা কোন নিরূপিত সময়ে ঘটে না। ফলত "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের প্রয়োজন? এক ব্যক্তি কোন্ কালে দুর্ভিক্ষ হইবে এই আশঙ্কায় নিয়মিত সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে যে একটী বার্ষিক কর দিবেন তাহাই বা কিরূপ সঙ্গত কথা?—আর সেই টাকা যে গবর্ণমেণ্টের রাজকোষে সঞ্চিত থাকিবে তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা সেই ১১৭৬ সালে মন্বন্তরের কথা শুনিয়াছি, আবার ১২৭৬ এ বঙ্গদেশে অন্নকষ্ট দেখিলাম। মধ্যে একশত বৎসরের ব্যবধান। এ ব্যবধানে নিশ্চয়ই যে দুর্ভিক্ষ ঘটিবে তাহারও প্রমাণ নাই। সুতরাং অনিশ্চিত দুর্ভিক্ষের কাল ধরিয়া কোনমতেই মূলধন সংগ্রহ করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ লোকে এক শত বৎসর পরে কি পঞ্চাশ বৎসর পরে দুর্ভিক্ষ ঘটনা হইবে সেই আশঙ্কা করিয়া দুঃখ কষ্টের টাকা গবর্ণমেণ্টকে নিয়মিত সময়ে দিতে না পারিলে কর দিবে তাহারই বা কিরূপ দৈব হয়? আর এই নিমিত্ত কর দুঃখ দৌরাত্ম্য ক্রমে দেশস্থ কি জনগণের ভাবনার পক্ষে সুবিধাকর? গবর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলের জন্য এই অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহাতে তাঁহারা প্রজার অনুরাগভাজন না হইয়া বরং বিরাগভাজনই হইতেছেন। বিশেষতঃ এ নীতির ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় নহে। মনে কর ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইল, যে দেশ উর্ব্বর কোন কালে দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা নাই, সে দেশকে যদি স্থানান্তরের লোকের সুবিধার জন্য পুনঃপুনঃক্রমে একটী করভার বহন করিতে হয় তাহা হইলে উর্ব্বর দেশী দুঃখ থাকে কেবল হয় কি না? তাই বলি যাহাতে দেশ উর্ব্বর হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করুন। কৃষী উন্নতি করিবার যে সকল উপায় তাহা অধিক পরিমাণে খনন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিউন, কৃষকদিগের শস্য যাহাতে সঞ্চয় হয় তাহার উপায় বিধানে যত্নবান হউন। অন্যান্য স্থানের কৃষকে যাহাতে বঙ্গদেশের কৃষক দিগের ন্যায় ক্ষেত্রজাত শস্য সঞ্চয় করিয়া স্ব স্ব দ্বারা আপনাদিগের সাংসারিক ব্যয়, রাজা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া হউক। যে স্থানে জল না মিলিবে সেই সকল স্থানে গবর্ণমেণ্ট যদি পুষ্করিণী বিস্তৃত করেন তাহা হইলে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিবে এবং তদ্দ্বারা দেশেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে। তাহার জন্য যদি কিছু কর প্রার্থনা করিতে হয়, হউক। এরূপ করিলে লোকদিগের ক্ষেত্রজাত শস্য সঞ্চিত হইবে এবং মজুরী দ্বারা অন্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে। ফল কথা দরিদ্র লোকের অবস্থার উন্নতি সাধক উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রকৃত উপায় আমরা ত আর কিছুই দেখিতে পাই না। টাকা থাকিলেই যে লোকে অনশনে প্রাণত্যাগ করে না, এ যুক্তি তাদৃশ সমীচীন বলিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে না। উড়িষ্যায় যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন অনেকে টাকা সত্ত্বেও প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অর্থ লইয়া লোকে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তথাপি শস্য ক্রয় করিতে পায় নাই, তাহারা টাকা হাতে থাকিতেও অনশনে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। সেই কারণেই আমরা বলি দরিদ্র প্রজার ঘরে শস্য সঞ্চয় না থাকিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইবে না।

ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সংগৃহীত অর্থ রাজকোষে যে সঞ্চিত থাকিবে তাহাও আমাদিগের বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যখন যেমন অসুবিধায় পড়েন, টাকা সঞ্চিত থাকা কোন প্রকারে যে সম্ভাবিত নহে, এখন আবার তাহার একটী প্রমাণ দেখাইতেছি। আফগান যুদ্ধে বাজেটে আর কেহই এক বিভাগের টাকা অন্য বিভাগে ব্যয় করিবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই আমাদিগের দেশের মধ্যে যাঁহার পাঁচটী কাজ কারবার আছে, তিনি কখনই এক বিষয়ের আয় অন্য বিষয়ে ব্যয় করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারেন না। যাঁহার পাঁচটী আয় তাঁহার এক বিষয়ের আয় অন্য বিষয়ে ব্যয় করা ভিন্ন সম্মান রক্ষার উপায় নাই। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সেইরূপ অবস্থা হইবে, সুতরাং এক বিষয়ের আয় অন্য বিষয়ে ব্যয় করিব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে কখনই যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। লার্ড নর্থব্রুক যখন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন তখন তিনিও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু আফগানিস্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে তিনি যেমন উৎকর্ষের জন্য সমস্ত টাকাই তাহাতে পূর্ণাহুতি দিলেন। সেইরূপ আবার কোন বিপৎপাত হইলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টও যে রক্ষা করিবেন না, তাহাই বা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি? বিপদ উপস্থিত হইলে ততদূর বিধিবিধি জ্ঞান থাকে না। ফল, গবর্ণমেণ্ট যদিই সেই নিয়ম রক্ষায় সমর্থ হন তাহা হইলেই বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানের লোকদিগের তাহাতে সুবিধা কি? আমরা দেখিতে পাই কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইতে ও শস্য প্রভৃতি চালানী করিতে কাল যায় শেষ হইয়া যায়—দরিদ্র লোক অন্ন অভাবে প্রাণত্যাগ করে। এরূপ ঘটনা ঘটিবার প্রধান কারণ এই, স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ এ সংবাদ সময়ে প্রকাশ করেন না। ক্রমে লোকের যখন অন্নাভাবে প্রাণ যাইতে আরম্ভ হয় সেই সময়ে তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনায় বিজ্ঞাপনায় দেখিতে পাইলেন। দুর্ভিক্ষের সংবাদ পৌঁছিলে ইহার বাহির আরম্ভ হয়, তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষে ...

[illegible] যায়, এবং আমরাও তাঁহারা এ বিষয় [illegible] গবর্ণমেন্টের যোগ্য [illegible] হয়েন না। [illegible] [illegible] যেমন এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই কারণে উদ্ভিদের [illegible] করিবার পক্ষে আমরা লোকের [illegible] গবর্ণমেন্টের [illegible] অবলম্বন [illegible] ও নৈতিক [illegible] করা যায়।

[illegible] উদ্ভিজ্জ [illegible] পদার্থের [illegible] বন্দ্যোদি বন্ধ করিয়া [illegible] পরিমাণে [illegible] আমদানী করিলে এবং কৃষীবলদিগের নিকট [illegible] করিয়া [illegible] চেষ্টা না করিলে সহজে কোন [illegible] ঘটিতে পারিবে না। কেন না [illegible] যে সময়ে গবর্ণমেন্টের [illegible] করিয়া না পাকেন, [illegible] তাঁহারা সেই [illegible] উপকার করিতে পারেন। [illegible] যখন মহাত্মাদের [illegible] করিয়াছিল, [illegible] কৃষীবলেরা [illegible] করিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] মনে করিয়া [illegible]। [illegible] নাই, [illegible]। বাঙ্গালা দেশের [illegible] করিতে এক [illegible] হইয়া থাকিবেছে, [illegible] বাঙ্গালা দেশের [illegible] এবং সেই [illegible] হইয়া উঠিল, [illegible] হইলে [illegible] কোন [illegible] হয় না।

[illegible] বাঙ্গালীর [illegible] কোন [illegible]?

আছে। [illegible] আমরা [illegible] করিতে পারিতেছি না। [illegible] [illegible] বাঙ্গালীদের [illegible] করিয়াছেন, [illegible] শাস্ত্রকারেরা ও [illegible] বাঙ্গালীদের [illegible] ও [illegible] লোকের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] না হইলে আর আমাদিগের [illegible] সম্ভাবনা নাই। প্রথম, যে [illegible] পরিবর্ত্তন হইয়াছে, [illegible] বলিয়া নির্দ্দেশ [illegible]

করিয়া থাকে। এখনকার কাল বায়ু [illegible] উষ্ণ দেশের মত মধ্যবর্ত্তী [illegible] আমাদের এক [illegible] আসিয়া পড়ে। সুতরাং [illegible] লোক সকলই প্রায় আর্দ্র [illegible] থাকে। [illegible] দোষে ও দেশের আর্দ্র বায়ু [illegible] প্রধান কারণ। যে দেশের জল বায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, সেখানকার লোকের [illegible] [illegible] বলিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব [illegible] এই দিক হইতে আমাদের সৃষ্টি করিয়া আমাদের [illegible] বিপদগ্রস্ত [illegible] করিয়াছেন, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়, শাস্ত্রকারেরা আমাদের খাদ্য দ্রব্যের [illegible] বলবীর্য্য লোকের সৃষ্ট করিয়াছেন। অল্প দিনে যে বৃক্ষ জন্মে, তাহা অধিক বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। দুই দিকে যে বৃক্ষ জন্মে, [illegible] অল্পই শীঘ্রজাত বৃক্ষের তুলনা করিলে [illegible] বৃক্ষ বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার [illegible] দর্শনে অল্পকালেই লোকের উদয় হইয়া থাকে। বৃক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে যে নিয়ম, মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ে যে তাহার অন্যথা ভাব নাই, তাহা [illegible] সিদ্ধ। যাহাদের শরীর পুষ্ট হয় নাই, [illegible] গর্ভে ও ঔরসজাত সন্তান [illegible] হইবে, ইহা কোন প্রকারেই [illegible] নয়। [illegible] বিষয় [illegible] করিয়া থাকে।

তৃতীয়, বঙ্গদেশীয়দিগের পুষ্টিকর আহার নাই। [illegible] জাতিদিগের মিশ্রা [illegible] পদার্থের সমাবেশ আছে। [illegible] যে কিছু পুষ্টিকর পদার্থ [illegible] হয়, তাহা সকল [illegible] পারে না, [illegible] পারে না। [illegible] করিয়া [illegible] জীবন ধারণ [illegible] এই মাত্র। এ অবস্থায় শরীরের বলাধান হইবার ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? আহার সামগ্রীর [illegible] বিষয়ে শাস্ত্রকার [illegible] প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে "অমৃতং বলং [illegible] জীবনং" দেশের লোকে এ মতের বশবর্ত্তী [illegible] হইয়াছেন।

চতুর্থ, যখন দেশবিধাতার জীবিত [illegible] [illegible] করিয়া অবস্থ কল্প করিতে থাকেন, [illegible] কাল এখনকার আহার ও বিশ্রামের [illegible]। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সেই সময়টী [illegible] সময়। দেশের যত অল্প লোক, যাহাদের [illegible] পুষ্টিকর পদার্থের [illegible] আছে, তাঁহাদিগকে সেই সময়ে আফিসে বিরক্ত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের উদর পুরিয়া আহার করিবার উপায় থাকে না। এই চতুর্থ বাতিল, এই কারণে অনেকের

[illegible] করিয়া [illegible] যাইতে হইয়া পড়ে। [illegible] অল্প মুখে [illegible] ছুটাছুটি আসিতে হইবে [illegible] কি স্বাস্থ্য এবং বলাধান [illegible] দীর্ঘকাল [illegible] পারে? তাঁহারা চাকুরী করেন, তাঁহাদের শরীর [illegible] করিলে [illegible] হইয়া থাকে। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের [illegible] আমাদের শরীরের [illegible] করিবার কিরূপে সূত্র ঘটিয়াছে, তাহা [illegible] পাঠক! বুঝিতে পারিবেন। এ দেশের [illegible] [illegible] ঐ সূত্র অধিকার লাভ করিয়াছে। [illegible] লোকেরা [illegible] পঞ্চম বর্ষ [illegible] হইতে না হইতে তাহাকে বিদ্যালয়ে [illegible] দেন। [illegible] সেই স্থান হইতেই [illegible] ও [illegible] ঘটিয়া উঠে। ক্রমে [illegible] নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া [illegible] হইয়া পড়ে। এ দিকে [illegible] লোকদিগের এই অবস্থা, ওদিকে যে সকল [illegible] ও ইতর লোকের সময়ে [illegible] এবং [illegible] আহার ও বিশ্রাম করিবার সুবিধা আছে, তাহাদের পুষ্টিকর আহার জুটে না। তাহাদের [illegible] দর্শন করিলে তাহারা যে, কিরূপে জীবিত থাকে, তাহা স্থির করা [illegible]। [illegible] ও ইতর [illegible] করিবার বিলক্ষণ কারণ ঘটিয়াছে। [illegible] দেশের [illegible] বিষয়ে সংশয় কি?

[illegible] আমাদের [illegible] বিরোধী স্বত্ব, [illegible] উল্লিখিত হইল। [illegible] না ঘটিলে আর আমাদের [illegible] সম্ভাবনা নাই। কিন্তু [illegible] [illegible] নয়। [illegible] আর আমরা একটী সহজ উপায়ের উল্লেখ [illegible] সকলের অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। [illegible] বলিয়া লোকে পুষ্টিকর দ্রব্য [illegible] করেন না, তাহা নয় অনেকের [illegible] আছে। সেই [illegible] পরিবর্ত্তন করিয়া সকলের পুষ্টিকর পদার্থ [illegible] আহার করা আবশ্যক। [illegible] আহার করিলে যে শরীর বলিষ্ঠ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা একটী উদাহরণ দ্বারা এ [illegible] করিতেছি। যে সকল মুসলমান বঙ্গদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালি হইয়া গিয়াছে তাহারা বাঙ্গালি হিন্দু অপেক্ষা অনেক পুষ্টিকর পদার্থ ভক্ষণ করে এবং ক্ষুধা হইলেই ভোজন করে, [illegible] তাহাদের বলবীর্য্যাদি হিন্দু বাঙ্গালির অপেক্ষা অধিক। তাহারা অধিক পরিশ্রম করে, অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারে। আর একটী উদাহরণ এই, আমাদের অপেক্ষা উড়িয়ারা অধিক [illegible]। তাহার কারণ এই, তাহারা আমাদের অপেক্ষা অল্প ও হীনবীর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করে। অতএব

নিঃশেষিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, যাবৎ আমাদের জীবনীশক্তির কারণগুলি নিরাকৃত না হইতেছে, তাবৎ পুষ্টিকর পদার্থ ভোজনেও আমাদের জীবনীশক্তি অনেক অংশে দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা।

টাউনহলের সভা।

গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন হাজার লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভাধিবেশনের দুটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এক বর্তমান গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত যে ৯ আইন রহিত করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। দ্বিতীয়, এ দেশে স্বাধীন মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা। সভ্যগণ যে ভাবে আনন্দ প্রকাশ করুন, আমরা কেবল আনন্দ প্রকাশের এই একটী কারণ দেখিতে পাইতেছি আমাদিগের রাজপুরুষেরা পক্ষপাতদূষিত একটী জঘন্য আইন প্রণয়ন করাতে তাঁহাদের নামে যে কলঙ্কপঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছিল ঐ আইনটী রহিত হওয়াতে তাহা ধৌত হইল।

দ্বিতীয় বিষয়টী যদি সাধিত হয় তাহা হইলে আমাদের দেশের একটী মহা শুভ লাভ হইবে। যাঁহারা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে সর্বত্র নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তিত করিতে চান, তাঁহারা সকল বিষয়েই স্বাধীনতা লাভের বাঞ্ছা করিতেছেন। এখন যেমন মিউনিসিপালিটী প্রাদেশিক ম্যাজিষ্ট্রেট বা কলেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির পরাধীন হইয়া আছে, সভা তাহা রহিত করিবার অভিলাষ করেন। তাঁহারা সভাপতি,সহকারী সভাপতি ও সভ্য মনোনীত করিবেন, গবর্ণমেণ্টের কেবল এক চতুর্থাংশ সভ্য নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের নিকটেও এই বিষয়ে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। আমরা তাহাতে অনেকগুলি প্রার্থনাও দেখিলাম।

ফলতঃ মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও আমাদের দেশের মঙ্গল নাই। গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও সুসিদ্ধ হইবে না। যদি রাজপুরুষদিগের উপদেশের ও আজ্ঞার অধীন হইয়া মিউনিসিপালিটীকে চলিতে হয়, তাহা হইলে মিউনিসিপাল সভ্যদিগের স্বাধীনমতপ্রকাশের সুবিধা কোথায়? এক্ষণে যেমন মিউনিসিপালিটীর অর্থের অধিকাংশ অপব্যয়িত হইতেছে, কিরূপেই বা সে অপব্যয়ের নিবারণ হইবে? আমরা পূর্বে একটী প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, যাবৎ মিউনিসিপাল সভ্যেরা স্বয়ং সিদ্ধ হইতে না পারিবেন, তাবৎ নগরের সৌষ্ঠব সম্পাদন ও স্বাস্থ্যের উপায় বিধান প্রভৃতি মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কোন রূপেই সমর্থ হইবেন না। এখন বহরের চাউল চর্ব্বণেই যায়। এখন যে মিউনিসিপাল আয় হয়, তাহার অধিকাংশই কর্মচারী ও পুলিসে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। অতএব মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও, এই সকল দোষের সংশোধন হইয়া, উহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব টাউনহলের সভা এ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী বলিয়া চির ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ প্রস্তাব ও সার এস্লি ইডেন সাহেব।

গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারি সহরের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ রাখিবার উদ্দেশে দেশের লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রার্থনা বৃথা হইল। শুঁড়িদিগের কিছুই বলবৎ রহিল, ভদ্রলোকের মান সম্ভ্রম বড় হইল না। দেশের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিনিধিগণ যত্নবান হইলেও তাহাতে তাঁহাদিগের অগৌরব নাই। পরন্তু মদে দেশ যদি উৎসন্ন যায়, তথাপি আবগারির কর ক্ষতির ভয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কর্ণপাত করিতে সাহসী নহেন! চীনের অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে ও ভারতবর্ষের খোলা ভাঁটী তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, রাজপুরুষদিগের অন্তরে যেন শেল বিদ্ধ হয়। তাঁহারা উহার বিপক্ষে কত যুক্তি, কত প্রমাণ দেন যে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ দেশের লোকের দেশী শরীর, তাহারা শাক সবজি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে মাত্র, তাহাদিগের শরীরে তীব্র সুরা সহিবে কখনই যে সম্ভব নহে তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। উপযুক্ত আহারাভাবে যে জাতি শরীরের মাংস শোণিত ক্ষয় করে সে সুরা পান করা কি দৈন্যদশাগ্রস্ত ক্ষীণজীবী ভারতবাসীর কর্ম? নির্বোধ ভারতবাসীরা তাহা বুঝে না। যে জাতি রাজার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আপনাদিগের দেশোপকার করিতে উদ্যত নহে সে জাতির মঙ্গলের জন্য রাজপুরুষদিগের কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত। দুঃখের বিষয় আইনে, কানুনে বল, রাজপুরুষেরা সামান্য স্বার্থের লোভে মাতালদিগের সংখ্যার ও মদ্যপানাদির বৃদ্ধি করিয়াছেন। মাতাল অবস্থায় কেহ কোন দুষ্কর্ম করিলে দৈহিক বিচারে সে উপেক্ষনীয়। আইনের নিকটে তাহার দোষের ক্ষমা নাই। মহাপাপের উৎসাহ দেওয়া ও দুষ্কর্মে প্রশ্রয় দেওয়া একই প্রকার। মাতাল দণ্ড কেন ক্ষমা করিতে উদ্যুক্ত হইল না, প্রকৃতিস্থ থাকিলে কদাচ সম্পাদিত নহে। মাতাল যেমন করিলে মদ্যপানকর্ত্তা জ্ঞান রহিত হইয়া যায় সুতরাং তখন অপরাধের দণ্ড করিতে কিছুমাত্র বাধা হয় না। এক্ষণে পাঠক দেখুন, মাতাল দেওয়া উৎসাহ দেওয়া আর প্রকারান্তরে দুষ্কর্মে প্রশ্রয় দেওয়া এক কি না?

আমাদের গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, রবিবার সেই খ্রীষ্টের উপাসনার দিন, এই দিনে অন্ততঃ সুরাবিক্রেতার দোকানে দিবা রাত্র দোকান বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া অনেক ইউরোপীয় মদ্যপায়ী উক্ত দিবস পথে পথে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় দেখিয়া, শান্তি সম্প্রদায়, ধর্ম প্রচারক সম্প্রদায় অত্যন্ত বিরক্ত। এই ঘটনা নিবন্ধন ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়ের ক্ষতি, তজ্জন্য তাহারা বিরক্ত; আর ভদ্রলোকের বিশ্রামের দিনেও পথে ঘাটে বাহির হওয়া দুষ্কর, এই কারণে তাঁহারাও বিরক্ত। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের বিচার করিয়া দেখা উচিত সর্ব্ব সাধারণে যে এত বিরক্ত হয় তাহার কারণ কি? কেবল আপনার কথা শীতকথা বলিয়া লোকের সঙ্গে অকারণ বিবাদ করা সভ্য রাজার গবর্ণমেণ্টের শোভা পায় না। আবেদনকারীদিগের আবেদন অনাদৃত হইবার আমরা ত কোন কারণই দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের সকল কথাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা বলিয়াছেন, ইউরোপীয় ও দেশীয় [illegible] দিগের মদ্য পান প্রতি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সাধারণ লোকেই মদ্যপানাসক্ত আশঙ্কিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রাস্তায় মাতাল প্রভৃতির উৎপাতে লোকের অসহ্য হইয়াছে। শনিবার ও রবিবার কি ইউরোপীয় কি দেশীয় সকল জাতীয় মাতালই সাধ্যমত অধিক মদ্য পান করিতে থাকে। ইহাদিগের অত্যন্ত [illegible] শনিবারে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে আর রবিবার সন্ধ্যার পর বিশ্রাম লয়। এই জন্য তাঁহারা শনিবার সন্ধ্যার পর হইতে সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মদের দোকানগুলি বন্ধ করিবার প্রার্থনা করেন। আর এ রীতি যে কেবল এই দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এমন নহে, ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রচলিত আছে। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আবেদনকারীদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা কতদূর সঙ্গত পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তিনি বলিয়াছেন রবিবারে মদের দোকান বন্ধ [illegible] দুর্ভিক্ষ [illegible] আবগারির

নায় অধিবাসীদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতে পারে। এক্ষণে মদ্যপানে দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না কারণ পুলিসের রিপোর্টই তাহার প্রমাণ। কলিকাতা ও তাহার উপনগর সমূহে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের বাস। এই বৃহৎ নগরীর মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্ত হওয়া অপরাধে যেরূপ অল্প সংখ্যক লোক বাস্তবিক পুলিস কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে তদ্দর্শনে কোন মতেই এরূপ বোধ হয় না যে, মদ্যপানে মত্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি পুলিস রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন, ১৮৭৯ অব্দে ৪৮৩ জন, ১৮৮০ অব্দে ১৬৬ এবং ১৮৮১ অব্দে ৭৭০ জন লোক এই অপরাধে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল। আর তিন বৎসরের অবরুদ্ধ মাতালের সংখ্যা ধরিলে নগর ও উপনগরে দৈনিক ২ জন বা কোন সময়ে ৩ জন মত্ত মাতাল হইয়াছিল। অতএব ইহা কোনক্রমেই ভয় অথবা আশঙ্কার কারণ নহে। এ হিসাবে কলিকাতাকে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর সহিত তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিতে হইবে। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টকর ফলোদয়ের সম্ভাবনা। যেহেতু মদ্যপায়ী বা অন্যান্য হইলে আরও অধিক বিরক্ত হইবে কেবল তাহা নহে তাহারা আপনাদিগের অধিক অপকার করিবে। বঙ্গদেশের অনেক আবগারির আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের মদ্যপান বৃদ্ধি নিবন্ধন নহে। দেশীয়দের মধ্যে গাঁজা অনেকই হ্রাস হইয়াছে, তবে দোষ মধ্য শ্রেণীর লোকে মদ্যপানে অধিকতর আসক্ত হইতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ইহা নিবারণের বিশেষ ক্ষমতা নাই। তবে আগামী বর্ষে শুঁড়িদিগের সহিত বন্দোবস্তকালে ইহার বিষয় বিবেচনা করিবেন।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা হউক, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এই কথাগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত। তিনি পুলিস রিপোর্ট দেখাইয়াছেন তাহা খণ্ডন করিবার উপযোগী প্রমাণ আমাদের নাই, তবে প্রত্যক্ষ যা দেখা যায় এই রিপোর্টই তাহার অপলাপ করিতেছে। পুলিস মাতালগণকে ভূমিতে পতিত হইতে না দেখিলে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না। যাহারা পাকা মাতাল তাহারা সহজে ভূমিতে পতিত হয় না। তাহারা টলিতে টলিতে সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করে এবং লোকের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, ইউরোপীয় মাতালেরা দলে দলে রাস্তার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকদিগের গমনের নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়া থাকে কিন্তু গুরুতর না হইলে ধরিবার বন্দোবস্ত নাই বলিয়া আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মাতালের উৎপাতে অধিবাসীরা যে কিরূপ পীড়িত হয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন মধ্যবিত্ত অবস্থার মাতালদিগকে মদ্যপানে বিরত করিবার উপযোগী আইন করা সম্ভাবিত নহে। এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহে আমরা সমর্থ হইতেছি না। বিদ্যালয়ের অনেক বালক মদ্যপান আরম্ভ করিলে বিশেষতঃ পাটনায় যখন ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছিল সেই সময়ে বোর্ড তাহার নিবারণার্থ ১৬ বৎসরের অল্প বয়স্ক ছাত্রকে মদ বিক্রয় যেমন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন সেইরূপ একটী নিয়ম দ্বারা মধ্যবিত্ত অবস্থার মাতালদিগকে কি মদ্যপান হইতে বিরত করা যাইতে পারে না? এই রবিবারে মদের দোকান বন্ধ থাকিলে তাহাদিগের মদ্যপান যে অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। আর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শুঁড়িদিগের সহিত যে চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই শুঁড়িদিগের সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের হাত। গবর্ণমেণ্টের যদি প্রজার কল্যাণ করিবার বাস্তবিক ইচ্ছা হয় তাহা হইলে একটী ভাল নিয়ম করিয়া শুঁড়িদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা কঠিন হয় না। রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ হইলে যদি শুঁড়িদিগের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে সে ক্ষতি অন্য উপায়ে পূরণ করিয়া দিলে চলিতে পারে। বাস্তবিক আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে প্রজাগণের মদ্যপান নিবারণ চেষ্টায় সম্যক যত্নবান দেখিতে পাই না। বলিতে কি প্রকারান্তরে বোধ হয় প্রজারা মাতাল হয় সেটী উঁহার অনভিমত নহে। যাহা হউক আমরা কয়েকটী বিষয়ে এ সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবহার দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। উঁহা হইতে এ বিষয়ে যে কোন প্রকার উপকার লাভ হইবে আমাদের এরূপ বোধ হয় না। তবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন তবেই রক্ষা।

মুরশিদাবাদের একজন পত্রপ্রেরক বলেন:—জেলা মুরশিদাবাদে থানা গোয়াসের অধীন ইসলামপুরে একটী হাট আছে। প্রতি সোমবার এখানে হাট হয়। এই হাটে ২।৩ দিবসের পথ হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ আগমন করে। প্রতি হাটে অন্যান্য দ্রব্য ব্যতীত ন্যূন কল্পে ১০।১২ হাজার টাকার রেশম বিক্রয় হয়। ইসলামপুরের তিন ক্রোশ ব্যবধানে একটী নীল কুঠি আছে। এই কুঠির অধ্যক্ষ সাহেব ও কর্ম্মচারীগণ ইসলামপুরের হাট ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবার বাসনায় ১৮৮০ অব্দের জুলাই কি আগষ্ট মাসে এই হাটের এক কি দেড় মাইল ব্যবধানে সোমবারে এক হাট বসাইবার উদ্যোগ করেন। নীলকর দুর্দ্দান্ত অত্যাচার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণকে হাটে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। পুরাতন হাট ৫০।৬০ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং লোকের তথায় থাকিবার নিতান্ত বাসনা। দুর্দ্দান্ত অত্যাচার প্রথম নীলকরগণ বড়ই অত্যাচার করুন যদিও প্রজাগণ তাহা সহ্য করিয়াও নূতন হাটে না গিয়া পুরাতন হাটে যাইতে লাগিল। হাটের পূর্ব্বরাত্রে (রবিবার রাত্রে) নীলকর দিগের লোকগণ হাটযাত্রী লোকদিগকে বলপূর্ব্বক নূতন হাটে লইয়া যাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় দুই বৎসর যাবৎ নীলকরগণ দৌরাত্ম্য আচরণ করিতেছে এবং গরিব প্রজাগণ মার খাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এ পথ ও পথ দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে পুরাতন হাটে আসিতেছে। ফাল্গুন মাসাবধি হইতে নীলকরগণের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত রাত্রে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কার্য্যানুরোধে জঙ্গীপুর যাইতেছিলাম। যখন আমরা ইসলামপুরের নিকট আসিলাম তখন ভোর হইল। এক স্থানে অনেকগুলি লোক দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম একটী হাট। হাট অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলাম, তিন চারিটী স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে, দুই জন লোক দৌড়াইয়া পলাইতেছে এবং ৫।৬ জন লোক লাঠির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোক কয়েকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবা আমরা আড়াই টাকার মাছ কিনিয়া লইয়া ইসলামপুরের হাটে যাইতেছিলাম। সাহেবের হাটে যাইতে অসম্মত হওয়ায় আমাদিগের সব মাছ কাড়িয়া লইয়াছে এবং আমাদিগকে মারিয়াছে। ঐ দুই জন মাছ লইয়া পলাইল, আর এই কয় জন সাহেবের লোক দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আমরা শুনিয়া অবাক। ইংরাজ রাজ্যে এই প্রকার অত্যাচার! স্ত্রীলোকগণ কাঁদিতে লাগিল, পাষণ্ডগণ হাসিতে হাসিতে অন্য বিক্রেতার অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমরা নিরুপায় কি করিব, কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গন্তব্য পথাভিমুখে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া গোয়াসের থানার নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৭ টা থানার উপরেই থানা। সুতরাং দেখিলাম একটী লোক কাঁদিতেছে। থানার এক জন কর্ম্মচারী বলিলেন "তোর বাড়ি কোথায় আমরা কি জানি? নূতন হাটে না যাবি।" প্রত্যেক হাট দেখিয়াছি, পথে লুট দেখিয়াছি সুতরাং মকদ্দমা জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাদিগের ন্যায় তথায়

...ঙ্গবাসী লোক অনেক ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ লোকটী এক গাড়ি কলাই লইয়া পুরাতন হাটে যাইতেছিল, ১৬। ১৭ জন লোক তাহাকে গাড়ি লইয়া নূতন হাটে যাইতে বলে। সে ব্যক্তি যাইতে অসম্মত হইলে তাহার গাড়ি লুটিতে আরম্ভ করে ইত্যাদি। পুরাতন হাট ভাঙ্গিয়া নূতন হাট বসাইবার চেষ্টায় জমীদারে জমীদারে কত কাল বঙ্গদেশে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটপাটহরণ ও একপক্ষের সম্পত্তির উচ্ছেদ মনুষ্য হত্যা ও সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতি নানা,যুক্তি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য ঘটিত কিন্তু তাহাতে এই এক লাভ ছিল, ভীরু জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগেরও বিলক্ষণ সাহস ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইত। কিন্তু এখন আর সে সকল নাই। সে উপকার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আজিও যে পুরাতন হাট ভাঙ্গিয়া নূতন হাট বসাইবার চেষ্টায় অন্যের সম্পত্তির উচ্ছেদ প্রভৃতি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য চলিতেছে অথচ রাজা তাহার নিবারণ করিতেছেন না এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সমাজ যখন অশিক্ষিতলোকে সংবদ্ধ হয় তখন শান্তিরক্ষার দিকেই রাজা ও প্রজা সকলেরই দৃষ্টি নিপতিত হয় কিন্তু ইসলামপুরের হাটের প্রতি সে দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না কেন?

একজন পত্র প্রেরক আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। নববিভাকর তাঁহার ৯ ই ফাল্গুনের পত্রে লিখিয়াছেন যে,বনগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক লোকের কথা শুনিতে পাইতেছেন। উক্ত ডেপুটী আমাদিগের নিকট নিতান্ত উদাসীন বা অপরিচিত নহেন। আমরাও তাঁহার সংবাদ পাইয়া থাকি এবং আমরা যাহা শুনি তাহা ও নববিভাকর যাহা বলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উক্ত ডেপুটী যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অনুরোধের অবাধ্য ও অত্যন্ত ন্যায়পর এবং কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ। এই জন্য বোধ হয় নববিভাকর অজ্ঞানবশে উল্লিখিত কথা গুলি তুলিয়াছেন, ও গুলি তাঁহার প্রলাপবাক্য।

মকদ্দমায় দুই পক্ষের এক পক্ষ বিচারপতিকে ন্যায় বা পক্ষপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে পক্ষ হারিয়া যায় সে বিচারপতি অন্যায় করিয়াছেন, বলিবেই বলিবে। হয়ত এই প্রকার কোন ব্যক্তি নববিভাকরের অনুগত, তাহারই কথাতে নববিভাকর প্রোক্ত কথাগুলি নিজ পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

যাহা হউক নববিভাকর যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অমূলক। কিন্তু সে জন্য আমরা নববিভাকরকে দোষী করি না, কেন না নিজ ব্যবসায়ের সাফল্য ও উন্নতির জন্য কে না কি বলে। তিনি যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ ও দূষণীয়।

নববিভাকর দেশীয় ডেপুটীদিগকে “ যাহকেই তাহকেই ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ অবজ্ঞা সূচক বাক্য। যে সব নববিভাকরের সংস্কার আছে, মান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা সূচক বাক্যে ও নীচ ভাষায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলেই আপনার মান ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উচ্চমনা ও ভদ্রমনা লোকের ইহার বিপরীত সংস্কার। নববিভাকর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি রামকৃষ্ণ শ্যামকৃষ্ণ ইত্যাদি অবজ্ঞা সূচক যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই অবজ্ঞাত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিজেরই নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে। + + + +

পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট ডাক্তার গোলাম মোহেনকে শিক্ষা সংক্রান্ত সভার সভ্য মনোনীত করাতে অনেক লোকে আপন অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন না। ইনি একজন ধনী লোক, অমৃতসরের শাল ব্যবসায়ী, ইনি এক বার বিলাতেও গিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেব সমূহ আনিতে কি বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাহা কেহ অবগত নহেন। সুতরাং বিদ্যোৎসাহী লোক ব্যতীত এ কার্য্যে সভ্য মনোনীত করা যে গবর্ণমেন্টের অকর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশীয় লোককে সাক্ষীগোপাল রাখিয়া উচ্চ শিক্ষার কোন অনিষ্ট করিলে তাহাতে আর কাহারও ওজরটী চলিবে না। আমরা “ছিটো” দেওয়া সভ্য চাহি না। সভার যে সকল দেশীয় লোককে সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে, তাহাতে নির্ব্বাচন-প্রণালীকে আদৌ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না, আমরা দেখিতেছি এ দেশের প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্বান এবং স্বাধীন মত প্রদানে সক্ষম লোক অল্পই মনোনীত হইয়াছেন, তাহাতেই উচ্চশিক্ষার অনিষ্ট আশঙ্কা আমাদিগের মনে পুঞ্জীভূত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন-টী বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যেমন মত লইয়া কাজটী পাকা করা হইয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ এ দেশীয় কয়েক জন ধনী লোকের মত লইয়া অনিষ্টকর কোন কাজ করিলে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না, অপেক্ষা বরং এক তরফা চলিয়া যায়। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশের লোকে সম্মানের প্রত্যাশায় অন্ধ হইয়া যাঁহার যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তিনিও সেই কার্য্যের ভার লইয়া তাহা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া দেশের অনিষ্ট করিয়া ফেলেন।

আমরা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নানা স্থান হইতে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাইয়া থাকি। মানুষ স্বভাবত আমোদপ্রিয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশের লোক। অতএব স্থানে স্থানে যে অভিনয় হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এটী নূতন সংবাদ বা বিশেষ আনন্দের সংবাদ নহে। তবে আমাদের একটী আহ্লাদের বিষয় এই যে, মধ্যে দিন কত কাল আমোদ সম্বন্ধে লোকের যে প্রকার কদর্য্যরুচি হইয়াছিল বহুপরিমাণে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ক্রমে আমরা রুচি মার্জ্জিত দেখিতেছি। এতদুপলক্ষে বঙ্গভাষারও সবিশেষ উন্নতিলাভ হইতেছে। এখন আমরা সচরাচর দুটী আমোদকর বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি। এক, অভিনয়,দ্বিতীয় যাত্রা। এক্ষণকার যাত্রা অনেক উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। এই যাত্রাকেও অনেক অভিনয়ের ভাব ও ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল আমরা মহিষাদলের দলের (যে দল এক্ষণে বাবু গোপালচন্দ্র রায় চালাইতেছেন) যাত্রা শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম তাঁহাদের সকল বিষয়েই কি অভিনয়, কি সঙ্গীত, কি সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণতা সকল বিষয়েই তাহারা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উন্নতি দর্শনে অনেকেই তাহাদিগকে বিশেষ রূপ পুরস্কার দিয়া থাকেন। ঐ দল, সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট হইতে একটী পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দল মুক্তাগাছায়, বাঁকুড়ায় ও পুটিয়ায় এক একটী পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের লোকেরা কদর্য্য যাত্রার ও অভিনয়ে উৎসাহ না দিয়া যদি উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট অভিনয়ের ও যাত্রার উৎসাহ দেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিশুদ্ধ আমোদ ভোগ হয় দেশের ও সবিশেষ মঙ্গল হয়।

আমরা বহুকাল অবধি ভারতবাসীকে অস্ত্রশস্ত্র দিবার ও তাহাদিগকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া আসিতেছি কিন্তু এতদিনের পর তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। দেশীয় সেনা সম্বন্ধে বিলাতে যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে অতঃপর সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া উচ্চ শ্রেণীর সামরিক কার্য্যে অবৈতনিকভাবে প্রবেশ করা হইবে। এটী পরম আহ্লাদের কথা, এই নিয়ম দ্বারা ভারতের সাম্রাজ্য এক দিকে যেমন সুদৃঢ় হইবে অপর দিকে তেমনি রাজার কর্ত্তব্যপালন নির্ব্বিঘ্ন হইবে।

বাদী [illegible] শারীরিক ও মানসিক এবং বিবিধ উন্নতি সিদ্ধ করা যায়, অতএব এটা সভ্যতার একটী অত্যাবশ্যক উপায়। অতীতকালের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় সকল রাজাই বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। এই [illegible] জাতি এক সময়ে যখন রোমক-দিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন তখন রোমকগণ তাঁহাদিগের বীরপনা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে অধিকারভাবে সৈনিককার্য্যাদি শিক্ষা দিয়া রাজ্যোচিত কার্য্যে [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে সময়ের যত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সকলের লোক চতুর্দ্দিকে প্রসারিত, এবং অস্ত্রশস্ত্র [illegible] [illegible] ইংরাজ আমাদিগের [illegible] বিলক্ষণ বুঝেন, তথাপি কেন [illegible] [illegible] ভারতীয় দিগের [illegible] [illegible] করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে যখন আইনের [illegible] এক এক জন [illegible] ও এক একজন [illegible] বিদ্যায় নিপুণতার বিষয় আলোচনা করিতেন তখন আনন্দে পুলকিত হইত। গবর্ণমেণ্ট এই [illegible] করিবার সময়ে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় ও পাইয়াছেন। আফ-গান যুদ্ধই বল, আর যাহাই কেন বল না দেশীয় সৈন্যদলের [illegible] বল। আর [illegible] যে কিরূপ বিশ্বাসী গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে তাহার [illegible] পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি কেন যে এই [illegible] দূরীভূত হয় না, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। ১৮৫৭ অব্দে কতকগুলি [illegible] সিপাহি দলে [illegible] [illegible] এক আশঙ্কায় [illegible] হইয়া উঠিয়াছে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিভী-ষিকা দেখিয়া সকলই আশঙ্কিত হইবেন কিন্তু সেটি সমূলক কি অমূলক তাঁহারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। যাহা হউক এক্ষণে যদ্রূপ [illegible] [illegible] [illegible] স্থির আশঙ্কা [illegible] [illegible] পক্ষে মহৎ মঙ্গল হইবে, তাঁহাদিগের অন্ন-[illegible] এটী একটী মহৎ উপায়।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ইংলণ্ড ও রুসিয়া একত্র হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] উহার বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

প্যারিস ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] অন্য সকল সন্ধির ছাত্রদিগের নিকটে এই ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন যে, জর্ম্মনির সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইউরোপের [illegible] [illegible] সৈন্য আছে, তাহাদিগকে তথা হইতে লইয়া [illegible] [illegible] অন্য শ্রেণীর লোক লইয়া সৈন্য দল করা হইবে, এইরূপ সংকল্প করা হইয়াছে

ভিয়েনা ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। একদল অষ্ট্রিয় সৈন্য [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোককে [illegible] করিয়াছে।

[illegible] ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। এখানে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সৈন্য [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের [illegible], [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] [illegible] হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] এই উপাধি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] এ উপাধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ২০ এ ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব করিবেন, [illegible]।

[illegible] ২০ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন, যে তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] সংবাদ আসিয়াছে যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি [illegible] [illegible] এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, [illegible] [illegible] ৪০ জনের কম হইবে, তখন [illegible] এক শত লোকের অধিক মত হওয়া আবশ্যক। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপত্তি করেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ বিষয়ে [illegible] [illegible] থাকে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ম আছে, [illegible] ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ত্রুটি ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডের [illegible] [illegible] এ বিষয়ে পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার বিষয় [illegible] থাকেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] এই কথা [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ম সকল পূর্ব্বকালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তিনি তাহা [illegible] [illegible], কিন্তু পরে [illegible] [illegible] এবং ঐ [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ঐ প্রস্তাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহেবের পদ [illegible] করিলে " [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আমরা [illegible] হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি।

[illegible] দেশীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, এখানকার [illegible] লোক [illegible] হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে, কতকগুলি লোকে [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] করিয়া নানা প্রকার অশ্লীল [illegible] প্রয়োগ করে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই গ্রামের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে। কর্তৃপক্ষ কি একবার ইহা দেখিবেন না?

বর্ষাকালে এখানকার নদীটী একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করা একান্ত কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। যদ্যপি কর্তৃপক্ষ কৃপা করিয়া [illegible] [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত একটী [illegible] রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে লোক জনের যাতায়াত এবং বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ মুক্তাপাধিরাজ বেলা ৫ টার সময়ে গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের সীমা প্রদেশে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হওয়াতে দেশীয় পদাতিক সৈনিকদলের কতকগুলি সৈন্যকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের ৭৭৫৮৩ টাকা ও পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানীর ১০১৬১২০ টাকা আয় হইয়াছে।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিয়ালদহ ছোট আদালতের কাগজ পত্র দেখিতেছেন। কাল কোর্ট কি থাকে কি না তাহারই পরীক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

ইষ্ট বেঙ্গল সলিসেটার চা-বাগিচা সম্বন্ধে ম্যানেজার ডিকিন্স সাহেব একদা তাঁহার বাঙ্গালার নিকটস্থ জঙ্গলে ব্যাঘ্র শীকার করিতে উৎসুক হইয়া কুলিদিগকে বন ঠেঙ্গাইতে বলেন। কুলিরা কোনক্রমে যাইতে চাহে না, কিন্তু সাহেব নাছোড়বান্দা হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যান। পরে স্বয়ং জঙ্গলের মধ্যে গিয়া একটী নিরাপদ স্থানে বন্দুক লইয়া দাঁড়ান, কুলিরা তখন বনে আঘাত করিতে থাকে। এমন সময়ে হঠাৎ একটী ব্যাঘ্র বহির্গত হইয়া একজন কুলিকে আক্রমণ করে, সাহেব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করেন কিন্তু সে গুলি তাহাকে না লাগিয়া কুলিকেই লাগে। পরক্ষণেই ব্যাঘ্র আর একজন কুলিকে আক্রমণ করে, সাহেব এবারও তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে কুলি মরিয়াছে। হতভাগ্যদিগের প্রাণ ও পরিবারের কিছু স্থির ছিল নাই আর উহাদিগকে [illegible] লইয়া যাইবার বড় জোর করিতে হয় না।

জামালপুরে লাইনে পাড়িওয়ালী আইন বিধিবদ্ধ করা না হয় এ নিমিত্ত জামালপুরের অধিবাসীরা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

কুইন্সল্যাণ্ডে গো মহিষ বিস্তর। ইহাদিগের দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারিলে অনেক স্থানে প্রচুর ঘৃতের আমদানী হইতে পারে। কিন্তু তাহারা আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে জানে না এই কারণে প্রস্তুত করিতে পারে না। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম এক সাহেব তাহাদিগকে এই কার্য্য শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে আমেরিকা হইতে কয়েক জন গোয়ালাকে তথায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল দ্রব্যের এক চেটিয়া করিয়াছিলেন তাহা ১৬ ই ফেব্রুয়ারি হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বকষ্টন সাহেব পুনায় অবস্থান কালে তত্রত্য সার্ব্বজনিক সভার এক জন প্রতিনিধি মোসলমানদিগের দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য একখানি বক্তব্য লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কথোপকথনের পর তিনি বক্তব্য পাঠ করিয়া দেখিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বক্তব্য যেরূপ তীব্র ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহার সংশোধন ব্যতিরেকে তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন না।

বৃষ্টির অভাবে মজঃফরপুরে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পুষ্করিণী ও কূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মাঠে তৃণ পর্য্যন্ত নাই। পশুগণের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। ক্রমে শস্যাদির বিলক্ষণ মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

লাহোরের সন্নিকটস্থ একস্থানে কতকগুলি লোক খনন করিতে করিতে মুসলমান সম্রাট আকবর ও সাজিহানের প্রচলিত কতক মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে সুইট্জারলণ্ডে ১১ টী ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন অনেক স্থান ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে।

বঙ্গাল ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল ফেড্রিক রাইন আর, ই, বোম্বায়ে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিবার অভিপ্রায়ে একখানি [illegible] প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সম্প্রতি [illegible] লইয়া এই বোম্বায়ে আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

সিবিল [illegible] লাহোরের [illegible] সহকারী [illegible] নিকট [illegible] এক জন হিন্দু স্ত্রীলোকের একটী বিষয় [illegible] তাঁহার অনুকূলে বিচার করেন, [illegible] তাঁহাকে কিঞ্চিৎ [illegible] প্রস্তাব করেন। [illegible] অবশেষে [illegible] এক দিন ৫ শত টাকা লইয়া গিয়া তাঁহার [illegible]। তখন [illegible] সাহেব [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিবার জন্য [illegible] আদেশ দেন। [illegible] হুকুম, [illegible] তাঁহাকে এখন [illegible] যে তাঁহার [illegible] পাঠাইয়া দিয়াছে।

মজঃফরপুরের [illegible] উইলিয়ম ডি. উইক্টন নামক এক জন সাহেব [illegible] অপরাধী হইয়া মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারে তিন বৎসরের এক মাস কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিচার কালে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে গত ১৮৮০ অব্দের ১২ ই ডিসেম্বর হত ব্যক্তি উইক্টন সাহেবের অধীনে কার্য্য করিত। সে ও তাহার স্ত্রী সাহেবের বাঙ্গালার নিকট বাস করিত। এক দিন তাহারা উভয়ে কলহ করিতে থাকে। ঐ ব্যক্তি রোষ বশে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে প্রহার করে, স্ত্রী আর্ত্ত হইয়া চীৎকার করায় সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঐ ব্যক্তির দোষ প্রমাণ হয়। [illegible] তিনি [illegible] ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দুই চারিটী ঘুসা [illegible] প্রহার করেন। তাহাতেই [illegible] মৃত্যু হয়। [illegible], সাহেব হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে মারেন নাই প্রমাণ হওয়াতে এই লঘু দণ্ড হইয়াছে।

জলের কল বৃদ্ধি করিবার জন্য ঢাকার মিউনিসিপালিটী এক লক্ষ টাকা ঋণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

পাটনা কালেজ ও তাহার অন্তর্গত স্কুল হইতে ছাত্রদিগকে আরবী ভাষা শিক্ষা দিবার প্রথা না উঠিয়া যায় স্থানীয় জন মুসলমানেরা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার জন্য রবিবারে একটী সভা করিয়াছিলেন।

শনিবারে রেউয়ার মহারাজ ও মহারাণী প্রাসাদকালে বিজয়রাঘব [illegible] কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

এখন [illegible] নিয়মেই অধ্যাপকদের চিঠি [illegible] পারেন। [illegible] গবর্ণমেণ্টের আর কোন [illegible] না। [illegible] সাহেবের [illegible] একজন [illegible] নিয়মানুসারে [illegible] চিঠি পর্য্যন্ত [illegible]। ইঁহাদের এমন অবাধ্যতা [illegible] কেন যে তাহা দুঃখী করিতেছে [illegible] নাই?

[illegible] লিখিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় [illegible], অধ্যাপকদের [illegible] তাঁহার [illegible] জন্য কার্য্য করিবার [illegible] হইয়াছে। তাঁহার প্রধান [illegible] হইতে [illegible] নাই। তিনি অনেক সময়ে [illegible]। তাঁহাদিগের [illegible] এক প্রকার বদ্ধ হইয়াছে।

শনিবারে টাউনহলে যে সভা হয় সেই সভায় কতকগুলি দেশীয় শিক্ষিত স্ত্রীলোক রাজনৈতিক বিষয়ে ও দেশপ্রেমী হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের একটী হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একজন ইউরোপীয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরিণয় কার্য্য ইউরোপীয় [illegible] মতে সম্পন্ন হয়। সম্প্রতি [illegible] বাস করেন। [illegible]

পরি শেষে তাঁহাদিগের পরস্পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়াতে স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। স্ত্রী তখন অসন্তোষের হইয়া স্বামীর নামে আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট এই মকদ্দমার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। বিচারপতিরা বলিয়াছেন তাঁহাদিগের পরস্পর বিবাহ অসিদ্ধ। তাঁহার সন্তান সম্পত্তির অধিকারী হইবে না। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম বিবাহিত স্বামীর স্ত্রী। অতএব তাঁহার আপত্তি কোন কার্য্যেরই নহে।

আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ে বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে। ৪। ৩০ মিনিটে যে ট্রেণ কলিকাতা হইতে ছাড়িত তাহা ৮। ৩০ মিনিটে ছাড়িবে।

টাইমস পত্র বলেন গবর্ণমেণ্ট ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে একচেটিয়া করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর সহিত দর দাম করিতেছেন। এত বড় বিপদের কথা। ষ্টেটকে লাভ হইবে সেইটাই কি গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিবে?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আসামে একটী কৃষিবিভাগ সংস্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যার রেলওয়ে হাইড্রলের সংযোগ স্থল হইতে বৃদ্ধি করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং মথুরায় যমুনার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছেন।

মান্দ্রাজ হইতে পুনরায় বোম্বাই হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজের কার্য্য করিতেছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের যখনি কোন বিচারপতি ছুটী লয়েন তখনই ইহাকে তাঁহার কার্য্য করিতে হয় কিন্তু এরূপ যোগ্য লোককে কি স্থায়ী পদ প্রদান করিলে ভাল হয় না। বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গবর্ণর অপক্ষপাতী লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব যখন অপরাপর হাইকোর্টে দুই এক জন দেশীয় লোককে স্থায়ী পদ প্রদান করা হইয়াছে তখন বোম্বাইয়ে আর কেন এই অসম্পূর্ণতা লক্ষিত থাকে।

আমাদিগের ভাগলপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন। কিছুকাল হইল এখানে ... আরম্ভ হইয়াছে। এতে বৃষ্টির অভাবে যে ... ফল হইল না, তাহাতে এখন বৃষ্টি হইলে ... হইবার সম্ভাবনা। ... হইতেছে, এ বৎসর বড় ... হইবে না। ... হইতেছে ... এ ... অধিক ... হইতেছে না। লোকের ... উদর ... দেখা যাইতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ... সংযোগ করিতেছেন।

... প্রস্তুত হই-

দেখেন। কি বাঙ্গালা কি মুদ্রা কোন বিষয়েই ইহা বিলাতের মধ্যের অপেক্ষা হীন নহে। ইহা এক্ষণে বাজারে বিক্রয় করিবার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। মহারাজ এই কার্য্যের জন্য একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী রাখিয়াছেন। এ মদ যোগ্য ... সেনাবাহিনীতে ব্যয় করিতে পারেন, কেননা এ মদ ... হয় আর এ আশা হয়।

অমৃতসর আর্য্যদিগের অবমাননার ... যে ... ছিল ... তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৮২। ৮৩ অব্দে যে টাকা রাজস্ব আদায় হইবে ইউরোপীয় মুদ্রার সহিত ভারতের বিনিময়ের প্রতি ... দেড় শিলিং ... ধরিতে হইবে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনার্স প্রথম বিভাগ—নবদ্বীপচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। ২ য় বিভাগ—যদুনাথ মজুমদার ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন। ঈশানচন্দ্র ঘোষ জেনেরল এসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউসন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন। যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। ৩ য় বিভাগ—প্যারিবিহারি মিত্র ও নীলমাধব মজুমদার হুগলী কালেজ। নরেন্দ্রনাথ অধিকারী প্রেসিডেন্সি কালেজ।

সংস্কৃত, ২ য় বিভাগ—আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত কালেজ।

আরবী ১ ম বিভাগ—হসমত উল্লা, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ।

ইতিহাস, ১ ম বিভাগ—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ঢাকা কালেজ। ভবানী দাস লাহোর কালেজ। ... ঘোষ, ঢাকা কালেজ।

দর্শন, ২ য় বিভাগ—রামমোহন সেন ও কালীপদ বসু প্রেসিডেন্সি কালেজ। ৩ য় বিভাগ—মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রেসিডেন্সি কালেজ।

পদার্থ বিজ্ঞান ১ ম বিভাগ—... ঘোষ হুগলী কালেজ। ... মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ। অঘোরনাথ চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। বিনায়ক ... মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ। ২ য় বিভাগ—বাবুলাল সাহা পাটনা কালেজ। রাম লাল সেন প্রেসিডেন্সি কালেজ। কেদারনাথ, লাহোর কালেজ। হরিলক্ষণ ...কর, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রসন্নকুমার বসু ঢাকা কালেজ। হরিদাস ভট্টাচার্য্য, রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রজনীচরণ সেন সংস্কৃত কালেজ। নগেন্দ্রনাথ মিত্র, জেনেরল এসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউসন। অক্ষয়কুমার গুহ প্রেসিডেন্সি কালেজ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বিভাগ—বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। ২ য় বিভাগ—কিশোরীলাল কাঞ্জিলাল হুগলী কালেজ। অম্বিকাচরণ সাহা ঢাকা কালেজ। নরেন্দ্রনাথ সেন ও নরেন্দ্রকিশোর বসু প্রেসিডেন্সি কালেজ। আশুতোষ সরকার ঢাকা কালেজ। সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, মহেশচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ পাটনা কালেজ। শ্রীনাথ সেন, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, তারকনাথ বসু প্রেসিডেন্সি কালেজ। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র হুগলী কালেজ। মুনিলবিহারি বসু ও দেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রেসিডেন্সি কালেজ। আশাসিংহ, পাটনা কালেজ। হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। কালিমোহন রায় পাটনা কালেজ। বিজয়গোপাল বসু, অম্বিকাচরণ লাল, ভগবতীচরণ আমজেদ, রামেশ্বর মণ্ডল, মাখনলাল সরকার, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রেসিডেন্সি কালেজ। চন্দ্রনারায়ণ রায় কৃষ্ণনগর কালেজ। সুধাময় ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, দীননারায়ণ দাস প্রেসিডেন্সি কালেজ। বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। অম্বিকাচরণ সেন ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পাটনা কালেজ। যাদবচন্দ্র সেন ঢাকা কালেজ। মির্জ্জা মহম্মদ ইসমাইল পাটনা কালেজ। মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনওয়ারিলাল কাজী প্রেসিডেন্সি কালেজ। কমলানাথ দাস ঢাকা কালেজ। গণপতি ... প্রেসিডেন্সি কালেজ। তারাপ্রসন্ন দাস ঢাকা কালেজ। মহেন্দ্রনাথ দাস, চন্দ্রকান্ত পাণ্ডে, দ্বারকানাথ বসু, উমাকান্ত রায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। শ্যামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ। যদুনাথ ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। মহিনীমোহন বসু, ভুজঙ্গধর মুখোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। তারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। প্রিয়নাথ মল্লিক, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ সেন, যদুনাথ গোস্বামী, শরচ্চন্দ্র পাল, হরিশচন্দ্র দাস, রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শশচন্দ্র লাহিড়ী, রামকুমার গুপ্ত, বিনোদবিহারী ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। দেবকীনাথ দাস ঢাকা কালেজ। যোগেন্দ্রনাথ বসু ও ভুবনমোহন দাস প্রেসিডেন্সি কালেজ।

গবর্ণমেণ্ট মানভূম হইতে তারকেশ্বর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ৬৫০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মান্দ্রাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভায় আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইবে।

প্রয়াগের কুম্ভমেলা উপলক্ষে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানীর ৯ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে।

গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের বেতন দিবার নিয়ম রহিত করাতে যোগ্য ইংরাজ সভ্য পাওয়া কঠিন হইয়াছে। অধ্যাপক আইন, এ এ, কে, ম্যাকফার্লেনকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উইলসন ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চার্লস টর্ণারকে উক্ত পদে মনোনীত করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাঁদিগের মত অদ্যাপি জানা যায় নাই।

আগামী এপ্রেল মাসেই ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগ ব্রিটিশ চিকিৎসা বিভাগের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে।

সিবিল মিলিটারি গেজেট সংবাদ পাইয়াছেন আমীর হিরাটের গবর্ণর আবদুল কোদস খাঁকে কান্দাহারের গবর্ণরের পদ প্রদান করিয়া হিরাট পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া বলেন, ইসা খাঁ তাঁহাকে তত্ত্বতা গবর্ণরী দিয়াছেন অতএব তিনি তাঁহার বিনানুমতিতে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমীর এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া কোদস খাঁর ভ্রাতা আবদুল সাদেক খাঁর প্রাণ বিনাশ করিয়া অবমানের প্রতিশোধ লইয়াছেন।

১০ ই মে সিমলায় দাবা খেলার সভা বসিবে। ভারতবর্ষের ভাল ভাল দাবা খেলওয়াড়দিগকে ইহাঁরা আমন্ত্রণ করিতেছেন। পৃথিবীর যেখানে যত ভাল দাবাখেলওয়াড় আছে তাঁহাদিগের সকলেই এই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

রুশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে দৃঢ়রূপে নৌসেনা রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন। আলবিক্টর নামক স্থানে টর্পিডো কামান প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কারখানা প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮০০০০ টাকার কল ক্রয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বিহার চম্পারণ করণ সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলেখ্য গত বৃহস্পতিবার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এ কার্য্য করা উচিত ছিল, এ সম্বন্ধে নানা প্রকার আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া চীফ জষ্টিসের পরামর্শ ক্রমে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মেজর বেরিংয়ের পত্নী অনেক সুস্থ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ২২ এ কুচবিহারে গমন করিয়াছেন। ৬ ই মার্চ্চ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

অতঃপর কলিকাতার শিল্প প্রদর্শনী সভা যাঁহারা দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা দুই আনা দর্শনী দিয়া যাইতে পারিবেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীলেরা গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করায় তিনি তাহাদিগের হাজার টাকার উপর মকদ্দমায় দাঁড়াইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

কুলিবিল লইয়া বিলাতেও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আদিমনিবাসীদের রক্ষার্থ সভা ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছেন এবং এই আইন নিবন্ধন হতভাগ্য কুলিদিগের কিরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটী সভা বসিয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি যাহাতে এই আইনের অনুমোদন না করেন, ইহাঁরা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয় তাঁহারা পার্লিয়েমেণ্ট সভাতেও উপস্থিত করিবেন।

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১২৭৫ খানি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র আছে। ইহার মধ্যে ইউরোপে ১৯৫৫৭ এবং উত্তর আমেরিকায় ১১৮০৫, ঐ সকলের মধ্যে ১৬৫০০ ইংরাজী ভাষায়, ৭৮০০ জর্ম্মন ভাষায়, ৩৮৫০ ফরাসী ভাষায় এবং ১৬০০ স্পেনীয় ভাষায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

গত সোমবার রাত্রি ৮॥০ টার সময়ে বাবু হরিমোহন রায়ের স্টীমার খাটাল হইতে ১০৮ জন আরোহী লইয়া মল্লিকের ঘাটে আসিতেছিল হঠাৎ গোলকের ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হয়। পুলিসের যত্নে ৯ জন নাবিক ও ১০৮ জন আরোহীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

মঙ্গলবার যুগীড়িয়ার ঘাটের কলে অগ্নি লাগিয়া অনুমান ২৮০০০০ টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হইয়াছে।

রুশের অত্যাচারে ব্রডি নগরের প্রায় ২০১১ ইহুদী অত্যন্ত বিপদদশাগ্রস্ত হইয়াছে।

গ্যাস কোম্পানী কলিকাতায় যে আলোক জ্বালিতেছেন তাহাতে সকলের কষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেকে বলিতেছেন ইহাতেই মেজর বেরিংয়ের পত্নীর পীড়া হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী ইহা নিবারণের উদ্দেশে কোম্পানীর নামে উকীলের চিঠি দিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর রাসায়নিক পরীক্ষক বলিয়াছেন উহাতে গন্ধক নাই।

গবর্ণর জেনেরলের সভার সভাগণ সিমলা গমনকালে অতঃপর পাথেয় ব্যয় পাইবেন।

১১ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান কার্য্য সম্পন্ন হইবে, লর্ড [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সাধারণ ও [illegible] বিভাগ।

১০ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] ডেপুটী [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] [illegible] হইবেন [illegible]

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] [illegible] করিবেন।

[illegible] ছুটী [illegible] ১০ ই মার্চ্চ হইতে [illegible] মাস [illegible] দিন অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

২১ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] [illegible] ১৩ ই মার্চ্চ হইতে [illegible] অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বাবু [illegible] ৩১ এ মার্চ্চ হইতে দুই মাস [illegible] গ্রহণ করিবেন।

চট্টগ্রামের [illegible] ডেপুটী [illegible] বাবু [illegible] [illegible] ডেপুটী [illegible] কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের [illegible] [illegible] মহকুমার [illegible] হইবেন।

বাবু [illegible] নিযুক্ত হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ১৩ ই [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] নিযুক্ত [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] হইলেন।

বাবু [illegible] নিযুক্ত [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] নিযুক্ত [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] নিযুক্ত [illegible] হইবেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং দ্বিতীয় [illegible] করিবেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible] প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ফৌজদারী আইনের [illegible] বিচার করি[illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কর্ণেল এচ, জে, [illegible] ১৮৮৮ অব্দের [illegible] [illegible] আইন অনুসারে [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ফেব্রুয়ারি। বাবু [illegible] মুন্সেফের [illegible] করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] বি, জি, [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]

[illegible]

মেট্রোপলিটন গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ স্থায় [illegible] নিযুক্ত হইবেন।

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দ [illegible] প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার [illegible] [illegible] মেদিনীপুর ও [illegible] অতিরিক্ত [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় ১৮৮২ অব্দের ১ লা ফাল্গুন হইতে [illegible] হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সোমড়া।

আজ কাল এখানকার চৌকীদারী ইউনিয়নের বড়ই গোলযোগ। গত বৎসর এপ্রেল মাস হইতে [illegible] মিউনিসিপাল ইউনিয়ন উঠিয়া গিয়া এই চৌকীদারী আইন প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইহার ভিতরে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সোমড়া [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] এই পাঁচ খানি গ্রাম লইয়া সোমড়া ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে প্রায় ৯০০ টাকা বাৎসরিক ট্যাক্স আদায় হইয়া থাকে। এই পাঁচ খানি গ্রামের শান্তিরক্ষার্থে প্রথমতঃ ১১ জন চৌকীদার নিযুক্ত হয়, কিন্তু এক্ষণে এক জনে ঠেকিয়াছে। ইহাতে কার্য্য কেমন করিয়া সুচারুরূপে চলিবে বলিতে পারি না; গ্রামে কোনরূপ অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে কে তাহার দায়ী হইবে? পঞ্চায়েতগণ আপনাপনার বিবেচনা করিয়াই ট্যাক্স আদায় ও চৌকীদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তবে এখন এরূপ বিশৃঙ্খলা কেন? কর্তৃপক্ষের বিনা হুকুমে তাহারা চৌকীদার ছাড়া হইলেন কেন? [illegible] কোয়ার্টারের ট্যাক্স সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে, কিন্তু যখন চৌকীদারের সংখ্যা কমিয়া গেল তখন এ টাকা যায় কোথা? প্রথমে মাসিক ৩৩ টাকা চৌকীদারের বেতন লাগিত, এক্ষণে ২৫ টাকা লাগিতেছে। মাসিক অবশিষ্ট ৮ টাকার কি পরিণাম হইবে? ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে ঠিক আইন মত কার্য্য হইতেছে; এক দিন বিলম্ব হইলেই যদি [illegible] আদায় করা যাবে, কিন্তু আসল কার্য্যে এ গলদ কেন? আশা করি আমাদের মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর [illegible] এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন।

[illegible] কথা বড়ই মিষ্ট লাগে। সোমড়া [illegible] আপনাদের সুপরিচিত [illegible] মাষ্টার গোপাল-

চন্দ্র ঘোষের আদরে ও যত্নে ধারাবাহিক কার্য্যে সাধারণে এত বিস্তৃত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সকলেই নিয়ত তাঁহার আমানত গতি প্রার্থনা করিতেছিলেন। এক্ষণে সাধারণের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বদলী হইয়া গিয়াছেন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তিনি দুই মাসের জন্য এখানে আসিয়াছেন. ইনি সদাশয় বংশোদ্ভব এবং এই অল্পকালের মধ্যে স্বীয় সচ্চরিত্রতা, ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় সাধারণের এত প্রীতিভাজন হইয়াছেন যে, সকলেই তাঁহার স্থায়িত্বের প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা অনুরোধ করি ডাকবিভাগের সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত মহাশয় দয়া করিয়া আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম গুপ্তিপাড়া নিবাসী বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রপতি মুস্তোফী মহোদয়ের ভ্রাতা বাবু চন্দ্রপতি মুস্তোফী মহোদয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। জমিদার ও প্রজাদিগের প্রতিনিধি হইয়া তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষা করে এত দিন ঐ সভায় এদেশের কোন ব্যক্তিই ছিলেন না এবং আমরাও এ অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। চন্দ্র বাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়াতে আমাদের সেই অভাব দূরীভূত হইল। আমরা প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশ প্রজার মঙ্গল বিধানে যত্নশীল থাকুন।

"[illegible]" ইহাদের অনাকাঙ্ক্ষিত সোমড়াতে একটী [illegible] খুলিয়াছেন। বহুদিনের পর আমাদের আশা সফল হইল। অনেকগুলি গ্রামের সাধারণ ইহাতে বিশেষ সুবিধা বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই। কারণ, ইহার দ্বারা অন্য পথে [illegible] আমাদের বড়ই কষ্ট হইত।

জামালপুর।

আমরা ইতিপূর্ব্বে জামালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকগণের কেমন বুদ্ধির বিষয় সোমপ্রকাশে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু যাহাতে সাধারণের উপকার হয় তদ্বিষয়ের বেশী আন্দোলন হওয়া উচিত; কারণ শিক্ষাবিভাগের ও রেলওয়ের কর্তৃপক্ষদিগের কর্ণগোচর হইলে উপকারের সম্ভাবনা বিধায় পুনর্ব্বার লিখিতে বাধ্য হইলাম। জামালপুরে প্রথমে যখন রেলওয়ে আফিসগুলি সংস্থাপিত হয় তখন এখানে বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায় না থাকায় স্কুলের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী গুপ্ত, বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহা-

সাহেব স্কুল হইতে জামালপুরে আসিয়া ঐ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। কেশব বাবুও তদনুসারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার মর্ম্ম রেলওয়ে কোম্পানী অনেককে প্রতিপালন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ কেরাণীদিগের মধ্যে অধিকাংশের এরূপ অবস্থা নহে যে বালকগণকে স্থানান্তরে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেন, অথচ জামালপুরেও কোন বিদ্যালয়াদি নাই; এ অবস্থায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষীয়েরা যদ্যপি গরিব বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন সাধারণের বিশেষ উপকার করা হয়। তাঁহার বক্তৃতায় রেলওয়ের বড় বড় সাহেব উহায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এক্ষণে সেই বিদ্যালয়টী আর গরিব বালকগণের জন্য নাই। কারণ কোন্ গরিব ২।৩টী ছেলেকে ৩ টাকা বেতন দিয়া পড়াইতে সক্ষম হইবে? অকস্মাৎ স্কুলের এরূপ বেতন বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন "ভূদেব বাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া নিম্ন শ্রেণীর জন্য দুই জন অতিরিক্ত শিক্ষক লইতে ও বালকগণের বেতন বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছে। ভূদেব বাবু দুই জন শিক্ষক লইবার কথা বলিতে পারেন, বালকগণের বেতন বৃদ্ধির কথা যে বলিবেন ইহাও বিশ্বাস হয় না। যদিই বলিয়া থাকেন তাঁহার আদেশ মত ২০ টাকার হিসাবে ৪০ টাকায় নিম্নশ্রেণীর জন্য দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেই হইত, তাহা না করিয়া ৪০ টাকায় একজন তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। দ্বিতীয় শিক্ষক ঐ বেতন পাইতেন বলিয়া তাঁর ও বেতন বাড়ান হইল সুতরাং প্রথম শিক্ষকের বেতন বাড়িল। গরিব কেরাণীদের গলায় ছুরী দিয়া এত বেতন বাড়াইবার ধুম পড়িল কেন? বিশেষ বেতনের মধ্যে জামালপুরের স্কুল এখন নিরুদ্বেগ হইয়াছে, এ বৎসর বেতন বাড়াইয়া শিক্ষকদিগকে উৎসাহ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই। আমাদের মতে ভূদেব বাবুর আদেশমত নিম্ন শ্রেণীর জন্য যেমন একজন শিক্ষক লওয়া হইয়াছে, সেইরূপ আর একটী শিক্ষক লইলেই স্কুলের এডেড রেলওয়ে কোম্পানীর সাহায্যে এবং বালকগণের বেতনে উত্তমরূপ চলিতে পারিত, সামান্য কেরাণীদিগের এত কষ্ট হইত না। স্কুলটীর একটী মেনেজিং কমিটী আছে। সেই কমিটীর সভ্যেরাই এইরূপ বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন উত্তম, আমরা এক্ষণে এইমাত্র চাই বালকগণের বেতন কমাইয়া দেন। বেতন কমাইলে যদ্যপি বিদ্যালয়ের ব্যয়-সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে পল্লীগ্রামের স্কুলের সম্পাদক ও মেম্বরগণকে যেমন সময়ে সময়ে টাকা দিতে দেখা যায় সেইরূপ বাকী টাকা তাঁহাদের এবং সম্পাদককে মাসে মাসে ঘর হইতে অংশ করিয়া দিতে হইবে। নচেৎ তুচ্ছ মেম্বর ও সম্পাদক থাকিবার আমরা কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।

বসন্তের সমাগমে এখানে বসন্তরোগের দেখা দিয়াছে। কোন কোন পল্লীতে ২।১টী করিয়া বালক বালিকার উক্ত রোগে মৃত্যু হইতেছে।

কয়েক দিন হইল সফিয়াবাদে এখানকার ভলেণ্টিয়ার দলের একটী ভোজ হইয়াছিল। সফিয়াবাদ জামালপুর হইতে বেশী দূর নহে। পূর্ব্বে এই স্থান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে থাকায় এবং ইহাতে একটী সরাই থাকায় অদ্যাপি কেহ কেহ ইহাকে সফিয়া সরাই কহে। ভোজের দিন জামালপুরের প্রায় যাবতীয় সাহেব সপরিবারে উক্ত স্থানে যাইয়া আমোদ উপভোগ করেন। ঐ দিন ঐ স্থানে কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি দেখান হয়। এতদ্ভিন্ন ক্রীড়া কৌতুক ও নাচতামাসায় বেশ আমোদ হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম একটী প্রাচীনা ও একটী বালিকা ঘোড় গাড়ি যাইতে পড়িয়া বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জয়পুরের মহারাজ মুঙ্গেরে আসিয়া সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনান্তর কিছু কিছু দান করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। যে রাজাকে বড় লাট, ছোট লাট প্রভৃতি সম্মান করেন তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ঐ দিন ষ্টেশনে না আসায় আমাদের আন্তরিক দুঃখ হইয়াছিল। এক্ষণে শুনিয়া সুখী হইলাম মাজিষ্ট্রেট মহোদয় ঐ সময়ে অসুস্থ হইয়াছিলেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে মুঙ্গেরে গোহত্যা উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহাতে এক জন মহাজনের ৬ মাস ও অপরাপর কয়েক জন হিন্দুর ৩। ৪ মাস করিয়া কারাদণ্ড হয়। উহাদের মধ্যে মহাজন জামিনে খালাস হইয়া ভাগলপুরে আপীল করিয়াছিল। সম্প্রতি আপীলের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীগিরিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় বা ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনায় বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উত্তম নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৸০ টাকা আর

...কল্প ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডা ক মাশুল ।৵০, পরাশর সংহিতা সটীক ৩।৵০, শব্দ স্তবাদ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০,ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৩৷০, গোপালতাপিনী ১, কলহায় বহত নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাজাবেলে বক্স পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দত্ত।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধচূর্ণ)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চক্রবেড়ে—ভবানীপুর
কলিকাতা।

—:o:—

মহাভারতের শেষ কবিতাংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ছয় খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৵০ আনা ডা ক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
নিমতলা ১২ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীরামধন বিদ্যারত্ন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ন-কোষ্ঠ, মাংস-কোষ্ঠ, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সম্বন্ধীয় সমস্ত করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীশিক্ষা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অম্লশূল, প্লীহা, গলাটিয়া, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অনেক স্থানের এজেণ্টরা স্বত্বাধীন করিয়া ঐ নামে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অস্নৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবহ্নেয়ো দুর্ভিক্ষেন ন ক্ষেপ্যো দুর্ভিক্ষং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৭ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

প্লীহা রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

জ্বাল দেওয়া সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, ভাকিনিবাস ভত্ত্ব অথবা গণেশ মহল্লা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল রায়—জব্বলপুর	৫৷০
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—জুনকোলিয়া	১০
" " রাসবিহারি চৌধুরী জমীদার হরিপুর	১২
" " মহাদেব বেরা—গোবিন্দপুর	৭
" " প্রমথকুমার দাস—দিল্লী	৭
জে, জে, দা মলেন স্কোয়ার—কলিকাতা	১৪৷০
এস, আর ভর্সাল স্কোয়ার—কলিকাতা	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারেই নিকট প্রেরণ করা হয় না।

সর্ব্বপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বহাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকেট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ । "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ।" ১৬ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল । ২৩এ ফাল্গুন । ইং ১৮৮২ । ৬ ই মার্চ্চ । | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন

উন্মাদিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত ঘটনা ! ! !—মাসিক পত্র ।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৸৵০ আনা মাত্র ।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীহরেন্দ্রলাল দাস ঘোষ ।

(কলিকাতা নর্থ সুবার্বন টাউন ১ নং কাশীপুর)

সাবধান ! সাবধান !

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত নিম্নলিখিত মহৌষধ গুলি খরিদ করিবার সময়ে ক্রেতাগণ প্রত্যেক শিশির উপরে লাল যে লাং রেজেষ্টরি করা "ইষ্টিনি কলম" কাশীশ্বরের মুখের লেবেল এবং লেবেলে কে, সি চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। ইহা যাহাতে না থাকিবে তাহা কৃত্রিম বলিয়া জানিবেন।

ঔষধের মূল্য ও নাম।

"শিবাক্ষর" তৃণ অর্শরোগের মহৌষধ মূল্য ৩ এবং ২ টাকা ডাক ৷৵০ । "শিবাক্ষর" বেশু বাতের মহৌষধ মূল্য ২॥০ টাকা ডাক ৷৴০ । "শিবাক্ষর" তৈল বাত মহৌষধ মূল্য ১ টাকা ডাক ৷৵০ । "শিবাক্ষরামৃত" শরীরের পারদ নাশক, মূল্য ৪ টাকা ডাক ৸০ । "শিবাক্ষর" বটিকা রক্ত রোগের মহৌষধ মূল্য ।০ ডাক ৵০ । "শিবাক্ষরামৃত" অম্ল রোগের মহৌষধ মূল্য ।০ ডাকে পাঠাইবার নহে । "শিবাক্ষর" জ্বর পুরাতন জ্বরের মহৌষধ মূল্য ৩ ও ২ টাকা ডাক ।০ ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সাবর্ণি পুস্তকালয়
পটলডাঙ্গা কলিকাতা ।

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH,
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

বাটী বিক্রয় ।

"বালিগঞ্জের টেলিগ্রাফের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (পুষ্করিণীর উত্তর বাহোলাপাড়ার) দুই বিঘার বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সমস্ত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলি ভবানীপুর চক্রবেড়ে।"

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন অঙ্গনায় পদ্ধতি, দেবতাদের মর্ত্তে আগমন, জগতের আদিম মানবজাতি ও মানবদের কোথায়, অদ্ভুত লৌকিক শব্দ, বঙ্কিম কবিতা, মঙ্গলচিন্তা, আলোকে আশীষ, সারদর্শন, শ্রীহরি মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাক প্রণালী, এই ১১ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফরমার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা ।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শুক্রতারল্য, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং অসংযতের জন্য মেহ, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সম্পূর্ণ ধাতুনির্গমন এবং প্রস্রাবে শাদা খড়ির ন্যায় তলানী পড়া ও অসংযমের দরুণ যোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক

অমৃত ।

প্রতি শিশির মূল্য ১॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ [illegible] ।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, পচনশীল ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হউক না কেন ইহা সেবনে শরীর শোণিত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কড্‌-লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী কবিরাজ সে ১০ নং ঠাকুরচাঁদ শিশুরির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

হণ্টর সাহেবের ভারত বিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে মহাত্মা হণ্টর সাহেবের ভারত বিবরণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার স্বীয় অসাধারণ অধীর পরিচয় দিয়াছেন, গুণগ্রাহী পাঠক মাত্রেই অদ্ভুত অতুল প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিগণ মহৎদের কদুয়ন্দে উপেক্ষিত হইয়া কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন, সুতরাং সমালোচকের যথার্থ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান স্মরণ থাকে না। সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন; কেন না হইবে, উক্ত সজ্জনের সাবধান শরীর বিদ্যাতে মগ্ন।

হণ্টর সাহেবের সংকলিত ভারতবিবরণে একপ্রকার অবস্থায় বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, এখানকার সমস্ত গ্রামের ও নদ নদীর নাম তাহাতে লিখিত হইয়াছে। যেমন ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ বস্তুর আপাদমস্তক সমস্ত আকার অবয়ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে ভারতের সমস্ত বিবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক গ্রাম ও নদনদীর এ প্রকার নাম আছে, যাহার ব্যুৎপত্তি একণে আমাদের বোধগম্য হয় না। অথবা, বিশুদ্ধ সংস্কৃত সূত্রানুসারে তাহাদের নামকরণ হয় নাই, অথবা অজ্ঞলোকেরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে যেমন তেমন এক একটা নাম রাখিয়া দিয়াছে, এখন তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃত অতি কোমল ভাষা, সংস্কৃত সূত্রের অসাধ্য সাধন কিছুই নাই; অতএব গ্রামাদির নামের রূপসিদ্ধিবিষয়ে যদ্যপি আমরা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত সূত্রসম্মত বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করি, তাহা হইলে সকলপক্ষে একটা মহাবিভ্রাট ঘটিয়া যায়।—আর কেহ যে গ্রামের এবং নদনদীর ও গ্রামাধিপতির নাম বুঝিয়া লইবেন সে উপায় থাকে না। আমরা দেখিয়াছি, "কোপাইনদী" "জোয়ালনদী" "দ্বারকেশ্বরনদী" প্রভৃতি নাম চলিয়া আসিতেছে। যদ্যপি সংস্কৃত সূত্রানুসারে এই সকল নামগুলি বিশুদ্ধরূপে লিখিত হয়, পাঠক! বলুন দেখি, কোন ব্যক্তি তবে বুঝিতে পারেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া উক্ত হণ্টর সাহেব গ্রামাদির নাম সঙ্কলন বিষয়ে অতি সরল পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যে শব্দগুলির বোধ সুগম হইবে, স্বীয় পুস্তকে তাহাই গৃহীত হইয়াছে। এই যুক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

একণে পাঠক! দেখুন, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রুচি; এ প্রকার পথ অবলম্বন সকলের অনুমোদনীয় নহে। সংস্কারিকে যেখানে অপসিদ্ধ শব্দপ্রয়োগ হইয়াছে, অনেকে তাহা দূষণীয় বোধ করেন। ভারতবিবরণের স্থলবিশেষে "কালনদী" নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। একণে "কাল" এই শব্দে বর্ণ বুঝাইলে তাহার সংস্কারে স্ত্রীলিঙ্গে "কালী" এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। এতজ্জন্যে শাস্ত্রবিদের অনেক লোক, হণ্টর সাহেব কৃত "কালনদী" পদ দূষণীয় জানিয়া নানাপ্রকার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদে আমরা কেবল যে বিস্মিত হইয়াছি, এমন নহে; প্রতিবাদকারীর ন্যায় কোন মহাপুরুষ "ভারত বিবরণ" সংকলনে ব্রতী হন নাই, তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। তাদৃশ ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমরা একখানি নূতন অভিধানের সাহায্য ব্যতীত গ্রাম এবং নদনদীর নাম বুঝিতে পারিতাম না। পাঠক! দেখুন, "কালনদী" আমাদের এই বঙ্গদেশেই আছে। যশোহর এবং নবদ্বীপের কালেক্টারেরা হণ্টর সাহেবকে এই নাম লিখিয়া পাঠান। হণ্টর সাহেব ছিদ্রান্বেষীদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত বৃথা মস্তিষ্ক চালন করেন নাই। ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই যে নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, যে নাম চিরকাল চলিত হইয়া আসিতেছে, সরলভাবে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাই না, বরং তিনি সমুচিত পথই অবলম্বন করিয়াছেন। একণে যদ্যপি "কালীনদী" এই প্রকার নাম লিখিত হইত, তাহা হইলে বঙ্গবাসীরা কখনই "কালনদী" বুঝিতেন না, তাঁহারা অন্য কোন পৃথক নদী মনে করিতেন। অতদ্ভিন্ন আরও দেখুন, বঙ্গভাষায় কি বিশেষ্য কি বিশেষণে কি সংস্কারে উপযুক্ত লিঙ্গভেদ নিয়ম নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীলিঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই পুং বিশেষণ ব্যবহৃত হয়, সংস্কারিক প্রতিও তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। অধিকন্তু, আরও "কালনদী" এই নাম কবে কি নিমিত্ত হইয়াছে, একণে তাহার প্রকৃত কারণ স্থির করিবার কোন উপায় নাই। এ স্থলে "কাল" এই শব্দ বিশেষ্য কিম্বা বিশেষণ তাহাই বা আমরা কি প্রকারে জানিব? কালবর্ণ উহার স্ত্রীলিঙ্গে সংজ্ঞা করিয়া "কালী" রূপসিদ্ধি না করিলে যে চলিবে না, তাহারই কারণ কি? যখন আমরা নদীটীর নামকরণের প্রকৃত কারণ জ্ঞাত নহি, তখন "কালী" এ প্রকার সংজ্ঞাই বা কেন করিব? "কাল" ইহাকে বিশেষ্য পদ স্বীকার করিলেও ত সমাসে "কালনদী" এইরূপ সিদ্ধি হইতে পারে? ব্রহ্মপুত্রঃ (ব্রাহ্মীদেবতাঙ্গুরা নদী সরস্বতী) স্বর্ণনদী (স্বর্ণাক্তা নদী—অলকনন্দা) যেরূপ সংজ্ঞা না করিয়া বিশেষ্যরূপে কাল শব্দকে গ্রহণ করিলে কালেনোপলক্ষিতা নদী—কালনদী; কালের কৃতান্তের প্রেরিতা নদী কালনদী, এরূপ বহুপ্রকারে উক্ত পদসিদ্ধি হইতে পারে। যাহা হউক, উক্ত নদীর নামকরণের নিগূঢ় তত্ত্ব কেহই অবগত নহেন, অতএব এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গেলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যে কারণ আমাদের মত এই, গ্রাম এবং নদনদীকে সাধারণ লোকে যে নামে ডাকিয়া থাকে, সেই নামই প্রচলিত থাকা সকলপক্ষে বিধেয়, নতুবা নানা বিষয়ে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। উপসংহারে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, হণ্টর সাহেব যে প্রকার বুদ্ধিবিলাসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যে একেবারে ভ্রমশূন্য হইয়াছে এমন কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু দুই একটী দোষ থাকিলেও তাহা সমস্ত সকল গুণরাশির মধ্যে অভিভূত আছে, সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ, গ্রন্থের অনুপম মধুর সৌরভ দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে; যাঁহারা গোলাপ বৃক্ষে কণ্টক দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন, পুষ্পচয়ন করিয়া তাহা কি ?—তাহারাই আঘ্রাণ লইবেন না। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, হণ্টর সাহেব স্বীয় সুললিত মধুর প্রবন্ধ দ্বারা সকলকেই তুষ্ট করিবেন, কিন্তু তিনি বধিরের মনস্তুষ্টির জন্য বীণাতে তান সংযোগ করিবেন না।

শ্রীমঃ—

ভবানীপুরের ফুটপাত ?

না

[illegible] ইংপাত।

কপালক্রমে যশোদা গোপাল পাইলেন। গোপাল ধেনু চরাইতেন,—বেশ কথা, গোপাল বেণু বাজাইতেন,—আরও ভাল; গোপাল রাখালবেশে রাখাল সঙ্গে খেলা করিতেন,—খুব ভাল; গোপাল পরের ঘর চুরি করিয়া [illegible] ভাঙ্গিয়া ননী খাইতেন;—ঐ ত কু! [illegible] ননীচুরি, [illegible], [illegible] গঞ্জনা, [illegible] বাগানের লাঞ্ছনা, [illegible] গোপালের চেতনা নাই,—ঐ ত কু! পরে খুড়া অক্রূর যখন [illegible] মথুরা [illegible] লইয়া গেলেন, তখন,—সকলেই খু! আর ননী চুরির নাই, ভাঙা ভাঙার নাই।

যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমাদের মিউনিসিপালিটীর একদশে যশোদা রাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সময়ে সময়ে উঁহার এক একটী আদরের আবদেরে গোপাল আসিয়া জুটে। গোপাল যে কখন কি আবদার ধরেন, এই ভয়েই গোকুলবাসির প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে?—নিম্নের কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

ভবানীপুরের সদর রাস্তায় ট্রামওয়ের জন্য লাইন স্থাপিত হওয়ায় পদব্রজী পথিকগণের সমূহ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ট্রামওয়ে স্থাপনের নিমিত্ত ঐ রাস্তা মেরামতের ভার উক্ত কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হওয়ায় ঐ কারণে [illegible] টাকা ব্যয়ে লোকদিগের সুগমার্থ রাস্তার একপার্শ্বে ফুটপাত বা পদপথ প্রস্তুত হইতেছে। আমরা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ঐ ফুটপাতে লোকের [illegible] উৎপাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন যে এরূপ [illegible] [illegible] হইতেছে, [illegible] [illegible] আছেন। লোকের চলাচলের সুবিধার নিমিত্ত যদি ফুটপাত [illegible] না হইল, তবে এ "[illegible]" লোকের ফুটপাতের দর কার কি ছিল?—[illegible]?—ইহা ও কথা [illegible]?—[illegible] এ [illegible] কেন? একে ঐ ফুটপাতের অধিকাংশ স্থলই সংকীর্ণ, তাহার মধ্যে আবার [illegible] কোন স্থল এত সংকীর্ণ যে, সেই সেই স্থল দিয়া লোক যাতায়াত দূরে থাকুক, ফুটপাতের পাশের [illegible] ভাবের স্থানও সঙ্কুলান হয় নাই। [illegible] ঐ ঐ স্থলে পদব্রজী পথিকেরা কি কৃপথে [illegible] করিয়া কষ্টপদ গোপন করিবে, না [illegible] পাথরের পঙ্ক্তি দেখিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া [illegible] গ্রহণ করিবে? থাক, অবার এ কথা এই [illegible]। পাঠকগণ এখন একবার নন্দরামের দিকে চলুন। ভয় নাই!—পাকা হইয়াছে। পারিস নগরের ন্যায় অনেকগুলি রাস্তা উঁহারা [illegible] পারিয়াছেন। [illegible]—[illegible] ও ফকীরের, মজুর ও [illegible], [illegible] ও মহতাবের, রেলওয়ের ও প্রাক্টিশনরের [illegible] ও কমিশনারের জন্য [illegible]।

যে স্থলে রাস্তার পার্শ্বে সরকারী জমী আছে, সে স্থলের কথা স্বতন্ত্র। যে স্থলে নাই, সে স্থলে অধিস্বামী স্বত্বের চাতুরী খেলা হইতেছে। তিনি কথায় [illegible] জমির উপরেই নন্দরামের একটী [illegible] হইয়াছে, যেমন [illegible] হইয়াছে, অমনি [illegible] ধরিয়া তাহাকে বলা হইয়াছে যে "তুমি সরকারী নন্দরামের জমীর উপর কোন অধিকার করিতে পারিবে না, করিলে তোমার উপর আইন আমলে আসিবেক।" বল পাঠক! এ বাবু [illegible] কি? [illegible] কি ঘরের দিয়া চোর হইল? [illegible], [illegible] আর নাই। [illegible] এক [illegible] হয়। [illegible] এখনও বলা হয় নাই। কালীঘাট সদর রাস্তার নন্দরামের উপর সারি সারি অনেকগুলি [illegible] বাড়ী ছিল, অথচ [illegible] দিয়া [illegible] জল চলাচলের বা নন্দরামী পরিষ্কারের কোন প্রতিবন্ধক ছিল না, তথাপি [illegible] ফুটপাত করিবার [illegible] একরূপ স্থির করিয়াই সে [illegible] [illegible] দিয়াছেন, অথচ এ স্থানের ফুটপাতের এখনও সূত্রপাত হয় নাই। [illegible] জিজ্ঞাসা করি, ঐ সব [illegible] দোষাদের দায়ী কে হইবে? [illegible] না মিউনিসিপালিটি? আর এক কথা যে যুক্তি, যে আইন, যে [illegible] ও যে উদ্দেশে [illegible] সদর রাস্তার [illegible] উপরের [illegible] ও [illegible] [illegible] হইয়াছিল, ঠিক সেই যুক্তি, সেই আইন, সেই [illegible] ও সেই [illegible] [illegible] সদর রাস্তার উপরের [illegible] ও [illegible] [illegible] না হয় কেন? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নন্দরামী [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে, কালীঘাটের [illegible] [illegible] হইল না কেন? অথচ যে স্থানের ফুটপাতের এখনও কোন সম্ভব নাই। ইহাকেই কি বলে কাণা [illegible]? [illegible] কখনও [illegible] নয়, [illegible] পৃথিবীর ন্যায়, বিস্তীর্ণ জলরাশির ন্যায় উহা ছোট বড় সকল কেই সমান ভাবে সমান যত্নে গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে যে আমরা উহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই, তাহা কি [illegible] দোষে নহে? আর এক কথা নন্দরামে ফুটপাত হইবার পূর্ব্বে রাস্তার নন্দরামের [illegible] [illegible] [illegible] আয়াস কাটি ও [illegible] [illegible] এক একটী [illegible] ছিল, নন্দরামী পরিষ্কারের [illegible] [illegible] এ প্রকার [illegible] থাকিত। এক্ষণে [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] লোকের [illegible] দোকানদারগণ যে সুবিধাটুকুর ভোগে ছিল তাহা গেল। অতএব নন্দরামের নিকট বসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] পুনর্ব্বার [illegible] করিবে [illegible] করিয়া [illegible] ও [illegible] দ্বারা নন্দরামা পার হইয়া দোকানে যাওয়া আসা করিবে, তাহাদের জন্য যদি অনুগ্রহ করিয়া সে স্থানে একবার [illegible] না করিলে দোকানদারদের অনেক [illegible] হইবে। এক্ষণে আমরা মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষগণের সমক্ষে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহারা যেন নিয়মক কর্মচারীদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

[illegible]—

সোমপ্রকাশ

২৩ এ ফাল্গুন সোমবার।

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] কোন কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] দেখিতে পাইতেছি। [illegible] যখন [illegible] [illegible] আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়ে [illegible] [illegible] রাজাদিগের নিকট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ সব সামগ্রী [illegible] তাহাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিতেন। আমাদিগের [illegible] [illegible] কথা আর [illegible] বিবেচনা করেন এবং তাহা যে বিষয় [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবগত আছেন, তথাপি তাঁহারা যে [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] মনে [illegible] [illegible] ও দুঃখ [illegible] থাকে। যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবগত নহেন, তাঁহার [illegible], [illegible] [illegible] উপেক্ষণীয় কিছু [illegible] [illegible] [illegible]-

[illegible] কার্য্য করেন তাহার কোন উপেক্ষণীয় নহে। কারণ জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। [illegible] জীবন ও ধন, [illegible]। রাজা [illegible] হইলে অন্যায়াচারক ব্যক্তিদিগকে [illegible] করিতে তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে অথবা তাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রীয় বিধান রাজাদিগের দেখিতে পাওয়া যায়। আর মুসলমানেরাও এই কারণেই পরাধীনতাকে পাপ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মনুর বচন আছে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া হত হয়, তাহার [illegible] পোষণ কর্ত্তা প্রভুর যে কিছু পাপ থাকে সে ব্যক্তি সে সমুদায় প্রাপ্ত হয়। [illegible] ছিল, শত্রুকে যত দোষের উপর স্থাপন করিবে না তত শত্রুর দোষের উপর [illegible] করিবে [illegible] পুত্রশোক করাইবে না। এ ব্যক্তির তাৎপর্য্য এই, পরাধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা মরণেও বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতেও গৌরব আছে। কিন্তু যে রাজা প্রজাপালনের রীতি জানেন তিনি বিজিতের সহিত আত্মবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বজাতীয় রাজাই হউন আর বিজাতীয় রাজাই হউন, উৎপীড়ক হইলেই [illegible] হয়, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পড়ে এবং রাজাকেও নানা প্রকার কষ্ট দেয়।

পাঠক! আমরা এস্থলে ইংলণ্ডের ইতিহাসকেই উদাহরণস্থলে গ্রহণ করিতেছি। ইংলণ্ডে যিনি যিনি রাজা হইয়াছেন প্রায় তিনিই আরম্ভে মুসলমান সম্রাটদিগের ন্যায় [illegible] নানা অত্যাচার ও [illegible] করিয়া আপনাদিগের বাহুবল দেখাইয়াছেন। কিন্তু রাজ্য এদের বংশধরগণে ইহা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায় এবং অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় রাজার প্রজারঞ্জন হইয়া অবধি এক প্রকার [illegible] হইয়া আছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অধীন ভারতের প্রায় সকল প্রকার উপদ্রব শূন্য হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে [illegible] যে দুই একটি বিশেষ [illegible] পরিচয় প্রদান করেন তাহাই আমাদিগের নিরাশ ক্ষোভ ও পরিতাপের কারণ হয়। বাবু লালমোহন ঘোষ সে দিন ইটিনহলে বক্তৃতাস্থলে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাই অদ্য আমাদিগের এ প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। অতএব নীতিবচন অন্যত্র হইলে এবং উদার মতাবলম্বী দলে পড়ে হইলে আমরা যেরূপ মনঃকষ্ট [illegible] কার্য্যে তাহা না হইতে তিনি যেরূপ মুক্ত হৃদয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার সহিত আমরাও এ স্থলে বলিতেছি—

[illegible]।
[illegible] ॥

মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা দূরগত হইল, যাহা কল্পনা করি নাই তাহাই ঘটিল। বিলাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মনে নানা প্রকার সুখের আশা জন্মিয়াছিল কিন্তু এক ভূসম্পত্তি প্রভৃতির উপর হইতে [illegible] থাকিয়া তাহা ভুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হয় তাতে ও এ দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসালয়ে হইতে বঞ্চিত এবং [illegible] পুনঃস্থাপিত করিবার সংবাদে আমাদিগের আশালতা শুষ্ক হইয়াছে।

কনসর্ভেটিব গবর্ণমেণ্টকে যে সময়ে অপদস্থ করিয়া উদারনৈতিক দল সমস্ত হইয়াছিলেন সেই সময়েই আমরা বলিয়াছিলাম যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। তাহার পর যাহা কিছু দেখিলাম সে কেবল আমাদিগের উজ্জ্বল গবর্ণর জেনেরেলের অপ। বাবু লালমোহন ঘোষও এই উদার মতাবলম্বীদের একজন পোষক ব্যক্তি। কনসর্ভেটিব গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে ভারতবাসীর অস্থি যখন চর্ব্বিত হইয়াছিল, সেই সময়ে লিবারেল গবর্ণমেণ্ট পদস্থ হওয়াতে আমরা সকল দুঃখ ভুলিয়াছিল কিন্তু [illegible] তাহা ঘটিতে বিলম্ব দেখিয়া যখন ভারতবাসীরা ভগ্ন হৃদয় ও আশার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল তখন লালমোহন বাবু তাহাদিগকে লিবরেল মধুর ফল দেখাইয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই আবার নব [illegible] বর্দ্ধিত অন্তঃকরণে লিবারেল গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে [illegible] অপূর্ণ থাকা নিবন্ধন দুঃখসহ অনুযোগ করিয়াছেন। লর্ড রিপন মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন উঠাইয়া দেওয়াতে ও এ দেশে আত্মশাসন প্রণালী বিস্তার করিতে অভিলাষী হওয়াতে তিনি তাঁহার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, দেশে আজিও অনেক কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহা রহিত করিতে না পারিলে সম্যক অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। পক্ষপাত দূষিত অস্ত্র সংক্রান্ত আইন আজও বিধিবদ্ধ থাকাতে গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক হইতেছে। এ দেশীয়গণ যাহাতে সিবিলিয়ান হইতে না পারেন পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট তদভিপ্রায়ে যে দূষিত নিয়ম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহা বিলক্ষণ দোষাবহ স্বীকার করিয়াও আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখিয়াছেন। দেশীয় জজদিগের বেতন হ্রাস করায় যার পর নাই অন্যায় হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের তুল্য ক্ষমতাবিশিষ্ট থাকিয়াও তাঁহাদিগের সহিত সমকক্ষভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন অথচ তাঁহাদিগের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ মাত্র প্রাপ্ত হন, তাহার উপর আবার হ্রাস করাতে অন্যায় করা হইয়াছে। ভূসম্পত্তি প্রভৃতির শুল্ক রহিত করিলে এ দেশীয়দিগের অর্থ অপহরণ করিয়া ইউরোপীয় বণিকদিগের উদর পূর্ণ করা হইবে মাত্র। এই সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়া উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, এ দেশীয়দিগকে শাসন করিবার জন্য আইন প্রণয়নকালে দেশের উপযুক্ত লোকদিগকে গ্রহণ করা হয় না। সত্য বটে কয়েক জন দেশীয় লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দেশের উপকারের দিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহারা কেবল রাজপুরুষদিগের মতের অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের সৃষ্টি ও বিলোপ দেখাইয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা লর্ড লিটনের সময়ে উহা বিধিবদ্ধ করিবার বিষয়ে মত প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার লর্ড রিপনের সময়ে উহার বিলোপ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকটে উপাধি লাভের আর একটী অনিষ্টের মূল। উহা দ্বারা লোকদিগকে অযথা কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করা হইতেছে।

আমরা দেখিতেছি বাবু লালমোহন ঘোষ উপরি উক্ত বাক্যগুলির উল্লেখ করিয়া যে অনুযোগ করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। ভারতবাসীরা এ বিষয়ে বহু আন্দোলন করিয়াছেন। তাঁহার কথায় এক বিন্দুও অত্যুক্তি নহে। তিনি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভগ্নমনোরথ হওয়াতে তিনি সরলভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। অতি আশায় নৈরাশ হইলে অন্তঃকরণে যেমন গুরুতর আঘাত লাগে, তাহার ঠিক তাহাই লাগিয়াছে। তিনি [illegible] যাহা বলিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত অন্যায় কার্য্যগুলির সমষ্টি করিলে একখানি বৃহৎ ইতিহাস হইয়া পড়ে। [illegible] ইংরেজ জাতির হস্তগত হওয়া অবধি [illegible] অত্যাচারের নিয়মাদি যত কিছু হইয়াছে, তাহার দুই একটী ব্যতীত সকলগুলিই অবিকৃতভাবে আইন পুস্তকে বিরাজ করিতেছে। যিনি নূতন গবর্ণর অথবা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন, তিনিই এক একটী ভাল মন্দ আইন জারি করিয়া আপনার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী গবর্ণর অথবা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যেখানে তাহার কিছু সংশোধন করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন, সেই স্থানে তিনি তাহার যৎকিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া

আমাদিগকে আপনার কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক প্রকার আইন হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ভারতবাসীর পার্থ্য পরিবর্ত্তনের উপায় নাই। ভারতের সৌভাগ্যক্রমে যখন কোন ক্ষম শাসনকর্ত্তা আসিয়াছেন, তিনি যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া কেবল নূতন অনিষ্টকর আইন প্রণয়নে নিবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু অনিষ্টকর আইনগুলি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। এই কারণে আমরা লর্ড রিপনের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি একবার সকল বিষয়ের সংস্কার করিয়া [illegible] মূল উন্মূলন করুন। অতীব দুঃখের বিষয় এই, যেন্ট [illegible] জন্য আইনের যেমন উচ্চ বিশেষ সেরূপ দেশীয় বিচারপতিদিগের কেন্দ্রে [illegible] অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা না দেওয়াতে ভারতবাসী আক্রান্ত হন। তাই বল গবর্ণমেণ্ট যাবৎ এই উচ্চ বিশেষ করা উচিত না করিবেন, তাবৎ আমাদিগের অভ্যুত্থানের শেষ হইবে না। এই নিমিত্তই আমরা উপরে বলিয়াছি গবর্ণমেণ্ট আর কত কাল এরূপ অন্যায় রক্ষা করিবেন।

বাতুল হওয়ার কারণের বিধি।

অত্যুন্নত সভ্য সাম্প্রদায়িক শাসনকর্ত্তাদের হস্তে আপনাদিগের অতীব গর্হিত ও সদযুক্তি বিরুদ্ধ, তদ্বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম; বোম্বাই পাঠকবর্গ এখনও তাহা বিস্মৃত হন নাই। কেবল যে প্রাণদণ্ডের নিষ্ঠুরতার বাহিত অত্যুক্তম তাহা আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি, এমন নহে; বরং বাতুলতারের জন্য উপায় অবলম্বন করিলে যথার্থ অপরাধী পার পরে শাস্তি পাইতে পারিবে তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। [illegible] [illegible] অপরাধীর ও কথাই নাই, বিচারপতিকেও [illegible] হইতে হয়; অনেক জানিয়া শুনিয়া, অপরাধ [illegible] [illegible] দিবার [illegible] [illegible] অবলম্বন করিয়া এবং তাহার পক্ষকৃদের [illegible] প্রমাণ এবং সাক্ষ্য [illegible] করিয়া তবে [illegible] প্রমাণ করিতে হয়। আমরা [illegible] [illegible] বিস্তর অপরাধী অব্যাহতি পাইয়া থাকে। বাস্তবিক বিচারপতিরা যে সুখ অবলম্বন করেন, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়। প্রাণদণ্ড বড় বিষম কথা; একবার ভ্রম হইলে তাহার নিবৃত্তি হইলে মানুষের সমস্ত [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে,—কোন উপায়ে আর মৃতদেহে প্রাণদান করা যায় না। অতএব বিচারকালে মনে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ উদয় হইলে বিচারপতিকে কি অবধি সতর্কতা ও সাবধান হইতে হয়, পাঠক! তাহা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন। তাঁহার বিবেচনার উপর এক জনের জীবনের আশা নির্ভর করিতেছে; কি জানি পাছে ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ নিরপরাধী ব্যক্তি দণ্ডিত হন, অথবা তাঁহাকে পাছে পাপ অপরাধীর অনুকূলে থাকিতে হয়, সতত তাহার মনের উদ্বিগ্ন হইলে আর তিনি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারেন না। এইরূপে শত শত যথার্থ অপরাধী ব্যক্তি নিষ্কৃতি পায়।

আমরা শুনিয়াছি, একবার এক বিচারপতির সমীপে একটী দশবর্ষীয় বালক এক হত্যাকাণ্ডের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়াছিল। বিচারপতি সহজেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যথার্থ অপরাধী বলিয়া জানিতে পারিলেন; কিন্তু সে মকদ্দমার অন্য কোন সাক্ষী ছিল না তজ্জন্য জজ সাহেব এই রায় প্রকাশ করেন যে—"অভিযুক্ত ব্যক্তি যথার্থ অপরাধী তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইল, কিন্তু বালকের কথার সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া আমি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের অনুমতি দিলাম।" হাইকোর্ট এই রায় ফিরাইয়া দিলেন,—"আপনি যখন বালকের কথায় নির্ভর করিতে পারিলেন না, তখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডই বা কেন হইবে? অপরাধী বিনা দোষে মুক্তি পাইবে।" পাঠক! দেখুন, কি সর্ব্বনাশের কথা! একজন লোকের নিষ্ঠুর আঘাতে যাহা অন্যায় প্রাণবধ হইল, কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইল। [illegible] [illegible] প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকে না, [illegible] সাবধান হইয়া [illegible] আপনাদের [illegible] [illegible] [illegible] করিতে যায়; অতএব [illegible] [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিযোগেই [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি অপরাধীকে নিষ্কৃতি দেন।

আমাদের বিবেচনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রমাণে [illegible] [illegible] অভিযুক্ত ব্যক্তিকে [illegible] কোন প্রকার [illegible] করিতে পারেন, তাহাতে যথার্থ অপরাধীরা পুনঃ পুনঃ মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় না। আমরা দেখিতে পাই বিলাতেও বিস্তর অপরাধী নিষ্কৃতি বলিয়া অব্যাহতি লাভ করে। ইংলণ্ডে এবং ওয়েল্‌সে অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কত জন মুক্তি হয়, পাঠক! আমরা তালিকা দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

অভিযুক্ত নিষ্কৃত উন্মত্ত বলিয়া রক্ষিত কারারুদ্ধ

১৮৫৭-৬১	১১১	১৭৭	৫০	২৬
৬২—৬৬	২০৪	১৫৩	৪৮	১১৪
৬৭—৭১	২১৩	১৬১	৪৮	২৪
৭২—৭৬	১৯২	১৩৪	৩০	১১৮
৭৭	৭০	২৪	১১	৩৪
৭৮	৫১	২৭	১১	২০

এতদ্দ্বারা বাতুলতার অপরাধীর মধ্যে অল্প ব্যক্তি রক্ষিত হয়। বিলাতের বিচারপতিরা স্বীকার করেন যে, প্রাণদণ্ডের আর প্রয়োজন নাই; অপরাধী একবার দণ্ড পাইলে তাহা কিছুতেই ফিরে না। অতএব অপরাধীরা ভান করিয়া উন্মত্ত হইলে অনেক সময়ে প্রাণ [illegible] [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর [illegible] "বাতুলতা এবং অপরাধ" (Insanity and crime) এবং "অভিযোগে বাতুলতার আপত্তি" (Plea of Insanity in Criminal cases) শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে [illegible] [illegible] উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৬১ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপায় থাকে না। [illegible] বিচারপতিগণ [illegible] [illegible] [illegible] করেন; কিন্তু আইন মতে যদ্যপি অন্য শাস্তি দিবার উপায় থাকে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলে বিচারপতিরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধী [illegible] অপরাধী অব্যাহতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিচারকগণ [illegible]

সন্তান হত্যার নিমিত্ত পদার্থে মধ্য বাজে যোজনা করেন, সুতরাং বিভিন্ন গরম হইয়া উঠে, সে কারণ তন্মধ্যে মাত্র এ স্থলে শাসন অধিক, অতএব মন্তব্যর আপত্তি দেখাইলেই তাহা বিবাদযোগ্য হয়। যাহা হউক, অন্যান্য সামান্য অপরাধে লোকে শাস্তি পাইয়াছে, কিন্তু প্রোফেসোরের সার সর এটি অতিশয় গুরুতর অপরাধ করিয়া লোকে নিস্তার পায়, ইহা দেখায় ক্ষোভের বিষয়। একমাত্র বঙ্গের প্রধানী ইহার মূল্য করেন। আমরা তাই বলি, যে মতের অস্থির প্রকৃতি দুষ্ট বিচারপতিগণ শাস্তি হইয়া দীর্ঘ কারাবাসনকালে ঔদাসীন্যভাবে অবলম্বন করেন এবং সামান্য সন্দেহের অনুরোধে বহুসংখ্যক অপরাধীকে মুক্ত করিয়া দেন, সে প্রকার বঙ্গের ব্যবস্থা কি প্রচলিত রাখা কর্তব্য? যেমন নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত, তদ্রূপ অপরাধীকেও নিষ্কৃতি দেওয়া অবিধেয়। অতএব প্রোফেসরবিধি সত্বর পরিবর্তিত করিয়া অন্য বিধি ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে আবশ্যক হইয়াছে, সবিবেচক রাজপুরুষগণ ইহার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

মহীশূরের দুরবস্থা।

মহীশূর রাজ্যে যে প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মাত্র বিবরণ আমরা পাঠকদিগকে পূর্বে জ্ঞাত করিয়াছি। কিন্তু ষ্টেট্স-ম্যান পত্রে গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার অবৈধ আচরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ ও চিন্তা করিলে কণ্টকিতকায় হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের ও গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিদিগের গূঢ় দুরভিসন্ধির তাৎপর্য কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু যে প্রকার অসদ্ব্যবহার, তাহাতে আমাদের সভাজন গবর্ণমেণ্টের শুভ্র নামে কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

মহীশূরের একজন সংবাদদাতা নাইট সাহেবকে লেখেন যে,—১৮৬৮ সালে মেজর ইলিয়ট, চন্দ্রাদুর্গ এবং অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত লোকের সমক্ষে তারা মুক্ত মহীশূররাজের স্বর্ণ টেবিলপাত্র এবং বহুমূল্য অলঙ্কারাদির ৩৬০০০০০ ছত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্য নিশ্চিত হয়। ঐ সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের জিম্মায় ছিল। অনেকগুলি অলঙ্কার উপর্যুপরি দুই বা মূল্যবান মণিতে খচিত ছিল। নিম্ন শ্রেণীর প্রস্তর দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রস্তরের জ্যোতি অতিশয় উজ্জ্বল ও শোভাবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্য দুইটির মধ্যে নিবেশিত থাকে। ঐ সমস্ত অলঙ্কার ক্রমশঃ মাদ্রাজে প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় উপরের মণিসকল উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, এবং নিম্নের প্রস্তরগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া নিম্ন ভাগের নিম্নে চিক্কণ সোণালী কাগজ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং উহার জ্যোতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বহুমূল্য প্রস্তর উঠাইয়া লইয়া অলঙ্কারগুলির সংশোধনের পর পুনর্বার মহীশূরে আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরো বিস্তর বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল, মহীশূর রাজ্যেই মাদ্রাজী শিল্পী তাহার মূল্যবান প্রস্তর উঠাইয়া তৎস্থানে সামান্য মণি সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অলঙ্কারের যে সমস্ত তালিকা ও বিবরণপত্র ছিল, তৎসমুদায় বিনষ্ট করা হইয়াছে।

আমরা ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত বলিতে পারি না। সংবাদদাতার কথন, এ বাক্যের সমুদায়ই মিথ্যা হউক; কিন্তু একটী কথা বলিতেছি, এতদ্দেশে ইংরাজকে সকলেই ভয় করেন, ইংরাজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কেহ কোন অমূলক অভিযোগ প্রকাশ করিলে, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ মহীশূর রাজ্যের ভিতরে এ প্রকার বিস্তর অন্যায় আচরণ ঘটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে সাহসী হই না। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে উহাদেরই বড় অমঙ্গল দেখিতেছি। ভারতবাসীরা দুর্বল, তাহারা কিছু না বলুন; কিন্তু সভ্য ইউরোপের নিকটে অতিশয় নিন্দিত হইতে হইবে। যে জাতি ন্যায়পরতার আদর্শ দেখায়, সভ্যতার ধাত্রী স্বরূপ—ভারতের রাজ্যভার আর স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া যদি সেই জাতি লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে ইউরোপে যে কলঙ্কের কোলাহল পড়িয়া যাইবে সন্দেহ কি? যাহাকে "জাতির কোলে শুভ্র সমর্পণ" বলিয়া লোকেরা উপহাস করে, আমরা সেই চিন্তায় আকুল হইতেছি। ভারতবাসীরা ইংরাজদিগকে মা বাপ বলিয়া থাকেন, পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া তাঁহারা নিজ কর্তব্য পালন করুন। সত্য না হউক, এ প্রকার জনরবও ঘোর কলঙ্কের কারণ; কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তির কেহ কলঙ্ক রটাইতে ভাল বাসে না। অতএব সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া মহীশূররাজের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

এদেশের উচ্চ শিক্ষা অসময়ে হইতেছে কি?

আমরা ক্রমান্বয়ে কয়েকটী প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি, এ দেশীয়েরা অদ্যাপি উচ্চ শিক্ষার ভার গ্রহণে সমর্থ হন নাই। অদ্য আমরা তাহার আর একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

"এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলটী গবর্ণমেণ্টকে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই আবেদনপত্রখানি শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের হুজুরে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি তাহা এই বলিয়া না মঞ্জুর করিয়াছেন যে, গাজিপুর একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই কৃতবিদ্য, উন্নতিশীল এবং সভ্য। অতএব এত বড় নগরের লোকেরা যদি একটী স্কুল রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট নাচার।"

গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন, এ দেশীয়েরা উপযুক্ত হইয়াছেন, ইঁহাদিগের হস্তে স্বশিক্ষার ভার প্রদান করিলে ইঁহারা অনায়াসে সমর্থ হইবেন; এই সাহসে এক্ষণে তাঁহারা সে ভার হাত ছাড়াইতে বসিয়াছেন; কিন্তু এ দেশীয়দিগের অদ্য সে ভার বহনক্ষম হয় নাই, তাহা গাজিপুর সংবাদদাতার বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। একটী প্রধান সভ্য নগর গাজিপুর যখন স্বশিক্ষার ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া স্থিরপদ হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না, তখন মফস্বলের সামান্য গ্রাম নগরবাসীরা যে দাঁড়াইতে পারিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

অন্য অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক, ভারতের প্রধান রাজধানী যে কলিকাতা, সেই স্থানেই কয়জন লোক স্বদেশীয়ের শিক্ষাভার গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন? এত দিনের পর আমরা এক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিজ বিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার ক্লাস খুলিতে দেখিলাম। এই ভারতে কয় জন বিদ্যাসাগর আছেন? তাঁহার ন্যায় কয় ব্যক্তির স্বদেশহিতৈষিতা, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যানুরাগিতার প্রতিষ্ঠা আছে? রাজপুরুষেরা যদি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, অনেককেই অবিদ্যার আলস্যের ও অনুৎসাহের সাগরে দেখিতে পাইবেন।

যাহা হউক, গাজিপুরের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া নিশ্চয় হইতেছে, রাজপুরুষেরা যে এ দেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষাদানকল্প হইতে অবসৃত হইবেন, তাহা স্থির করিয়াছেন। তবে শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন নিয়োগ, এটি লোকপ্রদর্শন মাত্র। এক্ষণে আমাদের দেশের লোকের কর্তব্য, তাঁহারা আলস্য ও অনুৎসাহ পরিত্যাগ করুন, কর্তব্য কার্য্যে ব্রতী হউন। যাঁহারা আপনাদিগকে দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের উদ্যম অবশ্য উচিত। স্বদেশের বিদ্যাশিক্ষা দান কার্য্যের অপেক্ষা দেশের হিতকর কার্য্য আর নাই। দেশমধ্যে বহুলভাবে বিদ্যা বিস্তৃত না হইলে দেশ কখন উন্নত ও দেশের লোক আহ্লাদের মত হইতে পারে

না। উত্তরোত্তর যে, সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য হইতেছে, এক শিক্ষা বাহুল্যই তাহার কারণ।

এদেশীয়দের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হ্রাস নিবন্ধন হইলে যে কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা আমরা এক চাঙ্গড়িপোতা ইং বং বিদ্যালয় দর্শন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ বিদ্যালয়ে এখন আর [illegible] সাহায্য দান করিবার প্রয়োজন নাই। ছাত্রেরা যে বেতন দেয়, তাহাতেই উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সুন্দর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, গ্রাম মধ্যে একপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। বাবু উমাচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শন করেন। প্রায় এক শতাব্দীর এক অংশ অতীত হইতে চলিল, বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রামস্থ লোকেরা এ পর্য্যন্ত উহার একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেন না। রাজপুর হরিনাভি কোদালিয়া চাঙ্গড়িপোতা এ গুলি পল্লীগ্রাম, এবং কলিকাতার অতি সন্নিহিত, এখানকার অবস্থাই যখন একপ হইল, তখন কলিকাতার দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে অধিক প্রত্যাশা করা দুরাশা সন্দেহ নাই।

মকদ্দমায় অবিচার হইবার একটী প্রধান কারণ।

চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবস্থা শাস্ত্র ও বিচার কার্য্য প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় আজ ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। এ গুলি অসম্পূর্ণভাবে একান্ত কারণ নয়। সে সমুদায় কারণের পর্য্যালোচনা করা অদ্য আমাদের অভিপ্রেত নহে। মকদ্দমায় অবিচার হইবার যে একটী প্রধান কারণ আছে, অদ্য তাহারই উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। সে কারণটী এই:—আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, কোন কোন বিচারপতির একপ স্বভাব যে তাঁহারা মকদ্দমাকালে কোন একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা এবং সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম না করিয়া হঠাৎ একটী সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তাঁহাদিগের মন সেই দিকে এমনি ঝুঁকিয়া যায় যে তাঁহারা আর অন্য দিকে যাইতে পারেন না। মনের একপ অবস্থা ঘটিলে তাহাতে আর বিষয়ের যথার্থবোধের সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে। আবার কোন কোন বিচারপতি কোন কোন বিষয়ের এক একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকল যে সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ ঘটনা হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। এক পীড়াতেই যেমন অবস্থা ভেদে বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, বিষয় বিশেষেরও সেইরূপ অবস্থা ভেদে ঘটনা ভেদ হয়। সুতরাং সেই বিষয়ের সিদ্ধান্তকারীর সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত হইবে সে বিষয়ে সংশয় কি? এই অপসংস্কারই মকদ্দমায় অবিচার হইবার প্রধান কারণ। বিচারপতির মন বিচারকালে অচলভাব অবলম্বন করিবে। সকল বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করা [illegible] তাঁহার মনে নিক্তির ডাণ্ডার ন্যায় থাকা আবশ্যক নিক্তি যদি কোন দিকে ঝুঁকিয়া যায় তাহা হইলে যেমন ওজন ঠিক হয় না সেইমত বিচারপতির মন এক দিকে ঝুঁকিলে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, যে বিচারপতির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অধিক তাঁহারই মন এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আমাদের [illegible] সংবাদদাতার প্রেরিত একটী সংবাদ আমাদের এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার কারণ হইয়াছে। সে সংবাদটী এই:—

"দুই জন জমিদারের কোন সম্পত্তি লইয়া বহু দিবস হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। ১২।১৩ বার ফৌজদারী আদালতের মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যাহাতে যেরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহাতে উভয়ের কাহারও মনস্তুষ্টি হয় নাই। পরে কোন সুযোগ বুঝিয়া একজন জমিদার আপন একজন প্রজাকে এইরূপ শিখাইয়া দেন, যে তোমার যে বাঁশবাগান অনেক দিন হইতে বেদখল আছে, ঐ সম্পত্তি দখল করিতে যাও, তাহা হইলে আমার শত্রুপক্ষ অপর জমিদার তোমাকে সহজে দখল করিতে দিবে না। অবশ্য মারপিট হইবে এবং ফৌজদারী আদালতে তুমি প্রজা হইয়া বাদী হইবে এবং জমীদার প্রতিবাদী হইবেন। [illegible] মারপিট হইলেই প্রজাপক্ষ নিস্কৃতি পাইবে। এইরূপ কৌশল করিয়া একটী মকদ্দমা উপস্থিত করেন। প্রজাপক্ষে [illegible] হয়, [illegible] কারাগারে [illegible] থাকিয়া মকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ হইল। ডেপুটীর বিচারে জমিদারের কারাবাস ও অর্থ দণ্ডের হুকুম হইল। তাহার [illegible] প্রজা [illegible] যে আপন সম্পত্তি [illegible] একপ করিয়াছে অতএব তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল। জমীদার [illegible] আবার [illegible] জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিলেন, [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব আপিলকারীদিগের আপীল অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাই বলি জমিদার প্রজার বিবাদ হইলে একবারে জমিদারই যে দোষী হইবে, বিচারকগণের এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অন্যায়ের বিষয়। উভয়কে সমভাবে দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা অবিচার পদে পদে হইবে।

স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর বিস্তার।

অনেকে বলেন আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনান্ট গবর্ণর টম্সন সাহেব বিদ্যাবুদ্ধি অভিমানী, এদেশীয় লোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ হইয়া উঠে, উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম ও শাসন কর্ম্ম অর্থাৎ সুকঠিন কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়া ইংরাজজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমকক্ষ হন, এ গুলি তিনি ভাল বাসেন না। ইহা যদি তাঁহার বাস্তবিক অভিপ্রেত হয়, যদি ইহার মধ্যে তাঁহার কিছু নিগূঢ় অভিসন্ধি থাকে থাকুক কিন্তু তাঁহার একণকার কার্য্য দেখিয়া আমরা ইহার বিপরীত পরিচয় পাইতেছি। গবর্ণর জেনারল যেমন এদেশীয়দিগের স্বশাসনপ্রণালী বিস্তার করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, অমনি টম্সন সাহেব তিনি ও নিজ কার্য্যদক্ষতা-প্রভাবে স্থানীয় কমিশনরদিগের ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মত জানিয়া ঐ বিষয়ের সম্পাদনকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তবে তাঁহার বঙ্গশিক্ষা প্রভাবে যে সাবধানতা শিক্ষা হইয়াছে, তিনি সেই সাবধানতাবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বত্র স্বশাসন প্রণালীর বিস্তার করিবার প্রস্তাব করিয়া নিজ মত প্রচার করিয়াছেন।

আমরা সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণকে একটী আনন্দজনক সংবাদ দিতেছি, আগামী এপ্রেল মাস অবধি গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর হস্ত হইতে পুলিসের ব্যয়ভার অপসারিত করিয়া লইবেন। কেবল কলিকাতা উপনগর ও হাবড়ার মিউনিসিপালিটীকে পুলিসের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বলেন, এই মিউনিসিপালিটীগুলি এ ব্যয়ভার বহনে সমর্থ। কারণ উহাদিগের আয়ের প্রাচুর্য্য [illegible] যে ঐ মিউনিসিপালিটী গুলি পুলিসের ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হইবেন, সে আশ্বাস ও দেওয়া হইয়াছে।

পুলিসে মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকাংশই ব্যয় হইতেছিল, এখন সে আয় বাঁচিয়া গেল। অতএব এখন মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য যে গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব সম্পাদন তাহা প্রকৃত রূপে সম্পাদিত হইবে, লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সে অভিপ্রায়ও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর হস্ত হইতে পুলিসের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন, অতএব মিউনিসিপালিটীর যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহাতে নগরের স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবের উপায় বিধান করা হইবে কিন্তু করদাতাদিগের কর কমাইয়া দেওয়া হইবে না।

গ্রাম ও নগরাদি যে সুপরিষ্কৃত থাকে,

জল নির্গমের উত্তম বন্দোবস্ত এবং স্বচ্ছ পানীয় জলের যে সংস্থান হয় তদ্বিষয়ে আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অতিশয় যত্নবান। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির অধিকার মধ্যে এই কার্য্যগুলি প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া আমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া থাকি। এইবারে বোধ হয় এইগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদিত হইবে। তাহা হইলে করদাতৃরূপে আমরা যে অর্থ দান করি তাহা সার্থক হইবে সন্দেহ নাই। বাণিজ্য স্থানের জল যে সুন্দররূপে নির্গত হয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য ১৩টি অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অজ্ঞাবধারক কর্ম্মচারীর দোষে সকল গ্রামের জল নির্গমের উপায় বিহিত হয় না।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আগামী বৎসরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত দিতেছেন; গত বৎসর এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। অতঃপর বর্ষে বর্ষে দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইতে চলিল। তিনি বোর্ডসের কমিটির হস্তে অধিক টাকা দিবেন এ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নির্ব্বাচন-প্রণালীরও প্রতিকূল নহেন। তিনি মফস্বলের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে এক্ষণে কোন নির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই, এটী আমাদের আহ্লাদের বিষয়। তিনি এ দেশে অধিক দিন বাস করিয়া যে বহুদর্শিতা ও বহুজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এটী তাহার অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, বহু যত্নে ও অর্থব্যয়ে এদেশীয়দিগকে উন্নতির কয়েকটী সোপানে উন্নীত করা হইয়াছে, এখন ইহাদিগকে আবার অধস্তলে নিক্ষিপ্ত করা না হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষাদান একবারে পরিত্যাগ করেন আমরা যে আশঙ্কা করিতেছি তাহাই ঘটিয়া উঠিবে।

গত বর্ষে মিউনিসিপালিটি-সাধারণের সমুদায়ে ১০০৪৪৮৬ টাকা আয় এবং সমুদায়ে ১০৫৭৯৪৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে উদ্বৃত্ত টাকা দেখা যাইতেছে এই টাকায় এবং মিউনিসিপালিটির অর্থ হইতে পুলিশের ব্যয়ভার অপসারিত হইলে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাতে অনেক মঙ্গলকর কার্য্য সাধনের আশা করিতেছে।

মফস্বলীগুলির পানের জল একান্ত আবশ্যক।

জলপথ বন্ধ হওয়াতে এ দেশে ম্যালেরিয়ার যে উৎপত্তি হইয়াছে, দুই জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিজ নিজ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের উহা এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দেশের লোকেরাও ক্রমে উহা বুঝিতে পারিতেছে। বাবুরা তাঁহারা সময়ে সময়ে এই সোমপ্রকাশে বহু নদী ও জলপথগুলি পরিষ্কার করিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। আমরাও তাহা প্রকাশ করিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করি না। অদ্য আমরা চতুর্দ্দিক পত্রের এক এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"...মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে ... নামে যে নদী আছে, তাহা পূর্ব্বে ... ছিল বলিয়া বর্ষাকালে ... এবং ... সেই নদী দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের যাবতীয় ... দূষিত দ্রব্যাদি জলপ্রবাহে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিত। কিন্তু আমাদের বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট তাহা ... বিবেচনা করিয়া এবং দেশের লোকদিগের কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ বাধাজনক বোধ করিয়া উক্ত নদীকে সাগরের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে এই ফল হইয়াছে যে, রোগ ও অসুখের পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আজকাল এমন কি বর্ষাকালে ... অতিরিক্ত জলরাশি পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে বিকীর্ণ হইয়া থাকে এবং প্রণালীর অভাবে তাহার অধিকাংশই নির্গত হইতে পারে না। অবশিষ্ট জল স্থানে স্থানে গুরুভাবে জলাশয়রূপে রাশীকৃত দুর্গন্ধ ও দূষিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত শীতকাল ব্যাপক সাংক্রামিক রোগের আধার হইয়া উঠে। সুতরাং সেই সময়ে ... প্রভৃতি স্থানগুলি যে ভয়ানক আকার ধারণ করে, তাহা ব্যক্ত করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। গ্রামবাসীদের মধ্যে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বনিতা সকলেই জ্বর ও প্লীহা রোগে শীর্ণকায়, দুর্ব্বল ও মুমূর্ষু প্রায়। এক সময়ে ... সকলেই শয্যায় শায়িত; পথ্যের কথা দূরে থাকুক; একটু জল দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে এমন কেহই থাকে না। সকল গৃহেই রোদনধ্বনি এবং সকল স্থানেই রোগের ... অনেক স্থান একবারে জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় পতিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের কৃষিকার্য্য দ্বারা একরূপ জীবনোপায় সাধিত হয়। তাহারা যে অনায়াসে উৎপাদিত ধান্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং সকল হাট বাজারে লইয়া আসিয়া বিক্রয় করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। বর্ষাবসান হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পথ সকল এমনই কর্দ্দমাকীর্ণ ধারণ করে যে, তাহাতে গমনাগমনের অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। একে সংক্রামক রোগে জীর্ণ ও বলহীন, তাহাতে সেই কর্দ্দম পূর্ণ পথ দিয়ে গমনাগমন করা মানব ক্লেশ তাহাদিগকে অনবরত অশেষ যাতনা দিতেছে এবং সর্ব্বোপরি জমীদারদিগের অত্যাচারে তাহারা একান্ত নিপীড়িত ভাবে অবস্থান করিতেছে এবং বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধারের পথ না দেখিয়া হতাশ হইতেছে।

গ্রামের মধ্যে মধ্যে যে সকল পুষ্করিণী আছে, তাহাও কুম্ভী ও দামে এরূপ আবৃত ও দুর্গন্ধময় যে তাহার জল একবারেই অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। জমিদারের কর্ম্মচারীদের অমনোযোগিতাবশতঃ ঐ সমুদয় পুষ্করিণীর সংস্কার কার্য্যে কখন কেহই মনোযোগ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই দূর দেশবাসী, কেহই উক্ত গ্রামাদিতে অবস্থান করেন না। তাঁহারা যে কখনও এ সকল পল্লীতে পদার্পণ করেন এমন শুনি না। সুতরাং তাঁহারা প্রজাদের বিপত্তির ... হইলেও আলস্য ও অনুরাগ বশতঃ চিরকালই ... করিতেছেন। অতএব যে প্রজাদের ও দেশের হিত বিধানে তাঁহাদিগের অনুরাগ জন্মিবে, তাহা চিন্তা পথে আইসে না। এমত স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত যে তাঁহারা নিজে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তারকেশ্বরে বহু লোকের সমাগম হয়। তাহারা সেই সকল দূষিত জলবায়ু সেবন করিয়া বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে নীত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে এই চিরস্থায়ী রোগমূলক জলবায়ুর পরিষ্করণ এবং রাস্তা ঘাটাদির সংস্করণ কার্য্য কখনই জমীদারগণ দ্বারা সম্পাদিত হইবে না। অক্ষম ও মুমূর্ষুপ্রায় প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাস্তা কর, শিক্ষাকর, চৌকিদারি প্রভৃতি বিবিধ কর সংগৃহীত হইতেছে, কিন্তু উক্ত গ্রামের ত কোনই হিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে না? দুঃখী প্রজাদের কেহই নাই এবং তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে এমন লোকও নাই। তাহারা পূর্ব্বাপর রাস্তা কর দিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কি তারকেশ্বর, কি রামনগর প্রভৃতি কোন স্থানে একটী রাস্তা বা পরিষ্কৃত স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না।

অতএব আমরা এ বিষয়ে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে তিনি তাঁহার শান্তি-সুলভ হৃদয়ের প্রশস্ততা হেতু এই সমুদায় দেশহিতৈষিতা-কার্য্যে যত্নবান এবং ক্লিষ্ট, শীর্ণ ও দুরবস্থাপন্ন প্রজাবর্গের শোকাশ্রু নিবারণ জন্য হস্ত প্রসারণে কৃতসংকল্প হয়েন।" দ্বিতীয় পত্র এই:—

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তিনী যমুনা নদী অতি বিশীর্ণা হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি সামান্য খালের ন্যায় প্রবা-

হিত হইতেছে, ইহাতে বড় বড় নৌকার গতাগতি রোধ হইয়া ব্যবসায়ীরা অতিশয় কষ্টে গোয়ালন্দে দ্রব্য আনয়ন করে। এইজন্য সওদাগর অনেক দ্রব্য সমেত নৌকার প্রায়শঃ গন্তব্যস্থলে বঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং বাজারে চাউল, কলাই, মুগ, ইত্যাদি দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় না। যমুনানদীর বর্তমান অবস্থার অনতিপূর্বে আমরা যে সকল পরিপূর্ণ সারি সারি বড় বড় নৌকা সওদাগর দেখিয়াছিলাম, একণে তাহার কিছুমাত্র দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ কবিরহাটা হইতে নিকট প্রভৃতি স্থানীয় যমুনানদী একেবারে নিঃশুষ্কপ্রায় হইয়াছেন। সামান্য নৌকাযোগে তথায় স্থানে গমনাগমন করা যায় না। বরং নদী দর্শনে মনে শোচনীয়তার উপস্থিত হয়। গোয়ালন্দের স্থানীয় ব্যবসায়িদিগের পাট গুড় প্রভৃতি নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে হইলে সিরাজগঞ্জাদিকা স্পর্শের ন্যায় ইচ্ছামতী নদী ও খাল দিয়া কালবিলম্বে পাঠাইতে হয়। এই অভাব দূর নিবারণ জন্য আমরা কতিপয় মহোদয় যদি গবর্ণমেন্টের নিকটে বক্তব্য করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ব্যবসায়িদিগের মনোবাঞ্ছা সফল হইতে পারে। শুনি যাছি যে গবর্ণমেন্ট যমুনা নদীর পরিষ্করণ জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহার সাহায্য করিতে উদ্যত আছেন। যমুনানদী বন্ধ হইলে সাধারণের হিত এবং রোগাদি অল্প হইতে পারে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আয়ুর্বেদোক্ত প্রমাণ আছে। যথা তোয়ং নির্মলং লঘু চ শীতলং। সুস্বাদু সংস্কৃতং তৃষ্ণাঘ্নং প্রসাদনং। অর্থাৎ নির্মল, লঘু, শীতল, সুস্বাদু, স্বচ্ছ, মনোজ্ঞ ও তৃষ্ণানাশকারি এই সপ্তগুণযুক্ত জলে আপ্যায়ন হয়। ইহার বিপরীতগুণ হইলে পীড়া জন্মাইতে পারে। যথা পিচ্ছিলং কৃমিসংকীর্ণং শৈবালাবৃতম্। বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলং। অর্থাৎ মলিন কীটাদি বিশিষ্ট এবং পচা শৈবালাদির দ্বারা বিবর্ণ বিস্বাদ ঘন ও দুর্গন্ধ এইরূপ জলে অহিত ঘটনা হয়। অতএব যমুনানদী পরিষ্কার হইলে কি পর্যন্ত শ্রেয়ঃসাধন হয় তাহা বর্ণনাতীত।"

এ দেশীয়েরা যে অত্র বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া আছেন সে দিন ব্র্যাডলর সাহেব [illegible] টাউনহলে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ব্র্যাডলর সাহেব পার্লামেন্ট সভার অন্যতম সভ্য। তিনি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়া ভারতবাসিদিগের দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া যে সকল বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে অনেক একস্থলে ভারতবাসীর বিষয় চলিয়া উঠিয়াছেন। পুনা সার্বজনিক সভার মধ্যে এই সভাধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া কয়েকটী বিষয়ে উক্ত মহাত্মাকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহাদিগের বক্তৃতা শুনিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন ভারতের বর্তমান গবর্ণর জেনারেল একজন উদার স্বভাব সম্পন্ন মহৎ লোক. সিবিল সার্বিস সংক্রান্ত দূষিত নিয়মাদি তিনি উঠাইয়া দিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন। আর পার্লিয়েমেন্টের অনেক সভ্য পার্টী সভা ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উৎসুক এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের অনেকের এদেশে আসিয়া এ দেশবাসিদিগের প্রকৃত অবস্থা, অভাব অবগত হইয়া জানিবার সম্ভাবনা আছে। তিনি বলেন, ভারতের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যে ধারণা হইয়াছে তাহা এ দেশবাসীর অনুকূল। ন্যায়শাসনের জন্য যে সকল অন্যায় কার্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহার প্রতিকার করা একান্ত আবশ্যক। এমন অনেক রোগ পরিলক্ষিত হইল যে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া ব্যতীত ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। ব্যবস্থা সমূহ এমন অনেক অসম্পূর্ণতা দোষে দূষিত আছে যে তাহার সংশোধন ব্যতিরেকে ভারতবাসির নিস্তার নাই। এই সকল অনিষ্ট বিদূরিত করিবার জন্য যখন পার্লিয়েমেন্টের নিকট আবেদন করা হইবে, তখন সেই আবেদনপত্রের ভাষা নম্র, ধীর অথচ গম্ভীর হয় এবং অন্যায় অনুরোধ অথবা অতি বর্ণনা দোষে দূষিত না হয়। নূতন কর আইন প্রবর্তিত হইলে অথবা প্রবর্তিত কর নিবন্ধন প্রজার কিরূপ কষ্ট হইতেছে আবেদনপত্রে তাহাই যেন বিশদরূপে লিখিত হয়। ভারতের বর্তমান দুরবস্থা যে কোন বৈদেশিক স্বচক্ষে দর্শন করিবেন তাঁহারই অন্তঃকরণ ইহাদিগের জন্য দুঃখিত হইবে, এবং যে কর সংস্কার না করিলে নয় তাহারই সংস্কারের ঔচিত্য বোধ হইবে। কিন্তু সীমাপ্রদেশে যুদ্ধ কল্পনা করিলে সে ধারণা হইতে বিরত হইতে হইবে। ব্রিটিশ স্বর্ণের পুষ্টিসাধনের জন্য ভারতের রাজকোষ হইতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। পার্লামেন্টেরা দরিদ্র বৈদেশিকপুরুষ অথবা নির্ধন ইংরেজদিগকে মনোযোগ দেন না। তাঁহারা ধনাঢ্যদের সদৃশ সওদাগর, জমীদার, চা-কর প্রভৃতির মনোযোগ দিয়া থাকেন। এই সকল লোক মনোযোগীদিগের যাহা আক্রোশে সকল করিতে পারেন, এই প্রথার নিবন্ধন তাঁহারা অথবা তাঁহাদিগের আড্ডা সংবাদপত্র সম্পাদকেরা রুষ্ট হইয়া যদি ভর্ৎসনা করেন তাহা তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই মহাত্মার সুবক্তৃতা দর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ভারতের দুঃখ দূর করিতে যাঁহারা প্রস্তুত থাকেন সকল তাঁহারা ইহার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে ও শুনিতে পান না। যাহা হউক ব্র্যাডলর সাহেবের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি এক একবার আসিয়া আমাদিগের দুরবস্থা দর্শন করেন তাহা হইলে অনেক পরিমাণে আমাদিগের মঙ্গলের আশা থাকে।

আমরা অনুগত হইয়া ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে স্থূল স্থূল নিয়মাবলী নিম্নে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

১। যে যে পোষ্ট আফিসে মণি-অর্ডারের কার্য হইয়া থাকে, পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক সেই সেই পোষ্ট আফিসে থাকিবে। পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে রবিবার ও পোষ্ট আফিসের বন্ধের দিন গুলি ব্যতীত আর সকল দিনেই প্রাতঃ বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্যন্ত ডিপজিট লওয়া যায়।

২। এই সকল ব্যাঙ্কে কোন ব্যক্তি, স্ত্রী পুরুষ বালক বা বালিকা হউক ডিপজিট রাখিতে পারেন। চারি আনার কম, বা যে অঙ্ক চারি আনায় শুদ্ধিত নহে, তাহা ডিপজিট লওয়া যাইবে না; এবং প্রতি বৎসরে ৫০০ শত টাকার অধিক কেহ ডিপজিট দিতে পারিবেন না। স্ত্রী পুরুষ বালক বা বালিকা যে কেহ আপন নামে ডিপজিট রাখিবেন, গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ডিপজিটের টাকা সুদ সমেত ফেরত দিতে অঙ্গীকার করিতেছেন। যাঁহাদের বয়স ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই এরূপ নাবালকের নামে, তাহাদের পিতা মাতা বা অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তি ডিপজিট রাখিতে পারেন; কিন্তু তাহারা যে পর্যন্ত না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তৎকাল তাহাদের পক্ষে আইন অনুযায়ী অভিভাবক ভিন্ন অন্য কাহাকেও গবর্ণমেন্ট ঐ টাকা ফেরত দিবেন না।

৩। এ বিষয়ে দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত, প্রতি পূর্ণ পাঁচ টাকাতে মাসিক এক পয়সা অর্থাৎ ইংরাজি তিন পাই হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবে। মাসের ১লা হইতে ২৪এ তারিখের মধ্যে যে কোন দিনে সর্বাপেক্ষা কম জমা বাকি থাকিবে, সেই বাকির উপরে সেই মাসের সুদ গণনা করা যাইবে। বৎসরে এক বার করিয়া ৩১এ মার্চ তারিখের পরে সুদ প্রত্যেক একাউণ্টে জমা করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। প্রথম ডিপজিট রাখিবার সময়, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার নাম, বিষয়কর্ম ও বাসস্থান এবং এতদ্দেশীয় হইলে, অধিকন্তু পিতার নাম ও কোন জাতি, তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তাহাকে নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে

হইবে, এবং যদি লিখিতে না জানে, তবে পোষ্ট আফিসের একজন সাক্ষীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর তাহার সহি চিহ্ন বা নাম মোহর করিয়া দিবে এবং ঐ সাক্ষী তাহার প্রমাণ স্বরূপ স্বাক্ষর সহি করিবে।

এতদ্ব্যতীত জানাইতেছি যে পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম সকল আমি পাইয়াছি—আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে এবং সেই সকল নিয়মে আমি বাধ্য থাকিতে স্বীকৃত আছি। আমি আরও জানাইতেছি যে অপর কোন পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে আমার নামে কোন হিসাব খোলা নাই।

৫। ডিপজিটরদিগকে প্রথম ডিপজিট রাখিবার সময়, একখানি করিয়া পাসবুক বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। এই বহিতে, ডিপজিটর ইংরাজি বা বাঙ্গালা যে ভাষায় ইচ্ছা করেন, সেই ভাষায় তাঁহার একাউন্টের নম্বর, যে আফিস হইতে বহি দেওয়া হয় তাহার নাম, তাঁহার নিজ নাম, [illegible]

[illegible]

অন্যের টাকা ফেরত লইতে পারেন। ফেরত লইবার জন্য একখানা দরখাস্ত ফরমে পূরণ করিতে হইবে এবং ঐ ফরম পোষ্ট আফিসেই পাওয়া যাইবে। ডিপজিটর লিখিতে জানিলে, ফরমে সহি করিয়া পাসবুক সমেত পোষ্ট আফিসে পাঠাইয়া দিতে পারেন, [illegible]

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

রেভিনিউ বোর্ড আদেশ দিয়াছেন ৬ সেরের অধিক আফিং, ৫ সেরের অধিক গাঁজা [illegible] এবং ৮ সেরের অধিক ভাং সিদ্ধি প্রভৃতি কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ইটালির বিখ্যাত বীর গারিবল্ডির সঙ্কট পীড়া হইয়াছে, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই।

ত্রিবাঙ্কুর রাজের মন্ত্রীর আদেশে মীমাংসা হইয়াছে। মহারাজের নিঃ বার্ষিক ১৮০০০ টাকা উপস্বত্বের বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফরিদাবাদের রেসিডেন্ট বঙ্গদেশের দুই জন উপযুক্ত মুসলমান ডেপুটী কালেক্টরকে হাইদ্রাবাদে জজের পদ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অন্য বাঙ্গালকে গবর্ণমেন্ট অনুসারে পাটনার ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আব্দুল জব্বার ও ২৪ পরগনার মৌলবী কবীরুদ্দিনকে এই পদ প্রদানের কল্পনা হইয়াছেন।

বেহার হেরাল্ড বলেন দানাপুরে পুলিশ একটী অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। গত ৭ ই তারিখে দানাপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে এক অপরিচিত শিশুর মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলওয়ে পুলিসের ইন-স্পেক্টার রিয়াজন সাহেব ইহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। বাহাদুর খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেনা পাওনা সম্বন্ধে বিবাদ ছিল, তিনি ২০ এ তারিখে বাহাদুর খাঁর বাটীতে উপস্থিত হন এবং বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ৪ টী স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যান। তৎপরে খাঁর পত্নীর সমক্ষে দুই জনকে ছাড়িয়া দেন এবং তাহার দুই কন্যাকে আটক করিয়া রাখেন। পর দিবস তাহাদিগকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। ডাক্তার বলিয়াছেন তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। এই কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। উত্তম শাস্তিরক্ষা! নির্দ্দোষীকে অপরাধী করিয়া এবং লোকের মান সম্ভ্রম নষ্ট করা কি শান্তিরক্ষার লক্ষণ?

আমরা পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলাম পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান কালেজে ল-ক্লাস খুলিবার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন করিয়া-ছেন, এক্ষণে আমরা দেখিয়া অতীব আনন্দিত হই-য়াছি যে তাঁহারা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্যান্য কালেজে যেমন উচ্চ বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে বিদ্যাসাগর ইহাতে তদপেক্ষা অনেক অল্প করিয়াছেন। মেট্রোপলিটান কালেজে এক্ষণে যে রীতিতে শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে উহা দুই একটী বাতীত অপর সকলগুলি কেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। উচ্চশিক্ষার যেরূপ গোলযোগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এরূপ অনুষ্ঠান যত হয় ততই মঙ্গল। বিদ্যাসাগর অনেক সৎকার্য্যে পথপ্রদর্শক হইয়া সমা-জের বিশেষ উপকার করিলেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে নিরন্তর রত থাকুন।

বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের লোকে তারকেশ্বর হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী পর্য্যন্ত জনাই ও তারকেশ্বর প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম দিয়া একটী শাখা রেলওয়ে করিবার প্রার্থনা করিয়া লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়া-ছেন। এই শাখাটী ৪১ মাইল হইবে এবং নির্ম্মাণ করিতে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হই-য়াছে।

সিন্ধু দেশের মুসাখেল নামক স্থানের সন্নিকটে এক জন কৃষক নিজ ভূমি খনন করিতে করিতে একটী পাত্রের মধ্যে সিকান্দরের আমীরের সময়ের ৫০০ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের কলিকাতার ধনাগারে গত মাসে নিম্ন লিখিত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

৭ ই ফেব্রুয়ারি	২১১৮৮৪৫৭
১৪ ই ঐ	১১৯৫১১১২৪
২১ এ ঐ	২১০১৮৫২৪
২৮ এ ঐ	২৪৬৮৭০৬৪

বিদ্যালয় অথবা পাঠশালার বালকগণকে প্রথম নীতিশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ম অনুসারে বালক গণ তাহা পায় না। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লর্ড রিপনের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন ইহার উপযোগীতা বুঝিতে পারিয়া আপাততঃ এই বিষয়ে একটী কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরানওয়ালার আর্য্য সমাজের উদ্যোগে গত ৭২ এ ফেব্রুয়ারি তথায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই ক্ষত্রিয়।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজকে অভ্যর্থনা নিমন্ত্রণ করিবার কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে ন দেন নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা বিনা করে তামাকের চাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

খাটাল হইতে কয়েক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিগত ১ ই ফাল্গুন তারিখের সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদ মধ্যে লিখিয়াছেন যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে খাটাল হইতে বদলী করিবার জন্য খাটালবাসিরা না কি গবর্ণমেন্টে প্রস্তাব করিয়াছেন। এ সংবাদটী নিতান্ত অমূলক। খাটাল হইতে কোন ব্যক্তিই যায় নাই এবং তাঁহার কার্য্যের প্রতি সকলেই বরাবর তুষ্ট থাকুক, তিনি অল্পকাল মধ্যেই প্রজাবর্গের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ফলতঃ খাটালের জলবায়ু মন্দ বলিয়া তিনি নিজেই এখানে থাকিতে অনিচ্ছুক, এমন পক্ষপাত বিহীন সুযোগ্য হাকিমের এখানে থাকা না হইলে আমরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য বিবেচনা করিব।"

কলিকাতা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিগত ৯ ই ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের নবাবের নবকুমারের অভিষেক উপলক্ষে বারাণসীর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় হয়। অভিনেতৃগণ সকলেই বঙ্গদেশবাসী হইয়া হিন্দী ভাষাতে অভিনয় করেন। তাঁহারা অভিনয়কালে মনোযোগকর যেন বাক্‌পটুতা অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন যে, তখন সাক্ষাৎ দর্শকগণ মোহিত ও চমৎ-কৃত হইয়াছিলেন। সেই রঙ্গভূমিতে এমন কোন দর্শক ছিলেন না যে, যাঁহার মুখ হইতে অন্ততঃ একবার না একবার প্রশংসাবাক্য নির্গত হয় নাই। প্রথমতঃ উঁহাদের অভিনয় দর্শনে আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উঁহারা সকলেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কিন্তু পরিশেষে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া উঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।"

জেলা বর্দ্ধমান হইতে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিবাহ সম্বন্ধে একটী কৌতুককর সংবাদটী লিখিয়া পাঠাই-য়াছেন, "জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রামজীবনপুর পর-গনার মাড়গ্রাম নিবাসী কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বুদ বুদ উপবিভাগের অধীন উচ্চগ্রামের বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে ৫।৬ শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়া-ছিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা স্বামীর বাটীতে যাইতে কোন ক্রমে সম্মত না হওয়ায় এবং বৈকুণ্ঠ তাঁহার কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠাইতে অসম্মত হওয়ায় কেদার তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার প্রার্থ-নায় বুদ বুদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ জবাব দেন যে, আমি আমার কন্যাকে পাঠাইতে অসম্মত নহি, অনেক দিন গত হইল একবার কন্যাকে কেদারের বাটীতে পাঠাইয়াছিলাম; সে সময়ে কেদার আমার কন্যাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া-ছিলেন বলিয়া কন্যা তথায় যাইতে সম্মত নহে, চট্টোপাধ্যায়-দুহিতা জবাব দেন যে, পিতা আমার অজ্ঞানকালে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আমি এরূপ অনুপযুক্ত স্বামীর

[illegible] বালা হয়ে বাঁচিয়াছি, এক্ষণে আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেছে আমি আর উক্ত স্বামীকে লইব না। পুস্তকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] কন্যা [illegible] বলিয়া [illegible] মকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন। [illegible] ও উহার কন্যা [illegible] ঐ মকদ্দমার আপীল করিয়াছেন। [illegible] একটি কথায় [illegible] যে, আমি আমার কন্যার [illegible] বিবাহ দিয়াছি, তাহা [illegible] অনেক [illegible] রহিয়াছেন, এক্ষণে ঐ মকদ্দমা [illegible] হইয়াছে। মকদ্দমা আর চলিতে পারে না। এক্ষণে [illegible] ১৮ । ১৯ বৎসর আর [illegible] অধিক হইবে।"

[illegible] দেশের [illegible] ব্রাহ্মদের [illegible] করিতে [illegible] সময় ব্রাহ্মদেরের অনেক [illegible] আসিবার্ব্বাদ [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এক একটী [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] মেডিকাল কলেজে ৩ টী [illegible] চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

[illegible] সম্বাদপত্র [illegible] বিবাহের নিয়ম লিখিয়াছেন।

১ শ্রেণী। [illegible] প্রথমতঃ দুইটা বিবাহ করিতে পারেন, [illegible] বিবাহের স্ত্রীর [illegible] "[illegible]" "[illegible]" [illegible] অপমান। এই দুই [illegible] দুই কন্যার বাসী [illegible] থাকে। [illegible] নাম "[illegible]।" [illegible] কিরূপ রাজা গ্রহণ করিতে পারেন।

২ শ্রেণী। [illegible] কুমারীর [illegible] বিবাহ করেন, [illegible] "[illegible]" "[illegible]" [illegible] অপমান। [illegible] "[illegible]" [illegible] মধ্যে [illegible] হইতে পারে।

৩ শ্রেণী। "[illegible]" রাজা [illegible] বিবাহ করেন। [illegible] "[illegible]" [illegible]

৪ [illegible] "[illegible]" [illegible] বিবাহ করেন [illegible]

৫ শ্রেণী। [illegible] "[illegible]" [illegible] ইহাদের [illegible] নাই।

[illegible] করিতে চতুর্থ শ্রেণীর স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিতে [illegible] উপস্থিত থাকে। [illegible] কিছুই আবশ্যক হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী লাভ করিয়া [illegible] কন্যাকে বিবাহ করিতে হয়। [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হয়েন, [illegible] বিবাহ [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর [illegible] স্ত্রীদিগের [illegible] বিবাহ হয়।

আমরা [illegible] প্রতাপ সাহার [illegible] ১ লা মার্চ্চ হইতে [illegible] প্রচার করিয়াছি। কিন্তু [illegible] করিলাম তাঁহারা [illegible] সম্পন্ন করিতে না পারিয়া আর এক মাস সময় লইয়াছেন। ১ লা মার্চ্চ [illegible] দিবেন বলিয়া চুক্তি ছিল কিন্তু তাঁহারা [illegible] কার্য্য করিতে না পারায় সেই চুক্তিভঙ্গ অপরাধে [illegible] বিচারে দণ্ডিত হইয়াছেন।

[illegible] কলিকাতায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ের [illegible] [illegible] বলিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] স্বতন্ত্র, [illegible] হইবে, [illegible] [illegible] অধিক [illegible] [illegible] আছে, [illegible] [illegible] হইবে এবং [illegible] হয়।

[illegible] [illegible] সভার [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible] ১১ টা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপনার [illegible]

[illegible] কলেজের [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় এম. এ, [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাঙ্গালার [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] বিচারক [illegible] বলিয়া [illegible] এক্ষণে হাইকোর্টের বিচারপতি [illegible] তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি প্রদান করিতে অধিকারী নন এবং [illegible] প্রকাশ করিতে [illegible]। [illegible] তাহা করায় তিনি তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

[illegible] জজ [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] হাইকোর্ট [illegible] আপীল [illegible] বিচারপতিরা [illegible] সাক্ষীদের [illegible] মকদ্দমা [illegible] না করিবার [illegible] জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] টাকা দান করিয়া দিয়াছেন, [illegible] টাকায় [illegible] সভার [illegible] কলিকাতার একটী সভা হইবে।

[illegible] [illegible]। [illegible] উচ্চ শ্রেণীর [illegible] [illegible] জেলার [illegible] নিযুক্ত করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে [illegible] গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্ট [illegible] [illegible] যদি [illegible], তাহা হইলে আমাদিগের [illegible] বলিতে হইবে।

[illegible] কলিকাতা [illegible] পশুদিগের প্রতি অত্যাচার [illegible] সভার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পশুদিগের প্রতি [illegible] [illegible] মকদ্দমা হয়, [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা এ সপ্তাহে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাসের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বামাবোধিনী পত্রিকা। [illegible] [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] [illegible] [illegible] সাহেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] সমালোচনা [illegible] [illegible] চেষ্টা পাইব।

উত্তর কাছার স্থল অন্তর্গত গজারা নামক স্থানে বিদ্রোহী কাছাড়িরা পুলিসগৃহ দগ্ধ করিয়াছে, আসামের চীফ কমিশনর উলিয়ম সাহেব সৈন্য-সামন্ত ও পুলিস লইয়া তথায় গমন করিয়াছেন এবং বলপূর্ব্বক বিদ্রোহ নিরস্ত করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন।

মান্দ্রাজ ও অন্তর্গত রাজমহেন্দ্রি কালেক্টরের টৌলিগু ভাষার [illegible] নামক স্থানে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে স্থানে স্থানে বক্তৃতাদি করিতেছেন এবং উহার [illegible] মতাবলম্বন জন্য কয়েক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে তথায় দুটী বিধবা বিবাহও সম্পন্ন হইয়াছে, লোকে যাহাতে সমাদরপূর্ব্বক করাতে তিনি বিধবা বিবাহে সম্মত লোকদিগকে লইয়া সমাজ রচনা করিয়াছেন।

[illegible] উচিত কি না ইংলণ্ডে আবার উহার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পোর্টসমাউথের ডিউক বাক্তির উপর বড় চটা। তিনি এক্ষণে উক্ত [illegible] রহিত করিয়া অর্থাৎ দৈনিক প্রভৃতিকে বাড় [illegible] অনুরোধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

কলেজের মহারাজ তাঁহার নিয়োজিত আবেদন উপলক্ষে মাসাবধি হইল, কালেজ খুলিয়াছেন। ইতি মধ্যে স্কুলে ও স্কুল ও কালেজে ৪০ জন বালক ভর্ত্তি হইয়াছে।

পাবনার এক ব্যক্তি দুষ্ট বিবেচনা করিয়া তাহার একটী বালককে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী রাত্রিকালে উহার সহিত একটী নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া বসিয়াছিল। একটী ৮।৯ বৎসর বয়স্ক বালক তথায় বসিয়াছিল। হত্যাকারী তাহার [illegible] জিজ্ঞাসা করায় বালক কোন কথাই কহে নাই। হত্যাকারী উহাকে তাহাকে দৈত্য বিবেচনা করিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিয়াছে। বালকের যেমন প্রাণত্যাগ করিল হত্যাকারীর দুষ্ট মারিয়াছি বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করে। পরিশেষে বিচারে বিচারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহাকে ছয় বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। দেশের লোকের কি ভয়ানক কুসংস্কার! সে দিন রামপুর বাউলিয়ায় এইরূপ আর একটী নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি তাহার সন্তানসন্ততি না হওয়াতে প্রথমে এক সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সন্ন্যাসী মহা আড়ম্বরে মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে বলে "তোমার মাতা ডাকিনী" সেই তোমার স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট করিতেছে এবং তাহারই দোষে তোমার সন্তানসন্ততি হইতেছে না। মূর্খ উহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারির আঘাতে মাতার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে।

লণ্ডন টেলিগ্রাফে হাইড্রাবাদের রেসিডেন্ট [illegible] সালারজঙ্গের বিরুদ্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য মিস্ট্রর টেরী সেক্রেটারির নিকট দাবী করে। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

একটী দুষ্ট বালক না কি চট্টগ্রামের জুনাগড়ি [illegible] কাছেরি ঘরে আগুন দিয়া ভস্ম করিয়াছে। দ্রব্য সামগ্রী যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

ইহা বলে, চট্টগ্রামের সীমা প্রদেশে [illegible] ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। উহারা রতন-পত্তা নামক স্বাধীন পার্ব্বত্যবাসের প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে। রতনপত্তা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগত। উহারা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও একটী বিধবা কন্যা এতদ্ভিন্ন ৬৫ জন লোককে দুষ্ট করিয়া লইয়া গিয়া ৬৫ জনকে বধ করিয়াছে।

[illegible] নামক স্থানে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট খাবফিল্ড হত্যা গিটোর ৩০এ জুন ফাঁসী হইবে। এ ব্যক্তি পুনরায় বিচার প্রার্থনা করিতেছে।

ত্রোজিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তুর্কিরা মণ্টিনেগ্রোর সন্নিকটবর্ত্তী [illegible] নামক পল্লী লুট করিয়া ১১ জন পুরুষ ও ১৯ জন স্ত্রীলোক ও বালককে বধ করিয়াছে।

রেঙ্গুন ও আকায়াবে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে আকায়াবের [illegible] কূপের জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

নদীয়া জেলার আবর বাজেন [illegible] যে কমিশন বসিয়াছে, তাঁহারা মেহেরপুরের কার্য্য শেষ করিয়া বনগ্রামে গমন করিয়াছেন। এখানকার কার্য্য শেষ হইলে নদীয়া জেলার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে। তৎপরে কৃষ্ণনগরে আসিয়া ইহারা রিপোর্ট লিখিবেন।

পঞ্জাবের দেশীয় অস্ত্রকারেরা আজকাল অতি সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে অতঃপর পুলিস বিভাগে অথবা অন্য যে কোন বিভাগে তরবারির আবশ্যক হইবে স্থানীয় অস্ত্রকারদিগের নিকট পাওয়া না যাইলে পঞ্জাবের পুলিস ইন্স্পেক্টর জেনারেলকে জানাইয়া তথা হইতে তরবারি আনান হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটারি জেনারল সাহেব সামরিক বিভাগের পদ প্রাপ্ত হওয়াতে রেলওয়ের ডাইরেক্টর জেনারেল [illegible] সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আমাদের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের সমস্ত ভদ্রলোক একত্র হইয়া সম্প্রতি ডেপুটী কমিশনর মাক উইলিয়ম সাহেবকে একখানি অভিনন্দন দান করিয়াছেন। ইহাঁর সুশাসনগুণে তত্রত্য লোকে সন্তোষ লাভ করিয়া উহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত এই অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। সাহেব পদত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। ইহাতে তত্রত্য সকল লোকেই দুঃখিত। তাঁহারা তাঁহার একটী স্থায়ী স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন।

এইরূপ স্থির হইয়াছে সমুদ্রে বড় বাতাসের সময়ে জেলা শাসিবার ও অন্য সময়ে মঙ্গলবারে কলিকাতা হইতে যাইবে।

আমেরিকার একজন প্রজা অধীনস্থকে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট অপরাধে একত্র করিয়া তাহাকে তাহার বিচারে হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া গিয়া অসভ্য জাতির প্রদেশে করিয়াছে।

৩১এ ডিসেম্বর নিকোবর দ্বীপে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে লোকের তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে এবং অনেক নারিকেল বৃক্ষ পড়িয়া পতিত হইয়াছে।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম "[illegible]" প্রণেতা বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে বিখ্যাত মার্টিন লুথর [illegible] স্বদেশ রক্ষাকর্ত্তা জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতে মনন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত সংবাদপত্র এবং [illegible] পুস্তকালয়ে প্রেরণ এবং গ্রাহকদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য যোগেশ বাবু [illegible] বিতরণ করিতে মনন করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ [illegible] এই গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠাইয়াছেন, "আমি এক বৎসর পর্য্যন্ত অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতে ছিলাম। জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৮ কাশীধামে গমন করিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম যেন [illegible] সুপ্রসিদ্ধ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বসু মহোদয়ের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় রোগের ঔষধে বিস্তর লোক উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমি উক্ত ঔষধ ডাকযোগে আনাইয়া নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিয়া দিবস সেবন করায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছি।"

[illegible] ও ভবানীপুরের মধ্যে ট্রামওয়ে স্থাপন চালান হইবে কি না এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য মুনশীপালিটির সভা হইয়াছিল। তাঁহাতে স্থির হইয়াছে, এঞ্জিন দ্বারা গাড়ি চলিবে না।

[illegible] নিকটে একটী বহুকালের প্রাচীন কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার জল ঔষধের ন্যায় উপকারী। [illegible] উকীল [illegible] সাহেব বাবু আহ্লাদে ইহার পাটা গ্রহণ করিয়াছেন।

শুক্রবারে শাখারিয়াপাটীর রাস্তার [illegible] কোম্পানীর সাহেবের কুঠীতে আগুন লাগিয়া অনুমান ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

আমাদিগের কোন কোন সহযোগী বলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের মধ্যে কেহ কেহ উকীলদিগের জন্ম [illegible] সম্বন্ধে প্রশ্ন [illegible] [illegible] যায়।

মান্দ্রাজ টাইমস প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন [illegible] সাহেব মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের প্রসাদে [illegible] শ্রেণীর লোকদিগের প্রতিনিধি হইতে অভিলাষী হইলে গবর্ণর [illegible] সাহেব তাঁহাকে আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা অলীক।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শিক্ষাসংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষ [illegible] সাহেব [illegible] ইংরাজী ভাষা না জানাতে সভার কার্য্যাদি [illegible] করিতে পারিবেন না। সভায় যে কিছু কার্য্য হইত তাহা তাঁহাকে উর্দু ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইত এবং তিনি তাঁহার মতামত [illegible] উর্দুতে ব্যক্ত করিলে তাহার আবার ইংরাজী অনুবাদ করা আবশ্যক হইত। এই কারণে তিনি গবর্ণর জেনেরলের অনুমতিক্রমে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] সাহেবের উপর এই ভার অর্পণ করিয়াছেন।

চীনে সম্প্রতি ভূমিকম্প হওয়াতে [illegible] শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট [illegible] কইতে ত্রিপুরা [illegible] [illegible] [illegible] অনুমোদন [illegible]

[illegible] [illegible] হাইকোর্টের [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থা বিধান করিতে পারিবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হওয়াতে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাহেব বিশ্বাস [illegible] [illegible] সম্ভাবনা আছে।

[illegible] [illegible] নামক [illegible] [illegible] একটী স্ত্রীলোক [illegible] এক মকদ্দমার অভিযোগ করিয়াছেন। শুনা যায় এই মকদ্দমায় অনেক সুরসিক উকীল নিয়োগ করিতে সাক্ষী হন নাই।

ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সৈন্য নিযুক্ত আছে তাহাদিগের সাহায্যকারী সৈন্যদিগকে বিদায় দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। [illegible] ইণ্ডিয়া অফিস এ বিষয়ে অধিকাংশ লোক [illegible] অসম্মতি করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] সাহেবের [illegible] [illegible] [illegible] বলিবেন। [illegible] সাহেব সিবিল সার্ভেন্টের পদে [illegible] কমিসনরের পদে নিযুক্ত হইবেন, আর [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] পদে [illegible] মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

[illegible] একটী স্ত্রীলোক [illegible] সাহেবের নামে ৮০ দিন উপবাসে করিয়াছে।

[illegible] হিন্দু [illegible] গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদিগের [illegible] শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেন্টে আবেদন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] বার্ষিক আয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা।

সংবাদদাতার পত্র।

[illegible]

সে দিন এখানে একটী [illegible] হইবার উপক্রম হয়। [illegible] কোম্পানির [illegible] হইতে অশ্ব [illegible] আগমন করে। [illegible] [illegible] [illegible] অশ্বারূঢ় হইয়া আইসে। তবে [illegible] [illegible] সাহেব বিশেষ মনোযোগ করিয়া যান। কোম্পানির যাব [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া পড়ে। [illegible] [illegible] [illegible] সাহেব আক্রমণ করে। [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে, শুনা যাইতেছে, [illegible] [illegible] সাহেব সে আপন অশ্বারোহীর [illegible] [illegible] প্রকাশ করিতেছেন না। আর এখানে [illegible] [illegible] চুরী প্রভৃতি নিত্য হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] এ সকল উপদ্রবের কথা শুনা যায় নাই। এখন কথা হইতেছে, পুলিস কি নিদ্রাগত অবস্থায় থাকিবে? শান্তি স্থাপনে পুলিস কি নিতান্তই অক্ষম হইল না?

[illegible] সব ইনস্পেক্টর [illegible] বাবু একজন কৃতবিদ্য লোক। তাঁহার সময়ে এ প্রকারের যে চুরী হইতে লাগিল, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে।

সে দিন [illegible] স্কুল কমিটির এক অধিবেশন হইয়া যায়। কেবল চারি জন মাত্র সভ্য সভায় উপস্থিত হয়েন। সভাপতি মহাশয় এই বৎসর অন্য সময় অপেক্ষা সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। [illegible] বিদ্যালয়ে মধ্যে [illegible] শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব উত্থিত হয়। সভাপতি মহাশয় অতি যোগ্য লোক। তিনি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ তালিকাটী আমরা দর্শন করিলাম। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] যে এক একটু জটী দেখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংশোধন করিলে, তাহাতে আর অনুযায় সন্দেহ নাই। তিনি ছই বৎসর অন্তর শিক্ষকদিগের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে মানস করেন। এটী অতি সৎকল্প বলিতে হইবে। আমরা আশা করি, স্কুলের পরিদর্শক [illegible] [illegible] [illegible] মহাশয় এ বিষয়টীর অনুমোদন করিয়া আপন [illegible] পরিচয় দিবেন। তবে ঐ তালিকায় যে [illegible] টী ত্রুটী আছে, তাহা তাঁহাকে বিবেচনা করিয়া পুনর্বিচার করেন তাহাই, অন্যথা তিনি [illegible] আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এই আমাদের [illegible] প্রার্থনা।

শুনা যাইতেছে আমাদের মাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] করিয়া শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন। তিনি অতি অমায়িক লোক, তাহাতে দুশ্য অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারী আমরা অতি আহ্লাদে দেখিয়াছি। তাঁহার বিলাত গমন সংবাদে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে তিনি যা এ উপবিভাগের ভার আর না পান হয়ত। এ প্রকার [illegible] বিচারপতি বিচার আসনে আসীন থাকিলে [illegible] [illegible] আর কখন স্পর্শ করিতে পারে না।

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা এক বার এক খানি [illegible] [illegible] কথা লিখিয়াছিলাম। এ শহরে সেই সেই খানি [illegible] বিদ্যালয় [illegible] দেখাইয়াছিল। এখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] করিবার মকদ্দমা প্রবেশ করিয়াছে। [illegible] এ বর্ষের বিবাদ হইলে অত্যন্ত দুঃখের হয়। অন্যথা তাহার দোষ পড়িবে সত্য, ক্ষমতা প্রভৃতি সকলই জানিয়া যাইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

পাটনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবলু কডওয়াল পাটনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল চট্টগ্রামের খাস তহসীলদার হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন রঙ্গপুর সদর থানায় থাকিবেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি টয়েন বি যে দিন হইতে আপনার বোধ করিবেন সেই দিন হইতে ১ মাস ১০ দিন ছুটী পাইবেন।

বেবিনিউ বোর্ডের সভ্য আর, এল ম্যাঙ্গলস ১৬ ই এপ্রেল হইতে ৩ মাস ছুটী পাইলেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরী গঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ যে দিন হইতে আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস ছুটী লইতে পারিবেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবেন্দ্রনাথ চৌধুরী কিশোরীগঞ্জে বদলী হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গৌরনাথ মিত্র ত্রিপুরার সদর থানায় বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাহানাবাদে বদলী হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ ফজিল ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাম অনুগ্রহনারায়ণ সিং সারণে বদলী হইলেন।

সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাজীবন রায় মুর্শিদাবাদের সদর থানায় কার্য্য করিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ. ডব্লিউ ই ওয়ার্ড ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ১ মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ছোট নাগপুরের কমিশনর জে, এফ, কে হিউইট ৬ মাস বিদায় গ্রহণ করায় চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে ওয়ার এজেণ্টের পদে কার্য্য করিলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের অনুমত্যনুসারে মৌলবী মহম্মদ ইউসফকে বঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ প্রদান করিয়াছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু রাজকুমার সেন চট্টগ্রাম কালেজের এবং জে, কগার মুর্শিদাবাদ কালেজের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

সাহাবাদের অতিরিক্ত সবর্ডিনেট জজ বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র পাটনার সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু ফিডিল ২ য় ও ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ও ঢাকার মফিজ ২ য় শ্রেণীর এবং সিরাজগঞ্জের বেগোয়া ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত বিষয়ের ২ য় মুন্সেফ বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ায় বদলী হইলেন।

কাটোয়ার মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় রাজসাহীর অন্তর্গত বোয়ালিয়ায় বদলী হইলেন।

বোয়ালিয়ার মুন্সেফ বাবু কালীচরণ ঘোষাল মেদিনীপুরের অন্তর্গত বিষয়ে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের আইন অনুসারে ৫০ টাকা মূল্যের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

দিনাজপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বেভিস নাডেল ২ য় ও ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ছোট নাগপুরের অন্তর্গত মানভূমের মুন্সেফ হইলেন, কিন্তু প্রায় পুরুলিয়ায় থাকিবেন।

সারণের প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১ মাস বিদায় গ্রহণ করাতে বিহারের অতিরিক্ত সবর্ডিনেট জজ বাবু গিরীশচন্দ্র বসু তৎপদে কার্য্য করিবেন।

পুরুলিয়ার মুন্সেফ বাবু প্রিয়নাথ শর্ম্মা ১ মাস, জাহানাবাদের প্রথম মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসন্ন ঘোষ ২ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু গৌরনাথ বসু ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩৮ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় বা ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্বিরোধে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয়

সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। পেসাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত পূঁয নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ এবং অত্যন্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সময় অতিশয় জ্বালা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগ-জনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের কণ্ডুয়ন, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও এককালে রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৮ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা।
প্যাকিং ।৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধি বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশ টাক (টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ।৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাধরা, মাথাকুটকুটানি, অল্পকাল মধ্যে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বেদনা ও সর্দ্দিকাশি এবং কর্ণে পূঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ।৵০ আনা।

সুধাংশু চূর্ণ।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরোগের মহৌষধ।

এই প্রাচীন যুক্ত গভীর গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বপ্রকার সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক (বেদনা), বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুবিখ্যাত চূর্ণ সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ।৵০ আনা।

অম্লবিনাশ।

(সকল প্রকার অম্লরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অম্লপিত্তশূলী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষো-বেদনা, পার্শ্বশূল, অজীর্ণ, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস) কাশি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১।০। প্যাকিং ।৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ৬৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অচিরে আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা দিয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

মল-রোধক, মাংস-রোধক, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজে সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অজীর্ণ, প্লীহা, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন সংক্রামক প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্বরের প্রবল অবস্থাও কোন অনুবোধ হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

মশকনাশক নিস্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই নিস্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ১, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবচ্ছেদো মুঞ্চতেন ন ক্ষেত্রো মুক্তিদং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশু-রূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

প্লীহা রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৸০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

জ্বাল দগ্ধ সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, বাঙ্গালিটোলার হত্তা অথবা গণেশ মহল্লা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, রসিদ চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকেট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর নাক ডওয়া চাঙড়িপোতা অন্তঃপাতী যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ১৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৬॥০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১লা চৈত্র। ইং ১৮৮২। ১৩ ই মার্চ্চ। | অগ্রিম পাণ্মাসিক ৩॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রহস্য!!!—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৸৹ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীহারেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ সুবার্কন টালা ২ নং কার্য্যালয়)

সাবধান! সাবধান!

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত নিম্নলিখিত মহৌষধ গুলি খরিদ করিবার সময়ে ক্রেতাগণ প্রত্যেক ঔষধের উপরে লাল কাগজের রেজেষ্টরি করা "ট্রেডমার্ক" জানোয়ারের মুখের মোহর এবং লাল কালীতে কে, সি চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজি স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। উহা যাহাতে না থাকিবে তাহা কৃত্রিম বলিয়া জানিবেন।

ঔষধের মূল্য ও নাম।

"শিবাক্ষর" চূর্ণ অর্শরোগের মহৌষধ মূল্য ৩ এবং ৬ টাকা ডাক ।৵০। "শিবাক্ষর" বেণু মাজুর বাতরোগের মহৌষধ মূল্য ২॥০ টাকা ডাক ।৵০। "শিবাক্ষর" তৈল বাত মহৌষধ মূল্য ১ টাকা ডাক ।৵০। "শিবাক্ষরামৃত" সর্বৌষধ পারা নাশক, মূল্য ৪ টাকা ডাক ৸০। "শিবাক্ষর" বটীকা রক্ত রোগের মহৌষধ মূল্য ।০ ডাক ⁄০। "শিবাক্ষরামৃত" অম্ল রোগের মহৌষধ মূল্য ॥০ ডাকে পাঠাইবার নহে। "শিবাক্ষর" ভগ্ন পুরুষত্ব হানির মহৌষধ মূল্য ৩০ ও ৬২ টাকা ডাক ॥০।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সাবর্ণাদি পুস্তকালয়
পবাণহাটী কলিকাতা।

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH,
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

বাটী বিক্রয়।

"বালিগঞ্জের ষ্টেসনের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের উত্তম বাসোপযোগী) সার খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সর্ব্বসমেত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাবলিকওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর ঠিকানায়।"

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতি, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, জগতের আদিম মানব-জাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, অদ্ভুত ভৌতিক তত্ত্ব, বনের মহিমা, মনুসংহিতা, আলোকেশ্বার্গীর, সাংখ্যদর্শন, ত্রিগুণ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাপপুণ্য, এই ১১ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরোগ এবং তৎসংক্রান্ত অর প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব পাকা অক্ষির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক,

আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই ঔষধের দ্বারা শারীরিক দুর্বলতা, অজীর্ণতা, [illegible] পীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ক্ষত এবং শরীরের কোন কারণবশতঃ যদি দুর্বলতা প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে শরীরের রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পীড়া ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের এই ঔষধ কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মহুরাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী [illegible] নং দর্জ্জিপাড়া শিমুলিয়া গলি, [illegible], কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কয়েকটী গ্রামের দুরবস্থা।

বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার অন্তঃপাতী কয়েকটী গ্রামের এরূপ দুরবস্থা যে তদর্শনে জ্ঞানসম্পন্ন লোকমাত্রেই মনে করিবেন যে এ গ্রামগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে নয় এবং কখন ছিলও না। এ দুই জেলা যখন বৃষ্টিতে [illegible] নিম্নভূমি প্লাবিত হইয়া যায় তখন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে মাঝে মাঝে সন্তরণ না করিলে কোন রূপেই চলে না। বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী বা রুগ্ন ব্যক্তি বাটীর বাহির হইতে পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এটা একটা সামান্য দুঃখমাত্র, ইহার অপেক্ষা আরও কয়েকটা গুরুতর দুঃখের কারণ আছে। সর্ব্বত্রই ধনী লোক অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অধিক। এখানকার দরিদ্র লোকেরা খাটে না খাইয়া এক দিনও বাঁচিতে পারে না। ইহাদের জীবনধারণ এবং স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন করা কৃষিই একমাত্র উপায়। এই কৃষি হইতে উৎপন্ন সামগ্রীগুলি হাটে বিক্রয় করিতে না পারিলে এই দীন কৃষিজীবীদিগের দিনাতিপাত করা অতীব দুষ্কর হইয়া উঠে। এই জন্য বর্ষাকালের জলপ্লাবন বাধাগুলিকে তাহাদিগের সামান্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অধিক সামান্যজ্ঞানে যদি কেহ চলাচলে জল ভঙ্গ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কি সে ব্যক্তি নষ্ট হয় না? প্রায় প্রত্যহ এইরূপে অনেক লোক অসময়ে হইয়া চিরকালের জন্য সাংসারিক কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করে। কেবল যে [illegible] অসুবিধা তাহা নহে, এই গ্রামগুলির [illegible] পশ্চিমপূর্ব এবং দক্ষিণোত্তরদিক ব্যাপক দুইটি প্রধান রাস্তা আবশ্যক আছে। এই অবস্থা সত্ত্বেও [illegible] নিবিড় যে দিবাভাগেও যে সকল স্থানে অনেকে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জঙ্গলের মধ্যে পূর্ব্বে অনেক ধনী লোকের বাটী ছিল। ইহাদিগের অট্টালিকা ও দেবালয়াদির ভগ্ন চিহ্ন অদ্যাপিও এখনও বিদ্যমান আছে। বাঘের [illegible] একটী কাষ্ঠের মূর্ত্তি ছিল, যে মূর্ত্তিটি এখন অরণ্যাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। এই নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। এই সকল কারণে এই অংশটি দিনরাত্র ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর অবাধে স্থিতিকর আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, লোক যাতায়াতের পক্ষে এই অরণ্যের মধ্য দিয়া ভিন্ন আর নাই। কিন্তু প্রাণরক্ষার এবং পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে অল্প একটী সামান্য প্রতিবন্ধক মাত্র। "অরক্ষিত রক্ষতি দৈবং" এই নীতি সম্মুখে রাখিয়া লোককে অগত্যা এই স্থানের পথ দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। এই অরণ্যে দুঃশাসিত জন্তুদের উৎপাত করিবার কথাই নাই, সম্প্রতি ১২৬৭ সালের পৌষমাসে হাট হইতে আসিবার সময় একটী লোক ব্যাঘ্রহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

আমরা এই সমস্ত এবং আরও কতকগুলি অসুবিধার কারণ দর্শাইয়া এই গ্রামসমূহের একশত পঁচিশ জনের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া বিগত অক্টোবর মাসে এই অরণ্যের মধ্য দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করণের জন্য বগুড়া জেলার রোডসেস কমিটিতে একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে। কে মনে করিতে পারে যে এরূপ অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রার্থনা শুনিবেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শুনিয়াছেন, আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে; আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে এত বাড়াবাড়ি কেন? বাড়াবাড়ির কারণ আছে। যত দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়েরা জেলার সকল কার্য্যের কর্ত্তা তত দিন আর দুঃখের অন্ত নাই। আমরা শুনিলাম এখন টাকার অভাব। তখন আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে টাকার অভাব হয় কেন? আমরা কি রোডসেস দিই না? আমরা পাঁচ বৎসর এই কর দিয়া আসিতেছি। পাঁচ বৎসরের পরে দুঃখের কথা জানাইয়া যে অধ্যক্ষাধীনতার গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের একটী দুঃখের ইতিবৃত্ত প্রদান করিলাম, গবর্ণমেণ্ট শুনিলেন, কিন্তু দুঃখের কিছুই প্রতিবিধান করিলেন না, দুঃখ আরও দ্বিগুণ বাড়িল। এক্ষণে উপায় কি? "রোডসেস ফণ্ডে টাকার অভাব, জেলাদের নিকট হইতে যত টাকা লওয়া হইয়াছিল, সমস্তই অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তোমাদের দশ পনর হাজার দরিদ্রলোকের অসুবিধায় আমাদের কি? জেলার উপরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাসা হইতে ডাক্তার সাহেবের বাসা পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে সরকারী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উদ্যান পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তার আবশ্যকতা থাকায় সেই সকল কার্য্যে এখানকার সমস্ত টাকাগুলি ব্যয়িত হইয়াছে। বর্ষাকালে মফস্বল ভ্রমণের সময় প্রশস্ত পথের অভাববশতঃ একটু অসুবিধা হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু শীতকালে সে অভাব আমরা তত বোধ করি না।" ইহা ভিন্ন কর্ত্তাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আর কি কারণ দর্শাইতে পারেন? এবং ইহার অপেক্ষা গুরুতর কারণই বা আর কি হইতে পারে?

গত শীত ঋতুতে বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় স্বয়ংই এই সকল স্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী অরণ্যাদি দেখিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে এই পথের দুঃখ যে কত হতভাগ্যের অমূল্য জীবন আহুতি-প্রদান করিয়াছিল তাহাও বোধ হয় তাঁহার অবিদিত নাই। ইহাতেও যদি এ পথটী শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত করণের আবশ্যকতা উপলব্ধি না হইল, তাহা হইলে আর আশা ভরসার স্থল কোথায়?

প্রজার উন্নতি সাধন রাজার প্রাথমিক কার্য্য, আমরা ভরসা করি আমাদের দয়াশীল মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর এসলি ইডেন মহোদয় আমাদের রোদনে কর্ণপাত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রামসমূহের অধিকাংশ বগুড়া ও অপরাংশ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। একটী জেলায় যদ্যপি টাকার অনটন হইয়া থাকে, তবে মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মনে করিলে দিনাজপুর রোডসেস হইতে এই পথটি প্রস্তুত করণের অনুমতি দিতে পারেন। প্রজার স্বাস্থ্য, প্রাণরক্ষা এবং সুবিধা রক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

অনুগত
[illegible]

চিকিৎসা-প্রণালীর বিভ্রম ম্যালেরিয়ার একটী কারণ।

আমাদের এই বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা

উপদ্রবে ক্রমশঃ যাইতে বসিয়াছে। কি শারীরিক বল কি মানসিক বল কি দীর্ঘজীবিতা সকলেরই ক্রমে লাঘব হইয়া আসিতেছে। অধিক কি, আমরাই বাল্যকালে যেরূপ সবলকায় বাঙ্গালী দেখিয়াছি, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাইবেন না। এই সকল অতি শোচনীয় অনিষ্টপাতের অনাবিধ বহু কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসাপ্রণালীর বিপ্লবও যে তন্মধ্যে একটী প্রধান কারণ তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শীতপ্রধান দেশের পরীক্ষিত ঔষধ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী দুর্ব্বল বাঙ্গালিদিগের পক্ষে কোনপ্রকারেই উপযোগী হইতে পারে না। ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৎকালে কোন প্রকার অনিষ্ট না করিলেও ক্রমে যে ক্ষীণ বাঙ্গালীশরীরের অধিকতর অপচয় সম্পাদন করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বিলাতি মদ্যকে বেশ ধরা যাইতে পারে। যে সকল ব্রাণ্ডী শেম্পিন প্রভৃতি তীব্রবীর্য্য মদ্য পান করিয়া ইউরোপীয়গণ সচ্ছন্দ শরীরে বিচরণ করিতে পারেন, তাহার অর্দ্ধমাত্র কিম্বা পাদমাত্র পান করিলেই বাঙ্গালী যুবকের তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা লোপ করে এবং কালে শরীর ক্ষয়ের প্রধান কারণ হয়, তদ্রূপ ইউরোপীয় ঔষধও যে বাঙ্গালী শরীরের অহিত করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এ অনিষ্টের নিরাকরণ কিরূপে হইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট কি সহসা মেডিকালকলেজ উঠাইয়া দিয়া দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক বলিবেন যে তোমরা পূর্ব্ববৎ দেশীয় ঔষধাদি ব্যবহার কর অথবা দেশীয় লোকেই কি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ইউরোপীয় চিকিৎসার সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন? তাহা কোন মতেই হইতে পারে না। লোকে রোগগ্রস্ত হইয়া জীবনের দায়ে ঔষধ খায়। সে সময় ভবিষ্য চিন্তার অবসর থাকে না, অথবা সেই সময়েই যদি মৃত্যু হইল, তবে আর তাহার ভবিষ্যতের ইষ্টানিষ্টের সহিত সম্পর্ক কি থাকিল। এ নিমিত্ত আমরা বলিতেছি এখন যেরূপ চলিতেছে তাহাই চলুক, এখন অনেকে ইউরোপীয় চিকিৎসার সংস্রব পরিত্যাগও করিতেছেন, তাহা করুন। এ দিকে স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হউন। যখন দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র স্বদেশরক্ষণে সমর্থ হইবে, তাহার কার্য্যকারিতা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে (জগদীশ্বরের কৃপায় তাহা হইলে ১৬ টাকা দর্শনীর হস্ত হইতেও মুক্ত হওয়া যাইবে) তখন লোকে আপনা হইতেই তাহার আশ্রয় লইবে। তখন কাহারও অনুরোধ উপরোধের অপেক্ষা থাকিবে না। মহাশয় শুনিয়া সুখী হইবেন, প্রায় দুই তিন বৎসর হইল ভবানীপুরের উকীল মহাশয়গণ আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িদিগের উৎসাহ বৰ্দ্ধনার্থ একটী সভা সংস্থাপন করিয়া ঐ সভায় আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ছাত্রবৃত্তি ও তৃতীয় পরীক্ষায় (উপাধি পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে তাহার সুফলও ফলিয়াছে। পূর্ব্ব দুই বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষাই গৃহীত হয়। গত বৎসর তৃতীয় পরীক্ষার্থী তিনটী ছাত্র উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে পণ্ডিতবর কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়ের একটী ছাত্র প্রসন্নকুমার সেন সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সভার স্বীকৃত ৭৫ টাকা, অন্য একটী কবিরাজ প্রদত্ত একখানি রৌপ্য-পদক এবং কবিরত্ন উপাধি পাইয়াছেন। এই ছাত্রটী এখন খাগড়াতে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। শুনিতেছি এ বৎসর তাঁহার একটী ভ্রাতাও না কি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই পরীক্ষা গ্রহণ যদিও মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের প্রধান উপায় নহে, তথাপি এতদ্দ্বারা যে কিঞ্চিৎ উপকার হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণও এই দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছি যে দেশীয় রাজা মহারাজ ও জমিদার প্রভৃতি ধনাঢ্যবর্গ এই সৎকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন। কারণ কি? এটী কি তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন না অথবা এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কেহই উত্তেজিত করেন নাই? যাহা হউক, এখন আর তাঁহারা উদাসীন না থাকেন, এই প্রার্থনা। এ কার্য্যটী দেশের মঙ্গলকল্যাণকর এবং এই সকল কার্য্যে দানই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান। আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভ্য মহোদয়গণ, সম্পাদক মহাশয় ও সভাপতি মহাশয়কেও বলি, তাঁহারা যখন এই মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন ইহার যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয়, তৎপক্ষে আপনারা যত দূর পারেন করিতেছেন করুন এবং সাধারণের নিকট যাহাতে সাহায্য পান তাহার চেষ্টা করিতে থাকুন। আমাদের দেশের ধনিগণ এখনও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দান করিতে অভ্যস্ত হন নাই। সভ্যগণ সমুচিত উপযুক্ত স্থানে যাইয়া প্রধান মহাত্মাদিগকে উত্তেজিত করুন। সম্প্রতি কলিকাতাতে দেশীয় অনেক মহারাজ উপস্থিত আছেন। ইঁহারা অনেক সৎকার্য্যে দানাদিও করিতেছেন। এই সৎকার্য্যে কিঞ্চিৎ দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? কখনই না। ইঁহাদিগকে সভদান চাই। সভ্য মহাশয়েরা যত্ন করুন। অবশ্যই সফলপ্রযত্ন হইবেন। বিশেষতঃ এ কার্য্যে অপমান বোধ করার ত কোন কারণ নাই। উপসংহারকালে আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভ্য মহোদয়গণকে আর একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা ছাত্রগণের উৎসাহ বৰ্দ্ধনার্থ বৃত্তি ও পুরস্কারের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ উপাধ্যায়গণেরও উৎসাহ বৰ্দ্ধনার্থ কিছু করা আবশ্যক। সম্প্রতি যদি ব্যয়সাধ্য কোন কার্য্যে সমর্থ না হন, অন্ততঃ একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রের উপাধ্যায়কে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করুন।

১২৮৮ } বহুবাজার আর্য্য সাহিত্য
২০ এ ফাল্গুন } সভার একজন সভ্য।

ভারতীয় রাজকোষে অর্থের সচ্ছলতা ও কার্পাস শুল্ক।

মহাশয়! আমরা যখন কোন একটী বহু ব্যয়সাধ্য সৎকার্য্যের নিমিত্ত ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, প্রায় তখনই গবর্ণমেণ্ট বাক্সের তালা দুই হাতে তুলিয়া আমাদিগকে খালি বাক্স দেখাইয়াছেন ও অনেক আশায় নিরাশ করিয়াছেন, কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের নিকট আবার গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজকোষে এক্ষণে অর্থের সচ্ছলতা হইয়াছে, কার্পাস শুল্ক শীঘ্রই রহিত করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কোন্ কথায় বিশ্বাস করিব? মন্দ ব্যাপার নহে!! এ দিকে ঘরের ছেলেরা শাক্ ভাতের উপর একটু নুন চাহিলে অর্থাভাবের ভাণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দেওয়া হইতেছে; কিন্তু ও দিকে আবার দুগ্ধশর্করাভোজী বাহিরের ছেলেদিগকে প্রচুর ভোজের নিমন্ত্রণ দেওয়া হইতেছে। সম্পাদক মহাশয় এটি কিরূপ ব্যাপার? যদি তোমার হাতে টাকাই আছে, তবে তোমার ঘরের ছেলেদিগকে দুঃখোপবাসে কষ্ট দিতেছ কেন? এক্ষণে নিজের বালকদিগকে কষ্ট দিয়া অপর বালকদিগকে ভোজ দিলে তোমার কোন্ ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে? কত যশোলাভ হইবে? যদি যথার্থই গবর্ণমেণ্টের অর্থের সচ্ছলতা হইয়া থাকে, তবে তাহা ধনকুবের ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিদিগের হিতার্থ ব্যয় না করিয়া দরিদ্র ভারতবাসিদিগের হিতার্থ ব্যয় করা হইবে না কেন? ভারতের সকল প্রকারেই অভাব মোচন হইয়াছে কি?

ভারতের অভাব অসংখ্য; ভারতের উন্নতির এক অংশও এ পর্য্যন্ত পূরণ হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ, কাবুল যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার দায় করিয়া

অর্থাভাব দর্শাইয়া যে সকল সৎকার্য্য বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল কার্য্যে কিছু টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? এক দিকে অর্থাভাব দর্শাইয়া কলেজের বেতন বৃদ্ধি করণ করিয়া সাধারণের উচ্চ শিক্ষার কোমল মস্তকে কঠিন কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হাই-কোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিয়া সুযোগ্য বিচারপতিদিগের মন ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার অন্য দিকে অর্থের সচ্ছলতা দর্শাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের তেলা মাথায় তেল ঢালিবার নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণ! আপনারা কখন একই সময়ে এরূপ অর্থাভাব ও অর্থের সচ্ছলতার কথা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন?

ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের এ ভয়ের শেষ নাই, তাঁহারা ভারতীয় দুরবস্থ লোকদিগের দুঃখে দুঃখী নহেন; ভারতবর্ষের দুঃখী লোকেরা সস্তাদরে কাপড় পরিতে পাইতেছে না, এ দুঃখ আর তাঁহারা সহিতে পারিতেছেন না। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের সচ্ছলতার যোগ দিয়াছেন, কিন্তু এদিকে যে স্বদেশী ভারতীয় অপ্রকৃষ্ট লোকদের শরীরে লাইসেন্স টাক্স রূপ কণ্টক বহু বিদ্ধ করিয়া শোণিত শোষণ করিতেছেন, তাহাতে তাহারা ক্ষেপ করিতেছেন না। লাইসেন্স টাক্স কি প্রশংসনীয় নহে? লাইসেন্স টাক্স কি স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যাঘাতকারী নহে? বস্ত্র মাশুলের দ্বারা অনেক লক্ষ টাকা আয় হয়, তাহাতে তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু উচিত কার্য্যে একটী টাকা ব্যয় করিতে হইলেও হৃৎপিণ্ডের মাংস খসিয়া যায়। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায়ের সহিত লাইসেন্স করদাতা ভারতীয় লোকদিগের ঠিক সেইরূপ তুলনা হয়। আমাদিগের বিবেচনায় বরং লাইসেন্স টাক্স উঠাইয়া দিয়া কার্পাস শুল্ক আরও বৃদ্ধি করা উচিত। ঢাকাই কাপাসী বহুমূল্য বিলাতী বস্ত্র না পাইলে আমাদিগের তত ক্ষতি হইবে না। অতএব যখন আমাদিগের অর্থের সচ্ছল হইবে, আমরা দুই সন্ধ্যা উদর পূরিয়া খাইতে পাইব, তখন বস্ত্র বা বিলাতী বহুমূল্য বস্ত্রের বিবেচনা করা যাইবে।

ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায় আমাদিগকে সকল প্রকারে নগ্ন করিতে চাহে। তাঁহারা সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিবার ভাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করাইয়া দেশী তাঁতি ও আমাদিগের কারখানাগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, কিন্তু আমরা সস্তাদরে কাপড় পাইতে পারিলাম না। তাঁতি মিস্ত্রি ও আমাদিগেরই ক্ষতি, এ দিকে আমাদিগের দেশের কারখানাগুলির উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত হইল, কিন্তু এদিকে আমাদিগের পয়সা যেমন খরচ হইতেছিল, তেমনই হইতেছে। লেঙ্কাশায়ার মোটা কাপড় গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সস্তা বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে সব ফাঁকি। এক্ষণে যে সকল মোটা কাপড়ের আমদানী হইতেছে, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন নহে। এক একখানি মাপিয়া দেখিতে গেলে পূর্ব্বাপেক্ষা দুই চারি আঙ্গুল দৈর্ঘ্যে ও চারি আঙ্গুল হইতে আঙ্গুল প্রস্থে কম করিয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় মূল্য যে পরিমাণে কম হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল যে পরিমাণে কাপড় কম হইয়াছে, সেই পরিমাণে মূল্যও কম হইয়াছে। অপর পক্ষে দেখিতে গেলে, আমরা পূর্ব্বে যে দরে ক্রয় করিতাম, এখনও সেই দরে ক্রয় করিতেছি; ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীগণ কেবল আমাদিগকে ধোঁকা বুঝান বুঝাইতেছেন। এরূপ চালাকি না করিলে তাঁহারা সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বিচক্ষণ ইংরেজ লোক, তাঁহারা ধনলোভী, তাঁহাদিগের সকলই ধোঁকা বাজী। এই অন্যায় ব্যবহার নিবন্ধন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে একটী শব্দও শুনা যাইতেছে না, কিন্তু যদি অন্য কোন দেশবাসী ব্যবসায়ীরা এরূপ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, বিলাতী সকল সংবাদ পত্রই তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেন এবং এরূপ অন্যায়াচারী ব্যবসায়ীদিগের দেশ একেবারে বিনাশের নিমিত্ত রণতরী ও সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বারম্বার উত্তেজনা করিতেন। এক্ষণে আমরা আর ম্যাঞ্চেষ্টরের বাক্যে ভুলিব না। আমরা এক্ষণে নিজের মঙ্গল অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়াছি, স্বত্বাস্বত্ব বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি কথায় কথায় দূর ভাঙ্গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এ কথা গুলি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, গবর্ণমেণ্টের হঠাৎ এরূপ অর্থের সচ্ছলতা কোথা হইতে হইল? ৩০ লক্ষ টাকার মাশুল বিক্রয় করিয়া বসিয়াছে, আবার অর্থাভাব হইলে যে প্রোগ্রাম মত কাজ পাবলিক ওয়ার্কস বন্ধ হবে, না অনাবশ্যক যেখানে সেখানে টাকা ছড়াইয়া বেড়ান? যদি গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচ্ছলতা হইয়া থাকে, প্রথমে কর্জ্জ গুলি পরিশোধ করুন; আমরা আর কত সুদ বহিব? যদি বেশী টাকা হাতে আসিয়া থাকে, লাইসেন্স ট্যাক্স উঠাইয়া দাও, শিক্ষা সম্বন্ধে আরও চারি লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়াও, আদালতের ষ্ট্যাম্প উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে না পার তবে নিদেন কলেজের সুবর্ণ সাধারণের চেষ্টা কর, কলেজের ছাত্রদিগের বেতন না বাড়াইয়া বরং আরও কম কর, টেলিগ্রাফ দূর বাড়াও, পোষ্ট আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, দেশীয়দিগের শিল্পশিক্ষার ব্যয় বাড়াও; যাহা হইলে আমাদিগের অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত তোমাদিগকে আর ভাবিতে হইবে না; তোমাদেরও কার্য্য প্রণালী সহজ হয়, এখনও অধিকাংশ পল্লীগ্রামের লোক জল পথের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছে। এরূপ সহস্র সহস্র কার্য্য অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকিতেও কি যেখানে সেখানে টাকা ছড়াইয়া ফেলিতেছ? এ সকল সৎকার্য্য করিয়াও যদি তোমার টাকা বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা ভবিষ্যৎ আপদ নিবারণের নিমিত্ত সঞ্চয় কর, যেন উপস্থিত সময়ে তোমাকে ইংলণ্ডের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া না বেড়াইতে হয়। যখন তাহা হইতেও অধিক টাকা তোমার হাতে হয়, তখন তুমি ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীদিগের বিষয়ে মনোযোগ করিতে পার, তাহাতে আমরা একটী কথাও বলিব না। আর এখন যদি তোমার অধিক টাকার আবশ্যক থাকে, তবে আমাদিগের পরামর্শ শুন; বস্ত্রের শুল্ক দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি কর। ইহাতে দুই তোমার ধনকোষ পূর্ণ হইবে, সঙ্গে অন্ন ভারতবাসীরা দুঃখবিষাদে আত্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

আমরা যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এত বকাবকি করিলাম, তাহা শুনিয়া যদি কোন বজ্রমুখ গৌরকায় মহাশয় বলেন যে "তোমরা কে? তোমাদিগের এ সকল বিষয়ে তর্ক করার কি অধিকার আছে? আমরা বলপূর্ব্বক তোমাদিগের দেশ জয় করিয়াছি, আমরা তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক শাসন করিতেছি, আমাদের যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব। আমরা যতটুকু অনুগ্রহ তোমাদিগের প্রতি প্রদর্শন করিব তোমাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।" তবে এরূপ কথার উত্তরে আমরা ইহাই বলিব "যে আমরা ন্যায়বান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজা, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এরূপ বলিবার অধিকার দিয়াছেন বলিয়াই আমরা এরূপ বলিতেছি, রুশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে থাকিলে আমরা এরূপ স্বাধীন ভাবে কথা বলিবার আশা কখনও করিতাম না। আমরা পরম দয়াবতী ভারতেশ্বরীর প্রজা, যিনি আমাদিগের দুঃখ শুনিয়া তাহার মোচনের নিমিত্ত আমাদিগের অভাব জানিয়া তাহা মোচনের নিমিত্ত কাণ পাতিয়া আছেন। তাই আজ আমরা দুঃখ পাইয়া তাহার প্রতিকারের আশায় মেজরটী সাহেবের নিকট চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছি। আমরা সকলে বলিতেছি, অন্য কাহারও এ বিষয়ে কথা বলিবার অধিকার কিছুমাত্র নাই।"

আমাদিগের ছোট প্রভু বলেন "দেশীয় ভাষায়

সংবাদ পত্রের সহিত দেশীয় প্রজা সাধারণের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই।" তবে কি তাঁহার বিবেচনায় পাইওনীয়র বা ইংলিসম্যানের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি আছে? অদ্য আমরা যে এই দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্রের সাহায্যে এতগুলি মনের কষ্ট প্রকাশ করিলাম, সেই "আমরা" কে? আমরা কি ভারতবাসী প্রজা নহি? ভারতীয় বঙ্গবাসী কৃষকেরা দেশীয় ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া "ইংলিসম্যানের" ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে কি? হায়!! টেম্পল সাহেব এত দীর্ঘকাল এদেশে থাকিয়া এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি এরূপ অন্যায় কথা বলেন তবে আমরা আর কোথায় যাইব, আমাদিগের রোদনধ্বনি তবে ভারতেশ্বরীর কর্ণগোচর আর কে করিবে?

১২৮৮ সাল } শ্রীঃ——রায়
১৭ ই ফাল্গুন। } ভাগলপুর।

সোমপ্রকাশ

১লা চৈত্র সোমবার।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্ত্তব্য।

সর চার্লস মেটকাফ ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যান, তদবধি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যে যে ঘটনা হইয়া গেল, সেগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানের প্রয়োজন ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তুল্য উদারতম ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় গবর্ণমেণ্ট আর নাই বলিলে হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানে যে কি উপকার হয়, অন্যান্য রাজার তাহা অনবগম হওয়া দূরে থাকুক, ম্যাল কমলি প্রভৃতি উচ্চতম গবর্ণমেণ্টগণও [illegible] সমর্থ নহেন। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র শাসন কার্য্যের একটী প্রধান সহায়। সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই মুদ্রাযন্ত্রে স্বাধীনতা দিয়া থাকেন, তাই বলিয়া যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহা নয়, এতন্মধ্যে তাঁহাদিগের একটী প্রধান স্বার্থ নিহিত আছে। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া ঐ উপায় দ্বারা অনায়াসে প্রজার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছেন। যে স্থলে কোন অসন্তোষ লক্ষিত হইতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের উপায় বিধান করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিবন্ধন ভারতের উন্নতি হইবে, ভারতবাসির মধ্যে স্বাধীনতা সঞ্চারিত হইয়া সাহসিকতা মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতির বৃদ্ধি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদান করেন নাই। তাঁহাদের স্বার্থ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি আনুষঙ্গিক ফল। ভারতের শ্রীবৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে কখন ৯ আইনের সৃষ্টি হইত না। যে সময়ে ৯ আইনের সৃষ্টি হয়, তখন ভারতে বিদ্রোহাদি কোন উপদ্রব ছিল না। রুষ কর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণের আতঙ্ক ছলমাত্র।

এ স্থলে পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতারোধক ৯ আইন সৃষ্টির যদি কোন প্রয়োজন ছিল না, রাজপুরুষেরা তবে তাহার সৃষ্টি করিলেন কেন? তাহার সৃষ্টির কারণ এই, অধিকাংশ রাজপুরুষ এদেশীয়ের মুখে উচ্চ কথা শুনিতে ভাল বাসেন না। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, এদেশীয়েরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া রাজনীতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করুন; কিন্তু উগ্র ও তীব্রভাবে বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারিবেন না, যে কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বিনীত ও নম্রভাবে নিবেদন করিবেন। এখন বোধ হয় পাঠক! বুঝিতে পারিলেন, তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির পর্য্যালোচনা ৯ আইন সৃষ্টির প্রধান কারণ। তীব্রভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনা হয় বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রকাশিত কি ইংরাজী পত্র কি দেশীয় ভাষার পত্র, কাহার উপরে রাজপুরুষেরা প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। তাঁহাদের অনেকের মনে এই ধারণা আছে, এদেশীয় সমাচারপত্রসম্পাদকেরা প্রজাগণের মনে বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া দিতেছেন। এই সংস্কারটী অনেকের অন্তরে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহারা এদেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি বিশেষ বিরূপ।

ফলতঃ এক্ষণে বঙ্গবাসী—কেবল বঙ্গবাসী কেন—অধিকাংশ ভারতবাসীই আর নিবিড় অজ্ঞানতিমিরে নিমগ্ন নন। আপনাদের কর্ত্তব্য এক্ষণে অনেকেই সুন্দররূপ বুঝিয়াছেন। আমাদের কৃত বিদ্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যে দলে দলে সভা করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা রাজনীতির আলোচনা এবং ইংরাজরাজের কৃত নূতন নিয়মের গুণ দোষ বিচার করিয়া থাকেন, ইংরাজগণ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। অধিকন্তু অনেকেরই আন্তরিক ইচ্ছা, ভারতবাসীরা এই উনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজ রাজের সেই প্রাচীন কালের অসভ্য অশিক্ষিত মুগলদের মুসলমান অধিকারের ন্যায় গভীর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকে। প্রজাগণ যাহাতে মনে মনে সকল বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য সমাজে সভ্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বিখ্যাত হয়, গবর্ণমেণ্টের সে ইচ্ছা থাকিলেও প্রদান করার কতকগুলি সাহিবের চোখে সে অভীষ্টসিদ্ধ হয় না। কিসে ভারতবাসী যুবকদের অনুশাসন করিবে এবং কিসে তাহাদের সর্ব্বত্র সন্তোষ উৎপত্তি বিধান করিবে, গবর্ণমেণ্টের এই আশা ও এ চেষ্টা এতাবৎ বলবতী হইলেও তাহা কার্য্যকর হয় না। যিনি কোন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজী সংবাদপত্র বা উক্ত পত্রের ইংরাজগণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ইংরাজ বিদেশীয় রাজা, বিদেশীয়দিগের সন্তোষ সাধন করিবার জন্য স্বদেশীয়দিগকে অসন্তুষ্ট করা তাঁহার পক্ষে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তাঁহাকে সেই সঙ্কল্পহীন হইতে বিরত হইতে হয়।

ভারতবাসী উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া সভ্য ও জ্ঞানী হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, ইহা প্রায় কোন ইংরাজের ইচ্ছা নয়। যে দিবস কলিকাতা টাউনহলের সভায় যে বক্তৃতা হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে পাইওনিয়র বাঙ্গালিদিগকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "যে মনুষ্যদিগকে দেশীয় রাজার অধীনে ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনাতিপাত করিতে হইত, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে বাক্যের স্বাধীনতা পাইয়া আজ তাহারা সেই মহানুভব গবর্ণমেণ্টেরই নিন্দা-ঘোষণা করিয়া থাকে।"

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমরা নিরুদ্বেগ অসঙ্কুচিত চিত্তে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি সত্য, এবং সে জন্য ভারতবাসী ব্রিটিশজাতির নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কেন যে আমাদিগকে এই অধিকার দান করিয়াছেন, যদ্যপি পাইওনিয়রের সুবিজ্ঞ সম্পাদক একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে আর আমাদিগকে এই তিরস্কার সহিতে হইত না। ইংলণ্ডবাসিগণ বড় সহজ নহে চতুর; তাঁহারা কঠিন রাজনীতির সম্বন্ধে কথা সামান্য লোকের কার্য্য নয়। এই কঠিন রাজনীতি অথচ চতুরতার উপর এই প্রকাণ্ড ভারত সাম্রাজ্য চলিতেছে। ৫০,০০০ হাজার ইংরাজ সৈন্য যে কেবল ২০০০০০০০০ কোটী লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন, তাহা নয় তাহাদিগের তুল্য সুশিক্ষিত প্রায় সেইরূপ সুসজ্জিত ১৫০০০০ লক্ষ সিপাহির উপরও তাহাদিগের সতর্ক দৃষ্টি আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গবাসীরাই ভীরু, নতুবা এই ভারতবর্ষ বীরপ্রসূ। পঞ্জাবী রাজপুত প্রভৃতি জাতির ন্যায় বীরজাতি ভূমণ্ডলে বিরল। কিন্তু এক মুষ্টি ইংরাজ এই অসংখ্য বীরকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ কি? ৫০০০০ সহস্র ইংরাজ ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং তাহারাও এই বীরজাতিদিগকে দমনে রাখিয়া রাজ্যের সুরক্ষা শান্তি বিস্তার করে।

নাই। কোনসময় রাজনীতির অংশেই এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসিত করিতেছে। প্রজাদিগকে এ প্রকার স্বাধীনতা দান এক অদ্ভুত কুটিল কৌশল। ইহার সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থ এক প্রকার বদ্ধ রহিয়াছে। আমরা মন খুলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি,—দেশীয় সংবাদ পত্র কি ধনী কি প্রজা—সকলেরই মনের কথা, তাহাদিগের আশা তাহাদিগের অভাব এবং তাহাদিগের সব অসুখ প্রভৃতি সমস্তাবে সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিয়া থাকেন; গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা সতর্ক হইয়া রাজ্য করিতেছেন।

ইংরাজদিগের ইচ্ছা আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ গুণ বিচার না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার তোষামোদই করি। কিন্তু যে উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট এই স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের যখন যাহা অভাব হইতেছে, আমরা সুখে কি অসুখে আছি এবং যিনি যখন আমাদের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিতেছেন, আমরা সে সমস্তই নির্ভয়ে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি, গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা দোষের সংশোধন এবং অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ যদি আমাদিগের এই বাক্যের স্বাধীনতা অপহৃত হয়; আমরা নির্ভয়ে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিব না,—আমাদের দুঃখ অভাব ও অত্যাচারীর উৎপীড়ন সমস্তই গোপন করিতে বাধ্য হইব। তখন সেই অসন্তোষভাব এই পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া অনবরত ঘূর্ণিত চালিত ও তর্জ্জিত হইতে থাকিবে।

বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই অসংখ্য প্রজাবর্গের অবস্থা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। প্রজা স্বাধীনভাবে রাজার কার্য্যপরম্পরার পর্য্যালোচনা করিলে রাজার বা রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিলে রাজার পদে পদে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজার উপর অসন্তুষ্ট, সে রাজাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিতভাবে দিন যাপন করিতে হয়। প্রজা অসন্তুষ্ট না হইলে রাজ্যে কখন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় না। প্রজা অসন্তুষ্ট থাকাতেই ১৮৫৭ সালের [illegible] যুদ্ধে কুম্পানিদের পতন হয়। প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে বহিঃশত্রু কখন রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রজার হৃদয়ের পরিষ্কার হইলেই প্রজা সন্তুষ্ট; তাহা সেই হৃদয় জানিতে পারিলেই তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন। সুতরাং সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে ঘূর্ণিত তর্জ্জিত ও চালিত হইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় পরিশেষে উদ্গীর্ণ হইয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলে। অতএব এই বিপদের প্রতিষেধক মহৌষধ স্বরূপ চতুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে বাক্যের স্বাধীনতা দিয়াছেন।

রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই স্বাধীনতা দানের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন। তাঁহারা জানেন এই স্বাধীনতা প্রজার নিকট হইতে অপহরণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। কন্সারবেটিব সম্প্রদায় অধিকারাধিকারের বশবর্ত্তী হইয়া ৯ নং আইন বিধিবদ্ধ করিলে ভারতবাসী তীব্র ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। তাই বলিয়া কি সেই মহা অনিষ্টকর ইংরাজ জাতির কলঙ্কস্বরূপ আইনটী রহিত করা হইয়াছে? তাহা নয়। আমরা যত কেন রোদন করি না, যত কেন চীৎকার করি না, যত কেন আন্দোলন করি না, স্বার্থ না থাকিলে বা স্বার্থের বিঘ্ন ঘটিলে গবর্ণমেণ্ট কোন কাজ করেন না। উদার সম্প্রদায় আসীন হইবামাত্রই উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন, কালে ইহাতে মহা অনিষ্ট ঘটিবে; এই গর্হিত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া লার্ড লিটন যার পর নাই অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন ক্ষমতা ছিল না, এক্ষণে ক্ষমতা পাইয়া তাঁহারা উক্ত আইন রহিত এবং ভারতবাসীকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

পাওনিয়র আর এক স্থলে বলেন "বাঙ্গালীদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্রমিয়েল, হ্যাম্পডেনের প্রকৃতির ন্যায় রাজদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছেন।" বাঙ্গালীগণ বিদ্যাবলে এক্ষণে ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ এবং বিচার করিয়া থাকেন। বিদ্যা শিখিয়া বঙ্গবাসী সভ্য ও জ্ঞানী হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজের দোষ বলিয়া দেন এবং গুণের প্রশংসা করেন। বঙ্গবাসিমাত্রেই ইংরাজের পক্ষপাতী। কিন্তু পঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অসভ্য মূর্খ জাতিরা কিরূপ ভয়ঙ্কর বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাওনিয়র উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কথা মুখে আনিতেন না। জিজ্ঞাসা করি, মূর্খ হইয়া বাঙ্গালীরা এক এক জন শের আলি এবং আমির খাঁ হয়, ইহাই কি বাঞ্ছনীয়? শিক্ষিত হইতে না অশিক্ষিত হইতে বিদ্রোহের অধিকতর আশঙ্কা? কুমার সিং যে বিদ্রোহী হইয়াছিল, সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত? আমরা শুনিয়াছি, নানা সাহেব অর্দ্ধশিক্ষিত। অর্দ্ধশিক্ষা বড় ভয়ঙ্কর পদার্থ, তাহা হইতে যে বিপদ না ঘটে, এমন বিপদই নাই। যাহারা সুশিক্ষিত হয়, তাহাদের অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা থাকে, তাহারা সাহস কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। ফলতঃ প্রজা সভ্য ও বিদ্বান হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রম সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ইংরাজেরা চটেন বলিয়া কি আমরা স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের গুণ দোষ বিচারে বিরত হইব? তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পাওয়ায় ফল কি? সকল বিষয়ের বিচার ধীর স্থির নম্র ও বিনীত ভাবে করা কর্ত্তব্য। কেবল কতকগুলি কটূক্তি প্রয়োগ না করিয়া যুক্তি দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের গুণ দোষ পরীক্ষা করিলে কোন কথা কহে না। বোধ হয়, তত্র ইংরাজেরা তাহাতে বিরক্ত হন না। তবে যাঁহাদের মন উগ্র, শোণিত উষ্ণ, একটী দোষের কথা শুনিলে যাহাতে শেল বিদ্ধ হয়, তাঁহারা চটেন চটুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বিনীতভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনায় যে আমাদের অভীষ্টলাভ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। বিনীতরূপে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক পর্য্যালোচনার্থই গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন।

যে দিন লার্ড রিপন ভারত মিত্রের অধ্যক্ষের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় সমাচারপত্রের অধ্যক্ষ ও সম্পাদকদিগকে বিশ্বাস করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যে বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য না করেন। এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল যে বিদ্রোহসূচক প্রস্তাব লিখিলেই বিশ্বাস ভঙ্গ হইবে এরূপ অভিপ্রেত নয়, যে কারণে ৯ আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে কারণটী তিরোহিত না হইলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে। সে কারণ কি? আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তীব্র ও উগ্রভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনাই সেই কারণ।

যেরূপে ৯ আইন রহিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমাদের আর একটী শিক্ষালাভ হইতেছে। লিবারল দল ইংলণ্ডীয় পার্লিমেণ্টের অধিনায়কত্বপদে অভিষিক্ত হইবামাত্রই ৯ আইনটী রহিত করিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি এ বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রায় দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত ব্যতিরেকে কেহ ইংলণ্ডে থাকিয়া কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুগত থাকিয়া কার্য্যই সাধন করিতে হইবে।

১৮৬৩ । ৬৪ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়

বক্তৃতা।

যে বাটীর কর্ত্তা ভাল, তাহার পরিবারও ভাল, অন্য কথা কি তাহার চাকর দাসী পর্য্যন্ত ভাল হয়। যে বাটীর কর্ত্তা ভাল না হয় তাহার কেহই ভাল হয় না। আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে পর্য্যায়ক্রমে এই প্রসিদ্ধ বাক্যটীর অব্যর্থতা উপলব্ধি করিলাম। লর্ড কানিঙ ও লর্ড এলগিন ইহার প্রমাণ স্থল। লর্ড কানিঙ যেমন ছিলেন, তাঁহার রাজস্বমন্ত্রী লেইঙ সাহেবও তেমনি জুটিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে লর্ড এলগিন ঔদার্য্য প্রজাবৎসল সাধারণের হিতাভিলাষী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার রাজস্বমন্ত্রীও সেই সেই উৎকৃষ্ট গুণ দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান রাজস্বমন্ত্রী অনরেবল মেস্তর ট্রেবিলিয়ন সাহেব ১৮৬৩ । ৬৪ অব্দের যে আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ঐ গুণগুলির বিশেষরূপে পরিচয় হইয়াছে। তিনি যে কেমন বুদ্ধিমান দূরদর্শী সুবিবেচক সর্ব্বজনবন্ধু দীনের প্রতি দয়াবান গুণের পুরস্কার কর্ত্তা এবং ভারতহিতৈষী, তাহা তাঁহার কৃত আয় ব্যয় সংক্রান্ত বক্তৃতার প্রতি পংক্তি উজ্জ্বল অক্ষরে কহিয়া দিতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

তাঁহার বক্তৃতাটি এমনি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কৃত হইয়াছে, যে উহার কোন অংশের অর্থবোধে কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব হয় না। রাজস্ব বিষয় একান্ত কঠিন, তাহাতে এরূপ বিশদভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করা বিশেষ বুদ্ধিমান না হইলে কেহ করিতে পারেন না। যে নিয়মে হিসাব ধরা হইয়াছে, তদবধি আরম্ভ করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে যে যে বিষয় লোকের জানিবার ইচ্ছা হয়, সেই সমুদায় বিষয়েরই প্রায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও ট্রেবিলিয়ন সাহেবের বুদ্ধিমত্তার অপর প্রমাণ। ১৮৬২ । ৬৩ অব্দের আয় ব্যয়ের যে হ্রাস বৃদ্ধি গণনা করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

১৮৬২ । ৬৩

	আয় যোগ	বৃদ্ধি যোগ	হ্রাস যোগ
১ ভূমির রাজস্ব	২১৪৮৭০০০	০	২৬৩০০০
২ কর	৭০১০০০	০	২০০০০
৩ বন বিভাগ	৮০৯০০০	০	১১০০০
৪ আবকারী	৩৩৩১০০০	০	৮০০০০
৫ টাক্স	৪৩৮০০০	০	০
৬ প্রাদেশিক	২৮৪৩১০০০	০	২৩৮০০০
৭ মাশুল	১১৮১০০০	০	১১০৯০০০
৮ লবণ	৭০০৫০০০	০	১১৮৪০০০
৯ অহিফেন	৯৪০০০০	০	৪০০০০০
১০ ইষ্টাম্প	৩৩৪২০০	১৪০০০	
১১ রেজিষ্টরি	২৬৪০০০	৪০০০	
১২ টাঁকশাল	১৪৪০০০	৮৭০০০	
১৩ পোষ্ট আপীস	২৬৭০০০	০	৯০০০
১৪ টেলিগ্রাফ	৫২৫০০০	৪৯০০০	
১৫ অন্যান্য বিভাগ	৬৬০০০	০	৪৭০০০
১৬ আইন ও বিচার	৬৫৯০০০	১৬০০০	
১৭ পুলিশ	২৪৮০০০	৬০০০	
১৮ সামুদ্রিক— বিভাগ	১৮১০০০	০	২৩০০০
১৯ শিক্ষা বিভাগ	১৭৭০০০	০	২০০০
২০ চিকিৎসা— বিভাগ	৪১০০০	০	২০০০
২১ ছাপাখানা ও— কাগজ কলম প্রভৃতি	৫৯০০০	০	১০০০
২২ সুদ	৬৫৭০০০	০	২৪০০০০
২৩ পেন্সন প্রভৃতি	৩০৭০০০	০	৫০০০
২৪ নানাপ্রকার	২৬৮০০০	০	১১১০০০
২৫ রেলওয়ে	১০০০	০	১০০০
২৬ জল সেচন	১৩৩০০০	৪০০০	০
২৭ অন্য পূর্ত্তকার্য্য	৪৮৫০০০	০	৭২০০০
২৮ সৈন্য	৮৮৮০০০	০	১০১০০০
২৯ আফগান যুদ্ধে ইংরাজ সাহায্য	০	০	২১০৫০০০
৩০ আফগান স্থানে যুদ্ধ	০	০	২৭৭০০০
৩১ বিনিময় লভ্য	৩৮১০০০	০	১০০০০
মোট টাকা	৫৭০৩১০০০	০	৬৩১৯০০০

যে পূর্ত্তকার্য্যে আয় আছে।

	আয়যোগ	বৃদ্ধিযোগ	হ্রাসযোগ
১ ইষ্ট রেলওয়ে	২৭৭৮০০০	২২১০০০	০
২ যে রেলওয়ে সম্বন্ধ গেণ্ট প্রতিভু	৩৩৭১০০০	০	১৭০০০
৩ ইষ্ট ইণ্ডিয়া— রেলওয়ে	২৬৬৮০০০	০	৪৫০০০
৪ ক্যানেল কার্য্য হইতে সাহায্য— সম্বন্ধে আয়	৮১৪০০০	৪০০০০	
৫ কানাল কোম্পানি	১৫০০		৫০০০
৬ ক্যানেল নির্ম্মাণ— ভূমির আয়	৬৮৫০০০	৬০০০	
মোট	১০৪৪৩০০০	০	১৩০০০০০
সমুদায় মোট	৬৭৪৭৪৯০০০	০	৬৪৫৫০০০

ব্যয়।

	ব্যয় যোগ	বৃদ্ধি যোগ	হ্রাস যোগ
ঋণের সুদ	৩৯১৭০০০	০	১৭০০০০
২ অন্য বিষয়ক সুদ	৪৪৫০০০	১৪০০০	
৩ প্রত্যর্পণ	৫১১০০০	৮৮০০০	
৪ ভূমির রাজস্ব	৩১৯৮০০০	১৩৩০০০	
৫ বন বিভাগ	৫৮১০০০	০	১৯০০০
৬ আবকারী	৯৯০০০		
৭ টাক্স	১৫০০০	১০০০	
৮ প্রাদেশিক	৪০০০০		
৯ মাশুল	১৭৩০০০		৩৩০০০
১০ লবণ	৭৫০০০০	৯৪০০০	
১১ অহিফেন	২২৪০০০০	১৮৮০০০	
১২ ইষ্টাম্প	১১৯০০০	১০০০	
১৩ রেজিষ্টরি	১৮৭০০০	৮০০০	
১৪ টাঁকশাল	১০৮০০০	১৪০০০	
১৫ পোষ্ট আপীস	১১৭৩০০০	২৩০০০	
১৬ টেলিগ্রাফ	৬৩৭০০০	৭০০০০	
১৭ শাসন প্রণালী	১৫০৪০০০	২০০০	
১৮ অন্যান্য বিভাগ	৪৪২০০০	০	১০
১৯ আইন ও বিচার	৩৩৪৭০০০	১৮৮০০০	
২০ পুলিশ	২৬৩৫০০০	৮৪০০০	
২১ সামুদ্রিক বিভাগ	১৭১০০০	১০০০	
২২ শিক্ষা বিভাগ	১১৪৯০০০	৯২০০০	
২৩ [illegible]	১৬৭০০০	৫০০০	
২৪ চিকিৎসা বিভাগ	৭০৩০০০	২৪০০০	
২৫ ছাপাখানার কাগজ কলম প্রভৃতি	৫৪০০০০		১১২০০০
২৬ [illegible]	৫২০০০০		১৪৩০০০
২৭ বিশেষদান	১১৯৩১৫০	৭০০০	
২৮ ছুটি	২৭৪০০০	১১০০০	
২৯ পেন্সন প্রভৃতি	২১০১০০০	২৮০০০	
৩০ নানা প্রকার	২৭১০০০	০	২২০০০
৩১ [illegible]	৭৫০০০	০	২৩০০০
৩২ রেলওয়ে	৫৩০০০০	৩১১০০০	
৩৩ সাহায্য প্রাপ্ত রেলওয়ে	৫০০০০	১১৮০০	
৩৪ সীমা রেলওয়ে	২২৩০০০	১৪০০০	
৩৫ কৃষীতে জলসেক	২৭৪০০০	৯৫০০০	
৩৬ অন্য পূর্ত্তকার্য্য	৫৩৭১০০০	৪৯০০০	
৩৭ সৈন্য	১১৬১২৮০০০		৯৯১০০০
৩৮ আফগানস্থানের যুদ্ধ কার্য্য	০		১৬১১০০০
৩৯ বিনিময় ক্ষতি	৩১৫৬৩০০		৫১৯৮০০
মোট	৫৮১১৭০০০		২২০৪০০০

ব্যয়।

	ব্যয় পৌণ্ড	বৃদ্ধি পৌণ্ড	হ্রাস পৌণ্ড
১ ষ্টেট রেলওয়ে	১৭৪১০০০	২৪০০০	০
২ গবর্ণমেণ্ট যে রেল-পথ প্রতিষ্ঠা করেন	৩৮৭৪০০০	১৩৪০০০	০
৩ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল পথের	১৩৩৪০০০	০	৩০০০
৪ ভূমিতে জলসেক	৫০৩০০০	৫০০০০	
৫ রক্ষা কার্য্য	৫০০০০		
৬ মাদ্রাজ ক্যানাল— কোম্পানী	২৫৭৪০০০	১৪৭০০০	
৭ ঋণের সুদ	১০০২৭০০০	৩৪৪০০০	
সমুদায় মোট	৬৬১৭৪০০০	৫১১৮০	

ফলতঃ বেয়ারিঙ্গ সাহেব ১৮৮২।৮৩ অব্দের যে আয় ব্যয় গণনা করিয়াছেন, তাহাতে আয় ৬৬৩৮-১০০০ পৌণ্ড। ব্যয় ৬৬১৭৪০০০। "উদ্বৃত্ত ২৬৪০০০" অনুমিত হইয়াছে।

যদি টাকা উঠাইয়া না দেওয়া হয় এবং অহিফেনের দরও সমভাবে থাকে ৭২৪০০০০ পৌণ্ড আয় হয়, তাহা হইলে ৩১৭১০০০ পৌণ্ড উদ্বৃত্ত হইবে।

অসুবিধা হয় বলিয়া রাজস্বমন্ত্রী টাকাকে না ধরিয়া পৌণ্ডে আয় ব্যয় গণনা করিয়াছেন। এই হেতু আমরাও সেই পৌণ্ড ধরিলাম।

আমরা উপরে বলিলাম, আমাদের রাজস্বমন্ত্রী দীনের প্রতি দয়াবান্, তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই, তিনি লবণের শুল্ক কমাইয়া দিয়াছেন। মণকরা লবণ ২ টাকা হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত হইবে, কেবল ব্রিটিশ ব্রহ্ম ও সমুদ্রের নিকট সমুদ্র পারে এ নিয়ম প্রচলিত হইবে না। ইহাতে আয়ের ১৪০০০০০ পৌণ্ড কমিয়া যাইতেছে।

লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়াতে কেবল যে দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা নয়, একটী দুর্নাম দূর করা হইয়াছে। দেশীয় সংবাদপত্রের এইটী অনুযোগ করিয়া লবণের মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। আমরা প্রকারা তাহাকে নিষ্ঠুর অন্যই বলিয়াছিলাম, তাহারা এখন সন্তোষ লাভ করিবে।

আমরা উপরে মেজর বেয়ারিঙ্গকে গুণের পুরস্কারকর্ত্তা বলিয়া যে বর্ণন করিলাম, তাহার কারণ এই, তিনি নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধির একটী ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের এখানকার ডেপুটি কালেক্টার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতির তহসিলদার মামলাতদার প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর অনেকগুলি কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহারা বিস্তর পরিশ্রম করেন, ইঁহাদের উপরে বিস্তর দায়িত্ব আছে, [illegible] ইঁহারা যথোপযুক্ত বেতন পান না। রাজস্বমন্ত্রী এই স্থির করিয়াছেন, ডেপুটী কালেক্টারেরা মাসিক ৭০০ টাকা, কাহাকে বিশেষে ২৫০ টাকার কম পাইবেন না, অধিকে মাসিক ৮০ টাকা ও স্থান বিশেষে ৬০০ টাকার উর্দ্ধ পাইবেন না। তহসিলদার প্রভৃতির মাসিক বেতন ১৫০ ও স্থান বিশেষে ১০০ এবং উর্দ্ধসংখ্যা ২৫০ টাকা ও স্থানবিশেষে টাকার মধ্যে নির্দিষ্ট হইবে। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫০০০০ পৌণ্ড ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

এই ব্যবস্থায় লর্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙ্গের কেবল যে অনেকের গুণগ্রাহী প্রকাশ পাইয়াছে, এমন নয়, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। যাঁহারা রাজস্বসংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে মান মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন। যথোচিত অর্থ না মিলিলে তাঁহাদিগকে লোকের নিকট অপ্রস্তুত হইতে হয়। আর একটী এই দোষ ঘটে, যাহাদিগের মধ্যে অপেক্ষা মান মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি অধিক, তাঁহারা প্রায় বিপথে পদার্পণ করেন। তন্নিবন্ধন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকালে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটে। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের অতিশয় অপকীর্ত্তি হয়। সে দোষ নিবারিত হইল। নিম্নপদস্থ দেওয়ানী কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও রাজস্বমন্ত্রীর কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করা উচিত ছিল। মুন্সেফেরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হয়, অথচ তাঁহাদের বেতন অনুরূপ নয়। অধিকাংশ মুন্সেফের বিচারস্থলের আসবাবপত্র দর্শন করিলে লোকের উদয় হয়। তাঁহাদের পদানুরূপ অর্থের প্রত্যাশা করে না।

লাইসেন্স টেক্সের কিছুই পরিবর্ত্ত হইল না। আমাদের মতে কর এ দেশের উপযোগী নয়। আমরা প্রতি বৎসরই ইহার জন্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। যাঁহার উপরে বার্ষিক পাঁচশত টাকার নিম্নবর্ত্তীর চাই হয়, যাহা সত্য প্রমাণে হিসাব পত্র তাঁহাকে দেখাইতে কেহবা অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে বণিকসভা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া ইহার যে যে দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার একটীও মিথ্যা নয়। এটী উঠিয়া গেলে বড় ভাল হইত।

তুলার উপরে আমদানী শুল্ক যে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া না দিলেও বোধ হয়, পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের ১২১১০০০ পৌণ্ড ক্ষতি হইবে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পাটোয়ারি সেস বলিয়া একটী কর ছিল এবং জমীদারেরা অযোধ্যার পাটোয়ারিদিগের বেতন দিতেন, তাহা রহিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যার পাটোয়ারিদিগের বেতন দিবেন। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের ২১৮০০০ পৌণ্ড বার্ষিক ক্ষতি হইল।

অপরাপর প্রণালীর বিষয়ে রাজস্বমন্ত্রী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে পাঠকগণকে বিদিত করিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুল্লেখ বিফল।

প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইল; আমরা অন্য অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গে বিরত হইলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় লর্ড রিপনের বক্তৃতা।

১১ ই মার্চ শনিবার বেলা ৪ টার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তৎকালে আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপন বাহাদুর একটী যথার্থ বক্তৃতা করেন। আমরা বক্তৃতার বিষয়টী যত আলোচনা করিতে লাগিলাম, ততই তাঁহার গুণের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিতা বাড়িতে লাগিল। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তাঁহার বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিয়া মহাকবি কালিদাসকে আমাদিগের মনে পড়িয়া গেল। মহাকবি রঘুবংশগ্রন্থের আরম্ভে লিখিয়াছেন:—

ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্বচাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

সূর্য্যবংশ বৃহৎ বংশ, আমার বুদ্ধি সামান্য, আমি যে সেই বৃহৎ বংশের বর্ণনা করি, আমার সে ক্ষমতা নাই। অতএব আমার সেই বংশের বর্ণন করিবার ইচ্ছা, নিস্তিতই ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার উদ্যোগ করা হইয়াছে।

কবিরা যে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমি মূর্খ বা অযুক্ত সেই যশোলোভাবী হইয়াছি। অতএব দীর্ঘপুরুষে যে ফল পাড়িতে পারে, তাহা পাড়িবার আশায় বামন উর্দ্ধ বাহু প্রসারণ করিলে লোকে যেমন তাহাকে উপহাস করে, আমাকেও সেইরূপ উপহাস করিবে।

লর্ড রিপন বক্তৃতাতে কহিয়াছেন "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভার ন্যায় সভার অগ্রে বক্তৃতা করা এবং সভ্য অংশের নিষ্ঠিতক সভার চিত্ত আকর্ষণ করা সামান্য ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তির পূর্ব্বে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রচুর অবসর আছে, তাঁহারই যখন এ কার্য্য সম্পাদন করা ভার হইয়াছে, তখন যে ব্যক্তির সমুদায় সময় নিজ কার্য্যের অনুষ্ঠানে ক্ষেপ হয়, কদাচিৎ এক আধ ঘণ্টা অবসর মিলে, তাহার পক্ষে এ কার্য্য

নির্ব্বাহ করা যে কেমন কঠিন, তাহা বলা বাহুল্য। মহাশয়গণ! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, এ সকল ব্যক্তির পণ্ডিত উপাধি গ্রহণ অধিকার নাই পণ্ডিত থাকিলা মহাশয় আমাদিগকে যে প্রশংসা দিয়া থাকেন, আমি তদপেক্ষা অধিকতর প্রশংসার বশীভূত হইয়া আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।

পাঠক দেখুন, যিনি ভারতের শীর্ষস্থানে আছেন, তাঁহার কেমন বিনয়। অনন্তর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিকাল ও ইহার উদ্দেশ্য প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করেন। ১৮৫৭ অব্দে ইহার সৃষ্টি হয়। লর্ড ক্যানিঙ্গ সর্ব্ব প্রথমে ইহার সভাপতি হন। তিনি যে এক জন শান্তপ্রকৃতি সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইল। এ দেশীয় বিদ্যার প্রচারার্থে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্য, তৎপ্রসঙ্গে তিনি বিমুখ হইলেন না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক দিন সকল বিষয়েই ভারতবাসিদিগকে অধীনতায় চাপিয়া রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। সেরূপে কার্য্য করা বর্ত্তমান প্রকৃতি লর্ড রিপণের অভিপ্রায় ইচ্ছা ও স্বভাবের বিরুদ্ধ। তিনি অন্য অন্য বিষয়ে যেমন ভারতবাসিকে স্বাধীনতা দানে উদ্যত হইয়াছেন, এখানেও সেইরূপ তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা স্পষ্ট দৃষ্ট হইল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দিলেন, তাঁহারা এতদ্দেশীয় বিদ্যালয় সকলের উন্নতি রোধে প্রবৃত্ত না হন।

অনন্তর তিনি বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয় না। গবর্ণমেণ্ট এরূপ সংক্রান্ত শিক্ষা দান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ আছেন। এই কারণে তাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু লর্ড রিপণের মতে ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হয় না।

লর্ড রিপণের ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি বলবতী, অতএব তিনি যে এরূপে অভিমতের উল্লেখ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমাদের সংশয় এই, নানা ধর্ম্মাবলম্বী ভারতে কোন্ ধর্ম্মের শিক্ষা দান করা হইবে?

সাধারণের শিক্ষা বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া তিনি দেশের ধনী ব্যক্তি দিগকে তদ্বিষয়ে যত্নবান ও মনোযোগী হইতে উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। ইংলণ্ডে অধিকাংশ বিদ্যাশিক্ষা কার্য্য স্থানীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হইল।

লর্ড রিপণ যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন তিনি অভিপ্রায়দিগের ভারতবাসিদিগের সাধারণ মত নাই। কিন্তু ভারতে আসিয়া ও এবং বিপরীত সংস্কার করিয়াছেন। এখানে তিনি বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মত দেখিতে পাইতেছেন, তবে ঐ সাধারণ মতের অনুকূল প্রবৃত্তি জন্মে নাই। বিদ্যাশিক্ষার প্রাচুর্য্য না হইলে ঐ প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে তিনি বিদ্যাশিক্ষার বহুলপ্রচার চেষ্টার উপদেশ দিলেন। এতদ্দেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের যে অনুকরণপ্রিয় হন, সেটী তাঁহার অভিমত নহে। এতদ্দেশীয়েরা স্বদেশীয় বিদ্যাশিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মানুষের মত হন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

সর্ব্বশেষে তিনি ছাত্রদিগকে কয়েকটী যথার্থ উপদেশ দিয়া বক্তৃতার উপসংহার করেন। আমরা এস্থলে তাঁহার দুই একটী বাক্যের অনুবাদ করিয়া দিলাম। যথা—"[illegible] সমাদরে করিয়া দিলে, বিদ্যার সাধ্যের অধ্যয়ন শেষ করিতে পারিলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তোমাদের অন্তরে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মানসিক বৃত্তি আছে তাহার অর্জ্জন, উন্নয়ন ও পরিষ্করণ বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রধান আবশ্যক। উপর উপর বহু বিষয় জানা অপেক্ষা অল্প বিষয় যদি সম্পূর্ণরূপে জানা যায় তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির উত্তমরূপে শিক্ষা হইতে পারে।" ইত্যাদি।

চৌকিদারী আইনের যে রূপ দোষ তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। দুঃখের বিষয়, সেই সকল দোষের কোথায় সংশোধন হইবে না, অধিকন্তু আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। লর্ড রিপণ এখন ভারতের গবর্ণর। তাঁহার বিচার এক হইতে পক্ষপাত দুষ্টির আইন [illegible] সন্দেহ নাই। অনেক তাঁহার দ্বারা যেরূপ উপকারের প্রত্যাশা করিয়াছি এরূপ কোন গবর্ণরেরই নিকট করে নাই, অতএব তিনি কোন অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিলে সাধারণে অসন্তুষ্ট হইবে। এতদ্দেশীয়দিগের জন্য এক প্রকার ও ইউরোপীয়দিগের জন্য অন্য প্রকার আইন প্রচলিত তাহাদিগকে অসঙ্গত অধিকার দান করা হইয়াছে, এবং তাহাদিগের অত্যাচারে দেশীয়দিগের অতি দুর্দ্দশা হইতেছে। কোথায় সেই ক্ষতি প্রশমিত করিবার জন্য আইন করিবে না আরও অধিকার বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। যে দিন ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইয়াছে কোন ইউরোপীয়, বিচারপতি কর্ত্তৃক অন্যায় অবরুদ্ধ হইতেছেন বলিয়া যদি হাইকোর্টে আবেদন করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিবেন না। কিন্তু দেশীয়দিগের সম্বন্ধে সেরূপ নহে, তাহারা যাহাই [illegible] লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করুক তাহাদিগকে কারাগারে থাকিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সভ্যেরা এবিষয়ে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের কথা উপেক্ষিত হইয়াছে। লর্ড রিপণের কথাবার্ত্তা শুনিলে আমাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে কিন্তু এই সকল অন্যায় কার্য্যের পোষকতা দর্শন করিলে আমাদিগের আর দুঃখের সীমা থাকে না। অতএব তিনি যাবৎ সকল দুষ্টতা সমূলে [illegible] না করিবেন আমাদিগের কোন উপকার সাধন করিতে পারিবেন না।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা মার্চ। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিরাপদ হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। যে গুলি উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা পাওয়া গিয়াছে। অন্য ব্যক্তিরাই এই ঘটনার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] এই কার্য্যে [illegible]। এ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ। [illegible]

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ। [illegible] প্রতি [illegible] ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিয়াছেন, [illegible] তিনি [illegible] না।

[illegible] প্রদান [illegible]।

লণ্ডন ৬ ই মার্চ। [illegible] আপত্তি [illegible] করিয়াছিলেন, তাহারা [illegible]।

[illegible] এবং [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible]

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা মার্চ। [illegible]

লণ্ডন ৭ ই মার্চ। রাজ্ঞী [illegible] পরিত্রাণ পাওয়াতে লর্ড ও কমন্স সভা আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দিবেন স্থির করিয়াছেন।

ফাউলার সাহেব [illegible] পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশনে [illegible] সমর্থন করিয়াছেন। এবং [illegible] স্বীকার করিতে [illegible] করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, [illegible] না।

পার্লিয়ামেন্টের [illegible] প্রকাশ করিবার জন্য [illegible] উপস্থিত করিয়াছেন।

আলেক্জান্দ্রিয়া ৮ ই মার্চ। [illegible] মধ্যে পরস্পর [illegible] হইয়াছে [illegible] আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই মার্চ। [illegible] টাকা [illegible] হইয়াছে। কিন্তু [illegible] টাকা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] মৃত্যু সংবাদ [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] কিছু [illegible] আবশ্যক হইবে।

[illegible] ছিলেন।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ। [illegible] হইয়াছে।

[illegible] আক্রমণ করিয়াছিল। [illegible] সম্ভাবনা আছে।

[illegible] ১০ ই মার্চ। [illegible] হইতেছে।

[illegible] ১০ ই মার্চ। [illegible] আসিতেছেন।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ। [illegible]

সভা যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স হইতে তাহার নিন্দা করিয়া যে প্রস্তাব করেন, তাহার সপক্ষে ৩০৩ ও বিপক্ষে ২৩৫ জন মত প্রদান করিয়াছেন।

বোষ্টন ৯ ই মার্চ। [illegible] কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] মেডিকাল কালেজের এম, বি ও এল এম এস পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। মোট ৪৩ জন পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে এম, বি পরীক্ষায় ২ জন ও এল, এম এস পরীক্ষায় ৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজে পুস্তক [illegible] থাকাতে যে বাধা হয় তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার না কি এইরূপ মীমাংসা হইয়াছে পুস্তক [illegible] থাকার প্রথা একেকালে উঠিয়া যাইবে না। সময় বিশেষে রাখা হইবে। আশার অধিক ফল।

দিল্লী সোসাইটি বাগান আগ্রা কালেজের সাহায্যার্থ মিউনিসিপালিটি বার্ষিক ৬ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া কালেজের প্রতিষ্ঠাগণ আগ্রা কালেজের ভারগ্রহণে উৎসুক হইয়াছেন। আলীগড়ের মুসলমান দিগের কালেজের প্রতিষ্ঠাগণ আগ্রা কালেজের জন্য প্রাপ্ত দানের টাকা ব্যয় করিবার ভার গ্রহণে ইচ্ছুক আছেন।

বেহার [illegible] কালেক্টার [illegible] সাহেব আবার একটী ভোজ উপলক্ষে অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়ের পরস্পর সৌহার্দ্দ জন্মাইয়া দিবার চেষ্টাই একপ করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য সিবিলিয়ানেরা দেখুন।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের অন্যতম অধ্যাপক [illegible] সাহেব ছুটি লইয়া বিলাত গমন করাতে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালের সার্জ্জন এ [illegible] তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন।

২৮ এ মার্চ্চ কলিকাতা হাইকোর্টে দ্বিতীয় দায়রার অধিবেশন হইবে।

বঙ্গদেশের কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি অপরিবর্ত্তিত ভাবেই রহিল, [illegible] কিছু পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ডবলু সি বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ষ্টাণ্ডিং কৌন্সেলের পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ছুটী শেষ হইলে তিনি ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ জষ্টিস পণ্টিফেক্স সাহেব পদত্যাগ করিতেছেন।

[illegible] কমিশনের যেরূপ কার্য্যে ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য গবর্ণর জেনেরল ষ্টেট সেক্রেটারিকে [illegible] অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible] তাঁহার ১৭ টী আসামে উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্কুলের ১৫০০০০০ লোক বিলাতের [illegible] শিক্ষা করিয়া থাকে।

[illegible] সাহেব রাজপুতনা রেলওয়ে সাড়ে চল্লিশ লক্ষ পৌণ্ড দিয়া ক্রয় করিয়াছেন। উহার প্রকৃত মূল্য ৯০ লক্ষ পৌণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের পূর্ত্তকার্য্যের সেক্রেটারি কর্ণেল [illegible] ১৮ ই সিমলায় গমন করিবেন।

[illegible] পুনর্নির্ম্মাণার্থ [illegible] কালেজের সংস্কৃত আইনের অধ্যাপক বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

বাবু আশুতোষ গুপ্ত এম, এ, এ বৎসর প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] বিভাগে ৪ জন দেশীয় আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু ৭৫ জন কর্ম্মপ্রার্থী উপস্থিত হন। এতন্মধ্যে ২০ এ ও ২১ এ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ৩ জন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ২১ এ এপ্রেল সিমলা যাত্রা করিবেন। [illegible] সকলেরই কি সিমলায় একবারে উপস্থিত হইয়াছে?

[illegible] মহারাজ রাণা [illegible] সেনাদলের অবৈতনিক মেজরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] উইলকিন্স সাহেব কলিকাতার ডেপুটী কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আব্দুল রেহমান খাঁ [illegible] পদ প্রাপ্ত হওয়াতে তত্রত্য লোকেরা [illegible] সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু হিরাটবাসীরা যাহা মনে করিবেন তাহাই যে করিবেন আমীর তাঁহাদিগকে সে স্বাধীনতা দানে উৎসুক নহেন, [illegible] তাহাদিগের সহিত সমকক্ষ নহেন [illegible] এই [illegible] সহ্য করিতেছেন।

[illegible] গবর্ণর [illegible] আদেশ দিয়াছেন

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইবে, তন্মধ্যে যেগুলি ভারতবর্ষে পাওয়া যাইবে তাহা আর বিদেশ হইতে আনয়ন হইবে না। এইটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি এই নিয়ম করিয়াছেন, অতঃপর কোন দ্রব্য খুচরা ক্রয় করা হইবে না। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান নগরে এক একটী ভাণ্ডার থাকিবে। স্বদেশীয় আদেশীয় সমুদয় আবশ্যক দ্রব্যাদি তাহাতেই সঞ্চিত থাকিবে। একটী সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে আপীসের কর্ত্তারা তাঁহাদিগের আবশ্যক মত দ্রব্যাদি তথা হইতে আনাইতে পারিবেন। আমরা দেখিতেছি এরূপ উৎসাহদান করিলে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে না হয়, তাহাও সত্বরে প্রস্তুত হইবে।

ডিরিশন নামে যে ব্যক্তি বাঘ মারিতে দুই জন মানুষ মারিয়াছেন, তিনি হতব্যক্তিদিগের আত্মীয়বর্গকে এক এক শত টাকা দিয়া রক্ষা করিয়া ফেলিয়াছেন।

দানাপুরের রেলওয়ে পুলিস ইনস্পেক্টর বিয়ার্ন সাহেব, বাহাদুর খাঁর পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের উপর দিয়া জলহত্যার সম্ভাবনা করিয়া তাহাদিগকে অপমান করাতে বাহাদুর প্রতিকারের আশায় ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনাণ্ট হেষ্টিংসের নিকট নালিশ করে। কিন্তু বিচারে তিনি ফৌজদারী আইনের ৯৯ ও ১০০ ধারানুসারে ইনস্পেক্টরের এ দোষ অগ্রাহ্য বিবেচনা করিয়া মকদ্দমা ডিস্মিস করিয়াছেন।

আমাদের ঢাকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কলিকাতা গেজেটে দোল যাত্রা উপলক্ষে ৫ই মার্চ্চ শনিবার আফিস বন্ধ থাকিবে দেখিলাম। কিন্তু উক্ত দিবস কাছারি বন্ধ হইল, উৎসবের কিছুই দেখা গেল না। রবিবার প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এ প্রদেশবাসীরা খুব এবং ও নানা প্রকারে দুর্গন্ধ পদার্থ লইয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অপরিচিত পথিক দিগের গায়ে মাখাইতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ বিচার রহিল না। একস্থলে দেখিলাম কতকগুলি ভদ্রবংশজাত নামধারী যুবা পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে অকথ্য কহিতে করিতে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিল। এরূপ বর্ণনা ও বোধ হয় অশ্লীল হইল। আবার এই সময়ে বাজিয়া বাজিয়া দুমদুম ধরে যে সকল গীত আরম্ভ হইল, তাহা শ্রবণমাত্রে কোন সভ্য ব্যক্তি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অন্যকাল পরে মাতালের দল গাঁটী হইতে বাহির হইলেন। ইঁহাদের দুর্দ্দশা, বোধ হয় লিখিবার আবশ্যকতা নাই, আপনারা অনায়াসে অনুভব করিয়া লইবেন। এই রীতিরূপ মহাতীর্থ অদ্য মাংসেন্দ্র যোগ, লোকে লোকারণ্য। গাঁজী আর যোগাইতে পারেনা, নাই বলিতে ও পারেনা. নিকট সূর্য্যগ্রহণ বিক্রয় আরম্ভ হইল, ইহাদের তুলনা নাই। আর আনুষঙ্গিক অলঙ্কারগুলি যে কত হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া জানান যায় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা যাত্রীদের সংখ্যা যে বাড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।

ঢাকার ও আসামের টেলিগ্রাফ শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা বার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। কত দিনে এই গোলা ফাঁটা উঠিয়া যাইবে বলিতে পারিনা। রাজকোষে বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতেছে বটে, কিন্তু পবিত্র যাত্রা নষ্ট হইতেছে। রাজার কি প্রজার মঙ্গল সাধন করা উচিত নয়?

উপসংহারে আমরা আমাদের ঢাকাবাসী বন্ধুবর্গকে এই কথা বলি যে, তাঁহারা বিশেষতঃ এই দেশের গোলাবাড়ী প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করুন। যেদিন ঢাকার জমিদারগণের সভা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন তাহাতে এই গোলাবাড়ী বন্ধ করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি কোন আদেশ না দেওয়াতে আর কেহ চেষ্টা করেন না। চেষ্টা এক বার বিফল হইল বলিয়া যে পুনরায় চেষ্টা করিতে নাই এ বড় অন্যায় কথা।

একজন পত্র প্রেরক বলেন গত শনিবার ৫ ই মার্চ্চ কলিকাতা ইটালী মিউনিসিপাল স্কুলের প্রাঙ্গণে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যোপলক্ষে অনেক ভদ্র বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টী ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে সংস্থাপিত হয়, উক্ত মহোদয়ের পরিশ্রমে, চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে বিদ্যালয়টী জীবিত থাকিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে।

ঢাকাবাসী বলেন একজন নূতন সিবিলিয়ান বক্তৃতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন. তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটী ষাঁড় চুরির মকদ্দমা উপস্থিত। ষাঁড় শব্দের অর্থ সাহেবের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না, লোকের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ হাঁ বুঝিয়াছে বুঝিয়াছে পুরুষ মানুষ গোরু আছে।

যিনি আলেক্জান্দ্রা প্রাকৃতিক বহুবিধ কবি বেন সাহেব সময়ের অন্যান্য মুসলমান কবিদিগের জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে উর্দ্দু ভাষায় লিখিতে পারিবেন, কলিকাতার মুসলমান সভা তাঁহাকে এক শত টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণপদক প্রদান করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছেন— অনরেবল আর ই ইগার্টন সি, এস; কর্ণল সি, টি হেনরি; অনরেবল [illegible]; অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল, সি, আই, ই; রাইট রেভ [illegible] ডি, ডি; কর্ণল [illegible] এম, ডি; [illegible] এম, এ এবং সৈয়দ আমীর হোসেন।

বেঙ্গলের পুলিসের কার্য্যাদি সবিশেষ জানিয়া শুনিয়া তত্ত্বাবধানের জন্য যে কমিশন বসিয়াছে সেই কমিশন ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত স্থানে যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই পুলিস সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগের যাঁহার যেরূপ মত ইচ্ছা করিলে তিনি কমিশনকে জানাইতে পারিবেন। কমিশন বর্তমান ১লা হইতে ৩রা এলাহাবাদে, ৫ ই ও ৬ ই বোম্বাইয়ে, ৮ই ৯ ই ১০ই মান্দ্রাজে, ১২ ই ১৩ ই পুনরায় বোম্বাইয়ে, ১৪ই আজমীরে, ১৬ ই জয়পুরে, ১৭ ই আলবারে, ১৯ এ ও ২০ এ দিল্লিতে, ২১ এ লাহোরে, ২৩ এ আটকে ২৪এ পেশোয়ারে, ২৫ এ ও ২৬ এ আগ্রায়, ২৭ এ কানপুরে, ২৮ এ ও ২৯ এ লক্ষ্ণৌয়ে, ৩০ এ বারাণসীতে, ৩১ এ বাঁকিপুরে ও পরে দেশে ফিরিবে।

কলিকাতার বড়লাট না ফিরিলে সাহেব পাটনা এবং বাঁকিপুরের মধ্যে ট্রামওয়ে চালাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমাদের শান্তিপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন নদীয়া জেলার সাংকেতিক অবের নির্দ্ধারণে যে কমিশন বসিয়াছেন, তাঁহারা নবগ্রাম ও রাণাঘাটের কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া অদ্য (১০ ই মার্চ্চ) শান্তিপুরে আসিয়াছেন। এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহারা শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে গমন করিবেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐ স্থান হইতে অবশ্যকীয় রিপোর্ট লিখিবেন।

আমরা দিগকে নিয়মতন্ত্রে দেখা যোগ বিচারপতিকে সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আমরা নিজের উপর আশঙ্কা প্রভৃতি প্রদর্শন ও অতি প্রাচীন দিকে তাকনা করা দেশীয় উপলক্ষ না হইলে বিষম বিপদ। ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন, কলিকাতা ফৌজদারী ছোট আদালতের বাবু অন্নদাচরণ রায় নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের টেকনিক্যালের তাহার পেন্সন গ্রহণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য পূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কালেক্টরির সেরেস্তাদার বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পেস্কার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ পেন্সন প্রার্থনা হইয়া তদ্রূপ চেষ্টা করিতেছেন।

আবকারির আয়ের কোন ক্ষতি হয়, রাজপুরুষদিগের তাহা অভিমত নহে, অতএব এত কথা শুনিয়াও প্রতিবন্ধ তাহাদের সম্মত নহে। স্বার্থের লোভে মানুষ করিয়া মানুষের পরকাল নষ্ট করা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধ। চীনের অহিফেন বাণিজ্য হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে নিবৃত্ত করিবার জন্য লোকে কত চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিয়াও শুনেন না। বিলাতে উহার জন্য এক সম্প্রদায় কত বক্তৃতা করিতেছেন, কত যুক্তি দেখাইতেছেন, পরিশেষে তাঁহারাই আবার উদযোগী হইয়া মন্ত্রিবর গ্লাডষ্টোনের নিকটে প্রতিনিধি প্রেরণের সংকল্প করেন, কিন্তু আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম, গ্লাডষ্টোন সাহেব এই প্রতিনিধিবর্গের আগমন হইবা মাত্র সকলেরই আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ বিষয়ে এক একটী নিষ্ঠুর রাজবংশের কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সামান্য কারণে নরহত্যা করিতে তাঁহার হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না। আমরা প্রায় যখন তখন তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাই। কিন্তু তাহার নিবারণোপায় কাহাকেও অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। সম্প্রতি রেঙ্গুন গেজেট লিখিয়াছেন, মিয়া মিকান নামক স্থানে এক পক্ষের মধ্যে পাঁচ জন লোককে অপরাধ বধ্য দিয়া হত্যা করিয়াছেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে। উহা শীঘ্র কলিকাতায় উপনীত হইবে এবং বিডন স্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইঙ্গলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন যে মাসে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের শাসনকাল পূর্ণ হইলে সার মাইকেল কেনেডির উক্ত পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গের ন্যায় মান্দ্রাজেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিয়ম এই, যিনি বার্ষিক ৫ টাকা চাঁদা দিবেন, তিনি সভ্য হইতে পারিবেন।

আজ কাল দেশীয় রাজাদিগের প্রজারা আবার উৎপাত করিতে শিখিতেছে। নেপালের রাজা ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করাতে প্রজারা তাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে জোটবদ্ধ হইয়াছে। আবার বরদার মন্ত্রীবরকে হত্যা করিবার জন্য চক্রান্ত হইতেছে। কয়েক জনের উপর সন্দেহ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়াছে। সর টি মাধব রাওকে বোম্বাই হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলা হইয়াছে। তিনি সহজে কর্ণপাত করিবেন না।

মহারাষ্ট্রীয় নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক কোলাপুরের পলিটিকাল এজেন্টের নিন্দা করাতে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন।

হাইকোর্টের প্রতিনিধি জুডিসিয়েল কমিশনর টাইনাঞ্জ সাহেব এই মাসের শেষে ছোট আদালতের জজ হইবেন, এবং ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্কলে সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

পাইয়োনিয়র বলেন ত্রিপুরার একজন প্রধান সামরিক অনুষ্ঠানিক লোক কর্ণেল মারশাট সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অন্যায় গালাগালি দিয়াছেন।

যে সকল দ্রব্য উত্তাপ লাগিলে নষ্ট হইয়া যায় সেই সকল দ্রব্য নিরাপদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চ রেলওয়ে কোম্পানী এক প্রকার নূতন গাড়ির সৃষ্টি করিতেছেন। ইহা ভারতীয় রেলওয়ে সমূহে চলিবে। এই গাড়ি দুই তালা হইবে। উপর তালায় শীতল বায়ু বদ্ধ থাকিবে এবং নিম্নের তালায় দ্রব্যের রাশি রক্ষিত হইবে। একটী ট্রেনে এইরূপ যত গাড়ি থাকিবে সকল গুলিই পরস্পর নলের দ্বারা সংযুক্ত থাকিবে এবং সেই নল আরোহীদিগের গাড়ির সহিত একরূপ যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে যে ট্রেণ চলিবার সময়ে আরোহীর গাড়ী সেই শীতল বাতাসে পূর্ণ হইবে।

সুতরাং সেণ্টবার যাহাতে দেশে প্রত্যাগত না হন তজ্জন্য অধিবাসীরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

পোষ্ট আপিসের ডাইরেক্টর জেনারেল হগ্গিল সাহেব আর প্রত্যাগত হইবেন না। প্রতিনিধি ডাইরেক্টর হগ সাহেব স্থায়ী পদলাভ করিলেন।

আসামের লোকদিগের অভাব উদ্দেশে বিদ্যালাভে শিবসাগরে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঢাকা কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার পি, কে রায় ১৮৮২ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোলের পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

কিছু দিন হইল একদা শ্রীরামপুরের গোলঘাটে একখানি নৌকা প্রচণ্ড ঝটিকাবেগে ১৪ জন আরোহীর সহিত জলমগ্ন হয়, দুই জন কষ্টে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র জঙ্গীপুরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

জঙ্গীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

সাতক্ষীরা সবডিবিজনের অন্তর্গত কলারোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত কিছু দিনের জন্য যশোহর জিলা হেডকোয়ার্টরে কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মি, এ ফিল্ডিনস ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডির সহকারী কমিশনর বাবু এস মাধুচন্দ্র ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বহরমপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হ্যাপ্তি ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাতক্ষীরা সবডিবিজনের ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সেরাজ আলী পাটনায় বদলী হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ টিমলন ১৪ ই মার্চ হইতে ৬ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রেজিষ্ট্রেশনের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর জেনারল এফ, এস, হ্যারিসন ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া ২ রা মার্চের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

বর্দ্ধমানের কমিশনর টি, ই, রেভেন্শা কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে প্রতিনিধি কমিশনর জে, বিম্‌স তৎপদে স্থাপিত হইলেন।

বিম্‌স সাহেবের পদোন্নতি নিবন্ধন চম্পারণের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, গ্রাহাম এডগার ১ ম শ্রেণীতে, সারণের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে ২ য় শ্রেণীতে, দিনাজপুরের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ক্রমসবেস রাজশাহীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিয়মে, ৩ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাওড়ার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জনষ্টন, এচ পেজ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি, জে, এস কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর হইলেন।

ভাগলপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ পেজ ২ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি ৩ য় শ্রেণী জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর জেনারল কোর্ডিনর ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। তিনি অন্যান্য বিষয় সহকারে কার্য্য করিবেন। এই আদেশ নিবন্ধন প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর জেনারল হ্যারিসন সাহেব রেজিষ্ট্রি আপিসের ইন্সপেক্টর হইলেন।

কৃষ্ণনগরের সাবডিবিজনাল অফিসর এফ, ই পার্জিটর এতদ্দেশের ভাষায় পরীক্ষা দিবার জন্য ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজমহলের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপীকৃষ্ণ দাস কিছু দিনের জন্য পাকুড়ে বদলী হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

মেদিনীপুরের কালেজের প্রধান শিক্ষক বাবু গৌরীশঙ্কর আচার্য্য ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক বে. এ. মার্টিন ঐ কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ও ক্যাথিড্রল কালেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক এ. এফ. আর হর্ণেল সাহেবের গত ১০ এ জানুয়ারি যে অবকাশ হয় তাহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করায় তাঁহাকে ৪ র্থ শ্রেণীতে স্থাপিত করা হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

পূর্ণিয়ার প্রিন্সিপাল সবর্ডিনেট জজ বাবু মহিমচন্দ্র সরকার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রভাতনাথ রায় ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার সবর্ডিনেট জজ বাবু গঙ্গেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট — ৭ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

এবারে সুপ্রসিদ্ধ ঘোষপাড়ার মেলা বা দোল যাত্রার পর্ব্বে তাদৃশ অধিক লোকের সমাগম হয় নাই, ন্যূনাধিক ১০।১২ সহস্র লোক আসিয়াছিল মাত্র। ঘোষপাড়ার মেলার কর্তৃপক্ষগণ এবার মকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। ফলে পুকুর (?) কাইপোতে (?) বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। বুড়ো বুড় ঈশ্বরপাল গদি দখল করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের রসিক পাল সমান অংশের জন্য আদালতে যাইয়া নালিশ দিয়াছেন। রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঘোষপাড়ায় উপস্থিত না থাকিলে বিলক্ষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক, ঘোষপাড়ার মত (অর্থাৎ ধর্ম্মের মত) কি তাহা আমরা জানি না কিন্তু যে সকল লোক এই মেলায় আসিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন মাতাল, লম্পট, বেশ্যা ও গুণ্ডা, এ কথা বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব গোস্বামীদের ... ক্রমে পাপাত্মাদের আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল মাতাল লম্পট ও বেশ্যা লইয়া উহার পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে। পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ঘোষপাড়ার কোন দোকানদার ইজারা লইয়া তিন দিনের জন্য একখানি গাঁজার ও একখানি মদের দোকান বসাইয়াছিল!! তিন দিনের গাঁজার দোকানের লাইসেন্স টাকা ৯ টাকা ও মদের দোকানের লাইসেন্স টাকা ৮০ টাকা দোকানদারদিগকে দিতে হইয়াছিল!!

নদীয়া জেলার মড়কের কারণ নির্দ্ধারণ জন্য যে কমিশন (ফিবর কমিশন) বসিয়াছে, সম্প্রতি তাঁহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আগামী মাসে তাঁহারা শান্তিপুরের অভিমুখে গমন করিবেন। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই কমিশন বসাইয়াছেন। কিন্তু কমিশন প্রকৃত প্রস্তাবে ফলোপধায়ক হইবেন কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কমিশনের নাম শুনিলেই আমাদিগের বুদ্ধিশুদ্ধি উড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এদেশে অনেকবার কমিশন বসাইয়াছেন। ইণ্ডিগো কমিশন, ফেমিন-কমিশন, আর্মি-কমিশন প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত ৬।৭ টী কমিশন বসিয়াছিল; কিন্তু ইণ্ডিগো কমিশন ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট আর কোন কমিশন হইতেই ফললাভ করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট আরও একবার (১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে) এই মেলেরিয়া জ্বরের কারণ নিরূপণার্থ কমিশন বসাইয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় নাই, এবং মেলেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণও উদ্ভাবিত হয় নাই। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদিগের মতামত সময়ান্তরে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

আড়ংঘাটার ষ্টেশন হইতে নামিয়া নবদ্বীপ যাইতে হইলে (বিশেষতঃ বর্ষাকালে) যাত্রীদের ও গাড়ি পাল্কির যে কিরূপ অসুবিধা হইত তাহা লিখিতে কাহারও লেখনীও বিদীর্ণা হইয়া যায়। আমরা গত বৎসরে এই সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম যে মুর্শিদাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বসু জমীদার মহাশয় আড়ংঘাটা হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যাইবার জন্য একটী নূতন রাস্তার জন্য প্রায় ৪০০ শত টাকা দিয়াছেন। এটী আমাদিগের ভ্রম হইয়াছিল। বসিয়া হরিচরণ বাবু জমীদার এবং ... ৪০০ শত টাকা কেন ৪০০০ সহস্র টাকা দিতে পারেন; কিন্তু এই রাস্তার জন্য তিনি কিছুমাত্র দেন নাই। মতিলাল বাবুর টাকাতেই এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইতেছে, আর কিছু দিন গেলেই রাস্তাটী সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া লোকের অনায়াসে গমনাগমনের সুবিধা হইবে। মতিবাবু এই ৪০০ শত টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই। নবদ্বীপের যে ভাঙ্গাঘাটটী আছে তাহা তাঁহার টাকায় প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মতিবাবু স্বগ্রামবাসী দুঃখী ও বিপন্ন ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীদের কাহারও টাকার প্রয়োজন হইলে কাহাকেও সামান্য সুদে কাহাকেও বা বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। পাঠকবর্গ! এটী সামান্য উপকার নহে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম, মতিলাল বাবু উপরি লিখিত রাস্তাটী সম্পূর্ণ হইলে হবিবপুর কুলগাছীয়ার নিকটে বিস্তৃত মাঠের মধ্যে ঐ রাস্তার পার্শ্বে একটী সুদীর্ঘ সুগভীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পথিক ও পশুদিগের জলপিপাসা নিবারণের মনস্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, পল্লীগ্রামের ধনাঢ্য ও জমিদারগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ঝগড়াঝাঁটি না করিয়া এইরূপ যতই দেশহিতকর কার্য্যে মনোযোগী হইবেন, ততই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানিত হইবেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রথম সেসন।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

গত ১৭ ই জানুয়ারি শিকোহাবাদ ষ্টেশনের সন্নিকটে মাল ও ডাক গাড়িতে যে ধাক্কা লাগিয়াছিল, তজ্জন্য ডাক গাড়ির ড্রাইভার ওয়াটস্ সাহেব দোষী সপ্রমাণ হইয়া বিচারার্থ অত্র আদালতে প্রেরিত হইয়াছে।

উক্ত মকদ্দমার প্রথম সাক্ষী মাল গাড়ির গার্ড গ্রিন সাহেব বলেন, গত ১৭ ই জানুয়ারি রাত্রি ৮-২৫ মিনিটের সময় কানপুর হইতে মাল গাড়ি ছাড়া হয়, উক্ত গাড়িতে ৫৫ টন অতিরিক্ত বোঝাই থাকে, এ সংবাদ তথাকার ষ্টেশন মাষ্টারকে দেওয়া হয়, কিন্তু বোঝাই কমান হয় নাই, তবে শেকুয়া ষ্টেশনে আসিয়া এক খানি গাড়ি পরিত্যাগ করা হয়। মালগাড়ি সাধারণতঃ ঘণ্টায় ২০ মাইল যাইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত বোঝাই হওয়াতে ঘণ্টায় ১৬ মাইল যাইতেছিল। প্রাতঃকাল বেলা ৬-৩৫ মিনিটের সময়ে মালগাড়ি "লাইন পরিষ্কার সংবাদ" লইয়া বারনা ষ্টেশন ত্যাগ করে। সে দিবস প্রত্যূষে একরূপ ভয়ানক কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল যে, ৫০ হস্ত দূরস্থ কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গ্রিন সাহেব শিকোহাবাদের ডিষ্টাণ্ট সিগনাল দেখিবার জন্য গাড়ি হইতে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বাঁশীর শব্দ শ্রুত হইল, তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন ডাকগাড়ির ইঞ্জিন ৫০ হস্ত দূরে রহিয়াছে, ... হইতে শব্দ প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, অমনি দুই গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া তিনি দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ... তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ... মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়বার জ্ঞান লাভ করিয়া দেখেন যে, তিনি শিকোহাবাদের ডাক বাঙ্গালায় আছেন। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর দেন যে, তিনি অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কথা লোকোমোটিভ ফোরম্যানকে অবগত করেন, কিন্তু তাহাতে আপত্তির শব্দ ছিল না বলিয়া কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়

হয় নাই। অনন্তর ঐ পরের ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ির মধ্যস্থিত আলো ... করা হইয়াছিল, এবং সে এই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবার আশায় ছিল। বাগানে আসিয়া তিনি তত্রকার নিম্ন সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকগাড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে "তাহার কোন সংবাদ নাই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকগাড়ির গার্ড কোলার্ড সাহেব। তিনি ১৭ ই জানুয়ারি রাত্রি ১২।২৫ মিনিটের সময় কানপুর হইতে ডাকগাড়ি লইয়া আইসেন। বাগানে উপস্থিত হইলে "সতর্ক হইয়া যাইবার সংবাদ" প্রাপ্ত হন এবং ড্রাইভারকেও তাহা জ্ঞাপন হয়। এরূপ সংবাদে তাঁহার ইহা উপলব্ধি হইয়াছিল যে, মালের গাড়ি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। এই গাড়ির ইঙ্গিতের জন্য তিনি এবং ড্রাইভার উভয়েই দায়ী। সিকোহাবাদ ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তাহার অনতিবিলম্বেই উভয় গাড়িতে ধাক্কা লাগিল এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে এই বলেন, মালগাড়ি যে মন্দ গতিতে যাইতেছে, এ কথা বাগানে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। ডাকগাড়ি স্বাভাবিক বেগের অপেক্ষা এরূপ মন্দ গতিতে যাইতেছিল যে, লাইনে কোনরূপ প্রতিবন্ধক ঘটিলে সিকোহাবাদ পঁহুছিতে ৬।৭ মিনিট বিলম্ব হইত মাত্র।

ডাকগাড়ির ব্রেকম্যান গোটীর সাহেব তৃতীয় সাক্ষী। তিনি বলেন যে, ১৭ ই জানুয়ারিতে অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্য ব্রেক কষা এবং ষ্টাম্পকে সমভাবে রাখা। গাড়িতে ধাক্কা-লাগিবার ২।১ মিনিট পূর্ব্বে অপরাধী বাষ্প বন্ধ করে; সে সময় গাড়ির বেগ স্বাভাবিকের অপেক্ষা অত্যন্তই মন্দীভূত হইয়াছিল। ৪০ ফুট অন্তর হইতে মালগাড়ির পেছনের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি যেমন বলপূর্ব্বক ব্রেক কষিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

চতুর্থ সাক্ষী ডাকগাড়ির ব্রেক কর্ম্মকারী আদিত্য জেফারি বলে যে সে অতি অল্প দূর হইতেই মালগাড়ির পশ্চাৎ স্থিত আলোক দৃষ্ট করিয়া ব্রেক কষিয়াছিল। ধাক্কা লাগিবার সময় গাড়ির গতি অল্পই হ্রাস হইয়াছিল নতুবা ইতিপূর্ব্বে স্বাভাবিক বেগে আসিতেছিল।

পঞ্চম সাক্ষী বাগানের নিম্ন সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ সাক্ষ্য দেন যে গত ১৭ ই জানুয়ারিতে ১৭ নং মালের গাড়ি ৩০ মিনিটে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হয়। গাড়িখানির আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল। এলাহাবাদের মেলার জন্য সকল গাড়িই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে পারিত না; সুতরাং এতাদৃশ বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া গিল সাহেবকে "লাইন পরিষ্কার সংবাদ" প্রেরণ হয়। উক্ত সাহেব ডাকগাড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসু হইলে এই বলা হয় যে উহা বসোয়ালনগর পরিত্যাগোন্মুখ হইয়াছে এবং ড্রাইভারও এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না। মালগাড়ি বাগান ষ্টেশন পরিত্যাগ করিলে, ডাকগাড়ি তথায় আসিবার জন্য ছাড়িয়াছিল এবং বেলা ৭ ঘটিকার সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকগাড়ির ড্রাইভার ও গার্ডকে "সতর্ক" হইয়া যাইতে উপদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহারা ৭-৩ মিনিটের সময় বাগান পরিত্যাগ করেন। সিকোহাবাদ ষ্টেশনে যাইতে ডাকগাড়ির ২৮ মিনিট লাগিয়া থাকে। অপর পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে এই বলেন অগ্রগামী মালগাড়ি যে সময়ানুসারে যাইতে পারিতেছে না, এ কথা ডাকগাড়ির ড্রাইভার বা গার্ডকে জ্ঞাত করান হয় নাই। তিনি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে মালগাড়ি যথা সময়ে সিকোহাবাদে উপস্থিত হইতে পারিবে না তাহা হইলে ডাকগাড়িকে তথায় আটক করিয়া রাখিতেন। রেলওয়ে কোম্পানির এই আদেশ আছে যে ডাকগাড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ষ্টেশন মাষ্টারকে সে সময়ে তথায় থাকিতে হইবে; কিন্তু সে দিবস তিনি পীড়িত ছিলেন এজন্য উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন। সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার তখন নিদ্রিত, সুতরাং সকল ভারই তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত ছিল। বাগান হইতে যাইবার জন্য স্থানীয় গাড়ির (লোকাল-ট্রেণ) ৩৮ এবং মালগাড়ির ৪৬ মিনিট অবধারিত আছে। যদি তিনি অগ্রে জানিতে পারিতেন যে সে দিবস ১৭ নং গাড়ি সাধারণ মালগাড়ির ন্যায় যাইবে তাহা হইলে উক্ত গাড়ির গার্ড তদনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। তদনন্তর অপর কয়েক জন সাক্ষীর বিবরণ এ স্থলে প্রকটিত না করিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ট্রাফিক ইন্সপেক্টর করিন্ সাহেব যেরূপ সাক্ষ্য দিলেন তাহা দেওয়া আবশ্যক। ঘটনাকাল অতিবাহিত হইলে তিনি সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং দেখেন যে ডাকগাড়ির ইঞ্জিন মালগাড়ির প্রথম কামরার উপর উঠিয়াছে, চাকাগুলি লাইনের চতুষ্পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, মালগাড়ির ব্রেকভ্যানের চাকাগুলির অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছে। ডাকগাড়ির ইঞ্জিন ও তাহার শিকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মালগাড়ির ব্রেকভ্যান ও অপর দুইখানি কামরার দশা অবিকল তাহাই হইয়াছে এবং তাহার অন্যান্য গতিগুলি ভগ্ন হইয়াছে। ডাকগাড়ির অব্যবহিত একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি অপর একখানি মধ্য শ্রেণীর গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অপর চারিখানি গাড়ি বেলাইন হইয়াছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া তাঁহার এই অনুমিতি হইতে পারে যে, হয় মালগাড়ি স্থিরভাবে ছিল কিম্বা অল্প গতিতে যাইতেছিল, অথবা ডাকগাড়ি স্বাভাবিক বেগে আসিয়াছিল। তিনি ইহার দ্বিতীয় কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে, উক্ত মালের গাড়ি ঘণ্টায় ৮ মাইল এবং ডাকগাড়ি তাহার স্বাভাবিক বেগকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। করিন্ সাহেব আরও বলেন যে উক্ত দিবসের প্রাতঃকালের সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, ডাকগাড়ির ঘণ্টায় ১৫ মাইলের অতিরিক্ত যাওয়া কখনই শ্রেয়স্কর হয় নাই। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর দিলেন তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়িখানি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা পুরাতন ছিল বটে কিন্তু অব্যবহার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, সে দিবসের ঘটনাপরম্পরা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া অপরাধী যদি গাড়ি লইয়া আসিতে অসম্মত হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার এ মকদ্দমা চালাইতে নিবৃত্ত হইলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে কয়েক মিনিট বা সেকেণ্ডের তারতম্যের জন্য এক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তখন মান্য বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন যে তিনি এই মকদ্দমার বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি হইয়াছে যে এইরূপ দুর্ঘটনার জন্য অপরাধী কখন দণ্ডনীয় হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে যে তিনি অভিপ্রায়পূর্ব্বক কোন মকদ্দমা করিতে বসেন নাই, তিনি কেবল ইহাই দেখিবেন যে অপরাধীর কোন প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত দণ্ডবিধি আইনের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কি না। ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইয়াছে যে, অপরাধী স্বেচ্ছাক্রমে এরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় নাই অথবা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বিবেচনায় ভ্রমক্রমিক যে দোষ ঘটিয়াছে, তজ্জন্য সে দণ্ডবিধি আইনভুক্ত হইতে পারে না। সত্য বটে এরূপ দুর্ঘটনায় কয়েক জনের জীবন নষ্ট হইয়াছে। তাহা বলিয়া ইহাকে দোষী করিতে পারা যায় না। এইরূপ আরও কয়েকটী কথা বলিয়া অপরাধীকে "নির্দ্দোষ" বলিবার জন্য জুরিদিগকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও মান্য জজ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়া অপরাধীকে অব্যাহতি দিলেন।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই, অপরাধীর একটী ফাঁড়া কাটিয়া গেল; তিনি এখন অনেক দিন বাঁচিবেন। অরের পয়সা দিয়া গাড়ি চড়িয়া দিকো. তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া বিধাতা যে জজগণের অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাঁহার সে লিখনও পূর্ণ হইল, সে অংশে কোন দোষ হয় নাই, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির যে ক্ষতি হইল, তাহা কে পূরণ করে?

জামালপুর।

গত শুক্রবার আউট মেকানিক ইনষ্টিটিউসন হলে জামালপুর হিন্দু-নাট্যসমাজ কর্তৃক হরিশ্চন্দ্র নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। লোকোমটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাবেল সাহেব মহোদয়ের এ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি কলিকাতা হইতে কয়টি অভিনেতার জন্য কয়েকখানি পাস পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা জামালপুরে আসিয়া যে কয়েক বৎসর অভিনয় দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এবারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৫০।৬০ জন ইংরাজ ও ৪।৫ শত বাঙ্গালী অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গের হইতেও অনেকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তপোবনে বিশ্বামিত্রের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ, কাশীর মণি কর্ণিকার ঘাটে মৃতপুত্র ক্রোড়ে শৈব্যা এবং হরিশ্চন্দ্রের চাণ্ডালবেশ প্রভৃতি কয়েকটী দৃশ্য বড় সুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে নটের পাদুকা সহিত রঙ্গভূমে আসিয়া মস্তকের টুপী খুলিয়া, ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ এবং কালাপেড়ে ধুতি পরিধান কাহারো বাবু সাজাটী ভাল হয় নাই। তিনি একটু স্থির ভাব ও বিনীত ভাব প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। নটীর অভিনয় ও গীতাদি মন্দ হয় নাই, তবে তাঁহার পোষাকটী যেন নেপালদেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় হইয়াছিল। আর অন্য সকলেই সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের সাজ অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং তিনি অভিনয়ও উত্তম করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশটী তত ভাল হয় নাই এবং পাঠের স্বরটী [illegible] না হওয়ায় যুবকের ন্যায় হইয়াছিল। [illegible] একটু বিকৃত স্বরে কথা কহিলেই বড় সুন্দর হইত। যা হউক, ভবিষ্যতে এই সামান্য দোষ সংশোধন করিলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবে।

এবারে ইঁহাদের ২ [illegible] পয়সাকড়ি ভাল হয় নাই, এবং নাট্যসমাজ যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। যেহেতু থিয়েটারের দিন ইঁহারা বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, দর্শকদিগের মধ্যে কেহ ছেলে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন না; কিন্তু আমরা যাইয়া দেখিলাম অনেকগুলি বড় বড় কেরাণী ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং অল্প বেতনের কেরাণীরা ঐ সকল ছেলের মুখ দেখিয়া নিজের ছেলে মনে পড়ায় একবার দ্বারের নিকট আসিতেছেন, ও একবার যাইয়া নিজ স্থানে বসিতেছেন। না হবে কেন? ছেলে ত সকলেরই এক, তবে কেহ বা বড় কেরাণীর ঘরে, কেহ বা ছোট কেরাণীর ঘরে জন্ম লইয়াছে মাত্র। ফলতঃ বিজ্ঞাপন দিয়া সে প্রতিজ্ঞাটী পালন করিতে না পারায় আমাদের যেন বোধ হইতেছে বিজ্ঞাপনটী কেবল ছোট কেরাণীদিগের জন্যই দেওয়া হইয়াছিল। পাছে স্থান সঙ্কুলান না হয়, এজন্য অনেককে টিকিট দেওয়া হয় নাই অথচ চাঁদনী বাবুর ও সাহেব বাড়ীর বাবুর্চী ও খানসামায় গাদি লাগিয়াছিল। যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু শশিবিহারী ঘোষ মহাশয় অতি সরল ও ভদ্র লোক এবং এ বৎসর তিনি নূতন এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকিবে, ভবিষ্যতে আর না হইবার সম্ভাবনা। সম্পাদক ও নাট্যসমাজের নিকট এক্ষণে আমাদের নিবেদন এই, ভবিষ্যতে যেন চারি আনা মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া টিকিট বিক্রয় করা হয়। ঐরূপ করিয়া যে টাকা সংগ্রহ হইবে, তাহা পুস্তকালয়টিতে দান করিলে ইহার ও যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে; অথচ "এ টিকিট পেলে, আমি পেলাম না কেন?" ইত্যাদি অভিযোগও তাঁহাদিগকে শুনিতে হইবে না।

হরিসভা গৃহের কি একটী দোষ ঘটিয়াছে। ইহার প্রতি এক কালে সাধারণের কখন সহানুভূতি পড়িল না। পূর্ব্বে যখন ইহার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি ছিল, তখন কতকগুলি বড় কেরাণী সুনজরে দেখিতেন না। এক্ষণে বড় কেরাণী বাবুদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে, অমনি সাধারণের আর সে দৃষ্টি নাই। বৎসর বৎসর দোলযাত্রা উপলক্ষে হরিসভা গৃহে ২।৩ দিন ধরিয়া উৎসব হইত। গত বৎসর নামে মাত্র উৎসব হইয়াছিল। এ বৎসর একেবারে না হইলেই ভাল হইত। এ বৎসরের হরিসভার উৎসব সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, দোলের দিন নারায়ণকে সভা-গৃহে আনিয়া চন্দন তুলসী দিয়া যৎসামান্য মিষ্টান্ন খাওয়ান হয় এবং তৎপর দিন দীন দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান করা হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয় হরিসভা গৃহের সাহায্যার্থ ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

এ বৎসর হিন্দুস্থানীদিগের হোলি পর্ব্বটী খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বাজারের সন্নিকটে আব্দুল খাঁর দোকানে অত্র লোকের যাতায়াত জন্য মুস্কিল হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় পুলিসের এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু গৌরচরণ দত্ত ও ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীগোপীনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য

পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা এ কলিকাতার ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন ।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনার বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৸০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাশুল ৷৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ২৷৵০, পঞ্চ দশ ১৬ শ খণ্ড ৫৲০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৭৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যস্থ ।

পরীক্ষিত ।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের ঘি, টুলটুলি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়াযাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী ।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ।৵০ আনা।

টুথ পাউডার (দন্তমঞ্জন)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ করিয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীঅম্বিকাচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৫ নং চক্রবেড়ে—ভবানীপুর
কলিকাতা।

চন্দ্র-চূড়রস ।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ ।
ন্যায়তোহপো মুক্তিদেন ন তেষাং মুক্তিরস্তি বিনা ।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠবদ্ধ বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় হয় না এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীনবীনমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, ভাবিনিয়ার চক অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের অভ্যস্তিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া স্ফীতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি চিকিৎসা করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোষও, মাংস-কোষও, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে করিয়া থাকেন।

প্রসব সংক্রান্ত সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ আমেরিকা হইতে এক্ষণে আমদানি করিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা ।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট পাওয়া। ১ আউন্স ৲, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স লিখি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র—ভবানীপুর	৫৷০
" " গঙ্গাধর মিত্র—কলিকাতা	১০
" " রাধানন্দ মহান্ত ঠাকুর—আগর ঝিরি	১০
" " কাঙ্গালী মণ্ডল—কাশীনগর	"৭
" মে. ডবলিউ ইক ফোরার—বহরমপুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, রসিদ টিকিট, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ।০ চারি আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা নবযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ১৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৮ ই চৈত্র। ইং ১৮৮২। ২০ এ মার্চ্চ।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

পারারোগারোগ্য সমাচার।

" শিবাজ্ঞ-ঘৃত পরীক্ষ পারা নাশকের অব্যর্থ মহৌষধ কি না, তাহা এই নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা বিবেচিত হইবে।

" শ্রীযুক্ত বাবু কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত " শিবাজ্ঞ ঘৃত আমার ভাগের ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পারা-রোগে ব্যবহারে আশ্চর্য্য আরোগ্য দেখিয়া, ইহা যে অদ্বিতীয় পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি জানিবেন ইতি তাং ১৪ ই ফাল্গুন সন ১২৮৮ সাল শ্রীমাখনচন্দ্র দাঁ। ঠিকানা সুরের বাজার, বাগবাজার কলিকাতা।

মহাশয়! দুই বৎসর অতীত হইল আমি আপনার শিবাজ্ঞ ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। রোগী এই ঘৃত ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া এই দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, আর যখন এতাবৎকাল মধ্যে তাঁহার গাত্রে পারা-রোগের চিহ্ন কিছুই প্রকাশ হয় নাই, তখন ইহা যে পারানাশকের অদ্বিতীয় মহৌষধ তাহাতে আমাদিগের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তাং ১ লা ফাল্গুন সন ১২৮৮। শ্রী অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা, মানাবর সাং ৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের ষ্টেটের খাজাঞ্চি। পাথুরিয়া ঘাটা কলিকাতা।

BARAT'S
PRONOUNCING ETYMOLOGICAL
AND PICTORIAL
DICTIONARY
OF THE
ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE
ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI
ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.
published in parts.
For further information apply to the
Publisher
TROILOKYA NATH BARAT.
No. 12, Pataldanga Street,
CALCUTTA.

বাটী বিক্রয়।

" বালিগঞ্জের চৌমুখের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (পুষ্করের উত্তর বারেণ্ডাপোতা) আর খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সর্ব্বসমেত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্যাব্লিক ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কোর্ট, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর চক্রবেড়।"

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জাতি ও বর্ণমালার জ্যোতিঃ, শবদাহক ও বালুক যন্ত্র, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, সংখের গোলকধাঁধা, জলক্রীড়া, পত্র দ্বারা জল শোষণ, সাংখ্যদর্শন, নিরাশ-হৃদয়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মনোহরদাস সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রহস্য!!!—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৸৹ আনা মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ সুবার্বান টালা ২ নং কার্য্যালয়)

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।৹ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিলোপ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপুঁয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রথমে পারা ঘটিত ন্যায় ঘোষা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিরাশ

করিয়াছেন, তাঁহারাও অন্ততঃ পুনরায় একবার আমা-দের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২।০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ রুগ্ন ও অবসন্ন হউক না কেন ইহা সেবনে শরীরের রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কটুবাক্য বা মিষ্টবাক্য প্রয়োগে অধিক ফল দর্শে।

যে কোন কাজ করি না, বিশেষ বিবেচনার সহিত করা একান্ত উচিত। চঞ্চলতা বা প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করিলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না, বরং সাধারণসমীপে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কি সংসারে প্রতিপত্তিলাভ, কি স্বকার্য্য উদ্ধার কি বৈরনির্য্যাতন, সমস্ত গুরুতর কার্য্যই মিষ্ট বাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মিষ্ট বাক্যে ও সদালাপে শত্রু মিত্র হয় এবং জগৎ বশীভূত হয়। নীরস কটুবাক্যে কার্য্যসিদ্ধি না হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা। তাহাতে মিত্র শত্রু এবং সংসারের সমস্ত লোকই বিদ্বেষী হইয়া উঠে। বিশেষ আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের সর্ব্বদা নম্রতা ও সতর্কতার সহিত গবর্ণমেণ্টের সহিত তর্ক বিতর্ক ও রাজকার্য্যের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। বিদেশীয় রাজার কিরূপে রাজ্য রক্ষা হইবে, এই চিন্তাই প্রধান। কবিরা ভারত আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ-কেশরী কখনই বলিবেন না, ভারতবাসী! আমরা ভয় পাইয়াছি, পলাইলাম, তোমরা এখন স্বাধীনভাবে এ স্বত্ব স্বাধিকৃত কর। ভারতবর্ষ নষ্ট করিয়া ফেলিলে যদি রুষকৈন্য পরাজিত হয়, ইংলণ্ড অগত্যা তাহাই করিবেন। গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক যখন প্রধান হইল, তখন তাঁহারা কটু বাক্য সহ্য করিতে পারেন না। অতএব, ভারতের অনিষ্ট বিবেচনা করেন, তখন অনর্থক তীব্র কটু বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পরম শত্রু করিয়া তুলা স্বদেশে স্বীয় আশালতিকার মূলোৎপাটন মাত্র। কিন্তু সুশিক্ষা পাইয়াও ভারতবাসী অদ্যাপি এই প্রাচীন সুনীতিবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মন্ত্রী ও মেম্বরগণের পরস্পরে কখন কখন বাদানুবাদকালে তীব্র কটুবাক্য প্রয়োগ ও গালাগালি হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, সেখানে রাজা প্রজা মন্ত্রী সকলেই সমান। সেখানে প্রজাগণ আপনারা আপনাদের ইচ্ছামত মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারক ও দণ্ডকর্ত্তাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন; কর্ম্মে অবহেলা বা অযোগ্যতা প্রকাশ হইলেই আপনারা দণ্ডবিধান করেন। লর্ড বিকন্সফিল্ড গ্লাডষ্টোন সাহেবকে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ডিস্‌রেলি সাহেবকে গালি দিতেন। কিন্তু এক জন পরাধীন ভারতীয় প্রজা বা সংবাদপত্র সম্পাদক এবং গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। অধীন প্রজারা যে ঐরূপ তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিবে, গবর্ণমেণ্টকে গালি দিবে, রাজপুরুষেরা তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। কটুবাক্য বলিয়া গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট স্বদেশের হানি করিয়া কি কখন স্বাধীন সংশোধন করিবেন? বরং গালিদাতাদিগকে অধিকতর চাপিয়া থাকিবেন, এবং যাহাতে না আর গালি দিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। মধ্যে কতকগুলি সংবাদপত্র ও নূতন বাগ্মিসম্প্রদায় বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন। গবর্ণমেণ্টকে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলে তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাহার বিষময় ফল "মুখবন্ধ বিধি" অর্থাৎ ৯ আইন তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট পরিশেষে একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দেখাইলেন "নির্ব্বোধ! তোমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরিতেছ, আমরা উহাতে ভীত হই নাই, আমরা তোমাদের কথা শুনিব না, এই দেখ তোমাদের মুখ বন্ধ করিলাম।" অতএব আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ সাধন করা; ইহা ভিন্ন আমাদের দুঃখমোচনের অন্য উপায় নাই। এ কথায় কেহ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা বলিতেছি সকলে আইস একবাক্যে গবর্ণমেণ্টের গুণকীর্ত্তন ও তোষামোদ করি, তাঁহার দোষের প্রতি লক্ষ্য করিব না। তিনি যাহা করিবেন, যাহা বলিবেন, তাহাই মঙ্গলকর বলিয়া স্বীকার করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইব, কেহ তাহার প্রতিবাদ বা তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিব না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা কর, তাহা লইয়া সভা কর, বক্তৃতা কর, আন্দোলন কর, শতবার গবর্ণমেণ্টের রীতি নীতি ও অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ কর। আমরা তাহা করিতে বারণ করি না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি আমাদের কাহারও কি কোন আপত্তি নাই? গবর্ণমেণ্ট ত আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কটুবাক্য কহিবার প্রয়োজন কি? গালি দিয়া কি কাজ পাওয়া যায়? মিষ্ট কথায় ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও বিবেচনার সহিত বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দেখাইয়া দাও, বুঝাইয়া দাও তাঁহার কি ভুল হইয়াছে; কোন্ কার্য্যটি ন্যায় বা অন্যায় হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে কি করিলে প্রজাবর্গ সুখী হইবে। মিষ্ট কথায় চণ্ডালেরও অন্তঃকরণ দ্রব হয়, শত্রুও বিপক্ষতা বিস্মৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর প্রীত থাকিলে স্বভাবতই আমাদের মঙ্গলের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে। তখন একবার ক্লেশ জানাইলেই তাহার প্রতিবিধানার্থ তিনি তৎপর হইবেন।

ম্যাঞ্চেষ্টরের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের ভবনে পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য মাননীয় ব্যাক্সটার সাহেব নবো অবস্থিতি করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পুরোহিতদিগের জন্য ভারতের রাজকোষ হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর অর্থ অন্যায় ব্যয় হইয়া থাকে। যাহাতে এই অপব্যয়টী উঠিয়া যায়, সেই বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পুনার সার্ব্বজনিক সভার অনেকগুলি সভ্য এই সম্বন্ধে মহোদয় ব্যাক্সটার সাহেবের নিকট এক আবেদন করেন। তাঁহারা সেই উপলক্ষে তীব্র বাক্যে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়াছিলেন। ব্যাক্সটার সাহেব তাঁহাদের বাক্যের অধীনতা দর্শনে বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ উপদেশ দেন যে আপনারা এত তীব্র বাক্য ব্যবহার করিবেন না; মিষ্ট কথায় নম্রভাবে আপনাদের দুঃখ দূরীকরণার্থ যত্নবান্ হইবেন। কেবল যে ব্যাক্সটার সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এমন নহে; গবর্ণর বাহাদুরও বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত সাহেবকে বলেন যে আপনি সার্ব্বজনিক সভার সভ্যদিগকে আসিতে দিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। এ দিকে "পুনা অবজার্ভার" নামক সংবাদপত্রও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলেন "যে মাননীয় ব্যাক্সটার সাহেব যে সার্ব্বজনিক

সভার সভ্যদিগকে এই মিষ্ট বন্দনা করিয়াছেন তাহা খুব ভালই হইয়াছে। উক্ত সভার সভ্যগণ অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় রাজবিদ্রোহী কটূভাষা প্রচার করিবার জন্য সদা উদ্যোগী।"

একণে দেখুন উক্ত সভা সাধ বলের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া যে কেবল ইংরাজমাত্রের ঘৃণা এবং বিরক্তিভাজন হইলেন এমন নয়, ব্যারিষ্টার সাহেবের বিরক্ত হইলেন। সুতরাং তিনি যে এ বিষয়ে আর কর্ণক্ষেপ করিবেন সে আশা রহিল না। আমরা দুর্ব্বল, ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি এবং পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু স্মরণ করিয়া রাখা উচিত, আমরা প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজজাতির অধীন। আমাদের ধন প্রাণ মান সমস্তই তাঁহাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী। কোন বিষয়েই আমাদের জোর নাই। তবে অনুগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা কিছু করেন। সুতরাং কটূভাষা প্রয়োগ দ্বারা ইংরাজজাতির অপ্রীতিভাজন হইয়া প্রয়োজন? একখানি বঁটী বা দা সুশাণিত করিয়া গৃহে রাখিবার সাধ্য নাই; তবে আমাদের আর মান আর অপমান অথবা অভিমানই বা কিসের? একমাত্র বাক্যবল ভিন্ন আমাদের অন্য কোন বল নাই। সেই বাক্যবলের অবমাননা করিয়া অনর্থ আমাদের অসুখে আহুতি দিয়া ফল কি? প্রতিকার করুন আর নাই করুন, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দুঃখ জানাইবার অধিকার দিয়াছেন। দুঃখ জানাইবারও বিস্তর উপায় আছে। মিষ্টকথায় লিখিয়া হউক, বক্তৃতায় হউক, তোমার কি অভিপ্রায় বল,—এই পর্য্যন্ত তোমার শক্তি—পরে গবর্ণমেণ্টের যা অভিরুচি তা করিবেন; তাহাতে কাহারো হাত নাই।

যদি বল দুই একজন ইংরাজ বা ইংরাজীসম্পাদক ক্ষোভান্বিত হইলেন তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি সম্পূর্ণ আছে। গবর্ণমেণ্ট কি? কেবল কতকগুলি ইংরাজের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং ইংরাজ চটিলেই আমাদের অনিষ্ট। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গবাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইবেন না, নিয়ম হইল। বাঙ্গালীর বন্ধু ইডেন সাহেব বাঙ্গালির কতই অপমান করিলেন, বেহারে বাঙ্গালী চাকরী পাইবেন না বিধি হইল, কই কেহ কিছু করিতে পারিলেন? এক ক্রোফোর্ড সাহেবের বিপক্ষে কথা কহিতে ইডেন সাহেবের টিকা বা দাবা হইল না। তখন আমাদের স্ত্রীলোকের ন্যায় মিছামিছি তীব্রকণ্ঠে গালাগালি করিয়া অপদস্থ হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে গবর্ণমেণ্ট যেন আমাদিগকে মূর্খ বা অজ্ঞান বিবেচনা না করেন; তিনি অন্যায় করিলে বলিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অমৃত এই কটূভাষা ব্যবহার করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গালীগণ ইংরাজমাত্রেরই মহাবিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন ইংরাজই তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট নন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের ন্যায় ইংরাজদের পদসেবা করা, পাদুকা পরিষ্কার করা উচিত নয়। স্বত্বের সহিত আপনার মান বজায় রাখিয়া ইংরাজের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক স্বকার্য্য উদ্ধার করা একণে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

মুসলমান জাতির অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বলের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। আকবরের বংশধরগণ যে এত অল্পকালে কালের গভীর গর্ভে বিলীন হইবে, কেহই বিশ্বাস করেন নাই। জগতের সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল; এই পরিবর্ত্তনে কত জাতির উত্থান ও পতন হইতেছে। অতএব অধীর হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। আমাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শরতের মেঘগর্জ্জনের ন্যায়। অতএব গবর্ণমেণ্টকে প্রতি কার্য্যে কটূবাক্যে আলাতন না করিয়া মিষ্টবাক্যে বশীভূত করিয়া যাহাতে রাজার প্রজার সৌহৃদ্য ও সদ্ভাব জন্মে, সেই চেষ্টা করাই বিধেয়; তাহা হইলে সময়ে আমাদের দুঃখের অবসান হইবার সম্ভাবনা।

১লা চৈত্র—১২৮৮। শ্রীঃ—

কলুরবাড়ীতে একটী নূতন সবরেজেষ্টরী আফিস সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্টের লাভ ও প্রজাদের কি কিছু উপকার হইবে না?

মহাশয়! আমাদের "কলুরবাড়ীতে একটী নূতন সব রেজিষ্টারী আফিস সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্টের লাভ ও প্রজাদের কি উপকার হওয়া হইবে না?" এই প্রস্তাব লইয়া আজ মহোদয়ের পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত ভবদীয় পত্রিকাপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

কাজলীগড় সব রেজেষ্টরী আফিস সংস্থাপিত হওয়াতে আমাদের যে পর্য্যন্ত অসুবিধা ও কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রিকার দ্বারা আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গনার্থ কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত করিয়া ও স্বতন্ত্র আবেদন করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মন আমাদের প্রার্থনার আকর্ষণ করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাহার কি কোন সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন? আবার মধ্যে মধ্যে অনেক কর্ম্মচারীর নিকটে শুনিতে পাইতেছি যে, দুই তিন থানা একত্রীভূত না হইলে কখন একটী থানা লইয়া একটী সব রেজিষ্টারী অফিস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই কথা যখন আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়, তখন সকল আশা বিফল বলিয়া বোধ হয়। আবার নন্দিগ্রাম থানার অধিবাসীদের রেজেষ্টরী করণ জন্য তাহাদিগকে মহিষাদলে যাইতে হয়। একথাটা প্রতিপন্ন হইতেছে আমাদের ন্যায় নন্দিগ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীদের বিস্তর অসুবিধা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হয়। এ স্থলে আমাদের মহামান্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে প্রত্যুক্ত উভয় থানাকে একত্রীভূত করিয়া আমাদের কলুরবাড়ীতে একটী নূতন সব রেজিষ্টারী আফিস অনতিবিলম্বে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রজাবৎসল শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

আমাদের দয়ালু মহামান্য কালেক্টার সাহেব মহোদয়ের নিকট ইতিপূর্ব্বে এক আবেদন করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি আমাদের সম্বন্ধে যে কি করিলেন, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। আমাদের কর্ত্তা কর্ত্তা কালেক্টার মহোদয় প্রত্যুক্ত উভয় থানার রেজেষ্টরী করা যে কতদূর অসুবিধাজনক, তিনি যদি একবার স্থানীয় তদারক করিয়া জানেন, সকল সুন্দররূপে জানিতে পারিবেন।

নাঁওজামচক পাছুরি পোষ্ট } অনুগৃহীত
মেদিনীপুর } শ্রীউমাচরণ মাইতি।

সমাজের ভীষণ দৃশ্য।

সমাজ! তোমার পাশ্চাত্য শিক্ষা অবাধে কতই ভীষণ পাপের ক্রিয়ার অভিনয় হইতেছে,—দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, কত উজ্জ্বল রত্ন সদৃশ ব্যক্তি পাপের ঘোরতর আকর্ষণে উন্মত্তবৎ উদারনীতি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান চরণতলে দলিত করিয়া দুর্ব্বিষহ স্বৈরাচার ও বিবিধ যথেচ্ছাচার সমর্থনে অথবা পাপের দর্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তোমাকে অবনতির অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে লইয়া যাইতেছে, তুমি অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া উচ্চ বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিতেছ! কে বলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমুজ্জ্বল আলোকে ভারত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে? কে বলে ভারতীয় জ্ঞান ও নীতির সহিত ইউরোপীয় জ্ঞান-নীতির মিশ্রণ দ্বারা ভারতের মুখ আলোকিত হইতেছে? যে বলে,তাহার দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপিনী নহে।—সে সকল দিক আলক্ষণ দেখিতে পায় না। অপক্ষপাতী হইয়া ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যথাযথরূপ নীতি-শিক্ষার অভাবে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের প্রবল অত্যাচারে ভারতের মুখ দিন দিন পরিম্লান হইয়া আসিতেছে,

ধর্ম্মশূন্য, জ্ঞানশূন্য, লজ্জাহীন, কর্ত্তব্যবিমুখ, পশুভাবে নীচমনা ও দুর্ম্মতি ভারতবাসী নিরন্তর দুর্নিবার পাপস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া অধঃপতনের পূর্ণ গহ্বরাভিমুখে অনন্তে ভাসিয়া যাইতেছে, আর সমাজশরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উহাকে বিষম দুর্দশাগ্রস্ত করিতেছে.—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কি যে একটী কথা বলেন! এক দিন এই ভারতে নীতি শিক্ষার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছিল।—এক দিন প্রত্যেক সমস্ত ভারত-সন্তানে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রকাশে দেবজন সুলভীয় পবিত্র জ্ঞান-গরিমা প্রচারে ভারতবর্ষকে সভ্যজগতের শীর্ষ স্থানীয় করিয়াছিল—আজিও তাহার স্মৃতি-সৌরভে সমাজসমাজের পবিত্র ইতিহাস-বক্ষ আমোদিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এখন সে দিন কোথায়? দুর্নীতি ও দুষ্প্রবৃত্তির স্রোতে আজ ভারত-সমাজ বিশেষতঃ বঙ্গসমাজ ভাসিয়া যাইতেছে। এ পাপস্রোত কি নিবারিত হইবে না? সমাজে কি এমন মহাত্মা নাই যিনি এই পাপস্রোত দমনে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন?

পাপ সুরা ও নিকৃষ্ট ব্যভিচারিতা ভারতের সর্ব্বনাশ করিল। এই দুই ভয়ানক দস্যু ভারতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবার জন্য এমন বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে যে সমস্ত এদেশ ইহাদের উদরস্থ হইলেও ইহাদের তৃপ্তি নাই। ইহাদের কঠোর আক্রমণে কত সমৃদ্ধ পরিবার পথের ভিখারী হইয়াছে—ইহাদের কঠোর আক্রমণে কত যুবক অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, কত যুবক কষ্টের সঞ্চিত জ্ঞান মানে জলাঞ্জলি দিয়া নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষাও নীচস্বভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহাদেরই অত্যাচারে কত পতিপরায়ণা সতী নিরন্তর অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং আজিও কত সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিরূপিণী পতিব্রতা কামিনী হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন স্বামীকে দুশ্চরিত্র দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে দগ্ধ হইতেছে এবং সুকুমারমতি বালক বালিকা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে! সমাজ এ শোচনীয় দশা-দর্শনে তোমার চক্ষু জলসিক্ত হয় না?—তোমার হৃদয় ব্যথিত হয় না? হায়: ভারতভূমি! তুমি এক দিন যাহাদিগকে তোমার ভবিষ্য উন্নতির বিধাতা মনে করিয়াছিলে, যাহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে কমনীয়তাদি বিশিষ্ট অর্দ্ধ বিকশিত কুসুম-নিচয় পূর্ণ বিকাশে বিকশিত হইলে জগতের তৃপ্তিকর একপ সৌন্দর্য্য ও মনোমোহন সৌরভ-ভারে সভ্য জগতের মন প্রাণ বিমোহিত করিবে ভাবিয়াছিলে, ঐ দুই দস্যুর কঠোর আক্রমণে হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে তাহাদেরও হৃদয় ঘোর মরুভূমির জীবনতার পরিণত হইতেছে। এখন তোমার আশা কোথায়? সমাজ! তোমারই দুর্বলতায়, তোমারই অন্যায় সহনশীলতায় দিন দিন এই পাপস্রোত বৃদ্ধিত হইতেছে। তথাপি বিবেকের প্রত্যেক দাবে তোমার কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না? হা বিধি! স্বাস্থ্যানুমোদিত ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যানুষ্ঠানের বিপক্ষে তুমি শাসনের উপর কঠোর শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিবে,—বিলাত হইতে প্রত্যাগত সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন যুবকদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তোমার বক্ষ হইতে দূরে তাড়াইয়া দিবে,—তাহাদের অপরাধী কোন মত প্রচার অনুষ্ঠাতাদিগকে তুমি সমাজ বহিষ্কারদণ্ডে বিদায় দিবে,—চির দুঃখিনী বাল-বিধবার দারুণ দৈন্যপূর্ণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তোমার কঠোর চক্ষে একবিন্দুজল আসিবে না,—তাহাকে পুনরায় প্রেমের পবিত্র-শৃঙ্খলবদ্ধ হইতে দেখিলে তোমার হৃদয় সহসা বিদীর্ণ হইবে,—তোমার মস্তকে শত শত অশনি সম্পাত হইবে; কিন্তু বল তুমি কোন প্রাণে সর্ব্বনাশিনী মদিরা ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দান করিতেছ? শত শতাব্দে এই দুই কাল ভুজঙ্গিনীর দর্প চূর্ণ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগে তুমি ভীত কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। অহো কি লজ্জা!! কি গঞ্জনা!!! যে সমস্ত পুণ্য কার্য্যে সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে তুমি দুর্দম স্বেচ্ছাবিক্রম সহকারে তীক্ষ্ণ অনুশাসন বিস্তার করিতে বিলক্ষণ সাহসী; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে যাহারা তোমার হৃদয়ের শোণিত শোষণে তোমাকে নিতান্ত আত্মাবলম্বনশূন্য ও একান্ত নীচ স্বার্থপর করিতেছে, তাহাদের বিপক্ষে তুমি সাহস করিয়া একটী কথাও বলিবে না? ধন্য তোমার মহত্ত্ব! ধন্য তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতা!!

কিছুদিন হইল আমাদের নাট্যশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই পাপ নাট্যশালা হইতে সুরা ও বেশ্যার প্রতি সমাজের আস্থা দিন দিন বাড়িতেছে। বেশ্যাসমাজ আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হয় না; সুরার প্রতিও আর তেমন অভক্তি নাই। সাধারণের এই বিশ্বাস প্রবল যে রঙ্গভূমি আমাদের দেশের বদ্ধমূল কুরুচির মূলোচ্ছেদ করিয়া অশেষ সমাজ সংস্কার করিতেছে। যাঁহারা মনোমধ্যে এরূপ বিশ্বাসের স্থান দান করেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, কতিপয় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাসক্ত ও বেশ্যানন্দ, সুখাভিমানী যুবক সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া বেশ্যাগণের অবাধ প্রশ্রয় দানে সাধারণের রুচি দিন দিন কলুষিত করিতেছে—অভিনয়ের মহৎ উদ্দেশ্য কিছু মাত্র সাধিত হইতেছে না। নিশাচরপ্রকৃতি সুরাপ্রিয় বেশ্যাসক্ত যুবক যাহার অভিনেতা এবং নীচকুলসম্ভূতা বেশ্যা যাহার অভিনেত্রী, তাহা হইতে যিনি সমাজসংস্কারের আশায় মনে স্থান দেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। বারাঙ্গনাদিগকে রঙ্গভূমিতে আনিয়া তাহাদের অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা শতগুণ বাড়ান হইয়াছে এবং অধিকাংশ অল্পমতি অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকের বিলাসোন্মুখ কর্ত্তব্যজ্ঞান কলঙ্কিত করা হইতেছে। ভদ্র লোকের প্রশ্রয় পাইয়া এই নীচ প্রকৃতি বারবনিতাগণ বিষম গর্ব্বভরে সমাজের উন্নত মস্তকে পদাঘাত করিয়া অপবিত্রতাময়ী যুবকবৃন্দের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সমাজ! তুমি এ অবনতি আর কত দিন সহ্য করিবে? লজ্জা সরমের মাথা খর্ব্ব কেমন করিয়া জ্ঞান-গরিমার জলাঞ্জলি দিয়া সমাজ সংস্কারের ছলনায় মদের প্রশ্রয় ও বেশ্যা-পূজার জন্যই যদি বর্ত্তমান দেশীয় নাট্যশালার প্রয়োজন হয়, তবে উহা এই মুহূর্ত্তেই পুড়িয়া ছাই হউক,—আর কেহ যেন অর্থব্যয়ে কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তি কিনিয়া আনিয়া উচ্ছিন্ন না যায়।

সে দিন দোলযাত্রা উপলক্ষে বেঙ্গল থিয়েটরের কোন অভিনেত্রীর বাটীতে প্রণয়দেবীর আবির্ভাবে যে কুৎসিত নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে, এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দোলের দিন রাত্রিতে উহার বাটীতে সহরের ভদ্র ও অভদ্র নানাশ্রেণী বিস্তর বাবু নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, সহরের অধিকাংশ বেশ্যাও সম্মিলিত হইয়াছিল। সন্ধ্যা সমাগম হইতে নিশা অবসান পর্য্যন্ত সমস্ত সময় উহাদের দেহের মাতলামি অসভ্যতা কুৎসিত গান ও নৃত্য আমোদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এক স্থানে এক এক বার বহুসংখ্যক মাতাল ও বেশ্যার কোলাহল ও মাতলামিতে স্থানটী দ্বিতীয় নরক বলিয়া পাড়ার লোকের ভয় হইয়াছিল। সে বীভৎস অভিনয় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কোট- ও ফুটীশোভী অনেক দুর্মতি বাবু বিবিধ বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া রঙ্গভূমির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাস্তায় অসভ্যতা ও মাতলামি করাতে পাহারাওয়ালাদিগের হস্তে এরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল যে, তাহা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। একজন অল্পবয়স্ক যুবক তাহাদের ভয়ঙ্কর প্রহারে পথের ধূলিশয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া এমন গভীর আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, যে তাহা মনে হইলে বিষম দুঃখ জন্মে। অহো ভদ্রসমাজের কি দুর্গতি! সম্পাদক মহাশয়! আপনি যদি সেই ভয়ানক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের দুর্গতি ও অবনতির চরমসীমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আপনার অন্তঃকরণ দুঃখ ঘৃণা ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া যাইত। অতি দুর্ভাগ্য সমাজ

থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের গভীর কোলাহল আরও ভয়ানক হয়। অভিনয়ের অন্তে নাট্যশালার বেশ্যাগণ সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ স্থলে আসিয়া ভোজন করিতে করিতে এরূপ অসভ্যতা ও মাতলামি করিতে আরম্ভ করিল যে তাহা শুনিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। তখন আমরা ভাবিলাম এই নরকের কীটতুল্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের হস্তে সংস্কারের ভার পড়িয়াছে! ইহারা যদি সমাজের হিতসাধন করিবে, তবে সমাজকে অধঃপতনে লইয়া যাইবে কে? এই সমস্ত পিশাচপ্রকৃতি লোকের গভীর কোলাহলে যে রাত্রি পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল, সম্পাদক মহাশয় একথা কে জানে?

অনেকে মনে করেন, বেশ্যাদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে ও সাধুসঙ্গে মিশিতে দিলে পূর্বকৃত পাপের জন্য ও কলঙ্কিত জীবনের জন্য তাহাদের অনুতাপ জন্মে এবং তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়। উদাহরণ স্থলে তাঁহারা নাট্যশালার বেশ্যাদিগকে নির্দেশ করেন। এই অমূলক যুক্তি প্রদর্শনে যাঁহারা বারবিলাসিনীদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করি—সেই ভ্রান্তমতি যুবকদিগের মনে রাখা উচিত, বানরের জাতির যেমন স্বভাব মরিলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। যে নরকের কীট—নরকে যাহার জন্ম, সে নরকের মমতা কিরূপে ত্যাগ করিবে? কয়লার দোষ ও আঙ্গারা কুলবৃত্তির দোষ কখন বেশ্যা ভুলিতে পারে? তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সুরা ও বেশ্যাসক্ত ভদ্রবংশোদ্ভব কুলাঙ্গারগণ; তোমরা কি একবারও মনে কর না যে তোমরা দিন দিন কি ভয়ানক পশুপ্রকার হইতেছ? তোমাদের পিতামাতা কত কষ্টে কত যত্নে তোমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাদের ঋণ এইরূপে পরিশোধ করিতেছ? যে স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, তাঁহাদের সেই অসীম ভালবাসার ঋণ কি এইরূপে পরিশোধ করিতে হয়? নরকুল-কলঙ্কগণ! দিনের বেলা তোমরা যখন রাত্রির পৈশাচিক বেশ পরিবর্তন করিয়া ভদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হও, তখন তোমাদের দূষিত, কলঙ্কিত জীবনের জন্য একবিন্দু অনুতাপ হয় না? কুলাঙ্গারগণ! যে তোমাদের গাড়ীবাহক ভৃত্য, সেও তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, সুরার উপদ্রব ও নিকৃষ্ট বেশ্যার সহবাস হইতে সে নিরাপদ। তোমার বংশবন্ধু, কিংবা ভৃত্যকে পোষা দায় বলিয়া তুমি এমন মনে করিও না যে তুমি তোমার নিষ্কলঙ্ক জীবন ভৃত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

হায় সেই সুখের দিন কবে আসিবে, যে দিন ভারত-সমাজের প্রত্যেক সহবাসী যুবককে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে শিখিবে এবং বেশ্যা ও মাতালের ছায়া স্পর্শে পাপস্পর্শ করিয়া উহাদের হইতে সতত দূরে দূরে থাকিবে! মাতৃভূমি! আমরা কি আমাদের জীবিতাবস্থায় কখন সেরূপ সুখের দিন উপভোগ করিতে পারিব না? ভারতের শাস্ত্রজ্ঞ মনীষী, প্রতিভাশালী, ধনবান্, কৃতবিদ্যগণ! আর কত দিন আপনারা সমাজের এই অবনতি চক্ষে দেখিবেন? আপনারা যদি বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজকে সুরা ও বেশ্যার আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তবেই আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি সার্থক। সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই আপনারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন; সমাজ যায়, এখন তাহাকে রক্ষা করিয়া সভ্য জগতের নিকট আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দান করুন। ঐ শুনুন সর্বমঙ্গলদাতা বিশ্ববিধাতা গম্ভীরভাবে আপনাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞাপালনে যত্নবান হউন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত ছাত্রগণ! বিদ্যালয় সমূহের অল্পবয়স্ক ছাত্র সম্প্রদায়! আপনাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আসুন অদ্য হইতে আমরা এক মনে, এক প্রাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা জগতের অলীক আমোদের জন্য দেশীয় থিয়েটারে উৎসাহ দিব না—অর্থব্যয়ে টিকিট কিনিয়া বেশ্যাসক্ত যুবকদিগকে ও নীচ ব্যবসায়ীদিগকে প্রশ্রয় দিব না। তথায় নাট্যমন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। দেশের দুর্দশা দেখিয়া যিনি কাঁদিতে শিখিয়াছেন, তিনিও আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করি, দেখি সমাজ হইতে মদ ও বেশ্যার আধিপত্য দূর করিতে পারি কি না? দেশকে দুর্নীতির স্রোত হইতে রক্ষা করিতে পারি কি না? আসুন আমরা সকলে মিলিয়া মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদিয়া বলি—তাঁহারা কি আমাদের সমাজের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না? উদারহৃদয় লার্ড রিপণ ও ছোট লেপ্টেনেণ্ট মহোদয়ের নিকট গিয়া কাঁদি—তাঁহারা সুশাসনের প্রথা প্রচলিত করিয়া আমাদের দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করিয়া জগতের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা নগরের প্রকাশ্য স্থান অর্থাৎ বিদ্যামন্দির, পথ-মন্দির, সাধারণের প্রকাশ্য সম্মিলন স্থল ও ভদ্র গৃহস্থ পল্লী প্রভৃতির সম্মুখ হইতে বেশ্যা তাড়াইয়া সুকুমারমতি বালক ও অল্পবয়স্ক যুবকদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া সাধারণের প্রাণগত ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করুন। নগরের বাহিরে দূরস্থানে বেশ্যাদিগের জন্য কোন একটি স্থান নির্দিষ্ট হউক, তথায় নগরের সমস্ত বেশ্যা একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবে। ঐ স্থান "কলিকাতা নরক" নামে অভিহিত হইবে—কোন ভদ্রসন্তান যে নরকের নিকট থাকিতেও সাহসী হইবে না। আমরা যদি সকলে মিলিয়া চেষ্টা পাই তাহা হইলে বেশ্যা ও মদের উপর কোন একটী কঠোর বিধিবদ্ধ করিতে পারি। সুশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! আসুন অদ্য হইতে আমরা প্রত্যেক প্রধান প্রধান বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্রে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে থাকি; এই আন্দোলনের ফল একদিন নিশ্চয়ই ফলিবে। উপসংহারে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে সকলেই যেন এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করেন।

১ লা চৈত্র, ১২৮৮ } বিনয়াবনত
কলিকাতা। } শ্রী:—

সোমপ্রকাশ

৮ ই চৈত্র সোমবার।

হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস সম্বন্ধে লুইস জ্যাক্সন সাহেবের মত।

প্রবল ঝড়, সর্বগ্রাসী প্লাবন, বা সমুদ্রের জলপ্লাবন উপস্থিত হইলে হঠাৎ তাহার বেগ নিবৃত্তি হয় না। ঝড় প্রতিনিবৃত্ত হইলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকার ভাব থাকে; মেঘাচ্ছন্নভাব সহসা আকাশমণ্ডল পরিত্যাগ করে না, সমুদ্রের জলকম্পনও দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস প্রস্তাব লইয়া আজও যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ মাননীয় লুইস জ্যাকসন সাহেব এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। জ্যাকসন সাহেব একজন প্রশস্তবিদ্যার লোক। তিনি একজন বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সকলে জানেন। অতএব তাঁহার বাক্য অনাদর যোগ্য নহে। সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব একজন উদারনীতিক রাজনীতিজ্ঞ। তিনি যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ এক কাজ করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের বোধ হইতেছে না। কথায় বলে "হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না।" অতএব তিনি যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা যে আর পরিবর্তিত হইবে তাহা ত আমাদিগের মনে হয় না। তিনি অবশ্যই যে কোন সযুক্তির উপর

নিরূপণ করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় জন্মিতেছে না। কিন্তু হ্রাস সম্বন্ধেই সমস্ত হইলেই সকলের উচ্চ আমলা ও গোমস্তাদিগের সর্ব্বদের সম উঠিয়া যাইবে। তাঁহাদিগের আসনে সেক্রেটারী সকল প্রতিষ্ঠিত হইবেন। সর্ব্বত্র জেনেরেলের বেতন, সেক্রেটারি সকলের বেতন, তাঁহাদিগের সহায় সহঃদিগের বেতন, প্রধান সৈনিক পুরুষ প্রভৃতির বেতন হ্রাস হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। এক, কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন কমিবে হ্রাস হওয়াতেই যখন মহা হুলস্থূল, প্রধান সচিবেই যখন এত আপত্তি, এত শোর, তখন ষ্টেট সেক্রেটারি অন্য অন্য বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ কার্য্য যে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন, তাহা ত আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। তবে কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস বিষয়ে আমাদের এই বোধ হয়, তিনি যাহা করিয়াছেন টাটকা টাটকি তাহার পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহার অব্যবস্থিত-চিত্ত বলিয়া দুর্নাম হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তিনি যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিপরীত কার্য্য করিবেন না তাহা তদীয় অন্যান্য কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া তিনি যখন তুলার উপর শুল্ক উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তখন তিন কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই। ক্রোধারক্ত রোষ-কষায়িত লোচনের প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই। তিনি নিজ বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিয়া দৃঢ়তার যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, সেই তিনি যে আজ আবার অব্যবস্থিত চিত্ততার পরিচয় দিবেন, তাহাতে কোন ক্রমেই বোধগম্য হইতেছে না। ভারতবাসীর যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাহারা যে দিকে দু-পয়সা সুলভ হয়, সেই দিকেই যায়। ব্রাহ্মণের গরু অল্প খাইবে অথচ বিস্তর দুহিবে, আমরাও এই রূপই চাই। বেতন কম হইবে, অথচ বিচক্ষণ লোক সবস্থ হইবেন, কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, এরূপ লোকই এখন ভারতের অবস্থার অনুকূল। হাতী পোষা সঙ্গত অবস্থার লোকের কাজ। যাহার খেলার দায়ে মাথার চুল বিক্রয় হইতেছে, তাহার পক্ষে-চোঁড়া বাবুগিরি শোভা পায় না। আমাদের বর্ত্তমান রাজস্ব মন্ত্রী এবার সঙ্গত অবস্থা দেখাইয়াছেন বটে; কিন্তু ভারতের রাজস্ব বিষয়টী "বাজির মত খেলা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজিকর যখন যাহার ইচ্ছা, কখন আহ্লাদে বৃদ্ধি, কখন বা হ্রাসের ভঙ্গি দেখায়। যেমন বেয়ারিং সেইরূপ উদ্বৃত্ত দেখাইলেন, আবার যদি হঠাৎ এক জন নূতন রাজস্ব মন্ত্রী আইসেন, তিনি অপ্রতুল দেখাইবেন। আমরা দেখিতেছি যে, ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে সচরাচর এই রূপ কাণ্ড হইয়া আসিতেছে। অতএব যে বিষয়ে হউক, যাহাতে দু-পয়সা ব্যয় কমে তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তবে যদি এমন বুঝিতাম হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে আমরা এরূপ ব্যয় হ্রাসের অনুমোদন করিতাম না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণে বেতন হ্রাস করা হইতেছে, তাহা অধিক নহে, তখন কেন যে তাহাতে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না আমরা তাহার ত কোন কারণই দেখিতে পাই না। এখন লেখা পড়ার যেরূপ চর্চা বহুল হইতেছে, তাহাতে এখন যোগ্য লোক দুর্লভ নহে। অর্থাকাঙ্ক্ষা হইলে সকল বিষয়েই জয় করিয়া যায়। অতএব হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাসের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে যে যোগ্য লোক মিলিবে না, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তবে লুইস জ্যাকসনের এরূপ অনুযোগের কারণ কি, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের কার্য্যে দায়িত্ব অধিক, শ্রম অধিক কার্য্য-পটুতা ও বিচক্ষণতা অনেক অধিক আবশ্যক। এই কারণেই তাঁহারা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন এবং অধিক বেতন পাইবার যোগ্য; এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় থাকিবার খরচ অন্য অন্য স্থানের অপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাঁহাদিগের বেতন হ্রাস করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। বেতন হ্রাস নিবন্ধন হাইকোর্টে অবিচারে অযোগ্য লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তিনি তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। সত্য বটে উপযুক্ত লোক না হইলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, সত্য বটে তন্নিবন্ধন গবর্ণমেন্টের অখ্যাতি ও প্রজার অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু এই বেতন যৎসামান্য হ্রাস করাতে কেন যে সেই আশঙ্কিত অনিষ্ট ফল ফলিবে আর ভাল লোক পাওয়া যাইবে না তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা উপরেই বলিয়াছি, বাজারের অবস্থানুযায়ী দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। যখন শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব ছিল, তখন অধিক বেতনে উপযুক্ত লোক নিয়োগের আবশ্যকতা হইয়াছিল; কিন্তু এখন সে সময়ের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দিন দিন সুশিক্ষিত সিবিলিয়ানের ও কৃতবিদ্য বারিষ্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। চাকরী হউক না হউক, বিদ্যাশিক্ষা করা যে আবশ্যক তাহা একণে আপামর সাধারণেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে লেখাপড়া শিখিয়া নিরবলম্ব হইয়া না থাকিয়া অসংখ্য বুভুক্ষিত সমূহ বুদ্ধিমান লোক যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তখন বেতন হ্রাস করিলেও অবশ্য ভাল লোক পাওয়া যাইবে। তবে যদি আমরা বুঝিতাম, এরূপ অসঙ্গত বেতন হ্রাস করা হইতেছে যে তাহাতে বিচারপতির পদোচিত মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলা ভার হইবে, তাহা হইলেও একদিন কথা ছিল। বেতনের অসঙ্গত রূপে হ্রাস করা হইতেছে না। আর এক কথা এই, বহুদিনের প্রচলিত কোন একটী প্রথার পরিবর্ত্ত করিলে প্রথম তাহা কিছু অন্যায় বলিয়া মনে হইয়া থাকে কিন্তু পরে সে ভাব থাকে না। কেন না ১৭৭৪ অব্দে যখন হাইকোর্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জজেরা বার্ষিক ৮০,০০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে যখন উহা সদর কোর্টের সহিত একত্র হইয়া যায়, সেই সময়ে তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারি জজদিগের বেতন ৫০,০০০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তখন কোন কথা হয় নাই। আর এখন সমুদয় বাজারে বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি ৪৫০০০ টাকা করিয়া দেওয়াতে, অসন্তোষ বাক্য প্রকাশ করা উচিত হয় না। তবে সাধারণতঃ কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া কেবল কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিয়া দেওয়াতে জ্যাকসন সাহেব যে অনুযোগ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বটে; কেন না ১৮৫৯ অব্দে ষ্টেট সেক্রেটারি সার চার্লস উড যখন বেতন হ্রাস করেন, তখন সাধারণতঃ করিয়াছিলেন। তিনি কাউন্সিলের সভ্যদিগের ৯০০০০ সিক্কা টাকা হইতে ৮০০০০ কোম্পানির টাকা, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারির ৫০,০০০ হইতে ৪০০০০ টাকা বেতন করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারির যে সেইরূপ একেবারে সকল বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করা উচিত ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

জ্যাকসন সাহেব যে বলিয়াছেন, কলিকাতার হাইকোর্টের কার্য্য অধিক, দায়িত্ব অধিক; শ্রম, পরিশ্রম ও বিচক্ষণতা প্রভৃতি অন্যান্য হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা অধিক। এ কথা আমরাও স্বীকার করি। এই আদালতের অধীনে ৮০০০০০০০ লোকের বাস, তাহা বাঙ্গলার বিলক্ষণ বিশেষতঃ অনেক কঠিন মকদ্দমার মীমাংসা করিতে হয়। আরও বঙ্গদেশে শিক্ষিত লোক অনেক, সংবাদপত্র সম্পাদক অনেক, এবং ইউরোপীয়দিগের বৃত্তি অনেক; সুতরাং বিচারকালে অনেক চিন্তা বিবেচনা দৈর্য্য, শ্রম ও বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতে হয়। তন্নিবন্ধন অন্যান্য হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের সম্মান অধিক, অতএব তাঁহাদিগের সহিত ইহাঁদিগের বেতনের সমতা বিধান করিলে সত্য সত্যই কিছু অগৌরব হয় বটে, কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি যে তাহা

অপরিবর্ত্তিতভাবে রক্ষা করিবেন তাহা আমাদিগের বোধ হইতেছে না। তিনি অন্যান্য প্রদেশের এই পরিমাণে বেতন হ্রাস করিয়া দিয়া উহাঁদিগের গৌরব রক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করিবেন, তাহা আমরা মনে ভাবিতেছি না।

ফাকসন সাহেব আর এক স্থলে বলিয়াছেন, বেতন হ্রাস করিলে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই উক্ত পদে কর্ম্ম স্বীকার করিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ব্যারিষ্টারেরা কি সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় যোগ্য ও বিদ্বান নহেন? সিবিলিয়ানেরা যেমন কয়েক মাজিষ্ট্রেটী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠেন, সেইরূপ অনেক ব্যারিষ্টার বহু দিন হইতে আইনের ব্যবসায় করিয়া বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের ক্ষমতা সিবিলিয়ান জজদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং অনেক স্থলে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এরূপ যোগ্য লোক যদি জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যদি বলেন এরূপ ব্যারিষ্টারেরা অল্প বেতনে কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না। আমরা বলি তাহা নহে, অনেক লোকের ধনের অপেক্ষা মানের মূল্য অধিক। অতএব তাঁহারা যে বেতনের সামান্য তারতম্য নিবন্ধন কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। আর ভবিষ্যতে সিবিলিয়ানেরাও যে এদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না এবং অনেকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে চাহিবেন না বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এ আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেন না এখন বিলাতে আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, বঙ্গের প্রধান প্রধান বালকেরা অতি গুরুতর বিষয়ের পরীক্ষা দিতে আসেন। সত্য বটে সুবিচারের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে, অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, লোকের বুদ্ধি ও বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। সত্য বটে সুবিচারকের বিচারে লোকের শাসনবিধির উপর ভক্তি জন্মে এবং অবিচারক হইলে সে সকলের লোপ হয়; কিন্তু কথা এই, সম্মানের জন্য সকলেরই আছে, ৫০,০০০ টাকা যাঁহার বার্ষিক বেতন, তাঁহার বেতন আয়ের জন্য, ৪৫০০০ হাজার টাকা বার্ষিক বেতনের কর্ম্মচারীর বেতন সম্মানের জন্য। অতএব কেহ যে উচ্চপদস্থ হইবার জন্য যত্ন করেন তাহা নহে, তবে অসম্ভব বশতঃ সময়ে সময়ে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহা একপক্ষ হইতেছে সম্পূর্ণ নহে। সুবিচারক হইলে যে যশ ও অবিচারক হইলে যে অপযশ, বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি নিবন্ধন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। হাইকোর্টে সকল সময়ে সকল জজই কিছু ভাল হন নাই। যখন ভাল জজ থাকেন, তখন সুখ্যাতি হয়, যখন তাহার অন্যথা হয়, তখন অপযশও হইয়া থাকে। অতএব বেতন হ্রাস করিলেই যে কলিকাতা হাই কোর্ট অধঃপাতে যাইবে, এরূপ ধারণা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, যেমন মফস্বল আদালতে এখন অনেক বিচক্ষণ মুন্সেফ দেখা যায় যে তাঁহারা সুবিচার দ্বারা সাধারণের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন এবং হাইকোর্টও তাঁহাদিগের বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় যাঁহারা সুবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ নন তাঁহাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের কি বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন? আর বেতন বৃদ্ধি না করিয়া দিলে তাঁহারা কি পদত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং করিলেও কি উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না? সেইরূপ বেতন হ্রাস হইলে এক্ষণকার ন্যায় ভাল লোকই উহাতে স্থান প্রাপ্ত হইবেন এবং বিচার কার্য্য এক্ষণের ন্যায় সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে। তবে ষ্টেটসেক্রেটারি কেবল এক সম্প্রদায়ের এরূপ বেতন হ্রাস করাতে পক্ষপাতিতা দোষে দোষী হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বাসনা করি, তিনি সাধারণতঃ বেতন হ্রাসের একটী নিয়ম করিয়া অনুযোগের কারণ দূরীভূত করিয়া নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং হাইকোর্টে অর্থব্যয়ের আর একটী নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের একরার পত্র।

পোষ্ট আফিসের এবং রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের হস্ত দিয়া প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য লোকের ধনসম্পত্তি আসিতেছে ও যাইতেছে। অল্প ভ্রান্তি দৈবদোষে অথবা অবিশ্বাসে সাধারণের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, সুতরাং এ প্রকার কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে বিশেষ জামিন ও একরার লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একজন সামান্য পোষ্টমাষ্টার হয়ত মাসিক দশ টাকা বেতন পান; কিন্তু প্রত্যহ নোট, মনি-অর্ডার, মণি মুক্তা, হীরার হস্ত দিয়া বহুমূল্য দ্রব্য যাতায়াত করিতেছে। এক বার তাঁহার মন বিচলিত হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তিনি প্রলয় ঘটাইতে পারেন, তিনি অনেককেই কাঙ্গাল করিয়া দিতে পারেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদের হস্তেও তদ্রূপ মালের ভার আছে। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিলে অনেক লোককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সুতরাং এই সমস্ত কর্ম্মচারীকে বিশেষ জামিন দ্বারা আবদ্ধ রাখা আবশ্যক। কিন্তু সকল কাজের সীমা আছে, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া একরারের সর্ত্তগুলি নির্ব্বাচিত করা উচিত। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের জামিন লইবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষ হইতে একটী "সার্টিফিকেট" প্রচলিত করিয়াছে। এই "সার্টিফিকেটের" অধ্যক্ষগণ প্রত্যেক রেলওয়ে কর্ম্মচারীর নিকট এক একখানি একরার পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন। এবং সমস্ত স্বাক্ষরকারী নিজ নিজ বেতনের এক নির্দ্দিষ্টাংশ ঐ ফণ্ডে দিতে থাকিবেন। যথাকালে কার্য্য পরিত্যাগের সময় কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ জমা টাকা ও তাহার সুদ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু তাঁহাদের কাহারো কোন অপরাধ ঘটিলে সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। এ বন্দোবস্ত মন্দ হয় নাই, কিন্তু একরার পত্রের অধিকাংশ নিয়মাবলি দৃষ্টে আমরা যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি। পাঠকের গোচরার্থে আমরা যথাযথ নিয়মগুলি প্রকাশ করিতেছি।—

"রেলওয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষগণ আমাকে —টাকা জামিন দিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন; তদনুসারে সার্টিফিকেট ফণ্ড আমার নিমিত্ত সেই টাকার জামিন হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি সর্ব্বতোভাবে উক্ত ফণ্ডের নিয়মাবলিতে একেবারে আবদ্ধ থাকিতেছি। এবং উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষগণকে আমি এই ক্ষমতা দিতেছি যে, এই জামিনের নিমিত্ত উল্লিখিত নিয়মানুসারে টাকা দিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে আমার বেতন হইতে এক নির্দ্দিষ্টাংশ কর্ত্তন করিয়া লইবেন।

আমি আরও স্বীকার করিতেছি, এই জামিনের উক্ত ফণ্ড কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আমার জমা টাকায় আমার কোন অধিকার থাকিবে না। আমি আরও স্বীকার করিতেছি, উক্ত ফণ্ডের যে সমস্ত ব্যয় এবং ক্ষতি হইবে তাহা আমি পরিশোধ করিব। অধিকন্তু, যদি ঐ ফণ্ডের কর্ম্মচারিগণ আমার কৃত কোন ত্রুটি দেখিতে পান, কিম্বা এই প্রতিভূতের [illegible] আপত্তি করেন, তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারিগণ কিম্বা তাঁহাদের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ, কিম্বা বিজ্ঞাপন দিয়া, আমাকে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিউন কিম্বা নাই দিউন, আমার বাটীর কোন দরজার অথবা অন্য কোন বাটীতে যথায় আমার সম্পত্তি থাকিতে পারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক অথবা অন্য উপায় দ্বারা তালা ও চাবি এবং সিন্দুকাদি ভাঙ্গিয়া ঐ সকল সম্পত্তি অধিকারে রাখিতে পারিবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। অধ্যক্ষগণ আপনাদের ইচ্ছানুসারে ঐ সম্পত্তি সেই বাটীতেই রাখিতে পারিবেন, কিম্বা আবদ্ধ রাখিবার জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে আমার

জানা যায়, যেমন, কোন আড্ডা বা অন্য স্থানে টাকা অগ্রিম প্রদান করিতে পারিবেন। অথবা এজেণ্টের নিকট, কোম্পানির কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমি যে টাকা পাইব, তাঁহাদিগের পাওনার হানি হইবে।

আমার নিমিত্ত এই জামিনের জন্য যদি উক্ত প্রকারে ক্ষতি পূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে কিছু বিক্রীত করা আবশ্যক বোধ হইবে তাঁহারা আপনাদের অভিমতানুসারে বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই সম্পত্তির মূল্য হইতে তাঁহারা ক্ষতিপূরণের টাকা উক্ত টাকার সুদ, এবং এই টাকা আদায় নিমিত্ত ও অন্যান্য কারণে যত ব্যয় হইবে তদনুসারে কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন। এ সকল টাকা পরিশোধের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা আমাকে কিম্বা আমার কার্য্যকারী অথবা অন্য ব্যক্তির প্রতি স্বত্বার্পণ করিব, তাঁহাকে দিবেন।"

আমাদের বিবেচনায় এই এককরার পত্রের নিয়ম গুলি অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। প্রথমতঃ, জামিনের জন্য সকলেই কি কারণে সর্টিফিকেটের নিকট আবদ্ধ থাকিবে, তাহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। কর্ম্মচারিদের মধ্যে যাঁহাদের অর্থসঙ্গতি আছে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কাগজ জামিনের জন্য আবদ্ধ রাখিতে পারেন। এই প্রথা অবলম্বন করিলে কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। রেলওয়ে কোম্পানির নিকট বন্ধক থাকিলে, তদ্বারা কোন কর্ম্মচারী অর্থোপার্জন করিলে কোম্পানিকে অধিকার হইতে হইবে না, তাঁহারা অনায়াসে ঐ কাগজের সুদ হইতে আপনাদের সাংসারিক কার্য্য পূরণ করিয়া লইবেন। এদিকে জামিনদারেরা যখন কোম্পানির সুদ পাইতে থাকিবেন, তখন বরং মধ্যে তাঁহারা কিছু কিছু উপকার হইতে পারিবে। যে স্থলে কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের কাগজ আবদ্ধ রাখিতে অশক্ত হইবেন, তাঁহারা কোন স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখিতে পারেন। রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদের সর্টিফিকেট করিয়া যে স্থলে ঐ সম্পত্তি থাকিবে তথায় ঘোষণা দিবেন, তাহা হইলে অন্য কেহ উহা আবদ্ধ রাখিবেন না অথবা ক্রয় করিবেন না। যে স্থলে ব্যক্তির কোন সম্পত্তি না থাকিবে তথায় সর্টিফিকেট কর্ম্মচারিদিগের নিমিত্ত জামিন থাকুন, তাহাতে ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অপরাধি কর্ম্মচারীর গৃহাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা ন্যায়ানুগত বিবেচিত হয় না। কোন ব্যক্তিকে প্রথমে দোষী বলিয়া বোধ হইলেও পরিণামে তিনি নিরপরাধ সপ্রমাণ হইতে পারেন। অতএব, কোন কর্ম্মচারীকে অগ্রে দোষী জ্ঞান করিয়া তাঁহার গৃহাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কুণ্ঠন করিলেন, অথবা তাঁহার মানহানি ও অর্থ হানি হইল; কিন্তু পরিণামে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলে এই সমস্ত ক্ষতিপূরণ কে করিবে? ভদ্র লোকের মানসম্ভ্রম অমূল্যধন, লোক যায় তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু মানহানি হইলে জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। রেলওয়ে কোম্পানি সকল ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন; কিন্তু অপমানিত ভদ্রসন্তানের মান ফিরাইয়া দিতে পারেন না। কিম্বা মহিলাগণ অসূর্য্যম্পশ্যরূপা, তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনী, কখন পুরের বহির্গত হন না। বিবেচনা করুন, কৈবর্তাদির স্ত্রী কন্যা যেমন মধ্যে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত নিকটে অন্য পুরুষ নাই, সে স্থলে কি "সর্টিফিকেটের" নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিবেন? অন্তঃপুর মহিলাদের অলঙ্কারে উন্মোচন করিয়া লইবেন? আবার দেখুন, স্ত্রীলোক দিগকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় থাকিলেও তাহারা অনায়াসে অন্যত্র প্রস্থান করিতে পারিবেন না। পাছে তাঁহারা গুপ্তভাবে কোন সম্পত্তি লইয়া প্রস্থান করিতেছেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের অঙ্গাদি অন্বেষণ করিতে হইবে। বলুন দেখি, লজ্জাবনতা কুলবধূদিগের পক্ষে এই অবস্থা কি কষ্টকর? এতদ্দেশীয় হিন্দু এবং মুসলমান লোক সর্বস্বান্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, এমন কি জীবন—ত্যাগ অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এ প্রকার অসহনীয় ব্যবহার তাঁহারা কিছুতে দেখিতে পারেন না। অপরঞ্চ, যদিও এতদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাসস্থলীতে আসিয়া তাঁহার গৃহাদি আক্রমণ করেন, তবে ত আরও ঘোর অনিষ্টের কথা। আমাদের পল্লীগ্রামের রীতি এই, এক জনের বাটীতে প্রতিবেশীর অন্য বাটীর স্ত্রী লোকেরা সর্ব্বদা গতিবিধি করেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ভূষণপ্রিয়, তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই স্বর্ণ কাঞ্চন মণি মাণিক্যে বিভূষিত হইয়া থাকেন। বিবেচনা করুন, কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাটীতে প্রতিবেশীর কতকগুলি মহিলাগণ বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন ইত্যবসরে সর্টিফিকেটের লোকেরা তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, সম্মুখে যাঁহাকে দেখিলেন সকলেরই ভূষণাদি গ্রহণ করিলেন। এক জনের দোষে কত লোকে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া দেখুন তজ্জন্য আমরা এই ব্যবস্থাকে ঘোর অবিচার জ্ঞান করিতেছি। ইহা প্রচলিত হইলে কেবল অপরাধীর নয়, কোম্পানির নিঃসম্পর্ক নিরপরাধী ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে।

পাঠক! এ পক্ষে আর একটী বক্তব্য দেখুন; বর্ত্তমান একরার পত্র প্রচলিত হইলে এতদ্দেশীয়দিগেরই সমধিক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এতদ্দেশীয়দেরই ঘর সংসার আছে, তাঁহারা স্থাবর অস্থাবর প্রভৃতি নানাপ্রকার কিছু কিছু সম্পত্তির রাখেন। কার্য্যে কোন এক টুকু ত্রুটি হইলে তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, কিন্তু যে সমস্ত ইউরোপিয়ান, ইষ্টিন্ডিয়ান ও অন্যান্য বৈদেশিকগণ রেলওয়ে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ঘর সংসার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হ্যাট কোট মাত্রই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, নগদ টাকা গোপনে কোথাও গচ্ছিত রাখিতে পারেন, অতএব তাঁহারা অপরাধ করিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

আমরা দেখিতেছি আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কেমন কলঙ্কের কপাল পড়িয়াছে। রেলওয়ের সৃষ্টিকালাবধি এ পর্য্যন্ত উহার কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে, কখন অসুখ যোগাযোগ উপস্থিত হয় নাই। কচিৎ কখন কোন কর্ম্মচারী অন্যায়াচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু সকল বিভাগেই ঐরূপ অন্যায় কার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। আজ কোথায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে রেলওয়ে আসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিবে, না চিন্তিতাম্বু ভাবার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ইহাতে সকলেই গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিবে। আমাদের বিবেচনায় রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে জামিন এবং একরার পত্র গ্রহণ করা হউক, সেটি যুক্তিসিদ্ধ এবং সাধারণ জনসমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যে প্রণালীতে একরার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিয়া ভারতবাসীদিগের ভাবিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখুন। অন্যায় পক্ষে কেবল কর্ম্মচারিদিগের বেতন কর্ত্তন করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সর্টিফিকেট জমা থাকুন। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যথা রীতি বিচারের পর তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সকল কার্য্যে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন কালে বিশৃঙ্খলা ঘটে না। তবে রেলওয়ের কার্য্যে এত নূতন নিয়ম অবলম্বনের আবশ্যকতা কি?

গোয়েন্দাগিরি দর্পণ নিয়োগ।

বহুসংখ্যক কারাগারে দিন্দিজিমাদগণ গোয়েন্দাগিরি পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। এক

কিন্তু যিনি কবেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে জেলার বিচারালয়ের অধীন থাকেন, যদি গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক গুপ্ত পদ্ধতির প্রতিবন্ধক না হয়েন, অধিকন্তু ভক্তি সহকারে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর অনুগামী হইয়া কর্ম্ম নিপুণতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে আর এক দিন তিনি একটী বৃহৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠেন। আজ যিনি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর, বৃহৎ প্রদেশের কিরীট ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অপরিহার্য্য প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, কবেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; আপনারা কমিশনরের আদেশ শুনিতেন, অন্য এক লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের আজ্ঞা পালন করিতেন। আজ যিনি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর তাঁহার পুত্র পৌত্রকেও কবেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বার দিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হইতে হইবে। সিভিলিয়ানদের সঙ্গে তাঁহারা একবারে উদাসীন হইতে পারিবেন না। পাঠক! তবে দেখুন নিম্নশ্রেণীর সিভিলিয়ানদের সঙ্গে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের কত অধিক সহানুভূতি থাকিতে পারে। ছোট ছোট সিভিলিয়ান সাহেবেরা যতই কেন অপরাধ করুন না, তাঁহারা একশ্রেণীর লোকের প্রতি যতই কেন অত্যাচার করুন না, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরকে সে সমস্ত দোষ উপেক্ষা করিতে হয়। সিভিলিয়ানদিগকে অপদস্থরূপ দণ্ডবিধান করিলে তাঁহার নিজের ক্ষতি, এক সময়ে তিনি স্বয়ং যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদের অমর্য্যাদা করা হয়, তজ্জন্য তিনি অপরাধী সিভিলিয়ানকে কিছু বলেন না।

সকল সম্প্রদায়েই ভাল মন্দ উভয়বিধ মনুষ্য আছে; সকল [illegible] বা সুশাসক হইবে না, সমস্ত ব্যক্তিই যে একবারে দেবতুল্য পবিত্রচরিত্র হইবেন, এমন প্রত্যাশা করা কেবল দুরাশা মাত্র। সিভিলিয়ান হইলেই যে, সমস্ত সম্প্রদায় একবারে বিশুদ্ধস্বভাব হইবেন এমন বলা কিছু যুক্তি করা যায় না। প্রতি বৎসর নব্য সম্প্রদায়ের সিভিলিয়ানগণ উদ্ধত স্বভাব প্রযুক্ত দেশীয় লোকদিগের প্রতি বিস্তর অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কোন প্রতিবিধান হইতেছে না। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এ পর্য্যন্ত অনেক আপিল হইল, কিন্তু কোন অপরাধী ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ হইলেন না। গবর্ণমেণ্টের মনে এপ্রকার ধারণা হইয়াছে যে, সিভিলিয়ানদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিলে তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভয় থাকিবে না, সকলেই তাঁহাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবেন সুতরাং রাজ্য শাসন কার্য্য দুরূহ হইয়া উঠিবে। এই যুক্তি নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর; অপর লোকের-প্রতি [illegible] সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও বৃদ্ধি হয়; কিন্তু অপরাধীদের আন্তরিক প্রীতি হয় না। বিচারপতিগণ প্রজাবর্গকে বাৎসল্যভাবে প্রতিপালন করিলে সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেন, সকলেই তাঁহাদের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন। আমরা দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের মনে সিভিলিয়ানগণের সহানুভূতি না থাকিলে অবশ্যই তিনি অত্যাচারীর উপযুক্ত শাস্তিবিধান পূর্ব্বক প্রতিপালনীয় প্রজাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য যত্নবান হইতেন, কিন্তু ঐকান্তিক সহানুভূতিই তাঁহাদের কর্ত্তব্যপথের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমরা অনেক এই প্রস্তাব করি, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় নূতন আগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের পদে তদ্রূপ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, তাঁহারা বিলাতের পবিত্রভাব লইয়া এদেশে আগমন করিবেন, সহজে তাঁহাদের হৃদয় স্বার্থপরতাদোষে কলুষিত হইবে না, তাঁহারা প্রজারঞ্জন করা জীবনের এক মাত্র অনুষ্ঠেয় ব্রত জানিয়া আপনার কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ একশ্রেণীর সিভিলিয়ানদের সঙ্গে তাঁহাদের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা না থাকিতে পারে, সুতরাং তাদৃশ সহানুভূতিও থাকিবে না। সিভিলিয়ানদের অন্যায় অত্যাচার দর্শনে তাঁহাদের চক্ষু আরক্ত হইবে, অপর কোন অন্যের আচরণের সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিবে, সত্বর তাহার প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। আজ যিনি সৌভাগ্যশালী বঙ্গদেশের কর্ত্তা বিধাতা,—প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হইয়াছেন, হয় ত তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কখন কখন অত্যাচার করিয়া থাকিবেন [illegible]; এক্ষণে তিনি স্বয়ং লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হইয়া সর্ব্বাগ্রে অপরাধী সিভিলিয়ানকে কিরূপে শাস্তি দেন? বিলাত হইতে নূতন অভিনব গবর্ণর নিযুক্ত হইলে তাঁহার এরূপ সমস্ত অন্তরায় থাকিবে না, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনেই যত্নবান থাকিবেন।

অধুনাতন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরগণ রাজকার্য্যের নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চতম পর্য্যন্ত [illegible] করিয়া আসিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অসীম। কোথায় কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে রাজ্য সুশৃঙ্খল হইবে, প্রজাপুঞ্জ সুখে থাকিবে, এ সমস্ত বিষয় তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। নূতন আগত গবর্ণর [illegible] দেশের কার্য্যপ্রণালী জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহার অর্দ্ধেক শাসনকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহার যথার্থ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের অবসরকাল নিতান্ত অল্প। এ অতি গুরুতর অসুবিধা, সন্দেহ নাই; কিন্তু এ অসুবিধার উপেক্ষণীয়। যখন মহামান্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের শান্তি বৃদ্ধি রাখিয়া ভারতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তখন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর যে, একটী প্রদেশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন না ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষতঃ, প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে আমরা বহুসংখ্যক অসুবিধাকে অসুবিধা জ্ঞান করি না। আমরা স্নেহ ও সদ্ব্যবহারেরই লোভী, আমরা [illegible] আকাঙ্ক্ষী। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে কেবল ভৌগোলিক সীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, নতুবা উভয় স্থানই পৃথিবীতে অবস্থিত। ভারতবাসীদের ভাষা বিশ্বাস এবং বর্ণ বিভিন্ন, নতুবা আকারে সকলই অভিন্ন। সভ্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ [illegible] বশীভূত হইয়া সকলের প্রতি অভিন্ন ব্যবহার করুন। উভয়ের মধ্যে বিভাজক সংস্কার একবারে দূর করিয়া দিউন। পূর্ব্বে আয়লণ্ডের এবং স্কটলণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের কত বিবাদ বিসম্বাদ গিয়াছে, কিন্তু আজ কয়েকটী জাতি মিলিত হওয়ায় গ্রেটব্রিটন সাম্রাজ্য সংগঠিত,—পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীরজাতি। কিন্তু স্কটলণ্ড ও আয়লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ড মিলিত না থাকিলে কখনই তাঁহার এরূপ গৌরবশ্রীর বৃদ্ধি হইত না। ইংলণ্ড অতি ক্ষীণ [illegible] সমুদ্রের [illegible] থাকিত। [illegible] সন্ধি, সংস্কারই বলবীর্য্য,—[illegible] স্থান মিলিত হইয়াছিল, সে কারণ [illegible] সক্ষম হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ড সম্যক মিলিত হইলে কোন্ শক্তি [illegible] প্রকাশ করিবে? চিরকাল এই [illegible] অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু সেই [illegible] সংস্থাপন কি?—উভয় জাতির মনোমালিন্য দূর করিবার উপায় কি?—[illegible] দূরীভূত করাই উহার একমাত্র [illegible] দূর হইতে পারে। কিন্তু এই উপকারিতা সম্পন্ন করিতে রাজপুরুষদিগের [illegible] আবশ্যক। [illegible] সর্ব্বাংশ [illegible] দিগকে [illegible], এখানে সেই [illegible] করিলে [illegible] হয়। [illegible] ব্যক্তি উদ্দীপিত হইল, [illegible] কিন্তু তিনি [illegible] প্রকাশ করিলেন, [illegible] তাঁহার [illegible], কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালন করিতে দিল না। এ প্রকার কার্য্যপ্রণালী [illegible]। অতএব প্রথমতঃ রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণ নিবা-

বলের নির্দিষ্ট উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু এতদ্দেশীয় বর্তমান প্রাচীন ইংরাজ সিবিলিয়ানের হস্তে প্রাদেশীয় শাসনভার সমর্পণ করিলে অত্যাচার দূরীভূত হইবার প্রত্যাশা নাই। যে কারণে আমরা প্রস্তাব করিতেছি, ইংলণ্ডে যে সকল ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত এবং পক্ষপাতশূন্য বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত এমন লোক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলে ক্রমে ক্রমে দেশের উন্নতি হইবে এবং উভয়দেশে ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ অবিচ্ছিন্ন প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইতে পারিবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান সভা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এক জন যথার্থ উন্নতমনা, অধ্যবসায়শীল, বিদ্যানুরাগী ও স্বদেশহিতৈষী। অনেকে বাক্যে ঐ সকল গুণের পরিচয় দেন বটে, কিন্তু কার্য্যে পরিচয় দিবার লোক অতি বিরল। আমরা ডাক্তার সরকারকে উন্নতমনা বলিয়া যে নির্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, যাঁহার মন উন্নত না হয়, তাঁহার কখন অন্যকে উন্নত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা হয় না। ডাক্তার সরকার বহুদিবস অবধি স্বদেশকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ক্রমে সেই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। বিজ্ঞানই দেশকে উন্নত করিয়া তুলিবার প্রধান সাধন। বিজ্ঞান আবার সেই বিদ্যার উচ্চতম অঙ্গ। মহেন্দ্রলাল সরকারের সাধু ইচ্ছা এ দেশে বিজ্ঞানের বহুল চর্চা হয়, আমাদের দেশ ক্রমে ইউরোপখণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতে দর্শন শাস্ত্রেরই সমধিক চর্চা ও উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হয় নাই; আভ্যন্তরিক আলোচনা হইত মাত্র। এই কারণে ভারতবাসীরা সংসারবিষয়ে উদাসীন হইয়া উঠেন। বিজ্ঞানের বহুল চর্চা ব্যতিরেকে সংসারের সকল প্রকার সুবিধা হয় না।

আমরা যে ডাক্তার সরকারকে অধ্যবসায়শীল বলিলাম তাহার কারণ এই, যখন তিনি উক্ত বিজ্ঞান সভার প্রথম প্রস্তাব ও অনুষ্ঠান করেন, তখন অনেকেরই মনে এ বিশ্বাস হয় নাই যে তিনি এই দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিবেন। কিন্তু এখন তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১০ ই মার্চ ২১০ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীটে উপস্থিত গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন বাহাদুর স্বয়ং প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে যে উৎসব সভা অধিবেশন হয়, সেই সভায় ডাক্তার সরকার পূর্ব্বাপর সকল বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

১৮৬৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞানের আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তিনি (ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার) কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন নামক পত্রে প্রথম প্রস্তাব লিখেন। সংবাদ পত্র সম্পাদক ও দেশের হিতৈষী লোকেরা ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন ও চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে কার্য্যারম্ভ হইবে, ইহা স্থির হয়। ১৮৭২ অব্দে ৫০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বিস্তর উৎসাহদান করেন। ১৮৭৫ অব্দের এপ্রেল মাসে চাঁদাদাতাদিগের একটী সভা হয়। সভাগণের ঐকমত্যে ১০ এ সদস্যের একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ অব্দের ১১ ই জানুয়ারি এই সভার তৃতীয় অধিবেশন উপলক্ষে সার রিচার্ড টেম্পল সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। ঐ অব্দের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি তিনি কলিকাতা গেজেটে একটী মিনিট লিখিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও অন্য অন্য উদ্যোগী ব্যক্তিদিগের বিশেষ প্রশংসা করেন। ঐ সময়ে ৮০ হাজার টাকা চাঁদার স্বাক্ষরিত হয়। তিনি সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন, স্কুল ও কালেজের উত্তীর্ণ বালক দিগকে প্রাকৃত বিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূতত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের জ্ঞান পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ করাই এরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা বক্তৃতা করিবেন, তাঁহাদিগের বেতন, বালকদিগের বৃত্তি, যন্ত্র, পুস্তক ও বাটী নির্ম্মাণ করিতে অনেক অর্থ আবশ্যক হইবে দেখিয়া তিনি বিনা ভাড়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে বাটী দেন। তদ্ভিন্ন উদ্যোগকারিদিগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

১৮৭৬ অব্দের ২৯ এ জুলাই হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অট্টালিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা আরম্ভ হয়। ফাদর লাফোঁ প্রতিসপ্তাহে একবার করিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন, পরে ডাক্তার সরকার বক্তৃতা আরম্ভ করাতে সপ্তাহে দুইবার করিয়া বক্তৃতা হইত, তৎপরে ১৮৭৮ অব্দ হইতে বাবু তারাপ্রসন্ন রায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে সপ্তাহে ৩ বার বক্তৃতা হইতে লাগিল। এই অব্দ হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ৭০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত শ্রোতা হইতে লাগিল। এই সময়ে বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১৫ হাজার টাকা দান করাতে শারীরতত্ত্বের বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষণে এই কার্য্যের জন্য সমুদায়ে ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। চাঁদাদাতাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক টাকা দিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেছি, বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর উল্লিখিত ১৫ হাজার ভিন্ন ২৫০০ ও মাসিক ২৫ টাকা, পাতিয়ালার মহারাজ ৫ হাজার, মহারাণী স্বর্ণময়ী ৮ হাজার, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২৫০০ ও মাসিক ২৫ মহারাজ কমলকৃষ্ণ ২ হাজার ও মাসিক ২৫ বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১ হাজার বালকদিগের বৃত্তির জন্য বার্ষিক ৩টী শত ও মাসিক ২৫ টাকা সাহায্যদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বিনা ভাড়ায় যে বাটী দিয়াছিলেন, তাহা বক্তৃতাদির উপযোগী না হওয়াতে ৩০ হাজার টাকা মূল্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া ৫ শত লোকের বসিবার সমাবেশ হয় তদনুরূপ করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে। যুবরাজ কুমার কালিচন্দ্র সিংহ ইহার জন্য ৩০ হাজার টাকা মূল্যে একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বাটী নির্ম্মাণের জন্য বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫ হাজার, কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিং ৫ হাজার, রাজা কৃষ্ণনারায়ণ ভূপ ৫ হাজার, কুমার শরৎচন্দ্র সিং ১ হাজার, মহারাজ কমলকৃষ্ণ এক হাজার, বাবু প্যারিমোহন রায় এক হাজার, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক হাজার বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ৫ শত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার বলিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থে আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্ভিন্ন অধ্যাপকদিগের বেতনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা নিতান্ত আবশ্যক। উহাদিগকে এ কার্য্যের ভাবিয়া সম্ভাবিত নয়।

ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা শেষ হইলে লর্ড রিপন বাহাদুর অবসরোপযোগী একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং দেশীয় ধনিদিগের বিশেষতঃ বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

পুস্তক সমালোচনা।

নিম্নলিখিত মাসিক পত্র গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে—ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন। প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা ক্যাথলিক্ ডির মাসিক পত্র। ১২৮৮ সালের মাঘ মাসের কল্পদ্রুম। কলিকাতার পুস্তকালয়ের সাময়িক বিবরণ। ৪ র্থ সংখ্যা সম্মেলন ভারতবান্ধব। ফাল্গুন মাসের আর্য্যদর্শন ও ফেব্রুয়ারি মাসের কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন।

১৮৮০-৮১ অব্দের হিন্দু ফেমিলি এন্যুইটি ফণ্ডের দ্বাদশ রিপোর্ট। দেশের অনেকগুলি হিতৈষী

ব্যক্তি দ্বারা একটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল ভায়ারা আর নির্দিষ্ট ব্যক্তি অধিবাসের জন্য এককালে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন না তাঁহারা এই ফণ্ডে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জমা দিলে উত্তরকালে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। আমরা বর্ষে বর্ষে ইহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া গেল গত বর্ষের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০৮২৫৫।৶ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত হইয়াছে। উহা দাতার সংখ্যাও এই বর্ষে ৬০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং মাসিক ১৬৮৭৸৶ টাকা চাঁদা ও আদায় বার্ষিক বৃদ্ধি হারে ৪৯১১৪৸ টাকা বৃদ্ধিত হইয়েছে।

মহাভারত। বিশ বড়িবাংশ পর্ব্ব। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশ হইতেছে, আমরা ইহার ৬ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। আদ্যোপান্ত পাঠে দেখা গেল, অনুবাদ সরল ও মূলগ্রাহী হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কালেজ স্কোয়ার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে মুদ্রিত। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার পূর্ব্বাঞ্চলবাসী তিনি স্বয়ং বহুবিবাহকারী স্বাধীন কুলীন ব্রাহ্মণ হইয়া বহুবিবাহ পদ্ধতি উঠাইবার জন্য যেরূপ দৃঢ় ব্রত হইয়া দেশের মহোপকার করিয়াছেন তাহাতে এ পুস্তকখানি আমাদিগের বাহ পর নাই আদরের বস্তু। গ্রন্থকার ইহাতে অন্য কোন পাণ্ডিত্য দেখান নাই, তিনি সামান্যতঃ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন ইহাতে তাহা ও তাহার ফল লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শত সহস্র প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও নিরুদ্যম না হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে দেশহিতকর কার্য্যের জন্য কিরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা করা যায়।

সন্ন্যাসী। সামাজিক উপন্যাস। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শরচ্চন্দ্র, বিধুভূষণ, গোপাল ও গিরিধারী প্রকাশক শ্রী দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বিরচিত। কলিকাতা ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার যে একজন উপন্যাসলেখক তাহা না বলিলেও পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। গ্রন্থের নামেও বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। অধুনা কুরুচি সম্পন্ন বহুতর উপন্যাস লিখিত হওয়াতে সহজে আমরা ইহাতেও পাঠে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই, কিন্তু অবশেষে ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম গ্রন্থকার ইহাতে বীর, করুণ, শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের সমাবেশ করিয়া মনোগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। প্রণয়ের বল, অর্থের মোহিনী শক্তি, কিশোরী বুদ্ধির পরিণাম প্রভৃতি ইহাতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। এখানি কেবল উপন্যাস নহে ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিষয়েরও অনেক পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। আমরা ইহার ভাষা সম্বন্ধে দুই এক স্থলে যে যৎসামান্য দোষ দেখিলাম তাহা গ্রন্থ সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে ধর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ এরূপ উপন্যাসের বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই মার্চ্চ। লর্ড রিপনের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটিলের সভাও তাহা গ্রহণ করিবে কি না, তাহার মীমাংসার্থ সেটেলের সেক্রেটারি সর্ব্বত্র অধ্যক্ষের সভা আহ্বান করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। বর্ত্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যাদি সম্বন্ধে ১০৪০০০০০ পৌণ্ড এষ্টিমেট করা হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা ২২১০০০ কম।

ডব্লিন ১২ ই মার্চ্চ। ইটালির জনৈক কহিয়াছেন, ডব্লিনে কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ নয়। তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তাকে (লেক্‌) দায়ী করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কোকুইম্বো নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কেবল কাসাঙ্কিয়ার চারিটী নগর বিনষ্ট হইয়াছে। কয়েক সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী সম্প্রতি যে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাকে প্রজারা যে আনন্দ ও ভক্তি প্রকাশ করে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া প্রতি বহু সকল প্রজাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তাঁহার পত্র হাতে এ কথা উল্লেখ আছে, তিনি দেশের গৌরব রক্ষা ও প্রজার সুখ সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। গত ২১ এ ডিসেম্বর পারস্যের সহিত রুসের যে সন্ধি হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রকার সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আট্রেক নদী হইতে চাটি হইয়া দেরাজক কালা দিয়া সরাব নদী পর্য্যন্ত লাইন চলিয়া গিয়াছে। কাজিকেলা নামক স্থান রুষকে দেওয়া হইয়াছে। তথা হইতে আফগানের দক্ষিণ দেরাজগজ পর্য্যন্ত লাইন পারস্যের উত্তর দিয়া গিয়াছে। সেরাজগজ দেরাজের ৪০ মাইল অন্তর। সন্ধিতে এইরূপ নির্দ্ধারিত আছে, পারস্য ভবিষ্যতে ফিরজকোট নামক স্থান পরিত্যাগ করিবেন। রুষ স্বীকার করিয়াছেন, তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন না। তুর্কোমানদিগকে উভয় পক্ষেই স্বীকার করিয়াছেন অস্ত্র বিক্রয় করিবেন না।

লণ্ডন ১৭ ই মার্চ্চ। ইংলণ্ডেশ্বরী মেণ্টোন নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আয়র্লণ্ডের লোকেরা নিরীহ পশুদিগের প্রতি যে অত্যাচার করে তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডেশ্বরী তত্রত্য পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল যদি ঐ রূপ লোকজন নিষেধক কোন উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের মহোপকার হয় এবং পশু সকল সুখী হইয়া পড়ে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কতক গুলি দেশীয় ধনী লোক ও ইউরোপীয় একত্র হইয়া বংশাবতের অন্তর্গত কুষ্ণনগর হইতে কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে খুলিবার কল্পনা করিয়াছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে শীঘ্রই এক জন দেশীয় লোকের জজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জনৈক মুসলমান নিবা পুনরায় বাদশাহ হইবার একচেষ্টা করিয়াছেন।

প্যারেসো অত্যন্ত বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত হইতেছে।

গবর্ণর জেনারল ও তাঁর মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

মহম্মদ হবিব খাঁর ফাঁসি কাটিয়াছে। তাঁহার উপর যে গুরুতর দোষারোপ করা হইয়াছিল তিনি তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

মুক্ত সিবিল সার্জ্জন আর, সি বসুর কন্যাদ্বয় বিলাত যাইতেছেন। কনিষ্ঠা চিকিৎসা-শাস্ত্র ও জ্যেষ্ঠা অন্য শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন। ইহাঁরা ৩১ এ মার্চ্চ বোম্বাই পরিত্যাগ করিবেন।

১১ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ২ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময়ে গবর্ণর জেনারল সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কাশীর রাজা হরিশ্চন্দ্র গত বর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকদিগকে এক এক খানি মূল্যবান বাল্মীকি রামায়ণ পুরস্কার দিয়াছেন।

সিমলা দৈশলে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বাজারের দোকান ঘর প্রভৃতি পতিত হইয়াছে। তথায় জ্বরে বসন্ত রোগও দেখা দিতেছে।

সিমলের প্রধান কমিশনর ও কণ্ট্রোলারের আপীসে আগুন লাগিয়া কাগজ পত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভার দ্বারা কিছু সুবিধার সম্ভা-

বলা দেখা যাইতেছে। তাঁহারা টাউনহলে বসিয়া দেশের শিক্ষিত লোকদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছেন। বৃহস্পতিবারে দেওয়ান কে.এম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। এই সভা বসিলে সাধারণে গিয়া উহার কার্য্যাদি দর্শন করিতে পারেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে।

বিখ্যাত কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলিকোটের একজন হিন্দুর নিকট রামচন্দ্রের রাজত্বকালের একটী মুদ্রা আছে। উহার এক পৃষ্ঠে রাম ও সীতার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে ও অপর পৃষ্ঠায় নাগরী অক্ষরে কি যে অস্পষ্ট লিখিত আছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কোন নবাগত মাজিষ্ট্রেটের হস্তে উপবিভাগের সম্পূর্ণ ভার দিবেন না এরূপ কল্পনা করিয়াছেন। নূতন লোকের দ্বারা উপবিভাগের বিচারকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না এবং অবিচার নিবন্ধন অনেক দরিদ্র লোক মারা পড়ে। আমরা পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে এ কথা বলিয়া আসিতেছি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে উহার তাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অবশ্য আমাদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এই কারণেই বলে পণ্ডিতের কথা বাসী হইলেই মিষ্ট লাগে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বিদুষী রমা বাই বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার মানসে শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথায় উহাঁর কেহ অভিভাবক না থাকাতেই উনি বাধ্য হইয়া কন্যাটীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

এবার ৫ জন এটর্ণি পরীক্ষা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ১ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৮৮০-৮১ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত হইলে রাজা শিবপ্রসাদ লাইসেন্স টেক্স উঠাইবার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। সাহেবদিগের ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহাতে চমৎকৃত নহি, কেন না স্বভাব যায় মলে আর ইল্লত যায় ধুলে।

গত বৎসরে বঙ্গদেশে ৫২৮০ টী নূতন পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি ১৮৮৩ টী প্রকাশিত হইয়াছিল।

দিনের আলোক ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল। এই ভারতবর্ষে কত লোক আলো দিয়া ছিল, কিন্তু উৎসাহের অভাবে আবার নিবিয়া যাইল। এই দুর্দ্দৈবে উৎসাহবর্দ্ধনার্থ ইউরোপের কত স্থানে কত প্রদর্শনী হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভারতবর্ষে শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে নাচ তামাসা হইয়া থাকে। দেশের লোকে যদি ক্রমশঃ এই সকল বিষয়ের আদরে সমর্থ হন, তাহা হইলে একটী মহোপকার হয়। দেশের শিল্পীদিগের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার লোক নাই, এই বড় দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি দেখা গেল, বুলন্দসহর বিভাগে আলী মহিম নামক একজন কুম্ভকার মৃৎপাত্র সকল এমন সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করে যে, অনেক সুদক্ষ লোক তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি উক্ত বিভাগের কালেক্টর ঘটনাক্রমে তাহার নির্ম্মিত একখানি প্লেট দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাহার গুণপনা সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতের দক্ষিণ কেনসিংটন মিউজিয়মে লিখিয়া পাঠান। এ ব্যক্তি উক্ত মিউজিয়মের নিমিত্ত নানাপ্রকার মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের কুলিনিক্ষাশন বিধি সম্বন্ধে দুঃখিদের রক্ষার্থ সভা যে অনুসন্ধান করিতেছেন লার্ড কর্ম্মকারেন তাহার ফল-প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তিনি স্বয়ংই ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এই বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

টেলিফোনে চিকিৎসা-কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। আমেরিকার একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে সহসা এক যুবকের একটী অল্পবয়স্ক বালকের সর্দ্দি হইয়া বসিয়া যায় এবং তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। যুবক সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার জন্য ১০ মাইল দূরস্থিত একজন ডাক্তারকে টেলিফোনে বলিয়া পাঠান। ডাক্তার অবসর অভাবে আসিতে পারিবেন না বলাতে যুবক বালককে নিকটস্থ টেলিফোন আপীসে লইয়া গিয়া তার সংযোগে বালকের কাশীর শব্দ শুনান। এবং তাহার লক্ষণাদি বিবৃত ডাক্তারকে বলেন। ডাক্তার এই শব্দ প্রভৃতি শুনিয়া তাহাকে যে ঔষধ দেন তাহাতেই বালক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

পোষ্টমাষ্টারদিগের বেতন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা ব্যয় দিতে সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারদিগের কি ? অদৃষ্টেই ফল বাঁধে।

কোরা কাপড় ধৌত করিবার জন্য বোম্বায়ে একটী কল স্থাপিত হইয়াছে। সে দিন তথায় একটা কাপড়ের কলে আগুন লাগিয়া ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। একদিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ লাগিয়াছেন, এদিকে ব্রহ্মা লাগিলেন।

আমদানী শুল্ক উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের লোকসানটী ভাবিবার ইচ্ছা নাই। লবণ, ও মদ্য প্রভৃতির শুল্ক রেবিনিউ বোর্ড কালেক্টরি ও পুলিশ দ্বারা সংগ্রহ করিবেন।

প্রকাশ বলেন এতাবৎ পলতা হইতে কলিকাতায় মাটির পাইপে জল আসিতেছে। পূর্ত্ত বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বকলি সাহেব নলের বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মাটির পাইপে যেরূপ খরচা হয়, নলের বন্দোবস্ত হইলে তদপেক্ষা অধিক হইবে না। কলিকাতার মিউনিসিপালিটী বকলি সাহেবের মতে মত দিয়াছেন। পলতা হইতে বারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোড ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মধ্যের রাস্তা দিয়া আসিবে। এক জন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার এবং এক জন ইংরাজ ওভারসিয়ার ও বারাকপুর হইতে জরীপ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিবার সাহেব মিউনিসিপালিটির এ প্রস্তাবে মত দেন নাই। তিনি বলেন যে, জল অনাবৃত থাকিলে, রাস্তার ধুলা ও কাদায় তাহা অপরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের ও ঐ মত। কেবল রাস্তার ধুলা বা কাদা নহে, অন্যান্য অনেক কারণেও অপরিষ্কার হইবে।

নিম্ন-শ্রেণীর ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে নিয়মটী যাহাতে আর এক অথবা দুই বৎসর কাল স্থগিত থাকে, তজ্জন্যে নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার্থীগণ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। যাঁহারা পড়িয়া শুনিয়া এবার নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে না পারিবেন, তাঁহাদিগের শ্রম একবারে ব্যর্থ হইবে, এই ভাবিয়া ইহাঁরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট কাল বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছেন।

আমরা সময়ে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি। এ সপ্তাহে একখানি অনুষ্ঠানপত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিলাম, "আগামী বৈশাখ মাস হইতে "[illegible]" নামে একখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইবে। "[illegible]" প্রত্যেক মাসে বাহির না হইয়া এক এক মাস অন্তর বাহির হইবে। ইহাতে বাঙ্গালা এবং ইংরাজী এই দুই ভাষায় প্রকাশিত নূতন পুস্তকের সমালোচনা করা হইবে। সমালোচক মহাশয়দিগের ইচ্ছামত কোন কোন উত্তম ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনা ইংরাজীতেও লিখিত হইতে পারে। কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, সংগীত, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য দুই তিন জন করিয়া কৃতবিদ্য, নিরপেক্ষ ও সুযোগ্য সমালোচক নিযুক্ত থাকিবেন।

রুশের কৃষকেরা নিহিলিষ্ট নামক দলের ইহুদীদিগকে বধ করিয়াছে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দলবল উঠাই আর প্রতি-কূলে বিজ্ঞা করাতে ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এক প্রকার ইকনোট ও সাড়ে বার টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ বাহির করিবেন।

বৈদেশিকদিগের অবস্থানের জন্য ১৮৫৬ অব্দে বিলাতে একটী আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে একণে ৮ হাজার বৈদেশিক অবস্থিতি করিতেছে, ইহার মধ্যে ১৭৫০ ভারতবর্ষের আশ্রয়হীন লোক।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আরোহীদিগের রিটর্ন টিকিটের নিম্ন লিখিতরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে সকল আরোহী ১৩০ মাইলের অধিক ভ্রমণ করিবেন, তাঁহারা দেড়া ভাড়ায় যে রিটর্ন টিকিট প্রাপ্ত হইবেন, তাহা দ্বারা তিনি ৪ মাসের মধ্যে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন। সাধারণ রিটর্ন টিকিট প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহীদিগকে প্রদত্ত হইবে, তাঁহারা এক এক তৃতীয়াংশ ভাড়া দিয়া ৬৪ দিবসের মধ্যে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাটনা, গয়া, তিরহুত ষ্টেট দলভাঙ্গী ষ্টেট রাজপুতনা, মালওয়া, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা, বোম্বাই, বরদা ও মধ্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ৪ মাসেরই টিকিট প্রদত্ত হইবে, কেবল সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী, ইণ্ডস উপত্যকা, কান্দাহার ষ্টেট, পঞ্জাব, উত্তর ষ্টেট, মান্দ্রাজ ও নিজাম, ষ্টেট রেলওয়েতে দুই মাসের অধিক কালের টিকিট প্রদত্ত হইবে না।

পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি বলেন, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর জাহাজে অত্যন্ত অত্যাচার হইয়া থাকে। নিরাপরাধে অনেক আরোহী ভদ্র সন্তান অনেক সময়ে নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকেন। কাপ্তেনকে জানাইলে তিনি ইহার কোন প্রতিকার করেন না।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ মেডিকাল কালেজ হইতে এম, বি, পরীক্ষার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কালীকৃষ্ণ বাগচি, নারায়ণচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর ও সুন্দরীমোহন দাস, বীরচাঁদ দে, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্র পাল, গোবিন্দচন্দ্র রায় ও নগেন্দ্রনাথ সেন।

এল, এম, এস দ্বিতীয় বিভাগ।

বিধুভূষণ বসু, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ দাস, অবিনাশচন্দ্র দত্ত, অম্বিকাপ্রসাদ ঘোষ, নিত্যলচন্দ্র ও প্রিয়নাথ গুপ্ত, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিভূপদ সেন গুপ্ত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

কটক জজ মহলের অন্তর্গত জজপুরের তহসিলদার বাবু বীরচাঁদ পট্টনায়ক ৩ মাস ছুটী লওয়াতে বাবু নিত্যানন্দ দাস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন সান্যাল ১ লা এপ্রেল হইতে ৩ মাস ছুটী পাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল, ই পিয়াসকে এক মাস ছুটী দিবার যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইল।

বাবু কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় নওয়াখালীর ৫ ম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মানভূমের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে, সি, আলি, থানাই বাজারদিগের মধ্য থানায় বদলী হইলেন।

শাহাবাদের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে, সি মিত্র ২৪ এ এপ্রেল হইতে ১০ মাস ও মুর্শিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগচ্চন্দ্র রায় ৩ মাস ছুটী পাইয়াছেন।

বাবু সমস্যাদী আমানিক মুর্শিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম বেলি এক বৎসরের ছুটী লওয়াতে বাবু হরিমোহন সেন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্রের ত্রিপুরায় বদলী হইবার যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মানভূমের সদর থানায় বদলী করা হইয়াছে।

মানভূমের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার বসু ত্রিপুরার সদর থানায় বদলী হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

গ্যারেট সাহেব ছুটী লওয়াতে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এ, এম নাসে ২২ এ ফেব্রুয়ারি হইতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

কলিকাতার প্রতিনিধি ডেপুটী পুলিসকমিশনর এচ, জি উইলকিন্স ২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং কলিকাতা নগরী ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের সবর্ডিনেট জজ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরের সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের প্রথম মুন্সেফ বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ চৌকীর বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

কলিকাতা বন্দরের লেপ্টেনাণ্ট এ. ডবলিউ জি. কার্পেণ্টর নগরী ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থানের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মুন্সেফ বাবু হেমচন্দ্র মজুমদার ঐ জেলার অন্তর্গত আখাউড়ায় বদলী হইলেন। ইনি বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবেন, এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বাটাইয়ের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এস, গ্রীনসিল্ড লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু রামনাথ বসু বি, এল মহকমাদিগের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং তাহা শান্তিরক্ষার্থে থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

আমাদের জন্মভূমি শ্রীপাঠ শান্তিপুরে বারমাসে তের পার্ব্বণ। অদ্বৈত গোস্বামীর আশীর্ব্বাদে ও বিগ্রহগণের কল্যাণে এখানে প্রতিদিন প্রায় বার লক্ষ শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন পরমভাগবত অদ্বৈত সন্তানদের ভবনে বিগ্রহ-সেবার অত্যন্ত বন্দোবস্ত। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়দের মধ্যে প্রায় সকলেই লক্ষ্মীবন্ত। একদা অনেকেরই ভবনে প্রাত্যহিক অতিথি-সেবার পদ্ধতি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা গোস্বামীদের গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল পূজা দেখিতে পাইয়া থাকি, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাটি সকলের শ্রেষ্ঠ। দোলযাত্রা উপলক্ষে গোস্বামী মহাশয়দের ভবনে প্রতিবৎসর যে সকল আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে উড়িয়া গোস্বামীদের প্রভিদের দোলই সকলের শ্রেষ্ঠ। এই প্রভিদের দোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর উড়িয়া গোস্বামীর ভবনে অনেকগুলি বিগ্রহ একত্রিত হইয়া থাকেন। এজন্য সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিগ্রহ দর্শন করিবার সময় লম্পটেরা স্ত্রীলোকদিগকে বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে। অতএব আমাদের নিতান্ত বাঞ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু সাহেব ঐরূপ লম্পটদিগের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখেন, নতুবা পরিণামে বিষময় ফল ফলিবার সম্ভাবনা।

নদীয়া জেলার জিলার কমিশনরেরা এখানে এক দিন মাত্র অবস্থিতি পূর্ব্বক কয়েকটী পুরাতন পুষ্করিণী, কয়েকটী প্রধান রাস্তা ও মধ্য পাঠশালী পরিদর্শন করিয়া কৃষ্ণনগরে গিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা অত্র সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। আমাদের দুঃখ হইতেছে যে, উক্ত কমিশনর তত্ত্ব করিয়া অপরাপর

ক্রমিক রাস্তা ঘাটগুলি পরিদর্শন করিলেন না এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য লোকদিগকে বিশুদ্ধ পুষ্করিণী সংক্রামক জ্বরের প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিলেন না, কেবল স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সদস্যদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় পুষ্করিণী যথা স্থানে প্রস্তাব করিলেন। যে কয়েকটী পুষ্করিণী দেখিলেন, তৎসমস্ত কি চির দিন ঐ ভাবেই থাকিবে, না, বুজাইয়া দেওয়া হইবে? পুরাতন পুষ্করিণী কি সংক্রামক জ্বরের কারণ নয়? যদি তাহাই স্থির হয়, তবে মরা গাঙ্গ ত উহার জন্মভূমি। যাহা হউক, কমিশনের কল্যাণে যদি মরা গাঙ্গটী কাটাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্থানীয় লোকের সমূহ উপকার লাভের সম্ভাবনা। পুরাতন পুষ্করিণীগুলির সংস্কার করা না করা সমান। অতএব উহা বুজাইয়া দেওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

আমাদের মিউনিসিপালিটীকে পুলিসের এত বাবুদ প্রতি বৎসর সাত হাজার টাকা প্রদান করিতে হইত, এজন্য স্থানীয় সাধারণ হিতকর কার্য্যের আবশ্যকতানুরূপ অনুষ্ঠান হইত না। এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ প্রায় সমুদয় মিউনিসিপালিটীকে পুলিসের ব্যয় ভার হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে আমাদের মিউনিসিপালিটীরও বার্ষিক সাত হাজার টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঐ উদ্বৃত্ত টাকায় মিউনিসিপালিটী কি কি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তৎসমস্ত বিবেচনা করিবার জন্য বিগত ৮ ই মার্চ সোমবার একটী বিশেষ সভাধিবেশন হয়। ঐ সভায় কাপ্তেন [illegible] চেয়ারম্যান ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান বাবু [illegible] করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমাদের মাননীয় কমিশনর বাবুরা বুদ্ধির জোর দেখাইবার জন্য আপনাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান মনোনীত করিয়া সভার কার্য্য করিয়াছেন। আইন অনুসারে ঐ সভার কার্য্যকলাপ অসিদ্ধ, অতএব চেয়ারম্যান ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান বাবুকে লইয়া বিগত ১৩ ই মার্চ সোমবার একটী বিশেষ সভাধিবেশন করা হইয়াছে। এই সভায় পূর্ব্ব সভার কৃত কার্য্যকলাপ সংশোধিত হইয়া চেয়ারম্যান বাবু যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তৎসমস্ত বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

জাহানাবাদ হইতে আমরা কোন প্রামাণিক ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, সেখানকার স্থানের জাইণ্ট সোলের ডেড কনষ্টেবলের অত্যাচারে স্থানীয় লোক সর্ব্বদা জ্বালাতন হইয়াছে। গাদি সিউলী নামী একটি স্ত্রীলোক উক্ত হেড কনষ্টেবলের অত্যাচারে দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩। ৩৫৪। ৩৪০ ধারার বিধানে মহকুমার বর্ত্তমান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। বিচারের ফলাফল পরে জানাইব।

কালনা।

কালনা মুনসেফী জেলার অন্তঃপাতী সমস্ত গ্রামের অবস্থা সংবাদপত্রে অতি শোচনীয়রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। আজকাল এখানে প্রবল পশ্চিম বায়ু বহিতেছে, কোথাও কোথাও আগুন লাগিবার সম্ভাবনা। উক্ত দিবস গোপালপুর গ্রামে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ জ্বলিয়া মরিয়া গিয়াছে। যদি পুলিস কিঞ্চিৎ তাগিদ করিয়া প্রতি গৃহস্থদিগকে আপন আপন গৃহের উপর জলপূর্ণ কলসী রাখাইয়া দেন, তবে অগ্নি নিবারণ সহজেই হইতে পারে। এখানকার প্রধান অসুবিধা জলকষ্ট। অনেক স্থলেই পুষ্করিণী নাই এবং সর্ব্বত্র নদী ও ইন্দারা নাই। কেবল একমাত্র কূপই ভরসা। অগ্নি লাগিলে কূপ হইতে জল তুলিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হয়। তবে একটী উপায় আছে যে কূপ হইতে আপন আপন বাটীর নিকট গর্ত্তের যদি এক একটী গড়খানা করিয়া রাখা হয়, তবে অতি শীঘ্র জল আসিতে পারে, এবং আগুন লাগিলে জলের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। যদি এটী সদ্যুক্তি হয়, তবে ইহার প্রচলনে সকলের মনোযোগ করা উচিত।

আলাহাবাদ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম মিওরের শাসনকাল অতীত হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে তিনি বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিবেন। এতদুপলক্ষে বিগত ৮ ই মার্চ সোমবার অপরাহ্নে গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী ভোজ হইয়াছিল। উক্ত ভোজে এ প্রদেশের সকল সিবিলিয়ান নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলই আনীত হইবে।

[illegible] সরকারি সম্বন্ধে লোকের আশা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে [illegible]। [illegible] [illegible] শেষ কালে হইয়াছে এক একটী প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়াছেন। [illegible] [illegible] হউক বা না হউক, অনেক সময়ে ভোজের উদ্দেশ্য নিতান্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এরূপ [illegible] যে নিতান্ত ... করিয়া থাকেন না। এবারও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এদেশে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তার্থ তাহার স্থূলবিষয়ের কতক কতক অংশ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

লেঃ গবর্ণর সিবিলিয়ানদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রথমে বলিলেন যে তিনি দীর্ঘকাল হইতে এ প্রদেশে আছেন, এবং তিনি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেন। তদনুসারে তিনি তাঁহাদিগকে "পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিবার যোগ্য। এই নিমন্ত্রণে তাঁহারা সকলেই সমাগত হইয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, [illegible] আর যে কখন তাঁহাদিগকে একস্থলে একরূপ সমবেত হইতে দেখিবেন তাহারও আশা নাই। তিনি সিবিলিয়ানদিগের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এই নিয়মিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশেই এরূপ আছেন যে সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা অনেকেই মেটকাফ, লিকেটন এবং টেম্পল সাহেবদের ন্যায় মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদিত করিয়া সুবিমল যশোরাশি বিস্তৃত করিতে পারিবেন; কিন্তু এ স্থলে যে সকল অতীত লোকদের কথা উত্থাপিত করা, তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি যে ছয় বৎসরকাল এপ্রদেশ শাসন করিয়া আসিয়াছেন, তৎকালে তাঁহারা যে অশেষ সাহায্য ও সহকারে তাঁহার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই সকল কার্য্যের জন্য সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ প্রদান করাই তাঁহার এই আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য। আগ্রার মিউনিসিপাল কমিটিতে গবর্ণর জেনেরল মহোদয় একবৎসরের ১৮৭৭—৭৮ সালের চুক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সকলের স্মরণ থাকিতে পারে। এইরূপ নানা বিষয় অনুধাবন করিয়া সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারেন যে তিনি শাসন কার্য্য বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, আর ভবিষ্যতে যদি কখন এই সুশাসনের কথা উত্থিত হয়, তখন তাঁহারা (সিবিলিয়ানেরা) এই মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন যে "ইহা আমরা করিয়াছি।" উক্ত চুক্তিক সমস্ত তাঁহারা এতাদৃশ আন্তরিক ও সবিশেষ উৎসাহসহকারে লেঃ গবর্ণর সাহেবের সর্ব্বাঙ্গীন সহায়তা না করিলে ইহার পরিণাম কখনই এরূপ সন্তোষজনক হইত না এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার কার্য্যকারিতার এরূপ হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিতেন না। যাহা হউক, তাঁহাদের ন্যায় অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণকে শাসন করা সামান্য শ্লাঘার কথা নহে; আর ইহাও ভাবিতে হইবে যে এই ছয় বৎসরকাল এতাদৃশ অসামান্য ব্যক্তিদিগের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকা, তাঁহাদের বিশ্বাস রাখেন, ও তাঁহাদের নিকট সম্মানিত হওয়া অল্প লোকের বিষয়। একজন কবি বলিয়াছেন, যে "রাজা এক ব্যক্তিকে নাইট, ব্যারনেট বা লর্ড করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এক জনকে সৎ লোক করিতে পারেন না।" এস্থলে আরও একটী কথা বলা হইয়াছে যে "রাজ্ঞী এক ব্যক্তিকে তোমাদের শীর্ষ-

স্থানীয় করিয়া দিতে পারেন, তিনি এক জনকে লেঃ গবর্ণর করিতে পারেন; কিন্তু এই বিষয়টী তাঁহার সাধ্যের অতীত—তিনি এমন একটী লোক দিতে পারেন না যে তোমরা সকলেই তাঁহাকে সম্মান কর। তবে যে পর্য্যন্ত না উক্ত ব্যক্তি স্বীয়কার্য্যদ্বারা পবিত্রতা প্রদান করিয়া তোমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাঁহাকে সম্মান করিতে পার না।" লেঃ গবর্ণর স্যার জর্জ কুপারকে বিদায় দানার্থ তাঁহারা যে নানা স্থান হইতে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ শ্লাঘা জ্ঞান করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার আজীবন স্মরণ থাকিবে। অতঃপর ইহা বলিতে পারা যায় যে "যে ব্যক্তি এরূপ সকলের নিকট অধিকতর সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, তাহার যাহাই কেন দোষ থাকুক না, ভবিষ্যতে এরূপ কেহ বলিতে পারিবেন না যে তাহার নাম অসির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল অথবা তাহার দ্বারা কোনরূপ রক্তপাতাদি হয় নাই।"

বোধ হয় এতক্ষণে পাঠকেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গবর্ণর স্যার জর্জ কুপার সাহেবের বক্তৃতার অভিপ্রায় মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু কথা এই, তিনি কেবল তাঁহার সিবিলিয়ান ভ্রাতাদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে নিজ মুখে স্বীয় গুণগরিমা প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। আবার অন্য দিকে সিবিলিয়ানেরাও তাঁহাকে তদনুরূপ স্তুতিবাদ করিতে বিমুখ হন নাই। এ পদ্ধতিটী ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই! তিনি যে কয়েক বৎসর এতদঞ্চলের ভূস্বামী হইয়াছিলেন, তাহার মঙ্গলোদ্দেশে কি কি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চলিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার বিষয়। সত্য বটে তাঁহার শাসন সময়ে দুর্ভিক্ষ হয়, এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দান কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছেন; কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় যে যদি ষ্টেটসম্যান পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক নাইট সাহেব না থাকিতেন, তাহা হইলে উক্ত ঘটনা আরও সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হইত, এমন কি দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারিত! যাহা হউক, এক্ষণে তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিলেন এবং স্যার এ, সি লায়াল উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দেখা যাউক, এখন এ প্রদেশের লোকের ভাগ্যে কিরূপ ফল ফলে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৶০ আনা; ৶০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৮৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার দোষ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। অপরিমিত শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডুরোগ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের দীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্হিত হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝনঝনানি, আধকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বেদনা ও সর্দ্দিকাশি এবং কর্ণে পূঁযপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও

সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টি-সাধন করে ও এমনকি নিয়মিত করিয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাস ঘৃত।

সকলপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু বা অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার বাতরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার সন্ধিবাত এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষো-বেদনা, পার্শ্বশূল, অর্দ্দিত, জ্বর, খালধরা (অর্থাৎ বায়ুনাড়ীতে জোড়া আবদ্ধ হইয়া অতিরিক্ত যাতনা) কাঁপুনি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি করিয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মুদ্রা নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

—:o:—

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন কোন উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রকৃচ্ছ্র দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা যায়। ফলতঃ সেবনীয় বটে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাওয়া যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ৩ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত।

কলিকাতা, বেনারস।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।

সাধ্যাসাধ্যো মুহূর্ত্তেন ন রোগো যুক্তিতঃ বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্য-রূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠশোধক বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

কাল মেঘ নির্য্যাস ১ বোতল ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৪ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, বাত-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজ্যে সহজেই করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, প্লীহা, কামাইলা, কাশ ও নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আনয়ন করিয়া ঐ স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরাজের ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া। ৪ আউন্স ৺, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৷৵০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—পাঁইটা		১০
" "	মহেন্দ্রনাথ দাস—চাকুদহ	৭৷০
" "	হারাধন মুখোপাধ্যায়—পাত্রসা	৬
" "	চন্দ্রকান্ত ঘোষ—বহরমপুর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্রীমৎকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, মনিঅর্ডার, বা দি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকেট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ও তৎপরে প্রতিবার ৵১০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে চাংড়িপোতা কল্পতরু যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্ ১৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৫ ই চৈত্র। ইং ১৮৮২। ২৭ এ মার্চ্চ। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অনগ্রিম [illegible] মাশুল সমেত বার্ষিক ১১ টাকা [illegible]।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত নাটকগুলি সংস্কৃত ডিপজিটরি, ক্যানিঙ্গ লাইব্রেরি প্রভৃতি পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্বপ্নময়ী নাটক—(নব প্রকাশিত) মূল্য ১৷০
সরোজিনী ঐ ১৷৵০
পুরুবিক্রম ঐ ... ... ১৲
অশ্রুমতী ঐ ১৷০
এমন কর্ম্ম আর করব না (প্রহসন) ৷৵০

এইচ, সে, এণ্ড, কোং।

১০ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধি দ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার মাল মোহর, ছাপখানা, নামের কার্ড, আমার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত হওয়া যায়।

পারারোগারোগ্য সমাচার।

"শিবাজ্ঞঘৃত শরীরস্থ পারা নাশকের অব্যর্থ মহৌষধ কি না, তাহা এই নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা বিবেচিত হইবে।

"শ্রীযুক্ত বাবু কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত "শিবাজ্ঞ ঘৃত আমার জ্যেষ্ঠের ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পারা-রোগে ব্যবহারে আশ্চর্য্য আরোগ্য দেখিয়া, ইহা যে শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি জানিবেন ইতি তাং ১৪ ই ফাল্গুন সন ১২৮৮ সাল শ্রীমাধবচন্দ্র দাঁ। ঠিকানা সুবের বাজার, বাগবাজার কলিকাতা।

মহাশয়! দুই বৎসর অতীত হইল আমি আপনার শিবাজ্ঞ ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। রোগী এই ঘৃত ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া এই দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, আর যখন এতাবৎকাল মধ্যে তাঁহার গাত্রে পারা-রোগের চিহ্ন কিছুই প্রকাশ হয় নাই, তখন ইহা যে পারানাশকের অদ্বিতীয় মহৌষধ তাহাতে আমাদিগের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তাং ১ লা ফাল্গুন সন ১২৮৮। শ্রী অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা, মাননীয় সার ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের ষ্টেটের ম্যানেজার। পাথুরিয়া ঘাটা কলিকাতা।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাবে শাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত-প্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক.

আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, [illegible] শিরঃপীড়া, বাত, পারারোগ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ দুর্ব্বল ও অকর্মণ্য হউক না কেন, ইহা সেবনে শরীর শুদ্ধ ও রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কডলিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রহস্য!!!—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ১৸৵০ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস [illegible]

(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বান টালা ২ নং কার্য্যালয়।

প্রেরিতপত্র

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির।

জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ভারতবাসিদের একটী প্রাচীন কৃতি ও কীর্ত্তি। উহার গঠননৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অনেকে বিবেচনা করেন গ্রীসদেশীয় শিল্পী দ্বারা ঐ মন্দির গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু বাস্তবিক সে অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অদ্যাবধি আগ্রা এবং জয়পুরে সুনিপুণ ভাস্করেরা চমৎকার প্রস্তরের কার্য্য করিতেছেন। জয়পুর রাজ্যের সমাধি মন্দিরগুলি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, ইউরোপেও তাদৃশ পরিষ্কার কার্য্য অদ্যাবধি সম্পন্ন হয় না। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরও প্রায় তদ্রূপ একটী উপাদেয় সামগ্রী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুদিগের এই পুরাতন কীর্ত্তিটী লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর এবং তন্মধ্যস্থ দেবমন্দিরগুলির অনেক দিন পর্য্যন্ত সংস্কার হয় নাই। এক্ষণে সেগুলি জীর্ণাবস্থাপন্ন, জঙ্গলতায় আচ্ছন্ন, এবং পতনোন্মুখ হইয়া দর্শকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। এতদবস্থায় সংস্কার না হইলে তাহা শীঘ্র ভূমিসাৎ হইবে, সন্দেহ নাই। প্রধান মন্দিরটীরও অবস্থা ভাল নহে, গে বৎসর উহার মধ্যদেশ হইতে একটী বৃহদাকার প্রস্তর স্খলিত হইয়া পড়ে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে উহার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। ন্যূনাধিক এক বৎসর গত হইল উহার মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বার জীর্ণতাবশতঃ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

পুরীর তত্ত্বাবধায়ক রাজা যে বৎসর দ্বীপান্তরিত হন। তাঁহার সন্তানটী নিতান্ত শিশু, অতএব রাজসংসারের কোন ব্যক্তির নিকটে এক্ষণে এ বিষয়ে উপকার লাভের প্রত্যাশা নাই। এ দিকে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ জগন্নাথদেবকে যাহা দান করিতেছেন, তৎসমুদায় সম্পত্তি মঠধারী বাবাজিরাই গ্রাস করিয়া ফেলেন। তাঁহারা অতুলধনসম্পন্ন, আবার এই সকল অর্থ লইয়া কেবল আপনাদের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন, প্রস্তরময় সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন, বহুমূল্য রথ ঘোড়া ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু যে দেবতার প্রসাদে তাঁহাদের ঈদৃশ প্রতিপত্তি, তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ নাই।

পূর্ব্বে পুরীতে উক্ত মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত একটী সভা সংস্থাপিত হয় এবং বিজ্ঞাপন পত্র মুদ্রিত করাইয়া সমাগত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে কেহই এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। সেকালের কাল পড়িয়াছে, এক্ষণে দেবদেবীর প্রতি আর কাহারও শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ভক্তিপরায়ণ কর্ত্তা কেহ যে এই সৎকার্য্যে অবধান করিবেন, সে আশা অনেক দিন অন্তর্হিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের একমাত্র ভরসা এই,—গবর্ণমেণ্ট আর্য্যদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছেন। যেখানে উৎকৃষ্ট মন্দিরাদি দেখিতেছেন, অর্থব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক তাহার সংস্কার করাইতেছেন। আমরা সেই আশায় উৎসাহান্বিত হইয়া প্রার্থনা করি, আমাদের দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট এই বহুকালের প্রসিদ্ধ মন্দিরটীর সংস্কার করাইয়া হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করুন। এ দিকে দেশীয় রাজা এবং জমিদারদিগকেও জ্ঞাত করিতেছি, হিন্দুগণের প্রায় সমস্ত কৃতি দিন দিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ ভিন্ন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের আর কোন সম্পত্তি নাই। অতএব তাঁহারাও এই সৎকার্য্যে আনুকূল্য করিয়া দেশের একটী মহৎকার্য্য রক্ষা করুন।

কটক
সম্প্রতি কলিকাতা } শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য্য।

গোবরডাঙ্গা।

যাঁহারা সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের নক্সা দেখিয়াছেন, তাঁহারা গোবরডাঙ্গার সন্নিকট রেলপথের বক্রতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন একমাত্র গোবরডাঙ্গাই এই বক্রতার কারণ। যাহার জন্য সরল রেলপথের এরূপ বক্রতা ঘটিল তাহা কিরূপ স্থান তাহা অল্প দিনের মধ্যে যতদূর জানিতে পারিয়াছি লিখিতেছি। বসীরহাট সবডিভিজনের মধ্যে লোকসংখ্যা বাণিজ্য ও সমৃদ্ধিতে গোবরডাঙ্গা অদ্বিতীয়। তবে বোধ হইতেছে এ স্থানটী রেলওয়ে কোম্পানির একটী প্রধান আড্ডা ও বিশেষ লাভের কারণ হইবে। গোবরডাঙ্গার বাহ্যরূপটাও দূর হইতে দেখিলে বড় মন্দ দেখায় না। কিন্তু যতই ইহার ভিতর প্রবেশ করা যায় ততই বিরক্তি জন্মিতে থাকে, কেন এমন হয় ক্রমে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

(বিদ্যালয়) গোবরডাঙ্গায় একটী ইংরাজি বিদ্যালয় ও খাঁটুরায় একটী বাঙ্গালা স্কুল আছে, উভয়ই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত। কিন্তু কোথাও আশানুরূপ ছাত্রসংখ্যা নাই। লোকের বিদ্যানুরাগহীনতাই বিদ্যালয়ের দুর্দ্দশার নিদান। এখানে যে সমস্ত ধনী মহাশয় আছেন, বিদ্যা তাঁহাদের ধনের হেতু নহে, সুতরাং তাঁহারা স্বীয় পুত্রদিগকে অধিক লেখাপড়া শিখান আবশ্যক বিবেচনা করেন না, সরকারি হাতের লেখা ও অঙ্ককষা শেষকরা শিখিয়াই ধনীসন্তানগণ ব্যবসায়কার্য্যে নিযুক্ত হন, এই নিমিত্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়া যায় না, সাধারণে তাহার সাহায্য করে না, এ দিকে সাধারণ পাঠশালার সংখ্যা ৫।৬ টী এবং তাহার ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ৩।৪ শত হইবে। কিন্তু উক্ত উভয় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা একত্রে দেড়শতেরও অল্প। গোবরডাঙ্গার জমিদার মহাশয়েরা অগত্যা বৃত্তি দিয়া বৈদেশিক ছাত্র আনয়ন করিয়া কোনক্রমে স্কুলের জীবন রক্ষা করিতেছেন!! যে স্থানে বিদ্যার এত অনাদর সে স্থানটী কেমন পাঠক মনে মনে তাহার চিত্র অঙ্কন করুন।

(নদী) বিশীর্ণদেহ, পঙ্কিল ও শৈবালাচ্ছন্ন। যমুনা অত্রত্য লোকের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। সমধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহার সংস্করণে কাহারও আন্তরিক যত্ন নাই। কাহারও মতে সংস্কার করিলেও অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আবার যে সেই হইবে, অতএব এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিড়ম্বনা মাত্র। আমি কিন্তু এ সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। বারোয়ারি, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন ও [illegible] হইতেছে। যদি এই সমস্তের কিয়দংশ বাঁচাইয়া প্রতি গৃহস্থের নিকট কিছু কিছু চাঁদা লওয়া যায় এবং তেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সকলে সমস্বরে ক্রন্দন করা যায় মনোরথ নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পরে পুনরায় কাটাইতে হইলেই বা দোষ কি? যদি তেমন আবশ্যক হয় তবে মন থাকিলে পুনরায় টাকার জোগাড় করা তখন অসাধ্য হইবে না। শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকিলে কিসের অভাব। পুনরায় সংস্কারের ভয়ে হাত পা ছাড়িয়া দিলে গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কোন কার্য্যই হয় না। আবার ক্ষুধা লাগিবে বলিয়া কে কোথায় আহার ত্যাগ করিয়া থাকে? শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু সুরথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে যমুনা সংস্কারের বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাদৃশ বড়লোক নহেন। যাঁহারা যত্ন করিলে দশজনকে একত্র করিতে পারেন তৎকালে তাঁহারা কোর্ট অব ওয়ার্ডে ছিলেন। ফলতঃ যতদিন গোবরডাঙ্গার জমীদার মহাশয়েরা সাধারণের ক্লেশে সহানুভূতি প্রকাশ না করিবেন ততদিন এ অঞ্চলের ভদ্রস্থতা নাই। জগদীশ্বর যাঁহাদের হস্তে বিপুল ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিয়া প্রজাক্লেশ নিবারণ করুন। এত ধনী থাকিতে কেন এখানকার লোক বিষ খাইয়া মরে? কেন সকলে স্বয়ং একমত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না?

এ সকল অপায় একমাত্র উচ্চ বিদ্যাহীনতা। যাঁহারা এত ও বিদ্যার প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সোমপ্রকাশ দর্শন করুন!

(রাস্তা) পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোনাগাছি একটী আবিদ্যাপ্রধান সমৃদ্ধ স্থান। অতএব ইহাতে লোকের ও গাড়ীর ভিড় যথেষ্ট। কিন্তু রাস্তার মত রাস্তা এখানে একটীও নাই। বলিকাতা সহরের অধিকাংশ নির্দ্ধা যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হয় সোনাগাছির দক্ষিণবর্ত্তী সরু রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে উহার উদাহরণ দেখা যাইতে পারে। ইহার পার্শ্বে উপরে ও যেখানে সেখানে প্রতিবর্ষে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার আঁক আখরা ও চিনির গাদা দেশলী বিশৃঙ্খলভাবে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সকল দ্রব্যের ও আলোনি গাছের অপূর্ব্ব গন্ধ আগন্তুক লোকে নাসিকা আবৃত না করিয়া চলিতে পারে না। যত দিনের পর চক্ষুর পুতি হইলে যে কি ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, পাঠক নিজে তাহা অনুভব করিয়া লইবেন, এই দুর্গন্ধের নিমিত্ত বাড়ির উৎপাতে দিবারাত্রে আমরা নিদ্রা নিয়ম রাখাও উপস্থিত হয়। কারখানার পার্শ্বে ও ভিতরে সর্ব্বদা প্রকাণ্ড কাঠের রাশি দেখিলে বোধ হয় এখানকার লোকে অগ্নি পুড়িয়া মরিলেও আর জানিতে পারে নাই অথবা জানিয়া অগ্নিদাহ অত্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পিতৃপিতামহের পুণ্য-প্রভাবে জীবিত অবস্থাপুরণ করিতে পারেন না!!

(পুল) সহরের সঙ্কীর্ণ খাতে কাষ্ঠনির্ম্মিত পাকা ভিত্তি বহুদিবস আছে। অনুমান হয় রাস্তা আবশ্যকমত মুখোপাধ্যায় পুলটী সংস্কার করিতে না করিতেই অকালে ভেঙ্গে পড়ে করিয়াছেন। কুল ডাকঘর প্রভৃতি সোনাগাছির সহিত কিছু প্রতিবন্ধ হয়ে আছে, সকলই ইহার প্রসাদে। [illegible] উপরিভাগের জন্য [illegible] অধিকাংশ হইয়াছেন, কিন্তু [illegible] কীর্ত্তি সম্পূর্ণ করিতে [illegible] অবকাশ নাই। পুলটি সম্পূর্ণ হইলে বাজারের [illegible] বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

বাজার। [illegible] বাবু সময়ে ইহার বিশেষ উন্নতি ছিল। এখন [illegible] [illegible] বাজারে [illegible] [illegible] বাজারে [illegible] [illegible] আসেন না, সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] বুঝিতে পারেন না। [illegible] কেবল এ বিষয়ের [illegible] দেখিলে [illegible] বর্ত্তমান সভাপতি-মহাশয়ের একটী চাঁদনী করা একান্ত আবশ্যক। পুল হইলেই বোধ হয় বাজারের সুবিধা অনেক হইতে অসম্ভব হইতে পারে।

অধিবাসী। বিদ্যালয় [illegible] অধিবাসীর চরিত্র একপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে আর দুই চারিটী কথা বলিতেছি। ইহার অধিকাংশই নিতান্ত স্বার্থপর, সাধারণের কার্য্যে ইহাদের দৃষ্টি নাই। সাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করে না। তবে যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাদৃশ কোন লোক বড় কথা [illegible] কিছু [illegible] না করিয়া দান করিতে উদ্যত হয়। সেবার [illegible] একটি স্কুলের জন্য সোনাগাছির নিকট চাঁদা আদায় হইয়াছিল!! এখানকার লোকের অত্যন্ত ভীরু স্বভাব, যাতে বরাবরই পড়িতে হয় এমন অতি সামান্য বিষয়েও জলে অনেক গোলমাল করিতে পারে।

সোনাগাছির দক্ষিণভাগ অতিশয় রমণীয়। বাবুর বাটী, তাঁহাদের পুষ্পোদ্যান, দেবালয়, স্কুল, ডাক্তারখানা, পুলিশ ও ডাকঘর সমুদায়ই এই ভাগে অতি পরিষ্কাররূপে সংস্থাপিত। পুলিশ ও ডাকঘর পাকা হইলে দেখিতে আরও সুন্দর হইবে। পুলিশের সমুখবর্ত্তী স্থানের প্রাচীর মধ্যে [illegible] উচিত। এই স্থানে সদা বাড়ি সাহায্যকারক দুর্গন্ধ প্রভৃতি কোন আপদ নাই।

কোন রেলওয়ের কর্মচারী।

জেহানাবাদ রেলওয়ে।

বিগত ২৩ এ ফাল্গুনের সোমপ্রকাশের সংবাদ-স্তম্ভে দৃষ্ট হইল যে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার লোকেরা তারকা হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জেহানাবাদ পর্য্যন্ত একটি শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য মহামান্য লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন, ইহা যে অতিশয় আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট যে সকল রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ আছে কি না? আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সামরিক কার্য্যের সুবিধা ও [illegible] পথ পরিষ্কার হইবে বলিয়া [illegible] রেলওয়ে সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলে উক্ত দুই [illegible] [illegible] [illegible] করিবে, আমরা ত [illegible] কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। [illegible] লক্ষ টাকা আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশ টাকাও কি স্বার্থ রাস্তা ও পুল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যয় হইয়া যাইবে, ইহাতেও সম্মত হইবে কি না, সন্দেহ। এই ২৬ লক্ষ টাকায় যদি এই ৪০ মাইল রাস্তাটি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে ২০ বা লক্ষ [illegible] এই রেলওয়ে (সুদসহ পরিশোধ করা দূরে থাকুক) ইহার সামান্য খরচ সংকুলান করিতে পারিবে না। কারণ, তারকা, বাঙ্গালা ও মিদনাপুর ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দিয়া এই রেলওয়ে যাইবে, তথায় বাণিজ্য [illegible] নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কয়েকজন মাত্র আরোহী [illegible] ভরসায় ইহা যে অধিকাংশ [illegible] রেলওয়ে হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? এই জন্য আমরা বলি যে, যদি গবর্ণমেণ্ট উক্ত দুই জেলার লোকের প্রতি সদয় হইয়া উক্ত রেলওয়েটি প্রস্তুত করিয়া দেন, তবে তারকা হইতে উহা বর্দ্ধিত না করিয়া সেওড়াফুলি বা বৈদ্যবাটী হইতে বর্দ্ধিত করুন। ইহাতে তাঁহাদের বিস্তর লাভ হইবে এবং উভয় জেলার লোকেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। বৈদ্যবাটীর নিকট পশ্চিম ভাগকুলির মাঠে মহাত্মা ৺ গোবর্দ্ধন রক্ষিত মহাশয়ের নির্ম্মিত একটী সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত পথ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে, আজকাল উহাতে আর লোকের গমনাগমন নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি সেই রাস্তার সাহায্য করিয়া বৈদ্যবাটী হইতে কোতরঙ্গ, দুর্গাপুর, সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল, [illegible], [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি দিয়া ঐ শাখা রেলওয়েটি জেহানাবাদ পর্য্যন্ত লইয়া যান, তাহার মধ্যে প্রায় কোন স্থানেই পুল নির্ম্মাণ করিতে হইবে না। ইহাতে বোধ হয় [illegible] লক্ষ টাকাতেই রাস্তা প্রস্তুত হইতে পারিবে। [illegible] [illegible] এবং একটী [illegible] [illegible] ইহার উভয় পার্শ্বে আমাদের [illegible] লোকের বসতি [illegible] আছে, [illegible] [illegible] অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবে না। [illegible] বিস্তর [illegible] [illegible] [illegible] ও ব্যবসায়ী অধিক বা অন্যান্য রেলওয়ে অপেক্ষা [illegible], পাঁচ গুণ [illegible] বাড়িয়া এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছে। [illegible] বাণিজ্য [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার সংখ্যা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই রাস্তা দিয়া [illegible] পাঁচ ছয় লক্ষ লোক [illegible] [illegible] [illegible] রেলওয়ে হইলে যে এই সকল লোকের অতীব সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য, এবং [illegible]

লখ-টেকস বিশেষরূপে লব্ধ হইবে। এই জন্য আমরা বিনীত বচনে আমাদের মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি অন্যগুলি না হউক অন্ততঃ হইলে এই রেলরোডটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া অন্ততঃ এই দুই জেলার লোকের চিরস্মরণীয় হউন।

উপসংহারে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ লোকের দ্বারা আমাদের কথার সত্যাসত্যতার অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন।

১৪ ই মার্চ ১৮৮২। } একান্ত বশম্বদ
শ্রীতারাপদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

১৫ ই চৈত্র সোমবার।

হঠাৎ গ্রীষ্মের কেন না পর্ব্বতযাত্রা ?

দাঁড়ের ওকাজ আর ঋতু পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের পক্ষে এই উভয়ই সমান। শীতঋতু অন্তর্হিত হইল, সূর্য্যদেবের উত্তাপ প্রখর হইয়া আসিল,—ভারতের অস্বাস্থ্যের ব্যাধিবিধি উপস্থিত, জলস্রোতের ন্যায় টাকা খরচ হইতে লাগিল, রাজপুরুষেরা সুরম্য শৈল শিখরে গিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। আবার গ্রীষ্ম বর্ষা শরতের অন্তরে ধীরে ধীরে সকলে পুনঃ নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। এই যে গ্রীষ্মকাল আসিয়াছে, ভারতের বুক চিরিয়া টাকা বাহির করিয়া দিউন, নতুবা সুখবিলাসী পুরুষদিগের উত্তপ্ত দেহ সুশীতল হয় কই ?—সময়ে আপনার মস্তক আবার মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া উঠিতেছে। পাঠক! বলিতে পারেন, এ পদমর্য্যাদা কিসের ? সাহেবেরা শীতপ্রধান স্থানের লোক, তাঁহাদের জন্মভূমি চিরনীহারাচ্ছন্ন, সেখানে সতত হিমাক্ত শীতল সমীরণ বহিতেছে, ভারতবর্ষের অনলবর্ষী উষ্ণ বায়ু তাঁহাদের সহ্য হয় না, তজ্জন্য কি তাঁহারা শীতল শৈল শিখরে আরোহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন ? স্বত্ব বটে, কিন্তু সেটী স্থানের স্বত্ব নয়,—মনে মনে বুঝিয়া দেখুন, এটী পদের স্বত্ব, এটী একপ্রকার পদমর্য্যাদা। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে গ্রীষ্মকালে শীতল শৈলচূড়ায় গিয়া অবস্থান করিতে হয়, না হইলে বোধ করি কোনরূপ অবমাননা আছে। পদমর্য্যাদা,—এটী পদের স্বত্ব কেন বলিতেছি ? পাঠক! দেখিতেছি, তাই এমন কথা বলিতেছি। শুনুন দেখি কথাটা কি অন্যায় ও অসঙ্গত হইতেছে ?

মহাত্মা ইডেন সাহেব আমাদের অনেক কালের পরিচিত লোক। আমরা তাঁহাকে বারাসতের কলেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়াছি। তৎকালে তিনি বঙ্গের প্রিয় সুহৃৎ পরম হিতৈষী ছিলেন। আমরা সরল বদনে তাঁহার গুণানুবাদ করিতাম। কই,—তখন ত সেই মানুষ, সেই শরীর,—এত স্বত্ব ত লাগিত না ? তিনি অন্যান্য অনেক জায়গা করিয়াছেন, এ দেশে অনেককাল আছেন;—কই তখন ত শৈলবিহারে যাইতেন না ? বলুন দেখি, তিনিও ইংলণ্ডনিবাসী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের তখন এ স্বত্ব কোথায় ছিল ? আমরা জানি না, আপমান-বদ্ধ সংবাদের তাহার নিদর্শন পাই না। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদ পাইলেন, আর অমনি গ্রীষ্মে পদমহিমা, শরীর অস্থির হইয়া উঠিল,—শৈলশিখরে থাকিতে না হইলে আর প্রাণ বাঁচে না। বলুন দেখি, তবে কি এটী পদমর্য্যাদা নয় ?

আমরা দেখিতেছি, এই পদমর্য্যাদাই ভারতবর্ষের বিনাশহেতু হইয়াছে। যিনি চিরকাল গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য সহ্য করিয়াছেন, আর পাঁচ বৎসরকাল যে তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ইহা কখন সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, প্রধান ব্যক্তি চলিলেন, তৎসঙ্গে তাঁহার অনুচরবর্গ চলিলেন, তাঁহাদের পাথেয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়, এই সমস্ত অর্থ ঘটে ভারতের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে এই প্রস্তাব লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও এই অর্থের ব্যয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত। কিন্তু দুঃখের কথা, আমরা শুনিতেছি এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীর প্রতিই অধিক কড়াকড় করা হইতেছে। তাঁহারা যে যথার্থ যাতায়াত মাত্র টাকা পাইবেন, তদ্বিষয়ের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই প্রবাদটী আদৌ মিথ্যা হউক। কারণ, ইহাতে দুটী অনিষ্ট ঘটিতেছে। এক অনিষ্ট এই, গবর্ণমেণ্ট যখন ব্যয় সংকীর্ণ করিবার কল্পনা করেন, তখনই প্রায় এতদ্দেশীয় হতভাগ্য ব্যক্তিদিগেরই প্রথমে প্রাণসংশয় হয়, সুতরাং সেটী গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কের কথা। দ্বিতীয় অনিষ্ট এই, এদেশীয় কর্ম্মচারিগণ যৎসামান্য বেতন পাইয়া থাকেন। সে কারণ তাঁহাদিগকে উপযুক্ত টাকা না দিলে শৈলবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। শৈলারোহণ এককালে নিষিদ্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোন্ কালে যে এই আশা ফলবতী হইবে আমরা তাহা বলিতে পারি না। সিমলায় গবর্ণর জেনেরলের বাস যখন নির্দ্দিষ্ট হইলে এবং কলিকাতা নির্বাসোন্মুখ হইয়া পড়িবে, সিমলাই ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী হইয়া উঠিবে। তখন ইচ্ছামতঃ পরিভ্রমণের বাস বাহুল্য হইয়া আসিবে। যাহা হউক, এখন আমরা ভবিষ্যৎ শান্তিকামনায় অপলাপ করিতে অভিলাষ করি না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার বিধি ব্যবস্থাপিত করুন যে, এতদ্দেশীয় লোকমাত্রেই শৈলগমনের যাবতীয় ব্যয় ভার পাইবেন। কারণ, শৈলগমনে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে এ সম্বন্ধে এক কপর্দ্দকও দেওয়া হইবে না। কারণ, তাঁহারা নিজ স্বার্থের নিমিত্ত শৈলবাস করেন; তাহাতে রাজ্যের কোন উপকার নাই। যে কার্য্যে রাজ্যের উপকার নাই তজ্জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। যদি এমন বিবেচনা করেন, ভারতবর্ষের জলবায়ু ইংলণ্ডবাসিদিগের পক্ষে অনিষ্টকর, সুতরাং স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে না পাইলে কোন সম্ভ্রান্ত লোক এদেশের রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়া আসিবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ আশঙ্কা সমূলক নহে। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অসংখ্য ইংরাজ ভদ্রসন্তানেরা বিলক্ষণ সুস্থ শরীরে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের ত প্রায় কোন পীড়া হয় না। তবে কয়েকজন গবর্ণর জেনেরল এ দেশ হইতে রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে অনেকেই ভীত হইতে পারেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের আয়ুঃ হ্রাসের অন্য কারণ দেখিতেছি; এতদ্দেশে আসিয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই আপন গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, নির্ম্মল বায়ু সেবনের নিমিত্ত বহির্গত হইতে পারেন না, সুতরাং শরীর সুস্থ থাকে না। প্রাতঃতে এবং সন্ধ্যাতে উপযুক্তরূপ বায়ু সেবন করিলে অবশ্যই দেহ সুস্থ থাকিতে পারে। প্রাসাদের উপর বায়ু সেবন করিয়া তাদৃশ উপকার হয় না। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গদেশে গবর্ণর জেনেরলের যেমন আবাসস্থান আছে, উহা ঠিক তদ্রূপ থাক্; সিমলায় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৃথা অর্থ ব্যয়ের কিছুই আবশ্যকতা নাই। রাজপ্রতিনিধি মধ্যে মধ্যে দার্জ্জিলিঙে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই তাঁহার শরীর অক্ষুন্ন থাকিবে। এদিকে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর শৈলগমনের কোন প্রয়োজন নাই। এই উপায় অবলম্বন করিলে বিস্তর অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

দেশীয় রাজাদের সেনাদল।

পাওনিয়র পত্রিকাখানি থাকিয়া থাকিয়া এক একবার নিদ্রাঘোরে প্রলাপ দেখিয়া কুকুরে চীৎকার করিয়া উঠেন। সম্প্রতি কাগজে একটী অসঙ্গত

আশঙ্কা করিয়া আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারি না। এতদ্দেশীয় রাজগণের নিকট কয়েক পল্টন মাত্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহি আছে. সারজিয়র বলেন কোন কালে এই সমস্ত সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করিতে পারে। এই আশঙ্কাটি যার পর নাই বিস্ময়কর। যাঁহারা এ দেশে অবস্থিতি করিয়া এতদ্দেশীয় লোকের আচরণ ও মনোগত ভাব বুঝিতে না পারেন, এমন গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। তদ্দ্বারা সকলেরই ঘোর অনিষ্ট হয়। লেখকের এবম্বিধ ভয় ও সন্দেহ দেখিয়া আমাদের একটী কৌতুকাবহ গল্প মনে পড়িয়া গেল। একস্থানে যাত্রাদলের সংগীত হইতেছিল; গায়কেরা চামর দুলাইয়া, মাথায় ঝমাঝম শব্দ করিয়া, ছুপ্ ছুপ্ পা ফেলিয়া লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পালা গাইতেছিল। ইত্যবসরে তথায় এক অতিথির উপস্থিত হইয়া গায়কদিগের বীরবেশ এবং সমর সজ্জা দর্শনে ক্রোধভরে বলিল,—"যাও যাও, লক্ষ্মণ বধের জন্য তথায় ছুটিয়া রামচন্দ্র সকলি করেছিল, তোমরা আবার চামর দুলিবার আবশ্যক কি করিবে?" পড়ুন। সারজিয়রের আশঙ্কাকলহ আমরা ঠিক তদ্রূপ দেখিতেছি। যখন ব্রিটিশ প্রতাপ এদেশে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, ইংরাজদের সঙ্গে যখন এদেশীয়দের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ঘটে নাই, তৎকালে এদেশীয় রাজগণের বল বিক্রম অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন তাঁহারা শত ইংরাজের অনিষ্ট করিয়াছেন, যে এখন আবার সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাদের উপর উৎপীড়ন করিবেন। এপ্রকার প্রলাপবাক্য শুনিলে অনেকেই আমাদের লজ্জা বোধ হয়।

যে সকল বৈদেশিক ব্যক্তির মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হয়, আমরা আহ্বান করিয়া বলিতেছি তাঁহারা অতীতসাক্ষী ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন,—ভারতবাসীদের চরিত্র এবং প্রকৃতি নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিবেন। আমরা নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহাদের মনের সংশয় এককালে তিরোহিত হইবে। মুসলমান সম্রাটের শাসনকালে এদেশীয় অনেক নরপতির সৃষ্টি হয়। সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন ইহা নাম মাত্র, পরন্তু অন্তঃপুরে অপ্সরা তুল্য যোষিদ্গণের পরিবেষ্টিত থাকিতেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার অবকাশ অবসর পাইতেন না। এক একটা প্রদেশে শাসনকর্ত্তা থাকিতেন, তাঁহাদেরও কর্ত্তৃত্ব অনেকাংশিক। সকলেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ বিলাস বুঝিতেন, রাজকার্য্যে কদাচিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন বলিলে অন্যায় হয় না। তাঁহাদের নিকট বিস্তর সৈন্য থাকিত, নবাবের কিম্বা সম্রাটের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা স্বয়ং সসৈন্যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, বীরসিংহপুরের রাজগণ সর্ব্বদাই মুর্শিদাবাদের নবাবকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। বর্দ্ধমানের এবং নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র মীরাণ নবাবের বিস্তর সহায়তা করিয়া স্বদেশে এতাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আকবরের যাবতীয় সেনা মহারাজ মানসিংহের অধীনে ছিল। মুসলমান নবাব এবং সম্রাট অত্যাচারী না হইলে তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপরবি কস্মিনকালে অস্তমিত হইত না। কিন্তু সামান্য কারণ বাকি পড়িলেও তাঁহারা জমিদারদিগের প্রাণবধের আজ্ঞা দিতেন, তজ্জন্য কখন কখন গোলযোগ উপস্থিত হইত, নতুবা এদেশীয় রাজগণের রাজভক্তির তুলনা নাই।

আমরা অধিক দিনের কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, অন্যের কথা উল্লেখ করিয়াই বা ফল কি? পূর্ব্ব হইতেই এদেশীয় রাজগণ ইংরাজদিগের প্রাণপণে কতদূর সহায়তা করিয়াছেন, তাহা কে বিস্মৃত হইয়াছে? বলিতে কি সিন্ধিয়া, হাইদ্রাবাদ, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের ভূপতিদিগের নিকট ইংরাজেরা অনেক বিষয়ে ঋণী আছেন। কাবুল যুদ্ধে, ভোটান যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ সবিশেষ আনুকূল্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের সৈন্য ও সমরোপকরণ কমাইয়া দিলে কেবল যে কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হয় এমন নহে, কেবল দেশীয় রাজগণকে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া হয় এমন নহে, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও সমূহ ক্ষতি আছে। বলিতে হয় না, কিন্তু উপলক্ষক্রমে বলি তাহাতে অপরাধ নাই,—ইতিবৃত্তে দেখাইয়া দিউন, কোথায় কোন জাতির প্রতাপ চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। যে রোমক পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছেন, তাঁহার অপ্রতিহত প্রতাপ বিনষ্ট হইবে, কাহার এমন বিশ্বাস ছিল? দিনের দিন মনে করুন, এক কালে তাঁহার বল বীর্য্য অবসন্ন হইয়া পড়িবে? আজ ইংরাজরাজ চতুর্দ্দিকে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার সুখসম্পত্তি দর্শনে ইউরোপীয় রাজগণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছেন, এক দিন তাঁহারা যে এদেশ আক্রমণ করিবেন না, তাহা কখন সম্ভাবিত নহে। কিন্তু দেশীয় রাজগণের সর্ব্বদা সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করিতে পারিবেন এবং আত্মরক্ষায়ও সমর্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে সহায়শূন্য এবং দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মহা কষ্ট পাইতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া আবশ্যক; তাঁহারা রণনিপুণ হইলে, তাঁহাদের প্রচুর সমরোপকরণ থাকিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অসময়ে ভূরি উপকার লাভ করিবেন। তাহা বাহুল্যরূপে ক্ষতি হইবে না, অথচ তাঁহারা প্রয়োজনানুরূপ বিস্তর সৈন্য পাইবেন। এদেশীয় লোক প্রজাবর্গ বিনাশে নীতিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা সাবধানতা কার্য্য করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজগণের সঙ্গে বিশ্বাস রক্ষা করিলে কোন আশঙ্কা নাই, এ কথা আমরা নিশ্চিত বলিতেছি। সারজিয়রের আশঙ্কা অনর্থক ও অমূলক। ভারতবর্ষকে দৃঢ় করিতে হইলে এখানকার সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এ দেশের লোকেরা শিক্ষিত হইলে এবং সামরিক কার্য্যে স্বাধীনতা লাভ করিলে এদেশীয় প্রতাপ কখনও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে না।

ভারতের অধিবাসীরা কি ইংলণ্ডেরই লাভের নিমিত্ত আছে?

লো সাহেব নিশ্চিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ইংলণ্ডের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে, ইহার অধিকারে ক্ষতি ভিন্ন লাভের লেশমাত্র নাই। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ৭০,০০০ সত্তর হাজার ইউরোপীয় সৈন্য এখানে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে ইংলণ্ডবাসীরা কিছুতে সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে না, সে কারণ বৎসর বৎসর এতসংখ্যক লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। সৈন্যদিগের বেতনাদি বাবদে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা প্রতিপাদন করা যায়, কিন্তু ইংলণ্ডের যে মনুষ্যগুলি এখানে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদিগকে কে প্রত্যর্পণ করিবে?

লো সাহেবের এই বাক্যগুলি কতদূর যুক্তিযুক্ত পাঠক! বিচার করিয়া দেখুন। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে ৭০,০০০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য নাই, গড়ে ৬০,০০০ ষাট হাজার ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ এখানে অবস্থিতি করিয়া থাকে। কিন্তু এই ষাট হাজার সৈন্য প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে আনীত হয় না এবং তাহারা এ দেশে আগমন করে, চিরকালের জন্য তাহারা এখানে বাস করে না। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলেই স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছে, অতএব এতদ্দেশের জল বায়ু অধিক দোষে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারাই প্রকৃত ক্ষতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের তুলনায় এখানে সৈনিক শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মৃত্যুসংখ্যা কত অধিক তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের শত করা দুই জনের মৃত্যু হয়, ইংলণ্ডে সুস্থকায় ব্যক্তিদের শতকরা এক জনের মৃত্যু হয়, অতএব ভারত

এ ইউরোপীয় সৈনদের মধ্যে প্রতি বৎসর ৬০০ জন লোকের মৃত্যু হইতেছে, স্বদেশে থাকিলে তাহাদের কেবল ৩০০ তিন শত লোকের মৃত্যু হইত। দেশের জল বায়ুর কথা আমরা অস্বীকার করি না, সকলেই আপন আপন জন্ম ভূমিতে সুখে থাকিতে পারে, পরন্তু ইংলণ্ডে অন্যান্য বহুবিধ মৃত্যুর কারণ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। অতীত বৎসর কেবল বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষে পূর্ব্বাঞ্চল ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় ছয় সাত লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। যাহারা কারখানার কার্য্য করে, তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকের নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়া থাকে, এমন কি কারখানার শ্রমজীবীদিগের গড়ে ৩৪ চৌত্রিশ বৎসর আয়ুষ্কাল নিশ্চিত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি সৈন্য শ্রেণীস্থ হইয়া এতদ্দেশে আগমন করে, তাহারা কিছু সম্পন্ন ব্যক্তি নয়। স্বদেশে থাকিলে তাহাদিগকে সামান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। অতএব ঐ সমস্ত সৈন্য ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিলে যে দীর্ঘায়ু লাভ করিত, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? এতদ্ব্যতীত আরও দেখুন, ব্রিটেন রাজ্যে দিন দিন জীবিকোপায় অতীব কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, অনেক লোক দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ করিতেছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন, মাতৃভূমিতে থাকিলে সেখানেও যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন, তাহারই বা আশা কি? আমরা যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, স্বদেশে তাঁহাদের সকলের অন্নসংস্থান হওয়া সুকঠিন হইত, অবশ্যই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশদেশান্তরে গিয়া পড়িতেন। আজ যদ্যপি ভারতবর্ষবাসী সমস্ত ইউরোপীয় এককালে ইংলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তথাকার যে কি দুর্দশা ঘটে বলিতে পারা যায় না। ইংলণ্ড বাসিগণ বাণিজ্য কার্য্যের অনুরোধে এবং অন্যান্য নানা কার্য্যের নিমিত্ত কত স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের কত শত দুর্ঘটনা ঘটে এবং এক এক স্থানে এক এক অনলসারী কার্য্যপলক্ষে কত লোকের মৃত্যু হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। বিবেচনা করুন তবে কি ভারতে লোক সংখ্যা ক্ষয় এত অধিক ও এত বিরুদ্ধ হইল?

আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি আর যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তগত না থাকিত, তবে তথাকার কি উদৃশ অভ্যুদয় লক্ষিত হইত? ভারতের সমস্ত ইংলণ্ডে নীত হইতেছে; এ দেশের পূর্ব্বতন রাজাদিগের গৃহে বহুমূল্য মণিমাণিক্য ছিল, ক্রমশঃ সমস্তই ইংলণ্ডের উদরস্থ হইল। পূর্ব্বে এ দেশে যে ধনৈশ্বর্য্য ছিল, কুত্রাপি তাহার তুলনা ছিল না, একণে ভারতের সেই সমস্ত সম্পত্তি ইংলণ্ডের করগত হইয়াছে। ভারতের অধিকারে ইংলণ্ডের লাভ নাই, এ কথা কি রূপে যুক্তিসঙ্গত বা শ্রবণযোগ্য?

ভারতবর্ষের জল বায়ুর দোষ দর্শাইয়া ইংলণ্ডবাসীরা সময়ে সময়ে অনেক প্রকার ভাণ করেন, মৌখিক অত আপত্তিই দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা বলিতে পারি ভারতের অধিকার ইংলণ্ডের গলগ্রহ নয়, এটী ইংলণ্ডের পরম সুসম্পদ। এখানে কত শত ইউরোপীয় লোক প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এক এক স্থানের বেতন সংগ্রহ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার তুল্য হয়, স্বদেশে থাকিলে কি তাঁহাদের এত প্রতিপত্তি ও এত লাভ হইত? ইংলণ্ডের উচ্চ পরিবারের নিমিত্ত ভারতবর্ষ অভিষ্টস্থান হইল, তথাপি সকলে বলেন ইংলণ্ডের লাভ নাই। রাজকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করুন, কয়টী প্রধান পদে এ দেশীয় লোক প্রতিষ্ঠিত আছে? উচ্চ উচ্চ সমুদায় পদ প্রায়সমস্তই ইংরাজদিগের অধিকৃত, সামান্য কেরাণীর পদগুলিই এ দেশীয়দিগের লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রতি ফিরিঙ্গিদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় উত্তরকালে এ দেশীয়দিগকে কেরাণীর পদগুলিও প্রদান করা হইবে না। যে দিন বেরেসফোর্ড সাহেব বিনা অপরাধে মিলিটারি ফ্রাঙ্ককে পদত্যাগ করিতে বলেন, দয়াবান গবর্ণর জেনরল তাহার কিছুই ভাল লইলেন না। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বিভাগগুলি কেবল ফিরিঙ্গি কর্মচারীতেই পরিপূর্ণ, এ দেশীয়েরা আর আদর প্রাপ্ত হইতেছেন না। ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, কিছু কাল পরে এ দেশীয়েরা সকল কার্য্যে বঞ্চিত হইবেন। ফলতঃ যে কোন উপায়ে ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিত মনে তদুপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের নিমিত্ত ক্রমে ভারতবর্ষের সমস্ত কার্য্য এককালে নিযুক্ত হইবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তথাপি অনেকে বলেন ভারতের অধিকারে ইংলণ্ডের কোন লাভ নাই।

অতঃপর বাণিজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। ভারতবর্ষনিবাসী ২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটি লোক ইংলণ্ডের প্রস্তুত করা দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে, অন্নজল ব্যতীত এদেশের উৎপন্ন কোন দ্রব্যই এদেশীয়েরা আর ব্যবহার করেন না, বোধ করি এটী অসঙ্গত প্রয়োগ নহে। যদ্যপি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধিকৃত না থাকিত, তবে এখানে বিদেশীয় বাণিজ্য কখনই এতাদৃশ বিস্তীর্ণতা লাভ করিত না, আর ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকেরা বহুমূল্যক্রমে ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন না, ইংরাজ বণিকেরা নানা প্রকার কৌশলোদ্ভাবন দ্বারা এ দেশের যাবতীয় ব্যবসায়ের কণ্ঠরোধ করিয়া স্বদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতেছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় এখন ইংলণ্ডের একপ্রকার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। যদ্যপি রাজদণ্ড এ দেশীয় লোকের হস্তে থাকিত, তবে কি ইংরাজ বণিকেরা ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ হইতেন? এদেশীয় লোক ক্ষীণ, তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং অবিচারে পড়িয়া ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইতেছেন, তথাপি মুখে বাক্য নাই। বাণিজ্যেই ইংলণ্ডের লক্ষ্মী শ্রী, ইংলণ্ডের অতুল ঐশ্বর্য্য কেবল বাণিজ্যের বলে। এই ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সেই বাণিজ্যকার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র। এখানকার সমস্ত উৎপন্ন ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছে, তথাপি কোন কোন ইংলণ্ডবাসী বলেন যে, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া কিছুই উপসিদ্ধি নাই। ইহার তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারি না। ব্রহ্মরাজ তথাকার বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। বোধ করি ব্রহ্মদেশাধিপতি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে এত দিন ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ব্রহ্মদেশ একটী সামান্য স্থান, বিশাল ভারতবর্ষের কথার কথা, সেখানে ব্যবসায়ের যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধা দর্শনে এতাদৃশ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কেন? —কি কারণে এত ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছিল? ইংলণ্ডের ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই কারণে নয়? অবশ্যই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মরাজ অন্য কার ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইলে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইত। দেখুন সামান্য ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যে অল্প প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে যখন উদৃশ ক্ষতি বিবেচিত হইতেছে, তখন সমস্ত ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিলে ইংলণ্ড কি সুস্থির থাকিতে পারেন? একণে ভারতবর্ষই ইংলণ্ডের প্রধান উপজীব্য, তথাপি ইংলণ্ডবাসীরা অনবরত অভিযোগ করেন যে ভারতাধিকার তাঁহাদের ঘোরতর গলগ্রহ হইয়াছে।

প্রতিবাসী রাজনীতি।

পাঠক! আপনারা এত বুদ্ধিলেশপরিশূন্য নিতান্ত নির্ব্বোধ কেন বলিতে পারেন? কি কারণে আপনাদের সাংসারিক উন্নতির নাম মাত্র নাই, তাহা জানেন? আপনারা ভ্রান্ত নহেন। আপনাদের দুরবস্থার যথার্থ কারণ আপনারা কিছুই জানেন না। যদি তাহা অবগত থাকিতেন, অবশ্যই ক্রমে এত দিন তাহার প্রতিকারের উপায়

করিয়াছেন। আপনাদের পরম সুহৃদ রাজনীতি বিশারদ মহাত্মা লর্ড লিটন সুক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালন দ্বারা এক দিনে তাহা নিশ্চিত করিয়াছেন। এখন তদীয় উপদেশানুসারে চলিতে ইচ্ছা করেন ত চলুন, আপনারা সত্য কথা সংসারে একটা গণ্য মান্য মহা বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠিবেন। শুনিয়াছেন, আপনারা গোহত্যাকে মহাপাতক বিবেচনা করেন, সে কারণ আপনারা অজ্ঞ, আপনারা সাংসারিক কোন প্রকার উন্নতির অধিকারী হইতেছেন না।

লর্ড লিটন যৎকালে ভারতবর্ষের প্রধান আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় ট্রু ফি সাহেব তাঁহার কর্ণে গুরুমন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন, তৎকালে এদেশের কীদৃশ দুর্দশা ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সাম্রাজ্যের সকল দিকেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রজাবর্গ আলাতন হইয়া উঠিল,—আবার সেই পুরাকালের পুরাণ কথা, নিরো দিয়াক্লেশীয়ানের জীবন বৃত্তান্ত সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। আমরা বলিতে পারি, অনুমান বলে নয়, যথার্থ জ্ঞানচক্ষে দৃষ্টি করিয়াই বলিতে পারি,—চক্রবর্তিদের শাসনকর্তা যদি উপর্যুপরি দুই তিন জন এতদ্দেশে শুভাগমন করেন, তবে এই ভারতবর্ষ একেবারে উৎসন্ন যায় কিম্বা এদেশে ইংরাজ শাসন একেবারে মূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে। ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারা মুসলমান সম্রাটদিগের এবং মুসলমান শাসনকর্তাদিগের অপযশ যে রূপ করিয়া থাকেন, যাহাতে মুসলমানদের প্রতি আমাদের চিত্ত কলুষিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন; কিন্তু যে সকল মুসলমান শাসনকর্তাদিগের মধ্যে কেন দোষ থাকুক না, তাঁহাদের গুণরাশিগুণ অপ্রমেয় ছিল। এক স্বেচ্ছাচারিতাদোষের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাদিগকে দূষিত করেন, কিন্তু এখন এক এক জন ইংরাজ শাসনকর্তার চিত্ত পরিদর্শন করিয়া আসিলে সমস্ত পূর্ব বৃত্তান্ত অবগত হইবার কারণ হইতেছে। লর্ড লিটন এদেশে থাকিয়া স্বেচ্ছাচারিতাদোষের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে স্বদেশে প্রতিগত হইয়া তিনি নিশ্চিন্ততা লাভ করেন নাই। স্বদেশেও কোন ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না, কেহই তাঁহার কথার পক্ষপাতী হইলেন না। সম্প্রতি তিনি ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আনুকূল্য এবং মনোরঞ্জন দ্বারা কথঞ্চিৎ খ্যাতি স্থাপন করিবেন এই আশা মরীচিকায় প্রতারিত হইয়া তিনি ভারতের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। যে কোন উপায়ে কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক এক কালে রহিত হয়, এইটী তাঁহার আন্তরিক বাসনা। তিনি বলেন, রাজকার্য্য সম্পাদনে ভারতবাসিদিগের মত গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যে জাতি এখনও শীতলা দেবীর পূজা করে, গোহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া বিশ্বাস করে, রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে রাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাঠক! লর্ড লিটন যদ্যপি এদেশে না আসিতেন, তবে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতাম যে, ভারতের বর্তমান অবস্থার তিনি কিছুই অবগত নহেন কিন্তু এদেশে তিনি কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া গেলেন, ভারত সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এখনও তিনি এতদ্দেশীয় বিবরণে এত অনভিজ্ঞ? ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বিদ্যালোক কেমন সুবিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা কি তিনি জানেন না? এদেশের যুবকেরা অল্প বয়সে বৈদেশিক ভাষায় বৈদেশিক বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক বিদ্যা বুদ্ধিতে তদ্দেশবাসিদিগের প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছেন, সে কারণ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সশঙ্কিত। পাছে ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জনের পথে কণ্টক বিকীর্ণ হয়, পাছে এদেশীয় লোকে এদেশের প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়া বসেন, সে কারণ ইংলণ্ড ঈর্ষা ও ক্রোধে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা কি তিনি জানেন না? লর্ড লিটন এদেশীয়দিগের বর্তমান উন্নতিপথ স্তম্ভ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সে কথাটী কি স্মরণ নাই? ভারতের শৈশবাবস্থার দিন গত হইয়া গিয়াছে, কুহবিদ্যা বুঝিবে আর এখন অন্ধ নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন না, তাঁহারা এখন সর্বশাস্ত্র সুপণ্ডিত ও রাজনীতিবিশারদ, এখন তাঁহারা অনায়াসে সভা প্রভৃতির সম্পাদন করিতে পারেন, তবে এখন কি তাঁহাদের সৎপরামর্শ গ্রহণযোগ্য নহে? লর্ড লিটন স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া কেবল যে আত্মাভিমানের পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, তিনি দম্ভ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারই স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশিত হইয়াছে; যৎকালে ভারতবাসী মহারাণীর হস্তগত হয়, তখন অত্যুদারা মহাত্মা মিল বলিয়াছিলেন যে, ভারত শাসনের ভার কোম্পানীর কিম্বা তদনুরূপ কোন সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পিত থাকিলেই ভাল হয়। কারণ ইংলণ্ডের প্রজাগণ নির্বাচন করিয়া যে প্রকার দলাদলি চলিয়া থাকে, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টের অধীনে ভারত শাসনের ভার নিন্যস্ত থাকিলে তথাকার লোকদিগের জীবন সংশয় হইবে। পাঠক! যেরূপ মিল যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এখন কার্য্যতঃ ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। ইংলণ্ডে উদারনৈতিক এবং অনুদারনৈতিক সাম্প্রদায়িক লোকদিগের দ্বারা রাজকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে একটী সম্প্রদায় রাজশাসন পক্ষে যে প্রণালী অবলম্বন করেন, অন্য সম্প্রদায় প্রায় তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের যাবতীয় লোকে সুশিক্ষিত, বিশেষতঃ তাঁহারা সকলেই স্বাধীন, নির্ভয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বড় একটা অনিষ্ট ঘটিতে পারে না, কিন্তু ভারতবর্ষের সে প্রকার অবস্থা নহে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দৃঢ় মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে, তিলার্দ্ধ পার্শ্ব ফিরাইবার অবকাশ নাই, সুতরাং ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের দলাদলিতে এদেশবাসী লোকদিগের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইতেছে। কেহ মনের বেদনা ব্যক্ত করিলে রাজা ত গবর্ণমেণ্ট তাহা বিদ্রোহসূচক বাক্য ভাবিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতেছেন, কিম্বা প্রজাদিগের কাতর কথা অগ্রাহ্য করিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। অধিকন্তু ভারতবাসিদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও সাহসহীন, সকল সময়ে তাঁহারা মনের কষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে এদেশীয়দিগের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে। শাসনকর্তা ও তদীয় পারিষদবর্গ ধার্মিক ও ন্যায়বিচারক হইলেই মঙ্গল, অন্যথা প্রজাপুঞ্জের কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

লর্ড লিটন স্বদেশে প্রতিগত হইয়া বিলাস সুখ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়াগ্নি এখনও নির্বাণ হয় নাই, এখনও কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক একেবারে রহিত করিবার জন্য চীৎকার করিতেছেন। লর্ড লিটন এবং তৎপক্ষীয় রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষেরা বলিতেছেন যে, বস্ত্রের শুল্ক রহিত করায় ম্যাঞ্চেষ্টরের কোন ইষ্টসাধনের অভিলাষ নাই, তদ্দ্বারা কেবল ভারতবাসীরই মঙ্গল সাধিত হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা ব্যক্তি কাহারও উপকারের নিমিত্ত স্বদেশে ব্যস্ত হইয়া অর্থ প্রার্থনা করিতে আইসে? দান করিলে বস্ত্রের মূল্যহ্রাস হইবে, তাহাতে কি যাচক অর্থ যাচ্ঞা করিতে আইসে? আমরা ত এমন বিশ্বাস করিতে পারি না। ভারতীয় শ্রীম ব্যবসায়ের নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হয়। ম্যাঞ্চেষ্টর যখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন এ প্রার্থনার অভ্যন্তরে কোন প্রকার স্বার্থ আছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি পরহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ম্যাঞ্চেষ্টর এ প্রকার প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার দেখিতাম। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণের অর্থহানি হইবে, ম্যাঞ্চেষ্টর এমন অনুষ্ঠানে কখন প্রস্তাব করিতেন না।

ব ঞ্চ

কথা দিয়া ভারতবর্ষের উপকার করিবার কি অ

কোন উপায় নাই? যে ভারতের উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বসন নাই, মস্তকে আচ্ছাদন ও শয়নের গৃহ নাই, বসিবার আসন নাই, সম্ভাষণ করিবার বন্ধু নাই, তাহার উপকার করিবার জন্য কি আবার সুযোগ সন্ধান করিতে হয়? ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ শিল্পী কেমন করিয়া বোম্বাই নগরের তন্তুবায়দিগকে বস্ত্র-প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কৌশল শিক্ষা দিউন, ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রের রপ্তানি একেবারে রহিত করিয়া দিউন। দেখুন, কোন কার্য্যটিতে এ দেশের যথার্থ উপকার হয়। বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে এ দেশের মধ্যে কি হিত সাধিত হয়, অথবা ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রের আমদানি একেবারে রহিত করিলে এখানকার সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হয়, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। যদি ভারতবাসীরা ভারতবর্ষজাত বস্ত্র ব্যবহার করেন, তবে বণিক শিল্পের বিলক্ষণ লাভ হইবে এবং বিস্তর দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের অন্নসংস্থান হইবে। কই,—দেখি ম্যাঞ্চেষ্টরের কেমন চিত্তৌদার্য্য, বস্ত্রের আমদানি একেবারে বন্ধ করুন। কেমন লোকহিতৈষণাবৃত্তি প্রবল দেখিব, কই বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন? বাক্যব্যয়ে সংসারে কার কৃপণতা আছে? পান ভোজনের সময় সকলেই ত ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন জল দান করে; কিন্তু যথার্থ সংযোগকালের নিমিত্ত যাঁহারা সাবধান, কথা বলে এমন সাধু ব্যক্তি অতি বিরল, ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া পরকে অন্ন জল দান করে এমন ব্যক্তি অতি অল্প।

বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার নিমিত্ত যে প্রকার তুমুল ব্যাপার চলিতেছে, আজ লর্ড রিপন আমাদের গবর্ণর জেনরল থাকিয়াও তাহা বন্ধ করিতে পারিলেন না। তিনিও সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বিনীতভাবে স্বীয় মত প্রকাশ পূর্ব্বক শুল্ক রহিত করিবার প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইয়াছেন যে মত এই, আমি নিজে যে মত ও বিশ্বাসের পক্ষপাতী এবং যাবৎ এখানকার রাজকার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত থাকিবে, তত দিন আমি দৃঢ়রূপে তাহা প্রতিপালন করিব এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই ভারতবর্ষের চিরস্থায়ী উপকার করিব, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের যে শুল্ক রহিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন; যদ্যপি তদ্দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের ক্ষতি এবং ইংলণ্ডের লাভ হইবে এমন সম্ভাবনা থাকিত তবে আমি কখনই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতাম না আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই, যত দিন আমি এই পদে নিযুক্ত থাকিব, প্রাণপণে ভারতবর্ষের এবং এখানকার প্রজাদিগের উপকার করিব। যে কার্য্যে এ দেশীয়দিগের উপকার সাধিত হইবে না, এমন বিবেচনা করিব, কোনক্রমে তেমন মতের পক্ষপাতী হইব না।"

উদারপ্রকৃতি মহাত্মা লর্ড রিপন সরল চিত্তে যে প্রকার সাত্ত্বিকত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উপর আর আমাদের প্রতিবাদ করিবার যো নাই। যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ মনে আপনার মত প্রকাশ করিতেছেন, কোন্ পামর তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে পারে? সকল কার্য্যেই রিপনের আন্তরিকতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি সরলান্তঃকরণে যে প্রকার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহার মনের ভাব তদ্রূপ। কিন্তু এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই, মানুষের মন ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। অতএব সকলেরই বিবেচনাগত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেই বুঝিতে পারিতেছি ভারতবর্ষের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা হইল না। বাণিজ্যকার্য্যে স্বাধীনতা প্রদান করা শ্রেয়স্কর, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দেশের অবস্থা প্রজার অবস্থা এবং রাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অন্যান্য কার্য্য যেমন অবৈধ হইলেও রাজনীতির অনুরোধে রক্ষা করিতে হয়, এখানেও তদ্রূপ কিয়ৎপরিমাণে রাজনীতির অনুরোধে রক্ষা করা আবশ্যক ছিল। বিবেচনা করুন, সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যেমন বাণিজ্যের স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্তই ত রাজস্ব গৃহীত হয়? নতুবা রাজাই হউন, প্রজাই হউন, আর যে কেহ হউন না, একের অর্জ্জিত ধনে অন্যের অধিকার কি? প্রজা ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন করে তাহাতে ভূস্বামীর অধিকার কি? কেহ আফিম-বৃক্ষ রোপণ করিলে বা লবণ প্রস্তুত করিলে গবর্ণমেণ্ট কেন তাহাকে বাধা দেন? টাকা না হইলে রাজ্য চলে না, কিন্তু রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহের এক একটী নির্দ্দিষ্ট উপায় করা চাই, তজ্জন্য এক একটী পন্থা দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রজার দেয় অর্থের যে কোন নাম দিউন না,—তাহাকে খাজনাই বলুন, শুল্কই বলুন, করই বলুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন না, আসলে সেটী রাজস্ব; রাজ্যের সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হয়। এ দিকে কোন্ শ্রেণীর লোকে সেই রাজস্ব প্রদান করিবে তাহাও নিশ্চিত করা উচিত। সমগ্র সম্পন্ন ব্যক্তিরাই করদানে সক্ষম, অতএব তাঁহারাই এই রাজস্ব প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। প্রজার উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর নির্দ্ধারিত করিলে বিস্তর অত্যাচার হয়, লোকের প্রকৃত আয় নিশ্চিত করা যায় না, তজ্জন্য অনেকেই কষ্ট পায়; কিন্তু পরোক্ষ কর নিশ্চিত হইলে কাহারও ক্লেশ হয় না। বস্ত্রের উপর শুল্ক গ্রহণ পরোক্ষ কর। অতএব এ প্রথা রক্ষিত করা ভারতবর্ষের পক্ষে অতি কল্যাণকর। এখানকার রাজকোষে এক্ষণে অর্থের বিষম অনটন, তাহাতে শুল্ক রহিত করিলে ভবিষ্যতে বড় দুরবস্থা ঘটিবে। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, কেবল এই কারণেই ভবিষ্যতে কোন প্রকার একটী টাক্স প্রচলিত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট লবণের শুল্ক কমাইয়া দিয়া মনে করিতেছেন উত্তরকালে অর্থের প্রয়োজন হইলে আবার লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিলে নূতন কোন কর প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে না, কিন্তু সেটী দুরাশা মাত্র। যখন বস্ত্রের শুল্ক ও লবণের পূর্ব্ব পরিমিত শুল্ক প্রচলিত ছিল, তখনও অর্থের স্বচ্ছন্দতা অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, এখন ত বস্ত্রের শুল্ক একেবারে রহিত হইল, তবে কেবল লবণের শুল্কে কি প্রকারে অর্থের অসঙ্গতি পরিপূরণ হইবে বলিতে পারি না। আরও এক কথা দেখুন, এদেশে কোন প্রকার বাণিজ্য নাই; ক্রমে ক্রমে সকল ব্যবসায় নিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই নগরে বস্ত্রের দুই একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগী হইয়া কার্য্য করে, ভারতবর্ষের এমনও তাদৃশ অবস্থা হয় নাই। কিন্তু যদ্যপি বস্ত্রের শুল্ক একেবারে বন্ধ হয়, তবে বোম্বাই কারখানার আশাঙ্কুর এই খানেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। লর্ড রিপন সুযোগ পাইলে এদেশীয়দিগের উপকার করিবেন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু উপস্থিত উপকার করিবার যে সুযোগ হইয়াছে, তাহা ত অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। এদেশের স্থায়ী উপকারের আমরা ত কোন সংস্থা দেখি না; যে কাজগুলিতে উপকার আছে, গূঢ় রাজনীতি তাহাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। ভাল, অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ত ঘটিল, বস্ত্রের শুল্ক একেবারে রহিত না হইয়া যায় না; এখন দেখি মহাত্মা লর্ড রিপন আমাদের কি স্থায়ী উপকার করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ লইতে লইতে এদেশ হইতে প্রস্থান করেন।

দেওয়ানী আদালতের শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে?

ন্যায় ও সাম্যের নির্দ্ধারণ প্রভৃতি কঠিন কার্য্যের মীমাংসার ভার যে বিভাগের উপর ন্যস্ত, তাহার যতই উৎকর্ষ সাধিত হয়, দেশের ততই মঙ্গল। সুবিচার বিতরণের যতই চেষ্টা হয়, ততই ভাল। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এবিষয় সম্বন্ধে আজ একটী প্রশ্ন বিচার স্থলে উপস্থিত হইতেছে। সেটী এই:—আমাদের দেওয়ানী আদালতগুলির শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে? এই আদালতগুলির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ যত্ন, হাইকোর্টের দেওয়ানী আদালত সমূহের কার্য্যপ্রণালীর

উপর যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ইঁহার কার্য্যপ্রণালীকে বিশুদ্ধ করিবার যেরূপ চেষ্টা, তাহাতে ইঁহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন যে পূর্ণতা লাভ করিতেছে না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। পূর্ণতালাভের কয়েকটী প্রতিবন্ধক কারণ আছে। তন্মধ্যে বিচারপতি নিয়োগপ্রথার দোষ একটী প্রধান। এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করাই আজ আমাদের উদ্দেশ্য। চিকিৎসকের দোষে যেমন রোগীর বিপদ ঘটে, বিচারপতির দোষে তেমনি স্বত্বপ্রার্থীর স্বত্বের অনিষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে এ বিষয়টী বিশদ করিয়া পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

সৌর জগতের পরস্পর সম্বদ্ধগ্রহের ন্যায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্যপরম্পরা পরস্পর নিবদ্ধ। দেওয়ানী আদালতে ফৌজদারীর ন্যায় যদিও দৈহিক দণ্ড হয় না বটে, কিন্তু অর্থদণ্ডের পর দণ্ড আর নাই। অর্থহীন হইলে লোকে একার দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হইতে পারে, তন্নিবন্ধন অবশেষে ফৌজদারীতে দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। অতএব এরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদিগের যোগ্যতা কার্য্যপটুতা ও বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বোধহয় সকলে সহজেই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে রীতি প্রচলিত না থাকাতেই মধ্যে মধ্যে অর্থি প্রত্যর্থির অনিষ্ট ঘটে।

অধুনা নিম্ন শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতে যে রীতিতে বিচারপতি নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে বি, এল পরীক্ষা দিয়া দুই তিন বৎসর জজ আদালতে গমনাগমন করিয়া জজের সহিত পরিচিত হইলে যে কোন ব্যক্তি মুন্সেফী গ্রহণ করিতে পারেন। এ নিয়মটী বিশুদ্ধ কি না, পাঠক একবার বিচার করিয়া দেখুন। দাসত্ব করিতে সহজে প্রায় কেহই ইচ্ছুক হয় না। বিশেষতঃ মুন্সেফদিগের স্কন্ধে যেরূপ গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয়, তাঁহাদিগকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে বিশিষ্ট যোগ্যব্যক্তি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় যাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, শ্রম করিবার ক্ষমতা ও কার্য্যপটুতা অধিক সে কখন কোন গৃহস্থের বাটীতে চাকর থাকিতে চাহে না। চাকুরীতে তাহার পোষায় না বলিয়া সে এমন কোন উপায় অবলম্বন করে যে তদ্দ্বারা তাহার চাকুরী স্বীকার অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন হয়, অথচ স্বাধীনতা থাকে। সেইরূপ যাঁহারা বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই কিছু সমান বুদ্ধিমান নহেন, যিনি বিশেষ চতুর হন ও যাঁহার বিশেষ আইন জ্ঞান থাকে, তিনি কোন না কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন, সুতরাং তিনি দাসত্ব স্বীকারে উন্মুখ হন না। পক্ষান্তরে, যাঁহার সেই সেই গুণ অল্প, যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না, তাঁহার ব্যবসায় ভালরূপ চলে না। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে চাকুরী স্বীকার করিতে হয়।

একণে সহজেই প্রতীতি হইতেছে, উক্ত কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগের সকলেই সবিশেষ কার্য্যপটু ও সূক্ষ্মবুদ্ধি নহেন। তবে যে আমরা এ বিভাগে এক একজনকে যুক্তপ্রতিভাযুক্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ দেখিতে পাই, তাহার কারণ এই, যাঁহাদিগের বক্তৃতাশক্তি কম অথচ আইনজ্ঞান প্রভৃতি ভালরূপ আছে তাঁহারা অত সংখ্যক উকীলের মধ্যে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না, সুতরাং মুন্সেফী গ্রহণ করেন কিন্তু মুন্সেফী গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এরূপ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করেন যে তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শীঘ্রই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠে এবং পদোন্নতি দ্বারা তাঁহাদিগের গুণের পুরস্কারও হইয়া থাকে। তাই বলি গুরুতর স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিবার ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে প্রথমে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। অতএব আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, তিন বৎসরকাল জজ আদালতে সওয়াল দিয়া এবং জজসাহেবের চিত্তের অনুরাগ ও চাটুবাক্য দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া মুন্সেফ পদে কেহ প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারেন; যিনি ওকালতী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন, জজ ও সবর্ডিনেট জজেরা যাঁহার ওকালতী-কার্য্যে পরিতুষ্ট হইবেন, তাঁহাকেই মুন্সেফী পদ প্রদান করা হইবে। তবে এস্থলে এই একটী আপত্তি হইতে পারে, ওকালতীতে যাঁহার পসার হইবে, তিনি অল্প বেতনে মুন্সেফী স্বীকার করিবেন কেন? এই নিমিত্তই আমরা অবসর পাইলেই মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া থাকি। বেতন বৃদ্ধি হইলে আর এ আপত্তি হইতে পারে না। আর এক কথা এই, চতুর বুদ্ধিমান ও আইনজ্ঞ হইলেই যে উকীলের পসার হয়, তাহা হয় না। মক্কেল কুড়াইয়া পসার করা যে একটী স্বতন্ত্র গুণ। সে গুণ সকলের থাকে না। পসার না হউক, কিন্তু যে উকীলের চতুরতা বুদ্ধিমত্তা ও আইনজ্ঞতা থাকে, জজ ও সবর্ডিনেট জজ প্রভৃতির তাহা অবিদিত থাকে না। তাঁহারা যাঁহার ঐ সকল গুণের প্রশংসা করিবেন, তাঁহাকেই মুন্সেফের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, এ নিয়ম হইলে চরিত্রহীননিবন্ধন প্রজাকে কষ্ট পাইতে হয় না।

মুন্সেফদিগের পদোন্নতির একটী ধরবাধা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে সে নিয়ম না থাকাতে তাঁহাদিগের যোগ্যতা পরীক্ষার পথও রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যিনি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে পদোন্নতি করিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি পদচ্যুত হইবেন। তাহা হইলে কার্য্যপটুতা প্রভৃতি গুণের পরীক্ষা হইবে এবং প্রজাদিগের কষ্টও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে একজন মুন্সেফ কার্য্যারম্ভ করিয়া পেন্সনের কাল পর্য্যন্ত যদি পদোন্নতি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার অযোগ্যতা নিবন্ধন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিরস্কৃত হন ও স্থানান্তরিত হইয়া থাকেন মাত্র; কিন্তু এরূপ স্থলে দেখা উচিত, যাঁহার কর্ত্তৃপক্ষের তাড়নায় ও স্থানান্তরিত হওয়া প্রভৃতি অবমাননায় কিছুমাত্র উন্নতি না হয় তাঁহার আর যে জীবনে উন্নতি হইবার আশা থাকে না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাদৃশ লোকের দ্বারা বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইলে অর্থি প্রত্যর্থীর যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। পদচ্যুতির স্থলে ও স্থানান্তরে অর্থি প্রত্যর্থীর উপকার কি? তিনি যেখানেই যাইবেন, সেই স্থানের লোককে তাঁহার বিচারে উত্যক্ত হইতে হইবে। তিনি স্থানান্তরিত হইলে লোকে সৌভাগ্য বিবেচনা করিবে এই মাত্র।

উপসংহারে আমাদের আর একটী প্রস্তাব এই, জজদিগের মফস্বল ভ্রমণ নিয়মটী দৃঢ়তররূপে কার্য্যে পরিণত করাও একান্ত আবশ্যক। তত্ত্বাবধান ব্যতীত কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব জজেরা যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক এক বার অধীনস্থ দেওয়ানী আদালত গুলিতে গিয়া বিচারপতিদিগের কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন ও দুই একটী বিচারকার্য্য দেখেন, তাহা হইলে বিচারপতির যোগ্যতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তদনুরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা যদি তাঁহার গুণের পুরস্কার না হয় পদচ্যুতি হইলে লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। এ বিভাগে মন্দ লোকের স্থান প্রাপ্ত হইবে না। নচেৎ অধীনে বিচারপতির গুণের সম্যক পরীক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না এদেশের সাধারণ লোকেরই অবস্থা মন্দ, নিতান্ত অত্যের ব্যাঘাত না হইলে কেহ কোথাও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে

না। ফলতঃ অনেকে ফৌজদারী আদালতের ব্যয় ভারে অসমর্থ হইয়া মকদ্দমা চালাইতে পারে না। তাহার পর বিচারপতির ভ্রম নিবন্ধন যদি তাহার স্বত্ব নাশ হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ধার সাধন যে কিরূপ দুরূহ হইয়া উঠে, পাঠক! তাহা বোধ হয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। আপীল আদালতের খরচ অধিক, অনেকে অন্যায়রূপে পরাজিত হইয়াও আপীল আদালতের ব্যয় ভারে সমর্থ হয় না বলিয়া আপীল করে না। মনে কর, এক ব্যক্তি ৫০ টাকা মূল্যের একটী বিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সে ফৌজদারী আদালতে মকদ্দমা করিয়া বিচারপতির ভ্রম নিবন্ধন ৫০।৬০ টাকা ব্যয় করিয়া পরাজিত হইল এবং প্রতিবাদীর খরচার দায়ী হইল। তাহার পরে আপীল আদালতের ব্যয় [illegible] সর্ব্বস্ব নষ্ট করিতে হইবে। এরূপ স্থলে কাহার প্রবৃত্তি জন্মে? [illegible] দুর্ভিক্ষ [illegible], তাহারা ভিন্ন ৫ অর্থের ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকারে কেহ উদ্যত হয় না।

আমরা গত সপ্তাহে পাঠকগণকে সংবাদ স্তম্ভে ষ্টক নোটের সৃষ্টির সংবাদ দিয়াছি। এই ষ্টক নোট ১২।০, ২৫, ৫০, ১০০, টাকা মূল্যের হইবে। শতকরা সুদ ৪ টাকা প্রদত্ত হইবে। এপ্রেল মাস হইতে এই ষ্টক নোট প্রচলিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যের জন্য ষ্টক নোট দ্বারা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিশোধ বিষয়ে জামিন থাকিবেন। ইহা ষ্ট্যাম্প বিক্রেতারা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে পারিবেন। ইহার [illegible] কোম্পানীর কাগজের বাজারের দরের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। ষ্টক নোট বিক্রয় কালে অধিকারীর স্বাক্ষর না থাকিলেও ক্রয় বিক্রয় হইতে পারিবে। ইহার সুদের উপর কোন প্রকার ট্যাক্স থাকিবে না।

যে সমাজে দাম্পত্যের বন্ধন শ্লথ, সে সমাজ শীঘ্রই [illegible] পতিত হয়। দাম্পত্য [illegible] সমাজের এক প্রধান উৎপাত ও অধঃপতনের মূল। যাঁহার হৃদয়ে [illegible] নাই, যিনি কোন বন্ধ মানেন না, তাঁহার অকর্ত্তব্য কাজ জগতে কিছুই নাই। পক্ষান্তরে, যাঁহার [illegible] সকল কাজই করিতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্ত একটী দেখাইতেছি, —[illegible] সময়ে [illegible] ধর্ম্ম লোপ হয়, [illegible] বলিয়া ঘোষণা করিয়া [illegible] স্ত্রী পুরুষ পর্য্যন্ত উচ্ছেদিত করিয়া [illegible]। এইরূপ সকলেই [illegible] নামে [illegible] ক্রমশঃ

উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতএব এক ধর্ম্মের বলেই যখন লোকে এত বলীয়ান, তখন সেই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য সকল জাতিরই দৃঢ়তর আগ্রহবান হওয়া উচিত; কিন্তু কি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আমাদের হিন্দু সমাজের ক্রমে সেই বন্ধন শ্লথ হইয়া যাইতেছে, হিন্দুদিগের বেশ ভূষা আচার ব্যবহার সমস্তই বিজাতীয় ভাবাক্রান্ত হইতেছে। এখন আর ধর্ম্মের মূল যে বেদ সেই বেদ সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বিরল উপস্থিত হইয়াছে। কাহাকেও ইহার উন্নতির পক্ষে যত্ন করিতে দেখা যায় না। অতএব এরূপ অবস্থায় যাঁহারা বেদের ও সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের আদরের পাত্র সন্দেহ নাই। কাশীনিবাসী পণ্ডিত জয়রাম বেদাঙ্গ বাগীশ ও পণ্ডিত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্প্রতি [illegible] হরিসভায় যে বেদগান করিয়াছিলেন তাহাই আজ আমাদিগের এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার কারণ। বেদগানে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রবীণতা দেখিলাম। তাঁহারা যদি উৎসাহ পান, উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। বেদ রক্ষা হইলে অনেকাংশে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয় সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

টেলেগ্রাম ১৭ ই মার্চ। একজন [illegible] মহারাণী [illegible] উন্মত্ত হইয়াছে, তজ্জন্য [illegible] হইয়াছে।

আবদুল [illegible] সমাজপতির [illegible] অভিযুক্ত [illegible]।

[illegible] পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনকালে [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] করিয়াছেন, [illegible] সম্ভাবনা নাই।

ভিয়েনা ১৮ ই মার্চ। [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] নিরুপদ্রব হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ মার্চ। [illegible] সংবাদপত্রে [illegible], তুরস্কের শাসনপ্রণালী [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন, [illegible] সমর্পণ হইয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ। [illegible] অর্ধ্ব [illegible] করিয়াছেন। [illegible] নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

[illegible] আক্রমণ [illegible] হইয়াছে।

উহার নিকটে কনট্রাকটরদিগের যে অত্যাচার আছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত কেমিষ্টরেরা ঐ কার্য্য করিতেছে এইরূপ বলা হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ সংবাদে এই উত্তরাঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় ঘোর উপদ্রব হইয়াছে।

চীনদিগের দক্ষিণাংশে গোলযোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তথায় এক দল সৈন্য পাঠাইবার আয়োজন হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ। ইষ্টর উৎসব নিবন্ধন ৪ ঠা হইতে ১৭ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ থাকিবে।

আয়র্লণ্ডে প্রতি দিনই খুন ও জখম ও অন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ত নূতন নূতন ঘটনা হইতেছে।

টিউনিস ২০ এ মার্চ। এখানে ইটালীয়দিগের সহিত ফরাসিদিগের প্রায়ই দাঙ্গা হইতেছে।

ভিয়েনা ২০ এ মার্চ। হার্জেগোবিনার বিদ্রোহীরা অব-শিষ্ট ভাবে যুদ্ধ করিতেছে এবং অষ্ট্রিয়ার এক দল সৈন্যকে [illegible] অবরুদ্ধ করিয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ মার্চ। ডব্লিনের [illegible] যে বিস্তর অস্ত্র আছে তাহার [illegible] চেষ্টা হইয়াছিল। [illegible] সামান্যরূপ ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই।

কায়রো ২৩ এ মার্চ। আরাবি বে প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ। উত্তরাঞ্চল হইতে সংবাদ আসিয়াছে দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় উপদ্রবের এখনও শান্তি হয় নাই; দেশীয় লোকেরা গোরাদিগকে দিন রাত [illegible] করিতেছে।

বার্লিন ২৫ এ মার্চ। সম্রাট উইলিয়মের জন্মদিনে [illegible] অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল।

লণ্ডন ২৬ এ মার্চ। [illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

মেদিনীপুরের জজ সাহেব দ্বার রোধ করিয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। সহযোগী মেদিনী এক-বিলক্ষণ আক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যকলাপের পরিচয় ক্রমে প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

ঐ দেশের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে অগ্নি লাগিয়া প্রায় চারি লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। বিস্তর লোক

বন্ধ হইয়াছে। ১১ টী গরু ও ছাগল জীবন্ত পুড়িয়া মরিয়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবকে ৪৭ টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সাধারণতঃ বালকদিগের শারীরিক উন্নতির কোন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে কি না এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, কোন কোন কালেজে ব্যায়াম চর্চার নিয়ম আছে বটে কিন্তু দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহার পক্ষপাতী নহেন সুতরাং অতি অল্প বালক ব্যায়াম চর্চা করিয়া থাকে। কিন্তু এ কার্য্যে পুরস্কারের লোভ প্রদর্শন করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

১৮৮০—৮১ অব্দে ১৫৯০০০০০০ সংবাদ পত্র ও চিঠি প্রভৃতি ডাকে প্রেরিত হইয়াছে। পোষ্টকার্ড ১৪৮৬৫০০০ ও মনি অর্ডারে ৪৮২৫০০০০ টাকার মনি-অর্ডার ও ১৮৭৭০০০০ টাকার দ্রব্য বিমা করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ১০৪০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর মাতালদিগের শোচকতাই কখন আর মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না বলিয়া সাধারণকে বড়ই প্রবোধ দিন কিন্তু মনের অগোচর পাপ নাই বিশেষতঃ অর্থের জন্য বাহাদের নজে তিনি এক দিকে আসল কথা গোপন করিতেছেন, অদিকে রাজস্বহানী আবকারী দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫ লক্ষ টাকার মদ বিক্রয়ে অধিক আয় দেখাইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন; মদ বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া যে অকর্ত্তব্য তাহা তিনি বলিয়াছেন।

১ লা মে হইতে আসিষ্টান্ট ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস জেল চিকিৎসা ও বনবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা বলেন আব্দুল রহমান খাঁ আয়ুবের সহিত সন্ধি করিয়া হিরাট তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। আয়ুবের শ্বশুর ও বলেন গবর্ণর মহম্মদ ঈসা খাঁ আয়ুবের সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কান্দাহারের বড় বড় খাঁ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। কোহীস্তানীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আমীরের অনুমত্যনুসারে এক জন রুশিয় মসমনা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন, তিনি তত্রত্য দুর্গ ও তুর্কোমানদিগের [illegible] কিরূপ সম্বন্ধ তাহা পরিদর্শন করিতেছেন। ঘিলজীয় সর্দ্দারেরা সম্প্রতি কাবুল দেখিয়া গিয়াছেন আমীর তাঁহাদিগের যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা টনি ও রেভরেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর ডাক্তর লার্থো, সৈয়দ আমেদ খাঁ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল, আমীর আলী, রেভরেণ্ড অম ঈশ্বর ভট্টাচার্য্য, ডিরেক্টর অধ্যক্ষ ক্রফট, বাঙ্গালোরের হজসন, জেনারেল আলেক্সিস কেরি, বোম্বাইয়ের মেকিভার ও প্রসাদজি এবং লণ্ডন মিশনরীর আইন অছিয় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব অব্দুল লতিফ খাঁ, সৈয়দ আমীর হোসেন ও জেনেরেল আলুর্যীরের জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চোর ডাকাইতের উপদ্রব হ্রাস হইবে না ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। চুরি ও ডাকাইতি বিভাগের কার্য্য বিবরণে দেখা গেল ১৮৮০ সালে ২৪৫ টী দস্যুবৃত্তিতে ২০৮৭৭৬৬/৫ টাকার সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২৪২২৬/১০ টাকার সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ষে অন্য বর্ষাপেক্ষা অধিক লোক হতও আহত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ষে ৩ জন হত ও ৮০ জন আহত হয় কিন্তু এই বর্ষে ১১ জন হত ও ১৪০ জন আহত হইয়াছে। বিষ প্রয়োগ দ্বারা অচৈতন্য করিয়া এই বর্ষে ১৩ টী চৌর্য্যবৃত্তি সাধিত হইয়াছিল তন্মধ্যে একা বাঙ্গো ৮ টী এবং অন্যান্য স্থানে পাঁচটী।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ ডবলু ম্যাকফার্সন সাহেব হাইকোর্টের জজ হইলেন।

ব্রহ্মদেশের চীফ কমিসনরের অধীনে ৮৭০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ৫৬০০ জন মাত্র কৃষিকর্ম্ম করে। অপর ভূমি প্রায় পতিত। এই নিমিত্ত কমিসনর ভারতবর্ষ হইতে তথায় লোক প্রেরণের উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে এই বিষয় জানাইয়াছেন। লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া মজুর পাওয়া দুষ্কর। মজুরেরা মাস হইতে দশ আনা পর্য্যন্ত লইয়া দৈনিক মজুরী করিয়া থাকে। ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গদেশ ও ১৮৭৩ অব্দে মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ১২৫০০০ টাকা ব্যয়ে তথায় ৭০০০ লোক ও ৫৭৭৩৮ টাকা ব্যয়ে ৭৫৮ জন লোক [illegible] হইতে লইয়া যাওয়া হয়।

আমাদের সোমড়াহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "বিক্রমপুরের মহারাজ সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ ব্যয় সাহায্যার্থ এককালীন ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।"

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "বিগত ৭ ই মার্চ্চ শুক্রবার রজনী অনুমান একাদশ ঘটিকার সময় ১২। ১৩ জন লোক লাঠি হস্তে অকস্মাৎ মার মার শব্দে অত্রস্থ বাবের সরাসের অন্তর্গত দোকানদার গিরিধারী পোদ্দারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, একদা কাহা কখনও হয় নাই। আক্রমণকারীগণ গিরিধারীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে বাহির উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে নানাবিধ কুৎসিত ও অশ্রাব্য গালাগালি দিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা যেন শুনিয়াও শুনিল না, কেবল প্রাণের ভয়ে মধ্যে মধ্যে "পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল ও মহাপ্রীর চৌকি পাড়িল। পাহারাওয়ালা ঐ সময় অতি নিকটে থাকিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা, তাহা শুনিয়াছিল, এমন কি গিরিধারীর আর্ত্তনাদ শ্রুতি শুনিয়াও শুনিল না এবং কোন উত্তর দিল না। উপসংহারে ঐ সময় ঘটনাস্থলে কতকগুলি স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আক্রমণকারীগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিধারী প্রাণের ভয়ে ঐ রজনীতে দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনন্তর শেষ রাত্রে একজন লোক সঙ্গে করিয়া গিরিধারী গৃহে যাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ঐ ঘটনার সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি দেন।

বিগত ৫ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছিলাম যে, এখানকার পুলিসের সব ইন্স্পেক্টর মহম্মদ আলী খাঁর সহিত মিউনিসিপাল হেড কনষ্টেবল সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। সীতানাথ দারোগার নামে নালিশ করিবার অভিলাষে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ অনুমতি প্রদান করাতে সীতানাথ, সব ইন্স্পেক্টরের বিরুদ্ধে রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর হুজুরে অভিযোগ করেন। তদনুসারে সাহেব আলীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে এবং ডেপুটী বাবু উভয়কে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবে যথাস্থানে রিপোর্ট দিয়াছেন।

ডাক্তর জলি আগামী বর্ষের জন্য ঠাকুর আইন-অধ্যাপক মনোনীত হইয়াছেন।

এব্রাহাম বস্ত্র নামক একজন ফিরিঙ্গি এক ব্যক্তিকে বধ ও আর এক ব্যক্তিকে আহত করাতে ২ টী মাম তাহার বিচার হয়। জুরিদিগের অভিমতে বিচারে তাহার কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে বিচার আদালতের মকদ্দমা অধিক হওয়াতে ৬ মাসের জন্য একজন সিভিলিয়ান জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সংক্রান্ত ঐকতানাদি দর্শন করিবার নিমিত্ত বিলাতে একটী যান্ত্রিক সভা প্রতিষ্ঠিত

করিতেছে। ভারতবর্ষীয় লোকদিগের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবগত করিয়া ইউরোপীয়দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কতক-গুলি ভারতহিতৈষী ব্যক্তি এই সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

১৮ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতার ২২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বিষ্ণুপেট্রিয়টের একজন সংবাদদাতা শ্রীরামপুর উপবিভাগের অন্তর্গত রাধানগর স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্তীর অদ্ভুত স্মরণ-শক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁর নিকট যে কোন পুস্ত-কের কেহ ৪০ ছত্র পর্যন্ত পাঠ করিলে ইনি পর-ক্ষণেই সেই ৪০ ছত্র মুখস্থ বলিতে পারেন। এবং মধ্যবিত্ত আকারের পুস্তক এক রাত্রি পাঠ করিয়া সমস্ত মুখস্থ বলিতে পারেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উইলসন সাহেব বোম্বাই হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের পদ প্রার্থনা করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলদিগের সহিত কতিপয় জজের বড়ই গোলযোগ বাধিয়াছে। বিচার-পতি উকীলদিগের সহিত অতি অসৎ ব্যবহার করি-তেছেন। আমরা দেখিতেছি এটী একটী হাতাহাতি হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ।

ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে রেলওয়ে কার্য্যবিধি আইনের ১০টী ধারার সংশোধন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সমন প্রভৃতি প্রেরণের ডাক মাশুল এবং রেজিষ্টরি ফি গ্রহণ করিতে ও সাক্ষিদিগের খোরাক গ্রহণ করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথম শ্রেণীর ক্রোক করিতে পারিবে না। এবং গবর্ণমেণ্টের ও রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বেতন ২০ টাকার ন্যূন হইলে তাহার ক্রোক হইতে পারিবে না। ২০ টাকার উর্দ্ধ হইলে অর্দ্ধেক ক্রোক হইতে পারিবে। পাপরে নালিশ করিলে ওজর ব্যবস্থা-নুসারে অভিযোগকারীকে কোন খরচই দিতে হইবে না। ৩১৮ ধারায় বিধান আছে যে, প্রতিবাদীর বা প্রতিবাদীদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার স্থানে বাদী অপরকে প্রতিনিধি করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করিলে আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করিতে পারে, এরূপ সময় নির্দ্দেশ থাকায় বাদীর পক্ষে অসুবিধা হয়, অতএব যাহাতে সেই অসুবিধা না থাকে ঐ ধারায় তাহার বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে বিচার সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীরা গেজেটেড আদা-লতের রোয়দাদী পরওয়ানা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এবং ৬৫১ ধারায় ঐ আদালতের গবর্ণ-মেণ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে পারা যাইবে।

কাইরো আসীনে যাঁহারা চাকুরী করিতেন তাঁহা-দিগের কর্ম্ম গেল। কিন্তু সুখের বিষয় এই, গোষ্ঠ-আসীনে যে সেবিবে বাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ইহাঁ-দিগের অনেকেই তাহাতে কর্ম্ম পাইবেন। ইহাঁদি-গের কাহারো অপ্রাপ্য হইবে না।

সম্প্রতি বঙ্গের কলিকাতা কালেক্টরিতে ভূমির খাজনা দিবার সুবিধার্থে কালেক্টর সাহেব ১১ টী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এবিষয়ের বিশেষ সংবাদ কালেক্টরের নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারা যাইবে।

আমাদের কর সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের জন্য ভারতের চীফ কমিশনর গবর্ণর জেনরলের সভায় একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।

বাস্তবিক পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানী যেরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে কোন রেলওয়ে কোম্পানীই এরূপ দক্ষতা সহ-কারে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। হোম গবর্ণ-মেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ষ্টেট রেলওয়ে-গুলির কার্য্যভার ইহাঁদিগের উপর ন্যস্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহারা ইহাঁদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য আপাততঃ বিহারের অসম্পূর্ণ ষ্টেট রেলওয়েটীর ভার ইহাঁদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১১ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। কোম্পানীর একেণ্ট লাইন পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট করিবেন।

আইন প্রণেতা কমিটির ষ্টোক্স সাহেব এখানে থাকিবেন না। ইলবার্ট সাহেব এপ্রেল মাসের মাঝা-মাঝি এখানে আসিবেন। তাহার পর ষ্টোক্স যাত্রা করিবেন।

রেকর্ড রেভিনিউ আর বার বৃদ্ধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা মঞ্জুর না করিলে কার্য্যে কিছু পরিণত হইবে না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ নির্দ্দেশ করেন তাহা তিনি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহারা তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিবেন।

আত্মশাসন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার বিষয়ে গবর্ণর জেনেরল এবং রাজস্ব মন্ত্রী শিমলায় মিলিয়া পরামর্শ করিবেন। স্থানীয় সম্পাদকেরা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার একজিকিউটীব কাউন্সিলের অধিবেশনে কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। সকল সভ্য ইহার মর্ম্ম এখনও অবগত হইতে পারেন নাই। গবর্ণর জেনেরল বহুদিন অনেক কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।

বিলাতের সংবাদ পত্র সমূহ বলিতেছেন মান্দ্রা-জের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের উপর তত্রত্য লোকেরা প্রসন্ন নহে। সহরের বড় বড় বণিকেরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট তাঁহার বিপক্ষে আবেদন করিবার কল্পনা করিতেছেন। তিনি যাহাতে পদস্থ না থাকেন এই তাঁহাদের ইচ্ছা।

হায়দ খাঁ যুদ্ধ হওয়াতে কাবুলবাসী মুসল-মানেরা তিন দিন ৫ বার করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছে। বন্দিদিগকে মোচন করাইবার জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। সাধারণ লোকের আনন্দ জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছে। মসীদে প্রতিদিনই ঈশ্বরের আরাধনা হইতেছে।

এবার তিনটী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরী খালি হইতেছে, পঞ্জাবে সার চার্লস এচিসন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সার আলফ্রেড লায়াল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ পাই-লেন কিন্তু বঙ্গদেশের ছোট লাটের কার্য্যকাল নির্দ্দেশিত হইলে কে যে তৎপদে অভিষিক্ত হইবেন তাহার কিছুই ঠিক হয় নাই, অনেকে বলিতেছেন রিভার্স টমসনেরই উক্ত পদ লাভের সম্ভাবনা আছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১/০ হইতে ১০১।৵০

৪।০	১৮৭০	(১৮৮০)	১০১৸৶০
৪।০	১৮৭৮।৭৯	(১৮৯৯)	১০৬৸৶০
৫	১৮৫৩	(১৮৮২)	১০০

গত বর্ষে ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১১০ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১১১৬ খানি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

আমাদের ভাগলপুর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "যদি পাটের অবস্থা এত মন্দ নহে, এইরূপ সংবাদ প্রায়ই দিয়াছি। এখন আশাপ্রদ হইল না বলিলে লোকে অদূরদর্শী বলিবে। কিন্তু এদেশে কেবল আমারই নহে, অনেকেরই ভ্রম হইয়াছে। এ বৎসর এপ্রদেশে অগ্রহায়ণে প্রচুর বৃষ্টি হয় নাই, কেবল পৌষে হাথিয়া (হস্তা) নক্ষত্রে অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছিল। হাথিয়ার বৃষ্টিতে যে ভূমিতে রস দেওয়া হয়, সে কেবল ৩।৪ ইঞ্চি মাত্র। বীজ বপন মাত্রে অঙ্কু-রিত হইল, পরে অধিক দিনে যখন ঐ অঙ্কুরের মূল প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন পর্য্যাপ্ত রস পাইল না, এইজন্য ফল উত্তমরূপ হইল না। অনেকে পুরাতন

নীলকর করিতে দাদন দিয়া নীল নীল বীজ বপন করিয়াছিল। নীলের গাছ কাটিল, ৭ পত্র, ৪ পত্র, ৭ পত্র, ১০ পত্র, যাহাযাহিরূপে (এইরূপ নীলের পত্র হইবার নিয়ম) হইল। এদিকে গাছের নীচস্থ ভূমি ভেদ করিতে না পারিয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এইজন্য অনেক স্থলে পুনর্বার বপন হইতেছে। কিন্তু অজ্ঞ ভারতীয় কৃষক পূর্ব্বে কিছু বুঝিতে না পারিয়া এবার ভাবিয়া বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইল। ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হইবে। এক্ষণে কমিটির নিকট আমাদের প্রার্থনা যেন দরিদ্র কৃষিজীবী লোকের সন্তানদিগকে কিছু কিছু কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। আদর্শ কৃষিকার্য্য দেখাইবার জন্য একটী কৃষি কার্য্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এত নীলকুঠী এদেশে রহিয়াছে ইঁহাদিগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ ও বীজ বপন প্রণালীর এ পর্য্যন্ত কেহ অনুকরণ করিল না। ইঁহারা মনে করে যে এই সমস্ত নিয়ম নীলের কার্য্যের নিমিত্ত। অতএব অন্ততঃ বালকদিগকে কিছু কিছু শিক্ষাদান করিলে ভারতের মঙ্গোল্পত্তি হইতে পারে।"

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ মফস্বলের উচ্চ শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মতিলাল মিত্র, বিনোদবিহারী বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরচন্দ্র গুপ্ত, চৈতন্যচরণ দাস, আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অম্বিকাচরণ জোয়ারদার, বৈকুণ্ঠকুমার মুখোপাধ্যায়, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র দাস, শশিকুমার চক্রবর্ত্তী, মনোমোহন রায়, মথুরানাথ দত্ত, যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, শ্যামলাল সেন, নবকুমার মিত্র, হিরচরণ নন্দী, বেণীপ্রসাদ, শ্যামলাল, শ্যামপ্রকাশ, ভূদেব চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন দত্ত, শ্যামবিহারী চট্টোপাধ্যায়, রাধাবিনোদ দাস, নন্দগোপাল নন্দী, রামসুন্দর রায়, অবিনাশচন্দ্র বসু, বিজয়শঙ্কর রায়, নারায়ণপ্রসাদ বসু, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, মণিমোহন ঘোষ, গঙ্গাচরণ দাস, সৈয়দ এ'কবা হোসেন, গোপালচন্দ্র বসু, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ গুপ্ত, অনুকূল চন্দ্র মিত্র, ব্রজনাথ গোস্বামী, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্ধু, বলদেব লাহা, আশুতোষ মুখো, জানকীনাথ বিশ্বাস, রাজকুমার ঘোষ, জজ, দে, কর্জন, দ্বারকানাথ মুখো, কিশোরীমোহন পাল, শ্রীনাথ চট্টো, জানকীনাথ মুখো।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শরচ্চন্দ্র দে, কালীপ্রসাদ পালিত, রাজকৃষ্ণ দাস, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ভূবিনোদকুমার দে, বিহারীলাল দে, রজনীকান্ত কুমার, মতিলাল রায়, রামগোপাল মুখো, প্রসন্নকুমার দাস, বিশ্বম্ভর দাস, মহানন্দ ঘোষ, আনন্দচন্দ্র দাস, বৈদিউদ্দীন আহম্মদ, নবকিশোর পাল, বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, পূর্ণচন্দ্র সেন, কামিনীভূষণ চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যো, উমেশচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যামিনীকান্ত বসু, গোপালচন্দ্র শ্রীনাথ বন্দ্যো, প্রমথনাথ গাঙ্গুলি, মুকুন্দমণি চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন মুখো, জয়হরি ঘোষ, মাখনলাল রায়, বিপিনবিহারী সেন, ব্রজলাল ভট্টাচার্য্য, যাদবচন্দ্র দাস, নিবারণ চন্দ্র দত্ত, গঙ্গাধর মিত্র, উমেশচন্দ্র মাইতি, অম্বিকাচরণ সিংহ, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, গোপালচন্দ্র দে, অঘোরচন্দ্র বসু, মহেন্দ্রনারায়ণ রায়, মথুরানাথ পাল, গৌরসুন্দর বিশ্বাস, শ্যামাচরণ তালুকদার, শরচ্চন্দ্র দত্ত, জগদীশ্বর সরকার, রামধন রায় বিশ্বাস, হেমচন্দ্র সিংহ, বঙ্কবিহারী নন্দী, অম্বিকাচরণ মুখো, প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, রায় শ্যাম বাহাদুর, নন্দকিশোর পাল, বাসুদেব পাল, নবীনচন্দ্র দে, নবকিশোর দাস, মহেন্দ্রনাথ সেন, গোপালচন্দ্র রায়, সুধীকৃষ্ণ ঘোষ, হরিদাস বন্দ্যো, সৈয়দ আবদুল বারী, যোগেশচন্দ্র বসু, ভুবনচন্দ্র বন্দ্যো, গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী, বরদাকান্ত বিশ্বাস, ভুবন মোহন মিত্র, রাধিকানাথ বসু, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যো, জোসেফ মার্সেল ডিক্রুজ, কিশোরীলাল মুখো, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো, প্রিয়নাথ গোস্বামী, শিবহরি পাঠক, কালীকুমার দাস, চন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্যামাচরণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মি, টি মেটকাফ ভাগলপুরের কমিশনর হইলেন। বার্লো সাহেব ৩ মাস ছুটি লইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি মেকঞ্জি সাহেব ম্যাকলেন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বোর্ডরিভিনিউর সভ্য হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ মুসায় হবিব এক মাস ২৩ দিন ছুটি লইলেন।

নীলফামারীর সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নাজিরুদ্দিন পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার নিবারণ ৩ মাস ; বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিরিক্ত ২ মাস এবং বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই. জে বার্টন ৩ মাস ছুটি পাইলেন।

বাঁকুড়ার বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শিবচন্দ্র ঘোষ দানাপুর হইতে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসরের জন্য ভূমি সংক্রান্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত জামালপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিষ্টার ১৪ ই এপ্রেল হইতে দুই মাস বিদায় লইয়া ৩ মাসের মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পোষ্টিং রহিত কার্য্য করিবেন।

রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কারমাইকেল ৫ মাস ও চট্টগ্রামের সহকারী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবের স্থানে প্রথম কর্মচারী থাকেন এবং বৎসর বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের পোষ্টিনের কাঙ্গালের পরিবর্ত্তে সাহেব চট্টগ্রামের সোনামুখী তালুকের বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন মেদিনীপুরের পূর্ব্ব বাবুর প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

রাজসাহীর সব ডেপুটী কালেক্টার মেহেরপুর ভাগলপুরের অন্তর্গত সুপৌলে বদলী হইলেন, এবং সুপৌলের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপীকৃষ্ণ নাগ রাজসাহীতে বদলী হইলেন, এবং অন্য আদেশ পর্য্যন্ত শাহপুরে কার্য্য করিবেন।

ভূমি জরীপের আবশ্যক কিছু দিনের জন্য সাঁওতালদের অন্তর্গত দক্ষিণের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

পুরীর অন্তর্গত খুর্দার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবদ্বীপচন্দ্র নায়ক কটক মহালের অন্তর্গত জগদ্দেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন, এই আদেশ নিবন্ধন বাবু নিত্যানন্দ দাসের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল। বাবু রামকেশচন্দ্র নায়ক ৫ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং যে পর্য্যন্ত তিনি সুপৌলে না যাইতেছেন সে পর্য্যন্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ সেই স্থানে কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার পোষ্টিনের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ওয়ালিয়ার হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টটেনহাম অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বিচারকার্য্য বিভাগ।

কলিকাতার পুলিসের পঞ্চম ডেপুটী কমিশনর উইলকিন্স কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী হাফিজুদ্দিন আহম্মদের অন্তর্গত সালিমাবাদের মুন্সেফ হইলেন।

রাজসাহীর চাঁপাই নবাবগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার প্রথম মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু চন্দ্রনাথ মিত্র যশোহরের অন্তর্গত মাগুরার মুন্সেফ হইলেন।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জেলার সহকারী বিচার কার্য্যের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

এ বৎসর এখানে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বসন্ত রোগের উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখা যাই-

[illegible] অনেক উকীল ও মা স্তারা বলিয়াছেন এক শত লোকের বেশী গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু তাঁর এক শত করিয়া চাঁদা দাতাদিগের আর নাম দেখা যাইতেছে না। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি [illegible] সভা সকলে পরিশ্রম করিয়া স্থানে স্থানে দুনা ও শুল্ক আদায় করিতেছেন; তথাপি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণেরা সকল স্থানের শ্রেষ্ঠ একথা সত্য; কিন্তু এই নগরের ব্রাহ্মণের দেখা যাইতেছে তাঁহাদের অনেকের মধ্যে অনেকগুলি দল বিভাগ হইয়া গিয়াছে, আর তাঁহারা অন্যান্য দল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ মধ্যে অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির বসন্ত রোগে মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণেরা স্পর্শ না করায় [illegible] অগ্নি সৎকার [illegible]। অতএব ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে [illegible] আমাদের [illegible] কি না?

মধ্যে অবস্থা আমাদের [illegible] হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর [illegible] উৎসব উপলক্ষে [illegible] সমাদর হইয়াছিল। [illegible] দান ও অন্যান্য কার্য্য দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম।

কয়েক দিন হইল জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া [illegible] কার্য্য পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। [illegible] সমাপ্ত করা হয়।

ছই তিন দিবস হইল [illegible] নিবাসী [illegible] একজন [illegible] স্ত্রী একটী মৃত পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বালকটীর মস্তকে ছটী, চারিটী চক্ষু, ছটী নাসিকা, ছটী [illegible] এবং ছইখানি জিহ্বা।

[illegible]—৯ ই চৈত্র ১২৮৮।

[illegible] আমাদের [illegible] এক মাসের মধ্যে [illegible] আগুন লাগিয়াছিল। [illegible]

[illegible]

[illegible] হইল [illegible] কিছু বোঝাই ছিল সমস্ত নিলাম হইয়া গিয়াছে। [illegible] নৌকায় ১৫৪/ মণ মাল ছিল। পুলিশ ও লোকেরা অনেক পুরস্কার পাইবে।

সাথারণী পত্রিকায় এখানকার [illegible] স্কুল ও কলেজিয়েট স্কুল উভয় বিদ্যালয়ের গত পাঁচ বৎসর মধ্যে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার [illegible] তালিকা দেখা হইয়াছে। [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] কলেজিয়েট [illegible] জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। উভয় বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ও সরকারি ব্যয় এবং শিক্ষক সংখ্যা [illegible] তুলনা করিলে প্রথমো[illegible] উভয় দল [illegible] বলিতে হইবে [illegible] উভয় বিদ্যালয়ের এতদ্দেশের উন্নত ফলে [illegible] সম্ভাবনা।

অতএব যে [illegible] আসামী আসিয়া [illegible] এক [illegible] ডাকাইতি হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী একজন [illegible] আহত করায় ডাকাইতেরা পলাইয়া গিয়াছে। [illegible] বলেন যে কয় দিন পূর্ব্বে যেমন [illegible] ও [illegible] মধ্যে বিবাহ ডাকাইতের দল করিয়াছিল, আবার তদ্রূপ একটী নূতন দল [illegible] অনুসন্ধানে [illegible] করিতেছে। [illegible] মিথ্যা [illegible] পুলিশের অধিক সাবধানে কাজ করা উচিত। আমরা দেখিতে পাই পল্লীগ্রামে এখন আর [illegible] বাহির হয় না। চৌকীদারের [illegible] দিগের [illegible] হইলে [illegible] পারে, [illegible] নিদ্রা যাইতে পারে, [illegible] হয় না, কিন্তু [illegible] ডাকাইতি [illegible] হইলে ও [illegible] পার হইয়া [illegible] করেন।

[illegible]—১১ ই মার্চ্চ ১৮৮২।

[illegible] অনেক [illegible] বিশেষ [illegible] থাকে, [illegible] কার্য্য [illegible] আছে। এই [illegible] লোক [illegible] করিয়া [illegible] তাঁহার সম্পূর্ণরূপে [illegible] হইয়া নানা প্রকার [illegible] করিতে [illegible] কিছুমাত্র [illegible] নিয়া দিবারাত্র [illegible] এই সকল [illegible]

[illegible] একজন [illegible] সাহেবের সমীপে আবেদন করিয়াছিলেন; তিনি তাহা গ্রাহ্য করতঃ এই আদেশ প্রচার করেন যে কোন উপলক্ষে কেহ অস্ত্রাদি [illegible] করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইলে তাহাকে বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। যদিও ইহাতে কোন উপদ্রব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু [illegible] আবার অনেকেই পুলিসের চক্ষে [illegible] প্রদান করিতে ত্রুটি করে নাই। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিতে সকলেই অভিলাষী [illegible], কিন্তু যে [illegible] থাকে [illegible] অথচ [illegible] অভিপ্রায় [illegible] অপনীত [illegible] এরূপ [illegible] প্রতিবিধানে [illegible] না হওয়া বিশেষ আক্ষেপের বিষয়।

আমরা অতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আমাদের [illegible] অকালমৃত্যুর সংবাদ পাঠকদিগকে বিদিত করিতে [illegible] হইলাম। [illegible] খ্রীঃ [illegible] প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং নানা প্রকার [illegible] সহ্য করিয়া অবশেষে বিগত [illegible] ই [illegible] একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি এই পত্রিকার জীবন [illegible] এক দিবস ইহাকে [illegible] পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার সকল যত্ন, সকল আশা [illegible] ভুতগ্রস্ত [illegible] হইয়াছে। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে [illegible] লোক ইহার অকাল [illegible] পত্রিকার [illegible] পরিণাম হইবার [illegible] যায় যে [illegible] অনেক স্থলে [illegible] হয় কি না। [illegible] এক [illegible] পত্রিকা [illegible] উক্ত পত্রিকার [illegible] পরিবারের আবশ্যকতা [illegible] উক্ত [illegible] ইত্যাদি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] হইয়া [illegible] উপর সম্পাদকীয় [illegible] এক দিন [illegible] সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যে [illegible] সাধারণের [illegible] ছই চারি [illegible] না। [illegible] যখন [illegible] যে, এরূপ [illegible] পত্রিকার [illegible] হইয়া [illegible] প্রকাশিত [illegible] দিলেন। ইহাতে [illegible] যে অত্যন্ত [illegible] ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে [illegible] প্রকাশিত হইল না [illegible] হয় [illegible]

অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দুঃখ অপেক্ষা তাঁহার অধিক হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় সেই পথ অবলম্বন করিলে সুফলপ্রদ হইবার বোধ হয় বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

আমরা এস্থলে একটী পুলিসের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিব। এখানকার হাইস্কুলের মেথরের একটী কুকুর আছে, গত ১১ ই মার্চ্চ কয়েকজন পুলিস কনষ্টেবল চারিজন ডোমকে সঙ্গে করিয়া ঐ কুকুরটীর বধোদ্দেশে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, সে প্রাণি[illegible]র প্রভুর কুটীরে লুক্কায়িত হইল। কুকুর হন্তাদিগকে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে দেখিয়া মেথর জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কি জন্য এই কুকুর মারিতে আসিয়াছ? এতদুত্তরে কনষ্টেবলেরা বলিল যে রাত্রিকালে কুকুরের রবে ছোট লাট সাহেবের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে এজন্য গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটস্থিত সকল কুকুর মারিতে হইবে। এইরূপ গোলযোগের সময় স্কুলের চৌকীদার সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কনষ্টেবলদের বলিল সেটিটী পোষা কুকুর, সুতরাং এরূপ পোষিত কুকুরকে মারিবার কোন বিধি নাই, তবে যদি তোমরা আমাদের কথা না শুন, তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পার। বোধ হয় চৌকীদারের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে সেও কনষ্টেবলদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের একজন চাকর, সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে অনিষ্টাশঙ্কা সম্ভবে না। হতভাগ্য চৌকিদারের কি ভ্রম! সে জানিত না যে পুলিস-কর্ম্মচারী এ পৃথিবীর লোক নহে! একেই ত সহজে তাঁহাদের সমুখীন হওয়া অতীব দুষ্কর, তাহাতে আবার ছোট লাট সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিতে আসিয়াছে, এখন তাহারা দ্বিগুণ বলে বলীয়ান, সুতরাং প্রথমে কথান্তর, তৎপরে কটূক্তি অবশেষে প্রহার। কনষ্টেবলেরা হতভাগ্য চৌকিদারকে বিশিষ্ট রূপেই উত্তম মধ্যম দিয়াছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথায় উপস্থিত হইলে সে অব্যাহতি পায়, এবং তিনি এ ঘটনার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্কুল কমিটীর সম্পাদক অত্রস্থ সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠান, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত না চৌকিদার কনষ্টেবলদিগের নামে অভিযোগ করিতেছে সে পর্য্যন্ত তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। অগত্যা গত কল্য শনিবার স্কুলের চৌকিদার কনষ্টেবলদিগের নামে অভিযোগ করিয়াছে, এক্ষণে দেখা যাউক ইহার পরিণাম কি হয়। আমরা শুনিলাম সহরের কোতয়াল সেই সময়ে ঘটনাস্থলের কিঞ্চিদ্দূরে স্বীয় বাটীতে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি কনষ্টেবলদিগকে নিবারণ করেন নাই, তবে কি তিনি তথায় তামাসা দেখিতেছিলেন?

গত কল্য শনিবার বাবু বিনোদবিহারী ভাদুড়ী মহাশয়ের বাটীতে অত্রস্থ "আমেচিয়র থিয়েট্রিকেল কোম্পানী" কর্ত্তৃক বিয়োগান্ত নবনাটক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রযুক্ত এ স্থলে সবিস্তারে তাহার সমালোচনা করিতে অসমর্থ হইলাম। অভিনীত বিষয়গুলি অনেক স্থলে আনন্দদায়ক হইয়াছিল তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। চিত্ততোষ গণেশবাবু সুবোধ ও সুধীর এই কয়েক ব্যক্তির অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। অভিনয়ের প্রারম্ভে যাত্রার দলের খোকিদের ন্যায় এক ব্যক্তির সাজিয়া আসিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। নেপথ্যে যে গীতটী হইয়াছিল তাহাতে কেহই তাহা শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। উক্ত নাটকের অভিনয়কার্য্য সমাপ্ত হইলে "হঠকারির মাশুল" নামক একখানি প্রহসনও অভিনীত হয়। আমরা আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে ইহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল; তবে আমরা একটী কথা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিকে বলি যে, তাঁহারা ঐকতান বাদ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন এবং ভবিষ্যতে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্তের প্রতি তাঁহারা যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা প্রথম যেরূপ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যদি ঐ কয়েকটী দোষ না ঘটিত তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই যার পর নাই সুখী হইতেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়েরকার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কাশীবাটী রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জাতি ও বঙ্গদেশের জ্যোতিষ, পরমাণু ও বায়ুর তত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সংখ্যের গোলযোগ, মধুমক্ষিকা, লাল বাতে ভ্রম সংশোধন, সাংখ্যদর্শন, নিরাশ-হৃদয়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, গ্রাহকগণের, এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বাটী বিক্রয়।

* বালিগঞ্জের ষ্টেশনের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের উত্তম বাসোপযোগী) সহ খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সমুদয়ে তিন বিঘা আট কাঠা [illegible]

আমি বিক্রয় করি। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যাজিন ইঞ্জিনিয়ার আফিস, কলিকাতা জেলা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর চক্রবেড়।"

ভাগবততত্ত্ববোধিকা

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মহজ্জ আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৫০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২।০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুল ২।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৭ টাকা ও ডাক মাশুল ১০, গদাযুদ্ধ সরল সটীক ১৸০, পদ্ম পুরাণ ১৯ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন শর্ম্ম।

পরীক্ষিত।

কেশ সংবর্দ্ধিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্বতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকনা টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং উহার কোমলতা বৃদ্ধি করে। অধিক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (দন্তকুসুম)—দন্ত শূল, দন্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর মুক্তাবর্ণ হইয়া মজবুত হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রত্যেক পত্রাদি ও টাকা নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবা

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
১ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর
কলিকাতা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাস্মাৎ শ্রেষ্ঠো মুক্তিহেতুর্ন শ্রেষ্ঠো মুক্তিহেতুর্বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা উপদেশ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

প্লীহা রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৸০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠ পরিষ্কার বটিকার ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

অশ্বগন্ধা সিদ্ধ ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কারখানার ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কালিকাবাটীর ভদ্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা বিষয়ে গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকের পীড়া কঠিন আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সকল কার্য্য করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত গার্হস্থ্য, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসা পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, প্লীহা, কলাউঠা, কাশ ও নূতন বক্ষোরোগ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ অনেক প্রকার ঔষধ জানিয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। অল্প মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ পাল—নোয়াখালী	৭
" " শিবনাথ বসু—বশির	
" " হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—ইলকোনা	৭
" " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জাহানাবাদ	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ২০ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২২ এ চৈত্র। ইং ১৮৮২। ৩ রা এপ্রেল। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গতপ্রায়। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য দিয়াছেন তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ সালের দেয় মূল্য দান করেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

পাইকপাড়া নর্সরি।

সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব।
বাগদের লাঞ্ছনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিতে
প্রবৃত্ত হও।

দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্রকার লাভজনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য কৃষিতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব সমাপ্ত হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ড অতি মনোহর নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রতিমূর্ত্তি সহিত মুদ্রিত হইতেছে। যাবতীয় কলম করিবার সহজ উপায় ছবির দ্বারা দেখান যাইবে এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় মাশুল ৩৷৴০। প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷০ পাঁচ সিকা মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, ভিনাবাজার পঞ্চচন্দ্র নান্দের দোকানে এবং সিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে কোং দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সরিতে যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদির আবশ্যক হইবে আমার নিকট ফর্দ্দ ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হইলে এক আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে। বীজাদি ও কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ভিক্টোরিয়া রাজসূয়।

অর্থাৎ দিল্লী দরবারের সচিত্র বৃহৎ ইতিবৃত্তের মূল্য ৫ টাকা থাকায়, সাধারণ এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের ১৮৮০ সালের ৫৯ নং সর্কুলার মত যে সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ক্রয় করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য মূল্য হ্রাস অর্থাৎ ২ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ডাক মাশুল ৶১০। পটলডাঙ্গার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি, বি ব্যানার্জ্জির দোকানে এবং আহিরীটোলা, ৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেনে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত নাটকগুলি সংস্কৃত ডিপজিটরি, ক্যানিং লাইব্রেরি প্রভৃতি পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্বপ্নময়ী নাটক—(নব প্রকাশিত) মূল্য		১৷০
সরোজিনী ঐ	... ...	১৷৴০
পুরুবিক্রম ঐ	... ...	১৲
অশ্রুমতী ঐ	... ...	১৷০
এমন কর্ম্ম আর করব না (প্রহসন)		৷৶০

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধি দ্রব্য, আয়না, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার নাম মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তার্গেট প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপূয ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ

রুগ্ন ও অস্বাস্থ্য হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষা ঘাত রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও বলবুদ্ধিবিশিষ্ট হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে। যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পীড়া ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই ঔষধ কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা প্রতি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

পবলিক ওয়ার্ক সেস।

রোড সেসের প্রকৃত উপকারিতা এখনও সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার সোমপ্রকাশের স্তম্ভে লেখনী চালন করিয়াছি। বোধ করি তদ্বৃত্তান্ত পাঠকের স্মৃতিপথে জাজ্জ্বল্যমান থাকিতে পারে। পবলিক ওয়ার্ক নামে আর একটী স্বতন্ত্র কর আছে, জমিদারের খাজানার সঙ্গে ঐ কর নিয়মিতরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রজাগণ কি নিমিত্ত উক্ত করের জন্য দায়ী, ঐ কর প্রদানে প্রজার কি প্রকার উপকার সাধিত হয়, অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহার কিছুই জ্ঞাত নহে। বাস্তবিক তাহারা কিরূপেই বা ঐ করপ্রদানের উপকারিতা অবগত হইবে? নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাঁধ এবং অন্যান্য পবলিক ওয়ার্কের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। মেদিনীপুরে প্রথমে বাঁধসম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হয়, পরিশেষে সেই বিধি সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হইল। এ দিকে রথ্যা কার্য্য, পুষ্করিণী প্রভৃতি নানারূপ সাধারণের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত নানাপ্রকার করও প্রচলিত হইল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থরাশি গৃহীত হইতেছে সকল স্থানে সে উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয় না; তজ্জন্য অজ্ঞ অকৃতবিদ্য সাধারণ লোকগণ এই সমস্ত করকে কেবল যৎপরোনাস্তি কষ্টকর জ্ঞান করিয়া অহর্নিশ অনুতাপ করিতে থাকে। বঙ্গদেশের কত স্থানে বৎসর বৎসর বন্যাপ্লাবিত নদীকর্তৃক কতদূর ক্ষতি হইয়া থাকে, কত লোকের ধন প্রাণ গো মেষ মহিষাদি নষ্ট হয়, কত শত গৃহ ও অট্টালিকাদি ভগ্ন হইয়া যায়, কত শত শস্যশালিনী উর্ব্বর ভূমি স্তূপাকার বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। পল্লীগ্রামস্থ প্রজাগণের অধিকাংশই অজ্ঞ ও সাহসহীন, তাহাদের দুঃখের সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিলে কষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে, দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কষ্টের কারণ দূরীভূত করিতে পারেন, এ কথা কেহই জানে না, উপদেশ দিলে কেহ বুঝে না বিশ্বাসও করে না। বিশেষ প্রজাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত এই, গবর্ণমেণ্ট যেন অন্তর্যামী, তাঁহার কোন বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্টের অগোচর নাই, কোথায় প্রজাদের কি কষ্ট কি সুখ দুঃখ ঘটিতেছে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনভিজ্ঞ নহেন, এক স্থানে বসিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত করতলে দেখিতেছেন। প্রজাগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছে, দেশের কল্যাণকর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হয় না, আবেদন করিলেও কোন কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা নাই, গবর্ণমেণ্ট সকল কার্য্য আপন ইচ্ছানুসারে করিয়া থাকেন। প্রজাগণ মনের বেদনা জ্ঞাত করুক আর নাই করুক, অভিমত না হইলে কখনই গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সমস্ত অমূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিদারুণ কষ্ট পাইলেও প্রজাদের মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই, বিরলে বসিয়া কেবল অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে থাকে।

সোমপ্রকাশ পাঠকের অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদ-নদী হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। গত বর্ষায় দামোদর উচ্ছলিত হইয়া জনসাধারণের কি অবধি অনিষ্ট করিয়াছে, সংবাদপত্র পাঠকদিগের কাহারও তাহা অবিদিত নাই, বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা পত্রে তদ্বৃত্তান্ত আন্দোলিত হইয়াছিল। দামোদরের বাঁধ ভগ্ন হইলে অনেকেই তদ্বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ তথাকার অনেক প্রজা কৃতবিদ্য এবং ধনাঢ্য। এই সমস্ত অমঙ্গলকর দুর্ঘটনা প্রকাশিত হইলে কতদূর ফলোদয় হইতে পারে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া লোকের যেপ্রকার অনিষ্ট করিয়াছে, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া এক এক স্থানে তাহার শতগুণ ক্ষতি করিতেছে। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে উপযুক্ত ব্যক্তি নাই, প্রজাগণের মধ্যে সকলেই চাষী লোক, অতএব সেই দুর্ঘটনা কেহই জানিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্টেরও কর্ণগোচর হয় না। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বীরভূম জেলার অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর থানার অধীন নিমে নামক স্থানে ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত শত গ্রামকে যে উৎসাদিত করিয়াছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। কিন্তু ঐ স্থান মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতির অধিকারভুক্ত, সুতরাং প্রজাদিগকে অধিক দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি সত্বর উদ্যোগী হইয়া ঐ স্থানে পুনর্ব্বার বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন, গবর্ণমেণ্টও তৎকার্য্যে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু সাকুলী থানার অধীন নারেকপুর, কড়লে, কুম্ভীরঘাটা, সাহোরা প্রভৃতি স্থানে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ অনেক দিন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে প্রজাদের কি অবধি বিপদ ও কষ্ট হয় তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশিত হয় না। এই সমস্ত গ্রামের গৃহগুলি এক একটী উচ্চ মৃত্তিকার ঢিপের উপর নির্ম্মিত। বর্ষাকালে প্রায় আট দশ দিন অন্তর নদীতে প্রবল বন্যা আসিয়া থাকে, তৎকালে সমস্ত জনপদ, শস্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, বিল একার্ণব হইয়া যায়। মনুষ্যের গতিবিধি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে কেহ যে গমনাগমন করিবেন সে উপায় থাকে না। সমস্ত ব্যক্তির প্রাণ সংশয়, রাত্রিকালে প্রাণটী হাতে করিয়া জাগ্রত থাকিতে হয়; কাহারও অঙ্গনে, কাহারও বহির্ব্বাটীতে এক হাঁটু, এক কোমর ও এক গলা জল। গৃহের দ্বার মৃত্তিকাদ্বারা বদ্ধ করিতে হয়, নতুবা গৃহ মধ্যে জল প্রবেশ করে। দিবারাত্রি চতুর্দ্দিকে কেবল কলরব, রোদনের চীৎকার ধ্বনি এবং ভগ্ন গৃহাদির ঝুপ্ ঝাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ। যাহাদের গৃহে সঞ্চিত ভোজ্যসামগ্রী থাকে, বন্যার সময়ে তাহারাই একমুষ্টি করিয়া অন্ন পায়, কিন্তু দরিদ্র লোকদিগের এবং গোমেষাদির কষ্ট দেখিলে পাষাণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ক্ষুদ্রপ্রাণী গতিবিধির উপায় থাকে না, গৃহেও তণ্ডুলাদি কিছুই নাই, প্রত্যহ শ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে প্রত্যহ তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ হয়; বন্যায় সমস্ত একাকার, মজুরী নাই, কোন কাজকর্ম্ম করিবার উপায় নাই, শিশু সন্তানাদি লইয়া উপবাসে দিন গত হয়। আবার দৈবাৎ যদি গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তবে ত ঘোর বিপদ; প্রায় বৃক্ষাদির শাখা আশ্রয় করিতে হয়।

অনেক সময়ে দিবাকালে বন্যা আসিলে বালক, বালিকা, কৃষক এবং গোমেষাদির জীবন বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠে। বালক বালিকাগণ গোষ্ঠে গোচারণ করিতে থাকে, কৃষকগণ ক্ষেত্রে কার্য্য করে, ইত্যবসরে বন্যা আসিলে অনেকেরই প্রাণ সংশয়। যাহারা ময়দানে থাকে সহসা তাহারা গ্রামে প্রত্যাগত হইতে পারে না। গ্রামের অভ্যন্তর জলপ্লাবিত হয়, বাহির জলপূর্ণ; চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর আর কিছুই নয়নগোচর হইবে না,—কেবল বিদ্যুদ্বেগে

স্রোত ছুটিতেছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ পড়িয়া ঝপাস্ ঝপাস্ শব্দ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটী গৃহ উচ্চ হইয়া দুষ্ট ব্রাহ্মণের ললাটফলকের উপর স্বস্তিকার উর্দ্ধপুণ্ড্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে; বাগান ও কদলিবনের মাচার বৃক্ষশাখা অথবা উচ্চ পুষ্করিণীর পাড় আশ্রয় করে। গো ছাগ মেষাদি বিপন্ন হইয়া কর্দম-জল করিতে থাকে। লাবোয়া গ্রামে আমাদের একটী বাসাবাড়ী আছে, তাহার ছাদের উপর হইতে চতুর্দ্দিকে একক্রোশ দূর পর্য্যন্ত জল প্লাবিত হয়, জলস্রোতে গো মেষাদি যে ভাসিয়া যায় দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে।

এই গুলি ত বন্যার আশু অনিষ্ট, ইহার পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। কোন স্থানে ভূমি স্রোতোবলে একেবারে খাল হইয়া যায়, কোন স্থান বালি রাশিতে পরিপূর্ণ, সমস্ত শস্য বিনষ্ট হয়, সুতরাং কৃষকদিগের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া পড়ে। রাজার রাজস্ব হয় না, ভূস্বামী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকেন; এ দিকে আবার সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান হয় না, একবেলা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, লাবোয়া, বীরবাঁধ, কুম্ভীরখালা, লাহেরপুর, জকলে, খীলে, বাকুড়া, খোঁয়াগোলা, বালপুর, খাড়কা, কেঁদো, বেড়াল, পড়ুলা, বেল, সিমুলে প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামে প্রতি বৎসর প্রায় দুই হাজার বিঘা ভূমির সর্ব্বতোভাবে ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। যদি প্রত্যেক বিঘায় ন্যূনকল্পে দশ টাকার শস্য উৎপন্ন হয়, তবে বৎসর বৎসর ২০,০০০ হাজার টাকার শস্য হানি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কত গৃহাদি ভাঙ্গিয়া এবং পশ্বাদি ভাসিয়া গিয়া লোকের ক্ষতি হইতেছে, লেখনী দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয় না। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ভূমিতে সাধারণের যে ক্ষতি হয় তাহা আমরা অন্তস্তর জ্ঞান করি না। পরিণামে স্থানে স্থানে বন্যার জল সঞ্চিত থাকায় এবং মৃতদেহ উদ্ভিজ্জাদি বিগলিত হওয়ায়, শরৎকালে ম্যালেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে; অতিরিক্ত লোকের মৃত্যু হয়, অবশিষ্ট যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আইসে, তাহারাও মরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাবতীয় পুষ্করিণীতে বন্যা প্রবেশ করে, সুতরাং তন্মধ্যে একটীও মৎস্য থাকে না। এ দিকে আবার জল এ প্রকার বিকৃত হইয়া পড়ে যে ম্যালেরিয়া যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহাতে বাস করিতে থাকে। তাহাতে স্নান করা চাই না, তাহা পান করা চাই না, অবগাহনে ও তৎস্পর্শেই ম্যালেরিয়া দেহে আসিয়া অধিষ্ঠান করে।

আমরা যে স্থানের এই শোচনীয় বৃত্তান্ত পাঠকদিগের গোচর করিলাম, তথায় বনাঢ্য জমিদার নাই। কয়েক খানি গ্রাম সাধারণ জমিদারের অধীন এবং কয়েক খানি বর্দ্ধমান ভূস্বামীর অধিকারভুক্ত। এখানে সাধারণ প্রজাগণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, বৎসরের মধ্যে অনেকেরই দুই বেলা উদরান্নের সংস্থান হয় না। যে কয়েকজন সামান্য জমিদার আছেন, তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে, নিজের দিন নির্ব্বাহ হয় না তাহাতে প্রজার কি করিবেন কি? কিন্তু যে কয়েক জন অতুল সম্পত্তিশালী ভূস্বামী আছেন, তাঁহাদেরই কার্য্যপ্রণালী এবং চিত্তবৃত্তি দর্শনে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। তাঁহারা জমিদারী সব পত্তনী বিলি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বিহরণে ভোর থাকিলেন, নির্দিষ্ট লাভটী পাইতেছেন কোন ভাবনা নাই, প্রজার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিও নাই। জমিদারের প্রজাপালন এবং গোপ জাতির গাভি পালন এ উভয়ই সমান কথা, আপনিয়োগ দোহন করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইল। প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, জমিদারের কোন ভাবনা নাই; এক বার কোন তত্ত্ব গ্রহণ করেন না, অথচ নির্দ্দিষ্ট সময়ে লাভ পাইতেছেন, দুর্ভাবনা কি? এই গেল জমিদারের কথা; পত্তনীদার আসিলেন, প্রজাকে নিষ্পীড়ন করিলেন তৎপরে তিনিও বিদায়ী হইয়া পড়িলেন, মহলটী দর-পত্তনীতে বিলি করা হইল, নিষ্পিষ্ট নিষ্পীড়নে টোপে টোপে দুই এক বিন্দু রস নিঃসৃত হইল, তাহা শোষণ করিয়া দর-পত্তনিদার মহাশয় বিষয়টীকে আবার সে-পত্তনীতে বিলি করিলেন। প্রজাদিগকে নিঙ্গড়াইলেন কোচড়াইলেন—নিষ্পীড়িত শুষ্ক ইক্ষুদণ্ডে আর কত রস থাকে? অবশেষে পিপীলিকার ন্যায় গায়ে বসিয়া দংশন করিতে লাগিলেন,—প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাঠক! বলুন দেখি, ইহাতে প্রজার কিছু সঙ্গতি থাকে?—না মুকুন্দার সে পত্তনীদার দিয়া যাবে প্রজার কোন উপকার করিতে পারে? যেমন দরিদ্র প্রজা তেমনি কাঙ্গাল জমিদার উভয়েই সমান। আমরা ভূস্বামীদের নিন্দাবাদ করিবার জন্য এ সকল কথা বলিতেছি না, এখানকার সমস্ত ভূস্বামীই আমাদের পরম আত্মীয়। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। কিন্তু দোষই হউক আর গুণই হউক, সত্য কথা বলিবার সময় আমরা বন্ধুজনকেও ক্ষমা করি না। আমরা ভূস্বামিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতেছি, নিন্দাবাদ নহে—তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে বলাই আমাদের প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের একান্ত বাসনা, জমিদারগণ আর সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবেন না, তাঁহারা বাৎসল্যভাবে প্রজাপালনে তৎপর হউন। আমরা কেবল যে এই স্থানের ভূস্বামিদিগকে উৎসাহ দিতেছি, এমত নহে, যে যে স্থলে প্রজাদের এবম্বিধ কষ্ট হইয়া থাকে, তত্তৎ স্থলেই জমিদারগণ প্রজার কষ্ট মোচনে উদ্যোগী হউন।

তিন বৎসর অতীত হইল কয়েক জন ভদ্রলোক যত্নবান্ হইয়া প্রজাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ বাঁধাইয়া দেন। গত বর্ষায় উহা আবার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রজাগণ এপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে আর তাহারা বাঁধ বাঁধাইবার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ নহে। কিন্তু উক্ত কার্য্য সমাধার নিমিত্ত যে টাকা আবশ্যক হইবে, প্রজারা তাহার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে সম্মত আছে, কিন্তু অপর অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্ট না দিলে প্রজাদের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি রক্ষার উপায়ান্তর নাই। শীত ঋতুতে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মফস্বল ভ্রমণ করিতে আইসেন; কিন্তু তাঁহাদের পর্য্যটনের ফল কেহই জ্ঞাত হইতে পারেন না। বাস্তবিক হাকিম বাহাদুরদের মফস্বল ভ্রমণ শীতকালের কেবল একটা আমোদ আহ্লাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। জেলা পরিত্যাগ করিয়া মফস্বলে আসিলেন, তাম্বু করিলেন, অমনই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইল আর কি? এ ক্রিয়া কৌতুকে কাজ কি?—বৃথা অর্থ ব্যয়ে ফল কি?—যদ্যপি মফস্বলে আসিয়া পল্লীগ্রামের অবস্থা জ্ঞাত না হইবেন, যদি সমস্ত বিষয়ের তদন্ত না লইবেন তবে সাধারণ রাজকোষের প্রতি আক্রমণ করা ত শ্রেয় নয়। প্রজাদিগের যদি এই সমস্ত কষ্ট দূরীভূত করা না হয়, তবে কি নিমিত্ত তাহারা নিয়মিতরূপে পব্লিক ওয়ার্ক কর প্রদান করিতেছে? দরিদ্র লোক এক সন্ধ্যা খায় না খায়, অনেক কষ্টে তাহারা একটী পয়সা উপার্জ্জন করে, তেমন ব্যক্তির বৃথা এ অর্থ দণ্ড কেন? আমরা বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মফস্বল পর্য্যটনের সময়ে পল্লীগ্রামের অবস্থা সুচারুরূপে অবগত হইতে চেষ্টা করুন, পল্লীগ্রামের নিরক্ষর অজ্ঞলোকেরা নিজ নিজ কষ্ট ও অসুবিধা গবর্ণমেণ্টকে অবগত করিতে জানে না, তাহাদের তদ্রূপ সাহসও হয় না। বিচারপতিগণ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য যত্নবান্ না হইলে প্রজারা কষ্টমুক্ত হইতে পারিবে না। রোডসেস পবলিক ওয়ার্কসেস প্রভৃতি করের টাকা যেখানে যে কার্য্যে লাগাইলে সাধারণ জনগণের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে গবর্ণমেণ্ট সেখানে তদ্রূপ কার্য্যে উক্ত টাকা ব্যয় করুন, নচেৎ এই সকল কর প্রদান করা তাহাদের পক্ষে কেবল দণ্ড স্বরূপ। একটি আশ্চর্য্যের কথা দেখুন,

যেখানে কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাস করেন, সেখানে তাঁহারা এ সকল প্রশ্ন করের আনুকূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক সকলের উপযুক্ত হিতকর কার্য্য করাইয়া লইতেছেন; কিন্তু যেখানে অজ্ঞ লোকেরা বাস করে তথায় তাহারা এই কর দানের কোন ফল প্রাপ্ত হইতেছে না। মূর্খ প্রজাগণ বোবা, কিছুতেই তাহাদের মুখে বাক্য নাই, কোন সৎকার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা প্রার্থনা করে না, গবর্ণমেণ্টও স্বতঃ অনুসন্ধান করিয়া প্রজাদিগের উপকারের নিমিত্ত কোন কার্য্যে অর্থদান করেন না, সুতরাং অনেক স্থলে প্রজারা নিয়মিত কর দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এটী কি অন্যায় ও অসঙ্গত নহে?—সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এই কি কর্ত্তব্য শিক্ষা, এই কি পুত্রবৎ প্রজাপালন? সকলেই স্বদেশের উপকারের নিমিত্ত করপ্রদান করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণের হিতের জন্য নিজ প্রদত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতে জানে সে অর্থ পাইতেছে; যে ব্যক্তি মূর্খ, অর্থ দিয়াও কার্য্যকালে তাহা চাহিতে জানে না, সে অর্থ সাহায্য পাইতেছে না, এটী কি পক্ষপাত নহে? আমরা স্বীকার করি, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পক্ষপাতদোষে দূষিত হন নাই; গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-শৈথিল্যই এই পক্ষপাতের একমাত্র কারণ।

আমরা মহুয়াগ্রামের যে বাঁধের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার সংস্কারের নিমিত্ত প্রজাগণ অর্দ্ধেক ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছে; বর্দ্ধমান গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্ক প্রভৃতি কর ফণ্ড হইতে অপরার্দ্ধ ব্যয় প্রদান করিয়া অসংখ্য লোকের হিতসাধন করুন। শ্রীঃ—

গুরুচরণ পণ্ডিত ও আত্মারাম সরকার।

জীবনী ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। জীবনবৃত্ত পাঠে বহু জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে বলিয়া সকল সুসভ্য দেশবাসিগণই প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে আবার যে ব্যক্তি সামান্য স্বদেশহিতকর কার্য্য বা সামান্য একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাঁহারও জীবনবৃত্ত মহাসমাদরে লিখিত হয়। সেই জন্য তথাকার অধিবাসিগণের এত উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে জীবনবৃত্তের তত আদর ছিল না। পাশ্চাত্যশিক্ষার গুণে আমরা এক্ষণে আমাদের দেশীয় স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের জীবনচরিত্র সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। অভিলাষী হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বাসস্থান, জন্ম, মৃত্যু ও কার্য্যকলাপ এত অজ্ঞাতভাবে আছে যে, নিবিড় অন্ধকারময় গহ্বর হইতে রত্ন সংগ্রহ করা যেমন সুদুঃসাধ্য বিষয়, সে সকল কার্য্যও অবিকল তদ্রূপ অসাধ্য। তথাপি যদি কোন পাঠক ইহাঁদের বিষয় অবগত থাকেন, এই আশায় আমরা অদ্য সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

গুরুচরণ পণ্ডিত ও আত্মারাম সরকার যদিও নিউটন কিম্বা গ্যালেলিওর ন্যায় গণিতবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন না সত্য; কিন্তু তাঁহারা যে বহু অংশে বিদ্বান ছিলেন, বহু ব্যক্তির উপকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা গণ্য, মান্য ও প্রধান ব্যক্তি বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত ও আদৃত হইয়াছিলেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এমন লোকের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১ম। গুরুচরণ পণ্ডিত। গুরুচরণ পণ্ডিত গণিতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সময়ে আমাদের দেশে যেরূপ গণিতের চর্চ্চা হইত, তাহাতে গুরুচরণকে অবশ্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিতে হইবে। তাঁহারই প্রসাদে গুরু পাঠশালার অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা যে সকল অঙ্ক অতি অল্পক্ষণের মধ্যে মৌখিক হিসাবে করিয়া দিতে সক্ষম, বোধ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ সে অঙ্ক বহু ক্ষণ ধরিয়া অঙ্কপাত দ্বারা করিতে সমর্থ হন না। সেগুলি অঙ্ক গুরুচরণ কতকগুলি অঙ্কের সূক্ষ্ম নিয়ম বাহির করিয়া আর্য্যা করিয়া দিয়া গেছেন। আমরা সচরাচর আর্য্যাতে কাঠাকালি, জমা বন্দী, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা, কড়িকষা, সেরকষা, মণকষা, সুদকষা, বাঁটীয়া, দলিকষা, কাগজ কষা, ইটকালি, দেয়ালকালি, পুষ্করিণীকালি, নৌকাকালি, গণকালি, বিঘাকালি, বজ্রকালি, আসল সুদ ও বাঁটা প্রভৃতি অঙ্ক দেখিতে পাই। এই অঙ্কগুলিতে সাধারণ লোকের সন্তানগণের কত উপকার হইয়া থাকে। যিনি সাধারণ লোকের শিক্ষার এই সদুপায় করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অনেক ব্যক্তি ব্যবসায়াদি করিয়া স্বল্প হিসাবের গুণে অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতারিত না হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; তাঁহার জীবনী সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ লোকের নিকট তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে দেওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর কি না?

অনেকে "গুরুচরণ" এই নাম শুনিয়া বলিয়া থাকেন, এটী কাল্পনিক নাম। কিন্তু গুরুচরণ যখন তাঁহার আর্য্যার ভণিতায় শেষে গুরুচরণ দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তখন কাল্পনিক নাম হওয়া কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কাল্পনিক নাম হইলে "দাস" এই জাতি বা বংশজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইবে কেন?

আর এক কথা এই, গুরুচরণের সময়ে যে সকল পাঠশালা ছিল, সেই সকল পাঠশালায় গুরুমহাশয়দিগের মন এত উদার ছিল না, যে তাঁহারা এক একটী অঙ্কের সূক্ষ্ম নিয়ম বাহির করিয়া তাহা গুরুচরণের নামে প্রচার করিয়া দিবেন? যাঁহার কোন প্রকারে দেশ মধ্যে আপনাদের নাম জাহির করিতে ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা যে একটী কাল্পনিক নামকে জনসমাজে আদরণীয় করিবেন এ কথা বিশ্বাস্য নহে। অধিকন্তু যদি গুরুচরণ নাম কাল্পনিক হয়, তবে তাঁহার প্রণীত অঙ্কগুলি যে এক দেশের নয় অনেক স্থানের রচিত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেক জনে নানা স্থান হইতে যে এক নামের ভণিতা দিবেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তাই বলি গুরুচরণ কাল্পনিক মনুষ্য নহেন, তিনি প্রকৃতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। কারণ, তাঁহার প্রণীত আর্য্যার "আনী দিলে কড়া হয় কায়েতের পো" এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই স্বজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে যত্ন করিয়া থাকে, তখন কায়েতের পো ও দাস এই দুই শব্দ দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে তিনি কায়স্থ ছিলেন। তবে তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও কখনই বা কালগ্রাসে পতিত হন ইত্যাদি আর কোন বিষয়ই জানিবার উপায় দেখা যাইতেছে না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কৃপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুল প্রচার হইতে চলিল, এই সময়ে কষ্ট করিয়া যদি কেহ তাঁহার জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিতে যত্নবান হন, তবেই তাঁহার বিষয় আমরা অবগত হইতে পারিব, নতুবা অনুমানে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে!

২য় আত্মারাম সরকার। ইনি কিংবা না জোর বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জোরবিদ্যা এক সময়ে—এখনও অনেক স্থানে—অজ্ঞ সমাজের বড় আদরের বিষয় বলিয়া আছে, জোরবাজকুহকীরা ভানুমতীর সময়ে জোরবিদ্যায় চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; এজন্য অনেকে অদ্যাপি জোরবিদ্যাকে ভানুমতীর বাজী বলিয়া থাকেন। আত্মারাম সরকার জোরবাজীকরদিগের পরম শত্রু ছিলেন। নিকটে যেখানে জোরবাজী হইত, তিনি সেখানে যাইয়া তাহা রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের জারি জুরী ভাঙ্গিয়া দিতেন। এজন্য বাজীকরেরা তাঁহাকে পরম শত্রু জ্ঞান করিত। এমন কি এখনও যখন বাজীকরেরা কোন স্থানে বাজী

করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি সজোরে তিন বার বাম পদাঘাত করিয়া তবে যাত্রা করিতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, আম্বারাজ কায়স্থ ছিলেন। হুগলী জেলার কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এ কথার সত্য মিথ্যা ভগবানই বলিতে পারেন।

আজ কাল দুই একজনেও "কৌতুক তরঙ্গ" "মনোহর দর্পণ" ইত্যাদি নাম দিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে ইউরোপীয় ভোজবাজীর পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মনে মনে আশা হইতেছে, অবশ্যই কেহ না কেহ হিন্দুদিগের ভোজবাজী ও তৎসঙ্গে আম্বারাজ সরকার প্রভৃতি দুই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্রিয়া বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণের জীবন চরিত্র সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক কৌতুককর কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিতে যত্নশীল হইবেন।

ভাগলপুর
তারিখ ১৬ ই চৈত্র } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২২ এ চৈত্র সোমবার।

আবগারী সংক্রান্ত নীতি।

মহাকবি মাঘ একস্থানে লিখিয়াছেন:—

[illegible] পরদোষেক্ষণ দিব্যচক্ষুষঃ

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা নিজ দুর্নীতির দর্শন বিষয়ে স্বভাবতঃ অন্ধ, কিন্তু পরের দোষ দর্শনকালে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হয়।

আমাদের প্রধান রাজপুরুষগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই কথা বলেন, এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা বিচারণীয় বিষয়ের সকল দিক দর্শন করিয়া প্রস্তাব লিখিতে পারেন না। এ বাক্যটী এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্য হউক না হউক, আবগারি সংক্রান্ত রাজনীতি বিষয়ে পূর্ণভাবে খাটিতেছে। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, গবর্ণমেণ্টের আয়ের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া এই নীতিটী সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এই নীতির প্রবর্ত্তনকালে প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি অণুভাবেও দৃষ্টিক্ষেপ করা হয় নাই। এক জন কবি কহিয়াছেন:—

" যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী "

ইহলোক ও পরলোক এ উভয় লোক রক্ষা করিয়া যে চাতুরী প্রয়োগ করা যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী।

চাতুরী, পলিসী, নীতি, একই পদার্থ। রাজা ও প্রজার মঙ্গল, এই উভয় দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যে নীতি সংস্থাপিত হয়, সেই নীতিই নীতি। আমরা আবগারি সম্বন্ধে এই উপায়ের উপর নীতি প্রণয়ন দেখিতে পাইতেছি না। এ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাকে একচক্ষু নীতি বলাই সঙ্গত হয়। খোলা ভাঁটিকেই আজ আমরা উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। আমাদের ভাগলপুর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, একটী ভাঁটির আয় প্রথম বৎসর ৫০০ ছিল, এ বৎসর ১২০০ হইয়াছে। পাঠক দেখুন, খোলা ভাঁটির উত্তরোত্তর কেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ আমোদকর বিলাস দ্রব্য যত সস্তা মূল্যে ও সহজলভ্য হইবে, তত তাহার ক্রেতা ও গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। ডাকের মাশুল যত কমান হইতেছে এবং লোকের বাটীর দ্বারে দ্বারে যত ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততই গ্রাহক সংখ্যা বাড়িতেছে। আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? খোলা ভাঁটি হওয়াতে মদের মূল্য সুলভ হইয়াছে এবং প্রায় প্রতি গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে মদ্য বিলক্ষণ অনায়াসলভ্য হইয়াছে। অতএব ইহার গ্রাহক সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত দলে দিন দিন মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের প্রধান রাজপুরুষগণের অনেকের মনে এই অভিমান আছে, তাঁহারা এদেশের লোকের আচার ব্যবহার ও অবস্থার বিষয়ে বিলক্ষণ বিজ্ঞ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এ অভিমান প্রত্যক্ষ বিরোধী। তাঁহারা যদি প্রতি গ্রামের লোক সংখ্যা করিয়া কত লোক শিক্ষিত, কত লোক অশিক্ষিত ও কত লোক অর্দ্ধশিক্ষিত, তাহার গণনা করেন, এবং পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে কত লোক মাতাল ছিল, এখন বা কত লোক মাতাল হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করেন, তাহা হইলেই আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য অবধারণ করিতে পারিবেন।

এখন আর একটী বাক্যের অবতারণা করা আবশ্যক হইতেছে। রাজপুরুষদিগের অনেকের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এদেশীয়দিগের পুষ্টিকর আহার নাই। মদ্য বলকর উত্তেজক পদার্থ, ইহার সমুচিত ব্যবহার হইলে এদেশীয়দিগের বল বীর্য্য উৎসাহ ও সাহসাদি গুণের বৃদ্ধি হইবে। সে দিন একজন রাজপুরুষ স্পষ্টাক্ষরে এ কথার উল্লেখও করিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশীয় সুরাপায়িদিগের যদি শরীর পরীক্ষা করা যায়, তাহাদিগের কার্য্য দর্শন করা যায় এবং তাহাদিগের মত্তাবস্থার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীয়মান হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থার যে সকল লোক মদিরা পান করে, তাহাদের উপযুক্ত আহারের অভাবে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়। যকৃৎ প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ আসিয়া তাহাদের দেহ আশ্রয় করে। অতএব অল্পকাল মধ্যে তাহাদের প্রাণ বিয়োগ হয়। এ গুলি প্রত্যক্ষ, কোন ক্রমেই অপলাপযোগ্য নহে। উত্তেজনাকালে সুরাপায়িদিগের সাহসাদির কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা মত্তাবস্থার অবসান কাল পর্য্যন্ত, তাহার পর যে স্বভাব, সেই স্বভাব। অনেকের আবার মত্ততাকালীন সাহস প্রায় দুঃসাহসে পর্য্যবসিত হয়। অধিকাংশ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মাতাল হইতে যে অগ্রসর হয়, তাহা কি মিথ্যা?

মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে আপাততঃ অনুরাগ সাম্য প্রভৃতি প্রাচীন জনের বিষম একটী অশুভ বৃদ্ধি হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বলেন—

উত্তমপ্রকৃতিঃ শেতে মধ্যো হসতি গায়তি।
অধমপ্রকৃতিশ্চাপি পরুষং বক্তি রোদিতি॥

যাহারা উত্তম লোক, তাহারা মদ্যপান করিয়া কোন উপদ্রব করে না, কেবল শয়ন করিয়া থাকে, মধ্যমেরা হাস্য ও গান করে, অধমেরা কটূক্তি কথা এবং রোদন করে।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যাহারা উত্তম কুলে জন্মিয়াছে, তাহারাও খোলা ভাঁটির প্রসাদে নীচপ্রবৃত্তি হইয়া যাইতেছে। তাহারা মত্ত হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব করে। তাহাদের মুখ হইতে কটু ও অশ্লীল ভিন্ন অন্য বাক্য প্রায় নির্গত হয় না। বাস্তবিক কথা বলিতে কি, খোলা ভাঁটি দ্বারা গ্রামস্থ লোকদিগের বিষম কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যদি সুরাপানে এদেশীয়দিগের কোন উপকার দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে অচিরেই ইহার অনুমোদন করিতাম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও আমরা ইহার অনুমোদনে সঙ্কোচ করিতাম না। পক্ষান্তরে, সুরাপান হইতে এদেশের কেবল অপকারই হইতেছে। শাস্ত্রকারেরা সুরাপানের যে এত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ এই—তাঁহারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সুরাপান হইতে এদেশের অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। এই কারণে তাঁহারা সুরাপানকে মহাপাতক মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এদেশের বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আজও এদেশের অবস্থা জানিতে পারেন নাই। খোলা ভাঁটি হওয়াতে

প্রদেশের যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তিনি বেহারবাসিদিগের দুরবস্থার নিমিত্ত সর্ব্বদা দুঃখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি খোলা ভাঁটিকল যে পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের অবস্থার যে কোন কালে সংশোধন হইবে, তাহার ত সম্ভাবনা দেখি না। মিতাচার, মিতাহার, মিতব্যয় না থাকিলে লোক কি কখন উন্নত হইতে পারে? বেহারবাসিরা ত একে নিতান্ত মূর্খ, অনাটিকের বিনিময় করিয়া তাহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, রাজস্ব বন্যার ন্যায় মদ-স্রোতে তাহা যদি ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহাদিগের কিরূপে উন্নতি হইবে? এক দিকে তাহাদিগের অবস্থার সংশোধন চেষ্টা হইতেছে, অন্য দিকে তাহাদের অধঃপাতে যাইবার পথ প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহার তুল্য পরস্পরবিসম্বাদিনী নীতি বোধ হয় আর হইতে পারে না।

উপসংহারে আমরা পরম ধার্ম্মিক মহামনা লর্ড রিপণের নিকটে সবিনয়ে এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি একবার ভারতের এই শোচনীয় অবস্থাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যদি বলেন, খোলা ভাঁটি উঠাইয়া দিলে রাজস্ব ক্ষতি হইবে, তদুত্তরে আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট অন্যরূপে যে রাজস্ব ক্ষতি করিতেছেন, এ রাজস্ব ক্ষতি তদপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। প্রজার মঙ্গল সর্ব্বাগ্রে দর্শনীয়। প্রজাকে উৎসন্ন দেওয়া ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল রাজার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নয়।

ষ্টক নোট।

এ দেশের সামান্য অবস্থার লোকদিগের হস্তে কিছু কিছু অর্থের পুঁজি করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাদের দয়াবান রাজস্ব সচিব মহাত্মা মেজর বেয়ারিং নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের হস্তে একে ত টাকা সঞ্চিত হইতে পায় না, মাসিক যাহা উপার্জ্জন করে সাংসারিক ব্যয়ে তাহা ব্যয়িত হয় এতদ্ভিন্ন অর্থ খাটাইবার উপায়ও অতি অল্প। যাঁহারা কোম্পানী করেন তাঁহাদের কেবল টাকা এক প্রকার খাটিতেছে, কিন্তু পল্লীগ্রামে কোম্পানীর কাজ তাদৃশ চলে না। বিশেষতঃ যাহাদের মূলধন অতি সামান্য মাত্র, তাহাদের সঞ্চিত অর্থের কোন কার্য্যই নাই, যৎসামান্য টাকা যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা খাটাইতে অবসরও থাকে না। পোষ্ট আফিস ডাকঘরে অর্থ সঞ্চিত রাখিবার যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন তদ্দ্বারা এ দেশের সামান্য অবস্থার লোকদিগের অনেক উপকার সাধিত হইবে। সম্প্রতি ক্যানাল ও পূর্ত্তকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কতক টাকা ঋণ করা হইবে, এই ঋণ গ্রহণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সামান্য মূল্যের দুরকম কোম্পানির কাগজ প্রচার করিবেন। এই কাগজ গুলি ষ্টক নোট নামে অভিহিত হইবে। পূর্ব্বে ৫০০, টাকার ন্যূন কোম্পানির কাগজ ছিল না, পরে ক্রুটি সাহেব ১০০, টাকার কোম্পানির কাগজ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ১০০ টাকার, ৫০ টাকার, ২৫ টাকার এবং ১২৸০ টাকার এ দুরকম কোম্পানির কাগজ প্রকাশিত হইবে। ইহার বার্ষিক সুদ শতকরা ৪৷০ চারি টাকা চারি আনার হিসাবে দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন এই দুরকম কোম্পানির কাগজে আর একটী সুবিধা আছে; অধিক টাকার কোম্পানির কাগজের মূল্যের ন্যূনাধিক্য হয়। ১০০০, এক হাজার টাকার কাগজ কখনও হাজার টাকার অধিক মূল্যে কখন হাজার টাকার অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুরকম কোম্পানির কাগজের মূল্য নিশ্চল থাকিবে, বাজার দরে কখনও ইহার মূল্যের তারতম্য হইবে না। বর্ত্তমান প্রচলিত করেন্সি নোটের সুদ নাই, কিন্তু মনে করিলেই ইহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গাইতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত লোক বিনা আপত্তিতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। করেন্সি আফিসের স্বীকৃত টাকা অবলীলাক্রমে পাওয়া যায়। ষ্টক নোটের টাকা গবর্ণমেণ্ট বিশবৎসরের মধ্যে প্রত্যর্পণ করিবেন না, কিন্তু উহা ইচ্ছা করিলেই বিক্রীত হইতে পারিবে। এই নোট হস্তান্তরিত করিবার সময় ক্রেতা বিক্রেতার দিবস পর্য্যন্ত সুদ দিয়া ক্রয় করিবেন। অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজের সুদ ছয় মাস অন্তর দেওয়া হয়, ষ্টক নোটের সুদ বৎসরে একবার মাত্র দেওয়া হইবে, এবং এই কাগজের সুদের উপর কস্মিনকালে কোন প্রকার কর ধার্য্য হইবে না। কাগজের মূল্য এবং সুদের বিবরণ উহার পৃষ্ঠে এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত থাকিবে। মাসে মাসে যত সুদ প্রাপ্য হইবে তাহাও কাগজের পৃষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। জেলায় এবং সবডিভিসনের খাজনাখানায় এই নোট বিক্রীত হইবে। যাঁহারা এই কাগজ বিক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে শতকরা ১, টাকা দস্তুরি দেওয়া হইবে। এই কাগজ এখনও বিলাতে প্রস্তুত হইতেছে, দুই তিন মাসের মধ্যে এ দেশে প্রচলিত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন ইহাতে লোকের সম্পূর্ণ উপকার হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সামান্য অবস্থার লোকের নিমিত্ত ষ্টক নোটের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সামান্য অবস্থার লোকেরা অল্প সুদে টাকা দিতে ইচ্ছুক হইবে না। পল্লীগ্রামে সচরাচর টাকা প্রতি এক পয়সা করিয়া সুদ গৃহীত হয়, অতএব বার্ষিক শতকরা ১৮৸০ সুদ হইতেছে। এমন স্থলে ৪৷০ টাকা সুদে ষ্টক নোট বহুলরূপে ক্রীত ও বিক্রীত হইবে আমাদের এমন বোধ হয় না। সামান্য অবস্থার লোকদিগের কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এত অল্প সুদে কাগজ প্রচলিত করিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে সমস্ত ব্যক্তি অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাই ষ্টক নোট ক্রয় করিতে পারিবেন। করেন্সি নোট গৃহে রাখিলে তাহার কিছুই সুদ নাই, অতএব করেন্সি নোট না লইয়া অনেকেই ষ্টক নোট লইতে পারিবেন। কারণ যত দিন উহা গৃহে পড়িয়া থাকিবে, যাহা হউক তবু কিছু কিছু সুদ আদায় হইতে পারিবে। তজ্জন্য আমাদের বিশ্বাস হইতেছে ক্রমে করেন্সি নোটের চলন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইয়া আসিবে। কার্য্যতঃ করেন্সি নোট এবং ষ্টক নোটে কোন প্রভেদ নাই, মনে করিলেই উভয় প্রকার নোট সহজে ভাঙ্গাইতে পারা যায়। তবে করেন্সি নোটের টাকা গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন, ষ্টক নোটের টাকা বিশবৎসরের পরে গবর্ণমেণ্ট দিবেন, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু এই নোট প্রচলিত হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে হস্তান্তরিত করিবার কোন কষ্ট থাকিবে না, বিশবৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট টাকা না দিলেও তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। এই নোটের সুদ পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া উহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু যেখানে নিকটে সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে, তথায় এই নোট কতদূর প্রচলিত হইবে বলিতে পারি না, কারণ সেভিংস ব্যাঙ্কে সর্ব্বদা টাকা ইচ্ছানুসারে পাওয়া যায়, এবং তাহার সুদও আছে অতএব ষ্টক নোট অপেক্ষা সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

আমরা ষ্টক নোটের একটী প্রধান অসুবিধা দেখিতেছি, যদ্যপি জেলার খাজনাখানায় সুদ আদায় করিতে হয়, তবে অনেকেই এই কোম্পানির কাগজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিবেচনা করুন, জেলা হইতে কোন ব্যক্তির নিবাস ১০।১২ ক্রোশ দূরে, তাহার নিকট একখানি ১২৸০ টাকার কিম্বা ২৫ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। তাহার বাটী হইতে জেলায় গিয়া সুদ আনিতে দুই দিন লাগিবে, এই দুই দিনের মজুরি ক্ষতি এবং দুই দিনের খাদ্যদ্রব্য ইহাতে প্রায় ৸৵০ আনা যাইতেছে, কিন্তু ১২৸০ টাকার একখানি কাগজে ৷৵০ আনার অধিক সুদ পাওয়া যাইবে না। ২৫ টাকার কাগজে ১৲০ অধিক সুদ মিলিবে না, অতএব সামান্য অবস্থার লোকদিগের সুবিধা কই? তাহারা এককালে অধিক টাকার কাগজ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না,

অল্পমূল্যের কাগজ লইবের সুবিধা নাই। অতএব আমাদের বিবেচনায় যদ্যপি প্রতি ডাকঘরে শুল্ক গ্রহণের কোন প্রকার উপায় করা হয় তবেই সাধারণ লোকের সুবিধা হইতে পারে। মফস্বলে প্রত্যেক পল্লীগ্রাম হইতে ডাকঘরে সকলেই গিয়া অনায়াসে শুল্ক প্রদান করিতে পারিবে, তাহাতে কাহারও অসুবিধা কিম্বা কোন ক্ষতি হইবে না।

ইক নোট পত্রের আদেশ প্রকাশিত হইলে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনেক প্রকার প্রলাপবাক্য কহিতেছে। কেহ কাহারো অনুমান করিতেছেন, বুঝি বা সিপাহি বিদ্রোহের ন্যায় উল্লাস করিয়া উঠে, এই আশঙ্কায় ভারতবাসিদের অনেকেই শঙ্কিত। অজ্ঞ লোকেরা বলিতেছে যে, অল্পমূল্যের কোম্পানির কাগজ প্রচলিত হইলে ধনী ও দরিদ্র কাহারও গৃহে কিছুমাত্র নগদ টাকা থাকিবে না, সকলেই কাগজ ক্রয় করিবে, ইংলণ্ড ভারতের অর্থরাশিতে পরিপূর্ণ হইবে; কিন্তু এখানকার আমাদের এক পয়সার সংস্থান থাকিবে না। ক্রমশঃ আসিয়া এদেশ অধিকার করিয়া লইলে সকলেই নিতান্ত দুর্দশাপন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন তদ্দ্বারা এদেশীয় লোকের কোন উপকার নাই, বরং সম্পূর্ণ অপকারই হইবে। আমরা নিশ্চিত বলিতেছি, অজ্ঞ লোকদিগের এই অমূলক আশঙ্কা সহজেই নিরাকৃত হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা ইক নোট ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোক মাত্রেই উহা ক্রয় করিবে, তবে আমরা অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট উহার শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিউন এবং যাহাতে ডাকঘরে শুল্ক প্রদানের সুবিধা হয় এমন উপায় করুন।

নিঃশুল্ক বাণিজ্য।

(প্রথম প্রস্তাব)

আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল নিজ বাণিজ্যকার্য্যের পুষ্টসাধন, সকল ব্যবসায়েই স্বাধীনতা প্রদান করা তদীয় কার্য্যপ্রণালীর উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ে নিবারকবিধি প্রচলিত করা উচিত অথবা স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ব্যবহারিক শাস্ত্রবেত্তাদিগের ঘোর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পার্লিমেণ্ট মহাসভা প্রতিনিবারক পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন, এখনও ইউরোপের অনেক রাজ্যে এই বিধি প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে যে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এমন নহে, স্থান বিশেষে পদার্থ বিশেষে নিবারক নিয়মপ্রচলিত আছে। মহাত্মা লর্ড এলগিন সকল ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করিতে নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্দিষ্ট থাকিলে বৈদেশিক বণিকদিগের বাণিজ্যকার্য্যে অনেক বিঘ্ন ঘটে। বিবেচনা করুন, আমাদের স্বদেশস্থ এক হাজার থান বস্ত্র প্রস্তুত করিতে যদ্যপি তিন হাজার টাকা খরচ পড়ে, তাহা হইলে এখানকার বণিকেরা প্রতি টাকায় এক পয়সা লাভ লইয়া ঐ সমস্ত বস্ত্র ৩০৪৬৸৴ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন। বিদেশের যদ্যপি ১০০০ এক হাজার থান বস্ত্র প্রস্তুত করিতে ৩০০০ তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়, এবং আমদানি শুল্কের নিমিত্ত যদ্যপি শতকরা চারি আনা খরচ পড়ে, তবে এদেশ অপেক্ষা তাঁহাদের ৭।০ সাড়ে সাত টাকা অতিরিক্ত ব্যয় পড়িল, অধিকন্তু পথখরচ আছে, সুতরাং এ সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়া লাভবান্ হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। বৈদেশিক বণিকদিগের বাণিজ্যলোপ করিবার জন্যই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ উপায় অবলম্বন করেন। আমেরিকায় এই বিধি অত্যন্ত প্রবল; একজন আমেরিকাবাসীর আপাদমস্তক দৃষ্টি করিলে তাঁহার কুত্রাপি বৈদেশিক দ্রব্য দেখিতে পাইবেন না; পাদুকা, মোজা, পরিধেয় বস্ত্র, টুপী, রুমাল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই আমেরিকাদেশজাত। আমেরিকাবাসিদের গৃহসজ্জা দেখুন, কুত্রাপি বৈদেশিক দ্রব্যের নাম গন্ধও নাই, গৃহখানি কেবল স্বদেশজাত দ্রব্যে সুসজ্জিত। ইংলণ্ডের অর্থনীতি শাস্ত্রজ্ঞেরা এক্ষণে স্বাধীনতন্ত্র ব্যবসায়ের পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহার কোন্ মতটী বিবেচনাসঙ্গত এবং মনুষ্যসমাজের মঙ্গলকর, আমরা তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না। লর্ড এলগিন এই মতাবলম্বী হইয়া বিশ্বাসপ্রকরণে ইংলণ্ডের আদর্শমত দ্রব্যের শুল্ক রহিত করিয়াছেন, তিনি ভারতীয় বাণিজ্যব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির কতদূর সম্ভাবনা আছে এই প্রস্তাবে তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে, প্রকারান্তরে মহাত্মা লর্ড এলগিন বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা সম্বন্ধে সভাস্থলে যে কথাগুলি বলিয়া ছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে প্রকাশিত করিয়াছি। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ব্যবসায় মাত্রে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন, এটী তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই অভিলাষ কি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে? বস্ত্রের শুল্কটী অনায়াসে রহিত করিতে উদ্যোগী হইলেন, বস্ত্রের শুল্ক রহিত করায় ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, অতএব এই কার্য্যানুষ্ঠানে আমরা তাঁহার অভীষ্ট সাধনের পরিচয় পাইলাম না। যদ্যপি প্রথমে অন্যান্য ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারিতেন তবেই তাঁহার অন্তঃকরণের মহানুভবতার পরিচয় বিদিত হইত। ভারত স্বাধীন দেশের স্বাধীন উপায় দ্বারা যেরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে তাহাতে প্রতিবন্ধক না থাকা, এবং বিনা শুল্কে ও বিনা আপত্তিতে সেই সমস্ত দ্রব্য অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারাকে ব্যবসায়ের স্বাধীনতা বলা যায়, অধিকন্তু সকলেরই জন্য নিজ দেশে নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত। যে দেশে যে যে দ্রব্য উৎকৃষ্টরূপে ও অল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাতে প্রতিবন্ধক হইলে ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় না। পাঠক! স্বাধীনব্যবসায় শব্দের এই ত অর্থ হইল। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরাধীন বাঙ্গালা এই নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে কি না। লবণ, সোরা এবং অহিফেন ভারতবর্ষে বিলক্ষণ সুলভ, সুতরাং ভারতবাসীরা অল্প মূল্যে অনায়াসে যথেষ্ট প্রস্তুত করিতে পারেন। এ দেশে লৌহ জন্মে, সুতরাং অনায়াসে বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কেমন—গবর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন? যদি বলেন ভারতবাসীরা বিলাতের ন্যায় উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। আমরা সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু ভারতবাসীরা যে কার্য্যে অভ্যস্ত নহেন তজ্জন্যই তাঁহারা তদ্বিষয়ে কার্য্যে অসম্পূর্ণ রহেন। যদ্যপি ঐ কার্য্যে মনোযোগ করিতে ভারতবাসিদিগকে অধিকার না দেওয়া হয়, তবে কস্মিনকালে তাঁহারা চেষ্টা করিবেন না। ভারতবাসিরা কিরূপে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিলে তবে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবসায়ে ভারতবাসিদিগকে কি স্বাধীনতা দিবেন? যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এরূপ উপায় অবলম্বন করেন তবে ভারতে অস্ত্র শস্ত্রের আইন রহিত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে পাত্রস্থের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এটী ঘোর অত্যাচারের কার্য্য। কেবল বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলেই বাণিজ্যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় না। অস্ত্র শস্ত্র এবং লবণ ও সোরা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করুন। যদি বলেন, তাহাতে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা আছে; আমরাও তাই বলিতেছি, স্বাধীন রাজ্যের পক্ষে ব্যবসায়ের স্বাধীনতা থাকে কিন্তু যে রাজ্য অন্য বিষয়ে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া চলিতে হইবে সে স্থানে ব্যবসায়ে স্বাধীনতা কি? ব্যবসায়ে বলুন আর যে কোন কার্য্যেই বলুন, স্বাধীনতা শব্দ প্রয়োগ করিতে চাহেন করুন, কিন্তু আমরা জানি যে স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

ষ্টে কাপড় ব্যবসায়ীকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে ইংলণ্ডের ক্ষতি হইবে … ষ্টারদের লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট কেমন … করিবেন না? তবে বলি, বলুন … হয় কি?—তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের … তাঁহারা কি সমদর্শী হইয়া সকল কাকেই স্বাধীনতা দান করেন, না করিতে অভিলাষ করেন? আমরা এমন কথা বলি না যে, অস্ত্র সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দিলে তাঁহারা রাজভক্তি অতিক্রম করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ত মনে মনে সেই আশঙ্কাই করিতেছেন। নতুবা এ আইনের সৃষ্টি কেন?

তৎপরে দেখুন, লাইসেন্স ট্যাক্সের বিধি ব্যবস্থা। ভারতবাসীরা সাধারণ কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া স্থির স্থাপন করিতেছেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ের উপর কর নির্দিষ্ট করা কেন হয়? আমরা কর বিশেষের সাধারণ গুলিয়া তুলিতে চাহি না, সেটী প্রয়োজনবোধ মাত্র। বলুন দেখি, বিলাতের আমদানি বস্ত্রের উপর শুল্ক গ্রহণ করা এবং এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীর নিকট লাইসেন্স কর গ্রহণ করা কার্য্যতঃ একই পদার্থ বটে কি না? এখানে এক দল … সকলপ্রকার … ব্যবসায় চালাইতেছে, তাহাদের নিকট কর গৃহীত হইলে ব্যবসায়ের স্বাধীনতা প্রদান করা হয় না। এরূপে যে কোন ব্যবসায়ীর নিকট কর গ্রহণ করা হউক না, সেই কর যে কোন নামে অভিহিত হউক না, আদৌ ব্যবসায়ের নিমিত্ত ঐ কর নির্দিষ্ট হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখন দেখুন, সাধারণভাবে বিচার করিলে কোন ব্যবসায়ীর নিকট কোন প্রকার কর গ্রহণ করা যায় না। ব্যবসায়ীর নিকট কর গ্রহণ করিলে স্বাধীন ব্যবসায় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এক্ষণে বলিবেন, ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার কর গ্রহণ রহিত করিলে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। আমরাও তাই আপত্তি করিতেছি, রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন হইবে বলিয়াই বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিতে হইলে কলিকাতা প্রভৃতি নগরের এবং অন্যান্য স্থানের যাবতীয় ব্যবসায়ির উপর যে প্রকার কর নির্দ্ধারিত আছে, তৎসমুদায় এককালে রহিত করা উচিত। আমরা বলিতে পারি ম্যাঞ্চেষ্টরের বোনাত বস্ত্রের উপর যে শুল্ক নির্দিষ্ট ছিল, তাহা নিবারক বিধির অনুগত নহে,—সে একটী সাধারণ রাজস্ব। … আমদানী বস্ত্রের উপর কিরূপ শুল্ক … নিবারক বিধির অনুগত হয় বিচার করিয়া দেখুন। বিলাতী … দেশের একখানি বস্ত্রের মূল্য এক টাকা … একখানি … পায় … অবশেষে … মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, সেস্থলে যদি গবর্ণমেণ্ট … হইয়া আমদানি বস্ত্রের উপর এমন কর নির্দ্ধারিত করেন যে, বিক্রেতা কর দিয়া কোন ক্রমেই লাভবান হইতে পারেন না, তবেই সেই কার্য্যপ্রণালী নিবারক নামে অভিহিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে এককাল ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতিযোগী বণিক কোথায় ছিল? এক দিন কি ম্যাঞ্চেষ্টরকে বাধাভাবে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক গৃহীত হইয়াছিল? এ কথা আমরা ত স্বীকার করি না, অন্যেও স্বীকার করিবেন না আমরা এমন বিশ্বাস করি না। আজ বোম্বাই নগরে বস্ত্রের কল স্থাপিত হইয়াছে, সে কারণ ম্যাঞ্চেষ্টরের আমদানি বস্ত্রের শুল্ক নিবারকবিধি মধ্যে পরিগণিত হইল, ফলতঃ ইহা সাধারণ কর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অর্থনীতি শাস্ত্রবেত্তারা যদ্যপি এই করকে নিবারক বিধি মধ্যে পরিগণিত করিতে চাহেন, তবে আমাদের বিবেচনায় স্বাধীন ব্যবসায় এককালে প্রচলিত করা অসাধ্য, কিম্বা রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। কারণ স্থানিক ব্যবসায়িদের নিকট কর গ্রহণ না করিলে রাজকার্য্য চলে না, আবার যদ্যপি তাহাদের নিকট কোন প্রকার কর গ্রহণ করা যায় তবে স্থানিক ব্যবসায়ীরাই নিবারক বিধির অধীন হইয়া পড়ে। বিবেচনা করুন, কলিকাতায় কেহ ঘড়ীর দোকান করিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে লাইসেন্স ট্যাক্স, মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রভৃতি নানা প্রকার কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং ঘড়ী নির্ম্মাণের সাধারণ্যের উপর আরও অতিরিক্ত ব্যয় পড়িতে লাগিল। এক্ষণে চন্দননগর হইতে যদি কোন ব্যক্তি তথাকার নির্ম্মিত ঘড়ী আনিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করে, তবে তাহার মূল্য অল্প হইতে পারে কি না? এস্থলে অনুমান করুন, কলিকাতায় এবং চন্দন নগরে একইপ্রকার ঘড়ী নির্ম্মিত হয়, উভয় স্থানে তাহাদের মূল্যেরও ন্যূনাধিক্য নাই, কিন্তু কলিকাতায় ঘড়ী-নির্ম্মাতাকে অনেক প্রকার কর দিতে হয়, সুতরাং তাঁহার ঘড়ী অধিক মূল্যে বিক্রীত না হইলে লাভ হয় না; কিন্তু চন্দননগরের ঘড়ী-নির্ম্মাতাকে আদৌ কর দিতে হয় না, কিম্বা অপেক্ষাকৃত অল্প কর দিতে হয়, সুতরাং অল্প মূল্যে ঘড়ী বিক্রয় করিলে তাহা স্বাধীন ব্যবসায় নিয়মের বিরুদ্ধ হইল কি না? এদিকে দেখুন অন্যান্য শ্রেণীর লোকের ন্যায় ব্যবসায়িদের নিকট কিছু কিছু কর গ্রহণ না করিলেও রাজ্য চলে না। অতএব ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কাহারো ঘটিয়া উঠে না। সে কারণ আমাদের বিবেচনায় ম্যাঞ্চেষ্টরের নিকট কিছু কিছু শুল্ক গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই।

শিক্ষাসংস্কার কমিশনের নিকট একটী প্রস্তাব।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা একটী গুরুতর কার্য্য, দেশের উন্নতি কেবল একমাত্র ইহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। শিক্ষার কয়েকটী প্রকারভেদ আছে, … তাহার চর্চ্চা করিবার আনুষঙ্গিক কতকগুলি অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম আছে। অস্মদ্দেশে সেই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহার নির্ণয় করা … দুরূহ নহে কিন্তু মূল বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করাই দুরূহ হইতেছে। যে চিন্তার বলে নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণীশক্তি ও … নিরাকরণ করিয়াছেন শিক্ষাসংস্কার সভাকে উপস্থিত স্থলে সেরূপ চিন্তাসহকারে কার্য্য করিতে না হউক, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা শারীরিক শ্রম অধিক পরিমাণে করিতে হইবে। তাঁহারা দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে এ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা করুন, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ও স্বচক্ষে দেশের অবস্থা দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। তদ্ব্যতিরেকে ইষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

আমাদিগের ভারতহিতৈষী গবর্ণর জেনেরলের ইচ্ছা প্রজারা আপনাদিগের শিক্ষার ব্যয় আপনারাই বহন করে, তবে যাহারা ইহার … পায় নাই তাহাদিগেরই জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান করেন এবং নীতিশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার প্রবর্ত্তনা হয়। এগুলি অতি হিতকর প্রস্তাব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু মূল কথা এই, এই কয়েকটী প্রস্তাবই উচ্চশিক্ষা ঘটিত। উচ্চ শিক্ষার যত বৃদ্ধি হইবে প্রজারা ততই গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধের ভার আপনাদিগের স্কন্ধে গ্রহণ করিবে, কিন্তু … কখনই পরকার্য্যোপজীবী হইয়া থাকিতে চাহেন না। তবে যে স্থলে কোন উপায় নাই সেই স্থলেই তাঁহাদিগকে পর প্রত্যাশা করিতে হয়। এই উচ্চশিক্ষার বলে লোকের যত অবস্থার উন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে ততই তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কালেজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে চালাইবার জন্য তাঁহাদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞলোকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষাও দেওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর লোকের অবস্থোন্নতির প্রতি একটু অনুকূল দৃষ্টি রাখিলে তাঁহাদিগের এ অভাব এদেশীয় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু এককালে উচ্চশিক্ষার পথ রোধ করিয়া নিম্নশিক্ষার বহুল চর্চ্চা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবার চেষ্টা কোন

ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বালকগণের পাঠ্য পুস্তক সকল নীতিবহির্ভূত হইলে অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হইতে পারে। শিক্ষকেরা সেইগুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। ব্যায়াম প্রভৃতি আর যত আনুষঙ্গিক অথবা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের উৎসাহই যথেষ্ট। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ টনি সাহেব বলিয়াছেন শিক্ষিত লোকে ইহার চর্চা বিষয়ে বীতরাগ, তাঁহারা একপ কার্য্যের উৎসাহ দিতে লজ্জিত হন। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে; শিক্ষিতলোক মাত্রেই ইহার উৎসাহ দানে অগ্রসর, কিন্তু অধুনা দুই একটী বিদ্যালয়ে ইহা যে রীতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে ইহা কোনক্রমে অনুরাগ অথবা উৎসাহদানের যোগ্য নহে। সরকারের একপ ব্যায়াম চর্চার বিদ্যালয়ের নির্দ্দোষ বালকগণই প্রায় হইয়া থাকে, এতদুপলক্ষে তাহাদিগের যাহা কিছু পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যায়, ক্রীড়ারোধে তাহারা বাটীতে আসিয়া আবার সেই প্রকার ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করে এবং পাড়ার কতকগুলি অসৎ বালককে সঙ্গী করিয়া নিয়ত তাহাতেই অনুরক্ত থাকে। বিদ্যালয়ে গিয়াও সেই কৌতুকের সময়ের আগমন প্রতীক্ষা করে, এবং নিজ পাঠে আদৌ মনোনিবেশ করিবার অবসর পায় না। এই কার্য্যে বাহাদুরী লইবার চেষ্টায় তাহারা ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় সমস্ত সময় নষ্ট করে ও পরিণামে দূষিত স্বভাব হইয়া পড়ে। শিক্ষিত লোকে এই সকল অপকারিতা দর্শনে ইহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে সাহসী হন না। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাকে বিশুদ্ধভাবে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পান তাহা হইলে সকল লোকেই যে ইহার পক্ষপাতী হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কমিশন যে রীতিতে যে সকল ব্যক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাতে নানা মুনির নানা মত হওয়ারই সম্ভাবনা; অতএব প্রকৃত বিষয়ের নির্ণয় করা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সহরে বসিয়া যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন করুন কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, তাঁহারা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান করুন। অন্যথা কেবল নগরবাসী শিক্ষিত লোকের নিকট জানিয়া ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড [illegible], [illegible] প্রভৃতি আমাদিগের এই ধারণা দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভারে গবর্ণমেণ্টকে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করাতেই এদেশীয় লোকে উহার ব্যয় দানে অগ্রসর হইতেছেন না; কিন্তু উহা রহিত করিবার এই প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং রহিত করিলে মেট্রোপলিটান কালেজ, সিটি কালেজ, আলবার্ট কালেজের ন্যায় ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা অনেক কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

তাঁহাদের এই বাক্যগুলি যে, ভূয়োদর্শনজাত বহুদর্শিতা প্রসূত নয়, তাহা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, তাঁহারা আসিয়া এই কলিকাতার অবস্থা দর্শন করিয়া সাধারণতঃ ভারতের এই অনিষ্টকর প্রস্তাব করিয়া দুর্নীতির পোষকতা করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কলিকাতার ব্যক্তিবিশেষের সংস্থাপিত কালেজ কয়েকটির ন্যায় অন্য কোন স্থানে এইরূপ কালেজ প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিতে পারেন? তবে কমিশন যদি লোকের অবস্থা বিদ্যানুরাগিতা প্রভৃতি দর্শন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, বিদ্যার অনুসন্ধান অর্থাভাবে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত হইয়া আছে, কেহই আপন আপন অবস্থার উন্নতি বিধানে সমর্থ নহে, কেবল কায়ক্লেশে দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার করিয়া দিনাতিপাত করিতে পারিলেই হইল, পাদরী সাহেবেরা মনে করিয়াছেন, উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মফস্বলের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন স্থান সমূহ হইতে দুই একজন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, সকলেই এক স্থানে সমবেত হওয়াতে তাঁহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সমগ্র লোকসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে শতকরা ১০ জন লোকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে একপ প্রমাণ হইবে না। তবে এক চাকুরী লইয়া কাড়াকাড়ি দেখিয়া যদি তাঁহাদিগের একপ ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদিগের ভ্রমধারণা। কারণ এই, যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতেছেন, তাঁহারা অন্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন চেষ্টায় বিমুখ হইয়া একমাত্র চাকুরীকে আশ্রয় করিতেছেন, বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিৎ অবস্থার লোকের অর্থসঙ্গতি-বিরহে অন্য উপায় অবলম্বনের সুবিধা হয় না। সুতরাং তাঁহাদের চাকুরী একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই চাকুরীর বাজার এত গরম। ঐ চাকুরীয়াদের কিঞ্চিৎ শিক্ষিতেরই সংখ্যা অধিক তদ্দ্বারা উচ্চশিক্ষার পরিমাণ হইতে পারে না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, কমিশনেরা গ্রামে গ্রামে গমন করুন, তথাকার লোকদিগের শিক্ষার অবস্থা পরীক্ষা করুন, সুশিক্ষিতই বা কত, অশিক্ষিতই বা কত এবং অর্দ্ধশিক্ষিতই বা কত তাহার নির্দ্ধারণ করুন। অশিক্ষিত ও কিঞ্চিৎ শিক্ষিতের ভাগ যদি অধিক হয়, তাহার কারণ স্থির করুন, গ্রামের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত আছেন, তাঁহারা গ্রামের লোকের শিক্ষাভার স্বয়ং বহন করিতে সমর্থ কি না তাহার অবধারণ করুন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকার্য্য হইতে বিরত হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন কি না তাহার নিশ্চয় করুন। পূর্ব্বে গ্রামবাসিদিগের কিরূপ ব্যায়ামচর্চা ছিল, এক্ষণই বা কিরূপ আছে, যদি না থাকে, কেন নাই তাহার কারণ অনুসন্ধান করুন, কি উপায়েই বা ব্যায়াম চর্চায় লোকের আস্থা হবে তাহার নির্দ্ধারণ করুন। গ্রাম মধ্যে প্রচুরভাবে যাহাতে ধর্ম্মনীতির সঞ্চার হয়, তাহারই বা উপায় কি? তাহার অনুসন্ধান করুন, ফলতঃ গ্রামে গ্রামে গিয়া কমিশনরেরা সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না করিলে গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, যথাযথরূপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আমরা অনেক বিষয়ে অনেক কমিশন নিয়োগ দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ এই, যেরূপ অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহারা তাহা করেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কমিশনদিগের বিফলতা দেখিয়াই আজ আমরা এই প্রস্তাব করিলাম।

ঋণের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে কারারুদ্ধ করিবার প্রথা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে বিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সভা গবর্ণর জেনেরলের নিকট অভিমত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষদিগের সম্বন্ধে এ নিয়ম অব্যাহত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া এবং এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে পুরুষদিগের সম্বন্ধে ইহার কোন ব্যাঘাত ঘটিলে লেনাদেনা ও বাণিজ্যাদিকার্য্যের সমূহ ব্যাঘাত হইবে এবং অধিকতর প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইতে থাকিবে। কিন্তু আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল একেবারেই বলিয়াছেন ঋণের নিমিত্ত কারারোধ প্রথা ভাল নহে এবং সাধারণতঃ ইহার বিলোপ প্রার্থনীয়। তবে ইহার লোপ হইলে কি কি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অভিমত সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হয় এই তাঁহার ইচ্ছা। তবে যাবৎ ঋণের নিমিত্ত কারারোধ প্রথা উঠিয়া না যাইতেছে তাবৎ স্ত্রীলোকদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে

এবং বিশেষ আবশ্যক বোধ না হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তর করিতে না। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের চেলেদের ভাল বন্দোবস্ত করা হইবে।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসরের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর আরও ভাল গিয়াছে। গত বর্ষে সমুদায়ে ১১১২ খানি জাহাজ পরিদর্শন করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭২৯ জন লোককে পীড়ার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয় কিন্তু গত বর্ষের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৭৯ হইতে ৮১ হইয়াছিল। এক মাত্র বিসূচিকাই উহার কারণ, এই ওদেশে ইউরোপীয়দিগের কথা, দেশীয় খালাসী প্রভৃতির মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৩৯ হইতে ৭০, কিন্তু সন্নিপাত কি অর প্রভৃতি পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। ১১৮৫ জন ১৯০১ জন নাবিক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে ৩১ জন একেবারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ। [illegible] ভাবে কার্য্য করিয়াছেন [illegible]

লণ্ডন ২৬ এ মার্চ। [illegible] আবদ্ধ হইয়াছে। [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ [illegible]

[illegible]

আয়র্লণ্ডের [illegible]

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] স্কুলের [illegible] মুক্তির ও [illegible]

শোকপ্রকাশ করিবার জন্য হাইকোর্টের উকিলেরা যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা হাইকোর্ট সর্বতোভাবে অনুমোদন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ। লেডি ম্যাকের অধিকাংশ লোকের সম্মতিক্রমে কার্যনির্বাহক সভায় মনোনীত হইয়াছেন। ইনি উদার মতাবলম্বী দলের লোক নহেন।

এডিনবরা, গ্লাসগো, আবর্ডিন ও কার্ডিফ প্রভৃতি স্থানের দরিদ্র লোকদিগের সাহায্যার্থ বৃহৎ সভায় [illegible] প্রার্থনা করিয়াছেন।

[illegible] সীমা স্থির করিয়াছেন।

[illegible] শকট চালককে হত্যা করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধানে হত্যাকারী ও [illegible] অনুসন্ধান শুরু হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ মার্চ। [illegible] সাহেবের বক্তৃতায় [illegible] স্বীকার করিয়াছেন। [illegible] কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] পরামর্শ না করিয়া কিছু স্থির করা হইবে না।

কেরী নামক স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

কোলাপুরের মহারাজা শিবাজী রাজাকে বোম্বাইয়ের গবর্ণর পোলিটিকাল এজেণ্টের হস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ না করিয়া শাসনসমিতির হস্তে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার জিলা স্কুল আপ-[illegible] বলিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি [illegible] উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়েন তাহা হইলে ছাড়িয়া দিবেন।

বিলাতেইতিউট বলেন [illegible] আইনের [illegible] কিছু মীমাংসা হয় নাই। [illegible] আগামী অধিবেশনে উহা উপস্থিত করা হইবে।

[illegible] ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী [illegible] জুলিয়া দিয়াছেন। তিনি এই আদেশ দিয়াছেন [illegible] বিক্রয় করিবে [illegible] ১০০ টাকা দিয়া [illegible] করিতে হইবে।

[illegible] চাকরির [illegible] প্রথম দেখা গেল। তত্রত্য একটী [illegible] একব্যক্তি এই কৌতুক দেখাইয়াছেন। তিনি একখানি বেলুন প্রতি মিনিটে ছুইশত ফুট [illegible] তিন কোয়াটার বহিয়া শূন্যে তুলিয়াছিলেন।

রুস প্রভৃতি পাঁচ কোটি প্রজা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতার পোর্টকমিশনরেরা মাকি শীঘ্রই জাহাজের উপর কর একখানা আইন প্রচলিত বন্দোবস্ত করিবেন। এখন তিন আনা করিয়া লওয়া হইতেছে।

ইংরাজদিগের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর মামলায় মনোমালিন্য বিবাহ সম্বন্ধ পরিত্যাগের প্রথা প্রচলিত থাকায় স্ত্রীলোকদিগকে অধিকাংশস্থলে অনেক প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় দেখিয়া পার্লিমেণ্টের কতকগুলি সভ্য স্ত্রী এ প্রথা রহিত করিবার উদ্যোগ সম্বন্ধে [illegible] করিতেছেন।

বাঁকীপুরের শিল্পবিদ্যালয়টী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। উহার মূলধনের সুদ মাসিক ৬৬৭ টাকার উপর গবর্ণমেণ্ট ২৫০ টাকা সাহায্য দান করিবেন।

আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র বলেন রুসের ইহুদীরা [illegible] আক্রমণ করিয়া অনেক স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিয়াছে। উহারা ইহুদীর বাটী [illegible] লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে অগ্নি দ্বারা ভস্ম করিয়া দিয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] তর্করত্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সংস্কৃত পরীক্ষার স্মৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষক হইয়াছেন।

আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কর্তৃপক্ষের উপর বিরক্তিই উহার কারণ।

[illegible] উইলিয়াম সাহেব বোম্বাইয়ে একটী কোম্পানি খুলিয়াছেন।

এল এ ও বি,এ পরীক্ষার নিয়মের [illegible] পরিবর্তিত হইয়াছে। এল এ পরীক্ষায় [illegible] [illegible] ও [illegible] নিয়মাবলী এবং বি,এ পরীক্ষার [illegible] ও [illegible] উত্তর [illegible] নির্দিষ্ট হইয়াছে।

[illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর [illegible] বিদায় [illegible] লাভ করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার পদে প্রতিনিধি হইবেন।

অল্প মাসে [illegible] প্রথা [illegible] ইউরোপীয় সমাজে চলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। [illegible] একটী [illegible] অল্প মাসে [illegible] করিবেন।

২৮ এ মার্চ শিমলায় আবার ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। [illegible] রাস্তা ঘাট ও [illegible] বন্দোবস্ত করিতে এবং নূতন [illegible] বসাইতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

মান্দ্রাজের গবর্ণরের উদ্যোগে স্থানীয় [illegible] বিভাগ মুদ্রাযন্ত্রে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করিতেছেন।

"রিপ্লাই পোষ্টকার্ড" নামে এক প্রকার নূতন পোষ্টকার্ড ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার জন্য পার্লামেণ্টে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই, একব্যক্তি পোষ্টকার্ড পাঠাইলে অপর ব্যক্তি তাহারই অপরার্দ্ধে তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া বিনা মাশুলে পাঠাইতে পারিবে, অর্থাৎ একখানি পোষ্টকার্ডে মূল ও তাহার জবাব দুই লেখা চলিবে। স্বতন্ত্র মাশুল লাগিবে না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কুচবিহারের মহারাজ বিজ্ঞান সভার জন্য এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

রামকলীন নামক এক জন পাগল মহারাণীকে হত্যা করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলিক্ষেপ করে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সে গুলি না লাগাতে চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ তাবৎ প্রজারা ইহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি গ্রামে লোকে সভা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে ও রাজ্ঞীর নিকট আপনাদিগের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছে। এ গুলি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির কার্য্য। কি দুঃখের বিষয় এরূপ নিরীহ লোকদিগকেও কতকগুলি ইংরাজ রাজপুরুষ রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতীত করিতে চেষ্টা করেন।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জজ কাউটস সাহেবের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহার বেতন কম হইবে না। তাহার পর সকলেরই এক দশা হইবে।

বারিষ্টার জন্ ডাকসন সাহেব ২৫ এ মার্চ বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমি প্রায় ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত দন্তরোগে ও মাতাঠাকুরাণী ২।৩ বৎসর অম্লশূলের পীড়ায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলাম। নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়া কিছুতেই উপকার না হওয়ায় ৺ বৈদ্যনাথ গমন করিয়াছিলাম, তথায়ও কোন উপকার না হওয়ায় দুঃখিত চিত্তে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছি, বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে নারায়ণপুর নিবাসী একজন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হওয়ায় তিনি কহিলেন "আমার দন্তরোগ ও আমার পরিবারের অম্লশূলের পীড়া হইয়াছিল, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গুপ্তপল্লি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের অম্লশূল অম্লশূলের ও দন্তরোগের ঔষধে সপ্তাহ মধ্যে উভয়ে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি" তাঁহার নিকট এই অনুসন্ধান পাইয়া বাটী আসিয়াই ঔষধের মূল্য ইত্যাদি ১৸৵ পাঠাইয়া ডাকযোগে ঔষধ প্রাপ্ত হইলাম, মহোদয়ের ব্যবস্থা পত্রের নিয়মমত সেবন করায় সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। একণে আমি ইহা বলিতে পারি যে, দন্তরোগের ও শূলব্যাধির ইহার তুল্য ঔষধ অদ্যাবধি আর হয় নাই।"

ভূপালের বেগম ও তাঁহার স্বামী কলিকাতায় অবস্থানকালে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে, ১০০০ প্রাদেশিক বাঙ্গলা সভায় ৫০০, সেণ্টজেভিয়ার্সের বিদ্যালয়ে ৫০০, কলিকাতা মাদ্রাসায় ৫০০০, সেণ্ট জিসকস হোমে ৫০০, দরিদ্রের অনাথ আশ্রমে ৫০০, মেয়ো হাঁসপাতালে ২৫০, ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ২৫০, ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় ২৫০, আলীপুরের প্রাদেশিক...১০০০, স্বাস্থ্য বিদ্যালয়ে ২০০ মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের দ্বারা বিজ্ঞান সভায় ৫৫০, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের পুরস্কার ১০৫৬ ও অন্যান্য দান ১৫০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সিন্ধুদেশ সংবাদদাতা কয়েকজন ফকিরের আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ফকিরেরা অদ্ভুত ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু উহা সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিবার নিয়ম থাকাতে দ্বার রক্ষকেরা দ্বার খুলিতে অসম্মত হয়। ফকিরেরা তখন ঈশ্বরের স্মরণ করিয়া আল্লা আল্লা শব্দ করিতে আরম্ভ করে এবং কবাট আপনা হইতে খুলিয়া যায়। পরে তাহারা উপাসনাদি করিয়া পুনরায় দ্বার পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ করিয়া দেয়। এই সংবাদ প্রধান পুরোহিতের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন এবং পুনরায় এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৃত্তি ও পারিতোষিক দিবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে পাঁচ হাজার টাকা সমর্পণ করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে ৫০ টাকার দুটী বৃত্তি ও ৫০ টাকার দুটী পারিতোষিক প্রতি বৎসর প্রদত্ত হইবে।

আমাদের কাশবাড় সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "সে দিন এখানকার কালেক্টরিতে ঘাট ও আবকারি মহলের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ঘাটের আয় প্রতি বৎসর আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর একটী ঘাটের জমা ১২০০ শত টাকা ছিল, এ বৎসর ২৮০০ শত হইয়াছে। একটী সামান্য ঘাটে ৬০০ শত টাকা জমা বৃদ্ধি হইল। ইজারদার এবার যে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে, বুঝিয়া লউন। প্রথম ঘাটটীর ৩ ক্রোশ অন্তর আর একটী ঘাটের ১০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে দুই হাজার দুই শত ছিল এবার তিন হাজার দুই শত হইল। কর্ত্তৃপক্ষের আয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইল, কিন্তু দরিদ্রের দুঃখের বিষয় এক বারও ভাবিলেন না। সরকারের নির্দ্ধারিত পারানীর হার যে, অপরিবর্ত্তিত রহিল, সে কেবল কাগজ কলমেই রহিল।

খোলা ভাঁটী গুলির নিলাম কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একটী ভাঁটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখুন। প্রথম বৎসর ৫০০ তৎপরে ৭০০ তৎপরে ১০০০ একণে ১২০০ হইল। ভাঁটির লাভ না হইলে সে কখন এত বেশী টাকা দিতে পারিত না। ভাল জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত খোলা ভাঁটীর মদ সাহেব-সুবায় স্পর্শ করেন না। যাহারা এই ভাঁটীর প্রস্তুত মদ্য পান করে, তাহার অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীর লোক। দেশের কৃষকদিগের অবস্থা আপনারা সকলেই জানেন। প্রতি বৎসর ভাঁটী দ্বারা, কৌশলে, এই বেচারাদিগের বহু কষ্টলব্ধ অর্থ টানিয়া লইতেছে। রাজকর্ম্মচারিগণ হুজুরের আয় বৃদ্ধি করিয়া বাহবা লইতেছেন, কিন্তু প্রজার যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা একবারও ভাবিতেছেন না। কবে যে এই নীতি এ প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে বলিতে পারি না।

বিখ্যাত কবি লঙ্ফেলো প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার কবিতাগুলি সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

আমরা এ সপ্তাহে দুই খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি "দি লিডর আইডিয়ার" নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ পত্র, অপর খানি বিজ্ঞান দর্পণ নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্র। প্রথমোক্ত খানি এপ্রেল মাস হইতে ও শেষোক্ত খানি বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রথমটীতে সামাজিক, বৈদিক, জ্ঞানালোচক, রাজনৈতিক বিষয় সকল আলোচিত হইবে। ইহার মূল্যও অতি অল্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণের জ্ঞান বিস্তারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অপর খানিতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থপুঞ্জের শক্তি নির্ণয়, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন বিষয়ক শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, বিচারশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিকশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, ভূগোল বিবরণ, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থ ব্যবহার, আত্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, আয়ুর্জ্ঞান, কালজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, রাজ্যজ্ঞান, যৌবরা-

বিদ্যা, চুর্ণবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ভিদ্বিজ্ঞান, আবহবিজ্ঞান, মানবের প্রাকৃতিক ইতিহাস, পুরাবৃত্তসার, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষাদান করা হইবে। সম্পাদক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে দেশের মহোপকার করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

পোষ্ট আপীসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৬০-৬১ অব্দে ভারতবর্ষে ১১২ টী ডাকঘর ২৩৪ টী চিঠির বাক্স ও ১৩১ জন ডাকহরকরা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সমুদায়ে একণে ৮৫২২ টী রাজকীয় ডাকঘর ৭২৮ টী প্রাদেশিক ডাকঘর ৬৭২০ টী চিঠির বাক্স এবং ১৮৩৩ জন ডাকহরকরা এই বিভাগের কার্য্যাধীন রহিয়াছে। এই বর্ষে এই সকল ডাকঘর দিয়া ১ ৮৬৬৭০০০ চিঠি পত্র প্রেরিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে ১৪৮৬৪০০০ পোষ্ট পেড ও ২৫০০০০০ মাশুল দেওয়া চিঠি ও ২৭১০০০০ বেয়ারিং পত্র। মণিঅর্ডার দ্বারা এই বর্ষে গড়ে মাসিক ৩৮০০০ টাকা প্রেরিত ও তজ্জন্য ৫৫০০০ টাকা কমিশন গবর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছে। কেবল অবিশ্বাসী কর্মচারীর দ্বারা ১৫০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বোধ হয় অনুমান ৮ কোটী টাকার সামগ্রী বিমা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১০৭০০ টাকা কর্মচারীর দোষে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। রেজিষ্টরি পত্র অপহরণের নিমিত্ত ঐ বর্ষে ২২৫ টী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা বাদে ১১১৯০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আগামী ১৭ ই এপ্রেল দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন।

পুনা সার্ব্বজনিক সভা বর্ষে বর্ষে কতকগুলি বালককে ইউরোপে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করাতে বেরারের কমিশনরেরা তাহার আনুকূল্য করিবার উদ্দেশে প্রতি বৎসর দুই হাজার টাকা দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা স্থির করিয়াছেন, বস্ত্র বয়নাদি কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা তথায় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন।

মহীশূরে ইউরোপীয় উপনিবেশ সংস্থাপনের নিমিত্ত সার জেম্স্ গর্ডন সুপরিটেণ্ডেণ্টের দ্বারা লক্ষ টাকা তুলিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এইরূপ জনরব আগামী নবেম্বর মাসে নূতন নিজাম হাইদ্রাবাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আদালত বেহারের সরকারী কার্য্য সকল কাইথি লিপিতে সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বেহার গেজেট ঐ অক্ষরে মুদ্রিত হইবে। এই অক্ষরের বহুল বিস্তৃতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ইহার ছাঁচ অধিক মূল্যে ব্যক্তিবিশেষের মুদ্রাযন্ত্র হইতে ক্রয় করিবার আদেশ দিয়াছেন।

দেশীয় কাগজের আদর ক্রমে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আপীস সমূহে দেশীয় কাগজ প্রচলিত করিয়া অনেক টাকার সাশ্রয় করিতেছেন, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আবার এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এই কলওয়ালাদিগের সহিত কাগজ লইবার একটী বন্দোবস্ত করিতেছেন, ইহাতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অথচ অল্প পয়সায় হয়।

১৮৬০-৬১ অব্দে ভারতবর্ষে ৫৮১০০০০ টাকার ডাক টিকিট বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৫২৯০০০০ টাকার বিক্রয় হইয়াছিল।

মহম্মদ হায়াৎ খাঁর শুভগ্রহ বলিতে হইবে, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এক দিকে এত চেষ্টা করা হইল কিন্তু তথাপি তিনি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলেন, আবার পদস্থ রহিলেন। তিনি এক্ষণে ডেরা ইস্মাইল খাঁর জুডিশিয়াল আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাইদ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ তাঁহার দুটী পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ এপ্রেল মাসে বিলাতে প্রেরণ করিবেন।

ব্রহ্মদেশ ও মণিপুরের সীমা লইয়া উভয় রাজ্যে বিষম গোলযোগ বাধিয়াছে, উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন।

গৌহাটী স্কুল কালেজে পরিণত হইল না; কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে, আসামের এতদ্দেশীয় বালকগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসিক ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে। প্রতি বর্ষে ১৫ জন ছাত্রকে চারি বৎসরের নিমিত্ত এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রথম ৮ জনকে ১৫ টাকা করিয়া দুই বৎসর বৃত্তি দেওয়া হইবে। এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে বন্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু উত্তীর্ণ হইলে আবার বি, এর জন্য বৃত্তি দান করা হইবে।

মোকামা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ২১এ মঙ্গলবার মেল ট্রেণে ৩ জন ইংরাজ রামপুর হইতে কলিকাতা আসিতেছিল। দুই জন বাঁকিপুর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ও একজন টিকিট না লইয়া যাত্রা করিয়াছিল। মোকামা ষ্টেশনে টিকিট সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই উহারা নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করে, পরে একজন বুকিং আপীসে টিকিট লইবার নিমিত্ত গমন করিয়া ৩ খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট চাহে ও লুপ লাইন হইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, টিকিট বাবু তাহাদের মোকামা আসিবার টিকিট দেখিতে ইচ্ছা করায় সহযাত্রী সাহেব কহে যে, আমরা টিকিট কলেক্টর সাহেবকে টিকিট দিয়াছি, তাহাতে টিকিট বাবু বরিত টিকিট প্রদান করিলেন, কিন্তু টিকিট কলেক্টরদিগের নিকট অনুসন্ধান লইতে বিরত থাকিলেন না। টিকিট কলেক্টরেরা সকলেই অস্বীকার করায় প্রধান টিকিট কলেক্টর আরোহিদিগের প্রতারণা বুঝিয়া লুপ লাইনের সমস্ত গাড়ি আ ...ায় অন্বেষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু "যশের কণ বাতাসে নড়ে" আরোহীরা লুপ লাইনে না গিয়া উক্ত ডাক গাড়িতেই প্রথম ঘণ্টা দিবার পর অর্থাৎ গাড়ি গমন করিবার ৫ মিনিট পূর্ব্বে এক খানি মধ্য শ্রেণীর গাড়িতে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। এমন সময়ে প্রধান টিকিট কলেক্টর সাহেব উহাদের দর্শন লাভ করিয়া টিকিট দেখাইতে অনুরোধ করায় আরোহীরা মোকামা হইতে যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়াছিল, তাহাই দেখাইল ও পূর্ব্ব টিকিট গোপন রাখিল। পরে ষ্টেশন মাষ্টার বারম্বার অনুরোধ করায় এক একজন করিয়া দুই খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট যাহা বাঁকিপুর পর্য্যন্ত লইয়াছিল দেখাইল ও অপর ব্যক্তি বিনা টিকিটে আসিতেছে, প্রমাণ হইল। তাহাতে দুই জনের নিকট হইতে অতিরিক্ত ভাড়া ও এক জনের নিকট রামপুর হইতে মোকামার ভাড়া লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আর কাল জুয়াচুরী করিতে পারিলে কেহই ছাড়ে না।"

আমরা মোকামা হইতে সংবাদ পাইলাম "গত ২৫ এ মার্চ একজন হিন্দুস্থানী বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনের প্লাটফরমের পশ্চিম অংশে কাটা পড়িয়াছে, তাহার একটী বাহু ও মস্তকের কোন কোন অংশ চুর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল যে, উক্ত ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যাইবার জন্য সাধারণীয় টিকিট লয় ও গাড়িতে চড়িতে না পারাতে তাহাকে ষ্টেশনে থাকিতে বাধ্য হয়। পরে প্যাসেঞ্জার দৌড়াদৌড়ি ও গাড়ি দেখিলেই আরোহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়াতে ষ্টেশন কর্ম্মচারিগণ নিবারণ করিয়া রাখে ও প্লাটফরমে প্রবেশ করিতে দেয় না। পরে রাত্রিতে সে রাস্তার উপরে আসিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। কোন্ গাড়ি দ্বারা কাটা পড়িয়াছে, তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। উপর যাইবার লাইনের রেলেই কাটা পড়িয়াছিল, ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়দিগের এ সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছিত।"

বেহারবাসিদিগের অনুগ্রহ বলিতে হইবে। ইডেন সাহেবের কল্যাণে ইহাঁদিগের একএকটি চাকুরী লাভ হইল। কেবল বেহারে অভিপ্রায়েন পাটনার কমিশনর সাহেব কতকগুলি শিক্ষিত বেহারীকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তত্রত্য কালেজের অধ্যক্ষের নিকট নাম চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়া গেজেট বলেন আগামী ১ লা জুন হইতে নূতন দেওয়ানী আইন ও ১ লা জানুয়ারি হইতে নূতন ফৌজদারী আইন কার্য্যক্ষেত্রে প্রচলিত হইবে। ষ্টোক্স সাহেব কি তাঁহার আইন কানুন সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন? এবার যিনি আইনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন, তিনি অতুল বলে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। এই কারণে আমাদিগের বোধ হইতেছে তিনি কথা বিনা যুদ্ধে লাভ করিয়াছেন।

গত বর্ষে আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেটে ২৫০ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ গ্রাণ্ট সাহেব ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন এবং মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কটকের অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার কে, সি গুপ্ত মুর্শিদাবাদের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

চাকদহের সহকারী কমিশনর ফিনুলে সাহেব মালভূমের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের সব ডেপুটি কালেক্টার বাবু হরচন্দ্র মিত্র ৩ মাস ছুটি পাইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু ভগবচ্চন্দ্র সরকার মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ঘাটালের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রাপাড়ায় বদলী হইলেন।

নোয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিল সাহেব দেড় মাস ছুটি লওয়াতে ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার তিনন সংশ্রবে কার্য্য করিবেন।

বাগেরহাটের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস ২ মাস ছুটি পাইলেন বলিয়া ২১ এ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী ২ মাস ১০ দিন ছুটি লওয়াতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অভয়চন্দ্র সেন তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। একষ্ট্রাএসিষ্টাণ্ট বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ২৩ দিন ছুটি লওয়াতে বীরভূমের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার জে, হইটমোর তৎপদে কার্য্য করিবেন।

সুন্দরবনের প্রতিনিধি কমিশনর ই. এফ লাম্বিউটার সাহেবের প্রতি ২১ এ তারিখে যে আদেশ হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহার উপর চট্টগ্রামের অন্তর্গত নোয়াখালি তালুকের বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

পাটনার অন্তর্গত বাড়ের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার টেলর সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী আহমদউদ্দিন সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ডেপুটি কালেক্টার বাবু মহানন্দ গুপ্ত উড়িষ্যার কোষ্ট কেনালের জন্য মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় ভূমি সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার ওলদ্ফীল্ড বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

কটকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রাপাড়ায় বদলী হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর কর্ণিশ ৮ মাস ছুটি পাইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টার জি, বেলেট এম, এ, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তৎপদে কার্য্য করিবেন।

পূর্ব্বাঞ্চলের স্কুল ইন্স্পেক্টার সি, এ, মার্টিন মিত্র কার্য্যের সহিত রাজসাহী বিভাগেরও কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের স্কুল সমূহের জয়েণ্ট ইন্স্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন ঢাকায় বদলী হইলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টার মার্টিন সাহেব ছুটি লওয়াতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের পদোন্নতি হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এ, পেড্লার ৩ য় শ্রেণী হইতে গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের অধ্যাপক শিবপুরে ২ য় ও বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী স্কুল ইন্স্পেক্টার বাবু ব্রজমোহন মল্লিক ৪ র্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সি, এ টনি সাহেব ছুটি লওয়াতে জি বেলেট ১ ম শ্রেণী প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী স্কুল ইন্স্পেক্টার বাবু ২ য় ও রাজসাহী কালেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক এডুকেশন ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা বিভাগের নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পদোন্নতি হইয়াছে।

বাবু গিরীশচন্দ্র দে পদত্যাগ করাতে কটকের রেভেন্সা কালেজের অধ্যাপক এম, এজার ১ ম শ্রেণী, প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণী, পাবনার ডেপুটি স্কুল ইন্স্পেক্টার বাবু শরৎচন্দ্র দাস ৩ য় শ্রেণী হইতে ত্রিপুরার ডেপুটি স্কুল ইন্স্পেক্টার বাবু উমেশচন্দ্র দাস ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু হরিদাস ঘোষ পদত্যাগ করাতে রাজসাহী কালেজের অধ্যাপক বাবু হরগোবিন্দ সেন ২ য় শ্রেণী, ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ভগবান চন্দ্র ৩ য় শ্রেণী ও পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু সারদা প্রসাদ ভাদুড়ি ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ম শ্রেণী, প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী স্কুল ইন্স্পেক্টার বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১ ম শ্রেণী, ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা ২ য় শ্রেণী, পাটনা বিভাগের সহকারী স্কুল ইন্স্পেক্টার ক্রফ্টি ৩ য় শ্রেণী, ময়মনসিংহের ডেপুটি স্কুল ইন্স্পেক্টার বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ৪ র্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জি, লাদিমার ৩ য় শ্রেণীভুক্ত এবং কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী ও পারস্য বিভাগের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী ও পারস্য বিভাগের প্রধান শিক্ষক বাবু নন্দলাল দাস মুর্শিদাবাদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

আসোনসোলের একষ্ট্রা অফিসিয়েট জেনেরল এম, এ উইলসন রাজসাহীতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গাইবান্ধার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু প্রসন্নচন্দ্র সরকার ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণার মুন্সেফ বাবু আনন্দনাথ মজুমদার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। ইনি ঐ চৌকীতে যাবৎ থাকিবেন মকদ্দমা করিবেন।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের মুন্সেফ বাবু বিপিনচন্দ্র রায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু কালিদাস মিত্র বর্দ্ধমানের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

মহেশখালির অন্তর্গত নড়াইলের সব ডেপুটি কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কলিকাতার ও মোকদ্দমি পরীক্ষক সভার সম্পাদক ই, টি ট্রি-বিলিয়ান ৮ ই এপ্রেল হইতে নিয়ো ক্রমে ৯ মাস ছুটি গ্রহণ করাতে ব্যারিষ্টার এচ, টি হপ্কিন্স তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ বিনা বেতনে আমাদ বালকদিগের শিক্ষার জন্য কালেজ স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যদি নবীন রাজা অনাথ বালকদিগের বাসস্থান অন্ন, পুস্তক ও বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা বর্দ্ধমানদিগকে বঙ্গভূষণ রূপে শিরোভূষণ করিতে পারিতাম। কতকগুলি টাকা দিয়া উপাধি লইলে অধিক সম্মান বৃদ্ধি হয় ? না, অশিক্ষিত বঙ্গ-

বাসীকে নিষ্কৃতি করিলে অধিকতর সম্মান লাভ হয়?

বর্দ্ধমানের সদর ও গলি রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বায়ু একটু বেগে বহিলেই পথিকের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। বর্দ্ধমানের অধিবাসিগণ কি মিউনিসিপালিটিকে কর দেন না। তবে তাঁহাদের এরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়?

চৈত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে কাটোয়া যাইবার রাস্তার ধারে বটবৃক্ষে গলায় দড়ি দেওয়া একটী যুবকের লাস ঝোলান ছিল। ঐ ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল, কি কেহ প্রাণনাশ করিয়া টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল, তাহার কোন সঠিক সংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।

এ বৎসর এখানে দোলযাত্রা উপলক্ষে বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল। দোলে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই তামসিক আমোদে ব্যয় হইয়াছে।

এবার বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার কতক অংশে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। প্রত্যহই আমরা ১০। ১৫ টী মৃত্যু সংবাদ পাইতেছি।

শান্তিপুর।

[illegible]-পলিসীর গুণে ও লার্ড রিপন বাহাদুরের কল্যাণে এপ্রেল মাস হইতে প্রাদেশিক মিউনিসিপালিটিগুলি পুলিসের ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হইবে। এজন্য আমাদের স্থানীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলী ইডেন, মিউনিসিপাল কমিশনরগণের নিকট ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত আয় ব্যয় বিবরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা ছোট লাট সাহেবের ঐ হুকুমটী তামিল করণাভিপ্রায়ে বিগত ১৩ ই মার্চ্চ একটী বিশেষ সভা করেন; ঐ সভায় ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের যে সংশোধিত বজেট সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেট অপেক্ষা প্রয়োজনীয়। বজেটটী এই:—

আয়।

১। গৃহাদির ট্যাক্স	১৫,০০০
২। ঘোড়ার গাড়ীর ট্যাক্স	৬
৩। গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরি ফি	৩,০০০
৪। পাউণ্ডের আয়	৬০০
৫। ঘোড়ার গাড়ীর লাইসেন্স	১০০
৬। গাড়োয়ানের লাইসেন্স	১০০
৭। জরিমানা	২১০
৮। বিবিধ আয় স্কুল ফি সমেত	১০৯০
৯। বিগত বর্ষের বাকি টাকা	৭৫০
মোট	২০,৮৫৬

ব্যয়।

১। এষ্টাবলিসমেণ্টের খরচ	২৬৬৮
২। কন্সার্ভেন্সী	১১১৮
৩। রথ্যা সংস্করণ ও প্রস্তুত করণ	৩৩৫১
৪। নর্দ্দামার কার্য্য	৪০০০
৫। মিউনিসিপাল গৃহ সংস্করণ	২০০
৬। অন্যান্য সাধারণ কার্য্য	১৫০০
৭। পাউণ্ডের খরচ	২২১
৮। দাতব্য চিকিৎসালয়	১০০০
৯। বিদ্যাদান ও শিল্পশিক্ষা	৪৩৪৩
১০। মুদ্রণ কার্য্য	৩১৫
১১। বিবিধ ব্যয়	১৫০
১২। উদ্বৃত্ত	৫৭০
মোট	২০৮৫৬

এই ত গেল আমাদের সংশোধিত মিউনিসিপাল বজেটের ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয় সংক্রান্ত স্থূল বিবরণ। এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেট অপেক্ষা সংশোধিত বজেটের আয় ব্যয় বিবরণে ৪,৫৬৯ টাকা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মিউনিসিপাল কমিশনরেরা বার্ষিক ২০৮৫৬ টাকা আয় পাইয়াও সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রয়োজনানুরূপ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। সংশোধিত বজেটে দাতব্য চিকিৎসালয়ের উৎকর্ষ সাধনের অভিপ্রায়ে কমিশনরেরা বার্ষিক এক হাজার টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেটে ঐ সম্বন্ধে বার্ষিক ৬৩৬ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল; কিন্তু দাতব্য চিকিৎসালয়ে "ইনডোর পেসেণ্ট" প্রথা প্রচলন করণাভিপ্রায়ে এবার ৩৬৪ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইয়াছে। এটী উত্তম বটে, কিন্তু অকৃত্রিম ঔষধাদি ক্রয় সম্বন্ধে আরও কিছু টাকা ব্যয় করা উচিত ছিল। আপাততঃ যে ৩৬৪ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্থানীয় দীনদরিদ্র লোকের দুঃখকষ্ট অভাব কখনই বিদূরিত হইবে না। বিদ্যাদান ও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে স্কুলের ফি বার্ষিক ৩০০০ টাকা বাদে ১৩৪৩ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কমিশনরেরা এই এক হাজার তিন শত তেতাল্লিশ টাকায় একটী উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী স্কুল, একটী মধ্যবিধ বিদ্যালয় এবং কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ ইচ্ছা কতদূর সফল হইবে, তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত। আমাদের বিবেচনায় একটী উচ্চঅঙ্গের ইংরাজি বিদ্যালয় সুচারুরূপে চালাইতে হইলে অন্ততঃ বার্ষিক ১২০০ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই বার শত টাকা বাদে অবশিষ্ট যে ১৪৩ টাকা থাকিল, তদ্দ্বারা একটী মধ্যবিধ ইংরাজি বাঙ্গালা স্কুল ও কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করা সুদুষ্পরাহত, অতএব বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে আরও কিছু অধিক টাকা ব্যয় মঞ্জুর করাই উচিত ছিল। কারণ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ইচ্ছা যে, প্রাদেশিক মিউনিসিপালিটিগুলি স্থানীয় বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অবস্থানুরূপ অর্থ সাহায্য করেন। আমাদের কমিশনরেরা সংশোধিত বজেটে নর্দ্দামার কার্য্যে ৪০০০ টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে সামান্য "মরামস্থলী" ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নর্দ্দামা দেখা যায় না। বর্ষাকালের জল ঐ সকল "মরামস্থলী" দিয়া বহির্গত হয় এবং যেখানে মরামস্থলী নাই, সেখানে বর্ষার জল লোকের বসতবাটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া যায়। অতএব নগরের চতুর্দ্দিকে পাকা নর্দ্দামা প্রস্তুত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রস্তুত করিতে অন্যূন লক্ষ টাকা ব্যয় করা উচিত। সামান্য চারি হাজার টাকা ব্যয়ে কমিশনর বাবুরা কিরূপ নর্দ্দামা প্রস্তুত করাইবেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাহা হউক সংশোধিত বজেটে গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী বাবদ যে ৩০০০ টাকা আয় ধরা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কারণ বিগত বৎসরের ঐ বাবদ বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছিল।

রথ্যা সংস্করণ ও রথ্যা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে সংশোধিত বজেটে বার্ষিক ৩৩৫১ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, উত্তম। কিন্তু রথ্যা কার্য্যভার যদি "বাস্তু-ঘুঘুর" হস্তে বিন্যস্ত করা হয়, তবেই চক্ষুস্থির আর কি? অতএব ঠিকাদার দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করানই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা ।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না ।

কলিকাতার-এজেন্ট ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু গৌরানাথ দত্ত ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন ।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ পঞ্চম সংখ্যা ।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জাতি ও আর্য্যগণের জ্যোতিষ, পরমাণুক ও বালুক জন্তু, মেরুমুণ্ডের মতো আগমন, নদের দোলযাত্রা, মদ্যসংহিতা, পত্র দ্বারা রস শোষণ, সাংখ্যদর্শন, নিরাশ-স্বপন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পারদপূরণ, এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না ।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয় ।

১৪০ নং মানিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা ।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার রোগ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন ।

এক শিশির মূল্য ২, । প্যাকিং ৵০ ।

চন্দ্রনাসব ।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরীরোগ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে ।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা ।
প্যাকিং ৵০ আনা ।

চিকুরবিলাস ।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয় ।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা ।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল ।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাজন্মজ্বালাদি, আধকপালে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বেদনা ও কড়কড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি, নিবারিত করিয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয় ।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা ।

সুধাময় ঘৃত ।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা ।

অমৃতাসব ।

(সকল প্রকার বাতরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সন্ধি-বাতী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্ব শূল, অর্দ্ধাঙ্গ, জ্বর, খাসকষ্ট (অর্থাৎ বাতনাদিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাস-প্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে ।

এক শিশির মূল্য ১৷০ । প্যাকিং ৵০ আনা ।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন ।

—:০:—

রোগাঙ্কুশ ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ ।

এই আশ্চর্য্য চূর্ণ ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্য যৌবনপ্রায় জানা যায়। অল্প বয়সে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত ।
চন্দননগর বোর্ডিং ।

বাটী বিক্রয়।

"বেলিঘাটের ষ্টেশনের নিকট কলশা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের উত্তম বাসোপযোগী) সহ বিস্তর্ণ বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সমুদয়ে তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাবলিক ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর ঠিকানায়।"

শারীরোগারোগ্য সমাচার।

"শিবাক্ষর-ঘৃত শরীরস্থ পারা নাশকের অব্যর্থ মহৌষধ কি না, তাহা এই নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা বিবেচিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত "শিবাক্ষর ঘৃত আমার ভায়ের ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পারা-রোগে ব্যবহারে আশ্চর্য্য আরোগ্য দেখিয়া, উহা যে শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি জানিবেন ইতি তাং ১৪ ই ফাল্গুন সন ১২৮৮ সাল শ্রীমাধবচন্দ্র দাঁ। ঠিকানা সুরের বাগান, বাগবাজার কলিকাতা।

মহাশয়! দুই বৎসর অতীত হইল আমি আপনার শিবাক্ষর ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। রোগী এই ঘৃত ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া এত দীর্ঘ কাল স্বচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, আর এখন এত্রাবৎকাল মধ্যে তাঁহার গাত্রে পারা-রোগের চিহ্ন কিছুই প্রকাশ হয় নাই, এখন উহা যে পারানাশকের অদ্বিতীয় মহৌষধ তাহাতে আমাদিগের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তাং ১০ ফাল্গুন সন ১২৮৮। শ্রী অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা, মানবের সাং ৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের ষ্টেটের খাজাঞ্চি। পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা।

উন্মাদিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রহস্য [illegible]—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকব্যয় ১৸৵ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ ডিভিজন ই আই ১ নং কার্য্যালয়)

চন্দ্র-চন্দ্রমা।

[illegible]

[illegible]

এই ঔষধটী বটিকাপুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠবদ্ধ বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷৷০ টাকা।

জাল বদ্ধ সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহলা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অম্লরোগ, গ্রহণী, রক্তামাশয়, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ অনেক ডাক্তার এত রোগ অনুমোদন হইয়া ঐ স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। অগ্রে মূল্যে চিঠিতে, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মুর্শিদাবাদ	১০
" " শ্যামাচরণ সিংহ—যশোহর	৭
" " কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর	৭
" " লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেও—চাইবাসা	৭
" " ভুবনমোহন সাহা—ফরিদপুর	৭
" " বীরেশ্বর সরকার—ভাগলপুর	৭
" অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—বর্দ্ধমান	১০
" ডবলিউ, ই, কেল জোয়ান মিরাজগঞ্জ	৭
" মফিজুদ্দিন মণ্ডল—বসিরহাট	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং"। [illegible] সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৯ এ চৈত্র। ইং ১৮৮২। ১০ ই এপ্রেল। | অগ্রিম বার্ষিক [illegible], অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গতপ্রায়। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যাঁহারা [illegible] কালে সোমপ্রকাশের মূল্য দিয়াছেন [illegible] মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ সালের দেয় মূল্য দান করেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

অগ্নিমান্দ্য, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্, বুকো. পুরাণ কাসি, [illegible] প্রভৃতি বই, বুক বেদনা, অরুচি, পেটের সহিত কফ উঠা, সকল প্রকার কাসি প্রভৃতি রোগের নিবারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম [illegible] প্রস্তুত ৮ বটিকা [illegible] শিশির [illegible], বাবকাশের ঔষধের সঙ্গে [illegible] পূর্ব্বে সকলেই নিয়মেতে এই [illegible]। [illegible] আশ্চর্য্য [illegible]। কলিকাতা ৪র্থ নং চৌকী [illegible]

মহাভারত।

ভারত কার্য্যালয় হইতে পুনরায় চতুর্থবার বিতরণ।

মহাভারতের মূলের সম্পূর্ণই অভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ গত সাত বৎসরে কার্য্যালয়ের আশাতীত উন্নতি হওয়ায়, ইহার অধিক বিতরণ জন্য দেশীয় ও বিদেশীয়গণের আগ্রহে আগামী বৈশাখ মাস হইতে উল্লিখিত বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা অক্ষর ও কাগজ সমস্তই উৎকৃষ্ট। তথাচ মাসুলাদি ব্যয় পূর্ব্ববতই রহিল। গ্রাহকগণ অগোণে নামসহ আবেদন করিবেন। মূল ও অনুবাদ পৃথক পৃথক মুদ্রিত হইতেছে। অতএব যিনি যেরূপ প্রার্থনা করেন, তিনি পূর্ব্ব নিরূপিত মাশুল দিলেই স্বতন্ত্র মূল বা স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইতি।

ভারত কার্য্যালয়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } প্রতাপচন্দ্র রায়।

ধর্ম্মসঙ্গীত।

বিবিধ সুরে ও তালে ঈশ্বরের গুণানুবাদ কীর্ত্তন ইত্যাদি নিম্নলিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৵০ আনা ডাকমাশুল ৴১০। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল মুচিপাড়ানগর থানা টিটাগড়। বি: ব্যানার্জী এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ১২ নং। কেনিং লাইব্রেরি, কলিকাতা পটলডাঙ্গা, চক্রবর্ত্তী, ভবানীপুর অঘোরনাথ নাথের দোকান। যাঁহারা একত্রে ১০ খানা পুস্তক লইবেন প্রতি খানা ৷১০ আনা হিসাবে প্রতি খানা পাইবেন।

এইচ, কে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, দুর্গাকিদ্রব্য, খাতা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার নাম মোহর, ডাকটিকিট, নামের কার্ড, তামার [illegible], মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, [illegible], মূত্রকৃচ্ছ, অম্বরোগ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সমুদ্র ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা বর্ণের ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাধক পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদুষিত হওয়া এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হউক না কেন ইহা সেবনে সত্বর রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে [illegible]

[illegible] করিতে যেন তাঁহাদের এই আবেদন কিছু দিন শোভন হয় ইতি [illegible]। ইহা বাঙ্গালা ও [illegible] লিখন আছে [illegible] উৎকৃষ্ট। প্রথম লেখকের [illegible] লিপির [illegible] সংলগ্ন আছে।

প্রথম পাঠীদার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে ১১ নং চুনাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

সেনাযাত্রার রেলওয়েতে গবর্ণমেন্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

বৈদ্যবাটী কিম্বা শেওড়াফুলি হইতে একটী শাখা রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া সেনাযাত্রা [illegible] গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করে। তৎপরে [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, [illegible] সর্ব্বসাধারণের হিতৈষী মহোদয় [illegible] উক্ত [illegible] কিম্বা শেওড়াফুলি [illegible] শাখা রেলওয়েটী [illegible] গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কিছুই লাভ হইবে না। [illegible] এই রেলওয়ে [illegible] হইলে কতকগুলি [illegible] গ্রামের মধ্য দিয়া খোলা হয়, তাহা হইলে বৈদ্যবাটী হইতে [illegible] হইবে, তাহা [illegible] আর বৃদ্ধি হইতে পারে, [illegible] কোন সন্দেহ নাই। [illegible] একটী [illegible] কারণ দেখাইয়াছেন, বৈদ্যবাটী কিম্বা শেওড়াফুলি হইতে সেনাযাত্রা [illegible] হইবে; কিন্তু [illegible] হইতে সেনাযাত্রা [illegible] অধিক দূর নহে। যদি বৈদ্যবাটী হইতে রেলওয়ে খোলা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে [illegible] অতিক্রম করিয়া [illegible] করিয়া রাস্তা এবং পুল প্রস্তুত করিতে [illegible] মধ্যেই যে এক বিস্তৃত জলা ভূমি [illegible] তাহার উপর দিয়া রেলওয়ে [illegible] এই রাস্তার মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, [illegible] না করিলে এবং পোল সকল [illegible] না করিলে [illegible] উপর দিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হইতে পারে না। [illegible] রাস্তা এবং পুলের সৃষ্টি [illegible] গবর্ণমেণ্টের ২৬ লক্ষ মুদ্রাই নিয়োজিত হইবে। যদি ভবিষ্যতে উহার উপর [illegible] একরূপ আশা থাকিত যে, উহার আয়ের [illegible] পূরণ হইবে, তাহা হইলে অবশ্যই বৈদ্যবাটী কিম্বা শেওড়াফুলি হইতে রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইতেন। গবর্ণমেণ্ট এই সকল অসুবিধা দর্শন করিয়া স্বীকৃত না হওয়াতে কতকগুলি সাধারণহিতৈষী মহোদয় একত্র হইয়া যাহাতে হাবড়া হইতে শীতলাবাড়ি, কোণা, ডোমজুড়, জাঁগিপাড়া, মাকড়দহ, [illegible], আমতা, বলুহাটী, গরলগাছা, [illegible], চণ্ডীতলা, জনাই, বাকসা, মশাটী, সিংহপাড়া, [illegible], কৈকালা, হাসড়োড়ে ও [illegible] প্রভৃতি গ্রাম সমূহের মধ্য দিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] আয় হইতে [illegible] রাস্তা প্রস্তুত হইতে [illegible] লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছিল। [illegible] এই আবেদনের সম্পূর্ণ অনুমোদন [illegible]। কতিপয় প্রতিবাদক মহাশয় [illegible] কতকগুলি অযৌক্তিক [illegible] গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনীয় [illegible] করিয়াছেন। প্রতিবাদক মহাশয়ের যুক্তিগুলি যে অসার আমি ক্রমে তাহা দেখাইয়া দিতেছি। প্রতিবাদক মহাশয় কহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশে ঐ রেলওয়ে সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তারকেশ্বর, জনাই প্রভৃতি স্থান সমূহের মধ্য দিয়া তাহা করিলে কোনরূপেই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। আর ৩১ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিতে আনুমানিক [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। জনাই এবং তারকেশ্বরের রাস্তা প্রস্তুত করা দূরে থাক, এক জলাভূমির মধ্যে রাস্তা ও পুল বাঁধিতে ২৬ লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় হইয়া গেল, গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট টাকা লইয়া কি প্রকারে সমুদায় রাস্তা প্রস্তুত করিবেন? এখন প্রতিবাদক মহাশয়ের এই দুই অসার যুক্তির [illegible] দেওয়া যাউক। [illegible]

১ম। উঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, শীতলাবাড়ি, কোণা, জাঁগিপাড়া, মাকড়দহ, [illegible], আমতা, বলুহাটী, গরলগাছা, [illegible], চণ্ডীতলা, জনাই, বাকসা, মশাটী, সিংহপাড়া, [illegible], লোকনগর, কবিপাল ইত্যাদি অতিরিক্ত গ্রামসমূহে কত জাতীয় কত লোকের বাসস্থান? এমন কি আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, উপস্থিত [illegible] ৫।৬ শত করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির বাস এবং এই সকল জাতির একমাত্র [illegible] অবলম্বন; তাঁহাদের অধিকাংশই [illegible] কলিকাতায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন; যদি উক্ত গ্রাম সমূহের মধ্য দিয়া রেলওয়ে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা [illegible] বাটী হইতে ট্রেণে [illegible] গমনাগমন করিতে পারেন। যদি ৫।৬ শত লোক ট্রেণে [illegible] পারেন তবে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কত আয় বাড়িতে পারে? বৈদ্যবাটী হইতে রেলওয়ে হইলে এই আয় হইতে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত হইতে হইবে। [illegible], [illegible], গোবিন্দপুর, হাসড়োড়ে [illegible] কৈকালা হইতে [illegible] হইবে না এবং হইবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, প্রতিবাদক মহাশয় কহিয়াছেন, সিঙ্গুরের মধ্য দিয়া যে রাজপথ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহাতে অনূ্ন ৫০ শত বা ততোধিক গোরুর গাড়ি, পাঁচ ছয় শত গরুর গাড়ি, এবং সকল সময় অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে; কিন্তু তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, হাবড়া হইতে যে উচ্চ রাস্তা নির্ম্মিত হইয়া একটী শাখারে মধ্য দিয়া চণ্ডীতলা জনাই প্রভৃতি গ্রাম সকলের মধ্য দিয়া বরাবর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া এক স্থানে [illegible] মিলিত হইয়াছে, এই রাজপথে গোরুর গাড়ি এবং লোকের গাড়ির অভাব কি? এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ তিন চারি শত গোরুর ও অসংখ্য লোকের গাড়ি যাতায়াত করিতেছে এবং আর একটী যে রাজপথ হাবড়া হইতে বাহির হইয়া বেণিলা, শীতলাবাড়ি, জে মযুড় জাঁগিপাড়া, [illegible] প্রভৃতির মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে পথিক ও গাড়ির কি অপ্রতুল আছে? প্রতিবাদক মহাশয় বোধ হয় কখন এই দুই রাজপথ দিয়া কোন স্থানে গমন করেন নাই। তিনি না জানিয়া শুনিয়া কতকগুলি ভ্রান্তিমূলক বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে আপনি যদি এক বার [illegible] রাস্তার [illegible] এবং [illegible] [illegible] যে গোরুর গাড়ির [illegible] আছে, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের এই প্রস্তাবের সার্থকতা আছে কি না তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। [illegible] হইতে রেলওয়ে হইলে সেনাযাত্রার [illegible]। আর একটী কথা প্রতিবাদক মহাশয় বলেন, যদি বৈদ্যবাটী হইতে রেলওয়ে শাখাটী খোলা না হইয়া হাবড়া হইতে খোলা হয়, তাহা হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েকে [illegible] রেলওয়ের [illegible] হইয়া দাঁড়াইবে। বোধ হয়, প্রতিবাদক মহাশয়ের আশা ভঙ্গ হওয়াতে মনোদুঃখে এই অভিশাপ দিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতির অবস্থা না জানিয়া দুরাশার সাহায্যে অভিভূত হইয়াছেন। উপসংহারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি সিঙ্গুরের রাস্তা দিয়া যে গরুর গাড়ি, অশ্বের গাড়ি, আলুর মোট, বেগুনের বাজরা যায় এবং কেহ কেহ বা আনারসের বাজরা, কুমড়ার বাজরা,

শাস্ত্রের বুদ্ধি মস্তকে করিয়া বৈদ্যবাটীর হাটে বিক্রয় করিতে আইসে, তাহারা কি নিজ পয়সা দিয়া রেলওয়ে করিয়া বৈদ্যবাটীর হাট করিতে আসিবে?

২১ চৈত্র কলিকাতা। } একান্ত বশম্বদ শ্রী[illegible]চন্দ্র ঘোষ বহুবাজার।

মনের ব্যথা।

মহাশয়, আপনার "কেরাণী আদালতের শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে" ইত্যাদি মন্তব্যের প্রত্যেকটি পাঠ করিয়া আমি বার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। এণ্ট্রেন্স, এল এ, বি এ, এম এ ও বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই তিন বৎসর কাল আদালতে ওকালতী করিয়াও যে, কোন ব্যক্তি মুন্সেফী পদের উপযুক্ত নহেন, ইহা শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তবে কি ইংরাজি সাহিত্য—ইংরাজি বিজ্ঞানের কোন ফল নাই? ইহা কি যে কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিজ্ঞ করিতে পারে না? বঙ্গীয় বালক পাঁচ বৎসরের সময় ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ১৬। ১৭ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ আদালতে ওকালতী করিতে প্রবিষ্ট হইলেন। পৃথিবী কাহাকে বলে তিনি কিছুই জানেন না। সংসার চালনা তাঁহার আয়ত্ত নহে। শামলার পাগড়ি মাথায় দিয়া একবার করিয়া আদালতে যান আবার ফিরিয়া আসেন। মক্কেল জোটে না, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় হয় না। কাজেকাজেই তাঁহাকে লোকে কেবল গজাহার বলিয়া জানিল, কেহ মক্কেল তাঁহাকে চিনিলেন না। কিন্তু একবার তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দাও, তাঁহার গুণ দিতে পারিবে। মুন্সেফী করিতে দাও, তাঁহার [illegible] পরিচয় পাইবে। আপনি যদি জজের উপর নির্ভর করিতে চান, তাহা হইলে বাস্তবিক অনেক গুণী ব্যক্তি মারা যাইবে। আবার ভাল উকীল হইলেই যে ভাল মুন্সেফ হইবে এরূপ মতের পোষকতা করা আপনার মত বিজ্ঞ সম্পাদকের ভাল দেখায় না। অনেকে তোষামোদ খোসামদ করিয়া উকীল হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন অনেক ভাল উকীল অপেক্ষা মুন্সেফের মত কার্য্য করিবেন। অতএব ভাল ভাল উকীলদিগের মধ্য হইতে মুন্সেফ বাছিয়া লইলে কেরাণী আদালতের শ্রীবৃদ্ধি পূর্ণতা লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। আর যে জজের পর যোগ্যাযোগ্য নির্বাচন করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহাতেও অনেক গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একবার ডেপুটী শ্রেণীর উপর দৃষ্টিপাত করুন। ডেপুটী বাবুদিগের মধ্যে (দুই একটী ব্যতীত) কেমন খুব ভাল লোক পাই কেন?—নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া। রমেশ বাবু মহান্ত ধুরোন্ধর, কিন্তু বিনা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা—ডেপুটী হইলেন, আর উপযুক্ত উপযুক্ত এম এ, বি এল, সকল স্ব স্ব তোষামোদের প্রকৃতির অভাবে অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। এখন যেরূপ ডেপুটী শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশের অভাব, শুদ্ধ জজের উপর নির্ভর করিলে মুন্সেফদিগের মধ্যে সেইরূপ ঘটিবে। যিনি জজের মন যোগাইবেন, তিনি মুন্সেফী পদের উপযুক্ত হইবেন আর উপযুক্ত ব্যক্তিগণ তোষামোদের অভাবে মারা যাইবেন। যথার্থ গুণের অনাদর হইবে এবং তোষামোদের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে।

আপনার আর একটী কথা আমাদের বিবেচনায় ভাল লাগিল না। "যিনি (যে মুন্সেফ) নির্দিষ্ট কালের মধ্যে পদোন্নতি করিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি পদচ্যুত হইবেন।" উঃ কি ভয়ানক!! আপনার কি বিশ্বাস যে পদোন্নতি গুণপরিচায়ক? এরূপ বিশ্বাস কতদূর যুক্তিসঙ্গত জানি না। তবে কি আমরা বুঝিব—যিনি যত অধিক বাছিয়া পান তিনি তত অধিক বিদ্বান গুণবান ও বুদ্ধিমান? পৃথিবীতে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কি সর্ব্বদা গুণের পূজা দেখিতে পাই? বোধ হয় না। বরং আমাদিগের বিশ্বাস অধিকাংশ ব্যক্তি চাটুকার বলে তোষামোদের বলে পদোন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, আর প্রকৃত গুণি লোক তোষামুদি করিতে না পারিয়া উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন না।

আমাদিগের যাহা বক্তব্য বলা হইল। যদি ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি, আশা করি, বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া চিরবাধিত (১) করিবেন।

কলিকাতা } আপনার অনুগত
২৩ এ চৈত্র } জনৈক সত্যবাদী।

(১) বেশ কথা, কেরাণী আদালত সম্বন্ধে প্রস্তাবে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই, তাহাতেই পত্রপ্রেরক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের অভিপ্রায় এই, মুন্সেফ অপেক্ষা অনেক অধিক লোক [illegible] মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হওয়া উচিত। [illegible] ব্যক্তির [illegible] দিতে [illegible] বিবেচনা। [illegible] উকীল [illegible] কিন্তু [illegible] হইয়া থাকেন। [illegible] নিয়োগ পদ্ধতি এবং [illegible] পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা হয়। পত্রপ্রেরক [illegible] কি সহজ মনে করেন? [illegible] অনেক সময়ে [illegible]

সাবধান!!!

মহাশয়! বাচস্পতি প্রভৃতি শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্কলিত শব্দস্তোম মহানিধি নামধেয় অভিধানের কতিপয় শব্দসাধন সম্বন্ধে সংশয়াক্রান্ত হইয়া তদ্বৎ শব্দ উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, উক্ত মহোদয় সন্দেহ নিরাস করিবেন।

"মুষলম্, মুষ ক অপত্যার্থে মু"। পাণিনি ব্যাকরণে মুষ শব্দের উত্তর অপত্যার্থে মু প্রত্যয়ের সূত্র লক্ষিত হইল না। প্রত্যুত, সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার প্রকৃতি অন্য প্রকারে সাধিয়াছেন। যথা "মুষস্কলচ্" (উণাদি সূত্র) ইহার অর্থ এই, মুষধাতু প্রকৃতি কতিপয় শব্দ কলচ্প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কর্ত্তব্যাচ্চ মুষ্যঃ যাতীতি মুষলম্ [illegible]। মুষলঃ পুংলিঙ্গ বাচ্যতুর উত্তর কর্ত্তব্যে কুপ্রত্যয়, (কুর কইৎ যাইয়া উকার মাত্র থাকে) অনন্তর "আতো লোপ ইটি চ" ৬। ৪ ৬৪ এই সূত্রে সূত্রের আকার লোপ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী) এবং "মুষদুর্বিব মুষোরখ কৰ্মণেষ্যঃ" ঋক্ ৪। ৪৪। আর মুষা যাতীতি মুষদুর্বি[illegible]তি তত্রত্যঃ। মুষান্ যাতীতি মুষয়ঃ মুষমুষলকোষ্টকোলাদিক কুপ্রত্যয়ান্ত ইতি প্রামাণিক কল্পদ্রুমঃ। "মুষান্ বিনিঘ্নন্ মুষয়ঃ শরেক্তুনা" ভারবি ১৩। ১৪ "শরান্মুষুর্গদ্ধর্গান্" মাঘ ২। ৮০ উভয়ত্র মুষান্ যাতীতি মুষয়ুর্বাসঃ মুষমুষলকোষ্টকোলাদিক কুপ্রত্যয়ান্ত নিপাত ইতি মহাদেবোপাধ্যায় মল্লিনাথঃ।

বৃহস্পতি "বৃহত্যাঃ পতিঃ"। অতি প্রামাণিক পণ্ডিতগণ ইহার বিপরীতে বৃহৎপতি করিয়া বৃহস্পতি সিদ্ধ করিয়াছেন। যথা "তদ্বৃহতোঃ করপত্যো শ্চোর দেবতয়োঃ সুট্ তলোপশ্চ" এটী বার্ত্তিক সূত্র, ইহার অর্থ, চোর ও দেবতা বুঝিতে তদ্ শব্দ ও বৃহৎ শব্দের (স্থানে সুট্ ও) ত স্থানে ত ও ত লোপ হয় এবং কর ও পতি শব্দের পরে সুট্ হয়। সুটের উ, ট, ও, ইত যাইয়া স মাত্র থাকে। বৃহতো বাক্ সম্বন্ধঃ পতিঃ বৃহস্পতিরিতি পাদেশ্চুপেশ্বরঃ (সিদ্ধান্ত-

এরূপ কঠিন [illegible] উপায় [illegible] নিয়োগ [illegible] অভাবে [illegible] করিতে পারেন না। এতে আর [illegible] নিয়োগ [illegible] কথা [illegible] গুণী [illegible] পারেন না। [illegible] বি এল, পরীক্ষায় [illegible] যায়। [illegible] উকীল [illegible] আমাদের [illegible] হয় না। [illegible] মুন্সেফী [illegible] কিন্তু মন্তব্যে উহাদের অর্থ বৈলক্ষণ্য হইবে। [illegible]

[illegible] "[illegible] শব্দ পরিনিষ্ঠ) "[illegible]" প্রকাশ পরিভ্র [illegible] " [illegible] ([illegible]) [illegible] পরিভ্র [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] " [illegible] পরিভ্র [illegible] । আরও অদ্ভুত প্রমাণ আছে, [illegible] হইল না। অপিচ " [illegible] পরিভ্র " [illegible] [illegible] " [illegible] " [illegible] [illegible] " [illegible] পরিভ্র " [illegible]

প্রথম কাব্য " [illegible] পরিভ্র " [illegible] সিদ্ধ করিয়াছেন [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] " [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible] সিদ্ধ করিয়াছেন। অপিচ [illegible] [illegible] " [illegible] " এই বাক্যে [illegible] সিদ্ধ হয় [illegible] " [illegible] " [illegible] " [illegible] " [illegible]

[illegible] কিরূপ [illegible] [illegible] " [illegible] " [illegible] সিদ্ধান্ত কৌমুদীর [illegible] [illegible] বিপদ, আপদ, প্রতিপদ, [illegible] " এই আছে। [illegible]

কিন্তু " (উণাদি সূত্র) ইহার অর্থ এই, যম ধাতুর উত্তর উরচ্ প্রত্যয়, কর্ত্তৃ কারক হয়। যম + কর্ত্তৃবাচ্যে উরচ্, (য, ত, ম, ইহ, আদিভ্য ইয় মাত্র হইল) পরে " [illegible] কিত- [illegible] " ৬। ৪। ১৯ " [illegible] " ৮। ২। ৫৫ (সিদ্ধান্ত কৌমুদী) " [illegible] " ৮। ৩। ৯০ এই সূত্রের দ্বারা, ক্রমে উপধা [illegible] লোপ, [illegible] [illegible] হইল। [illegible] আমাদের, আর কাজীকে [illegible] অনুশাসন উদ্দেশ্যে [illegible] [illegible] সামান্য জন [illegible] [illegible] পারিবে [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন [illegible]

অতএব, এ [illegible] [illegible] হয়, [illegible] " [illegible] " [illegible] । কিন্তু " [illegible] " ৩। ১। ১০৪ এই পাণিনিসূত্রের [illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে [illegible] [illegible] [illegible] উত্তর [illegible] হয়। অর্থাৎ [illegible] ([illegible]) সিদ্ধ হয় না, কিন্তু [illegible] [illegible] সিদ্ধ হয়, তবে উহার অর্থ ([illegible]) হইবে। [illegible] " [illegible] " [illegible] " [illegible] " [illegible] সিদ্ধ হইয়াছে। " [illegible] " [illegible] করিতে বলিয়াছেন। " [illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা " [illegible] " [illegible] " [illegible] [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] হয়। [illegible] [illegible] আছেন। যদি [illegible] সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাঁরা উভয়েই [illegible] [illegible] নিবেশিত করিতেন না। [illegible] হইলে [illegible] একটী [illegible] করিতে পারিতেন। [illegible]

সোমপ্রকাশ

২৯ এ চৈত্র সোমবার।

আমাদের পুরাতন ও নূতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর।

আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মাননীয় সার এসলি ইডেন বঙ্গদেশের মায়া কাটাইয়া এইবার আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি বিলাতের ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সার আগষ্টস রিভার্স টমসন সাহেব বঙ্গের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলেন। শ্রীযুক্ত রিভার্স টমসন সাহেব বঙ্গের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলেন। [illegible] আবার নূতন আসিতেছেন, অনেক লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনেক [illegible] যাইতেছেন, আবার নূতন আসিতেছেন। অতএব আমরা ইহাকে এ প্রকার অভ্যস্ত। তথাপি পুরাতন বন্ধুর বিচ্ছেদে যে [illegible] হয়, এ কথা বলিয়া পাঠকগণকে পরিচয় দেওয়া বিফল।

ইডেন সাহেব আমাদের প্রাচীন বন্ধু, তাঁহার [illegible] সময় আমরা তাঁহার [illegible] বিশেষ ছিলাম। [illegible] সকলেই তাঁহার [illegible] করিয়াছেন। তিনি বঙ্গের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইডেন সাহেবের বঙ্গে [illegible] আইন [illegible] [illegible] হয়। [illegible] অনুরাগ [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের সেই ইডেন সাহেব বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, অতএব কি বলিয়া আমরা তাঁহার অভিনন্দন করিব। [illegible] [illegible] [illegible] হইলে [illegible] লোক না থাকিলেও " [illegible] " বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হয়। [illegible] ইডেন সাহেবের [illegible] আমাদের আন্তরিক অনুরাগ [illegible] হইলেও আমরা,

তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি, তিনি ইংলণ্ডে গিয়া সুখী হউন, তাঁহার পুত্র পুত্রী কালেতে নিয়ত [illegible] দেশ কিয়ৎপরিমাণে, তাঁহার নিকট ঋণী আছে। আমরা শিষ্টাচারের অনুরোধে এই [illegible] করিতেছি, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করুন। যে সমস্ত কার্য্যে তাঁহার নামে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, ইংলণ্ডে গিয়া ভারতের উপকার করুন, তাঁহার সেই কলঙ্ক ধৌত হইয়া যাইবে। আজ তাঁহাকে আমরা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে পারিলাম না, এটি সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। তিনি লর্ড লিটন এবং সার জন ষ্ট্রাচির ন্যায় মলিন বেশে এদেশ হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এটী যার পর নাই অনুশোচনার বিষয়।

উচ্চতম রাজপুরুষেরা এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেই সকলে তাঁহাদিগকে এক এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, অনেক স্থলেই খোসামোদ প্রিয়তার কিছুই বিচার করিয়া দেখা হয় না। বোধ করি, এই প্রথানুসারে কার্য্য করিলে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া উঠিব, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে নিতান্ত অবিশ্বাসী বিবেচনা করিবেন। যাঁহার কার্য্যে দেশের লোকে অসন্তুষ্ট, তাঁহাকেও যদ্যপি আমরা অসঙ্কোচিত্তে অভিনন্দন পত্র দান করি, তবে গবর্ণমেণ্ট জানিবেন যে, আমাদের সকল কার্য্যই মৌখিক, প্রকৃত হৃদয়ের [illegible] নাই। অতএব যাঁহাদের [illegible] এবং সদ্ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছি, অন্তরের সহিত উল্লাসিত হইয়া তাঁহাদিগকেই অভিনন্দন পত্র প্রদান করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইডেন সাহেবের ব্যবহারে আমাদের প্রতি [illegible] দৃষ্টিপাত করেন নাই, যে কারণে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী আছি। যাহা হউক, তাঁহার গুণ গ্রাম [illegible] আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি। [illegible] সুখী হউন, ইংলণ্ডে গিয়া ভারতের উপকার করিতে থাকুন। আমরা সংবাদের প্রতিনিধি, তজ্জন্য আমরা এই বাক্যগুলি কহিলাম। কিন্তু আমাদের নিজের পক্ষে তিনি আমাদের হিতকারী মিত্র। [illegible] সম্বর্দ্ধনা ও করিয়াছেন। কিন্তু আমরা [illegible] উপকারকে অধিকতর প্রাধান্য [illegible] থাকি। যে অংশে তিনি আমাদের [illegible]। অতএব তাঁহার বিয়োগে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা [illegible] তাঁহাকে বিদায় দিলাম। কিন্তু [illegible] ইংলণ্ডের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া তাঁহার [illegible] অবিচ্ছিন্নভাবে যেন সুখী হন। অতঃপর তিনি পবিত্র অন্তঃকরণে ভারতের হিত কল্যাণে চেষ্টা করেন।

মান্যবর রিভার্স টমসন সাহেব এক্ষণে আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, তিনি বঙ্গদেশের উপকার করিয়া প্রজাবর্গের অনুরাগভাজন হইবেন। এস্থলে আমাদের মনে যে একটী ভাবের উদয় হইল, তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। এদেশে একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, রামধন তর্কবাগীশ যে বেদিতে বসিয়া কথকতা করিতেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই বেদিতে বসিয়া অন্য কথকের কথকতা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করা কঠিন হইত। আমরাও বলি, যে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া গ্রাণ্ট, ক্যাম্বেল ও টেম্পল সাহেব কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপরের প্রতিষ্ঠালাভ করা অতি কঠিন। বঙ্গদেশে প্রায় সাত কোটি লোকের বাস। এই সাত কোটি লোকের সাত কোটি প্রকার বুদ্ধি। তিনি এই সাত কোটি লোকের সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন, তাঁহার মস্তক ও হৃদয় এরূপ প্রশস্ত হওয়া চাই যে তাহাতে এই সাত কোটি বুদ্ধির সমাবেশ করিয়া তাহাদের প্রার্থনীয় বিষয় সকলের মীমাংসা করিয়া তিনি তাহাদের হৃদয়ের পরিতোষ সাধন করিতে পারেন। আমাদের বাসনা এই যে, আমাদের নূতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেলের সেই কার্য্যতৎপরতা ও প্রশস্তহৃদয়তার সহিত নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করুন।

ভারতের মঙ্গলার্থ [illegible]

ভারতের মঙ্গলার্থ ইংলণ্ডের কিছু ইচ্ছা নাই,— এটী কেবল কথার কথা। এই বাক্য যদ্যপি কিছু [illegible] থাকিত, এই বাক্য যদ্যপি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বিনির্গত হইত, তবে ইংলণ্ডের প্রকৃতি এবং কার্য্যপ্রণালী আমরা বিভিন্ন প্রকার দেখিতাম। যদ্যপি [illegible] ভারতবাসীদিগকে এ প্রকার বঞ্চিত রাখিতেন না। ভারতবাসীরা সুশিক্ষিত এবং সভ্য হউক, তাহাদের আত্মসম্মান এবং আত্মশাসনে ক্ষমতা হউক, গবর্ণমেণ্টের যদি এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তবে ভারতবাসীদিগের শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করিয়া দিতেন না। অথচ ভারতবাসীদিগকে এমন [illegible] ভাবিতেন না। এক দিন [illegible] শিক্ষার স্বাধীনতা দিলেন, [illegible] ক্ষমতা প্রদান করিলেন; কি উপায়ে এতদ্দেশীয়েরা [illegible] এবং [illegible] হইয়া উঠিবেন, বৈদেশিক বিজিগীষু ভূপতি আক্রমণ করিলে অসমসাহসী হইয়া কি উপায়ে তাঁহারা স্বদেশরক্ষা সম্পন্ন করিবেন, গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এইরূপ পথ করিতেন। অন্য ইংরাজেরা বলিতেছেন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সদাব্রত স্বরূপ হইয়াছে; অন্য যদি তাঁহারা এই দুর্ভিক্ষ [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] অভিলাষ করেন, তবে আমাদের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই আমাদের পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু কই,—গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীতে ত আমরা সে প্রকার দেখি না? পাছে ভারতবাসীরা সুশিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন, পাছে তাঁহারা আত্মরক্ষায় সক্ষম হন, গবর্ণমেণ্ট সেই ভয়েই আকুলিত হইতেছেন; আমরা [illegible] উন্মুখ হইয়া আছি, গবর্ণমেণ্ট কেবল [illegible] আমাদিগকে অবনত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সর্ব্বদাই ইংলণ্ডের সহযোগী হইতে চেষ্টা করিতেছি, রাজকার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য করিব, উভয়ে মিলিয়া নির্ব্বিবাদে ভারত শাসন করিব, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু আমরা সহযোগী হইলেও গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রতিযোগী জ্ঞান করিতেছেন, সকল কার্য্যেই আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিতেছেন। অতএব ভারতের মঙ্গলে ইংলণ্ডের যে [illegible] নাই, এ প্রকার নির্দেশ কোন প্রকারে [illegible]। এটী কেবল মৌখিক কথা, [illegible] প্রকাশ করিবার জন্য এক একবার এমন কথা বলিয়া থাকেন।

আমরা যে দিকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টি করি, সেই দিকেই [illegible] দেখিতে পাই। [illegible] গবর্ণমেণ্ট এক-শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্য [illegible] করিলেন, [illegible] ইংরাজ [illegible] না, এই ভারতবর্ষে কোটী কোটী লোক [illegible] শিক্ষিত হইতে পারে। ভারতবর্ষ এবং [illegible] যুদ্ধে [illegible] পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, [illegible] ও অসম সাহসী [illegible] ভারতবাসী [illegible] যুদ্ধকার্য্যে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলে, [illegible] লৌকিক না হইলেও [illegible] রক্ষা করিতে পারিবেন। [illegible] সৈন্য এ দেশে [illegible] হইতে পারে, [illegible] গবর্ণমেণ্টের এ আশঙ্কা দূরীভূত হইবে [illegible]

সিপাহী বিদ্রোহ স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সে সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে অমূলক। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ দেশীয় লোক প্রকৃত বৈরাচরণ করেন নাই। সমস্ত বঙ্গবাসী এবং অনেক দেশীয়রাজা গবর্ণমেণ্টেরই পক্ষে ছিলেন। এ দেশীয়েরা প্রকৃত শত্রুতা করিলে ইংরাজেরা আর্য্যাবর্ত্তে কিম্বা এক প্রকার জয় পাইতেন না। ইংরাজ শাসন সকলেরই প্রার্থনীয়, কেবল কতকগুলি অজ্ঞ বর্ব্বর সিপাহী হইতে সে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল; আর্য্যবাসীরা এক-পরামর্শি হইয়া সে কার্য্যে ব্রতী হন নাই। অতএব কতকগুলি অজ্ঞ বর্ব্বর লোকের অপরাধে সমগ্র দেশই যাবজ্জীবন প্রজাকে এতাদৃশ অবিশ্বাস করেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। ভারতবর্ষ অপর [illegible] সাহেবের আক্রমণ; আমরা জানি, এ দেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উৎকর্ষ এবং এ দেশের সেনাবল ইংলণ্ডের প্রধান বল। গবর্ণমেণ্ট সুপ্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে ভারতের সেনাবল দ্বারা ইংলণ্ড ভুবনবিজয়ী হইতে পারেন।

আমাদের অনধিকার দ্বারা ইংলণ্ডের এই সমস্ত উপকার সাধিত হইতেছে; এতদ্ভিন্ন আমরা অন্যান্য আরও বিস্তর উপকার দেখিতে পাই। ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের হস্তগত থাকায় তদ্দেশীয়দিগের বিদ্যানুশীলন অপরিসীম উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। প্রতিযোগী সিবিলসার্ভিস পরীক্ষা ইংলণ্ডীয় নবযুবকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদান করিতেছে; প্রতিযোগী সিবিলসার্ভিস পরীক্ষাপ্রথা চলিত না থাকিলে ইংলণ্ডে বিদ্যালোচনার দ্বিগুণ উৎসাহ লক্ষিত হইত না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু যে কোন কারণে হউক না, প্রতিযোগিতা থাকিলে সকলেই অধিকতর অভীষ্ট লাভ প্র যত্ন করিয়া থাকেন, অন্যকে বিদ্যা বুদ্ধিতে পরাভব করিবার স্পৃহা সকলেরই মনে বলবতী হইয়া উঠে; সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জনে সমধিক যত্ন না করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না; ভারতবাসিদের উন্নতিপথ অবরুদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা স্বয়ং আপনাদের বিদ্যাশিক্ষার সুপথপথ অনেকটা সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যথা সিবিলসার্ভিসের পরীক্ষাস্থান প্রথা ইংলণ্ডের পক্ষে পরম শুভকরী সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষবাসিরা ক্রমশঃ কষ্ট করিয়া এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়া সিবিলসার্ভিসের পরীক্ষা দিতেছিলেন, ভারতবাসীকে উচ্চপদ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এতদ্দ্বারা এ দেশীয়দিগের প্রতি ঘোর অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডেরও সম্পূর্ণ ক্ষতি দেখা যায়। যাঁহারা সিবিল সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা বিদ্যা শিক্ষার প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হন না। অল্প বয়সেই এ দেশে আসিয়া এক একটী জেলার কিম্বা এক একটী সব ডিবিজনের একাধীশ্বর হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হয় না এবং তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যালোচনার অবকাশ পান না। ইংরাজেরা [illegible] অধ্যয়ন করিতে ত্রুটি করেন না সন্দেহ নাই; [illegible] বিদ্যালয় পরিত্যাগ [illegible] হয় না। এ দিকে যাঁহার [illegible] করিতে হয়, তৎপরে এখানে [illegible] করা আছে, অতীব ও মনের "[illegible]" করিতেই অধিক সময় গত হইয়া যায়। [illegible] বিদ্যাশিক্ষার অবধি, অনেক স্থলে ইংরাজদিগের সিবিলসার্ভিস লাভ [illegible] উন্নতির সীমাপ্রদেশ হইয়া দাঁড়ায়। সিবিলিয়ানগণ যে, দিন দিন এত নিষ্ঠুরাচার ও অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছেন, অতি বাল্যাবস্থায় তাঁহাদের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার সমর্পণ করাই তাহার একমাত্র মুখ্য কারণ। নিতান্ত "কাঁচা বয়েস" কিছুমাত্র গভীরতা জন্মে নাই, বুদ্ধির পাকৃতা হয় নাই, মনের চপলতা যায় না, বিবেচনার লেশ নাই, প্রথমেই শরীরোপযোগী ক্ষমতা বিস্তারশক্তি হইলেন,—অনর্থ ঘটিবে না কেন? যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা সকল প্রকার [illegible] মিলিত হইয়াছে, এই ত অনর্থের মূল। অবিসম্বাদিতরূপে আমরা বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি সিবিলসার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম আবার [illegible] বৎসর বৃদ্ধি করিয়া না দেন, তবে ক্রমশঃ ঘোর অনর্থপাত হইবে, ইংরাজদের সম্মান [illegible] ঘোর কলঙ্ক বৃদ্ধি [illegible] হইবেক। এক্ষণে সকলেই ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতবাসিদিগকে সিবিলসার্ভিসের পথ হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম কমাইয়া দেওয়া হইল, অতএব আমাদিগকে বোঝাইবার আর ছলনার প্রয়োজন কি? প্রধান প্রধান বিলাতি সিবিলিয়ানে আসিয়া যদ্যপি স্বীকার করেন, তদ্রূপ অনেকটা হয়।

সিবিলিয়ানগণ অল্প বয়সে পরীক্ষা দান করিয়া এ দেশে আসিলেন, সে কারণ তাঁহাদের আরও উন্নতি হইতে পায় না; এ কথা আমরা সহস্র বার স্বীকার করি। কিন্তু যে ভারতবর্ষ বাসী বিদ্যা শিক্ষা করেন; তাঁহারাই ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ করিতে [illegible] নিজের প্রতি [illegible]। যাহা হউক, সিবিলিয়ানগণ যদ্যপি আরও কিছুকাল বিদ্যা শিক্ষা করিতে পান, তবে তাঁহাদের বিলক্ষণ উন্নতি হয় সন্দেহ নাই। প্রতিযোগী সিবিলসার্ভিস পরীক্ষাই এই উন্নতির একমাত্র কারণ। এইরূপে আমরা ভারতশাসনের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ডের স্বার্থ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, ইংরাজেরা ভারত শাসন দ্বারা নানা উপায়ে লাভবান হইতেছেন। অতএব যাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের কোন উন্নতি নাই, তাঁহাদের বাক্য কোন্ পক্ষে প্রামাণিক, কই—আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না।

বিদ্যোৎকি—[illegible]।

মহাত্মা ব্রহ্মনামক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তৎকালে কলিকাতার একজন ধনী আপনার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "আমরা ভাবিতাম পুনাতায়, কোথাকার এক গাছপাঁটে এসে আবার একটা ধর্ম্ম তুলিতেছে।" আমরাও তেমনি বলিতেছি, যোগশাস্ত্র আমাদের মনোযোগ করিতেছে, কোথা হইতে এক যোগ সহরে আসিয়া তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। পাঠক! উপমা সকল অংশে খাটে না। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এ কথা বলিলে মুখটী ঠিক চন্দ্রের মত গোল ও কলঙ্কিত বুঝায় না। চন্দ্র দেখিলে যেমন মনে আহ্লাদ জন্মে, মুখটী দেখিলেও তেমনি আহ্লাদ হয়। এই অংশেই উপমা। আমাদের বাক্যটীর যেরূপ গাঢ় বিবেচনা করিবেন।

আমরা দেখিতেছি, দেশের লোকেরাও এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন। সে দিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের [illegible] এ বিষয়ে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] অনেকেই সহায় [illegible] করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বিশেষরূপে করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ, এটী আমাদের দেশের চিরন্তন রীতি। অতএব এ দেশের লোক এ বিষয়ে যে অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুরাকালের সামাজিক [illegible] আধ্যাত্মিক বিষয়ের অনুশীলনে [illegible] ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ বুদ্ধিমান [illegible] ছিলেন, যদি তাঁহারা সামাজিক কার্য্যে উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা যে কত উন্নতি হইত, বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতভূমির উর্ব্বরতা, অন্ন ও বস্ত্রের সুবিধা এবং সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাবে তাঁহাদিগের সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অনুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহাদের কিছুমাত্র অভাবও ছিল না। [illegible]

প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে জীবিকার নিমিত্ত কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না। এখানে নিরন্তর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বহুল অনুষ্ঠান ছিল। যিনি যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে তাহা সম্পাদিত হইত না। অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার অধিকাংশ উপকরণ সামগ্রী ব্রাহ্মণসাৎ হইত, ব্রাহ্মণদিগের অশন বসনাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। তখনকার ব্রাহ্মণদিগের বিলাসিতা ছিল না। তাঁহারা অল্পে তুষ্ট হইতেন। তাঁহারা জীবিকা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে বিষয়ের গাঢ় অনুশীলন করিবেন, তাহারই উন্নতি হইবে, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। ষড়্দর্শন ও অন্য অন্য শাস্ত্র তাঁহাদের গাঢ় চিন্তা ও অনুশীলনের ফল। আমরা উপরে যে বলিলাম, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন এ দেশীয়দিগের পৈতৃক ধর্ম্ম, পাঠক! এখন তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন।

আর একটী কথা এই, দেশমধ্যে একটী নূতন কাণ্ড উপস্থিত হইলে দেশের লোকেরা আগ্রহচিত্তে তাহাতে অগ্রসর হন। টমসন নামে এক ব্যক্তি একবার এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি ছিল। তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী সুমধুর বক্তৃতা করেন। অমনি যুবকদল উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল এমনি ধুমধাম হইয়া উঠিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের মনে বিদ্রোহের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। যুবকগণ যখন যে বিষয়ে মত্ত হন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে উত্তরকালের চিন্তা থাকে না। আমাদের দেশের লোকেরা কর্ণেল আলকটের অভ্যর্থনায় যে অনুরক্ত হইয়াছেন, এটীও তাহার একটী কারণ।

এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক, যোগশাস্ত্রের অনুশীলনে দেশের কি অভ্যুদয় লাভ সম্ভাবনা আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন:—

"সংযোগোযোগইত্যুক্তোজীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগের নাম যোগ।

যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহামুনি পতঞ্জলি যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই;—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া এক বিষয়ে বদ্ধ করার নাম যোগ।

চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরনিষ্ঠ করিতে গেলে যমনিয়মাদি কতকগুলি বিষয়ের অভ্যাস করিতে হয়। সংসারসম্পর্ক থাকিলে সে অভ্যাস দুরূহ হইয়া উঠে। এই কারণে যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহারা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান। অতএব যোগশাস্ত্রের প্রসারে সংসারের উন্নতির না অবনতির বিশেষ সম্পূর্ণ সম্ভাবনা? যাঁহারা যোগী হন, তাঁহারা যদি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহা হইলে সমাজের বলক্ষয় হইল। যে শাস্ত্রের আলোচনায় সমাজের বলক্ষয় হইল, তাহার অনুশীলনে ইষ্টলাভ কি? যোগিদিগের অবস্থা যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা এক প্রকার জড় পদার্থ হইয়া উঠেন। মেদিনীপুরের রাজাদিগের বাটীতে যে এক যোগী আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাতে আর জড় পদার্থে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই। আমাদের সামাজিক লোকেরা কর্ণেল আলকটের সাহায্যে কি কতকগুলি অজড় পদার্থকে জড় পদার্থ করিয়া তুলিতে চান? পুরাণাদি ও কাব্যাদি শাস্ত্রে যোগির যে প্রকার বর্ণন দৃষ্ট হয়, তাহাতেও তাঁহারা যে জড়পদার্থ প্রায় হইয়া উঠেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে পাঠক বলিবেন, ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভিন্নতালাভের তুল্য মানবের উচ্চ অভিলষণীয় বিষয় আর কি আছে? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যোগিরা যে পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর লাভ করিবার চেষ্টা করেন, ঐ পথ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সে সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। শাস্ত্রকারদিগেরও এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। বৈদান্তিকেরা জীবকে অবিদ্যা বলেন এবং জীবব্রহ্মের ঐক্যকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নৈয়ায়িকদিগের আবার এ মত নয়। তাঁহারা বলেন, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা ভিন্ন। জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। সাংখ্যকার আবার ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে প্রকৃতিপুরুষের ভেদ জ্ঞানের নাম মোক্ষ। এখন আমরা কাহার বাক্যে আস্থা করিব? যোগিরা কোনটী লক্ষ্য করিয়া যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করিবেন? এ স্থলে আর একটী গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইতেছে। ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে যোগিরা কিরূপে তাঁহার ধ্যান ও তাঁহার সমাধি করিবেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে ঈশ্বরের সাকারতা স্বীকার করিতে হয়। যে প্রমাণ হইলেও মানুষ নখশাকার ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, অতএব সাকারেই বা কিরূপে মন অর্পণ করিবেন? যাহা হউক, আমরা যোগশাস্ত্রের উপদেশে কোন ইষ্টলাভ দেখিতেছি না। যোগী হওয়া আর কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোক প্রস্তুত হওয়া একই কথা। ঐ অকর্ম্মণ্য দল অধিকাংশ সময়েই সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া উঠে। যে শাস্ত্রের আলোচনার এই ফল, আমাদের দেশীয় সম্রান্ত লোকেরা তাহাতে কেন যে এত উৎসাহ দিতেছেন, তাহাত আমরা বুঝিতেছি না।

রুশ হইতে ইংলণ্ডের অলীক শঙ্কা।

বিকন্‌ফিল্ডের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আর গ্লাডষ্টোনের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টে যে কত প্রভেদ—এই বিষয়টী দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিকন্‌ফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট রুশের ভারতবর্ষ প্রবেশের অলীক শঙ্কাপরবশ হইয়া কাবুলে অকারণ মহাসমরানল প্রজ্বলিত করেন, কত অর্থ ব্যয় কত সৈন্য ক্ষয় ও কত অযথাকর কার্য্য উপস্থিত হয়; তাহার ইয়ত্তা নাই। দুঃখের বিষয় এই, রুশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ, রুশ প্রতিযোগী হইয়া ইংলণ্ডের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ কি না, বিকন্‌ফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট একবার সে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু আমরা আহ্লাদিত হইলাম, লিবরাল গবর্ণমেণ্ট এটী সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, রুশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন উন্নত নহে যে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। প্রথমতঃ যুদ্ধ করা বড় সহজ নহে, ইহা বণিক প্রজার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আদায় করা নহে যে আসিলেন আর বলিয়া লইয়া দিয়া উহা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে বহু অর্থ সৈন্য সামন্ত সংগ্রহের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ রুশদিগকে বহুতর দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, অচিরকাল পূর্ব্বেই তাঁহারা তুরষ্কের রণপ্রাঙ্গণ হইতে দুর্ব্বল হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, রুশ যে দৈনিকবল তাহা ইংরাজদিগের সমকক্ষ নহে। পঞ্চম, সর্ব্বাপেক্ষা সম্রাট স্বয়ংই কয়েকটী আততায়ীর হাতে নিজ পুরেই নিরুদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি পুরের বাহির হইতে পারেন না। যে রাজার ও যে রাজ্যের অবস্থা এইরূপ, সেই রাজা যে [illegible] বলশালী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সমরে অগ্রসর হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? [illegible] নিতান্ত [illegible] লোকেরা [illegible] হইয়া বিদ্রোহ করিতে সমর্থ [illegible] বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার [illegible] উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? আমরা একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি, তাহা হইলেই পাঠক উহার অন্তর বুঝিতে পারিবেন। [illegible] লোকের [illegible] আসিয়া উপস্থিত করিলেন। একটী [illegible], আর একটী নিবেদ। উহাদের [illegible] হইলে [illegible]

ভাজিয়া যায়? ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট লোহার সিরেট জাঁতি, আর রুশ গবর্ণমেন্ট কাঁচের জাঁতি। এ উভয়ের সংঘর্ষ হইলে রুশ যে চূর্ণ হইয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সৈন্যবল, অর্থবল, ও মিত্রবল সকলি প্রবল। পক্ষান্তরে, রুশের সকলি দুর্ব্বল। বিশেষতঃ রুশের গৃহশত্রু প্রবল। যাহার গৃহশত্রু প্রবল, সে কি কখন বহিঃশত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়? রুশের অবস্থা বাস্তবিকই যে সঙ্কটাপন্ন, তাহা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। রুশের আইন অতি কঠোর বলিয়া কেহ কিছু ফুটিয়া বলিতে না পারুন, তথাপি অনুমান পাঁচ কোটী লোক নিহিলিষ্ট রাজদ্রোহী হইয়াছে। সম্রাট তাহাদিগকে যত ভয়ানক দমনের ব্যবস্থা করিতেছেন, ততই এই বিদ্রোহবহ্নি উগ্রতর রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। কঠোরতা দ্বারা উহাতে ক্ষীণ বা চলচ্চিত্ত হইতেছে না। সম্প্রতি সেনাপতি প্রভৃতিও ভিতরে ভিতরে এ বিষয়ে যোগ দিতেছেন। সে দিন কতকগুলি নিহিলিষ্টের বিচার উপলক্ষে যে সকল রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা নিহিলিষ্ট গবর্ণমেন্টের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও অবলম্বিত নীতির প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিতেছি না। নিহিলিষ্টেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তাহাদিগের প্রতি অতি কঠোর ব্যবহারই তাহাদিগকে এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। তাহারা এরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছে, যে রুশ গবর্ণমেন্টের অধিকারে জীবিত থাকা অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, এই কারণে তাহারা সকল বিষয়ে আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়া লইতেছে এবং নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না। তাহারা বলিয়াছে এক সময়ে ফরাসী সম্রাট ইটালীর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করাতে ইটালির লোকসাধারণের প্রতিনিধি অরসিনি তাঁহাকে আক্রমণ করেন, এবং সেই অবধি তাঁহার সেই দুর্নীতির সংশোধন হয়। বর্ত্তমান ঘটনায় রুশ সম্রাটেরও সেইরূপ হইবে, এই তাহাদিগের সংস্কার। এত দিন কেবল সম্রাটকে হত্যা করাই তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণকে পর্য্যন্ত হত্যা করা ভিন্ন ইষ্টসিদ্ধির উপায় নাই বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস। এইরূপ করিলে হয় দেশে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত হইবে, না হয় মুদ্রা বা লিখনের পথ দ্বারা এ যাতনা দূর হইবে। বিদ্রোহীরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে, ঐ সকল উপায় দ্বারা কোন প্রকারে প্রতিকার না হইলে যুদ্ধ করিয়া রাজতন্ত্র লোপ করিবার চেষ্টা করা হইবে। তাহারা বলিয়াছে রুশের এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার ক্ষমতা নাই। পোলদিগের বিদ্রোহাগ্নি প্রকাশ্যভাবে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াতেই রুশ গবর্ণমেন্ট ব্যতিব্যস্ত। অধিক রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়ে তাঁহারা এরূপ ব্যস্ত যে, এক্ষণে অন্য বিষয়ের চিন্তায় এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করিবার অবসর পান না। সেনাপতি স্কোবেলফ রুশের বর্ত্তমান রাজনীতির অনুমোদন করেন না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন এ নীতি প্রচলিত থাকিলে রাজ্যের শান্তিরক্ষা করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে সত্বরই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বাস্তবিক সমগ্র ইউরোপীয় জাতি সমূহের সহিত তুলনায় রুশিয়া বহু পশ্চাতে পতিত হইয়া আছেন। তাঁহার সৈনিকবল বিলক্ষণ প্রবল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বৈদেশিকদিগের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণাই রুশের দুরবস্থার প্রধান কারণ। রুশেরা বিদেশীয়ের উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুকরণ করিতে সম্মত নহে। এতদ্ভিন্ন তুরস্ক পোর্টের সহিত যুদ্ধে রুশিয়া একপ্রকার হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছেন। সৈনিক ব্যয়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় এবং উৎপাদিত অন্নও লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। অধুনা তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশ ব্যয় রুশের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রুশের অধিকাংশ লোক রুশের এই শোচনীয় দশা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে আইনসঙ্গত সভা, বিদেশীয়দিগের সহিত যোগ, সাম্রাজ্যের সহিত শান্তিস্থাপন ও বিদ্রোহ প্রভৃতি নিবারণ করিয়া রাজ্য সুখময় করিবার নিমিত্ত উৎসুক। সম্রাট উহাতে অভিমত নহেন বলিয়া তাঁহাকে সকল সম্প্রদায়ের রাজভক্তের অবজ্ঞা করিতে হইতেছে। এই সকল কারণে রাজ্যে এক প্রকার অরাজক কাণ্ড উপস্থিত; সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপরও নির্ভয়ে সাহস করিয়া নির্ভর করিতে পারেন না, দোষী ব্যক্তিকেও শাসন করিতে সঙ্কুচিত হন। এই কারণেই ইহুদিদিগের উপর অত্যাচারের নিবারণ হইতেছে না। যে যাহা মনে করিতেছে, সেই তাহা করিতেছে। ইত্যাদি—

পাঠক! এক্ষণে উপরি উল্লিখিত ঘটনাগুলি দ্বারা রুশের আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থার বিষয় প্রকৃত বুঝিতে পারিলেন। যিনি স্বয়ং অর্জিত, যিনি আত্মবিগ্রহে সংশয়িতজীবন হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বদা স্বকীয় মাত্র প্রহরণে অবরুদ্ধ, যাঁহার সৈনিকদিগের রণকৌশল ও শিক্ষা নিকৃষ্ট, সেনাপতি পর্য্যন্ত যাঁহাকে প্রকারান্তরে তাঁহার দোষ সংশোধনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে, যাঁহার দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধানে সাহস হয় না, যিনি চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত, তিনি যে জগতের অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ইংরাজ জাতির সহিত রণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা কি সম্ভাবিত? ধর্ম্ম জানিয়াছে সম্রাট যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, সে ভারতবর্ষ আক্রমণের নিমিত্ত নহে, নিজ প্রজার বিদ্রোহদমনই তাহার প্রধান লক্ষ্য। অতএব এরূপ অবস্থায় যাঁহারা রুশ হইতে ভারত আক্রমণের আশঙ্কা করেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই পরিণামদর্শী নহেন। ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান লিবরাল গবর্ণমেন্ট যথার্থ পরিণামদর্শী, তাঁহারা এই সমস্ত বিষয়গুলি বুঝিয়াছেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে রুশের বিষয়ে উদাসীন বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আর এক কথা এই, ইংরাজদিগকে পরাজয় করা কি সহজ কথা? পরাজয় করিব, মনে করিলেই কি পরাজয় করা যায়?

এখানে অসমসাহসী ইংরাজ সৈনিক বহু পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে, দেশীয় রাজগণও ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রধান সহায়, আবার রুশের অত্যাচারের সংবাদ যত প্রচারিত হইতেছে, ভারতীয় প্রজাগণের মনেও তাহাদিগের উপর ঘৃণা বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব বিপদকালে তাহারাও যে এমন সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে পরিত্যাগ করিয়া রুশের সাহায্য করিবে না, সেটী স্থির সিদ্ধান্ত। রুশসৈনিক পুরুষেরা বলে ও সাহসে ইংরাজ সৈনিক পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। অধিকন্তু বহুসংখ্য সাহসী সিপাহিও ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সৈনিক পদে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ অবস্থায় দুই এক লক্ষ রুশসৈন্যের এদেশে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত নীতি প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই নীতি হইতে বিচলিত হইয়া পুনঃ গবর্ণমেন্টের মাতৃ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় সংসারকেই বিপদাপন্ন না করেন, এই আমাদের প্রার্থনা। রুশ পারস্যের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করুন, মার্বে আগমন করুন, আর হিরাতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করুন, ইহার কোন সংবাদই বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত নীতি হইতে বিচলিত হইবার কারণ নহে।

প্রাপ্ত।

মান্দ্রাজযাত্রী।

ভারতের জল বিপ্লব,—সুধীর, নিবিড়নীলিমবর্ণে টল টল করিতেছে, মান্দ্রাজ গমনের নিমিত্ত আমি যাত্রা করিলাম। আমি কলিকাতা রাজধানীর "পি এ ও" কোম্পানির "অ্যাসকোলা" নামক অর্ণবপোতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠের আরোহী হই,

জাহাজ ক্রমে অগাধ সমুদ্র বেগে ভর ভর করিয়ে জলধিতে ছুটিতে লাগিল। পাঠক! শিল্পকুশল ইউরোপীয় জাতির যে কোন কার্য্যনৈপুণ্য দৃষ্টি করি তাহাতেই আমাদিগকে চমৎকৃত হইতে হয়। অর্ণবপোত, জলপোত, সকলি অদ্ভুত ব্যাপার, এ দেশীয় যে সমস্ত আত্মাভিমানী ব্যক্তি কিছু কিছু বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া শিল্প-নিপুণ ইউরোপের সমকক্ষ হইয়াছেন, ভাবিয়া শ্লাঘা করেন, একখানি জাহাজের অভ্যন্তর পরিদর্শন করিলেই তাঁহাদের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। খর্ব্ব খর্ব্ব যত ব্যবধান, ইউরোপীয়ে ও দেশীয়ে আকাশ [illegible] বিশেষ। আমরা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহার অভ্যন্তর প্রায় এক খানি ছোট খাট গ্রামের সদৃশ, প্রায় এক লক্ষ মণ বোঝাই লইতে পারে; ইহার কল ছয় শত অশ্ববল ধারণ করে; ফলতঃ ইহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় আট ক্রোশের ন্যূন নহে।

উষার মধুর মন্দ মারুত বহিতে লাগিল, পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগ লোহিত আভায় অনুরঞ্জিত হইল, প্রাতঃকালে ৮ টার সময় জাহাজ ছাড়িল। কলাগাছীতে আসিয়া খাড়া হইল। পাঠকের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, সকল নদীরই সঙ্গমমুখে এক একটী বালীর আলবাল আছে। এই আলবাল হইতে স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া জল হইতে জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে সমুদ্রে পতিত হইতে থাকে। উপরের পার্ব্বত্য নদীর জলে [illegible] হইয়া পলিরাশি নদীর জল সহযোগে নিচে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে চড়া পড়ে। এইরূপে সুন্দরবনের সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও দিন দিন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ভাটার সময় বৃহদাকার জাহাজ নদীমুখস্থিত এই সকল চড়া অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে যাইতে পারে না; সুতরাং কলাগাছীতে জাহাজ খানি সমস্ত রাত্রি নঙ্গর করিয়া থাকিল। পর দিন প্রাতঃকালে জাহাজ ছাড়িয়া এক ঘণ্টায় সাগর দ্বীপে গিয়া উপনীত হইল। এই পুণ্যদ্বীপ হিন্দুদিগের পরম পবিত্র স্থান। বৎসর বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী এই স্থানে সাগরসঙ্গমে স্নান করিতে আইসে। এ সময় সাগরের মেলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দোকানী পসারী কিছুই নাই, কেবল শূন্য ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা সাগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় অনেক "পালতোলা" জাহাজ বাত্যাবেগের প্রতীক্ষায় আছে। পালসংযুক্ত জাহাজগুলি কেবল বায়ুর আনুকূল্যে সমুদ্রপথে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালিত হইতে পারে, কিন্তু নদীতে যাইতে পারে না; সুতরাং নদীর সঙ্গমমুখে আসিয়া ইহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। কলিকাতার বন্দর হইতে বাষ্পীয় জাহাজ গিয়া ইহাদিগকে টানিয়া আনে।

গঙ্গার সঙ্গম স্থানে সমুদ্র কৃষ্ণবর্ণ নহে,—হরিদ্রাবর্ণ। সমুদ্রের জল গাঢ় নীলবর্ণ। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার ঘোলা জল মিশ্রিত হওয়াতে সঙ্গম স্থানে বিবর্ণ হইয়া উঠে। গঙ্গার জল অপরিষ্কার বটে, কিন্তু ঐরাবতীর তুল্য নহে। এই নদীর জল যেখানে পতিত হইতেছে, তথায় সমুদ্র জল প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়া থাকে। জাহাজ সমুদ্রে গিয়া উপস্থিত হইলে পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর নির্ম্মল কৃষ্ণবর্ণ জল দৃষ্ট হয়। জাহাজ চলিতে চলিতে যেখানে উড্ডীয়মান মৎস্যজাতি জলপৃষ্ঠ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠিতে থাকে, সেই স্থানে প্রকৃত সমুদ্র জল পাওয়া যায়। এই সামান্য মৎস্যজাতি গভীর সমুদ্র ভিন্ন কখন কূলের নিকটবর্ত্তী হয় না. ইহাদের শরীরের দুই পার্শ্বে দুটী ডানা আছে, উহাই পক্ষীর পক্ষের কাজ করে। জাহাজ সমীপবর্ত্তী হইলেই উহারা জল হইতে উত্থিত হয়। উড্ডীন সময়ে উর্দ্ধে পাঁচ ছয় হাত উঠিতে পারে, ক্রমে ছয় সাত শত হাত উড়িয়া গিয়া পুনর্ব্বার জলে পতিত হয়। কথিত আছে, যতক্ষণ ইহাদের ডানা সজল থাকে, তাবৎ ইহারা শূন্যে উড়িতে পারে, ডানার জল শুষ্ক হইলে আর উড়িতে পারে না, তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া সমুদ্রে পড়িতে থাকে। নাবিকেরা বলে এই মৎস্য খাইতে অতীব সুস্বাদ, কিন্তু ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য এবং ইহাকে ধরিবার বিশেষ কোন কৌশল নাই; কেবল জাহাজ [illegible] সময় তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কদাচ দুই একটী জাহাজের উপরে আসিয়া পড়ে। দেশীয় নাবিকগণ ইহাকে [illegible] সঙ্গে শুষ্ক করিয়া রাখে এবং এতদ্দ্বারা ইহাকে বলকারক মহৌষধ জ্ঞান করে।

এ সময় বঙ্গোপসাগরের নীরব, নিশ্চল, তরঙ্গমালা যেন অত্যাস্ফালন করিয়া অবসন্ন হইয়াছিল, এখন বিরাম সুখ ভোগ করিতেছে। জাহাজগুলি বট পত্রের ন্যায় নিশ্চল জলে টল টল করিতেছে,—চলিতেছে না; এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর ভাসিতেছি, তাহা বোধ হয় না। সমুদ্র নিশ্চল, নিস্তব্ধ বটে, তবু রাক্ষসের হাসি, নিদ্রাগত ভৈরব কল্প,—সমুদ্রের দৈর্ঘ্যব্যাপক উর্দ্ধাকারে তরঙ্গ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। জাহাজ যে প্রকার নিঃশব্দে ছুটিতে থাকে, দেখিয়া বোধ হয় যেন সমুদ্রের [illegible] আড়ম্বর করিয়া সাগর সলিল বিদীর্ণ করিতে করিতে ছুটিয়াছে। এরূপ বেগবতী সমুদ্রতরী কিপ্রকারে চালিত হয় তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

জাহাজের উপরে থাকিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অনন্ত নীলাভ সাগর, অন্ত আবরণ করিয়া আছে, তাহাতে জাহাজখানি একটী চক্রমধ্যস্থিত বিন্দু স্বরূপ। সমুদ্র মধ্যে থাকিয়া অস্তগামী সূর্য্যের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে অতীব চমৎকার, সূর্য্যমণ্ডল নিবিড় লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিল,—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বসিতেছে, নামিয়া আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন অগ্নিনির্ম্মিত চক্রখানির ন্যায় ডুব দিয়া সিন্ধুজলে ডুবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রিতে [illegible] জলক্রীড়া দেখিতে অতি সুন্দর। জাহাজ সমুদ্রের জল বিদীর্ণ করিয়া যায়, তাহার সম্মুখে অগ্নির ন্যায় উত্থিত হয়, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে এক একটী শুশুক চারি দিকে ফিরিয়া ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। উহার আকার অবয়ব কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল এক একটী উজ্জ্বল রেখা কখন দক্ষিণ পার্শ্বে, কখন বাম পার্শ্বে, কখন বা সম্মুখে সামান্য স্রোত তরঙ্গে দেখা যায়। নাবিকেরা বলিল, শুশুক জাতি সমুদ্র মধ্যে ঐরূপ ক্রীড়া করে।

সাগর জলে অনেক জলজন্তু আছে," [illegible] বাহিরে উহার কম দেখিতে পাইয়াছি। শীতকালে গঙ্গার জলস্রোত হইতে [illegible] করিলে চক্রাকার ন্যায় [illegible] প্রকাশিত হয়; কিন্তু সমুদ্রজলে [illegible] পরিমাণ অত্যধিক। এক দিন প্রাতঃকালে স্নান করিতে গিয়া যেমন জল ঢালিলাম [illegible], হঠাৎ অঙ্গের উপর যেন লবণ সংলগ্ন রহিয়াছে, [illegible] প্রতীয়মান হইল। পাঠক! অন্যথা না করুন, সমুদ্র জলে অত্যন্ত পরিমাণে লবণ মিশ্রিত থাকে।

এই সমুদ্রপথে যত দেশের লোকে জলপথে বাণিজ্য করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, কেবল দুর্ভাগ্য হিন্দুগণই [illegible] স্বদেশে আবদ্ধ আছেন, সুতরাং ভারতবাসীদিগের উন্নতির কোন উপায় নাই। কলিকাতার নিকটে অনেক বণিক্ বাস করেন, কিন্তু দুই এক জন ভিন্ন [illegible] হিন্দুদিগকে [illegible] নাই। [illegible] কোন [illegible] এবং বৈদেশিক বাণিজ্য [illegible] না হইবে, তাবৎ [illegible] নাই। বাহিরের ধন ঘরে আনয়ন না করিলে কোন দেশই ধনবান হয় না। অপর দিকের ধন স্বদেশে না আসিলে কোন জাতি উন্নতিশালী হইতে পারে না। ভারতবর্ষের বণিকরা এক কালে বিলুপ্ত হওয়াতেই আমরা এত নিঃস্ব ও দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সকলেরই বাণিজ্যকার্য্যের [illegible] মনোযোগ করা আবশ্যক।

পুস্তক সমালোচনা ।

নিম্নলিখিত পুস্তক, দৈনিক পত্র ও মাসিক পত্রগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বঙ্গভাষায় অনুবাদিত [illegible] নাটক তৃতীয় সংখ্যা । শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত [illegible] পর্ব্ব ৭ ম ৮ ম ৯ ম ও ১০ ম খণ্ড । উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা ও ষ্ঠ খণ্ড । দৈনিক পত্র—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় । ৫ ম সংখ্যা [illegible] বর্দ্ধমান বিদ্যোৎসাহিনী [illegible] । মাসিক পত্র—[illegible] মাসের [illegible] বান্ধব । শ্রীযুক্ত [illegible] প্রকাশিত ৫ ম সংখ্যা [illegible], শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ [illegible] সম্পাদিত ফাল্গুন মাসের আচার্য্য । শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত ফাল্গুন মাসের [illegible] মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা ।

[illegible] । সামাজিক [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী প্রণীত । [illegible] নম্বর [illegible] নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত । [illegible] অপরিচিত নহেন । [illegible] সকল [illegible] আলোচনা করিয়াছেন, [illegible] পুস্তক খানি [illegible] জমীদারের অত্যাচার ; ব্রাহ্মসমাজের [illegible] শিক্ষিত লোকের [illegible] চিন্তাশীলতা ও [illegible], মদ্যের [illegible], প্রকৃত জ্ঞানী [illegible] এবং [illegible] অকৃত্রিম প্রেম [illegible] পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি । এরূপ উপন্যাসের [illegible] সমাজের বিশেষ মঙ্গলকর । অধুনা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের এক প্রকার [illegible] । [illegible] আর একটী চিত্র করিয়া লোকের [illegible] দূর করিয়া দিয়াছেন । [illegible] অনেকের [illegible] প্রভৃতি নিবন্ধন এই গ্রন্থ [illegible] ধারণ করিয়াছে । [illegible] বিষয় এবং তাহার [illegible] নিবন্ধন পুস্তক খানিতে [illegible] হইয়াছে, আশা করি, গ্রন্থকার [illegible] ইহার সংশোধন করিয়া [illegible] খানিকে [illegible] করিবেন ।

প্রায়শ্চিত্ত । নবনাটক । শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত [illegible] নম্বর [illegible] ষ্ট্রীট, ক্যানিং প্রেসে মুদ্রিত । [illegible] নিবন্ধন মনুষ্যের যে কি পর্য্যন্ত শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে, ইহাতে [illegible] উল্লিখিত হইয়াছে । [illegible] শিক্ষার [illegible] : পুস্তকে পড়িয়া শিক্ষিত [illegible] দুর্দ্দশা ও [illegible] অর্থাৎ [illegible] প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি । [illegible] এক একবার এখানি পাঠ করিলে তাহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে ।

জীবনপণ । শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । [illegible] কালের [illegible] প্রকৃত অবস্থা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ।

[illegible] কার্য্যপদ্ধতি । শ্রীযুক্ত [illegible] দ্বারা সঙ্কলিত, কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত । ১৮৭০ হইতে ১৮৮১ অব্দ পর্য্যন্ত হাইকোর্টে যে সকল দেওয়ানী সকুলার ও সাধারণ [illegible] প্রচারিত করিয়াছেন, ইহাতে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে ।

[illegible] । শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেন গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত । [illegible] মুদ্রিত । এ খানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ । [illegible] দ্বারা বিরচিত । পুস্তকের নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে, পুস্তক লিখিত বিষয়গুলি বালিকাদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে । যে সকল স্ত্রীলোক পতিভক্তি নিবন্ধন শাস্ত্রে পূজা [illegible], গ্রন্থকর্ত্রী সরল কবিতায় তাঁহাদিগের চরিত বর্ণনা করিয়াছেন । [illegible] পতিভক্তি বিবাহ ও শ্বশুরালয়ে কর্ত্তব্য, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সংক্ষেপে ও সরল কবিতায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমরা তৎপাঠে প্রীত হইয়াছি ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ্চ । [illegible] সাহেব [illegible] তিনি [illegible] পত্রের [illegible] সকলে [illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] অতিশয় [illegible] আর্জেন্টাইন ও [illegible] করা হইয়াছে ।

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] ।

[illegible] আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ।

সেন্টপিটার্সবর্গ ৩১ এ মার্চ্চ । [illegible] আইন [illegible] হইয়াছে । [illegible] মুক্ত হইয়াছে ।

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] আদেশ [illegible] আদেশ হইয়াছে ।

লণ্ডন ১ লা এপ্রেল । [illegible] সাহেব [illegible] সংক্রান্ত বিষয়ে উপস্থিত করিবেন ।

লণ্ডন ২ রা এপ্রেল । [illegible] সাহেব অধিক সংখ্যক লোকের সম্মতিক্রমে [illegible] কর্পোরেশনের সভাপতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

[illegible] সভ্য ডি, পি, ও [illegible] সম্বন্ধে [illegible] দিতে [illegible] হইয়াছিলেন ; কিন্তু [illegible] দিতে অসম্মত হওয়াতে ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে ।

লণ্ডন ৩ রা এপ্রেল । [illegible] নামক স্থানে [illegible] নামক [illegible] পরস্পর সংঘর্ষণ হওয়ায় [illegible] জলমগ্ন হয় । প্রথম খানির ১২০ জন [illegible] এবং [illegible] সকলেই প্রাণত্যাগ করেন । [illegible] জন [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল । [illegible] হত্যা করিবার [illegible] গুলি করিয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার লাগে নাই । [illegible] অবশেষে তাঁহার স্ত্রী ও [illegible] প্রাণ বিনাশ করিয়াছে ।

[illegible] পার্লিমেণ্ট সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছে [illegible] বিষয়ে চিন্তা করিয়া [illegible] তিনি ইহার [illegible] সম্বন্ধে [illegible] রিপোর্ট দেখিতে চাহিয়াছেন ।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল । [illegible] প্রধান মন্ত্রী [illegible] বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি [illegible] বৎসরের [illegible] তুলনা করিয়া [illegible] উপস্থিত হইয়াছে । [illegible] সকলই এক প্রকার [illegible] হইতেছে । [illegible] সাহেব [illegible] পুস্তক [illegible] এবং [illegible] ।

[illegible] সাহেব [illegible] যে সকল [illegible] করিয়াছেন ।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল । [illegible] ।

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] তাহাতে [illegible] করিয়াছেন ।

বিবিধ সংবাদ ।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে কালী ফুলের ন্যায় এক প্রকার ফুলের গাছ আছে, তাহার ফুলে সুন্দর সুতার কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত স্থান সমূহে যে সকল লোক বাস করিবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ফরাসী নগরবাসিদিগের সমাধিকার দান করিবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন ।

মিস্তর সাহেব পিটসবর্গ নগরে [illegible] সম্বন্ধে টেবল চালিয়া দিয়া তুফান লাগাইয়াছেন।

বার্কলী স্কয়ার উদ্যানে টৈবার্টির সম্মুখে একটী যুবতী তাহার একটী শিশু সন্তানকে ফেলিয়া দেয়। কারণ এই, স্ত্রীলোকটীর দেশে ফিরিয়া যাইবার টাকা ছিল না, তাই সে সভার নিকট আবেদন করে, তাহারা কোন উত্তর দিলে সে সন্তানটী সভাকে দিবে এবং অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু সভা অস্বীকার করায় এইরূপ ঘটিয়াছে। যুবতী এক্ষণে কারাগারে আছে।

আমাদিগের লেফটেনান্ট গবর্ণর ১৪ এপ্রেল পিলিকন নামক বাষ্পীয়পোত যোগে বিলাত যাত্রা করিবেন। রিভার্স টমসন ১৮ ই এপ্রেল বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সিঙ্গাপুরে যে সকল ইউরোপীয় কারখানা খুলিয়াছেন, তাঁহারা বিলাত হইতে এক প্রকার লাঙ্গল আনাইয়াছেন, উহা কলে চলে। অনুমান দুই লক্ষ চীনদেশীয় লোক উহার কার্য্য করিতেছে। উহা দ্বারা কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে এবং বিস্তর কৃষি বর্দ্ধিত হইতেছে। একটী কলের লাঙ্গল চালাইতে মাসে অনুমান ৩০০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু উহা দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

আমেরিকার স্ত্রীলোক কর্ম্মচারীদের বেতন পুরুষদিগের অপেক্ষা অল্প। মিস ইবর্ট একটী স্ত্রীলোক পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপীসে কর্ম্ম করিত এবং পুরুষের সমান বেতন গ্রহণ করিত কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়াতে বিচারে বদমাইস [illegible] মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মহীশূরের বড় বড় জমীদারেরা একত্র হইয়া একটী কৃষিসভা সংস্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় চীফ কোর্টের রেজিষ্ট্রার [illegible] উহার একজন উদ্যোগী। সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিদ্যালয় ও কৃষিসভার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া এ বিষয়ের উন্নতির পরামর্শ করিবেন। ইহাঁরা নানা প্রকার বীজ ও যন্ত্র তন্ত্র আনাইয়াছেন, সুযোগমত সেই সকলের চাষ করাইবেন।

কমিসরিয়েটের চুরী ধরিবার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের যুদ্ধক্ষেত্রের বেতন কর্ম্মচারী দিগকে একে একে ধরিতেছেন। [illegible] খাঁ মুক্ত হইলেন, এখন আবার মিলরের একজন [illegible] চুরী করার অপরাধে বাম্বায়ে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখা যাউক বড় বড় সাহেব এই বার পড়েন কি না? কাল টানিলেই মাথা আসে।

পাশার ও কাছাড়ের মধ্যে যে [illegible] কোম্পানি অতি সত্বর রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন। আগামী বৎসর শেষ পর্য্যন্ত ১২ মাইল রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমেরিকার দুইজন বৈজ্ঞানিক চট্টগ্রামের [illegible] প্রদেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] নামক পর্ব্বতের অধিবাসীদিগের প্রতিকৃতি গ্রহণ করিতেছেন এবং তাহাদিগের নানাবিধ পরিচ্ছদ, তীর, ধনুক, পশম, মুখশালের মল, পাকপাত্র প্রভৃতি ক্রয় করিতেছেন।

এডিনবর্গের প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার [illegible] লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইহাঁর [illegible] বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইনি কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনারীতি প্রচলিত করিবার জন্য ইনি ৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

মিসিসিপি নদীর জলপ্লাবনে আমেরিকার [illegible] পশ্চিম প্রদেশের ৮০,০০০ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

[illegible] ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

[illegible] রাজার জীবন রক্ষা করিয়া প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডের স্ত্রীর নিকট একখানি অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

অধ্যাপক [illegible] বলেন এবার যে ধূমকেতু আসিয়াছে, উহা যদি সূর্য্যের উপর পড়ে তাহা হইলে কিরূপ এক প্রকার হইয়া উঠিবে যে [illegible] যাবতীয় জীব দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

অনেক শতাব্দী হইতে চীন রমণীদিগের ক্ষুদ্রপদ লোকদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ স্বভাবের কিছু কোন চীনের সম্রাট [illegible], যাহার নামে তাঁহার একমাত্র সম্পূর্ণ এক অতি ছোট মেয়ে পাত্রী ছিলেন। এই সময়ের দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র কিছু বড় ছিল। তাহা উহা যে সব কারণে উদ্দেশে সমস্ত উপযুক্ত রাজের দ্বারা সকল কর্ম্মচারী লোক নিষিদ্ধ করিয়া থাকিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেশবাসি অপরাপর রমণীর শৈশব হইতে নিষিদ্ধ [illegible] পরিতে থাকেন। এবং তদবধি এই রীতি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

বিলাতের বিবাহ আইন করিবার পক্ষপাতে একটী বালিকা [illegible] আইনের দোষে [illegible] বাইবার জন্য [illegible] এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছেন, যে তিনি একজন উচ্চকুলোদ্ভব বিদ্যালয়ের প্রধান। [illegible] দিগের সহিত বিবাহ নিবন্ধন হওয়াতে তিনি নিজ পৈতৃক অংশ ও অধিকার পান নাই। তাই তিনি এই কষ্ট স্বীকার করিয়া বিলাতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছেন, তবে অর্থাভাবে পড়ায় [illegible] নিজ পুস্তক বিক্রয় করিয়া তাঁহার বিদ্যালয়ের বেতন [illegible] দিতে সম্মত হওয়াতে তিনি এই উপায়ে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু পাদরিদিগের এই কথা শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছেন, [illegible] বলিয়াছেন বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালী [illegible] আজ কাল আমাদের এজেন্টদিগের পদপ্রার্থী হইয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের উন্নতি সম্পাদকের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ভবিষ্যৎ করিয়া তাই কেন বলুন না, বাঙ্গালী যুবকের এই সমিতি [illegible] সেই তাঁহার হৃদয়ে শক্ত দুশ্চিন্তা পোষণ করিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

গত ২৮ এ ফেব্রুয়ারি কেম্ব্রিজে ভারতীয় ভাষা পরীক্ষার দিন অবধারিত ছিল। কিন্তু একটীও পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয় নাই।

সিরেনসেষ্টার কালেজের ছাত্র বাবু অম্বিকাচরণ সেন কৃষিবিদ্যার পরীক্ষায় তাঁহাদিগের শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ হইয়াছেন।

বায়ুর সাহায্য ব্যতীত আলোক জ্বলিতে পারে না এই সাধারণ লোকের বিশ্বাস কিন্তু বিজ্ঞানের বলে তাড়িতালোক বায়ু বিনা সাহায্যে জ্বলিতেছে। ইংলণ্ডে সম্প্রতি ঐ আলোক এক খানি [illegible] মধ্যে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। তাহাতে জলের যাবতীয় পদার্থ সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আসামের [illegible] রাঙ্গামাটী প্রভৃতি স্থানে বিসূচিকা রোগ দেখা দিয়াছে। [illegible] ৩১০ টী লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কলিকাতার [illegible] মান পরিবর্ত্তন [illegible] হইল। এই নূতন অট্টালিকাটি প্রস্তুত করিতে [illegible] ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

১৮ ই [illegible] সময়ে মেসোপটেমিয়ার [illegible] হইতে [illegible] লোক [illegible]।

[illegible] আছে তাহার চর্ম্ম [illegible] কারণে [illegible] অতি এই চর্ম্ম ব্যবহার করিয়া [illegible] অনেক চিকিৎসক [illegible] পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছেন। [illegible] টী মুখের চর্ম্ম [illegible] এবং কতকটী চূর্ণ [illegible] ৮। ১০ দিন ভিজাইয়া রাখিবার পরে তাহা উঠিয়া লইলে বিশেষ সন্দেহযুক্ত আঠা হয়। ইহার পক্ষ সাধারণ মুখরোগ অপেক্ষা [illegible] দেখান। এরূপ এক একটি [illegible] মূল্য [illegible] আনা হইতে ৮০ আনা মাত্র

ত্রিপুরা বাজারের [illegible] ক্রিয়ার [illegible] আন্দোলনে [illegible] কতকগুলি লোক [illegible] জাতীর নিকট [illegible] দিয়াছে। [illegible] সাহেবার [illegible] কলিকাতা [illegible] বাক্তির [illegible] মিলিটারি [illegible] এই কার্যের [illegible] তাঁহাকে [illegible] আপত্তি করে [illegible] সম্প্রদায় [illegible] তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া [illegible] সাক্ষীকে দিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। [illegible] এই কথা [illegible] সাক্ষীকে [illegible] করিয়া লইয়া যায় এবং [illegible] বন্দী প্রদান করে। [illegible] সাক্ষ্য থাকার অভাব। [illegible] করা কর্তব্য [illegible] পুলিসের [illegible] বন্দী [illegible] দিয়াছে। এই কথা প্রকাশ হওয়াতে [illegible] কর্মচারীদিগকে [illegible] হইতেছে।

ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ [illegible] বজ্রযোগিনী নামে একটী গ্রাম আছে। [illegible] লোকের এখানে অট্টালিকা ছিল [illegible] বল্লালবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে [illegible] ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] এই ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে [illegible] হইতে পারে। এই বাটীর চতুর্দিকে [illegible] গড়খাই বিদ্যমান আছে। এই বাটীর মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। [illegible] পূর্ণ হয় এবং [illegible] এই পুষ্করিণীর [illegible] পুষ্করিণী নহে, [illegible] করিয়া [illegible] ছিলেন। [illegible] এই [illegible] বিস্তর [illegible] অনেকে অনুমান করেন [illegible] আছে। যাহা হউক এটী [illegible] উচিত।

[illegible] সাহেবের [illegible] হইয়া আসিয়াছেন [illegible] ছেন। তিনি উকীল ও [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] সাহেব [illegible] তাঁহার [illegible]

এই, যে ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া নিজ নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে না পারিবে সেই দোষী। [illegible] সময়ে [illegible] ৮০ টাকা [illegible] আমরা অবশ্য উকীল [illegible] উপর [illegible] বিশ্বাস নাই। ইহাঁর [illegible] উকীল ও [illegible] কিছুই নাই।

[illegible] ও আনুকূল্যে [illegible] একটী খাল কাটিয়া [illegible] জলের [illegible] জন্য [illegible] টাকা ব্যয় দিবার আদেশ দিয়াছেন।

[illegible] লিখিয়াছেন;—[illegible] একটী গ্রাম আছে। [illegible] সেই [illegible] বন্যা [illegible] অত্যন্ত [illegible] পরিমাণে [illegible] লোক [illegible] পারিত না। [illegible] হইতে লোক [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। [illegible] উক্ত [illegible] অনেক [illegible] নিবারিত হইয়াছে। তিনি [illegible] নিপুণ। [illegible] করিলে [illegible] ও [illegible] বিলক্ষণ [illegible] করিবে। [illegible] একটী [illegible] সে [illegible] আক্রমণ করাতে [illegible] আসিয়া [illegible] একটী [illegible] প্রবেশ [illegible] সাহেব [illegible] আর একজন [illegible] লইয়া [illegible] করিতেছেন, [illegible] অতি কষ্টে [illegible] আক্রমণ করিতে [illegible] ছিলেন [illegible]

[illegible] এক্ষণকার অবস্থার পরিবর্তন [illegible] সাহেবের উপর নির্ভর করিয়া [illegible] বাৰা [illegible] ব্যবহার [illegible] দ্বারা তাহার [illegible] করিল [illegible] সে পরিত্যাগ করিল না, [illegible] বিলক্ষণ [illegible] বলিতে। [illegible] দেখুন আমাদিগের [illegible] নিবাসী [illegible] তাঁহার [illegible] জীবন [illegible] করিতে [illegible] সাহেব বিবেচনা করিলেন যে [illegible] করিলে [illegible] অপরিচিত [illegible] নিকটে [illegible] অতি [illegible] এই ঘটনায় [illegible] লোক [illegible] হইয়াছে, [illegible] তাহারা [illegible] সিবিল [illegible] আছে, [illegible] পারে। [illegible] বিষয় এই, [illegible] তিনি [illegible] করিয়া [illegible] দ্বারা [illegible] কর্মচারী [illegible] লয়েন।

আমাদের [illegible] লিখিয়াছেন [illegible] হইতে [illegible] টিকিট লইয়াছিল, কিন্তু [illegible] টিকিট [illegible] করিবার [illegible] রহিয়া [illegible] করিতে না পারায় [illegible] লোক [illegible] করিয়াছে। [illegible] এরূপ [illegible] ইহার মধ্যে [illegible] বলা যায় না।

[illegible] এক্ষণে কোন ব্যক্তি [illegible] এতদ্দেশের [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন [illegible] ছিলেন, কিন্তু [illegible] লোক [illegible] হইয়া যাব। [illegible] একজন [illegible] হইয়াছে। [illegible] সাহেব [illegible] অনেক [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] বিষয় [illegible] সময়েই [illegible] প্রদান করিয়াছিল। এ রূপ অভিপ্রায় [illegible] হইয়া উঠিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী ও কালেক্টার বাবু [illegible] মিত্র [illegible] অন্তর্গত [illegible] বদলী হইলেন ।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীবিক্রম [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিভাগে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বাবু [illegible] মিত্র এ জেলার [illegible] বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] রাজসাহীর অন্তর্গত [illegible] বদলী হইলেন । ইহাঁর প্রতি মেদিনীপুরের অন্তর্গত [illegible] যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] বদলী হইলেন ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] ডেপুটী [illegible] বদলী হইলেন ।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী [illegible] প্রতি [illegible] এ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে [illegible] ডেপুটী কালেক্টরদের [illegible] হইয়াছে ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু [illegible] মিত্র [illegible] মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

[illegible] বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের [illegible] সেক্রেটারি হইলেন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু [illegible] মিত্র [illegible] ছুটী লইয়াছেন । তখন [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ।

মুর্শিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন ।

[illegible] বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] অধীনে [illegible] বাবু [illegible] কার্য্য [illegible] ।

[illegible] ডেপুটী ও [illegible] সাহেব [illegible] মাস ছুটী [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, ডি, [illegible] পদে অভিষিক্ত হইলেন ।

[illegible] সাহেব [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] ডেপুটী কালেক্টার হইলেন ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] মিত্র [illegible] সহকারী [illegible] যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা বাহাল রহিল ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের [illegible] হইলেন ।

[illegible] সেক্রেটারি [illegible] মাস ছুটী [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি, ডি, [illegible] কার্য্য করিবেন ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন ।

বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগ ।

এম, এ [illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের [illegible] সহকারী [illegible] হইয়াছেন ।

ডি, সি [illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের [illegible] পদে অভিষিক্ত হইলেন ।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ ।

ঢাকা কালেজের [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় এম, এ [illegible] বিভাগের সহকারী স্কুল ইনেস্পেক্টার হইলেন ।

সংবাদদাতার পত্র ।

শান্তিপুর ।

বিগত ২৭ এ মার্চ সোমবার এখানে যে মিউনিসিপাল সভাধিবেশন হয়, সেই সভায় রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] বসু ও স্থানীয় [illegible] কমিশনর উপস্থিত থাকিয়া বাবু [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জন্য ভাইস চেয়ারম্যানী পদে মনোনীত করিয়াছেন । [illegible] বাবু ১৮৮১—৮২ খ্রীষ্টাব্দের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ [illegible] বিশেষ [illegible] ছিল না; [illegible] করিয়াছিলেন যে, এবারে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ভাইস চেয়ারম্যানের গুরুতর কার্য্যের [illegible] হইবে । কিন্তু আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা [illegible] ঐ আশা কেন যে পূর্ণ করিলেন না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন । আমরা অনুমান করি যে, উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবেই ঐরূপ ঘটিবার মূল কারণ । আমাদের যাঁহারা কমিশনর আছেন, তন্মধ্যে বাবু [illegible] ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ভাইস চেয়ারম্যানী পদের উপযুক্ত পাত্র নহেন । কিন্তু [illegible] বাবু [illegible] ভাইস চেয়ারম্যানী পদ [illegible] কোন [illegible] করিয়া আসিয়াছেন, একারণ বোধ হয় চেয়ারম্যান ও কমিশনরেরা তাঁহাকে ঐ পদ না দিয়া বাবু [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়াছেন । এক্ষণে গঙ্গোপাধ্যায় বাবু যদি নিরপেক্ষ ও নিয়মাধীনভাবে ভাইস চেয়ারম্যানী করিতে পারেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয় ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, বাবু [illegible] [illegible] ২৭ এ মার্চ [illegible] রাণাঘাট মিউনিসিপালিটিতে নিকাশপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শান্তিপুর প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি হইয়াও অদ্যাপি ইহাতে নিকাশপ্রণালী প্রচলিত হইল না । মধ্যে কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি নিকাশপ্রণালী প্রচলন করাইতে প্রাণপণে চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন [illegible] কিন্তু কেন যে তাহা ফলে পরিণত হইল না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন । যাহা হউক, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রণালী প্রচলন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা গিয়াছে যে, চেয়ারম্যান সহানুভূতি প্রকাশ করিলে প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটিতে নিকাশপ্রণালী প্রচলিত হইতে পারে । আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান বাবু কেন এই সুযোগ [illegible] নিকাশপ্রণালী প্রচলনপূর্ব্বক একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করুন না ?

আমাদের মিউনিসিপালিটী [illegible] অনেক [illegible] টাকা দিয়াছেন । [illegible] টাকা দেওয়া হয়, তখন আমরা [illegible] করিয়াছিলাম । কিন্তু [illegible] না [illegible] বলিয়া চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা [illegible] আমাদের সে কথায় [illegible] নাই । এক্ষণে [illegible] প্রতি দিন [illegible] করিতে আরম্ভ করিয়াছে, [illegible] পূর্ব্বের [illegible] অতএব আমাদের [illegible] নিবেদন এই যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ বিষয়ের [illegible] অনুসন্ধানপূর্ব্বক [illegible] টাকাগুলি [illegible] কঠিন, নতুবা [illegible] নাই ।

[illegible] গোস্বামী মহাশয়েরা [illegible] কুলীন কন্যাদান করিয়া থাকেন । এটী [illegible] বংশপরম্পরা প্রথা । কিন্তু এক্ষণে কেহ কেহ কুলীনে কন্যাদান করিয়া পরে [illegible] বিক্রয় [illegible] পুঁজি করিয়া [illegible] করিয়াছেন । [illegible] গোস্বামী মহাশয় আমাদের ঐ কথার [illegible] গোস্বামী অবস্থানুরূপ অর্থদান [illegible] কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন । [illegible] অকালে কালকবলিত [illegible] কিন্তু তিনি (বাবাজী) জীবদ্দশায় [illegible] দিতে ত্রুটি করেন নাই । [illegible] আমাদের [illegible] না করিয়া [illegible] বিধবা [illegible] বাবা [illegible] মাতা [illegible] প্রার্থনায় হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন । ঐ কথা শুনিলে [illegible] বিক্রয়

পূর্ব্বক বিদ্যা বুদ্ধিতার পুষ্টি করিয়া দিবেন বলা বাহুল্যমাত্র।

মাগরপুর।

দেখিতে দেখিতে চৈত্র মাসের দুই সপ্তাহ গত হইল, অদ্যাপি একবিন্দু বারিবর্ষণ হইল না। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বায়ু বিশিষ্ট ধূলিরাশি দিগন্ত বিস্তৃত হইতেছে উহাই কেবল নয়নগোচর হয়। এবার বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভকালে প্রথম দোলোৎসবের সময়ে বৃষ্টি হওয়া উচিত। বাস্তবিক সত্বর বারিপাত না হইলে সাধারণের জলকষ্টের ও কৃষকগণের কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে বসন্তরোগ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় নাই।

দুই মাস হইবে স্থানে স্থানে অগ্নিকাণ্ডের অভিনয় দেখা যাইতেছে। কতিপয় দিবস গত হইল ডাঙ্গাগ্রামে ৭৬, খিদিরের বাজারে ১১২ এবং বীরনগর গ্রামে চাল্লিশটি গৃহ ও একটী গো, অগ্নীভূত হইয়া গিয়াছে। খিদিরের বাজারটী দগ্ধ হওয়ায় অনেকগুলি ব্যবসায়ীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বস্তুতঃ এ বৎসর এ প্রদেশে অগ্নির প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রায় মধ্যে মধ্যে চতুর্দিক হইতে গৃহদাহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা তৎসমুদায় প্রকাশে নিরস্ত রহিলাম। প্রতি বৎসরই এ অঞ্চলে অনেক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, এদেশে প্রায়ই খড়ের ছাউনির ঘর; অগ্নিদেবও অধিকন্তু বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করেন। কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ এই যে, গৃহসংলগ্ন খোলার ঘর প্রস্তুত করিবার নিয়ম প্রচলিত করিয়া দিলে গৃহস্থদিগের গৃহ ও সম্পত্তি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগের পোষ্ট আফিস সমূহের সুযোগ্য ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরল মি, মাইকেল লোভেল সাহেবের কল্যাণে এ বিভাগের পোষ্টআফিস সমূহের অনেক উন্নতি হইতেছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, তিনি নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী (সব পোষ্টমাষ্টার) দিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বস্তুতঃ আজকাল পোষ্টআফিসে যেরূপ কার্য্যবাহুল্য হইয়াছে এই সঙ্গে পাকিব বেতনাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলে অনেকটা উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে।

আগামী ১লা এপ্রেল হইতে মাদারিপুরের অন্তর্গত কালাগ্রামে একটী "ব্রিগেড ব্রাঞ্চ" পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইবে; তবে সম্প্রতি গ্রামে ঐরূপ একটী পোষ্ট আফিস স্থাপিত করা আর বাকি থাকে কেন? উক্ত স্থানের স্কুলের কোনে শিক্ষক দ্বারা এ কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে।

এত দিনের পর অত্রস্থ মধ্য শ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহটী নির্ম্মাণ হইতেছে। এই স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাহা প্রামানিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে এই গৃহ প্রস্তুত করাইতেছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, এই স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে আরও এক জন গুরু পণ্ডিত নিযুক্ত হইবেন।

এ গ্রামের আজকাল যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রথমতঃ এক দলাদলিই সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইয়াছে। অদ্যাপি গ্রাম্য কর্ত্তাদিগের চৈতন্য নাই। এতন্নিবন্ধন সময়ে সময়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালতে মকদ্দমাও হইতেছে। বাস্তবিক মকদ্দমা করিয়া অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষা একতা বড় সুখের বিষয়। দলাদলির দরুণ বিবাহে অনেক অপব্যয় হয়, তাহাতে সামাজিক লোকের মধ্যে সকলে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হইতে থাকে। যাঁহারা একটু গভীর চিন্তাশীল তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমরা এ কি কুকর্ম্ম করিয়া অর্থ নাশ করিতেছি।

রাণাঘাট—১৮ এ এপ্রেল।

কিছু দিন গত হইল এই সবডিবিজনের অধীন উলা বীরনগর নিবাসী কোন ভদ্রলোক (অর্থাৎ অমুক বাবু) কলিকাতা হইতে ৩য় শ্রেণীর গাড়ীর টিকিট লইয়া ভ্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে টিকিট কালেক্টার সাহেব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ হন। মাননীয় ডেপুটী বাবু আসামীর দোষের প্রমাণ পাইয়া পাঁচটাকা অর্থদণ্ড ও টিকিটের অবশিষ্ট মূল্য দিতে আদেশ করিয়াছেন। আমরা বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করি, এই বার তাঁহার প্রথম, না অনেকবার এইরূপ প্রতারণা করিয়া এইবার ধরা পড়িয়াছেন?

সে দিন রাণাঘাটের নিকারী-পাড়ার কেলা নামক একজন নিকারী স্বীয় স্ত্রীকে হত্যা করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হয়। ডেপুটী বাবু প্রমাণ পাইয়া তাহাকে কৃষ্ণনগরের সেসন আদালতে বিচারার্থ অর্পণ করিয়াছেন।

অদ্য রাণাঘাট ষ্টেশনের সান্নিধ্যে নং ৩ ডাউন ট্রেণ হইতে একজন প্যাসেঞ্জার পতিত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় রাণাঘাটের দাতব্য ঔষধালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু বলিতেছেন, আহত ব্যক্তি প্রাণে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। এই হতভাগ্য ব্যক্তি কি প্রকারে ট্রেণ হইতে পতিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পুলিস আফিস তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

সম্প্রতি অত্রস্থ হরিশচন্দ্র স্বর্ণকারের কোট আগুন লাগিয়া কোটার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। লোকাপবাদ বিষয় তাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই। বিপদ বিপদের অনুগমন করে, যে সময়ে সর্ব্ব অগ্নি নির্ব্বাণ জন্য ব্যস্ত ছিল, সেই সময়ে বদমায়েস হরিশের একটী কোট আইনের ঘর হইতে সোণার মাদুলী ও বাক্সের সোণার বালা চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছে। একেই বলে "কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও পৌষ মাস।"

গ্রাম মাসাবধি হইল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, এখানে মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছেন, যোগেন্দ্র বাবু মিষ্টভাষী অমায়িক ও শান্তপ্রকৃতির লোক, বিচারকার্য্যও এক প্রকার মন্দ করিতেছেন না।

জনাই।

উত্তরপাড়া হইতে জনাই পর্য্যন্ত রাস্তাটী কয়েক বৎসর হইল পাকা হইয়াছে; কিন্তু জনাই যাইবার যেটী প্রধান রাস্তা সেটী দিয়া প্রত্যহ শত শত লোক কোন্নগরে ও রেলযোগে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেছে, সেই প্রধান রাস্তাটীর প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট রোডসেস কমিটী কেন যে কৃপানয়নে চাহিতেছেন না বুঝিতে পারি না। বর্ষার কাদায়, গ্রীষ্মের ধূলায় পথিকদিগের প্রাণ এক বারে কণ্ঠাগত হইয়া উঠে। কি করিবে, অগত্যা পথে যাইতেই হইবে। কোন্নগরের ষ্টেশন হইতে জনাই প্রায় তিন ক্রোশ পথ হইবে। ইহার মধ্যে ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল, ও জনাই হইতে শ্রীপতের পুষ্করিণী অর্থাৎ ঐ রাস্তার মধ্যস্থলে প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত পাকা আছে। অবশিষ্ট রাস্তাটুকু যদি প্রতি বৎসর এক মাইল করিয়াও পাকা হয়, তাহা হইলেও লোকের কষ্টের ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকে। জনাই নিবাসী প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলে অনায়াসে লোকের এই কষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

জনাই একটী প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধ গ্রাম। ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহেও অনেক ভদ্রলোকের বাস, তথায় জনাই হাই স্কুলটীর দশা দিন দিন অত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে কেন, বুঝিতে পারি না। কয়েক বৎসর মধ্যে একটীও ছাত্র পাশ হয় নাই। তবে কি স্কুলে পড়াশুনা ভাল হয় না? না,—স্থানীয় লোকের, ও সেক্রেটারির বা মেম্বরদিগের এতৎ প্রতি কোন দৃষ্টি নাই? অভিলাষ অব